মহামহোপাধ্যায়-শ্রীকৃষ্ণানন্দ-আগমবাগীশ বিরচিতঃ

বৃহং তন্ত্রসারঃ

যন্ত্র-মুদ্রা-টীকা ও অনুবাদ সহ

পণ্ডিতপ্রবর-পঞ্চানন-তর্করত্ন-কর্তৃক

পরিশোধিতঃ

নিমাইচন্দ্র পালের মুখবন্ধ সম্বলিত

তন্ত্রাচার্য বৃষধ্বজানন্দ কর্তৃক পরিদৃষ্ট

সারস্বতকুঞ্জ

সারস্বতকুঞ্জ-র ধর্মগ্রন্থমালা : ১

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য-বিরচিতঃ

বৃহৎ-তন্ত্রসারঃ

(টীকানুবাদ-সমেতঃ)

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য-
সম্পাদিতঃ

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বীরেশনাথ বিদ্যাসাগর-কৃত
পাঠবিবেক-বঙ্গানুবাদ-সঙ্কলিত-টীকা-সহিতঃ

নিমাইচন্দ্র পাল-কৃত
মুখবন্ধ সম্বলিত

তন্ত্রাচার্য্য বৃষধ্বজানন্দ কর্তৃক পরিদৃষ্ট

সারস্বতকুঞ্জ
১১বি, নবীনকুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

BRIHAT TANTRASĀRA
BY KRISHNANANDA AGAMBAGISH
EDITED BY PANCHANAN BHATTACHARYYA
INTRODUCTION BY
NIMAI CHANDRA PAL

- প্রকাশক ঃ

সারস্বতকুঞ্জ
১১বি, নবীনকুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

© প্রকাশক

- সারস্বতকুঞ্জ সংস্করণ— ২০২৫

- প্রাপ্তিস্থান ঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা - ৬
ও
শ্রীবলরাম প্রকাশনী
১০১বি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৬

- মুদ্রক ঃ

অভিনব মুদ্রণী
কোলকাতা -৬

ভূমিকা ঃ

একালে ইহা ঠিক ভূমিকা নহে; ইহাতে গ্রন্থকারের জীবনচরিত নাই; তাঁহার স্থান—কাল—নির্দ্দেশ নাই, তাঁহার কোন কথাই নাই, আছে কেবল গ্রন্থের কথা, অনুবাদের কথা ও শুদ্ধাশুদ্ধের কথা—এই জন্য একালে ইহার ভূমিকা-সংজ্ঞা ঠিক হয় না,—তবে সেকালের ভূমিকা এইরূপই হইত। ভূমিকা ভূমি—অর্থাৎ দাঁড়াইবার স্থান। এই ভূমিকাও আমার সম্পাদন কার্য্যের দাঁড়াইবার স্থান, এটুকু না থাকিলে—আমি নামেই সম্পাদক—আমার কার্য্যের পরিচয় কিছুই থাকে না;—এই ভূমিকা বা ভূমি—পাঠকেরও দাঁড়াইবার স্থান, এটুকু না হইলে পাঠক এই তন্ত্রসার-সাগরে এই অকূলপাথারে ভাসিয়া যাইতেন। যাঁহারা পণ্ডিত পাঠক তাঁহাদিগেরও অনেকেই এই সাগরে ভাসিয়াই আছেন, ইহার তলস্থভূমি স্পর্শে তাঁহাদিগেরও অধিকার নাই, এই ভূমিকা বা ভূমি তন্ত্রসারসাগরের স্থলভূমি। তাই ইহার নাম ভূমিকা।

তন্ত্রসার এতদ্দেশে সর্ব্বজন-সমাদৃত তন্ত্র-সংগ্রহ। আমাদিগের অধ্যয়নকালে এই গ্রন্থের রীতিমত পঠন-পাঠনা ছিল। তখন গুরুতা করিতে হইলে শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করিতে হইলে এই তন্ত্রসার প্রধান অবলম্বন ছিল। শিষ্যের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিতে হয় এবং 'প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ' এই কারণে—যে গুরু ধর্ম্মভয়হীন, তিনি দুই চারিটি মন্ত্র শিখিয়া রাখিয়া শিষ্যগণকে তদ্দ্বারাই দীক্ষিত করেন। আবার হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী গুরু হইলে ত কথাই নাই—তাঁহার কথাই মন্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। এই ভাব যত বিস্তৃত হইতেছে, ততই তন্ত্রসারের পঠন-পাঠনা কমিতেছে, এখন লুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তন্ত্রসার মূলমাত্র প্রথমে বটতলায় ছাপা হয়, সে সময়ে এদেশে তন্ত্রসার পঠন-পাঠনা ছিল, কিন্তু যাঁহারা সেই পঠন-পাঠনা লইয়া অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ছাপা তন্ত্র স্পর্শ করিতেন না। সুতরাং সেই তন্ত্রে কি দোষ থাকিল, তাহা অভিজ্ঞের অবিদিতই থাকিল। তৎপরে তন্ত্র-প্রকাশক সুপ্রসিদ্ধ রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সানুবাদ তন্ত্রসারের প্রকাশ করেন,সেই অনুবাদই একটু আধটু পরিবর্ত্তিত হইয়া এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রকাশকের কর্ত্তৃত্বে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এখন ছাপা তন্ত্রই প্রায় অবলম্বন হইলেও ভুল বুঝিবার লোক বিরল হওয়ায় এবং উপেক্ষা থাকায়—ভুলের সংশোধন প্রায়ই হয় না। পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী পরবর্ত্তী সংস্করণে কিঞ্চিৎ সংশোধন করিয়াছিলেন। মূল-পাঠে ভুল ও অনুবাদে ভুল– দুইই চলিয়া আসিতেছে। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র-অনুবাদে অনুতপ্ত হইয়া আমি তন্ত্রপ্রকাশে সহায়তা করিব না এই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাই সুলভ শাস্ত্রপ্রকাশের প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু তন্ত্রপ্রকাশ করিতে কয়েকবার ইচ্ছা করিলেও আমার কথায় প্রতিনিবৃত্ত হ'ন। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অপরে ত প্রতিনিবৃত্ত হ'ন নাই,

অতএব তন্ত্রশাস্ত্র প্রকাশের যে দোষ—তাহা ত থাকিলই,পক্ষান্তরে অশুদ্ধ পাঠই চলিতে লাগিল। এখন দেখিতেছি,—সেই দোষে আমার আত্মীয় স্বজনও আচ্ছন্ন,—এ সময়ে অনুবাদে যত সংশোধন হউক বা না হউক সংশোধিত মূল প্রকাশ হওয়া যে একান্ত উচিত, ইহা মনে করিয়া—এই তন্ত্রসারের সম্পাদনকার্য্য স্বীকার করিয়াছি। আমার জ্ঞাতিভ্রাতা মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ২৪পরগণা দণ্ডীরহাট নলকোঁড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেশনাথ বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে আমার প্রধান সহায়। তিনি তন্ত্রসারের পাঠ-বিশুদ্ধির জন্য হস্তলিখিত বহু প্রাচীন টিপ্পনীযুক্ত তন্ত্রসার সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একখানির লিপিকাল ১৫৮০ শকাব্দ। আর একখানির লিপিকাল লিখিত না থাকিলেও লিপির অবস্থায় অনুমান হয়, ২০০ বৎসর পূর্ব্বে উহা লিখিত। এই দুইখানি পুস্তক নবদ্বীপের। আর একখানি হস্তলিখিত পুস্তক এই ভট্টপল্লীর। উহা ১৬৯৪ শকাব্দে লিখিত। এতদ্ভিন্ন মুদ্রিত পুস্তকগুলি ত আছেই। বীরেশনাথ আগমতত্ত্ববিলাস নামক আর একখানি সঙ্কলিত তন্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অনেকস্থলে তন্ত্রসারের টীকাস্বরূপ হইয়াছে। সেখানি গ্রহবিয়ৎ ষট্‌চন্দ্র (১৬০৯) শকে নপাড়ী বন্দ্যঘটীবংশীয় রঘুনাথ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক রচিত। এতগুলি পুস্তক মিলাইয়া এই তন্ত্রসারের মূল পাঠ নির্ণীত হইয়াছে, প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকস্থিত টিপ্পনী বা আগমতত্ত্ববিলাসকৃত ব্যাখ্যা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। "তং শুকী দেবদেবেতঃ" ইত্যাদি গোপাল-ধারণ-যন্ত্রের অন্তর্গত শ্লোকব্যাখ্যা আমি করিয়া দিয়াছি। ভট্টপল্লীর প্রথিতনামা তান্ত্রিক ৺গিরিশচন্দ্র সিদ্ধান্তরত্ন মহাশয়ের অঙ্কিত ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র তন্ত্ররত্ন প্রদত্ত সেই ধারণযন্ত্র এই তন্ত্রসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই মূল সম্পাদন কার্য্যে আত্মপ্রসাদ প্রায় সম্পূর্ণই হইত যদি মুদ্রাকর প্রমাদ না থাকিত,—সেই প্রমাদ পরিহারার্থ এবং অনুবাদদোষ দূরীকরণার্থ শুদ্ধিপত্র প্রদান করা হইয়াছে। পাঠক শুদ্ধিপত্রানুসারে প্রথমে পাঠ স্থির করিয়া তৎপরে ভাবার্থ গ্রহণে যত্ন করিবেন ইহা আমার অনুরোধ।

এই তন্ত্রসারের মর্ম্মস্থান হইল প্রথম পরিচ্ছেদ। ইহাতে যে বিশেষ দোষগুলি চলিয়া আসিতেছে—তাহার এবং অন্য কতিপয় স্থলের দোষ গুলির উল্লেখ ও সংশোধন এই ভূমিকাতে করিয়া দিতেছি। অনুবাদের অবশিষ্টাংশে শ্রীমান বীবেশনাথ প্রথম হইতেই যত্ন করিয়াছেন, এখনও তদ্বিষয়ে পুনরালোচনা করিলেন। প্রথম পরিচ্ছেদ ব্যতীত অন্যাংশে যে পাঠভ্রম বড়ই দোষের, প্রথমে তাহার উল্লেখ ও সংশোধন করিয়া—প্রথম পরিচ্ছেদের কথা বলিব;—"শ্রীরামমন্ত্রাঃ"—এই প্রকরণের এই সংস্করণ ২৫১ পৃঃ—'পীঠমমুষ্ম সম্পূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা' পাঠ আছে,—এই পাঠই নবদ্বীপের প্রাচীন পুস্তকদ্বয়-সম্মত, কয়েকখানি মুদ্রিত পুস্তকে 'পুনর্ধ্যাত্বা'র পূর্ব্বে ও 'পীঠমমুষ্ম সম্পূজ্য' ইহার পরে—"সীতা-

ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নানাং পূজাং কুর্য্যাৎ। তথাচাগস্ত্যসংহিতায়াম্—অজপ্ত্বা লক্ষ্মণমনুং রামচন্দ্রং জপন্তি যে। তজ্জপস্য ফলং নৈব প্রয়ান্তি কুশলা অপি। জপনিয়মস্তু—অষ্টোত্তরশতং বাপি সহস্রং বা সমাহিতঃ। লক্ষ্মণমনুর্জ্জপ্য ইত্যাদি। মন্ত্রস্তু—রেফং পূর্ব্বং সমুদ্ধৃত্য সেন্দুং লক্ষ্মণসংযুতম্। ঙেহন্তোহয়ং লক্ষ্মণমনুর্নমসা চ সমন্বিতঃ। অঙ্গত্বেনোদিতা হ্যেতে প্রাধান্যেনাপি সত্তমাঃ। আদাবপ্যন্ততো বাপি পূজায়াং রাঘবস্য চ। এষামপি চ কর্ত্তব্যা ভুক্তি-মুক্তিফলার্থিভিঃ।" এই অধিক পাঠ আছে। ইহা সঙ্গত নহে, ১ম কারণ পীঠ মনু পূজার পর সীতা-ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন-পূজা যে কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে প্রমাণপ্রদর্শন করিতে গিয়া রামমন্ত্র জপের পূর্ব্বে যে লক্ষ্মণ-মন্ত্র জপ আবশ্যক ইহার প্রমাণ-প্রদর্শন অপ্রাসঙ্গিক, দ্বিতীয়,—'অঙ্গত্বেনোদিতা হ্যেতে'—বচনে যে 'এতে' আছে তাহার অর্থ—'সীতা ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন' ইহা কিরূপে আসিল ?—তাহার প্রমাণ উপন্যস্ত নাই ? তৃতীয়—"আদাবপ্যন্ততো বাপি পূজায়াং রাঘবস্য চ, ইত্যাদি আছে—ইহার অর্থ রামের পূজাকার্য্যে আদিতে বা অন্তে ইঁহাদিগের পূজা করিবে। তন্ত্রসারে অতঃপর অন্তে—পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত হইবার পর—সীতা প্রভৃতির পূজা উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আদিতে আর পূজা বিধি থাকিবে কেন ? রসিকমোহনের অনুবাদে আছে "আদিতেও পূজা করিবে অন্তেও পূজা করিবে" কিন্তু 'আদাবপ্যন্ততো বাপি'র ঐ অনুবাদ কষ্টকল্পিত, 'আদাবপ্যন্ততশ্চাপি' পাঠ থাকিলে ঐরূপ অনুবাদ হইতে পারিত, 'বা' থাকাতে—অথবা অর্থই—স্পষ্ট বোধ হয়। অতএব ঐ পাঠ সঙ্গত নহে। এইটুকু দোষ হইলে তত মারাত্মক হইত না,—মারাত্মক দোষ এই যে লক্ষ্মণ-মন্ত্রটিই বিকৃত করা হইয়াছে,—। অগস্ত্যসংহিতার বচন—"রেফপূর্ব্বং সমুদ্ধৃত্য—সেন্দুং লক্ষ্মণসংযুতম। ইত্যাদি।—ইহাতে 'লং' লক্ষ্মণায় নমঃ' ইহাই লক্ষ্মণ-মন্ত্র হয়। কারণ 'রেফপূর্ব্ব' অর্থে—'ল'—রেফঃ পূর্ব্বো যস্য'—এইরূপভাবে বর্ণোপদেশ—তন্ত্রশাস্ত্রে বহুস্থলে আছে,—দুর্গা মন্ত্রে—'থান্তবীজং সমুদ্ধৃত্য'—'থান্ত শব্দে দ'—। কাত্যায়নী মন্ত্রে বান্তং—'শ'—। নাম ঘটিত মন্ত্রে নামের আদ্য অক্ষর—বীজের প্রথমাক্ষররূপে ব্যবহৃতও বহুস্থলেই হয়—রাং রাম, জং জয়া—ইত্যাদি। এতদনুসারে 'লং লক্ষ্মণায় নমঃ' এইরূপ মন্ত্রই হওয়া উচিত। অগস্ত্যসংহিতার পাঠও ঠিক ইহারই প্রতিপাদক। হস্তলিখিত তৃতীয় প্রাচীন পুস্তকে 'রেফপূর্ব্বং' পাঠই আছে। আমাদিগের সম্প্রদায়েও আমার প্রদর্শিত এই লক্ষ্মণ-মন্ত্রই প্রসিদ্ধ ছিল, এখন যাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ করেন নাই, মুদ্রিত পুস্তক দেখিয়া তাঁহারা রং লক্ষ্মণায় নমঃ' এইরূপ মন্ত্র নিশ্চয় করিতেছেন ; ইহা মারাত্মক ভ্রম। আমাদিগের এই পুস্তকেও যাহা পূর্ব্ব-মুদ্রিত তাহাই উদ্ধৃত হইয়াছে। ফলতঃ মুদ্রিত পাঠ অসঙ্গত এবং 'রেফং পূর্ব্বং' এই পাঠ যে ভীষণ অশুদ্ধ, তাহা আমি স্পষ্ট বলিতেছি।

এই সংস্করণের ৯ পৃঃ ৫ পং 'বশিষ্ঠোহপি স্বপুত্রায়' পাঠ সকল মুদ্রিত পুস্তকে আছে,

ইহার অনুবাদও পাঠের অনুরূপ ; কিন্তু মহাভারত এবং বিষ্ণুপুরাণাদির সহিত বিরোধ হওয়ায় ‘স্বপৌত্রায়’ এই পাঠই সঙ্গত। (বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর, পরাশরপুত্র বেদব্যাস। বেদব্যাস-পিতা পরাশর বশিষ্টের পুত্র নহেন, পৌত্র।) তবে ইহাতে এক আপত্তি এই যে পিতার নিকট, হইতে পুত্রের দীক্ষা গ্রহণের সমর্থন জন্য এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহাতে পৌত্রের দীক্ষাগ্রহণ-কথন অপ্রাসঙ্গিক ; তাহার উত্তর এই যে, ঐ বচনে ব্রহ্মা বশিষ্ঠকে দীক্ষা দান করেন এবং পরাশর বেদব্যাসকে দীক্ষা দান করেন, এই প্রসঙ্গ থাকায়—মধ্যে পিতামহের নিকট পৌত্রের দীক্ষাগ্রহণ-বার্ত্তা, বচন-বিচ্ছেদ-নিবারণার্থ ও গুরুপরম্পরা-প্রদর্শনার্থ,—উল্লিখিত ঐ অংশ পিতার নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণের সমর্থনার্থক নহে। ভট্টপল্লীর হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকে ‘স্বপৌত্রায়’ পাঠই আছে। ১৩ পৃঃ ৪ পং—‘সপিণ্ডাক্ষরমন্ত্রাণাং’—ইহার অর্থ পাদটীকায় আছে, তন্মধ্যে প্রথমার্থই আমার অনুমোদিত,—‘সংযুক্তাক্ষর মন্ত্র’ তাহার অনুবাদ। অনুবাদে ‘কূটমন্ত্র’ আছে। ১৬ পৃঃ, ৫ পং—“মিত্রে সিদ্ধিঃ সমাখ্যাতা” ইত্যাদি বচন মুদ্রিত পুস্তকে নাই, হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকে আছে ; কিন্তু তাহাতে “ঐন্দ্রমারুতয়োঃ শত্রুঃ” এই স্থান হইতে জলমারুতয়োঃ শত্রুতা’ এই পর্য্যন্ত (১৬ পৃঃ ৪।৫ পং) নাই,আমাদিগের সংস্করণে দু’টি পাঠই দেওয়া হইয়াছে কিন্তু —তাহার পাঠভেদ-জ্ঞাপক চিহ্ন বা পাদটীকা প্রদত্ত হয় নাই। এই দুইটি যে পাঠ ভেদ ইহা জ্ঞাপন করা হইল। কুলাকুল প্রভৃতি চক্রবিচারে মন্ত্রগ্রহীতার নাম ও মন্ত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি কোন্ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে, তাহার বিধান অনুবাদে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল বিধান—বিশেষ চক্র বিচারেই জানিবে কিন্তু উহা সর্ব্বচক্র বিচারের ফল নহে। যথা—১৫ পৃঃ কুলাকুলচক্র—১৬ পৃঃ অনুবাদে দৃষ্টান্তরূপে চন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তির ককারাদি মন্ত্রগ্রহণে অধিকার স্বীকার করা আছে,—এই অধিকার কিন্তু কেবল কুলাকুলচক্র বিচারস্থলেই গ্রাহ্য, ফলতঃ চন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তি ককারাদি মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না,—কারণ কুলাকুলচক্রে উত্তীর্ণ হইলেও—অকথহচক্রে ঐ মন্ত্র চন্দ্রনাথের পক্ষে অরিমন্ত্র হয়, অতএব শেষ মীমাংসায় সর্ব্বচক্রবিচারে ঐ মন্ত্র চন্দ্রনাথের অগ্রাহ্য। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে চন্দ্রনাথ যাহার নাম, তাহার কি ককারাদি মন্ত্র হইবেই না? উত্তর এই,—দীক্ষা সঙ্কল্প বাক্যে চন্দ্রনাথ নাম ব্যবহার করিলে ককারাদি মন্ত্র গ্রহণ তাহার পক্ষে হইবে না। কিন্তু প্রসিদ্ধ নাম চন্দ্রনাথ ও রাশ্যাশ্রিত নাম যদি কমলাকান্ত বা হরিদাস হয়, তাহা হইলে কমলাকান্ত বা হরিদাস নামে দীক্ষা-সঙ্কল্প করিয়া—ককারাদি মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে, তদভাবে গুরু নূতন নামকরণ করিয়া মন্ত্র প্রদান করিতে পারেন, ইহা ব্যবহার আছে ; ‘যতীনাং পুষ্পপাতেন’ ইহার উপলক্ষণতা স্বীকার ও নামকরণাদির বিধানই ঐরূপ ব্যবহারের মূল। তারাচক্র ও রাশিচক্রের মন্ত্রশুদ্ধি—

নক্ষত্র ও রাশি জ্ঞান থাকিলে—নামের আদ্যক্ষর লইয়া হয় না, নক্ষত্র ও রাশি অনুসারে হয়। চক্রবিচার এক প্রকার অগ্নিপরীক্ষা ; শিবাদি কতিপয় দেবতার মন্ত্রে ষট্‌চক্র এবং অন্যত্র পঞ্চচক্র-বিচার আবশ্যক। ত্রিচক্র-বিচার সর্ব্বত্রই একান্তই কর্ত্তব্য। পঞ্চচক্র-বিচারে অকডম চক্র পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু শিবাদি মন্ত্রে অকডম চক্র-বিচার আবশ্যক। ২৭ পৃঃ অকডম চক্র, ২৮ পৃঃ তাহার অনুবাদ ও ব্যবস্থা আছে। সে স্থলে মূলে যে পাঠ আছে তাহা বহুসম্মত। চিরাগত অনুবাদ মূলবিরুদ্ধ। অকডম চক্রে গণনাপ্রণালী বহুসম্মত পাঠানুসারে যাহা হয়, তাহা এবং আগমতত্ত্ববিলাসাদি মতে যাহা হয়, তাহা এই স্থানেই বলিতেছি ;—বর্ণবিন্যাসসহ অকডম চক্র— যাহা ২৭ পৃঃ আছে, তাহা সম্মুখে রাখিয়া আমার কথাগুলি বুঝিতে হইবে।

সেই চক্র রাশিচক্রের ন্যায় ; তাহার ১২টি ঘরে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্থাৎ রাশি অবস্থানের বিপরীতভাবে বর্ণ বিন্যস্ত হইয়াছে,—মন্ত্রগ্রহীতার নামের প্রথম অক্ষর যে ঘরে থাকিবে, সেই ঘর হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে ও বামাবর্ত্তে গণনা করিবে,—এই দ্বিবিধ গণনায় যদি মন্ত্রের প্রথম অক্ষর অরি ঘরে না পড়ে, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রাহ্য। সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি—এই হইল চার ঘরের সংজ্ঞা, পঞ্চম হইতে অষ্টম ও নবম হইতে দ্বাদশ—ঐ চার চার ঘরেরও সিদ্ধসাধ্য প্রভৃতি সংজ্ঞাই জানিবে, মন্ত্রগ্রহীতার নামের প্রথমাক্ষর যে ঘরে, সেই ঘর সিদ্ধ, আবার পঞ্চম সিদ্ধ, নবমও সিদ্ধ, ২য় ঘর সাধ্য, ৬ষ্ঠ ঘর সাধ্য, দশম ঘর সাধ্য ইত্যাদি সম্মুখ দিয়া যে গণনা,—তাহা দক্ষিণাবর্ত্তে গণনা, আর বিপরীত দিকে যে গণনা, তাহা বামবর্ত্তে গণনা। দ্বিবিধগণনার ফল এই যে, অরিগৃহ ও সাধ্যগৃহস্থিত অক্ষর যে মন্ত্রের প্রথম বর্ণ, সেই মন্ত্র গ্রাহ্য নহে। মন্ত্রগ্রহীতার নামের প্রথমাক্ষর-যুক্ত গৃহ হইতে দক্ষিণাবর্ত্ত-গণনায় যে ঘর সাধ্য—বামাবর্ত্তগণনায় তাহা অরি হইবে,—আর বামাবর্ত্তগণনায় যাহা সাধ্য, দক্ষিণাবর্ত্তগণনায় তাহা অরি হইবে। "একৈকক্রমতো লেখ্যান্ মেষাদিষু বৃষান্তকান্ গণয়েৎ ক্রমশো ভদ্রে নামাদি-বর্ণপূর্ব্বকান্।"—এই বচনে দক্ষিণাবর্ত্তে গণনা বিহিত। তাহার পরেই আছে—"মেষাদিতোঽপি মীনান্তং গণয়েৎ ক্রমশঃ সুধীঃ।" মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া মীন-পর্য্যন্তও গণনা করিবে,—এ গণনা বামাবর্ত্তে। অতএব উভয় গণনাই বিহিত। "মেষাদিতোঽপি" এই পাঠে ইহাই অর্থ,—'মেষাদিতো হি মীনান্তং গণয়েৎ ক্রমশঃ সুধীঃ।' এই পাঠ একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে আছে,—আগমতত্ত্ববিলাসেও এই পাঠ,—তাহাতে আগমতত্ত্ববিলাসসম্মত অর্থ এই হইয়াছে যে, বর্ণবিন্যাস দক্ষিণাবর্ত্তে করিবে ও গণনা বামাবর্ত্তে করিবে। এই অর্থ করিয়া আগমতত্ত্ববিলাসকার বলিয়াছেন,—"সিদ্ধ ও সুসিদ্ধ গৃহস্থিত আদিবর্ণযুক্ত মন্ত্রই গ্রাহ্য" সুতরাং ফলে উভয় পাঠেই সমান সিদ্ধান্ত। অকডম চক্র-বিচারে যে যে দেবতার মন্ত্র আবশ্যক, তাহা সেই প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে। প্রধান ত্রিচক্র—

কুলাকুল, অকথহ ও ঋণিধনী, এই ত্রিচক্র বিচার না করিয়া মন্ত্রপ্রদান কদাচ কর্ত্তব্য নহে। দেবতাবিশেষে নক্ষত্রচক্র ও রাশিচক্র-বিচারের আবশ্যকতা, সেই চক্র বর্ণনস্থলে কথিত হইয়াছে। দৈবাৎ অরিমন্ত্র গ্রহণ হইলে, তাহার পরিত্যাগপ্রণালী মধ্যে যে দুগ্ধপানের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে বমনেচ্ছাজনক পানই বুঝিবে,—বমনের জন্য পান বলিয়া মাত্রায় কিছু অধিক হইলেও সেই মন্ত্র-জপ্ত ২৩ সের দুগ্ধই যে তাহাকে পান করিতে হইবে, এমন তাৎপর্য্য সে বচনের নহে। তেমন ভোক্তা হয়ত পৃথক্ কথা। মন্ত্রজপ্ত দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কিছু পান বা আহার তখন করিবে না, ইহা সেই বচনের গূঢ়ার্থ।

অতঃপর ৩২পৃঃ ৮ পং লিখিত হরচক্রের আলোচনা করিতেছি ;—

তন্ত্রসার-ধৃত বচনে হরচক্র-বিচারের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই হরচক্র যদি পৃথক্ হয় তাহা হইলে, তাহার উল্লেখ তন্ত্রসারে না করাতে ন্যূনতা দোষ হয়। এই কারণে আমাদিগের গুরু পরম্পরায় 'হরচক্র' শব্দের অর্থ 'ঋণি-ধনি-চক্র' বলিয়া প্রচলিত। ঐ চক্রে আট বা তিনের দ্বারা হরণ থাকায় উহা 'হরচক্র' নামে কথিত। আগমতত্ত্ববিলাসে যে 'হরচক্র' রুদ্রযামল তন্ত্র-কথিত বলিয়া উল্লিখিত, তাহা প্রদর্শিত হইল। কিন্তু এই হরচক্র মুদ্রিত রুদ্রযামলে পাওয়া যায় না। 'শিবচক্র' আছে বটে, কিন্তু তাহার বিন্যাস অন্য প্রকার। কেবল শিবচক্র বলিয়া নহে সেখানে অপরাপর চক্রেরও উল্লেখ আছে। আমাদিগের সম্প্রদায়ে দীক্ষা-বিচারে সেই সকল চক্র গৃহীত হয় না। যে ষট্চক্র বিচার সর্ব্বশিষ্ট-পরিগৃহীত, তাহাই তন্ত্রসারে উদ্ধৃত আছে।

হরচক্রে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩টি গৃহ (ঘর) আছে। তন্মধ্যে মধ্যগৃহ শূন্য। ১২টি গৃহ লইয়াই গণনা। তাহার নিয়ম যথা—মন্ত্রগ্রহীতার নামাদ্যক্ষর—যে গৃহে আছে—তাহা হইতে গণনা—সেই স্থান ১—ধন, তাহার পর হইতে যথাক্রমে ২—পুত্র, ৩—লাভ, ৪—নিধন, ৫—বিহ্বলতা, ৬—মুক্তি, ৭—সৌখ্য, ৮—ধর্ম্ম, ৯—রিপু, ১০—মিত্র, ১১—কামদ, ১২—ভীষণ। সংজ্ঞা অনুসারেই শুভ অশুভ। যে গৃহে মন্ত্রগ্রহীতার নামের প্রথম অক্ষর থাকিবে—তাহা হইতে গণনা আরম্ভ করিয়া ৪, ৫, ৯ এবং ১২ গৃহস্থিত দেবতার মন্ত্র গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। যথা ইন্দুভূষণ নামক ব্যক্তি সরস্বতী মন্ত্র গ্রহণ করিবে না, কারণ ই—ঐ নামের প্রথম অক্ষর—উহা পূর্ব্ব গৃহে আছে—তাহা হইতে চতুর্থ গৃহে সরস্বতী, ৪—নিধন স্থান। বায়ুকোণস্থ অন্যতর গৃহে সোমদৈবত (অন্ত) এইরূপ যে শব্দ আছে—তাহার অর্থ—অপর শক্তিমন্ত্র, যে সকল শক্তি-দেবতা চক্র মধ্যে উল্লিখিত হন নাই,—তাহাই এ স্থলে ধর্ত্তব্য। আগমতত্ত্ব-বিলাসমতে ঐ অংশের অর্থ 'চন্দ্র' অর্থাৎ চন্দ্র-মন্ত্র-গ্রহণের পক্ষে উহার প্রয়োজন।

আগমতত্ত্ববিলাসের মত ৩২-৩৩ পৃঃ সংস্কৃত টীকাকারে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমি তাহার ভাষানুবাদ ও আমাদিগের সিদ্ধান্ত বলিলাম।

হরচক্র।

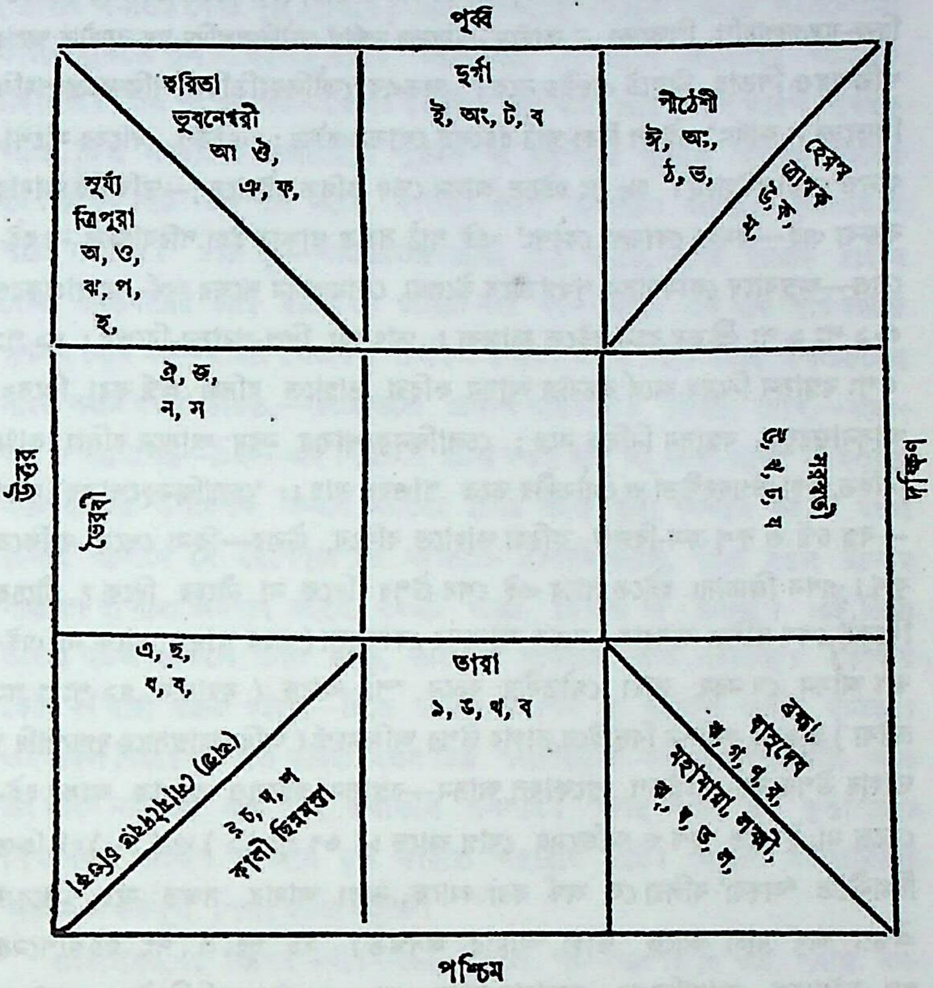
পূর্ব্ব
ত্বরিতা
ভুবনেশ্বরী
আ ঔ,
ঞ, ক,
সূর্য্য
ত্রিপুরা
অ, ও,
ঋ, প,
হ,
দুর্গা
ই, অং, ট, ব
পীঠেশী
ঈ, অঃ,
ঠ, ভ,
ভৈরব
ত্র্যম্বক
ঋ, ঙ, ক,
ঐ, জ,
ন, ম
উত্তর
ভৈরবী
দক্ষিণ
সরস্বতী
উ, ঘ, ঢ, ধ
এ, ছ,
ধ, ব,
ঙ, চ, থ, শ
কালী ছিন্নমস্তা
তারা
১, ড, থ, ব
ব্রহ্মা,
বাসুদেব
ঋ, গ, প, য,
মহামায়া, লক্ষ্মী,
ঋ, ং, ড, প,
পশ্চিম

মূলে যেখানে, 'তন্ত্রান্তরে' আছে তাহার অনুবাদ 'অন্যতন্ত্রে' এইরূপ—অনেকস্থলে আছে—কিন্তু তাহা হইবে না—অনুবাদও 'তন্ত্রান্তরে' হইবে। 'তন্ত্রান্তর' নামে একখানি তন্ত্র আছে,—তাহার প্রমাণই মূলে 'তন্ত্রান্তরে' বলিয়া উদ্ধৃত। যথা মহাসিদ্ধসারস্বততন্ত্রে—"তন্ত্রান্তরঞ্চ দেবেশি নবরত্নেশ্বরং তথা। তন্ত্রচূড়ামণিস্তন্ত্রং ভাবচূড়ামণীয়কম্" ইত্যাদি চতুঃষষ্টিতন্ত্র-গণনা-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে। টিপ্পনী বা পাদটীকায় সংস্কৃত সর্ব্বত্র শোভন নহে—যেমন প্রাচীন পুস্তকে আছে তাহাই উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—৭ পৃঃ ৫ পং মূল, 'পিতুর্ম্মন্ত্রং (১) ন গৃহ্নীয়াৎ' টীকা, (১) পিতৃতো মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াৎ ইত্যর্থঃ। তেন তদারাধিতমন্ত্রো গ্রাহ্যঃ।"—অর্থাৎ—পিতার নিকট হইতে মন্ত্র লইবে না, ইহাই অর্থ, পিতার মন্ত্র—পিতার আরাধিত মন্ত্র লইবে না এমন অর্থ নহে, সে মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে, তবে পিতার নিকট হইতে নহে, ইহা বলা বাহুল্য। এখানে টীকার সংস্কৃত এইরূপ হইলে ভাল হইত "পিতুরিতি পঞ্চমী ন তু ষষ্ঠী, তেন

তদারাধিতমন্ত্রস্তান্তত্তো গ্রহণে দোষো নাস্তি।" এবং ৮ পৃঃ ৮ পং মূল, "শৈবে শাক্তে ন ত্বয্যতীতি বচনঃ কৌলিকমন্ত্র (৪) দীক্ষাপরঃ"—টীকা (৪) "তেন কৌলিকশক্ত্যতিরিক্ত-মন্ত্রগ্রহণমপি পিতৃতো ন কার্য্যম্"—মূলের মর্ম্মার্থ কৌলিকশক্তি-মন্ত্র-ব্যতীত অপর শক্তিমন্ত্রও পিতার নিকটে গ্রহণীয় নহে। অতএব 'কৌলিকাতিরিক্ত-শক্তিমন্ত্রগ্রহণমপি পিতৃতো ন কার্য্যং' এইরূপ টীকা-পাঠ হইলেই শোভন হইত ; এইরূপ দোষের সংশোধনেও চেষ্টা হইয়াছে। ৪৮ পৃঃ হইতে আসন ভেদ কথিত হইয়াছে ;—তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই—কম্বলং কোমলং কৌশং' এই পাঠ সর্ব্বত্র থাকায় ইহা পরিবর্জ্জিত না হইলেও—অনুবাদে কোমলাসন পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ্য, কোমলাসন শব্দের অর্থ—তারাপ্রকরণ ৫০৯ পৃঃ ৯ পং শ্রীক্রম বচন হইতে জ্ঞাতব্য। তাৎপর্য্য, শিশু-শবাসন-বিশেষ। ৪৯ পৃঃ ৫ পং বস্ত্রাসন নিষেধ অর্থে বস্ত্রমাত্র আসন করিয়া তাহাতে বসিয়া কর্ম্ম করা নিষেধ. আসনান্তরযুক্ত বস্ত্রাসন নিষিদ্ধ নহে ; চেলাজিনকুশোত্তর নরম আসনে বসিয়া কার্য্য বিহিত, ইহা ভগবদ্‌গীতা ও গৌতমীয় তন্ত্রে পাওয়া যায়। 'চেলাজিনকুশোত্তর' অর্থে—বস্ত্র চর্ম্ম ও কুশ ক্রম-বিন্যস্ত করিয়া তাহাতে বসিবে, উত্তর—কিনা শেষে থাকিবে কুশ। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে এই শেষ উপর দিকে না নীচের দিকে ? নীচের দিকেই শেষ বলিয়া ব্যবহার, নচেৎ আসনের কোমলতা (নরম ভাব) থাকে না, এইরূপ আসন যে নরম, তাহা গৌতমীয় বচনে স্পষ্ট আছে (মৃদ্বাসনে ৪৯ পৃঃ ৭ পং দ্রষ্টব্য) ভূতলে কুশাসন বিছাইবে,তাহার উপর অজিনচর্ম্ম (অধিকারানুসারে মৃগচর্ম্মাদি) তাহার উপর বস্ত্র—এইরূপ সুকোমল আসন—বস্ত্রাসন হইলেও বস্ত্রমাত্র আসন হইতেছে না, ইহাতে কুশ ও অজিনের যোগ আছে। ৬৭ পৃঃ (৯) ও (১০) চিহ্নিত টিপ্পনীতে 'অথবা' বলিয়া যে অর্থ করা আছে, তাহা আমার সম্মত নহে, পরেও ঐরূপ অর্থ যাহা আছে তাহা আমার অসম্মত। ৯৯ পৃঃ ৩ পং ঘটস্থাপনের মন্ত্র সর্ব্বাংশে আমাদিগের সম্প্রদায়-সম্মত না হওয়ায় পরিশিষ্টে আমাদের সম্প্রদায়সম্মত ঘটস্থাপনমন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে। অতঃপর কূর্ম্মচক্র,—৮৫ পৃঃ—কূর্ম্মচক্রের কথা একটু বলিতেছি ;—চারিটি রেখা, দুইটি পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ এবং ঐ রেখাদ্বয়কে ভেদ করিয়া উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ দুইটি রেখা করিবে,—ঐ চারটি রেখারই অগ্রভাগ চতুর্দ্দিকে নিঃসৃত থাকায়—তাহা চতুরস্র ভূমিকে ভেদ করিয়াছে, এইরূপ বোধ হইবে এবং ঐরূপ রেখাবিন্যাসের ফলে নয়টি কোষ্ঠ (ঘর) হইয়া যায়, (কারণ তাহার বাহিরে কূর্ম্মাকারের রেখাদ্বারা ঐ রেখাচতুষ্টয় বেষ্টিত থাকিবে) উহার পূর্ব্বদিকের অর্থাৎ উর্দ্ধভাগের কোষ্ঠ হইতে যথাক্রমে সাতটি কোষ্ঠে (অগ্নিকোণ দক্ষিণ দিক্—ইত্যাদিক্রমে উত্তর পর্য্যন্ত) দক্ষিণাবর্ত্তে সপ্তবর্গ (কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ, শবর্গ) বিন্যাস করিবে! ঈশানকোণে লক্ষ দুই বর্ণ অঙ্কিত করিবে। মধ্যস্থ নবম কোষ্ঠে উর্দ্ধমুখ রেখাদ্বয় ও দক্ষিণমুখ

রেখাদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া নয়টি ক্ষুদ্র কোষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া,—তাহার পূর্ব্বাদিক্রমে আট দিকে দুই দুইটি স্বরবর্ণ বিন্যাস করিবে, ইহা দ্বারা ৮টি ঘরে ষোড়শ স্বর বিন্যস্ত হইবে। (তাহার অভ্যন্তর কোষ্ঠ শূন্য থাকিবে) এই বিশেষটুকু মিলাইয়া কূর্ম্মচক্র পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে ভুল না হইবার কথা। আমার এই লিখিতাংশ অনুবাদের আংশিক টীকামাত্র। ৯৬ পৃঃ ১৫ পং—'ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ' এই পাঠ প্রায় সকল আদর্শ পুস্তকে আছে, কিন্তু নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রাচীন পুস্তকে ও ভট্টপল্লীর পুস্তকে 'ইহাবহ ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ' এই পাঠ আছে কার্য্যতঃ ঐরূপ ব্যবহারও আছে। অতএব ঐ পাঠই সমীচীন। ১১৮ পৃঃ—সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলের চিত্র আছে,—সেই চিত্রের প্রধান দোষ, প্রতিদ্বারের চারি ধারের যে চারিটি মধ্য ঘর—অর্থাৎ এক এক পার্শ্ব হইতে গণনায় চতুর্থ ঘর—তাহার ক্ষেত্রফল পার্শ্বস্থিত শোভা নামক দুইটি ঘরের ক্ষেত্রফলের সহিত সমান হওয়া উচিত,—চিত্রে তাহা প্রকাশ পায় নাই। দ্বিতীয় দোষ,—সাধ্যরূপ ও মধ্যরূপের—চিহ্ন—এই সিদ্ধরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা প্রাপ্ত না হওয়ায় মণ্ডল রচনার উপদেশক বচনার্থ মণ্ডলের চিত্রে সঙ্গত করা অসম্ভব হয়।' মণ্ডল রচনার বচনার্থে যে কোণসূত্রপাত মৎস্যচিহ্ন ইত্যাদি আছে, তাহা মণ্ডল রচনায় সাধ্যরূপ বা সাধ্য অবস্থায় হইবে, ২৫৬টি ঘরের স্থিতিও ঐ প্রকার। এই চিত্রে তাহার সূচনা থাকিলে ভাল হইত, তাহা না থাকাতে দোষ হইয়াছে। কোথায় কোন্ বর্ণ দ্বারা রঞ্জন হইবে,—চিত্রে তাহার নিদর্শন না থাকাও একটা ন্যূনতা। এই সকল বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া মণ্ডল চিত্র পর্য্যালোচনা করিলে,—শিক্ষার্থীর আর ভ্রম হইবে না, এই জন্য এই কথাগুলি বলিলাম। অপর মণ্ডল ও কুণ্ডচিত্রেও শিক্ষার্থীকে এইরূপ সাবধান দৃষ্টি করিতে অনুরোধ করি। ফলতঃ মণ্ডলাদিচিত্র অঙ্কনে—'গুরুমুখী' শিক্ষা হওয়া উচিত।

শ্যামাপ্রকরণের বিশেষ কথা।—৪৮৮ পৃঃ ১১ পং—'জপের হি' এই পর্য্যন্ত নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রাচীন পুস্তকের পাঠ। তৎপরেই ৪৯০ পৃঃ 'অথ মন্ত্রভেদাঃ' সেই প্রাচীন পুস্তকের মূল পাঠ এবং তাহার উপরে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি,—"অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপশ্চ পূর্ণানন্দমতেন" হইতে 'সিদ্ধমিতি' পর্য্যন্ত (৪৮৮ পৃঃ ১১ পং হইতে ৪৮৯ পৃঃ ২ পং) এই সংস্করণে মূলে সন্নিবেশিত ও তাহার পরবর্ত্তী অংশ ৪৮৯ পৃঃ (২১) চিহ্নিত টিপ্পনীতে নিবেশিত হইয়াছে। ইহা মুদ্রাকর প্রমাদ। নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রাচীন পুস্তকে যে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি তাহা তন্ত্রসারের পঙ্‌ক্তি নহে, তাহা টিপ্পনী, কারণ তন্ত্রসারকার পূর্ণানন্দ নাম-উল্লেখ অন্য কোথাও করেন নাই, অতএব তন্ত্রসার মধ্যে ঐ অংশ সন্নিবেশিত হওয়ায় বিশেষ ত্রুটি হইয়াছে। পক্ষান্তরে আমাদিগের সম্প্রদায়-প্রচলিত তন্ত্রসার-পাঠ এ স্থলে অল্প একটুকু আছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে অন্ততঃ পাঠান্তররূপেও উদ্ধৃত করা উচিত ছিল, তাহা হয় নাই—আমি সেই পাঠান্তর নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, পূর্ব্ববর্ত্তী

মুদ্রিত পুস্তকেও এই পাঠ আছে। এই পাঠ ৪৮৮ পৃঃ ১১ পং 'জপেন্নহি'র পরে বসিবে, "দ্বিজাতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং দিবাবিধিরিহোচ্যতে। শূদ্রাণাঞ্চ তথা প্রোক্তং রাত্রাবিষ্টং মহাফলম্।" অন্যত্র—চ দিবৈব প্রজপেন্মন্ত্রং ন তু রাত্রৌ কদাচন।"—অতঃপর যে পাঠ প্রচলিত আছে—তাহার কিয়দংশ ৪৮৮ পৃঃ (৩) পাদ টীকার ৪৮৯ পৃঃ পাদ-টীকার ৪ পং পর্য্যন্ত স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার পরের যে অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে—তাহা এই,—পাশবং কথিতং কল্পং শৃণু বীরং ততঃ প্রিয়ে। রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যঃ শয্যায়াং লক্ষমানতঃ। জপ্ত্বা সমাহিতো মন্ত্রী হোময়েৎ কল্পিতানলে। কালীকুলার্ণবে,—পাশবেন তু কল্পেন, লক্ষং জপ্যাৎ সমাহিতঃ। দিব্যগুরুমুখাল্লব্ধা কালিকাং দিব্যরূপিণীম্। লক্ষং জপ্যাৎ সদা মন্ত্রী বীরকল্পেন সাধকঃ। বিশ্বসারে,—প্রজপেৎ পরয়া ভক্ত্যা লক্ষমেকং দিবানিশম্। যত্তু কুমারীকল্পে—'লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ। রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যঃ শয্যায়াং লক্ষমানতঃ। এবং লক্ষদ্বয়ং জপ্ত্বা তদ্দশাংশেন মন্ত্রবিৎ।' ইতি বচনাৎ লক্ষদ্বয়স্য বিশিষ্টস্য পুরশ্চরণমিতি তন্ন পূর্ব্বোক্ত বচনবিরোধাৎ। এতদ্বচনস্য পুরশ্চরণদ্বয়ে তাৎপর্য্যম্। এই পাঠের পরেই ৪৯০ পৃঃ ১ পং "অথ মন্ত্রভেদাঃ" আরম্ভ এইটুকু বিশেষ বক্তব্য বলিয়া প্রথমে বলিলাম শ্যামাপ্রকরণে, আবরণ পূজা-বিষয়ে আর একটি ক্ষুদ্র বক্তব্য আছে,—তাহা এই,—৪৮৪ পৃঃ ১৪ সংখ্যক অনুবাদের পরেই আবরণ পূজার প্রণালী আছে, শেষ পঙ্‌ক্তিতে প্রথম ত্রিকোণে কালী কপালিনী প্রভৃতি ছয়—আবরণ দেবতার ৪৮৫ পৃঃ অনুবাদে—১ পং হইতে দ্বিতীয় ত্রিকোণে উগ্রা প্রভৃতি দেবতাত্রয়ের তৃতীয় ত্রিকোণে নীলা প্রভৃতি দেবতাত্রয়ের এবং অপর ত্রিকোণে মাত্রা প্রভৃতি দেবতাত্রয়ের পূজা-ব্যবস্থা আছে—শুদ্ধিপত্রে ইহার শুদ্ধপাঠ দেখিবে। ভাবার্থ এই যে,—শ্যামাযন্ত্রে পাঁচটি ত্রিকোণ মধ্যস্থলে আছে, যে ত্রিকোণটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহাতে কালী, কপালিনী ও কুল্লার পূজা করিবে, তাহার সন্নিহিত ভিতরের ত্রিকোণে—যে ত্রিকোণটি অপর চারটি ত্রিকোণ অপেক্ষা বৃহৎ এবং বাহিরের ত্রিকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র—সেই দ্বিতীয় ত্রিকোণে কুরুকুল্লা প্রভৃতি দেবতাত্রয়ের পূজা করিবে। এই ত্রিকোণদ্বয়—তন্ত্রশাস্ত্রে 'বহিঃষটুকোণ' নামে উক্ত। সর্ব্বাপেক্ষা যে ত্রিকোণটি ক্ষুদ্র—অর্থাৎ ভিতরে বিন্যস্ত, সেই ত্রিকোণ অন্তস্ত্র্যস্র বা প্রথম ত্রিকোণ নামে তন্ত্রসারে উল্লিখিত, সেই ত্রিকোণে উগ্রাদি দেবতাত্রয়ের, তদপেক্ষা বৃহৎ দ্বিতীয় ত্রিকোণে—নীলাদি দেবতাত্রয়ের এবং অবশিষ্ট মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণে—যে ত্রিকোণ দুইটি ত্রিকোণ অপেক্ষা বৃহৎ ও দুইটি ত্রিকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র—সেই ত্রিকোণে—মাত্রা প্রভৃতি দেবতাত্রয়ের পূজা করিবে। প্রথম লিখিত যন্ত্র অনুসারেই এই আবরণ পূজা উপদিষ্ট। প্রকারান্তরে যে যন্ত্র আছে,—তৎসম্বন্ধে এ উপদেশ নহে। ৪৮৩ পৃঃ যে শ্যামাযন্ত্র আছে, তাহার বিধায়ক বচন কোন প্রাচীন পুস্তকেই মূলে নাই,—সর্ব্বপ্রাচীন পুস্তকে টিপ্পনীবৎ উপরি-উদ্ধৃত আছে।

এক্ষণে শ্রীমান্ বীরেশনাথ বিদ্যাসাগর ভায়ার অনুরোধে তাঁহারই প্রতিনিধিস্বরূপ তারাপ্রকরণের বিশেষ বক্তব্য জ্ঞাপন করিতেছি,—

তারাসাধনার অনুষ্ঠান-বাহুল্যে, ঐ বিষয়ে অজ্ঞতা বর্ত্তমান সময়ে অধিক হইয়াছে, এই কারণে মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুস্তকে তারাপ্রকরণে নানা অশুদ্ধ পাঠ প্রবিষ্ট হইয়াছে। সেই সকল পাঠের অনুসরণ এবং সাম্প্রদায়িক মতভেদহেতু তারাচমনে যে ত্রুটি হইয়াছে,. তাহার পরিহার করিতেছি, তবে মতভেদ স্থলে গুরুপরম্পরাগত আচার বা উপদেশ অনুসারে কার্য্য করা উচিত।

আচমনে তিনবার জলপান প্রথমে কর্ত্তব্য, এতৎসম্বন্ধে প্রমাণ “তারাভেদৈস্ত্রিভিঃ পীত্বা”—এই তারাভেদ শব্দের অর্থ অনুবাদে প্রদত্ত হইয়াছে, (৫০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) প্রথম অর্থে—উগ্রতারা একজটা ও নীল সরস্বতীর বীজমন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, (আগমতত্ত্ববিলাসমতে) প্রণবাদি নমোঽস্ত চতুর্থ্যন্ত উগ্রতারাদি নামমন্ত্রও উল্লিখিত হইয়াছে। বীজমন্ত্রে আচমনবাদীর কথা—‘কালিকাভিস্ত্রিভিঃ পীত্বা’ এই কাল্যাচমনস্থলে তন্ত্রসারকার বীজনির্দ্দেশই করিয়াছেন, তারাপ্রকরণে বীজ বা নাম কিছুই নির্দ্দেশ করেন নাই, ‘তারাভেদৈস্ত্রিভিঃ পীত্বা’ এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, অব্যবহিত পূর্ব্বে উপদিষ্ট শ্যামাপ্রকরণে বীজ দ্বারা জলপানবৎ এখানেও বীজ দ্বারা জলপান, তন্ত্রসার-সম্মত। সেই বীজ—উগ্রতারাপক্ষে ত্র্যক্ষরী,—এক-জটাপক্ষে প্রণবহীন পঞ্চাক্ষরী। অর্থাৎ পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রের প্রণব . পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অংশ—নীলসরস্বতীপক্ষে পঞ্চাক্ষরী। প্রমাণ—৫০৬ পৃঃ ৩ পং দ্রষ্টব্য। পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র ৫০৫ পৃঃ (২) চিহ্নিত পাদটীকায় দ্রষ্টব্য, তাহা হইতে প্রণব ত্যাগ করিলে, একজটা মন্ত্র হয়, প্রণব ও শেষ—অস্ত্র-মন্ত্র ত্যাগ করিলে, ত্র্যক্ষরী হইয়া থাকে, প্রথম জলপান ত্র্যক্ষরী মন্ত্রে। অনুবাদে যাহাই থাক্, আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই এই মতের সিদ্ধান্ত। ‘তারাভেদৈঃ’ ইহার অর্থ—‘উগ্রতারৈকজটানীলসরস্বতীভেদৈঃ ইহা প্রচলিত পাঠ, এই পাঠের সহিত তারারহস্যের অংশতঃ মিল আছে; কিন্তু নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে ‘তারোগ্রামহোগ্রাভেদৈঃ’ পাঠ এবং তৎপরবর্ত্তী দ্বিতীয় প্রাচীন পুস্তকে ‘তারোগ্রতারৈকজটাভেদৈঃ পাঠ আছে। এই পাঠদ্বয় ৫০৭ পৃঃ পাদটীকায় জ্ঞাপিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রাচীনপুস্তকপাঠানুসারে জলপানের বীজত্রয়—(১) মায়া, স্ত্রী, বর্ম্ম, অস্ত্র ও অস্ত্র (২) স্ত্রী, মায়া, ধর্ম্ম, অস্ত্র (৩) বর্ম্ম, স্ত্রী, মায়া অস্ত্র। (৫৩৫ পৃঃ পাদটীকায় ইহার অর্থ দ্রষ্টব্য) তারারহস্য মতে নাম মন্ত্রে আচমন।—প্রণব উগ্রতারায়ৈ স্বাহা, প্রণব একজটায়ৈ স্বাহা, প্রণব নীলসরস্বত্যৈ স্বাহা—এই তিন মন্ত্রে তিন বার জলপান। আগমতত্ত্ব বিলাসের মত অনুবাদে ৫০৭ পৃঃ প্রদত্ত হইয়াছে। মূলে ৫০৭ পৃঃ ৫ পং যে ‘বৈরোচনাদয়স্ত’ বৈরোচন ইত্যাদি আছে—তাহা শুদ্ধ নহে,—শুদ্ধ পাঠ যথা—“বৈরো-

ন্ন-শঙ্খপাণ্ডুর-পদ্মনাভাসিতাঙ্গ-নামক-মামক-পাণ্ডুর-তাবক-পদ্মান্তক-বিঘ্নান্তক যমান্তক-নরকান্তকাঃ"—এই মূলানুসারে বৈরোচন মন্ত্রে—(প্রণব—বৈরোচনায় নমঃ) মুখস্পর্শ, শঙ্খপাণ্ডুর মন্ত্রে (প্রণব, শঙ্খপাণ্ডুরায় নমঃ) বামনাসা স্পর্শ, (প্রথমে বাম নাসা স্পর্শ তাহা রহস্যের অভিপ্রায়-মতে উপদিষ্ট,—মতান্তরে প্রথমে দক্ষিণ নাসা-স্পর্শ. চ[illegible] প্রভৃতিতেও ঐরূপ ক্রম,) পদ্মনাভ মন্ত্রে (প্রণব পদ্মনাভায় নমঃ) দক্ষিণ-নাসা-স্পর্শ, অসিতাঙ্গ মন্ত্রে (প্রণব অসিতাঙ্গায় নমঃ) বাম চক্ষুঃ স্পর্শ, নামক মন্ত্রে (প্রণবাদি নমোঽস্তু) দক্ষিণ চক্ষুঃ স্পর্শ, মামক মন্ত্রে (প্রণবাদি নমোঽস্তু) বামকর্ণ স্পর্শ পাণ্ডুর-মন্ত্রে (প্রণবাদি নমোঽস্তু) দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ, তাবক মন্ত্রে (প্রণবাদি নমোঽস্তু) নাভিস্পর্শ, পদ্মান্তক মন্ত্রে (প্রণবাদি নমোঽস্তু) বক্ষঃ স্পর্শ, বিঘ্নান্তক মন্ত্রে (প্রণবাদি নমোঽস্তু) শিরঃ স্পর্শ, যমান্তক মন্ত্রে (প্রণবাদি নমোঽস্তু) বাম বাহু স্পর্শ ও নরকান্তক মন্ত্রে (প্রণবাদি নমোঽস্তু) দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করিবে। ইহাই আচমনে অঙ্গস্পর্শক্রম। অ[illegible] অঙ্গুলি প্রভৃতির নিয়ম ও জলসংযোগ বৈদিক আচমনের ন্যায় জ্ঞাতব্য। আচমনে যে বৈরোচনাদি দ্বাদশদেবতা আবরণ পূজাতেও তাঁহারা উল্লিখিত। পদ্মের চতুর্দ্দলে যে বৈরোচন হইতে অসিতাঙ্গ পর্য্যন্ত দেবতার পূজা আছে, তাহা পঞ্চদেবতার পূজা নহে—চার দেবতার পূজা। শঙ্খ ও পাণ্ডুরকে পৃথক্ পদ করাতেই এই সকল গোলের সৃষ্টি হইয়াছে, (৫৩০পৃঃ ২ পং) প্রমাণস্বরূপে 'শঙ্খং পাণ্ডুরং' ইত্যাদি উদ্ধৃত বচনে ভ্রমবশতঃ একটি অনুস্বারের আধিক্যই এই গোলের মূল। এই গোল বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। 'ব' এবং 'র'এর গোলও আছে,—'পাণ্ডুর' পাণ্ডব হইয়াছে, 'তাবক' 'তারক' হইয়াছে।

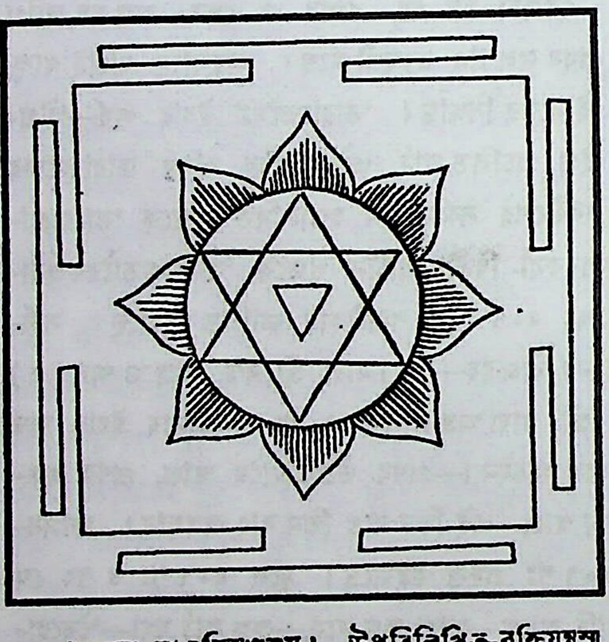

বহির্যন্ত্রের আকার নিম্নলিখিতরূপ হইবে, এই তন্ত্রসারে—৬৮৯ পৃঃ ২পং—"ততঃ কুণ্ড-মধ্যে ষট্‌কোণ-বৃত্ত ত্রিকোণং" এই পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে,আমাদিগের সংগৃহীত আদর্শ পুস্তকেও একখানি ব্যতীত সর্ব্বত্র এই পাঠ, কিন্তু এই পাঠ অশুদ্ধ. একখানি পুস্তকে পাঠ আছে—'ষট্‌কোণবৃত্তত্রিকোণং' তাহাই শুদ্ধ। প্রমাণ—যথা,—"অথবা ষট্‌কোণবৃত্তং ত্রিকোণং তত্র কল্পয়েৎ" ইতি প্রাণতোষিণী-ধৃত---শারদাতিলক--বচনম্। "অথবা তত্ত্রিকোণং তদ্বহিঃ ষট্‌কোণপঙ্কজম্। চতুরস্র-রমেবং বা বহির্মণ্ডলম্। উপরিলিখিত-বহির্যন্ত্রস্য মধ্যবর্ত্তি-ত্রিকোণমধ্যে বিন্দু-

রিতি কেচিদ্বদন্তি তেষাং প্রমাণং যথা—। কালীকুলসর্ব্বস্বে—"প্রাগগ্রা উদগগ্রা বৈ তিস্রো রেখাঃ সমাচরেৎ। ষট্‌কোণবৃত্তমধ্যে তু ত্রিকোণং তদ্বহিঃ শিবে। পদ্মমষ্টদলং ভদ্রে শোভিতং কেশরান্বিতম্। চতুরস্রং ততঃ পশ্চাচ্চতুর্দ্বারং সমালিখেৎ। মধ্যে বিন্দুং বিজানীয়াদ্ধোমচক্রমিতি স্মৃতম্॥"—কালীপূজাঙ্গ হোমযন্ত্রে মধ্যে বিন্দুযুক্ত হইবে ইহা প্রদেশবিশেষের আচারও আছে।

তন্ত্রসারের যে পাঠদোষ ঘটিয়াছে—তাহার হেতু—মূলবচনে পাঠাশুদ্ধি। নিবন্ধের উদ্ধৃত পাঠে আছে—'ত্রিকোণাবৃতষট্‌ককং' উহা "ত্রিকোণাবৃত্তষট্‌ককম্" হইবে, ত্রিকোণ-বেষ্টক ষট্‌কোণ তাহার অর্থ। "অথবা ষট্‌কোণবৃতং" এস্থলে মুদ্রিত প্রাণতোষিণীতে 'অথবা ষট্‌কোণবৃত্তং' পাঠ আছে, তাহাও শুদ্ধ নহে 'ষট্‌কোণবৃতং'ই হইবে। কারণ, গৌতমীয়তন্ত্রে একাদশাধ্যায়ে 'ত্রিকোণঞ্চ তদ্বহিঃ ষট্‌কোণং পদ্মং প্রকল্পয়েৎ।' এবং "অথবা তত্ত্রিকোণং তদ্‌বহিঃ ষট্‌কোণপঙ্কজম্" ইত্যাদি শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত বচন এবং শারদাতিলক টীকাকার গোবিন্দ ভট্ট কৃত ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়—আমাদের সিদ্ধান্তই সমীচীন। তবে কোন কোন স্থানে ষট্‌কোণ ও বৃত্ত, কোন স্থানে বা ষট্‌কোণ তদ্বহিঃ বৃত্ত তদ্বহিঃ ত্রিকোণ অঙ্কনের আচার আছে।

শক্তিদেবতার হোম পক্ষে—এই মধ্যস্থ ত্রিকোণ অধোমুখ হইবে, পুংদেবতার হোম পক্ষে ঊর্দ্ধমুখ হইবে। কালীর হোম পক্ষে ত্রিকোণ মধ্যে একটি বিন্দু অঙ্কিত করিতে হইবে—ইহা কালীকুলসর্ব্বস্বের মত। একটি প্রমাণ বচনে বৃতস্থানে 'বৃত্ত' পাঠ দেখিয়া—আগমতত্ত্ববিলাসেও এই ভ্রম স্থান পাইয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু মধ্যে ত্রিকোণ তাহার বাহিরে ষট্‌কোণ তৎপরে বৃত্ত (বৃত্ত—অষ্টদল পদ্মেরই গর্ভের অংশ, এই জন্য তন্ত্রসারের শুদ্ধ পাঠে বৃত্তের উল্লেখ নাই) তাহার বাহিরে অষ্টদল পদ্ম বা পদ্মের আটটি সকেশর পত্র পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্ট দিকে অঙ্কিত হইবে, তাহার বাহিরে চতুর্দ্বারযুক্ত চতুরস্র (চতুষ্কোণ) এইরূপ বহ্নিযন্ত্র হইবে, ইহাই তন্ত্র বচনের স্পষ্টরূপ নির্দ্দেশে বুঝা যায়। তাহাই উপরি চিত্রে প্রদর্শিত।

চিরাগত ভ্রম পরিহার, অভিজ্ঞেরও দুঃসাধ্য। শুদ্ধিপত্রে এ সকলের যথাসম্ভব সংশোধন আছে।

চিরাগত ভ্রমপূর্ণ পুস্তকের সর্ব্বাঙ্গীণ শুদ্ধিকামনায় শ্রীমান বীরেশনাথ বিদ্যাসাগর যথেষ্ট আয়াস করিয়া বহু পাঠের শুদ্ধিবিধান করিয়াছেন। অন্য মুদ্রিত পুস্তকের সহিত এই পুস্তকের পাঠ মিলাইলে, আমার কথার যাথার্থ্য সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই অসামান্য পরিশ্রম ও গবেষণার জন্য শ্রীমান্‌কে বিশেষ আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তথাপি যে ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহার প্রতিকার যথাসম্ভব সাধিত হইল, অভিজ্ঞ পাঠকেরা অতঃপর ত্রুটি প্রদর্শনে শ্রমস্বীকার করিয়া তাহা জ্ঞাপন করিলে আমি আন্তরিক আনন্দিত হইব। প্রথম পরিচ্ছেদের সকল স্থান এবং তৎপরবর্ত্তী

অংশের কতিপয় বিশেষ স্থানের ত্রুটি শুদ্ধিপত্রে সংশোধিত হইল—অতএব পাঠকগণকে সাদরে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন শুদ্ধিপত্র অনুসারে পাঠ স্থির করিয়া এই তন্ত্রসারের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্ন করেন। নবদ্বীপের অন্যতম-প্রধান-স্মার্ত্ত-পণ্ডিত-বংশধর মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত বারেশনাথ প্রাচীন হস্তলিখিত দুইখানি তন্ত্রসার প্রাপ্ত হ'ন, তন্মধ্যে ১৫৮০ শকাব্দে লিখিত প্রাচীন পুস্তকখানি (খ) চিহ্নিত,—২য় পুস্তকখানি প্রথম প্রাপ্ত বলিয়া (ক) চিহ্নিত এবং ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ বংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন শাস্ত্রীর নিকট হইতে আর একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন তন্ত্রসার শেষে প্রাপ্ত হন, ইহা (গ) চিহ্নিত। এই তিনখানি পুস্তকই শুদ্ধ, নবদ্বীপের প্রাচীনতম পুস্তকের সহিত এই পুস্তকের পাঠসাম্য যথেষ্ট। এই সকল পুস্তকদাতা পণ্ডিতগণের নিকট পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

"দৈবাদ্ যদি ক্বচিদিহ স্খলনং তথাপি
নিস্তারকো ভবতু মে জগদন্তরাত্মা।"

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

অনুবাদকের বিজ্ঞাপন।

আজ প্রায় ৮ বৎসর হইল,—মুদ্রিত কয়েকখানি তন্ত্রসারেই একপ্রকার পাঠবৈকল্য এবং তন্নিবন্ধন স্থানে স্থানে অর্থগ্রহও দুর্ঘট দেখিয়া প্রাচীন বিশুদ্ধ পুস্তকের সহিত মিলাইয়া উহার পাঠবৈকল্য শোধনে আমার বলবতী ইচ্ছা হয়। সেই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে নবদ্বীপের দুইখানি প্রাচীন পুস্তক আমার হস্তগত হয়; তন্মধ্যে অতিপ্রাচীন (খ) চিহ্নিত পুস্তকখানি বিশুদ্ধ ও বিষম স্থলে টিপ্পনীযুক্ত, আমি মুদ্রিত পুস্তকে ঐ পাঠ ও টিপ্পনীগুলি তুলিয়া রাখি।

আজ প্রায় একবৎসর হইল,—বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী মহোদয়দিগের যত্নে ও ব্যয়ে উহার মুদ্রাঙ্কন আরব্ধ হয়। অনুবাদকার্য্যও আমি সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করি। ইহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, আমিও নিপুণ চিকিৎসক নহি, আর্ষ দৃষ্টিও আমার নাই—একারণে যথাসাধ্য ঔষধপ্রয়োগ-চেষ্টাসত্ত্বেও সর্ব্বাঙ্গ-ক্ষত নিরাময় করিতে সমর্থ হই নাই; তাহা না হইলেও আমি আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছি; যে হেতু পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তর্করত্ন দাদামহাশয় ভূমিকাদ্বারা সে সকল ক্ষত নিরাময় করিয়া দিয়াছেন। প্রাপ্ত পুস্তকগুলির পাঠান্তর ও টিপ্পনী সকল সমুদ্ধৃত করিয়াছি। পাঠ-নির্ব্বাচনে সকল স্থলে ঠিক ঘটে নাই; প্রগলিত পাঠ যে স্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইয়াছে, প্রচীন পুস্তকেও সঙ্গত পাঠ পাইয়াছি, সে স্থলে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়াছি। অনেক স্থলে সমীচীন পাঠও নিম্নে উদ্ধৃত রহিয়া গিয়াছে। সুবিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিয়া উপরে উদ্ধৃত করিয়া লইবেন। প্রাচীন পুস্তকের টিপ্পনী ও আগমতত্ত্ববিলাসের মীমাংসাই আমি উদ্ধৃত করিয়াছি। স্বীয় বুদ্ধির উপর কুত্রাপি নির্ভর করি নাই। সন্দিগ্ধ স্থলে যখন সৌভাগ্যক্রমে পূজ্যপাদ দাদামহাশয়ের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তখন তাঁহারই মীমাংসা অবলম্বন করিয়াছি। ফল কথা, তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সহায়তা না পাইলে এইরূপভাবে পুস্তকখানি প্রকাশিত করা অসম্ভব হইত। বিশেষতঃ তাঁহার এই ভূমিকা,—এই গ্রন্থের দুরূহ অংশের পরিস্ফুট মীমাংসা। পাঠকগণ এই ভূমিকা-দর্পণে ইহার উজ্জ্বল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে পারিবেন। আমার সকল বক্তব্যই দাদামহাশয় ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল একখানি পুস্তকের পরিচয় ভূমিকায় উল্লিখিত হয় নাই; সেখানি মুদ্রিত (খ) নামে এই গ্রন্থের টিপ্পনীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি প্রাচীন বটতলা মুদ্রিত। ইহাতে বর্ণাশুদ্ধি বহুল থাকিলেও প্রকৃত বিষয়ে বিশেষ বিপর্য্যয় ঘটে নাই; বহুল পাঠ ইহাতে উদ্ধৃত। স্থানে স্থানে টিপ্পনীও মূলমধ্যে প্রদত্ত আছে। ভাটপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষ-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ

জ্যোতীরত্ন মহাশয়ের নিকটে ঐ পুস্তকখানি প্রাপ্ত হই। পুস্তকখানির অনেকস্থল তাঁহার সংশোধিত, তিনিও স্থানে স্থানে আমার সহায়তা করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকটে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীবীরেশনাথ শর্ম্মণঃ।

মুখবন্ধ

।। এক।।

কৃষ্ণানন্দ নামে একাধিক লেখকের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা—১। 'তত্ত্ববোধিনী' নামক তন্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা, ২। 'তন্ত্রসারঃ' রচয়িতা, ৩। 'মানসোল্লাস', নামক গ্রন্থকার, ৪। 'বৈদিকসর্ব্বস্ব' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা, ৫। 'সহৃদয়ানন্দ' নামক সংস্কৃত কাব্যরচয়িতা, ৬। 'সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জন' নামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা, ৭। জনৈক দার্শনিক, যিনি 'সাংখ্যকারিকা' রচনা করেছিলেন, ৮। 'বিষ্ণুসহস্রনাম' ভাষ্যকার, ৯। বালকৃষ্ণানন্দ নামে জনৈক দ্রাবিড়পণ্ডিত, যিনি উপনিষদের ব্যাখ্যাতা এবং 'ভিক্ষুসূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক ও প্রণবার্থনির্ণয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা, ১০ কৃষ্ণানন্দব্যাসদেব রাগসাগর যিনি 'রাগকল্পদ্রুম' নামক সুবৃহৎ সঙ্গীতকোষগ্রন্থের রচয়িতা।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মহেশ্বর গৌড়াচার্য্য। মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য গৌড়দেশ থেকে নবদ্বীপে এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'গৌড়াচার্য্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। কৃষ্ণানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম মাধবানন্দ সহস্রাক্ষ। মাধবানন্দ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন তাঁরই বংশধর।

কৃষ্ণানন্দ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি কাব্য ও অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করে বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কাছে কৃষ্ণানন্দ তান্ত্রিক হয়ে ওঠেন। কিংবদন্তি আছে যে কৃষ্ণানন্দ ও মাধবানন্দ বাড়ীর কাদলী আপন-আপন ইষ্ট দেবী ও দেবতার উদ্দেশ্যে মানস করেছিলেন যে, উক্ত ফল পরিপক্ক হলে তাঁরা আপন দেবী বা দেবতাকে নিবেদন করবেন। একদিন কৃষ্ণানন্দের অনুপস্থিতিতে পরিপক্ক কদলী মাধবানন্দ তাঁর ইষ্টদেবতা শ্রীগোপালদেবকে নিবেদন করেছিলেন। এতে কৃষ্ণানন্দ খুবই রুষ্ট হন। তিনি ভাইকে শাস্তি দেবার জন্যে গোপালদেবের মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দেখেন যে ভগবতী কালিকাদেবী গোপালকে কোলে নিয়ে উক্ত কদলী ভক্ষণ করছেন। তখন কৃষ্ণানন্দের চৈতন্য হল। তিনি বুঝলেন যে, যিনি কালিকা তিনিই গোপাল। উভয়ের মধ্যে বিভাজন রেখা টানা অনুচিত।

কৃষ্ণানন্দের আবির্ভাবকালে বাংলাদেশে তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা যেমন চলেছিল তেমনি তন্ত্রের নানা ব্যভিচার ও নিষ্ঠুরতা প্রকট হয়েছিল। এই তান্ত্রিক ব্যভিচারের হাত

থেকে দেশকে বাঁচাতে কৃষ্ণানন্দ 'তন্ত্রসারঃ' গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাঁর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে তন্ত্রের ব্যভিচার কমে যায়।

বাংলাদেশে কালীমূর্তির পূজার প্রচলন কৃষ্ণানন্দই প্রথম করেছিলেন। এ বিষয়ে একটি জনশ্রুতি আছে। দেবীর তন্ত্রোক্ত মূর্তি কিরূপে নির্মিত হবে তা স্থির করতে না পেরে কৃষ্ণানন্দ দেবীর শরণাপন্ন হন। দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশে বলেছিলেন রাত্রিশেষে প্রভাতে কৃষ্ণানন্দ যাকে প্রথম দেখতে পাবে সেই মূর্তি অনুযায়ী দেবীমূর্তি নির্মিত হবে। কৃষ্ণানন্দ প্রভাতে জনৈকা শ্যামাঙ্গী গোপরমণীকে দেখেছিলেন। এই রমণী তার ডান পা আগে রেখে ঘরের দেওয়ালে গোবর দিচ্ছিল। তার কেশপাশ আলুলায়িত ছিল। কৃষ্ণানন্দকে দেখে রমণী লজ্জায় ঝিভ বের করে দংশন করেছিল। কৃষ্ণানন্দ এই রমণীর আদলে দেবীমূর্তি নির্মাণ করে পূজা করেছিলেন এবং রাত্রিতে বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর পূজায় বলিদান ছিল না, কোন মাদকদ্রব্যও ছিল না। আগমবাগীশের শ্যামামূর্তি 'আগমেশ্বরী' নামে খ্যাত।

কৃষ্ণানন্দ 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী' নামক আর একখানি তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পৌত্র গোপাল 'তন্ত্রদীপিকা' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

।। দুই।।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত 'তন্ত্রসারঃ' গ্রন্থটি সম্পাদন করেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন। তিনি ২৪ পরগণার ভট্টপল্লীতে ১২৭৩ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নন্দলাল বিদ্যারত্ন। বাল্যকালে তিনি পিতার কাছে ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি অন্যান্য পণ্ডিতদের কাছে ব্যাকরণ-কাব্যশাস্ত্র পাঠ করেন। তিনি পরবর্তীকালে সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কাছে তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'তর্করত্ন' উপাধি লাভ করেন। যৌবনকালে তিনি ইন্দোর রাজ্যের রাজসভায় স্থান লাভ করেন। সেখানে তিনি দ্রুত কবিতা রচনা করে প্রশংসা পান এবং পুরস্কৃত হন।

১২৯৩ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গবাসী' প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় 'শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ' থেকে নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পঞ্চানন তর্করত্ন এখানে যোগদান করেন। তিনি বহু পুস্তক সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছিলেন।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে তর্করত্ন মহাশয়কে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তিনি মুক্তি পান। দীর্ঘকাল তিনি অধ্যাপনার কাজে ব্রতী ছিলেন।

১৩৩০-৩৩ বঙ্গাব্দে পঞ্চানন মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। ইনি বহু গ্রন্থের রচনা ও সম্পাদনা করে গেছেন। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে কাশীধামে এই পণ্ডিতের প্রয়াণ ঘটে।

তন্ত্রসারঃ গ্রন্থের সম্পাদনা করেন পঞ্চানন তর্করত্ন। তাঁর আগে তন্ত্রসারঃ গ্রন্থ বটতলায় মুদ্রিত হয়। এরপর ১২৮৫ বঙ্গাব্দে ঢাকা জেলার রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক তন্ত্রসারঃ গ্রন্থ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। যোড়াসাঁকোর জ্যোতিযপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল। রসিকমোহন গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন ঃ 'যেরূপ দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণু, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, নদীর মধ্যে গঙ্গা, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, রাজার মধ্যে ইন্দ্র, দেবীর মধ্যে দুর্গা, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সর্ব্বশাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র প্রধান।

আমি অনেক স্থান হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তন্ত্রসার প্রকাশ করিলাম। ইহাতে প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে তত্তৎ স্থানে সনৎকুমার, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, গৌতমী, ও যে যে তন্ত্র হইতে প্রাণতোষিণী সংগৃহীত হইয়াছে সেই সেই গ্রন্থ এবং অন্যান্য তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিযা সেই সেই প্রসঙ্গে দেওয়া যাইতেছে, এবং প্রয়োজন মতে বাঙ্গলা অনুবাদ চক্র ও যন্ত্রাদি দেওয়া হইতেছে। যাঁহাদের হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগ ও বিশ্বাস আছে তাঁহাদের সকলেরই এক এক খণ্ড পুস্তক গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র রক্ষা করা উচিত ইতি।' রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত তন্ত্রসারঃ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছেন চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে।

তন্ত্রসারঃ গ্রন্থের অন্য একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে। প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী এটি সম্পাদনা করেছেন। পরবর্তীকালে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গবাসী'-র 'শাস্ত্র প্রকাশক বিভাগ' থেকে পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত তন্ত্রসারঃ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। আমাদের প্রকাশনায় এই গ্রন্থটিরই পুনর্মুদ্রণ করা হল। পঞ্চানন তর্করত্নের আত্মীয় মুলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক বীরেশনাথ বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছেন। তিনি নির্ভুল পাঠের জন্যে হস্তলিখিত একাধিক তন্ত্রসারঃ গ্রন্থ সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা করেছেন। পঞ্চানন মহাশয় তাঁর ভূমিকায় এ সব গ্রন্থের বিবরণ দিয়েছেন।

।। ৩।।

নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত 'বিশ্বকোষ'-এ তন্ত্রের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এরূপ দেওয়া হয়েছে ঃ তন্ত্র (ক্লী) তনোতি তন্যতে বা তন-ষ্ট্রন্ বা তন্ত্রি কুটুম্বধারণে ঘঞ্।

১। কুটুম্বকৃত্য, কুটুম্বদিগের ভরণাদি কার্য্য। ২। বেদের শাখা বিশেষ। ৩। সিদ্ধান্ত, মীমাংসা। ৪। দৃঢ় প্রমাণ। ৫। পরিচ্ছেদ। ৬। ঔষধ। ৭। ঝাড়ন মন্ত্র। ৮। প্রধান। ৯। কার্য্য। ১০। কারণ। ১১। উপায়। ১২। রাজসমভিব্যাহারী লোক। ১৩। সৈন্য ১৪। অধিকার। ১৫। রাজ্য। ১৬। স্বরাজ্যচিন্তা। ১৭। ইতিকর্ত্তব্যতা। ১৮। সূত্র। ১৯। তন্তুবায়। ২০। যে তন্তুর দ্বারা তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করে, তাঁত। ২১। পাদ, ব্যবসায়। ২২। সমূহ। ২৩। বস্ত্রবয়নের সামগ্রী। ২৪। আহ্লাদ। ২৫। রাজ্যশাসন। ২৬। রাজ্যের

সমৃদ্ধি-সম্পাদন। ২৭। গৃহ। ২৮ ধন। ২৯। অধীনতা, অন্যের উপর নির্ভর করা। ৩০। চর্ম্মনির্ম্মিত সূক্ষ্ম রজ্জু। ৩১। দল, সম্প্রদায়। ৩২। উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি। ৩৩। কুল। ৩৪। শপথ। ৩৫। অধীন, আয়ত্ত। ৩৬। উভয়ার্থ প্রযোজক। ৩৭। শিবোক্ত শাস্ত্র। ৩৮। বিধির অন্তে অঙ্গসমুদায়।

তন্ত্রকে বলা হয়েছে শিবোক্ত শাস্ত্রভেদ। এই শাস্ত্র প্রধানতঃ আগম, যামল ও তন্ত্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাদের পূজা, সকলের সাধন, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্ম্মসাধন ও চতুর্বিধ ধ্যানযোগ—এই সাত রকম লক্ষণ থাকলে তাঁকে আগম বলা হয়।

সৃষ্টি, লয়, মন্ত্রনির্ণয়, দেবতাদের সংস্থান, তীর্থবর্ণন, আশ্রমধর্ম্ম, বিপ্রসংস্থান, ভূতাদির সংস্থান, যন্ত্রনির্ণয়, বিবুধগণের উৎপত্তি, তরু উৎপত্তি, কল্পবর্ণন, জ্যোতিষ-সংস্থান, পুরাণাখ্যান, কোষকথন, ব্রতকথা, শৌচাশৌচ বর্ণন, স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের বর্ণনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে তাকে তন্ত্র বলা হয়।

সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্যোতিষের কথা, নিত্যকৃত্য, ক্রম, সূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও যুগধর্ম্ম এই আটটি যামলের লক্ষণ।

বারাহীতন্ত্রের মতে সমস্ত তন্ত্রের শ্লোক মোটামুটি দেবলোকে, ব্রহ্মলোকে ও পাতালে ৯ লক্ষ এবং এই ভারতবর্ষে ১ লক্ষ মাত্র।

বৈদিক মন্ত্রসকল সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে সফল হত, কিন্তু এখন মৃতপ্রায়। কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র শীঘ্র ফলপ্রদ,—জপ, যজ্ঞ ইত্যাদি সকল কর্ম্মেই প্রশস্ত। এ কারণে রঘুনন্দন প্রমুখ স্মার্তগণ তন্ত্রগ্রন্থকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেন।

তন্ত্র গুহ্যশাস্ত্র। হিন্দু-বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই তন্ত্রকে অতি গুহ্যতত্ত্ব (Mystic doctrine) বলে গণ্য করে থাকেন। প্রকৃত দীক্ষিত ও অভিষিক্ত ছাড়া অন্য কাউকে এ শাস্ত্র প্রকাশ করতে নেই। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—ধন দেবে, স্ত্রী দেবে, আপনার প্রাণ পর্যন্ত দেবে, কিন্তু এই গুহ্য শাস্ত্র অন্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না।

আগমতত্ত্ববিলাসে স্বতন্ত্রতন্ত্র, উত্তরতন্ত্র, নীলতন্ত্র, বীরতন্ত্র, কুমারীতন্ত্র, কালীতন্ত্র, নারায়ণী তন্ত্র, তারিণীতন্ত্র, ভৈরবতন্ত্র, ভৈরবীতন্ত্র, ত্রিপুরাতন্ত্র, মাতৃকাতন্ত্র, চামুণ্ডাতন্ত্র, শক্তিতন্ত্র, তারা বিলাস, তারারহস্য, শ্যামারহস্য, তন্ত্রসার, রত্নাবলী ইত্যাদি ৮২ রকম তন্ত্রের উল্লেখ আছে।

এছাড়াও বহু তন্ত্র ও তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যেমন—আচারসার প্রকরণ, আচারসারতন্ত্র, আগমচন্দ্রিকা, আগমসার, যোগিনীহৃদয়দীপিকা, জামল, নির্ব্বাণতন্ত্র, মহানির্বাণতন্ত্র, শিবসংহিতা ইত্যাদি। এ ছাড়া বৌদ্ধ ও কপিলোক্ত অনেক উপতন্ত্র

আছে। হিন্দুদের তন্ত্র যেমন শিবোক্ত, বৌদ্ধদের তন্ত্র সেরূপ বজ্রসত্ব বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তিকাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক আছে। প্রাচীন স্মৃতিসংহিতায় চতুর্দশ বিদ্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু তার মধ্যে তন্ত্র নেই। কোন মহাপুরাণেও তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ নেই। এ সব কারণে অনেকে তন্ত্রশাস্ত্রকে প্রাচীনতম আর্য্যশাস্ত্র বলে গ্রহণ করা যায় না। অথর্ববেদীয় নৃসিংহতাপ-নীয়োপনিষদে সর্বপ্রথম তন্ত্রের লক্ষণ দেখা যায়। এই উপনিষদে মন্ত্ররাজ নরসিংহ অনুষ্টুভ্ প্রসঙ্গে তান্ত্রিক মালামন্ত্রের স্পষ্ট আভাস আছে। শঙ্করাচার্য যখন এই উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছেন তখন তা যে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীরও পূর্ববর্তী তাতে সন্দেহ নেই। হিন্দুদের তন্ত্রের অনুসরণে বৌদ্ধতন্ত্রসমূহ রচিত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বহু বৌদ্ধতন্ত্র তিব্বতীভাষায় অনুবাদিত হয়। মূল বৌদ্ধ তন্ত্রসমূহ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে রচিত। সুতরাং বৌদ্ধতন্ত্রের আদর্শ হিসেবে হিন্দুতন্ত্র সমূহ যে বৌদ্ধতন্ত্র রচনার পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিবরণ আছে—দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শুনে নন্দী শিবনিন্দাকরী দক্ষ ও তার সমর্থক ব্রাহ্মণগণকে অভিসম্পাত করলে ভৃগুও প্রতিশাপ দিয়ে তাদের পাষণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। পদ্মপুরাণে পাষণ্ডোৎপত্তি অধ্যায়ে লিখিত আছে, লোকদের ভ্রষ্ট করবার জন্যেই শিব নামের দোহাই দিয়ে পাষণ্ডীরা অভিনব মত প্রকাশ করেছে। উক্ত ভাগবত ও পদ্মপুরাণে যেভাবে পাষণ্ডী মত কথিত, তন্ত্রে তা শিবোক্ত উপদেশ বলে বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্যদেবও তান্ত্রিকদের পাষণ্ডা নামে সম্বোধন করতেন। সুতরাং ভাগবত ও পদ্মপুরাণ রচনাকালে যে তান্ত্রিক মত প্রচারিত হয়েছিল তা ধরে নেওয়া যায়।

ফাহিয়ান্ ও হিউএন্সিয়াং ভারতবর্ষে পর্যটক হিসেবে এসেছিলেন। এদেশের নানা ধর্মসম্প্রদায়ের উল্লেখ তাঁদের বিবরণে আছে। কিন্তু তন্ত্র ও তান্ত্রিকদের সম্পর্কে তাঁরা কিছু বলেন নি। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বৌদ্ধতন্ত্রের অনুবাদ হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউএন্সিয়াং নানা রকম বৌদ্ধশাস্ত্রের উল্লেখ করলেও তন্ত্রের কথা কিছুমাত্র বলেন নি। তবে নবম শতাব্দীর আগে যে মূল তন্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দাক্ষিণাত্যের অনেকের ধারণা যে অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য তান্ত্রিক মত প্রচার করেন।

দক্ষিণাচার তন্ত্ররাজে বলা হয়েছে যে গৌড়, কেরল ও কাশ্মীর এই তিন দেশের লোকেরাই বিশুদ্ধ শাক্ত। প্রকৃতপক্ষে গৌড়দেশই প্রধান শাক্ত বা তান্ত্রিকদের জন্মভূমি। তান্ত্রিকদের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত এই তিন সম্প্রদায়ে ভেদ থাকলেও সকলেই বৃহৎ অর্থে শাক্ত। বৌদ্ধতান্ত্রিকদেরও ব্যাপকার্থে শাক্ত বলা যায়।

বাংলাদেশে শাক্তের প্রাধান্য। এ দেশে যে সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে এসেছিল সে সময়ে তান্ত্রিকধর্মের প্রসার ঘটে। শিবোক্ততন্ত্রের রচনাপ্রণালী পর্যালোচনা করলে তা যে এ দেশেই রচিত হয়েছিল তা বোঝা যায়। তন্ত্রের গৃহীত বর্ণমালা বাংলাদেশে প্রচলিত। বরদাতন্ত্র, বর্ণোদ্ধারতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রের বর্ণমালার লিখনপ্রণালী বাংলা লিপি অনুযায়ী। তন্ত্রোক্তলিপি বাংলাদেশেই প্রচলিত। এই লিপি হাজার-বারশ বছরের বেশি প্রাচীন নয়। একাদশ শতাব্দীতে জনৈক বাঙালী অতিশের তিব্বতে গিয়ে তান্ত্রিক ধর্ম প্রচার করেন। গৌড় বা বাংলাদেশ থেকেই লেপাল-ভূটান-তিব্বত-চীন প্রভৃতি দেশে তান্ত্রিক ধর্মের প্রসার ঘটেছিল।

সব তন্ত্রই প্রাচীন রচনা নয়। যোগিনীতন্ত্রে কোচরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশুসিংহের পরিচয় আছে। বিশ্বসারতন্ত্রে নিত্যানন্দের জন্মকথা আছে। এ সব তন্ত্র পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালে রচিত। রামমোহন রায়ের গুরু মহানির্ব্বাণতন্ত্র রচনা করেছিলেন।

তন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এরূপঃ—প্রাতঃস্মরণ, স্নানবিধি, ত্রিপুণ্ড্রধারণ, ভূশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, সন্ধ্যা, জপ, পুরশ্চরণ, করাঙ্গন্যাস, অন্তরমাতৃকা, বহির্মাতৃকা, চিত্রান্যাস, নামাদিবিদ্যা, নিত্যাদিবিদ্যা, মূলবিদ্যা, তত্ত্বন্যাস, দ্বারপূজা, তর্পণ, দশবিদ্যান্যাস, পাত্রনির্ণয়, নিত্যপূজা, সূর্য্যার্ঘ্য, তীর্থসংস্কার, গুর্ব্বাদিপূজান, দীক্ষা, পূর্ণাভিষেক, প্রায়শ্চিত্ত, নিম্বপুষ্পপূজা, দমনকপূজা, বসন্তপূজা, শ্রীচক্রপূজা, দীক্ষাকাল, দীক্ষাভেদ, সর্ব্বতোভদ্রাদিচক্রনির্ণয়, যন্ত্রনিরূপণ, পুণ্যাহবাচন, নান্দীশ্রাদ্ধ, নবযোনি, কৌলশ্রাদ্ধ, মন্ত্রশোধন, মন্ত্রোদ্ধার,নামপারায়ণ, তত্ত্বপারায়ণ, পঞ্চাঙ্গন্যাস, মহাযোঢ়ান্যাস, মহান্যাস, সম্মোহনন্যাস, সৌভাগ্যবর্দ্ধনন্যাস, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বিবিধমুদ্রা, অবধূতাদি নির্ণয় প্রভৃতি।

তন্ত্রমতে সর্বাগ্রে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তা না হলে তান্ত্রিক কার্যে অধিকার আসে না। দীক্ষা গ্রহণ করতে হলে সদ্‌গুরু প্রয়োজন। দীক্ষাগুরুর লক্ষণ কামাখ্যাতন্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। শান্ত, কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, পঞ্চতত্ত্বের পূজক, সিদ্ধ, খ্যাত, বহুশিষ্যপালনকারী, চমৎকারী, দৈবশক্তিসম্পন্ন, সাধু, মনোহর, অশ্রুত ও তন্ত্রসম্মত বাক্যবাদী, তন্ত্রমন্ত্র সমানভাবে যার জানা আছে, শিষ্যবোধে যিনি সর্বদাই হিত করে থাকেন, যিনি বিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, সর্বদা যাঁর পরমার্থে দৃষ্টি, যিনি সর্বদা পরমার্থতত্ত্ব কীর্তন করে থাকেন, গুরুর পাদপদ্মে যাঁর অচলা ভক্তি, তাঁকেই সদগুরু বলা যায়।

যেমন গুরু তেমন শিষ্যও দরকার। গৌতমীয়তন্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে এই শিষ্যের লক্ষণ বলা আছে। কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, পুরুষার্থপর, বেদপাঠে নিপুণ, পিতামাতার মঙ্গলে তৎপর, ধর্মজ্ঞ, ধার্মিক, গুরুসেবায় অনুরক্ত, সর্বদা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মজ্ঞ, দৃঢ়কায় ও দৃঢ়চিত্ত প্রাণীগণের সর্বদা মঙ্গলকারী, পরলোকের মঙ্গলের জন্যে কর্মকারী, কায়মনোবাক্যে যাবজ্জীবন গুরুসেবায় নিরত, অনিত্য কর্মত্যাগকারী, সর্বদা তন্ত্রানুষ্ঠানে তৎপর, জিতেন্দ্রিয়, আলস্যজয়কারী, মোহ যিনি জয় করেছেন, গুরুপুত্র ও গুরুর

পরিজনবর্গকে গুরুর মত ভক্তিকারী—এরূপ ব্যক্তিই শিষ্য হবার যোগ্য। অন্য রকম শিষ্য গুরুর পক্ষে পীড়াদায়ক। সর্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণ এক বছরে, ক্ষত্রিয় দুবছরে, বৈশ্য তিন ও শূদ্র চার বছরে শিষ্য হবার উপযুক্ত। শিষ্য উপযুক্ত হলে সদ্‌গুরু কৃপাবশতঃ সম্পূর্ণ দীক্ষার বিধি পালন করাবেন।

তান্ত্রিকগণ পাঁচ প্রকার আচারে বিভক্ত। সকল অপেক্ষা বেদাচার শ্রেষ্ঠ, বেদাচার থেকে বৈষ্ণবাচার মহৎ, বৈষ্ণবাচার থেকে শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার থেকে দক্ষিণাচার শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণাচার থেকে বামাচার উত্তম, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাচার উত্তম। কৌলাচারের পর আর নেই।

বেদাচারে সহস্রদল পদ্মে ধ্যান করে পঞ্চ উপচারে পূজার কথা আছে। বাগ্‌ভববীজ জপ করে পরম কলাশক্তির চিন্তনের বিষয়ও বেদাচারে আছে।

বৈষ্ণবাচারে মৈথুন, হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা ও মাংসভোজন পরিত্যাজ্য। রাত্রিকালে মালা বা যন্ত্র স্পর্শ নিষিদ্ধ।

শৈবাচারে পশুহত্যার বিধি আছে। দক্ষিণাচারে আদ্যাশক্তির পূজা এবং রাত্রিকালে বিজয়াগ্রহণ করে এক মনে জপ করার কথা আছে।

বামাচারে পঞ্চতত্ত্ব অথবা পঞ্চমকার, খপুষ্প অর্থাৎ রজস্বলার রজঃ ও কুলস্ত্রীর পূজার বিধি আছে। এই বিধিতে নিজেকে বামা হয়ে পরা শক্তির পূজা করার কথা আছে।

শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সকল বস্তু শোধন করলে শুদ্ধ হয়ে থাকে। সিদ্ধান্তাচারের এই লক্ষণ।

কৌলাচারে দিক্‌কালের নিয়ম নেই, তিথিরও নিয়ম নেই, মহামন্ত্রসাধনেরও নিয়ম নেই। কখন শিষ্ট, কখন ভ্রষ্ট, কোথাও বা ভূতপিশাচতুল্য, এইভাবে নানা বেশে কৌল পৃথিবীতে বিচরণ করেন। কর্দ্দম ও চন্দনে, মিত্র ও শত্রুতে ভেদ নেই, শ্মশান বা গৃহে, স্বর্ণ বা তৃণে যার ভেদজ্ঞান নেই তাকেই কৌল বলা হয়।

বাংলাদেশে তান্ত্রিক বলতে প্রধানতঃ বামাচারীকেই বোঝায়। কারও মতে এরা বেদবিরুদ্ধ আচরণ করে থাকেন বলেই এঁরা বামাচারী নামে খ্যাত। অবশ্য বাংলায় বামাচার ও দক্ষিণাচারের মিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু প্রকৃত তান্ত্রিকেরা তা স্বীকার করেন না।

তন্ত্রে তিনটি ভাবের কথা আছে। যথা, পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব।

জন্মকাল থেকে ষোল বছর পর্যন্ত পশুভাব থাকে, তারপর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বীর ভাব, তার পর তৃতীয় পর্যায়ে দিব্যভাব আসে। এই ভাবত্রয় দ্বারা ভাব-ঐক্য হয়। ঐক্যজ্ঞান থেকে কুলাচার, এই কুলাচার দ্বারাই (মানব) দেবময় হয়ে থাকে। ভাব হল মানস ধর্ম। মনে মনে তা অভ্যাস করতে হয়। দিব্য ও বীর—এই দুই হল মহাভাব।

পশুভাব অধম। শক্তি বা মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন ছাড়া পূজা করতে নেই। স্ত্রীভগ হল পূজার আধার, স্বর্ণ ও রৌপ্যাত্মক কুশ। মহাবিদ্যা প্রসন্ন হলে বীরভাব প্রাপ্ত হয়। বীরভাবের প্রসাদে দিব্যভাব লাভ হয়।

তান্ত্রিক কার্য্যাদির প্রকৃত সাধন করতে হলে অভিষিক্ত হওয়া চাই। অভিষেক না হলে চক্রপূজায় বা সাধনে অধিকার জন্মায় না। নিরুত্তরতন্ত্রের দশম পটলে অভিষেকের কথা আছে।

অভিষেক সাধারণতঃ পট্টাভিষেক বা পূর্ণাভিষেক নামে খ্যাত। যথাবিধি দীপিত হয়ে গুরুর উপদেশ, সংকেত এবং তান্ত্রিক পরিভাষা বুঝে তান্ত্রিক কার্য যিনি করেন, শত শত বার পঞ্চমকারের সেবা করেও যিনি অবিচল থাকেন তাঁকেই পূর্ণাভিষিক্ত বলা যায়। এরূপ পূর্ণাভিষিক্ত আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হলে সেই ক্রিয়ার নাম পটাভিষেক। দীক্ষিত বিচক্ষণ ব্যক্তি গুরুর উপদিষ্টমার্গে বিচরণ করে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করলে ভববন্ধন মুক্ত ও ক্লেশ পরিশূন্য হয়ে পরমানন্দময় হয়। সেই বোধিবিৎ সাক্ষাৎ শিব, তার আর পুনর্জন্ম হয় না। মৎস্যমদ্যাদিযুক্ত এই কঠোর দীক্ষায় জীব ভববন্ধন থেকে মুক্তি পায়। এই পূর্ণাভিষেকেই মুক্তি ও শিবসাযুজ্য ঘটে।

পঞ্চমকার তন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। পঞ্চমকার ছাড়া তান্ত্রিকদের কোন কাজে অধিকার জন্মায় না। মদ্য, মাংস, মৎস্য; মুদ্রাও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা জগদম্বিকাকে পূজা করতে হয়। এটা না করলে কোন কাজই সিদ্ধ হয় না।

তন্ত্রমতে সুরার নাম তীর্থ ও পান। এই সুরা বা মদ্য মুক্তিদায়িনী। বৈদিক গ্রন্থাদিতে যে সকল মাংস ভক্ষ্য বলে কথিত আছে, সে মাংসই বিশুদ্ধ মাংস। রহস্যে যে সকল মীন ভোক্ষ্যযোগ্য বলে বর্ণিত হয়েছে—এরই নাম মুদ্রা, এই মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী। ভগ লিঙ্গযোগে মৈথুন হয়। এই মৈথুনই পঞ্চমকারের। প্রথম মদ্য, দ্বিতীয় মাংস,তৃতীয় মৎস্য, চতুর্থ মুদ্রা, পঞ্চম মৈথুন, এই পাঁচ দ্রব্যই পঞ্চমকার।

যা থেকে মায়া মলাদি প্রশমন, মোক্ষমার্গের নিরূপণ ও আট প্রকার দুঃখের অভাব হয়, তার নাম মৎস্য। মাঙ্গল্যজনন, সম্বিদ্‌মাংস। আনন্দই পরম ব্রহ্ম, পঞ্চমকার তার সূচক।

উত্তম লোকেরা যা সেবন করে এবং রাজত্ব ও আনন্দ-জনন হেতু বলেই এর নাম সুরা। এতে দেবতাদের আনন্দ হয় ও মন দ্রবীভূত হয় এবং এটার প্রদর্শন হলে পরমেশ্বররী ব্যাকুলা হন, এজন্যে এর নাম মুদ্রা।

মদ্যপান করলে অষ্টৈশ্বর্য্য ও পরমোক্ষ এবং মাংস ভক্ষণ মাত্রেই সাক্ষাৎ নারায়ণত্ব লাভ হয়। মৎস্য ভক্ষণ সময়ে কালী দর্শন হয়। মুদ্রা সেবন মাত্রেই বিষ্ণুরূপ প্রাপ্তি হয়। মৈথুন দ্বারা শিবতুল্য হয়। কোটি গোদান করলে যে পুণ্য হয়, পঞ্চমকার প্রদান করলে মনুষ্য সেই পুণ্য লাভ করে।

তান্ত্রিক উপাসনায় উপাস্য ও উপাসকের—ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্যানুভূতি জন্মায়। তখন উপাসকের মনে হয় এই বিশ্বজগৎ ভগবানের অভিব্যক্তিমাত্র। এই জগতের সব কিছুই বিশেষতঃ মানব-শরীর দৈবী শক্তির আধার। তান্ত্রিক উপাসনার ন্যাস ও অন্তর্যাগাদির বিধান পালনে সেই দৈবী শক্তিকে জানা যায়। শব্দরাশি তান্ত্রিকের দৃষ্টিতে মহার্ঘ্য। শব্দই দেবতা, শব্দই ব্রহ্ম—এ রকমই মনে করে তান্ত্রিক। তান্ত্রিকের সাধনমার্গে পঞ্চমকারের গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বিকার, নিরঞ্জন যে পরম ব্রহ্ম তাঁর পূর্ণানন্দময় জ্ঞানকেই মদ্য বলে। যে কর্ম দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা হয় তারই নাম মাংস। কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সঙ্গে শিবের কাল্পনিক সংযোগই হল মৈথুন।

গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতন্ত্র, মনস্তত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব—এ হল তন্ত্রের পঞ্চতত্ত্ব। কৌলিক এই পঞ্চতত্ত্ব অনুসারে পূজা ও উপাসনা করে সিদ্ধিলাভ করে। শৈব, শক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব—এ সব সম্প্রদায়কে পঞ্চতত্ত্ব জানতে হয়। আবার তন্ত্রমতে পঞ্চভূতের এক-একটি ভূতের পাঁচ-পাঁচ করে ২৫টি গুণ থাকে। অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্, লোম—এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ। শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র—এই পাঁচটি জলের গুণ। নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও আলস্য—এই পাঁচটি তেজের গুণ। কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ—এই পাঁচটি আকাশের গুণ। সমুদায়ে পঞ্চভূতের এই পঁচিশটি গুণ। এই পঞ্চভূত মহাজলে, জল রবিতে, রবি বায়ুতে ও বায়ু আকাশে বিলীন হয়।

এই পঞ্চতত্ত্বের পরেও তত্ত্ব আছে। স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ, চক্ষুঃ ও শ্রবণ এই পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন সাধন্য ইন্দ্রিয়। এই ব্রহ্মাণ্ড-লক্ষণ মানুষের দেহ মধ্যে আছে। সপ্তধাতু আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মাও দেহে অবস্থান করে। শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক্ হল সপ্ত ধাতু।

শরীরই আত্মা, অন্তরাত্মা মনঃ, পরমাত্মা শূন্যময়। এই পরমাত্মেই মন বিলীন হয়।

রক্তধাতু মাতা, শুক্রধাতু পিতা ও শূন্যধাতু প্রাণ। এতেই গর্ভপিণ্ডের উৎপত্তি হয়।

অব্যক্ত থেকে প্রাণের জন্ম, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে বাক্যের উৎপত্তি এবং মন বাক্যের সঙ্গে বিলীন হয়। তালুমূলে চন্দ্র, নাভিমূলে দিবাকর, সূর্য্যের অগ্রে বায়ু ও চন্দ্রের অগ্রে মন এবং সূর্য্যাগ্রে চিত্ত ও চন্দ্রাগ্রে জীবন অবস্থিত। পাতালে শক্তির অবস্থান, ব্রহ্মাণ্ডে শিবের বাস, অন্তরীক্ষে কালের অবস্থিতি। এই কাল থেকেই জরার উৎপত্তি হয়।

প্রাণ আহার আকাঙ্ক্ষা করে, হুতাশন পানও ভোজন করে, জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে বায়ুর প্রতিবুদ্ধ হয়। মন পাপ কার্য্য করে, পাপে লিপ্ত হয়। আবার মনই উন্মনা হয়ে পুণ্য ও পাপ সাধন করে। ভ্রান্তিযুক্তকে জীব বলে। ভ্রান্তি মুক্ত হলে জীব শিব হয়। চার বেদ বেদ নয়—সনাতন ব্রহ্মই হল বেদ। চার বেদ ও সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যোগীরা সার গ্রহণ করে থাকে। পণ্ডিতেরা চক্র পান করে। তপঃ তপস্যা নয়, ব্রহ্মচর্য্যই

তপস্যা। যে ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে উর্দ্ধরেতা হওয়া যায়, সেই তপস্বী। হোম প্রভৃতিও হোম নয়—ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণ সমর্পণ করার নামই হোম। মোক্ষলাভ করতে হলে পাপ-পুণ্য দুই পরিত্যাগ করতে হয়। যতদিন পর্যন্ত জ্ঞান না জন্মে ততদিন বর্ণবিভাগ থাকে, জ্ঞান জন্মালে আর বর্ণাদি বিভাগ থাকে না। চঞ্চল চিত্তে শক্তি অবস্থান করে, স্থির চিত্তে শিব বাস করেন। স্থিরচিত্ত হতে পারলে দেহধারী হয়েও সিদ্ধিলাভ করতে পারে।

বাংলাদেশে যে সব ক্রিয়াকাণ্ড ও পূজা পদ্ধতি প্রচলিত, তার সবই তান্ত্রিক। বৌদ্ধতন্ত্রে চণ্ডী-তারা-বারাহী প্রভৃতি মহাবিদ্যা আছে। বজ্রডাক ও বজ্রডাকিনীর পূজা বৌদ্ধতন্ত্রে আছে। পঞ্চমকারের সেবা বৌদ্ধতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। বৌদ্ধতন্ত্রে পশু ও বীর—এই দুই ভাব আছে। চক্রপূজা, বীরযাগ, ভগপূজা প্রভৃতি বিষয়ও বৌদ্ধতন্ত্রের আছে। সাত্ত্বিক বৌদ্ধরা জাতিভেদ মানেন না। বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা এই জগতকে বামোদ্ভব বলে গণ্য করেন।

তান্ত্রিক উপাসনায় পঞ্চমকারের অপপ্রয়োগে অনেক সময় তান্ত্রিকের মধ্যে অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে, এ কথা স্বীকার্য। এসব তান্ত্রিক মদ্যমাংসাদি সেবনে লোকের শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। তাদের চারিত্রিক স্খলনও লক্ষ্য করা গেছে।

আমাদের দেশে তন্ত্র সাহিত্য বিশাল। তন্ত্র বিশেষ সম্প্রদায়ের উপাসনা ও আধ্যাত্মিক প্রণালী ঠিকই, কিন্তু পরবর্তীকালে তা সাহিত্যের বৃহৎ জগৎ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে শাক্ত-বৈষ্ণব-বৌদ্ধ-নাথ-শৈব প্রভৃতি সাহিত্য শাখা পল্লবিত হয়েছে। এ সব সাহিত্যে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে ঠিকই, কিন্তু এ সব ছাড়িয়ে আমাদের সমাজ-সংসারের বৃহৎ ক্ষেত্রে সুখ দুঃখ, হাসি-কান্নার দোলায় জীবনকে দুলতে দেখা গেছে। শ্মশানচারী ভোলানাথ আমাদের জীবনের সহচর হয়েছে। ত্রিনয়নী দুর্গা-কালিকা আমাদের ঘরের মেয়ে হয়ে বারে-বারে ফিরে এসেছে। আমাদের বাস্তবজীবনে এরা মিশে গেছে। তন্ত্রসাধনায় শিব-শক্তি আমাদের পরমারাধ্য। আমাদের নিত্যকালের জীবনে তারা পরম আদরের। উইলসন, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ তন্ত্র তথা শক্তি সাহিত্যের আধ্যাত্মিকতা ও লৌকিকতার আলোচনা করেছেন।

তন্ত্রসারঃ গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণের জন্যে প্রকাশককে কৃতজ্ঞতা জানাই। তন্ত্রসাধক ও তন্ত্রপাঠক—উভয়েই এ গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হবেন বলেই আশা রাখি।

শ্রেয়সী নিমাইচন্দ্র পাল

সূচিপত্র ।

(অকারাদি বর্ণানুক্রমে)

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অ		
অকডমচক্র	২৭	১
অকথহচক্র	২২	১
অক্ষমালা মুদ্রা	৮৬২	২
অগ্নির অঙ্গ বিশেষে আহুতি দানের ফল	৭০৫	৩
অগ্নির কর্ণাদি অঙ্গ-নিরূপণ	৭০৫	৪
অগ্নির শুভাশুভ শিখা ও ধূম	৭০৫	১০
অঙ্কুশমুদ্রা	৮৬৩	১
অঙ্গবৈগুণ্যে প্রায়শ্চিত্ত	৮৪৪	৫
অজপামন্ত্র ও ধ্যান এবং জপসংখ্যা	২৩৪।৩৫	৮।৩।১১
অঞ্জলিমুদ্রা	৮৬৪	১০
অদর্শন সাধন	৬৩৯	১১
অনিবেদিত দ্রব্য ভোজনে দোষ	১৫৯	৯
অন্তর্ম্মাতৃকান্যাস	১৪২	৫
অন্নপূর্ণা কবচ	৭২৩	৭
অন্নপূর্ণার ধ্যান	১৭৩	৩
অন্নপূর্ণার পূজাপ্রয়োগ	১৭২	৫
অন্নপূর্ণা-ভৈরবী ও তাহার ধ্যান	৩৬৫।৬৭	৭।৩
অন্নপূর্ণা-ভৈরবীমন্ত্র ও জপসংখ্যা	৩৬৭।৬৯	৩।৬
অন্নপূর্ণার মন্ত্র	১৭১	৮
অন্নপূর্ণার জপ-সংখ্যা ও হোমদ্রব্য	১৭৪	৪
অন্নপূর্ণা-স্তোত্র	৭২২	৪
অভয়মুদ্রা	৮৬২	৩
অভিচার	৬৩৮	৬
অরিমন্ত্রত্যাগের প্রণালী	২৫	২
অর্ঘ্যপাত্র	৪৩৮	১৩
অর্ঘ্যপাত্রের প্রমাণ	৯৬	৫
অর্ঘ্যস্থাপনের ক্রম	৯৫	১১
অর্ঘ্যের দ্রব্য	১০৪	৩
অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ড	৬৭৫	২
অবগুণ্ঠন মুদ্রা	৮৫৭	৯
অশুভ হোমে প্রায়শ্চিত্ত	৭০৬	৫
অষ্ট গন্ধ	১০০	১
অষ্টাঙ্গপ্রণাম	১৫৭	৮
অষ্টাদশ উপচার	৮৩৪	৮
অষ্টাস্রকুণ্ড	৬৭৮	১
আ		
আকর্ষণ	৬৩৩	৫
আকর্ষণীমুদ্রা	৮৬৭	৭
আগম-প্রশংসা	৯৮৯	৩
আচমনীয়-দ্রব্য	১০৪	৫
আন্তর তর্পণ	৯৬৮	৪
আন্তর ধ্যান	৯৬৮	৯
আন্তর পঞ্চ-মকারপূজা	৯৭০	১১
আন্তরপূজা	৯৬৯	১
আন্তরসন্ধ্যা	৯৬৮	৩
আন্তরহোম	৯৭০	১
আয়ুধস্থান	৪৩৪	১
আরাত্রিকবিধি	৪৫৬	১
আর্দ্রপটী	৬২৫	৭
আবাহনীমুদ্রা	৮৫৭	৫
আশ্রমভেদে ভিন্ন ভিন্ন গুরু	৬	৪
আসনশুদ্ধ্যাদি	৪১৫	১০
ই		
ইন্দ্রাদি নাড়ীনিরূপণ	৯৭৭	১১

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
ইন্দ্রজপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৬১৬	৮
ইন্দ্রপূজাদিপ্রয়োগ-ফল	৬১৬	৮
ইন্দ্রমন্ত্র ও ধ্যান	৬১৬	১।৪

উ

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
উচ্চাটন	৬৩৭।৩৮	৩।১
উচ্ছিষ্টগণেশ-প্রয়োগ	৫৬৬	৬
উচ্ছিষ্ট গণেশমন্ত্র	৫৬৩	১১
উচ্ছিষ্ট গণেশযন্ত্র ও ধ্যান	৫৬৪	৩
উচ্ছিষ্ট গণেশের জপসংখ্যা	৫৬৫	১১
উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীমন্ত্র	৫৫৬	১০
উন্মাদনকর প্রয়োগ	৬২৭	৬
উন্মাদিনীমুদ্রা	৮৬৭	১২

ঋ

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
ঋণিধনিচক্র	২৮	৬

ক

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
কতিপয় নৈমিত্তিক বিধান	৮৮৯	৯
কর্ণপিশাচী জপসংখ্যা ও সিদ্ধিলক্ষণ	৫৮২	৩।৫
কর্ণপিশাচী মন্ত্র ধ্যান ও পূজা	৫৮১	১।৫।৯
কর্ম্মভেদে জলাদি তত্ত্বের নির্ণয়	৭০৯	১১
কর্ম্মভেদে বস্ত্রাদিনির্ণয়	৭০৯	২
কর্ম্মবিশেষে ঋতুবিশেষের বিধান	৭০৭	১০
কলাবতী দীক্ষা-প্রয়োগ	৯১	৪
কলাবতীসাধন	৬৪৩	৮
কলিকালে তন্ত্রমতে পূজা ও তাহার হেতু কথন	৫	২
কবচসংস্কার	১০২০	৫
কাত্যায়নীকল্প	৬০৩	৯
কাত্যায়নী জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৬০৬	১
কাত্যায়নী ধ্যান	৬০৪	৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
কাত্যায়নীপূজার ফল	৬০৬	২
কাপালিকমুদ্রা	৮৬২	৬
কামনাভেদে মালায় বিভিন্নতা	৪৭	৪
কামন্যাস	৩৪১	৩
কামমুদ্রা	৮৬১	৭
কামরতিন্যাস	৪২৮	১৪
কামরাজবিদ্যা	৩৮৭	৮
কামেশ্বরীসাধন	৬৪৪	৯
কাম্যহোমের কুণ্ডনিরূপণ	৬৮০	৪
কার্ত্তিকেয়মন্ত্র	৯৯০	১২
কার্ত্তিকেয়াক্ষয়কবচ	৯৯৪	৪
কালকর্ণীমুদ্রা	৮৬৪	১১
কালাগ্নিরুদ্র জপ ও হোমদ্রব্য	৩৩৫	৯
কালাগ্নিরুদ্রমন্ত্র ও ধ্যান	৩৩৫	৭।১৪
কালীর ধারণযন্ত্র	৮৮৩	৪
কিঙ্কিণীস্তোত্র	৭৯৪	৮
কুণ্ডসমূহের বিশেষ ফল	৬৭৯	১১
কুণ্ডের খাত, পরিধি ও কর্ণিকা নির্ণয়	৬৮৫	৩।৭।৯
কুণ্ডের দোষনিরূপণ	৬৮২	৭
কুণ্ডের মেখলানির্ণয়	৬৮৩	৬
কুণ্ডের যোনি ও নেমি প্রভৃতির নির্ণয়	৬৮৪	৩।৪।১১।১২
কুমারীপূজা	৯৭২	১
কুমারীবিবাহের দানফল	৯৭৪	৬
কুম্ভমুদ্রা	৮৬৪	৮
কুলাকুল চক্র	১৫	১
কুলাচারনিরূপণ	৯৩৪	১০
কুলাচারপালনবিধি	৯৪৩	৪
কুলাচারে প্রাতঃকৃত্য	৯৪৪	৩
কূর্ম্মচক্র	৮৫	১
কূর্ম্মমুদ্রা	৮৬৫	৮
কৃষ্ণবর্ণ বৃষগোময়ে শিব-পূজা	৩৩৫	২২
কোন্ চক্র কোন্ দেবতার উপযোগী	৩২	৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
কৌলেশ-ভৈরবী	৩৪৮	৮
কৌস্তুভমুদ্রা	৮৫৯	৫
ক্রোধরাজমন্ত্র	৯৯৩	৪
ক্ষেত্রপালমন্ত্র ও ধ্যান	৩২৭	৩।১০
ক্ষেত্রপাল জপসংখ্যা, হোম-দ্রব্য ও বলি	৩২৮	৭।১০
খ		
খট্বাঙ্গমুদ্রা	৮৬১	৫
খড়্গমুদ্রা	৮৬৩	৬
খেচরীমুদ্রা	৮৬৮	৪
গ		
গঙ্গাকবচ	৯৯৩	৭
গঙ্গামন্ত্র	৯৯০	২
গণপতি মন্ত্র ও ধ্যান	২০৫।৬	৩।৪
গণপতির জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	২০৭	৪
গণেশপ্রয়োগ	৯০০	৫
গণেশস্তোত্র	৭৪৮	৯
গণেশের ধারণযন্ত্র	৮৭৫	৫
গদামুদ্রা	৮৫৮	৭
গন্ধাদিদানে অঙ্গুলি নিয়ম	১০৭	৩
গ্রহন্যাস	১১৯।৪২৪	৪.৩
গ্রহণে পুরশ্চরণের কর্ত্তব্যতা	৭৪	১
গ্রহণ-পুরশ্চরণের সঙ্কল্প	৮৪	১৯
গরুড়প্রয়োগ ফল	৬২০	১
গরুড়মন্ত্র ও ধ্যান	৬১৭	১।১১
গরুড়মুদ্রা	৮৬০	২
গরুড়যন্ত্র	৬১৮	৩
গরুড়স্তব	৬২০	৩
গরুড়ের জপ সংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৬১৯	৩
গরুড়ের মালামন্ত্র	৬১৯	৪
গায়ত্রী ধ্যান	১৩৩	৯
গালিনীমুদ্রা	৮৬৪	৬
গুরুকবচ	১০০৯	৩
গুরুত্যাগে দোষ	২	৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
গুরুতে মনুষ্যজ্ঞানে পাপ	২	১
গুরুদক্ষিণা নিয়ম	১১২	৩
গুরুপঙ্‌ক্তিপূজা	১৫২	১
গুরু পিত্রাদি অপেক্ষা পূজনীয়	২	১১
গুরুপুত্র গুরুবৎ পূজনীয়	২	১১
গুরুপ্রণাম	১৩৫	৬
গুরুপ্রণামের কালনির্ণয়	৬	১৩
গুরুর প্রতি শিষ্যের ব্যবহার	৩	৬
গুরুর লক্ষণ	১	৪
গুরুর শয্যাদিলঙ্ঘনে পাপ	৫	৯
গুরুশব্দের অর্থ-নিরূপণ	৫	১২
গুরুশিষ্য সম্বন্ধের কাল নির্ণয়	৪	২২
গুরু-শিষ্যের ঋণ আদানপ্রদান নিষেধ	৫	১১
গুরুস্তোত্র	১০১২	১১
গুহ্যকালী	৪৯৯	৫
গুহ্যকালী মন্ত্র ও ধ্যান	৫০২	৪।১৬
গৃহস্থের গৃহস্থ-গুরু করণীয়	৬	৭
গৃহাদিনির্ম্মাণে হস্তনিরূপণ	৬৮০	১১
গোপালস্তোত্র	৭৬৮	১০
গোপালের ধারণ যন্ত্র	৮৭৯	১
গোলকন্যাস	৩২৪	১
গৌরীজপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৬১৪	৩
গৌরীমন্ত্র ও ধ্যান	২০৫।৬	৩।৪
ঘ		
ঘটস্থাপন	৯৯	২
ঘটস্থাপন-প্রমাণ	১০১৯	৬
চ		
চক্রমুদ্রা	৮৫৮	৫
চক্রবিচারে নামগ্রহণের নিয়ম	৩১	৩
চতুঃষষ্টি উপচার	৮৩২	৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে দেবতাবিশেষের দীক্ষার বিধি ও নিষেধ	৩৯	৯
চণ্ডোগ্র শূলপাণি মন্ত্র ও ধ্যান	৫৫৩	৮।১২
চণ্ডোগ্রশূলপাণি যন্ত্র	৫৫৪	৩
চর্ম্মমুদ্রা	৮৬৩	৭
চিটিমন্ত্র	৬২৯	৩
চৈতন্য-ভৈরবী ও যন্ত্র	৩৪৯।৫০	১০।১
চৈতন্য-ভৈরবী ধ্যান ও জপসংখ্যা	৩৫১।৫২	৬।৮

ছ

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
ছাগবলিবিধি	৯৩১	৯
ছিন্নমস্তা প্রয়োগ	৯২০	৩

জ

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
জগদ্ধাত্রী-ধ্যান	৬০৯	৮
জগদ্ধাত্রী-মন্ত্র	৬০৭	১০
জগদ্ধাত্রী-যন্ত্র	৬১০	৪
জপকালে বর্জ্জনীয় বিষয়	৬১	১২
জপনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ত্তব্য	৬৩	১
জপের নিষিদ্ধ আসন	৪৯	৫
জপের করমালানির্ণয়	৪২	৩
জপে মন্ত্রার্থচিন্তা	৬৭	৩
জপের ফল	৬৫	১
জপের বিধি ও নিষেধ	৪৩	৮
জপের সময়াদিনিরূপণ	৬২	৩
জপে বিহিত আসন	৪৮	৯
জয়দুর্গার জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	১৯২	১৩
জয়দুর্গার ধ্যান	১৯২	১
জয়দুর্গার মন্ত্র	১৯২	৮
জ্ঞানমুদ্রা	৮৫৯	৭
জ্বররোগে শত্রুবিনাশ প্রয়োগ	৬২৮	২
জ্বালামালিনী মন্ত্র	৬২৭	৬

ড

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
ডমরুমুদ্রা	৮৬২	৮

ত

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
তত্ত্বন্যাস	৪২০	৪
তর্জ্জনীমুদ্রা	৮৬৯	২
তর্পণ	৩২৯।৯২৩	৮।১
তারাকবচ	৮১৭	১
তারাদিন্যাস	৫২১	৩
তারাপ্রকরণ	৫০৩	১০
তারার ধারণ যন্ত্র	৮৮৪	৫
তারার পীঠন্যাস	৫২১	১২
তারাষোঢ়া	৫১৭।৫২৩	১০।১৮
তারাস্তোত্র	৮১৪	৫
তারিণীকল্প	৫৯৩	৯
তীর্থবিশেষে ও কালবিশেষে দীক্ষার কালাকালাদি বিচার অনাবশ্যক	৪০	৭
ত্যাজ্য শিষ্য	৪	৪
ত্র্যম্বক ধ্যান জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৬৩০।৩১	১২।১১
ত্র্যম্বকমন্ত্র	৬২৯	৩
ত্রিখণ্ডামুদ্রা	৮৬৭	২
ত্রিপুটা কবচ	৭২৯	৫
ত্রিপুটাযন্ত্র ও ধ্যান	১৭৫	২।১৮
ত্রিপুটার জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	১৮২	১১
ত্রিপুটার মন্ত্র	১৭৪	৮
ত্রিপুটাস্তোত্র	৭২৬	১
ত্রিপুরা ধ্যান	৪৩৬	১
ত্রিপুরান্যাস	৪২৭	৪
ত্রিপুরা ভৈরবী জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৪৩৬	১১
ত্রিপুরা-ভৈরবীধারণ-যন্ত্র	৮৭৩	১
ত্রিপুরভৈরবীধ্যান	৩৪৩	১৬
ত্রিপুরভৈরবীমন্ত্র	৩৩৭	৪
ত্রিপুরাভৈরবীযন্ত্র	৩৪৪	৩
ত্রিপুরার ধারণ যন্ত্র	৮৭৪	৪
ত্রিপুরাবালা মন্ত্র	৩৬০।৬১।৬২	৩।১।৬
ত্রিপুরা শব্দের অর্থ	৩৩৭	৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
ত্রিপুরাসুন্দরীর ষোড়শোপচার মন্ত্র	৮৩৬	১
ত্রিলৌহী মুদ্রা	১২২ ৭৫৪	৬
ত্রিলৌহী মুদ্রাধারণের নিয়ম ও ফল	১২৩	৩
ত্রিশূলমুদ্রা	৮৬১	১১
ত্রৈলোক্যমোহন নামক তারাকবচ	৮২২	১২
ত্রৈলোক্যমোহিনীমুদ্রা	৮৬১	৫
ত্বরিতাপ্রয়োগ	৮৯৭	৯
ত্বরিতাযন্ত্রধারণ	৮৭১	৭

দ

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
দক্ষিণামন্ত্র	৯৯২	১২
দক্ষিণামূর্ত্তিপ্রয়োগ	৯১২	৭
দক্ষিণাস্তোত্র	৯৯৮	১২
দধিবামনপ্রয়োগ	৯০৭	১০
দধিবামনের মন্ত্রধ্যান	২৯৩।৯৪	৫।৩
দধিবামনের জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	২৯৫	১
দন্তমুদ্রা	৮৬২	৯
দশাঙ্গ ধূপ	১০৬	১০
দশাঙ্গন্যাস	২৬১	৯
দশোপচার	১৫৫।৮৩৫	৩।১
দানব ধূমকেতুমুদ্রা	৮৬৬	৩
দীক্ষাগ্রহণ না করার দোষ	১১	৭
দীক্ষাগ্রহণের ফল	১১	৫
দীক্ষাদানের প্রয়োগ	১০৯	২
দীক্ষায় করণবিচার	৩৭	৭
দীক্ষায় নক্ষত্রবিচার	৩৬	৪
দীক্ষায় নিষিদ্ধ তিথি ও মাসবিশেষের বিধান	৩৮	৩
দীক্ষায় নিষিদ্ধ দেশ	৪১	৫
দীক্ষায় পক্ষবিচার	৩৮	১
দীক্ষায় যোগবিচার	৩৭	৩
দীক্ষায় লগ্নবিচার	৩৭	৯
দীক্ষায় বিহিত ও নিষিদ্ধ তিথি	৩৫	৪
দীক্ষায় বিহিত নিষিদ্ধ বার	৩৫	১
দীক্ষায় সংক্রান্তিপ্রভৃতির প্রশস্ততা	৩৮	১৪
দীক্ষায় নিষিদ্ধ মাস	৩৪	১
দীক্ষার পূর্ব্বদিনকৃত্য	৩৩	১
দীক্ষার প্রশস্ত স্থান	৪১	৫
দীক্ষাশব্দের ব্যুৎপত্তি	১১	৪
দীপনী	৩৯৯	৪
দুর্গাপ্রয়োগ	৯০৭	১০
দুর্গামন্ত্র ও ধ্যান	১৮৬।৮৭	১।৬
দুর্গামুদ্রা	৮৬৩	৯
দুর্গার কবচ	৭৩৪	৬
দুর্গার জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	১৮৮	৫
দুর্গার শতনাম স্তোত্র	৭৩১	১২
দূতিযাগের অনুষ্ঠান	৯৪৮	৮
দূতিযাগে বিজয়া-শোধন	৯৪৬	৩
দেবতাভেদে তর্পণের বিভিন্নতা	১২৯	১০
দেবতাভেদে ভিন্ন ভিন্ন গায়ত্রী	১৩২	৬
দেবতাভেদে ভিন্ন ভিন্ন মালা	৪৭	৮
দেশ কাল ও অধিকারি-নিরূপণ	৬৪০	১
দেশভেদে গুরুর উৎকর্ষাপকর্ষবিচার	১০	১২
দ্রব্যদানের ক্রম	১৫৫	৬
দ্রোণপরিমাণ-নির্ণয়	২৬	৩
দ্বারপূজা	৪১৪	১১

ধ

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
ধনদামন্ত্র ও যন্ত্র	৫৬৭।৬৮	১১।২
ধনুর্মুদ্রা	৮৬০।৬১	১১।১
ধারণা	৯৭৭	৩
ধূপাদিদানের নিয়ম	১০৭	৯
ধূমাবতী ধ্যান ও জপসংখ্যা	৫৬০	৪।১০
ধূমাবতী মন্ত্র	৫৫৯	১০
ধূমাবতীস্তোত্র	১০১৭	৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
ধেনুমুদ্রা	৮৫৭	১১
ধ্যান	৯৭৭	৬
ন		
নক্ষত্রচক্র	১৯	৬
নক্ষত্রন্যাস	৪২৪	৩
নটিনীসাধন	৬৪৭	৪
নরসিংহমুদ্রা	৮৬০	৪।৭
নবকুণ্ডের যোনি নির্ণয়	৬৮৬	২২
নবকুণ্ডের স্রুবধারণ হোম-সংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৬৮৭	২।৩।৪
নবকুণ্ডের স্থণ্ডিল, হোম ও মন্ত্র	৬৮৬	২২।৫।৬
নবকূটাবালা	৩৬৩	৫
নবদুর্গার ধারণযন্ত্র	৮৭১	৩
নবনাভমণ্ডল	১২১	১
নবযোনিন্যাস	৩৩৯।৪১৯	৪।২
নাদমুদ্রা	৮৬৫	১
নায়িকাকবচ	১০০৫	১৩
নায়িকাস্তোত্র	১০০৬	১৩
নিগড় বন্ধনমোক্ষণ	৬২৮	১৩
নিত্যহোম	৬৮৭	৫
নিত্যা-ভৈরবী	৩৫৫	৪
নিত্যার জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	১৮৩	১১
নিত্যার মন্ত্র ও ধ্যান	১৮২	৪।১৩
নিন্দনীয় গুরু	৩	৮
নিয়ম	৯৭৬	৪
নিরাখ্যাসুন্দরী	৩৯৪	২
নিবৃত্ত্যাদিন্যাস	৪১৭	২
নীলসরস্বতীমন্ত্র	৫১২	৪
নৃসিংহকবচ	৭৭৩	৮
নৃসিংহ জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৩০০।২	১১।২।৭
নৃসিংহধ্যান	২৯৯।৩০১	৮।৬
নৃসিংহপ্রয়োগ	৯০৮	৫
নৃসিংহমন্ত্র	২৯৮।৩০১।২	৯।১।৪
নৃসিংহের ধারণযন্ত্র	৮৭১	৩
ন্যাসে অঙ্গুলিনিয়ম	১৪৬	৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
প		
পঞ্চগব্যের প্রমাণ	৯৪	১১
পঞ্চদশীন্যাস	৪২০	৮
পঞ্চভূতের উদয়-নির্ণয়	৭১৩	১
পঞ্চভূতের মণ্ডলনির্ণয়	৭১৩	৬
পঞ্চ-মকারপূজা	৯৫৫	৭
পঞ্চমী	৩৯৫	৩
পঞ্চাঙ্গন্যাস	২৬১	১১
পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি		৬
পঞ্চায়তনী দীক্ষা	১১৩	৫
পঞ্চাব্জমণ্ডল	১২২	১
পঞ্চোপচার	১৫৫।৮৩৫	১।৩
পদ্মকুণ্ড	৬৭৭	১
পদ্মমুদ্রা	৮৫৮	৮
পদ্মিনীসাধন	৬৪৬	৭
পরমীকরণমুদ্রা	৮৫৭	১২
পরশুমুদ্রা	৮৬১	৪
পরি[illegible]ানা	৮৮৪	১১
পাদোদকাদি-গ্রহণ	১৫৯	৮
পাদ্যের দ্রব্য	১০৪	২
পারিজাত সরস্বতী জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	২০৫	৩
পারিজাত সরস্বতীর মন্ত্র ও ধ্যান	২০৩।৪	৬।৩।৯
পারিভাষিক ষোড়শী	৩৭৫	৯
পাশমুদ্রা	৮৬২	১১
পিত্রাদির নিকট দীক্ষা নিষেধ	৭	৫
পিত্রাদির নিকট সিদ্ধমন্ত্র-গ্রহণবিধি	৭	১০
পীঠন্যাস	১৪৮	৪
পীঠপূজা	১০৪	২
পুত্রাদির অনুমতিস্থলে বিধবার দীক্ষাদানে অধিকার	১০	৩
পুরশ্চরণ-প্রয়োগ	৭৭	৬
পুরশ্চরণে ত্যাজ্য বিষয়	৫৯	১১
পুরশ্চরণে ভক্ষ্যাদি-ব্যবস্থা	৫৮	৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
পুরশ্চরণের অবশ্যকর্তব্যতা	৫৬	৯
পুরশ্চরণের স্থাননির্ণয়	৫৭	৩
পুস্তকমুদ্রা	৮৬৪	২
পূজাধারনিরূপণ	৬৫০	৮
পূজার দিকনিরূপণ	৬৫৬	১
পূজার পঞ্চপ্রকার ভেদ	৮৪৯	১
পূজার বিধি-নিষেধ	৬৫৭	৭
প্রচণ্ডচণ্ডিকাকবচ	৮০২	৪
প্রচণ্ডচণ্ডিকা জপসংখ্যা ও বলিদান	৪৬৭	৩।৫
প্রচণ্ডচণ্ডিকা-ধ্যান	৪৬২।৬৮	২
প্রচণ্ডচণ্ডিকা-পূজাবিধি	৪৫৯	৭
প্রচণ্ডচণ্ডিকামন্ত্র	৪৫৭।৬৭।৬৮।৬৯	৮।১১।৭
প্রচণ্ডচণ্ডিকা-যন্ত্র	৪৬৪	৬
প্রচণ্ডচণ্ডিকা-স্তোত্র	৮০০	১
প্রত্যাহার	৯৭৭	২
প্রদক্ষিণের নিয়ম	১৫৭	১৩
প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রের প্রমাণ	৬৫৫	৫
প্রাণযোগ	৩৯৮	৩
প্রাণায়াম	১৪৭	১
প্রার্থনা মুদ্রা	৮৬৪	৯

ব

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
বলকৃষ্ণমন্ত্র	৩০৬	২৮
বলরামমন্ত্র	৩০৬	২১
বলরামস্তোত্র	১০০০	৬
বাণন্যাস	২৭৭।৩৪০	১।৪
বালকসংস্কার	৯২৯	১০
বালককে শান্তি দিবার মন্ত্র	৯৩১	৬
বালগোপাল-ধ্যান	২৮৬।৮৮।৮৯।৯০	৮।১।২।৩
বালগোপালমন্ত্র	২৮৪।৮৭।৮৮।৮৯	৪।৬।৯।১১
বালগোপালযন্ত্র	২৮৫	১
বালগোপালের জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	২৮৭।৮৮।৮৯।৯০	৬।২।৯।৬
বীজমুদ্রা	৮৬৮	১
বীজাবলী ষোড়শী	৩৮৩।৮৪	৫
ব্রহ্মশ্রী-জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৬১৫	৫
ব্রহ্মশ্রী-মন্ত্র ও ধ্যান	৬১৪।১৫	৯।২
ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে জপের সংখ্যা-নিয়ম	৭০	৭
ব্রাহ্মণের সুরাদান নিয়ম	৯৫১	৭

ভ

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
ভদ্রকালী	৫০১	৬
ভদ্রকালী ধ্যান ও জপসংখ্যা	৫৬৩	৪।৯
ভদ্রকালীমন্ত্র	৬৬২	৮
ভয়বিধ্বংসিনী-ভৈরবী	৩৪৯	৭
ভাষাসুন্দরী	৩৯৩	৪
ভুবনেশ্বরী-কবচ	৭১৯	৩
ভুবনেশ্বরী-জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	১৬৭।৬৮।৬৯।৭১	১১।৭।১১।২
ভুবনেশ্বরী-ধারণযন্ত্র	৮৬৯	৪
ভুবনেশ্বরী-ধ্যান	১৬৪।৬৮।৬৯।৭০	৫।৭।৪।৮
ভুবনেশ্বরীপ্রয়োগ	৮৯৬	৯
ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ও ধ্যান	৩৫৯	৭।১১
ভুবনেশ্বরী মন্ত্র	১৬০।৬৮।৬৯।৭০	৮।৩।১।৪
ভুবনেশ্বরী-যন্ত্র	১৬৫	১
ভুবনেশ্বরী শব্দের অর্থ	১৭০	১০
ভুবনেশ্বরী-স্তোত্র	৭১৪	৮
ভূতলিপি	৬৯	৬
ভূতশুদ্ধি	১৩৫	১০
ভূতশুদ্ধিশব্দের ব্যুৎপত্তি	১৩৯	১১
ভূতিনী মুদ্রা	৮৬৯	১
ভূষণন্যাস	৩৪২	১৪
ভৈরবীপ্রয়োগ	৯১৩	১
ভৈরবীস্তোত্র	৭৮৬	১

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
ম		
মঙ্গলাচরণ	১	১
মঞ্জুঘোষধ্যান	৫৮৫	৭
মঞ্জুঘোষ-পূজাপ্রয়োগ-ফল	৫৮৫	১০
মঞ্জুঘোষমন্ত্র	৫৮৩	৩
মঞ্জুঘোষযন্ত্র	৫৮৪।৮৯।৯০	১।৩।১
মণিমুক্তাদি দ্রব্যের নির্ম্মাণ-নিয়ম	৮৩৫	৬
মৎস্যমুদ্রা	৮৬৩	৮
মধুপর্কের দ্রব্য ও প্রমাণ	১০৫	৮
মধুমতী	৩৯৪	৯
মধুমতী-সাধন	৬৪৮	৮
মনসামন্ত্র	৯৯২	১
মনসাস্তোত্র	৯৯৭	১০
মনোহরাসাধন	৬৪২	৫
মন্ত্রযোগ	৯৭৭	৮
মন্ত্রশব্দের ব্যুৎপত্তি	১৩	২
মন্ত্রসিদ্ধির উপায়	৬৬৩	৬
মন্ত্রাঙ্গ-সঙ্কেত	১০২৩	২১
মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার	৮৬	৩
মন্ত্রের দোষ-নিরূপণ	৬৬৬	৯
মন্ত্রের দোষশান্তি	৬৭২	৪
মন্ত্রের নেত্রনির্ণয়	১০২২	১০
মন্ত্রের পুংস্ত্র্যাদি-নির্ণয়	১৪	১
মন্ত্রের শোধনবিধি	১১	৩
মন্ত্রের শ্রোত্রাদি-জ্ঞান	১০২১	১
মন্ত্রের সংস্কার-প্রয়োগ	৮৮	১
মন্ত্রের সূতক-কথন	৬৮	২
মন্ত্রের সূতক-মুক্তির উপায়	৬৮	৪
মন্ত্রের সেতু-নির্ণয়	৬৬২	১
মন্ত্রের স্বপ্ন প্রবোধকাল	৮৫২	৯
মহাকালী মন্ত্র ও ধ্যান	৬২৬	৫।৯
মহাকালীস্তোত্র	১০০০	১১
মহাগণেশের জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	২১১।১২।১৩	১।৮
মহাগণেশের ধ্যান	২০৮।১১।১৩	৬।১১।৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
মহাগণেশের পূজাযন্ত্র	২১০	১
মহাগণেশের মন্ত্র	২০৭।১১।১২	৭।৩।১০
মহাঙ্কুশমুদ্রা	৮৬৮	১
মহাতীর্থে গ্রহণকালে ও বিষ্ণুমন্ত্র বিষয়ে পিত্রাদি হইতে দীক্ষার বিধি	৯	৩
মহাত্রিপুরসুন্দরী কবচ	৭৯৭	৯
মহাযোনিমুদ্রা	৮৬৬	১০
মহালক্ষ্মীর জপ ও হোমসংখ্যা	২২৫	১
মহালক্ষ্মীর ধ্যান	২২৩।২৬	৭।১
মহালক্ষ্মীর মন্ত্র	২২২।২৫	৪
মহাবিদ্যানিরূপণ	১৪	৩
মহিষমর্দ্দিনীকবচ	৭৫৯	৬
মহিষমর্দ্দিনী জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	১৯১	৯
মহিষমর্দ্দিনীর মন্ত্র ও ধ্যান	১৮৮।৯০	৭।৫
মহিষমর্দ্দিনী-স্তব	৭৩৫	৯
মাতৃকান্যাস	১৪০	১০
মাতৃকান্যাসের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা	১৪৬	২
মাতৃকাযন্ত্র	৮৬	৯
মাতৃকা করাঙ্গন্যাস	১৪১	৫
মাতঙ্গীকবচ	৮৩০	১
মাতঙ্গী জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৫৫৬	১
মাতঙ্গীমন্ত্র যন্ত্র ও ধ্যান	৫৫৫	১।৬।১০
মাতঙ্গীস্তব	১০১৫	১৩
মানস জপাদির উৎকর্ষ-কথন	৬৬	১০
মানসপূজা	৪৩৭	১১
মানসাদিভেদে ত্রিবিধ জপ	৬৬	৩
মাংসাদিশোধন	৯৫৩	১০
মালাগ্রন্থির বিশেষ নিয়ম	৫০	১
মালাজপের ফল	৪৬	৩
মালার মণিনিরূপণ	৪৬	১
মালাসংস্কার	৪৯	১১

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
মাসবিশেষে শুক্রাস্তাদি অকালদোষের প্রতিপ্রসব	৪১	১০
মুণ্ডমুদ্রা	৮৬৫	১১
মুদ্রাপ্রকরণ	৮৫৫	৫
মুদ্রাশব্দের ব্যুৎপত্তি	৮৫৫	৫
মুষলমুদ্রা	৮৬৩	৮
মূর্ত্তিন্যাস	৩৪০	৬
মুষিকবিষহরমন্ত্র	৬২৫	৬
মৃগমুদ্রা	৬৬২	৪
মৃতসঞ্জীবনী	৬৩২	৬।৯
মৃত্যুঞ্জয় প্রকরণ	৩১৬	১
মৃত্যুঞ্জয় প্রয়োগ	৯১১	৬
মৃত্যুঞ্জয়ধারণযন্ত্র	৮৮৩	১

য

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
যজমানের অনুপস্থিতিতে হস্তগ্রহণ-নিয়ম	৬৮১	৪
যজমানের হস্তমানগ্রহণ	৬৮১	১
যন্ত্র লিখিবার দ্রব্য	৮৮৬	১
যন্ত্র সংস্কার	৬৫১।৫৩	১১
যম	৯৭৬	৩
যুগভেদে জপের সংখ্যা	৬২	৮
যোগ-প্রক্রিয়া	৯৭৫	১
যোগ লক্ষণ	৯৭৫	৯
যোগাঙ্গ আসন	৮৫৪	৪
যোগিনী কুণ্ড	৬৭৫	১০
যোগিনী ন্যাস	৪২৫	৮
যোগিনী সাধন	৬৪০	৩
যোগিনী সাধনের দেশ কাল ও অধিকারী নিরূপণ	৬৫০	১
যোগের অষ্টবিধ অঙ্গ	৯৭৬	১
যোগের প্রণালী	৯৮৩	৯
যোগের বিঘ্নকরগণ	৯৭৫	১১
যোনিমুদ্রা	৮৬১।৬৮	১০।৯

র

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
রত্যাদিন্যাস	৩৪০	১
রতিসুন্দরী-সাধন	৬৪৫	৮
রাজমুখী মন্ত্র	৬১৫	৮
রাশীচক্র	১৬	১৭
রিপুজিহ্বাগ্রহামুদ্রা	৮৬৮	১৩
রুদ্রন্যাস	১১৮	৮
রুদ্র-ভৈরবী ও যন্ত্র	৩৫৫	৭
রুদ্র-ভৈরবী ধ্যান ও জপসংখ্যা	৩৫৭।৫৮	৪
রুদ্রশক্তি	৩২৯	২
রুদ্রাক্ষধারণ-মাহাত্ম্য	৮৩৯	৬
রুদ্রাক্ষধারণযন্ত্র	৮৪৩	১৪
রুদ্রাক্ষ-সংস্কার	৮৪০	৭

ল

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
লক্ষ্মী-কবচ	৭৪৩	৫
লক্ষ্মীনারায়ণের জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	২২৩	৩
লক্ষ্মীনারায়ণের মন্ত্র ও ধ্যান	২৯২	৪।১২
লক্ষ্মীমুদ্রা	৮৬৩	১১
লক্ষ্মীর জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	২১৯।২০।২২	১৪।৮।২
লক্ষ্মীর ধারণ-যন্ত্র	৮৭২	৪
লক্ষ্মীর ধ্যান	২১৮।২০।২১	১৫।৫।৯
লক্ষ্মীর মন্ত্র	২১৮।২০	৫।১।৯
লক্ষ্মীর স্তোত্র	৭৪২	১২
লড্ডুক মুদ্রা	৮৬৩	৯
লিঙ্গ মুদ্রা	৮৬১	৯
লূতা বিষঘ্ন মন্ত্র	৬২৫	৮
লেলিহানা মুদ্রা	৮৬৬	৫
লেলিহা মুদ্রা	৮৬৬	৮
লোকপালন্যাস	১২০	৩
লোপামুদ্রা	৩৮৫।৮৬।৮৭।৯১	৬।৩৯।৩৬।৮
লোপামুদ্রা মন্ত্র	৩৯২	১৬।৯

ব

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
বগলামুখী জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৫৭৭	১৬
বগলামুখী ধারণ যন্ত্র	৫৭৯	১

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
বগলামুখী প্রয়োগ	৫৭৮	৫
বগলামুখী মন্ত্র	৫৫৭	১
বগলামুখীর অষ্টবিধ প্রয়োগ	৫৮০	৩
বগলামুখী স্তোত্র	৮২৭	১
বজ্রপ্রস্তারিণীধ্যান	১৮৪	১৪
বজ্রপ্রস্তারিণী মন্ত্র	১৮৪	২
বজ্রপ্রস্তারিণী যন্ত্র	১৮৪	২
বজ্রপ্রস্তারিণীর জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	১৮৫	১২
বটুক জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৩৮৪	৭
বটুকভৈরব ধ্যান	৩৩১	১
বটুকভৈরবমন্ত্র	৩২৯	১০
বটুকভৈরব বলি	৩৩৪	১০
বটুকভৈরব স্তোত্র	৭৮০	৫
বটুকযন্ত্র	৩৩২	১
বনমালা মুদ্রা	৮৫৯	৬
বয়ঃ কনিষ্ঠার নিকট দীক্ষা নিষেধ	৬	১০
বরমুদ্রা	৮৬২	২
বরাহ জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৩০৬	৫
বরাহ ধ্যান	৩০৫	১3
বরাহ প্রয়োগ	৯১০	১
বরাহমন্ত্র	৩০৪	৯
বরাহমুদ্রা	৮৬০	৮
বরাহযন্ত্র	৩০৫	৩
বর্জ্জনীয় গুরু	৩	১১
বর্ণমালা-নিরূপণ	৪৪	৮
বর্ণমালার সৃষ্ট-নিয়ম	৪৫	৬
বর্ত্তুল কুণ্ড	৬৭৬	১
বাশন্ত্যাদি ধ্যান	৪০৬	১০
বশিন্যাদি ন্যাস	৪০৫	৩
বাশিন্যাদির জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৪০৯	২
বশীকরণ	৬৩৪	৯
বাসুদেব জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	২৯২	২
বাসুদেব-ধ্যান	২৯১	৭
বাসুদেব যন্ত্র	২৯০	৮
বাহ্যমাতৃকান্যাস	১৪৩	১০
বিম্বমুদ্রা	৮৬৩	২
বিদ্বেষণ	৬৩৫	৪
বিন্দুমুদ্রা	৮৬২	২
বিধবার দীক্ষাদানে স্বাধীন ভাবে অনধিকার	৯	১০
বিভূতিপঞ্জরন্যাস	২৬০	৬
বিল্বমুদ্রা	৮৫৯	৯
বিশালাক্ষী মন্ত্র	৬১১	১
বিশালাক্ষী যন্ত্র ও ধ্যান	৬১২	১।৪
বিষহরাগ্নি জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৬২৪	১১
বিষহরাগ্নি মন্ত্র	৬২৪	৬
বিষ্ণুপাদোদকপানের ফল	৮৫২	২
বিষ্ণুপূজার পঞ্চ প্রকার ভেদ	৮৪৯	১
বিষ্ণুপাদোদকধারণ মন্ত্র	৮৫২	৪
বিষ্ণু মন্ত্র	২৩৬	৪
বিষ্ণুর জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	২৪৯	১২
বিষ্ণুর তত্ত্বন্যাস	২৪০	৭
বিষ্ণুর ধ্যান	২৩৭।২৪৬	৭।১১
বিষ্ণুর মন্ত্রন্যাস	২৪৩	১১
বিষ্ণুর ষোড়শোপচার-মন্ত্র	৮৪৬	৭
বিষ্ণুসমীপে দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ	৮৫০	৯
বিষ্ণু-স্তব	৭৫৪	৯
বিসর্জ্জনের বিধি	১৫৮	৮
বিস্তৃত হোম-পদ্ধতি	৬৯২	১২
বিস্ময়মুদ্রা	৮৬৪	১২
বীণামুদ্রা	৮৬৪	১
বীর-সাধন	৫৩৯	৪
বীর-সাধনে অধিকারী	৫৪০	২
বীর-সাধনে চিতা লক্ষণ	৫৪০	১
বীর-সাধনে পূজাদ্রব্য	৫৩৯	৯
বীরাচার-পুরশ্চরণ	৯৬২	৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বৃশ্চিক-বিষহর মন্ত্র	৬২৫	৪
বেণুমুদ্রা	৮৫৮	১০
বেতালাদি-সিদ্ধি	৯২৬	১
বৈষ্ণবদিগের দ্বাদশ শুদ্ধি	৮৪৯	১
বৈষ্ণবাচমন	২৩৬	৬
বংশলাভাখ্য কবচ	৯১৫	৩
ব্যাখ্যা মুদ্রা	৮৬৪	৩
শ		
শক্তি কামরাজ	৩৮৯।৯০	৪।১
শক্তি লোপামুদ্রা	৩৯০।৯১	৭।২
শক্তিশোধন	৯৫৪	১০
শঙ্খমুদ্রা	৮৫৮	৩
শত্রু-নির্য্যাতনাদির উপায়	৯২৪	৮
শত্রু-পরিবারনাশ-প্রয়োগ	৬২৭	৬
শত্রুর মল-রোধন	৬৩৮	১
শত্রুর সর্বনাশকর প্রয়োগ	৬২৮	৭
শবসাধন	৫৪৫	৩
শান্তিজলে অভিষেক মন্ত্র	৮৮৬	৭
শিব কবচ	৭৭৭	১০
শিব মন্ত্র	৩০৬।১৩।১৫	৯।১২।১
শিবশক্তিন্যাস	১২০	৭
শিব-স্তোত্র	৭৭৬	৭
শিব-বলি	৯৪২	১
শিবের জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৩১৩।১৪।১৫	১০।১৩।১০
শিবের ধারণ যন্ত্র	৮৮২	১
শিবের ধ্যান	৩১২।১৪।১৫	১৩।১৪
শিষ্যের লক্ষণ	৪	১
শূদ্রের নিষিদ্ধ মন্ত্র	১২	৮
শূলিনী-জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	১৯৫	১
শূলিনীমন্ত্র ও ধ্যান	১৯৩	৩।১৫
শ্মশানকালীর জপসংখ্যা	৫৭৩	৮
শ্মশানকালী-মন্ত্র	৫৭১	১
শ্মশানকালী-যন্ত্র ও পূজা	৫৭২	১০
শ্মশানভৈরবী মন্ত্র	৫৭৩	৮
শ্যামা-কবচ	৮০৭	৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
শ্যামা-প্রকরণ	৪৭২	৪
শ্যামা-প্রয়োগ	৯২১	১
শ্যামা-যন্ত্রাদি	৪৭০	১
শ্যামা-স্তোত্র	৮০৫	৯
শ্রীকণ্ঠাদি ন্যাস	৩০৭	৪
শ্রীকৃষ্ণ কবচ	৭৬৯	৮
শ্রীকৃষ্ণ জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	২৬৪।৬৬।৭৫।৭৬।[illegible]।৮১।৮৩	৪।৪।৩।২।১০।২।৩।৯
শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান	২৬২।৬৫।৬৯।৭৫।৭৬ ৭৮।৮০।৮২	১।৬।১৮।৮।৯।৫।৬
শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োগ	৯০২	৩
শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র	২৫৪।৬৪।৬৬।৬৮।৭৫।৭৬ ৭৭।৭৯।৮১।৮৩।৮৪	৭।৯।৫।৪।৭।১২।৪।১২।৫।১
শ্রীকৃষ্ণযন্ত্র	২৭১।৭৩	১।১।১৫
শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র	৭৬৫	১০
শ্রীকৃষ্ণের ধারণ যন্ত্র	৮৮০	৪
শ্রীচক্র-দর্শন-ফল	৪০৪	১
শ্রীচক্রনাশে প্রায়শ্চিত্ত	৪০৩	৬
শ্রীচক্র-পাদোদক মাহাত্ম্য	৪০৩	১০
শ্রীরাম কবচ	৭৬৯	৮
শ্রীরাম জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	২৫১।৫৩।৫৪	৮।১।৪
শ্রীরাম ধ্যান	২৫০।৫২	৯।৭
শ্রীরাম-প্রয়োগ	৯০২	১
শ্রীরাম মন্ত্র	২৫০।৫২।৫৩	১।৩।৪
শ্রীযন্ত্র	৪০১	৩
শ্রীরাম-স্তোত্র	৭৫৬	৬
শ্রীবৎসমুদ্রা	৮৫৯	২
শ্রীবিদ্যা কবচ	৭৯৫	১১
শ্রীবিদ্যা পূজা	৮৯৩	৪
শ্রীবিদ্যা মন্ত্র	৩৬৯।৭০	১১।৯
শ্রীবিদ্যার অর্ঘ্যদান ও তর্পণ	৪১২	৮।৯
শ্রীবিদ্যার আসন-শুদ্ধ্যাদি	৪১৫	১০
শ্রীবিদ্যার তত্ত্বন্যাস	৪২০	৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
শ্রীবিদ্যার ধারণ-যন্ত্র	৮৭৪	৮
শ্রীবিদ্যার পীঠন্যাস	৪২৬	৪
শ্রীবিদ্যার যাগস্থান, সূর্য্যপূজা ও দ্বারপূজা	৪১৪	২।৭।১১
শ্রীবিদ্যার বিশেষ পূজা-পদ্ধতি	৪০৯	২
শ্রীবিদ্যার বিশেষ স্নান	৪১১	৫
শ্রীবিদ্যা স্তোত্র	৭৯২	৩

ষ

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
ষট্‌কর্ম্ম লক্ষণ	৭০৬	৭
ষট্‌কর্ম্মে দেবতাবর্ণ-নির্ণয়	৭১১	১
ষট্‌কর্ম্মে মন্ত্র লিখিবার দ্রব্য	৭১১।১২	২।৯
ষট্‌কর্ম্মের ঋতু-নিয়ম	৭০৭	৫
ষট্‌কর্ম্মের দেবতা	৭০৭	২
ষট্‌কর্ম্মের আসন-মুদ্রা	৭০৯	৭
ষট্‌কর্ম্মের তিথি-নির্ণয়	৭০৮	১
ষট্‌কর্ম্মের মন্ত্র	৭১১	৫
ষট্‌কর্ম্মের মন্ত্র বীজাদি-নির্ণয়	৭১০	২
ষট্‌কূটা-ভৈরবীমন্ত্র	৩৫৩	৪
ষট্‌কূটা-ভৈরবী-ধ্যান	৩৫৪	৩
ষট্‌চক্র-নিরূপণ	৯৭৮	৫
ষড়ঙ্গ ধূপ	১০৬	৩
ষড়ঙ্গন্যাসে অঙ্গুলি-নিয়ম	১৫০	৮
ষড়স্র কুণ্ড	৬৭৬	২
ষষ্ঠী-মন্ত্র	৯৯১	৭
ষষ্ঠী-স্তোত্র	৯৯৬	৪
ষোড়শ নিত্যান্যাস	৪২৯	১৪
ষোড়শাঙ্গ ধূপ	১০৬	৮
ষোড়শী	৩৮৪	১১
ষোড়শীন্যাস	৪২০	১১
ষোড়শোপচার	১৫৪।৮৩৪	৭।১১
ষোঢ়ান্যাস	৪২১	১৫

স

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
সকল কীটজাতির বিষহর মন্ত্র	৬২৫	৬
সকল-সিদ্ধিদা ভৈরবী	৩৪৯	৩
সকলীকরণ মুদ্রা	৮৫৭	৮
সদ্‌গুরুর অভাবে স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রগ্রহণ-বিধি	১০	৬
সন্ধ্যাপ্রয়োগ	১২৫	৭
সন্নিধাপনীমুদ্রা	৮৫৭	৬
সপ্তজিহ্বামুদ্রা	৮৬৪	৪
সমাধি	৯৭৭	৭
সম্পৎপ্রদা-ভৈরবী ও ধ্যান	৩৪৭	১।৮
সম্পৎপ্রদা-ভৈরবী-জপসংখ্যা	৩৪৮	৪
সম্মুখীকরণীমুদ্রা	৮৫৭	৭
সরস্বতী-ধ্যান	১৯৭।৯৮।২০০।১৩ ২।১০।৫।১	
সরস্বতীপ্রয়োগ	৮৯৯	১
সরস্বতীমন্ত্র	১৯৫।৯৮।৯৯।২০১ ১৭।৩।৫।১।১০	
সরস্বতীযন্ত্র	১৯৫	৩
সরস্বতীর জপ ও হোম-দ্রব্য	১৯৮।৯৯।২০০।১।১৩ ১।৩,১৫।৮।৪	
সরস্বতীর স্তোত্র	১৯৬	৫
সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল	১১৭	৮
সর্ব্ববশঙ্করীমুদ্রা	৮৬৭	১০
সর্ব্ববিদ্রাবিণীমুদ্রা	৮৬৭	৫
সর্ব্বসংক্ষোভকরণীমুদ্রা	৮৬৭	২
সাধকদিগের মন্ত্র-স্নান	৯৬১	৮
সাধনপ্রয়োগ	৫৪০	৪
সাধারণপূজার যন্ত্র	১৫৩	১
সামান্য পূজাপদ্ধতি	১২৪	১
সারস্বতকল্প ধ্যান	৫৯৯।৬০০	৬।৫
সারস্বতকল্পীয়পূজা, জপফল	৬০১	৬
সারস্বত জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৬০২	১২
সিদ্ধি-লক্ষণ	৬৬৫	৯
সুখপ্রসব-মন্ত্র	৬৩৯	৭
সুভগাদিন্যাস	৬৪২	৫
সুন্দরীপ্রয়োগ	৯১৫	৬
সুরসুন্দরীসাধন	৬৪০	৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
সূরাশোধন	৯৫০	১১
সূর্য্যকবচ	৭৫২	১১
সূর্য্য জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	২৩২।৩৪	১।৪
সূর্য্যধ্যান	২২৯।৩১।৩৩	৬।৭।৫
সূর্য্যপ্রয়োগ	৯০১	৫
সূর্য্যমন্ত্র	২২৭।৩০।৩২	১।১২।৩
সৃষ্টিন্যাস	২৫৭।৪২১	৭।৫
সৃষ্টিসুন্দরী	৩৯৩	৬
সৌভাগ্যদণ্ডিনী মুদ্রা	৮৬৮	১২
সংক্ষেপ দীক্ষা	১১৬	৪
সংক্ষেপ নিত্যপূজা-বিধি	৮৮৭	৪
সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি	১৪০	৫
সংক্ষেপ শ্রীবিদ্যাপূজা	৪০৪।৮০৭	৫।১০
সংক্ষেপ হোমপ্রয়োগ	৬৮৮	৫
সংবোধনীমুদ্রা	৮৫৭	৭
সংহারন্যাস	৪২০	১৩
সংহার মাতৃকান্যাস	১৪৫	৭
সংহারমুদ্রা	৮৬৫	৩
সংস্থিতিন্যাস	২৫৮	৪
সংস্থিতিসুন্দরী	৩৯৩	৬
স্তব-কবচ-পাঠের নিয়ম	৭১৪	৪
স্ত্রীগুরু-কবচ	১০১১	১
স্ত্রীগুরু-ধ্যান	১০১০	১০
স্ত্রীশূদ্রের নিষিদ্ধ মন্ত্র	৭১	৬
স্নানবিধি	১২৮	৫
স্থাপনীমুদ্রা	৮৫৭	৫
স্থিতিন্যাস	২৫৭।৪২১	৭।৩
স্থিতিসুন্দরী	৩৯৩	৯
স্বপ্নাবতী	৬৯৪	৫
স্বরশক্তি	১০২৩	৬
স্বল্প সর্ব্বতে ভদ্রমণ্ডল	১২০	৮
স্বাহা মন্ত্র	৯৯২	৮
স্বাহা স্তোত্র	৯৯৮	৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
হ		
হনূমৎকল্প	৬২০	৮
হনূমৎস্তোত্র	১০১৪	৪
হনূমানের ধ্যান	৬২১	৪
হনূমানের যন্ত্র ও জপসংখ্যা	৬২২	২।১১
হয়গ্রীব ধ্যান	২৯৫।৯৭	১১।১
হয়গ্রীব প্রয়োগ	৯০৮	১
হয়গ্রীব মন্ত্র	২৯৫।৯৬।৯৮-	৪।৯।১।৪
হয়গ্রীব মুদ্রা	৮৬০	১০
হয়গ্রীবের জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	২৯৬।৯৭	৭।১০
হরচক্র (টিপ্পনী)	৩২	২২
হরিদ্রা গণেশ কবচ	৭৫১	৬
হরিদ্রাগণেশ ধ্যান	২১৬	২
হরিদ্রাগণেশ মন্ত্র	২১৬।১৭	১০।৫
হরিদ্রাগণেশের জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	২১৭	৪
হরিহর জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	৩০৪	৭
হরিহরমন্ত্র ও ধ্যান	৩০৩	১৮
হবিষ্যান্ন কথন	৫৮	১২
হেরম্ব জপসংখ্যা ও হোমদ্রব্য	২১৫।১৬	৩।৯
হেরম্ব ধ্যান	২১৪।১৫	৩।১২
হেরম্ব মন্ত্র	২১৩।১৫	১০।৫
হোমকালে অগ্নির শুভাশুভ বর্ণন	৭০৫	৭
হোমদ্রব্যের প্রমাণ	৭০৪	১
হোমবিশেষে অগ্নির অবস্থান চিন্তা	৭০৫	২
হোমাশক্তের জপ-ব্যবস্থা	৭০	৫
হোমের কুণ্ড-নির্ণয়	৬৭৩	৩
হোমের সংখ্যানুসারে কুণ্ডের পরিমাণ	৬৮১	১১

সূচিপত্র সমাপ্ত।

চিত্র-সূচি।

বিষয় পৃষ্ঠা
অকডম চক্র ২৭
অকথহ চক্র ২৩।২৪
অন্নপূর্ণা ভৈরবীযন্ত্র ৩৬৭
অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ড ৬৭৫
অষ্টাস্র কুণ্ড ৬৭৮
উচ্ছিষ্ট গণেশযন্ত্র ৫৬৪
ঋণিধনি চক্র ২৯
কালী ৪৭২
কালীর ধারণযন্ত্র ৮৮৩
কুলাকুল চক্র ১৫
গণেশ ধারণযন্ত্র ৮৭৫
গণেশযন্ত্র ২১০
গরুড়যন্ত্র ৬১৮
গুহ্যকালীযন্ত্র ৫০২
গোপালযন্ত্র ২৮৫
চণ্ডোগ্র শূলপাণিযন্ত্র ৫৫৪
চতুরস্র কুণ্ড ৬৭৫
ছিন্নমস্তাপ্রয়োগ ৯২০
তারা ৫০৩
তারার ধারণযন্ত্র ৮৮৪
তারাযন্ত্র ৫১০
তারা ষট্‌কোণযন্ত্র ৫১১
তারিণীযন্ত্র ৫৯৭
ত্বরিতাযন্ত্র ১৭৮
ত্রিপুরভৈরবীযন্ত্র ৩৪৪।৮৭৩
ত্রিপুটাযন্ত্র ১৭৫
ত্র্যস্রকুণ্ড ৬৭৬
দুর্গাযন্ত্র ৬১০
ধনদাযন্ত্র ৫৬৮
ধূমাবতী ৫৬০
নক্ষত্রচক্র ২০
নবদুর্গাযন্ত্র ৮৭১
নবনাভমণ্ডল ১২১
নীলসরস্বতীযন্ত্র ৫১২
নৃসিংহধারণযন্ত্র ৮৭৮
পঙ্কজমণ্ডল ১২২
পদ্মকুণ্ড ৬৭৭
প্রচণ্ডচণ্ডিকাযন্ত্র ৬৬৪

বিষয় পৃষ্ঠা
ভুবনেশ্বরী ১৬৪
ভুবনেশ্বরীযন্ত্র ১৬৫
ভৈরবী ৯১৩
মঞ্জুঘোষযন্ত্র ৫৮৪।৮৯।৯০
মহাকালীযন্ত্র ৬২৬
মাতঙ্গী ৫৫০
মৃত্যুঞ্জয়ধারণযন্ত্র ৮৮৩
যোনিকুণ্ড ৬৭৫
রাশিচক্র ১৭
রুদ্রভৈরবীযন্ত্র ৩৫৫
বগলা ৫৭৮
বগলামুখীধারণযন্ত্র ৫৭৯
বগলামুখীযন্ত্র ৫৭৭
বজ্রপ্রস্তারিণীযন্ত্র ১৮৪
বটুকযন্ত্র ৩৩২
বরাহযন্ত্র ৩০৫
বর্ত্তুলকুণ্ড ৬৭৬
বাহুযন্ত্র (ভূমিকা) [১২]
বাগীশ্বরীযন্ত্র ১৯৫
বিশালাক্ষীযন্ত্র ৬১২
শিবের ধারণযন্ত্র ৮৮২
শ্মশানকালীযন্ত্র ৫৭২
শ্যামাযন্ত্র ৪৮২।৮৩
শ্রীকৃষ্ণযন্ত্র ২৭১।৭৩।৮৮০
শ্রীকৃষ্ণ ৯০২
শ্রীযন্ত্র ৪০১
শ্রীরাম ৯০২
শ্রীরামের ধারণযন্ত্র ৮৭৭
শ্রীবিদ্যা ৩৬৯
ষট্‌কূটা-ভৈরবীযন্ত্র ৩৫৩
ষট্‌চক্রভেদ ১৩৫
ষড়স্র কুণ্ড ৬৭৬
ষোড়শী ৩৮৪
সামান্যপূজাযন্ত্র ৬২২
সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল ১১৮
স্বল্প সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল ১২০
হনুমদ্‌যন্ত্র ৬২২
হরচক্র (ভূমিকা) [৭]

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
সিদ্ধিশ্রৌত	সিদ্ধির্ন শ্রৌত	৫	৬
দেববাক্ত	বেদোক্ত	”	১৮
ভিন্ন ধর্ম্ম যাহাতে বিদ্যমান	তিনের মিলিত স্বরূপ বলিয়া		
তিনিই উৎকৃষ্ট গুরু	গুরু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ	৬	১৪
অন্যমতে গকার	গকার	”	১৫
বালক, বৃদ্ধ, খঞ্জ ও কৃশ	গুরু,—বালক, বৃদ্ধ, খঞ্জ		
ব্যক্তি গুরু	বা কৃশ	”	২৭
নিত্যানন্দ-গ্রন্থে	কারণ নিত্যানন্দ-গ্রন্থে	”	২৮
এতেন	এতচ্চ	৭	৪
নমস্কার	প্রণাম	”	১৪
ইহা দ্বারা একবার	একবার	”	১৭
করিতে হয় ইহা বুঝা গেল	করিতে হয়	”	১৮
গ্রাহ্যঃ	অন্তস্থ গ্রাহ্যঃ	”	২৯
বিরক্তাশ্রমিণঃ	বিরক্তাশ্রমিণ ইতি (খ) পাঠঃ	”	৩২
কৌলিকশক্ত্যতিরিক্ত	কৌলিকাতিরিক্ত-শক্তি	৮	২৯
স্বপুত্রায়	স্বপৌত্রায়	৯	৫
স্বীয় পুত্র	স্বীয় পৌত্র	”	১৯
পিতামহ	মাতামহ	”	২২
বিধবা স্ত্রী	স্ত্রী	”	২৩
বিধিপ্রতিপাদনাৎ	প্রতিপ্রসববিধানাৎ	”	২৯
নর্ম্মদা রেবা	নর্ম্মদা	১১	১৪
বিচারেরও	বিচারের	১৩	২৩
চতুর্গুণ	লক্ষ	১৪	৩
জানিবে, অন্যথা অকুল হইবে।			
স্বকুলমন্ত্র গ্রহণ করাই হিতকর,			
অকুলমন্ত্র গ্রাহ্য নহে।	জানিবে	১৫	২৬
মৈত্রং	মিত্রং	১৬	৩
মারুতয়োঃ শক্রতা	(জলমারুতায়োঃ শক্রতা)	১৬	৫
“ঐন্দ্রবারুণয়োঃ শক্রঃ	(ঐন্দ্রবারুণয়োঃ শক্রঃ)	১৬	৪
আকাশ বর্ণ	পার্থিব বর্ণ	”	১৭
গ্রহণ করিবে।	গ্রহণ করিবে। এ স্থানে		
	কেবল কুলাকুল চক্রের বিচারে		
	চন্দ্রনাথের ঐ মন্ত্র গ্রহণে বাধা		
	নাই বলা হইয়াছে, কিন্তু		
	অন্য চক্র বিচারে যদি বাধা		
	থাকে,তাহা পৃথক্ বিবেচনীয়	”	২২
দুখী	দুঃখী	৩৬	১১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
অগস্ত্যসংহিতায় রামমন্ত্র গ্রহণ প্রস্তাবেই	রামমন্ত্র-গ্রহ-অগ সংহিতায়	৩৭	১৬
বিদ্যা	দেবতা	৩৯	২৫
গৌতমীয়-তন্ত্রে	(গোপাল-বিষয়ে) গৌতমীয় তন্ত্রে	”	২৬
সাধারণ দীক্ষাই	অন্যদীক্ষা	”	২৭
যোগিনী-হৃদয়ে	(শ্রীবিদ্যা-বিষয়ে) যোগিনী হৃদয়ে	”	”
দেবী গৃহে	দেবীগৃহে	৪০	১০
যে তিথিতে শারদীয়া দুর্গাদেবী গৃহে গৃহে পূজিতা হন সেই পবিত্র তিথিতে	শারদীয়া দুর্গাদেবী যে গৃহে পূজিতা হন, বিশেষতঃ সেই দেবীগৃহে	”	২৬
প্রথম একপর্ব্ব	একপর্ব্ব	৪২	১৭
১০৮ বার	এইরূপ নিয়ম ১০৮ বার	”	২৩
এইরূপ নিয়ম অবলম্বনীয়	অবলম্বনীয়	”	২৪
বিষ্ণু-বিষয়েও	বিষ্ণু-বিষয়ে	”	”
জানিবে	জানিবে (ইহা করমালা)	”	২৫
ইহাও	ইহা	”	২৯
অষ্ট	শেষ অষ্ট	”	”
শক্তিমালা	শক্তিমালা (শক্তি করমালা)	৪৩	১৫
দক্ষিণাবর্ত্তে জপ	জপ	”	১৯
করিবে। ৮।	করিবে (ইহা শ্রীবিদ্যা বিষয়ে করমালা)। ৮।	”	২১
অনামার	(সাধারণ শক্তিমন্ত্রে) অনামার	”	২২
ব্যবহৃত হয়,ইহা কেহ কেহ বলেন	ব্যবহৃত হয়	৪৪	২০
অ আদি	অ আদি বর্গ	”	২৪
বর্ণের	বর্গের	৪৫	১৪
প্রত্যেকটি এক সঙ্গে	প্রত্যেক অন্ত্যবর্ণ	৪৫	১৫
কথাটি	কথাটি উপলক্ষণ	”	১৬
অন্তর্যজন নহে বাহ্য পূজাতেও করিবে।	অন্তর্যজন নহে।	”	১৭
হ পর্য্যন্ত	ল পর্য্যন্ত	৪৫	১৯
হ হইতে	ল হইতে	”	২০
ব্যবহিত	পুটিত	”	২৪
মালার	বাহ্য মালার	৪৬	১৪
রক্তসূত্র	রক্তবস্ত্রখণ্ড	৪৭	১৫
রাখিতে হয়	রাখিতে হয় (পশ্বাচারীর পক্ষে কিন্তু ইহা নিষিদ্ধ)	”	১৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
অকার হইতে ক্ষকারান্ত পঞ্চাশটি	পঞ্চাশটি	৪৮	১৬
ব্যবহৃত হয় ;	ব্যবহৃত হয় ;—‘অ’ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ বলিয়া এই মালা অ—ক্ষ—মালা	”	১৭
বিশেষ বিধি না থাকিলে	বিধি না থাকায়	৪৮	১৯
জপও করিবে।	জপ করিবে না।	”	১৯
সকল প্রকার কাম্যজপই	জপও	”	২০
কোমল পদ্মাসন,	পদ্মাসন, কোমলাসন	”	২৬
মাষমাত্রমুচ্যতে	বর্ণমাত্রমুচ্যতে	”	২৭
শ্রীব্যাঘ্রচর্ম্মণি	শ্রীর্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি	৪৯	২
চর্ম্মযুক্ত বা কুশযুক্ত বস্ত্রাসনে দোষ নাই	বস্ত্র, অজিন ও কুশদ্বারা উপরি বিন্যাসক্রমে আসন করিবে।	”	২২
উপরে কোমলাসন পাতিয়া	উপরি ক্রমনিবেশ-সাধিত নরম আসনে	”	২৩
ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক	ব্রাহ্মণকন্যাকর্ত্তৃক	৫০	১৩
শান্তিকার্য্যে শুক্লবর্ণ বশীকরণকার্য্যে রক্তবর্ণ ও মারণকার্য্যে কৃষ্ণবর্ণ সূত্রদ্বারা মালা গ্রন্থন করিবে। কার্পাস সূত্রের পরিবর্ত্তে পট্টসূত্রদ্বারা মালা গাঁথিতে পারে। মুক্তি ঐশ্বর্য্য ও জয়কার্য্যে	কার্পাস সূত্রের পরিবর্ত্তে পট্টসূত্রদ্বারাও মালা গাঁথিতে পারে। শান্তিকার্য্যে শুক্লবর্ণ, বশীকরণকার্য্যে রক্তবর্ণ ও মারণকার্য্যে কৃষ্ণবর্ণ সূত্রদ্বারা মালা গ্রন্থন করিবে। মুক্তি, ঐশ্বর্য্য ও জয়কার্য্যে যথাক্রমে শুক্ল রক্ত ও কৃষ্ণসূত্রও গ্রাহ্য	”	১৪
গ্রন্থন করিবে।	গ্রন্থন করিবে (ইহা সাধারণ বিধি)	”	১৭
ব্রহ্মগ্রন্থি দিবে	ব্রহ্মগ্রন্থি (একটি গুটিকার পরেই ব্রহ্মগ্রন্থি, তৎপরে দ্বিতীয়, তৎপরে ব্রহ্মগ্রন্থি) দিবে	৫০	২২
হুঁ	হুং	”	২৮
একটিকে	সজাতীয় একটিকে	৫১	১৮
প্রমথ	প্রথম	৫২	২৫
শতরূপ	শতজপ	৫৪	১২
সদ্ব্রাহ্মণদ্বারা পুরশ্চরণ করিবে।	সদ্ব্রাহ্মণকে পুরশ্চরণনিযুক্ত করিবে।	”	১৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙক্তি
স্ত্রীগুরুকেও	রমণীকেও	৫৪	„
কেঁড়ু ধান্ত	কাঙ্‌নী ধান্য	৫৯	১৮
নারাঙ্গানেবু	(নারাঙ্গানেবু)	„	২৪
জপ্তা	জপ্ত্বা	৬০	৫
তিন সন্ধ্যায়	অশক্তপক্ষে এক সন্ধ্যায় দেবপূজা। তিন সন্ধ্যায়	„	২১
কেবল	কেবল (দেবপূজা ব্যতীত)	„	„
প্রলাপ বকিতে বকিতে	কথা কহিতে কহিতে	„	২৪
পুরশ্চরণকালে যত্নপূর্ব্বক সকল কর্ম্মে	সকল কর্ম্মে বিশেষতঃ পুরশ্চরণকালে যত্নপূর্ব্বক	৬১	১৩
তথা নাশ্রমিণঃ	তথাঽনাশ্রমিণঃ	৬২	৬
অন্ত দেবতার	কাম্য অন্যদেবতার	৬৩	২৪
জপশেষ	অবশিষ্ট জপ	৬৪	২৪
লক্ষ কোটি	বহুলক্ষ কোটিশত	৬৮	২১
প্রথমেই মন্ত্রের	প্রথমেই	৬৯	১১
প্রভৃতি ভক্তিচিহ্ন প্রকাশ পায়	হয়	„	১৪
নাই। ৯৫।	নাই, ইহাই পূর্ব্বোক্ত-স্বরূপ বিকাশ	„	১৫
যোগ করিবে	যোগ করিয়া যে জপ তাহা একবার জপ হইবে।	„	২৫
অগ্রে জপ	অগ্রে সহস্র জপ	„	১৫
চতুর্গুণাশক্তৌ	চতুর্গুণাদ্যশক্তৌ	৭০	৩১
পুরশ্চরণ শব্দের প্রয়োগ নিরর্থক	হোমাদির বিধান নিরর্থক	৭৬	২২
মুখ্যপুরশ্চরণেও অধিকার	মুখ্য প্রয়োগে অর্থাৎ পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ করিলে যে অনুষ্ঠানে অধিকার হয় তাহাতেও	৭৬	২৪
পুরশ্চরণে অধিকার	পুরশ্চরণ করিলে তাহাতে অধিকার		২৬
মাষকলঙ্কং	মাষকলকং	৭৯	২৯
আবরণকে	আবরণ দেবতাদিগকে	৮৩	১০
লক্ষ অষ্টম কোষ্ঠে	অষ্টম কোষ্ঠে ল-ক্ষ	৮৫	২১
যাদি	যাদি বর্গ	৮৭	১৭
নাদি	লাদি বর্গ	„	১৮
স্লং জঃ	অং অঃ লিখিবে	„	২৩
যং	যং-মন্ত্রেণ	৮৮	১২

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
কালিকা	কলিকা	৮৮	১৭
নাভির	নাড়ীর	,,	২৩
আপ্যায়ামি	আপ্যায়য়ামি	,,	২৯
ব্যোমো	ব্যোম	৯০	৫
সেংবক	সেক	,,	১৮
(শ্রী)	(শ্রীং)	,,	২৬
স্বস্তিকনামাসনং	স্বস্তিকাদিনামাসনং	৯৪	৩১
ইহাবহ	ইহাবহ ইহাবহ	৯৬	১৫
ইহতিষ্ঠ	ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ	,,	,,
ত্রিপদিকালে	ত্রিপদিকাতে	,,	২৮
জপ করত	জপ শক্তিপক্ষে দশবার করত	৯৭	২০
উত্তমাঙ্গ	উহা উত্তমাঙ্গ	৯৮	২৫
ন্যাস	বিন্যাস	,,	,,
গচ্ছত	ইহাগচ্ছত	১০০	৮
তিষ্ঠত	ইহ তিষ্ঠত	,,	,,
পবর্গশকলাঃ	বর্গদশকলাঃ	১০২	৭
বাপিষ্টে	ব্যাপিষ্টে	১০৩	২
বকারন্ত	বংকারন্ত	১০৫	১
বকার	বং	১০৫	১৩
বারুণে ন চ	বারুণেন চ	,,	২৩
করিয়া	করিয়া বলেন	,,	২৫
দক্ষিণভাগ	স্বীয় দক্ষিণ ভাগ	১০৮	২৪
সম্প্রদায়সিদ্ধ	সাম্প্রদায়িক মত	,,	২৬
উভয় দেবতাই	শিষ্য ও দেবতা	১০৯	২৬
দেবতার	শিষ্য দেহে দেবতার	,,	২৭
জন্মগ্রহণ	কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ	১১৩	১০
যন্ত্র	উপযুক্ত যন্ত্র	১১৫	১৯
পীঠে অঙ্গদেবতাভিন্ন অন্ত দেবতার পূজা	পীঠে পূজা	,,	২০
অভিসম্পাত অঙ্গাঙ্গিভাব থাকে না	এবং তাঁহার অভিসম্পাত	,,	২১
দেবতা পূজার বিধি পাওয়া যাইবে না	দেবতা	,,	২৪
দীক্ষা হইল	তাহা উপদেশ নামে অভিহিত	১১৭	২১
রেকের	রেফের	১৬১	২১
ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্ত	ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্ত্র	১৬৪	৩০
হ্রুং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা	হুং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা	১৮৯	২৩
হ্রুং মহিষমর্দ্দিনী হ্রুং স্বাঁহা	হুং মহিষমর্দ্দিনি হুং স্বাহা	১৮৯	২৮
স্বরস্বত্যৈ	সরস্বত্যৈ	১৯৯	৩১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
প্লুবঃ প্লুঃ	প্লুবপ্লুঃ	২০১	১
পাঠঃ	ইতিপাঠঃ সঙ্গতঃ	২০৭	২৯
হুং গ্লৌং	হূং গ্লৌং	২১৭	৩০
হ্রাং ক্লীং	হ্রীং ক্লীং	২২০	২৮
(ই) যুক্ত	('ঈ' যুক্ত)	১২৭	১৬
হেম্র্যা	হেম্র্যাউং	২৩২	২৯
ঠিং	ঠ্রিং	„	„
বলিয়া	উল্লেখ করিয়া	২৩৮	„
দেবতায়ৈ নমঃ	দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে রাং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ নমঃ শক্তয়ে নমঃ।	২৫০	৪
রেফং পূর্ব্বং	রেফপূর্ব্বং	২৫১	২৫
তারা (ওঁ)	তার (ওঁ)	„	৩০
ইহার	ইহার আদিতে	২৫৫	১৭
অগ্ন্যাদিকোণে	অগ্নিকোণে	২৬৩	৮
যাঁহার	যাঁহাকে	২৮৬	৯
হে মাতঃ	হেমাভঃ	২৮৯	৩
ক্ল্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ	ক্ল্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ	২৯০	২
ক্ল্রীং হৃদয়ায় নমঃ	ক্ল্রাং হৃদয়ায় নমঃ	„	„
প্রধানা	দুই দিকে	„	১৭
প্রেক্ষ্যমাণং	প্রেঙ্খ্যমানম্	„	৪
তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন	তাঁহাকে দোল দিতেছেন	„	„
বিধায়	বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা	২৯৫	১৩
ম্, ব্, ষ্	ম্, র্, য্	৩১৯	২৮
রেক্ষমবয়ুং	রেক্ষমরয়ুং	„	„
বিবিধ	দ্বিবিধ	৩২১	১৮
প্রৌং ন্রীং ঠঃ	প্রোং ন্রীং ঠঃ	„	৩০
অনন্তঃ (অ)	অনন্তঃ (আ)	৩২৩	২৭
ভৌতিক (ঐ)	ভৌতিক (ঐ) বিন্দু (ং)	৩৩৭	২৮
সহ্রং	সহ্র্ং	৩৪০	৭
মেঘাহ্বা	মেঘাহ্বয়ায়	৩৫২	২৭
সেহরৌঃ	সেহ্রৌঃ	„	৩১
ঈযুতঃ	ঈযুতঃ শশিনা (বিন্দুনা) ঈকারেণ চ যুক্তঃ	„	„
সৌঃঃ ক্লীং	সৌঃ ক্লীং	৩৬২	২৮
হেসৌঃ	হেসৌঃং	৩৬৪	৩০
কামবীজ	কামরাজ	৩৬৫	১৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
হ্স্রৌঁ	(হ্স্রৌঁ)	৩৬৫	২৮
নিবেশ	নিবেশঃ	৩৭০	২০
কান্তোহংকারঃ	লান্তোহংকারঃ	৩৮৫	৩১
শ্রীং হ্রীং ঐং ক এ ঈল হ্রীং হ স ক ল হ্রীং স ক ল্ হ্রীং	শ্রীং ক এ ঈলহ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং। ইত্যাদি শ্রীমাদি বীজ-ষট্‌ক যোগেন ষড়্‌বিধা কামরাজবিদ্যা। শ্রীং হ স ক ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং। ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বীজ-ষট্‌কযোগেন ষড়্‌বিধা লোপামুদ্রা।	৩৮৮	২৯
বালাঃ	বালায়াঃ	৩৮৮	২৯
হসকলহ্রীং	হসকহলহ্রীং	৩৮৯	২৪
হসকলহ্রীং	হসকহলহ্রীং	৩৯০	২৩
হসকলহ্রীং	হসকহলহ্রীং	৩৯১	৩০
ভূতসিদ্ধিং	ভূতশুদ্ধিম্	৪১৬	৬
বীজ হয়	যে বীজ হয়	৪৭৩	১৬
সংযুক্তে ইতি	সংযুক্তেতি	৪৮২	১২
শিবশ্চৈব সমুণ্ডকাঃ	শিবশ্চ শবমুণ্ডকাঃ	৪৮৩	২৩
ইহ সন্নিহিতা ভব	অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ	৪৮৩	১৬
নন্দায়ৈ	আনন্দায়ৈ	”	২৩
প্রথমত্রিকোণে	বহিঃস্থিত ত্রিকোণদ্বয়ে অর্থাৎ ষট্‌কোণে	৪৮৪	২৯
দ্বিতীয় ত্রিকোণে	প্রথম অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ ত্রিকোণে	৪৮৫	১১
তৃতীয়	মধ্য হইতে দ্বিতীয়	”	১২
অপর ত্রিকোণে	তৃতীয় ত্রিকোণে	”	১৩
হূং ক্ষ্রৌং	হুং ক্ষ্রৌং	৪৮৬	২
ধ্যাত্বা	ধ্যায়ন্	”	৮
জপকালে	(জপকালে	৪৮৬	৯
হূং ক্ষ্রৌং	হুং ক্ষ্রৌং	”	১২
কাম্যজপ এবেতি	কাম্যজপ এবেতি। বন্ধনীস্থঃ পাঠঃ ন সার্ব্বত্রিকঃ	৪৮৭	২
হ্রীং স্ত্রীং ফট্	হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্	৫০৫	৩০
শঙ্খ পাণ্ডব	শঙ্খ-পাণ্ডুর	৫০৭	৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
পদ্মনাভমিতাভ-	পদ্মনাভাসিতাঙ্গ-	,,	,,
তারক পাণ্ডর	পাণ্ডর-তাবক	,,	,,
নরান্তকাঃ	নরকান্তকাঃ	,,	৬
স্ত্রীং শ্রীং হুং	হ্রীং স্ত্রীং হূং	,,	১০
হ্রীং শ্রীং হুং ফট্	হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্	,,	১০
হ্রীং শ্রীং হূং	ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্	,,	১১
শঙ্খায়	শঙ্খ-পাণ্ডরায়	,,	১৫
পাণ্ডবায়	পদ্মনাভায়	,,	,,
পদ্মনাভায়	অসিতাঙ্গায়	,,	১৬
অমিতায়	নামকায়	,,	,,
নামকায়	মামকায়	,,	১৭
মামকায়	পাণ্ডরায়	,,	,,
তারকায়	তাবকায়	,,	১৮
নরান্তকায়	নরকান্তকায়	,,	১৯
পাণ্ডব	পাণ্ডর	৫২৯	১৩
-সিতাভান্	সিতাঙ্গান্	,,	,,
তারকান্	তাবকান্	,,	১৪
শঙ্খ পাণ্ডব	শঙ্খ পাণ্ডর	,,	৩০
অসিতাভ	অসিতাঙ্গ	,,	৩০
পঞ্চ দেবতার	চারি দেবতার	,,	,,
অসিতাভং	অসিতাঙ্গং	৫৩০	২
তারক	তাবক	,,	১৫
প্রণবং ভুবনেশ্বরীং	প্রণবঃ ভুবনেশ্বরী	৫৩৪	১
বধূবীজ	বধূবীজ পরে হূং	,,	২১
হূং দূং স্বাহা হূং দূং ফট্	হূং দূং। হূং দূং স্বাহা। হূং দূং ফট্।	৩০৮	২৭
হ্রীং দূং হ্রীং দূং ফট্ হ্রীং দূং স্বাহা	হ্রীং দূং। হ্রীং দূং ফট্। হ্রীং দূং স্বাহা	৬০৮	২৭
স্ত্রীং দূং স্ত্রীং দূং ফট্ স্ত্রীং দূং স্বাহা	স্ত্রীং দূং। স্ত্রীং দূং ফট্। স্ত্রীং দূং স্বাহা	,,	২৭
শ্রীং দূং শ্রীং দূং ফট্ শ্রীং দূং স্বাহা	শ্রীং দূং। শ্রীং দূং ফট্। শ্রীং দূং স্বাহা	,,	২৮
	এবং সর্ব্বত্র ত্রিধা—চ্ছেদঃ কার্য্যঃ		
বর্ম্ম হুঙ্কারঃ	বর্ম্ম হুকারঃ	৬১৭	৩১
উক্তমন্ত্রের অন্যপ্রকার	আর কতকগুলি	৬২৭	৩০
পূর্ব্বেশামুত্তরা	পূর্ব্বেশান্যুত্তরা	৬৮৬	২

তন্ত্র-সারঃ

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ। ওঁ পরমদেবতায়ৈ নমঃ॥ নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং ব্রহ্মাদি-সুর-বন্দিতম্। গুরুঞ্চ জ্ঞানদাতারং কৃষ্ণানন্দেন ধীমতা॥ ১॥ তত্তদ্গ্রন্থগতাদ্বাক্যান্নানার্থং প্রতিপদ্য চ। সৌকর্য্যার্থঞ্চ সংক্ষেপাত্তন্ত্রসারঃ প্রতন্যতে॥ উচ্যতে প্রথমং তত্র লক্ষণং গুরুশিষ্যয়োঃ॥ ২॥ অথ গুরুলক্ষণম্।—শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ (১) বিনীতঃ শুদ্ধ-বেশবান্। শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥ ৩॥ আশ্রমী (২) ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ। নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥ ৪॥ আগমসংহিতায়াম্।—উদ্ধর্ত্তুঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ। তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥ ৫॥ ইতি গুরুলক্ষণম্॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার বন্দনা করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল ও জ্ঞানদাতা গুরুকে প্রণাম করিয়া ধীমান্ কৃষ্ণানন্দ তত্তৎ তন্ত্রশাস্ত্রের বাক্যরাশি হইতে নানাবিধ অর্থ সংগ্রহ করিয়া সাধারণের সুখবোধ করিবার জন্য সংক্ষেপে এই তন্ত্রসার নামক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। প্রথমে গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ কথিত হইতেছে। ১। ২। গুরুলক্ষণ—যিনি শান্ত, ক্ষমাশীল, তপঃক্লেশসহিষ্ণু, দান্ত, কুলীন, (বিশুদ্ধবংশে উৎপন্ন) বিনীত, শুদ্ধবেশধারী, বিশুদ্ধাচার, ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, যিনি শৌচাচারসম্পন্ন, কর্ম্মনিপুণ, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, যিনি ঈশ্বরধ্যানপরায়ণ, তন্ত্র-মন্ত্র বিষয়ে পণ্ডিত এবং যিনি দুষ্টের নিগ্রহ ও শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, তাদৃশ ব্যক্তিকে গুরু বলা যায়। ৩। ৪। আগমসংহিতায় উক্ত আছে, যিনি দীক্ষা দ্বারা শরণাপন্নকে উদ্ধার করিতে সমর্থ এবং দুর্ব্বৃত্তকে সংহার করিতেও পারেন, তাদৃশ তপঃসম্পন্ন, সত্যবাদী, গৃহস্থ সদ্ব্রাহ্মণই গুরু বলিয়া কথিত হন। ৫। ইহাই গুরুর লক্ষণ।

---

(১) শান্তঃ ক্ষমাযুক্তঃ। দান্তঃ তপঃক্লেশসহঃ। শান্তঃ অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহকর্ত্তা। দান্তঃ বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহকর্ত্তা। কুলীনঃ শুদ্ধবংশজন্মা সর্ব্ববিশারদো বা, নতু পারিভাবিককুলাচাররতঃ। (আগমতত্ত্ববিলাসঃ)

(২) আশ্রমী—"সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে" ইতি কুলার্ণবাৎ। গৃহস্থ ইত্যর্থঃ (আ০ বি০)

জ্ঞানার্ণবে।—গুরৌ মানুষবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্। প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৬ ॥ জন্মহেতু হি পিতরৌ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ। গুরুর্ব্বিশেষতঃ (১) পূজ্যো ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শকঃ ॥ ৭ ॥ গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো গুরুর্গতিঃ। শিবে (২) রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন ॥ ৮ ॥ গুরোর্হিতং প্রকর্ত্তব্যং বাঙ্মনঃকায়-কর্ম্মভিঃ। অহিতাচরণাদ্দেবি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ ॥ ৯ ॥ শরীরদঃ পিতা দেবি জ্ঞানদো গুরুরেব চ। গুরোর্গুরুতরো নাস্তি সংসারে দুঃখসাগরে ॥ ১০ ॥ যস্য বক্ত্রাদ্বিনির্যাতং বর্ণব্রহ্মময়ং বপুঃ। তারয়েন্নাত্র সন্দেহো নরকার্ণবতো ধ্রুবম্ ॥ ১১ ॥ মন্ত্রত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যুর্গুরুত্যাগাদ্দরিদ্রতা। গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাদ্রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১২ ॥ গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমন্তিকে (৩)। স যাতি নরকং ঘোরং পূজা চ বিফলা ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ শ্রীক্রমে।—উৎপাদক-ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা। তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুম্ ॥ ১৪ ॥ গুরুবদ্গুরুপুত্রেষু গুরুবত্তৎসুতাদিষু। গুরুবৎ

জ্ঞানার্ণব গ্রন্থে বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য বলিয়া, মন্ত্রকে অক্ষর মনে করিয়া এবং প্রস্তরময়ী দেবমূর্ত্তিকে শিলা বলিয়া ধারণা করে, সেই ব্যক্তি নরকগামী হয়। ৬। পিতা মাতা জন্মদাতা বলিয়া যত্নপূর্ব্বক পূজনীয়, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রদর্শক বলিয়া গুরু পিতা মাতা হইতেও অধিকতর পূজনীয়। ৭। গুরুই পিতা, গুরুই মাতা, গুরুই দেবতা ও গুরুই গতি, গুরুই একমাত্র আশ্রয়; শিব পরিরুষ্ট হইলেও গুরু রক্ষা করিতে সমর্থ, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে রক্ষা করে এমন কেহই নাই; অতএব বাক্য, মন, শরীর ও কর্ম্ম দ্বারা গুরুর হিতসাধন করিবে। হে দেবি! যে ব্যক্তি গুরুর অহিত আচরণ করে, সে বিষ্ঠা-মধ্যে ক্রিমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৮। ৯। হে দেবি! পিতা শরীর দান করেন এবং গুরু জ্ঞান প্রদান করেন। এই কারণে দুঃখ-সমাকুল এই সংসারে গুরু হইতে অধিকতর আর কেহ নাই। ১০। গুরুর মুখ হইতে বিনির্গত অক্ষর ব্রহ্মময় শরীর নরকার্ণব হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১১। মন্ত্রত্যাগে মৃত্যু, গুরুত্যাগে দারিদ্র্য এবং গুরু ও মন্ত্র উভয় পরিত্যাগ করিলে রৌরব নামক নরকে গমন করিতে হয়। ১২। গুরুদেব নিকটে উপস্থিত থাকিলে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করে, সেই ব্যক্তি ভীষণ নরকে গমন করে এবং তৎকৃত পূজা নিষ্ফল হয়। ১৩। শ্রীক্রমগ্রন্থে উক্ত আছে, জন্মদাতা পিতা ও ব্রহ্মদাতা পিতা, এতদুভয়ের মধ্যে ব্রহ্মদাতা পিতাই উত্তম গুরু; অতএব পিতা অপেক্ষাও গুরুকে অধিক পূজনীয় মনে করিবে। ১৪। গুরুপুত্র এবং গুরুপুত্রের পুত্রদিগকেও গুরুর ন্যায় পূজাদি করিবে, আর তাঁহাদিগের সন্তোষসাধন

---

(১) বিশেষতঃ—ইত্যুপাদানাৎ পিতৃতোহধিক্যে গুরুরিতি ভাবার্থঃ।

(২) শিবে পরমশিবে—কিংবা শিবে স্বেষ্টদেবে।

(৩) তস্যান্তিকে–অন্যং জনং পূজয়েৎ ইত্যর্থঃ। অন্যদেবতাঃ ইতি পাঠান্তরং প্রচলিতম্। অতি-প্রাচীনপদ্ধতৌ অন্যমন্তিকে ইতি পাঠঃ

পূজনং কার্য্যং তোষণং বাক্যপালনম্ ॥ ১৫ ॥ গুরুবদ্ভজনং কার্য্যং সর্ব্বদা গুরুসন্ততৌ ॥ ১৬ ॥ নিগমকল্পদ্রুমে (১)।—অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম্। অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ ॥ ১৭ ॥ আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদ্গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ। আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ ॥ ১৮ ॥ অনুজ্ঞাং প্রাপ্য তিষ্ঠেত্তু নৈবং শাপমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥ তথা ক্রিয়াসারে।—গুরুর্ম্মাতা পিতা স্বামী বান্ধবাঃ সুহৃদঃ শিবঃ। ইত্যাধায় মনোনিত্যং ভজেৎ সর্ব্বাত্মনা গুরুম্ ॥ ২০ ॥

অথ নিন্দ্যগুরুমাহ। ক্রিয়াসারসমুচ্চয়ে।—শ্বিত্রী চৈব গলৎকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ। কুনখী শ্যাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতশ্চাধিকাঙ্গকঃ ॥ ২১ ॥ হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ। এতৈর্দ্দোষৈর্ব্বিহীনো যঃ স গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ ॥ ২২ ॥ যামলে।—অভিশপ্তমপুত্রঞ্চ কদর্য্যং কিতবং তথা। ক্রিয়াহীনং শঠঞ্চাপি বামনং গুরুনিন্দকম্ ॥ ২৩ ॥ জলরক্তবিকারঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা। সদা মৎসরসংযুক্তং গুরুং তন্ত্রেণ বর্জ্জয়েৎ ॥ ২৪ ॥ বৈশম্পায়নসংহিতায়াম্।—অপুত্রো মৃতপুত্রশ্চ কুষ্ঠী চ বামনস্তথা। ইত্যাদ্যপি বোধ্যমিতি ॥ ২৫ ॥

ও বাক্য প্রতিপালন করিবে। ১৫। অন্যত্রও বলিয়াছেন,—গুরু-সন্ততিকে গুরুর ন্যায় ভজনা করিবে। ১৬। নিগমকল্পদ্রুমে উক্ত আছে,—গুরু বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ হউন, তিনি দেবতা এবং তিনি সৎপথাবলম্বী হউন অথবা অসৎপথবর্ত্তীই হউন, তদ্ভিন্ন অন্য গতি নাই। ১৭। গুরুকে আসিতে দেখিলে অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে। যাইবার সময়ে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। গুরুর অগ্রে আসনে বা শয্যায় অবস্থান করিবে না। তবে তাঁহার অনুমতি পাইলে আসনে অথবা শয্যায় অবস্থান করিতে পারিবে, তাহাতে শাপগ্রস্ত হইতে হইবে না। ১৯। ক্রিয়াসারেও কথিত আছে,—গুরুই মাতা, পিতা, স্বামী, বান্ধব, সুহৃদ্ ও সাক্ষাৎ শিব ইহা মনে করিয়া সর্ব্বদা একাগ্রমনে তাঁহাকে ভজনা করিবে। ২০।

নিন্দনীয় গুরু কথিত হইতেছে।—ক্রিয়াসারসমুচ্চয়গ্রন্থে কথিত আছে,—যাহার শরীরে শ্বিত্ররোগ, গলৎকুষ্ঠরোগ বা নেত্ররোগ আছে ; যে ব্যক্তি বামন, যাহার কুনখরোগ আছে ; যিনি শ্যাবদন্ত, স্ত্রীর বাধ্য, অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, কপটী, রোগগ্রস্ত, বহুভোজী এবং বহুভাষী, তিনি গুরু হইতে পারেন না। যিনি এই সমস্ত দোষপরিশূন্য, তিনিই শিষ্যসম্মত গুরু। ২১। ২২। যামলগ্রন্থে কথিত আছে,—যে ব্যক্তি পাতকগ্রস্ত, পুত্রহীন, কদাকার, ধূর্ত্ত, সদনুষ্ঠানবর্জ্জিত, শঠ, বামন, গুরুনিন্দক, জলদোষরোগযুক্ত, রক্তবিকাররোগী এবং সর্ব্বদা মাৎসর্য্যযুক্ত, তাদৃশ গুরুকে বর্জ্জন করিবে। ২৩। ২৪। বৈশম্পায়নসংহিতায় কথিত আছে,—অপুত্র, মৃতপুত্র, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এবং বামন ব্যক্তি গুরুকার্য্যে বর্জ্জনীয়। ২৫।

---

(১) আগমকল্পদ্রুমে ইতি পাঠান্তরম্।

অথ শিষ্যলক্ষণম্। শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণাক্ষমঃ। সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা॥ ২৬ ॥ অন্যচ্চ।—পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। শিষ্যযোগ্যো ভবেৎ সো হি দান-ধ্যানপরায়ণঃ॥ ২৭॥ নিষিদ্ধশিষ্যমাহ। পাপিনে ক্রূরচেষ্টায় শঠায় কৃপণায় চ। দীনায়াচারশূন্যায় মন্ত্রদ্বেষপরায় চ॥ ২৮॥ নিন্দকায় চ মূর্খায় তীর্থদ্বেষপরায় চ। গুরুভক্তিবিহীনায় ন দেয়া মলিনায় চ॥ ২৯॥ আগমসারে।—অলসা মলিনাঃ ক্লিন্না দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা। দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ॥ ৩০॥ অসূয়ামৎসরগ্রস্তাঃ সদা পরুষবাদিনঃ। অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে॥ ৩১॥ বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব ত্যাজ্যাঃ পণ্ডিতমানিনঃ। ভ্রষ্টাচারাশ্চ (১) যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ॥ ৩২॥ বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ। ইত্যেবমাদয়োঽন্যেঽপি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ। এবম্ভুতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বেনোপকল্পিতাঃ॥ ৩৩॥ গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়োর্বৎসরবাসতঃ॥ ৩৪॥ তথা চোক্তং সারসংগ্রহে।—সদ্গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং প্রতীক্ষয়েৎ (২)॥ ৩৫॥ স্বপ্নে তু (৩) ন কালনিয়মঃ। স্বপ্নে তু নিয়মো ন হীতি নারদবচনাৎ॥ ৩৬॥ তত্রৈব।—রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপঃ

অনন্তর শিষ্যলক্ষণ বলা যাইতেছে।—শমগুণযুক্ত, বিনয়ী, বিশুদ্ধস্বভাব, শ্রদ্ধাবান্, মেধাবী, সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ, সদ্বংশজাত, অভিজ্ঞ, সচ্চরিত্র এবং সংযতচিত্ত ব্যক্তি শিষ্য হইবার যোগ্য; ইহার বিপরীত-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি শিষ্য হইবার যোগ্য নহে। ২৬। আরও বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি পুণ্যশীল, ধার্ম্মিক, পবিত্র, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দাতা ও ঈশ্বর-ধ্যাননিপুণ, তাদৃশ ব্যক্তি যোগ্য শিষ্য। ২৭। নিষিদ্ধ শিষ্য কথিত হইতেছে,—পাপাত্মা, ক্রূরকর্ম্মা, শঠ, কৃপণ, অতিদরিদ্র, আচারভ্রষ্ট, মন্ত্রদ্বেষী, নিন্দক, মূর্খ, তীর্থদ্বেষী, গুরুভক্তিশূন্য ও মলিনবেশ ব্যক্তিকে মন্ত্র প্রদান করিবে না। ২৮। ২৯। আগমসারে কথিত আছে,—অলস, মলিনবেশ, ক্লেদাক্তদেহ, দাম্ভিক, কৃপণ, রোগী, ক্রুদ্ধ, বিষয়ের প্রতি অনুরাগী, লোভবশবর্ত্তী, অসূয়া ও মাৎসর্য্যযুক্ত, সর্ব্বদা কর্কশভাষী, অসদুপায়ে অর্থার্জ্জনকারী, পরস্ত্রীরত, বিদ্বান্‌দিগের প্রতি শত্রুতাচরণকারী, পাণ্ডিত্যাভিমানী, আচারভ্রষ্ট, সর্ব্বদা ক্লেশনিরত পরশুভদ্বেষী, খল, বহুভোজী, ক্রূরকর্ম্মা, দুষ্টস্বভাব ও নিন্দিত, এইপ্রকার এবং অন্যপ্রকার পাপিষ্ঠ নরাধম ব্যক্তিকে শিষ্য করিবে না। ৩০—৩৩। গুরু ও শিষ্য এক বৎসর পর্য্যন্ত একত্রে বাস করিয়া পরস্পরকে গুরু বা শিষ্য করিবে। এই বিষয়ে সারসংগ্রহে কথিত আছে,—সদ্গুরু নিজের আশ্রিত শিষ্যকে এক বৎসর পর্য্যন্ত আপন সাক্ষাতে রাখিয়া প্রতীক্ষা করিবেন। ৩৫। স্বপ্নলব্ধমন্ত্রে কোন কালাদি নিয়ম নাই, ইহা নারদের উক্তি। ৩৬। সারসংগ্রহে লিখিত হইয়াছে,—

---

(১) ভ্রষ্টব্রতাশ্চ ইতি পাঠান্তরং (খ) (২) পরীক্ষয়েৎ (পা০) (৩) স্বপ্নে স্বপ্নলব্ধে ইত্যর্থঃ।

স্বভর্ত্তরি। তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩০ ॥ (১) বর্ষৈকেণ ভবেদ্‌যোগ্যো বিপ্রো গুণসমন্বিতঃ। বর্ষদ্বয়েন রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ। চতুর্ভির্ব্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা ॥ ৩৮ ॥ তারা-প্রদীপে।—আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ ॥ ৩৯ ॥ তথা—কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ। দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ ॥ ৪০ ॥ অশুদ্ধাঃ শূদ্রকর্ম্মাণো ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ সিদ্ধি শ্রৌতবর্ত্মনা ॥ ৪১ ॥ মন্ত্রার্ণা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী। তেষাং ভিদা ন কর্ত্তব্যা যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ ॥ ৪২ ॥ বিদ্যাগমে শিববাক্যম্।—গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকোপানৎপীঠকম্ (২)। স্নানোদকং তথাচ্ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ॥ ৪৩ ॥ গুরোরগ্রে পৃথক্ (৩) পূজামৌদ্ধত্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ। দীক্ষাব্যাখ্যাং (৪) প্রভুত্বাদি গুরোরগ্রে পরিত্যজেৎ ॥ ৪৪ ॥ রুদ্রযামলে।—ঋণদানং তথাদানং বস্তূনাং ক্রয়বিক্রয়ম্। ন কুর্য্যাদ্‌গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যো ভূত্বা কদাচন ॥ ৪৫ ॥ গুরুশব্দার্থমাহ তন্ত্রার্ণবে।—গকারঃ সিদ্ধিদঃ

মন্ত্রীর পাপ রাজাতে, স্ত্রীকৃত পাপ নিজভর্ত্তাতে এবং শিষ্যার্জ্জিত পাপ গুরুতে নিশ্চয়ই সংক্রামিত হয়; এক বৎসর প্রতীক্ষা করার ইহাই হেতু। ৩৭। গুণবান্ ব্রাহ্মণ এক বৎসরে, ক্ষত্রিয় দুই বৎসরে, বৈশ্য তিন বৎসরে ও শূদ্র চারি বৎসরে শিষ্যযোগ্য হয়। ৩৮। তারাপ্রদীপে বলিয়াছেন,—সুবুদ্ধিমান্ কলিকালে আগমোক্ত বিধিতে দেবতার উপাসনা করিবে, কলিতে অন্য-শাস্ত্রোক্তবিধানে উপাসনা করিলে দেবগণ উপাসকের প্রতি প্রসন্ন হয়েন না। ৩৯। সত্যযুগে বেদোক্তবিধানে, ত্রেতাযুগে স্মৃতি-শাস্ত্রোক্তবিধানে দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত বিধানে এবং কলিযুগে আগমসম্মত বিধানে সমস্ত সৎকার্য্য করিবে। ৪০। কলিযুগের ব্রাহ্মণগণ অপবিত্র ও শূদ্রের বৃত্তি-অবলম্বনকারী এই কারণে আগমবিধানে তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধ হয়, বেদোক্ত বিধানে তাহা সিদ্ধ হয় না। ৪১। মন্ত্রের বর্ণসকলই দেবতাস্বরূপ, সেই দেবতা গুরুরূপিণী; এই কারণে শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কখনও মন্ত্র, দেবতা ও গুরু ইহাঁদের ভেদজ্ঞান করিবে না। ৪২। দিব্যাগমে শিব বলিয়াছেন,—গুরুর শয্যা, আসন, বাহন, পাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, পীঠ, স্নানজল ও ছায়া, এ সকল লঙ্ঘন করিবে না। ৪৩। গুরুর সম্মুখে অতিরিক্ত পূজা ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিবে এবং গুরুর নিকট দীক্ষাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রভুত্বাদি বর্জ্জন করিবে। ৪৪। রুদ্রযামলে বলা আছে,—শিষ্য হইয়া গুরুকে ঋণদান, গুরুর নিকট হইতে ঋণগ্রহণ ও গুরুর নিকট কদাচ কোন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়াদি করিবে না। ৪৫। তন্ত্রার্ণবে গুরুশব্দের

---

(১) এতেন সংবৎসরপর্য্যন্তং প্রতীক্ষায়ামুপযোগিত্বং দর্শিতম্।

(২) পাদুকোপানপীঠকম্ ইতি পাঠঃ, উপানহশব্দতুল্য উপানশব্দঃ ইতি ভট্টীকা।

(৩) পৃথক্ অতিরিক্তমিত্যর্থঃ। অগ্রে সম্মুখতঃ। (৪) দীক্ষাব্যাখ্যাম্ অধ্যাপনামিতি যাবৎ।

প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ। উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ ॥ ৪৬ ॥ গকারাজ্জ্ঞানসম্পত্তী রেফঃ পাপস্য দাহকঃ। উকারাচ্ছিব-তাদাত্ম্যং দদ্যাদিতি গুরুঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৭ ॥ গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ। অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ৪৮ ॥ কুলচূড়ামণৌ।—উদাসীনো হ্যুদাসি-নাং বনস্থো বনবাসিনঃ। যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী ॥ ৪৯ ॥ বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবে শৈবস্তথা পুনঃ। শাক্তিকে ত্রিতয়ং বিদ্যাদ্দীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥ গুরুরপি গৃহস্থ এব কুলার্ণবে। সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ॥ ৫১ ॥ তথাচ কল্পে।—কলত্র-পুত্রবান্ বিপ্রো দয়ালুঃ সর্ব্বসম্মতঃ। দৈবে পিত্র্যেহরিমিত্রে চ গৃহস্থো দেশিকো ভবেৎ ॥ ৫২ ॥ কুলচূড়ামণৌ।—পিতা মাতা তথা ভ্রাতা পিতৃব্যো মাতুলস্তথা। যেনোপদিষ্টস্তন্ত্রেহস্মিন্ তং গুরুং সমুপাসয়েৎ ॥ ৫৩ ॥ ন চ বালো ন বৃদ্ধশ্চ ন খঞ্জো ন কৃশস্তথা। ইতি হয়শীর্ষাৎ ॥ ৫৪ ॥ তথা চ নিত্যানন্দে।—গুরুং ন মর্ত্ত্যং বুধ্যেত যদি বুধ্যেত তস্য তু। ন কদাচিদ্ভবেৎ সিদ্ধির্ন মন্ত্রৈর্দেবপূজনৈঃ ॥ ৫৫ ॥ তথা।—একগ্রামস্থিতঃ শিষ্যস্ত্রিসন্ধ্যং প্রণমেদ্গুরুম্। ক্রোশমাত্রস্থিতো ভূত্বা গুরুং প্রতিদিনং

অর্থ কথিত আছে,—গকার সিদ্ধিদাতা, রকার পাপদাহক, উকার স্বয়ং শিব, এই তিন ধর্ম্ম যাহাতে বিদ্যমান, তিনিই উৎকৃষ্ট গুরু। ৪৬। অন্যমতে,—গকার উচ্চারণে জ্ঞান-সম্পত্তি ও রেফ উচ্চারণে পাপদাহ হয় এবং উকার শিবস্বরূপত্ব দান করে, এইরূপ গুরু-শব্দের অর্থ জানিবে। ৪৭। গু-শব্দে অন্ধকার ও রু-শব্দে অন্ধকার নিবারক, অতএব গুরু অন্ধকার বিনাশ করেন বলিয়া গুরুশব্দে অভিহিত হইয়াছেন (অন্ধকার বলিতে এখানে অজ্ঞান)। ৪৮। কুলচূড়ামণিগ্রন্থে আছে,—উদাসীন উদাসীনের গুরু, বনবাসী বনবাসীর গুরু, যতি যতির গুরু, গৃহস্থ গৃহস্থের, বৈষ্ণব বৈষ্ণবের এবং শৈব শৈবের গুরু হইবেন! শক্তিদীক্ষায় শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব এই তিনই অধিকারী হইতে পারেন। ৪৯।৫০। গৃহস্থকেই গুরু করিবে ইহা কুলার্ণবে উক্ত আছে,—সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ গৃহস্থ ব্যক্তিকে গুরু বলা হয়। ৫১। কল্পশাস্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন,—স্ত্রী-পুত্রবান্, দয়ালু ও সকলের প্রিয়, এইরূপ ব্রাহ্মণ দৈব ও পৈত্র্যাদি কার্য্যে গুরুকর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র। ৫২। কুলচূড়ামণিগ্রন্থে বলিয়াছেন,—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পিতৃব্য ও মাতুল ইহাঁদিগকে যিনি তন্ত্রমতে দীক্ষা প্রদান করেন, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া উপাসনা করিবে। ৫৩। হয়শীর্ষে বলা আছে যে,—বালক, বৃদ্ধ, খঞ্জ ও কৃশব্যক্তি গুরু নহেন। ৫৪। নিত্যানন্দগ্রন্থে বলিয়াছেন,—গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান করিবে না, যদি কেহ নিজ গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান করে, তবে সেই ব্যক্তি গৃহীতমন্ত্র-জপ ও দেবার্চ্চনা কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ৫৫। আরও বলিয়াছেন, শিষ্য গুরুর সহিত এক গ্রামে বাস করিলে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায়—অর্থাৎ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে স্বীয় গুরুকে নমস্কার

নমেৎ ॥ ৫৬ ॥ অর্দ্ধযোজনতঃ শিষ্যঃ প্রণমেৎ পঞ্চপর্ব্বসু । একযোজনমারভ্য যোজনদ্বাদশাবধি । দূরদেশস্থিতঃ শিষ্যো ভক্ত্যা তৎসন্নিধিং গতঃ । তত্র যোজনসংখ্যোক্তমাসেন প্রণমেদ্‌গুরুম্ ॥ ৫৭ ॥ যদি দূরে চ চার্ব্বঙ্গি স্বগুরোর্নগরং ভবেৎ । বর্ষে বর্ষে চ কর্ত্তব্যং গুরোশ্চরণ-বন্দনম্ ॥ ৫৮ ॥ এতেন একধা দক্ষিণায়নে একধা উত্তরায়ণে কর্ত্তব্যম্ ॥ ৫৯ ॥ পিত্রাদিতো দীক্ষানিষেধমাহ যোগিনীতন্ত্রে ।—পিতুর্ম্মন্ত্রং (১) গৃহ্নীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ । সোদরস্য কনিষ্ঠস্য (২) বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ ॥ ৬০ ॥ তথা গণেশ-বিমর্ষিণ্যাম্ ।—যতেদীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ । (৩) বিবিক্তাশ্রমিণো (৪) দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা ॥ ৬১ ॥ রুদ্রযামলে ।—ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পতা দীক্ষয়েৎ সুতান্ । ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ ॥ ৬২ ॥ সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ । শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ ॥ ইত্যাদিনিষেধবচনাদেভ্যো মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াৎ ইত্যর্থঃ, ইদন্তু সিদ্ধেতরবিষয়ম্, সিদ্ধমন্ত্রে

করিবে। গুরুধাম হইতে এক ক্রোশ দূরে বাস করিলে দিনের মধ্যে একবার গুরুদেবকে প্রণাম করিবে। অর্দ্ধ যোজনমধ্যে থাকিলে পঞ্চপর্ব্বে—অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তিদিবসে গুরুকে নমস্কার করিবে। এক যোজন হইতে দ্বাদশ যোজনের মধ্যে গুরু থাকিলে যোজনসংখ্যক মাসে গুরুর নিকটে যাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিবে। ৫৬ ! ৫৭। যদি ইহারও অধিক দূরে গুরুধাম হয়, তবে বৎসরে বৎসরে একবার শ্রীগুরুর চরণ বন্দনা করিবে ; ইহা দ্বারা একবার উত্তরায়ণে ও একবার দক্ষিণায়নে গুরুর চরণ-বন্দনাদি করিতে হয় ইহা বুঝা গেল। ৫৮। ৫৯। পিত্রাদির নিকট দীক্ষিত হওয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ ইহা যোগিনীতন্ত্রে উক্ত আছে ;—পিতা, মাতামহ, সহোদর ভ্রাতা, বয়ঃকনিষ্ঠ ও শত্রুপক্ষাশ্রিত ব্যক্তির নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। ৬০। গণেশ-বিমর্ষিণী তন্ত্রে কথিত আছে যে, যতির নিকট দীক্ষাগ্রহণ, পিতার নিকট দীক্ষাগ্রহণ সপত্নীক বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বীর নিকট দীক্ষা এবং সংসারবিরাগী গৃহস্থের নিকটে দীক্ষা কল্যাণকরী হয় না। ৬১। রুদ্রযামলে কথিত আছে, পতি স্বীয় ভার্য্যাকে দীক্ষা দিবে না, পিতা পুত্র ও কন্যাকে দীক্ষা দিবে না ও ভ্রাতা নিজ ভ্রাতাকে দীক্ষিত করিবে না। ৬২। পতি যদি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পত্নীকে দীক্ষা দিতে পারেন ; কিন্তু পত্নী স্বীয় শক্তিস্বরূপা বলিয়া দীক্ষা দেওয়ায় পুত্রিকারূপিণী হইতে পারিবে না। পূর্ব্বোক্ত বচনগুলিতে নিষেধ থাকায় ভর্ত্তা প্রভৃতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে না ইহা প্রতিপন্ন হইল, তবে যাহার মন্ত্রসিদ্ধি

---

(১) পিতৃতো মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াদিত্যর্থঃ । তেন তদারাধিতমন্ত্রো গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ ।

(২) সোদরপদং জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠসহোদরসাধারণং, কনিষ্ঠপদং সোদরাতিরিক্তকনিষ্ঠসামান্যম্ ।

(৩) বনবাসিনঃ যত্যতিরিক্তস্য সস্ত্রীকস্য বনবাসিনঃ ।

(৪) বিরক্তাশ্রমিণঃ বিরক্তগৃহস্থস্যাপি ইত্যর্থঃ ।

ন দুষ্যতীতি বচনাৎ ॥ ৬৩ ॥ যতেরপি দীক্ষোক্তা শাক্তযামলে।—তীর্থাচারযুতো মন্ত্রী জ্ঞানবান্ সুসমাহিতঃ। নিত্যনিষ্ঠো যতিঃ খ্যাতো গুরুঃ স্যাদ্ভৌতিকেঽপি চ ॥ ৬৪ ॥ তথা চ সিদ্ধযামলে।—যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে। তদৈব তান্তু (১) দীক্ষেত ত্যক্তা গুরুবিচারণম্ ॥ ৬৩ ॥ তথা।—প্রমাদাচ্চ তথা জ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষাং সমাচরেৎ। প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ ॥ পিতুরিত্যুপলক্ষণং মাতামহাদীনামপি। প্রায়শ্চিত্তন্তু অযুতসাবিত্রীজপঃ সর্ব্বত্র (২) দর্শনাৎ ॥ ৬৬ ॥ শঙ্খঃ।—দশসাহস্র্যজাপেন সর্ব্বকল্মষনাশিনী ॥ ৬৭ ॥ তথা মৎস্যসূক্তে।—নির্ব্বীর্য্যঞ্চ (৩) পিতুর্মন্ত্রং শৈবে শাক্তে ন দুষ্যতীতি বচনং কৌলিক (৪) মন্ত্রদীক্ষাপরং যোগিনীতন্ত্রে শক্ত্যাদিবিদ্যামধিকৃত্য দীক্ষানিষেধাৎ (৫)। যদ্বা শাক্তে তারাদিবিদ্যায়াং (৬) মৎস্যসূক্তে

লাভ করে নাই, তদ্ভিন্নস্থলে বুঝিতে হইবে। সিদ্ধমন্ত্রে দোষ নাই ইহা স্পষ্টাক্ষরেই বলা আছে। ৬৩। যতির নিকটেও দীক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থা শক্তিযামলে উক্ত আছে,—তীর্থাচারশালী, মন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ, জ্ঞানী, সংযতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বদা নিষ্ঠাবান্ যতিকে গুরু করিতে পারে। ৬৪। সিদ্ধযামলে বলিয়াছেন,—হে প্রিয়ে! যদি ভাগ্যবশতঃ সিদ্ধবিদ্যা লাভ হয়, তাহা হইলে যতি, পিতা ইত্যাদি নিষিদ্ধ গুরুবিচার না করিয়া সেই সিদ্ধবিদ্যা গ্রহণ করিবে। যদি অনবধানতা এবং অজ্ঞতাবশতঃ পিতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার দীক্ষা গ্রহণ করিবে উক্ত বচনে পিতার নিকট এই কথাটি উপলক্ষণ, মাতামহাদির নিকট দীক্ষাগ্রহণেও প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। এ স্থলে প্রায়শ্চিত্ত দশ হাজার গায়ত্রীজপ, বিশেষ না বলিয়া সামান্যভাবে প্রায়শ্চিত্ত বিধান স্থলে এইরূপই দেখা যায়। ৬৫।৬৬। শঙ্খের বচনে স্পষ্টই আছে, দশসহস্রগায়ত্রীজপে সকল পাপ নষ্ট হয়। ৬৭। মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন,—পিতার নিকট গৃহীত মন্ত্র নির্ব্বীর্য্য হইলেও শৈব ও শাক্তস্থলে দুষ্ট নহে। এই বচনটী কৌলদীক্ষাপর,—অর্থাৎ কৌলাচারবিহিত দীক্ষাতে পিতার নিকটও মন্ত্রগ্রহণ হইতে পারে, যোগিনীতন্ত্রে শক্ত্যাদি বিদ্যাবিষয়েই পিত্রাদি হইতে দীক্ষা নিষেধ করিয়াছেন। অথবা "শৈবে শাক্তে ন দুষ্যতি" এই বচনে শাক্তশব্দটী কেবলমাত্র তারা-শ্যামা-বিষয়ে বুঝিতে হইবে,—অর্থাৎ তারাদির মন্ত্র পিত্রাদি

---

(১) তাং সিদ্ধবিদ্যাং দীক্ষেত যত্যাদিনিষিদ্ধগুরুবিচারণং বিহায় ইত্যর্থঃ। তথাচ এতদ্বিষয়ে যত্যাদিভ্যো মন্ত্রং গৃহ্ণীয়াদিত্যর্থঃ।

(২) সর্ব্বত্র বিশেষানুক্তবিষয়ে। (৩) নির্ব্বীর্য্যং বলশূন্যং ফলানুৎপাদকমিতি যাবৎ।

(৪) তেন কৌলিকশক্ত্যতিরিক্তমন্ত্রগ্রহণমপি পিতৃতো ন কার্য্যম্।

(৫) তথাচ বিষ্ণুমন্ত্রস্তু পিত্রাদিভ্যো গ্রহীতব্যঃ ইত্যর্থঃ।

(৬) তারাশ্যামাতিরিক্তেনিষেধঃ।

তামধিকৃত্য তথাপ্রতিপাদনাৎ (১)। তথা চ নিজকুলতিলকায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় দদ্যাদিত্যাদি ॥ ৬৮ ॥ শ্রীক্রমেঽপি।—মনুর্ব্বিমৃষ্য দাতব্যো জ্যেষ্ঠপুত্রায় ধীমতে। মহাতীর্থে উপরাগে (২) সতি সর্ব্বত্র ন (৩) দোষঃ ॥ ৬৯ ॥ তথা চ বিষ্ণুমন্ত্রমধিকৃত্য,—সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বিপ্র বক্ষ্যামি সকলং তব। ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং বশিষ্ঠায় মহাত্মনে ॥ ৭০ ॥ বশিষ্ঠোঽপি স্বপুত্রায় মৎপিত্রে দত্তবান্ স্বয়ং। প্রসন্নহৃদয়ঃ স্বচ্ছঃ পিতা মে করুণানিধিঃ ॥ ৭১ ॥ কুরুক্ষেত্রে মহাতীর্থে সূর্য্যপর্ব্বণি দত্তবান্। ইত্যাদি বৈশম্পায়নসংহিতায়াং শৌনকং প্রতি ব্যাসবাক্যম্ ॥ ৭৩ ॥ যোগিনীতন্ত্রে।—নির্ব্বীর্য্যঞ্চ পিতুর্মন্ত্রং তথা মাতামহস্য চ। স্বপ্নলব্ধং স্ত্রিয়া (৪) দত্তং সংস্কারেণৈব শুধ্যতি ॥ ৭৩ ॥ যত্তু—সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া। সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা। গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবাপরিবর্জ্জিতা। স্ত্রিয়া দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণা স্মৃতা। ইদন্তু গুরোরুপাসিতমন্ত্রপরম্ ॥ ৭৪ ॥ তথা চ ভৈরবীতন্ত্রে।—স্বীয়মন্ত্রোপদেশে তু (৫)

হইতেও গ্রহণ করিতে পারা যায়; কারণ, মৎস্যসূক্তে দীক্ষাবিষয়ে এই প্রকার বিধি দিয়াছেন; এই হেতুই বলিয়াছেন,—নিজবংশের তিলকস্বরূপ জ্যেষ্ঠপুত্রকে পিতা দ্বারা দীক্ষা দেওয়া যায়। ৬৮। শ্রীক্রমেও লিখিত আছে,—পিতা বিচারপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ জ্যেষ্ঠপুত্রকে মন্ত্র দিতে পারেন। গঙ্গা ও কাশী প্রভৃতি মহাতীর্থে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ-সঙ্ঘটন হইলে সকল মন্ত্রই পিত্রাদি হইতে গ্রহণ করিলে দোষ হয় না। ৬৯। বিষ্ণুমন্ত্র লক্ষ্য করিয়া বৈশম্পায়নসংহিতায়, শৌনকের নিকট ব্যাসের উক্তি,—হে বিপ্র! তুমি আমার নিকট উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি তোমাকে সমস্তই বলিব। ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে মহাত্মা বশিষ্ঠকে মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ আবার স্বীয় পুত্র মৎপিতা পরাশরকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন এবং নির্ম্মলস্বভাব দয়াসাগর মদীয় পিতা পরাশর আবার প্রসন্নচিত্তে কুরুক্ষেত্র নামক মহাতীর্থে সূর্য্যগ্রহণকালে আমাকে প্রদান করিয়াছেন। ৭০—৭২। যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—পিতা ও পিতামহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত মন্ত্র বীর্য্যহীন। স্বপ্নলব্ধ ও বিধবাস্ত্রী-প্রদত্ত মন্ত্র পুনর্ব্বার সংস্কার করিলেই শুদ্ধ হয়। ৭৩। সাধ্বী, সদাচারপরায়ণা, গুরুভক্তা, জিতেন্দ্রিয়া, সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা, সুশীলা ও পূজাদি কার্য্যে অনুরক্তা স্ত্রীজাতীয়া ব্যক্তি গুরু হইতে পারেন; কিন্তু বিধবা স্ত্রী উক্তরূপ জ্ঞানশালিনী হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রী-গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণে শুভ ফল হয়, বিশেষতঃ মাতার নিকট দীক্ষিত হইলে অষ্টগুণ ফল হইয়া থাকে। এই সকল বচন গুরুর উপাসিত মন্ত্রপ্রদান স্থলে জানিবে। ৭৪। ভৈরবীতন্ত্রে লিখিত আছে,—যথা,

---

(১) তথা প্রতিপাদনাৎ বিধিপ্রতিপাদনাৎ।

(২) মহাতীর্থে উপরাগে—মহাতীর্থাদিবিশিষ্টযোগে চ নিষিদ্ধগুরুভ্যোঽপি সকলমন্ত্রো গ্রাহ্যঃ।

(৩) সর্ব্বত্র সকলমন্ত্রে। (৪) স্ত্রিয়া বিধবয়া ইত্যর্থঃ।

(৫) স্বীয়বিদ্যাপ্রদানে তু ইতি পাঠান্তরম্ (খ)।

ন কুর্য্যাদ্‌গুরুচিন্তনম্ ॥ ৭৫ ॥ মাতুরিত্যুপাসিতেঽষ্টগুণম্। অনুপাসিতে শুভফলদমিত্যর্থঃ সিদ্ধমন্ত্রবিষয়ং বা ইতি কেচিৎ। বস্তুতস্তু যোগিনীতন্ত্রে স্ত্রীপদং বিধবাপরম্ একবাক্যতাবলাৎ ॥ ৭৬ ॥ বিধবায়াঃ সুতাদেশাৎ কন্যায়াঃ পিতুরাজ্ঞয়া। নাধিকারো যতো নার্য্যাঃ সধবা ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া। নাধিকার ইতি স্বাতন্ত্র্যেণাধিকারস্য ॥ ৭৭ ॥ স্ত্রীণাং গর্ভবতীনাঞ্চ দীক্ষায়াং নৈবং দূষণম্। ন কুর্য্যাদ্দশমে মাসি কৃত্বা চ নারকী ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥ স্বপ্নলব্ধমন্ত্রে—যদি সদ্‌গুরুং প্রাপ্নোতি, তদা তত এব তন্মন্ত্রং গৃহ্নীয়াৎ, নোচেৎ জলপূর্ণকলসে গুরোঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং বিধায়, বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিতং মন্ত্রং তৎকলসে প্রক্ষিপ্য, উত্তোল্য, মন্ত্রং গৃহ্নীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥ তথাহি,—স্বপ্নলব্ধে চ কলসে গুরোঃ প্রাণান্ নিবেশয়েৎ। বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং শুভম্। ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি চান্যথা বিফলং ভবেৎ। ইদন্তু সদ্‌গুরোরভাবে, তৎসত্ত্বে তস্মাদেব মন্ত্রং গৃহ্নীয়াৎ। স্বপ্নে তু নিয়মো ন হীতি নারদবচনাৎ তত্র সিদ্ধাদিনিয়মো নাস্তি ॥ ৮০ ॥ তথা বিদ্যাধরাচার্য্যধৃতং জাবালবচনম্। —মধ্যদেশ-কুরুক্ষেত্র (১) নটকোঙ্কণসম্ভবাঃ। অন্তর্ব্বেদিপ্রতিষ্ঠানা আবন্ত্যাশ্চ গুরূত্তমাঃ। মধ্যদেশ আর্য্যাবর্ত্তঃ ॥ ৮১ ॥ গৌড়াঃ শাল্বাঃ সুরাশ্চৈব মাগধাঃ কেরলাস্তথা।

গুরু স্বীয় উপাসিত মন্ত্র প্রদান করিবেন, তখন গুরুবিচারের প্রয়োজন নাই। যদি মাতা তাঁহার উপাসিত মন্ত্র প্রদান করেন, তবেই অষ্টগুণ ফল হইবে, নচেৎ শুভফল মাত্র জানিবে। গুরুর উপাসিত মন্ত্রগ্রহণে পক্ষান্তর কল্পনা করিয়া বলা হইতেছে, সিদ্ধমন্ত্রগ্রহণে গুরুবিচার নাই, ফলতঃ একবাক্যতা করিলে যোগিনীতন্ত্রের স্ত্রীগুরুনিষেধ-স্থলে বিধবা পরিত্যাগ করিবে, ইহাই বুঝা যায়। ৭৫—৭৬। স্ত্রীর নিকট যে দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে প্রতিপ্রসব বলিতেছেন,—বিধবা স্ত্রী পুত্রের অনুমতিতে, কন্যা পিতার আদেশে ও সধবা স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞাক্রমে দীক্ষাকার্য্যে অধিকারিণী হইতে পারেন, এতদ্ব্যতীত ীনভাবে ইহাঁদিগের অধিকার নাই। ৭৭। গর্ভবতী স্ত্রীর নিকট দীক্ষা গ্রহণে কোন দোষ নাই, কিন্তু দশম-মাস-সময়ে স্ত্রীর নিকট দীক্ষিত হইলে নরকগামী হইতে হয়। ৭৮। স্বপ্নে মন্ত্র লাভ হইলে ঐ মন্ত্র সদ্‌গুরুর নিকট হইতে পুনরায় গ্রহণ করিবে। যদি সদ্‌গুরু না পাওয়া যায়, তবে জলপূর্ণ কলসে গুরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বটপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা মন্ত্রটি লিখিয়া উক্ত কলসে ঐ পত্র নিক্ষেপ করিবে, পরে ঐ বটপত্র-সহিত মন্ত্র উত্তোলন করিয়া স্বয়ং সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে ; কিন্তু গুরু উপস্থিত থাকিলে এইরূপ করিবে না, তখন গুরুর নিকটেই স্বপ্নলব্ধমন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। স্বপ্নলব্ধমন্ত্রগ্রহণে বক্ষ্যমাণ সিদ্ধাদি-নিয়মে মন্ত্রপরীক্ষার আবশ্যকতা নাই। ৭৯। ৮০। বিদ্যাধরাচার্য্যধৃত জাবালমুনির বচনে দেশভেদে গুরুর তারতম্য নির্ণয় করিয়াছেন ; আর্য্যাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, নট, কোঙ্কণ, অন্তর্ব্বেদি ও অবন্তী, এই সকল

---

(১) নাট ইতি পাঠান্তরম্।

কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ। কর্ণাটনর্ম্মদারাষ্ট্রকচ্ছতীরোদ্ভবাস্তথা। কালিন্দাশ্চ কলম্বাশ্চ কাম্বোজাশ্চাধমা মতাঃ ॥ ৮২ ॥

অথ দীক্ষাবিচারাদিনির্ণয়ঃ।—দীক্ষাং বিনা জপস্য দুষ্টত্বাৎ প্রথমং সা নিরূপতে। দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ (১) ॥ ৮৩ ॥ সর্ব্বাশ্রমেষু দীক্ষায়া আবশ্যকত্বম্। তথা চ।—দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ। দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্‌যত্র কুত্রাশ্রমেঽপি চ (২) ॥ ৮৪ ॥ অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ ॥ ৮৫ ॥ দেবি! দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন (৩) গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ ॥ ৮৬ ॥ অদীক্ষিতো হি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ। অদীক্ষিতস্য মরণে পিশাচত্বং ন মুঞ্চতি। তস্মাদ্দীক্ষাং প্রযত্নেন সদা কুর্ব্বীত তান্ত্রিকাৎ (৪) ॥ ৮৭ ॥ তথা চ নবরত্নেশ্বরে।—সর্ব্বাসামপি দীক্ষাণাং মুক্তিঃ ফলমর্থগুতম্।

দেশসম্ভূত ব্যক্তিই উত্তম গুরু বলিয়া অভিহিত। গৌড়, শাল্ব, সুর, মগধ, কেরল, কোশল ও দশার্ণ, এই এই সপ্তদেশসম্ভূত মানব মধ্যম গুরু বলিয়া কথিত। কর্ণাট, নর্ম্মদা, বেরা, রাষ্ট্র, কচ্ছতীর, কালিন্দ, কলম্ব ও কাম্বোজ, এই সকল দেশজাত গুরু অধম। ৮২।

অনন্তর দীক্ষার বিচারাদি নির্ণীত হইতেছে। দীক্ষা ব্যতিরেকে মন্ত্রজপ দূষিত হয় বলিয়া প্রথমে দীক্ষাবিষয় নিরূপণ করিতেছেন। যেহেতু দীক্ষা দিব্যজ্ঞান প্রদান এবং পাপ ক্ষয় করে, এই হেতুই তন্ত্রবিৎ মুনিগণ "দীক্ষা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৮৩। ব্রহ্মচর্য্যাদি সকল আশ্রমেই দীক্ষার আবশ্যকতা, এতদ্বিষয়ে প্রমাণ, দীক্ষাই সকল প্রকার জপ ও সকল প্রকার তপস্যার মূল; দীক্ষা ব্যতীত জপ-তপস্যাদি কোন কার্য্যই হইতে পারে না, এই কারণে যে কোন আশ্রমে বাস করিতে হইলে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। ৮৪। দেবি! দীক্ষিত না হইয়া যাহারা জপ-পূজাদি কার্য্য করে, তাহাদের সেই সকল কার্য্য পাষাণে রোপিত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হয়। ৮৫। হে দেবি! দীক্ষাবিহীন ব্যক্তির সিদ্ধি বা সদ্গতি কিছুই হয় না; সেই কারণে সর্ব্বপ্রকার যত্নে গুরুর নিকট দীক্ষিত হইবে। ৮৬। অদীক্ষিত ব্যক্তি মৃত্যুর পরে রৌরব নরকে গমন করে, অদীক্ষিত ব্যক্তির মরণে পিশাচত্ব দূর হয় না, অতএব যত্নপূর্ব্বক তান্ত্রিক গুরুর নিকট নিশ্চিত দীক্ষিত হইবে। ৮৭। নবরত্নেশ্বরে লিখিত আছে,—সকলপ্রকার দীক্ষা–

---

(১) তথাচ দিব্যজ্ঞানদাতৃত্বে সতি পাপক্ষয়কারিত্বং দীক্ষাত্বং। মননে বিশ্ববিজ্ঞানে ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ। যতঃ করোতি ভূতেভ্যো মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ।

(২) বসন্নিতি পাঠান্তরম্। (৩) প্রিয়ে ইত্যত্র প্রিয়ে ইতি পাঠান্তরম্।

(৪) কুর্য্যাচ্চ তান্ত্রিকীমিতি পাঠান্তরম্।

অবিরোধাদ্ভবন্ত্যেব প্রাসঙ্গিক্যস্তু ভুক্তয়ঃ ॥ ৮৮ ॥ উপপাতকলক্ষাণি মহাপাতককোটয়ঃ। ক্ষণাদ্দহতি দেবেশি দীক্ষা হি বিধিনা কৃতা ॥ ৮৯ ॥ কল্পে দৃষ্ট্বা তু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্লাতি নরাধমঃ। মন্বন্তরসহস্রেষু নিষ্কৃতির্নৈব জায়তে ॥ ৯০ ॥ নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাৎ তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ। ন তীর্থগমনেনাপি ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ (১) ॥ ৯১ ॥ মৎস্যসূক্তে।—অদীক্ষিতানাং মর্ত্ত্যানাং দোষং শৃণু বরাননে। অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতম্ ॥ ৯২ ॥ তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্ব্বং যাতি হ্যধোগতিম্। অতঃ—সদ্গুরোরাহিত-দীক্ষঃ (২) সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৯৩ ॥

শূদ্রস্য নিষেধমাহ তন্ত্রান্তরে।—প্রণবাদ্যং ন দাতব্যং মন্ত্রং শূদ্রায় সর্ব্বথা। আত্ম-মন্ত্রং গুরোর্ম্মন্ত্রং মন্ত্রঞ্চাজপসংজ্ঞকম্ (৩) ॥ ১ ॥ স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ। শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্ ॥ ২ ॥ সাবিত্রীং (৪) প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রী শূদ্রো যদি জানীয়াৎ স মৃতোঽধোগচ্ছতি ॥ ৩ ॥ বিশেষমাহ বারাহীয়ে।—গোপালস্য মনুর্দেয়ো মহেশস্যাপি পাদজে। তৎপত্ন্যাশ্চাপি সূর্য্যস্য গণেশস্য মনুস্তথা।

তেই অখণ্ড মুক্তিফল হইয়া থাকে এবং মুক্তির অবিরোধে প্রসঙ্গক্রমে ঐহিক ভোগও সম্পন্ন হয়। ৮৮। হে দেবি! যথাবিধানে দীক্ষিত হইলে সেই দীক্ষা ক্ষণকাল মধ্যে লক্ষ উপপাতক ও কোটি মহাপাতক দগ্ধ করে। ৮৯। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইয়া কল্পগ্রন্থে মন্ত্র দর্শনপূর্ব্বক ঐ মন্ত্র গ্রহণ করে, সেই নরাধম ব্যক্তির সহস্র মন্বন্তরেও নিষ্কৃতি হয় না। ৯০। অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা, শরীরক্লেশদায়ক নিয়ম, ব্রত, এবং তীর্থগমন দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, পরন্তু অধোগতি লাভ হয়। ৯১। মৎস্যসূক্তে কথিত হইয়াছে,—হে বরাননে! অদীক্ষিত মানবদিগের দোষ শ্রবণ কর। তাহাদের অন্ন বিষ্ঠাসম ও জল মূত্রতুল্য জানিবে। অদীক্ষিত ব্যক্তিকৃত শ্রাদ্ধ এবং অন্যকৃত অদীক্ষিত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়; অতএব সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম সাধন করিবে। ৯২। ৯৩।

শূদ্রের সম্বন্ধে যে যে মন্ত্র নিষিদ্ধ, তাহা তন্ত্রান্তরে বলা হইয়াছে, প্রণবঘটিত মন্ত্র নিজের মন্ত্র, গুরুর মন্ত্র (গুরু যে মন্ত্রে দীক্ষিত সেই মন্ত্র), এবং অজপ (হংস) মন্ত্র শূদ্রকে কোনমতে প্রদান করিবে না। স্বাহা ও প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র শূদ্রকে প্রদান করিলে, সেই ব্রাহ্মণ অধোগত হয় এবং শূদ্র নরকগামী হইয়া থাকে। ১।২। নৃসিংহতাপনীতে কথিত আছে, বৈদিক গায়ত্রী প্রণব, স্বাহামন্ত্র এবং লক্ষ্মীমন্ত্র (শ্রীং) পরিজ্ঞানে স্ত্রী শূদ্রের অধিকার নাই, যদি ইহারা এই সকল মন্ত্র জানে, তবে মৃত্যুর পরে অধোগামী হয়। ৩।

---

(১) নিয়মব্রতৈরিত্যস্য বিশেষণমিদম্। (২) আহিতা দীক্ষা ইতি পাঠান্তরম্।

(৩) মন্ত্রমিতি ক্লীবলিঙ্গপাঠঃ সর্ব্বত্র আর্ষত্বাৎ সোঢ়ব্যঃ, প্রণব আদ্যঃ প্রধানং যস্য প্রণবঘটিতমিত্যর্থঃ। (৪) সাবিত্রীং বৈদিকগায়ত্রীং ন তু তান্ত্রীকীম্।

এষাং দীক্ষাধিকারী স্যাদন্যথা পাপভাগ্ ভবেৎ ॥ ৪ ॥ তত্রাপ্যনুকূলং মন্ত্রং দীক্ষয়েৎ। মননাত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫ ॥ তথা চ সতাররাশিকোষ্ঠানা (১) মনুকূলাম্ ভজেন্মনূন্ ॥ ৬ ॥ সিদ্ধসারস্বতে। তত্র চ—নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রাসাদপ্রণবস্য চ (২)। সপিণ্ডাক্ষরমন্ত্রাণাং (৩) সিদ্ধাদীন্নৈব (৪) শোধয়েৎ ॥ ৭ ॥ বারাহীতন্ত্রে।—তারাচক্রং রাশিচক্রং নামচক্র(৫)ন্তথৈব চ। তত্র চেৎ সগুণো মন্ত্রো নান্যচক্রং বিচারয়েৎ ॥ ইতি তু প্রধানতয়া বোদ্ধব্যম্। তথা চ,—ধনিমন্ত্রং ন গৃহ্লীয়াদকুলঞ্চ তথৈব চ ॥ ইত্যাদিবচন-দর্শনাত্তচ্চক্রবিচারস্যাবশ্যকত্বাৎ প্রথমং তন্নিরূপ্যতে। স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে মালামন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে। কালীতারামনৌ মন্ত্রী তথা ছিন্নামনাবপি। বৈদিকেষু চ সর্ব্বেষু সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥ ৮। ৯ ॥ মালামন্ত্রস্তু বারাহীতন্ত্রে।—বিংশত্যর্ণাধিকা মন্ত্রা মালামন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১০ ॥ নপুংসকস্য মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ। হংসস্যাষ্টাক্ষরস্যাপি তথা পঞ্চাক্ষরস্য চ। এক-দ্বি-ত্র্যাদিবীজস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥ তথা,—একাক্ষরস্য মন্ত্রস্য মালামন্ত্রস্য পার্ব্বতি। বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥ ১১ ॥ পুং-মন্ত্রা

বারাহীতন্ত্রে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,—শূদ্রকে গোপাল, মহেশ্বর, দুর্গা, সূর্য্য এবং গণেশের মন্ত্র প্রদান করিবে। শূদ্র ইহাঁদের মন্ত্রগ্রহণেই অধিকারী, ইহার অন্যথা করিলে পাপভাগী হইবে। ৪। তাহার মধ্যে অনুকূলমন্ত্র গ্রহণ করিবে। যে হেতু মনন দ্বারা সংসার হইতে পরিত্রাণ করে, এই নিমিত্ত ইহাকে মন্ত্র বলে। ৫। সেইজন্য নক্ষত্রচক্র রাশিচক্র ও অকথহচক্র বিচার করিয়া যাহা অনুকূল মন্ত্র, তাহাকেই ভজনা করিবে। ৬। সিদ্ধসারস্বতগ্রন্থে কথিত আছে,—নৃসিংহ, সূর্য্য ও বরাহের মন্ত্র, প্রাসাদ-বীজ (হৌঁ), প্রণব (ওঁ) এবং কূটমন্ত্র (ঠৌং বীজঘটিত মন্ত্র) ইহাদিগের সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ সিদ্ধাদি বিচার করিবে না। ৭। বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—তারাচক্র, রাশিচক্র এবং ঋণিধনি-চক্রবিচারে যদি মন্ত্র অনুকূল হয়, তবে অন্যচক্র বিচার করিবে না। ইহা দ্বারা তারাচক্র, রাশিচক্র, ও ঋণিধনিচক্রের প্রাধান্য কথিত হইয়াছে, ধনিমন্ত্র ও অকুলমন্ত্র গ্রহণ করিবে না, ইত্যাদি বচন দর্শনে ঋণিধনিচক্র ও কুলাকুলচক্র-বিচারেরও আবশ্যকতা থাকায় প্রথমেই কুলাকুলচক্র নিরূপিত করিতেছেন। স্বপ্নলব্ধমন্ত্র, স্ত্রীর নিকট হইতে গৃহীত মন্ত্র, মালামন্ত্র, ত্র্যক্ষরমন্ত্র, কালীমন্ত্র, তারামন্ত্র, ছিন্নমস্তামন্ত্র,এবং সকলপ্রকার বৈদিক মন্ত্র গ্রহণে সিদ্ধাদি শোধনের প্রয়োজন নাই। ৮। ৯। বারাহীতন্ত্রে মালামন্ত্র বলিয়াছেন,—বিংশতি বর্ণের অধিক বর্ণঘটিত মন্ত্রকে মালামন্ত্র কহে। ১০। নপুংসকমন্ত্র, সূর্য্যের অষ্টাক্ষর, পঞ্চাক্ষর, একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর এবং ত্র্যক্ষরাদি মন্ত্রের সিদ্ধাদিবিচার করিবে না। এবং একাক্ষরমন্ত্র, মালামন্ত্র ও বৈদিকমন্ত্রেরও সিদ্ধাদি বিচার করিবে না। ১১। যে

---

(১) অকথহানাম্। (২) প্রাসাদঃ হৌং, প্রণবঃ প্রণবমাত্রং মন্ত্রঃ।

(৩) সপিণ্ডাক্ষরমন্ত্রাণাং সংযুক্তাক্ষরমন্ত্রাণাং যদ্বা কূটঘটিতমন্ত্রাণাং।

(৪) সিদ্ধাদীন্ অকথহাদীন্ ইত্যর্থঃ। (৫) ঋণিধনিচক্রম্।

হুংফড়ন্তাঃ স্যুর্দ্বিঠান্তাস্ত (১) স্ত্রিয়ো মতাঃ। নপুংসকা নমোঽন্তাঃ স্যুরিত্যুক্তা মনবস্ত্রিধা ॥ ১২ ॥ মালিনীবিজয়ে,—অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্যা মহীতলে। দোষজালৈরসংস্পৃষ্টাস্তাঃ সর্ব্বা হি ফলৈঃ সহ। কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা। বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ। কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী। ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥ ১৩ ॥ সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ (২)। তথা চৈতা মহাবিদ্যাঃ কলিদোষান্ন বাধিতাঃ ॥ ১৪ ॥ তথা চ মুণ্ডমালাতন্ত্রে। কালী (১) তারা (২) মহাবিদ্যা ষোড়শী (৩) ভুবনেশ্বরী (৪)। ভৈরবী (৫) ছিন্নমস্তা (৬) চ বিদ্যা ধূমাবতী (৭) তথা। বগলা (৮) সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী (৯) কমলাত্মিকা। এতা (১০) দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নক্ষত্রাদিবিচারণা। কালাদিশোধনং নাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্। সিদ্ধবিদ্যতয়া নাত্র যুগসেবা-পরিশ্রমঃ। নাস্তি কিঞ্চিন্মহাদেবি দুঃখসাধ্যং কদাচন ॥ ইত্যাদিবচনাদেষু বিচারো নাস্তি। বস্তুতস্তু ইদং প্রশংসাপরম্। সর্ব্বত্র বিচারস্যাবশ্যকত্বাৎ (৩) দুরদৃষ্টবশাৎ কদাচিদ্বৈরি-মন্ত্রস্য স্বপ্নাদৌ প্রাপ্ত্যা তদ্দোষস্য দৃষ্টত্বাদিতি সাম্প্রদায়িকাঃ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রের অন্তে "হুং ফট্" আছে, তাহাকে পুং-মন্ত্র, যে মন্ত্রের শেষে স্বাহা আছে, তাহাকে স্ত্রী-মন্ত্র এবং যে মন্ত্রের শেষে নমঃ আছে, তাহাকে নপুংসক-মন্ত্র বলে। ১২। মালিনীবিজয়ে বলিয়াছেন,—যে যে মহাবিদ্যা পৃথিবীমণ্ডলে সকল দোষবর্জ্জিতা, সেই সকল বিদ্যাই ফলপ্রদা।—কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী ইত্যাদি বিদ্যাসকল কলিকালে সাধকের পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল দেবতা সিদ্ধমন্ত্র; সুতরাং ইহাদিগের উপাসনায় কলিকালবশতঃ অধিক পরিশ্রম অর্থাৎ সত্যযুগে যাহার একলক্ষ জপের ব্যবস্থা, কলিকালে তাহার চতুর্গুণ অর্থাৎ চারিলক্ষ জপ ইহা করিতে হয় না। কারণ, এই সমস্ত মহাবিদ্যাগণ কলি-দোষদুষ্ট নহেন। ১৩।১৪। মুণ্ডমালাতন্ত্রে কথিত আছে,—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা, এই দশটী মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া অভিহিতা। ইহাঁদিগের মন্ত্র গ্রহণে সিদ্ধাদি-বিচার, নক্ষত্রচক্রাদিবিচার, কালাদিশোধন ও অরি-মিত্রাদি-বিচার করিতে হয় না; পরন্তু ইহাঁরা সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া ইহাঁদিগের উপাসনায় পূর্ব্বোক্ত যুগ-ঘটিত পরিশ্রম নাই। হে মহাদেবি! ইহাঁদিগের উপাসনা কার্য্যে দুঃখসাধ্য কিছুই নাই ইত্যাদি বচন দ্বারা এই সকল বিদ্যার উপাসনায় কোন বিচারের আবশ্যকতা নাই, বুঝা গেল। সাম্প্রদায়িকগণ বলেন, বাস্তবিক পক্ষে ইহা প্রশংসাপর বাক্য, সর্ব্বত্রই

---

(১) স্বাহান্তা ইত্যর্থঃ। (২) সত্যযুগে যস্য মন্ত্রস্য চতুর্গুণজপ ইত্যুক্তং তস্য কলৌ চতুর্লক্ষজপ ইতি পরিশ্রমো নাস্তি ইত্যর্থঃ। (৩) বিচারস্যাবশ্যকত্বং (পাঃ)।

অথ কুলাকুলচক্রম্।—কুলাকুলস্য ভেদং হি বক্ষ্যামি মন্ত্রিণামিহ। নিবন্ধে। বায্বগ্নি-ভূ-জলাকাশাঃ পঞ্চাশল্লিপয়ঃ ক্রমাৎ। পঞ্চ হ্রস্বাঃ পঞ্চ দীর্ঘা বিন্দ্বন্তাঃ সন্ধি-সম্ভবাঃ (১)। কাদয়ঃ পঞ্চশঃ যক্ষল-সহান্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথাচ অ আ এ ক চ ট ত প য ষা মারুতাঃ। ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষা আগ্নেয়াঃ। উ ঊ ও গ জ ড় দ ব ল লাঃ পার্থিবাঃ। ঋ ৠ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব সা বারুণাঃ। ঌ ৡ অং ঙ ঞ ণ ন ম শ হা নাভসাঃ। সাধকস্যাক্ষরং পূর্ব্বং মন্ত্রস্যাপি তদক্ষরম্ (২)। যদ্যেকভূতদৈবত্যং জানীয়াৎ স্বকুলং হি তৎ (৩)।

কুলাকুলচক্রম্।

বায়ু	অগ্নি	ভূ	জল	আকাশ
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ
এ	ঐ	ও	ঔ	অং
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	ক্ষ	ল	স	হ

বিচারের আবশ্যকতা আছে; কেননা, দুরদৃষ্টবশতঃ যদি কখন স্বপ্নাদিতে বৈরী মন্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে তদ্দ্বারা দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১৫।

অনন্তর কুলাকুলচক্র বলা হইতেছে। অধুনা কুলাকুলচক্রের ভেদ বলিব। নিবন্ধে লিখিত আছে,—বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ, এই পঞ্চভূতময় পঞ্চাশদ্বর্ণ ক্রমান্বয়ে রাখিয়া কুলাকুল নির্ণয় করিবে। পাঁচটী হ্রস্ব, পাঁচটী দীর্ঘ, অনুস্বার, সন্ধ্যক্ষর অর্থাৎ এ, ঐ, ও, ঐ এই সকল স্বরবর্ণ ও ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ লইয়া বিচার করিবে। অ আ এ ক চ ট ত প য ষ এই সকল বর্ণ মারুত। ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষ এই সকল বর্ণ আগ্নেয়। উ ঊ ও গ জ ড দ ব ল ল এই সকল বর্ণ পার্থিব। ঋ ৠ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব স এই সকল বর্ণ বারুণ। ঌ ৡ অং ঙ ঞ ণ ন ম শ হ এই সকল বর্ণ আকাশ। এইরূপে বর্ণসকল বিন্যস্ত করিয়া কুলাকুল বিচার করিবে। সাধক—অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহীতার নামের প্রথম অক্ষর ও যে মন্ত্র গ্রহণ করিবে, সেই মন্ত্রের প্রথম অক্ষর, এই দুই অক্ষরের ভূত বা দেবতা যদি এক হয়, তবে সেই মন্ত্রকে স্বকুল জানিবে, অন্যথা অকুল হইবে। স্বকুলমন্ত্র গ্রহণ করাই হিতকর, অকুলমন্ত্র গ্রাহ্য নহে। এই চক্রের পাঁচটী কোষ্ঠ, প্রত্যেক কোষ্ঠের ঊর্দ্ধে বায়ু, অগ্নি, ভূ, জল অগ্নি, আকাশ, এই পাঁচটী নাম বসাইতে হইবে। ইহাদের নিম্নে এক এক কোষ্ঠাতে যে যে অক্ষর দেওয়া হইল, তৎসমুদয়ের ভূত বা দেবতা, মন্ত্রগ্রহীতার নামের প্রথমাক্ষর ও মন্ত্রের প্রথমাক্ষর এক কোষ্ঠে হইলে

---

(১) সন্ধিসম্ভবাঃ এ ঐ ও ঔ ইতিবর্ণাঃ বিন্দ্বন্তা অং ইতি বর্ণান্তাঃ।

(২) সাধকস্যাদ্যমক্ষরং, মন্ত্রস্যাদ্যমক্ষরং গৃহীত্বা বিচার্য্যম্। (৩) হিতমিতি পাঠান্তরম্।

ভৌমস্য বারুণং মিত্রমাগ্নেয়স্যাপি মারুতম্। মারুতং পার্থিবানাঞ্চ আগ্নেয়ঞ্চান্তসাং (১) রিপুঃ। পার্থিবানাঞ্চেতি চকারাৎ আগ্নেয়ং পার্থিবানাং রিপুঃ। নাভসং সর্ব্বমিত্রং স্যাদ্বিরুদ্ধং নৈব শীলয়েৎ। তথা চ রুদ্রযামলে।—পার্থিবে বারুণং মৈত্রং তৈজসং শক্ররীরিতম্। ঐন্দ্রবারুণয়োঃ শক্রর্ম্মারুতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ইতি রাঘবভট্টধৃতবচনাৎ জলমারুতয়োঃ শক্রতা॥ মিত্রে সিদ্ধিঃ সমাখ্যাতা উদাসীনে ন কিঞ্চন। মৃত্যুর্ব্যাধিরমিত্রে চ স্বকুলে সিদ্ধিরুত্তমা॥ ইতি কুলাকুলচক্রবিচারঃ।

অথ রাশিচক্রম্।—যথা আগমকল্পদ্রুমে।—রেখাদ্বয়ং পূর্ব্বপরেণ (২) কুর্য্যাত্তন্মধ্যতো যাম্যকুবেরভেদাৎ। একৈকমীশাননিশাচরে তু হুতাশবায়োর্বিলিখেত্ততোঽর্ণান্॥

সেই মন্ত্র গ্রহণে শুভ ফল হয়। যদি মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদি অক্ষর ও মন্ত্রের আদি অক্ষরের ভূত বা দেবতা এক না হইলেও ঐ অক্ষর দুইটির যদি পরস্পর মিত্রতা থাকে তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করা যায়। নামের আদি বর্ণের সহিত মন্ত্রের আদি বর্ণের শক্রতা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করা যায় না। এইক্ষণে যে বর্ণের সহিত যে যে বর্ণের মিত্রতা ও শক্রতা, তাহা বলা যাইতেছে ;—বারুণ বা জলবর্ণ ভৌমবর্ণের এবং মারুতবর্ণ আগ্নেয় বর্ণের মিত্র, মারুতবর্ণ পার্থিববর্ণের এবং আগ্নেয়বর্ণ বারুণবর্ণের ও পার্থিব বর্ণের শক্র জানিবে। আকাশ-বর্ণ সর্ব্ববর্ণের মিত্র। এইরূপে বর্ণ সকলের শক্র-মিত্রতা স্থির করিয়া মিত্রমন্ত্র গ্রহণ করিবে, শক্র মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। রুদ্রযামলে কথিত আছে,—বারুণবর্ণ পার্থিববর্ণের মিত্র এবং আগ্নেয়বর্ণ শক্র। মারুতবর্ণকে আকাশবর্ণ ও বারুণবর্ণের শক্র বলা হয়। রাঘবভট্টধৃত এই বচন দ্বারা জলবর্ণের সহিত মারুত-বর্ণের শক্রতা প্রতিপাদন করা হইল। মিত্র-বর্ণে সিদ্ধিলাভ, স্বকুল বর্ণে উত্তমসিদ্ধিলাভ, উদাসীনে কোন ফল নাই, শক্রবর্ণে ব্যাধি এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়। এই কুলাকুল চক্রের দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে। চন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তি ক্রীং এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। কারণ মন্ত্রগ্রহীতা চন্দ্রনাথের আদ্যক্ষর “চ” এবং মন্ত্রের আদ্যক্ষর “ক” ঐ চক্রের এক গৃহস্থিত হওয়ায় উভয়ের দেবতা এক অর্থাৎ বায়ুগৃহের অন্তর্গত হইয়াছে। ঐ চন্দ্রনাথ “রাম” এই মন্ত্রও গ্রহণ করিতে পারে। এস্থলে মন্ত্রগ্রহীতা ও মন্ত্রের আদ্যক্ষর একগৃহস্থিত না হইলেও ঐ দুই বর্ণের পরস্পর মিত্রতা থাকায় উক্ত মন্ত্রগ্রহণে কোন বাধা নাই। এইরূপে মন্ত্র ও নিজের নামের আদ্যক্ষর লইয়া বিচার করত মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

অতঃপর রাশিচক্র বলা যাইতেছে। যথা আগমকল্পদ্রুমে,—প্রথমে পূর্ব্বপশ্চিমে দুইটি রেখা এবং ঐ রেখাদ্বয়ের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণে লম্বমান করিয়া আর দুইটি রেখা অঙ্কন করত ঈশান নৈর্ঋত অগ্নি ও বায়ু এই চারি কোণে অপর চারিটী রেখা

---

(১) আগ্নেয়স্তাস্তসং রিপুঃ (পাঃ০)।

(২) সূত্রদ্বয়ং পূর্ব্বাপরায়তং স্যাদিতি পাঠান্তরম্।

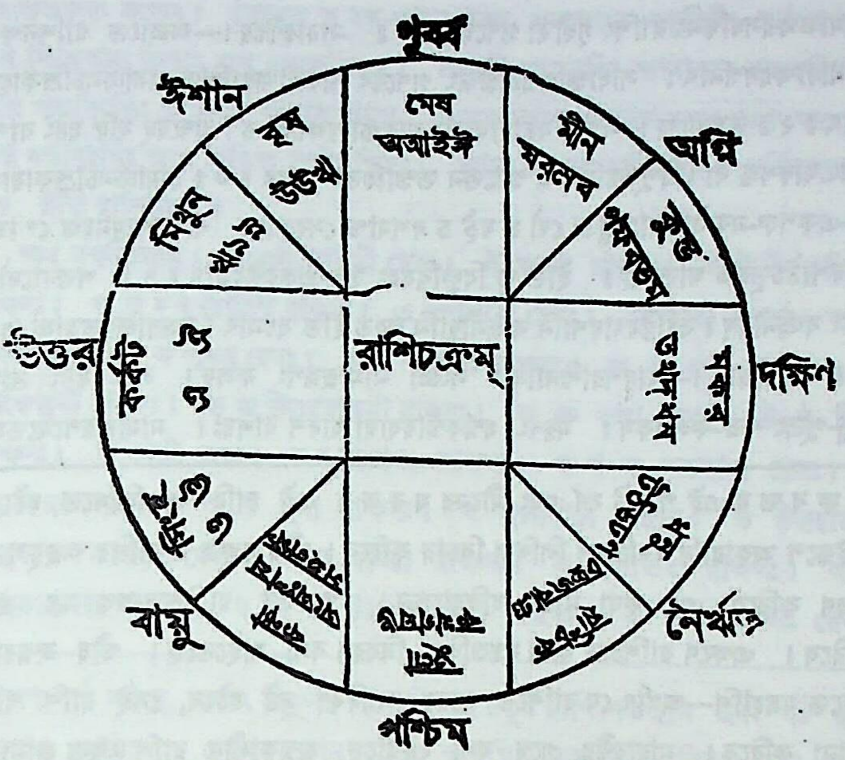
পূর্ব
ঈশান
অগ্নি
উত্তর
রাশিচক্রম্
দক্ষিণ
বায়ু
নৈঋত
পশ্চিম
মেষ
অআইঈ
মীন
যরলব
বৃষ
উঊঋ
মিথুন
কুম্ভ
পফবভম
কর্কট
এ
ঐ
মকর
তথদধন
সিংহ
ও
ঔ
ধনু

বেদাগ্নি-বহ্নিযুগল-শ্রবণাক্ষিসংখ্যান্, পঞ্চেষুবাণশরপঞ্চচতুষ্টয়ার্ণান্। মেষাদিভঃ প্রবিলিখেৎ সকলাংস্তু বর্ণান্, কন্যাগতান্ প্রবিলিখেদথ শাদিবর্ণান্॥ তেন অ আ ই ঈ মেষঃ। উ ঊ ঋ বৃষঃ। ৠ ঌ ৡ মিথুনম্। এ ঐ কর্কটঃ। ও ঔ সিংহঃ। অং অঃ শ ষ স হ ল ক্ষাঃ কন্যা। কবর্গস্তুলা। চবর্গো বৃশ্চিকঃ। টবর্গো ধনুঃ। তবর্গো মকরঃ। পবর্গঃ কুম্ভঃ। যবর্গো মীনঃ। স্বরাশীনামনুকূলং মন্ত্রং ভজেৎ। তথা চ,—সতারারাশিকোষ্ঠান-মনুকূলান্ ভজেন্মনূনিতি নারদবচনাৎ। রাশীনাং শুদ্ধতা জ্ঞেয়া ত্যজেচ্ছত্রুং মৃতিং ব্যয়ম্। স্বরাশের্ম্মন্ত্ররাশ্যন্তং গণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ। যদা তু স্বরাশেরজ্ঞানং তদা সাধক-

---

আঁকিয়া একটী রাশিচক্র অঙ্কন করিবে। চক্রের ১২টি ঘরে যথানিয়মে ১২টি রাশি কল্পনা করিয়া মেষাদিক্রমে বর্ণ বিন্যাস করিবে। মেষের গৃহে ৪টি, বৃষের ৩টি, মিথুনের ৩টি, কর্কটের ২টি, সিংহের ২টি, কন্যার ২টি, তুলার ৫টি, বৃশ্চিকের ৫টি, ধনুর ৫টি, মকরের ৫টি, কুম্ভের ৫টি এবং মীনের ৪টি বর্ণ লিখিবে। অবশিষ্ট শ, ষ, স, হ ল, ক্ষ, এই ৬টি বর্ণও কন্যার গৃহে লিখিবে। যথা—মেষের ঘরে অ আ ই ঈ এই চারিবর্ণ, বৃষের উ ঊ ঋ এই তিন বর্ণ, মিথুনের ৠ ঌ ৡ এই তিন বর্ণ, কর্কটের এ ঐ এই দুই বর্ণ, সিংহের ও ঔ এই দুই বর্ণ, কন্যার অং অঃ এই দুই বর্ণ এবং শ ষ স হ ল ক্ষ এই ছয় বর্ণ, তুলার ঘরে ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচবর্ণ, বৃশ্চিকের চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচ বর্ণ, ধনুর ট ঠ ড ঢ ণ এই পাঁচ বর্ণ, মকরের ত থ দ ধ ন এই পাঁচ বর্ণ, কুম্ভের

নামাত্তক্ষরসম্বন্ধিনং রাশিং গৃহীত্বা গণয়েৎ ॥ ১ ॥ নারায়ণীয়ে।—অজ্ঞাতে রাশিনক্ষত্রে নামাদ্যক্ষরদর্শনাৎ। সাধ্যস্থাক্ষররাশ্যন্তং গণয়েৎ সাধকাক্ষরাদিতি রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বাৎ ॥ ২ ॥ তন্ত্ররাজে।—তেন মন্ত্রাদ্যবর্ণেন নাম্নশ্চাদ্যক্ষরেণ চ। গণয়েদ্ যদি ষষ্ঠং বাপ্যষ্টমং দ্বাদশন্তু বা। রিপুর্মন্ত্রাদ্যবর্ণঃ স্যাত্তেন তস্যাহিতং ভবেৎ ॥ ৩ ॥ রামার্চ্চনচান্দ্রিকায়াম্। —একপঞ্চ-নব বান্ধবাঃ স্মৃতা দ্বৌ চ ষট্ চ দশমাশ্চ সেবকাঃ। বহ্নিরুদ্রমুনয়স্তু পোষকা দ্বাদশাষ্টচতুরস্তু ঘাতকাঃ ॥ ইতি তু বিষ্ণুবিষয়ং তৎ-প্রকরণীয়ত্বাৎ ॥ ৪ ॥ শক্ত্যাদৌ তু ষষ্ঠং বর্জ্জনীয়ম্। ষষ্ঠাষ্টমদ্বাদশানি বর্জ্জনীয়ানি যত্নত ইতি বচনাৎ। তন্ত্ররাজধৃতত্বাচ্চ (১) ॥ ৫ ॥ তন্ত্রান্তরে।—দ্বাদশরাশীনামিয়ং সংজ্ঞা নামানুরূপং ফলম্। লগ্নং ধনং ভ্রাতৃ-বন্ধু-পুত্রং শত্রু-কলত্রকম। মরণং ধর্ম্মকর্ম্মায়ব্যয়া দ্বাদশ রাশয়ঃ। নামানুরূপমেতেষাং

প ফ ব ভ ম এই পাঁচটি বর্ণ এবং মীনের য র ল ব এই চারি বর্ণ লিখিতে হইবে। এইরূপে অকারাদি ৫০টি বর্ণ লিখিয়া বিচার করিবে। স্বীয় নক্ষত্র ও রাশির অনুকূল মন্ত্র গ্রহণ করিবে, এই কথা নারদ বলিয়াছেন। অতএব রাশিচক্র-শুদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করিবে। এক্ষণে রাশিচক্র দ্বারা মন্ত্রশুদ্ধির বিবরণ বলা যাইতেছে। স্বীয় জন্মরাশি হইতে মন্ত্ররাশি—অর্থাৎ যে রাশিতে মন্ত্রের আদিবর্ণ দৃষ্ট হইবে, সেই রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবে। নারায়ণীয় গ্রন্থে বলা হইয়াছে, জন্মকালীন রাশি নক্ষত্র জানা না থাকিলে মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর যে রাশির ঘরে আছে, সেই রাশি লইয়া মন্ত্রাক্ষরের রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবে। তন্ত্ররাজ বলিয়াছেন,—যদি মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর ও গ্রাহ্য মন্ত্রের আদ্যক্ষর উভয়ের গণনায় মন্ত্র-বর্ণের রাশি জন্মরাশি হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র রিপুমন্ত্র হইবে, উহা গ্রহণ করিলে গ্রহীতার অনিষ্ট হয়। ১—৩। রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন,—এক, পঞ্চম ও নবম রাশিগত মন্ত্র বন্ধু অর্থাৎ বন্ধুর ন্যায় হিতকারী। দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও দশম রাশিস্থিত মন্ত্র সেবক অর্থাৎ সেবকের ন্যায় কার্য্যসিদ্ধিকারী। তৃতীয়, একাদশ ও সপ্তম রাশিস্থিত মন্ত্র পুষ্টিকর। দ্বাদশ, অষ্টম ও চতুর্থ রাশিস্থিত মন্ত্র ঘাতক। রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত এই বচনটি বিষ্ণুমন্ত্র-বিষয়ে জানিবে, সুতরাং চতুর্থ রাশিস্থিত মন্ত্র কেবল বিষ্ণুমন্ত্র-বিষয়ে অগ্রাহ্য। শক্ত্যাদি মন্ত্রগ্রহণে ষষ্ঠ রাশিস্থিত মন্ত্রও গ্রাহ্য নহে; কারণ, তন্ত্ররাজধৃত বচনে ষষ্ঠ অষ্টম ও দ্বাদশ বর্জ্জন করিবে, ইহা তৎপ্রকরণে বলা আছে। তন্ত্রান্তরে দ্বাদশ রাশির এইরূপ সংজ্ঞা করা হইয়াছে এবং সংজ্ঞার অনুরূপ ফলও বলা হইয়াছে, যথা—লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কলত্র, মৃত্যু. ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয়; যথাক্রমে এই দ্বাদশটী মেষাদি দ্বাদশ রাশির সংজ্ঞা জানিবে। ইহাদিগের এই সংজ্ঞার অনুসারে শুভাশুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। বিষ্ণুমন্ত্র-বিষয়ে বন্ধুস্থানে শত্রু ও শত্রুস্থানে বন্ধু

---

(১) রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বাৎ ইতি পাঠান্তরম্।

শুভাশুভফলং লভেৎ। বৈষ্ণবে তু বন্ধু-স্থানে শত্রুঃ শত্রুস্থানে বন্ধুরিতি পাঠঃ॥ ৬॥ লগ্নে সিদ্ধিস্তথা নিত্যং ধনে ধনসমৃদ্ধিদম্। ভ্রাতরি ভ্রাতৃবৃদ্ধিঃ স্যাদ্বান্ধবে বান্ধবপ্রিয়ঃ। পুত্রে পুত্রবিবৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছত্রৌ শত্রুবিবর্দ্ধনম্। কলত্রে মধ্যমা প্রোক্তা মরণে মরণং ভবেৎ। ধর্ম্মে ধর্ম্মবিবৃদ্ধিঃ স্যাৎ সিদ্ধিদঃ কর্ম্মসংস্থিতঃ। আয়ে চ ধনসম্পত্তির্ব্ব্যয়ে চ সঞ্চিতব্যয়ঃ॥ ৭॥ ইতি রাশিচক্রম্॥

অথ নক্ষত্রচক্রম্। অ আ অশ্বিনী দেবঃ। ই ভরণী মানুষঃ। ঈ উ ঊ কৃত্তিকা রাক্ষসঃ। ঋ ৠ ঌ ৡ রোহিণী মানুষঃ। এ মৃগশিরো দেবঃ। ঐ আর্দ্রা মানুষঃ। ও ঔ পুনর্ব্বসুর্দেবঃ। ক পুষ্যা দেবঃ। খ গ অশ্লেষা রাক্ষসঃ। ঘ ঙ মঘা রাক্ষসঃ। চ পূর্ব্বফল্গুনী মানুষঃ। ছ জ উত্তরফল্গুনী মানুষঃ। ঝ ঞ হস্তা দেবঃ। ট ঠ চিত্রা রাক্ষসঃ। ড স্বাতী দেবঃ। ঢ ণ বিশাখা রাক্ষসঃ। ত থ দ অনুরাধা দেবঃ। ধ জ্যেষ্ঠা রাক্ষসঃ। ন প ফ মূলা রাক্ষসঃ। ব পূর্ব্বাষাঢ়া মানুষঃ। ভ উত্তরাষাঢ়া মানুষঃ। ম শ্রবণা দেবঃ। য র ধনিষ্ঠা রাক্ষসঃ। ল শতভিষা রাক্ষসঃ। ব শ পূর্ব্বভাদ্রপদা মানুষঃ। ষ স হ উত্তরভাদ্রপদা মানুষঃ। ল ক্ষ অং অঃ রেবতী

এইরূপ পাঠ আছে, অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্র বিচারবিষয়ে চতুর্থ রাশি শত্রুস্থান এবং ষষ্ঠ রাশি বন্ধুস্থান জানিবে। এক্ষণে কোন্ কোন্ স্থানস্থিত মন্ত্র-গ্রহণে কিরূপ ফল হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন;—লগ্নরাশিস্থিত মন্ত্রগ্রহণে মন্ত্রসিদ্ধি, ধনস্থানস্থিত মন্ত্র-গ্রহণে ধনবৃদ্ধি, ভ্রাতৃস্থানস্থিত মন্ত্র-গ্রহণে ভ্রাতৃবৃদ্ধি, বন্ধুস্থানস্থিত মন্ত্র-গ্রহণে বন্ধুপ্রিয়তা, পুত্রস্থানস্থিত মন্ত্র-গ্রহণে পুত্রবৃদ্ধি, শত্রুস্থান-স্থিত মন্ত্র-গ্রহণে শত্রুবৃদ্ধি, কলত্রস্থান-স্থিত মন্ত্রগ্রহণে মধ্যবিধ ফল; মৃত্যুস্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে মৃত্যু, ধর্ম্মস্থানস্থিত মন্ত্র-গ্রহণে ধর্ম্মবৃদ্ধি, কর্ম্মস্থানস্থিত মন্ত্র-গ্রহণে কার্য্যসিদ্ধি, আয়স্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে ধনসম্পত্তি এবং ব্যয়স্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে সঞ্চিত ধনের ব্যয় হয়। ৫—৭। ইতি রাশিচক্র সমাপ্ত।

অনন্তর নক্ষত্রচক্র বলা হইতেছে।—অ আ এই দুই বর্ণে অশ্বিনীনক্ষত্র দেবগণ, ই বর্ণে ভরণীনক্ষত্র মানুষগণ, ঈ উ ঊ বর্ণে কৃত্তিকা রাক্ষসগণ, ঋ ৠ ঌ ৡ বর্ণে রোহিণী মানুষগণ, এ বর্ণে মৃগশিরা দেবগণ লিখিবে; এইরূপ ঐ বর্ণে আর্দ্রা মানুষগণ, ও ঔ বর্ণে পুনর্ব্বসু দেবগণ, ক বর্ণে পুষ্যা দেবগণ, খ গ বর্ণে অশ্লেষা রাক্ষসগণ, ঘ ঙ বর্ণে মঘা রাক্ষসগণ, চ বর্ণে পূর্ব্বফল্গুনী মানুষগণ, ছ জ বর্ণে উত্তরফল্গুনী মানুষগণ, ঝ ঞ বর্ণে হস্তা দেবগণ, ট ঠ বর্ণে চিত্রা রাক্ষসগণ, ড বর্ণে স্বাতী দেবগণ, ঢ বর্ণে বিশাখা রাক্ষসগণ, ত থ দ বর্ণে অনুরাধা দেবগণ, ধ বর্ণে জ্যেষ্ঠা রাক্ষসগণ, ন প ফ বর্ণে মূলা রাক্ষসগণ, ব বর্ণে পূর্ব্বাষাঢ়া মানুষগণ, ভ বর্ণে উত্তরাষাঢ়া মানুষগণ, ম বর্ণে শ্রবণা দেবগণ, য র বর্ণে ধনিষ্ঠা রাক্ষসগণ, ল বর্ণে শতভিষা রাক্ষসগণ, ব, শ বর্ণে পূর্ব্বভাদ্র মানুষগণ; ষ, স, হ বর্ণে উত্তরভাদ্র মানুষগণ, এবং ল, ক্ষ,

নক্ষত্রচক্রম্।

অশ্বিনী অ আ দেবঃ	ভরণী ই মানুষঃ	কৃত্তিকা ঈ উ ঊ রাক্ষসঃ	রোহিণী ঋ ৠ, ঌ ৡ মানুষঃ	মৃগশিরা এ দেবঃ	আর্দ্রা ঐ মানুষঃ	পুনর্ব্বসু ও ঔ দেবঃ	পুষ্যা ক দেবঃ	অশ্লেষা খ গ রাক্ষসঃ
মঘা ঘ ঙ রাক্ষসঃ	পূর্ব্ব ফল্গুনী চ মানুষঃ	উত্তর ফল্গুনী ছ জ মানুষঃ	হস্তা ঝ ঞ দেবঃ	চিত্রা ট ঠ রাক্ষসঃ	স্বাতী ড দেবঃ	বিশাখা ঢ ণ রাক্ষসঃ	অনুরাধা ত থ দ দেবঃ	জ্যেষ্ঠা ধ রাক্ষসঃ
মূলা ন প ফ রাক্ষসঃ	পূর্ব্বা- ষাঢ়া ব মানুষঃ	উত্তরা- ষাঢ়া ভ মানুষঃ	শ্রবণা ম দেবঃ	ধনিষ্ঠা য র রাক্ষসঃ	শতভিষা ল রাক্ষসঃ	পূর্ব্বভাদ্র পদ ব শ মানুষঃ	উত্তর ভাদ্রপদ ষ স হ মানুষঃ	রেবতী ল ক্ষ অং অঃ দেবঃ

দেবঃ ॥ বৃহচ্ছা ক্রমে।—(১) উত্তরাদ্দক্ষিণাগ্রাস্তু রেখাঃ কুর্য্যাচ্চতুষ্টয়ীম্। দশ রেখাঃ পশ্চিমাগ্রাঃ কর্ত্তব্যা বীরবন্দিতে। অশ্বিন্যাদি-ক্রমেণৈব বিলিখেত্তারকাঃ পুনঃ ॥ ১ ॥ অকারাদি-ক্ষকারান্তান্ দ্বিচন্দ্রবহ্নিবেদকান্। ভূমীন্দু-নেত্রচন্দ্রাক্ষি অশ্লেষান্তং খগৌ প্রিয়ে। দ্বিভূনেত্রনেত্রযুগ্মাংশ্চেন্দু-নেত্রাগ্নি-চন্দ্রকান্। মঘাদিজ্যেষ্ঠাপর্য্যন্তং দ্বিতীয়ং নবতারকম্। বহ্নিভূমীন্দু-চন্দ্রাংশ্চ যুগেন্দুনেত্রবহ্নিকান্। বেদেন ভেদিতান্ বর্ণান্ রেবত্যংশগতান্ ক্রমাৎ ॥ ২ ॥ তথা চ নিবন্ধে।—পূর্ব্বোত্তরত্রয়ঞ্চৈব ভরণ্যার্দ্রাথ রোহিণী। ইমানি মানুষাণ্যাহুর্নক্ষত্রাণি মনীষিণঃ ॥ ৩ ॥ জ্যেষ্ঠা-শতভিষা-মূলা-ধনিষ্ঠা-শ্লেষ-কৃত্তিকাঃ। চিত্রা-মঘা-বিশাখাঃ স্যুস্তারা রাক্ষস-দেবতাঃ ॥ ৪ ॥ অশ্বিনী রেবতী

অং অঃ বর্ণে রেবতী দেবগণ। হে বীরবন্দিতে! বৃহচ্ছ্রীক্রমে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে,—প্রথমে উত্তর হইতে দক্ষিণাগ্র চারিটি রেখা করিবে, তাহার পর পশ্চিমাগ্র দশটি রেখা করিবে; অশ্বিনী ভরণী ইত্যাদিক্রমে ২৭টি ঘরে ২৭টি নক্ষত্র লিখিবে, প্রত্যেক গৃহে অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলিকে অশ্বিনী হইতে অশ্লেষা পর্য্যন্ত নক্ষত্রের ঘরে যথাক্রমে ২।১।৩।৪।১।১।২।১।২ এইরূপ করিয়া ক্রমান্বয়ে খ গ পর্য্যন্ত বর্ণ লিখিবে। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে মঘা হইতে জ্যেষ্ঠা পর্য্যন্ত নক্ষত্রের ঘরে যথাক্রমে ঘ হইতে ২।১।২।২।২।১।২।৩।১ সংখ্যাক্রমে ধ পর্য্যন্ত বর্ণ লিখিবে। তৃতীয় পঙ্‌ক্তির ৯টি গৃহে মূলা হইতে রেবতীর ঘরে যথাক্রমে ন হইতে ৩।১।১।১।২।১।২।৩।৪ সংখ্যাক্রমে অঃ পর্য্যন্ত বর্ণ লিখিবে। নিবন্ধে কথিত হইয়াছে,—

---

(১) বৃহচ্ছ্রীক্রমে ইত্যত্র তথাচ পিঙ্গলাতন্ত্রে ইতি পাঠভেদঃ।

পুষ্যা স্বাতী হস্তা পুনর্ব্বসুঃ। অনুরাধা মৃগশিরঃ শ্রবণা দেবতারকাঃ ॥ ৫ ॥ তথা—স্বজাতৌ পরমা প্রীতির্ম্মধ্যমা ভিন্নজাতিষু। রক্ষোমানুষয়োর্নাশো বৈরং দানব-দেবয়োঃ ॥ ৬ ॥ জন্ম-সম্পদ্বিপৎ-ক্ষেম-প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ। মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ জন্মভাচ্চ (১) পুনঃপুনঃ ॥ ৭ ॥ জন্ম-তৃতীয়-পঞ্চম-সপ্তমানি নক্ষত্রাণি বর্জ্জনীয়ানি ॥ ৮ ॥ তথা চ রাঘবভট্টঃ।—রসাষ্ট-নবভদ্রাণি যুগযুগ্মগতান্যপি। ইতরাণি ন ভদ্রাণি পরিত্যাজ্যানি সূরিভিঃ। তত্র স্বনক্ষত্রাদেব নক্ষত্রং গণনীয়ম্। স্বনক্ষত্রাজ্ঞানে স্বনামাদ্যক্ষর-সম্বন্ধি-নক্ষত্রাদেব নক্ষত্রং গণনীয়ম্ ॥ ৯ ॥ পিঙ্গলাতন্ত্রে—প্রকটং যস্য জন্মর্ক্ষং তস্য জন্মর্ক্ষতো ভবেৎ। প্রনষ্টং জন্মভং যস্য তস্য নামর্ক্ষতো ভবেৎ। ইতি বচনাৎ, প্রাদক্ষিণ্যেন গণয়েৎ সাধকাদ্যক্ষরাৎ সুধীঃ। ইতি বচনাচ্চ ॥ ১০ ॥ ইতি নক্ষত্রচক্রম্ ॥

পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ভরণী, আর্দ্রা ও রোহিণী এইগুলি মানুষনক্ষত্র। জ্যেষ্ঠা, শতভিষা, মূলা, ধনিষ্ঠা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, চিত্রা, মঘা ও বিশাখা ইহারা রাক্ষস নক্ষত্র। অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, স্বাতী, হস্তা, পুনর্ব্বসু, অনুরাধা, মৃগশিরা ও শ্রবণা এইগুলি দেবনক্ষত্র। স্বজাতিতে পরমপ্রীতি, ভিন্ন জাতিতে মধ্যমপ্রীতি, রাক্ষস ও মানুষে বিনাশ এবং রাক্ষস ও দেবগণে শত্রুতা জানিবে। অর্থাৎ যদি মন্ত্র ও মন্ত্রগ্রহীতার এক গণ হয়, তবে সেই মন্ত্র-গ্রহণে শুভ হইবে এবং যাহার মানুষগণ, সে দেবগণ-মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। যাহার মনুষ্যগণ সে রাক্ষসগণের মন্ত্র এবং যাহার রাক্ষসগণ সে দেবগণের মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। মন্ত্রগ্রহীতার জন্মনক্ষত্র হইতে ক্রমান্বয়ে জন্ম, সম্পৎ, বিপদ্, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরমমিত্র এইরূপে নক্ষত্রের এই নয়টী নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মন্ত্রগ্রহীতার জন্মনক্ষত্র হইতে গণনায় মন্ত্রবর্ণের নক্ষত্র,—জন্মনক্ষত্র, তৃতীয় নক্ষত্র, পঞ্চম নক্ষত্র ও সপ্তম নক্ষত্র হইলে বর্জ্জন করিতে হইবে। রাঘবভট্ট বলিয়াছেন,—ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম ও চতুর্থ মন্ত্র শুভ, অন্য মন্ত্র শুভ নহে। এজন্য পণ্ডিতগণ তাহা ত্যাগ করিতে বলেন। নিজের জন্মনক্ষত্র হইতে নক্ষত্র গণনা করিবে। নিজের জন্মনক্ষত্র জানা না থাকিলে নিজ নামের আদ্যক্ষর-নক্ষত্র হইতে নক্ষত্র গণনা করিতে হইবে, এ বিষয়ে পিঙ্গলাতন্ত্রে উক্ত আছে। যাহার জন্মনক্ষত্র জানা আছে, তাহার জন্মনক্ষত্র হইতে গণনা করিতে হইবে। জন্মনক্ষত্র জানা না থাকিলে নামের আদ্যক্ষরঘটিত নক্ষত্র হইতে গণনা করিবে। সুধী সাধকের নামের অদ্যক্ষর লইয়া প্রদক্ষিণক্রমে গণনা করিবে।

একটী দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান যাইতেছে,—চন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তির জন্মনক্ষত্র উত্তর-ফল্গুনী, সে হ্রীং মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে কিনা, এইরূপ প্রশ্নের উত্তর,—হ্রীং মন্ত্রের

---

(১) জন্মাদীনি ইতি পাঠান্তরম্।

অথ অকথহ চক্রম্। চতুরস্রে লিখেদ্বর্ণান্ চতুষ্কোষ্ঠসমন্বিতে। চতুষ্কোষ্ঠে চতুশ্চতুষ্কোষ্ঠে (১) ষোড়শকোষ্ঠ ইতি যাবৎ ॥ ১ ॥ যথা বিশ্বসারে।—চতুরস্রং লিখেৎ কোষ্ঠং চতুষ্কোষ্ঠ-সমন্বিতম্। পুনশ্চতুষ্কং তত্রাপি লিখেদ্ধীমান্ ক্রমেণ তু। তত্র ষোড়শকোষ্ঠেষু অকারাদিবর্ণান্ প্রাদক্ষিণ্যেন লিখেৎ ॥ ২ ॥ তত্র ক্রমঃ।—ইন্দ্বগ্নি-রুদ্র-নব-নেত্র-যুগার্ক-দিক্ষু ঋত্বষ্ট-ষোড়শ-চতুর্দ্দশভৌতিকেষু। পাতাল-পঞ্চদশ-বহ্নি-হিমাংশুকোষ্ঠে বর্ণাল্লিঁখেল্লিপিগতান (২) ক্রমশস্তু ধীমান্। নামাদ্যক্ষরমারভ্য যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরম্। চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকৈকমিতি কোষ্ঠচতুষ্টয়ম্। পুনঃ কোষ্ঠগ-কোষ্ঠেষু সব্যতো নাম্ন আদিতঃ। (৩) সব্যতো দক্ষিণতঃ ॥ ৩ ॥ বিশ্বসারে।—অকারাদি-হকারান্তং মূলকোষ্ঠাদিতঃ সুধীঃ। দক্ষিণাবর্ত্তযোগেন কোষ্ঠে বর্ণান্ লিখেৎ সুধীঃ। যেনৈব লিখনং কুর্য্যাত্তেনৈব গণনং স্মৃতম্ ॥ ৪ ॥ সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধোঽরিঃ ক্রমাজ্জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ। সিদ্ধঃ

আদ্যক্ষর,—হ, উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র,—উভয়ের মানুষগণ, সুতরাং পরম প্রীতি বলিয়া ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। ঐ ব্যক্তি দুং মন্ত্রও গ্রহণ করিতে পারিবে, কারণ দুং মন্ত্রের দকারে দেবগণ আছে, মধ্যমা প্রীতি বলিয়া উহা গ্রাহ্য। ঐ চন্দ্রনাথ 'রান' এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না ; কেননা, ঐ মন্ত্রের আদ্যক্ষর র রাক্ষসগণ হইতেছে, রাক্ষস ও মানুষে বৈরভাব বলিয়া উহা অগ্রাহ্য।

এক্ষণে অকথহ চক্র কথিত হইতেছে।—চতুষ্কোণ একটী ক্ষেত্রকে চারি কোষ্ঠে বিভক্ত করিয়া এক এক কোষ্ঠকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলে ষোড়শ কোষ্ঠে বিভক্ত একটি চক্র প্রস্তুত হইবে। ১। বিশ্বসারতন্ত্রেও লিখিত আছে, চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে এক কোষ্ঠ করিয়া তন্মধ্যে চারিটি কোষ্ঠ করিয়া প্রত্যেক কোষ্ঠকে আবার চারিভাগে বিভক্ত করিবে। সেই ষোড়শ কোষ্ঠে অকারাদি বর্ণ সকল প্রদক্ষিণক্রমে লিখিবে। ২। তাহাতে বর্ণ লিখিবার ক্রম এই।—প্রথম কোষ্ঠে অ, তৃতীয় কোষ্ঠে আ, একাদশে ই, নবমে ঈ, দ্বিতীয়ে উ, চতুর্থে ঊ, দ্বাদশে ঋ, দশমে ৠ, ষষ্ঠে ঌ, অষ্টমে ৡ, ষোড়শে এ. চতুর্দ্দশে ঐ, পঞ্চমে ও, সপ্তমে ঔ, পঞ্চদশে অং এবং ত্রয়োদশ কোষ্ঠে অঃ। এইরূপে ষোড়শ কোষ্ঠে ষোড়শ স্বরবর্ণ লিখিয়া পুনরায় উক্ত নিয়মে ককারাদি হ পর্য্যন্ত বর্ণ সকল লিখিবে। যাবৎ পর্য্যন্ত সকল বর্ণ শেষ না হয়, তাবৎ উক্ত প্রণালীতে এই ষোড়শ কোষ্ঠে বর্ণপাত করিবে। এইরূপ চক্র অঙ্কিত করিয়া মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত অ কার হইতে হ কার পর্য্যন্ত বর্ণ বিন্যাস ও গণনা দক্ষিণাবর্ত্তে করিতে হইবে। সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইক্রমে কোষ্ঠস্থিত বর্ণগুলির সংজ্ঞা হইবে। [চক্রদৃষ্টে সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে] এক্ষণে কোন্ মন্ত্র গ্রহণে কিরূপ ফল হয়, তাহা বলিতে-

---

(১) শাকপার্থিবাদিত্বাৎ চতুঃশব্দলোপঃ। একশেষাৎ চতুঃকোষ্ঠচতুষ্টয়লাভ ইতি আগমতত্ত্ববিলাসঃ। (২) লিপিঃ সর্ব্বেষাং নাম, তত্র গতান্। (৩) আদিতঃ আদ্যক্ষরতঃ।

সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ। সুসিদ্ধো গ্রহণাদেব রিপুর্মূলং নিকৃন্ততি ॥ ৫ ॥ তন্ত্রান্তরে (১) সিদ্ধার্ণা বান্ধবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যাস্তু সেবকাঃ (২) স্মৃতাঃ। সুসিদ্ধাঃ পোষকা জ্ঞেয়াঃ শত্রবো ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬ ॥ জপেন বন্ধুঃ সিদ্ধঃ স্যাৎ সেবকোহধিকসেবয়া। পুষ্ণাতি পোষকোহভীষ্টং ঘাতকো নাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৭ ॥ সিদ্ধসিদ্ধো যথোক্তেন দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধ্যকঃ। সিদ্ধসুসিদ্ধোহর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বান্ধবান্ ॥

অকথহচক্রম্।

প্রাচীনপ্রণালী। আদৌ স্থূলগণনা পশ্চাৎ সূক্ষ্মগণা।

১ অ ক থ হ সিদ্ধ সিদ্ধ	২ উ ঙ প সিদ্ধ সাধ্য	৫ আ খ দ সাধ্য সিদ্ধ	৬ ঊ চ ফ সাধ্য সাধ্য
৪ ও ড ব সিদ্ধ অরি	৩ ঌ ঝ ম সিদ্ধ সুসিদ্ধ	ঔ ঢ শ সাধ্য অরি	৭ ৡ ঞ য সাধ্য সুসিদ্ধ
১৩ ঈ ঘ ন অরি সিদ্ধ	১৪ ৠ জ ভ অরি সাধ্য	১৯ ই গ ধ সুসিদ্ধ সিদ্ধ	১০ ঋ ছ ব সুসিদ্ধ সাধ্য
১৬ অঃ ত স অরি অরি	১৫ ঐ ঠ ল অরি সুসিদ্ধ	১২ অং ণ ষ সুসিদ্ধ অরি	১১ এ ট র সুসিদ্ধ সুসিদ্ধ

ছেন ;—সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করিলে মন্ত্র স্বয়ং সিদ্ধ হয়, সাধ্যমন্ত্রগ্রহণে জপহোমাদি দ্বারা সিদ্ধ হয়, সুসিদ্ধমন্ত্রগ্রহণে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রসিদ্ধি এবং অরিমন্ত্রগ্রহণে সমূলে বংশনাশ হয়। ৪। ৫। অন্য তন্ত্রে লিখিত আছে,—সিদ্ধমন্ত্র বান্ধব, সাধ্যমন্ত্র সেবক, সুসিদ্ধমন্ত্র পোষক এবং শত্রুমন্ত্র ঘাতক। বন্ধুমন্ত্র জপদ্বারা ও সেবকমন্ত্র অধিক সেবা দ্বারা সিদ্ধ হয়। পোষক-মন্ত্র পুষ্টিসাধন করে এবং ঘাতকমন্ত্র অভীষ্ট বিনাশ করে। সিদ্ধগৃহস্থিত সিদ্ধমন্ত্র

---

(১) পরিভাষান্তরম্ ইতি আগমতত্ত্ব-বিলাস-পাঠঃ।

(২) সেবকাঃ সেবয়া ফলদাঃ। সাধ্যাস্তু ইত্যত্র সাধ্যাস্তে ইতি আ০ ত০ বি০ পাঠঃ।

অকথহচক্রম্।

নব্যপ্রণালী। আদৌ সূক্ষ্মগণনং পশ্চাৎ স্থূলগণনম্।

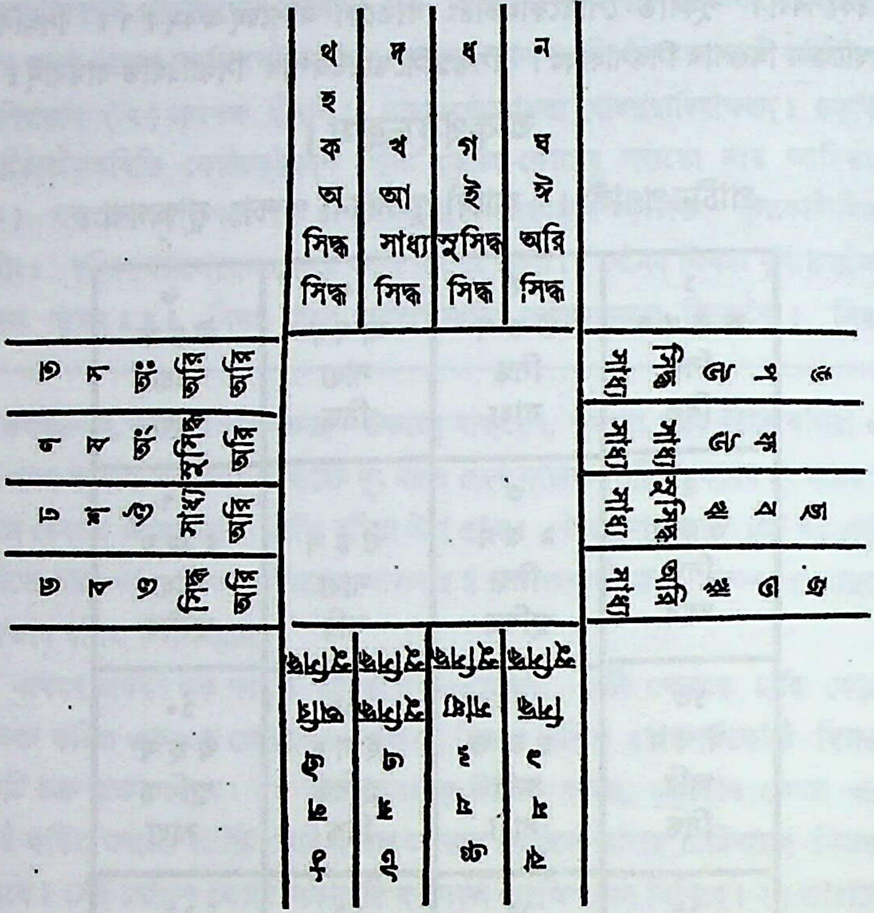

৮। সাধ্য-সিদ্ধো দ্বিগুণকঃ সাধ্য-সাধ্যো নিরর্থকঃ। তৎসুসিদ্ধো দ্বিগুণজপাৎ সাধ্যারির্হন্তি গোত্রজান্ (১)। ৯। সুসিদ্ধ-সিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ তৎসাধ্যো দ্বিগুণাধিকাৎ। তৎসুসিদ্ধো গ্রহাদেব সুসিদ্ধারিঃ সগোত্রহা। ১০। অরিসিদ্ধঃ সুতান্

জপদ্বারা সিদ্ধ হয়। এইরূপ সিদ্ধসাধ্য মন্ত্র দ্বিগুণ জপে সিদ্ধ ও সুসিদ্ধমন্ত্র অর্দ্ধজপে সিদ্ধ হয় এবং সিদ্ধারিমন্ত্র জপ করিলে বন্ধু বিনাশ হয়। ৮। সাধ্যগৃহস্থিত সিদ্ধমন্ত্র দ্বিগুণ জপে সিদ্ধ হয়। সাধ্য-সাধ্যমন্ত্রজপে কোন ফল হয় না। সাধ্যসুসিদ্ধমন্ত্র দ্বিগুণ জপে সিদ্ধ হয় এবং সাধ্যারিমন্ত্র জ্ঞাতি বিনাশ করে। ৯। সুসিদ্ধসিদ্ধমন্ত্র অর্দ্ধজপে, সুসিদ্ধসাধ্যমন্ত্র দ্বিগুণ জপে ও সুসিদ্ধসুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণমাত্রেই সিদ্ধ হয় এবং সুসিদ্ধারিমন্ত্র জ্ঞাতি বিনাশ

---

(১) বান্ধবান্ ইতি আ০ বি০ পাঠঃ।

হন্ত্যাদরিসাধ্যস্ত কন্যকাঃ। তৎসুসিদ্ধস্ত পত্নীমন্ত্রস্তদরির্হন্তি সাধকম্॥ ১১॥ (১) অথ বৈরিমন্ত্রপরিত্যাগপ্রকারমাহ তন্ত্রে।—গবাং ক্ষীরে দ্রোণমিতে জপেন্মন্ত্রশতাষ্টকম্।

করে। ১০। অরিসিদ্ধমন্ত্র পুত্র, অরিসাধ্যমন্ত্র কন্যা, অরিসুসিদ্ধমন্ত্র পত্নী ও অরিগৃহস্থিত অরিমন্ত্র সাধককে বিনষ্ট করে। ১১। এক্ষণে কিরূপে অরিমন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে তাহার তন্ত্রকথিত প্রণালী বলিতেছেন।—একদ্রোণ-পরিমিত গব্যদুগ্ধোপরি একশত

---

(১) আগমতত্ত্ববিলাসোক্তঃ অকথহচক্রস্য অয়ং নিষ্কর্ষঃ,—ষোড়শকোষ্ঠং চক্রং বিলিখ্য তত্র যথোক্ত-ক্রমেণ অকারাদিবর্ণান্ লিখেৎ। লিখনানুক্রমেণ গণয়েৎ। যথা—অকারাৎ পরম্ আকারো লিখিতস্তত ইকারস্তেন অকারাদি যস্য নাম তস্যাদ্যং কোষ্ঠমাদায় কোষ্ঠচতুষ্কং সিদ্ধাখ্যম্ আকারবিশিষ্টং তৃতীয়কোষ্ঠমাদায় চতুষ্কং সাধ্যাখ্যম্। ইকারবিশিষ্টম্ একাদশকোষ্ঠমাদায় চতুষ্কং সুসিদ্ধাখ্যম্। ঈকারবিশিষ্টং নবমকোষ্ঠমাদায় চতুষ্কম্ অর্য্যাখ্যম্। তেষ্বপি অবৎ কোষ্ঠং সিদ্ধসিদ্ধম্। উবৎ সিদ্ধসাধ্যম্। ঌমৎ সিদ্ধসুসিদ্ধম্। ওমৎ সিদ্ধারিঃ। আবৎ সাধ্যসিদ্ধম্। ঊমৎ সাধ্যসাধ্যম্। ৡমৎ সাধ্যসুসিদ্ধম্। ঔমৎ সাধ্যারিঃ। ইমৎ সুসিদ্ধসিদ্ধম্। ঋমৎ সুসিদ্ধসাধ্যম্। এমৎ সিদ্ধসুসিদ্ধম্। অনুস্বারবৎ সুসিদ্ধারিঃ। ঈমৎ অরিসিদ্ধম্। ৠমৎ অরিসাধ্যম্। ঐমৎ অরিসুসিদ্ধম্। বিসর্গবদর্য্যরিঃ। এবং কাদিথাদিহাদিনাম্নোঽপি। উকারাদিনাম্নশ্চ উকারঃ সিদ্ধসিদ্ধঃ। ঊকারঃ সাধ্যসিদ্ধঃ। ঋকারঃ সুসিদ্ধসিদ্ধঃ। ৠকারোঽরিসিদ্ধঃ। ইতিক্রমেণ গকারাদিনাম্নশ্চ গকারঃ সিদ্ধসিদ্ধঃ। ঘকারঃ সাধ্যসিদ্ধঃ। অকারঃ সুসিদ্ধসিদ্ধঃ। আকারঃ অরিসিদ্ধঃ। ইতিক্রমেণ দক্ষিণাবর্ত্তযোগেন গণয়েৎ। অরিমন্ত্রং সাধ্যসাধ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। ইদমত্রাবধেয়ম্—সাধকনামাদ্যক্ষরমাদিকোষ্ঠে লিখনোক্তক্রমেণ বর্ণসংস্থানে কৃতে সিদ্ধসাধ্যাদিগৃহং সুব্যক্তমেব জায়তে। তাবতৈব চক্রস্য সিদ্ধাদিস্থসম্ভবশ্চ। অকথহাদিসংজ্ঞা তু অকথহাদিনামতঃ এব ঘটতে। বিশেষস্তু হকারকোষ্ঠে হকারককারোভয়মেকত্রৈব লভ্যং তাবতৈব অকথহানামত্র কল্পে সহপাতো ভবতীতি রহস্যম্। মন্ত্রমুক্তাবল্যাং রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়ামপি প্রত্যক্ষরং সিদ্ধাদিশোধনমুক্তম্। যথা পিঙ্গলাতন্ত্রে—পিতৃমাতৃ কৃতং নাম যদ্বাপ্যভিজনৈস্তথা। বিশ্লিষ্য তস্য বৈ বর্ণান্ স্বরব্যঞ্জনভেদতঃ। তত্রৈব মন্ত্রবীজানি ততঃ শোধনমাচরেৎ। বিন্দুদ্বিবিন্দূপধ্মানীয়জিহ্বামূলসম্ভবম্। সংহতোচ্চারণপ্রাপ্তমধিকাক্ষরমেব চ। সংহতোচ্চারণং বিরুক্তম্। তথা অপভ্রংশাক্ষরং ল-ক্ষৌ হিত্বা ষণ্ডচতুষ্টয়ম্। মন্ত্রাক্ষরৈঃ সহৈকৈকং নামবর্ণান্ বিশোধয়েৎ। ব্যঞ্জনৈর্ব্যঞ্জনান্যেব স্বরৈঃ সাকং স্বরাংস্তথা! আদ্যমাদ্যেন সংশোধ্য দ্বিতীয়েন দ্বিতীয়কম্। মন্ত্রে বাপ্যথ বা বর্ণা বর্ণাঃ স্যুর্ব্বিষমা যদা। তদা মন্ত্রং সমারভ্য সমং যাবৎ বিশোধয়েৎ। আদ্যন্তয়োঃ সিদ্ধবর্ণো মন্ত্রো যস্মিন্ বরাননে। অচিরেণৈব কালেন স ভবেৎ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ। সাধ্যার্ণাদিযুতো যশ্চ অতিকৃচ্ছ্রেণ সিধ্যতি। আদাবন্তে সুসিদ্ধস্তু সর্ব্বকামবিভূতিদঃ। আদাবন্তে রিপুর্যস্য ভবেৎ ত্যাজ্যঃ স মন্ত্রকঃ। স্থানত্রয়গতারির্যো মন্ত্রো মৃত্যুসমো মতঃ। শত্রুর্ভবতি যদ্যাদৌ তু মধ্যে সিদ্ধস্তদন্তকে। সাধ্যঃ কষ্টেন কার্য্যসিদ্ধিস্তস্য ফলং স্বল্পমেবাপ্তে। অন্তে যদি ভবতি রিপুঃ প্রথমে মধ্যমে চ ভবতি সাধ্যযুক্। কার্য্যং বিলম্বিতং স্যাৎ প্রণশ্যতি চ সর্ব্বমেবান্তে। সিদ্ধং সুসিদ্ধমথবা রিপুণান্তরিতং পরিত্যজেদ্ যত্নাৎ। অয়মর্থঃ—সাধকনামাক্ষরং স্বরব্যঞ্জনভেদেন পৃথক্ কৃত্বা অনুস্বারবিসর্গোপধ্মানীয়জিহ্বামূলীয়বিরুক্তান্ মন্ত্রবর্ণাপেক্ষয়াধিকান্ শেষবর্ণান্ অপভ্রংশাক্ষরং লকারক্ষকারং ষণ্ডচতুষ্টয়ং ঋবর্ণঌবর্ণৌ চ হিত্বা শেষাক্ষরাণি লিখেৎ। এবং মন্ত্রবর্ণানপি অনুস্বার-

পীত্বা ক্ষীরং জলে তদ্বৎ সমুচ্চার্য্য ত্যজেত্তথা (১)। অনেনৈব বিধানেন বৈরিমন্ত্রাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১২ ॥ অরিমন্ত্রং বিদিত্বা তু ন পুনঃ প্রজপেচ্চ তৎ। সন্ত্যজ্য তং দেবতায়াস্তস্যা অন্যং ভজেন্মনুম্ ॥ ১৩ ॥ দ্রোণপরিমাণং যথা তন্ত্রান্তরে।—পলদ্বয়ন্তু প্রসৃতিঃ কুড়বং তচ্চতুষ্টয়ম্। চতুর্ভিঃ কুড়বৈঃ প্রস্থঃ প্রস্থাশ্চত্বার আঢ়কম্। চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কথিতো মানবেদিভিঃ ॥ ১৪ ॥ প্রকারান্তরমাহ রুদ্রজামলে।—বটপত্রে লিখিত্বারিমন্ত্রং স্রোতসি নিঃক্ষিপেৎ। এবং মন্ত্রবিমুক্তিঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্ শিবঃ ॥ ১৫ ॥ ইতি অকথহ-চক্রম্ ॥

আটবার বৈরিমন্ত্র জপ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিবে। পুনরপি একশত আটবার সেই মন্ত্র জপ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, গলদেশে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া সেই দুগ্ধ উদ্গারপূর্ব্বক স্রোতোজলে ত্যাগ করিবে। এইরূপ বিধানে বৈরিমন্ত্র পরিত্যাগ করিবে। অরিমন্ত্র জানিতে পারিলে, তন্মন্ত্র আর জপ করিবে না, সেই মন্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই দেবতার অন্য মন্ত্র গ্রহণ করিবে। ১২। ১৩। তন্ত্রান্তরে দ্রোণ পরিমাণ বলিয়াছেন ; যথা,—২ পলে অর্থাৎ ৮ তোলায় এক প্রসৃতি, ৪ প্রসৃতিতে এক কুড়ব, চারি কুড়বে এক প্রস্থ, ৪ প্রস্থে এক আঢ়ক, ৪ আঢ়কে এক দ্রোণ। ১৪। রুদ্রযামলে বৈরিমন্ত্র-পরিত্যাগের অন্য প্রণালী লিখিত আছে ; যথা, বটপত্রে মন্ত্র লিখিয়া তাহা স্রোতোজলে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে বৈরিমন্ত্র পরিত্যাগ করিবে, ইহা স্বয়ং শিব বলিয়াছেন। ১৫। ইতি অকথহচক্র ॥

সহিতান্ লিখেৎ। তত একৈকবর্ণেন সহ একৈকবর্ণং শোধয়েৎ। নাম্নঃ প্রথমব্যঞ্জনেন মন্ত্রস্য প্রথমব্যঞ্জনং দ্বিতীয়াদিনা দ্বিতীয়ব্যঞ্জনং তথা নাম্নঃ প্রথমাদিস্বরৈর্ম্মন্ত্রস্য প্রথমাদিস্বরান্ শোধয়েৎ। যদি তু মন্ত্রাপেক্ষয়া নাম্নঃ নামাপেক্ষয়া মন্ত্রস্য বা বর্ণা অধিকাঃ স্যুস্তদা যাবৎ পর্য্যন্তং সমতা তাবৎ পর্য্যন্তং বর্ণান্ শোধয়েৎ। শেষবর্ণানাং শোধনাভাবেৎপি ন ক্ষতিঃ আদিমধ্যান্তবিভাগশ্চ সমতা সমতাপর্য্যন্তানামেব। আদ্যন্তয়োঃ সিদ্ধবর্ণত্বে ঝটিতি সিদ্ধিঃ আদৌ সাধ্যার্ণঃ শেষে সিদ্ধশ্চেদতিকৃচ্ছ্রেণ। আদাবন্তে সুসিদ্ধঃ সর্ব্বকামদঃ। আদাবন্তে রিপুস্ত্যাজ্যঃ। আদৌ মধ্যে অন্তে চ অরিবর্ণশ্চেৎ মৃত্যুঃ। আদৌ শত্রুর্ম্মধ্যে সিদ্ধঃ শেষে সাধ্যশ্চেৎ কষ্টাৎ কার্য্যসিদ্ধিঃ শেষঃ স্বল্পফলম্। শেষে শত্রুঃ প্রথমে মধ্যমে চ সাধ্যস্তদা বিলম্বেন কার্য্যসিদ্ধিঃ শেষে নশ্যতি। সিদ্ধঃ সুসিদ্ধো বা অরিদ্বয়মধ্যগতশ্চেৎ ত্যাজ্যঃ। এবমেব রাঘবভট্টঃ ॥

(১) অত্রাগমতত্ত্ববিলাসসিদ্ধান্তঃ। দ্রোণমিতে দুগ্ধে মন্ত্রং সহস্রম্ অষ্টোত্তরশতং বা জপ্ত্বা। দুগ্ধং পীত্বা তন্মন্ত্রসহস্রম্ অষ্টোত্তরশতং বা সমুচ্চার্য্য গলাঙ্গুলিসংযোগাদিনা তদ্ দুগ্ধং স্রোতোজলে উদ্গারয়েৎ। দ্রোণস্তু চতূরত্তিকাধিকমাষপঞ্চকাধিকষড়ধিক-সপ্তদশশততোলকানি। তথাচ লৌকিকমানক্রমেণ (৭২) দ্বাসপ্ততিতোলকাত্মকসেরাখ্যপরিমাণস্য সার্দ্ধত্রয়োবিংশতিসেরাশ্চতুর্দ্দশ তোলকানি পঞ্চ মাষাশ্চত্বারো রত্তিকাশ্চ।

অকডম-চক্রম্ ।

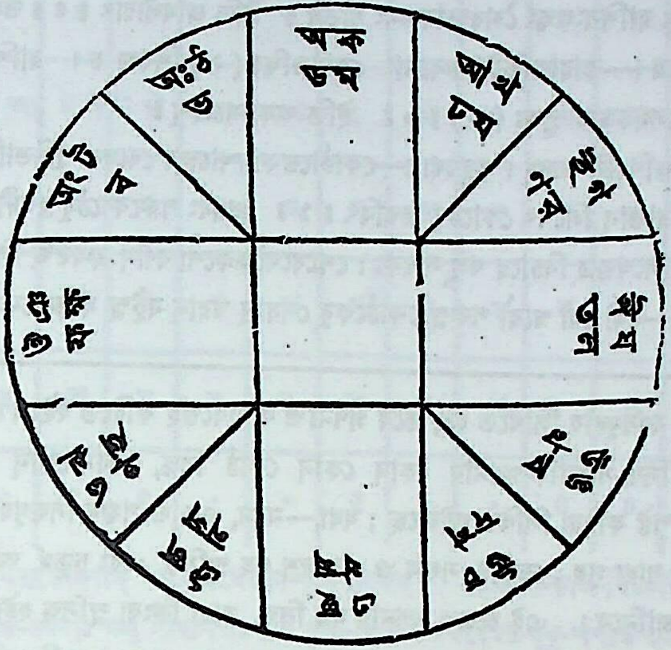

অথ অকডমচক্রম্ ।—রেখাদ্বয়ং পূর্ব্বপরেণ কুর্য্যাত্তন্মধ্যতো যাম্যকুবেরভেদাৎ । মহেশ-রক্ষোঽধিপতিক্রমেণ তির্য্যক্ তথা বায়ুহুতাশনেন ॥ ১ ॥ অকারাদিক্ষকারান্তান্ ক্লীবহীনান্ লিখেত্ততঃ । ঋ-ৠবর্ণদ্বয়ং ৯-ৡ তদ্ধি ক্লীবং প্রচক্ষতে ॥ ২ ॥ একৈকক্রমতো লেখ্যান্ মেষাদিষু বৃষান্তকান্ । গণয়েৎ ক্রমশো ভদ্রে নামাদিবর্ণপূর্ব্বকান্ । মেষাদিতোঽপি মীনান্তং গণয়েৎ ক্রমশঃ সুধীঃ ॥ ৩ ॥ জপ্তুঃ স্বনামতো মন্ত্রী যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরম্ । সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারীন্ (১) পুনঃ সিদ্ধাদয়ঃ পুনঃ । নবৈকপঞ্চমে সিদ্ধঃ সাধ্যঃ ষড্দশযুগ্মকে ঃ

এক্ষণে অকডমচক্র কথিত হইতেছে ;—প্রথমে পূর্ব্বপশ্চিমে তুইটী রেখা, তন্মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে আরও তুইটী রেখা করিবে । পরে কোণাকোণি ঈশান ও নৈর্ঋত কোণে এবং বায়ু ও অগ্নিকোণে তির্য্যগ্‌ভাবে তুই তুইটী রেখা করিয়া একটি রাশিচক্রের মত করিবে । এই চক্রে মেষাদিরাশির মত তত্তদ্‌গৃহে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণাবর্ত্তে ক্লীববর্ণ বাদ দিয়া অকারাদি ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণাবলী এক একটি করিয়া লিখিবে । ঋ ৠ ৯ ৡ এই চারিটী বর্ণকে ক্লীববর্ণ বলে । মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে বৃষ পর্য্যন্ত গৃহে এক একটি করিয়া বর্ণ ক্রমান্বয়ে লিখিবে । [বর্ণবিন্যাস-প্রণালী উল্লিখিত চক্রে দ্রষ্টব্য ।] সাধকের নামাদ্যক্ষর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্তে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপে পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে ; কিন্তু যদি মেষ হইতে মীন পর্য্যন্ত অর্থাৎ

---

(১) সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধোঽরিঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

সুসিদ্ধস্ত্রিসপ্তকে রুদ্রে বেদাষ্টদ্বাদশে রিপুঃ। এতত্তে কথিতং দেবি অকডমাদিকমুত্তমম্ ইদন্তু গোপালবিষয়কম্। (গোপালেঽকডমঃ স্মৃত ইতি বচনাৎ ॥ ৪ ॥ শিববিষয়েঽপি। —বৈষ্ণবং রাশিসংশুদ্ধং শৈবঞ্চাকডমং স্মৃতম্ ॥ ইতি জামলীয়াৎ ॥ ৫ ॥ তথা চ) (১) বারাহীতন্ত্রে।—তারাশুদ্ধির্ব্বৈষ্ণবানাং কোষ্ঠশুদ্ধিঃ (২) শিবস্য চ। রাশিশুদ্ধিস্ত্রৈপুরে চ গোপালেঽকডমঃ স্মৃতঃ (৩) ॥ ৬ ॥ ইতি অকডমচক্রম্ ॥

অথ ঋণিধনি-চক্রম্। তদ্যথা।—কোষ্ঠান্যেকাদশান্যেব বেদেন পূরিতানি চ। অকারাদি-হকারান্তান্ লিখেৎ কোষ্ঠেষু তত্ত্ববিৎ ॥ ১ ॥ প্রথমং পঞ্চকোষ্ঠেষু হ্রস্বদীর্ঘক্রমেণ তু। দ্বয়ং দ্বয়ং লিখেত্তত্র বিচারে খলু সাধকঃ। শেষেষ্বেকৈকশো বর্ণান্ ক্রমতস্তু লিখেৎ সুধীঃ ॥ ২ ॥ তথা,—দ্বৌ দ্বৌ স্বরৌ পঞ্চসু কোষ্ঠকেষু শেষান্ স্বরান্ ষট্‌সু ষড়েকমেকম্। কাদীন্

বামাবর্ত্তে বর্ণসমুদায় লিখিতে হয়, তবে গণনাও বামাবর্ত্তেই করিতে হইবে। এই চক্রে পুনঃপুনঃ সিদ্ধ-সাধ্যাদি-গণনায় কোন্ কোন্ কোষ্ঠ সিদ্ধ, কোন্ কোন্ কোষ্ঠ সাধ্য ইত্যাদি স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে ; যথা,—নবম, এক ও পঞ্চম সিদ্ধগৃহ ; ষষ্ঠ দশম ও দ্বিতীয় সাধ্য গৃহ ; তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশ গৃহ সুসিদ্ধ এবং চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ গৃহ রিপু জানিবে। এই চক্রের গণনায় মন্ত্র সিদ্ধ, সাধ্য কিংবা সুসিদ্ধ হইলে সেই মন্ত্র-গ্রহণে শুভফল হইবে। অরিমন্ত্র-গ্রহণে অশুভ ফল হয় ; অতএব অরিমন্ত্র গ্রহণ করিবে না। সিদ্ধাদি মন্ত্রের ফল অকথহ-চক্রবিবরণে বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে। হে দেবি ! আমি এই উত্তম অকডমাদি-চক্র বিবরণ তোমার নিকট বলিলাম। এই অকডম-চক্র বিচার গোপালের মন্ত্র-সম্বন্ধেই করিবে, ইহা বচন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। পরন্তু শিববিষয়েও অকডমচক্র-বিচারের আবশ্যকতা আছে। যথা ;—বিষ্ণুমন্ত্র-বিষয়ে রাশিচক্র এবং শিববিষয়ে অকডম-চক্র বিচার করিবে। ইহা জামলগ্রন্থে বলিয়াছেন। বারাহী-তন্ত্রেও বলিয়াছেন,—বৈষ্ণব তারাশুদ্ধি, শৈব অকথহ ও ত্রিপুরার উপাসক রাশিচক্রশুদ্ধি এবং গোপালমন্ত্রের উপাসক অকডমচক্রশুদ্ধি দেখিবে। ১—৬। ইতি অকডমচক্র ॥

এক্ষণে ঋণি-ধনী চক্র বলা হইতেছে যথা—তত্ত্বজ্ঞানী প্রথমতঃ একাদশ কোষ্ঠ আঁকিয়া সেগুলিকে চারি কোষ্ঠ দ্বারা পূরণ করিয়া একটী চক্র অঙ্কিত করিবেন। বুদ্ধিমান্ সাধক প্রথম পাঁচটী কোষ্ঠে হ্রস্ব দীর্ঘক্রমে দুই দুইটী করিয়া ১০টী স্বরবর্ণ লিখিয়া অবশিষ্ট কোষ্ঠে এক একটি করিয়া বর্ণ লিখিবে। আর একটী বচনে স্পষ্ট বলা হইয়াছে—পাঁচটী কোষ্ঠে দুই দুইটী করিয়া ১০টী স্বরবর্ণ লিখিবে। অবশিষ্ট ছয়টী স্বর ছয় কোষ্ঠে লিখিবে।

---

(১) বন্ধনাস্থঃ পাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকে নাস্তি। (২) অকথহশুদ্ধিঃ।

(৩) (খ) পুস্তকেঽত্র—অকডমো বামনে চ গণেশে হরচক্রকম্। কোষ্ঠচক্রং বরাহস্য সহলক্ষ্ম্যাঃ কুলাকুলম্। নামাদিচক্রে সর্ব্বেষাং ভূতচক্রে তথৈব চ। ত্রৈপুরে তারচক্রে চ শুদ্ধমন্ত্রং জপেদ্বুধঃ ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

ঋণি-ধনি-চক্রম্।

সাধ্যাঙ্ক	৬	৬	৬	০	৩	৪	৪	০	০	০	৩
	অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ
	ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ
সাধকাঙ্ক	২	২	৫	০	০	২	১	০	৪	৪	১

হশেষান্ বিলিখেত্ততোহর্ণান্ একৈকমেকাদশকোষ্ঠকেষু। ষট্কাল-কাল-বিয়দগ্নি-সমুদ্র-বেদ-খাকাশ-শূন্য-দহনাঃ খলু সাধ্যবর্ণাঃ ॥৩॥ যুগ্ম-দ্বি-পঞ্চ-বিয়দম্বর-যুক্-শশাঙ্ক-ব্যোমাব্ধি-বেদশশিনঃ খলু সাধকার্ণাঃ। নামাজ্ঝলা (১) দকঠবাদ্ গজভুক্তশেষং স্যাদ্বোভয়োরধিকশেষমৃণং ধনং স্যাৎ ॥ অস্যার্থঃ।—সাধ্যবর্ণান্ স্বর-ব্যঞ্জন-ভেদেন পৃথক্কৃতান্ ষট্কালাদ্যৈর্গুণিতান্ কৃত্বা তথা সাধকনামাক্ষরাণি স্বরব্যঞ্জনরূপেণ পৃথক্কৃতানি যুগ্মাদ্যৈরঙ্কৈর্গুণিতানি কৃত্বা অষ্টসংখ্যাভির্হৃত্বা উভয়োঃ সাধ্যসাধকয়োর্যদধিকং তদৃণং যন্ন্যূনং

তাহার প্রত্যেক একাদশ কোষ্ঠে ক হইতে হ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট বর্ণগুলিকে এক একটি করিয়া লিখিবে। এই চক্রের উপরিভাগে ৬, ৬, ৬, ০, ৩, ৪, ৪, ০, ০, ০, এবং ৩ এই একাদশটী অঙ্ক লিখিবে। এই সকল অঙ্কের নাম সাধ্যাঙ্ক, মন্ত্রের অক্ষর গ্রহণ করিয়া গণনা করিবার সময়ে এই সকল অঙ্ক লইবে। আর নিম্নভাগে ২, ২, ৫, ০, ০, ২, ১, ০, ৪, ৪,১, এই একাদশটী অঙ্ক লিখিবে। ইহাদের নাম সাধকাঙ্ক। সাধকের অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহীতার নামের অক্ষর ধরিয়া গণনা কালে এই সকল অঙ্ক গ্রহণ করিবে। এক্ষণে এই চক্র দ্বারা কিরূপে মন্ত্রশুদ্ধি বিচার করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন,—মন্ত্রগ্রহীতার ডাকনাম বা রাশিঘটিত নাম লইয়া তাহাতে যতগুলি অক্ষর (স্বর ও ব্যঞ্জন) আছে, সেগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ রাখিয়া প্রত্যেক অক্ষরের সাধকাঙ্কগুলি লইয়া যোগ করিবে; ঐ যোগফলকে ৮ দিয়া ভাগ দিলে ভাগ-শেষ যাহা থাকিবে, তাহা স্বতন্ত্র রাখিবে। পরে মন্ত্রের

---

(১) নামাজ্ঝলাদিতি ল্যব্লোপে পঞ্চমী। নামসম্বন্ধিস্বরব্যঞ্জনসমুদায়ং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। ইতি (আ০ ত০ বি০)।

তদ্ধনং জ্ঞাত্বা মন্ত্রং দদ্যাৎ। মন্ত্রশ্চেদৃণী ভবতি তদা শুভদো ভবতি ধনী চেন্ন ॥৪॥ তথাচ তন্ত্রান্তরে।—মন্ত্রো যদ্যধিকাঙ্কঃ স্যাত্তদা মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ। সমেঽপি চ জপেন্মন্ত্রং ন জপেত্তু ঋণাধিকে। শূন্যে (১) মৃত্যুং বিজানীয়াৎ তস্মাচ্ছূন্যং পরিত্যজেৎ। ঋণাধিকে ধনে ॥ ৫ ॥ তথা—ইন্দ্রর্ক্ষনেত্ররবিপঞ্চদশর্ত্তুবেদবহ্ন্যায়ুধাষ্ট-নবভির্গুণিতাংশ্চ সাধ্যান্। দিগ্‌ভূ-গিরি-শ্রুতি-গজাগ্নি-মুনীষু-বেদষড়্‌বহ্নিভিস্তু গুণিতানথ সাধকার্ণান্। ষটকালেত্যাদিকন্তু বিষ্ণুবিষয়ং রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বাদিতি কেচিৎ। বস্তুতস্তু পূর্ব্বস্যৈব বিবরণমিদম্ ॥৬॥ তথা চ ইন্দ্রর্ক্ষনেত্র ইত্যাদ্যভিধায় নামার্ণ-কোষ্ঠাঙ্কমথাভিহন্যাদেকাদিরুদ্রাঙ্কগতং (২) ক্রমেণ ইতি ॥ ৭ ॥ ব্যক্তং রুদ্রযামলে।—সাধ্যাঙ্কান্ সাধকাঙ্কাংশ্চ পূরয়েদ্ গৃহসংখ্যয়া (৩)। গুণিতে তু হৃতেঽষ্টাভির্যচ্ছেষং জায়তে স্ফুটম্। তদঙ্কং কথয়াম্যত্র একাদশগৃহস্থিতম্। ইত্যুক্তা ষট্‌কাল-কাল ইত্যাদ্যুক্তম্ ॥ ৮ ॥ তন্ত্রার্ণবে।—মন্ত্রস্ত্বৃণী শুভফলোঽপ্যশুভো ধনী চ, তুল্যং যদা সমফলঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ ॥ ৯ ॥ অন্যত্র,—শূন্যে মৃত্যুমবাপ্নোতি ধনে চ বিফলং ভবেৎ। ঋণে তু প্রাপ্তিমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিস্তু জায়তে ॥ ১০ ॥ প্রকারান্তরম্ (৪)।—নামাদ্যক্ষরমারভ্য যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরম্। ত্রিধা কৃত্বা স্বরৈর্ভিন্নং তদন্তদ্বিপরীতকম্ (৫)। অস্যার্থঃ।—সাধকনামাদ্যক্ষরতো গণনয়া মন্ত্রাদিমাক্ষরং যাবৎ সংখ্যং ভবতি তৎসংখ্যাং ত্রিধা (৬) কৃত্বা সপ্তভির্হরেৎ অধিকম্ ঋণং শেষং ধনং স্যাৎ (৭)। তদন্যদিতি মন্ত্রাদ্যক্ষরমারভ্য যাবৎ সাধকনামাদ্যক্ষরং ভবেৎ, তাবৎসংখ্যং সপ্তগুণং কৃত্বা ত্রিভির্হরেৎ (৮) ॥ ১১ ॥ অন্যচ্চ পিঙ্গলামতে।—সাধ্যনাম দ্বিগুণিতং সাধকেন সমন্বিতম্। অষ্টাভিশ্চ হরেচ্ছেষং তদন্যদ্বিপরীতকম্। অস্যার্থঃ।—সাধ্যনাম স্বরব্যঞ্জনভেদেন দ্বিগুণীকৃত্য সাধকনামাক্ষরেণ স্বরব্যঞ্জনভেদেন সংযোজ্য অষ্টাভির্হৃত্বা ঋণং ধনং জ্ঞেয়ম্। (৯) তদন্যদিতি সাধকনামাক্ষরং স্বরব্যঞ্জন-

প্রত্যেক বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রাখিয়া প্রতিবর্ণের সাধ্যাঙ্ক যোগ করিয়া যোগফলকে ৮ দিয়া ভাগ করিবে এবং ভাগশেষ পৃথক্ রাখিবে। যাহার ভাগশেষ অধিক, তাহাকে ঋণী বলে, এবং যাহার ভাগশেষ অল্প, তাহাকে ধনী বলে। ঋণী মন্ত্র শুভদায়ক, ধনী মন্ত্র অশুভজনক। উভয়ের ভাগশেষ সমান হইলে সে মন্ত্র গ্রাহ্য, ধনী মন্ত্র গ্রাহ্য নহে।

---

(১) শূন্যে মন্ত্রে। (২) তথাচ ইন্দ্রসংখ্যাপূরণমেকেন, ঋক্ষসংখ্যাপূরণং দ্বিত্বসংখ্যয়া এবং নেত্রসংখ্যাপূরণং ত্রিত্বসংখ্যয়া ইত্যাদি (খ) পুস্তকটিপ্পনী।

(৩) চক্রস্থ একত্বদ্বিত্বাদিনা ইতি (খ) টিপ্পনী। (৪) প্রকারান্তরম্ ঋণিধনিচক্রস্যৈব প্রদর্শ্যতে ইত্যর্থঃ।

(৫) সপ্তভির্হৃত্বা শেষং স্থাপয়েদিতি সাধকস্য। (৬) তৎসংখ্যাং মন্ত্রসংখ্যাং, তথাচ সাধকনামাক্ষরমারভ্য গণনয়া সাধ্যনামাক্ষরং গৃহ্নীয়াদিত্যর্থঃ। যথা যস্য সাধকস্য নামাক্ষরং ককারঃ সাধ্যাক্ষরগণনয়া ত্রিসংখ্যা নবধা ত্রিসংখ্যায়াস্ত্রৈগুণ্যে নব সংখ্যা অষ্টাভির্হৃতে একমবশিষ্টমিত্যাদিক্রমেণ বোধ্যম্ (খ) টিপ্পনী। (৭) ইতি সাধ্যনির্ণয়ঃ। (৮) ইতি সাধকনির্ণয়ঃ।

(৯) তদন্যদিতি মন্ত্রাদ্যক্ষরমারভ্য সাধকাদ্যাক্ষরং যাবৎসংখ্যং ভবতি তৎসংখ্যাং সপ্তভিঃ পূরয়িত্বা ত্রিভির্হরেৎ। শেষং স্থাপয়েদিতি সাধ্যস্য। উভয়োরাধিক্যম্ ঋণং ন্যূনং ধনমিতি। আ০ ত০ বি০।

ভেদেন দ্বিগুণীকৃত্য সাধ্যাক্ষরেণ স্বরব্যঞ্জনভেদেন সংযোজ্য অষ্টাভির্হৃত্বা অধিকম্ ঋণং শেষং ধনং জ্ঞেয়ম্ (১) (২) ॥ ১২ ॥ ইতি ঋণিধনিচক্রম্ ॥

নামগ্রহণপ্রকারমাহ সনৎকুমারসংহিতায়াম্।—পিতৃমাতৃকৃতং নাম ত্যক্ত্বা শর্ম্মাদিদেবকান্। শ্রীবর্ণঞ্চ তথা হিত্বা চক্রেষু বিনিযোজয়েৎ (৩) ॥ ১ ॥ নামগ্রহণমাহ পিঙ্গলায়াম্।—প্রসিদ্ধং যদ্ভবেন্নাম কিংবাস্য জন্মনাম চ। যতীনাং পুষ্পপাতেন গুরুণা যৎ কৃতং ভবেৎ ॥ ২ ॥ তন্ত্রান্তরে।—লোকপ্রসিদ্ধমথবা মাত্রা পিত্রা তথা কৃতম্ ॥ ৩ ॥ রুদ্র-

মন্ত্রের অঙ্কের ভাগফল কিছুই না থাকিলে অর্থাৎ সাধ্যাঙ্ক শূন্য হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিলে মন্ত্রগ্রহীতার মৃত্যু হয়, এই কারণে শূন্য পরিত্যাগ করিবে। তবে সাধকাঙ্ক ও সাধ্যাঙ্ক উভয়াঙ্ক শূন্য হইলেও "ভাগশেষ সমান হইলে গ্রাহ্য" এই বিশেষ বচনে উহা গ্রাহ্য হইবে। ১—১২।

ঋণিধনিচক্র তিন প্রকার; তন্মধ্যে প্রথমপ্রকারই প্রচলিত। তাহারই মর্ম্মানুবাদ দেওয়া হইল, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই পরিস্ফুট করা যাইতেছে। যথা গোপীপতি—গ+ও প্ ঈ প অ ত ই ৫+০+৪+২+৪+২+০+২=১৯÷৮=২ (৩ ভাগশেষ) মন্ত্র হ্রীং হ র্ ঈং ৩+৩+৬+০=১২÷৮=১ (ভাগশেষ ৪) এস্থলে সাধ্য (মন্ত্র) ঋণী হওয়ায় গোপীপতিকে ঐ মন্ত্র দেওয়া যাইবে। হরিপদ—হ্ অ র্ ই প্ অ দ্ অ ১+২+০+২+৪+২+১+২=১৪÷৮=১ (ভাগশেষ ৬) এস্থলে সাধ্য মন্ত্র ধনী হওয়ায় ঐ মন্ত্র হরিপদকে দেওয়া যায় না। সাধ্য ক্লীং—ক্ ল্ ঈং ৬+৪+৬+০=১৬÷৮ (ভাগশেষ ০) এই স্থলে সাধ্য (মন্ত্র) ০ হওয়ায় গোপীপতি ও হরিপদকে ক্লীং মন্ত্র দেওয়া যায় না। তবে যাহার নামের ভাগশেষ শূন্য থাকিবে তাহাকে দেওয়া যায়। ঋণিধনিচক্র সমাপ্ত।

মন্ত্রগ্রহীতার নাম কিরূপভাবে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা সনৎকুমার সংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে,—পিতা মাতা যে নাম রাখিয়াছেন, সেই নামের দেবশর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি ও শ্রী পরিত্যাগ করিয়া অপর বর্ণ সকল গ্রহণ করিবে ॥ ১ ॥ বহুনাম থাকিলে কোন্ নাম লইতে হইবে তাহা পিঙ্গলাতন্ত্রে বলিয়াছেন,—যাহার যে নাম প্রসিদ্ধ অথবা জন্মকালে যে নাম রাখা হইয়াছে এবং যতিগণের সম্বন্ধে গুরু পুষ্পপাত দ্বারা

---

(১) ত্রিগুণম্।

(২) ঋণিধনিচক্রস্য তৃতীয়প্রকারবচনব্যাখ্যানপ্রকার আগমতত্ত্ববিলাসোক্তো যথা।—"সাধ্যমন্ত্রবর্ণাঃ স্বরব্যঞ্জনভেদেন যাবৎসংখ্যাস্তৎসংখ্যাং দ্বিগুণীকৃত্য স্বরব্যঞ্জনভেদেন সাধকনামবর্ণাঙ্কসংযুক্তং কৃত্বা অষ্টাভির্হৃত্বা শেষং স্থাপয়েদিতি সাধ্যস্য। তদন্যদিতি স্বরব্যঞ্জনভেদেন যাবৎসংখ্যাস্তৎসংখ্যাং দ্বিগুণীকৃত্য স্বরব্যঞ্জনভেদেন সাধ্যবর্ণাঙ্কসংযুক্তং কৃত্বা অষ্টাভির্হৃত্বা শেষং স্থাপয়েদিতি সাধকস্য। উভয়োরধিকম্ ঋণং ন্যূনং ধনমিতি এতৎপ্রকারদ্বয়ং শক্তিমাত্রবিষয়কমিতি কেচিৎ। বস্তুতস্তু সর্ব্ববিষয়কমেব। অত এব ঋণধনশোধনং প্রকারত্রয়ান্যতমপ্রকারেণ কর্ত্তব্যমিতি রাঘবভট্টঃ। (৩) যোজয়েৎ ক্রমাৎ। পাং

যামলে।—সুপ্তো জাগর্ত্তি যেনাসৌ দূরস্থঃ প্রতিভাষতে। বদত্যন্যমনস্কোঽপি তন্নাম গ্রাহ্যমত্র তু ॥ ৪ ॥

দেবতাভেদেন চক্রবিচারস্যাবশ্যকতামাহ বারাহীতন্ত্রে জামলাদৌ চ।—তারাশুদ্ধি বৈষ্ণবানাং কোষ্ঠশুদ্ধিঃ (১) শিবস্য চ। রাশিশুদ্ধিস্ত্রৈপুরে চ গোপালেঽকডমঃ স্মৃতঃ ॥ ১॥ অকডমো রামচন্দ্রে গণেশে হরচক্রকম্। কোষ্ঠচক্রং বরাহস্য মহালক্ষ্ম্যাঃ কুলাকুলম্ ॥ ২ ॥ নামাদিচক্রং সর্ব্বেষাং ভূতচক্রং তথৈব চ। ত্রৈপুরং তারকে চক্রে শুদ্ধং মন্ত্রং জপেদ্‌বুধঃ ॥ ৩॥ তথা, বৈষ্ণবং রাশিসংশুদ্ধং শৈবঞ্চাকডমং স্মৃতম্। কালিকায়াশ্চ তারায়াস্তারাচক্রং শুভাবহম্ ॥ ৪ চণ্ডিকায়াস্তারকোষ্ঠে গোপালেঽকডমং স্মৃতম্। হরচক্রে (২) সর্ব্ব-

---

যে নাম রাখিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিবে ॥ ২ ॥ তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—লোকপ্রসিদ্ধ নাম ও মাতা-পিতা কর্ত্তৃক রক্ষিত নাম গ্রহণ করিবে ॥ ৩ ॥ রুদ্রযামলে বলিয়াছেন,—যে নাম ধরিয়া ডাকিলে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগিয়া উঠে, দূরে থাকিলে প্রত্যুত্তর দেয় এবং যে নাম ধরিয়া ডাকিলে অন্যমনস্ক অবস্থায়ও প্রত্যুত্তর প্রদান করে, সেই নাম এইস্থলে গ্রহণ করিবে ; তাহাতে চক্রশুদ্ধি না হইলে রাশিনামাদি গ্রাহ্য ॥ ৪ ॥

দেবতাবিশেষে চক্রবিশেষের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন তন্ত্রপ্রমাণে বলিতেছেন।—বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণে নক্ষত্রচক্র, শিবমন্ত্রে অকথহচক্র, ত্রিপুরামন্ত্রে রাশিচক্র, গোপালমন্ত্র ও রামমন্ত্রে অকডমচক্র, গণেশ-মন্ত্রে হরচক্র, বরাহমন্ত্রে অকথহচক্র এবং মহালক্ষ্মী-মন্ত্রে কুলাকুলচক্র বিচার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে। ঋণিধনিচক্র এবং কুলাকুলচক্র সকল মন্ত্রগ্রহণেই বিচার করিবে ; আর ত্রিপুরার মন্ত্রে নক্ষত্রচক্র বিচার করিবে। ১—৩। বিষ্ণুমন্ত্রে রাশিচক্র, শিবমন্ত্রে অকডমচক্র, কালীমন্ত্র ও তারা-মন্ত্রগ্রহণে নক্ষত্রচক্র, চণ্ডিকামন্ত্রে নক্ষত্রচক্র ও অকথহচক্র এবং গোপালমন্ত্রে অকডমচক্র বিচার করিবে। সকলমন্ত্রই হরচক্র বিচার করিয়া

---

(১) অকথহচক্রবিচারঃ। (২) আগমতত্ত্ববিলাসে হরচক্রনিরূপণপ্রকারো যথা।—"অথ হরচক্রম্। তথাচ রুদ্রযামলে। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি হরচক্রং শুভোদয়ম্। যজ্‌জ্ঞাত্বা জ্ঞানবান্ লোকো জায়তে মন্ত্রবিত্তমঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন হরচক্রং বিচারয়েৎ। অন্যথা বর্জ্জয়েন্মন্ত্রমিত্যাহ ভগবান্ শিবঃ। কুর্য্যাৎ ক্ষেত্রঞ্চ দেবানাং তারাকোষ্ঠসমন্বিতম্। তৎ পুনর্বিভজেন্মন্ত্রী বিধায় কর্ণসূত্রকম্। তারাকোষ্ঠসমন্বিতমিতি নবকোষ্ঠসমন্বিতমিত্যর্থঃ। তদুক্তং তন্ত্রে—চতস্রঃ পূর্ব্বগা রেখাশ্চতস্রো দক্ষিণাগ্রকাঃ কোণরেখাং ততো দদ্যাৎ হরচক্রমিদং ভবেৎ। দিক্ষু দুর্গাঞ্চ বাণীঞ্চ তারাঞ্চ ভৈরবীং তথা। ঈশানাদ্যং বিবস্বন্তং ক্রমাচ্চ ত্বরিতাং তথা। ইন্দ্রাক্ষীঞ্চৈব হেরম্বং পিতামহমনন্তরম্। মহামায়াঞ্চ কালীঞ্চ যদন্যৎ সামদৈবতম্। ঐশান্যাদিদ্বয়দ্বন্দ্বং শোভিতং ত্রিপুরাদিভিঃ। ত্রিপুরাদয়স্ত তন্ত্রে। ত্রিপুরাং ভুবনেশীঞ্চ পীঠেশীং ত্র্যম্বকং তথা। বাসুদেবং শ্রিয়ঞ্চৈব ছিন্নমস্তাঞ্চ চণ্ডিকাম্। অস্যার্থঃ—পূর্ব্বস্যাং দুর্গাং দক্ষিণস্যাং বাণীং পশ্চিমায়াং তারাম্ উত্তরস্যাং ভৈরবীম্। এবমীশকোষ্ঠদ্বয়স্যৈকস্মিন্ বিবস্বন্তং পরস্মিন্ ত্বরিতাম্। বহ্নিকোষ্ঠদ্বয়স্যৈকস্মিন্ ইন্দ্রাক্ষীমপরস্মিন্ হেরম্বম্। নৈঋর্তকোষ্ঠদ্বয়স্যৈকস্মিন্ পিতামহং পরস্মিন্ মহামায়াম্।

মন্ত্রং ধনাধিক্যে ন চাশ্রয়েৎ ॥ ৫ ॥ ঋণাধিক্যে শুভং বিদ্যাদ্ধনাধিক্যেন নো বিধিঃ । দোষান্ সংশোধ্য গৃহ্নীয়ান্মধ্যদেশোদ্ভবস্য চ ॥ ৬ ॥

অথ দীক্ষাপ্রকরণম্ ।—গুরুর্দীক্ষাপূর্ব্বদিনে স্বশিষ্যমভিমন্ত্রয়েৎ । দর্ভশয্যাং পরিষ্কৃত্য শিষ্যং তত্র নিবেশয়েৎ ॥ ১ ॥ স্বাপমন্ত্রেণ মন্ত্রজ্ঞঃ শিশোঃ শিখাঃ প্রবন্ধয়েৎ । তন্মন্ত্রং স্বাপসময়ে পঠেদ্বারত্রয়ং শিশুঃ ॥ ২ ॥ শ্রীগুরোঃ পাদুকাং ধ্যাত্বা উপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ । তারো হিলিদ্বয়ং শূলপাণয়ে দ্বিঠ ঈরিতম্ । স্বপমানস্য মন্ত্রোঽয়ং শম্ভুনা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৩॥ “নমো জয় ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাত্মনে । রামায় বিশ্বরূপায় স্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ ॥ ৪ ॥ স্বপ্নে কথয় মে তথ্যং সর্ব্বকার্য্যেষ্বশেষতঃ । ক্রিয়াসিদ্ধিং বিধাস্যামি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর” ॥ ৫ ॥ ইতি মন্ত্রেণ সচ্ছিষ্যো দেবং প্রার্থ্য স্বপেচ্চ বা । স্বপ্নে শুভাশুভং দৃষ্টং পৃচ্ছেৎ প্রাতঃ শিশুং গুরুঃ ॥ ৬ ॥ কন্যাং ছত্রং রথং দীপং প্রাসাদং কমলং নদীম্ । কুঞ্জরং বৃষভং মাল্যং সমুদ্রং ফণিনং দ্রুমম্ । পর্ব্বতং তুরগং মেধ্যামমাংসং সুরাসবম্ । এবমাদীনি সর্ব্বাণি দৃষ্ট্বা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ইতি মন্ত্রসিদ্ধিজ্ঞাপনার্থং শিষ্যাভিমন্ত্রণম্ ॥৭॥

গ্রহণ করিবে । ঋণি-ধনি-চক্রের বিচারে ধনী মন্ত্র গ্রহণ করিবে না । ঋণী মন্ত্রে শুভ জানিবে । ধনি মন্ত্র-গ্রহণে বিধি নাই । মধ্যদেশজাত ব্যক্তির পক্ষে দোষ-সংশোধন-পূর্ব্বক মন্ত্র গ্রাহ্য । ৪—৬ ।

এক্ষণে দীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে ।—দীক্ষার পূর্ব্বদিবসে গুরু শিষ্যকে কুশশয্যাতে বসাইয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন করিবেন এবং শিষ্যও নিদ্রার পূর্ব্বে এই মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া শ্রীগুরুর পাদুকা ধ্যান করত শয়ন করিবে । মন্ত্রটি এই—“ওঁ হিলি হিলি শূলপাণয়ে স্বাহা” । নিদ্রাকালের এই মন্ত্র মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন । অথবা শিষ্য “নমো জয় ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাত্মনে । রামায় বিশ্বরূপায় স্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ । স্বপ্নে কথয় মে তথ্যং সর্ব্বকার্য্যেষ্বশেষতঃ । ক্রিয়াসিদ্ধিং বিধাস্যামি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥” এইমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নিদ্রাকালে শুভ দেখিবার জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিবে । পরদিন প্রাতঃকালে গুরু শিষ্যের নিকট স্বপ্নদৃষ্ট শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিবেন । ১—৬ । শিষ্য যদি স্বপ্নে কন্যা, ছত্র, রথ, প্রদীপ, অট্টালিকা, পদ্ম, নদী, হস্তী, বৃষ, মাল্য, সমুদ্র, সর্প, বৃক্ষ, পর্ব্বত,

---

নায়ু,কোষ্ঠবরস্যৈকস্মিন্ কালীয়পরস্মিন্ চক্রম্ । এবং তত্র তত্র ত্রিপুরাভুবনেশ্বর্য্যৌ, পীঠেশীত্র্যম্বকৌ বাসুদেবশ্রিয়ৌ, ছিন্নমস্তাংশুকে লিখেৎ । বর্ণলিখনক্রমমাহ তত্রৈব । পঞ্চাশদ্বিলিখেদ্বর্ণানীশকোষ্ঠাদিতঃ ক্রমাৎ । নামাদ্যক্ষরমারভ্য যাবদেবার্ণগোচরম্ । সংশুদ্ধৌ গ্রহণং কুর্য্যাদশুদ্ধৌ ন কদাচন । ধনং পুত্রঞ্চ লাভঞ্চ নিধনঞ্চৈব বিহ্বলাম্ । মুক্তিং সৌখ্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ রিপুং মিত্রঞ্চ কামদম্ । ভীষণং চিন্তয়েৎ কোষ্ঠে হরচক্রমিতীরিতম্ । অস্যার্থঃ স্বনামাদ্যক্ষরস্থগৃহাচ্চতুর্থপঞ্চমনবমদ্বাদশগৃহস্থদেবতা ন গ্রাহ্যাঃ ।

অথ দীক্ষাকালঃ। গৌতমীয়ে।—মন্ত্রারম্ভস্তু চৈত্রে স্যাৎ সমস্তপুরুষার্থদঃ। বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠে তু মরণং ভবেৎ ॥ ১ ॥ আষাঢ়ে বন্ধুনাশঃ স্যাৎ পূর্ণায়ুঃ শ্রাবণে ভবেৎ। প্রজানাশো ভবেদ্ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ ॥ ২ ॥ কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ। পৌষে তু শত্রুপীড়া স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩ ॥ ফাল্গুনে সর্ব্বকামাঃ স্যুর্ম্মলমাসং বিবর্জ্জয়েৎ। চৈত্র ইতি গোপালবিষয়ং গৌতমীয়োক্তত্বাৎ। মধুমাসে ভবেদ্দীক্ষা দুঃখায় মরণায় চ। ইতি যোগিনীতন্ত্রান্নাত্র ॥ ৪ ॥ তথা,—জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুপ্রদা বিদ্যা আষাঢ়ে সুখসম্পদঃ। ইতি যোগিনীহৃদয়াদাষাঢ়ে শ্রীবিদ্যায়াং ন দোষঃ ॥ অত্র চ মাসঃ সৌর এব। সৌরে মাসি শুভা দীক্ষা ন চান্দ্রে ন চ তারকে। ইতি গৌতমীয়াৎ ॥ ৫ ॥ বৈশম্পায়নসংহিতায়াম্।—মন্ত্রস্যারম্ভণং মেষে ধনধান্যপ্রদং ভবেৎ। বৃষে মরণমাপ্নোতি মিথুনেহপত্যনাশনম্ ॥ ৬ ॥ কর্কটে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সিংহে মেধাবিনাশনম্। কন্যা লক্ষ্মীপ্রদা নিত্যং তুলায়াং সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ৭ ॥ বৃশ্চিকে স্বর্ণলাভঃ স্যাদ্ধনুর্ম্মানবিনাশকম্। মকরঃ পুণ্যদঃ প্রোক্তঃ কুম্ভো ধনসমৃদ্ধিদঃ। মীনো দুঃখপ্রদো নিত্যমেবং মাসবিধিক্রমঃ ॥ ৮ ॥

অশ্ব, পবিত্র আমমাংস, মদ্য এবং আসব এই সকল দ্রব্য দর্শন করে, তবে তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। মন্ত্রসিদ্ধি-জ্ঞাপনার্থ এই প্রকারে গুরু শিষ্যকে অভিমন্ত্রণ করিবেন ॥ ৭ ॥

এক্ষণে দীক্ষার কাল বলা হইতেছে।—গৌতমীয়তন্ত্রে চৈত্রমাসে মন্ত্রগ্রহণে সমস্ত পুরুষার্থ লাভ হয়, বৈশাখ মাসে রত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠ মাসে মৃত্যু, আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণ মাসে দীর্ঘজীবন, ভাদ্রমাসে সন্তাননাশ, আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষ মাসে শত্রুপীড়া, মাঘে মেধাবৃদ্ধি এবং ফাল্গুন মাসে সর্ব্বকামনাসিদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু যদি উক্ত বিহিতমাস মলমাস হয়, তবে তাহা বর্জ্জন করিবে। চৈত্রমাসে যে দীক্ষার ব্যবস্থা দেওয়া হইল, তাহা গোপাল-মন্ত্র বিষয়ে জানিবে; কারণ, গৌতমীয়তন্ত্রে গোপাল-প্রস্তাবেই এই বচন বলা হইয়াছে, অন্য দেবতা সম্বন্ধে নহে; কারণ, চৈত্রমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিলে মৃত্যু ও দুঃখলাভ ঘটিয়া থাকে, ইহা যোগিনীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে। ১—৪। জ্যৈষ্ঠমাসে মন্ত্রগ্রহণে মৃত্যু এবং আষাঢ়ে সুখ-সম্পত্তি হয় এই যোগিনীহৃদয়ের বচনে আষাঢ় মাসে শ্রীবিদ্যার মন্ত্রগ্রহণে দোষ নাই। দীক্ষাসম্বন্ধে সৌরমাস গ্রাহ্য, তদ্বিষয়ে গৌতমীয়তন্ত্রের বচন,—সৌরমাসে দীক্ষা-গ্রহণে শুভফল হয়, চান্দ্র ও নাক্ষত্রমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। বৈশম্পায়নসংহিতায় স্পষ্ট কথিত হইয়াছে, সৌর বৈশাখ মাসে মন্ত্রগ্রহণে ধনধান্য-লাভ, সৌর জ্যৈষ্ঠে মৃত্যু, আষাঢ়ে সন্তাননাশ. সৌর শ্রাবণে মন্ত্রসিদ্ধি, সৌর ভাদ্রে মেধাক্ষয়, সৌর আশ্বিনে লক্ষ্মীলাভ, সৌর কার্ত্তিকে সর্ব্বসিদ্ধি, সৌর অগ্রহায়ণে স্বর্ণলাভ, সৌর পৌষে মানহানি, সৌর মাঘে পুণ্যসঞ্চয় সৌর ফাল্গুনে ধনসমৃদ্ধি এবং সৌর চৈত্রমাসে দুঃখলাভ হইয়া থাকে। দীক্ষা-সম্বন্ধে মাস-ব্যবস্থা বলা হইল। ৫—৮।

অথ বারনিয়মঃ।—রবিবারে ভবেদ্বিত্তং সোমে শান্তির্ভবেৎ কিল। আয়ুরঙ্গারকো হন্তি তত্র দীক্ষাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১ ॥ বুধে সৌন্দর্য্যমাপ্নোতি জ্ঞানং স্যাত্তু বৃহস্পতৌ। শুক্রে সৌভাগ্যমাপ্নোতি যশোহানিঃ শনৈশ্চরে ॥ ২ ॥

অথ তিথিনিয়মঃ। আগমকল্পদ্রুমে।—প্রতিপদি কৃতা দীক্ষা জ্ঞাননাশকরী মতা। দ্বিতীয়ায়াং ভবেজ্‌জ্ঞানং তৃতীয়ায়াং শুচির্ভবেৎ ॥ ১ ॥ চতুর্থ্যাং বিত্তনাশঃ স্যাৎ পঞ্চম্যাং বুদ্ধিবর্দ্ধনম্। ষষ্ঠ্যাং জ্ঞানক্ষয়ঃ সৌখ্যং লভতে সপ্তমীদিনে ॥ ২ ॥ অষ্টম্যাং বুদ্ধিনাশঃ স্যান্নবম্যাং বপুষঃ ক্ষয়ঃ। দশম্যাং রাজসৌভাগ্যমেকাদশ্যাং শুচির্ভবেৎ ॥ ৩ ॥ দ্বাদশ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাত্ত্রয়োদশ্যাং দরিদ্রতা। তির্য্যগ্‌যোনিশ্চতুর্দ্দশ্যাং হানির্মাসাবসানকে (১) ॥ ৪ ॥ পক্ষান্তে (২) ধর্ম্মবৃদ্ধিঃ স্যাদস্বাধ্যায়ং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫ ॥ অস্বাধ্যায়মাহ (৩)।—সন্ধ্যাগর্জ্জিত-নির্ঘোষ-ভূকম্পোল্কানিপাতনম্। এতানন্যাংশ্চ দিবসান্ শ্রুত্যুক্তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬ ॥ দ্বিতীয়া পঞ্চমী চৈব ষষ্ঠী চৈব বিশেষতঃ। দ্বাদশ্যামপি কর্ত্তব্যং ত্রয়োদশ্যামথাপি বা। ইতি যৎ ষষ্ঠী-ত্রয়োদশী-বিধানং তদ্বিষ্ণুবিষয়ং রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বাৎ ॥ “পঞ্চমী সপ্তমী

দীক্ষাসম্বন্ধে বার-নির্ণয়।—রবিবারে দীক্ষাগ্রহণে ধনলাভ, সোমবারে শান্তি, মঙ্গলবারে আয়ুঃক্ষয়, অতএব মঙ্গলবারে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। বুধে সৌন্দর্য্যলাভ, বৃহস্পতিবারে জ্ঞানলাভ, শুক্রবারে সৌভাগ্যলাভ এবং শনিবারে যশোহানি হইয়া থাকে। ১—২।

অনন্তর দীক্ষা-সম্বন্ধে তিথি-ব্যবস্থা বলা হইতেছে।—আগমকল্পদ্রুমে বলিয়াছেন,—প্রতিপদে দীক্ষা-গ্রহণে জ্ঞাননাশ, দ্বিতীয়ায় জ্ঞানলাভ, তৃতীয়ায় পুণ্যলাভ, চতুর্থীতে ধননাশ, পঞ্চমীতে বুদ্ধিবৃদ্ধি, ষষ্ঠীতে জ্ঞানক্ষয়, সপ্তমীতে সুখলাভ, অষ্টমীতে বুদ্ধিনাশ, নবমীতে দেহক্ষয়, দশমীতে রাজসৌভাগ্যলাভ, একাদশীতে শুচিতালাভ, দ্বাদশীতে সর্ব্বসিদ্ধি, ত্রয়োদশীতে দারিদ্র্যপ্রাপ্তি, চতুর্দ্দশীতে তির্য্যক্‌যোনিতে জন্ম, অমাবস্যায় হানি এবং পূর্ণিমা তিথিতে ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল তিথির মধ্যে অনধ্যায় (অনধ্যায় যে তিথি পাঠনিষেধ সেই তিথি) তিথি বর্জ্জন করিবে।১—৫। অনধ্যায় তিথি যথা,—যে দিনে সন্ধ্যাগর্জ্জন, ভূমিকম্প ও উল্কাপাত হয়, সেই দিন অনধ্যায় বলিয়া পরিগণিত ; সুতরাং সেই সমস্ত দিন এবং বেদোক্ত অন্যান্য অনধ্যায় দিন দীক্ষাকার্য্যে বর্জ্জন করিবে। ৬। দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দ্বাদশী এবং ত্রয়োদশী তিথিতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। এই বচনে যে ষষ্ঠী ও ত্রয়োদশী তিথি বিহিত হইয়াছে, ইহা বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণ-সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে ; কারণ, রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণপ্রস্তাবেই এই বচনটী ধৃত

---

(১) মাসাবসানকে অমাবস্যায়াম্। (২) পক্ষান্তে—পূর্ণিমায়াম্।

(৩) অস্বাধ্যায়ঃ প্রতিপৎচতুর্দ্দশীত্যাদি বক্ষ্যমাণসন্ধ্যা গর্জ্জন ইত্যাদি চ।

ষষ্ঠী দ্বিতীয়া পূর্ণিমা তথা। ত্রয়োদশী তু দশমী প্রশস্তা সর্ব্বকামদা।” ইতি সনৎকুমারবচনাচ্চ (১) ॥ ৮ ॥ শিববিষয়ে দশমী-সপ্তম্যোনিষেধমাহ,—শুক্লপক্ষস্থ দশমী সপ্তমী চ বিশেষতঃ। নিন্দ্যা সদৈব ষষ্ঠী স্যাদিতি শৈবাগমান্তরে ॥ ৯ ॥

অথ নক্ষত্রনির্ণয়ঃ।—অশ্বিন্যাং সুখমাপ্নোতি ভরণ্যাং মরণং ধ্রুবম্। কৃত্তিকায়াং ভবেদ্ দুঃখী রোহিণ্যাং বাক্‌পতির্ভবেৎ ॥ ১ ॥ মৃগশীর্ষে সুখাবাপ্তিরার্দ্রায়াং বন্ধুনাশনম্। পুনর্ব্বসৌ ধনাঢ্যঃ স্যাৎ পুষ্যে শত্রুবিনাশম্ ॥ ২ ॥ অশ্লেষায়াং ভবেন্মৃত্যুর্ম্মঘায়াং দুঃখমোচনম্। সৌন্দর্য্যং পূর্ব্বফল্গুন্যাং প্রাপ্নোতি চ ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥ জ্ঞানী চোত্তরফল্গুন্যাং হস্তায়াঞ্চ ধনী ভবেৎ। চিত্রায়াং জ্ঞানসিদ্ধিঃ স্যাৎ স্বাত্যাং শত্রুবিনাশনম্ ॥ ৪ ॥ বিশাখায়াং (২) সুখং চানুরাধায়াং বন্ধুবর্দ্ধনম্। জ্যেষ্ঠায়াং সুতহানিঃ স্যান্মূলায়াং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥ ৫ ॥ পূর্ব্বাষাঢ়োত্তরাষাঢ়ে ভবেতাং কীর্ত্তিদায়িকে। শ্রবণায়াং ভবেদ্দুঃখী ধনিষ্ঠায়াং দরিদ্রতা ॥ ৬ ॥ বুদ্ধিঃ শতভিষায়াং স্যাৎ পূর্ব্বভাদ্রে সুখী ভবেৎ। সৌখ্যঞ্চোত্তরভাদ্রে চ রেবত্যাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥ ৭ ॥ আর্দ্রাকৃত্তিকয়োর্নিষেধস্তু শিববহ্নীতরবিষয়ে। তথাচ,—আর্দ্রায়াং কৃত্তিকায়াঞ্চ মন্ত্রারম্ভঃ প্রশস্যতে। যদীশস্য কৃশানোর্ব্বা মন্ত্রারম্ভো যথাক্রমম্ ॥ ৮ ॥ তন্ত্রান্তরে,—অশ্বিনী-ভরণী-স্বাতী-বিশাখা-হস্তভেষু চ।

হইয়াছে। ৭। পঞ্চমী, সপ্তমী, ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া, পূর্ণিমা, ত্রয়োদশী ও দশমী তিথি দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত এবং এই সকল তিথিতে দীক্ষাগ্রহণে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এই সনৎকুমারীয় বচনেও ঐ সকল তিথির যে প্রশংসা করা হইয়াছে, ইহাও বিষ্ণুবিষয়ে জানিবে। ৮। শিববিষয়ে দশমী ও সপ্তমীরও নিষেধ করিয়াছেন; যথা—শুক্লপক্ষের দশমী, সপ্তমী এবং ষষ্ঠী বিশেষরূপে নিন্দনীয়, ইহা শৈব-আগমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৯।

দীক্ষাসম্বন্ধে নক্ষত্র নির্ণয়।—অশ্বিনী নক্ষত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলে সুখ, ভরণীতে মৃত্যু, কৃত্তিকায় দুঃখ, রোহিণীতে বাক্‌পতিত্ব, মৃগশিরায় সুখ-লাভ, আর্দ্রায় বন্ধুনাশ, পুনর্ব্বসুতে ধনসম্পত্তি, পুষ্যায় শত্রুনাশ, অশ্লেষায় মৃত্যু, মঘায় দুঃখনাশ এবং পূর্ব্বকল্গুনীতে সৌন্দর্য্য লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ১—৩। উত্তরফল্গুনীতে জ্ঞান, হস্তায় ধন, চিত্রায় জ্ঞানসিদ্ধি, স্বাতীতে শত্রু-বিনাশ, বিশাখায় সুখ, অনুরাধায় বন্ধুবৃদ্ধি, জ্যেষ্ঠায় পুত্রহানি, মূলায় কীর্ত্তিবৃদ্ধি, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ায় কীর্ত্তিলাভ, শ্রবণায় দুঃখ, ধনিষ্ঠায় দারিদ্র্য, শতভিষায় বুদ্ধিলাভ, পূর্ব্বভাদ্রে সুখ, উত্তরভাদ্রে সৌখ্য এবং রেবতী নক্ষত্রে কীর্ত্তিবৃদ্ধি হয়। ৪—৭। এই স্থলে আর্দ্রা ও কৃত্তিকায় যে নিষেধ করা হইল, ইহা শিব ও বহ্নি ভিন্ন বিষয়ে জানিবে,—অর্থাৎ শিব ও বহ্নিমন্ত্রগ্রহণে উক্ত নক্ষত্রদ্বয় দোষাবহ নহে, কেননা, শিব ও বহ্নিমন্ত্রগ্রহণে আর্দ্রা ও কৃত্তিকা নক্ষত্র প্রশস্ত বলিয়া

---

(১) সনৎকুমারতন্ত্রং বিষ্ণুবিষয়ম্।

(২) জ্ঞানঞ্চোত্তরফল্গুন্যামিতি পাঠান্তরম্।

জ্যেষ্ঠোত্তরাত্রয়েষ্বেবং কুর্য্যান্মন্ত্রাভিষেচনম্॥ ইতি জ্যেষ্ঠাভরণ্যোর্যদ্বিধানং তৎ রামবিষয়মগস্ত্যসংহিতোক্তত্বাৎ॥ ৯॥

অথ যোগনির্ণয়ঃ। বিশ্বসারে—শুভঃ সিদ্ধস্তথায়ুষ্মান্ ধ্রুবযোগস্ততঃ পরম্। প্রীতিঃ সৌভাগ্যযোগশ্চ বৃদ্ধিযোগস্ততঃ পরম্॥ হর্ষণশ্চ তথা যোগঃ সর্ব্বতন্ত্রশুভাবহঃ॥ ১॥ রত্নাবল্যাম্।—যোগাঃ স্যুঃ প্রীতিরায়ুষ্মান্ সৌভাগ্যঃ শোভনো ধৃতিঃ। বৃদ্ধির্ধ্রুবঃ সুকর্ম্মা চ সাধ্যঃ শুক্রশ্চ হর্ষণঃ। বরীয়াংশ্চ শিবঃ সিদ্ধো ব্রহ্ম ইন্দ্রশ্চ ষোড়শ॥ ২॥

অথ করণনির্ণয়ঃ।—বব-কৌলব-তৈতিলা বণিজস্তদনন্তরম্। করণানি শুভান্যাহুঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু ভাবিনি॥ ১॥

অথ লগ্ননির্ণয়ঃ।—বৃষে সিংহে চ কন্যায়াং ধনুর্মীনাখ্যলগ্নকে। চন্দ্রতারানুকূলে চ কুর্য্যাদ্দীক্ষাপ্রবর্ত্তনম্॥ ১॥ তথা,—স্থিরলগ্নং বিষ্ণুমন্ত্রে শিবমন্ত্রে চরং শুভম্। দ্বিস্বভাবগতং লগ্নং শক্তিমন্ত্রে প্রশস্যতে॥ ২॥ অগস্ত্যসংহিতায়াং,—ত্রিষড়ায়গতাঃ পাপাঃ শুভাঃ কেন্দ্রত্রিকোণগাঃ। দীক্ষয়ান্তু শুভাঃ সর্ব্বে বক্রস্থাঃ সর্ব্বনাশকাঃ॥ ৩॥

অভিহিত হইয়াছে। ৮। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—অশ্বিনী, ভরণী, স্বাতী, বিশাখা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ এবং উত্তরাষাঢ়ায় মন্ত্র গ্রহণ করিবে। এই স্থানে যে জ্যেষ্ঠা ও ভরণী নক্ষত্রে দীক্ষা বিহিত হইয়াছে, ইহা কেবলমাত্র রামমন্ত্র বিষয়ে জানিবে; কেননা, অগস্ত্যসংহিতায় রামমন্ত্র-গ্রহণ-প্রস্তাবেই এই বচন কথিত হইয়াছে। ৯

দীক্ষাসম্বন্ধে যোগনির্ণয়,—বিশ্বসারতন্ত্রে বলিয়াছেন; যথা,—শুভ, সিদ্ধ, আয়ুষ্মান্, ধ্রুব, প্রীতি, সৌভাগ্য, বৃদ্ধি এবং হর্ষণযোগ সকল প্রকার তান্ত্রিককার্য্যে শুভদায়ক। ১। রত্নাবলীগ্রন্থে প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বৃদ্ধি, ধ্রুব, সুকর্ম্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়ান্, শিব, সিদ্ধ, ব্রহ্ম এবং ইন্দ্র, এই ষোড়শটি যোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২।

করণনির্ণয়।—হে ভাবিনি! বব, কৌলব, তৈতিল ও বণিজ, এই সকল করণ সকল তান্ত্রিক দীক্ষায় শুভপ্রদ। ১।

লগ্ননির্ণয়।—বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনুঃ ও মীন এই সকল লগ্নে এবং চন্দ্র-তারা-শুদ্ধিতে দীক্ষাকার্য্য বিধেয়। বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণে স্থির লগ্ন অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ এই চারিটি লগ্ন প্রশস্ত। শিবমন্ত্র-গ্রহণে চরলগ্ন অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর এই চারি লগ্ন এবং শক্তিমন্ত্র-দীক্ষাতে দ্ব্যাত্মকলগ্ন অথাৎ মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন এই চারি লগ্ন প্রশস্ত। ১। ২। অগস্ত্যসংহিতায় উক্ত আছে,—লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে পাপগ্রহ এবং লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম, দশম, নবম ও পঞ্চম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে মন্ত্রগ্রহণে শুভফল হইবে; কিন্তু দীক্ষা-কার্য্যে বক্রগ্রহ অনিষ্টকারী, অতএব বক্রগ্রহ ত্যাগ করিবে। ৩।

অথ পক্ষনির্ণয়ঃ।—শুক্লপক্ষে শুভা দীক্ষা কৃষ্ণেঽপ্যা পঞ্চমাদ্দিনাৎ ॥ ১ ॥ অগস্ত্যসংহিতায়াম্।—শুক্লপক্ষে তু কৃষ্ণে বা দীক্ষা সর্ব্বত্র শোভনা ॥ ২ ॥ কালোত্তরে তু,—ভূতিকামৈঃ সিতে সদা মুক্তিকামৈঃ কৃষ্ণপক্ষে ইতি শেষঃ। নিষিদ্ধমাসে তু তত্তদ্বিশেষে মুনিভিরুদিতঃ ॥ রত্নাবল্যাম্।—ষষ্ঠী ভাদ্রপদে মাসি ইষে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। কার্ত্তিকে নবমী শুক্লা মার্গে শুক্লা তৃতীয়িকা। পৌষে চ নবমী শুক্লা মাঘে শুক্লা চতুর্থিকা। ফাল্গুনে নবমী শুক্লা চৈত্রে কামচতুর্দ্দশী ॥ ত্রয়োদশীতি কেচিৎ ॥ ৩ ॥ বৈশাখে চাক্ষয়া চাথ (১) জ্যৈষ্ঠে দশহরা তথা (২)। আষাঢে পঞ্চমী শুক্লা শ্রাবণে কৃষ্ণপঞ্চমী ॥ ৪ ॥ এতানি দেবপর্ব্বাণি তীর্থকোটিফলং লভেৎ। অত্র দীক্ষা প্রকর্ত্তব্যা ন মাসঞ্চ পরীক্ষয়েৎ ॥ ৫ ॥ ন বারং ন চ নক্ষত্রং ন তিথ্যাদিকদূষণম্। ন যোগকরণঞ্চৈব শঙ্করেণ চ ভাষিতম্ ॥ ৬ ॥ অন্যচ্চ মতম্।—চৈত্রে ত্রয়োদশী শুক্লা বৈশাখৈকাদশী সিতা। জ্যৈষ্ঠে চতুর্দ্দশী কৃষ্ণা আষাঢ়ে নাগপঞ্চমী ॥ ৭ ॥ শ্রাবণৈকাদশীভাদ্রে রোহিণী-সহিতাষ্টমী। আশ্বিনে চ মহাপুণ্যা মহাষ্টম্যপ্যভীষ্টদা ॥ ৮ ॥ কার্ত্তিকে নবমী শুক্লা মার্গশীর্ষে তথা সিতা। ষষ্ঠী চতুর্দ্দশী পৌষে মাঘেঽপ্যেকাদশী সিতা ॥ ফাল্গুনে চ সিতা ষষ্ঠী চেতি কালবিনির্ণয়ঃ ॥ ৯ ॥ যোগিনীতন্ত্রে।—অয়নে বিষুবে চৈব

পক্ষনির্ণয়।—শুক্লপক্ষে দীক্ষা কার্য্যে শুভফল এবং কৃষ্ণপক্ষেরও পঞ্চমী পর্য্যন্ত দীক্ষাকার্য্যে শুভ। ১। অগস্ত্যসংহিতায় বলিয়াছেন—শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষই দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত।২। কালোত্তরে লিখিত আছে,—সম্পত্তিকামী ব্যক্তি শুক্লপক্ষে এবং মুক্তিকামী ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। নিষিদ্ধমাসেও তিথিবিশেষে বিশেষ ব্যবস্থা মুনিগণ প্রদান করিয়াছেন। রত্নাবলী-গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী, আশ্বিনমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী, অগ্রহায়ণের শুক্লা তৃতীয়া, পৌষের শুক্লা নবমী, মাঘের শুক্লা চতুর্থী, ফাল্গুনের শুক্লা নবমী, চৈত্রমাসের মদনচতুর্দ্দশী, কেহ কেহ মদন-ত্রয়োদশী বলিয়া থাকেন। বৈশাখের অক্ষয়া তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠের দশহরা, আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমী ও শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমী, এই গুলিকে দেবপর্ব্ব বলে, ইহাতে মন্ত্রগ্রহণ করিলে কোটি তীর্থস্থানের ফল লাভ হয়। এই সকল দেবপর্ব্বে দীক্ষাকার্য্যে মাস বিচার করিতে হইবে না। স্বয়ং শিব বলিয়াছেন, দেবপর্ব্বে মন্ত্রগ্রহণ করিলে বার, নক্ষত্র, তিথ্যাদিদোষ এবং যোগ ও করণের দোষাদোষ বিচার করিতে হইবে না। ৩—৬। অন্যমতে চৈত্রের শুক্লা ত্রয়োদশী, বৈশাখের শুক্লা একাদশী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, আষাঢ়ের নাগপঞ্চমী, শ্রাবণের একাদশী, ভাদ্রের রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা জন্মাষ্টমী, আশ্বিনের মহাষ্টমী, কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী, অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী, পৌষের শুক্লা চতুর্দ্দশী, মাঘমাসের শুক্লা একাদশী, ফাল্গুনের শুক্লা ষষ্ঠী, এই সমস্ত তিথি দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত। ৭—৯।

---

(১) চৈব (পা০) (২) তিথিঃ (পা০)।

গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। রবিসংক্রান্তিদিবসে যুগাদ্যায়াং সুরেশ্বরি ॥ ১০ ॥ মন্বন্তরাসু সর্ব্বাসু মহা-পূজাদিনে তথা। (১) চতুর্থী পঞ্চমী চৈব চতুর্দ্দশ্যষ্টমী তথা। তিথয়ঃ শুভদাঃ প্রোক্তা দীক্ষাগ্রহণকর্ম্মণি। ইত্যাদিবচনাচ্চতুর্দ্দশ্যষ্টমীতি শক্তিবিষয়ম্ ॥ ১১ ॥ চতুর্থীতি গণেশবিষয়ং তত্তৎকল্পোক্তত্বাৎ ॥ ১২ ॥ নিন্দিতেষ্বপি মাসেষু দীক্ষোক্তা গ্রহণে শুভা। সূর্য্যগ্রহণকালস্য সমানো নাস্তি ভূতলে। বিশেষতো মহাদেবি দীক্ষাগ্রহণকর্ম্মণি। তত্র যদ্‌যৎ কৃতং সর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ। রবিসংক্রমণে চৈব সূর্য্যস্য গ্রহণে তথা। তত্র লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্যং কথঞ্চন। রবিসংক্রমণে চৈব নান্যদন্বেষিতং ভবেৎ। ন বার-তিথিমাসাদিশোধনং সূর্য্যপর্ব্বণি। এবং চন্দ্রগ্রহণেঽপি ॥ ১৩ ॥ তথা রুদ্রযামলে।—ন কুর্য্যাৎ শাক্তিকীং দীক্ষামুপরাগে বিভাবসোঃ। ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবীং তান্তু যদি চন্দ্রমসো গ্রহঃ। এতচ্চ গোপালশ্রীবিদ্যেতরবিষয়ম্ ॥ ১৪ ॥ অন্যেষু পর্ব্বযোগেষু গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ। ইতি গৌতমীয়াৎ ॥ ১৫ ॥ সূর্য্যগ্রহণকালে তু নান্যদন্বেষিতং ভবেৎ। ইতি যোগিনীহৃদয়াচ্চ ॥ ১৬ ॥ তারাদৌ তু বিশেষো যথা,—দীক্ষাকালং প্রবক্ষ্যামি নীলতন্ত্রানুসারতঃ। কৃষ্ণপক্ষস্য চাষ্টম্যাং শুভে লগ্নে শুভে ক্ষণে ॥ ১৭ ॥ পূর্ব্বভাদ্রপদাযুক্তে মিত্রতারাদি-সংযুক্তে। অথবাপ্যনুরাধায়াং রেবত্যাং বা প্রশস্যতে ॥ ১৮ ॥ জানীয়াচ্ছো-

যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—হে সুরেশ্বরি! উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন প্রভৃতি সংক্রান্তি-দিনে, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণকালে, যুগাদ্যা ও মন্বন্তরা তিথিতে এবং মহাপূজা-দিনে দীক্ষাকার্য্য প্রশস্ত। চতুর্থী, পঞ্চমী, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী এই সকল তিথি দীক্ষাকার্য্যে শুভপ্রদ; এই বচনে চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথি শক্তিমন্ত্রে ও চতুর্থী গণেশমন্ত্র বিষয়ে বিহিত জানিবে; কারণ, এই সকল বচন তত্তৎপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে। ১০—১২। নিন্দিত-মাসেও সূর্য্যগ্রহণকালে দীক্ষাকার্য্য প্রশস্ত, সূর্য্যগ্রহণকালের ন্যায় শুভক্ষণ আর নাই, বিশেষতঃ দীক্ষাকার্য্যে,—এই সময়ে যে যে কার্য্য করা হয়, তাহা অনন্তফল প্রদান করে। সংক্রান্তি ও সূর্য্যগ্রহণকালে লগ্ন প্রভৃতি কিছুই বিচার করিতে হয় না; সূর্য্যগ্রহণকালে বার-তিথ্যাদিরও বিচার নাই, চন্দ্রগ্রহণকালেও এইরূপ জানিবে। ১৩। সূর্য্যগ্রহণকালে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা এবং চন্দ্রগ্রহণকালে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না, এই রুদ্রযামলের বচন গোপাল ও শ্রীবিদ্যাভিন্ন অন্য বিদ্যা-সম্বন্ধে জানিবে, অর্থাৎ সূর্য্যগ্রহণে শ্রীবিদ্যার মন্ত্র ও চন্দ্রগ্রহণকালে গোপালমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—পর্ব্বযোগে এবং চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণকালে সাধারণ দীক্ষাই প্রশস্ত। যোগিনীহৃদয়ে বলিয়াছেন,—সূর্য্যগ্রহণকালে দীক্ষাগ্রহণে কোন বিষয়েরই বিচার করিতে হইবে না। ১৪—১৬। তারাদি মন্ত্রবিষয়ে যাহা বিশেষ আছে তাহা বলা হইতেছে। নীলতন্ত্রানুসারে দীক্ষাকাল বলিতেছি। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি, শুভলগ্ন, শুভসময়, পূর্ব্বভাদ্রপদ

---

(১) মহাপূজাদিনেষু ইতি পাঠান্তরম্।

ভনং কালং মন্ত্রস্য গ্রহণং প্রতি। ইষে চৈব বিশেষেণ কার্ত্তিকে চ বিশেষতঃ ॥ ১৯ ॥ সূর্য্যগ্রহণে বিশেষমাহ—প্রশস্তা সকলা দীক্ষা স্বস্ববারে তদা ভবেৎ। রত্নাবলীধৃতযামলে। —শ্রীপরাকালিবীজানি (১) লোপাদৌর্গশ্চ যো মন্ত্রঃ। সূর্য্যস্য গ্রহণে লব্ধো নৃণাং মুক্তিফলপ্রদঃ ॥ ২০ ॥ অমাবস্যা সোমবারে ভৌমবারে চতুর্দ্দশী। সপ্তমী রবিবারে চ সূর্য্যপর্ব্বশতৈঃ সমাঃ ॥২১॥ কুলার্ণবে।—সপ্তমী রবিবারে চ সোমে দর্শস্তথৈব চ। চতুর্থী কুজবারে চ অষ্টমী চ বৃহস্পতৌ। দেবপর্ব্বসমা জ্ঞেয়া তাসু দীক্ষাং সমাচরেৎ ॥ ২২ ॥ যামলে।—পুণ্যতীর্থে কুরুক্ষেত্রে দেবীপীঠচতুষ্টয়ে। প্রয়াগে শ্রীগিরৌ কাশ্যাং কালাকালং ন শোধয়েৎ ॥ ২৩ ॥ বিষ্ণুযামলে।—দেবীবোধং সমারভ্য যাবৎ স্যান্নবমী তিথিঃ। কৃতা তাসু বুধৈর্দ্দীক্ষা সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা ॥ ২৪ ॥ শুক্লপক্ষে বিশেষেণ তত্রাপি তিথিরষ্টমী। তত্রাপি শারদী দুর্গা যত্র দেবী গৃহে গৃহে। তত্র দীক্ষা প্রকর্ত্তব্যা মাসর্ক্ষাদীন্ ন শোধয়েৎ ॥ ২৫ ॥ তথা,—বোধনে চৈব দুর্গায়াঃ কালাকালং ন শোধয়েৎ। অশোকাখ্যাষ্টমী যত্র রামাখ্যা নবমী তথা। লগ্নে বাপ্যথবালগ্নে যত্র তত্র তিথাবপি। গুরোরাজ্ঞানুরূপেণ দীক্ষা কার্য্যা বিশেষতঃ ॥ ২৬ ॥ চতুর্থ্যঙ্গারবারে চ দিবসে ত্রিদিনস্পৃশি। তত্র

নক্ষত্র এবং মিত্রতারাতে অনুরাধা বা রেবতীনক্ষত্রে আশ্বিন বা কার্ত্তিকমাসে তারাপ্রভৃতি দেবতার মন্ত্র গ্রহণ বিশেষ প্রশস্ত। ১৭—১৯। সূর্য্যগ্রহণকালে বিশেষ বলা হইতেছে, সূর্য্যগ্রহণ রবিবারে ঘটিলে তৎকালে সকল প্রকার দীক্ষাই প্রশস্ত। রত্নাবলীধৃত যামলে কথিত আছে, শ্রীং মন্ত্র, হ্রীং মন্ত্র, ক্রীং মন্ত্র, লোপামন্ত্র ও দুর্গামন্ত্র সূর্য্যগ্রহণকালে গ্রহণ করিলে মনুষ্যের মুক্তিলাভ হয়। সোমবারে অমাবস্যা, মঙ্গলবারে চতুর্দ্দশী, রবিবারে সপ্তমীতিথি হইলে শতসূর্য্যগ্রহণের সমান হয়। সুতরাং এই সকলকালে দীক্ষাদি কার্য্য অতি প্রশস্ত। কুলার্ণবে বলা হইয়াছে—রবিবারে সপ্তমী, সোমবারে অমাবস্যা, মঙ্গলবারে চতুর্থী ও বৃহস্পতিবারে অষ্টমী তিথি হইলে দেবপর্ব্বতুল্য হয়; ঐ সকল দিবসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ২০—২২। যামলে বলিয়াছেন—গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থে, কুরুক্ষেত্রে, চারি প্রকার দেবীপীঠে, প্রয়াগে, শ্রীপর্ব্বতে ও কাশীক্ষেত্রে মন্ত্রগ্রহণে কালাকালবিচারের আবশ্যকতা হয় না। ২৩। বিষ্ণুযামলে লিখিত আছে,—দেবীর বোধন দিন হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত যতগুলি তিথি আছে, সেই সকল তিথিতেই দীক্ষাগ্রহণ করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ২৪। বিশেষতঃ আশ্বিনমাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি, যে তিথিতে শারদীয়া দুর্গাদেবী গৃহে গৃহে পূজিতা হন, সেই পবিত্র তিথিতে মাস-নক্ষত্রাদির শোধন ব্যতিরেকেই দীক্ষাগ্রহণ করা যায়। ২৫। আরও বলিয়াছেন,—দুর্গাদেবীর বোধন-দিনে অশোকাষ্টমীতে, রামনবমীদিনে লগ্ন থাকুক বা না থাকুক, কালাকাল বিচার না করিয়াই দীক্ষা গ্রহণ করিবে এবং গুরুর আজ্ঞাক্রমে যে কোন তিথিতেই দীক্ষাগ্রহণ করিতে

---

(১) শ্রী-পরা-কালিবীজানি শ্রীং, হ্রীং, ক্রীং।

লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্যং কথঞ্চন ॥ ২৭ ॥ সময়াতন্ত্রে।—যুগাদ্যায়াং জন্মদিনে বিবাহদিবসে তথা। বিষুবায়নয়োর্দ্বন্দ্বে নৈব কিঞ্চিদ্বিচারয়েৎ ॥ ২৮ ॥ তথা,—শিষ্যানাহূয় গুরুণা কৃপয়া যদি দীয়তে। তদা লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্যং কদাচন ॥ ২৯ ॥ সর্ব্বে বারা গ্রহাঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ। যস্মিন্নহনি সন্তুষ্টো গুরুঃ সর্ব্বে শুভাবহাঃ ॥ ৩০ ॥ যোগিনীতন্ত্রে।—গ্রহণে চ মহাতীর্থে (১) নাস্তি কালস্য নির্ণয়ঃ ॥ ৩১ ॥

দীক্ষাস্থানম্। অথ বক্ষ্যামি দীক্ষায়াঃ স্থানং তন্ত্রানুসারতঃ। গোশালায়াং গুরোর্গেহে দেবাগারে চ কাননে। পুণ্যক্ষেত্রে তথোদ্যানে নদীতীরে চ মন্ত্রবিৎ। ধাত্রী-বিল্বসমীপে চ পর্ব্বতাগ্রে গুহাসু চ। গঙ্গায়াস্তু তটে বাপি কোটি-কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১ ॥ নিষিদ্ধদেশমাহ,—গয়ায়াং ভাস্করক্ষেত্রে বিরজে চন্দ্রপর্ব্বতে। চট্টলে চ মতঙ্গে চ তথা কন্যাশ্রমেষু চ (২)। ন গৃহ্লীয়াত্ততো দীক্ষাং তীর্থেষ্বেতেষু পার্ব্বতি ॥ ২ ॥ বারাহীতন্ত্রে,—শুক্রোঽস্তো যদি বা বৃদ্ধো গুর্ব্বাদিত্যো ভবেদ্‌যদি। মেষ-বৃশ্চিক-সিংহেষু তদা দোষো

পারে। ২৬। মঙ্গলবার চতুর্থী হইলে এবং ত্র্যহস্পর্শ দিবসে লগ্নাদি বিবেচনা না করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারে। ২৭। সময়াতন্ত্রে কথিত আছে,—যুগাদ্যা-তিথি, জন্মদিবস, বিবাহদিবস, এবং বিষুব, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন-সংক্রান্তিতে মন্ত্রগ্রহণ করিলে কিছুই বিচার করিতে হয় না। ২৮। গুরুদেব দয়া করিয়া যদি শিষ্যকে ডাকিয়া মন্ত্র দেন, তাহা হইলে লগ্নাদি কিছুই বিচার করিতে হয় না। ২৯। যে দিনে গুরু সন্তুষ্ট হইয়া শিষ্যকে দীক্ষিত করেন, সে দিনের যে কোন বার, যে কোন গ্রহ, যে কোন নক্ষত্র, যে কোন রাশিই সমস্তই শুভফল প্রদান করে। ৩০। যোগিনীতন্ত্রে আছে,—চন্দ্র সূর্য্য-গ্রহণকালে ও গঙ্গাদি মহাতীর্থে কালবিচার করিতে হইবে না। ৩১।

অতঃপর তন্ত্রমতে দীক্ষাস্থান নির্ণয় করিতেছি।—গোশালা, গুরুর ভবন, দেবালয়, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর, আমলকী ও বিল্ববৃক্ষের সমীপ, পর্ব্বতশিখর, পর্ব্বত-গুহা ও গঙ্গাতট, এই সকল স্থানে দীক্ষা গ্রহণ করিলে কোটিগুণ ফল পাওয়া যায়। ১। যে যে দেশে মন্ত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ, তাহা বলিতেছেন,—গয়া, দাক্ষিণাত্যে কোণার্ক নামক দেশ, বিরজাক্ষেত্র, চন্দ্রশেখরপর্ব্বত, চট্টগ্রাম, মাতঙ্গদেশ, কামরূপ, ও চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী কুমারী আশ্রম, এই সকল স্থানে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। ২। বারাহীতন্ত্রে কথিত আছে,—বৈশাখ, অগ্রহায়ণ ও ভাদ্রমাসে শুক্রাস্ত, শুক্রবার্দ্ধক্য ও

---

(১) মহাতীর্থে গঙ্গাদৌ।

(২) ভাস্করক্ষেত্রং দক্ষিণদেশে কোণার্ক ইতি প্রসিদ্ধম্। বিরজে বিরজক্ষেত্রে। চন্দ্রপর্ব্বতে চন্দ্রশেখরপর্ব্বতে। চট্টলে চাটগাঁ ইতি খ্যাতে। মতঙ্গে মতঙ্গদেশে; কন্যাশ্রমশ্চন্দ্রশেখরগিরি-সমীপবর্ত্তি-কুমার্য্যাশ্রমস্তেন কামরূপে প্রসিদ্ধঃ।

ন বিদ্যতে ॥ মহাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু কালাদিবিচারো নাস্তি। তদুক্তং মুণ্ডমালাতন্ত্রে।—কালাদিশোধনং নাস্তি ন চামিত্রাদিদূষণম্ ॥ ৩ ॥

অথ মালানির্ণয়ঃ।—সনৎকুমারসংহিতায়াং।—তর্জ্জনী-মধ্যমানামা-কনিষ্ঠা চেতি তাঃ ক্রমাৎ (১)। তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাণো মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা। পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া মেরুত্বেনোপকল্পয়েৎ ॥ ১ ॥ তত্র তৎক্রমমাহ সনৎকুমারসংহিতায়াম্।—অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ। তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং দশপর্ব্বসু সংজপেৎ ॥ ২ ॥ তথা,—অনামামূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ। তর্জ্জনীমধ্যপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ। এতদ্বচনন্তু অষ্টোত্তরশতবিষয়ম্ (২) বিষ্ণুবিষয়ঞ্চ ॥ ৩ ॥ শক্তিবিষয়ে পুনঃ।—অনামিকাত্রয়ং পর্ব্ব কনিষ্ঠা চ ত্রিপর্ব্বিকা। মধ্যমায়াশ্চ ত্রিতয়ং তর্জ্জনীমূলপর্ব্বণি। তর্জ্জন্যগ্রে তথা মধ্যে যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ। ইতি শ্রীক্রম-বচনাৎ ॥ ৪ ॥ তথা অনামামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ চ। মধ্যমামূলপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ। ইদমপ্যষ্টোত্তরশতাদিবিষয়ম্ ॥ ৫ ॥

গুর্ব্বাদিত্য জনিত অকালদোষ দীক্ষাগ্রহণের প্রতিবন্ধক হইবে না। কালী ও তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যার মন্ত্র-গ্রহণে কালাকাল বিচার করিতে হইবে না। তদ্বিষয়ে মুণ্ডমালাতন্ত্রের বচন (মহাবিদ্যার মন্ত্রগ্রহণে) কালাদিবিচার ও অরিমত্রাদিদোষ-বিচারের প্রয়োজন নাই। ৩।

অতঃপর মালানির্ণয় করা হইতেছে।—সনৎকুমারসংহিতায় বলিয়াছেন,—জপকার্য্যে তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠা গ্রহণীয়। তন্মধ্যে মধ্যমাঙ্গুলির প্রথম এক পর্ব্ব এবং অপর তিন অঙ্গুলির ৩ পর্ব্ব গ্রহণ করিবে। মধ্যমার অপর দুই পর্ব্ব মেরুরূপে কল্পনা করিবে! ১। জপকার্য্যে করপর্ব্ব কিরূপ ক্রমে লইতে হইবে এবিষয়ে সনৎকুমারসংহিতায় কথিত আছে; যথা,—অনামার মধ্যপর্ব্ব হইতে কনিষ্ঠাদিক্রমে তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দশ পর্ব্বে জপ করিবে। ২। অনামিকার মূলপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্ব পর্য্যন্ত আটপর্ব্বে জপ করিবে। ১০৮ বার জপ স্থলে ১০০ শত জপ করিয়া আটবার জপকালে এইরূপ নিয়ম অবলম্বনীয় এবং বিষ্ণুবিষয়েও এইরূপ পর্ব্ব গ্রহণ জানিবে। ৩। শক্তিমন্ত্রজপের সময়ে, অনামার মধ্য ও মূল পর্ব্ব, কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব, পুনর্ব্বার অনামার অগ্রপর্ব্ব, মধ্যমার তিনপর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব, এই দশপর্ব্বে জপ করিবে। যে ব্যক্তি তর্জ্জনীর অগ্র এবং মধ্যপর্ব্বে শক্তিমন্ত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি পাপকারী হয়, ইহা শ্রীক্রমের বচনে কথিত আছে। ৪। অনামার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে মধ্যমার মূল পর্য্যন্ত আটপর্ব্বে জপ ইহাও অষ্টোত্তর জপস্থলে অষ্ট-

---

(১) ক্রমাদিত্যস্য মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা ইত্যত্রাপান্বয়ঃ।

(২) অষ্টোত্তরশতে অষ্টবিষয়মিত্যর্থঃ তথাচাষ্টোত্তরশতজপকরণে শতপর্য্যন্তম্ অনামামধ্যমারভ্যাষ্টজপকরণম্ অনামামূলমারভ্য তর্জ্জনীমধ্যপর্য্যন্তমিতি ভাবঃ।

তথা, হংসপারমেশ্বরে।—পর্ব্বত্রয়মনামায়াঃ পরিবর্ত্তেন বৈ ক্রমাৎ। পর্ব্বত্রয়ং মধ্যমায়াস্তর্জ্জন্যেকং সমাহরেৎ। পর্ব্বদ্বয়ন্তু তর্জ্জন্যা মেরুং তদ্বিদ্ধি পার্ব্বতি। শক্তিমালা সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্র-প্রদীপিকা॥ ৬॥ শ্রীবিদ্যায়াস্তু বিশেষঃ।—অনামায়া মধ্যমায়া মূলাগ্রঞ্চ দ্বয়ং দ্বয়ম্। কনিষ্ঠায়াশ্চ তর্জ্জন্যাস্ত্রয়ং পর্ব্ব সুরেশ্বরি। অনামায়া মধ্যমায়া মেরুঃ শ্যাদ্বিতয়ং শুভম্। প্রদক্ষিণক্রমাদ্দেবি জপেত্রিপুরসুন্দরীম্॥ ইতি যামলবচনাৎ॥ ৭॥ কনিষ্ঠামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ তু। তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ। ইদমপ্যষ্টোত্তরশতবিষয়ম্॥ ৮॥ মুণ্ডমালাতন্ত্রে।—অনামিকাদ্বয়ং পর্ব্ব কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তু। তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং করমালা প্রকীর্ত্তিতা (১)॥ ৯॥ অঙ্গুলীর্ন বিযুঞ্জীত কিঞ্চিদাকুঞ্চিতে তলে। অঙ্গুলীনাং বিয়োগাচ্চ ছিদ্রে চ স্রবতে জপঃ॥ ১০॥ অন্যত্রাপি,—অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে। পর্ব্বসন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ১১॥ গণনাবিধিমুল্লঙ্ঘ্য যো জপেত্তজ্জপং যতঃ। গৃহ্লন্তি রাক্ষসাস্তেন গণয়েৎ সর্ব্বথা বুধঃ॥ ১২॥ বিশ্ব-

সংখ্যক জপকালে বিহিত। হংসপারমেশ্বর-গ্রন্থে কথিত আছে,—অনামার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে মধ্যমার তিন পর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর এক পর্ব্ব, এই দশপর্ব্বে জপ করিবে। হে পার্ব্বতি! তর্জ্জনীর উপরিস্থ পর্ব্বদ্বয়কে মেরু বলিয়া জানিবে। ইহাকেই শক্তিমালা বলে; ইহাই নিখিলতন্ত্রশাস্ত্রের প্রদীপিকা। ৬। শ্রীবিদ্যার মন্ত্রজপ বিষয়ে এই বিশেষ। হে সুরেশ্বরি! অনামার মূল ও অগ্র এই দুই পর্ব্ব, মধ্যমার মূল ও অগ্র এই দুইপর্ব্ব, কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর তিন পর্ব্ব, এই দশপর্ব্বে প্রদক্ষিণক্রমে ত্রিপুরসুন্দরী-মন্ত্র জপ করিবে। হে দেবি! অনামা ও মধ্যমার মধ্য পর্ব্বদ্বয়কে মেরু বলিয়া জানিবে। শ্রীবিদ্যার মন্ত্র অষ্টোত্তরশত দক্ষিণাবর্ত্তে জপ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শত-সংখ্যক জপ শেষ করিয়া কনিষ্ঠার মূল পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্টপর্ব্বে অষ্টবার জপ করিবে। ৮। মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন,—অনামার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দশপর্ব্ব করমালা বলিয়া বিখ্যাত। ৯। জপকালে অঙ্গুলী বিশ্লিষ্ট (ফাঁক) করিবে না এবং হস্ততল একটু আকুঞ্চিত রাখিবে, অঙ্গুলীর ফাঁক থাকিলে ঐ ছিদ্র দিয়া জপ ক্ষরিত হইয়া যায় অর্থাৎ জপের ফল হয় না। ১০। অন্য গ্রন্থেও কথিত আছে যে, অঙ্গুলীর অগ্রভাগে যে জপ, মেরু-লঙ্ঘন করিয়া যে জপ এবং পর্ব্বসন্ধিতে যে জপ করা হয়, তৎসমস্তই বিফল হইয়া থাকে। ১১। জপকালে গণনাবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি মন্ত্র জপ করে, তাহার সে জপ রাক্ষসগণ গ্রহণ করিয়া থাকে; এই কারণেই পণ্ডিত ব্যক্তি জপকালে

---

(১) (ক) পুস্তকে (১০ম) শ্লোকস্থানে এষ এব শ্লোকো যথা—“অনামামূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ। তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং নবপর্ব্বসু সংজপেৎ॥” ইদন্তু তৈরব্যাং দ্বাদশবারজপেনাষ্টোত্তরশতং ভবতি।

সারে—(১) জপসংখ্যা তু কর্ত্তব্যা নাসংখ্যাতং জপেৎ সুধীঃ। অসংখ্যাকারকস্যাস্য সর্ব্বং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥ ১৩ ॥ তন্ত্রে।—হৃদয়ে হস্তমারোপ্য তির্য্যক্ কৃত্বা করাঙ্গুলীঃ। আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন সদা জপেৎ ॥ ১৪ ॥ জপসংখ্যাধারণে নিষিদ্ধানিষিদ্ধান্যাহ,—নাক্ষতৈর্হস্তপর্ব্বৈর্ব্বা ন ধান্যৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ। ন চন্দনৈর্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যা ন কারয়েৎ। লাক্ষাকুশীদ সিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকম্। বিলোড্য গুলিকাং কৃত্বা জপসংখ্যান্তু কারয়েৎ (২)। কুশীদং রক্তচন্দনং, করীষং শুষ্ক-গোময়ভস্ম, ইদন্তু পুরশ্চরণবিষয়ে জ্ঞেয়ম্। (জপনে যাদৃশী মালা সংখ্যানেঽপি চ তাদৃশী) (৩) ॥ ১৫ ॥

অথ বর্ণমালা। সনৎকুমারীয়ে।—ক্রমোৎক্রমগতৈর্ম্মালা মাতৃকার্ণৈঃ ক্ষমেরুকৈঃ। সবিন্দুকৈঃ সাষ্টবর্গৈরন্তর্যজনকর্ম্মণি। আদি কু চু টু তু পু যু ষবোঽষ্টৌ (৪) প্রকীর্ত্তিতাঃ (৫)॥ ১ ॥ তত্রায়মর্থঃ।—(অকারাদিবর্ণান্ প্রত্যেকং সবিন্দূন্ কৃত্বা) (৬) অনুলোমবিলোমক্রমেণ শতং সংজপ্য অকারাদীনাং বর্ণানাং কবর্গাদীনাঞ্চান্ত্যবর্ণং সানুস্বারং কৃত্বা পূর্ব্বমুচ্চার্য্য

জপের সংখ্যা অবশ্য রাখিবে। ১২। বিশ্বসারতন্ত্রে কথিত আছে,—সুধী ব্যক্তি জপসংখ্যা রাখিবে, সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলে সমস্ত জপ নিষ্ফল হয়। ১৩। অন্যতন্ত্রে কথিত আছে, হৃদয়দেশে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক অঙ্গুলীগুলিকে বক্র রাখিয়া বস্ত্র দ্বারা হস্তদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া দক্ষিণ হস্তে সর্ব্বদা জপ করিবে। ১৪। তণ্ডুল, হস্ত-পর্ব্ব, ধান্য, পুষ্প, চন্দন বা মৃত্তিকা দ্বারা জপের সংখ্যা রাখিবে না। জপ স্থলে যে মালা বিহিত হইয়াছে, জপের সংখ্যাও সেইরূপ মালা দ্বারা রাখিবে। ১৫। লাক্ষা, রক্তচন্দন, সিন্দুর গোময় ও শুষ্ক গোময় এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণিত করত মিশ্রিত করিয়া গুলিকা প্রস্তুত করিবে, তদ্দ্বারা জপের সংখ্যা রাখিবে। এইরূপ গুলিকা পুরশ্চরণবিষয়ক জপে ব্যবহৃত হয়, ইহা কেহ কেহ বলেন।

অনন্তর বর্ণমালা নিরূপিত হইতেছে।—সনৎকুমারীয়-তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, অকারাদি ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ সকলকে বর্ণমালা বলে। অন্তর্যাগকার্য্যে মাতৃকাবর্ণগুলি অনুলোম বিলোমে অনুস্বার-সন্নিবেশে মালা নাম ধারণ করে। ক্ষ ইহার মেরু। এই বর্ণমালা আট বর্গে বিভক্ত। অ হইতে অঃ পর্য্যন্ত এই ষোড়শাক্ষর অ-আদি। (কু) কবর্গ, ক খ গ ঘ ঙ—(চু) চবর্গ—চ ছ জ ঝ ঞ, (টু) টবর্গ—ট ঠ ড ঢ ণ। (তু) তবর্গ—ত থ দ ধ ন, (পু) পবর্গ—প ফ ব ভ ম, (যু) যবর্গ—য র ল ব শ, (ষু) ষবর্গ,—ষ স হ ল, ক্ষ

---

(১) অঙ্গুলীর্ন বিযুঞ্জীত ইত্যাদি ১০ম শ্লোকঃ অত্রৈব (ক) পুস্তকে। গুলিকামিত্যত্র গোধিকামিতি তৎপাঠঃ। গোধিকা দীর্ঘাকারবর্ত্তিকা ইতি তদর্থঃ।

(২) মৃত্তিকায়ামিতি (খ) পাঠঃ। (৩) বন্ধনীস্থপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

(৪) অষ্টৌ ইত্যত্র বর্গা ইতি (ক) পাঠঃ। (৫) বন্ধনীস্থ পাঠঃ (ক) পুস্তকে নাস্তি।

(৬) সপ্তবর্ণানাং প্রত্যেকং পঞ্চবর্ণনাভায় পঞ্চমস্বরোকারযুক্তপঞ্চবর্ণাভিধানম্।

পশ্চান্মন্ত্রজপঃ কর্ত্তব্যঃ। অনেন প্রকারেণাষ্টোত্তরশতসংখ্যজপো ভবতি। অন্তর্যজন ইত্যুপলক্ষণম্ ॥ ২ ॥ তথা,—সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য পশ্চান্মন্ত্রং জপেদ্বুধঃ। অকারাদিক্ষকারান্তং বিন্দুযুক্তং বিভাব্য চ। বর্ণমালা সমাখ্যাতা অনুলোমবিলোমতঃ (১)। চরমার্ণং মেরুরূপং লঙ্ঘনং নৈব কারয়েৎ। ইতি নারদবচনাৎ ॥ ৩ ॥ প্রকারান্তরং বিশুদ্ধেশ্বরে।—অনুলোমবিলোমেন বর্গাষ্টকবিভেদতঃ। মন্ত্রেণান্তরিতান্ বর্ণান্ বর্ণেনান্তরিতান্ মনূন্। কুর্য্যাদ্বর্ণময়ীং মালাং সর্ব্বতন্ত্র-প্রকাশিনীম্ ॥ ৪ ॥ তথা মালিনীবিজয়ে সূত্রনিয়মঃ।—অন্তর্ব্বিদ্রুমভাসমানভুজগী-সুপ্রোত বর্ণোজ্জ্বলা-মারোহপ্রতিরোহতঃ শতময়ীং বর্গাষ্টকাষ্টোত্তরাম্ ॥ ৫ ॥ অত্র বৈশম্পায়নসংহিতায়াম্।—প্রলয়ানলতঃ পূর্ব্বং রুদ্ররূপেণ মূর্ত্তিনা উদ্ধৃতং পৃথিবীবীজমতোঽন্তে তং নিযোজয়েৎ। প্রলয়োদ্ধরিতং বীজং লকারমনলাৎ পুনঃ। দ্বিলকারবিধাবত্র পুনরন্তে নিয়োজয়েৎ। এতেন লকারদ্বয়ং জ্ঞেয়মিতি ॥ ৬ ॥

পরিস্ফুট অর্থ এই—অকার হইতে শেষ লকার পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণকে অনুলোমে অনুস্বারযোগে এক একটি চিন্তা করিয়া প্রত্যেকটির অন্তে মূলমন্ত্র জপ করিয়া পুনর্ব্বার বিলোমে লকার হইতে অকার পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণকে অনুস্বারযোগে চিন্তা করত প্রতিবর্ণান্তে মন্ত্র এক এক করিয়া জপ করিলে শতসংখ্যক জপ হইবে। পরে আটটি বর্গের প্রত্যেকটি একসঙ্গে অনুস্বারযোগে চিন্তা করিয়া প্রতি বর্গান্তে মন্ত্র জপ করিলে ৮ বার জপ হইবে। এইরূপে ১০৮ বার জপ সিদ্ধ হইবে। অন্তর্যজনকার্য্যে এই কথাটি কেবল অন্তর্যজন নহে বাহ্য পূজাতেও করিবে। বাহ্যপূজাদিতেও বর্ণমালা জপ করা যায়। আরও বলিয়াছেন, প্রথম অং এই বর্ণ উচ্চারণ করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে অ হইতে হ পর্য্যন্ত অনুস্বারযুক্ত এক একটী বর্ণের পর একবার মন্ত্র জপ করিয়া পুনর্ব্বার হ হইতে আরম্ভ করিয়া অ পর্য্যন্ত এক এক বর্ণের পর একবার মন্ত্র জপ করিবে। ইহাকেই বর্ণমালা-জপ বলে; শেষবর্ণ ক্ষ মেরুস্বরূপ, উহাকে লঙ্ঘন করিবে না ইহা নারদের বচন। ৩। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে প্রকারান্তর কথিত হইয়াছে,—অষ্টবর্গভেদে অকারাদি বর্ণগুলিকে অনুলোম-বিলোমে বর্ণ দ্বারা মন্ত্র এবং মন্ত্র দ্বারা বর্ণ এইভাবে ব্যবহিত করিয়া জপের নিমিত্ত বর্ণময়ী মালা প্রস্তুত করিবে। সকল তন্ত্রেই এইরূপ বর্ণমালা জপের ব্যবস্থা আছে। মালিনীবিজয়তন্ত্রে বর্ণমালার সূত্রনিয়ম এই প্রকার। যথা;—প্রবালের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ সূত্ররূপা ভুজঙ্গীতে বর্ণমালা গ্রথিত—৫০টির অনুলোম-বিলোমে শতসংখ্যারূপিণী অষ্টবর্গের প্রতি বর্গের এক একটির যোগে অষ্টসংখ্যা গ্রহণ করিয়া অষ্টোত্তরশতসংখ্যাময়ী হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে বৈশম্পায়নসংহিতায় কথিত হইয়াছে যে, পুরাকালে মহাদেব রুদ্ররূপে প্রলয়াগ্নি হইতে পৃথিবী-বীজ (লকার

---

(১) অনুলোমবিলোমিকা ইতি পাঠঃ।

অথ মালায়াং মণিনির্ণয়ঃ।—পদ্মবীজাদিভির্ম্মালা বহির্যাগে শৃণুষ্ব তাঃ। রুদ্রাক্ষশঙ্খ-পদ্মাক্ষ-(১) জীবপুত্রক-মৌক্তিকৈঃ। স্ফাটিকৈর্ম্মণিরত্নৈশ্চ সৌবর্ণৈর্ব্বিদ্রুমৈস্তথা। রাজতৈঃ কুশমূলৈশ্চ গৃহস্থস্যাক্ষমালিকা ॥ (২) মালাফলমাহ—অঙ্গুল্যা গণনাদেকং পর্ব্বণাষ্টগুণং ভবেৎ। পুত্রজীবৈর্দ্দশগুণং শতং শঙ্খৈঃ সহস্রকম্। প্রবালৈর্ম্মণিরত্নৈশ্চ দশসাহস্রকং স্মৃতম্। তদেব (৩) স্ফাটিকৈঃ প্রোক্তং মৌক্তিকৈর্লক্ষমুচ্যতে। পদ্মাক্ষৈর্দ্দশলক্ষং স্যাৎ সৌবর্ণৈঃ কোটিরুচ্যতে। কুশগ্রন্থ্যা কোটিশতং রুদ্রাক্ষৈঃ স্যাদনন্তকম্। সর্ব্বৈর্ব্বিরচিতা (৪) মালা নৃণাং মুক্তিফলপ্রদা ॥ ২ ॥ কালিকাপুরাণে।—রুদ্রাক্ষৈর্যদি জপ্যেত ইন্দ্রাক্ষৈঃ (৫) স্ফাটিকৈস্তথা। নান্যন্মধ্যে (৬) প্রয়োক্তব্যং পুত্রজীবাদিকঞ্চ যৎ। যদ্যন্যত্তু (৭) প্রযুঞ্জীত মালায়াং জপকর্ম্মণি। তস্য কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ ন দদাতি প্রিয়ঙ্করী (৮) ॥ ৩ ॥ মুণ্ডমালায়াম্।—শ্মশানধুস্তূরৈর্ম্মালা (৯) জ্ঞেয়া ধূমাবতীবিধৌ।

উদ্ধৃত করেন, এই কারণে বর্ণমালার অন্তে আর একটি লকার যোগ করিতে হইবে। প্রলয়কালে অনল হইতে লকার পূনর্ব্বার উদ্ধৃত হওয়ায় বর্ণমালায় দুইটি লকার হইয়াছে। ঐ লকার হকারের পরে প্রয়োগ করিতে হইবে। ৪।

অনন্তর মালার মণি নির্ণয় করা হইতেছে।—বাহ্যপূজাতে পদ্মবীজাদির মালা ব্যবহার করিবে। রুদ্রাক্ষ, শঙ্খ, পদ্মবীজ, জীবপুত্রিকা, মুক্তা, স্ফটিক, মণি, রত্ন, সুবর্ণ, প্রবাল, রৌপ্য এবং কুশমূল, ইহাদের যে কোনটির দ্বারা গৃহস্থের জপ-মালা হইবে। ১। অঙ্গুলী দ্বারা গণনা করিয়া জপ করিলে এক গুণ ফল হয় এবং অঙ্গুলিপর্ব্বে জপ করিলে অষ্টগুণ, জীবপুত্রিকা-মালায় দশগুণ, শঙ্খমালায় শতগুণ, প্রবালমালায় সহস্রগুণ, মণি ও রত্নমালায় দশসহস্র গুণ, স্ফটিক-মালায় দশসহস্র গুণ, মুক্তামালায় লক্ষগুণ, পদ্মমালায় দশলক্ষগুণ, সুবর্ণনির্ম্মিত মালায় কোটিগুণ, কুশমূল-নির্ম্মিত-মালায় শতকোটিগুণ, আর রুদ্রাক্ষরচিত মালায় অনন্ত ফল হয়। এই সকলগুলির একত্র সংযোগে নির্ম্মিত মালা মনুষ্যদিগের মুক্তিফল প্রদান করে। ২। তবে কালিকাপুরাণে একট বিশেষ কথা আছে যে,—রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ ও স্ফটিক-নির্ম্মিত মালাতে জীবপুত্রিকাদি অন্য কোন বস্তু যোগ করিবে না। যদি রুদ্রাক্ষমালা, ভদ্রাক্ষমালা ও স্ফটিক মালায় অন্যবস্তু যোগ করিয়া জপ করে, ভগবতী তাহাকে অভিলষিত বস্তু বা মুক্তি প্রদান করেন না। ৩। মুণ্ডমালা-তন্ত্রে কথিত আছে, ধূমাবতী-বিষয়ে শ্মশানধুস্তূর—কাষ্ঠের নির্ম্মিত মালা

---

(১) পদ্মবীজম্। (২) জপমালা ইত্যর্থঃ। (৩) তদেব দশসাহস্রমেব।

(৪) সর্ব্বৈঃ পদ্মবীজাদিভিঃ, তথাচ পূর্ব্বোক্তপদ্মবীজাদীনামেকামেকাং গুটিকাং গৃহীত্বা মালা কার্য্যা। (৫) ইন্দ্রাক্ষৈঃ ভদ্রাক্ষৈঃ।

(৬) তথাচ রুদ্রাক্ষভদ্রাক্ষস্ফটিকমালাসু অন্যৎ পদ্মবীজাদিকং ন দেয়মিত্যর্থঃ।

(৭) তাসু মালাসু যদি অন্যৎ পদ্মবীজাদিকং দদাতীত্যর্থঃ।

(৮) প্রিয়ঙ্করী দেবতা। (৯) শ্মশানধুস্তূরকাষ্ঠনির্ম্মিতা।

নরাঙ্গুল্যস্থিভির্মালা গ্রথিতা সর্ব্বকামদা। নাড্যা সংগ্রথনং কার্য্যং রক্তেন বাসসাপি বা।(১) সদা গোপ্যা প্রযত্নেন জনন্যা জারবৎ প্রিয়ে॥ ৪॥

কামনাভেদে তু—পদ্মাক্ষৈর্ব্বিহিতা মালা শত্রূণাং নাশিনী মতা। কুশগ্রন্থিময়ী মালা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। পুত্রজীবফলৈঃ কৢপ্তা কুরুতে পুত্রসম্পদম্। নির্ম্মিতা রৌপ্য-মণিভির্জ্জপমালেপ্সিতপ্রদা। প্রবালৈর্ব্বিহিতা মালা প্রযচ্ছেদ্বিপুলং ধনম্॥ ৫॥ ভৈরবীবিদ্যায়াস্তু বারাহীতন্ত্রে।—সুবর্ণমণিভির্মালাং স্ফাটিকীং শঙ্খনির্ম্মিতাম্। প্রবালৈরেব বা কুর্য্যাৎ পুত্রজীবং বিবর্জ্জয়েৎ। পদ্মাক্ষঞ্চৈব রুদ্রাক্ষং ভদ্রাক্ষঞ্চ বিশেষতঃ (২)॥ ৬॥ ত্রিপুরামন্ত্রজপাদৌ তু রক্তচন্দনবীজাদিভিরতি-প্রশস্তা। তথা তন্ত্রে।—রক্তচন্দনমালা তু ভোগদা মোক্ষদা ভবেৎ॥ ৭॥ তথা,—বৈষ্ণবে তুলসীমালা গজদন্তৈর্গণেশ্বরে। ত্রিপুরায়া জপে শস্তা রুদ্রাক্ষৈ-রক্তচন্দনৈঃ॥ ৮॥ (মুণ্ডমালায়াম্।—মহাশঙ্খময়ী মালা নীলসারস্বতে বিধৌ॥ ৯॥ মহাশঙ্খস্তু তন্ত্রে।—নৃ-ললাটাস্থিখণ্ডেন রচিতা জপমালিকা। মহাশঙ্খময়ী মালা তারাবিদ্যাজপে প্রিয়ে। কর্ণনেত্রান্তরস্থাস্থি মহাশঙ্খঃ প্রকীর্ত্তিতঃ) (৩)॥ ১০॥ মণিনিয়মস্তু (মুণ্ডমালায়াং।—অন্যোন্যসম-

প্রশস্ত। মনুষ্যাঙ্গুলীর অস্থিদ্বারা মালা নির্ম্মাণ করিয়া জপ করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। হে প্রিয়ে! উক্ত মালা মনুষ্যের নাড়ী দ্বারা অথবা রক্তসূত্র দ্বারা গ্রন্থন করিতে হয় এবং ঐ মালা মাতৃ-জারবৎ সর্ব্বদা গোপনে রাখিতে হয়। ৪।

কামনাভেদে মালার প্রকারভেদ। যথা,—পদ্মবীজ-নির্ম্মিত মালা শত্রুনাশ করে। কুশমূলনির্ম্মিত মালা সর্ব্বপাপ হরণ করে। পুত্রজীবকল-রচিত মালা পুত্রসম্পৎ প্রদান করে। মণি-রৌপ্য-নির্ম্মিত মালা সকল প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ করে, প্রবাল-নির্ম্মিত মালা প্রচুর ধন দান করে। ৫। ভৈরবীবিদ্যাবিষয়ে বারাহীতন্ত্রের উক্তি,—সুবর্ণ, মণি, স্ফটিক, শঙ্খ ও প্রবাল দ্বারা মালা নির্ম্মাণ করিবে। জীব-পুত্রিকা মালা বর্জ্জন করিবে, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ, এবং ভদ্রাক্ষের মালা বিশেষভাবে প্রশস্ত।৬। ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্ত্রজপে রক্তচন্দন-বীজ-মালা অতি প্রশস্ত। বারাহীতন্ত্রে তাহাই লিখিত হইয়াছে, রক্তচন্দন-বীজ-মালা ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করে। বিষ্ণুমন্ত্র-জপে তুলসী-মালা, গণেশ-মন্ত্রজপে গজদন্ত-মালা, ত্রিপুরা-মন্ত্রজপে রুদ্রাক্ষ ও রক্তচন্দন-মালা প্রশস্ত। মুণ্ডমালা-তন্ত্রে কথিত আছে,—তারামন্ত্রে মহাশঙ্খ-নির্ম্মিত মালা প্রশস্ত। ৭—৯। মহাশঙ্খ কাহাকে বলে, তাহা তন্ত্রে বলিয়াছেন, মনুষ্যের ললাটের অস্থিখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত জপমালাকে মহাশঙ্খ

---

(১) তথা ইতি পাঠান্তরম্।

(২) পদ্মাক্ষং রুদ্রাক্ষং ভদ্রাক্ষং কুর্য্যাদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ বিশেষতঃ ত্রিপুরামন্ত্রাদৌ অতিপ্রশস্তা ইত্যর্থঃ।

(৩) বন্ধনীমধ্যে (ক) (খ) পাঠঃ—"তারাকল্পে—অস্থিবিহিতা সিদ্ধির্মহাশঙ্খস্য মালয়া। মহাশঙ্খময়ী মালা জ্ঞেয়া তারামন্ত্রে প্রিয়ে। মহাশঙ্খস্তু—কর্ণনেত্রান্তরাস্থি মহাশঙ্খঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

রূপাণি নাতিস্থূলকৃশানি চ। কীটাদিভিরদুষ্টানি ন জীর্ণানি নবানি বৈ ॥ ১১ ॥ তথা গৌতমীয়ে। পঞ্চাশল্লিপিভির্মালা বিহিতা সর্ব্বকর্ম্মসু। অকারাদিক্ষকারান্তা অক্ষ (১) মালা প্রকীর্ত্তিতা। ক্ষার্ণং (২) মেরুমুখং তত্র কল্পয়েন্মুনিসত্তম। অনয়া (৩) সর্ব্বমন্ত্রাণাং জপঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিদঃ। চামুণ্ডাতন্ত্রে—নিত্যং জপং করে কুর্য্যান্ন তু কাম্যমবোধনাৎ (৪)।

মপি করে কুর্য্যান্মালাভাবে তু সুন্দরি। কামনা-ভেদে তু গৌতমীয়ে,—বিশেষেণাক্ষসূত্রস্য বিধানমিহ লক্ষ্যতে। পঞ্চবিংশতিভির্মোক্ষং ত্রিংশদ্ভির্ধনসিদ্ধয়ে। সর্ব্বার্থাঃ সপ্তবিংশত্যা পঞ্চদশ্যাভিচারিকে। পঞ্চাশদ্ভিঃ কাম্যসিদ্ধিঃ স্যাত্তথা চতুরুত্তরৈঃ। (৫) অষ্টোত্তরশতৈঃ সর্ব্বসিদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ ॥ ১২ ॥

অথ আসনভেদাঃ। হংসমাহেশ্বরে। কমলং কোমলং কৌশং দারবং কর্ম্মসাধনম্। (৬) (শুক্লং বা যদি বা কৃষ্ণং বিশেষাদ্রক্তকম্বলমিতি (৭) এতেষামাসনং গ্রাহ্যং চর্ম্মাসনং সুরেশ্বরি ॥ ১ ॥ (৮) লোম্নি চৈব যদাসীনস্তদা সর্ব্বং

মালা বলে। হে প্রিয়ে এই মালা তারাবিদ্যার মন্ত্রজপে প্রশস্ত। কর্ণ ও নেত্রের মধ্যবর্ত্তী অস্থিখণ্ডকে মহাশঙ্খ বলে। ১০। মুণ্ডমালাতন্ত্রে মণির লক্ষণ বলিয়াছেন,—যে সকল মণি পরস্পর সমান অথচ অতি স্থূল বা অতিশয় ক্ষুদ্র নহে এবং কীটাদিক্ষত বা জীর্ণ না হয়,—নূতন, এই প্রকার মণির দ্বারা মালা নির্ম্মিত হইবে। ১১। অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণমালা দ্বারা প্রস্তুত মালা সকল প্রকার মন্ত্র জপে ব্যবহৃত হয়; হে মুনিপ্রবর সেই মালায় ক্ষবর্ণকে মেরু কল্পনা করিবে। এই বর্ণমালা দ্বারা সকল প্রকার মন্ত্রের জপে সকলপ্রকার সমৃদ্ধিলাভ হয়। চামুণ্ডাতন্ত্রে বলিয়াছেন নিত্যজপ করমালায় করিতে হইবে, বিশেষবিধি না থাকিলে কাম্য জপও করিবে। হে সুন্দরি, মালা না পাইলে সকলপ্রকার কাম্য জপই করমালায় করা যায়। কামনাবিশেষে গৌতমীয়তন্ত্রে বলিতেছেন,—জপমালার বিশেষ বিধান এক্ষণে বলা যাইতেছে। মোক্ষকার্য্যে পঁচিশটি মণি, সম্পত্তিকামনায় ত্রিশটি মণি, সর্ব্বকামসাধনকার্য্যে সপ্তবিংশতি, মারণাদি অভিচারকার্য্যে পঞ্চদশ, কাম্যসিদ্ধিবিষয়ে চতুঃপঞ্চাশৎ এবং সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধিতে অষ্টোত্তরশত মণিদ্বারা মালা প্রস্তুত করিবে, ইহা মনীষিগণ বলিয়াছেন। ১২।

অতঃপর আসনের প্রকার-ভেদ বলা যাইতেছে। হংসমাহেশ্বরে কথিত আছে যে, হে সুরেশ্বরি! কোমল পদ্মাসন, কুশ-নির্ম্মিত আসন, কাষ্ঠনির্ম্মিত আসন, পূজাদিকার্য্যে

---

(১) অক্ষপদেন মালামাত্রমুচ্যতে। (২) তথাচ ক্ষবর্ণং মেরু।
(৩) অনয়া বর্ণমালয়া। (৪) অবোধনাৎ অবিধানাৎ।
(৫) চতুরধিকৈঃ। (৬) শুক্লং বা যদি বা কৃষ্ণং বিশেষাদ্রক্তকম্বলমিতি (ক) পুস্তকেঽধিকঃ পাঠঃ।
(৭) শুদ্ধমিতি (পা০)। (৮) শুভং প্রিয়ে (ক) পুস্তকে পাঠঃ।

বিনশ্যতি। লোমস্পর্শমাত্রেণ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥ ২ ॥) (১) কাম্যার্থং কম্বলঞ্চৈব শ্রেষ্ঠঞ্চ রক্তকম্বলম্। কৃষ্ণাজিনে জ্ঞানসিদ্ধির্মোক্ষঃ শ্রীর্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি ॥ ৩ ॥ কুশাসনে মন্ত্রসিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতির্দ্দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে ॥ ৪ ॥ বংশাসনে দরিদ্রঃ স্যাৎ পাষাণে ব্যাধিপীড়নম্। তৃণাসনে যশোহানিঃ পল্লবে চিত্তবিভ্রমঃ। জপধ্যানতপোহানিং বস্ত্রাসনং করোতি হি ॥ ৫ ॥ অত্র বস্ত্রাসনং কেবলমেব নিষিদ্ধং, বস্ত্রাসনং রোগহরমিত্যাদি বচনেন বিশিষ্টস্য ফলজনকত্বাভিধানাৎ (২) ॥ চেলাজিনকুশোত্তরমিতি (৩) ভগবদ্বচনাচ্চ ॥ ৬ ॥ তথা গৌতমীয়ে। তথা মৃদাসনে মন্ত্রী পটাজিনকুশোত্তরে ইতি ॥ ৭ ॥ যোগিনীহৃদয়ে। নাদীক্ষিতো বিশেজ্জাতু কৃষ্ণসারাজিনে (৪) গৃহী। বিশেদ্‌যতির্ব্বনস্থশ্চ ব্রহ্মচারী চ ভিক্ষুকঃ ॥ ৮ ॥ (আগমকল্পদ্রুমে।—মেষ-ব্যাঘ্র-গজোষ্ট্রখড়্গোরগ-ত্বচস্ত ষট্‌কর্ম্মসু প্রত্যেকং বিহিতাসনানি) (৫) ॥ ৯

অথ মালাসংস্কারঃ। তস্য নিত্যত্বমাহ যামলে।—অপ্রতিষ্ঠিত-(৬) মালাভির্ম্মন্ত্রং জপতি যো নরঃ। সর্ব্বং তদ্বিফলং বিদ্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি দেবতা ॥ ১ ॥ সনৎকুমারে।

গ্রহণ করিবে। চর্ম্মাসন লোমশূন্য হওয়া প্রয়োজন, কেননা লোমের উপর উপবেশন করিলে সমস্ত কর্ম্ম পণ্ড হয়, লোমস্পর্শমাত্রেই সিদ্ধিহানি হইয়া থাকে। ১।২। কাম্য কর্ম্মের জন্য কম্বলাসন গ্রহণ করিবে, তন্মধ্যে রক্তকম্বল শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণসার-চর্ম্মাসনে, জ্ঞানসিদ্ধি, ব্যাঘ্রাসনে মুক্তি ও লক্ষ্মী লাভ এবং কুশাসনে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে এ বিষয়ে কোন বিচার করিবার নাই। মৃত্তিকাসনে বসিয়া কার্য্য করিলে দুঃখ উৎপন্ন হয়, কাষ্ঠাসনে দৌর্ভাগ্য হয়, বংশাসনে দরিদ্র হয়, পাষাণে রোগপীড়ন, তৃণাসনে যশোহানি, পত্রাসনে চিত্তবৈকল্য এবং বস্ত্রাসনে বসিয়া কার্য্য করিলে জপ ধ্যান ও তপস্যা নষ্ট হয়। ৩—৫। এখানে বস্ত্রাসন নিষেধ বলিতে কেবল বস্ত্রাসনে কর্ম্মনিষেধ "বস্ত্রাসনে রোগ নাশ হয়" এই বচনে অন্য সংযুক্ত বস্ত্রাসনের ফলজনকতা কথিত হইয়াছে। ভগবানও বলিয়াছেন "চর্ম্মযুক্ত বা কুশযুক্ত বস্ত্রাসনে দোষ নাই।" গৌতমীয় তন্ত্রেও বলিয়াছেন—বস্ত্র মৃগচর্ম্ম ও কুশের উপরে কোমলাসন পাতিয়া বসিয়া সাধক কর্ম্ম করিতে পারে। ৬।৭। যোগিনীহৃদয়ে কথিত আছে যে, অদীক্ষিত গৃহস্থ কদাচ কৃষ্ণসার-চর্ম্মে উপবেশন করিবে না। ভিক্ষুক, বনবাসী ও ব্রহ্মচারী ইহারা কৃষ্ণসারচর্ম্মে উপবেশন করিতে পারে। ৮। আগমকল্পদ্রুমে বলিয়াছেন—মেষ, ব্যাঘ্র, গজ, উষ্ট্র, ভল্লুক ও সর্প ইহাদিগের চর্ম্মদ্বারা নির্ম্মিত আসন ষট্‌কর্ম্ম সাধনে বিহিত আছে। ৯।

অনন্তর মালার সংস্কার বলা যাইতেছে।—যামলতন্ত্রে মালাসংস্কারের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন যথা, যে ব্যক্তি অসংস্কৃত মালা দ্বারা জপ করে, তাহার সকল জপ

---

(১) বন্ধনীপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি। (২) তথাচ পটযুক্তে কাষ্ঠাদ্যাসনে ন দোষঃ।

(৩) তথা চার্দ্ধে চেলং ততোঽজিনাদি। (৪) কৃষ্ণাজিনাসনে ইতি (খ) পাঠঃ।

(৫) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৬) অসংস্কৃতমালাভিঃ।

—কার্পাসসম্ভবং সূত্রং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্। তচ্চ বিপ্রেন্দ্রকন্যাভির্নির্ম্মিতঞ্চ সুশোভনম্ ॥ ২ ॥ যদ্বা শ্বেতং রক্তং তথা কৃষ্ণং পট্টসূত্রমথাপি বা। শান্তিবশ্যাভিচারেষু মোক্ষৈশ্বর্য্যজয়েষু চ। শুক্লং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং বর্ণেষু চ (১) ক্রমাৎ। সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং রক্তং সর্ব্বেপ্সিতপ্রদম্ (২) ॥ ৩ ॥ ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য গ্রথয়েৎ শিল্পশাস্ত্রতঃ। একৈকং মাতৃকাবর্ণং সতারং (৩) প্রজপন্ সুধীঃ ॥ ৪ ॥ মালামাদায় (৪) সূত্রেণ গ্রথয়েন্মধ্যমধ্যতঃ ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মগ্রন্থিং বিধায়েত্থং মেরুঞ্চ গ্রন্থিসংযুতম্। গ্রথয়িত্বা পুরো (৫) মালাং ততঃ সংস্কারমারভেৎ (৬) ॥ ৬ ॥ কস্যচিন্মতে মূলবিদ্যয়া গ্রথয়েৎ। তথা চ একবীরাকল্পে।—মাতৃকাবর্ণতো গ্রন্থিং বিদ্যয়া (৭) বাথ কারয়েৎ। (৮) সুবর্ণাদিগুণৈর্ব্বাপি গ্রথয়েৎ সাধকোত্তমঃ। ব্রহ্মগ্রন্থিং ততো দদ্যাৎ নাগপাশমথাপি বা। কবচেনাথ (৯) বধ্নীয়ান্মালাং ধ্যানপরায়ণঃ। সর্ব্বশেষং ততো মেরুং সূত্র-

---

নিষ্ফল হয় এবং তাহার প্রতি দেবতা ক্রুদ্ধ হন। ১। মালা গাঁথিবার সূত্র বলা হইতেছে।—সনৎকুমার তন্ত্রে উক্ত আছে যে, কার্পাস নির্ম্মিত সূত্রদ্বারা মালা গাঁথিয়া তাহাতে জপ করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হয়। ঐ সূত্র ব্রাহ্মণ কর্তৃক নির্ম্মিত হইলে উত্তম হয়। শান্তিকার্য্যে শুক্লবর্ণ, বশীকরণকার্য্যে রক্তবর্ণ ও মারণকার্য্যে কৃষ্ণবর্ণ সূত্রদ্বারা মালা গ্রন্থন করিবে। কার্পাস সূত্রের পরিবর্ত্তে পট্টসূত্র দ্বারা মালা গাঁথিতে পারে। মুক্তি ঐশ্বর্য্য ও জয়কার্য্যে ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ সূত্রদ্বারা মালা গ্রন্থন করিবে। অথবা ব্রাহ্মণাদি সকল প্রকার বর্ণই রক্তবর্ণ সূত্রদ্বারা গ্রথিত মালা ব্যবহারে সকল প্রকার অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ২। ৩। সূত্রটিকে প্রথমতঃ ত্রিগুণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে ত্রিগুণ করিবে, পরে শিল্পশাস্ত্রের নিয়মে মালা (গাঁথিবে)। প্রণবসংযোগে এক একটি মাতৃকাবর্ণ জপ করত (ওঁ অং ওঁ আং ইত্যাদিরূপে) মালা গ্রন্থন করিবে। মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থি দিবে। এই প্রকারে মেরুস্থলকেও গ্রন্থিবদ্ধ করিবে। অগ্রে মালা গাঁথিয়া পরে তাহার সংস্কার করিবে। কাহারও কাহারও মতে মূলমন্ত্রে মালা গ্রন্থন করিবার ব্যবস্থা আছে। একবীরাকল্পে তদ্বিষয় কথিত হইয়াছে। মাতৃকাবর্ণ দ্বারা অথবা নিজোপাস্যদেবতার মূলমন্ত্র দ্বারা মালা গ্রন্থন করিবে। অথবা মালা সুবর্ণাদি সূত্রদ্বারা গ্রন্থন করিবে। মালা গাঁথিয়া তাহাতে ব্রহ্মগ্রন্থি অথবা নাগপাশ-গ্রন্থি দিবে, অতঃপর অভীষ্টদেবতা চিন্তাকরত হুঁ এই মন্ত্রে মালার দুই মুখ একত্র করিয়া বন্ধন করিবে, সর্ব্বশেষে দুই সূত্রে যোগ

---

(১) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রেষু। (২) তথাচ রক্তসূত্রমত্রৈব প্রশস্তমিত্যর্থঃ।

(৩) ওঁ অং ইত্যাদি ক্রমেণ। (৪) মণিমিতি (ক) পাঠঃ। (৫) তেনাদৌ মালাং গ্রথয়িত্বা পশ্চাৎ শোধয়েৎ। (৬) আচরেদিতি (ক) পাঠঃ। (৭) বিদ্যায়া হৃদি ॥ (৮) গ্রথয়েন্মাতৃকাবর্ণৈরথবা মূলবিদ্যয়া ইতি (ক) পাঠঃ। (৯) কবচেন হুকারেণ।

ন্বয়সমন্বিতম্। গ্রথয়েত্তারযোগেন (১) বধ্নীয়াৎ সাধকোত্তমঃ। এবং নিষ্পাদ্য দেবেশি প্রতিষ্ঠাঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ৭ ॥ গৌতমীয়ে।—মুখে মুখঞ্চ সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছঞ্চ যোজয়েৎ। গোপুচ্ছ-সদৃশী মালা যদ্বা সর্পাকৃতির্ভবেৎ (২) ॥ ৮ ॥ মুখপুচ্ছনিয়মস্তু (ছন্দঃসারে) (৩)—রুদ্রাক্ষস্যোন্নতং প্রোক্তং মুখং পুচ্ছন্তু নিম্নগম্। কমলাক্ষস্য সূক্ষ্মাংশং সবিন্দুদ্বিতয়ং মুখম্। সবিন্দুকস্য স্থূলাংশং পুচ্ছং শ্লক্ষমিতি স্মৃতম্। এবং জ্ঞাত্বা মুখং পুচ্ছং রুদ্রাক্ষাম্ভোরুহাক্ষয়োঃ। তৎসজাতীয়মেকাক্ষং মেরুত্বেনাগ্রতো ন্যসেৎ ॥ ৯ ॥ একৈকং মণিমাদায় ব্রহ্মগ্রন্থিং প্রকল্পয়েৎ। একৈকং মাতৃকা-বর্ণং গ্রথনাদৌ তু সংজপেৎ ॥ ১০ ॥ গ্রন্থিনিয়মস্তত্রৈব।—ত্রিরাবৃত্তিগ্রন্থিকেন তথার্দ্ধেন বিধীয়তে। সার্দ্ধদ্বয়াবর্ত্তনেন (৪) গ্রন্থিং কুর্য্যাদ্‌যথা দৃঢ়ম্। (ইত্যেতাভ্যামিচ্ছাবিকল্পঃ) (৫) ॥ ১১ ॥ কালিকাপুরাণে।—ব্রহ্মগ্রন্থিযুতং কুর্য্যাৎ প্রতিবীজং যথাস্থিতম্। অথবা গ্রন্থিরহিতং দৃঢ়রজ্জুসমাবৃতম্। (৬) এবং নির্ম্মায় মালাং বৈ শোধয়েন্মুনিসত্তম ॥ ১২ ॥ অশ্বত্থপত্র-

---

করিয়া "ওঁ" এই মন্ত্রে মেরু বন্ধন করিবে। হে দেবেশি! এইরূপে মালা গ্রন্থন করিয়া সংস্কার করিবে। ৭। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—মালার মণিসকল মুখে মুখে ও পুচ্ছে পুচ্ছে যুক্ত করিবে —মালা দেখিতে গো-পুচ্ছাকৃতি কিম্বা সর্পাকৃতি হইবে। ৮। ছন্দঃসারগ্রন্থে মালার মুখ ও পুচ্ছের নিয়ম বলিয়াছেন; যথা—রুদ্রাক্ষের উন্নত অংশ মুখ ও নিম্নভাগ পুচ্ছ; পদ্মবীজের সূক্ষ্মভাগে দুইটি বিন্দু থাকে, সেই সূক্ষ্মভাগ ইহার মুখ। ইহার স্থূলভাগে একটি বিন্দু থাকে, এটি ইহার পুচ্ছ। এইরূপে রুদ্রাক্ষ ও পদ্মবীজের মুখ ও পুচ্ছ নির্ণয় করিয়া তাহারই একটিকে অগ্রভাগে মেরুরূপে স্থাপন করিবে। ৯। এক একটী মণি লইয়া ব্রহ্মগ্রন্থি রচনা করিবে, গাঁথিবার পূর্ব্বে এক একটী মাতৃকাবর্ণ (অকারাদি বর্ণ) জপ করিবে। ১০। মালাগ্রন্থি-নিয়ম ছন্দঃসারেই উক্ত হইয়াছে, যথা—সার্দ্ধত্রয় বেষ্টন (সাড়ে তিন পেঁচ) অথবা সার্দ্ধদ্বয় বেষ্টন (আড়াই পেঁচ) দিয়া গ্রন্থি করিবে। গ্রন্থিটা যাহাতে দৃঢ় হয়, তাহা করিবে। সাধকের ইচ্ছানুসারে এই প্রকারদ্বয়ের একতর অবলম্বন করিয়া মালা গ্রন্থন করিবে। ১১। কালিকাপুরাণে কথিত আছে যে, মালার প্রত্যেক বীজের পর ব্রহ্মগ্রন্থি দিয়া প্রস্তুত করিবে, অথবা দৃঢ় রজ্জুকে গ্রন্থি না দিয়াও মালা প্রস্তুত করিয়া শোধন করিবে। ১২। অনন্তর মালা-

---

(১) কল্পান্তরমাহ তারযোগেন প্রণবেন।

(২) শুভা ইতি পাঠান্তরম্। (৩) বন্ধনীপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি।

(৪) সার্দ্ধত্রয়াবেষ্টনেন (খ) পাঠঃ। (৫) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৬) (খ) পুস্তকেঽত্র উদ্ধৃতপাঠ এবং—"দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবী মালা কর্ত্তব্যা সোপবাসতঃ। সম্বক্তে-বিষ্ণুমন্ত্রেণ দিবাভাগে প্রযত্নতঃ। শক্তীনামপি কর্ত্তব্যা রাত্রৌ শুদ্ধা যথাবিধি। অষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং ভবেৎ চ। ত্রয়োদশ্যাং তথা কুর্য্যাৎ শিবস্যাপি সুরেশ্বরি। শুভে লগ্নে শুভে বারে শুভর্ক্ষে চ শুভে তিথৌ। প্রতিষ্ঠাং কারয়েন্মন্ত্রী স্বয়ং বা গুরুণাপি বা।"

নবকৈঃ পদ্মাকারন্তু কল্পয়েৎ। তন্মধ্যে স্থাপয়েন্মালাং মাতৃকাং মূলমুচ্চরন্। ক্ষালয়েৎ

শোধনপ্রণালী কথিত হইতেছে।—* নয়টী অশ্বত্থপত্র পদ্মাকারে পাতিয়া তাহার উপরে মাতৃকামন্ত্র ও মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক মালা স্থাপন করিয়া (অ) চিহ্নিত "ওঁ সদ্যোজাতং

---

* মালা-সংস্কার-প্রয়োগ। প্রথমে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক (ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুকমালা-সংস্কারকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ইত্যাদি) "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতামুকমন্ত্রজপার্থমমুকমালাসংস্কারমহং করিষ্যে" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া নয়টি অশ্বত্থপত্র পদ্মের আকারে সাজাইয়া, তাহার উপরে (অং আং ইত্যাদি) মাতৃকাবর্ণমালা ও (মালায় যে দেবতার মন্ত্র জপ হইবে সেই দেবতার) মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মালাটি রাখিবে। পরে "ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবেঽভবেনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ।" এই মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা (১) মালাটি প্রক্ষালন করিবে, পরে ভাল পবিত্রজলে বেশ করিয়া ধুইয়া লইবে। পরে "ওঁ বামদেবায় নমঃ জ্যেষ্ঠায় নমঃ রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমঃ বলবিকিরণায় নমঃ বলপ্রমথায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমঃ মনোন্মথনায় নমঃ" এই বামদেবমন্ত্রে চন্দন, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য মাখাইয়া মালাটি ঘর্ষণ করিবে। তাহার পরে "ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ" এই অঘোরমন্ত্র পাঠ করিয়া ধূপের ধূমে মালাটিকে সৌগন্ধময় করিবে। তাহার পরে "ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে বামদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ" এই তৎপুরুষমন্ত্র পাঠ করিয়া মালাটিতে চন্দনাদি মাখাইবে। পরে "ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিবোম্" এই পঞ্চমমন্ত্র মালার প্রতিবীজে শতবার বা একবার করিয়া জপ করিবে। অথবা সমগ্র মালাটিতে একশতবার জপ করিবে। পরে মালাতে মালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা মালার পূজা করিয়া সেই মালার উপরে আবাহনপূর্ব্বক মূলদেবতার পূজা করিবে। তাহার পর শাক্তেরা "ওঁ হ্রীঃ মালে মালে মহামালে সর্ব্বতত্ত্বস্বরূপিণি। চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব॥" এই বলিয়া রক্ত পুষ্পদ্বারা মালার পূজা করিবে। বৈষ্ণবেরা "ঐং শ্রীং অক্ষমালিকায়ৈ নমঃ" এই বলিয়া মালার পূজা করিবেন। তাহার পর প্রথম হইতে মেরু পর্য্যন্ত ও মেরু হইতে প্রথম পর্য্যন্ত মালার প্রতিবীজকে মূলমন্ত্র ও সমগ্র মাতৃকাবর্ণ পাঠ করিয়া অভিমন্ত্রিত করিবে। তাহার পরে মালার দেবত্বসিদ্ধিকামনা করিয়া ১০৮ বার হোম করিবে। হোমশেষ হবিঃ প্রত্যেক বারেই মালায় প্রক্ষেপ করিবে। হোমে অশক্ত হইলে ২১৬ বার জপ করিবে। তাহার পরে "ওঁ হ্রঃ মালে

---

(১) পঞ্চগব্যের প্রমাণ—গৌতমীয়ে "পলমাত্রং দুগ্ধভাগং গোমূত্রং তাবদিষ্যতে। ঘৃতং পলমাত্রং স্যাদ্‌গোময়ং তোলকদ্বয়ম্। দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাৎ পঞ্চগব্যমিদং স্মৃতম্। অথবা পঞ্চগব্যানাং সমানো ভাগ ইষ্যতে।" পঞ্চগব্যানাং পৃথগভিমন্ত্রণং ন তান্ত্রিকম্। ইতি (আগমতত্ত্ববিলাসঃ)

-পঞ্চগব্যেন সদ্যোজাতেন সজ্জলৈঃ ॥ ১৩ ॥ সদ্যোজাতমন্ত্রস্তু।—ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবেঽভবেঽনাদিভবে ভব(জ)স্ব মাং ভবোদ্ভবায় (১) নমঃ (অ)। চন্দনাগুরুগন্ধাদ্যৈর্ব্বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ (২) বামদেবমন্ত্রস্তু—ওঁ বামদেবায় নমো (৩) জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকিরণায় নমো বলবিকরণায় নমো (৪) বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোন্মথনায় (৫) নমঃ। (আ) ধূপয়েত্তামঘোরেণ। অঘোরমন্ত্রস্তু।—ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ (৬) সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। (ই) লেপয়েত্তৎপুরুষেণ তু। তৎপুরুষমন্ত্রস্তু।—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। (ঈ) মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকন্তু শতং শতম্। মেরুঞ্চ মন্ত্রয়েচ্চৈব মনুনাঽথ (৭) শতং শতম্। মুণ্ডমালায়াং—পঞ্চমেনৈব মন্ত্রেণ প্রত্যেকন্তু শতং শতম্। মেরুঞ্চ পঞ্চমেনৈব তথা মন্ত্রেণ মন্ত্রয়েৎ ॥ প্রত্যেকন্তু সকৃৎ সকৃদিতি বা। তত্রৈব, প্রত্যেকং মন্ত্রয়েন্মন্ত্রী পঞ্চমেন সকৃৎ সকৃদিতি। তথা গৌতমীয়ে সমুদায়মালামধিকৃত্য পঞ্চমেনৈব সূক্তেন শতান্যূনেন মন্ত্রয়েদিতি দর্শনান্মালায়াং বা শতজপঃ কার্য্যঃ। পঞ্চমমন্ত্রস্তু।—ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিবোম্ (উ) প্রত্যেকং বা সকৃৎ সকৃদভিমন্ত্রয়েৎ। তথা চ তত্রৈব।—প্রত্যেকং মন্ত্রয়েন্মন্ত্রী পঞ্চমেন

"প্রপদ্যামি" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা মালা ধৌত করিবে। পরে (আ) চিহ্নিত "ওঁ নমো বামদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দন, অগুরু ও কর্পূর দ্বারা উক্ত মালাকে ঘর্ষণ করিয়া (ই) চিহ্নিত "ওঁ অঘোরেভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ধূপের ধূমসংযুক্ত করিবে। পুনর্ব্বার (ঈ) চিহ্নিত "ওঁ তৎপুরুষায়" ইত্যাদি মন্ত্রে মালায় চন্দন লেপন করিবে। তৎপরে (উ) চিহ্নিত "ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং" ইত্যাদি মন্ত্র মালার প্রত্যেক বীজে শতবার জপ করিবে। মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন—মালার প্রত্যেক বীজে পঞ্চমমন্ত্র শতবার জপ করিবে, মেরুতেও পঞ্চমমন্ত্র শতবার জপ করিবে। অথবা প্রত্যেক বীজে এক একবার মন্ত্র জপ এই দুইরূপই ব্যবস্থা আছে। গৌতমীয়তন্ত্রে সমুদায় মালার বিষয় উল্লেখ

সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা। তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তু তে ॥" এই বলিয়া মালাকে প্রণাম করিয়া গোপন করিয়া রাখিবে। মালার সূত্র জীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার নূতন সূত্রে মালা গাঁথিয়া তাহাতে শতবার মন্ত্রজপ করিবে।

---

(১) অত্র বৈ ইত্যধিকঃ পাঠঃ মুদ্রিতপুস্তকে, ন তু কাপি প্রাচীনপুস্তকে। (২) ঘর্ষয়েৎ আলোড়য়েৎ। (৩) অত্র কচিন্মুদ্রিতপুস্তকে "শ্রেষ্ঠায় নমঃ" ইত্যধিকঃ পাঠঃ। (৪) অত্র কচিন্মুদ্রিতপুস্তকে "বলায় নমঃ" ইত্যধিক পাঠঃ। (৫) মনোন্মননায় ইতি (খ) পাঠঃ। (৬) ঘোরতরেভ্যঃ ইতি (আ০ খি০ পাঠঃ। (৭) মূলেন ইতি পাঠান্তরম্। পঞ্চমেন সূক্তেনাভিমন্ত্রয়েৎ মনুনা স্বমন্ত্রেণ চাভিমন্ত্রয়েৎ ইতি উভাভ্যাং মন্ত্রাভ্যামভিমন্ত্রণং প্রাপ্তম্।

সকৃৎ সকৃৎ ॥ ১৪ ॥ তত্রাবাহ্য যজেদ্দেবং যথাবিভববিস্তরৈঃ ॥ ১৫ ॥ মালায়াঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠানন্তরং দেবতাং পূজয়েৎ। তথা চ সনৎকুমারতন্ত্রে।—সংস্কৃত্যৈবং বুধো মালাং তৎপ্রাণাংস্তত্র যোজয়েৎ। মূলমন্ত্রেণ তাং মালাং পূজয়েদ্দ্বিজসত্তমঃ ॥ ১৬ ॥ মূলমন্ত্রস্তু বারাহীতন্ত্রে।—মালে মালে মহামালে সর্ব্বতত্ত্বস্বরূপিণি। চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব। মায়াবীজাদিকং কৃত্বা রক্তপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ। ইতি শক্তিবিষয়ম্ ॥ ১৭ ॥ বিষ্ণুবিষয়ে তু যামলে।—বাগ্‌ভবঞ্চ তথা লক্ষ্মীমক্ষাদিমালিকাং ততঃ। ঙেহন্তাং হৃদয়বর্ণান্তাং (১) মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ। মন্ত্রয়েন্মূলমন্ত্রেণ ক্রমেণোৎক্রমযোগতঃ। (২) তথৈব মাতৃকাবর্ণৈর্ম্মন্ত্রয়েত্তাস্তু মন্ত্রবিৎ ॥ ১৮ ॥ যোগিনীহৃদয়ে।—হোমকর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাদ্দেবতাভাবসিদ্ধয়ে। অষ্টোত্তরশতং হুত্বা সম্পাতাজ্যং (৩) বিনিক্ষিপেৎ ॥ ১৯ ॥ হোমকর্ম্মণ্যশক্তশ্চেদ্দ্বিগুণং জপমাচরেৎ। নান্যমন্ত্রং জপেন্মন্ত্রী কম্পয়েন্ন বিধূনয়েৎ ॥ ২০ ॥ (৪) কম্পনাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্ধূননং বহুদুঃখদম্। শব্দে জাতে ভবেদ্রোগঃ করভ্রষ্টা বিনাশ-

করিয়া বলিয়াছেন—সমগ্রমালাতে শতান্যূন অর্থাৎ অন্ততঃ শতরূপ করিবে। তৎপরে মালাতে দেবতার আবাহন করিয়া যথাবিধি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত সাধ্যানুসারে পূজা করিবে। ১৩—১৫। সনৎকুমারতন্ত্রেও তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। সুবিজ্ঞ সৎব্রাহ্মণ মালার সংস্কার করিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন এবং মূলমন্ত্রে সেই মালার পূজা করিবেন। ১৬। বারাহীতন্ত্রে মূলমন্ত্র উক্ত হইয়াছে যথা—"মালে মালে" ইত্যাদি মন্ত্রে মালার পূজা করিবে, এই মন্ত্রের পূর্ব্বে মায়াবীজ (হ্রীং) যোগ করিয়া রক্তপুষ্পদ্বারা মালার পূজা করিবে। এই যে প্রণালী উক্ত হইল, ইহা শক্তিবিষয়ে জানিবে। ১৭। বিষ্ণু বিষয়ে যামলে বলিয়াছেন, প্রথমে বাগ্‌ভববীজ (ঐং) তৎপরে লক্ষ্মীবীজ (শ্রীং) তৎপরে অক্ষমালা চতুর্থীর একবচনান্ত, তৎপরে হৃদয়বর্ণ (নমঃ) যোগ করিয়া যে মন্ত্র হইবে সেই মন্ত্রে বিষ্ণু বিষয়ে পূজা করিবে। তাহার পরে অনুলোম বিলোমে মালার প্রতিবীজকে মূলমন্ত্র ও মাতৃকাবর্ণদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। ১৮। যোগিনী হৃদয়ে কথিত হইয়াছে, মালার দেবত্ব কামনা করিয়া ১০৮বার হোম করিয়া হুতশেষ মালার উপরে নিক্ষেপ করিবে। হোম করিতে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে। যে দেবতার মন্ত্রে মালা সংস্কার করিবে, সেই মালাদ্বারা অন্য দেবতার মন্ত্র জপ করিবে না। জপকালে জপকর্ত্তা নিজ অঙ্গ কাঁপাইবে না ও মালাও কাঁপাইবে না। জপকর্ত্তার অঙ্গকম্পনে সিদ্ধিহানি ও মালাকম্পনে বহু দুঃখ হয়। মতান্তরের অনুবাদ—জপকালে মালা কাঁপা-

---

(১) ঐং শ্রীং অক্ষমালিকায়ৈ নমঃ। (২) অনুলোমবিলোমতঃ।

(৩) তস্যাং মালায়াং হোমে আহুতিশেষং ক্ষিপেৎ।

(৪) শরীরস্য কম্পনং মালায়া বিধূননমিতি (ক) পুস্তক টিপ্পনী নঞ উভয়ত্রাপি সম্বন্ধঃ তেন বিধূনয়েৎ ন ঘূর্ণয়েৎ ন কম্পয়েৎ ন তথা চালয়েৎ ইতি (খ টি)। ধূননমূর্দ্ধাধশ্চালনং, কম্পনং তির্য্যক্ চালনমিতি (আ০ ত০ বি০।

কৃৎ ॥ ২১ ॥ ছিন্নে সূত্রে ভবেন্মৃত্যুস্তস্মাদ্‌যত্নপরো ভবেৎ ॥ ২২ ॥ জপান্তে কর্ণদেশে বা উচ্চদেশেঽথবা ন্যসেৎ। ওঁ ত্বং মালে সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা। তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তু তে। ইত্যুক্ত্বা পরিপূজ্যাথ গোপয়েদ্‌যত্নতো গৃহী ॥ ২৩ ॥ কামনাভেদে অঙ্গুলিনিয়মমাহ—গৌতমীয়ে ;—তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন শত্রূচ্চাটনকারকম্ (১)। অঙ্গুষ্ঠ-মধ্যমা-যোগান্মন্ত্রসিদ্ধিঃ সুনিশ্চিতা ॥ ২৪ ॥ অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগাদুচ্চাটোচ্ছাদনে (২) মতে। জ্যেষ্ঠাকনিষ্ঠা-যোগেন শত্রূণাং নাশনং মতম্ ॥ ২৫ ॥ বৈশম্পায়নসংহিতায়াম্।—অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাঞ্চ চালয়েন্মধ্যমধ্যতঃ (৩)। তর্জ্জন্যা ন স্পৃশেদেনাং মুক্তিদো গণনক্রমঃ ॥ ২৬ ॥ জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং (৪) জপেৎ। প্রমাদাৎ পতিতা হস্তাৎ শতমষ্টোত্তরং জপেৎ। জপেন্নিষিদ্ধসংস্পর্শে (৫) ক্ষালয়িত্বা (৬) যথোদিতম্ ॥ ২৭ ॥ ছিন্নেঽপি অষ্টোত্তরশতজপঃ কার্য্যঃ, করভ্রংশছিন্নয়োস্তুল্যত্বাৎ (তদুক্তং কুব্জিকাতন্ত্রে।—ছিন্নে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেদিতি)

হইবে না বা মালা একস্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালিত করিবে না ; কম্পনে সিদ্ধি হানি ও অন্যত্র সঞ্চালনে বহু দুঃখ ভোগ ঘটিয়া থাকে। জপকালে মালাতে শব্দ হইলে রোগ হয় এবং মালা করভ্রষ্ট হইলে জপকর্ত্তার সর্ব্বনাশ হয়। জপসময়ে মালার সূত্র ছিন্ন হইলে জপকর্ত্তার মৃত্যু হয়, অতএব জপকালে বিশেষ সতর্ক হইবে। ১৯—২২। জপাবসানে স্বীয় কর্ণে অথবা কোন উচ্চস্থানে মালা রাখিবে। "ওঁ ত্বং মালে সর্ব্বদেবানাম্" ইত্যাদি মন্ত্রে মালার পূজা করিয়া গৃহস্থ যত্ন করিয়া মালা গোপনে রাখিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে কামনা বিশেষে জপের অঙ্গুলি বিশেষ নিয়ম করিয়াছেন—তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ এই দুই অঙ্গুলী দ্বারা মালা জপ করিলে শত্রূচ্চাটন সিদ্ধি হয়, অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলীতে জপ করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ২৪। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযোগে জপ করিলে উচ্চাটন ও উচ্ছাদন সিদ্ধ হয় এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীযোগে জপ করিলে শত্রুনাশ সিদ্ধ হয়। ২৫। বৈশম্পায়নসংহিতায় বলিয়াছেন—অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলি দ্বারা মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যপর্ব্বে জপমালা চালন করিবে ; তর্জ্জনীদ্বারা মালা স্পর্শ করিবে না, মালা গণনার এইরূপ প্রণালীতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ২৬। মালার সূত্র জীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার মালা গাঁথিয়া শতবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। জপকালে অনবধানতাবশতঃ হস্ত হইতে মালা পতিত হইলে মালা গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার ১০৮ বার জপ করিবে। মালা নিষিদ্ধ পদাদি স্থান স্পৃষ্ট হইলে পঞ্চগব্য দ্বারা মালা ধৌত করিয়া জপ করিবে। ২৭। মালা ছিন্ন হইলেও পুনর্ব্বার মালা গ্রন্থন করিয়া তদুপরি অষ্টো-

---

(১) কর্ম্মণি ইতি মুদ্রিতপুস্তকপাঠঃ। (২) উচ্ছাদনং ত্যাগ ইতি (খ টি)।

(৩) মধ্যমাঙ্গুলিমধ্যপর্ব্বণি (ক টি)। (৪) শতং স্বকীয়মন্ত্রমিত্যর্থঃ (খ টি)।

(৫) নিষিদ্ধস্থানপাদাদিস্পর্শে (খ টি)। (৬) পঞ্চগব্যেনেতি (খ টি)।

(১) ॥ ২৮ ॥ প্রকারান্তরমাগমকল্পক্রমে।—ভূতশুদ্ধ্যাদিকাং পূজাং বিধায় তত্র পূজয়েৎ। গণেশ-সূর্য্য-বিষ্ণীশান্ দুর্গাঞ্চাবাহ্য মন্ত্রবিৎ ॥ ২৯ ॥ পঞ্চগব্যে ততঃ ক্ষিপ্ত্বা হ্সৌর্মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ। তস্মাদুত্তোল্য তাং মালাং স্বর্ণপাত্রে নিধায় চ ॥ ৩০ ॥ পয়োদধি-ঘৃত-ক্ষৌদ্র-শর্করাদ্যৈরনুক্রমাৎ। তোয়ধূপান্তরৈঃ কৃত্বা পঞ্চামৃতবিধিং বুধঃ (২) ॥ ৩১ ॥ ক্রমাদত্রৈব সংস্থাপ্য স্নাপয়েৎ শীতলৈর্জ্জলৈঃ। ততশ্চন্দনগন্ধেন কস্তূরী-কুঙ্কুমাদিভিঃ। তামালিপ্য হ্সৌর্মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপেৎ ॥ ৩২ ॥ তস্যাং নবগ্রহাংশ্চৈব দিক্পালাংশ্চ প্রপূজয়েৎ। ততঃ সংপূজ্য চ গুরুং গৃহ্নীয়ান্মালিকাং শুভাম্ ॥ ৪৩ ॥ (৩) ইতি ॥

অথ পুরশ্চরণম্। যোগিনীহৃদয়ে।—গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় শুদ্ধান্তঃকরণো নরঃ। ততঃ পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যান্মন্ত্রসংসিদ্ধিকাম্যয়া ॥ ১ ॥ তস্য নিত্যতামাহ,—জীবহীনো (৪) যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ। পুরশ্চরণহীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তস্মাদাদৌ

ত্তরশত জপ করিতে হইবে কারণ, মালা করভ্রষ্ট হওয়া ও সূত্র ছিন্ন হওয়া তুল্যপ্রকার। কুব্জিকা তন্ত্রেও তাহাই কথিত হইয়াছে, সূত্র ছিন্ন হইলে আবার সূত্র গাঁথিয়া ১০৮ বার জপ করিবে"। ২৮। আগমকল্পক্রমে মালা সংস্কার অন্যপ্রকার কথিত হইয়াছে যথা—ভূতশুদ্ধি হইতে উপাস্য দেবতার পূজা পর্য্যন্ত করিয়া মালাতে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, ঈশ ও দুর্গা এই সকল দেবতার আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। অনন্তর পঞ্চগব্যমধ্যে মালা নিক্ষেপ করিয়া "হ্সৌঃ" এই মন্ত্রে পঞ্চগব্য হইতে মালা উত্তোলন করিয়া স্বর্ণপাত্রে রাখিয়া তাহার উপর যথাক্রমে পঞ্চামৃত রীতিতে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা এই সকল দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া ক্রমশঃ ঐ সকল দ্রব্যদ্বারা ও শীতল জলদ্বারা স্নান করাইবে। তৎপরে মালাতে চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুম ইত্যাদি সুগন্ধিদ্রব্য লেপন করিয়া ১০৮ বার "হ্সৌঃ" এই মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর মালাতে আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল ও গুরুদেবের অর্চ্চনা করিয়া সেই শুভ মালা গ্রহণ করিবে। ২৯—৩৩।

অতঃপর পুরশ্চরণের বিষয় বলা হইতেছে।—যোগিনীহৃদয়ে উক্ত হইয়াছে শুদ্ধচিত্ত মানব গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মন্ত্রসিদ্ধি-কামনায় পুরশ্চরণ করিবে। ১। পুরশ্চরণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা কথিত হইতেছে। যেরূপ জীবহীন দেহ সর্ব্বকার্য্যে অক্ষম, সেইরূপ পুর-

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) পুনরিতি (ক) পা০।

(৩) "অয়ং শূদ্রবিষয় ইতি কেচিৎ, তেষাং বৈদিকমন্ত্রোচ্চারণে অনধিকারাৎ" ইত্যধিকঃ পাঠোঽত্র (ক) পুস্তকে।

(৪) জীবহীনঃ প্রাণহীনঃ। অথবা জীবঃ শক্তি, অতঃ শক্তিহীনো যথা সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ তথা জীবহীনোঽপদেহী পরমাত্মা সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ মৃতশরীরেঽপি পরমাত্মা স্থাতুমর্হতি বিভুত্বাৎ, অথবা জীব্যতেঽনেনেতি জীবঃ প্রাণবায়ুরিতি অন্তৎ সমানম্।

স্বয়ং কুর্য্যাদ্গুরুং (১) বা কারয়েদ্বুধঃ ॥ ২ ॥—গুরোরভাবে বিপ্রং বা সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতম্। স্নিগ্ধং শাস্ত্রবিদং মিত্রং নানাগুণসমন্বিতম্। স্ত্রিয়ং চ (২) সদ্গুণোপেতাং সপুত্রাং বিনিযোজয়েৎ ॥ ৩ ॥ যোগিনীহৃদয়ে—আদৌ পুরস্ক্রিয়াং (৩) কর্ত্তুং স্থাননির্ণয় উচ্যতে ॥ ৪ ॥ পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ব্বতমস্তকম্। তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ (৪) পাবনং বনম্ ॥ ৫ ॥ উদ্যানাদি-বিবিক্তানি (৫) বিল্বমূলং তটং গিরেঃ। তুলসী-কাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যং শিবালয়ম্ (৬) ॥ ৬ ॥ অশ্বত্থামলকীমূলং গোশালা জলমধ্যতঃ (৭)। দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজালয়ম্ (৮)। সাধনে চ (৯) প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম ॥ ৭ ॥ (সূর্য্যস্যাগ্নের্গুরোরিন্দোর্দ্দীপস্য চ জলস্য চ। বিপ্রাণাঞ্চ গবাঞ্চৈব সন্নিধৌ শস্যতে জপঃ) (১০)। অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি ॥ ৮ ॥ তথা,—গৃহে শতগুণং বিদ্যাদ্গোষ্ঠে লক্ষগুণং ভবেৎ। কোটির্দ্দেবালয়ে পুণ্যমনন্তং শিবসন্নিধৌ (১১) ॥৯॥ ব্রহ্মযামলে।—জপমেকগুণং গেহে গোষ্ঠে দশগুণং স্মৃতম্। বনান্তরে শতগুণং তড়াগে চ সহস্রকম্ ॥ ১০ ॥ নদীতীরে লক্ষগুণং নগাগ্রে কোটিসম্মিতম্। শিবালয়ে কোটি-

---

শ্চরণহীন মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদানে অক্ষম, অতএব সাধক প্রথমতঃ স্বয়ং কিংবা গুরুদ্বারা পুরশ্চরণ করিবে। ২। গুরুর অভাবে শাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বপ্রাণীর হিত কার্য্যে ব্যাপৃত, নানাগুণশালী সদ্ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চরণ করিবে। গুণশালিনী পুত্রবতী স্ত্রীগুরুকেও পুরশ্চরণকার্য্যে নিযুক্ত করা যায়। ৩। অগ্রে পুরশ্চরণোপযোগী স্থান কথিত হইতেছে। ৪। যোগিনী-হৃদয়ে বলিয়াছেন—পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্ব্বতের শিখর, তীর্থস্থান, সাগরসঙ্গমস্থল এবং পবিত্রবন পুরশ্চরণকার্য্যে প্রশস্ত। জনশূন্য উদ্যান, বিল্বমূল, পর্ব্বততট, তুলসী-কানন, বৃষশূন্য গোষ্ঠস্থান, বৃষশূন্য শিবালয়, অশ্বত্থ ও আমলকী বৃক্ষের মূলদেশ, গোশালা, জলমধ্যবর্ত্তী দ্বীপ, দেবালয়, সমুদ্রতীর ও নিজ গৃহ, এই সকল স্থানও সাধকদিগের সাধন-কার্য্যে প্রশস্ত। ৫—৭। সূর্য্য, অগ্নি, গুরু, চন্দ্র, প্রদীপ, জল, ব্রাহ্মণ এবং গাভীর নিকটে জপ প্রশস্ত অথবা যে স্থানে মনের প্রসন্নতা হয়, তাদৃশ স্থানে বসিয়া জপ করিবে। ৮। স্বগৃহে বসিয়া জপ করিলে শতগুণ, গোষ্ঠে লক্ষগুণ, দেবালয়ে কোটিগুণ এবং শিবসন্নিধানে অনন্ত পুণ্যফল লাভ হয়। ৯। ব্রহ্মযামলে বলিয়াছেন, স্বগৃহে একগুণ, গোষ্ঠে দশগুণ, বনমধ্যে শতগুণ, তড়াগে সহস্রগুণ, নদীতীরে লক্ষগুণ, পর্ব্বত

---

(১) গুরুদ্বারেণ কারয়েৎ। (২) তথাচ স্ত্রীদ্বারেণাপি পুরশ্চরণং কারয়েৎ। (খ টি)।

(৩) পুরশ্চরণম্। (৪) সাগরসঙ্গমঃ। (৫) বিজনানি।

(৬) প্রত্যম্ব্রশিবস্থানে বৃষভাদিবিবর্জ্জিতে ইতি বচনাৎ বৃষশূন্যং গোষ্ঠং বৃষশূন্যং শিবালয়ম্। অনাদিশিবালয়মিত্যর্থঃ (আ০ বি০) (৭) জলমধ্যদ্বীপাদৌ (খ টি)। (৮) নিজং গৃহমিতি (ক) পাঠঃ।

(৯) সাধনে তু ইতি পাঠান্তরম্। (১০) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(১১) অনাদিশিবসন্নিধৌ (খ টি)।

শতমনন্তং গুরুসন্নিধৌ ॥ ১১ ॥ তথা,—গৃহে গোষ্ঠে তদ্ভাগে চ নদী-নগ-শিবালয়ে। গুরোশ্চ সন্নিধৌ যত্র স জপঃ পরমো মতঃ ॥ ১২ ॥ ম্লেচ্ছদুষ্টমৃগ (১) ব্যাল-শঙ্কাতঙ্কবিবর্জ্জিতে। একান্তপাবনে নিন্দারহিতে ভক্তিসংযুতে ॥ ১৩ ॥ সুদেশে (২) ধার্ম্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে। রম্যে ভক্তজনস্থানে নিবসেত্তাপসঃ প্রিয়ে ॥ ১৪ ॥ গুরূণাং সন্নিধানে চ চিত্তৈকাগ্রস্থলে তথা। এষামন্যতমস্থানমাশ্রিত্য জপমাচরেৎ ॥ ১৫ ॥ (৩) যত্র গ্রামে জপেন্মন্ত্রী তত্র কূর্ম্মং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৬ ॥ গৌতমীয়ে।—পর্ব্বতে সিন্ধুতীরে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে। যদি কুর্য্যাৎ পুরশ্চর্য্যাং তত্র কূর্ম্মং ন চিন্তয়েৎ ॥ ১৭ ॥ গ্রামে (৪) বা যদি বা বাস্তৌ গৃহে তঞ্চ বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৮ ॥ অথ পুরশ্চরণে ভক্ষ্যাদিনিয়মঃ। গৌতমীয়ে।—পুরশ্চরণকৃন্মন্ত্রী ভক্ষ্যাভক্ষ্যং বিচারয়েৎ। অন্যথা (৫) ভোজনাদ্দোষাৎ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥ ১৯ ॥ শস্তান্নঞ্চ (৬) সমশ্নীয়ান্মন্ত্রসিদ্ধিসমীহয়া। তস্মান্নিত্যং প্রযত্নেন শস্তান্নাশী ভবেন্নরঃ ॥ ২০ ॥ অগস্ত্যসংহিতায়াম্—দধি ক্ষীরং ঘৃতং গব্যমৈক্ষবং গুড়বর্জ্জিতম্। তিলাশ্চৈব সিতা (৭) মুদ্গাঃ কন্দঃ কেমুক-

শিখরে কোটিগুণ, শিবালয়ে শতকোটিগুণ এবং গুরুসন্নিধানে জপ করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়। ১০—১১। আরও বলিয়াছেন—গৃহ, গোষ্ঠ, বন, উপবন, নদী, পর্ব্বত, শিবালয় এবং গুরুসন্নিধানে যে জপ করা হয়, সেই জপ অতীব উত্তম। ১২। হে প্রিয়ে! যেস্থানে ম্লেচ্ছজাতি, দুষ্টজন্তু, সর্প প্রভৃতির শঙ্কা নাই এরূপ অতি পবিত্র, অনিন্দনীয়, মনোরম স্থানে, সুদেশে ধার্ম্মিকবহুল দেশে, সুভিক্ষদেশে, নিরুপদ্রবস্থানে, রমণীয় ভক্তবহুল স্থানে, তপস্যার্থ বাস করিবে; গুরুসন্নিধানে এবং যেখানে চিত্তের একাগ্রতা হয়, এরূপ স্থানে—এই সকল স্থানের যে কোনও স্থান আশ্রয় করিয়া জপ করিব। ১৩—১৫। যে গ্রামে জপ করিবে, সাধক তথায় কূর্ম্মচক্র বিচার করিবে। ১৬। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন—পুরশ্চরণকর্ত্তা সাধক পর্ব্বত, সমুদ্রতীর, পুণ্যারণ্য এবং নদীতটে যদি পুরশ্চরণ করেন, তাহা হইলে কূর্ম্মচক্র বিচার করিতে হইবে না। ১৭। কিন্তু যদি গ্রামে অথবা বাস্তুগৃহে পুরশ্চরণ করেন, তাহা হইলে কূর্ম্মচক্র বিচার করিতে হইবে। ১৮। অতঃপর পুরশ্চরণে ভক্ষ্যাদিনিয়ম বলা হইতেছে। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—পুরশ্চরকর্ত্তা মন্ত্রসাধক ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিবেন অভক্ষ্য ভোজনজনিত দোষে সিদ্ধিহানি হইয়া থাকে। হবিষ্যান্নভোজনে মন্ত্রসিদ্ধি হয় এই কারণে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক হবিষ্যান্নভোজী হইবে। ১৯। ২০। অগস্ত্যসংহিতায় বলিয়াছেন যে—গব্য দধি, গব্য দুগ্ধ, গব্য ঘৃত,

---

(১) দুষ্টমৃগো ব্যাঘ্রাদিঃ (খ টি)। (২) সুদেশ ইত্যত্র স্বদেশে ইতি পাঠান্তরম্।

(৩) প্রেতভূম্যাদিকঞ্চৈব তত্তৎকল্পে প্রকাশিতমিতি (ক) পুস্তকেঽধিকঃ পাঠঃ।

(৪) গ্রামে শূন্যগ্রামে (খ টি)। (৫) অন্যথা ইত্যত্র নিষিদ্ধ ইতি (ক) পাঠঃ। (৬) শস্তান্নং হবিষ্যান্নং (খ টি)। (৭) তিলাশ্চৈবাসিতা মুদ্গা ইতি (খ) পাঠ, কৃষ্ণা মুদ্গা ইতি খ টিপ্পনী।

বর্জ্জিতঃ ॥ ২১ ॥ নারিকেলফলঞ্চৈব কদলী লবলী তথা। আম্রমামলকঞ্চৈব পনসঞ্চ হরীতকী। ব্রতান্তরে প্রশস্তঞ্চ হবিষ্যং মন্যতে বুধৈঃ ॥ ২২ ॥ (হৈমন্তিকং সিতা-স্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ। কলায়কঙ্গুনীবারা বাস্তূকং হিলমোচিকা। ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ। লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী। পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী। পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ তিন্তিড়ী। কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্। অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে) ॥ ২৩ ॥ (১) ভুঞ্জানো বা হবিষ্যান্নং শাকং (২) যাবকমেব বা। পয়ো মূলং ফলং বাপি যত্র যত্রোপলভ্যতে ॥ ২৪ ॥ রম্ভাফলং তিন্তিড়ীকং কমলা নাগরঙ্গকম্। ফলান্যেতানি ভোজ্যানি এভ্যোঽন্যানি বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৫ ॥ যত্তু যোগিনীতন্ত্রে।—চিঞ্চাঞ্চ (৩) নালিকাশাকং কলায়ং লকুচং তথা। কদম্বং নারিকেলঞ্চ ব্রতে কুষ্মাণ্ডকং ত্যজেৎ। তত্তু ব্রতান্তরে বোধ্যম্ ॥ ২৬ ॥ (অথ বর্জ্জ্যানি।—বিবর্জ্জয়েন্মধু ক্ষারলবণং তৈলমেব চ। তাম্বূলং কাংস্যপাত্রঞ্চ দিবাভোজনমেব চ ॥ ২৭ ॥ তথা,—ক্ষারঞ্চ লবণং মাংসং গৃঞ্জনং (৪) কাংস্যভোজনম্। মাষাঢকী (৫) মসূরাংশ্চ কোদ্রবাংশ্চণকানপি। (অন্নং

ইক্ষুচিনি, তিল, সোণামুগ, কেমুক ভিন্ন মূল, নারিকেল, কদলা, নোড়ফল, আম্র, আমলকী, কাঁটাল, হরীতকী, এই সকল দ্রব্য এবং ব্রত বিশেষে প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত দ্রব্য হবিষ্য বলিয়া বুধগণ নির্দ্দেশ করেন। ২১। ২২।

অস্বিন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ করা নয় এরূপ শুক্লবর্ণ হৈমান্তিক ধান্য, মুগ, তিল, কলায় অর্থাৎ ক্ষুদ্র মটর, কঙ্গু, কেঁউধান্য, উড়িধান্য, বেতোশাক, হিলঞ্চা, ষষ্টিকা (একপ্রকার শাক), কালশাক (কালকাসুন্দাশাক), কেমুক (কেঁউ) ভিন্ন মূল, সৈন্ধব লবণ ও সমুদ্রজাত লবণ, গব্য দধি ও ঘৃত, সার তোলা নয় এরূপ দুগ্ধ, কাঁটাল, আম্র, হরীতকী, পিপ্পলী, জীরে, নাগরঙ্গ, নারাঙ্গা, নেবু, তিন্তিড়ী, কদলী, নোড়ফল আমলকী এই সমস্ত ফল, গুড় ভিন্ন ইক্ষুসম্ভূত বস্তু এবং অতৈলপক্ব বস্তুকে মুনিগণ হবিষ্যান্ন বলিয়া থাকেন। ২৩। হবিষ্যান্নভোজী বেতো প্রভৃতি শাক, যাবক (অর্দ্ধ স্বিন্ন যবাদি) দুগ্ধ, মূলা রম্ভাফল, তিন্তিড়ী, কমলা, নাগরঙ্গ, নারাঙ্গা নেবু, এই সকল ফল ভোজন করিতে পারিবে, এতদতিরিক্ত ফল পরিত্যাগ করিবে। ২৪।২৫। যোগিনীতন্ত্রে আমরুল বা তেঁতুল, নালিকা শাক, কলায়, লকুচ (ডহুয়া), কদম্ব, নারিকেল এবং কুষ্মাণ্ড ত্যাগ করিবার কথা আছে, তাহা অন্যান্য ব্রতে জানিবে। ২৬। পুরশ্চরণকার্য্যে যে যে দ্রব্য বর্জ্জনীয় তাহা বলিতেছেন,—মধু, ক্ষার লবণ, তৈল, তাম্বূল, কাংস্যপাত্রে ভোজন এবং দিবসে ভোজন পরিত্যাগ করিবে। ২৭। আরও বলিয়াছেন,—ক্ষার লবণ, মাংস, গৃঞ্জন

---

(১) বন্ধনীমধ্যপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি। (২) শাকং বাস্তূকাদি (খ টি)।

(৩) আমরুলীতি খ্যাতা। (৪) গৃঞ্জনং গাঁজর ইতি প্রসিদ্ধং মূলং দক্ষিণদেশপ্রসিদ্ধম্।

(৫) আঢ়কী অড়হরইতি খ্যাতঃ কলায়বিশেষঃ।

পর্য্যুষিতঞ্চৈব নিঃস্নেহং কীটদূষিতম্ ॥ ২৮ ॥ রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্।—মৈথুনং তৎকথালাপং তদ্গোষ্ঠীং পরিবর্জ্জয়েৎ। ঋতুকালং বিনা মন্ত্রী স্বস্ত্রিয়ং নাভিসংস্পৃশেৎ ॥ ২৯ ॥ লবণঞ্চৈব যৎক্ষারং তথা ক্ষৌদ্রং রসান্তরম্)। (১) কৌটিল্যং ক্ষৌরমভ্যঙ্গমনিবেদিতভোজনম্ ॥ ৩০ ॥ অসঙ্কল্পিত (২) কৃত্যঞ্চ বর্জ্জয়েন্মর্দ্দনাদিকম্। স্নায়াচ্চ পঞ্চগব্যেন কেবলামলকেন বা ॥ ৩১ ॥ মন্ত্রং জপ্তান্নপানীয়ৈঃ (৩) স্নানাচমনভোজনম্। কুর্য্যাদ্যথোক্তবিধিনা ত্রিসন্ধ্যং দেবতার্চ্চনম্ ॥ ৩২ ॥ ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ। শক্ত্যা ত্রিষবণং স্নানমশক্তৌ দ্বে সকৃচ্চ বা ॥ ৩৩ ॥ অস্নাতস্য ফলং নাস্তি ন চাতর্পয়িতঃ পিতৄন্। অপবিত্রকরো (৪) নগ্নঃ শিরসি (৫) প্রাবৃতোঽপি বা। প্রলপন্ প্রজপেদ্যাবত্তাবন্নিষ্ফলমুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ (নারদীয়ে।—মৃদু সোষ্ণং সুপক্কঞ্চ কুর্য্যাদ্ধি লঘুভোজনম্। নেন্দ্রিয়াণাং যথাবৃদ্ধিস্তথা ভুঞ্জীত সাধকঃ) ॥ ৩৫ ॥ (৬) কুলার্ণবে।—যস্যান্নপানপুষ্টাঙ্গঃ কুরুতে ধর্ম্মসঞ্চয়ম্। অন্নদাতুঃ ফলস্যার্দ্ধং কর্ত্তুশ্চার্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পরান্নং বর্জ্জয়েৎ সুধীঃ। পুরশ্চরণকালে তু সর্ব্বকর্ম্মসু শাম্ভবি ॥ ৩৭ ॥

(গাঁজোর), কাংস্যপাত্রে ভোজন, মাষ, আঢ়কী (অড়র), মসূর, কোদ্রব (কোদধান্য,) চণক (ছোলা), পর্য্যুষিত অন্ন, স্নেহহীনখাদ্য এবং কীটক্ষতদ্রব্য বর্জ্জন করিবে। ২৮। রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন যে, মৈথুন মৈথুনসংক্রান্ত আলাপ ও লম্পটদিগের গোষ্ঠী (আড্ডা) পরিত্যাগ করিবে এবং ঋতুকাল ভিন্ন নিজ স্ত্রীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবে না। ২৯। পুরশ্চরণ-কালে ক্ষার লবণ, মধু, অন্যপ্রকার রস, মনের কুটিলতা, ক্ষৌরকর্ম্ম, তৈলমর্দ্দন অনিবেদিত অন্ন ভোজন, সঙ্কল্পরহিত কার্য্য এবং গাত্রমর্দ্দনাদি পরিত্যাগ করিবে। পঞ্চগব্য অথবা আমলকীর রসদ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্নান ও আচমন করিয়া খাদ্য ও পানীয়ের উপর মন্ত্রজপ করিয়া ভোজন করিবে। এইরূপে যথানিয়মে তিন সন্ধ্যায় দেবপূজা করিবে। তিন সন্ধ্যায় বা একসন্ধ্যায় কেবল মন্ত্রজপ করিবে না। সমর্থ হইলে তিনবার স্নান করিবে, ও অসমর্থ হইলে দুইবার বা একবার স্নান করিবে। স্নান বা পিতৃ-তর্পণ না করিয়া কোন কার্য্য করিলে তাহার ফল হয় না। কুশ হস্তে না লাইয়া নগ্ন দেহে অথবা আচ্ছাদিত মস্তকে কিম্বা প্রলাপ বকিতে বকিতে জপ করিলে সেই জপসকল নিষ্ফল হয়। ৩০—৩৪। নারদীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, পুরশ্চরণকালে লঘু, ঈষদুষ্ণ ও সুপক্ক দ্রব্য ভোজন করিবে। যাহাতে ইন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি না হয় এইরূপ ভাবে আহার করিবে। ৩৫। কুলার্ণবে কথিত আছে যে, যাহার অন্ন পানে পুষ্টাঙ্গ হইয়া ধর্ম্মসঞ্চয় করে, সেই ধর্ম্মফলের অর্দ্ধ অন্নদাতা প্রাপ্ত হয়, অপর অর্দ্ধ কর্ত্তার হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। হে শাম্ভবি! সেই

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) সঙ্কল্পরহিতকর্ম্ম। (৩) তথা চান্নাদ্যুপরি মন্ত্রজপঃ কার্য্যঃ (খ টি)। (৪) কুশশূন্যহস্তঃ ইতি (আ॰ বি॰)। (৫) শিরস্যাচ্ছাদিতঃ (খ টি)।

(৬) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

জিহ্বা দগ্ধা পরান্নেন করৌ দগ্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ॥ মনো দগ্ধং পরস্ত্রীভিঃ কথং সিদ্ধির্ব্বরাননে॥ ৩৮॥ পরান্নং ভিক্ষে-তরবিষয়ং, ভিক্ষায়াং স্বত্বোৎপাদনাৎ। তথাচ,—বৈদিকাচারযুক্তানাং শুচীনাং শ্রীমতাং সতাম্। সৎকুলস্থানজাতানাং ভিক্ষাশী চাগ্রজন্মনাম্॥ ৩৯॥ রামকেশ্বরতন্ত্রে,—বিহায় বহ্নিং ন হি বস্তু কিঞ্চিদ্ গ্রাহ্যং পরেভ্যঃ সতি সম্ভবে চ। অসম্ভবে তীর্থবহির্ব্বিশুদ্ধাৎ পর্ব্বাতিরিক্তে প্রতিগৃহ্য জপ্যাৎ। তত্রাসমর্থোহর্দ্ধদিনং বিশুদ্ধাদ্‌যাচেত যাবদ্দিনমাত্রভক্ষ্যম্। গৃহ্নাতি রাগাদধিকং ন সিদ্ধিঃ প্রজায়তে কল্পশতৈরমুষ্য ॥৪০॥ সকৃদুচ্চরিতে শব্দে প্রণবং সমুদীরয়েৎ। প্রোক্তে পারশবে শব্দে (১) প্রাণায়ামং সকৃচ্চরেৎ॥ ৫১॥ বহুপ্রলাপী আচম্য ন্যস্তাঙ্গানি ততো জপেৎ। ক্ষুতেঽপ্যেবং তথাস্পৃশ্যস্থানানাং স্পর্শনেঽপি চ। এবমাদীংশ্চ নিয়মান্ পুরশ্চরণকৃচ্চরেৎ॥ ৪২। বিণ্মূত্রোৎসর্গশঙ্কাদিযুক্তঃ কর্ম্ম করোতি যঃ। জপার্চ্চনাদিকং (২) সর্ব্বমপবিত্রং ভবেৎ প্রিয়ে॥ ৪৩। মলিনাম্বরকেশাদি-মুখদৌর্গন্ধ্য (৩) সংযুতঃ। যো জপেত্তং দহত্যাশু দেবতা গুপ্তিসংহিতা॥ ৪৪॥ আলস্যং জৃম্ভণং নিদ্রাং ক্ষুতং নিষ্ঠীবনং ভয়ম্।

কারণে সুবুদ্ধি সাধক পুরশ্চরণকালে যত্নপূর্ব্বক সকল কর্ম্মে পরান্ন পরিত্যাগ করিবে। ৩৬।৩৭। হে বরাননে! যাহার পরান্ন ভোজনে জিহ্বা দগ্ধ প্রতিগ্রহে হস্ত দগ্ধ এবং পরস্ত্রীতে মন দগ্ধ হইয়া যায়, তাহার কি প্রকার সিদ্ধি হইতে পারে? ৩৮। এই স্থলে পরান্নশব্দ ভিক্ষা ভিন্ন লব্ধ অন্নসম্বন্ধে জানিবে, যেহেতু ভিক্ষালব্ধ অন্নে নিজের স্বত্ব হয়। আরও বলিয়াছেন—নিতান্ত অভাব হইলে বৈদিকাচারযুক্ত, শুচি, সৎকুলজাত, শ্রীমান্ সদ্‌ব্রাহ্মণ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে; জীবিকার অভাব না ঘটিলে অন্য হইতে অগ্নিভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করিবে না। নিজের অত্যন্ত অভাব ঘটিলে তীর্থস্থানের বাহিরে পর্ব্বভিন্ন তিথিতে বিশুদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে এক দিবসের উপযুক্ত ভক্ষ্যদ্রব্য ভিক্ষা করিতে পারে। লোভপরবশ হইয়া অধিক দ্রব্য ভিক্ষা করিয়া লইলে শত কল্পেও তাহার সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। ৩৯। ৪০। জপকালে অন্য শব্দ একবার উচ্চারণ করিলে প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করিয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। নিষ্ঠুর শব্দ মুখদিয়া বাহির হইলে একবার প্রাণায়াম করিবে। অনেক কথা বলিলে আচমনপূর্ব্বক অঙ্গন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার জপ করিতে আরম্ভ করিবে। জপকালে হাঁচিলে অথবা অস্পৃশ্য স্থানের স্পর্শ ঘটিলে উক্তরূপ আচমনাদি করিতে হইবে। পুরশ্চরণকর্ত্তা ইত্যাদি নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। ৪১। ৪২। হে প্রিয়ে! যদি মল-মূত্রবেগ ধারণ করিয়া জপ-পূজাদি করে, তাহা হইলে সেই জপ পূজাদি অপবিত্র হইবে। ৪৩। মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া কেশ ও মুখাদির দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া জপ করিলে দেবতা গুপ্তভাবে সেই জপকারীকে শীঘ্র

---

(১) নিষ্ঠুরশব্দে (আ০ ত০ বি০) পার্শ্বশব্দে (খ টি)। (২) জপপূজাদিকমিতি (খ) পাঠঃ।

(৩) যদি তন্মুখদৌর্গন্ধ্যং জায়তে তদা কর্পূরাদিনা মুখং শোধয়েৎ। (খ টি)

নীচাঙ্গস্পর্শনং (১) কোপং জপকালে বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৫ ॥ এবমুক্তবিধানেন বিলম্বং ত্বরিতং বিনা (২)। উক্তসংখ্যং (৩) জপং কুর্য্যাৎ পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে ॥ ৪৬ ॥ দেবতাগুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া। জপেদেকমনাঃ প্রাতঃকালান্মধ্যন্দিনাবধি ॥ ৪৭ ॥ যৎসংখ্যয়া (৪) সমারব্ধং তৎ কর্ত্তব্যমহর্নিশম্। যদি ন্যূনাধিকং কুর্য্যাদ্‌ব্রতভ্রষ্টো ভবেন্নরঃ ॥ ৪৮ ॥ (গৌতমীয়ে।—ন বীক্ষেৎ পতিতং ব্রাত্যং পিশুনং দেবনিন্দকম্। তথা নাশ্রমিণং বিপ্রং তথা বিশ্ববিনিন্দকম্ ॥ ৪৯ ॥) (৫) মুণ্ডমালায়াং।—যৎসংখ্যয়া (৬) সমারব্ধং তজ্জপ্তব্যং দিনে দিনে। ন্যূনাধিকং ন কর্ত্তব্যমাসমাপ্তং সদা জপেৎ। প্রজপেদুক্তসংখ্যায়াশ্চতুর্গুণজপং কলৌ ॥ ৫০ ॥ অন্যত্রাপি।—কৃতে জপস্য কল্পোক্তস্ত্রেতায়াং দ্বিগুণো জপঃ। দ্বাপরে ত্রিগুণঃ প্রোক্তশ্চতুর্গুণজপঃ কলৌ ॥ ৫১ ॥ কুলার্ণবেঽপি।—ন্যূনাতিরিক্তকর্ম্মাণি ন ফলন্তি কদাচন। যথাবিধি কৃতান্যেব তৎকর্ম্মাণি (৭) ফলন্তি হি ॥ ৫২ ॥ ভূশয্যা ব্রহ্মচারিত্বং মৌনঞ্চাচার্য্যসেবিতা।

দগ্ধ করেন। জপকালে আলস্য, জৃম্ভণ (হাই), নিদ্রা, হাঁচি, থুথুফেলা, ভয়, নীচজাতির অঙ্গস্পর্শ এবং ক্রোধ, এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। ৪৪—৪৫। পুরশ্চরণসিদ্ধির নিমিত্ত এই প্রকার নিয়মে প্রতিদিন অনতি-বিলম্বিত অনতি-দ্রুতভাবে পুরশ্চরণে যাহার যেরূপ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইরূপ সংখ্যায় জপ করিবে। ৪৬। জপকালে মনে মনে দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্যজ্ঞান করিয়া একাগ্রচিত্তে প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত জপ করিবে। ৪৭। আরম্ভদিবসে যত সংখ্যায় জপ করিবে, প্রতিদিন তত সংখ্যক জপ করা কর্ত্তব্য। যদি কোন দিন ন্যূন কিম্বা কোন দিন অধিক জপ করে, তাহা হইলে ব্রত ভঙ্গ হয়। ৪৮। গৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত আছে যে, জপকালে পতিত, ব্রাত্য, খল, দেবনিন্দক, অনাশ্রমী ব্রাহ্মণ ও বিশ্বনিন্দক ব্যক্তিকে দর্শন করিবে না। ৪৯। মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন,—যে সংখ্যায় জপ আরব্ধ হইয়াছে, প্রতিদিন সেই সংখ্যায় জপ করিবে, ন্যূনাধিক করিবে না; শেষদিন পর্য্যন্ত নিত্য জপ করিবে। কলিকালে বিহিত সংখ্যার চতুর্গুণ জপ করিবার বিধি। ৫০। অন্যস্থলেও বলিয়াছেন, সত্যযুগে যে দেবতার যতসংখ্যক জপ উক্ত আছে তাহাই করিবে, ত্রেতাযুগে দ্বিগুণ, দ্বাপরযুগে ত্রিগুণ ও কলিযুগে চতুর্গুণ জপ করিবে। ৫১। কুলার্ণবতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, জপসংখ্যার ন্যূনাধিক্য করিলে কদাচ তাহার ফল হয় না। জপ-পূজাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলেই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ৫২। ভূশয্যা (১) ব্রহ্মচারিত্ব (২) মৌনাবলম্বন (৩) আচার্য্য-সেবা

---

(১) স্বাপেক্ষয়া নীচবর্ণাঙ্গস্পর্শনং (খ টি)। (২) তথা গতিবিলম্বম্ অতিত্বরিতং ন কুর্য্যাৎ (খ টি)।

(৩) যস্য পুরশ্চরণে যা সংখ্যা উক্তা। (খ টি)।

(৪) প্রথমদিনে জপস্য যাদৃশী সংখ্যা কৃতা অন্যদিনেঽপি তাদৃশী সংখ্যা কার্য্যা।

(৫) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৬) ন নিয়মবিধিঃ এতদধিকজপো ন কার্য্যঃ। (৭) সৎকর্ম্মাণি ইতি (ক) পাঠঃ।

নিত্যং ত্রিষবণং স্নানং ক্ষুদ্র-কর্ম্মবিবর্জ্জনং। নিত্যপূজা নিত্যদানং দেবতাস্তুতিকীর্ত্তনম্। নৈমিত্তিকার্চ্চনঞ্চৈব বিশ্বাসো গুরুদেবয়োঃ। জপনিষ্ঠা দ্বাদশৈতে ধর্ম্মাঃ স্যুর্ম্মন্ত্রসিদ্ধিদাঃ ॥ ৫৩ ॥ স্ত্রী-শূদ্র পতিতব্রাত্যনাস্তিকোচ্ছিষ্ট-(১) ভাষণম্। অসত্যভাষণং জিহ্মভাষণং (২) পরিবর্জ্জয়েৎ। সত্যেনাপি ন ভাষেত জপহোমার্চ্চনাদিষু। অন্যথানুষ্ঠিতং সর্ব্বং ভবত্যেব নিরর্থকম্ ॥ ৫৬ ॥ (পুরশ্চরণকালে তু যদি স্যান্মৃতসূতকম্। তথাপি কৃতসঙ্কল্পো ব্রতং নৈব পরিত্যজেৎ) (৩) ॥ ৫৫ ॥) যোগিনীহৃদয়ে।—শয়ীত কুশশয্যায়াং শুচিবস্ত্রধরঃ সদা। প্রত্যহং ক্ষালয়েৎ শয্যামেকাকী নির্ভয়ঃ স্বপেৎ ॥ ৫৬ ॥ অসত্যভাষণং বাচং কুটিলাং পরিবর্জ্জয়েৎ। বর্জ্জয়েদ্গীত-বাদ্যাদি-শ্রবণং নৃত্যদর্শনম্ ॥ ৫৭ ॥ অভ্যঙ্গং গন্ধলেপঞ্চ পুষ্পধারণমেব চ। ত্যজেদুষ্ণোদকস্নানমন্যদেবপ্রপূজনম্ ॥ ৫৮ ॥ তত্রৈব।—নৈকবাসা জপেন্মন্ত্রং বহুবস্ত্রাকুলোঽপি বা ॥ ৫৯ ॥ বৈশম্পায়ন-সংহিতায়াম্।—বিপর্য্যাসং (৪) ন কুর্য্যাচ্চ কদাচিদপি মোহতঃ (৫)। উপর্য্যধো বহির্ব্বস্ত্রে পুরশ্চরণকর্ম্মণঃ। (বিনিয়োগবিধানেন ভবেদনিয়মঃ ক্বচিৎ) (৬) ॥ ৬০ ॥ পতিতানামন্ত্যজানাং দর্শনে ভাষণে শ্রুতে। ক্ষুতেঽধোবায়ুগমনে জৃম্ভণে জপমুৎসৃজেৎ ॥ ৬১ ॥ তথাচম্য চ (৭)

---

(৪) নিত্য তিন বেলায় স্নান (৫) ক্ষুদ্রকর্ম্ম পরিত্যাগ (৬) নিত্য পূজা (৭) নিত্য দান (৮) দেবতা-স্তুতি-কীর্ত্তন (৯) নৈমিত্তিক পূজা (১০) গুরু ও দেবতার প্রতি বিশ্বাস (১১) এবং জপনিষ্ঠা (১২) এই দ্বাদশটী মন্ত্র-সিদ্ধিপ্রদ। ৫৩। স্ত্রী, শূদ্র, পতিত, ব্রাত্য এবং নাস্তিকগণের সহিত উচ্ছিষ্টমুখে আলাপ, অসত্যভাষণ ও কুটিলবাক্য পরিত্যাগ করিবে এবং জপ, হোম ও পূজাদিতে বসিয়া সত্য বাক্যও বলিবে না অর্থাৎ মৌনী থাকিবে। ইহার অন্যথা করিলে সমস্তই নিষ্ফল হয়। ৫৪ (পুরশ্চরণকালে মৃতাশৌচ বা জাতকাশৌচ উপস্থিত হইলেও সঙ্কল্পিত কার্য্য পরিত্যাগ করিবে না। ৫৫) যোগিনীহৃদয়ে বলিয়াছেন, পুরশ্চরণকালে শুচিবস্ত্র পরিধান করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিবে। প্রতিদিন শয্যা ধৌত করিয়া নির্ভয়চিত্তে একাকী শয়ন করিবে। ৫৬। পুরশ্চরণকালে মিথ্যাবাক্য, কুটিল বাক্য, গীত-বাদ্যাদি-শ্রবণ, নৃত্যদর্শন, তৈলমর্দ্দন, গাত্রে গন্ধলেপন, নির্ম্মাল্যাতিরিক্ত-পুষ্পধারণ, উষ্ণজলে স্নান এবং অন্য দেবতার পূজা পরিত্যাগ করিবে। পুরশ্চরণকালে একবস্ত্র কিম্বা বহুবস্ত্র পরিধান করিয়া জপ করিবে না। ৫৭—৫৯। কোনপ্রকার অনুমতি ব্যতীত কখনও অনিয়মী হইবে না। ৬০। পতিত এবং অন্ত্যজ ব্যক্তির দর্শনে, আলাপ শ্রবণে, ক্ষুতে অথবা অধোবায়ুনিঃসরণে জপ পরিত্যাগ করিবে।

---

(১) উচ্ছিষ্টমুখেন ভাষণং (খ টি)। (২) জিহ্মভাষণং কুটিলভাষণং (খ টি)।

(৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৪) বিপর্য্যাসঃ (আ০ বি০ পা০)

(৫) মোহিতঃ (আ০ বি০ পাঠঃ) (৬) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৭) তথা তস্য চ (খ) পাঠঃ। তথাচ তস্য (আ০ বি০ পা০)

তৎপ্রাপ্তো প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গকম্। কৃত্বা সম্যগ্‌জপেচ্ছেষং যদ্বা (১) সূর্য্যাদিদর্শনম্ আদিশব্দাদ্বহ্নিং ব্রাহ্মণঞ্চ ॥ ৬২ ॥ তন্ত্রান্তরে।—মনঃসংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনম্। অব্যগ্রত্বমনির্ব্বেদো জপসম্পত্তিহেতবঃ। উষ্ণীষী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশো গণাবৃতঃ। অপবিত্রকরোঽশুদ্ধঃ প্রলপন্ন জপেৎ ক্বচিৎ ॥ ৬৩ ॥ অনাসনঃ শয়ানো বা গচ্ছন্ ভুঞ্জান এব বা। অপ্রাবৃতকরো কৃত্বা শিরসি প্রাবৃতোঽপি বা। চিন্তাব্যাকুলচিত্তো বা ক্রুদ্ধো ভ্রান্তঃ ক্ষুধান্বিতঃ। রথ্যায়ামশিবস্থানে ন জপেত্তিমিরাবৃতে (২)। উপানদ্গূঢ়পাদো বা যানশয্যাগতস্তথা। প্রসার্য্য ন জপেৎ পাদাবুৎকটাসন এব বা। ন যজ্ঞকাষ্ঠে পাষাণে ন ভূমৌ নাসনে স্থিতঃ। মার্জ্জারং কুক্কুটং ক্রৌঞ্চং শ্বানং শূদ্রং কপিং খরং। দৃষ্ট্বাচম্য জপেচ্ছেষং (৩) স্পৃষ্ট্বা স্নানং বিধীয়তে॥ সর্ব্বত্র জপে অয়ং নিয়মঃ। মানসে তু নিয়মো নাস্ত্যেব ॥ ৬৪ ॥ তথাচ,—অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি। মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব (৪) সদাভ্যসেৎ। ন দোষো মানসে জাপ্যে সর্ব্বদেশেঽপি সর্ব্বদা ॥৬৫॥ শ্যামাদি-বিদ্যাজপে তু তত্তন্মন্ত্রে বিশেষো বক্তব্যঃ ॥ ৬৬ ॥ জপফলমাহ শিবধর্ম্মে—জপ-

পুনর্ব্বার আচমন, অঙ্গন্যাস প্রাণায়াম অথবা সূর্য্যাদি দর্শন করিয়া জপ আরম্ভ করিবে। সূর্য্যাদিশব্দে আদি বলিতে অগ্নি ও ব্রাহ্মণ বুঝিবে। ৬১।৬২। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—মন-সংযম, শৌচাচার, মৌনাবলম্বন, মন্ত্রার্থচিন্তা, অব্যাকুলতা ও অক্লান্তিবোধ এইগুলি জপফললাভের হেতু। উষ্ণীষ ধারণ কিম্বা বর্ম্ম পরিধান করিয়া অথবা নগ্ন, মুক্তকেশ, সঙ্গিগণাবৃত হইয়া হস্তকুশ না লইয়া অশুদ্ধভাবে থাকিয়া এবং কথা বলিতে বলিতে জপ করিবে না। ৬৩। নিরাসনে বসিয়া, শয়ন করিয়া, যাইতে যাইতে, ভোজন করিতে করিতে, হস্তদ্বয় আচ্ছাদিত না করিয়া, মস্তক আচ্ছাদন করিয়া, চিন্তাব্যাকুলচিত্তে, ক্ষুভিত, ভ্রান্ত, কিম্বা ক্ষুধান্বিত হইয়া জপ করিবে না। পথে ও অমঙ্গলস্থানে, অন্ধকারাবৃত গৃহে, চর্ম্মপাদুকাদ্বারা পদদ্বয় আবৃত করিয়া বা যানে আরোহণ করিয়া, শয্যাতে বসিয়া, পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া বা উৎকটাসনে বা যজ্ঞকাষ্ঠ, পাষাণ ও মৃত্তিকাতে বসিয়া, আসনে দণ্ডায়মান হইয়া জপ করিবে না। জপকালে মার্জ্জার, কুক্কুট, বক, কুক্কুর, শূদ্র, বানর, গর্দ্দভ, এই সকল দর্শন করিলে আচমন করিয়া জপ শেষ করিবে এবং স্পর্শ করিলে স্নান করিবে। সকল প্রকার জপেই এই প্রকার নিয়ম জানিবে। কিন্তু মানস-জপে কোন নিয়ম নাই। ৬৪। আরও বলিয়াছেন,—গমন, অবস্থান ও নিদ্রাকালে এবং শুচি বা অশুচি অবস্থায় মন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক বিদ্বান্ ব্যক্তি মানস-জপের অভ্যাস করিবে। মানস-জপ সকলস্থানে সকল সময়ে করিতে পারে, তাহাতে কোন দোষ হইবে না। ৬৫। শ্যামাদি বিদ্যার মন্ত্রজপে যাহা বিশেষ আছে, তাহা শ্যামাদি মন্ত্রনিরূপণ প্রস্তাবে বলা

---

(১) যদ্বেতি ন কল্পান্তরকথনম্ অপি তু সূর্য্যদর্শনমপি ন কার্য্যমিতি (খ) পুস্তকটিপ্পনী।

(২) তিমিরান্তরে ইতি (খ) পাঠঃ। (৩) চরেৎ কর্ম্ম ইতি (খ) পাঠঃ। (৪) মনসৈবমিতি (খ) পা০।

নিষ্ঠো দ্বিজশ্রেষ্ঠোঽখিলযজ্ঞফলং লভেৎ। সর্ব্বেষামেব যজ্ঞানাং জায়তেঽসৌ মহাফলঃ ॥ ৬৭ ॥ জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি। প্রসন্না বিপুলান্ কামান্ দদ্যান্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্ ॥ ৬৮ ॥ যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ গ্রহাঃ সর্পাশ্চ ভীষণাঃ। জপিনং নোপসর্পন্তি ভয়ভীতাঃ সমন্ততঃ ॥ ৬৯ ॥ পাদ্মনারদীয়য়োঃ।—যাবন্তঃ কর্ম্মযজ্ঞাঃ স্যুঃ প্রতিষ্ঠানি (১) তপাংসি চ। সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৭০ ॥ মাহাত্ম্যং বাচিকস্যৈতজ্জপযজ্ঞস্য কীর্ত্তিতম্। তস্মাচ্ছতগুণোপাংশুঃ সহস্রো মানসো জপঃ ॥ ৭১ ॥ মানসঃ সিদ্ধিকামানাং পুষ্টিকামৈরুপাংশুকঃ। বাচিকো মারণে চৈব প্রশস্তো জপ ঈরিতঃ ॥ ৭২ ॥ গৌতমীয়ে।—শক্ত্যা ত্রিষবণং স্নানমশক্তো দ্বিঃ সকৃচ্চ বা। ত্রিসন্ধ্যং প্রজপেন্মন্ত্রং পূজনং তৎসমং ভবেৎ (২)। সন্ধ্যাত্রয়ে পূজাঙ্গত্বাজ্জপমষ্টোত্তরশতমিত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥ একদা বা ভবেৎ পূজা ন জপেৎ পূজনং বিনা। জপান্তে বা ভবেৎ পূজা পূজান্তে বা জপেন্মনুম্ ॥ ৭৪ ॥ প্রাতঃকালে সমারভ্য জপেন্মধ্যন্দিনাবধি (৩)। (মধ্যন্দিনাবধীতি ন নিয়মপরং কিন্ত্বধিককালব্যবচ্ছেদপরম্) (৪) অন্যথা তৎসময়জপানিয়মে কদাচিৎ

হইবে। ৬৬। শিবধর্ম্মে জপফলের কথা বলিয়াছেন।—জপনিষ্ঠ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সমস্ত যজ্ঞফল লাভ করিয়া থাকেন, কারণ সকল যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞই মহাফলপ্রদ হইয়া থাকে। ৬৭। জপের দ্বারা দেবতাকে স্তব করিলে, তিনি নিত্য প্রসন্না থাকেন আর প্রসন্না হইয়া বিপুল কাম্য বস্তু এবং অক্ষয় মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। ৬৮। যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গ্রহ এবং ভীষণ সর্পগণ পর্য্যন্ত ভীত হইয়া জপকর্ত্তার চতুর্দ্দিকে আসিতে পারে না। ৬৯। পাদ্ম ও নারদীয় পুরাণে কথিত হইয়াছে, যতপ্রকার কর্ম্মযজ্ঞ ও তপস্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল মিলিত হইলেও জপযজ্ঞের ষোড়শভাগের একভাগের যোগ্য নহে। ৭০। বাচিক জপযজ্ঞের মাহাত্ম্য এই প্রকার বলা হইল, উপাংশুজপের ফল তদপেক্ষা শতগুণ অধিক, মানস জপ তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক। ৭১। সিদ্ধিকামীদিগের মানসজপ বিধেয় ও পুষ্টিকামীরা উপাংশুজপ করিবে এবং মারণকার্য্যে বাচিক জপ প্রশস্ত। ৭২। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, শক্ত ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যায়, অশক্ত ব্যক্তি দুইবার বা একবার স্নান করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় মন্ত্রজপও করিবে, পূজাও মন্ত্রজপের সমান হইবে। ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিয়া পূজাঙ্গ বলিয়া অষ্টোত্তরশতবার জপ করা কর্ত্তব্য। ৭৩। অশক্ত হইলে অন্ততঃ একবারও পূজা করিবে, কেননা পূজা ব্যতীত জপ সিদ্ধ হয় না। জপের অন্তে পূজা অথবা পূজার অন্তে জপ করিবে। ৭৪। প্রাতঃকালে জপ

---

(১) প্রতিষ্ঠাদি ইতি মুদ্রিতপুস্তকপাঠঃ। (২) ত্রিসন্ধ্যং পূজনং ভবেৎ (খ টি)।

(৩) মধ্যন্দিনাবধীতি প্রশংসাপরম্ (খ টি)। (৪) বন্ধনীমধ্যে আগমতত্ত্ববিলাসপাঠ এবংপ্রকারঃ সুস্পষ্টো বিদ্যতে যথা—"মধ্যন্দিনমিত্যস্যাধিককালব্যবচ্ছেদপরত্বং নিয়মপরত্বে কদাচিজ্জিহ্বায়াঃ পাটবজাড্যবশাৎ প্রতিনিয়তজপসংখ্যায়া আধিক্যন্যূনত্বপ্রসক্ত্যা নিয়মভঙ্গঃ স্যাৎ।"

জিহ্বায়া জাড্যাজাড্যেন প্রতিনিয়তজপসংখ্যায়া অপূর্ণত্বে বাধিকত্বে বা নিয়মভঙ্গঃ স্যাৎ ॥ ৭৫ ॥ মনঃ সংহৃত্য বিষয়ান্মন্ত্রার্থগতমানসঃ। ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্মৌক্তিকহারবৎ ॥ ৭৬ ॥ অথ জপনিরূপণম্। জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তির্ম্মানসোপাংশুবাচিকৈঃ। ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাম্। উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৭ ॥ জিহ্বৌষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিৎ দেবতাগতমানসঃ। কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্যঃ স্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৮ ॥ (বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে।—নিজকর্ণাগোচরোহয়ং স জপো মানসঃ স্মৃতঃ। উপাংশুর্নিজকর্ণস্য গোচরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭৯ ॥) (১) মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা স জপো বাচিকঃ স্মৃতঃ। উচ্চৈর্জ্জপাদ্বিশিষ্টঃ স্যাদুপাংশুর্দশভির্গুণৈঃ ॥ ৮০ ॥ জিহ্বাজপঃ (২) শতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ॥ ৮১ ॥ তন্ত্রান্তরে।—উচ্চৈর্জ্জপোহধমঃ প্রোক্ত উপাংশুর্মধ্যমঃ স্মৃতঃ। উত্তমো মানসো দেবি ত্রিবিধঃ কথিতো জপঃ ॥ ৮২ ॥ (জিহ্বাজপঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কেবলং জিহ্বয়া বুধৈঃ।) (৩) অতিহ্রস্বো ব্যাধিহেতুরতিদীর্ঘো বসুক্ষয়ঃ। অক্ষরাক্ষরসংযুক্তং জপেন্মৌক্তিকহারবৎ ॥ ৮৩ ॥ মনসা যঃ স্মরেৎ স্তোত্রং

আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত জপ করিবে। মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত জপ করিবে, এইটি নিয়ম নহে; কিন্তু তদপেক্ষা অধিককালের নিষেধবোধক। মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত জপ করিবে এইরূপ নিয়ম হইলে জিহ্বার কোন দিন পটুতা ও কোন দিন জড়তানিবন্ধন নিয়মিত জপসংখ্যার ন্যূনাধিক্য ঘটায় নিয়মভঙ্গ হইতে পারে। ৭৫। জপকালে বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রার্থভাবনাপূর্ব্বক নাতিদ্রুত নাতিবিলম্বিত ভাবে মুক্তাহারের ন্যায় একটি একটি করিয়া জপ করিবে। ৭৬। অতঃপর জপের নিরূপণ করিতেছেন। মন্ত্রের বর্ণাবলীকে পুনঃপুনঃ আবৃত্তির নাম জপ। এই জপ তিনপ্রকার;—মানসিক, উপাংশু ও বাচনিক; মন্ত্রার্থ স্মরণপূর্ব্বক মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করার নাম মানসিক জপ। দেবতার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া জিহ্বা ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ পরিচালনাপূর্ব্বক নিজে মাত্র শ্রবণ করিতে পারে এরূপ ভাবে মন্ত্র উচ্চারণের নাম উপাংশু জপ। ৭৭। ৭৮। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে বলিয়াছেন, নিজ, কর্ণের গোচর না হয় এইরূপ ভাবে যে মন্ত্রজপ, তাহা মানস এবং নিজকর্ণের গোচর যে জপ, তাহা উপাংশু। ৭৯। বাক্য দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণকে বাচিক জপ বলে। বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপে দশগুণ, জিহ্বাজপে শতগুণ এবং জিহ্বা জপ হইতে মানসিক জপে সহস্রগুণ অধিক ফল হয়। ৮০। ৮১। তন্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, হে দেবি! উচ্চৈঃস্বরে যে জপ তাহা অধম, উপাংশু জপ মধ্যম এবং মানস জপ উত্তম। এই প্রকারে জপ ত্রিবিধ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ৮২। (কেবল-মাত্র জিহ্বাদ্বারা যে জপ করা যায়, তাহাকে জিহ্বা-জপ বলে) অতিবিলম্ব জপে ব্যাধি ও অতিদ্রুতজপে ধনক্ষয় হয়; অতএব অক্ষরে অক্ষরে

---

(১) বন্ধনীমধ্যস্থপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। (২) জিহ্বাজপঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কেবলং জিহ্বয়া বুধৈঃ। ইতি (ক) টিপ্পনী। (৩) (ক) পুস্তকে নাস্ত্যেব পাঠঃ।

বচসা (১) বা মন্ত্রং স্মরেৎ। উভয়ং নিষ্ফলং যাতি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা ॥ ৮৪ ॥ গৌতমীয়ে।—পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলা বর্ণরূপিণঃ। সৌষুম্ণধ্বন্যুচ্চারিতাঃ (২) প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে ॥ ৮৫ ॥ মন্ত্রাক্ষরাণি চিচ্ছক্তৌ প্রোতানি (৩) পরিভাবয়েৎ। তামেব (৪) পরমব্যোম্নি (৫) পরমামৃতবৃংহিতে (৬)। দর্শয়ত্যাত্মসদ্ভাবং (৭) পূজাহোমাদিভির্বিনা ॥ ৮৬ ॥ (গৌতমীয়ে দশাক্ষরপটলে।—মূলমন্ত্রং প্রাণবুদ্ধ্যা সুষুম্নামূলদেশকে। মন্ত্রার্থং তস্য চৈতন্যং জীবং ধ্যাত্বা পুনঃপুনঃ (৮) ॥ ৮৭ ॥) কুলার্ণবেঽপি।—মনোঽন্যত্র (৯) শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র (১০) মারুতঃ (১১)। ন সিধ্যতি বরারোহে

যোগ করিয়া মুক্তামালার ন্যায় সমভাবে জপ করিবে। ৮৩। যে ব্যক্তি মনে মনে স্তব পাঠ ও বাক্য দ্বারা অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে মন্ত্র জপ করে, তাহার সেই স্তব ও মন্ত্র ভগ্নভাণ্ডস্থিত জলের ন্যায় নিষ্ফল হয়। ৮৪। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন, পশুভাবে স্থিত যে মন্ত্র, তাহা কেবল বর্ণমাত্র; অতএব ঐ সকল মন্ত্র সুষুম্নানাড়ীদ্বারা উচ্চারিত করিয়া জপ করিলে পশুভাববিবর্জ্জিত হয়। ৮৫। জপকালে মন্ত্রের বর্ণগুলি চৈতন্যরূপিণী শক্তিতে গ্রথিত এইরূপ চিন্তা করিবে (এ সমস্ত গুরু জ্ঞাতব্য)। চৈতন্যশক্তিও পরমামৃতপূর্ণ পরমশিবে গ্রথিত এইরূপ ভাবনা করিবে। এইরূপ ঐকান্তিক ভাবনা সহকারে জপ করিলে পূজাহোমাদি না করিয়াও জপেই ফল পাওয়া যায়। ৮৬। গৌতমীয়তন্ত্রে দশাক্ষরপটলে কথিত হইয়াছে যে, মূলমন্ত্রকে সুষুম্নার মূলদেশে জীবরূপে চিন্তা করিয়া মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য পরিজ্ঞানপূর্ব্বক জপ করিবে। ৮৭। কুলার্ণবেও উক্ত আছে হে বরারোহে! জপকালে মন, পরমশিব, শিবশক্তি এবং প্রাণ বায়ু পৃথক্ পৃথক্ স্থানে

---

(১) উচ্চৈর্ব্বচসা (খ টি)। (২) সুষুম্নানাড্যা উচ্চারিতাঃ সন্তঃ প্রভুত্বং পশুভাবরহিতত্বং ভজন্তি (খ টি)। (৩) প্রোতানি গ্রথিতানি (খ টি)।

(৪) তামেব চিচ্ছক্তিমেব (খ টি)। (৫) পরমব্যোম্নি পরমশিবে (খ টি)। (৬) বৃংহিতে পূরিতে (খ টি)।

(৭) জপঃ সত্তাভাবং দর্শয়তীত্যর্থঃ (খ টি)। আগমতত্ত্ববিলাসমতম্—"মন্ত্রাক্ষরাণি চিচ্ছক্তৌ কুণ্ডলিন্যাং প্রোতানি গ্রথিতানি পরিভাবয়েৎ। তামেব সূক্ষ্মকুণ্ডলিনীমেব পরমে উৎকৃষ্টে অপারিমেয়ত্বাৎ ব্যোম্নি ব্যোমতুল্যে অর্থাৎ পরমাত্মনি প্রোতাং পরিভাবয়েৎ। অতএব পূজাহোমাদিভির্ব্বিনাত্মনঃ সদ্ভাবং দর্শয়তি দর্শয়তীত্যর্থঃ।

(৮) (ক) (খ) পুস্তকদ্বয়ে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। মন্ত্রচৈতন্যং তু মূলাধারাখ্যং তৎ বশষসযুক্তচতুর্দ্দলং তন্মধ্যস্থত্রিকোণবহ্নিকুণ্ডলান্তর্গতাধোমুখস্বয়ম্ভুলিঙ্গং শঙ্খাবর্ত্তাভং দক্ষিণাবর্ত্তসার্দ্ধত্রিবলয়েন সংবেষ্ট্য স্থিতোর্দ্ধমুখী প্রসুপ্তভুজগাকারা নীবারশূকবত্তন্বী তড়িদিব পিঙ্গলা সূর্য্যকোটিপ্রভা চন্দ্রকোটিশীতলা কুলকুণ্ডলিনী বর্ত্ততে। তত্রৈব মন্ত্রাক্ষরাণি গ্রথিতানি ভাবয়েৎ। ততো রমিতি বহ্নিবীজমুচ্চার্য্য তত্র বহ্নিমুজ্জ্বাল্য হমিতি কূর্চ্চবীজমুচ্চার্য্য তেনাগ্নিনা কুণ্ডলিনীং মন্ত্রাক্ষরাণি চ চেতয়েৎ। ইতি মন্ত্রচৈতন্যম্। (আ০ ত০ বি০)। (৯) শিবপদেন পরমশিব উচ্যতে অথবা লিঙ্গং (খ টি)।

(১০) শক্তিপদেন শিবশক্তিঃ কথ্যতেঽথবা স্ত্রী (খ টি)। (১১) মারুতঃ প্রাণবায়ুঃ (খ টি)।

কল্পকোটিজপাদপি ॥ ৮৮ ॥ জাতসূতকমাদৌ (১) স্যাদন্তে চ মৃতসূতকম্। সূতকদ্বয়সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স ন সিধ্যতি ॥ ৮৯ ॥ গুরোস্তদ্রহিতং (২) কৃত্বা মন্ত্রং যাবজ্জপেদ্ধিয়া। সূতকদ্বয়নির্ম্মুক্তঃ স মন্ত্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ (তত্রৈব) (তস্মাদ্দেবি প্রযত্নেন ধ্রুবেণ পুটিতং মন্নুম্। অষ্টোত্তরশতং বাপি সপ্তবারং জপাদিতঃ। জপান্তে চ ততো জপ্যাচ্চতুর্ব্বর্গ-কলাপ্তয়ে।) (৩) ব্রহ্মবীজং (৪) মনোর্দত্ত্বা চাদ্যন্তে পরমেশ্বরি। সপ্তবারং জপেন্মন্ত্রং সূতকদ্বয়মুক্তয়ে ॥ ৯০ ॥ মন্ত্রার্থং (৫) মন্ত্রচৈতন্যং (৬) যোনিমুদ্রাং (৭) ন বেত্তি যঃ। শতকোটিজপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৯১ ॥ লুপ্তবীজাশ্চ যে মন্ত্রা ন দাস্যন্তি ফলং প্রিয়ে। মন্ত্রাশ্চৈতন্যসহিতাঃ সর্ব্বসিদ্ধিকরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯২ ॥ চৈতন্যরহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলম্। ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষকোটিশতৈরপি ॥ ৯৩ ॥ মন্ত্রোচ্চারে কৃতে

থাকিলে অর্থাৎ ইহাদিগের একত্র সংযোগ না হইলে কোটিকল্প জপ করিলেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। ৮৮। মন্ত্রজপের পূর্ব্বে মন্ত্রের জাতকাশৌচ হয় এবং মন্ত্র জপের পরে মৃতাশৌচ হইয়া থাকে ; এই অশৌচদ্বয়যুক্ত মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না। ৮৯। এই কারণে গুরুর নিকট হইতে মন্ত্রকে অশৌচমুক্ত করিয়া একাগ্রভাবে মন্ত্র জপ করিবে, অশৌচদ্বয় হইতে মুক্ত হইলে মন্ত্র সকলপ্রকার সিদ্ধিপ্রদান করে। কুলার্ণবে আরও বলিয়াছেন—(অতএব হে দেবি! জপের আদ্যন্তে মন্ত্রকে যত্নপূর্ব্বক ধ্রুব অর্থাৎ ওঙ্কার-দ্বারা পুটিত করিয়া ১০৮ বার অথবা ৭ বার জপ করিবে তাহাতে চতুর্ব্বর্গ ফল পাওয়া যাইবে) হে দেবি! মন্ত্রের আদ্যন্তে ব্রহ্মবীজ (ওঙ্কার) যোগ করিয়া সাতবার জপ করিবে ইহাতে মন্ত্রের ঐ অশৌচদ্বয় নষ্ট হইবে। ৯০। মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য ও যোনিমুদ্রা যে জানে না, শতকোটি জপ করিলেও তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। ৯৩। হে প্রিয়ে! যে মন্ত্র লুপ্ত-বীজ, তাহা কোন ফলই প্রদান করিতে পারে না। চৈতন্য-সহিত মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, অচৈতন্য-মন্ত্র কেবল বর্ণমাত্র। অচৈতন্য-মন্ত্র লক্ষকোটি জপেও ফল প্রদান

---

(১) আদৌ পুরশ্চরণাদৌ (খ টি)। (২) তথাচ—গুরুণা তৎসূতকং ত্যক্তা মন্ত্রো দেয়ঃ (খ টি)।

(৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৪) ব্রহ্মবীজম্ ওঙ্কারম্। মনোঃ মন্ত্রস্য।

(৫) মন্ত্রার্থমাহ জামলে—“মন্ত্রার্থং দেবতারূপং মন্ত্রং বা ধ্যানসম্ভবম্। ঋষ্যাদিকং তথা ব্যাখ্যা পঞ্চধা কথিতং প্রিয়ে। চৈতন্যবীজমাহ ত্রয়োদশস্বরেণা (ঔ) ঢ্যো ভৃগু-(স) বিন্দু (ং) সমন্বিতঃ। চৈতন্যবীজং (সৌঁ) কথিতং সাধকানাং সমৃদ্ধিদম্। জপেদাদৌ জপেৎ পশ্চাৎ সপ্তবারমনুক্রমাৎ। ধ্যানে দেবস্য স্বর্ণনং কৃতঃ স মন্ত্রার্থঃ অথবা মন্ত্রস্য বর্ণং তস্য যোঽর্থঃ স মন্ত্রার্থঃ। যস্য দেবস্য যা জাতিস্তস্যার্থস্তস্য চেতনা। শব্দব্রহ্মণি নিক্বাতে পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি। এতেন পুংমন্ত্রাণাং চৈতন্যং কামবীজেন স্ত্রীমন্ত্রাণাং চৈতন্যং কামকলয়েতি সম্প্রদায়ঃ। মন্ত্রাণাং ভাবনাস্থানং বীজানাঞ্চ তথৈব চ। বিভাবনং সুধীনাঞ্চ যোনিমুদ্রেতি শাম্ভবি। তত্তদ্দর্শনমাত্রেণ দেবতামোদনং ভবেৎ। যথা সন্তবস্থানং মূলপদ্মং তস্মাদ্দীপকলিকাকাররূপং ব্রহ্মরন্ধ্রপর্য্যন্তং প্রত্যেকমানুপূর্ব্বী ভাবনা। (খটি)

(৬) মন্ত্রদেবতা। (৭) যোনিমুদ্রা জিহ্বয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্পর্শনমিতি কেচিৎ। (খটি)

যাদৃক্ স্বরূপং (১) প্রথমং ভবেৎ। শতে সহস্রে লক্ষে বা কোটিজাপে ন তৎফলম্ ॥ ৯৪ ॥ হৃদয়ে গ্রন্থিভেদঃ স্যাৎ সর্ব্বাবয়ববর্দ্ধনম্। আনন্দাশ্রূণি পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি। গদ্গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৫ ॥ সকৃদুচ্চরিতেঽপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্যসংপুটে। দৃশ্যন্তে প্রত্যয়া (২) যত্র পারম্পর্য্যং (৩) তদুচ্যতে ॥ ৯৬ ॥ মাসমাত্রং জপেন্মন্ত্রং ভূতলিপ্যা তু সম্পুটম্। ক্রমোৎক্রমাৎ (৪) সহস্রন্তু তস্য সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ ॥৯৭॥ তত্র ভূতলিপিঃ।—পঞ্চহ্রস্বাঃ সন্ধিবর্ণা ব্যোমেরাগ্নিজলক্ষরা। অন্ত্যমাদ্যং দ্বিতীয়ঞ্চ চতুর্থং মধ্যমং ক্রমাৎ ॥ ৯৮ ॥ পঞ্চবর্গাক্ষরাণি স্যুর্ব্বান্তশ্বেতেন্দুভিঃ সহ। এবা ভূতলিপিঃ প্রোক্তা দ্বিচত্বারিংশদক্ষরৈঃ। এবং জপং পুরা কৃত্বা তেজোরূপং সমর্পয়েৎ। দেবস্য দক্ষিণে হস্তে কুশপুষ্পার্ঘ্যবারিভিঃ ॥ ৯৯ ॥ সফলং তদ্বিভাব্যৈবং প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। জপস্যাদৌ জপান্তে চ ত্রিতয়ং ত্রিতয়ং চরেৎ ॥ ১০০ ॥ শক্তিবিষয়ে দেব্যা বামহস্তে। তথা চ

করিতে সমর্থ হয় না। ৯২।৯৩। যথানিয়মে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে প্রথমেই মন্ত্রের যেরূপ স্বরূপবিকাশ হয়, শত, সহস্র, অথবা লক্ষ জপেও তাহা হয় না। ৯৪। হে কুলেশ্বরি! যথানিয়মে জপ করিলে, জপকালে হৃদয়গ্রন্থি-ভেদ, সর্ব্ব অবয়বের বৃদ্ধি, আনন্দাশ্রু, রোমাঞ্চ, দেহাবেশ এবং গদ্গদভাষণ প্রভৃতি ভক্তিচিহ্ন প্রকাশ পায়, ইহাতে সংশয় নাই। ৯৫। চৈতন্য সম্পুটিত করিয়া মন্ত্র একবারমাত্র উচ্চারণ করিলেই যেরূপ ফল হয়, সেই গুরুপরম্পরাগত নিয়ম বলা যাইতেছে। ৯৬। অনুলোম বিলোমে—ভূতলিপি দ্বারা সম্পুটিত করিয়া একমাস মাত্র সহস্রবার মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ৯৭। ভূতলিপি বলা যাইতেছে।—পাঁচটি হ্রস্বস্বর (অ ই উ ঋ ৯) সন্ধিজাত স্বর (এ ঐ ও ঔ) ব্যোম (হ), ইরা (য) অগ্নি (র) জল (ব) ধরা (ল) অন্ত্য (ঙ) আদ্য (ক) দ্বিতীয় (খ) চতুর্থ (ঘ) মধ্যম (গ) এই ক্রমে পাঁচটি বর্গাক্ষর এবং 'ব' এর অন্ত্যবর্গ (শ) শ্বেত (ষ) এবং ইন্দু (স) এই বিয়াল্লিশটি অক্ষরকে ভূতলিপি বলে। প্রথমে অনুলোমে জপ যথা—অ ই উ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ হ য র ব ল ঙ ক খ ঘ গ ঞ চ ছ ঝ জ ণ ট ঠ ঢ ড ন ত থ ধ দ ম প ফ ভ ব শ ষ স তাহার পর মূল মন্ত্র পরে বিলোমে স ষ শ ব ভ ফ প ম দ ধ থ ত ন ড ঢ ঠ ট ণ জ ঝ ছ চ ঞ গ ঘ খ ক ঙ ল ব র য হ ঔ ও ঐ এ ৯ ঋ উ ই অ এই বর্গ যোগ করিবে। এইরূপে অগ্রে জপ করিয়া কুশ, পুষ্প ও অর্ঘ্যজলের সহিত তেজোরূপ জপফল দেবতার দক্ষিণ হস্তে সমর্পণ করিবে। ৯৮। ৯৯। এই প্রকারে জপ সমর্পণ করিয়া 'জপ সফল হইল' এই প্রকার চিন্তা করত প্রাণায়াম করিবে। এই প্রাণায়াম জপের আদিতে তিনবার ও অন্তে তিন বার করা কর্ত্তব্য। ১০০। শক্তি-

---

(১) যাদৃক্ ফলং ভবতি তদ্বক্ষ্যতে (খটি) (২) প্রত্যয়াঃ ফলানি। (খটি)

(৩) পারম্পর্য্যং গুরুক্রমেণ (খটি) (৪) ক্রমোৎক্রমাদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ, ভূতলিপ্যা সম্পুটম্, কস্য মন্ত্রেণ, তথা আদৌ ভূতলিপিঃ পশ্চাদপি ভূতলিপিঃ ব্যুৎক্রমতঃ, মধ্যে মন্ত্রঃ ইতি (খটি)।

—এবং জপং পুরা কৃত্বা গন্ধাক্ষতকুশোদকৈঃ। জপং সমর্পয়েদ্দেব্যা বামহস্তে বিচক্ষণঃ ॥ ১০১ ॥ জপান্তে প্রত্যহং মন্ত্রী হোময়েত্তদ্দশাংশতঃ। তর্পণঞ্চাভিষেকঞ্চ তত্তদ্দশাংশতো মুনে। প্রত্যহং ভোজয়েদ্বিপ্রান্—ন্যূনাধিকপ্রশান্তয়ে। অথবা সর্ব্বসংপূর্ত্তৌ হোমাদিকমথাচরেৎ ॥ ১০২ ॥ (মুণ্ডমালায়াং।—যস্য যাবান্ জপঃ প্রোক্তস্তদ্দশাংশজপক্রমাৎ। তত্তদ্দ্রব্যৈর্জপস্যান্তে হোমং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে) ॥ ১০৩ ॥ (১) তথা হোমাদ্যশক্তৌ চ। সনৎকুমার তন্ত্রে,—যদ্‌যদঙ্গং ভবেদ্ব্যঙ্গং তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ। হোমাভাবে জপঃ কার্য্যো হোমসংখ্যাচতুর্গুণঃ ॥ ১০৪ ॥ বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ রসসংখ্যাগুণঃ স্মৃতঃ। বৈশ্যানাং বসুসংখ্যাকমেষাং স্ত্রীণাময়ং বিধিঃ ॥ ১০৫ ॥ যং বর্ণমাশ্রিতঃ শূদ্রঃ স চ তস্য বিধিঞ্চরেৎ। অনাশ্রিতস্য শূদ্রস্য দিক্‌সংখ্যাকঃ সমীরিতঃ ॥ ১০৬ ॥ (শূদ্রস্য বিপ্রভৃত্যস্য তৎপত্ন্যাঃ (২) সদৃশো জপঃ (৩) ॥ ১০৭ ॥) অত্রাপ্যশক্তৌ (৪) যোগিনীহৃদয়ে।—হোমকর্ম্মণ্যশক্তানাং বিপ্রাণাং দ্বিগুণো জপঃ। ইতরেষান্তু বর্ণানাং ত্রিগুণাদিঃ সমীরিতঃ ॥ ত্রিগুণাদির্হোমসংখ্যা-ত্রিগুণজপঃ ক্ষত্রিয়েণ কার্য্যঃ। বৈশ্যেন চতুর্গুণঃ

বিষয়ে দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবে। তদ্বিষয়ে প্রমাণ,—এই প্রকার জপ করিয়া চন্দন, তণ্ডুল ও কুশোদকের সহিত জপ দেবীর বামহস্তে অর্পণ করিবে।১০১। হে মুনে! সাধক প্রতিদিন জপান্তে জপ দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক, অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণ-ভোজন, করাইবে। ব্রাহ্মণভোজনের দ্বারা জপের ন্যূনাধিক্য দোষ শান্তি হয়। অথবা সমস্ত জপ সম্পূর্ণ হইলে হোমাদি করিবে। ১০২। মুণ্ডমালাতন্ত্রেও বলিয়াছেন, যে দেবতার যত সংখ্যক জপে পুরশ্চরণ উক্ত আছে, তাহার দশাংশ সংখ্যায় তত্তদ্দ্রব্য দ্বারা প্রতিদিন জপান্তে হোম করিবে। ১০৩। হোমাদি করিতে অশক্ত হইলে সনৎকুমারতন্ত্রে বলিয়াছেন,—যে সব অঙ্গের হানি ঘটিবে, তাহার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিবে; কিন্তু হোমের অভাব হইলে হোমসংখ্যার চতুর্গুণ জপ করিবে। ১০৪। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ছয় গুণ এবং বৈশ্যের অষ্টগুণ জপ ইহাও কথিত আছে। ইহাদিগের স্ত্রী সম্বন্ধেও এইপ্রকার বিধি জানিবে। ১০৫। শূদ্র যে বর্ণের আশ্রিত থাকিবে, সেই বর্ণের নিয়মানুসারে কার্য্য করিবে। যে শূদ্র কাহারও আশ্রিত নহে, তাহার পক্ষে হোমের অভাবে দশগুণ জপ বিহিত। যে শূদ্র ব্রাহ্মণের ভৃত্য, তাহার এবং তাহার স্ত্রীর সমান জপ জানিবে।১০৬। ১০৭। চতুর্গুণ জপে অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে যোগিনীহৃদয়ে বলিয়াছেন যে,হোম কর্ম্মাশক্ত ব্রাহ্মণের দ্বিগুণ এবং ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের ত্রিগুণাদি কথিত হইয়াছে। ত্রিগুণাদি বলিতে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে হোম সংখ্যার ত্রিগুণ, বৈশ্যের চতুর্গুণ এবং শূদ্রের পঞ্চগুণ (হোমানুকল্প) জপ জানিবে।

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) তৎপত্ন্যাঃ শূদ্রপত্ন্যাঃ ইতি (আ০ ত০ বি০)
(৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ; (৪) চতুর্গুণাশক্তৌ (খ)।

শূদ্রেণ পঞ্চগুণঃ ॥ ১০৮ ॥ (তদুক্তং কুলপ্রকাশে ;—যদ্‌যদঙ্গং বিহীনং স্যাত্তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ। কুর্য্যুস্ত্রিচতুঃপঞ্চ যথাসংখ্যং দ্বিজাদয়ঃ)। (১) এতেন স্ত্রীশূদ্রাণাং হোমাধিকারঃ ॥ ১০৯ । তথা চ শূদ্রাণাং ত্র্যস্রমিতি কুণ্ডপ্রকরণে সারদায়ামুক্তম্ স্ত্রীণাং হোমাধিকারে চ। তত্রৈব।—লাজৈস্ত্রিমধুরোপেতৈর্হোমং কন্যা প্রযচ্ছতি। অনেন বিধিনা কন্যা বরমাপ্নোতি বাঞ্ছিতম্। অতঃ স্ত্রীণাং হোমাধিকারঃ স চ ব্রাহ্মণদ্বারা ॥১১০॥ তথাচ তন্ত্রান্তরে।—ওঁকারোচ্চারণাদ্ধোমাৎ শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ। ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ। ইতি সাক্ষান্নিষেধাৎ ॥ তথা,—স্ত্রীণাং সর্ব্বত্র বৈদিককর্ম্মসু শূদ্রতুল্যত্বপ্রতিপাদনাৎ। স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাতো মমোপরি (২) ইতি ভগবদ্বচনাচ্চ ॥ ১১১ ॥ (নৃসিংহতাপনীয়েঽপি।—সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রী-শূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তীতি পর্য্যাঙ্কঃ পরাশরভাষ্যেঽপি গোবিন্দভট্টধৃতম্। স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ। শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্। যজুর্বেদঃ (৩) লক্ষ্মীং শ্রীমিতি বীজমন্ত্রার্থঃ) ॥ ১১২ ॥ (৪)) তথা, নারায়ণকল্পেঽপি।—অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ

১০৮। কুলপ্রকাশে তাহাই বলিয়াছেন, পুরশ্চরণের যে অঙ্গ হীন হইবে, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণই যথাক্রমে তৎসংখ্যার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ এবং পঞ্চগুণ জপ করিবে। ইহা দ্বারা স্ত্রী-শূদ্রের হোমাধিকার পাওয়া গেল ; আরও সারদাতিলকে কুণ্ডপ্রকরণে শূদ্রের ত্রিকোণ কুণ্ড ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের হোমাধিকার প্রসঙ্গে সেই সারদাতিলকেই বলিয়াছেন যে, কন্যা ত্রিমধুর ঘৃত, মধু, শর্করাযুক্ত লাজ (খৈ) দ্বারা হোম করিবে। এই বিধানে হোম করিলে কন্যার অভীষ্টবর প্রাপ্ত হয়। অতএব স্ত্রীলোকের হোমে অধিকার পাওয়া গেল ; তবে স্ত্রীলোক বা শূদ্র ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম করাইবে। ১১০। তন্ত্রান্তরেও তাহাই কথিত হইয়াছে,—ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ, হোম, শালগ্রামশিলার পূজা ও ব্রাহ্মণীগমন করিলে শূদ্র চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সকল বচনে শূদ্র ও স্ত্রীর সাক্ষাৎ হোম নিষিদ্ধ আছে। সকল বৈদিক কর্ম্মে স্ত্রীলোককে শূদ্রতুল্য প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন যে, স্ত্রী কিম্বা শূদ্রের করস্পর্শ আমার উপরে বজ্রপাত বলিয়া মনে করি। ১১১। নৃসিংহতাপনীয়গ্রন্থে লিখিত আছে—বৈদিক গায়ত্রী, প্রণব, বেদ এবং শ্রীবীজে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই। স্ত্রী ও শূদ্র উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিলে মরণানন্তর নরকে গমন করে। ব্রাহ্মণ স্বাহা ও প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র শূদ্রকে প্রদান করিলে শূদ্র নরকগামী হয়, ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত

---

(১) বন্ধনীমধ্যপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি. মুদ্রিতপুস্তকেষু দ্বিজাদয়ঃ ইত্যত্র দ্বিজাতয়ঃ ইতি পাঠো বিদ্যতে, আগমতত্ত্ববিলাসে তু দ্বিজাদয়ঃ ইতি সঙ্গতঃ পাঠো বিদ্যতে ইত্যতঃ পরিবর্ত্তিতোঽস্মৎপাঠঃ। (২) বজ্রপাতসমো মম ইতি (ক) পাঠঃ। (৩) যজুঃ স্বাহা ইত্যাগমতত্ত্ববিলাসঃ। স এব সাধীয়ান্। (৪) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

সপ্তার্ণঃ শূদ্রযোষিতোঃ। প্রণবাদিশ্চ যো মন্ত্রো ন স্ত্রীশূদ্রে প্রশস্যতে। ইতি স্ত্রীণাং সর্ব্বত্র শূদ্রবদ্ব্যবহারঃ ॥ ১১৩ ॥ (শূদ্রস্যাপি স্বকর্ত্তৃকহোম ইতি কেচিৎ।—তথাচ বারাহী-তন্ত্রে।—যদি কামী ভবত্যত্র শূদ্রোঽপি হোমকর্ম্মণি। বহ্নিজায়াং পরিত্যজ্য হৃদয়ান্তেন হোময়েৎ (১) ॥ ১১৪ ॥) সর্ব্বেষাং বা দ্বিগুণজপঃ। তথাচ বাশিষ্ঠে।—যদ্‌যদঙ্গং বিহীয়েত তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ। কর্ত্তব্যশ্চাঙ্গসিদ্ধর্থ্যং তদশক্তেন (২) ভক্তিতঃ ॥ ১১৫॥ ন চেদঙ্গং বিহীয়েত তদ্বিশিষ্টমবাপ্নুয়াৎ। (বিপ্রভোজনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেদ্‌ধ্রুবম্ ॥ যদ্‌যদ্ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজঃ সাক্ষাত্তত্তদ্‌ভুঙ্‌ক্তে হরিঃ স্বয়ম্ (৩) ॥ ১১৬ ॥) তথাগস্ত্যসংহিতায়াম্। —যদি হোমেঽপ্যশক্তঃ স্যাৎ পূজায়াং তর্পণেঽপি বা। তাবৎসংখ্য (৪) জপেনৈব ব্রাহ্মণারাধনেন চ। ভবেদঙ্গদ্বয়েনৈব (৫) পুরশ্চরণমার্য্য বৈ ॥ ১১৭ ॥ (বীরাতন্ত্রে।—নিয়মঃ পুরুষে জ্ঞেয়ো ন যোষিৎসু কথঞ্চন। ন ন্যাসো যোষিতামত্র ন ধ্যানং নচ পূজনম্। কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিধ্যন্তি যোষিতাম্ ॥ ১১৮ ॥ আচার্য্যমতে বিপ্রভোজনেঽপ্যনুকল্পঃ। তথাচ মুণ্ডমালায়াম্।—যদি পূজাদ্যশক্তশ্চেদ্‌দ্রব্যাভাবেন সুন্দরি। কেবলং জপমাত্রেণ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে। অত্র ব্রাহ্মণভোজনমাবশ্যকমেব।

হয়। ১১২। নারায়ণকল্পে বলিয়াছেন যে, সপ্তাক্ষর ও অষ্টাক্ষর মহামন্ত্রে এবং প্রণবাদি মন্ত্রে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই। ১১৩। কেহ কেহ বলেন, শূদ্রও স্বয়ং হোম করিতে পারে। বারাহীতন্ত্রে তাহা উক্ত হইয়াছে, যদি শূদ্র হোমকর্ম্মে অভিলাষী হয়, তবে স্বাহা শব্দের স্থলে নমঃশব্দ উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে। ১১৪। অথবা পুরশ্চরণাঙ্গ হোমের অশক্তি স্থলে সকল বর্ণেরই দ্বিগুণ জপ। বশিষ্ঠসংহিতায় তাহা বলিয়াছেন, পুরশ্চরণ-কার্য্যে যে যে অঙ্গ বিহীন হয়, সেই সেই অঙ্গ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তত্তৎসংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিবে। পরন্তু অঙ্গের বৈকল্য ঘটিলে ব্রাহ্মণ ভোজনদ্বারাই তাহা পূর্ণ হইয়া থাকে; কারণ ব্রাহ্মণগণ যে যে দ্রব্য ভোজন করেন, তৎসমুদায় হরি ভোজন করিয়া থাকেন। ১১৫।১১৬। অগস্ত্যসংহিতায় আরও বলিয়াছেন—হে আর্য্য! যদি হোম, পূজা এবং তর্পণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তৎসংখ্যক জপ এবং ব্রাহ্মণভোজনরূপ দুইটী অঙ্গ দ্বারাই পুরশ্চরণ কার্য্য হইতে পারে। ১১৭। বীরাতন্ত্রে বলিয়াছেন, যে সকল নিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা পুরুষের পক্ষে, স্ত্রীর পক্ষে কোন প্রকার নিয়ম নাই। ন্যাস ধ্যান ও পূজাদি না ঘটিলেও কেবল জপ করিলেই স্ত্রীলোকদিগের মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ১১৮। আচার্য্য ব্রাহ্মণভোজনেরও অনুকল্প বলিয়াছেন। মুণ্ডমালাতন্ত্রে আরও বলিয়াছেন, যদি পূজোপকরণ-দ্রব্যাদির অভাবে পূজাদিতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে কেবল জপ করিয়াই পুরশ্চরণ করিবে, কিন্তু ব্রাহ্মণভোজন অবশ্যই কর্ত্তব্য; কারণ, সেই স্থলেই বলিয়াছেন

---

(১) বন্ধনীমধ্যপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। (২) তদশক্তৌ তু ইতি (খ) পাঠঃ। (৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৪) তত্তন্মন্ত্রোক্তজপেনেত্যর্থঃ (আ৹ বি৹) (৫) জপব্রাহ্মণভোজনেন (খটি)।

সর্ব্বথা ভোজয়েদ্বিদ্বান্ কৃতসঙ্কল্পসিদ্ধয়ে। বিপ্রারাধনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেদ্ধ্রুবম্ (১) ॥ ১১৯ ॥) কুলার্ণবে।—দীক্ষাহীনান্ পশূন্ যস্তু ভোজয়েদ্বা স্বমন্দিরে। স যাতি পরমেশানি নরকানেকবিংশতিম্ ॥ ১২০ ॥ এবং যঃ কুরুতে দেবি পুরশ্চরণকং প্রিয়ে। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেবীসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥১২১॥ (তথা—তদ্দশাংশেন বিপ্রাংশ্চ কৌলিকানথ ভোজয়েৎ। ক্ষীরখণ্ডাদ্যভোজ্যৈশ্চ বহুমানপুরঃসরম্ (২) ॥ ১২২ ॥) ততশ্চ,—গুরবে দক্ষিণান্ দদ্যাদ্ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ। গুরুসন্তোষমাত্রেণ মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্। (গুরোরভাবে তৎপুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা নিবেদয়েৎ। তয়োরভাবে দেবেশি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ। (৩) ॥ ১২৩ ॥) সম্যক্ সিদ্ধৈকমন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গোপাসনেন চ। সর্ব্বে মন্ত্রাশ্চ সিধ্যন্তি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি (৪) ॥ ১২৪ ॥ গুরুমূলমিদং সর্ব্বমিত্যাহুস্তন্ত্রবেদিনঃ। একগ্রামে স্থিতো নিত্যং গত্বা বন্দেত বৈ গুরুম্। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাদাদৌ তমর্চ্চয়েৎ। (তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ। সুবাসিনীং কুমারীঞ্চ ভূষণৈরপি ভূষয়েৎ) (৫)। মিষ্টান্নং বহুশঃ কার্য্যং (৬) ভুঞ্জীত বন্ধুভিঃ সহ। এবং

যে, কৃতসঙ্কল্প সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে অবশ্য ভোজন করাইবে; কারণ ব্রাহ্মণভোজন করাইলে অঙ্গহীন ক্রিয়ার অঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। ১১৯। কুলার্ণবে বলিয়াছেন, হে পরমেশ্বরি! যে ব্যক্তি অদীক্ষিত পশুকল্প ব্রাহ্মণদিগকে নিজ গৃহে ভোজন করায়, সেই ব্যক্তি এক বিংশতি নরকে গমন করে। ১২০। হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি এই প্রকারে পুরশ্চরণ করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া দেবীর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ১২১। আরও বলিয়াছেন, জপের দশাংশসংখ্যক কৌলিক ব্রাহ্মণগণকে ক্ষীরাদি বিবিধভোজ্য দ্বারা বহুসমাদরে ভোজন করাইবে। ১২২। তাহার পর ভোজন ও বস্ত্রাদি দ্বারা গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিবে; কারণ, গুরুদেব সন্তুষ্ট হইলেই মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। গুরুর অভাবে গুরুপুত্র অথবা গুরুপত্নীকে দক্ষিণা দিবে। গুরুপুত্র ও গুরুপত্নীর অভাব হইলে অন্য ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিবে। ১২৩। হে সুরেশ্বরি! পঞ্চাঙ্গোপাসনা দ্বারা সম্যক্‌রূপে মন্ত্রসিদ্ধিলাভ করিলে আপনার প্রসাদে সকলমন্ত্রই সিদ্ধ হয়। ১২৪। তন্ত্রবিদ্‌গণ বলেন, গুরু সকল কার্য্যেরই মূলকারণ, গুরু একগ্রামে থাকিলে প্রত্যহ গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিবে। গুরুই পরব্রহ্ম-স্বরূপ, অতএব সাধকপ্রবর অগ্রে গুরুর পূজা করিয়া, তদন্তে মহাপূজা করিবে; পরে, সুবাসিনী কুমারীকে বিবিধভূষণে বিভূষিত করিয়া বহু প্রকার মিষ্টান্ন ভোজন করাইবে এবং

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৪) কুলেশ্বরি ইতি মুদ্রিতপুস্তকপাঠঃ।

(৫) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৬) গুরবে দাতব্যম্ (খটি)।

সিদ্ধমন্ত্রস্তু মন্ত্রী সাধয়েৎ সকলেপ্সিতান্॥ ১২৫॥ তন্ত্রে,—অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে। গ্রহণেঽর্কস্য চেন্দোর্ব্বা শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ। নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ। স্পর্শাদিমুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥ ১২৬॥ (যদি নক্রাদিদূষিতা নদী ভবতি তদা যৎ কর্ত্তব্যং তদাহ রুদ্রযামলে।—অপি শুদ্ধোদকে স্নাত্বা শুচৌ দেশে সমাহিতঃ। গ্রাসাদিমুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ। ইতি কৃত্বা ন সন্দেহো জপস্য ফলভাগ্‌ভবেৎ (১)॥ ১২৭॥) নদ্যভাবেঽপি,—যদ্বা পুণ্যোদকে স্নাত্বা শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ। গ্রহণাদিবিমোক্ষান্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ (২)॥ ১২৮॥ উপবাসাসামর্থ্যে তু তত্রৈব (৩)।—অথবান্যপ্রকারেণ পৌরশ্চারণিকো বিধিঃ। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ স্নাত্বা প্রয়তমানসঃ। স্পর্শনাদি-বিমোক্ষান্তং (৪) জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ। (জপাদ্দশাংশতো হোমং কৃত্বা হোমাত্তু তর্পণম্ তর্পণস্য দশাংশেন চাভিষেকং সমাচরেৎ। অভিষেকদশাংশেন কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণভোজনম্। এবং কৃত্বা তু মন্ত্রস্য জায়তে সিদ্ধিরুত্তমা॥ ১২৯॥ গোপালমন্ত্রতর্পণে তু হোমসংখ্যাত্বম্। যথা,—ইহ গোপালমন্ত্রাণাং তর্পণং হোমসংখ্যয়া

বন্ধুবর্গের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে। এইরূপে মন্ত্র সিদ্ধ হইলে সাধক সকল মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারিবে। ১২৫। তন্ত্রে বলিয়াছেন, অথবা অন্য প্রকার পুরশ্চরণবিধি বলা যাইতেছে।—চন্দ্র কিংবা সূর্য্যের গ্রহণকালে পূর্ব্বে উপবাসী থাকিয়া সমুদ্রগামিনী নদীতে নাভিমাত্র জলে অবস্থানপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে গ্রহণ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। ১২৬। নদীতে কুম্ভীরাদির ভয় থাকিলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা রুদ্রযামলে কথিত হইয়াছে, শুদ্ধ জলে স্নান করিয়া চিত্তস্থির করত পবিত্র স্থানে বসিয়া গ্রাস হইতে বিমুক্তি পর্য্যন্ত অনন্যমনে জপ করিবে; এইরূপে গ্রহ সময়ে জপ করিলে পুরশ্চরণের ফল লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১২৭। নদী না পাইলে, পূর্ব্বদিনে উপবাসী থাকিয়া যে কোন পবিত্র জলে স্নান করিয়া সমাহিতচিত্তে স্পর্শ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে। ১২৮। যদি উপবাস করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে অন্য প্রকারে পুরশ্চরণ করিবে, যথা,—চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে স্নান করিয়া সংযতচিত্তে স্পর্শ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সমাহিত হইয়া মন্ত্র জপ করিবে। ঐ সময়ের মধ্যে যত সংখ্যক জপ হইবে, তাহার দশভাগের একভাগ হোম, হোমের দশভাগের একভাগ তর্পণ, তর্পণের দশভাগের একভাগ অভিষেক, অভিষেকের দশভাগের একভাগ ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। এইরূপে গ্রহণকালে মন্ত্র জপ করিলে উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ হয়। ১২৯। গোপালমন্ত্রে হোম যত সংখ্যক হইবে, তর্পণও তত সংখ্যক হইবে। প্রমাণে

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) ইদং স্নাত্বা শুক্লবস্ত্রাদিকং পরিধায় জলং বিহায় জপেদিতি ভাবঃ (খটি)। (৩) উপবাসাসমর্থস্তু হবিষ্যাদি সমাচরেৎ (ক পা০)।

(৪) স্পর্শাদিমোক্ষপর্য্যন্তং (ক) (খ) পা০।

ইত্যাদি (১) ॥ ১৩০ ॥) দৃষ্ট্বা স্নাত্বা সসঙ্কল্পো বিমোক্ষান্তং জপং চরেৎ। তাবদ্ হোমাদিকং (২) কুর্য্যাৎ গ্রহণান্তে শুচিঃ পুমান্। এবং জপান্মন্ত্রসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৩১ ॥ গ্রহণে জপস্যাবশ্যকত্বম্।—শ্রাদ্ধাদেরনুরোধেন যদি জপ্যং ত্যজেন্নরঃ। স ভবেদ্দেবতাদ্রোহী পিতৄন্ সপ্ত নয়ত্যধঃ ॥ ইতি সনৎকুমারীয়বচনাৎ। বস্তুতস্তু আরব্ধপুরশ্চরণবিষয়মিদম্ ॥ ১৩২ ॥ তথাহি,—আরব্ধে পুরশ্চরণে যদি চ গ্রহণং ভবেৎ, তদা শ্রাদ্ধানুরোধেন জপং নৈব পরিত্যজেৎ। ইত্যেকবাক্যত্বাৎ। সর্ব্বস্বেনাপি কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং বৈ রাহুদর্শনে। অকুর্ব্বাণস্তু তচ্ছ্রাদ্ধং পঙ্কে গৌরিব সীদতি ইতি প্রতিকূলবাক্যপরাহতত্বাচ্চ ইত্যধিকপাঠঃ আগমতত্ত্ববিলাসে) এবং রাত্রাবপি পুরশ্চরণবিশেষে বোদ্ধব্যমিতি সর্ব্বসমঞ্জসম্ ॥ ১৩৩ ॥ যোগিনীহৃদয়ে।—কল্পোক্তবিধিনা মন্ত্রী কুর্য্যাদ্ধোমাদিকং ততঃ (৩)। অথবা তদ্দশাংশেন হোমাদীংশ্চ (৪) সমাচরেৎ ॥ ১৩৪ ॥ তথা,—অনন্তরং দশাংশেন ক্রমাদ্ধোমাদিকঞ্চরেৎ। তদন্তে মহতীং (৫) পূজাং কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণতোষণম্। (৬) ততো মন্ত্রস্য সিদ্ধ্যর্থং গুরুং সংপূজ্য তোষয়েৎ। এবঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্দেবতা চ প্রসীদতি ॥ ১৩৫ ॥ (ক্রিয়াসারে—দীক্ষাহীনান্

আছে হোমের সংখ্যার গোপালমন্ত্রে তর্পণ। ১৩০। গ্রহণ দর্শনমাত্র স্নান ও সঙ্কল্প করিয়া মুক্তি পর্য্যন্ত জপ করিবে। অনন্তর গ্রহণান্তে অন্য হোমাদিকার্য্য করিবে; এইরূপে জপ করিলে নিশ্চয় তাহার মন্ত্র-সিদ্ধ হয়। ১৩১। গ্রহণকালে জপ অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ সনৎকুমারতন্ত্রে বলা আছে,—"শ্রাদ্ধাদির অনুরোধে যদি কেহ জপ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি দেবতাদ্রোহী হয় এবং সাতপুরুষ পিতৃলোককে অধঃ পাতিত করে।" (প্রকৃত কথা এই সনতকুমারতন্ত্রের এই উক্তি) আরব্ধপুরশ্চরণ স্থলে জানিবে,—অর্থাৎ পুরশ্চরণ আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময়ে যদি গ্রহণ হয়, তাহা হইলে আরব্ধজপ পরিত্যাগ করিয়া গ্রহণ নিমিত্তক শ্রাদ্ধাদি করিবে না, ইহাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ। রাত্রিকালে ও বিশেষ পুরশ্চরণস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে, এইরূপ বলিলে সকলদিকে সামঞ্জস্য হয়। ১৩২।১৩৩। যোগিনীহৃদয়ে বলিয়াছেন যে, পুরশ্চরণ-কল্পোক্ত-নিয়মে সাধক হোমাদি করিবে; অথবা তত্তদ্দশাংশক্রমে হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। আরও বলিয়াছেন অনন্তর তদ্দশাংশক্রমে হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া অন্তে দেবতার মহতী পূজা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিবে, পরে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য গুরুকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং দেবতাও প্রসন্ন

---

(১) (ক) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (খ) পুস্তকেঽপি বন্ধনীবেষ্টিত এব পাঠঃ। (২) জপযজ্ঞং কুর্য্যাৎ (খটি)। (৩) কুর্য্যাদ্ধোমং সমাহিতঃ। ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) আদিনা তর্পণাভিষেকব্রাহ্মণভোজনাদীনাং পরিগ্রহঃ। (৫) অত্র ব্রাহ্মণভোজনানন্তরং মহতী পূজা কার্য্যা (খটি)।

(৬) ব্রাহ্মণভোজনমিতি মুদ্রিতপুস্তকপাঠঃ।

পশূন্ যস্তু ভোজয়েদ্বা স্বমন্দিরে। স যাতি পরমেশানি নরকানেকবিংশতিম্ (১). ॥ ১৩৬ ॥) যদ্যপি পুরশ্চরণপদং পঞ্চাঙ্গপরং, তথাচ,—জপহোমৌ তর্পণঞ্চাভিষেকো বিপ্রভোজনম্। পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমুচ্যতে। তথাপি গ্রহণাদৌ পুরশ্চরণপদং গৌণং (২) জপমাত্রপরম্। সূর্য্যোদয়াৎ সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোদয়াবধি। তাবজ্জপ্ত্বা মহেশানি পুরশ্চরণমিষ্যতে। ইত্যাদৌ তথা দর্শনাৎ ॥ ১৩৭ ॥ তত্র হোমাদেরভাবাত্তর্হি কথং গ্রহণপুরশ্চরণে হোমাদিরিতি চেদ্বচনাদেব জায়তে। ন চ পুরশ্চরণস্য পঞ্চাঙ্গত্বাৎ সর্ব্বত্র তদেব স্যাদিতি বাচ্যং গ্রহণে তদ্বিধানমনর্থকং স্যাৎ, কিন্তু গ্রহণে হোমাদিনিয়মান্নান্যত্র হোমাদিঃ। গ্রহণপুরশ্চরণে হোমাদিবিধানন্তু প্রকৃতীভূতপঞ্চাঙ্গপুরশ্চরণতুল্যত্ববোধনায়, অতএব গ্রহণে পঞ্চাঙ্গস্বরূপপুরশ্চরণে কৃতে মুখ্যপ্রয়োগেঽপ্যধিকার ইতি প্রকটীকৃতম্। তদকরণে পুনঃ কেবলজপমাত্রপুরশ্চরণে কৃতে নাধিকার ইতি সর্ব্বসম্মতম্ ॥ ১৩৮ ॥ [পুরশ্চরণকালস্তু বারাহীতন্ত্রে,—চন্দ্রতারানুকূলে চ শুক্লপক্ষে

হইয়া থাকেন। ১৩৪। ১৩৫। (ক্রিয়াসারে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অদীক্ষিত পশুসদৃশ মানবকে স্বগৃহে ভোজন করায়, হে মহেশানি! সেই ব্যক্তি একবিংশতি প্রকার নরকে গমন করিয়া থাকে। ১৩৬।) শাস্ত্রে যদ্যপি পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকে অর্থাৎ জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনাত্মক অনুষ্ঠানকেই পুরশ্চরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি গ্রহণকালে পুরশ্চরণ পদটী গৌণ জপমাত্র-পর বুঝিতে হইবে, বচনান্তরেও স্পষ্ট তাহাই বলা আছে যথা,—হে মহেশানি! সূর্য্যোদয় হইতে পুনরপি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জপ করিলে তাদৃশ জপকেও পুরশ্চরণ বলা যায়, হোমাদি না করিলেও যদি পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয়, তবে গ্রহণপুরশ্চরণে আবার হোমাদি করিতে বলেন কেন? তাহার উত্তর—গ্রহণে বিশেষ বচন থাকায় হোমাদি আবশ্যক হইয়াছে। পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকে পুরশ্চরণ বলে, এই কারণে সর্ব্বত্রই যে পুরশ্চরণে পঞ্চাঙ্গতা থাকিবে, এরূপ বলা যায় না; কারণ, তাহা বলিলে গ্রহণে পুরশ্চরণশব্দের প্রয়োগ নিরর্থক হয়। গ্রহণপুরশ্চরণে যে হোমাদি বিধান আছে, তাহা প্রকৃত পুরশ্চরণের তুল্যতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত। গ্রহণে পঞ্চাঙ্গপুরশ্চরণের অনুষ্ঠান করিলে মুখ্য পুরশ্চরণেও অধিকার হইবে, কিন্তু গ্রহণকালে পঞ্চাঙ্গ-পুরশ্চরণের অনুষ্ঠান না করা পর্য্যন্ত কেবল জপমাত্ররূপ পুরশ্চরণে অধিকার হইবে না। ১৩৭। ১৩৮।

বারাহীতন্ত্রে পুরশ্চরণের কাল বলিয়াছেন যে, চন্দ্র ও তারা-শুদ্ধি থাকিলে শুক্লপক্ষে

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্ত্যেষ বন্ধনীপাঠঃ পূর্ব্বোল্লিখিতত্বাৎ পুনরুক্ত এষ পাঠঃ।

(২) কেচিত্তু দ্বয়োরেব নিত্যত্বং পুত্রাদিপ্রতিনিধিনা শ্রাদ্ধং কারয়ন্নেব স্বয়ং পুরশ্চরণং কুর্য্যাদিতি প্রাহুঃ (আ০ বি০)।

শুভেঽহনি। আরভেত পুরশ্চর্য্যাং হরৌ সুপ্তে ন চাচরেৎ (১) ॥ ১৩৯ ॥ প্রতিপ্রসবস্তু রুদ্রযামলে।—কার্ত্তিকাশ্বিন-বৈশাখ-মাঘেঽথ মার্গশীর্ষকে। ফাল্গুনে শ্রাবণে দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা প্রশস্যতে। গ্রহণে চ মহাতীর্থে ন কালমবধারয়েৎ ॥ ১৪০ ॥ গ্রস্তাস্তে গ্রস্তোদয়ে দীক্ষাপুরশ্চরণয়োর্নিষেধমাহ. তন্ত্রান্তরে।—গ্রস্তাস্তে হ্যুদিতে নৈব কুর্য্যাৎ দীক্ষাজপং প্রিয়ে। কৃতে নাশো ভবেদাশু হ্যায়ুঃশ্রীসুতসম্পদাম্ ॥ ১৪১ ॥

অথ পুরশ্চরণপ্রয়োগঃ। তত্র তাবদ্ভূমেঃ পরিগ্রহং কৃত্বা পুরশ্চরণাৎ প্রাক্তৃতীয়দিবসে ক্ষৌরাদিকং বিধায় বেদিকায়াশ্চতুর্দ্দিক্ষু ক্রোশং ক্রোশদ্বয়ং বা ক্ষেত্রং চতুরস্রম্ আহারাদিবিহারার্থং পরিকল্প্য তত্র কূর্ম্মচক্রানুগুণং মণ্ডপং বিধায়, একভক্তং কুর্য্যাৎ। ততঃ পরদিনে স্নানাদিকং বিধায় শুদ্ধঃ সন্ বেদিকায়াশ্চতুর্দ্দিক্ষু অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষাণামন্যতমস্য বিতস্তিমাত্রান্ দশ কীলকান্ ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় (২) ফট্ ইতি মন্ত্রেণাষ্টোত্তর-

শুভবারে পুরশ্চরণ-ক্রিয়া আরম্ভ করিবে; কিন্তু হরিশয়নে পুরশ্চরণ করিবে না। ১৩৯। রুদ্রযামলগ্রন্থে কালসম্বন্ধে প্রতিপ্রসব এইপ্রকার আছে; যথা,—কার্ত্তিক, আশ্বিন, বৈশাখ, মাঘ, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, ও শ্রাবণ মাসে দীক্ষা ও পুরশ্চরণ প্রশস্ত। গ্রহণসময়ে ও মহাতীর্থক্ষেত্রে দীক্ষা ও পুরশ্চরণসম্বন্ধে কোন কালাকাল বিচার নাই। ১৪০। গ্রস্তাস্ত ও গ্রস্তোদয় গ্রহণকালে দীক্ষা ও পুরশ্চরণ নিষেধ করিয়াছেন যথা তন্ত্রান্তরে—হে প্রিয়ে। গ্রস্তাস্ত ও গ্রস্তোদয় গ্রহণে দীক্ষা ও পুরশ্চরণ করিবে না, করিলে আয়ুঃ, শ্রী, পুত্র এবং সম্পদ্ শীঘ্র নষ্ট হয়। ১৪১।

পুরশ্চরণের প্রয়োগ পদ্ধতি।—প্রথমতঃ স্থান নিরূপণ করিয়া পুরশ্চরণের পূর্ব্ব তৃতীয়দিবসে ক্ষৌরাদি করিয়া বেদির চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ বা দুই ক্রোশ পরিমিত চতুষ্কোণক্ষেত্র আহারাদি-বিহারের নিমিত্ত কল্পনা করিয়া তন্মধ্যে কূর্ম্মচক্রের অনুকূল একটি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দিনে একাহারী হইয়া থাকিবে। তৎপর দিবসে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক শুদ্ধ হইয়া বেদির চতুর্দ্দিকে অশ্বত্থ, যজ্ঞোডুম্বর ও পাকুড় ইহাদের কোন এক বৃক্ষের দ্বাদশ অঙ্গুল প্রমাণ দশটী কীলক লইয়া তাহার উপরে "ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র এক শত অষ্টবার জপ করত বেদির দশদিকে "ওঁ যে চাত্র বিঘ্নকর্ত্তারো ভুবি দিব্যন্তরীক্ষগাঃ। বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্যে মম মন্ত্রস্য সিদ্ধিষু। ময়ৈতৎ কীলিতং ক্ষেত্রং পরিত্যজ্য বিদূরতঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিরস্তু মে ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ দশটি কীলক প্রোথিত করিবে। অনন্তর সেই দশটি কীলকের

---

(১) অত্র দক্ষিণায়নে যৎ পুরশ্চরণং নিষিদ্ধং তদ্বিষ্ণুবিষয়ে বোধ্যম্। শক্তিবিষয়ে দক্ষিণায়নেঽপি পুরশ্চরণং কর্ত্তব্যম্ "শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী। তস্মিন্ পক্ষে বিশেষেণ পুরশ্চরণতৎপরঃ" ইতি জামলবচনাৎ। ইতি পুরশ্চরণবোধিনী।

(২) (খ) পুস্তকে "ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" ইত্যেব মন্ত্রঃ। পুরশ্চরণবোধিন্যামপি তথা। ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ ইতি মুদ্রিতপুস্তকপাঠঃ।

শতাভিমন্ত্রিতান্ বেদিকায়া দশদিক্ষু (১) ওঁ যে চাত্র বিঘ্নকর্ত্তারো ভুবি দিব্যন্তরীক্ষগাঃ। বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্যে মম মন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে। ময়ৈতৎ (২) কীলিতং ক্ষেত্রং পরিত্যজ্য বিদূরতঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিরস্তু মে। ইত্যনেন নিখন্য তেষু, ওঁ সুদর্শনায় (৩) অস্ত্রায় ফট্ ইতি অস্ত্রং সংপূজ্য তেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ ইন্দ্রাদিলোকপালান্ পূজয়েৎ। যথা—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইন্দ্রলোকপাল ইহাগচ্ছ ইত্যাদিনাবাহ্য পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ। এবং ক্রমেণ অন্যানপি পূজয়েৎ ॥ ১ ॥ তথাচ মুণ্ডমালায়াম্।—পুণ্যক্ষেত্রাদিকং গত্বা কুর্য্যাদ্ভূমিপরিগ্রহম্। তথা হ্যমুকমন্ত্রস্য পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে। ময়েয়ং গৃহ্যতে ভূমির্ম্মে হ্যিয়ং সিধ্যতামিতি। তথাচ—গ্রামে ক্রোশমিতং স্থানং নদ্যাদৌ স্বেচ্ছয়া মতম্। নগরাদাবপি ক্রোশং ক্রোশযুগ্মমথাপি বা। (ক্ষেত্রং বা যাবদিষ্টন্তু বিহারার্থং প্রকল্পয়েৎ (৪)।) আহারাদিবিহারার্থং তাবতীং সীমামাক্রমেৎ। ক্ষীরবৃক্ষোদ্ভবান্ কীলান্ অস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিতান্। নিখনেদ্দশদিগ্ভাগে তেষ্বস্ত্রঞ্চ প্রপূজয়েৎ। লোকপালান্ পুনস্তেষু গন্ধাদ্যৈঃ পূজয়েৎ সুধীরিতি ॥ ২ ॥ ততো মধ্যস্থানে ক্ষেত্রপালং বাস্তীশঞ্চ সংপূজ্য সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থং গণপতিং পূজয়েৎ। যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রোহমুকদেবশর্ম্মা মৎকর্ত্তব্যামুকদেবতামুকমন্ত্রপুরশ্চরণকর্ম্মণি সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থং গণেশপূজামহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য বেদিকামধ্যে পঞ্চোপচারৈর্গণেশং পূজয়েৎ ॥ ৩ ॥

উপরে "ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা অস্ত্রপূজা করিবে। তাহার পরে পূর্ব্বাদি দশদিকেই ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিবে, যথা "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরিন্দ্র লোকপাল ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিহিতো ভব" এই প্রকারে আবাহন করিয়া "ওঁ ইন্দ্রায় লোকপালায় নমঃ" এই বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। এইরূপে অগ্নিকোণে অবাহন-পূর্ব্বক "ওঁ অগ্নয়ে লোকপালায় নমঃ" অগ্নির পূজা করিবে। এইরূপ দক্ষিণে "যমায় লোকপালায়" নৈর্ঋত কোণে "নৈর্ঋতায় লোকপালায়" পশ্চিমে "বরুণায় লোকপালায়" বায়ুকোণে "বায়বে লোকপালায়' উত্তরে "সোমায় লোকপালায়" ঈশানে "ঈশানায় লোকপালায়" ইন্দ্র এবং ঈশানের মধ্য স্থলে "ব্রহ্মণে লোকপালায়" নির্ঋতি এবং বরুণের মধ্যে "অনন্তায় লোকপালায়', এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে! মধ্যস্থানে ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। যথা "ওঁ ক্ষাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদিক্রমে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে যথা—"ওঁ ভ্রাজচ্চন্দ্রজটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভং দোর্দ্দণ্ডাত্তগদাকপালমরুণ-স্রগ্বস্ত্রগন্ধোজ্জ্বলম্। ঘণ্টামেখল-ঘর্ঘর-

---

(১) অষ্টদিক্ষু অষ্টৌ, ঈশানপ্রাচীমধ্যয়োরেকং নির্ঋতিবরুণয়োর্মধ্যয়োরেকং চ এবং দশ (খটি)।

(২) "ময়ৈতৎ" ইত্যেব পাঠঃ (খ) পুস্তকে আগমতত্ত্ববিলাসে পুরশ্চরণবোধিন্যামপি। মমৈতৎ ইতি মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ। (৩) ওঁ সুদর্শনায় ইত্যেব পাঠঃ (খ) পুস্তকে আগমতত্ত্ববিলাসাদিষু।

(৪) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

তদুক্তং।—ক্ষেত্রপালাদিকং তত্র পূজয়েদ্বিধিবত্ততঃ। ক্ষেত্রেশং বাস্তুনামানং বিঘ্নরাজং সমর্চ্চয়েৎ। দিক্পালেভ্যো বলিং দদ্যাত্ততঃ ক্ষেত্রং সমাবিশেৎ। ততো মাষভক্তাদিনা পূজিতদেবতাভ্যো বলিং দদ্যাৎ। ততঃ ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্ম্মাণো রৌদ্রস্থান-

---

ধ্বানামলজ্ঝঙ্কারভীমং বিভুং বন্দে সংহিতসর্পকুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা॥" অথবা "ওঁ নীলাঞ্জনাদ্রিনিভমূর্দ্ধপিশঙ্গকেশং বৃত্তোগ্রলোচনমুপাত্তগদাকপালম্। আশাম্বরং ভুজগভূষণমুগ্রদংষ্ট্রং ক্ষেত্রেশমদ্ভুততনুং প্রণমামি দেবম্"॥ এইরূপ ধ্যান করিয়া আবাহনপূর্ব্বক "ওঁ ক্ষোং ক্ষেত্রপালায় নমঃ" এই বলিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া আবরণ পূজা করিবে—যথা "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনলায় নমঃ" এইরূপ "ওঁ অগ্নিকেশায় নমঃ" ওঁ করালায় নমঃ। ওঁ ঘণ্টারবায় নমঃ। ওঁ মহাকোপায় নমঃ। ওঁ পিশিতায় নমঃ। ওঁ পিঙ্গলায় নমঃ। ওঁ উর্দ্ধকেশায় নমঃ।" তাহার পর ক্ষেত্রপালকে মাষভক্ত (১) বলি দিবে। যথা—"ওঁ এহি বলিং বিগৃহ্ণ কুরু কুরু ভুঞ্জয় ভুঞ্জয় নর্ত্তয় নর্ত্তয় বিঘ্ন বিঘ্ন মহাভৈরব ক্ষেত্রপাল বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষোং ক্ষেত্রপালায় নমঃ।" তাহার পর কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে, "ওঁ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাকাল কল্পান্তদহনোপম। ভৈরবায় নমস্তুভ্যমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি" এই বলিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে। তাহার পর বাস্তীশের পূজা করিবে।

বাস্তীশের ধ্যান যথা—"ওঁ আকুঞ্চিতকরং বাস্তুমুত্তানমসুরাকৃতিম্। স্মরেৎ পূজাসুকুড্যাদিপ্রবেশে উত্তরাননম্।" এই প্রকারে ধ্যান করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। তাহার পরে গণেশপূজা। তাহার সঙ্কল্প "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কর্ত্তব্যামুকদেবতামুকমন্ত্রপুরশ্চরণকর্ম্মণি বিঘ্নবিনাশার্থং গণেশপূজনমহঙ্করিষ্যে।" এই প্রকারে সঙ্কল্প করিয়া ওঁ গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে যথা—"ওঁ সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বীজপূরাভিরামম্। বালেন্দুদ্যোতমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্॥" এই প্রকারে গণেশের ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন ও পুনর্ধ্যান করিয়া আবাহন, "গাং গণেশায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তাহার পরে পূর্ব্বপূজিতস্থানে ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে মাষভক্ত বলি প্রদান করিবে। যথা—"এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ইন্দ্রায় লোকপালায় নমঃ।" এইরূপে অগ্নি প্রভৃতি লোকপালগণকে মাষভক্ত বলি প্রদান করিয়া "এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ বাস্তীশায় নমঃ।" এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ

---

(১) মাষভক্তবলিপ্রমাণং যথা—কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে পঞ্চমপটলে "পলৈকং মাষকলকং প্রস্থমেকঞ্চ তণ্ডুলম্। অর্দ্ধতোলং ঘৃতঞ্চৈব দধিচার্দ্ধাঙ্গতোলকম্। শর্করৈকতোলকেন বলিং দদ্যাৎ সুসিদ্ধয়ে। এতেষাং সংযোগেন বলির্ভবতি শাম্ভবি।"

নিবাসিনঃ। মাতরোপ্যুগ্ররূপাশ্চ গণাধিপতয়শ্চ যে। রিঘ্নভূতাশ্চ (১) যে চান্যে দিগ্বিদিক্ষ সমাশ্রিতাঃ। সর্ব্বে তে প্রীতিমনসঃ প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্। ইত্যনেন দশদিক্ষু ভূতেভ্যো বলিং দদ্যাৎ। ততো গায়ত্রীং জপেৎ। (তথাচ,—প্রাতঃ স্নাত্বা তু গায়ত্র্যাঃ

গং গণেশায় নমঃ” এই বলিয়া বাস্তীশ ও গণেশকে উক্ত বলি প্রদান করিবে। পরে ভূতগণকে মাষভক্ত বলি প্রদান করিবে ; তাহার মন্ত্র যথা—“ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্ম্মাণো রৌদ্রস্থাননিবাসিনঃ। মাতরোঽপ্যুগ্ররূপাশ্চ গণাধিপতয়শ্চ যে। বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্যে দিগ্বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ। সর্ব্বে তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্”॥ এষ মাষভক্ত বলিঃ ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ” এই বলিয়া পূর্ব্বাদি দশদিকে বলি ছড়াইয়া দিবে। তাহার পরে জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপক্ষয়ের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সংখ্যক গাত্রী জপ করিবে। তাহার সঙ্কল্প—“ওঁ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমূকদেবশর্ম্মা জ্ঞাতাজ্ঞাতপাপক্ষয়কাম ইয়ৎসংখ্যকসাবিত্রীজপমহং করিষ্যে” এই বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণসাধক অষ্টোত্তর সহস্রবার (অথবা অষ্টোত্তর শতবার) বৈদিক গায়ত্রীজপ করিবে। স্ত্রী ও শূদ্র স্ব স্ব ইষ্টদেবতার গায়ত্রী জপ করিবে, সংকল্প বাক্যে “অমুকদেবতাগাত্রীজপমহং করিষ্যে” এই বলিয়া উল্লেখ করিবে। তাহার পরে গণেশপূজার দক্ষিণা ও গায়ত্রী জপের দক্ষিণা বাক্য দ্বারা প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া উপবাস কিংবা হবিষ্য করিয়া থাকিবে।

পরদিনে প্রত্যুষে স্নান করিয়া নিত্য কর্ম্মান্তে জপ স্থানে আসিয়া সামান্যার্ঘ্য করিয়া সামান্যার্ঘ্য জলের দ্বারা দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ” এই বলিয়া দ্বারপূজা করিয়া জপ স্থান শোধন করিবে যথা—মূলমন্ত্র দ্বারা দর্শন করিবে, ফট্ মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে, ফট্ মন্ত্রে আবার তাড়ন করিয়া অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া অভ্যুক্ষণ করিবে, পরে মূলমন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত যথোক্ত পরিমিত পঞ্চগব্য (২) ও সামান্যার্ঘ্য জলদ্বারা মণ্ডপ প্রোক্ষণ করিয়া আসনে উপবেশন করিবে। পরে আচমন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা গুরু, ব্রাহ্মণ এবং গণেশকে পূজা করিয়া দিক্‌পতিদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিবে। যথা,—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রস্য পুরশ্চরণকর্ম্মণি “ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ভবন্ত।” ব্রাহ্মণেরা “ওঁ পুণ্যাহম্” তিনবার বলিলে “ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রস্য পুরশ্চরণকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্ত”

---

(১) বিঘ্নীভূতাশ্চ ইতি মুদ্রিতপুস্তকপাঠঃ।

(২) পঞ্চগব্যপ্রমাণমাহ গৌতমীয়ে—“পলমানং দুগ্ধভাগং গোমূত্রং তাবদিষ্যতে। ঘৃতঞ্চ পলমানং স্যাদ্ গোময়ং তোলকদ্বয়ম্। দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাৎ পঞ্চগব্যমিতি স্মৃতম্॥ অথবা পঞ্চগব্যানাং সমানো ভাগ ইষ্যতে। মূলমন্ত্রেণ সম্মন্ত্র্য তেনৈব পরিশোধয়েৎ। পলন্তু লৌকিকৈর্ম্মানৈঃ কার্ষ্ঠয়ষ্টিদ্বিমাধকম্। তোলকত্রিতয়ং জ্ঞেয়ম্ জ্যোতির্জ্ঞৈঃ স্মৃতিসম্মতম্॥

জপকর্ত্তা বলিবেন। ব্রাহ্মণেরা "ওঁ ঋদ্ধিম্" ৩ বার বলিলে উক্তপ্রকার বলিয়া ওঁ স্বস্তি ভবন্তোহধিব্রুবন্তু" বলিবেন, ব্রাহ্মণেরা "ওঁ স্বস্তি" ৩ বার বলিলে স্বস্তিসূক্ত ও ওঁ সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা কুশতিলাদি লইয়া উত্তরাস্য উপবেশনপূর্ব্বক "ওঁ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসিদ্ধিপ্রতিবন্ধকাশেষদুরিতক্ষয়পূর্ব্বকতন্মন্ত্রসিদ্ধিকামোহদ্যারভ্য যাবতা কালেন সেৎস্যতি তাবৎকালমমুকমন্ত্রস্য ইয়ৎসংখ্যকজপ-তদ্দশাংশহোম-তদ্দশাংশতর্পণ-তদ্দশাংশাভিষেক-তদ্দশাংশব্রাহ্মণভোজনরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে" এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলোপরি ঘটস্থাপন করিবে, তাহার প্রণালী যথা (১) ক্লীং মন্ত্রে ঘটপ্রোক্ষণ, ঐং মন্ত্রে শোধন, সৌঃ মন্ত্রে মণ্ডলমধ্যে ঘটস্থাপন, হ্রীং মন্ত্রে জলদ্বারা পূরণ, ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ। হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গপাতালভূগতাঃ। সর্ব্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিম্ ॥" এই বলিয়া ঘটে তীর্থাবাহন করিবে। পরে ঘটের মুখে কাঁটাল, আম্র, অশ্বত্থ, বট ও বকুল, এই পঞ্চপল্লব প্রদান করিয়া তাহার উপরে সতণ্ডুল শরাব স্থাপন করিবে। শরাবের উপর হুং মন্ত্রে ফলদান, স্ত্রীং মন্ত্রে স্থিরীকরণ, রং মন্ত্রে ঘটে সিন্দুরদান, যং মন্ত্রে পুষ্পদান, পূজ্যমান দেবতার মূলমন্ত্রে দূর্ব্বাদান, ওঁ মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ এবং হুং ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্রে কুশ দ্বারা তাড়ন করিবে। তাহার পর মাতৃকাবর্ণ জপ করিতে করিতে ঘটে নবরত্ন অথবা পঞ্চরত্ন (২) প্রদান করিয়া বৈষ্ণব শ্বেতসূত্র দ্বারা

---

(১) ঘটস্থাপনং যথা রাজরাজেশ্বরীতন্ত্রে—কামবীজেন সংপ্রোক্ষ্য বাগ্‌ভবেনৈব শোধয়েৎ। শক্ত্যা * কলসমারোপ্য মায়য়া পূরয়েজ্জলৈঃ। মন্ত্রেণানেন তীর্থানি দেশিকস্তত্র বিন্যসেৎ। ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সবিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ ॥ হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গপাতালভূগতাঃ। সর্ব্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিম্। রমাবীজেন জপ্তেন পল্লবং প্রতিপাদয়েৎ। কূর্চ্চেন ফলদানং স্যাৎ স্ত্রীবীজেন স্থিরীকৃতিঃ। সিন্দূরং বহ্নিবীজেন পুষ্পং দদ্যাচ্চ বায়ুনা †। মূলেন দূর্ব্বাং প্রণবৈঃ কুর্য্যাদভ্যুক্ষণং ততঃ। হুং ফট্ স্বাহেতিমন্ত্রেণ কুর্য্যাদ্দর্ভেণ তাড়নম্। বিচিন্ত্য দেবীপীঠন্তু তত্রাবাহ্যপ্রপূজয়েৎ ॥

(২) নবরত্নমাহ নারদায়াং—"মুক্তামাণিক্যবৈদূর্য্যগোমেদান্ বজ্রবিদ্রুমৌ। পুষ্পরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমম্। উক্তানি নবরত্নানি তেষু কুম্ভেষু নিক্ষিপেৎ ॥ পঞ্চরত্নং যথা তন্ত্রান্তরে—"ইন্দ্রনীলং পদ্মরাগং বজ্রং মৌক্তিকমেব চ। বৈদূর্য্যঞ্চ মহাভাগ পঞ্চরত্নং প্রচক্ষতে ॥

---

* শক্ত্যা সৌরিতি বীজেন ইত্যর্থঃ (আ॰ বি॰)

† দদ্যাচ্চ বায়ুনা ইত্যত্র দদ্যাচ্ছরাম্বুনা ইত্যাগমতত্ত্ববিলাসধৃতঃ পাঠঃ। শরাম্বুনা অস্ত্রমন্ত্রেণ ইতি তদর্থঃ।

ঘটের গলদেশ বেষ্টন করিয়া শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদন করিবে। শাক্ত রক্তসূত্রে বেষ্টন করিয়া পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদন করিবে। ঘটের গাত্র দধ্যক্ষত দ্বারা লিপ্ত করিয়া ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ ইত্যাদি মন্ত্রে ঘটের চতুর্দ্দিকে কাণ্ডচতুষ্টয়ারোপণ এবং সূত্রামাণং ইত্যাদি মন্ত্রে সূত্র দ্বারা ৩ বার ঐ কাণ্ডচতুষ্টয় বেষ্টন করিবে। তাহার পর মূলমন্ত্রে ঐ ঘটের উপরে আবরণ দেবতাসহ ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া ভূতশুদ্ধি প্রাণায়ামাদি করিবে, তাহার পর সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে ধ্যানাদি করিয়া আবাহনাদি করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পূজাযন্ত্র থাকিলে বেদির উপরে যন্ত্রস্থাপনপূর্ব্বক তাহার উপরেই পূজা করিবে। সমর্থ হইলে তিনকালেই পূজা করিবে, অসমর্থের দুইবার বা একবার পূজা। তাহার পর কূর্ম্মচক্র চিন্তা করত বিহিত আসনে উপবেশন করিয়া মালা বাহির করিয়া অর্ঘ্যোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে, তাহার পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে। ওঁ মালে মালে মহামালে সর্ব্বতত্ত্বস্বরূপিণি। চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব॥" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বিষ্ণুবিষয়ে "ঐং শ্রীং অক্ষমালিকায়ৈ নমঃ" এই বলিয়া, শক্তিবিষয়ে ওঁ হ্রীং মালে মালে মহামালে সর্ব্বতত্ত্বস্বরূপিণি। চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়িন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব" এই বলিয়া, শিববিষয়ে "হ্রীং সিদ্ধ্যৈ নমঃ" এই বলিয়া এবং সূর্য্য ও গণেশের মন্ত্রজপে "ওঁ মালায়ৈ নমঃ" এই বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা মালার পূজা করিয়া দক্ষিণ হস্তে মালাটি লইয়া বস্ত্রাচ্ছাদনপূর্ব্বক মস্তকে গুরুকে চিন্তা করিয়া মন্ত্র ও দেবতার একতা ভাবনা করত তদ্গতচিত্তে নাসাগ্রে ন্যস্তচক্ষু হইয়া জপ করিবে। জপ শেষ হইলে মালাটি মস্তকে রাখিয়া বামহস্তে ঘণ্টাবাদন করিতে করিতে তেজোরূপ জপফলকে গোযোনি মুদ্রা দ্বারা ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি" এই মন্ত্র পড়িতে পড়িতে দেবীর বামহস্তে সমর্পণ করিবে। বৈষ্ণব "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বম্" ইত্যাদি পাঠ করিতে করিতে দেবতার দক্ষিণহস্তে জপফল সমর্পণ করিবে। তাহার পরে ৩ বার প্রাণায়াম করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে। ওঁ ত্বং মালে সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা। তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্ন্নমোঽস্তু তে॥ এই বলিয়া মালাকে প্রণাম করিয়া গোপনে রাখিবে। তাহার পরে পুনর্ব্বার দেবতার পূজা করিয়া স্ব স্ব কল্পোক্ত দ্রব্যে জপের দশাংশ হোম করিবে। (হোমপ্রকরণ শেষে দ্রষ্টব্য)। তাহার পর হোমের দশাংশ তর্পণ, তাহার ক্রম যথা,—তর্পণের পূর্ব্বে সপরিবার দেবতাকে আবাহনপূর্ব্বক যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অমুকীং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা, বৈষ্ণবপক্ষে মূল উচ্চারণপূর্ব্বক অমুকং দেবং তর্পয়ামি নমঃ, বিষ্ণু ভিন্ন অন্য পুরুষ দেবতা স্থলে অমুকং দেবং তর্পয়ামি এই বলিয়া কর্পূরমিশ্রিত জল দ্বারা তর্পণ করিবে। তর্পণের সংখ্যা পূরণ হইলে অঙ্গাদি পরিবারকে এক এক অঞ্জলি দ্বারা তর্পণ করিবে। যথা—প্রণববষড্দীর্ঘভাগ্বীজাদ্যহৃদয়ং তর্পয়ামি নমঃ। শিরস্তর্পয়ামি নমঃ। শিখাং তর্পয়ামি নমঃ। কবচং তর্পয়ামি নমঃ। নেত্রত্রয়ং তর্পয়ামি

সহস্রং প্রয়তো জপেৎ। জ্ঞাতাজ্ঞাতস্য পাপস্য ক্ষয়ার্থং প্রথমং ততঃ ইতি বিদ্যাধরাচার্য্যঃ।) (১) বিপ্রান্ সন্তর্পয়েদর্থতোষণাচ্ছাদনাসনৈঃ। বহুভির্ব্বস্ত্রভূষাভিঃ সংপূজ্য গুরুমাত্মনঃ। আরভেত জপং পশ্চাত্তদনুজ্ঞাপুরঃসরমিতি। গায়ত্রী পুনস্তত্তদ্দেবতায়াঃ। যথা গোবিন্দ-বৃন্দাবনে।—জপাৎ পূর্ব্বং জপেৎ কৃষ্ণগায়ত্রীং সর্ব্বপাপহাম্। অযুতৈকপ্রমানেণ এনসো ন্যূনহেতবে। ইতি কৃষ্ণগায়ত্রীস্বরসাদন্যত্রাপি তথা, অতএব স্ত্রীশূদ্রেসাধারণমিতি মাধবাচার্য্যঃ।) যত্তু "প্রাতঃ স্নাত্বা তু সাবিত্র্যা অযুতং প্রয়তো জপে"দিতি তৎপুনরত্যন্তপাপশঙ্কয়া। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা জ্ঞাতাজ্ঞাতপাপক্ষয়কামঃ অষ্টোত্তরসহস্রসাবিত্রী-(২) জপমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য জপেৎ। অযুতং বা কুর্য্যাৎ।

নমঃ। অস্ত্রং তর্পয়ামি নমঃ। তাহার পর তর্পণের দশাংশ অভিষেক করিবে। অভিষেকের পূর্ব্বে মাতৃকান্যাসাদি করিয়া দেবতাজ্ঞানে আত্মাকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অমুকীং দেবীমভিষিঞ্চামি নমঃ এই বলিয়া কুম্ভমুদ্রা দ্বারা নিজ মস্তকে অভিষেক করিবে। যথোক্ত সংখ্যায় অভিষেক করিয়া অঙ্গ ও আবরণকে এক একবার অভিষেক করিবে। পুরুষ দেবতা হইলে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক নমঃ অমুকদেবমভিষিঞ্চামি এইরূপ বাক্যে অভিষেক করিবে। তাহার পরে অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তাহার পরে গুরুপূজা ইষ্টদেবতার মহতী পূজা করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। দক্ষিণার বাক্য যথা—"ওঁ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রস্য সিদ্ধিকামনয়া কৃতৈতৎ পুরশ্চরণকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং কাঞ্চনং বা বহ্নিদৈবতম্ অমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে গুরবেঽহং সম্প্রদদে" তৎপরে স্বকল্পোক্তবিধানে দেবতাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক ঘট বিসর্জ্জন করিবে। যথা—ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলস দেবতাত্মক সিদ্ধিদ। সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন পূরয়াস্মৎ মনোরথম্। "হস কল হ্রীং" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ঘটকে সঞ্চালন করিবে। তাহার পরে দিক্‌পালদিগকে প্রত্যেককে 'ক্ষমস্ব' বলিয়া সংহার মুদ্রা দ্বারা বিসর্জ্জন করিবে। গুরু সেই কলস হইতে জল লইয়া ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত শান্তি প্রদান করিবেন। পরে গুরু শিষ্যকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণপূর্ব্বক কুমারী পূজা করিবে (তৎপ্রকার অন্যত্র দ্রষ্টব্য)। ইতি পুরশ্চরণপদ্ধতি সমাপ্ত।

বিদ্যাধরাচার্য্যের বচনে জ্ঞাতাজ্ঞাত দোষক্ষয়ার্থ সহস্রবার গায়ত্রীজপের বিধান পাওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে ঐ গায়ত্রী বৈদিকগায়ত্রী স্ত্রীশূদ্রের পক্ষে "জপের পূর্ব্বে

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(২) গায়ত্রী ইতি (খ) পাঠঃ। ঐ পাঠ হইতে স্পষ্ট পাওয়া যায় ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণেরই তত্তদ্দেবতার গায়ত্রীজপের ব্যবস্থা; কিন্তু তাহা সম্প্রদায়সিদ্ধ নহে। ঐ পাঠটি পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে মনে হয়। (খ) পুস্তকের পাঠে ব্রাহ্মণের পক্ষে বৈদিকগায়ত্রী জপ। আগমতত্ত্ববিলাস মতে তান্ত্রিক দেবতার গায়ত্রীজপ। গুরুর বাক্যানুসারে সাধক কার্য্য করিবেন।

ততঃ উপবাসং হবিষ্যং বা কুর্য্যাৎ। পরদিনে উষসি স্নানাদিকং কৃত্বা স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ ॥ ৪ ॥ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসিদ্ধিপ্রতিবন্ধকাশেষদুরিতক্ষয়পূর্ব্বকতন্মন্ত্রসিদ্ধিকামোঽদ্যারভ্য যাবতা কালেন সেৎস্যতি তাবৎকালম্ অমুকমন্ত্রস্য ইয়ৎ-সংখ্যক-জপ-তদ্দশাংশহোম-তদ্দশাংশ-তর্পণ-তদ্দশাংশাভিষেক-তদ্দশাংশ-ব্রাহ্মণ-ভোজনরূপ-পুরশ্চরণমহঙ্করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য ভূতশুদ্ধিপ্রাণায়ামাদিকং কৃত্বা স্বস্বমুদ্রাং বদ্ধা স্বস্বপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ দেবতাং সংপূজ্য দীপে প্রজ্বলিতাকারাং (১) দেবতাং হৃদয়ে কৃত্বা প্রাতঃকালমারভ্য মধ্যন্দিনং যাবৎ জপং কুর্য্যাৎ। ততো হোমস্ততস্তর্পণম্ ॥ ৫ ॥ কুলার্ণবে।—তর্পণস্তু ততঃ কুর্য্যাত্তীর্থোদৈশ্চন্দ্র-(২) মিশ্রিতৈঃ। জলে দেবং সমাবাহ্য পাদ্যাদ্যৈরুদকাত্মকৈঃ। সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা পরিবারসমন্বিতম্। একৈকমঞ্জলিং তোয়ং পরিবারান্ প্রতর্পয়েৎ। ততো হোমদশাংশেন তর্পয়েৎ পরদেবতাম্। তর্পণবাক্যস্তু স্নানপ্রকরণে বক্তব্যম্ ॥ ৬ ॥ অথাভিষেকবাক্যস্তু।—নমোঽন্তং মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতামহমভিষিঞ্চামি ইতি কলসমুদ্রয়া স্বমূর্দ্ধ্নি অভিষেচয়েৎ। তথা চ গৌতমীয়ে।—নমোঽন্তং মূলমুচ্চার্য্য তদন্তে দেবতাভিধাম্। দ্বিতীয়ান্তামহং পশ্চাদভিষিঞ্চাম্যনেন তু। অভিষিঞ্চেৎ স্বমূর্দ্ধানং তোয়ৈঃ কুম্ভাখ্যমুদ্রয়া ॥ ৭ ॥ শক্তিবিষয়ে নীলতন্ত্রে।—মূলান্তে নাম চোচ্চার্য্য সিঞ্চামীতি নমঃ পদমিতি। ততো ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ, ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদমুকদেবতামুকমন্ত্রপুরশ্চরণকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বহ্নিদৈবতং অমুকগোত্রায় গুরবে তুভ্যমহং সংপ্রদদে। ততোঽচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাদিতি পুরশ্চরণপ্রয়োগঃ ॥ ৮ ॥

অথ গ্রহণপুরশ্চরণসঙ্কল্পঃ। তদ্যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে নিশাকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতামুকমন্ত্রসিদ্ধিকামো গ্রাসাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তমমুকদেবতামুকমন্ত্রজপরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য জপেৎ। ততস্তদ্দিনে তৎপরদিনে বা স্নানং বিধায় ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকমন্ত্রস্য কৃতৈতদমুকগ্রহণকালীনামুকদেবতামুকমন্ত্রেয়ৎসংখ্যক-জপ--তদ্দশাংশ-হোম-তদ্দশাংশ-তর্পণ--তদ্দশাংশাভিষেক-তদ্দশাংশ-ব্রাহ্মণভোজনকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য হোমাদিকং কর্ম্ম কৃত্বা পূর্ব্ববৎ দক্ষিণাদিকং কুর্য্যাদিতি পুরশ্চরণপ্রয়োগঃ ॥ ৯ ॥

সঞ্চিত পাপনাশের জন্য অযুতবার সর্ব্বপাপনাশিনী কৃষ্ণগায়ত্রী জপ করিবে” এই গোবিন্দবৃন্দাবনের বচনানুসারে স্ব স্ব উপাস্য দেবতার গায়ত্রীজপ বুঝিতে হইবে। মাধবাচার্য্যেরও এই মত। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া অযুত গায়ত্রী জপ করিবে, এই ব্যবস্থা অধিক পাপের আশঙ্কাস্থলে জানিবে। তদ্ভিন্ন স্থলে পূর্ব্বোক্ত সহস্র গায়ত্রী জপ করিয়াই কার্য্য করিবে। অনন্তর গ্রহণপুরশ্চরণের সংকল্পাদি মূলে দ্রষ্টব্য।

---

(১) প্রজ্বলিতাকারামিত্যত্র প্রজ্বলিতে ইতি (খ) পাঠঃ। (২) চন্দ্রঃ কর্পূরমিত্যর্থঃ।

অথ কূর্ম্মচক্রম্।—দীপস্থানং সমাশ্রিত্য কৃতং কর্ম্ম ফলপ্রদম্। পুরুষো দীপ্যতে যত্র দীপস্থানং তদুচ্যতে (১)॥ ১॥ চতুরস্রাং ভুবং ভিত্ত্বা কোষ্ঠানাং নবকং লিখেৎ। পূর্ব্বকোষ্ঠাদি বিলিখেৎ সপ্তবর্গাননুক্রমাৎ। লক্ষমীশে মধ্যকোষ্ঠে স্বরান্ যুগ্মক্রমাল্লিখেৎ; দিক্ষু পূর্ব্বাদিতো যত্র ক্ষেত্রাদ্যক্ষরসংস্থিতিঃ (২)। মুখস্তৎ তস্য জানীয়াদ্ধস্তাবুভয়তঃ স্থিতৌ। কোষ্ঠে কুক্ষী উভে পাদৌ দ্বে শিষ্টং পুচ্ছমীরিতম্। ক্রমেণানেন বিভজেন্মধ্যস্থমপি ভাগতঃ॥ ২॥ মুখস্থো লভতে সিদ্ধিং করস্থঃ স্বল্পজীবনঃ। উদাসীনঃ কুক্ষিসংস্থঃ পাদস্থো দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥ ৩॥ পুচ্ছস্থঃ পীড্যতে মন্ত্রী বন্ধনোচ্চাটনাদিভিঃ। কূর্ম্ম-

কূর্ম্মচক্রম্।

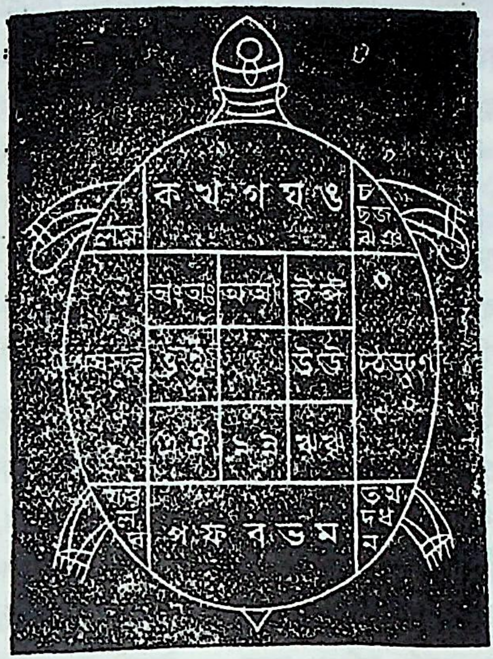

অনন্তর কূর্ম্মচক্র প্রদর্শিত হইতেছে। দীপস্থান অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম ফলপ্রদ হয়। যে স্থানে পুরুষ দীপ্যমান হয়, তাহাকে দীপস্থান বলে। ১। যে স্থানে বসিয়া জপাদি করিবে তথায় একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া ঐ মণ্ডলের মধ্যে নয়টি কোষ্ঠ করিবে, ঐ মণ্ডলে কূর্ম্মাকার একচক্র হইবে। এই চক্রে পূর্ব্বদিকের কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সাতটি কোষ্ঠে সাতটি বর্গ এবং ঈশানকোণস্থিত লক্ষ অষ্টম কোষ্ঠে এই দুই বর্ণ লিখিবে। চতুরস্রের মধ্যস্থিত নবম কোষ্ঠের মধ্যে আবার ৯টি করিয়া তাহার পূর্ব্বদিকের কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া আটটি কোষ্ঠে দুই দুই করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে ষোলটি স্বরবর্ণ লিখিবে। এই চক্রের যেস্থলে ক্ষেত্রের অর্থাৎ গ্রামের আদ্য অক্ষর অবস্থিতি করিতেছে, সেই স্থানকে ইহার মুখ বলিয়া জানিবে। মুখের দুই পার্শ্বের দুই কোষ্ঠ, ইহার দুই হস্ত; হস্তদ্বয়ের নিম্নবর্ত্তী দুই কোষ্ঠ, ঐ কূর্ম্মের কুক্ষি এবং দুই কুক্ষি কোষ্ঠের নিম্নে যে দুই কোষ্ঠ, তাহা ইহার দুই পদ, অবশিষ্ট নিম্নবর্ত্তী মধ্য কোষ্ঠ ইহার পুচ্ছ। এই ক্রমে মধ্যবর্ত্তী নবম কোষ্ঠকেও নয় ভাগে বিভক্ত

---

(১) দীপস্থানং যথা গৌতমীয়ে,—দীপস্থানং দ্বিধা প্রোক্তং মুখং পৃষ্ঠঞ্চ মন্ত্রিণঃ। দীপস্থানে ভবেৎ সিদ্ধির্নান্যথা কোটিজাপনৈঃ॥ ইতি পুরশ্চরণবোধিনী।

(২) ক্ষেত্রাদ্যক্ষর ইত্যত্র গ্রামাদ্যক্ষর ইতি পুরশ্চরণবোধিনীধৃতঃ পাঠঃ।

চক্রমিদং প্রোক্তং মন্ত্রিণাং সিদ্ধিদায়কম্॥ ৪॥ পিঙ্গলায়াং।—কূর্ম্মচক্রমবিজ্ঞায় যঃ কুর্য্যাজ্জপযজ্ঞকম্। তস্য যজ্ঞফলং নাস্তি সর্ব্বানর্থায় কল্পতে॥ ৫॥

অথ মন্ত্রাণাং দশ সংস্কারাঃ। গৌতমীয়ে।—জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনস্তথা। অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ। তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দ্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ॥ ৬॥ স্বর্ণাদিপাত্রে সংলিখ্য (১) মাতৃকাযন্ত্রমুত্তমম্। কাশ্মীর (২) চন্দনেনাপি ভস্মনা বাথ সুব্রতে। কাশ্মীরং শক্তিসংস্কারে চন্দনং বৈষ্ণবে মনৌ। শৈবে ভস্ম সমাখ্যাতং মাতৃকাযন্ত্রলেখনে॥ ৭॥

অথ মাতৃকা-যন্ত্রম্। ব্যোমেন্দ্বৌরসনার্ণকর্ণিকমচাং দ্বন্দ্বৈঃ (৩) স্ফুরৎ কেশরং বর্গোল্লাসি বসুচ্ছদং বসুমতীগেহেন (৪) সংবেষ্টিতম্। (আশাশ্বস্ত্রিষু লান্তলাঙ্গলিযুজা ক্ষৌণী-

করিবে, (এবং ইহারও পূর্ব্ব কোষ্ঠ হইতে আটটি কোষ্ঠকে ঐরূপ নিয়মে মুখ হস্ত প্রভৃতিরূপে ভাগ করিয়া লইতে হইবে। ২। জপপূজাদি মণ্ডপে উক্তরূপে কূর্ম্মচক্র অঙ্কিত করিয়া উপবেশন স্থান স্থির করিয়া লইবে। মণ্ডপের যে ভাগে কূর্ম্মের মুখ, সেই ভাগে বসিয়া জপ পূজাদি কার্য্য করিলে মন্ত্র সিদ্ধি হয় এবং হস্তে বসিয়া সাধক কার্য্য করিলে অল্পজীবী, কুক্ষিতে বসিয়া কার্য্য করিলে উদাসীন, পাদস্থ হইয়া কার্য্য করিলে দুঃখী, এবং পুচ্ছে অবস্থান করিয়া কার্য্য করিলে বন্ধন ও উচ্চাটনাদি দ্বারা পরিপীড়িত হয়। এই কূর্ম্মচক্র সাধকের সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩। ৪। পিঙ্গলাতন্ত্রে বলিয়াছেন কূর্ম্মচক্র না জানিয়া যে জপ-যজ্ঞ করে, তাহার সেই জপ কার্য্যের কোন ফল হয় না, অধিকন্তু সকল প্রকার অনর্থের হেতু হয়। ৫।

অতঃপর মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার বলা যাইতেছে।—গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন এবং গুপ্তি এই দশটীকে মন্ত্র সংস্কার বলে। ৬। হে সুব্রতে! সুবর্ণাদি পাত্রে কুঙ্কুম, চন্দন অথবা ভস্মদ্বারা মাতৃকাযন্ত্র লিখিবে। শক্তিমন্ত্রসংস্কারে কুঙ্কুম, বিষ্ণুমন্ত্রে চন্দন ও শিবমন্ত্রে ভস্মদ্বারা মাতৃকাযন্ত্র লিখিবে। ৭।

মন্ত্রের দশ সংস্কারে মাতৃকাযন্ত্রের প্রয়োজন, এজন্য মাতৃকাযন্ত্র দেখান যাইতেছে। প্রথমে একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার বহির্ভাগে চতুর্দ্বারযুক্ত চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে। পদ্মটি তন্মধ্যে থাকিবে। ব্যোম—হকার, ইন্দু সকার, ঔ, রসনার্ণ বিসর্গ—সংযোগে হসৌঃ এই প্রেতবীজ ঐ পদ্মের কর্ণিকামধ্যে অঙ্কিত করিবে। ঐ পদ্মের আটটি কেশরে পূর্ব্বাদিক্রমে দুই দুই করিয়া ষোড়শ স্বরবর্ণ লিখিবে। পদ্মের

---

(১) সংলিখ্য স্বর্ণশলাকয়া বিল্বপত্রেণ বা। (২) কাশ্মীরং কুঙ্কুমম্।

(৩) অচাং দ্বন্দ্বৈঃ স্বরযুগ্মৈঃ (৮ টি)। (৪) বসুমতীগেহেন চতুরস্রেণ (৮ টি)।

মাতৃকাযন্ত্রম্।

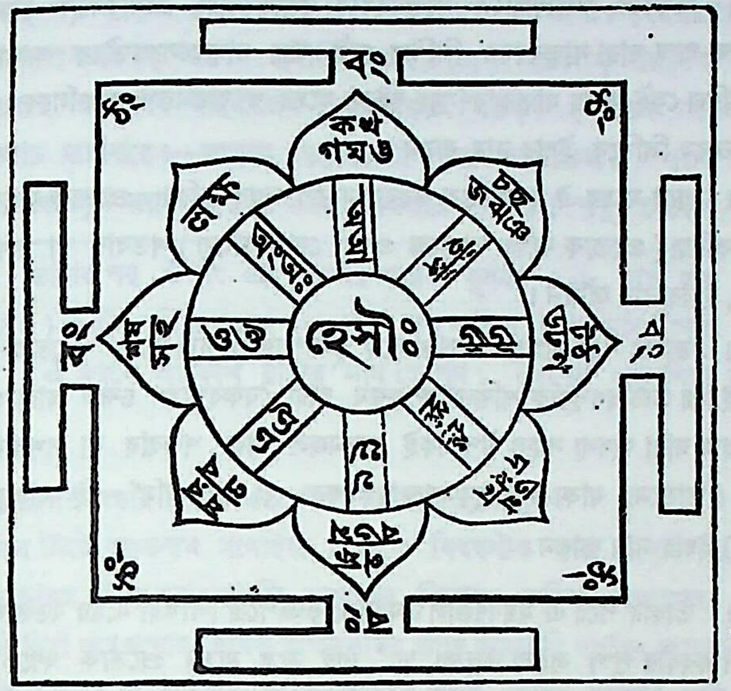

পুরেণাবৃতং) (১) যন্ত্রং বর্ণতনোঃ (২) পরং নিগদিতং সৌভাগ্যসম্পৎকরম্। (যন্ত্রস্থ দিক্ষু বং বিদিক্ষু ঠং লিখেৎ ॥ ৮ ॥ তথাচ গৌতমীয়ে,) (৩) কাদি-মান্তান্ পঞ্চবর্গান্ দিক্ষু পূর্ব্বাদিতো ন্যসেৎ। যাদি-বান্তান্ শাদি-হান্তান্ লক্ষ্মীশে প্রবিন্যসেৎ। (চতুরস্রং চতুর্দ্ধারং দিক্ষু বং ঠং বিদিক্ষু চ) (৪)। ইতি মাতৃকাযন্ত্রম্ ॥ ৯ ॥

আটটি পত্রে (পাপড়িতে) আটটি বর্গ লিখিবে। কাদি (৫টি) বর্গ, যাদি (চারিটি) বর্গ, শাদি (চারিটি) বর্গ, ও লাদি (দুইটি) বর্গ, ইহাও পূর্ব্বাদিক্রমে লিখিবে। ঐ পদ্মটি চতুষ্কোণ মণ্ডলে বেষ্টিত থাকিবে। ঐ দ্বারের চতুর্দ্দিকে লান্ত অর্থাৎ ব এই বর্ণ থাকিবে এবং চতুষ্কোণে লাঙ্গলি অর্থাৎ ঠ এই বর্ণ থাকিবে। পরিষ্কৃত অর্থ এই—কর্ণিকায় হসৌঃ বর্ণ লিখিয়া পূর্ব্বদিকের কেশরে অ আ, অগ্নিকোণের কেশরে ই ঈ, দক্ষিণ দিকের কেশরে উ ঊ, নৈর্ঋতকোণের কেশরে ঋ ৠ, পশ্চিমে দিকের কেশরে ঌ ৡ, বায়ুকোণের কেশরে এ ঐ, উত্তর দিকের কেশরে ও ঔ, ঈশানকোণের কেশরে অং অঃ। এইরূপ পূর্ব্বদিকের পত্রে ক বর্গ, অগ্নিকোণে চ বর্গ, দক্ষিণে ট বর্গ, নৈর্ঋতে ত বর্গ, পশ্চিমে প বর্গ, বায়ুকোণে য বর্গ, উত্তরে শ বর্গ ও ঈশানকোণে ল বর্গ,—(লক্ষ) লিখিবে। চারিদিকে বং চারিকোণে ঠং এই বর্ণ লিখিবে।

---

(১) বন্ধনীমধ্যে "তারাধীশ্বরবাচিবর্ণবিলসদ্দিক্কোণসংশোভিতম্" ইতি (খ) পাঠঃ। (২) বর্ণতনোঃ সরস্বত্যাঃ (খ টি) (৩) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৪) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(আগমতত্ত্ববিলাস হইতে উদ্ধৃত) মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার প্রয়োগ—

১। প্রথমতঃ স্বর্ণাদিপাত্রে শক্তিবিষয়ে কুঙ্কুম দ্বারা, বৈষ্ণবপক্ষে চন্দন দ্বারা, শৈবপক্ষে ভস্ম দ্বারা মাতৃকাযন্ত্র লিখিয়া সেই যন্ত্রে মাতৃকাসরস্বতীকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিয়া সেই যন্ত্রের মাতৃকাবর্ণসমূহ হইতে যন্ত্রের স্বরব্যঞ্জনরূপ বর্ণগুলিকে ভূর্জ্জপত্রে পঙ্‌ক্তিক্রমে লিখিবে, ইহার নাম জনন।

২। পরে মন্ত্রের ঐ বর্ণগুলিকে স্বরব্যঞ্জনরূপে পৃথক্ করিয়া প্রত্যেক বর্ণকে প্রণবপুটিত করিয়া (প্রত্যেক বর্ণের আদ্যন্তে প্রণব যোগ করিয়া) শতবার বা দশবার জপ করিবে, ইহার নাম জীবন।

৩। তাহার পরে মন্ত্রের ঐ বর্ণগুলিকে ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরকে 'যং' এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শক্তিপক্ষে কুঙ্কুম দ্বারা, বৈষ্ণবপক্ষে চন্দন দ্বারা ও শৈবপক্ষে ভস্ম দ্বারা অথবা সকল উপাসকই চন্দনজল দ্বারা শতবার বা দশবার তাড়ন করিবে, (তাড়নের বাক্য—"অমুকমন্ত্রস্যামুকাক্ষরং যং তাড়য়ামি" এই বলিয়া তাড়ন করবে) ইহার নাম তাড়ন।

৪। তাহার পরে ঐ মন্ত্রবর্ণগুলি ক্রমান্বয়ে ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া মন্ত্রের যতগুলি অক্ষর, ততগুলি করবীর পুষ্প লইয়া তদ্দ্বারা 'রং' এই মন্ত্রে মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে আঘাত করিবে। (ইহার বাক্য "অমুকমন্ত্রস্যামুকাক্ষরং হন্মি") ইহার নাম বোধন।

৫। তাহার পরে ঐ মন্ত্রবর্ণগুলিকে ভূর্জ্জপত্রে মালতীপুষ্পের কালিকা দ্বারা অথবা কুশমূল দ্বারা কুঙ্কুমাদিরসে লিখিয়া (যতগুলি মন্ত্রাক্ষর ততগুলি) অশ্বত্থপত্র লইয়া তদ্দ্বারা মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে শতবার বা দশবার শক্তিবিষয়ে মধুদ্বারা, শৈবে ঘৃত বা দুগ্ধ দ্বারা, বৈষ্ণবপক্ষে কর্পূরমিশ্রিত জল দ্বারা অথবা শুদ্ধজল বা দুগ্ধ দ্বারা অভিষেক করিবে (অভিষেকের বাক্য,—মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়া "অমুকমন্ত্রস্য অমুকাক্ষরমহমভিষিঞ্চামি") ইহার নাম অভিষেক।

৬। তাহার পরে সুষুম্না নাভির মূলে ও মধ্যভাগে এবং মূলমন্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্তভাগে তেজোময় "ওঁ হৌং" এই জ্যোতির্মন্ত্র ভাবনা করিয়া এই মন্ত্র হইতে উৎপন্ন বহ্নিশিখা দ্বারা "অমুকমন্ত্রস্য অমুকং মলং নির্দ্দহামি" এই বলিয়া ২৫ বার ভাবনা করিবে। ইহার নাম বিমলীকরণ।

৭। তাহার পরে ঐ মন্ত্রবর্ণগুলিকে ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া মনে মনে তেজোময় জ্যোতির্ম্মন্ত্রকে অথবা দেয়মন্ত্রকে কুশোদকের উপরে শতবার জপ করিয়া দেয়মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "অমুকমন্ত্রস্যামুকবর্ণম্ আপ্যায়ামি" এই বলিয়া দশবার বা সাতবার মন্ত্রের বর্ণগুলিকে কুশ দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে, ইহার নাম আপ্যায়ন।

৮। মন্ত্রটি স্বরব্যঞ্জনসমেত লিখিয়া দেয়মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অমুকমন্ত্রং তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া তর্পণ করার নাম তর্পণ। শক্তিমন্ত্রে নমঃস্থলে কেহ স্বাহা প্রয়োগ করেন।

মন্ত্রাণাং মাতৃকাযন্ত্রাদুদ্ধারো (১) জননং স্মৃতম্। পঙ্‌ক্তিক্রমেণ (২) বিধিনা মুনিভিস্তত্র নিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥ প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ। প্রত্যেকং শতবারস্তু (৩) জীবনং তদুদাহৃতম্। (দশসংখ্যো বা জপঃ। বিশ্বসারে।—পৃথক্ শতং বা দশধা মন্ত্রবর্ণান্ "জপেৎ সুধীরিতি ॥ ২ ॥ (৪)) মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা। প্রত্যেকং বায়ুবীজেন পূর্ব্ববত্তাড়নং মতম্। (তাড়নং শতধা দশধা বা। তথাচ তন্ত্রান্তরে।—তাড়নং তাড়য়েদ্বর্ণানখিলাংশ্চন্দনাম্ভসা। শতং বা দশধা বাপি বোধয়েত্তু মনুং ততঃ ॥ ৩ ॥ বিশ্বসারে।—দশধা শৃণু দেবেশি তাড়নং

৯। তাহার পর ওঁ হ্রীং শ্রীং উচ্চারণপূর্ব্বক মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে। বৈষ্ণবে (৫) ওঁ হ্রীং বলিয়া মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে, ইহার নাম দীপন।

১০। ঐ মন্ত্রকে অপ্রকাশ রাখার নাম গোপন। গোপন গুরু-শিষ্য উভয়েরই কর্ত্তব্য।

[মন্ত্রের দশসংস্কার বিষয়ে এতদ্দেশের ব্যবহার এইরূপ,—

তামার টাটে রক্তচন্দন মাখাইয়া তাহাতে বিল্বকণ্টক দ্বারা মাতৃকাযন্ত্র অঙ্কন। সেই মাতৃকাযন্ত্র হইতে মন্ত্রাক্ষরগুলি স্বরব্যঞ্জন বিশ্লেষণ করিয়া বিল্বপত্রের বৃন্ত দ্বারা রক্তচন্দন দিয়া অশ্বত্থপত্রে লিখিত অক্ষরগুলির উপর জননাদি দশবিধ সংস্কারকরণ।

প্রতি সংস্কারে প্রত্যেকবার মন্ত্রাক্ষরগুলিকে পৃথক্ লেখার ব্যবহার নাই, শক্তিমন্ত্র সংস্কারে এইরূপ রীতি। বিষ্ণুমন্ত্র সংস্কারে শ্বেতচন্দন দ্বারা মাতৃকাযন্ত্র অঙ্কন মন্ত্রবর্ণ লিখন। শিবমন্ত্রে ভস্ম দ্বারা মাতৃকাযন্ত্র অঙ্কন এবং মন্ত্রবর্ণাদি লিখন কর্ত্তব্য।]

এক্ষণে মন্ত্রের দশসংস্কার বলা যাইতেছে।—মাতৃকাযন্ত্র হইতে মন্ত্রের সমস্ত বর্ণগুলিকে পর্য্যায়ক্রমে উদ্ধার করার নাম জনন। ১। উদ্ধৃত বর্ণগুলির প্রত্যেকটিকে এক এক করিয়া ওঁ কার পুটিত করিয়া এক এক বর্ণ এক শত বার জপ করাকে জীবন বলে। জপ দশবারও হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশ্বসারতন্ত্রের উক্তি—প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণ শত বা দশবার জপ করিবে। ২। মন্ত্রের সমস্ত বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিয়া যং এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে চন্দন জল দ্বারা শতবার তাড়ন করিবে, ইহাকে তাড়ন বলে। তাড়ন শতবার অথবা দশবার করিবে। এতদ্বিষয়ে তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন, সমস্ত মন্ত্রবর্ণকে পৃথক্ পৃথক্ চন্দন জল দ্বারা শত বা দশবার তাড়ন করিবে।

---

(১) উদ্ধারঃ মাতৃকাযন্ত্রাদুদ্ধরণং ভিন্নকরণম্ ইত্যেব জননম্ (খ টি)

(২) পঙক্তিক্রমেণ মন্ত্রং লিখেৎ (খ টি)।

(৩) তথা চাদৌ মন্ত্রমুচ্চার্য্য ততঃ প্রণবমুচ্চরেৎ। ততঃ পুনর্মন্ত্রমুচ্চরেৎ ইত্যাদিক্রমেণ শতবারং জপেদিতি কল্পঃ সমীচীনঃ, যদ্বা প্রতিবর্ণানন্তরং প্রণবম্ এবং ক্রমেণ শতবারম্ (খ টি)।

(৪) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৫) বৈষ্ণবে বিশেষস্তদুক্তং গৌতমীয়ে "দীপয়েৎ সর্ব্বতন্ত্রাণি যোগতস্তারমায়য়োঃ"।

পরিকীর্ত্তিতম্) (১)। বিলিখ্য মন্ত্রবর্ণাংস্তু প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ ॥ তন্মন্ত্রবর্ণসংখ্যাকৈর্হন্যাদ্রেফেণ বোধনম্ ॥ ৪ ॥ তত্তন্মন্ত্রোক্তবিধিনাভিষেকশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ। অশ্বত্থপল্লবৈঃ সিঞ্চেন্মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া ॥ ৫ ॥ সঞ্চিন্ত্য মনসা মন্ত্রং সুষুম্না মূলমধ্যতঃ। জ্যোতির্ম্মন্ত্রেণ বিধিবদ্দহেন্মলত্রয়ং যতিঃ। তারং ব্যোমাগ্নিমনুযুগ্দণ্ডী জ্যোতির্ম্মনুর্ম্মতঃ। তারং প্রণবঃ ব্যোমো হকারঃ অগ্নী রেফঃ মনুরৌকারঃ দণ্ডী অনুস্বারঃ। তেন ওঁ হ্রৌং ॥ ৬ ॥ স্বর্ণেন কুশতোয়েন পুষ্পতোয়েন বা তথা। তেন মন্ত্রেণ বিধিবদাপ্যায়নবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥ মন্ত্রেণ (২)বারিণা মন্ত্রে তর্পণং তর্পণং মতম্। মধুনা শক্তিমন্ত্রে তু বৈষ্ণবে চেন্দুমজ্জলৈঃ (৩) শৈবে ঘৃতেন দুগ্ধেন তর্পণং সম্যগীরিতম্। অভিষেকেঽপি তথা ॥ ৮ ॥ তারমায়ারমাযোগে মনোদ্দীপনমুচ্যতে ॥ ৯ ॥ জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বপ্রকাশনম্ ॥ ১০ ॥ সংস্কারা দশ সংপ্রোক্তাঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতাঃ। যান্ কৃত্বা সম্প্রদায়েন মন্ত্রী বাঞ্ছিতমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১ ॥ মলত্রয়মিতি মায়িকং কার্ম্মণমানব্যঞ্চেতি। প্রপঞ্চসারে।—মায়িকং নাম যোষোত্থং পৌরুষং কার্ম্মণং মলম্। আনব্যং তদ্দ্বয়ং প্রোক্তং নিষিদ্ধং তন্মলত্রয়ম্ ॥১২॥

তাহার পর মন্ত্রের বোধন করিবে। ৩। বিশ্বসারে বলিয়াছেন—হে দেবেশি! তাড়ন দশবার করিবে। তাহার পর মন্ত্রের বর্ণগুলি লিখিয়া যতগুলি মন্ত্রের বর্ণ ততগুলি করবীর পুষ্প লইয়া রং এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এক একটির দ্বারা এক একটিকে হনন করিবে, ইহার নাম বোধন। ৪। যতগুলি মন্ত্র বর্ণ ততগুলি অশ্বত্থ পত্র লইয়া তত্তৎ মন্ত্র প্রকরণে কথিত বিধানে (অভিষিঞ্চামি নমঃ এই মন্ত্রে) অশ্বত্থ পত্র দ্বারা মন্ত্রাক্ষরে জল সেবক করিবে, ইহার নাম অভিষেক। ৫। সুষুম্নার মূল ও মধ্যভাগে দেয়মন্ত্র চিন্তা করিয়া জ্যোতির্ম্মন্ত্র (ওঁ হ্রৌং) পাঠ করিয়া মলত্রয় দগ্ধ করিবে, ইহাকে মন্ত্রের বিমলীকরণ বলে। জ্যোতির্ম্মন্ত্র যথা,—তার (ওঁ) ব্যোম (হকার,) অগ্নি ("র") মনু (ঔ) দণ্ডী (অনুস্বার,) ইহার যোগে ওঁ হ্রৌং এই মন্ত্র, ইহার নাম জ্যোতির্ম্মন্ত্র। ৬। মন্ত্রবর্ণ সকলকে স্বর্ণকুশজল অথবা পুষ্পজল দ্বারা পূর্ব্বোক্ত জ্যোতির্ম্মন্ত্রে আপ্যায়ন করিবে, ইহার নাম আপ্যায়ন। ৭। পুরশ্চরণোক্ত তর্পণমন্ত্রে দেয়মন্ত্রকে জলদ্বারা তর্পণ করাকে তর্পণ বলে। শক্তিমন্ত্রে মধুদ্বারা, বিষ্ণুমন্ত্রে কর্পূরমিশ্রিত জলদ্বারা এবং শিবমন্ত্রে ঘৃত ও দুগ্ধদ্বারা তর্পণ করিলে উত্তম হয়। অভিষেকেও এইরূপ ব্যবস্থা। ৮। —তার (ওঁ,) মায়া (হ্রীঁ,) রমা (শ্রী) এই তিনটি মন্ত্র দ্বারা দীপন করিবে, ইহাকে মন্ত্রের দীপন বলে। ৯। যে মন্ত্র জপ করা হয় তাহাকে অপ্রকাশ রাখাকে গোপন বলে। ১০। মন্ত্রের এই দশসংস্কার বলা হইল, সকল তন্ত্রেই ইহা গোপনীয় বলা হইয়াছে। মন্ত্রের এই দশবিধ সংস্কার করিলে সাধক অভীষ্টফল লাভ করিতে পারে। ১১। বিমলীকরণ—মলত্রয় বলিতে মায়িক, কার্ম্মণ ও আনব্য এই তিন প্রকার। প্রপঞ্চসারে (বলিয়াছেন)—স্ত্রী হইতে যে মল উৎপন্ন হয় তাহার নাম মায়িক মল,

---

১) বন্ধনীমধ্যপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। (২) পুরশ্চরণোক্তমন্ত্রেণ (খ টি)। (৩) কর্পূরসলিলৈঃ।

তারমায়ারমাযোগ ইতি তারমায়ারমাবীজপুটিতং মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপেদিত্যর্থঃ। তথাচ বিশ্বসারে।—তারমায়ারমাবীজপুটিতেন জপেন্মনুম্। শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব দীপয়েৎ সাধকোত্তমঃ। ইতি॥ ১৩॥

অথ কলাবতীদীক্ষাপ্রয়োগঃ।—শিষ্যঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকঃ সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা—অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রাপ্তিকামঃ অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রদীক্ষামহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য গুরুং বৃণুয়াৎ। ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্, ওঁ সাধ্বহমাসে ইতি প্রতিবচনম্। ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্, ওঁ অর্চ্চয় ইতি প্রতিবচনম্। ততো গন্ধপুষ্পবস্ত্রালঙ্কারাদিভির্গুরুমভ্যর্চ্চ্য দক্ষিণং জানু ধৃত্বা পঠেৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীঅমুকদেবতায়া মৎকর্ত্তৃকামুকমন্ত্রদীক্ষাকর্ম্মণি অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমেভিঃ গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য গুরুত্বেন ভবন্তমহং বৃণে (অ) ওঁ বৃতোঽস্মীত্যুত্তরম্ ওঁ যথাবিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু, যথাজ্ঞানং করবাণীতি প্রতিবচনম্। ততো গুরুরাচম্য দ্বারদেশে সামান্যার্ঘ্যং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা—স্ববামে ত্রিকোণবৃত্তভূবিম্বং বিলিখ্য, ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ইতি সংপূজ্য ফড়িতি

পুরুষ হইতে উৎপন্ন মলকে কাম্মণ মল এবং স্ত্রী পুরুষ উভয় হইতে উৎপন্ন মলকে আনব্য মল বলা যায়। এই ত্রিবিধ মলই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১২। তার মায়া রমা যোগ অর্থাৎ তার—ওঁ, মায়া—হ্রীং, রমা,—শ্রীং এই তিনের যোগ বলিতে ওঁ হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্র, ইহা দ্বারা পুটিত করিয়া দেয়মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে। বিশ্বসারতন্ত্রে এইরূপ বলা আছে।

অতঃপর কলাবতী দীক্ষার প্রয়োগ বলা হইতেছে।—শিষ্য দীক্ষার পূর্ব্বদিনে উপবাসী থাকিয়া দীক্ষাদিবসে প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রঃ" সঙ্কল্প করিয়া গুরুকে বরণ করিবে! শিষ্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষপ্রাপ্তিকামঃ অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রদীক্ষামহং করিষ্যে" এইরূপে গুরুকে বলিবেন "ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্। গুরু উত্তর দিবেন "ওঁ সাধ্বহমাসে"। পরে শিষ্য বলিবেন " ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্, গুরু উত্তর দিবেন "ওঁ অর্চ্চয়"। পরে শিষ্য গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র ও অলঙ্কারদ্বারা গুরুকে পূজা করিয়া গুরুর দক্ষিণজানু (বামহস্তস্পৃষ্ট-সতণ্ডুল দক্ষিণ হস্তদ্বারা) স্পর্শ করিয়া বলিবেন "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রঃ" ইত্যাদি (অ) চিহ্নিত বাক্য। গুরু উত্তর দিবেন "ওঁ বৃতোঽস্মি" শিষ্য বলিবেন "ওঁ যথাবিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু" গুরু উত্তর দিবেন "ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি" তাহার পর গুরু আচমন করিয়া দ্বারদেশে সামান্যার্ঘ্য করিবেন। তাহা এই—নিজের বামদিকে মৃত্তিকার উপরে অগ্রে একটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া ঐ ত্রিকোণকে গোলাকার বৃত্ত দ্বারা বেষ্টন করিবে ইহার নাম ভূবিম্ব, তাহার উপরে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ,.

মন্ত্রেণ অর্ঘ্যপাত্রং প্রক্ষাল্য, সাধারং শঙ্খং তত্র নিধায় নম ইতি মন্ত্রেণ জলেনাপূর্য্য, অঙ্কুশমুদ্রয়া ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনা সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য, প্রণবেন গন্ধাদীন্নিক্ষিপ্য, ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য, ওঁ ইত্যষ্টধা দশধা বা জপেৎ ॥ ১ ॥ তথাচ,—ত্রিকোণবৃত্তভূবিম্ব-মণ্ডলং রচয়েত্ততঃ। আধারশক্তিং সংপূজ্য তত্রাধারং বিনিক্ষিপেৎ। অস্ত্রেণ পাত্রং সংশোধ্য হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূরয়েৎ। নিক্ষিপেত্তীর্থমাবাহ্য গন্ধাদীন্ প্রণবেন তু। দর্শয়েদ্ধেনু-মুদ্রাং বৈ সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্। মন্ত্রয়েৎ প্রণবেনৈব সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্” ইতি গৌতমীয়বচনাৎ অষ্টধা ,প্রণবজপঃ বিশেষার্ঘ্যে তথা দর্শনাৎ। শ্যামাদৌ তু দশধা তদর্ঘ্যে তথা দর্শনাৎ। “পাত্রং তোয়ৈঃ প্রপূর্য্যাথ প্রণবং দশধা জপেৎ” ইতি ভৈরবীয়াৎ ॥ ২ ॥ ততঃ ফড়িতি তজ্জলেন দ্বারমভ্যুক্ষ্য দ্বারপূজাং কুর্য্যাৎ। তদ্যথা—উর্দ্ধোড়ুম্বরে (১) ওঁ বিঘ্নায় নমঃ। ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। দক্ষিণশাখায়াং ওঁ বিঘ্নায় (২) নমঃ। বামশাখায়াং ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। তয়োঃ পার্শ্বে ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ। ওঁ

এই বলিয়া পূজা করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালনপূর্ব্বক ঐ মণ্ডলের উপরে আধারস্থাপিত শঙ্খরূপ অর্ঘ্যপাত্র রাখিয়া নমঃ এই মন্ত্রে ঐ অর্ঘ্যপাত্র জলদ্বারা পূর্ণ করিবে; পরে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে জল আলোড়ন করিয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিবে; পরে অর্ঘ্যপাত্রে ওঁ এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ ও ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। তৎপরে অর্ঘ্যোপরি ওঁ এই মন্ত্র আটবার কিম্বা দশবার জপ করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে এতদ্বিষয়ের প্রমাণ যথা—অগ্রে ত্রিকোণ, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বৃত্ত মণ্ডল করিয়া আধারশক্তিপূজাপূর্ব্বক তথায় অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন, অস্ত্র মন্ত্রে তৎপাত্র শোধন, নমঃ এই মন্ত্রে জলদ্বারাপূরণ, সেই জলে তীর্থাবাহন করিয়া তথায় প্রণবদ্বারা গন্ধপুষ্পনিক্ষেপ, ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন এবং প্রণবমন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রণ করিবে। বিশেষার্ঘ্যের নিয়ম অনুসারে সামান্যার্ঘ্যে ওঁ এই মন্ত্র আটবার জপ করিবার ব্যবস্থা। শক্তি-দেবতার অর্ঘ্যে ওঁ এই মন্ত্র দশবার জপের ব্যবস্থা, তদ্বিষয়ে বিশেষার্ঘ্য সেইরূপ বলা আছে যথা; ভৈরবীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—জলদ্বারা পাত্র পূরণ করিয়া ওঁ এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে। ১। ২। তৎপরে ফট্ এই মন্ত্রে অর্ঘ্য-জলদ্বারা দ্বার অভ্যুক্ষণ করিয়া দ্বারা দেবতার পূজা করিবে যথা। দ্বারের উর্দ্ধকাষ্ঠে ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, দক্ষিণশাখায় ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, বামশাখায় ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। উভয় পার্শ্বে গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ। দ্বারের অধঃস্থিত কাষ্ঠে ওঁ অস্ত্রায় নমঃ, এই বলিয়া পুষ্প ও জল দ্বারা পূজা করিবে। এতদ্বিষয়ে নিবন্ধের প্রমাণ যথা—ফট্‌মন্ত্রে জলদ্বারা দ্বার প্রোক্ষণপূর্ব্বক দ্বারপূজা করিবে। দ্বারের উর্দ্ধকাষ্ঠে বিঘ্ন, মহালক্ষ্মী ও সরস্বতীর

---

(১) দ্বারস্যোর্দ্ধকাষ্ঠে (খ টি)। (২) ওঁ বিঘ্নেশায় নম ইতি (ক) পাঠঃ।

যমুনায়ৈ নমঃ । দেহল্যাং (১) ওঁ অস্ত্রায় নমঃ । ইতি পুষ্পবারিভিঃ পূজয়েৎ । নিবন্ধে ।—দ্বারমন্ত্রাম্বুভিঃ প্রোক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ । ঊর্দ্ধোডুম্বরকে বিঘ্নং মহালক্ষ্মীং সরস্বতীম্ । ততো দক্ষিণশাখায়াং বিঘ্নং ক্ষেত্রেশমন্ততঃ । তয়োঃ পার্শ্বদ্বয়ে গঙ্গাযমুনে পুষ্পবারিভিঃ । দেহল্যামর্চ্চয়েদস্ত্রং প্রতিদ্বারমিতি ক্রমাৎ । অশক্তশ্চেদ্দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ ইত্যেতাবন্মাত্রম্ ॥ ৩ ॥ ত্রিপুরাদিপূজাদিষু স্বতন্ত্রতন্ত্রে ।—গণেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ যোগিনীং বটুকন্তথা । গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চৈব লক্ষ্মীং বাণীং ততো যজেৎ । ইতি বিশেষঃ ॥ ৪ ॥ বৈষ্ণবে তু ।—নন্দঃ সুনন্দশ্চণ্ডশ্চ প্রচণ্ডো বল এব চ । প্রবলো ভদ্রনামা চ সুভদ্রো বিষ্ণবৈষ্ণবাঃ । প্রণবাদিনমোঽন্তেন নাম্না মন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ৫ ॥ ততো দক্ষিণপাদপুরঃসরং বামশাখাং স্পৃশন্ দক্ষিণাঙ্গং সঙ্কোচয়ন্ মণ্ডপান্তঃ প্রবিশ্য নৈর্ঋত্যাং ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ইতি পূজয়েৎ । ততো দেয়মন্ত্রেণ দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনাৎ দিব্যান্ বিঘ্নানুৎসার্য্য অস্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্রেণ জলেনান্তরীক্ষগান্ বিঘ্নানুৎসার্য্য বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয়েণ ভৌমান্ বিঘ্নানুৎসার্য্য ফড়িতি সপ্তজপ্তান্ বিকিরানাদায় ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ । যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া । ইতি তান্ বিকিরেৎ ॥ ৬ ॥ লাজচন্দনসিদ্ধার্থভস্মদূর্ব্বাকুশাক্ষতাঃ । বিকিরা ইতি সন্দিষ্টাঃ সর্ব্ববিঘ্নৌঘনাশকাঃ । তথা,—অনন্তরং দেশিকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনৈঃ । দিব্যানুৎসারয়েদ্বিঘ্নান্ অপ্রাপ্তি-

পূজা, দক্ষিণশাখায় বিঘ্নের, বামশাখায় ক্ষেত্রেশের, দুই পার্শ্বে গঙ্গা ও যমুনার, দেহলীতে অস্ত্রের, এইরূপ প্রতিদ্বারে পুষ্পবারিদ্বারা পূজা করিবে। দ্বারদেবতার প্রত্যেককে পূজা করিতে অশক্ত হইলে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ এই বলিয়া একবার পূজা করিবে। ৩। ত্রিপুরাসুন্দরী প্রভৃতির পূজায় স্বতন্ত্রতন্ত্রে বিশেষ বলা আছে। যথা,—দ্বারদেশে গণেশ, ক্ষেত্রপাল, যোগিনী, বটুক, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, এই সকল দেবতার পূজা করিবে। ৪। বিষ্ণুপূজায় নন্দ, সুনন্দ, চণ্ড, প্রচণ্ড, বল, প্রবল, ভদ্র, সুভদ্র, এই সকল দেবতার নামের পূর্ব্বে ওঁ ও অন্তে নমঃশব্দ যোগ করিয়া অর্থাৎ ওঁ নন্দায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিবে। ৫। তৎপরে গুরু দক্ষিণপাদ অগ্রবর্ত্তী করত দক্ষিণশাখা স্পর্শ করিয়া দক্ষিণাঙ্গ সঙ্কোচপূর্ব্বক মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিয়া নৈর্ঋতকোণে ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ এই বলিয়া পূজা করিবেন। তৎপরে দেয়মন্ত্র পাঠ করিয়া দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন পূর্ব্বক দিব্যবিঘ্নসমূহ "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে জলধারাবেষ্টনদ্বারা আকাশস্থিত বিঘ্নসমূহ এবং বামপার্ষ্ণি দ্বারা ভূমিতে তিনবার আঘাত করিয়া ভূতলস্থ বিঘ্ন সমূহ দূরীকৃত করিবে। পরে ফট্ এই মন্ত্র সাতবার জপ করত বিকির লইয়া ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া। এই মন্ত্রে চতুর্দ্দিকে ছড়াইবেন। খৈ, চন্দন, শ্বেতসর্ষপ, ভস্ম, দূর্ব্বা, কুশ,

---

(১) দেহল্যাম্ অধঃস্থিতকাষ্ঠে (খ টি)।

শ্চান্তরীক্ষগান্। পার্ষ্ণিঘাতৈস্ত্রিভির্ভৌমান্ ইতি বিঘ্নান্নিবারয়েৎ ॥ ৭ ॥ ততোহক্ষতান্ সমাদায় দক্ষে নারাচমুদ্রয়া। প্রক্ষিপেদস্ত্রমন্ত্রেণ গৃহান্তর্ব্বিঘ্নশান্তয়ে। অপসর্পন্তু তে ভূতা ইতি মন্ত্রেণ চাদরাৎ ইতি শারদীয়াৎ ॥ ৮ ॥ সম্মোহনতন্ত্রে।—বিকিরান্ বিকিরেত্তত্র সপ্তজপ্তান্ শরানুনা (১) ইতি। ততো হ্রীং আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনং সংপূজ্য ধৃত্বা পঠেৎ। আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনপরিগ্রহে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্! ইতি পঠিত্বা স্বস্তিকাদ্যাসনেনো-(২) পবিশেৎ, উপবিশ্য বা বিঘ্নানুৎসারয়েৎ ॥ ৯ ॥ তথাচ তন্ত্রান্তরে।—আদৌ বিঘ্নান্ সমুৎসার্য্য পশ্চাদাসনকল্পনম্। অথবা চাসনে স্থিত্বা বিঘ্নানুৎসারয়েৎ সুধীঃ ॥ ১০ ॥ ততঃ পঞ্চগব্যেন মূলেন মণ্ডপং শোধয়েৎ। তথাচ গৌতমীয়ে। পঞ্চগব্যেন তদ্গেহং মণ্ডপঞ্চ বিশোধয়েৎ ॥ ১১ ॥ পঞ্চগব্য-প্রমাণন্তু তত্রৈব।—পলমাত্রং দুগ্ধভাগং গোমূত্রং তাবদিষ্যতে। ঘৃতঞ্চ পলমাত্রং স্যাদ্গোময়ং তোলকদ্বয়ম্। দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাৎ পঞ্চগব্যমিদং স্মৃতম্। অথবা পঞ্চগব্যানাং সমানো ভাগ ইষ্যতে ॥ ১২ ॥ মূলমন্ত্রেণ

আতপতণ্ডুল এই সকল দ্রব্যকে বিকির বলে। এই বিকিরদ্রব্য ছড়াইলে সর্ব্ববিঘ্ননাশ হয়। ৬। ৭। এতদ্বিষয়ে সারদা তিলকের প্রমাণ যথা—অনন্তর সাধক দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দর্শন করিয়া দিব্যবিঘ্ন, অস্ত্রমন্ত্রে জলদ্বারা আকাশগত বিঘ্ন, পায়ের গোড়ালির আঘাতে ভূমিস্থিত বিঘ্ন নিবারণ করিবে। তাহার পর দক্ষিণ হস্তে আতপতণ্ডুল লইয়া গৃহের মধ্যস্থিত বিঘ্ননিবারণের জন্য অস্ত্র মন্ত্রদ্বারা চতুর্দ্দিকে ঐ তণ্ডুল ছড়াইবে। ৮। সম্মোহনতন্ত্রে বলিয়াছেন যে, ফট্ মন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া বিকির-দ্রব্যসকল প্রক্ষেপ করিবে। অনন্তর হ্রীং আধারশক্তি-কমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে আসনপূজা করিয়া আসন ধারণপূর্ব্বক "আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ শ্রীকূর্ম্মোদেবতা আসনপরিগ্রহে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি, ত্বয়া ধৃতা লোকা ইত্যাদি পবিত্রং কুরু চাসনম্ ইত্যন্ত মূলোল্লিখিতমন্ত্র, পাঠ করিয়া স্বস্তিকাসনে উপবেশনপূর্ব্বক বিঘ্নোৎসারণ করিবে। ৯। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, আদিতে বিঘ্নোৎসারণ করিয়া পশ্চাৎ আসনে উপবেশন করিতে হইবে; অথবা আসনে উপবেশন করিয়া বিঘ্নোৎসারণ করিবে। ১০। তাহার পর পঞ্চগব্যদ্বারা মূলমন্ত্রে মণ্ডপশোধন করিবে। গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—পঞ্চগব্যদ্বারা পূজাগৃহ ও মণ্ডপ শোধন করিবে। ১১। ঐ তন্ত্রে পঞ্চগব্যের পরিমাণ বলিয়াছেন যথা,—এক পল অর্থাৎ ৮ তোলা দুগ্ধ, ৮ তোলা গোমূত্র, ৮ তোলা ঘৃত, ২ তোলা গোময়, হাতের এক কোষ দধি এইরূপ মাত্রায় পঞ্চগব্য হয়। অথবা পঞ্চগব্যের প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ এক প্রকার লইবে। ১২। মূলমন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া

---

(১) অস্ত্রমন্ত্রেণ। (২) স্বস্তিকনামাসনং স্বস্তিকাদ্যাসনম্ (খ টি)।

সংমন্ত্র্য তেনৈব পরিশোধয়েৎ। তেন সর্ব্ববিশুদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বপাপনিকৃন্তনম্ ॥ ১৩ ॥ ততো দক্ষিণভাগে পূজাদ্রব্যাণি বামভাগে সুবাসিতাম্বুপূর্ণং কুম্ভং হস্তক্ষালনার্থং পাত্রান্তরং পৃষ্ঠদেশে স্থাপয়েৎ। সর্ব্বদিক্ষু ঘৃতপ্রদীপান্ স্থাপয়িত্বা পুটাঞ্জলির্ভূত্বা বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ মূর্দ্ধ্নি ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ,—কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং যজেৎ। গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুং তথা। দক্ষিণে চ গণেশঞ্চ মূর্দ্ধ্নি দেবং বিভাবয়েৎ ॥ ১৪ ॥ ততঃ ফড়িতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য ঊর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়ং (১) দত্ত্বা ছোটিকাভিঃ দশদিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ। ততো রমিতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্তয়েৎ। ততো ভূতশুদ্ধিঃ। ততো মাতৃকন্যাসঃ। ততঃ প্রাণায়ামঃ। ততঃ পীঠন্যাসঃ। ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। ততো মন্ত্রন্যাসঃ। ততো মুদ্রাপ্রদর্শনম্। ততো ধ্যানং। ততো মানসপূজা। ততোঽর্ঘ্যস্থাপনম্ ॥ ১৫ ॥ তদ্‌যথা—অর্ঘ্যস্য ত্রীণি পাত্রাণি পাদ্যস্যাপি ত্রয়ং ভবেৎ। তথৈবাচমনীয়াদি পাত্রাণি (চ বিভাগশঃ) (২) তথা করণদৌর্ব্বল্যাদেকমেব প্রশস্যতে। ষড়াচমনপাত্রাণি ইতি আগমান্তরে পাঠঃ ॥ ১৬ ॥ পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াম্।—একস্মিন্নথবা

তদ্দ্বারা মূলমন্ত্রেই গৃহাদি শোধন করিবে। এই পঞ্চগব্য দ্বারা সকল দ্রব্য পবিত্র এবং সকল পাপ দূরীভূত হয়। ১৩। তৎপরে গুরু দক্ষিণভাগে পূজাদ্রব্য, বামভাগে সুগন্ধি জলপূর্ণ কুম্ভ, পশ্চাদ্‌ভাগে হাত ধুইবার জন্য অপর পাত্র রাখিবেন। সকলদিকে ঘৃত প্রদীপ রাখিয়া করযোড়ে (বামে) "ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, (দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় নমঃ, মস্তকে ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" এই বলিয়া প্রণাম করিবেন। এতদ্বিষয়ে প্রমাণ—কৃতাঞ্জলি হইয়া বামদিকে গুরু, পরমগুরু ও পরাপরগুরু এই তিন গুরুকে প্রণাম দ্বারা পূজা করিবে। দক্ষিণে গণেশ এবং পূজ্যমান প্রধান দেবতাকে মস্তকে প্রণাম করিবে। ১৪। অনন্তর ফট্ এই মন্ত্রে দুই হস্তে সগন্ধপুষ্প মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা করশোধন করিবে, তাহার পরে এক এক করিয়া ঊর্দ্ধভাগে তিনবার তালধ্বনি করিয়া ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিবে। তাহার পর রং এই মন্ত্রে জলধারাদ্বারা স্বদেহ বেষ্টন করিয়া আপনাকে অগ্নিপ্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত মনে করিবে। তাহার পরে ভূতশুদ্ধি, তৎপরে মাতৃকান্যাস, তৎপরে প্রাণয়াম, তাহার পর পীঠন্যাস, তাহার পর ঋষ্যাদিন্যাস, মন্ত্রন্যাস, মুদ্রাপ্রদর্শন, ধ্যান ও মানসপূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। ১৫। অর্ঘ্যের তিনটি পাত্র, পাদ্যেরও তিনটি পাত্র করিতে হইবে। আচমনীয় প্রভৃতিরও ঐরূপ তিনটি করিয়া পাত্র করিবে। তিনটি পাত্র রাখিতে অক্ষম হইলে একটি পাত্র করিবে। অন্য আগমে আচমনীয় পাত্র ছয়টি করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা আছে। ১৬। পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন অথবা এক পাত্রেই পাদ্য,

---

(১) দক্ষিণহস্তস্য মধ্যমানামিকাভ্যাং তালত্রয়দানম্ ইত্যাগমতত্ত্ববিলাসে স্পষ্টম্। ছোটিকাশ্চ দক্ষিণহস্তস্য অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীদ্বারা ইতি তত্রৈব স্পষ্টম্। (২) বন্ধনীমধ্যে (খ) পাঠঃ "ত্রীণি সন্তি বৈ"।

পাত্রে পাদ্যাদীনি প্রকল্পয়েৎ। ইত্যত্যন্তাশক্তবিষয়ম্। কিন্তু সামান্যার্ঘ্যবিশেষার্ঘ্যদ্বয়স্যাবশ্যকত্বম্ ॥ ১৭ ॥ তথা চ নবরত্নেশ্বরে।—একপাত্রং ন কর্ত্তব্যং যদি সাক্ষান্মহেশ্বরঃ। মন্ত্রাঃ পরাঙ্মুখা যান্তি আপদশ্চ পদে পদে। ইহ লোকে দরিদ্রঃ স্যান্মৃতে চ পশুতাং ব্রজেৎ। ১৮ ॥ তথা রাঘবভট্টধৃতবচনম্।—সর্ব্বত্রৈব প্রশস্তোঽব্জঃ শিব-সূর্য্যার্চ্চনং বিনা। অব্জঃ শঙ্খঃ ॥ ১৯ ॥ অর্ঘ্যপাত্রস্য মানমাহ লৈঙ্গে।—ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্। মধ্যমস্তু ত্রিভাগোনং কনীয়ো দ্বাদশাঙ্গুলম্ ॥ ২০ ॥ স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা তত্র ত্রিপদিকামারোপ্য, ফড়িতি শঙ্খং প্রক্ষাল্য তদুপরি সংস্থাপ্য, নম ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাক্ষতদূর্ব্বাদি তত্র নিক্ষিপ্য, বিমলজলেন বিলোমমাতৃকয়া মূলেন চ পূরয়েৎ। যথা,—ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ৯ং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং ইত্যনেন মূলমন্ত্রেণ চ পূরয়েৎ। ততঃ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ ইতি ত্রিপদিকায়াং, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ ইতি শঙ্খে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ইতি জলে সংপূজ্য, "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু" ইত্যনেনাঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থান্যাবাহ্য অমুকি ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ ইতি স্বহৃদয়াৎ

অর্ঘ্য ও আচমনীয় রাখিবে। ইহা অত্যন্ত অশক্তপক্ষে জানিবে; কিন্তু সামান্যার্ঘ্য ও বিশেষার্ঘ্যের জন্য দুইটি পাত্র অত্যাবশ্যক। নবরত্নেশ্বরে বলিয়াছেন—সাক্ষাৎ মহেশ্বর পূজক হইলেও একটি পাত্রে দুই প্রকার অর্ঘ্য রাখিবে না, এক পাত্রে দুই অর্ঘ্য স্থাপন করিলে মন্ত্র বিফল হয় এবং পদে পদে আপদ ঘটে, ইহলোকে দরিদ্র হয় আর মৃত্যুর পর পশু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ১৭। ১৮। রাঘবভট্টধৃতবচনে লিখিত আছে যে, শিবপূজা ও সূর্য্যপূজা ব্যতীত অন্য সকল পূজাতেই অর্ঘ্যস্থাপনে অব্জপাত্র প্রশস্ত। অব্জ বলিতে শঙ্খ। ১৯। লিঙ্গপুরাণে অর্ঘ্যপাত্রের পরিমাণ বলিয়াছেন, ছত্রিশ আঙ্গুল পাত্র অর্ঘ্যস্থাপনে সর্ব্বোত্তম, চব্বিশ্ আঙ্গুল পাত্র মধ্যম, দ্বাদশাঙ্গুল পাত্র অপকৃষ্ট। ২০। নিজ বামে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া, তাহার উপরে ত্রিপদিকা (তেপায়া) রাখিয়া ফট্ এই মন্ত্রে শঙ্খ প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদিকোপরি স্থাপন করিবে। তৎপরে নমঃ এই মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, তণ্ডুল দূর্ব্বা প্রভৃতি অর্ঘ্যপাত্রে রাখিয়া বিপরীত মাতৃকামন্ত্রে এবং মূল মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র জল দ্বারা পূরণ করিবে। (ক্ষং হইতে অং পর্য্যন্ত বিপরীত মাতৃকা মূলে দ্রষ্টব্য) অনন্তর মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ এই বলিয়া ত্রিপদিকালে অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ এই বলিয়া শঙ্খে এবং উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ এই বলিয়া জলে পূজা করিয়া ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রা-দ্বারা জল আলোড়ন করত সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া ওঁ অমুকি

দেবতাং তত্রাবাহ্য, হুং ইতি তর্জ্জনীভ্যামবগুণ্ঠ্য, বষড়িতি গালিনীমুদ্রাং প্রদর্শ্য, বৌষড়িতি তজ্জলং বীক্ষ্য, পুনরঙ্গমন্ত্রৈঃ সকলীকৃত্য, গন্ধপুষ্পাভ্যাং নম ইতি তত্র দেবতাং সংপূজ্য, তদুপরি মৎস্যমুদ্রয়া আচ্ছাদ্য, মূলমন্ত্রমষ্টধা জপেৎ ॥ ২১ ॥ তথাচ গৌতমীয়ে—গন্ধপুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য কৃষ্ণাখ্যং (১) তত্র যোজয়েৎ। অষ্টকৃত্বো জপেন্মন্ত্রং শিখয়া গালিনীং ন্যসেৎ। অত্র কৃষ্ণপদং তত্তদ্দেবতাপরম্ ॥ ২২ ॥ ততো বর্মিতি মন্ত্রেণ ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্যাস্ত্রেণ সংরক্ষ্য তস্মাৎ কিঞ্চিজ্জলং প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষিপ্য তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চ মূলেন ত্রিরভ্যুক্ষ্য পীঠন্যাসক্রমেণ শরীরে ধর্ম্মাদীন্ পূজয়েৎ ॥ ২৩ ॥ তদ্‌যথা—দক্ষিণস্কন্ধে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, বামে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, বামোরৌ ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণোরৌ ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, মুখে ওঁ অধর্ম্মায়, বামপার্শ্বে ও অজ্ঞানায়, নাভৌ ওঁ অবৈরাগ্যায়, দক্ষিণপার্শ্বে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায়, সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ ॥ ২৪ ॥ তথাচ সারদায়াম্।—অংশোরুযুগ্ময়োর্ব্বিদ্বান্ প্রাদক্ষিণ্যেন দেশিকঃ (২)। ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাপ্যনুক্রমাৎ। মুখপার্শ্ব-নাভিপার্শ্বেষধর্ম্মাদীন্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৫ ॥ হৃদয়ে ওঁ অনন্তায়, ওঁ পদ্মায়, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ এবং সং সত্ত্বায়, রং

দেবি ইহাবহ ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ এই বলিয়া নিজ হৃদয় হইতে অর্ঘ্যপাত্রে দেবতার আবাহন, হুং এই মন্ত্রে তর্জ্জনীদ্বয়দ্বারা অবগুণ্ঠন, বষট এই মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন ও বৌষট্ এই মন্ত্রে তজ্জল দর্শন করিয়া অঙ্গন্যাস মন্ত্র দ্বারা সকলীকরণ, নমঃ এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রে দেবতার পূজা ও মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া মূলমন্ত্র আটবার জপ করিবে। ২১। গৌতমীয়তন্ত্রে ইহার প্রমাণ এই—গন্ধপুষ্প দ্বারা তত্তৎ দেবতার নামে পূজা করিয়া মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করত বষট্ এই মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা দেখাইবে। মূলবচনে কৃষ্ণপদে তত্তদ্দেবতা অর্থাৎ আরাধ্য দেবতা জানিবে ॥ ২২ ॥ তদনন্তর বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া ফট্ এই মন্ত্রে রক্ষা করিবে এবং অর্ঘ্যজল হইতে কিঞ্চিৎ জল কোশায় রাখিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া, সেই জলদ্বারা স্বশরীর ও পূজার সমস্ত উপকরণ দ্রব্য তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবে; পরে পীঠন্যাসের রীতিতে স্বশরীরে ধর্ম্মাদির পূজা করিবে। ২৩। এ বিষয়ে সারদাতন্ত্রের বচনার্থ যথা—ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে সপুষ্প হস্ত দ্বারা নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণস্কন্ধাদি অঙ্গ স্পর্শপূর্ব্বক পূজা করিবে। ২৪। দক্ষিণ বামস্কন্ধে দক্ষিণ বাম উরুতে যথাক্রমে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যের ও ঐশ্বর্য্যের এবং মুখ, বামপার্শ্ব, নাভি ও দক্ষিণ পার্শ্বে যথাক্রমে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের স্থান কল্পনা করিবে এবং হৃদয়ে ওঁ অনন্তায়, ওঁ পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায়

---

(১) মন্ত্রসিদ্ধি (খ টি)। (২) উপদেশকর্ত্তা (খ টি)।

রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে, প্রণবাদিনমোহন্তেন পূজয়েৎ ॥ ২৬ ॥ সারদায়াম্।—ন্যাসক্রমেণ দেহেষু (১) ধর্ম্মাদীন্ পূজয়েদথ। পুষ্পাদ্যৈঃ পীঠমন্বন্তং তস্মিংশ্চ পরদেবতাম্ ॥ ২৭ ॥ ততো হৃৎপদ্মস্থ পূর্ব্বাদিকেশরেষু পীঠশক্তীঃ সংপূজ্য মধ্যে পীঠমনুং যজেৎ। তত্র হৃদয়ে মূলদেবতাং নৈবেদ্যং বিনা গন্ধাদ্যৈঃ পূজয়েৎ ॥ ২৮ ॥ তথাচ নবন্ধে।—বিনা নৈবেদ্যং গন্ধাদ্যৈরুপচারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ। তত উত্তমাঙ্গহৃদয়মূলাধারপাদসর্ব্বাঙ্গেষু মূলেন পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা যথাশক্তি মন্ত্রং জপ্ত্বা ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বমিত্যাদিনা জপং সমর্পয়েৎ ॥ ২৯ ॥ তথাচ নিবন্ধে।—পঞ্চকৃত্বস্ততঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিমনন্যধীঃ। উত্তমাঙ্গহৃদাধারপাদসর্ব্বাঙ্গকে ন্যসেৎ। সর্ব্বমেতৎ প্রোক্ষণীপাত্রস্থবারিণা বিদধ্যাৎ ॥ ৩০ ॥ ততঃ প্রোক্ষণ্যাস্তোয়ং বিসৃজ্য পূর্ব্ববদাপূর্য্য বহিঃপূজামারভেত। তত্র বক্ষ্যমাণসারদোক্তসর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদ্যন্যতমং বিধায় তত্র পূজয়েৎ। ওঁ মণ্ডলায় নমঃ ইতি মণ্ডলং সংপূজ্য, শালিভিঃ কর্ণিকামধ্যমাপূর্য্য, তদুপরি তণ্ডুলান্ বিকীর্য্য, তেষু দর্ভানাস্তীর্য্য, বিষ্টরং চাক্ষতসংযুক্তং তদুপরি ন্যসেৎ। ততো মণ্ডলে এতাঃ পূজয়েৎ। তদ্যথা পীঠমধ্যে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ইত্যাদিপীঠমন্বন্তং তত্তৎপটলোক্তপীঠপূজাং কুর্য্যাৎ। ততো

ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে এই সকল মন্ত্রের আদিতে ওঁ ও অন্তে নমঃশব্দ যোগ করিয়া পাঠ করত পূজা করিবে। ২৫।২৬। এইরূপে পীঠন্যাসের প্রণালীতে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপ্রভৃতি সমস্ত পীঠদেবতার পূজা করিয়া হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি-কেশরে পীঠশক্তির পূজা করিবে। নৈবেদ্যভিন্ন কেবল গন্ধাদিদ্বারা স্বহৃদয়ে মূলদেবতার পূজা করিবে। ২৭। ২৮। এই বিষয়ে নিবন্ধে লিখিত আছে যে, নৈবেদ্য ভিন্ন গন্ধাদি-উপচার দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। তাহার পরে মস্তক, হৃদয়, মূলাধার, পাদ ও সর্ব্বাঙ্গ এই সকল স্থানে মূলমন্ত্রে পাঁচটি পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বম্ ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। এতদ্বিষয়ে নিবন্ধের বচনার্থ—একাগ্রচিত্তে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে; উত্তমাঙ্গ, হৃদয়, মূলাধার, পাদ ও সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিবে। এই সমস্ত কার্য্য প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলদ্বারা করিবে। ২৯। ৩০। তৎপরে প্রোক্ষণীপাত্রের জল পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ পাত্র পূর্ব্ববৎ পূরণ করত বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। প্রথমতঃ সারদাতন্ত্রোক্ত সর্ব্বতোভদ্রাদি মণ্ডলের যে কোন একটী মণ্ডল করিয়া ওঁ মণ্ডলায় নমঃ এই বলিয়া মণ্ডলের পূজা করিবে। পরে ধান্যদ্বারা কর্ণিকার মধ্যভাগ পূরণ করিয়া তাহার উপর আতপতণ্ডুলযুক্ত বিষ্টর স্থাপন করিবে। তাহার পরে মণ্ডলে এই সকল

---

(১) দেহেষু ইত্যত্র দেবেশি ইতি (খ) পুস্তকপাঠঃ।

মণ্ডলে প্রাদক্ষিণ্যেন এতাঃ পূজয়েৎ। যং ধূম্রার্চ্চিষে নমঃ ইত্যাদিবক্ষ্যমাণবহ্নের্দশ কলা বিন্যস্য পূজয়েৎ। ততো হেমাদিরচিতং কুম্ভং ফড়িতি প্রক্ষাল্য চন্দনাগুরুকর্পূরৈর্ধূপয়িত্বা ত্রিগুণতন্তুনা সংবেষ্ট্য, ওঁ কুম্ভায় নমঃ ইতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং সংপূজ্য, বিষ্টরাক্ষত-নবরত্নানি চ প্রক্ষিপ্য, প্রণবমুচ্চরন্ কুম্ভপীঠয়োরৈক্যং বিভাব্য, পীঠে স্থাপয়েৎ ॥ ৩১ ॥ কুম্ভবিধানন্তু গৌতমীয়ে।—হৈমং রৌপ্যং তথা তাম্রং মার্ত্তিকং বা স্বশক্তিতঃ। বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত কৃতে নিষ্ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩২ ॥ ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং কুম্ভং বিস্তারোন্নতিশালিনম্। ষোড়শং দ্বাদশং বাপি ততো ন্যূনং ন কারয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ ততঃ কুম্ভে প্রাদক্ষিণ্যেন সূর্য্যস্য ওঁ কং ভং তপিন্যৈ নম ইতি দ্বাদশকলা বিন্যস্য পূজয়েৎ, ততঃ ক্ষীরিদ্রুম-কষায়েন পলাশত্বগ্‌ভবেন বা তীর্থোদকৈর্ব্বা গন্ধপুষ্পসুবাসিতজলৈর্ব্বা আত্মাভেদেন মাতৃকাং প্রতিলোমতো দেয়মন্ত্রঞ্চ জপন্ পূরয়েৎ কুম্ভং দেবতাধিয়া ততশ্চন্দ্রস্যামৃতাদিষোড়শকলা জলে প্রাদক্ষিণ্যেন বিন্যস্য, ওঁ অং অমৃতায়ৈ নমঃ ইত্যাদিনা সংপূজ্য, শঙ্খান্তরং ক্ষীরিদ্রুমকষায়াদিদ্রব্যৈরাপূর্য্য গন্ধাষ্টকং বিলোড্য তস্মিন্ জলে সকলাঃ কলা আবাহ্য পূজয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ গন্ধাষ্টকং ত্রিবিধং সারদায়াং।—

দেবতার পূজা করিবে। যথা,—পীঠমধ্যে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ ইত্যাদি পীঠশক্তি পর্য্যন্ত তত্তৎপটলোক্ত রীতিতে পীঠদেবতার পূজা করিবে। তদনন্তর মণ্ডলে প্রদক্ষিণক্রমে ওঁ যং ধূম্রার্চ্চিষে নমঃ ইত্যাদি পশ্চাল্লিখিত বহ্নির দশকলার পূজা করিবে। অনন্তর সুবর্ণাদি-নির্ম্মিত কুম্ভ “ফট্” এই মন্ত্রে প্রক্ষালন করিয়া চন্দন, অগুরু ও কর্পূর দ্বারা সুগন্ধযুক্ত করিয়া ত্রিগুণ সূত্রদ্বারা বেষ্টন করত গন্ধপুষ্পদ্বারা “ওঁ কুম্ভায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিবে এবং বিষ্টর (কুশ) আতপতণ্ডুল ও নবরত্ন কুম্ভমধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া “ওঁ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করত পীঠদেবতা ও কুম্ভের ঐক্য চিন্তা করিয়া পীঠে ঐ কুম্ভ স্থাপন করিবে। ৩১। কুম্ভস্থাপনের ব্যবস্থা গৌতমীয়তন্ত্রে আছে, যথা—নিজের শক্তি অনুসারে সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র অথবা মৃত্তিকার কুম্ভ করিবে, ইহাতে শক্তি-সত্ত্বে কৃপণতা করিবে না; করিলে কার্য্যের ফল পাইবে না। ৩২। ঐ কুম্ভের পরিমাণ দৈর্ঘ্য প্রস্থে ছত্রিশ অঙ্গুল, ষোড়শাঙ্গুল কিম্বা দ্বাদশাঙ্গুল হইবে, ইহার ন্যূন করিবে না। ৩৩। তাহার পর কুম্ভের উপরে প্রদক্ষিণক্রমে “ওঁ কং ভং তপিন্যৈ নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যের দ্বাদশকলা বিন্যাসপূর্ব্বক পূজা করিবে। তৎপরে আকন্দ বট প্রভৃতি ক্ষীরি বৃক্ষের কষায় অথবা পলাশ বন্ধলের কষায় কিম্বা তীর্থজল বা গন্ধ-পুষ্প-সুবাসিত জলদ্বারা আত্মা ও মন্ত্রের ঐক্য চিন্তা করিয়া মাতৃকাবর্ণগুলি প্রতিলোমে অর্থাৎ ক্ষং হইতে অঃ পর্য্যন্ত বিপরীত ভাবে জপ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেবতা-জ্ঞানে কুম্ভপূরণ করিবে। তাহার পর জলে প্রদক্ষিণক্রমে চন্দ্রের অমৃতাদি ষোড়শকলা বিন্যাস করিয়া “ওঁ অং অমৃতায়ৈ নমঃ” ইত্যাদিক্রমে পূজা করিবে তাহার

গন্ধাষ্টকন্তু ত্রিবিধং শক্তিবিষ্ণুশিবাত্মকম্। চন্দনাগুরুকর্পূরচোরকুঙ্কুমরোচনাঃ। জটামাংসী কপিযুতা শক্তের্গন্ধাষ্টকং বিদুঃ॥ ৩৫॥ চন্দনাগুরুহ্রীবেরকুষ্ঠকুঙ্কুমসেব্যকাঃ। জটামাংসীসুরমিতি (১) বিষ্ণোর্গন্ধাষ্টকং স্মৃতম্॥৩৬॥ চন্দনাগুরুকর্পূর-তমাল-জলকুঙ্কুমম্। কুশীদ (২) কুষ্ঠসংযুক্তং শৈবং গন্ধাষ্টকং স্মৃতম্॥ ৩৭॥ অস্যার্থঃ।—চন্দনাগুরুকর্পূরকৃষ্ণশঠী কুঙ্কুমরোচনা জটামাংসী গাঠিয়ালা শক্তের্গন্ধাষ্টকম্। চন্দনাগুরু বালা কুড়কুঙ্কুম শ্বেতবীরণমূল জটামাংসী দেবদারু ইতি বিষ্ণোঃ। চন্দনাগুরু কর্পূর তমাল বালা কুঙ্কুম রক্তচন্দন কুড় ইতি শিবস্য॥ ৩৮॥ তত্রাদৌ বহ্নের্দশ কলাঃ পূজয়েৎ, যথা—বহ্নের্ধূমার্চ্চিরাদিদশ কলা ইহাগচ্ছত গচ্ছত ইহ তিষ্ঠত তিষ্ঠত ইহ সন্নিহিতা ভবত ইত্যাবাহয়েৎ। ততো মূলমন্ত্রং প্রতিলোমতো জপন্ মন্ত্রস্য দেবতাং মনসা ধ্যায়ন্ আসাং প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ। তদ্যথা—আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ ধূম্রার্চ্চিরাদির্বহ্নিদশকলানাং প্রাণা ইহ প্রাণাঃ এবং আমিত্যাদি ধূমার্চ্চিরাদির্বহ্নিদশকলানাং জীব ইহ স্থিতঃ। এবং আমিত্যাদির্ধূমার্চ্চিরাদির্বহ্নিদশকলানাং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি এবং আমিত্যাদি ধূমার্চ্চিরাদিবহ্নিদশকলানাং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্র-ঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা ইতি প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য (৩) গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ। ওঁ ধূমার্চ্চিরাদিভ্য এষ গন্ধো নমঃ। ইত্যাদিনা পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ। ততঃ প্রত্যেকেন পূজয়েৎ, তদ্যথা—যং ধূম্রার্চ্চিষে

পর ক্ষীরিবৃক্ষ কষায়াদি দ্বারা শঙ্খ পূর্ণ করিয়া সেই জলে অষ্টগন্ধ সম্মিশ্রণপূর্ব্বক সকল কলার আবাহন করিয়া পূজা করিবে। ৩৪। সারদাতিলকে বলিয়াছেন—শিব, বিষ্ণু ও শক্তিভেদে গন্ধাষ্টক তিন প্রকার। শক্তিগন্ধাষ্টক যথা—চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কৃষ্ণশঠী, কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী ও গাঠিয়ালা, এই অষ্ট দ্রব্য শক্তিগন্ধাষ্টক। ৩৫। চন্দন, অগুরু, বালা, কুড়, কুঙ্কুম, শ্বেত বেণার মূল, জটামাংসী ও দেবদারু, এই অষ্ট দ্রব্য বিষ্ণুগন্ধ। ৩৬। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, তমাল, বালা, কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, কুড়, এই অষ্ট দ্রব্য শিবগন্ধাষ্টক। ৩৭। ৩৮। তন্মধ্যে অগ্রে বহ্নির দশকলা পূজা করিবে, তাহার ক্রম এই—‘ধূম্রার্চ্চিরাদি-দশকলা ইহাগচ্ছত গচ্ছত ইহ তিষ্ঠত তিষ্ঠত ইহ সন্নিহিতা ভবত এই বলিয়া আবাহন করিবে। তৎপরে প্রতিলোমে মূলমন্ত্র জপ কারতে করিতে মন্ত্রের দেবতা চিন্তা পূর্ব্বক ইহাদিগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। যথা—আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ ধূম্রার্চ্চিরাদ-বহ্নিদশকলানং প্রাণা ইহ প্রাণাঃ” “আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ ধূম্রার্চ্চিরাদি-বহ্নিদশকলানাং জীব ইহ স্থিতঃ” আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ ধূম্রার্চ্চিরাদি—বহ্নিদশকলানাং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি” “আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ ধূম্রার্চ্চিরাদিবহ্নিদশকলানাং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্রঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা” এই বলিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা

---

(১) সুরমিত্যত্র মুরমিতি (খ) পাঠঃ, মুরামাংসী ইতি তদর্থঃ (খ টি)।

(২) কুশীদং রক্তচন্দনম্। (৩) প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা (খ) পাঠঃ।

নমঃ। রং উষ্মায়ৈ নমঃ। লং জ্বলিন্যৈ নমঃ। বং জ্বালিন্যৈ নমঃ। শং বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ। ষং সুশ্রিয়ৈ নমঃ। সং সুরূপায়ৈ নমঃ। হং কপিলায়ৈ নমঃ। লং হব্যবাহনায়ৈ নমঃ। ক্ষং কব্যবাহনায়ৈ নমঃ। শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। ততঃ সূর্য্যস্য তপিন্যাদিদ্বাদশকলাঃ (১) পূর্ব্ববৎ (প্রাণপ্রতিষ্ঠাবাহনাদিকং) (২) কৃত্বা পূজয়িত্বা চ প্রত্যেকস্তু পূজয়েৎ। (দ্বাদশকলা যথা—তপিনী তাপিনী ধূম্রা মরীচী জ্বলিনী রুচিঃ। সুষুম্না ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী ক্ষমা। এতাঃ কলাস্তু সূর্য্যস্য সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাঃ (৩)॥ তদ্‌যথা—কং ভং তপিন্যৈ নমঃ। খং বং তাপিন্যৈ নমঃ। গং ফং ধূম্রায়ৈ নমঃ। ঘং পং মরীচ্যৈ নমঃ। ঙং নং জ্বলিন্যৈ নমঃ। চং ধং রুচ্যৈ নমঃ। ছং দং সুষুম্নায়ৈ নমঃ। জং থং ভোগদায়ৈ নমঃ। ঝং তং বিশ্বায়ৈ নমঃ। ঞং ণং বোধিন্যৈ নমঃ। টং ঢং ধারিণ্যৈ নমঃ। ঠং ডং ক্ষমায়ৈ নমঃ। ইতি পূজয়েৎ, শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমাবাহ্য প্রত্যেকং পাদাদিভিঃ পূজয়েৎ। তথাচ নিবন্ধে। —কভাদ্যা বসুদাঃ সৌরাঃ ঠডান্তা দ্বাদশেরিভাঃ॥৩৯॥ ততশ্চন্দ্রস্যামৃতাদিষোড়শকলাঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিকং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা পূজয়েৎ, তদ্‌যথা-অং অমৃতায়ৈ নম, আং মানদায়ৈ নমঃ, ইং পুষায়ৈ নমঃ, ঈং তুষ্ট্যৈ নমঃ, উং পুষ্ট্যৈ নমঃ, ঊং রত্যৈ নমঃ, ঋং ধৃত্যৈ নমঃ, ৠং শশিন্যৈ নমঃ, ঌং চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ, ৡং কান্ত্যৈ নমঃ, এং জ্যোৎস্নায়ৈ নমঃ, ঐং শ্রিয়ৈ নমঃ, ওং প্রীত্যৈ নমঃ, ঔং অঙ্গদায়ৈ নমঃ, অং পূর্ণায়ৈ নমঃ, অঃ পূর্ণামৃতায়ৈ নমঃ। শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। ততঃ সৃষ্ট্যাদি-

করিয়া ওঁ ধূম্রার্চ্চিরাদিদেবতাভ্য এষ গন্ধো নমঃ এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। প্রত্যেক দেবতার পূজায় এইরূপে নামোল্লেখ করিবে যথা,—যং ধূম্রার্চ্চিষে নমঃ রং উষ্মায়ৈ নমঃ, লং জ্বলিন্যৈ নমঃ, বং জ্বালিন্যৈ নমঃ, শং বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ, ষং সুশ্রিয়ৈ নমঃ, সং সুরূপায়ৈ নমঃ, হং কপিলায়ৈ নমঃ, লং হব্যবাহনায়ৈ নমঃ, ক্ষং কব্যবাহনায়ৈ নমঃ। শক্ত হইলে প্রত্যেককে আবাহন করিয়া পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিবে। তাহার পর সূর্য্যের তপিন্যাদি দ্বাদশ কলার পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহনাদি করিয়া প্রত্যেকের পূজা করিবে। দ্বাদশকলা যথা—তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচী, জ্বলিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা, এই দ্বাদশকলা সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছেন। শক্ত হইলে প্রত্যেককে আবাহন করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। কং ভং তপিন্যৈ নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিত ক্রমে পূজা করিবে। ৩৯। অতঃপর চন্দ্রের অমৃতাদি ষোড়শকলার প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে, মূলমধ্যে পূজাক্রম সুস্পষ্ট আছে। শক্ত হইলে প্রত্যেককে আবাহন করিয়া পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর শঙ্খে সৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চাশৎ কলার পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি

---

(১) দশকলা ইতি (খ) পাঠঃ। (২) আবাহনাদিকমিতি বন্ধনীমধ্যে (ক) (খ) পাঠঃ।
(৩) বন্ধনীমধ্যপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

পঞ্চাশৎকলাঃ পূজয়েৎ। যথা— সৃষ্ট্যাদিক বর্গচবর্গদশকলাঃ প্রত্যেকং পূর্ব্ববৎ ; প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিকং কৃত্বা পূজয়েৎ। প্রত্যেকপূজনন্তু,—কং সৃষ্টৈ নমঃ, খং ঋদ্ধ্যৈ নমঃ, গং স্মৃত্যৈ নমঃ, ঘং মেধায়ৈ নমঃ, ঙং কান্ত্যৈ নমঃ, চং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ছং ধৃত্যৈ নমঃ, জং স্থিরায়ৈ নমঃ, ঝং স্থিত্যৈ নমঃ, ঞং সিদ্ধ্যৈ নমঃ, শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকবাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। তত্র ওঁ হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎনৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহদিতি জপ্ত্বা আবাহ্য শঙ্খে পূজয়েৎ। ততো জবাদিটতপবর্গশকলাঃ পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিকং কৃত্বা পূজয়েৎ। যথা—টং জবায়ৈ নমঃ, ঠং পালিন্যৈ নমঃ, ডং শান্ত্যৈ নমঃ, ঢং ঐশ্বর্য্যৈ নমঃ, ণং রত্যৈ নমঃ, তং কামিকায়ৈ নমঃ, থং বরদায়ৈ নমঃ, দং হ্লাদিন্যৈ নমঃ, ধং প্রীত্যৈ নমঃ, নং দীর্ঘায়ৈ নমঃ, সর্ব্বত্র শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমাবাহ্য পূজয়েৎ। তত্র ওঁ প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা ইতি জপ্ত্বা আবাহ্য পূজয়েৎ। ততস্তীক্ষ্ণাদিপযবর্গদশকলাঃ পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিকং কৃত্বা পূজয়েৎ। তদযথা—পং তীক্ষ্ণায়ৈ নমঃ, ফং রৌদ্রায়ৈ (১) নমঃ, বং ভয়ায়ৈ নমঃ, ভং নিদ্রায়ৈ নমঃ, মং তন্দ্র্যৈ নমঃ, যং ক্ষুধায়ৈ নমঃ, রং ক্রোধিন্যৈ নমঃ, লং ক্রিয়ায়ৈ নমঃ, বং উৎকার্ষিণ্যৈ (২) নমঃ, শং মৃত্যবে নমঃ। শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। তত্র "ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ" ইতি জপ্ত্বাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। ততঃ পীতাদিষবর্গপঞ্চকলাঃ পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিকং কৃত্বাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। যথা—ষং পীতায়ৈ নমঃ, সং শ্বেতায়ৈ নমঃ, হং অরুণায়ৈ নমঃ, লং অসিতায়ৈ নমঃ, ক্ষং অনন্তায়ৈ নমঃ। শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। তত্র ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। ইতি জপ্ত্বাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। ততো নিবৃত্ত্যাদি-ষোড়শকলাঃ পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিকং কৃত্বা আবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। যথা—অং নিবৃত্ত্যৈ নমঃ, আং প্রতিষ্ঠায়ৈ, ইং বিদ্যায়ৈ, ঈং শান্ত্যৈ, উং গন্ধিকায়ৈ, ঊং

করিয়া পূজা করিবে। প্রত্যেকের পূজার প্রণালী কং সৃষ্ট্যৈ নমঃ ইত্যাদি মূলে দ্রষ্টব্য। শক্ত হইলে "ওঁ হংসঃ শুচিষৎ" ইত্যাদি মূলোল্লিখিত মন্ত্র জপ করিয়া আবাহনপূর্ব্বক সৃষ্ট্যাদি দশকলার প্রত্যেককে পূজা করিবে, পরে পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিয়া আবাহনপূর্ব্বক জবাদি দশকলার পূজা করিবে। সমর্থ হইলে প্রতদ্বিষ্ণু ইত্যাদি মন্ত্র জপপূর্ব্বক আবাহন করিয়া পূজা করিবে। তদনন্তর তীক্ষ্ণাদি দেবতার পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া পং তীক্ষ্ণায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মূলোল্লিখিতক্রমে পূজা করিবে। শক্ত হইলে ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র জপ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক

---

(১) রৌদ্র্যৈ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) উৎকারিণ্যৈ ইতি পাঠান্তরম্।

দীপিকায়ৈ, ঋং রেচিকায়ৈ (১) ৠং মোচিকায়ৈ, ঌং পরায়ৈ, ৡং সূক্ষ্মায়ৈ, এং সূক্ষ্মামৃতায়ৈ, ঐং জ্ঞানামৃতায়ৈ, ওং আপ্যায়িন্যৈ, ঔং বাপিন্যৈ, অং ব্যোমরূপায়ৈ, অঃ অনন্তায়ৈ নমঃ। শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্। বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংবতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভন্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ইতি জপ্ত্বাবাহ্য পূজয়েৎ। ততঃ কলাত্মকং তৎশঙ্খস্থং ক্বাথং কুম্ভে নিক্ষিপেৎ॥ ৪০॥ ততোঽশ্বত্থপনসচূতপল্লবৈরিন্দ্রবল্লী-(২) বেষ্টিতৈঃ কল্পবৃক্ষবুদ্ধ্যা কুম্ভবক্ত্রং পিধায়, তস্মিন্ কুম্ভবক্ত্রে সফলাক্ষতং চষকং (৩) কল্পবৃক্ষফলবুদ্ধ্যা স্থাপয়েৎ। ততঃ কুম্ভং নির্ম্মলেন ক্ষৌমযুগ্মেন সংবেষ্ট্য, মূলেন কুম্ভে মূর্ত্তিং সংকল্প্য, যথোক্তরূপেণ দেবতাং ধ্যাত্বা, তত্রাবাহনং কৃত্বা পূজয়েৎ। তদ্‌যথা—মূলমন্ত্রমুচ্চরন্ অমুক (ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ) (৪) ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইত্যাবাহনাদিকং কৃত্বা, হুং ইত্যবগুণ্ঠ্য দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসং কৃত্বা, বমিতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য, পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকুর্য্যাৎ। ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা ষোড়শোপচারৈঃ পূজয়েৎ॥ ৪১॥ যথা—(মূলমুচ্চার্য্য ইদমাসনম্ · অমুকদেবতায়ৈ নমঃ,

আবাহন করিয়া পাদ্যাদিদ্বারা তীক্ষ্ণাদি দশকলার পূজা করিবে। তাহার পর পীতায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মূলোল্লিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে। শক্ত হইলে ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র জপ করিয়া আবাহনপূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর নিবৃত্ত্যাদি ষোড়শকলার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহন করিয়া অং নিবৃত্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে। শক্ত হইলে 'ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যব' ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র জপ করিয়া প্রত্যেকের আবাহনপূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। তাহার পর চন্দ্রকলাস্বরূপ শঙ্খস্থ ক্বাথ কুম্ভে নিক্ষেপ করিবে। ৪০। অনন্তর অশ্বত্থ, পনস ও আম্রপল্লব ইন্দ্রবল্লী-লতাদ্বারা বেষ্টন করিয়া কল্পবৃক্ষজ্ঞানে কুম্ভের মুখ আচ্ছাদন করিয়া সেই কুম্ভের মুখে ফল ও তণ্ডুলযুক্ত শরাব কল্পবৃক্ষের ফল মনে করিয়া কুম্ভের মুখে স্থাপন করিবে। তাহার পর নির্ম্মল ক্ষৌমবস্ত্রযুগল দ্বারা কুম্ভ বেষ্টনপূর্ব্বক কুম্ভে মূলমন্ত্রদ্বারা দেবমূর্ত্তি কল্পনাকরত যথোক্তরূপে দেবতার ধ্যান ও আবাহন করিয়া পূজা করিবে। যথা—মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অমুক ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি উপরিলিখিত বাক্যে আবাহন ও 'হুং' এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রাদ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া দেবতা শরীরে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে, তাহার পরে বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া পরমীকরণমুদ্রাদ্বারা পরমীকরণ করিবে।

রেচিকায়ৈ নমঃ ইত্যত্র কারিকায়ৈ নমঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

২) নওয়া কটকী ইতি খ্যাতঃ লতাবিশেষঃ (খ টি)। (৩) পাত্রমেকং (খটি)।

(৪) বন্ধনীমধ্যে ইহাবহ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

অমুকদেব স্বাগতন্তে ইতি স্বাগতম্।)(১) ততো মূলমুচ্চার্য্য এতৎ পাদ্যং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ ইতি পাদাম্বুজে দদ্যাৎ। এতৎ শ্যামাকদূর্ব্বাব্জবিষ্ণুক্রান্তাভিরীরিতম্। অর্ঘ্যং অমুকদেবতায়ৈ স্বাহা ইতে গন্ধপুষ্পাক্ষতযবকুশাগ্রতিলসর্ষপদূর্ব্বাত্মকমর্ঘ্যং শিরসি দদ্যাৎ। বৈষ্ণবে তু অর্ঘ্যাদিক্রমেণৈব (২) দেয়মিতি বদন্তি। ততো মূলমুচ্চার্য্য ইদমাচমনীয়ং অমুকদেবতায়ৈ স্বধা ইতি জাতিলবঙ্গকক্কোলাত্মকমাচমনীয়ং বদনে দদ্যাৎ। "স্বধামন্ত্রেণ বদনে দদ্যাদাচমনীয়কম্" ইত্যত্র সুধাপাঠং কুর্ব্বন্তঃ সুধাশব্দস্যামৃতবাচকত্বাদমৃতবাচকশব্দস্য জলবাচকত্বাদিদমাচনীয়ং বমিতি বদন্তি ॥ ৪২ ॥ নচ "মধুপর্কং ততো দদ্যাজ্জলমন্ত্রেণ দেশিকঃ।" ইতি বচনাৎ মধুপর্কবিষয়মিদম্ ॥ স্বধান্তুনা (৩) ততঃ কুর্য্যান্মধুপর্কং মুখাম্বুজে। তেনৈব মনুনা কুর্য্যা-(৪)দদ্ভিরাচমনীয়কম্ ॥ ইতি বচনাৎ। তথা,—বারুণেন (৫) চ মন্ত্রেণ দদ্যাদাচমনীয়কম্। ইত্যাদিবচনবিরোধাৎ এতদ্বচনং শূদ্রবিষয়কমিতি কেচিৎ। বস্তুতস্তু ইচ্ছাবিকল্পঃ। মৈথিলাস্তু স্বধা ইতি পাঠং কুর্ব্বন্তি ন

অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ৪১। প্রথমে আসন লইয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "ইদমাসনম্ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" এই বলিয়া নিবেদন করিবে। তাহার পর "অমুকদেব স্বাগতন্তে" এই বলিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিবে। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এতৎ পাদ্যং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দেবতার পাদ-পদ্মে পাদ্য দিবে। শ্যামাক (শ্যামাঘাস), দূর্ব্বা, পদ্ম ও অপরাজিতা দ্বারা পাদ্য নির্ম্মাণ করিবে। গন্ধ, পুষ্প, তণ্ডুল, যব, কুশাগ্র, তিল, সর্ষপ ও দূর্ব্বা—আটটি দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত অর্ঘ্য লইয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইদমর্ঘ্যম্ অমুকদেবতায়ৈ স্বাহা,—এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া দেবতার মস্তকে দিবে। বিষ্ণুপূজায় অগ্রে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া পরে পাদ্যাদি প্রদান করিবে। তাহার পরে জাতিফল, লবঙ্গ ও কক্কোল-মিশ্রিত জলদ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "ইদমাচমনীয়ম্ অমুকদেবতায়ৈ স্বধা" এই বলিয়া দেবতার বদনে আচমনীয় দিবে। "স্বধামন্ত্রে দেবতার বদনে আচমনীয় দিবে" এই বচনে স্বধাশব্দস্থানে সুধাশব্দ পাঠ করত কেহ কেহ বলেন, সুধা শব্দে অমৃত এবং অমৃত শব্দে জল; সুতরাং সুধা শব্দে পরম্পরা-সম্বন্ধে জলমন্ত্র,—বং এইরূপ অর্থ করিয়া "ইদমাচমনীয়ম্" অমুকদেবতায়ৈ বং এইরূপ মন্ত্রে আচমনীয় প্রদান করিবে। ৪২। "জলমন্ত্রে সাধক মধুপর্ক দিবে" এই বচনানুসারে উক্ত পাঠান্তর যে মধুপর্ক-বিষয়ক, তাহা বলা যায় না; তাহা বলিলে "স্বধামন্ত্রে মুখপদ্মে মধুপর্ক দিবে" সেই মন্ত্রেই আচমনীয় দিবে, এই বচনের সহিত বিরোধ ঘটে, তবে জলমন্ত্রে আচমনীয় দানের ব্যবস্থা শূদ্রের পক্ষে ইহা কেহ

---

(১) বন্ধনীমধ্যস্থঃ পাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

(২) জেলাস্ত্রাদৌ অর্ঘ্যং ততঃ পাদ্যাদীতি (খ টি)। (৩) স্বধামন্ত্রেণ (খ টি)।

(৪) কুর্য্যাৎ দদ্যাৎ (খ টি)। (৫) বমিতি মন্ত্রেণ (খ টি)।

সুধেতি, বকারস্য ত্যাগাবোধকত্বাৎ। কিঞ্চ ত্যাগার্থকস্বাহাশব্দেনার্ঘ্যদানবিধানাৎ। তৎসমভিব্যাহৃতাচমনীয়দানে ত্যাগার্থবোধকত্বেন স্বধামন্ত্রো যুজ্যতে ন তু সুধেত্যাহুঃ ॥৪৩॥ তথা—নমঃস্বাহাস্বধাবৌষড়িতি যথাক্রমাভিধানাৎ "জলমন্ত্রেণ দেশিক" ইতি বচনং প্রমাণশূন্যমিতি তান্ত্রিকাঃ। তেন চাচমনীয়ং স্বধেতি। তথা,—"স্বধেত্যাচমনীয়ঞ্চ ত্রিবারং মুখ-পঙ্কজে। স্বধেতি মধুপর্কঞ্চ পুনরাচমনীয়ক"মিতি সোমশম্ভুধৃতবচনাৎ। একে পুনর্জ্জলমন্ত্রেণ দেশিকঃ। বারুণেন চ বীজেন ইত্যত্র সহার্থে তৃতীয়াং বদন্তঃ ইদমাচমনীয়ম্ অমুকদেবতায়ৈ বং স্বধেতি মন্তন্তে। ততো মধুপর্কঃ স্বধা ইতি মধুপর্কং দদ্যাৎ ॥ ৪৪ ॥ আজ্যং দধিমধুন্মিশ্রং মধুপর্কং বিদুর্ব্বুধাঃ। এবং পুনরাচমনীয়ং স্বধেতি। ততঃ স্নানীয়ং নিবেদয়ামি, ততো বস্ত্রযজ্ঞোপবীতানি দদ্যাৎ। তত আভরণং নমঃ, এষ গন্ধো নমঃ, স চ গন্ধশ্চন্দনকর্পূরকালাগুরুভিরীরিতঃ ॥ ৪৫ ॥ ততো মন্ত্রপুটিতমাতৃকা-

---

কেহ বলেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহা ইচ্ছাবিকল্প অর্থাৎ আচমনীয়ে স্বধা অথবা বং এই উভয় মন্ত্রের যে কোন একটী বলা যাইবে। মৈথিল পণ্ডিতগণ আচমনীয়ে স্বধা পাঠ করেন, সুধা পাঠ করেন না; কারণ, সুধা বলিতে যে বকার পাওয়া যায় তাহা দ্বারা ত্যাগ অর্থ প্রতীত হয় না; আর এক কথা—ত্যাগার্থবোধক স্বাহাশব্দ দ্বারা যখন অর্ঘ্য দেওয়ার বিধান আছে, তখন তাহার সঙ্গে প্রদত্ত আচমনীয় স্থলেও ত্যাগার্থবোধক বলিয়া স্বধাশব্দের প্রয়োগই সঙ্গত। সুধাশব্দদ্বারা বং অর্থ টানিয়া আনিয়া বং শব্দ প্রয়োগ করা সঙ্গত নহে, ইহা মৈথিল পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। ৪৩। নমঃ, স্বাহা, স্বধা ও বৌষট্ এই গুলি যথাক্রমে কথিত হওয়ায় "জলমন্ত্রে আচমনীয় দিবে" এই বচন প্রমাণশূন্য ইহাও তান্ত্রিকেরা বলিয়া থাকেন; সুতরাং "আচমনীয়ং স্বধা" ইহাই বলা উচিত। "স্বধা-মন্ত্রে দেবীর মুখপঙ্কজে তিনবার আচমনীয় দিবে এবং স্বধা-মন্ত্রে মধুপর্ক ও পুনরাচমনীয় প্রদান করিবে।" এই সোমশম্ভুধৃতবচনেও স্বধামন্ত্রে আচমনীয়াদি দিবে ইহা পাওয়া যাইতেছে। কেহ কেহ বলেন,—"জলমন্ত্রেণ দেশিকঃ" "বারুণে ন চ বীজেন" এই দুই বচনে "জলমন্ত্রেণ বারুণেন বীজেন" এই দুই পদে সহার্থে তৃতীয়া। সুতরাং বরুণবীজ (বং) এই মন্ত্রের সহিত স্বধামন্ত্রে আচমনীয় দিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া "ইদমাচমনীয়ম্ অমুকদেবতায়ৈ বং স্বধা" এইরূপ বলিবে। আচমনীয়ের পর স্বধা এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক মধুপর্ক প্রদান করিবে।৪৪। ঘৃত, দধি ও মধু এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাকে পণ্ডিতগণ মধুপর্ক বলেন। এইরূপ "পুনরাচমনীয়ং স্বধা" এই বলিয়া পুনরাচমনীয় এবং "স্নানীয়ং নিবেদয়ামি" বলিয়া স্নানীয় দিবে, তাহার পর বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীতাদি প্রদান করিবে। তাহার পর "আভরণং নমঃ" বলিয়া আভরণ "এষ গন্ধো নমঃ" বলিয়া গন্ধ প্রদান

বর্ণেন তত্তন্ন্যাসস্থানানি পূজয়িত্বা এতানি পুষ্পাণি বৌষড়িতি (১)। সর্ব্বত্র দানে মূলমন্ত্রোচ্চারণম্। তত আবরণপূজা ॥৪৬॥ ততো গুগ্গুল্বগুরুশীর (২)শর্করামধুচন্দনঘৃতাত্মকং ধূপং দদ্যাৎ ॥ ৪৭ ॥ তথাচ সারদায়াম্।—গুগ্‌গুল্বগুরুশীর-শর্করা-মধু-চন্দনৈঃ। ধূপয়েদাজ্যসংমিশ্রৈর্নীচৈর্দ্দেবস্য দেশিকঃ ॥ ৪৮ ॥ বিশেষস্তু তত্রৈব।—সিতাজ্যমধুসংমিশ্রং গুগ্‌গুল্বগুরুচন্দনম্। ষড়ঙ্গং ধূপমেতত্তু সর্ব্বদেবপ্রিয়ং সদা। রোগ-রোগহর-রোগদ-কেশাঃ, সুরতরু-জতু-লঘু-পত্র-বিশেষাঃ। বক্রবিবর্জিত-বারিজ-মুদ্রা, (৩) ধূপবর্ত্তিরিহ সুন্দরি ভদ্রা ॥ ৪৯ ॥ এবং—গুগগুলুং সরলং দারুপত্রং মলয়সম্ভবম্। হ্রীবেরমগুরুং কুষ্ঠং গুড়ং সর্জ্জরসং ঘনম্। হরীতকীং নখীং লাক্ষাং জটামাংসীঞ্চ শৈলজম্। ষোড়শাঙ্গং বিদুর্ধূপং দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি ॥ মধু মুস্তং ঘৃতং গন্ধো গুগ্‌গুল্বগুরুশৈলজম্। সরলং শিহ্লসিদ্ধার্থং দশাঙ্গো ধূপ ইষ্যতে (৪) ॥ ৫০ ॥ ততঃ কর্পূরগর্ভিণ্যা বর্ত্তিকয়া দীপং দদ্যাৎ। তথাচ—বর্ত্ত্যা কর্পূরগর্ভিণ্যা সর্পিষা তিলজেন বা। আরোপ্য দর্শয়েদ্দীপা-

---

করিবে। গন্ধদ্রব্য যথা—চন্দন, কর্পূর ও কালাগুরু দ্বারা গন্ধ দেওয়া হয়। ৪৫। তাহার পরে মূলমন্ত্র দ্বারা পুটিত মাতৃকাবর্ণ দ্বারা মাতৃকান্যাসের তত্তৎ স্থানের পূজা করিয়া "এতানি পুষ্পাণি অমুকদেবতায়ৈ বৌষট্" এই বলিয়া পুষ্প প্রদান করিবে। সকল দ্রব্যদানে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। অনন্তর আবরণ-পূজা করিবে। ৪৬। তৎপরে গুগ্‌গুলু, অগুরু, বেণার মূল, শর্করা, মধু, চন্দন ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত ধূপ প্রদান করিবে। ৪৭। সারদাতন্ত্র বলিয়াছেন,—"গুগ্‌গুলু, অগুরু, বেণার মূল, শর্করা, মধু ও চন্দন একত্র ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া যে ধূপ প্রস্তুত হইবে, সাধক সেই ধূপ নিবেদন করিয়া অধোমুখ করিয়া ধূপ দেখাইবে। ৪৮। ঐ তন্ত্রেই ধূপের বিশেষ বলা আছে,—শর্করা, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত গুগ্‌গুলু, অগুরু ও চন্দনের চূর্ণ দ্রব্যকে ষড়ঙ্গ ধূপ বলে, এই ষড়ঙ্গ ধূপ সর্ব্বদেবপ্রিয়। হে সুন্দরি! কুড়, হরীতকী, গুড়, জটামাংসী, দেবদারু, লাক্ষা, অগুরু, তেজপত্র, সরলকাষ্ঠ ও মুথা, এই সকল দ্রব্য দ্বারা উত্তম ধূপবর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। গুগ্‌গুলু, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, তেজপত্র, চন্দন, বালা অগুরু, কুড়, গুড়, ধুনা, মুথা, হরীতকী, নখী, লাক্ষা, জটামাংসী, শৈলেয় এই ষোড়শাঙ্গ-ধূপ দৈব ও পিত্র্যকর্ম্মে প্রশস্ত। মধু, মুথা, ঘৃত, চন্দন, গুগ্‌গুলু, অগুরু, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, শিলারস ও শ্বেতসর্ষপ, এই সকল দ্রব্যে দশাঙ্গধূপ প্রস্তুত হয়। ৪৯।৫০। অনন্তর কর্পূর গর্ভিণী বর্ত্তিকা দ্বারা দীপ দান করিবে। সারদাতন্ত্রধৃতবচনে বলিয়াছেন—কর্পূর-

---

(১) সর্ব্বতনৌ দদ্যাৎ ইত্যধিকঃ (ক) পাঠঃ। (২) বারণমূলম্ (খ।)

(৩) রোগঃ কুষ্ঠং, রোগহরা হরীতকী, রোগদো গুড়ঃ, কেশঃ জটামাংসী, সুরতরুঃ দেবদারুঃ, জতুর্লাক্ষা, লঘু অগুরু, পত্রবিশেষস্তে তেজপত্রং, বক্রবিবর্জ্জিতঃ অবক্রঃ সরলঃ, বারিজমুদ্রা মুস্তা, এষ দশাঙ্গো ধূপঃ। (৪) উচ্যতে ইতি পাঠান্তরম্।

নুচ্চৈঃ সৌরভশালিনঃ। ইতি সারদাধৃতম্ ॥ ৫১ ॥ বিশেষস্তু,—তত্র তত্র জলং দদ্যাদুপচারান্তরান্তরে। মধুপর্কে চ বস্ত্রে চ দদ্যাদাচমনীয়কম্ ॥ ততো নৈবেদ্যানি দদ্যাৎ ॥৫২॥ গন্ধাদিদানে বিশেষস্তু তন্ত্রান্তরে,—মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈরঙ্গুল্যগ্রেণ পার্ব্বতি। দদ্যাচ্চ বিমলং গন্ধং মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ ॥ ৫৩ ॥ অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যান্তু চক্রে (১) পুষ্পং নিবেদয়েৎ। যথা গন্ধং তথা দেবি ধূপং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৫৪ ॥ মধ্যমানামিকাভ্যান্তু মধ্যপর্ব্বণি দেশিকঃ। অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ দেবেশি ধৃত্বা ধূপং নিবেদয়েৎ ॥ ৫৫ ॥ উত্তোলনং ত্রিধা কৃত্বা গায়ত্র্যা মূলযোগতঃ। তত্ত্বাখ্যমুদ্রয়া দেবি নৈবেদ্যন্তু নিবেদয়েৎ ॥ ৫৬ ॥ মূলেনাচমনং দদ্যাৎ তাম্বূলং তত্ত্বমুদ্রয়া। ধূপভাজনমন্ত্রেণ প্রোক্ষ্যাভ্যর্চ্চ্য হৃদানুনা ॥ ৫৭ ॥ অস্ত্রেণ পূজিতাং ঘণ্টাং বাদয়ন্ গুগ্‌গুলুং দহেৎ। ততঃ সমর্পয়েদ্ধূপং ঘণ্টাবাদ্যজয়স্বনৈঃ ॥ ৫৮ ॥ তথা,—জয়ধ্বনিং তথা মন্ত্রমাতঃ স্বাহেত্যুদীর্য্য চ। অভ্যর্চ্চ্য বাদয়ন্ ঘণ্টাং সুধূপৈর্ধূপয়েত্ততঃ ॥ ৫৯ ॥ তন্ত্রে।—ন ভূমৌ বিতরেদ্ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা॥ ৬০ ॥ তথাচ গৌতমীয়ে।—উত্তার্য্য দৃষ্টিপর্য্যন্তং ঘণ্টাং বামদিশি স্থিতাম্। বাদয়ন্ বামহস্তেন দক্ষহস্তেন চার্পয়েৎ ॥ ৬১ ॥ এবং দীপদানেঽপি ঘণ্টাবাদনম্। জামলে।—

গর্ভ বর্ত্তিতে ঘৃত কিংবা তিলতৈল মাখাইয়া সুগন্ধ দীপ প্রজ্বালিত করিয়া উর্দ্ধমুখ করিয়া ঐ দীপ দেখাইবে। ৫১। আরও বিশেষ কথা এই—উপচার দিবার পরে মধ্যে মধ্যে জল দিবে। মধুপর্ক ও বস্ত্র প্রদানের পর আচমনীয় দিতে হয়। ৫২। গন্ধাদিদান বিষয়ে তন্ত্রান্তরে যে বিশেষ কথা আছে, তাহা বলা যাইতেছে,—সাধক মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ এই অঙ্গুলিত্রয়ের অগ্রভাগ দ্বারা মূলমন্ত্রে বিমল গন্ধ দান করিবে। ৫৩। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা যন্ত্রে বা দেবতার অঙ্গে পুষ্প দিবে। হে দেবি! গন্ধ যেরূপে দিতে হয়, ধূপও সেইরূপে দিবে। ৫৪। হে দেবেশি! মধ্যমা ও অনামিকাঙ্গুলীর মধ্যপর্ব্ব ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ধূপ ধারণ করিয়া তিনবার উত্তোলন করত গায়ত্রী ও মূলমন্ত্রে ধূপ নিবেদন করিবে। হে দেবি! তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করিবে। ৫৫। ৫৬। মূলমন্ত্রে আচমনীয় প্রদান করিয়া তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা তাম্বুল নিবেদন করিবে। ধূপ প্রদানের বিশেষ নিয়ম এই,—ফট্ এই মন্ত্রে ধূপপাত্র প্রোক্ষণ, নমঃ এই মন্ত্রে ধূপের পূজা এবং ফট্ এই মন্ত্রে ঘণ্টার পূজা করিয়া ঘণ্টাবাদন করত গুগ্‌গুলু দগ্ধ করিবে। তাহার পরে ঘণ্টাবাদ্য ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে ধূপ সমর্পণ করিবে। 'ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঘণ্টার পূজা করিয়া ঘণ্টা-বাদ্য করত উত্তম ধূপদ্বারা দেবতাকে ধূপিত করিবে। ৫৭—৫৯। তন্ত্রে আরও বলিয়াছেন,—মৃত্তিকার উপরে, আসনের উপরে ও ঘটের উপরে রাখিয়া ধূপ নিবেদন করিবে না। গৌতমীয় তন্ত্রে আরও বলিয়াছেন, দেবতার দৃষ্টি পর্য্যন্ত ধূপ উত্তোলন

---

(১) চক্রে দেবে ইতি (খ চি)।

নিবেদয়েৎ পুরোভাগে গন্ধং পুষ্পঞ্চ ভূষণম্। দীপং দক্ষিণতো দদ্যাৎ পুরতো বা, ন বামতঃ ॥ ৬২ ॥ বামতস্তু তথা ধূপমগ্রে বা, ন তু দক্ষিণে। নৈবেদ্যং দক্ষিণে বামে পুরতো বা, ন পৃষ্ঠতঃ ॥ ৬৩ ॥ বামদক্ষিণভাগস্তু দেবতায়া এব ন তু সাধকস্য। ধূপ-দীপৌ সুভোজ্যঞ্চ দেবতাগ্রে নিবেদয়েৎ ॥ ইতি দর্শনাৎ ॥ ৬৪ ॥ ঘৃতযুক্তং দক্ষিণে, তৈলযুক্তং বামে। এবং সিতা বর্ত্তিশ্চেদ্দক্ষিণে, রক্তা চেদ্বামে (সম্মুখে তু ন নিয়মঃ) (১) ॥ ৬৫ ॥ পক্কঞ্চ দেবতাবামে আমান্নঞ্চৈব দক্ষিণে ॥ ৬৬ ॥ (তথাচ পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াম্। —দক্ষিণন্তু পরিত্যজ্য বামে চৈব নিধাপয়েৎ। অভোজ্যং তদ্ভবেদন্নং পানীয়ঞ্চ সুরোপমম্। ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ (২) ॥ ৬৭ ॥) (৩) তথা যামলে দীপঞ্চ,—দক্ষিণে ঘৃতযুক্তঞ্চ তৈলযুক্তঞ্চ বামতঃ। দক্ষিণে চ সিতাবর্ত্তিং বামতো রক্তবর্ত্তিকম্। পক্কাপক্ক-বিভাগেন নৈবেদ্যেঽপীতি চ স্থিতিঃ। পুরতো নিয়মো নাস্তি দীপনৈবেদ্যয়োঃ ক্বচিৎ ॥

করিয়া বামদিকে অবস্থিত ঘণ্টাকে বামহস্তে বাদন করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তে ধূপ প্রদান করিবে। ৬০। ৬১। এইরূপ দীপদানেও ঘণ্টা বাজাইবে। যামলে বলিয়াছেন—গন্ধ, পুষ্প ও অলঙ্কার এই সকল সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিবে। দীপ দেবতার দক্ষিণভাগে বা অগ্রভাগে রাখিয়া নিবেদন করিবে, বামভাগে রাখিবে না। ধূপ বামভাগে বা অগ্রভাগে রাখিয়া নিবেদন করিবে, দক্ষিণভাগে রাখিবে না। নৈবেদ্য দক্ষিণ, বাম অথবা সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিবে, কদাচ পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া নিবেদন করিবে না। ৬২। বাম ও দক্ষিণভাগে রাখিয়া দেওয়ার কথা যে বলা হইল ইহা দেবতার বাম দক্ষিণ বুঝিবে, সাধকের নহে; কারণ ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দেবতার অগ্রে রাখিয়া নিবেদন করিবে, ইত্যাদি বচনে দেবতারই দক্ষিণাদিভাগ স্পষ্ট বলা হইয়াছে। ৬৪। দীপদানের বিশেষ নিয়ম এই—ঘৃতপ্রদীপ দক্ষিণভাগে, তৈলপ্রদীপ বামভাগে রাখিয়া নিবেদন করিবে এবং প্রদীপের শলিতা শুক্লবর্ণ হইলে দক্ষিণভাগে, রক্তবর্ণ হইলে বামভাগে রাখিয়া নিবেদন করিবে, সম্মুখে কোন নিয়ম নাই; শ্বেতবর্ত্তি, রক্তবর্ত্তি, উভয় দীপই সম্মুখে দেওয়া যায়। ৬৫। পক্কান্ন দেবতার বামে এবং আমান্ন দেবতার দক্ষিণে রাখিবে। ৬৭। পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন,—দক্ষিণভাগ পরিত্যাগ করিয়া যদি বামভাগে অন্নাদি স্থাপন করে, তাহা হইলে সেই অন্ন অভোজ্য ও পানীয় মদিরা-তুল্য হয়, ইহা সম্প্রদায়সিদ্ধ। ৬৭। যামলগ্রন্থে বলিয়াছেন,—ঘৃতযুক্ত প্রদীপ দক্ষিণভাগে, তৈলযুক্ত দীপ বামভাগে, শুক্লবর্ত্তিকাযুক্ত দীপ দক্ষিণে, রক্তবর্ত্তিকাযুক্ত প্রদীপ বামভাগে নিবেদন করিবে। পক্ক ও অপক্কভেদে নৈবেদ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম অর্থাৎ পক্কান্ন বামভাগে আমান্ন দক্ষিণভাগে নিবেদন করিবে। দীপ ও নৈবেদ্য অগ্রভাগে স্থাপিত

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) বন্ধনীপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি (ক) পুস্তকে উদ্ধৃত এব পাঠঃ। (৩) (খ) পুস্তকেঽত্র "তদপি প্রমাণশূন্যম্" ইত্যুদ্ধৃতঃ পাঠঃ।

৬৮ ॥ (১) ততো বন্দনং ততোঽষ্টোত্তরং সহস্রং শতং বা সংজপ্য গুহ্যাতীত্যাদিনা জপং সমর্পয়েৎ ॥ ৬৯ ॥ অথ মন্ত্রস্য দশ সংস্কারান্ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ কৃত্বা গুরুঃ শিষ্যমানীয় বৌষড়িতি মন্ত্রেণ শিষ্যনেত্রং বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য শিষ্যাঞ্জলিং পুষ্পৈঃ পূরয়িত্বা স্বয়মেব মন্ত্রমুচ্চরন্ কলসে পুষ্পাঞ্জলিং দেবতাপ্রীত্যৈ ক্ষেপয়েৎ। ততো নেত্রবন্ধনং দূরীকৃত্য দর্ভাস্তরে শিষ্যমুপবেশ্য স্বকৃতপূজাক্রমাদ্ভূতশুদ্ধ্যাদিকং বিধায় তত্তন্মন্ত্রোক্তন্যাসান্ শিষ্যদেহে কুর্য্যাৎ। কুম্ভস্থাং দেবতাং পুনঃ পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্য অলঙ্কৃতং শিষ্যমন্যস্মিন্নুপবেশয়েৎ। ততো মঙ্গলাচারপূর্ব্বকং কুম্ভং সমুদ্ধৃত্য, তন্মুখস্থান্ সুরদ্রুমরূপান্ পল্লবান্ শিষ্যস্য শিরসি নিধায়, মাতৃকাং মনসা জপন্ মূলেন সাধিতৈ (২) স্তোয়ৈর্ব্বশিষ্ঠসংহিতোক্তাভিষেকমন্ত্রৈস্তমভিষিঞ্চেৎ ॥ ৭০ ॥ ততঃ শিষ্যঃ অবশিষ্টজলেনাচম্য, বাসসী পরিধায়, গুরোঃ সন্নিধাবুপবিশেৎ। ততস্তামেব গুরুরাত্মনো দেবতাং শিষ্যসংক্রান্তাং (৩) তয়োরৈক্যং সম্ভাবয়ন্ গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ। ততঃ ওঁ সহস্রারে হুঁ ফড়িতি মন্ত্রেণ

করিলে ঘৃত, তৈল ও পক্বাপক্বের বিচার নাই—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দীপ ও সর্ব্বপ্রকার নৈবেদ্যই সম্মুখে রাখা চলে। ৬৮। তাহার পরে নমস্কার করিয়া মূলমন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র অথবা অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া গুহ্যাতি ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। ৬৯। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেয় মন্ত্রের দশসংস্কার করিয়া গুরু শিষ্যকে সম্মুখে আনিয়া বৌষট্ এই মন্ত্রে শিষ্যের নেত্রদ্বয় বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পুষ্পদ্বারা শিষ্যের অঞ্জলি পূরণ করিবেন। তাহার পরে গুরু দেয় মন্ত্র উচ্চারণ করত দেবতার প্রীতি উদ্দেশে ঐ পুষ্পাঞ্জলি শিষ্যদ্বারা কলসমধ্যে ক্ষেপণ করিবেন। অনন্তর শিষ্যের নেত্রবন্ধন খুলিয়া দিয়া দর্ভাসনে শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া নিজকৃত পূজা নিয়মে ভূতশুদ্ধিপূর্ব্বক শিষ্যদেহে তত্তন্মন্ত্রোক্ত ন্যাস করিবেন। তদনন্তর কুম্ভস্থ দেবতাকে পুনর্ব্বার পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া অলঙ্কৃতশিষ্যকে অন্য স্থানে উপবেশন করাইবেন। তাহার পরে মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক কলস উদ্ধৃত করিয়া তন্মুখস্থ কল্পবৃক্ষস্বরূপ পল্লবসকল শিষ্যের মস্তকে রাখিয়া মনে মনে মাতৃকামন্ত্র জপ করত মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা বাশিষ্ঠসংহিতোক্ত অভিষেকমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবেন। ৭০। তাহার পরে শিষ্য অবশিষ্ট জলদ্বারা আচমন করিয়া বস্ত্রযুগল পরিধানপূর্ব্বক গুরুর নিকটে উপবেশন করিবে। অতঃপর গুরু নিজের দেবতা শিষ্যে সংক্রান্তা হইলেন—উভয় দেবতাই এক, এইরূপ ভাবনা করত গন্ধাদি দ্বারা দেবতার পূজা করিবেন। অনন্তর ওঁ সহস্রারে হুঁ

---

(১) (ক) পুস্তকেঽত্র বিশুদ্ধেশ্বরে নার্চ্চয়েদেকহস্তেন যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ। কেবলদক্ষিণহস্তেনাভিচারায় কল্পতে। ইত্যধিক পাঠঃ।

(২) পূজিতৈঃ (খ ট)। (৩) শিষ্যমাক্রান্তামিতি (খ) পাঠঃ।

শিষ্যস্য শিখাং বদ্ধা, সংরক্ষ্য (শিষ্যশরীরে) (১) কলান্যাসং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা—কুশত্রয়েণ পাদতলাজ্জানুপর্য্যন্তং ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ। জান্বোর্নাভিপর্য্যন্তং ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ। নাভেরাকণ্ঠং ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ। কণ্ঠাদাললাটং ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ। ললাটাদ্‌ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ। পুনর্ব্বহ্মরন্ধ্রাদাললাটং ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ। ললাটাদাকণ্ঠং ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ। কণ্ঠান্নাভিপর্য্যন্তং ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ। নাভের্জান্বুপর্য্যন্তং ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ। জান্বোঃ পাদপর্য্যন্তং ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ ॥ ৭১ ॥ ততঃ শিষ্যস্য শিরসি হস্তং দত্ত্বা, দেয়মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা অমুকমন্ত্রং তেঽহং দদানীতি শিষ্যহস্তে জলং দদ্যাৎ। ততো দদস্বেতি শিষ্যো ব্রূয়াৎ। তথাচ বাশিষ্ঠে—ততস্তচ্ছিরসি স্বস্য হস্তং দত্ত্বা শতং জপেৎ। অষ্টোত্তরং ততো মন্ত্রং দদ্যাদুদকপূর্ব্বকম্। আবয়োস্তুল্যফলদো ভবত্বেবমুদীরয়েৎ ॥ ৭২ ॥ ততঃ ঋষ্যাদিসংযুক্তং মন্ত্রং গুরুর্দক্ষিণকর্ণে ত্রিঃ শ্রাবয়েৎ। তথাচ গৌতমীয়ে।—ন্যাসজালং তস্য দেহে গুরুঃ সংন্যস্য যত্নতঃ। দক্ষকর্ণে বদেন্মন্ত্রং ত্রিবারং পূর্ণমানসঃ। দক্ষকর্ণে ইতি দ্বিজাতিবিষয়ম্ ॥ ৭৩ ॥ তথাচ তন্ত্রে।—দক্ষকর্ণে ত্রিশো বিদ্যামেকোচ্চারেণ চোচ্চরেৎ। এষ বিধির্দ্বিজাতীনাং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ বামতঃ ॥ ৭৪ ॥ রুদ্রযামলে।—গুরুস্তু

ফট্ এই মন্ত্রে শিষ্যের শিখা বন্ধন করিয়া শিষ্যশরীরে কলান্যাস করিবেন। যথা,—ত্রিপত্র দ্বারা পাদতল হইতে জানু পর্য্যন্ত ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ। এইরূপ জানু হইতে নাভি পর্য্যন্ত ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ, নাভি হইতে কণ্ঠপর্য্যন্ত ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, কণ্ঠ হইতে ললাট পর্য্যন্ত ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, ললাট হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ, এই প্রকারে ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ললাট পর্য্যন্ত ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ, ললাট হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, নাভি হইতে জানু পর্য্যন্ত ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ, জানু হইতে পাদতল পর্য্যন্ত ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ, এইরূপে ন্যাস করিবে। ৭১। তাহার পর শিষ্যের মস্তকে হস্ত দিয়া দেয় মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া "অমুকমন্ত্রং তেঽহং দদানি" এই বলিয়া শিষ্যহস্তে জল দিবেন, তাহার পরে শিষ্য "দদস্ব" এই বাক্য বলিবেন। বশিষ্ঠকৃত তন্ত্রে এতদ্বিষয়ে প্রমাণ যথা—"তাহার পর গুরু শিষ্য মস্তকে নিজহস্ত প্রদানপূর্ব্বক দেয় মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবেন তাহার পরে শিষ্যহস্তে জল দানপূর্ব্বক মন্ত্র প্রদান করিবেন, "আবয়োস্তুল্যফলদো ভবতু" এই বাক্য বলিবেন। তাহার পরে গুরু দক্ষিণকর্ণে তিনবার ঋষ্যাদিসংযুক্ত মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। গৌতমীয় তন্ত্রে তদ্বিষয়ের প্রমাণ যথা—গুরু শিষ্যশরীরে সমস্ত ন্যাস করিয়া দক্ষিণকর্ণে তিনবার মন্ত্র বলিবেন। দক্ষিণকর্ণে ইহা ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়ের পক্ষে তন্ত্রে বলিয়াছেন,—দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদিগের দক্ষিণকর্ণে তিনবার, স্ত্রী ও শূদ্রের

---

(১) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

প্রাঙ্মুখো ভূত্বা শিষ্যং প্রত্যঙ্মুখাস্থিতম্। ত্রিবারং দক্ষিণে কর্ণে বামে চৈব তথা সকৃৎ। বিপরীতমতো জ্ঞেয়ং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ বামতঃ ॥ ৭৫ ॥ ততো গুরুচরণে পতিত এব তিষ্ঠেৎ। ত্বৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ। মায়া-মৃত্যুমহাপাশাদ্বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ। ইতি বদেৎ ॥ ৭৬ ॥ ততো গুরুঃ "উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব। কীর্ত্তিশ্রীকান্তিপুত্রায়ুর্ব্বলারোগ্যং সদাস্তু তে।" ইতি উত্থাপয়েৎ ॥ ৭৭ ॥ বিশ্বসারে।—দক্ষকর্ণে বদেন্মন্ত্রমৃষ্যাদিকসমন্বিতম্। তথা তস্মিন্ ক্ষণে দেবি জপেন্মন্ত্রং শতাষ্টকম্ ॥ ৭৮ ॥ সারদায়াং।—গুরোর্লব্ধাং পুনর্ব্বিদ্যামষ্টকৃত্বো জপেৎ সুধীঃ। গুরুমন্ত্রদেবতানামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া। এতদ্বচনং তত্তদ্ভাবনাপরজপবিষয়ং ভাবনাশূন্যে তু সহস্রম্ ॥ ৭৯ ॥ গুরুঃ স্বশক্তিরক্ষার্থং সহস্রং শতং বা জপেৎ। তন্ত্রান্তরে।—শতং জপেত্তদগ্রে তু নিকটে ত্রিদিনং বসেৎ। নো চেৎ সঞ্চারিণী শক্তির্গুরুমেতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮০ ॥ বিশ্বসারে।—অষ্টাধিকসহস্রং বা শতং বাপি বিধানতঃ। স্বশক্তিরক্ষণার্থায় গুরুর্ম্মন্ত্রং তদা জপেৎ ॥ ৮১ ॥ যামলে।—দত্ত্বা মন্ত্রং জপেদ্দেবি শতমষ্টোত্তরং ততঃ ॥ ৮২ ॥ ততঃ শিষ্যঃ কুশতিলজলান্যাদায় ওঁ অদ্য কৃতৈতদমুকদেবতামুকমন্ত্রগ্রহণপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং কাঞ্চনং বা বহ্নিদৈবতম্ অমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে

বামকর্ণে তিনবার মন্ত্র বলিবে। ৭২—৭৪। রুদ্রযামলে বলিয়াছেন, গুরু পূর্ব্বমুখ হইয়া পশ্চিমাভিমুখ শিষ্যের দক্ষিণকর্ণে তিনবার এবং বামকর্ণে একবার মন্ত্র বলিবেন। স্ত্রী-শূদ্রের পক্ষে ইহার বিপরীত অর্থাৎ বামকর্ণে তিনবার এবং দক্ষিণকর্ণে একবার বলিবেন। ৭৫। তাহার পরে শিষ্য গুরুচরণে পতিত হইয়া থাকিবেন এবং "ওঁ ত্বৎপ্রাসাদাদহং দেব" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র বলিবেন। ৭৬। তাহার পর গুরু "ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া শিষ্যকে উঠাইবেন। ৭৭। বিশ্বসারতন্ত্রে বলিয়াছেন, হে দেবি! গুরু ঋষ্যাদি-সংযুক্ত মন্ত্র শিষ্যের দক্ষিণকর্ণে বলিবেন, শিষ্য সেইক্ষণেই সেই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিবে। ৭৮। সারদাতন্ত্রে বলিয়াছেন, গুরু হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া গুরু, মন্ত্র ও দেবতার ঐক্য ভাবনা করত আটবার জপ করিতে হইবে। এই বচনটী দেবতার চিন্তাপূর্ব্বক জপস্থলে জানিবে, ভাবনা না করিয়া জপ করিলে সহস্র জপ করিতে হইবে। ৭৯। গুরু নিজ শক্তিরক্ষার্থ ঐ মন্ত্র সহস্রবার বা শতবার জপ করিবেন। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—শিষ্য গুরুর সম্মুখে একশতবার জপ করিবে, তিন দিবস গুরুর নিকট বাস করিবে। ৮০। বিশ্বসারতন্ত্রে বলিয়াছেন, গুরু নিজ শক্তিরক্ষার্থ ১০০৮ অথবা ১০৮ বার যথাবিধি মন্ত্র জপ করিবে। ৮১। যামলে কথিত আছে যে, হে দেবি! মন্ত্র প্রদান করিয়া গুরু অষ্টোত্তরশতবার মন্ত্র জপ করিবেন। ৮২। তাহার পরে শিষ্য কুশ, তিল ও জল লইয়া "ওঁ অদ্য কৃতৈতদমুকদেবতামুকমন্ত্রগ্রহণপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং কাঞ্চনং বা বহ্নিদৈবতমমুকগোত্রা-

গুরবে তুভ্যমহং সংপ্রদদে ॥ ৮৩ ॥ শরীরমর্থং প্রাণাংশ্চ সর্ব্বং তস্মৈ নিবেদয়েৎ। ততঃ প্রভৃতি কুর্ব্বীত গুরোঃ প্রিয়মনন্যধীঃ। যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে গুরবে তন্নিবেদয়েৎ ॥ ৮৪ ॥ স্বতন্ত্রতন্ত্রে দক্ষিণানিয়মো যথা,—গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রত্যক্ষায় শিবাত্মনে। সর্ব্বস্বং বা তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা তদাজ্ঞয়া। নো চেৎ সঞ্চারিণী শক্তিঃ কথমস্য ভবিষ্যতি ॥ ৮৫ ॥ কুলামৃতে।—বিত্তশাঠ্যং পরিত্যজ্য সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ। বিত্তশাঠ্যং নিহন্ত্যাশু পুত্রানায়ুর্যশো ধনম্ ॥ ৮৬ ॥ গুরুদেবং বঞ্চয়িত্বা যঃ কুর্য্যাদ্ধনসঞ্চয়ম্। তেন তদ্ভুজ্যতে নৈব হ্রিয়তে রাজ-তস্করৈঃ ॥ ৮৭ ॥ আসনং গুরবে দদ্যাদ্রক্তকম্বলমেব চ। হারাদ্যাভরণং দদ্যাদ্গাঞ্চ দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্ ॥ ৮৮ ॥ ভূমিং বৃত্তিকরীং দদ্যাৎ পুত্রপৌত্রানুগামিনীম্ ॥ ৮৯ ॥ তথা,—গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ স্বর্ণং বস্ত্রসমন্বিতম্। গুরুসন্তোষমাত্রেণ দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতি ॥ ৯০ ॥ অন্যথা নৈব সিদ্ধিঃ স্যাদভিচারায় কল্পতে। দীক্ষাগ্রহণসামগ্রীং গুরবেঽথ নিবেদয়েৎ। অন্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংস্তত্র যত্নতঃ পরিতোষয়েৎ। ততো মিষ্টান্নপানাদিনা ব্রাহ্মণান্ পরিতোষ্য স্বয়ং ভুঞ্জীত ॥ ৯১ ॥ তথাচ নিবন্ধে।—ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্বিধিবদ্দীক্ষিতো নরঃ। বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ ॥ ৯২ ॥ দীক্ষাদিবসে গুরু-শিষ্যয়োরুপবাসে দোষমাহ যোগিনীতন্ত্রে।—

যামুকদেবশর্ম্মণে গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।” এই বাক্য দ্বারা সুবর্ণ বা কাঞ্চন উৎসর্গ করিয়া গুরুকে প্রদান করিবে। ৮৩। শরীর, অর্থ ও প্রাণ সমস্তই গুরুকে নিবেদন করিবে। সেই দিন হইতে অনন্যমনে গুরুর প্রিয়কার্য্য করিবে। সংসারে ভাল সামগ্রী যাহা মিলিবে, তাহা গুরুকে প্রদান করিবে। ৮৩। ৮৪। স্বতন্ত্রতন্ত্রে দক্ষিণা দিবার নিয়ম বলিয়াছেন, গুরুর আজ্ঞানুসারে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ গুরুকে সর্ব্বস্ব কিংবা তদর্দ্ধ অথবা তদর্দ্ধ দক্ষিণা দিবে। তাহা না হইলে গুরুর শক্তি কি প্রকারে শিষ্যে সঞ্চারিত হইবে। ৮৫। কুলামৃতে বলিয়াছেন ধনসত্ত্বে কৃপণতা না করিয়া গুরুর সর্ব্বকার্য্য সাধন করিবে। ধনসত্ত্বে কৃপণতা করিলে পুত্র, আয়ুঃ, যশ ও ধন এই সমস্ত নষ্ট হয়। ৮৬। যে ব্যক্তি গুরুদেবকে বঞ্চনা করিয়া ধনসঞ্চয় করে, সেই ধন সে ভোগ করিতে পায় না, রাজা ও চৌরগণ তাহা হরণ করে। ৮৭। গুরুকে রক্ত কম্বল, আসন, হারাদি অলঙ্কার, দুগ্ধবতী গাভী এবং পুত্র পৌত্রক্রমে ভোগ হইতে পারে, এইরূপ ভূসম্পত্তি প্রদান করিবে এবং গুরুকে বস্ত্রযুক্ত স্বর্ণ দক্ষিণা দিবে। গুরু সন্তুষ্ট হইলে দুষ্টমন্ত্রও সিদ্ধ হয়। গুরুর সন্তোষব্যতিরেকে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না, পরন্তু গৃহীত মন্ত্র নিজের অনিষ্টকারী হইয়া থাকে। দীক্ষাগ্রহণের উপকরণসামগ্রী সকল গুরুদেবকে প্রদান করিবে। দীক্ষাদিবসে অন্য ব্রাহ্মণকেও যত্নপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিবে। মন্ত্রগ্রহণ করিয়া মিষ্টান্নপানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ সম্পাদন করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। নিবন্ধে তাহাই কথিত হইয়াছে,—দীক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে

মন্ত্রং দত্ত্বা গুরুশ্চৈব উপবাসং যদাচরেৎ। মহান্ধকার-নরকে ক্রিমির্ভবতি নান্যথা ॥ ৯৩ ॥ দীক্ষাং কৃত্বা যদা মন্ত্রী চোপবাসং সমাচরেৎ। তস্য দেবঃ সদা রুষ্টঃ শাপং দত্ত্বা ব্রজেৎ পুরম্ ॥ ৯৪ ॥ যদ্যত্র হোমঃ ক্রিয়তে তদা তদ্বিধানং বক্ষ্যামঃ। ইতি কলাবতী-দীক্ষাপ্রয়োগঃ ॥ ৯৫ ॥

অথ পঞ্চায়তনী দীক্ষা,—যামলে।—ভবানীন্তু যদা মধ্যে ঐশান্যামচ্যুতং যজেৎ। আগ্নেয্যাং পঞ্চবক্ত্রঞ্চ (১) নৈর্ঋত্যাং গণনায়কম্। বায়ব্যাং তপনঞ্চৈব পূজাক্রম উদাহৃতঃ ॥ ১ ॥ যদা তু মধ্যে গোবিন্দমৈশান্যাং শঙ্করং যজেৎ। আগ্নেয্যাং গণ-নাথঞ্চ নৈর্ঋত্যাং তপনন্তথা। বায়ব্যামম্বিকাঞ্চৈব ভোগমোক্ষৈকভূমিকাম্ ॥ ২ ॥ শঙ্করঞ্চ যদা মধ্যে ঐশান্যামচ্যুতং যজেৎ ॥ ৩ ॥ আগ্নেয্যাং তপনঞ্চৈব নৈর্ঋত্যাং গণনায়কম্। বায়ব্যাং পার্ব্বতীঞ্চৈব স্বর্গমোক্ষপ্রদায়িনীম্ ॥ ৪ ॥ আদিত্যঞ্চ যদা মধ্যে ঐশান্যাং শঙ্করং যজেৎ। আগ্নেয্যাং গণনাথঞ্চ নৈর্ঋত্যাং কেশবং তথা। বায়ব্যামম্বিকাং দেবীং

ভোজন-দক্ষিণা দিবে, পরে স্বয়ং মৌনী হইয়া ভোজন করিবে। ৮৮—৯২। যোগিনীতন্ত্রে দীক্ষাদিনে গুরু ও শিষ্যের উপবাসে দোষ বলিয়াছেন, যথা,—যদি গুরু মন্ত্র প্রদান করিয়া সেই দিবসে উপবাসী থাকেন, তাহা হইলে মহান্ধকার-নরকে জন্মগ্রহণ করেন। শিষ্য দীক্ষিত হইয়া যদি উপবাস করেন, তাহা হইলে দেবতা তাহার প্রতি সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত দিয়া স্বস্থানে গমন করেন। ৯৩। ৯৪। হোমের বিধি পরে বলা হইবে, এই দীক্ষায় যদি হোম করা হয়, তাহা হইলে সেই বিধি দেখিয়া কার্য্য করিবে। ইতি কলাবতীদীক্ষা-প্রয়োগ। ৯৫।

অথ পঞ্চায়তনী দীক্ষা। যামলে বলিয়াছেন,—পঞ্চায়তনী দীক্ষায় শক্তি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য এবং গণেশ, এই পাঁচ দেবতার পাঁচটি যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে ঐ পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে হয়; তাহাতে বিশেষ এই যে,গুরু যে দেবতাকে প্রধান মনে করিবেন, তাঁহার যন্ত্র মধ্যস্থলে অঙ্কিত করিতে হইবে, যথা—পঞ্চ দেবতার মধ্যে শক্তিকে প্রধান মনে করিলে তাঁহার যন্ত্র মধ্যস্থলে অঙ্কিত করিয়া ঐ যন্ত্রের ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নি-কোণে শিব, নৈর্ঋতকোণে গণেশ এবং বায়ুকোণে সূর্য্যের যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ইহাঁদিগের পূজা করিতে হইবে। ১। আর যদি মধ্যভাগে বিষ্ণুর পূজা করেন, তাহা হইলে ঈশান-কোণে শিব, অগ্নিকোণে গণেশ, নৈর্ঋতকোণে সূর্য্য এবং বায়ুকোণে ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী অম্বিকার যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ইহাঁদিগের পূজা করিবেন। ২। যদি মধ্যভাগে শঙ্করের পূজা করেন, তবে ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে সূর্য্য, নৈর্ঋতকোণে গণেশ এবং বায়ুকোণে স্বর্গমোক্ষপ্রদাত্রী পার্ব্বতীর পূজা করিবেন। ৩।৪। যদি মধ্যে সূর্য্যদেবের পূজা করেন, তবে ঈশানকোণে শিব, অগ্নিকোণে গণেশ, নৈর্ঋতকোণে বিষ্ণু এবং বায়ুকোণে স্বর্গ-

---

(১) পার্ব্বতীনাথমিতি পাঠান্তরম্।

স্বর্গসাধনভূমিকাম্ ॥ ৫ ॥ গণনাথং যদা মধ্যে ঐশান্যাং কেশবং যজেৎ ॥ ৬ ॥ আগ্নেয্যামীশ্বরঞ্চৈব নৈর্ঋত্যাং তপনস্তথা। বায়ব্যাং পার্ব্বতীঞ্চৈব পূজয়েন্মোক্ষসাধিনীম্। (স্বস্থানবর্জ্জিতা দেবা দুঃখশোকভয়প্রদাঃ) (১) ॥ ৭ ॥ তথাচ গণেশবিমর্ষিণ্যাম্।—শম্ভৌ মধ্যগতে হরীন-হরভূ-দেব্যো (২) হরৌ শঙ্করেভাস্যেনাগসুতা রবৌ হরগণেশাজাম্বিকাঃ স্থাপিতাঃ। দেব্যাং বিষ্ণুহরৈকদন্তরবয়ো লম্বোদরেঽজেশ্বরেনার্য্যাঃ শঙ্করভাগতোঽতিসুখদা ব্যস্তাস্তু তে হানিদাঃ ॥ ৮ ॥ রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং গৌতমীয়ে চ।—যদা তু মধ্যে গোবিন্দমাগ্নেয্যাং গণনায়কম্। নৈর্ঋত্যাং হংসমভ্যর্চ্চ্য বায়ব্যামর্চ্চয়েচ্ছিবাম্ ॥ ৯ ॥ ঐশান্যাং শঙ্করঞ্চৈব ভোগমোক্ষফলাপ্তয়ে ইতি।—যদঙ্গদেবতায়াঃ পূজনে আগ্নেয্যাদৌ গণেশাদিপূজনমুক্তং তদ্রামগোপাল(৩)বিষয়মিতি কেচিৎ। বস্তুতো বৈকল্পিকমিতি

প্রদায়িনী ভবানীর যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ইহাঁদিগের পূজা করিবেন। ৫। মধ্যভাগে গণেশের পূজা হইলে ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে শিব, নৈর্ঋতকোণে সূর্য্য এবং বায়ুকোণে মোক্ষসাধিনী পার্ব্বতী দেবীর পূজা করিবেন। এই সকল স্থানের ব্যতিক্রম করিয়া পূজা করিলে দেবতাগণ দুঃখ, শোক ও ভয় প্রদান করেন। ৬। ৭। গণেশ-বিমর্ষিণীতন্ত্রে আরও বলিয়াছেন,—মধ্যস্থলে মহাদেবের পূজা করিলে ঈশানাদি চতুষ্কোণে বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ ও পার্ব্বতীর পূজা করিবে। মধ্যস্থলে বিষ্ণুর পূজা করিলে ঈশানাদি চতুষ্কোণে মহাদেব, গণেশ, সূর্য্য ও পার্ব্বতীর পূজা করিবে। মধ্যস্থলে সূর্য্যদেবের পূজা করিলে ঈশানাদি চতুষ্কোণে মহাদেব, গণেশ, বিষ্ণু ও পার্ব্বতীর পূজা করিবে। মধ্যস্থলে পার্ব্বতীর পূজা করিলে ঈশানাদি চতুষ্কোণে বিষ্ণু, মহাদেব, গণেশ ও সূর্য্যদেবের পূজা করিবে এবং মধ্যস্থলে গণেশের পূজা করিলে ঈশানাদিচতুষ্কোণে বিষ্ণু, মহাদেব, সূর্য্য ও পার্ব্বতীর পূজা করিবে। এই প্রকারে যথাস্থানে পূজা করিলে অত্যধিক সুখ ও স্থানব্যতিক্রমে পূজা করিলে হানি হয়। ৮। রামার্চ্চনচন্দ্রিকা ও ও গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন, মধ্যস্থলে বিষ্ণুপূজা করিলে অগ্নিকোণে গণেশ, নৈর্ঋতকোণে সূর্য্য, বায়ুকোণে পার্ব্বতী ও ঈশানকোণে মহাদেবের পূজা করিবে; তাহাতে ভোগ ও মোক্ষফল লাভ হইবে। অঙ্গদেবতার পূজায় অগ্ন্যাদিকোণে যে গণেশাদি দেবতার পূজা বলিয়াছেন, তাহা রাম ও গোপালবিষয়ে ইহা কেহ কেহ বলেন। বস্তুতঃ

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(২) হরি—ইন—হরভূ—দেব্যঃ। হরিঃ বিষ্ণুঃ, ইনঃ সূর্য্যঃ, হরভূর্গণেশঃ, দেবী পার্ব্বতী। হরৌ মধ্যগতে, শঙ্কর—ইভাস্য—ইন—অগসুতাঃ; ইভাস্যো গণেশঃ, ইনঃ সূর্য্যঃ, অগসুতা পার্ব্বতী। রবৌ মধ্যগতে হর—গণেশ—অজ—অম্বিকাঃ; অজঃ বিষ্ণুঃ। দেব্যাং মধ্যগতায়াং বিষ্ণু—হর—একদন্ত—রবয়ঃ। লম্বোদরে মধ্যগতে অজ—ঈশ্বর—ইন—আর্য্যাঃ; আর্য্যা দুর্গা। শঙ্করভাগতঃ ঐশান্যাদিভাগতঃ ব্যস্তা উক্তবিপরীতাশ্চেৎ অনিষ্টজনকা ভবন্তি। (৩) মধ্যে গোবিন্দপূজনে যদ্গণেশপূজনমুক্তং তদ্রামগোপালপরং নতু গোবিন্দপরং মূর্ত্তিভেদাভেদঃ। (খ টি)

সাম্প্রদায়িকাঃ ॥১০॥ এতেষাং (১)পূজনন্তু গৌতমীয়ে।—গন্ধাদিভিরথাভ্যর্চ্চ্য ষড়ঙ্গার্চ্চনমেব চ (২)। বিংশৎকৃত্বো (৩) জপেন্মন্ত্রং নমস্কৃত্য সমাপয়েৎ ॥১১॥ অঙ্গদেবতাপূজাকালস্তু পীঠ-দেবতাপূজানন্তরম্। তথাচ সনৎকুমারতন্ত্রে।—পীঠস্যার্চ্চনমঙ্গদেবযজনং প্রাণপ্রতিষ্ঠা ততঃ, আহ্বানং নিজমুদ্রিকাবিরচনং ধ্যানং প্রভোঃ পূজনম্ ॥ ১২ ॥ যত্তু—দেবে পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা অঙ্গদেবান্ সমর্চ্চয়েৎ, তত্তু স্থাপিতপ্রতিমাদিযন্ত্রপরম্ (৪) ॥ ১৩॥ যন্ত্রাতিরিক্তাধারে পূজনে তু কুলাবল্যাম্।—একপীঠে পৃথক্ পূজাং বিনা যন্ত্রং (৫) করোতি যঃ। অঙ্গাঙ্গিত্বং পরিত্যজ্য দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪ ॥ এবঞ্চ আবাহ্য দেবতামন্যামর্চ্চয়ং-স্ত্বন্যদেবতাম্। উভাভ্যাং লভতে শাপং মন্ত্রী ভবতি দুর্ম্মতিরিতি। ইতি তু অঙ্গাতিরিক্তপরম্। সর্ব্বেষামঙ্গমন্ত্রাণাং সিদ্ধাদিবিচারো নাস্তি। তথাচ,—সিদ্ধাদি-শোধনং নৈষা(৬)মঙ্গত্বে সতি রাজবৎ (৭) ॥ ১৫ ॥ শ্যামাদৌ তু পঞ্চায়তনাভাবঃ। তথাচ রুদ্রযামলে! শ্যামায়াং ভৈরভীতারাচ্ছিন্নমস্তাসু ভৈরবি! মঞ্জুঘোষে তথা রৌদ্রে

সাম্প্রদায়িকগণের মতে ঈশানাদি-কোণ-বিধান বৈকল্পিক। ৯। ১০। ইহাঁদিগের পূজাক্রম গৌতমীয়তন্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে।—গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ষড়ঙ্গ-পূজা করিবে। তৎপরে বিংশতিবার মন্ত্র জপ করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক জপ সমর্পণ করিবে। ১১। পীঠদেবতাপূজার পর এই অঙ্গদেবতাদিগের পূজাকাল। সনৎকুমার-তন্ত্রে আরও বলিয়াছেন,—পীঠপূজার পর অঙ্গদেবতার পূজা, তৎপরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, তাহার পর আবাহন, মুদ্রাপ্রদর্শন, ধ্যান ও দেবতার পূজা কর্ত্তব্য। ১২। দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অঙ্গ-দেবতার পূজা করিবে এই যে বিধি দেখা যায়, তাহা স্থাপিত প্রতিমাদি-যন্ত্রস্থলে জানিবে। ১৩। কুলাবলী গ্রন্থে বলিয়াছেন,—যন্ত্র ব্যতীত অন্য আধারে এক পীঠে অঙ্গদেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা করিলে দেবতার অভিসম্পাত পাইতে হয়। ১৪। এক দেবতাকে আবাহন করিয়া অন্য দেবতার পূজা করিলে সাধক উভয় দেবতার নিকটেই অভিসম্পাতগ্রস্ত হন এবং দুর্ব্বুদ্ধি বলিয়া সংসারে খ্যাত হন। এই স্থলে অন্য দেবতা বলিলে অঙ্গদেবতা ভিন্ন অন্য দেবতা পূজার বিধি পাওয়া যাইবে না। অঙ্গদেবতাবিষয়ে সিদ্ধাদি বিচারের প্রয়োজন নাই। ১৫। শ্যামাদিদেবতার মন্ত্রদীক্ষায় পঞ্চায়তনী দীক্ষার প্রয়োজন হয় না। রুদ্র-যামলে বলিয়াছেন,—হে ভৈরবি! শ্যামা, ভৈরবী, তারা, ছিন্নমস্তা, মঞ্জুঘোষ ও রুদ্রমন্ত্র-

---

(১) এতেষামঙ্গদেবানাম্। (খ টি)

(২) ষড়ঙ্গার্চ্চনমাচরেৎ ইতি পাঠান্তরম্। (৩) তথাচাঙ্গস্থ পূজাঙ্গজপো বিংশতিসংখ্যঃ।

(৪) প্রতিষ্ঠিতযন্ত্রাদিবিষয়মিতি পাঠান্তরম্। (৫) অঙ্গদেবতাযন্ত্রং বিনা ইত্যর্থঃ (খ.টি.)।

(৬) এষামঙ্গমন্ত্রাণাম্ (খ টি)। (৭) যথা রাজ্ঞি তুষ্টে পরিজনাতোষস্যাপ্রয়োজকত্বম্ (খ টি)।

পঞ্চাঙ্গং নেষ্যতে বুধৈঃ ॥ ১৬ ॥ উপবিদ্যাসু সর্ব্বাসু ষট্‌কর্ম্মাদিষু সাধনে। নাত্র দীক্ষাদ্যপেক্ষাস্তি নাত্রাঙ্গাঙ্গিপ্রপূজনম্ ॥ (তন্ত্রসারে।—উপবিদ্যাসু সর্ব্বাসু তথা প্রয়োগসাধনে। দীক্ষাং বিনৈব কর্ত্তব্য উপদেশঃ সদৈব হি (১) ॥ ১৭ ॥)

অথ সংক্ষেপদীক্ষা।—মুহূর্ত্তে সর্ব্বতোভদ্রে (২) নবং কুম্ভং নিধায় চ। সোদকং গন্ধপুষ্পাভ্যামর্চ্চিতং বস্ত্রসংযুতম্। সর্ব্বৌষধিনবরত্নপঞ্চপল্লবসংযুতম্। ততো দেবার্চ্চনং কৃত্বা হুনেদষ্টোত্তরং শতম্। পঞ্চপল্লবমিতি পনসাম্রাশ্বত্থবটবকুলানি ॥ ১৮ ॥ তথাচ বাশিষ্ঠে।—পনসাম্রং তথাশ্বত্থং বটং বকুলমেব চ। পঞ্চপল্লবমিত্যুক্তং মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ১৯ ॥ নবরত্নানি।—মুক্তামাণিক্যবৈদূর্য্যগোমেদান্ বজ্রবিদ্রুমৌ। পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ ॥ ২০ ॥ নিবন্ধে।—শিষ্যং স্বলঙ্কৃতং বেদ্যামুপাগ্নি(৩)মুপবেশয়েৎ। মন্ত্রিতং প্রোক্ষণীতোয়ৈ শান্তিকুম্ভজলৈস্তথা ॥ ২১॥ মূলমন্ত্রেণাষ্টশতৈর্ম্মন্ত্রিতৈরভিষেচয়েৎ। অষ্টশতৈঃ অষ্টোত্তরশতৈঃ ॥ ২২ ॥ অথ সংপাদয়েন্মন্ত্রং হস্তং শিরসি ধারয়ন্। সমোঽস্ত্বিত্যক্ষতান্ (৪) দত্বাত্ততঃ শিষ্যোঽর্চ্চয়েদ্‌গুরুম্ ॥২৩ ॥ যদ্বা দীক্ষান্তরং

দীক্ষায় পণ্ডিতগণ পঞ্চাঙ্গ পূজা ইচ্ছা করেন না। ১৬। সর্ব্বপ্রকার উপবিদ্যা সাধন ও ষট্‌কর্ম্ম ইহাতে দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই; অঙ্গপূজা অঙ্গিপূজা এ সকল কিছুই করিতে হয় না। তন্ত্রসারে বলিয়াছেন—সকল প্রকার উপবিদ্যাসাধনে এবং অন্যান্য প্রয়োগসাধনে বিনা দীক্ষাতেই সর্ব্বদা উপদেশ করা চলে। ১৭।

অনন্তর সংক্ষেপদীক্ষা-পদ্ধতি বলা যাইতেছে।—শুভ মুহূর্ত্তে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলের উপরে নূতন কুম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক জলদ্বারা পূর্ণ করিবে, তাহার পর গন্ধপুষ্প দ্বারা ঐ কুম্ভ পূজা করিয়া বস্ত্রসংযুক্ত কুম্ভমধ্যে সর্ব্বৌষধি ও নবরত্ন নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর কুম্ভমুখে পঞ্চপল্লব দিয়া যথাশক্তি দেবতার পূজা করিয়া যথাবিধানে ১০৮ বার হোম করিবে। পঞ্চপল্লব যথা—কাঁটাল, আম্র, অশ্বত্থ, বট ও বকুল এই পঞ্চ বৃক্ষের পঞ্চপল্লব; বশিষ্ঠসংহিতায় তাহাই বলা হইয়াছে, যথা—তন্ত্রজ্ঞ মুনিগণ পনস, আম্র, অশ্বত্থ. বট ও বকুল এই পাঁচটিকে তন্ত্রমতে পঞ্চপল্লব বলেন। ১৮। ১৯। নবরত্ন যথা—মুক্তা, মাণিক্য, নীলকান্তমণি, গোমেদ, হীরক, প্রবাল, পদ্মরাগ, মরকত ও ইন্দ্রনীলমণি। ২০। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—অলঙ্কৃত প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলে অভিষিক্ত শিষ্যকে বেদীর উপরে অগ্নিসমীপে উপবেশন করাইয়া শান্তিকুম্ভজলে ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিয়া সেই জলদ্বারা অভিষিক্ত করিবে। ২১। ২২। তৎপরে শিষ্যমস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া মূলমন্ত্র প্রদান করিবে। তদনন্তর "আবয়োস্তুল্যফলদোঽস্ত" এই বলিয়া শিষ্যহস্তে অক্ষত

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) সর্ব্বতোভদ্রে ইতি মুহূর্ত্তবিশেষণং (খ টি) অথচ সর্ব্বতোভদ্রনামক মণ্ডলে। (৩) তথাচাগ্নিসমীপে শিষ্যং স্থাপয়েৎ।

(৪) অক্ষতান্ হস্তে দদ্যাৎ (খ টি) সমোঽস্ত্বিত্যয়ং মন্ত্রঃ আবয়োঃ সমানফলদোঽস্ত্ব (খ টি)।

শঙ্খমভ্যর্চ্চ্য সাক্ষতং তদম্বুনাভিষিচ্যাষ্টবারং মূলেন শিরসি করং নিধায়াষ্টৌ বারান্ (১) কর্ণে জপেৎ। তথাচ,—তত্রাপ্যশক্তঃ কশ্চিচ্চেদব্জমভ্যর্চ্চ্য সাক্ষতম্। তদম্বুনাভিষিচ্যাষ্টবারং মূলেন কে করম্ (২)। নিধায়াষ্টৌ জপেৎ কর্ণে উপদেশে স্বয়ং বিধিঃ॥ ইতি সংক্ষেপদীক্ষা॥ ২৪॥

উপদেশান্তরমাহ বিশ্বসারে।—চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে। মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে॥ ২৫॥ বিশ্বসারে।—মহাদীক্ষা তথা দীক্ষা উপদেশস্ততঃ পরম্। যুগে যুগে চ কর্ত্তব্য উপদেশঃ কলৌ যুগে॥ ২৬॥

অথ সর্ব্বতোভদ্রম্, সারদায়াম্।—চতুরস্রে চতুষ্কোষ্ঠে কর্ণসূত্র (৩)সমন্বিতে। চতুর্ষ্বপি চ কোষ্ঠেষু কোণসূত্রচতুষ্টয়ম্। মধ্যে মধ্যে যথা মৎস্যা (৪) ভবেয়ুঃ পাতয়েত্তথা। পূর্ব্বাপরায়তে দ্বে দ্বে মন্ত্রী যাম্যোত্তরায়তে। পাতয়েত্তেষু মৎস্যেষু সমং সূত্রচতুষ্টয়ম্।

প্রদান করিবে। অতঃপর শিষ্য গুরুকে পূজা করিবে। ২৩। প্রকারান্তর যথা,—অক্ষতযুক্ত শঙ্খ জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে দেবতার পূজা করিবে। পরে গুরু শঙ্খস্থ জলদ্বারা শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শিষ্যের মস্তকে হস্তার্পণ করত শিষ্যকর্ণে আটবার মন্ত্র জপ করিবেন। এতদ্বিষয়ে তন্ত্রের প্রমাণ,—পূর্ব্বোক্ত দীক্ষাবিধির অনুষ্ঠানে অশক্ত হইলে অক্ষতযুক্ত শঙ্খ পূজা করিয়া সেই জলদ্বারা মূলমন্ত্রে আটবার শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবেন। পরে শিষ্যমস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক তাহার কর্ণে আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। সংক্ষেপদীক্ষায় ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। ২৪। ইতি সংক্ষেপদীক্ষা।

বিশ্বসারতন্ত্রে অন্য প্রকার উপদেশ বলিয়াছেন,—চন্দ্র কিংবা সূর্য্যগ্রহণকালে, তীর্থস্থানে, কাশ্যাদি সিদ্ধক্ষেত্রে, কিম্বা শিবালয়ে গুরু শিষ্যকে কেবল মন্ত্র বলিয়া দিলেই দীক্ষা হইল, এই সকল স্থলে পূজাদির প্রয়োজন হয় না। ২৫। বিশ্বসারতন্ত্রে লিখিয়াছেন, অন্যান্যযুগে মহাদীক্ষা, দীক্ষা ও উপদেশ এ তিনই কর্ত্তব্য। কিন্তু কলিযুগে কেবল উপদেশই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ২৬।

সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল। প্রথমে একহস্ত পরিমিত পূর্ব্ব-পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে দুই দুই রেখাদ্বারা একটী চতুষ্কোণ আঁকিবে, তাহার মধ্যে কোণসূত্র পাতদ্বারা * ঐ চতুষ্কোণকে চারিকোষ্ঠে (ঘরে) বিভক্ত করিবে তন্মধ্যে আবার পূর্ব্বপশ্চিমে ও উত্তরদক্ষিণে সরল রেখাপাত করিবে। তাহার পরে ঐ চারি কোষ্ঠায় কোণসূত্রপাত করিয়া মৎস্যপুচ্ছা-

---

(১) মন্ত্রমষ্টবারং কর্ণে জপেৎ (খ টি)। (২) কে মস্তকে করং হস্তং নিধায়।

(৩) কর্ণসূত্রং কোণসূত্রম্ (খ টি)। (৪) মৎস্যাঃ মৎস্যপুচ্ছাকারা ইত্যর্থঃ।

* কোণসূত্রপাত করার উদ্দেশ্য ঘরগুলিকে সমান করা। কেবল সরল রেখাদ্বারা ২৫৬টি ঘর সমান হইতে পারে না, এইজন্য কোণসূত্রপাতের ব্যবস্থা।

সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্।

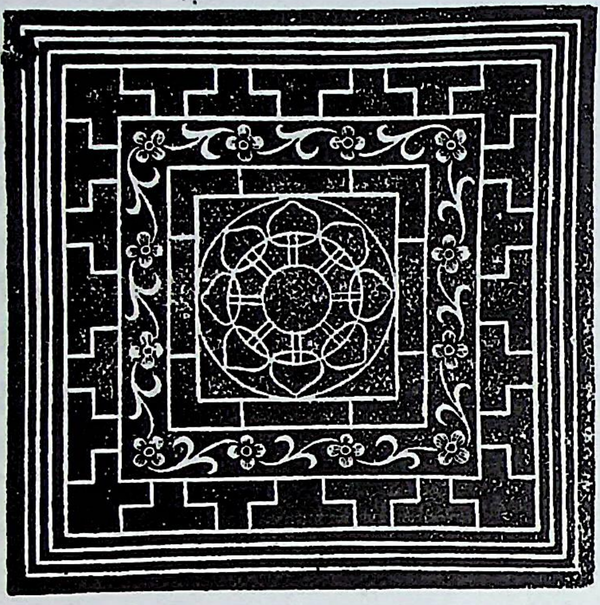

পূর্ব্ববৎ কোণকোষ্ঠেষু কর্ণসূত্রাণি পাতয়েৎ। তদুত্থেষু মৎস্যেষু দদ্যাৎ সূত্রচতুষ্টয়ম্। ততঃ কোষ্ঠেষু মৎস্যাঃ স্যুস্তেষু সূত্রাণি পাতয়েৎ। যাবৎ শতদ্বয়ং মন্ত্রী ষট্পঞ্চাশৎপদান্যপি। তাবত্তেনৈব বিধিনা তত্র সূত্রাণি পাতয়েৎ (১)॥ ষট্ত্রিংশতা পদৈর্মধ্যে লিখেৎ (২) পদ্মং সুলক্ষণম্। বহিঃ পঙ্ক্ত্যা ভবেৎ পীঠং পঙ্ক্তিযুগ্মেন বীথিকা। দ্বারশোভোপশোভাস্রান্ শিষ্টাভ্যাং পরিকল্পয়েৎ। শাস্ত্রোক্তবিধিনা মন্ত্রী ততঃ পদ্মং সমালিখেৎ। পদ্মক্ষেত্রস্য সন্ত্যজ্য দ্বাদশাংশং বহিঃ সুধীঃ। তন্মধ্যং বিভজেদ্বৃত্তৈস্ত্রিভিঃ সমবিভাগতঃ। আদ্যং স্যাৎ কর্ণিকাস্থানং কেশরাণাং দ্বিতীয়কম্। তৃতীয়ং

কার রেখা করিবে। তাহার পর প্রত্যেক ঘরে সাধক পূর্ব্বপশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে দুই দুই সরল রেখা পাত করিবে। তাহার পরে সূত্রদ্বারা আবার কোণরেখা, সেই কোণরেখা হইতে যে মৎস্যপুচ্ছাকার রেখা উৎপন্ন হইবে, তাহাতে চারিটি সূত্রপাত দ্বারা সরল রেখা করিবে। তাহার পরে তাহাতে কোণসূত্রপাত দ্বারা মৎস্যাকার কোণরেখা হইবে। তাহার প্রত্যেকটীতে সরল রেখাপাত করিবে। যে পর্য্যন্ত দুই শত ছাপ্পান্ন (২৫৬) টি ঘর প্রস্তুত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত এইরূপ কোণাকোণি ও সরল রেখাপাত করিতে হইবে। তন্মধ্যবর্ত্তী ৩৬টি ঘর লইয়া সুলক্ষণ একটি পদ্ম আঁকিবে। ঐ ছত্রিশ ঘরের বাহিরের এক পঙ্ক্তিতে পীঠ হইবে। তাহার পরের দুই পঙ্ক্তিতে বীথিকা হইবে। তাহার পরে অবশিষ্ট যে দুই পঙ্ক্তি থাকিবে, তাহা দ্বারা মধ্যভাগে দ্বার, দুই পার্শ্বে শোভা, তাহার দুই পার্শ্বে উপশোভা, তৎপরে কোণ প্রস্তুত হইবে। সাধক শাস্ত্রোক্ত নিয়মে * পদ্মটি অঙ্কন করিবেন। যে ছত্রিশটি ঘর লইয়া পদ্ম হইবে, তাহার ১২টি

---

(১) দৈর্ঘ্যবিস্তারয়োঃ ষোড়শকোষ্ঠে কৃতে তদ্ভবতি। অত্র কর্ণসূত্রপাতনং কোষ্ঠানাং তুল্যপরিমাণার্থমিতি বোধ্যম্। (২) চতুর্দ্দিক্ষু পঞ্চকোষ্ঠং হিত্বা লিখেৎ (৫ টি)।

* পদ্মের বর্ণ দেবতা ভেদে ভিন্ন প্রকার আছে তাহা বিবেচনা করিয়া লইবে।

তত্র পত্রাণাং মুক্তাংশেন (১) দলাগ্রকম্। বাহ্যবৃত্তান্তরালস্থ মানেন বিধিনা সুধীঃ। নিধায় কেশরাগ্রেষু পরিতোহর্দ্ধনিশাকরান্। লিখিত্বা সন্ধিসংস্থানি তত্র (২) সূত্রাণি পাতয়েৎ। দলাগ্রাণাঞ্চ যন্মানং তন্মানাদ্বৃত্তমালিখেৎ। তদন্তরালং তন্মধ্যসূত্রস্যোভয়তঃ সুধীঃ। আলিখেদ্বাহ্য (১) হস্তেন দলাগ্রাণি সমন্ততঃ। দলমূলেষু যুগশঃ কেশরাণি প্রকল্পয়েৎ। এতৎ সাধারণং প্রোক্তং পঙ্কজং তন্ত্রবেদিভিঃ। পদানি ত্রীণি পাদার্থং পীঠকোণেষু মার্জ্জয়েৎ। অবশিষ্টৈঃ পদৈর্ব্বিদ্বান্ পীঠগাত্রাণি কল্পয়েৎ॥ পদানি বীথিসংস্থানি মার্জ্জয়েৎ পঙ্‌ক্ত্যভেদতঃ। দিক্ষু দ্বারাণি রচয়েদ্দ্বিচতুঃকোষ্ঠকৈস্ততঃ। পদৈস্ত্রিভিরথৈকেন শোভাঃ স্যুর্দ্বারপার্শ্বয়োঃ। উপশোভাঃ স্যুরেকেন ত্রিভিঃ কোষ্ঠৈরনন্তরম্। অবশিষ্টৈঃ পদৈঃ ষড়্‌ভিঃ কোণানাং স্যাচ্চতুষ্টয়ম্। রঞ্জয়েৎ পঞ্চভির্ব্বর্ণৈর্ম্মণ্ডলং তন্মনোহরম্॥ ১॥ পীতং হরিদ্রাচূর্ণং স্যাৎ সিতং তণ্ডুলসম্ভবম্। কুসুম্ভচূর্ণমরুণং কৃষ্ণং দগ্ধপুলাকজম্। বিল্বাদিপত্রজং শ্যামমিত্যুক্তং বর্ণপঞ্চকম্॥ ২॥ অঙ্গুলোৎসেধবিস্তারাঃ সীমারেখাঃ সিতাঃ শুভাঃ। কর্ণিকাং পীতবর্ণেন কেশরাণ্যরুণেন চ। শুক্লবর্ণানি পত্রাণি

ঘর বাহিরে পৃথক্ রাখিয়া তন্মধ্যবর্ত্তী ২৪টি ঘরকে ৩টি বৃত্ত (গোল) রেখাদ্বারা সমভাগে বিভক্ত করিবে। তাহার প্রথম বৃত্তটি হইবে কর্ণিকা, দ্বিতীয় বৃত্তটি কেশরস্থান হইবে, তৃতীয় বৃত্তে পদ্মের পত্র (পাপড়ি) হইবে। আর যে দ্বাদশাংশ বাহিরে পৃথক্ রাখা হইয়াছে, তাহাতে ঐ পত্রের অগ্র হইবে। তৃতীয় বৃত্তরেখার মধ্যবর্ত্তী স্থানের মাপে পদ্মপত্র রচিত হইবে। কেশরগুলির অগ্রে অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্কিত করিবে। (এই অর্দ্ধচন্দ্রগুলিতে পদ্মপত্র প্রস্তুত হইবে)

সেই অর্দ্ধচন্দ্রাকার রেখাগুলির মধ্যদেশে সূত্রপাত করিয়া পদ্মপত্রের অগ্রগুলির যে পরিমাণ, সেই পরিমাণে বৃত্ত রেখা অঙ্কন করিবে। মধ্যে যে সূত্রপাত করা হইয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে স্থিরহস্তে দলাগ্র অঙ্কিত করিবে। দলের মূলদেশে দুইটি দুইটি করিয়া কেশর করিবে। তন্ত্রজ্ঞাদিগের মতে ইহাই সাধারণ পদ্ম। পীঠক্ষেত্রের চারিকোণে পাদকল্পনা করিবার জন্য তিনটি করিয়া ঘর মুছিয়া এক করিবে। চতুর্দ্দিকে সর্ব্বশেষ পঙ্‌ক্তির মধ্যবর্ত্তী চারিটি ঘর এবং তদুপরিস্থ পঙ্‌ক্তির মধ্যবর্ত্তী দুই ঘর এই ছয় ঘরে দ্বার করিবে। ঐরূপ নিম্নবর্ত্তী এক এবং উপরিস্থ তিন এই চারি কোষ্ঠে শোভা, ঐরূপ তিনটি ঘর এবং একটি ঘর, এই চারিটি ঘরে উপশোভা এবং অবশিষ্ট ছয়টি ঘরে চারিটি কোণ করিবে। পঞ্চবিধবর্ণে মণ্ডলটি রঞ্জিত করিয়া মনোহর করিবে। ১। হরিদ্রাচূর্ণ দিয়া পীতবর্ণ, তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা শুক্লবর্ণ, কুসুমফুলের চূর্ণ দ্বারা রক্তবর্ণ, ধান্যের আগড়া পোড়াইয়া তদ্দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ এবং বিল্বপত্র চূর্ণদ্বারা শ্যামবর্ণ করিবে। এক অঙ্গুলি প্রমাণ বিস্তৃত শুক্লবর্ণ সীমারেখা হইবে। পীতবর্ণে কর্ণিকা,

---

(১) ত্রিবৃত্তাদ্বহিঃ। (২) তত্র নিশাকরমধ্যে (খ টি)। (৩) বাহঃ স্থিরঃ (ক টি)।

তৎসন্ধীন্ শ্যামলেন চ। রজসা রঞ্জয়েন্মন্ত্রী যদ্বা পীতৈব কর্ণিকা। কেশরাঃ পীতরক্তাঃ স্যুররুণানি দলানি চ। সন্ধয়ঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ স্যুঃ সিতেনাপ্যসিতেন বা। রঞ্জয়েৎ পীঠগর্ভাণি পাদাঃ স্যুররুণপ্রভাঃ। গাত্রাণি তস্য শুক্লানি বীথিষু চ চতস্থষু। আলিখেৎ কল্পলতিকাং দল-পুষ্পসমন্বিতাম্। বর্ণৈর্নানাবিধৈশ্চিত্রৈঃ সর্ব্বদৃষ্টিমনোহরাম্। দ্বারাণি শ্বেতবর্ণানি শোভা রক্তাঃ সমীরিতাঃ। উপশোভাঃ পীতবর্ণাঃ কোণান্যসিতভানি চ। তিস্রো রেখা বহিঃ কার্য্যাঃ সিতরক্তাসিতাঃ ক্রমাৎ। মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রমেতৎ সাধারণং মতম্ (১) ॥ ৩ ॥

স্বল্পসর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্ ।

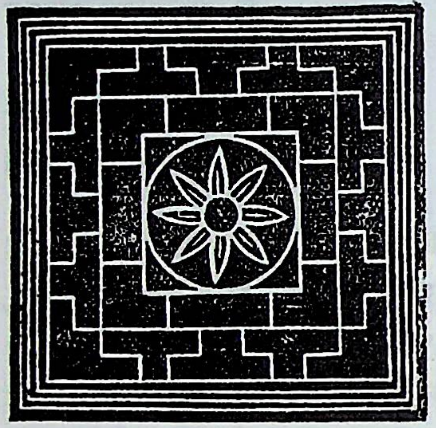

অথ স্বল্পসর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্। চতুরস্রাং ভুবং ভিত্ত্বা দিগ্‌ভ্যো দ্বাদশধা সুধীঃ। পাতয়েত্তত্র সূত্রাণি কোষ্ঠানাং দৃশ্যতে শতম্। চতুশ্চত্বারিংশদাঢ্যং পশ্চাৎ ষট্‌ত্রিংশতাম্বুজম্। কোষ্ঠৈঃ প্রকল্পয়েৎ পীঠং পঙ্‌ক্ত্যা নৈবাত্র বীথিকা। দ্বারশোভে যথাপূর্ব্বমুপশোভা ন দৃশ্যতে। অবশিষ্টৈঃ পদৈঃ কুর্য্যাৎ ষড়্‌ভিঃ কোণানি তন্ত্রবিৎ। বিদধ্যাৎ পূর্ব্ববচ্ছেষমেবং বা মণ্ডলং স্মৃতম্ ॥ ৪ ॥

রক্তবর্ণে কেশর, শুক্লবর্ণে পদ্মপত্র এবং শ্যামবর্ণে পত্রসন্ধি রঞ্জিত করিবে। অথবা কলিকা পীতবর্ণ, কেশরগুলি পীতরক্ত, পদ্মপত্র রক্তবর্ণ, পত্রের সন্ধিস্থল কৃষ্ণবর্ণ হইবে। শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা পীঠগর্ভ রঞ্জিত করিবে। পাদগুলি রক্তবর্ণ হইবে। পীঠের গাত্র শুক্লবর্ণ করিবে। চারিটি বীথিতে পত্রপুষ্পসহ কল্পলতা অঙ্কিত করিবে। ঐ কল্পলতা বহুবিধ বিচিত্রবর্ণ দ্বারা এরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিবে, যাহাতে উহা সকলের দৃষ্টি মনোহর হয়। দ্বারগুলি শ্বেতবর্ণ, শোভা রক্তবর্ণ, উপশোভা পীতবর্ণ ও কোণগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইবে। মণ্ডলের বাহিরে শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ তিনটি রেখা ক্রমান্বয়ে করিবে। ইহাকে সর্ব্বসাধারণ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল বলে। ২। ৩।

স্বল্পসর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল।—একটি চতুষ্কোণমণ্ডল করিয়া তাহার মধ্যে দ্বাদশবার সূত্রপাত করিবে, তাহাতে মণ্ডলমধ্যে ১৪৪টি কোষ্ঠ (ঘর) পরিদৃষ্ট হইবে। তাহার মধ্যবর্ত্তী ছত্রিশটি কোষ্ঠে পদ্মরচনা করিবে, তাহার বাহিরের এক পঙ্‌ক্তিতে পীঠ করিবে। ইহাতে বীথি নাই। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ দ্বার

---

(১) স্মৃতমিতি পাঠান্তরম্।

নবনাভমণ্ডলম্।

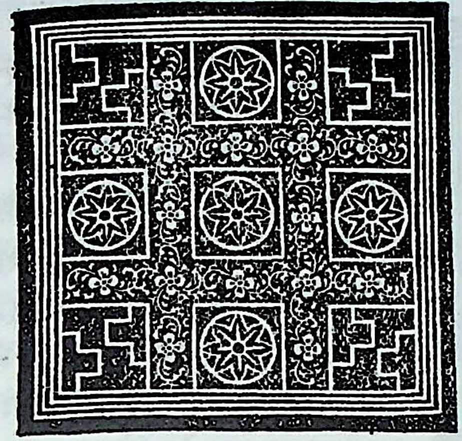

অথ নবনাভমণ্ডলম্। চতুরস্রে চতুঃষষ্টিপদান্যারচয়েৎ সুধীঃ। পদৈশ্চতুর্ভিঃ পদ্মং স্যান্মধ্যে তৎপরিতঃ পুনঃ। বীথীশ্চতস্রঃ কুর্ব্বীত মণ্ডলান্তাবসানিকাঃ(১)। দিগ্গতেষু চতুষ্কেষু পঙ্কজানি সমালিখেৎ। বিদিগ্গতচতুষ্কাণি ভিত্ত্বা ষোড়শধা (২) সুধীঃ। মার্জ্জয়েৎ স্বস্তিকাকারং শ্বেতপীতারুণাসিতৈঃ। রজোভিঃ পূরয়েত্তানি স্বস্তিকানি শিবাদিতঃ (৩)। প্রাক্প্রোক্তেনৈব মার্গেণ শেষমন্তৎ সমাপয়েৎ। নবনাভমিদং প্রোক্তং মণ্ডলং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥ ৫ ॥

ও শোভা করিবে। ইহাতে উপশোভা নাই। অবশিষ্ট ছয়টি কোষ্ঠে কোণ করিবে। পূর্ব্ববৎ পঞ্চবর্ণ দ্বারা রঞ্জনাদি করিবে। ইহাও একপ্রকার সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল। ৪।

নবনাভমণ্ডল। চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তাহাতে ৬৪ চতুষষ্টিকোষ্ঠ অঙ্কিত করিবে। ঐ চতুঃষষ্টিকোষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী চারি কোষ্ঠে পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে মণ্ডলের শেষ পর্য্যন্ত চারিটি বীথি করিবে। চতুর্দ্দিকের চারি কোষ্ঠে ও মধ্যে পাঁচটি পদ্ম অঙ্কিত করিবে। চারিকোণের চারিটি করিয়া কোষ্ঠ মুছিয়া স্বস্তিকাকার করিবে। ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে শ্বেত, পীত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ গুণ্ডিকাদ্বারা ঐ স্বস্তিকগুলি পূরণ করিবে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অবশিষ্ট অংশ সম্পন্ন করিবে। ইহার নাম নবনাভ মণ্ডল, এই মণ্ডল সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি প্রদান করে।

---

(১) মণ্ডলান্তাবসায়িকাঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(২) ষোড়শধেতি বিদিগ্গতে চতুষ্কোষ্ঠে ষোড়শকোষ্ঠানি কৃত্বা তত্রৈকৈককোণাদারভ্য কোষ্ঠত্রয়ম্ অভ্যন্তরপঙ্ক্তৌশ্চৈকৈককোষ্ঠং মার্জ্জয়েৎ ইতি চতুঃস্বস্তিকারা ভবন্তি। এবং বিদিক্চতুষ্টয়ে কার্য্যমিত্যর্থঃ। ইতি মণ্ডলচতুষ্টয়মিতি (আ০ ত০ বি০)

(৩) শিবাদিতঃ ঈশানাদিভিরিত্যর্থঃ। মার্জ্জনক্রমমাহ রাঘবভট্টঃ,—বিদিগ্গতচতুষ্কাণি ভিত্ত্বা ষোড়শধা সুধীঃ। বাহ্যাদিকোষ্ঠত্রিতয়ং মধ্যোর্দ্ধমপি মার্জ্জয়েৎ ॥

পঞ্চাব্জমণ্ডলম্ ।

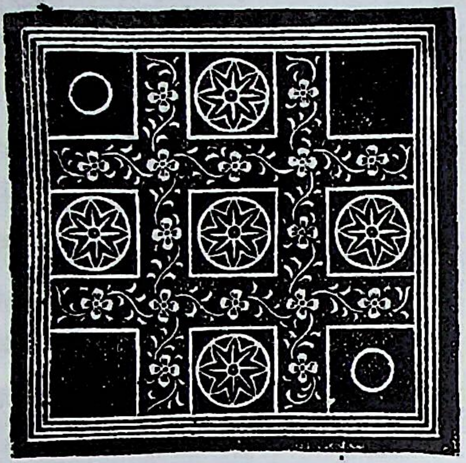

অথ পঞ্চাব্জমণ্ডলম্ ।—পঞ্চাব্জমণ্ডলং প্রোক্তমেতৎ স্বস্তিকবর্জ্জিতম্ (১) ৷ দীক্ষায়াং দেবপূজায়াং মণ্ডলানাং চতুষ্টয়ম্। সর্ব্বতন্ত্রানুসারেণ প্রোক্তং সর্ব্বসমৃদ্ধিদম্ ॥ ৬ ॥

অথ মন্ত্রিণাং হিতার্থায় ত্রিলৌহী মুদ্রা নিরূপ্যতে। সোমসূর্য্যাগ্নিরূপাঃ (২) স্যুর্ব্বর্ণা লৌহত্রয়ং তথা, রৌপ্যমিন্দুঃ স্মৃতো হেম সূর্য্যস্তাম্রো হুতাশনঃ (৩) ॥ ৭ ॥ লৌহভাগাঃ (৪) সমুদ্দিষ্টাঃ স্বরাদ্যক্ষরসংখ্যয়া তৈর্লৌহৈঃ কারয়েন্মুদ্রামসঙ্কলিতসঙ্গতাম (৫) ॥৮॥ এবু স্বরাঃ স্মৃতাঃ সৌম্যাঃ স্পর্শাঃ সৌরাঃ শুভোদয়াঃ (৬) ।

পঞ্চাব্জমণ্ডল ।—স্বস্তিকবর্জ্জিত নবনাভ-মণ্ডলকে পঞ্চাব্জ-মণ্ডল বলে। সর্ব্বতোভদ্র প্রভৃতি এই চারিটি মণ্ডল দীক্ষা ও দেবপূজায় ব্যবহৃত হয়, সকল তন্ত্রের মতে ইহা সকল প্রকার সমৃদ্ধি প্রদান করে। ৬।

অতঃপর সাধকদিগের হিতার্থ ত্রিলৌহী মুদ্রা বলা হইতেছে। অকারাদি বর্ণগুলি যথাক্রমে চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ। লৌহও বর্ণসংখ্যানুসারে তদ্রূপ ত্রিবিধ (রৌপ্য, স্বর্ণ ও তাম্র)। রৌপ্যকে চন্দ্র বলে; সুবর্ণকে সূর্য্য বলে, তাম্রকে অগ্নি বলে। স্বরাদি বর্ণের সংখ্যানুসারে ত্রি-লৌহের ভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ ৩টি ধাতু একত্র মিশ্রিত করিয়া অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিবে। এই বর্ণগুলির মধ্যে স্বরবর্ণগুলির সোমদেবতা,

---

(১) নবনাভস্য স্বস্তিকং বিহায় পঞ্চাব্জং ভবতি (খ টি)।

(২) তথাচ রৌপ্যভাগাঃ ষোড়শ, স্বর্ণভাগঃ পঞ্চবিংশতিঃ, তাম্রভাগা দশ ইতি লভ্যতে। কেচিত্তু সুবর্ণানামনেকত্বাৎ সুবর্ণভাগা দ্বাদশেতি বদন্তি। অয়মেব পক্ষঃ সাম্প্রদায়িকঃ। সৌরাগমেঽপি তাম্রতারসুবর্ণানামর্কষোড়শখেন্দুভিঃ। স্বচ্ছন্দভৈরবে,—দশভাগং সুবর্ণস্য তাম্রস্য দ্বিদশং তথা। ষোড়শং রজতস্যৈব চৈতল্লোহত্রয়ং স্মৃতমিতি সারদাতিলকটীকায়াং শঙ্করাচার্য্যঃ (আ০ ত০ বি০)।

(৩) রৌপ্য ইন্দুঃ স্মৃতো হৈমঃ সূর্য্যস্তাম্রো হুতাশনঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(৪) ত্রিলোহভাগাঃ ষোড়শপঞ্চবিংশতিদশভাগক্রমেণেত্যর্থঃ।

(৫) সং সম্যক্প্রকারেণ কলিতং দূষিতং সঙ্কলিতং ন সঙ্কলিতমসঙ্কলিতং তেন সঙ্গতাং প্রাপ্তাং তামসঙ্কলিতসঙ্গতামদূষিতসঙ্গতাং মিশ্রিতামিতি যাবৎ। অসংগুণিতসঙ্গতামিতি আগমতত্ত্ববিলাসধৃতঃ পাঠঃ, অসংগুণিতামথ চ সঙ্গতাং, তথাচ রৌপ্যাদিকং গুণাকারং পৃথক্ পৃথক্ কৃত্বা সঙ্গতং কুর্য্যাদিতি তদর্থঃ। (৬) স্বরাঃ অকারাদিবর্ণাঃ সৌম্যাঃ চন্দ্ররূপা রজতাঃ, স্পর্শাঃ কবর্গচবর্গটবর্গতবর্গপবর্গাঃ সৌরাঃ সূর্য্যরূপাঃ স্বর্ণাঃ, ব্যাপকাঃ যরলবশষসহলক্ষাঃ দশ আগ্নেয়া অগ্নিরূপাস্তাম্রাঃ।

আগ্নেয়া ব্যাপকাঃ সর্ব্বে সোমসূর্য্যাগ্নিদেবতাঃ ॥৯॥ স্বরাঃ ষোড়শ বিখ্যাতাঃ স্পর্শাস্তে পঞ্চবিংশতিঃ। ব্যাপকা দশ তে কামধনধর্ম্মপ্রদায়িনঃ ॥ ১০ ॥ সাষ্টং সহস্রং সংজপ্য স্পৃষ্ট্বা তাং জুহুয়াত্ততঃ। তস্যাং সম্পাতয়েন্মন্ত্রী সর্পিষা পূর্ব্বসংখ্যয়া (১) ॥ ১১ ॥ নিক্ষিপ্য কুম্ভে তাং মুদ্রামভিষেকোক্তবর্ত্মনা। আবাহ্য পূজয়েদ্দেবীমুপচারৈর্বিধানতঃ ॥ ১২ ॥ অভিষিচ্য বিনীতায় দদ্যাত্তাং মুদ্রিকাং গুরুঃ। ইয়ং মুদ্রা (২) ক্ষুদ্ররোগ-(৩) বিষজ্বরবিনাশিনী ॥ ১৩ ॥ ব্যালচৌরমৃগাদিভ্যো রক্ষাং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ। যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি ধারয়েন্মনুজেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥ মন্ত্রসিদ্ধিকরীং পুংসাং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাম্। ধারয়েন্মনুজো নিত্যং দেবতুল্যো ভবেদ্ভুবি ॥ ১৫ ॥ অভিষিচ্যেতি পূর্ব্বোক্তদীক্ষাপদ্ধত্যুক্তবিধিনা ঘটং সংস্থাপ্য তত্তৎকল্পোক্ত-দেবতামাবাহ্য যথোপচারতঃ সংপূজ্য সাধ্যমভিষিচ্য তস্মৈ দদ্যাদিত্যর্থঃ। ততো গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা মহান্তমুৎসবং কুর্য্যাৎ (৪) ॥ ১৬ ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীকৃষ্ণানন্দবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতে তন্ত্রসারে
প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

স্পর্শবর্ণের সূর্য্য-দেবতা, ব্যাপক বর্ণগুলির অগ্নি-দেবতা। সুতরাং সকলের দেবতা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি। স্বরবর্ণ ১৬ টি। স্পর্শবর্ণ (ক হইতে ম পর্য্যন্ত) ২৫টি, ব্যাপক বর্ণ (য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ল, ক্ষ) দশটি যথাক্রমে কাম, ধন, এবং ধর্ম্ম প্রদান করে। এই ত্রিলৌহ মুদ্রা স্পর্শ করিয়া ১০০৮ মূলমন্ত্র জপ করিবে, তাহার পর হাজার আট হোম করিয়া ঐ মুদ্রার উপরে *তশেষ হবিঃ নিক্ষেপ করিবে। (এই মতে ত্রিলৌহের ভাগ, ১৬ ভাগ রৌপ্য, ২৫ ভাগ স্বর্ণ, ১০ ভাগ তাম্র) কুম্ভমধ্যে মুদ্রা রাখিয়া অভিষেকোক্ত প্রণালীতে দেবীর আবাহনপূর্ব্বক যথানিয়মে উপচার দ্বারা পূজা করিবে। অভিষেক করিয়া বিনীত শিষ্যকে ঐ মুদ্রা প্রদান করিবে। * এই অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিলে ক্ষুদ্ররোগ (২৭ প্রকার মহারোগ) [ক্ষুদ্র বলিতে শত্রু, রোগ ব্যাধি এরূপ ব্যাখ্যাও চলিত আছে।] বিষদোষ ও জ্বর দূরীভূত হয়, হিংস্রজন্তু ও তস্কর প্রভৃতি হইতে রক্ষা ও যুদ্ধে বিজয় লাভ হয়। ইহা ধারণ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি ও চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়, মনুষ্য সর্ব্বদা দেবতুল্য হইয়া অবস্থান করে। ৭—১৫। পূর্ব্বোক্ত দীক্ষাপদ্ধতি-কথিত নিয়মে ঘটস্থাপন করিয়া তত্তৎকল্পোক্ত দেবতার আবাহন এবং যথোপ-

---

(১) পূর্ব্বসংখ্যয়া অষ্টোত্তরসহস্রসংখ্যয়া ইত্যর্থঃ। (২) মুদ্রা অঙ্গুরীয়কম্ (আ০ বি০)।

(৩) বৈদ্যকে সপ্তবিংশতিমহারোগাণাং ক্ষুদ্রসংজ্ঞা। (খ টি) ক্ষুদ্রঃ শত্রুঃ রোগো ব্যাধিঃ (আ০ বি০)। (৪) চরেদিতি (খ) পাঠঃ।

* মতান্তরে—এই ত্রিলৌহের ভাগ,—সুবর্ণ দশভাগ, তাম্র ১২ ভাগ, রৌপ্য ১৬ ভাগ। প্রাচীনেরা অনেকেই ব্যবহারও তদ্রূপ করিতেন। ইহার মিশ্রণ-প্রণালীও মতান্তরে অন্যরূপ, তিনটি ধাতুর তিনটি শলাকা করিয়া একত্র যোগ করত অঙ্গুরীয় করিবে।

অথ সামান্যপূজাপদ্ধতিঃ।—তত্র ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় মুক্তস্বাপঃ রাত্রিবাসস্ত্যক্ত্বা শিরসি সহস্রদলকমলকর্ণিকাবস্থিতং গুরুং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশরূপং স্ববামস্থিতসুরক্তশক্ত্যা স্বপ্রকাশস্বরূপয়া সহিতং বিভাব্য মানসোপচারৈরারাধ্য নমস্কুর্য্যাৎ। যথা—ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। ততো মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং মূলবিদ্যাং (১) বিভাবয়েৎ। (মূলবিদ্যাং কুণ্ডলিনীম্। তথা চ যোগিনীহৃদয়ে।—বিদ্যা কুণ্ডলিনীরূপা মণ্ডলত্রয়ভেদিনী॥ ১॥ অন্যত্রাপি।—ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীং (২)।) (তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্। কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাম্। তামুত্থায় মহাদেবীং প্রাণমন্ত্রেণ সাধকঃ।) (৩) উদ্যদ্দিনকরদ্যোতাং যাবচ্ছ্বাসং দৃঢ়াসনঃ। অশেষাশুভশান্ত্যর্থং সমাহিতমনাঃ শিবম্ (৪) তৎপ্রভাপটল-ব্যাপ্তং শরীরমপি চিন্তয়েৎ। এতস্য (৫) নিত্যত্বমাহ গৌতমীয়ে॥ ২॥ ইদানীং

চারে পূজা করত অঙ্গুরীয়কের অভিষেক করিয়া শিষ্যকে এই মুদ্রা প্রদান করিবে। তাহার পর শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা দিয়া মহোৎসব করিবে। ১৬।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। ১।

পূজার সাধারণ বিধি কথিত হইতেছে।—ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে নিদ্রাপরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে শিরোদেশে গুরুকে সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকাপ্রদেশে অবস্থিত শ্বেতবর্ণ, দ্বিভুজ, বরাভয়প্রদ, শ্বেতমাল্যধারী ও শ্বেতচন্দনলিপ্ত, স্বপ্রকাশমূর্ত্তি, স্ববামভাগস্থিত রক্তবর্ণ শক্তির সহিত বিদ্যমান চিন্তা করিয়া মানসোপচারে তাঁহাকে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্র উপরে দ্রষ্টব্য। তৎপরে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত কুলকুণ্ডলিনীরূপিণী মূলবিদ্যাকে চিন্তা করিবে। মূলবিদ্যা বলিতে যে কুণ্ডলিনী, তদ্বিষয়ে যোগিনীহৃদয়ে বলিয়াছেন,—মূলবিদ্যা,—কুণ্ডলিনী, তিনি মণ্ডলত্রয় ভেদ করিয়া উঠিয়াছেন। অন্য তন্ত্রেও বলিয়াছেন—যিনি অতি সূক্ষ্মরূপিণী, মূলাধারনিবাসিনী, স্বীয় ইষ্টদেবতারূপে সার্দ্ধত্রিতয়বেষ্টনে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার দেহকান্তি কোটি বিদ্যুতের ন্যায়, সাধক এতাদৃশী কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে হংসঃ এই মন্ত্রে উদ্বোধন করিয়া শ্বাসসংযমনপূর্ব্বক একাগ্রমনে ধ্যান করিবে এবং নিজদেহকে উদীয়মান বালসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী কুলকুণ্ডলিনীর কান্তিপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত চিন্তা করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে এই প্রাতঃকৃত্য

---

(১) কুণ্ডলীরূপায় (খ টি)। (২) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৪) শিবং কল্যাণদায়কমিত্যর্থঃ (খ টি)। (৫) এতস্য প্রাতঃকৃত্যস্য (খ টি)।

পূর্ব্বকৃত্যঞ্চ প্রসঙ্গাৎ কথয়ামি (১) তে। যৎ কৃত্বাধিকারিতাং যাতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিষু। যেন বিনা ন সিদ্ধিঃ স্যান্নরকঞ্চ প্রপদ্যতে ॥২॥ যামলে চ;—প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভক্তিতোঽর্চ্চয়েৎ। নিষ্ফলা তস্য পূজা স্যাচ্ছৌচহীনা যথা ক্রিয়া ॥ ৪ ॥ লক্ষ্মীকুলার্ণবেঽপি।—সন্ধ্যয়া তু বিহীনো যো ন দীক্ষাফলমাপ্নুয়াৎ। ইতি বচনাত্তস্যাবশ্যকত্বম্ ॥৫॥ বৈদিকসন্ধ্যানন্তরং তান্ত্রিকসন্ধ্যা কর্ত্তব্যা। তদুক্তং,—বৈদিকী তান্ত্রিকী সন্ধ্যা যথানুক্রমযোগতঃ ॥ ৬ ॥

অথ সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ। তত্র শক্তিবিষয়ে। ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাচামেৎ (২) অন্যত্রা (৩) চমনমাত্রং। তথা চ শাক্তাচমনং স্বতন্ত্রতন্ত্রে।—আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈরাচামেৎ সাধকাগ্রণীঃ। বহ্নিজায়াং পরে দত্বা শুদ্ধেন পাথসা প্রিয়ে॥ (মালিনীতন্ত্রে।—আচামেদাত্মতত্ত্বাদ্যৈঃ প্রণবাদ্যৈর্দ্বিঠান্তকৈরিতি (৪)।) ততো জলে গঙ্গে চেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য মূলেন কুশেন ত্রিবারং ভূমৌ জলং ক্ষিপেৎ। তজ্জলেন সপ্তধা মূর্দ্ধানমভিষিঞ্চেৎ। ততঃ প্রাণায়ামষড়ঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা

নিত্যকর্ত্তব্য বলিয়াছেন। ১। ২। প্রসঙ্গক্রমে তোমার নিকটে এই প্রাতঃকৃত্য বলিলাম। প্রাতঃকৃত্য করিলে সাধক মন্ত্র-যন্ত্র প্রভৃতিতে অধিকারী হয়; প্রাতঃকৃত্য না করিলে কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয় না, অধিকন্তু নরক প্রাপ্তি ঘটে। ৩। যামলেও বলিয়াছেন—প্রাতঃকৃত্য না করিয়া যে ব্যক্তি দেবীর পূজা করে, অশুচি ব্যক্তির ক্রিয়ার ন্যায় তাহার সেই ভক্তিকৃত পূজাও বিফল হয়। ৪। লক্ষ্মীকুলার্ণবেও বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি সন্ধ্যাহীন, সে দীক্ষার ফললাভ করিতে পারে না; এই বচনে প্রাতঃকৃত্যের অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৫। বৈদিকসন্ধ্যার পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে, শাস্ত্রেও তাহাই উক্ত হইয়াছে—যথাক্রমে বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে। ৬।

অতঃপর সন্ধ্যা প্রয়োগ বলা হইতেছে।—শক্তিবিষয়ে ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে আচমন করিবে। শক্তিভিন্ন দেবতা-বিষয়ে বৈদিক আচমনমাত্র করিলেই হইবে। স্বতন্ত্রতন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন। হে প্রিয়ে! সাধকপ্রবর আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই কয়টি শব্দের পর স্বাহা শব্দ যোগ করিয়া বিশুদ্ধ জলে আচমন করিবে। মালিনীতন্ত্রেও বলিয়াছেন,—অগ্রে প্রণব ও অন্তে স্বাহা শব্দ যোগ করিয়া আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি শব্দ দ্বারা আচমন করিবে। তৎপরে "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রে জলে তীর্থ আবাহনপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে কুশপত্রত্রয় দ্বারা ভূমিতে তিনবার জল নিক্ষেপ করিয়া সাতবার সেই জল মস্তকে দিবে। পরে প্রাণায়াম

---

(১) কথিতমিতার্থে কথয়ামি (খ টি)। (২) আচমনানন্তরং মুখস্পর্শাদিকং কর্ত্তব্যম্ (খ টি)।
(৩) অন্যত্র শক্তিভিন্নবিষয়ে (খ টি)। (৪) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

বামহস্ততলে জলং নিধায়, দক্ষিণহস্তেন জলমাচ্ছাদ্য (১) হুং যং বং লং রং ইতি ত্রিবারমভিমন্ত্র্য, মূলমুচ্চরন্ গলিতোদকবিন্দুভিস্তত্ত্বমুদ্রয়া মূর্দ্ধনি সপ্তধাভ্যুক্ষণং (২) কৃত্বা, শেষজলং দক্ষিণহস্তে সমাদায়, তেজোরূপং ধ্যাত্বা ইড়য়াকৃষ্য, দেহান্তঃপাপং প্রক্ষাল্য, কৃষ্ণবর্ণং তজ্জলং পাপরূপং ধ্যাত্বা, পিঙ্গলয়া বিরেচ্য, পুরঃকল্পিতবজ্রশিলায়াং ফড়িতি মন্ত্রেণ পাপপুরুষস্বরূপং তজ্জলং ক্ষিপেদি-(৩) ত্যঘমর্ষণম্। গঙ্গে চেত্যাদিমন্ত্রং তীর্থেঽপি পঠেৎ তীর্থে তদ্দ্বিগুণফলমিতি স্মৃতেঃ। তথা চ গৌতমীয়ে।—আচম্য বিধিবন্মন্ত্রী (৪) শুচৌ দেশে চ সংবিশেৎ। জলে সংযোজ্য তীর্থানি ত্রিবারং মূলমন্ত্রতঃ। ক্ষিপেদ্ভূমৌ কুশাগ্রেণ সপ্তধা মূর্দ্ধ্নি সেচয়েৎ॥ তন্ত্রান্তরে। (পুনরাচম্য বিন্যস্য ষড়ঙ্গমপি ধর্ম্মবিৎ (৫)।) বামহস্তে জলং গৃহ্য গলিতোদকবিন্দুভিঃ। সপ্তধা প্রোক্ষণং কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি (৬) মন্ত্রং সমুচ্চরন্। অবশিষ্টোদকং দক্ষহস্তে সংগৃহ্য বুদ্ধিমান্। ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃক্ষালিতং পাপসঞ্চয়ম্। কৃষ্ণবর্ণং তদুদকং দক্ষনাড্যা (৭) বিরেচয়েৎ। দক্ষহস্তে

ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া বামহস্ততলে জল লইয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা সেই জল আচ্ছাদন করত হুং যং বং লং রং এই মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা সেই গলিতজলবিন্দু সাতবার মস্তকে ছিটাইয়া অবশিষ্ট জল দক্ষিণহস্তে ঢালিয়া ঐ জলকে তেজোরূপে ধ্যান করত ঐ জল ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া দেহমধ্যস্থিত পাপ প্রক্ষালনপূর্ব্বক সেই জলকে কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষরূপ চিন্তা করিয়া পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসাদ্বারা বহির্গত করিবে, এবং বহির্গত কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষরূপ সেই জলকে সম্মুখে কল্পিত বজ্র-শিলার উপরে ফট্ এইমন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। ইহার নাম অঘমর্ষণ। গঙ্গাদিতীর্থোদকেও গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন কর্ত্তব্য, স্মৃতিতে বলিয়াছেন—তীর্থোদকে তীর্থাবাহনে দ্বিগুণ ফল হয়। গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন,—"দীক্ষিত ব্যক্তি পবিত্রস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক জলে তীর্থ আবাহন করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করত তিনবার ভূমিতে জল নিক্ষেপ করিবে। কুশাগ্র দ্বারা সেই জল সাতবার মস্তকে ছিটাইবে।" তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—"ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি আবার আচমন করিয়া ষড়ঙ্গন্যাসপূর্ব্বক বামহস্তে জল লইয়া অঙ্গুলীবিবরগলিত জলবিন্দুদ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মস্তকে সাতবার প্রোক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট জল দক্ষিণহস্তে লইয়া ইড়াদ্বারা সেই জল আকর্ষণ পূর্ব্বক দেহমধ্যবর্ত্তী পাপরাশি ক্ষালন করিয়া কৃষ্ণবর্ণ সেই জলকে দক্ষিণ নাড়ী পিঙ্গলা দ্বারা বিরেচন করিবে। সেই বিরেচিত জল দক্ষিণ

---

(১) বিষ্ণুপক্ষে অঞ্জলিং কৃত্বা। (২) বিষ্ণুবিষয়ে ত্রিরভ্যুক্ষণম্।

(৩) ক্ষিপেদিত্যত্র তাড়য়েদিতি (ক) (গ) পাঠঃ। (৪) বিধিনা মন্ত্রীতি (খ) পাঠঃ।

(৫) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৬) মূর্দ্ধ্নি ইত্যত্র মূল ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৭) পিঙ্গলয়া (খ টি)।

চ তন্মন্ত্রী পাপরূপং বিচিন্ত্য চ। পুরতো বজ্রপাষাণে নিক্ষিপেদস্ত্র (১) মুচ্চরন্ ॥ ১ ॥ অন্যত্রাপি। ষড়ঙ্গন্যাসমাচর্য্য বামহস্তে জলং ততঃ। গৃহীত্বা দক্ষিণেনৈব সংপুটং কারয়েদ্বুধঃ। শিববায়ুজলপৃথ্বীবহ্নি (২) বীজৈস্ত্রিধা পুনঃ। অভিমন্ত্র্য চ মূলেন সপ্তধা তত্ত্বমুদ্রয়া। নিক্ষিপ্য তজ্জলং মূর্দ্ধ্নি শেষং দক্ষে নিধায় চ। শরীরান্তঃস্থিতং পাপং ক্ষালয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥২ ॥ ততো হস্তং প্রক্ষাল্যাচম্য হ্রীঁ হংসঃ "ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্য" ইতি মন্ত্রেণ বা সূর্য্যায়ার্ঘ্যং দদ্যাৎ। তথা সংমোহনতন্ত্রে।—শিববীজং বহ্নিসংস্থং বামনেত্রবিভূষিতম্। বিন্দুনাদাত্মকং (৩) দেবি হংসঃ পদমথো লিখেৎ। অনেন মনুনা মন্ত্রী ভাস্করস্য প্রিয়েণ তু। অর্ঘ্যং দদ্যাদিতি শেষঃ। বিশেষস্তু স্নানপ্রকরণে বক্তব্যঃ ॥ ৩ ॥ ততঃ ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ ইত্যনেন তদ্গায়ত্র্যা বা ত্রিবারং জলং নিক্ষিপ্য তত্তদ্দেবতায়া গায়ত্রীং জপেৎ ॥ ৪ ॥ তথা চার্ঘ্যানন্তরং জ্ঞানার্ণবে।—ততশ্চ প্রজপেদ্ধীমান্ গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্। গায়ত্রী তু স্নানপ্রকরণে বক্তব্যা ॥৫॥ নন্দিকেশ্বরসংহিতায়াম্।—যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় মহাত্মনে। তাবন্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং শঙ্করং বা মহেশ্বরীম্ ॥ ৬ ॥ গৌতমীয়ে।—এবং তে কথিতা মন্ত্রসন্ধ্যা মন্ত্রফলাপ্তয়ে।

হস্তে ধারণপূর্ব্বক পাপরূপে চিন্তা করিয়া সম্মুখে কল্পিত বজ্রময় পাষাণে ফট্ মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে।" অন্যত্রও বলিয়াছেন,—"ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া বামহস্তে জল লইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক শিববীজ (হং) বায়ুবীজ (যং) জল (বং) পৃথ্বীবীজ (লং) ও বহ্নিবীজ (রং) দ্বারা ঐ জল তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা সাতবার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে ঢালিয়া শরীর মধ্যবর্ত্তী পাপক্ষালন করিবে। ১।২। তাহার পরে হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিয়া "হ্রী হংসঃ" এই মন্ত্রে অথবা "ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্য" এই মন্ত্রে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। সংমোহনতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন। শিববীজ, হ বহ্নিবীজ র, বামনেত্র ঈ, বিন্দুনাদ, অনুস্বার—যোগে হ্রীং তাহার পরে হংসঃ এই পদ যোগ করিয়া সূর্য্যের প্রীতিদায়ক হ্রীং হংসঃ এই মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। ইহার বিশেষ বিবরণ স্নানপ্রকরণে কথিত হইবে।৩। অনন্তর "ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র অথবা তত্তদ্দেবতায় গায়ত্রীদ্বারা তিনবার জল দিয়া তত্তদ্দেবতার গায়ত্রী জপ করিবে। ৪। অর্ঘ্যদানের পর জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন, তাহার পরে ধীমান পরমাক্ষরী গায়ত্রী জপ করিবে। স্নানপ্রকরণে গায়ত্রী কথিত হইবে। ৫। নন্দিকেশ্বরসংহিতায় বলিয়াছেন—যাবৎকাল মহাত্মা সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান না করা হয়, তাবৎকাল বিষ্ণু, মহাদেব কিম্বা শক্তিদেবতার পূজা করিতে পারিবে না। ৬। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন—আহ্রিক

---

(১) ফড়িতি মন্ত্রম্। (২) শিবঃ (হ) বায়ুঃ (য) পৃথ্বী (ল) বহ্নি (র)।
(৩) শিববীজং (হ) বহ্নি (র) বামনেত্রং (ঈ) বিন্দুনাদঃ (ং) হ্রীমিতি যাবৎ।

ন কুর্য্যাদ্‌যদি মোহেন ন দীক্ষাফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭ ॥ (সন্ধ্যাত্রয়ং তথা কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণো বিধিপূর্ব্বকম্‌। তন্ত্রোক্তবিধিপূর্ব্বস্তু শূদ্রঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ) (১) সংক্ষেপসন্ধ্যামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী হ্যশক্তিতঃ। সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যাত্বা (২) মনুং জপেৎ। সন্ধ্যায়াং পতিতায়ান্তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ ॥ ৮ ॥

অথ স্নানবিধিঃ (৩)।—তত্র নদ্যাদৌ গত্বা বৈদিকস্নানং কৃত্বা তান্ত্রিকস্নানমাচরেৎ ॥১॥ তথা চ গৌতমীয়তন্ত্রে।—ততঃ স্নানং তথা কুর্য্যাদ্‌যথাশাস্ত্রবিধানতঃ (৪) মলপ্রক্ষালনং স্নানং স্বশাখোক্তং সমাচরেৎ। মন্ত্রস্নানং ততঃ কুর্য্যাৎ কর্ম্মণাং সিদ্ধিহেতবে ॥ ২ ॥ তদ্‌যথা,—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতাপ্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ ॥৩॥ তথাচ কুলচূড়ামণৌ।—তাম্রপাত্রং সদূর্ব্বঞ্চ সতিলং সজলং তথা। গৃহীত্বামুকদেবস্য প্রীতয়ে স্নানমাচরেৎ ॥ ৪ ॥ ততঃ ষড়ঙ্গন্যাসপ্রাণায়ামৌ কৃত্বা ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্‌ সন্নিধিং কুরু। ইত্যনেনাঙ্কুশ-

মন্ত্রের ফল পাইবার জন্য তান্ত্রিক সন্ধ্যা বলা হইল, যদি কেহ মোহবশতঃ এই সন্ধ্যা না করে, সে দীক্ষার ফল পাইবে না। ৭। ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক বৈদিক সন্ধ্যার সঙ্গে তিনবার এই সন্ধ্যা করিবে। শূদ্র কেবল তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে। অশক্ত হইলে দীক্ষিত ব্যক্তি সংক্ষেপসন্ধ্যা করিবে। সংক্ষেপসন্ধ্যা যথা,—প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নসময়ে ও সায়ংকালে দেবতাকে ধ্যান করিয়া কেবল মূলমন্ত্র জপ করিবে। যথাকালে সন্ধ্যা না করা হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা করিতে হইবে। ৮।

অনন্তর স্নানবিধি বলা হইতেছে। নদ্যাদিতে বৈদিক-বিধি অনুসারে স্নান করিয়া তান্ত্রিকস্নান করিবে। ১। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন, শাস্ত্রের বিধানানুসারে স্নান করা কর্ত্তব্য। গাত্রের মল প্রক্ষালনার্থ স্ব স্ব বেদশাখার নিয়মে স্নান করিবে। তাহার পরে কর্ম্মের সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে স্নান করিবে। ২। মন্ত্রস্নানে "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতাপ্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে" এইরূপ সংকল্প করিবে। ৩। কুলচূড়ামণিগ্রন্থে তাহাই বলিয়াছেন, তিল ও দূর্ব্বাযুক্ত জলপূর্ণ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া ইষ্টদেবতা-প্রীতিকামনা করিয়া স্নান করিবে। ৪। তৎপরে ষড়ঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম

---

(১) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(২) তথাচ ধ্যানপূর্ব্বকং মন্ত্রজপ এব সন্ধ্যা (খ টি)।

(৩) অত্র যদ্যপি—মান্ত্রং(১) ভৌমং(২) তথাগ্নেয়ং(৩) বায়ব্যং(৪) দিব্যমেব(৫) চ। বারুণং(৬) মানস(৭)ঞ্চৈব স্নানং সপ্তবিধং স্মৃতম্‌। আপো হিষ্ঠাদিভির্ম্মান্ত্রং(১) ভৌমং(২) দেহপ্রমার্জ্জনম্‌। আগ্নেয়ং(৩) ভস্মনা স্নানং, বায়ব্যং(৪) গোরজঃ স্মৃতম্‌। যত্তদাতপবর্ষেণ স্নানং দিব্য(৫) মিহোচ্যতে। বারুণ(৬)ঞ্চাবগাহঃ স্যাৎ মানসং(৭) বিষ্ণুচিন্তনম্‌। ইতি বাক্যাৎ স্নানস্য সপ্তবিধত্বং, তথাপি অমেধ্যসম্ভবং দেহমিতি জলস্নানমাবশ্যকম্‌। (ক টি)। (৪) যথাশাস্ত্রং বিধানবিৎ (ক) পাঠঃ।

মুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য, বমিতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য, কবচেনাবগুণ্ঠ্য, অস্ত্রেণ (১) সংরক্ষ্য, মূলেনৈকাদশধাভিমন্ত্র্য, অস্ত্রেণ (২) সূর্য্যাভিমুখং দ্বাদশবারিধারা নিক্ষিপ্য, তস্মিন্নিষ্টদেবতাচরণারবিন্দনিঃসৃতে জলে ত্রির্নি (৩) র্মজ্য (৪) দেবতাং ধ্যায়ন্ মূলমন্ত্রং যথাশক্তি জপন্, উন্মজ্য, উদকেন ত্রিবারজপ্তেন কলসমুদ্রয়া ত্রিবারমাত্মানমভিষিচ্য, বৈদিকসন্ধ্যাতর্পণং কৃত্বা, সূর্য্যায়ার্ঘ্যং দদ্যাৎ। ততঃ তান্ত্রিকাঘমর্ষণাদি-বারিধারান্তং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ ॥ ৫ ॥ তথাচ যামলে।—ধ্যাত্বা জলাঞ্জলীন্ ক্ষিপ্তা তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্ (৫) তত্ ক্রমমাহ।—ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি, ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি, ওঁ পিতৃংস্তর্পয়ামি, ইতি সন্তর্প্য, গুরুং পরমগুরুং পরাপরগুরুং পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চ তর্পয়েৎ। তথাচ, (৬) দেবান্ ঋষীন্ পিতৃংশ্চৈব তৎকল্পোক্তবিধানতঃ। গুরুপঙ্ক্তিং পুরাতর্প্য তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৭ ॥ বৈষ্ণবে তু বিশেষঃ।—নারদং পর্ব্বতং জিষ্ণুং নিশঠোদ্ধবদারুকম্। বিশ্বক্সেনঞ্চ শৈনেয়ং গুরুঞ্চ তর্পয়েত্রিশঃ। বাক্যন্তু,—ওঁ নারদং তর্পয়ামি ইত্যাদি-

---

করিয়া "গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া জলে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ, হুং এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন ও ফট্ এই মন্ত্রে সংরক্ষণপূর্ব্বক একাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া ফট্ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত সূর্য্যাভিমুখে দ্বাদশবার জলধারা নিক্ষেপ করিয়া ঐ অভিমন্ত্রিত জল ইষ্টদেবতার পাদপদ্ম হইতে নির্গত মনে করিয়া ঐ জলে তিনবার ডুব দিয়া দেবতার ধ্যান করত যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে উন্মজ্জনপূর্ব্বক তিনবার মূলমন্ত্র জপ দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল কুম্ভমুদ্রাদ্বারা স্বীয় গাত্রে প্রদানপূর্ব্বক বৈদিক সন্ধ্যা ও তর্পণ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। পরে তান্ত্রিক অঘমর্ষণ হইতে জলধারা-দান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। ৫। যামলে বলিয়াছেন—ধ্যান করিয়া জলাঞ্জলি নিক্ষেপপূর্ব্বক ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে। ৬। তর্পণপ্রণালী বলিতেছেন—ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি, ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি, ওঁ পিতৃংস্তর্পয়ামি এইরূপ তর্পণ করিয়া গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠি, গুরুর তর্পণ করিবে। প্রমাণে তাহাই উক্ত হইয়াছে, যথা—শাস্ত্রোক্তনিয়মে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া গুরুপংক্তির তর্পণ করিবে। পরে ইষ্ট দেবতার তর্পণ করিবে। ৭। বিষ্ণুমন্ত্রবিষয়ে ওঁ নারদং তর্পয়ামি ইত্যাদি বাক্যোল্লেখ করত নারদ, পর্ব্বত, জিষ্ণু, নিশঠ, উদ্ধব, দারুক, বিশ্বক্সেন, শৈনেয় ও গুরু এই সকলের প্রত্যেককে তিনবার করিয়া তর্পণ করিবে। ৮। তাহার পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অমুকদেবতাং তর্পয়ামি

---

(১) অস্ত্রেণ ছোটিকয়া (খ টি)।

(২) অস্ত্রেণ ফট্কারেণ (খ টি)। (৩) ত্রিরিতি (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

(৪) জলমধ্যে প্রবিশ্যেত্যর্থঃ (খ টি)। (৫) দেবতাপদং পুংস্ত্রীসাধারণং, অত্র চ ন দেবতাপদং তত্র নিবেশ্যং কিন্তু নামমাত্রং বাচ্যম্ (খ টি)। (৬) কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেনেত্যর্থঃ।

ক্রমেণ ॥ ৮ ॥ ততো মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতাং তর্পয়ামি (নমঃ ইতি বিষ্ণুবিষয়ং। তথা চ গৌতমীয়ে।—আদৌ মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য শ্রীপূর্ব্বং কৃষ্ণমিত্যপি। তর্পয়ামি পদঞ্চোক্ত্বা নমোঽন্তং তর্পয়েত্ততঃ ॥ ৯ ॥ অন্যত্র মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতাং তর্পয়ামি (১)।) তথাচ তন্ত্রান্তরে—তর্পয়ামিপদং যোজ্যং মন্ত্রান্তে স্বেষু নামসু। দ্বিতীয়ান্তেষু চেত্যেবং তর্পণস্য মনুর্ম্মতঃ ॥ ১০ ॥ শক্তিবিষয়ে পুনঃ,—মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবীং (২) তর্পয়ামি স্বাহা। হোমতর্পণয়োঃ স্বাহেতি তন্মঙ্গবচনাৎ ॥ ১১ ॥ তথাচ নীলতন্ত্রে।—মন্ত্রান্তে নাম চোচ্চার্য্য তর্পয়ামি ততঃ পরম্। স্বাহান্তে তর্পণস্ত্বেব (৩) মিত্যাদি ॥ ১২ ॥ পঞ্চবিংশতিসংখ্যা (৪) বা দশধা বা ত্রিধাপি বা। মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়েৎ সুধীঃ। ইতি গৌতমীয়বচনাৎ পঞ্চবিংশতিবারং দশধা ত্রিধা বা সন্তর্পয়েৎ। অত্র শ্রীকৃষ্ণমিত্যুপলক্ষণং ১৩ ॥ (শক্তিবিষয়ে ত্রিধা তর্পণং। স্নানকর্ম্মণি সংপ্রাপ্তে মূর্দ্ধ্নি মন্ত্রী জলাঞ্জলিম্। বিদ্যয়াথ ত্রিশঃ কুর্য্যাৎ পূতাম্ভ ত্রিরপঃ পিবেৎ। তর্পণঞ্চ ত্রিধা ভূয়স্ত্রিধা চ প্রোক্ষণং তনোরিতি কুলামৃতবচনাৎ) ॥ ১৪ ॥ (৫) (৬) ততশ্চ তদাবরণদেবতানাং প্রত্যেকেন সঙ্ক-

নমঃ এই বলিয়া বিষ্ণু বিষয়ে তর্পণ করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—"অগ্রে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "শ্রী" পূর্ব্বক "কৃষ্ণ" এই নাম দ্বিতীয়ান্ত উল্লেখ করিয়া তর্পয়ামি নমঃ এই বলিয়া তর্পণ করিবে। ৯। অন্য দেবতার বিষয়ে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অমুকদেবতাং তর্পয়ামি এই বলিয়া তর্পণ করিবে। ১০। শক্তিমন্ত্র বিষয়ে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "অমুকদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা" এই বলিয়া তর্পণ করিবে। তত্তৎ তন্ত্রে হোম তর্পণ উভয়স্থলেই স্বাহাশব্দ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা আছে। নীলতন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন—মূলমন্ত্রের পর নাম উচ্চারণ করিয়া 'তর্পয়ামি' বলিবে, তাহার অন্তে স্বাহাশব্দ প্রয়োগ করিবে; তর্পণে এই প্রকার করিবে। ১১। ১২। পঞ্চবিংশতিবার, দশবার অথবা তিনবার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তর্পণ করিবে। এই গৌতমীয় বচনের মতে ২৫ বার ১০ বার বা ৩ বার তর্পণ করিবে। এই বচনে শ্রীকৃষ্ণ-শব্দটী উপলক্ষণ মাত্র। ১৩। শক্তিবিষয়ে তিনবার তর্পণ কর্ত্তব্য, কুলামৃতে তাহাই উক্ত আছে। স্নানকালে মস্তকে ৩ বার জলাঞ্জলি দিয়া তিনবার মন্ত্র পূতজলে আচমন করিয়া তিনবার তর্পণ করিবে এবং তিনবার জলদ্বারা শরীর প্রোক্ষণ করিবে। ১৪। কুলার্ণবগ্রন্থে

---

(১) বন্ধনীমধ্যপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি। (২) অত্র দেবীপদং নিরর্থকং বচনাপ্রাপ্তত্বাৎ তথাচামুকমমুকীং তর্পয়ামি ইত্যেব যোজ্যং নতু দেব্যন্তম্। (খ টি)। (৩) তর্পণে ত্বেবমিত্যাদি (খ) পাঠঃ। (৪) তথাচ পঞ্চবিংশত্যাদিবারং তর্পয়েৎ (খ টি)। (৫) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৬) নতু শিবেঽপ্যুক্তকল্পে বিষ্ণুকল্প এব গ্রাহ্যঃ। "ত্বদুপাসা জগন্নাথ উপাসা মম গোপতে।" ইতি ভারতবচনাৎ। সিদ্ধযামলে চ—"শৈবা যে বৈষ্ণবাস্তে হী"ত্যাদি অভেদপ্রকরণে বহুশো বক্তব্যঃ। যত্তু তত্র শিবশক্ত্যোরপ্যভেদস্তত্তু নাচারপরম্। যথা বিষ্ণোর্বামাংশে শক্তিস্থানত্বাত্ত-

স্তর্পয়েৎ। তথাচ কুলার্ণবে।—একৈকমঞ্জলিং তোয়ং পরিবারান্ প্রতর্পয়েৎ। তত্রাপ্যশক্তশ্চেন্মূলমন্ত্রমুচ্চার্য্য ইষ্টদেবতামাত্রং তর্পয়েৎ॥ ১৫॥ তথা চ,—অশক্তো মূলমুচ্চার্য্য দেবীমাত্রং প্রতর্পয়েৎ॥ ১৬॥ ততো জলাদুত্থায় ধৌতে বাসসী পরিধায়াচম্য হ্রীঁ হংসঃ (১) ইদমর্ঘ্যং সূর্য্যায় স্বাহা। তারাদৌ তু—হ্রীঁ হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা। তন্ত্রান্তরে।—সূর্য্যমুচ্চার্য্য অর্ঘ্যং দত্ত্বা জপেন্মনুম্॥ ১৭॥ শ্রীবিদ্যাবিষয়ে তু—ঐঁ হ্রীঁ শ্রী হ্রাঁ হ্রীং সঃ (মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায়) (২) গ্রহরাশিনক্ষত্রতিথিযোগকরণপরিবারসহিতায় ইত্যর্ঘ্যং স্বাহা, ইত্যর্ঘ্যং দত্ত্বা তত্তদ্দেবতা-গায়ত্রীং শতধা দশধা বা জপেৎ॥ ১৮॥ তথাচ তন্ত্রান্তরে।—অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা গায়ত্রীং প্রজপেৎ সুধীঃ। মহাপাতকযুক্তোঽপি প্রজপেদ্দশধা যদি। সত্যং সত্যং মহাদেবি মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ। দশধেতি শক্তাশক্তভেদেন॥ ১৯। গায়ত্রীজপানন্তরং তর্পণং বা। তথাচ,—সূর্য্যমণ্ডলবাসিন্যৈ দেবতায়ৈ ততঃ পরম্। অর্ঘ্যমঞ্জলিমাদায় গায়ত্র্যা বা ত্রিরুৎক্ষিপেৎ। যথাশক্তি জপেদ্দেবীং গায়ত্রীং তদনন্তরম্।

বলিয়াছেন,—আবরণ দেবতার প্রত্যেককে এক একবার তর্পণ করিবে। প্রত্যেকের তর্পণ করিতে অশক্ত হইলে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কেবল ইষ্টদেবতাকে তর্পণ করিবে। তদ্বিষয়ে প্রমাণ—'অশক্তিপক্ষে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কেবল দেবতার তর্পণ করিবে। ১৫। ১৬। অনন্তর জল হইতে উঠিয়া উত্তরীয় ও পরিধেয় বস্ত্রযুগল পরিধানপূর্ব্বক আচমন করিয়া "হ্রীঁ হংসঃ ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তারাদি দেবতাপক্ষে—"হ্রীঁ হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা" এই বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন সূর্য্যনাম উচ্চারণপূর্ব্বক অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। ১৭। শ্রীবিদ্যাবিষয়ে "ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রাঁ হ্রীঁ সঃ মার্ত্তণ্ড-ভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় গ্রহরাশিনক্ষত্রযোগ-করণ-পরিবার-সহিতায় ইদমার্ঘ্যং স্বাহা" এই বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিয়া ইষ্টদেবতার গায়ত্রী শতবার বা দশবার জপ করিবে। ১৮। তন্ত্রান্তরেও তাহাই বলিয়াছেন,—১০৮ বার বা দশবার গায়ত্রী জপ করিলে মহাপাতকী ব্যক্তিও মহাপাতক হইতে মুক্তি লাভ করিবে সন্দেহ নাই। দশবার গায়ত্রী জপের ব্যবস্থা নিতান্ত অশক্তপক্ষে। শক্ত পক্ষে ১০৮ বার ব্যবস্থা। ১৯। গায়ত্রী জপের পর তর্পণ ইহাও মতান্তরে ব্যবস্থা। তদ্বিষয়ে যামলের বচন

দংশে রক্তপুষ্পাদিদানং তথাত্রাপি শিবশক্ত্যোরেকাঙ্গত্বেঽপি। ক্রিয়াকলাপে পুংপ্রকৃত্যোর্ব্বিশেষ আচরণীয়ঃ। ননু যত্র তত্র শৈবে শাক্তে ন তুষ্যতীত্যাদ্যোক্তত্রোদাহৃতং তত্ত্ব, তত্রৈব। তথা গণেশসূর্য্যয়োরপি বিষ্ণুবদাচরণং পুংস্ত্বাৎ। ইতি অধিকঃ পাঠঃ কচিৎ।

(১) ইদন্ত বিশেষানাম্রাতস্থলে বোধ্যম্ (খ চি)। (২) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। অত্র ঐং হ্রীং শ্রীং হ্রীং হ্রীং ক্লীং হ্লং সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় ইত্যাদি (আ০ বি০) পাঠঃ।

তর্পণার্থং সমাচম্য প্রাণানায়ম্য সাধকঃ। (ধ্যাত্বা জলাঞ্জলিং ক্ষিপ্ত্বা তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্ ইতি যামলবচনাৎ) (১) ২০॥

গায়ত্রী তু—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় (২) ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি বিষ্ণুগায়ত্রী। নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি নারায়ণগায়ত্রী। বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি তন্নো নরসিংহঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি নৃসিংহগায়ত্রী। বাগীশ্বরায় বিদ্মহে হয়গ্রীবায় ধীমহি তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি হয়গ্রীবগায়ত্রী। গোপালগায়ত্রী তু,—কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াদিতি। দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি রামগায়ত্রী। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি শিবগায়ত্রী। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ। ইতি গণেশগায়ত্রী। দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বিদ্মহে ধ্যানস্থায় ধীমহি তন্নো ধীশঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি দক্ষিণামূর্ত্তি-(৩) গায়ত্রী। আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি সূর্য্যগায়ত্রী। কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি কামদেব-(৪) গায়ত্রী। সর্ব্বসংমোহিন্যৈ বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি শক্তিগায়ত্রী (৫)। ত্বরিতায়ৈ বিদ্মহে মহানিত্যায়ৈ (৬) ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। ইতি ত্বরিতাগায়ত্রী। ঐঁ বাগীশ্বর্য্যৈ বিদ্মহে ক্লীঁ কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি সৌস্তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি বালাভৈরবীগায়ত্রী। ঐঁ ত্রিপুরাদেব্যৈ বিদ্মহে ক্লীং কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি সৌস্তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ॥ ইতি ত্রিপুরাসুন্দরী-গায়ত্রী। ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ভৈরব্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি ভৈরবীগায়ত্রী। মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। ইতি দুর্গাগায়ত্রী। নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ। ইতি জয়দুর্গাগায়ত্রী। মহালক্ষ্ম্যৈ (৭) বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি লক্ষ্মীগায়ত্রী। বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় (৮) ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ!

যথা,—তাহার পর সূর্য্যমণ্ডলবাসিনী দেবতার উদ্দেশে গায়ত্রী পড়িয়া ৩ বার অর্ঘ্য প্রদান করিবে, পরে যথাশক্তি গায়ত্রী জপ করিয়া আচমনপূর্ব্বক ইষ্টদেবতার তর্পণ

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) কামদেবায় ইত্যত্র স্মরায়েতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ° বি°) পাঠশ্চ। (৩) দক্ষিণামুর্ত্তিঃ শিবঃ (খ টি)।

(৪) কামদেব ইত্যত্র সম্মোহন ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৫) বিশেষানুক্তত্রিপুটাদিশক্তি-গায়ত্রী ইতি (আ° বি°)। (৬) মহানিত্যায়ৈ ইত্যত্র নিত্যায়ৈ ইতি (আ° বি°) পাঠঃ।

(৭) মহালক্ষ্ম্যৈ ইত্যত্র মহালক্ষ্মি ইতি (খ) পুস্তকে (আ° বি°) পুস্তকে চ পাঠঃ।

(৮) কামরাজায় ইত্যত্র কামরাজায়ৈ ইতি (আ° বি°) পাঠঃ সঙ্গতঃ।

ইতি সরস্বতীগায়ত্রী। নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ইতি ভুবনেশ্বরী-গায়ত্রী। ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ। ইতি অন্নপূর্ণা-গায়ত্রী। মহিষমর্দ্দিন্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। ইতি মহিষমর্দ্দিনী-গায়ত্রী। বৈরোচন্যৈ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ (১) ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি ছিন্নমস্তা-গায়ত্রী। (২) কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ। ইতি কালিকা-(৩) গায়ত্রী। তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ (৪) ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। ইতি তারাগায়ত্রী। (গরুড়ায় বিদ্মহে সুপর্ণায় ধীমহি তন্নো গরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি গরুড়গায়ত্রী (৫)॥ ২১॥

গায়ত্রী-ধ্যানন্তু।—প্রাতঃ,—উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ। কৃষ্ণাজিনধরাং (৬) ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে॥ ২২॥ মধ্যাহ্নে,—শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্। গদাপদ্মধরাং (৭) দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্॥ ২৩॥ সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্। ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্ (৮) সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥ ২৪॥ ত্রিপুরাদৌ ধ্যানবিশেষো যথা—প্রাতরাধারকমলে হুতভুঙ্মণ্ডলো-

করিবে।২০। (কতিপয় দেবতার গায়ত্রী উপরে লিখিত হইয়াছে; ইহার অর্থ গুরুমুখে জ্ঞাতব্য। ২১)

গায়ত্রী জপের পর গায়ত্রী ধ্যান কর্ত্তব্য। এক্ষণে তাহা বলা হইতেছে। প্রাতঃকালে—“উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণা, এক হস্তে পুস্তক ও অপর হস্তে জপমালা, পরিধানে কৃষ্ণাজিন, আকাশে নক্ষত্র থাকিতে অর্থাৎ প্রত্যূষে এইরূপ ব্রহ্মমূর্ত্তি চিন্তা করিবে। ২২। মধ্যাহ্নকালে যে দেবীকে ধ্যান করিবে, তাঁহার দেহকান্তি শ্যামবর্ণা, চারিটি বাহু, চারি বাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ২৩। সায়ংকালে যাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে, তাঁহার বর্ণ শুভ্র, তিনি শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া বৃষভাসনে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার তিনটি নেত্র, তিনি পাশ, শূল, ও নরকপাল হস্তে সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন। সেই গায়ত্রী দেবী ধ্যানকর্ত্তার উপর প্রসন্না হইয়া বরপ্রদান করেন॥ ২৪॥ সকল দেবতার উপাসকেরাই

---

(১) ছিন্নমস্তায়ৈ ইত্যত্র চ্ছিন্নমুণ্ডায়ৈ ইতি (খ) পাঠঃ।

(২) বগলামুখ্যৈ বিদ্মহে পীতাম্বরায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ। ইতি বগলায়াঃ। উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ বিদ্মহে সুমুখি দেবি ধীমহি তন্নো মাতঙ্গী প্রচোদয়াদিতি চাণ্ডালিন্যাঃ ইত্যাধিকঃ (আ০ বি০) পাঠঃ। (৩) কালিকা ইত্যত্র শ্যামা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) মহোগ্রায়ৈ ইত্যত্র একজটায়ৈ ইতি (খ) পাঠঃ। (৫) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।(৬) কৃষ্ণাজিনাম্বরামিতি (খ) পাঠঃ। (৭) গদাপদ্মকরামিতি (খ) পাঠঃ। (৮) নৃকপালমিতি (খ পাঃ)।

পরি (১)। বাগ্বীজরূপাং বিদ্যায়া বিদ্যুৎপটল- (২) ভাস্বরাম্। পুষ্পবাণেক্ষুকোদণ্ডপাশাঙ্কুশলসৎকরাম্। স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীং (৩) গুরুবিদ্যাক্ষরাত্মিকাম্ ॥ ২৫ ॥ মধ্যাহ্নে হৃদয়াম্ভোজ-(৪) কর্ণিকে সূর্য্যমণ্ডলে। কামবীজাত্মিকাং দেবীমলক্তকরসারুণাম্। প্রসূনবাণপুণ্ড্রেক্ষু (৫) চাপপাশাঙ্কুশান্বিতাম্। পরিতঃ স্বাত্মমুখ্যাভিঃ ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বশক্তিভিঃ ॥ ২৬ ॥ সায়মাজ্ঞাসরোজস্থে (৬) চন্দ্রে চন্দ্রসম-(৭) দ্যুতিম্। শক্তিবীজাত্মিকাং চাপবাণ-পাশাঙ্কুশান্বিতাম্। যুগনিত্যাক্ষরাকারাং (৮) স্ফটিকা(৯)ভরণান্বিতাং চিন্তয়িত্বা ভগবতীং নিত্যাভিঃ পরিবারিতাম্ ॥ ২৭ ॥ তারাদৌ তু।—হ্রীঁ হংসঃ ইতি সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা তাম্রাদিপাত্রে চন্দনার্ককুসুমাপরাজিতাপুষ্পাণি নিক্ষিপ্য, উদ্যদাদিত্যমণ্ডলবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ স্বাহা ইত্যর্ঘ্যং দত্ত্বা, গায়ত্রীং জপেদিতি বিশেষঃ। তদুক্তং নীলতন্ত্রে।—উদ্যদাদিত্যমণ্ডলবর্ত্তিন্যৈ চ সমুদ্ধরেৎ। নিত্য-

এইরূপ ধ্যান করিবেন, কেবল ত্রিপুরার বিদ্যার উপাসকদিগের পৃথক্ ধ্যান যথা,—প্রাতঃকালে যাঁহাকে চিন্তা করিবে, তিনি মূলাধার-পদ্মে বহ্নিমণ্ডলোপরি-সংস্থিতা, বাগ্বীজরূপিণী, বিদ্যুৎ পুঞ্জের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা, পুষ্প-বাণ, ইক্ষু-ধনু, পাশ এবং অঙ্কুশ ধারণ করিতেছেন। তিনি আপন ইচ্ছামত মূর্ত্তি ধারণ করেন তিনি গুরুবিদ্যাক্ষররূপিণী। ২৫। মধ্যাহ্নকালে চিন্তনীয়া দেবী হৃৎপদ্মের কর্ণিকা-মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতা কামবীজরূপিণী, অলক্তকরসে রক্তবর্ণা, পুষ্প-বাণ, শ্বেত ইক্ষুদণ্ড নির্ম্মিত ধনু, পাশ, এবং অঙ্কুশ ধারণ করিতেছেন, প্রধানা ছত্রিশটি তত্ত্বশক্তি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। ২৬। সায়ংকালে ধ্যাতব্যা মূর্ত্তি আজ্ঞাপদ্ম মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলে বাস করিতেছেন, তিনি শক্তিবীজরূপিণী, ধনুর্ব্বাণ, পাশ, ও অঙ্কুশ ধারণ করিতেছেন, হ ক্ষ—এই দুইটি অক্ষর তাঁহার মূর্ত্তি, তিনি স্ফটিকমণি নির্ম্মিত আভরণ ধারণ করিতেছেন, নিত্যা দেবীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন।২৭। তারাদি দেবতার স্থলে হ্রীঃ হংসঃ এই মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া তাম্রাদি পাত্রে রক্তচন্দন, আকন্দপুষ্প ও অপরাজিতাপুষ্প নিক্ষেপ করিয়া উদ্যদাদিত্যমণ্ডলবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ স্বাহা" এই বলিয়া অর্ঘ্য-

---

(১) মূলাধারস্থত্রিকোণমণ্ডলোপরি (খ টি)।

(২) পটল ইত্যত্র পাটল ইতি (ক) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ।

(৩) বপুষীমিত্যত্র বপুষমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৪) কর্ণিকামধ্যে সূর্য্যমণ্ডলমিতি ভাবয়েৎ (খটি)

(৫) পুণ্ড্রেক্ষু ইত্যত্র পুষ্পেক্ষু ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। পুষ্পযুক্ত ইক্ষুধনুরিতি তদর্থঃ। পুণ্ড্রেক্ষুঃ শ্বেতবর্ণেক্ষুঃ। (৬) ভ্রূব্যোমধ্যবর্ত্তিকমলে (খ টি)। (৭) চন্দ্রামলদ্যুতিমিতি (খ) পাঠঃ।

(৮) হক্ষস্বরূপাং তদাকাররূপাম্ (খ টি) যুগেতি যুগভূতে নিত্যে যে অক্ষরে হক্ষস্বরূপে তন্ময়ীমিত্যর্থঃ (আ০ বি০)। (৯) ঘটিকাবরণান্বিতামিতি (খ) পাঠঃ অলক্ষণমাবরণান্বিতামিতি তদর্থঃ। স্ফটিকাভরণান্বিতামিতি আগমতত্ত্ববিলাসধৃতপাঠঃ সাধুঃ স এবাত্র উদ্ধৃতঃ; মুদ্রিতপুস্তকে ঘটিকাবরণান্বিতামিতি পাঠো দৃশ্যতে।

ষট্‌চক্রভেদ।

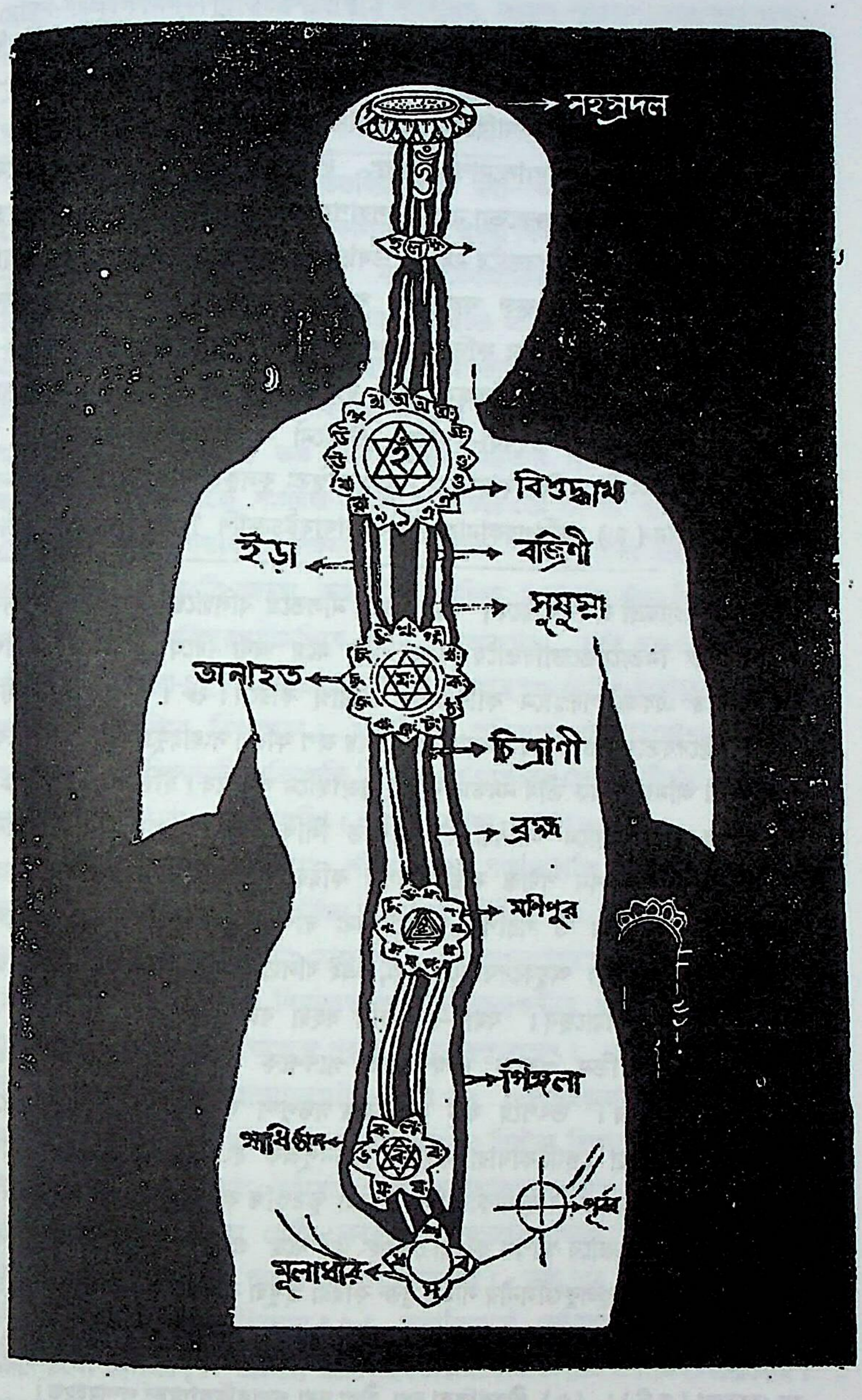
সহস্রদল
বিশুদ্ধাখ্য
ইড়া
বজ্রিণী
সুষুম্না
অনাহত
চিত্রাণী
ব্রহ্ম
মণিপুর
পিঙ্গলা
স্বাধিষ্ঠান
পূর্ব
মূলাধার

১৩৫ পৃঃ।

চৈতন্যোদিতায়ৈ স্বাহেতি চ মনুঃ স্মৃতঃ। অন্যত্র (১) কালিকাপদপ্রয়োগঃ ॥ ২৮ ॥ ততঃ সূর্য্যমণ্ডলে দেবতাং বিভাব্য, মূলমন্ত্রং যথাশক্তি জপ্ত্বা সংহারমুদ্রয়া দেবতাং স্বহৃদয়মানীয়, তীর্থং নমস্কৃত্য, যাগস্থানমাবিশেদিতি স্নানবিধিঃ ॥ ২৯ ॥

ততঃ সামান্যার্ঘ্যস্থাপনাদ্যাসনোপবেশনান্তং দীক্ষাপদ্ধত্যুক্তং কর্ম্ম সমাপ্য বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, মূর্দ্ধ্নি মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ গৌতমীয়ে।—কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং যজেৎ। গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুস্তথা। দক্ষপার্শ্বে গণেশঞ্চ মূর্দ্ধ্নি দেবং বিভাবয়েৎ। ততঃ ফড়িতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য, উর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়ং দত্ত্বা, ছোটিকাভির্দ্দশদিগ্বন্ধনং কৃত্বা, রমিতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ ॥ ৩০ ॥ তদ্‌যথা—স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা সোঽহমিতি (২) হৃদয়স্থং জীবাত্মানং দীপকলিকাকারং (৩) মূলাধারস্থিতং কুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুষুম্না বর্ত্মনা মূলাধারস্বাধিষ্ঠান-(৪) মণিপূরকানাহতবিশুদ্ধাজ্ঞাখ্যষট্‌চক্রাণি ভিত্ত্বা শিরোঽবস্থিতা-

প্রদানপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে। এই বিষয়ে নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন,—"উদ্যদাদিত্যমণ্ডলবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দিবে। অন্যত্র অর্থাৎ কালিকামন্ত্রে একজটাপদস্থানে কালিকাপদ প্রয়োগ করিবে। ২৮। তৎপরে সূর্য্যমণ্ডলে ইষ্টদেবতার চিন্তা করত যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া সংহারমুদ্রাদ্বারা দেবতাকে স্বীয় হৃদয়ে আনয়নপূর্ব্বক তীর্থ নমস্কার করিয়া পূজাস্থানে আসিবে। ইতি স্নানবিধি।২৯

তাহার পর পূজাস্থানে আসিয়া দীক্ষাপদ্ধতি লিখিত নিয়মে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন হইতে আসনোপবেশন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া বামভাগে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, মস্তকে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, এই বলিয়া নমস্কার করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন। যথা—কৃতাঞ্জলি হইয়া বামভাগে গুরু, পরমগুরু ও পরাপর গুরু এই তিন গুরুকে দক্ষিণভাগে গণেশকে ও মস্তকে আরাধ্য দেবতাকে চিন্তা করিবে। তৎপরে ফট্ এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা করশোধন করত উর্দ্ধে তালত্রয়ধ্বনি করিয়া ছোটিকাদ্বারা দশদিক্ বন্ধনপূর্ব্বক রং এই মন্ত্রে জলধারাদ্বারা স্বদেহকে বেষ্টন করত বহ্নিপ্রাকার চিন্তা করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। ৩০। যথা—স্বীয় অঙ্কে করদ্বয় উত্তানভাবে স্থাপন করিয়া সোঽহং এই মন্ত্রে প্রদীপাকার হৃদয়স্থিত জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত যুক্ত করিয়া সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়া মূলাধার,

---

(১) কালিকামন্ত্রে একজটাপদস্থানে ইত্যর্থঃ (ক টি)। (২) সোঽহমিত্যেব মন্ত্রো ভাবনীয়ঃ নতু দেবতুল্যঃ (খ টি)। (৩) দীপকলিকা যথা দীপঃ তথা পুষ্পকলিকাপদেন পুষ্পমুচ্যতে।

(৪) স্বাধিষ্ঠানচক্রং লিঙ্গমূলে।

ধোমুখ-সহস্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গতপরমাত্মনি সংযোজ্য, তত্রৈব পৃথিব্যপ্‌তেজোবায্বাকাশ-গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দনাসিকা * জিহ্বাচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রবাক্ পাণিপাদ-পায়ূপস্থ-প্রকৃতি-

স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া মস্তকমধ্যবর্ত্তী

---

*—আগমতত্ত্ববিলাসোক্তঃ ভূতশুদ্ধিপ্রকারো যথা—অঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা সোঽহমিতি হৃদয়স্থং জীবাত্মানং দীপকলিকাকারং সুষুম্না বিবরবর্ত্মনা পরমশিবে সংযোজ্য মূলাধারপদ্মস্থাং কুণ্ডলিনীং নিদ্রাণাং ষট্‌চক্রভেদপ্রক্রিয়য়া বক্ষ্যমাণস্বরূপাং হমিতি ত্রিকোণমণ্ডলস্থাগ্নিশিখয়া সজাগরাং বিধায় হংস ইতি মন্ত্রেণোত্তোল্য বক্ষ্যমাণষট্‌চক্রভেদপ্রক্রিয়য়া পরমশিবে সংযোজ্য পায়ুস্থমূলাধারগতপৃথ্বীং সমুত্তোল্য লিঙ্গমূলস্থস্বাধিষ্ঠানগতজলে সঙ্গময্য তত্র লীনাং বিভাব্য তয়া সহ তজ্জলমুত্তোল্য নাভিমূলস্থমণিপূরকগতবহ্নিরূপতেজসি সঙ্গময্য তত্র লীনং বিচিন্ত্য তাভ্যাং সহ তত্তেজঃ সমুত্তোল্য হৃদয়স্থানাহতপদ্মগতবায়ৌ সংগময্য তত্র লীনং বিচিন্ত্য তৈঃ সহ তং বায়ুমুত্তোল্য কণ্ঠদেশস্থবিশুদ্ধাখ্য-পদ্মগতাকাশে সঙ্গময্য তত্র লীনং বিচিন্ত্য তৈঃ তদাকাশমুত্তোল্য ভ্রূমধ্যস্থাজ্ঞাচক্রগতমনসি সঙ্গমযা তত্র লীনং বিচিন্ত্য মনোনাদে লীনং বিভাব্য নাদং সহস্রদল-পদ্মমধ্যগতবিন্দুরূপপরমশিবে লীনং বিভাবয়েৎ। তথা গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ-নাসিকা-জিহ্বা-চক্ষুস্ত্বক্-শ্রোত্র-বাক্-পাণিপাদ—পায়ূপস্থ-প্রকৃতি—মনোবুদ্ধ্যহঙ্কাররূপ-তত্ত্বানি চ পরমশিবে বিলাপয়েৎ। তত্ত্বানি চ পৃথিব্যপ্‌তেজোবায্বাকাশানি পঞ্চভূতানি। গন্ধাদিকোনবিংশতিশ্চেতি মিলিত্বা চতুর্ব্বিংশতিঃ, তৈশ্চ শরীরমিতি অতোভূতানাং দেহভূতানাং শুদ্ধির্ভূতশুদ্ধিঃ। অত্রায়মস্মাকং প্রপঞ্চঃ,—

পৃথিব্যম্বুতেজোমরুদ্ব্যোমরূপৈঃ শরীরং কৃতং পঞ্চভির্ভাতি ভূতৈঃ। অতো দেহভূতেষু ভূতেষু শুদ্ধিঃ, পরং কীর্ত্তিতা ভূতশুদ্ধিঃ সুধীভিঃ ॥ ১ ॥ সমাধায় ষট্‌চক্রভেদপ্রকারৈঃ, পরস্মিন্ শিবে কুণ্ডলীং যোজয়িত্বা। অপায়ুস্থমূলাম্বুজস্থাং ধরিত্রীং, সমুত্তোলয়েদন্তরা বর্ত্ম-নৈব। ততো লিঙ্গমূলস্থলস্থাপ্যধিষ্ঠানচক্রস্থনীরে যুতাং সংবিলাপ্য ॥ ২ ॥ তয়া সার্দ্ধমম্ভঃ সমুত্তোল্য নাভ্যম্বুজে পূরকে বহ্নিতেজস্যুদস্যেৎ। কৃশানৌ জলং লাপয়িত্বা তমগ্নিং ধরিত্রীপয়োভ্যামুদস্যন্নিদধ্যাৎ ॥ ৩ ॥ হৃদিস্থেঽম্বুজেনাহতাখ্যে সমীরে, মহাযোগ-যোগেন যোগী কৃতাত্মা। ততস্তত্র তেজো বিলীনং বিভাব্য ত্রিভিঃ সার্দ্ধমুত্তোলয়েদ্বায়ুমাশু ॥ ৪ ॥ অতঃ কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধাখ্যপদ্মান্তরাকাশমধ্যে সমীরং ব্যুদস্যেৎ। তদাকাশমেতৈঃ সমুত্তোল্য যোগী, ভ্রুবোর্ম্মধ্য আজ্ঞাসরোজান্তরালে ॥ ৫ ॥ মনস্যেব সংলাপয়েত্তচ্চ নাদে, শিরঃ পদ্মবিন্দুস্বরূপে শিবে তম্। তথা তত্র গন্ধং রসং রূপধেয়ং বশী স্পর্শশব্দৌ চ নাসাঞ্চ জিহ্বাম্ ॥ ৬ ॥ অথাক্ষিত্বচৌ শ্রোত্রবাক্‌পাণিপাদং সমাযুজ্য পায়ুং তথোপস্থসংজ্ঞম্। প্রকৃত্যা মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারমেকোনবিংশানি তত্ত্বানি দেহাত্মকানি। মরুৎপূরণাধারণারেচনাভিঃ শরীরং বিশোধ্যানয়েত্তানি তেষু ॥ ৭ ॥ অন্যৎ সর্ব্বং সমানম্ ॥

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বানি বিলীনানি (১) বিভাব্য, যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য, তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য, নাসাপুটৌ ধৃত্বা চতুঃষষ্টিবারজপেন (২) কুম্ভকং কৃত্বা, বামকুক্ষিস্থ-কৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য, তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততো দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা, তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য, নাসাপুটৌ ধৃত্বা, চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা, বামকুক্ষিস্থকৃষ্ণবর্ণ-পাপপুরুষেণ সহ দেহং (মূলাধারস্থিতবহ্নিনা) (৩) দগ্ধ্বা তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। (৪) ঠমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসিকায়াং ধ্যাত্বা, তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা নাসাপুটৌ ধৃত্বা, বমিতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন তস্মাল্ললাটচন্দ্রাদ্‌গলিতসুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া (৫) সমস্তদেহং বিরচয্য লমিতি পৃথ্বী-

---

অধোমুখ সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকামধ্যে অবস্থিত পরমশিবে সংযোজিত করিয়া তাহাতে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চভূত; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্র; নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্, ও কর্ণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, হস্ত, পদ, গুহ্যদেশ, মেঢ্রদেশ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব বিলীন হইয়াছে—এই প্রকার ভাবনা করত যং এই ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ বামনাসাপুটে চিন্তা করত ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করিবে, পরে বায়ুদ্বারা দেহ পূর্ণ করিয়া উভয় নাসাপুট ধারণাপূর্ব্বক ঐ যং বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া বামকুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত দেহ শোষণ করত ঐ বীজ বত্রিশবার জপ দ্বারা দক্ষিণনাসা দিয়া বায়ু পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর দক্ষিণনাসাতে রক্তবর্ণ রং এই বহ্নিবীজ চিন্তা করিয়া ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করত বায়ু দ্বারা দেহ পূরণ এবং নাসিকাদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ঐ বীজের চতুঃষষ্টিবার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া মূলাধারস্থিত অগ্নিদ্বারা কৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষের সহিত দেহকে দহনপূর্ব্বক ঐ বীজ বত্রিশবার জপ করিয়া বামনাসিকা দ্বারা ভস্মের সহিত বায়ু রেচন করিবে। তৎপরে শুক্লবর্ণ ঠং এই চন্দ্রবীজ বামনাসিকাতে চিন্তা করত ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করিয়া ললাটদেশে চন্দ্রকে আনয়ন করিবে। পরে উভয় নাসিকা ধারণপূর্ব্বক বং এই বরুণবীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিয়া ললাটে আনীত চন্দ্র হইতে ক্ষরিত মাতৃকাবর্ণময় অমৃত দ্বারা সমস্ত নূতন দেহ রচনা করিয়া লং এই

---

(১) বীজভাবেন বিলীনানি (খ টি)।

(২) চতুঃষষ্টিবারজপেনার্থাদ্বায়ুবীজস্য। (৩) বন্ধনীমধ্যপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

(৪) শক্তিবিষয়ে তু চন্দ্রবীজজপো হি আবশ্যকঃ। তদুক্তং বিশ্বসারতন্ত্রে ঠং বীজং শুক্লবর্ণঞ্চ জপ্ত্বা ষোড়শধা সুধীঃ। ভ্রূমধ্যস্থিতচন্দ্রে তু তেনৈব চ নিযোজয়েৎ ইত্যধিকঃ পাঠোঽত্র (খ) পুস্তকে।

(৫) বর্ণাত্মিকয়া ইত্যত্র বর্ণাত্মকমিতি (খ) পাঠঃ।

বীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য, দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ। মাত্রাসংখ্যয়া (১) বা, তদুক্তং গৌতমীয়ে।—সুষুম্না বর্ত্মনা সোহহমিতি মন্ত্রেণ যোজয়েৎ। সহস্রারে শিবস্থানে পরমাত্মনি দেশিকঃ। ধূম্রবর্ণং ততো বায়ুবীজং ষড়্বিন্দুলাঞ্ছিতম্। (২) পূরয়েদিড়য়া বায়ুং সুধীঃ ষোড়শমাত্রয়া। মাত্রয়া তু চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভয়েচ্চ সুষুম্নয়া। দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া॥ পূরয়েদনয়া চৈব সঞ্চিন্ত্য নীলমারুতম্। রক্তবর্ণং বহ্নিবীজং ত্রিকোণং স্বস্তিকান্বিতম্। তেন পূরকযোগেন মাত্রয়া ষোড়শাখ্যয়া। চতুঃষষ্ট্যা মাত্রয়া চ নির্দ্দহেৎ কুম্ভকেন তু। বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভম্। ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ম্। সুরাপানহৃদা যুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম্। তৎসংসর্গিপদ-দ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্। উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রু-বিলোচনম্। খড়্গচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমেবং (৩) কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ। মূলাধারোত্থিতেনৈব বহ্নিনা নির্দ্দহেচ্চ তম্। এবং সংদহ্য পরিতো দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া ততঃ। ভস্মনা সহিতং মন্ত্রী রেচয়েদিড়য়া পুনঃ। বামনাড্যাং

পৃথিবীবীজ বত্রিশবার জপ করত দেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করিয়া দক্ষিণনাসিকাদ্বারা বায়ু রেচন করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন যথা—"সোহহম্" এই মন্ত্রে সুষুম্না-নাড়ীদ্বারা জীবাত্মাকে শিরস্থিত সহস্রদলপদ্মে পরমাত্মায় সংযোজন করিবে। পরে ছয়টী বিন্দুদ্বারা চিহ্নিত ধূম্রবর্ণ যং এই বায়ুবীজ ষোড়শবার জপ করিয়া ইড়াদ্বারা বায়ুপূরণ, ঐ বীজের চতুঃষষ্টিবার জপে সুষুম্না দ্বারা বায়ুনিরোধ এবং বত্রিশ বার জপ করিয়া পিঙ্গলা দ্বারা উক্ত রুদ্ধ বায়ু রেচন করিবে। পরে ঐ পিঙ্গলানাড়ী দ্বারা রক্তবর্ণ ত্রিকোণাকার স্বস্তিকযুক্ত বহ্নিবীজ রং ষোলবার জপ দ্বারা নীল-বায়ুপূরণ, ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিয়া বায়ুনিরোধদ্বারা বামপার্শ্বস্থিত পাপ-পুরুষকে দগ্ধ করিবে। পাপপুরুষের বর্ণ কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণ, ব্রহ্মহত্যা ইহার মস্তক, স্বর্ণচৌর্য্য ইহার বাহুদ্বয়, সুরাপান ইহার হৃদয়, গুরুপত্নী গমন ইহার দুই কটিদেশ, তৎসংসর্গিব্যক্তিগণ ইহার পদযুগল, অন্যান্য পাতক ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, উপাতক ইহার লোম, ইহার শ্মশ্রু ও চক্ষু রক্তবর্ণ, এই পাপপুরুষ খড়্গচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। মূলাধার হইতে উত্থিত অগ্নিদ্বারা ঐ পাপপুরুষকে দগ্ধ করতঃ বং বীজ বত্রিশবার জপ করিয়া ভস্মের সহিত বায়ুরেচন করিবে। তাহার পরে বাম-নাড়ীতে কুন্দেন্দু কান্তিযুক্ত চন্দ্রবীজ ঠং ললাটচন্দ্রে যোজিত করত ষোড়শবার জপ করিয়া চৌষট্টিবার বরুণবীজ (বং) জপ দ্বারা মাতৃকাবর্ণময় অমৃত বৃষ্টি করত তৎদ্বারা নূতন দেহ নির্ম্মাণ ও বত্রিশবার লং বীজ জপ দ্বারা ঐ দেহ দৃঢ় করিবে। হংসমন্ত্রে

---

(১) মাত্রা তু বামজানুমূলে বামকরতলভ্রামণরূপা (খ টি)। "বামে জানুনি তদ্ধস্তভ্রামণং যাবতা ভবেৎ। কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্বেদপারগৈঃ।"

(২) যং বায়ুবীজং ষড়্বিন্দুযুক্তমিতি বোধ্যম্। (৩) ক্রুদ্ধমিত্যত্র ক্রূরমিতি (খ) পাঠঃ।

চন্দ্রবীজং কুন্দেন্দুযুতসুপ্রভম্ (১) ভালেন্দুরাজে (২) সংযোজ্য ততঃ ষোড়শমাত্রয়া। সুষুম্নয়া চতুঃষষ্টিমাত্রয়া তোয়বীজকম্। ধ্যাত্বামৃতময়ীং সৃষ্টিং (৩) পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণীম্। তয়া দেহং বিচিন্ত্যৈবং মনসা পিঙ্গলাধ্বনা। দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী লংবীজেন দৃঢ়ং নয়েৎ। স্বস্থানে (৪) হংসমন্ত্রেণ পুনস্তেনৈব বর্ত্মনা। জীবং তত্ত্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েত্ততঃ। ইতি কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং মাতৃকান্যাসমাচরেৎ। ততঃ হংস ইতি জীবং স্বহৃদয়মানীয় কুলকুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদীনি যথাস্থানমানয়েৎ ॥ ৩১ ॥ বিশেষস্তু শক্তিবিষয়ে—হংস ইতি জীবাদিকং পরমশিবে সংযোজ্য সোঽহমিতি মন্ত্রেণ স্বস্থানমানয়েৎ। তথাচ তন্ত্রান্তরে—সোঽহমেবং সমাভাষ্য জীবং হৃদি সমানয়েৎ ॥ ৩২ ॥ শূদ্রে তু বিশেষো বারাহীতন্ত্রে।—হংসাখ্যং ন স্মরেচ্ছূদ্রো ভূতশুদ্ধৌ কদাচন। স্মরণান্নরকং যাতি দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥ সারদায়াম্।—জীবং তেজোময়ং ধ্যাত্বা নমোমন্ত্রেণ যোজয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ ভূতশুদ্ধিপদব্যুৎপত্তিমাহ বিশুদ্ধেশ্বরে।—শরীরাকার-ভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনম্। অব্যয়ব্রহ্মসংযোগাদ্ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতেতি ॥ ৩৫ ॥ বারাহীয়ে।—মূলাধারাত্ততো জীবং ব্রহ্মমার্গেণ দেশিকঃ। হংসেন (৫) পুষ্করস্থানে পরমাত্মনি যোজয়েৎ। ব্রহ্মমার্গঃ সুষুম্না ॥ ৩৬ ॥ (৬) ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়ে।—সংযোজ্য জীবমথ দুর্গমমধ্যনাড়ীমার্গেণ

চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে আবার যথাস্থানে স্থাপন করিবে। এইরূপে ভূতশুদ্ধি করিয়া মাতৃকান্যাস করিবে। অনন্তর হংস এই মন্ত্রে জীবাত্মাকে হৃদয়ে আনয়নপূর্ব্বক কুণ্ডলিনী ও পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বকে যথাস্থানে আনয়ন করিবে। ৩১। শক্তি-বিষয়ে "হংস" এই মন্ত্রে জীবাত্মাপ্রভৃতিকে পরমশিবে সংযুক্ত করিয়া "সোঽহম্" এই মন্ত্রে যথাস্থানে স্থাপিত করিবে। তন্ত্রান্তরে তাহাই কথিত আছে,—"সোঽহম্" মন্ত্রে জীবাত্মাকে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। ৩২। শূদ্রসম্বন্ধে বারাহীতন্ত্রে বিশেষ বলিয়াছেন,—ভূতশুদ্ধিকার্য্যে শূদ্র হংসঃ এই মন্ত্র কখনও স্মরণ করিবে না। হংসঃ এই মন্ত্র স্মরণে শূদ্র নরকে গমন করে ও সেই দীক্ষা বৃথা হয়। ৩৩। সারদাতিলকে বলিয়াছেন যে, শূদ্র তেজোময় জীবাত্মাকে ধ্যান করিয়া হংসমন্ত্রস্থলে নমঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কার্য্য করিবে।৩৪। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে ভূতশুদ্ধি-শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিত আছে, যথা,—দেহাকারে পরিণত পৃথিব্যাদি ভূতসকল যে কার্য্যদ্বারা অব্যয় ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, সেই কার্য্যকে ভূতশুদ্ধি বলে। ৩৫। বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন যে, সাধক মূলাধার হইতে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যদিয়া হংসমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত যোগ করিবে।

---

(১) সুপ্রভমিত্যত্র সন্নিভমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) ভালেন্দুবীজে ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৩) সৃষ্টিমিত্যত্র বৃষ্টিমিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৪) পৃথিব্যাদীনাং যদ্‌যৎ স্থানানি তত্র তত্রৈব (খ টি)।

(৫) হংস ইতি মন্ত্রেণ (খ টি)। (৬) সুষুম্নি ইতি পাঠান্তরম্।

পুষ্করনিবিষ্টশিবে সুসূক্ষ্মে (১)॥ ৩৭॥ তত আং সোঽহং ইতি পঠিত্বা হৃদি হস্তং দত্ত্বা প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ। জ্ঞানার্ণবে।—প্রাণপ্রতিষ্ঠয়া পশ্চাজ্জীবং দেহে নিধাপয়েৎ। মুখবৃত্তং সমুচ্চার্য্য হংসস্ত বিপরীতকম্॥ ৪॥ (২) উদ্ধরেৎ পরমেশানি বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা। প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ। তেনৈব বিধিনা দেবি স্থিরীকুর্য্যান্নিজাং তনুম্॥ ৩৮॥ (পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াম্।—অথবান্যপ্রকারেণ ভূতশুদ্ধির্বিধীয়তে। ধর্ম্মকন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞাননালং সুশোভনম্। (৩) ঐশ্বর্য্যাষ্টদলোপেতং পরং বৈরাগ্যকর্ণিকম্। স্বীয়হৃৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেন প্রকাশিতম্। কৃত্বা তৎকর্ণিকাসংস্থং প্রদীপকলিকানিভম্। জীবাত্মানং হৃদি ধাত্বা মূলে সঞ্চিন্ত্য কুণ্ডলীম্। সুষুম্নাবর্ত্মনাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ)॥ ৩৯॥ (৬)

ততো মাতৃকান্যাসঃ।—তত্র মাতৃকায়া ঋষ্যাদিন্যাসঃ।—অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রী ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো লিপিন্যাসে

৩৬। ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়ে বলিয়াছেন যে, জীবাত্মাকে দুর্গম পিঙ্গলা-নাড়ীপথ দ্বারা অতিসূক্ষ্ম পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। ৩৭। অনন্তর স্বীয় হৃদয়ে হস্ত দিয়া "আং সোঽহম্" এই মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন যে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা দ্বারা জীবাত্মাকে দেহে সুস্থির করিবে। হে পরমেশ্বরি! প্রথমে আং উচ্চারণ করিয়া হংসঃ এই মন্ত্রকে বিপরীতভাবে উদ্ধার করিবে। অর্থাৎ "আং সোঽহং" বলিবে। এই ত্র্যক্ষর মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলে সকল কর্ম্ম সাধিত হয়। হে দেবি! এই মন্ত্র দ্বারা নিজ দেহকে স্থিরীকৃত করিবে। ৩৮। পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি প্রণালী কথিত হইয়াছে, যথা,—ধর্ম্মরূপ কন্দ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানরূপ নালে সুশোভিত অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যরূপ দলযুক্ত বৈরাগ্যরূপ কর্ণিকাযুক্ত নিজ হৃদয়কমল প্রণবদ্বারা প্রকাশিত চিন্তা করিয়া সেই হৃদয়পদ্মের কর্ণিকার উপরে দীপকলিকাকার জীবাত্মাকে এবং মূলাধারে কুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিয়া সুষুম্না নাড়ীপথ দিয়া পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ করিবে। ৩৯।

তাহার পরে মাতৃকান্যাস করিবে। তন্মধ্যে প্রথমে মাতৃকাঋষ্যাদিন্যাস, যথা—এই মাতৃকামন্ত্রের ব্রহ্ম-ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, মাতৃকাসরস্বতী ইহার দেবতা, ব্যঞ্জনবর্ণ ইহার

---

(১) অত্র (ক) টিপ্পনী—"সারদায়াং—ততঃ সংশোধয়েদ্ দেহং বায়ুবীজেন বায়ুনা। বহ্নিবীজেন তেনৈব সন্দহেৎ সকলাং তনুম্। বিশ্লেষয়ংস্তদা দোষানমৃতেনাপ্লুতাস্তদা। উৎপাদ্য প্লাবয়েদ্দেহমাপাদতলমস্তকম্। আত্মনীনানি তত্ত্বানি স্বস্থানং প্রাপয়েত্তদা। আত্মানং হৃদয়াম্ভোজম্ নয়েৎ পরমাত্মনঃ। মনুনা হংসদেবস্য কুর্য্যান্ন্যাসাদিকং ততঃ।" (২) মুখবৃত্তম্—আং। বিপরীতকং হংসঃ সোঽহং হংসস্ত বিপরীতকঃ ইতি পাঠান্তরম্। (৩) জ্ঞাননালসুশোভিতমিতি (আ॰ বি॰ পাঠঃ) (৬) বন্ধনীলিখিতপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো (১) নমঃ। তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—মাতৃকাং শৃণু দেবেশি ন্যসেৎ পাপনিকৃন্তনীম্। ঋষির্ব্রহ্মাস্য মন্ত্রস্য গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে। দেবতা মাতৃকা দেবী বীজং ব্যঞ্জনমুচ্যতে। শক্তয়স্তু স্বরা দেবি ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নম। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হু। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমেণ ন্যসেৎ। তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—অং আং মধ্যে কবর্গস্তু ইং ঈং মধ্যে চবর্গকম্। উং ঊং মধ্যে টবর্গস্তু এং ঐং মধ্যে তবর্গকম্। ওং ঔং

বীজ, স্বরবর্ণ শক্তি, লিপিন্যাসে ইহার বিনিয়োগ। "ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ" বলিয়া শিরঃস্পর্শ, "ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ" বলিয়া মুখস্পর্শ, "ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া হৃদয় স্পর্শ, "ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ" বলিয়া গুহ্য স্পর্শ এবং "ওঁ স্বরেভ্যো শক্তিভ্যো নমঃ" বলিয়া পদদ্বয় স্পর্শ করিবে। জ্ঞানার্ণবে তাহাই বলা হইয়াছে।—হে দেবেশি! পাপনাশিনী মাতৃকার ন্যাস করিতে হইবে শুন। ব্রহ্ম ইহার ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, মাতৃকা দেবতা, ব্যঞ্জনবর্ণ বীজ, স্বরবর্ণ শক্তি। এই মাতৃকাবর্ণে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। প্রথমে করন্যাস পরে অঙ্গন্যাস। "অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠাদ্বয় স্পর্শ, এইরূপ "ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা" বলিয়া তর্জ্জনী স্পর্শ, "উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট" বলিয়া মধ্যমাস্পর্শ, "এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং" বলিয়া অনামাস্পর্শ, ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্" বলিয়া কনিষ্ঠাস্পর্শ, "অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠভ্যাং ফট্" বলিয়া বামকরতলে দক্ষিণ করতলাঘাত করিবে, ইহার নাম করন্যাস। তাহার পরে অঙ্গন্যাস, যথা,—"অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া হৃদয় স্পর্শ, ইং চং ইত্যাদি ঈং শিরসে স্বাহা" বলিয়া শিরঃ স্পর্শ, "উং টং * * ঊং শিখায়ৈ বষট্" বলিয়া শিখা স্পর্শ, "এং তং * * ঐং কবচায় হুং" বলিয়া দুই বাহুমূলস্পর্শ, "ওঁ পং * * ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া নেত্রদ্বয় স্পর্শ এবং "অং ষং রং ইত্যাদি করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্" বলিয়া বামকরতলে দক্ষিণ করতলাঘাত করিবে ইহার নাম অঙ্গন্যাস। জ্ঞানার্ণবে ইহার প্রমাণ, যথা—অং আং এই স্বরবর্ণদ্বয়ের মধ্যে বিন্দুযুক্ত কবর্গ, ইং ঈং ইহার মধ্যে ঐরূপ চবর্গ, উং ঊং ইহার মধ্যে টবর্গ, এং ঐং ইহার মধ্যে তবর্গ, ওং ঔ

---

(১) ইদং স্বরবিশেষণম্ (খটি)।

মধ্যে পবর্গন্তু বিন্দুযুক্তং ন্যসেৎ প্রিয়ে। অনুস্বার-বিসর্গান্তৌ যশবর্গৌ সলক্ষকৌ। হৃদয়ঞ্চ শিরো দেবি শিখা কবচকং তথা। নেত্রমস্ত্রং ন্যসেৎ ঙেন্তং নমঃ স্বাহাক্রমেণ তু। বষট্‌হুঁ বৌষড়ন্তঞ্চ ফড়ন্তং যোজয়েৎ প্রিয়ে। ষড়ঙ্গোঽয়ং মাতৃকায়াঃ সর্ব্বপাপহরঃ স্মৃতঃ ॥

অথান্তর্মাতৃকা অগস্ত্যসংহিতায়াম্।—একৈকবর্ণানেকৈকপত্রান্তে বিন্যসেৎ প্রিয়ে। অকারাদিষোড়শস্বরান্ সবিন্দূন্ ষোড়শ-দলকমলে কণ্ঠমূলে ন্যসেৎ। ককারাদি-দ্বাদশবর্ণান্ সবিন্দূন্ দ্বাদশ-দলকমলে হৃদয়ে ন্যসেৎ। ডকারাদি-দশবর্ণান্ সবিন্দূন্ দশদলকমলে নাভৌ ন্যসেৎ। বকারাদি ষড়্‌বর্ণান্ সবিন্দূন্ ষড়্‌দলকমলে লিঙ্গমূলে ন্যসেৎ। বকারাদি চতুরো বর্ণান্ সান্তান্ চতুর্দ্দলকমলে মূলাধারে ন্যসেৎ। হক্ষবর্ণদ্বয়ং দ্বিদলকমলে ভ্রূমধ্যে ন্যসেৎ। তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—দ্ব্যষ্টপত্রাম্বুজে কণ্ঠে স্বরান্ ষোড়শ বিন্যসেৎ। দ্বাদশ চ্ছদহৃৎপদ্মে কাদীন্ দ্বাদশ বিন্যসেৎ। দশপত্রাম্বুজে নাভৌ ডকারাদীন্ ন্যসেদ্দশ। ষট্‌পত্রমধ্যে লিঙ্গস্থে বকারাদীন্ ন্যসেচ্চ ষট্। আধারে চতুরো বর্ণান্ ন্যসেদ্বাদীন্ চতুর্দ্দলে। হক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে দ্বিদলে বিন্যসেৎ প্রিয়ে। ইত্যন্তর্মাতৃকাং ন্যস্য সর্ব্বাঙ্গন্যাসমাচরেৎ। অগস্ত্যসংহিতায়াম্।—একৈকবর্ণমেকৈকপত্রান্তে বিন্যসেৎ প্রিয়ে। এবমন্তঃ প্রবিন্যস্য মনসাতো বহির্ন্যসেৎ।

ইহার মধ্যে পবর্গ ন্যাস করিবে। পরে অগ্রে অং শেষে অঃ এই দুই স্বরবর্ণযোগ করিয়া যবর্গ শবর্গ ও লক্ষ বিন্দু যুক্ত করিয়া ন্যাস করিবে। যথাক্রমে ইহাদের অন্তে চতুর্থীর একবচনান্ত হৃদয়, শিরস্, শিখা, কবচ, নেত্র ও অস্ত্র শব্দ প্রয়োগ করিয়া তদন্তে যথাক্রমে নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং বৌষট্ ও ফট্ যোগ করিবে। মাতৃকাবর্ণের এই ষড়ঙ্গন্যাসে সর্ব্বপাপ দূর হয়। তাহার পরে অন্তর্মাতৃকান্যাস। অগস্ত্যসংহিতায় উক্ত হইয়াছে।—হে প্রিয়ে! ষট চক্রের প্রত্যেক চক্রে এক একটী করিয়া বর্ণ ন্যাস করিবে। প্রথমে কণ্ঠমূলে ষোড়শদলপদ্মে অনুস্বার যোগ করিয়া অকারাদি ষোড়শাক্ষর ন্যাস করিবে। তাহার পরে হৃদয়ে দ্বাদশদলপদ্মে অনুস্বার যোগে ক হইতে ১২টি বর্ণ ন্যাস করিবে। নাভিতে ডকারাদি ১০টি বর্ণ অনুস্বার যোগে ন্যাস করিবে। লিঙ্গমূলে ষড়দলপদ্মে বকারাদি ৬টি বর্ণ অনুস্বার যোগে ন্যাস করিবে। মূলাধারে চতুর্দ্দলপদ্মে ব হইতে স পর্য্যন্ত চারিটি বর্ণ অনুস্বারযোগে ন্যাস করিবে। ভ্রূমধ্যে দ্বিদলপদ্মে অনুস্বার যোগে ল ক্ষ এই দুই বর্ণ ন্যাস করিবে। এতদ্বিষয়ে জ্ঞানার্ণবের বচনের অর্থ যথা—কণ্ঠে ষোড়শদলপদ্মে ১৬টি স্বর, হৃদয়ে দ্বাদশদলপদ্মে ককারাদি ১২টি, নাভিতে দশদলপদ্মে ডকারাদি ১০টি, লিঙ্গমূলস্থ ষড়্‌দলপদ্মে বকারাদি ৬টি, মূলাধারে চতুর্দ্দলপদ্মে বকারাদি ৪টি, এবং ভ্রূমধ্যবর্ত্তী দ্বিদলপদ্মে হ ক্ষ এই ২টি বর্ণ ন্যাস করিবে।

এই প্রকারে অন্তর্মাতৃকান্যাস করিয়া সর্ব্বাঙ্গন্যাস করিবে। অগস্ত্যসংহিতায় বলিয়াছেন

বৈষ্ণবে তু বিশেষঃ।—একৈকং বর্ণমুচ্চার্য্য মূলাধারাচ্ছিরোঽন্তকম্। নমোঽন্ত ইতি বিন্যাস আন্তরঃ (১) পরিকীর্ত্তিতঃ। তথা অথান্তর্ম্মাতৃকান্যাসো মূলাধারে চতুর্দ্দলে। সুবর্ণাভে বশষসচতুর্ব্বর্ণবিভূষিতে। ষড়্দলে বৈদ্যুতনিভে স্বাধিষ্ঠানেঽনলত্বিষি। বভ-মৈর্যরলৈর্যুক্তে বর্ণৈঃ ষড়্ভিশ্চ সুব্রতে। মণিপূরে দশদলে নীলজীমূতসন্নিভে। ডাদিফান্তদলৈর্যুক্তে বিন্দূদ্ভাসিতমস্তকৈঃ। অনাহতে দ্বাদশারে প্রবালরুচিসন্নিভে। কাদিঠান্তদলৈর্যুক্তে যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমে। বিশুদ্ধে ষোড়শদলে ধূম্রাভে স্বরভূষিতে। আজ্ঞাচক্রে তু চন্দ্রাভে দ্বিদলে হক্ষলাঞ্ছিতে (২)। সহস্রারে হিমনিভে সর্ব্ববর্ণবিভূষিতে। অকথাদিত্রিরেখাত্মহলক্ষত্রয়ভূষিতে। তন্মধ্যে পরবিন্দুঞ্চ (৩) সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকম্। এবং সমাহিতমনা ধ্যায়েন্ন্যাসোঽয়মান্তরঃ ॥ ৪০ ॥

ততো বাহ্যমাতৃকাধ্যানম্।—পঞ্চাশল্লিপিভি(৪)র্ব্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষস্থলাং ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং (৫) সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ (৬)

—হে প্রিয়ে! পদ্মের এক একটী পত্রে এক একটী করিয়া বর্ণন্যাস করিবে। এইরূপ মনে মনে আন্তরিক ন্যাস করিয়া বাহ্যন্যাস করিবে। বিষ্ণুবিষয়ে বিশেষ এই মূলাধার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ষট্‌চক্রে অন্তে নমঃ যোগ করিয়া এক একটি বর্ণন্যাস করাকে অন্তর্ম্মাতৃকান্যাস বলে। আরও বলিয়াছেন,—মূলাধারস্থিত সুবর্ণাভ চতুর্দ্দলপদ্মে ব শ ষ স এই চারিবর্ণ শোভা পাইতেছে, বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল লিঙ্গমূলস্থ স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়্দল পদ্মে ব ভ ম য র ল এই ছয়বর্ণ, নাভিমূলস্থিত নীলমেঘবর্ণ দশদল মণিপূরপদ্মে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত এই দশবর্ণ, প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ হৃদয়স্থিত দ্বাদশদল অনাহতপদ্মে ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত এই দ্বাদশ বর্ণ, কণ্ঠস্থিত ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল বিশুদ্ধনামক পদ্মে অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ এবং ভ্রূমধ্যস্থ চন্দ্রবর্ণ আজ্ঞানামক দ্বিদলপদ্মে হ ক্ষ এই দুই বর্ণ বিরাজমান রহিয়াছে এবং মস্তকে হিমবর্ণ সর্ব্ববর্ণবিভূষিত সহস্রদলপদ্মে যে ত্রিকোণ রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক কোণে যথাক্রমে হ ল ক্ষ বর্ণ এবং প্রত্যেক কোণরেখাতে অকারাদি বর্ণ, ককারাদি বর্ণ এবং অকারাদি বর্ণমালা বিদ্যমান, সেই ত্রিকোণের মধ্যে শ্রেষ্ঠবিন্দু অর্থাৎ পরব্রহ্ম বিরাজিত একাগ্রচিত্তে এইরূপ চিন্তা করাকে অন্তর্ম্মাতৃকা ন্যাস বলে। ৪০।

তাহার পরে বাহ্যমাতৃকান্যাস করিবে। প্রথমে বাহ্যমাতৃকা ধ্যান বলা যাইতেছে; —মাতৃকা দেবীর মুখ, বাহুদ্বয়, পাদযুগল, মধ্যদেশ ও বক্ষঃস্থল, একান্নটি, বর্ণমালায় বিভক্ত। ইহাঁর ললাটে উজ্জ্বল চন্দ্রকলা বিরাজিত, স্তনদ্বয় সমুন্নত, ইনি চারিহস্তে

---

(১) অন্তর্ম্মাতৃকা (খ টি)। (২) হক্ষরঞ্জিতে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) পরবিন্দুং শ্রেষ্ঠবিন্দুং ব্রহ্মস্বরূপমিত্যর্থঃ (খ টি)।

(৪) পঞ্চাশচ্চ ল্ চ পঞ্চাশল্লঃ পঞ্চাশল্লশ্চ তা লিপয়শ্চেতি তাভিঃ তেন একপঞ্চাশদ্বর্ণাঃ ইত্যায়াতং ইতি (ক টি)। (৫) অক্ষগুণং রুদ্রাক্ষমালাং ধারয়ন্তীম্। (৬) বিদ্যাং পুস্তিকাম্।

হস্তাম্বুজৈর্ব্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগদেবতামাশ্রয়ে॥ এবং ধ্যাত্বা ন্যসেৎ তত্রাঙ্গুলিনিয়মস্তন্ত্রে।—ললাটেঽনামিকামধ্যে বিন্যসেন্মুখপঙ্কজে। তর্জ্জনীমধ্যমানামা বৃদ্ধানামে চ নেত্রয়োঃ। অঙ্গুষ্ঠং কর্ণয়োর্ন্যস্য কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ (১) নসোঃ। মধ্যাস্তিস্রো গণ্ডয়োশ্চ মধ্যমাঞ্চোষ্ঠয়োর্ন্যসেৎ। অনামাং দন্তয়োর্ন্যস্য মধ্যামুত্তমাঙ্গকে (২) মুখেঽনামাং মধ্যমাঞ্চ হস্তে পাদে চ পার্শ্বয়োঃ। কনিষ্ঠানামিকামধ্যাস্তাস্তু পৃষ্ঠে চ বিন্যসেৎ। তাঃ সাঙ্গুষ্ঠা নাভিদেশে সর্ব্বাঃ (৩) কুক্ষৌ চ বিন্যসেৎ। হৃদয়ে চ তলং (৪) সর্ব্ব(৫)মংসয়োশ্চ ককুৎস্থলে (৬)। হৃৎপূর্ব্বহস্তপৎকুক্ষিমুখেষু তলমেব চ। এতাশ্চ মাতৃকামুদ্রাঃ ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতাঃ। নিত্যত্বমাহ তত্রৈব। অজ্ঞাত্বা (৭) বিন্যসেদ্যস্তু ন্যাসঃ স্যাত্তস্য নিষ্ফলঃ। ইতি॥ স্থানমাহ যথা গৌতমীয়ে।—ললাটমুখবৃত্তাক্ষিশ্রুতি-ঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ। ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যদোঃপৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ। পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েঽংসকে। ককুদ্যংসে চ হৃৎপূর্ব্বপাণিপাদযুগে তথা। জঠরাননয়োর্ন্যস্যেন্মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমম্॥ তদ্‌যথা,—অং নমো ললাটে, আং নমো মুখবৃত্তে, ইং ঈং চক্ষুষোঃ, উং ঊং কর্ণয়োঃ, ঋং ৠং নসোঃ, ঌং ৡং গণ্ডয়োঃ, এং ওষ্ঠে, ঐং অধরে, ওং ঊর্দ্ধদন্তে, ঔং অধোদন্তে, অং ব্রহ্মরন্ধ্রে, অঃ মুখে। কং দক্ষবাহুমূলে, খং কূর্পরে, গং মণিবন্ধে, ঘং অঙ্গুলিমূলে, ঙং অঙ্গুল্যগ্রে। এবং চং ছং জং ঝং ঞং বামবাহুমূল-

মুদ্রা, জপমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন, ইঁনি শুভ্রকান্তি ও ত্রিনয়না, এই বাগ্‌দেবতাকে আশ্রয় করি; এইরূপে ধ্যান করিয়া ন্যাস করিবে। ন্যাসবিষয়ে অঙ্গুলিনিয়ম তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যথা,—ললাটদেশে অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা ন্যাস করিবে। এইরূপে মুখে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, দুই চক্ষুতে বৃদ্ধা ও অনামিকা, দুই কর্ণে অঙ্গুষ্ঠ, নাসিকাদ্বয়ে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ, দুই গণ্ডে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, অধর ও ওষ্ঠে মধ্যমা, দুই দন্তপঙ্‌ক্তিতে অনামিকা, মস্তকে মধ্যমা, মুখে অনামিকা ও মধ্যমা, হস্ত, পদ, দুই পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা, নাভিদেশে কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ, উদরে সর্ব্বাঙ্গুলী, বক্ষস্থলে হস্ততল, দুই স্কন্ধে এবং গ্রীবায় অঙ্গুলিসমূহের অগ্রদেশ এবং হৃদয় হইতে হস্ত পর্য্যন্ত, হৃদয় হইতে পাদপর্য্যন্ত, হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত ও হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত স্থানে হস্ততল দ্বারা ন্যাস করিবে। যথাক্রমে এই মাতৃকামুদ্রা বলা হইল। এই মাতৃকামুদ্রা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাও তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যথা—এই মাতৃকামুদ্রা না জানিয়া যে ব্যক্তি ন্যাস করে, তাহার ন্যাস বিফল হয়। গৌতমীয়তন্ত্রে মাতৃকান্যাসের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা,—

---

(১) বৃদ্ধা চ কর্ণয়োর্ন্যস্যা ইতি (খ) পাঠঃ। (২) শিরসি (খ চ)।

(৩) সর্ব্বাঃ অঙ্গুলীঃ। (৪) তলং হস্ততলম্। (৫) সর্ব্বমঙ্গুল্যগ্রম্। (৬) গ্রীবায়াম্।

(৭) অজ্ঞাত্বা অঙ্গুলিনিয়মমিতি শেষঃ।

সন্ধ্যগ্রকেষু। এবং টং ঠং ডং ঢং ণং দক্ষপাদমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। এবং তং থং দং ধং নং বামপাদমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। পং দক্ষপার্শ্বে, ফং বামপার্শ্বে, বং পৃষ্ঠে, ভং নাভৌ, মং উদরে, যং হৃদি, রং দক্ষবাহুমূলে, লং ককুদি, বং বামবাহুমূলে, শং হৃদাদিদক্ষকরে, ষং হৃদাদিবামকরে, সং হৃদাদিদক্ষপাদে, হং হৃদাদিবামপাদে, লং হৃদাদ্যুদরে, ক্ষং হৃদাদিমুখে, সর্ব্বত্র নমোঽন্তেন ন্যসেৎ। তথা চ,—ওমাদ্যন্তো নমোঽন্তো বা সবিন্দুর্ব্বিন্দুবর্জ্জিতঃ। পঞ্চাশদ্বর্ণবিন্যাসঃ ক্রমাদুক্তো মনীষিভিঃ। ইতি রাঘবভট্টঃ॥ ৪১॥

অথ সংহারমাতৃকান্যাসঃ। যথা,—অস্যা ধ্যানম্।—অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং (১) বিদ্যাং (২) করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দরামাং, বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনম্রাম্॥ ন্যাসস্তু ক্ষকারাদ্যকারান্তঃ (৩)। যথা—ক্ষং নমো হৃদাদিমুখে ইত্যাদি। অপরঞ্চ,—চতুর্দ্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবলা বিন্দুসংযুতা। সবিসর্গা সোভয়া (৪) চ রহস্যং শৃণু কথ্যতে। বিদ্যাকরী কেবলা চ সোভয়া ভুক্তিদায়িনী সবিসর্গা পুত্রদা চ সবিন্দুর্ব্বিত্তদায়িনী। (বিশুদ্ধেশ্বরে।—বাগ্‌ভবাদ্যা চ বাক্‌সিদ্ধ্যৈ রমাদ্যা শ্রীপ্রবৃদ্ধয়ে। হৃল্লেখাদ্যা সর্ব্বসিদ্ধ্যৈ কামাদ্যা লোকবশ্যদা। শ্রীকণ্ঠাদ্যামিমান্ন্যস্যেৎ সর্ব্বমন্ত্রঃ প্রসীদতি (৫)॥ ৪২॥) শ্রীবিদ্যাবিষয়ে নবরত্নেশ্বরে।—

ললাট, মুখ, দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, দুই গণ্ড, দুই ওষ্ঠ, দন্ত, মস্তক, মুখ, হস্ত ও পদের সন্ধিস্থান ও অগ্র, দুই পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর, হৃদয়, দক্ষিণস্কন্ধ, গ্রীবা, বামস্কন্ধ, হৃদয় হইতে দক্ষিণ হস্ত, হৃদয় হইতে বামহস্ত, হৃদয় হইতে বামপদ, হৃদয় হইতে উদর, হৃদয় হইতে মুখ, এই সকল স্থানে ন্যাস করিবে। সর্ব্বত্রই অন্তে নমো যোগ করিয়া অং নমঃ, আং নমঃ ইত্যাদিরূপে একপঞ্চাশৎ বর্ণ দ্বারা ন্যাস করিবে। ৪১।

অনন্তর সংহারমাতৃকান্যাস করিবে। সংহারমাতৃকার ধ্যান যথা,—যিনি হস্তচতুষ্টয়ে অক্ষমালা, হরিণশাবক, ধারাল টাঙ্গি ও পুস্তক ধারণ করিয়াছেন, যিনি ত্রিনয়না, যাঁহার মৌলিদেশে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান, যিনি অরুণবর্ণা ও কমলোপরি বিরাজমানা, সেই স্তনভারনতা সংহারমাতৃকা দেবীকে প্রণাম কর। এইরূপে ধ্যান করিয়া হৃদাদিমুখে ক্ষং নমঃ, হৃদাদি উদরে হং নমঃ, ইত্যাদিরূপে বিলোমভাবে ন্যাস করিবে। মাতৃকাবর্ণ চারিপ্রকার,—কেবল, বিন্দুযুক্ত, বিসর্গযুক্ত এবং বিন্দু ও বিসর্গ উভয়যুক্ত। কেবলন্যাসে বিদ্যা, বিন্দু ও বিসর্গযুক্ত ন্যাসে ভোগ; বিসর্গযুক্ত ন্যাসে পুত্র ও বিন্দুযুক্ত ন্যাসে ধনলাভ হয়। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে বলিয়াছেন বাগ্বীজ (ঐং) আদিতে যোগ দিয়া ন্যাস করিলে বাক্‌সিদ্ধি হয়, শ্রীবীজ (শ্রীং) যোগে লক্ষ্মীলাভ, নমঃ যোগে সর্ব্বসিদ্ধি, কামবীজ (ক্লীং) আদিতে সংযোগ করিয়া ন্যাস করিলে লোক বশীকরণ এবং শ্রীকণ্ঠবীজ

---

(১) উদগ্রটঙ্কং—টাঙ্গি ইতি যস্য খ্যাতিঃ। (২) বিদ্যাং পুস্তিকাম্। (৩) মাতৃকাবিলোমতঃ।
(৪) সোভয়া বিন্দুবিসর্গসহিতা। (৫) (খ) পুস্তকে শান্তি বল্লীপাঠঃ।

বাগ্‌ভবাদ্যা নমোহন্তাশ্চ ন্যস্তব্যা মাতৃকাক্ষরাঃ। শ্রীবিদ্যাবিষয়ে মন্ত্রী বাগ্‌ভবাদ্যষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ৪৩ ॥ নিত্যতামাহ যামলে।—ভূতশুদ্ধিলিপিন্যাসৌ বিনা যস্তু প্রপূজয়েৎ। বিপরীতফলং দদ্যাদভক্ত্যা পূজনং যথা ॥ ৪৪ ॥ সামান্যন্যাসে অঙ্গুলিনিয়মস্তু গৌতমীয়ে।—মনসা বা ন্যসেন্ন্যাসান্ পুষ্পেণৈবাথ বা মুনে। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং বা চান্যথা বিফলং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ বিশেষন্যাসে (১) তু নায়ং নিয়মঃ। শ্যামাদিবিদ্যায়াং বিশেষমাতৃকান্যাসো (২) বক্তব্যঃ ॥ ৪৬ ॥ প্রাণায়ামে অঙ্গুলিনিয়মস্তু জ্ঞানার্ণবে।—ভূতশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাৎ প্রাণায়ামক্রমেণ চ। কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্। প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জ্জনীমধ্যমে বিনা ॥ ৪৭ ॥ প্রাণায়ামো দ্বিবিধঃ,—সগর্ভো নির্গর্ভশ্চ। তথা চ,—সগর্ভো মন্ত্রজাপেন (৩) নির্গর্ভো মাত্রয়া ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥ মাত্রা চ,—বামজানুনি তদ্ধস্তভ্রামণং যাবতা ভবেৎ। কালেন, মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্ব্বেদপারগৈঃ ॥ ৪৯ ॥

(অঃ) যোগ করিয়া ন্যাস করিলে সকলমন্ত্র সিদ্ধি হয়। ৪২। শ্রীবিদ্যাবিষয়ে নবরত্নেশ্বর গ্রন্থে বলিয়াছেন,—শ্রীবিদ্যাবিষয়ে সাধক আদিতে বাগ্‌বীজ (ঐঁ) ও অন্তে নমঃ যোগ করিয়া অর্থাৎ ঐং অং নমঃ, ঐং আং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে মাতৃকাবর্ণদ্বারা ন্যাস করিবে। এই প্রকারে ন্যাস করিলে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ৪৩। যামলে এই ন্যাসের নিত্যতা বলিয়াছেন,—ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাস না করিয়া যে ব্যক্তি পূজা করে, তাহার সেই পূজা ভক্তিহীন-পূজার ন্যায় বিপরীত ফল প্রদান করে। ৪৪। গৌতমীয়তন্ত্রে সাধারণ ন্যাসের অঙ্গুলিনিয়ম বলিয়াছেন;—যথা—মনে মনে, পুষ্পদ্বারা অথবা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা ন্যাস করিবে, নতুবা ন্যাসাদি বিফল হইবে। ৪৫। সাধারণ ন্যাসে এই নিয়ম, কিন্তু বিশেষ ন্যাসে এই নিয়ম নহে। শ্যামাদি বিদ্যাবিষয়ে মাতৃকান্যাসের যাহা বিশেষ আছে, তাহা তৎপ্রকরণে কথিত হইবে। ৪৬। জ্ঞানার্ণবগ্রন্থে প্রাণায়ামবিষয়ে অঙ্গুলিনিয়ম বলিয়াছেন। যথা,—অনন্তর প্রাণায়ামের নিয়মে ভূতশুদ্ধি করিবে। কনিষ্ঠা ও অনামা দ্বারা বামনাসাপুট ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণনাসাপুট ধারণকে প্রাণায়াম কহে; প্রাণায়াম-কার্য্যে তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির ব্যবহার করিবে না। ৪৭। প্রাণায়াম দুই প্রকার,—সগর্ভ ও নির্গর্ভ। মন্ত্রজপপূর্ব্বক প্রাণায়ামকে সগর্ভ এবং মাত্রা দ্বারা কৃত প্রাণায়ামকে নির্গর্ভ বলে। ৪৮। মাত্রা কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন।—বামজানুদেশে হস্ত ভ্রমণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু কালকে বেদপারদর্শী মুনিগণ মাত্রা বলিয়া থাকেন, বর্ণের উচ্চারণে এই মাত্রা ব্যবহৃত হয়। ৪৯।

---

(১) অঙ্গন্যাসাদৌ অঙ্গস্থানে যত্র যদঙ্গুলিনিয়মঃ কৃতস্তত্র তয়ৈবাঙ্গুল্যা করণীয়ম্, নতু সামান্যাঙ্গুল্যাদিনা (খ টি)। (২) (আ০.বি০) পুস্তকে বিশেষমাতৃকান্যাস ইত্যত্র মাতৃকাবিশেষ ইতি পাঠঃ।

(৩) স্বমন্ত্রজপেন (খ টি)।

অথ প্রাণায়ামঃ।—মূলমন্ত্রস্ত বীজস্ত (১) প্রণবস্ত বা ষোড়শবারজপেন বামনাসাপুটেন বায়ুং পূরয়েৎ। তথা চ কালীহৃদয়ে (২)।—প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যান্মূলেন প্রণবেন বা। অথবা মন্ত্রবীজেন যথোক্তবিধিনা সুধীঃ (৩)। তস্ত চতুঃষষ্টিবারজপেন বায়ুং কুম্ভয়েৎ। তস্ত দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বায়ুং রেচয়েৎ। পুনর্দ্দক্ষিণেনাপূর্য্য উভাভ্যাং কুম্ভয়িত্বা বামেন রেচয়েৎ। পুনর্ব্বামেনাপূর্য্য উভাভ্যাং কুম্ভয়িত্বা দক্ষিণেন রেচয়েৎ। যথা—সারসমুচ্চয়ে।—বিপরীতমতো বিদধীত বুধঃ পুনরেব তু তদ্বিপরীতকমিতি। যৌগিকে (৪) পুনর্মাত্রানিয়মঃ। তথা চ গৌতমীয়ে।—মন্ত্রপ্রাণায়ামঃ প্রোক্তো যৌগিকং কথয়ামি তে। পূরয়েদ্বাময়া বিদ্বান্ মাত্রাষোড়শসংখ্যয়া। ইত্যাদি। যদ্বা চতুঃষোড়শাষ্টবারজপেন পূরকাদিকং কুর্য্যাৎ। (অথবা একচতুর্দ্বিবারেণ) (৫) তথা চ তন্ত্রান্তরে।—পূরয়েৎ ষোড়শভির্ব্বায়ুং ধারয়েত্তচ্চতুগুণৈঃ। রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন অশক্ত্যা

অতঃপর প্রাণায়াম বলা যাইতেছে,—মূলমন্ত্র, অথবা ঋষ্যাদিন্যাসে কথিত বীজমন্ত্র কিংবা প্রণবের (ওঁ) ষোড়শবার জপদ্বারা বামনাসাপুটদ্বারা বায়ু পূরণ করিবে। কালীহৃদয়ে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা,—মূলমন্ত্র অথবা প্রণব কিম্বা ঋষ্যাদিন্যাসোক্ত দেবতার বীজ মন্ত্র দ্বারা যথানিয়মে তিনবার প্রাণায়াম করিবে। চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা বায়ু কুম্ভন (রোধ) করিবে দ্বাত্রিংশদ্বার জপ দ্বারা দক্ষিণনাসাদ্বারা বায়ু রেচন করিবে। পুনর্ব্বার ষোড়শবার জপদ্বারা দক্ষিণনাসাতে বায়ু পূরণ ও চতুঃষষ্টিবার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিয়া বামনাসাদ্বারা বায়ু রেচন করিবে। পুনর্ব্বার ষোড়শবার জপদ্বারা বামনাসায় বায়ু পূরণ ও চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুম্ভক করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করত দক্ষিণনাসাদ্বারা বায়ু রেচন করিবে। সারসমুচ্চয়ে বলিয়াছেন,—প্রথমবারে যে ভাবে প্রাণায়াম করিবে দ্বিতীয়বারে তাহার বিপরীত ভাবে করিবে, তৃতীয়বারে দ্বিতীয়বারের বিপরীতভাবে করিবে। অষ্টাঙ্গযোগ স্থলেই মাত্রার নিয়ম। গৌতমীয়তন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন। যথা,—প্রাণায়ামের কথা বলা হইল, এক্ষণে অষ্টাঙ্গযোগস্থলে যেরূপ করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি।—ষোল মাত্রায় বামনাসাদ্বারা বায়ু পূরণ করিবে। ইত্যাদি। অথবা চারিবার জপদ্বারা পূরণ, ষোলবার জপদ্বারা কুম্ভন ও আটবার জপদ্বারা রেচন করিবে। অথবা একবার জপ করিয়া পূরণ, চারিবার জপ করিয়া কুম্ভন ও দুই বার জপ করিয়া রেচন করিবে। তন্ত্রান্তরেও তাহাই কথিত হইয়াছে যথা,—ষোলবার

---

(১) ঋষ্যাদিন্যাসোক্তবীজস্ত। (২) কালীক্রমে ইতি (ক) পাঠঃ।

(৩) তথাচ বিশুদ্ধেশ্বরে প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাদ্বিদ্যয়া তদনন্তরং। পূরকং বামনাড্যা তু কুর্য্যাৎ ষোড়শধা জপৈঃ। কুম্ভকং মধ্যনাড্যা তু চতুঃষষ্টিজপাত্তথা। রেচনঞ্চ পিঙ্গলয়া তদর্দ্ধজপসংখ্যয়া। বিপরীতং তথা কুর্য্যাদ্বিপরীতং তথা পুনঃ। ইতি (ক) পুস্তকটিপ্পনী অত্র।

(৪) অষ্টাঙ্গযোগঃ যম- (১) নিয়মা-(২) সন-(৩) প্রাণায়াম- (৪) প্রত্যাহার- (৫) ধারণা- (৬) ধ্যান- (৭) সমাধি- (৮) রূপঃ (ক) টিপ্পনী। (৫) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

তত্তুরীয়কৈঃ (১) তদশক্তৌ তচ্চতুর্থমেবং প্রাণস্য সংযমঃ (২) অস্য নিত্যত্বমাহ স এব।—প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রপূজনে ন হি যোগ্যতা। গোপালে তু বিশেষো বক্তব্যঃ ॥ ৫০ ॥

ততঃ পীঠন্যাসঃ।—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃতয়ে নমঃ (৩) এবং কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায় কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়। এতৎ সর্ব্বং হৃদি। ততো দক্ষিণস্কন্ধে ধর্ম্মায়, বামস্কন্ধে জ্ঞানায়, বামোরৌ বৈরাগ্যায়, দক্ষিণোরৌ ঐশ্বর্য্যায়, মুখে অধর্ম্মায়, বামপার্শ্বে অজ্ঞানায়, নাভৌ অবৈরাগ্যায়, দক্ষিণপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যায় সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তেন ন্যসেৎ। তথা চ সারদায়াম্।—অংসোরুযুগ্ময়োর্ব্বিদ্বান্ প্রাদক্ষিণ্যেন সাধকঃ। ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং বিন্যসেৎ ক্রমাৎ। মুখপার্শ্বনাভিপার্শ্বেষ্বধর্ম্মাদীন্ প্রকল্পয়েদিতি। পুনশ্চ হৃদি। ওঁ অনন্তায় নমঃ এবং পদ্মায়, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, নমঃ সর্ব্বত্র। আং

জপে পূরণ, তাহার চতুর্গুণ জপে কুম্ভন, কুম্ভকের অর্দ্ধভাগ জপে রেচন। অশক্তপক্ষে ইহার চতুর্ভাগের একভাগে, তাহাতেও অক্ষম হইলে ইহারও চতুর্থভাগের একভাগে অর্থাৎ এক, চারি এবং দুইবার জপে প্রাণায়াম করিবে। পূজাদি-কার্য্যে প্রাণায়াম নিত্য অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য ইহাও তন্ত্রেই কথিত হইয়াছে। প্রাণায়াম না করিলে তান্ত্রিক পূজায় অধিকার হয় না। গোপালবিষয়ে প্রাণায়াম সম্বন্ধে যাহা বিশেষ আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র প্রকরণে বলা হইবে। ৫০।

তাহার পরে পীঠন্যাস করিবে। হৃদয়ে হস্ত দিয়া ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি রত্নসিংহাসনায় নমঃ এই পর্য্যন্ত বলিয়া ন্যাস করিবে। তাহার পরে দক্ষিণস্কন্ধে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, বামস্কন্ধে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, বাম উরুতে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণ উরুতে ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, মুখে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, বামপার্শ্বে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, নাভিতে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণ পার্শ্বে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ বলিয়া ন্যাস করিবে। সারদাতিলকে তাহা কথিত হইয়াছে,—যথা,—"বিদ্বান্ সাধক দুই স্কন্ধে, দুই উরুতে, দক্ষিণাবর্ত্তে যথাক্রমে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের ন্যাস করিবে। মুখে বামপার্শ্বে, নাভিতে ও দক্ষিণপার্শ্বে অধর্ম্ম প্রভৃতির ন্যাস করিবে।" পুনর্ব্বার হৃদয়ে ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং

---

(১) তত্তুরীয়তঃ ইতি (ক) (খ) পুস্তকপাঠঃ।

(২) অশক্তৌ তত্তুরীয়তঃ। অশক্তৌ তচ্চতুর্থং স্যাদেবং প্রাণস্য সংযমঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(৩) ওঁ প্রকৃতয়ে নমঃ ইতি (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে ইত্যন্তং বিন্যস্য হৃৎপদ্মস্য পূর্ব্বাদিকেশরেষু তত্তৎকল্পোক্ত-(১) পীঠশক্তীর্মধ্যে পীঠমনুঞ্চ ন্যসেৎ।—তথাচ সারদায়াম্।—অনন্তং হৃদয়ে পদ্মং তস্মিন্ সূর্য্যেন্দুপাবকান্। এবু স্বস্বকলাং ন্যস্য নামাদ্যক্ষরপূর্ব্বতঃ। সত্ত্বাদীন্ ত্রিগুণান্ ন্যস্য তথৈবাত্র গুরূত্তমঃ। আত্মানমন্তরাত্মানং পরমাত্মানমেব চ। জ্ঞানাত্মানং প্রবিন্যস্য ন্যসেৎ পীঠমনুং ততঃ ॥ ৫১ ॥

তত্র ঋষ্যাদিন্যাসঃ। (২) ঋষিস্তু,—মহেশ্বরমুখাজ্জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাত্তপসা মনুম্। সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ ॥ ৫২ ॥ গুরুত্বান্মস্তকে চাস্য ন্যাসস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৩ ॥ সর্ব্বেষাং মন্ত্রতত্ত্বানাং ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে। অক্ষরত্বাৎ পদত্বাচ্চ(৩) মুখে ছন্দঃ সমীরিতম্ ॥ ৫৪ ॥ সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং ভাষণাৎ প্রেরণাত্তথা। হৃদয়াম্ভোজমধ্যস্থা দেবতা (৪) তত্র তাং ন্যসেৎ ॥ ৫৫ ॥ ঋষিচ্ছন্দোঽপরিজ্ঞানান্ন মন্ত্রফলভাগ্-

---

রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ বলিয়া ন্যাস করিবে। সকল দেবতার পূজাতেই সাধারণভাবে এই পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া হৃদয়পদ্মের পূর্ব্বাদিকেশরে তত্তদ্দেবতাপ্রকরণোক্ত তত্তদ্দেবতার পীঠশক্তির ন্যাস করিয়া মধ্যে পীঠমন্ত্রের ন্যাস করিবে। সারদাতিলকে এই বিষয়ে প্রমাণ যথা,—হৃদয়ে অনন্ত, পদ্ম, নামের আদ্যক্ষরের পূর্ব্বে নিজ নিজ কলার উল্লেখপূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল ও বহ্নিমণ্ডলের ন্যাস করিয়া সত্ত্ব প্রভৃতি তিন গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ), আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মার ন্যাস করিয়া তত্তদ্দেবতার পীঠশক্তির ন্যাস করিবে।"

তাহার পর ঋষ্যাদি ন্যাসের কথা বলা যাইতেছে। ঋষি কাহাকে বলে? যিনি মহাদেবের মুখ হইতে তপোবলে মন্ত্র অবগত হইয়া মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন, সেই বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তিকে সেই মন্ত্রের ঋষি বলা হয়। ঋষিই মন্ত্রের গুরু বলিয়া তাঁহাকে মস্তকে ন্যাস করিতে হয়। ৫২।৫৩। সকল প্রকার মন্ত্রতত্ত্বকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে বলিয়া ছন্দ নাম হইয়াছে। অক্ষর ও পদ লইয়া ছন্দ হয়, অক্ষর ও পদ মুখে উচ্চারিত হয়; এই কারণে মুখে ছন্দের ন্যাস করিতে হয়। ৫৪। দেবতা হৃদয়পদ্মে অবস্থান করিয়া নিখিল প্রাণীর বাক্‌শক্তির স্ফুরণ ও সর্ব্বকার্য্যে প্রেরণ করেন বলিয়া হৃদয়ে দেবতার ন্যাস করিতে হয়। ৫৫। ঋষি ও ছন্দ না জানিয়া ন্যাসাদি করিলে মন্ত্রের ফল হয়

---

(১) বিষ্ণুপীঠশক্তি-শিবপীঠশক্তি-দুর্গাপীঠশক্তি-কালিকাপীঠশক্তয়ঃ তত্তৎকল্পে দ্রষ্টব্যাঃ।

(২) তস্য নিত্যত্বমাহ ঋষিচ্ছন্দোদেবতানাং বিন্যাসেন বিনা যদা। জপ্যতে সাধিতেঽপ্যেবং নহি তৎ সফলং ভবেৎ" ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে। (ক) পুস্তকে "জপ্যতে সাধিতোঽপ্যেব তত্র তুচ্ছফলং ভবেদিতি পাঠঃ। (৩) পদত্বাচ্চ ইত্যত্র পরত্বাচ্চ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৪) হৃদয়াম্ভোজমধ্যস্থাং দেবতামিতি (খ) পাঠঃ।

ভবেৎ। দৌর্ব্বল্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজানতাম্ ॥ ৫৬ ॥ তন্ত্রান্তরে—ঋষিং ন্যসেন্মূর্দ্ধ্নি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে। দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্যদেশকে। শক্তিঞ্চ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ ॥ ৫৭ ॥ ততস্তু তত্তন্মন্ত্রোক্তন্যাসান্ কুর্য্যাৎ। তদুক্তং কুলার্ণবে।—আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং ন্যাসং করোতি যঃ। দেবতাভাবমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৫৮ ॥ যো ন্যাস-কবচচ্ছন্নো মন্ত্রং জপতি, তং প্রিয়ে। দৃষ্ট্বা বিঘ্নাঃ পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ ॥ ৫৯ ॥ অকৃত্বা ন্যাসজালং যো মূঢ়ত্বাৎ প্রজপেন্মনুম্। সর্ব্ববিঘ্নৈঃ স বাধ্যঃ স্যাদ্ব্যাঘ্রৈর্মৃগশিশুর্যথা ॥ ৬০ ॥ ষড়ঙ্গন্যাসে তু অঙ্গুলিনিয়মঃ,—ত্রিদ্ব্যেকদশকত্রিদ্বিসংখ্যয়া শৈলসম্ভবে। অঙ্গুলীনামিতি বচনাদিতি সর্ব্বসাধারণম্ ॥ ৬১ ॥ যামলে।—হৃদয়ং মধ্যমানামাতর্জ্জনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ। মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা স্মৃতা। দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিসৃভির্নেত্রমীরিতম্। প্রোক্তাঙ্গুলীভ্যামস্ত্রং স্যাদঙ্গক্লৃপ্তিরিয়ং মতা। ইতি। তিসৃভিস্তর্জ্জনীমধ্যমানামাভিঃ ॥ ৬২॥ তর্জ্জনীমধ্যমানামা প্রোক্তা নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ। যদি নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তর্জ্জনিমধ্যমে। ইতি রাঘবভট্টধৃতবচনাৎ ॥ ৬৩ ॥ হৃদয়াদিষু বিন্যস্তেদঙ্গমন্ত্রাংস্ততঃ সুধীঃ। হৃদয়ায় নমঃ পূর্ব্বং শিরসে বহ্নিবল্লভা। শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং

না এবং মন্ত্রের বিনিয়োগ না জানিয়া মন্ত্রপ্রয়োগ করিলে মন্ত্র দুর্ব্বল হয়। ৫৬। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন যে, মস্তকে ঋষি, মুখে ছন্দ, হৃদয়ে দেবতা, গুহ্যদেশে বীজ, পদদ্বয়ে শক্তি ও সর্ব্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করিবে। ৫৭। তাহার পর তত্তন্মন্ত্রোক্ত ন্যাস করিবে। কুলার্ণবে তাহাই বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি আগমোক্তবিধানে নিত্য ন্যাস করে, সেই ব্যক্তি দেবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। ৫৮। হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি ন্যাসরূপ বর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া মন্ত্র জপ করে, বিঘ্নসমূহ তাহাকে দেখিলে সিংহদর্শনে হস্তীর ন্যায় পলায়ন করে। ৫৯। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ ন্যাসসমূহ না করিয়া মন্ত্র জপ করে, ব্যাঘ্র যেমন মৃগশাবককে আক্রমণ করে, সেইরূপ সকল বিঘ্ন তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। ৬০। ষড়ঙ্গন্যাসে অঙ্গুলিনিয়ম বলিয়াছেন,—হে পার্ব্বতি! তিন, দুই, এক, দশ, তিন ও দুই অঙ্গুলী দ্বারা হৃদয় প্রভৃতি ছয় অঙ্গে ন্যাস করিবে ইহা সর্ব্বসাধারণ। ৬১। যামলতন্ত্রে বলিয়াছেন,—মধ্যমা অনামিকা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা মস্তকে, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখাস্থানে, দশ অঙ্গুলি দ্বারা কবচে, তিন অঙ্গুলিদ্বারা নেত্রে এবং কথিত দুই অঙ্গুলি অর্থাৎ তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে ন্যাস করিবে, ইহার নাম অঙ্গন্যাস। তিন অঙ্গুলি বলিতে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা; এবিষয়ে রাঘব ভট্টধৃত বচনে স্পষ্ট আছে যে,—যদি তিন নেত্র হয়, তাহা হইলে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা দ্বারা ন্যাস করিবে। আর যদি দুই নেত্র হয় তাহা হইলে তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা ন্যাস করিবে। ৬২। ৬৩। তাহার পরে সুবুদ্ধি সাধক-

কবচায় হুমীরিতম্ । নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্যাদস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমাৎ । ষড়ঙ্গমন্ত্রানিত্যুক্তান্ ষড়ঙ্গেষু নিয়োজয়েৎ ॥ ৬৪ ॥ পঞ্চাঙ্গানি মনোর্যত্র তত্র নেত্রমনুং ত্যজেৎ । ইতি সারদাবচনম্ ॥ ৬৫ ॥ বৈষ্ণবে তু ।—অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবো হস্তশাখা ভবেন্মুদ্রা হৃদয়ে শীর্ষকে চ । অধোহঙ্গুষ্ঠা খলু মুষ্টিঃ শিখায়াং করদ্বন্দ্বাঙ্গুলয়ো বর্ম্মণি স্যুঃ । নারাচমুষ্ট্যুদ্ধৃতবাহুযুগ্মকাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যুদ্দিতো ধ্বনিস্তু বিষক্বিষক্তঃ (১) কথিতাস্ত্রমুদ্রা যত্রাক্ষিণী (২) তর্জ্জনিমধ্যমে চ । নেত্রত্রয়ং যত্র ভবেদনামা ষড়ঙ্গমুদ্রা কথিতা যথাবৎ ॥৬৬॥ অঙ্গহীনস্য মন্ত্রস্য স্বেনৈবাঙ্গানি কল্পয়েৎ । তথা ব্রহ্মযামলে ।—স্বনামাদ্যক্ষরং বীজং সর্ব্বেষামভিধীয়তে ॥ ৬৭ ॥ ততস্তত্তৎকল্পোক্তমুদ্রাং প্রদর্শ্য ধ্যানং কৃত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ । তথা চ সনৎকুমারতন্ত্রে ।—অকৃত্বা মানসং যাগং ন কুর্য্যাদ্বহিরর্চ্চনম্ ॥ ৬৮ ॥ শঙ্খস্থাপনন্তু দীক্ষাপ্রকরণে উক্তম্ ॥ ৬৯ ॥ ততঃ শরীরে ধর্ম্মাদিপূজা । তথা চ সারদায়াম্ ।—ন্যাসক্রমেণ দেহেষু ধর্ম্মাদীন্ পূজয়েত্ততঃ । পুষ্পাদ্যৈঃ পীঠমন্ত্রান্তং তস্মিংশ্চ পরদেবতাম্ । ইতি দর্শনাৎ শরীরে পীঠপূজা ॥ ৭০ ॥ ততঃ পীঠপূজা ।—পীঠস্যোত্তরে (৩) গুরুপঙ্ক্তীঃ

হৃদয়াদি অঙ্গে অঙ্গমন্ত্র ন্যাস করিবে । অর্থাৎ প্রথমে হৃদয়ায় নমঃ বলিবে, পরে শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্, কবচায় হুং, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, অস্ত্রায় ফট্ ; এই ক্রমে ঐ ছয় অঙ্গমন্ত্র হৃদয়াদি ছয় অঙ্গে ন্যাস করিবে । ৬৪ । যেস্থলে পঞ্চাঙ্গন্যাস উক্ত হইয়াছে, সেই স্থলে নেত্র মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে, ইহা সারদাতিলকের বচন । ৬৫ । বিষ্ণুবিষয়ে অঙ্গন্যাসের নিয়ম, যথা—অঙ্গুষ্ঠ বাদদিয়া সরল হস্তশাখা দ্বারা হৃদয়ে ও মস্তকে ন্যাস করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠ অধোমুখ করিয়া মুষ্টিদ্বারা শিখা, উভয় হস্তের সর্ব্বাঙ্গুলিদ্বারা কবচ ও তর্জ্জনী এবং মধ্যমাদ্বারা নেত্রে ন্যাস করিয়া নারাচ মুদ্রাদ্বারা উভয়বাহুমুষ্টি উদ্ধৃত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা মস্তকের চতুর্দ্দিকে করতলে ধ্বনি করিবে । যে স্থলে অঙ্গন্যাসের মন্ত্র বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই সেইস্থলে দেবতার নামের আদ্যাক্ষরস্বরূপ বীজ লইয়া অঙ্গন্যাস করিবে । ব্রহ্মযামলে বলিয়াছেন,—নামের আদ্য অক্ষরকে সকল দেবতার বীজমন্ত্র বলা যায় । ৬৬—৬৭ । তাহার পরে তত্তদ্দেবতার তত্তৎকল্পোক্ত মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে । তাহার পরে শঙ্খপাত্রে বিশেষার্ঘ্যস্থাপন করিবে । (সূর্য্য ও শিবের পূজায় শঙ্খপাত্রে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিতে নাই ।) সনৎকুমারতন্ত্রে বলিয়াছেন,—মানসপূজা না করিয়া বাহ্যপূজা করিবে না । ৬৮ । শঙ্খস্থাপনের প্রণালী দীক্ষাপ্রকরণে বলা হইয়াছে । ৬৯ । তাহার পরে শরীরে ধর্ম্মাদির পূজা করিবে । সারদাতিলকে তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছেন,—পীঠন্যাসের নিয়মে পুষ্পাদিদ্বারা দেবতা শরীরে ধর্ম্ম হইতে

---

(১) বিষগ্বিষক্তঃশিরশ্চতুর্দ্দিক্ষু যথা ধ্বনির্ভবতি (খ টি) ।

(২) তথাচ যস্য দেবস্য নেত্রদ্বয়ং তত্রাঙ্গুলিদ্বয়েন ন্যাসঃ । যস্য তু নেত্রত্রয়ং তত্রাঙ্গুলিত্রয়েণ (খটি)

(৩) পীঠপদেন পূজাধারো বোধ্যঃ (খ টি) ।

পূজয়েৎ। যথা—বায়ব্যাদীশপর্য্যন্তং ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ ॥ ৭১ ॥ ত্রিপুরাদৌ তু বিশেষগুরুপূজা বক্তব্যা ॥ ৭২ ॥ ততঃ পীঠমধ্যে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এবং প্রকৃতয়ে, কূর্ম্মায়, শেষায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়, (১)। অগ্নিকোণে ধর্ম্মায়। নির্ঋতিবায্বীশানেষু জ্ঞানং, বৈরাগ্যং, ঐশ্বর্য্যঞ্চ পূজয়েৎ। ততঃ পূর্ব্বাদিচতুর্দিক্ষু অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যান্ পূজয়েৎ। মধ্যে অনন্তাদি হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং সংপূজ্য পূর্ব্বাদিকেশরেষু মধ্যে তৎকল্পোক্তপীঠশক্তীঃ সংপূজ্য মধ্যে পীঠমনুং প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৩ ॥ ক্রমদীপিকায়াং,—বায়ব্যাদীশপর্য্যন্তম্ —অর্চ্চ্যা পীঠস্যোত্তরে গৌরবী পঙ্‌ক্তিরাদৌ। পূজ্যোহন্তরাপ্যাম্বিকেয়ঃ করাব্জৈঃ পাশং দণ্ডং সৃণ্যভীতী দধানঃ। আরভ্যাধারশক্ত্যাদ্যমরচরণপাবধ্যতো মধ্যভাগে ধর্ম্মাদীন্ বহিরক্ষঃপরমশিবগতান্ দিক্ষ্বধর্ম্মাদিকাংশ্চ। মধ্যে শেষাব্জবিম্বত্রিতয়গুণগুণাত্মস্রজং

তত্তৎ দেবতার পীঠশক্তিপর্য্যন্ত পূজা করিবে,তাহার উপরে দেবতার পূজা করিবে বিশেষার্ঘ্যের পর পীঠপূজা, পীঠের উত্তরে গুরুপঙ্‌ক্তি পূজা করিবে। যথা—বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোন পর্য্যন্ত গন্ধপুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ এইরূপ ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। ৭০।৭১। ত্রিপুরাদি বিষয়ে গুরুপূজার যাহা বিশেষ আছে তাহা তৎপ্রকরণে বলা হইবে। তাহার পরে গন্ধ পুষ্প লইয়া পীঠ মধ্যে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এইরূপে ওঁ প্রকৃতয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ শেষায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ,ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। অগ্নিকোণে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ নৈঋতকোণে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে বৈরাগ্যায়, ঈশানকোণে ঐশ্বর্য্যায়, পূর্ব্বাদি চারিদিকে যথাক্রমে অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায় বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা ওঙ্কার ও নমঃ যোগে পূজা করিবে। মধ্যস্থলে পীঠন্যাসোক্ত ওঁ অনন্তায় নমঃ হইতে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে পর্য্যন্ত পূজা করিবে পদ্মের পূর্ব্বাদি কেশরেও তৎতৎ দেবতার পীঠশক্তির পূজা করিয়া (তত্তৎ দেবতার প্রকরণে দ্রষ্টব্য) মধ্যে পীঠদেবতার পূজা করিবে। ৭২।৭৩। ক্রমদীপিকায় বলিয়াছেন—পীঠের উত্তরভাগে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অগ্রে গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা করিবে। দক্ষিণভাগে যিনি চারিটি হস্তকমলে পাশ, দণ্ড, অঙ্কুশ, ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন সেই অম্বিকাপুত্র গণেশের পূজা করিবে। তাহার পরে মধ্যভাগে আধার শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া কল্পবৃক্ষ পর্য্যন্ত পীঠদেবতার পূজা করিবে, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশানকোণে ধর্ম্ম প্রভৃতির পূজা করিবে, চতুর্দ্দিকে অধর্ম্মাদির পূজা করিবে। আবার মধ্যভাগে শেষ, পদ্ম, সূর্য্য, চন্দ্র ও

---

১) পদ্মনালায় ইত্যধিকঃ কচিৎ পাঠঃ।

সামান্যপূজাযন্ত্রম্ ।

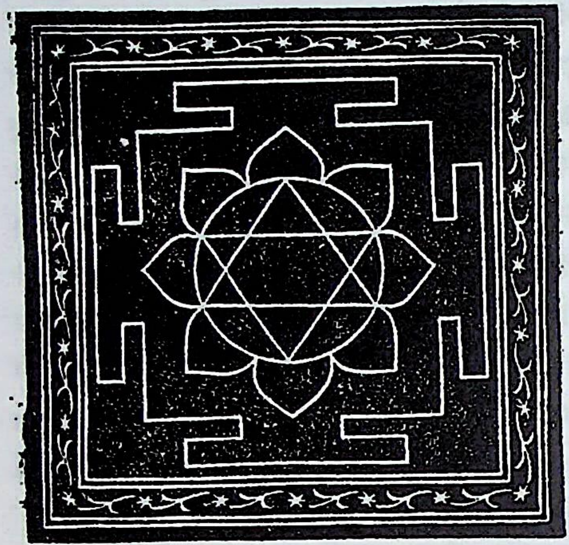

কেশরাণাং মধ্যে মধ্যে চ শক্তার্ণব সমভিযজেৎ পীঠমন্ত্রেণ ভূয়ঃ। তারাদিবিদ্যাদৌ তু বিশেষো বক্তব্যঃ ॥ ৭৪ ॥ পূর্ব্বাদিদিঙ্‌নিয়মস্তু যামলে।—পূজ্যপূজকয়োর্ম্মধ্যং প্রাচীতি কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ। তদ্দক্ষিণং (১) দক্ষিণং স্যাদুত্তরং চোত্তরং স্মৃতম্ ॥৭৫॥ পৃষ্ঠন্তু পশ্চিমং জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্রৈবং প্রযোজয়েৎ ॥ স্পষ্টমাহ শাম্ভবীয়ে,—স্বসম্মুখং ভবেৎ প্রাচী দেবী পৃষ্ঠন্তু পশ্চিমম্। সব্যঞ্চ দক্ষিণং বিদ্যাদ্দক্ষিণঞ্চোত্তরং মতম্। ভাবচূড়ামণৌ,—সাধকেচ্ছাবশাদ্দেবি সর্ব্বদিঙ্মুখদেবতা। রাত্রাবুদঙ্মুখঃ কুর্য্যাদ্দেবকার্য্যং সদৈব হি। শিবার্চ্চনং সদাপ্যেবং শুচিঃ কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ। বিষ্ণুবিষয়ে বারাহীয়ে,—স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরঃ স্বাচান্তঃ পূর্ব্বদিঙ্মুখঃ। অনেন বিধিনা মন্ত্রী পূর্ব্বাদৌ পূজনং চরেৎ ॥ ৭৬ ॥ অবিশেষে যন্ত্রনিয়মস্তু মৎস্য-

বহ্নিমণ্ডল, সত্ত্বাদিগুণত্রয়, ও আত্মত্রয়ের পূজা করিয়া মধ্যদেশে নবশক্তির পূজা করিবে। তারাদি বিদ্যাবিষয়ে যাহা বিশেষ আছে তাহা তারাদি প্রকরণে বলা যাইবে। যামলে পূর্ব্বাদি দিক্ কিরূপে নির্ণয় করিতে হইবে, তাহা বলিয়াছেন,—বুধগণ পূজ্য ও পূজকের মধ্যভাগকে পূর্ব্বদিক্ বলেন,—পূজকের দক্ষিণভাগকে দক্ষিণদিক্, উত্তর ভাগকে উত্তরদিক্ এবং পৃষ্ঠদেশকে পশ্চিম দিক্ বলেন, তন্ত্রোক্ত সকল পূজা ব্যাপারে এইরূপে দিক্ নিরূপণ করিতে হইবে। শাম্ভবতন্ত্রে এ বিষয়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন,—নিজের সম্মুখভাগ পূর্ব্বদিক্, দেবতার পৃষ্ঠদেশ পশ্চিমদিক্, বামভাগ দক্ষিণদিক্ ও দক্ষিণভাগ উত্তরদিক্ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে। ভাবচূড়ামণিগ্রন্থে বলিয়াছেন,—হে দেবি, সাধকের ইচ্ছানুসারে দেবতা সকল দিকে মুখ করিয়া বসিতে পারেন। রাত্রিকালে সাধক উত্তরমুখ হইয়া দেবকার্য্য করিবে। শুচি ব্যক্তি শিবপূজা সর্ব্বদাই উত্তরমুখ হইয়া করিবে। বিষ্ণুবিষয়ে বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—স্নান করিয়া শ্বেতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক আচমন করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া দেবকার্য্য করিবে। সাধক তন্ত্রোক্ত নিয়মে দিক্‌নিরূপণ করিয়া পূজা করিবেন। যেস্থলে পূজার যন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নাই

---

(১) তদ্দক্ষিণমিতি দেবস্য দক্ষিণমিতি (খ টি)।

সূক্তে।—অনুক্তকল্পে যন্ত্রস্তু লিখেৎ পদ্মং দলাষ্টকম্। ষট্‌কোণকর্ণিকং তত্র বেদদ্বারোপশোভিতম্ ॥ ৭৭ ॥ ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা দীক্ষাপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ আবাহনাদিপ্রাণপ্রতিষ্ঠান্তং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ (১) ॥ ৭৮ ॥ আবাহনে তু বিশেষো যথা আগমকল্পদ্রুমে।—মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সুষুম্নাবর্ত্মনা সুধীঃ। আনীয় তেজঃ স্বস্থানান্নাসিকারন্ধ্রনির্গতম্। করস্থমাতৃকাম্ভোজে চৈতন্যং পুষ্পসঞ্চয়ে। সংযোজ্য যন্ত্রমধ্যে তৎ সংস্থাপ্যাবাহয়েত্ততঃ ॥ ৭৯ ॥ ততঃ ষোড়শোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্ব্বা পূজয়েৎ ॥ ৮০ ॥ ষোড়শোপচারনিয়মস্তু।—আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্। মধুপর্কাচমনস্নানবসনাভরণানি চ। সুগন্ধসুমনোধূপদীপনৈবেদ্যবন্দনম্। প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু

সেস্থলে এই সাধারণ পূজাযন্ত্রে পূজা করিবে। মৎস্যসূক্তে সেই সাধারণ যন্ত্রের কথা বলিয়াছেন,—যেস্থলে যন্ত্রের বিশেষ কিছু বলা নাই, সেস্থলে একটি অষ্টদলপদ্ম আঁকিবে, তাহার মধ্যদেশে ষটকোণ আঁকিয়া ষটকোণের মধ্যদেশে কর্ণিকা করিবে। পদ্মের বাহিরে চারিটি দ্বার করিবে। ৭৪—৭৭। তাহার পর পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া দীক্ষাপদ্ধতি লিখিত নিয়মে আবাহন হইতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে। আগমকল্পদ্রুমে আবাহন সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই বলিয়াছেন।—জ্ঞানবান্ পূজক মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সুষুম্নানাড়ী পথ দিয়া চৈতন্যরূপ তেজকে স্বস্থান হইতে আনয়ন করিয়া নাসিকা বিবর দিয়া বাহির করিয়া করস্থিত মাতৃকাপদ্মে পুষ্পরাশির উপরে সংযোজিত করিবে, পরে যন্ত্র মধ্যে ঐ তেজ স্থাপন করিয়া আবাহন করিবে। তাহার পরে ষোড়শোপচারে অথবা, পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। ৭৮—৮০। ষোড়শোপচার যথা,—আসন, স্বাগতপ্রশ্ন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ,

---

(১) অত্র পুস্তকান্তরে বিশদঃ পাঠঃ—“পুনর্ধ্যাত্বা সুষুম্নাবর্ত্মনা নাসারন্ধ্রাদ্বিনির্গতং তেজঃ করস্থপুষ্পেণ সহ যন্ত্রে সংযোজ্যাবাহয়েৎ। মূলমুচ্চার্য্য অমুক ইহাবহ ২ ইহ তিষ্ঠ ২ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইত্যাবাহ্য হুং ইত্যবগুণ্ঠ্য দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসং কৃত্বা বমিতি ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্য পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাত্। যথা অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণি ছন্দাংসি চৈতন্যং দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ। আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আমিত্যাদি অমুকদেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ। আমিত্যাদি অমুকদেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি। আমিত্যাদি অমুকদেবতায়া বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। অত্র শূদ্রস্যাধিকারঃ। যথা পৈঠীনসিঃ। স্বাহাং নৈব স্মরেৎ শূদ্রো মনসাপি কথঞ্চন। বিনা প্রাণপ্রতিষ্ঠাঞ্চ অন্যথা নিরয়ং ব্রজেৎ। ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব। ইতি পঠিত্বা পূজয়েৎ।

ষোড়শ ॥ ৮১ ॥ অথবা এষামপ্যভাবে পঞ্চোপচারান্ কল্পয়েৎ। গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা পূজা পঞ্চোপচারিকা ইতি ॥ ৮২ ॥ বিষ্ণুবিষয়ে তু—অর্ঘ্যাদ্যাঃ পঞ্চ পঞ্চৈব গন্ধাদ্যা ইতি ভেদতঃ। প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারান্ দশ ক্রমাৎ ॥ ৮৩ ॥ পুষ্পপর্য্যন্তমুপচারং তত্তন্মন্ত্রেণ দত্ত্বা ষড়ঙ্গেন পূজয়েৎ ॥ ৮৪ ॥ পুষ্পদানে তু বিশেষঃ।—পুষ্পং বা যদি বা পত্রং ফলং নেষ্টমধোমুখম্। দুঃখদং তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণম্। অধোমুখং ফলং নেষ্টং পুষ্পাঞ্জলিবিধৌ (১) ন চ ॥ ৮৫ ॥ সর্ব্বত্র দ্রব্যদানেঽয়ং ক্রমঃ।—আদৌ মূলং ততো দ্রব্যং দেবতায়ৈ ততঃ পদম্। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণৌ,—হৃদ্বহ্নিবল্লভাতোয়মন্ত্রং পাদ্যাদিষু ক্রমাৎ। নমো বৌষট্ গন্ধপুষ্পে হৃদান্যানি নিবেদয়েৎ। মূলমুচ্চার্য্য এতৎ পাদ্যম্ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ ইত্যাদিনা দদ্যাৎ ততো মূর্দ্ধহৃদ্গুহ্যপাদসর্ব্বাঙ্গকেষু মূলেন পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তত্তৎকল্পোক্তাবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। তথা চ,—পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা পরিবারার্চ্চনম্ চরেদিতি ভট্টঃ ॥ ৮৬ ॥ ততো ধূপদীপৌ দদ্যাৎ। তদ্যথা,—জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহেতি (২) পুষ্পাক্ষতৈর্ঘণ্টাঞ্চ সংপূজ্য, বামহস্তেন তাং বাদয়ন্,

নৈবেদ্য ও নমস্কার, এই উপচার গুলিকে ষোড়শোপচার বলে। ৮১। এই সকল উপচারের অভাব হইলে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। গন্ধ, পুষ্প, দীপ ও নৈবেদ্য, এই পঞ্চবিধ দ্রব্যকে পঞ্চোচার বলে। ৮২। বিষ্ণুবিষয়ে অর্ঘ্য হইতে ৫টি এবং গন্ধ হইতে ৫টি অর্থাৎ অর্ঘ্য, পাদ্য আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই দশোপচার জানিবে। ৮৩। তত্তৎ মন্ত্রে পুষ্প পর্য্যন্ত উপচার প্রদান করিয়া ষড়ঙ্গমন্ত্রে পূজা করিবে। ৮৪। পুষ্প দানে বিশেষ নিয়ম এই,—পুষ্প বা ফল পত্র অধোমুখ করিয়া দিবে না; অধোমুখ করিয়া দিলে দুঃখ পাইতে হয়। পুষ্প, ফল ও পত্র যে ভাবে উৎপন্ন হয়, সেই ভাবে অর্পণ করিতে হয়; কিন্তু পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে এই নিয়ম পালন করিতে হইবে না। ৮৫। সকল উপচার প্রদানের নিয়ম এই,—প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দ্রব্যের নাম করিবে, তাহার পরে অমুকদেবতায়ৈ বলিবে। পাদ্যস্থলে নমঃ অর্ঘ্যস্থানে স্বাহা বলিবে। গন্ধস্থলে নমঃ, পুষ্পস্থলে বৌষট্, অন্যস্থলে নমঃ ইত্যাদি বলিয়া দিবে। মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এতৎ পাদ্যং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ এই বলিয়া দিবে। তাহার পর দেবতার মস্তক, হৃদয়, গুহ্য, পাদ এবং সর্ব্বাঙ্গে মূলমন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তত্তদ্দেবতার প্রকরণে কথিত আবরণদেবতার পূজা করিবে। পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আবরণদেবতার পূজা করিবে, ইহা রাঘবভট্ট বলিয়াছেন। ৮৬। তৎপরে ধূপ ও দীপ প্রদান করিবে। তাহার প্রণালী এই যে,—ওঁ জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহা এই মন্ত্রে পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা ঘণ্টার পূজা করিয়া বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে

---

(১) তথাচ পুষ্পাঞ্জলিদানে অধোমুখনিন্দা নাস্তীতি ভাবঃ (খ-টি)। (২) অয়ং ঘণ্টাপূজামন্ত্রঃ

তত্ত্বমন্ত্রেণ নীচৈর্ধূপমেবং দৃষ্টিপর্য্যন্তং দীপং দদ্যাৎ ॥ ৮৭ ॥ ততো মূলেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা, নৈবেদ্যমানীয়, ফড়িতি সংপ্রোক্ষ্য, চক্রমুদ্রয়া অভিরক্ষ্য, তদুপরি মূলমষ্টধা জপ্ত্বা, ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য, মূলমুচ্চার্য্য নৈবেদ্যং দদ্যাৎ। (১) যত্তোয়মর্ঘ্যপাত্রস্থ তদাদায় [২) নিবেদয়েৎ। অন্যতোয়ৈর্যদুৎসৃষ্টমর্ঘ্যপাত্রস্থিতেতরৈঃ। ন গৃহ্ণাতি মহাদেবী দত্তং বিধিশতৈরপি ॥ ইতি বচনাদুপচারানর্ঘ্যপাত্রস্থজলেনোৎসৃজ্য দদ্যাৎ ॥ ৮৮ ॥ ততঃ পুনরাচমনীয়ং দত্ত্বা তাম্বূলাদীনি দদ্যাৎ। বৈষ্ণবে তু নৈবেদ্যে বিশেষো বক্তব্যঃ ॥ ৮৯ ॥ ততঃ সপরিবারাং দেবতাং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য, নৃত্যগীতৈর্দ্দেবং সন্তোষ্য জয় জয়েত্যুক্ত্বা, বিশেষার্ঘ্যং (৩) দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ ॥ ৯০ ॥ দানে তু;—আদৌ মূলং ততো দ্রব্যোল্লেখঃ ততঃ সম্প্রদানং ততস্ত্যাগার্থকং পদমিতি সর্ব্বত্র। তথা চ কুলার্ণবে।—আদৌ মূলং সমুচ্চার্য্য পশ্চাদ্দেয়ং সমুচ্চরেৎ। সংপ্রদানং তদন্তে তু

তত্ত্বমন্ত্রে নিম্ন মুখ করিয়া ধূপ ও উর্দ্ধমুখ করিয়া দীপ প্রদান করিবে। ৮৭। অনন্তর মূলমন্ত্র দ্বারা তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া নৈবেদ্য আনয়নপূর্ব্বক ফট্ এই মন্ত্রে জল দ্বারা প্রোক্ষণ ও চক্রমুদ্রাদ্বারা সংরক্ষণ করিয়া নৈবেদ্যের উপর আটবার মূলমন্ত্র জপ ও ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া মূলমন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। অর্ঘ্যপাত্রের জলদ্বারা সকল দ্রব্যই প্রোক্ষণ করিয়া নিবেদন করিবে। অন্য জলদ্বারা প্রোক্ষিতদ্রব্য শতবিধি অনুসারে প্রদান করিলেও মহাদেবী তাহা গ্রহণ করেন না। এইরূপ নিষেধবচন থাকায় সকল দ্রব্যই অর্ঘ্যপাত্রস্থজল দ্বারা প্রোক্ষণপূর্ব্বক নিবেদন করিবে। ৮৮। তাহার পরে পুনরাচমনীয় প্রদান করিয়া পানার্থোদক ও তাম্বূলাদি প্রদান করিবে। বিষ্ণুবিষয়ে নৈবেদ্যদানের যাহা বিশেষ আছে, তাহা তৎপ্রকরণে বলা হইবে। ৮৯। তাহার পর পরিবারের সহিত দেবতাকে গন্ধাদি উপচারে পুনর্ব্বার পূজা করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা দেবতার সন্তোষসাধনপূর্ব্বক জয়-জয়ধ্বনি করত বিশেষার্ঘ্য প্রদান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। ৯০। দেবতাকে উপচার প্রদানের নিয়ম এই যে, প্রথমতঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিবে, তাহার পর যাঁহাকে দিতে হইবে, তাঁহার চতুর্থ্যন্ত নাম উল্লেখ করিয়া ত্যাগার্থবোধক নমঃ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা নিবেদন করিবে। কুলার্ণবেও তাহাই বলিয়াছেন,—হে দেবেশি, অগ্রে মূলমন্ত্র, পরে দেয় দ্রব্য, তাহার পরে

---

(১) তৎপাত্রাণি যামলে—তৈজসেষু চ পাত্রেষু সৌবর্ণে রাজতে তথা। তাম্রে বা প্রস্তরে বাপি পদ্মপত্রেঽথবা পুনঃ। যজ্ঞদারুময়ে বাপি নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্বুধঃ। সর্ব্বাভাবে চ মাহেয়ে স্বহস্তঘটিতে যদি। ইত্যধিকঃ পাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োঃ। কাংস্যপাত্রং প্রিয়ং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যে কাঞ্চনাদপি। তাম্রায়া নৃকপালোত্থং বিশ্বামিত্রকপালজম্। নৃকপালোত্থমিতি নির্ব্বিকল্পবিষয়ম্ ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ। (২) তন্নিধায় ইতি পাঠান্তরম্।

(৩) মাতৃকাবিলোমেন যদর্ঘ্যং কৃতং তদ্দত্ত্বা (খ টি)।

ত্যাগার্থকপদন্ততঃ। এবংক্রমেণ দেবেশি উপচারান্ প্রকল্পয়েৎ। মন্ত্রান্তে কর্ম্মসন্নিপাত ইতি স্যাৎ ॥ ৯১ ॥ ততশ্চুল্লুকোদক-(১) মাদায় ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ং সকলং সম্যগমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ে ওঁ তৎসৎ। নমস্কারানন্তরং বা ॥ ৯২ ॥ ততোঽষ্টোত্তরসহস্রং শতং বা জপ্ত্বা, ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে। অন্যত্র গোপ্ত্রী দেবীতি বিশেষঃ। ইতি জপং সমর্প্য স্তুত্বা নত্বাষ্টাঙ্গপ্রণামং কুর্য্যাৎ ॥ ৯৩ ॥ অষ্টাঙ্গপ্রণামো যথা,—পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা। বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥ ৯৪ ॥ বাহুভ্যাঞ্চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা। পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ ॥ ৯৫ ॥ ভূমৌ নিপত্য যঃ কুর্য্যাৎ কৃষ্ণেঽষ্টাঙ্গনতিং সুধীঃ। সহস্রজন্মজং পাপং ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৬ ॥ তথা—বেদবিদ্ভো ধরাং দত্ত্বা যৎ ফলং লভতে নরঃ। তৎ ফলং লভতে ভক্ত্যা কৃষ্ণে কৃত্বা প্রদক্ষিণম্। কৃষ্ণ ইত্যুপলক্ষণম্। বিশ্বসারে।—শঙ্খহস্তেন সর্ব্বত্র প্রদক্ষিণং

সম্প্রদান, তাহার পরে ত্যাগ অর্থবোধক নমঃ প্রভৃতি শব্দ উল্লেখ করিয়া উপচার প্রদান করিবে। মন্ত্রের শেষে কর্ম্ম করিতে হয় এইরূপ নিয়মও আছে। ৯১। তৎপরে আত্মসমর্পণ করিবে। তাহার নিয়ম এই,—হস্তকোষে গণ্ডুষপরিমিত জল গ্রহণ করিয়া ইতঃ পূর্ব্বং ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতাকে অর্পণ করিবে। কেহ কেহ বলেন নমস্কারের পর আত্মসমর্পণ করিবে। ৯২। তাহার পরে এক হাজার আটবার অথবা একশত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া ওঁ গুহ্যাতি ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিতে হইবে। দেবীমন্ত্রজপবিসর্জ্জনে, গোপ্তা স্থলে গোপ্ত্রী, দেবস্থানে দেবি পাঠ করিবে। এইপ্রকারে জপ সমর্পণ করিয়া স্তবপাঠপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে। ৯৩। অষ্টাঙ্গ-প্রণাম যথা—পাদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃ, মস্তক চক্ষুঃ, বাক্য ও মন, এই আটটি অঙ্গদ্বারা যে প্রমাণ, তাহাকে অষ্টাঙ্গ বলে। ৯৪। বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও চক্ষুঃ, এই পাঁচটি অঙ্গদ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ-প্রণাম বলে। ৯৪। এই উভয়বিধ প্রণাম পূজাদিকার্য্যে প্রশস্ত। ৯৫। যে ব্যক্তি ভূমিতে নিপতিত হইয়া কৃষ্ণকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম করে, সেই ব্যক্তি সহস্রজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করে। ৯৬। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিলে যে ফল হয়, ভক্তিপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া দেবতাকে প্রণাম করিলে সেই ফল পাওয়া যায়। কৃষ্ণ এই কথাটি উপলক্ষণ মাত্র, অন্য দেবতার প্রণাম সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিবে। বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, শঙ্খ

---

(১) চুলুকোদকমিতি পাঠান্তরম্ (খ) পুস্তকে।

প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৭ ॥ (১) নতিবিশেষস্তু যামলে।—ত্রিকোণাকারা সর্ব্বত্র নতিঃ শক্তেঃ প্রকীর্ত্তিতা। (দক্ষিণাদ্বায়বীং গত্বা দিশস্তস্মাচ্চ শাম্ভবীম্। ততশ্চ দক্ষিণং গত্বা নমস্কারস্ত্রিকোণবৎ (২)॥ ৯৮ ॥) অর্দ্ধচন্দ্রং মহেশস্য পৃষ্ঠতশ্চ সমীরিতা। শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্রক্রমেণ তু। সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ। সোমসূত্রং জলনিঃসরণস্থানম্ ॥ ৯৯ ॥ (৩) প্রসার্য্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্রশিরাঃ পুনঃ। দর্শয়েদ্দক্ষিণং পার্শ্বং মনসাপি বিচক্ষণঃ। ত্রিধা চ বেষ্টয়েৎ সম্যগ্ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণে ॥ ১০০ ॥ একহস্তপ্রণামশ্চ একং বাপি প্রদক্ষিণম্। অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥১০১॥ ততো দেবতাঙ্গে আবরণদেবতা বিলাপ্য ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জনং কৃত্বা (৪) সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ পুষ্পৈঃ সার্দ্ধমাঘ্রায় স্বহৃদয়মানয়েৎ। (পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াম্।—ক্ষমস্বেতি বদন্ মূলমন্ত্রেণ ব্যাপকং ত্রিশ ইতি বচনাৎ বিসর্জ্জনানন্তরং ব্যাপকং কুর্য্যাৎ (৫)।) তথা চ—নিধায় দেবতাং পশ্চাৎ স্বীয়হৃৎসরসীরুহে। সুষুম্নাবর্ত্মনা পুষ্পমাঘ্রায়োদ্বাসয়ে-

---

হস্তে সর্ব্বত্র দেবতার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। ৯৭। যামলে নমস্কার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যথা,—শক্তিদেবতার প্রণাম সর্ব্বত্রই ত্রিকোণাকারে হইবে। ত্রিকোণাকার প্রণাম যথা,—দেবতার দক্ষিণদিক হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত গমন করিয়া তথা হইতে আবার দক্ষিণদিকে আসিবে, এইরূপ করিলেই ত্রিকোণের মত নমস্কার হইবে। ৯৮। শিবপ্রণামস্থলে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিবে। সোমসূত্র লঙ্ঘন করিবে না। জলনির্গমস্থানকে সোমসূত্র বলে। ৯৯। অন্যান্য দেবতার প্রদক্ষিণস্থলে বিচক্ষণ সাধক দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া নতমস্তকে দক্ষিণপার্শ্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক দেবতাকে তিনবার বেষ্টন করিবে। ১০০। যে ব্যক্তি দেবতাকে এক হস্তে প্রণাম অথবা একবার প্রদক্ষিণ করে কিম্বা অকালে দর্শন করে, তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয়। ১০১। অনন্তর দেবতার শরীরে আবরণদেবতা বিলীন হইয়াছেন, এই প্রকার চিন্তা করত "ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। পরে সংহারমুদ্রাদ্বারা একটী পুষ্প লইয়া আঘ্রাণ করত সেই পুষ্পের সহিত দেবতার তেজ নিজ হৃদয়ে আনয়ন করিবে। পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন,—"ক্ষমস্ব" এই কথা বলিয়া তিনবার ব্যাপকন্যাস করিবে। এই বচনে বিসর্জ্জনের পর ব্যাপক ন্যাস কর্ত্তব্য ইহা বুঝা যাইতেছে। পুষ্প আঘ্রাণপূর্ব্বক সুষুম্না-

---

(১) তন্ত্রান্তরে,—একং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীণি দদ্যাদ্বিনায়কে। চত্বারি কেশবে দদ্যাচ্ছিবে চার্দ্ধং প্রদক্ষিণম্। ইতি (ক) পুস্তকপাঠঃ অধিকঃ। (২) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৩) শিবপ্রদক্ষিণন্তু দক্ষিণস্যামেব, তথা রুদ্রযামলে নো প্রাচীমগ্রতঃ শম্ভোর্নোদীচীং শক্তিসংহিতাম্। ন প্রতীচীং যতঃ পৃষ্ঠমতো দক্ষং সমাশ্রয়েৎ। ইত্যুক্তঃ পাঠঃ (খ) পুস্তকে।

(৪) মূলেন ত্রিশো ব্যাপকং কুর্য্যাৎ, তথাচ ক্ষমস্বেতি বদন্ মূল মন্ত্রেণ ব্যাপকং ত্রিশ ইতি ততঃ ইত্যধিকোঽত্র (ক) পুস্তকপাঠঃ। (৫) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ (ক) পুস্তকে উদ্ধৃতঃ পাঠঃ।

ত্ততঃ ॥ ১০২ ॥ ততঃ ঐশান্যাং ত্রিকোণমণ্ডলং (১) কৃত্বা নির্ম্মাল্যশেষং দদ্যাৎ। বিষ্ণৌ তু—ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ। শক্তৌ—ওঁ শেষিকায়ৈ নমঃ। শিবে—ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ। সূর্য্যে—ওঁ তেজশ্চণ্ডায় নমঃ। গণেশে—ওঁ উচ্ছিষ্টগণেশায় নমঃ। কালিকাদৌ—(২) ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ। তথা চ—বিশ্বক্সেনঃ স্মৃতো বিষ্ণোস্তেজশ্চণ্ডো বিবস্বত ইত্যাদি। তথা চ বিদ্যানন্দনিবন্ধে।—সূর্য্যে গণপতাবুগ্রে শাক্তে শৈবেঽথ বৈষ্ণবে। তেজশ্চণ্ডমথোচ্ছিষ্টসোজমুচ্ছিষ্ট-(৩) পূর্ব্বিকাম্। চাণ্ডালীং শেষিকাং চণ্ডং বিশ্বক্সেনং ক্রমাদ্‌জয়েৎ। সোজ ইতি উমা শম্ভুনা সহ বর্ত্ততে ইতি সোহ্গা তজ্জো গণেশঃ ॥ ১০৩ ॥ ততঃ পাদোদকং পীত্বা (৪) নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য অন্যদ্-যথাযোগ্যায় দত্বা যথাসুখং বিহরেদিতি ॥ ১০৪ ॥ মৎস্যসূক্তে।—অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদিকস্তু যৎ। অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্। বিষ্ণোরিতি তত্তদ্দেবতাপরম্ ॥ ১০৫ ॥ তথা ভৈরবতন্ত্রে।—হৃদয়ে চ বহির্দ্দেবীং সমর্প্য বিধিবত্ততঃ।

নাড়ী দ্বারা দেবতাকে উত্থাপনপূর্ব্বক নিজ হৃৎপদ্মে স্থাপন করিবে। ১০২। তাহার পর ঈশানকোণে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া তাহাতে নির্ম্মাল্যশেষ অর্পণ করত বিষ্ণুবিষয়ে ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ, শক্তিবিষয়ে ওঁ শেষিকায়ৈ নমঃ, শিববিষয়ে ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ, সূর্য্যবিষয়ে ওঁ তেজশ্চণ্ডায় নমঃ, গণেশবিষয়ে ওঁ উচ্ছিষ্টগণেশায় নমঃ, কালিকাদি-বিষয়ে ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ বলিয়া ঐ নির্ম্মাল্য-পুষ্পদ্বারাই পূজা করিবে। প্রমাণেও তাহাই বলিয়াছেন,—বিষ্ণুর বিশ্বক্সেন, সূর্য্যের তেজশ্চণ্ড ইত্যাদি। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুবিষয়ে যথাক্রমে তেজশ্চণ্ড, উচ্ছিষ্টগণেশ, উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী শেষিকা, চণ্ড ও বিশ্বক্সেনের পূজা করিবে। ১০৩। তাহার পরে পাদোদক পানপূর্ব্বক নৈবেদ্য হইতে কিছু লইয়া অবশিষ্ট নৈবেদ্য যাহাকে যেরূপ দেওয়া উচিত তাহা দিয়া সুখে বিহার করিবে। ১০৪। মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন মৎস্য-মাংসপ্রভৃতি কোন বস্তুই দেবতাকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না, বিষ্ণুর উদ্দেশে অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠাতুল্য ও পানীয় জল মূত্রতুল্য জ্ঞান করিবে। বিষ্ণুর উদ্দেশে ইহার অর্থ যাহার যিনি আরাধ্য দেবতা, তাঁহার উদ্দেশে। ১০৫। ভৈরবতন্ত্রে আরও বলিয়াছেন,—জ্ঞানবান্ সাধক বাহির হইতে

---

(১) ত্রিকোণমণ্ডলমিত্যত্র মণ্ডলিকামিতি (খ) পাঠঃ। (২) আদিপদেন তারাচ্ছিন্নমস্তা-পরিগ্রহঃ। (৩) সোজমুচ্ছিষ্ট ইত্যত্র (খ) পুস্তকে গণেশোচ্ছিষ্ট ইতি পাঠঃ।

(৪) গৌতমীয়ে,—বিষ্ণুপাদোদকাৎ পূর্ব্বং বিপ্রপাদোদকং পিবেৎ। বিরুদ্ধমাচরন্ মোহাদাত্মহা স নিগদ্যতে। পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তিষ্ঠন্তি সাগরে। সসাগরাণি তীর্থানি পদে বিপ্রস্য দক্ষিণে। ইতি প্রসঙ্গাদুক্তম্। শঙ্খতোয়ং ততঃ পীত্বা সাক্ষাত্তৎকবিরাড্ভবেৎ। ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

নির্ম্মাল্যঞ্চ শুচৌ দেশে নৈবেদ্যং ভক্ষয়েৎ সুধীঃ ॥ ১০৬ ॥ তন্ত্রান্তরে।—নির্ম্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং সর্ব্বাঙ্গে চানুলেপনম্। নৈবেদ্যং চোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তদ্ভক্তিশালিনে। দেবতার্চ্চাবশিষ্টং (১) যৎ সলিলং শঙ্খমধ্যগম্। অঙ্গলগ্নং মনুষ্যাণাং ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ১০৭ ॥ (২) ইতি সামান্যপূজাপদ্ধতিঃ ॥ ০ ॥

যামাহুরাদ্যাং প্রকৃতিং মুনীন্দ্রাঃ, পদ্মাং (৩) ত্রিশক্তিং (৪) গিরমন্ন-(৫) পূর্ণাম্। নিত্যাঞ্চ (৬) দুর্গাং ত্বরিতাং তথান্যাং, ভজামি নিত্যং ভুবনেশ্বরীং তাম্ ॥ ১ ॥ অথ বক্ষ্যে জগদ্ধাত্রীমধুনা ভুবনেশ্বরীম্। ব্রহ্মাদয়োঽপি যাং জ্ঞাত্বা লেভিরে পরমাং শ্রিয়ম্ ॥২॥ অথ ভুবনেশ্বরীমন্ত্রঃ।—নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়ো বামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্। বীজং তস্যাঃ সমাখ্যাতং সেবিতং সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিভিঃ। নকুলীশো হকারঃ, অগ্নী রেফঃ, বামনেত্রমীকারঃ, অর্দ্ধচন্দ্রোঽনুস্বারঃ ॥ ৩ ॥ (৭) ভুবনেশ্বরীপদার্থমাহ দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্।—ব্যোম-

যথাবিধানে দেবতাকে হৃদয়ে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার নির্ম্মাল্য গ্রহণ ও নৈবেদ্য পবিত্র স্থানে বসিয়া ভক্ষণ করিবে। ১০৬। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন নির্ম্মাল্য-পুষ্পাদি মস্তকে ধারণ করিবে, নিবেদিত চন্দনাদি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে। তাহার পর ভক্তিমান ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া নিবেদিত নৈবেদ্য ভোজন করিবে। দেবতার পূজাবশিষ্ট শঙ্খমধ্যস্থিত জল অঙ্গে লেপন করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ দূরীভূত হয়।

সামান্যপূজাপদ্ধতি সমাপ্ত।

শ্রেষ্ঠ মুনিগণ যাঁহাকে কমলা, ত্রিপুটা, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা, নিত্যা, দুর্গা, ত্বরিতা এবং অন্যান্য মহাবিদ্যা বলিয়া থাকেন আমি সেই আদ্যা প্রকৃতি ভুবনেশ্বরীর ভজনা করি।১। ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার মন্ত্র জানিয়া পরম সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এক্ষণে সেই জগদ্ধাত্রী ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র বলিতেছি। ২। অনন্তর ভুবনেশ্বরী-মন্ত্র কথিত হইতেছে।—নকুলীশ-শব্দে হকার, অগ্নিশব্দে র, বামনেত্র শব্দে ঈকার, চন্দ্র শব্দে অনুস্বার, এই চারিবর্ণ মিলিত করিলে যে বীজ হয় তাহাই ভুবনেশ্বরীমন্ত্র *। এই মন্ত্র সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণ সেবা করিয়া থাকেন। ৩। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায় ভুবনেশ্বরী পদের অর্থনির্দ্দেশ

---

(১) দেবতায়াশ্চাবশিষ্টমিতি (খ) পাঠঃ।

(২) অথ সংক্ষেপতঃ সর্ব্বদেবানাং নিত্যপূজাবিধিঃ। যামলে,—আদাবৃষ্যাদিবিন্যাসঃ করশুদ্ধিস্ততঃ পরম্। অঙ্গুলিব্যাপকন্যাসৌ হৃদাদিন্যাস এব চ॥ তালত্রয়ঞ্চ দিগ্‌বন্ধঃ প্রাণায়ামস্ততঃ পরম্। ধ্যানং পূজা জপশ্চেতি সর্ব্বতন্ত্রেষ্বয়ং ক্রমঃ॥ পূজা তু মূলদেবতায়া এব। বারাহীয়ে,—প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পেন বর্ত্ততে ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্ম্মতের্বিদ্যতে ফলম্॥ ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ। (৩) পদ্মাং লক্ষ্মীম্। (৪) ত্রিশক্তিং ত্রিপুটাম্।

(৫) গিরং সরস্বতীম্। (৬) নিত্যা বিদ্যাবিশেষঃ। (৭) তেন মায়াবীজং (হ্রীং) আয়াতম্।

* মন্ত্রগুলি অদীক্ষিত ব্যক্তির উচ্চারণীয় নহে বলিয়া অনুবাদ সুস্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ করা হইবে না, টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

ভুবনেশ্বরী।

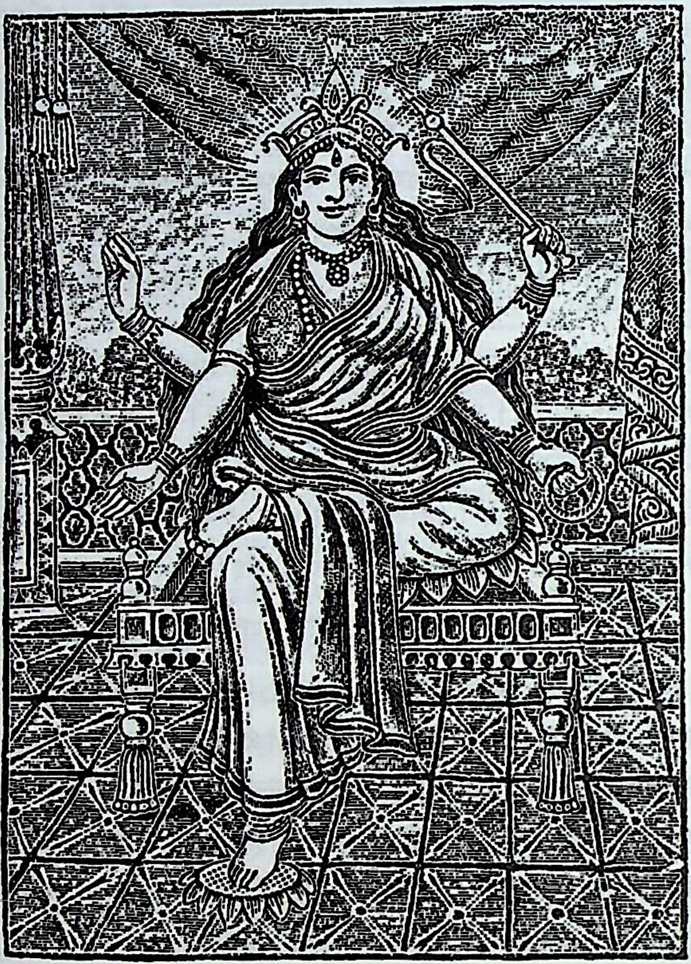

১৬০ পৃঃ।

বীজে মহেশানি কৈলাসাদি প্রতিষ্ঠিতম্। বহ্নিবীজাৎ সুবর্ণাদি নিষ্পন্নং বহুধা প্রিয়ে। তেনায়ং বর্ত্ততে লোকো ভূমিমণ্ডলসংস্থিতঃ। তুর্য্যস্বরেণ পাতালে শেষরূপেণ ধার্য্যতে। মহাভূমণ্ডলং তস্মাৎ পাতালস্থাপি নায়িকা। অতএব মহেশানি ভুবনাধীশ্বরী প্রিয়ে। মতান্তরমাহ,—হকারে ব্যোম তুর্য্যেণ স্বরেণানিলসম্ভবঃ। বিকারে সতি রেফেণ সাক্ষাদ্বহ্নিস্বরূপিণী। বহ্নিবীজং বসুধেয়ং তস্মাদ্রেফঞ্চ সুন্দরি। অতএব মহেশানি স বায়োঃ সমতা ভবেৎ। বিন্দুচক্রামৃতাদ্দেবি প্লাবয়ন্তী জগত্ত্রয়ম্। দ্রবরূপী ভবেত্তস্মাৎ প্লবন্তী চার্দ্ধমাত্রয়া। অতএব মহেশানি ভুবনেশীতি কথ্যতে ॥ ৪ ॥

অস্যাঃ পূজাপ্রয়োগঃ।—সামান্যপূজাপদ্ধত্যুক্তপ্রাতঃকৃত্যাদিপীঠন্যাসান্তং কর্ম্ম বিধায় হৃৎপদ্মস্থ পূর্ব্বাদিকেশরেষু মধ্যে চ ॥ (১) পীঠশক্তীর্ন্যসেৎ। তদ্‌যথা—জয়া বিজয়া অজিতা অপরাজিতা নিত্যা বিলাসিনী দোগ্ধ্রী অঘোরা মঙ্গলা। বাক্যন্তু—ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। কর্ণিকায়াং হ্রীং সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ ॥ ৫ ॥ ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। "অস্য ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্য শক্তির্ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দো ভুবনেশ্বরী দেবতা হকারো বীজম্ ঈকারঃ শক্তিঃ রেফঃ কীলকং, চতুর্ব্বর্গসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ।" শিরসি ওঁ শক্ত্যে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্র্যৈ চ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ হং

করিয়াছেন,—হে মহেশানি! আকাশবীজ হকার হইতে কৈলাসাদি উৎপন্ন হইয়াছে, বহ্নিবীজ রকার হইতে সুবর্ণাদি উৎপন্ন হইয়াছে; হে প্রিয়ে, নিখিল লোক সেই সুবর্ণাদির বলে ভূমণ্ডলে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। চতুর্থস্বর ঈকার অনন্তরূপে পাতালে থাকিয়া সমগ্র ভূমণ্ডল ধারণ করিতেছে সুতরাং এই ভুবনেশ্বরী পাতালেরও নায়িকা হইতেছেন। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই ত্রিভুবনেরই ইনি ধাত্রী বলিয়া ইহার নাম ভুবনেশ্বরী হইয়াছে। ভুবনেশ্বরী পদের মতান্তরে অর্থ বলিয়াছেন,—হকার হইতে আকাশ এবং দীর্ঘ ঈকার হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়া থাকে! ঐ হকার ও ঈকার রেফের সহিত সম্মিলিত হইলে সাক্ষাৎ বহ্নিরূপিণী হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ বহ্নিবীজ রকার হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। হে মহেশানি বিন্দুচক্র হইতে স্খলিত অমৃত দ্বারা জগত্ত্রয়কে প্লাবিত করেন বলিয়া ইহাকেই দ্রবরূপিণী (অর্থাৎ জলরূপিণী) বলিয়া থাকে; হে মহেশ্বরি! অতএব ইহাকেই ভুবনেশ্বরী বলা হইয়া থাকে। ৪। এই ভুবনেশ্বরীর পূজা-প্রণালী কথিত হইতেছে।—প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত সামান্যপূজা পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট ক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া হৃদয়পদ্মের পূর্ব্বাদি কেশরে ও মধ্যে ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ, এই প্রকারে মূলোক্ত নয়টী পীঠশক্তির ন্যাস করিবে এবং পদ্মের কর্ণিকাতে হ্রীং সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ এই বলিয়া ন্যাস করিবে। ৫। তৎপরে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা,—অস্য ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্য শক্তির্ঋষিঃ ইত্যাদি উপরি-

---

(১) মধ্যে কর্ণিকায়াম্।

বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ ঈং শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ওঁ রং কীলকায় নমঃ। (তথা চ সারদায়াম্।—ঋষিঃ শক্তির্ভবেচ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা মনোঃ। কথিতা সুরসংঘেন সেবিতা ভুবনেশ্বরী। হতুর্য্যবীজশক্তী চ কীলকং রেফ উচ্যতে (১;॥৬॥) ততো মন্ত্রন্যাসং কুর্য্যাৎ।—শিরসি ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ বদনে এং গগনায়ৈ নমঃ, হৃদি উং রক্তায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ইং করালিকায়ৈ নমঃ, পাদয়োঃ অং মহোচ্ছুষ্মায়ৈ নমঃ। (এবমূর্দ্ধ-প্রাগ্‌যাম্যোদীচ্যপশ্চিমেষু মুখেষু তা ন্যসেৎ।) (২) এতাসাং বীজানি নিবন্ধে—হৃল্লেখাং মূর্দ্ধ্নি বদনে গগনাং হৃদয়াম্বুজে। রক্তাং করালিকাং গুহ্যে মহোচ্ছুষ্মাং পদদ্বয়ে। ঊর্দ্ধপ্রাগ দক্ষিণোদীচ্য-পশ্চিমেষু মুখেষু তাঃ। সত্যাদিপঞ্চহ্রস্বাঢ্যা (৩) ন্যস্তব্যা ভূতসপ্রভাঃ (৪)॥৭॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ।—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। তথা চ, ষড়্‌দীর্ঘভাজা বীজেন কুর্য্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোঃ। স্বচ্ছন্দসংগ্রহে।—স্বরং বিহায় বীজং তং (৫) দীর্ঘষট্‌কেন

লিখিত বাক্যদ্বারা ঋষ্যাদি স্মরণ করত মস্তকে “ওঁ শক্ত্রয়ে ঋষয়ে নমঃ” ইত্যাদি মূলোক্ত-ক্রমে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। সারদাতিলকে বলিয়াছেন,—শক্তি ইহার ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, দেবগণসেবিতা ভুবনেশ্বরী দেবী এই মন্ত্রের দেবতা, হকার ইহার বীজ, চতুর্থ স্বর (ঈকার) ইহার শক্তি ও রেফ ইহার কীলক।৬। তাহার পরে মন্ত্রন্যাস করিবে। যথা,—মস্তকে ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ, মুখে এং গগনায়ৈ নমঃ, হৃদয়ে উং রক্তায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ইং করালিকায়ৈ নমঃ, দুইপদে অং মহোচ্ছুষ্মায়ৈ নমঃ, এই বলিয়া ন্যাস করিয়া ঊর্দ্ধ, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর এবং পশ্চিমদিকে ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস করিবে। নিবন্ধে ইহাদের বীজমন্ত্র কথিত হইয়াছে, যথা—মস্তকে হৃল্লেখা, মুখে গগনা, হৃদয়পদ্মে রক্তা, গুহ্যে করালিকা, পদদ্বয়ে মহোচ্ছুষ্মার ন্যাস করিবে। পঞ্চভূত তুল্য এই পঞ্চদেবতার আদিতে ওঙ্কার প্রভৃতি পাঁচ হ্রস্ববর্ণ (ওঁ এং উং ইং অং) যোগ করিয়া ঊর্দ্ধ পূর্ব্ব দক্ষিণ উত্তর ও পশ্চিম এই পঞ্চ মুখে ন্যাস করিবে।৭। তাহার পরে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। প্রয়োগপ্রণালী মূলে দ্রষ্টব্য। প্রমাণে বলিয়াছেন মূলমন্ত্রে (আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ, অঃ) এই ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া অঙ্গ-ন্যাস করিবে। স্বচ্ছন্দ সংগ্রহে বলিয়াছেন,—বীজ মন্ত্রের স্বীয় স্বর পরিত্যাগ

---

(১) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) বন্ধনীমধ্যে “এবং যথাযথমেব পঞ্চবক্ত্রোর্দ্ধবক্ত্রে ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ। পূর্ব্ববদনে এং গগনায়ৈ নমঃ। দক্ষিণে উং রক্তায়ৈ, উত্তরবদনে ইং করালিকায়ৈ, পশ্চিমবদনে অং-মহোচ্ছুষ্মায়ৈ” ইত্যধিকঃ (ক) পুস্তকপাঠঃ। (৩) সত্য ওঙ্কারঃ, ওকারস্য একারস্য চ তন্ত্রে হ্রস্বত্বব্যবহারঃ। (আ০ বি০) (৪) ভূতসপ্রভাঃ পঞ্চভূততুল্যা ইত্যর্থঃ। (আ০ বি০ (৫) বীজং ত্বমিত্যত্র বীজস্ত ইতি (আ০ বি০)পাঠঃ সাধু॰

যোজয়েৎ। ষড়ঙ্গানি বিধেয়ানি সর্ব্বত্রায়ং বিধিঃ স্মৃতঃ। অঙ্গুলিনিয়মঃ পূর্ব্বমেবোক্তঃ। সর্ব্বত্র করাঙ্গন্যাসে এবং ক্রমঃ ॥ ৮ ॥ (১) ততো ভালে ওঁ গায়ত্রীসহিতব্রহ্মণে নমঃ, দক্ষিণকপোলে ওঁ সাবিত্রীসহিতবিষ্ণবে নমঃ, বামকপোলে ওঁ বাগীশ্বরীসহিতমহেশ্বরায় নমঃ, বামকর্ণোপরি ওঁ শ্রীসহিতধনপতয়ে নমঃ, মুখে ওঁ রতিসহিতস্মরায় নমঃ, সব্যকর্ণোপরি ওঁ পুষ্টিসহিতগণপতয়ে নমঃ, দক্ষিণগণ্ডকর্ণান্তরালে ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, বামগণ্ডকর্ণান্তরালে ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ, মুখে ওঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ এবং কণ্ঠমূল-দক্ষিণস্তন-বামস্তন-বামাংশ-হৃদয়-দক্ষিণাংশ-পার্শ্বদ্বয়-নাভিষু এতান্ ন্যসেৎ। (তথাচ—ব্রহ্মাণং বিন্যসেদ্ভালে গায়ত্র্যা সহ সংযুতম্। সাবিত্র্যা সহিতং বিষ্ণুং কপোলে দক্ষিণে ন্যসেৎ। বাগীশ্বর্য্যা সমাযুক্তং বামগণ্ডে মহেশ্বরম্। ন্যসেৎ শ্রিয়া ধনপতিং বামকর্ণাগ্রকে পুনঃ। রত্যা স্মরং মুখে ন্যস্য পুষ্ট্যা গণপতিং ন্যসেৎ ॥ সব্য-(২) কর্ণোপরি নিধী কর্ণগণ্ডান্তরালয়োঃ। ন্যস্তব্যং বদনে মূলং ভূয়শ্চৈতাংস্তনৌ ন্যসেৎ ॥ ৯ ॥ তথা চ সারদায়াম্।—কণ্ঠমূলে স্তনদ্বন্দ্বে বামাংসে হৃদয়াম্বুজে। সব্যাংসে পার্শ্বযুগলে নাভিদেশে চ দেশিকঃ (৩) ॥ ১০ ॥) তথা চ বর্ণভিন্নন্যাসে বিশ্বসারে।—ওঁকারাদ্যং ঙেযুতঞ্চ নমোঽন্তঞ্চ যথাস্থিতি। বিধিনা বিন্যসেৎ সর্ব্বং শঙ্করস্য মতেন চ। এবং সর্ব্বত্র ॥ ১১ ॥ ততো ভালে ওঁ

করিয়া তাহাতে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস কর্ত্তব্য। সর্ব্বত্রই এইরূপ বিধি। অঙ্গন্যাসে ও করন্যাসে অঙ্গুলিনিয়ম পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই অঙ্গন্যাস করন্যাসে ঐরূপ প্রণালী জানিবে। ৮। তাহার পরে ললাটে ওঁ গায়ত্রীসহিত-ব্রহ্মণে নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ন্যাস করিবে। ইহা মূলে লিখিত আছে। এই ন্যাসের প্রমাণে বলিয়াছেন,—ললাটে গায়ত্রী-সহিত ব্রহ্মার ন্যাস, দক্ষিণকপোলে সাবিত্রী-সহিত বিষ্ণুর ন্যাস, বামকপোলে বাগীশ্বরী-সহিত মহেশ্বরের ন্যাস, বামকর্ণের উপরিভাগে শ্রীসহিত ধনপতির ন্যাস, মুখে রতি-সহিত স্মরের ন্যাস, দক্ষিণকর্ণের উপরে পুষ্টিসহিত গণপতির ন্যাস, দুই কর্ণ ও গণ্ডের মধ্যভাগে (শঙ্খ ও পদ্ম) দুই নিধির ন্যাস এবং মুখে মূলদেবতার ন্যাস করিবে। তাহার পরে পুনর্ব্বার শরীরে ইহাদের ন্যাস কর্ত্তব্য। সারদাতিলকে তাহার প্রমাণ যথা;—সাধক কণ্ঠমূল, স্তনদ্বয়, বামস্কন্ধ, হৃৎপদ্ম, দক্ষিণস্কন্ধ, পার্শ্বদ্বয় এবং নাভিদেশে ন্যাস করিবে। ৯। ১০। মাতৃকান্যাস ভিন্ন অন্য ন্যাসে বিশ্বসারতন্ত্রে বলিয়াছেন।—প্রথমে ওঁকার, মধ্যে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম এবং অন্তে নমঃশব্দ যোগকরিয়া যথানিয়মে সমস্ত ন্যাস করিবে, ইহা শঙ্করের মত ; সর্ব্বত্র ন্যাস এইরূপে

---

(১) তথাচ যামলে বীজৈশ্চ ষড়্ভিঃ ষড়্দীর্ঘৈঃ স্বরভিন্নৈঃ ক্রমেণ তু। ষড়ঙ্গানি বিধেয়ানি ইতি যুক্তানি দেশিকৈঃ। ইত্যধিকঃ (ক) পুস্তকপাঠঃ।

(২) সব্য ইত্যত্র দক্ষ ইতি-পাঠে দক্ষ ইত্যর্থে বা সঙ্গতিঃ স্যাৎ। (৩) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ, বামাংসে ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ, বামপার্শ্বে ওঁ কৌমার্য্যৈ নমঃ, জঠরে ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ, দক্ষিণাংসে ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ, গলে ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ, হৃদি ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ইতি ন্যস্য মূলেন ব্যাপকত্রয়ং কুর্য্যাৎ। তথা চ,—ভালেহংসে পার্শ্বে জঠরে পার্শ্বেহংসে চ গলে হৃদি। ব্রহ্মাণ্যাদ্যা-(১) স্ততো ন্যস্য বিধিনা প্রোক্ত-লক্ষণাঃ। মূলেন ব্যাপকং দেহে ন্যস্য দেবীং বিভাবয়েদিতি ॥ ১২ ॥ ততো ধ্যানম্। —উদ্যদিনদ্যুতি(২)মিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্ (৩)। স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশ-পাশাভীতিকরাং প্রভজে ভুবনেশীম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য বহিঃ-পূজামারভেত ১৩ ॥ পূজাযন্ত্রম্।—পদ্মমষ্টদলং বাহ্যে বৃত্তং ষোড়শভির্দ্দলৈঃ। বিলিখেৎ কর্ণিকামধ্যে ষট্‌কোণমতিসুন্দরম্। চতুরস্রং (৪) চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ১৪ ॥ ততো দীক্ষাপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ। ততঃ সামান্যপূজাপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ পীঠ-পূজাং বিধায় পীঠশক্তীঃ পূজয়েৎ। তদ্‌যথা,—পূর্ব্বাদিকেশরেষু ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ এবং বিজয়ায়ৈ, অজিতায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, নিত্যায়ৈ, বিলাসিন্যৈ, দোগ্ধ্র্যৈ, অঘোরায়ৈ,

কর্ত্তব্য। ১১। অনন্তর কপালে ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ এইরূপে বামাংসে ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ, বামপার্শ্বে ওঁ কৌমার্য্যৈ নমঃ, জঠরে ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ দক্ষিণাংসে ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ, গলদেশে ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ, হৃদয়ে ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, এই প্রকারে ন্যাস করিয়া মূলমন্ত্রে তিনবার ব্যাপকন্যাস করিবে, তাহার প্রমাণ,—ললাটে, স্কন্ধে, পার্শ্বে, উদরে, পার্শ্বে, স্কন্ধে, গলে ও হৃদয়ে, ব্রাহ্মী প্রভৃতির ন্যাস করিবে। তাহার পর মূলমন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস করিবে। তাহার পর দেবীকে ধ্যান করিবে। ১২। ধ্যান যথা,—উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার আরক্ত দেহকান্তি, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র মুকুট, স্তনদ্বয় উন্নত, তিনটি নেত্র ও বদনে সর্ব্বদা হাস্য এবং চারি হস্তে বরমুদ্রা অঙ্কুশ পাশ অভয়মুদ্রা বিরাজিত। সেই ভুবনেশ্বরী দেবীকে ভজনা করি। এইরূপে ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। ১৩। ভুবনেশ্বরীর পূজা-যন্ত্র যথা,—প্রথমে একটী অষ্টদলপদ্ম আঁকিবে, তাহার বাহিরে একটী বৃত্ত আঁকিয়া তাহার বাহিরে ষোড়শদল আর একটী পদ্ম আঁকিবে, মধ্যবর্ত্তী অষ্টদলপদ্মের কর্ণিকামধ্যে ষটকোণ অঙ্কিত করিবে। পদ্মের বাহিরে চতুষ্কোণ করিয়া তাহাতে চারিটী দ্বার করিবে এইরূপে মণ্ডল আঁকিবে। ১৪। অনন্তর দীক্ষাপদ্ধতির প্রণালীক্রমে শঙ্খস্থাপন করিয়া সামান্যপূজাপদ্ধতি অনুসারে পীঠপূজার পর পীঠশক্তির পূজা করিবে। পীঠপূজার ক্রম মূলে লিখিত আছে, নিবন্ধে বলিয়াছেন,—তাহার পর নবশক্তি সহিত পীঠের পূজা করিবে। নব শক্তি যথা—জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা, নিত্যা, বিলাসিনী,

---

(১) ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্ত ইতি পুস্তকান্তরপাঠঃ সঙ্গতঃ। (২) ইনঃ সূর্য্যঃ। উদ্যদ্দিনকরদ্যুতিমিতি-মুদ্রিতপাঠঃ। (৩) নয়নত্রয়সংযুক্তামিতি পাঠান্তরম্। (৪) চতুরস্রেণ চতুর্দ্বারং কার্য্যমিতি (খ টি)

ভুবনেশ্বরীযন্ত্রম্ ।

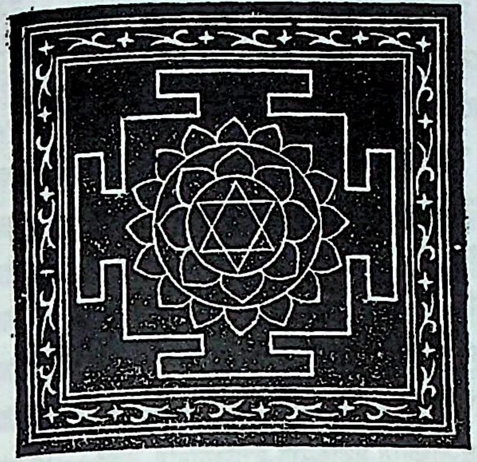

মধ্যে মঙ্গলায়ৈ। তথা চ নিবন্ধে।—ততঃ সংপূজয়েৎ পীঠং নবশক্তিসমন্বিতম্। জয়াখ্যা বিজয়া পশ্চাৎ অজিতা চাপরাজিতা। নিত্যা বিলাসিনী দোগ্ধ্রী হ্যঘোরা মঙ্গলাপি চ। বীজাদ্যমাসনং দত্বা মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ। সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোহন্তেন পূজয়েৎ॥ ১৫॥ তদুপরি হ্রীং সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ। ততঃ পূর্ব্ববৎ ধ্যাত্বাবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় (১) আবরণপূজামারভেত তদ্‌যথা।—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য কর্ণিকামধ্যে ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ, পূর্ব্বে এং গগনায়ৈ (২) নমঃ, দক্ষিণে উং রক্তায়ৈ, উত্তরে ইং করালিকায়ৈ, পশ্চিমে অং মহোচ্ছুষ্মায়ৈ (৩) ষট্‌কোণেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ, এবং ব্রহ্মণে নমঃ, নৈর্ঋতে সাবিত্র্যৈ, বিষ্ণবে, বায়ৌ সরস্বত্যৈ, রুদ্রায়, বহ্নিকোণে শ্রিয়ৈ (৪) ধনপতয়ে, পশ্চিমে রত্যৈ, স্মরায় ঐশান্যাং পুষ্ট্যৈ, গণপতয়ে, ষটকোণস্যোভয়পার্শ্বয়োঃ ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ওঁ পদ্মনিধয়ে

দোগ্ধ্রী, অঘোরা ও মঙ্গলা। তাহার পরে বীজমন্ত্র-সহিত আসন প্রদান করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবে। সর্ব্বত্রই অগ্রে প্রণব ও অন্তে নমঃ যোগ করিয়া পূজা করিবে। ১৫। তাহার উপর হ্রীং সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে, তাহার পর পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ দেবীর ধ্যান করিয়া সামান্যপূজাপদ্ধতির প্রণালী অনুসারে আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণ-দেবতার পূজা আরম্ভ করিবে। যথা,—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তক্রমে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া কর্ণিকামধ্যে ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ এইপ্রকারে পূর্ব্বে গগনা, দক্ষিণে রক্তা, উত্তরে করালিকা এবং পশ্চিমে মহোচ্ছুষ্মার যথাবিধি পূজা করিবে। যন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী ষটকোণের পূর্ব্বদিকে গায়ত্রী এবং ব্রহ্মা, নৈর্ঋতকোণে সাবিত্রী এবং বিষ্ণু, বায়ুকোণে সরস্বতী এবং রুদ্র, অগ্নিকোণে শ্রী এবং ধনপতি, পশ্চিমে রতি এবং স্মর, ঈশান-কোণে পুষ্টি এবং গণপতি

---

(১) (খ) পুস্তকে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানাৎ প্রাক্ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গপূজা টিপ্পন্যাম্ উল্লিখিতা। (২) কর্ণিকামধ্যে ওঁ হ্রোং হৃল্লেখায়ৈ নমঃ, পূর্ব্বে ওঁ হ্রেং গগনায়ৈ নমঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(৩) দক্ষিণে উং হ্রূং রক্তায়ৈ নমঃ, উত্তরে ইং হ্রেং করালিকায়ৈ নমঃ, পশ্চিমে অং হ্রং মহোচ্ছুষ্মায়ৈ নমঃ ইতি (খ) পাঠঃ। উত্তরে ইং করালিকায়ৈ নমঃ ইত্যত্র উং করালিকায়ৈ নমঃ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৪) বহ্নিকোণে শ্রিয়ৈ ইত্যত্র বহ্নিকোণে শ্রীত্যৈ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

নমঃ,। সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তম্। কেশরেষু অগ্নিনির্ঋতিবায়ীশানকোণেষু মধ্যে চতুর্দ্দিক্ষু চ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। তথা চ নিবন্ধে।—কেশরেষগ্নিকোণাদৌ হৃদয়াদীনি পূজয়েৎ। নেত্রমগ্রে দিশাস্বস্ত্রং (১) ধ্যাতব্যাশ্চাঙ্গদেবতাঃ। (২) এবং সর্ব্বত্র। ভৈরব্যাদৌ বিশেষো বক্তব্যঃ। পূর্ব্বাদ্যষ্টদলেষু ওঁ অনঙ্গকুসুমায়ৈ নমঃ, এবং অনঙ্গকুসুমাতুরায়ৈ, অনঙ্গমদনায়ৈ, অনঙ্গমদনাতুরায়ৈ, ভুবনপালায়ৈ, অনঙ্গবেদ্যায়ৈ (৩) শশিরেখায়ৈ, গগনরেখায়ৈ। পূর্ব্বাদি ষোড়শদলেষু করাল্যৈ, বিকরাল্যৈ (৪) উমায়ৈ, সরস্বত্যৈ, শ্রিয়ৈ, দুর্গায়ৈ, উষায়ৈ, লক্ষ্ম্যৈ, শ্রুত্যৈ, স্মৃত্যৈ, ধৃত্যৈ, শ্রদ্ধায়ৈ, মেধায়ৈ, মত্যৈ, কান্ত্যৈ, আর্য্যায়ৈ, তদ্বহিঃ ভূভাগে পূর্ব্বাদিতঃ অনঙ্গরূপায়ৈ, অনঙ্গমদনায়ৈ, অনঙ্গমদনাতুরায়ৈ, ভুবনবেগায়ৈ, ভুবনপালিকায়ৈ, সর্ব্বশিশিরায়ৈ, অনঙ্গবেদনায়ৈ, অনঙ্গমেখলায়ৈ, প্রণবাদিনমোঽন্তেনৈতাঃ পূজয়েৎ। তদ্বহিশ্চতুরস্রে পূর্ব্বাদৌ ওঁ লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে সায়ুধেত্যাদি। ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে সায়ুধেত্যাদি। ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে সায়ুধেত্যাদি। ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে সায়ুধেত্যাদি। ওঁ সাং সোমায় তারাধিপতয়ে সায়ুধেত্যাদি। ওঁ হাং ঈশানায় গণাধিপতয়ে সায়ুধেত্যাদি।

এবং ষট্‌কোণের উভয় পার্শ্বে শঙ্খনিধি এবং পদ্মনিধির পূজা করিবে। সকল পূজাতে আদিতে ওঁ শব্দ এবং অন্তে নমঃ-শব্দ যোগ করিবে। কেশরের অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশান এই চারিকোণে এবং মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। নিবন্ধে তাহা বলিয়াছেন,—কেশরে, অগ্নিকোণ প্রভৃতি কোণে হৃদয়াদি পূজা করিবে। মধ্যে নেত্রের পূজা, চতুর্দ্দিকে অস্ত্রমন্ত্রে পূজা করিয়া অঙ্গদেবতার ধ্যান করিবে। ভৈরবী প্রভৃতি দেবতার পূজাতে যাহা বিশেষ আছে, তাহা তত্তৎপ্রকরণে কথিত হইবে। অনন্তর অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বদল হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টদলে অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গকুসুমাতুরা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা, ভুবনপালা, অনঙ্গবেদ্যা, শশিরেখা ও গগনরেখা, এই অষ্ট দেবতার পূজা করিবে এবং ষোড়শদলপদ্মের পূর্ব্বদল হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শদলে করালী বিকরালী প্রভৃতি উপরি লিখিত ষোড়শ দেবীর পূজা করিবে, তাহার বাহিরে পূর্ব্বাদিক্রমে অনঙ্গরূপা প্রভৃতি উপরি লিখিত অষ্টদেবীর পূজা করিবে। তাহার বাহিরে চতুষ্কোণের উপরে পূর্ব্বাদিক্রমে উপরি লিখিত রীতিতে

---

(১) দিশাস্বস্ত্রমিতি চতুর্দ্দিক্ষু পূজনে অস্ত্রমন্ত্রস্যাবৃত্তিরিত্যর্থঃ (আ০ বি০)।

(২) (ক) পুস্তকে "ধ্যানং যথা—তুষারস্ফটিকশ্যামনীলকৃষ্ণারুণত্বিষঃ। বরদাভয়ধারিণ্যঃ প্রধানতনবস্ত্রিয়ঃ" ইত্যধিকঃ পাঠোঽত্র। (৩) (খ) পুস্তকে অনঙ্গবেদ্যায়ৈ ইত্যত্র গগনবেগায়ৈ ইতি পাঠঃ, (ক) পুস্তকে অনঙ্গরেখায়ৈ ইতি পাঠঃ। (৪) করালিন্যৈ বিকরালিন্যৈ ইতি মুদ্রিতপুস্তকপাঠঃ।

ইন্দ্রেশানয়োর্ম্মধ্যে ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে সায়ুধেত্যাদি। নির্ঋতিবরুণয়োর্ম্মধ্যে ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে সায়ুধেত্যাদি। তথা চ,—লোকপালা বহিঃ পূজ্যাঃ সমস্তাচ্চতুরস্রকে। পুরুহূতেশযোর্ম্মধ্যে রক্ষোবরুণয়োস্তথা। ব্রহ্মবিষ্ণূ সদা পূজ্যৌ দিগীশার্চ্চাং বিদুর্বুধাঃ। (১) ইন্দ্রাদিলোকপালানাং যে মন্ত্রাস্তে ধ্রুবাদিকাঃ (২)। স্বস্ববীজান্বিতাঃ সর্ব্বে সচতুর্থীনমোঽন্তিকাঃ। ইতি বচনাৎ সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজনম্॥ ১৬॥ স্বস্ববীজমাহ মন্ত্রদর্শনে।—পৃথ্ব্যগ্নিপবনাদ্যন্তবরুণানিলসেশ্বরৈঃ। অনন্তবিন্দুসংযুক্তৈরর্চ্চ্যাঃ পাশেন মায়য়া (৩) তথা,—অন্তে যজেল্লোকপালান্ মূল-(৪) পারিষদান্বিতান্। হেতি-(৫) জাত্যধিপোপেতান্ দিক্ষু পূর্ব্বাদিতো যজেৎ। সবাহনায়েতি ক্রম-দীপিকা॥ ১৭॥ তদ্বহিঃ পূর্ব্বাদৌ বজ্রায় শক্তয়ে দণ্ডায় খড়্গায় (৬) পাশায় অঙ্কুশায় গদায়ৈ শূলায় পদ্মায় চক্রায় প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। ততো ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং দ্বাত্রিংশল্লক্ষজপঃ॥ ১৮॥ তথা চ,—প্রজপেন্মন্ত্রবিন্মন্ত্রং দ্বাত্রিংশল্লক্ষমানতঃ। ত্রিস্বাদুযুক্তৈর্জ্জুহুয়াদষ্টদ্রব্যৈর্দ্দশাংশতঃ॥ ১৯॥

ইন্দ্রাদি দশদিকপালের পূজা করিবে। এই বিষয়ে প্রমাণে বলিয়াছেন,—পদ্মের বাহিরে চতুষ্কোণের উপরে চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালের পূজা করিবে। ইন্দ্র অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্ ও ঈশানকোণের মধ্যে ব্রহ্মার পূজা এবং রাক্ষস (নৈঋতকোণে) ও বরুণের (পশ্চিমদিকের) মধ্যে বিষ্ণু অর্থাৎ অনন্তদেবের পূজা করিবে। বুধগণ ইহাকে দিক্‌পাল-পূজা বলেন। অগ্রে ও পরে স্ব স্ব বীজ তৎপরে চতুর্থ্যন্ত নাম ও নমঃ যোগ দিয়া পূজা করিবে। মন্ত্রদর্শনে দিক্‌পালগণের নিজ নিজ বীজ উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—আকার এবং অনুস্বারযোগে যথাক্রমে ল, র, য, ক্ষ, ব, য, স ও হ, এই গুলি অষ্ট দিক্‌পালের বীজ, আং ও হ্রীং ব্রহ্মা ও অনন্তের বীজ, এই গুলি অগ্রে যোগ দিয়া পূজা করিবে। অগ্রে মূলমন্ত্র যোগ করিয়া পারিষদ ও জাতির অধিপতির উল্লেখে পূর্ব্বাদি দশদিকে লোকপালগণের পূজা করিবে। ক্রমদীপিকায় বলিয়াছেন;—দিক্‌পালের পূজায় 'সবাহনায় এই পদ' যোগ করিতে হইবে। তাহার বাহিরে পূর্ব্বাদিক্রমে বজ্র, শক্তি ও দণ্ড প্রভৃতি উপরি লিখিত অস্ত্রের পূজা করিবে। অগ্রে প্রণব ও অন্তে নমঃশব্দ যোগ দিয়া পূজা করিবে। তাহার পর সামান্যপূজাপদ্ধতির নিয়মে ধূপাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ভুবনেশ্বরীর উক্ত মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাত্রিংশৎ (৩২) লক্ষ জপ করিতে

---

(১) (ক) পুস্তকেঽত্র "প্রপঞ্চসারে—ইন্দ্রাগ্নিযমনিশাচরবরুণানিলশশিশিবাহিবিধয়ঃ। জাত্যধিপহেতিবাহনপরিবারান্তাঃ যষ্টব্যাঃ।" ইত্যধিকপাঠঃ। (২) ধ্রুবাদিকাঃ ওঙ্কারপূর্ব্বাঃ (খ টী)।

(৩) পৃথ্বী লকারঃ, অগ্নিঃ রকারঃ, পবনো যকারঃ, অন্ত্যঃ ক্ষকারঃ, বরুণো বকারঃ, অনিলো যকারঃ, স সকারঃ, ঈশ্বরো হকার, তৈঃ অনন্তঃ আকারঃ বিন্দুরনুস্বারঃ তৎসংযুক্তৈঃ। পাশেন আং ইতি বীজেন, মায়য়া হ্রীমিতি মন্ত্রেণ। (৪) মূলমন্ত্রং লপিত্বাদি। (৫) হেতিরস্ত্রম্।

(৬) খড়্গায় ইত্যত্র খণ্ডায় ইতি (খ) পাঠঃ। খড়্গায়েতি (স্যা॰ বি॰) পুস্তকে নাস্তি।

অষ্টদ্রব্যাণি যথা,—অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষন্যগ্রোধ-(১) সমিধস্তিলাঃ। সিদ্ধার্থপায়সাজ্যানি দ্রব্যাণ্যষ্টৌ বিদুর্ব্বুধাঃ। ত্রিস্বাদ্বিতি ঘৃতমধুশর্করা ইতি॥ ২০॥

মন্ত্রান্তরম্।—বাগ্ভবং শম্ভুবনিতারমাবীজত্রয়াত্মকম্ (২)। মন্ত্রং সমুদ্ধরেন্মন্ত্রী ত্রিবর্গফলসাধনম্। ন্যাসপূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববচ্চ সমাচরেৎ॥ ২১॥ ষড়ঙ্গন্যাসে তু বিশেষঃ।—ঐং হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। তথাচ নিবন্ধে।—ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন বাগ্ভবাদ্যেন কল্পয়েৎ। ষড়ঙ্গানি মনোরস্য জাতি-(৩) যুক্তেন দেশিকঃ॥ ২২॥ ধ্যানন্তু।—সিন্দূরারুণবিগ্রহাং ত্রিনয়নাং মাণিক্যমৌলিস্ফুরত্তারানায়ক-শেখরাং স্মিত-মুখীমাপীনবক্ষোরুহাম্। পাণিভ্যাং মণিপূর্ণরত্নচষকং রক্তোৎপলং বিভ্রতীং সৌম্যাং রত্নঘটস্থসব্যচরণাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাম্॥ ২৩॥ অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ (৪)। তথা চ সারদায়াম্।—রবিলক্ষং জপেন্মন্ত্রং পায়সৈর্ম্মধুরান্বিতৈঃ। দশাংশং জুহুয়ান্মন্ত্রী পীঠে প্রাগীরিতে যজেদিতি (৫) বচনাৎ॥ ২৪॥

হইবে এবং তদ্দশাংশসংখ্যায় অর্থাৎ ৩২০০০০ তিন লক্ষ বিংশতিসহস্র ত্রিস্বাদুসংযোগে অষ্টদ্রব্য দ্বারা হোম করিবে। অষ্টদ্রব্য যথা—অশ্বত্থসমিধ, যজ্ঞোডুম্বরসমিধ, পাকুড়সমিধ, বটসমিধ, তিল, শ্বেতসর্ষপ, পায়স ও ঘৃত। ত্রিস্বাদু বলিতে ঘৃত, মধু ও শর্করা। ১৬-২০।

ভুবনেশ্বরীর অন্য মন্ত্র বলা হইতেছে।—বাগ্ভব বলিতে ঐং, শম্ভুবনিতাশব্দে হ্রীং, রমাবীজ শ্রীং এই তিনের যোগে যে মন্ত্র হইবে ইহাতে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হয়। এই মন্ত্রে ন্যাস ও পূজাদি সমস্ত পূর্ব্ববৎ করিতে হইবে। ২১। ষড়ঙ্গন্যাসে কিছু বিশেষ আছে। যথা—ঐং হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, এইরূপে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। আদিতে বাগ্ভববীজ (ঐং) যোগ করিয়া বীজমন্ত্রে ছয়টী দীর্ঘস্বর যোগ করত অঙ্গন্যাসমন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবে। ২২। এই মন্ত্রে দেবীর ধ্যান যথা,—যাহার শরীর সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ, তিনটী চক্ষু, মাণিক্যযুক্ত মৌলিদেশে সর্ব্বদা চন্দ্রকলা বিরাজমান, বদন হাস্যময়, স্তনদ্বয় অত্যুন্নত, ইনি এক হস্তে মণিপূর্ণ রত্ননির্ম্মিত পানপাত্র, অন্যহস্তে রক্তোৎপল ধারণ করিতেছেন ইহাঁর মূর্ত্তি অতি শান্ত, রত্নঘটোপরি বাম চরণ ন্যস্ত করিয়া অবস্থিতা পরমা অম্বিকাকে ধ্যান করিবে। ২৩। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশলক্ষ জপ করিবে। সারদাতিলকে বলিয়াছেন,—পুরশ্চরণে দ্বাদশলক্ষ জপ করিয়া ত্রিমধুর অর্থাৎ ঘৃত, মধু ও শর্করাযুক্ত পায়সদ্বারা পূর্ব্বকথিত যন্ত্রে জপের দশাংশসংখ্যায়, হোম করিবে। ২৪।

---

(১) প্লক্ষঃ পাকুড় ইতি খ্যাতঃ, ন্যগ্রোধো বটঃ।

(২) বাগ্ভবম্ ঐং, শম্ভুবনিতা হ্রীং, রমাবীজং শ্রীং। ঐং হ্রীং শ্রীং ইত্যেকো মন্ত্রঃ।

(৩) জাতয়ঃ অঙ্গন্যাসমন্ত্রাঃ। (৪) পুরশ্চরণজপো দ্বাদশলক্ষমানতঃ (খ) পাঠঃ।

(৫) সংস্কৃতে হব্যবাহনে ইতি (খ) পাঠঃ।

মন্ত্রান্তরম্।—বাগ্বীজপুটিতা মায়া (১) বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা। অস্য মন্ত্রস্য পূর্ব্ববন্ন্যাসঃ ॥২৫॥ করাঙ্গন্যাসৌ,—ঐং হ্রাং ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইত্যাদি ঐং হ্রাং ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। তথা চ,—মধ্যেন দীর্ঘযুক্তেন বাক্‌পুটেন প্রকল্পয়েৎ। ষড়ঙ্গানীত্যাদি ॥ ২৬ ॥ ধ্যানন্তু।—শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং নিজকরৈর্দ্দানঞ্চ রক্তোৎপলং, রত্নাঢ্যং চষকং পরং ভয়হরং সংবিভ্রতীং শাশ্বতীম্। মুক্তাহারলসৎপয়োধরনতাং নেত্রত্রয়োল্লাসিনীং (২) বন্দেঽহং সুরপূজিতাং হরবধূং রক্তারবিন্দস্থিতাম ॥ এবং ধ্যাত্বা পূর্ব্ববদ্‌যজেৎ ॥ ২৭ ॥ অষ্টপত্রেষু বিশেষঃ,—আং ব্রাহ্ম্যৈ, ঈং মাহেশ্বর্য্যৈ, ঊং কৌমার্য্যৈ, ৠং বৈষ্ণব্যৈ, ৡং বারাহ্যৈ, ঐং ইন্দ্রাণ্যৈ ঔং চামুণ্ডায়ৈ, অঃ মহালক্ষ্ম্যৈ। পুনরষ্টদলে,—অং অসিতাঙ্গায়, ইং রুরবে, উং চণ্ডায়, ঋং ক্রোধায়, ৯ং উন্মত্তায়, এং কপালিনে, ওং ভীষণায়, অং সংহারায়। নমঃ সর্ব্বত্র। যদ্বা,—অং আং অসিতাঙ্গব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। তথাচ—দীর্ঘাদ্যা মাতরঃ প্রোক্তা হ্রস্বাদ্যা ভৈরবাঃ স্মৃতাঃ। অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববদ্‌বোধ্যম্ ॥ ২৮ ॥ অস্য পুরশ্চরণজপো দশলক্ষঃ। মধুরাক্তৈঃ (৩) পলাশপুষ্পৈর্দ্দশাংশহোমঃ।

অন্য মন্ত্র কথিত হইতেছে।—মায়াবীজ (হ্রীং) ইহার আদ্যন্তে বাগ্‌বীজ (ঐং) যোগ করিলে আর একটি তিন অক্ষরের মন্ত্র হইবে। মায়াবীজে দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া তাহার আদ্যন্তে বাগ্‌বীজ যোগ করত করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। অর্থাৎ ঐং হ্রাং ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, এইরূপে করন্যাস এবং ঐং হ্রাং ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে অঙ্গন্যাস করিবে।২৫।২৬। এই মন্ত্রে দেবীর ধ্যান যথা,—যাহার শরীর শ্যামবর্ণ, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র এবং ইনি চারিহস্তে দান, রক্তোৎপল, রত্নপূর্ণ পানপাত্র ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন। মুক্তাহারশোভিত স্তনভারে ইঁহার দেহ নম্র, ইনি ত্রিনয়না এবং রক্তপদ্মে সমাসীনা, সুরগণপূজিতা এই হরবধূকে বন্দনা করি। এইরূপে দেবীর স্বরূপ চিন্তা করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। ২৭। তাহার পরে আবরণ পূজা।—পদ্মের অষ্টপত্রে আং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে অষ্টমাতৃকার পূজা করিবে। পুনর্ব্বার ঐ অষ্টপত্রে অং অসিতাঙ্গায় নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত প্রকারে অষ্টভৈরবের পূজা করিবে। অথবা অং আং অসিতাঙ্গব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ, ইং ঈং রুরুমাহেশ্বরীভ্যাং নমঃ, উং ঊং চণ্ডকৌমারীভ্যাং নমঃ, ঋং ৠং ক্রোধবৈষ্ণবীভ্যাং নমঃ, ৯ং ৡং উন্মত্তবারাহীভ্যাং নমঃ, এং ঐং কপালীন্দ্রাণীভ্যাং নমঃ, ওং ঔং ভীষণচামুণ্ডাভ্যাং নমঃ, অং অঃ সংহারমহালক্ষ্মীভ্যাং নমঃ, এই প্রকারে পূজা করিবে। মাতৃগণের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বর এবং ভৈরবগণের পূর্ব্বে হ্রস্বস্বর যোগ করিবে। অন্য সমস্ত কার্য্য পূর্ব্ববৎ জানিবে।২৮। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণাঙ্গজপ দশ লক্ষ। এই পুরশ্চরণে ত্রিমধু অর্থাৎ ঘৃত, মধু শর্করাযুক্ত

---

(১) ঐং হ্রীং ঐং। ইত্যপরোমন্ত্রঃ।

(২) [illegible]সিনীমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৩) ত্রিমধুরাক্তৈরিতি বা পাঠঃ।

তথা চ,—তত্ত্বলক্ষং (১) জপেন্মন্ত্রং জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ। পলাশপুষ্পৈঃ স্বাদ্বক্তৈঃ পুষ্পৈর্ব্বা রাজবৃক্ষজৈঃ (২)। তত্ত্বলক্ষং দশলক্ষম্। অন্তরঙ্গত্বাৎ (৩) শক্তের্দ্দশতত্ত্বমিতি বচনাচ্চ ইতি গুরবঃ। চতুর্ব্বিংশতিলক্ষমিতি কেচিৎ ॥ ২৯ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—অনন্তো বিন্দুসংযুক্তো মায়াব্রহ্মাগ্নিতারবান্ (৪)। পাশাদিস্ত্র্যক্ষরো মন্ত্রঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। অস্যৈকাক্ষরীবৎ ঋষিছন্দোদেবতান্যাসঃ ॥ ৩০ ॥ অঙ্গমন্ত্রস্তু,—হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। সর্ব্বত্র হ্রীং-বীজেন করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। তথা চ নিবন্ধে।—ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্ব্বমুক্তাঃ স্যুর্বীজেনাঙ্গক্রিয়া মতা ॥৩১ ধ্যানং তু।—বরাঙ্কুশৌ পাশমভীতিমুদ্রাং করৈর্ব্বহন্তীং (৫) কমলাসনস্থাম্। বালার্ককোটিপ্রতিমাং ত্রিনেত্রাং ভজেঽহমাদ্যাং ভুবনেশ্বরীং তাম্ ॥ ৩২ ॥ অস্য পূজা একা-

---

লক্ষসংখ্যক পলাশপুষ্প অথবা সোণালুপুষ্প দ্বারা হোম করিবে। বচনে আছে তত্ত্বলক্ষ জপ করিবে। তত্ত্বশব্দে দশ। তাহার কারণ এই,—দেবীর দশটি অন্তরঙ্গ, শক্তির দশটি তত্ত্ব ইহাও বচনে সুব্যক্ত আছে। কেহ কেহ তত্ত্বশব্দের চতুর্ব্বিংশতি অর্থ করিয়া চতুর্ব্বিংশতি লক্ষ জপ ব্যবস্থা করেন। ২৯।

ভুবনেশ্বরীর অন্য মন্ত্র কথিত হইতেছে।—অনুস্বারযুক্ত আকার, মায়াবীজ (হ্রীং) ব্রহ্মা (ক) অগ্নি (র) তার (ও) বিন্দুযোগে ক্রোং এই তিনের সংযোগে যে মন্ত্র এই মন্ত্র সর্ব্বকাম ফল প্রদান করে। এই মন্ত্রের ঋষি ছন্দঃ দেবতা এবং ন্যাসাদি পূর্ব্বোক্ত একাক্ষর মন্ত্রের নিয়মে করিবে। ৩০। নিবন্ধগ্রন্থে এইমন্ত্রের করাঙ্গন্যাসের যাহা বিশেষ আছে, তাহা বলা হইতেছে,—হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা হ্রীং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রীং অনামিকাভ্যাং হুং, হ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রীং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এই প্রকারে করন্যাস করিয়া ঐ প্রকারেই অঙ্গন্যাস করিবে। ৩১। এই মন্ত্রের ধ্যান যথা,—যিনি চারিহস্তের দক্ষিণদিকের অধোহস্তে বরমুদ্রা, উর্দ্ধহস্তে অঙ্কুশমুদ্রা, বামভাগে উর্দ্ধহস্তে পাশ এবং অধোহস্তে অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন। পদ্মাসনে সমাসীনা ইঁহার দেহপ্রভা প্রভাতকালীন কোটিসূর্য্যের ন্যায় আরক্তবর্ণা, ইনি ত্রিনয়না। এই অদ্যা দেবী ভুবনেশ্বরীকে আমি ভজনা করি। ইঁহার পূজা একাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় করিবে। অনন্তর অষ্টদলপদ্মের অষ্টপত্রে পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া অঃ

---

(১) বস্তুতস্তু তত্ত্বলক্ষং চতুর্ব্বিংশতিলক্ষং “জপেচ্চতুর্ব্বিংশতিলক্ষমেনং সুমন্ত্রিতো মন্ত্রবরং যথাবদি”তি (ক টি)। অত্র তত্ত্বলক্ষং দশলক্ষং শক্তের্দ্দশতত্ত্বমিতি বচনাৎ ইতি সম্প্রদায়বিদঃ চতুর্ব্বিংশতিলক্ষমিতি কেচিৎ ইতি (আ° বি°)।

(২) রাজবৃক্ষঃ শোণালুরিতি খ্যাতঃ। (৩) এতস্যা দশান্তরঙ্গাঃ (ধ টি)। (৪) অনন্ত আকারঃ, ব্রহ্মা ককারঃ, অগ্নী রেফঃ, তারঃ সানুস্বার ওকারঃ তথাচ আং হ্রীং ক্রোমিতি মন্ত্রঃ।

(৫) দক্ষিণেঽধো বরম্, ঊর্দ্ধ্বেঽঙ্কুশং, বামে ঊর্দ্ধ্বে পাশমধোঽভয়ং দধতীমিত্যর্থঃ (আ° বি°)

ক্ষরীবৎ। অষ্টদলেষু (১) ব্রাহ্ম্যাদিযুগলং পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ। (২) ষোড়শদলে পূজায়া অনুক্তত্বাৎ ষোড়শদলাভাবঃ ॥ ৩৩॥ অস্য পুরশ্চরণজপো দশলক্ষঃ (৩)। দধিমধুঘৃতাক্তাভিরশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষাণাং সমিদ্ভিস্তিলৈর্হুগ্ধাক্তৈর্দ্দশসহস্রহোমঃ। তথা চ,—হবিষ্যভুগ্‌জপেন্মন্ত্রং তত্ত্বলক্ষং জিতেন্দ্রিয়ঃ। তৎসহস্রং জুহুয়াচ্চ জপান্তে মন্ত্রবিত্তমঃ। দধিক্ষৌদ্রঘৃতাক্তাভিঃ সমিদ্ভিঃ ক্ষীরিভূরুহাম্। তৎসংখ্যয়া তিলৈঃ শুদ্ধৈঃ পয়োঽক্তৈর্জ্জুহুয়াত্ততঃ। অত্র তত্ত্বশব্দেন দশ উচ্যন্তে, শক্তের্দ্দশ তত্ত্বানীতি বচনাৎ। অন্যে তু ভুবনেশ্বরীমন্ত্রা ন নিবদ্ধা অপ্রসিদ্ধত্বাৎ (৪) ॥ ৩৪ ॥

(৫) অথান্নপূর্ণা (৬)মন্ত্রাঃ।—মায়াহৃদ্ভগবত্যন্তে মাহেশ্বরি পদং ততঃ। অন্নপূর্ণে ঠযুগলং মন্ত্রঃ সপ্তদশাক্ষরঃ ॥ ১ ॥ কল্পে চ।—প্রণবাদ্যা (৭) যদা দেবি তদা সপ্তদশাক্ষরী (৮) অন্নদা মোক্ষদা চৈব সদা বিভবদায়িনী ॥ ২ ॥ মায়াদ্যা চ যদা দেবি তদা সা সকলে-

আং অসিতাঙ্গব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ ইত্যাদি রূপে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্ম্যাদিযুগলের পূজা করিবে। এই মন্ত্রে ষোড়শদলে পূজা উল্লিখিত না হওয়ায় ইহাতে ষোড়শদল নাই। ৩২—৩৩। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশলক্ষ জপ করিবে এবং দধি, মধু ও ঘৃতযুক্ত অশ্বত্থ, যজ্ঞোডুম্বর কিম্বা পাকুড় বৃক্ষের সমিধ দ্বারা দশসহস্র হোম করিবে। হোমকালে সমিধের সহিত তিল ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া লইবে। প্রমাণে বলিয়াছেন যে, সাধক হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া দশলক্ষ জপ এবং জপান্তে দশসহস্র হোম করিবে। দধি, মধু ও ঘৃতযুক্ত ক্ষীরীবৃক্ষ অর্থাৎ অশ্বত্থ যজ্ঞোডুম্বর প্রভৃতি সমিধ দ্বারা হোম করিবে। মূলে যে তত্ত্বশব্দ আছে তাহার অর্থ দশ, শক্তির দশ তত্ত্ব ইহাই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। ভুবনেশ্বরীর আরও মন্ত্র আছে, তাহা অপ্রসিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইল না। ৩৪।

অনন্তর অন্নপূর্ণা-মন্ত্র কথিত হইতেছে।—হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা, এই সপ্তদশাক্ষরমন্ত্রে অন্নপূর্ণার আরাধনা করিবে। ১। প্রথমে মায়া (হ্রীং) পরে হৃৎ (নমঃ) তাহার পর 'ভগবতি' তাহার পরে 'মাহেশ্বরি' তাহার পরে 'অন্নপূর্ণা' তাহার পরে 'স্বাহা' এই সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র। কল্পে আরও বলিয়াছেন,—হে দেবি, ঐ মন্ত্রের

---

(১) অষ্টপত্রে (খ) পাঠঃ। (২) তথাচ অঙ্গানি কেশরেষর্চ্চ্যাঃ পত্রস্থা মাতরঃ ক্রমাৎ। ইত্যধিকোঽত্র পাঠঃ (ক) পুস্তকে (খ) পুস্তকে চ। (৩) চতুর্ব্বিংশতিরিতি (খ) পুস্তকে উদ্ধৃতপাঠঃ।

(৪) অন্যে তু ভুবনেশ্বরীমন্ত্রা অপ্রসিদ্ধত্বাদুপেক্ষিতাঃ ইতি (ক) পাঠঃ, উপেক্ষিতা ইত্যত্র ন নিরুক্তাঃ ইতি (খ) পাঠঃ। (৫) অন্নদাকল্পে তু 'শিরো (হ) বৃহদ্ভানু (র) গতঃ শশাঙ্ক-(ঁ) পরিমণ্ডিতঃ। মহামায়া (ঈ) লতাক্রান্তঃ কথিতঃ কামদো মনুঃ। একাক্ষরীসমা নাস্তি বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যতঃ। ইত্যন্নপূর্ণায়া হ্রীমিত্যেকাক্ষরমন্ত্রপ্রমাণম্ (ক টি)। (৬) অন্নপূর্ণা দ্বিবিধা ভুবনেশ্বর্য্যন্নপূর্ণা ভৈরব্যন্নপূর্ণা চ। তত্রেয়ং ভুবনেশ্বর্য্যন্নপূর্ণা (খ টি)। (৭) যদা প্রণবাদ্যা তদা ভুবনেশ্বরীত্যাদ্যা। অয়ং মন্ত্রঃ প্রণবাদিরষ্টাদশাক্ষরঃ। (৮) ওঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা।

ষ্টদা (১)। শ্রীবীজাদ্যা যদা দেবি তদা সুখবিবর্দ্ধিনী (২) ॥ ৩ ॥ বাগ্বীজাদ্যা যদা বিদ্যা বাগীশত্বপ্রদায়িনী (৩) কামাদ্যা চ যদা বিদ্যা সর্ব্বকামপ্রদায়িনী (৪) ॥৪॥ তারমায়াদিকা বিদ্যা ভোগমোক্ষপ্রদায়িনী (৫)। মায়া শ্রীবীজযুগ্মাদ্যা সদা বিভবদায়িনী (৬)। শ্রীমায়াযুগ্মবীজাদ্যা সর্ব্বসম্পত্তিপূরণী (৭) ॥ ৫ ॥

অস্যাঃ পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসান্তং কর্ম্ম বিধায় হৃৎপদ্মস্থ কেসরেষু মধ্যে চ ভুবনেশ্বরীপীঠমন্ত্রোক্তপীঠশক্তীর্ব্বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা,—শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্‌ক্তয়ে চ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি অন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। তত্রৈব।—এতেষাং মন্ত্ররাশীনামৃষির্ব্রহ্মা উদাহৃতঃ। পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ সমাখ্যাতং দেবতা চান্নপূর্ণিকা ॥ ৬ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ,—হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ

পূর্ব্বে প্রণবযোগ করিলে যে মন্ত্র হইবে ঐ মন্ত্র সাধককে অন্নদান, মুক্তিদান ও বিভবদান করিয়া থাকে। মায়াবীজযোগে ঐ মন্ত্র সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করে। হে দেবি শ্রীবীজ (শ্রীং) যোগ করিলে ঐ মন্ত্রে সুখ বৃদ্ধি হয়। উহার আদিতে বাগ্‌বীজ (ঐং) যোগ করিলে বাগীশতালাভ হয়। কামবীজ (ক্লীং) আদিতে যুক্ত হইলে উহাদ্বারা সকলপ্রকার কামনা সিদ্ধ হয়। ২—৪।

ঐ মন্ত্রের আদিতে ওঙ্কার ও মায়াবীজ যোগ করিলে যে মন্ত্র হয় উহা ভোগ ও মুক্তি প্রদান করে। মায়া ও শ্রীবীজ অগ্রে যোগ করিলে যে মন্ত্র হয় উহা সম্পত্তিদান করে। শ্রীবীজ ও মায়া বীজ অগ্রে যোগ করিলে যে মন্ত্র হইবে উহা সর্ব্বসম্পত্তি পূরণ করে। ৫।

অন্নপূর্ণার পূজা প্রয়োগ বলা যাইতেছে।—প্রথমতঃ সামান্য-পূজাপদ্ধতি প্রণালীতে প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া ভুবনেশ্বরী-পূজা-প্রকরণোক্তপ্রণালী অনুসারে হৃদয়পদ্মের কেশরে এবং মধ্যে ভুবনেশ্বরী-পীঠমন্ত্রোক্ত পীঠশক্তির ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। অন্নপূর্ণার এই মন্ত্রসমূহের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ পঙ্‌ক্তি, দেবতা অন্নপূর্ণা। ঋষ্যাদি ন্যাসের প্রণালী মূলে দ্রষ্টব্য। ৬। তাহার পরে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রীং মধ্যমাভাং বষট্, হ্রীং অনামিকাভ্যাং হুঁ, হ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রীং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং

---

(১) হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। (২) শ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। (৩) ঐং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। (৪) ক্লীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা।

(৫) ওঁ হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। (৬) হ্রীং শ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। (৭) শ্রীং হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। এষু মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে ইত্যত্র ন সন্ধিঃ সংখ্যায়া নিয়মিতত্বাৎ।

ইত্যাদি। সর্ব্বত্র মায়াবীজেন কুর্য্যাৎ। তথাচ নিবন্ধে।—অঙ্গানি মায়য়া (১) কুর্য্যাত্ততো দেবীং বিচিন্তয়েৎ॥ কল্পে চ।—যদ্বীজাদ্যা ভবেদ্বিদ্যা তদ্বীজেনাঙ্গকল্পনা॥ ৭॥ ততো ধ্যানম্।—রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্। নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং (২) বিলোক্য হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ৮॥ ততঃ সামান্যোক্তপীঠপূজাং বিধায় ভুবনেশ্বরীমন্ত্রোক্তজয়াদিপীঠমন্বন্তাং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং কর্ম্ম বিধায় আবরণপূজামারভেত। তদ্‌যথা,—কেশরেষু অগ্নিকোণে হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, নৈর্ঋতে হ্রীং শিরসে স্বাহা, বায়ব্যে হ্রীং শিখায়ৈ বষট্, ঐশান্যাং হ্রীং কবচায় হুঁ, মধ্যে হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, চতুর্দ্দিক্ষু হ্রীং অস্ত্রায় ফট্। অষ্টদলেষু—পূর্ব্বাদিক্রমে ব্রাহ্ম্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, কৌমার্য্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, বারাহ্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ, প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। তত্রৈব—দলেষু পূজয়েদেতা ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ ক্রমতঃ সদা। শূদ্রস্য প্রণবস্থলে চতুর্দ্দশস্বরো বিন্দুসংযুক্তঃ, কালিকাপুরাণে

ফট্ ইহা করন্যাস।—হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রীং শিখায়ৈ বষট্, হ্রীং কবচায় হুং, হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রীং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। ইহা অঙ্গন্যাস। নিবন্ধেও তাহাই বলিয়াছেন।—মায়াবীজ (হ্রীং) দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। তাহরা পরে দেবীকে ধ্যান করিবে। কল্পেও বলিয়াছেন,—যেবীজ আদিতে থাকিবে সেই বীজদ্বারা করাঙ্গন্যাস করিবে। ৭। তাহার পর দেবতার ধ্যান করিবে, যথা—যাঁহার শরীর রক্তবর্ণ, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান, যিনি বিচিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, স্তনভারে অবনতা হইয়াছেন এবং ভক্তগণকে সর্ব্বদা অন্ন দান করিতেছেন, শশিশেখরকে নৃত্য করিতে দেখিলে যিনি আনন্দলাভ করেন, সেই সংসার দুঃখনাশিনী ভগবতীকে ভজনা করি। এইরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও তাহার পরে শঙ্খস্থাপন করিবে। ৮। অতঃপর সামান্যপূজাপদ্ধতি অনুসারে পীঠপূজা করিয়া ভুবনেশ্বরীর পূজাপদ্ধতি অনুসারে পীঠদেবতা ও পীঠশক্তির পূজা এবং পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণদেবতার পূজা আরম্ভ করিবে। যথা,—কেশরের অগ্নিপ্রভৃতি চতুষ্কোণে, চতুর্দ্দিকে এবং মধ্যে হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া অষ্টদলে পূর্ব্বাদিক্রমে উপরি লিখিত ব্রাহ্মীপ্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে। উক্ত সকল দেবতার নামের আদিতে ওঁ এবং অন্তে নমঃশব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে। প্রমাণে আছে পদ্মের দলে এই ব্রাহ্মী প্রভৃতি দেবতাকে যথাক্রমে পূজা করিবে। চতুর্দ্দশস্বরে (ঔকারে) অনুস্বার যোগ করিলে

---

(১) ইদং মায়াবীজাদিসপ্তদশাক্ষরীপরম্। অন্যথা যদ্বীজাদ্যা ইত্যাদিবচনং নিরর্থকং স্যাৎ (খ টি)। (২) এবম্ভূতং শিবমিত্যর্থঃ (খ টি)।

—মন্ত্রস্য সেতুকরণে উক্তত্বাৎ। তথা চ,—চতুর্দ্দশস্বরেণাঢ্যং বিন্দুভূষিতমস্তকম্। শূদ্রস্য প্রণবং দেবি কথিতং তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ পূর্ব্বাদৌ ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূর্ব্ববৎ সম্পূজ্য ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ অস্য পুরশ্চরণজপঃ ষোড়শসহস্রসংখ্যঃ। তথা চ—যথাবিধি জপেন্মন্ত্রং বসুযুগ্মসহস্রকম্। সাজ্যেনান্নেন জুহুয়াত্তদ্দশাংশমনন্তরম্। (অয়ং মন্ত্রঃ প্রণবাদিরষ্টাদশাক্ষরঃ। মায়াদিঃ শ্রীবীজাদিশ্চ) তথা মায়াং বিনা প্রণবাদিঃ কামাদিঃ শ্রীবীজাদির্ব্বাগ্‌ভবাদিশ্চ সপ্তদশাক্ষরঃ; কবচে তথাপ্রতিপাদনাৎ। বিশেষস্তু,—যদ্‌যদ্বীজাদিকো মন্ত্রস্তেনৈবাঙ্গপ্রকল্পনা (১) ॥ ১০ ॥

অথ ত্রিপুটামন্ত্রাঃ। শ্রীমায়ামদনৈঃ (২) প্রোক্তো মন্ত্রো বীজত্রয়াত্মকঃ ॥ ১ ॥ তত্র পূজাযন্ত্রং। তদুক্তং দশপটল্যাম্।—ষট্‌কোণং পূর্ব্বমালিখ্য মধ্যে বিদ্যাং লিখেৎ সুধীঃ। বীপ্সয়া তাস্তু ষট্‌কোণকোণেষু ক্রমতো লিখেৎ। বাহ্যে বসুদলং কুর্য্যাদ্দীর্ঘ-

শূদ্রের প্রণব হয় (ঔং) কালিকাপুরাণে মন্ত্রের সেতুকরণে উহা উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,—মস্তকে বিন্দু সংযোগ করিলে চতুর্দ্দশ স্বর (ঔকার) শূদ্রদিগের প্রণব হয়। ইহা তান্ত্রিকগণ বলিয়াছেন। ৯। তাহার পরে পূর্ব্বাদি দিকে ভুবনেশ্বরী-মন্ত্রোক্ত ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ষোড়শসহস্র জপ করিবে। তাহার প্রমাণ যথা—দুই আট অর্থাৎ ষোল হাজার জপ করিয়া ঘৃতযুক্ত অন্নদ্বারা জপের দশাংশসংখ্যায় হোম করিবে। এই মন্ত্র প্রণবাদি হইলে অষ্টাদশাক্ষর হইবে মায়াদি ও শ্রীবীজাদি হইলেও ঐরূপ অষ্টাদশাক্ষর। মায়াহীন প্রণবাদি, ক্লীং বীজাদি, শ্রীবীজাদি ও বাগ্‌বীজাদি স্থলে সপ্তদশাক্ষর জানিবে। অন্নপূর্ণাকবচে ইহাই বলা হইয়াছে। বিশেষ এই যে, যে সময় যে বীজ আদিতে যোগ করিয়া মন্ত্র ব্যবহৃত হইবে, সেই স্থলে সেই বীজদ্বারা করাঙ্গন্যাস করিবে। ১০।

অনন্তর ত্রিপুটামন্ত্র কথিত হইতেছে।—শ্রীবীজ, মায়াবীজ ও কামবীজ এই তিন বীজ লইয়া ত্রিপুটার মন্ত্র হয়। ইহা ত্র্যক্ষর মন্ত্র। ১। ত্রিপুটার পূজা যন্ত্র দশপটলীতে কথিত হইয়াছে; যথা—প্রথমতঃ ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে দেবতার মূলমন্ত্র অর্থাৎ শ্রীং হ্রীং ক্লীং এই মন্ত্র লিখিবে। তাহার পরে ষট্‌কোণের ছয় কোণে পূর্ব্বাদিক্রমে ত্র্যক্ষর মন্ত্র দ্বিরাবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে শ্রীং হ্রীং, ক্লীং, শ্রীং

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

অস্যা মন্ত্রস্ত সামান্যপূজাপদ্ধতৌ যদুক্তং তদেব বিশেষানুক্তত্বাৎ ইত্যধিকঃ (ক) পুস্তকে পাঠঃ। আগমতত্ত্ববিলাসে "অথ মন্ত্রান্তরম্।—মায়া পদ্মাবতি স্বাহা সপ্তার্ণোঽয়ং মনুঃ স্মৃতঃ। ন্যাসপূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ সমুপাচরেৎ। তেন হ্রীং পদ্মাবতি স্বাহেতি মন্ত্রঃ॥" ইত্যধিকঃ মন্ত্র উদ্ধৃতঃ অন্নপূর্ণায়াঃ। (২) শ্রীং হ্রীং ক্লীং। ইতি ত্রিপুটামন্ত্রঃ।

ত্রিপুটাযন্ত্রম্ ।

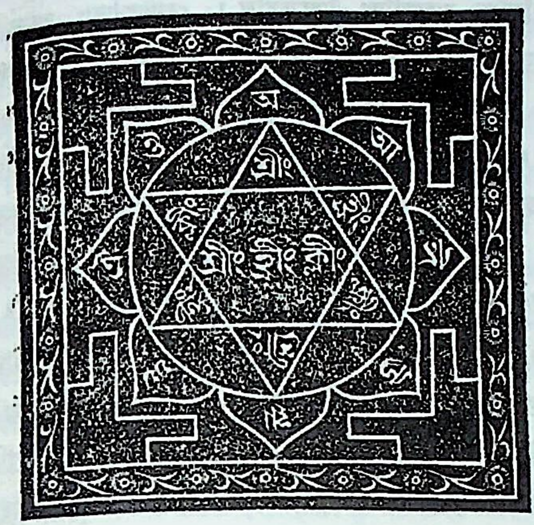

স্বর্বিভূষিতম্ । চতুরস্রং চতুর্দ্বারভূষিতং মণ্ডলং লিখেৎ। মধ্যে দেবীং সমাবাহ্য ধ্যায়েৎ সর্ব্বসমৃদ্ধিদাম্ ॥ ২ ॥ অস্যাঃ পূজাপ্রয়োগঃ । ততঃ প্রাতঃকৃত্যাদি-পীঠন্যাসান্তং কর্ম্ম বিধায় ভুবনেশ্বরীমন্ত্রোক্ত-জয়াদিপীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা—শিরসি সম্মোহনায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রে ছন্দসে নমঃ, হৃদি ত্রিপুটায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ,—শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ক্লীং মধ্যমাভ্যাং বষট্, শ্রীং অনামিকাভ্যাং হুং, হ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ক্লীং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং শ্রীং হৃদয়ায় নম, ইত্যাদি। তথাচ নিবন্ধে।—ঋষিঃ সম্মোহনশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা পুনঃ ত্রিপুটাখ্যা, দ্বিরুক্তৈস্তদ্‌বীজৈরঙ্গানি (১) ষট্ ক্রমাৎ ॥ ৩ ॥ ততো ধ্যানম্ ।—পারিজাতবনে রম্যে মণ্ডপে মণিকুট্টিমে। রত্নসিংহাসনে রম্যে পদ্মে ষট্‌কোণশোভিতে।

হ্রীং ক্লীং এই ছয়টি বীজ লিখিবে। তাহার বহির্দ্দেশে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। এই অষ্টদলের মধ্যে পূর্ব্বাদিক্রমে আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ, ঐ, ঔ, অঃ, এই আটটি দীর্ঘস্বর লিখিবে। তাহার বাহিরে চতুর্দ্বার সমন্বিত চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। এই যন্ত্রের মধ্যে সর্ব্বসমৃদ্ধিদাত্রী দেবীর আবাহনপূর্ব্বক ধ্যান করিবে। ২। অনন্তর সামান্যপূজা-পদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাধা করিয়া ভুবনেশ্বরী-পূজাপদ্ধতি অনুসারে জয়াদিপীঠশক্তির ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস মূলে দ্রষ্টব্য। তৎপরে মূলের লিখিত-মতে করন্যাস করিয়া শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা ক্লীং শিখায়ৈ বষট্, শ্রীং কবচায় হুং, হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ক্লীং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং কট্, এই প্রকারে অঙ্গন্যাস করিবে। নিবন্ধনগ্রন্থে বলিয়াছেন,—এই মন্ত্রের ঋষি সম্মোহন, ছন্দঃ, গায়ত্রী, ত্রিপুটা ইহার দেবতা, ত্রিপুটার বীজমন্ত্রকে দ্বিরুক্ত করিয়া প্রতিবীজে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ৩। তাহার পরে ধ্যান করিবে, যথা—রমণীয় পারিজাতকাননে মণিনির্ম্মিত মণ্ডপে রত্নসিংহা-

---

(১) স্তৈর্বীজৈরিতি পাঠান্তরম্।

অধস্তাৎ কল্পবৃক্ষস্য নিষণ্ণাং দেবতাং স্মরেৎ। চাপং পাশাম্বুজসরসিজান্যঙ্কুশং পুষ্পবানান্, সংবিভ্রাণাং (১) করসরসিজৈ রত্নমৌলিং ত্রিনেত্রাম্। হেমাভ্রাভাং কুচভরনতাং রত্নমঞ্জীরকাঞ্চীং, গ্রৈবেয়াদ্যৈ-(২) র্বিলসিততনুং ভাবয়েচ্ছক্তিমাদ্যাম্। চামরাদর্শতাম্বূলকরঙ্গকসমুদ্গকান্ (৩)। বহন্তীভিঃ কুচার্ত্তাভির্দূতীভিঃ পরিবারিতাম্। করুণামৃতবর্ষিণ্যা পশ্যন্তীং সাধকং দৃশা॥ অম্বুজং পদ্মং ন তু শঙ্খং, দধতী পদ্মযুগলমিতি ক্ষণামূর্ত্তিবচনাৎ। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ৪॥ ততঃ সামান্যপূজাপদ্ধত্যুক্তপীঠপূজাং বিধায় কেশরেষু ভুবনেশ্বরীমন্ত্রোক্তজয়াদিপীঠমন্ত্রান্তং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। তদ্যথা,—অগ্ন্যাদিষট্কোণেষু ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ হরয়ে নমঃ, এবং গৌর্য্যৈ, শিবায়, রত্যৈ, কামায়, ষট্কোণস্যোভয়তঃ পার্শ্বয়োঃ ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ। ততঃ কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণচতুষ্টয়েষু মধ্যে দিক্ষু চ শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি জয়েৎ॥ ৫॥ ততঃ পত্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যা মাতরঃ পূজ্যাঃ॥ তথা চ নিবন্ধে হৃল্লেখাবিহিতে পীঠে পূজয়েত্তাং সমাহিতঃ। অগ্ন্যাদিষট্সু কোণেষু লক্ষ্ম্যাদ্যাঃ পূজয়েদ্ধ্রুবম্।

সনোপরি ষট্কোণচক্রপরিশোভিত রমণীয় পদ্মে কল্পবৃক্ষের তলদেশে দেবী আসীনা হইয়াছেন। ইনি চারি হস্তে ধনু, পাশ, দুইটি পদ্ম, অঙ্কুশ ও পুষ্পবাণ ধারণ করিতেছেন, ইঁহার মস্তকে রত্নমুকুট, ইনি ত্রিনয়না, ইঁহার দেহপ্রভা স্বর্ণপদ্মের ন্যায়, ইনি স্তনভারে অবনতা এবং রত্নময় নূপুর ও রত্নময় চন্দ্রহার ধারণ করিয়াছেন, কণ্ঠভূষণাদি অলঙ্কার দ্বারা ইঁহার দেহ শোভিত হইতেছে, ইঁহার চতুর্দ্দিকে কুচভারপীড়িতা দূতীগণ চামর, দর্পণ, পানের ডিবা ও সিন্দূরের কৌটা ধারণ করিয়া বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ইনি করুণামৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা সাধকগণকে অবলোকন করিতেছেন, এতাদৃশী অদ্যাশক্তিকে চিন্তা করিবে। এই ধ্যান মধ্যে যে অম্বুজ শব্দ আছে তাহার অর্থ পদ্ম, শঙ্খ নহে, কারণ দক্ষিণামুর্ত্তি বচনে দুইটি পদ্ম ধারণ করিতেছেন ইহা স্পষ্ট আছে এই প্রকারে ধ্যানপূর্ব্বক মানসোপচারে পূজা করিয়া শঙ্খস্থাপন করিবে। ৪। অনন্তর সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে পীঠপূজা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া কেশরে ভুবনেশ্বরীপূজাপদ্ধতি অনুসারে জয়াদি পীঠশক্তির পূজা ও পুনর্ব্বার ধ্যান আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা করিবে। অগ্নি প্রভৃতি ছয়কোণে লক্ষ্মী প্রভৃতির পূজা করিয়া ষটকোণের উভয় পার্শ্বে শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধির পূজা করিয়া কেশরে অগ্নি প্রভৃতি চারিকোণে, মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদিরূপে ষড়ঙ্গ-পূজা করিবে। ৫। তৎপরে অষ্টপত্রে ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ, এইরূপে মাহেশ্বর্য্যৈ, নারায়ণ্যৈ,

---

(১) আবিভ্রাণামিতি (ক) পাঠঃ। বিভ্রাণাং তামিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) গ্রীবাসম্বন্ধিভূষণৈরিতি (খ টি)। (৩) তাম্বূলকরঙ্কঃ (পানের বাটা), সমুদ্গকঃ কৌটা ইতি খ্যাতঃ।

লক্ষ্মীং হেমপ্রভাং তন্বীং স-বরাব্জযুগাভয়াম্। শঙ্খচক্রগদাম্ভোজধরং হেমনিভং হরিম্। পাশাঙ্কুশাভয়াভীষ্টধরাং গৌরীং জবারুণাম্। মৃগটঙ্কাভয়াভীষ্টধরং হেমনিভং (১) হরম্। নীলোৎপলকরাং সৌম্যাং রতিং কাঞ্চনসন্নিভাম্। ধৃতপাশাঙ্কুশেষ্বাসং পুষ্পেষুমরুণং স্মরম্। পূর্ব্ববন্নিধিযুগ্মন্তু যজেদুভয়পার্শ্বয়োঃ। বহিরঙ্গানি সম্পূজ্য পূজ্যাঃ পত্রেষু মাতর ইতি॥ ৬॥ তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বনিতারূপান্ পূজয়েৎ। নিবন্ধে।—লোকেশান বনিতারূপানর্চ্চয়েৎ সৌম্যবিগ্রহান্॥ ৭॥ ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণজপো দ্বাদশলক্ষঃ। তথাচ,—ভানুলক্ষং জপেদেনং মন্ত্রং তাবৎ-সহস্রকম্। বিল্বারগ্বধসম্ভূতৈর্ম্মধুরাক্তৈঃ সমিদ্বরৈঃ। জবাপুষ্পৈশ্চ জুহুয়াত্তোষয়েদমুনা গুরুম্। আরগ্বধঃ সোণালুঃ। অয়ং মন্ত্রস্ত্রিধা ভবতি—পরাদির্ব্বা (২) ভবেদ্দেবি কামাদির্ব্বা ভবেদিয়”মিতি দক্ষিণামূর্ত্তিবচনাৎ॥ ৮॥

কৌমার্য্যৈ, অপরাজিতায়ৈ, চামুণ্ডায়ৈ, বারাহ্যৈ, নারসিংহ্যৈ নমঃ, এই প্রকারে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকার পূজা করিবে। নিবন্ধগ্রন্থে বলিয়াছেন—অগ্নি প্রভৃতি ষট্‌কোণে লক্ষ্মী প্রভৃতির পূজা করিবে। তাহার বিশেষ এই—লক্ষ্মী হেমবর্ণা, ক্ষীণাঙ্গী এবং বরমুদ্রা, পদ্মদ্বয় ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন। হেমবর্ণ হরি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। গৌরী—পাশ অঙ্কুশ অভয় ও বরমুদ্রা ধারণ করিতেছেন, তিনি জবাপুষ্পের ন্যায় অরুণবর্ণা। শিব—মৃগ টঙ্ক অভয় ও বরমুদ্রা ধারণ করিতেছেন, তিনিও হেমবর্ণ। রতি—নীলোৎপলহস্তা সৌম্যমূর্ত্তি ও কাঞ্চনবর্ণা। কামদেব—রক্তবর্ণ, তিনি পাশ অঙ্কুশ ধনু এবং পুষ্পবাণ ধারণ করিতেছেন। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে; উভয়পার্শ্বে শঙ্খ ও পদ্ম দুই নিধির পূজা করিবে। পদ্মের বাহিরে অঙ্গ দেবতাগণের পূজা করিয়া পদ্মপত্রে মাতৃকাগণের পূজা করিবে। ৬। তাহার বাহিরে স্ত্রীমূর্ত্তিধারী ইন্দ্র প্রভৃতির পূজা করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন—সৌম্যমূর্ত্তি স্ত্রীরূপধারী লোকপালগণের পূজা করিবে। তাহার পর ধূপাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশলক্ষ জপ করিতে হয়। তাহার প্রমাণ,—বার লক্ষ-বার এই মন্ত্র জপ করিয়া ত্রিমধুরযুক্ত বিল্ব কিম্বা আরগ্বধ-সমিধ্ অথবা জবাপুষ্প দ্বারা হোম করিয়া অর্থ প্রদানপূর্ব্বক গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিবে। আরগ্বধ বলিতে সোণালু। এই ত্রিপুটামন্ত্র ত্রিবিধ, দক্ষিণামূর্ত্তির বচনে আছে—হে দেবি! এই মন্ত্র পরাদি (হ্রীং শ্রীং ক্লীং) ও হইতে পারে, কামাদি (ক্লীং শ্রীং হ্রীং) ও হইতে পারে; শ্রীবীজাদি ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সুতরাং তিন প্রকার। ৭।৮।

---

(১) হেমনিভমিত্যত্র হস্তলিখিত (খ) পুস্তকে (আ০ বি০) পুস্তকে চ পাঠঃ।

(২) হ্রীং ক্লীং শ্রীং। ক্লীং শ্রীং হ্রীং (খ ট)।

ত্বরিতাযন্ত্রম্।

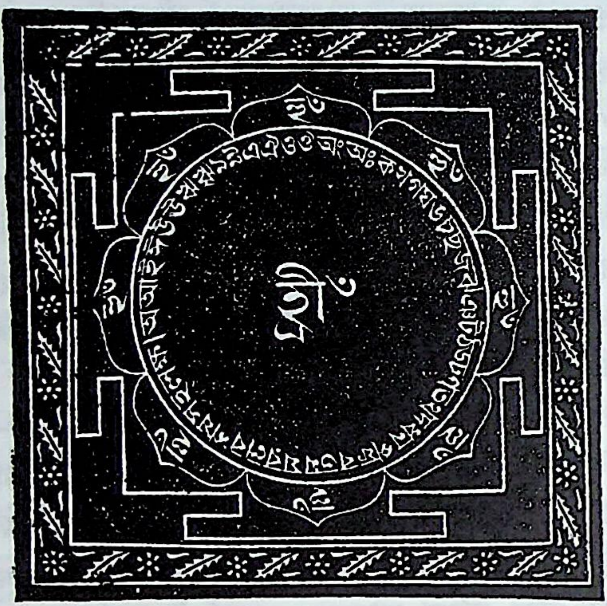

অথ ত্বরিতামন্ত্রাঃ।—অথাভিধাস্যে ত্বরিতাং ত্বরিতং ফলদায়িনীম্। তারো মায়া বর্ম্মবীজম্ ঋদ্ধিরীশস্বরান্বিতা। কূর্ম্মস্তদন্ত্যো ভগবান্ ক্ষস্ত্রী দীর্ঘতনুচ্ছদম্। সংবর্ত্তো ভগবান্ মায়া ফড়ন্তো দ্বাদশাক্ষরঃ। (১) মায়া ভুবনেশী, বর্ম্ম হুং, ঋদ্ধিঃ খকারঃ, ঈশ্বরঃ একারঃ, কূর্ম্মশ্চকারঃ, তদন্ত্যশ্ছকারঃ, ভগ একারস্তদ্যুক্তঃ, ক্ষঃ, স্ত্রী স্বরূপং, দীর্ঘতনুচ্ছদং হূং, সংবর্ত্তঃ ক্ষকারঃ, ভগ একারস্তদ্যুক্তঃ, পুনর্ভুবনেশ্বরী, ফট্ (২)॥১॥ অস্যার্জ্জুনঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ ত্বরিতা দেবতা পুরুষার্থচতুষ্টয়সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। তথাচ নিবন্ধে।—মুনিরর্জ্জুন আখ্যাতো বিরাট্ ছন্দ উদাহৃতম্। ত্বরিতা দেবতা প্রোক্তা পুরুষার্থফলপ্রদা॥২॥ অস্যাঃ পূজাপদ্ধতিঃ।—তত্র পূজাযন্ত্রং দক্ষিণামূর্ত্তৌ।—অষ্টপত্রং লিখেৎ পদ্মং বহির্ভূবিম্বমালিখেৎ। প্রত্যেকং বসুকোণেষু কবচঞ্চাষ্টধা লিখেৎ। মধ্যে তু

অতঃপর ত্বরিতামন্ত্র কথিত হইতেছে।—অনন্তর শীঘ্রফলদায়িনী ত্বরিতাদেবীর মন্ত্র বলিতেছি,—তার শব্দে (ওঁ) মায়া (হ্রীং) বর্ম্মবীজ (হুং) ঋদ্ধি বলিতে (খ) ঈশ্বর (একার) সংযোগে খে, কূর্ম্ম (চ) তাহার পরবর্ত্তী বর্ণ (ছ) ভগ বলিতে (এ) তদযোগে (ছে) ক্ষ, স্ত্রী, দীর্ঘবর্ম্ম (হূং) সংবর্ত্ত (ক্ষ) ভগ (এ) আবার মায়া (হ্রীং) তাহার পরে ফট্ এই দ্বাদশাক্ষর ত্বরিতামন্ত্র। [টিপ্পনী দ্রষ্টব্য]।১। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—অর্জ্জুন এই মন্ত্রের ঋষি, বিরাট্ ছন্দ, দেবতা ত্বরিতাদেবী, ইহা পুরুষের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গফল প্রদান করে।২। এই দেবতার পূজাযন্ত্র দক্ষিণামূর্ত্তিগ্রন্থে লিখিত আছে। যথা,—অষ্টদলপদ্ম লিখিয়া তাহার বাহিরে চতুর্দ্বার ও চতু-

---

(১) অত্র সবিসর্গক্ষকার ইতি প্রপঞ্চসারটীকাকারমতম্। তথাচ "তারং পরা তু কবচং খে চ ছে ক্ষঃ সমালিখেৎ। স্ত্রী হমার্থকমূর্চ্ছার্য্য ক্ষে পরাস্ত্রং লিখেৎ ততঃ। ত্বরিতা রবিবর্ণেয়ং ভোগমোক্ষফলপ্রদা।" ইতি দক্ষিণামূর্ত্তিবচনাৎ। ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ।

(২) ওঁ হ্রীং হুং খে চ ছে ক্ষস্ত্রী হূং ক্ষে হ্রীং ফট। ইতি ত্বরিতামন্ত্রঃ।

ভুবনেশানীং বেষ্টয়েন্মাতৃকাক্ষরৈঃ। সর্ব্বরক্ষাকরং নাম যন্ত্রমেতদুদাহৃতম্। যত্রাবাহ্য মহেশানীমুপচারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৩ ॥ ততঃ প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসান্তং কর্ম্ম সমাপ্য কেশরেষু ভুবনেশ্বরীমন্ত্রোক্ত জয়াদিপীঠশক্তীর্ব্বিন্যস্য মধ্যে ক্ষং হং হং বজ্রদেহ ঘুরু ঘুরু হিঙ্গুলু হিঙ্গুলু (১) গর্জ্জ গর্জ্জ হং হূং ক্ষাং পঞ্চাননায় নমঃ ইতি মন্ত্রং ন্যসেৎ। তথাচ নিবন্ধে।—সংবর্ত্তকো বিন্দুযুতঃ কবচং সকলং বিয়ৎ। বজ্রদেহ ঘুরুদ্বন্দ্বমাভাষ্য হিঙ্গুলু দ্বয়ং। গর্জ্জ গর্জ্জ বিয়ৎ সেন্দু বর্ম্মান্ত্যো দীর্ঘবিন্দুমান্। পঞ্চাননায় হৃদয়ং পীঠমন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥ তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ।—শিরসি অর্জ্জুনঋষয়ে নমঃ, মুখে বিরাটছন্দসে নমঃ, হৃদি ত্বরিতায়ৈ দেবতায়ৈ (২) নমঃ। ততো মন্ত্রন্যাসঃ,—মূর্দ্ধ্নি ওঁ নমঃ, ভালে হঁ নমঃ, গলে খে নমঃ, হৃদি চ নমঃ, নাভৌ ছে নমঃ, গুহ্যে ক্ষ নমঃ, ঊর্ব্বোঃ স্ত্রী নমঃ, (৩) জানুনোঃ হূং নমঃ, জঙ্ঘয়োঃ ক্ষে নমঃ, পাদদ্বন্দ্বে ফট্ নমঃ ॥ ৫ ॥ মূলেন ব্যাপকং কুর্য্যাৎ। তথা চ নিবন্ধে।—মায়াবিবর্জ্জিতান্ বর্ণান্ মূর্দ্ধ্নি তালে গলে হৃদি। নাভিগুহ্যোরুযুগ্মে চ জানুজঙ্ঘাপদেষু চ। বিন্যস্য ব্যাপকং কুর্য্যাৎ সমস্তেনৈব সাধকঃ ॥

কোণ অঙ্কিত করিবে। পদ্মের অষ্টপত্রের প্রত্যেক পত্রের মধ্যে হং এই বীজ লিখিয়া পদ্মের মধ্যস্থলে হ্রীং এই বীজ লিখিতে হইবে। হ্রীং এই বীজের চতুষ্পার্শ্বে অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত মাতৃকাবর্ণ লিখিয়া তদ্দ্বারা ঐ বীজকে বেষ্টন করিবে। এই যন্ত্র সাধকের সর্ব্বরক্ষাকর বলিয়া কথিত। এই যন্ত্রে দেবীর আবাহন করিয়া যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিবে। ৩। প্রথমতঃ সামান্যপূজা নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া কেশরে ভুবনেশ্বরীমন্ত্রোক্ত জয়াদি-পীঠশক্তির ন্যাস করিয়া মধ্যে ক্ষং হং হং ইত্যাদি মূলোল্লিখিত মন্ত্রন্যাস করিবে। নিবন্ধগ্রন্থে বলিয়াছেন,—অনুস্বারযুক্ত সংবর্ত্তক (ক্ষ), কবচ (হং), অনুস্বারযুক্ত আকাশ (হং) (বজ্রদেহ) দুইবার (ঘুরু) পদ, দুইবার (হিঙ্গুলু) পদ (গর্জ্জ গর্জ্জ) পদ, অনুস্বারযুক্ত আকাশ (হং) অনুস্বার ও দীর্ঘস্বরযুক্ত কবচ (হূং) দীর্ঘস্বর ও অনুস্বারযুক্ত অন্ত্যবর্ণ (ক্ষাং) (পঞ্চাননায়) এই পদ ও হৃদয় (নমঃ) এইকয়টির একত্র যোগ করিলে যে মন্ত্র হয় তাহাই ইহার পীঠমন্ত্র (মূলে দ্রষ্টব্য)। ৪। তাহার পর ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া মন্ত্রন্যাস করিবে। তাহার পরে ব্যাপকন্যাস করিবে। তাহার প্রমাণ নিবন্ধে, যথা,—মূলমন্ত্রের মায়াবীজ (হ্রীং) বাদ দিয়া অবশিষ্ট বর্ণগুলি মস্তকে, ললাটে, গলদেশে, হৃদয়ে, নাভিতে, গুহ্যদেশে, ঊরুযুগলে, দুই জানুতে, দুই জঙ্ঘাতে, এবং দুই পদে ন্যাস করিয়া (ন্যাসপ্রণালী মূলে

---

(১) (খ) পুস্তকে আগমতত্ত্ববিলাসে বটতলামুদ্রিতপুস্তকে চ হিঙ্গুলু ইত্যেব পাঠো দৃশ্যতে, পুস্তকত্রয়ানুরোধাৎ হিঙ্গুহু ইতি পাঠঃ মুদ্রিতাদর্শতঃ অপবাহিতঃ, ইতি সুধীভির্ধ্যেয়ম্।

(২) ত্বরিতাদেবতায়ৈ নমঃ ইতি (খ) পাঠঃ। (৩) গলে খেং নমঃ, হৃদি চং নমঃ, নাভৌ ছেং নমঃ, গুহ্যে ক্ষং নমঃ, ঊর্ব্বোঃ স্ত্রীং নমঃ, ইতি পাঠঃ (খ) পুস্তকে।

৬॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। চছে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ছেক্ষ তর্জ্জনীভ্যাং, স্বাহা, ক্ষস্ত্রী মধ্যমাভ্যাং বষট্, স্ত্রীহুঁ (১) অনামিকাভ্যাং হুং, হুংক্ষে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ক্ষেক্ষট্ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এবং চছে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে।—কূর্ম্মাদ্যৈঃ (২) সপ্তভির্ব্বর্ণৈঃ পূর্ব্বপূর্ব্ববিবর্জ্জিতৈঃ। দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং ষড়ঙ্গানি কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ॥ ৭॥ ততো ধ্যানং।—শ্যামাং বর্হিকলাপশেখরযুতামাবদ্ধপর্ণাংশুকাং গুঞ্জাহারলসৎ-পয়োধরনতামষ্টাহিপান্ বিভ্রতীম্। তাড়ঙ্কাঙ্গদমেখলাগুণরণন্মঞ্জীরতাং প্রাপিতান্ কৈরাতীং বরদাভয়োদ্যতকরাং দেবীং ত্রিনেত্রাং ভজে॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ৮॥ ততঃ সামান্যোক্তপীঠপূজাং বিধায় পদ্মস্থ কেশরেষু পূর্ব্বাদিক্রমণে জয়া-বিজয়া—অজিতা-অপরাজিতা-নিত্যা--বিলাসিনী-দোগ্ধ্রী-অঘোরা-মঙ্গলাঃ প্রণবাদিনমোহন্তেন পূজ্যাঃ। (৩) মধ্যে ক্ষং হুং হং বজ্রদেহ ঘুরু ঘুরু হিঙ্গুলু হিঙ্গুলু গর্জ্জ গর্জ হং হূং ক্ষাং পঞ্চাননায় নমঃ। ততঃ পূর্ব্ববদ্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেত। অগ্ন্যাদিকোণেষু চছে গায়ত্র্যৈ হৃদয়ায় নমঃ, ছেক্ষ গায়ত্র্যৈ শিরসে স্বাহা, ক্ষস্ত্রী গায়ত্র্যৈ শিখায়ৈ বষট্, স্ত্রীহুং গায়ত্র্যৈ কবচায় হুং, হুং ক্ষে গায়ত্র্যৈ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, দিক্ষু ক্ষে ফট্ গায়ত্র্যৈ অস্ত্রায় [ফট্।

দ্রষ্টব্য) সম্পূর্ণমন্ত্র দ্বারা ব্যাপকন্যাস করিবে। তাহার পরে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে তাহার প্রণালী মূলে দ্রষ্টব্য। নিবন্ধে ইহার প্রমাণ দিয়াছেন যে,—কূর্ম্ম অর্থাৎ চ প্রভৃতি ৭টী বর্ণের দুই দুই বর্ণ লইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ৫—৭। তাহার পর দেবীর ধ্যান করিবে। যথা,—যিনি শ্যামবর্ণা, যাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের মুকুট, পরিধানে পত্রনির্ম্মিত বস্ত্র, যাঁহার পীনপয়োধরে গুঞ্জামালা অর্থাৎ কুঁচ ফলের মাল্য শোভা পাইতেছে এবং পয়োধরভারে যিনি অবনতা হইয়াছেন, অনন্তাদি অষ্টনাগকে তাড়, বলয়, চন্দ্রহার ও নূপুররূপে ধারণ করিতেছেন, যিনি একহস্তে বর ও অপর হস্তে অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, সেই ত্রিনয়না কিরাতবেশধারিণী ভগবতীকে ভজনা করি। এই প্রকারে দেবীর ধ্যানপূর্ব্বক মানসোপচারে পূজা করিয়া শঙ্খস্থাপন করিবে। ৮। তৎপরে সামান্যপূজাপদ্ধতি নিয়মে পীঠপূজা করিয়া পদ্মের কেশরে পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ ইত্যাদিরূপে জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা, নিত্যা, বিলাসিনী, দোগ্ধ্রী, অঘোরা ও মঙ্গলার আদ্যন্তে ওঙ্কার ও নমঃ যোগে পূজা করিবে, মধ্যে ক্ষং হুং হং ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন

---

(১) স্ত্রীং হূং (ক) পাঠঃ। (২) কূর্ম্মশ্চকারঃ (খ টি)।

(৩) তথাচ—হৃল্লেখাকল্পিতে পীঠে নবশক্তিসমন্বিতে। পূজয়েত্ত্বরিতাং দেবীং বক্ষ্যাপ্রাণবিধানতঃ। পুনর্মধ্যে ইত্যধিকঃ (খ) পাঠোহত্র।

ইতি সম্পূজ্য উত্তরেশানমোঃ প্রণীতাং শামত্রীঞ্চ পূজয়েৎ। তথাচ নিবন্ধে।—অঙ্গৈঃ প্রণীতাং গায়ত্রীং কেশরেষর্চ্চয়েৎ ততঃ। (১) দলেষু পূজয়েদেতাঃ শ্রীবীজাদ্যাঃ সুভূষিতাঃ। হুংকারীং খেচরীং চণ্ডাং ছেদিনীং ক্ষেপিণীং স্ত্রিয়ম্। হুংকারীং ক্ষেমকারীঞ্চ লোকে সায়ুধভূষণাম্ (২) ফট্কারীমগ্রতো বাহ্যে কোদণ্ডশরধারিণীম্। বাক্যন্তু,—শ্রীং হুংকার্য্যৈ নমঃ ইত্যাদি। বাহ্যে অগ্রতঃ ওঁ ফট্কারিণ্যৈ নমঃ, দ্বারস্যোভয়পার্শ্বয়োঃ ওঁ জায়মৈ নমঃ, ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ। তদ্বাহ্যে কিঙ্করায় রক্ষ রক্ষ ত্বরিতাজ্ঞস্থিরো (৩) ভব হুং ফট্ ইতি মন্ত্রেণ কিঙ্করং পূজয়েৎ। তথা চ নিবন্ধে।—দ্বারস্থ পার্শ্বয়োঃ পূজ্যে হেমবেত্রকরাম্বুজে। জয়াখ্যা বিজয়াখ্যা চ কিঙ্করায় পদং ততঃ। রক্ষ রক্ষ পদস্যান্তে ত্বরিতাজ্ঞাস্থিরো ভব। বর্ম্মাস্ত্রান্তেন মনুনা কিঙ্করং তদ্বহির্যজেৎ। লগুড়ং বিভ্রতং কৃষ্ণং কৃষ্ণচর্চ্চরমূর্দ্ধজম্। আরণ্যৈরক্তৈঃ পুষ্পৈরতিরম্যৈঃ সুগন্ধিভিঃ। পূজয়েদ্ধূপদীপাদ্যৈর্নৃত্যগীতৈর্ম্মহোৎসবৈরিতি। অত্র ন ইন্দ্রাদিপূজা অনুক্তত্বাৎ॥ ১॥

করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। যথা—অগ্ন্যাদিকোণে এবং পূর্ব্বাদিদিকে চছে গায়ত্র্যৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত প্রকারে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া উত্তরদিকে ও ঈশানকোণে প্রণীতা ও গায়ত্রীর পূজা করিবে। নিবন্ধে তাহাই বলিয়াছেন। অঙ্গন্যাসমন্ত্রের পূজার সঙ্গে প্রণীতা ও গায়ত্রীর পূজা করিবে। তাহার পর পদ্মদলে আদিতে শ্রীবীজযোগ দিয়া হুঙ্কারী, ঘোরী, চণ্ডা, ছেদনী, ক্ষেপিণী, স্ত্রী, হুঙ্কারী, ও সায়ুধভূষণা ক্ষেমকারীর পূজা করিবে পদ্মের বাহিরে ধনুর্ব্বাণধারিণী ফট্কারীর পূজা করিবে। দ্বারের উভয়পার্শ্বে জয়া ও বিজয়ার পূজা করিয়া তাহার বাহিরে কিঙ্করায় রক্ষ রক্ষ ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে কিঙ্করের পূজা করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন—দ্বারের দুইপার্শ্বে হস্তপদ্মে স্বর্ণবেত্রধারিণী জয়া ও বিজয়ার পূজা করিবে। দ্বারের বাহিরে কিঙ্করায় রক্ষ রক্ষ ইত্যাদি মন্ত্রে কিঙ্করের পূজা করিবে। কিঙ্কর লগুড়ধারী কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণকেশ। ইহাকে সুগন্ধি রক্তবর্ণ অতিরমণীয় বনপুষ্প, ও ধূপ, দীপ দ্বারা নৃত্যগীতাদি মহোৎসব করিয়া পূজা করিবে। প্রমাণে উল্লিখিত না

---

(১) তদুক্তম্—অঙ্গৈঃ সহ প্রণীতাং গায়ত্রীং পূজয়েদ্ দিশাক্রমতঃ। পদ্মপাদাচার্য্যাদীনামপীদমেব সম্মতমিতি ভট্টাঃ। বস্তুতোঽগ্ন্যাদিকোণেষু চছে হৃদয়ায় নম ইত্যাদি ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য কৌবেরেশানয়োঃ ওঁ প্রণীতায়ৈ নমঃ ওঁ গায়ত্র্যৈ নম ইতি পূজনমিতি সম্প্রদায়ঃ (ক) টিপ্পনী।

(২) অত্রাগমতত্ত্ববিলাসধৃতঃ পাঠঃ "তথাচ সারদায়াম্—হুঙ্কারীং খেচরীং চণ্ডাং ক্লেদিনীং ক্ষেপণীং ত্রিয়ম্। হ্রীঙ্কারীং ক্ষেমকারীঞ্চ লোকেশায়ুধভূষণাম্॥ শ্রীবীজেনৈব লোকানাং তথা পালাংস্ততঃ পরম্। অগ্রে ছট্কারিণী পূজ্যা শরাসনধরা প্রিয়ে। স্বর্ণরত্নময়ী বেদী বৈত্রেষ্ঠী হস্তে চ ভূষিতে॥ দ্বারপার্শ্বযুগে পূজ্যে জয়া চ বিজয়া তথা। কৃষ্ণচর্চ্চরকেশঞ্চ লগুড়েন বিরাজিতম্। কিঙ্করঃ পুরতঃ পূজ্যাস্তদ্বহিঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ। ধাতারঞ্চ বিধাতারং পুনর্দ্দেবীং সমারজেৎ॥"

(৩) ত্বরিতাজ্ঞয়া স্থির ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

ততো ধূপাদি বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণজপো লক্ষসংখ্যকঃ। তদ্দশাংশং বিল্বস্য সমিদ্বরৈস্ত্রিমধ্বক্তৈর্হোময়েৎ। তথাচ,—লক্ষং সংজপ্য মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রমেনং জিতেন্দ্রিয়ঃ। দশাংশং জুহুয়াদ্বিল্বৈস্ত্রিমধ্বক্তৈঃ সমিদ্বরৈঃ ॥ ১০ ॥

অথ নিত্যামন্ত্রঃ।—বাগ্ভবং কামবীজঞ্চ নিত্যক্লিন্নে মদো পুনঃ (১)। দ্রবে বহ্নিবধূর্ম্মন্ত্রো দ্বাদশার্ণোঽয়মীরিতঃ (২) ॥ ১ ॥ অস্যাঃ পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদিপীঠন্যাসান্তং বিধায় কেশরেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ জয়াদি হ্রীং সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইত্যন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসসমাচরেৎ। তদ্যথা—শিরসি সম্মোহনঋষয়ে নমঃ, মুখে নিবৃচ্ছন্দসে (৩) নমঃ, হৃদি নিত্যায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (তথাচ নিবন্ধে। ঋষিঃ সম্মোহনশ্ছন্দো নিবৃন্নিত্যা চ দেবতা ইতি (৪) ॥ ১ ॥) ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঐং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ঐং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, ঐং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ঐং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গেষু ন্যসেৎ। তথাচ নিবন্ধে।—বাচা (৫) কৃত্বা ষড়ঙ্গানি নিত্যাং ধ্যায়েদ্যথাবিধি ॥ ৩ ॥ ততো ধ্যানম্।—অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামমরাভিবন্দ্যামম্ভোজপাশশৃণিপূর্ণকপালহস্তাম্ (৬) ॥

থাকায় এই পূজাতে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও অস্ত্রের পূজা করিতে হয় না। ৯। তৎপরে ধূপাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পূজা শেষ করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ সংখ্যক জপ ও ত্রিমধুর অর্থাৎ ঘৃত, মধু ও শর্করাযুক্ত বিল্বসমিধ দ্বারা দশসহস্র হোম করিবে। প্রমাণেও ইহাই উল্লিখিত হইয়াছে। ১০।

অনন্তর নিত্যামন্ত্র বলা যাইতেছে। অগ্রে বাগ্বীজ (ঐং) পরে কামবীজ (ক্লীং) তাহার পরে নিত্যক্লিন্নে ও মদশব্দ, তাহার পর দ্রবে শব্দ তাহার পরে স্বাহা শব্দ এই গুলির একত্র সংযোগে দ্বাদশাক্ষর নিত্যামন্ত্র হয় (টিপ্পনীতে মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। ১। ইঁহার পূজাপ্রয়োগ।—প্রথমতঃ সামান্য-পূজাপদ্ধতি নিয়মে প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া কেশরে পূর্ব্বাদিক্রমে জয়া প্রভৃতি হ্রীং সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ, এই পর্য্যন্ত পীঠশক্তিন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। এই মন্ত্রের ঋষি সম্মোহন, ছন্দনিবৃৎ এবং দেবতা নিত্যা। ২। তৎপরে ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিক্রমে করন্যাস ও ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। নিবন্ধ প্রমাণে বলিয়াছেন,—বাগ্বীজ দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া যথাবিধানে নিত্যার ধ্যান করিবে। ৩। ধ্যান যথা,—যাঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, দেহ রক্তবর্ণ, দেবগণ যাঁহাকে বন্দনা করিয়া থাকেন, যাঁহার দক্ষিণভাগের উর্দ্ধহস্তে পদ্ম, বামভাগের উর্দ্ধ হস্তে পাশ, দক্ষিণদিকের

---

(১) পুনরিত্যত্র ততঃ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) ঐং ক্লীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ। (৩) বিরাট্ ছন্দঃ ইতি (আ০ বি০) মতম্।

(৪) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৫) বাগ্ভববীজেন (ক টি)।

(৬) দক্ষিণবামোর্দ্ধয়োরাদ্যে তদধস্তনয়োরন্ত্যে ইতি ভট্টাঃ।

রক্তাঙ্গরাগবসনাভরণাং ত্রিনেত্রাং ধ্যায়েচ্ছিবস্ত বনিতাং মদবিহ্বলাঙ্গীম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ৪ ॥ ততঃ পীঠপূজাং বিধায় কেশরেষু জয়াদি-পীঠশক্তীঃ সংপূজ্য মধ্যে হ্রীং সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইত্যন্তং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেত। তদ্‌যথা—অগ্ন্যাদি-কোণচতুষ্টয়ে মধ্যে দিক্ষু চ ঐং হৃদয়ায় নমঃ, ঐং শিরসে স্বাহা, ঐং শিখায়ৈ বষট্, ঐং কবচায় হুং, মধ্যে ঐং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, চতুর্দ্দিক্ষু ঐং অস্ত্রায় ফট্। অষ্টদলেষু ওঁ নিত্যায়ৈ, নিরঞ্জনায়ৈ ক্লিন্নায়ৈ, ক্লেদিন্যৈ, (১) মদনাতুরায়ৈ, মদদ্রবায়ৈ, দ্রাবিণ্যৈ, দ্রবিণ্যৈ সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। (তথাচ নিবন্ধে।—নিত্যা নিরঞ্জনা ক্লিন্না ক্লেদিনী মদনাতুরা। মদদ্রবা দ্রাবিণী চ দ্রবিণীত্যষ্টশক্তয়ঃ নীলোৎপলকপালাঢ্যকরা রক্তাম্বুজপ্রভা ॥ ইতি) (২) তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদীন বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৫ ॥ অস্য পুরশ্চরণজপশ্চতুর্লক্ষঃ। তথাচ—চতুর্লক্ষং জপিত্বা তু মধুরাক্তৈর্ম্মধুকজৈঃ (৩) কুসুমৈরযুতং হুত্বা তোষয়েদ্গুরু-মাত্মনঃ ॥ ৬ ॥

অথ বজ্রপ্রস্তারিণীমন্ত্রাঃ।—(৪) বাঙ্মায়ান্তরং ভূয়ো নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে। বাগন্তো

অধোহস্তে সৃণি ও ঊর্দ্ধহস্তে পেয়পূর্ণ নরকপাল ধারণ করিতেছেন। ইঁহার অঙ্গরাগদ্রব্য, বস্ত্র ও আভরণ রক্তবর্ণ, ইনি ত্রিনয়না মদবিহ্বলাঙ্গী হরবনিতা, এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে। ৪। তাহার পরে পীঠপূজা করিয়া কেশরে জয়াদি পীঠশক্তির পূজা এবং মধ্যে হ্রীং সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ এই পর্য্যন্ত সমস্তকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ দেবীর ধ্যানাবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। অগ্নি প্রভৃতি চারিকোণে ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিতক্রমে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া অষ্টদলে ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মূলোল্লিখিতক্রমে পূজা করিবে; নিত্যা, নিরঞ্জনা, ক্লিন্না, ক্লেদিনী, মদনাতুরা, মদদ্রবা, দ্রাবিণী ও দ্রবিণী এই আটটি শক্তির হস্তে নীলোৎপল ও কপাল, গাত্রবর্ণ রক্তপদ্মের ন্যায় আরক্ত। অষ্টদলের বহির্দ্দেশে ইন্দ্রাদিলোকপাল ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত পূজা সমাপন করিবে। ৫। ইহার পুরশ্চরণে চারিলক্ষ মন্ত্র জপ। প্রমাণে বলিয়াছেন,—চারিলক্ষ জপ করিয়া শর্করা মধু ও ঘৃতযুক্ত মধুক (মহুয়াফুল) পুষ্প দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিয়া গুরুকে সন্তুষ্ট করিবে। ৬।

অনন্তর বজ্রপ্রস্তারিণীর মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে বাগ্বীজ (ঐং) পরে মায়াবীজ

---

(১) ক্লেদিনী ক্লিন্না দ্রবিণী দ্রাবিণী ইতি (খ) পুস্তকক্রমঃ।

(২) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (ক) পুস্তকে দ্রবিণী চ প্রাবিণীত্যষ্টশক্তয়ঃ ইতি পাঠক্রমঃ রক্তাম্বুজপ্রভা ইত্যত্র শ্বেতাম্বুজপ্রভা ইতি (ক) পাঠঃ। (৩) মহুয়া পুষ্প ইতি যস্য খ্যাতিঃ।

(৪) বাক্ (ঐং) মায়া (হ্রীং)।

বজ্রপ্রস্তারিণীযন্ত্রম্ ।

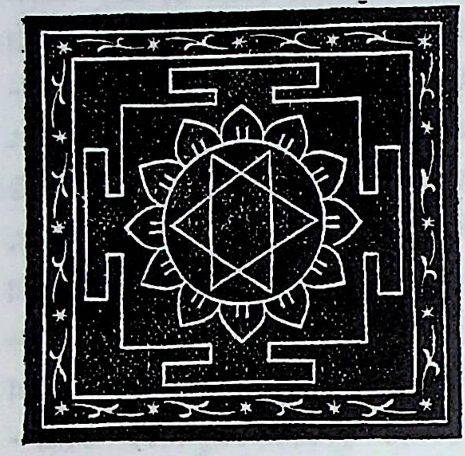

রবিসংখ্যার্ণো মন্ত্রো (১) বশ্যপ্রদায়কঃ ॥ ১ ॥ অস্যাঃ পূজাযন্ত্রম্ ।—ষট্‌কোণং দ্বাদশদলং চতুর্দ্বারং চতুরস্রঞ্চ ॥ ততঃ পূজা । — প্রাতঃকৃত্যাদিপীঠন্যাসান্তং বিধায় কেশরেষু জয়াদিপীঠমন্বন্তং (২) বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যসাং কুর্য্যাৎ ।—শিরসি অঙ্গিরসে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ত্রিষ্টুপ্-ছন্দসে নমঃ, হৃদি বজ্রপ্রস্তারিণ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ । তথাচ নিবন্ধে ।—অঙ্গিরাঃ স্যাদৃষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মুনির্নিভরীরিতম্ বজ্রপ্রস্তারিণী প্রোক্তা দেবতাভীষ্টদায়িনীতি ॥২॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ ।—ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি । ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা হৃদয়াদিষু । তথাচ নিবন্ধে ।—বাগ্‌ভবেন ষড়ঙ্গানি বিদধ্যান্মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ৩ ॥ ততো ধ্যানম্—রক্তাব্ধৌ রক্তপোতে (৩) রবিদলকমলাভ্যন্তরে সন্নিষণ্ণাং রক্তাঙ্গীং রক্তমৌলিস্ফুরিতশশিকলাং স্মেরবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাম্ । (৪) বীজাপূরেষুপাশাঙ্কুশমদনধনুঃ-

---

(হ্রীং) তাহার পরে 'নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে' তাহার পরে "স্বাহা এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে বশীকরণ কার্য্য সাধিত হয়। ১। এই দেবতার পূজাযন্ত্র কথিত হইতেছে।—প্রথমতঃ ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার দ্বাদশদলপদ্ম, তাহার বাহিরে চতুর্দ্বার ও চতুরস্র লিখিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। তাহার পরে পূজা যথা,—অগ্রে সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক কেশরে জয়াদি পীঠশক্তি ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস মূলে লিখিত আছে। নিবন্ধে বলিয়াছেন—অঙ্গিরা ইহার ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, অভীষ্টদায়িনী বজ্রপ্রস্তারিণী ইহার দেবতা। ৫। তাহার পরে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে; যথা—ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঐং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ঐং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, ঐং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষ্; ঐং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্; এইরূপে করন্যাস করিয়া ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—মন্ত্রজ্ঞপ্রবর বাগ্বীজে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ৩। তাহার পরে ধ্যান করিবে, যথা—যিনি রক্তসাগরে রক্তবর্ণ নৌকায় দ্বাদশদল রক্তপদ্মের উপরে সমাসীনা ও রক্তবর্ণা, যাঁহার ললাটে চন্দ্র বিরাজিত, সহাস্য বদন, তিনটি নেত্র,

---

(১) ঐং হ্রীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ।

(২) জয়াদিশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ (খ) পাঠঃ। (৩) রত্নপোতে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৪) বীজাপূরং দাড়িমী ইতি (খটী) ছোলঙ্গ ইতি কশ্চিৎ।

সৎকপালানি (১) হস্তৈর্ব্বিভ্রাণামানতাঙ্গীং স্তনভরনমিতামম্বিকামাশ্রয়ামঃ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য, শঙ্খস্থাপনং বিধায় পূর্ব্ববৎ পীঠপূজাং কৃত্বা, পুনর্ধ্যাত্বা, আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেত। (২) অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা সংপূজ্য দ্বাদশদলেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ, এবং ক্লেদিন্যৈ ক্লিন্নায়ৈ ক্ষোভিণ্যৈ মদনাতুরায়ৈ নিরঞ্জনায়ৈ রাগবত্যৈ মদনাবত্যৈ মেখলায়ৈ দ্রাবিণ্যৈ বেগবত্যৈ স্মরায়ৈ; সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোহন্তেন পূজয়েৎ। তথাচ নিবন্ধে।—হৃল্লেখা ক্লেদিনী ক্লিন্না ক্ষোভিণী মদনাতুরা। নিরঞ্জনা রাগবতী সপ্তমী মদনাবতী। মেখলা দ্রাবিণী পশ্চাৎ বেগবত্যপরা স্মরেতি। কপালোৎপলধারিণ্যঃ শক্তয়ো রক্তবিগ্রহাঃ। তদ্বাহ্যে ব্রাহ্ম্যাদিমাতৄঃ পূজয়েৎ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ (৩) পূজয়েৎ। তথাচ নিবন্ধে।—মাতরো দিগ্বিদিক্ষ্বর্চ্চ্যাঃ পুনঃ পূজ্যা দিগীশ্বরাঃ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৪ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথাচ,—মন্ত্রং মন্ত্রী জপেল্লক্ষং জপান্তে জুহুয়াত্ততঃ। অযুতং রাজবৃক্ষোত্থৈর্ঘৃতসিক্তৈঃ সমিদ্বরৈঃ ॥ রাজবৃক্ষঃ সোণালুঃ ॥ ৫ ॥

যিনি বামদিকের ঊর্দ্ধ ও অধোহস্তে পাশ ধনু ও নরকপাল, এবং দাক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধ ও অধোহস্তে অঙ্কুশ, বাণ ও দাড়িম্ব পুষ্পধারণ করিতেছেন ও স্তনভরে নতাঙ্গী, সেই অম্বিকাকে আশ্রয় করি। এইরূপে ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া শঙ্খস্থাপন করিবে। অনন্তর পূর্ব্ববৎ পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপূর্ব্বক আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত পূজা করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। যথা—অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে ও দিক্‌চতুষ্টয়ে ঐং হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদিরূপে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া পদ্মের দ্বাদশদলে পূর্ব্বদিক্‌স্থিত দল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদলে ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্লেদিন্যৈ নমঃ ইত্যাদি দ্বাদশ দেবতার পূজা করিবে। নিবন্ধগ্রন্থে বলিয়াছেন,—হৃল্লেখা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, ক্ষোভিণী, মদনাতুরা, নিরঞ্জনা, রাগবতী, মেখলা, দ্রাবিণী, বেগবতী, ও স্মরা এই নরকপালধারিণী উৎপলহস্তা রক্তমূর্ত্তি দ্বাদশশক্তির পূজা করিবে। দ্বাদশদলের বাহিরে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিবে। তাহার বাহিরে ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণের ও বজ্র প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের পূজা করিবে। নিবন্ধগ্রন্থে বলিয়াছেন,—চতুর্দ্দিকে ও চতুষ্কোণে মাতৃগণের পূজা করিবে। দিক্‌পালগণের আবার পূজা করিবে। তাহার পরে ধূপাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৪। লক্ষ জপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। ইহার প্রমাণে বলিয়াছেন,—সাধক লক্ষবার মন্ত্রজপ, জপান্তে ঘৃতসিক্ত রাজবৃক্ষ সমিধে দশ হাজার হোম করিবে। রাজবৃক্ষ সোনালু। ৫।

---

(১) বামোর্দ্ধতঃ পাশচাপকপালানি দক্ষোর্দ্ধতঃ অঙ্কুশবাণবীজপূরাণি ইতি ভট্টাঃ।

(২) অত্র কেশরেষু ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ। (৩) বজ্রাদীংশ্চ ইত্যত্র লোকপালানিতি (খ) পাঠঃ।

অথ দুর্গামন্ত্রাঃ। অথ দুর্গামনুং বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদম্। মায়াদ্রিঃকর্ণবিন্দ্বাঢ্যো ভূয়োঽসৌ (১) সর্গবান্ ভবেৎ। পঞ্চান্তকঃ প্রতিষ্ঠাবান্ মারুতো ভৌতিকাসনঃ। তারাদি হৃদয়ান্তোঽয়ং মন্ত্রো বস্বক্ষরাত্মকঃ (২)। অদ্রির্দকারঃ, কর্ণ উকারঃ, পঞ্চান্তকো গকারঃ, প্রতিষ্ঠা আকারঃ, মারুতো যকারঃ, ভৌতিকঃ ঐকারঃ। (প্রামাণান্তরং), (৩)—তারো মায়া স্ববীজঞ্চ (৪) দুর্গায়ৈ হৃদয়ং ততঃ ইতি ভট্টঃ ॥ ১ ॥ অস্যাঃ পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদিপীঠন্যাসান্তং বিধায় হৃৎপদ্মস্য কেশরেষু মধ্যে চ পীঠশক্তীর্ন্যসেৎ। তদ্যথা—আং প্রভায়ৈ, ঈং মায়ায়ৈ, উং জয়ায়ৈ, এং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওং নন্দিন্যৈ, ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ, অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ, নমঃ সর্ব্বত্র। তদুপরি ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুঁ ফট্ নমঃ ইতি ন্যসেৎ। তথাচ নিবন্ধে।—প্রভা মায়া জয়া সূক্ষ্মা বিশুদ্ধা নন্দিনী পুনঃ। সুপ্রভা বিজয়া সর্ব্বসিদ্ধিদা নব শক্তয়ঃ ॥ ২ ॥ (৫) ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। তদ্যথা—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ নিবন্ধে।—ঋষিঃ স্যান্নারদশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা মনোঃ। দুর্গা সমীরিতা সদ্ভির্দুরিতাপন্নিবারিণীতি ॥ ৩ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ;—হ্রাং

অতঃপর দুর্গামন্ত্র বলিব।—এই মন্ত্র দৃষ্টাদৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার ফল প্রদান করিয়া থাকে। মায়া (হ্রীং) অদ্রি (দ) কর্ণ (উ) বিন্দু (অনুস্বার) তিনের সংযোগে দুং, তাহার আদিতে প্রণব ও বিসর্গবিশিষ্ট—আবার ঐ বর্ণ (দুঃ), পঞ্চান্তক (গ) প্রতিষ্ঠা (আ) বায়ু (য) ভৌতিক (ঐ) সম্মিলিত উক্ত বর্ণসমূহের সংযোগে যে মন্ত্র হইবে, অন্তে নমঃ শব্দ যোগে উক্ত অষ্টাক্ষর মন্ত্র হইবে। আর এক্ প্রমাণে আছে,—তার (ওঁ) মায়া (হ্রীং) নিজবীজ (দুং) তাহার পরে "দুর্গায়ৈ" হৃদয় বলিতে নমঃ। ১। পূজাপ্রণালী যথা,—প্রথমতঃ সামান্যপূজাপদ্ধতি-ক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া হৃদয়পদ্মের কেশরে এবং মধ্যে পীঠশক্তির ন্যাস করিবে। নিবন্ধগ্রন্থে বলিয়াছেন—প্রভা, মায়া, জয়া, সূক্ষ্মা, বিশুদ্ধা, নন্দিনী, সুপ্রভা, বিজয়া, এবং সর্ব্বসিদ্ধিদা এই নবশক্তির পূজা করিবে। তৎপরে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। তাহার প্রমাণ নিবন্ধে আছে—নারদ এই মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ পাপতাপনিবারিণী দুর্গা ইহার দেবতা। তাহার পরে করন্যাস ও

---

(১) অসৌ কর্ণাঢ্যোঽগ্নিঃ অত্র বিসর্গনির্দ্দেশান্ন বিন্দুগ্রহণং সর্ব্বনাম্নো বুদ্ধিস্থবাচকত্বাৎ সর্গো-বিসর্গঃ তদ্বান্। তথাচ বিসর্গস্য রেফত্বমিতি (আ° বি°)।

(২) ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ। ইতি দুর্গামন্ত্রঃ।

(৩) (ক) (খ) পুস্তকাদিষু নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৪) স্ববীজং দুং (আ° বি°)।

(৫) অজ্ভির্হ্রস্বত্রয়ক্লীবরহিতৈঃ পূজয়েদিমাঃ। প্রণবানন্তরং বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় চ। মহাসিংহায় বর্ম্মান্তং নতিঃ সিংহমনুর্মতঃ। দদ্যাদাসনমেতেন মূর্দ্ধিনং মূলেন কল্পয়েৎ। ইত্যধিকঃ পাঠোঽত্র মুদ্রিতপুস্তকান্তরেষু।

ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ (১) হ্রীং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট, হ্রৈং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ অনামিকাভ্যাং হুং, হ্রৌং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু হ্রাং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। তথাচ নিবন্ধে।—নমস্কার-বিমুক্তেন মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ। হ্রাং মাদ্যৈঃ সহ কুর্ব্বীত ষড়ঙ্গানি যথাবিধি (২)॥ ৪॥ ততো ধ্যানং—সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা (৩) চতুর্ভির্ভুজৈঃ, শঙ্খং চক্র-ধনুঃ-শরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণরণৎ-কাঞ্চীক্বণন্নূপুরা দুর্গাদুর্গতিহারিণী ভবতু বো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ৫॥ ততঃ পীঠপূজাং কৃত্বা কেশরেষু মধ্যে চ আং প্রভায়ৈ, ঈং মায়ায়ৈ, ঊং জয়ায়ৈ, এং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওং নন্দিন্যৈ, ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ, অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ, তদুপরি ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ ইতি পূজয়েৎ। তথাচ,—অজ্ভির্হ্রস্বত্রয়ক্লীবরহিতৈঃ পূজয়েদিমাঃ। প্রণবানন্তরং বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় চ। মহাসিংহায় বর্ম্মাস্ত্রং নতিঃ সিংহমনুর্ম্মতঃ॥ ৬॥ ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি—পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামাভরেত। তদ্যথা।—অগ্নিনির্ঋতিবায়্বীশান-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ হ্রাং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ (৪) ইত্যাদিনা পূজয়েৎ।

অঙ্গন্যাস করিবে; হ্রাং হ্রীং প্রভৃতির সহিত নমঃ শব্দ বাদ দিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা হ্রাং হ্রীং প্রভৃতির সহিত যোগ করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। ২—৪। তাহার পরে ধ্যান করিবে; যথা—যিনি সিংহোপরি উপবিষ্টা, যাহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, মরকতমণির ন্যায় যাহার দেহ-কান্তি, যিনি চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বাণ ধারণ করিতেছেন; যিনি নয়নত্রয়ে শোভিতা, বলয়, হার, কঙ্কণ, কাঞ্চীগুণ ও নূপুর পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার কর্ণে রত্ন-নির্ম্মিত কুণ্ডল সেই দুর্গা তোমাদিগের দুর্গতি হরণ করুন। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে। ৫। তৎপরে পীঠপূজা করিয়া কেশরে এবং মধ্যভাগে আং প্রভায়ৈ নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিতক্রমে পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার ধ্যানাবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। অগ্নিপ্রভৃতি চারিকোণে মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে ওঁ হ্রাং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ হৃদয়ায়

---

(১) আগমতত্ত্ববিলাসে—"ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। -ইত্যাদি এবং মধ্যমাদিষু তথা ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিষু হৃদয়াদিষু" এবং রীত্যা করাঙ্গন্যাসাবুল্লিখিতৌ।

(২) নমঃ স্থানে চ দীর্ঘান্তশক্তিবীজং নিধায় চ। ষড়ঙ্গানি 'বিধেয়ানি মূলমন্ত্রেণ দেশিক ইতি বচনাৎ ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যপি বদন্তি। ইতি (ক টি) (৩) প্রখ্যা ইত্যত্র প্রেক্ষা ইতি পাঠান্তরম্। (৪) ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ সঙ্গতঃ।

ততঃ পত্রেষু জং জয়ায়ৈ, বিং (১) বিজয়ায়ৈ, কীং কীর্ত্ত্যৈ, প্রীং (২) প্রীত্যৈ, প্রং প্রভায়ৈ, শ্রং শ্রদ্ধায়ৈ, শ্রুং শ্রুত্যৈ, মং মেধায়ৈ। পত্রেষু (৩) ও শঙ্খায় চক্রায় গদায়ৈ খড়্গায় পাশায় অঙ্কুশায় চাপায় শরায়। তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৭ ॥ অস্য পুরশ্চরণমষ্টলক্ষজপঃ। তথাচ,—বসুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তিলৈর্মধুরলোড়িতৈঃ। পয়োন্ধসা (৪) বা জুহুয়াত্তৎসহস্রং জিতেন্দ্রিয়ঃ। তেন বাচনিকোঽষ্টসহস্রহোমঃ ॥ ৮ ॥

অথ মহিষমর্দ্দিনীমন্ত্রাঃ। সারদায়াম্।—ভান্তং বিয়ৎ সনয়নং শ্বেতো মর্দ্দিনি ঠদ্বয়ম্ (৫)। অষ্টাক্ষরী সমাখ্যাতা বিদ্যা মহিষমর্দ্দিনী॥ নারায়ণীতন্ত্রে।—বিষং হি মজ্জা কালোঽগ্নিরদ্রিরিন্দো নি ঠদ্বয়ন্। বিষং মকারঃ, হি স্বরূপঃ, মজ্জা যকারঃ, কালো মকারঃ, অগ্নী রেফঃ, অদ্রির্দকারঃ, ইন্দুঃ ইকারযুক্তঃ, ইতি বচনাদিকারযুক্তো দকারঃ (৬) অয়ং মন্ত্রঃ তারাদিঃ মায়াদিঃ কামাদিঃ বাগ্ভবাদিঃ বধূবীজাদিঃ কবচাদিশ্চ নবাক্ষরঃ ॥ ১ ॥

নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া পদ্মদলে জং জয়ায়ৈ নমঃ ইত্যাদি পূজা করিতে হইবে। দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি-লোকপাল ও বজ্রপ্রভৃতি অস্ত্রের পূজা করিবে। তৎপরে ধূপাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পূজা সমাপ্ত করিবে। ৬।৭। অষ্টলক্ষজপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। তন্ত্রে লিখিত আছে যে,—অষ্টলক্ষ জপ করিয়া ত্রিমধু অর্থাৎ ঘৃত মধুশর্করা মিশ্রিত তিল অথবা দুগ্ধ মিশ্রিত অন্ন দ্বারা অষ্টসহস্র হোম করিবে। বচনে আট হাজার হোম নির্দ্দেশ থাকায় জপের দশাংশ হোম এ ব্যবস্থা এস্থলে বিহিত নহে। ৮।

অনন্তর মহিষমর্দ্দিনীর মন্ত্র বলা হইতেছে। ভকারের অন্তবর্ণ (ম), নয়ন (ই) যুক্ত আকাশ (হ), শ্বেত (ষ) মর্দ্দিনীশব্দ, এবং "স্বাহা" এই সকলের সংযোগে অষ্টাক্ষর মহিষমর্দ্দিনী মন্ত্র হয়। নারায়ণীতন্ত্রেও বলিয়াছেন।—বিষ (ম) (হি) মজ্জা (ষ) কাল (ম), অগ্নি (র), ইকার যুক্ত অদ্রি (দি), (নি) এবং (স্বাহা) এই সকলের সংযোগে উক্ত মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের আদিতে (ওঁ) (হ্রীং) (ক্লীং) (ঐং) (স্ত্রীং) ও

---

(১) বমিতি (ক) পাঠঃ। (২) পমিতি (ক) পুস্তকে (আ॰ বি॰) পুস্তকে চ পাঠঃ। এবং সং প্রভায়ৈ, শং শ্রদ্ধায়ৈ, মং মেধায়ৈ শং শ্রুত্যৈ ইতি পাঠঃ (ক) পুস্তকে (আ॰ বি॰) পুস্তকে চ।

(৩) পত্রেষু ইত্যত্র পত্রাগ্রেষু ইতি পাঠঃ (ক) পুস্তকে (আ॰ বি॰) পুস্তকে চ।

(৪) পায়সেন ইত্যর্থঃ (ক) পুস্তকে, দুগ্ধযুক্তান্নেন ইতি (আ॰ বি॰) পুস্তকব্যাখ্যা।

(৫) ভান্তং ভঃ মকারঃ, বিয়ৎ হকারঃ, নয়নম্ ইকারঃ, শ্বেতঃ ষঃ, ঠদ্বয়ং স্বাহা। নয়নং হ্রস্বেকারঃ সামান্যনির্দ্দেশস্বরসাৎ ইতি (আ॰ বি॰) "মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। ইতি মন্ত্রঃ।

(৬) পূর্ব্ববচনৈকবাক্যত্বাৎ রেফযুক্তশ্চাত্র দকারঃ। তন্ত্রান্তরে ভান্তো বরাহো নয়নপ্রযুক্তঃ শ্বেতদ্বিলশ্চ পরং বদেচ্চ। অগ্নিস্তথা মূর্দ্ধনিযুক্তবহ্নির্নিবহ্নিজায়াবধিরেষ মন্ত্রঃ। ইতি (ক) পুস্তকে উদ্ধৃতপাঠঃ

তথাচ বিশ্বসারে।—প্রণবাদ্যাং জপেদ্বিদ্যাং মায়াদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ। বধূবীজাদিকাং (১) বাপি কবচাদ্যাং জপেত্তথা।—সর্ব্বকালেষু সর্ব্বত্র কামাদ্যাং প্রজপেৎ সুধীঃ॥ বাগ্‌ভবাদ্যাং জপেত্তাস্তু দেবীং বাক্যবিশুদ্ধয়ে। বিনা বীজৈর্ম্মহাবিদ্যা নির্বীর্য্যা পরিকীর্ত্তিতা। পুটিতা বীজযুগ্মেন মুখে যুগ্মকদেশকে (২)। দশাক্ষরী সমা নাস্তি বিদ্যা ত্রিভুবনেশ্বরী (৩) প্রণবঞ্চ তথা মায়া ভবেদ্বিদ্যা পুনর্দ্দশ। কামং প্রণবমিত্যুক্তং ভবেদ্বিদ্যা পুনর্দ্দশ ॥ ২ ॥ এতেষাং পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদিপীঠন্যাসান্তং বিধায় কেশরেষু মধ্যে চ দুর্গামন্ত্রোক্ত-পীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ ন্যসেৎ। ততঃ পূর্ব্বোক্ত-ঋষ্যাদি-ন্যাসঞ্চ কৃত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা,—মহিষহিংসিকে হুঁ (৪) ফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, মহিষশত্রোশার্ব্বি হুঁ (৫) ফট্ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, মহিষং হেষয় হেষয় হূং ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্, মহিষং হন হন দেবি হূং ফট্ অনামিকাভ্যাং হুং, মহিষসূদনি হূং ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু মহিষহিংসিকে হূং ফট্ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। তথাচ পঞ্চাঙ্গানি মনোর্যত্র তত্র নেত্রং বিবর্জ্জয়েৎ। নেত্ররহিতং পঞ্চাঙ্গং কুর্য্যাৎ ; তথাচ

হূং ইহাদের একএকটির যোগে নবাক্ষর হইয়া থাকে। বিশ্বসারে বলিয়াছেন—এই মন্ত্রের আদিতে ওঁ কার যুক্ত করিয়া অথবা হ্রীং যুক্ত করিয়া কিংবা স্ত্রীং যুক্ত করিয়া অথবা হূং প্রয়োগ করিয়া জপ করিবে। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বকার্য্যে কামবীজ (ক্লীং) আদিতে যুক্ত করিয়া লইবে। উক্ত মন্ত্রের আদিতে বাগ্বীজ (ঐং) যুক্ত করিয়া জপ করিলে বাক্যবিশুদ্ধ হয়। আদিতে কোন বীজ যুক্ত না করিলে মন্ত্র নির্ব্বীর্য্য হয়। আদিতে প্রণব এবং অন্তে মায়াবীজদ্বারা পুটিত অর্থাৎ ওঁ মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা হ্রীং এবং আদিতে ক্লীং এবং অন্তে ওঁ অর্থাৎ ক্লীং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ওঁ এই দশাক্ষর মন্ত্রদ্বয় ত্রিভুবনের ঈশ্বরস্বরূপ। প্রথমে ওঁ এবং হ্রীং যোগ দিলে ঐ মন্ত্র দশাক্ষর হয়, প্রথমে ক্লীং এবং ওঁ যোগ দিলে ঐ মন্ত্র দশাক্ষর হয়। ২। পূজাপ্রয়োগ—প্রথমতঃ সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া হৃৎপদ্মের কেশরে ও মধ্যে দুর্গামন্ত্রোক্ত পীঠশক্তি ন্যাস করিবে। তৎপরে দুর্গামন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। করাঙ্গন্যাস মূলে দ্রষ্টব্য। এই অঙ্গন্যাসে পঞ্চাঙ্গন্যাস করিবে, ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হয় না।

---

(১) বধূবীজং স্ত্রীং। ওঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। হ্রীং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। স্ত্রীং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। হূং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। ঐং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। ক্লীং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। ইতি নবাক্ষরপ্রকার। ওঁ হ্রীং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। ক্লীং ওঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। ওঁ মহিষমর্দ্দিনি ওঁ স্বাহা। হ্রীং মহিষমর্দ্দিনি হ্রীং স্বাহা। স্ত্রীং মহিষমর্দ্দিনি স্ত্রীং স্বাহা। হূং মহিষমর্দ্দিনি হূং স্বাহা। ক্লীং মহিষমর্দ্দিনি ক্লীং স্বাহা। ইতি দশাক্ষরপ্রকার।

(২) যুগ্মৈকদেশকে ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। মুখে মস্তকে যুগ্মকদেশকে অন্তে ইতি (ক) টিপ্পনী। (৩) ত্রিভুবনেশ্বরি ইতি হ্রস্বান্তঃ (ক) পাঠঃ।

(৪) হুমিত্যত্র হূমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৫) হূমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

নিবন্ধে।—মহিষহিংসিকে হুং ফট্ (১) হৃদয়ং পরিকীর্ত্তিতম্। মহিষশত্রোশার্ব্বি হুং ফট্ (২) শির উদাহৃতম্। মহিষং হেষয় দ্বন্দ্বং হুং ফড়ন্তঃ (৩) শিখামনুঃ। মহিষং হন যুগ্মান্তে দেবি হুং ফট্ তনুচ্ছদম্। মহিষান্তে সূদনি হুং ফড়ন্তমস্ত্রমীরিতম্ ॥ ৩॥ ততো ধ্যানম্।—গারুত্মোপল-(৪) সন্নিভাং মণিমৌলি কুণ্ডলমণ্ডিতাম্। নৌমি ভালবিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গনিষেদুষীম্। শঙ্খ-চক্র-কৃপাণ-বাণ-কার্ম্মুকশূলকান্। তর্জ্জনীমপি বিভ্রতীং নিজবাহুভিঃ শশিশেখরাম্ ॥ ৪ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং (৫) কৃত্বা পীঠপূজাং বিধায় কেশরেষু মধ্যে চ পূর্ব্বোক্ত-পীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ যজেৎ ॥ ৫ ॥ পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেত। অগ্ন্যাদিষু, পূর্ব্ববদঙ্গং পূজয়েৎ। ততঃ পত্রেষু পূর্ব্বাদি আং দুর্গায়ৈ নমঃ, ঈং বরবর্ণিন্যৈ, উং আর্য্যায়ৈ, ঋং কনকপ্রভায়ৈ,—ৠং কৃত্তিকায়ৈ, ঐং অভয়প্রদায়ৈ, ওঁং কন্যায়ৈ, অঃ সুরূপায়ৈ। তথাচ তন্ত্রান্তরে—আদৌ দুর্গাং ততো বরবর্ণিনীমার্য্যকাহ্বয়াম্। কনকপ্রতিকাঞ্চৈব কৃত্তিকামভয়প্রদাম্। কন্যাঞ্চৈব সুরূপাঞ্চ যজেৎ পূর্ব্বাদিতঃ ক্রমাৎ।

যে স্থলে মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গন্যাস ব্যবস্থা সেস্থলে নেত্রমন্ত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। ৩। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—"মহিষহিংসিকে হুং ফট্" বলিয়া হৃদয়ে ন্যাস করিবে। "মহিষশত্রো শার্ব্বি হুং ফট্" বলিয়া মস্তকে ন্যাস করিবে। "মহিষং হেষয় হেষয় হুং ফট্" বলিয়া শিখায় ন্যাস করিবে। "মহিষং হন হন দেবি হুং ফট্" বলিয়া কবচন্যাস করিবে। "মহিষসূদনি হুং ফট্" বলিয়া অস্ত্রন্যাস করতলে করিবে। ৪। তাহার পর ধ্যান করিবে, যথা—মরকতমণির ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, যিনি মণিময় মুকুট ও কুণ্ডল ধারণ করিতেছেন, যাঁহার ললাটে অপর একটি নেত্র, যিনি মহিষের মস্তকে সমাসীনা রহিয়াছেন ; ইনি বাহু সমূহদ্বারা শঙ্খ, চক্র, খড়্গ, ধনুর্ব্বাণ, শূল ও তর্জ্জনী ধারণ করিতেছেন, ইহাঁর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজ করিতেছে। এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, অর্ঘ্যস্থাপন, পীঠপূজা এবং কেশরে ও মধ্যে দুর্গামন্ত্রোক্ত পীঠশক্তির পূজা করিবে। ৫। তাহার পরে পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দানপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। অগ্ন্যাদিকোণে পূর্ব্ববৎ ষড়ঙ্গপূজা করিয়া পদ্মদলে পূর্ব্বাদিক্রমে আং দুর্গায়ৈ নমঃ ইত্যাদিরূপে উপরিলিখিত নিয়মে পূজা করিবে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—পূর্ব্বাদিক্রমে প্রথমে দুর্গা, তাহার পরে বরবর্ণিনী, আর্য্যকা, কনক-

---

(১) হূং ফট্ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) হূং ফট্ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৩) হূং ফডন্তঃ (আ০ বি০) পাঠঃ। (৪) মরকতমণিঃ।

(৫) অত্র শঙ্খনিষেধো বিশ্বসারে,—কালীবৎ পূজয়েদ্দেবীং কালীবৎ ফলমাপ্নুয়াৎ। ন বৈষ্ণবৈর্যজেদ্দেবীং ন তুলস্যা কদাচন। ন শঙ্খেনার্ঘ্যপাত্রং স্যাৎ কথিতং পদ্মযোনিনা। বিশ্বামিত্রস্য পাত্রেণ স্রুদাবাপি শিবাং যজেৎ।

৬। দীর্ঘাদ্যহমেতাসাস্তু। অষ্টপত্রে যজেদ্দেবীর্দুর্গাদ্যা দীর্ঘপূর্ব্বিকাঃ। ইতি মন্ত্রচূড়ামণিনা (১) উক্তত্বাৎ। দীর্ঘস্বরৈঃ ক্রমাদিতি সারদাবচনাচ্চ ॥ ৭ ॥ পত্রাগ্রেষু যং চক্রায়, রং শঙ্খায়, লং খড়্গায়, বং খেটকায়, শং বাণায়, ষং ধনুষে, সং শূলায়, হং তর্জ্জন্যৈ। নমঃ সর্ব্বত্র। তথাচ নিবন্ধে।—যজেদগ্রেষ্বায়ুধানি চক্রশঙ্খাসিখেটকান্। বাণং বাণাসনং শূলং তর্জ্জনীং যাদিভিঃ ক্রমাৎ। পত্রাগ্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ পূজয়েৎ। ততো দিক্ষু তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ প্রপূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। তথাচ কুলচূড়ামণৌ।—ব্রাহ্ম্যাদ্যাশ্চ ততঃ পশ্চাল্লোকপালাংস্ততো বহিঃ। তদস্ত্রাণি সিদ্ধমন্ত্রী প্রয়োগঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ৮ ॥ অস্য পুরশ্চরণমষ্টলক্ষজপঃ। অষ্টসহস্রং তিলৈর্হোমঃ। তথা চ—অষ্টলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তৎসহস্রং তিলৈঃ শুভৈঃ। ইত্যাদিবচনাৎ ॥ ৯ ॥ জপসমর্পণাৎ পূর্ব্ব(২)মুত্তরস্যাং দিশি ত্রিকোণমণ্ডলং বিলিখ্য বলিং দদ্যাৎ। এহি এহি পদদ্বন্দ্বং গৃহ্ণ গৃহ্ণ পদদ্বয়ম্। মদীয়ঞ্চ বলিং দেবি লুলাপকপদদ্বয়ম্। সাধয়-দ্বিতয়ং ক্রূয়াৎ খাদয়-দ্বিতয়ং পুনঃ। সর্ব্বসিদ্ধিপদং দেহি ততঃ স্বাহাপদং বদেৎ। বলিদানস্য মন্ত্রোঽয়ং মর্দ্দিন্যাঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥

প্রতিকা, কৃত্তিকা, অভয়প্রদা, কন্যা, ও সুরূপার পূজা করিবে। দীর্ঘস্বর অগ্রে যোগ দিয়া পূজা করিবে। মন্ত্রচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—পদ্মের অষ্টদলে আকারাদি দীর্ঘস্বর একটি একটি করিয়া যুক্তকরত দুর্গা প্রভৃতি দেবীর পূজা করিবে। যথাক্রমে দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া পূজা করিবে ইহা সারদাতিলকেও বলিয়াছেন। ৭। তাহার পর পদ্মদলের অগ্রে যং চক্রায় নমঃ, রং শঙ্খায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত প্রণালীক্রমে অস্ত্রপূজা করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—পদ্মদলের অগ্রে, আদিতে য প্রভৃতি বর্ণ যোগ করিয়া চক্র, শঙ্খ, খড়্গ, খেটক, বাণ, ধনুঃ, শূল ও তর্জ্জনীর পূজা করিবে। তাহার পরে পদ্মদলের অগ্রে—ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকার পূজা করিবে। তাহার পর বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে। তদনন্তর সামান্য-পূজাপদ্ধতি অনুসারে ধূপাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। কুলচূড়ামণিগ্রন্থে বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃকাগণ, তাহার পর লোকপালগণ এবং দেবীর অস্ত্রগণের পূজা করিবে। ৮। অষ্টলক্ষজপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। জপান্তে তিল দ্বারা অষ্টসহস্র হোম করিবে। ৯। জপ সমাপনের পূর্ব্বে উত্তর দিকে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া "ওঁ এহ্যেহি গৃহ্ণ গৃহ্ণ মদীয়ং বলিং লুলাপকং লুলাপকং সাধয় সাধয় খাদয় খাদয় সর্ব্বসিদ্ধিং দেহি স্বাহা" এই মন্ত্রে বলি প্রদান করিবে। ইহাকে মহিষমর্দ্দিনীর বলিদানমন্ত্র বলে। ১০।

---

(১) কুলচূড়ামণিনা ইতি (ক) পাঠঃ। (২) পূর্ব্বমিত্যত্র পরমিতি (ক) পাঠঃ।

অথ জয়দুর্গামন্ত্রাঃ ।—তারো দুর্গেযুগং রক্তমস্ত্যোঢান্তং সলোচনম্ (১)। দ্বিঠান্তো জয়দুর্গেয়ং বিদ্যা বেদ্যা দশাক্ষরী (২) ॥ ১ ॥ অস্যাঃ পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি দুর্গামন্ত্রোক্তম্ ঋষ্যাদিন্যাসান্তং কর্ম্ম কৃত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। যথা—ওঁ দুর্গে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, দুর্গে তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্, ভূতরক্ষণি অনামিকাভ্যাং হুঁ, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথা নিবন্ধে।—তারাদি দুর্গে হৃদয়ং দুর্গে চ শির ঈরিতম্ (৩)। দুর্গায়ৈ স্যাচ্ছিখা বর্ম্ম ভূতরক্ষণি কীর্ত্তিতম্। তারাদি দুর্গে দ্বিতয়ং রক্ষণ্যক্ষি সমীরিতম্। তারাদি দুর্গে যুগলং রক্ষণ্যস্ত্রমুদীরিতম্ ॥ ২ ॥ ততো ধ্যানম্।—কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং, শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং, ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ৩ ॥ ততঃ পূর্ব্বোক্তপীঠপূজাং বিধায় পূর্ব্ববৎ পূজাং কুর্য্যাৎ। অস্য পুরশ্চরণং পঞ্চলক্ষজপঃ। ঘৃতেন দশাংশহোমঃ। তথাচ নিবন্ধে।—বাণ-লক্ষং জপেন্মন্ত্রং ঘৃতেন

অনন্তর জয়দুর্গার মন্ত্র কথিত হইতেছে।—তার (ওঁ) দুইবার (দুর্গে) এই পদ, রক্ত (র) অন্ত্যবর্ণ (ক্ষ) (ই) যুক্ত (ণ) অন্তে দ্বিঠ অর্থাৎ (স্বাহা) এই মন্ত্র দশাক্ষর। ১। প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্য হইতে দুর্গামন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদিন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। ওঁ দুর্গে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত প্রণালীক্রমে করন্যাস করিয়া ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ, দুর্গে শিরসে স্বাহা, দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্, ভূতরক্ষণি কবচায় হুং, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এইরূপে অঙ্গন্যাস করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন—হৃদয় ন্যাসে 'ওঁ' যুক্ত দুর্গে' মস্তকন্যাসে কেবল 'দুর্গে' শিখাতে 'দুর্গায়ৈ', কবচন্যাসে 'ভূতরক্ষণি' নেত্রন্যাসে ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি এবং অস্ত্রন্যাসেও ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি বলিবে। ২। তাহার পরে দেবীর ধ্যান করিবে যথা—যাঁহার দেহপ্রভা নীলবর্ণ মেঘের ন্যায়, যিনি কটাক্ষদ্বারা অরিকুলের ভয় উৎপাদন করেন, যাঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত, যিনি চারি হস্তে শঙ্খ. চক্র, খড়্গ এবং ত্রিশূল ধারণ করিতেছেন, যিনি ত্রিনয়না এবং সিংহের স্কন্ধে সমাসীনা। যাঁহার তেজে ত্রিভুবন পরিপূর্ণ রহিয়াছে ; দেবগণ যাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন, সিদ্ধিকামিগণ যাঁহাকে সেবা করেন, সেই জয়দুর্গাকে ধ্যান করিবে। তৎপরে মানস পূজা করিয়া অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। ৩। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত পীঠপূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। নিবন্ধে লিখিত আছে যে,—পঞ্চলক্ষজপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ

---

(১) তারঃ ওঁ রক্তং (র) অন্ত্যঃ (ক্ষ) ঢান্তং (ণ) সলোচনং (ই) সহিতম্।

(২) ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা। (৩) দুর্গে শিব উদীরিতম্ (ক)।

জুহুয়াত্ততঃ। দশাংশং সংস্কৃতে বহ্নৌ ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ। অষ্টাক্ষরোদিতে পীঠে পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ সুধীঃ ॥ ৪ ॥

অথ শূলিনীমন্ত্রাঃ।—জলজলপদস্যান্তে শূলিনীতি পদং ততঃ। দুষ্টগ্রহহুমস্ত্রান্তে বহ্নিজায়াবধির্ম্মনুঃ (১)। (ভূতেন্দ্রিয়াক্ষরৈঃ প্রোক্তো গ্রহক্ষুদ্রবিনাশকৃৎ) (২) ॥ ১ ॥ অস্যাঃ পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি দুর্গামন্ত্রোক্তপীঠন্যাসান্তং কর্ম্ম কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—শিরসি দীর্ঘতপসে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ককুপ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শূলিন্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। নিবন্ধে।—ঋষির্দীর্ঘতপাঃ প্রোক্তঃ ককুপ্ছন্দ উদাহৃতম্। শূলিনী দেবতা প্রোক্তা সমস্তসুরবন্দিতেতি ॥ ২ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ যথা,—শূলিনি দুর্গে হুং ফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, শূলিনি বরদে হুং ফট্ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, শূলিনি বিন্ধ্যবাসিনি হুং ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্, শূলিনি অসুরমর্দ্দিনি যুদ্ধপ্রিয়ে ত্রাসয় ত্রাসয় হুং ফট্ অনামিকাভ্যাং হুং, শূলিনি দেবসিদ্ধসুপূজিতে নন্দিনি রক্ষ রক্ষ মহাযোগেশ্বরি হুং ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু তথাচ নিবন্ধে।—দুর্গে হৃদ্বরদে শীর্ষং বিন্ধ্যবাসিনি তচ্ছিখা। অসুরান্তে মর্দ্দিনি স্যাদ্যুদ্ধপূর্ব্বং প্রিয়ে পুনঃ ॥ ত্রাসয় দ্বিতয়ং বর্ম্ম দেবসিদ্ধসুপূজিতে। নন্দিনি স্যাদ্রক্ষযুগং মহাযোগেশ্বরি ক্রমাৎ। শূলিন্যাদ্যা হুং ফড়ন্তাঃ পঞ্চ বৈ মনবঃ ক্রমাৎ ॥ ৩ ॥ ততো ধ্যানম্।—অধ্যারূঢাং মৃগেন্দ্রং সজলজলধরশ্যামলাং হস্তপদ্মৈঃ, শূলং বাণং কৃপাণন্ত্বরিজলজগদাচাপপাশান্ বহন্তীম্। চন্দ্রোত্তংসাং ত্রিনেত্রাং

করিবে এবং ঘৃতদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। অষ্টাক্ষরমন্ত্রোক্ত যন্ত্রে পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। ৪।

অতঃপর শূলিনীমন্ত্র ও পূজাদি কথিত হইতেছে 'জলজল' পদের পর 'শূলিনি' এই পদ, তাহার পরে "দুষ্টগ্রহ হুং" এই পদ যুগল, তাহার পর অস্ত্র অর্থাৎ 'ফট্" এই পদ, তাহার অন্তে বহ্নিজায়া 'স্বাহা' এই পদ। এই পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্রে গ্রহদোষ ও ক্ষুদ্ররোগ দূরীভূত হয়। ১। পূজা-প্রণালী এই,—অগ্রে প্রাতঃকৃত্যাদি দুর্গা-মন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন—দীর্ঘতপাঃ ইহার ঋষি, ককুভ্ ইহার ছন্দঃ, সকল দেবপূজিতা শূলিনী ইহার দেবতা। ঋষ্যাদিন্যাস করাঙ্গন্যাস মূলে দ্রষ্টব্য। নিবন্ধে বলিয়াছেন—প্রথমে 'শূলিনি' ও অন্তে 'হুং ফট্ উল্লেখ করিয়া 'দুর্গে' বলিয়া হৃদয়, 'বরদে' বলিয়া মস্তক, "বিন্ধ্যবাসিনি" বলিয়া শিখা, "অসুরমর্দ্দিনি যুদ্ধপ্রিয়ে ত্রাসয় ত্রাসয়' বলিয়া কবচ, "দেবসিদ্ধসুপূজিতে নন্দিনি রক্ষ রক্ষ মহাযোগেশ্বরি, বলিয়া অস্ত্রন্যাস করিবে। সর্ব্বত্র অগ্রে "শূলিনি" অন্তে "হুং ফট্" বলিবে। ২।৩। তাহার পরে ধ্যান যথা,—যিনি সিংহারূঢ়া, সজল মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা, হস্তপদ্মে শূল, বাণ, খড়্গ, চক্র, শঙ্খ, গদা, ধনু ও পাশ আছে, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র,

---

(১) জল জল শূলিনি দুষ্টগ্রহ হুং ফট্ স্বাহা। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

চতসৃভিরসিনাখেটকং বিভ্রতীভিঃ, কন্যাভিঃ সেব্যমানাং প্রতিভটভয়দাং শূলিনীং ভাবয়ামি ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ৪ ॥ ততঃ পূর্ব্বোক্তপীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং কর্ম্ম কৃত্বা আবরণপূজামারভেত। তদ্যথা,—অগ্নিনির্ঋতিবায়্বীশানকোণেষু দিক্ষু চ শূলিনি দুর্গে হুং ফট্ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূর্ব্বোক্তপঞ্চাঙ্গানি যজেৎ। ততঃ পত্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, এবং বরদায়ৈ, বিন্ধ্যাবাসিন্যৈ, অসুরমর্দ্দিন্যৈ, যুদ্ধপ্রিয়ায়ৈ, দেবসিদ্ধসুপূজিতায়ৈ, নন্দিন্যৈ, মহাযোগেশ্বর্য্যৈ। ততঃ পত্রাগ্রেষু তদস্ত্রাণি পূজয়েৎ। তথাচ নিবন্ধে।— বিধায় পূজামঙ্গানাং পূজ্যাঃ পত্রেষু শক্তয়ঃ। দুর্গাদ্যা বরদা বিন্ধ্যবাসিন্যসুরমর্দ্দিনী। যুদ্ধপ্রিয়া পঞ্চমী স্যাদ্দেবসিদ্ধসুপূজিতা। সপ্তমী নন্দিনী প্রোক্তা মহাযোগেশ্বরী পরা। দলাগ্রেষু তদস্ত্রাণি শঙ্খং চক্রমসিং পুনঃ। গদেষুচাপশূলানি পাশং পশ্চাদ্দিশোঽধিপান্ ॥ ৫ ॥ ততো ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুনশ্চরণং পঞ্চদশলক্ষজপঃ (১)

যিনি ত্রিনয়না, চারিটি কন্যা খড়্গ ও খেটক অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক যাঁহাকে সেবা করিতেছে। বিপক্ষ যোদ্ধবর্গকে যিনি ভয়প্রদান করেন, সেই শূলিনী দেবীকে চিন্তা করি। এই প্রকারে দেবীর ধ্যান করিয়া মানসপূজার পর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। ৪। তাহার পরে পূর্ব্বোক্তনিয়মে পীঠপূজা ও পুনর্ব্বার ধ্যান আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া আবরণপূজা কার্য্য আরম্ভ করিবে। যথা অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশানকোণে ও চতুর্দ্দিকে ওঁ শূলিনী দুর্গে হুঁ ফট্ হৃদয়ায় নমঃ, শূলিনি বরদে হুঁ ফট্ শিরসে স্বাহা শূলিনি বিন্ধ্যবাসিনী হুং ফট্ শিখায়ৈ বষট্ শূলিনি অসুরমর্দ্দিনি যুদ্ধপ্রিয়ে ত্রাসয় ত্রাসয় হুং ফট্ কবচায় হুং শূলিনি দেবসিদ্ধসুপূজিতে নন্দিনি রক্ষ রক্ষ মহাযোগেশ্বরি হুং ফট্ করতলপৃষ্ঠাভ্যা ফট্। এই বলিয়া পঞ্চাঙ্গপূজা করিবে। তাহার পরে পদ্মদলে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিত দেবতাগণের পূজা করিয়া দলাগ্রে অস্ত্রপূজা করিবে। নিবন্ধে তাহাই বলিয়াছেন—অঙ্গপূজা করিয়া পদ্মদলে দুর্গা, বরদা, বিন্ধ্যবাসিনী, অসুরমর্দ্দিনী, যুদ্ধপ্রিয়া, দেবসিদ্ধসুপূজিতা, নন্দিনী ও মহাযোগেশ্বরী এই শক্তিগণের পূজা করিবে। দলাগ্রে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ, গদা, ইষু, চাপ, শূল, ও পাশ এই অস্ত্রগণের করিয়া দিক্পালগণের পূজা করিবে। যথা,—ওঁ শঙ্খায় নমঃ, চক্রায় নমঃ, খড়্গায় নমঃ, গদায়ৈ নমঃ, বাণায় নমঃ, চাপায় নমঃ, শূলায় নমঃ, পাশায় নমঃ, এই সকল অস্ত্রের পূজা করিতে হইবে। তৎপরে ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ, এইরূপে অগ্নয়ে, যমায়, নির্ঋতয়ে, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়, অনন্তায়, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এই সকল দিক্পালের পূজা করিবে। তাহার পরে ধূপাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। ৫। এই মন্ত্রের

---

(১) পঞ্চলক্ষজপ ইতি মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ। বর্ণলক্ষমিত্যত্র বর্গলক্ষমিতি তত্র পাঠঃ। পঞ্চাশল্লক্ষজপ ইতি (আ° বি°) পাঠঃ।

তথা চ,—মন্ত্রমেনং জপেন্মন্ত্রী বর্ণলক্ষং (১) বিচক্ষণঃ । সর্পিষান্নেন বা হোমস্তদ্দশাংশমিতো ভবেৎ ॥ ৬ ॥

বাগীশ্বরীযন্ত্রম্ ।

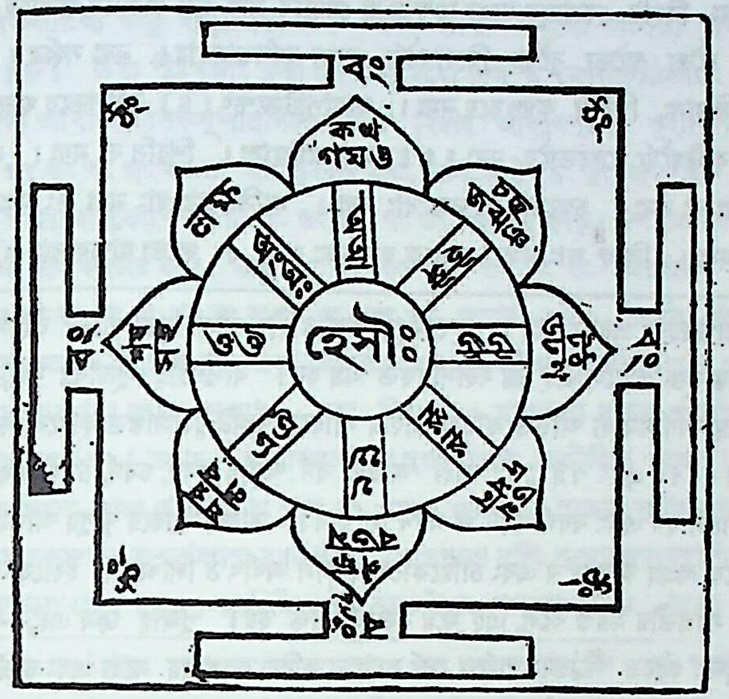

অথ বর্ণতন্ত্রং বক্ষ্যে বিশ্ববোধপ্রবোধিনীম্ । যস্যামনুপলব্ধায়াং (২) সর্ব্বমেতজ্জগজ্জড়ম্ ॥ ১ ॥ অথ বাগীশ্বরীমন্ত্রঃ ।—বদ বদ বাগ্বাদিনি বহ্নিবল্লভা (৩) ইতি দশাক্ষরঃ । তথাচ নিবন্ধে ।—অদ্রির্ব্বরুণসংরুদ্ধো-দ-বাগ্বাদিনি ঠ-দ্বয়ম্ । সরস্বত্যা দশার্ণোঽয়ং বাগৈশ্বর্য্যপ্রদায়কঃ । ভুবনেশীসংপুটোঽয়ং মহাসারস্বতপ্রদঃ ॥ ২ ॥ অস্যা

পুরশ্চরণে পঞ্চদশ লক্ষ জপ করিবে। তাহার প্রমাণ—বিচক্ষণ জপ্তা মন্ত্রের বর্ণসংখ্যা অনুসারে পঞ্চদশ লক্ষ জপ করিবে। ঘৃত বা অন্ন দ্বারা তাহার দশাংশ অর্থাৎ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হোম করিবে। (কেহ বর্ণশব্দের মাতৃকাবর্ণ অর্থ করিয়া পঞ্চাশ লক্ষ জপ ব্যবস্থা দেন, সেস্থলে তদ্দশাংশ অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ হোম করিবে) ; ৬।

যিনি জ্ঞানদানে জগৎকে প্রবোধিত করেন, যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইলে সমস্ত জগৎ জড়তাপন্ন থাকে, সেই মাতৃকাবর্ণময়ী বাগীশ্বরীর মন্ত্র বলিব। ১। প্রথম মন্ত্র দশাক্ষর। নিবন্ধে তাহার প্রমাণ। অদ্রি 'দ' বরুণ অর্থাৎ 'ব' দ্বারা পুটিত হইলে বদব হয়, তাহার পরে দকার, তাহার পরে বাগ্বাদিনি তাহার পরে 'স্বাহা' সরস্বতীর এই দশাক্ষর

---

(১) বর্ণলক্ষং মন্ত্রবর্ণলক্ষং পঞ্চদশলক্ষমিত্যর্থঃ । (আ০ বি০) মতে বর্ণলক্ষং মাতৃকাবর্ণলক্ষং পঞ্চাশল্লক্ষমিত্যর্থঃ । (২) পন্নায়ামিতি মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ । (৩) বদ বদ বাগ্বাদিনি স্বাহা ।

পূজাযন্ত্রম্—ব্যোমোন্দ্বোরসনার্ণকর্ণিকমচাং দ্বন্দ্বৈঃ স্ফুরৎকেশরং পত্রান্তর্গতপঞ্চবর্গযশনার্ণাদিত্রিবর্গং ক্রমাৎ। আশাস্বস্রিষু (১)লান্তলাঙ্গলিযুজা ক্ষৌণীপুরেণাবৃতং যন্ত্রং বর্ণতনোঃ পরং নিগদিতং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদম্ (২) ॥ ৩ ॥ (৩) অস্যাঃ পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদিপীঠন্যাসান্তং বিধায় কেশরেষু মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ মেধায়ৈ নমঃ এবং প্রজ্ঞায়ৈ প্রভায়ৈ বিদ্যায়ৈ শ্রিয়ৈ ধৃত্যৈ স্মৃত্যৈ বুদ্ধ্যৈ বিদ্যেশ্বর্য্যৈ, মধ্যে বর্ণপদ্মাসনায়। নমঃ সর্ব্বত্র ॥ ৪ ॥ তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ, শিরসি কণ্বঋষয়ে নমঃ। মায়াপুটিতশ্চেৎ (৪) বৃহস্পতয়ে ঋষয়ে নমঃ। হৃদি বাগীশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ৫ ॥ অথ মন্ত্রন্যাসঃ। শিরসি বং নমঃ। শ্রবণয়োঃ দং নমঃ বং নমঃ। চক্ষুষোঃ দং নমঃ বাং নমঃ। নাসিকয়োঃ গ্বাং নমঃ দিং নমঃ। বদনে নিং নমঃ। লিঙ্গে স্বাং নমঃ। গুহ্যে হাং নমঃ ॥ ৬ ॥ ততো মাতৃকায়াঃ (৫) করাঙ্গ-

---

মন্ত্রে বাগীশ্বরতা প্রদান করে। ভুবনেশ্বরী অর্থাৎ হ্রীং বীজ দ্বারা পুটিত হইলে অর্থাৎ আদ্যন্তে যুক্ত করিলে এই মন্ত্র মহাসারস্বত মন্ত্র হয়। বাগীশ্বরীর পূজাযন্ত্র যথা,—হসৌঃ এই মন্ত্র কর্ণিকামধ্যে অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে একটি বৃত্তঅঙ্কিত করিবে। দুই দুইটী স্বরদ্বারা কেশর এবং পত্রদলের মধ্যে আটটি বর্গ অর্থাৎ কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ এই পাঁচটী বর্গ এবং যবর্গ শবর্গ ও নবর্গ লিখিবে। তাহার বাহিরে ভূপুর অঙ্কিত করিয়া চতুর্দ্দিকে লএর অন্তবর্ণ ব এবং চারিকোণে লাঙ্গলি অর্থাৎ ঠ লিখিবে। ইহাকে মাতৃকাবর্ণময়ী সরস্বতীর যন্ত্রও বলে, এই যন্ত্রে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। পূজার ক্রম এই,—প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া কেশরের মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে ওঁ মেধায়ৈ নমঃ এবং প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ ইত্যাদি প্রকারে উপরি লিখিত দেবতাগণের ন্যাস করিবে। ৪। তাহার পরে শিরসি কণ্বঋষয়ে নমঃ, এই প্রকারে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। এই দশাক্ষরকে মায়াবীজদ্বারা পুটিত করিয়া দ্বাদশাক্ষর করিলে, তাহার ঋষ্যাদিন্যাস শিরসি বৃহস্পতয়ে ঋষয়ে নমঃ, ইত্যাদি প্রকারে উপরি লিখিতক্রমে করিবে। তাহার পরে মন্ত্রন্যাস করিবে। তাহার প্রণালী উপরে দ্রষ্টব্য। তাহার পরে মাতৃকাবর্ণ দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিবে। তাহার প্রণালী এই,—অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং

---

(১) আশা দিক্। অস্রিঃ কোণঃ লান্তো বকারঃ লাঙ্গলিষ্ঠকারঃ। তথাচ—কর্ণিকায়াং প্রেতবীজং বিধিনা বিলিখেদ্‌গুরুঃ। তৎ ষোড়শং কেশরেষু বিলিখেৎ ষোড়শ স্বরান্। তথাষ্টদলমধ্যে তু বর্গাষ্টকং যথাবিধি। কাদিলান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বর্গাঃ স্যুর্মাতৃকোদিতাঃ। যাদিবান্তাঃ শাদিহান্তা লক্ষ্মীশে প্রবিন্যসেৎ। চতুরস্রং চতুর্দ্বারং দিক্ষু বং বিদিক্ষু ঠম্। ইতি আগমতত্ত্ববিলাসে স্পষ্টীকৃতম্।

(২) পদ্মং কল্পিতমত্র পূজয়তু তাং বর্ণাত্মিকাং দেবতামিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) ইদমেব মাতৃকাযন্ত্রমিত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ। (৪) মায়াপুটিতঃ দ্বাদশাক্ষরঃ হ্রীং বদবদ বাগ্বাদিনি স্বাহা হ্রীং। ইত্যপরো মন্ত্রঃ। (৫) মাতৃকোক্তঃ (আ০ বি০) পাঠঃ।

ন্যাসৌ কৃত্বা ধ্যায়েৎ। তথাচ নিবন্ধে।—শিরঃ-শ্রবণদৃঙ্‌নাসাবদনাঙ্কুগুদেষিমান্। ন্যস্ত বর্ণান্ ষড়ঙ্গানি মাতৃকোক্তানি কল্পয়েৎ॥ ৭॥ ততো ধ্যানম্।—তরুণশকলমিন্দোর্ব্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ, কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে। নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ, সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ৮॥ ততঃ পীঠপূজাং কৃত্বা কেশরেষু মধ্যে দিক্ষু চ মেধাদিপীঠমন্বন্তং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। অগ্নিকোণে অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ, নৈঋতে ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা, বায়ুকোণে উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্, ঈশানে এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। মধ্যে ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট। দিক্ষু অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট। পত্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ যোগায়ৈ নমঃ, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ এবং বিমলায়ৈ জ্ঞানায়ৈ বুদ্ধ্যৈ স্মৃত্যৈ মেধায়ৈ প্রজ্ঞায়ৈ। দলাগ্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যা মাতরঃ পূজ্যাঃ। যথা নিবন্ধে।—ব্রাহ্ম্যাদ্যা মাতরঃ পূজ্যাঃ প্রণবাদিনমোহন্তিকাঃ। (তথাচ,—আদাবঙ্গানি সংপূজ্য পশ্চাৎ শক্তীরিমা যজেৎ। যোগা সত্যা চ বিমলা জ্ঞানা বুদ্ধিঃ স্মৃতিঃ পুনঃ। মেধা প্রজ্ঞা চ পত্রেষু মুদ্রাপুস্তকধারিণী। দলাগ্রেষু সমভ্যর্চ্চ্য ব্রাহ্ম্যাদ্যাশ্চ যথাবিধি। লোকপালা বহিঃ পূজ্যাস্তেষামস্ত্রাণি তদ্বহিঃ। ইতি প্রপঞ্চসারাৎ (১)।) তদ্বহিরিন্দ্রাদীন বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ॥ ৯॥ ততো ধূপাদি-

কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্। এইরূপে হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—অগ্রে মস্তক, কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, লিঙ্গ, ও গুহ্যে মন্ত্রবর্ণ গুলির এক একটি বর্ণন্যাস করিয়া মাতৃকাবর্ণদ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ৫—৭। ধ্যান যথা,—যাঁহার ললাটে, তরুণশশিকলা বিরাজিত, যিনি শুভ্রবর্ণা, কুচভরে যাঁহার শরীর আনত, শ্বেতপদ্মের উপরে যিনি অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার একহস্তে লেখনী ও অপরহস্তে পুস্তক শোভা পাইতেছে, সেই বাগ্‌দেবতা সকলবিভবসিদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে রক্ষা করুন। এইরূপে দেবীর মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া, মানসপূজার পর শঙ্খে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। ৮। তাহার পর সামান্য পূজাকাণ্ডোক্ত সাধারণ পীঠপূজা করিয়া কেশরমধ্যে ও চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বোক্ত মেধাদি পীঠদেবতার পূজা করিয়া পুনর্ব্বার দেবীর ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবে। আবরণ দেবতা-পূজা উপরে দ্রষ্টব্য। অগ্রে অঙ্গ পূজা পরে এই শক্তিগুলির পূজা করিবে। যথা—যোগা, সত্যা, বিমলা, জ্ঞানা, বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, প্রজ্ঞা, এই পূজা পদ্মদলে করিবে। তাহার পরে দলের অগ্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতির যথাবিধি পূজা করিবে। তাহার বহির্ভাগে দিক্‌পালগণের, তাহার বাহিরে

---

(১) বন্ধনীমধ্যপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং দশলক্ষজপঃ। তথা চ—দশলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াত্ততঃ। পুণ্ডরীকৈঃ পয়োহভ্যক্তৈস্তিলৈর্ব্বা মধুরাপ্লুতৈঃ ॥ ১০॥

অথ মন্ত্রান্তরম্।—হৃদয়ান্তে ভগবতি বদশব্দযুগং ততঃ। বাগ্দেবি বহ্নিজায়ান্তং বাগ্ভবাদ্যং সমুদ্ধরেৎ। মনুঃ (১) ষোড়শবর্ণাঢ্যো বাগৈশ্বর্য্যফলপ্রদঃ ॥ ১১ ॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসান্তং বিধায় কেশরেষু (২) মধ্যে চ পূর্ব্বোক্তপীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ ন্যসেৎ ॥ ১২ ॥ ততঃ পূর্ব্বোক্তঋষ্যাদিন্যাসং কৃত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। তদ্যথা,—ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নমস্তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ভগবতি মধ্যমাভ্যাং বষট্। বদ বদ অনামিকাভ্যাং হুং। বাগ্দেবি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে।—মনোঃ ষড্ভিঃ পদৈঃ কুর্য্যাজ্জাতিযুক্তং (৩) ষড়ঙ্গকম্ ॥ ১৩ ॥ ততো ধ্যানম্—শুভ্রাং স্বচ্ছবিলেপমাল্যবসনাং শীতাংশুখণ্ডোজ্জ্বলাং ব্যাখ্যা-(৪)মক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ। বিভ্রাণাং কমলাসনাং কুচনতাং

তাহাদের অস্ত্রগুলি পূজা করিবে। প্রপঞ্চসারে ইহা কথিত হইয়াছে। ৯। তৎপরে ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পূজা সাঙ্গ করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশলক্ষ জপ করিয়া দুগ্ধ-মিশ্রিত শ্বেতপদ্ম কিম্বা ত্রিমধুর অর্থাৎ ঘৃত মধু শর্করা মিশ্রিত তিল দ্বারা জপের দশাংশ একলক্ষ হোম করিবে। ১০।

বাগীশ্বরীর অন্য মন্ত্র কথিত হইতেছে।—অগ্রে নমঃ শব্দ, তাহার পর ভগবতী শব্দ, তাহার পর দুই 'বদ" শব্দ. তাহার পরে বাগ্দেবি শব্দ, তাহার অন্তে অগ্নিপত্নী স্বাহা—ইহাদের যোগে যে মন্ত্র হইবে তাহার প্রথমে ঐং যোগ দিলে ষোড়শাক্ষর এক মন্ত্র হইবে, এই মন্ত্র বাগৈশ্বর্য্য প্রদান করে। এই মন্ত্রের পূজাবিধি যথা—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া পূর্ব্বোক্ত পীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্রের ন্যাস করিবে। পরে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা—ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নমস্তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ভগবতি মধ্যমাভ্যাং বষট্, বদ বদ অনামিকাভ্যাং হুঁ, বাগ-দেবি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এইরূপে হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। নিবন্ধে আছে, মন্ত্রের ছয়টি পদে নমঃ স্বাহা প্রভৃতি যোগ দিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ১২।১৩। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা—যিনি শ্বেতাঙ্গী, শ্বেতচন্দন, শ্বেতমাল্য ও শ্বেতবসন পরিধান করিয়া চারিটি হস্তপদ্মে জ্ঞানমুদ্রা, রুদ্রাক্ষমালা, সুধাপূর্ণকলস ও বিদ্যাধারণ করিতেছেন, যাহার ললাটদেশে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে, কুচভরে অবনতা হইয়া যিনি সহাস্যবদনে শ্বেতকমলে অবস্থিতি

---

(১) ঐং নমো ভগবতি বদ বদ বাগ্দেবি স্বাহা ইত্যপরো মন্ত্রঃ।

(২; পূর্ব্বাদিদিক্ষু ইতি (৬ টি)। ৩) নমঃ স্বাহাদিযুক্তম্ (৬ টি)।

(৪) ব্যাখ্যাং জ্ঞানমুদ্রাম্, ব্যাখ্যা মুদ্রাবিশেষঃ ইতি (আ০ বি০)।

বাগ্‌দেবতাং সস্মিতাং বন্দে বাগ্বিভবপ্রদাং ত্রিনয়নাং সৌভাগ্যসম্পৎকরীম্। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ১৪ ॥ ততঃ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ পূজয়েৎ। কিন্ত্বঙ্গমন্ত্রে বিশেষঃ (১)। অস্য পুরশ্চরণমষ্টলক্ষজপঃ। তথাচ—হবিষ্যাশী জপেন্মন্ত্রং বসুলক্ষমনন্যধীঃ। দশাংশং জুহুয়াদন্তে তিলৈরাজ্যপরিপ্লুতৈঃ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—তারো মায়াধরো (২) বিন্দুশক্তিস্তারঃ সরস্বতী। ঙেন্তা নত্যন্তকো মন্ত্রঃ প্রোক্ত একাদশাক্ষরঃ (৩) ॥ ১৬ ॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি পূর্ব্বোক্তং পীঠমনুং বিন্যস্য পূর্ব্বোক্তঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ ॥ ১৭ ॥ ততো মন্ত্রন্যাসঃ।—ওঁ নমো ব্রহ্মরন্ধ্রে। হ্রীং নমো ভ্রুবোর্ম্মধ্যে, চক্ষুষোঃ ঐং নমঃ, হ্রীং নমঃ। কর্ণয়োঃ ওঁ নমঃ, সং নমঃ। নাসিকয়োঃ রং নমঃ, স্বং নমঃ। মুখে ত্যৈং নমঃ। লিঙ্গে নং নমঃ। গুহ্যে মং নমঃ ॥ ১৮ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঐং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ঐং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ঐং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ঐং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু, ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। তথাচ নিবন্ধে।—ব্রহ্মরন্ধ্রে ভ্রুবোর্ম্মধ্যে নবরন্ধ্রেষু চ ক্রমাৎ। মন্ত্রবর্ণান্ ন্যসেন্মন্ত্রী বাগ্‌ভবেনাঙ্গকল্পনা ॥ ১৯ ॥ ততো ধ্যানম্,—বাণীং পূর্ণনিশাকরোজ্জ্বলমুখীং কর্পূরকুন্দপ্রভাং, চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিত-

করিতেছেন; যিনি ভক্তবৃন্দকে বাক্‌সম্পত্তি ও সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যসম্পদ্ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ত্রিনয়না বাগ্‌দেবীকে প্রণাম করি। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসপূজা ও শঙ্খপাত্রে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। ১৪। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সমস্ত পূজা করিবে। কেবল অঙ্গন্যাসমন্ত্রে ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি বিশেষ আছে। অষ্টলক্ষ জপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। এই পুরশ্চরণে হবিষ্যাশী ও অনন্যচিত্ত হইয়া অষ্টলক্ষ জপ করিবে এবং ঘৃত মিশ্রিত তিলদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। ১৫।

বাগীশ্বরীর অন্য মন্ত্র বলা হইতেছে।—প্রথমে তার (ওঁ), মায়া (হ্রীং) অধর (ঐং) বিন্দু (ং) শক্তি (হ্রীং) তার (ওঁ) চতুর্থীর এক বচনান্ত সরস্বতী শব্দ, তৎপরে "নমঃ" এইপদ—এইগুলির ক্রমিকযোগে একাদশাক্ষর অপর একটি মন্ত্র হইবে। ১৬। এই মন্ত্রের পূজা-প্রণালী যথা,—প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্য হইতে পূর্ব্বোক্ত পীঠন্যাস ও ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ১৭। অনন্তর মন্ত্রন্যাস করিবে। মন্ত্রন্যাসের ক্রম উপরে দ্রষ্টব্য। ১৮। তাহার পরে উপরি লিখিত নিয়মে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। তাহার প্রমাণ নিবন্ধে আছে, যথা,—ব্রহ্মরন্ধ্রের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে মুখাদি নবদ্বারে যথাক্রমে মন্ত্রবর্ণগুলির ন্যাস করিয়া ঐং মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবে। ১৯। তাহার পরে ধ্যান করিবে যথা;—যাহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল, কর্পূর ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় যাহার শ্বেতকান্তি শিরোদেশে অর্দ্ধ-

---

(১) ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। (২) অধর (ঐ)।

(৩) ও হ্রীং ঐং হ্রীং ও সরস্বত্যৈ নমঃ। ইত্যপরমন্ত্রঃ।

অস্তকাং নিজকরৈঃ সংবিভ্রতীমাদরাৎ। বীণামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ তুঙ্গস্তনীং, দিব্যৈরাভরণৈর্বিভূষিততনুং হংসাধিরূঢ়াং ভজে॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ২০॥ ততঃ পীঠপূজাং বিধায় কেশরেষু মধ্যে চ পূর্ব্বোক্ত-পীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ যজেৎ। ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত। দেব্যা দক্ষিণে ওঁ সংস্কৃতায়ৈ বাঙ্ময্যৈ নমঃ। বামে ওঁ প্রাকৃতায়ৈ বাঙ্ময্যৈ নমঃ। ততঃ কেশরেষু অগ্নিকোণে ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ, নৈর্ঋতে ঐং শিরসে স্বাহা, বায়ব্যে ঐঁ শিখায়ৈ বষট্, ঈশানে ঐঁ কবচায় হুঁ, মধ্যে ঐ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। দিক্ষু ঐং অস্ত্রায় ফট্। ততঃ পত্রেষু পূর্ব্বাদি প্রজ্ঞায়ৈ মেধায়ৈ শ্রুত্যৈ শক্ত্যৈ স্মৃত্যৈ বাগীশ্বর্য্যৈ মত্যৈ স্বস্ত্যৈ, সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। ততঃ পত্রাগ্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যা মাতরঃ পূজ্যাঃ। তথাচ নিবন্ধে।—দেব্যা দক্ষিণতঃ পূজ্যা সংস্কৃতা বাঙ্ময়ী শুভা। প্রাকৃতা বাঙ্ময়ী পূজ্যা বামতঃ সর্ব্বদা শুভা। ইষ্ট্বা পূর্ব্ববদঙ্গানি প্রজ্ঞাদ্যাঃ পূজয়েৎ পুনঃ। প্রজ্ঞা মেধা শ্রুতিঃ শক্তিঃ স্মৃতির্ব্বাগীশ্বরী মতিঃ। স্বস্তিশ্চেতি সমাখ্যাতা ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্তদনন্তরম্। ততস্তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ প্রপূজয়েৎ (১)। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ২১॥ অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ। তথাচ,—জপেদ্দ্বাদশলক্ষাণি তৎসহস্রং সিতাম্বুজৈঃ। নাগচম্পকপুষ্পৈর্ব্বা জুহুয়াৎ সাধকোত্তমঃ॥ ২২॥

চন্দ্র বিরাজমান, যিনি চারিহস্তে বীণা, রুদ্রাক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন; যিনি দিব্য আভরণে বিভূষিতা হইয়া হংসোপরি সমাসীনা রহিয়াছেন, সেই উন্নতস্তনী বাগ্‌দেবীকে ভজনা করি। এইরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া মানসপূজা ও শঙ্খপাত্রে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। ২০। তাহার পরে সামান্য পূজাকাণ্ডোক্ত পীঠপূজা করিয়া পদ্মের কেশরে ও মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্রের ন্যাস করিবে, তাহার পরে পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। আবরণপূজার প্রণালী ও দেবতার নাম উপরে দ্রষ্টব্য। নিবন্ধে তাহার প্রমাণে বলিয়াছেন,—দেবীর দক্ষিণে সংস্কৃতা বাঙ্ময়ী, বামে প্রাকৃতা বাঙ্ময়ীর পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ অঙ্গপূজা, এবং প্রজ্ঞা, মেধা, শ্রুতি, শক্তি, স্মৃতি, বাগীশ্বরী, মতি ও স্বস্তির পূজা করিবে। তাহার পরে ব্রহ্মা প্রভৃতির পূজা করিবে। তাহার পরে পদ্মের বাহিরে ইন্দ্রাদিলোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ২১। সাধক এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশলক্ষ জপ করিয়া শ্বেতপদ্ম, নাগেশ্বর কিম্বা চম্পক-পুষ্পদ্বারা দ্বাদশসহস্র হোম করিবে। ২২।

---

(১) পূজয়েদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চাপি তদ্বহিঃ। ইতি (ক) পাঠঃ।

মন্ত্রান্তরং—সারদায়াম্।—বাচস্পতেঽমৃতে ভূয়ঃ প্লুবঃপ্লুরিতি কীর্ত্তয়েৎ। বাগাদ্যো মনুরাখ্যাতো (১) রুদ্রসংখ্যাক্ষরোঽপরঃ ॥ ২৩ ॥ অস্য পূজাদিকং পূর্ব্ববৎ। করাঙ্গন্যাসৌ তু,—ঐঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বাচস্পতে তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। অমৃতে মধ্যমাভ্যাং বষট্। প্লুবঃ (২) অনামিকাভ্যাং হুং। প্লুঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে।—কুর্য্যাদঙ্গানি বিধিবদ্বাগাদ্যৈঃ পঞ্চভিঃ পদৈঃ ॥ ২৪ ॥ ধ্যানন্তু।—আসীনা কমলে করৈর্জ্জপবটীং (৩) পদ্মদ্বয়ং পুস্তকং, বিভ্রাণা তরুণেন্দুবদ্ধমুকুটা মুক্তেন্দুকুন্দপ্রভা। ভালোন্মীলিতলোচনা কুচভরক্লান্তা ভবদ্ভূতয়ে, ভূয়াদ্বাগধিদেবতা মুনিগণৈরাসেব্যমানানিশম্ ॥ ২৫ ॥ অস্য পুরশ্চরণমেকাদশলক্ষজপঃ। তথাচ,—রুদ্রলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াদ্ঘৃতৈঃ ॥ ২৬ ॥

তথা সারদায়াম্ (৪)।—তোয়স্থং শয়নং বিষ্ণোঃ সকেবলচতুর্ম্মুখম্ অর্ঘীশেন্দুযুতো বহ্নির্ব্বিন্দুসত্যাম্বুমান্ ভৃগুঃ (৫)। উক্তানি ত্রীণি বীজানি সদ্ভিঃ সারস্বতো মনুঃ।

বাগীশ্বরীর অন্য মন্ত্র বলা হইতেছে। শারদাতিলকে আছে,—"বাচস্পতে," "অমৃতে" "প্লুবঃ প্লুঃ" এই কয়টি পদের পূর্ব্বে বাগ্‌বীজ (ঐং) যোগদিলে একাদশাক্ষর অপর একটি মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রের পূজাদি সমস্তই পূর্ব্বের মত, কেবল করাঙ্গন্যাসে বিশেষ আছে। তাহা এই—ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, বাচস্পতে তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, অমৃতে মধ্যমাভ্যাং বষট্। প্লুবঃ অনামিকাভ্যাং হুং, প্লুঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে করন্যাস করিয়া হৃদয়াদিতে এইরূপে অঙ্গন্যাস করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—ঐং প্রভৃতি পাঁচটি পদে পঞ্চ অঙ্গে যথাবিধি অঙ্গন্যাস করিবে। ২৩। ২৪। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা—যিনি পদ্মের উপরে সমাসীনা, চারি হস্তের এক এক হস্তে জপমালা, দুইটি পদ্ম ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন, মস্তকে চন্দ্রকলার মুকুট ধারণ করিয়াছেন; যাঁহার দেহকান্তি মুক্তা, চন্দ্র ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র, যাঁহার ললাটদেশেও অপর একটি লোচন বিরাজিত; মুনিগণ সর্ব্বদা যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, সেই কুচভারনতা বাগ্‌দেবী তোমাদের কল্যাণ প্রদান করুন। এইরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে সমস্ত পূজা করিবে। ২৫। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে এগার লক্ষ জপ হইবে। প্রমাণে আছে, এগার লক্ষ মন্ত্র জপ হইবে। ঘৃত দ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিবে। ২৬।

সরদাতিলকে আর একটি মন্ত্র বলিয়াছেন,—তোয় বলিতে "ব" বিষ্ণুশয্যা (আ) চতুর্ম্মুখ (ক) কেবল অর্থাৎ স্বররহিত (ক্) ইহা দ্বারা "বাক্" এই শব্দ পাওয়া গেল,

---

(১) ঐং বাচস্পতে অমৃতে প্লুবপ্লুঃ ইত্যপর একাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ। প্লুবঃ প্লুরিতি বিসর্গমধ্যঃ পাঠঃ মুদ্রিতাদর্শে। অমৃতেঽইত্যত্র নাকারস্য লোপ ইতি (আ০ বি০)।

(২) প্লুব ইতি বিসর্গহীনঃ পাঠঃ। (৩) জপবটীং জপমালামিত্যর্থঃ।

(৪) মন্ত্রান্তরমিতি (ক) পাঠঃ। (৫) অর্ঘীশ উকারঃ ইন্দুরনুস্বারঃ তদ্যুক্তো বহ্নী রেফঃ ইতি দ্বিতীয়বীজং, সত্য ওকারঃ, অম্বু বকারঃ তাভ্যাং সহিতো ভৃগুঃ সকারঃ ইতি তৃতীয়বীজম্। তেনায়ং মন্ত্রঃ ঐং রুং স্বোং। (আ০ বি০) বিন্দ্বর্ঘীশ ইতি মুদ্রিতপুস্তকপাঠঃ।

তোয়ং বকারঃ, বিষ্ণোঃ শয়নমাকারঃ, কেবলেন স্বরমহিতেন ককারেণ সহ, তেন বাক্ বাগ্‌ভবমিতি (১) পর্য্যবসিতার্থঃ। কেচিত্তু লক্ষিতলক্ষণাভয়াদেবং (২) বর্ণয়ন্তি। আকারযুক্তো বকারঃ (৩) কে মস্তকে বলতে কেবলোঽনুস্বারঃ তদ্যুক্তেন ককারেণ সহ বর্ত্ততে তেন ক্বামিতি (৪) তন্ন নিরূঢ়লক্ষণায়াঃ শক্তিতুল্যত্বাদ্বাগ্ বাগ্‌ভবমিতি পর্য্যায়ঃ। বস্তুতস্তু দ্বাদশস্বরমুদ্ধৃত্য বিন্দুনাদবিভূষিতম্। বিন্দুনাদসমাযুক্তং বহ্নিবীজং সমুদ্ধরেৎ। ষষ্ঠস্বরসমাযুক্তং দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধরেৎ। চন্দ্রবীজং সমুদ্ধৃত্য বারুণং (৫) যোজয়েত্ততঃ। ত্রয়োদশস্বরারূঢ়ং বিন্দুনাদবিভূষিতমিতি বিশ্বসারবচনাৎ বাগভববীজমেব ॥ ২৭ ॥ অস্য পূজা পূর্ব্ববৎ। করাঙ্গন্যাসস্তু দ্বিরুক্তৈ-(৬) স্ত্রিভির্ব্বীজৈর্ব্বিধেয়ঃ। ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, রুং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, স্বোং মধ্যমাভ্যাং বষট্ ইত্যাদি। তথাচ নিবন্ধে।—অঙ্গানি কল্পয়েন্মন্ত্রী দ্বিরুক্তৈর্জাতিসংযুতৈঃ (৭) ॥ ২৮ ॥

অধীশ শব্দে (উ), ইন্দু (ং) বহ্নি (র) ইহাতে (রুং) পাওয়া গেল। বিন্দু (ং) সত্য (ও) অম্বু (ব) ভৃগু (স) ইহাদের যোগে (স্বোং)। এই তিনটি বীজ একত্র যুক্ত হইলে সারস্বত মন্ত্র হয়। বাক শব্দ দ্বারা বাগ্‌ভববীজ (ঐং) এইরূপ অর্থ লক্ষিত লক্ষণ দ্বারা করিতে হইবে। এই জন্য কেহ কেহ বচনাদির প্রথম দুই চরণের এইরূপ অর্থ করেন, তোয়স্থ বিষ্ণুশয্যা, ইহা দ্বারা (বা) এবং ক শব্দে মস্তক, মস্তকে থাকে বলিয়া কেবল শব্দের অর্থ অনুস্বার। চতুর্ম্মুখ শব্দে ক্, উক্ত 'বা' শব্দের পূর্ব্বে 'ক' যোগ করিয়া ং-যোগে "ক্বাং" এইরূপ বীজ উদ্ধার করেন তাহা সঙ্গত নহে। নিরূঢ় লক্ষণা ও শক্তি একই কথা। সুতরাং বাক্ শব্দের বাস্তব অর্থ একরূপ শক্যার্থই বলিতে হইবে। বাক্ ও বাগ্‌ভব এক পর্য্যায়ে ধরা হয়। আর বিশ্বসারের রচনেও স্পষ্ট আছে যে, দ্বাদশ স্বর ঐকারে অনুস্বার যোগ দিলে প্রথম বীজ "ঐং" হইবে। ষষ্ঠ স্বর উকারে বহ্নিবীজ 'র'কার যোগ দিয়া শেষে অনুস্বার যোগ দিলে 'রুং' এই দ্বিতীয় বীজ হইবে। চন্দ্রবীজ 'স'কারে বরুণবীজ 'ব'কার যোগ দিয়া তাহাতে ত্রয়োদশ স্বর 'ও'কার ও অনুস্বার যোগ দিলে স্বোং এই তৃতীয় বীজ হইবে। এই বিশ্বসার বচনে প্রথমে বাগ্‌ভববীজ (ঐং) ইহা সুস্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং বীজান্তর কল্পনা সঙ্গত নহে। এই মন্ত্রের পূজা পূর্ব্ববৎ। করন্যাস ও অঙ্গন্যাস ঐ তিনটি বীজকে দ্বিরুক্ত করিয়া এক একটি বীজে এক একটি অঙ্গের ন্যাস করিবে। ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, রুং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, স্বোং মধ্যমাভ্যাং বষট, ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, রুং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, স্বোং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। নিবন্ধেও তাহাই বলিয়া-

---

(১) বাগ্‌ভবমিত্যর্থঃ লক্ষিতলক্ষণাবলাৎ। (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) কেচিত্তু লক্ষণাভয়াদেবং বর্ণয়ন্তি। (আ০ বি০) পাঠঃ। (৩) আকারযুক্তো বকার ইতি (আ০ বি০) পুস্তকে নাস্তি। (৪) কামিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৫) বরুণমিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৬) মন্ত্রস্য প্রত্যেকবর্ণৈর্দ্বিরুক্তৈরিত্যর্থঃ। (৭) নমঃ স্বাহাদিযুক্তৈঃ (খ টি)।

ধ্যানন্তু—মুক্তাহারাবদাতাং শিরসি শশিকলালঙ্কৃতাং বাহুভিঃ স্বৈর্ব্যাখ্যাং বর্ণাখ্যমালাং মণিময়কলসং পুস্তকঞ্চোদ্বহন্তীম্। আপীনোত্তুঙ্গবক্ষোরুহভরবিলসন্মধ্যদেশামধীশাং বাচমীড়ে চিরায় ত্রিভুবননমিতাং পুণ্ডরীকে নিষণ্নাম্॥ ২৯॥ ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং ত্রিলক্ষজপঃ। তথাচ,—ত্রিলক্ষং প্রজপেন্মন্ত্রং জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ। পায়সৈরাজ্যসম্মিশ্রৈঃ সংস্কৃতে হব্যবাহনে॥ ৩০॥

অথ পারিজাতসরস্বতীমন্ত্রঃ। মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াম্।—স চ প্রণবহৃল্লেখাসংপুটিতহকারসকারৌকারবিন্দুযুক্তঃ (১) সরস্বত্যৈ ঙেন্তা নতিশ্চ॥ ৩১॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসান্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ।—শিরসি কণ্বঋষয়ে নমঃ, মুখে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি পারিজাতসরস্বত্যৈ নমঃ॥ ৩২॥ ততো মাতৃকোক্তকরাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। মূর্দ্ধভ্রূমধ্যনেত্রকর্ণনাসাপুটদ্বয়বদনগুহ্য(২)পাদেষ্বেকাদশাক্ষরবিন্যাসঃ।

ছেন—সাধক "উক্ত বীজ মন্ত্রত্রয়কে দ্বিরুক্ত করিয়া নমঃ স্বাহাদিযোগে অঙ্গন্যাস করিবে"। তাহার পরে ধ্যান করিবে যথা,—"মুক্তাহারের ন্যায় যাঁহার শুভ্র কান্তি, মস্তকে চন্দ্রকলা বিরাজিত; চারি হস্তে ব্যাখ্যামুদ্রা, মাতৃকাবর্ণমালা, মণিময় কলস ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন। পীনোত্তুঙ্গ স্তনভারে যাঁহার মধ্যদেশ অবনত, শ্বেতপদ্মে সমাসীনা ত্রিলোকপূজিতা সেই বাগ্‌দেবীকে আমি সর্ব্বদা পূজা করি।" এই প্রকারে ধ্যান করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিন লক্ষ জপ করিতে হয়। প্রমাণে বলিয়াছেন,—তিন লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং যথাবিধানে সংস্কৃত অগ্নিতে ঘৃতমিশ্র পায়স দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। ২৭—৩০।

অনন্তর পারিজাতসরস্বতীর মন্ত্র বলা যাইতেছে। মন্ত্রদেব-প্রকাশিকায় বলিয়াছেন,—হ ও স্-এ ঔকারে অনুস্বারযোগে যে বীজ হয় সেই বীজকে প্রণব ও মায়া দ্বারা পুটিত করিয়া তাহার পরে চতুর্থীর এক বচনান্ত সরস্বতীশব্দ ও তাহার পরে নমঃ এই পদ, এই সকলের যোগে একাদশাক্ষর পারিজাত সরস্বতী মন্ত্র হইবে। ৩১। এই মন্ত্রের পূজাবিধি। প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। ঋষ্যাদি ন্যাস মূলে দ্রষ্টব্য। তাহার পরে মাতৃকাবর্ণে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে যথা—অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্, এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, ওং, পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, অং যং রং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে করন্যাস

---

(১) হৃল্লেখা (হ্রীং) তেন প্রণবহৃল্লেখাভ্যাং সম্পুটিতৌ হকারসকারৌ ঔকারবিন্দুযুক্তৌ (ধ টি)। প্রণবো মায়া হকারসকারৌকারবিন্দ্বাত্মকবীজং মায়া প্রণবঃ সরস্বত্যৈ নমঃ। তেন ওঁ হ্রীং হসৌং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ইত্যেকাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ। ইতি (আ॰ বি॰)

(২) লিঙ্গপায়ুষ্বিতি মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ।

(ততো হসাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। অন্তৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ (১) ॥ ৩৩ ॥

দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়ান্ত।—সম্পৎপ্রদায়া ভৈরব্যা বাগ্‌ভবং (২) বীজমালিখেৎ। তারেণ পরয়া দেবি সংপুটীকৃত্য মন্ত্রবিৎ। সরস্বত্যৈ হৃদন্তোঽয়ং রুদ্রার্ণো মনুরীরিতঃ ॥ (প্রপঞ্চসারে ।—আদ্যন্তপ্রণবশক্তিমধ্যসংস্থা বাগ্‌ভূয়ো ভবতি সরস্বতী ঙেন্তা। নত্যন্তা মনুরয়মীশসংখ্যবর্ণঃ সংপ্রোক্তো ভজমানঃ পারিজাতঃ (৩) ।) দক্ষিণামূর্ত্তিঋষিঃ প্রোক্তো গায়ত্রী ছন্দ ঈরিতম্। পারিজাতেশ্বরী বাণী দেবতা পরিকীর্ত্তিতা। তৃতীয়ঞ্চ দ্বিতীয়ঞ্চ বীজং শক্তিশ্চ (৪) তারকম্। কীলকং পরমেশানি মহাসারস্বতপ্রদম্। ষড়্‌দীর্ঘস্বরসংভিন্ন-বীজেনাঙ্গক্রিয়া মতা (৫) ॥ ৩৪ ॥ ততো ধ্যানম্ ।—হংসারূঢ়া (হরহসিতহারেন্দু) (৬)

করিয়া এই প্রণালীতে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। তাহার পরে ব্রহ্মরন্ধ্রে ওঁ নমঃ, ভ্রূমধ্যে হ্রীঁ নমঃ, দক্ষিণনেত্রে ঐং নমঃ, বামনেত্রে হ্রীঁ নমঃ, দক্ষিণকর্ণে ওঁ নমঃ, বামকর্ণে সং নমঃ, দক্ষিণনাসাতে রং নমঃ, বামনাসিকাতে স্বং নমঃ, মুখে তৈাং নমঃ, গুহ্যে নং নমঃ, পাদে মং নমঃ, এই একাদশ স্থানে একাদশাক্ষরমন্ত্র ন্যাস করিবে, পরে হসাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিরূপে পুনর্ব্বার করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। পূজার অন্যান্য ক্রম ও মন্ত্রাদি সকলকার্য্যই বাগীশ্বরীপূজাপদ্ধতির ক্রমানুসারে করিবে। ৩৩।

দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায় আর একটী মন্ত্র বলিয়াছেন। প্রথমে বাগ্‌ভববীজ (ঐং) ইহাতে সম্পৎপ্রদ ভৈরবীবীজ যোগ করিবে, তাহাতে (হ্‌সৈং) এই বীজকে প্রণব ও মায়াদ্বারা পুটিত করিবে। তাহার পরে "সরস্বত্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র যোগ করিবে, ইহাতে একাদশাক্ষর মন্ত্র হইবে। প্রপঞ্চসারে আর একপ্রকার মন্ত্র বলিয়াছেন—আদ্যন্তে প্রণব ও মায়াবীজ, মধ্যে বাগ্‌ভববীজ, তাহার পরে চতুর্থীর এক বচনান্ত সরস্বতীশব্দ, তাহার পরে নমঃ পদ যোগ দিলে অপর একটি পারিজাত সরস্বতীমন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রের উপাসক পারিজাত বৃক্ষস্বরূপ বাঞ্ছিতসাধক হয়। এই উভয় মন্ত্রেরই ঋষি,—দক্ষিণামূর্ত্তি, ছন্দ,—গায়ত্রী, পারিজাতেশ্বরী বাণী,—দেবতা। তৃতীয় ও দ্বিতীয় মন্ত্র যথাক্রমে ইহার বীজ ও শক্তি, প্রণববীজ ইহার কীলক। এই মন্ত্রে মহাসারস্বত পদ লাভ হয়। বীজমন্ত্রে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোজনা করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে। ৩৪। তাহার পরে ধ্যান

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) হৈস্রং ইতি (ক টি)। তারেণ (ওঙ্কারেণ), পরয়া (হ্রীমিতি বীজেন)। তেন ওঁ হ্রীং হৈস্রং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। ইত্যেকাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ।

(৩) বন্ধনীমধ্যপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি। ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ইত্যেকাদশাক্ষরোঽপরো মন্ত্রঃ (ক টি)। (৪) বীজশক্তী চ ইতি (খ) পাঠঃ। (৫) বীজেনাঙ্গানি বিন্যসেদিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৬) বন্ধনীমধ্যে 'মধুরহসিতাহার' ইতি (ক) পাঠঃ। বরহসিতহারেন্দু ইতি মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ।

কুন্দাবদাতা, বাণী মন্দস্মিততরমুখী মৌলিবদ্ধেন্দুলেখা। বিদ্যাবীণামৃতময়ঘটাক্ষস্রজা দীপ্তহস্তা, শ্বেতাব্জস্থা (১) ভবদভিমতপ্রাপ্তয়ে ভারতী স্যাৎ ॥ ৩৫ ॥ অস্য পূজাদিকং পূর্ব্বোক্তৈকাদশাক্ষরীবৎ। পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ। অর্কপুষ্পৈর্নাগচম্পকৈর্ব্বা জুহুয়াদ্দ্বাদশসহস্রকম্। ইতি সরস্বতীমন্ত্রাঃ ॥ ৩৬ ॥ (২)

(৩) অথ বক্ষ্যে গণপতের্ম্মনূন্ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদান্ যান্জ্ঞাত্বা মানবা নিত্যং সাধয়ন্তি মনোরথান্ ॥ ১ ॥ অথ গণেশমন্ত্রাঃ।—পঞ্চান্তকং শশিধরং (৪) বীজং গণপতের্ব্বিদুঃ। পঞ্চান্তকং গকারঃ ॥ ২ ॥ অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদিপীঠন্যাসান্তং বিধায় কেশরেষু মধ্যে চ ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ জ্বালিন্যৈ নন্দায়ৈ ভোগদায়ৈ কামরূপিণ্যৈ উগ্রায়ৈ তেজোবত্যৈ সত্যায়ৈ বিঘ্ননাশিন্যৈ তদুপরি সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ। সর্ব্বত্র প্রণবাদি-নমোঽন্তেন পূজয়েৎ। (তথাচ নিবন্ধে।—তীব্রাখ্যা জ্বালিনী নন্দা ভোগদা কামরূপিণী। উগ্রা তেজোবতী সত্যা নবমী বিঘ্ননাশিনী। সর্ব্বাদিশক্তিকমলাসনায় হৃদয়াবধিঃ। পীঠমন্ত্রোঽয়মেতেন প্রদদ্যাদাসনং বিভোঃ (৫) ॥ ৩ ॥) তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ।—শিরসি গণকঋষয়ে নমঃ, মুখে নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি গণেশায় দেবতায়ৈ

করিবে যথা,—যিনি হংসোপরি-উপবিষ্টা, শিবহাস্য, হার, চন্দ্র ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় যিনি শ্বেতবর্ণা, যাঁহার বদনে সর্ব্বদা মন্দ হাস্য ও কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান, হস্তে পুস্তক, বীণা, অমৃতপূর্ণকুম্ভ এবং রুদ্রাক্ষমালা শোভা পাইতেছে, সেই শ্বেতকমলবাসিনী ভারতী তোমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি করুন। ৩৫। এইরূপে ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত একাদশাক্ষর-মন্ত্রের প্রণালীক্রমে সমস্ত পুজাদি করিবে। দ্বাদশলক্ষ জপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। আকন্দপুষ্প, নাগকেশরপুষ্প অথবা চম্পকপুষ্প দ্বারা দ্বাদশসহস্র হোম করিতে হইবে। ৩৬।

অনন্তর সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ গণেশমন্ত্র বলিব।—যে মন্ত্র সকল অবগত হইলে মানবগণ নিত্য মনোরথ সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়।১। 'গ' এ অনুস্বার যোগ দিলে গণপতি মন্ত্র হয়। ২। পূজার প্রণালী যথা,—প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সমস্তকর্ম্ম করিয়া কেশরে এবং মধ্যে ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত দেবতা সকলের পূজা করিবে। নিবন্ধগ্রন্থে বলিয়াছেন,—তীব্রা, জ্বালিনী, ভোগদা, কামরূপিণী, উগ্রা তেজোবতী, সত্যা ও বিঘ্ননাশিনীর পূজা করিয়া সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। ইহা পীঠ মন্ত্র ; এই মন্ত্রে দেবতাকে আসন প্রদান করিবে। ৩। তাহার পরে ঋষ্যাদিন্যাস,—শিরসি ওঁ গণকঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ নিবৃৎছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে ওঁ গণেশায়

---

(১) শুভ্রাব্জস্থা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) (ক) পুস্তকেঽতঃ পরং লক্ষ্মীমন্ত্রাঃ।

(৩) পাদাম্বুজধ্যানবশেন যস্য বিঘ্নান্ধকারো বিলয়ং প্রয়াতি। সিন্দূরকান্তিং গজরাজবক্ত্রং তং নৌমি লম্বোদরমাদিবিকেয়ম্ ॥ ইত্যধিকোঽত্র (ক) পুস্তকপাঠঃ। (৪) শশিধরং বিন্দুযুক্তম্।

(৫) নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োঃ।

নমঃ ॥ ৪ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, গৈং অনামিকাভ্যাং হুং, গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট, গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং গাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা হৃদয়াদৌ ন্যসেৎ। তথাচ নিবন্ধে।—ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন কুর্য্যাদঙ্গানি ষট্ক্রমাৎ ॥ ৫ ॥ ততো ধ্যানং—সিন্দুরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং, দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বীজপূরা (১) ভিরামম্ বালেন্দুদ্যোতিমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং, ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ৬ ॥ ততঃ পীঠপূজাং বিধায় কেশরেষু মধ্যে চ তীব্রাদিপীঠমন্বন্তং পূজয়েৎ। ততো মূলেন মূর্ত্তিং পরিকল্প্য পুনর্ধ্যাত্বা অবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং কর্ম্ম বিধায় আবরণপূজামারভেত। যথা,—কর্ণিকায়াং পূর্ব্বাদিদিক্ষু ওঁ গণাধিপতয়ে নমঃ, এবং গণেশায় গণনায়কায় গণক্রীড়ায়। ততঃ কেশরেষু অগ্নিনির্ঋতিবায়ীশানকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ গাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিক্রমেণ পূজয়েৎ। পত্রমধ্যে পূর্ব্বাদি—বক্রতুণ্ডমেকদন্তং মহোদরগজাননৌ।

দেবতায়ৈ নমঃ। এই প্রকারে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া উপরি লিখিত নিয়মে করাঙ্গন্যাস করিবে। নিবন্ধগ্রন্থে বলিয়াছেন, বীজমন্ত্রে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোজনা করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে। ৪।৫। তাহার পরে ধ্যান করিবে যথা,—সিন্দুরের ন্যায় যিনি রক্তবর্ণ, ত্রিনয়ন এবং স্থূলোদর; যিনি দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে অঙ্কুশ অধোহস্তে দন্ত এবং বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে পাশ ও অধোহস্তে বরমুদ্রা ধারণ করিতেছেন; যাঁহার বিশাল শুণ্ডদেশে দাড়িম্বফলের চিহ্ন বিদ্যমান, মৌলিদেশে বালচন্দ্র বিরাজমান, করিপতির ন্যায় যাঁহার বদন, গণ্ডদেশ মদপ্রবাহে সর্ব্বদা আর্দ্র রহিয়াছে। যিনি রক্ত অঙ্গরাগ রক্তবস্ত্র ও সর্পভূষণ ধারণ করিয়াছেন, সেই গণপতিকে তোমরা ভজনা কর। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসপূজানন্তর অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ৬। তাহার পরে পীঠপূজা করিয়া কেশরে ও মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তীব্রাদি পীঠদেবতার পূজা করিবে। তাহার পরে মূলমন্ত্রদ্বারা দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্তকর্ম্ম করিয়া আবরণ দেবতার পূজা আরম্ভ করিবে। যথা—কর্ণিকাতে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ গণাধিপতয়ে নমঃ ইত্যাদিরূপে উপরিলিখিত দেবতা সকলের পূজা করিবে। তাহার পরে কেশরে এবং অগ্নি, নির্ঋতি, বায়ু ও ঈশানকোণে, মধ্যে এবং দিক্চতুষ্টয়ে গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা, গূং শিখায়ৈ বষট্, গৈং কবচায় হুং, গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এইরূপে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। তৎপরে পদ্মের দল মধ্যে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ বক্রতুণ্ডায় নমঃ, ওঁ একদন্তায় নমঃ, ওঁ মহোদরায় নমঃ,

---

(১) বীজপূরং দাড়িমফলম্। ইষ্টং বরং। তথাচ দক্ষিণবাময়োরূর্দ্ধে অঙ্কুশপাশৌ অধশ্চ স্বকীয়দন্তং বরঞ্চ দধানমিত্যর্থঃ। (আ০ বি০)

লম্বোদরাখ্যং বিকটং বিঘ্নরাজমনন্তরম্। ধূম্রবর্ণং দলাগ্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ পূজয়েত্ততঃ। বাক্যন্তু।—ওঁ বক্রতুণ্ডায় নমঃ ইত্যাদি। দলাগ্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যা মাতরঃ পূর্ব্বাদিক্রমেণ পূজ্যাঃ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ প্রপূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ৭॥ অস্য পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ। তথাচ,—বেদলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াত্ততঃ। মোদকৈঃ পৃথুকৈর্লাজৈঃ শক্তুভিঃ সেক্ষুপর্ব্বভিঃ। (১) নারিকেলৈস্তিলৈঃ শুদ্ধৈঃ সুপক্কৈঃ কদলীফলৈঃ। অষ্ট দ্রব্যাণি বিঘ্নস্য কথিতানি মনীষিভিঃ॥ ৮॥

অথ মহাগণেশমন্ত্রঃ। (২) নিবন্ধে,—শ্রীশক্তিস্মরভূমিবিঘ্নবীজানি (৩) প্রথমং লিখেৎ। ঙেন্তং গণপতিং পশ্চাদ্বরান্তে বরদং পদম্। (৪) উক্তা সর্ব্বজনং মেস্তে বশমানয় ঠদ্বয়ম্। অষ্টাবিংশত্যক্ষরোঽয়ং তারাদ্যো মনুরীরিতঃ॥ ৯॥ ভূবীজমাহ,—স্মৃতিস্থং মাংসমৌবিন্দুযুক্তং ভূবীজমীরিতম্। স্মৃতির্গকারঃ, মাংসং লকারঃ। (তেন ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বর বরদ (৫) সর্ব্বজনং মে বশমানয় স্বাহা (৬)॥১০॥) অস্য পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদিপীঠন্যাসান্তং কর্ম্ম বিধায় পূর্ব্বোক্ততীব্রাদি-পীঠমন্বন্তং পীঠশক্তীর্ব্বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসমাচরেৎ। শিরসি গণকঋষয়ে নমঃ, মুখে নিবৃদ্গায়ত্রীচ্ছন্দসে

ওঁ গজাননায় নমঃ, ওঁ লম্বোদরায় নমঃ, ওঁ বিকটায় নমঃ, ওঁ বিঘ্নরাজায় নমঃ, ওঁ ধূম্রবর্ণায় নমঃ এইরূপে পূজা করিয়া দলাগ্রে পূর্ব্বাদিক্রমে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিবে। দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদিদিক্পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। তাহার পর ধূপাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৭। চারিলক্ষ জপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। মোদক, চিপিটক, খৈ, ছাতু, ইক্ষুপর্ব্ব, নারিকেল, তিল ও সুপক্ক কদলীফল, এই অষ্টদ্রব্যদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। ৮।

অনন্তর মহাগণেশমন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, ভূমিবীজ ও বিঘ্নবীজ লিখিবে, তাহার পরে চতুর্থীর একবচনান্ত গণপতি শব্দ লিখিবে, তাহার পর 'বর বরদ' এই লিখিয়া 'সর্ব্বজনং মে বশমানয় স্বাহা' ইহা লিখিবে। সর্ব্বাগ্রে প্রণব যোগ দিবে ইহাতে ২৮ অক্ষরে এক মন্ত্র হইবে। ভূবীজ বলিয়াছেন,—স্মৃতি অর্থে গ, তাহাতে মাংস অর্থাৎ লকার যোগ করিয়া তাহাতে ঔকার ও বিন্দু যোগ করিলে ভূবীজ হয়। মন্ত্র উপরে দ্রষ্টব্য। ৯১০। এই মন্ত্রের পূজাক্রম যথা,—প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া গণেশপূজাপদ্ধতি লিখিত তীব্রাদি-পীঠশক্তির ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস মূলে দ্রষ্টব্য। তাহার পরে করাঙ্গন্যাস

---

(১) শক্তুভিরিক্ষুপর্ব্বভিরিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) অথ মন্ত্রান্তরমিতি (ক) পাঠঃ।
(৩) শ্রী (শ্রীঃ) শক্তি (হ্রীং) স্মর (ক্লীং) ভূ (গ্লৌং) বিঘ্ন (গং) পাঠঃ।
(৪) বরপদমিতি (খ) পাঠঃ। (৫) বরবরদম্ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।
(৬) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

নমঃ, হৃদি মহাগণপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, এবং ওঁ ৫ গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ৫ গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ ৫ গৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ ৫ গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ ৫ গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এবং হৃদয়াদিষু। কেচিত্তু ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদি বদন্তি তন্ন, ষড়্বীজস্থস্ববীজেন (১) দীর্ঘভাজা প্রকল্পয়েৎ। ইতি প্রপঞ্চসারবচনাদ্বিশিষ্টস্যৈব গ্রহণাৎ ॥ ১১ ॥ ততো ধ্যানম্—নবরত্নময়ং দ্বীপং স্মরেদিক্ষুরসাম্বুধৌ। তদ্বীচিধৌতপর্য্যন্তং মন্দমারুতসেবিতম্। মন্দারপারিজাতাদিকল্পবৃক্ষলতাকুলম্। উদ্ভূতরত্নচ্ছায়াভিররুণীকৃতভূতলম্ উদ্যদ্দিনকরেন্দুভ্যামুদ্ভাসিতদিগন্তরম্। তস্য মধ্যে পারিজাতং নবরত্নময়ং স্মরেৎ। ঋতুভিঃ সেবিতং ষড়্ভিরনিশং প্রীতিবর্দ্ধনৈঃ। তস্যাধস্তান্মহাপীঠে রচিতে মাতৃকাম্বুজে। ষট্কোণান্তস্ত্রিকোণস্থং মহাগণপতিং স্মরেৎ। হস্তীন্দ্রাননমিন্দুচূড়মরুণচ্ছায়ং ত্রিনেত্রং

করিবে। যথা,—ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গূং মধ্যমাভ্যাং রষট্, ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গৈঃ অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এইরূপে করন্যাস করিয়া ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে হৃদয়াদিতে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। কেহ কেহ ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদিরূপে ষড়ঙ্গন্যাস করিতে বলেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে “ষড়্বীজস্থিত নিজবীজে দীর্ঘস্বর যুক্ত করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে” এই প্রপঞ্চসারবচনে ষড়্বীজ যোগে অঙ্গন্যাস করিবার ব্যবস্থাই প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। কেবল নিজবীজে দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে, এরূপ ব্যবস্থা হইলে বচনে “ষড়্বীজস্থ” কথাটি বলিবার প্রয়োজন ছিল না। ষড়্বীজ দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে, তন্মধ্যে যে নিজবীজ আছে, তাহাতে কেবল দীর্ঘস্বর যোগ করিবে। এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত। ইক্ষুরসময় সাগরের মধ্যস্থানে রত্নময় এক দ্বীপ আছে, ঐ দ্বীপের চতুষ্পার্শ্ব ঐ সাগরের তরঙ্গে বিধৌত এবং মন্দ মন্দ বায়ু দ্বারা সেবিত হইতেছে। ঐ দ্বীপ বিবিধপ্রকার মন্দার পারিজাত প্রভৃতি কল্প বৃক্ষে ও লতায় পরিব্যাপ্ত। তথায় বহুতর রত্ন উৎপন্ন হয়, সেই রত্নসমূহের প্রভায় তথাকার ভূমিভাগ আরক্তবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। যুগপৎ চন্দ্র সূর্য্যের উদয়ে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। সেই দ্বীপের মধ্যস্থলে নবরত্নময় এক পারিজাত বৃক্ষ বিদ্যমান, তথায় ছয় ঋতুই যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বদা প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে। সেই পারিজাত বৃক্ষের তলদেশে এক মহাপীঠ আছে, তাহার উপরে মাতৃকাবর্ণের এক অষ্টদল পদ্ম, সেই পদ্মের মধ্যস্থিত ষট্কোণের মধ্যে যে ত্রিকোণ আছে, মহাগণপতি সেই ত্রিকোণে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার গজেন্দ্রবদন, রক্তবর্ণ

---

(১) স্ববীজেন গমিতি বীজেন (হ টি)।

রসাদাশ্লিষ্টং প্রিয়য়া সপদ্মকরয়া স্বাঙ্কস্থয়া সঙ্গতম্ । বীজাপূরগদাধনুস্ত্রিশিখযুক্‌চক্রাব্জপাশোৎপলং, ব্রীহ্যগ্রস্ববিষাণরত্নকলসান্ হস্তৈর্ব্বহন্তং ভজে ॥ গণ্ডপালীগলদ্দানপূরলালসমানসান্ । দ্বিরেফান্ কর্ণতালাভ্যাং বারয়ন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ । করাগ্রধৃতমাণিক্যকুম্ভবক্ত্রবিনিঃসৃতৈঃ । রত্নবর্ষৈঃ প্রীণয়ন্তং সাধকান্ মদবিহ্বলম্ । মাণিক্যমুকুটোপেতং রত্নাভরণভূষিতম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য বহিঃপূজামারভেত ॥ ১২ ॥

অস্য পূজাযন্ত্রম্ ।—ত্রিকোণং তদ্বহিঃ ষট্‌কোণঞ্চ, অন্যৎ সর্ব্বং মাতৃকাযন্ত্রবৎ বোধ্যম্ ॥ ১৩ ॥ ততঃ শঙ্খস্থাপনং কৃত্বা পীঠপূজাং বিধায় পূর্ব্ববৎ পীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেত । ত্রিকোণবাহ্যে পূর্ব্বাদিচতুর্দ্দিক্ষু পূর্ব্বে বিল্ববৃক্ষাধঃ শ্রিয়ং শ্রীপতিং,দক্ষিণে বটবৃক্ষাধঃ গৌরীং গৌরীপতিং, পশ্চিমে পিপ্পলবৃক্ষাধঃ রতিং রতিপতিম্, উত্তরে প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষাধঃ মহীং বরাহং, দেবতাগ্রে লক্ষ্মীং গণনায়কং, ষট্‌কোণেষগ্রকোণে সিদ্ধিসহিতমামোদম্,অগ্নিকোণে সমৃদ্ধিসহিতং প্রমোদং, ঈশানকোণে কান্তিসহিতং সুমুখং, পশ্চিমে মদনাবতীসহিতং দুর্ম্মুখং, নৈর্ঋতে মদদ্রবাসহিতং বিঘ্নং, বায়ব্যে দ্রাবিণীসহিতং বিঘ্নকর্ত্তারং পূজয়েৎ । ষট্‌কোণ-

---

কান্তি, তিনটি নেত্র, অনুরাগভরে তাঁহার প্রিয়া পদ্মহস্তে তাঁহার ক্রোড়ে সমাসীনা হইয়া সর্ব্বদাই আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, সেই মহাগণপতির হস্তে দাড়িম, গদা, ধনু, ত্রিশূল, চক্র, পদ্ম, পাশ, উৎপল, ধান্যগুচ্ছ, নিজদন্ত ও রত্ন কলস বিদ্যমান। তাঁহার মদার্দ্র গণ্ডস্থল হইতে ক্ষরিত মদের লোভে অলিকুল লোলুপ হইয়া আসিতেছে, তিনি কর্ণতাল দ্বারা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতেছেন, তিনি নিজ করস্থিত মাণিক্যময় কুম্ভ হইতে বিগলিত রত্ন বর্ষণে সাধকদিগকে প্রীত করিতেছেন, তাঁহার অঙ্গে রত্নাভরণ মস্তকে মাণিক্যময় মুকুট, তিনি সর্ব্বদা মদবিহ্বলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। ১১ ।
এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে। ১২

মহাগণেশের পূজাযন্ত্র এইরূপ,—প্রথমতঃ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তদ্বহির্দ্দেশে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিবে। এই ষট্‌কোণের বাহ্যে মাতৃকাযন্ত্রবৎ পদ্ম ও দ্বার অঙ্কিত করিয়া পূজাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ১৩। তৎপরে শঙ্খস্থাপন করিয়া পীঠপূজা ও পূর্ব্বোক্ত পীঠশক্তির পূজা করিবে। অনন্তর পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। ত্রিকোণের বহির্দ্দেশে পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে বিল্ববৃক্ষের তলদেশে শ্রিয়ৈ নমঃ এবং শ্রীপতয়ে নমঃ, দক্ষিণদিকে বটবৃক্ষের নিম্নে গৌর্য্যৈ নমঃ এবং গৌরীপতয়ে নমঃ, পশ্চিমে অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে রত্যৈ নমঃ এবং রতিপতয়ে নমঃ, উত্তরে প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষের নিম্নে মহ্যৈ নমঃ, এবং বরাহায় নমঃ, দেবতার অগ্রে লক্ষ্মীসহিত-গণনায়কায় নমঃ, ষট্‌কোণের অগ্রকোণে সিদ্ধিসহিত-মোদায় নমঃ, অগ্নিকোণে সমৃদ্ধিসহিত-প্রমোদায় নমঃ, ঈশানকোণে কান্তিসহিত-সুমুখায়

গণেশযন্ত্রম্।

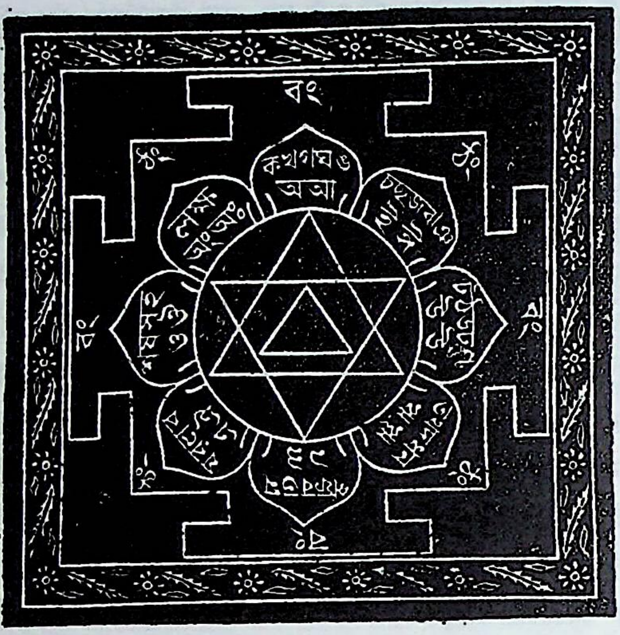

স্যোভয়পার্শ্বয়োঃ ওঁ বসুধা-সহিত-শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ওঁ বসুমতীসহিতপদ্মনিধয়ে নমঃ। (যথা নিবন্ধে। —ত্রিকোণস্থ বহির্বিল্ববট-পিপ্পলভূরুহাম্। প্রিয়ঙ্গোরপ্যধো মন্ত্রী দিক্ষু পূর্ব্বাদিতো যজেৎ। দ্বৌ দ্বৌ শ্রিয়ং শ্রীপতিঞ্চ গৌরীং গৌরীপতিং তথা। রতিং রতিপতিঞ্চাপি মহীমপি বরাহকম্। অগ্রে চ পূজয়েল্লক্ষ্মীসহিতং গণনায়কম্। অগ্রে কোণে তথা সিদ্ধিসহিতামোদমিত্যপি। অগ্নিকোণে সমৃদ্ধ্যা চ সহিতঞ্চ প্রমোদকম্। ঈশানে কান্তিসহিতং সুমুখং পশ্চিমে তথা। দুর্ম্মুখং মদনাবত্যা সহিতং নৈর্ঋতে তথা। সহিতং মদদ্রবয়া গণস্যাপ্যধিনায়কম্। দ্রাবিণ্যা সহিতং বায়ৌ বিঘ্নকর্ত্তারমেব চ। ষট্‌কোণপার্শ্বয়োঃ শঙ্খনিধিং বসুধয়া যুতম্। বসুমত্যা যুতঞ্চাপি যজেৎ পদ্মনিধিং দ্রুতম্। (১) ততঃ কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ ষড়্বীজস্থ গাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। ততঃ পদ্মমধ্যে ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ সংপূজ্য তদ্বহিঃ ভূগৃহে ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৪ ॥ অস্য পুরশ্চরণজপশ্চতুশ্চত্বা-

---

নমঃ, পশ্চিমে মদনাবতীসহিতদুর্ম্মুখায় নমঃ, নৈর্ঋতকোণে মদদ্রবাসহিতবিঘ্নায় নমঃ, বায়ুকোণে দ্রাবিণীসহিতবিঘ্নকর্ত্রে নমঃ, ষট্‌কোণের উভয়পার্শ্বে বসুধাসহিতশঙ্খনিধয়ে নমঃ এবং ওঁ বসুমতীসহিতপদ্মনিধয়ে নমঃ, এইরূপে আবরণদেবতাসকলের পূজা করিবে। এই বিষয়ের প্রমাণ নিবন্ধগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহার অর্থ সুস্পষ্ট বলিয়া আর অনুবাদ দেওয়া হইল না। তৎপরে কেশরের অগ্ন্যাদিকোণে, মধ্যে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গাং হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বলিখিত ষড়ঙ্গন্যাসের প্রণালীতে ষড়ঙ্গপূজা করিবে। পদ্মদলের মধ্যে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃকাগণ,

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

ত্রিংশৎসহস্রাধিকশ্চতুর্লক্ষঃ! তথা চ,—ধ্যায়েন্মন্ত্রং জপেন্মন্ত্রী চতুর্লক্ষং সমাহিতঃ। চতুঃসহস্রসংযুক্তং চত্বারিংশৎসহস্রকম্। দশাংশং জুহুয়াদ্দ্রব্যৈরষ্টাভির্মোদকাদিভিঃ ॥১৫॥

মন্ত্রান্তরম্।—শক্তিরুদ্ধং নিজং বীজং মহাগণপতিং বদেৎ। ঙেন্তমগ্নিবধূঃ প্রোক্তো মন্ত্রোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ (১) ॥ ১৬ ॥ অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদিতীব্রাদিপীঠশক্তীঃ পীঠমন্ত্রপীঠমনুঞ্চ বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—শিরসি গণকঋষয়ে নমঃ, মুখে নিবৃদ্গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শক্তিগণাধিপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। নিবন্ধে।—গণক স্যাদৃষিশ্ছন্দো গায়ত্রী নিবৃদাদিকা। উদিতা দেবতা তন্ত্রে নাম্না শক্তিগণাধিপঃ ॥ ১৭ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রাঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। মহাগণপতয়ে অনামিকাভ্যাং হুঁ। স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সমুদায়মুচ্চার্য্য করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে।—ব্যস্তৈঃ সমস্তৈর্ম্মন্ত্রস্য পদৈরঙ্গানি কল্পয়েৎ ॥ ১৮ ॥ ততো ধ্যায়েৎ।—মুক্তাগৌরং মদগজমুখং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং, হস্তৈঃ স্বীয়ৈর্দধতমরবিন্দাঙ্কুশৌ রত্নকুম্ভম্। অঙ্কস্থায়াঃ সরসিজরুচেস্তদ্ধ্বজালম্বি(২)পাণের্দ্দেব্যা যোনৌ বিনিহিতকরং রত্নমৌলিং ভজামঃ ॥ এবং

দলের বাহিরে ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৪। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার বার মন্ত্র জপ করিতে হইবে এবং গণেশমন্ত্রোক্ত মোদক প্রভৃতি অষ্ট দ্রব্য দ্বারা তাহার দশাংশ (চুয়াল্লিশ হাজার চারি শত) হোম করিতে হইবে। ১৫

মহাগণেশের অন্য মন্ত্র কথিত হইতেছে।—গণেশের নিজবীজকে মায়াবীজদ্বারা পুটিত করিয়া চতুর্থীর একবচনান্ত মহাগণপতিশব্দ বলিবে, তাহার শেষে বহ্নিবধূ (স্বাহা) যোগ করিবে, ইহাতে দ্বাদশাক্ষর একটি মন্ত্র হইবে। ১৬। এই মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ,—প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্য হইতে গণেশপূজোক্ত তীব্রাদি পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। শিরসি ওঁ গণকঋষয়ে নমঃ, মুখে নিবৃদ্গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে শক্তিগণাধিপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। এইরূপ ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—গণক এই মন্ত্রের ঋষি, নিবৃদ্গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, শক্তিগণাধিপ ইহার দেবতা। ১৭। অনন্তর করাঙ্গন্যাস করিবে। করাঙ্গন্যাসের প্রণালী মূলে দ্রষ্টব্য। ১৮। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা,—যাঁহার দেহ মুক্তার ন্যায় গৌরবর্ণ, মুখ মদমত্তহস্তীর ন্যায়, মুখে তিনটি নেত্র, শিরোদেশে অর্দ্ধচন্দ্র, যিনি নিজ হস্তে পদ্ম, অঙ্কুশ, এবং রত্নকুম্ভ ধারণ করিয়াছেন; যাঁহার ক্রোড়ে পদ্মের ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা শক্তি আছেন, ঐ দেবীর যোনিদেশে ইঁহার একহস্ত নিহিত আছে এবং ঐ ক্রোড়স্থিতা শক্তি হস্তদ্বারা তাঁহার ধ্বজাগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন; এইরূপ রত্নমুকুটধারী মহাগণপতিকে ভজনা

---

(১) হ্রীং গং হ্রীং মহাগণপতয়ে স্বাহা।

(২) সরসিজরুচেরিত্যত্র সরসিজরুচ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। তদ্ধ্বজঃ তদ্দেহধ্বজো লিঙ্গম্ (খটি)

ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ১৯ ॥ ততঃ পীঠপূজাং বিধায় তীব্রাদিপীঠমন্ত্রান্তং পূজয়েৎ। পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। পূর্ব্বোক্তচত্বারি মিথুনানি শ্রী-শ্রীপতি(১)প্রভৃতীনি ষট্‌কোণেষু আমোদাদীন্ কেশরেষগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, গং শিরসে স্বাহা, হ্রীং শিখায়ৈ বষট্, মহাগণপতয়ে কবচায় হুং স্বাহা নেত্রত্রয়ায় বৌষট সমুদয়মূলমুচ্চার্য্য অস্ত্রায় ফট্। পত্রেষু ব্রহ্ম্যাদিমাতৃকাস্তদ্বহির্হরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। যন্ত্রন্ত মহাগণপতিযন্ত্রবৎ ॥ ২০ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথা চ,—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রমপূপৈস্তদ্দশাংশতঃ। জুহুয়াদর্চ্চিতে বহ্নৌ দিনশো (২) দেবমর্চ্চয়েৎ ॥ ২১ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—শক্তিরুদ্ধং নিজং বীজং বশমানয় ঠদ্বয়ম্। তারাদ্যো মনুরাখ্যাতো রুদ্রসংখ্যাক্ষরোঽপরঃ। (৩) অস্য পূজাযন্ত্রঞ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ২২ ॥ অঙ্গমন্ত্রস্তু।—ওঁ অঙ্গু-

করি। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। ১৯। তাহার পরে গণেশপূজাপদ্ধতির ক্রমানুসারে তীব্রাদি পীঠদেবতার পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপূর্ব্বক আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত পূজা-কার্য্য সমাপন করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। পূর্ব্বোক্ত শ্রী, শ্রীপতি, গৌরী, গৌরীপতি, রতি, রতিপতি, মহী, বরাহ, লক্ষ্মীসহিত গণনায়ক, সিদ্ধিসহিত আমোদ, সমৃদ্ধিসহিত প্রমোদ, কান্তিসহিত সুমুখ, মদনাবতীসহিত দুর্মুখ, মদদ্রবাসহিত বিঘ্ন, দ্রাবিণীসহিত বিঘ্নকর্ত্তা, বসুধাসহিত শঙ্খনিধি এবং বসুমতীসহিত পদ্মনিধি, এই সকল দেবতার পূজা করিয়া কেশরের অগ্নি প্রভৃতি চতুষ্কোণে, মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত ষড়ঙ্গপূজা করিয়া পদ্মদলে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃকাগণ, দলের বাহিরে ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। তাহার পরে ধূপাদি-বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পূজা সাঙ্গ করিবে। এই মন্ত্রের পূজাযন্ত্র মহাগণপতিযন্ত্রের ন্যায়। ২০। লক্ষ জপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। প্রমাণে বলিয়াছেন। এই মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবে, তাহার পর সংস্কৃত বহ্নিতে জপের দশাংশ অর্থাৎ দশ হাজার পিষ্টক দ্বারা হোম করিবে। প্রত্যহ এই গণেশের পূজা কর্ত্তব্য। ২১।

মহাগণপতির মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে।—গণেশের নিজ বীজকে মায়াবীজ দ্বারা পুটিত করিয়া তাহার পরে বশমানয় এই দুইটীপদ যোগ দিবে। অন্তে স্বাহা বলিবে, ইহার প্রথমে প্রণবযোগ করিলে একাদশাক্ষর অপর একটি মন্ত্র হইবে। ওঁ হ্রীং গং হ্রীং বশমানয় স্বাহা, এই একাদশাক্ষরমন্ত্রে মহাগণপতির পূজা করিবে। এই মন্ত্রের পূজা

---

(১) প্রিয়ং শ্রীপতিমিত্যাদি (খ) পাঠঃ। (২) দিনেশ ইতি পাঠান্তরম্। গণেশমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ সঙ্গতঃ। (৩) ওঁ হ্রীং গং হ্রীং বশমানয় স্বাহা।

ষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং গং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। বশং মধ্যমাভ্যাং বষট্। আনয় অনামিকাভ্যাং হুঁ। স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সমস্তমুচ্চার্য্য করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথা চ নিবন্ধে।—একেনাদৌ ত্রিভির্দ্বাভ্যাং ত্রিভির্দ্বাভ্যামনন্তরম্। সমস্তেনাস্ত্রমাখ্যাতমঙ্গক্লৃপ্তিরিয়ং মতা। এতানঙ্গুষ্ঠাদিষু হৃদয়াদিষু বিন্যসেৎ ॥২৩॥ ততো ধ্যানম্।—হস্তৈর্ব্বিভ্রতমিক্ষুদণ্ডবরদৌ পাশাঙ্কুশৌ পুষ্করস্পৃষ্ট-স্ব-প্রমদাবরাঙ্গমনয়াশ্লিষ্টং ধ্বজাগ্রস্পৃশা। শ্যামাঙ্গ্যা বিধৃতাব্জয়া ত্রিনয়নং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ং জবারক্তং হস্তিমুখং স্মরামি সততং ভোগাতিলোলং বিভুম্॥ অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ ॥ ২৪ ॥ অস্য পুরশ্চরণজপো লক্ষত্রয়ম্। তথাচ নিবন্ধে।—লক্ষত্রয়ং জপেন্মন্ত্রমিক্ষুদণ্ডৈর্দ্দশাংশতঃ। অপূপৈরাজ্যযুক্তৈশ্চ (১) জুহুয়ান্মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ২৫ ॥

অথ হেরম্বমন্ত্রঃ।—(স চ উকারযুক্তো গকারঃ সবিন্দুঃ প্রণবাদিনমোঽন্তশ্চতুরক্ষরঃ।) (২) তথা চ নিবন্ধে।—পঞ্চান্তকো বিন্দুযুক্তো বামকর্ণবিভূষিতঃ। তারাদিহৃদয়ান্তোঽয়ং হেরম্বমনুরীরিতঃ (৩)। চতুর্ব্বর্ণাত্মকো নৃণাং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ ॥ ২৬ ॥ অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদিপীঠন্যাসান্তং বিধায় গণেশোক্তপীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। অস্য গণক ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দো হেরম্বো দেবতা গকারো বীজং

ও যন্ত্র পূর্ব্ববৎ জানিবে। ২২। পূজার অন্যান্য সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে করিবে, কেবল অঙ্গন্যাসের যাগ বিশেষ আছে, তাহা মূলে উল্লিখিত আছে। ২৩। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা,—যাঁহার হস্তে ইক্ষুদণ্ড, বরমুদ্রা, পাশ ও অঙ্কুশ রহিয়াছে; যিনি শুণ্ডদণ্ডদ্বারা স্বীয় প্রিয়ার বরাঙ্গ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন; যাঁহার শ্যামাঙ্গি প্রিয়াও এক হস্তে একটি পদ্ম ও অপর হস্তে স্বীয় প্রিয় গণপতির ধ্বজাগ্র স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন; এইরূপ ত্রিনয়ন চন্দ্রার্দ্ধচূড় জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ ভোগ লোলুপ বিভু গজাননকে চিন্তা করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্তবিধানে সকল কার্য্য করিবে। ২৪। তিনলক্ষ জপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। নিবন্ধে বলিয়াছেন—তিনলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত ইক্ষুদণ্ড ও ঘৃতসিক্ত পিষ্টক দ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ ত্রিশ হাজার হোম করিবে। ২৫।

অনন্তর হেরম্বমন্ত্র কথিত হইতেছে।—ওঁ গূং নমঃ, এই চতুরক্ষর মন্ত্রে হেরম্বের পূজা করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—গ এ দীর্ঘ উকার ও অনুস্বার যোগ করিলে যে মন্ত্র হইবে তাহার আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃশব্দ যোগ দিলে চতুরক্ষর একটি মন্ত্র হইবে। এই চতুর্ব্বর্ণাত্মক মন্ত্র মনুষ্যদিগের চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করে। ২৬। পূজাপ্রয়োগ এই,—প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া গণেশপূজাপদ্ধতিনিয়মে

---

(১) যুক্তৈর্ব্বা ইতি (ক) পাঠঃ মুদ্রিতাদর্শপাঠশ্চ।

(২) বন্ধনীপাঠঃ (খ চি)। (৩) ওঁ গূং নমঃ। ইতি মন্ত্রঃ।

বিন্দুঃ শক্তিশ্চতুর্ব্বর্গসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি গণকঋষয়ে নমঃ ইত্যাদি॥ ২৭॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। গাং গীং গূং গৈং গৌং গঃ ইত্যেতৈঃ ষড়ঙ্গানি কুর্য্যাৎ। তথা চ,—ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন ষড়ঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ॥ ২৮॥ ততো ধ্যানম্।—মুক্তাকাঞ্চন-নীলকুন্দঘুসৃণচ্ছায়ৈ-(১) স্ত্রিনেত্রান্বিতৈ-(২) র্নাগাস্যৈর্হরিবাহনং (৩) শশিধরং হেরম্ব-মর্কপ্রভম্। দৃপ্তং দানমভীতিমোদকরদান্ টঙ্কং শিরোঽক্ষাত্মিকাং (৪) মালাং মুদ্গরমঙ্কুশং ত্রিশিখকং (৫) দোর্ভির্দধানং ভজে॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ২৯॥ ততো গণেশোক্তপীঠশক্ত্যন্তং সংপূজ্য ওঁ হুং হুং মহাসিংহায় গাং হেরম্বাসনায় নমঃ ইত্যাসনং পূজয়েৎ। তথা চ নিবন্ধে।—প্রণবং কবচদ্বন্দ্বং মহাসিংহায় গাং ততঃ। হেরম্বেতি পদং পশ্চাদাসনায় হৃদন্ততঃ। অয়মাসনমন্ত্রঃ স্যাৎ প্রদদ্যাদমুনাসনম্। পীঠ-ন্যাসেঽপ্যয়ং মন্ত্রঃ। তথা চ নিবন্ধে।—আসনে যো মনুঃ প্রোক্তস্তন্ন্যাসেঽপি স এব হি। ততঃ ওঁ গমিতিমন্ত্রেণ মূর্ত্তিং কল্পয়েৎ। তথা চ নিবন্ধে।—তারাদিবিন্দু-(৬) বীজেন মূর্ত্তিং তস্য প্রকল্পয়েৎ। ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং

পীঠন্যাস করিয়া শিরসি গণকঋষয়ে নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত প্রণালীক্রমে ঋষ্যাদি-ন্যাস করিয়া গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা, গূং শিখায়ৈ বষট্, গৈং কবচায় হুং, গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এবং গাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ২৭।২৮। ধ্যান যথা।—যাঁহার হস্তীর ন্যায় পাঁচটি বদন, প্রত্যেক বদনে তিনটি নেত্র। কোন বদন মুক্তার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কোন মুখ কাঞ্চনের ন্যায় পীতবর্ণ, কোন মুখ নীলবর্ণ, কোন মুখ কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র, কোন বদন কুঙ্কুমের ন্যায় রক্তবর্ণ। যাঁহার শিরোদেশে চন্দ্র, গাত্রকান্তি সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ। সিংহের উপরে যিনি গর্ব্বিত ভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। হস্ত সমূহে বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, মোদক, নিজদন্ত, টাঙ্গি অস্ত্র, মুণ্ডমালা, মুদ্গর, অঙ্কুশ ও ত্রিশূল ধারণ করিতেছেন, সেই হেরম্বকে আমি ভজনা করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপ-চারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। ২৯। তাহার পর গণেশপূজোক্ত পীঠপূজা করিয়া ওঁ হুং হুং মহাসিংহায় গাং হেরম্বাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে আসন পূজা করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—প্রথমে প্রণব (ওঁ) পরে দুই কবচ (হুং হুং) তাহার পর মহাসিংহায় গাং তাহার পরে হেরম্বাসনায় নমঃ, ইহা আসন মন্ত্র, এই মন্ত্রে আসন প্রদান করিবে। পীঠন্যাসেও এই মন্ত্র জানিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—আসন দানে যে মন্ত্র পীঠন্যাসেও সেই মন্ত্র। তাহার পর ওঁ গং এই মন্ত্রে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান

---

(১) এতেন পঞ্চানাং মুখানাং বর্ণকথনম্ (খ টি) ঘুসৃণং কুঙ্কুমম্।

(২) এতেন প্রতিবদনং ত্রিনেত্রম্। (৩) হরিঃ সিংহঃ।

(৪) এতৎপক্ষে মুণ্ডমালাম্। (৫) ত্রিশূলম্। (৬) ওঁ গম্।

বিধায়াবরণপূজামারভেত। যথা—অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ গাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। পত্রেষু বিঘ্নং বিনায়কং শূরং বীরং বরদসংজ্ঞকম্। ইভবক্ত্রমেক-করদং লম্বোদরঞ্চ পূজয়েৎ। পত্রাগ্রে লোকপালান্ তদ্বহিরিন্দ্রাদীন বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৩০ ॥ অস্য পুরশ্চরণং ত্রিলক্ষজপঃ। তথা চ,—লক্ষত্রয়ং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াত্ততঃ ॥ ৩১ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—গং ক্ষিপ্রপ্রসাদনায় নমঃ,। তথা চ নিবন্ধে।—সম্বর্ত্তকো নেত্রযুতঃ পার্শ্বো বহ্ন্যাসনে স্থিতঃ। প্রসাদনায় হৃন্মন্ত্রঃ স্ববীজাদ্যো দশাক্ষরঃ (১) ॥ ৩২ ॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদিপীঠন্যাসান্তং কর্ম্ম সমাপ্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি গণক-ঋষয়ে নমঃ, মুখে বিরাট্‌ছন্দসে নমঃ, হৃদি ক্ষিপ্রপ্রসাদনায় দেবতায়ৈ নমঃ। তদুক্তং,—গণকো মুনিরাখ্যাতো বিরাট্ ছন্দ উদীরিতম্। ক্ষিপ্রপ্রসাদনো বিঘ্নো দেবতাস্য প্রকীর্ত্তিতা। দীর্ঘযুক্তেন বীজেন ষড়ঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ। একাক্ষরবৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা ধ্যায়েৎ ॥ ৩৩ ॥ পাশাঙ্কুশৌ কল্পলতাং বিষাণং দধৎ স্বশুণ্ডাহিতবীজপূরঃ। রক্তস্ত্রিনেত্র-

আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। পদ্মদলে ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, ওঁ বিনায়কায় নমঃ, ওঁ শূরায় নমঃ, ওঁ বীরায় নমঃ, ওঁ বরদায় নমঃ, ওঁ ইভবক্ত্রায় নমঃ, ওঁ একরদায় নমঃ, ওঁ লম্বোদরায় নমঃ, এই প্রকারে পূজা করিয়া দলের অগ্রে লোকপালগণের ও দলের বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে। তাহার পর ধূপাদি-বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে। ৩০। ইহার পুরশ্চরণে তিনলক্ষ জপ করিবে। প্রমাণে আছে,—তিন লক্ষ মন্ত্রজপ করিবে তাহার দশাংশ (ত্রিশ হাজার) হোম করিবে। ৩১।

হেরম্বের মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে।—নিবন্ধে বলিয়াছেন,—নেত্র (ই) যুক্ত সংবর্ত্তক (ক্ষ) বহ্নি (র) যুক্ত পার্শ্ব (প), তাহার পর (প্রসাদনায়) এই পদ, তাহার পরে (নমঃ) পদ। সর্ব্বাগ্রে নিজবীজ (গং) যোগ দিলে হেরম্বের আর একটি দশাক্ষর মন্ত্র হইবে। ৩২। এই মন্ত্রের পূজাক্রম এই,—অগ্রে প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। শিরসি ওঁ গণকঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ বিরাট্‌ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ ক্ষিপ্রপ্রসাদনায় দেবতায়ৈ নমঃ। প্রমাণে বলিয়াছেন,—গণক ইহার ঋষি, বিরাট ছন্দ, ক্ষিপ্রপ্রসাদন বিঘ্ন ইহার দেবতা, বীজমন্ত্রে দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে। গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, গৈং অনামিকাভ্যাং হুং, গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট এবং গাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি-ক্রমে একাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ৩৩। ধ্যান যথা,—যিনি

---

(১) সংবর্ত্তকঃ (ক্ষকারঃ) নেত্রং (ই), পার্শ্বঃ (প) বহ্নিঃ (র) হৃৎ নমঃ স্ববীজং (গং) গং ক্ষিপ্রপ্রসাদনায় নমঃ ইতি মন্ত্রঃ।

স্তরুণেন্দুমৌলির্হারোজ্জ্বলো হস্তিমুখোঽবতাদ্বঃ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেত। অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ গাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। তথা চ নিবন্ধে।—অঙ্গানি পূর্ব্বমভ্যর্চ্চ্য বিঘ্নানষ্টৌ যজেত্ততঃ। পত্রেষু পূজয়েদেতা ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্তদনন্তরম্। পত্রেষু—বিঘ্নং বিনায়কং শূরং বীরং বরদসংজ্ঞকম্। ইভবক্ত্রৈকরদং লম্বোদরঞ্চ পূজয়েৎ। পত্রাগ্রে,—ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথা চ,—লক্ষং জপেজ্জপস্যান্তে জুহুয়াদযুতং তিলৈঃ। মধুরত্রিতয়ৈ-(১)র্ব্বাপি দ্রব্যৈরষ্টাভিরীরিতৈঃ ॥ ৩৬ ॥

অথ হরিদ্রাগণেশমন্ত্রাঃ।—পঞ্চান্তকো (২) ধরাসংস্থো (৩) বিন্দুভূষিতমস্তকঃ। একাক্ষরো (৪) মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। অস্য বশিষ্ঠ ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দো হরিদ্রাগণপতির্দ্দেবতা গকারো বীজং লকারঃ শক্তিঃ। বীজেনৈব ষড়ঙ্গকম ॥ ৩৭ ॥ ধ্যানন্তু।—

হস্তে পাশ, অঙ্কুশ কল্পলতা ও গজদন্ত ধারণ করিয়াছেন; নিজশুণ্ডের উপরে দাড়িম রাখিয়াছেন। যাহার শরীর রক্তবর্ণ, মুখে তিনটি নেত্র, মৌলিদেশে কপালে তরুণ চন্দ্র ও গলদেশে উজ্জ্বলহার, হস্তীর ন্যায় যাহার মুখ, সেই দেবতা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। ৩৪। তাহার পরে পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপূর্ব্বক আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া আবরণ পূজা করিবে। অগ্নিপ্রভৃতি চারিকোণে মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে গাং হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদিরূপে ষড়ঙ্গপূজা করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—অগ্রে অঙ্গপূজা করিয়া পদ্মদলে অষ্ট বিঘ্নের পূজা করিবে। তাহার পরে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃকাগণের পূজা করিবে। পদ্মদলে বিঘ্ন, বিনায়ক, শূর, বীর, বরদ, ইভবক্ত্র, একরদ ও লম্বোদর, এই সকল দেবতার পূজা করিবে। পদ্মদলের অগ্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃকাগণ, তদ্বহির্দ্দেশে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। পরে ধূপাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিবে।৩৫। এই মন্ত্রের পুনশ্চরণে একলক্ষ জপ এবং জপান্তে তিল কিংবা ঘৃত, মধু ও শর্করা অথবা গণেশমন্ত্রোক্ত অষ্টদ্রব্যদ্বারা অযুত হোম করিবে। ৩৬।

অতঃপর হরিদ্রাগণেশের মন্ত্র কথিত হইতেছে।—পঞ্চান্তক শব্দে (গ) ঐ গ ধরা অর্থাৎ ল'এর সঙ্গে যুক্ত হইলে এবং তাহার উপরে বিন্দু বসিলে একাক্ষর মহামন্ত্র হয় উহাই হরিদ্রাগণেশের মন্ত্র, ঐ মন্ত্র সকলপ্রকার কামনা সিদ্ধ করে। বশিষ্ঠ এই মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, হরিদ্রাগণেশ দেবতা, গকার বীজ এবং লকার শক্তি। ইহাদিগের দ্বারা

---

(১) ঘৃতমধুশর্করাভিঃ। (২) পঞ্চান্তকঃ (গ)।

(৩) ধরাসংস্থঃ (ল)। (৪) গ্লঃ ইত্যেকাক্ষরো মন্ত্রঃ

হরিদ্রাভং চতুর্ব্বাহুং হারিদ্রবসনং (১) বিভুম্। পাশাঙ্কুশধরং দেবং মোদকং দন্তমেব চ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনাদি-তীব্রাদিপীঠমন্বন্তাং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা গণপতিং পূজয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ আবরণপূজাবিনিয়োগমেকাক্ষরগণপতিবৎ ॥ ৩৯ ॥ অস্য পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ। ত্রিমধুরযুক্তহরিদ্রাচূর্ণমিশ্রিতৈস্তণ্ডুলৈরযুতহোমঃ ॥ ৪০ ॥

তন্ত্রান্তরে।—মন্ত্রোদ্ধারমহং বক্ষ্যে শৃণুষ কমলাননে। ইন্দ্রবীজং (২) সমুদ্ধৃত্য নিজবীজং (৩) সমুদ্ধরেৎ। চতুর্দ্দশস্বরেণাঢ্যং (৪) বিন্দুভূষিতমস্তকম্। একাক্ষরী মহাবিদ্যা কথিতা পদ্মযোনিনা ॥ ৪১ ॥ অস্য পূজাদিকং সর্ব্বং মহাগণপতিবৎ। করাঙ্গন্যাসৌ তু ষড়দীর্ঘযুক্তেন স্ববীজেন ॥ ৪২ ॥ অস্য ভেদান্তরম্।—লক্ষ্যাদ্যাং বাথ কূর্চ্চাদ্যাং মায়াদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ। কামাদ্যাং বা বধূবীজাদ্যাং বা তুপ্র(৫)জপেৎ সদা। ওঁকারাদ্যাং মহাবিদ্যাং নিজবীজাদিকাং তথা (৬) ॥ ৪৩ ॥ দ্ব্যক্ষরী চ মহাবিদ্যা ত্র্যক্ষরী চাস্ত্র-

ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদিরূপে বীজমন্ত্রদ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ৩৭। ধ্যান যথা,—যাঁহার শরীর হরিদ্রাবর্ণ, পরিধানে হরিদ্রাক্ত বস্ত্র, চারিহস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বরমুদ্রা, মোদক ও দন্ত ধারণ করিতেছেন ঈদৃশ প্রভুতাশালী দেবতাকে ধ্যান করিবে। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, শঙ্খস্থাপন, তীব্রাদি পীঠপূজা ও পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ৩৮। ইহার আবরণ দেবতার পূজা প্রভৃতি সমস্তই একাক্ষরগণেশমন্ত্রোক্ত পূজার ন্যায় করিবে। ৩৯। এই দেবতার পুরশ্চরণে চারিলক্ষ জপ এবং ঘৃত, মধু, শর্করা ও হরিদ্রাচূর্ণমিশ্রিত তণ্ডুলদ্বারা অযুত হোম করিতে হয়। ৪০।

হে কমলাননে! আমি হরিদ্রাগণেশের অন্য একটি মন্ত্র উদ্ধার করিয়া বলিব, তুমি শ্রবণ কর।—ইন্দ্রবীজ (ল) নিজবীজ (গ) ইহাতে চতুর্দ্দশ স্বর (ঔ) যুক্ত করিয়া তাহার মস্তকে বিন্দু প্রদান করিবে। পদ্মযোনি ইহাকে একাক্ষরী মহাবীজ বলিয়াছেন। ৪১। এই মন্ত্রের পূজাদি সমস্তই মহাগণপতিপূজাবৎ করিবে। কেবল করাঙ্গন্যাস নিজবীজ গং মন্ত্রে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা, ইত্যাদিরূপে করিবে, এই মাত্র বিশেষ। ৪২। এই হরিদ্রাগণেশের আরও কতকগুলি মন্ত্র বলা যাইতেছে। উক্ত একাক্ষরমন্ত্রের আদিতে শ্রীবীজ (শ্রীং), কূর্চ্চবীজ (হুং) মায়াবীজ (হ্রীং), কামবীজ (ক্লীং), বধূবীজ (স্ত্রীং), কিংবা (ওঁ) অথবা নিজবীজ (গং)

---

(১) হারীতবসনমিতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ।

(২) লং। (৩) গ। (৪) ঔ। গ্লৌং ইত্যেকাক্ষরো মন্ত্রঃ।

(৫) কামাদ্যাং বধূবীজাদ্যাং বাগাদ্যাং বা জপেৎ সদা ইতি মুদ্রিতাদর্শপুস্তকপাঠঃ।

(৬) শ্রীং গ্লৌং। হুং গ্লৌং। হ্রীং গ্লৌং। ক্লীং গ্লৌং। স্ত্রীং গ্লৌং। ওঁ গ্লৌং। গং গ্লৌং গং গ্লৌং ফট্। গং গ্লৌং স্বাহা। (ক টি)। শ্রীং গ্লৌং স্বাহা (খ টি)।

সংযুতা। চতুর্ব্বর্ণাত্মিকা বিদ্যা বহ্নিজায়াবধিঃ প্রিয়ে ॥ ৪৪ ॥ এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্যে চ সুদুর্লভা। চতুর্ব্বর্গপ্রদা সাক্ষান্মহাপাতকনাশিনী। এতাসাং পূজাদিকং মহাগণপতিমন্ত্রবৎ ॥ ৪৫ ॥

অথ বক্ষ্যে শ্রিয়ো মন্ত্রান্ শ্রীসৌভাগ্যফলপ্রদান্। যস্যাঃ কটাক্ষমাত্রেণ ত্রৈলোক্যমপি বর্দ্ধতে ॥ ১ ॥ অথ লক্ষ্মীমন্ত্রাঃ।—বান্তং (১) বহ্নিসমারূঢ়ং বামনেত্রেন্দুসংযুতম্। বীজমেতৎ শ্রিয়ো দেব্যাঃ সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ২ ॥ অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—সামান্য-পূজাপদ্ধত্যুক্ত-প্রাতঃকৃত্যাদিপীঠন্যাসান্তং কর্ম্ম বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি ভৃগবে ঋষয়ে নমঃ, মুখে নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে শ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। কেশরেষু মধ্যে চ পীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ ন্যসেৎ। যথা—ওঁ বিভূত্যৈ নমঃ। এবং উন্নত্যৈ কান্ত্যৈ সৃষ্ট্যৈ কীর্ত্ত্যৈ সন্নত্যৈ ব্যুষ্ট্যৈ উৎকৃষ্ট্যৈ ঋদ্ধ্যৈ ॥ তথাচ নিবন্ধে।—বিভূতিরুন্নতিঃ কান্তিঃ সৃষ্টিঃ কীর্ত্তিশ্চ সন্নতিঃ ॥ ব্যুষ্টিরুৎকৃষ্টির্ঋদ্ধিশ্চ সংপ্রোক্তা নব শক্তয়ঃ ॥ ৩ ॥ ততঃ শ্রীং কমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনং ন্যসেৎ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। শ্রূং মধ্যমাভাং বষট্ ॥ শ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। শ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট এবং শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ন্যসেৎ ॥ তথাচ নিবন্ধে।—অঙ্গানি দীর্ঘযুক্তেন রমাবীজেন কল্পয়েৎ ॥ ৪ ॥ ততো ধ্যানম্।

ইহাদের কোন একটি যুক্ত করিলে এক একটি দ্ব্যক্ষর মন্ত্র হইবে। ঐ দ্ব্যক্ষর মন্ত্রের অন্তে ফট্ এই শব্দ যোগ করিলে ত্র্যক্ষর এবং স্বাহা এই শব্দ যোগ করিলে চতুরক্ষর মন্ত্র হয়, এই সকল মন্ত্র ত্রিভুবনে অতি দুর্লভ। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গফল প্রদান করে এবং মহাপাতক নাশ করে। এই সকল মন্ত্রের পূজাও মহাগণপতিমন্ত্রের ন্যায় করিবে। ৪৩—৪৫।

যাঁহার কটাক্ষমাত্রে সমস্ত জগৎ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে, যাঁহার মন্ত্রের উপাসনা করিলে সম্পদ্ ও সৌভাগ্য লাভ হয়, সেই লক্ষ্মীদেবীর মন্ত্র সকল বলা হইতেছে। বএর অন্ত্যবর্ণ শ, বহ্নি (র) সংযুক্ত করিয়া তাহাতে বামনেত্র (ঈ) এবং ইন্দু (ং) যোগ করিলে যে মন্ত্র হয়, তাহাই লক্ষ্মীদেবীর বীজমন্ত্র, এই মন্ত্রে সকল কামনা সিদ্ধ হয়। পূজা-প্রয়োগ যথা—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাসপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। শিরসি ভৃগবে ঋষয়ে নমঃ, মুখে নিবৃদ্গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে শ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। হৃৎপদ্মকেশরে এবং মধ্যে ওঁ বিভূত্যৈ নমঃ, ইত্যাদি নবশক্তিন্যাস করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—বিভূতি, উন্নতি, কান্তি, সৃষ্টি, কীর্ত্তি, সন্নতি, ব্যুষ্টি, উৎকৃষ্টি ও ঋদ্ধি এই নয়টি শক্তি। তাহার পরে শ্রীং কমলাসনায় নমঃ বলিয়া আসন ন্যাস করিবে। তাহার পরে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে তাহার প্রণালী মূলে দ্রষ্টব্য।

---

(১) বান্তং শকারঃ। শ্রীং ইত্যেকাক্ষরো মন্ত্রঃ।

কমলা।

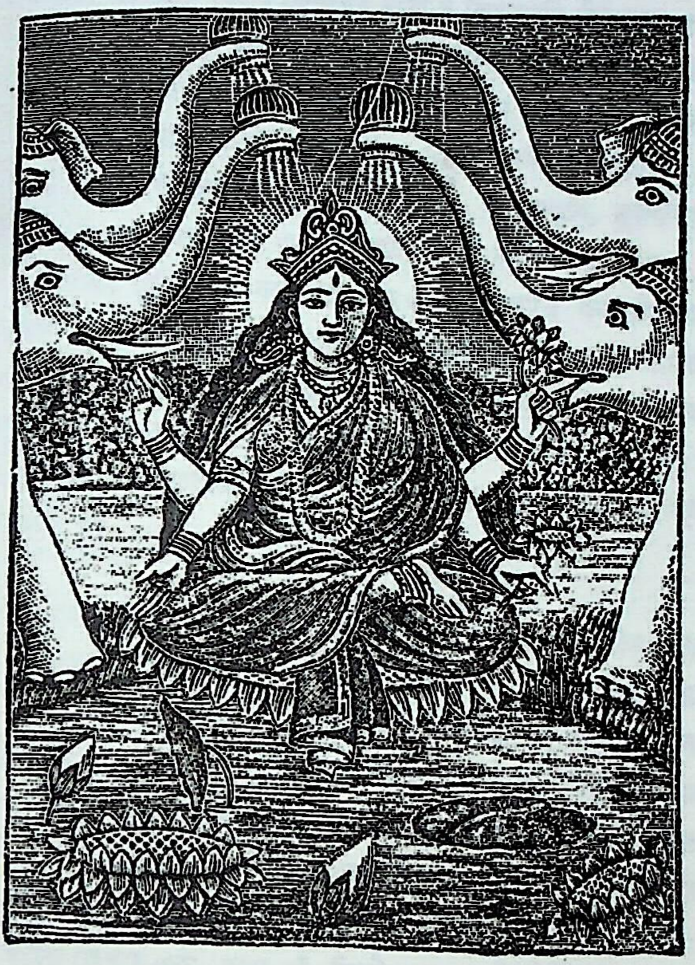

২১৮ পৃঃ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

—কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈঃ(১) হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্। বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ (২) কিরীটোজ্জ্বলাং, ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য, শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥৫॥ ততঃ পীঠপূজাং বিধায় কেশরেষু মধ্যে চ বিভূত্যাদি পীঠমন্ত্রান্তং সম্পূজ্য মূলেন মূর্ত্তিং পরিকল্প্য, পুনর্ধ্যাত্বা, আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং কর্ম্ম বিধায়, আবরণপূজামারভেত। তদ্‌যথা।—অগ্ন্যাদিকেশরেষু মধ্যে দিক্ষু চ শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা সংপূজ্য দিগ্‌দলেষু পূর্ব্বাদি ওঁ বাসুদেবায় নমঃ, এবং সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, বিদিগ্‌দলেষু অগ্ন্যাদি ওঁ দমকায় (৩) নমঃ, সলিলায়, গুগ্‌গুলবে, কুরুণ্টকায়। ততো দেব্যা দক্ষিণে ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, এবং বসুধায়ৈ, বামে ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ এবং বসুমত্যৈ। পত্রাগ্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ বলাক্যৈ নমঃ এবং বিমলায়ৈ কমলায়ৈ বনমালিকায়ৈ বিভাবিকায়ৈ মালিকায়ৈ শাঙ্কর্য্যৈ বসুমালিকায়ৈ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৬ ॥ অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ। তথা চ।—ভানুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দীক্ষিতো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। তৎসহস্রঞ্চ জুহুয়াৎ কমলৈর্ম্মধুরোক্ষিতৈঃ। জপান্তে জুহুয়ান্মন্ত্রী তিলৈর্ব্বা মধুরাপ্লুতৈঃ। বিল্বৈঃ ফলৈর্ব্বা জুহুয়াত্রিভির্ব্বা সাধকোত্তমঃ ॥ ৭ ॥

নিবন্ধে বলিয়াছেন,—লক্ষ্মীবীজে দীর্ঘস্বর যোজনা করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে। ৩।৪। তাহার পরে ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—সুবর্ণের ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, হিমালয়প্রতিম চারিটী হস্তী শুণ্ডদ্বারা অমৃতপূর্ণ হিরণ্ময় কলস তুলিয়া অমৃতধারা দ্বারা যাঁহার অভিষেক করিতেছে, যিনি দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও অধোহস্তে বরমুদ্রা এবং বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও অধোহস্তে অভয় মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার মস্তকে রত্নমুকুট, পরিধানে পট্টবস্ত্র এবং যিনি পদ্মোপরি উপবিষ্টা, সেই লক্ষ্মীদেবীকে বন্দনা করি। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে। ৫। অনন্তর পীঠপূজা করিয়া কেশরে এবং মধ্যে ওঁ বিভূত্যৈ নমঃ ইত্যাদিক্রমে নবশক্তির পূজা করিবে। তাহার পরে মূলমন্ত্রে মূর্ত্তিকল্পনাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করত আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। আবরণপূজাপ্রণালী মূলে দ্রষ্টব্য। পদ্মের বাহিরে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও বজ্রাদির পূজা করিবে। ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৬। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশলক্ষ জপ করিবে এবং জপান্তে ঘৃতমধুশর্করাযুক্ত পদ্ম, ঘৃতমধুশর্করাযুক্ত তিল

---

(১) ঐরাবতাখ্যৈর্গজৈঃ (খ টি)।

(২) তথাচ দক্ষিণাধো বরং, দক্ষিণোর্দ্ধে পদ্মম্। বামোর্দ্ধে পদ্মং বামাধোঽভয়ং দধতীমিতি (আ॰ বি॰) ব্যাখ্যানম্। (৩) মদকায় ইতি মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ। দমূকায় ইতি (আ॰ বি॰) পাঠঃ।

মন্ত্রান্তরম্ ।—বাগভবং বনিতা বিষ্ণোর্ম্মায়া মকরকেতনঃ (১)। চতুর্ব্বর্ণাত্মকো (২) মন্ত্রশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ ॥ ৮ ॥ অস্য পূজাদিকং পূর্ব্ববদ্বোধ্যম্। (তথাচ,—রমায়াঃ কল্পিতে পীঠে তদ্বিধানেন পূজয়েৎ। কুর্য্যাৎ প্রয়োগাংস্তত্রস্থান্ মনুনা সাধকোত্তমঃ। নিধিভিঃ সেব্যতে নিত্যং মূর্ত্তিমদ্ভিরুপস্থিতৈঃ (৩) ॥ ৯ ॥) ধ্যানে তু বিশেষো যথা,—মাণিক্যপ্রতিমপ্রভাং হিমনিভৈস্তুঙ্গৈশ্চতুর্ভির্গজৈর্হস্তাগ্রাহিতরত্নকুম্ভসলিলৈরাসিচ্যমানাং সদা। হস্তাব্জৈর্ব্বরদানমম্বুজযুগাভীতীর্দ্দধানাং হরেঃ কান্তাং কাঙ্ক্ষিতপারিজাতলতিকাং বন্দে সরোজাসনাম্ ॥ ১০ ॥ অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ। তথাচ—ভানুলক্ষং হবিষ্যাশী জপেদন্তে সরোরুহৈঃ। জুহুয়াদরুণৈঃ ফুল্লৈ-(৪) স্তৎসহস্রং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রান্তরম্। নমঃ কমলবাসিন্যৈ ঠদ্বয়-(৫) মিতি প্রোক্তো দশাক্ষরঃ। তথাচ নিবন্ধে,—দীর্ঘো যাদির্ব্বিসর্গান্তো ব্রহ্মা ভানুর্ব্বসুন্ধরা (৬)। বান্তে সিন্যৈ প্রিয়া বহ্নে-

অথবা বিল্বফল, কিংবা ঘৃতমধুশর্করাযুক্ত উক্ত তিন দ্রব্য দ্বারা ১২ হাজার হোম করিবে। ৭।

লক্ষ্মীর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে।—বাগ্ভব (ঐং) বিষ্ণুবনিতা (শ্রীং) মায়া (হ্রীং) মকরকেতন (ক্লীং) এই চারিটি বীজ সম্মিলিত হইয়া অপর একটি লক্ষ্মীমন্ত্র হয়। এই মন্ত্রে চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হয়। এই মন্ত্রের পূজাদি পূর্ব্বমন্ত্রের মত। প্রমাণে তাহাই বলিয়াছেন,—লক্ষ্মীদেবীর কল্পিত পীঠে একাক্ষর মন্ত্রের বিধানে পূজা করিবে। একাক্ষর মন্ত্রের যে সকল প্রয়োগ তাহাই করিবে। এই মন্ত্রের সাধককে নিধি সকল মূর্ত্তিমান হইয়া আসিয়া নিত্য সেবা করিয়া থাকে। ধ্যানে কিছু বিশেষ আছে যথা,—যাঁহার দেহকান্তি মাণিক্যের ন্যায় উজ্জ্বল, শুভ্রবর্ণ বৃহৎকায় চারিটী হস্তী শুণ্ডধৃতরত্নকুম্ভনিঃসৃত জলদ্বারা যাঁহার সর্ব্বদা অভিষেক করিতেছে; যাঁহার চারি হস্তে বরমুদ্রা, সম্পদ, দুইটী পদ্ম ও অভয়মুদ্রা রহিয়াছে; যিনি পারিজাতলতা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, সেই সরোজবাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বন্দনা করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্তবিধানে পূজা করিবে। ১০। ইহার পুরশ্চরণে বার লক্ষ জপ করিবে। প্রমাণে আছে—হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া দ্বাদশলক্ষ জপ করিবে, জপান্তে দ্বাদশসহস্র প্রফুল্ল রক্তপদ্মদ্বারা হোম করিবে। ১১।

লক্ষ্মীর অন্য মন্ত্র কথিত হইতেছে।—দীর্ঘ (ন) বিসর্গান্ত য-এর আদিবর্ণ (মঃ) ব্রহ্মা (ক), ভানু (ম), বসুন্ধরা (ল) এবং বা ইহার পরে সিন্যৈ তাহার পরে বহ্নি-

---

(১) বাগ্ভবং (ঐং) বিষ্ণুবনিতা (শ্রীং) মায়া (হ্রীং) মকরকেতনঃ (ক্লীং) ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং ইত্যপরো মন্ত্রঃ। (২) চতুর্ব্বীজাত্মকঃ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৩) বন্ধনীমধ্যপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। (৪) পুষ্পৈরিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৫) নমঃ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা ইত্যপরো মন্ত্রঃ।

(৬) দীর্ঘঃ (ন) যাদিঃ (ম) ব্রহ্মা (ক) ভানুঃ (ম) বসুন্ধরা (ল)।

র্মনুঃ প্রোক্তো দশাক্ষরঃ ॥ ১২ ॥ অস্য পূজা।—পূর্ব্ববৎ পীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা—শিরসি দক্ষঋষয়ে নমঃ। মুখে বিরাট্ ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ সারদায়াম্।—ঋষির্দক্ষো বিরাট্ ছন্দো দেবতা শ্রীঃ সমীরিতা ॥ ১৩॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—ওঁ দেব্যৈ নমোঽঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ পদ্মিন্যৈ নমস্তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমো মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ বরদায়ৈ নমোঽনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ কমলরূপায়ৈ নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং ওঁ দেব্যৈ নমো হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। (১) তথাচ নিবন্ধে।—দেব্যৈ হৃদয়মাখ্যাতং পদ্মিন্যৈ শির ঈরিতম্। বিষ্ণুপত্ন্যৈ শিখা প্রোক্তা বরদায়ৈ তনুচ্ছদম্। অস্ত্রং কমলরূপায়ৈ নমোঽন্তাঃ প্রণবাদিকাঃ ॥ ১৪ ॥ ততো ধ্যানম্।—আসীনা সরসীরুহে স্মিতমুখী হস্তাম্বুজৈর্ব্বিভ্রতী, দানং (২) পদ্মযুগাভয়ে চ বপুষা সৌদামিনীসন্নিভা (৩)। মুক্তাহারবিরাজমানপৃথুলোত্তুঙ্গস্তনোদ্ভাসিনী, পায়াদ্বঃ কমলা কটাক্ষবিভবৈরানন্দয়ন্তী হরিম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য, শঙ্খস্থাপনং কৃত্বা, পূর্ব্বোক্তপীঠশক্তিসহিতপীঠমন্বন্তাং পীঠপূজাং বিধায়, পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজাং কুর্য্যাৎ ॥ ১৫ ॥ অগ্ন্যাদিচতুষ্কোণমধ্যে দিক্ষু চ ওঁ দেব্যৈ নমো হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ পদ্মিন্যৈ নমঃ শিরসে স্বাহা। ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমঃ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ বরদায়ৈ নমঃ কবচায় হুং। ওঁ কমলরূপায়ৈ নমোঽস্ত্রায় ফট্। ততঃ পূর্ব্বাদিদলেষু পূর্ব্ববদ্বলাক্যাদিকাঃ পূজয়েৎ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ।

পত্নী (স্বাহা) এই দশাক্ষর মন্ত্র। ১২। এই মন্ত্রের পূজাপ্রণালী এই;—প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাসপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। এই সকল ন্যাসের প্রণালী উপরে দ্রষ্টব্য। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ যোগ দিয়া দেব্যৈ বলিয়া হৃদয়, পদ্মিন্যৈ বলিয়া মস্তক, বিষ্ণুপত্ন্যৈ বলিয়া শিখা, বরদায়ৈ বলিয়া কবচ এবং কমলরূপায়ৈ বলিয়া অস্ত্রন্যাস করিবে। ১৩। ১৪। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা,—যিনি হস্তপদ্মে বরমুদ্রা, দুইটি পদ্ম ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া সহাস্যবদনে পদ্মের উপরে উপবেশন করিয়া আছেন, সৌদামিনীর ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, যাঁহার পীনোত্তুঙ্গ স্তনে মুক্তাহার শোভা পাইতেছে, এবং যিনি কটাক্ষ-বিক্ষেপে হরির আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন, সেই কমলা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, শঙ্খস্থাপন, পূর্ব্বোক্তবিধানে পীঠপূজা, পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। ১৫। যথা—অগ্ন্যাদি-চতুষ্কোণে, মধ্যে ও দিক্চতুষ্টয়ে ওঁ দেব্যৈ নমো হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদিরূপে পঞ্চাঙ্গপূজা করিয়া

---

(১) ন্যাগাবেতৌ পঞ্চাঙ্গৌ ইতি (আ০ বি০)। (২) দানং বরমিত্যর্থঃ (খ টি)।
(৩) গৌরবর্ণা ইত্যর্থঃ।

ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৬ ॥ অস্য পুরশ্চরণজপো দশলক্ষঃ। তথা চ,—দশলক্ষং জপেন্মন্ত্রং মন্ত্রবিদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। দশাংশং জুহুয়ান্মন্ত্রী মধুরাক্তৈঃ সরোরুহৈঃ ॥ ১৭ ॥

অথ মহালক্ষ্মীমন্ত্রঃ।—তারো বাগ্‌ভবং মায়া রমা কামঃ হসৌর্জগৎ প্রসূত্যৈ নমঃ। তথাচ—বাগ্‌ভবং শম্ভুবনিতা রমা মকরকেতনঃ। তার্তীয়ঞ্চ জগৎ পার্শ্বো বহ্নিবীজসমুজ্জ্বলঃ। অর্ঘীশাঢ্যো ভৃগুস্ত্যৈহৃন্মন্ত্রোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ (১)। মহালক্ষ্ম্যাঃ সমুদ্দিষ্টস্তারাদ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ ॥ ৪৮ ॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি শ্রীবীজোক্তপীঠন্যাসান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি মহালক্ষ্ম্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ১৯ ॥ ততো মূলেন করৌ সংশোধ্য অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমেণ প্রত্যেকং তারাদিনমোঽন্তানি পঞ্চবীজানি ন্যসেৎ। যথা ওঁ ঐং নমঃ, ওঁ হ্রীং নমঃ, ওঁ শ্রীং নমঃ, ওঁ ক্লীং নমঃ, ওঁ হসৌঃ নমঃ, ওঁ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ ইতি করতলে। ততো মস্তকাদিচরণং যাবন্মূলেন ব্যাপকং কুর্য্যাৎ। ততো মূর্দ্ধাস্যহৃদয়গুহ্যপাদেষু পঞ্চ বীজানি ন্যসেৎ। শেষাক্ষরাণি হৃদয়ে সপ্তধাতুষু (২)। তথাচ নিবন্ধে।—হস্তৌ সংশোধ্য মূলেন তারাদিহৃদয়ান্তকম্। বীজানাং পঞ্চকং ন্যস্যেদঙ্গুলীষু যথাক্রমম্। মন্ত্রশেষং ন্যসেন্মন্ত্রী তলয়োরুভয়োরপি। মূর্দ্ধাদিচরণং যাবন্মূলেন ব্যাপকং ন্যসেৎ। মূর্দ্ধাস্য-

---

পূর্ব্বাদিদলে পূর্ব্ববৎ বলাকী প্রভৃতি দেবতার পূজা করিবে। দলের বাহিরে ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপাদি-বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৬। মন্ত্রবিৎ জিতেন্দ্রিয় সাধক এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশলক্ষ জপ করিয়া জপান্তে ঘৃত, মধু ও শর্করাযুক্ত পদ্মদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। ১৭।

অনন্তর মহালক্ষ্মীর মন্ত্র কথিত হইয়াছে।—বাগ্‌ভব (ঐং), মায়া (হ্রীং), রমাবীজ (শ্রীং) কামবীজ (ক্লীং) তার্তীয়বীজ (হসৌ) (জগৎ) পার্শ্ব (প) বহ্নিবীজ (র) যুক্ত, অর্ঘীশ (উ) যুক্ত ভৃগু (স), (ত্যৈ) হৃৎ (নমঃ) মহালক্ষ্মীর এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, ইহার আদিতে প্রণব যোগ করিলে ইহা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ হয়। ১৮। এই মন্ত্রের পূজাক্রম যথা,—প্রাতঃকৃত্য হইতে লক্ষ্মীমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া উপরিলিখিত নিয়মে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ১৯। তৎপরে মূলমন্ত্রে করশোধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠাদিতে অগ্রে প্রণব ও অন্তে নমঃ যোগ দিয়া পঞ্চবীজের ন্যাস করিবে যথা—অঙ্গুষ্ঠে ওঁ ঐং নমঃ, তর্জ্জনীতে ওঁ হ্রীং নমঃ, মধ্যমাতে ওঁ শ্রীং নমঃ, অনামিকাতে ওঁ ক্লীং নমঃ, কনিষ্ঠাতে ওঁ হসৌঃ নমঃ,

---

(১) ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হসৌর্জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ (ক০)। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হসৌর্জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ। তারাদ্য ইতি বাগ্‌ভবং বিহায়েত্যর্থ ইতি (আ০ বি০) তন্মতে ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং হসৌর্জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ ইতি মন্ত্রঃ। তার্তীয়ং (হসৌঃ) পার্শ্বঃ (প) অর্ঘীশঃ (উ), বহ্নিবীজং (র), জগৎ (স্বরূপং) ত্যৈ (স্বরূপম্)।

(২) ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রাণি ধাতবঃ।

বক্ষোগুহ্যাঙ্ঘ্রৌ পঞ্চ বীজানি বিন্যসেৎ। শেষান্ন্যসেৎ সপ্ত বর্ণান্ হৃদয়ে সপ্তধাতুষু ॥২০॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—ঐং জ্ঞানায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং ঐশ্বর্য্যায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। শ্রীং শক্তয়ে মধ্যমাভ্যাং বষট্। ক্লীং বলায় অনামিকাভ্যাং হুং। হসৌঃ বীর্য্যায় কনিষ্ঠাভ্যাং বষট্। জগৎপ্রসূত্যৈ নমস্তেজসে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে।—অঙ্গানি পঞ্চভির্ব্বীজৈরস্ত্রং শেষাক্ষরৈর্ভবেৎ। জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিভির্যুক্তৈশ্চতুর্থ্যান্তৈঃ সজাতিভিঃ। জ্ঞানমৈশ্বর্য্যশক্তী চ বলবীর্য্যে সতেজসী। জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদয়ঃ প্রোক্তাঃ ষট্ ক্রমাদঙ্গদেবতাঃ ॥ ২১ ॥ ততো ধ্যানম্।—বালার্কদ্যুতিমিন্দুখণ্ডবিলসৎকোটীর-(১) হারোজ্জ্বলাং, রত্নাকল্পবিভূষিতাং কুচনতাং শালেঃ করৈর্ম্মঞ্জরীম্। পদ্মং কৌস্তুভরত্নমপ্যবিরতং সংবিভ্রতীং সস্মিতাং, ফুল্লাম্ভোজবিলোচনত্রয়যুতাং ধ্যায়েৎ পরাম্বিকাম্ ॥ বিস্তরেণ তু ধ্যানং সারদায়াং দ্রষ্টব্যম্। ইতি ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ২২ ॥ ততঃ শ্রীবীজোক্তপীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-

করতলে ওঁ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ, এইরূপে ন্যাস করিয়া মস্তক হইতে চরণপর্য্যন্ত মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিবে। তাহার পরে মস্তকে ওঁ নমঃ, মুখে হ্রীং নমঃ, হৃদয়ে শ্রীং নমঃ, গুহ্যে ক্লীং নমঃ, পদে হসৌঃ নমঃ। ত্বক্, মাংস, রক্ত, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতুতে জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ এই মন্ত্রন্যাস করিবে। ২০। মূলমন্ত্রে হস্তশোধন করিয়া অগ্রে প্রণব ও অন্তে নমঃ শব্দ যোগ দিয়া যথাক্রমে পাঁচটি অঙ্গুলিতে পাঁচটি বীজ মন্ত্র ন্যাস করিবে। তাহার পরে মন্ত্রের অবশিষ্টভাগ উভয় করত[illegible]াস করিবে। মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত মূলমন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস করিবে। মস্তক, মুখ, বক্ষ, গুহ্য ও পাদে পঞ্চবীজের ন্যাস করিবে। মন্ত্রের অবশিষ্ট সাতটি বর্ণ সপ্তধাতুতে ন্যাস করিবে। তাহার পরে ঐং জ্ঞানায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং ঐশ্বর্য্যায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে উপরি লিখিত মন্ত্রের করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—জ্ঞান ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি শব্দে চতুর্থী বিভক্তি যোগ ও তাহার অন্তে নমঃ স্বাহা প্রভৃতি শব্দ যোগ করিয়া পাঁচটি বীজে পাঁচ অঙ্গ এবং অবশিষ্ট অক্ষরে অস্ত্র ন্যাস করিবে। জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজ এই ছয়টি যথাক্রমে অঙ্গ দেবতা। ২১। তাহার পরে পরে ধ্যান করিবে। যথা,—উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার আরক্ত দেহপ্রভা, যাঁহার মুকুটে চন্দ্রকলা, কণ্ঠদেশ হারে সুশোভিত, সর্ব্বাঙ্গে রত্নাভরণ, হস্তচতুষ্টয়ে সর্ব্বদা ধান্যমঞ্জরী, পদ্ম ও কৌস্তুভমণি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় যাঁহার তিনটি নয়ন, স্তনভরে অবনতা সেই অম্বিকা দেবীকে ধ্যান করিবে। বিস্তৃত ধ্যান সারদাতিলকে দ্রষ্টব্য। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ২২। তৎপরে লক্ষ্মীমন্ত্রোক্ত পীঠপূজাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহন হই

---

(১) মুকুটম্ (খ টি)।

পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত। যথা—দেব্যা দক্ষিণে শঙ্করনন্দনায় নমঃ, এবং বামে পুষ্পধন্বনে, অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ঐং জ্ঞানায় হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। তথাচ সারদায়াম্।—পূজয়েদ্দক্ষিণে পার্শ্বে দেব্যাঃ শঙ্করনন্দনম্। অন্ততঃ পুষ্পধন্বানং পুষ্পাঞ্জলিকরং যজেৎ। অঙ্গানি পূর্ব্বমুক্তেষু স্থানেষু বিধিবদ্‌যজেৎ॥ পত্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ উমায়ৈ নমঃ, এবং শ্রিয়ৈ সরস্বত্যৈ দুর্গায়ৈ ধরণ্যৈ গায়ত্র্যৈ দেব্যৈ উষায়ৈ; দক্ষিণে জহ্নুসুতায়ৈ, বামে সূর্য্যসুতায়ৈ, পুনর্দক্ষিণে ওঁ শঙ্খনিধয়ে, পুনর্ব্বামে ওঁ পদ্মনিধয়ে, পশ্চিমে ধৃতাতপত্রং বরুণং পূজয়েৎ। যথা—উমাদ্যাঃ পত্রমধ্যস্থাঃ শক্তীরষ্টৌ যজেৎ ক্রমাৎ। অথোমা শ্রীসরস্বত্যৌ দুর্গা ধরণিসংযুতা। গায়ত্রী দেব্যুষা চেতি পদ্মহস্তাঃ সুশোভনাঃ॥ তদ্বাহ্যে দ্বাদশ রাশীন্ নবগ্রহান্ প্রত্যেকেন যজেৎ। তদ্বাহ্যে অষ্টৌ গজান্ ঐরাবতপুণ্ডরীকবামনকুমুদাঞ্জনপুষ্পদন্তসার্ব্বভৌমসুপ্রতীকান্ পূজয়েৎ। তথাচ নিবন্ধে।—জহ্নুসূর্য্যসুতে পূজ্যে পাদপ্রক্ষালনোদ্যতে। শঙ্খপদ্মনিধী পূজ্যৌ পার্শ্বয়োর্ধৃতচামরৌ। ধৃতাতপত্রবরুণং পূজয়েৎ পশ্চিমে ততঃ। সংপূজ্য রাশীন্ পরিতো যজেদথ নবগ্রহান্। অর্চ্চয়েদ্দিগ্‌গজান্ দিক্ষু চতুর্দ্দন্তবিভূষিতান্। ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোঽঞ্জনঃ। পুষ্পদন্তঃ সার্ব্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ তে ক্রমাৎ॥ তত ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ প্রপূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিস-

---

পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত পূজা করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। দেবীর দক্ষিণে ওঁ শঙ্করনন্দনায় নমঃ, বামে ওঁ পুষ্পধন্বনে নমঃ, অগ্নি প্রভৃতি চতুষ্কোণে মধ্যে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে ঐং জ্ঞানায় নমঃ, হ্রীং ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, শ্রীং শক্তয়ে নমঃ, ক্লীং বলায় নমঃ, হসৌঃ বীর্য্যায় নমঃ, জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ, তেজসে নমঃ, এইরূপে পূজা করিবে। সারদাতিলকে বলিয়াছেন,—দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে শঙ্করনন্দন ও বামপার্শ্বে পুষ্পাঞ্জলি হস্ত পুষ্পধন্বার পূজা করিবে। পূর্ব্বোক্ত স্থানে অঙ্গন্যাস মন্ত্রে পূজা করিবে। পদ্মদলে ওঁ উমায়ৈ নমঃ ইত্যাদি (উপরিলিখিত) অষ্টশক্তির পূজা করিবে। তাহার পরে দক্ষিণে ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, বামে ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ, পশ্চিমে ওঁ বরুণায় নমঃ, এই বলিয়া পূজা করিবে। পদ্মদলের মধ্যে উমা প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে। উমা, শ্রী, সরস্বতী, দুর্গা, ধরণি, গায়ত্রী, দেবী ও উষা এই আটটি শক্তি, ইহাঁরা পদ্মহস্তা ও সুশোভনা। পদ্মদলের বাহিরে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই দ্বাদশ রাশি ও রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু এবং কেতু, এই নবগ্রহ এবং তাহার বাহিরে ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক এই অষ্ট গজের পূজা করিবে। নিবন্ধে ইহার বিবরণ দিয়াছেন যথা,—পাদপ্রক্ষালনার্থ উদ্যতা জহ্নুসুতা ও সূর্য্যসুতার পূজা করিবে। উভয় পার্শ্বে চামরধারী শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধির পূজা করিবে। পশ্চিমে ছত্রধারী বরুণের পূজা করিবে। তাহার পর চতুষ্পার্শ্বে মেষ প্রভৃতি দ্বাদশ রাশি, আদিত্যাদি নবগ্রহ এবং অষ্ট—

র্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ২৩ ॥ অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ। তথাচ,—ভানুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াদ্ঘৃতৈঃ। জুহুয়াৎ শ্রীফলৈঃ পদ্মৈঃ প্রত্যেকমযুতদ্বয়ম্। তর্পয়েৎ সলিলৈঃ শুদ্ধৈঃ সুগন্ধৈরযুতদ্বয়ম্। অযুতদ্বয়মিতি বাচনিকব্যবস্থা ॥ ২৪ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—শম্ভুপত্নী প্রিয়া রুদ্ধা কমো ভগবতী মহী। ব্রহ্মাদিত্যো ধরা দীর্ঘা লক্ষ্ম্যাদির্ভগবান্মরুৎ (১)। প্রসীদযুগলং ভূয়ঃ শ্রীরুদ্ধা ভুবনেশ্বরী। মহালক্ষ্মি নমোহস্তঃ স্যাৎ প্রণবাদিরয়ং মনুঃ। (২) মহী লকারঃ, ভগবতী একারবতী, ব্রহ্মা ককারঃ আদিত্যো মকারঃ, ধরা লকারঃ, দীর্ঘা আকারযুক্তা, লক্ষ্ম্যাদির্লকারঃ, মরুৎ যকারঃ একারযুক্তঃ ॥ ২৫ ॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদিপূর্ব্বোক্তঋষ্যাদিন্যাসান্তং বিধায় করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে শ্রীং হ্রীং শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। এবং শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলালয়ে শ্রীং হ্রীং শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। শ্রীং হ্রীং শ্রীং প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং মধ্যমাভ্যাং বষট্। শ্রীং হ্রীং শ্রীং প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং অনামিকাভ্যাং হুং। শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্মি শ্রীং হ্রীং শ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। শ্রীং হ্রীং শ্রীং নমঃ শ্রীং হ্রীং শ্রীং অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে।—কমলে হৃদয়ং প্রোক্তং শিরঃ স্যাৎ কমলালয়ে। শিখা প্রসীদ তেনৈব কবচং চতুরক্ষরৈঃ। অস্ত্রমেতৈঃ পদৈঃ

দিকে চতুর্দ্দন্তবিভূষিত ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্‌গজের পূজা করিবে। তাহার পরে ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ২৩। দ্বাদশলক্ষ জপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। পুরশ্চরণজপান্তে ঘৃতদ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ একলক্ষ কুড়ি হাজার এবং শ্রীফল ও পদ্মদ্বারা প্রত্যেকে দুই অযুত অর্থাৎ কুড়ি হাজার হোম করিবে। তাহার পরে সুগন্ধি পবিত্র জলদ্বারা বিংশতি সহস্রবার তর্পণ করিবে। ২৪।

মহালক্ষ্মীর অন্য মন্ত্র কথিত হইতেছে।—শ্রীবীজদ্বারা পুটিত মায়াবীজ, (কম) ভগবতী (এ) যুক্ত মহী (ল) ব্রহ্মা (ক) আদিত্য (ম), ধরা (ল) দীর্ঘা (আ) লক্ষ্মীর আদিবর্ণ (ল) ভগবান্ (এ) যুক্ত মরুৎ (য) দুইটি (প্রসীদ) পদ, শ্রীবীজপুটিত মায়াবীজ তাহার পরে (মহালক্ষ্মি নমঃ) এই মন্ত্রের আদিতে প্রণব যোগ করিবে। ২৫। এই মন্ত্রের পূজাক্রম কথিত হইতেছে।—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে পূর্ব্বোক্ত ঋষ্যাদিন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। করাঙ্গন্যাসের মন্ত্র ও ক্রম

---

(১) শম্ভুপত্নী মায়া প্রিয়া লক্ষ্মীবীজেন রুদ্ধা তেন শ্রীং হ্রীং শ্রীমিতি সিদ্ধং, কমঃ স্বরূপং ভগবতী একারঃ, মহী লকারঃ, কমলে ইতি সিদ্ধম্। ব্রহ্মা ককারঃ, আদিত্যো মকারঃ, ধরা লকারঃ, দীর্ঘ আকারঃ, লক্ষ্মী লকারঃ, ভগবান্ একারঃ, মরুদ্ যকারঃ এতেন কমলালয়ে ইতি সিদ্ধম্। (আ০ বি০।

(২) সপ্তবিংশত্যক্ষরাঢ্যঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিদঃ। ইত্যধিকঃ (ক) পাঠঃ। ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্মি নমঃ ইতি সপ্তবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রঃ।

কুর্য্যাত্রিবীজপুটিতৈঃ পৃথক্ ॥ ৩৬ ॥ ততো ধ্যানম্ ।—সিন্দূরারুণকান্তিমব্জবসতিঃ সৌন্দর্য্যবারাংনিধিং, কোটীরাঙ্গদহারকুণ্ডলকটীসূত্রাদিভির্ভূষিতাম্। হস্তাব্জৈর্ব্বসুপাত্র (১) মব্জযুগলাদর্শৌ বহন্তীং পরামাবীতাং পরিচারিকাভিরনিশং ধ্যায়েৎ প্রিয়াং শার্ঙ্গিণঃ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ২৭ ॥ পূর্ব্ববৎ পীঠপূজাং বিধায়, পুনর্ধ্যাত্বা, আবাহনাদি—পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত ॥ কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে শ্রীং হ্রীং শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। দলমূলে পূর্ব্বাদি ওঁ শ্রীধরায় নমঃ, এবং হৃষীকেশায় বৈকুণ্ঠায় বিশ্বরূপায় বাসুদেবায় সঙ্কর্ষণায় প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায়। দলমধ্যে ভারত্যৈ পার্ব্বত্যৈ চান্দ্র্যৈ শচ্যৈ দমকায় সলিলায় গুগ্‌গুলবে কুরুণ্টকায়। দলাগ্রেষু—অনুরাগং বিসংবাদং বিজয়ং বল্লভং মদম্। হর্ষং বলং তেজ ইতি মহালক্ষ্মীবাণান্ যজেৎ। বাক্যন্তু—অনুরাগায় মহালক্ষ্মীবাণায় নমঃ, এবং ক্রমেণ পূজয়েৎ। তথাচ নিবন্ধে। দলাগ্রেষর্চ্চয়েদ্বাণান্ মহালক্ষ্ম্যা ক্রমাদমূন্। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ২৮ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথাচ,—লক্ষং জপেৎ কলৈর্ব্বিল্বৈর্জুহুয়াম্মধুরোক্ষিতৈঃ। দশাংশং সংস্কৃতে বহ্নৌ প্রাক্‌প্রোক্তেনৈব বর্ত্মনা ॥ ২৯ ॥ ইতি লক্ষ্মীমন্ত্রাঃ।

মূলে দ্রষ্টব্য। ২৬। এই প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—যাঁহার দেহকান্তি সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, পদ্মের উপরে যিনি বাস করেন, যিনি সৌন্দর্য্যের সাগর মুকুট, বলয়, হার, কুণ্ডল ও কটীসূত্রাদি নানাবিধ ভূষণে বিভূষিতা; যিনি করপদ্মে ধনভাণ্ডার, দুইটী পদ্ম এবং দর্পণ ধারণ করিতেছেন এবং যাঁহাকে পরিচারিকাগণ সর্ব্বদা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সেই বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মীর ধ্যান করিবে। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে। ২৭। তাহার পরে পূর্ব্ববৎ পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপূর্ব্বক আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণ পূজা আরম্ভ করিবে। অগ্ন্যাদিকোণে, মধ্যে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে শ্রীং হ্রীং শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ। শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলালয়ে শ্রীং হ্রীং শ্রীং শিরসে স্বাহা। শ্রীং হ্রীং শ্রীং প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং শিখায়ৈ বষট্। শ্রীং হ্রীং শ্রীং প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কবচায় হুং। শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্মী শ্রীং হ্রীং শ্রীং অস্ত্রায় ফট্। এইরূপে অঙ্গপূজা করিয়া দলমূলে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ শ্রীধরায় নমঃ ইত্যাদিরূপে দলমধ্যে ও দলাগ্রে উপরি লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—যথাক্রমে দলাগ্রে অনুরাগ প্রভৃতি মহালক্ষ্মীবাণগুলির পূজা করিবে। তাহার বাহিরে ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। অনন্তর ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ২৮।

---

(১) বসুপাত্রং ধনপাত্রমিত্যর্থঃ।

অথ সূর্য্যমন্ত্রাঃ।—তারো ঘৃণির্ভৃগুঃ পশ্চাদ্বামকর্ণবিভূষিতঃ। বহ্ন্যাসনো মরুচ্ছেষঃ সনেত্রোঽদ্রিস্ত্য পশ্চিমঃ (১) অষ্টাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো ভানোরভিমতপ্রদঃ॥ ১॥ অস্য পূজা।—সামান্যপূজাপদ্ধত্যুক্তপ্রাতঃকৃত্যাদিপ্রাণায়ামান্তং বিধায় পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ। তত্র বিশেষঃ।—স্বহৃদয়স্য পূর্ব্বাদিদিক্ষু মধ্যে চ প্রভূতং বিমলং সারং সমারাধ্যং পরমসুখং বিন্যস্য আধারশক্ত্যাদি অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং ন্যসেৎ। তথাচ নিবন্ধে।—পীঠে কৢপ্তে চ প্রথমং দিক্ষু মধ্যে চ সংযজেৎ। প্রভূতং বিমলং সারং সমারাধ্যমনন্তরম্। পরমাদিসুখং পীঠং স্ববিদ্যান্তং প্রকল্পয়েৎ। ততঃ কেশরেষু মধ্যে চ রাং দীপ্তায়ৈ নমঃ, রীং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, রূং জয়ায়ৈ, রেং ভদ্রায়ৈ, রৈং বিভূত্যৈ, রোং বিমলায়ৈ, রৌং অমোঘায়ৈ; (২) রং বিদ্যুতায়ৈ, রঃ সর্ব্বতোমুখ্যৈ নমঃ। তদুক্তং নিবন্ধে।—দীপ্তা সূক্ষ্মা জয়া ভদ্রা বিভূতির্ব্বিমলা পুনঃ। অমোঘা বিদ্যুতা সর্ব্বতোমুখী পীঠশক্তয়ঃ। দীপ্তদীপশিখাকারা বীজন্যাসং বিদুঃ ক্রমাৎ। অক্লীবহ্রস্ব(৩)ত্রিতয়-

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ করিতে হয়। জপের পর সংস্কৃত বহ্নিতে ঘৃত, মধু শর্করান্বিত বিল্বফলদ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে জপের দশাংশ অর্থাৎ দশ হাজার হোম করিবে। ২৯।

অনন্তর সূর্য্যমন্ত্র কথিত হইতেছে।—তার (ওঁ) (ঘৃণি) বামকর্ণ (ঊ) যুক্ত ভৃগু (স) বহ্ন্যাসন (র) যুক্ত মরুৎ (য) সনেত্র (ই) যুক্ত অদ্রি (স) (ত্য) শেষবর্ণ; সূর্য্যের এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র অভীষ্টফল প্রদান করে। ১। পূজা প্রণালী যথা,—প্রথমতঃ সামান্য পূজাপদ্ধতি কথিত প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া পীঠন্যাস করিবে। তাহাতে বিশেষ এই—হৃদয়ের পূর্ব্বাদি দিকে ওঁ প্রভূতায় নমঃ, ওঁ বিমলায় নমঃ, ওঁ সারায় নমঃ, ওঁ সমারাধ্যায় নমঃ, ওঁ পরমসুখায় নমঃ, এই সকল ন্যাস করিয়া সামান্যপূজাপদ্ধতির লিখিত ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ হইতে অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, এই পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—কল্পিতপীঠে প্রথমে চতুর্দ্দিকে ও মধ্যে প্রভূত, বিমল, সার, সমারাধ্য ও পরমসুখের পূজা করিবে। তাহার পরে কেশরে এবং মধ্যে রাং দীপ্তায়ৈ নমঃ, ইত্যাদি মূলের লিখিত পীঠশক্তিন্যাস কর্ত্তব্য। নিবন্ধে তাহার প্রমাণস্বরূপ বলিয়াছেন,—দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অমোঘা, বিদ্যুতা ও সর্ব্বতোমুখী—ইহাঁরা পীঠশক্তি, প্রজ্বলিত দীপশিখার মত ইহাঁদের আকৃতি, বহ্নিবীজ রকারে ক্লীবস্বর (ঋ ৠ ৯ ৡ) এবং হ্রস্বস্বর (অ, ই, উ) বাদ দিয়া অপর দীর্ঘস্বর যোজনাক্রমতঃ অন্তে বিন্দুযোগ করিয়া ঐ সকল পীঠশক্তির পূর্ব্বে এক একটি সন্নিবেশ-

---

(১) তার (ওঁ) (ঘৃণি) ভৃগুঃ (স) বামকর্ণ (ঊ) বহ্নি (র) মরুৎ (য) শেষঃ (আ) নেত্র (ই) অদ্রি (স) (ত্য) ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য (ক খ গ)। ইতি মন্ত্রঃ। (২) অমোঘায়ৈ ইত্যত্র অঘোরায়ৈ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৩) ক্লীবং ঋ ৠ ৯ ৡ ইতি বর্ণচতুষ্টয়ং হ্রস্বত্রিতয়ং অইউ ইতি বর্ণত্রয়ং তদ্ভিন্নান্ স্বরানিত্যর্থঃ।

স্বরান্ বিন্দ্বগ্নিসংযুতান্। তদুপরি ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকায় সৌরায় যোগপীঠায় নমঃ। তথাচ সারদায়াম্।—বদেৎ পদং চতুর্থ্যন্তং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্। সৌরায় যোগপীঠায় নমঃ পদমনন্তরম্। পীঠমন্ত্রোঽয়মাখ্যাতো দিনেশস্য জগৎপতেঃ ॥ ২ ॥ ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ।—শিরসি দেবভাগঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি আদিত্যায় দেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ নিবন্ধে—দেবভাগো মুনিঃ প্রোক্তো গায়ত্রী চ্ছন্দ ঈরিতম্। আদিত্যো দেবতা প্রোক্তো দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদঃ ॥ ৩ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসঃ।—সত্যায় তেজোজ্বালামণে হুঁ ফট্ স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ব্রহ্মণে তেজোজ্বালামণে হুঁ ফট্ স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। বিষ্ণবে তেজোজ্বালামণে হুঁ ফট্ স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। রুদ্রায় তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুঁ। অগ্নয়ে তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সর্ব্বায় তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু ॥ ৪ ॥ তথাচ সারদায়াম্।—সত্যায় হৃদয়ং প্রোক্তং ব্রহ্মণে শির ঈরিতম্। বিষ্ণবে স্যাচ্ছিখা বর্ম্ম রুদ্রায় পরিকীর্ত্তিতম্। অগ্নয়ে নেত্রমাখ্যাতং সর্ব্বায়াস্ত্রমুদাহৃতম্। তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ দ্বিঠান্তাঃ পৃথগীরিতাঃ (১) ॥ ৫ ॥ ততো মূর্ত্তিন্যাসঃ। যথা—শিরসি ওঁ আদিত্যায় নমঃ এবং মুখে এং রবয়ে, হৃদয়ে উং ভানবে, গুহ্যে ইং ভাস্করায়, চরণয়োঃ অং সূর্য্যায় ॥ ৬ ॥ তথাচ নিবন্ধে।—আদিত্যং

পূর্ব্বক ন্যাস করিবে, ইহাকে বীজন্যাস বলে। তাহার উপরে ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকায় সৌরায় যোগপীঠায় নমঃ এই মন্ত্রে সূর্য্যের পীঠন্যাস করিবে। সারদাতিলকে বলিয়াছেন,—ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক এই শব্দে চতুর্থীর একবচন দিয়া একপদ করিবে। তাহার পরে সৌরায় যোগপীঠায় নমঃ বলিবে, জগৎপতি দিনেশ্বরের ইহা পীঠমন্ত্র। ২। তাহার পরে ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি দেবভাগঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে ওঁ আদিত্যায় দেবতায়ৈ নমঃ, এই বলিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। নিবন্ধে ইহার প্রমাণস্বরূপ বলিয়াছেন,—দেবভাগ ইহার মুনি, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, আদিত্য ইহার দেবতা, এই ন্যাসে দৃষ্ট অদৃষ্ট উভয়বিধ ফল হইয়া থাকে। ৩। পরে করাঙ্গন্যাস, মূর্ত্তিন্যাস এবং মন্ত্রন্যাস করিবে। এই সকল ন্যাসের মন্ত্র ও প্রণালী উপরে দ্রষ্টব্য। প্রমাণগুলির অনুবাদ মাত্র দেওয়া হইতেছে। করাঙ্গন্যাস বিষয়ে সারদাতিলকে বলিয়াছেন,—সত্যায় বলিয়া হৃদয়ে, ব্রহ্মণে বলিয়া মস্তকে, বিষ্ণবে বলিয়া শিখায়, রুদ্রায় বলিয়া কবচে, অগ্নয়ে বলিয়া নেত্রে এবং সর্ব্বায় বলিয়া অস্ত্রন্যাস করিবে। প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা বলিতে হইবে। ন্যাসের প্রণালী মূলে সুস্পষ্ট আছে। মূর্ত্তিন্যাস বিষয়ে নিবন্ধে বলিয়াছেন,—সত্য অর্থাৎ ওঁকার প্রভৃতি পাঁচটি হ্রস্ববর্ণ অগ্রে যোগ দিয়া মস্তকে আদিত্য, মুখে রবি, হৃদয়ে ভানু, গুহ্যে ভাস্কর,

---

(১) পরিকীর্ত্তিতা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

বিন্যসেন্মূর্দ্ধ্নি রবিঞ্চ মুখতো (১) ন্যসেৎ। হৃদয়ে ভানুনামানং ভাস্করং গুহ্যদেশতঃ। সূর্য্যঞ্চরণয়োর্ন্যস্যেৎ হ্রস্বৈঃ (২) সত্যাদিপঞ্চভিঃ ॥ ৭ ॥ ততো মন্ত্রন্যাসঃ। শিরসি ওঁ ওঁ নমঃ, মুখে ওঁ স্থ নমঃ, কণ্ঠে ওঁ ণি নমঃ, হৃদয়ে ওঁ সূ নমঃ, কুক্ষৌ ওঁ র্য্য নমঃ, নাভৌ ওঁ আ নমঃ, লিঙ্গে ওঁ দি নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ ত্য নমঃ। তথাচ নিবন্ধে।—মূর্দ্ধাস্য-কণ্ঠ-হৃদয়-কুক্ষি-নাভি-ধ্বজাঙ্ঘ্রিষু। মন্ত্রবর্ণান্ ন্যসেদষ্টৌ প্রত্যেকং প্রণবাদিকান্ ॥ ৮ ॥ ততো ধ্যানম্।—রক্তাব্জযুগ্মাভয়দানহস্তং, কেয়ূরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যম্। মাণিক্যমৌলিং দিননাথমীড়ে, বন্ধুককান্তিং বিলসত্ত্রিনেত্রম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং (৩) কুর্য্যাৎ ॥ ৯ ॥ ততো গুরুপঙ্‌ক্তিপূজাং কৃত্বা পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ। ওঁ খং খখোল্কায় নমঃ ইতি মন্ত্রেণ মূর্ত্তিং পরিকল্প্য পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেত। তথাচ নিবন্ধে।—তারাদি খং খসোল্কায় মনুনা মূর্ত্তিকল্পনা। সাক্ষিণং সর্ব্বলোকানাং তস্যামাবাহ্য পূজয়েৎ। কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ সত্যায় তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। এবং ওঁ ব্রহ্মণে ১০ শিরসে স্বাহা। ওঁ বিষ্ণবে ১০ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ রুদ্রায় ১০ কবচায় হুং। ওঁ অগ্নয়ে ১০ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ সর্ব্বায় ১০ অস্ত্রায় ফট্। দিক্‌পত্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ আদিত্যায় নমঃ এবং

দুই পদে সূর্য্যের ন্যাস করিবে। মন্ত্রন্যাস বিষয়ে নিবন্ধে বলিয়াছেন,—মস্তক, মুখ, কণ্ঠ, হৃদয়, কুক্ষি, নাভি, লিঙ্গ ও পদে প্রত্যেকের আদিতে ওঁঙ্কার যোগ দিয়া আটটি মন্ত্রবর্ণের ন্যাস করিবে। ৪—৮। তাহার পরে ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—যাঁহার হস্তে দুইটী রক্তপদ্ম, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা বিদ্যমান, যিনি কেয়ূর. হার, বলয় ও কুণ্ডল ভূষণে ভূষিত, যাঁহার মৌলিদেশে মাণিক্য, যাঁহার দেহকান্তি বাঁধুলিফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ ও যাঁহার তিনটী নয়ন, সেই দিননাথকে আমি স্তব করি। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খ ভিন্ন অন্য তাম্রাদিপাত্রে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। ৯! তাহার পরে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ, এইরূপে গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা করিয়া সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে পীঠপূজা করিবে। তাহার পরে ওঁ খং খখোল্কায় নমঃ, এই বলিয়া মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপূর্ব্বক আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করত আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। অগ্রে প্রণব যোগপূর্ব্বক খং খসোল্কায় এই মন্ত্রে মূর্ত্তিকল্পনা করিয়া সেই মূর্ত্তিতে সর্ব্বলোকসাক্ষী সূর্য্যদেবের পূজা করিবে। কেশরে, অগ্ন্যাদিকোণে, মধ্যে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে ওঁ সত্যায় তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের

---

(১) রবিং মুখগতমিতি (খ) পাঠঃ। (২) হ্রস্বৈরিত্যত্র বর্ণৈরিতি (ক) পাঠঃ।

(৩) অত্রার্ঘ্যস্থাপনং শঙ্খেতরপাত্রে কর্ত্তব্যং সর্ব্বত্রৈব প্রশস্তোঽব্জঃ শিবসূর্য্যার্চ্চনং বিনা ইতি বচনাৎ। অব্জঃ শঙ্খঃ।

এং রবয়ে উং ভানবে ইং ভাস্করায়। বিদিক্‌পত্রেষু উং উষায়ৈ, পং প্রজ্ঞায়ৈ, পং প্রভায়ৈ, সং সন্ধ্যায়ৈ। তথাচ নিবন্ধে।—অঙ্গানি পূজয়েদাদৌ দিক্‌পত্রেম্বর্কমূর্ত্তয়ঃ। আদিত্যাদ্যাশ্চতস্রোঽর্চ্চ্যাঃ শক্তয়ঃ কোণপত্রগাঃ। স্বস্বনামাদিবর্ণাঃ স্যুস্তাসাং বীজান্যনুক্রমাৎ। উষা প্রজ্ঞা প্রভা সন্ধ্যা শক্তয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। ততঃ পত্রাগ্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ সংপূজ্য পুরতোঽরুণমর্চ্চয়েৎ। তথাচ সারদায়াম্।—পত্রাগ্রসংস্থা ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ পুরতোঽরুণমর্চ্চয়েৎ। তদ্বাহ্যে পূর্ব্বাদি চন্দ্রাদীন্ পূজয়েৎ। ওঁ চন্দ্রায় নমঃ, এবং মঙ্গলায় বুধায় বৃহস্পতয়ে শুক্রায় শনৈশ্চরায় রাহবে কেতবে। তথাচ সারদায়াম্।—চন্দ্রাদীন্ পূজয়েৎ পশ্চাদ্‌গ্রহানষ্টৌ ততো বহিঃ। তত ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১০ ॥ অস্য পুরশ্চরণমষ্টলক্ষজপঃ। তথাচ,—বসুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং সমিদ্ভিঃ ক্ষীরশাখিনাম্। ৭। (১) তৎসহস্রং প্রজুহুয়াৎ ক্ষীরাক্তাভির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ। অত্রাপি বাচনিক এবাষ্টসহস্রহোমঃ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—আকাশমগ্নিদীর্ঘেন্দুসংযুতং ভুবনেশ্বরী। সর্গান্বিতো ভৃগুর্ভানোস্ত্র্যক্ষরোঽয়ং সমীরিতঃ (২)॥ ১২ ॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি পূর্ব্বমন্ত্রোক্তপীঠন্যাসং বিধায়

লিখিত নিয়মে ষড়ঙ্গপূজা এবং পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে ও পদ্মদলে ওঁ আদিত্যায় নমঃ ইত্যাদিরূপে পূজা করিয়া চতুষ্কোণপত্রে উং উষায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। তাহার পরে পদ্মদলের অগ্রে ব্রাহ্ম্যাদি অষ্টশক্তির পূজা করিয়া অগ্রভাগে অরুণের পূজা করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—অগ্রে অঙ্গপূজা করিবে। পরে পদ্মের পূর্ব্বাদি দিক্‌দলে আদিত্য প্রভৃতি চারিটি সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিবে। কোণ দলে চারিটি শক্তির পূজা করিবে। তাহাদের প্রত্যেকের নামের আদিবর্ণ লইয়া উহাদের বীজমন্ত্র করা হইবে। দলের অগ্রে ব্রাহ্ম্যাদিশক্তির পূজা করিয়া অগ্রভাগে অরুণের পূজা করিবে। তাহার পরে মণ্ডলের বাহিরে চন্দ্র প্রভৃতি অষ্ট গ্রহের পূজা করিবে। উক্ত প্রকারে পূজা করিয়া ওঁ চন্দ্রায় নমঃ ইত্যাদিরূপে মূলের লিখিত অষ্টগ্রহের পূজা সমাপ্ত করত ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১০। অষ্টলক্ষ জপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। জপের পর বট অশ্বত্থ প্রভৃতি ক্ষীরী বৃক্ষের সমিধদ্বারা অষ্টসহস্র হোম করিবে। এখানেও বচনে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকায় দশাংশ হোমের পরিবর্ত্তে আট হাজার হোমের ব্যবস্থা। ১১।

সূর্য্যের অন্য মন্ত্র কথিত হইতেছে।—আকাশ (হ) ইহাতে অগ্নি (র) দীর্ঘ (আ) ও ইন্দু (ং) যোগ দিলে যে বীজ হইবে তাহা এবং তৎপরে মায়াবীজ, তৎপরে

---

(১) অশ্বত্থবটপ্লক্ষাদ্যন্যতমানাম্ (বট)। (২) আকাশম্ (হ) অগ্নিঃ (র) দীর্ঘঃ (আ) ইন্দুঃ (ং) ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) সর্গঃ (ঃ) ভৃগুঃ (স) হ্রাং হ্রীং সঃ ইতি ত্র্যক্ষরো মন্ত্রঃ।

পূর্ব্বমন্ত্রোক্তঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥ ততো মন্ত্রন্যাসঃ।—আধারাদিপাদপর্য্যন্তং হ্রাং দ নমঃ। কণ্ঠাদাধারপর্য্যন্তং হ্রীং নমঃ। মূর্দ্ধাদিকণ্ঠপর্য্যন্তং সঃ নমঃ। সার।— [illegible] আধারাদিপদাগ্রান্তং কণ্ঠাদাধারকাবধি। মূর্দ্ধাদিকণ্ঠপর্য্যন্তং ক্রমাদ্বীজত্রয়ং ন্যসেৎ ॥ ১৪ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রীং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে।—ষড়্দীর্ঘযুক্তমধ্যেন বীজেনাঙ্গাদিকল্পনা ॥ (১) ১৫ ॥ ততো ধ্যানম্।—রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥ ইতি ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ১৬ ॥ ততঃ (২) পূর্ব্বোক্তক্রমেণ পীঠপূজাং বিধায় মূলমন্ত্রেণ মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। অগ্নিনির্ঋতিবায়ীশানকোণে মধ্যে দিক্ষু চ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। পত্রেষু চন্দ্রাদীন্ পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ। তত ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ প্রপূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৭ ॥

বিসর্গযুক্ত ভৃগু (স) এই তিন অক্ষরে সূর্য্যের আর একটি মন্ত্র হইবে। ১২। এই মন্ত্রের পূজাক্রম যথা—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। ১৩। অনন্তর মন্ত্রন্যাস করিবে যথা—মূলাধার হইতে পাদাগ্র পর্য্যন্ত হ্রাং নমঃ, কণ্ঠ হইতে মূলাধারপর্য্যন্ত হ্রীং নমং এবং মস্তক হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত সঃ নমঃ, এই ভাবে মন্ত্রন্যাস করিবে। সারদাতিলকে এ বিষয়ে বলিয়াছেন,—ঐ তিনটি বীজকে ক্রমান্বয়ে মূলাধার হইতে পদাগ্র, কণ্ঠ হইতে মূলাধার, ও মস্তক হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে। ১৪। তৎপরে হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি মূলের লিখিত প্রণালীতে করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ১৫। ধ্যান যথা,—যিনি নিখিল গুণের সাগর, সমস্ত ত্রিলোকের অধিপতি, করপদ্মে দুইটি পদ্ম, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা ধারণ করিতেছেন, মস্তকে যাঁহার মাণিক্য শোভা পাইতেছে, যাঁহার শরীর রক্তবর্ণ, তিনটি নয়ন, যিনি রক্তপদ্মে আসীন, সেই সূর্য্যদেবকে ভজনা করি। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা এবং বিশেষার্ঘ্যস্থাপন করিবে। ১৬। অনন্তর পূর্ব্বোক্তক্রমে পীঠপূজা এবং মূলমন্ত্রে মূর্ত্তি কল্পনা করত পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা করিবে। অগ্নি, নির্ঋতি, বায়ু ও ঈশানকোণে, মধ্যে এবং দিক্চতুষ্টয়ে হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদি রূপ ষড়ঙ্গপূজা করিয়া পদ্মদলে ওঁ চন্দ্রায় নমঃ, এবং মঙ্গলায় নমঃ ইত্যাদি রূপে অষ্টগ্রহের পূজা করিবে।

---

(১) ষড়্দীর্ঘস্বরযুক্তেন মধ্যেনাঙ্গানি কল্পয়েৎ ইতি (খ) পাঠঃ।

(২) খং খখোল্কায় নম ইতি ক্রমেণ (থ চি)।

অস্ত পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ। তথাচ।—ভানুলক্ষং জপেন্মন্ত্রমাজ্যেন চ দশাংশতঃ। তিলৈর্ব্বা মধুরাসিক্তৈর্জ্জুহুয়াদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥

মন্ত্রান্তরম্—আকাশবহ্নিপবনসত্যান্তার্ঘীশবিন্দুমৎ (১) মার্ত্তণ্ডভৈরবং নাম বীজমেতদুদাহৃতং। পুটিতং বিম্ববীজেন সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৯ ॥ বিম্ববীজমাহ তন্ত্রে। টান্তং দহননেত্রেন্দুসহিতং তদুদাহৃতম্ (২) ॥ ২০ ॥ অস্ত পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদি পূর্ব্বমন্ত্রোক্তপীঠন্যাসান্তং কর্ম্ম বিধায় পূর্ব্ববৎ ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ ॥ ২১ ॥ ততো মূর্ত্তিন্যাসঃ।—ঠ্রং সূর্য্যায় নমোঽঙ্গুষ্ঠয়োঃ। ঠ্রিং ভাস্করায় নমস্তর্জ্জন্যোঃ। ঠ্রুং ভানবে নমো মধ্যময়োঃ। ঠ্রেং রবয়ে নমোঽনামিকয়োঃ। ঠ্রৌং দিবাকরায় নমঃ কনিষ্ঠয়োঃ। ততঃ শিরসি বদনে হৃদয়ে গুহ্যে পাদেষু তান্ তত্তদ্বীজাদিকান্ ন্যসেৎ। তথাচ নিবন্ধে।—পঞ্চহ্রস্বাঢ্যবীজেন পঞ্চমূর্ত্তীঃ প্রবিন্যসেৎ। অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তমঙ্গুলীষু ক্রমাদিমাঃ। সূর্য্যশ্চ ভাস্করো ভানুস্ততো রবিদিবাকরৌ। শিরোবদনহৃদগুহ্যপাদদেশেষু তাঃ পুনঃ। ততঃ

তাহার পরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৭। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশলক্ষ জপ করিয়া জপান্তে ঘৃতের দ্বারা কিংবা ঘৃত, মধু ও শর্করামিশ্রিত তিলদ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ একলক্ষ বিশ হাজার হোম করিবে। ১৮।

সূর্য্যের মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে।—আকাশ (হ) বহ্নি (র) পবন (য) সত্য (ঔ) অর্ঘীশ (ঊ) বিন্দু (ং) এই সকল বর্ণের ক্রমিকযোগে এক মন্ত্র হয়, ইহাকে মার্ত্তণ্ড ভৈরববীজ বলে। ঐ মন্ত্র বিম্ব বীজদ্বারা পুটিত হইলে নিখিল কামনা সিদ্ধ করে। বিম্ববীজ তন্ত্রে বলিয়াছেন—ট এর পরবর্ত্তী বর্ণ (ঠ্) দহন (র্) নেত্র (ই) ন্দু (ং) ইহাদের ক্রমিক যোগে যে বীজ হয়, তাহাকে বিম্ববীজ বলে। এই মন্ত্রের পূজাপ্রণালী যথা,—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে পূর্ব্বোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া পূর্ব্ববৎ ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। তাহার পর মূর্ত্তিন্যাস করিবে। দুই অঙ্গুষ্ঠে ঠ্রং সূর্য্যায় নমঃ। তর্জ্জনীদ্বয়ে ঠ্রিং ভাস্করায় নমঃ। মধ্যমাদ্বয়ে ঠ্রুং ভানবে নমঃ। অনামিকাদ্বয়ে ঠ্রেং রবয়ে নমঃ। কনিষ্ঠাদ্বয়ে ঠ্রৌং দিবাকরায় নমঃ। এইরূপে মস্তক, মুখ, হৃদয়, গুহ্য ও পদদ্বয়ে ঠ্রং সূর্য্যায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে ন্যাস করিবে। মূর্ত্তিন্যাসের প্রমাণস্বরূপ নিবন্ধে বলিয়াছেন,—বিম্ববীজে পাঁচটি হ্রস্বস্বর যোগ দিয়া অঙ্গুষ্ঠা হইতে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত অঙ্গুলি সমূহে সূর্য্য, ভাস্কর, ভানু, রবি ও দিবাকর এই পাঁচটি মূর্ত্তিন্যাস করিবে।

---

(১) আকাশম্ (হ), অগ্নি (র্), পবন (য্), সত্যঃ (ঔ), অর্ঘীশ (ঊ), বিন্দু (ং)। এতেন হেরূর্ষী ইত্যাদ্যায়াতম্। টান্তং (ঠ) দহনঃ (র্) নেত্রম্ (ই) ইন্দুঃ (ং) তেন ঠ্রিং ইতি আয়াতম্। বিম্ববীজমিত্যত্র বিশ্ববীজমিতি (ক) পুস্তকে (আ০ বি০) পুস্তকে চ পাঠঃ। (ক) পুস্তকে "ঠ্রিং হেরূর্য্যী ঠ্রিং" ইত্যেবং মন্ত্রোদ্ধারঃ প্রদর্শিতঃ। (খ) পুস্তকে তু "ঠ্রিং হরূর্যৌ উং ঠ্রিং" এবং মন্ত্রোদ্ধারঃ কৃতঃ। (২) তৎ বিম্ববীজম্।

করাঙ্গন্যাসঃ। ঠ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ঠ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ঠ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঠ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ঠ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। এবং ঠ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। তথাচ নিবন্ধে।—দীর্ঘযুক্তেন বীজেন নেত্রান্তাঙ্গানি বিন্যসেৎ॥ ততো মূলবীজেন ব্যাপকন্যাসং কৃত্বা ধ্যায়েৎ। তথাচ নিবন্ধে।—ব্যাপকং মূলবীজেন কুর্ব্বীত তদনন্তরম্॥ ২২॥ ততো ধ্যানম্—হেমাম্ভোজপ্রবালপ্রতিম-নিজরুচিং চারুখট্বাঙ্গচাপৌ, চক্রং শক্তিং সপাশং (১) সৃণিমতিরুচিরামক্ষমালাং কপালম্। হস্তাম্ভোজৈর্দ্দধানং ত্রিনয়নবিলসদ্বেদবক্ত্রাভিরামং, মার্ত্তণ্ডং বল্লভার্দ্ধং মণিময়মুকুটং হারদীপ্তং ভজামঃ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ২৩॥ ততঃ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ পীঠ-মন্ত্রান্তং সংপূজ্য পূর্ব্বাদিষু কর্ণিকায়াং ওঁ উষায়ৈ নমঃ, এবং প্রজ্ঞায়ৈ, প্রভায়ৈ, সন্ধ্যায়ৈ ইতি সংপূজ্য মূলেন মূর্ত্তিং কল্পয়েৎ। তথাচ নিবন্ধে।—পীঠে দীপ্তাদিভির্যুক্তে কর্ণিকায়ামুষাদিকাঃ। পূর্ব্বাদিদিক্ষু সংপূজ্য মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ। ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং কর্ম্ম বিধায় আবরণপূজামারভেত। ততঃ পূর্ব্বাদি-দিক্ষু সূর্য্যং ভাস্করং ভানুং রবিম্। কোণেষু দিবাকরম্। ততোঽগ্নিনির্ঋতিবায্বীশান-কোণেষু ঠ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি,ঈশানে ঠ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ইতি। সারদায়াম্।—

মস্তক, মুখ,হৃদয়, গুহ্য ও পাদদেশেও ঐরূপ মূর্ত্তিন্যাস করিবে। তৎপরে ঠ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত প্রণালীক্রমে করাঙ্গন্যাস করিবে। করাঙ্গন্যাসের প্রমাণ নিবন্ধে আছে যথা,—ঐ বিম্ব বীজে দীর্ঘস্বর যোজনা করিয়া নেত্র পর্য্যন্ত অঙ্গের ন্যাস করিবে, তাহার পর মূলবীজ দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ২১।২২। ধ্যান যথা,—যাঁহার দেহকান্তি স্বর্ণপদ্ম ও প্রবালের ন্যায় আরক্ত-বর্ণ, যিনি হস্তসমূহে মনোহর টাঙ্গি, ধনু, চক্র, শক্তি, পাশ, অঙ্কুশ, অতি মনোহর রুদ্রাক্ষমালা ও নরকপাল ধারণ করিতেছেন, যাঁহার চারিটি বদন এবং প্রতিবদনে তিনটি নেত্র, জায়া যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন, যাঁহার মস্তকে মুকুট, কণ্ঠদেশে হার শোভিত—সেই মার্ত্তণ্ডদেবকে ভজনা করি। এই প্রকার ধ্যানপূর্ব্বক মানসোপচারে পূজা করিয়া অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ২৩। তাহার পরে পূর্ব্বমন্ত্রলিখিত পীঠপূজা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া কর্ণিকার পূর্ব্বাদি দিকে ওঁ উষায়ৈঃ নমঃ ইত্যাদিরূপে পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে মূর্ত্তি কল্পনা করিবে। তাহার পরে পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য সমাপনান্তে আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। পূর্ব্বদিকে ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, পশ্চিমে ওঁ ভানবে নমঃ, উত্তরে ওঁ রবয়ে নমঃ এবং অগ্নি, নির্ঋতি, বায়ু ও ঈশান, এই কোণচতুষ্টয়ে ওঁ দিবা-করায় নমঃ এবং ঠ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ঠ্রীং শিরসে স্বাহা, ঠ্রূং শিখায়ৈ বষট্, ঠ্রৈং কবচায়

---

(১) সপাশমিত্যত্র কৃপাণমিতি (খ) পাঠঃ। খট্টাঙ্গং টাঙ্গি ইতি খ্যাতম্ (খ টি)।

সূর্য্যাদীন্ চতুরো দিক্ষু বিদিক্ষ্বংং সমর্চ্চয়েৎ। অঙ্গপূজা যথাপূর্ব্বং নেত্রমীশানদিগ্গতমিতি। ততঃ পূর্ব্ববচ্চন্দ্রাদ্যষ্টগ্রহান্ সংপূজ্য ভূগৃহেষু লোকপালান্ পূজয়েৎ। তথাচ নিবন্ধে।—গ্রহানষ্টৌ তথা বাহ্যে লোকপালাংস্ততঃপরম্। ততো ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ২৪ ॥ অস্য পুরশ্চরণজপো লক্ষত্রয়সংখ্যঃ। ত্রিমধুরোপেতৈঃ পদ্মৈর্দ্দশাংশহোমঃ। তথাচ,—লক্ষত্রয়ং জপেন্মন্ত্রী বীজং বিল্বপুটীকৃতম্ (১)। দশাংশং কমলৈঃ ফুল্লৈ- (২) র্জ্জুহুয়ান্মধুরোক্ষিতৈঃ ॥ ২৫ ॥ ইমং মন্ত্রং জপন্মর্ত্ত্যঃ কান্তিং পুত্রান্ ধনং দ্যুতিম্। বাক্‌সিদ্ধিমতুলাং লক্ষ্মীং সৌভাগ্যমপি সাধয়েৎ ॥ ২৬ ॥

অথ অজপামন্ত্রঃ।—বিয়দর্দ্ধেন্দুললিতং তদাদিঃ সর্গসংযুতঃ (৩)। অজপাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো দ্ব্যক্ষরঃ সুরপাদপঃ ॥ ১ ॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদিপূর্ব্বোক্তপীঠমন্বন্তং সমাপ্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। অস্যাজপামন্ত্রস্য ব্রহ্মর্ষিগায়ত্রীচ্ছন্দো গিরিজাপতির্দেবতা হকারো বীজং সকারঃ শক্তির্মোক্ষার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি গিরিজাপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ নিবন্ধে—ঋষির্ব্রহ্মা স্মৃতো দেবী গায়ত্রী চ্ছন্দ ঈরিতম্। দেবতা জগতামাদিঃ সম্প্রোক্তা গিরিজাপতিঃ।

হুং, ঠৌং নেত্রত্রায়ায় বৌষট্, এই মন্ত্রে পূজা করিবে। সারদাতিলকে বলিয়াছেন,—চতুর্দ্দিকে সূর্য্য প্রভৃতি চারি দেবতাকে এবং চতুষ্কোণে দিবাকরের পূজা করিবে। পূর্ব্বের ন্যায় অগ্নি প্রভৃতি কোণে অঙ্গ পূজা করিবে, ঈশানকোণে নেত্রপূজা করিবে। তাহার পরে পূর্ব্ববৎ চন্দ্রাদি অষ্টগ্রহ ও ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজা করিবে। নিবন্ধগ্রন্থে বলিয়াছেন,—অষ্টগ্রহের পূজা করিয়া বাহিরে লোকপালগণের পূজা করিবে। অনন্তর ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত করিয়া পূজা সাঙ্গ করিবে। ২৪। তিনলক্ষ জপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। ঘৃত, মধু ও শর্করামিশ্রিত পদ্মদ্বারা দশাংশ অর্থাৎ ত্রিশ হাজার হোম করিবে। ২৫। প্রমাণে বলিয়াছেন,—সাধক বিল্ববীজ দ্বারা পুটিত করিয়া তিনলক্ষবার বীজমন্ত্র জপ করিবে। ত্রিমধুরসিক্ত করিয়া প্রস্ফুটিত পদ্ম দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। এই মন্ত্র জপ করিলে মানব লোকপ্রিয়তা, পুত্র, ধন, সৌন্দর্য্য, বাক্‌সিদ্ধি, অনুপমা লক্ষ্মী ও সৌভাগ্য লাভ করে। ২৬।

অতঃপর অজপামন্ত্র বলা যাইতেছে। অর্দ্ধেন্দু (ং) যুক্ত বিয়ৎ (হ) সর্গ (ঃ) যুক্ত তদাদি সেই হকারের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ (স) ইহাকে অজপামন্ত্র বলে, এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র কল্পপাদপস্বরূপ। ১। এই মন্ত্রের পূজা যথা—সামান্য-পূজাপদ্ধতি-প্রণালীক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস মূলে দ্রষ্টব্য। নিবন্ধে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন,—ব্রহ্মা ইহার ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, জগতের আদি গিরিজা-

---

(১) মন্ত্রং বিল্ববীজপুটীকৃতমিতি মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ। (২) ফুল্লৈর্বিকসিতৈরিত্যর্থঃ।

(৩) বিয়ৎ (হ) অর্দ্ধেন্দু (ং) তদাদিঃ তস্য হকারস্যাদিঃ (স) সর্গঃ (ঃ) তেন হংস ইতি মন্ত্রঃ ইয়মজপাখ্যা অভ্যাসমভিব্যাহারেণ (খ টি)।

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ হসাং (৪) অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ হসীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হসাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। নিবন্ধে।—হসা ষড়্দীর্ঘযুক্তেন কুর্য্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোঃ ॥ ৩ ॥ ততো ধ্যানম্।—উদ্যদ্ভানুস্ফুরিততড়িদাকারমর্দ্ধাম্বিকেশং, পাশাভীতী বরদপরশুং সন্দধানং করাব্জৈঃ। দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ শোভিতং বিশ্বমূলং, সৌম্যাগ্নেয়ং বপুরবতু বশ্চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য, অর্ঘ্যস্থাপনং কৃত্বা, পূর্ব্বোক্তপীঠপূজাং বিধায়, পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত। অগ্নিনির্ঋতিবায়ীশানকোণে মধ্যে দিক্ষু চ হসাং (২) হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। দিগ্দলেষু ঋতং বসুং নরং বরং; বিদিগ্দলেষু ঋতজা-গোজা অজা-অদ্রিজাঃ পূজয়েৎ। তথাচ নিবন্ধে।—ঋতং বসুং নরবরৌ দিগ্দলেষু বিদিক্ষথ। অর্চ্চয়েদৃতজাং গোজামজাখ্যামদ্রিজাং পুনঃ। তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ প্রপূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৪ ॥ অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ। ঘৃত-

পতি ইহার দেবতা। ২। তাহার পরে করাঙ্গন্যাস।—হসাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হসীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হসূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হসৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ হসৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হসঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে হসাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—হসা এই মন্ত্রে ছয়টি দীর্ঘস্বরযুক্ত করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে। ৩। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা—নবোদিত বালসূর্য্য ও স্ফুরিত সৌদামিনীর ন্যায় যাঁহার আরক্ত দেহকান্তি, যিনি হরগৌরীমূর্ত্তিরূপে বিরাজমান, যিনি করপদ্মে পাশ, অভয়মুদ্রা বরমুদ্রা ও কুঠার ধারণ করিতেছেন, নূতন মণিময় দিব্যভূষায় যিনি ভূষিত, যাহার শিরোদেশে শশিকলা, যাঁহার তিনটি নয়ন, জগতের যিনি আদি সেই সৌম্য আগ্নেয়মূর্ত্তি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। তাহার পরে পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপূর্ব্বক আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া আবরণ পূজা আরম্ভ করিবে। অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশানকোণে, মধ্যে এবং দিক্চতুষ্টয়ে হসাং হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদিরূপে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া, পূর্ব্বদলে ওঁ ঋতায় নমঃ, দক্ষিণদলে বসবে নমঃ, পশ্চিমদলে নরায় নমঃ উত্তরদলে ওঁ বরায় নমঃ, আগ্নেয়দলে ওঁ ঋতজায়ৈ নমঃ, নৈর্ঋতদলে ওঁ গোজায়ৈ নমঃ, বায়দলে ওঁ অজায়ৈ নমঃ, ঈশানদলে ওঁ অদ্রিজায়ৈ নমঃ এই সকল পূজা করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—দিক্দলে, ঋত, বসু, নর ও বরের পূজা করিবে। কোণস্থদলে ঋতজা, গোজা, অজা ও অদ্রিজার পূজা করিবে। তাহার পরে পদ্মের বাহিরে ইন্দ্রাদি

---

(১) হসামিতি বিন্দুযুক্তঃ মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ। (আ০ বি০) পাঠশ্চ।

(২) হসাং ইতি (আ০ বি০) অত্রোক্তনিবন্ধবচনে চ হসাং ষড়্দীর্ঘবীজেন "ইতি বিন্দুযুক্ত এব পাঠো বিদ্যতে। বচনে বিন্দুযুক্তঃ পাঠঃ নাস্তত্র কুত্রাপি।

যুক্তপায়সেন দশাংশহোমঃ। তথাচ,—ভানুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং পায়সেন সসর্পিষা। দশাংশং জুহুয়ান্মন্ত্রী ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ ॥ ৫ ॥ (১)

অথ বক্ষ্যে মহামন্ত্রান্ বিষ্ণোঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিদান্। যস্য সংস্মরণাৎ সন্তো ভবাব্ধেঃ পারমাশ্রিতাঃ ॥ ১ ॥ অথ বিষ্ণুমন্ত্রাঃ।—তারং নমঃ পদং ক্রয়ান্নরৌ দীর্ঘসমন্বিতৌ। পবনোণায়মন্ত্রোহয়ং প্রোক্তো বস্বক্ষরঃ পরঃ (২) ॥ ২ ॥ অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদি স্নানান্তং কর্ম্ম কৃত্বা পূজামণ্ডপমাগত্য বৈষ্ণবাচমনং কুর্য্যাৎ ॥ ৩ ॥ তথাচ গৌতমীয়ে।—কেশবাদ্যৈস্ত্রিভিঃ পীত্বা দ্বাভ্যাং প্রক্ষালয়েৎ করৌ। দ্বাভ্যামোষ্ঠৌ চ সংমৃজ্য দ্বাভ্যাং মৃজ্যান্মুখং ততঃ। একেন হস্তং প্রক্ষাল্য পাদাবপি তথৈকতঃ। সংপ্রোক্ষ্যৈকেন মূর্দ্ধানং ততঃ সঙ্কর্ষণাদিভিঃ। আস্যনাসাক্ষিকর্ণাংশ্চ নাভ্যুরস্কং (৩) ভুজৌ ক্রমাৎ। স্পৃশেদেবং ভবেদাচমনস্তু বৈষ্ণবাহ্বয়ে। এবমাচমনং কৃত্বা সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ ॥ ৪ ॥ কেশবাদয়স্তু কেশব-নারায়ণ-মাধব-গোবিন্দ-বিষ্ণু-মধুসূদন-ত্রিবিক্রম-বামন—শ্রীধর—হৃষীকেশ—পদ্মনাভ-দামোদর—সঙ্কর্ষণ—বাসুদেব—প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-

---

লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। অনন্তর ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৪। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে বারলক্ষ জপ। ঘৃতযুক্ত পায়সদ্বারা তাহার দশাংশ অর্থাৎ একলক্ষ বিশ হাজার হোম করিবে। প্রমাণে লিখিয়াছেন,—সাধক বারলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং ঘৃতযুক্ত পায়সদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে তাহা হইলে, মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। ৫।

অতঃপর যাহার স্মরণে সাধুগণ সংসারসাগর হইতে উত্তাণ হইয়া থাকেন সেই বিষ্ণুর মহামন্ত্রসকল বলিব। এই সকল মন্ত্রের উপাসনায় সকলপ্রকার সমৃদ্ধিলাভ হয়। ১। তার (ওঁ) তাহার পরে (নমঃ) তাহার আকার যুক্ত ন ও র (নারা) পবন (য) (ণায়) এই অষ্টাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র। ২ এই মন্ত্রের পূজাক্রম যথা,—প্রথমে, প্রাতঃকৃত্য হইতে স্নান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া পূজামণ্ডপে আসিয়া বৈষ্ণবাচমন করিবে।৩। গৌতমীয়তন্ত্রে বৈষ্ণবাচমনের বিধি বলিয়াছেন যথা—কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মাধবায় নমঃ, এই তিন মন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া গোবিন্দায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ এই দুই মন্ত্রে হস্তপ্রক্ষালন করিবে। মধুসূদনায় নমঃ, ত্রিবিক্রমায় নমঃ, এই দুইমন্ত্রে ওষ্ঠমার্জ্জন এবং বামনায় নমঃ শ্রীধরায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে মুখমার্জ্জন করিবে। পরে হৃষীকেশায় নমঃ, এই এক মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া পদ্মনাভায় নমঃ এই এক মন্ত্রে পাদপ্রক্ষালন করিবে। তাহার পরে দামোদরায় নমঃ, এই এক মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে জলপ্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর

---

(১) দেবতা সূর্য্যঃ প্রকৃতিভূতত্বাদিতি প্রাচীনাঃ। বস্তুতস্তু মার্ত্তণ্ডভৈরবো দেবতা গিরিজাপতয়ে নম ইত্যনেন পূজয়েৎ। যৌগিকে তু আত্মা দেবতা ইতি ক্রীড়ায়ত্তং গোপকুমারসংঘৈর্নন্দাঙ্গনে ধূলিরিভূষিতাঙ্গং গৃহে গৃহে সংনবনীতচৌরং ভমাদিদেবং পুরুষং প্রপদ্যে। ইত্যধিকঃ পাঠোঽত্র কচিৎ।

(২) তারং (ওঁ) দীর্ঘোহত্রাকারঃ। পবনো (য) ওঁ নমো নারায়ণায় ইতি অষ্টাক্ষরো মন্ত্রঃ।

(৩) কং শিরঃ।

পুরুষোত্তম-অধোক্ষজ-নৃসিংহ-অচ্যুত-জনার্দ্দন-উপেন্দ্র হরি-বিষ্ণবঃ। বাক্যন্তু কেশবায় নমঃ ইত্যাদি। তথাচ—সচতুর্থীনমোঽন্তৈশ্চ নামভির্ব্বিন্যসেৎ সুধীঃ॥ ৫॥ ততঃ সামান্যার্ঘ্যাদি মাতৃকান্যাসান্তং কর্ম্ম বিধায় কেশবকীর্ত্ত্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। অস্য ঋষ্যাদিন্যাসঃ।—শিরসি প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি অর্দ্ধলক্ষ্মীহরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ॥ ৬॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ গৌতমীয়ে।—ঋষিঃ প্রজাপতিশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা পুনঃ। অর্দ্ধলক্ষ্মীহরিঃ প্রোক্তঃ শ্রীবীজেন ষড়ঙ্গকম্॥ ৭॥ ততো ধ্যানম্।—উদ্যৎপ্রদ্যোতন-(১) শতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং, পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা (২) চ জুষ্টম্। নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং, বিষ্ণুং বন্দে দর-(৩) কমলকৌমোদকীচক্রপাণিম্। এবং

সঙ্কর্ষণায় নমঃ এই এক মন্ত্রে মুখ স্পর্শ করিয়া বাসুদেবায় নমঃ এই এক মন্ত্রে দক্ষিণনাসা, প্রদ্যুম্নায় নমঃ এই এক মন্ত্রে বাম নাসিকা, অনিরুদ্ধায় নমঃ এই এক মন্ত্রে দক্ষিণ নেত্র, পুরুষোত্তমায় নমঃ এই এক মন্ত্রে বামনেত্র, অধোক্ষজায় নমঃ, এই এক মন্ত্রে দক্ষিণকর্ণ, নৃসিংহায় নমঃ এই এক মন্ত্রে বামকর্ণ, অচ্যুতায় নমঃ এই এক মন্ত্রে নাভি, জনার্দ্দনায় নমঃ এই এক মন্ত্রে বক্ষঃস্থল, উপেন্দ্রায় নমঃ এই এক মন্ত্রে মস্তক এবং হরয়ে নমঃ এই এক মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুমূল ও বিষ্ণবে নমঃ এই এক মন্ত্রে বাম বাহুমূল স্পর্শ করিবে। বিষ্ণুপূজায় এইপ্রকার আচমন করিতে হয়। এইরূপ আচমন করিলে মানব সাক্ষাৎ নারায়ণ তুল্য হয়। প্রমাণে আছে,—কেশবাদি নামের পরে চতুর্থী বিভক্তি এবং ঐ বিভক্তিযুক্ত পদের পর নমঃ শব্দ যোগ করত ন্যাস করিবে। ৪। ৫। তাহার পরে সামান্যার্ঘ্য হইতে মাতৃকান্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া কেশবকীর্ত্ত্যাদিন্যাস করিবে, প্রথমে এই বিষ্ণুমন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাস বলা হইতেছে। —শিরসি ওঁ প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ অর্দ্ধলক্ষ্মীহরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ, এইরূপে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ৬। তাহার পরে করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা—শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, শ্রীং মধ্যমাভ্যাং বষট্, শ্রীং অনামিকাভ্যাং হুঁ, শ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, শ্রীঃ করতলপৃষ্ঠভ্যাং ফট্। এইরূপে করন্যাস করিয়া শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি নিয়মে যথাক্রমে হৃদয়াদিতে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে,। ৭। গৌতমীয়তন্ত্রে এই বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছেন,—প্রজাপতি ইহার ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দ, অর্দ্ধলক্ষ্মী হরি ইহার দেবতা, শ্রীবীজদ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পরে ধ্যান করিবে যথা,—উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় যিনি অতিতেজস্বী, তপ্তস্বর্ণের ন্যায় যাঁহার উজ্জ্বলাকান্তি, যাঁহার দক্ষিণভাগে লক্ষ্মী ও বামভাগে পৃথিবী সেবা করিতেছেন, বিবিধ রত্নখচিত বহুবিধ ভূষণে যিনি ভূষিত, যাহার কটীতটে পীত-

---

(১) প্রদ্যোতনঃ সূর্য্যঃ। (২) বিশ্বধাত্র্যা পৃথিব্যা, তথাচ দক্ষিণে লক্ষ্মীঃ, বামে পৃথিবী। (৩) দরঃ শঙ্খঃ।

ধ্যাত্বা ন্যসেৎ ॥ ৮ ক্রমদীপিকায়াং,—বর্ণানুক্ত্বা সার্দ্ধচন্দ্রান্ পুরস্তাদিত্যাদি দর্শনাৎ সর্ব্বত্র সানুস্বারঃ। অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমো ললাটে। আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমো মুখে। ইং মাধবায় তুষ্ট্যৈ নমো দক্ষনেত্রে। ঈং গোবিন্দায় পুষ্ট্যৈ নমো বামনেত্রে। সর্ব্বত্র এবং। উং বিষ্ণবে ধৃত্যৈ দক্ষকর্ণে। ঊং মধুসূদনায় শান্ত্যৈ বামকর্ণে। ঋং ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ দক্ষনাসাপুটে। ৠং বামনায় দয়ায়ৈ বামনাসাপুটে। ঌং শ্রীধরায় মেধায়ৈ দক্ষগণ্ডে। ৡং হৃষীকেশায় হর্ষায়ৈ বামগণ্ডে। এং পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ ওষ্ঠে। ঐং দামোদরায় লজ্জায়ৈ অধরে। ওং বাসুদেবায় লক্ষ্ম্যৈ ঊর্দ্ধদন্তপংক্তৌ। ঔং সঙ্কর্ষণায় সরস্বত্যৈ অধোদন্তপংক্তৌ। অং প্রদ্যুম্নায় প্রীত্যৈ মস্তকে। অঃ অনিরুদ্ধায় রত্যৈ মুখে। কং চক্রিণে জয়ায়ৈ, খং গদিনে দুর্গায়ৈ, গং শার্ঙ্গিণে প্রভায়ৈ, ঘং খড়্গিনে সত্যায়ৈ, ঙং শঙ্খিনে চণ্ডায়ৈ, ইতি দক্ষকরমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। চং হলিনে বাণ্যৈ, ছং মুষলিনে বিলাসিন্যৈ, জং শূলিনে বিজয়ায়ৈ, ঝং পাশিনে বিরজায়ৈ, ঞং অঙ্কুশিনে বিশ্বায়ৈ ইতি বামকরমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। টং মুকুন্দায় বিনদায়ৈ, ঠং নন্দজায় সুনদায়ৈ, ডং নন্দিনে স্মৃত্যৈ, ঢং নরায় ঋদ্ধ্যৈ, ণং নরকজিতে সমৃদ্ধ্যৈ, ইতি দক্ষপাদমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। তং হরয়ে শুদ্ধ্যৈ, থং কৃষ্ণায় বুদ্ধ্যৈ, দং সত্যায় ভক্ত্যৈ, (১) ধং সাত্বতায় মত্যৈ, নং শৌরয়ে ক্ষমায়ৈ ইতি বামপদমূল্যসন্ধ্যগ্রকেষু। পং শূরায় রমায়ৈ দক্ষপার্শ্বে। ফং জনার্দ্দনায় উমায়ৈ বামপার্শ্বে। বং ভূধরায় ক্লেদিন্যৈ পৃষ্ঠে। ভং বিশ্বমূর্ত্তয়ে ক্লিন্নায়ৈ নাভৌ। মং বৈকুণ্ঠায় বসুদায়ৈ উদরে। যং ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ হৃদি। রং অসৃগাত্মনে বলিনে পরায়ৈ দক্ষাংসে। লং মাংসাত্মনে বলানুজায় পরায়ণায়ৈ ককুদি। বং মেদাত্মনে বালায় সূক্ষ্মায়ৈ বামাংসে। শং অস্থ্যাত্মনে বৃষঘ্নায় সন্ধ্যায়ৈ হৃদাদিদক্ষকরে। ষং মজ্জাত্মনে বৃষায় প্রজ্ঞায়ৈ হৃদাদি বামকরে। সং শুক্রাত্মনে হংসায় প্রভায়ৈ হৃদাদিদক্ষপাদে। হং প্রাণাত্মনে বরাহায় নিশায়ৈ হৃদাদিবামপাদে। লং জীবাত্মনে বিমলায় অমোঘায়ৈ হৃদাদ্যুদরে। ক্ষং ক্রোধা-

বসন, যাহার চারি হস্তে শঙ্খ, পদ্ম, গদা, চক্র বিরাজিত সেই বিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি। এইপ্রকার ধ্যান করিয়া কেশবকীর্ত্ত্যাদিন্যাস করিবে যথা—ক্রমদীপিকার "প্রথমে অনুস্বারযুক্ত অকারাদি মাতৃকাবর্ণ বলিয়া পরে নামোল্লেখ করিবে" এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় সর্ব্বত্র অনুস্বার যোগ করিবে। মূলে ন্যাসবিধি সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে বলিয়া তাহার আর অনুবাদ দেওয়া হইল না। অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ এই বলিয়া ললাটে ন্যাস করিবে। এইরূপ অন্যান্য স্থানেও ন্যাস করিবে। সারদাতিলকে কেশবাদি নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই ষোলটি স্বরবর্ণমূর্ত্তি এবং চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী, খড়্গী, শঙ্খী, হলী, মুষলী, শূলী, পাশী, অঙ্কুশী, মুকুন্দ, নন্দজ, নন্দী, নার, নরকজিৎ, হরি, কৃষ্ণ, সত্য,

---

(১) তুষ্ট্যৈ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

ক্ষনে নৃসিংহায় বিদ্যুতায়ৈ হৃদাদিমুখে ইতি। নমঃ সর্ব্বত্র। (কেশবাদিমাহ সারদায়াম্।—কেশবনারায়ণমাধবগোবিন্দবিষ্ণবঃ। মধুসূদনসংজ্ঞোঽন্যঃ স্যাত্রিবিক্রমবামনৌ। শ্রীধরশ্চ হৃষীকেশঃ পদ্মনাভস্ততঃ পরঃ। দামোদরো বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণ ইতীরিতঃ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ স্বরার্ণমূর্ত্তয়ঃ স্মৃতাঃ। পশ্চাচ্চক্রী গদী শার্ঙ্গী খড়্গী শঙ্খী হলী পুনঃ। মুষলী শূলিসংজ্ঞোঽন্যঃ পাশী স্যাদঙ্কুশী পুনঃ। মুকুন্দো নন্দজো নন্দী নারো নরকজিদ্ধরিঃ। কৃষ্ণঃ সত্যঃ সাত্বতঃ স্যাৎ শৌরিঃ শূরো জনার্দ্দনঃ। ভূধরো বিশ্বমূর্ত্তিশ্চ বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ। বলী বলানুজো বালে বৃষঘ্নশ্চ বৃষঃ পুনঃ। হংসো বরাহো বিমলো নৃসিংহো মূর্ত্তয়ো হলাম্। কেশবাদ্যা ইমে শ্যামাঃ শঙ্খচক্রলসৎকরাঃ। কীর্ত্তিঃ কান্তিস্তুষ্টিপুষ্টী ধৃতিঃ শান্তিঃ ক্রিয়া দয়া। মেধা সহর্ষা শ্রদ্ধা স্যাল্লজ্জা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী। প্রীতী রতিরিমাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমেণ স্বরশক্তয়ঃ। জয়া দুর্গা প্রভা সত্যা চণ্ডা বাণী বিলাসিনী। বিজয়া বিরজা বিশ্বা বিনদা সুনদা স্মৃতিঃ। ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ শুদ্ধিঃ স্যাদ্বুদ্ধির্ভক্তির্মতিঃ (১) ক্ষমা। রমোমা ক্লেদিনী ক্লিন্না বসুদা বসুধা পরা। তথা পরায়ণা সূক্ষ্মা সন্ধ্যা প্রজ্ঞা প্রভা নিশা। অমোঘা বিদ্যুতা চেতি কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ সর্ব্বকামদাঃ। এতাঃ প্রিয়তমাঙ্গেষু নিমগ্নাঃ সস্মিতাননাঃ। বিদ্যুদ্দামসমাভাঃ স্যুঃ পঙ্কজাভয়বাহবঃ। (২) গৌতমীয়ে।—কেশবাদিরয়ং ন্যাসো ন্যাসমাত্রেণ দেহিনাম্। অচ্যুতত্বং দদাত্যেব সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। মাতৃকার্ণং সমুচ্চার্য্য কেশবায় ইতি স্মরেৎ। কীর্ত্ত্যৈ নমঃ সমাযুক্ত—(৩)মিত্যাদি ন্যাসমাচরেৎ।

সাত্বত, শৌরি, শূর, জনার্দ্দন, ভূধর, বিশ্বমূর্ত্তি, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বলী, বলানুজ, বাল, বিষঘ্ন, বৃষ, হংস, বরাহ, বিমল ও নৃসিংহ এই পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণমূর্ত্তি এবং পূর্ব্বোক্ত ষোড়শমূর্ত্তি এই পঁয়ত্রিশটি মূর্ত্তি সাকল্যে একপঞ্চাশৎ। ইহাঁরা সকলেই শ্যামবর্ণ সকলেরই হস্তে শঙ্খচক্র। কীর্ত্ত্যাদি যথা—কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি,ক্রিয়া, দয়া, মেধা, হর্ষা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, রতি এই ষোলটি স্বরশক্তি এবং জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডা, বাণী, বিলাসিনী, বিজয়া, বিরজা, বিশ্বা, বিনদা, সুনদা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, বুদ্ধি, ভক্তি, মতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, বসুদা, বসুধা, পরা, পরায়ণা, সূক্ষ্মা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা ও বিদ্যুতা, এই পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনশক্তি। পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ স্বরশক্তি ও এই পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনশক্তি সমুদায়ে একপঞ্চাশৎ শক্তি। এই কীর্ত্তিপ্রভৃতি শক্তিগণ সকল কামনা পূরণ করেন। সৌদামিনীর ন্যায় উজ্জ্বলমূর্ত্তি এই শক্তিগণ সহাস্যবদনে স্ব স্ব প্রিয়তমের অঙ্গে নিমগ্ন রহিয়াছেন। ইহাঁদের প্রত্যেকের হস্তে পদ্ম ও অভয়মুদ্রা। গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন,—এই কেশবকীর্ত্ত্যাদিন্যাস করিবামাত্র মনুষ্যগণ বিষ্ণুত্ব লাভ করে, ইহা সত্য সত্য, কোন সন্দেহ

---

(১) ভুক্তির্মুক্তির্ম'তিরিতি মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ। (২) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।
(৩) কীর্ত্ত্যৈ চ নমসাযুক্তম্ (ক) (খ) পাঠঃ।

আগমকল্পদ্রুমে।—আদিক্ষান্তান্ বিন্দুযুক্তান্ মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমম্। ঙেন্তং দেবং তথা শক্তিং পশ্চান্নম ইতি ক্রমঃ। কেশবায় ততঃ কীর্ত্ত্যৈ কান্ত্যৈ নারায়ণায় চ। ইত্যাদ্যগস্ত্যসংহিতাবচনাদয়ং ক্রমঃ। ন তু কেশবকীর্ত্তিভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। তথা ভুক্তিমিচ্ছতা অয়ং ন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ শ্রীবীজাদিকঃ। যথা—শ্রীং অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি (১)। তথাচ গৌতমীয়ে—এবং প্রবিন্যসেন্ন্যাসং লক্ষ্মীবীজপুরঃসরম্। স্মৃতিং ধৃতিং মহালক্ষ্মীং প্রাপ্যান্তে হরিতাং ব্রজেৎ। (২) ততস্তত্ত্বন্যাসঃ।—মাদিকান্তানথার্ণাংশ্চ (৩) বীজান্তেকৈকশো বদেৎ। নমঃ পরায়েত্যুচ্চার্য্য ততস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। ইতি গৌতমীয়দর্শনাৎ সর্ব্বত্র তত্ত্বপদপ্রয়োগঃ। যথা— মং নমঃ পরায় জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ভং নমঃ পরায় প্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ। এতদ্দ্বয়ং সর্ব্বগাত্রে। বং নমঃ পরায় মতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ফং নমঃ পরায়াহঙ্কারতত্ত্বাত্মনে নমঃ। পং নমঃ পরায় মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। এতত্ত্রিতয়ং হৃদি। নং নমঃ পরায় শব্দতত্ত্বাত্মনে নমো মস্তকে। ধং নমঃ পরায় স্পর্শতত্ত্বাত্মনে নমো মুখে। দং নমঃ পরায় রূপতত্ত্বাত্মনে নমো হৃদি। থং নমঃ পরায় রসতত্ত্বাত্মনে নমো গুহ্যে। তং নমঃ পরায় গন্ধতত্ত্বাত্মনে নমো পাদয়োঃ। ণং নমঃ পরায় শ্রোত্রতত্ত্বাত্মনে নমঃ কর্ণয়োঃ। ঢং নমঃ পরায় ত্বক্তত্ত্বাত্মনে নমঃ ত্বচি। ডং নমঃ পরায় নেত্রতত্ত্বাত্মনে নমো নেত্রয়োঃ।

নাই। অগ্রে মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিয়া "কেশবায়" এই কথা বলিবে। তাহার পরে "কীর্ত্ত্যৈ নমঃ" বলিয়া ন্যাস করিবে। আগমকল্পদ্রুমে বলিয়াছেন,—অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত মাতৃকাবর্ণগুলির অন্তে অনুস্বারযোগ করিয়া প্রথমে চতুর্থীর একবচনান্ত কেশবাদিপুরুষের নাম, পরে ঐরূপ বিভক্তিযুক্ত শক্তির নাম উল্লেখ করিয়া পরে নমঃপদ প্রয়োগ করিয়া ন্যাস করিবে। অগস্ত্যসংহিতার বচনানুসারে ন্যাসের এই ক্রম। অর্থাৎ এই ন্যাসে অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ বিভক্তিযোগ করিয়া ন্যাস করিবে, কিন্তু অং কেশবকীর্ত্তিভ্যাং নমঃ এইরূপ একবিভক্তি যোগ করিয়া ন্যাস করিবে না। ভক্তিকামী ব্যক্তি অগ্রে শ্রীবীজ যোগ করিয়া এই ন্যাস করিবেন। যথা—শ্রীং অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি। গৌতমীয়তন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন,—লক্ষ্মীবীজযোগপূর্ব্বক এই ন্যাস করিলে স্মৃতি, ধৃতি ও মহালক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া অন্তে বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে তত্ত্বন্যাস করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন—ম হইতে ক পর্য্যন্ত বর্ণগুলির এক-একটীকে প্রথমে বীজরূপে সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহার পরে নমঃ পরায় বলিবে, তাহার পরে

---

(১) মুদ্রিতাদর্শপুস্তকে—"ওঁ শ্রীং অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি, ইত্যুক্ত্বা "তথাচ প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য শ্রীবীজং তদনন্তরম্। মাতৃকার্ণং ততো ন্যসেদ্ বক্ষ্যামি তৎপ্রকারকম্। বাগ্‌ভবাদ্যং ন্যসেদ্বাথ বাগীশত্বমবাপ্নুয়াৎ। যদ্বদাদ্যং ন্যসেন্ন্যাসং তদ্বীজেনাঙ্গকল্পনা ইতি গৌতমীয়াৎ" ইত্যধিকঃ পাঠোহস্তি। (২) তথাচ শ্রীং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নম ইত্যাদি প্রযোজ্যং নাত্র মাতৃকান্তর্ভাবঃ। ইতি (আ॰ বি॰) পুস্তকেঽধিকঃ পাঠঃ।

(৩) মকারাদিকান্তবর্ণানামেকৈকং প্রথমতো দেয়ম্। (খ চি)

ঠং নমঃ পরায় জিহ্বাতত্ত্বাত্মনে নমো জিহ্বায়াম্। টং নমঃ পরায় ঘ্রাণতত্ত্বাত্মনে নমো ঘ্রাণয়োঃ। ঞং নমঃ পরায় বাক্‌তত্ত্বাত্মনে নমো বাচি। ঝং নমঃ পরায় পাণিতত্ত্বাত্মনে নমো পাণ্যোঃ। জং নমঃ পরায় পাদতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ। ছং নমঃ পরায় পায়ুতত্ত্বাত্মনে নমো গুহ্যে। চং নমঃ পরায় উপস্থতত্ত্বাত্মনে নমো লিঙ্গে। ঙং নমঃ পরায় আকাশতত্ত্বাত্মনে নমো মূর্দ্ধ্নি। ঘং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমো মুখে। গং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমো হৃদি। খং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমো লিঙ্গমূলে। কং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ। তথাচ দীপিকায়াম্।—ইত্যচ্যুতীকৃততনুর্ব্বিদধীত তত্ত্বন্যাসং ম-পূর্ব্ব-ক-পরাক্ষর-নত্যুপেতম্। ভূয়ঃ পরায় চ তদাহ্বয়মাত্মনে চ নত্যন্তমুদ্ধরত তত্ত্বমনুক্রমেণ॥ সকলবপুষি জীবং প্রাণমাযোজ্য মধ্যে ন্যসতু মতিমহংকারং মনশ্চেতি মন্ত্রী। কমুখহৃদয়গুহ্যাঙ্ঘ্রিষ্বথো শব্দপূর্ব্বং গুণগণমথ কর্ণাদিস্থিতং শ্রোত্রপূর্ব্বম্॥ বাগাদীন্দ্রিয়বর্গমাত্মনি নয়েদাকাশপূর্ব্বং গণং মূর্দ্ধাস্যে হৃদয়ে শিবে চরণয়োর্হৃৎপুণ্ডরীকং হৃদি॥ শং নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্বাত্মনে নমো হৃদি। (১) হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্তসূর্য্যমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমো হৃদি। সং নমঃ পরায় ষোড়শকলাব্যাপ্তসোমমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমো হৃদি। রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমো হৃদি। যং নমঃ পরায় পরমেষ্ঠিতত্ত্বাত্মনে বাসুদেবায় নমঃ শিরসি। যং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে সঙ্কর্ষণায় নমো মুখে। লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্ত্বাত্মনে প্রদ্যুম্নায় নমো

"তত্ত্বাত্মনে নমঃ" বলিয়া ন্যাস করিবে। এইরূপ বিধি থাকায় সর্ব্বত্র তত্ত্বশব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। কোন্ কোন্ মন্ত্র কোন্ অঙ্গে ন্যাস করিতে হইবে, তাহা মূলে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এজন্য তাহার অনুবাদ দেওয়া হইল না। দীপিকাতেও এতদ্বিষয়ে প্রমাণ দিয়া বলিয়াছেন,—এইপ্রকারে সাধক নিজ দেহকে বিষ্ণুময় করিয়া ম হইতে ক পর্য্যন্ত মাতৃকাবর্ণে নমঃ শব্দ যোগপূর্ব্বক পরায় বলিয়া তত্ত্বের নামোল্লেখ করত অমুকতত্ত্বাত্মনে নমঃ এই বলিবে। সকল শরীরে জীবতত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্বন্যাস করিবে। হৃদয় মধ্যে মতিতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের ন্যাস করিবে। মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, গুহ্যে, পদদ্বয়ে শব্দাদিগুণগণের ন্যাস করিবে। কর্ণাদি অঙ্গে শ্রোত্রকে অগ্রে উল্লেখপূর্ব্বক বাগাদি ইন্দ্রিয়বর্গের ন্যাস করিবে, আকাশ প্রভৃতি গণকে মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, লিঙ্গে, পদদ্বয়ে এবং হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্বকে হৃদয়ে ন্যাস করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে আরও স্পষ্ট বলিয়াছেন—শংবীজের উল্লেখপূর্ব্বক হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্বকে হৃদয়ে ন্যাস করিবে। হং বীজ ও সূর্য্যমণ্ডলতত্ত্বের হৃদয়ে ন্যাস, সং বীজ চন্দ্রমণ্ডলতত্ত্বের হৃদয়ে ন্যাস, বং বীজ বহ্নিমণ্ডল তত্ত্বের হৃদয়ে ন্যাস, যং বীজ পরমেষ্ঠিতত্ত্বের মস্তকে ন্যাস করিবে। যং বীজ পুংতত্ত্ব ও সঙ্কর্ষণকে মুখে ন্যাস করিবে। লং বীজ বিশ্বতত্ত্ব প্রদ্যুম্নের উল্লেখপূর্ব্বক হৃদয়ে ন্যাস

---

(১) তথা দ্বিষট্ (১২) দ্ব্যষ্ট (১৬) দশক (১০) কলাব্যাপ্তানীতি।

হৃদি। বং নমঃ পরায় নিবৃত্তিতত্ত্বাত্মনে অনিরুদ্ধায় নমো লিঙ্গে। লং নমঃ পরায় সর্ব্বতত্ত্বাত্মনে নারায়ণায় নমঃ পাদয়োঃ। ক্ষ্রৌং নমঃ পরায় কোপতত্ত্বাত্মনে নৃসিংহায় নমঃ সর্ব্বগাত্রে। তথাচ গৌতমীয়ে।—শং বীজং হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্বং হৃদি প্রবিন্যসেৎ। হং বীজং সূর্য্যমণ্ডলতত্ত্বং হৃদি প্রবিন্যসেৎ। সং বীজং চন্দ্রমণ্ডলতত্ত্বং হৃদি প্রবিন্যসেৎ। রং বীজং বহ্নিমণ্ডলতত্ত্বং হৃদি প্রবিন্যসেৎ। যং বীজং পরমেষ্ঠিতত্ত্বং বাসুদেবঞ্চ (১) মূর্দ্ধনি। যং বীজমথ পুংস্তত্ত্বং সঙ্কর্ষণমথো মুখে। লং বীজং বিশ্বতত্ত্বঞ্চ প্রদ্যুম্নঞ্চ হৃদি ন্যসেৎ। বং বীজং নিবৃত্তিতত্ত্বঞ্চ অনিরুদ্ধমুপস্থকে। লং বীজং সর্ব্বতত্ত্বঞ্চ পাদে নারায়ণং ন্যসেৎ। ক্ষ্রৌং বীজং কোপতত্ত্বঞ্চ নৃসিংহং সর্ব্বগাত্রকে। এবং তত্ত্বানি বিন্যস্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। ফলন্তু তত্রৈব।—তত্ত্বন্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে। কৃতেন যেন দেবস্য রূপতামেব যাত্যসৌ। (২) ততো যথাবিধি প্রাণায়ামং (৩) কৃত্বা পীঠন্যাসং বিধায়, কেশরেষু পূর্ব্বাদিদিক্ষু প্রাদক্ষিণ্যেন মধ্যে চ ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ এবং উৎকর্ষিণ্যৈ জ্ঞানায়ৈ ক্রিয়ায়ৈ যোগায়ৈ প্রহ্ব্যৈ সত্যায়ৈ ঈশানায়ৈ অনুগ্রহায়ৈ। তদুপরি ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ। তথাচ নিবন্ধে।—বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা চ শক্তয়ঃ। প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহা নবমী স্মৃতা। পীঠমন্ত্রোচ্চারণমাহ,—নমো ভগবতে ক্রয়াদ্বিষ্ণবেঽথ পদং বদেৎ। সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায়েতি বদেস্ততঃ। সর্ব্বাত্মসংযোগপদাদ্‌যোগপদ্মপদং ততঃ। পীঠাত্মনে হৃদন্তোঽয়ং মন্ত্রস্তারাদিকো হরেঃ॥ ৯॥ ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। তদ্‌যথা—শিরসি সাধ্যনারায়ণায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীবিষ্ণবে

করিবে। বং বীজ নিবৃত্তিতত্ত্ব অনিরুদ্ধকে উল্লেখ করিয়া উপস্থদেশে ন্যাস করিবে। লং বীজ সর্ব্বতত্ত্ব নারায়ণকে পদে ন্যাস করিবে। ক্ষ্রৌং বীজ কোপতত্ত্ব নৃসিংহকে সর্ব্বগাত্রে ন্যাস করিবে। তাহার পরে তত্ত্বন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে। এই ন্যাসের ফল গৌতমীয় তন্ত্রেই উক্ত হইয়াছে,—সাধক সিদ্ধিলাভের জন্য তত্ত্বন্যাস করিবে, যে ন্যাস করিলে সাধক বিষ্ণুরূপ প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে যথাবিধি প্রাণায়াম ও পীঠন্যাস করিয়া কেশরে পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রদক্ষিণক্রমে এবং মধ্যে ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিতনিয়মে পূজা করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা এই নয়টি বিষ্ণুর পীঠশক্তি। তাহার পর পীঠমন্ত্র বলিয়াছেন,—ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ, ইহা বিষ্ণুর পীঠমন্ত্র। ৮।৯। তাহার পরে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে।

---

(১) বাসুদেবায় ইতি (খ) পাঠঃ। (২) গৌতমীয়ে,—ইতি কৃতেঽস্মিন্ কৃতো ভবতি ধ্রুবং সকল বৈষ্ণবমন্ত্রজপাদিষু। ইতি-বচনান্নিত্যত্বমপ্যস্য ইত্যধিকঃ (ক) পুস্তকপাঠঃ। (৩) অস্য প্রাণায়ামঃ শাক্তবৎ, প্রত্যেকং ত্রিবিধঃ সোঽপি পূরককুম্ভকরেচকৈরিত্যাগ্নীয়াৎ। মুদ্রিত (খ টি)।

দেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ,—সাধ্যনারায়ণঃ প্রোক্ত ঋষিশ্ছন্দ উদাহৃতম্। মন্ত্রস্য দেবীগায়ত্রী দেবতা বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ১০ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—ক্রুদ্ধোল্কায় অঙ্গুষ্ঠ্যাভ্যাং নমঃ। মহোল্কায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। বীরোল্কায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। অত্যুল্কায় (১) অনামিকাভ্যাং হুঁ। সহস্রোল্কায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ প্রপঞ্চসারে।—ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদাখ্যাতং মহোল্কায় শিরঃ স্মৃতম্। বীরোল্কায় শিখা প্রোক্তাত্যুল্কায় (২) কবচং স্মৃতম্। সহস্রোল্কায়াস্ত্রমুক্তমঙ্গকৢপ্তিরিয়ং মতা ॥ ১১ ॥ ততো মন্ত্রেণ ষড়ঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ।—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মোং শিখায়ৈ বষট্, নাং কবচায় হুঁ, রাং নেত্রাভ্যাং (৩) বৌষট্, য়ং অস্ত্রায় ফট্। ণাং নমো দক্ষপার্শ্বে, য়ং নমো বামপার্শ্বে। তথাচ,—ভূয়ো বর্ণৈর্ম্মনোঃ ষড়্ভিঃ ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ। অবশিষ্টৈঃ পুনর্ব্বর্ণৈর্ব্বিন্যসেৎ কুক্ষিপার্শ্বয়োঃ ॥ ১২ ॥ ততঃ ওঁ সুদর্শনায় 'অস্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্রেণ দিগ্বন্ধনং কৃত্বা মন্ত্রন্যাসং কুর্য্যাৎ। তথাচ কল্পে,—মন্ত্রন্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বকামফলপ্রদম্। যং বিনা নৈব তৎ সম্যগাসুরং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ তদ্‌যথা—আধারে ওঁ নমঃ, হৃদি নং নমঃ, বক্ত্রে মোং নমঃ, দোর্যুগলমূলে নাং নমঃ, রাং নমঃ, পাদয়োঃ য়ং নমঃ, ণাং নমঃ, নাভৌ য়ং নমঃ। এবং কণ্ঠে নাভৌ হৃদি কুচয়োঃ পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে চ। মূর্দ্ধ্নি আস্যে নেত্রয়োঃ শ্রবণয়োঃ ঘ্রাণয়োঃ হস্তয়োঃ সন্ধ্যঙ্গুলীষু। তথা পাদয়োঃ সন্ধ্যঙ্গুলিষু। হৃদয়ে সপ্ত-

ঋষ্যাদিন্যাস,—সাধ্যনারায়ণ ইহার ঋষি, দেবীগায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, বিষ্ণু ইহার দেবতা। তাহার পরে করাঙ্গন্যাস করিবে। ক্রুদ্ধোল্কায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইত্যাদি উপরিলিখিত নিয়মে করন্যাস করিয়া ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদয়ায় নমঃ, মহোল্কায় শিরসে স্বাহা, বীরোল্কায় শিখায়ৈ বষট্, অত্যুল্কায় কবচায় হুঁ, সহস্রোল্কায় অস্ত্রায় ফট্, এইরূপে অঙ্গন্যাস করিবে। ১০।১১। তৎপরে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে মন্ত্রের অক্ষরদ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে ণাং নমঃ, বামপার্শ্বে য়ং নমঃ. এই মন্ত্রে ন্যাস করিবে। ১২। প্রপঞ্চসারে বলিয়াছেন,—ক্রুদ্ধোল্কায় বলিয়া হৃদয়, মহোল্কায় বলিয়া মস্তক. বীরোল্কায় বলিয়া শিখা, অত্যুল্কায় বলিয়া কবচ, এবং সহস্রোল্কায় বলিয়া অস্ত্রন্যাস করিবে। তৎপরে ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিয়া মন্ত্রন্যাস করিবে। কল্পে বলিয়াছেন,—তাহার পরে মন্ত্রন্যাস করিবে। এই ন্যাস নিখিল কামনাপূরণ করে। এই ন্যাস না করিয়া বিষ্ণুপূজা করিলে সেই পূজা আসুরী বলিয়া পরিগণিত এবং নিষ্ফল হয়। ন্যাসের নিয়ম এই,—ওঁ নমঃ এই বলিয়া মূলাধারে ন্যাস করত নং নমঃ বলিয়া হৃদয়ে মোং নমঃ মুখে, দক্ষিণবাহুমূলে নাং নমঃ, বামবাহুমূলে রাং নমঃ, দক্ষিণপাদে য়ং নমঃ, বামপাদে ণাং নমঃ, নাভিতে য়ং নমঃ, বলিয়া ন্যাস করিবে। এই প্রকার কণ্ঠ, নাভি, হৃদয়, স্তনদ্বয় ও পৃষ্ঠ,

---

(১) হ্যুল্কায় ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) হ্যুল্কায়েতি (ক) (খ) পাঠঃ। অগ্ন্যুল্কায় ইতি মুদ্রিত খ) পাঠঃ। প্রোক্তাহুল্কায়েতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৩) নেত্রত্রয়ায়েতি মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ।

ধাতুষু প্রাণেষু। ধাতবস্তু,—ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রাণি ধাতবঃ। মূর্দ্ধ্নি নেত্রে আস্যে হৃদি কুক্ষৌ উর্ব্বোঃ। জঙ্ঘয়োঃ পাদয়োর্গণ্ডয়োরংসয়োঃ উর্ব্বোঃ পাদয়োশ্চক্রে শঙ্খে গদায়াং পদ্মে চ বিন্যসেৎ। তথাচ নিবন্ধে।—বদ্ধদিক্ চক্রমন্ত্রেণ মন্ত্রবর্ণাংস্তনৌ ন্যসেৎ। আধারে হৃদয়ে বক্ত্রে দোঃপন্মূলেষু নাভিকে। কণ্ঠে নাভৌ হৃদি কুচে পার্শ্বে পৃষ্ঠে চ তৎপরম্। মূর্দ্ধাস্যনেত্রশ্রবণঘ্রাণেষু তদনন্তরম্। দোঃপাদসন্ধ্যঙ্গুলীষু ধাতুপ্রাণেষু হৃৎস্থলে। মূর্দ্ধেক্ষণাস্যহৃৎকুক্ষিসোরুজঙ্ঘাপদদ্বয়ে। একৈকশো ন্যসেদ্বর্ণান্ গণ্ডাংসোরুপদেষু চ। শঙ্খচক্রগদাম্ভোজপাদেষ্ববহিতো ন্যসেৎ॥ ১৩॥ ততো মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসঃ।—ললাটে ওঁ অং কেশবায় ধাত্রে নমঃ। কুক্ষৌ নং আং নারায়ণায় অর্য্যম্নে নমঃ। হৃদি মোং ইং মাধবায় মিত্রায় নমঃ। গলকূপতলে ভং ঈং গোবিন্দায় বরুণায় নমঃ। দক্ষপার্শ্বে গং উং বিষ্ণবে অংশবে নমঃ। দক্ষিণাংসে বং উং মধুসূদনায় ভগায় নমঃ। গলদক্ষিণভাগে তেং এং ত্রিবিক্রমায় বিবস্বতে নমঃ। বামপার্শ্বে বাং ঐঁ বামনায় ইন্দ্রায় নমঃ। বামাংসে সুং ওঁ শ্রীধরায় পূষ্ণে নমঃ। গলবামভাগে দেং ওঁ হৃষীকেশায় পর্জ্জন্যায় নমঃ। পৃষ্ঠে বাং অং পদ্মনাভায় ত্বষ্ট্রে নমঃ। ককুদি য়ং অঃ দামোদরায় বিষ্ণবে নমঃ! ততঃ শিরসি দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রং ন্যসেৎ। তথাচ নিবন্ধে।—অষ্টার্ণোঽষ্টপ্রকৃত্যাত্মা (১) জ্ঞেয়ঃ স্যাচ্চতুরাত্মনাম্। সংযোগাৎ সূরিভিঃ প্রোক্তো

মস্তক, মুখ, নেত্রদ্বয়, কর্ণদ্বয় ও নাসিকাদ্বয়, দক্ষিণ হস্তের সন্ধিত্রয় ও পঞ্চাঙ্গুলী, বাম হস্তের সন্ধিত্রয় ও পঞ্চাঙ্গুলী, দক্ষিণপাদের সন্ধিত্রয় ও পঞ্চাঙ্গুলী, বামপাদের সন্ধিত্রয় ও পঞ্চাঙ্গুলী ; হৃদয় এবং চর্ম্ম, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র,—এই সপ্তধাতু, মস্তক, নেত্রদ্বয়, মুখ, হৃদয়, উদর, উরুদ্বয় জঙ্ঘাদ্বয়, পাদদ্বয় গণ্ডদ্বয়, স্কন্ধদ্বয়, উরুদ্বয়, পাদদ্বয়, এই সকল স্থানে এবং চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্মে, ওঁ, নং মোং নাং, রাং য়ং, ণাং এবং য়ং এই অষ্টাক্ষর পুনঃপুনঃ ন্যাস করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—চক্রমন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিয়া শরীরে মন্ত্রবর্ণ ন্যাস করিবে, মূলাধারে, হৃদয়ে, মুখে, বাহু ও পদের মূলদেশে, নাভিতে, কণ্ঠদেশে, নাভিতে, হৃদয়ে, স্তনে, পার্শ্বে, পৃষ্ঠে, মস্তকে মুখে, নেত্রে, কর্ণে, নাসিকায়, বাহু ও পদের সন্ধিদেশে, অঙ্গুলিতে, সপ্তধাতুতে প্রাণে, হৃদয়ে, মস্তকে, নেত্রে, মুখে, হৃদয়ে, উদরে, উরুদ্বয়ে জানুদ্বয়ে, পদদ্বয়ে, গণ্ডস্থলে, স্কন্ধদেশে ও পদে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুর পাদদেশে একাগ্রচিত্ত হইয়া এক একটি মন্ত্রবর্ণন্যাস করিবে। ১৩। তাহার পরে মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করিবে। এই ন্যাস মূলে দ্রষ্টব্য। তৎপরে ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র মস্তকে ন্যাস করিবে। আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা এই চারিটি আত্মা। আত্মার অষ্ট প্রকৃতি বলিয়া বিষ্ণু-

---

(১) আত্মা অন্তরাত্মা পরমাত্মা জ্ঞানাত্মা, চ-ভেন বর্ণচতুষ্টয়ং চতুরাত্মনামিত্যর্থঃ। (খ টী)

বিশিষ্টো দ্বাদশাক্ষরঃ। অতস্তন্মন্ত্রবর্ণাদ্যা দ্বাদশস্বরসংযুতাঃ। দ্বাদশাদিত্যসহিতা মূর্ত্তীর্দ্বাদশ বিন্যসেৎ। কেশবাদ্যাঃ ক্রমাদ্দেহে বক্ষ্যমাণবিধানতঃ। ললাটে কেশবং ধাত্রা কুক্ষৌ নারায়ণং পুনঃ। অর্য্যম্ণা হৃদি মিত্রেণ মাধবং কণ্ঠদেশতঃ। বরুণেন চ গোবিন্দং পুনর্দ্দক্ষিণপার্শ্বকে। অংশুনা বিষ্ণুমংসে স্যাৎ ভগেন মধুসূদনম্। গলে বিবস্বতা যুক্তং ত্রিবিক্রমমনন্তরম্। বামপার্শ্বস্থমিন্দ্রেণ বামনাখ্যমথাংসকে। পূষ্ণা শ্রীধরনামানং গলে পর্জ্জন্যসংযুতম্। হৃষীকেশাহ্বয়ং পৃষ্ঠে পদ্মনাভং ততঃ পরম্। ত্বষ্ট্রা দামোদরং পশ্চাদ্‌বিষ্ণুনা ককুদি ন্যসেৎ। দ্বাদশার্ণং মহামন্ত্রং ততো মূর্দ্ধ্নি প্রবিন্যসেৎ। ততঃ কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকং বিন্যসেত্ততঃ॥ তথাচ গৌতমীয়ে।—দ্বাদশাক্ষরং মন্ত্রবরং বিন্যসেদ্‌ ব্রহ্মরন্ধ্রকে। বাসুদেবো ভবেৎ সাক্ষাদ্ব্যাপিতস্তস্য তেজসা। ত্রিমাত্রিকং (১) সমুদ্ধৃত্য নমো ভগবতে লিখেৎ। বাসুদেবং চতুর্থ্যা তু মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ। অস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ বাসুদেবঃ প্রজায়তে। ন্যাসফলন্তু;—চৈতন্যামৃতবপুরর্ককোটিতেজা মূর্দ্ধ্নিস্থো বপুরখিলং স বাসুদেবঃ। উধস্যং (২) সুবিমলপাথসীব সিক্তং ব্যাপ্নোতি প্রকটিতমন্ত্রবর্ণকীর্ণম্। তন্মূর্ত্তিপঞ্জর-ন্যাসোঽভিহিতঃ পরমেষ্ঠিনা। সকৃন্ন্যাসাদ্ভবেন্মন্ত্রী বিষ্ণুমূর্ত্তিরনুত্তমা॥ মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসস্তু বহুধা।—ওঁ অং ধাতৃসহিত-কেশবায় নমঃ ইতি কেচিৎ। ওঁ অং কেশবধাতৃভ্যাং নমঃ

মন্ত্র অষ্টাক্ষর, তাহাতে ঐ চারিটি আক্ষর সংযোগে সূরিগণ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র বলিয়াছেন। সেই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রত্যেকবর্ণগুলির এক একটির অগ্রে দ্বাদশ স্বরে এক একটি যোগ করিবে। দ্বাদশ আদিত্যের সহিত দ্বাদশমূর্ত্তিন্যাস করিবে, ললাটে ধাতার সহিত কেশবের, (১) কুক্ষিতে অর্য্যমার সহিত নারায়ণের (২) হৃদয়ে মিত্রের সহিত মাধবের, (৩) কণ্ঠদেশে বরুণের সহিত গোবিন্দের (৪), দক্ষিণপার্শ্বে অংশুর সহিত বিষ্ণুর (৫) স্কন্ধে ভগের সহিত মধুসূদনের (৬) গলে বিবস্বানের সহিত ত্রিবিক্রমের (৭) বামপার্শ্বে ইন্দ্রের সহিত বামনের (৮) স্কন্ধে পূষার সহিত শ্রীধরের (৯), গলে পর্জ্জন্যের সহিত হৃষীকেশের (১০) পৃষ্ঠে ত্বষ্টার সহিত পদ্মনাভের (১১) গ্রীবায় বিষ্ণুর সহিত দামোদরের ন্যাস করিবে (১২) তাহার পর মস্তকে দ্বাদশাক্ষর মহামন্ত্র ন্যাস করিবে। তাহার পরে কিরীটমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রবিষয়ে বলিয়াছেন,—মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ব্রহ্মরন্ধ্রে ন্যাস করিলে মন্ত্রের তেজে ন্যাসকর্ত্তা সাক্ষাৎ বাসুদেব হন, প্রথমে ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক 'নমো ভগবতে' বলিবে। তাহার পরে চতুর্থীর এক বচনান্ত বাসুদেব শব্দের প্রয়োগ করিবে। এইরূপে যে মন্ত্র হইবে উহা কল্পবৃক্ষ স্বরূপ। এই মন্ত্র জানিলে সাধক সাক্ষাৎ বাসুদেব হন. চৈতন্যরূপ সুধাময়মূর্ত্তি সেই বাসুদেব কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, নির্ম্মল জলে প্রক্ষিপ্ত দুগ্ধ যেমন সমস্ত জলে ব্যাপিয়া যায়, তদ্রূপ সেই বাসুদেব সাধকের মস্তকে সহস্রদল

---

(১) ত্রিমাত্রিকম্ ওঙ্কারম্। (২) উধস্যং দুগ্ধম্।

ইত্যন্তে। ওঁ অং কেশবসহিতধাত্রে নমঃ ইত্যপরে। তন্ন বাসুদেবমনোরেকং বর্ণং ক্লীববিবর্জ্জিতম্। স্বরৈকং বিন্দুসংযুক্তং (১) চতুর্থ্যা কেশবাদিকম্। তথা ধাত্র্যাদিকঞ্চোক্তা নমো ন্যাস উদাহৃতঃ। ইতি নারদীয়তন্ত্রাৎ॥ ১৪॥ (২) ততঃ ওঁ কিরীটকেয়ূর-হার-মকরকুণ্ডল-শঙ্খচক্রগদাম্ভোজহস্ত-পীতাম্বরধর-শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষঃস্থল—শ্রীভূমিসহিতসাত্মজ্যোতির্ম্ময়দীপ্তকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ ব্যাপকং বিন্যস্য মুদ্রাঃ প্রদর্শ্য ধ্যানং কুর্য্যাৎ। তথাচ প্রপঞ্চসারে।—কিরীটকেয়ূরহারপদান্যাভাষ্য মন্ত্রবিৎ। মকরান্তে কুণ্ডলঞ্চ শঙ্খচক্রগদাদিকম্। পদ্মহস্তপদং প্রোক্তা পীতাম্বরধরেতি চ। শ্রীবৎসাঙ্কিতমাভাষ্য বক্ষঃস্থলমথো বদেৎ। শ্রীভূমিসহিত-স্বাত্মজ্যোতির্ম্ময়পদং বদেৎ। দীপ্তমুক্তা করায়েতি সহস্রাদিত্যতেজসে। হৃদন্তঃ প্রণবাদিঃ স্যাৎ কিরীটাদিমন্ত্রদ্বয়ম্। এবং ন্যাসং পুরা কৃত্বা ধ্যায়েন্নারায়ণং পরম্॥ ১৫॥ মুদ্রাঃ প্রদর্শ্য ধ্যানং যথা,—উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং চক্রং বিভ্রতমিন্দিরাবসুমতী

পদ্ম মধ্যে অবস্থানকরত সাধকের সমস্ত দেহকে মন্ত্রবর্ণে পরিব্যাপ্ত করেন। এই মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস ব্রহ্মার মুখবিনিঃসৃত, একবার এই ন্যাস করিলে সাধক সর্ব্বোত্তম বিষ্ণুমূর্ত্তি হইয়া যান। মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাস বহুপ্রকার। কেহ বলেন—"ওঁ অং ধাতৃসহিতকেশবায় নমঃ" অন্যে বলেন "ওঁ অং কেশবধাতৃভ্যাং নমঃ।" অপরে বলেন "ওঁ অং কেশবসহিতধাত্রে নমঃ। ইহা ঠিক নহে,—কেননা নারদীয় তন্ত্রে সুস্পষ্ট বলিয়াছেন,—যে ক্লীবস্বর (ঋ ৠ ঌ ৡ) চারিটি বাদ দিয়া বাসুদেব মন্ত্রের এক একটি বর্ণে অবশিষ্ট ১২টি স্বর যথাক্রমে যোগ দিয়া চতুর্থ্যন্ত কেশবাদি ও চতুর্থ্যন্ত ধাতৃপ্রভৃতি শব্দ উল্লেখ করিয়া অন্তে নমঃ যোগ দিয়া ন্যাস করিবে। সুতরাং কেশব ও ধাতা এই উভয় পদ চতুর্থ্যন্ত নির্দ্দেশ থাকায় ওঁ অং নমঃ কেশবায় ধাত্রে নমঃ এইরূপ মন্ত্রে ন্যাস কর্ত্তব্য, ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে। তাহার পরে ওঁ কিরীট-কেয়ূর-হার-মকরকুণ্ডলধর-শঙ্খচক্র-গদাম্ভোজহস্ত-পীতাম্বরধর-শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল-শ্রীভূমিসহিতস্বাত্মজ্যোতির্ম্ময়দীপ্তকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমঃ, এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিবে এই বিষয়ে প্রপঞ্চসারে কথিত হইয়াছে—মন্ত্রজ্ঞ সাধক প্রথমে 'কিরীট কেয়ূর হার' এই পদগুলি বলিয়া 'মকর' শব্দের পর 'কুন্তল' ও 'শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্ত' পদ বলিবে, তাহার পরে 'পীতাম্বরধর' 'শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল' এই দুই পদ বলিয়া 'শ্রীভূমিসহিত স্বাত্মজ্যোতির্ম্ময়' পদ বলিবে। তাহার পরে দীপ্তকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে' এই পদ বলিয়া অন্তে নমঃ' ও আদি 'ওঁ' প্রদান করিলে কিরীটাদি মন্ত্র হয়। অগ্রে এইরূপ ন্যাস করিয়া নারায়ণের ধ্যান করিবে। ধ্যানের পূর্ব্বে মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ১৪।১৫। ধ্যান যথা,—উদীয়মান

---

(১) স্বরৈকং বিন্দুযুক্তমিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(২) ওঁ অং কেশবায় ধাত্রে নমো ললাটে ইত্যাদি দর্শনাচ্চ। ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ।

সংশোভিপার্শ্বদ্বয়ম্। কোটীরাঙ্গদহারকুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তভোদ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসচ্ছ্রীবৎসচিহ্নং ভজে॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ১৬॥ তত্র বৈষ্ণবপাত্রন্তু গৌতমীয়ে—তাম্রপাত্রন্তু বিপ্রর্ষে বিষ্ণোরতিপ্রিয়ং মতম্। তথৈব সর্ব্বপাত্রাণাং মুখ্যং শঙ্খং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১৭॥ মৃৎপাত্রঞ্চ তথা প্রোক্তং সৌবর্ণং রাজতন্তথা। পঞ্চপাত্রং হরেঃ শুদ্ধং নান্যত্তত্র নিযোজয়েৎ॥ ১৮॥ নৈবেদ্যদানে তু তত্র,—স্বর্ণে বা তাম্রপাত্রে বা রৌপ্যে বা পঙ্কজে দলে ইত্যাদি। আগমকল্পদ্রুমে (১)।—হৈরণ্যং রাজতং কাংস্যং তাম্রং মৃন্ময়মেব বা। পাষাণং (২) শ্রীহরেঃ পাত্রং নৈবেদ্যে কল্পয়েদ্বুধঃ॥ ১৯॥ (৩) ততঃ সামান্যপীঠপূজানন্তরং বিমলাদি-বৈষ্ণবশক্তি-সহিতপীঠপূজাং কৃত্বা, পুনর্ধ্যাত্বা, মূলেন কল্পিতমূর্ত্তাবাবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেত। তদ্‌যথা,—অগ্নিকোণে ওঁ ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদয়ায় নমঃ। নৈঋতে মহোল্কায় শিরসে স্বাহা। বায়ুকোণে বীরোল্কায় শিখায়ৈ বষট্। ঈশানে অত্যুল্কায় (৪) কবচায় হুঁ। দিক্ষু সহস্রোল্কায় অস্ত্রায় ফট্। ততঃ কেশরেষু পূর্ব্বাদি

কোটি সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার (আরক্ত) দেহপ্রভা, চারিহস্তে সর্ব্বদা শঙ্খ, গদা পদ্ম ও চক্র ধারণ করিতেছেন, লক্ষ্মী ও বসুমতী দুই পার্শ্ব শোভিত করিয়া রহিয়াছেন; যিনি মুকুট, অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডল অলঙ্কার পরিধান করিয়াছেন, কটিতটে পীতবস্ত্র, কণ্ঠে কৌস্তভমণি, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, এরূপ বিশ্বম্ভরকে ভজনা করি। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে। ১৬। বিষ্ণুপূজায় অর্ঘ্যপাত্র বিষয়ে গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—হে বিপ্রর্ষে! তাম্রনির্ম্মিত পাত্র বিষ্ণুর অতিপ্রিয়। অন্যান্য সকল পাত্রের মধ্যে শঙ্খপাত্র প্রধান। ১৭। মৃৎপাত্র, সুবর্ণময় পাত্র ও রজতপাত্রও বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত, এই পঞ্চ প্রকার পাত্র ভিন্ন অন্য পাত্র বিষ্ণুপূজায় অর্ঘ্যদানে ব্যবহার করিবে না। ১৮। নৈবেদ্যদানের পাত্র সম্বন্ধে গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন—স্বর্ণপাত্র, তাম্রপাত্র, রৌপ্যপাত্র এবং পদ্মপত্র প্রশস্ত। আগমকল্পদ্রুমে বলিয়াছেন,—স্বর্ণপাত্র, রজতপাত্র, কাংস্যপাত্র, তাম্রপাত্র, মৃন্ময়পাত্র ও প্রস্তরপাত্র শ্রীহরির নৈবেদ্যদানে ব্যবহার করিবে। ১৯। তাহার পর সামান্য পূজাপদ্ধতি লিখিত সর্ব্বসাধারণ পীঠপূজার পরে বিমলাদিশক্তিসহিত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্রে কল্পিতমূর্ত্তিতে আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। অগ্নি প্রভৃতি-কোণে ও দিক্‌চতুষ্টয়ে ওঁ ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদয়ায় নমঃ

---

(১) ভক্তিকল্পদ্রুমে ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(২) মুদ্রিতপুস্তকে পালাশমিতি পাঠান্তরম্ আগমতত্ত্ববিলাসেঽপি।

(৩) কিন্তু মৃৎপাত্রং নৈব শস্তমিতি ন সর্ব্বত্র। তথাহি রুদ্রযামলে—সর্ব্বোপচারো মাহেয়ে স্বহস্তঘটিতে যদীত্যাদি। (৪) অনুল্কায় ইতি মুদ্রিত-(খ) পাঠঃ। হুল্কায় ইতি (ক) পাঠঃ।

ওঁ নমঃ, নং নমঃ, মোং নমঃ, নাং নমঃ, রাং নমঃ, য়ং নমঃ, ণাং নমঃ, য়ং নমঃ। ততো দলেষু পূর্ব্বাদিদিক্ষু ওঁ বাসুদেবায় নমঃ, ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ, ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ। আগ্নেয়াদিকোণদলেষু ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, এবং শ্রিয়ৈ, সরস্বত্যৈ, রত্যৈ। ততোঽষ্টদলাগ্রেষু (১) পূর্ব্বাদিদিক্ষু ওঁ চক্রায় নমঃ এবং শঙ্খায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, কৌস্তুভায়, মুষলায়, খড়্গায়, বনমালায়ৈ। তদ্বহিরগ্রে ওঁ গরুড়ায় নমঃ, দক্ষিণে ওঁ শঙ্খনিধয়ে, বামে ওঁ পদ্মনিধয়ে, পশ্চিমে ওঁ ধ্বজায়, অগ্নিকোণে ওঁ বিঘ্নায়, নৈর্ঋতে ওঁ আর্য্যায়ৈ, বায়ুকোণে ওঁ দুর্গায়ৈ, ঈশানে ওঁ সেনান্যৈ। নমঃ সর্ব্বত্র। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপদীপৌ দত্ত্বা নৈবেদ্যং দদ্যাৎ ॥ ২০ ॥ তদ্‌যথা,—নৈবেদ্যমানীয় দেবায় মূলেন পাদ্যার্ঘ্যাচনীয়ং দত্ত্বা, ফড়িতি মন্ত্রেণ নৈবেদ্যং সংপ্রোক্ষ্য, চক্রমুদ্রয়া অভিরক্ষ্য, যং ইতি মন্ত্রেণ দোষসমূহং (২) সংশোধ্য, রমিতি দোষং সন্দহ্য, বামকরসৌধধারাভিপূর্ণং (৩) বমিত্যমৃতীকৃতং বিভাব্য, মূলমষ্টধা জপেৎ। ততো বমিতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য, গন্ধপুষ্পাভ্যাং নৈবেদ্যং সংপূজ্য, দেবায় মূলমন্ত্রেণ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা, কৃতাঞ্জলিঃ সন্ হরিং প্রার্থয়েৎ। অস্য (৪) মুখতো মহঃ প্রসবেদিতি বিভাব্য, স্বাহান্তং মূলমুচ্চার্য্য, নৈবেদ্যে জলং দদ্যাৎ। ততো মূলমুচ্চার্য্য এতন্নৈবেদ্যম্

ইত্যাদি মূলের লিখিত প্রণালীতে পূজা করিয়া কেশরে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ নমঃ, নং নমঃ ইত্যাদিরূপে উপরি লিখিত নিয়মে পূজা করিয়া পূর্ব্বাদিদিক্‌চতুষ্টয়দলে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত নিয়মে পূজা করত অগ্ন্যাদিকোণদলে ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদিক্রমে পূজা করিবে। তাহার পরে অষ্টদলের অগ্রে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ চক্রায় নমঃ ওঁ শঙ্খায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে পূজা করিয়া বহির্ভাগে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ গরুড়ায় নমঃ, ইত্যাদিক্রমে পূজা করিবে। তাহার বাহিরে ইন্দ্রাদিলোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদীপ দিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। ২০। যথা,—নৈবেদ্য আনয়ন করিয়া দেবতাকে মূলমন্ত্র দ্বারা পাদ্য, অর্ঘ্য, ও আচমনীয় প্রদান করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করিবে। তাহার পরে চক্রমুদ্রাদ্বারা নৈবেদ্য সংরক্ষণপূর্ব্বক যং এই মন্ত্রে নৈবেদ্যের দোষসমূহ সংশোধন করিয়া রং এই মন্ত্রে নৈবেদ্যের দোষ সকল দগ্ধ করিবে। অনন্তর নৈবেদ্যকে বং এই মন্ত্রে বামকরবিনিঃসৃত সুধারসে পূর্ণ ও অমৃতময় ভাবনা করিয়া নৈবেদ্যের উপরে মূলমন্ত্র আটবার জপ করিবে এবং ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ ও গন্ধপুষ্পদ্বারা নৈবেদ্যের পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে দেবতাকে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া হরির নিকট প্রার্থনা করিবে। তাহার পরে এই দেবতার মুখ হইতে তেজ বহির্গত হইতেছে,

---

(১) পত্রাগ্রেষু (ক) (খ) পাঠঃ। (২) দোষসমূহং নৈবেদ্যস্যেতি শেষঃ। (৩) বামকরসৌধরসাভিপূর্ণমিতি (ক) (খ) পাঠঃ, সৌধরসঃ অমৃতরস ইতি তদর্থঃ। (৪) অস্য দেবস্য।

অমুকদেবতায়ৈ নমঃ । ততো নৈবেদ্যমুদ্ধৃত্য ওঁ নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে ইতি নৈবেদ্যং সমর্প্য, অমুকদেবতায়ৈ এতজ্জলম্ অমৃতোপস্তরণমসীতি জলং দত্ত্বা, বামহস্তেন গ্রাসমুদ্রাং প্রদর্শ্য, দক্ষিণহস্তেন প্রাণাদিমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ। যথা,—ওঁ প্রাণায় স্বাহা ইতি কনিষ্ঠানামিকে অঙ্গুষ্ঠেন স্পর্শয়েৎ। ওঁ অপানায় স্বাহা ইতি তর্জ্জনীমধ্যমে অঙ্গুষ্ঠেন স্পর্শয়েৎ। ওঁ ব্যানায় স্বাহা ইতি মধ্যমানামিকে অঙ্গুষ্ঠেন স্পর্শয়েৎ। ওঁ উদানায় স্বাহা ইতি তর্জ্জনীমধ্যমানামা অঙ্গুষ্ঠেন স্পর্শয়েৎ। ওঁ সমানায় স্বাহা ইতি সর্ব্বাঙ্গুলীরঙ্গুষ্ঠেন স্পর্শয়েৎ। ততোঽঙ্গুষ্ঠাভ্যামনামিকাগ্রাং স্পৃশন্ ঠ্রৌং (১) নমঃ পরায় অন্তরাত্মনে অনিরুদ্ধায় নৈবেদ্যং কল্পয়ামি ইতি নৈবেদ্যে মুদ্রাঃ প্রদর্শ্য, মূলমন্ত্রমুচ্চার্য্য, অমুকদেবং তর্পয়ামি ইতি চতুর্দ্ধা সন্তর্প্য, অমুকদেবতায়ৈ এতজ্জলম্ অমৃতাপিধানমসীতি জলং দত্ত্বা, তত্তেজো দেবতামুখে স্থাপয়িত্বা, আচমনীয়াদিকং দদ্যাদিতি। বৈষ্ণবে তু সর্ব্বত্র নৈবেদ্যদানে অয়ং ক্রমঃ ॥ ২১ ॥ ততঃ সামান্যপদ্ধতিক্রমেণ বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ২২ ॥ অস্য পুরশ্চরণং ষোড়শলক্ষজপঃ। তথাচ,—বিকার-(২) লক্ষং প্রজপেন্মন্ত্রমেনং সমাহিতঃ। তদ্দশাংশং সরসিজৈর্জুহুয়ান্মধুরাপ্লুতৈঃ (৩) ॥ ২৩ ॥

এইরূপ চিন্তা করিয়া "ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা" এই মন্ত্রে নৈবেদ্যের উপরি জল দিবে এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "এতন্নৈবেদ্যং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ" এই মন্ত্রে নৈবেদ্য দিবেদনপূর্ব্বক নৈবেদ্য উত্তোলন করত "ওঁ নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে" এই বলিয়া নৈবেদ্য সমর্পণ করিবে। অনন্তর অমুকদেবতায়ৈ এতজ্জলম্ "অমৃতোপস্তরণমসি" এই মন্ত্রে জল প্রদানপূর্ব্বক বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা ও দক্ষিণ হস্তে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইবে। প্রাণাদিমুদ্রা এই—"ওঁ প্রাণায় স্বাহা," এইমন্ত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা কনিষ্ঠা ও অনামিকাঙ্গুলী স্পর্শ করিবে। এইরূপ বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা "ওঁ অপানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে তর্জ্জনী ও মধ্যমা, "ওঁ ব্যানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে মধ্যমা ও অনামিকা, "ওঁ উদানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এবং "ওঁ সমানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে সকল অঙ্গুলী স্পর্শ করিবে। তাহার পরে বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা অনামিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করত "ঠ্রৌং নমঃ" ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে নৈবেদ্যে মুদ্রা প্রদর্শন এবং "ওঁ নমো নারায়ণং তর্পয়ামি" এই মন্ত্রে চারিবার তর্পণ করিয়া "ওঁ নমো নারায়ণায় এতজ্জলম্" "অমৃতাপিধানমসি" এই মন্ত্রে জল প্রদানপূর্ব্বক পূর্ব্ববহির্গত তেজ দেবতার মুখে স্থাপন করিয়া আচমনীয়াদিপ্রদান করিবে। সকলপ্রকার বিষ্ণুপূজাতেই এইরূপে নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। ২১। তাহার পরে সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ২২। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ষোড়শলক্ষ জপ। প্রমাণে বলিয়াছেন—

---

(১) বৌমিতি মুদ্রিত (খ) পুস্তকে ব্রৌমিতি (ক) (খ) পুস্তকয়োশ্চ পাঠঃ।

(২) ষোড়শ বিকারা মহতঃ প্রকৃতেঃ। (খ টি) (৩) ঘৃতমধুশর্করাভিঃ।

অথ শ্রীরাম-(১)মন্ত্রাঃ।—অনন্তোঽগ্ন্যাসনঃ সেন্দুর্ব্বীজং (২) রামায় হৃন্মনুঃ। ষড়ক্ষরোঽয়মাদিষ্টো ভজতাং কামদো মণিঃ॥ ১॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তপীঠন্যাসান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা—শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীরামায় (৩) দেবতায়ৈ নমঃ॥ ২॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি॥ ৩॥ ততো মন্ত্রন্যাসঃ।—ব্রহ্মরন্ধ্রে রাং নমঃ, ভ্রুবোর্ম্মধ্যে রা নমঃ, হৃদি মা নমঃ, নাভৌ য় নমঃ, লিঙ্গে ন নমঃ, পাদয়োঃ মঃ নমঃ (৪)। ততো মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসাদিকং পূর্ব্বোক্তং বিধায় ধ্যায়েৎ।—কালাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিনং, মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি। সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং, পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদিবিবিধাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ৪॥ ততঃ পীঠপূজাং বিধায়, বৈষ্ণবোক্ত-

একাগ্রচিত্তে ষোড়শলক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবে এবং ত্রিমধুর অর্থাৎ ঘৃত মধু শর্করাযুক্ত পদ্মপুষ্প দ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ একলক্ষ ষাট হাজার হোম করিবে। ২৩।

অনন্তর শ্রীরামমন্ত্র কথিত হইতেছে।—অগ্নি (র) যুক্ত অনন্ত (আ) ইন্দু (অনুস্বার) যুক্ত হইলে যে বীজ হয় তাহা অগ্রে যোগ দিয়া রামায় নমঃ এই ৫টী অক্ষরে ষড়ক্ষর মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্র উপাসকদিগের অভীষ্টসাধক মণিবিশেষ। এই মন্ত্রের পূজাক্রম যথা,—প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। মস্তকে ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে ওঁ শ্রীরামায় দেবতায়ৈ নমঃ এই বলিয়া ন্যাস করিবে। ২। রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিত প্রণালী অনুসারে করাঙ্গন্যাস করিবে। ৩। তাহার পরে উপরি লিখিত মন্ত্রন্যাস ও বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত মূর্ত্তিপঞ্জরাদিন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—যিনি নবজলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সর্ব্বদা বীরাসনে যিনি উপবেশন করিয়া আছেন, একহস্তে জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করিতেছেন, অপর হস্ত জানুর উপরে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, সৌদামিনীর ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা পার্শ্ববর্ত্তিনী পদ্মহস্তা সীতাদেবীকে অবলোকন করিতেছেন এবং মুকুট অঙ্গদ প্রভৃতি বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া উজ্জ্বলমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ রামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খপাত্রে অর্ঘস্থাপন করিবে। ৪। তাহার পরে সাধারণ পীঠপূজা ও বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠশক্তি

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োঃ শ্রী ইতি নাস্তি। (২) অনন্তঃ (আ) অগ্ন্যাসনঃ (র-)সংযুক্তঃ, সেন্দুঃ (ং) যুক্তঃ, (রামায়) হৃৎ (নমঃ) 'রাং রামায় নমঃ' ইতি ষড়ক্ষরোঽয়ং মন্ত্রঃ।

(৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োঃ শ্রীতি নাস্তি। (৪) অত্র কেবলমন্ত্রবর্ণৈনৈব ন্যাসো নতু বিন্দুযুক্তেন।

শ্রীরাম।

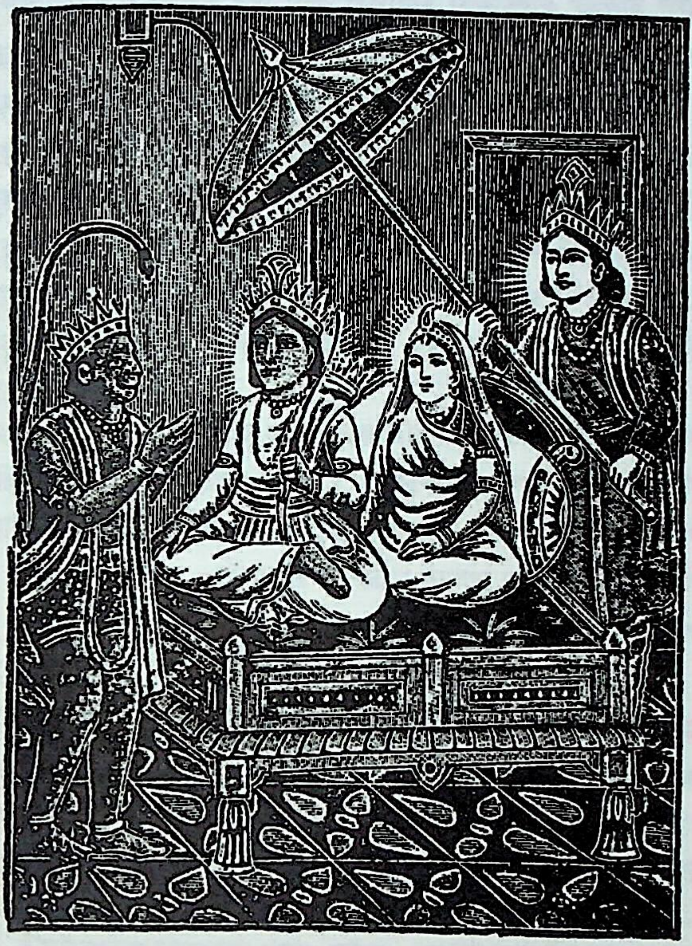

২৫০পৃঃ।

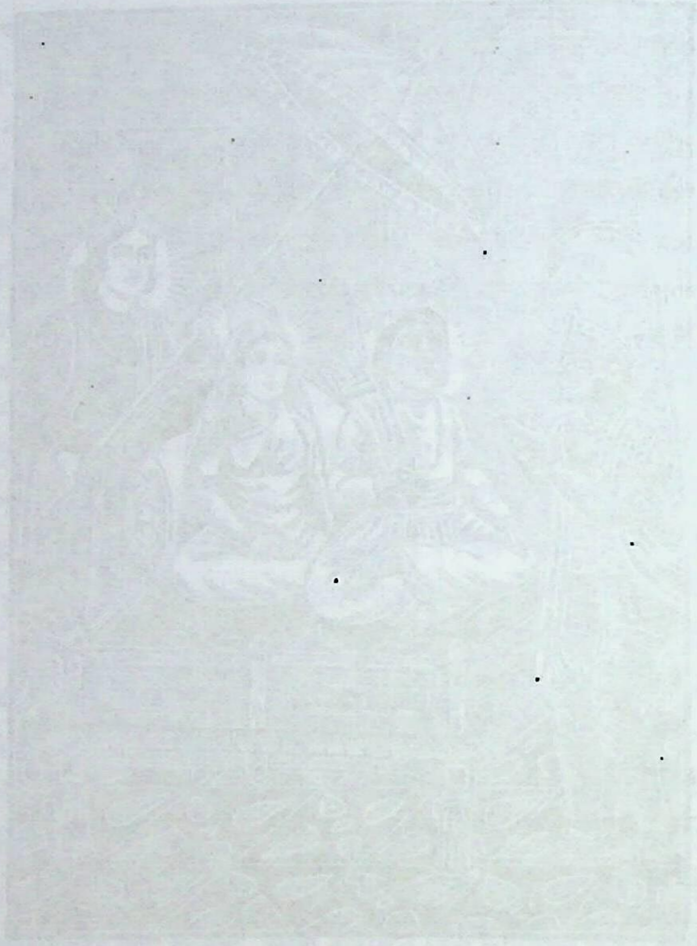

পীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ সংপূজ্য (১) পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত ॥ ৫ ॥ দেববামপার্শ্বে শ্রীং সীতায়ৈ নমঃ, অগ্রে ওঁ শার্ঙ্গায় নমঃ, বামদক্ষিণপার্শ্বয়োঃ ওঁ শরেভ্যো নমঃ, ওঁ চাপায় (২) নমঃ, তদ্বহিঃ কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ ॥ ৬ ॥ ততো দলেষু পূর্ব্বাদিদিক্ষু ওঁ হনুমতে নমঃ, এবং সুগ্রীবায়, বিভীষণায়, ভরতায়, লক্ষ্মণায়, অঙ্গদায়, শত্রুঘ্নায়, জাম্ববতে। দলাগ্রেষু ওঁ সৃষ্টয়ে নমঃ, এবং জয়ন্তায়, বিজয়ায়, সুরাষ্ট্রায়, রাষ্ট্রবর্দ্ধনায়, অকোপায়, ধর্ম্মপালায়, সুমন্ত্রায়। ততঃ ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৭ ॥ অস্য পুরশ্চরণং ষড়্লক্ষজপঃ। তথাচ,—ঋতুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং কমলৈঃ (৩) শুভৈঃ। জুহুয়াদর্চ্চিতে বহ্নৌ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥ ৮ ॥ অয়ং মন্ত্রঃ ষড়্বিধঃ। তথাচ,—স্বকামশক্তিবাক্লক্ষ্মীতারাদ্যঃ (৪) পঞ্চবর্ণকঃ। ষড়ক্ষরঃ ষড়্বিধঃ স্যাচ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মা সম্মোহনঃ শক্তির্দক্ষিণামূর্ত্তিরব্যয়ঃ (৫)। অগস্ত্যঃ শ্রীশিবঃ প্রোক্তো মুনয়োঽত্র ক্রমাদিমে ॥ ১০ ॥

ও পীঠমনুর পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপূর্ব্বক আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণ পূজা আরম্ভ করিবে। আবরণপূজা উপরে দ্রষ্টব্য। আবরণ পূজার পর ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে। তাহার পরে ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৬। ৭। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ছয়লক্ষ জপ। প্রমাণে বলিয়াছেন,—ছয়লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং সংস্কৃত বহ্নিতে শুক্লপদ্ম দ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ ষাট হাজার (৬০০০০) হোম করিবে। তাহার পরে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। ৮। এই ষড়ক্ষর মন্ত্র ছয় প্রকার; প্রমাণে কথিত হইয়াছে,—রামায় নমঃ এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের পূর্ব্বে নিজবীজ, কামবীজ, মায়াবীজ, বাগ্ভববীজ লক্ষ্মীবীজ ও প্রণব যোগ করিলে ছয়প্রকার ষড়ক্ষর মন্ত্র হইবে। (মন্ত্র টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য), এই সকল মন্ত্রের মধ্যে প্রথম মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, দ্বিতীয় মন্ত্রের ঋষি সম্মোহন, তৃতীয় মন্ত্রের ঋষি শক্তি, চতুর্থমন্ত্রের ঋষি দক্ষিণা-

---

(১) সীতাভরতলক্ষ্মণশত্রুঘ্নানাং পূজাং কুর্য্যাৎ। তথাচাগস্ত্যসংহিতায়াং—অজপ্তা লক্ষ্মণমন্ত্রং রামচন্দ্রং জপন্তি যে। তজ্জপস্য ফলং নৈব প্রয়ান্তি কুশলা অপি। জপনিয়মস্তু—অষ্টোত্তরশতং বাপি সহস্রং বা সমাহিতঃ। লক্ষ্মণমনুর্জ্জপ্যা ইত্যাদি। মন্ত্রস্তু—রেফং পূর্ব্বং সমুদ্ধৃত্য সেন্দুং লক্ষ্মণসংযুতম্। ঙেহন্তোহয়ং লক্ষ্মণমনুর্নমসা চ সমন্বিতঃ। অঙ্গত্বেনোদিতা হেতে প্রাধান্যেনাপি সত্তমাঃ। আদাবপ্যন্ততো বাপি পূজায়াং রাঘবস্য চ। এষামপি চ কর্ত্তব্যা ভক্তিমুক্তিফলেচ্ছুভিঃ। ইত্যধিকোঽত্র মুদ্রিত-(খ) পুস্তকে। (২) চাপেভ্য ইতি (ক) পাঠঃ। (আ০ বি০) পাঠশ্চ

(৩) কমলৈঃ শুক্লৈরিতি (খ টি)। (৪) স্ব (রাং) কামঃ (ক্লীং) শক্তিঃ (হ্রীং) বাক্ (ঐং) লক্ষ্মীঃ (শ্রীং) তারা (ওঁ) রাং রামায় নমঃ [১] ক্লীং রামায় নমঃ [২] হ্রীং রামায় নমঃ [৩] ঐং রামায় নমঃ [৪] শ্রীং রামায় নমঃ [৫] ওঁ রামায় নমঃ [৬]।

(৫) উচ্যতে ইতি (খ) পাঠঃ।

অথবা কামবীজাদের্ব্বিশ্বামিত্রমুনির্ম্মনোঃ। ছন্দো গায়ত্রীসংজ্ঞঞ্চ শ্রীরামশ্চৈব (১) দেবতা। ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববচ্চ সমাচরেৎ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রান্তরম্—জানকীবল্লভং ঙেন্তং বহ্নিজায়া হুমাদিকম্। (২) দশাক্ষরোঽয়ং মন্ত্রঃ স্যাদ্বশিষ্ঠঃ স্যাদৃষির্ব্বিরাট্ ॥ ১২ ॥ ছন্দশ্চ দেবতা রামঃ সীতাপাণিপরিগ্রহঃ। আদ্যং বীজং দ্বিঠঃ শক্তিঃ কামেনাঙ্গক্রিয়া মতা (৩) ॥ ১৩ ॥ শিরোললাটভ্রূমধ্যতালুকণ্ঠেষু হৃদ্যপি। নাভ্যূরুজানুপাদেষু দশার্ণান্ বিন্যসেন্মনোঃ (৪) ॥ ১৪ ॥ ততো ধ্যানম্।—অযোধ্যানগরে রম্যে (৫) রত্নসৌবর্ণমণ্ডপে। মন্দারপুষ্পৈরাবদ্ধবিতানতোরণান্বিতে (৬)। সিংহাসনসমারূঢ়ং পুষ্পকোপরি (৭) রাঘবম্। রক্ষোভির্হরিভির্দেবৈর্দিব্যযানগতৈঃ শুভৈঃ। সংস্তূয়মানং মুনিভিঃ সর্ব্বজ্ঞৈঃ পরিসেবিতম্। সীতালঙ্কৃতবামাঙ্গং

মূর্ত্তি, পঞ্চম মন্ত্রের ঋষি অগস্ত্য এবং ষষ্ঠ মন্ত্রের ঋষি শ্রীশিব। মতান্তরে দ্বিতীয়মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র। সকল মন্ত্রেরই গায়ত্রী ছন্দ এবং শ্রীরামচন্দ্র দেবতা জানিবে। এই সকল মন্ত্রের ধ্যানপূজাদি সমস্তই পূর্ব্ববৎ করিতে হইবে। ৯—১১।

শ্রীরামচন্দ্রের অন্য মন্ত্র কথিত হইতেছে।—চতুর্থীর একবচনান্ত জানকীবল্লভ শব্দ তাহার পরে স্বাহা। আদিতে হুম্। এটি দশাক্ষর মন্ত্র। বশিষ্ঠ এই মন্ত্রের ঋষি, বিরাট্ ছন্দ, রামচন্দ্র দেবতা, ইহার প্রথম বীজ হুং এবং স্বাহা ইহার শক্তি। এই মন্ত্রের পূজায় কামবীজ দ্বারা অঙ্গন্যাস অর্থাৎ ক্লীং অঙ্গুষ্ঠায় নমঃ ইত্যাদিরূপে করাঙ্গন্যাস করিবে। ১৩। মস্তক, ললাট, ভ্রূমধ্য, তালু, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, ঊরু, জানু ও পদদ্বয়ে ঐ মন্ত্রের দশটি বর্ণ যথাক্রমে ন্যাস করিবে। যথা,—মস্তকে হুং নমঃ, ললাটে জাং নমঃ, ভ্রূমধ্যে নং নমঃ, তালুতে কীং নমঃ, কণ্ঠে বং নমঃ, হৃদয়ে ল্লং নমঃ নাভিতে ভাং নমঃ, ঊরুতে য়ং নমঃ, জানুতে স্বাং নমঃ এবং পাদদ্বয়ে হাং নমঃ এইরূপে মন্ত্রন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ১৪। ধ্যান যথা,—রমণীয় অযোধ্যানগরে রত্নখচিত সুবর্ণময় এক মণ্ডপ, সেই মণ্ডপ মধ্যে মন্দারপুষ্পদ্বারা চন্দ্রাতপ বিলম্বিত করা হইয়াছে, দ্বারে মন্দারপুষ্পের তোরণ সিংহাসনের উপরে পুষ্পাসনে রামচন্দ্র উপবেশন করিয়া আছেন; স্বর্গীয়যানে আগমনপূর্ব্বক রাক্ষসগণ ও বানরগণ স্তব করিতেছেন, সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ চতুষ্পার্শ্বে উপবেশ করিয়া সেবা করিতেছেন, বামভাগে সীতাদেবী শোভা করিয়া রহিয়াছেন, শ্যামকান্তি

---

(১) চাত্র ইতি (খ) পাঠঃ। (২) হুং জানকীবল্লভায় স্বাহা।

(৩) অস্য মন্ত্রস্য আদ্যং বর্ণং হুং। হুমিতি বীজং স্বাহা শক্তিঃ যথাত্র যথাক্রমেণ যন্মন্ত্রাণাম্ ঋষীনাহ ব্রহ্মা ইত্যাদিনা, যৎ কূর্চ্চবীজেন কার্য্যং তত্র হুমিতি বোধ্যম্। কামেন কামবীজেনাঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ কার্য্যৌ (খ টি)। (৪) দশ বর্ণান্ মনোর্ন্যসেদিতি (খ) পাঠঃ।

(৫) চিত্র ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৬) তোরণাঙ্কিতে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৭) স্বার্থে কঃ তেন সিংহাসনোপরি যৎ পুষ্পং তত্রোপবিষ্টমিত্যর্থঃ (খ টি)।

লক্ষ্মণেনোপসেবিতম্। শ্যামং প্রসন্নবদনং সর্ব্বাভরণভূষিতম্। ধ্যায়ন্নেবং জপেন্মন্ত্রং বর্ণলক্ষমনন্যধীঃ ॥ ১৫ ॥ (দশাংশং জুহুয়াদ্বিল্বপুষ্পৈর্মধুরসংযুতৈঃ (১)।) অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ ॥ ১৬ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—বহ্নির্নারায়ণেনাঢ্যো জঠরং কেবলস্তথা (২)। দ্ব্যক্ষরো মন্ত্ররাজোঽয়ং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ ॥ ১৭ ॥ (শ্রীমায়ামন্মথৈরেকৈকবীজাদ্যন্তগতো মনুঃ। চতুর্ব্বর্ণঃ স এব স্যাৎ ষড়্বর্ণো বাঞ্ছিতপ্রদঃ। স্বাহান্তো হুঁ ফড়ন্তো বা নমোঽন্তো বা ভবেন্মনুঃ (৩)।) তারমায়ারমানঙ্গবাক্স্ববীজৈস্তু ষড়্বিধঃ। ত্র্যক্ষরো মন্ত্ররাজঃ স্যাৎ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ (৪) ॥ ১৮ ॥ দ্ব্যক্ষরশ্চন্দ্রভদ্রান্তো মন্ত্রোঽয়ং চতুরক্ষরঃ (৫)। রামায় হৃন্মনুঃ প্রোক্তো মন্ত্রঃ

রামচন্দ্র বিবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া প্রসন্নবদনে অবস্থিতি করিতেছেন। এইরূপে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে একাগ্রমনে চারিলক্ষ জপ করিবে। [বন্ধনী পাঠের অনুবাদস্থ ত্রিমধুযুক্ত বিল্বপত্রে জপের দশাংশ অর্থাৎ চল্লিশ হাজার হোম করিবে) বিল্বপত্র দ্বারা রামের হোম সঙ্গত নহে বন্ধনীমধ্যস্থ এই পাঠটি প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।] অন্য সকল কার্য্য পূর্ব্ববৎ করিতে হইবে। ১৫। ১৬।

রামচন্দ্রের অন্য মন্ত্রগুলি বলা যাইতেছে।—বহ্নিতে (রকারে) নারায়ণ (আকার) যোগ করিয়া তাহার পরে জঠর (ম) এই দুই অক্ষরে যে মন্ত্র হয় ইহা মন্ত্ররাজ এই মন্ত্রে সকল কামনা সিদ্ধ হয়। ঐ দ্ব্যক্ষর মন্ত্রের অদ্যন্তে শ্রীবীজ, মায়াবীজ, ও কামবীজ যোগ করিলে চতুরক্ষর তিনটি মন্ত্র হইবে। ঐ চতুরক্ষর মন্ত্রের অন্তে স্বাহা, হুং, ফট্, বা নমঃ যোগ করিলে আবার ৩টি ষড়ক্ষর মন্ত্র হইবে। প্রথমদ্ব্যক্ষর (রাম) এই মন্ত্রের পূর্ব্বে প্রণব, মায়াবীজ, লক্ষ্মীবীজ, কামবীজ, বাগ্‌বীজ ও রামের নিজবীজ যোগ দিলে ছয়টি ত্র্যক্ষর মন্ত্র হইবে। এই ত্র্যক্ষরমন্ত্রও মন্ত্ররাজ, ইহাতে সকল কামনা সিদ্ধ হয়। দ্ব্যক্ষর

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োঃ (খ) চিহ্নিতমুদ্রিতপুস্তকে চ বন্ধনীমধ্যগতঃ পাঠো নাস্তি। মন্ত্রেঽসঙ্গতোঽয়ং পাঠঃ। পুরশ্চরণং তত্তন্মন্ত্রবর্ণসংখ্যলক্ষজপ ইতি (মুদ্রিত (খ) পুস্তক-টী)।

(২) বহ্নিঃ (র) নারায়ণঃ (আ) জঠরং (ম)। কেবলস্তথা ইত্যত্র কেবল এব চ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। রাম ইতি দ্ব্যক্ষরো মন্ত্রঃ।

(৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ, বন্ধনীমধ্যগতশ্লোকতঃ ক্রমেণ এতে মন্ত্রাঃ লভ্যন্তে। শ্রীং রাম শ্রীং। হ্রীং রাম হ্রীং। ক্লীং রাম ক্লীং। শ্রীং রামায় স্বাহা। হ্রীং রামায় হুং ফট্। ক্লীং রামায় নমঃ। শ্রীং রাম শ্রীং স্বাহা। হ্রীং রাম হ্রীং স্বাহা। ক্লীং রাম ক্লীং স্বাহা। শ্রীং রাম শ্রীং হুং ফট্। হ্রীং রাম হ্রীং হুং ফট্। ক্লীং রাম ক্লীং হুং ফট্। এবং নমোঽন্তাঃ। ইতি মুদ্রিত (খ)। ষড়্বর্ণো বাঞ্ছিতপ্রদঃ ইত্যত্র ষবর্ণবাঞ্ছিতপ্রদ ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

(৪) তার (ওঁ), মায়া (হ্রীং) রমা (শ্রীং) অনঙ্গ (ক্লীং) বাক্ (ঐং) স্ববীজং (রাং) এতেন ওঁ রাম। হ্রীং রাম। শ্রীং রাম। ক্লীং রাম। ঐং রাম। রাং রাম। এতে মন্ত্রাঃ লভ্যন্তে। (৫) এতেন রামচন্দ্র। রামভদ্র। এতৌ মন্ত্রৌ লব্ধৌ।

পঞ্চাক্ষরঃ পরঃ (১)। (পঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণপ্রত্যেকপূর্ব্বকো মনুঃ। লক্ষ্মীবাঙ্মন্মথাদিশ্চ তারাদিঃ স্যাদনেকধা (২)॥ ১৯॥ বহ্নিস্থং শয়নং বিষ্ণোরর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতম্ (৩)। একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ। ব্রহ্মা ঋষিঃ (৪) স্যাদ্‌গায়ত্রীচ্ছন্দো রামশ্চ দেবতা॥ ২০। ২১॥ একাক্ষরে তু দ্বাদশলক্ষজপঃ পুরশ্চরণম্। তথাচ,—ভানুলক্ষং জপেন্মন্ত্রম্ ইতি বচনাৎ। অন্যেষাং (৫) ষড়্‌লক্ষজপ ইতি বিশেষঃ। ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং ষড়ক্ষরবৎ॥ ২২। ২৩॥

অথ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাঃ।—গোপীজনপদস্যান্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ। অয়ং দশাক্ষরো মন্ত্রো (৬) দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদঃ। অয়ং মন্ত্রঃ কামবীজাদিঃ (৭)। রাশিনক্ষত্রবিচারে (৮)

(রাম) এই মন্ত্রের অন্তে চন্দ্র ও ভদ্র শব্দ যোগ করিলে চতুরক্ষর আর দুইটি মন্ত্র হইবে। রামায় ইহার পরে নমঃ যোগ করিলে পঞ্চাক্ষর আর একটি মন্ত্র হইবে। (রামায় নমঃ ইহার পূর্ব্বে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণের এক এক বর্ণ যোগে পঞ্চাশটি (অং রামায় নমঃ ইত্যাদি প্রকার) মন্ত্র হইবে। এই মাতৃকাক্ষরযুক্ত উক্ত মন্ত্রের পূর্ব্বে শ্রীবীজ বাগ্‌বীজ,কামবীজ ও প্রণববীজ যোগ করিলে আরও অনেক প্রকার মন্ত্র হইবে। বহ্নিতে (রকারে) বিষ্ণুশয়ন (আকার) যোগ করিয়া অন্তে অর্দ্ধচন্দ্র (ং) প্রদান করিলে একাক্ষর মন্ত্র হইবে। এই একাক্ষর মন্ত্রও মন্ত্ররাজ এবং কল্পবৃক্ষবৎ সর্ব্বফলপ্রদ। এই সকল মন্ত্রেরই ব্রহ্মা ঋষি গায়ত্রীছন্দ রামচন্দ্র দেবতা! একাক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্রজপ ও অন্য মন্ত্রের পুরশ্চরণে ছয় লক্ষ জপ করিতে হইবে এই বিশেষ। ধ্যান পূজাদি সমস্তই ষড়ক্ষর মন্ত্রের ন্যায় করিবে। ১৯—২৩।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র কথিত হইতেছে।—গোপীজন এই পদের পর 'বল্লভায়' এই পদ তাহার পরে স্বাহা যোগ করিলে দশাক্ষর একমন্ত্র হয়, এই মন্ত্র ঐহিক

---

(১) এতেন রামায় নমঃ ইতি মন্ত্রো লভ্যতে।

(২) বন্ধনীমধ্যগতঃ পাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। অস্য প্রথমার্দ্ধেন অং রামায় নমঃ ইত্যাদি পঞ্চাশৎপ্রকারা মন্ত্রা লভ্যন্তে। দ্বিতীয়ার্দ্ধেন শ্রীং অং রামায় নমঃ। ঐং অং রামায় নমঃ। ক্লীং অং রামায় নমঃ ইত্যাদি অনেকধা মন্ত্রা লভ্যন্তে।

(৩) বহ্নিঃ (র) বিষ্ণুশয়নম্ (আ) অর্দ্ধচন্দ্রঃ (০) তেন রাং ইতি মন্ত্রো লভ্যতে।

(৪) ঋষিরিত্যত্র মুনিরিতি মুদ্রিত-(খ) পাঠঃ। (৫) একাক্ষরাতিরিক্তনামমন্ত্রাণাং বিশেষাস্তুক্তস্থলে বোধ্যম্ (খ চি)। (৬) গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ইতি মন্ত্রো লভ্যতে।

(৭) ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। ইতি মন্ত্রঃ।

(৮) তথাচ নক্ষত্রচক্রবিচারে বীজং বিহায় বিচারণীয়ম্। অন্যচক্রবিচারে তু বীজঘটিতমন্ত্রবিচারণা। অত্রাগমতত্ত্ববিলাসমতম্,—"বস্তুতস্তু কামবীজং পৃথক্ বিচার্য্যং। দশাক্ষরং তু পৃথক্ উদ্ধরেত্তু পৃথক্‌ত্বেন ইত্যুক্তবচনাৎ। উভয়োঃ পৃথক্ শুদ্ধিরপেক্ষিতা। তথাচ ঋণ্যাদিচক্রেঽপি পৃথক্ পৃথক্ বিচারঃ কার্য্য ইতি সম্যাগিব পশ্যামঃ।" ইতি।

পুনর্ব্বীজরহিতেন বিচারঃ ॥ ১ ॥ বীজপূর্ব্বো জপশ্চাস্য রহস্যং কথিতং মুনে। লুপ্তবীজস্বভাবত্বাদ্দশাক্ষর ইহোচ্যতে (১) ॥ ইতি গৌতমীয়াৎ ॥ ২ ॥ তথাচ বৃহদ্গৌতমীয়ে।—ভেগমোক্ষৈকনিলয়ো লুপ্তবীজো দশাক্ষরঃ। উদ্ধরেত্তু পৃথক্ত্বেন কামবীজং মহামুনে। তদ্‌যোগাৎ (২) ফলদো মন্ত্রো নান্যথা কল্পকোটিভিঃ ॥ ৩ ॥ অস্য পূজা-প্রয়োগঃ।—(বিষ্ণুমন্ত্রোক্তবৈষ্ণবাচমনং কৃত্বা) (৩) প্রাতঃকৃত্যাদিতত্ত্বন্যাসান্তং কর্ম্ম বিধায় প্রাণায়ামং কুর্য্যাৎ। তথাচ গৌতমীয়ে।—এবং তত্ত্বানি বিন্যস্য প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ। কামবীজস্যৈকবারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। পুনঃ সপ্তবারজপেন বামনাসয়া বায়ুং পূরয়েৎ। ততো নাসাপুটৌ ধৃত্বা বিংশতিবারজপেন বায়ুং কুম্ভয়েৎ। পুনর্ব্বামনাসয়া রেচয়েৎ দক্ষিণেন পূরয়েৎ উভাভ্যাং কুম্ভয়েৎ। পুনর্দ্দক্ষিণেন রেচয়েৎ বামেনাপূর্য্য উভাভ্যাং কুম্ভয়েৎ। তথাচ।—একেন রেচয়েৎ কামবীজনৈব পৃথক্ পৃথক্। পূরয়েৎ সপ্তজপ্তেন বিংশত্যা তেন ধারয়েৎ। সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু বীজেনানেন বা জপেৎ (৪)। যদ্বা মূলেনৈব মন্ত্রেণ সর্ব্বত্র প্রাণায়ামঃ ॥ ৪ ॥ তদুক্তং ক্রমদীপিকায়াম্।—পবনসংযম-

পারত্রিক সর্ব্ববিধ শুভফল প্রদান করে। এই মন্ত্রের আদিতে কামবীজ যোগ করিয়া জপ-পূজাদি করিবে। রাশিনক্ষত্র চক্র-বিচারকালে বীজরহিত করিয়া অর্থাৎ কামবীজ বাদ দিয়া কেবল গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এই মন্ত্র লইয়া বিচার করিবে। ১। তাহার কারণ গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—হে মুনে! এই মন্ত্রটি স্বভাবতঃ লুপ্তবীজ অর্থাৎ ইহার বীজ নাই, এ কারণে ইহাকে দশাক্ষর মন্ত্র বলা হয়, কেবল জপের সময়ে ইহাতে বীজযোগ করিয়া জপ করিতে হয়। হে মহামুনে কামবীজটি পৃথক্‌রূপে উদ্ধার করিবে। তবে কামবীজ উহাতে যুক্ত না হইলে কোটিকল্পেও ঐ মন্ত্রের জপে ফল পাওয়া যায় না। এই মন্ত্রের পূজাবিধি যথা,—বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত বৈষ্ণবাচমন ও প্রাতঃকৃত্য হইতে তত্ত্বন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিবে। ক্লীং এই মন্ত্র একবার জপ করিয়া দক্ষিণনাসা দ্বারা বায়ু রেচন করিবে, তাহার পরে সপ্তবার জপদ্বারা বামনাসায় বায়ু পূরণ করিয়া নাসাপুটদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ঐ বীজ বিংশতিবার জপ করত বায়ুর কুম্ভক করিবে। পুনর্ব্বার একবার জপে বামনাসায় বায়ু রেচন, সাতবার জপে দক্ষিণনাসায় বায়ু পূরণ ও কুড়িবার জপে উভয় নাসা ধারণ করত বায়ুর কুম্ভক করিবে। তাহার পরে ঐ মন্ত্র একবার জপদ্বারা দক্ষিণনাসায় বায়ু রেচন, সপ্তবার জপ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা বায়ুপূরণ এবং কুড়িবার জপদ্বারা উভয় নাসা ধারণ করিয়া বায়ুর কুম্ভক করিবে। সর্ব্বপ্রকার কৃষ্ণমন্ত্রেই ক্লীং এই বীজে প্রাণায়াম করিবে। অথবা

---

(১) অয়ং মন্ত্রো লুপ্তবীজাদিকঃ। তথাচ লুপ্তবীজত্বাৎ একাদশাক্ষরেঽপি দশাক্ষরপদপ্রয়োগঃ (খ টি)
(২) কামবীজযোগাৎ (খ টি)। (৩) (ক) (খ) পুস্তকোমুদ্রিত-(খ) পুস্তকে চ নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।
(৪) চাচরেদিতি (মু০ (খ) পাঠঃ।

নত্বমুনাচরেৎ যমিহ জপ্তুমসৌ মন্ত্রমিচ্ছতি। যদি দশাক্ষরং জপতি তদা দশাক্ষরেণ চেত্তত্র চাষ্টাবিংশতিবারং রেচয়েৎ। পূরয়েদ্বাময়া তদ্ব-(১) দ্ধারয়েত্তৎপ্রমাণতঃ। প্রাণায়ামো ভবেদেকো রেচ-(২) পূরককুম্ভকৈঃ। অষ্টাদশাক্ষরেণ চেদ্দ্বাদশৈবং সমাচরেৎ। অন্যমনুভির্ব্বর্ণানুরূপমিত্যুক্তত্বাৎ। তত্তন্মন্ত্রবর্ণসংখ্যাকৈ রেচকাদিত্রয়ং কুর্য্যাৎ। রেচয়েন্মারুতং দক্ষয়া দক্ষিণঃ পূরয়েদ্বাময়া মধ্যনাড্যা পুনর্ধারয়েদিত্যাদি। এতত্তু শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রমাত্রবিষয়ং নান্যত্র ॥ ৫ ॥ ততঃ পীঠন্যাসং বিধায় কেশরেষু মধ্যে চ বিমলাদিপীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে বিরাট্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ক্লীং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ, ইতি দুর্গাং নমস্কুর্য্যাৎ ॥ ৬ ॥ ততঃ প্রণবপুটিতং মূলমন্ত্রং করয়োর্ম্মধ্যে পৃষ্ঠে পার্শ্বে চ ত্রিশো বিন্যস্য প্রণবপুটিতান্ সবিন্দূন্ মন্ত্রবর্ণান্ অঙ্গুলীনাং পর্ব্বসু নমোহন্তান্ ন্যসেৎ। তদ্যথা—দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে ত্রিষু পর্ব্বসু ওঁ গোং ওঁ নমঃ। এবং সর্ব্বত্র। দক্ষিণতর্জ্জন্যাং ওঁ পীং ওঁ নমঃ। দক্ষিণমধ্যমায়াং ওঁ জং ওঁ নমঃ। দক্ষিণানামিকায়াং, ওঁ নং ওঁ নমঃ। দক্ষিণকনিষ্ঠায়াং ওঁ বং ওঁ নমঃ। বামহস্তকনিষ্ঠায়াং ওঁ ল্লং ওঁ নমঃ। বামানামিকায়াং ওঁ ভাং ওঁ নমঃ। বামমধ্যমায়াং ওঁ য়ং ওঁ

সর্ব্বত্র মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে। ৪। ক্রমদীপিকায় তাহা বলিয়াছেন,—যে মন্ত্র জপ করিতে ইচ্ছা করিবে, সেই মন্ত্রেই প্রাণায়াম করিবে। যদি দশাক্ষর মন্ত্র জপ করে, তবে দশাক্ষরমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে, কিন্তু আটাশবার রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিবে এবং অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র জপে দ্বাদশবার রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিবে। অন্য কোন মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রের বর্ণসংখ্যানুসারে রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিতে হইবে। এই প্রাণায়ামে দক্ষিণনাসাপুটে বায়ুরেচন, বামনাসায় বায়ু পূরণ এবং মধ্যনাড়ী সুষুম্না দ্বারা বায়ুধারণ অর্থাৎ কুম্ভক করিবে। এই প্রাণায়ামে যেরূপ নিয়ম বলা হইল, ইহা কেবল শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র সম্বন্ধে জানিবে। অন্য দেবতাবিষয়ে এইরূপ নিয়ম নহে। ৫। তাহার পরে পীঠন্যাস করিয়া কেশরে ও মধ্যে বিমলাদি পীঠমনু পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাসের মন্ত্র উপরে দ্রষ্টব্য। তাহার পরে মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে দুর্গার নমস্কার করিবে। ৬। অনন্তর ওঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ওঁ এই মন্ত্র করদ্বয়ের মধ্যে, পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে তিন তিন বার ন্যাস করিয়া গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এই মন্ত্রের প্রত্যেকবর্ণের অন্তে বিন্দু এবং প্রত্যেকবর্ণের আদিতে ওঁ এবং অন্তে ওঁ নমঃ এই শব্দ যোগ করিয়া উভয় হস্তের প্রত্যেক অঙ্গুলির তিন তিন পর্ব্বে ন্যাস করিবে। এই ন্যাস করিতে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাপর্য্যন্ত এবং বাম-

---

(১) তদ্বৎ ইতি পদমষ্টাবিংশতিপরম্ 'অষ্টাবিংশতিবারমিত্যর্থ” মুদ্রিত (খ টি)।

(২) রেচ ইত্যত্র রেচক ইতি (ক) পুস্তকে পাঠঃ।

নমঃ। বামতর্জ্জন্যাং ওঁ স্বাং ওঁ নমঃ। বামাঙ্গুষ্ঠে ওঁ হাং ওঁ নমঃ। অয়ন্তু সৃষ্টিন্যাসঃ। এবং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠপূর্ব্বা বামকনিষ্ঠান্তা স্থিতিঃ। সংহৃতিশ্চ বামাঙ্গুষ্ঠাদিদক্ষিণাঙ্গুষ্ঠান্তা। পুনঃ সৃষ্টিস্থিতী ইতি পঞ্চধা কুর্য্যাৎ ॥ ৭ ॥ (তথাচ গৌতমীয়ে—সংহৃতির্দোষসংঘানাং হারিণী পরিকীর্ত্তিতা। বিদ্যাপ্রদশ্চ সৃষ্ট্যন্তো বর্ণিনাং শুদ্ধচেতসাম্। স্থিত্যন্তঃ স্যাদ্গৃহস্থানাং ত্রয়ং কাম্যানুরূপতঃ। সহজানৌ বাণপ্রস্থে স্থিত্যন্তং কশ্চিদিচ্ছতি। সংহারান্তো মুনীনাঞ্চ বিরক্তস্য চ সর্ব্বশঃ) (১)। অশক্তশ্চেদেকমাত্রং কুর্য্যাৎ। তথাচ—ন্যাসত্রয়ং সদা কুর্য্যাদশক্তাবেকমেব হি ইতি গৌতমীয়াৎ ॥৮॥ ততঃ স্থিতিক্রমেণাঙ্গুলীষু দশাক্ষরাণি বিন্যসেৎ। তদ্‌যথা,—গোং নমো দক্ষাঙ্গুষ্ঠে। পীং নমস্তর্জ্জন্যাম্। জং নমো মধ্যমায়াম্। নং নমোঽনামিকায়াম্। বং নমঃ কনিষ্ঠায়াম্। ল্লং নমো বামাঙ্গুষ্ঠে। ভাং নমো বামতর্জ্জন্যাম্। য়ং নমো বামমধ্যমায়াম্। স্বাং নমো বামানামিকায়াম্। হাং নমো বামকনিষ্ঠায়াম্। ততঃ করয়োরঙ্গুলীষু পঞ্চাঙ্গন্যাসঃ। যথা—আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। সুচক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। ত্রৈলোক্য রক্ষণচক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুঁ। অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ ॥ ৯ ॥

হস্তের কনিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গুষ্ঠপর্য্যন্ত ন্যাস করিবে। ইহার নাম সৃষ্টিন্যাস, এই ন্যাসে কোন্ কোন্ অঙ্গুলীতে কোন্ কোন্ বর্ণ ন্যাস করিতে হইবে, তাহা মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, এই সৃষ্টিন্যাস দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া বামহস্তের. অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠাপর্য্যন্ত শেষ করিলে স্থিতিন্যাস হয় এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাদি অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত শেষ করিলে তাহাকে সংহৃতিন্যাস বলে। এই প্রকার সৃষ্টিন্যাস, স্থিতিন্যাস ও সংহৃতিন্যাস, এই ত্রিবিধ ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টিন্যাস ও স্থিতিন্যাস করিবে। এইরূপে পঞ্চবিধ ন্যাস করিতে হইবে। ৭। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—সংহৃতিন্যাসে সমস্ত দোষ নিবারণ করে এবং সৃষ্ট্যন্তন্যাস করিলে বিদ্যা লাভ হয়। উক্ত পঞ্চবিধ ন্যাসের মধ্যে শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মচারীদিগের পক্ষে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি ও সৃষ্টি এই চতুর্ব্বিধ ন্যাস; গৃহস্থদিগের পক্ষে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি, সৃষ্টি ও স্থিতি পঞ্চবিধন্যাস বিহিত। ইহার মধ্যে তিনটি ন্যাস কামনানুসারে করিবে। সপত্নীক বাণপ্রস্থেরপক্ষে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি, সৃষ্টি ও স্থিতি এই পঞ্চবিধ ন্যাস ব্যবস্থা। মুনিগণের এবং সংসারবিরক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতি এই ত্রিবিধ ন্যাস বিধেয়। উক্ত পঞ্চবিধ ন্যাস করিতে অসমর্থ হইলে একবারমাত্র ন্যাস করিলেও পূজাসিদ্ধি হইবে। এই বিষয়ে গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—তিনটি ন্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য। অশক্তপক্ষে একটি কর্ত্তব্য। ৮। তাহার পরে করদ্বয়ের দশাঙ্গুলীতে স্থিতিন্যাসক্রমে মন্ত্রের দশাক্ষরন্যাস করিয়া করদ্বয়ের অঙ্গুলিতে পঞ্চাঙ্গন্যাস করিবে। এই উভয়বিধ

---

(১) বন্ধনীমধ্যপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তয়োর্নাস্তি। সহজানৌ-জায়য়া সহ বর্ত্তমানঃ সহজানিঃ সস্ত্রীকঃ তস্মিন্।

ততো মূলমন্ত্রপুটিতান্ সবিন্দূন্ মাতৃকাবর্ণান্ মাতৃকাস্থানেষু ন্যসেৎ। ততঃ প্রণবপুটিতং মূলমন্ত্রম্ (১) আকেশাদাপাদং আপাদাদাকেশং ক্রমাত্রিবারং বিন্যস্য সংহারসৃষ্টিভেদেন দশতত্ত্বানি (২) বিন্যসেৎ। তথাচ ক্রমদীপিকায়াম্।—সংহৃতাবনুগতো (৩) মনুবর্ণ্যঃ সৃষ্টিবর্ত্মনি ভবেৎ প্রতিযাতঃ। (৪) উদ্ধৃতিঃ খলু পুরোক্তবদেষাং ন্যাসকর্ম্ম কথয়াম্যধুনেতি॥ তদ্‌যথা—পাদয়োঃ গোং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ। লিঙ্গে পীং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদি জং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। মুখে নং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ। শিরসি বং নমঃ পরায়াকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ল্লং নমঃ, পরায়াহঙ্কারতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ভাং নমঃ পরায় মহত্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। এতদ্দ্বয়ং হৃদি ন্যাস্যমিতি। য়ং নমঃ পরায় প্রকৃতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। স্বাং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হাং নমঃ পরায় পরতত্ত্বাত্মনে নমঃ। এতত্ত্রিতয়ং সর্ব্বগাত্রে ইতি সংহারন্যাসঃ। অথ সৃষ্টিন্যাসঃ।—হাং নমঃ পরায় পরতত্ত্বাত্মনে নমঃ। স্বাং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে নমঃ, য়ং নমঃ পরায় প্রকৃতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ এতত্ত্রিতয়ং সর্ব্বগাত্রে। হৃদি ভাং নমঃ পরায় মহত্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। ল্লং নমঃ পরায়াহঙ্কারতত্ত্বাত্মনে নমঃ। শিরসি বং নমঃ পরায়াকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ। মুখে নং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদি জং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। লিঙ্গে পীং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। পাদয়োঃ গোং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ইতি সৃষ্টিন্যাসঃ। সৃষ্ট্যাদিন্যাসে অঙ্গুলীনিয়মো নিবন্ধে।—শিরসি বিহিতা মধ্যা সৈবাক্ষি তর্জ্জনিকান্বিতা। শ্রবসি রহিতাঙ্গুষ্ঠা (৫) জ্যেষ্ঠান্বিতোপ-

---

ন্যাস মূলে দ্রষ্টব্য। ৯। তাহার পরে বিন্দুযুক্ত অকারাদি প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণের আদিতে ও অন্তে মূলমন্ত্র যোগ করিয়া মাতৃকান্যাসোক্ত স্থানে ন্যাস করিবে। অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে গোপীজনবল্লভায় স্বাহা অং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এবং মুখে গোপীজনবল্লভায় স্বাহা আং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে ন্যাস করিবে। তাহার পর কেশ হইতে পাদ এবং পাদ হইতে কেশপর্য্যন্ত ওঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ওঁ এই মন্ত্রে তিনবার ন্যাস করিবে। তাহার পরে সংহার-সৃষ্টিভেদে দশতত্ত্বন্যাস করিবে। এই ন্যাস ক্রমদীপিকায় বলিয়াছেন,—সংহার ন্যাসে মন্ত্র যেরূপ ক্রমে পড়িতে হয়, সেই ক্রমেই প্রত্যেক বর্ণ লইয়া ন্যাস করিতে হইবে। সৃষ্টিন্যাসে বিপরীতক্রমে মন্ত্রবর্ণ লইয়া ন্যাস করিবে। ইহাতে পূর্ব্বের মতই মন্ত্রবর্ণ গ্রহণ করিবে। এক্ষণে ন্যাসক্রম বলা যাইতেছে। ইহার প্রণালী উপরে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। নিবন্ধগ্রন্থে এই সৃষ্ট্যাদি ন্যাসের অঙ্গুলী-

---

(১) মূলমন্ত্রং প্রণবপুটিতং কৃত্বা ব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাৎ (খ টি)।

(২) তেন দশপ্রকারন্যাসঃ কার্য্যঃ। (৩) অনুগতঃ অনুলোমতঃ (খ টি)।

(৪) প্রতিলোমতঃ ইত্যর্থঃ প্রতিজাত ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। সংহারন্যাসে যাদৃশক্রমপঠিতোমন্ত্রস্তাদৃশক্রমেণৈব প্রত্যেকবর্ণং গৃহীত্বা ন্যাসঃ, সৃষ্টিন্যাসে তু বিপরীতক্রমেণ মন্ত্রবর্ণং গৃহীত্বা ন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ (ক টি)। (৫) রহিতাঙ্গুষ্ঠা ইত্যত্র বিহিতাঙ্গুষ্ঠা ইতি (ক) পাঠঃ।

কনিষ্ঠিকা। নসি বদনে সর্ব্বাঃ সজ্যায়সী (১) হৃদি তর্জ্জনী। প্রথমযুতা মধ্যা নাভৌ শ্রবসি। বিহিতা শিবে (২)। তা এবাঙ্গুলয়ো (৩) জান্বোঃ সাঙ্গুষ্ঠাস্তু পদদ্বয়ে। স্থানার্ণয়োর্ব্বিনিময়ো নাঙ্গুলীস্থানয়োর্ভবেৎ, তদ্‌যথা—শিরসি গোং নমো মধ্যমাঙ্গুল্যা। নেত্রয়োঃ পীং নমস্তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাম্। কর্ণয়োঃ জং নমঃ অঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। ঘ্রাণে নং নমোঽঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাম্ মুখে বং নমং সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ। হৃদি ল্লং নমঃ অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাম্। নাভৌ (৪) ভাং নমঃ অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাম্। লিঙ্গে য়ং নমোঽঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। জানুনোঃ স্বাং নমঃ অঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। পাদয়োঃ হাং নমঃ সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ ইতি সৃষ্টিক্রমঃ। অথ স্থিতিক্রমঃ।—হৃদি গোং নমোঽঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাম্। নাভৌ (৫) পীং নমোঽঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাম্। লিঙ্গে জং নমোঽঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। জানুনোঃ নং নমোঽঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। পাদয়োঃ বং নমঃ সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ। শিরসি ল্লং নমো মধ্যময়া। নেত্রয়োঃ ভাং নমো মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাম্। কর্ণয়োঃ য়ং নমোঽঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। ঘ্রাণয়োঃ স্বাং নমোঽঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাম্। মুখে হাং নমঃ সর্ব্বাঙ্গুলিভিঃ। অথ সংহারক্রমঃ।—পাদয়োঃ গোং নমঃ সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ। জানুনোঃ পীং নমঃ অঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। লিঙ্গে জং নমোঽঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। নাভৌ (৬) নং নমোঽঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাম্। হৃদি বং নমোঽঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাম্। মুখে ল্লং নমঃ সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ। ঘ্রাণে ভাং নমোঽঙ্গুষ্ঠনামিকাভ্যাম্। কর্ণয়োঃ য়ং নমোঽঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। নেত্রয়োঃ স্বাং নমো মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাম্। মূর্দ্ধ্নি হাং নমো মধ্যমাঙ্গুল্যা ইতি সংহারক্রমঃ। পুনঃ সৃষ্টিস্থিতী বিন্যসেৎ। তথাচ—বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী চ পুনঃ সৃষ্টিং (৭) সমাচরেৎ। গৃহস্থশ্চ পুনঃ সৃষ্টিস্থিতী কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ। যতির্ব্বৈরাগ্যযুক্তশ্চ সংহারান্তং প্রবিন্যসেৎ॥

নিয়ম কথিত হইয়াছে। যথা—মস্তকে মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা ন্যাস করিবে এবং চক্ষুতে মধ্যমা ও তর্জ্জনীদ্বারা; কর্ণে অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অন্য সকল অঙ্গুলীদ্বারা; নাসিকাতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা; মুখে সর্ব্বাঙ্গুলীদ্বারা, হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা, নাভি, কর্ণ এবং লিঙ্গে অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাদ্বারা, জানুতে তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা এবং পাদদ্বয়ে সর্ব্বাঙ্গুলীদ্বারা ন্যাস করিবে। সৃষ্টিস্থিত্যাদি ন্যাসে স্থানে ও বর্ণে পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু অঙ্গুলীতে ও স্থানে কোন পরিবর্ত্তন নাই। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতি ন্যাস উপরিলিখিত উদাহরণে সুস্পষ্ট আছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতি ন্যাস এইরূপে করিয়া আবার সৃষ্টি ও স্থিতি ন্যাস করিতে হইবে। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী ব্যক্তি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতিন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টিন্যাস করিবে। গৃহস্থ ব্যক্তি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতি-

---

(১) সজ্যায়সী জ্যেষ্ঠা অঙ্গুলিঃ। (২) শিবে লিঙ্গে (ক টি)।

(৩) অঙ্গুষ্ঠরহিতা ইতি (খ) পাঠঃ। (৪) নাভৌ ইত্যত্র উদরে ইতি (ক) (গ) পাঠঃ।

(৫) নাভৌ ইত্যত্র উদরে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৬) নাভৌ ইত্যত্র উদরে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৭) সৃষ্ট্যন্তমিত্যর্থঃ (খ টি)।

এতেন বিদ্যার্থিব্রহ্মচারিণাং চতুর্দ্ধা গৃহস্থানাং পঞ্চধা। যতিবিরক্তানাঞ্চ ত্রিধা ন্যাসঃ॥ ১০॥ তথাচ নিবন্ধে।—ন্যাসঃ সংহারান্তো মস্করিবৈখানসেষু বিহিতোঽয়ং, স্থিত্যন্তো গৃহমেধিষু সৃষ্ট্যন্তো বর্ণিনামিতি প্রাহুঃ। বৈরাগ্যযুজি গৃহস্থে সংহারান্তং কেচিদাহুরাচার্য্যাঃ। সহজানৌ (১) বনবাসিনি স্থিতিঞ্চ বিদ্যার্থিনাং তথা সৃষ্টিম্। (২) কেচিত্তু ন্যাসত্রয়ে বিপর্য্যাসমামনন্তি, তেন সর্ব্বেরেব ত্রিধা (৩) ন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ॥ ১১॥ অথ বিভূতিপঞ্জরন্যাসঃ। নিবন্ধে।—বচ্যাপরং ন্যাসবরং ভূত্যভিধং (৪) ভূতিকরম্। মন্ত্রদশাবৃত্তিময়ং গুপ্ততমং মন্ত্রিবরৈঃ (৫)॥ তদ্‌যথা,—আধারে গোং নমঃ, লিঙ্গে পীং নমঃ এবং নাভৌ জং, হৃদি নং, গলে বং, মুখে ল্লং, অংসয়োঃ ভাং, নমঃ য়ং নমঃ উর্ব্বোঃ স্বাং নমঃ হাং নমঃ, কন্ধরায়াং গোং, নাভৌ পীং, কুক্ষৌ জং, হৃদি নং, স্তনয়োঃ বং ল্লং, পার্শ্বয়োঃ ভাং য়ং, শ্রোণ্যোঃ স্বাং হাং। শিরসি গোং, মুখে পীং, নেত্রয়োঃ জং নং, কর্ণয়োঃ বং ল্লং, নাসাপুটয়োঃ ভাং য়ং, কপোলয়োঃ স্বাং হাং। এবং দক্ষিণকরস্থ মূলসন্ধ্যগ্রকেষু পঞ্চ, তদঙ্গুলীষু (৬) পঞ্চ। বামকরমূলসন্ধ্যগ্রকেষু পঞ্চ, তদঙ্গুলীষু (৭)

ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি ও স্থিতিন্যাস করিবে এবং যতি ও বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতি এই তিন ন্যাস করিবে; সুতরাং বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী ব্যক্তি চতুর্ব্বিধ, গৃহস্থ ব্যক্তি পঞ্চবিধ ও যতি এবং বিরাগী ব্যক্তি ত্রিবিধ ন্যাস করিবে। ১০। নিবন্ধগ্রন্থে বলিয়াছেন।—পরিব্রাজক ও বাণপ্রস্থাবলম্বীদিগের সংহার ন্যাস পর্য্যন্ত, গৃহস্থদিগের স্থিতিন্যাস পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মচারীদিগের সৃষ্টিন্যাস পর্য্যন্ত ন্যাস বিহিত। কোন কোন আচার্য্য বলেন,—বৈরাগ্যযুক্ত গৃহস্থের পক্ষে সংহারন্যাস পর্য্যন্ত ন্যাস বিহিত। সস্ত্রীক বনবাসীর পক্ষে স্থিতি পর্য্যন্ত ও বিদ্যার্থীদিগের সৃষ্টিপর্য্যন্ত ন্যাস বিহিত। কেহ কেহ এই ত্রিবিধ ন্যাসেরই বৈপরীত্য বলেন, সুতরাং সকলেরই ত্রিবিধ ন্যাস করা কর্ত্তব্য। ১১। অনন্তর বিভূতিপঞ্জরন্যাস করিবে। ভূতিনামে অপর একটি উৎকৃষ্ট ন্যাস বলিতেছি,—এই ন্যাসে ভূতি অর্থাৎ সম্পত্তি লাভ হয় এই কারণে এই ন্যাসের নাম ভূতি বা বিভূতি। এই ন্যাসেও মন্ত্রবর্ণ দশবার আবৃত্তি করিতে হয়। সাধকের ইহা অতি গোপনীয়। যে দশ অঙ্গে দশটি বর্ণদ্বারা এই ন্যাস করিতে হইবে তাহা উপরে বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার পরে দক্ষিণবাহুর মূলে গোং নমঃ, মধ্যসন্ধিতে পীং নমঃ, মণিবন্ধে জং নমঃ, অঙ্গুলীমূলে নং নমঃ, অঙ্গুল্যগ্রে বং নমঃ, অঙ্গুষ্ঠে ল্লং নমঃ; তর্জ্জনীতে ভাং নমঃ, মধ্যমাতে য়ং নমঃ, অনামিকাতে স্বাং নমঃ, কনিষ্ঠাতে হাং নমঃ। এইপ্রকারে বামবাহুর মূলাদি পঞ্চস্থানে গো, পী, জ, ন, ব, এই পঞ্চবর্ণ এবং

---

(১) পত্নীসহিতে (খ টি)। (২) বিদ্যার্থিনাং সৃষ্টিন্যাসসংহারান্ত ইতি তারাঘোপয়া যুক্তমিতি মুদ্রিত-(খ) পাঠঃ। (৩) ত্রিধা ইত্যত্র পঞ্চধা ইতি (ক) পাঠঃ। (৪) তেন এতন্ন্যাসস্য ভূতিনাম খ টি)। (৫) মন্ত্রিতমৈঃ (ক) (খ) টি। (৬) দক্ষিণহস্তাঙ্গুলিষু। (৭) বামকরাঙ্গুলিষু।

পঞ্চ। এবং দক্ষিণপাদমূলসন্ধ্যগ্রকেষু, পঞ্চ, তদঙ্গুলীষু পঞ্চ। বামপাদমূলসন্ধ্যগ্রকেষু পঞ্চ, তদঙ্গুলীষু পঞ্চ। মূর্দ্ধ্নি গোং, তৎপূর্ব্বে পীং, তদ্দক্ষিণে জং তৎপশ্চিমে নং, তদুত্তরে বং, মূর্দ্ধ্নি সকলে ল্লং, ভুজয়োঃ ভাং য়ং, উর্ব্বোঃ স্বাং হাং। শিরসি গোং, নেত্রয়োঃ পীং, মুখে জং, কণ্ঠে নং, হৃদি বং, জঠরে ল্লং, মূলাধারে ভাং, লিঙ্গে য়ং, জানুনোঃ স্বাং, পাদয়োঃ হাং। শ্রোত্রয়োঃ গোং, গণ্ডয়োঃ পীং, অংসয়োঃ জং, স্তনয়োঃ নং, পার্শ্বয়োঃ বং, লিঙ্গে (১) ল্লং, উর্ব্বোঃ ভাং, জান্বয়োঃ য়ং, জঙ্ঘয়োঃ স্বাং, পাদয়োঃ হাং। এতানি নমোঽন্তানি বিন্যসেৎ। (তত্র ক্রমো গৌতমীয়ে,—হস্তমূলাদিসৃষ্টিঃ স্যান্মণিবন্ধাৎ স্থিতিঃ স্মৃতা। অঙ্গুল্যগ্রাৎ সংহৃতিশ্চ স্থিত্যন্তং ত্রিতয়ং ন্যসেৎ (২)।) ততঃ পূর্ব্ববন্মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসঃ। পুনর্মূর্ত্তিপঞ্জরস্যৈব (৩) সৃষ্টিস্থিতী। ততো দশাঙ্গপঞ্চাঙ্গন্যাসৌ। তদ্যথা,—হৃদি গোং শিরসি পীং, শিখায়াং জং, সর্ব্বাঙ্গে নং, দিক্ষু বং, দক্ষপার্শ্বে ল্লং, বামপার্শ্বে ভাং, কটিদেশে য়ং, পৃষ্ঠে স্বাং মূর্দ্ধ্নি (৪) হাং। ততঃ পঞ্চাঙ্গন্যাসঃ।—যথা আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা। সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্। ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা কবচায় হুং। অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ ॥ ১২ ॥ ততো (নারায়ণমন্ত্রোক্তকিরীটকেয়ূরেত্যাদি) (৫) মন্ত্রেণ ব্যাপকং বিধায় বেণুবিল্বাদিমুদ্রাং প্রদর্শ্য ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি মন্ত্রেণ দিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ। কিরীটাদিন্যাসস্তু

অঙ্গুষ্ঠাদি পঞ্চ অঙ্গুলীতে ল্ল, ভা, য়, স্বা, হা, এই পঞ্চবর্ণ ন্যাস করিবে। অনন্তর দক্ষিণপাদের মূলাদি পঞ্চস্থানে ও পঞ্চাঙ্গুলীতে এবং বামপাদের মূলাদি পঞ্চস্থানে ও পঞ্চাঙ্গুলীতে উক্তরূপে পাঁচ পাঁচ বর্ণ ন্যাস করিবে। তাহার পরে মস্তকাদি যে যে স্থানে যে যে বর্ণ ন্যাস করিতে হইবে, তাহা মূলে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ন্যাস প্রতি মন্ত্রবর্ণের শেষে নমঃ যোগ করিয়া ন্যাস করিবে। এই বিভূতিপঞ্জরন্যাসের ক্রম গৌতমীয়তন্ত্রে উল্লেখিত হইয়াছে। যথা,—হস্তমূল হইতে সৃষ্টি,মণিবন্ধ হইতে স্থিতি এবং অঙ্গুলীর অগ্র হইতে সংহৃতি স্থিতি পর্য্যন্ত এই ন্যাস করিবে। তাহার পরে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস ও পুনর্ব্বার মূর্ত্তিপঞ্জরের সৃষ্টিস্থিতিন্যাস করিয়া দশাঙ্গন্যাস ও পঞ্চাঙ্গন্যাস করিবে। দশাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ ন্যাস উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পর "কিরীটকেয়ূরহার-মকরকুণ্ডলধর-শঙ্খচক্র-গদাম্ভোজহস্ত-পীতাম্বরধর-শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষঃস্থল-শ্রীভূমিসহিতস্বাত্মজ্যোতির্ম্ময়দীপ্তকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমঃ" এই বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত মন্ত্রদ্বারা ব্যাপকন্যাস করিয়া বেণুবিল্বপ্রভৃতি-মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক "ওঁ সুদর্শন য় অস্ত্রায় ফট্"

---

(১) লিঙ্গে ইত্যত্র কট্যোরিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৩) মূর্ত্তিপঞ্জরস্য ইত্যংশঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। তত্র "পুনঃ সৃষ্টিস্থিতী" ইত্যেব পাঠঃ। (৪) মূর্দ্ধ্নি ইত্যত্র পদয়োরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ইতি (ক)

(৫) বন্ধনীমধ্যে কিরীট ইত্যেব (ক) (খ) পাঠঃ।

(১) সর্ব্বত্র বিষ্ণুমন্ত্রে॥ ১৩॥ ততো ধ্যায়েৎ।—স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্। গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ। আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ। পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ। মুক্তাহারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভরানতাঃ। স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ। দন্তপঙ্‌ক্তিপ্রভোদ্ভাসিস্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ। বিলোভয়ন্তীর্ব্বিবিধৈর্ব্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ব্বিতৈঃ। ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং, শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্। গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গো-গোপসংঘাবৃতং, গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ১৪॥ ততো বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্ত্রান্তং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় দেবশরীরে সৃষ্টিস্থিতিদশাঙ্গপঞ্চাঙ্গন্যাসক্রমেণ পূজয়েৎ। ততো মুখে ওঁ বেণবে নমঃ হৃদিওঁ বনমালায়ৈ নমঃ ওঁ কৌস্তভায় নমঃ ওঁ শ্রীবৎসায় নমঃ। ততঃ অপরং পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দদ্যাৎ। শুক্লচন্দনপঙ্কিলাং শ্বেততুলসীং রক্তচন্দনপঙ্কিলাং রক্ত-

এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিয়া ধ্যান করিবে। সকলপ্রকার বিষ্ণুমন্ত্রেই "কিরীট-কেয়ূর" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিবে। ১২। ১৩। ধ্যান যথা,—রমণীয় বৃন্দাবনে পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ সহস্র সহস্র গোপকন্যাকে অনবরত মোহিত করিতেছেন, ঐ গোপকন্যারাও তাঁহার বদন-কমলে স্বীয় নয়নরূপ মধুকরনিকরকে প্রেরণ করিতেছেন এবং তাঁহারা কামবাণে পীড়িত ও শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অতিশয় সমুৎসুক, তাঁহাদের পীনোন্নত পয়োধরে মুক্তাহার লম্বিত, সেই পয়োধর ভারে তাঁহারা কিঞ্চিৎ নম্রভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহাদের কেশপাশ ও পরিধেয় বসন বিগলিত হইতেছে এবং মদভরে বাক্য স্খলিত হইতেছে, তাঁহাদের অধর স্পন্দিত হইতেছে এবং দন্তের শুভ্র কিরণে উদ্ভাসিত হইতেছে। গোপীগণ বিলাসপূর্ণ ভাবভঙ্গীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রলোভন দেখাইতেছেন; যাঁহার দেহকান্তি প্রফুল্ল ইন্দ্রীবরের ন্যায় নীলবর্ণ, বদন চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, শিরোদেশ ময়ূরপুচ্ছভূষণে বিভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তভমণি পরিধানে পীতবস্ত্র, গোপীদিগের নয়নোৎপলদ্বারা সর্ব্বশরীর অর্চ্চিত, যিনি গো ও গোপগণে পরিবৃত হইয়া মধুরভাবে বেণু বাজাইতেছেন, সেই দিব্য অলঙ্কারবিভূষিত শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করি। এইরূপে গোবিন্দের ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। ১৪। তৎপরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া দেবশরীরে সৃষ্টি, স্থিতি, দশাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গন্যাসের নিয়মে তত্তৎ ন্যাসের মন্ত্রে পূজা করিবে। তাহার পরে মুখে ওঁ বেণবে নমঃ ইত্যাদি উপরি-

---

(১) সর্ব্বত্র ন্যাসে কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ (খ.টি)।

তুলসীং মূলেন দক্ষিণবামপার্শ্বয়োর্দ্দদ্যাৎ। (১) তথা তুলসীদ্বয়ং করবীরদ্বয়ং পদ্মদ্বয়ঞ্চ শিরসি দদ্যাৎ। (সর্ব্বাণি পুষ্পাণি সর্ব্বতনৌ দদ্যাৎ।) (২) তথা চ গৌতমীয়ে।—দক্ষিণে বাসুদেবাখ্যং স্বচ্ছং (৩) চৈতন্যমব্যয়ম্। বামে চ রুক্মিণী রক্তা নিত্যা রজোগুণান্বিতা। তুলসীযুগলং পার্শ্বদ্বয়ে গন্ধদ্বয়ান্বিতম্ (৪)। হয়ারিযুগলং পার্শ্বদ্বয়ে দক্ষিণবামকে। পদ্মযুগ্মং মূর্দ্ধ্নি দেশে মূলেন দক্ষবামকে। ষড়্ভিঃ সর্ব্বতনৌ দদ্যাৎ পুনঃ শিরসি (৫) সর্ব্বতঃ। তত আবরণং পূজয়েৎ। পূর্ব্বে ওঁ দামায় (৬) নমঃ দক্ষিণে ওঁ সুদামায় নমঃ পশ্চিমে ওঁ বসুদামায় নমঃ (৭) উত্তরে ওঁ কিঙ্কিণ্যৈ নমঃ কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণে ওঁ আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ নৈর্ঋতে ওঁ বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা বায়ুকোণে ওঁ সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্ ঈশানে ওঁ ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা কবচায় হুঁং চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। ততঃ পত্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ এবং সত্যভামায়ৈ নাগ্নজিত্যৈ সুনন্দায়ৈ মিত্রবিন্দায়ৈ সুলক্ষণায়ৈ জাম্ববত্যৈ সুশীলায়ৈ; পত্রাগ্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ বসুদেবায় নমঃ এবং দেবক্যৈ নন্দায় যশোদায়ৈ বলভদ্রায়ৈ সুভদ্রায়ৈ গোপেভ্যঃ গোপীভ্যঃ। তদ্বাহ্যে মধ্যেচ পূর্ব্বাদিক্রমেণ ওঁ মন্দারায় নমঃ এবং সন্তানায় পারিজাতায় কল্পবৃক্ষায় হরিচন্দনায়; তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদীন বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততঃ কৃষ্ণাষ্টকম্ পূজয়েৎ। ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ এবং বাসুদেবায়, দেবকীনন্দনায়, নারায়ণায়. যদুশ্রেষ্ঠায়. বার্ষ্ণেয়ায়, ধর্ম্মসংস্থাপনায়, অসুরাক্রান্তভার-

---

লিখিতনিয়মে পূজা করিবে। তাহার পরে পুনর্ব্বার পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান করিয়া দেবতার দক্ষিণপার্শ্বে শ্বেতচন্দনযুক্ত শ্বেততুলসী ও বামপার্শ্বে রক্তচন্দনযুক্ত রক্ততুলসী মূলমন্ত্রে প্রদান করিবে। শিরোদেশে দুইটি তুলসীপত্র, দুইটি করবীরপুষ্প ও দুইটি পদ্মপুষ্প প্রদান করিবে; অনন্তর ভগবানের সর্ব্বশরীরে সকল প্রকার পুষ্প অর্পণ করিবে। এই বিষয়ে গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন ভগবানের দক্ষিণভাগ অক্ষয় নির্ম্মল চৈতন্যস্বরূপ ভগবানের বামভাগ রজোগুণশালিনী নিত্যা রুক্মিণীমূর্ত্তি এই কারণে দক্ষিণে শ্বেতচন্দনযুক্ত শ্বেততুলসী ও বামে রক্তচন্দনযুক্ত রক্ততুলসী দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। দক্ষিণপার্শ্বে করবীর পুষ্প ও বামপার্শ্বে পদ্মপুষ্প দিবার নিয়মও পূর্ব্বোক্ত কারণে হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে সকল প্রকার পুষ্প দেওয়া যায়। অনন্তর আবরণপূজা করিবে। আবরণপূজার প্রণালী উপরে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকায় অনুবাদে আর উল্লিখিত হইল না। সমস্ত

---

(১) এবং হৃদয়ে করবীরদ্বয়েন মূর্দ্ধ্নি বামদক্ষিণভেদেন পদ্মদ্বয়েন ইত্যধিকঃ (ক) (খ) পাঠঃ মুদ্রিত- (খ) পুস্তকেঽপ্যেষ পাঠঃ বর্ত্ততে।, (২) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

(৩) স্বচ্ছচৈতন্যমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) পাদদ্বয়ে দক্ষিণবামকে ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

(৫) শিরসি ইত্যত্র সর্ব্বাণি ইতি মুদ্রিত- (খ) পাঠঃ। (৬) দামায় ইত্যত্র ছিদামায় ইতি মুদ্রিত-(খ) পাঠঃ। (৭) ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ইতি মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ।

হারিণে ; সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোহন্তেন পূজয়েৎ। তথা চ গৌতমীয়ে।—অশক্তৌ, অথবাঙ্গদিক্‌পতিভিস্তদস্ত্রৈরপি চার্চ্চয়েৎ। এবমভ্যর্চ্চয়ন্ কৃষ্ণং কামমুক্ত্যোঃ স ভাজনম্। এতদ্‌যজনাশক্তশ্চেৎ কৃষ্ণাষ্টকেন (১) পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ১৫॥ অস্য পুরশ্চরণং দশলক্ষজপঃ। তথা চ—দশলক্ষমক্ষয়ফলপ্রদং মন্তুং প্রতিজপ্য নির্ম্মলমতির্দ্দশাক্ষরম্। জুহুয়াৎ সিতাজ্যমধুরপ্লুতৈর্ন বৈররুণাম্বুজৈর্হুতাশনে দশাযুতম্॥ ১৬॥ অথ শুষিরযুগলবর্ণং (২) চেন্মন্তুং পঞ্চলক্ষং প্রজপতু জুহুয়াচ্চ প্রোক্তক৯প্তার্দ্ধলক্ষম্। (৩) অমলমতিরভাবে (৪) পায়সৈরম্বুজানাং সসিতঘৃতসুসিক্তৈরারভেদ্ধোমকর্ম্ম॥ ১৭॥

দশাক্ষরাদৌ (৫) শ্রীমায়াকামঃ (৬) মায়াশ্রীকামঃ (৭) কামমায়াশ্রী-(৮) স্ত্রিবিধস্ত্রয়োদশাক্ষরো ভবতি। তথা চ শ্রীশক্তিমারপূর্ব্বশ্চ শক্তিশ্রীমারপূর্ব্বকঃ কামশক্তিরমাপূর্ব্বো দশার্ণ মনবস্ত্রয়ঃ (৯)। ইতি সনৎকুমার বচনাৎ॥ ১৮॥ এতেষাং পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্তপীঠন্যাসান্তং কর্ম্ম বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ।

আবরণপূজা করিতে অশক্ত হইলে কেবলমাত্র অঙ্গপূজা দিক্‌পালপূজা ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে ; গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন অশক্তপক্ষে অঙ্গ, দিক্‌পাল ও অস্ত্রের পূজা বিহিত। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে সাধক কাম্যবিষয় ও মুক্তি লাভে সমর্থ হয়। এইরূপ পূজাতে অশক্ত ব্যক্তি কেবল ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণাষ্টকপূজা করিবে। তাহার পরে ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পূজা শেষ করিবে। ১৫। নির্ম্মলমতি সাধক পুরশ্চরণে এই দশাক্ষর মন্ত্র দশলক্ষ জপ করিয়া ঘৃত, মধু ও শর্করাযুক্ত নূতন রক্তপদ্ম দ্বারা একলক্ষ হোম করিবে। ১৬। অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রের পুরশ্চরণে ঐ মন্ত্র পঞ্চলক্ষ জপ করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যদ্বারা অর্দ্ধলক্ষ (পঞ্চাশ হাজার) হোম করিবে। পদ্মের অভাব হইলে শর্করা ও ঘৃতযুক্ত পায়সদ্বারা অর্দ্ধলক্ষ হোম করিবে। ১৭।

সনৎকুমারতন্ত্রে বলিয়াছেন,—দশাক্ষর মন্ত্রের আদিতে শ্রীবীজ মায়াবীজ ও কামবীজ, অথবা মায়াবীজ শ্রীবীজ কামবীজ, কিংবা কামবীজ মায়াবীজ শ্রীবীজ, যোগ দিলে ত্রয়োদশাক্ষর তিনটি মন্ত্র হইবে। এই তিন মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ বলা যাইতেছে।

---

(১) কেবলকৃষ্ণাষ্টকেন ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। ওঁ কৃষ্ণাষ্টকেভ্যো নমঃ ইতি (খ টি)।

(২) শুষিরং [৯] যুগলং [১৮] শুষিরযুগলমষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ।

(৩) দশাক্ষরমন্ত্রে যদুক্তং দশলক্ষং তস্যার্দ্ধং পঞ্চলক্ষমিতি যাবৎ।

(৪) অভাবে ইত্যত্র অলাভে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৫) দশাক্ষরমন্ত্রস্যাদৌ (খ টি)।

(৬) শ্রীং হ্রীং ক্লীং। (৭) হ্রীং শ্রীং ক্লীং। (৮) ক্লীং হ্রীং শ্রীং।

(৯) শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। হ্রীং শ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। ইতি ত্রয়ো মন্ত্রাঃ।

তদ্‌যথা—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি দশাক্ষরবদ্বিন্যসেৎ। ততঃ ফলার্থী চেদ্দশতত্ত্বমূর্ত্তিপঞ্জরৌ ন্যসেৎ। ততঃ কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকং বিধায় যথাশক্তি মুদ্রাং প্রদর্শ্য ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি মন্ত্রেণ দিগ্বন্ধনং বিধায় ধ্যায়েৎ ॥ ১৯ ॥ আদ্যে মনৌ দশাক্ষরবদ্ধ্যানং দ্বিতীয়ে রত্নাভিষেকবৎ। তৃতীয়ে তু ধ্যানম্ ।—শঙ্খচক্রধনুর্ব্বাণপাশাঙ্কুশধরোঽরুণঃ। বেণুং ধমন্ ধৃতং দোর্ভ্যাং ধ্যেয়ঃ কৃষ্ণো দিবাকরে ॥ ২০ ॥ গৌতমীয়মতে তু অত্রাপি দশাক্ষরবদ্ধ্যানম্। তথা চ, —রমাদিকামাদিমন্ত্রদ্বয়মধিকৃত্য,—অনয়োর্ম্মন্ত্রয়োর্ম্মন্ত্রী আচক্রাদ্যৈঃ ষড়ঙ্গকম্ (১)। কুর্য্যাদ্দশার্ণবৎ সর্ব্বং ধ্যানপূজাদিকং সুধীঃ। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ২১ ॥ ততো বৈষ্ণবোক্তপীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-

অগ্রে প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাসপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পরে করাঙ্গন্যাস করিবে যথা—আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। সুচক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুঁ। অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা। সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্। ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা কবচায় হুঁ। অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। এই প্রকারে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া ফলকামী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত দশতত্ত্বন্যাস ও মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করিবে। তাহার পর বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত ওঁ কিরীট ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া যথাশক্তি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্। এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করত ধ্যান করিবে। ১৯। এই ত্রিবিধ মন্ত্রের প্রথম মন্ত্রের পূজায় পূর্ব্বকথিত দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত ধ্যান করিবে। দ্বিতীয় মন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রের আদিতে মায়াবীজ ও শ্রীবীজযোগে যে বিংশত্যক্ষরমন্ত্র হইয়াছে, সেই মন্ত্রের ধ্যান করিবে। সেই মন্ত্রকে রত্নাভিষেক মন্ত্র বলা হইয়াছে। তৃতীয় মন্ত্রের ধ্যান যথা,—যিনি আরক্ত মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করিয়া দুই হস্তে ধারণপূর্ব্বক বেণু বাজাইতেছেন। শঙ্খ, চক্র, ধনুর্ব্বাণ পাশ ও অঙ্কুশধারী সেই শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে। ২০। গৌতমীয়তন্ত্রে এইমন্ত্রেও দশাক্ষরবৎ ধ্যান। শ্রীবীজাদি ও কামবীজাদি মন্ত্রদ্বয়ের প্রসঙ্গে গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন, সুবুদ্ধি সাধক এই দুইমন্ত্রে আচক্রপ্রভৃতি মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে এবং দশাক্ষর মন্ত্রের মত ধ্যান ও পূজাদি সমস্তই করিবে। এইপ্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খে অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ২১। অনন্তর বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চ-

---

(১) পঞ্চাঙ্গে ষড়ঙ্গপদপ্রয়োগঃ।

দানপর্য্যন্তং পূর্ব্বোক্তবেণ্বাদিপূজনঞ্চ বিধায় আবরণপূজামারভেত। অস্যাবরণানি অঙ্গেন্দ্রবজ্রাদিনী (১)। ততঃ কৃষ্ণাষ্টকং (২) সংপূজ্য ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ২২ ॥ এতেষাং পুরশ্চরণং পঞ্চলক্ষজপঃ। তথা চ—পঞ্চলক্ষং জপেত্তাবদযুতং (৩) পায়সেন চ। জুহুয়াৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ মন্ত্রী সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২৩ ॥

মন্ত্রান্তরম্—কৃষ্ণায় পদমাভাষ্য গোবিন্দায় পদং ততঃ (৪)। গোপীজনপদস্যান্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ। কামবীজাদিরাখ্যাতো মনুরষ্টাদশাক্ষরঃ (৫) ॥ ২৪ ॥ অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—শিরষি নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ক্লীং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। ততঃ প্রণবপুটিতং মন্ত্রং ত্রিশঃ করয়ো(৬)র্ব্যাপয্য করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গোপীজন মধ্যমাভ্যাং বষট্। বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুং। স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততো মূলেন মূর্দ্ধাদিপাদপর্য্যন্তং পাদাদিমূর্দ্ধ-

---

পুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া পূর্ব্বোক্ত বেণু প্রভৃতি পূজাপূর্ব্বক আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। এই মন্ত্রের আবরণপূজাতে কেবল অঙ্গপূজা, ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে। তাহার পরে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণাষ্টকপূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ২২। উক্ত ত্রিবিধ ত্রয়োদশাক্ষরমন্ত্রের পুরশ্চরণে পঞ্চলক্ষমন্ত্র জপ এবং পায়স দ্বারা অযুত অর্থাৎ দশহাজার হোম করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। ২৩।

আর একটি মন্ত্র বলা যাইতেছে। প্রথমে "কৃষ্ণায়" এই পদ বলিয়া তাহার পরে "গোবিন্দায়" এই পদ বলিবে। তাহার পরে "গোপীজন" বলিয়া "বল্লভায় স্বাহা" বলিবে। এই মন্ত্রের প্রথমে কামবীজ যোগ দিবে তাহা হইলে অষ্টাদশাক্ষর একটি মন্ত্র হইবে। ২৪। এই মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ যথা,—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস উপরে দ্রষ্টব্য। তাহার পরে ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ওঁ এই মন্ত্রে তিনবার করদ্বয়ে ন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত প্রণালীতে করন্যাস করিয়া ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা, গোপীজন শিখায়ৈ বষট্, বল্লভায় কবচায় হুং, স্বাহা অস্ত্রায় ফট্, এইরূপ অঙ্গন্যাস করিবে। অন-

---

(১) অঙ্গানি পঞ্চ। ইন্দ্রাদয়ো দশ। বজ্রাদয়ো দশ।

(২) কৃষ্ণাষ্টকেন ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৩) অত্র বাচনিকত্বাৎ অযুতহোমঃ (খ টি)।

(৪) ততঃ পরমিতি পাঠান্তরম্। (৫) ক্লীং কৃষ্ণায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। ইত্যষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ। (৬) করয়োর্মধ্যে পার্শ্বে পৃষ্ঠে চ (খ টি)।

পর্য্যন্তং ত্রিশো ব্যাপয্য প্রণবেন সকৃদ্ব্যাপয্য মন্ত্রন্যাসং কুর্য্যাৎ। মূর্দ্ধনি ললাটে ভ্রূমধ্যে কর্ণয়োশ্চক্ষুষোর্ঘ্রাণয়োর্ব্বদনে গ্রীবায়াং হৃদি নাভৌ কট্যাং লিঙ্গে জানুনোঃ পাদয়োঃ এষু স্থানেষু প্রত্যেকং মন্ত্রবর্ণান্ নমোঽন্তান্ ন্যসেৎ শিরসি প্রণবঞ্চ ন্যসেৎ। ততো নয়ন-মুখ-হৃদয়-গুহ্যাঙ্ঘ্রিষু মন্ত্রস্য পদপঞ্চকং নমোঽন্তং ন্যসেৎ। পদপঞ্চকঞ্চ (১) চতুশ্চতুস্তথা দ্বয়ম্। ততোঽঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ।—ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা, গোপীজন-শিখায়ৈ বষট্, বল্লভায় কবচায় হুং, স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। তথাচ—চতুঃকরণ-বেদাব্ধিনেত্রসংখ্যাক্ষরৈঃ (২) ক্রমাৎ। পঞ্চাঙ্গানি মনোঃ কুর্য্যান্মন্ত্রবিজ্জাতিসংযুতৈঃ। নমঃ-স্বাহা-বষড়্-বৌষড়্-হুং-ফড়ন্তাশ্চ জাতয়ঃ ॥ ২৫ ॥ ততো দশতত্ত্বমূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসৌ বিধায় কিরীটমন্ত্রেণ (৩) ব্যাপকং কৃত্বা যথাশক্তি মুদ্রাং বদ্ধা ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি মন্ত্রেণ দিগ্বন্ধনং কৃত্বা দশাক্ষরোক্তং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কৃত্বা বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্ত্রস্তাং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং

ন্তর ক্লীং কৃষ্ণায় ইত্যাদি পূর্ব্বলিখিত মূলমন্ত্রে মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত এবং পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তিনবার এবং ওঁ এইমন্ত্রে একবার ব্যাপকন্যাস করিয়া মন্ত্রন্যাস করিবে। যথা,—মস্তকে ক্লীং নমঃ, ললাটে কৃ নমঃ, ভ্রূমধ্যে ষ্ণা নমঃ, কর্ণদ্বয়ে য় নমঃ, গো নমঃ চক্ষুর্দ্বয়ে বি নমঃ, ন্দা নমঃ, নাসিকাদ্বয়ে য় নমঃ, গো নমঃ, মুখে পী নমঃ, গ্রীবাতে জ নমঃ, হৃদয়ে ন নমঃ, নাভিতে ব নমঃ, কটিতে ল্ল নমঃ, লিঙ্গে ভা নমঃ, জানুতে য় নমঃ, পাদদ্বয়ে স্বা নমঃ, হা নমঃ। এইপ্রকারে মন্ত্রন্যাস করিয়া মস্তকে ওঁ নমঃ এই বলিয়া ন্যাস করিবে। তৎপরে নেত্রদ্বয়ে ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ, মুখে গোবিন্দায় নমঃ, হৃদয়ে গোপীজন নমঃ, গুহ্যে বল্লভায় নমঃ, পাদদ্বয়ে স্বাহা নমঃ। এইপ্রকারে ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার অঙ্গন্যাস করিবে অঙ্গন্যাস উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে প্রমাণে বলিয়াছেন,—মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি নমঃ স্বাহাদি যুক্ত করিয়া যথাক্রমে মন্ত্রের প্রথম চারিটি ন্যাস, মন্ত্রের চারি অক্ষর লইয়া করিবে ও পঞ্চমটি দুই অক্ষরে ন্যাস করিবে। এইরূপে পঞ্চাঙ্গন্যাস সম্পন্ন করিবে। ২৫। তাহার পরে দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত দশতত্ত্বন্যাস এবং মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করিয়া পূর্ব্বলিখিত "কিরীট-কেয়ূর" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিবে। তাহার পরে যথাশক্তি মুদ্রাবন্ধন করিয়া "ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধনপূর্ব্বক দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত "স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে" ইত্যাদি ধ্যান করিবে। অনন্তর মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠপূজা এবং পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে

---

(১) তথাচ মূলমন্ত্রস্য চতুর্ব্বর্ণচতুষ্কেণ দ্বিকেন ন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা নয়নে ক্লীং কৃষ্ণায় নম ইত্যাদি (৭ পৃ)। (২) চতুঃ (৪) করণ (৪) বেদ (৩) অব্ধি (৭) নেত্র (২) সংখ্যাক্ষরৈঃ।
(৩) পূর্ব্বোক্তেন।

বিধায় ক্লীমিত্যাদ্যক্ষরৈস্তত্তদঙ্গেষু (১) ন্যাসক্রমেণ (২) সংপূজ্য ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা অঙ্গমন্ত্রেণ সংপূজ্য চ পুনঃ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দদ্যাৎ। ততো বেণ্বাদি-পূজনং কৃত্বা দশাক্ষরোক্তাবরণপূজাঞ্চ কৃত্বা ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং দশাক্ষরপটলোক্তম্ (৩) ॥ ২৬ ॥

মন্ত্রান্তরম্ (৪)।—শক্তিশ্রীপূর্ব্বকশ্চাষ্টাদশার্ণো বিংশদক্ষরঃ (৫) ॥ ২৭ ॥ অস্য পূজা প্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তং পীঠন্যাসং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ক্লীঁ বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। ততঃ করাঙ্গ-ন্যাসৌ।—হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। কৃষ্ণায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গোবিন্দায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। গোপীজন অনামিকাভ্যাং হুঁ। বল্লভায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু ॥ ২৮ ॥ ততো মূলেন ব্যাপকং

পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য সমাপন করিবে। অনন্তর উপরিলিখিত মন্ত্রন্যাস-ক্রমে তত্তৎস্থানে মন্ত্রবর্ণদ্বারা পূজা করিয়া ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা, গোপীজন শিখায়ৈ বষট্, বল্লভায় কবচায় হুং, স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ এই বলিয়া দেব-শরীরে পূজা করিবে। তাহার পরে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিপ্রদানপূর্ব্বক “বেণবে নমঃ ইত্যাদি দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত আবরণ-দেবতার পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। এই অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রের পুরশ্চরণে দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত জপ ও হোমাদি করিবে।২৬।

অতঃপর আর একটী মন্ত্র বলা যাইতেছে,—পূর্ব্বকথিত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের আদিতে মায়াবীজ ও শ্রীবীজ যোগ দিবে, তাহা হইলে উহা হইতে বিংশত্যক্ষর আর একটি মন্ত্র হইবে। (এই মন্ত্রকে রত্নাভিষেক মন্ত্র বলে)। ২৭। এই মন্ত্রের পূজা প্রণালী যথা,—অগ্রে সামান্য-পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাসপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাসের প্রণালী উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পরে করাঙ্গন্যাস। তন্মধ্যে করন্যাস উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, অঙ্গন্যাস যথা—হ্রীং শ্রীং ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ, কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা, গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্, গোপীজন কবচায় হুঁ, বল্লভায় নেত্রাভ্যাং বৌষট্, স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এইরূপে অঙ্গন্যাস করিবে। ২৮। তাহার পরে মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া হ্রীং শ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায়

---

(১) ঈশ্বরন্থেতি শেষ (খ টি)।

(২) বর্ণন্যাসক্রমেণ যথা মূর্দ্ধ্নি ক্লীং নম ইত্যাদি (খ টি)। (৩) তৎ পঞ্চলক্ষম্ (খ টি)।

(৪) মন্ত্রান্তরমিত্যত্র রত্নাভিষেকমন্ত্রমাহ ইতি মুদ্রিত-(খ) পাঠঃ। অথ রত্নাভিষেকমন্ত্র ইতি (আ° বি°) পাঠঃ। (৫) শক্তিঃ (হ্রীং) শ্রীঃ (শ্রীং) শক্তিশ্রীপূর্ব্বকোঽষ্টাদশাক্ষরো বিংশবর্ণকঃ। ইত (খ) পাঠঃ। হ্রীং শ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। ইতি বিংশত্যক্ষরো মন্ত্রঃ

কৃত্বা মন্ত্রপুটিতান মাতৃকাবর্ণান্ তত্তৎস্থানেষু (১) ন্যসেৎ। ততো দশ তত্ত্বানি বিন্যস্য পুনর্ম্মূলেন ব্যাপকং কুর্য্যাৎ॥ ২৯॥ ততো মন্ত্রন্যাসঃ। মূর্দ্ধ্নি হ্রীঁ নমঃ, ললাটে (২) শ্রীঁ নমঃ, ভ্রূমধ্যে (৩) ক্লীঁ নমঃ, নেত্রয়োঃ কৃ নমঃ (৪), কর্ণয়োঃ ষ্ণা নমঃ, নসোঃ য় নমঃ, বদনে গো নমঃ, চিবুকে বি নমঃ, কণ্ঠে ন্দা নমঃ, দোর্ম্মূলে য় নমঃ, হৃদি গো নমঃ, উদরে পী নমঃ, নাভৌ জ নমঃ, লিঙ্গে ন নমঃ, আধারে ব নমঃ, কট্যাং ল্ল নমঃ, জান্বোঃ ভা নমঃ, জঙ্ঘয়োঃ য় নমঃ, গুল্ফয়োঃ স্বা নমঃ, পাদয়োঃ হা নমঃ। ইতি সৃষ্টিঃ। হৃদি হ্রীঁ, উদরে শ্রীঁ, নাভৌ ক্লীং, লিঙ্গে কৃ, আধারে ষ্ণা, কট্যাং য়, জান্বোঃ গো, জঙ্ঘয়োঃ বি, গুল্ফয়োঃ ন্দা, পাদয়োঃ য়, মূর্দ্ধ্নি গো, কপালে (৫) পী, ভ্রূমধ্যে জ, নেত্রয়োঃ ন, কর্ণয়োঃ ব, নসোঃ ল্ল, বদনে ভা, চিবুকে য়, কণ্ঠে স্বা, দোর্ম্মূলে হা। ইতি স্থিতিঃ। পাদয়োঃ হ্রীং, গুল্ফয়োঃ শ্রীঁ, জঙ্ঘয়োঃ ক্লীঁ, জান্বোঃ কৃ, কট্যাং ষ্ণা, আধারে য়, লিঙ্গে গো, নাভৌ বি, উদরে ন্দা, হৃদি য়, দোর্ম্মূলে গো, কণ্ঠে পী, চিবুকে জ, বদনে ন, নসোঃ ব, কর্ণয়োঃ ল্ল, নেত্রয়োঃ ভা, ভ্রূমধ্যে য়, ললাটে স্বা, মস্তকে হা। ইতি সংহারন্যাসঃ। সর্ব্বত্র নমোঽন্তান্ ন্যসেৎ। পুনঃ সৃষ্টিস্থিতী কৃত্বা মূর্ত্তিপঞ্জরং বিন্যস্য মূর্ত্তিপঞ্জরস্য সৃষ্টিস্থিতী বিন্যস্য ষড়ঙ্গানি ন্যসেৎ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ। কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা। গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্। গোপীজন কবচায় হুঁ। বল্লভায় নেত্রাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। (তথাচ,—সৃষ্টিস্থিতী চ বিন্যস্য ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ। গুণাগ্নিবেদকরণকরণাক্ষ্যক্ষরৈর্ম্মনোঃ (৬)॥ ৩০॥) ততঃ (পূর্ব্ববন্মুদ্রাদিদর্শনং দিগ্বন্ধনঞ্চ কৃত্বা (৭)) কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকং বিধায় যথাশক্তি মুদ্রাং বদ্ধা (৮) ধ্যায়েৎ॥ ৩১॥ তদ্‌যথা—দ্বার-

গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা অং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা নমঃ, এইরূপে অকারাদি সমস্ত মাতৃকাবর্ণ উক্ত মূলমন্ত্রে পুটিত করিয়া ললাট প্রভৃতি যে যে অঙ্গে মাতৃকান্যাস করা হয়, সেই সেই অঙ্গে ন্যাস করিবে। অনন্তর দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত দশতত্ত্বন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিবে। ২৯। অনন্তর উপরিলিখিত প্রণালীতে মন্ত্রন্যাস করিবে। যথা,—সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতিক্রমে ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টিস্থিতিক্রমে মন্ত্রন্যাস করিবে। তাহার পরে মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস ও সৃষ্টিস্থিতিক্রমে মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করিয়া হ্রীং শ্রীং ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিতনিয়মে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ৩০। অনন্তর যথাবিধি মুদ্রাপ্রদর্শন ও "ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিয়া "কিরীট-কেয়ূর" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস ও

---

(১) ললাটাদিষু (খ টি)। (২) কপোলে ইতি (খ) পাঠঃ। (৩) ভ্রুবোঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(৪) মুদ্রিতাদর্শে কৃং নমঃ ইত্যেবং সবিন্দুঃ পাঠঃ সর্ব্বত্র মন্ত্রবর্ণেষু প্রযুক্তঃ।

(৫) কপোলে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৬) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৭) বন্ধনীপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি। (৮) অত্র ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" ইতি মন্ত্রেণ দিগ্বন্ধনং কৃত্বা ইত্যধিকঃ (খ) পুস্তকপাঠঃ।

বত্যাং সহস্রার্কভাস্বরৈর্ভবনোত্তমৈঃ। অনল্পৈঃ কল্পবৃক্ষৈশ্চ পরীতে মণিমণ্ডপে। জ্বলদ্রত্নময়স্তম্ভদ্বারতোরণকুড্যকে। ফুল্লস্রগুল্লসচ্চিত্রবিতানালম্বিমৌক্তিকে। পদ্মরাগস্থলীরাজদ্রত্ননদ্যোশ্চ মধ্যতঃ। অনারতগলদ্রত্নধারস্য স্বস্তরোরধঃ। রত্নপ্রদীপাবলিভিঃ প্রদীপিতদিগন্তরে। উদ্যদাদিত্য(১)সঙ্কাশমণিসিংহাসনাম্বুজে (২)। সমাসীনোঽচ্যুতো ধ্যেয়ো দ্রুতহাটকসন্নিভঃ (৩)। সমানোদিত(৪)চন্দ্রার্কতড়িৎকোটিসমদ্যুতিঃ। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ সৌম্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ। পীতবাসাশ্চক্রশঙ্খগদাপদ্মোজ্জ্বলদ্ভুজঃ। অনারতোচ্ছলদ্রত্নধারৌঘ(৫)কলসং স্পৃশন্। বামপাদাম্বুজাগ্রেণ মুষ্ণতা (৬) পল্লবচ্ছবিম্। রুক্মিণীসত্যভামেঽস্য (৭) মূর্দ্ধ্নি রত্নৌঘধারয়া। সিঞ্চন্ত্যৌ দক্ষবামস্থে (৮) স্বদোঃস্থকলসোত্থয়া। নাগ্নজিতী সুনন্দা চ দিশন্ত্যৌ কলসৌ তয়োঃ (৯)। তাভ্যাঞ্চ দক্ষবামস্থে মিত্রবিন্দাসুলক্ষণে। রত্ননদ্যোঃ সমুদ্ধৃত্য রত্নপূর্ণৌ ঘটৌ তয়োঃ। জাম্ববতী সুশীলা চ দিশন্ত্যৌ দক্ষবামকে। বহিঃ ষোড়শসাহস্রসংখ্যাতাঃ পরিতঃ প্রিয়াঃ। ধ্যেয়াঃ কনকরত্নৌঘধারা-

মুদ্রাবন্ধনপূর্ব্বক ধ্যান করিবে। ৩১। ধ্যান যথা,—দ্বারবতী নগরীতে সহস্রসূর্য্যের কিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল গৃহ ও বহুল কল্পবৃক্ষে পরিবেষ্টিত মণিনির্ম্মিত এক মণ্ডপ, এই মণ্ডপের স্তম্ভ, দ্বার, তোরণ ও ভিত্তি সমস্তই উজ্জ্বলরত্নে নির্ম্মিত; মণ্ডপমধ্যে বিচিত্র চন্দ্রাতপ লম্বিত রহিয়াছে, সেই চন্দ্রাতপের চারিদিকে মুক্তামালা ও প্রফুল্ল পুষ্পের মালা ঝুলিতেছে। পদ্মরাগ মণিদ্বারা সুশোভিত দুই নদীর মধ্যভাগে একটি কল্পবৃক্ষ, সেই কল্পবৃক্ষ হইতে নিয়ত রত্নধারা ক্ষরিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে রত্নপ্রদীপ জ্বলিতেছে। এই প্রকার মণিমণ্ডপের মধ্যে নারায়ণ নবোদিত আদিত্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট মণিনির্ম্মিত সিংহাসনে পদ্মোপরি অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার দেহবর্ণ এবং একদা উদিত কোটি চন্দ্র, কোটি সূর্য্য ও কোটি বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল, সর্ব্বাঙ্গ অতি সুন্দর, সৌম্যমূর্ত্তি, সর্ব্বাভরণে বিভূষিত, পীতবস্ত্রপরিধান করিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মহস্তে অবস্থিতি করিতেছেন, দক্ষিণভাগে রুক্মিণী ও বামভাগে সত্যভামা দণ্ডায়মানা থাকিয়া স্বহস্তধৃতকলসোত্থ রত্নধারাদ্বারা তাঁহার মস্তকে অভিষেক করিতেছেন; নাগ্নজিতী ও সুনন্দানামে দুই রমণী রুক্মিণী ও সত্যভামাকে কলসী প্রদান করিতেছে; তাহাদিগের দক্ষিণভাগে মিত্রবিন্দা ও বামভাগে সুলক্ষণা নামে দুই রমণী রত্ননদী হইতে রত্ন উদ্ধৃত করত ঘটদ্বয় পূর্ণ করিয়া দিতেছে; দক্ষিণভাগে জাম্ব-

---

(১) উদ্যদাদিত্য ইত্যনেন রক্তবর্ণত্বং লক্ষ্যম্। (২) সিংহাসনস্থোপরি পদ্মমিত্যর্থঃ।

(৩) দ্রবীভূতসুবর্ণতুল্যদ্যুতিরিত্যর্থঃ। (৪) সমকালোদিত ইত্যর্থঃ (খ টি)।

(৫) অবিরতমুচ্ছলন্ রত্নধারৌঘো যত্র (খ টি)। (৬) চোরয়তা খণ্ডয়তা এতেন রক্তং পাদতলমিতি সূচিতম্। (৭) অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য। অত্র সন্ধিরার্ষঃ।

(৮) ঈশ্বরস্য দক্ষিণবামভাগবর্ত্তিন্যৌ ইত্যর্থঃ। (৯) রুক্মিণীসত্যভাময়োঃ কলসৌ দদত্যাবিত্যর্থঃ।

শ্রীকৃষ্ণযন্ত্রম্।

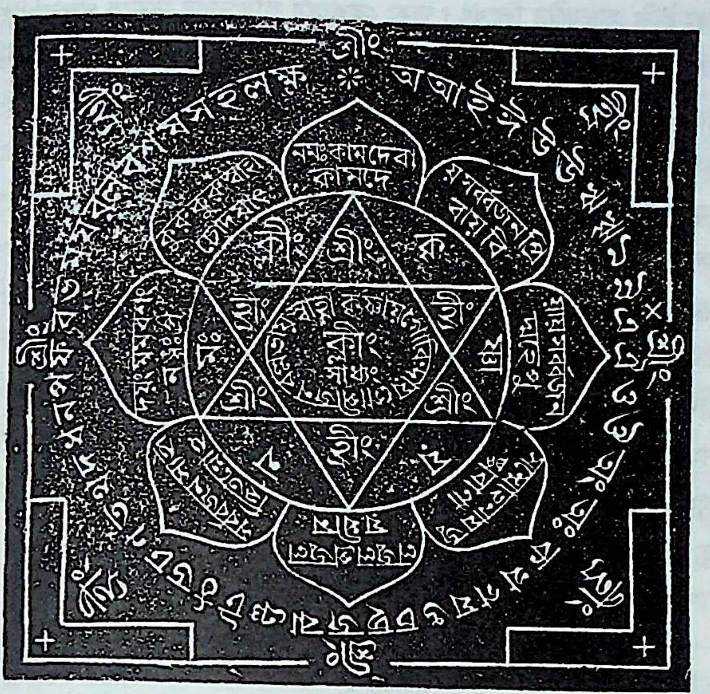

যুক্কলসোজ্জ্বলাঃ। তদ্বহিশ্চাষ্টনিধয়ঃ পূরয়ন্তো ধনৈর্ধরাম্। তদ্বহির্ব্বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে পুরোবচ্চ (১) সুরাদয়ঃ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ৩২॥ অস্য পূজাযন্ত্রম্।—ষট্কোণমধ্যমষ্টদলপদ্মং বিলিখ্য ষট্কোণমধ্যে তু সসাধ্যং, কামবীজং (২) বিলিখ্য তৎ অবশিষ্টৈঃ (৩) সপ্তদশভিরক্ষরৈর্ব্বেষ্টয়েৎ। ততঃ ষট্কোণস্য প্রাগ্রক্ষো-

বতী ও বামভাগে সুশীলা নামে রমণীদ্বয় তাহাদিগকে আদেশ করিতেছে; ইহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে ষোড়শসহস্র রমণী চতুর্দ্দিকে রত্নধারান্বিত স্বর্ণকলসী হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা রহিয়াছে; তাহাদিগের বহির্ভাগে অষ্টনিধি রত্নদ্বারা ধরা পূর্ণ করিতেছে, তাহারও বাহিরে যাদবগণ ও দেবগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এই প্রকারে ধ্যান ও মানসোপচারে পূজা করিয়া শঙ্খে অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। ৩২। শ্রীকৃষ্ণের পূজাযন্ত্র বর্ণিত হইতেছে।—প্রথমতঃ ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে অষ্টদলপদ্ম লিখিবে। ষট্‌কোণমধ্যে "ক্লীং সাধ্যম্" এই মন্ত্র লিখিয়া ঐ মন্ত্রকে কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' এই সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। তাহার পরে ঐ ষট্‌কোণের পূর্ব্ব, নৈর্ঋত ও বায়ুদিক্‌স্থিত কোণত্রয়ে শ্রীং এবং অবশিষ্ট কোণত্রয়ে হ্রীং এই বীজ

---

(১) পূর্ব্বোক্তবৎ দেবাদয়স্তদ্বহিঃ। (২) অমুকস্যামুকসিদ্ধির্ভবত্বিতি সসাধ্যম্। কামবীজং (ক্লীং)। (৩) কামবীজাবশিষ্টৈর্ম্মন্ত্রবর্ণৈঃ সপ্তদশভিঃ।

ঽনিলকোণেষু শ্রীবীজং অবশিষ্টেষু (১) ভুবনেশ্বরীং লিখেৎ। ততঃ ষট্‌সন্ধিষু ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ ইতি ষড়্‌বর্ণান্ লিখেৎ। ততঃ কেশরেষু কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচো-দয়াৎ। ইতি গায়ত্র্যাস্ত্রীণি ত্রীণ্যক্ষরাণি পূর্ব্বাদিক্রমেণ বিলিখেৎ। ততঃ পত্রেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ নমঃ কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা ইতি মালামন্ত্রস্য ষট্ ষড়ক্ষরাণি বিলিখেৎ। (মালামন্ত্রমাহ সারদায়াং,—নমোঽন্তে কামদেবায় বদেৎ সর্ব্বজনস্ততঃ। প্রিয়ায় সর্ব্ববর্ণান্তে জনসম্মোহনায় চ। জ্বলদ্বয়ং প্রজ্বলান্তং বদেৎ সর্ব্বজনস্য চ। হৃদয়ং মমশব্দান্তে বশং কুরু যুগং শিরঃ। মালামন্ত্রয়ঞ্চাষ্টচত্বারিংশতিকাক্ষরৈঃ (২)। তদ্বাহ্যে মাতৃকয়া সংবেষ্টয়েৎ। ততো ভূবিম্বে দিক্ষু চ শ্রীবীজং বিদিক্ষু মায়াবীজং বিলিখেৎ। তদ্বাহ্যে অষ্টবজ্রাণি লিখেৎ। তথা চ—বিলিপ্য গন্ধ-পঙ্কেন লিখেদষ্টদলাম্বুজম্। কর্ণিকায়াস্তু ষট্‌কোণং সসাধ্যং তত্র মন্মথম্। শিষ্টৈস্তং (৩) সপ্তদশভিরক্ষরৈর্ব্বেষ্টয়েৎ স্মরম্ (৪) প্রাগ্রক্ষোঽনিলকোণেষু শ্রিয়ং (৫) শিষ্টেষু সম্বিদম্ (৬)। ষড়ক্ষরং (৭) ষট্‌সন্ধিষু কেশরেষু ত্রিশস্ত্রিশঃ। বিলিখেৎ স্মরগায়ত্রীং মালামন্ত্রং দলাষ্টকে। ষট্‌শঃ সংলিখ্য তদ্বাহ্যে বেষ্টয়েন্মাতৃকাক্ষরৈঃ। ভূবিম্বঞ্চ লিখেদ্বাহ্যে শ্রীমায়ে (৮) দিগ্বিদিক্ষ্বপি। ভূগৃহং

লিখিয়া ছয় সন্ধিতে ক্লীং, কৃ, ষ্ণা, য়, ন, মঃ, এই ছয় অক্ষর লিখিবে। তাহার পরে "কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ" এই গায়ত্রীর তিন তিন অক্ষর এক এক কেশরে লিখিয়া অষ্ট পত্রের এক এক পত্রে "নমঃ কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায়. সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা" এই মালামন্ত্রের ছয়টী করিয়া অক্ষর লিখিবে। সারদাতিলকে এই মালামন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—"নমঃ" ইহার পরে "কামদেবায়" তাহার পরে "সর্ব্বজন—" তাহার পরে "প্রিয়ায় সর্ব্ব—" তাহার পরে "জনসম্মোহনায়" তাহার পরে দুইটি "জ্বল" পদ তাহার পরে "প্রজ্বল" তাহার পরে "সর্ব্বজনস্য" এই পদ। তাহার পরে 'মম' শব্দের পর 'হৃদয়ং' এই পদ। তাহার পরে "বশং কুরু" এই দুই পদ, দুইবার বলিবে। তাহার পরে "স্বাহা" শব্দ এই আটচল্লিশটি বর্ণে মালামন্ত্র হয়। পদ্মের বহির্ভাগে অকার হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত একপঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ দ্বারা বেষ্টন করিবে। তাহার পরে চতুষ্কোণ ভূগৃহ অঙ্কিত করিয়া পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই চতুর্দ্দিকে "শ্রীং" এই বীজ এবং

---

(১) অবশিষ্টেষু কোণেষু ভুবনেশ্বরীং (হ্রীং)।

(২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৩) শিষ্টৈরবশিষ্টৈঃ। তমিত্যত্র তৈরিতি মুদ্রিত-(খ) পাঠঃ। (৪) স্মরং ক্লীং। (৫) শ্রিয়ং (শ্রীং)। (৬) সংবিদং (হ্রীং)।

(৭) ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ (খ টি)। (৮) শ্রীং হ্রীং।

শ্রীকৃষ্ণযন্ত্রম্ ।

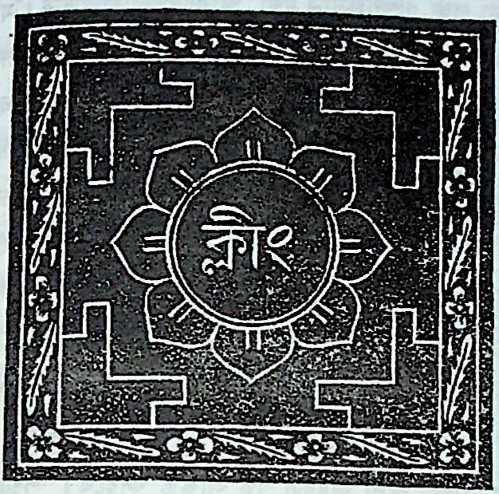

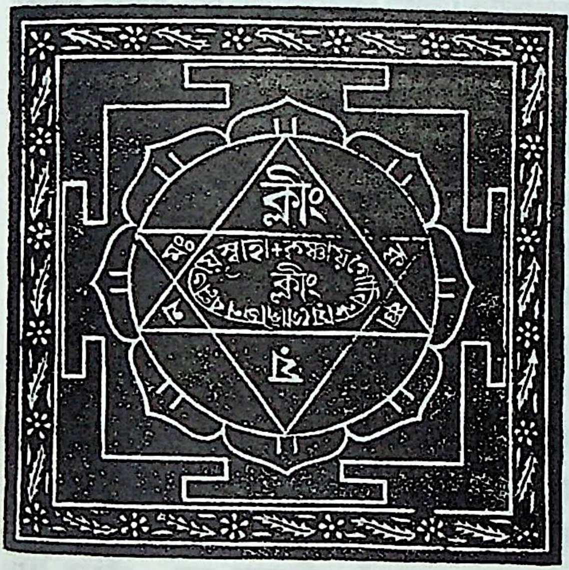

চতুরস্রং স্যাদষ্টবজ্রবিভূষিতম্ । এতদ্যন্ত্রমষ্টাদশাক্ষর-দ্বাবিংশত্যক্ষর-(দ্বাদশাক্ষর-) (১) দশাক্ষর-চতুর্দ্দশাক্ষর—একাক্ষরাণা (২) মিতি ॥ ৩৩॥ যত্তু—পদ্মমষ্টপলাশন্তু(৩) চতুরস্রং সুলক্ষণম্ । চতুর্দ্বারসমাযুক্তং কামগর্ভিতকর্ণিকম্ । সামান্যং যন্ত্রমুদ্দিষ্টমষ্টাদশাক্ষরে শৃণু ॥ ৩৪ ॥ চতুরস্রং চতুর্দ্বারং পদ্মমষ্টদলান্বিতম্ । ষট্কোণ-গর্ভকামাখ্যং সপ্তদশার্ণবেষ্টিতম্ । ষড়ক্ষরং (৪) মন্ত্রবরং ষট্কোণে বিলিখেত্ততঃ । ইতি গৌতমীয়ে অষ্টাদশাক্ষর-দশাক্ষরয়োর্ব্বিশেষযন্ত্রমুক্তং তদশক্তবিষয়ম্ । অন্যথা তাপিন্যাদিবিরোধঃ স্যাৎ ৩৫ ॥ ততঃ পূর্ব্বোক্তপীঠমন্ত্রাং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায় সৃষ্টিং স্থিতিং ষড়ঙ্গঞ্চ সংপূজ্য ওঁ কিরীটায় নমঃ এবং

অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশান এই চতুষ্কোণে "ক্লীং" এই বীজ লিখিবে। চতুষ্কোণের অষ্টদিকে অষ্টবজ্র অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। অষ্টদশাক্ষর, দ্বাবিংশত্যক্ষর, দ্বাদশাক্ষর, দশাক্ষর, চতুর্দ্দশাক্ষর ও একাক্ষর মন্ত্রদ্বারা পূজাদি করিতে হইলে এই প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। ৩৩। গৌতমীয় তন্ত্রে দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের জন্য দ্বিবিধ যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দুই যন্ত্রের প্রস্তুত প্রণালী যথা—প্রথমে

---

(১) বন্ধনীপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি। (২) মুদ্রিত (খ) পুস্তকে একাদশাক্ষরাণামিতি পাঠঃ।
(৩) পলাশং পত্রম্। (৪) ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।

কুণ্ডলাভ্যাং, শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, বনমালায়ৈ, শ্রীবৎসায়, কৌস্তুভায় সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। পুনঃ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্বা আবরণপূজামারভেত। যথা ষট্‌কোণেষগ্ন্যাদি হ্রীং শ্রীং ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ, কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা, ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। ততো দিক্‌পত্রমূলেষু ওঁ বাসুদেবায় নমঃ এবং সঙ্কর্ষণায় প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। এবং বিদিক্‌পত্রমূলেষু—ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ এবং শ্রিয়ৈ সরস্বত্যৈ রত্যৈ। পত্রেষু (১) পূর্ব্বাদি পূর্ব্ববদ্রুক্মিণ্যাদ্যাঃ পূজয়েৎ। অগ্রে ষোড়শ-সহস্রমহিষীভ্যো নমঃ। তদ্বহিঃ পূর্ব্বাদি ইন্দ্রনিধিং (২) নীলনিধিং মুকুন্দনিধিং মকরনিধিম্ আনন্দনিধিং কচ্ছপনিধিং শঙ্খনিধিং পদ্মনিধিং চ পূজয়েৎ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্

একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে চতুষ্কোণযুক্ত চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিবে। পদ্মের কর্ণিকামধ্যে কামবীজ (ক্লীং) লিখিবে। ইহা সাধারণ যন্ত্র। অষ্টদশাক্ষরের যন্ত্র বলিতেছি শুন,—চতুষ্কোণ চতুর্দ্বার করিয়া মধ্যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। পদ্মমধ্যে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে কামবীজ (ক্লীং) লিখিবে। ঐ ক্লীং বীজকে "কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এই সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। ছয়টি কোণে "ক্লীং, কৃ, ষ্ণা, য়, ন, মঃ"—এই ষড়ক্ষর মন্ত্রের ছয়টি বর্ণ লিখিবে। এই দুই যন্ত্র অশক্তপক্ষে জানিবে। শক্ত পক্ষে ঐ প্রথম যন্ত্র অবলম্বনীয়। তাহা না হইলে তাপিনী প্রভৃতির বিরোধ ঘটে। ৩৫। তাহার পরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও ষড়ঙ্গের পূজা করিবে; পরে ওঁ কিরীটায় নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। তাহার পরে পুনঃ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক আবরণ দেবতার পূজা আরম্ভ করিবে। অনন্তর যন্ত্রস্থ ষট্‌কোণের অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া হ্রীং শ্রীং ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ, কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা, গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্, গোপীজন কবচায় হুং, বল্লভায় নেত্রাভ্যাং বৌষট্, স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এই ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিক্‌স্থিত পদ্মদলচতুষ্টয়ের মূলে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ, ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ, এবং ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, এইরূপে পূজা করিয়া অগ্নি প্রভৃতি চতুষ্কোণস্থিত দল চতুষ্টয়ের মূলে ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ রত্যৈ নমঃ, এই চারি দেবতার পূজা করিবে, দলমধ্যে পূর্ব্বাদিক্রমে পূর্ব্বোল্লিখিত রুক্মিণী প্রভৃতির পূজা করিবে। অনন্তর দলের অগ্রে "ওঁ ষোড়শসহস্রমহিষীভ্যো নমঃ" এই বলিয়া পূজা করিয়া দলের বহির্ভাগে পূর্ব্বাদি-ক্রমে ইন্দ্রনিধি প্রভৃতি উপরি লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে এবং তাহার

---

(১) পত্রমধ্যেষু। (২) ওঁ ইন্দ্রনিধয়ে নমঃ এবং সর্ব্বত্র।

বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তঃ কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৩৬ ॥ অস্য পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ। তথাচ—ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং বিংশত্যর্ণং মনুং জপেৎ। (১) চতুর্লক্ষং হুনেদাজ্যৈশ্চত্বারিংশৎসহস্রকম্ ॥ ৩৭ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—বাগ্‌ভবং কামবীজঞ্চ কৃষ্ণায় ভুবনেশ্বরী। গোবিন্দায় রমা গোপীজন-বল্লভঙেশিরঃ। চতুর্দ্দশস্বরোপেতো (২) ভৃগুঃ সর্গী তদূর্দ্ধতঃ (৩)। দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো (৪) বাগীশত্বপ্রদায়কঃ ॥ ৩৮ ॥ অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদিবৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্বন্তং পীঠন্যাসং বিধায়াষ্টাদশাক্ষরবদৃষ্যাদিন্যাসং করাঙ্গন্যাসৌ চ বিধায় মুদ্রাদি-দিগ্বন্ধনঞ্চ কৃত্বা ধ্যায়েৎ। ধ্যানং যথা—বামোর্দ্ধহস্তে দধতং বিদ্যাসর্ব্বস্ব (৫) পুস্তকম্। অক্ষমালাঞ্চ দক্ষোর্দ্ধে স্ফাটিকীং মাতৃকাময়ীম্ (৬)। শব্দব্রহ্মময়ং বেণুমধঃপাণিদ্বয়ে-রিতম্। গায়ন্তং পীতবসনং শ্যামলং কোমলচ্ছবিম্। বর্হিবর্হকৃতোত্তংসং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ব-বেদিভিঃ। উপাসিতং মুনিগণৈরুপতিষ্ঠেদ্ধরিং সদা ॥ এবং ধ্যাত্বা বিংশত্যর্ণবৎ পূজ-য়েৎ। বিশেষস্তু—সৃষ্টিস্থিতিপূজনং নাস্তি (তত্তদ্বর্ণাভাবাৎ) (৭) ॥ ৩৯ ॥ অস্য

বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৩৪—৩৬। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষ জপ। প্রমাণে আছে,—এইরূপে পরমাত্মাকে ধ্যান করিয়া চারিলক্ষবার বিংশত্যক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। ঘৃতদ্বারা চল্লিশ হাজার হোম করিবে।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অন্যমন্ত্র বলা হইতেছে ;—প্রথমে বাগ্বীজ, তাহার পরে কামবীজ, তাহার পরে কৃষ্ণায় এই পদ, তাহার পরে মায়াবীজ, তাহার পরে 'গোবিন্দায়' এই পদ তাহার পরে শ্রীবীজ, তাহার পরে "গোপীবল্লভায়" এই পদ, তাহার পরে 'স্বাহা' তাহার পরে চতুর্দ্দশাক্ষর (ঔকার) যুক্ত স অর্থাৎ সৌ তাহার অন্তে বিসর্গযোগ। এইরূপে বাইশ অক্ষরের এক মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রের উপাসনায় বাগীশতা লাভ হয়। ৩৮। এই মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ যথা,—প্রথমতঃ সামান্য পূজাপদ্ধতির প্রণালীতে প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। তাহার পরে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের মত ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিয়া যথাবিধি মুদ্রাবন্ধনপূর্ব্বক ধ্যান করিবে। যথা,—যিনি বামদিকের ঊর্দ্ধ হস্তে বিদ্যাসর্ব্বস্বপুস্তক, দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে মাতৃকাবর্ণময় স্ফটিমণি নির্ম্মিত অক্ষমালা ধারণ করিতেছেন। দুই দিকের নিম্নস্থিত দুই হস্তে শব্দ-ব্রহ্মময় বেণূধারণপূর্ব্বক গান করিতেছেন, তাঁহার গাত্রবর্ণ শ্যামবর্ণ ও কোমল, পীতবসন

---

(১) পুরশ্চরণে ইতি শেষঃ। (২) চতুর্দ্দশস্বরঃ (ঔ) ভৃগুরিত্যত্র শুক্র ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৩) তদূর্দ্ধতঃ তৎপশ্চাৎ। (৪) ঐং ক্লীং কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা সৌঃ। (ক) (খ) টি। (৫) এতৎস্বরূপং পুস্তকমিতি। (ক) (খ) টি।

(৬) মাতৃকাময়ীমিব। (৭) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ। তথাচ—চতুর্লক্ষং জপেন্মন্ত্রমিমং (১) মন্ত্রী সুসংযতঃ। পলাশপুষ্পৈঃ স্বাদ্বক্তৈ-(২) শ্চত্বারিংশৎসহস্রকম্। জুহুয়াৎ কর্ম্মণানেন মন্ত্রসিদ্ধি-(৩) র্ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৪০ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—বাগ্ভবং কামবীজঞ্চ মায়ালক্ষ্মীমনন্তরম্। দশার্ণো মনুবর্য্যশ্চ ভবেচ্ছক্রাক্ষরো (৪) মনুঃ। ব্রহ্মসংহিতায়ান্তু,—বাগ্ভবং ভুবনেশানীং শ্রীবীজং কামবীজকম্। দশার্ণো মনুবর্য্যশ্চ ভবেচ্ছক্রাক্ষরোঽপরঃ (৫) ॥ ৪১ ॥ অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তপীঠন্যাসং কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ৪২ ॥ অস্য ন্যাসপূজাজপহোমাদি সর্ব্বং দশাক্ষরবৎ কার্য্যম্ ॥ ৪৩ ॥ ধ্যানে তু বিশেষঃ।—ধ্যায়েদ্বৃন্দাবনে রম্যে কাঞ্চনীভূমিমধ্যগে। নানাপুষ্পলতাকীর্ণে বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ (৬) মণ্ডিতে। কল্পাটবীতলে (৭) সম্যক্ শ্রীমন্মাণিক্যমণ্ডপে। নারদাদ্যৈর্ম্মুনিশ্রেষ্ঠৈঃ স্তবদ্ভিঃ পরিবারিতে।

পরিধান করিয়াছেন, শিখিপুচ্ছদ্বারা শিরোদেশে মুকুট করিয়াছেন; সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বান্তর্যামী হরিকে উপাসনা করিবে। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া বিংশত্যক্ষরমন্ত্রোক্ত পূজানিয়মে সমস্ত পূজাকার্য্য সমাপন করিবে। ৩৯। তাহার মধ্যে বিশেষ এই, সৃষ্টি-স্থিতি ন্যাস ও তাহার পূজা নাই। তাহার কারণ ইহাতে তত্তৎ বর্ণ নাই। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষ জপ ও ঘৃত, মধু, শর্করাযুক্ত পলাশপুষ্প দ্বারা চল্লিশ হাজার হোম করিবে, এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে নিশ্চিত মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। ৪০।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের অন্যমন্ত্র কথিত হইতেছে। ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন,—বাগ্বীজ, মায়াবীজ লক্ষ্মীবীজ, তাহার পরে দশাক্ষর মন্ত্র এই চতুর্দ্দশ অক্ষরে অপর একটি উত্তম মন্ত্র হইবে। ৪১। এই মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ যথা,—অগ্রে সামান্য-পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। ৪২। এই মন্ত্রের ন্যাস, পূজা, জপ ও হোমাদি সমস্তই দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতি অনুসারে করিবে। ৪৩। কেবল ধ্যানের বিশেষ আছে। যথা,—রমণীয় বৃন্দাবনে সুবর্ণময় ভূভাগের মধ্যস্থলে কল্পবৃক্ষের উদ্যান, সেই উদ্যানে বিবিধ পুষ্পলতা ও বৃক্ষ শ্রেণী, তাহার মধ্যস্থলে মাণিক্যমণিময় এক মণ্ডপ, সেই মণ্ডপে

---

(১) অমুমিতি (খ) পাঠঃ। এবং মন্ত্রমিতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

(২) ঘৃতমধুশর্করাযুক্তৈঃ। (৩) মন্ত্রঃ সিদ্ধঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(৪) শক্রাক্ষর ইত্যত্র ইন্দ্রাক্ষর ইতি (খ) পাঠঃ। ইন্দ্রঃ (১৪)। ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। (৫) ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। (৬) বৃহদ্বৃক্ষৈঃ। (খ টি)

(৭) কল্পবৃক্ষমূলে। পুষ্পাটবীমূলে ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠঃ।

রত্নসিংহাসনে ধ্যায়েদুপবিষ্টং কজোপরি (১)॥ সজলজলদশ্যামং রক্তপদ্মদলেক্ষণম্। রক্তপদ্মস্ফুরৎপাদপাণিভ্যাং পরিমণ্ডিতম্। নবরত্নসমারব্ধভূষণৈঃ পরিভূষিতম্। শ্রীযুক্তবক্ষসি ভ্রাজৎকৌস্তুভোদ্ভাসিতাম্বরম্। তারহারাবলী-(২) রম্যং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্। রোচনাতিলকপ্রান্তকুন্তলভ্রমরায়িতম্। কন্দর্পচাপসদৃশচিল্লি-(৩) মালাবিরাজিতম্। অনেকরত্নসংযুক্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্। বর্হিবর্হকৃতোত্তংসং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববেদিভিঃ। উপাসিতং মুনিগণৈরুপতিষ্ঠেদ্ধরিং সদা। ইতি॥ ৪৪॥

মন্ত্রান্তরম্।—কামাক্ষরং ধরাসংস্থং শান্তিবিন্দুবিভূষিতম্ (৪) ত্রৈলোক্যমোহনো বিষ্ণুঃ কথিতস্তব যত্নতঃ (৫)॥ ৪৫॥ অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্তপীঠশক্তিপর্য্যন্তং বিন্যস্য তদুপরি পক্ষিরাজায় স্বাহেতি পীঠমন্ত্রং ন্যসেৎ। ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। তদ্‌যথা,—শিরসি সম্মোহন-(৬) ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ত্রৈলোক্যমোহনায় বিষ্ণবে নমঃ। তদুক্তং—ঋষিঃ সম্মোহনশ্ছন্দো গায়ত্রী পরিকীর্ত্তিতম্। ত্রৈলোক্যমোহনো বিষ্ণুর্দ্দেবতা সমুদীরিতা॥ ৪৬॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ,—ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। তথাচ নিবন্ধে।—দীর্ঘষট্‌কযুজানেন কামবীজেন কল্পয়েৎ। ততো বাণন্যাসঃ।—অঙ্গুষ্ঠয়োঃ দ্রাং শোষণ-

রত্নসিংহাসনে পদ্মের উপরে সজলমেঘের ন্যায় নীলকান্তি রক্তপদ্মপলাশলোচন ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন; চতুর্দ্দিকে নারদাদি দেবর্ষিগণ উপবেশনপূর্ব্বক স্তব করিতেছেন। ভগবানের হস্ত পদ রক্তপদ্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সর্ব্বাঙ্গে নবরত্নখচিত আভরণ, বক্ষঃস্থলে উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি, কণ্ঠদেশে মুক্তাহার, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, ললাটে গোরোচনা তিলক, তিলকের দুই প্রান্তে ভ্রমরের ন্যায় নীলবর্ণ কুন্তলরাজি, কামধনুর ন্যায় সুন্দর ভ্রূলতা, কর্ণে রত্নকুণ্ডল, মস্তকে শিখিপুচ্ছভূষণ, সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ তাঁহাকে উপাসনা করিতেছেন। এইরূপে ভগবানকে চিন্তা করিবে।

আর একটি মন্ত্র বলা যাইতেছে,—কামাক্ষরে (ক) ধরা (ল) যুক্ত করিয়া তাহাতে শান্তি (ঈ) ও বিন্দু (ং) যোগ করিলে একটি একাক্ষর মন্ত্র হইবে। এই ত্রৈলোক্যমোহন বিষ্ণুমন্ত্র তোমার নিকট যত্নপূর্ব্বক কথিত হইল। ৪৫। এই মন্ত্রের পূজাক্রম যথা,—প্রথমতঃ সামান্য-পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠশক্তিন্যাস-পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া তাহার উপরে “পক্ষিরাজায় স্বাহা” বলিয়া পীঠমন্ত্র ন্যাস করিবে। তাহার পর ঋষ্যাদিন্যাস করিবে; এই ঋষ্যাদিন্যাস উপরে দ্রষ্টব্য। ৪৬। তাহার পরে

---

(১) কং জলং তস্মাজ্জাতং পদ্মং তদুপরি।

(২) তারকাভমুক্তাহারাবল্যা রম্যম্। (খ চি) (৩) ভ্রূলতা (খ চি)।

(৪) কামাক্ষরং (ক) ধরা (ল) শান্তিঃ (ঈ) বিন্দু (ং)। (৫) ক্লীং ইতি মন্ত্রঃ।

(৬) সম্মোহনারদায় ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

বাণায় নমঃ। তর্জ্জন্যোঃ দ্রীং মোহনবাণায় নমঃ। মধ্যময়োঃ ক্লীং সন্দীপনবাণায় নমঃ। অনামিকয়োঃ ব্লুং তাপনবাণায় নমঃ। কনিষ্ঠয়োঃ সঃ মাদনবাণায় নমঃ। তথা মস্তকমুখহৃদয়লিঙ্গপাদেষু (১) ন্যসেৎ। তথাচ নিবন্ধে।—দ্রামাদ্যং শোষণং পূর্ব্বং দ্রীমাদ্যং মোহনং ততঃ। সন্দীপনাখ্যং ক্লীমাদ্যং ব্লূমাদ্যং তাপনং পুনঃ। সর্গান্তভৃগুণা ভূয়ো মাদনং পঞ্চমং ন্যসেৎ॥ ৪৭॥ ততো ধ্যায়েৎ।—ভগ্নবিদ্রুমসঙ্কাশং সর্ব্বতেজোময়ং বপুঃ। কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূরবলয়ান্বিতম্। মুক্তাসন্নদ্ধসদ্রত্ন-(২) তুলাকোটিসমুজ্জ্বলম্। নানালঙ্কারসুভগং পীতাম্বরযুগাবৃতম্। গরুড়োপরি সন্নদ্ধরক্তপঙ্কজমধ্যগম্। উত্তপ্তহেমসঙ্কাশাং লক্ষ্মীং বামোরুসংস্থিতাম্। সর্ব্বালঙ্কারসুভগাং শুক্লবাসোযুগাবৃতাম্। সকামাং লীলয়া দেবীং মোহয়ন্তং পুনঃপুনঃ। শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাশাঙ্কুশধনুঃশরান্। ধারয়ন্তং জগন্নাথং রক্তপদ্মারুণেক্ষণম্॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং বিধায় ন্যাসক্রমেণ দশাক্ষরবৎ পীঠপূজাং কৃত্বা পুনর্ধ্যানাবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়

করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ক্লুং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এই বলিয়া করন্যাস করিয়া ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদিরূপে অঙ্গন্যাস করিবে। এই করাঙ্গন্যাসের প্রমাণ নিবন্ধগ্রন্থে লিখিত আছে। অনন্তর মূলের লিখিত প্রণালীক্রমে বাণন্যাস করিবে। নিবন্ধে এবিষয়ে বলিয়াছেন,—কামবীজে ছয়টী দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পরে বাণন্যাস করিবে। এই বাণন্যাস উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। নিবন্ধে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন,—অগ্রে কামবীজ যুক্ত করিয়া শোষণ বাণ দ্রীং মন্ত্র যোগে মোহনবাণ, ক্লীং মন্ত্র যোগে সন্দীপনবাণ, ক্লুং মন্ত্র যোগে তাপনবাণ, এবং সঃ এই মন্ত্রের যোগে মাদন বাণের ন্যাস করিবে। তাহার পরে ধ্যান করিবে। ৪৭। যথা,—নূতন ভগ্ন প্রবালের ন্যায় যাঁহার উজ্জ্বল কান্তি, সর্ব্বতেজোময় দেহ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে কেয়ূরবলয়, চরণে মুক্তাখচিত উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত নূপুর, সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ আভরণ, যিনি পীতউত্তরীয় ও পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে রক্তপদ্মনির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় কান্তিমতী সকামা লক্ষ্মীদেবী শুক্লবসন পরিধানপূর্ব্বক সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইয়া তাঁহার বাম উরুদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, জগন্নাথ রক্তপদ্মের ন্যায় আরক্ত নেত্রে বারবার কটাক্ষপাত করত তাঁহাকে মোহিত করিতেছেন এবং চতুর্ভূজে শঙ্খ,চক্র,গদা, পদ্ম,পাশ, অঙ্কুশ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবে; তাহার পর পীঠন্যাসক্রমে দশাক্ষর মন্ত্রের মত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিবে। অনন্তর

---

(১) লিঙ্গ ইত্যত্র গুহ্য ইতি-মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ। (২) মুক্তাসদ্রত্নসন্নদ্ধ ইতি মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ।

(১) ন্যাসক্রমেণ দেবশরীরে পঞ্চ বাণান্ সংপূজ্য ওঁ কিরীটায় নমঃ এবং কুণ্ডলাভ্যাং শঙ্খায় চক্রায় গদায়ৈ পদ্মায় পাশায় অঙ্কুশায় ধনুষে শরায় ইতি হস্তেষু পূজয়েৎ। স্তনোর্দ্ধে শ্রীবৎসায় কৌস্তুভায় গলে বনমালায়ৈ নিতম্বে পীতবসনায় বামাঙ্গে শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, সর্ব্বত্র প্রণবাদি-নমোহন্তেন পূজয়েৎ। ততঃ কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীং শিরসে স্বাহা, ইত্যাদি ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। ততঃ পূর্ব্বাদিদিক্ষু চতুরো বাণান্ সংপূজ্য কোণেষু পঞ্চমং বাণং পূজয়েৎ। পত্রেষু ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। এবং সরস্বত্যৈ রত্যৈ প্রীত্যৈ কীর্ত্ত্যৈ কান্ত্যৈ তুষ্ট্যৈ পুষ্ট্যৈ তদ্বহির্লোকপালান্ পূজয়েৎ। অত্র বজ্রাদিপূজা নাস্তি, অনুক্তত্বাৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৪৮ ॥ অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ। তথাচ,—রবিলক্ষং জপেন্মন্ত্রং জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ। অমৃতত্রয়-(২) সিক্তেন পায়সেন বিধানবিৎ। অথবা রবিসাহস্রং হুনেত্তাবচ্চ তর্পয়েৎ ॥৪৯ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—কামবীজং হৃষীকেশায় হৃন্মন্ত্রোহষ্টাক্ষরঃ পরঃ। তথাচ,—হৃষীকেশপদং ঙেন্তং নমোহন্তঃ কামপূর্ব্বকঃ (৩)। অস্য ন্যাসপূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ ॥ ৫০ ॥ লক্ষ্মী-

ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীং শিরসে স্বাহা, ক্লূং শিখায়ৈ বষট্, ক্লৈং কবচায় হুং, ক্লৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্; এইরূপে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া মস্তকে দ্রাং শোষণবাণায় নমঃ, মুখে দ্রীং মোহনবাণায় নমঃ, হৃদয়ে ক্লীং সন্দীপনবাণায় নমঃ, গুহ্যে ব্লুং তাপনবাণায় নমঃ, পাদে সঃ মাদনবাণায় নমঃ, এইরূপে দেবশরীরে পঞ্চবাণের পূজা করিবে। তাহার পর ওঁ কিরীটায় নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিত আবরণ পূজা করিয়া অগ্নি প্রভৃতি কোণে মধ্যে ও দিক্‌চতুষ্টয়ে ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। তাহার পরে পূর্ব্বাদি চারিদিকে দ্রাং শোষণবাণায় নমঃ ইত্যাদি পূর্ব্বলিখিত বাণচতুষ্টয়ের পূজা করিয়া কোণচতুষ্টয়ে সঃ মাদনবাণায় নমঃ এই বলিয়া পঞ্চমবাণের পূজা করিবে। তাহার পরে দলে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিত আবরণপূজা করিবে; বিহিত না থাকায় এই পূজাতে বজ্রাদির পূজা নাই। অনন্তর ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে। ৪৮। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশলক্ষ জপ। প্রমাণে আছে;—বারলক্ষ মন্ত্রজপ করিবে এবং ঘৃত, মধু ও শর্করা যুক্ত পায়স দ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ ২০ হাজার হোম করিবে অথবা বার হাজার হোম ও বার হাজার তর্পণ করিবে। ৪৯।

শ্রীকৃষ্ণের আর একটি মন্ত্র কথিত হইতেছে।— প্রথমে কামবীজ তাহার পরে "ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ" এই অষ্টাক্ষরে আর একটি উৎকৃষ্ট মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রের ন্যাস ও পূজাদি পূর্ব্ববৎ জানিবে। ৫০। শ্রীকৃষ্ণের অন্যপ্রকার অষ্টাক্ষর মন্ত্র যথা—শ্রীবীজ,

---

(১) অত্র মুদ্রিতপুস্তকেষু ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

(২) ঘৃতমধুশর্করাঃ। (৩) ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ।

ম্মায়া কামবীজং (১) ঙেন্তং কৃষ্ণপদং ততঃ। স্বাহেতি মন্ত্ররাজোঽয়ং (২) ভজতাং সুরপাদপঃ ॥ ৫১ ॥ অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা—শিরসি নারদ-(৩) ঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ৫২ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি এবং ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ॥ ৫৩ ॥ ততো ধ্যানম্। —কলায়কুসুমশ্যামং বৃন্দাবনগতং হরিম্। গোপগোপীগবাবীতং পীতবস্ত্রযুগাবৃতম্। নানালঙ্কারসুভগং কৌস্তভোদ্ভাসিবক্ষসম্। সনকাদিমুনিশ্রেষ্ঠৈঃ সংস্তুতং পরয়া মুদা। শঙ্খচক্রলসদ্বাহুং বেণুং হস্তদ্বয়েরিতম্ (৪) ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ৫৪ ॥ ততো বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তং পীঠং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেত। যথা,—কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য

মায়াবীজ, কামবীজ, চতুর্থীর একবচনান্ত শ্রীকৃষ্ণশব্দ, তাহার পরে 'স্বাহা' এই আট অক্ষরে আর একটি মন্ত্ররাজ হয়, ইহা সাধকদিগের অভীষ্টসাধনে কল্পবৃক্ষ তুল্য। ৫১। এই মন্ত্রের পূজা-প্রয়োগ যথা—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। পরে করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ক্লূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এইরূপে করন্যাস করিয়া ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীং শিরসে স্বাহা, ক্লূং শিখায়ৈ বষট্, ক্লৈং কবচায় হুং, ক্লৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এইরূপে অঙ্গন্যাস করিবে। ৫২। ৫৩। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা,—যিনি কলায়কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, যিনি বৃন্দাবনে পীতবর্ণবস্ত্রযুগল পরিধানপূর্ব্বক গোপ, গোপী ও গোগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, নানা অলঙ্কারে যিনি ভূষিত, যাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তভমণি দ্বারা উদ্ভাসিত, সনক প্রভৃতি প্রধান ঋষিগণ পরমানন্দে যাঁহার স্তবগান করিতেছেন, যাঁহার হস্তে শঙ্খ চক্র, দুই হাতে ধরিয়া যিনি বেণু বাজাইতেছেন (সেই হরিকে ধ্যান করিবে)। এই প্রকারে চিন্তা করত ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে ॥ ৫৪ ॥ তাহার পরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক আবরণপূজা করিবে। যথা কেশরে অগ্নি, নির্ঋতি বায়ু ও ঈশান এই চারি-

---

(১) বধূবীজমিতি (খ) পাঠঃ। (২) শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা (ক টি)। (খ) পুস্তকমধ্যে কর্ম্মবীজমিতি পাঠে শ্রীঃ হ্রীং হ্রং কৃষ্ণায় স্বাহা (খ টি)। (৩) নারদায় ইতি (খ) পাঠঃ।

(৪) শঙ্খচক্রলসদ্বাহুবেণুং হস্তদ্বয়েরিতম্ ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ কথঞ্চিৎ সঙ্গতঃ।

ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৫৫ ॥ অস্য পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ। তথাচ,—ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং চতুর্লক্ষং মনুং জপেৎ। দশাংশং জুহুয়ান্মন্ত্রী কুসুমৈর্ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ (১) ॥ ৫৬ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—শ্রীশক্তিস্মরকৃষ্ণায় গোবিন্দায় শিরো (২) মনুঃ (৩) ॥ ৫৭ ॥ অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদি পূর্ব্বোক্তপীঠমন্বন্তং পীঠন্যাসং বিধায় রত্নাভিষেকব-(৪) দৃষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ ॥ ৫৮ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ যথা—শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ক্লীং মধ্যমাভ্যাং বষট্। কৃষ্ণায় অনামিকাভ্যাং হুং। গোবিন্দায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ॥ ৫৯ ॥ ততো মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসং বিধায় মুদ্রাদিদিগ্বন্ধনং কৃত্বা বিংশত্যর্ণোক্তং ধ্যাত্বা তদ্বিধানেন পূজয়েৎ। বিশেষস্তু সৃষ্টিস্থিতিক্রমেণ ন পূজয়েৎ, তত্তদ্বর্ণাভাবাৎ (৫)। অস্য পুরশ্চরণং জপহোমশ্চ তথা ॥ ৬০ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—তারো হৃদ্ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় স্বাহা। তথাচ (৬) তারো হৃদ্ভগবান্

কোণে, মধ্যে এবং পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীং শিরসে স্বাহা, ক্লূং শিখায়ৈ বষট্, ক্লৈং কবচায় হুং, ক্লৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট, ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্, এই প্রকারে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে ; তদ্বহির্দ্দেশে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে। ।৫। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষ জপ। প্রমাণে আছে—পরমাত্মাকে এইরূপে ধ্যান করিয়া চারি লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। পলাশপুষ্প দ্বারা জপের দশাংশ (চল্লিশ হাজার) হোম করিবে। ৫৬।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের আর একটি মন্ত্র কথিত হইতেছে। শ্রীবীজ, মায়াবীজ ও কামবীজ পরে "কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা"। এই আর একটি দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। ৫৭। এই মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ—অগ্রে সামান্য-পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস-পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া রত্নাভিষেক মন্ত্র অর্থাৎ বিংশত্যক্ষর মন্ত্রের মত ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ৫৮। তাহার পরে শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিরূপে করাঙ্গন্যাস করিবে। করন্যাস উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। ৫৯। অনন্তর মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করিয়া মুদ্রাপ্রদর্শন ও দিগ্বন্ধন করিয়া বিংশত্যক্ষরমন্ত্রোক্ত ধ্যান এবং ঐ মন্ত্রের পূজাপ্রণালীতে পূজা করিবে। এই পূজাতে বিশেষ এই যে, তত্তৎবর্ণ না থাকায় ইহাতে সৃষ্টি-স্থিতিক্রমে পূজা করিতে হইবে না। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণেও বিংশত্যক্ষরমন্ত্রোক্তসংখ্যায় জপহোমাদি করিবে। ৬০।

---

(১) পলাশপুষ্পৈরিতি মুদ্রিত-(খ) পুস্তক টিপ্পনী। (২) শিবঃ স্বাহা (খ টি)।
(৩) শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা (ক) (খ) টি। (৪) বিংশত্যক্ষরমন্ত্রবৎ (খ টি)।
(৫) তদ্বর্ণাসত্ত্বাৎ। ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।
(৬) ষোড়শার্ণমাহ গৌতমীয়ে। ইতি বন্ধনীমধ্যে মুদ্রিত-(খ) পাঠঃ।

ঙেহন্তো রুক্মিণীবল্লভস্তথা। শিরোহন্তঃ ষোড়শার্ণোঽয়ং রুক্মিণীবল্লভাহ্বয়ঃ (১) ॥ ৬১ ॥ অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তং পীঠন্যাসং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি নারদ (২) ঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি রুক্মিণীবল্লভায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ৬২ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নমস্তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ভগবতে মধ্যমাভ্যাং বষট্, রুক্মিণীবল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুং, স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু ॥ ৬৩ ॥ ততো ধ্যানম্।—তাপিঞ্ছচ্ছবিরঙ্কগাং প্রিয়তমাং স্বর্ণপ্রভামম্বুজপ্রোদ্যদ্বামভুজাং স্ববামভুজয়াশ্লিষ্যন্ সচিত্তস্ময়াম্ (৩)। শ্লিষ্যন্তীং স্বয়মন্যহস্তবিলসৎসৌবর্ণবেত্রশ্চিরং পায়ান্নঃ শণ (৪) সূনপীতবসনো নানাবিভূষো হরিঃ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কৃত্বা বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তাং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত। তথা কেশরেষু অগ্নিনির্ঋতিবায়্বীশানকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। নমঃ শিরসে স্বাহা। ভগবতে শিখায়ৈ বষট্। রুকিণীবল্লভায় কবচায় হুং। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। ততোঽষ্টদলেষু পূর্ব্বাদি ওঁ নারদায় নমঃ এবং পর্ব্বতং জিষ্ণুং নিশঠম্ উদ্ধবং দারুকং বিশ্বক্সেনং শৈনেয়ঞ্চ (৫)

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের আর একটি মন্ত্র কথিত হইতেছে। অগ্রে প্রণব, নমঃ, তার পর ভগবৎ ও রুক্মিণীবল্লভ শব্দে চতুর্থীর একবচন, তাহার পরে স্বাহা, ইহাদের যোগে ষোড়শাক্ষর একটি মন্ত্র হইবে; এই মন্ত্রের নাম রুক্মিণীবল্লভ। ৬১। এই মন্ত্রের পূজা-প্রয়োগ যথা,—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাসপর্য্যন্ত কর্ম্ম এবং উপরি লিখিত প্রণালীতে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে।৬২।৬৩। ধ্যান যথা,—যিনি তমালতরুর ন্যায় শ্যামবর্ণ, স্বর্ণপ্রভা প্রিয়তমা সৌভাগ্য গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বামহস্তে পদ্ম ধারণপূর্ব্বক যাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, সেই প্রিয়তমাকে যিনি বামহস্তে প্রত্যালিঙ্গন দিতেছেন; যিনি দক্ষিণ হস্তে একটি স্বর্ণবেত্র ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার পরিধানে শণপুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ বসন, অঙ্গে বিবিধ ভূষণ, সেই হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। এইরূপে ভগবান্‌কে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। তাহার পরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা ও পুনর্ব্বার আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। যথা,—অগ্নিপ্রভৃতি চারিকোণে মধ্যে ও দিক্‌চতুষ্টয়ে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত ষড়ঙ্গের পূজা এবং অষ্টদলে পূর্ব্বাদিক্রমে

---

(১) ওঁ নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় স্বাহা। (ক) (খ) টী। (২) নারদায় ইতি (খ) পাঠঃ।

(৩) সচিন্তাশ্ময়ায়-ইতি (খ) পাঠঃ বিলক্ষণপ্রস্তরঘটিতমালাবিশিষ্টয়া ইতি তদর্থঃ (খ টি)। সচিন্তাশ্ময়া ইতি মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ দুর্ব্বোধঃ।

(৪) পায়াদ্বোঽশনমূল ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। অশনঃ পীতশালবৃক্ষঃ পায়াদ্বঃ শণমূল ইতি (আ॰ বি॰) (৫) শৈলেয়ং বিশ্বক্সেনমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। শৈলেয়মিত্যত্র শৌনেয়মিতি মুদ্রিতপাঠঃ।

পূজয়েৎ। অগ্রে বিনতাসুতায় নমঃ ইতি সংপূজ্য তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৬৪ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথাচ—ধ্যাত্বৈবং রুক্মিণীকান্তং জপেল্লক্ষমমুং মনুম্ (১)। অযুতং জুহুয়াৎ পদ্মৈরক্তৈর্মধুরাপ্লুতৈঃ ॥ ৬৫ ॥

মন্ত্রান্তরাণি।—শ্রীশক্তিকামপূর্ব্বোঽঙ্গজন্মশক্তিরমান্তকঃ। দশাক্ষরঃ স এবাসাবাদৌ শক্তিরমান্বিতঃ (২)। মন্ত্রৌ বিকৃতিরবার্ণাবাচক্রাদ্যাঙ্কনাবিমৌ (৩) ॥ ৬৬ ॥ অনয়োর্ঋষ্যাদিপঞ্চাঙ্গানি দশাক্ষরবন্ন্যস্য বিংশত্যর্ণোক্ত(৪)পূজাং কুর্য্যাৎ ॥ ৬৭ ॥ ধ্যানন্তু—বরদাভয়হস্তাভ্যাং শ্লিষ্যন্তং স্বাঙ্কগে প্রিয়ে। পদ্মোৎপলকরে তাভ্যাং শ্লিষ্টং চক্রগদোজ্জ্বলম্ ॥ ৬৮ ॥ অনয়োঃ পুরশ্চরণং দশলক্ষজপঃ। আজ্যৈস্তাবৎসহস্রহোমঃ (৫)। তথাচ—দশলক্ষং জপেদাজ্যৈর্হুনেত্তাবৎসহস্রকম্ ॥ ৬৯ ॥

ওঁ নারদায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে উপরিলিখিত দেবতাগণের পূজা করিয়া দলের বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে। তাহার পরে ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে। ৬৪। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ। প্রমাণে আছে—এইরূপে রুক্মিণীকান্তের ধ্যান করিয়া লক্ষবার তদীয় মন্ত্র জপ করিবে এবং ঘৃত, মধু ও শর্করান্বিত রক্তপদ্মদ্বারা দশসহস্র হোম করিবে। ৬৫।

শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য মন্ত্র কথিত হইতেছে।—দশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রের পূর্ব্বে শ্রীবীজ, মায়াবীজ ও কামবীজ এবং অন্তে কামবীজ, মায়াবীজ, শ্রীবীজ যোগ করিলে ষোড়শাক্ষর একমন্ত্র এবং ঐ দশাক্ষর মন্ত্রের পূর্ব্বে মায়াবীজ ও শ্রীবীজ যোগ করিলে দ্বাদশাক্ষর অপর একটি মন্ত্র হইবে। এই উভয় মন্ত্রেই আচক্রায় স্বাহা ইত্যাদিরূপে দশাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় অঙ্গন্যাস ও ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। পূজা বিংশত্যক্ষর মন্ত্রের ন্যায় করিবে। ৬৬।৬৭। কেবল ধ্যানের বিশেষ আছে। ধ্যান যথা,—যিনি ক্রোড়গতা দুই প্রিয়াকে বরাভয়ধারী হস্তযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিতেছেন, অপর দুই হস্তে চক্র ও গদা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, প্রিয়াদ্বয়ও যাঁহাকে উৎপল ও পদ্ম হস্তে করিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন

---

(১) অনন্যধীরিতি (খ) পাঠঃ। (২) স এবাদৌ স্যাচ্ছক্তিরময়া যুত ইতি মুদ্রিত-(খ) পাঠঃ।

(৩) দশাক্ষরঃ শ্রীশক্তিকামপূর্ব্বকঃ অঙ্গজন্ম-শক্তি-রমান্বিতশ্চেদ্বিকৃত্যক্ষরো ভবতি। স এব দশাক্ষরঃ শক্তিরমান্বিতশ্চেদ্রবার্ণো ভবতি ইতি বচনার্থঃ। মুদ্রিত-(খ টি)। শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ক্লীং হ্রীং শ্রীং। হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ইতি মন্ত্রৌ। অত্র "দশাক্ষরঃ স এবাগাবাদৌ শক্তিরমান্বিত" ইতি দ্বিতীয়মন্ত্রদ্যোতকবচনস্যার্থঃ তত্ত্ববিলাসকারকৃতো যথা—"আদৌ বীজত্রয়মদত্বা মায়ারমাবীজে অন্তে তু তত্রয়মিত্যর্থঃ।" তেন (আ০ বি০) মতে হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ক্লীং হ্রীং শ্রীং ইতি দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(৪) বিংশত্যক্ষরবৎইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৫) আজ্যেনাযুতহোমশ্চ বাচনিক ইতি (আ০ বি০)

প্রণবং নমসা যুক্তং কৃষ্ণগোবিন্দকৌ তথা। শ্রীপূর্ব্বৌ ঙেন্তাবুচ্চার্য্য হুঁ ফট্‌ স্বাহেতি কীর্ত্ত্যতে (১) ॥ ৭০ ॥ অস্য নারদ ঋষিরনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ পরমাত্মা হরির্দ্দেবতা। আচক্রাদ্যৈ-রঙ্গকল্পনা। দশাক্ষরবদস্য পূজাজপহোমাদয়ঃ। বীজশক্তী চ তৎসমে ॥ ৭১ ॥

অথ বালগোপালমন্ত্রাঃ।—(চক্রী বসুস্বরান্বিতঃ সর্গী (২)।) কৃঃ কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরঃ। কামকৃষ্ণ (৩) কামকৃষ্ণায় কৃষ্ণায় নমঃ। কামঃ কৃষ্ণায় নমোঽন্তকঃ। কামঃ কৃষ্ণায় কামঃ। গোপালায় ঠদ্বয়ং। কামঃ কৃষ্ণায় স্বাহা। কৃষ্ণগোবিন্দৌ ঙেন্তৌ কামঃ কৃষ্ণায় গোবিন্দায়। কামঃ কৃষ্ণগোবিন্দৌ ঙেন্তৌ কামঃ। দধিভক্ষণায় ঠদ্বয়ং সুপ্রসন্নাত্মনে হৃৎ। কামঃ গ্লৌঁ কামঃ শ্যামলাঙ্গায় হৃৎ। বালবপুষে কৃষ্ণায় বহ্নিজায়া। রমা মায়া কামঃ কৃষ্ণায় কামঃ। বালবপুষে ক্লীঁ কৃষ্ণায় বহ্নিজায়া (৪) তথাচ নিবন্ধে—চক্রী বসুস্বরযুতঃ সর্গ্যেকার্ণো মনুর্ম্মতঃ (৫)। কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরঃ কামপূর্ব্বস্ত্র্যর্ণঃ স এব চ। স এব চতুরর্ণঃ স্যাৎ ঙেন্তোঽন্তশ্চতুরক্ষরঃ। বক্ষ্যতে পঞ্চবর্ণঃ স্যাৎ কৃষ্ণায় নম ইত্যপি। স এব কামপূর্ব্বশ্চেৎ

সেইরূপ ভগবান্‌কে ধ্যান করিবে। ৬৮। উক্ত দ্বিবিধ মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশলক্ষ জপ ও ঘৃতদ্বারা দশসহস্র হোম করিবে। ৬৯।

শ্রীকৃষ্ণের অপর এক মন্ত্র বলা যাইতেছে।—প্রণব, 'নমঃ' পদ চতুর্থীর এক-বচনান্ত শ্রীপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও গোবিন্দশব্দ এবং হুং ফট্‌ স্বাহা। ৭০। এই মন্ত্রের ঋষ্যাদি-ন্যাস—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দসে নমঃ, হৃদি পরমাত্মনে হরয়ে দেব-তায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ক্লীং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ, আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদিরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতিক্রমে উক্ত মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে এবং এই মন্ত্রের পুরশ্চরণেও দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত জপহোমাদি করিবে। এই মন্ত্রের বীজ ও শক্তি দশাক্ষর মন্ত্রের মত। ৭১।

অনন্তর বালগোপালের কতকগুলি মন্ত্র বলা যাইতেছে।—ককারে অষ্টমস্বর ঋকার যোগ দিয়া তাহার পরে ঃ যোগ করিলে একাক্ষর একটি মন্ত্র হইবে। ১। কৃষ্ণ এই দুইটি অক্ষরে একটি মন্ত্র। ২। ঐ দ্ব্যক্ষর মন্ত্রের পূর্ব্বে কামবীজ যোগ দিলে ত্র্যক্ষর

---

(১) ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় শ্রীগোবিন্দায় হুং ফট্‌ স্বাহেতি মন্ত্রঃ (খ চি) (২) বন্ধনীপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি, তত্র কেবলং কৃঃ ইত্যেবাস্তি। (৩) সর্ব্বত্র কামপদেন ক্লীং ইতি বীজং বোধ্যম্।

(৪) কৃঃ। ১। কৃষ্ণ। ২। ক্লীং কৃষ্ণ। ৩। ক্লীং-কৃষ্ণায়। ৪। কৃষ্ণায় নমঃ। ৫। ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ। ৬। ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং। ৭। গোপালায় স্বাহা। ৮। ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা। ৯। কৃষ্ণায় গোবিন্দায়। ১০। ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়। ১১। ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীং। ১২। দধিভক্ষণায় স্বাহা। ১৩। সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ। ১৪। ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ। ১৫। বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা। ১৬। শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং। ১৭। বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা। ১৮।

(৫) চক্রী (ক) বসুস্বরঃ (ঋ)।"

গোপালযন্ত্রম্।

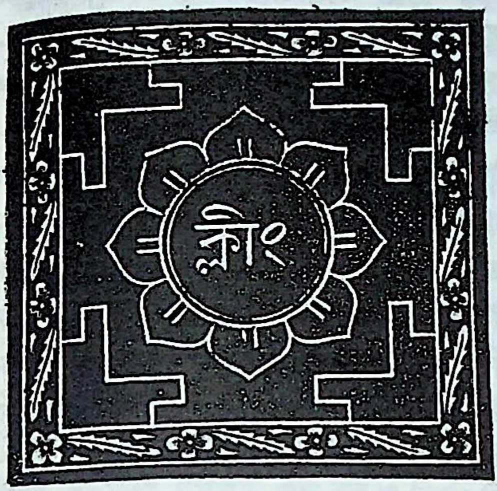

ষড়ক্ষরমনুর্ম্মতঃ। কৃষ্ণায়েতি স্মরদ্বন্দ্বমধ্যে পঞ্চাক্ষরোঽপরঃ। গোপালায়াগ্নিজায়ান্তঃ ষড়ক্ষরমনুর্ম্মতঃ। কৃষ্ণায় কামবীজাদ্যো বহ্নিজায়ান্তিকোঽপরঃ। কৃষ্ণগোবিন্দকৌ ঙেন্তৌ সপ্তার্ণো মনুরুত্তমঃ। কৃষ্ণগোবিন্দকৌ ঙেন্তৌ কামাদ্যশ্চাষ্টবর্ণকঃ। আদ্যন্তকামবীজশ্চেন্নবাক্ষর উদাহৃতঃ। দধিভক্ষণায় বহ্নিবল্লভান্তোঽষ্টবর্ণকঃ। সুপ্রসন্নাত্মনে প্রোক্তো নম ইত্যপরোঽষ্টকঃ। কামবীজং ধরাবীজং (১) পুনঃ কামং সমুদ্ধরেৎ। শ্যামলাঙ্গপদং ঙেঽন্তং নমোঽন্তোঽয়ং দশাক্ষরঃ। শিরোঽন্তো (২) বালবপুষে কৃষ্ণায়ান্তো মনুর্ম্মতঃ। শ্রীশক্তিকাম(৩)কৃষ্ণায় মারঃ সপ্তাক্ষরো মনুঃ। শিরোঽন্তো বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্মৃতো বুধৈঃ ॥১॥

মন্ত্র। ৩। কৃষ্ণশব্দের চতুর্থীর একবচন ও তৎপূর্ব্বে কামবীজ যোগ করিলে চতুরক্ষর একটি মন্ত্র হইবে। ৪। ঐ চতুর্থ্যন্ত কৃষ্ণশব্দের পর নমঃ শব্দের যোগে পঞ্চাক্ষর একটি মন্ত্র হইবে। ৫। ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের পূর্ব্বে কামবীজযোগে ষড়ক্ষর আর একটি মন্ত্র হইবে। ৬। কৃষ্ণায় এই পদের আদ্যন্তে কামবীজ যোগ করিলে অন্য একটি পঞ্চাক্ষর মন্ত্র হইবে। ৭। গোপালায় ইহার পরে বহ্নিপত্নীর যোগে ষড়ক্ষর মন্ত্র। ৮। কৃষ্ণায় এই পদের পূর্ব্বে কামবীজ ও অন্তে বহ্নিপত্নী; ইহাতে অপর একটি মন্ত্র। ৯। কৃষ্ণ ও গোবিন্দ এই দুই শব্দে চতুর্থীর একবচন যোগে সপ্তাক্ষর অপর একটি মন্ত্র হইবে। ১০। ঐ সপ্তাক্ষর মন্ত্রের পূর্ব্বে কামবীজ যোগ করিলে অষ্টাক্ষর এক মন্ত্র হইবে। ১১। ঐ সপ্তাক্ষর মন্ত্রের আদ্যন্তে কামবীজ যোগ দিলে নবাক্ষর এক মন্ত্র হইবে। ১২। দধিভক্ষণায় এই পদের পরে বহ্নিপত্নীর যোগে অষ্টাক্ষর এক মন্ত্র। ১৩। সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ এই অষ্টাক্ষরে অপর একমন্ত্র। ১৪। কামবীজ, ধরাবীজ (গ্লৌং), আবার কামবীজ তাহার পরে চতুর্থ্যন্ত শ্যামলাঙ্গ শব্দ, অন্তে নমঃ শব্দ। এই দশাক্ষরে একমন্ত্র। ১৫। বালবপুষে কৃষ্ণায় ইহার পরে স্বাহা যোগে অপর একটি দশাক্ষর মন্ত্র। ১৬। শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, কৃষ্ণায় এই পদ পরে কামবীজ, এই সাত অক্ষরে অপর একটি মন্ত্র। ১৭। বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় ইহার পরে স্বাহা যোগে পঞ্চদশাক্ষর এক মন্ত্র। ১৮।

---

(১) ধরাবীজং গ্লৌং। (২) স্বাহান্তঃ। (৩) মারঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

এতেষাং পূজাযন্ত্রম্।—বৃত্তমষ্টদলং পদ্মং ভূগৃহং (চতুর্দ্বারং (১)) বৃত্তমধ্যস্থং কামবীজম্। তথাচ গৌতমীয়ে—পদ্মমষ্টপলাশন্তু চতুরস্রং সুলক্ষণম্। চতুর্দ্বারসমাযুক্তং কামগর্ভিতকর্ণিকম্।·· (২) এতেষাং পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদি—বৈষ্ণবোক্তপীঠন্যাসং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ॥ ২॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ক্লূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। ততঃ পূর্ব্ববন্মুদ্রাদিকং প্রদর্শ্য ধ্যায়েৎ॥ ৩॥ অব্যাদ্ব্যাকোষনীলাম্বুজরুচিররুণাম্ভোজনেত্রোঽম্বুজস্থো, বালো জঙ্ঘাকটীরস্থলকলিতরণৎকিঙ্কিণীকো (৩) মুকুন্দঃ। দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো, গোগোপীগোপবীতোরুরুনখবিলসৎকণ্ঠভূষশ্চিরং বঃ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ৪॥ ততো বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তাং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত। যথা,—কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু

এই সকল মন্ত্রের পূজাযন্ত্র যথা,—প্রথমে একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহার উপরে অষ্টদলপদ্ম এবং তাহার বাহিরে চতুর্দ্বার ও চতুষ্কোণ লিখিবে এবং বৃত্তমধ্যে ক্লীং এই বীজ লিখিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন—অষ্টদল পদ্ম, তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ ও চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিয়া যন্ত্রটি সুলক্ষণ করিবে। কর্ণিকায় কামবীজ লিখিবে। ১। এই সকল মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ যথা,—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে, বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ২। তাহার পরে উপরিলিখিত নিয়মে করাঙ্গন্যাস করিয়া পূর্ব্ববৎ মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধ্যান করিবে। ৩। ধ্যান যথা,—ফুটন্ত নীলকমলের ন্যায় যাঁহার গাত্রবর্ণ, রক্তকমলের ন্যায় যাঁহার নয়নযুগল, পদ্মের উপরে তিনি বালবেশে নৃত্য করিতেছেন, জঙ্ঘা ও কটীতটে রুণুরুণু শব্দে নূপুর কিঙ্কিণী বাজিতেছে, গোপ গোপী ও গাভীগণ যাঁহার বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, যাঁহার হস্তে নবনী ও অপর হস্তে ক্ষীর কণ্ঠদেশে ব্যাঘ্রনখ ভূষিত কণ্ঠভূষণ এরূপ বিশ্বপূজিত ভগবান্ তোমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ৪। অনন্তর বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠমনুপর্য্যন্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে

---

(১) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

(২) নির্ব্বীজা মনবো যে যে গোপালস্য ক্বচিৎ ক্বচিৎ। কামবীজং মুখে দত্ত্বা জপেৎ সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে। ইতি বচনাদ্ গোপালস্য নির্ব্বীজা মন্ত্রাঃ কামবীজাদ্যাঃ কার্য্যাঃ ইতি মুদ্রিত-(খ) পাঠঃ অধিকঃ। (৩) জঙ্ঘা চ কটীরঞ্চ তে (কটীরং কটী ক্লীবং হেমচন্দ্রঃ) তয়োঃ স্থলং তস্মিন্ গলিতা রণন্ত্যঃ কিঙ্কিণ্যো যস্য সঃ (মুদ্রিত খ টি)।

মধ্যে দিক্ষু চ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গং সংপূজ্য পত্রেষু নারদাদীন্ তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৫ ॥ এতেষাং পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথাচ—ধ্যাত্বৈবমেকমেতেষাং লক্ষং জপ্যান্মনুং ততঃ। সর্পিঃসিতোপলোপেতৈঃ (১) পায়সৈরযুতং হুনেৎ। তথা—তর্পয়েত্তাবদেতেষাং মনূনাং হুতসংখ্যয়া (২) ॥ ৬ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—ঊর্দ্ধদন্তযুতঃ শার্ঙ্গী চক্রী দক্ষিণকর্ণযুক্। মাংসং নাথায় নত্যন্তো মূলমন্ত্রোহষ্টবর্ণকঃ (৪)। ঋষির্ব্রহ্মাস্য গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কৃষ্ণস্তু দেবতা। বর্ণযুগ্মৈঃ সমস্তেন

পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। পদ্মের কেশরে অগ্নি, নিঋ‍র্তি, বায়ু ও ঈশান এই চতুষ্কোণে, মধ্যে এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে এই চারিদিকে ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া পদ্মের বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজাপূর্ব্বক ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে। ৫। এই সকল মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ এবং ঘৃত ও মিছরি মিশ্রিত পায়সদ্বারা দশসহস্রহোম করিবে এবং যতবার হোম ততবার তর্পণ করিবে। ৬।

বালগোপালের অন্যমন্ত্র কথিত হইতেছে।—ঊর্দ্ধদন্ত শব্দে ওকার, শার্ঙ্গী (গ), ওকারযুক্ত গ, (গো), দক্ষিণকর্ণ (উ) যুক্ত চক্রী (ক) অর্থাৎ (কু) মাংস (ল) তাহার পরে নাথায় নমঃ, এই আট অক্ষরে। এই মন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস যথা,—শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি কৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। গো

---

(১) সিতা শর্করা তস্যা উপলং ফেণীতি যস্যাঃ প্রসিদ্ধিঃ। (খ টি)। সর্পিঃ সিতোৎপলোপেতৈরিতি (আ০ বি০) পাঠঃ, মুদ্রিত-(খ) পাঠশ্চ।

(২) এতেষামিত্যুপলক্ষণং প্রথমানুষ্ঠানারম্ভত্বাদত্র লিখিতং গোপালমন্ত্রমাত্রেষ্বেবম্। ইহ গোপালমন্ত্রাণাং তর্পণং হোমসংখ্যয়েতি প্রাগেবোক্তম্। কিন্তু "ততো হোমদশাংশেন তর্পয়েৎ পুরুষোত্তম"মিতি চ গৌতমীয়ে বিকল্পঃ। সনৎকুমারে চ "তর্পণং তদ্দশাংশেন সগুড়েন জলেন তু।" বৃহদ্গৌতমীয়েহপি। "হোমস্য তু দশাংশেন তর্পণং বিধিবচ্চরেৎ" ইতি বৃহত্তন্ত্রসারঃ। মন্ত্রান্তরং সনৎকুমারতন্ত্রে। ত্র্যক্ষরে বিশেষমাহ। "প্রণবাদ্যং জপেৎ কৃষ্ণং মায়াদ্যং বা জপেৎ সুধীঃ। কামাদ্যং বাগ্ভবাদ্যং বা লক্ষ্ম্যাদ্যং বাপি তৎ শৃতম্। মন্ত্রান্তরং কলৌ শস্তং ত্র্যক্ষরং সর্ব্বকামদম্। বাগ্ভবং কামবীজঞ্চ কৃষ্ণেতি চতুরর্ণকম্। যো জপেৎ সর্ব্বদা ভক্ত্যা বসেল্লক্ষ্মীস্তদালয়ে। স এব চতুরর্ণঃ স্যাৎ ঙেহন্তোহস্তশ্চতুরক্ষরঃ। কামশূন্যো মহামন্ত্রশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ।" এতেষাং ধ্যানান্তরঞ্চ সনৎকুমারতন্ত্রে গৌতমীয়ে চ। "ওঁ ধ্যায়েদ্বেণুকরং দেবং নবীনজলদপ্রভম্। নবনীতং দক্ষহস্তে দধানং পীতবাসসম্। অন্যদপি ধ্যানং। নবীনজলদশ্যামং পক্কবিম্বাধরপ্রভম্। নবনীতং পায়সঞ্চ ধারয়ন্তং করদ্বয়ে"। মন্ত্রান্তরম্। "সদ্যঃ ফলপ্রদং মন্ত্রং বক্ষ্যেহহং চতুরক্ষরম্। সম্প্রোক্তো মারয়োরন্তঃ সংস্থঃ কৃষ্ণপদেন তু।" ইত্যধিকোহত্র মুদ্রিত-(খ) পাঠঃ।

(৪) ঊর্দ্ধদন্তঃ (ও) শার্ঙ্গী (গ) দক্ষিণকর্ণ (উ) মাংসং (ল) গোকুলনাথায় নমঃ ইতি মন্ত্রঃ (ক টি)।

প্রোক্তং স্যাদঙ্গপঞ্চকম্ ॥ ৭ ॥ পঞ্চবর্ষমতিদৃপ্তমঙ্গনে ধাবমানমতিচঞ্চলেক্ষণম্। কিঙ্কিণী-বলয়হারনূপুরৈরঞ্চিতং নমত গোপবালকম্ ॥ ৮ ॥ ধ্যাত্বৈবং প্রজপেদষ্টলক্ষং তাবৎ-সহস্রকম্। জুহুয়াদ্ব্রহ্মবৃক্ষোত্থ-(১) সমিদ্ভিঃ পায়সেন বা ॥ ৯ ॥ (২) প্রসাদে স্থাপিতং কৃষ্ণমনুনা (৩) নিত্যমর্চ্চয়েৎ। দ্বারপূজাদিপীঠান্তং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বোক্তমার্গতঃ। মধ্যেঽর্চ্চয়েদ্ধরিং দিক্ষু বিদিক্ষ্বাঙ্গানি চ ক্রমাৎ। বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ। রুক্মিণী সত্যভামা চ লক্ষণা জাম্ববত্যপি। দিগ্বিদিক্ষ্বর্চ্চয়েদেতান্ ইন্দ্রবজ্রাদিকান্ বহিঃ ॥ ১০ ॥ যোঽমুং মনুং জপেন্নিত্যং বিধিনাভ্যর্চ্চয়ন্ হরিম্। স সর্ব্বসম্পৎসম্পূর্ণো নিত্যং শুদ্ধং ব্রজেৎ পদম্ (৪) ॥ ১১ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—কামযোরন্তঃ কৃষ্ণপদং মন্ত্রোঽয়ং সদ্যঃ ফলপ্রদঃ (৫)। তথাচ—সদ্যঃ-ফলপ্রদং মন্ত্রং বক্ষ্যেঽহন্তং চতুরক্ষরম্। সংপ্রোক্তো মারযুগ্মান্তঃসংস্থকৃষ্ণপদেন তু ॥ ১২ ॥

কু অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ল না তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। থায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। নমঃ অনামিকাভ্যাং হুঁ। গোকুলনাথায় নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং গো কু হৃদয়ায় নমঃ। ল না শিরসে স্বাহা। থায় শিখায়ৈ বষট্। নমঃ কবচায় হুঁ। গোকুল-নাথায় নেত্রত্রয়ায় ফট্। ৭। এইরূপে করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,— বালগোপাল পঞ্চবর্ষ বয়স্ক, অতি চঞ্চলস্বভাব, অঙ্গনে ধাবমান, চঞ্চললোচন এবং কিঙ্কিণী বলয়, হার ও নূপুরাদি নানাবিধ বিভূষণে বিভূষিত। ৮। এই প্রকার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে অষ্টলক্ষ জপ ও পলাশ বৃক্ষের সমিধ্ কিম্বা পায়সদ্বারা আট হাজার হোম করিবে। ৯। অট্টালিকায় ঐ বালগোপালমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ঐ মন্ত্রে নিত্যপূজা করিবে। দ্বারপূজা হইতে পীঠপূজা পর্য্যন্ত কার্য্য পূর্ব্বোক্ত নিয়মে করিবে। মধ্যস্থলে হরির পূজা করিবে। চতুর্দ্দিকে ও চতুষ্কোণে যথাক্রমে গো কু হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে পঞ্চাঙ্গ পূজা করিবে। অনন্তর পদ্মদলে অগ্নি-প্রভৃতি চারিকোণে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ, ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ, ওঁ অনি-রুদ্ধায় নমঃ, ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ, ওঁ সত্যভামায়ৈ নমঃ, ওঁ লক্ষ্মণায়ৈ নমঃ, ওঁ জাম্ববত্যৈ নমঃ এই প্রকারে পূজা করিয়া পদ্মদলের বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে। ১০। যে ব্যক্তি উক্ত মন্ত্রে হরির অর্চ্চনা করত এই মন্ত্র নিত্য জপ করে, সেই ব্যক্তি নিখিল সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করে। ১১।

বালগোপালের আর একটি চতুরক্ষর মন্ত্র বলিতেছি,—এই মন্ত্রের ফল সদ্য পাওয়া

---

(১) ব্রহ্মবৃক্ষঃ যজ্ঞোডুম্বরমিতি মুদ্রিত (খ টি) পলাশবৃক্ষঃ ইত্যেব সর্ব্বত্র উচ্যতে।

(২) গোপালং পূজয়েদ্ যত্র নিলয়েদন্যদেবতায়ু। অত্র তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মো বিনশ্যতি ; মুদ্রিত-(খ) পুস্তকে ইত্যধিকপাঠঃ। (৩) কৃষ্ণং মনুনা ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

(৪) শুক্লপদং ব্রজেদিতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৫) ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং।

অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্ত্রান্তং পীঠন্যাসং বিধায় পূর্ব্ববদৃষ্যাদিন্যাসকরাঙ্গন্যাসৌ চ কৃত্বা ধ্যায়েৎ ॥ ১৩ ॥ শ্রীমৎকল্পদ্রুমমূলোদ্গতকমললসৎকর্ণিকাসংস্থিতো য-স্তচ্ছাখালম্বিপদ্মোদরবিসরদসংখ্যাতরত্নাভিষিক্তঃ। হে মাভঃ স্বপ্রভাভিস্ত্রিভুবনমখিলং ভাসয়ন্ বাসুদেবঃ, পায়াদ্বঃ পায়সাদোঽনবরতনবনীতামৃতাশী বশীশঃ (১) ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং বিধায় বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্ত্রান্তং পীঠং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত। পূর্ব্ববদগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য পত্রেষু পূর্ব্বাদি অষ্টনিধীন্ তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৪ ॥ অস্য পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ। তথাচ,—ধ্যাত্বৈবং প্রজপেল্লক্ষচতুষ্কং জুহুয়াত্ততঃ। ত্রিমধ্বক্তৈর্ব্বিল্বফলৈশ্চত্বারিংশৎসহস্রকম্ ॥ ১৫ ॥ অস্য মন্ত্রস্য কামবীজয়োর্লকারয়োরন্তে রেফশ্চেত্তদা মন্ত্রচূড়ামণিঃ। তথাচ নিবন্ধে।—

যায়। কৃষ্ণ এই পদের আদ্যন্তে কামবীজ যোগ করিলে এই মন্ত্র হয়। ১২। এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি যথা,—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাসপূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রকারোক্ত-ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ১৩। ধ্যান যথা,—যিনি কল্পবৃক্ষের মূল হইতে উত্থিত কমলের কর্ণিকামধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন এবং ঐ কল্পবৃক্ষের শাখাতে লম্বমান পদ্মমধ্য হইতে অসংখ্যরত্ন নির্গত হইয়া যাঁহার গাত্রে পতিত হইতেছে, সুবর্ণের ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, স্বীয় শরীরের আভাদ্বারা যিনি ত্রিভুবন আলোকিত করিতেছেন, যিনি অনবরত পায়স, নবনীত ও অমৃত ভোজন করিতেছেন, “বশিপ্রধান সেই বাসুদেব গোপাল তোমাদিগকে রক্ষা করুন। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া শঙ্খপাত্রে বিশেষার্ঘ্যস্থাপন করিবে। পরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপূর্ব্বক আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। অগ্নি প্রভৃতি চারিকোণে, মধ্যে এবং পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীং শিরসে স্বাহা, ক্লুং শিখায়ৈ বষট্, ক্লৈং কবচায় হুং ক্লৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্, ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্ এইরূপে অঙ্গপূজা করিবে। তাহার পর পদ্মদলে পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্টনিধির পূজা করিয়া দলের বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে। অনন্তর ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া পূজা সমাপন করিবে। ১৪। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষ জপ এবং ঘৃত, মধু ও শর্করা মিশ্রিত বিল্বফলদ্বারা চল্লিশ হাজার হোম করিবে। ১৫। বালগোপালের এই মন্ত্রের আদ্যন্তে যে কামবীজ আছে তাহার লকারের অন্তে ‘র’ যোগ করিলে (ক্ল্রীং) এই মন্ত্র মন্ত্রচূড়ামণি হয়। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—দুই

---

(১) বশী স ইতি (ক) পাঠঃ।

মারয়োরস্থ মাংসাধো রক্তশ্চেদপরো মনুঃ। (১) ॥ ১৬ ॥ অস্য পূজা।—পূর্ব্ববদৃষ্যাদিন্যাসং কৃত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। যথা,—ক্ল্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। ক্ল্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। অস্য পূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ ॥ ১৭ ॥ ধ্যানে তু বিশেষঃ।—আরক্তোদ্যানকল্পদ্রুমতলবিলসৎস্বর্ণদোলাধিরূঢ়ং, গোপীভ্যাং প্রেক্ষ্যমাণং বিকসিতনববন্ধূকসিন্দূরভাসম্। বালং লোলালকান্তং কটিতটবিলসৎক্ষুদ্রঘণ্টাঘটাঢ্যং, বন্দে শার্দ্দূলকামাঙ্কুশ-(২) লসিতগলাকল্পদীপ্তং মুকুন্দম্ ॥ ১৮ ॥ ধ্যাত্বৈবং পূর্ব্বরীত্যৈনং জপ্ত্বা রক্তোৎপলৈর্নবৈঃ। মধুত্রয়যুতৈর্হুত্বা চার্চ্চয়েৎ পূর্ব্ববদ্ধরিম্ ॥ ১৯ ॥

অথ বাসুদেবমন্ত্রঃ।—প্রণবো হৃদ্ভগবতে বাসুদেবায় কীর্ত্তিতঃ। প্রধানং বৈষ্ণবে তন্ত্রে মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ (৩) ॥ ১ ॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা—শিরসি প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ,মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি বাসুদেবায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥২ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং

কামবীজের 'ল' এর নিম্নে 'র' যোগ করিলে অপর একটি মন্ত্র হইবে। মন্ত্র টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য। ১৬। এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি যথা—পূর্ব্বোক্তনিয়মে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি এবং ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। ইহার পূজাদি সমস্তই পূর্ব্ববৎ করিবে। ১৭। কেবল ধ্যানের বিশেষ আছে। যথা,—যিনি রক্তবর্ণ কুসুমের উদ্যানমধ্যে কল্পবৃক্ষের তলে সুবর্ণময় দোলায় আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, প্রধানা দুই গোপী তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, যাঁহার দেহকান্তি বিকসিত নূতন বন্ধুক-কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ, বালকরূপী যাঁহার মুখের দুইপার্শে চূর্ণকুন্তল বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে, কোমরে ঘুঙ্গুর বাজিতেছে, গলদেশে ব্যাঘ্রনখের মালা শোভা পাইতেছে, এতাদৃশ মুকুন্দকে বন্দনা করি। ১৮। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্তবিধানে পূজা করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণেও পূর্ব্ববৎ চারিলক্ষ জপ করিয়া ঘৃত, মধু ও শর্করাযুক্ত নূতন রক্তোৎপলদ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ চল্লিশ হাজার হোম করিবে। ১৯।

অনন্তর বাসুদেবের মন্ত্র বলা যাইতেছে।—অগ্রে প্রণব তাহার পরে হৃৎ (নমঃ) তাহার পরে ভগবতে বাসুদেবায়, এই দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র কল্পবৃক্ষস্বরূপ অর্থাৎ এই মন্ত্রের উপাসনায় সকল কামনা পূর্ণ হয়। ১। ঐ মন্ত্রের পূজাবিধি যথা—পূর্ব্বোক্তবিধানে প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। এই

---

(১) কামবীজস্য মাংসাধো লকারস্যাধোভাগে রক্তো রেফশ্চেত্তদা অয়ং মনুস্ত্রিভার্ণঃ। ক্ল্রীং কৃষ্ণক্ল্রীং (খ টি)। ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং (ক টি)।

(২) কামাঙ্কুশো নখঃ (আ০ বি০)। (৩) দ্বাদশাক্ষর ইতি (ক) পাঠঃ। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ইতি মন্ত্রঃ।

নমঃ, নমস্তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ভগবতে মধ্যমাভ্যাং বষট্। বাসুদেবায় অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে।—তারেণ হৃদয়ং প্রোক্তং নমসা শির ঈরিতম্। চতুর্ব্বর্ণৈঃ শিখা প্রোক্তা পঞ্চার্ণৈঃ কবচং মতম্। সমস্তেন ভবেদস্ত্রমঙ্গকল্পনমীরিতম্ ॥ ৩ ॥ ততো মন্ত্রন্যাসঃ।—মূর্দ্ধ্নি ভালে দৃশোরাস্যে গলে দোর্হৃদয়াম্বুজে। কুক্ষৌ নাভৌ ধ্বজে (১) জানুদ্বয়ে পাদদ্বয়ে তথা। দ্বাদশাক্ষরাণি বিন্যসেৎ। ততো মূর্ত্তিপঞ্জরং বিন্যস্য কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকং বিধায় ধ্যায়েৎ ॥ ৪ ॥ বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটি-(২)সদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদামম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্। আবদ্ধাঙ্গদহারকুণ্ডলমহামৌলিং স্ফুরৎকঙ্কণং শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ৫ ॥ ততো বৈষ্ণবোক্তপীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেত। অগ্নিনির্ঋতিবায্বীশানকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পঞ্চাঙ্গানি পূজয়েৎ। ততঃ পূর্ব্বাদিদলেষু শান্ত্যাদিশক্তিসহিতান্

ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাসের প্রণালী উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। নিবন্ধে করাঙ্গন্যাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—প্রণবদ্বারা হৃদয়ে ন্যাস, নমঃ ইহাদ্বারা মস্তকে ন্যাস, তাহার পরবর্ত্তী চারিবর্ণ দ্বারা শিখান্যাস, তাহার পরবর্ত্তী পাঁচটিবর্ণ দ্বারা কবচন্যাস এবং সম্পূর্ণ মন্ত্রটিদ্বারা অস্ত্রন্যাস করিবে। ২। ৩। তাহার পরে মন্ত্রন্যাস করিবে। ঐ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের এক একটি বর্ণ যথাক্রমে মস্তকে, ললাটে, দুই চক্ষুতে, মুখে, গলদেশে, বাহুদ্বয়ে, হৃৎপদ্মে, উদরে, নাভিতে, লিঙ্গে, দুই জানুতে ও দুই পদে ন্যাস করিবে। যথা,—মস্তকে ওঁ নমঃ, কপালে নং নমঃ, চক্ষুর্দ্বয়ে মং নমঃ, মুখে ভং নমঃ, গলে গং নমঃ, বাহুদ্বয়ে বং নমঃ, হৃদয়ে তেং নমঃ, উদরে বাং নমঃ, নাভিতে সুং নমঃ, লিঙ্গে দেং নমঃ, জানুদ্বয়ে বাং নমঃ, পাদদ্বয়ে য়ং নমঃ। এইরূপে দ্বাদশাক্ষর ন্যাস করিবে। তাহার পরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করিয়া কিরীট কেয়ূর ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করত ধ্যান করিবে। ৪। যথা, যাঁহার দেহকান্তি যুগপৎ উদিত কোটিসংখ্যক শারদচন্দ্রের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল মধুর, যিনি চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, শ্বেতপদ্মে যিনি বাস করেন, যিনি স্বীয়রূপে জগৎ মোহিত করিতেছেন এবং অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল ও কঙ্কণাদি বিবিধভূষণে ভূষিত হইয়া বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কণ্ঠে কৌস্তভমণি ধারণ করিয়াছেন, সেই মুনীন্দ্রবন্দিত ভগবান্‌কে বন্দনা করি। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খপাত্রে অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ৫। তাহার পরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করত আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। অগ্নি, নির্ঋতি, বায়ু ও ঈশান এই চারিকোণে, মধ্যে ও

---

(১) ধ্বজে লিঙ্গে। (খ টি)। (২) কোটিচন্দ্র ইতি (খ)।

বাসুদেবাদীন্ কেশবাদীনিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৬ ॥ অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ। তথাচ,—বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দীক্ষিতো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। তৎসহস্রং প্রজুহুয়াত্তিলৈরাজ্যপরিপ্লুতৈঃ (১) ॥ ৭ ॥

অথ লক্ষ্মীনারায়ণমন্ত্রাঃ।—মায়াদ্বয়ং রমাদ্বয়ং লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ। প্রণবাদিরয়ং মন্ত্রঃ (২)। তথাচ নিবন্ধে—হৃল্লেখাবীজ-(৩) যুগলং রমাবীজযুগং পুনঃ। লক্ষ্ম্যন্তে বাসুদেবায় হৃদন্তঃ প্রণবাদিকঃ। চতুর্দ্দশাক্ষরঃ প্রোক্তো মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ। অস্য পূজাদিকং বাসুদেবমন্ত্রবৎ। (ঋষ্যাদিন্যাসে তু লক্ষ্মীবাসুদেবো দেবতা (৪)। করাঙ্গন্যাসমন্ত্রস্তু— ওঁ হ্রীং হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ শ্রীং শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ লক্ষ্মী মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ বাসুদেবায় অনামিকভ্যাং হুং। ওঁ নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ—হৃদয়ং শক্তিবীজাভ্যাং রমাভ্যাং শির ঈরিতম্। লক্ষ্ম্যা প্রোক্তা শিখা বর্ম্ম বাসুদেবায় কীর্ত্তিতম্। নমসাস্ত্রং সমুদ্দিষ্টং সর্ব্বং তারাদি বিন্যসেৎ। ততো ধ্যানম্।— বিদ্যুচ্চন্দ্রনিভং বপুঃ কমলজাবৈকুণ্ঠয়োরেকতাং প্রাপ্তং স্নেহরসেন (৫) রত্নবিলসদ্ভূষা-

পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে পঞ্চাঙ্গপূজা করিয়া পদ্মের পূর্ব্বাদিদলে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত শান্ত্যাদিশক্তি বাসুদেবাদি কেশবাদি ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৬। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশলক্ষজপ। প্রমাণে আছে।—দীক্ষিত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মন্ত্রের বর্ণসংখ্যানুসারে বারলক্ষ জপ ও ঘৃতযুক্ত তিলদ্বারা বারহাজার হোম করিবে। ৭।

অতঃপর লক্ষ্মীনারায়ণমন্ত্র কথিত হইতেছে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—দুইটি মায়াবীজ, দুইটী লক্ষ্মীবীজ, লক্ষ্মী এই শব্দের পর বাসুদেবায় এইপদ তাহার অন্তে নমঃ সর্ব্বাগ্রে প্রণবযোগ। এই চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্রকে কল্পবৃক্ষ বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রের উপাসনায় সকলপ্রকার কামনা পূরণ হয়। এই মন্ত্রের পূজাদি পূর্ব্বোক্ত বাসুদেব মন্ত্রের পূজার মত। ঋষ্যাদিন্যাস এই—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি লক্ষ্মীবাসুদেবায় দেবতায়ৈ নমঃ, এইরূপে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া উপরি লিখিত নিয়মে করাঙ্গন্যাস করিবে। এতদ্বিষয়ে প্রমাণে আছে,—দুই মায়াবীজে হৃদয়, দুই লক্ষ্মীবীজে মস্তক, লক্ষ্মী এই পদ দ্বারা শিখা, বাসুদেবায় এই পদ দ্বারা কবচ, এবং নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা অস্ত্রন্যাস করিবে। সকলের আদিতে প্রণবযোগ দিবে। তাহার পরে ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—বিদ্যুন্নিভা লক্ষ্মী ও চন্দ্রপ্রভা বাসুদেব উভয়ের শরীর স্নেহরসে

---

(১) তৎসহস্রং তিলৈশ্চৈব জুহুয়ান্মধুরাপ্লুতৈরিতি (খ) পাঠঃ।

(২) ওঁ হ্রীং শ্রীঃ শ্রীং লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ। (৩) হ্রীং। ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ। ইতি মন্ত্রঃ। (৪) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৫) স্নেহবশেন ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ মুদ্রিতাদর্শপাঠশ্চ।

ভরালঙ্কৃতম্। বিদ্যাপঙ্কজদর্পণান্ মণিময়ং কুম্ভং সরোজং গদাং, শঙ্খং চক্রমমূনি বিভ্রদমিতাং দিশ্যাচ্ছ্রিয়ং বঃ সদা ॥ ৮ ॥ অস্য পূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ। অস্য পুরশ্চরণং চতুর্দ্দশলক্ষজপঃ। তথাচ—বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তৎসহস্রং সরোরুহৈঃ। হোমং কুর্য্যাদ্বিকসিতৈর্ম্মধুরত্রয়সংযুতৈঃ। বর্ণলক্ষং মন্ত্রবর্ণসমসংখ্যলক্ষম্ ॥ ৯ ॥

অথ দধিবামনমন্ত্রঃ।—ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় ঠদ্বয়ম্ (৪) তথাচ নিবন্ধে—তারো হৃদ্বিষ্ণবে পশ্চাৎ ঙেন্তঃ সুরপতির্ভবেৎ। মহাবলায় ঠদ্বন্দ্বং মন্ত্রস্ত্বষ্টাদশাক্ষরঃ ॥ ১০ ॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি ইন্দবে ঋষয়ে নমঃ, মুখে বিরাট্ছন্দসে নমঃ, হৃদি দধিবামনায় দেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ নিবন্ধে—চন্দ্রান্তে-(২)কল্পিতে পীঠে প্রাগুক্তেন সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১১ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ যথা।—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নমস্তর্জনীভ্যাং স্বাহা। বিষ্ণবে মধ্যমাভ্যাং বষট্। সুরপতয়ে অনামিকাভ্যাং হুং। মহাবলায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ—হৃদেকেন শিরো দ্বাভ্যাং শিখা ত্রিভিরুদাহৃতা। কবচং পঞ্চভিঃ প্রোক্তং নেত্রং তাবদ্ভিরক্ষরৈঃ। দ্বাভ্যামস্ত্রমিতি প্রোক্তং প্রকারোহঙ্গস্য সূরিভিঃ ॥ ১২ ॥ ততো মন্ত্রন্যাসঃ,—শিরসি ভালে

যেন একতা প্রাপ্ত হইয়াছে; ঐ যুগলমূর্ত্তি নানাবিধ রত্নভূষণে ভূষিত, ঐ যুগলমূর্ত্তির লক্ষ্মীমূর্ত্তির হস্তে বিদ্যা, পদ্ম, দর্পণ ও মণিময়কুম্ভ এবং নারায়ণের হস্তে পদ্ম, গদা, শঙ্খ চক্র আছে; এই লক্ষ্মীনারায়ণমূর্ত্তি তোমাদিগকে অমিত শ্রী প্রদান করুন। এই দেবতার সমস্ত পূজাকার্য্যই বাসুদেব পূজার ন্যায় জানিবে। ৮। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চতুর্দ্দশলক্ষ জপ। প্রমাণে আছে,—বর্ণলক্ষ হোম করিবে, এবং হোম যত সংখ্যক হইবে ঘৃত মধু শর্করাসিক্ত ফুটন্ত পদ্মপুষ্প দ্বারা তত সংখ্যক হাজার হোম করিবে। বর্ণলক্ষ বলিতে এখানে মন্ত্র বর্ণলক্ষ, মন্ত্রে চতুর্দ্দশবর্ণ আছে, সুতরাং চতুর্দ্দশলক্ষ জপ এবং চতুর্দ্দশ সহস্র হোম। বচনে বিশেষ থাকায় এস্থলে জপের দশাংশ হোম নহে। ৯।

অনন্তর দধিবামনমন্ত্র কথিত হইতেছে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—প্রথমে প্রণব, নমঃ বিষ্ণবে, তাহার পর চতুর্থীর একবচনান্ত সুরপতিশব্দ, তাহার পর মহাবলায় এইপদ, তাহার পরে "স্বাহা" এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র। ১০। এই মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ যথা,—প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্য হইতে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, এই পর্য্যন্ত পীঠন্যাস করিয়া উপরি লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। অঙ্গন্যাস বিষয়ে প্রমাণে আছে,—একটি বর্ণে হৃদয়, দুইটী বর্ণে মস্তক, তিনটি বর্ণে শিখা, পাঁচটি বর্ণে কবচ, পাঁচটি বর্ণে নেত্র এবং দুই বর্ণে অস্ত্রন্যাস করিবে। ১১। ১২। তাহার পরে মন্ত্র-

---

(১) ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা। (২) চন্দ্রান্তমিতি (ক) পাঠঃ, চন্দ্রান্তকল্পিতে ইতি মুদ্রিত-(খ) পুস্তকপাঠঃ।

চক্ষুষোঃ কর্ণয়োরোষ্ঠে তালুকে কণ্ঠে বাহুদ্বয়ে উদরে নাভৌ গুহে উরুদ্বয়ে জানুদ্বয়ে জঙ্ঘাদ্বয়ে পাদদ্বয়ে মন্ত্রবর্ণান্ নমোঽন্তান্ ন্যসেৎ। জঙ্ঘাদ্বয়াদৌ দ্বয়ং দ্বয়ং বর্ণম্। ততো মূর্ত্তিপঞ্জরাদিকং বিধায় ধ্যায়েৎ॥ ১৩॥ মুক্তাগৌরং নবমণিলসদ্‌ভূষণং চন্দ্রসংস্থং, ভৃঙ্গাকারৈরলকনিকরৈঃ শোভিবক্ত্রারবিন্দম্। হস্তাজাভ্যাং কনককলসং শুদ্ধতোয়াভিপূর্ণং, দধ্যন্নাঢ্যং কনকচষকং ধারয়ন্তং ভজামঃ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ১৪॥ ততশ্চন্দ্রমণ্ডলান্তং পীঠং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। তথাচ—চন্দ্রান্তং কল্পিতে পীঠে প্রাগুক্তে তং সমর্চ্চয়েৎ। যথা,—অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। ততো দিগ্‌দলেষু বাসুদেবাদীন্ শক্তিসহিতান্ ধ্বজাদীন্ তদগ্রে কেশবাদীন্ সংপূজ্য ইন্দ্রবজ্রাদীন্ ঐরাবতাদীন্ দিগ্‌গজাংশ্চ পূজয়েৎ। ওঁ ঐরাবতায় দিগ্‌গজায় নমঃ ইত্যাদিক্রমেণ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ১৫॥

ন্যাস করিবে। মস্তকে, ললাটে, চক্ষুর্দ্বয়ে, দুইকর্ণে, ওষ্ঠে, তালুতে, কণ্ঠে, বাহুদ্বয়ে, উদরে নাভিতে, গুহে, উরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, জঙ্ঘাদ্বয়ে, পদদ্বয়ে অন্তে নমঃ যোগ করিয়া এক একটি বর্ণ ন্যাস করিবে। কেবল জঙ্ঘাদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে দুই দুই বর্ণ ন্যাস করিবে। যথা, —শিরসি ওঁ নমঃ, ভালে নং নমঃ, চক্ষুর্দ্বয়ে মোং নমঃ, কর্ণদ্বয়ে বিং নমঃ, ওষ্ঠে ষ্ণং নমঃ, তালুতে বেং নমঃ, কণ্ঠে সুং নমঃ, বাহুদ্বয়ে রং নমঃ, হৃদয়ে পং নমঃ, উদরে তং নমঃ, নাভিতে য়েং নমঃ, গুহে মং নমঃ উরুদ্বয়ে হাং নমঃ, জানুদ্বয়ে বং নমঃ, জঙ্ঘাদ্বয়ে লাং নমঃ, য়ং নমঃ পাদদ্বয়ে স্বাং নমঃ, হাং নমঃ। তাহার পরে কৃষ্ণমন্ত্রোক্ত মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ১৩। ধ্যান যথা,—যাঁহার দেহ মুক্তার ন্যায় গৌরবর্ণ, অঙ্গ নবমণিময় ভূষণে বিভূষিত, যিনি চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে অবস্থান করেন, যাঁহার মুখ কমল ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অলকসমূহে বিশোভিত, যাঁহার এক হস্তে নির্ম্মল জলপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ ও অপর হস্তে দধিমিশ্র অন্নে পূর্ণ সুবর্ণ পাত্র, সেই দধিবামনকে আমরা ভজনা করি। এইপ্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে। ১৪। তৎপরে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ এই পর্য্যন্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা করিবে। কল্পিত পূর্ব্বোক্ত পীঠে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত পীঠ পূজা করিয়া দেবতার পূজা করিবে, প্রমাণে এইরূপ বলা আছে। অগ্নি প্রভৃতি চারিকোণে, মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গপূজা করিয়া দশদলে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত শান্তি প্রভৃতি শক্তিসহিত বাসুদেবাদি ও ধ্বজাদির পূজা করিয়া তদগ্রে কেশবাদির পূজা করিবে। পরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে। অনন্তর ওঁ ঐরাবতায় দিগ্‌গজায় নমঃ, এইরূপ পূজা করিয়া উক্ত প্রকারে পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক, এই সমস্ত দিগ্‌গজের পূজা

অস্য পুরশ্চরণং লক্ষত্রয়জপঃ। তথাচ—গুণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং ঘৃতপ্লুতম্। পায়সান্নং প্রজুহুয়াদ্দধ্যন্নংবা যথাবিধি ॥ ১৬ ॥

অথ হয়গ্রীবমন্ত্রঃ।—ওঁ উদ্গিরৎপ্রণবোদ্গীথ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর। সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয় ॥ তথাচ নিবন্ধে।—উদ্গিরৎ-পদমাভাষ্য প্রণবোদ্গীথশব্দতঃ। সর্ব্ববাগীশ্বরেত্যন্তে প্রবদেদীশ্বরেত্যথ। সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্যশব্দান্তেসর্ব্বমুচ্চরেৎ। বোধয়দ্বিতয়ান্তোহয়ং মন্ত্রস্তারাদিরীরিতঃ (১) ॥ ১৭ ॥ অস্য পূজা,—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখেঽনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীহয়গ্রীবায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ১৮ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। যথা—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ উদ্গিরৎপ্রণবোদ্গীথ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর মধ্যমাভ্যাং বষট্, সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য অনামিকাভ্যাং হুঁ, সর্ব্বং বোধয় বোধয় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু ॥ ১৯ ॥ ততো ধ্যানম্।—শরচ্ছশাঙ্কপ্রভমশ্ববক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈঃ প্রদীপ্তম্। রথাঙ্গশঙ্খার্চ্চিতবাহুযুগ্মং জানুদ্বয়ন্যস্তকরং (২) ভজামঃ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কৃত্বা বৈষ্ণবোক্তপীঠপূজাং বিধায় হস্হ্‌মিত্যনেন মূর্ত্তিং সঙ্কল্পয়েৎ। তথাচ—বীজেন মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য বীজমুদ্ধ্রিয়তে (৩) যথা। বিয়ভ্‌গুস্থ-

করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৫। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিনলক্ষ জপ। প্রমাণে আছে গুণলক্ষ মন্ত্রজপ করিবে। গুণ শব্দে তিন। ঘৃত প্লাবিত পায়সান্ন কিম্বা দধ্যন্নদ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ ত্রিশহাজার হোম করিবে। ১৬।

তাহার পরে হয়গ্রীবমন্ত্র বলা হইতেছে।—নিবন্ধে বলিয়াছেন—'উদ্গিরৎ' এই পদ বলিয়া 'প্রণবোদ্গীথ' শব্দের পর 'সর্ব্ববাগীশ্বর' 'ঈশ্বর' "সর্ব্ববেদ ময়াচিন্ত্য" এই পদগুলির পর "সর্ব্বং" এই পদ উচ্চারণ করিবে। তাহার পর দুইটি 'বোধয়' পদ বলিবে। এই কয়টি পদের পর পর সন্নিবেশে যে মন্ত্র হইবে তাহার প্রথমে প্রণব যোগ করিবে। ১৭। এই মন্ত্রের পূজাক্রম যথা,—সামান্য-পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত-পীঠন্যাসপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া উপরিলিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। ১৮। ১৯। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা,—যাঁহার দেহকান্তি শরচ্চন্দ্রের ন্যায় মনোহর, অশ্বের ন্যায় বদন এবং সর্ব্বাঙ্গ মুক্তাময় আভরণে অলঙ্কৃত, যাঁহার এক হস্তে চক্র ও অন্যহস্তে শঙ্খ এবং অপর দুই হস্ত জানুদ্বয়ের উপরি বিন্যস্ত রহিয়াছে; সেই হয়গ্রীব দেবকে ভজনা করি। এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে। অনন্তর বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও হস্হ্ং এই মন্ত্রে মূর্ত্তি কল্পনা করিবে। প্রমাণে আছে—বীজ দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবে। বীজোদ্ধারের

---

(১) ওঁ উদ্গিরৎ প্রণবোদ্গীথ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয়।

(২) এতেন হস্তচতুষ্টয়ম্। (প টি) (৩) উদ্ধরত্তে ইতি মুদ্রিত-(খ) পুস্তকপাঠঃ।

মঘীশবিন্দুমদ্বীজমীরিতম্। ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত। যথা কেশরেষু চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্ব্বেদান্ ঋগ্যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ বিদিক্ষু অঙ্গস্মৃতিন্যায়-(১) সর্ব্বশাস্ত্রাণি পূজয়েৎ। পত্রাগ্রেষগ্ন্যাদিকোণে দিক্ষু চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পঞ্চাঙ্গানি পূজয়েৎ। তথাচ—কেশরেষু চতুর্ব্বেদান্ চতুর্দ্দিক্ষু প্রপূজয়েৎ। বিদিক্ষ্বঙ্গস্মৃতিন্যায়সর্ব্বশাস্ত্রাণি পূজয়েৎ। অর্চ্চয়েৎ পত্রমধ্যেষু বিধানেনাঙ্গদেবতাঃ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ২০ ॥ অস্য পুরশ্চরণং ত্রয়স্ত্রিংশল্লক্ষজপঃ। তথাচ—বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং কুন্দপুষ্পৈর্ম্মধুপ্লুতৈঃ। দশাংশং বৈষ্ণবে (২) বহ্নৌ জুহুয়ান্মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ২১ ॥

(অথ হয়গ্রীবৈকাক্ষরমন্ত্রঃ।—স চ (৩)) হকারসকারষষ্ঠস্বরবিন্দ্বাত্মকঃ (৪)। তথা চ কল্পে—বিয়দ্ভৃগুস্থমঘীশবিন্দুমদ্বীজমীরিতম্। একাক্ষরমনুঃ প্রোক্তশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ ॥ ২২ ॥ অস্য ব্রহ্মা ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণুর্দ্দেবতা হকারো বীজম্ উকারঃ শক্তিঃ হ্সাং হ্সীং হ্সূং হ্সৈং হ্সৌং হ্সঃ ইতি ষড়ঙ্গকল্পনা ॥ ২৩ ॥ ধ্যানম্।

প্রণালী কথিত হইতেছে—বিয়ৎ শব্দে, হ, ভৃগুশব্দে স, এই দুই বর্ণে অঘীশ অর্থাৎ উকার যোগ করিয়া অন্তে বিন্দু (ং) সংযোগ করিবে, ইহাতে 'হ্সূং' এই মন্ত্র হইবে। তাহার পরে পুনর্ব্বার ধ্যান আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণপূজা করিবে। যথা যন্ত্রপদ্মের কেশরে চতুর্দ্দিকে ওঁ ঋগ্বেদায় নমঃ, ওঁ যজুর্ব্বেদায় নমঃ, ওঁ সামবেদায় নমঃ, ওঁ অথর্ব্ববেদায় নমঃ। চতুষ্কোণে ওঁ অঙ্গশাস্ত্রায় নমঃ, ওঁ স্মৃতিশাস্ত্রায় নমঃ, ওঁ ন্যায়শাস্ত্রায় নমঃ, ওঁ সর্ব্বশাস্ত্রায় নমঃ, এই প্রকার পূজা করিবে। পদ্মদলের অগ্রে অগ্নি প্রভৃতি কোণে, দিক্চতুষ্টয়ে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি পঞ্চাঙ্গপূজা করিবে। দলের বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ২০। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তেত্রিশ লক্ষ জপ। প্রমাণে আছে—বর্ণ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। বর্ণ শব্দে মন্ত্রবর্ণ,—মন্ত্রে তেত্রিশটি বর্ণ আছে সুতরাং তেত্রিশ লক্ষ জপ পাওয়া যাইতেছে। জপের পর মধুযুক্ত কুন্দপুষ্পদ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার হোম করিবে। ২১।

অনন্তর হয়গ্রীবের একাক্ষরমন্ত্র কথিত হইতেছে।—কল্পে বলিয়াছেন,—হকার ও সকারে উকার যোগ করিয়া তাহার অন্তে বিন্দু (ং) যোগ করিলে হয়গ্রীবের একাক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করে। ২২। এই মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ যথা—প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠন্যাসের পর ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টপ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি হয়গ্রীবরূপিণে

---

(১) স্মৃতিন্যায়মীমাংসা ইতি (ক) পাঠঃ। (২) বহ্নের্বৈষ্ণবনাম কৃত্বা জুহুয়াৎ (খ টি)।
(৩) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। (৪) হসূং ইতি মন্ত্রঃ (ক) (খ) টি !

—ধবলনলিননিষ্ঠং (১) ক্ষীরগৌরং করাব্জৈ-(২) র্জপবলয় (৩) সরোজে পুস্তকাভীষ্টদানে। দধতমমলবস্ত্রাকল্পজালাভিরামং তুরগবদনজিষ্ণুং নৌমি বিদ্যাগ্রবিষ্ণুম্॥ অন্যচ্চ—শরচ্ছশাঙ্কপ্রভমশ্ববক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈরুপেতম্। রথাঙ্গশঙ্খোর্দ্ধকরঞ্চ (৪) বিদ্যাব্যাখ্যানমুদ্রাঙ্ককরং ভজামি॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কৃত্বা পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত। তত্রাঙ্গৈঃ প্রথমমাবরণম্। প্রজ্ঞাহয়-মেধাহয়-স্মৃতিহয়-বিদ্যাহয়-লক্ষ্মীহয়-বাগীশীহয়-বিদ্যাবিশালহয়-নাদবিমর্দ্দনহয়ৈরষ্টাভির্দ্বিতীয়ম্ (৫)। লক্ষ্মী-সরস্বতী-রতি-প্রীতি-কীর্ত্তি-কান্তি-তুষ্টি-পুষ্টিভিস্তৃতীয়ম্। কুমুদাদিভির্গজৈশ্চতুর্থম্। ইন্দ্রাদিভিঃ পঞ্চমম। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ২৪॥ অস্য পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ। তথাচ—বেদলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াত্ততঃ। আজ্যেন দশাংশহোমঃ॥২৫॥

বিষ্ণবে দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে হকারায় বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ উকারায় শক্তয়ে নমঃ। তাহার পরে হ্সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্সীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্সূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্সৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, হসৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হসঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এই প্রকারে করন্যাস করিয়া হ্সাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে অঙ্গন্যাস করিবে। ২৩। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা,—যিনি শ্বেতপদ্মে উপবেশন করিয়া আছেন, যাঁহার মূর্ত্তি দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র; যিনি হস্তে জপমালা, পদ্ম, পুস্তক ও বরমুদ্রা ধারণ করিতেছেন; নির্ম্মল বসনে বেশভূষা করিয়া যিনি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছেন; যুদ্ধবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যায় যিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য সেই অশ্বমুখ দেবতাকে নমস্কার করি। এই দেবতার অন্য প্রকার ধ্যান আছে। যথা,—যাঁহার দেহপ্রভা শরৎকালের শশাঙ্কের ন্যায় সুন্দর, অশ্বের ন্যায় যাঁহার বদন, অঙ্গ মুক্তাময় আভরণে বিভূষিত এবং উর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে চক্র ও শঙ্খ এবং অন্য হস্তদ্বয়ে বিদ্যা ও জ্ঞানমুদ্রা রহিয়াছে; সেই হয়গ্রীবদেবকে ভজনা করি। এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপনপূর্ব্বক পীঠপূজা করিবে। তাহার পরে পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা করিবে। হ্সাং হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদি প্রকারে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া ওঁ প্রজ্ঞাহয়ায় নমঃ, ওঁ মেধাহয়ায় নমঃ, ওঁ স্মৃতিহয়ায় নমঃ, ওঁ বিদ্যাহয়ায় নমঃ, ওঁ লক্ষ্মীহয়ায় নমঃ, ওঁ বাগীশীহয়ায় নমঃ, ওঁ বিদ্যাবিশালহয়ায় নমঃ, ওঁ নাদবিমর্দ্দনহয়ায় নমঃ, এই অষ্ট হয়ের পূজা করিবে। তাহার পরে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, এইরূপ সরস্বত্যৈ, রত্যৈ, প্রীত্যৈ, কীর্ত্ত্যৈ, কান্ত্যৈ, তুষ্ট্যৈ, পুষ্ট্যৈ নমঃ, এই সকল পূজা করিবে। তাহার পরে কুমুদ প্রভৃতি গজের ও ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্পালের পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম

---

(১) শুক্লপদ্মাসনস্থম্। (২) করাগ্রৈরিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৩) অক্ষমালা।
(৪) রথাঙ্গশঙ্খৌ উর্দ্ধকরে যস্য (খ চি) (৫) আবরণমিত্যর্থঃ।

মন্ত্রান্তরম্।—হয়গ্রীবৈরেকাক্ষরাদিচতুর্থ্যন্তহয়শিরঃশব্দো নমোঽন্তঃ। (১). তথা চ কল্পে—হয়শিরঃপদং ঙেন্তং হৃদন্তঞ্চ সমুদ্ধরেৎ। স্ববীজাদিরয়ং মন্ত্রশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ॥ ২৬, অস্য ব্রহ্মা ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণুর্দ্দেবতা। অন্যৎ সর্ব্বমেকাক্ষরবৎ॥ ২৭॥

মন্ত্রান্তরম্।—উদ্গিরৎপ্রণবোদ্গীথ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয়। স্বাহান্তো মনুরাখ্যাতো (২) বীজপ্রণবসংপুটঃ॥ ২৮ ॥ মন্ত্রান্তরং—বিশ্বোত্তীর্ণস্বরূপায় চিন্ময়ানন্দরূপিণে। তুভ্যং নমো হয়গ্রীব বিদ্যারাজায় বিষ্ণবে। (৩) স্বাহান্তো মনুরাখ্যাতো হংসেন সংপুটীকৃতঃ॥ ২৯॥ অয়ং মন্ত্রো হংসাদিঃ সোঽহমন্তিকঃ। এতয়োর্ম্মন্ত্রয়োঃ পূর্ব্বোঽনুষ্টুপ্ হয়গ্রীবমন্ত্রবৎ সর্ব্বং জ্ঞাতব্যম্॥ ৩০ ॥

অথ নৃসিংহমন্ত্রঃ।—নিবন্ধে,— উগ্রং বীরং বদেৎ পূর্ব্বং মহাবিষ্ণুমনন্তরম্। জ্বলন্তং পদমাভাষ্য সর্ব্বতোমুখমীরয়েৎ। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং বদেত্ততঃ নমাম্যহমিতি প্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ॥ অয়ং মন্ত্রো মায়াপুটিতো ভবতি তদা সর্ব্বকামফলপ্রদঃ।

সমাপ্ত করিবে। ২৪। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষ জপ করিয়া ঘৃত দ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ চল্লিশ হাজার হোম করিবে। ২৫।

হয়গ্রীবের অন্যমন্ত্র কথিত হইতেছে।—হয়শিরস্ শব্দে চতুর্থীর একবচন প্রয়োগ করিয়া যে পদ হইবে তাহার অন্তে নমঃ শব্দ যোগ এবং আদিতে হয়গ্রীবের একাক্ষর মন্ত্রযোগ করিলে অপর একটি মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রে পূজাদি করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গফল লাভ হয়। ২৬। এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ ও হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু দেবতা এইমাত্র বিশেষ, অন্যান্য পূজাপ্রণালী একাক্ষরমন্ত্রবৎ জানিবে। ২৭

হয়গ্রীবের পূর্ব্বোক্ত তেত্রিশ অক্ষরে যে মন্ত্র হইয়াছে তাহার অন্তে স্বাহা শব্দ যোগ করিয়া তাহার আদ্যন্তে ঐ দেবতার একাক্ষর মন্ত্র ও প্রণব যোগ করিলে অপর একটি মন্ত্র হইবে। আর একটি মন্ত্র—"বিশ্বোত্তীর্ণস্বরূপায় চিন্ময়ানন্দরূপিণে। তুভ্যং নমো হয়গ্রীব বিদ্যারাজায় বিষ্ণবে" এই মন্ত্রটির অন্তে স্বাহা এবং আদ্যন্তে হংস এই মন্ত্র যোগ করিলে অপর একটি মন্ত্র হইবে। এই দ্বিবিধ মন্ত্রের পূজাদি একাক্ষরমন্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে করিবে। ২৮—৩০।

অতঃপর নৃসিংহমন্ত্র কথিত হইতেছে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—প্রথমে "উগ্রং বীরং" লবে পরে 'মহাবিষ্ণুং' তাহার পর 'জ্বলন্তং' বলিয়া 'সর্ব্বতোমুখং' উচ্চারণ করিবে। তাহার পরে 'নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং' বলিবে। তাহার পরে 'নমাম্যহং' এই কয়টির সংযোগে নৃসিংহের মন্ত্রবীজ হইবে। ইহা কল্পবৃক্ষের ন্যায় বাঞ্ছিত ফলপ্রদ। ঐ

---

(১) হ্‌সূং হয়শিরসে নমঃ। (ক টি) (২) হ্‌সূং ওঁ উদ্গিরৎ প্রণবোদ্গাবীথ সর্ব্বাগীশ্বরেশ্বর সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয় স্বাহা ওঁ হ্‌সূং। (৩) হংসঃ বিশ্বোত্তীর্ণস্বরূপায় চিন্ময়ানন্দরূপিণে। তুভ্যং নমো হয়গ্রীব বিদ্যারাজায় বিষ্ণবে স্বাহা। সোঽহম্।

তথা চ কল্পে—হৃল্লেখাপুটিতশ্চেৎ স্যাৎ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৩১ ॥ (১) অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদিবৈষ্ণবোক্তপীঠন্যাসান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ ।—শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি নৃসিংহায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥৩২॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। যথা,—উগ্রঃ বীরং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। উগ্রং বীরং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। তথাচ—চতুর্ভির্হৃদয়ং বর্ণৈঃ শিরস্তাবদ্ভিরক্ষরৈঃ। শিখাষ্টাভিঃ সমুদ্দিষ্টা ষড়্ভিঃ কবচমীরিতম্। তাবদ্ভির্নয়নং প্রোক্তমস্ত্রং স্যাৎ করণাক্ষরৈঃ ॥ ৩৩ ॥ ততো মন্ত্রন্যাসঃ—শিরোললাটনেত্রেষু মুখবাহ্বঙ্ঘ্রি সন্ধিষু। সাগ্রেষু কুক্ষৌ হৃদয়ে গলে পার্শ্বদ্বয়ে পুনঃ। অপরাঙ্গে (২) চ ককুদি ন্যসেদ্বর্ণান্ যথাক্রমম্ ॥ ৩৪ ॥ ততো ধ্যানং—মাণিক্যাদ্রিসমপ্রভং (৩)

মন্ত্রের আদ্যন্তে মায়াবীজ যোগ করিলে এইমন্ত্র নিখিল কামফল প্রদান করে।৩১। উক্ত মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ যথা,—প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুপূজাপদ্ধতিক্রমে পীঠন্যাসপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া উপরিলিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ৩২। তাহার পরে উগ্রং বীরং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, মহাবিষ্ণুং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং মধ্যমাভ্যাং বষট্, নৃসিংহং ভীষণম্ অনামিকাভ্যাং হুং, ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, নমাম্যহম্ অস্ত্রায় ফট্। এই প্রকারে করন্যাস করিয়া উগ্রং বীরং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে যথাক্রমে অঙ্গন্যাস করিবে। প্রমাণে বলিয়াছেন,—প্রথম চারিবর্ণে হৃদয়, দ্বিতীয় চারিবর্ণে মস্তক, তৃতীয় আটটী বর্ণে শিখা, এইরূপ ছয়টী বর্ণে কবচ, ছয়টী বর্ণে নেত্র এবং চারিটি বর্ণে অস্ত্র ন্যাস করিবে। ৩৩। অনন্তর মন্ত্রন্যাস করিবে। মস্তক, ললাট, নেত্র, মুখ, বাহু ও পদের সন্ধি, বাহু ও পদের অগ্র, উদর, হৃদয়, গলদেশ, দুই পার্শ্ব, অপরাঙ্গ এবং গ্রীবায় মন্ত্রের এক একটি বর্ণ যথাক্রমে ন্যাস করিবে। যথা—মস্তকে উং নমঃ, ললাটে গ্রং নমঃ, দক্ষনেত্রে বীং নমঃ, বামনেত্রে রং নমঃ, মুখে মং নমঃ, দক্ষবাহুমূলে হাং নমঃ, দক্ষবাহুমধ্যসন্ধিতে বিং নমঃ, দক্ষমণিবন্ধে ষ্ণুং নমঃ, দক্ষাঙ্গুলিমূলে জ্বং নমঃ, দক্ষাঙ্গুল্যগ্রে লং নমঃ, বামবাহুমূলে স্তং নমঃ, বামবাহুমধ্যসন্ধিতে সং নমঃ, বামমণিবন্ধে র্বং নমঃ, বামাঙ্গুলীমূলে তোং নমঃ, বামাঙ্গুল্যগ্রে মুং নমঃ, দক্ষপাদোরুসন্ধিতে খং নমঃ, দক্ষপাদমধ্যসন্ধিতে নৃং নমঃ, দক্ষজঙ্ঘার নিম্নসন্ধিতে সিং নমঃ, দক্ষপাদাঙ্গুলীমূলে হং নমঃ, দক্ষপাদাঙ্গুল্যগ্রে ভীং নমঃ, বামপাদোরুসন্ধিতে ষং নমঃ, বামপাদমধ্যসন্ধিতে ণং নমঃ, বামজঙ্ঘার নিম্নসন্ধিতে ভং নমঃ, বামপাদাঙ্গুলীমূলে দ্রং নমঃ, বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে মৃং নমঃ, উদরে ত্যুং নমঃ, হৃদয়ে মৃং নমঃ, গলে ত্যুং নমঃ, দক্ষপার্শ্বে নং নমঃ,

---

(১) উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্। হ্রীং উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ হ্রীং। ইতি দ্বিবিধোঽয়ং মন্ত্রঃ।

(২) অপরাংশে ইতি (খ) পাঠঃ। (৩) এতেন রক্তবর্ণম্। (খ টি)

নিজরুচা সংত্রস্তরক্ষোগণং জানুন্যস্তকরাম্বুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ্ভূষণম্। বাহুভ্যাং ধৃতশঙ্খচক্রমনিশং দংষ্ট্রোগ্রবক্ত্রোল্লসজ্জ্বালাজিহ্বমুদগ্রকেশনিচয়ং (১) বন্দে নৃসিংহং বিভুম্॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং বিধায় বৈষ্ণবোক্তপীঠপূজাং কৃত্বা পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত। তদ্‌যথা—কেশরেষ্বগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ অঙ্গানি পূজয়েৎ। যথা,—উগ্রং বীরং হৃদয়ায় নমঃ। মহাবিষ্ণুং শিরসে স্বাহা। জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং শিখায়ৈ বষট্। নৃসিংহং ভীষণং কবচায় হুং। ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। নমাম্যহম্ অস্ত্রায় ফট্। ততঃ পূর্ব্বাদিদলে গরুড়ং শঙ্করং শেষং ব্রহ্মাণঞ্চ পূজয়েৎ। বিদিগ্‌দলেষু শ্রিয়ং হ্রিয়ং ধৃতিং পুষ্টিঞ্চ প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ৩৫॥ অস্য পুরশ্চরণং দ্বাত্রিংশল্লক্ষজপঃ। তথাচ—বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তৎসহস্রং ঘৃতপ্লুতৈঃ। পায়সান্নৈঃ প্রজুহুয়াদ্বিধিবৎ পূজিতেঽনলে॥ ৩৬॥

বামপার্শ্বে মাং নমঃ, অপরাঙ্গে ম্যং নমঃ গ্রীবায় হং নমঃ। এইরূপে মন্ত্রন্যাস ক'রবে। ৩৪। অনন্তর ধ্যান করিবে। যথা,—মাণিক্যময় পর্ব্বতের ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, যাঁহার ভীষণমূর্ত্তিতে রাক্ষসগণ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত, যাঁহার তিনটি নেত্র, যাঁহার করপদ্ম সর্ব্বদা জানুর উপরে স্থাপিত রহিয়াছে, যাঁহার অঙ্গাভরণে রত্নসমূহ ঝক্‌মক্ করিতেছে, যিনি এক হস্তে শঙ্খ অপর হস্তে চক্র ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার বদনমণ্ডল বিশাল দংষ্ট্রায় ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে সেই বদন হইতে বহির্গত জিহ্বা হইতে অনবরত বহ্নিশিখা নির্গত হইতেছে, যাঁহার মস্তকের কেশরাশি সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে সেই প্রভু নৃসিংহদেবকে বন্দনা করি। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপনপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজাপদ্ধতিক্রমে পীঠপূজা, পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণ পূজা আরম্ভ করিবে। পদ্মের কেশরে, অগ্নি প্রভৃতি চারিকোণে, মধ্য এবং চতুর্দ্দিকে উগ্রং বীরং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিত ষড়ঙ্গপূজা করিয়া পূর্ব্বদলে ওঁ গরুড়ায় নমঃ, দক্ষিণদলে ওঁ শঙ্করায় নমঃ, পশ্চিমদলে ওঁ শেষায় নমঃ, উত্তরদলে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, আগ্নেয়দলে ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, নৈর্ঋতদলে ওঁ হ্রিয়ৈ নমঃ, বায়ুদলে ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ, ঈশানদলে ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। এইরূপে পূজা করিবে। পদ্মদলের বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে। ৩৫। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে বত্রিশ লক্ষ জপ। প্রমাণে আছে,—বর্ণ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। বর্ণ শব্দে মন্ত্র বর্ণ। নৃসিংহদেবের প্রথম মন্ত্রে বত্রিশটি বর্ণ আছে, এজন্য বত্রিশ লক্ষ জপ। ঘৃতাক্ত পায়সান্ন দ্বারা বত্রিশ হাজার হোম করিবে। ৩৬।

---

(১) উদগ্রকেশনিচয়মূর্দ্ধকেশমিত্যর্থঃ।

মন্ত্রান্তরম্। নিবন্ধে।—পাশঃ শক্তির্নরহরিরঙ্কুশো বর্ম্ম ফট্ (১) মনুঃ। ষড়ক্ষরো নরহরেঃ কথিতঃ সর্ব্বকামদঃ ॥ ৩৭ ॥ অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি নৃসিংহায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ৩৮ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ক্ষ্রৌঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্, ক্রোঁ। অনামিকাভ্যাং হুং, হুঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ফট্ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু ॥ ৩৯ ॥ ততো ধ্যানম্—কোপাদালোলজিহ্বং বিবৃতনিজমুখং সোমসূর্য্যাগ্নিনেত্রং পাদাদানাভিরক্তপ্রভমুপরি সিতং ভিন্নদৈত্যেন্দ্রগাত্রম্। শঙ্খং চক্রং চ পাশাঙ্কুশকুলিশগদাদারুণান্যুদ্বহন্তং ভীমং তীক্ষ্ণোগ্রদংষ্ট্রং মণিময়বিবিধাকল্পমীড়ে নৃসিংহম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কৃত্বা বৈষ্ণবোক্তপীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত। তদ্‌যথা।—কেশরেষ্বগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। ততঃ পত্রেষু পূর্ব্বাদি শঙ্খং চক্রং পাশম্ অঙ্কুশং বজ্রং গদাং খড়্গং খেটকঞ্চ প্রণবাদিনমোহন্তেন পূজয়েৎ। তথাচ নিবন্ধে।—অঙ্গাবৃতে (২) র্ব্বহিশ্চক্রং শঙ্খং পাশাঙ্কুশৌ পুনঃ। বজ্রং কৌমোদকীং খড়্গং খেটং

নৃসিংহদেবের অন্যমন্ত্র কথিত হইতেছে।—পাশবীজ, মায়াবীজ, নৃসিংহবীজ, অঙ্কুশবীজ, বর্ম্মবীজ ও ফট্ এই ছয়টি অক্ষরে নৃসিংহদেবের আর একটি মন্ত্র হয়, এই মন্ত্রে সকল কামনা পূর্ণ হয়। ৩৭। এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি যথা,—সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া উপরিলিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক ধ্যান করিবে। ৩৮। ৩৯। ধ্যান যথা,—যিনি ক্রোধে মুখব্যাদান পূর্ব্বক জিহ্বা সঞ্চালন করিতেছেন, চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি যাঁহার তিনটি নেত্র, চরণ হইতে নাভি পর্য্যন্ত দেহভাগ রক্তবর্ণ, তাহার উপরিভাগ শুক্লবর্ণ, যিনি শঙ্খ, চক্র, পাশ, অঙ্কুশ, বজ্র, গদা ও পরশুধারণ করিতেছেন ও হিরণ্যকশিপুর দেহবিদীর্ণ করিয়াছেন, ভীষণ তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা বহির্গত মণিময় বিবিধ আভরণে বিভূষিত ভীষণমূর্ত্তি এরূপ নৃসিংহদেবকে স্তব করি। এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপনপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যের পর আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। কেশরে, অগ্নি প্রভৃতি চারি কোণে, মধ্যে এবং চারিদিকে আং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, ক্ষ্রৌং শিখায়ৈ বষট, ক্রোং কবচায় হুং, হুং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ফট্ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এইরূপ ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। তাহার পরে পদ্মদলে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ শঙ্খায় নমঃ, ওঁ চক্রায় নমঃ, ওঁ পাশায়

---

(১) পাশঃ (আং) শক্তিঃ (হ্রীং) নরহরিবীজং (ক্ষ্রৌং) অঙ্কুশঃ ক্রোং বর্ম্ম (হুং) ফট। আং হ্রীং ক্ষ্রৌং ক্রোং হুং ফট ইতি ষড়ক্ষরো মন্ত্রঃ। (২) অঙ্গাবৃত্তেরিতি (ক) পাঠঃ।

পত্রেষু পূজয়েৎ। ততঃ ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ৪০॥ অস্য পুরশ্চরণং ষড়্লক্ষজপঃ। তথাচ—ঋতুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং ঘৃতেন জুহুয়াত্ততঃ। তৎসহস্রং সমিদ্ধেঽগ্নৌ তোষয়েদ্বসুনা গুরুম্॥ ৪১॥

মন্ত্রান্তরম্।—ক্ষকারো বহ্নিমারূঢ়ো মনুবিন্দু-(১) সমন্বিতঃ। একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥ ৪২॥ অস্য পূজাদিকং সর্ব্বং মন্ত্ররাজবৎ। বিশেষস্তু অত্রির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো নৃসিংহো দেবতা ক্ষকারো বীজম্ ঔকারঃ শক্তিঃ ষড় দীর্ঘযুক্তবীজেনাঙ্গকল্পনা॥ ৪৩॥ অস্য পুরশ্চরণমষ্টলক্ষজপঃ। তথাচ—বসুলক্ষং জপেন্মন্ত্রম্ ইত্যাদি-বচনাৎ॥ ৪৪॥

মন্ত্রান্তরম্। তথা চ কল্পে।—জয়দ্বয়ং সমুচ্চার্য্য শ্রীপূর্ব্বো নৃসিংহেত্যপি। (২) অষ্টাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং কামদো মণিঃ॥ ৪৫॥ অস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো

নমঃ, ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ, ওঁ বজ্রায় নমঃ, ওঁ গদায়ৈঃ নমঃ, ওঁ খড়্গায় নমঃ, ওঁ খেটকায় নমঃ, এইরূপে পূজা করিয়া ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজাপূর্ব্বক ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৪০। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ছয়লক্ষ জপ। প্রমাণে আছে, ঋতুলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে, (ঋতু ছয়) ঘৃতদ্বারা ছয় হাজার হোম করিবে এবং অর্থ দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিবে। ৪১।

এক্ষণে নৃসিংহদেবের একাক্ষরমন্ত্র কথিত হইতেছে।—ক্ষ কারে বহ্নি (র) সংযোগ করিয়া তাহাতে চতুর্দ্দশস্বর (ঔ) যোগ ও তাহাতে বিন্দু প্রক্ষেপ করিলে নৃসিংহদেবের একাক্ষর মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রে সকল কামনা পূর্ণ হয়। ৪২। এই মন্ত্রের পূজাদি পূর্ব্বকথিত দ্বাত্রিংশদক্ষরমন্ত্রের পূজার মত করিবে। কেবল ঋষ্যাদিন্যাসে বিশেষ আছে, ঋষ্যাদিন্যাসে—অত্রি-ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, নৃসিংহ দেবতা, ক্ষকার বীজ, ঔকার শক্তি। বীজমন্ত্রে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে। ক্ষ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্ষ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ক্ষ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্ ক্ষ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ক্ষ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ক্ষ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং ক্ষ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। এই প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিবে। ৪৩। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে অষ্টলক্ষ জপ করিয়া জপের দশাংশ অর্থাৎ আশী হাজার হোম করিবে। ৪৪।

নৃসিংহদেবের অপর একটি মন্ত্র বলা যাইতেছে—জয় পদ দুইবার উচ্চারণ করিয়া শ্রীনৃসিংহ এই নাম উচ্চারণ করিবে। ইহা একটী অষ্টাক্ষর মন্ত্র। এই

---

(১) মনুস্বর ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। মনুঃ (ঔ)। ক্ষ্রৌং ইত্যেকাক্ষরো মন্ত্রঃ।

(২) নৃসিংহ ইত্যপি ইতি (ক) পাঠঃ। তন্মতে জয় জয় শ্রীনৃসিংহঃ ইতি বিসর্গান্তঃ পাঠঃ। (আ০ বি০) পুস্তকে নৃসিংহ ইতি সম্বোধনান্তং পদং স্পষ্টমুক্তম্। (খ) পুস্তকাদিষু 'জয় জয় শ্রীনৃসিংহ' ইত্যেব মন্ত্রঃ।

নৃসিংহো দেবতা ষড়্‌দীর্ঘযুক্তবীজেনাঙ্গকল্পনা। ধ্যানার্চ্চনাদিকং মন্ত্ররাজবৎ ॥ ৪৬ ॥ অস্য পুরশ্চরণমষ্টলক্ষজপঃ। বসুলক্ষং জপেন্মন্ত্রম্ ইত্যাদিবচনাৎ ॥ ৪৭ ॥

অথ হরিহরমন্ত্রঃ। মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াম্।—তারো মায়া প্রাসাদং শঙ্করনারায়ণায় নমঃ প্রাসাদং মায়া তারঃ (১) ॥ ৪৮ ॥ অস্য (২) পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তং শৈবোক্তং বা পীঠন্যাসং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি নারদঋষয়ে (৩) নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ, হৃদি হরিহরায় দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে হৌং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ ॥ ৪৯ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি ষড়্‌দীর্ঘযুক্তবীজেন, এবং হৃদয়াদিষু ॥ ৫০ ॥ ততো ধ্যানম্।—শূলং চক্রং পাঞ্চজন্যমভীতিং দধতং করৈঃ। স্বস্বভূষাচ্ছলীলার্দ্ধদেহং হরিহরং ভজে ॥ এবং ধ্যাত্বা

মন্ত্র উপাসকদিগের কামদমণি। ৪৫। ঋষ্যাদিন্যাস।—এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রীছন্দঃ, নৃসিংহ দেবতা, বীজমন্ত্রে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে যথা,—শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীনৃসিংহায় দেবতায়ৈ নমঃ। করাঙ্গন্যাস এই,—ক্ষ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্ষ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ক্ষ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌, ক্ষ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ক্ষ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌, ক্ষ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌। এইরূপে ক্ষ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। এই মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি পূর্ব্বোক্ত দ্বাত্রিংশদক্ষর মন্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতি অনুসারে করিবে। ৪৬। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে অষ্টলক্ষ জপ করিয়া জপের দশাংশ আশী হাজার হোম করিবে। ৪৭।

অতঃপর হরিহরমন্ত্র কথিত হইতেছে। মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায় বলিয়াছেন,—প্রণব, মায়াবীজ, প্রাসাদবীজ (হৌং) তাহার পরে 'শঙ্করনারায়ণায় নমঃ' তাহার পরে আবার প্রাসাদবীজ, মায়াজীব ও প্রণব। ৪৮। এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি যথা,—অগ্রে প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত কিম্বা শিবমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস করিয়া উপরিলিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ৪৯। তাহার পরে করাঙ্গন্যাস—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্‌, হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌। এইরূপে হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদিক্রমে করাঙ্গন্যাস করিবে। ৫০। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা,—যিনি শূল, চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন এবং যিনি লীলাচ্ছলে অর্দ্ধদেহ হরিরূপে ও অর্দ্ধদেহ হররূপে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধদেহকে স্ব স্ব ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন, সেই হরিহর

---

(১) (ক) পুস্তকে ওঁ হ্রীং হৌং শঙ্করনারায়ণায় নমঃ হৌং হ্রীং ওঁ ইত্যেকো মন্ত্রঃ। (খ) পুস্তকে ওঁ হ্রীং হৌং শঙ্করনারায়ণায় নমঃ ইত্যেকঃ। হৌং হ্রীং ওঁ শঙ্কর নারায়ণায় নমঃ ইত্যপরঃ ইতি দ্বিধা কৃতৌ মন্ত্রৌ। (আ॰ বি॰) পুস্তকে (ক) পুস্তকবৎ এক এব মন্ত্রঃ কৃতঃ।

(২) অস্য ইত্যত্র এতয়োরিতি (খ) পাঠঃ। (৩) নারায়ণায় ঋষয়ে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ৫১ ॥ ততো বৈষ্ণবোক্তাং শৈবোক্তাং বা পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত্। কেশরেষগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। ততঃ পত্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ এবং (সরস্বত্যৈ (১)) নারায়ণ্যৈ ধরায়ৈ ভূধরায়ৈ অম্বিকায়ৈ ত্র্যম্বকায়ৈ (২) গঙ্গায়ৈ গঙ্গাধরায়ৈ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ পূজয়েৎ। অত্র বজ্রাদিপূজা নাস্তি অনুক্তত্বাৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৫২ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। ঘৃতপায়সেনাযুতহোমঃ। তথাচ—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং ঘৃতপ্লুতৈঃ। পায়সৈর্হবনং কার্য্যং সংস্কৃতে হব্যবাহনে ॥ ৫৩ ॥

অথ বরাহমন্ত্রঃ।—তারো ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃস্বঃপতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাপয় ঠদ্বয়ং স্বাহা। অয়ং মন্ত্রস্ত্রয়স্ত্রিংশদক্ষরঃ। তথাচ নিবন্ধে।—তারো নমো ভগবতে বরাহপদমীরয়েৎ। রূপায় ভূর্ভুবঃস্বঃ স্যাৎ পতয়ে তদনন্তরম্। ভূপতিত্বং মে পদান্তে দেহ্যন্তে চ দদাপয়। বহ্নিজায়াবধির্মন্ত্রঃ স্যাত্রয়স্ত্রিংশদক্ষরঃ ॥ ৫৪ ॥ অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদিবৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি ভার্গ-

দেবকে আমি ভজনা করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। ৫১। অনন্তর বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত কিম্বা শিবমন্ত্রোক্ত পীঠপূজার পর পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। পদ্ম কেশরে, অগ্নিপ্রভৃতি চতুষ্কোণে, মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীঁ শিরসে স্বাহা, হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈঁ কবচায় হুঁ, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট, এইরূপে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে; পরে পদ্মদলে পূর্ব্বাদি ক্রমে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত দেবতাগণের পূজা করিয়া পদ্মদলের বাহিরে ইন্দ্রাদির পূজা করিবে। বিধি না থাকায় এই পূজার বজ্রাদিপূজা নাই। অনন্তর ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৫২। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ করিয়া ঘৃতযুক্ত পায়সদ্বারা সংস্কৃত অগ্নিতে জপের দশাংশ দশহাজার হোম করিবে। ৫৩।

অনন্তর বরাহমন্ত্র কথিত হইতেছে। মন্ত্রটি তেত্রিশ অক্ষরে রচিত উপরে সুস্পষ্ট ভাবেই উল্লিখিত আছে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—প্রণব, 'নমো ভগবতে' 'বরাহ রূপায় ভূর্ভবঃস্বঃ" তাহারপরে "পতয়ে" তাহারপরে 'ভূপতিত্বং মে' তাহারপরে 'দেহি" তাহারপরে 'দদাপয়' তাহারপরে 'স্বাহা' এই তোত্রিশ অক্ষরে মন্ত্র হইবে। ৫৪। উক্ত মন্ত্রের পূজা-পদ্ধতি যথা,—প্রথমে সামান্য-পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস

---

(১) (খ) পুস্তকে (আ০ বি০) পুস্তকে চ বন্ধনীপাঠো নাস্তি।

(২) ত্র্যম্বকায়ৈ ইত্যত্র ত্র্যম্বিকায়ৈ ইতি পাঠান্তরম্।

বঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি আদিবরাহায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ৫৫ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—একদংষ্ট্রায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ব্যোমোল্কায় (১) তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। তেজোঽধিপতয়ে মধ্যমাভ্যাং বষট্। বিশ্বরূপায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। মহাদংষ্ট্রায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। (তথাচ—ভার্গবো মুনিরাখ্যাতশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্ ঃ দেবতাদিবরাহশ্চ মন্ত্রস্য কথিতো বুধৈঃ। একদংষ্ট্রায় হৃদয়ায় ব্যোমোল্কায় শিরঃ স্মৃতম্। শিখা তেজোঽধিপতয়ে বিশ্বরূপায় বর্ম্ম চ। মহাদংষ্ট্রায় অস্ত্রং স্যাৎ পঞ্চাঙ্গমিতি কল্পয়েৎ ॥ ৫৬ ॥ অস্য যন্ত্রং প্রপঞ্চসারে—অষ্টপত্রমথ পদ্মমুল্লসৎকর্ণিকম্। বিধিবদারচয্যমণ্ডলং রবিসহস্রসন্নিভং শূকরং যজত তত্র সিদ্ধয়ে (২) ॥ ৫৭ ॥) ততো ধ্যানম্—আপাদং জানুদেশাদ্বরকনকনিভং নাভিদেশাদধস্তান্মুক্তাভং কণ্ঠদেশাত্তরুণরবিনিভং মস্তকান্নীলভাসম্। ঈড়ে হস্তৈর্দ্দধানং রথচরণদরৌ (৩) খড়্গাখেটৌ গদাখ্যং শক্তিং দানাভয়ে চ ক্ষিতিধরণলসদ্দংষ্ট্রমাদ্যং বরাহম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনাদিবৈষ্ণবোক্তপীঠপূজাদি কর্ম্ম কৃত্বা পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি—পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত। কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু দিক্ষু চ একদংষ্ট্রায় হৃদয়ায় নমঃ।

বরাহযন্ত্রম্।

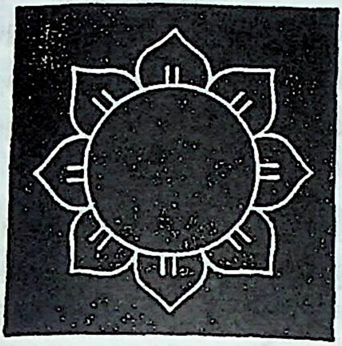

করিয়া উপরি লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গ ন্যাস করিবে। এই বিষয় প্রমাণে আছে—ভার্গব ইহার মুনি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, আদি বরাহ ইহার দেবতা। একদংষ্ট্রায় বলিয়া হৃদয়ে ন্যাস করিবে এইরূপ 'ব্যোমোল্কায়' বলিয়া মস্তক, 'তেজোঽধিপতয়ে" বলিয়া শিখা, বিশ্বরূপায় বলিয়া কবচ, এবং মহাদংষ্ট্রায় বলিয়া অস্ত্রন্যাস করিবে। ৫৫। ইহাঁর মন্ত্র বিষয়ে প্রপঞ্চসারে বলিয়াছেন,—অষ্টদল একটি পদ্ম এবং তাহার মধ্যে কর্ণিকা অঙ্কিত করিয়া মণ্ডল প্রস্তুত করিবে; তাহাতে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সহস্রসূর্য্য-তুল্য বরাহদেবের পূজা করিবে। ৫৭। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা,—যাঁহার জানুদেশ হইতে পাদপর্য্যন্ত সুবর্ণবর্ণ, নাভিদেশ হইতে জানুপর্য্যন্ত মুক্তাবর্ণ, কণ্ঠদেশ হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত তরুণসূর্য্যতুল্য রক্তবর্ণ এবং মস্তক হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত নীলবর্ণ; যিনি হস্তসমূহদ্বারা চক্র, শঙ্খ, খড়্গ, খেটক, গদা, শক্তি, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, যিনি দংষ্ট্রোপরি পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, সেই আদি বরাহদেবকে স্তুতি করি। এই প্রকার ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপনপূর্ব্বক বৈষ্ণবোক্ত পীঠপূজাদি করিয়া ধ্যান ও পুনরায় আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা

---

(১) ব্যোমকেশায় ইতি (খ) পাঠঃ। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৩) দরঃ শঙ্খঃ।

ব্যোমোল্কায় শিরসে স্বাহা। তেজোঽধিপতয়ে শিখায়ৈ বষট্। বিশ্বরূপায় কবচায় হুঁ। চতুর্দ্দিক্ষু (১) মহাদংষ্ট্রায় অস্ত্রায় ফট্। তদ্বহিঃ পত্রেষু ওঁ চক্রায় নমঃ এবং শঙ্খায় খড়্গায় খেটকায় গদায়ৈ শক্তয়ে বরায় অভয়ায় তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৫৮ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথাচ—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং মধ্বাক্তৈঃ সরোরুহৈঃ। জুহুয়াত্তদ্দশাংশেন পীঠে বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৯ ॥ বিষ্ণুমন্ত্রং রাত্রৌ ন জপেৎ। তথাচ—ন জপেদ্বৈষ্ণবং রাত্রৌ শৈবে শাক্তে ন দুষ্যতি। ইতি বৈশম্পায়নসংহিতাবচনাৎ (২)। ইতি বিষ্ণুমন্ত্রপরিচ্ছেদঃ ॥ ৬০ ॥

অথ শিবমন্ত্রাঃ।—উদ্দিশ্য যং কৃতবতী গিরিজা তপস্যাং যৎপাদ-পঙ্কজরজো বিবুধা নমন্তি। আশাম্বরং ভুজগরাজ-(১)বিভূষিতাঙ্গং তং চন্দ্রমৌলিমমলং মনসা স্মরামি ॥ ১ ॥

করিবে। যথা,—কেশরের অগ্নিপ্রভৃতিকোণে ওঁ একদংষ্ট্রায় হৃদয়ায় নমঃ. ব্যোমোল্কায় শিরসে স্বাহা, তেজোঽধিপতয়ে শিখায়ৈ বষট্; বিশ্বরূপায় কবচায় হুং। চতুর্দ্দিকে মহাদংষ্ট্রায় অস্ত্রায় ফট্, এইরূপে পূজা করিয়া অষ্টদলে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ চক্রায় নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিত অষ্ট অস্ত্রের পূজা করিবে। তাহার পরে ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া পূজা সাঙ্গ করিবে। ৫৮। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ করিয়া ঘৃত-মধুশর্করাযুক্ত পদ্মদ্বারা দশহাজার হোম করিবে। ৫৯। বৈশম্পায়নসংহিতায় বলিয়াছেন যে, রাত্রিকালে বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিবে না। শিবমন্ত্র ও শক্তিমন্ত্র রাত্রিতে জপ করিলে কোন দোষ হইবে না। বিষ্ণুমন্ত্র-পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। ৬০।

গিরিজা যাঁহাকে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, দেবগণ যাঁহার পাদপদ্মের ধূলি

---

(১) চতুর্দ্দিক্ষু ইত্যত্র অগ্নিনির্ঋতিবায়ীশানকোণেষু ইতি পাঠান্তরম্।

(২) (ক)-পুস্তকটিপ্পন্যামেষোঽংশোঽধিকো বর্ত্ততে—"অথ বলরামমন্ত্রঃ। নিবন্ধে,—কামবীজং মুখে দত্ত্বা বলরামায় হৃন্মনুঃ (ক্লীং বলরামায় নমঃ)। অষ্টাক্ষরশ্চ সম্প্রোক্তো বাঞ্ছাকল্পদ্রুমো মনুঃ। অস্য পূজা। শ্রীকৃষ্ণবৎ পীঠন্যাসান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ, যথা—শিরসি নারদায় ঋষয়ে নমঃ মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি বলরামায় দেবতায়ৈ নমঃ। ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নম ইত্যাদি। ধ্যায়েৎ। ওঁ বলদেবং দ্বিবাহুঞ্চ শঙ্খকুন্দেন্দুসন্নিভম্। বামে হলায়ুধধরং দক্ষিণে মুষলং করে। হালালোলং নীলবস্ত্রং হেলাবন্তং স্মরেৎ পরম্ ॥ ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ সম্পূজ্য রেবতীং সুভদ্রাঞ্চ পূজয়েৎ। পুরশ্চরণমস্য লক্ষজপঃ। অথ বলকৃষ্ণমন্ত্রঃ।—কামমায়া রমা রামকৃষ্ণায় বহ্নিবল্লভা। (ক্লীং হ্রীং শ্রীং রামকৃষ্ণায় স্বাহা)। দশাক্ষরো মনুর্দেবি কথিতো বলকৃষ্ণয়োঃ। পূজাদিকং বিষ্ণুবৎ। ধ্যানঞ্চ,—পক্ষিরাজকৃতচ্ছায়ৌ সুরদ্রুমতলাসিনৌ। শঙ্খেন্দুমরকতাভাসৌ দধিখণ্ডাস্যশালিনৌ। অলঙ্কারান্বিতমুখৌ গ্রহযুক্তৌ যথা বিধূ। নানালঙ্কারসুভগৌ কৌস্তভামুক্তবক্ষসৌ। ভারহারাবলীরম্যৌ সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ৌ শিশূ। ত্রৈলোক্যশরণ্যৌ শ্রীমদ্রামকৃষ্ণৌ সদা স্মরেৎ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ ॥"

(৩) ভুজগভূতি ইতি (খ) পাঠঃ।

অথ বক্ষ্যে মহেশস্য মন্ত্রান্ সর্ব্বসমৃদ্ধিদান্। যৈঃ পূর্ব্বমৃষয়ঃ প্রাপ্তাঃ শিবসাযুজ্যমঞ্জসা ॥ ২॥ সান্ত-(১)মৌকারসংযুক্তং বিন্দুভূষিতমস্তকম্। প্রাসাদাখ্যো মনুঃ (২) প্রোক্তো ভজতাং কামদো মণিঃ ॥ ৩ ॥ অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি মাতৃকান্যাসান্তং মূলেন প্রাণায়ামঞ্চ বিধায় শ্রীকণ্ঠাদিন্যাসং (৩) মাতৃকাস্থানেষু কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা,—অং শ্রীকণ্ঠপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ। নমঃ সর্ব্বত্র। আং অনন্তবিরজাভ্যাম্, ইং সূক্ষ্মশাল্মলীভ্যাম্, ঈং ত্রিমূর্ত্তিলোলাক্ষীভ্যাং, উং অমরেশ্বরবর্ত্তুলাক্ষীভ্যাং, ঊং অর্ঘীশদীর্ঘঘোণাভ্যাং, ঋং ভারভূতিসুদীর্ঘমুখীভ্যাং, ৠং অতিথীশগোমুখীভ্যাং, ঌং স্থাণুকদীর্ঘজিহ্বাভ্যাং, ৡং হরকুণ্ডোদরীভ্যাং, এং ঝিণ্টীশোর্দ্ধমুখীভ্যাং, ঐং ভৌতিকবিকৃতিমুখীভ্যাং, ওঁ সদ্যোজাতজ্বালামুখীভ্যাম্, ঔং অনুগ্রহেশ্বরোল্কামুখীভ্যাম্, অং অক্রুরসুশ্রীমুখীভ্যাম্, অঃ মহাসেনবিদ্যামুখীভ্যাং, কং ক্রোধীশসর্ব্ববিদ্ধিমহাকালীভ্যাং, খং চণ্ডেশসর্ব্বসিদ্ধিসরস্বতীভ্যাং, গং পঞ্চান্তকগৌরীভ্যাং, ঘং শিবোত্তমত্রৈলোক্যবিদ্যাভ্যাং, ঙং একরুদ্রমগ্নশক্তিভ্যাং, চং কূর্ম্মাত্মশক্তিভ্যাং, ছং একনেত্রভূতমাতৃকাভ্যাং, জং চতুরাননলম্বোদরীভ্যাং, ঝং অজেশদ্রাবিণীভ্যাং, ঞং সর্ব্বনাগরীভ্যাং, টং সোমেশখেচরীভ্যাং, ঠং লাঙ্গলিমঞ্জরীভ্যাং, ডং দারুকরূপিণীভ্যাং, ঢং অর্দ্ধনারীশ্বরবীরিণীভ্যাং; ণং উমাকান্তকাকোদরীভ্যাং, তং আষাঢ়িপূতনাভাং, থং দণ্ডিভদ্রকালীভাং, দং অত্রিযোগিনীভ্যাং, ধং মীনশঙ্খিনীভ্যাং, নং

মস্তকে রাখিয়া থাকেন, যিনি দিগম্বর, যিনি নিজ গাত্রকে ভুজগরাজভূষণে ভূষিত করিয়া থাকেন, সেই নির্ম্মল চন্দ্রমৌলি দেবকে আমি মনে মনে স্মরণ করি। ১। অনন্তর মহেশের সর্ব্বসমৃদ্ধিপ্রদ সমস্ত মন্ত্র বলিতেছি। পুরাকালে ঋষিগণ এই মন্ত্রপ্রভাবে অনায়াসে শিবসাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ২। সকারের পরবর্ত্তী বর্ণ হকারে ঔকার যোগ করিয়া তাহার মস্তক বিন্দুভূষিত করিলে প্রাসাদ নামক এক শিবমন্ত্র হয়। এই মন্ত্র উপাসকদিগের সকল কামনাপূরক মণিবিশেষ। ৩। উক্ত মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ যথা,—অগ্রে সামান্য-পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া মাতৃকান্যাসস্থলে শ্রীকণ্ঠাদিন্যাস করিবে। উপরে এই ন্যাস উল্লিখিত আছে—নিবন্ধে ঐ ন্যাসের দেবতাগণের উল্লেখ আছে। রুদ্রমূর্ত্তি ও তদীয় শক্তি মূর্ত্তির একযোগ ন্যাসে উভয় দেবতার সমাসে একপদ করিয়া বাক্য করত ন্যাস করিবে। তাহাতে সাহিত্য অর্থের প্রতীতির পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই বলিয়া পৃথক্ পদপ্রয়োগে ন্যাস করিতে হইবে না। উক্ত ন্যাসের দেবদেবীগণের নাম নির্দ্দেশ করা যাইতেছে—শ্রীকণ্ঠ, অনন্ত, সূক্ষ্ম, ত্রিমূর্ত্তি, অমরেশ্বর, অর্ঘীশ, ভারভূতি, অতিথীশ, স্থাণুক, হর, ঝিণ্টীশ, ভৌতিক, সদ্যোজাত, অনুগ্রহেশ্বর, অক্রূর, মহাসেন। এই ষোলটি স্বরবর্ণের মূর্ত্তি। তাহার পরে ক্রোধীশ, চণ্ডেশ, পঞ্চান্তক, শিবোত্তম, একরুদ্র, কূর্ম্ম, একনেত্র, চতুরানন, অজেশ, সর্ব্ব,

---

(১). সান্ত (হ)। (২) হৌং ইতি মন্ত্রঃ। (৩) শ্রীকণ্ঠন্যাসমিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

মেষগর্জ্জিনীভ্যাং, পং লোহিতকালরাত্রিভ্যাং, ফং শিখিকুব্জিকাভ্যাং, বং ছগলণ্ডকপর্দ্দিনীভ্যাং, ভং দ্বিরণ্ডেশবজ্রাভ্যাং, মং মহাকালজয়াভ্যাং,যং ত্বগাত্মবালিসুমুখেশ্বরীভ্যাং, রং অসৃগাত্মভুজঙ্গেশরেবতীভ্যাং, লং মাংসাত্মপিণাকীশমাধবীভ্যাং, বং মেদআত্মখড়্গীশবারুণীভ্যাং, শং অস্থ্যাত্মকেশবায়বীভ্যাং, ষং মজ্জাত্মশ্বেতরক্ষোবিদারিণীভ্যাং, সং শুক্রাত্মভৃগ্বীশসহজাভ্যাং, হং প্রাণাত্মনকুলীশলক্ষ্মীভ্যাং, লং বীজাত্ম-(১) শিবব্যাপিনীভ্যাং, ক্ষং ক্রোধাত্মসংবর্ত্তকমায়াভ্যাম্। সর্ব্বত্র নমোঽন্তেন ন্যাসঃ। সাহিত্যে দ্বিবচন-বহুবচনে দ্বন্দ্বসমাসো বেতি ন্যায়াদবিরোধেন এবং বাক্যম্ (২)। তথাচ নিবন্ধে—শ্রীকণ্ঠোঽনন্তসূক্ষ্মৌ চ ত্রিমূর্ত্তিরমরেশ্বরঃ। অর্ঘীশোভারভূতিশ্চাতিথীশঃ স্থাণুকো হরঃ। ঝিণ্টাশো ভৌতিকঃ সদ্যোজাতশ্চানুগ্রহেশ্বরঃ। অক্রূরশ্চ মহাসেনঃ ষোড়শস্বরমূর্ত্তয়ঃ। ততঃ ক্রোধীশচণ্ডেশপঞ্চান্তকশিবোত্তমাঃ। তথৈকরুদ্রকূর্ম্মৈকনেত্রাঃ সচতুরাননাঃ। অজেশঃ সর্ব্বঃ সোমেশস্তথা লাঙ্গলিদারুকৌ। অর্দ্ধনারীশ্বরশ্চোমাকান্তশ্চাষাঢ়িদণ্ডিনৌ। স্যুরদ্রিমীনমেষাশ্চ লোহিতশ্চ শিখী তথা। ছগলণ্ডদ্বিরণ্ডেশৌ সমহাকালবালিনৌ। ভুজঙ্গেশঃ পিণাকীশঃ খড়্গীশশ্চ বকস্তথা। শ্বেতভৃগ্বীশনকুলিঃ শিবঃ সংবর্ত্তকস্তথা। এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা ধৃতশূলকপালকাঃ। পূর্ণোদরী স্যাদ্বিরজা শাল্মলী তদনন্তরম্। লোলাক্ষী বর্ত্তুলাক্ষী চ দীর্ঘঘোণা সমীরিতা। সুদীর্ঘমুখীগোমুখ্যৌ দীর্ঘজিহ্বা তথৈব চ। কুণ্ডোদর্য্যূর্দ্ধমুখ্যৌ চ তথা বিকৃতমুখ্যপি। জ্বালামুখী ততো জ্ঞেয়া পশ্চাদুল্কামুখী স্মৃতা। সুশ্রীমুখী চ বিদ্যামুখ্যেতাঃ স্যুঃ স্বরশক্তয়ঃ। মহাকালীসরস্বত্যৌ সর্ব্বসিদ্ধিসমন্বিতে। গৌরী ত্রৈলোক্যবিদ্যা স্যান্মন্ত্রশক্তিস্ততঃ পরম্। আত্মশক্তির্ভূতমাতা তথা লম্বোদরী মতা। দ্রাবিণী নাগরী ভূয়ঃ খেচরী চাপি মঞ্জরী। রূপিণী বীরিণী পশ্চাৎ কাকোদর্য্যপি পূতনা। স্যাদ্ভদ্রকালীযোগিন্যৌ শঙ্খিনী গর্জ্জিনী তথা। কালরাত্রিশ্চ কুব্জিন্যা কপর্দ্দিন্যপি বজ্রয়া। জয়া চ সুমুখেশ্বর্য্যা রেবতী মাধবী ততঃ। বারুণী বায়বী প্রোক্তা পশ্চা-

সোমেশ, লাঙ্গলী, দারুক, অর্দ্ধনারীশ্বর, উমাকান্ত, আষাঢ়ী, দণ্ডী, অদ্রি, মীন, মেষ, লোহিত, শিখী, ছগলণ্ড, দ্বিরণ্ডেশ, মহাকাল, বালী, ভুজঙ্গেশ, পিণাকীশ, খড়্গীশ, বক, শ্বেত, ভৃগ্বীশ, কুলি, শিব, এবং সংবর্ত্তক ইহাঁদিগকে রুদ্র বলা হয়। ইহাদের সকলেরই হস্তে শূল ও নরকপাল। পূর্ণোদরী, বিরজা, শাল্মলী, লোলাক্ষী, বর্ত্তুলাক্ষী, দীর্ঘঘোণা, সুদীর্ঘমুখী, গোমুখী, দীর্ঘজিহ্বা, কুণ্ডোদরী, ঊর্দ্ধমুখী, বিকৃতমুখী, জ্বালামুখী, উল্কামুখী, সুশ্রীমুখী, বিদ্যামুখী ইহাঁরা স্বরবর্ণের শক্তি। তাহার পরে মহাকালী, সরস্বতী, গৌরী, ত্রৈলোক্য-বিদ্যা, মন্ত্রশক্তি, আত্মশক্তি, ভূতমাতা, লম্বোদরী, দ্রাবিণী, নাগরী, খেচরী, মঞ্জরী, রূপিণী, বীরিণী, কাকোদরী, পূতনা, ভদ্রকালী, যোগিনী, শঙ্খিনী, গর্জ্জিনী, কাল-

---

(১) জীবাত্ম ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(২) ন তু অং পূর্ণোদরীসহিতশ্রীকণ্ঠায় নম ইত্যাদি দ্বিবচনেনৈব সাহিত্যং লক্ষ্যম্। (খ টি)

দ্রক্ষোবিদারিণী। ততশ্চ সহজা লক্ষ্মীর্ব্ব্যাপিনী মায়য়ান্বিতা। এতা রুদ্রাঙ্কপীঠস্থাঃ সিন্দূরারুণবিগ্রহাঃ। রক্তোৎপলকপালাভ্যামলঙ্কৃতকরাম্বুজাঃ ॥ ৪ ॥ ততঃ সামান্তপূজাপদ্ধত্যুক্তপীঠন্যাসং কৃত্বা পীঠশক্তীন্ন্যসেৎ। যথা—ওঁ বামায়ৈ নমঃ এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, কাল্যৈ, কলবিকরণ্যৈ, বলবিকরণ্যৈ, বলপ্রমথন্যৈ, সর্ব্বভূতদমন্যৈ, এতা হৃৎপদ্মস্থ পূর্ব্বাদিকেশরেষু বিন্যস্য মধ্যে ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ, তদুপরি ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ। তথাচ সারদায়াং—বামা জ্যেষ্ঠা তথা রৌদ্রী কালী কলপদাদিকা। বিকরণ্যাহ্বয়া প্রোক্তা বলাদিবিকরণ্যথ। বলপ্রমথনী পশ্চাৎ সর্ব্বভূতদমন্যপি। মনোন্মনীতি সংপ্রোক্তা শিবস্য পীঠশক্তয়ঃ। নমো ভগবতে পশ্চাৎ সকলাদি বদেত্ততঃ। গুণাত্মশক্তিযুক্তায় ততোঽনন্তায় তৎপরম্। যোগপীঠাত্মনে ভূয়ো নমস্তারাদিকো মনুঃ। অমুনা মনুনা পশ্চাদাসনং গিরিজাপতেঃ। মূর্ত্তিং মূলেন সঙ্কল্প্য তত্রাবাহ্য যজেচ্ছিবম্ ॥ ৫ ॥ ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ—শিরসি বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি সদাশিবায় দেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ সারদায়াং—বামদেবো মুনিশ্ছন্দঃ পঙ্‌ক্তির্দ্দেবঃ সদাশিবঃ ॥ ৬ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। এবং হাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। ষড়্‌দীর্ঘযুক্তহকারেণ ন্যসেৎ। তদুক্তং—

রাত্রি, কুব্জিনী, কপার্দ্দিনী, বজ্রা, জয়া, সুমুখেশ্বরী, রেবতী, মাধবা, বারুণা, বায়বা, রক্ষোবিদারিণী, সহজা, লক্ষ্মী, ব্যাপিনী ও মায়া ইহাঁরা ব্যঞ্জনশক্তি, সকলেই রুদ্রদেবের ক্রোড়ে অবস্থিতি করেন, ইহাদের মূর্ত্তি সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ, সকলের করপদ্মে রক্তোৎপল ও নরকপাল। ৪। তাহার পরে সামান্ত-পূজাপদ্ধতি ক্রমে পীঠন্যাস করিয়া পীঠশক্তিন্যাস করিবে। যথা,—হৃদয়পদ্মে পূর্ব্বকেশরে ওঁ বামায়ৈ নমঃ, আগ্নেয়কেশরে ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, দক্ষিণকেশরে ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ, নৈর্ঋতকেশরে ওঁ কাল্যৈ নমঃ, পশ্চিমকেশরে ওঁ কলবিকরণ্যৈ নমঃ, বায়ুকেশরে ওঁ বলবিকরণ্যৈ নমঃ, উত্তরকেশরে ওঁ বলপ্রমথন্যৈ নমঃ, ঈশানকেশরে ওঁ সর্ব্বভূতদমন্যৈ নমঃ, হৃৎপদ্মমধ্যে ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ এবং তাহার উপরে ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায় অনন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ, এই বলিয়া ন্যাস করিবে। সারদাতিলকে বলিয়াছেন,—বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকরণী, বলবিকরিণী, বলপ্রমথনী, সর্ব্বভূতদমনী, মনোন্মনী, ইহাঁরা শিবের পীঠশক্তি, তাহার পরে 'নমোভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায় অনন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ' এই বলিয়া শিবের আসন পূজা করিবে। মূল মন্ত্রে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহাতে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। ৫। তাহার পরে উপরি লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাসে বামদেব ঋষি, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ, সদাশিব দেবতা। ৬। অনন্তর করাঙ্গন্যাস করিবে—হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হৈং অনামিকাভ্যাং হুং, হৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এইরূপে হাং হৃদয়ায় নমঃ, হীং শিরসে স্বাহা, হূং

ষড়্‌দীর্ঘযুক্তবীজেন ষড়ঙ্গবিধিরীরিতঃ। তত ঈশানাদ্যাঃ পঞ্চমূর্ত্তীর্ন্যসেৎ করয়োরঙ্গুষ্ঠাদ্যঙ্গুলীষু যথা—অঙ্গুষ্ঠয়োঃ হোং ঈশানায় নমঃ, তর্জ্জন্যোঃ হেং তৎপুরুষায় নমঃ, মধ্যময়োঃ হুঁ অঘোরায় নমঃ, অনামিকয়োঃ হিং বামদেবায় নমঃ, কনিষ্ঠয়োঃ হঃ সদ্যোজাতায় নমঃ। তথাচ—ঈশানাদীর্ন্যসেন্মূর্ত্তীরঙ্গুষ্ঠাদিষু দেশিকঃ। ঈশানাখ্যং তৎপুরুষমঘোরং তদনন্তরম্। বামদেবাহ্বয়ং পশ্চাৎ সদ্যোজাতং ক্রমাদ্বহিঃ। ওকারাদ্যৈঃ পঞ্চহ্রস্বৈর্বিলোমাৎ সংযুতং বিয়ৎ। তত্তদঙ্গুলীভির্ভূয়স্তত্তদ্বীজাদিকান্ ন্যসেৎ। ততস্তত্তদঙ্গুলীভিঃ হোং ঈশানায় নমঃ ইত্যাদি শিরোবদনহৃদ্‌গুহ্যপাদেষু পঞ্চমূর্ত্তীর্ন্যসেৎ। তত ঊর্দ্ধপ্রাগ্‌দক্ষিণপশ্চিমোত্তরেষু (১) মুখেষু (২) তত্তদঙ্গুলীভিস্তত্তদ্বীজৈস্তত্তন্মূর্ত্তীর্ন্যসেৎ। শূদ্রস্ত্বেতৎপর্য্যন্তং ন্যাসং কৃত্বা ধ্যায়েৎ অন্যত্রানধিকারাৎ। তত ঊর্দ্ধপ্রাগ্‌দক্ষিণপাশ্চমোত্তরেষু মুখেষু ঈশানস্য পঞ্চকলাঃ ব্রহ্মঋচঃ পদাদিকাঃ প্রণবাদিনমোহন্তা ন্যসেৎ। তদযথা—ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাম্ ওঁ শশিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্ ওঁ অঙ্গদায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোহধিপতিঃ ওঁ ব্রহ্মেষ্টদায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। শিবো মেহস্তু ওঁ মরীচ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। সদাশিবোম্ ওঁ অংশুমালিন্যৈ

শিখায়ৈ বষট্, হৈং কবচায় হুং, হোং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এই প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিয়া হস্তদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলীতে ঈশানাদিপঞ্চমূর্ত্তিন্যাস করিবে, এই ন্যাস উপরে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। এই ন্যাস বিষয়ে প্রমাণে বলিয়াছেন—ওকার প্রভৃতি পঞ্চহ্রস্বদ্বয়ে বিলোমক্রমে হকারযোগ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গুলিতে ঈশান প্রভৃতি পঞ্চমূর্ত্তিন্যাস করিবে। ঈশানাদি যথা—ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত। তাহার পরে অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক, মুখ, হৃদয়, গুহ্য ও পদদেশে ঐ পঞ্চমূর্ত্তির ন্যাস করিবে যথা,—অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা মস্তকে হোং ঈশানায় নমঃ, তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বারা মুখে হেং তৎপুরুষায় নমঃ, মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা হৃদয়ে হুঁ অঘোরায় নমঃ, অনামিকাঙ্গুলী দ্বারা গুহ্যে হিং বামদেবায় নমঃ, কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা পাদে হং সদ্যোজাতায় মমঃ, এই বলিয়া পঞ্চমূর্ত্তিন্যাস করিবে। তাহার পরে ঊর্দ্ধমুখে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা হোং ঈশানায় নমঃ, পূর্ব্বমুখে তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা হেং তৎপুরুষায় নমঃ, দক্ষিণমুখে মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা হুঁ অঘোরায় নমঃ, পশ্চিমমুখে অনামিকাঙ্গুলীদ্বারা হিং বামদেবায় নমঃ, উত্তরমুখে কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা হং সদ্যোজাতায় নমঃ, এই বলিয়া দেবতার পঞ্চবদনে ঈশানাদি পঞ্চমূর্ত্তিন্যাস করিবে। শূদ্র এই পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। অতঃপর যে সকল ন্যাস কথিত হইবে, তাহাতে শূদ্রের অধিকার নাই। তাহার পরে ঊর্দ্ধ, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরমুখে ব্রহ্ম ঋকের এক একপদ আদিতে সংযোগ করিয়া কলাগুলির আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ শব্দযোগ করত ঈশানের পঞ্চকলা ন্যাস

---

(১) দক্ষিণোত্তরপশ্চিমেষু ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) মুখেষু মুখষ্টৈকযানেষু (খ চ)।

কলায়ৈ নমঃ। ততঃ পূর্ব্বপশ্চিমদক্ষিণোত্তরবক্ত্রেষু তৎপুরুষস্থ (১) চতস্রঃ কলা বিন্যসেৎ। যথা—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে ওঁ শান্ত্যৈ কলায়ৈ নমঃ। মহাদেবায় ধীমহি ওঁ বিদ্যায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। তন্নো রুদ্র ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। প্রচোদয়াৎ ওঁ নিবৃত্ত্যৈ কলায়ৈ নমঃ। ততো হৃদয়ে গ্রীবায়াম্ অংসদ্বয়ে নাভৌ কুক্ষৌ পৃষ্ঠে বক্ষসি অঘোরস্যাষ্টৌ কলা ন্যসেৎ। যথা—অঘোরেভ্যঃ ওঁ উমায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। অথ ঘোরেভ্যঃ ওঁ মোহায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ঘোর ওঁ ক্ষমায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ঘোরতরেভ্যঃ ওঁ নিদ্রায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্ব ওঁ ব্যাধয়ে কলায়ৈ নমঃ। সর্ব্বেভ্যঃ ওঁ মৃত্যবে কলায়ৈ নমঃ। নমস্তেঽস্তু ওঁ ক্ষুধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। রুদ্ররূপেভ্যঃ ওঁ তৃষ্ণায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ততো গুহ্যে অণ্ডকোষে (২) উরুদ্বয়ে জানুদ্বয়ে জঙ্ঘাদ্বয়ে স্ফিক্দ্বয়ে কট্যাং পার্শ্বদ্বয়ে বামদেবস্য ত্রয়োদশকলা ন্যসেৎ। যথা—ওঁ বামদেবায় নমঃ ওঁ উর্জ্জায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। জ্যেষ্ঠায় নমঃ ওঁ রক্ষায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। রুদ্রায় নমঃ ওঁ রত্যৈ কলায়ৈ নমঃ। কালায় নমঃ ওঁ কপালিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। কল ওঁ কামায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। বিকরণায় নমঃ ওঁ সংযমিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। বল ওঁ ক্রোধায়ৈ (৩) কলায়ৈ নমঃ। বিকরণায় নমঃ ওঁ বৃদ্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। বল ওঁ স্থিরায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। প্রমথনায় নমঃ ওঁ রাত্র্যৈ কলায়ৈ নমঃ। সর্ব্বভূতদমনায় নমঃ ওঁ ভ্রামণ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। মন ওঁ মোহিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। উন্মনায় নমঃ ওঁ জরায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ততঃ পার্শ্বয়োঃ স্তনয়োর্নাসিকায়াং মূর্দ্ধ্নি বাহুযুগ্মে সদ্যোজাতস্যাষ্টৌ কলা ন্যসেৎ। যথা—ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি ওঁ সিদ্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ওঁ বৃদ্ধ্যৈ (৪) কলায়ৈ নমঃ। ভবে ওঁ মত্যৈ কলায়ৈ নমঃ। অভবে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ কলায়ৈ নমঃ। অনাদিভবে ওঁ মেধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ভজস্ব মাং ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ভব ওঁ প্রভায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। উদ্ভবায় নমঃ ওঁ সুধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ ॥ ৭ ॥ ততঃ পঞ্চাঙ্গুলীষু ঈশানাদ্যাঃ পঞ্চ ঋচো ন্যসেৎ।—ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধি-

করিবে। এইরূপে পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরমুখে তৎপুরুষের চারিটী কলা এবং হৃদয়ে, গ্রীবাতে, স্কন্ধদ্বয়ে, নাভিতে, উদরে, পৃষ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে অঘোরের অষ্টকলা, তাহার পরে গুহ্যে, অণ্ডকোষে, উরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, জঙ্ঘাদ্বয়ে, নিতম্বদ্বয়ে, কটিতে ও পার্শ্বদ্বয়ে বামদেবের ত্রয়োদশকলা, তাহার পরে পার্শ্বদ্বয়ে, স্তনদ্বয়ে, নাসিকাতে, মস্তকে ও বাহুদ্বয়ে সদ্যোজাতের অষ্টকলা ন্যাস করিবে। এই সকল ন্যাসের মন্ত্র ও প্রণালী উপরে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে।

---

(১) শিবগায়ত্রীস্বরূপস্থ (খ ট)। (২) অণ্ডকোষে ইত্যত্র গুল্ফদ্বয়ে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ° বি°) পাঠশ্চ। (৩) ক্রোধায় ইত্যত্র ক্রিয়ায়ৈ ইতি পাঠান্তরম্।

(৪) বুদ্ধ্যৈ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

পতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিবোম্ ॥ [১] ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ [২] ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ ॥ [৩] ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমঃ মনোন্মনায় নমঃ ॥ [৪] ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবেঽভবেঽনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ [৫] এবং মূর্দ্ধাস্যহৃদয়গুহ্যপাদেষু এতা ঋচো ন্যসেৎ ॥ ৮ ॥ ততোঽঙ্গন্যাসান্তরং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা—ঐং ক্লাঁ ব্লুং স্ত্রীঃ সঃ সর্ব্বজ্ঞায় হৃদয়ায় নমঃ। অমৃতে তেজোজ্বালামালিনে তৃপ্তয়ে তর্শিখ ব্রহ্মণে শিরসে স্বাহা। জ্বলিতশিখিশিখায় অনাদিবোধায় শিখায়ৈ বষট্। বজ্রিণে বজ্রহস্তায় স্বতন্ত্রায় কবচায় হুঁ। শৌঁ চৌঁ হৌঁ পরতোঽলুপ্তশক্তয়ে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। শ্লীঃ পশু হুঁ ফট্ অনন্তশক্তয়ে অস্ত্রায় ফট্। তথাচ যামলে—সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ। অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্ব্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য ॥ এবং বিন্যস্য ধ্যায়েৎ ॥ ৯ ॥ যথা—মুক্তাপীতপয়োদ (২) মৌক্তিক জবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিস্ত্র্যক্ষৈরঞ্চিতমীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভম্। শূলং টঙ্ককৃপাণবজ্রদহনান্নাগেন্দ্রঘণ্টাঙ্কুশান্ পাশং ভীতিহরং (৩) দধানমমিতাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে ॥ এবং ধ্যাত্বা

৭। তাহার পরে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীতে ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাম্ ইত্যাদি [১] মন্ত্র, তর্জ্জনী অঙ্গুলীতে ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে ইত্যাদি [২] মন্ত্র, মধ্যমাঙ্গুলীতে ওঁ অঘোরেভ্য ইত্যাদি [৩] মন্ত্র, অনামিকাঙ্গুলীতে ওঁ বামদেবায় নমঃ ইত্যাদি [৪] মন্ত্র, এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি ইত্যাদি [৫] মন্ত্র ন্যাস করিবে। এইরূপে মস্তক, মুখ, হৃদয়, গুহ্য এবং পাদদেশে এই পঞ্চমন্ত্র ন্যাস করিবে। ৮। অনন্তর অন্যপ্রকার অঙ্গন্যাস করিবে। এই ন্যাস উপরে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। যামলগ্রন্থে এই অঙ্গন্যাসের প্রমাণ দিয়াছেন যথা,—তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বতন্ত্রতা, অলুপ্তশক্তি ও অনন্তশক্তি এই ছয়টিকে মহেশ্বরের অঙ্গ বলিয়াছেন, এই প্রকার ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ৯। ধ্যান যথা,—যাঁহার পাঁচটি মুখ, তাহার মধ্যে কোনটি মুক্তার ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কোনটি পীতবর্ণ, কোনটি মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, আর একটি মুক্তার ন্যায় শুভ্রবর্ণ, অপরটি জবার ন্যায় রক্তবর্ণ। প্রত্যেক বদনে তিনটি করিয়া নেত্র, যাঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র এবং কোটিপূর্ণচন্দ্রের ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, যাঁহার হস্তে শূল, টঙ্ক (পাষাণভেদক অস্ত্রবিশেষ), খড়্গ, বজ্র, অগ্নি, সর্প, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয়মুদ্রা রহিয়াছে, যাঁহার অঙ্গ অমিত বেশভূষা দ্বারা উজ্জ্বল, সেই ঈশানকে ভজনা করি। এই

---

(১) তৃপ্তায় ইতি (ক) পাঠঃ সঙ্গতঃ (আ॰ বি॰) পাঠোঽপি তথা।

(২) পয়োদ ইত্যত্র শুক্তি ইতি ইতি (খ) টিপ্পনী। (৩) এতেনাভয়দমিত্যর্থঃ।

মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘস্থাপনং কুর্য্যাৎ (১) ॥ ১০ ॥ ততঃ শৈবোক্তপীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা মূলেন মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণ-পূজামারভেত। যথা,—ঐশান্যাং ওঁ ঈশানায় নমঃ, পূর্ব্বে ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ, দক্ষিণে ওঁ অঘোরায় নমঃ, উত্তরে ওঁ বামদেবায় নমঃ, পশ্চিমে ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ, ঈশানাদি-কোণেষু ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ এবং প্রতিষ্ঠায়ৈ বিদ্যায়ৈ শান্ত্যৈ। ততোঽষ্টপত্রেষু পূর্ব্বাদি-ক্রমেণ ওঁ অনন্তায় নমঃ এবং সূক্ষ্মায় শিবোত্তমায় একনেত্রায় একরুদ্রায় ত্রিমূর্ত্তয়ে শ্রীকণ্ঠায় শিখণ্ডিনে তদ্বাহ্যে উত্তরাদিক্রমেণ ওঁ উমায়ৈ নমঃ এবং চণ্ডেশ্বরায় (২) নন্দিনে মহাবলায় (৩) গণেশায় বৃষায় ভৃঙ্গরীটায় স্কন্দায়, তদ্বাহ্যে পূর্ব্বাদিক্রমেণ ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১১ ॥ অস্য পুরশ্চরণং পঞ্চলক্ষজপঃ। তথাচ—এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং পঞ্চলক্ষং মধুপ্লুতৈঃ। প্রসূনৈঃ করবীরোত্থৈ-(৪) র্জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ ॥ ১২ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—ভুবনেশী প্রণবং নমঃ শিবায় ভুবনেশী পুনরষ্টাক্ষরো মনুঃ (৫)। তথাচ নিবন্ধে,—ষড়ক্ষরঃ শক্তিরুদ্ধঃ কথিতোঽষ্টাক্ষরো মনুঃ ॥ ১৩ ॥ অস্য পূজা—প্রাতঃ-কৃত্যাদি-শৈবোক্তপীঠমন্বন্তং পীঠন্যাসং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ।—শিরসি বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি উমাপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ১৪ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং বষট্, শিং অনামিকাভ্যাং হুং, বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, য়ং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এবং হৃদয়াদিষু

প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ১০। অনন্তর শৈবোক্ত-পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও মূলমন্ত্রে মূর্ত্তিপরিকল্পনাপূর্ব্বক আবাহন হইতে পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত পূজাকার্য্য করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। আবরণ-পূজার প্রণালী উপরে দ্রষ্টব্য। তাহার পরে ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১১। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে পঞ্চলক্ষ জপ। প্রমাণে আছে—পাঁচলক্ষ জপ করিয়া মধুযুক্ত করবীর পুষ্পদ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার হোম করিবে। ১২।

অনন্তর শিবের আর একটি মন্ত্র কথিত হইতেছে। শিবের ষড়ক্ষর মন্ত্রের আদ্যন্তে মায়াবীজ যোগ করিলে অষ্টাক্ষর আর একটি মন্ত্র হইবে। ১৩। এই মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ যথা,—সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে পূর্ব্বোক্তবিধানে পীঠন্যাসপর্য্যন্ত

---

(১) "অত্র শঙ্খনিষেধঃ। সর্ব্বত্রৈব প্রশস্তোঽব্জঃ শিবসূর্য্যার্চ্চনং বিনা" ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠঃ। মুদ্রিত (খ) পাঠশ্চ। (ক) (খ) পুস্তকে এষ পাঠো নাস্তি। পরন্ত তত্র অর্ঘ্যস্থাপনমিত্যত্র শঙ্খস্থাপন-মিত্যস্তি। (২) চণ্ডেশ্বরায় ইত্যত্র চণ্ডোগ্রায় ইতি (খ) পাঠঃ।

(৩) মহাবলায় ইত্যত্র মহাকালায় ইতি (খ) (ক) পাঠঃ। (আ॰ বি॰) পাঠশ্চ। মুদ্রিত (খ) পুস্তকে মহাকালয় ইতি পাঠঃ। (৪) শ্বেতকরবীরৈরিতি (খ চি)।

(৫) হ্রীং ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীং ইতি (ক) (খ) চি।

১৫ ॥ ততো ধ্যানং—বন্ধূকাভং (১) ত্রিনেত্রং শশিশকলধরং স্মেরবক্ত্রং বহস্তৈঃ, হস্তৈঃ শূলং কপালং বরদমভয়দং চারুহাসং নমামি (২) বামোরুস্তম্ভগায়াঃ করতলবিলসচ্চারুরক্তোৎপলায়াঃ হস্তেনাশ্লিষ্টদেহং মণিময়-বিলসদ্ভূষণায়াঃ প্রিয়ায়াঃ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যস্থাপনং কৃত্বা, শৈবোক্তপীঠপূজাং বিধায়, পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত। যথা,—কেশরেষগ্নিনির্ঋতিবায়ীশানকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ বষট্, শিং কবচায় হুং, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্; রম্ অস্ত্রায় ফট্। ততো মধ্যে পূর্ব্বাদিদিক্ষু চ ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ এবং গগনায়ৈ রক্তায়ৈ করালিকায়ৈ মহোচ্ছুষ্মায়ৈ। (৩) ততঃ পত্রেষু পূর্ব্বাদি বৃষভাদীন্ পূজয়েৎ। ওঁ বৃষভায় নমঃ এবং ক্ষেত্রপালায় চণ্ডেশ্বরায় দুর্গায়ৈ কার্ত্তিকেয়ায় নন্দিনে বিঘ্ননাশকায় (৪) সেনাপতয়ে। ততঃ পূর্ব্ববৎ পত্রেষু উমাদীন্ পূজয়েৎ। তদ্বাহ্যে ব্রাহ্ম্যাদ্যা মাতরঃ পূজ্যাঃ। ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী ইন্দ্রাণী চামুণ্ডা মহালক্ষ্মীঃ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৬ ॥ অস্য পুরশ্চরণং চতুর্দ্দশলক্ষজপঃ। তথাচ,—মনু-লক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং যথাবিধি ! জুহুয়ান্মধুরাসিক্তৈরারগ্বধসমিদ্বরৈঃ। আরগ্বধঃ শোণালুঃ ॥ ১৭ ॥

কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক উপরিলিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। ১৪। ১৫। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা,—বন্ধূক (বাঁধুলি) পুষ্পের ন্যায় যাঁহার রক্তবর্ণ মূর্ত্তি, মুখে তিনটি নেত্র, মস্তকে শশিকলা, মুখে সর্ব্বদা হাস্য, যিনি চারিহস্তে শূল, নরকপাল, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, প্রিয়তমা করতলে রম্য রক্তোৎপল ও সর্ব্বাঙ্গে মণিময় আভরণ ধারণপূর্ব্বক যাঁহার বাম উরুদেশে অবস্থিতি করত যাঁহাকে আলিঙ্গন দিতেছেন, সেই মধুর হাস্যকারী শিবকে প্রণাম করি। এইপ্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক শিবমন্ত্রোক্তপীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। এই আবরণপূজা প্রণালী উপরে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। আবরণপূজা করিয়া পদ্মদলের বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে। তাহার পরে ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৬। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চতুর্দ্দশলক্ষ জপ করিয়া ঘৃতমধুশর্করাযুক্ত শোণালুবৃক্ষের সমিধ দ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার হোম করিবে। ১৭।

---

(১) এতেন রক্তবর্ণত্বং সূচিতম্। (খ টি) (২) ভজামি ইতি (খ) পাঠঃ।

(৩) তথাচ নিবন্ধে—মধ্যে প্রাগ্দক্ষিণোদীচ্যপশ্চিমেষু বিধানতঃ। হৃল্লেখা গগনা রক্তা চতুর্থী চ করালিকা। মহোচ্ছুষ্মাক্রমাদেতাঃ পঞ্চ ভূতসমন্বিতাঃ ইত্যধিকোঽত্র মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

(৪) বিঘ্ননাশায় ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। বিঘ্ননায়কায় ইতি মুদ্রিত-(খ) পাঠঃ।

মন্ত্রান্তরম্।—তারো মায়া প্রাসাদং নমঃ শিবায়াষ্টাক্ষরো মনুঃ। (১) তথাচ নিবন্ধে। —তারো মায়া বিয়দ্বিন্দুমনুস্বারসমন্বিতম্। পঞ্চাক্ষরসমাযুক্তো বসুবর্ণো মনুর্ম্মতঃ॥ ১৮॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি-শৈবোক্ত-পীঠন্যাসান্তং বিধায় পূর্ব্বোক্তমন্ত্রবৎ ঋষ্যাদিন্যাস-করাঙ্গন্যাসান্ কুর্য্যাৎ॥ ১৯॥ ততো ধ্যানম্।—বন্দে সিন্দূরবর্ণং মণিমুকুটলসচ্চারুচন্দ্রাবতংসং, ভালোদ্যন্নেত্রমীশং স্মিতমুখকমলং দিব্যভূষাঙ্গরাগম্। বামোরুন্যস্তপাণেররুণকুবলয়ং সংদধত্যাঃ প্রিয়ায়া, বৃত্তোত্তুঙ্গস্তনাগ্রে নিহিতকরতলং বেদটঙ্কেষ্টহস্তম্॥ (২) এবং ধ্যাত্বা, মানসৈঃ সংপূজ্য, অর্ঘ্যস্থাপনাদিপীঠপূজান্তং বিধায়, পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। পূর্ব্ববদঙ্গানি সংপূজ্য পত্রেষনন্তাদীন্ পত্রাগ্রেষু উমাদীন্ পূজয়েৎ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ২০॥ অস্য পুরশ্চরণমষ্টলক্ষজপঃ। তথাচ,—অষ্টলক্ষং জপেদেনং মনুং মন্ত্রবিদাং বরঃ। তৎসহস্রং প্রজুহুয়াৎ পায়সাজ্যৈস্তু তপ্লুতৈঃ॥ ২১॥

অনন্তর শিবের আর একটি মন্ত্র কথিত হইতেছে। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—প্রণব, মায়াবীজ, হকারে চতুর্দ্দশস্বর (ঔ) যোগ করিয়া তাহাতে বিন্দু প্রদান করিলে যে বীজ হইবে সেই বীজ, তাহার পরে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র যোগ করিলে আর একটি অষ্টাক্ষর মন্ত্র হইবে। ১৮। এই মন্ত্রের পূজা প্রণালী যথা,—প্রাতঃকৃত্য হইতে শিবমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের মত ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। ১৯। তাহার পরে ধ্যান করিবে, যথা,—সিন্দুরের ন্যায় যাঁহার দেহবর্ণ ও মস্তকে মণিময় মুকুট, সেই মুকুটে মনোহর চন্দ্রভূষণ, ললাটদেশে একটি নেত্র সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়াছে, মুখকমলে ঈষৎ হাস্য, অঙ্গে দিব্য ভূষণ ও দিব্য অঙ্গরাগ, রক্ত কুবলয় হস্তে প্রিয়তমা যাঁহার বাম উরুদেশে হস্তার্পণ করিয়া রহিয়াছেন, আর তাঁহার বর্ত্তুল উন্নত স্তনে যিনি একটি হস্ত, প্রদান করিয়াছেন ও অপর তিনটি হস্তে পুস্তক, টঙ্ক, বরমুদ্রা ধারণ করিতেছেন, সেই শিবকে বন্দনা করি। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন হইতে পীঠপূজাপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করার পরে আবরণপূজা করিবে। প্রথমে পূর্ব্বপ্রণালীক্রমে অঙ্গপূজা করিয়া পদ্মদলে ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ সূক্ষ্মায় নমঃ, ওঁ শিবোত্তমায় নমঃ, ওঁ একনেত্রায় নমঃ, ওঁ একরুদ্রায় নমঃ, ওঁ ত্রিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ শ্রীকণ্ঠায় নমঃ, ওঁ শিখণ্ডিনে নমঃ, এই বলিয়া পূজা করিয়া, উমাদির পূজা করিবে। পদ্মদলের বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ২০। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে আট লক্ষ জপ। প্রমাণে আছে,—মন্ত্রজ্ঞপ্রবর অষ্টলক্ষ জপ করিয়া ঘৃত ম্রক্ষিত পায়সদ্বারা আট হাজার হোম করিবে। ২১।

---

(১) ওঁ হ্রীং হৌং নমঃ শিবায় ইতি মন্ত্রঃ (ক) (খ) টি। (২) বেদঃ- পুস্তকম্। ইষ্টং বরম্ (খ-টি)।

অথ মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রঃ।—তারং স্থিরা সকর্ণেন্দুর্ভৃগুঃ সর্গসমন্বিতঃ। ত্র্যক্ষরাত্মা নিগদিতো মন্ত্রো মৃত্যুঞ্জয়াত্মকঃ। স্থিরা জকারঃ, কর্ণ উকারঃ (১) ভৃগুঃ সকারঃ ॥ ২২ ॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি-শৈবোক্তং পীঠন্যাসান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি কহোলঋষয়ে নমঃ। মুখে দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি মৃত্যুঞ্জয়ায় মহাদেবায় দেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ,—ঋষিঃ কহোলো দেব্যাদিগায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতম্। মৃত্যুঞ্জয়ো মহাদেবো দেবতাস্য প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৩ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। সীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। সূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। সৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ। সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু ষড়্দীর্ঘভাজা সকারেণ কুর্য্যাৎ। তথাচ নিবন্ধে।—ভৃগুণা দীর্ঘযুক্তেন কুর্য্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোঃ (২) ২৪ ॥ ততো ধ্যানম্।—চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতং, মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসূত্রবিলসৎপাণিং হিমাংশুপ্রভম্। কোটীবেন্দু-(৩) গলৎসুধাপ্লুততনুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়ে ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনাদি-পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা,—কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ সাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য, তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদি-

অনন্তর মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্র কথিত হইতেছে।—প্রণব, জকারে দীর্ঘ উকার যুক্ত করিয়া, তাহাতে বিন্দু সংযোগ করিলে, যে, বীজ হয়, তাহা এবং বিসর্গযুক্ত সকার—এই তিন অক্ষরে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ২২। এই মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ যথা,—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে শিবমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গ ন্যাস করিবে। এই সকল ন্যাসের মন্ত্র ও প্রণালী উপরে লিখিত আছে। ২৩। ২৪। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা,—চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিনটী যাঁহার নেত্র, সহাস্যবদনে দুইটি পদ্মের মধ্যস্থলে যিনি উপবেশন করিয়া আছেন। যাঁহার হস্ত চতুষ্টয়ে মুদ্রা, পাশ, মৃগ ও অক্ষমালা বর্ত্তমান রহিয়াছে, চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার শুভ্র কান্তি, যাঁহার মুকুটস্থিত চন্দ্র হইতে সুধা ক্ষরিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিতেছে, হার প্রভৃতি ভূষণে যিনি সমুজ্জ্বলমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার রূপে জগৎ মোহিত হইতেছে, সেই মৃত্যুঞ্জয় পশুপতিকে আমি চিন্তা করি। এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন হইতে পীঠপূজা পর্য্যন্ত করিবে, পরে পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণ পূজা করিবে। যথা—পদ্ম কেশরে, অগ্নি প্রভৃতি চারিকোণে, মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে সাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গ

---

(১) প্রথমোপস্থিতত্বাৎ হ্রস্ব উকারঃ। (খ চি) ওঁ জুংসঃ ইতি মন্ত্রঃ।

(২) ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ ইতি (খ) পাঠঃ। (৩) কোটীরাং কিরীটভূতাং (খ চি)।

বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষত্রয়জপঃ। তথাচ,—গুণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং বিশালধীঃ। জুহুয়াদমৃতাখণ্ডৈঃ (১) শুদ্ধদুগ্ধাজ্যালোড়িতৈঃ ॥ ২৫ ॥

অথাপরমৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রঃ।—মৃত্যুঞ্জয়ং সমুদ্ধৃত্য পালয়দ্বিতয়ং বদেৎ। মৃত্যুঞ্জয়ং সমুচ্চার্য্য পুনরেবং বিলোমতঃ। দ্বাদশাক্ষরোঽয়ং মন্ত্রঃ স্যান্মৃত্যুঞ্জয়াভিধোঽপরঃ। ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববচ্চ সমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥

মন্ত্রান্তরম্ (২)।—প্রণবো হৃদয়ং পশ্চাত্ততো ভগবতে পদম্। ঙেন্তাঞ্চ দক্ষিণামূর্ত্তিং মহ্যং মেধামুদীরয়েৎ। প্রযচ্ছ ঠদ্বয়ান্তোঽয়ং দ্বাবিংশত্যক্ষরো মনুঃ (৩) ॥ ২৭ ॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদিশৈবোক্তপীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি চতুর্ম্মুখায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি দক্ষিণামূর্ত্তয়ে দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ২৮ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—ওঁ আং ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ঈং ওঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ ঊঁ ওঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ঐঁ ওঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ ঔঁ ওঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ অঃ ওঁ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে—তাররুদ্ধৈঃ স্বরৈর্দ্দীর্ঘৈঃ ষড়ভিরঙ্গানি কল্পয়েৎ। অথবা মন্ত্রসম্ভূতৈঃ পদৈর্ব্বা

পূজা করিয়া পদ্মের বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে, ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিনলক্ষ জপ। প্রমাণে আছে,—মহাবুদ্ধি সাধক এই মন্ত্র তিনলক্ষ জপ করিয়া ঘৃতদুগ্ধমিশ্রিত গুলঞ্চলতাখণ্ডদ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ ত্রিশহাজার হোম করিবে। ২৫। মৃত্যুঞ্জয়ের আর একটি মন্ত্র বলা যাইতেছে,—প্রথমে মৃত্যুঞ্জয়ের ত্র্যক্ষর মন্ত্র লইয়া পালয় এই পদটি দুইবার বলিবে, তাহার পরে মৃত্যুঞ্জয়ের ত্র্যক্ষর মন্ত্র বিলোমে পাঠ করিবে তাহা হইলে মৃত্যুঞ্জয় নামে আর একটি দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি সমস্তই পূর্ব্বের মত করিবে। ২৬। তাহার পরে আর একটি মন্ত্র বলা যাইতেছে, (এটি দক্ষিণামূর্ত্তিশিবের মন্ত্র)—প্রণব নমঃ তাহার পরে ভগবতে এইপদ, চতুর্থীর একবচনান্ত দক্ষিণামূর্ত্তিশব্দ, মহ্যং মেধাং এই দুই পদ, তাহার পরে "প্রযচ্ছ স্বাহা"। এই মন্ত্রটি বাইশ অক্ষরে গঠিত। ২৭। এই মন্ত্রের পূজাক্রম যথা,—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে শিবমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা—শিরসি চতুর্ম্মুখায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে দক্ষিণামূর্ত্তয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। ২৮। এই প্রকারে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। এই করাঙ্গন্যাস বিষয়ে নিবন্ধে বলিয়াছেন,—প্রণবপুটিত দীর্ঘস্বরদ্বারা

---

(১) গুড়ূচীভিঃ (খ টি)। ওঁ জুং সঃ পালয় পালয় সঃ জুং ওঁ। (খ গ)

(২) অত্র অথ দক্ষিণামূর্ত্তিমন্ত্রঃ ইতি (ক) পাঠঃ, মুদ্রিত (খ) পাঠশ্চ।

(৩) ওঁ নমো ভগবতে দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মহ্যং মেধাং প্রযচ্ছ স্বাহা। ইতি (ক) (খ) টি।

(১) কল্পয়েৎ ক্রমাৎ। তথাচ মানসোল্লাসে।—ত্রিভিশ্চতুর্ভিঃ ষড়্ভিশ্চ চতুর্ভিস্ত্রিভিরক্ষিভিঃ। মন্ত্রবর্ণৈর্ব্বিভক্তৈর্ব্বা কুর্য্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোরিতি ॥ ২৯ ॥ ততো ধ্যানম্।—বটবৃক্ষং মহোচ্ছ্রায়ং পদ্মরাগফলোজ্জ্বলম্। গারুত্মতময়ৈঃ পত্রৈর্ব্বিচিত্রৈরুপশোভিতম্। নবরত্নমহাকল্পৈর্লম্বমানৈরলঙ্কৃতম্। বিচিন্ত্য বটমূলস্থং চিন্তয়েল্লোকনায়কম্ ॥ স্ফটিকরজতবর্ণং মৌক্তিকীমক্ষমালামৃতকলসবিদ্যাজ্ঞানমুদ্রাঃ করাব্জৈঃ। দধতমুরগকক্ষং (২) চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং, বিধৃতবিবিধভূষং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনাদি-শৈবোক্তপীঠপূজান্তং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ;—কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ আং ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। পত্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ

ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। অথবা উক্তমন্ত্রের পদ লইয়া অঙ্গন্যাস করিবে, মানসোল্লাসে এ বিষয়ে বলিয়াছেন,—মন্ত্র হইতে তিনটি চারিটি, ছয়টি, চারিটি, তিনটি ও দুইটি বর্ণ লইয়া যথাক্রমে অঙ্গন্যাস করিবে। প্রথম প্রকার ন্যাস উপরে স্পষ্টরূপে বলা আছে, মন্ত্রবর্ণদ্বারা দ্বিতীয় প্রকার ন্যাস বলা যাইতেছে—যথা ওঁ নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ভগবতে তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মধ্যমাভ্যাং বষট্, মহ্যং মেধাম্ অনামিকাভ্যাং হুঁ, প্রযচ্ছ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং ওঁ নমঃ হৃদয়ায় নমঃ, ভগবতে শিরসে স্বাহা, দক্ষিণামূর্ত্তয়ে শিখায়ৈ বষট্ মহ্যং মেধাং কবচায় হুঁ, প্রযচ্ছ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। ২৯। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা—অতি বিশাল এক বটবৃক্ষ ঐ বটবৃক্ষে পদ্মরাগমণির ফল ফলিয়াছে। ঐ বৃক্ষের পত্রগুলি বিচিত্র মরকত মণিনির্ম্মিত। ঐ বৃক্ষে নবরত্ননির্ম্মিত বিভূষণ ঝুলিতেছে। ঐ বৃক্ষের মূলদেশে লোকেশ্বর দক্ষিণামূর্ত্তি দেব সমাসীন রহিয়াছেন,—স্ফটিকমণি ও রজতের ন্যায় তাঁহার গাত্রবর্ণ, করপদ্মে মুক্তাময় জপমালা, সুধাপূর্ণকলস, পুস্তক ও জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ভুজঙ্গদ্বারা কটিবন্ধন করিয়াছেন, যাঁহার মস্তকে শশিকলা ও তিনটি নয়ন, বিবিধ আভরণে ভূষিত সেই দাক্ষিণামূর্ত্তি শিবকে স্তব করি। এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শিবমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। তাহার পর আবরণপূজা করিবে। কেশরে, অগ্নিপ্রভৃতি চারিকোণে ও চতুর্দ্দিকে ওঁ আং ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ঈং ওঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ ঊং ওঁ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ঐং ওঁ কবচায় হুং, ওঁ ঔং ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট, ওঁ অঃ ওঁ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া পদ্মদলে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ

---

(১) অত্র পদপক্ষে ওঁ নমোঽবধি ভগবতেঽবধি, দক্ষিণামূর্ত্তয়েঽবধি, 'মহ্যং মেধাম্' অবধি প্রযচ্ছাবধি, স্বাহাবধি চেতি (খ.টি.)।

(২) নাগেণ বদ্ধকক্ষম্ (খ টি)।

এবং ব্রহ্মণে সনকায় সনন্দায় সনাতনায় (সনৎকুমারায় (১)) শুকায় ব্যাসায় (২)। তদ্বহিঃ পূর্ব্বাদি সিদ্ধায় গন্ধর্ব্বায় যোগীন্দ্রায় বিদ্যাধরায় তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। (৩) ততো ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৩০ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথাচ—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং ব্রহ্মচারী ব্রতে স্থিতঃ। জুহুয়াৎ সঘৃতৈঃ পদ্মৈর্দ্দশাংশং সংস্কৃতেঽনলে ॥ ৩১ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—অগ্নিসংবর্ত্তকাদিত্যরানিলৌষষ্ঠবিন্দুমৎ। চিন্তামণিরিতি খ্যাতং বীজং সর্ব্বসমৃদ্ধিদম্ ॥ (৪) অস্যার্থঃ।—অগ্নিঃ-রেফঃ, সংবর্ত্তকঃ ক্ষকারঃ, আদিত্যো মকারঃ রঃ রেফঃ, অনিলো যকারঃ ঔ স্বরূপং, ষষ্ঠ উকারঃ ॥ ৩২ ॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি-শিবোক্তং পীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ।—শিরসি কণ্বপঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদি অর্দ্ধনারীশ্বরায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ৩৩ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। —রং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। কং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। যং মধ্যমাভ্যাং বষট্। মং অনামিকাভ্যাং হুং। রং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। যং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। (৫) এবং

ইত্যাদি উপরি লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। পদ্মদলের বাহিরে পূর্ব্বাদিক্রমে সিদ্ধায় নমঃ ইত্যাদি পূজা করিয়া তাহার বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে। অনন্তর ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৩০। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ, প্রমাণে আছে—ব্রতবিহিত নিয়মে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক এই মন্ত্র লক্ষবার জপ করিবে এবং ঘৃতযুক্তপদ্মদ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ দশ হাজার হোম করিবে। ৩১।

অনন্তর শিবের আর একটি মন্ত্র কথিত হইতেছে।—অগ্নি (র) সংবর্ত্তক (ক্ষ) আদিত্য (ম) বায়ু (য) (ঔ) ও ষষ্ঠস্বর (ঊ) এই ছয়টিবর্ণে বিন্দু (অনুস্বার) যোগ করিলে চিন্তামণি নামে শিবের আর একটী মন্ত্র হইবে। কেহ কেহ এই মন্ত্রকে অর্দ্ধনারীশ্বর শিবমন্ত্র বলেন, এই মন্ত্রে সকল সমৃদ্ধিলাভ হয়। ৩২। এই মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ যথা,—প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি শিবমন্ত্রোক্তপীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(২) অত্র গণেশ্বরায় ইত্যধিকঃ (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) পূর্ব্বোদিতে যজেৎ পীঠে বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা। অঙ্গানভ্যর্চ্চয়েদ্বাহে পত্রেষষ্টসু পূজয়েৎ। সরস্বতীঞ্চ ব্রহ্মাণং সনকঞ্চ সনন্দনম্। সনৎকুমারনামানং শুকং ব্যাসং গণেশ্বরম্। সিদ্ধগন্ধর্ব্বযোগীন্দ্র-বিদ্যাধরগণান্ বহিঃ। বাহ্যে লোকেশ্বরানর্চ্চ্য বজ্রাদ্যায়ুধসংযুতান্। ইত্যধিকঃ মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

(৪) র্ ক্ষ্ ম্ র্ য্ ঔ ঊং (খ টি) রেক্ষম্রয্যূং (ক টি)। (আ০ বি০) পুস্তকে অয়ম্ অর্দ্ধনারীশ্বরমন্ত্রঃ। প্রথমপ্রকারেণ মন্ত্রোদ্ধারস্তত্রাপি। (ক) পুস্তকে টিপ্পন্যাং কেবলং ব্যঞ্জনসমূহযুক্ত উকারে ঔকারসন্নিবেশঃ প্রদর্শিতঃ।

(৫) (খ) পুস্তকে র অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ক তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা য মধ্যমাভ্যাং বষট্ ম অনামিকাভ্যাং হুং র কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ য করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ ইত্যেবং বিন্দুরহিতৈর্ব্বর্ণৈঃ করাঙ্গন্যাসৌ দর্শিতৌ।

হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে।—রেফাদি-ব্যঞ্জনৈঃ ষড়্ভিঃ কুর্য্যাদঙ্গানি ষট্ ক্রমাৎ ॥৩৪॥ ততো ধ্যানম্। নীলপ্রবালরুচিরং বিলসত্রিনেত্রং, পাশারুণোৎপলকপালকশূলহস্তম্। অর্দ্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষং, বালেন্দুবদ্ধমুকুটং প্রণমামি রূপম্ (১) এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ। ততঃ শৈবোক্তপীঠপূজাং বিধায়, পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়, আবরণপূজামারভেত। তদ্যথা—কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ রং (২) হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। ততঃ পত্রেষু পূর্ব্ববদ্বৃষভাদীন্, পত্রাগ্রেষু পূর্ব্বাদি ব্রাহ্মীং মাহেশ্বরীং কৌমারীং বৈষ্ণবীং বারাহীম্ ইন্দ্রাণীং চামুণ্ডাং মহালক্ষ্মীঞ্চ পূজয়েৎ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্র(৩)মিত্থং মন্ত্রী বিচিন্তয়ন্। অযুতং মধুরাসিক্তৈর্জ্জুহুয়াত্তিলতণ্ডুলৈঃ ॥ ৩৬ ॥

মন্ত্রান্তরম্ (৪)।—পার্শ্বো বহ্নিসমারূঢ়স্তারবানাদ্যবীজকম্। ধান্তো বহ্নিসমারূঢ়স্তুর্য্য--

করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। উভয়বিধ ন্যাসই উপরে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। নিবন্ধে অঙ্গন্যাস বিষয়ে বলিয়াছেন—র প্রভৃতি ছয়টী মন্ত্রবর্ণের এক একটী লইয়া যথাক্রমে অঙ্গন্যাস করিবে। ৩৩। ৩৪। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা,—নীলবর্ণ প্রবালের ন্যায় যাঁহার গাত্রবর্ণ, মুখমণ্ডলে তিনটী নেত্র, চারিহস্তে পাশ, রক্তোৎপল নরকপাল ও শূল রহিয়াছে, অর্দ্ধাঙ্গে অম্বিকামূর্ত্তি, অর্দ্ধাঙ্গে শিবমূর্ত্তি, উভয় অঙ্গে উভয়বিধ ভূষণ, শিরোদেশে অর্দ্ধচন্দ্রের মুকুট—এইরূপ অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তিকে প্রণাম করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। অনন্তর শিবমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া আবরণ পূজা আরম্ভ করিবে। অগ্নিপ্রভৃতি চারিকোণে মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে রং হৃদয়ায় নমঃ, কং শিরসে স্বাহা, ষং শিখায়ৈ বষট্, মং কবচায় হুং, রং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, যম্ অস্ত্রায় ফট্, এই ষড়ঙ্গপূজা করিবে। তৎপরে পদ্মদলে ওঁ বৃষায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিবে। এইরূপে ক্ষেত্রপালায়, চণ্ডেশ্বরায়, দুর্গায়ৈ, কার্ত্তিকেয়ায়, নন্দিনে, বিঘ্ননাশকায়, সেনাপতয়ে, এই সকলের পূজা করিয়া উপরি লিখিত ব্রাহ্মীপ্রভৃতির পূজা করিবে। পদ্মদলের বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৩৫। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে একলক্ষ জপ করিয়া ঘৃতমধুশর্করাসিক্ত তিলতণ্ডুলদ্বারা দশ হাজার হোম করিবে। ৩৬।

---

(১) রূপমিত্যত্র রুদ্রমিতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। তদিতরত্র সর্ব্বত্র (আ০ বি০) পুস্তকেঽপি রূপমিতি পাঠঃ।

(২) র ইতি বিন্দুরহিতঃ পাঠঃ (খ) পুস্তকে। (৩) জপেদ্বীজমিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৪) (ক) পুস্তকে (আঃ বিঃ) পুস্তকে চ অং নীলকণ্ঠমন্ত্র ইতি পাঠো বিদ্যতে।

স্বরসমন্বিতঃ। বিন্দুমাংস্তু দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ টান্তঃ সর্গী তৃতীয়কঃ। (১) সারদায়াম্।—লোহিতোঽগ্ন্যাসনঃ সত্যবিন্দুমান্ প্রথমং পুনঃ। দ্বিতীয়ং বহ্নিবীজস্থা দীর্ঘা শান্তীন্দুভূষিতা (২)। তৃতীয়ং লাঙ্গলী সর্গী মন্ত্রো বীজত্রয়াত্মকঃ। (৩) নীলকণ্ঠাত্মকো মন্ত্রো বিষদ্বয়হরঃ পরঃ॥ ৩৭॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদিশৈবোক্তপীঠন্যাসান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ,—শিরসি অরুণঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্ (৪) ছন্দসে নমঃ। হৃদি নীলকণ্ঠায় দেবতায়ৈ নমঃ॥ ৩৮॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। যথা,—হর হর স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। কপর্দ্দিনে স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। নীলকণ্ঠায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। কালকূটবিষভক্ষণায় হুং ফট্ অনামিকাভ্যাং হুং। নীলকণ্ঠিনে স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে।—হরদ্বয়ং বহ্নিজায়া হৃদয়ং পরিকীর্ত্তিতম্। কপর্দ্দিনে ঠদ্বয়ঞ্চ শিরোমন্ত্র উদাহৃতঃ। নীলকণ্ঠায় ঠদ্বন্দ্বং শিখামন্ত্রঃ সমীরিতঃ। কালকূটপদস্যান্তে ঙেযুতং বিষভক্ষণম্। হুং ফট্ কবচমাখ্যাতং বিদ্যাত্তনীলকণ্ঠিনে। স্বাহান্তমন্ত্রমেতানি পঞ্চাঙ্গানি মনোর্ব্বিদুঃ॥ ততো মন্ত্রন্যাসঃ।—মস্তকে প্রোং নমঃ, কণ্ঠে ন্রীং নমঃ, হৃদি ঠং নমঃ (৫)। তথাচ—মূর্দ্ধ্নি কণ্ঠে হৃদম্ভোজে ক্রমাদ্বীজত্রয়ং ন্যসেৎ। ততঃ

শিবের আর একটী মন্ত্র কথিত হইতেছে।—'প'কারে 'র' সংযোগ করিয়া তাহাতে প্রণব যোগ করিলে প্রথম বীজ হইবে। 'ধ' এর অন্তবর্ণ 'ন' কারে 'র' কার যোগ ও তাহাতে চতুর্থস্বর ঈকার যোগ করিয়া বিন্দু যোগ করিলে দ্বিতীয় বীজ হইবে। টকারের পরবর্ত্তী বর্ণ 'ঠ' কারে বিসর্গ যোগ করিলে তৃতীয় বীজ হইবে। এই তিনটী বীজে নীলকণ্ঠ নামে এক মন্ত্র হইবে, এই মন্ত্রে বিবিধ বিষ নিবারণ হয়। ৩৭। এই মন্ত্রের পূজা প্রণালী যথা,—প্রথমতঃ সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে শিবমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাসপূর্ব্বক উপরিলিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। অঙ্গন্যাস বিষয়ে নিবন্ধে বলিয়াছেন,—"হর হর স্বাহা" বলিয়া হৃদয় "কপর্দ্দিনে স্বাহা" বলিয়া মস্তক, "নীলকণ্ঠায় স্বাহা" বলিয়া শিখা, "কালকূটবিষভক্ষণায় হুং ফট্" বলিয়া কবচ এবং "নীলকণ্ঠিনে স্বাহা" বলিয়া অস্ত্রন্যাস করিবে। এই মন্ত্রে পঞ্চাঙ্গন্যাস বিহিত। তাহার পরে মস্তকে, কণ্ঠে ও হৃৎপদ্মে তিনটি বীজমন্ত্রের এক একটি মন্ত্র দ্বারা ক্রমে ন্যাস

---

(১) প্রোস্ত্রীঠঃ। ইতি মন্ত্রঃ।

(২) বহ্নিবীজস্থো দীর্ঘাশান্তীন্দুভূষিতঃ ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (খ) পুস্তকে শারদাবচনং নোদ্ধৃতম্।

(৩) অস্যার্থঃ—লোহিতঃ পকারঃ, অগ্নী রেফঃ' তৌ আসনে যস্য তাদৃশঃ। সত্যঔকারঃ সচ বিন্দুমান্ ইতি প্রথমং বীজম্। দীর্ঘা নকারঃ"বামনো জ্বালিনী দীর্ঘা নিরীহঃ সুগতির্ব্বিয়দি"ত্তি শাসনাৎ। শান্তিরীকারঃ ইতি দ্বিতীয়ং বীজং। লাঙ্গলী ঠকারঃ সর্গী বিসর্গী ইতি তৃতীয়ং-বীজং ; তথাচ প্রোং ন্রীং ঠঃ ইতি মন্ত্রঃ। ইতি (আঃ বিঃ)। (৪) ত্রিষ্টুবিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৫) ঠঃ নমঃ ইতি পাঠান্তরম্।

সমাহিতো ভূত্বা নীলকণ্ঠং বিচিন্তয়েদিতি ॥ ৩৯ ॥ ততো ধ্যানম্ ।—বালার্কাযুততেজসং ধৃতজটাজূটেন্দুখণ্ডোজ্জ্বলং, নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরং জপবটীং (১) শূলং কপালং করৈঃ। খট্বাঙ্গং দধতং ত্রিনেত্রবিলসৎপঞ্চাননং সুন্দরং, ব্যাঘ্রত্বক্‌পরিধানমব্জনিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কৃত্বা শৈবোক্তপীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেত। কেশরেষ্বগ্ন্যাদিকোণেষু দিক্ষু চ হর হর স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। ততঃ ইন্দ্রাদীন বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৪০ ॥ অস্য পুরশ্চরণং ত্রিলক্ষজপঃ। তথাচ—লক্ষত্রয়ং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং সসর্পিষা। হবিষা (২) জুহুয়াৎ সম্যক্ সংস্কৃতে হব্যবাহনে ॥ ৪১ ॥

মন্ত্রান্তরম্ ।—প্রণবো হৃন্নীলকণ্ঠায়াষ্টাক্ষরোঽপরঃ ॥ ১ ॥ কল্পে—তারো হৃন্নীলকণ্ঠায় মন্ত্রশ্চাষ্টাক্ষরঃ পরঃ ॥ ২ ॥ অস্য পূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ, বিশেষস্তু ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ নীলকণ্ঠো দেবতা ॥ ৩ ॥

করিবে। এই ন্যাসের নাম মন্ত্রন্যাস। উপরে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার পরে একাগ্রচিত্তে নীলকণ্ঠের ধ্যান করিবে। ৩৮। ৩৯। ধ্যান যথা—এক সময়ে উদিত দশ হাজার রবির উদয়কালীন কিরণমালার ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, জটাজূটে যিনি একখণ্ড চন্দ্র ধারণ করিয়া আরও উজ্জ্বল হইয়াছেন, ভুজঙ্গরাজ দ্বারা শিরোভূষণ করিয়াছেন, চারিহস্তে জপমালা, শূল, নরকপাল ও খট্বাঙ্গ (অস্ত্রবিশেষ) ধারণ করিতেছেন, যাঁহার পাঁচটী মুখেই তিনটী করিয়া চক্ষু, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পদ্মের উপরে সুন্দর মূর্ত্তিতে যিনি অবস্থিতি করিতেছেন—সেই শ্রীনীলকণ্ঠকে ভজনা করি। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক শিবমন্ত্রোক্ত পীঠপূজার পর পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। কেশরে অগ্নিপ্রভৃতি চারিকোণে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে “হর হর স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ”, “কপর্দ্দিনে স্বাহা শিরসে স্বাহা”, “নীলকণ্ঠায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট,” “কালকূটবিষভক্ষণায় হুং ফট্ কবচায় হুং”, “নীলকণ্ঠিনে স্বাহা নেত্রত্রয়ায় বৌষট্”, এইরূপে অঙ্গপূজা করিয়া ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করত ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৪০। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিন লক্ষ জপ করিয়া ঘৃতযুক্ত পরমান্ন দ্বারা জপের দশাংশ ত্রিশহাজার হোম করিবে। ৪১।

নীলকণ্ঠের আর একটি মন্ত্র কথিত হইতেছে।—প্রথমে প্রণব, পরে ‘নমো নীলকণ্ঠায়’ এই আট অক্ষরে আর একটী উত্তম মন্ত্র হইবে। ইহার পূজাদি সমস্তই পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের পূজার ন্যায়, কেবল ঋষ্যাদিন্যাসে ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ ও নীলকণ্ঠ দেবতা। ১—৩।

---

(১) জপমালাং। (২) হবিষা অন্নেন (খ টি)।

অথাপরমন্ত্রঃ।—হৃদয়ং বপরং সাক্ষি লান্তোঽনন্তান্বিতো মরুৎ। পঞ্চাক্ষরো মন্ত্রঃ প্রোক্তস্তারাদ্যোঽয়ং ষড়ক্ষরঃ (১)॥ ৪॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি শৈবোক্তপীঠ-ন্যাসান্তং সমাপ্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ।—শিরসি বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে পঙ্‌ক্তি-ছন্দসে নমঃ। হৃদি ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ॥ ৫॥ ততো মূর্ত্তিন্যাসঃ।—তর্জ্জন্যোঃ নং তৎপুরুষায় নমঃ। মধ্যমযোঃ মং অঘোরায় নমঃ। কনিষ্ঠয়োঃ শিং সদ্যোজাতায় নমঃ। অনামিকয়োঃ বাং বামদেবায় নমঃ। অঙ্গুষ্ঠয়োঃ যং ঈশানায় নমঃ (২)। তথাচ নিবন্ধে —তাঃ স্যুস্তৎপুরুষাঘোরসদ্যোবামেশসংজ্ঞকাঃ। মন্ত্রবর্ণাদিকা ন্যসেৎ পঞ্চমূর্ত্তীর্যথাক্রমম্। তর্জ্জনীমধ্যমযোরন্ত্যা-(৩) নামিকাঙ্গুষ্ঠকে পুনঃ। এবং বক্ত্রে হৃদয়ে পাদদ্বয়ে গুহ্যে মূর্দ্ধ্নি তা ন্যাসেৎ। এবং প্রাগ্‌যাম্যবারুণোদীচ্যমধ্যবক্ত্রেষু তা ন্যসেৎ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ —ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নং (৪) তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি। এবং হৃদয়াদিষু।

শিবের অপর মন্ত্র বলা যাইতেছে—প্রথমে 'নমঃ' তাহার পরে ল'এর পরবর্ত্তী বর্ণ শ'কারে অক্ষি (ই) যোগ করিবে, তাহার পরে ব'এর পরে অনন্ত (আ) যোগ করিবে। তাহার পরে বায়ু (য) যোগ করিবে, ইহাতে পঞ্চাক্ষর একটি মন্ত্র হইবে। ঐ মন্ত্রের পূর্ব্বে প্রণব যুক্ত করিলে ষড়ক্ষর আর একটি মন্ত্র হইবে। এই উভয় মন্ত্রের পূজা যথা,—প্রাতঃকৃত্য হইতে শিবমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া উপরি লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস ও তাহার পরে মূর্ত্তিন্যাস করিবে। পঞ্চঅঙ্গুলিতে মূর্ত্তিন্যাস উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। নিবন্ধে তাহার প্রমাণ দিয়া বলিয়াছেন—মন্ত্রের এক একটী বর্ণ আদিতে যুক্ত করিয়া তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব ও ঈশান এই পঞ্চমূর্ত্তি-ন্যাস করিবে। তর্জ্জনী, মধ্যমা, কনিষ্ঠা, অনামা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ঐ পঞ্চমূর্ত্তিন্যাস করিয়া মুখে, হৃদয়ে, পদদ্বয়ে, গুহ্যে ও মস্তকে আবার ঐ ন্যাস করিবে এবং শিবের পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর ও মধ্যবর্ত্তী এই পঞ্চমুখেও ঐ পঞ্চমূর্ত্তির ন্যাস করিবে। এই পঞ্চমূর্ত্তির করন্যাস কেবল উপরে দর্শিত হইয়াছে, অপর দুই ন্যাস প্রদর্শিত হইতেছে। তাহার পরে মুখে নং নমঃ, হৃদয়ে মং নমঃ, পাদদ্বয়ে শিং নমঃ, গুহ্যে বাং নমঃ, মস্তকে যং নমঃ, তাহার পরে পূর্ব্ববদনে নং নমঃ, দক্ষিণবদনে মং নমঃ, পশ্চিমবদনে শিং নমঃ, উত্তরবদনে বাং নমঃ, ঊর্দ্ধবদনে যং নমঃ, এইরূপে ন্যাস করিয়া ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং বৌষট, শিং অনামিকাভ্যাং হুং, বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট, যং

---

(১) হৃদয়ং (নমঃ) বপরং (শ) অয়মন্তঃস্থো বকারঃ। সাক্ষি (ই) লান্তঃ (ব) অনন্তঃ (আ) মরুৎ (য)। নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায় ইতি মন্ত্রৌ।

(২) (খ) পুস্তকে ন তৎপুরুষায় নমঃ। মঃ অঘোরায় নমঃ। শি সদ্যোজাতায় নমঃ। বা বামদেবায় নমঃ। য ঈশানায় নমঃ ইতি বিন্দুহীনঃ পাঠঃ মন্ত্রবর্ণানাম্। এবং সর্ব্বত্র।

(৩) অন্ত্যা কনিষ্ঠা। (৪) অত্রাপি (খ) পুস্তকে বিন্দুহীনঃ পাঠঃ।

তথাচ নিবন্ধে—ষড়্ভির্ব্বর্ণৈঃ ষড়ঙ্গানি কুর্য্যান্মন্ত্রস্য দেশিকঃ। ততো গোলকন্যাসঃ।—হৃদি ওঁ নমঃ, বক্ত্রে নং নমঃ, অংসয়োঃ মং নমঃ, শিং নমঃ, উর্ব্বোঃ বাং নমঃ, য়ং নমঃ। এবং কণ্ঠে নাভৌ পার্শ্বদ্বয়ে পৃষ্ঠে হৃদি মূর্দ্ধ্নি বদনে নেত্রয়োঃ নসোঃ। এবং করপৎসন্ধিষু সাগ্রেষু। এবং শিরোবদনহৃৎকুক্ষি-উরুপাদদ্বয়েষু চ। এবং হৃদি বক্ত্রে টঙ্কমৃগাভয়বরেষু (১)। এবং বক্ত্রাংসহৃৎপাদোরুজঠরেষু। ততঃ পুনরপি মূর্দ্ধ্নি ভালোদরাস্যহৃদয়েষু তাঃ পঞ্চমূর্ত্তী-(২)র্ন্যসেৎ ॥ ৬ ॥ ততো ব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাৎ—ওঁ নমোঽস্তু ভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে। চতুর্ম্মূর্ত্তিবপুশ্ছায়াভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে। ইত্যনেন ব্যাপকং কুর্য্যাৎ ॥ ৭ ॥ ততো ধ্যানম্।—ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্য-(৩)স্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ৮ ॥ ততঃ শৈবোক্তপীঠপূজাং

করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে করন্যাস করিয়া ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ বষট্, শিং কবচায় হুং, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, য়ং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এই প্রকারে অঙ্গন্যাস করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন, মন্ত্রের ছয়টী বর্ণে যথাক্রমে করাঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পরে হৃদয়াদি অঙ্গে গোলকন্যাস করিবে। ঐ ন্যাস উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐরূপ কণ্ঠে ওঁ নমঃ, নাভিতে নং নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে মং নমঃ, বামপার্শ্বে শিং নমঃ, পৃষ্ঠে বাং নমঃ, হৃদয়ে য়ং নমঃ, বলিয়া কণ্ঠাদি অঙ্গে ন্যাস করিয়া মস্তকে ওঁ নমঃ, মুখে নং নমঃ, দক্ষনেত্রে মং নমঃ, বামনেত্রে শিং নমঃ, দক্ষিণনাসিকাতে বাং নমঃ, বামনাসিকাতে য়ং নমঃ, এই বলিয়া মস্তকাদি অঙ্গে ন্যাস করিবে। ন্যাস করিয়া হস্তপাদসন্ধিতে ও হস্তপাদাগ্রে এবং হৃদয়াদি উপরি লিখিত স্থানসমূহে উক্ত বর্ণ সকল পুনঃপুনঃ ন্যাস করিবে। তাহার পরে ওঁ নমোঽস্তু ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিবে। ৫—৭। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা,—রজতগিরির ন্যায় যাঁহার শুভ্র দেহ শিরোদেশে অর্দ্ধচন্দ্র মুকুট,রত্নভূষণে মণ্ডিত দেহ, যিনি হস্তে পরশু, মৃগ, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া প্রসন্নভাবে পদ্মের উপরে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, নিখিল দেবতা যাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন, যিনি জগতের আদি ও জগতের কারণ, যিনি নিখিল ভয় বিদূরিত করেন, যাঁহার পাঁচটি বদন, প্রতিবদনে তিনটি করিয়া চক্ষু, সেই মহেশ্বরকে সর্ব্বদা ধ্যান করিবে। এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ৮। তাহার পরে শিবমন্ত্রোক্ত-পীঠপূজা

---

(১) স্বীয়শরীরে হস্তচতুষ্টয়ং বিভাব্য তত্র ন্যসেৎ। (২) পঞ্চমূর্ত্তীস্তৎপুরুষাদ্যাঃ।

(৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োঃ শৈবকল্পেঽপি,]যত্র যত্র অর্ঘ্যস্থাপনং তত্র তত্রৈব শঙ্খস্থাপনমিত্যস্তি। নিবন্ধকমতং তাভ্যাং নাপি স্বীকৃতমিত্যুক্তং প্রাক্।

বিধায়, পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়, আবরণপূজামারভেত। যথা—কর্ণিকায়াং পূর্ব্ববদীশানাদি-পঞ্চমূর্ত্তীঃ সংপূজ্য, কেশরেষু (১) নিবৃত্ত্যাদিকলাঃ পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ। ততোঽগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ বষট্, শিং কবচায় হুং, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, যং অস্ত্রায় ফট্। ইতি পূজয়েৎ। ততঃ পূর্ব্ববদনন্তাদীন্ পূজয়েৎ। তত উত্তরাদিক্রমেণ বামাবর্ত্তেন উমাদীন্ পূজয়েৎ। তদ্বহির্রিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ৯॥ অস্য পুরশ্চরণং ষট্ত্রিংশল্লক্ষজপঃ। পায়সৈরাজ্যসংমিশ্রৈঃ ষট্ত্রিংশৎসহস্রহোমঃ। তথাচ,—তত্ত্বলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দীক্ষিতঃ শৈববর্ত্মনা। তাবৎসংখ্যসহস্রাণি জুহুয়াৎ পায়সৈঃ শুভৈঃ। অত্র তত্ত্বশব্দেন ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বমুচ্যতে অন্তরঙ্গত্বাৎ॥ ১০॥

মন্ত্রান্তরম্।—অর্ঘীশো বহ্নিশিখরো লান্তস্থো দান্ত (২) ঈরিতঃ। কড়ন্তশ্চণ্ডমন্ত্রোহয়ং ত্রিবর্ণাত্মা (৩) সমীরিতঃ॥ ১১॥ (৪) অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি-শৈবোক্তপীঠ-

করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। কর্ণিকাতে ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ, ওঁ অঘোরায় নমঃ, ওঁ বামদেবায় নমঃ, ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ, এই পঞ্চ মূর্ত্তির পূজা করিয়া কেশরে ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ, এইরূপে প্রতিষ্ঠায়ৈ, বিদ্যায়ৈ, শান্ত্যৈ, এই সকল পূজা করিবে। তাহার পরে অগ্নিপ্রভৃতি চারিকোণে মধ্যে এবং পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। অনন্তর ওঁ অনন্তায় নমঃ, এইরূপে সূক্ষ্মায়, শিবোত্তমায়, একনেত্রায়, একরুদ্রায়, ত্রিমূর্ত্তয়ে, শ্রীকণ্ঠায় ও শিখণ্ডিনে নমঃ, ইঁহাদের পূজা করিয়া উত্তরাদিক্রমে বামাবর্ত্তে ওঁ উমায়ৈ নমঃ এবং চণ্ডেশ্বরায়, নন্দিনে, মহাবলায়, গণেশায়, বৃষায়, ভৃঙ্গরীটায় এবং স্কন্দায়, এই সকলের পূজা করিয়া পদ্মের বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করত ধূপাদি বিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৯। এই দ্বিবিধ মন্ত্রের পুরশ্চরণে ছত্রিশ লক্ষ জপ এবং ঘৃত মিশ্রিত পায়সান্ন দ্বারা ছত্রিশ হাজার হোম করিবে। প্রমাণে আছে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তত্ত্বলক্ষ জপ করিবে। উত্তম পায়স দ্বারা যতলক্ষ জপ করিবে, ততলক্ষ হোম করিবে। এস্থলে তত্ত্ব শব্দে ছত্রিশ তত্ত্ব, সুতরাং ছত্রিশ লক্ষ জপ। ১০।

আর একটি মন্ত্র বলা যাইতেছে।—প্রথমে অর্ঘীশ (ঊকার) তাহার পরে ‘দ’এর পরবর্ত্তী বর্ণ ‘ধ’কারে ‘ল’এর অন্তবর্ণ ‘ব’কার যোগ করিয়া তাহার মস্তকে বহ্নি (র)

---

(১) কেশরেষু ইত্যত্র কোণেষু ইতি (খ) পাঠঃ।

(২) লান্তস্থঃ (খ) দান্তঃ (খ)। (৩) ঊর্দ্ধ ফট্. (ক) (খ). টী।

(৪) অত্র প্রকারান্তরমাহ—হূর্ম্মো বিন্দুযুক্তো দণ্ডী বীজমন্ত্রোচ্যতে বুধৈঃ। বদেচ্চণ্ডেশ্বরায়েতি বীজাদি হৃদয়ান্তকম্। অর্চ্চনাদিষয়ং মন্ত্রঃ (চং চণ্ডেশ্বরায় নমঃ) যথাবৎ পূজয়েদিতি।” (ক) পুস্তকীয়ঃ পাঠঃ।

ন্যাসান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—শিরসি ত্রিতঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্-ছন্দসে নমঃ, হৃদি চণ্ডেশ্বরায় দেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ নিবন্ধে।—অস্য ত্রিতো মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্। চণ্ডেশ্বরো দেবতা ইত্যাদি ॥১২॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—দীপ্ত ফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। জ্বল ফট্ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। জ্বালিনি ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্। জ্রেয় ফট্ অনামিকাভ্যাং হুং। (১) হন ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সর্ব্বজ্বালিনি ফট্ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। (২) তথাচ প্রপঞ্চসারে।—দীপ্তজ্বল-জ্বালিনীতি জ্রেয়েন তু হননেন চ (৩)। সর্ব্বজ্বালিনিসংযুক্তৈঃ ফড়ন্তৈরঙ্গমাচরেৎ ॥ ১৩ ॥ ততো ধ্যানম্।—চণ্ডেশ্বরং রক্ততনুং ত্রিনেত্রং, রক্তাংশুকাঢ্যং হৃদি ভাবয়ামি। টঙ্কং ত্রিশূলং স্ফটিকাক্ষমালাং কমণ্ডলুং বিভ্রতমিন্দুচূড়ম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্য-স্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ১৪ ॥ ততঃ শৈবোক্তপীঠপূজাং বিধায় ঠমিতি বীজেন মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য পুনর্ধ্যাত্বা, আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়, আবরণপূজামারভেত। তদ্যথা —অঙ্গৈঃ প্রথমমাবরণং মাতৃভির্দ্বিতীয়ম্ (৪) ইন্দ্রাদিভিস্তৃতীয়ং বজ্রাদিভিশ্চতুর্থম্।

সংযোগ করিবে। তাহার অন্তে ফট্ এই পদ বসাইবে। ইহাতে তিন অক্ষরে একটি শিবমন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রের নাম চণ্ডমন্ত্র। ১১। পূজাক্রম যথা,—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে শৈবোক্তপীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক উপরিলিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস সম্বন্ধে নিবন্ধে বলিয়াছেন,—ইহার ঋষি ত্রিত, অনুষ্টুপ্ ছন্দ ও চণ্ডেশ্বর দেবতা। অঙ্গন্যাস সম্বন্ধে প্রপঞ্চসারে বলিয়াছেন—অন্তে ফট্ যোগ করিয়া 'দীপ্ত' 'জ্বল' 'জ্বালিনি' 'জ্রেয়' 'হন' এবং 'সর্ব্বজ্বালিনি' এই ছয়টি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবে।১২।১৩। তাহার পরে ধ্যান করিবে, যথা—যাঁহার রক্তবর্ণ দেহ, পরিধানে রক্তবস্ত্র, বদনে তিনটি নেত্র, এবং যিনি হস্তে টঙ্ক (পাথর ভাঙ্গিবার অস্ত্র) ত্রিশূল, স্ফটিকনির্ম্মিত জপমালা ও কমণ্ডলু ধারণ করিতেছেন, সেই চন্দ্রচূড় চণ্ডেশ্বরদেবকে হৃদয়ে ভাবনা করি। এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ১৪। তাহার পর শিবমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া ঠং এই মন্ত্রে মূর্ত্তি কল্পনাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত করিয়া আবরণ পূজা আরম্ভ করিবে। যথা,—প্রথমে ষড়ঙ্গপূজাদ্বারা প্রথম আবরণপূজা, ব্রাহ্মীপ্রভৃতি অষ্ট মাতৃকাপূজা দ্বারা

---

(১) ক্রট্ ফট্ অনামিকাভ্যাং হুং ইতি (খ) পাঠঃ। বটু ফট্ অনামিকাভ্যাং হুং ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (২) অত্র মুদ্রিত (খ) পুস্তকে—"তথাচ" হৃদয়ং দীপ্তফট্ প্রোক্তং জ্বলফট্ শির ঈরিতম্। শিখাজ্বালিনি ফট্ প্রোক্তো বটু ফট্ কবচং মতম্। হন ফট্ নেত্রমাখ্যাতং সর্ব্বজ্বলিনি ফট্ করম্। বিন্যস্যৈবং ষড়ঙ্গানি ততো দেবং বিচিন্তয়েৎ।" ইত্যধিকঃ পাঠঃ। (৩) "দীপ্তজ্বলজ্বালিনীভিস্ত্রটেন চ হনেন চ"। ইতি (খ) পুস্তক পাঠঃ।

(৪) মাতৃভির্দ্বিতীয়মিতি (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি, তত্র ইন্দ্রাদিভির্দ্বিতীয়ং বজ্রাদিভিস্তৃতীয়-মিত্যস্তি।

ততো ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৫ ॥ অস্য পুরশ্চরণং ত্রিলক্ষজপঃ। তথাচ —বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং হোমং কুর্য্যাদ্দশাংশতঃ। মধুরত্রয়সংযুক্তৈঃ (১) শুক্লৈশ্চ তিল-তণ্ডুলৈঃ ॥ ইতি শিবমন্ত্রাঃ ॥ ১৬ ॥

অথ ক্ষেত্রপালমন্ত্রঃ। মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াম্।—ক্ষৌমিতি বীজাদিক্ষেত্রপালায় ইত্যুপেতনমোঽন্তঃ। অগ্রং প্রণবাদিমন্ত্রঃ। (২) তথাচ,—বর্ণান্ত্যমৌবিন্দুযুতং ক্ষেত্র-পালায় হৃন্মনুঃ। তারাদ্যো বসুবর্ণোঽয়ং (৩) ক্ষেত্রপালস্য ঈরিতঃ ॥ ১৭ ॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং বিধায়, ধর্ম্মাদি-কল্পিতং পীঠং বিন্যস্য ঋষ্যাদি-ন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা—অস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ ক্ষেত্রপালো দেবতা ক্ষৌং বীজম্ আত্মেতি শক্তিঃ ষড়্দীর্ঘযুক্তেন বীজেনৈবাঙ্গন্যাসঃ ॥ ১৮ ॥ ততো ধ্যানম্।—ভ্রাজচ্চন্দ্র (৪) জটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভং, দোর্দণ্ডাত্ত-(৫) গদাকপালমরুণ-

---

দ্বিতীয় আবরণপূজা, ইন্দ্র প্রভৃতির পূজাদ্বারা তৃতীয় আবরণপূজা এবং বজ্রাদিপূজাদ্বারা চতুর্থ আবরণপূজা সম্পন্ন করিবে। তাহার পরে ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৫। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিন লক্ষ জপ। প্রমাণে আছে বর্ণলক্ষ জপ করিবে। বর্ণ শব্দে মন্ত্রবর্ণ, এস্থলে তিন অক্ষরে মন্ত্র সুতরাং তিন লক্ষ জপ করিতে হইবে। ঘৃত মধু শর্করাযুক্ত তিল ও তণ্ডুলদ্বারা জপের দশাংশ (ত্রিশহাজার) হোম করিবে। ১৬।

অতঃপর ক্ষেত্রপালমন্ত্র কথিত হইতেছে।—মন্ত্রদেবপ্রকাশিকাতে বলিয়াছেন,— মাতৃকাবর্ণগুলির সর্ব্বশেষ বর্ণ 'ক্ষ'কারে 'ঔ'কার 'ও বিন্দু যোগ করিলে যে বীজ হইবে, তাহার পরে ক্ষেত্রপালায় নমঃ এই মন্ত্র, সর্ব্বাগ্রে প্রণব যোগ, এই আট অক্ষরে ক্ষেত্রপালের মন্ত্র বলিয়াছেন। ১৭। এই মন্ত্রের পূজাবিধি যথা,—প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে প্রাণায়ামপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্মায় নমঃ ইত্যাদিরূপে পীঠ ন্যাসপূর্ব্বক ঋষ্যাদিন্যাস করিবে, শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ক্ষেত্রপালায় দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ক্ষৌং বীজায় নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে আত্মনে শক্তয়ে নমঃ। তাহার পরে,—ক্ষাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্ষীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ক্ষূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ক্ষৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, ক্ষৌং কনিষ্ঠ্যাভ্যাং বৌষট্, ক্ষঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এইরূপে ক্ষাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্ষীং শিরসে স্বাহা, ক্ষূং শিখায়ৈ বষট্, ক্ষৈং কবচায় হুং, ক্ষৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ক্ষঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে করাঙ্গন্যাস করিয়া

---

(১) সংসিক্তৈরিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) প্রণবাদিকো মন্ত্রঃ ইতি পাঠান্তরং (খ) পুস্তকাদিষু। ওঁ ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ ইতি মন্ত্রঃ (খ) ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ ইতি (ক)।

(৩) গ্রহবর্ণোঽয়ম্ ইতি (ক) পুস্তক পাঠান্তরং নবাক্ষরোঽয়ং মন্ত্র ইতি (খ) টি।

(৪) ভ্রাজচ্চন্দ্রজটাধরমিতি আদর্শপাঠঃ। ভ্রাজদ্বন্দ্ব ইতি (খ) পাঠঃ। ভ্রাজচ্চন্দ্র ইতি মুদ্রিত (খ) (আ০ বি০) পাঠঃ। সাধুত্বয়া গৃহীতঃ। (৫) আত্তঃ গৃহীতঃ (খ) টি।

স্রগ্গন্ধবস্ত্রোজ্জ্বলম্ (১)। ঘণ্টামেখলঘর্ঘরধ্বনিমিলজ্ঝঙ্কারভীমং বিভুং, বন্দে সংহিত-(২) সর্পকুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যস্থাপনং কৃত্বা, ধর্ম্মাদিকল্পিতপীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা, আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেত। তদ্যথা—অঙ্গৈঃ প্রথমমাবরণং, অনলাক্ষ-অগ্নিকেশ-করাল-ঘণ্টারব-মহাক্রোধ-পিশিতাশন-পিঙ্গলাক্ষ-উর্দ্ধকেশৈরষ্টাভির্দ্বিতীয়ম্ ইন্দ্রাদিভিস্তৃতীয়ং, বজ্রাদিভিশ্চতুর্থম্। ততো ধূপাদির্বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ১৯॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। সাজ্যেন চরুণা দশাংশহোমঃ। তথাচ নিবন্ধে।—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ। চরুণা ঘৃতসিক্তেন ততঃ ক্ষেত্রেশমর্চ্চয়েৎ॥২০॥ মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াস্তু।—প্রণবরহিতোঽয়ং মন্ত্রঃ। তস্য পুরশ্চরণমযুতসংখ্যকো জপঃ॥২১॥

অথাস্য বলিবিধানম্।—রাত্রৌ গৃহাঙ্গনে স্থণ্ডিলং কৃত্বা, তত্র দেবং সপরিবারং

ধ্যান করিবে। ১৮। ধ্যান যথা,—যাহার মস্তকে জটাজূট; সেই জটাজূটে চন্দ্র শোভা পাইতেছেন, নীলাদ্রির ন্যায় যাঁহার সুনীলকান্তি, তিনটি নয়ন, যিনি বাহুদণ্ডে গদা ও নরকপাল ধারণ করিতেছেন, যিনি রক্তমাল্য, রক্তবর্ণ গন্ধদ্রব্য ও রক্তবস্ত্রে উজ্জ্বলবেশে অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার ঘণ্টা ও মেখলার ঘর্ঘরশব্দ একত্র মিলিত হওয়ায় এক ভীষণ ঝঙ্কার সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইতেছে। যিনি সর্প বেষ্টন করিয়া কর্ণে কুণ্ডল করিয়াছেন; সেই বিভু ক্ষেত্রপালদেবকে সর্ব্বদা বন্দনা করি। এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক ধর্ম্মাদি পীঠদেবতার পূজা করিবে তাহার পর পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। যথা ক্ষাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গপূজা দ্বারা প্রথম আবরণ ওঁ অনলাক্ষায় নমঃ, এইরূপ অগ্নিকেশায়, করালায়, ঘণ্টারবায়, মহাক্রোধায়, পিশিতাশনায়, পিঙ্গলাক্ষায় এবং উর্দ্ধকেশায়, এই অষ্টমূর্ত্তির পূজা দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ, ইন্দ্রাদির পূজা দ্বারা তৃতীয় আবরণ এবং বজ্রাদির পূজা দ্বারা চতুর্থ আবরণ পূজা শেষ করিবে। এই সমস্ত পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৯। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ জপ করিয়া ঘৃতসিক্ত চরুদ্বারা দশসহস্র হোম করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন—এই মন্ত্র একলক্ষ বার জপ করিবে—ঘৃতসিক্ত চরু দ্বারা জপের দশাংশ (দশ হাজার) হোম করিবে। তাহার পর ক্ষেত্রপালের পুনঃ পূজা করিবে। মন্ত্রদেবপ্রকাশিকার মতে এই মন্ত্রের আদিতে প্রণব নাই এবং পুরশ্চরণে দশহাজার জপ করিবে। ২০।২১।

অনন্তর ক্ষেত্রপালের বলিদান কথিত হইতেছে। রাত্রিকালে গৃহের প্রাঙ্গণে স্থণ্ডিল

---

(১) বস্ত্রাঙ্গোজ্জ্বলং (ক) (খ) পাঠঃ। (আ০ বি০) পাঠশ্চ। (২) বন্দেঽহং সিতসর্প ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

সংপূজ্য, দেবস্য করস্থিতকপালে বলিমন্ত্রেণ ত্রিবারং বলিং দত্ত্বা, পরিবারেভ্যঃ (১) স্বস্বনামভির্ব্বলিং দদ্যাৎ ॥ ২২ ॥ বলিমন্ত্রস্তু,—এহ্যেহি বিদুষি (২) সুরু সুরু ভঞ্জয় ভঞ্জয় তর্জ্জয় তর্জ্জয় (৩) বিঘ্ন বিঘ্নং (৪) মহাভৈরব ক্ষেত্রপাল বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা। তথাচ,—(পূর্ব্বমেহিদ্বয়ং পশ্চাদ্বিদুষি স্যাৎ সুরুদ্বয়ম্। ভঞ্জয়দ্বিতয়ং ভূয়স্তজ য়দ্বিতয়ং পুনঃ। ততো বিঘ্নপদদ্বন্দ্বং মহাভৈরব তৎপরম্। ক্ষেত্রপাল বলিং গৃহ্নদ্বয়ং পাবকসুন্দরী) (৫)। যদ্বা,—এহ্যেহি তুরু তুরু সুরু সুরু জম্ভ জম্ভ হন হন বিঘ্নং নাশয় নাশয় মহাবলিং ক্ষেত্রপাল গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা ইতি। (এষ বলিবিধিঃ সর্ব্বগ্রহনিবারকো বিজয়শ্রীকরশ্চ ভবতি (৬) ॥ ২৩ ॥) বলিমপি সোপদংশ-(৭) বৃহৎপিণ্ডেন দদ্যাৎ। ফলন্তু—বলিদানেন সন্তুষ্টঃ ক্ষেত্রপালঃ প্রযচ্ছতি। কান্তিমেধাবলারোগ্যতেজঃপুষ্টিযশঃশ্রিয়ঃ ॥ ২৪ ॥

অথ বটুকভৈরব-(৮) মন্ত্রঃ। নিবন্ধে।—উদ্ধরেদ্বটুকং ঙেন্তমাপদুদ্ধরণং তথা (৯)।

•করিয়া সেই স্থণ্ডিলে পরিবারের সহিত ক্ষেত্রপালের পূজা করিয়া ক্ষেত্রপালের করস্থিত নরকপালে বক্ষ্যমাণ বলিমন্ত্রে তিনবার বলি প্রদানপূর্ব্বক পরিবারগণের স্ব স্ব নাম উল্লেখ করিয়া বলি প্রদান করিবে। ২২। বলিদানের মন্ত্র উপরে লিখিত আছে। প্রমাণে মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন,—প্রথমে 'এহি' এই পদ দুইবার বলিবে, তাহার পর 'বিদুষি' তাহার পর দুই 'সুরু' দুই 'ভঞ্জয়' দুই 'তর্জ্জয়' তাহার পরে দুই বিঘ্ন, তাহার পরে 'মহাভৈরব' তাহার পরে 'ক্ষেত্রপাল বলিং' তাহার পরে দুই 'গৃহ্ন' তাহার পরে 'স্বাহা' এই সকল পদের পর পর সন্নিবেশে ক্ষেত্রপালের বলিদান মন্ত্র হইবে। বলিদানের অন্যপ্রকার মন্ত্র উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপে বলিপ্রদান করিলে নিখিল গ্রহদোষ নিবারণ, জয়লাভ ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২৩। ব্যঞ্জনমিশ্রিত অন্নদ্বারা একটি প্রকাণ্ড পিণ্ড করিয়া তদ্দ্বারা বলি দিবে। এই বলিদানের ফল যথা,—এই প্রকার বলিদান করিলে সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষেত্রপাল কান্তি, মেধা, বল, আরোগ্য, তেজ, পুষ্টি, যশ ও শ্রী প্রদান করিয়া থাকেন। ২৪।

অনন্তর বটুকভৈরবের মন্ত্র কথিত হইতেছে।—নিবন্ধগ্রন্থে বলিয়াছেন—বটুক ও আপদুদ্ধারণ এই দুই শব্দের চতুর্থীর একবচনে যে পদ হয় তাহা উদ্ধার করিয়া দুইবার

---

(১) পরিবারগণেভ্যঃ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। মুদ্রিত (খ) পাঠশ্চ। (২) বিদ্বিষি ইতি (খ) পাঠঃ বিদ্বিষি বিদ্বিষি ইতি (ক) পাঠঃ। (৩) তর্জ্জয় তর্জ্জয় ইত্যত্র নর্ত্তয় নর্ত্তয় ইতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ। (৪) বিঘ্নপদং বিঘ্নপদম্ ইতি (ক) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠঃ মুদ্রিত (খ) পাঠশ্চ। (৫) (ক) (খ) পুস্তকয়োঃ (আ০ বি০) পুস্তকে চ নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৬) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৭) উপদংশঃ চর্ব্ব্যমিতি (শ টি)। বলিশ্চ সব্যঞ্জনবৃহদ্গ্রাসেন দেয় ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৮) অথ বটুকমন্ত্রঃ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ, মুদ্রিত (খ) পাঠশ্চ। (৯) ঙেহন্তমিত্যর্থঃ।

কুরুদ্বয়ং পুনর্ঙেন্তং বটুকান্তং সমুদ্ধরেৎ। একবিংশত্যক্ষরাত্মা শক্তিরুদ্ধো মহামন্ত্রঃ (১)॥ ২৫॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্তং বিধায় পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা,—ধর্ম্মাদ্যনৈশ্বর্য্যান্তং দেহে বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ।—শিরসি বৃহদারণ্যক-ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি বটুকভৈরবায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥২৬॥ ততো মূর্ত্তিন্যাসঃ।—হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠয়োঃ। হ্রেং বেং তৎপুরুষায় নমঃ তর্জ্জন্যোঃ। হ্রুং বুং অঘোরায় নমঃ মধ্যময়োঃ। হ্রিং বিং বামদেবায় নমঃ অনামিকয়োঃ। হ্রং বং সদ্যোজাতায় নমঃ কনিষ্ঠয়োঃ। পুনস্তত্তদঙ্গুলীভিঃ শিরোবদনহৃদ্‌গুহ্যপাদেষু তত্তদ্বীজাদিকাস্তত্তন্মূর্ত্তীর্ন্যসেৎ। তথা ঊর্দ্ধপ্রাগ্‌দক্ষিণোদীচ্যপশ্চিমেষু মুখেষু চ তা ন্যসেৎ। তথাচ নিবন্ধে।—অঙ্গুলীদেহবক্ত্রেষু মূর্ত্তীন্যস্তেদ্‌যথা পুরা। সত্যাদিপঞ্চহ্রস্বাঢ্যশক্তিবীজপুরঃসরম্। বকারং পঞ্চহ্রস্বাঢ্যমীশানাদিষু যোজয়েদিতি॥ ২৭॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—ওঁ হ্রাং বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি, ওঁং হ্রাং বাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়্দীর্ঘভাজা বীজদ্বয়েন কুর্য্যাৎ। তথাচ নিবন্ধে—ষড়্দীর্ঘযুক্তয়া শক্ত্যা বকারেণ চ তত্তথা। অঙ্গানি জাতিযুক্তানি প্রণবাদ্যানি কল্পয়েৎ॥ ২৮॥ ততো ধ্যানং।—অস্য ধ্যানং ত্রিধা প্রোক্তং

‘কুরু’ এই পদ উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার চতুর্থার একবচনান্ত বটুক শব্দের পুনরুল্লেখ করিবে। ইহার আদ্যন্তে মায়াবীজ যোগ করিবে। তাহা হইলে একুশ অক্ষরে একটি মহামন্ত্র হইবে।২৫। এই মন্ত্রের পূজাক্রম যথা,—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়ামপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া পীঠন্যাস করিবে। এই পীঠন্যাসে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ হইতে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ এই পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে। তাহার পরে উপরিলিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস ও পঞ্চমূর্ত্তিন্যাস করিবে। তাহার পরে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা মস্তকে হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ, অনামিকাঙ্গুলিদ্বারা গুহ্যে হ্রিং বেং তৎপুরুষায় নমঃ, মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা হৃদয়ে হ্রুং বুং অঘোরায় নমঃ, অনামিকাঙ্গুলিদ্বারা গুহ্যে হ্রিং বিং বামদেবায় নমঃ, কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বারা পাদে হ্রংবং সদ্যোজাতায় নমঃ, এইরূপ ন্যাস করিয়া, ঊর্দ্ধ, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম মুখে উক্তরূপ. ন্যাস করিবে। ২৬—২৭। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি পঞ্চ অঙ্গুলি মস্তক প্রভৃতি পঞ্চ অঙ্গ ও পঞ্চমুখে মূর্ত্তিন্যাস করিবে। ঈশান প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বে ওকার প্রভৃতি পাঁচটি হ্রস্ববর্ণযুক্ত বকার এবং তাহার আদিতে ওকারাদি পাঁচটি হ্রস্ববর্ণযুক্ত মায়াবীজ যোগকরত ন্যাস করিবে। তাহার পরে ওঁ হ্রাং বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং বীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ হ্রূ বূং মধ্যমাভ্যাং বষট, ওঁ হ্রৈং বৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ হ্রৌং বৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হ্রঃ বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট; এইরূপে ওঁ হ্রাং বাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ বীঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রূং বূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈং বৈং কবচায় হুং, হ্রৌং বৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হ্রঃ বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এই প্রকারে

---

(১) হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং। (ক) (খ) টি।

সাত্ত্বিকাদিপ্রভেদতঃ। তত্র সাত্ত্বিকং যথা,—বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসিবক্ত্রং বিদ্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যৈঃ।। দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং, হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদণ্ডৌ দধানম্ ॥ ২৯ ॥ রাজসং যথা;—উদ্যদ্ভাস্কর-সন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজং, স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ। নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং শীতাংশুচূড়োজ্জ্বলং বন্ধূকারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে ॥ ৩০ ॥ তামসং যথা—ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং, দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথ সৃণিং খড়্গ-(১) শূলাভয়ানি। নাগং ঘণ্টাং কপালং কর-সরসিরুহৈর্ব্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং, সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎ-কিঙ্কিণীনূপুরাঢ্যম্ ॥ ৩১ ॥ সাত্ত্বিকং ধ্যানমাখ্যাতমপমৃত্যুবিনাশনম্। আয়ুরারোগ্যজননমবর্গফলপ্রদম্ ॥ ৩২ ॥ রাজসং ধ্যানমাখ্যাতং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদম্। তামসং শত্রুশমনং কৃত্যাভূতগদাপহম্ ॥ ৩৩ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ৩৪ ॥ অস্য পূজাযন্ত্রম্।—ধর্ম্মাধর্ম্মাদিভিঃ কৢপ্তপীঠে পঙ্কজশোভিতে। ষট্‌কোণান্তস্ত্রিকোণস্থে ব্যোমপঙ্কজশোভিতে (২) ॥

করাঙ্গন্যাস করিবে। ২৮। এইরূপে ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। এই দেবতার ধ্যান ত্রিবিধ ;—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক ধ্যান যথা,—স্ফটিকমণির ন্যায় যাঁহার গাত্রবর্ণ কুণ্ডলে মুখমণ্ডল শোভা পাইতেছে,কটিদেশে ও চরণে নবমণিময় কিঙ্কিণী ও নূপুর বাজিতেছে, যিনি হস্তপদ্মে শূল ও দণ্ড ধারণ করিয়া আছেন ও শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন সেই উজ্জ্বলমূর্ত্তি প্রসন্নবদন ত্রিলোচন বটুকদেবকে বন্দনা করি। রাজসিক ধ্যান —উদীয়মান বালসূর্য্যের ন্যায় যাঁহার আরক্তদেহবর্ণ, যিনি রক্তমাল্য ও রক্তাঙ্গরাগ হস্তে বরাভয় মুদ্রা নরকপাল ও শূল ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, উত্তম উত্তম বিবিধ আভরণে অঙ্গ মণ্ডিত, মস্তকে চন্দ্রমুকুট, বাঁধুলী ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, সর্ব্বদা সহাস্যবদন ভয়হারী সেই ত্রিলোচন বটুকদেবকে সর্ব্বদা চিন্তা করি। তামসিক ধ্যান যথা,—নীলপর্ব্বতের ন্যায় গাত্রবর্ণ ললাটে চন্দ্রকলা, গলে মুণ্ডমালা, পিঙ্গলবর্ণ নেত্র, করপদ্মে ডমরু অঙ্কুশ খড়্গ, শূল, অভয়মুদ্রা,নাগ, ঘণ্টা ও নরকপাল ধারণ করিতেছেন, যাঁহার অঙ্গে সর্পভূষণ ভীষণ দন্ত, মণিময় কিঙ্কিণী ও নূপুর, সেই ত্রিনেত্র বটুক মহেশদেবকে ধ্যান করিবে। ২৯—৩১। এই ত্রিবিধ ধ্যানের মধ্যে,—সাত্ত্বিক ধ্যানে অপমৃত্যুবিনাশ, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি, আরোগ্য ও মুক্তি লাভ হয়। রাজসিকধ্যানে ধর্ম্মবৃদ্ধি, কামনাপূর্ণ ও অর্থলাভ হয় এবং তামসধ্যান করিয়া কার্য্য করিলে শত্রুদমন অন্তকৃত মরণাদি আভিচারিক কর্ম্মের নিষ্ফলতাবিধান ও ভূতাবেশ রোগভয়নিবারণ হয়।৩২।৩৩। যাহার যেরূপ কামনা, সে তদনুসারে ঐ তিন প্রকার ধ্যানের যে কোন ধ্যান করিয়া

---

(১) খড়্গ ইত্যত্র শঙ্খ ইতি (ক) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ।

(২) ষট্‌কোণান্তস্ত্রিকোণস্থং ব্যোমপঙ্কজশোভিতমিত্যেব (আ০ বি০) পাঠঃ।

বটুকযন্ত্রম্।

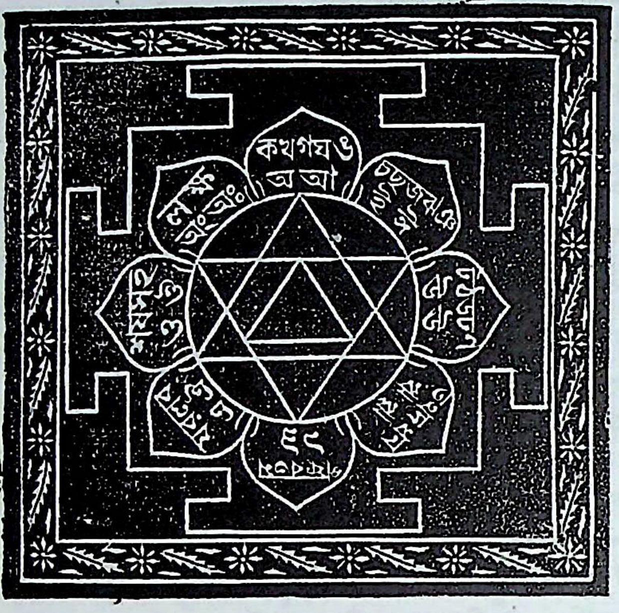

৩৫॥ ততো মূলেন মূর্ত্তিং সংকল্প্য পূর্ব্ববদ্ধ্যাত্বা আবাহনাদিকং কুর্য্যাৎ। তত্র ক্রমঃ।—মূলাদিসদ্যোজাতমন্ত্রেণাবাহনম্। মূলাদিবামদেবেন স্থাপনম্। মূলেন সান্নিধ্যম্। অঘোরেণ সন্নিরোধনম্। তৎপুরুষেণ যোনিমুদ্রাপ্রদর্শনম্। ঈশানেন বন্দনমিতি বিশেষঃ। কর্ণিকায়াং দিক্ষু কোণেষু ঈশানাদীন্ যজেৎ। এতৎ প্রথমাবরণম্। ততো ব্যোমপঙ্কজদলেষু অসিতাঙ্গাদীন্ ভৈরবান্ যজেৎ॥ ৩৬॥ যদ্‌যথা,—অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধশ্চোন্মত্তভৈরবঃ। কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারশ্চাষ্ট (১) ভৈরবাঃ। এতৈরষ্টাভি-

মানসপূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ৩৪। বটুকভৈরবের পূজাযন্ত্র যথা,—প্রথমে ত্রিকোণ তাহার বাহিরে ষট্‌কোণ এবং তাহার বাহিরে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া পদ্মের অষ্টদলে মাতৃকাযন্ত্রের মত মাতৃকাবর্ণগুলি লিখিয়া চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিবে। ৩৫। তাহার পর মূলমন্ত্রে মূর্ত্তি পরিকল্পনা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন করিবে। তদ্বিষয়ে ক্রম পরিদর্শিত হইতেছে—প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক,—সদ্যোজাত মন্ত্রে আবাহন, মূলমন্ত্রপাঠ করিয়া বামদেবমন্ত্রে স্থাপন, মূলমন্ত্রে সন্নিধীকর, অঘোরমন্ত্রে সন্নিরোধকরণ, তৎপুরুষমন্ত্রে যোনিমুদ্রা প্রদর্শন এবং ঈশানমন্ত্রে বন্দনা করিবে। তাহার পরে পূজাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা করিবে। কর্ণিকার চতুর্দ্দিকে ও চতুষ্কোণে ঈশানাদির পূজা নিম্নলিখিতক্রমে করিবে। ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ অঘোরায় নমঃ, ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ, ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ, ওঁ বামদেবায় নমঃ ইহা প্রথম আবরণ,

---

(২) সংহারোথষ্টৌ চ ইতি (খ) পাঠঃ।

দ্বিতীয়াবরণম্ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ ষট্‌কোণেষু পূর্ব্বাদি ওঁ হ্রাং বাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি-ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ ততঃ পূর্ব্বাদিতো ডাকিনী-রাকিণী-লাকিনী-কাকিনী-সাকিনী-হাকিনী-মালিনী-দেবী-পুত্রান্ পূজয়েৎ, এতত্তৃতীয়াবরণম্। অষ্টদিক্ষু উমাপুত্রান্ রুদ্র-পুত্রান্ মাতৃপুত্রান্ দক্ষিণতো যজেৎ। উর্দ্ধে উর্দ্ধমুখীপুত্রান্ অধোমুখীপুত্রান্ পূজয়েৎ, এতচ্চতুর্থাবরণম্। তথাচ সারদায়াম্।—পূর্ব্বাদীশানপর্য্যন্তং তদ্বহিঃ পূজয়েদিমান। ডাকিনীপুত্রকান্ পূর্ব্বং রাকিণীপুত্রকাংস্ততঃ! লাকিনীপুত্রকান্ পশ্চাৎ কাকিনীপুত্রকাংস্তথা। সাকিনীপুত্রকান্ ভূয়ো হাকিনীপুত্রকান্ পুনঃ। মালিনী-পুত্রকান্ পশ্চাদ্দেবীপুত্রাংস্ততঃ পরম্। তথোমারুদ্রমাতৃণাং পুত্রান্ দক্ষিণতো ন্যসেৎ। উর্দ্ধমুখ্যাঃ সুতানূর্দ্ধমধোমুখ্যাঃ সুতানধঃ। ইতি সংপূজয়েন্মন্ত্রী পুত্রবর্গাংস্ত্রয়োদশ ইতি ॥ ৩৯ ॥ তদ্বহিরষ্টদলেষু দিক্‌পালান বটুকরূপান্ পূজয়েৎ। তদ্বহিঃ পূর্ব্বে ওঁ ব্রহ্মাণী-পুত্রায় নমঃ এবং ঈশানে মাহেশ্বরীপুত্রায়, উত্তরে বৈষ্ণবীপুত্রায়, অনিলে কৌমারীপুত্রায়, পশ্চিমে ইন্দ্রাণীপুত্রায়, নৈর্ঋতে মহালক্ষ্মীপুত্রায়, যাম্যে (১) বারাহীপুত্রায়, অগ্নিকোণে (২) চামুণ্ডাপুত্রায়, এতৎ পঞ্চমাবরণম্। তথাচ নিবন্ধে।—ব্রহ্মাণীপুত্রকং পূর্ব্বে মাহেশীপুত্রমৈশ্বরে। বৈষ্ণবীপুত্রকং সৌম্যে কৌমারীপুত্রমানিলে। ইন্দ্রাণীপুত্রকং

—তাহার পরে পদ্মদলে ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ, এইরূপ রুরবে ভৈরবায়, চণ্ডায় ভৈরবায়, ক্রোধায় ভৈরবায়, উন্মত্তায় ভৈরবায়, কপালিনেত্রভৈরবায় ভীষণায় ভৈরবায় ও সংহারায় ভৈরবায়, এই অষ্টভৈরবের পূজা করিবে এই অষ্টভৈরবের দ্বারা দ্বিতীয়াবরণ। ৩৬।৩৭। তাহার পর পদ্মের ষট্‌কোণে ওঁ হ্রাং বাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রী" বীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রূ বূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈ বৈং কবচায় হুং, ওঁ হ্রৌং বৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হ্রঃ বঃ অস্ত্রায় ফট্, এই ষড়ঙ্গপূজা করিবে। ৩৮। তাহার পরে পূর্ব্বদিক্ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত, ওঁ ডাকিনীপুত্রেভ্যো নমঃ, এইরূপে লাকিনীপুত্রেভ্যো, রাকিণী-পুত্রেভ্যো, কাকিনীপুত্রেভ্যো, সাকিনীপুত্রেভ্যো, হাকিনীপুত্রেভ্যো, মালিনীপুত্রেভ্যো দেবীপুত্রেভ্যো এই বলিয়া পূজা করিবে ইহা তৃতীয়াবরণ। তাহার পর দক্ষিণদিকে উমাপুত্রেভ্যো নমঃ, এই প্রকারে বহুবচন প্রয়োগে রুদ্রপুত্র ও মাতৃপুত্রের পূজা করিয়া উর্দ্ধদিকে 'উর্দ্ধমুখীপুত্রেভ্যঃ' অধোদিকে "অধোমুখীপুত্রেভ্যঃ" বলিয়া পূজা করিবে। ইহা চতুর্থাবরণ। ইহাঁদের বাহিরে পদ্মের অষ্টদলে "বটুকরূপেভ্যো দিক্‌-পালেভ্যো নমঃ" বলিয়া দিক্‌পালগণের পূজা করিবে। তাহার বাহিরে পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মাণীপুত্রের ; ঈশানকোণে মাহেশীপুত্রের, উত্তরে বৈষ্ণবীপুত্রের, বায়ুকোণে কৌমারী-পুত্রের, পশ্চিমে ইন্দ্রাণীপুত্রের, নৈর্ঋতকোণে মহালক্ষ্মীপুত্রের, দক্ষিণে বারাহীপুত্রের, এবং অগ্নিকোণে চামুণ্ডাপুত্রের পূজা করিবে। ইহা পঞ্চম আবরণ। তাহার বাহিরে

---

(১) অত্র অনলে ইতি (খ) পাঠঃ। (২) যাম্যে (খ) ইতি পাঠঃ।

ভূয়ঃ পশ্চিমে পূজয়েত্ততঃ। মহালক্ষ্মীসুতং পশ্চাদ্রক্ষোদিশি সমর্চ্চয়েৎ। বারাহীপুত্রকং যাম্যে চামুণ্ডাপুত্রমানলে। তদ্বহির্দ্দশদিক্ষু হেতুকং ত্রিপুরান্তকং বেতালং বহ্নিজিহ্বং কালান্তকং করালম্ একপাদং ভীমরূপম্ অচলং হাটকেশ্বরঞ্চ পূজয়েৎ। এতৎ ষষ্ঠাবরণম্! তত ঈশানাদিনির্ঋতিষু (১) সকলেশ্বরভূম্যন্তরীক্ষ-স্বর্লোকনিষ্ঠান্ যোগীশান্ যোগিনীসহিতান্ পূজয়েৎ। যথা—যোগিনীসহিতদিব্যযোগীশায় নমঃ। এবং যোগিনীসহিতান্তরীক্ষযোগীশায় নমঃ। যোগিনীসহিতভূমিষ্ঠযোগীশায় নমঃ। এতৎ সপ্তমাবরণম্ ॥ ৪০ ॥ অস্য পুরশ্চরণমেকবিংশতিলক্ষজপঃ। ত্রিমধুরাক্ততৈর্দ্দশাংশহোমঃ। তথাচ,—বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ। তদ্দশাংশং প্রজুহুয়াত্তিলৈস্ত্রিমধুরাপ্লুতৈঃ (২) ॥ ৪১ ॥

ততো বলিদানম্।—পূর্ব্বং বিঘ্নং দুর্গাং সমারাধ্য বলিং দদ্যাৎ। শাল্যন্নং পললং সর্পির্লাজচূর্ণানি শর্করা। গুড়মিক্ষুরসাপূপৈর্ম্মধ্বক্তৈঃ পরিমিশ্রিতৈঃ। কৃত্বা কবলমারাধ্য দেবং প্রাগুক্তবর্ত্মনা। রক্তচন্দনপুষ্পাদ্যৈর্নিশি তস্মৈ বলিং হরেৎ ॥ ৪২ ॥ যদ্বা,—অন্যূনাঙ্গমজং হত্বা রাজসং প্রাগুদীরিতম্। বলিপ্রদানসময়ে রিপূণাং সর্ব্বসৈন্যকম্। নিবেদয়েদ্বলিত্বেন বটুকায় বিশিষ্টধীঃ ॥ ৪৩ ॥ বিদর্ভয়েচ্ছত্রুনাম্না বলিমন্ত্রমুদারধীঃ (৩) শত্রুপক্ষস্য রুধিরং পিশিতঞ্চ দিনে দিনে। ভক্ষয় স্বগণৈঃ সার্দ্ধং সারমেয়সমন্বিতঃ” (৪)।

দশদিকে হেতুক, ত্রিপুরান্তক, বেতাল, বহ্নিজিহ্ব, কালান্তক, করাল, একপাদ, ভীমরূপ, অচল, এবং হাটকেশ্বরের পূজা করিবে। ইহা ষষ্ঠাবরণ। তাহার পরে ঈশান, অগ্নি ও নৈর্ঋতকোণে সকলেশ্বর ভূমিষ্ঠ, অন্তরীক্ষস্থ, ও স্বর্লোকস্থ যোগিনীসহিত যোগীশদিগকে পূজা করিবে। ইহা সপ্তম আবরণ। ৩।৪০। এই দেবতার পুরশ্চরণে একুশ লক্ষ জপ। বচনে আছে—হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বর্ণ লক্ষ জপ করিবে। বর্ণশব্দে মন্ত্রবর্ণ, এই দেবতার মন্ত্রে একুশটি বর্ণ আছে, সুতরাং একুশলক্ষজপ। জপের পর ঘৃতমধুশর্করাযুক্ত তিলদ্বারা জপের দশাংশ (দুই লক্ষ দশহাজার) হোম করিবে। ৪১।

অনন্তর বটুকভৈরবের বলিদানবিধি কথিত হইতেছে।—প্রথমে বিঘ্ন ও দুর্গার পূজা করিয়া বলিদান করিবে। শালিধান্যের অন্ন, মাংস, ঘৃত, লাজ (খৈ) চূর্ণ, শর্করা, গুড়, ইক্ষুরস, পিষ্টক, ও মধু, এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পিণ্ডাকার করত রাত্রিকালে রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্পের সহিত বলি নিবেদন করিবে। ৪২। অথবা সর্ব্বাঙ্গশুদ্ধ একটি ছাগ বধ করিয়া বলিপ্রদান করিবে, এই দ্বিতীয় কল্পের বলিদান রাজস পূজায় কর্ত্তব্য। রাজস পূজা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বলিপ্রদানকালে শত্রুগণের সৈন্যগণকে বলিরূপে নিবেদন করিবে। ৪৩। বলিমন্ত্রে শত্রুর নাম উল্লেখ করিয়া শত্রু-

---

(১) ঈশানাগ্নিনির্ঋতেষু ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ সঙ্গতঃ। (২) মধুরসংযুতৈরিতি (ক) (খ) পাঠঃ।
(৩) বলিমন্ত্রং তদা সুধীরিতি (ক).(খ) পাঠঃ। (৪) মজ্জামেদঃসমন্বিতঃ।

বলিমন্ত্রোহয়মাখ্যাতঃ সর্ব্বেষাং বিজয়প্রদঃ ॥ ৪৪ ॥ অনেন বলিনা তুষ্টো বটুকঃ পরসৈন্যকম্। সর্ব্বং গণেভ্যো বিভজেদামিষং ক্রুদ্ধমানসঃ। এবং কৃতে পরসৈন্যং ক্ষীয়তে নাত্র সংশয়ঃ * ॥ ৪৫ ॥

পক্কস্য রুধিরম্ ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে বলিপ্রদান করিবে। উক্তরূপ বলিদানে বটুকদেব সন্তুষ্ট হইয়া শত্রুসৈন্যের মাংস স্বগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। এইরূপ বলিদান করিলে, শত্রুসৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ৪৪।৪৫।

---

* অথ কালাগ্নিরুদ্রমন্ত্রাঃ। বারাহীতন্ত্রে,—আকাশং (হ) বহ্নি-(র) মারূঢ়ং বামাক্ষি-(ঈ) নাদবিন্দু-(ং) মৎ। এতদ্বীজং সমুদ্ধৃত্য পুনর্মায়াং সমুদ্ধরেৎ। (হ্রীং হ্রীং) দ্ব্যক্ষরোহয়ং মহামন্ত্রঃ কালাগ্নিরুদ্রসংজ্ঞকঃ ॥ অপরমন্ত্রমাহ,—মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য কালাগ্নিরুদ্র-ঙেযুতম্। হৃদন্তান্তো মনুরয়ং নবাক্ষর উদাহৃতঃ। (হ্রীং কালাগ্নিরুদ্রায় নমঃ)। অস্য পূজা। প্রাতঃ-কৃত্যাদি-পূর্ব্বোক্তপীঠমন্বন্তং বিধায় মূলমন্ত্রাদ্যবীজেন প্রাণায়ামাদিকং কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা;—শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি কালাগ্নিরুদ্রায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি-হ্রাং হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনা বিন্যস্য ধ্যায়েৎ,—যথা ওঁ উদ্যন্মাতঙ্গকোটিপ্রতিমতনুরুচিং সোমসূর্য্যাগ্নিনেত্রং বিদ্যুন্মালাকলাপোজ্জ্বলবিপুলজটাজূটবদ্ধেন্দুখণ্ডম্। ঘণ্টাটঙ্কাভয়েষ্টান্যপি চ নিজভুজৈর্ব্বিভ্রতং ভীষণাঙ্গং শ্রীমৎকালাগ্নিরুদ্রং প্রণতভয়হরং সাট্টহাসং ভজেহহম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কৃত্বা পূর্ব্বোক্ত পীঠাদিকং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানান্তং বিধায়াবরণপূজাং কৃত্বা ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। সাজ্যেন চরুণা দশাংশহোমঃ। তথাচ বারাহীতন্ত্রে—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ। চরুণা ঘৃতসিক্তেন কালাগ্নের্হব্যবাহনে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

অথ কৃষ্ণবর্ণবৃষগোময়ে শিবলিঙ্গপূজাবিধিনা মারণপ্রয়োগঃ। তত্র বারাহীতন্ত্রাৎ। প্রথমং স্নাত্বা তিমিরবস্ত্রদ্বয়ং পরিধায় আচম্য ভূমৌ উপবিশ্য কৃষ্ণবর্ণবৃষগোময়েন শিবলিঙ্গং নির্ম্মায় পূজাসামগ্রীমানয়েৎ। বর্ব্বরাপুষ্পদূর্ব্বা শ্রীফলপত্রাতপতণ্ডুলমাদায় দধিমধুঘৃতকৃষ্ণবর্ণচন্দননৈবেদ্যবস্ত্রালঙ্কারাণি ফলাদীনি প্রকল্পয়েৎ। ততঃ সূর্য্যঃ সোমেতি পঠিত্বা সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। যথা—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্যামুকস্য ক্ষয়কামঃ পুত্রনাশধননাশসর্ব্বনাশকামো বা কৃষ্ণবৃষগোময়গঠিতশিবলিঙ্গপূজনমহং করিষ্যে [কিংবা কৃষ্ণবৃষগোময়গঠিতশিবলিঙ্গে কালাগ্নিরুদ্রশিবং পূজয়িষ্যে] ইতি। ততো যজ্জাগ্রত ইত্যাদি সূক্তং পঠেৎ। মায়য়া প্রাণায়ামষড়ঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। ততো মধুনা তল্লিঙ্গং স্নাপয়িত্বা ওঁ উদ্যন্মার্ত্তণ্ডকোটি ইত্যাদিনা ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহয়েৎ। ওঁ মহাকালরূপ শিব ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু কুরু স্বাহা ইত্যাবাহ

অথ ভৈরবী।—যৎপাদপঙ্কজরজোঽমরবৃন্দবন্দ্যং যদ্‌যোগতঃ পরশিবঃ পরমেশ্বরোঽভূৎ। যা সৃষ্টিপালনলয়ং কুরুতে ত্রিমূর্ত্ত্যা, সা শাম্ভবী বিজয়তে জগদেক-

যাঁহার পাদ-পদ্মধূলি দেবগণের বন্দনীয়, যাঁহার সংসর্গে শিব পরমেশ্বরত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন, জগতের এক-

অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা হ্রীং হ্রীং বীজমিতি দ্ব্যক্ষরমন্ত্রং তল্লিঙ্গে বিন্যস্য পূজয়েৎ। আং হ্রীং ক্রোং হং সঃ সোঽহং মহাকালরূপশিবস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। এবম্ আমিত্যাদি জীব ইহ স্থিতঃ। এবম্ আমিত্যাদি মহাকালরূপশিবস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। এবম্ আমিত্যাদি বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ইত্যনেন প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য পূজয়েৎ। মূলম্ ইদং পাদ্যম্, ওঁ ত্রৈলোক্যান্তকরূপায় হরায় নমঃ। মূলমুচ্চার্য্য, এষোঽর্ঘঃ ওঁ কালরূপায় ত্রিপুরান্তকায় নমঃ। মূলম্,—ইদমাচমনীয়ং ওঁ যমরূপায় শূলিনে নমঃ। মূলম্,—এষ গন্ধঃ ওঁ মহাকালরূপায় খণ্ডপরশবে নমঃ। মূলম্,—ইদং পুষ্পং ওঁ সোমায় ঈশ্বরায় নমঃ। মূলং এতানি শ্রীফলপত্রাণি ওঁ কালাগ্নিরুদ্রায় নমঃ। মূলম্,—এষ ধূপঃ ওঁ ভীমরূপায় বামদেবায় নমঃ। মূলম্,—এষ দীপঃ ওঁ সংহাররূপায় অন্ধকায় নমঃ। সর্ব্বত্র মূলমুচ্চার্য্য দ্রব্যমুল্লিখ্য ওঁ কালাগ্নিরুদ্রায় নমঃ ইত্যনেন দদ্যাৎ। মূলম্, ইদং দধিমাষতণ্ডুলনৈবেদ্যং ওঁ প্রলয়ান্তকায় ক্রতুধ্বংসিনে নমঃ। মূলম্,—ইদং তাম্বূলং ওঁ মৃত্যুরূপায় ভর্গায় নমঃ। মূলম্,—ইদমাচমনীয়ং শ্রীনাশরূপায় ভূতেশায় নমঃ ইত্যাদিনা সম্পূজ্য পূর্ব্ববীজমন্ত্রমষ্টোত্তর সহস্রং জপেৎ। ততো গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তেতি জপং সমর্প্য বর্ব্বরাপুষ্পেণ দ্বাদশমূর্ত্তিং পূজয়েৎ। ওঁ মহাদেবায় যমমূর্ত্তয়ে অমুক বলির্নমঃ (অমুক ইত্যত্র শত্রুনাম উচ্চার্য্যং)। ১। ওঁ মহেশায় যমমূর্ত্তয়ে অমুকবলির্নমঃ। ২। ওঁ শঙ্করায় যমমূর্ত্তয়ে অমুকেতি। ৩। ওঁ বৃষধ্বজায় যমমূর্ত্তয়ে অমুকেত্যাদি। ৪। ওঁ কামাঙ্গনাশায় যমমূর্ত্তয়ে অমুক ইত্যাদি। ৫। ওঁ কামাঙ্গদায় যমমূর্ত্তয়ে ইত্যাদি। ৬। ওঁ কীর্ত্তিবাসায় যমমূর্ত্তয়ে ইত্যাদি। ৭। ওঁ ভূতেশ্বরায় যমমূর্ত্তয়ে ইত্যাদি। ৮। ওঁ সর্ব্বায় যমমূর্ত্তয়ে ইত্যাদি। ৯। ওঁ ত্র্যম্বকায় যমমূর্ত্তয়ে ইত্যাদি। ১০। ওঁ যমকিঙ্কররূপায় যমমূর্ত্তয়ে ইত্যাদি। ১১। ওঁ ঘোরকালান্তকরূপায় যমমূর্ত্তয়ে অমুকবলির্নমঃ। ১২। ততো মুখবাদ্যং কৃত্বা বিসর্জ্জয়েৎ॥ শ্রীমহাকালরূপ মহাদেব ক্ষমস্ব শত্রূন্ অমুকান্ হন হন মারয় মারয় মম প্রিয়ং কুরু কুরু স্বাহা। ততোঽচ্ছিদ্রবাচনং কুর্য্যাৎ। পার্ব্বতীপুত্রমধ্যেষু সিংহাসনস্থিতাশ্চ যে। বিষ্ণুভক্তাশ্চ যে কেচিৎ তে তে নশ্যন্ত্বনেন চ। অনেন বিধিনা যস্ত শিবলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। পঞ্চাধিকদ্বাবিংশেন অবশ্যং সফলং ভবেৎ। পঞ্চাধিকদ্বাবিংশেন দিনেন যমরূপধৃক্। যমুদ্দিশ্য যজেৎ স্থাণু-ভক্তস্য তুল্যস্তথবা। জনস্য পরমেশানি তস্য মৃত্যুর্ন সংশয়ঃ॥ ০॥

পূ ইতি বারাহীতন্ত্রোক্ত-কৃষ্ণবৃষগোময়-শিবলিঙ্গজাবিধিনা মারণপ্রয়োগঃ॥ ০॥

মাতা ॥ ৪৬ ॥ সারদায়াম্ ।—অজ্ঞানতিমিরধ্বংসি সংসারার্ণবতারকম্। আনন্দবীজমবতাদতর্ক্যং ত্রৈপুরং মহঃ ॥ ৪৭ ॥ অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং ত্রিপুরামতিগোপিতাম্। যাং জ্ঞাত্বা সিদ্ধিসংঘানামধিপো জায়তে নরঃ ॥ ৪৮ ॥

অথ ত্রিপুরভৈরবীমন্ত্রাঃ। অথ ত্রিপুরায়াস্ত্রৈবিধ্যং বালাভৈরবীসুন্দরীভেদেন। তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—ত্রিপুরা ত্রিবিধা দেবী ত্রিশক্তিঃ পরিগীয়তে। অথ ব্যুৎপত্তিমাহ প্রপঞ্চসারে,—ত্রিমূর্ত্তিসর্গাচ্চ পরাভবত্বাৎ ত্রয়ীময়ীত্বাচ্চ পরৈব দেব্যাঃ। লয়ে ত্রিলোক্যামপি পূরণত্বাৎ প্রায়োঽম্বিকায়াস্ত্রিপুরেতি নাম। তথাচ বারাহীতন্ত্রে,—ব্রহ্মবিষ্ণু-মহেশাদ্যৈস্ত্রিদশৈরর্চ্চিতা পুরা। ত্রিপুরেতি সদা নাম কথিতং দৈবতৈস্তব। সারদায়াম্ ।—বিয়দ্ভৃগু-হুতাশস্থো ভৌতিকো বিন্দুশেখরঃ (১)। বিয়ত্তদাদিকেন্দ্রাগ্নিস্থিতং বামাক্ষিবিন্দুমৎ। আকাশভৃগুবহ্নিস্থো মনুঃ (ঔ) সর্গেন্দুখণ্ডবান্। পঞ্চকূটাত্মিকা (২) বিদ্যা বেদ্যা ত্রিপুরভৈরবী। প্রথমং বাগ্‌ভবং কূটং (৩) দ্বিতীয়ং কামরাজকং। তৃতীয়ং শক্তি—

মাত্র মাতা সেই শাম্ভবী শক্তির জয় হউক। ৪৬। সারদাগ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ত্রিপুরাদেবীর অভাবনীয় তেজ অজ্ঞান-তিমির নষ্ট করে, সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ করে ; আনন্দকারণ সেই তেজ সাধকগণকে রক্ষা করুক। ৪৭। মানব যাঁহাকে জানিতে পারিলে সিদ্ধিসমূহের (অধীশ্বর হয়,) সেই অতিগোপনীয়া মহাবিদ্যা ত্রিপুরার মন্ত্রাদি বলিব। ৪৮।

অতঃপর ত্রিপুরভৈরবীমন্ত্র কথিত হইতেছে।—ত্রিপুরা তিন প্রকার বালা, ভৈরবী ও সুন্দরী। জ্ঞানার্ণব বলিয়াছেন—ত্রিপুরা দেবী ত্রিবিধা,—তাঁহাকে ত্রিশক্তি বলে। প্রপঞ্চসারে ত্রিপুরাপদের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—ত্রিমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সৃষ্টিস্থিতিলয় করিয়াছেন বলিয়া—বেদত্রয়ী মূর্ত্তিরূপা বলিয়া এবং প্রলয়ে ত্রিলোকীপূরণ করেন বলিয়া অম্বিকার—ত্রিপুরা এই নাম হইয়াছে। বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি (ত্রিদশগণ) (পুরাকালে) পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবগণ আপনার ত্রিপুরা এই নাম রাখিয়াছেন। সারদাতিলকে মন্ত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—হকার, সকার ও রকারে ঔকার যোগ করিয়া তাহাতে বিন্দুপ্রদান করিলে প্রথম বীজ হকার, হকারের আদিবর্ণ সকার, ককার, লকার এবং রকারে ঈকারযোগ—তাহাতে বিন্দুসংযোগ, ইহাতে দ্বিতীয় বীজ। হকার, সকার ও রকার ইহাতে ঔকারযোগ তাহাতে বিন্দু এবং বিসর্গযোগ করিলে তৃতীয় বীজ হইবে। পাঁচটি ব্যঞ্জনবর্ণে এই মন্ত্র রচিত বলিয়া

---

(১) বিয়ৎ (হ্), ভৃগু (স্), বহ্নি (র্) ভৌতিক (ঐ) বিয়ৎ (হ্) তদাদি (স্) (ক্) ইন্দ্র (ল্) অগ্নি (র্) (ঈং) আকাশ (হ্) ভৃগুঃ (স্) বহ্নি (র্), মনু (ঔ), সর্গ (ঃ) ইন্দুখণ্ডং (ং)।

(২) পঞ্চভির্ব্যঞ্জনৈঃ কূটং যস্যাঃ সা পঞ্চকূটা নতু পঞ্চকূটা ত্রিকূটাত্মকত্বাৎ।

(৩) কূটমিত্যত্র বীজমিতি পাঠঃ।

কূটঞ্চ ত্রিভির্ব্বীজৈরুদাহৃতম্। (১) অস্যার্থঃ।—শিবচন্দ্রবহ্নিবাগ্‌ভবম্। শিবচন্দ্রকামপৃথ্বীর্বহ্নিশ্চতুর্থস্বরবিন্দুমান্। শিবচন্দ্ররেকচতুর্দ্দশস্বরবিন্দুবিসর্গঃ (১)॥ ৪৯॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং বিধায় পূর্ব্বোক্তক্রমেণ। আধারশক্ত্যাদি হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং বিন্যস্য, হৃৎপদ্মস্য পূর্ব্বাদি-কেশরেষু ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, এবং জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদাদিন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, নন্দায়ৈ, মধ্যে মনোন্মন্যৈ, তদুপরি ঐং পরায়ৈ, অপরায়ৈ, পরাপরায়ৈ, হসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ। ইতি পীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ত্রিপুরভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে বাগ্‌ভবায় বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ তার্তীয়শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে কামবীজায় কীলকায় নমঃ। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্,—ঋষিস্তু দক্ষিণামূর্ত্তিরহং শিরসি বিন্যসেৎ। ছন্দঃ পঙ্‌ক্তিস্তু বিজ্ঞেয়ং মুখে বিন্যস্য দেবতাম্। হৃদয়ে ত্রিপুরেশানীং বাগ্‌ভবং বীজমুচ্যতে। শক্তিবীজং শক্তিরেব কামবীজঞ্চ কীলকম্। (৩) ততো নাভ্যাদিচরণপর্য্যন্তং হৈস্রং নমঃ, হৃদয়ান্নাভিপর্য্যন্তং হ্‌সক্ল্রীং নমঃ, শিরসো হৃদয়ান্তং হস্রৌঃ নমঃ, এবং আদ্যবীজং দক্ষিণকরে, দ্বিতীয়ং বীজং বামকরে, তৃতীয়বীজমুভয়করে। ততো মূর্দ্ধ্নি মূলাধারে হৃদি যথাসংখ্যম্ ত্রীণি বীজানি

ত্রিপুরাভৈরবীর এই মন্ত্রকে পঞ্চকূটা বলা হয়। ইহার প্রথমবীজকে বাগ্‌ভবকূট, দ্বিতীয়বীজকে—কামরাজকূট, এবং তৃতীয়বীজকে শাক্তকূট বলা হয়। ৪৯। উক্ত মন্ত্রের পূজাক্রম যথা,—অগ্রে সামান্যপূজাপদ্ধতি ক্রমানুসারে প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া পীঠন্যাস করিবে। পীঠন্যাসের বিশেষ এই,—প্রথমে সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি হ্রাং জ্ঞানাত্মনে নমঃ এই পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি কেশরে ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, ইত্যাদি হসৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ, এই পর্য্যন্ত উপরি লিখিত পীঠশক্তি ও পীঠমনু ন্যাস করিবে। অনন্তর ঋষ্যাদিন্যাস করিবে যথা,—শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ত্রিপুরভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে বাগ্‌ভবায় বীজায় নমঃ,পাদদ্বয়ে তার্তীয়শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে কামরাজায় কীলকায় নমঃ। দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায় বলিয়াছেন,—দক্ষিণামূর্ত্তি ইহার ঋষি, মস্তকে ন্যাস। পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দ মুখে ন্যাস। ত্রিপুরেশানী দেবতা, হৃদয়ে ন্যাস। বাগ্‌ভব ইহার বীজ, শক্তিবীজ (তৃতীয়বীজ) ইহার শক্তি। কামরাজ (দ্বিতায় বীজ) ইহার কীলক। তৎপরে নাভি হইতে পাদপর্য্যন্ত হৈস্রং নমঃ, হৃদয় হইতে নাভি পর্য্যন্ত হস্‌ক্ল্রীং নমঃ এবং মস্তক হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত হস্রৌঃ নমঃ, এই বীজত্রয় ন্যাস

---

(১) ইহং পঞ্চকূটা। (২) হৈস্রং হ্‌সক্ল্রীং হস্রৌঃ বাগভবম্ কামরাজং শক্তিকূটম্

(৩) হৈস্রং, হস্‌ক্ল্রীং, হস্রৌঃ। বাগভবং, কামরাজং শক্তিঃ।

ন্যসেৎ। তথাচ নিবন্ধে।—নাভেরাচরণং ন্যস্যেদ্বাগ্ভবং মন্ত্রবিত্তমঃ। হৃদয়ান্নাভিপর্য্যন্তং কামরাজং প্রবিন্যসেৎ। শিরসো হৃৎপ্রদেশান্তং তার্ত্তীয়ং (১) বিন্যসেত্ততঃ। আদ্যং দ্বিতীয়ং করয়োস্তার্ত্তীয়মুভয়োর্ন্যসেৎ। মূর্দ্ধ্ন্যাধারে হৃদি ন্যস্যেদ্ভূয়ো বীজত্রয়ং ক্রমাৎ॥ ৫০॥ ততো নবযোনিন্যাসঃ। আদ্যবীজং দক্ষকর্ণে, দ্বিতীয়বীজং বামকর্ণে, তৃতীয়বাজং চিবুকে এবং গণ্ডয়ো-(২)র্ব্বদনে নেত্রয়োর্নসি অসংয়োর্জ্জঠরে কূর্পরয়োঃ কুক্ষৌ জানুনোর্লিঙ্গাগ্রে পাদয়োর্গুহ্যে পার্শ্বয়োঃ হৃদয়াম্বুজে স্তনয়োঃ কণ্ঠে। তথাচ নিবন্ধে।—নবযোন্যাত্মকং ন্যাসং কুর্য্যাদ্বীজৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ। কর্ণয়োশ্চিবুকে ভূয়ো গণ্ডয়োর্ব্বদনে পুনঃ। নেত্রয়োর্নাসি বিন্যস্যেদংসয়োর্জ্জঠরে পুনঃ। ততঃ কূর্পরয়োঃ কুক্ষৌ জানুনোর্ধ্বজমূর্দ্ধনি (৩)। পাদয়োর্গুহ্যদেশে চ পার্শ্বয়োর্হৃদয়াম্বুজে। স্তনদ্বয়ে

করিতে হইবে এবং দক্ষিণহস্তে হ্স্রৈং নমঃ, বামহস্তে হ্সক্ল্রীং নমঃ, উভয়হস্তে হ্স্রৌং নমঃ। মস্তকে হ্স্রৈং নমঃ, মূলাধারে হ্সক্ল্রীঃ নমঃ, হৃদয়ে হ্স্রৌং নমঃ। নিবন্ধে বলিয়াছেন,—নাভি হইতে পদপর্য্যন্ত বাগ্ভবন্যাস, হৃদয় হইতে নাভি পর্য্যন্ত কামরাজন্যাস, মস্তক হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত তৃতীয়বীজ ন্যাস। দক্ষিণহস্তে প্রথমবীজ, বামহস্তে দ্বিতীয়বীজ, উভয়হস্তে তৃতীয়বীজ, মস্তকে প্রথমবীজ, মূলাধারে দ্বিতীয়বীজ, হৃদয়ে তৃতীয়বীজ ন্যাস করিবে। ৫০। তৎপরে নবযোনিন্যাস, নবযোনিন্যাস বিষয়ে নিবন্ধে প্রমাণ দিয়াছেন,—যথাক্রমে তিনটি বীজদ্বারা নবযোনি ন্যাস করিবে। ন্যাসের স্থান যথা,—দুই কর্ণ ও চিবুক, দুই গণ্ড ও মুখ, দুই চক্ষু ও নাসিকা, দুই স্কন্ধ ও উদর, দুই কনুই ও উদর, দুই জানু ও লিঙ্গাগ্র, দুই পদ ও গুহ্যদেশ, দুই স্তন ও কণ্ঠদেশ। এই সকল অঙ্গে যথাক্রমে তিন তিন বীজ ন্যাস করিবে। যথা—দক্ষিণকর্ণে হ্স্রৈং নমঃ, বামকর্ণে হ্সক্ল্রীং নমঃ, চিবুকে হ্স্রৌঃ নমঃ। দক্ষিণগণ্ডে হ্স্রৈং নমঃ, বামগণ্ডে হ্সক্ল্রীং নমঃ, মুখে হ্স্রৌঃ নমঃ। দক্ষিণনেত্রে হ্স্রৈং নমঃ, বামনেত্রে হ্সক্ল্রীং নমঃ, নাসিকাতে হ্স্রৌঃ নমঃ। দক্ষিণস্কন্ধে হ্স্রৈং নমঃ, বামস্কন্ধে হ্সক্ল্রীং নমঃ, মুখে হ্স্রৌঃ নমঃ। দক্ষিণনেত্রে হ্স্রৈং নমঃ, বামনেত্রে হ্সক্ল্রীং নমঃ, নাসিকাতে হ্স্রৌঃ নমঃ। দক্ষিণস্কন্ধে হ্স্রৈং নমঃ, বামস্কন্ধে হ্সক্ল্রীং নমঃ, উদরে হ্স্রৌঃ নমঃ। দক্ষিণকূর্পরে হ্স্রৈং নমঃ, বামকূর্পরে হ্সক্ল্রীং নমঃ, জঠরে হ্স্রৌঃ নমঃ। দক্ষিণজানুতে হ্স্রৈং নমঃ, বামজানুতে হ্সক্ল্রীং নমঃ, লিঙ্গে হ্স্রৌঃ নমঃ। দক্ষিণপদে হ্স্রৈং নমঃ, বামপাদে হ্সক্ল্রীং নমঃ, গুহ্যে হ্স্রৌঃ নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে হ্স্রৈং নমঃ, বামপার্শ্বে হ্সক্ল্রীং নমঃ, হৃদয়ে হ্স্রৌঃ নমঃ। দক্ষিণস্তনে হ্স্রৈং নমঃ, বামস্তনে হ্সক্ল্রীং

---

(১) তৃতীয়বীজমিত্যর্থঃ। (২) গণ্ডয়োরিত্যত্র শঙ্খয়োরিতি (ক) (খ) পাঠঃ গণ্ডয়োরিত্যর্থঃ।
(৩) লিঙ্গমূলে ইত্যর্থঃ (খ) টি।

কণ্ঠদেশে ত্রীণি বীজানি (১) বিন্যসেৎ ॥ ৫১ ॥ ততো রত্যাদিন্যাসঃ।—মূলাধারে ঐং রত্যৈ নমঃ, হৃদি ক্লীং প্রীত্যৈ নমঃ, ভ্রূমধ্যে সৌঃ মনোভবায়ৈ নমঃ, পুনর্ভ্রূমধ্যে সৌঃ অমৃতেশ্যৈ নমঃ, হৃদি ক্লীং যোগেশ্যৈ নমঃ, মূলাধারে ঐং বিশ্বযোন্যৈ নমঃ। তথাচ নিবন্ধে—মূলে রতিং হৃদি প্রীতিং ভ্রুবোর্মধ্যে মনোভবাম্। বালাবীজৈস্ত্রিভির্ন্যস্যেৎ স্থানেষ্বেষু বিলোমতঃ। অমৃতেশীঞ্চ যোগেশীং বিশ্বযোনিং ক্রমাদিমাঃ। বিলোমবীজৈর্বিন্যস্য মূর্ত্তিন্যাসমথাচরেৎ ॥ ৫২ ॥ অথ মূর্ত্তিন্যাসঃ।—মূর্দ্ধ্নি স্হ্রোং ঈশানমনোভবায় নমঃ, বক্ত্রে স্হ্রেং তৎপুরুষমকরধ্বজায় নমঃ, হৃদি স্হ্রুং অঘোরকুমারকন্দর্পায় নমঃ, গুহ্যে স্হ্রিং বামদেবমন্মথায় নমঃ, পাদয়োঃ স্হ্রং সদ্যোজাতকামদেবায় নমঃ। (২) এবমূর্দ্ধপ্রাগ্যাম্যোত্তরপশ্চিমেষু মুখেষু ঈশানমনোভবাদি-পঞ্চমূর্ত্তীস্তত্তদ্বীজাদিপূর্ব্বিকা ন্যসেৎ। তথাচ নিবন্ধে।—স্বস্ববীজাদিকং সর্ব্বং মূর্দ্ধ্নীশানমনোভবম্। ন্যসেদ্বক্ত্রে তৎপুরুষমকরধ্বজমাত্মবিৎ। হৃদ্যঘোরকুমারাখ্যং কন্দর্পং তদনন্তরম্। গুহ্যদেশে প্রবিন্যস্যেদ্বামদেবাদি-মন্মথম্। সদ্যোজাতং কামদেবং পাদয়োর্ব্বিন্যসেত্ততঃ। ঊর্দ্ধপ্রাগ্দক্ষিণোদীচ্যপশ্চিমেষু মুখেষু তান্। প্রবিন্যস্যেদ্যথাপূর্ব্বং ভৃগুব্যোমাগ্নিসংস্থিতম্ (৩)। সত্যাদি-পঞ্চহ্রস্বাঢ্যং (৩) বীজমেষাং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫৩ ॥ ততো বাণন্যাসঃ।—দ্রাং দ্রাবণ্যৈ নমঃ অঙ্গুষ্ঠয়োঃ। দ্রীং ক্ষোভণ্যৈ নমঃ তজ্জন্যোঃ। ক্লীং বশীকরণ্যৈ নমঃ মধ্যময়োঃ। ব্লূং আক-

নমঃ, কণ্ঠে হেস্রৌঃ নমঃ। এইরূপ ন্যাস করিবে। ৫১। তাহার পরে রত্যাদিন্যাস, তদ্বিষয়ে নিবন্ধে বলিয়াছেন,—প্রথমে মূলাধারে, হৃদয়ে ও ভ্রূমধ্যে অনুলোমে তিনটি বালাবীজের এক একটি লইয়া রতি, প্রীতি ও মনোভবার ন্যাস করিবে। তাহার পরে আবার ঐ সকল অঙ্গেই বিলোমে বাণবীজের এক একটি লইয়া অমৃতেশী, যোগেশী ও বিশ্বযোনিকে ক্রমে ন্যাস করিবে। এই ন্যাস মূলে আছে। তাহার পরে মূর্ত্তিন্যাস—স্বস্ববীজ আদিতে সংযোগ করত মস্তকে ঈশান মনোভব, মুখে তৎপুরুষ মকরধ্বজ, হৃদয়ে অঘোকুমার কন্দর্প, গুহ্যদেশে বামদেব মন্মথ এবং পদদ্বয়ে সদ্যোজাত কামদেবের ন্যাস করিবে। এই সকল অঙ্গে ন্যাস করিয়া দেবতার ঊর্দ্ধ, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম মুখে উক্ত দেবতাগুলির ন্যাস করিবে। ভৃগু (স) আকাশ (হ) ও বহ্নি (র) এই তিনবর্ণে ওকার প্রভৃতি (ও এ উ ই অ) পাঁচটি হ্রস্বস্বর ক্রমান্বয়ে যুক্ত করিলে ইঁহাদের বীজমন্ত্র হয়। এই ন্যাস উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। ৫২। ৫৩। অনন্তর উপরিলিখিত মন্ত্রে বাণন্যাস করিবে। জ্ঞানার্ণবে বাণন্যাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—যথা-

---

(১) ত্রীণি বীজানীত্যত্র রত্যাদিমথ ইতি (খ) পাঠঃ।

(২) ঈশানায় মনোভবায়, তৎপুরুষায় মকরধ্বজায়, অঘোরকুমারায় কন্দর্পায়, বামদেবায় মন্মথায়, সদ্যোজাতায় কামদেবায়, ইত্যেবমসমস্তপদপ্রয়োগঃ (খ) পুস্তকে।

(৩) সংযুতমিতি (খ) পাঠঃ ভৃগুঃ (সং) ব্যোম (হং) অগ্নিঃ (রং)। (৪) ওঁ এঁ উঁ ইঁ অঁ (ক) টি।

র্ষিণ্যৈ নমঃ অনামিকায়োঃ। সং সম্মোহন্যৈ নমঃ কনিষ্ঠয়োঃ। তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—পঞ্চ বাণান্ ক্রমেণৈব করাঙ্গুলীষু বিন্যসেৎ। অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তং ক্রমেণ পরমেশ্বরি ॥ ৫৪ ॥ ততস্তেষু স্থানেষু যথাক্রমং কামন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা—হ্রীং কামায় নমঃ, ক্লীং মন্মথায় নমঃ, ঐং কন্দর্পায় নমঃ, ব্লূং মকরধ্বজায় নমঃ, স্ত্রীং মীনকেতবে নমঃ। ততো মূর্দ্ধ্নি, পদে বক্ত্রে গুহ্যে হৃদি পূর্ব্বোক্তবাণান্ কামাংশ্চ ন্যসেৎ। তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—থান্তদন্তং সমুদ্ধৃত্য বহ্নিসংস্থং ক্রমেণ হি। মুখবৃত্তেন নেত্রেণ বামেন পরিমণ্ডিতম্। বাণদ্বয়মিদং প্রোক্তং মাদনং ভূমিসংস্থিতম্। চতুর্থস্বরবিন্দ্বাঢ্যং নাদরূপং বরাননে। ক্ষান্তং শক্রসমারূঢ়ং বামকর্ণবিভূষিতম্। বিন্দুনাদসমাযুক্তং সর্গবাংশ্চন্দ্রমাঃ প্রিয়ে। পঞ্চ বাণান মহেশানি নামানি শৃণু পার্ব্বতি। দ্রাবণক্ষোভণৌ বশ্যস্তথাকর্ষণসংজ্ঞকঃ। তথোন্মাদঃ ক্রমেণৈব নামানি পরমেশ্বরি। ন্যাসে তু সর্ব্বত্র স্ত্রীলিঙ্গেন প্রয়োগঃ। তথাচ নিবন্ধে।—দ্রামাদ্যাং দ্রাবণীং মূর্দ্ধ্নি, দ্রীমাদ্যাং ক্ষোভণীং পদে। ক্লীং বশীকরণীং বক্ত্রে গুহ্যে ব্লূং বীজপূর্ব্বিকাম্। আকর্ষণীং হৃদি পুনঃ সর্গান্তভৃগুসংযুতাম্। সম্মোহনীং ক্রমাদেবং বাণন্যাসোহয়মীরিতঃ। তত্রোন্মাদসম্মোহনয়োরেকপর্য্যায়ত্বম্। কামাস্তত্রৈব বিজ্ঞেয়াস্তেষাং বীজানি সংশৃণু। পরাবীজং মধ্যবাণং বাগ্‌ভবং পরমেশ্বরি। তুর্য্যবাণং ততশ্চৈব স্ত্রীবীজঞ্চ ক্রমাৎ প্রিয়ে। পঞ্চকামা ইমে দেবি নামানি শৃণু বল্লভে। কামমন্মথকন্দর্পমকরধ্বজসংজ্ঞকাঃ। মীনকেতু-

---

ক্রমে অঙ্গুষ্ঠ হইতে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত করাঙ্গুলিতে পঞ্চবাণের ন্যাস করিবে। 'থ'এর পরবর্ত্তী বর্ণ 'দ'কারে বহ্নি (র) সংযোগ করিয়া তাহাতে আকার ও ঈকার যোগ করিলে দুইটি বাণ হইবে। 'ক'এ ল সংযোগ, তাহাতে চতুর্থস্বর (ঈ) ও বিন্দু সংযোগ করিলে তৃতীয় বাণ হইবে। 'ফ'এর পরবর্ত্তী বর্ণ 'ব'কারে 'ল' যোগ করিয়া তাহাতে দীর্ঘঊকার ও বিন্দু যোগ করিলে চতুর্থ বাণ হইবে। 'স'কারে বিসর্গ যোগে পঞ্চম বাণ হয়। হে পার্ব্বতি! বাণের নাম শ্রবণ কর। দ্রাবণ, ক্ষোভণ, বশীকরণ, আকর্ষণ ও উন্মাদ, এই পাঁচটি বাণ। ন্যাসস্থলে এগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গ করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। নিবন্ধে তদ্বিষয়ে স্পষ্ট বলা হইয়াছে। যথা—দ্রাং দ্রাবণী বলিয়া মস্তকে, দ্রীং ক্ষোভণী বলিয়া পদে, ক্লীং বশীকরণী বলিয়া মুখে, ব্লূং আকর্ষণী বলিয়া গুহ্যে এবং সঃ সম্মোহনী বলিয়া হৃদয়ে ন্যাস করিবে। ৫৪। তাহার পরে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে হ্রীং কামায় নমঃ, তর্জ্জনীদ্বয়ে ক্লীং মন্মথায় নমঃ, মধ্যমাদ্বয়ে ঐং কন্দর্পায় নমঃ, অনামিকাদ্বয়ে ব্লূং মকরধ্বজায় নমঃ, কনিষ্ঠাদ্বয়ে স্ত্রীং মীনকেতবে নমঃ, এইরূপে কামন্যাস করিবে। অনন্তর মস্তক, পদ, মুখ, গুহ্য হৃদয়, এই পঞ্চস্থানে পূর্ব্বোক্ত দ্রাং দ্রাবণ্যৈ নমঃ, ইত্যাদি পঞ্চবাণ এবং হ্রীং কামায় নমঃ ইত্যাদি পঞ্চকামন্যাস করিবে। নিবন্ধে কথিত হইয়াছে—কামন্যাসও ঐ সকল অঙ্গে করিবে। কামন্যাসের বীজ বলিতেছি শুন। হে প্রিয়ে! মায়াবীজ, মধ্যমবাণবীজ, বাগ্বীজ চতুর্থবাণবীজ এবং স্ত্রীবীজ এইগুলি কামন্যাসের যথাক্রমে বীজ জানিবে।

র্মহেশানি পঞ্চমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। পঞ্চকামাংস্ততো দেবি বাণস্থানেষু বিন্যসেৎ (১) ॥ ৫৫ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—হস্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হস্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হস্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হৈস্রং অনামিকাভ্যাং হুঁ। হস্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হস্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। যড়্দীর্ঘযুক্তেনাদ্যেন বীজেনাঙ্গক্রিয়া মনোঃ ॥ ৫৬ ॥ ততঃ সুভগাদিন্যাসঃ।—ভালে ঐঁ ক্লীঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ সঃ সুভগায়ৈ নমঃ। ভ্রূমধ্যে ঐঁ ক্লীঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ সঃ ভাগসৈ নমঃ। বদনে ঐঁ ক্লীঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ সঃ ভগসর্পিণ্যৈ নমঃ। কণ্ঠিকায়াং (২) ঐঁ ক্লীঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ সঃ ভগমালিন্যৈ নমঃ। কণ্ঠে ঐঁ ক্লীঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ সঃ অনঙ্গায়ৈ নমঃ। হৃদি ঐঁ ক্লীঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ সঃ অনঙ্গকুসুমায়ৈ নমঃ। নাভৌ ঐঁ ক্লীঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ সঃ অনঙ্গমেখলায়ৈ নমঃ। লিঙ্গমূলে ঐঁ ক্লীঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ সঃ অনঙ্গমদনায়ৈ নমঃ। তথাচ নিবন্ধে।— ভালভ্রূমধ্য-বদন-কণ্ঠিকাকণ্ঠ-হৃৎসু চ। নাভ্যধিষ্ঠানয়োঃ (৩) পঞ্চ তারাদ্যাঃ (৪) সুভগাদিকাঃ। ন্যস্তব্যা বিধিনা দেব্যো মন্ত্রিণা সুভগা ভগা। ভগসর্পিণ্যথ পরা ভগমালিন্যতঃ পরম্। অনঙ্গানঙ্গকুসুমা ভূয়শ্চানঙ্গমেখলা। অনঙ্গমদনা সর্ব্বা মদবিভ্রমবিহ্বলাঃ। বাক্‌কামবীজং (৫) ব্লূং স্ত্রীং সন্তারাঃ পঞ্চোদিতাস্ত্বমী ॥ ৫৭ ॥ ততো ভূষণন্যাসঃ। তদ্‌যথা—শিরসি অং নমঃ। ভালে আং নমঃ। ভ্রুবোঃ ইং ঈং। কর্ণয়োঃ

এক্ষণে তাহাদের ন্যাসগুলি শ্রবণ কর। হে মহেশানি! কাম, মন্মথ, কন্দর্প, মকরধ্বজ ও মীনকেতু এই পাঁচটি কামকে বাণন্যাস স্থানে ন্যাস করিবে। ৫৫। তাহার পরে করাঙ্গন্যাস। ইহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ত্রিপুরামন্ত্রের প্রথমবীজে ছয়টী দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। তাহার পরে সুভগাদিন্যাস। ইহাও উপরে বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে নিবন্ধ প্রমাণে আছে,—ললাট, ভ্রূমধ্য, মুখ, গলনালী, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি ও লিঙ্গমূলে পঞ্চবীজ আদিতে প্রদান করিয়া সুভগাদিন্যাস করিবে। সুভগাদি যথা—সুভগা, ভগা, ভগসর্পিণী, ভগমালিনী, অনঙ্গা, অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমেখলা ও অনঙ্গমদনা, ইহারা সকলেই মদবিলাসে বিহ্বলা। বাগ্বীজ, কামবীজ, ব্লূং স্ত্রীং সঃ—এই পাঁচটিকে তারবীজ বলে,এই পাঁচটি বীজ অগ্রে যুক্ত করিয়া ন্যাস করিবে। তাহার পরে ভূষণন্যাস। এই ন্যাস উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্ত্রান্তরে ইহার প্রমাণ

---

(১) মূর্দ্ধ্নি দ্রাং দ্রাবিণ্যৈ নমঃ, পাদে দ্রীং ক্ষোভিণ্যৈ নমঃ, বক্ত্রে ক্লীং বশীকরণ্যৈ নমঃ, গুহ্যে ব্লূং আকর্ষণ্যৈ নমঃ, হৃদি সঃ সম্মোহন্যৈ নমঃ। ততঃ কামন্যাসঃ, মূর্দ্ধাদি বাণন্যাসস্থানে পঞ্চকে ন্যসেৎ। হ্রীং কামায় নমঃ এবং ক্লীং মন্মথায় নমঃ, ঐং কন্দর্পায় নমঃ, ব্লূং মকরধ্বজায়, স্ত্রীং মীনকেতবে, দ্রাবাদ্যাং দ্রাবণীমিত্যাদি বচনাচ্চ কামান্ন্যসেৎ। তথাচ শ্রীক্রমে,—ললাটে বদনে দেবি হৃদি নাভৌ চ গুহ্যকে। এষু কামাংস্তু বিন্যস্য তারাদ্যাঃ সুভগাদিকাঃ। ইতি ন্যসেৎ। ইতি বিশেষঃ। ইতি মুদ্রিত-(খ) পুস্তকেৎধিকঃ পাঠঃ।

(২) নলিকায়ামিতি (ক) (খ) চি। (৩) স্বাধিষ্ঠানে লিঙ্গমূলে ইত্যর্থঃ।

(৪) পঞ্চবীজাদ্যাঃ (ক) চি। (৫) ঐং ক্লীং।

উং ঊং। নেত্রয়োঃ ঋং ৠং। নসি ঌং। গণ্ডয়োঃ ৡং এং। ওষ্ঠয়োঃ ঐং ওং। অধোদন্তে ঔং। ঊর্দ্ধদন্তে অং। মুখে অঃ। চিবুকে কং। গলে খং। কণ্ঠে গং। পার্শ্বয়োঃ ঘং ঙং। স্তনদ্বন্দ্বে চং ছং। দোর্ম্মূলয়োঃ জং ঝং। কূর্পরয়োঃ ঞং টং। পাণ্যোঃ ঠং ডং। করপৃষ্ঠয়োঃ ঢং ণং। নাভৌ তং। গুহ্যে থং। ঊর্ব্বোঃ দং ধং। জানুনোঃ নং পং। জঙ্ঘয়োঃ ফং বং। স্ফিচোঃ ভং মং। পত্তলয়োঃ যং। চরণাঙ্গুষ্ঠয়োঃ রং। কাঞ্চ্যাং বং। গ্রীবায়াং লং। কটকে লং। হৃদি শং। গুহ্যে ক্ষং। কর্ণয়োঃ ষং। গণ্ডয়োঃ সং। মৌলৌ হং। সর্ব্বত্র নমোঽন্তেন ন্যসেৎ। তথাচ তন্ত্রান্তরে।—ন্যসেচ্ছিরসি ভালভ্রূকর্ণাক্ষিযুগলে নসি। গণ্ডয়োরোষ্ঠয়োর্দ্দন্তপঙ্‌ক্ত্যোরাস্যে ন্যসেৎ স্বরান্‌। চিবুকে চ গলে কণ্ঠে পার্শ্বয়োস্তনযুগ্মকে। দোর্ম্মূলয়োঃ কূর্পরয়োঃ পাণ্যোস্তৎপৃষ্ঠদেশতঃ। নাভৌ গুহ্যে পুনশ্চোর্ব্বোর্জ্জানুনোর্জ্জঙ্ঘয়োস্ততঃ। স্ফিচোঃ পত্তলয়োঃ পশ্চাচ্চরণাঙ্গুষ্ঠয়োর্দ্বয়োঃ। কাদিরন্তান্‌ ন্যসেদ্বর্ণান্‌ স্থানেষ্বেষু সমাহিতঃ। কাঞ্চ্যাং গ্রৈবেয়কে পশ্চাৎ কটকে হৃদি গুহ্যকে। কর্ণয়োর্গণ্ডয়োর্ম্মৌলৌ বললান্‌ শক্ষষান্‌ সহৌ। অষ্টাবিমান্‌ প্রবিন্যস্যেদেবং সাধকসত্তমঃ॥ ৫৮॥ ততস্ত্রিখণ্ডাং মুদ্রাং বদ্ধা ধ্যায়েৎ। যথা—উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং, রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরম্‌। হস্তাব্জৈর্দ্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্রক্তারবিন্দশ্রিয়ং, দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্‌॥ (১) এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ৫৯॥ তত আধারশক্ত্যাদি হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং সংপূজ্য পূর্ব্বাদি-কেশরেষু মধ্যে চ—ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া পশ্চাৎ কামিনী কামদায়িনী।

আছে যথা—মস্তকে, ললাটে, ভ্রূদ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, নেত্রদ্বয়ে, নাসিকায়, দুই গণ্ডে, ওষ্ঠদ্বয়ে, দুই দন্ত পঙ্‌ক্তিতে ও মুখে যথাক্রমে স্বরবর্ণগুলি ন্যাস করিবে। চিবুকে, গলে, কণ্ঠে, দুই পার্শ্বে, দুই স্তনে, দুই বাহুমূলে, দুই কনুইএ, দুই করে, দুই করপৃষ্ঠে, নাভিতে, গুহ্যদেশে, দুই ঊরুতে, দুই জানুতে, দুই জঙ্ঘাতে, দুই স্ফিচে, দুই পদতলে, দুই পদাঙ্গুষ্ঠে ক হইতে র পর্য্যন্ত বর্ণগুলি ন্যাস করিবে। কাঞ্চীস্থানে, গ্রীবায়, কটক স্থানে, হৃদয়ে, গুহ্যে, দুই কর্ণে, দুই গণ্ডে ও মৌলিদেশে. ব, ল, ল, শ, ক্ষ, ষ, স ও হ এই আটটি বর্ণ ন্যাস করিবে। ৫৬—৫৮। তাহার পরে ত্রিখণ্ডা মুদ্রা বন্ধনপূর্ব্বক ধ্যান করিবে যথা.—সহস্র আদিত্য এককালে উদিত হইলে যেরূপ কিরণ বহির্গত হয়, তাহার ন্যায় যাঁহার গাত্রকান্তি, পরিধানে রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র, গলে মুণ্ডমালা, স্তনযুগল রক্তাক্ত, হস্তপদ্মে জপমালা, পুস্তক, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা বিদ্যমান, রক্তপদ্মের ন্যায় তিনটি নেত্র, মস্তকে রত্নমুকুট, তাহাতে শশিকলা আবদ্ধ, মুখে সর্ব্বদাই মন্দ হাস্য এইরূপ ত্রিপুরাভৈরবীকে বন্দনা করি। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ৫৯।

---

(১) তথাচ রক্তবর্ণাং রক্তবস্ত্রাং মুণ্ডমালারক্তকুচাং দক্ষিণে ঊর্দ্ধে জপমালাং বামোর্দ্ধে বিদ্যাং পুস্তকম্‌। বামাধঃ অভয়ং দক্ষিণাধঃ বরং দধতীং ধ্যায়েৎ (আ০ বি০)।

রতী রতিপ্রিয়া নন্দা নবমী স্যান্মনোন্মনী। এতাঃ প্রণবাদি-নমোঽন্তাঃ পূজয়েৎ। ততঃ ঐং পরায়ৈ অপরায়ৈ পরাপরায়ৈ হেসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ। ইতি সংপূজ্য প্রাগ্‌যোনিমধ্যযোন্যন্তরালে শ্রীবিদ্যোক্ত-গুরুপঙ্‌ক্তীঃ পূজয়েৎ। নিবন্ধে।—বাগ্‌ভবং লোহিতো রায়ৈ শ্রীকণ্ঠো লোহিতোঽনলঃ। দীর্ঘবান ৈয় পরাপশ্চাদপরায়ৈ হেসৌঃ পুনঃ। সদাশিব মহাপ্রেতং ঙেন্তং পদ্মাসনং নমঃ (১)। অনেন মনুনা দদ্যাদাসনং শ্রীগুরুক্রমঃ। প্রাঙ্মধ্যযোন্যন্তরালে (২) পূজয়েৎ কল্পয়েত্ততঃ। পঞ্চভিঃ (৩) প্রণবৈর্মূর্ত্তিং (৪) তস্যামাবাহ্য দেবতাম্। পূজয়েদাগমোক্তেন বিধানেন সমাহিতঃ। তারাবাক্ শক্তি কমলা-হসখফ্রেং হেসৌঃ স্মৃতাঃ। তদশক্তৌ

ত্রিপুরভৈরবীযন্ত্রম্।

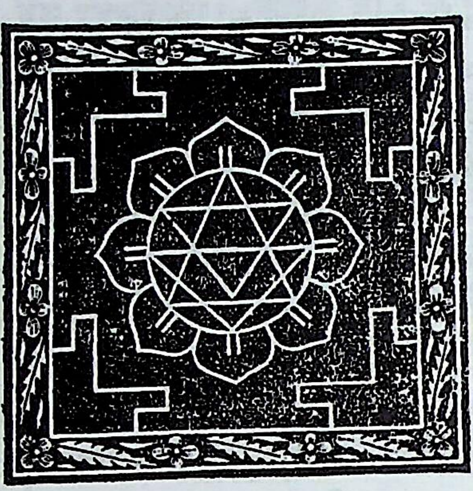

বালভৈরবী, সম্পৎপ্রদাভৈরবী কৌলেশভৈরবী, ভয়বিধ্বংসিনীভৈরবী ও সকলসিদ্ধিদাভৈরবীর এই যন্ত্র জানিবে।

তাহার পরে সামান্যপূজাবিধির নিয়মে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ হইতে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ এই পর্য্যন্ত পীঠপূজা করিয়া পূর্ব্বাদিকেশরে ও মধ্যে ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, এইরূপে জ্ঞানায়ৈ ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, নন্দায়ৈ, মনোন্মন্যৈ এই সকল দেবতার পূজা করিয়া ঐঁ পরায়ৈ নমঃ, ঐঁ অপরায়ৈ নমঃ, ঐঁ পরাপরায়ৈ নমঃ এবং হেসৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ, এই সকল পূজা করিবে। অনন্তর যন্ত্র-পদ্মমধ্যস্থিত পূর্ব্বযোনি ও মধ্যযোনির ফাঁকে শ্রীবিদ্যাপূজাপদ্ধতি লিখিত গুরুপঙ্‌ক্তি পূজা করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন;—বাগ্বীজ 'ঐ' লোহিত 'প' তাহার পর 'রায়ৈ' তাহার পরে শ্রীকণ্ঠ 'অ' 'প' আযুক্ত 'র' 'ৈয়' অর্থাৎ 'অপরায়ৈ' তাহার পরে "পরাপরায়ৈ হেসৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত" চতুর্থীর একবচনান্তে পদ্মাসন 'পদ্মাসনায়' তাহার পরে 'নমঃ'। এই মন্ত্রে আসন দান করিবে। পূর্ব্বযোনি ও মধ্যযোনির অন্তরালে গুরু-

---

(১) বাগ্‌ভবং (ঐং) লোহিতঃ (প) শ্রীকণ্ঠঃ (অ) অনলঃ (রঃ) দীর্ঘবান্ (আ)। ঐং পরায়ৈ অপরায়ৈ পরাপরায়ৈ হেসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ (ক) টি।

(২) প্রাগ্‌যোনিমধ্যযোন্যন্তরালে ইতি (আ॰ বি॰)। (৩) পাঞ্চিভাবিকপঞ্চপ্রণবৈরিতি (খ) টি। (৪) ঐং হ্রীং শ্রীং হ্‌স্‌খ্‌ ফ্রেং হেসৌঃ ইতি পঞ্চপ্রণবৈর্মূর্ত্তিং কল্পয়েৎ (খ) টি।

তু ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ, ওঁ আচার্য্যেভ্যো নমঃ, ওঁ আচার্য্যপাদুকাভ্যো নমঃ ॥ ৬০ ॥ অস্যাঃ পূজাযন্ত্রস্তু সারদায়াম্ ।—পদ্মমষ্টদলোপেতং নবযোন্যাঢ্যকর্ণিকম্ । চতুর্দ্বারসমাযুক্তং ভূগৃহং বিলিখেত্ততঃ ॥ ৬১ ॥ ততঃ ঐং হ্রীং শ্রীং হসখফ্রেং হসৌঃ ইতিমন্ত্রেণ বিন্দুচক্রে দেব্যা মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য ত্রিখণ্ডমুদ্রয়া পূর্ব্ববদ্দেবীং ধ্যাত্বা আবাহয়েৎ ।—ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে । যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব । ইত্যাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত । তদ্‌যথা—দেব্যা বামকোণে ঐং রত্যৈ নমঃ । দক্ষিণকোণে ক্লীং প্রীত্যৈ নমঃ । অগ্নিকোণে সৌঃ মনোভবায়ৈ নমঃ । ততঃ কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে (১) দিক্ষু চ পূর্ব্বোক্তাঙ্গমন্ত্রেণ পূজয়েৎ । তথাচ জ্ঞানার্ণবে ।—অগ্নিশাসুরবায়ব্যমধ্যে দিক্ষ্বঙ্গপূজনম্ । তত উত্তরে দ্রাং দ্রাবণ্যৈ নমঃ, দ্রীং ক্ষোভণ্যৈ নমঃ, দক্ষিণে ক্লীং বশীকরণ্যৈ নমঃ, ব্লূং আকর্ষণ্যৈ নমঃ । অগ্রে সঃ সম্মোহন্যৈ নমঃ । ততঃ পঞ্চকামান্ পূজয়েৎ । যথা—উত্তরে হ্রীং কামায় নমঃ, ক্লীং মন্মথায় । দক্ষিণে ঐঁ কন্দর্পায় । ব্লূং মকরধ্বজায় । অগ্রে স্ত্রীং মীনকেতবে । নমঃ সর্ব্বত্র । তথাচ জ্ঞানার্ণবে ।—উত্তরস্যাং দ্বয়ং দেবি দক্ষিণস্যাং দ্বয়ং দিশি । অগ্রে

পঙ্‌ক্তি পূজা করিবে । তাহার পরে পঞ্চ প্রণবদ্বারা মূর্ত্তিকল্পনা করিয়া সেই মূর্ত্তিতে দেবতার আবাহন করিবে, তাহার পরে তন্ত্রোক্ত বিধানে পূজা করিবে । পঞ্চপ্রণ শব্দে,—বাগ্বীজ, মায়াবীজ, লক্ষ্মীবীজ "ঐং হ্রীং শ্রীং হসখফ্রেং হসৌঃ" এই মন্ত্র বুঝিতে হইবে। পাঁচটি প্রণব নহে । উক্তরূপ পূজাতে অশক্ত হইলে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিত প্রণালীতে গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা করিবে । ৬০ । এই দেবতার পূজাযন্ত্র সারদা-তন্ত্রে লিখিত আছে । যথা—মধ্যস্থলে নব-যোনিময় কর্ণিকা অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে অষ্টদলপদ্ম এবং তাহার বাহিরে চতুর্দ্বারযুক্ত ভূগৃহ অঙ্কিত করিবে । ৬১ । তাহার পরে "ঐং হ্রীং শ্রীং হসখফ্রেং হসৌঃ" এই মন্ত্রে দেবীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ত্রিখণ্ডা-মুদ্রাদ্বারা পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ দেবীর ধ্যান ও উপরিলিখিত ওঁ 'দেবেশি ভক্তিসুলভে' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিবে । তাহার পরে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে । দেবীর বামকোণে ঐং রত্যৈ নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত পূজা করিয়া কেশরে অগ্নি প্রভৃতি কোণে, মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে হ্স্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্স্রীং শিরসে স্বাহা, হ্স্রূং শিখায়ৈ বষট্, হস্রৈং কবচায় হুং, হ্স্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হস্রঃ অস্ত্রায় ফট্, এই ষড়ঙ্গপূজা করিবে । তৎপরে দ্রাং দ্রবিণ্যৈ

---

(১) কর্ণিকায়ামগ্নীশাসুরবায়ুমধ্যেষু ইতি (ক) (খ) পাঠান্তর ।

চৈকং ক্রমেণৈব পঞ্চবাণাংস্ততো ন্যসেৎ। পঞ্চকামাংস্তথা দেবি বাণবৎ পরিপূজয়েৎ। তথাচ তত্রৈব পঞ্চ কামাঃ—পরাবীজং মধ্যবাণং বাগ্‌ভবং (১) পরমেশ্বরি। তুর্য্যবাণং (২) ততশ্চৈব স্ত্রীবীজঞ্চ (৩) ক্রমাৎ প্রিয়ে। পঞ্চ কামা ইমে দেবি নামানি শৃণু বল্লভে। কাম-মন্মথ-কন্দর্প-মকরধ্বজসংজ্ঞকাঃ। মীনকেতুর্ম্মহেশানি পঞ্চমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ততোহষ্টযোনিষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ সুভগায়ৈঃ নমঃ। এবং ঐং ক্লীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ ভগায়ৈঃ। ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ ভগসর্পিণ্যৈ। ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ ভগমালিন্যৈ। ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ অনঙ্গায়ৈ। ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ অনঙ্গকুসুমায়ৈ। ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ অনঙ্গমেখলায়ৈ। ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ অনঙ্গমদনায়ৈ। নমঃ সর্ব্বত্র। ততোহষ্টপত্রেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ ওঁ অসিতাঙ্গব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ এবং ওঁ রুরুমাহেশ্বরীভ্যাং, ওঁ চণ্ডকৌমারীভ্যাং, ওঁ ক্রোধবৈষ্ণবীভ্যাং, ওঁ উন্মত্তবারাহীভ্যাং, ওঁ কপালীন্দ্রাণীভ্যাং, ওঁ ভীষণচামুণ্ডাভ্যাং, ওঁ সংহারমহালক্ষ্মীভ্যাম্। তথাচ নিবন্ধে।—অষ্টযোনিষ্বষ্টশক্তীঃ পূজয়েৎ সুভগাদিকাঃ। মাতরো ভৈরবাঙ্কস্থা মদবিভ্রমবিহ্বলাঃ। অষ্টপত্রেষু সংপূজ্যা যথাবৎ কুসুমাদিভিঃ। ততস্তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। নৈবেদ্যানন্তরং শ্রীবিদ্যোক্তবলিচতুষ্টয়মত্র দেয়মিতি ॥ ৬২ ॥ অস্য পুরশ্চরণং দশলক্ষজপঃ। হোমস্তু পলাশকুসুমেন দ্বাদশসহস্রঃ। তথাচ নিবন্ধে।—দীক্ষাং প্রাপ্য জপেন্মন্ত্রং তত্ত্বলক্ষং (৪) জিতেন্দ্রিয়ঃ। পুষ্পৈর্ভানুসহস্রাণি জুহুয়াদ্‌ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ ॥ ৬৩ ॥

নমঃ, ইত্যাদি উপরি লিখিত পঞ্চবাণের পূজা করিয়া হ্রীং কামায় নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিত পঞ্চকামের পূজা করিবে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন,—হে দেবি! তাহার পরে উত্তরদিকে দুই, দক্ষিণদিকে দুই, ও সম্মুখে একটি এইক্রমে পঞ্চবাণ ন্যাস করিবে। হে দেবি! তাহার পরে পঞ্চবাণের প্রণালীতে পঞ্চকামের পূজা করিবে। পঞ্চকামের মন্ত্রাদি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাহার পরে অষ্টযোনিতে পূর্ব্বাদিক্রমে ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ সুভগায়ৈ নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিত দেবতাগণের পূজা করিয়া অষ্ট দলে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ অসিতাঙ্গব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত দেবতা সকলের পূজা করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন—অষ্টযোনিতে সুভগা প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে। তাহার পরে অষ্টদলে ভৈরব ক্রোড়স্থিতা ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিবে। তাহার পরে পদ্মদলের বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদি-বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। এই পূজাতে বিশেষ এই যে, নৈবেদ্যদানের পর শ্রীবিদ্যাপদ্ধতির লিখিত বলিচতুষ্টয় এই সময়ে প্রদান করিতে হইবে। ৬২। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশলক্ষ জপ।

---

(১) হ্রীং, ক্লীং, ঐং। (২) ব্লূং। (৩) স্ত্রীং।

(৪) দশলক্ষং। ভানুসহস্রাণি দ্বাদশসহস্রাণি। ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ পলাশৈরিত্যর্থঃ।

অথ সম্পৎপ্রদা-ভৈরবী। জ্ঞানার্ণবে।—যথেয়ং ত্রিপুরা বালা (১) তথা ত্রিপুর-ভৈরবী। সম্পৎপ্রদা নাম তস্যাঃ শৃণু নির্ম্মলমানসে॥ শিবচন্দ্রৌ বহ্নিসংস্থৌ বাগ্‌ভবং তদনন্তরম্ (২)। কামবীজং তথা দেবি শিবচন্দ্রান্বিতং ততঃ। পৃথ্বীবীজান্ত-বহ্ন্যাঢ্যং তার্তীয়ং (৩) শৃণু বল্লভে। শক্তিবীজে (৪) মহেশানি শিববহ্নী নিয়োজয়েৎ। কুমার্য্যাঃ পরমেশানি হিত্বা সর্গন্তু বৈন্দবম্। ত্রিপুরাভৈরবী দেবী মহাসম্পৎ-প্রদা মতা (৫)॥ অস্যার্থঃ ত্রিপুরাভৈরবী বিসর্গরহিতা চেৎ সম্পৎপ্রদা ভবতি॥ ৬৪॥ (তন্ত্রান্তরে।—সম্পৎপ্রদা ভৈরবী যা তত্র তার্তীয়বীজকে। সর্গং হিত্বা ততো বিন্দুং নিক্ষিপেৎ সুরসুন্দরি)॥ ৬৫॥ (৬) অস্যা ধ্যানম্।—আতাম্রার্কসহস্রাভাং স্ফুরচ্চন্দ্র-কলাজটাম্। কিরীটরত্নবিলসচ্চিত্রচিত্রিতমৌক্তিকাম্। স্রবদ্রুধিরপঙ্কাঢ্যমুণ্ডমালাবিরাজিতাম্ (৭)। নয়নত্রয়শোভাঢ্যাং পূর্ণেন্দুবদনান্বিতাম্। মুক্তাহারলতারাজৎপীনো-

---

নিবন্ধে বলিয়াছেন—দীক্ষিত ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া তত্ত্ব লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবে। (তত্ত্ব শব্দে দশ, শক্তির দশটি তত্ত্ব ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।) পলাশপুষ্প দ্বারা দ্বাদশসহস্র হোম করিবে। ৬৩।

অনন্তর সম্পৎপ্রদা-ভৈরবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন,—ত্রিপুরাবালার যেরূপ মন্ত্রাদি, সম্পৎপ্রদা ত্রিপুরা ভৈরবীরও তদ্রূপ। হে নির্ম্মলমতে! সম্পৎপ্রদার পরিচয় শ্রবণ কর। শিব (হ) ও চন্দ্রে (সকারে) বহ্নি (র) সংযোগ করিয়া তাহাতে বাগ্‌ভব (ঐং) যোগ করিবে। ইহা প্রথম বীজ। হে দেবি! কাম-বীজের (ক্লীং) এই বীজের পূর্ব্বে হ ও স যোগ করিয়া অন্তে পৃথ্বীবীজের শেষ বর্ণ ল যোগ করিলে ২য় বীজ হইবে। হে বল্লভে, এক্ষণে তৃতীয় বীজ শ্রবণ কর। হে মহেশানি! শক্তিবীজে (সৌঃ এই বীজে) হ ও র যোগ করিবে। ত্রিপুরাবালার শেষ বীজে (সৌঃ) যে বিসর্গ আছে, ইহাতে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলে সম্পৎপ্রদা ভৈরবী মন্ত্র হইবে। তন্ত্রান্তরেও বলিয়াছেন—সম্পৎপ্রদা ভৈরবী মন্ত্রে তৃতীয়বীজে বিসর্গ ত্যাগ করিয়া সেইস্থলে বিন্দুনিক্ষেপ করিবে। ৬৪।৬৫। সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর ধ্যান কথিত হইতেছে। যথা,—যিনি সহস্র-সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণা, যাঁহার কপালে চন্দ্রকলা ও মস্তকে জটাভার, মুকুটে নানারত্ন-সংযুক্ত বিচিত্র-মুক্তা এবং

---

(১) ঐং ক্লীং সৌঃ ত্রিপুরাবালায়াঃ অয়ং মন্ত্রঃ এতস্য উপরি সম্পৎপ্রদায়া এত এব বর্ণাঃ।

(২) শিবঃ (হ), চন্দ্রঃ (স), বাগ্‌ভবং (ঐং)।

(৩) পৃথ্বীবীজং (ল), বহ্নিঃ (র)। (৪) সৌঁ, তেন হকারঃ সকারোপরি রেফস্তু সকারস্যাধস্তাৎ তথাচ হস্রৌঁ ইতি (খ) টি। (৫) সম্পৎপ্রদাভৈরবী—হস্রৈং, হ্সক্লীং, হস্রৌং।

(৬) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনী পাঠঃ।

(৭) রক্তপঙ্কমক্ষিতায়া মুণ্ডমালা তয়া বিরাজিতামিত্যর্থঃ।

মতঘনস্তনীম্। রক্তাম্বরপরীধানাং যৌবনোন্মত্তরূপিণীম্। পুস্তকঞ্চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাম্। (১) বরদানরতাং নিত্যাং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ॥ ন্যাসপূজাদিকঞ্চ পূর্ব্ববৎ॥ ৬৬॥ অঙ্গমন্ত্রে তু বিশেষঃ। দ্বিরুক্তৈস্তু ত্রিভির্বীজৈঃ করাঙ্গন্যাসকল্পনা (২)॥ ৬৭॥ অস্যাঃ (৩) পুরশ্চরণং ত্রিলক্ষজপঃ। জ্ঞানার্ণবে।—বালাবদস্যাঃ পূজাদি কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ। গুণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ॥ ৬৮॥ তন্ত্রান্তরে।—ন্যাসপূজাদিকং সর্ব্বং কুমার্য্যা ইব সুব্রতে। একলক্ষং জপেন্মন্ত্রং সিদ্ধয়ে সাধকোত্তমঃ। ইতি বচনাদেকলক্ষজপপুরশ্চরণমিতি কেচিৎ সিদ্ধবিদ্যাত্বাৎ॥ ৬৯॥

অথ কৌলেশভৈরবী। জ্ঞানার্ণবে।—সম্পৎপ্রদাভৈরবীবদ্বিদ্ধি কৌলেশভৈরবীম্। হসাদ্যা সৈব দেবেশি ত্রিষু বীজেষু পার্ব্বতি। ইয়ন্তু সহরাদ্যা স্যাদ্ধ্যানপূজাদিকং

গণ্ডে গলিতরুধিরপঙ্কযুক্ত মুণ্ডমালা বিরাজমান রহিয়াছে; যিনি ত্রিনয়নে অতিশয় সুশোভিতা এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বদনমণ্ডলবিশিষ্টা, যাঁহার পীনোন্নতনিবিড়স্তনোপরি মুক্তাহার বিলম্বিত রহিয়াছে, যিনি রক্তবর্ণবস্ত্রপরিধানা এবং যৌবনোন্মাদিনী; যাঁহার বামহস্তে পুস্তক ও অভয়মুদ্রা এবং দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা ও জপমালা, সেই নিত্যা মহা-সম্পৎপ্রদা ভৈরবীকে স্মরণ করিবে। এই প্রকার ধ্যান করিয়া ত্রিপুরাভৈরবীর পূজার ন্যায় ন্যাস ও পূজাদি করিবে। ৬৬। কেবল করাঙ্গন্যাসে বিশেষ আছে, তিনটি বীজকে দ্বিরুক্ত করিয়া এক এক বীজে যথাক্রমে অঙ্গন্যাস করিবে; যথা,—হ্স্রৈং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হস্ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্স্রৌং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্স্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হস্ক্লীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্স্রৌং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে হ্স্রৈং হৃদয়ায় নমঃ। হস্ক্লীং শিরসে স্বাহা। হ্স্রৌং শিখায়ৈ বষট্। হ্স্রৈং কবচায় হুং। হস্ক্লীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্স্রৌং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। ৬৭। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিনলক্ষ জপ। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন— সাধকপ্রবর ত্রিপুরাবালার ন্যায় ইঁহার পূজাদি করিবে ও গুণলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে (গুণশব্দে তিন) জপের দশাংশ (ত্রিশ হাজার) হোম করিবে। ৬৮। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন, হে সুব্রতে! কুমারীর ন্যায় ইঁহার ন্যাসপূজাদি সমস্ত করিবে। মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সাধকপ্রবর একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। কেহ কেহ বলেন, এই বচন বলে এবং সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া একলক্ষ জপে পুরশ্চরণ। ৬৯।

অনন্তর কৌলেশভৈরবীমন্ত্র কথিত হইতেছে।—জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন,—হে দেবেশি! কৌলেশভৈরবীও সম্পৎপ্রদাভৈরবীর ন্যায়, হে পার্ব্বতি! বিশেষ এই, ইহার তিনটী

---

(১) তেন বামোর্দ্ধে পুস্তকং বামাধোঽভয়ং দক্ষিণোর্দ্ধে জপমালাং দক্ষিণাধোবরং দধতীং ধ্যায়েদিত্যর্থঃ।

(২) তেন পঞ্চাঙ্গুলীতৎপৃষ্ঠতলামিতি ষট্ স্থানেষু একৈকং কৃত্বা দ্বিরুক্তৈরেভির্বীজৈর্ন্যাসঃ, তেন সমুদায়মন্ত্রস্য বারদ্বয়মুচ্চারণমিতি ভাবঃ (খ) টী। (৩) অস্যা বালায়াঃ ত্রিলক্ষপুরশ্চরণমিত্যর্থঃ।

তথা ॥ অস্যার্থঃ।—ত্রিকূটে সকারাদিশ্চেৎ তদা কৌলেশভৈরবী ভবতি (১) ॥ ৭০ ॥ অস্যাঃ পূজাধ্যানাদিকং সম্পৎপ্রদাভৈরবীবদ্বোধ্যম্ ॥ ৭১ ॥

অথ সকলসিদ্ধিদাভৈরবী।—জ্ঞানার্ণবে।—এতস্যা এব বিদ্যায়া আদ্যন্তে রেফবর্জ্জিতে। তদেয়ং পরমেশানি নাম্না সকলসিদ্ধিদা। সম্পৎপ্রদাভৈরবীবদ্ধ্যানপূজাদিকং প্রিয়ে ॥ অস্যার্থঃ।—কৌলেশভৈরবী আদ্যন্তে রেফবর্জ্জিতা চেৎ, (২) তদা সকলসিদ্ধিদা-ভৈরবী ভবতী। ধ্যানপূজাদিকন্তু সম্পৎপ্রদাবৎ ॥ ৭২ ॥ (৩)

অথ ভয়বিধ্বংসিনীভৈরবী।—সম্পৎপ্রদা-ভৈরবী আদ্যন্তে রেফরহিতা চেৎ, (৪) তদা ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবী ভবতি দক্ষিণামূর্ত্তৌ তথা দর্শনাৎ, পূজাদিকন্তু সম্পৎপ্রদাবৎ ॥ ৭৩ ॥

অথ চৈতন্যভৈরবী। জ্ঞানার্ণবে।—বাগ্ভবং বীজমুচ্চার্য্য জীবপ্রাণসমন্বিতম্। সকলা ভুবনেশানী দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধরেৎ। জীবং প্রাণং বাহ্নসংস্থং শক্রস্বরবিভূষিতম্।

বীজের আদিতেই হ স্থলে স্হ্ এই বর্ণ বসিবে। ইহার তিনটী কূটেই আদিতে সকার থাকিবে। তাহা হইলে কৌলেশভৈরবী হইবে। ইহাঁর ধ্যান পূজাদি সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর মত। ৭০। ৭১।

অতঃপর সকলসিদ্ধিদা ভৈরবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে।—জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন,—হে পরমেশানি! এই কৌলেশভৈরবী বিদ্যার প্রথম ও শেষবীজের রকার পরিত্যাগ করিলে সকলসিদ্ধিদা নামে উল্লিখিতা হইয়া থাকেন, পূজার ন্যাস ও ধ্যানাদি অন্যান্য প্রণালী সমস্তই সম্পৎপ্রদাভৈরবীর ন্যায় জানিবে। ৭২।

ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে। সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর প্রথম ও শেষবীজের রকার ত্যাগ করিলে ভয়বিধ্বংসিনী মন্ত্র হয়। দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায় সেইরূপ দৃষ্ট হয়। ইহাঁর পূজাদি সম্পৎপ্রদার মত। ৭৩।

জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন, সকার ও হকারে বাগবীজ (ঐং) যোগ করিলে প্রথম বীজ। ভুবনেশ্বরীবীজ (হ্রীং) স্ক্ল্ এই তিন বর্ণ যোগ করিলে, দ্বিতীয় বীজ হইবে।

---

(১) কৌলেশভৈরবী—হ্স্রৈং, স্হ্ক্ল্রীং, হ্স্রৌং, সৈহ্রং, সহক্ল্রীং, সেহ্রৌং।

(২) সকলসিদ্ধিদাভৈরবী—সৈহং স্হ্ক্লীং হ্স্রৌং সৃহৈং, স্হ্ক্ল্রীং সেহৌং।

(৩) মন্ত্রান্তরং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব বীরবন্দিতে। উন্মত্তভৈরবাংজ্ঞ চ ভৈরবাগ্রসমন্বিতে। আদ্যমেকারসংযুক্তমন্তদীকারমণ্ডিতম্। শক্রস্বরান্বিতং দেবি তার্ত্তীয়ং বীজমালিখেৎ। বিন্দুনাদকলাক্রান্তং ত্রিতয়ং মূলমন্তবে। চতুষ্কূটা ত্র্যক্ষরীয়ং সর্ব্বসম্পত্তিদায়িনী। শিবদীক্ষান্তরগতা ভৈরবী সর্ব্বসিদ্ধিদা। সম্পৎপ্রদা ভৈরবীবদ্ ধ্যানপূজাদিকং তথা। অস্যার্থঃ—উন্মত্তভৈরব ওকারঃ, অজঃ সকারঃ, ভৈরবস্তকারঃ, অগ্নী রেফঃ, আদ্যচতুষ্কূটম্ ঐকারযুক্তম্, বিন্দুরনুস্বারঃ, নাদোর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিঃ, কলা বিসর্গঃ। অস্যা অপি ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং সম্পৎপ্রদাভৈরবীবদ্ বোধ্যম্। ইত্যধিকঃ মুদ্রিত (খ) পুস্তকপাঠঃ। (৪) ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবী—হৈসং হস্ক্লীং হেসৌং।

চৈতন্যভৈরবীযন্ত্রম্।

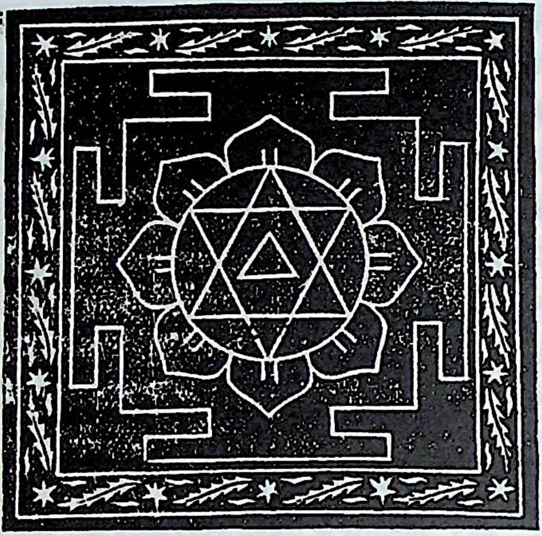

কামেশ্বরীভৈরবী ও ভুবনেশ্বরীভৈরবীরও এই যন্ত্র জানিবে।

বিসর্গাঢ্যং মহেশানি বিদ্যা ত্রৈলোক্যমাতৃকা॥ ৭৪॥ অস্যার্থঃ।—চন্দ্রশিবদ্বাদশস্বর-সংযুক্তং বিন্দুনাদাঢ্যম্ ইতি প্রথমং, চন্দ্রকামপৃথ্বীমহামায়া ইতি দ্বিতীয়ং, চন্দ্র-শিববহ্নিবীজং চতুর্দ্দশস্বরযুক্তং বিসর্গাঢ্যঞ্চমিতি তৃতীয়ম্ (১)॥ ৭৫॥ অস্যাঃ পূজাযন্ত্রং জ্ঞানার্ণবে— ত্রিকোণঞ্চৈব ষট্‌কোণং বসুপত্রং বরাননে। চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ॥ ৭৬॥ অস্যাঃ পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদিকং বিধায়, আধারশক্ত্যাদি হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং কর্ম্ম সমাপ্য, হৃৎপদ্মস্থ পূর্ব্বাদিক্রমেণ কেশরেষু ওঁ বামায়ৈ নমঃ এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ রৌদ্র্যৈ অম্বিকায়ৈ ইচ্ছায়ৈ জ্ঞানায়ৈ ক্রিয়ায়ৈ কুব্জিকায়ৈ চিত্রায়ৈ বিষঘ্নিকায়ৈ ভূচর্য্যৈ (২) আনন্দায়ৈ; মধ্যে হ্সৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ। সম্পৎপ্রদাবালা-

---

সকার ও হকারে রসংযোগ করিয়া তাহাতে ঔকার দিয়া অন্তে বিসর্গ দিলে তৃতীয় বীজ হইবে। হে মহেশ্বরি! এই বিদ্যাকে ত্রৈলোক্যমাতৃকা চৈতন্যভৈরবী বলে, এই চৈতন্যভৈরবীর পূজা-যন্ত্র যথা,—প্রথমে ত্রিকোণ, তাহার পরে ষট্‌কোণ ও তাহার বাহিরে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে চতুরস্র ও চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিবে। এইরূপে মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। ৭৬। পূজাপ্রণালী যথা,—প্রথমতঃ সামান্যপূজাপদ্ধতি-ক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া আধারশক্তি হইতে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ, এইপর্য্যন্ত পীঠপূজা কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক হৃৎপদ্মের কেশরে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ বামায়ৈ নমঃ হইতে সদাশিবমহা-

---

(১) অত্র জীবঃ সকারঃ প্রাণো হকারঃ তাভ্যাং যুক্তং বাগ্‌ভববীজং। ইতি প্রথমং বীজম্। সকলা ইতি স্বরূপং। ভুবনেশানী মায়া ইতি দ্বিতীয়ং। ইতি (আ° বি°) চৈতন্যভৈরবী— সৈহং সকলহ্রীং হ্সৌঃ। (২) ভূচর্য্যৈ ইত্যত্র জাগর্য্যৈ ইতি (আ° বি°) পাঠঃ।

কৌলেশীসকলসিদ্ধিদাবিদ্যানাম্ এতা বা পীঠশক্তয়ঃ জ্ঞানার্ণবোক্তত্বাৎ ॥ ৭৭ ॥ ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ।—শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি চৈতন্যভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ৭৮ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—পূর্ব্ববীজমুচ্চার্য্য অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। দ্বিতীয়বীজমুচ্চার্য্য তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। তৃতীয়বীজমুচ্চার্য্য মধ্যমাভ্যাং বষট্। পুনঃ প্রথমমুচ্চার্য্য অনামিকাভ্যাং হুঁ। দ্বিতীয়বীজমুচ্চার্য্য কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। তৃতীয়মুচ্চার্য্য করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ তত্রৈব।—দ্বিরাবৃত্ত্যা ষড়ঙ্গানি (ন্যসেৎ সর্ব্বাঙ্গরক্ষণম্) (১) ॥ ৭৯ ॥ ততো ধ্যানম্।—উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং নানালঙ্কারভূষিতাম্। মুকুটাগ্রলসচ্চন্দ্ররেখাং রক্তাম্বরান্বিতাম্। পাশাঙ্কুশধরাং নিত্যাং বামহস্ত-কপালিনীম্ (২)। বরদাভয়শোভাঢ্যাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা, মানসৈঃ সংপূজ্য, শঙ্খস্থাপনং কৃত্বা, আধারশক্ত্যাদিপীঠপূজাং বিধায় বামাজ্যেষ্ঠাদিপীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ পূজয়েৎ। ততো ভৈরব্যুক্তগুরুপঙ্‌ক্তীঃ সংপূজ্য, পুনর্ধ্যাত্বা, আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়, আবরণপূজামারভেত। তদ্‌যথা,—অগ্নিকোণে প্রথমং বীজমুচ্চার্য্য হৃদয়ায় নমঃ। ঈশানে দ্বিতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য শিরসে স্বাহা। নৈর্ঋতে তৃতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য শিখায়ৈ বষট্। বায়ুকোণে পুনঃ প্রথমং

প্রেতপদ্মাসনায় নমঃ এই পর্য্যন্ত উপরি লিখিত প্রণালীতে পীঠশক্তিন্যাস করিবে। ৭৭। তাহার পরে উপরি লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস কবিবে, যথা—স্‌হৈং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, স্‌কল্‌হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, স্‌হ্রৌঃ মধমাভ্যাং বষট্, স্‌হৈং অনামিকাভ্যাং হুং স্‌কল্‌হ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, স্‌হ্রৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে সহৈং হৃদয়ায় নমঃ, স্‌কল্‌হ্রীং শিরসে স্বাহা, স্‌হ্রৌঃ শিখায়ৈ বষট্, সহৈং কবচায় হুং, স্‌কল্‌হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, স্‌হ্রৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। ইঁহর বীজত্রয়কে দ্বিরাবৃত্তি করিয়া এক এক বীজে এক এক অঙ্গন্যাস করিবে। এই ন্যাসে সর্ব্বাঙ্গরক্ষা হয়। তাহার পরে ধ্যান করিবে। ৭৮। ৭৯। উদীয়মান সহস্র সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত,মস্তকে মুকুট, মুকুটোপরি চন্দ্রকলা, পরিধান রক্তবস্ত্র, বামহস্তে পাশ,অঙ্কুশ ও নরকপাল, দক্ষিণহস্তে বরাভয়মুদ্রা, স্তনযুগল পীনোন্নত ও নিবিড়। এইরূপ অপূর্ব্ব শোভাময়ী চৈতন্যভৈরবীর ধ্যান করিবে। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপনপূর্ব্বক আধারশক্তি প্রভৃতি সাধারণ পীঠ দেবতার পূজা এবং বামাজ্যেষ্ঠা প্রভৃতি বিশেষ পীঠশক্তি ও পীঠমনুর পূজা করিবে। তাহার পরে ভৈরবীপূজা প্রকরণে কথিত গুরুপঙ্‌ক্তি পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। যথা,—অগ্নিকোণে সহৈং হৃদয়ায় নমঃ; ঈশানকোণে স্‌কল্‌হ্রীং শিরসে স্বাহা, নৈর্ঋতকোণে স্‌হ্রৌঃ

---

(১) ন্যসেদিতি বন্ধনীমধ্যগতঃ পাঠঃ। (২) বামহস্তে কপালিনীমিতি আদর্শপাঠঃ।

বীজমুচ্চার্য্য কবচায় হুঁ। মধ্যে দ্বিতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌, চতুর্দ্দিক্ষু তৃতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য অস্ত্রায় ফট্‌। ততঃ পূর্ব্ববদ্রত্যাদিকং সংপূজ্য, অগ্রে ওঁ বসন্তায় নমঃ, বামে ওঁ কামদেবায় নমঃ, দক্ষিণে ওঁ চাপায় নমঃ। ততঃ পূর্ব্ববদ্বাণান্‌ পূজয়েৎ। ততঃ ষট্‌কোণে পূর্ব্বাদি ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ, এবং রাকিণ্যৈ, লাকিন্যৈ, কাকিন্যৈ, সাকিন্যৈ, হাকিন্যৈ ইতি প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। ততোঽষ্টদলেষু পূর্ব্বাদি পূর্ব্বোক্তানঙ্গকুসুমাদীন্‌ পূজয়েৎ। পত্রাগ্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ পরভৃতায় (১) নমঃ সারসায় শুকায় মেঘাহ্বয়ায় (২) মেঘায় ইতি বা অপ ঙ্গায় ভ্রূবিলাসায় হাবায় ভাবায়। তত ইন্দ্রাদীন্‌ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৮০ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—লক্ষসংখ্যং জপেন্মন্ত্রমিত্যাদি ॥ ৮১ ॥

অথ কামেশ্বরী ভৈরবী। জ্ঞানার্ণবে।—কামেশ্বরী চ রুদ্রার্ণা (৩) পূর্ব্বসিংহাসনে স্থিতা (৪)। এতস্যা এব বিদ্যায়া বীজদ্বয়মুদাহৃতম্‌। তদন্তে পরমেশানি নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে। এতস্যা এব তার্তীয়ং রুদ্রার্ণা (৫) পরমেশ্বরি। পূজাধ্যানাদিকং সর্ব্বং

শিখায়ৈ বষট্‌. বায়ুকোণে স্‌হৈং কবচায় হুং, মধ্যে স্‌কল্‌হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌, চতুর্দ্দিকে স্‌হ্রৌঃ অস্ত্রায় ফট্‌, এই প্রকার পূজা করিয়া ত্রিপুরভৈরবীপূজাপ্রকরণ কথিত রতি প্রভৃতি দেবতার পূজা করিবে। তাহার পরে অগ্রে ওঁ বসন্তায় নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিত দেবতাগণের পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ পঞ্চবাণ, তাহার পরে ষট্‌কোণে পূর্ব্বাদিক্রমে উপরি লিখিত ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ ইত্যাদির পূজা করিতে হইবে। অনন্তর পদ্মের অষ্টদলে পূর্ব্বাদিক্রমে পূর্ব্বলিখিত অনঙ্গকুসুমাদির পূজা করিয়া দলের অগ্রে পূর্ব্বাদিক্রমে উপরি লিখিত ওঁ পরভৃতায় নমঃ ইত্যাদি পূজা ও ইন্দ্রাদি এবং বজ্রাদির পূজা সমাপন পূর্ব্বক ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে। ৮০। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে বলিয়াছেন যে, এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ করিবে। ৮১।

অনন্তর কামেশ্বরীভৈরবীর মন্ত্র লিখিত হইতেছে।—জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন,—কামেশ্বরী দেবী পঞ্চসিংহাসনের পূর্ব্বদিক্‌স্থিত সিংহাসনে সমাসীনা ইহাঁর মন্ত্রে একাদশ অক্ষর। হে পরমেশ্বরি! চৈতন্যভৈরবীর প্রথম দুই বীজ অগ্রে উল্লেখ করিয়া নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে বলিবে। তাহার পরে চৈতন্য ভৈরবী মন্ত্রের তৃতীয় বীজ অন্তে যোগ করিবে। স্বরবর্ণের সংখ্যা ধরিয়া মন্ত্রের বর্ণসংখ্যা ধরা হয়। কামেশ্বরী মন্ত্রে ১১টি স্বরবর্ণ আছে

---

(১) পরভৃতে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ° বি°) পাঠশ্চ। (২) মেঘাহ্বয়া ইত্যত্র মেঘচ্ছায়ায় ইতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ° বি° পাঠশ্চ)।

(৩) রুদ্রার্ণাঃ একাদশাক্ষরাঃ। (৪) সিংহাসনপূর্ব্বভাগেস্থিতা অথবা পঞ্চসিংহাসনানাং পূর্ব্বস্যাং দিশি যৎ সিংহাসনং তত্র স্থিতা ইতি।-(৫) কামেশ্বরী ভৈরবী—স্‌হৈঃ স্‌কল্‌ হ্রীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্‌হ্রৌঃ (সুহ্‌রৌঃ) ইতি মন্ত্রঃ (খ টি)।

চৈতন্যা ইব (১) পূর্ব্ববৎ। ত্রিকোণেষু বিশেষোঽস্তি (২) কথয়ামি বরাননে (৩)। অগ্রকোণক্রমেণৈব নিত্যাং ক্লিন্নাং মদদ্রবাম্। ষড়ঙ্গাবরণং পশ্চাৎ পূজয়েৎ সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥ ৮২ ॥

ষট্‌কূটাভৈরবীযন্ত্রম্।

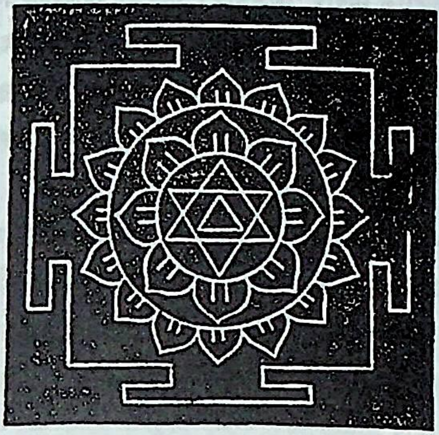

নিত্যাভৈরবীতেও এই যন্ত্র জানিবে। এই যন্ত্রের বহিঃপল্লবী দ্বাদশদল হইবে।

অথ ষট্‌কূটাভৈরবী। জ্ঞানার্ণবে।—ডাকিনী-রাকিণীবীজে লাকিনীকাকিনীযুগম্ (৪)। সাকিনীহাকিনীবীজে আহৃত্য সুরসুন্দরি। আদ্যমৈকারসংযুক্তমন্ত্যদীকারমণ্ডিতম্। শক্রস্বরান্বিতং দেবি তার্ত্তীয়ং বীজমালিখেৎ। বিন্দুনাদকলাক্রান্তং তৃতীয়ং শৈলসম্ভবে। তৃতীয়ং বীজং সবিসর্গমিত্যপি ॥ ৮৩ ॥ তন্ত্রান্তরে।—ডরৌ ক্ষমাদনং

সুতরাং এই মন্ত্র একাদশাক্ষর ইহার পূজাধ্যানাদি সমস্তই চৈতন্যভৈরবীর মত। কেবল আবরণ-পূজাতে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, তাহা কথিত হইতেছে।—প্রথমে ত্রিকোণের অগ্রকোণাদিক্রমে ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্লিন্নায়ৈ নমঃ, ওঁ মদদ্রবায়ৈ নমঃ; এই সকল পূজা করিয়া ষড়ঙ্গপূজাদি সমাপন করিবে। ৮২।

অতঃপর ষট্‌কূটাভৈরবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে।—জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন,—হে সুরসুন্দরি! ডাকিনীবীজ (ড) রাকিণীবীজ (র) লাকিনীবীজ (ল) কাকিনীবীজ (ক) সাকিনীবীজ (স) ও হাকিনীবীজ (হ) সংগ্রহ করিয়া প্রথম বীজে ঐকার সংযোগ, দ্বিতীয় বীজে ঈকার সংযোগ, তৃতীয়বীজে ঔকার সংযোগ করিবে; প্রত্যেক বীজেই বিন্দু যোগ করিবে। কেহ কেহ বলেন তৃতীয় বীজে বিসর্গ সংযোগ। তদ্বিষয়ে তন্ত্রান্তরের উক্তি,—ড, র, ল, ক, স, হ—এই কয় বর্ণ তিনবার লিখিবে। প্রথম ভাগে

---

(১) সর্ব্বং চৈতন্য ইব পূর্ব্ববৎ ইত্যত্র দেবি ভৈরব্যাশ্চৈব পূর্ব্ববৎ ইতি (খ) পাঠঃ। পূর্ব্ববৎ চৈতন্যভৈরবীবৎ। (ধ টি)

(২) বিশেষোঽস্তি পূজায়ামিতি শেষঃ।

(৩) ভবানঘে ইতি (আ০ দি০) পাঠঃ। (৪) ডাকিনীবীজং টবর্গতৃতীয়াক্ষরং রাকিণীবীজং রেফঃ। লাকিনী লকারঃ। কাকিনী ককারঃ। সাকিনীবীজং দন্ত্যসকারঃ। অতএব সাকিনীশব্দোঽপি দন্ত্যাদিরেব। হাকিনীবীজং হকারঃ। পদত্রয়ম্ আহৃত্য ইত্যন্ত কর্ম্মপদম্। অন্তং দ্বিতীয়ং। শক্রস্বরশ্চতুর্দ্দশস্বরঃ। ত্রিতয়ং কূটং বিন্দুনাদাঢ্যং। ষড়্ভির্ব্বর্ণৈঃ কূটং বদ্ধা ইতি

জীবং শিবমত্র ত্রিধা লিখেৎ। অর্কেণ মায়াশক্রাভ্যাং ক্রমাত্তন্মণ্ডিতং কুরু (১)। বিন্দুনাদান্বিতঞ্চাদ্যযুগ্মমন্ত্যং বিসর্গবৎ (২) ॥ ৮৪ ॥ ধ্যানমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বভূতনিকৃন্তনম্। বালসূর্য্যপ্রভাং দেবীং জবাকুসুমসন্নিভাম্ ! মুণ্ডমালাবলীরম্যাং বালসূর্য্যসমাংশুকাম্। সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্। পাশাঙ্কুশৌ পুস্তকঞ্চ তথাচ জপমালিকাম্। দধতীমিতি শেষঃ ॥ ৮৫ ॥ দ্বিরাবৃত্ত্যা ষড়ঙ্গানি বিধায় পরমেশ্বরি। যন্ত্রমস্যা বরারোহে ত্রিকোণং তৎপুটং লিখেৎ। বহিরষ্টদলং পদ্মং রবিপত্রং ততো লিখেৎ। চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৮৬ ॥ ষড়ঙ্গাবরণং দেবি পূর্ব্ববৎ পূজয়েচ্ছিবে। রত্যাদিত্রিতয়ং দেবি ত্রিকোণে পরিপূজয়েৎ। ডাকিন্যাদ্যাস্তু ষট্কোণে বসুপত্রে ততঃ পরম্। ব্রাহ্ম্যাদি-

---

ঐকার যোগ, দ্বিতীয় ভাগে ঈকার যোগ, এবং তৃতীয় ভাগে ঔকার যোগ করিবে। প্রথম দুই ভাগে অনুস্বার এবং তৃতীয় ভাগে বিসর্গ যোগ করিবে। ছয়টি ব্যঞ্জনবর্ণ লইয়া ইহার এক একটি বীজ হয় বলিয়া ইহাকে ষট্কূটা বলে। ৮৪। এই দেবতার ধ্যান কথিত হইতেছে। যথা,—যাঁহার দেহকান্তি বালসূর্য্যের ন্যায় এবং গলদেশে জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ মুণ্ডমালা, বালসূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ বস্ত্র, সুবর্ণকলসের ন্যায় স্থূল ও উন্নত স্তনদ্বয়, যিনি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, পুস্তক ও জপমালা ধারণ করিয়াছেন, সেই দেবতাকে ধ্যান করিবে। ৮৫। এই দেবতার করাঙ্গন্যাস যথা, হে পরমেশ্বরি ! ইহাঁর বীজত্রয়কে দ্বিরাবৃত্ত করিয়া এক এক বীজে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—ড্ র্ ল্ ক্ স্ হৈং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ড্ র্ ল্ ক্ স্হীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ড্ র্ ল্ ক্ স্হৌং মধ্যমাভ্যাং বষট্; ড্ র্ ল্ ক্ স্হৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, ড্ র্ ল্ ক স্হীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট, ড্ র্ ল্ ক্ স্হৌং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্! এইরূপে হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিবে। ষট্কূটাভৈরবীপূজাযন্ত্র যথা,—প্রথমে ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে পুটিতত্রিকোণ অর্থাৎ ষট্কোণ, তাহার বাহিরে দ্বাদশদলপদ্ম, তাহার বাহিরে চতুর্দ্বার ও চতুষ্কোণ। এই প্রকারে যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। ৮৬। আবরণপূজা যথা,—প্রথমে ড্র্ল্ক্স্হৈং হৃদয়ায় নমঃ, ড্র্ল্ক্স্হীং শিরসে স্বাহা, ড্র্ল্ক্স্হৌং শিখায়ৈ বষট্, ড্র্ল্ক্স্হৈং কবচায় হুঁ, ড্র্ল্ক্স্হীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ড্র্ল্ক্স্হৌং অস্ত্রায় ফট্, এই ষড়ঙ্গপূজা করিয়া ত্রিকোণে রতি প্রভৃতি দেবতাত্রয়ের পূজা করিতে হইবে। অনন্তর ষট্কোণে ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ, এইরূপে

নামার্থঃ। তৃতীয়বীজং সবিসর্গমিতি কেচিৎ। (আ° বি°) অত্র বীজশব্দেনোদ্ধৃতত্বাৎ সাকিনীতি দন্ত্যসকারঃ (খ টি)।

(১) ক্ষ্মা (ল) মাদনং (ক) জীবং (স) শিবং (হ) অর্কেণ (ঐ) মায়া (ঈ) শক্রঃ (ঔ)।

(২) ষট্কূটা—ড্র্ল্ক্স্ হৈং। ড্র্ল্ক্স্ হীং। ড্র্ল্ক্স্ হৌং।

ষট্কূটা (প্রকারান্তরম্) ড্র্ল্ক্স্ হৈং। ড্র্ল্ক্স্ হীং। ড্র্ল্ক্স্ হৌঃ।

যুগলং পশ্চাদ্রবিপত্রে ততঃ পরম্। বালায়াঃ পীঠশক্তীস্তু বামাদ্যাঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ। চতুরস্রে লোকপালান্ সায়ুধান্ পরমেশ্বরি। অনেনৈব বিধানেন নিত্যাখ্যাং ভৈরবীং যজেৎ ॥ ৮৭ ॥

অথ নিত্যাভৈরবী। জ্ঞানার্ণবে।—এতস্যা এব বিদ্যায়াঃ ষড়্বর্ণান্ ক্রমশঃ স্থিতান্। বিপরীতান্ (১) বদ প্রৌঢ়ে বিদ্যেয়ং ভোগমোক্ষদা। ন্যাসপূজাদিকং পূর্ব্ববদাচরেৎ ॥ ৮৮ ॥

রুদ্রভৈরবীযন্ত্রম্ ।

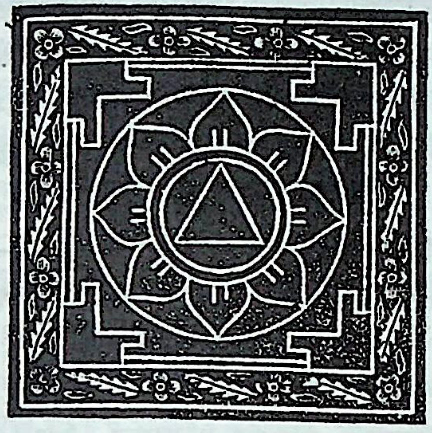

অথ রুদ্রভৈরবী। জ্ঞানার্ণবে।—শিবচন্দ্রৌ মাদনান্তং পান্তং বহ্নিসমন্বিতম্। শক্তিভিন্নং বিন্দুনাদকলাঢ্যং বাগ্ভবং প্রিয়ে। সম্পৎপ্রদায়া ভৈরব্যাঃ কামরাজং তদেব হি। সদাশিবস্য বীজন্তু মহাসিংহাসনস্য চ। এষা বিদ্যা মহেশানি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে(২) অস্যার্থঃ।—শিবচন্দ্রকান্তপান্তবহ্নিযুক্তম্ একাদশস্বরবিশিষ্টং বিন্দুনাদকলান্বিতং বাগ্ভবং বীজম্। শিবচন্দ্রকামপৃথ্বীবহ্নিচতুর্থস্বরবিশিষ্টং নাদবিন্দুকলান্বিতং

রাকিণ্যৈ, লাকিন্যৈ, কাকিন্যৈ, সাকিন্যৈ এবং হাকিন্যৈ নমঃ, এই সকল পূজা করিয়া অষ্টদলে ওঁ অসিতাঙ্গব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ, এইরূপে রুরুমাহেশ্বরীভ্যাং, চণ্ডকৌমারীভ্যাং, ক্রোধভৈরবীভ্যাম্, উন্মত্তবারাহীভ্যাং, কপালীন্দ্রাণীভ্যাং, ভীষণচামুণ্ডাভ্যাং এবং সংহারমহালক্ষ্মীভ্যাং নমঃ, এই সকল পূজা করিবে। তাহার পরে বহিঃপদ্মের পত্রে ওঁ বামায়ৈ নমঃ, এইরূপে জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, অম্বিকায়ৈ ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ. ক্রিয়ায়ৈ, কুব্জিকায়ৈ, বিচিত্রায়ৈ, বিষঘ্নিকায়ৈ, ভূচর্য্যৈ, আনন্দায়ৈ নমঃ, এই প্রকারে পূজা করিতে হইবে। তাহার পরে চতুষ্কোণে সায়ুধ লোকপালগণের পূজা করিবে। এই ষট্কূটা-ভৈরবীর পূজাপদ্ধতি অনুসারে নিত্যাভৈরবীরও পূজা করিবে। ৮৭।

---

(১) বিপরীতানিতি ষট্কূটা ভৈরব্যা এব বর্ণান্ বিপরীতানিত্যর্থঃ। তেনাদৌ হকারস্ততঃ ককারস্ততো লকারস্ততো রেফস্ততো ডকার ইত্যর্থঃ (আ০ বি০)। হ্সক্লর্ ডৈং। হ্সৃক্লর্ডীং। হ্সৃক্লর্ডৌং।

(২) শিবো হকারঃ, চন্দ্রঃ সকারঃ, মাদনান্তং থকারঃ। পান্তং ফকারঃ। বহ্নী রেফঃ। শক্তিরেকাদশঃ স্বরঃ। ইতি বাগভবকূটম্। সম্পৎপ্রদায়া মধ্যমকূটমস্যা মধ্যমকূটমেব। আসনীভূতশিবস্য বীজং প্রেতবীজং। তৃতীয়শক্তিকূটমিতি (আ০ বি০)। শক্তিরেকারঃ। শক্তিভিন্নং শক্তিমিশ্রং একারযুক্তম্। হ্সৃথ্ফ্রেং। হ্সৃক্লরীং, হ্সৌঃ। ইতি মন্ত্রঃ।

কামরাজবীজং প্রেতবীজং শক্তিকূটং তৃতীয়ম্ ॥ ৮৯ ॥ অস্যাঃ পূজাযন্ত্রম্।—ত্রিকোণঞ্চৈব বৃত্তঞ্চ বৃত্তাষ্টদলপঙ্কজম্। বৃত্তভূমণ্ডলঞ্চেত্যাদি (১) ॥৯০॥ অস্যাঃ পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং বিধায় চৈতন্যভৈরবীবৎ পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা—আধারশক্ত্যাদি হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং বিন্যস্য, পূর্ব্বাদিক্রমেণ ওঁ বামায়ৈ নমঃ, এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ রৌদ্র্যৈ কাল্যৈ কলবিকরণ্যৈ বলবিকরণ্যৈ বলপ্রমথন্যৈ সর্ব্বভূতদমন্যৈ, মধ্যে মনোন্মন্যৈ ইতি পীঠশক্তীর্ব্বিন্যস্য পীঠমনুং ন্যসেৎ। অত্র পীঠমন্ত্রস্তু। অঘোরে ঐঁ ঘোরে হ্রীঁ সর্ব্বতঃ সর্ব্ব-সর্ব্বেভ্যো ঘোরঘোরতরে শ্রীঁ নমোঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ ঐঁ হ্রীং শ্রীং (২)। তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—অঘোরে বাগ্ভবং পশ্চাদ্ ঘোরে তু ভুবনেশ্বরী। সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো ঘোরঘোরতরে রমাম্। নমোঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যো দেব্যা বীজত্রয়ং লিখেৎ। ত্রিংশত্তিশ্চ ত্রিভির্ব্বর্ণৈ-র্ব্বিদ্যেয়ং কথিতা প্রিয়ে ॥ ৯১ ॥ তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ।—শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি রুদ্রভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ৯২ ॥ ততঃ

অতঃপর নিত্যাভৈরবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে।—জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে প্রৌঢ়ে! এই ষট্‌কূটা ভৈরবীর মন্ত্রবর্ণগুলি যেরূপ ক্রমে আছে ঐরূপ ক্রমেই বিলোমে উচ্চারণ কর, তাহা হইলে নিত্যাভৈরবী মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রের আরাধনায় ভোগ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ন্যাস পূজাদি সমস্তই ষট্‌কূটা ভৈরবীর মত। ৮৮।

অনন্তর রুদ্রভৈরবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে।—জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন,—শিব (হ), চন্দ্র (স) মাদনের (ক এর) পরবর্ত্তী বর্ণ (খ) প এর অন্ত্যবর্ণ (ফ) তাহাতে বহ্নি (র) সংযোগ, তাহাতে শক্তি (ঐ) যোগ করিয়া বিন্দুনাদ (ঁ) যোগ করিবে, ইহাতে ইহার প্রথম বীজ বাগ্ভবকূট হইবে। ২য় বীজ সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর কামরাজ তৃতীয় বীজ আসনীভূত সদাশিবের বীজ (প্রেতবীজ)। হে মহেশানি! আমি এই মন্ত্রের গুণ বর্ণনা করিতে অসমর্থ। ৮৯। রুদ্রভৈরবীপূজাযন্ত্র যথা,—প্রথমে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে দুইটি বৃত্ত ও অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে। তাহার বাহিরে বৃত্ত ও চতুর্দ্বার এবং চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিবে। এই প্রকারে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবে।৯০। পূজাপ্রণালী যথা—প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়ামপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে পীঠশক্তি এবং পীঠমনুর ন্যাস করিবে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—‘অঘোরে’ বাগ্ভববীজ (ঐং), ‘ঘোরে’ ভুবনেশ্বরীবীজ (হ্রীং) ‘সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো ঘোরঘোরতরে’ শ্রীবীজ (শ্রীং) ‘নমোঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ’ তাহার পরে

---

(১) ভূমণ্ডলাবীতমেষা রুদ্রত্রিপুরযন্ত্রিকা। (ক) পাঠঃ।

(২) ঐং ক্লীং সৌঃ ইতি (ক) পাঠঃ। মুদ্রিত (খ) পাঠশ্চ। ঐং ঐং ইতি (খ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ। ঘোরঘোরতরে শ্রীং ইত্যত্র ঘোরঘোরতরেভ্য আং ইতি (আ০ বি০ পাঠঃ। ঘোরঘোরতরেভ্যঃ শ্রীং ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

করাঙ্গন্যাসৌ।—প্রথমং বীজমুচ্চার্য্য অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। দ্বিতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। তৃতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য মধ্যমাভ্যাং বষট্। পুনঃ প্রথমং বীজমুচ্চার্য্য অনামিকাভ্যাং হুং। দ্বিতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। তৃতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু॥ ৯৩॥ ততো ধ্যানম্।—উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং চন্দ্রচূড়াং ত্রিলোচনাম্। নানালঙ্কারসুভগাং সর্ব্ববৈরিনিকৃন্তনীম্। বমদ্রুধিরমুণ্ডালীকলিতাং রক্তবাসসীম্ (১)। ত্রিশূলং ডমরুং খড়্গাং তথা খেটকমেব চ। পিনাকঞ্চ শরান্ দেবীং পাশাঙ্কুশযুগং ক্রমাৎ। পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ শিবসিংহাসনস্থিতাম্॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য, পূর্ব্ববৎ শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ৯৪॥ ততশ্চৈতন্যভৈরব্যুক্তপীঠপূজাং বিধায়, এতন্মন্ত্রোক্ত (২) পীঠমন্ত্রেণ পীঠং সংপূজ্য, পুনর্ধ্যাত্বা, আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়, আবরণপূজামারভেত। যথা—অগ্নিকোণে প্রথমং বীজমুচ্চার্য্য হৃদয়ায় নমঃ। ঈশানে দ্বিতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য শিরসে স্বাহা। নৈঋতে তৃতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য শিখায়ৈ বষট্। বায়ৌ পুনঃ প্রথমং বীজমুচ্চার্য্য কবচায় হুঁ। মধ্যে পুনর্দ্বিতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য নেত্রত্রয়ায়

তিনটি দেবীবীজ (ঐং হ্রীং শ্রীং)—ইহা পীঠন্যাসের মন্ত্র। এই মন্ত্র তেত্রিশটি বর্ণে কথিত হইয়াছে। ৯১। তাহার পরে উপরি লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। ৯২। অতঃপর করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা—প্রথমবীজ হসখফ্রেং বলিয়া অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, দ্বিতীয় বীজ হ্স্ক্রীং বলিয়া তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, তৃতীয়বীজং হসৌঃ বলিয়া মধ্যমাভ্যাং বষট্, এইরূপ হসখফ্রেং অনামিকাভ্যাং হুঁ, হ্স্ক্রীং শিরসে স্বাহা, হসৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, হসখফ্রেং হৃদয়ায় নমঃ, হসকলরীং শিরসে স্বাহা, হসৌঃ শিখায়ৈ বষট্, হসখফ্রেং কবচায় হুঁ, হসক্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হসৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এইরূপে করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ৯৩। ধ্যান যথা—উদীয়মান সহস্রসূর্য্যের ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র এবং ত্রিনয়ন; নানাপ্রকার অলঙ্কারে যিনি অলঙ্কৃতা, সর্ব্বশত্রুবিনাশিনী, রক্তবমনকারী মুণ্ডের মালা নির্ম্মাণ করিয়া যিনি গলদেশে ধারণ করিয়াছেন, রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার হস্তে ত্রিশূল, ডমরু, খড়্গ, গদা, ধনু, বাণ, পাশযুগল, অঙ্কুশযুগল, পুস্তক ও অক্ষমালা রহিয়াছে; শিবসিংহাসনে সমাসীনা সেই দেবীকে ধ্যান করিবে। এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে। ৯৪। তাহার পরে চৈতন্যভৈরবীর পূজাপদ্ধতির লিখিত পীঠদেবতার পূজা, তাহার পর পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণ-পূজা আরম্ভ করিবে। অগ্নিকোণে হসখফ্রেং এই প্রথমবীজ উচ্চারণ করিয়া হৃদয়ায় নমঃ, ঈশানকোণে হ্স্কল্রীং এই দ্বিতীয়বীজ বলিয়া শিরসে স্বাহা, নৈঋতকোণে

---

(১) রক্তবাসসীমিত্যত্র রক্তবাসসমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(২) অঘোরেভ্য ইত্যাদি মন্ত্রেণ।

বৌষট্। চতুর্দ্দিক্ষু পুনস্তৃতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য অস্ত্রায় ফট্। ততস্ত্রিকোণে রত্যাদিকমভ্যর্চ্চ্য পত্রমূলে অনঙ্গকুসুমাদিকাঃ পূজয়েৎ। পত্রেষু পূর্ব্বাদি অসিতাঙ্গব্রাহ্ম্যাদীন্ সংপূজ্য ভূগৃহে ইন্দ্রাদিলোকপালান্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ৯৫॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথাচ,—লক্ষং সংজপ্য মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রং মন্ত্রবিদাং বরঃ। ইতি বচনাৎ (১)॥ ৯৬॥

অথ ভুবনেশ্বরীভৈরবী। জ্ঞানার্ণবে।—হসাদ্যং বাগ্‌ভবঞ্চাদ্যং হসকান্তে সুরেশ্বরি ভূবীজং (২) ভুবনেশানী (৩) দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধৃতম্। শিবচন্দ্রৌ মহেশানি ভুবনেশী চ ভৈরবী। তথা ত্রিপুরার্ণবে।—হংসাস্ত্রয়ো (৪) দন্ত্যসকাররূঢ়া বস্বব্ধি-(৫) পঙ্‌ক্তি-স্বরসংবিভিন্নাঃ। আদ্যৌ সবিন্দু পরতো বিসর্গী মধ্যো বিরিঞ্চীন্দ্রহরাগ্নিযুক্তঃ (৬)॥ অস্যার্থঃ।—শিবচন্দ্রবাগ্‌ভবমিতি প্রথমং বীজং। শিবচন্দ্রকামপৃথিবী মহামায়া ইতি

হসৌঃ এই তৃতীয়বীজ পাঠ করিয়া শিখায়ৈ বষট্, এইরূপে বায়ুকোণে হসখফ্রেং কবচায় হুং, মধ্যে হস্ক্লহ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, চতুর্দ্দিকে হসৌঃ অস্ত্রায় ফট্। এইরূপে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া কোণত্রয়ে রতি প্রভৃতি তিনদেবতা এবং পদ্মদলের মূলে অনঙ্গকুসুমাদির পূজা করিবে। অনন্তর দলে ওঁ অসিতাঙ্গব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ এইরূপে রুরুমাহেশ্বরীভ্যাং, চণ্ডকৌমারীভ্যাং, ক্রোধভৈরবীভ্যাং, কপালীন্দ্রাণীভ্যাং, উন্মত্তবারাহীভ্যাং ভীষণচামুণ্ডাভ্যাং ও সংহারমহালক্ষ্মীভ্যাং নমঃ, এই বলিয়া অষ্টভৈরবের ও অষ্টমাতৃকার, একযোগে পূজা করিবে। ভূগৃহে ইন্দ্রাদিলোকপাল ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদি-বিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে। ৯৫। মন্ত্রবিৎ সাধক একলক্ষ জপ করিয়া এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিবে। পলাশপুষ্পদ্বারা জপের দশাংশ (দশহাজার) হোম করিবে।৯৬।

অতঃপর ভুবনেশ্বরীভৈরবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে।—হে সুরেশ্বরি! 'হ' 'স' এই দুই বর্ণে বাগ্‌ভববীজ (ঐং) যোগ করিলে ইহাঁর প্রথমবীজ হইবে। 'হ' 'স' 'ক' এই তিন বর্ণের পর ভূবীজ (ল্) তাহার পরে ভুবনেশ্বরীবীজ (হ্রীং) যোগ করিলে দ্বিতীয়-বীজ উদ্ধৃত হইবে। শিব (হ) চন্দ্র (স) ঔঃ—এই কয়বর্ণের যোগে তৃতীয়বীজ। হে মহেশ্বরি! ইহার নাম ভুবনেশ্বরী ভৈরবী। ত্রিপুরার্ণবে আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন,—এই মন্ত্রের তিনটী কূটেই দন্ত্যসকারে আরূঢ় হকার আদিতে বিদ্যমান যথাক্রমে তিনটীবীজে বস্বব্ধি (বসু ৮ অব্ধি ৪ যোগে ১২ স্বর ঐ), পঙক্তি চতুর্থস্বর (ঈ) স্বর (১৪-ঔ) এই তিনটী স্বরের যোগ। প্রথম দুইটী বীজে বিন্দুযোগ, শেষবীজে

---

(১) এতস্য হোমস্ত পলাশকুসুমৈঃ (ব টি)। (২) ভূবীজং (ল)। (৩) ভুবনেশানী (হ্রীং)।
(৪) হংসাঃ (হ) ত্রয়ঃ (কূটাঃ)। (৫) বস্বাঙ্গপঙ্‌ক্তিস্বর ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।
(৬) বিরিঞ্চিঃ (ক) ইন্দ্রঃ (ল) হরাদি (হ্রীং)।

দ্বিতীয়ং বীজং। শিবচন্দ্রচতুর্দ্দশস্বরঃ সবিসর্গ ইতি তৃতীয়ং বীজম্ (১)॥ ৯৭॥ অস্যাঃ যন্ত্রং চৈতন্যভৈরবীবদ্বোধ্যম্। পূজনন্তু।—প্রাতঃকৃত্যাদি চৈতন্যভৈরব্যুক্তপীঠন্যাসং কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে পঙ্ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ভুবনেশ্বর্য্যৈ ভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥ ৯৮॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—ষড্দীর্ঘভাজা মধ্যেন কুর্য্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোঃ। তেন ষড্দীর্ঘযুক্তেন মধ্যবীজেন করাঙ্গন্যাসঃ। যথা—হ্স্ক্ল্হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। এবং হ্স্ক্ল্হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদিনা ন্যসেৎ। এবং হৃদয়াদিষু॥ ৯৯॥ ততো ধ্যানম্।—জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্। চন্দ্ররেখাং জটাজূটাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসসীম্। নানালঙ্কারসুভগাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্। পাশাঙ্কুশবরাভীতীর্ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে॥ অন্যৎ সর্ব্বং চৈতন্যভৈরবীবৎ করণীয়ম্॥ ১০০॥

ভুবনেশ্ব্যাশ্চ ভৈরব্যা ভেদান্তরমথোচ্যতে। সহাদ্যা সৈব দেবেশি তদা সা সকলে-

বিসর্গযোগ, মধ্যবর্ত্তী বীজে হ ও স এর পর ক, ল, হ ও র এর যোগ করিতে হইবে। ৯৭। এই দেবতার পূজাযন্ত্র চৈতন্যভৈরবীযন্ত্রের ন্যায় জানিবে। পূজাপদ্ধতি যথা,—সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়ামপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া চৈতন্যভৈরবীর পূজাপ্রকরণে উক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া উপরিলিখিত ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ৯৮। অনন্তর করাঙ্গন্যাস করিবে। প্রমাণে আছে—মধ্যবর্ত্তী বীজে ছয়টি দীর্ঘ স্বর যোগ করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—হস্ক্ল্হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হস্ক্ল্হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হস্ক্হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্স্ক্ল্হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, হ্স্ক্ল্হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বোষট্, হ্স্ক্ল্হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হ্স্ক্ল্হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্স্ক্ল্হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্স্ক্ল্হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, হ্স্ক্ল্হ্রৈং কবচায় হুং, হ্স্ক্ল্হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্স্ক্ল্হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে করাঙ্গন্যাস করিবে। ৯৯। ধ্যান যথা,—জবাপুষ্প ও দাড়িম্বপুষ্পের ন্যায় যিনি রক্তবর্ণা, যাঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা ও জটাজূট; যাঁহার তিনটি চক্ষু, পরিধানে রক্তবর্ণ-বস্ত্র ও সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ-বিভূষণ; যাঁহার স্তনদ্বয় স্থূল, উন্নত ও নিবিড় এবং যিনি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, সেই ভুবনেশ্বরী ভৈরবীকে আশ্রয় করি। এইরূপে ধ্যান করিয়া চৈতন্যভৈরবীর পূজানুসারে সমস্ত কার্য্য করিবে। ১০০।

ভুবনেশ্বরী-ভৈরবীর অন্য প্রকার ভেদ কথিত হইতেছে। ভুবনেশ্বরী-ভৈরবীর

---

(১) তেন হকারসকারদ্বাদশস্বরবিন্দুভিঃ প্রথমং বাগ্ভবকূটং। হকারসকারককারলকারমায়াবীজৈর্দ্বিতীয়ং কামরাজকূটং। হকারসকারচতুর্দ্দশস্বরবিসর্গঘটিতং প্রেতবীজং তৃতীয়ং শক্তিকূটং। (আ॰ বি॰) হসৈঁ হ্সক্ল্হ্রীং হ্সৌঃ ইতি মন্ত্রঃ।

শ্বরী (১)। ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বমেতস্যা এব পূর্ব্ববৎ। ইয়ং সহাদ্যা চেৎ সকলেশ্বরী। ধ্যানপূজাদিকন্তু পূর্ব্ববৎ (২)॥ ১॥

অথ ত্রিপুরাবালা মন্ত্রঃ। সারদায়াম্। অধরো (৩) বিন্দুমানাদ্যং ব্রহ্মেন্দ্রস্থঃ শশীযুতঃ। দ্বিতীয়ং ভৃগুসর্গাঢ্যো মনু-(৪)স্তার্তীয়মীরিতম্। (৫) এষা বালেতি বিখ্যাতা ত্রৈলোক্য-বশকারিণী। অস্যার্থঃ।—বাগ্‌ভবং, কামবীজং, চন্দ্রবীজঞ্চ সবিসর্গং চতুর্দ্দশস্বরযুক্তম্॥ ২॥ অস্যাঃ পূজাদিকন্তু ত্রিপুরভৈরবীবৎ। সারদায়ামুক্তত্বাৎ। জ্ঞানার্ণবে তু বিশেষ উক্তঃ। ন্যাসাদিকন্তু (৬) এতদ্বীজেনৈব কর্ত্তব্যম্। যথা—ষড়ঙ্গমাচরেদ্দেবি দ্বিরাবৃত্ত্যা ক্রমেণ তু॥ ৩॥ অস্য পুরশ্চরণং ত্রিলক্ষজপঃ। তথাচ—জ্ঞানার্ণবে। বর্ণলক্ষং জপে-ন্মন্ত্রং দশাংশং হবনং ভবেৎ। তর্পণন্তু তথা কুর্য্যাৎ সর্ব্বসৌভাগ্যভাগ্ ভবেৎ॥ ৪॥ ইতরেষাং লক্ষজপঃ শ্রীবিদ্যায়ামুক্তত্বাৎ।

বীজমন্ত্রত্রয়ের পূর্ব্বে হ্‌স্ স্থলে স্‌হ্ বর্ণযোগ করিলে ইনি সকলেশ্বরী হইবেন। ইঁহার পূজাদি ভুবনেশ্বরী ভৈরবী পূজার ন্যায় করিবে। ১।

অতঃপর ত্রিপুরাবালামন্ত্র কথিত হইতেছে।—সারদাতিলকে বলিয়াছেন,—অধরে (ঐকারে) বিন্দু যোগ করিলে ইহার প্রথমবীজ হইবে। ব্রহ্মা (ক) ও ইন্দ্রে ('ল'এ) শশী (ঈ) যোগ করিয়া তাহাতে বিন্দু যোগ করিলে দ্বিতীয় বীজ হইবে। ভৃগুতে (সকারে) মনু (চতুর্দ্দশ স্বর ঔ) যোগ করিয়া তাহাতে বিসর্গ দিলে তৃতীয় বীজ হইবে। এই বীজত্রয়কে বালমন্ত্র বলে। এই মন্ত্রের সাধনে ত্রৈলোক্য বশীভূত করা যায়। এই মন্ত্র সারদাতিলকোক্ত বলিয়া ইঁহার পূজা ত্রিপুরাভৈরবীর ন্যায় করিবে। তবে জ্ঞানার্ণবে কিছু বিশেষ বলা আছে। এই বীজ দ্বারাই ইহার ন্যাসাদি করিবে। ঐ বীজত্রয়কে দুইবার আবৃত্তি করিলে ছয়টি বীজ হইবে। যথাক্রমে ঐ এক একটি বীজ ছয়টি অঙ্গে ন্যাস করিবে। যথা—ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, সৌঃ মধ্যমাভ্যাং বষট, ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, ক্লীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট, সৌঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে অঙ্গন্যাস করিবে। ২।৩। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিন লক্ষ জপ। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—বর্ণলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। বর্ণশব্দে মন্ত্রবর্ণ, মন্ত্রে তিনটি বর্ণ আছে,—সুতরাং তিন লক্ষ জপ। জপের দশাংশ হোম, তর্পণও দশাংশ করিবে, ইহাতে সকল সৌভাগ্য লাভ হইবে। শ্রীবিদ্যাপ্রকরণোক্ত বলিয়া অপর মন্ত্রের লক্ষ জপ। জ্ঞানার্ণবে ত্রিপুরাবালার অন্যমন্ত্র বলিয়াছেন,—দ্বাদশস্বর (ঐ) উচ্চারণ করিয়া তাহাতে বিন্দুনাদ (৮) যোগ করিলে

---

(১) সৃহৈং সৃহক্লহ্রীং সেহৌঃ ইতি (ক) (খ) চি। (২) ভুবনেশ্বরীভৈরবীবৎ। (খ চি)

(৩) অধরঃ (ঐ) অত্র শশিযুতঃ ইত্যেব সঙ্গতঃ পাঠঃ ঈযুক্তঃ ইত্যর্থঃ। (৪) মনুঃ ঔ।

(৫) ঐং ক্লীং সৌঃ ইতি মন্ত্রঃ (ক) (খ) চি।

(৬) আদিপদেন নবযোন্যাদিপরিগ্রহঃ।

মন্ত্রান্তরমাহ জ্ঞানার্ণবে।—হ্র্ষ্যস্বরং (১) সমুচ্চার্য্য বিন্দুনাদকলান্বিতম্। স্বরান্তং (২) পৃথিবীসংস্থং তুর্য্যস্বরসমন্বিতম্। বিন্দুনাদকলাক্রান্তং সর্গবান্ ভৃগুরব্যয়ঃ। শক্রস্বরসমাযুক্তো বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা (৩)। অব্যয়ো বিন্দুঃ। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়ামপ্যেবম্। এষা বিসর্গবিন্দ্বন্তা শপ্তা॥ ৫॥ এতাং বিদ্যামধিকৃত্য সারসমুচ্চয়াদৌ শাপবোধনাৎ। তদ্‌যথা—বিদ্যামূলোৎপত্তিরেষা ময়োক্তা জ্ঞাতব্যেয়ং সর্ব্বথা সিদ্ধিকামৈঃ। দেব্যা শপ্তা যেন বিদ্যেয়মাদ্যা পূর্ব্বং তেন প্রাণহীনাভবৎ সা॥ ৬॥ ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রেঽপি।—কুমারী যা চ বিদ্যেয়ং ত্বয়া শপ্তা পতিব্রতে। তথাদ্যেন তু লুপ্তাঽসৌ মধ্যমেন তু কীলিতা। অন্তিমেন তু সম্ভিন্না তেন বিদ্যা ন সিধ্যতি। ন চৈবং সারদোক্তবিদ্যাপি শপ্তা স্যাদিতি বাচ্যম্। তস্যা জ্ঞানার্ণবোক্তবিন্দুঘটিতস্য শপ্তব্যত্বাৎ॥ ৭॥ শাপোদ্ধারমাহ মুণ্ডমালাতন্ত্রে।—কেবলং শিবরূপেণ শক্তিরূপেণ কেবলম্। ময়া প্রতিষ্ঠিতা (৪) বিদ্যা ইতি। তেন হকারসকারৌ বাগ্‌ভবে কামরাজে চ তৃতীয়বীজে চ হকারঃ। বক্ষ্যমাণসারসমুচ্চয়ে তথা দর্শনাৎ (৫)॥ ৮॥

একবীজ। স্বরবর্ণের পরবর্ত্তী বর্ণ ককারে পৃথিবী (লকার) যোগ করিয়া তাহাতে চতুর্থ স্বর (ঈকার) যোগ করিলে দ্বিতীয় বীজ; শক্র স্বরে (ঔকারে) ভৃগু (সকার) যোগ করিয়া তাহাতে বিন্দু ও বিসর্গ যোগ করিলে তৃতীয় বীজ হইবে। এইরূপ ত্রিপুরাবালার ত্র্যক্ষর মন্ত্র হয়। দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতাতেও এইরূপ বলিয়াছেন। তবে অন্তে বিসর্গবিন্দুযুক্ত এই মন্ত্র অভিশপ্তমন্ত্র। সারসমুচ্চয়াদিগ্রন্থে এই বিদ্যা বিষয়ে শাপের উল্লেখ আছে। যথা—"তোমার নিকটে এই বিদ্যার মূলোৎপত্তি বর্ণন করিলাম, ইহা মন্ত্রসিদ্ধিকামীরা অবশ্য অবগত হইবেন। দেবী এই আদ্যা বিদ্যাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, সেই কারণে এই বিদ্যা প্রাণহীনা। মুণ্ডমালাতন্ত্রেও বলিয়াছেন—হে পতিব্রতে! তুমি বালাবিদ্যাকে অভিসম্পাত করিয়াছ, এই কারণে ইহাঁর প্রথম বীজ লুপ্ত, মধ্যম বীজ কীলিত, অন্তিম বীজ ভগ্ন। সেই কারণে এই বিদ্যা ফলপ্রদ হয় না। ইহা দ্বারা সারদাতিলকোক্ত মন্ত্রও অভিশপ্ত ইহা বলা যাইতে পারে না, কারণ সারদাতিলকোক্ত মন্ত্র জ্ঞানার্ণব তন্ত্রোক্ত কেবল বিন্দুঘটিত; তাহাতে বিসর্গ নাই।৫—৭। মুণ্ডমালাতন্ত্রে শাপোদ্ধার প্রণালী বলিয়াছেন। "আমি কেবল শিবরূপে (হকাররূপে) কেবল শক্তি (সকার) রূপে এই বিদ্যার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি" অর্থাৎ বাগ্‌ভবে (প্রথম বীজে) হকার, সকার; মধ্যবীজ কামরাজেও হকার সকার মাত্র, তাহাতে রকার নাই। তৃতীয় বীজে মাত্র হকার। পরে উল্লিখিত সারসমুচ্চয় বচনেও সেইরূপ দৃষ্ট হয়।

---

(১) ঐ। (২) (ক)। (৩) ঐং ক্লীং সৌঃ ইতি মন্ত্রঃ। (৪) মায়া প্রতিষ্ঠিতা ইতি পাঠান্তরম্। (৫) অত্র (আ০ বি০) নিষ্কর্ষঃ। অস্যার্থঃ—শিবোহকারঃ শক্তিঃ সকারঃ। তথাচ হকারসকারৌ বাগ্‌ভববীজে। কামরাজে চ দদ্যাৎ। তেন মধ্যকূটে রেফো নাস্তীতি তত্ত্বম্। তৃতীয়বীজে তু হকারমাত্রং সকারস্য স্বভাবসিদ্ধত্বাৎ অন্যত্র তথা দর্শনাচ্চ।

ত্রিপুরাসারেঽপি।—শিবশক্তিবীজমতএব শম্ভুনা নিহিতং তয়োরুপরি পূর্ব্ববীজয়োঃ। স্বকুলং পরোপরি (১) চ মধ্যমাধরে দহনঃ ততঃ প্রভৃতি সোর্জ্জিতাভবৎ। মধ্যমাধরে মধ্যবীজস্য পশ্চাৎ॥ ৯॥ রুদ্রযামলেঽপি।—বাগ্‌ভবং প্রথমং দেবি কামবীজং দ্বিতীয়কম্। তৃতীয়ং শক্তিবীজন্তু শিবযুক্তং সদা ভবেৎ॥ ১০॥ এষা বালা সমাখ্যাতা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা॥ ১১॥

মন্ত্রান্তরম্। শ্রীক্রমে।—বাগ্‌ভবং ক্লেদিনীবীজ-(২) মীকারান্তং ততঃ পঠেৎ। শক্তিমৌকারসংযুক্তাং বিসর্গং তদধঃ পঠেৎ। বিন্দুনাদ-(৩) শিখাক্রান্তং বীজং পরমদুর্ল্লভম্॥ ১২॥ এতদ্বীজত্রয়ং দেবি সৌঃ ক্লীঞ্চ তদনন্তরম্। ইয়ং পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা (৪) কথিতা ভুবি দুর্ল্লভা॥ ১৩॥ মন্ত্রান্তরং তত্রৈব। বালাবীজত্রয়ং দেবি হংসাদ্যং (৫) বা জপেৎ সুধীঃ। হংসান্তং বা মহাভাগে সুপ্তাদিদোষশুদ্ধয়ে (৬)॥ ১৪॥ তত্রৈব।—পাশবীজং মহেশানি শক্তিশৈবং সবহ্নিকম্। দ্বাদশস্বরসংযুক্তং নাদবিন্দু-

ত্রিপুরাসারেও বলিয়াছেন,—শম্ভু প্রথম দুই বীজের উপরিভাগে শিববীজ (হ) শক্তিবীজ (স) নিক্ষেপ করিয়াছেন, হকারের উপরে সকার নিক্ষেপ করিয়াছেন,—মধ্যবীজের ব্যঞ্জনকূটের অন্তে রকার নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এই কারণে উক্ত মন্ত্র বলবান্ হইয়াছে। রুদ্রযামলেও বলিয়াছেন—প্রথমবীজ বাগ ভব, দ্বিতীয় বীজ কামরাজ ও তৃতীয় শক্তিবীজ সর্ব্বদা হকারযুক্ত করিয়া লইবে। তাহা হইলে এই বালামন্ত্র সকল দোষ হইতে মুক্ত হইবে।

ত্রিপুরাবালাদেবীর অন্য মন্ত্র কথিত হইতেছে।—শ্রীক্রমে বলিয়াছেন,—বাগ্‌ভববীজ, ঈকারান্ত ক্লেদিনীবীজ (ক্লীং) তাহার পরে ঔকারযুক্ত শক্তি (সকার) তাহার অধোদেশে বিসর্গ পাঠ করিবে। ইহার মস্তকে বিন্দুনাদ (ঁ) যোগ করিলে এইবীজ পরম দুর্লভ হয়। হে দেবি! এই তিনবীজের অন্তে সৌঃ ক্লীং এই বীজদ্বয় যুক্ত করিবে। এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা ভূতলে দুর্লভ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রীক্রমে অন্যরূপ মন্ত্রও বলিয়াছেন,—হে দেবি, মন্ত্রের সুপ্তাদি দোষ শোধনের জন্য ঐ বালাবীজ তিনটীর আদিতে 'হংসঃ' এই মন্ত্র যোগ করিয়া জপ করিবে অথবা হে মহাভাগে! হংসঃ এই মন্ত্র অন্তে যোগ করিবে। ১২—১৪। সেই শ্রীক্রমতন্ত্রে আরও মন্ত্র বলিয়াছেন,—হে মহে-

---

(১) পরোপরি হকারোপরি স্বকুলং সকারঃ। সা বিদ্যা উর্জ্জিতা বলবতী।

(২) ক্লীং। (৩) নাদবিন্দু ইতি (ক) পুস্তকে মুদ্রিত (খ) পুস্তকে চ পাঠঃ।

(৪) ঐং ক্লীং সৌঃ সৌঃ ক্লীং। (খ) টি।

(৫) হংসঃ ঐং ক্লীং সৌঃ। ঐং ক্লীং সৌঃ হং সঃ (খ) টি।

(৬) শুদ্ধয়ে ইত্যত্র শান্তয়ে ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ মুদ্রিত (খ) পাঠশ্চ।

বিভূষিতম্। কামরাজং প্রবক্ষ্যামি হ্রীংকারং শক্তিশৈবকং।—মাদনঞ্চেন্দ্রবীজঞ্চ বহ্নিবামাক্ষিবিন্দুমৎ। শক্তিকূটং মহাদেবি ক্রোঙ্কারং শক্তিশৈবকং। বহ্নিবীজং মনোর্যুক্তং নাদবিন্দুসসর্গকং (১)। চতুর্দ্দশাক্ষরী বিদ্যা (২) ষোড়শীং শৃণু চাম্বিকে। হংসবীজং ততঃ পশ্চাৎ ষোড়শী (৩) কথিতা ময়া॥ ১৫॥

অথ নবকূটাবালা। তত্রৈব।—বালাবীজত্রয়ং দেবি কূটত্রয়ং নবাক্ষরী। বিয়ৎকূটত্রয়ং দেবি ভৈরব্যা নবকূটকম্ (৪)॥ ১৬॥ মন্ত্রান্তরং শ্রীক্রমে।—শিবঃ শক্তিশ্চ (৫) বাগ্বীজং নাদবিন্দুকলান্বিতম্॥ বাগ্‌ভবং কথিতং দেবি কামরাজং শৃণু প্রিয়ে। শিবশক্তিমাদনেন্দ্রবহ্নিমায়াসমন্বিতম্। (৬) নাদবিন্দুকলাতীতং কূটং পরমদুর্ল্লভম্।

শ্বরি! প্রথমে পাশবীজ (আং) তাহার পরে শক্তি (স) শিব (হ) ও বহ্নি (র) এই তিন বর্ণে দ্বাদশাক্ষর (ঐ) যোগ করিয়া তাহাতে নাদ বিন্দু যোগ করিলে প্রথমবীজ হইবে। তাহার পর প্রথমে (হ্রীং) তাহার পরে শক্তি (স) শিব (হ) মাদন (ক) ইন্দ্র (ল) এই চারি বর্ণে বামাক্ষি (ঈ) ও বিন্দু যোগ করিলে দ্বিতীয় বীজ কামরাজ হইবে। তাহার পর শক্তি (স) শিব (হ) বহ্নিবীজ (র) এই তিনে মনু (চতুর্দ্দশস্বর ঔ) যোগ করিয়া তাহাতে নাদবিন্দু (ঁ) বিসর্গ যোগ করিলে তৃতীয় বীজ শক্তিকূট হইবে। ইহাকে চতুর্দ্দশাক্ষরী বিদ্যা বলে। (২ নং টিপ্পনীতে মন্ত্র দ্রষ্টব্য) হে অম্বিকে! এক্ষণে ষোড়শী বিদ্যা বলিব শ্রবণ কর। এই চতুর্দ্দশী বিদ্যার অন্তে হংস এই মন্ত্র যোগ করিলে ষোড়শী হইবে। (৩ নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

অনন্তর নবকূটামন্ত্র কথিত হইতেছে।—হে দেবি! বালার তিনটি বীজ লইয়া কূটত্রয়, নবাক্ষর কূটত্রয় ও ভৈরবীর কূটত্রয় এই নয়টি কূট লইয়া নবকূটা হয়। (৪নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। ১৬। শ্রীক্রমে অন্য মন্ত্র বলিয়াছেন,—হকার, সকার ও বাগ্‌ভববীজে

---

(১) অস্যার্থঃ পাশবীজম্ আঙ্কারঃ। শক্তিঃ সকারঃ, শৈবো হকারঃ। শক্তিশৈবমিতি সমাহারঃ। এবং পরত্রাপি। তেন পাশবীজং সকারহকাররেফবাগ্‌ভবৈরেকমিত্যভয়ং বাগ্‌ভবকূটং। হ্রীঙ্কারং মায়াবীজং। শক্তিঃ সকারঃ শৈবোহকারঃ তেন সকারহকারককারলকাররেফচতুর্থস্বরবিন্দুভিরেকম্ ইত্যভয়ং কামরাজকূটং। ক্রোঙ্কারং সুপ্রসিদ্ধং। সর্গো বিসর্গঃ। নাদবিন্দু ইতি সমাহারঃ। অথবা নাদবিন্দুভ্যাং সসর্গকং বিসর্গবদিতি বহ্নিবীজস্য বিশেষণং, তেন সকারহকাররেফচতুর্দ্দশস্বরবিন্দুভিরেকমিত্যভয়ং শক্তিকূটম্।

(২) আং স্‌হ্‌ রৈং। হ্রীং স্‌হ্‌কৃল্‌রীং। ক্রোং স্‌হ্‌রৌঃ।

(৩) আং স্‌হ রৈং। হ্রীং সহকৃলরীং। ক্রোং সেহ্রৌঃ হংসঃ।

(৪) ঐং ক্লীং সৌঃ, হসৈঁ, হসকৃলরীঁ হ্‌সৌঁঃ হ্‌স্রৈং, হসকৃলরীং হস্রৌঃ।

(৫) শক্তিঃ (স) শিবঃ (হ)। ।(৬) শিবঃ (হ) শক্তিঃ (স) মাদনঃ (ক) ইন্দ্রঃ (ল) বহ্নি (র) মায়া (ঈ)।

শিবশ্চন্দ্রশ্চ সত্যান্তঃ সর্গবিন্দুকলান্বিতঃ (১) এষা নবাক্ষরী বালা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা (২)। অস্যার্থঃ।—শিবচন্দ্রবাগ্‌ভবং প্রথমং, শিবচন্দ্রকামভূবহ্নিতুর্য্যস্বরবিন্দুযুক্তং দ্বিতীয়ং, শিবচন্দ্রচতুর্দ্দশস্বরবিন্দুসর্গযুক্তং তৃতীয়ং ॥ ১৭ ॥ অপরা চন্দ্রাদিঃ। তথা ত্রিপুরাসারে।—ভৈরবীয়মুদিতাকুলপূর্ব্বা দেশিকৈর্যদি ভবেৎ কুলপূর্ব্বা। সৈব শীঘ্রফলদা ভুবি বিদ্যোত্যুচ্যতে পশুজনেষ্বতিগোপ্যা (৩) ॥ ১৮ ॥ ত্রিপুরাসারে মন্ত্রান্তরং।—শিবাষ্টমং কেবলমাদিবীজং ভগস্য পূর্ব্বাষ্টমবীজমন্তৎ। পরং শিবোহন্তং গদিতা ত্রিবর্ণা সঙ্কেতবিদ্যা গুরুবক্ত্রগম্যা ॥ ১৯ ॥ [অস্যার্থঃ।—বালাতু ত্রিবিধা বিন্দ্বন্তা বিন্দুবিসর্গান্তা বিসর্গান্তা চ। অত্র বিন্দ্বন্তমুদ্ধরতি—শিবাষ্টমম্ ঐকারঃ, সম্মোহনাখ্যং শিবাষ্টমমিতি। শিব উকারঃ তস্যাষ্টমম্ ঐকারঃ কেবলং বিন্দুঃ কে মস্তকে বলতে ইতি বুৎপত্ত্যা অনুস্বারস্তদযুক্তম্ অর্শআদিত্বাদৎ। প্রথমবীজম্ এতেন বাগ্‌ভবং বীজং। ভগ একারঃ তস্য পূর্ব্বাষ্টমং বীজম্ ঈকারং দ্বিতীয়ম্। এবং শিরসি ন্যাসযোগ্যম্ ওকারস্তস্যান্তে যৎ ঔঙ্কারং তৃতীয়ং বীজং কেবলম্ এতেন বীজত্রয়ং বিন্দুনাদবিশিষ্টম্।] মন্ত্রান্তরং তত্রৈব।—শক্তিঃ শিবো বহ্নিবীজং দ্বাদশস্বরবিন্দুকং। শক্তির্ম্মহেশঃ কামশ্চ ইন্দ্রো বহ্নিন্দুমায়য়া। শক্তিঃ শিবশ্চ বহ্নিশ্চ মনুস্বরবিসর্গকঃ। নাদবিন্দুকলাযুক্তং বীজমেতৎ

প্রথম বাগভবকূট, হকার, সকার, লকার, রকার, ঈকার ও অনুস্বার ইহাতে দ্বিতীয় কামরাজকূট, হকার, সকার, ঔকার, অনুস্বার ও বিসর্গে তৃতীয় শক্তিকূট। আদিতে সকার ও পরে হকার এইরূপেও এই মন্ত্র হইয়া থাকে। ত্রিপুরাসারে তাহা কথিত হইয়াছে,—অকুল অর্থাৎ হকার পূর্ব্বে থাকিলে ইহা ভৈরবী মন্ত্র হয় এবং কুল অর্থাৎ ককার পূর্ব্বে থাকিলে ঐ মন্ত্র শীঘ্র ফলপ্রদ হইয়া থাকে। তবে পশুভাবীর নিকটে এই মন্ত্র অতি গোপনীয়। পূর্ব্বপ্রকার মন্ত্রের তিনটী বীজের হকারের পরে যে সকার আছে ঐ তিন সকারই উক্ত তিন হকারের আদিতে যোগ দিলে ২য় প্রকার মন্ত্র হইবে। (২।৩নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ত্রিপুরাসারে আর একটী মন্ত্র কথিত হইয়াছে,—শিবশব্দে উকার তাহার অষ্টম বর্ণ ঐকার কেবল অর্থাৎ অনুস্বারযুক্ত হইলে প্রথমবীজ। ভগ শব্দে একার তাহার বিলোমগণনায় পূর্ব্ব অষ্টম বীজ ঈকার, ইহা অনুস্বারযুক্ত হইলে দ্বিতীয়বীজ, শিরসশব্দে ওকার, তাহার অন্ত্য বীজ ঔকার, তাহা অনুস্বারযুক্ত হইলে তৃতীয় বীজ, (কেবল শব্দে অনুস্বারযুক্ত; ইহা প্রত্যেকের সহিত অন্বিত) এই সাঙ্কেতিক বিদ্যা গুরুমুখে অবগত হইবে (৪নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। আর একটি মন্ত্র বলিয়াছেন—সকার, হকার, বহ্নিবীজ, দ্বাদশস্বর (ঐকার) ইহাতে বিন্দুযোগ করিলে প্রথমবীজ, সকার, হকার, ককার, লকার, রকার তাহাতে ঈকার যোগ, অন্তে বিন্দু ইহা দ্বিতীয় বীজ। সকার, হকার,

---

(১) শিবঃ (হ) চন্দ্রঃ (স) সত্য (ঔ) সর্গঃ (ঃ) বিন্দু (ং)। (২) হৈসং হসকলরীং হসৌঃ। (৩) সহৈঁ সহকলরীং সহৌঃ। (ক) (৪) ঐং ঈং ঔং।

প্রকীর্ত্তিতম্ (১) ॥ ২০ ॥ এতাসাং মন্ত্রধ্যানপূজাদিকং ভৈরবীবৎ ॥ পুরশ্চরণস্তু লক্ষজপঃ। শ্রীক্রমাদৌ তথা দর্শনাৎ ॥ ২১ ॥ এতাসাং দীপনীবিদ্যা শ্রীক্রমে।—বদযুগ্মং মহেশানি বাগ্বাদিনি ততঃ পরম্। এষা দ্বষ্টাক্ষরী বিদ্যা (২) বাগ্‌ভবাদ্যে নিযোজয়েৎ ॥ ২২ ॥ ক্লিন্নে ক্লেদিনি দেবেশি মহামোক্ষং ততঃ কুরু। কামরাজং সমুচ্চার্য্য প্রণবং তদনন্তরম্। মহামোক্ষং কুরু পশ্চাৎ শক্তিকূটং তথোচ্চরেৎ। জপেদাদৌ জপেৎ পশ্চাৎ সপ্তবারমনুক্রমাৎ ॥ ২৩ ॥

অথান্নপূর্ণাভৈরবী।—তারশ্চ ভুবনেশানী শ্রীবীজং কামবীজকম্। হৃদন্তে ভগবত্যন্তে মাহেশ্বরিপদং ততঃ। অন্নপূর্ণে ঠযুগলং বিদ্যেয়ং বিংশদক্ষরী (৩) ॥ ২৪ ॥ তথা চ কল্পে।—কামবীজং বিনা দেবি ত্রিবীজপূর্ব্বিকা যদা। ঊনবিংশাক্ষরী দেবী ধনধান্যসমৃদ্ধিদা ॥ ২৫ ॥ অস্যাঃ পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি-সামান্যপূজাপদ্ধত্যুক্তপীঠন্যাসান্তং বিধায়, কেশরেষু পূর্ব্বাদি ওঁ বামায়ৈ নমঃ, এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ রৌদ্র্যৈ কাল্যৈ কলবিকরণ্যৈ বলবিকরণ্যৈ বলপ্রমথন্যৈ সর্ব্বভূতদমন্যৈ, মধ্যে মনোন্মন্যৈ ; তৎসমীপে

রকার, ঔকার, বিসর্গ ও বিন্দু ইহা দ্বারা তৃতীয় বীজ (১নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। ২০। এই সকল মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ, ইহার প্রমাণ শ্রীক্রমগ্রন্থে উল্লিখিত। এই সকল বিদ্যার মন্ত্র ধ্যান ও পূজাদি সমস্তই ভৈরবীর পূজার মত। ২১। এই সকল দেবতার দীপনীমন্ত্র শ্রীক্রমে বলিয়াছেন,—আদিতে বদ বদ বাগ্বাদিনি এই বিদ্যা, তাহার পরে বাগ্‌ভববীজ, তাহার পরে ক্লিন্নে ক্লেদিনি মহামোক্ষং কুরু এই বিদ্যা, ইহার পরে কামবীজ তাহার পরে প্রণব, তাহার পরে মহামোক্ষং কুরু, তাহার পরে শক্তিকূট (২ নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য); জপের আদিতে ৭ বার জপের অন্তে ৭ বার এই মন্ত্র জপ করিবে। ২২। ২৩।

অনন্তর অন্নপূর্ণা ভৈরবীর মন্ত্র।—প্রণব, ভুবনেশ্বরীবীজ, লক্ষ্মীবীজ, কামবীজ, তাহার পরে 'নমোভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে' তাহার পরে 'স্বাহা'—কুড়ি অক্ষরে এই অন্নপূর্ণা ভৈরবীবিদ্যা। কল্পে বলিয়াছেন—উক্ত মন্ত্রের কামবীজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে কেবল তিনটী বীজ যোগ করিলে উনিশ অক্ষরে এক মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রে ধনধান্যসমৃদ্ধি লাভ হয় (৩নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।২৪।২৫। অন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবীর পূজাপদ্ধতি যথা. প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতির ক্রমানুসারে প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাসপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া পূর্ব্বাদিকেশরে ওঁ বামায়ৈ নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিত দেবতার ন্যাস করিবে। অনন্তর উপরি লিখিত

---

(১) সহৈঁ সহক্‌লরীং সহৌঃ।

(২) বদ বদ বাগ্বাদিনি হৈস্রঁ ক্লিন্নে ক্লেদিনি মহামোক্ষং কুরু হসক্‌লরীং ওঁ মহামোক্ষং কুরু হেস্রৌঃ হেস্রৌঁ। ইতি মন্ত্রঃ।

(৩) ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং নমো ভগবতি-মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। ওঁ হ্রীং শ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। দ্বিবিধো মন্ত্রঃ।

ওঁ জয়ায়ৈ বিজয়ায়ৈ অজিতায়ৈ অপরাজিতায়ৈ নিত্যায়ৈ বিলাসিন্যৈ দোগ্ধ্রৈ অঘোরায়ৈ; মধ্যে মঙ্গলায়ৈ; সর্ব্বত্র ওঁকারাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। তদুপরি হসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ॥ ২৬॥ ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ।—শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি অন্নপূর্ণেশ্বর্য্যৈ ভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে হ্রীঁ বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ শ্রীং শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ক্লীং কীলকায় নমঃ। তথা চ জ্ঞানার্ণবে।—বীজঞ্চ ভুবনেশানী শ্রীবীজং শক্তিরুচ্যতে। কীলকং কামবীজং স্যাদিত্যাদি॥ ২৭॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা চ। তথা চ জ্ঞানার্ণবে।—ভুবনেশ্যা মহেশানি ষড়্‌দীর্ঘস্বরযুক্তয়া। ষড়ঙ্গানীত্যাদি॥ ২৮॥ ততঃ পদন্যাসঃ (১)।—মূর্দ্ধ্নি ওঁ নমঃ। চক্ষুষোঃ হ্রীং নমঃ, শ্রীং নমঃ। কর্ণয়োঃ ক্লীং নমঃ, নমো নমঃ। নসোর্ভগবতি নমঃ, মাহেশ্বরি নমঃ। মুখে অন্নপূর্ণে নমঃ। গুহ্যে স্বাহা নমঃ। পুনর্গুহ্যাদি মূর্দ্ধান্তং ন্যসেৎ। জ্ঞানার্ণবে।—একমেকং পুনশ্চৈকং পুনরেকং দ্বয়ং ততঃ। চতুশ্চতুস্তথা (২) দ্বাভ্যাং পদান্যেতানি পার্ব্বতি। পদান্যেতানি দেবেশি নবদ্বারেষু বিন্যসেৎ। মূর্দ্ধাদিগুহ্যপর্য্যন্তং পুনস্তেষু বরাননে। গুহ্যাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং পদানাং নবকং ন্যসেৎ॥ ২৯॥ ততো ব্রহ্মরন্ধ্রমুখহৃদয়মূলাধারেষু চতুর্বীজানি বিন্যস্য, শেষং ভ্রূমধ্যনাসিকাকণ্ঠনাভিলিঙ্গেষু পঞ্চসু সর্ব্বত্র নমোঽন্তানি ন্যসেৎ। তদুক্তং

মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। জ্ঞানার্ণবে তাহার প্রমাণ দিয়া বলিয়াছেন—ভুবনেশ্বরীবীজ ইহার বীজ, লক্ষ্মীবীজ শক্তি, এবং কামবীজ ইহার কীলক। তাহার পরে করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈং অনামিভ্যাং হুং, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এইরূপে হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট্. হ্রৈং কবচায় হুং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এইরূপে করাঙ্গন্যাস করিবে। জ্ঞানার্ণবে এই করাঙ্গন্যাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—হে মহেশ্বরি! ভুবনেশ্বরীবীজে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ২৬—২৮। তাহার পরে পদন্যাস করিবে। পদন্যাসের প্রণালী উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। জ্ঞানার্ণবে তাহার প্রমাণ—হে দেবেশি! প্রথমে চারিটি ন্যাস একটি একটি বর্ণদ্বারা, তাহার পরে দুইটি বর্ণদ্বারা, তাহার পরে চারিটি বর্ণদ্বারা তিনবার, তাহার পর দুইটী বর্ণদ্বারা একবার এইরূপে নবদ্বারে নয়টি ন্যাস করিবে। হে বরাননে! প্রথমে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে গুহ্যদেশপর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার গুহ্যদেশ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রপর্য্যন্ত ন্যাস করিবে। ২৯। তাহার পরে ব্রহ্মরন্ধ্রে ওঁ নমঃ, মুখে হ্রীং নমঃ, হৃদয়ে শ্রীং নমঃ মূলাধারে ক্লীং নমঃ, ভ্রূমধ্যে নমো নমঃ, নাসিকাতে ভগবতি নমঃ,

---

(১) নবদ্বারেষু প্রত্যেকং নবপদানি ন্যসেৎ ব্রহ্মরন্ধ্রাদিতঃ। (খ) টি।

(২) বর্ণাশ্চত্বারঃ—ত্রিবারং চতুর্ভির্বর্ণৈরিত্যর্থঃ।

তত্রৈব ।—ব্রহ্মরন্ধ্রাস্যহৃদয়মূলাধারেষ্বনুক্রমাৎ । চতুর্ব্বীজানি বিন্যস্য পরেষ্বন্যাংশ্চ বিন্যসেৎ । ভ্রূমধ্য-নাসিকাকণ্ঠনাভিলিঙ্গেষু পঞ্চসু । পূর্ব্ববৎ ক্রমতো দেবি নমঃপ্রভৃতিকং ন্যসেৎ ॥ ততো মূলেন ব্যাপকং বিন্যস্য ধ্যানং কুর্য্যাৎ ॥ ৩০ ॥ তদ্‌যথা,—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্ । নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্ । চিত্রবস্ত্রপরীধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্ । সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্ । গোক্ষীরধামধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্ । প্রসন্নবদনং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্ । কপর্দ্দিনং স্ফুরৎসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্ । নৃত্যন্তমনিশং হৃষ্টং দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম্ । সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যনিতম্বিনীম্ (১)। অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা, মানসৈঃ সংপূজ্য, শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥৩১॥ অস্যাঃ পূজাযন্ত্রম্ ।—ত্রিকোণঞ্চ চতুঃপত্রং বসুপত্রং (২) ততঃ-

অন্নপূর্ণাভৈরবীযন্ত্রম্ ।

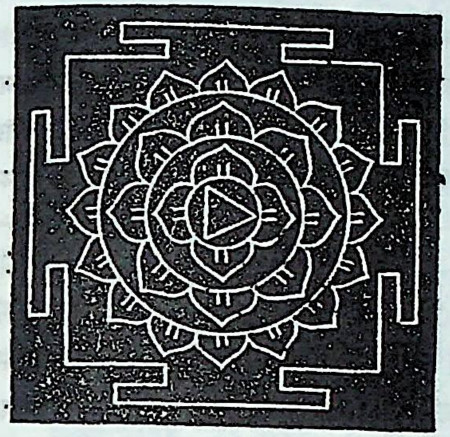

কণ্ঠে মাহেশ্বরি নমঃ, নাভিদেশে অন্নপূর্ণে নমঃ, লিঙ্গে স্বাহা নমঃ। এই প্রকারে ন্যাস করিবে। ঐ জ্ঞানার্ণবগ্রন্থে এই ন্যাসের প্রমাণ দিয়াছেন,—ব্রহ্মরন্ধ্র, মুখ, হৃদয় ও মূলাধারে চারিটি বীজমন্ত্র অনুক্রমে এক একটি করিয়া ন্যাস করিবে। ভ্রূমধ্য, নাসিকা, কণ্ঠ, নাভি, ও লিঙ্গদেশে অবশিষ্ট পাঁচটিপদ অনুক্রমে এক একটি করিয়া ন্যাস করিবে। তাহার পরে মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ৩০। তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, শিরোদেশে চন্দ্রকলা, মস্তকে নবরত্নের কিরণে উজ্জ্বল মুকুট, কুঙ্কুমে আরক্তদেহ, পরিধানে বিচিত্র বসন, শফরীমৎস্যের ন্যায় তিনটি নয়ন, পীনোন্নত পয়োধর সুবর্ণকলসের ন্যায় দৃশ্যমান, যাহার সম্মুখে পঞ্চানন প্রসন্নবদকে নৃত্য করিতেছেন, সেই ত্রিলোচনের অঙ্গ জ্যোতি দুগ্ধের ন্যায় ধবল, কণ্ঠ দেশ নীলবর্ণ, গাত্রে সর্পভূষণ স্পন্দিত হইতেছে, জটাজূটধারী কুন্দপুষ্পবৎ শুভ্রকান্তি ঐ শম্ভুকে নৃত্য করিতে দেখিয়া যিনি অত্যন্ত আনন্দিতা হইতেছেন, আনন্দে মুখমণ্ডল প্রফুল্ল, নিতম্বদেশে মেখলা, যাঁহার এক দিকে পৃথিবী অপরদিকে লক্ষ্মী অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন, যিনি অন্নদান কার্য্যে ব্যাপৃত, সেই অন্নপূর্ণা দেবীকে ধ্যান করি! এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে।

---

(১) মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীম্ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) বসুপত্রং (৮)।

পরম্। কলাপত্রঞ্চ (১) ভূবিম্বং চতুর্দ্বারং সমালিখেৎ ॥ ৩২ ॥ ততঃ পীঠপূজাং বিধায়, পুনর্ধ্যাত্বা, আবাহনাদি—পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়, আবরণপূজামারভেত। কর্ণিকায়ামগ্নীশাসুরবায়ুমধ্যেষু দিক্ষু চ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। ততস্ত্রিকোণাগ্রে ওঁ হৌঁ নমঃ শিবায় ইতি শিবং পূজয়েৎ। বায়ুকোণে ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃস্বঃপতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহা। ইতি মন্ত্রেণ বরাহং পূজয়েৎ। জ্ঞানার্ণবে।—ওঁ নমঃ পদমাভাষ্য ততো ভগবতে পদম্। ততো বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃস্বঃপতিস্তথা। ঙেহন্তঞ্চ ভূপতিত্বঞ্চ মে দেহীতি দদাপয়। বহ্নিজায়ান্বিতো মন্ত্রো বরাহস্য বরাননে। দক্ষিণকোণে ওঁ নমো নারায়ণায়েতি নারায়ণং পূজয়েৎ। ততো দক্ষিণে বামে চ গ্লৌং শ্রীং অন্নং (২) মে দেহ্যন্নাধিপতয়ে মমান্নং দদাপয় স্বাহা শ্রীং গ্লৌং ইত্যনেন ভূমিশ্রিয়ৌ পূজয়েৎ। (৩) ততশ্চতুর্দ্দলেষু পূর্ব্বত আরভ্য ওঁ পরিঘবিদ্যায়ৈ নমঃ, হ্রীং ভুবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ, শ্রীং কমলায়ৈ নমঃ, ক্লীং সুভগায়ৈ নমঃ।

৩১। উক্ত দেবতার পূজাযন্ত্র যথা,—প্রথমতঃ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে চতুর্দ্দল পদ্ম এবং তাহার বাহিরে ষোড়শদল অঙ্কিত করিয়া চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিয়া লইবে। ৩২। তাহার পরে পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। কর্ণিকার অগ্নিকোণে, ঈশানকোণে, নৈর্ঋতকোণে, বায়ুকোণে, মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বোক্ত হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদি ষড়ঙ্গন্যাসনিয়মে ষড়ঙ্গপূজা করিবে। তাহার পরে ত্রিকোণাগ্রে "ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ" এই মন্ত্রে শিবের পূজা করিয়া "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে বরাহদেবের পূজা করিবে। জ্ঞানার্ণবে বরাহমন্ত্র বলিয়াছেন,—"ওঁ নমঃ" এই পদ বলিয়া তাহার পরে "ভগবতে" এই পদ বলিবে। তাহার পরে "বরাহরূপায়" এই পদ চতুর্থীর এক বচনান্ত ভূর্ভুবঃ স্বঃ—পতি শব্দ "ভূপতিত্বং মে দেহি" এই তিনটি পদ এবং "দদাপয়" ও ইহার অন্তে "স্বাহা" পদ—হে বরাননে! ইহাকে বরাহমন্ত্র বলে। তাহার পরে দক্ষিণকোণে নারায়ণের পূজা করিয়া দক্ষিণে ও বামে ওঁ গ্লৌং শ্রীং ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে ভূমি ও শ্রীর পূজা করিবে। তাহার পরে চতুর্দ্দলপদ্মের পূর্ব্বদলে ওঁ পরবিদ্যায়ৈ নমঃ, দক্ষিণদলে হ্রীং ভুবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ, পশ্চিমদলে শ্রীং কমলায়ৈ নমঃ, উত্তরদলে ক্লীং সুভগায়ৈ নমঃ

---

(১) কলাপত্রং (১৬)।

(২) অত্র অন্নম্ ইত্যতঃ পরং মমান্নমিত্যধিকঃ (খ) পুস্তকে মুদ্রিত (ঘ) পুস্তকে চ পাঠঃ।

(৩; তথাচ জ্ঞানার্ণবে,—বামদক্ষিণয়োঃ পূজ্যে ভূশ্রিয়ৌ পরমেশ্বরি। এতেন মনুনা দেবি কথয়ামি তবানঘে। অন্নং দেহি পদস্থান্নং মে দেহ্যন্নাধিপতিকে। ততো মমান্নং সংলিখ্য দদাপয় ততঃ পরম্। বহ্নিজায়ান্বিতো মন্ত্রঃ সম্পুটীকৃত্য পূজয়েৎ। গ্লৌমাদ্যকেন রময়া বামদক্ষিণয়োঃ ক্রমাৎ। ইতি মুদ্রিত (খ) পুস্তকেঽধিকঃ পাঠঃ।

ষোড়শী।

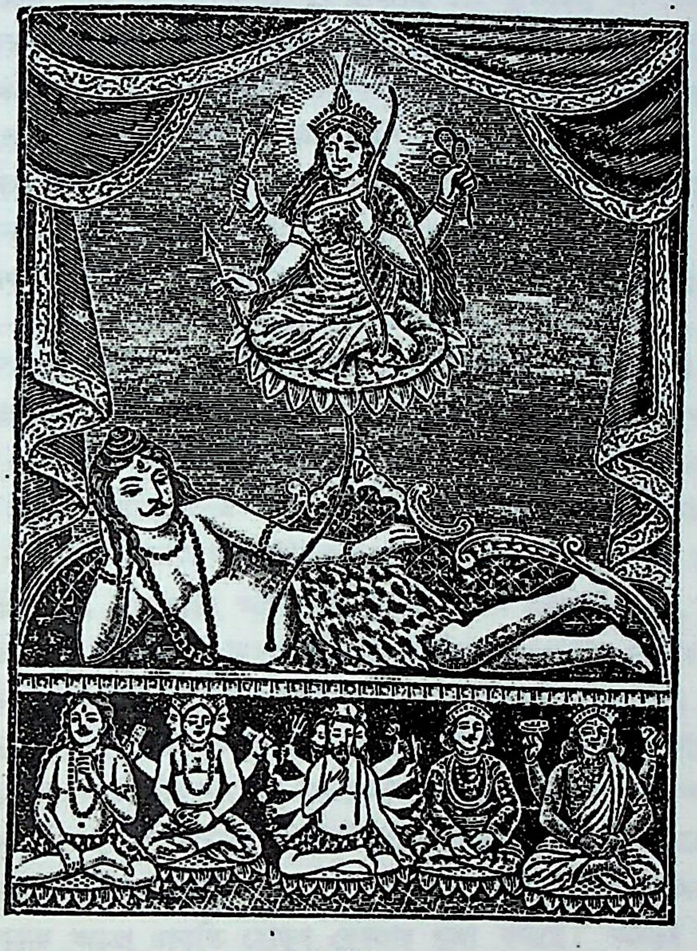

৩৬৯ পৃঃ।

তথাচ জ্ঞানার্ণবে—তারেণ পরবিদ্যাঞ্চ ভুবনেশীং তদাত্মনা (১)। কমলাং রময়া ভদ্রে কামেন সুভগাং যজেৎ। অষ্টপত্রেষু পশ্চিমাদিতঃ ব্রাহ্ম্যাদ্যা মাতৄঃ পূজয়েৎ। ষোড়শদলেষু পূর্ব্বাদি নং অমৃতায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, মোং মানদায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, এবং ভং তুষ্ট্যৈ, গং পুষ্ট্যৈ, বং প্রীত্যৈ, তিং রত্যৈ, মাং হ্রিয়ৈ, হেং শ্রিয়ৈ, শ্বং সুধায়ৈ, রিং রাত্র্যৈ, অং জ্যোৎস্নায়ৈ, ন্নং হৈমবত্যৈ, পূং ছায়ায়ৈ, ণেং পূর্ণিমায়ৈ, স্বাং নিত্যায়ৈ, হাং অমাবস্যায়ৈ। এতা অন্নপূর্ণাশব্দান্তা নমোঽন্তাশ্চ পূজয়েৎ। তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—শেষৈর্ব্বর্ণৈঃ (২) প্রপূজ্যাশ্চ অন্নপূর্ণান্তশব্দিতাঃ। ততশ্চতুরস্রে লোকপালান্ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথাচ,—এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং লক্ষসংখ্যমনন্যধীঃ। সাজ্যেনান্নেন জুহুয়াত্তদ্দশাংশমনন্তরম্ ॥ ৩৪ ॥ ইতি ভৈরবীমন্ত্রাঃ।

অথ শ্রীবিদ্যামন্ত্রাঃ। তত্র মেরুর্জ্ঞানার্ণবে।—ভূমিশ্চন্দ্রঃ শিবো মায়া শক্তিঃ কৃষ্ণাধ্ব-

এইরূপে পূজা করিবে। জ্ঞানার্ণবে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন,—ওঁকারযোগে পরবিদ্যা, হ্রীং যোগে ভুবনেশ্বরী, লক্ষ্মীবীজের যোগে কমলা, এবং কামবীজের যোগে সুভগা পূজা করিবে। তাহার পরে অষ্টদলপদ্মের অষ্টদলে পশ্চিমদিক্ হইতে ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ, এইরূপে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃগণের পূজা করিবে। পরে ষোড়শদলপদ্মের পূর্ব্বদল হইতে আরম্ভ করিয়া নং অমৃতায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, মোং মানদায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, ভং তুষ্ট্যৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, গং পুষ্ট্যৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, বং প্রীত্যৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, তিং রত্যৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, মাং ক্রিয়ায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, হেং শ্রিয়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, শ্বং সুধায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ রিং রাত্র্যৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, অং জ্যোৎস্নায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, ন্নং হৈমবত্যৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, পূং ছায়ায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, ণেং পূর্ণিমায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, স্বাং নিত্যায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, হাং অমাবস্যায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ, এই রূপে অন্নপূর্ণাশব্দ অন্তে যোগ দিয়া ষোড়শ দেবতার পূজা করিবে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—মন্ত্রের আদিস্থিত মূলমন্ত্র বাদ দিয়া অবশিষ্ট মন্ত্রবর্ণ পর পর এক একটি লইয়া অন্তে অন্নপূর্ণা শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক অমৃতা প্রভৃতি ষোড়শ দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর চতুষ্কোণে দশদিক্‌পালের পূজা করিবে। তাহার পর ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে ॥ ৩৩ ॥ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ,—প্রমাণে আছে ;—এইরূপে ধ্যান করিয়া একাগ্রমনে এক লক্ষ মন্ত্র জপ ও ঘৃতাক্ত অন্ন দ্বারা জপের দশাংশ (দশ হাজার) হোম করিবে। ৩৪। ভৈরবীমন্ত্র সমাপ্ত।

অতঃপর শ্রীবিদ্যামন্ত্র কথিত হইতেছে।—জ্ঞানার্ণবে এই বিদ্যার মেরু নির্দ্দেশ

---

(১) হ্রীমিত্যাদিকেন। (২) শেষৈর্ব্বর্ণৈঃ মন্ত্রস্য বীজচতুষ্টয়াতিরিক্তবর্ণৈঃ (ধ) টী। শেষৈর্ব্বর্ণৈরিত্যত্র স্বৈর্ব্বর্ণৈরিতি (আ০ কি০) পাঠঃ।

মাদনৌ। (১) অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ (২) বিন্দুশ্চ নবার্ণো মেরুরুচ্যতে। মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যা মন্ত্রা মেরুসম্ভবাঃ ॥ ৩৫ ॥ সকলা ভুবনেশানী কামেশীবীজমুক্তম্। অনেন সকলা বিদ্যাঃ কথয়ামি বরাননে। শক্ত্যন্তস্তুর্য্যবর্ণোহন্তঃ কলমধ্যে সুলোচনে। বাগ্‌ভবং পঞ্চবর্ণাঢ্যং কামরাজমথোচ্যতে। মাদনং শিবচন্দ্রাদ্যং শিবান্তং মীনলোচনে। কামরাজমিদং ভদ্রে ষড়্‌বর্ণং সর্ব্বমোহনম্। শক্তিবীজং বরারোহে চন্দ্রাদ্যং সর্ব্বমোহনম্। চতুরক্ষররূপস্তু ত্র্যক্ষরা ত্রিপুরা ভবেৎ। এতামুপাস্য দেবেশি কামঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ। কামরাজো ভবেদ্দেবি বিদ্যেয়ং ব্রহ্মরূপিণী (৩) অস্যার্থঃ।—শক্তিরেকারঃ, তুর্য্য ঈকারঃ, তেন

করিয়াছেন যথা—ভূমি (ল) চন্দ্র (স) শিব (হ) মায়া (ঈ) শক্তি (এ) কৃষ্ণাধ্বা—(যাহার পথ কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ অগ্নি যে পথ দিয়া যান সেই পথ কৃষ্ণবর্ণ হয় এই কারণে অগ্নিকে কৃষ্ণবর্ত্মা বলে) (১১) অগ্নি—(র) মাদন (ক) অর্দ্ধচন্দ্র (ঁ) ও বিন্দু (ং) এই নয়টি বর্ণকে মেরু বর্ণ বলে। মহাত্রিপুরসুন্দরীর যতগুলি মন্ত্র আছে সমস্তই মেরু হইতে উৎপন্ন। ৩৫। ক ল ও ভুবনেশ্বরী বীজ এই তিন বর্ণে কামেশ্বরী বীজ হয়। ইহা দ্বারা কামরাজ প্রভৃতি সকল মন্ত্রই উদ্ধৃত করা যাইবে। হে সুলোচনে! ক ও ল এই দুই বর্ণের মধ্যে শক্তি (একার) ও তাহার অন্তে চতুর্থ বর্ণ ঈকার—থাকিলে এবং অন্তে মায়াবীজ যোগ করিলে বাগ্‌ভবকূট হইবে। অতঃপর কামরাজ বলা হইতেছে—শিব (হ) চন্দ্র (স) মাদন (ক), শিব (হ) এই চারিবর্ণ এবং লকার ও মায়াবীজ ইহাকে কামরাজ বলে।

---

(১) ভূমিঃ (ল) চন্দ্রঃ (স) শিবঃ (হ) মায়া (ঈঁ) শক্তিঃ (এ) কৃষ্ণাধ্বা বহ্নিঃ (র) মাদন (ক) অর্দ্ধচন্দ্রবিন্দূ স্পষ্টৌ ইতি নবভিরক্ষরৈর্মেরুস্তথাচৈতৈরেবাক্ষরৈর্ঘটিতা অন্যা মন্ত্রা বক্তব্যা ইত্যর্থঃ প্রকৃতিভূতকামরাজাদিবিদ্যা বক্তব্যা ইত্যর্থঃ। তেন ষোড়শ্যাদৌ বীজান্তরসত্ত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ।

(২) যদ্যা অর্দ্ধচন্দ্রস্য বর্ণত্বং নাস্তি তথাপি স্বরমধ্যে নিবেশ শক্তিত্বাৎ ইতি ভাবঃ।

(৩) শক্তিরেকাদশস্বরস্তস্যান্তভূতস্তুর্য্যবর্ণো দীর্ঘেকারস্তথা চ তৌ ককারলকারয়োর্ম্মধ্যে লেখ্যৌ। এতদ্বাগ্‌ভবং পঞ্চবর্ণৈরুচ্যতে। তেন শেষবর্ণো বচনান্তরৈকবাক্যতয়া মায়াবীজম্। যথা তত্রৈব সকলা ভুবনেশানী কামেশীবীজমুদ্ধৃতম্। অনেন সকলা বিদ্যাঃ কথয়ামি বিশেষতঃ। অস্যার্থঃ—কলাভ্যাং সহ বর্ত্তমানা সকলা ককারলকারাত্মকবর্ণদ্বয়াত্মকবর্ণদ্বয়ান্বিতা ভুবনেশী মায়াবীজং কামেশ্বরীবীজং ভবতি। অনেনেতি তেন কলহ্রীমিতি কামেশ্বরীবীজং প্রকৃতিভূতকামরাজাদিসর্ব্ববিদ্যাঘটকং তেনৈকাক্ষরমন্ত্রাঘটকত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। অতএব তত্র মেরুভূতমিত্যুক্তম্। তথা চৈকবর্ণাকাঙ্ক্ষায়াং বিশিষ্টীভূতাভুবনেশীবর্ণদ্বয়াকাঙ্ক্ষায়াং সান্নিধ্যবশাৎ লকারবতী ভুবনেশী বর্ণত্রয়াকাঙ্ক্ষায়াং কলবতী ভুবনেশী বিদ্যাঘটিকা এবঞ্চ ককারৈকাদশস্বরচতুর্থস্বরলকারমায়াবীজৈঃ পঞ্চবর্ণৈর্বাগ্‌ভবকূটম্। মায়াবীজস্যানেকবর্ণকথিতত্বেঽপি ঐক্যং বীজরূপত্বাদেবমন্যত্রাপি। মাদনমিতি মাদনং কঃ শিবচন্দ্রৌ হসৌ তাবাদ্যৌ যস্য তাদৃশং। শিবান্তং শিবো হকারঃ স এবান্তো যস্য ইতি মাদনবিশেষণদ্বয়ম্। তেন চতুর্ব্বর্ণপ্রাপ্তৌ ষড়্‌বর্ণত্বেন বর্ণদ্বয়াকাঙ্ক্ষায়াং বচনান্তরৈকবাক্যতয়া কামেশ্বরীশেষাক্ষরদ্বয়স্য পরিশেষেণ দাতব্যত্বাদন্তে লকারো মায়াবীজঞ্চ তেন হকারসকারহকারলকারমায়াবীজৈঃ ষড়্‌বর্ণাত্মকং কামরাজকূটং ভবতি। অথ শক্তিকূটমুচ্যতে—শক্তিবীজমিতি। চতুরক্ষরমিতি সান্নিধ্যাৎ কামরাজস্য চন্দ্রাদ্যং চতুরক্ষররূপং শক্তিবীজমিত্যর্থঃ। তেন সকারককারলকারমায়াবীজৈশ্চতুরক্ষরং শক্তিকূটং ভবতি।

ককার-একার-ঈকার-লকার-মহামায়া ইতি বাগ্ভবকূটম্। শিবো হকারঃ, চন্দ্রঃ সকারঃ, তেন হকার-সকার-ককার-হকার-লকার-মহামায়া ইতি কামরাজ-কূটম্। চন্দ্রঃ সকারঃ তেন সকার-ককার-লকার-মহামায়া ইতি শক্তিকূটম্। তেন ত্রিভিঃ কূটৈঃ কামরাজবিদ্যেয়ম্ (১) ॥ ৩৬ ॥ জ্ঞানার্ণবে।—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি লোপামুদ্রাভিধাং পরাম্। কামরাজাখ্যবিদ্যায়াং শক্তিং তুর্য্যঞ্চ সুন্দরি। হিত্বা মুখে শিবেন্দ্বাঢ্যা লোপামুদ্রা প্রকাশিতা। অস্যার্থঃ।—কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্ভবে একারং ঈকারঞ্চ হিত্বা আদৌ হকারং সকারঞ্চ দদ্যাৎ। (২) অন্যৎ সমানম্ ইয়মগস্ত্যোপাসিতা। অনয়োর্ভেদমগ্রে বক্ষ্যামঃ ॥ ৩৭ ॥

মন্ত্রান্তরম্।—কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্ভবেন (৩) বরাননে। বিদ্যোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি শক্তিমাদনমধ্যগম্। শিবং কুর্য্যাদ্বাগ্ভবে তু শিবাদ্যং কামরাজকম্ (৪)। চন্দ্রাদ্যন্তু তৃতীয়ং স্যাৎ বিদ্যেয়ং মনুপূজিতা (৫)। অস্যার্থঃ।—কামন্ততঃ শিবস্তত একারস্তত

(এই বচনে লকার ও মায়াবীজের উল্লেখ না থাকিলেও অন্য বচন হইতে তাহা গৃহীত হইবে) আদিতে চন্দ্র (স) অন্তে ক, ল হ্রীং এই চারিবর্ণকে শক্তিকূট বলে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে দেবি! এক্ষণে লোপামুদ্রানাম্নী বিদ্যার পরিচয় দিতেছি—কামরাজ বিদ্যার শক্তি (একার) ও চতুর্থস্বর (ঈকার) পরিত্যাগ করিয়া আদিতে শিব (হ) ও চন্দ্র (স) প্রদান করিলে লোপামুদ্রা হইবে। অন্য দুই বীজ কামরাজের ন্যায়। কামরাজবিদ্যার বাগ্ভবকূটে একার ও ঈকার ত্যাগ করিয়া অগ্রে হকার ও সকার যোগ করিবে অন্য সকল সমান। ইহাকে অগস্ত্যপূজিতা লোপামুদ্রা বলে। কামরাজ ও লোপামুদ্রার অন্য বিশেষ ভেদ আছে তাহা পরে বলিব। ৩৫—৩৭। অন্য মন্ত্র বলা যাইতেছে। হে বরাননে! কামরাজ বিদ্যার বাগ্ভবকূট দ্বারাই মনুপূজিতা, চন্দ্রপূজিতা ও কুবেরপূজিতা এই ত্রিবিধ বিদ্যার উদ্ধার বলিতেছি। ইহার

---

(১) কামরাজ [১] কএঈলহ্রীং। হসকহলহ্রীং। সকলহ্রীং। তথাচ চন্দ্রপীঠে স্মরে (ক) ভগে (এ) তুর্য্যবর্ণে (ঈ) ল পরা (ল, হ্রীং) বাগ্ভবঃ মতঃ। শিবো (হ) জীবঃ (স) স্মরঃ (ক) শম্ভু (হ) র্লপরা (ল, হ্রীং) কামকূটকম্। ভৃগুঃ (স) কামঃ (ক) ক্ষমা (ল) মায়া (হ্রীং) শক্তিকূটং প্রকীর্ত্তিতম্ (ক টি)।

(২) অগস্ত্যপূজিতা লোপামুদ্রা [২] হসকলহ্রীং হসকহলহ্রীং সকলহ্রীং অন্যৎ বীজদ্বয়ং কামরাজঃ শক্তিশ্চ। তেন শিবচন্দ্রকামভূলজ্জাভিঃ প্রথমকূটম্। অন্যৎ শেষদ্বয়ং কামরাজঃ শক্তিশ্চ সমানং কামরাজবৎ। অনয়োঃ কামরাজলোপামুদ্রয়োঃ ভেদমবান্তরবিশেষম্।

(৩) অতঃ পরং কামরাজাখ্যবিদ্যায়াঃ বাগ্ভবেন এব বিদ্যোদ্ধারং মনুচন্দ্রকুবেরপূজিতানাং ত্রয়াণামেব বিদ্যানাম্ উদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি ইত্যন্বয়ঃ। তথা চৈতাসাং কূটত্রয়ং কামরাজবাগ্ভবকূটঘটিতমেব ইত্যর্থঃ। শক্তিরেকারঃ মাদনং ককারঃ তয়োর্মধ্যগং শিবং হকারং কুর্য্যাৎ প্রথমে বাগ্ভবাদ্যকূটে একারককারয়োর্মধ্যে হকারং দদ্যাদিত্যর্থঃ। (৪) তদেব বাগ্ভবং হকারাদ্যং চেৎ কামরাজকং স্যাৎ। (৫) মনুপূজিতা [৩] কহএঈলহ্রীং হকএঈলহ্রীং সকএঈলহ্রীং।

ঈকারাদিত্রয়ং বাগ্ভবে কূটে। মধ্যকূটং শিবাদ্যং তৃতীয়কূটং চন্দ্রাদ্যম্। তথাচ চন্দ্রপীঠে —কশিবৌ ভগতূর্য্যে চ ক্ষমামায়েতি বাগ্ভবং। শিবকামৌ ভগঃ তুর্য্যং লপরা শক্তিকূটকম্। মানবীয়ং সমুদিতা সর্ব্বাম্নায়ৈর্নমস্কৃতা ॥৩৮॥ সহাদ্যং (১) বাগ্ভবং দেবি চন্দ্রাদ্যং শিবমধ্যগম্। মাদনং কামরাজে তু শক্তিবীজং সহাননম্ (২)। চন্দ্রারাধিতবিদ্যেয়ং ভোগমোক্ষফলপ্রদা। অস্যার্থঃ।—সকারহকারাদিকামরাজবিদ্যায়া বাগ্ভবং কূটম্ অস্যা বাগ্ভবং। আদৌ সকারস্ততো হকারস্ততো মাদনং ততঃ শিবস্তত একারস্তত ঈকারস্ততো লকারস্ততো মহামায়া ইতি কামরাজকূটম্। (৩) অস্যা বাগ্ভবকূটমেব শক্তিকূটং বিদ্যেয়ং চন্দ্রারাধিতা (৪) ॥ ৩৯ ॥ হসাননং বাগ্ভবন্তু শিবাদ্যং সহমধ্যগম্। মাদনং কামরাজে তু তার্তীয়ং শৃণু পার্ব্বতি। হসাদ্যং শক্তিবীজন্তু কুবেরেণ প্রপূজিতা ॥ অস্যার্থঃ।—কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্ভবং হসাদ্যং চেত্তদা অস্য বাগ্ভবং। শিবচন্দ্রৌ ততঃ কামস্ততঃ শিবস্তত একারস্ততো ঈকারস্ততো লকারস্ততো মহা-

প্রথম বাগ্ভব কূটের একার ককারের মধ্যে হকার, দ্বিতীয়কূট কামরাজের আদিতে হকার এবং তৃতীয় শক্তি কূটের আদিতে সকার দিবে। চন্দ্রপীঠেও তাহাই বলিয়াছেন, —ক, হ, এ, ঈ ল ও মায়াবীজ ইহাতে প্রথম বাগভবকূট, হ, ক, এ, ঈ, ল ও মায়াবীজ ইহাতে দ্বিতীয় শক্তিকূট। এই মনুপূজিতা বিদ্যা সকল আম্নায়ে সমাদৃত। ৩৮। কামরাজ বিদ্যার প্রথম বাগ্ভব কূটে আদিতে স হ থাকিলে ইহার বাগ্ভব; দ্বিতীয় কূটে আদিতে চন্দ্র (স), দুই হকারের মধ্যে ককার অর্থাৎ প্রথমে স, পরে হ, তাহার পরে ক, তাহার পরে হ, তাহার পরে একার, তাহার পরে ঈ কার, তাহার পরে ল কার, তাহার পরে মায়াবীজ থাকিলে দ্বিতীয় কামরাজকূট। আদিতে স হ থাকিলে ইহার শক্তিকূট অর্থাৎ কামরাজের বাগ্ভবকূট ইহার শক্তিকূট। ইহাকে চন্দ্রপূজিতা বিদ্যা বলে। ৩৯। হে পার্ব্বতি! কামরাজ বিদ্যার বাগ্ভবের আদিতে হ ও স থাকিলে ইহা বাগ্ভবকূট হইবে। ইহার কামরাজকূটের আদিতে হকার, তাহার পরে সকার,

---

(১) সকারাদ্যং হকারাদ্যম্।

(২) অস্যার্থঃ—কামরাজবিদ্যায়া বাগ্ভবং সহাদ্যঞ্চেদস্যা বাগ্ভবম্। তস্যা দ্বিতীয়বাগ্ভবে ককারঃ সকারাদির্হকারয়োর্ম্মধ্যগতশ্চ যদি ককারঃ স্যাত্তদাস্যাঃ কামরাজাখ্যং কূটং। তথাচ কামরাজকূটে আদৌ সকারস্ততো হকারঃ ততঃ ককারঃ ততো হকারস্তত একারস্তত ঈকারস্ততো লকারস্ততো মায়েতি। সহাননমিতি তথাচাস্যা বাগ্ভবকূটমেব শক্তিকূটম্। তেন চন্দ্রশিবকামশিবভগতুর্য্যভূলজ্জাভিঃ প্রথমম্। চন্দ্রশিবকামশিবভগতুর্য্যলজ্জাভির্দ্বিতীয়ম্। চন্দ্রশিবকামভগতুর্য্যভূলজ্জাভিস্তৃতীয়ং কূটম্। (৩) তথাচ চন্দ্রপীঠে—জীবঃ শিবঃ কামভগে সর্পিণী ক্ষ্মা পরেতিবাক্। কামং কভগয়োর্মধ্যে শিবঃ শক্তৌ ভৃগুঃ শিবঃ। কভগে তুর্য্যলপরা বিদ্যা চন্দ্রেণ সেবিতা। ইত্যধিকঃ মুদ্রিত (খ) পাঠঃ

(৪) চন্দ্রারাধিতা [৪ সহকএঈলহ্রীং সহকহএঈলহ্রীং সহকএঈলহ্রীং।

মায়া ইতি কামরাজকূটম্। অস্য বাগ্‌ভবকূটমেব শক্তিকূটম্ ইয়ং কুবেরপূজিতা (১) ॥ ৪০ ॥ কামরাজাখ্যবিদ্যায়াস্তার্তীয়ং সুরবন্দিতে। সহাদ্যং শক্তিবীজং স্যাদ্বিদ্যাগস্ত্যপ্রপূজিতা ॥ অস্যার্থঃ।—কামরাজাখ্যবিদ্যায়া যদেব বাগ্‌ভবং কূটং কামরাজকূটঞ্চাত্রাপি তদেব। শক্তিকূটস্তু (২) সহাদ্যমিতি বিশেষঃ। ইয়ন্তু দ্বিতীয়া লোপামুদ্রা (৩) ॥ ৪১ ॥ কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্‌ভবে মাদনং ত্যজ। চন্দ্রং তত্রৈব সংযোজ্য কামরাজে ততঃ পরম্। হিত্বা চন্দ্রং মুখে কুর্য্যাৎ বিদ্যেয়ং নন্দিপূজিতা (৪) ॥ অস্যার্থঃ।—কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্‌ভবে কামং ত্যক্ত্বা চন্দ্রং দদ্যাৎ; কামরাজে পুনঃ শিবান্তে চন্দ্রং ত্যক্ত্বা চন্দ্রাদ্যং কুর্য্যাৎ। অন্যৎ সমানম্ ॥ ৪২ ॥ কামরাজাখ্যবিদ্যায়া হিত্বা ভূমিং তৃতীয়কে। শক্তিবীজে স্থিতাং দেবি চন্দ্রাধঃ কুরু তত্র চ। তেন শক্তিকূটং চন্দ্রেন্দ্রকামমহামায়াত্মকম্। বিদ্যেয়মিন্দ্রোপাসিতা (৫)। অন্যৎ সমানম্ ॥ ৪৩ ॥ লোপামুদ্রাখ্যবিদ্যায়া দ্বিতীয়ায়া মহেশ্বরি। কামরাজে ভৃগুং হিত্বা মুখে কুর্য্যাত্তমেব হি। শিবং

তাহার পরে ককার, তাহার পরে একার, ঈকার, লকার ও মায়াবীজ থাকিলে কামরাজের বাগ্‌ভবকূট হইবে। হ, স. ক, এ, ঈ, ল ও মায়াবীজ ইহার তৃতীয় শক্তিকূট। ইহাকে কুবেরপূজিতা বলে ॥ ৪০ ॥ হে সুরবন্দিতে! কামরাজবিদ্যার তৃতীয় শক্তিকূটের আদিতে স হ থাকিলে ইহার শক্তিকূট হইবে। অন্য প্রথম দ্বিতীয় কূট কামরাজের প্রথম দ্বিতীয় কূটের ন্যায় জানিবে। ইহাকে অগস্ত্যপূজিতা বিদ্যা অর্থাৎ দ্বিতীয়া লোপামুদ্রা বলে ॥ ৪১ ॥ কামরাজ বিদ্যার বাগ্‌ভবে যে ক আছে তাহাকে ত্যাগ করিয়া তৎস্থলে সকার যোগ কর। কামরাজে হকারের অন্তে যে সকার আছে তাহাকে ত্যাগ করিয়া সেই সকারকে আদিতে স্থাপন কর, অন্য সকার কামরাজ বিদ্যার মত ইহা নন্দিপূজিতা বিদ্যা। ৪২। কামরাজ বিদ্যার শক্তিকূটে যে লকার আছে তাহাকে তৃতীয় স্থান হইতে সরাইয়া সকারের নিম্নে স্থাপন কর। আর দুই কূট প্রথম দ্বিতীয় কামবীজ বিদ্যার মত। ইহাকে ইন্দ্রোপাসিতা বিদ্যা বলে ॥ ৪৩ ॥ হে মহেশ্বরি! দ্বিতীয়া লোপামুদ্রার কামরাজে (হকারের নিম্নে) যে সকার আছে তাহাকে

---

(১) কুবেরপূজিতা [৫] হসকএঈলহ্রীং হসকহএঈলহ্রীং হসকএঈলহ্রীং।

(২) আদ্যে চন্দ্রং সকারং দদ্যাৎ ন তু হকারানন্তরং সকারম্। ইতি (খ টি)

(৩) অগস্ত্যপূজিতা দ্বিতীয়া লোপা [৬] কএঈলহ্রীং হসকহলহ্রীং সহসকলহ্রীং।

(৪) নন্দিপূজিতা [৭] সএঈলহ্রীং সহকহলহ্রীং সকলহ্রীং।

কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্‌ভবে ককারস্থানে সকারং দদ্যাৎ, তথাচ চন্দ্রভগতুর্য্যেন্দ্রমায়াভিবাগ্‌ভবকূটং। কামরাজে পুনঃ শিবান্তে চন্দ্রং ত্যক্ত্বা মুখে শিবাদৌ দদ্যাৎ। তথাচ চন্দ্রশিবকামশিবভূলজ্জাভিঃ কামরাজকূটং। শক্তিকূটস্তু সমানম্।

(৫) ইন্দ্রোপাসিতা [৮] কএঈলহ্রীং হসকহলহ্রীং সকলহ্রীং।

বিনা চতুর্থন্তু তার্ত্তীয়ে সকগঃ শিবঃ ॥ দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াঞ্চ ।—সহাদ্যমন্ত্যসহয়োর্ম্মধ্যে কঃ সূর্য্যপূজিতঃ ॥ অস্যার্থঃ।—দ্বিতীয়লোপামুদ্রায়াঃ কামরাজকূটে হকারাদধঃ সকারং ত্যক্ত্বা তমাদৌ কৃত্বা দ্বিতীয়হকারং ত্যজেৎ। তৃতীয়কূটে অন্ত্যসকারোপরি ককারং দদ্যাৎ। বিদ্যেয়ং সূর্য্যপূজিতা (১) ॥ ৪৫ ॥ লোপামুদ্রাং দ্বিতীয়ান্তু বিলিখ্য সুরসুন্দরি। পুনর্ব্বিলিখ্য তামেব চতুর্থপঞ্চমে স্থিতাম্। হিত্বা তু ভুবনেশানীমেকোচ্চারেণ চোচ্চরেৎ। চতুষ্কূটা মহাবিদ্যা শঙ্করেণ প্রপূজিতা ॥ (২) অস্যার্থঃ ।—দ্বিতীয়াং লোপামুদ্রাং বিলিখ্য, পুনরপি তামেব বিলিখ্য, চতুর্থকূটে পঞ্চমকূটে চ স্থিতাং ভুবনেশীং ত্যক্ত্বা একোচ্চারেণ চোচ্চরেৎ। উচ্চারণন্তু, পূর্ব্বং ত্রিকূটমুচ্চার্য্য কামৈকারতূর্য্যেন্দ্র-শম্ভু-শশাঙ্ক কন্দর্প-শিবেন্দ্র-চন্দ্রশিবচন্দ্র-কন্দর্পেন্দ্র-মহামায়া উচ্চরেৎ ॥ ৪৬ ॥ লোপামুদ্রাং পুনর্দ্দেবি বিলিখেত্তদনন্তরম্। নন্দিকেশ্বরবিদ্যাঞ্চ ষট্কূটা বৈষ্ণবী (৩) ভবেৎ ॥ অস্যার্থঃ ।—পুনঃ শব্দস্বরসাদ্দ্বিতীয়লোপামুদ্রামিত্যর্থঃ। প্রক্রমাদিতি তন্ত্রকৌমুদীকারঃ। বস্তুতস্তু, অগস্ত্যস্য

পরিত্যাগ করিয়া হকারের পূর্ব্বে সকার স্থাপন করিবে এবং দ্বিতীয় হকারকে ত্যাগ করিবে। তৃতীয় কূটে অন্ত্য সকারের পূর্ব্বে ককার স্থাপন করিবে। ইহাকে সূর্য্যপূজিতা বিদ্যা বলে ॥ ৪৫ ॥ দ্বিতীয় লোপামুদ্রা দুইবার লিখিলে ষট্কূটা হইবে। প্রথম তিনকূট ঠিক রাখিয়া চতুর্থ ও পঞ্চমকূটের মায়াবীজ পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ প্রথম তিনকূট পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ করিয়া শেষ তিনকূটকে এক সঙ্গে উচ্চারণ করিবে তাহা হইলে এই বিদ্যা চতুষ্কূটা হইবে। ইহাকে শঙ্করপূজিতা বিদ্যা বলে। ৪৬। হে দেবি! পুনর্ব্বার ঐ দ্বিতীয়লোপামুদ্রা লিখিবে। তাহার পরে নন্দিপূজিতা বিদ্যা লিখিবে; উভয়ের সম্মিলনে ষট্কূটা বিদ্যা হইবে, ইহাকে বিষ্ণুপূজিতা বলে। [(৩) টিপ্পনী দ্রষ্টব্য]। পুনঃশব্দের প্রয়োগ থাকায় এই স্থানে লোপামুদ্রা বলিতে দ্বিতীয়লোপামুদ্রা বুঝিতে হইবে। তন্ত্রকৌমুদীকারও বলেন, দ্বিতীয়লোপামুদ্রার প্রক্রম বশতঃ

---

(১) সূর্য্যোপাসিতা [৯] কএঈলহ্রীং সহকলহ্রীং সহকসলহ্রীং।

(২) তথাচ লোপামুদ্রায়াং দ্বির্লিখিতায়াং ষট্‌কূটানি ভবন্তি। তত্র চতুর্থপঞ্চমকূটয়োর্মায়াবীজং ত্যজেৎ। তথাচ প্রথমকূটত্রয়ং পৃথক্ পৃথগুচ্চার্য্য শেষকূটত্রয়মেকীকৃত্যোচ্চরেৎ। তেন কামভগতূর্য্যেন্দ্রমায়াভিঃ প্রথমম্। শিবচন্দ্রকামশিবেন্দ্রমায়াভির্দ্বিতীয়ং। চন্দ্রশিবচন্দ্রকামেন্দ্রমায়াভিস্তৃতীয়ং। কামভগতূর্য্যেন্দ্রশিবচন্দ্রকামশিবেন্দ্রচন্দ্রশিবচন্দ্রকামেন্দ্রমায়াভিশ্চতুর্থং কূটম্। ইত্যেকা চতুষ্কূটা।

শঙ্করোপাসিতা [১০] কএঈলহ্রীং ১ম কূটং। হসকহলহ্রীং ২য় কূটং। সহসকলহ্রীং ৩য় কূটং। কএঈলহস কহলসকসকলহ্রীং ৪র্থ কূটম্। (৩) কেষাঞ্চিন্মতে লোপামুদ্রা উভয়সাধারণী প্রথমা দ্বিতীয়া চ। (খ টি) প্রক্রমাদিতি তন্ত্রকৌমুদীকারঃ ইত্যত্র "তন্ত্রকৌমুদীকৃতস্তু প্রক্রান্তত্বাৎ প্রথমলোপামুদ্রামাহস্তত্র পুনঃশব্দবৈয়র্থ্যাৎ দক্ষিণামূর্ত্তিবিরোধাচ্চ" ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ স এব সাধুতরঃ প্রতিভাতি। তন্ত্রসারপাঠস্তু সঙ্গতো ন বা ইতি সুধীভির্ব্বিচার্য্যম্। বিষ্ণুপূজিতা [১১] কএঈলহ্রীং। হসকহলহ্রীং। সহসকলহ্রীং। সএঈলহ্রীং। সহকহলহ্রীং। সকলহ্রীং।

দ্বিধা বিদ্যাং বিলিখ্য নন্দিপূজিতা-(১)মিতি দক্ষিণামূর্ত্তিবচনাৎ। কামরাজাখ্যবিদ্যায়াস্ত্রিকূটেষু বরাননে। যা স্থিতা ভুবনেশানী দ্বিধা কুরু মহেশ্বরি। বিন্দুহীনা নাদহীনা দুর্ব্বাসঃপূজিতা (২) ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥ দক্ষিণামূর্ত্তৌ চ।—মায়াস্থানে হরী. বর্ণযুগলং চ ক্রমাল্লিখেৎ। অস্যার্থঃ।–ত্রিকূটস্থভুবনেশ্বরীং দ্বিধা কৃত্বা নাদবিন্দুহীনাং কৃত্বোচ্চরেৎ ইতি দ্বাদশ ভেদাঃ। বীজানাং পঞ্চদশীমাহ নবরত্নেশ্বরে,—মায়া (হ্রীং) শ্রী (শ্রীং) মদনৈ-(ক্লীং) র্দ্দেবি শ্রী-মায়া-মদনৈরপি। মদনো মায়য়া শ্রীশ্চ শ্রীশ্চ মদনমায়য়া। মায়য়া মদনঃ শ্রীস্তু কথিতা পরমেশ্বরি ॥ ত্রিপুরাবীজসংরূপা গদিতা মৃত্যুনাশিনী। ইতি পঞ্চদশী ॥ ৪৮ ॥

অথ পারিভাষিকীং ষোড়শীমাহ জ্ঞানার্ণবে।—চন্দ্রান্তং (৩) বরুণান্তঞ্চ (৪) শক্রাদিসহিতং (৫) পৃথক্। বামাক্ষি (৬) বিন্দুনাদাঢ্যং বিশ্বমাতৃকলাত্মকম্। বিদ্যাদৌ (৭) যোজয়েদ্দেবি সাক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপিণী (৮)। ত্রিকূটাঃ সকলা ভেদাঃ পঞ্চকূটা ভবন্তি হি (৯)। বৈষ্ণবী বসুকূটা স্যাৎ ষট্‌কূটা শাঙ্করী ভবেৎ ॥ অস্যার্থঃ।—চন্দ্রান্তং হকারঃ

তাহাই এই স্থানে গ্রাহ্য। দক্ষিণামূর্ত্তিবচনেও ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কামরাজমন্ত্রের ত্রিকূটে যে ভুবনেশ্বরীবীজ আছে, তাহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লিখিয়া নাদবিন্দুহীন করত উচ্চারণ করিবে, ইহাতে দুর্ব্বাসঃপূজিতা বিদ্যা হইবে [(২) টিপ্পনী দ্রষ্টব্য]। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায় বলিয়াছেন,—মায়াবীজস্থলে হরী এই দুইবর্ণ যথাক্রমে লিখিবে। ৪৭।৪৮।

অনন্তর পারিভাষিক ষোড়শীমন্ত্র কথিত হইতেছে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন চন্দ্র (স) তাহার অন্ত্যবর্ণ (হ) বরুণ (ব) তাহার অন্ত্যবর্ণ (শ) অর্থাৎ হ ও শ এ, শক্রাদি (শক্র ল তাহার আদি) র যোগ করিয়া তাহাতে বামাক্ষি (ঈ) এবং বিন্দু যোগ করিলে হ্রীং শ্রীং এই দুই বীজ হয়। পূর্ব্বে যে দ্বাদশপ্রকার মন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেক মন্ত্রের আদিতে ঐ হ্রীং শ্রীং এই দুইবীজ যোগ করিলে যে সকল মন্ত্র হয়, সেই সকল মন্ত্রকে পারিভাষিক ষোড়শীমন্ত্র বলা যায়। এই সকল মন্ত্র সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। এই বীজদ্বয় যোগ করিলে ত্রিকূটমন্ত্র সকল পঞ্চকূট, বৈষ্ণবীমন্ত্র অষ্টকূট এবং চতুষ্কূট শঙ্কর মন্ত্র ষট্‌কূট হইবে। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশপ্রকার মন্ত্রের আদিতে ওঁ হ্রীং

---

(১) নন্দিকেশ্বরবিদ্যাম্ ইত্যর্থঃ (খ টি)।

(২) দুর্ব্বাসঃ পূজিতা [১২] কএঈলহরী হসকহলহরী সকলহরী। (৩) হ। (৪) স। (৫) র। (৬) ঈ। (৭) পূর্ব্বোক্তদ্বাদশপ্রকারবিদ্যাদৌ। (৮) জাগ্রদ্‌ব্রহ্মস্বরূপিণী (ক) (খ) পাঠঃ। হ্রীং শ্রীং ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক ল হ্রীং স ক ল হ্রীং। ষোড়শী।

(৯) পূর্ব্বোক্তত্রিকূটাত্মিকা যাবদ্বিদ্যা এতৎকূটদ্বয়বিশিষ্টাঃ পঞ্চকূটা ভবন্তীত্যর্থঃ (বাটি)।

বারুণান্তং শকারঃ, শক্রাদী রেফঃ, বামাক্ষি ঈকারঃ। বিদ্যাদৌ পূর্ব্বোক্ত-(১)-দ্বাদশবিদ্যাদৌ ॥ ৪৯ ॥ বেদাদিমণ্ডিতা দেবি শিবশক্তিময়ী যদা। তদা ভেদাস্ত সকলাঃ (২) ষট্‌কূটাঃ পরমেশ্বরি। বৈষ্ণবী নবকূটা স্যাৎ সপ্তকূটা তু শাঙ্করী ॥ অস্যার্থঃ।—শিবশক্তিময়ী পূর্ব্বোক্তবীজদ্বয়বতী। বেদাদিঃ প্রণবঃ, মণ্ডিতা আদৌ ভূষিতা (৩) ॥৫০॥ (৪)

অথ মহাষোড়শী।—ভেদত্রয়স্ত কথিতং মহাবিদ্যাং শৃণু প্রিয়ে। আদ্যবীজদ্বয়ং ভদ্রে বিপরীতক্রমেণ হি। বিলিখ্য পরমেশানি ততোঽন্যা'ন সমুদ্ধরেৎ। অন্তর্ম্মুখী বরারোহে কুমারী (৫) ত্রিপুরেশ্বরী। এভিস্ত পঞ্চসংখ্যাকৈর্ব্বীজৈঃ (৬) সংপুটিতাং যজেৎ। ষট্‌কূটাং পরমেশানি বিদ্যেয়ং ষোড়শাক্ষরী। ত্রিকূটাঃ সকলা ভদ্রে ষোড়শার্ণা ভবন্তি হি। বৈষ্ণব্যেকোনবিংশার্ণা শৈবী সপ্তদশাক্ষরী ॥ অস্যার্থঃ। আদ্যবীজদ্বয়ং মায়া-রমাত্মকং তস্য বিপরীতক্রমঃ আদৌ রমা পশ্চান্মায়া অন্তর্ম্মধ্যে স্থিতং কামবীজং মুখে আদৌ যস্যাঃ কুমার্য্যাঃ এতৈঃ পঞ্চসংখ্যকৈর্ব্বীজৈঃ ষট্‌কূটাং সপ্তকূটাং

শ্রীং এই তিন বীজ যোগ করিলেও দ্বাদশপ্রকার পারিভাষিক ষোড়শীমন্ত্র হইবে; কিন্তু এই তিন বীজ যোগ করিলে ত্রিকূটমন্ত্রসকল ষট্‌কূট, ষট্‌কূট বৈষ্ণব মন্ত্র নবকূট এবং চতুষ্কূট শঙ্করমন্ত্র সপ্তকূট হইবে। ৪৯—৫০।

অতঃপর মহাষোড়শীমন্ত্র কথিত হইতেছে।—বিদ্যার ত্রিবিধভেদ বলা হইয়াছে, হে প্রিয়ে! এক্ষণে মহাবিদ্যা শ্রবণ কর। আদ্যবীজদ্বয় অর্থাৎ হ্রীং শ্রীং এই বীজদ্বয়কে বিপরীতভাবে অর্থাৎ শ্রীং হ্রীং এইরূপে লিখিয়া তাহার পর বালাবীজ অর্থাৎ ঐং ক্লীং সৌঃ এই মন্ত্রের মধ্যবীজ অর্থাৎ ক্লীং এই বীজ আদিতে লিখিলে ক্লীং ঐং সৌঃ এই মন্ত্র হইবে, ইহা যোগ করিবে। ইহাতে শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ এই পঞ্চবীজ হইল, এই পঞ্চবীজ দ্বারা অনুলোমবিলোমক্রমে ষট্‌কূটমন্ত্র পুটিত করিলে ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হইবে। এই প্রকার সকল ত্রিকূটমন্ত্রই ওঁ হ্রীং শ্রীং এই বীজত্রয়যোগে ষট্‌কূট হইবে, সুতরাং তাহার সহিত অনুলোমবিলোমে উক্ত পঞ্চ-বীজযোগে ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হইবে। উক্ত পঞ্চবীজদ্বারা সপ্তকূটমন্ত্রকে পুটিত করিলে সপ্তদশাক্ষর এবং নবকূটমন্ত্রকে উক্ত পঞ্চবীজে পুটিত

---

(১) কামরাজাদি (খ টি)

(২) বেদাদিমণ্ডিতাঃ ওঙ্কারমণ্ডিতাঃ ইত্যর্থঃ। সকলাস্ত্রিকূটাঃ ষট্‌কূটা ভবন্তি—ও (১) হ্রীং (২) শ্রীং (৩) ক এ ঈ ল হ্রীং (৪) হসকলহ্রীং (৫) সকল হ্রীং। ইতি দ্বাদশভেদা ভবন্তি। (ক টি)

(৩) পূর্ব্বোক্তবীজদ্বয়মস্যাদৌ দত্ত্বা পঠনীয়ম্। (৪) অত এব পারিভাষিক্যাঃ ষোড়শ্যাঃ প্রণবাদ্যাশ্চেৎ দ্বাদশধা ভবন্তি ইতি (ক) পুস্তকেঽধিকঃ পাঠঃ।

(৫) ঐং ক্লীং সৌঃ বালা ইত্যর্থঃ। (ক) (খ) টী।

(৬) শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ। কএঈলহ্রীং হসকলহ্রীং সসহসকলহ্রীং সএঈলহ্রীং সহকহলহ্রীং সকলহ্রীং সৌঃ ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং।

নবকূটাং বা সম্পুটিতাং সম্পুটবৎ কৃতাং তেনানুলোমবিলোমতঃ পুটিতামিত্যর্থঃ। (১) কেচিত্তু অনুলোমতঃ সংপুটিতামাহুঃ। তন্ন সর্ব্বতন্ত্রবিরোধাৎ ॥ ৫১ ॥ তথা চ যোগিনী-তন্ত্রে।—শ্রীবীজ-মায়া-স্মর-যোনি (২) শক্তি (৩) স্তারঞ্চ মায়া কমলাথ বিদ্যা। শক্ত্যাদি-বীজৈশ্চ বিলোমতঃ সা শ্রীষোড়শীয়ঞ্চ শিবপ্রদিষ্টা (ক) ॥ ৫২ ॥ তথা চ রুদ্রযামলে।—শ্রীর্ম্মায়া মদনো বাণী পরা (৪) তারং শিবপ্রিয়া। হরিপ্রিয়া ত্রিকূটা সা পরা বাণী মনোভবঃ। মায়া লক্ষ্মীর্ম্মহাবিদ্যা শ্রীবিদ্যা ষোড়শী পরা ॥ ৫৩ ॥ দক্ষিণামূর্ত্তৌ চ।—দ্বিতীয়স্যাদিযুগ্মস্তু (৫) বিপরীতং লিখেৎ সুধীঃ। বালাঞ্চান্ত-(৬) পুটীং কৃত্বা

করিলে উনবিংশাক্ষরমন্ত্র হইবে। কেহ কেহ বলেন, অনুলোমেই পুটিত করিবে, বিলোমে পুটিত করিবে না, এইরূপ অর্থ সর্ব্ববাদিসম্মত নহে; কারণ, ইহাতে সকল তন্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটিয়া উঠে। যোগিনীতন্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন,—শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, বাগ্‌ভববীজ, শক্তিবীজ (সৌঃ) প্রণব, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, তাহার পরে কামবীজাদি ত্রিকূট বিদ্যা, তাহার পরে বিলোমে শক্ত্যাদিবীজ অর্থাৎ শক্তিবীজ, বাগ্‌ভববীজ, কামবীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ ইহা শিবকথিত শ্রী—ষোড়শী ((ক) টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। রুদ্রযামলের বচনেও এইরূপ আছে তবে তাহার মধ্যস্থলে মহাবিদ্যা। দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায় বলিয়াছেন,—দ্বিতীয় কল্পোক্ত মায়াবীজ শ্রীবীজ-ঘটিত মন্ত্রের প্রথম দুইটিকে (হ্রীং শ্রীং বীজকে) বিপরীতভাবে (শ্রীং হ্রীং এইরূপে)

---

(১) তথাচায়ং নির্গলিতার্থঃ। প্রোক্তানাং দ্বাদশবিদ্যানামাদৌ প্রণবমায়ারমাযোগো যদি ক্রিয়তে তদা সর্ব্বা ত্রিকূটা ষট্‌কূটা ভবতি। চতুষ্কূটা সপ্তকূটা ভবতি। তাসাঞ্চ রমাদিবীজপঞ্চকসংপুটং কুর্য্যাৎ। ততশ্চ সহজত্রিকূটা প্রণবমায়ারমাভিঃ ষট্‌কূটা ভূত্বা বীজপঞ্চকপুটিতা সতী মহাষোড়শী ভবতি। সহজ-ষট্‌কূটা তাভির্নবকূটা ভূত্বা পঞ্চপুটিতা সতী উনবিংশতিবর্ণা ভবতি। সহজচতুষ্কূটা তাভিঃ সপ্তকূটা ভূত্বা পঞ্চপুটিতা সতী সপ্তদশার্ণা ভবতি। এবঞ্চ যদ্যপি ত্রিকূটামাত্রং ষোড়শী ভবতি তথাপি কামরাজ-ঘটিতা লোপামুদ্রাঘটিতা চ মহাষোড়শী মুখ্যা। বক্ষ্যমাণনিবন্ধবচনস্বরসাৎ। তত্রাপি প্রথমলোপা-ঘটিতৈব মুখ্যা পঞ্চদশাক্ষরীং পশ্চাদুদ্ধরেৎ। পরমেশ্বরীতি গান্ধর্ব্বতন্ত্রবচনাৎ। এবঞ্চ লোপাপদেন সর্ব্বত্র পঞ্চদশাক্ষরী প্রথমলোপৈব গ্রাহ্যা। ন তু সপ্তদশাক্ষরী। দ্বিতীয়াপি ত্রিকূটাপদেন সাপ্যুচ্যতে। একোনবিংশার্ণা সপ্তদশার্ণা চ পারিভাষিক্যেব। তেন শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌরিতি প্রথমং বীজ-পঞ্চকম্। ততঃ প্রণবস্ততো মায়া ততো রমা। ততঃ কামরাজবিদ্যায়াঃ প্রথমলোপামুদ্রায়া বা কূটত্রয়ম্। ততঃ সৌঃ ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং ইতি বীজপঞ্চকম্। ইত্যেষা প্রধানষোড়শী। এবমপরাপর-ত্রিকূটমধ্যাপ্যূহ্যা। ইতি (আ° বি°)।

(২) যোনিঃ (ঐং) অত্র যোনির্ব্বাগভববীজম্। যদ্যপি যোনিপদেন দ্বাদশস্বর এবোচ্যতে। তথাচ বর্ণাভিধানং ক্ষমাত্মকো জগদ্‌যোনিঃ পরস্পরনিরোধকৃদিতি তথাপি বীজমধ্যপঠিতত্বাত্তদ্‌ঘটিতবীজ-মেবোচ্যতে। (আ° বি°) (৩) শক্তিঃ (সৌঃ) (ক) শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং। কএঈলহ্রীং। হসকহলহ্রীং। সকলহ্রীং। সৌঃ ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং (শ্রীষোড়শী)।

(৪) পরা (সৌঃ)। (৫) আদিযুগ্মং (হ্রীং শ্রীং)। (৬) বালাং (ঐং ক্লীং সৌঃ)।

বিলিখেত্তদনন্তরম্। তারং মায়াং ততো লক্ষ্মীং তথা কূটত্রয়ং (১) লিখেৎ। কলয়া সম্পুটাং কুর্য্যাৎ রমাখ্যাং পরমেশ্বরি। কলয়া পূর্ব্বোক্তশক্ত্যাদিপঞ্চ-(২) কলয়া। রমাখ্যাং পূর্ব্বোক্তপ্রণবাদিষট্‌কূটাম্। উমাখ্যামিতি পাঠেঽপ্যয়মেবার্থঃ॥ ৫৪॥ কেচিত্তু কলয়াস্থানে বালয়েতি পাঠং কুর্ব্বন্তস্তত্র পরমেশ্বরীমিতি চ (৩) বালয়া অন্তর্ম্মুখ্যা সংপুটাং বদন্তি। রমাখ্যাং শ্রীং পরমেশ্বরীং হ্রীমিতি চ। তেনোত্তরদলে ক্লীং ঐং সৌঃ শ্রীং হ্রীমিতি বদন্তি, তন্ন সম্পুটশব্দার্থাপরিজ্ঞানাৎ॥ ৫৫॥ (নবরত্নেশ্বরে। —মন্ত্রমাদৌ বদেৎ সর্ব্বং সাধ্যসংজ্ঞমনন্তরম্। বিপরীতং পুনশ্চান্তে মন্ত্রং তৎ সম্পুটং স্মৃতম্। ইতি সংপুটলক্ষণাৎ (৪)) অনন্বয়াপত্তেঃ সর্ব্বতন্ত্রবিরোধাচ্চ। তথা চ শ্রীক্রমসংহিতায়াং।—শ্রীর্ম্মায়া মদনো বাণী (৫) পরৈতানি মুখে কুরু। বেদাদির্ভুবনেশানী শ্রীবীজঞ্চ ত্রিকূটকম্। ষট্‌কূটাং (৬) সংপুটাং কুর্য্যাদাদ্যৈঃ পঞ্চভিরক্ষরৈঃ॥ ৫৬॥

লিখিবে। (ঐং ক্লীং সৌঃ) এই বালবীজকে অন্তর্মুখীভাবে লিখিবে। তাহার পরে প্রণব, মায়াবীজ, লক্ষ্মীবীজ ও কূটত্রয়কে লিখিবে। হে পরমেশ্বরি! পূর্ব্বকথিত প্রণবাদি ষট্‌কূটাকে পূর্ব্বোক্ত শক্তি প্রভৃতি পঞ্চকলা দ্বারা পুটিত করিবে। রমাখ্যা বলিতে পূর্ব্বোক্ত প্রণবাদি ষট্‌কূটা। 'উমাখ্যাম্' এই পাঠেও ঐরূপ অর্থ। ৫১—৫৪। কেহ কেহ "কলয়া সংপুটাং কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতার বচনে "কলয়া" স্থানে "বালয়া" এইরূপ পাঠ করত মধ্যমাদি বালাবীজ অর্থাৎ ক্লীং ঐং সৌঃ এই মন্ত্রে পুটিত করিতে হইবে, এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা যথার্থ ব্যাখ্যা নহে, কারণ এই ব্যাখ্যায় সংপুটশব্দের অর্থসঙ্গতি হয় না। ৫৪।৫৫। নবরত্নেশ্বরগ্রন্থে বলিয়াছেন যে, প্রথমে সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যাহাকে পুটিত করিবে, সেই মন্ত্র বলিবে, তাহার পরে পুনর্ব্বার পূর্ব্বমন্ত্র বিপরীতভাবে বলিবে। ইহার নাম সংপুট। কেবল অনুলোমে পুটিত এই অর্থ করিলে সংপুট শব্দের অর্থ থাকে না এবং সমস্ত তন্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটে। শ্রীক্রমসংহিতায়ও মহাষোড়শীর মন্ত্রোদ্ধারবিষয়ে সেইরূপ বলিয়াছেন—শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, বাগ্‌ভববীজ, ও পরাবীজ (সৌঃ) এইগুলি অগ্রে স্থাপন কর, তাহার পরে প্রণব, ভুবনেশ্বরীবীজ, লক্ষ্মীবীজ ও ত্রিকূট এই ষট্‌কূটকে প্রথম পাঁচটি অক্ষর দ্বারা পুটিত কর। লক্ষ্মীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, বাগ্‌ভববীজ, শক্তিবীজ, প্রণব, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ; তাহার পরে কামরাজ বিদ্যা পরে এই বিদ্যা

---

(১) ত্রিকূটাত্মকমন্ত্রম্।

(২) পঞ্চবর্ণাত্মক-(আ০ বি০)। (৩) পাঠং কল্পয়ন্তি। তেন অন্তর্মুখয়া বালয়া সংপুটাং বদন্তি। (৪) (খ) পুস্তকটিপ্পন্যেষ বন্ধনীপাঠঃ সঙ্গতশ্চৈষঃ।

(৫) বাণী ইত্যত্র যোনিরিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৬) বেদাদিত্রয়ং ত্রিকূটাত্মকং মিলিত্বা ষটকূটামিত্যর্থঃ। (খ টি)

মায়াতন্ত্রে চ।—লক্ষ্মীঃ পরা মদনযোনিযুতা চ শক্তিস্তারং পরা চ কমলাপ্যথ মূলবিদ্যা (১)। শক্ত্যাদিভিশ্চ বিপরীততয়া প্রদিষ্টং, শ্রীমন্ত্ররাজমুদিতং পরদেবতায়াঃ। এতেনানুলোমতঃ পঞ্চবীজৈঃ সংপুটিতামিতি মতং হেয়ম্॥ ৫৭॥ শ্রুতৌ তু।—রমা মায়া তারঃ পরা লক্ষ্মীঃ কুমারিকা (২) বিদ্যা ব্যস্তা বালা শ্রীপরা তথা। ব্যস্তা বিপরীতা তথেতি ব্যস্তেত্যর্থঃ। কুমারী চান্তর্মুখী বোধ্যা। অত্র কুমারিকানন্তরং তারাদিত্রিবীজ (৩) সম্বন্ধঃ তন্ত্রৈকবাক্যতাবলাৎ, ত্রৈপুরীশ্রুতিবলাচ্চ। তথা চ,—শ্রীমায়ে (৪) মধ্যাদিবালিকা। তারো (৫) মায়া শ্রীবিদ্যা পরাদিপঞ্চবীজান্ত্যন্তেচেতি॥ ৫৮॥ শ্রীপরা চেতি পাঠে ন কেবলং বালা ব্যস্তা শ্রীপরা চেতি (৬)। বিদ্যায়াঃ ষোড়শবীজানাং স্বরূপকথনং বা (৭) এতেন (৮) শ্রীর্মায়া তারং মায়া শ্রীবালা ত্রিকূটং ব্যস্তা বালা রমা মায়েতি মতঞ্চ হেয়ম্॥ ৫৯॥ কুলামৃতে শ্রীবীজং শক্তিবীজঞ্চ কামবীজঞ্চ

* * *

শক্তিপ্রভৃতি পঞ্চবীজ বিপরীতভাবে পুটিত কর তাহা হইলে, পরদেবতার শ্রীমন্ত্ররাজ উদ্ধৃত হইবে। মায়াতন্ত্রোক্তবচনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিপরীতভাবে পুটিত করিবে; অতএব যাঁহারা বলেন যে, পঞ্চবীজদ্বারা অনুলোমে পুটিত করিতে হইবে, তাঁহাদের মত হেয়। ৫৬। ৫৭। এই বিদ্যাবিষয়ে শ্রুত্যুক্ত প্রমাণে স্পষ্ট বলিয়াছেন—শ্রীবীজ, মায়াবীজ, প্রণব, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, বালাবীজ (ঐং ক্লীং সৌঃ), মূলবিদ্যা বিপরীতভাবে ঐ বালাবীজ, শ্রীবীজ ও মায়াবীজ এইরূপে মন্ত্র উদ্ধৃত করিবে। এই বচনে বালাবীজের পর প্রণব, মায়া ও শ্রীবীজের সম্বন্ধ অন্য তন্ত্রের সহিত এক বাক্যতা করিয়া বুঝিতে হইবে। ত্রৈপুরী শ্রুতিতেও তাহাই বলা হইয়াছে। ত্রৈপুরী শ্রুতির উক্তি—শ্রীবীজ, মায়াবীজ, মধ্যস্থিত বর্ণকে অগ্রে লইয়া বালাবীজ, প্রণববীজ, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, মূলবিদ্যা, অন্তে মায়াপ্রভৃতি পঞ্চবীজ। এই শ্রুতিতে শ্রীপরা এইরূপ পাঠ থাকিলে কেবল বালাবীজ যে বিপরীতভাবে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে শ্রীবীজ ও মায়াবীজকেও বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে, শ্রীবীজ ও মায়াবীজকেও বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্যাতে যে ষোলটি বীজ আছে তাহার স্বরূপ কথন মাত্র। বচনে যে ক্রম আছে তাহা দ্বারা বীজগুলির অগ্র পশ্চাদ্ভাব নিয়মিত হয় নাই। ইহা দ্বারা শ্রীবীজ, মায়াবীজ, প্রণব, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, বালাবীজ, ত্রিকূট, বিপরীতবালা, শ্রীবীজ, মায়াবীজ, এই শ্রুত্যুক্ত মত হেয়। ৫৮। ৫৯। কুলামৃতে

---

(১) শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং। মূলবিদ্যা কামরাজাখ্যবিদ্যাদি। শক্তিঃ সৌঃ।

(২) শ্রীং হ্রীং ওঁ হ্রীং শ্রীং। কুমারিকা ঐং ক্লীং সৌঃ। বিদ্যা ত্রিকূটা। ব্যস্তা—বিপরীতা বিলোমতঃ পুটিতা বাণী। তেন ঐং সৌঃ ক্লীং ইতি। (৩) প্রণবমায়াশ্রীবীজসম্বন্ধঃ শ্রীং হ্রীং।- (৪) শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং (৪ টি)। ত্রৈপুরীশ্রুতিরেষা। (৫) সৌঃ ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং।

(৬) তথাচাদৌ রমা ততো মায়া ততো বালেতি সমুদিতার্থঃ। (আ০ বি০) (৭) ন তদগ্রপশ্চাদ্ভাবোঽপি তৎপ্রতিপাদ্যঃ (আ০ বি০)। (৮) এতেন শ্রুত্যুক্তমতং দূরয়তি তারমিত্যাদিনা।

বাগ্‌ভবম্। বালান্তসংস্থিতং (১) বীজং প্রণবঞ্চ ততঃ পরম্। শক্তিবীজং রমাঞ্চৈব বিদ্যাঞ্চ পরমেশ্বরি। লোপাংবা কামরাজং বা ত্রিকূটামথবা পরাম্। বিন্যস্য পুনরাদ্যানি (২) পঞ্চ বীজানি সুন্দরি। বিপরীতক্রমেণৈব বিন্যস্য ষোড়শী পরা ॥ ৬০ ॥ যামলে চ।—লক্ষ্মীঃ পরা মদনবাগ্‌ভবশক্তিবীজং (৩) তারঞ্চ ভূতিকমলেহপ্যথ মূলবিদ্যা (৪)। কূটত্রয়ঞ্চ (৫) বিপরীততয়া নিযুক্তং, শ্রীষোড়শাক্ষরমিহাগমসুপ্রসিদ্ধম্। কূটত্রয়ং কামাদিবালায়াঃ। চকারাৎ রমাং মায়াঞ্চ ॥ ৬১ ॥ নিবন্ধে।—সান্তান্তং শিবপূর্ব্বসপ্তমযুতং সূক্ষ্মান্তমন্তান্বিতং, দেবীং দক্ষিণবাহুশক্রনয়নং কামং কলালাঞ্ছিতম্। দন্তান্তোর্দ্ধমুখং (৬) সশেষদশনং জীবং (৭) মুখেনান্বিতং, বীজং পঞ্চকমিত্থমেবমুদিতং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদম্। বেদাদ্যং ত্রিগুণাং রমামথ বদেৎ কামেন সংসেবিতাং, লোপাংবা (৮)

বলিয়াছেন,—শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, বাগ্‌ভববীজ, বালার শেষবীজ, প্রণব, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, লোপামুদ্রা, কামরাজ, ত্রিকূট অথবা পরা, ইহার পরে প্রথম পাঁচটিবীজ বিপরীতভাবে লিখিলে অন্য ষোড়শী মন্ত্র হইবে। যামলেও বলিয়াছেন—শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, বাগ্‌ভববীজ, শক্তিবীজ, (সৌঃ) প্রণব, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, কামরাজাদি বিদ্যা বিপরীতভাবে প্রযুক্ত বালার কূটত্রয় এবং বিপরীতভাবে প্রযুক্ত শ্রীবীজ ও মায়াবীজ ইহাকে আগমশাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ ষোড়শাক্ষর মন্ত্র বলা হয়। ৫৮—৬১। রমাদি পঞ্চবীজদ্বারা ষট্‌কূটমন্ত্রকে পুটিত করিয়া মন্ত্রোদ্ধার করা হইল। ষট্‌কূটশব্দের অর্থ ওঁ হ্রীং শ্রীং এই ত্রিকূট এবং পূর্ব্বোক্ত ক এ ঈ ল হ্রীং ইত্যাদি ত্রিকূট। এই ষট্‌কূটে ষড়ক্ষর জ্ঞান করিয়া ষোড়শাক্ষর কথিত হইল। ইহাই আগমশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। নিবন্ধগ্রন্থে অন্যপ্রকার ষোড়শীমন্ত্র বলিয়াছেন,—সান্তান্ত (শ) শিবের (হকারের) পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তম বর্ণ (র) সূক্ষ্মান্ত (ঈ) মন্ত (অনুস্বার) ইহা দ্বারা রমাবীজ পাওয়া গেল। দেবী (হ্রীং) দক্ষিণ বাহু (ক) শক্র (ল) এই দুইবর্ণের সংযোগে (ক্ল) তাহাতে কলা (ঈ) যোগ তাহার অন্তে কাম (বিন্দু) যোগ, ইহাতে (ক্লীং) বীজ পাওয়া গেল। দন্তান্ত (ঐ) তাহাতে মুখের উর্দ্ধবর্ণ (বিন্দু) যোগ, ইহা দ্বারা বাগ্বীজ, জীব অর্থাৎ সকারে শেষদন্ত (ঔ) যোগ করিয়া তাহাতে মুখ অর্থাৎ বিসর্গের যোগ—ইহাতে পরাবীজ সৌঃ—এই পাঁচটি বীজ সর্ব্বার্থসিদ্ধি-

---

(১) সৌঃ। (২) বিপরীতক্রমেণ সৌং ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং ইতি পাঠঃ।

(৩) অত্র পরা মায়াবীজং ন তু বালাশেষবীজং ষোড়শীপ্রতিপাদকবচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ। শক্তিঃ সৌঃ। (৪) কথিতা চ বিদ্যা ইতি (খ) পাঠঃ। বিদ্যা কামরাজাদিবিদ্যা।

(৫) বালায়াঃ কূটত্রয়ম্। শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌং ওঁ হ্রীং শ্রীং ক এ ঈ ল হ্রীং হসকহল হ্রীং সকল হ্রীং সৌং ঐং হ্রীং ক্লীং শ্রীং। (৬) অন্তপদেনাধঃ পঙ্‌ক্তিরুচ্যতে। (৭) সজীবদশনং শেষমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৮) এতেন কামরাজবিদ্যায়াঃ প্রথমলোপামুদ্রায়া আদৌ প্রথমকামবীজং প্রণবাদিচতুর্ব্বীজং দত্ত্বা পশ্চাৎ বিলোমেন শ্রীবীজাদিপঞ্চকং দত্ত্বা উচ্চরেৎ।

পূনরেব পঞ্চকমথো পূর্ব্বং বিলোমক্রমৈঃ। এষা শ্রীঃ পরমা পরাৎপরতরা সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদা, সারাৎসারতমা সমস্তজগতামুৎপত্তিভূতা পরা। সেয়ং ব্রহ্মস্বরূপা সকল-গুণময়ী নির্গুণা নিষ্প্রপঞ্চা (১) সাক্ষাৎ কামদুঘা সুরাসুরগণৈর্ব্বন্দিতানন্দরূপা ॥ অস্যার্থঃ।—স এব অন্তো যস্য সান্তঃ যকারঃ স এবান্তো যস্য তেন সান্তান্তঃ শকারঃ শিরো হকারঃ তস্য পূর্ব্বসপ্তমো রেফঃ শূন্যান্তমীকারঃ মস্ত-(২) মনুস্বারঃ। তেন রমা-বীজং। দেবীং মায়াং। দক্ষিণবাহুঃ ককারঃ, শক্রো লকারঃ, নয়নং মেলনং (৩)। কামঃ বিন্দুঃ, কলা কামকলা ঈকারঃ, তেন কামবীজং। দন্তাস্য ঐকারঃ ঊর্দ্ধমুখং মুখ-স্যোর্দ্ধং বিন্দুঃ, তেন বাগ্বীজং। জীবঃ সকারঃ শেষদশনমৌকারঃ মুখং বিসর্গঃ তেন পরাবীজং। বেদাদ্যং প্রণবঃ। ত্রিগুণা মায়া ॥ ৬২ ॥ ভেদান্তরমাহ কুব্জিকাতন্ত্রে।—পরা চ কমলা কামো বাগ্‌ভবং শক্তিরেব চ। তারশক্তী চ কমলা ত্রিকূটাং যোজয়েত্ততঃ।

প্রদাতা, অগ্রে এই বীজ পাঁচটি উল্লেখ করিয়া প্রণব, মায়া, শ্রীবীজ, কামবীজ,। প্রথম লোপামুদ্রা, বিপরীতক্রমে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি বীজ। এই শ্রীবিদ্যা অতীব শ্রেষ্ঠ, পরাৎ-পরতরা, সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিদাত্রী, সারভূতা এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তিস্থানরূপা। এই বিদ্যা ব্রহ্মস্বরূপা, সগুণা ও নির্গুণা এবং প্রপঞ্চের অতীতা। সুরাসুরগণ ইহাঁকে সেবা করিয়া থাকেন, ইনি সাধকের কামপূরণী ॥ ৬২ ॥ কুব্জিকাতন্ত্রে অন্য প্রকার ষোড়শীমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,—পরা (হ্রীং) শ্রীবীজ, কামবীজ, বাগ্‌ভববীজ, শক্তি (সৌঃ) প্রণব, মায়া, শ্রীবীজ তাহার পর, ত্রিকূটা, পূর্ব্বোক্ত সৌঃ প্রভৃতি পঞ্চ-বীজকে বিলোমক্রমে পাঠ করিবে ইহাকে মহাষোড়শী বলে। ইহাকে ভুবনসুন্দরী মন্ত্র বলে। হে মহাদেবি! যোগী এবং রাজগণ এই মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, এই বিদ্যা ভোগ ও মুক্তিপ্রদা এবং অন্তে কৈবল্যদায়িনী হইয়া থাকেন। আদিতে হ্রীং বীজ যোগ করিলে এই মন্ত্র ভুবনসুন্দরী এবং শ্রীং বীজ যোগ করিলে, কমলসুন্দরীনামে অভিহিত হয়। আর আদিতে কামবীজ যোগ করিলে কামসুন্দরীমন্ত্র কথিত হইয়া থাকে। আদিতে বাগবীজ যোগ করিলে তাহার নাম বাক্‌সুন্দরীমন্ত্র। শক্তিবীজ আদিতে যোগ করিলে তাহার নাম শক্তিসুন্দরীমন্ত্র এবং আদিতে প্রণব যোগ করিতে তাহার নাম তারসুন্দরী মন্ত্র জানিবে। হে দেবেশি, প্রথমোক্ত ষোড়শীমন্ত্রে কামরাজ বা লোপামুদ্রার কূটসন্নিবেশে প্রথম চতুষ্টয় মন্ত্রের বিপর্য্যয়ে আনন্দসুন্দরী বিদ্যা হয়। যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন। যথা,—শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, বাগ্বীজ, বালার শেষবীজ (সৌঃ) প্রণব। তাহার পরে

---

(১) নিষ্প্রপঞ্চা বিকারশূন্যা। শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং ক এ ঈ ল হ্রীং হসকলহ্রীং সকলহ্রীং ঐং ক্লীং হ্রীঃ শ্রীং সৌঃ। (২) মস্তপদেন মস্তকমুচ্যতে।

(৩) তয়োর্নয়নং মেলনং যস্যেতি কামবিশেষণম্। (আং বিং)

শক্ত্যাদ্যং ব্যুৎক্রমান্ন্যস্তেৎ স্যান্মহাষোড়শী পরা (১)। ইমাং বিদ্যাং মহাদেবি যোগী ভূপোঽথবা জপেৎ। ভুক্তিমুক্তিপ্রদা বিদ্যা অন্তে কৈবল্যদায়িনী ॥ ৬৩ ॥ পরাদ্যা ভুবনেশানি জ্ঞেয়া ভুবনসুন্দরী। কমলাদ্যা মহাবিদ্যা জ্ঞেয়া কমলসুন্দরী। কামাদ্যা চ মহাবিদ্যা বিজ্ঞেয়া কামসুন্দরী। বাগ্‌ভবাদ্যা মহাবিদ্যা পরা বাক্‌সুন্দরী মতা। শক্ত্যাদ্যা চ মহাবিদ্যা বিজ্ঞেয়া শক্তিসুন্দরী। তারাদ্যা চ মহাবিদ্যা বিজ্ঞেয়া তারসুন্দরী। আনন্দসুন্দরী বিদ্যা প্রথমা গুপ্তরূপিণী। কামরাজেন দেবেশি লোপয়া চ বিশেষতঃ। স্যান্মহাষোড়শীমন্ত্রশ্চতুরাদ্যবিপর্য্যয়াৎ (২)॥ ৬৪ ॥ যোগিনীতন্ত্রে।—শ্রীবীজং শক্তিবীজঞ্চ কামবীজঞ্চ বাগ্‌ভবম্। বালান্তসংস্থিতং বীজং প্রণবঞ্চ ততঃ পরম্। শক্তিবীজং রমাঞ্চৈব বিন্যসেৎ পরমেশ্বরি। লোপাংবা কামরাজংবা ভৈরবীমথবা পরাম্। বিন্যস্য পুনরাদ্যানি বীজানি পঞ্চ সুন্দরি। ব্যুৎক্রমেণ সমেতানি (৩) ষোড়শী ভুবি দুর্লভা। তুরীয়ায়া মনুং লক্ষং জপ্ত্বা সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। ব্যুৎক্রমেণেতি পঞ্চ বীজানি বিন্যস্য ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৫ ॥ জ্ঞানার্ণবে।—বক্ত্রকোটিসহস্রৈস্তু জিহ্বাকোটিশতৈরপি। বর্ণিতুং নৈব শক্যেয়ং শ্রীবিদ্যা ষোড়শাক্ষরী। বৈখরী (৪) বাচ্যভাবত্বাদশক্তা গুণবর্ণনে। যতো নিরক্ষরং বস্তু পরা তত্রৈব কারণম্। মূকীভূতা হি পশ্যন্তী মধ্যমা মধ্যমাভবৎ। ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপা হি ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা। একোচ্চারেণ দেবেশি

লোপা, কামরাজ বা ভৈরবীবিদ্যা। তাহার পরে হে সুন্দরি, প্রথমোক্ত পঞ্চবীজমন্ত্র বিপরীতভাবে বিন্যাস করিলে ষোড়শী বিদ্যা হইবে। এই মন্ত্র লক্ষ জপ করিলে সিদ্ধীশ্বর হইতে পারা যায়। ৬৩। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন যে, সহস্রকোটি মুখ ও শতকোটি জিহ্বাদ্বারাও ষোড়শাক্ষর শ্রীবিদ্যামাহাত্ম্য বর্ণন করিতে পারা যায় না। কণ্ঠস্থিতা শব্দজনিকা বৈখরীশক্তি এই মন্ত্রের গুণবর্ণনে অক্ষম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরই গুণবর্ণনা বৈখরীশক্তিদ্বারা হইয়া থাকে, যেহেতু এই ষোড়শী বিদ্যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে নিরক্ষর বস্তু এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য। পরাশক্তি ইহার গুণবর্ণনে সমর্থা। পশ্যন্তীশক্তি ইহার গুণবর্ণনে মূকভাব অবলম্বন করে। মধ্যমাশক্তিও গুণবর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া অক্ষমতাহেতু ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছে। হে দেবেশি, এই মন্ত্র ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ,

---

(১) হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং ক এ ঈ ল হ্রীং। হ স ক হ ল হ্রীং। স ক ল হ্রীং। সৌঃ ঐং ক্লীং শ্রীং হ্রীং। ইয়ং ভুবনসুন্দরী। (২) স্যান্মহাষোড়শীমন্ত্রচতুষ্কাদ্যবিপর্য্যয়াদিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৩) শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং হস্রৈং হ্‌সক্লীং হস্রৌঃ সৌঃ ঐং ক্লীং শ্রীং।

(৪) বৈখরী মাতৃকাবর্ণবিলাসভূতা নিরক্ষরং ভৃঙ্গোপভুক্তপুষ্পমিব যথা প্রপঞ্চসারে—মূলাধারে প্রথমমুদিতো যস্তু ভাবঃ পরাখ্যঃ পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিগোমধ্যমাখ্যঃ। বক্ত্রে বৈখর্য্যথ রুরুদিষোরস্য জন্তোঃ সুষুম্নাবদ্ধস্তস্মাদ্ ভবতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসংঘঃ। ইত্যধিকঃ পাঠমুদ্রিত (খ) পুস্তকে (ক) টিপ্পন্যাঙ্ক।

বাজপেয়স্য কোটয়ঃ। অশ্বমেধসহস্রাণি প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা। কাশ্যাদিতীর্থযাত্রাঃ স্যুঃ সার্দ্ধকোটিত্রয়াত্মিকাঃ। তুলাং নার্হন্তি দেবেশি নাত্র কার্য্যা বিচারণা। একোচ্চারেণ গিরিজে কিং পুনর্ব্রহ্ম কেবলম্। ষোড়শার্ণা মহাবিদ্যা ন প্রকাশ্যা কদাচন। গোপনীয়া ত্বয়া ভদ্রে স্বযোনিরিব পার্ব্বতি॥ ৬৬॥

বীজাবলীষোড়শীমাহ রুদ্রযামলে।—শ্রীবীজমায়ে সংলিখ্য তথৈব চ কুমারিকাম্। শ্রীবীজমায়ে কামঞ্চ বাগ্মায়াং কমলাস্তথা। পরাং কামঞ্চ বাগ্বীজং মায়াং শ্রীবীজমেব চ। বীজাবলী ষোড়শীয়ং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। রাজ্যং দেয়ং শিরো দেয়ং ন দেয়া

ইহাতে ভোগ ও মোক্ষফল লাভ হয়; হে দেবেশি, এই মন্ত্রের একবার উচ্চারণে যে ফল হয়, কোটি বাজপেয় যজ্ঞ, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ, সমস্ত ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ ও সাড়ে তিন কোটিবার কাশী প্রভৃতি তীর্থযাত্রার সে ফল হয় না। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হে গিরিজে, এই মন্ত্রের একবার উচ্চারণে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। হে পার্ব্বতি, এই ষোড়শাক্ষরী মহাবিদ্যা কখনও প্রকাশ করিও না নিজ যোনির ন্যায় সর্ব্বদা গোপন করিয়া রাখিবে। ৬৪—৬৬।

রুদ্রযামলে বীজাবলী ষোড়শী বলিয়াছেন, শ্রীবীজ, মায়াবীজ, বালাবীজ, শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, বাগ্বীজ, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, পরাবীজ (সৌঃ) কামবীজ বাগ্বীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ ইহাকে বীজাবলী ষোড়শী বলে, ইহা সকল তন্ত্রেই গোপিত। বরং রাজ্য ও মস্তক প্রদান করিবে, তথাপি এই বীজাবলী

বৈখরী শব্দজনিকা শক্তিচতুষ্টয়ী পশ্যন্তী মধ্যমা পরা বৈখরী চ তত্র বৈখরীশক্তিঃ কণ্ঠদেশে তস্যা বাচ্যত্বাৎ তয়া শক্ত্যাস্য মন্ত্রস্য গুণবর্ণনে বয়ং ন শক্তা ইতি শেষঃ। তথা চাস্য মন্ত্রস্যাবাচ্যত্বাৎ গুণবর্ণনে বৈখর্য্যা ন সামর্থ্যমিতি ভাবঃ। নন্বস্য মন্ত্রস্যাবাচ্যত্বং কুতঃ অত আহ যত ইতি নিরক্ষরং নিরক্ষরত্বমিতি ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ ন ক্ষরতীত্যক্ষরঃ স্বরঃ তংশূন্যো নিরক্ষরঃ তথা চাস্য মন্ত্রস্যাবাচ্যত্বে— স্বররহিতত্বমেব হেতুঃ। ননু উচ্চরেৎ স্বরসভিন্নমিত্যাদিদর্শনাৎ কথং তস্য স্বররহিতত্বমিত্যত আহ বস্ত্বিতি। বস্তুতস্তু তস্য নিরক্ষরত্বম্ অপিতু উচ্চারণার্থং স্বরসংভিন্নং কার্য্যম্। ননু পরা শক্তিরেবাস্য গুণবর্ণনে সমর্থা ভবিষ্যতি ইত্যত আহ পরেতি। মন্ত্রস্যাবাচ্যত্বাৎ নিরক্ষরত্বেনোচ্চার্য্যমাণত্বাৎ সর্ব্বাসাং শক্তীনামসামর্থ্যমিত্যর্থঃ। (খ) টী।

অত্রাগমতত্ত্ববিলাসনিষ্কর্ষঃ—‘বৈখরী কণ্ঠস্থিতা বর্ণনকারিকা শক্তিঃ সা গুণবর্ণনে অশক্তা কুতঃ বাচ্যভাবত্বাৎ বাচ্যো বর্ণনীয়ো ভাব ইন্দ্রিয়বিষয়ো যস্য তত্ত্বাৎ তথাচ ইন্দ্রিয়াগোচরায়া অস্যা বর্ণনে সা অশক্তা ইত্যর্থঃ। তদেব হি যতঃ সা নিরক্ষরম্ অক্ষরাপ্রতিপাদ্যং বস্তু তথা তত্রৈব বর্ণনে কারণং পরা শক্ত্যন্তরং মূকীভূতা। তথা মধ্যমা বৈখরী কুলকুণ্ডলিন্যোর্মধ্যে বর্ত্তমানা মধ্যমা নাম্নী শক্তিরপি মূকীভূতেত্যর্থঃ। যথা শারদায়াং শক্তিস্ততো ধ্বনিস্তস্মান্নাদস্তস্মান্নিরোধিকা। ততোঽর্দ্ধেন্দুস্ততো বিন্দুস্তস্মাদাসীৎ পরা ততঃ। পশ্যন্তী মধ্যমা বাচি বৈখরী শব্দজন্মভূরিত্যুক্তং সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায়াম্।

বীজষোড়শী (১)॥ ৬৭ ॥ ব্রহ্মযামলে।—আদৌ লক্ষ্মীং পরাঞ্চৈব তথৈব চ কুমারিকাম্। শ্রীবীজঞ্চ পরাবীজং কামং বাগ্‌ভবমেব চ। পরাশ্রীবালিকাশ্চৈব লিখেদ্ ব্যুৎক্রম-যোগতঃ। অন্তে দদ্যাৎ পরাং শ্রীঞ্চ সম্পূর্ণা কথিতা ত্বয়ি (২)। বালাপ্রধানা বিদ্যা চ সর্ব্বশাস্ত্রে চ গোপিতা ॥ ৬৮ ॥

তন্ত্রান্তরে মন্ত্রান্তরমাহ।—আদ্যা কুণ্ডলিনী শক্তিঃ শক্তিরাদ্যা ততঃ পরা। নিবেশয়েত্তয়োর্ম্মধ্যে দেবি গোবিন্দবল্লভাম্। ততস্তু মন্মথং বীজং বালাদ্যং তদনন্তরম্। হৃল্লেখা-রময়োর্ব্বক্তে বেদবক্ত্রং বিনিক্ষিপেৎ। ততো লোপাং ন্যসেদ্দেবি ত্রিকূটামথবা পরাম্। আদ্যানি পঞ্চবীজানি পশ্চাদ্বিন্যস্য সুন্দরি। ষোড়শীয়ং (৩) সুগোপ্যা হি স্নেহাদ্দেবি প্রকাশিতা ॥ ৬৯ ॥ অস্যা মাহাত্ম্যমতুলং জিহ্বাকোটিশতৈরপি। বক্তুং ন শক্যতে দেবি কিং পুনঃ পঞ্চভির্ম্মুখৈঃ ॥ ৭০ ॥ অপি প্রিয়তমং দেয়ং সুতদারধনাদিকম্। রাজ্যং দেয়ং শিরো দেয়ং ন দেয়া ষোড়শাক্ষরী ॥ ৭১ ॥ প্রকারান্তরেণ ষোড়শীমাহ (৪)।

ষোড়শী প্রদান করিবে না। ৬৭। ব্রহ্মযামলে বলিয়াছেন যে, প্রথমে শ্রীবীজ, মায়াবীজ, বালাবীজ, শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, বাগ্বীজ, বিলোমে মায়াবীজ, শ্রীবীজ, বালাবীজ, তাহার অন্তে মায়াবীজ ও শ্রীবীজ, ইহাকে সম্পূর্ণ ষোড়শীমন্ত্র বলে। এই বালা-প্রধান বিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রে গোপিতা। ৬৮।

অন্যান্য তন্ত্রে ষোড়শীর অন্যান্য মন্ত্র বলিয়াছেন, হে দেবি! দুই মায়াবীজের মধ্যে শ্রীবীজ। অন্তে পরাবীজ (সৌঃ) তাহার পরে কামবীজ, তাহার পর বালার প্রথম বীজ,—এই মন্ত্রে মায়া ও শ্রীবীজের আদিতে প্রণব যোগ করিবে। তাহার পরে লোপামুদ্রা, ত্রিকূটা, তাহার পরে প্রথম পঞ্চবীজ বিন্যস্ত করিবে। হে দেবি! এই ষোড়শী মন্ত্রও অতিশয় গোপনীয়, কেবল তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ প্রকাশ করিলাম। শতকোটী জিহ্বা দ্বারাও ইহার মাহাত্ম্য বর্ণন করা যায় না। পঞ্চমুখে আমি তাহার কি বর্ণন করিব (৩নং টিপ্পনী)। ৬৯।৭০। প্রিয়তম পুত্র, দার, ধন, রাজ্য, এমন কি মস্তকও দিতে পারা যায়, কিন্তু ষোড়শীমন্ত্র প্রদান করা যায় না। ৭১। সিদ্ধযামলে অন্য প্রকারে

---

(১) শ্রীং হ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং হ্রীং শ্রীং সৌঃ ক্লীং ঐং হ্রীং শ্রীং। বীজাবলীষোড়শী।

(২) শ্রীং হ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ ক্লীং ঐং শ্রীং হ্রীং হ্রীং শ্রীং। পূর্ণষোড়শী।

(৩) ওঁ হ্রীং ওঁ শ্রীং হ্রীং সৌঃ ক্লীং ঐং হসকলহ্রীং। হসকলহ্রীং। সকলহ্রীং। ওঁ হ্রীং ওঁ শ্রীং হ্রীং।

(৪) সিদ্ধযামলে অতিবীজাবলী—ষোড়শীমাহ শ্রীবীজমায়ে (শ্রীং হ্রীং) সংলিখ্য তথৈব চ কুমারিকাম্ (ঐং ক্লীং সৌঃ)। শ্রীবীজমায়ে কামঞ্চ (শ্রীং হ্রীং ক্লীং) বাম্মায়াকমলান্তথা। পরাং কামঞ্চ বাগবীজং (সৌঃ ক্লীং ঐং)। মায়াং শ্রীবীজমেবচ (হ্রীং শ্রীং)। বীজাবলীষোড়শীয়ং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। (ক) পুস্তকে এষ উদ্ধৃতঃ পাঠঃ ৮

সিদ্ধযামলে।—কামো মায়া রমা বালা ত্রিকূটা স্ত্রী ভগাঙ্কুশৌ। কালী কামকলা কূর্চ্চং সর্ব্বাদৌ প্রণবঃ প্রিয়ে। শ্রীমহাষোড়শীয়ঞ্চ (১) যা খ্যাতা ভুবনত্রয়ে। জ্ঞানেন (২) মৃত্যুহা বিদ্যা সর্ব্বাম্নায়ৈর্নমস্কৃতা। সপ্তলক্ষমহাবিদ্যাস্তন্ত্রাদৌ কথিতাঃ প্রিয়ে। সারাৎ সারতরা (৩) ভূতা যা যা বিদ্যাঃ সুগোপিতাঃ। বহুনা কিমিহোক্তেন তাসাং সারা তু ষোড়শী। প্রকাশিতা মহাদেবি যা পৃষ্টা তে পুনঃ পুনঃ ॥ ৭২ ॥

রুদ্রযামলে।—লোপামুদ্রা (৪) বাগ্‌ভবে তু পৃথ্ব্যন্তে শিবযোজনাৎ। সকারং কামরাজাদৌ লোপা তু ষোড়শাক্ষরী। (৫) অনয়া সদৃশী বিদ্যা ন বিদ্যার্ণবগোচরে ॥ ৭৩ ॥ তত্রৈব। বিদ্যারাজ্ঞী বাগ্‌ভবে তু কান্তেহনন্তনিয়োজনাৎ। (৬) ষোড়শার্ণা মহাবিদ্যা চিদ্‌ব্রহ্মৈক্যময়ী শুভা ॥ লোপাবাগ্‌ভবশক্ত্যান্তে শিববীজং নিয়োজয়েৎ। তথৈব শক্তিবীজে তু লোপা সপ্তদশাক্ষরী (৭) ॥ ৭৪ ॥ (লোপায়াঃ শক্তিকূটান্তে হংসবীজ-

ষোড়শীমন্ত্র বলিয়াছেন,—কামবীজ, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, বালাবীজ, ত্রিকূটা, স্ত্রীবীজ, ভগবীজ (এ) অঙ্কুশবীজ (ক্রোং), কালীবীজ, কামকলা (ঈ) কূর্চ্চবীজ (হুং) সকলের আদিতে প্রণব। (১নং টিপ্পনী দেখ) হে প্রিয়ে! এই মহাষোড়শী বিদ্যা ত্রিভুবনে বিখ্যাত। এই মন্ত্র জানিলে মৃত্যুভয় থাকে না। এই বিদ্যা সকল আম্নায়ে পূজিতা অর্থাৎ আমার সকল মুখে প্রশংসিতা। হে মহাদেবি! তন্ত্রাদিতে সাতলক্ষ মহাবিদ্যা কথিত হইয়াছে, সে সকল মহাবিদ্যা, নিখিল সারবস্তু অপেক্ষা সারতরা ও অতি-গোপিতা, অধিক কথা কি বলিব, তুমি পুনঃপুনঃ যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যাহা আমি প্রকাশ করিলাম,—এই মহা-ষোড়শী বিদ্যা সকলের সারভূতা ॥ ৭২ ॥

রুদ্রযামলে বলিয়াছেন,—প্রথম লোপামুদ্রার বাগ্‌ভবকূটে পৃথ্বীবীজের (লকারের) অন্তে শিববীজ (হ) যোগ এবং কামরাজকূটের আদিতে সকার যোগ করিলে এই লোপা ষোড়শাক্ষরী হইবে (৫নং টিপ্পনী দেখ)। বিদ্যাসমুদ্রমধ্যে ইহার তুল্য বিদ্যা আর নাই। ৭৩। সেই তন্ত্রেই আবার বলিয়াছেন,—ঐ বিদ্যার বাগ্‌ভবকূটে —ক-এর অন্তে অকার সন্নিবেশ করিলে ঐ ষোড়শাক্ষরী মহাবিদ্যা চিদ্‌ব্রহ্মৈক্যময়ী বিদ্যারাজ্ঞী হইবে (৬নং টিপ্পনী দেখ)। লোপার বাগ্‌ভবকূটের লকারের পরে হকার এবং শক্তিকূটের লকারের পরে হকার সন্নিবেশ করিলে ঐ লোপা সপ্তদশাক্ষরী হইবে (৭নং টিপ্পনী দেখ)। ৭৪। লোপার শক্তিকূটের শেষে হংসবীজ থাকিলে আর

---

(১) ওঁ ক্লীং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ কএঈলহ্রীং হসকহলহ্রীং সকলহ্রীং স্ত্রীং এং ক্রোং ক্রীং ঈং হুং। (২) এতন্মন্ত্রজ্ঞানেন। (৩) তাসাং সারতমা ইতি (খ) পাঠঃ।

(৪) লোপামুদ্রা প্রথমোক্তা (ক টি)। (৫) হসকলহ হ্রীং সহকহল হ্রীং সকল হ্রীং (ক টি)।

(৬) অনন্তপদেন অকার উচ্যতে ইতি (খ টি)। কান্তে লান্তং নিযোজয়েদিতি গুরুচরণাঃ। কান্তো হকারঃ ইতি (ক টি)। ক অ এ ঈ ল হ্রীং, হসকহল হ্রীং সকলহ হ্রীং। (বিদ্যারাজ্ঞী)

(৭) হসকলহ হ্রীং হসকহলহ্রীং সকলহহ্রীং। (সপ্তদশাক্ষরী)।

যুতা যদি। তদা সপ্তদশী বিদ্যা সাক্ষাজ্‌জ্ঞানস্বরূপিণী (১)।) অস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ শিবো ভবতি নান্যথা। অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীশঃ সাক্ষাদ্ভূমিপুরন্দরঃ ॥ ৭৫ ॥ তত্রৈবাষ্টাদশাক্ষরী যথা। লোপামুদ্রামধিকৃত্য—অধরং (২) বিন্দুনা যুক্তং বাগ্‌ভবাদ্যে নিয়োজয়েৎ। মাদনং (৩) কামরাজাদ্যে তার্ত্তীয়াদ্যে মহেশ্বরি। ভৃগুঃ সর্গান্বিতো দেবি মন্থনা চ সমন্বিতঃ। অষ্টাদশাক্ষরী (৪) হ্যেষা শ্রীবিদ্যা ভুবি দুর্লভা। শ্রীগুরোঃ কৃপয়া দেবি নিত্যসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ৭৬ ॥ নবলক্ষং জপিত্বা তু লোপামুদ্রাং মহেশ্বরীম্। অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা পশ্চাদ্রাধ্যা বরাননে। অন্যথা শাপমাপ্নোতি কুলং তস্য বিনশ্যতি ॥ ৭৭ ॥. সর্ব্বকল্যাণদা বিদ্যা সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী। সর্ব্বসৌভাগ্যদা দেবি সর্ব্বমঙ্গলকারিণী। অনয়া সদৃশী বিদ্যা ত্রৈলোক্যে চাতিদুর্লভা ॥ ৭৮ ॥ (৫) তত্রৈব।—কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্‌ভবাদৌ তু বাগ্‌ভবম্। ভুবনেশীং কামরাজে শ্রীবীজং শক্তিপূর্ব্বতঃ। এষাপ্যষ্টাদশী (৬) প্রোক্তা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা। ভোগমোক্ষপ্রদা সাক্ষাৎ পুরুষার্থপ্রদায়িকা ॥

একটী সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা হইবে, ইহা সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপিণী। (১নং টিপ্পনী দেখ) ইহার স্মরণমাত্রে সাধক শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। এই বিদ্যার উপাসনা করিলে মানব অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর, সাক্ষাৎ পৃথিবীর ইন্দ্র হইয়া থাকে। ৭৫। সেই রুদ্রযামলেই লোপামুদ্রার প্রস্তাবে অষ্টদশাক্ষরী বিদ্যা বলিয়াছেন,—হে মহেশ্বরি! বাগ্‌ভবকূটের আদিতে বিন্দুযুক্ত ঐকার, কামরাজকূটের আদিতে কামবীজ এবং শক্তিকূটের আদিতে ঔযুক্ত বিসর্গান্ত সকার সন্নিবেশ করিবে। হে দেবি! এই অষ্টাদশাক্ষরী (৪নং টিপ্পনী দেখ) শ্রীবিদ্যা ভূতলে দুর্লভা, শ্রীগুরুর কৃপায় ইহা দ্বারা নিত্যসিদ্ধি লাভ হয়। ৭৬। হে বরাননে! অগ্রে নবলক্ষবার মহেশ্বরী লোপামুদ্রার মন্ত্র জপ করিয়া পরে এই অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা আরাধনা করিবে। নতুবা শাপগ্রস্ত হইবে এবং বংশলোপ হইবে। ৭৭।

হে দেবি! এই বিদ্যা সর্ব্বকল্যাণদা, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী, সর্ব্বসৌভাগ্যপ্রদা এবং সর্ব্বমঙ্গলকারিণী। ইহার তুল্য বিদ্যা ত্রিভুবনে অতি-দুর্লভা। ৭৮। রুদ্রযামলে আরও বলিয়াছেন, কামরাজ বিদ্যার বাগ্‌ভবকূটের আদিতে বাগ্বীজ, কামরাজকূটের আদিতে মায়াবীজ এবং শক্তিকূটের আদিতে শ্রীবীজ প্রদান করিলে যে অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা হইবে. (৬নং টিপ্পনী দেখ) ইহা সর্ব্বসিদ্ধি, ভোগমোক্ষ ও সাক্ষাৎ পুরুষার্থ প্রদান

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) অধরং (ঐ)। (৩) ক্লীং।

(৪) ঐং হসকল হ্রীং ক্লীং হসকহল হ্রীং সৌঃ সকলহ্রীং। (অষ্টাদশাক্ষরী)

(৫) রুদ্রত্বং প্রাপ্তবানস্মি জপ্ত্বা চাষ্টাদশাক্ষরীম্। বিষ্ণুত্বং প্রাপ্তবান্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বঞ্চ পিতামহঃ। এবংপ্রভাবা সা দেবী শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরী।. ন হি পঞ্চদশার্ণা হি লোপামুদ্রা মহেশ্বরি। সম্যক্ ফলপ্রদা চৈষা বীজত্রয়বিভূষিতা। ইতি (খ) পুস্তকে উদ্ধৃতপাঠঃ।

(৬) ঐং কএঈলহ্রীং। হ্রীং হসকহল হ্রীং। শ্রীংসকলহ্রীং।

৭৯ ॥ অনয়া সদৃশী বিদ্যা ন বিদ্যার্ণবগোচরে। (১) নাস্তি নাস্তি পুনর্নাস্তি সত্যং সত্যং বদামি তে ॥ ৮০ ॥

তত্রৈব মন্ত্রান্তরমাহ।—(২) প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য ততো বৈ কুলসুন্দরীম্। কামাক্ষরং শক্তিবর্ণং পুরন্দরহরৌ ততঃ। ভুবনেশীং সমুদ্ধৃত্য বিলোমাং বালিকাং ততঃ। প্রণবং সবিসর্গন্তু ততো বৈ কুলসুন্দরীম্। লোপাবাগ্‌ভবমুদ্ধৃত্য বিলোমাং বালিকাং ততঃ। প্রণবং সবিসর্গন্তু ততো বৈ কুলসুন্দরীম্। শক্তিকূটমধ্যভাগে হকারং যোজয়েচ্ছিবে। বিলোমাং বালিকাং তত্র ব্রহ্মার্ণঃ সবিসর্গকঃ। ইয়ং শ্রীপরমা বিদ্যা কেবলা মোক্ষদায়িনী। অস্যা লক্ষজপেনৈব কিং ন সিধ্যতি ভূতলে। অস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ শিবো ভবতি নান্যথা। (৩) কুলসুন্দরী বালা। ব্রহ্মার্ণঃ প্রণবঃ ॥ ৮১ ॥ (৪) যোগিনী-

---

করিয়া থাকে। ত্রৈলোক্যে ইহার তুল্য বিদ্যা বিদ্যাসমুদ্র মধ্যে নাই; নাই, নাই—নাই,—ইহা তোমাকে সত্য সত্যই বলিতেছি।৭৯—৮০।

রুদ্রযামলে অন্য মন্ত্র বলিয়াছেন। প্রণব, বালাবীজ, কামাক্ষর (ক) শক্তিবর্ণ (এ) ইন্দ্র (ল), শিব (হ), মায়াবীজ, বিলোমভাবে বালাবীজ, বিসর্গযুক্ত প্রণব, বালাবীজ, লোপামুদ্রার বাগ্‌ভবকূট, বিলোম বালাবীজ, বিসর্গযুক্ত প্রণব, বালাবীজ, শক্তিকূটের মধ্যভাগে হকার, বিলোম বালাবীজ ও বিসর্গযুক্ত প্রণব এই শ্রীপরমাবিদ্যা কেবল মুক্তিদাত্রী (২নং টিপ্পনী দেখ)। এই মন্ত্র একলক্ষ জপ করিলে সাধকের সকল কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

---

(১) ত্রৈলোক্যে চাতিদুর্লভা ইতি আদর্শপাঠঃ। (২) ওঁ ঐং ক্লীং সৌঃ কএলহ হ্রীং সৌঃ ক্লীং ঐং ওঁঃ ঐং ক্লীং সৌঃ হসকল হ্রীং সৌঃ ক্লীং ঐং ওঁঃ ঐং ক্লীং সৌঃ সকহলহ্রীং সৌঃ ক্লীং ঐং ওঁঃ (ক টি)।

(৩) অয়মর্থঃ—কামাক্ষরং ককারঃ। শক্তিবর্ণ একাদশস্বরঃ। পুরন্দরো লকারঃ। হরো হকারঃ লোপা প্রথমলোপা। ব্রহ্মার্ণঃ প্রণবঃ। তথাচ প্রণবো বাগ্‌ভবং কামবীজং সৌরিতি বালাবীজত্রয়ং ততঃ কএলহ হ্রীং ততঃ সৌঃ ক্লীং ঐং ইতি বিলোমবালাবীজত্রয়ং ততঃ প্রণবো বিসর্গঃ বালা হসকলহ্রীং বিলোমবালা। ততঃ প্রণববিসর্গৌ বালা সকহলহ্রীং বিলোমবালা প্রণববিসর্গৌ চেতি-সপ্তত্রিংশদক্ষরীয়ং বিদ্যা। অত্র বিসর্গস্যানুচ্চার্য্যত্বেঽপি ধ্যেয়ত্বেতি ধ্যেয়ম্।

(৪) বর্ণসংখ্যার্দ্ধজাপেন পুরশ্চরণমিষ্যতে। অথ ব্রহ্মবিদ্যা। শ্রীক্রমে। ব্রহ্মবিদ্যেতি যা প্রোক্তা সূচিতা ন প্রকাশিতা। তাং বিদ্যাং শৃণু দেবেশি কামমিশ্রসমন্বিতম্। নাদবিন্দুকলাভেদাৎ তুরীয়স্বরসংযুতম্। মহাশ্রীসুন্দরী বিদ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী। ককারে সর্ব্বমুৎপন্নং কামকৈবল্যদায়কম্। লকারে সকলৈশ্বর্য্যমীকারে সর্ব্বসৌখ্যদম্। এবং বীজত্রয়ং দেবি বিদ্যানাং সারসংগ্রহম্। বাগ্‌ভবং কামরাজঞ্চ শক্তিস্থে ন নিয়োজয়েৎ। একাক্ষরেণ কথিতা ব্রহ্মবিদ্যৈব কেবলম্। ইত্যধিকঃ পাঠোঽত্র (খ) পুস্তকে। (ক) পুস্তকেঽয়ং পাঠঃ পাঠান্তররূপেণোদ্ধৃতঃ। অত্র "এবং বীজত্রয়ং ককারলকারেকাররূপং বীজত্রয়ম্। বাগ্‌ভবং কামরাজং জানীয়াৎ শক্তিস্থে ন চ নিয়োজয়েৎ, জানীয়াদিতি। তেন বর্ণত্রয়স্য কূটত্রয়াত্মকত্বং ককারো বাগ্‌ভবাখ্যং লকারঃ কামরাজাখ্যম্ ঈকারঃ শক্ত্যাখ্যং কূটং তত্রয়ঞ্চ বিদ্যানাং সারসংগ্রহমিতি ভাবার্থঃ। অত্রৈকাক্ষরে কূটত্বমৌপচারিকম্।

জ্বালন্ধরে।—কামরাজবিদ্যামধিকৃত্য,—বাগ্মারশক্তিবীজাদ্যত্রিকূটাক্রমযোগতঃ। ত্রিপুরা-মালিনী নাম্না ভবেদষ্টাদশাক্ষরী (১)। বর্ণসংখ্যার্দ্ধলক্ষেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥ ৮২ ॥ শ্রীক্রমে।—তাং বিদ্যাং শৃণু দেবেশি কামমিন্দ্রসমন্বিতম্। নাদবিন্দুকলাভেদাত্তুরীয়স্বরসংযুতম্। মহাশ্রীসুন্দরী বিদ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৮৩ ॥ ককারে সর্ব্বমুৎপন্নং কামকৈবল্যদায়কম্। লকারে সকলৈশ্বর্য্যমীকারে সর্ব্বসিদ্ধিদম্। এবং বীজত্রয়ং ভদ্রে বিদ্যানাং সারসংগ্রহম্ ॥ ৮৪ ॥ বাগ্‌ভবং কামরাজঞ্চ শক্তিস্থে ন নিয়োজয়েৎ। একাক্ষরেণ কথিতা ব্রহ্মবিদ্যৈব কেবলা ॥ ৮৫ ॥

কামরাজলোপামুদ্রয়োর্বিশেষমাহ কুলোড্ডীশে।—শ্রীপরাবাগ্‌ভবাখ্যেশ্চ (২) ঈশ্বরী-তারমন্মথৈঃ (৩) আদ্যভূতৈর্ভিদ্যমানা সুন্দরী ষড়্‌বিধা ভবেৎ ॥ ৮৬ ॥ তথা

উক্ত মন্ত্র স্মরণ করিবামাত্র সাধক শিবতুল্য হয়। ৮১। যোগিনীজালন্ধরে কামরাজ-বিদ্যার অধিকারে বলিয়াছেন,—কামরাজ-বিদ্যার কূটত্রয়ের আদিতে যথাক্রমে বাগ্বীজ, কামবীজ, ও শক্তিবীজ যোগ করিলে ত্রিপুরমালিনী নামে অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা হইবে (১নং টিপ্পনী দেখ)। ইহার পুরশ্চরণে, মন্ত্রের যে বর্ণসংখ্যা তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ নব লক্ষ জপ হইবে। ৮২। (১নং টিপ্পনী দেখ) শ্রীক্রমে বলিয়াছেন,—হে দেবেশি! এক্ষণে আর একটি বিদ্যা শ্রবণ কর,—ককারে ল সংযোগ করিয়া তাহাতে চতুর্থ-স্বর ঈকার এবং বিন্দুসংযোগ করিলে মহা শ্রীসুন্দরী বিদ্যা বা মহাত্রিপুরসুন্দরী বিদ্যা হইবে, ইহার ককারে সকল উৎপন্ন ও কামমোক্ষ লাভ হয়, লকারে সকলৈশ্বর্য্য লাভ, ঈকারে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রাপ্তি—হে ভদ্রে! এই তিনটি বীজ বিদ্যার সারসংগ্রহ। উক্ত বীজত্রয় দ্বারা যথাক্রমে বাগ্‌ভবকূট, কামরাজকূট ও শক্তিবীজ জানিবে। ইহার প্রথম অক্ষর বাগ্‌ভবকূট, দ্বিতীয় অক্ষর কামরাজ এবং তৃতীয় অক্ষর শক্তিকূট। সুতরাং ক্লীং এই একাক্ষরমন্ত্রের দ্বারাই ত্রিকূটাত্মিকা ব্রহ্মবিদ্যা কথিতা হইয়াছে। ৮৩—৮৫।

কুলোড্ডীশতন্ত্রে কামরাজমন্ত্র ও লোপামুদ্রামন্ত্রের যে বিশেষ আছে, তাহা বলা যাইতেছে। শ্রীবীজ, বালার শেষবীজ, বাগ্‌বীজ, মায়াবীজ, প্রণব ও কামবীজ এই ছয় বীজের এক একটি পূর্ব্বোক্ত কামরাজ ও লোপামুদ্রামন্ত্রের আদিতে যোগ করিলে ষড়্‌বিধ সুন্দরীমন্ত্র হইবে; অর্থাৎ কামরাজ ছয় প্রকার এবং লোপামুদ্রাও ছয় প্রকার হইবে এবং কামরাজ ও লোপামুদ্রার আদিতে কামবীজ, মায়া ও শ্রীবীজ। মায়াবীজ,

---

(১) ঐং কএঈল হ্রীং ক্লীং হসকহল হ্রীং সৌঃ সকল হ্রীং (ত্রিপুরমালিনী অষ্টাদশাক্ষরী)।

(২) শ্রীং হ্রীং ঐং ক এ ঈ ল হ্রীং হসকলহ্রীং সকলহ্রীং।

(৩) অস্যার্থঃ—শ্রীরমাবীজং পরা বালাঃ শেষবীজং ন তু মায়াবীজম্ ঈশ্বর্য্যা সহ পৌনরুক্ত্যাৎ বাগ্‌ভবং সেন্দু দ্বাদশস্বরবীজম্ ঈশ্বরী মায়াবীজং তারং প্রণবঃ মন্মথঃ কামবীজম্। প্রত্যেকমেতৈরাদ্যভূতৈর্ভিদ্যমানা সুন্দরী কামরাজবিদ্যা প্রথমলোপামুদ্রা চ প্রত্যেকং ষড়্‌বিধা ভবেৎ। তথাচ কামরাজবিদ্যায়াঃ প্রথমলোপামুদ্রায়াশ্চাদৌ ষড়্‌বীজানামেকৈকদানে ষট্‌ষড়্‌ভেদা ভবন্তীত্যর্থঃ। (আ° বি°)

অনয়োরাদৌ কামো মায়া শ্রীবীজং, মায়া-শ্রী-কামবীজং, শ্রী-মায়া-কামবীজং তদা ত্রিবিধা চাষ্টাদশাক্ষরী ॥ তথা চ কুলোড্ডীশে।—কামমায়ারমাপূর্ব্বো মায়া লক্ষ্মীঃ স্মরস্তথা। রমা মায়া তথা কামো বসুচন্দ্রাক্ষরী ত্রিধা। "স্মরং যোনিং লক্ষ্মীং ত্রিতয়মিদমাদ্যে তব-মনো"রিতি ভগবদাচার্য্যেণ (১) প্রতিপাদিতম্ ॥ ৮৭ ॥ (২) শক্তিকামরাজস্ত শ্রীক্রমে—মায়াবীজং ততো ঝিণ্টী কামঃ শক্রং বিয়ৎ ক্রমাৎ জাতবেদো মৃগাঙ্কেন লাঞ্ছিতং পরমেশ্বরী (৩) এতদ্বাগ্‌ভবকূটঞ্চ পূর্ব্ববৎ কামরাজকম্। তথৈব শক্তিবীজঞ্চ সুন্দর্য্যেষা প্রকীর্ত্তিতা (৪)। অত্রাপি পূর্ব্ববদ্বীজসংযোগঃ। মায়া ঈকারঃ, ঝিণ্টী

শ্রীবীজ ও কামবীজ এবং শ্রীবীজ, মায়াবীজ ও কামবীজ এই তিন তিনটির যোগ থাকিলে ত্রিবিধ অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা হইবে। ত্রিবিধ কামরাজ ও ত্রিবিধ লোপামুদ্রা; কুলোড্ডীশতন্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও আনন্দ-লহরীতে বলিয়াছেন,—"তোমার মন্ত্রের আদিতে কামবীজ, বাগ্‌বীজ, ও শ্রীবীজ এই তিনটি বীজ যোগ করিতে হইবে। ৮৭। শ্রীক্রমে শক্তি-কামরাজমন্ত্র বলিয়াছেন যথা,—মায়া (ঈ) ঝিণ্টী (এ) কাম (ক) ইন্দ্র (ল) বিয়ৎ (হ) অগ্নি (র) মৃগাঙ্ক (ঁ) যুক্ত পরমেশ্বরী (ঈ) ইহাকে বাগ্‌ভবকূট বলে। পূর্ব্বের ন্যায় কামরাজ ও শক্তিকূট,—ইহাকে সুন্দরী মন্ত্র বলে। এই স্থলেও পূর্ব্ববৎ বীজ সংযোগ করিলে অর্থাৎ এই মন্ত্রও শ্রীং সৌঃ ঐং হ্রীং ওঁ ক্লীং এই ছয় বীজ আদিতে যোগ করিলে ষড়্‌বিধ এবং ক্লীং হ্রীং শ্রীং, হ্রীং শ্রীং ক্লীং এবং শ্রীং হ্রীং ক্লীং আদিতে যোগ করিলে

---

(১) শঙ্করাচার্য্যেণ ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকে ইত্যর্থঃ (ক) টী। তত্র চাচার্য্যশ্লোকে স্মরঃ কামবীজং যোনির্বাগ্‌ভববীজং লক্ষ্মীঃ শ্রীবীজম্। ত্রিতয়মিতি প্রত্যেকমিত্যর্থাৎ ন তু সমুদিতম্। কেচিত্তু লক্ষণয়া যোনিপদেন মায়াবীজমুক্ত্বা স্মরং যোনিং লক্ষ্মীমিত্যাদ্যাচার্য্যপদাঃ সমুদিতপরতয়াত্রোদাহরন্তি (আ° বি°)। (২) (খ) পুস্তকেঽত্রৈষ পাঠঃ উদ্ধৃতো বর্ত্ততে—"শাম্ভবশক্তিভেদমাহ হংসমাহেশ্বর-তন্ত্রে—প্রকার-ভেদমনসা পূজয়েদ্‌যদি সাধকঃ। তাং বিদ্যাং শৃণু দেবেশি ক্রমেণ কথয়ামি তে। পূর্ব্বোদ্ধৃতং কামবীজং তদেব শাম্ভবং বিদুঃ। ককারাদির্যদা বিদ্যা পূর্ব্বাম্নায়-প্রচোদিতা। জ্ঞেয়ঃ স কীলিতো মন্ত্রঃ সর্ব্বদা সিদ্ধিদো ন সঃ।" (৩) ঈ এ ক ল হ্রীং হসকলহ্রীং সকলহ্রীং (ক) টী।

(৪) অস্যার্থঃ—যৎ কামরাজাখ্যবিদ্যাস্বরূপমুক্তং তদেব শাম্ভবং কামরাজাখ্যম্। স তু মন্ত্রঃ কীলিতঃ। অতঃ শক্ত্যাখ্যকামরাজবিদ্যোপাস্যা তৎক্রমমাহ মায়েতি মায়া ঈকারঃ। ঝিণ্টী একারঃ কামঃ ককারঃ, শক্রো লকারঃ বিয়ৎ হকারঃ জাতবেদাঃ রেফঃ মৃগাঙ্কো নাদবিন্দুঃ তৈর্লাঞ্ছিতং বিয়ৎ। পরমেশ্বরী ঈকারঃ। তথাচ তুর্য্যস্বরৈকাদশস্বরবর্গাদিভূমায়াবীজৈর্বাগ্‌ভবকূটম্। পূর্ব্ববদিতি পূর্ব্বোক্ত-কামরাজাখ্যবিদ্যায়া যৎ কামরাজকূটম্, শক্তিকূটঞ্চ তদত্রাপীত্যর্থঃ। অত্রাপি পূর্ব্ববদ্‌বিদ্যাদৌ শ্রীপরাদ্যন্তমযোগাৎ ষড়্‌বিধত্বং কামমায়ারমাদিত্রিকত্রিকযোগাৎ ত্রিবিধত্বঞ্চ ভবতি। এবং পরত্রাপি। (আ° বি°)

একারঃ ॥ ৮৮ ॥ পুনঃ শক্তিমাহ।—এতদ্ভগং ততো মায়া ব্রহ্মা শক্রো হরোঽগ্নিনা। বামনেত্রেণ সংযুক্তো নাদবিন্দুবিভূষিতঃ। এতদ্বাগ্ভবমুদ্দিষ্টং পূর্ব্ববৎ কামশক্তিকম্। (১) ভগ একারঃ। অত্রাপি পূর্ব্ববদ্বীজসংযোগঃ ॥ ৮৯ ॥ অত্র বিশেষঃ।—ব্রহ্মবীজং যদা দদ্যাত্রিকূটে পরমেশ্বরি (২)। প্রথমা সুন্দরী দেবী দ্বিতীয়া ব্রহ্মসুন্দরী। শক্তিকূটে মহেশানি অনন্তসুন্দরী মতা। এষা তু ষোড়শী বিদ্যা মতভেদেন দর্শিতা ॥ ৯০ ॥ ত্রিকূটান্তে হংসবীজং বিন্দুসর্গবিভূষিতম্। (৩) এষা শ্রীঃ প্রাণসংযুক্তা-দারিদ্র্যদুঃখ-মোচনী ॥ ৯১ ॥ শক্তিলোপামুদ্রা তু।—শক্তির্ম্মহেশঃ কামশ্চ ইন্দ্রবীজং ততঃপরম্। মহামায়া ততঃ পশ্চাত্তব স্নেহাদ্বদাম্যহম্‌ পূর্ব্ববৎ কামশক্ত্যাখ্যৌ বর্ণৌ নিষ্কীলিতাত্মকৌ।

ত্রিবিধ মন্ত্র হইবে। ৮৮। পুনর্ব্বার শক্তি-কামরাজমন্ত্র বলিতেছেন—ভগ (এ) মায়া (ঈ) ব্রহ্মা (ক) শক্র (ল) হর (হ) তাহাতে অগ্নি (র) সংযোগ, তাহাতে বাম-নেত্র (ঈ) পাত অন্তে বিন্দু সংযোগ ইহার বাগ্ভবকূট এই প্রকার হইবে। কাম-রাজ ও শক্তিকূট পূর্ব্বের ন্যায় হইবে। বাগ্ভবকূট অষ্টপ্রকার হওয়ায় ইহা অষ্টবিধ মন্ত্র অর্থাৎ শক্তিকামরাজমন্ত্র হইল (১নং টিপ্পনী দেখ)। এই স্থলেও পূর্ব্ববৎ বীজ সংযোগ করিলে পূর্ব্ববৎ ষড়বিধ ও ত্রিবিধ মন্ত্র হইবে। ৮৯। এই বিষয়ে বিশেষ এই—হে পরমেশ্বরি। তিনটি কূটের প্রথম কূটে ব্রহ্মবীজ (প্রণব) যোগ করিলে সুন্দরী, দ্বিতীয় কূটের আদিতে (প্রণব) প্রয়োগ করিলে ব্রহ্মসুন্দরী এবং হে মহেশ্বরি, তৃতীয় শক্তিকূদেটের আতি প্রণব প্রযুক্ত হইলে অনন্তসুন্দরী মন্ত্র হইবে। মতভেদে এই ষোড়শী বিদ্যা প্রদর্শিত হইল। ৯০।

ইহার তৃতীয় শক্তিকূটের অন্তে হংস, এই বীজ বিন্দু ও বিসর্গ যুক্ত করিয়া যোগ করিলে আর একটি মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রের আরাধনা করিলে সাধক দারিদ্র্যদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ৯১। শক্তি-লোপামুদ্রা-মন্ত্র কথিত হইতেছে।—শক্তি (স) মহেশ (হ) কাম (ক) ইন্দ্র (ল), তাহার পরে মায়াবীজ। ইহা বাগ্ভবকূট। ইহার কামরাজ-

---

(১) এ ঈ ক ল হ্রীং হসকলহ্রীং সকলহ্রীং (ক) টী।

(২) ত্রিকূটে দেবি দুর্লভে ইতি (ক) পাঠঃ।

(৩) ব্রহ্মবীজং প্রণবঃ স চাদ্যকূটাদৌ চেৎ সুন্দরী, দ্বিতীয়কূটাদৌ চেদ্ ব্রহ্মসুন্দরী, তৃতীয়-কূটাদৌ চেৎ অনন্তসুন্দরী ভবতি। ষোড় ত ত্রিকূটস্থ পঞ্চদশাক্ষরত্বাদিতি ভাবঃ। ত্রিকূটান্তে সর্ব্বশেষে প্রাণো হংসবীজম্ ইত্থং সপ্তদশাক্ষ. ভবতি। (আ॰ বি॰) ত্রিকূটান্তে তৃতীয়কূটস্থ শক্তিকূটস্থান্তে মায়াবীজানন্তরং হংস ইতি পদং দেয়ম্ (খ টি)। এ ঈ ক ল হ্রীং, হসকহল হ্রীং সকল হ্রীং হংসং ইতি মন্ত্রঃ।

ইতি শাক্তা মহাবিদ্যা (১) পশ্চিমাম্নায়যোজিতা। শক্তিঃ সকারঃ, পূর্ব্ববৎ কামরাজবিদ্যাবৎ। অত্রাপি পূর্ব্ববদ্বীজসংযোগঃ ॥ ১২ ॥ পুনঃ শাক্তলোপামুদ্রা তু—শিববীজং শক্তিসোমং মাদনঞ্চ পুরন্দরম্। ব্যোম-বহ্নিসমাযুক্তং তুরীয়স্বরবিন্দুকম্। পূর্ব্ববৎ কামরাজন্তু শক্তিবীজং সমুদ্ধরেৎ। (২) এষা বিদ্যা মহেশানি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে। শক্তিঃ সকারঃ, সোমঃ সকারঃ। পূর্ব্ববৎ কামরাজবিদ্যাবৎ। অত্রাপি পূর্ব্ববদ্বীজসংযোগঃ ॥ ১৩ ॥ মন্ত্রান্তরমাহ।—শিবঃ শক্তির্ভুবনেশী বাগ্‌ভবং বীজমুত্তমম্। কামং ব্যোম চ দেবেশি মহামায়া ততঃ পরম্। সোমং ব্যোম মহামায়া নবার্ণা পরিকীর্ত্তিতা। রুদ্রশক্তিরিয়ং (৩) দেবী পূর্ব্বাম্নায়ে হি নায়িকা ॥ ১৪ ॥ মন্ত্রান্তরম্।—মাদনং গোত্রভিৎ সান্তো রেফবামাক্ষিচন্দ্রবান্। নাদবিন্দুসমাযুক্তঃ কথিতঃ পরমেশ্বরি ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মা চ গগনং শক্রো নকুলীশোহনলস্তথা। মায়াবিন্দুসনাদেন কামরাজং সমুদ্ধরেৎ ॥ শক্তির্ম্মাদনশক্রশ্চ হরো বহ্নিশ্চ মায়য়া। নাদবিন্দুসমাক্রান্তঃ কথিতঃ কামদো মনুঃ। এষা বিদ্যা মহেশানি কথিতৈকাদশাক্ষরী (৪) ॥ ১৬ ॥

কূট ও শক্তিকূট পূর্ব্ববৎ ইহাকে শাক্ত মহাবিদ্যা বলে। এই বিদ্যা মহাদেবের পশ্চিমমুখনিঃসৃত আগমে আছে। এখানেও পূর্ব্ববৎ বীজ-সংযোগে প্রকারভেদ হইবে ॥ ১২। আর একপ্রকার শাক্ত লোপামুদ্রা বলা যাইতেছে।—শিব (হ) শক্তি (স), চন্দ্র (স) মাদন (ক) ইন্দ্র (ল) হকার-রকার-সংযুক্ত চতুর্থ স্বর তাহাতে বিন্দু-যোগ। কামরাজকূট ও শক্তিকূট পূর্ব্বের ন্যায় ইহাতেও পূর্ব্ববৎ বীজত্রয় সংযোগ হইবে। ১৩। অন্তমন্ত্র বলিতেছেন,—শিব (হ) শক্তি (স) মায়াবীজ, ইহা ইহার বাগ্‌ভবকূট। কাম (ক) আকাশ (হ) মায়াবীজ ইহা কামরাজকূট, সোম (স) আকাশ (হ) মায়াবীজ, ইহা শক্তিকূট এই তিনকূটে নবাক্ষর এক হইবে, ইহার নাম রুদ্রশক্তি। ইহা মহাদেবের পূর্ব্বমুখোচ্চারিত আগম বাক্য। ১৪। অন্তমন্ত্র। মাদন (ক) ইন্দ্র (ল) সান্ত (হ) (র) বামাক্ষি (ঈ) চন্দ্র (ঁ) বিন্দু (ং)। ইহার নাম বাগ্‌ভবকূট। ব্রহ্মা (ক) গগন (হ) শক্র (ল) নকুলীশ (হ) অনল (র) মায়া (ঈ) বিন্দু (ং) ইহার নাম কামরাজ। শক্তি (স) মাদন (ক) ইন্দ্র (ল) হর (হ) বহ্নি (র) মায়া (ঈ) নাদবিন্দু (ং) ইহার নাম শক্তিকূট। হে মহেশ্বরি, ইহাকে একাদশাক্ষরী বিদ্যা বলে। এই মন্ত্রে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ১৫।১৬।

---

(১) কামশক্ত্যাখ্যৌ কামরাজকূটশক্তিকূটৌ পূর্ব্বোক্তৌ (খ টি)। সহকলহ্রীং হসকলহ্রীং সকলহ্রীং (ক টি)। প্রথমা শাক্তলোপা-মুদ্রা। আম্নায়ঃ শিবমুখোক্তাগমভাগঃ। পশ্চিমশ্চ মুখস্থ। (২) শিববীজং (হ) মাদনং (ক) পুরন্দরঃ (ল) ব্যোম (হ) বহ্নিঃ (র) তুরীয়স্বরঃ (ঈ) হসসকল হ্রীং। হসকল হ্রীং। সকল হ্রীং। দ্বিতীয়া শাক্তলোপামুদ্রা। (৩) রুদ্রশক্তির্নবার্ণা হস হ্রীং কহ হ্রীং সহহ্রীং। (৪) একাদশাক্ষরী কল হ্রীং কহল হ্রীং সকল হ্রীং।

মন্ত্রান্তরমাহ।—মাদনং পঞ্চবক্ত্রঞ্চ লোহিতা রুদ্রযোগিণী। পুরন্দরো মহামায়া বাগ্‌ভবং বীজমুত্তমম্। পূর্ব্ববৎ কামশক্ত্যাখ্যমুদ্ধরেদ্দেবি সুন্দরীম্ (১) লোহিতা ক্ষকারঃ। রুদ্রযোগিণী মকারঃ। পূর্ব্ববৎ কামরাজবিদ্যাবৎ॥ ৯৭॥ ভৃগ্বীশং গগনং হান্তং কালমিন্দ্রং মহেশ্বরম্। বামাক্ষিবহ্নিবিন্দ্বাঢ্যং বাগ্‌ভবং পরমেশ্বরি। কামরাজং শক্তিকূটং পূর্ব্ববত্তু সমুদ্ধরেৎ (২) ভৃগ্বীশঃ সকারঃ, হান্তঃ ক্ষকারঃ, কালো মকারঃ। পূর্ব্ববৎ কামরাজবিদ্যাবৎ। সর্ব্বত্র এবং ক্রমঃ॥ ৯৮॥ মন্ত্রান্তরমাহ।—বিষ্ণ্বীশস্ততো হান্তঃ কালেশঃ পৃথিবী ততঃ (৩)। ভুবনেশী ততঃ পশ্চাদ্বাগ্‌ভবং কথিতং ত্বয়ি। কামরাজং শক্তিকূটং পূর্ব্ববৎ কথিতং প্রিয়ে। বিষ্ণ্বীশঃ অকারযুক্তহকারঃ, কালেশো মকারঃ॥৯৯॥

মন্ত্রান্তরম্।—শক্তিঃ স্বয়ম্ভূঃ শম্ভুশ্চ শক্রশ্চ ভুবনেশ্বরী। শিবো মাদনরুদ্রেন্দ্রমহামায়াস্ততঃ পরম্। কামঃ শিব-(৪) স্ততো ব্রহ্মা ইন্দ্রশ্চ ভুবনেশ্বরী (৫)। এষা তু পরমেশানি সুন্দরী সুভগোদয়া। ত্রিকূটান্তে হংসবীজং তদা সপ্তদশী ভবেৎ (৬)॥ ১০০। বাগ্বীজং বিজয়া মায়া ব্রহ্মা শক্রশ্চ পার্ব্বতী। মান্মথং শিবশক্তী চ মাদনং হর ইন্দ্রকঃ। মহামায়া ততঃ পশ্চাচ্ছক্তির্ম্মনুঃ সসর্গকঃ। চন্দ্রঃ প্রজাপতিঃ শক্রো মহামায়া ততঃ

অন্য মন্ত্র বলিতেছেন—মাদন (ক) শিব (হ) লোহিতা (ক্ষ) রুদ্রযোগিণী (ম) ইন্দ্র (ল) ও মায়াবীজ। ইহা বাগ্‌ভবকূট। ইহার কামরাজ ও শক্তিকূট কামরাজবিদ্যার ন্যায় (১নং টিপ্পনী দেখ)। ৯৭। অপর মন্ত্র—ভৃগ্বীশ (স) গগন (হ) হান্ত (ক্ষ) কাল (ম) ইন্দ্র (ল) এবং হকারে রকার ঈ ও বিন্দু যোগ (২নং টিপ্পনী দেখ)। ইহার নাম বাগ্‌ভবকূট। কামরাজ ও শক্তিকূট পূর্ব্ববৎ। ৯৮। অপর মন্ত্র বলিতেছেন—বিষ্ণু (অ) যুক্ত ঈশ (হ) হান্ত (ক্ষ) কালেশ (ম) পৃথিবী (ল) মায়াবীজ, ইহা বাগ্‌ভবকূট। হে প্রিয়ে, ইহার কামরাজ ও শক্তিকূট কামরাজ-বিদ্যার ন্যায় (৩নং টিপ্পনী দেখ)। ৯৯।

অন্য মন্ত্র যথা,—শক্তি (স) ব্রহ্মা (ক) শম্ভু (হ) ইন্দ্র (ল) ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) শিব (হ) মাদন (ক) রুদ্র (হ) ইন্দ্র (ল) মহামায়া (হ্রীং) তাহার পরে কাম (ক) শিব (হ) ব্রহ্মা (ক) ইন্দ্র (ল) ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) হে পরমেশ্বরি, ইহাকে সুভগোদয়া সুন্দরী বিদ্যা বলে (৫নং টিপ্পনী দেখ)। ইহার অন্তে হংসবীজ যোগ করিলে এই মন্ত্র সপ্তদশাক্ষর হইবে (৬নং টিপ্পনী দেখ)। ১০০। বাগ্বীজ (ঐং) বিজয়া (এ) মায়া (ঈ) ব্রহ্মা (ক) ইন্দ্র (ল) মায়াবীজ (হ্রীং) কামবীজ (ক্লীং), শিব (হ) শক্তি (স) মাদন (ক) হর (হ) ইন্দ্র (ল) মহামায়া (হ্রীং) তাহার পরে মনু

---

(১) কহক্ষমল হ্রীং হসকহল হ্রীং সকল হ্রীং (ক টি)। (২) সহক্ষমল হ্রীং হসকহল হ্রীং সকল হ্রীং (ক টি)। (৩) হক্ষমল হ্রীং হসকহল হ্রীং সকল হ্রীং (ক টি)।

(৪) শিব ইত্যত্র শক্তিরিতি (খ) পাঠঃ। (৫) সকহল হ্রীং হকহল হ্রীং কহকল হ্রীং (ক টি)। (৬) সকহল হ্রীং হকহল হ্রীং কহকল হ্রীং হংসঃ।

পরা। অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী (১)। সর্ব্বান্তে হংসসংযুক্তা বিংশাক্ষরী ভবেত্তদা (২)॥ ১০১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।—ভাষা সৃষ্টিঃ স্থিতিহৃতী নিরাখ্যা পঞ্চ সুন্দরীঃ। কথয়স্ব প্রভো দেব যদি তে রোচতে মতিঃ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচ।—শিবো মাদন ইন্দ্রশ্চ শক্তিশ্চ ভুবনেশ্বরী। ব্রহ্মা শিবেন্দ্রৌ শক্তিশ্চ মহামায়া ততঃ পরা॥ ২ ॥ মাদনেন্দ্রৌ শক্তি-শিবৌ মহামায়া তদন্তকে। শক্তিঃ সকারঃ। এষা ভাষা (৩)॥ ৩ ॥ শিবশ্চন্দ্রস্তথা কামঃ শক্রশ্চ ভুবনেশ্বরী। শিবেন্দ্রৌ কামরুদ্রৌ চ চন্দ্রশ্চ পরমেশ্বরী। শক্তিঃ কামশ্চ শক্রশ্চ মহামায়া ততঃ পরা। ইয়ং সৃষ্টিঃ (৪)॥ ৪ ॥ শিবেন্দ্রৌ কামশক্তী চ মহামায়া ততঃ পরম্। কামশ্চন্দ্রো মহেশশ্চ ইন্দ্রঃ শক্তিশ্চ পার্ব্বতী। ব্রহ্মা মহেশ্বরঃ শক্তিঃ শক্রশ্চ ভুবনেশ্বরী। স্থিতিরেষা (৫)॥ ৫ ॥ শিবেন্দ্রৌ কামশক্তী চ তৎপরা পরমেশ্বরী। শিবশক্তী মাদনেন্দ্রৌ শিবৌ বহ্নীন্দুমায়য়া। শিবঃ শক্তিশ্চ ক-ল-হা বহ্নিমায়েন্দুভূষিতাঃ

(ঔ) যুক্ত সবিসর্গ শক্তি (স) চন্দ্র (স), ব্রহ্মা (ক) ইন্দ্র (ল) তাহার পরে মহামায়া (হ্রীং)—এই অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যাকে মহাত্রিপুরসুন্দরী মন্ত্র বলে (১নং টিপ্পনী দেখ)। ইহার সর্ব্বশেষে হংস যোগ করিলে বিংশাক্ষরী হইবে (২নং টিপ্পনী দেখ)। ১০১। দেবী বলিলেন,—প্রভো, যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আমার নিকটে ভাষা, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি, ও নিরাখ্যা এই পাঁচটি সুন্দরী মন্ত্র বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—শিব (হ) মাদন (ক) ইন্দ্র (ল) শক্তি (স) ভুবনেশ্বরী (হ্রীং). ব্রহ্মা (ক) শিব (হ) ইন্দ্র (ল) শক্তি (স) তাহার পরে মহামায়া (হ্রীং), মাদন (ক) ইন্দ্র (ল) শক্তি (স) শিব (হ) তাহার পরে মহামায়া (হ্রীং) ইহার নাম ভাষাসুন্দরী (৩নং টিপ্পনী দেখ)। শিব (হ) চন্দ্র (স) কাম (ক) ইন্দ্র (ল) মায়াবীজ (হ্রীং), শিব (হ) ইন্দ্র (ল) কাম (ক) রুদ্র (হ) চন্দ্র (স) মায়াবীজ। শক্তি (স) কাম (ক) ইন্দ্র (ল) মায়াবীজ ইহাকে সৃষ্টিসুন্দরী বলে (৪নং টিপ্পনী দেখ)। ১—৪। শিব (হ) ইন্দ্র (ল) কাম (ক) শক্তি (স) মায়াবীজ। কাম (ক) চন্দ্র (স) মহেশ (হ) ইন্দ্র (ল) শক্তি (স) মায়াবীজ। ব্রহ্মা (ক) মহেশ্বর (হ) শক্তি (স) শক্র (ল) মায়াবীজ।—ইহাকে স্থিতিসুন্দরী বলে। ৫। শিব (হ) ইন্দ্র (ল) কাম (ক) শক্তি (স) মায়াবীজ। শিব (হ) শক্তি (স) মাদন (ক) ইন্দ্র (ল) শিব (হ) বহ্নি (র) এবং মায়াবীজ। শিব (হ) শক্তি (স) এবং ক ল হ র ও মায়া-

---

(১) ঐং এঈকল হ্রীং ক্লীং হসকহল হ্রীং সৌঃ সকল হ্রীং।

(২) ঐং এঈকল হ্রীং ক্লীং হসকহল হ্রীং সৌঃ সকল হ্রীং হংসঃ।

(৩) হকলস হ্রীং কহলস হ্রীং কলসহ হ্রীং। ভাষাসুন্দরী। (৪) হসকল হ্রীং হলকহস হ্রীং সকল হ্রীং। (৫) হলকস হ্রীং কসহলস হ্রীং কহসল হ্রীং স্থিতিসুন্দরী।

(১)। এষা সংস্তুতিঃ ॥ ৬ ॥ শক্রো ব্রহ্মা চন্দ্রবীজং মহামায়া ততঃ পরম্। বাগ্‌ভবং কথিতঞ্চৈব কামরাজং ততঃ শৃণু। শক্তিঃ শিবো মাদনেন্দ্রৌ তৎপরা পরমেশ্বরী।—শিবঃ শক্তিশ্চ সোমশ্চ শূন্যো ব্রহ্মা মহেশ্বরী। শূন্যো হকারঃ এষা নিরাখ্যা (২) ॥ ৭ ॥

দেব্যুবাচ।—স্বপ্নাবতীং মধুমতীং কথয়স্ব ময়ি প্রভো। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ।—শিবো মাদনশক্রৌ চ শক্তিস্তু ভুবনেশ্বরী। মহেশো ব্রহ্মা হংসশ্চ ইন্দ্রোঽপি (৩) ভুবনেশ্বরী। মহেশঃ শক্তিঃ কামশ্চ পুরন্দরো বিয়ত্তথা। অগ্নিমায়াকলাযুক্তং নাদবিন্দুবিভূষিতম্। হংসো হকারঃ মায়াকলা ঈকারঃ। এষা স্বপ্নাবতী খ্যাতা কলা পঞ্চদশী চ যা। এষা স্বপ্নাবতী (৪) ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মা মহেশ ইন্দ্রশ্চ শক্তিশ্চ ভুবনেশ্বরী। ব্রহ্মা বিয়ন্মরুচ্ছক্রস্তৎপরা ভুবনেশ্বরী। মাদনঃ সোমচন্দ্রৌ চ শক্রশ্চ পরমেশ্বরী। মরুৎ যকারঃ। এষা মধুমতী খ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। এষা মধুমতী (৫) ॥ ১০ ॥ শ্রীক্রমে।—কামকেশ্বরী (৬) বিদ্যৈব ত্রিকূট-

বীজ। ইহাকে সংস্তুতিসুন্দরী বলে (১নং টিপ্পনী দেখ)। ৬। শক্র (ল) ব্রহ্মা (ক) চন্দ্র (স) মায়াবীজ, তাহার পরে বাগ্বীজ, ইহা বাগ্‌ভবকূট। তাহার পরে কামরাজ বলিতেছি শ্রবণ কর। শক্তি (স) মাদন (ক) ইন্দ্র (ল) পরে মায়াবীজ ইহার নাম কামরাজকূট। শিব (হ) শক্তি (স) সোম (স) শূন্য (হ) ব্রহ্মা (ক) মায়াবীজ। ইহাকে নিরাখ্যাসুন্দরী বলে (২নং টিপ্পনী দেখ)। ৭।

দেবী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো! যদি আপনার আমার প্রতি কৃপা থাকে, তবে স্বপ্নাবতী ও মধুমতী মন্ত্র আমার নিকট প্রকাশ করুন। ৮। মহাদেব বলিলেন,—শিব (হ) মাদন (ক) শক্র (ল) শক্তি (স) ও মায়াবীজ। মহেশ (হ) ব্রহ্মা (ক) হংস (হ) চন্দ্র (স) ও মায়াবীজ। মহেশ (হ) শক্তি (স) কাম (ক) ইন্দ্র (ল) এবং বিয়ৎ (হ) অগ্নি (র) মায়াকলা (ঈ) অর্থাৎ মায়াবীজ,—ইহাকে স্বপ্নাবতী নামে পঞ্চদশী কলা বলে (৪নং টিপ্পনী দেখ)। ৯।

ব্রহ্মা (ক) মহেশ (হ) ইন্দ্র (ল) শক্তি (স) মায়াবীজ। ব্রহ্মা (ক) বিয়ৎ (হ) মরুৎ (য) শক্র (ল) ও মায়াবীজ। মাদন (ক) সোম (স) চন্দ্র (স), শক্র (ল) ও মায়াবীজ,—ইহাকে মধুমতী বলে, (৫নং টিপ্পনী দেখ) ইহা সকল তন্ত্রে গোপিত। ১০। শ্রীক্রমে বলিয়াছেন,—কামরাজ বিদ্যার ত্রিকূট, সুভগার ত্রিকূট,

---

(১) হলকস হ্রীং হসকলহর হ্রীং হসকলহর হ্রীং সংস্তুতিসুন্দরী। (২) লকস হ্রীং ঐং সহকল হ্রীং হসসহক হ্রীং। নিরাখ্যা। (৩) চন্দ্রোঽপি ইত্যত্র ইন্দ্রোঽপীতি (খ) পাঠঃ।

(৪) হকলস হ্রীং হকহস হ্রীং হসকল হ্রীং (ক টি) স্বপ্নাবতী।

(৫) কহলস হ্রীং কহযল কসসল হ্রীং মধুমতী। কামরাজবিদ্যা ইতি (খ টি)।

(৬) রামকেশ্বরী ইতি (ক) পাঠঃ।

ক্রমপাঠিতা। সৌভাগ্যায়া-(১) স্ত্রিকূটেন পঞ্চম্যাঃ পঞ্চকূটকম্। ত্রিপুরা যা মহাবিদ্যা কূটৈকাদশনির্ম্মিতা। সারাৎ সারতরা বিদ্যা কথিতৈকাদশাক্ষরী (২) ॥ ১১ ॥

অথ পঞ্চমী (৩)।—কামং বিষ্ণুযুতং দেবি শক্তির্ম্মায়েন্দ্র এব চ। মহামায়া ততঃ পশ্চাদ্বাগ্‌ভবং বীজমুদ্ধরেৎ ॥ বিষ্ণুযুতমকারযুতমিত্যর্থঃ শক্তিরেকারঃ; মায়া ঈকারঃ (৪) ॥ ১২ ॥ বিয়চ্চন্দ্রস্ততঃ পশ্চাৎ ক-লৌ নকুলি-বহ্নি চ (৫)। মায়াস্বরেণ সংযুক্তং নাদবিন্দুকলান্বিতম্। প্রথমং কামরাজস্য কূটং পরমদুর্ল্লভম্ ॥ ১৩ ॥ বিয়দ্বিষ্ণুযুতং কামো হংসঃ শক্র-(৬) স্ততঃ পরম্। মহামায়া ততঃ পশ্চাৎ স্বপ্নাবতীতি কথ্যতে ॥ (৭) এতদ্দ্বিতীয়কামরাজকূটম্। হংসো হকারঃ ॥ ১৪ ॥ মাদনং শিববীজঞ্চ বায়ুবীজং ততঃ পরম্। ইন্দ্রবীজং ততঃ পশ্চান্মহামায়াং সমুদ্ধরেৎ ॥ ইতি তৃতীয়কূটম্। ইয়ং মধুমতী (৮) ॥ ১৫ ॥ শিববীজং ততঃ কাম-মিন্দ্রং দেবীং নিয়োজয়েৎ। মহা-

---

পঞ্চমীর পঞ্চকূট,—এই একাদশ কূটে ত্রিপুরা মহাবিদ্যা হয়। ইহা সকল মন্ত্রের সারতরা এবং একাদশাক্ষরী (২নং টিপ্পনী দেখ)। ১১ ॥

অতঃপর পঞ্চমীমন্ত্র বলা যাইতেছে,—হে দেবি! বিষ্ণু-(অকার-) যুক্ত কাম (ক) শক্তি (এ) মায়া (ঈ), ইন্দ্র (ল), তাহার পরে মায়াবীজ, ইহা বাগ্‌ভবকূট। ১২। তাহার পরে বিয়ৎ (হ) চন্দ্র (স) (ক) (ল) নকুলী (হ) বহ্নি (র) তাহাতে (ঈ) এবং (৺) যোগ ইহা কামরাজের প্রথম কূট ইহা অতি-দুর্লভ। ১৩। বিষ্ণু (অ) যুক্ত বিয়ৎ (হ), কাম (ক) হংস (হ) শক্র (ল) তাহার পরে মায়াবীজ। ইহা কামরাজের দ্বিতীয়কূট স্বপ্নাবতীর মধ্যকূট। ১৪। মাদন (ক) শিববীজ (হ) বায়ুবীজ (য) ইন্দ্রবীজ (ল) তাহার পরে মায়াবীজ। ইহা কামরাজের তৃতীয় কূট মধুমতীর মধ্যকূট। ১৫। শিববীজ (হ) কাম (ক) ইন্দ্র (ল), দেবী (স) তাহার পরে

---

(১) প্রথমলোপামুদ্রায়াঃ। (২) অস্যার্থঃ—কামরাজবিদ্যায়াস্ত্রিকূটং শুভগায়াঃ কূটত্রয়ং পঞ্চম্যাঃ পঞ্চকূটঞ্চেতি একাদশকূটেয়ং ক এ ঈ ল হ্রীং। ১। হসকহল হ্রীং। ২। হকল হ্রীং। ৩। হসকল হ্রীং। ৪। হসকহল হ্রীং। ৫। সকল হ্রীং। ৬। ক এ ঈ ল হ্রীং। ৭। হসকল হ্রীং। ৮। হকহল হ্রীং। ৯। কহযল হ্রীং। ১০। হকলস হ্রীং। ইতি। (আ° বি°)। (৩) অস্যাঃ পঞ্চকূটো মন্ত্রঃ। তত্র প্রথমমেককূটাত্মকং বাগ্‌ভবকূটং। ততঃ কূটত্রয়াত্মকং কামরাজকূটং। তথাপি স্বপ্নাবত্যা মধ্যকূটেন দ্বিতীয়কূটং। মধুমত্যা মধ্যকূটেন তৃতীয়কূটং। ততঃ শক্তিকূটং (আ° বি°)। (৩) কএঈল হ্রীং হসকল হ্রীং হকহল হ্রীং কহযল হ্রীং হকলস হ্রীং। (৪) ইতি বাগ্‌ভবকূটম্ (আ° বি°)। (৫) নকুলিবহ্নীতি সমাহারদ্বন্দ্বঃ। কামরাজস্যেতি বীজত্রয়াত্মকস্য কামরাজস্য প্রথমং কূটং পঞ্চম্যাস্তু দ্বিতীয়কূটমিত্যর্থঃ। (আ° বি°)। (৬) শক্র ইত্যত্র শক্তিরিতি (আ° বি°) পাঠঃ। (৭) এতৎ স্বপ্নাবতীমধ্যকূটময়ং কামরাজস্য দ্বিতীয়কূটং পঞ্চম্যাস্তু তৃতীয়কূটম্। যদ্যপি স্বপ্নাবত্যা মধ্যকূটে প্রথমবর্ণে স্বরো নাস্তি, পঞ্চম্যাস্তু তৃতীয়কূটে প্রথমবর্ণে আকারো বিদ্যতে ইতি বৈধর্ম্ম্যং সম্ভাব্যতে, তথাপি বহুতরসাজাত্যাদুচ্চারণবৈজাত্যাভাবাৎ পারিভাষিকত্বাচ্চ তৃতীয়কূটং স্বপ্নাবতীত্যুচ্যত ইতি তত্ত্বম্। (আ° বি°) (৮) এতন্মধুমতীমধ্যকূটময়ং কামরাজস্য তৃতীয়কূটম্ পঞ্চম্যাস্তু চতুর্থকূটং মধুমতীত্যুচ্যতে। (আ° বি°)।

মায়াং ততঃ পশ্চাচ্ছক্তিকূটং সমুদ্ধরেৎ। দেবী সকারঃ (১)॥ ১৬॥ কুলোড্ডীশে।—বাগ্‌ভবং প্রথমং কূটং শক্তিকূটঞ্চ পঞ্চমম্। মধ্যকূটত্রয়ং দেবি কামরাজং মনোহরম্। কথিতা পঞ্চমী বিদ্যা ত্রৈলোক্যে সুভগোদয়া॥ ১৭॥

(২) ঈশ্বর উবাচ।—শৃণু দেবি মহাভাগে শক্তিকূটং সুদুর্লভম্। বাগ্‌ভবং প্রথমং কূটং কামরাজং ত্রিকূটকম্। শক্তিকূটং প্রবক্ষ্যামি তব স্নেহাদ্বিশেষতঃ। জীবপ্রাণৌ (৩) মহেশানি মাদনং তদনন্তরম্। ইন্দ্রবীজং ততঃ পশ্চাদ্ভুবনেশী তু পঞ্চমম্। ইতি বা শক্তিকূটং। জীবঃ সকারঃ, প্রাণো হকারঃ॥ ১৮॥ অথবা দেবদেবেশি সৌভাগ্যায়াশ্চ (৪) বাগ্‌ভবম্। কূটত্রয়ং কামরাজং শক্তিবীজঞ্চ পূর্ব্ববৎ। বামনেত্রাদিকূটং বা ভগাদিকূটমেব বা। অরিহা সিদ্ধিদা বিদ্যা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা। (৫) ভগ একারঃ। এতেনাষ্টধা পঞ্চমী বাগ্‌ভবশক্তিকূট-

---

মায়াবীজ। ইহা শক্তিকূট। এই পঞ্চকূটে পঞ্চমী বিদ্যা (৩৯৫ পৃষ্ঠার ৩নং টিপ্পনী দেখ।)।১৬। কুলোড্ডীশে বলিয়াছেন,—হে দেবি! প্রথম বাগ্‌ভবকূট পঞ্চম শক্তিকূট, মধ্যবর্ত্তী তিনকূট—কামরাজবিদ্যা। এইরূপে পঞ্চমী বিদ্যাকে ত্রিভুবনে সুভগোদয়া বলা হইয়া থাকে।১৭। ঈশ্বর বলিলেন, হে দেবি, হে মহাভাগে,—তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ অতিদুর্লভ শক্তিকূট বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে বাগ্‌ভবকূট, তাহার পরে পূর্ব্বোক্ত কামরাজকূটত্রয়, তাহার পরে ইহার শক্তিকূট অথবা জীব (স) প্রাণ (হ), মাদন (ক) ইন্দ্রবীজ (ল) মায়াবীজ এই শক্তিকূট ইহার পঞ্চমকূট। ইহা দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার পঞ্চমী বিদ্যা বলা হইল (৩নং টিপ্পনী দেখ)।১৮। হে দেবদেবেশি! শক্তিকূট দ্বিবিধ হওয়ায় পূর্ব্বোক্তরূপে পঞ্চমীবিদ্যা দ্বিপ্রকার হইয়াছে। ঐ পঞ্চমীর বাগ্‌ভবকূট স্থলে প্রথম লোপামুদ্রার বাগ্‌ভবকূট যোজনা করিবে। তাহার পরে পূর্ব্ববৎ কামরাজ বিদ্যার কূটত্রয় এবং শক্তিকূট হইবে। ইহাতে দুই পঞ্চমী, আবার দুই দুই করিয়া চারিপ্রকার হইল। প্রথমোক্ত পঞ্চমীদ্বয়ের বাগ্‌ভবকূটস্থলে যদি শক্তি কামরাজের ঈকারাদিকূট অথবা একারাদিকূট প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা আরও দুই প্রকার হওয়ায় পঞ্চমী আট প্রকার হইবে। এই বিদ্যা অরিনাশিনী সিদ্ধি-

---

(১) ইদং পঞ্চম্যাঃ শক্তিকূটাখ্যং পঞ্চমকূটং। (২) অথবা প্রকারান্তরং শক্তিকূটম্ যথা ইত্যধিকঃ পাঠঃ (আ০ বি০)। (৩) কএঈল হ্রীং হসকল হ্রীং হকহল হ্রীং কহযল হ্রীং সহকল হ্রীং। দ্বিতীয়া পঞ্চমী। (৪) সুভগোদয়ায়াশ্চ বাগ্‌ভবম্ (খ টি)।

(৫) অস্যার্থঃ—শক্তিকূটদ্বৈবিধ্যেন দ্বিবিধায়াঃ পঞ্চম্যাঃ বাগ্‌ভবকূটং পরিত্যজ্য সৌভাগ্যায়াঃ প্রথমলোপামুদ্রায়া বাগ্‌ভবকূটং যোজয়েৎ। কামরাজকূটত্রয়ং শক্তিকূটঞ্চ পূর্ব্ববৎ প্রাগুক্তপঞ্চমীবৎ। ভেদেনৈতয়োরাদ্যকূটং শিবেন্দুকামভূমায়াভিঃ প্রযোজ্যং সর্ব্বমন্যৎ পূর্ব্ববদিত্যপরভেদদ্বয়ম্। বামনেত্রং

ভেদেন ॥ ১৯ ॥ যামলে ।—দ্বিবিধা (১) পঞ্চমী বিদ্যা পঞ্চপঞ্চাক্ষরী (২) পরা। মধ্যে ষড়ক্ষরী চৈব (৩) শক্তিশ্চ চতুরক্ষরী। ষড়িতি কামরাজবিদ্যামধ্যকূটমিত্যর্থঃ। শক্তিকূটমিতি কামরাজস্য শক্তিকূটমিত্যর্থঃ। এষা চতুর্দ্ধা বাগ্ভবকূটভেদাৎ ॥ ২০ ॥ এতয়োঃ অষ্টধা-চতুর্দ্ধাব্যবস্থিতয়োঃ কামরাজস্য তৃতীয়কূটস্তু তত্রৈব ।—কামরাজং মহেশানি শিববীজং ততঃ পরম্। তদধো হংসবীজন্তু (৪) ইন্দ্রবীজং বিচিন্তয়েৎ। মহামায়া ততঃ পশ্চাৎ কূটং পরমদুর্লভম্। এষাপি পূর্ব্ববদষ্টধা অন্যা চতুর্দ্ধা ॥ ২১ ॥ তথা চ (৫) তত্ত্ববোধে ।—কামাকাশপরাশক্রসংস্থানকৃতরূপিণী। পরা সকারঃ।

দায়িনী ও সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা। ১৯। জামলে বলিয়াছেন.—পঞ্চমী বিদ্যা দুইপ্রকার, পাঁচটিকূটে পাঁচটি পাঁচটি অক্ষর লইয়া পঞ্চকূটা একপ্রকার। আর তাহার মধ্যে পঞ্চকূটান্তর্গত তৃতীয়কূটে স্বপ্নাবতীনামক ষড়ক্ষরকূট অর্থাৎ কামরাজ বিদ্যার মধ্যকূট (হসকহলহ্রীং) প্রয়োগ করিবে। এবং প্রথমোক্ত পঞ্চমীর যে দুইপ্রকার শক্তিকূট আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া চতুরক্ষরকূট অর্থাৎ কামরাজ বিদ্যার শক্তিকূট "সকল হ্রীং" এই চারি বর্ণ প্রয়োগ করিবে। এইরূপে পঞ্চমীর পঞ্চবিংশতি অক্ষর হইবে। অর্থাৎ 'কএঈলহ্রীং' 'হসকল হ্রীং "হসকহলহ্রীং' 'কহযলহ্রীং' সকলহ্রীং' এইরূপ পঞ্চকূটে পঞ্চমী হইবে। ইহার বাগ্ভবকূট পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থলে প্রথম লোপার বাগ্-ভবকূট, ঈকারাদিকূট অথবা একারাদিকূট প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে এই পঞ্চমী আবার চারিপ্রকার হইবে। এইরূপে দ্বাদশপ্রকার পঞ্চমী প্রদর্শিত হইবে। ২০। পূর্ব্বোক্ত আটপ্রকার ও এই চারিপ্রকার পঞ্চমীর ত্রিকূটাত্মক কামরাজকূটের তৃতীয়কূটে ক হ, হ ল, হ্রীং এই পঞ্চবর্ণ থাকিলে অষ্টবিধা পঞ্চমী আবার অষ্টবিধা এবং চতুর্ব্বিধা পঞ্চমী আবার চতুর্ব্বিধা হওয়ায় চব্বিশ প্রকার পঞ্চমী হইবে।২১। তত্ত্ববোধে অন্যপ্রকার পঞ্চমী

চতুর্থস্বরস্তেন প্রথমোক্তয়োঃ পঞ্চম্যোর্বাগ্ভবকূটস্থানে যদি শক্তিকামরাজাদ্যভূতমীকারাদিকূটং প্রযুজ্যতে কামরাজকূটত্রয়ং শক্তিকূটঞ্চ প্রথমোক্তপঞ্চমীবৎ। তেন তয়োরাদ্যকূটং চতুর্থৈকাদশস্বর-কামশক্রমায়াভিঃ প্রযোজ্যং সর্ব্বমন্যৎ পূর্ব্ববদিত্যপরভেদদ্বয়ম্ ॥ ভগমেকাদশস্বরস্তেন তয়োরাদ্যে একারাদিকূটং প্রযুক্তং স্যাত্তথাচ একাদশচতুর্থ্যস্বরকামশক্রমায়াভির্বাগ্ভবকূটম্। সর্ব্বমন্যৎ পূর্ব্ব-বদিত্যপরভেদদ্বয়মিত্যষ্টধা পঞ্চমী শক্তিবাগ্ভবকূটভেদেন। (আ০ বি০)

(১) দ্বৈবিধ্যং যথা—প্রথমপঞ্চমীমবধিং কৃত্বা দ্বিতীয়-শক্তিকামরাজঘটিতপঞ্চমীং যাবদেকবিধা অন্যা মধ্যে ষড়ক্ষরশক্তিচতুষ্টয়ঘটিতপঞ্চমীচতুষ্টয়পর্য্যন্তা পঞ্চানাং প্রত্যেককূটে পঞ্চাক্ষরত্বাৎ পঞ্চমাক্ষরী এবং পঞ্চমী অন্যা ষড়ক্ষরকূটঘটিতত্বাৎ ষড়ক্ষরী ইয়ং দ্বিবিধা পঞ্চমী (খ টি)।

(২) পঞ্চপঞ্চকূটা ইত্যর্থঃ। (৩) ষড়ক্ষরঞ্চৈব ইতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ। (৪) হকারঃ। (৫) তথাচ পঞ্চকূটায়াশ্চতুর্থকূটমপি কামশিবক্ষ্মভূমায়াত্মকপঞ্চাক্ষরকূটাত্মকং ভবতি। তদাষ্টবিধা সা পুনরষ্টবিধা অন্যা যা চতুর্ব্বিধা সাপি পুনশ্চতুর্ব্বিধা ভবতীতি চতুর্ব্বিংশতিপ্রকারা পঞ্চমী (আ০ বি০)। (৬) তথাচ ইত্যত্র প্রকারান্তরং যথা ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ সঙ্গতঃ।

সংস্থানকৃতরূপিণী মহামায়া ॥ ২২ ॥ তথা চ তন্ত্রে।—কামবীজং মহেশানি শম্ভুবীজং ততঃ পরম্। তদধশ্চন্দ্রবীজন্তু পৃথ্বীবীজং ততো লিখেৎ। তদন্তে চ মহামায়া কূটং পরমদুর্ল্লভম্। (১) এষা পূর্ব্ববদষ্টধা অন্যা চতুর্দ্ধা, তেন ষট্‌ত্রিংশদ্রূপিণী পঞ্চমী ॥ ২৩ ॥

শ্রীক্রমে।—এতাসাঞ্চৈব বিদ্যানাং প্রাণং শৃণু বরাননে। রমাং মায়াং হংসবীজং বাগ্‌ভবাদ্যে নিযোজয়েৎ। শক্ত্যন্তে তু মহাদেবি হংসং মায়াং রমাস্তথা। এভির্যুক্তেন দেবেশি বিদ্যাজপনমাচরেৎ। (২) জপশ্চ সপ্তবারমেব দীপন্যাং তথা দর্শনাৎ। (৩) এতাসামিতি পূর্ব্বোক্তশ্রীক্রমোক্তবিদ্যানাম্ ॥ ২৪ ॥ পঞ্চম্যাস্তু বিশেষো যথা।—রমাং মায়াং হংসবীজং বাগ্‌ভবাদ্যে নিযোজয়েৎ। শক্ত্যন্তে তু মহেশানি হংসং মায়াং রমাস্তথা। কামরাজত্রয়ে দেবি ককারং শক্রসংযুতম্। মায়াবিন্দ্বীশ্বরযুতং (৪) সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্। প্রথমং কামকূটস্য চাদ্যে নিযোজয়েদিদম্। বান্তং বহ্নিসমা-

---

বলিয়াছেন,—কাম (ক) আকাশ (হ) পরা (স) শক্র (ল) সংস্থানকৃতরূপিণী মহামায়া অর্থাৎ হ্রীং। তন্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন,—হে মহেশ্বরি! কামবীজ (ক) শম্ভুবীজ (হ) চন্দ্রবীজ (স) পৃথ্বীবীজ (ল) তাহার পরে মায়াবীজ এই কূট পরমদুর্লভ, এই পঞ্চমীও পূর্ব্ববৎ অষ্টপ্রকার, অন্য পঞ্চমী চারিপ্রকার। সুতরাং এই দ্বাদশপ্রকার পঞ্চমীর যোগে পূর্ব্বোক্ত চব্বিশ প্রকার পঞ্চমী ছত্রিশপ্রকারে পর্য্যবসিত হইল।২২।২৩।

শ্রীক্রমে বলিয়াছেন,—হে বরাননে! এই বিদ্যাসমূহের প্রাণমন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। বাগ্‌ভবকূটের আদিতে শ্রীবীজ, মায়াবীজ, হংসবীজ (শ্রীং হ্রীং হংসঃ) প্রয়োগ করিবে এবং হে মহাদেবি! হে দেবেশি! শক্তিকূটের অন্তে হংসবীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ যোগ করিবে। আদ্যন্তে এইরূপ প্রাণমন্ত্র যোগ করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে। সপ্তবার জপ করিবে ইহা দীপনীতে দৃষ্ট হয়। এই বিদ্যাসমূহ বলিতে শ্রীক্রমতন্ত্রোক্ত পূর্ব্বকথিত বিদ্যাসমূহ।২৪। পঞ্চমীবিদ্যাতে বিশেষ আছে যথা,—বাগ্‌ভবকূটের আদিতে শ্রীবীজ, মায়াবীজ ও হংসবীজ প্রয়োগ করিবে। হে মহেশ্বরি! শক্তিকূটের অন্তে হংসবীজ, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, এবং কামরাজের ত্রিকূটে কামবীজ প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ পঞ্চমী বিদ্যার বাগ্‌ভবকূটের আদিতে “শ্রীং হ্রীং হংস” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বাগ্‌ভবকূট জপ করিবে। তাহার পরে ক্লীং এই কামবীজ,

---

(১) অস্যার্থঃ—পঞ্চকূটায়াশ্চতুর্থকূটং যদি কহসলহ্রীমিতি পঞ্চাক্ষরকূটাত্মকং ভবতি তদা যাষ্টবিধা সা পুনরপ্যষ্টবিধা। অন্যা যা চতুর্ব্বিধা সা পুনরপি চতুর্ব্বিধেতি ষট্‌ত্রিংশদ্রূপিণী পঞ্চমী প্রতিপাদিতা ভবতীতি। (আ০ বি০)

(২) প্রাণঃ জীবনং হংসবীজম্ হংসস্বরূপম্ নতু। প্রণবঃ "ত্রিকূটান্তে হংসবীজং তদা সপ্তদশীভবেদিত্যাদিপ্রাগুক্তবচনদর্শনাৎ। (আ০ বি০) (৩) তেনাদৌ শ্রীং হ্রীং হংস ইতি জপ্ত্বা বাগ্‌ভবকূটং কামরাজকূটং শক্তিকূটঞ্চ জপ্ত্বা হংসঃ হ্রীঃ শ্রীম্ ইতি জপাদৌ সপ্তবারান্ জপেদিত্যর্থঃ। (আ০ বি০) (৪) তেন কামবীজং (খটি)

যুক্তং বামনেত্রবিভূষিতম্। নাদবিন্দুসমাযুক্তং শ্রিয়ো বীজমুদাহৃতম্। দ্বিতীয়ং কামরাজস্ত জপেত্বক্তা চ সুন্দরি। গগনং বহ্নিসংযুক্তং বামনেত্রবিভূষিতম্। নাদবিন্দুসমাযুক্তং মায়াবীজং প্রকীর্ত্তিতম্। মধুমতীং জপেচ্চাপি সর্ব্বকামফলপ্রদাম্ (১) ২৫ ॥

অথ দীপনী।—তারং লক্ষ্মীঞ্চ বাগ্বীজং মন্মথং ভুবনেশ্বরীম্। (২) এতজ্জপ্ত্বা ততঃ পশ্চাদ্বাগ্ভবাখ্যং সমুচ্চরেৎ ॥ ২৬ ॥ প্রণবং ভুবনেশানীং রমাং কামঞ্চ বাগ্ভবম্। কামরাজং (৩) ততো জপ্ত্বা ত্রৈলোক্যক্ষোভকারকঃ ॥ ২৭ ॥ ওঁকারঞ্চৈব বাগ্বীজং রমাং মন্মথমায়য়া। স্বপ্নাবতীং (৪) মহাদেবি জপেত্তত্র সমাহিতঃ ॥ ২৮ ॥ প্রণবং চাধরং কামং রমাঞ্চ ভুবনেশ্বরীম্। মধুমতীং (৫) ততো জপ্ত্বা মায়াং শ্রীং কূর্চ্চবীজকম্ ॥ ২৯ ॥ প্রণবাদ্যঞ্চ দেবেশি হংসবীজপুটীকৃতম্ (৬)। এতদ্বীজং সমুচ্চার্য্য শক্তিকূটং ততো জপেৎ। এষা তু দীপনী বিদ্যা অজপা প্রাণরূপিণী ॥ ৩০ ॥ জপ-

---

জপ করিয়া কামরাজের প্রথমকূট জপ করিবে। শ্রীং এই লক্ষ্মীবীজ জপ করিয়া কামরাজের দ্বিতীয়কূট জপ করিবে। হ্রীং এই মায়াবীজ, জপ করিয়া কামরাজের তৃতীয়কূট জপ করিবে। তাহার পরে শক্তিকূট জপ করিয়া হংসঃ হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্র জপ করিবে। জপের আদিতে সাত বার জপ করিবে; এবং হ্রীং এই মন্ত্র আদিতে যোগ করিয়া মধুমতীমন্ত্র জপ করিবে, কারণ ইহা দ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ২৫।

অনন্তর দীপনীমন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রণব, শ্রীবীজ, বাগ্বীজ, কামবীজ, মায়াবীজ, ইহা জপ করিয়া, পরে বাগ্ভবকূট জপ করিবে। ২৬। প্রণব, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, কামবীজ, ও বাগ্বীজ, জপ করিয়া কামরাজকূট জপ করিলে ত্রৈলোক্য ক্ষুভিত করিতে পারিবে। ২৭। হে মহাদেবি! একাগ্রচিত্তে ওঁকার, বাগ্বীজ শ্রীবীজ, কামবীজ, মায়াবীজ জপ করিয়া স্বপ্নাবতীমন্ত্র জপ করিবে। ২৮। প্রণব, অধর (ঐং), কামবীজ, শ্রীবীজ, মায়াবীজ জপ করিয়া মধুমতীমন্ত্র জপ করিবে। হংস বীজ দ্বারা পুটিত করিয়া প্রণব, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, কূর্চ্চবীজ,—একযোগে জপ করিয়া শক্তিকূট জপ করিবে। উক্ত মন্ত্রসমুদয়ের নাম দীপনীবিদ্যা। এই মন্ত্র সমস্তবিদ্যার প্রাণস্বরূপ। ২৯। ৩০। দীপনীমন্ত্র

---

(১) অয়মর্থঃ—আদৌ শ্রীং হ্রীং হংস ইত্যুচ্চার্য্য বাগ্ভবকূটং জপেৎ। ততঃ ক্লীমিতি কামবীজং জপ্ত্বা কামরাজপ্রথমকূটং জপেৎ। ততঃ শ্রীমিতি রমাবীজং জপ্ত্বা দ্বিতীয়কামরাজকূটং জপেৎ। ততো হ্রীমিতি মায়াবীজং জপ্ত্বা কামরাজতৃতীয়কূটং জপেৎ। ততঃ শক্তিকূটং জপ্ত্বা হংসঃ হ্রীং শ্রীমিতি জপেৎ। এবং জপাদৌ সপ্তধা জপ্যম্ ইতি প্রাণযোগঃ। (আ° বি°)

(২) ওঁ শ্রীং ঐং ক্লীং হ্রীং। (কটি) (৩) ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং (ক টি)।

(৪) ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং হ্রীং (ক টি)। (৫) ওঁ ঐং ক্লীং হ্রীং (ক টি)।

(৬) হংসঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং হুং হংসঃ (ক টি) অন্তিমহংসস্থলে সোঽহং (খ টি) (আ° বি°) পুস্তকে ইত্যেব (ক) পুস্তকবৎ।

নিয়মস্ত।—জপেদাদৌ জপেৎ পশ্চাৎ সপ্তবারমনুক্রমাৎ। (১) কামরাজাদিবিদ্যানাং দীপনীঞ্চৈব কারয়েৎ। বাগ্‌ভবে কামরাজে তু শক্তিকূটে সুরেশ্বরি। অত্র পঞ্চমী-বদ্বোধ্যা বাগ্‌ভবশক্তিকূটয়োর্দীপনী ॥ ৩১ ॥ কামকূটে পুনঃ,—প্রণবং ভুবনেশানীং রমাং কামঞ্চ বাগ্‌ভবম্ (২) দীপনীমিতি। সর্ব্বত্র কূটে স্বরসম্বন্ধঃ (৩) ॥ ৩২ ॥ তথাচ সৌভাগ্যাদিবিদ্যামধিকৃত্য যোগিনীহৃদয়ে।—স্বরব্যঞ্জনভেদেন সপ্তত্রিংশৎপ্রভেদিনী। সপ্তত্রিংশৎপ্রভেদেন ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বরূপিণী। তত্ত্বাতীতস্বভাবা চ বিদ্যৈষা ভাব্যতে সদা। শ্রীকণ্ঠদশকং তদ্বদব্যক্তস্য হি বাচকম্। প্রাণভূতস্থিতো দেবি তদ্বদেকাদশঃ পরঃ ॥ ৩৩॥

অথ শ্রীযন্ত্রম্। যথা—(৪) বিন্দুমতত্র্যস্রমষ্টকোণম্ এতত্ত্রয়ং সংহারচক্রম্। দ্বিদশারং চতুর্দ্দশারম্। (৫) স্থিতিচক্রমেতত্ত্রয়ম্। অষ্টপত্রং ষোড়শদলং বৃত্তত্রয়ং

জপের নিয়ম এই যে, উক্ত মন্ত্র জপের আদিতে সপ্তবার ও জপের অন্তে সপ্তবার জপ করিবে। কামরাজকূট, বাগ্‌ভবকূট ও শক্তিকূট ইহাদিগেরও দীপনীমন্ত্র জপ করিবে। বাগ্‌ভবকূট ও শক্তিকূটের দীপনীমন্ত্র উক্ত পঞ্চমী বিদ্যার দীপনীর ন্যায়। কামরাজকূটের দীপনী এই,—প্রণব, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, কামবীজ, বাগ্বীজ, এই মন্ত্র কামরাজকূটের দীপনী। প্রথম লোপামুদ্রাদি বিদ্যার অধিকারে যোগিনীহৃদয়ে বলিয়াছেন,—স্বরব্যঞ্জনভেদে উক্ত বিদ্যা সকল ছত্রিশপ্রকারে বিভক্ত। ছত্রিশ-প্রকারে ছত্রিশতত্ত্বরূপা। এই বিদ্যাকে ঐ ছত্রিশতত্ত্বের অতীতরূপে সর্ব্বদা ভাবিতে হয়। ক্লীবস্বরভিন্ন অকারাদি দশবিধ স্বর অব্যক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের বোধক। একাদশস্বর অনুস্বার সকল বিদ্যার প্রাণস্বরূপ। ৩১—৩৩।

অনন্তর শ্রীবিদ্যাযন্ত্র বলা যাইতেছে। মধ্যে একটি বিন্দু, তাহার বাহিরে ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে অষ্টকোণ, এই তিনটির নাম সংহারচক্র। তাহার বাহিরে দুইটি দশ-

---

(১) তেন জপাদৌ জপান্তে চ এবং সপ্তসপ্তকৃত্বো জপেদিত্যর্থঃ (আ০ বি০)। (২) ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং (ক টি) (৩) বাগ্‌ভবমিতি জপ্ত্বা জপেদিত্যধ্যাহৃত্যান্বয়ঃ। দীপনী চ মন্ত্রকূটেঽধিকাক্ষরসম্বন্ধঃ। তন্ত্রে—ছিন্না রুদ্ধা যে চ মন্ত্রাঃ প্রসুপ্তা মত্তা ভীতা মূর্চ্ছিতা বীর্য্যহীনাঃ। দগ্ধাঃ ত্রস্তাঃ শত্রুপক্ষস্থিতা যে বালা বৃদ্ধা গর্ব্বিতা যৌবনেন। যে নির্বীর্য্যা যে চ সত্ত্বে চ হীনাঃ খণ্ডীভূতাঃ শুদ্ধিমন্ত্রৈর্বিহীনাঃ। এতে দুষ্টা দীপনেনৈব যুক্তাঃ সর্ব্বে মন্ত্রা বীর্য্যবন্তো ভবন্তি। অপরদেবতানাং দীপনী পূর্ব্বমুক্তা। ইদমত্র বোধ্যম্—শ্রীবিদ্যায়াঃ সর্ব্বমন্ত্রেষু কূটষট্‌কব্যঞ্জনানাং সর্ব্বেষামকারসম্বন্ধোঽস্ত্যেব। যথা প্রথমলোপা-মুদ্রামধিকৃত্য যোগিনীহৃদয়ে "স্বরব্যঞ্জনভেদেন সপ্তত্রিংশৎপ্রভেদিনী" ইত্যাদি "তদ্বদেকাদশঃ পর" ইত্যন্তঃ উপরিলিখিতবচনসমূহঃ উল্লিখিতঃ। সপ্তত্রিংশদিতি বিশিষ্টবিদ্যামাদায়। ষট্‌ত্রিংশদিতি বিশিষ্টবিদ্যায়াঃ সর্ব্বরূপত্বাৎ ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ণানাং ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বরূপত্বমিতি ভাবঃ। শ্রীকণ্ঠেতি শ্রীকণ্ঠঃ প্রথমঃ স্বরঃ। তথাচ ক্লীবভিন্না অকারাদিস্বরাঃ অব্যক্তস্য ব্যঞ্জনস্য বাচকাঃ বোধকাঃ। তদ্বদেকাদশোঽনুস্বারোঽপীত্যর্থঃ। (আ০ বি০) (৪) বিন্দুমত্র্যস্রং তদ্বহিরষ্টকোণং তদ্বহির্দশকোণং তদ্বহিঃ পুনর্দশকোণং তদ্বহির্ব্বসুদলম্ অষ্টদলং তদ্বহিঃ ষোড়শদলপদ্মং তদ্বহিস্ত্রিভুবনত্রয়ং তদ্বহির্ভূপুরাত্মকরেখাত্রয়ম্ (ক টি)। (৫) দশারদ্বয়মিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

ভূসদনত্রয়ম্ চতুর্দ্বারসমাযুক্তমেতৎ সৃষ্ট্যাত্মকম্, তদুক্তং যামলে।—বিন্দুত্রিকোণ-বসুকোণ-দশারযুগ্মমন্বস্র-নাগ(১) দলসঙ্গতষোড়শারম্। বৃত্তত্রয়ঞ্চ ধরণীসদনত্রয়ঞ্চ শ্রীচক্ররাজমুদিতং পরদেবতায়াঃ। (২) চক্ররাজং সিন্দূরকুঙ্কুমাদিনা লিখিতম্। সুবর্ণরজতপঞ্চরত্নস্ফটিকতাম্রাদ্যুৎকীর্ণং (৩) বা কুর্য্যাৎ॥ ৩৪ ॥ শ্রীক্রমে।—অকৃত্বা সুসমাং রেখাং নালিখ্য সুসমং মুখম্। যোহত্র যন্ত্রে প্রবর্ত্তেত তস্য সর্ব্বং হরাম্যহম্ ॥ ৩৫ ॥ যস্যা যত্র স্থিতির্দ্দেবি তত্র তাং নার্চ্চয়েদ্‌যদি। তন্মাংসরুধিরেণৈব পারণা তস্য জায়তে ॥ ৩৬ ॥ পশোরালোকনং ন স্যাত্তথা কুরুত যত্নতঃ। যদি দৈবাৎ পশোরগ্রে লিখিতং বিদ্যতে ক্বচিৎ। মমাঙ্গক্ষতিরেবাত্র ক্রিয়তে পাপবুদ্ধিনা ॥ ৩৭ ॥ তথা ভূতভৈরবে।—যোহস্মিন্ যন্ত্রে মহেশানি কেশরাণি প্রকল্পয়েৎ।

শ্রীযন্ত্রম্ ।

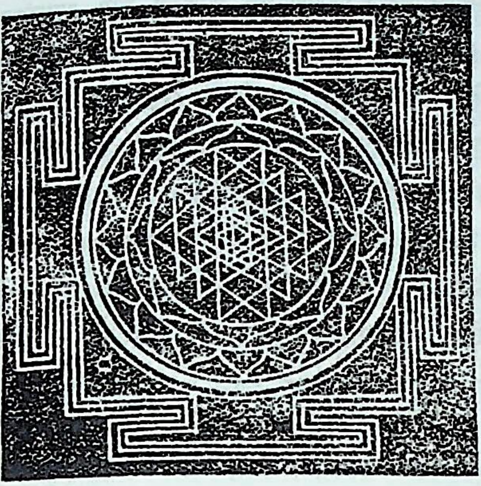

কোণ, তাহার বাহিরে চতুর্দ্দশকোণ,—এই তিনটি স্থিতিচক্র। তাহার বাহিরে অষ্টদলপদ্ম, তাহার বাহিরে ষোড়শদলপদ্ম, তাহার বাহিরে তিনটি বৃত্ত, তাহার বাহিরে তিনটি ভূগৃহ, তাহার বাহিরে চারিটি দ্বার,—ইহার নাম সৃষ্টিচক্র। যামলে ইহার প্রমাণ যথা—বিন্দু, ত্রিকোণ, অষ্টকোণ, দুইটি দশকোণ, (মনুশব্দে চতুর্দ্দশ) চতুর্দ্দশকোণ, অষ্টদলপদ্ম, ষোড়শদলপদ্ম, তিনটি বৃত্ত, তিনটি ভূগৃহ, শ্রীবিদ্যার এই শ্রীচক্ররাজ কথিত হইয়াছে। এই যন্ত্র সিন্দূর ও কুঙ্কুমাদিদ্বারা লিখিবে, কিম্বা সুবর্ণ, রজত, পঞ্চরত্ন, স্ফাটিক ও তাম্রাদি দ্বারা খোদিত করিয়া যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। ৩৪। শ্রীক্রমে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সমরেখা না করিয়া সমান মুখ অঙ্কিত না করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সর্ব্বস্ব আমি হরণ করি। হে দেবি! যে স্থলে যে দেবতার স্থিতি নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই স্থলে যদি সেই দেবতার পূজা না করা হয়, তাহা হইলে সেই দেবতার মাংস ও রুধিরদ্বারা সেই সাধকের পারণা হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে পশুভাবাবলম্বীর দৃষ্টিপাত না হয়, এইরূপ সতর্ক হইয়া যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। যদি দৈবাৎ কোন ব্যক্তি পশুর অগ্রে এই যন্ত্র লিখে তাহা হইলে সেই পাপিষ্ঠ সাধক

---

(১) নাগাঃ অষ্ট। (২) তথাচ স্তবরাজে "ভূগৃহং গুণরেখাঢ্যং বেদদ্বারোপশোভিতম্। ত্রিবৃত্তং ষোড়শদলং তথাষ্টদলকর্ণিকম্। শক্রকোণং দিগ্‌যুগঞ্চ বসুত্রিকোণবৈন্দবম্। এবমেতন্মহাযন্ত্রং শ্রীমহাত্রিপুরালয়ম্ ইতি (ক) পুস্তকে উদ্ধৃতপাঠঃ। (৩) আদিপদেন ত্রিলোহমুচ্যতে।

যোগিনীসহিতাস্তস্য হিংসাং কুর্ব্বন্তি ভৈরবাঃ॥ ইতি বচনান্নাত্র কেশরাণি॥ ৩৮॥ ন রাত্রাবঙ্কয়েদ্‌যন্ত্রং সাধকশ্চ কদাচন। প্রমাদাদঙ্কিতে যন্ত্রে শাপো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥ ৩৯॥ তত্রাপরাজিতাপুষ্পে করবীরে জবাসু চ। তত্র দেবী বসেন্নিত্যং তদ্‌যন্ত্রে পূজনং মম॥ ৪০॥ তথা স্বচ্ছন্দভৈরবে।—কুর্য্যাচ্চ স্থণ্ডিলে যন্ত্রং হস্তমাত্রং সুসুন্দরম্। রত্নাদিষু বিনির্ম্মাণে মানমিচ্ছাবশাদ্ভবেৎ। একতোলং দ্বিতোলং বা ত্রিতোলং বেদতোলকম্। ইতোঽধিকং নরঃ কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৪১॥ রক্তেন রজসাপূর্য্য শ্রীচক্রং ভুবি পূজয়েৎ। নশ্যন্তি সর্ব্ববিঘ্নানি প্রাপ্যন্তে চ যথেপ্সিতম্॥ ৪২॥ (১) দশভাগং সুবর্ণস্য তাম্রস্য দ্বিদশস্তথা। ষড়্‌দশং (২) রজতস্যাথ চৈতল্লৌহত্রয়ং ভবেৎ। চক্রেঽস্মিন্ পূজয়েদ্‌যো হি স সৌভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ। অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীনামধিপো জায়তেঽচিরাৎ॥ ৪৩॥ বিদ্রুমৈ রচিতে যন্ত্রে পদ্মরাগেঽথবা প্রিয়ে। ইন্দ্রনীলেঽথ বৈদূর্য্যে স্ফাটিকে মরকতেঽপি বা। ধনং পুত্রং তথা দারান্

আমার অঙ্গক্ষয় করে। ৩৫—৩৭। ভূতভৈরবে বলিয়াছেন—এই যন্ত্রের অঙ্কনকালে পদ্মের কেশর দিবে না, যদি কেহ পদ্মের কেশরকল্পনা করে, তাহা হইলে ভৈরবগণ যোগিনীদিগের সাহায্যে তাহার হিংসা করিয়া থাকেন; এই বচনে নিষেধ থাকায় এই যন্ত্রে কেশর অঙ্কন করিবে না। ৩৮। রাত্রিকালে এই যন্ত্র অঙ্কিত করিবে না। যদি কোন সাধক রাত্রিতে এই যন্ত্র অঙ্কিত করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দেবী অভিশাপ প্রদান করেন। ৩৯। অপরাজিতা, করবী ও জবাপুষ্পে দেবী সর্ব্বদা বাস করেন, এই কারণে সেই সেই যন্ত্রপুষ্পে দেবীর পূজা করিবে। ৪০। স্বচ্ছন্দভৈরবে বলিয়াছেন যে, স্থণ্ডিলের উপরে হস্ত-প্রমাণ করিয়া সুন্দর ভাবে এই যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। রত্নাদির উপরে এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে পরিমাণ ইচ্ছামত হইবে। রত্নাদি দ্বারা নির্ম্মাণস্থলে এক, দুই, তিন কিম্বা চারি তোলা পর্য্যন্ত রত্ন লইয়া যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে, ইহার অধিক পরিমাণে রত্ন লইয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে না। উহার অধিক পরিমাণে রত্ন লইয়া যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে সাধক প্রায়শ্চিত্তযোগ্য হয়। ৪১। ভূমিতে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া রক্তবর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা যন্ত্র পূরিত করত পূজা করিলে সাধকের সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশ হয় এবং ঈপ্সিত বিষয় লাভ হইয়া থাকে। ৪২। সুবর্ণ, তাম্র ও রজতকে ত্রিলৌহ বলে। দশভাগ সুবর্ণ, দ্বাদশভাগ তাম্র ও ষোড়শভাগ রজত ইহাকে ত্রিলোহ বলে, ইহা দ্বারা যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেবীর পূজা করিলে সাধক সৌভাগ্য লাভ করে এবং অচিরে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর হয়। ৪৩। প্রবাল, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীলমণি, নীলকান্তমণি, স্ফটিক অথবা মরকতমণিদ্বারা যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পূজা করিলে ধন, পুত্র, স্ত্রী ও যশঃ লাভ হয়।

---

(১) যত্র তু দশরত্তিকং সুবর্ণং তত্র তাম্রং বিংশদ্রত্তিকং রজতঞ্চ ষট্‌ত্রিকম্ এবমন্যত্র (খ) টী।

(২) ষড়্‌দশমিত্যত্র ষড়্‌গুণমিতি (খ) পাঠঃ।

যশাংসি লভতে ধ্রুবম্। তাম্রন্তু কান্তিদং প্রোক্তং সুবর্ণং শক্রনাশনম্। রাজতং ক্ষেমদঞ্চৈব স্ফাটিকং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥ এতদ্যন্ত্রমাত্রে জ্ঞেয়ম্ (১) ॥ ৪৪ ॥

অথ শ্রীচক্রনাশে (২) প্রায়শ্চিত্তম্।—দগ্ধঞ্চ স্ফুটিতং যন্ত্রং হৃতং চৌরেণ বা প্রিয়ে। উপবাসং প্রকুর্ব্বীত দিনমেকমতন্দ্রিতঃ। লক্ষমাত্রং জপেদ্বিদ্যাং হোমতর্পণপূর্ব্বকম্। সন্তক্ত্যা চ গুরুং তোষ্য ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ। লক্ষং জপ্ত্বা দশাংশতোহোমং তদ্দশাংশং তর্পণঞ্চ কুর্য্যাৎ। লক্ষমযুতমিত্যেকে ॥ ৪৫ ॥ কদাচিল্লুপ্তচিহ্নং বা স্ফুটিতাদিবিদূষণম্। ভগ্নং করোতি যো মর্ত্ত্যো মৃত্যুস্তস্য ধ্রুবং ভবেৎ। তস্মাচ্চ তীর্থরাজে বা গঙ্গাদিসরিতাং বরে। (৩) সমুদ্রে বা ক্ষিপেদ্দেবি চান্যথা দুঃখমাপ্নুয়াৎ। ইদন্তু যন্ত্রমাত্রবিষয়ম্ ॥ ৪৬ ॥

অথ শ্রীচক্রপাদোদকমাহাত্ম্যম্।—গঙ্গাপুষ্করনর্ম্মদাসু যমুনা-গোদাবরী-গোমতী-গঙ্গাদ্বার (৪) গয়া-প্রয়াগ-বদরী-বারাণসী-সিন্ধুষু। রেবা-সেতু-সরস্বতীপ্রভৃতিষু ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে তীর্থস্নানসহস্রকোটিফলদং শ্রীচক্রপাদোদকম্ (৫) ॥ ৪৭ ॥

তাম্রনির্ম্মিতযন্ত্রে দেবীর পূজা করিলে কান্তি, সুবর্ণনির্ম্মিতযন্ত্রে শত্রুনাশ, রজতনির্ম্মিতযন্ত্রে মঙ্গল এবং স্ফটিকনির্ম্মিতযন্ত্রে সর্ব্বকার্য্য-সিদ্ধি হয়। কেবল শ্রীচক্রে এই নিয়ম নহে, সকল প্রকার দেবদেবীর যন্ত্রেই এই প্রকার নিয়ম জানিবে। ৪৪।

অনন্তর শ্রীচক্র নষ্ট হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তবিধি বলা যাইতেছে, হে প্রিয়ে। যদি যন্ত্র দগ্ধ, স্ফুটিত অথবা চৌরকর্ত্তৃক অপহৃত হয়, তবে সাধক এক দিবস উপবাসী থাকিয়া দেবতার মন্ত্র লক্ষবার জপ করিবে এবং জপের দশাংশ হোম ও হোমের দশাংশ তর্পণ করিবে। তাহার পরে ভক্তিপূর্ব্বক গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। কেহ কেহ এই স্থলে লক্ষশব্দে অযুত অর্থ করিয়া থাকেন। ৪৫। যদি কেহ এই যন্ত্রের চিহ্ন লোপ বিদারণ বা যন্ত্র ভগ্ন করে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হয়; অতএব সেই নষ্ট যন্ত্র কোন উত্তম তীর্থে, গঙ্গা-প্রভৃতি নদীর জলে অথবা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে। ইহা না করিলে নানাপ্রকার দুঃখ পাইতে হয়। যে কোন যন্ত্রে এই নিয়ম জানিবে। ৪৬।

অনন্তর শ্রীচক্রপাদোদকমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—গঙ্গা, পুষ্কর, নর্ম্মদা, যমুনা গোদাবরী, গোমতী, হরিদ্বার, গয়া, প্রয়াগ, বদরিকাশ্রম, বারাণসী, সিন্ধু, রেবা, সেতুবন্ধ, সরস্বতী প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডে যত তীর্থ আছে, শ্রীচক্রপাদোদক-সেবনে সেই সকলতীর্থস্নানে যে ফল হয়, তদপেক্ষা সহস্র-কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। ৪৭।

---

(১) এতদ্যন্ত্রমাত্রবিষয়মিতি জ্ঞেয়ম্ (ক) পাঠঃ। (২) শ্রীচক্রাদিনাশে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) বিসর্জ্জনস্থানমাহ (খ টি)। (৪) হরিদ্বার ইতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ।

(৫) ভক্ষণে ইতি শেষঃ (খ টি) শ্রীচক্রেত্যুপলক্ষণং (ক) পুস্তকেঽধিকঃ পাঠঃ।

অথ শ্রীচক্রদর্শনফলম্।—সম্যক্ শতক্রতুন্ কৃত্বা যৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ। তৎ ফলং লভতে ভক্ত্যা কৃত্বা শ্রীচক্রদর্শনম্॥ ৪৮॥ ষোড়শংবা মহাদানং (১) কৃত্বা যল্লভতে ফলম্। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি কৃত্বা শ্রীচক্রদর্শনম্॥ ৪৯॥ সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থেষু স্নাত্বা যল্লভতে ফলম্। তৎ ফলং লভতে ভক্ত্যা কৃত্বা শ্রীচক্রদর্শনম্॥ ৫০॥

অথ সংক্ষেপশ্রীবিদ্যাপূজাপদ্ধতিঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং কর্ম্ম বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা (২) অস্য ত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্ত্তির্ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ ত্রিপুরসুন্দরী দেবতা বাগভবং বীজং কামরাজং কীলকং তার্ত্তীয়ং শক্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। তথা চ জ্ঞানার্ণবে।—বীজঞ্চ বাগ্‌ভবং শক্তিস্তার্ত্তীয়ং কীলকং ততঃ। কামরাজং মহেশানি বীজন্যাসস্ততঃ পরম্॥ তদ্‌যথা,—শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে বাগ্‌ভবায় বীজায় নমঃ। পাদয়োস্তার্ত্তীয়ায় শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে কামরাজায় কীলকায় নমঃ॥ তথা চ সময়াঙ্কে।—ত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্ত্তয়ে তথা। ঋষয়ে নমঃ শিরসি পঙ্‌ক্তয়ে ছন্দসে নমঃ। মুখে ত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমো হৃদি॥ ৫১॥ বাগ্‌ভবাদিস্বরূপং দক্ষিণামূর্ত্তৌ।—নিঃসরন্তি মহামন্ত্রা মহাগ্নের্ব্বিস্ফুলিঙ্গবৎ। তথৈব মাতৃকাবর্ণা নিঃসৃতা বাগভবাৎ প্রিয়ে। অতএব

অনন্তর শ্রীচক্রদর্শনের ফল বলা যাইতেছে।—যথাবিধি শত যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, ভক্তিপূর্ব্বক একবার শ্রীচক্রদর্শনে সেই ফল হইয়া থাকে। ৪৮। ষোড়শ মহাদান করিলে যে ফল লাভ হয়, একবার মাত্র শ্রীচক্রদর্শনে তাদৃশ ফল হইয়া থাকে। ৪৯। সার্দ্ধত্রিকোটি-তীর্থ- স্নানে যে ফল হয়, ভক্তিপূর্ব্বক একবারমাত্র শ্রীচক্রদর্শনে সেই ফল হইয়া থাকে। সকল চক্রেই এইরূপ জানিবে। ৫০।

অতঃপর সংক্ষেপে শ্রীবিদ্যাপূজাপদ্ধতি বলা যাইতেছে।—প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতির নিয়মে প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে মহেশ্বরি! বাগ্‌ভব ইহার বীজ, তৃতীয়কূট শক্তি, কামরাজ কীলক। তাহার পরে বীজন্যাস করিবে। সময়াঙ্কে বলিয়াছেন,—ত্রিপুরাসুন্দরীমন্ত্রের দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ," বলিয়া মস্তকে ন্যাস করিবে, "পঙ্‌ক্তয়ে ছন্দসে নমঃ" বলিয়া মুখে, এবং "ত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া হৃদয়ে ন্যাস করিবে। ন্যাস প্রণালী উপরে স্পষ্ট লিখিত আছে। ৫১। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায় বাগ্‌ভবাদিস্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন যথা,—বিশাল অগ্নিকুণ্ড হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ-রাশি নির্গত হয়, সেই প্রকার

---

(১) ষোড়শমহাদানানি ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(২) যস্য যো মন্ত্রস্তস্য বাগ্‌ভববীজমুচ্চার্য্য ন্যাসঃ কার্য্যঃ এবমন্যত্র। (খ টি)

তদেবাস্যা বাগ্‌ভবং বীজমুচ্যতে ॥ ৫২ ॥ যোষিৎপুরুষরূপেণ স্ফুরন্তী বিশ্বমাতৃকা (১)। মহামোহেন দেবেশি কীলয়ন্তী জগত্রয়ম্। অতস্তৎ কীলকং দেবি তেন সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা। পালয়ন্তী জগৎ সর্ব্বং তেনেয়ং শক্তিরুচ্যতে ॥৫৩॥ অথ বশিন্যাদিন্যাসঃ (২)। যথা—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ রবলূং বশিনী-বাগ্দেবতায়ৈ নমঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে। কং খং গং ঘং ঙং ক ল হ্রীং কামেশ্বরীবাগ্দেবতায়ৈ নমো ললাটে। চং ছং জং ঝং ঞং নবলীং মোদিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমো ভ্রূমধ্যে। টং ঠং ডং ঢং ণং য্লূং বিমলাবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ কণ্ঠে। তং থং দং ধং ধং নং জম্লীং অরুণাবাগ্‌দেবতায়ৈ নমো হৃদি। পং ফং বং ভং মং হ. স ল ব ঘূং জয়িনীবাগ্‌-দেবতায়ৈ নমো নাভৌ। যং রং লং ঝ মরয়ুং সর্ব্বেশ্বরীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমো মূলাধারে। শং ষং সং হং লং ক্ষং ক্ষমরীং কৌলিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ সর্ব্বাঙ্গে। তথা চ জ্ঞানার্ণবে।—অবর্গান্তে লিখেদ্বীজং বহ্নিকান্তক্ষমান্বিতম্। বামকর্ণবিভূষাঢ্যং বিন্দু-নাদান্তিকং প্রিয়ে। বশিনীং পূজয়েদ্বাচাং দেবতাং দেবি সুব্রতে। কবর্গান্তে মহেশানি কলহ্রীং বীজমুত্তমম্। কামেশ্বরীং সমুচ্চার্য্য বাগ্‌দেবীং পূজয়েত্ততঃ। চবর্গান্তে ধান্তফান্তক্ষমাতুর্য্যস্বরান্বিতম্। মোদিনীং পূজয়েদ্বাচং নাদবিন্দুবিভূষিতাম্। টবর্গান্তে বায়ুবীজং ভূমিপূর্ব্বং মহেশ্বরি। বামকর্ণেন্দুবিন্দ্বাঢ্যং বিমলাং বাগধীশ্বরীম্। তবর্গান্তে জমক্ষান্তং বামনেত্রবিভূষিতম্। বিন্দুনাদান্বিতং বীজং বাগ্‌দেবীমরুণাং যজেৎ।

বাগ্‌ভববীজ হইতে মাতৃকাবর্ণসমুদয় নির্গত হইয়াছে; এই কারণে বাগ্‌ভবই ইহাঁর বীজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৫২। বিশ্বমাতৃকা দেবী স্ত্রীপুরুষরূপে আবির্ভূতা হইয়া ত্রিজগতকে কামমোহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এই কারণে কামরাজকে কীলক বলা হইয়াছে। এই দেবী ত্রিভুবন পালন করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত ইহাঁকে শক্তি বলা হইল। ৫৩। তাহার পরে বশিন্যাদি ন্যাস করিবে। এই ন্যাসের মন্ত্র ও স্থান-নিয়ম উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—অবর্গের পর, বহ্নি (র) ও ক্ষমা (ল) তে বামকর্ণ (ঊকার) যোগ করিয়া তাহাতে বিন্দুযোগ করিলে যে বীজ হয় তাহা উল্লেখ করিয়া বশিনী বাগ্দেবতার পূজা করিবে। হে মহেশ্বরি! কবর্গের পরে কলহ্রীং এই বীজ উল্লেখ করিয়া কামেশ্বরী বাগ্দেবীর পূজা করিবে। চবর্গের পরে ধান্ত (ন) ফান্ত (ব) লকারে সবিন্দু ঈকার যোগ করিয়া মোদিনী বাগ্‌-দেবতার পূজা করিবে। হে মহেশ্বরি। টবর্গের পরে বায়ুবীজে (যকারে) লকার ও ঊকার যোগ করিয়া তাহাতে চন্দ্রবিন্দুযোগ করত তদন্তে বিমলা বাগ্‌দেবতার পূজা করিবে। তবর্গের পরে জম এবং 'ল' যোগ করিয়া তাহাতে বামনেত্র অর্থাৎ (ঈকার ও

---

(১) দেবীভার্য্যঃ। (২) আদিপদেন কামেশ্বর্য্যাদিপরিগ্রহঃ।

পবর্গান্তে বোমচন্দ্রক্ষ্মাতোয়ানিলসংযুতম্। উকারস্বরসংযুক্তং বিন্দুনাদকলান্বিতম্। জয়িনীং পূজয়েদ্বাচাং দেবতাং বীরবন্দিতে। যবর্গান্তে জান্তকালরেফবায়ুসমন্বিতম্। বামকর্ণেন্দুশোভাঢ্যং সর্ব্বেশীং পরিপূজয়েৎ। ক্ষমবহ্নিগতং তূর্য্যস্বরেণ পরিবেষ্টিতম্। নাদবিন্দুকলাক্রান্তং কৌলিনীং বাচমর্চ্চয়েৎ। শবর্গান্তে মহেশানি ন্যসেৎ সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে। শিরোললাটভ্রূমধ্যকণ্ঠহৃন্নাভিদেশকে। আধারে ব্যাহকে ন্যাসান্ বর্গৈরষ্টভিরাচরেৎ ॥৫৪॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—অং মধ্যমাভ্যাং নমঃ। আং অনামিকাভ্যাং নমঃ। সৌঃ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। অং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। আং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। সৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। এবং ঐং হৃদয়ায় নমঃ। ক্লীং শিরসে স্বাহা। সৌঃ শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হুং। ক্লীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সৌঃ অস্ত্রায় ফট্। ততো মূলেন ব্যাপকং কৃত্বা ধ্যায়েৎ ॥ ৫৫ ॥ বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্ব্বাহুাং ত্রিলোচনাম্। পাশাঙ্কুশশরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে (১)॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য, আনন্দোঽহমিতি বিভাব্য, শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ৫৬ ॥ যথা—শ্রীচক্রপুরতঃ স্ববামে ষট্‌কোণমধ্যে ত্রিকোণং (২) বিলিখ্য, তত্র ত্রিপদিকাং সংস্থাপ্য, মূলেন ষট্‌কোণং পূজয়েৎ। ততঃ ফড়িতি শঙ্খং প্রক্ষাল্য, তত্র গন্ধপুষ্পাদিকং নিঃক্ষিপ্য, মূলেন জলেনাপূর্য্য মণ্ডলাদিকং পূজয়েৎ। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ ইতি ত্রিপদি-

বিন্দুনাদ যোগকরত অরুণা বাগেবীর পূজা করিবে। পবর্গের পরে ব্যোম (হ) চন্দ্র (স) ক্ষ্মা (ল) তোয় (ব) ও অনিল (য) তাহাতে উকার ও বিন্দুযোগে যে বীজ হইবে,তাহার উচ্চারণ করিয়া জয়িনী বাগ্‌দেবতার পূজা করিবে। যবর্গের অন্তে জান্ত (ঝ) কাল (ম) (র) বায়ু (য) তাহাতে উকার ও চন্দ্রবিন্দু সন্নিবেশপূর্ব্বক সর্ব্বেশী বাগ্‌দেবতার পূজা করিবে। শবর্গের পরে ক্ষ ম ও রকারে ঈকার ও চন্দ্রবিন্দু যোগ করত কৌলিনী বাগ্‌দেবতার পূজা করিবে। মস্তক, ললাট, ভ্রূমধ্য, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভিদেশ, মূলাধার ও সর্ব্বাঙ্গে অষ্টবর্গের ন্যাস করিবে। এই ন্যাস করিলে সাধকের সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়।৭৪। তাহার পর করাঙ্গন্যাস করিবে। করাঙ্গন্যাস মূলে দ্রষ্টব্য। তাহার পর মূলমন্ত্রে সাতবার ব্যাপকন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে।৫৫। যথা,—নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, যাঁহার চারিটি বাহু, তিনটি নয়ন, যিনি চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, শর ও ধনুঃ ধারণ করিয়া আছেন, সেই শিবাকে আমি ভজনা করি। এই প্রকার ধ্যানের পর মানসোপচারে পূজা করিয়া অর্ঘ্যস্থাপন করিবে।৫৬। অর্ঘ্যস্থাপনের প্রণালী উপরে দ্রষ্টব্য। এই প্রকারে অর্ঘ্যস্থাপন পূর্ব্বক অর্ঘ্যজল প্রোক্ষণীপাত্রে অর্থাৎ কোশার জলে কিছু ঢালিয়া কোশার জলদ্বারা স্বীয় শরীর ও পূজোপকরণদ্রব্য অভ্যুক্ষণ করিবে। প্রোক্ষণীপাত্রের দক্ষিণে পাদ্যাদিপাত্র স্থাপন করিয়া আসনপূজা করিবে।

---

(১) ভজে ইতি (খ) পাঠঃ। (২) অধোমুখ মিতি শেষঃ (খ টি)।

কায়ায়, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ ইতি শঙ্খে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ইতি জলে। (তথাচ নিবন্ধে।—প্রণবস্ত ত্রিভির্ভাগৈর্ব্বহ্নিসূর্য্যেন্দুমণ্ডলান্ (১) ।) ততো গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। ইতি সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য হুমিত্যবগুণ্ঠ্য ষড়ঙ্গেন পূজয়েৎ। ততো ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য, মূলমষ্টধা জপ্ত্বা তজ্জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীতোয়ে নিঃক্ষিপ্য, তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষ্য তদ্দক্ষিণে পাদ্যাদিপাত্রং সংস্থাপ্যাসনপূজামারভেত ॥ ৫৭ ॥ যথা,—উপর্য্যুপরি যন্ত্রস্থ ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এবং (প্রকৃতয়ে (২)), কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, রসাম্বুধয়ে, রত্নদ্বীপায়. নন্দনোদ্যানায়, রত্নমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়। সর্ব্বত্র ওঁকারাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। পীঠোপরি বৈন্দবচক্রে হসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ। ততো বৈন্দবে হৈস্রং, হস্ক্লীং হসৌঃ ইতি মন্ত্রেণ মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য, ত্রিখণ্ডাং মুদ্রাং বদ্ধা. পুনর্ধ্যাত্বা, প্রবহন্নাসাপুটেন তেজোময়ং পুষ্পাঞ্জলাবানীয়, ওঁ মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে। সর্ব্বভূতহিতে মাতরেহেহি পরমেশ্বরি। ইতি মূর্ত্তৌ সংস্থাপ্য, আবাহনাদি-যথাশক্ত্যুপচারেণ পূজাং বিধায়, ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ ॥ ৫৮ ॥ অগ্নীশাসুরবায়ব্যমধ্যে দিক্ষু চ বাগ্ভবকূটমুচ্চার্য্য হৃদয়ায় নমঃ, কামরাজমুচ্চার্য্য শিরসে স্বাহা, শক্তিকূটমুচ্চার্য্য শিখায়ৈ বষট্, পুনর্ব্বাগ্ভবমুচ্চার্য্য কবচায় হুঁ, কামরাজমুচ্চার্য্য নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, শক্তিকূটমুচ্চার্য্য অস্ত্রায় ফট্। তথা চ জ্ঞানার্ণবে।—“অথাঙ্গাবরণং কুর্য্যাৎ শ্রীবিদ্যামন্ত্রসম্ভবম্।” ততো মধ্যপ্রাকৃত্র্যস্রমধ্যে গুরুপঙ্ক্তিং পূজয়েৎ। যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গুরুভ্যো নমঃ, এবং ৩ গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ ৩ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ৩ পরমগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ, ৩ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ৩ পরাপরগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ ৩ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ, ৩ পরমেষ্ঠিগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ,) (৩) ৩ আচার্য্যেভ্যো নমঃ ৩ আচার্য্যপাদুকাভ্যো নমঃ। সর্ব্বত্র ঐঁ হ্রীঁ শ্রীমিতি বীজত্রয়পূর্ব্বকং পূজয়েৎ। ততশ্চতুরস্রস্য প্রথমরেখায়াং ঐং হ্রীং শ্রীং অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং

আসনপূজাপ্রণালী উপরে দ্রষ্টব্য। বৈন্দবচক্রে হৈস্রং ইত্যাদি উপরি লিখিতমন্ত্রে দেবীর মূর্ত্তি কল্পনা করত ত্রিখণ্ডামুদ্রা বন্ধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া বায়ুনিঃসারী নাসাপুটদ্বারা পুষ্পাঞ্জলিতে তেজ আনিয়া ওঁ মহাপদ্মবনান্তঃস্থে ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে মূর্ত্তিতে ঐ পুষ্পাঞ্জলিসহ তেজ স্থাপন করিবে। তাহার পরে আবাহনাদিপূর্ব্বক যথাসম্ভব উপচারদ্বারা পূজা করিয়া ষড়ঙ্গের পূজা করিবে।৫৭।৫৮। অগ্নিকোণে, ঈশানকোণে, নৈর্ঋতকোণে, বায়ুকোণে, মধ্যে ও চারিদিকে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। যথা,—ক এ ঈ ল হ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ, হ স ক হ ল হ্রীং শিরসে স্বাহা, স ক ল হ্রীং শিখায়ৈ

---

(১) নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োঃ। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।
(৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

পূজয়ামি নমঃ। এবং মধ্যরেখায়াং ৩ ব্রহ্মাণ্যাদ্যষ্টদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অন্তরেখায়াং ৩ সর্ব্বসংক্ষোভিণ্যাদিমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। সর্ব্বত্রাবরণপূজায়াং শ্রীপাদুকাপদপ্রয়োগঃ। তথা চ জ্ঞানার্ণবে।—শ্রীপদং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য পাদুকাপদমুদ্ধরেৎ। পূজয়ামি নমঃ পশ্চাৎ পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ। চক্রাগ্রে ৩ ত্রিপুরাচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র ত্রৈলোক্যমোহনচতুরস্রচক্রে ত্রিপুরাচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা অণিমাদ্যাঃ প্রকটযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু, ইত্যর্ঘ্যজলেন মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ॥ ৫৯॥ ত্রিপুরাপদব্যুৎপত্তিস্তু বারাহীয়ে।—ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যৈস্ত্রিদশৈরর্চ্চিতা পুরা। ত্রিপুরেতি তদা নাম কথিতং দৈবতৈরপি (১)॥ ৬০॥ তর্পণন্তু বামহস্তকৃততত্ত্বমুদ্রয়া (২)। তথা চ স্বতন্ত্রে।—অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগাদ্বামহস্তস্য পার্ব্বতি। তর্পয়েৎ সুন্দরীং দেবীং সমুদ্রাঞ্চ সবাহনাম্॥ ৬১॥ ততঃ ষোড়শপত্রেষু ঐং হ্রীং শ্রীং অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কামাকর্ষিণ্যাদিষোড়শনিত্যাকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে ৩ ত্রিপুরেশীশ্রীচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র সর্ব্বাশাপরিপূরকে ষোড়শদলচক্রে ত্রিপুরেশীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ কামাকর্ষিণ্যাদ্যা গুপ্তযোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ততোঽষ্টদলে ৩ অনঙ্গকুসুমাদ্যষ্টদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে ৩ ত্রিপুরসুন্দরীচক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র সর্ব্বসংক্ষোভকরে অষ্টদলচক্রে ত্রিপুরসুন্দরীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা অনঙ্গকুসুমাদ্যা গুপ্ততরযোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ততশ্চতুর্দ্দশারচক্রে ৩ সর্ব্বসংক্ষোভিণ্যাদিচতুর্দ্দশ-

বষট্, ক এ ঈ ল হ্রীঁ কবচায় হুঁ, হ স ক হ ল হ্রীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, সকলহ্রীং অস্ত্রায় ফট্; এইরূপে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া উপরিলিখিত প্রণালীতে আবরণপূজা করিবে। ৫৯। বারাহীতন্ত্রে ত্রিপুরাশব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। যথা—পুরাকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি ত্রিদশগণ ইহার আরাধনা করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহাঁর নাম ত্রিপুরা হইয়াছে। দেবতাদিগের নাম ত্রিদশ ইহাতেও ত্রি আছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতা ঐ ত্রিদশগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া পূজা করিয়াছিলেন—এই জন্য ত্রি-পুরা নাম। ৬০। বামহস্তে তত্ত্বমুদ্রা বন্ধন করিয়া তর্পণ করিবে। তত্ত্বমুদ্রার প্রমাণ স্বতন্ত্রতন্ত্রে বলিয়াছেন, যথা—বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাঙ্গুলী একত্র যুক্ত করিলেই তত্ত্বমুদ্রা হয়, ঐ তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা সমুদ্রা সবাহনা দেবীর পূজা করিবে। ৬১। তাহার পরে ষোড়শদলে ঐং হ্রীং শ্রীং ইত্যাদি বীজ আদিতে যোগ করিয়া ষোড়শনিত্যাকলা, চক্রাগ্রে ত্রিপুরেশীচক্রনায়িকা, অষ্টদলে অনঙ্গকুসুমাদি অষ্টনায়িকা, পুনর্ব্বার চক্রাগ্রে ত্রিপুরসুন্দরীচক্রনায়িকা, চতুর্দ্দশকোণচক্রে সর্ব্বসংক্ষোভিণ্যাদি

---

(১) দৈবতৈস্তৱ ইতি (খ) পাঠঃ। (২) বামহস্তেন ইতি (খ) পাঠঃ।

দেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে ৩ ত্রিপুরবাসিনীচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র সর্ব্বসৌভাগ্যদায়কে চতুর্দ্দশারচক্রে ত্রিপুরবাসিনীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্ব্বসংক্ষোভিণ্যাদিশক্তয়ঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। বহির্দ্দশারচক্রে ৩ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে ৩ ত্রিপুরাশ্রীচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র সর্ব্বার্থসাধকে বহির্দ্দশারচক্রে ত্রিপুরাচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাদিদেব্যঃ কুলকৌলিনীযোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। অন্তর্দ্দশারচক্রে ৩ সর্ব্বজ্ঞাদিদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে ৩ ত্রিপুরমালিনীচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র সর্ব্বরক্ষাকরান্তর্দ্দশারচক্রে ত্রিপুরমালিনীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্ব্বজ্ঞাদ্যা দেব্যো নিগর্ব্বযোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। অষ্টারচক্রে ৩ বশিন্যাদ্যষ্টবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে ৩ ত্রিপুরাসিদ্ধাচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র সর্ব্বরোগহরাষ্টারচক্রে ত্রিপুরসিদ্ধাচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা বশিন্যাদ্যা রহস্যযোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। তত্রান্তরালত্র্যস্রে মূলষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। ততোহগ্রকোণে ৩ কামেশ্বরীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দক্ষিণকোণে ৩ বজ্রেশ্বরীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামকোণে ৩ ভগমালিনীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে ৩ ত্রিপুরাম্বিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে ত্র্যস্রচক্রে বাণচাপপাশাঙ্কুশবিভূষিতান্তরালে ত্রিপুরাম্বিকাচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ কামেশ্বর্য্যাদ্যাঃ রহস্যাতিরহস্যযোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ততো বিন্দুমধ্যে ৩ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি ত্রিবারং পূজয়েৎ। বামে ৩ যোনিমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে ৩ ত্রিপুরভৈরবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র সর্ব্বানন্দময়ে পরংব্রহ্মস্বরূপিণি বৈন্দবে চক্রে ত্রিপুরভৈরবীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্ব্বচক্রেশ্বরীযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ

চতুর্দ্দশ দেবী, চক্রাগ্রে ত্রিপুরবাসিনীচক্রনায়িকা, বহির্দ্দশারচক্রে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী, চক্রাগ্রে ত্রিপুরাশ্রীচক্রনায়িকা, অন্তর্দ্দশারচক্রে সর্ব্বজ্ঞাদি দেবী, চক্রাগ্রে ত্রিপুরমালিনীচক্রনায়িকা, অষ্টকোণচক্রে বশিনী প্রভৃতি অষ্টবাগ্দেবতা এবং চক্রাগ্রে ত্রিপুরসিদ্ধাচক্রনায়িকার পূজা করিবে। তাহার পরে মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণচক্রে পূর্ব্ববৎ মূলদেবতার ষড়ঙ্গপূজা করিবে। অনন্তর অগ্রকোণে কামেশ্বরীনিত্যা, দক্ষিণকোণে বজ্রেশ্বরীনিত্যা, বামকোণে ভগমালিনীনিত্যা ও চক্রাগ্রে ত্রিপুরাম্বিকার পূজা করিয়া বিন্দুমধ্যে মহাত্রিপুরসুন্দরীনিত্যার তিনবার পূজা করিবে। অনন্তর বামভাগে যোনিমুদ্রা ও চক্রাগ্রে ত্রিপুরভৈরবীচক্রনায়িকার পূজা করিবে। এই সকল দেবতার পূজাতে প্রত্যেক দেবতার নামের আদিতে 'ঐং হ্রীং শ্রীং' এই বীজত্রয় এবং অন্তে 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি

সন্তু ইতি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ ॥ ৬২ ॥ ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথাচ রামকেশ্বরতন্ত্রে।—তত্র স্থিত্বা জপেল্লক্ষং সাক্ষাদ্দেবীস্বরূপধৃক্। কিংশুকৈর্হবনং কুর্য্যাদ্দশাংশঞ্চ বরাননে। কুসুম্ভকুসুমৈর্ব্বাপি মধুরত্রয়মিশ্রিতৈঃ ॥ ৬৩ ॥

অথ শ্রীবিদ্যাবিশেষপদ্ধতিঃ। যথা—ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায়, মুক্তস্বাপো রাত্রিবাসঃ পরিত্যজ্য, গুরুং যথোক্তরূপং ধ্যাত্বা, ঐ হ্রীং শ্রীং হসখফ্রেং হসক্ষমন—[illegible] চসক্ষমলবরযীং হেসৌঃ শ্রীঅমুকানন্দনাথ (১) শ্রীপাদুকাং পূজায়ামি, স্ত্রী চেদ্গুরুঃ অমুকশক্ত্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি স্মৃত্বা মানসৈর্গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ। যথা—(ঐং) (২) হ্রীং শ্রীং লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ। কনিষ্ঠাভ্যাম্। এবং ৩ হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি নমঃ। অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্। ৩ যং বায়াত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি নমঃ। তর্জ্জনীভ্যাম্। ৩ রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং সমর্পয়ামি নমঃ। মধ্যমাভ্যাম্। ৩ অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নমঃ। অনামিকাভ্যাং। ৩ ঐং তাম্বূলং সমর্পয়ামি নমঃ। ইত্যঙ্গুলিনা তাম্বূলম্ ॥ যথা বিশুদ্ধেশ্বরে।—এবং ধ্যাত্বা পুনশ্চৈবং পঞ্চভূতাত্মকৈর্যজেৎ। গন্ধতত্ত্বং পার্থিবঞ্চ কনিষ্ঠাঙ্গুলিযোগতঃ। শব্দময়ং মহাপুষ্পং প্রথমাঙ্গুলিযোগতঃ। বায়্বাত্মকং মহাধূপং তর্জ্জনীভ্যাং নিযোজয়েৎ। তেজোরূপং মহাদীপং মধ্যমাদ্বয়যোগতঃ।

নমঃ' এইরূপ উল্লেখ করিয়া পূজা করিবে। ৬২। তাহার পরে ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। রামকেশ্বরতন্ত্রে বলিয়াছেন,—লক্ষ জপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। লক্ষ মন্ত্রজপ করিয়া ত্রিমধুযুক্ত পলাশপুষ্প কিম্বা কুসুম্ভপুষ্পদ্বারা জপের দশাংশ (দশহাজার) হোম করিতে হইবে। ৬৩।

অতঃপর শ্রীবিদ্যাপূজার বিশেষপদ্ধতি লিখিত হইতেছে।—ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক উঠিয়া রাত্রিবাস ত্যাগ করিবে। তাহার পরে যথোক্তরূপে গুরুর ধ্যান করিয়া ঐং হ্রীং শ্রীং ইত্যাদি মন্ত্রে গন্ধাদিদ্বারা মানসপূজা করিবে। মন্ত্রমধ্যে 'অমুকানন্দনাথ' স্থলে গুরুর নাম এবং স্ত্রী গুরু হইলে 'অমুকশক্ত্যম্বা'স্থলে স্ত্রীগুরুর নাম উল্লেখ করিবে, এই পূজাতে কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা গন্ধ, অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীদ্বারা পুষ্প, তর্জ্জনী অঙ্গুলীযোগে ধূপ, মধ্যমাযোগে দীপ, অনামাযোগে নৈবেদ্য এবং করাঙ্গুলিযোগে তাম্বুল নিবেদন করিবে। এই পূজাতে শরীরস্থ পঞ্চভূতকে গন্ধাদিরূপে কল্পনা করিয়া অর্পণ করিবে। গন্ধাদি প্রদানের বাক্য মূলে লিখিত আছে। বিশুদ্ধেশ্বরে বলিয়াছেন,—এইরূপে ধ্যান করিয়া পঞ্চভূতময় উপচার দ্বারা পূজা করিবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলিযোগে পার্থিব

---

(১) গুরুনাম ন ভাষেত পূজাকালাদৃতে প্রিয়ে। শ্রীনাথদেবস্বামীতি বন্দনে সাধনে বদেৎ (খটি)।

(২) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

নমস্কারেণাঞ্জলিনা তাম্বূলে বাগ্‌ভবং স্মৃতম্ ॥ সর্ব্বত্র স্বস্ববীজান্তে নমস্কারেণ যোজয়েৎ। প্রথমাঙ্গুলির্ব্বদ্ধা। স্বস্বজীবান্তে তত্তদ্ভূতবীজান্তে ॥ ৬৪ ॥ ততো যোন্যঞ্জলিমুদ্রে প্রদর্শ্য, নমস্কৃত্য, স্তুতিং কুর্য্যাৎ ;—অখণ্ডমণ্ডলাকারমিত্যাদি। শেষং সামান্যপূজাপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ কুর্য্যাৎ ॥ ৬৫ ॥

অথ শ্রীবিদ্যায়াং বিশেষস্নানম্।—বৈদিকস্নানং বিধায়, (আচমনং কৃত্বা (১)) ষড়ঙ্গানি বিধায়, ক্রোমিত্যঙ্কুশমুদ্রয়া সবিতৃমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য মূলবিদ্যাশক্তিবীজমুচ্চার্য্য, যোনিমুদ্রাং তজ্জলে নিক্ষিপ্য, ধেনুযোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য, মূলবাগ্‌ভববীজেন দশবারমভিমন্ত্র্য, আনন্দামৃতবারিমধ্যস্থাং দেবীং বিচিন্ত্য, মূলবিদ্যয়া সপ্তবারমভিমন্ত্র্য, তন্মুখারবিন্দনির্গতামৃতধারাবুদ্ধ্যা মূলেন সপ্তবারমাত্মানমভিষিচ্য, পুনরেকবিংশতিবারং মূলবিদ্যামুচ্চরন্ তজ্জলে দেবীপাদারবিন্দাধোগলদমৃতধারয়া ত্রিবারং নিমজ্জ্য, উত্থায় পুনর্যোনিমুদ্রয়া সপ্তবারং ত্রিবারং বা শিরস্যভিষেকং বিধায়, তত্রৈবাচম্য, তীরমাগত্য, অনুপহতে বাসসী পরিধায়, মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিতশুদ্ধযজ্ঞীয়ভস্মনা ত্রিপুণ্ড্রং ত্রিরেখাত্মকমর্দ্ধচন্দ্ররূপম্ বিধায়, পূর্ব্ববৎ শ্রীগুরুং স্মৃত্বা, তান্ত্রিকাঘমর্ষণান্তং কর্ম্ম কৃত্বা, তর্পণং কুর্য্যাৎ ॥ ৬৬ ॥ তথাচ,—ষড়ঙ্গান্যপি বিন্যস্য তীর্থমঙ্কুশমুদ্রয়া। ক্রোং-মন্ত্রেণ সমাকৃষ্য ততঃ সবিতৃমণ্ডলাৎ। শক্তিবীজং সমুচ্চার্য্য নিঃক্ষিপেদ্‌যোনিমুদ্রয়া। ধেনুমুদ্রাং যোনিমুদ্রাং ততস্তত্র প্রদর্শয়েৎ ॥ ৬৭ ॥ মূলবাগ্‌ভববীজেন মন্ত্রয়িত্বাথ দেবতাম্। আনন্দামৃতবারীণাং

গন্ধতত্ত্ব, দুই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শব্দময় উত্তমপুষ্প, দুই তর্জ্জনীদ্বারা বায়ুরূপ মহাধূপ, দুই মধ্যমাদ্বারা তেজোময় মহাদীপ এবং নমস্কারপূর্ব্বক অঞ্জলিদ্বারা তাম্বূল নিবেদন করিবে। সর্ব্বত্র নিবেদনে স্বস্ববীজমন্ত্রের উল্লেখ ও অন্তে নমঃপদ প্রয়োগ করিবে। ৬৪। তাহার পরে যোনিমুদ্রা ও অঞ্জলি প্রদর্শন করিয়া ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ এই মন্ত্রে গুরুকে নমস্কারপূর্ব্বক স্তুতি পাঠ করিবে। অবশিষ্ট কার্য্য সামান্যপূজাপদ্ধতিনিয়মে করিবে।৬৫।

অনন্তর শ্রীবিদ্যার বিশেষ স্নানবিধি বলা যাইতেছে।—অগ্রে বৈদিকস্নান করিয়া আচমনপূর্ব্বক ক এ ঈ ল হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, স হ ক হ ল হ্রীং শিরসে স্বাহা, স ক ল হ্রীং শিখায়ৈ বষট্, ক এ ঈ ল হ্রীং কবচায় হুং, স হ ক হ ল হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, স ক ল হ্রীং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এইরূপে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। অনন্তর ক্রোং এই মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া স ক ল হ্রীং এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই জলে যোনিমুদ্রা নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ক এ ঈ ল হ্রীং এই মন্ত্রে দশবার অভিমন্ত্রিত করিয়া দেবীকে আনন্দামৃতবারিমধ্যস্থা

---

(১) ভ্রান্তি বন্ধনীপাঠঃ। বন্ধনীমধ্যে আচম্য সঙ্কল্পং কৃত্বা ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

মধ্যস্থাং পরিচিন্তয়েৎ। মূলেন বিদ্যয়া দেবি সপ্তবারাভিমন্ত্রণম্। দেবীমুখারবিন্দাচ্চ (১) নির্গতামৃতধারয়া। সপ্তকৃত্বো জপেদ্বিদ্যামভিষিঞ্চেৎ স্বকাং তনুম্ ॥ ৬৮ ॥ একবিংশতিবারাণি জপেদ্বিদ্যামনন্তরম্। দেবীপাদারবিন্দাধো নিমজ্জ্যোত্তীর্য্য সাধকঃ। (যোনিনা চ তথা দেবি মূর্দ্ধ্নি সেকং সমাচরেৎ। ত্রিঃ সপ্ত বা তথা বারান্ সেচয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৬৯ ॥ ততস্তীরং সমাসাদ্য কর্ম্ম কুর্য্যাদ্ যথেপ্সিতম্ (২)।) উচিতে বাসসী পশ্চাৎ পরিদধ্যাদনন্তরম্ ॥ ৭০ ॥ আচম্য প্রাঙ্মুখো ভূত্বা (৩) মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্। ধৃত্বা ভালতলে ভস্ম পূর্ব্ববৎ শ্রীগুরুং স্মরেৎ ॥ ৭১ ॥ (৪) সূর্য্যমণ্ডলবাসিন্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ (৫) পরম্। অর্ঘ্যমঞ্জলিমাদায় গায়ত্র্যা চ ত্রিরুৎক্ষিপেৎ; যথাশক্তি জপেদ্দেবীং গায়ত্রীং তদনন্তরম্ ॥ ৭২ ॥ তর্পণার্থং সমাচম্য প্রাণানায়ম্য সাধকঃ। বহ্নন্ রুদ্রাং-

চিন্তা করত সাতবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। সেই জলকে দেবীর মুখারবিন্দনির্গত অমৃতধারা ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই জল দ্বারা সপ্তবার স্বীয় মস্তকে অভিষেক করিয়া পুনর্ব্বার একবিংশতিবার মূলবিদ্যার মন্ত্র উচ্চারণ করত সেই জলে দেবীর পদারবিন্দগলিত অমৃত ধারা মনে করিয়া তিনবার ডুব দিবে। অনন্তর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যোনিমুদ্রা দ্বারা সপ্তবার কিম্বা তিনবার স্বীয় মস্তকে জলসেক করিয়া আচমনপূর্ব্বক তীরে আসিয়া বিশুদ্ধ বস্ত্রযুগল পরিধান করত মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত বিশুদ্ধ যজ্ঞীয় ভস্মদ্বারা ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকার তিনটি রেখারূপ ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া পূর্ব্ববৎ গুরুদেবকে স্মরণ করত তান্ত্রিক অঘমর্ষণপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া তর্পণ করিবে। প্রমাণে আছে,—ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে ক্রোং এই মন্ত্রে তীর্থ আকর্ষণপূর্ব্বক শক্তিবীজ উচ্চারণ করিয়া যোনিমুদ্রাদ্বারা নিক্ষেপ করিবে। তাহার পরে ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা দেখাইবে। মূলমন্ত্রের বাগভববীজদ্বারা দেবতাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক আনন্দামৃতবারি-মধ্যবর্ত্তিনী চিন্তা করিবে। মূলমন্ত্র সাতবার জপ করত দেবীমুখপদ্মনির্গত অমৃতধারাদ্বারায় আপনাকে অভিষিক্ত করিবে। অনন্তর একুশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। দেবীর পাদপদ্মের তলে মজ্জনপূর্ব্বক উত্থান করিয়া যোনিমুদ্রাদ্বারা তিনবার বা সাতবার মস্তকে জলসেক করিবে। তাহার পরে তীরে আসিয়া যথাভিলষিত বস্ত্রযুগল পরিধান ও আচমনপূর্ব্বক ললাটে ভস্মত্রিপুণ্ড ধারণ করিয়া শ্রীগুরুর স্মরণ করিবে। ৬৬—৭১। তাহার পর সূর্য্যমণ্ডলবাসিন্যৈ শ্রীমাত্রিপুরসুন্দরীদেবতায়ৈ নমঃ এই বলিয়া অর্ঘ্যের জন্য অঞ্জলি লইয়া এই দেবতার গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে তিনবার নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর যথাশক্তি গায়ত্রী জপ করিবে। তাহার পর তর্পণের নিমিত্ত আচমনপূর্ব্বক প্রাণায়াম

---

(১) দেবীপাদারবিন্দার্চ্চন ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (২) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োঃ মুদ্রিত (খ) পুস্তকে চ নাস্তি। (৩) প্রাঙ্মুখাসীন ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৪) মুদ্রিত (খ) পুস্তকে "তর্জ্জন্যো রজতং ধার্য্যং স্বর্ণং ধার্য্যমনাময়োঃ। এষ এব কুশঃ শাক্তে. ন দর্ভো বনসম্ভবঃ।" ইত্যধিকঃ পাঠঃ। (৫) নম ইত্যত্র ততঃ ইতি মুদ্রিতপুস্তকান্তরপাঠঃ।

স্তথাদিত্যাংস্তথৈবাঙ্গিরসং ততঃ। দেবান্ গাশ্চ (১) ততো ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রান্ গ্রহানপি। লোপামুদ্রামহল্যাঞ্চানসূয়ামৃষিতীর্থকৈঃ। নক্ষত্ররাশিযোগাংশ্চ করণানি যথাক্রমম্। চতুর্থীবহ্নিজায়ান্তং দেবতীর্থেন তর্পয়েৎ ॥ ৭৩ ॥ মরীচিমত্রিং পুলহং পুলস্ত্যং ক্রতুমেব চ। বশিষ্ঠঞ্চ ভরদ্বাজং গৌতমাগস্ত্যনামকৌ। অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ পিতৃংশ্চ স্বপিতৃক্রমাৎ ত্রিধা ভেন্তান হৃদন্তাংশ্চ পিতৃতীর্থেন তর্পয়েৎ ॥ ৭৪ ॥ ভৈরবান্ ক্ষেত্রপালাংশ্চ কুমারীযোগিনীগণম্। ভূতানি সর্ব্বসত্বানি তৃপ্যন্ত্বন্তানি তর্পয়েৎ। ততো দেবীং তর্পয়েৎ ॥ ৭৫ ॥ দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্।—তর্পণন্তু শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষিপিতৃপূর্ব্বকম্ ॥ ৭৬ ॥ তস্মিন্ জলে ত্রিকোণবৃত্তং চতুরস্রং বিভাব্য গণেশবটুকৌ চক্রবামদক্ষিণতঃ (২) সন্তর্প্য, ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রান্তরালে ঈশানাদিবায়ব্যান্তাং বক্ষ্যমাণগুরুপঙ্‌ক্তিং তর্পয়েৎ। ততস্ত্রিকোণমধ্যে সাধ্যসিদ্ধাসনমন্ত্রৈর্ব্বক্ষ্যমাণৈঃ সন্তর্প্য জলে ভগবতীমাবাহ্য, পরমামৃতধারয়া ত্রিবারং পূর্ব্বোক্তক্রমেণ সন্তর্প্য, ত্রিকোণেষু কামেশ্বর্য্যাদিদেবীত্রয়ং বক্ষ্যমাণস্ময়বিদ্যয়া (৩) সন্তর্প্য, চতুরস্রকোণেষঙ্গদেবতাস্তর্পয়েৎ। ততঃ আবরণদেবতানাং তর্পণম্। ততঃ

করিয়া তর্পণ করিবে। যথা—ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা, রুদ্রেভ্যঃ স্বাহা, আদিত্যেভ্যঃ স্বাহা অঙ্গিরসে স্বাহা, দেবেভ্যঃ স্বাহা, গোভ্যঃ স্বাহা, ব্রহ্মণে স্বাহা, বিষ্ণবে স্বাহা, রুদ্রায় স্বাহা, গ্রহেভ্যঃ স্বাহা, লোপামুদ্রায়ৈ স্বাহা, অহল্যায়ৈ স্বাহা, অনসূয়ায়ৈ স্বাহা। ঋষিতীর্থ দ্বারা এই তর্পণ করিবে। নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহা, রাশিভ্যঃ স্বাহা, যোগেভ্যঃ স্বাহা, করণেভ্যঃ স্বাহা। এই সকল তর্পণ দৈবতীর্থে করিবে। ৭২।৭৩। অনন্তর ওঁ মরীচয়ে নমঃ, এইরূপে অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ,ভরদ্বাজ, গৌতম,অগস্ত্য এবং অগ্নিষ্বাত্ত,বর্হিষদ এই দিব্যপিতৃগণকে নিজ পিতৃক্রমে পিতৃতীর্থে তিনবার করিয়া তর্পণ করিবে। ৭৪। অনন্তর ভৈরবাস্তৃপ্যন্তু, ক্ষেত্রপালাস্তৃপ্যন্তু, কুমার্য্যস্তৃপ্যন্তু যোগিন্যস্তৃপ্যন্তু, ভূতানি তৃপ্যন্তু, সর্ব্বসত্বানি তৃপ্যন্তু, এই সকল তর্পণ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীমত্ত্রিপুরসুন্দরীং তর্পয়ামি নমঃ, এই বলিয়া দেবীর তর্পণ করিবে। ৭৫। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায় বলিয়াছেন,—পবিত্র ভাবে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণকে এইরূপ ক্রমে তর্পণ করিবে। ৭৬। তাহার পরে জলে ত্রিকোণ বৃত্ত ও চতুষ্কোণ ভাবনা করিয়া চক্রের বামে ওঁ গণেশং তর্পয়ামি, চক্রের দক্ষিণে ওঁ বটুকং তর্পয়ামি, এইরূপ তর্পণ করিয়া অগ্রে ত্রিকোণ তাহার বাহিরে বৃত্ত তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ ভাবনা করত তন্মধ্যে ঈশান হইতে বায়ুকোণপর্য্যন্ত গুরুপঙ্‌ক্তির তর্পণ করিবে। অনন্তর ত্রিকোণমধ্যে নিম্নলিখিত সাধ্য, সিদ্ধ ও আসনমন্ত্রে তর্পণ করিয়া জলে ভগবতীর আবাহনপূর্ব্বক পরমামৃতধারায় পূর্ব্বোক্তপ্রকারে তিনবার দেবীর তর্পণ করিবে। অনন্তর

---

(১) দেবা নাগা ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (২) চক্রদক্ষিণবামতঃ ইতি মুদ্রিতপাঠঃ।

(৩) উপাস্যমানবিদ্যয়া ত্রিকূটেন কামেশ্বর্য্যাদিদেবীত্রয়ং পূজয়েৎ। (খ টি)

সূর্য্যায়ার্ঘ্যং দত্ত্বা হংসঃ সোঽহমিত্যুপস্থামং কৃত্বা, সবিতৃমণ্ডলে তীর্থং বিসৃজ্য নিয়তবচনো যাগস্থানমাগচ্ছেদিতি ॥ ৭৭ ॥ যাগস্থানন্তু কালীকুলসদ্ভাবে।—অরণ্যং স্বল্পকামানাং সিদ্ধার্থং পূজনে (১) হিতম্। নিষ্কামাণাং মুমুক্ষূণাং গৃহে শস্তং সদার্চ্চনম্। ঋষীণাং মুনিমুখ্যানাং দীক্ষিতানাং দ্বিজন্মনাম্। গৃহেঽপি যজনং শস্তং রসৈর্ব্বার্ক্ষৈক্ষুসম্ভবৈঃ ॥ ৭৮ ॥ কুলার্ণবে।—একান্তে নির্জ্জনে রম্যে দেশে বাধাবিবর্জ্জিতে। সুখাসনসমাসীনঃ প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ (২) ॥ ৭৯ ॥ (৩)

তত্রাদৌ সূর্য্যপূজা। তদুক্তং রুদ্রযামলে। আদিত্যং পূজয়েদাদৌ প্রত্যক্ষং লোকসাক্ষিণম্। অন্যথা নৈব সিদ্ধিঃ স্যাৎ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৮০ ॥ বৃহৎস্তবরাজেঽপি।—স্নানন্তু বিধিবৎ সন্ধ্যাং তর্পণং সূর্য্যপূজনম্। কৃত্বা পূজালয়ে চাত্র পঞ্চমীং পূজয়াম্যহমিতি ॥ ৮১ ॥ ততো গৃহদ্বারি গত্বা ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। ইত্যনেনাচম্য সামান্যার্ঘ্যং বিধায় দ্বারপূজাং কুর্য্যাৎ। তদ্যথা,—বালয়া দ্বারমভ্যুক্ষ্য, দক্ষিণবামপার্শ্বয়োরুপর্য্যধঃ ঐং হ্রীং শ্রীং গাং গণপতয়ে

ত্রিকোণে কামেশ্বরী প্রভৃতি তিন দেবীকে তর্পণ করিয়া চতুরস্রকোণে অঙ্গদেবতার তর্পণ করিবে। তাহার পরে আবরণদেবতার তর্পণ করিবে। তাহার পর সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক 'হংসঃ সোঽহং' এই মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান ও সূর্য্যমণ্ডলে তীর্থ বিসর্জ্জন করিয়া মৌনী হইয়া পূজাস্থানে আসিবে। ৭৭। কালীকুলসদ্ভাবে পূজাস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—যাঁহাদের কামনা অল্প তাঁহাদের পক্ষে অরণ্যস্থান পূজার্থ হিতকর। যাঁহাদের মুক্তি ভিন্ন অন্য কোন কামনা নাই, তাঁহাদের পক্ষে স্বীয় গৃহ দেবার্চ্চনাদি কার্য্যে প্রশস্ত এবং প্রধানতম ঋষি ও দীক্ষিত ব্রাহ্মণ গৃহে বসিয়া বৃক্ষ বা ইক্ষুর রসদ্বারা পূজা করিবে। ৭৮। কুলার্ণবে বলিয়াছেন যে,—বাধাশূন্য রমণীয় নির্জ্জন স্থানে পূর্ব্বমুখ কিম্বা উত্তর-মুখ হইয়া সুখাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কার্য্য করিবে। ৭৯।

শ্রীবিদ্যার পূজায় প্রথমে সূর্য্যপূজা করিবে। রুদ্রযামলে তাহা বলিয়াছেন যথা—পূজার প্রথমে লোকসাক্ষী প্রত্যক্ষদেব সূর্য্যের পূজা করিবে, সূর্য্যপূজা না করিয়া শতকোটিকল্প আরাধনা করিলেও সিদ্ধি হয় না। ৮০। বৃহৎস্তবরাজে বলিয়াছেন যে,যথাবিধি স্নান সন্ধ্যা, তর্পণ ও সূর্য্যপূজা করিয়া শ্রীবিদ্যার পূজা করিবে। ৮১। প্রথমে পূজাগৃহের দ্বারদেশে গমন করিয়া ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে আচমনপূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া দ্বারদেবতার পূজা করিবে। যথা—ঐং ক্লীং সৌঃ এই বালা-মন্ত্রে

---

(১) পূজনে ইত্যত্র পূজনমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। সিদ্ধার্থমিত্যত্র সিদ্ধার্থে ইতি 'ভত্র পাঠঃ।

(২) দিবা পূর্ব্বমুখো ভূত্বা রাত্রৌ চেদুত্তরামুখঃ ইতি (খ) পুস্তকে উদ্ধৃতপাঠঃ।

(৩) মুদ্রিত (খ) পুস্তকেঽত্র "নিবন্ধেঽপি—একলিঙ্গে পর্ব্বতে বা পিতৃভূমৌ সরস্তটে। গঙ্গাগর্ভে তটেবাঽপি সঙ্গশূন্যে চ মন্দিরে। নদীতীরে বিল্বমূলে পূজয়েত্রিপুরেশ্বরীম্।" ইত্যধিক পাঠঃ।

নমঃ, এবং ঐং হ্রীং শ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং বাং বটুকায় নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং দ্বারশ্রিয়ৈ, ৩ দেহল্যৈ। ততো বামপাদপুরঃসরং গৃহং প্রবিশ্যাগ্ন্যাদিকোণেষু ৩ গাং গণপতয়ে, এবং ৩ দুং দুর্গায়ৈ, ৩ বাং বটুকায়, ৩ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায়। মধ্যে ৩ রত্নমণ্ডপায়, দিক্ষু ৩ কামদেবায় রত্যৈ, ৩ বসন্তায় প্রীত্যৈ, ৩ সাং সরস্বত্যৈ, ৩ শ্রীং শ্রিয়ৈ নমঃ। সোমভুজগাবল্যাম্।—সরস্বতীং শ্রিয়ং মায়াং দুর্গাঞ্চ তদনন্তরম্। ভদ্রকালীং ততঃ স্বস্তিং স্বাহাঞ্চৈব শুভঙ্করীম্। গৌরীঞ্চ লোকধাত্রীঞ্চ তথা বাগীশ্বরীমপি। এতাঃ পূজয়েৎ ॥ ৮২ ॥ ততঃ ঐং হ্রীং শ্রীং রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায় দীপনাথায় নমঃ ইতি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং (১) মুঞ্চেৎ। বিশ্বসারে—"সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে। বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে ॥" ইতি প্রসাদ্য ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্। ইতি আসনং সংস্থাপ্য ততোঽস্ত্রেণ বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয়েণ ভৌমান্ বিঘ্নানুৎসার্য্যাস্ত্রেণ (২) জলেনান্তরীক্ষগান্ শ্রীবালান্যস্ততীক্ষ্ণদৃষ্ট্যা অবলোকনেন দিব্যান্

অর্ঘ্যজলদ্বারা দ্বার অভ্যুক্ষণ করিয়া দ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে ঐং হ্রীং শ্রীং গাং গণপতয়ে নমঃ। দ্বারের বামপার্শ্বে ঐং হ্রীং শ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং শ্রীং বাং বটুকায় নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায়ে নমঃ। দ্বারের ঊর্দ্ধদেশে ঐং হ্রীং শ্রীং দ্বারশ্রিয়ৈ নমঃ এবং দ্বারের অধোদেশে ঐং হ্রীং শ্রীং দেহল্যৈ নমঃ। তাহার পরে অগ্রে বামপদক্ষেপ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অগ্নিপ্রভৃতি কোণে পূজা করিবে যথা,—অগ্নিকোণে ঐং হ্রীং শ্রীং গাং গণপতয়ে নমঃ, নৈর্ঋতকোণে ঐং হ্রীং শ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ, বায়ুকোণে ঐং হ্রীং শ্রীং বাং বটুকায় নমঃ, ঈশানকোণে ঐং হ্রীং শ্রীং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। মধ্যে ঐং হ্রীং শ্রীং রত্নমণ্ডপায় নমঃ, পূর্ব্বদিকে ঐং হ্রীং শ্রীং কামদেবায় রত্যৈ নমঃ, দক্ষিণদিকে ঐং হ্রীং শ্রীং বসন্তায় প্রীত্যৈ নমঃ, পশ্চিমে ঐং হ্রীং শ্রীং সাং সরস্বত্যৈ নমঃ, উত্তরে ঐং হ্রীং শ্রীং শ্রীং শ্রিয়ৈ নমঃ। এইরূপে পূজা করিবে। সোমভুজগাবলীগ্রন্থে বলিয়াছেন,—সরস্বতী, শ্রী, মায়া, দুর্গা, ভদ্রকালী, স্বস্তি, স্বাহা, শুভঙ্করী, গৌরী, লোকধাত্রী ও বাগীশ্বরী, এই সকল দেবতার পূজা করিবে। পূজাকালে প্রত্যেক দেবতার নামের পূর্ব্বে 'ঐং হ্রীং শ্রীং' এই বীজমন্ত্র যোগ করিবে। ৮২। তাহার পরে ঐং হ্রীং শ্রীং রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায় দীপনাথায় নমঃ, এই বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। বিশ্বসারে বলিয়াছেন—সমুদ্রমেখলে ইত্যাদি এবং পৃথ্বি ত্বয়া ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে বামপদের গোড়ালি দ্বারা ভূমিতে তিনবার

---

(১) পুষ্পাঞ্জলিত্রয়মিত্যত্র পুষ্পাঞ্জলিমিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(২) ফট্কারেণ ইতি (খ) টি।

বিঘ্নানুৎসার্য্য সিদ্ধার্থাক্ষতকুসুমান্যাদায় ঐং হ্রীং শ্রীং অপসর্পন্তু তে ভূতা ইত্যাদিনা ক্ষিপ্ত্বা বিঘ্নানুৎসারয়েৎ। ততো নৈর্ঋত্যাং ঐং হ্রীং শ্রীং ব্রহ্মণে নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং বাস্তধিপতয়ে নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনং সংপূজ্য তত্রোপবিশ্য ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ। যদ্যপি কল্পসূত্রে "বায়্বগ্নি-সলিলাত্মক-প্রাণায়ামৈঃ শোষণদহনপ্লাবনঞ্চ (১) বিধায় ত্রিঃ প্রাণানায়ম্যে"তি উক্তং তথাপি মাতৃকান্যাসানন্তরং প্রাণায়ামো বোদ্ধব্যঃ। তথাচ তন্ত্রান্তরে।—ভূতসিদ্ধিং বিধায়াথ মাতৃকান্যাসমাচরেৎ। প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ন্যাসানন্যান্ সমাচরেৎ॥ ততো মাতৃকান্যাসং প্রাণায়ামান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ॥ ৮৩॥ তদযথা—শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে বাগ্‌ভববীজায় নমঃ। পাদয়োঃ শক্তিকূটায় শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে কামরাজায় কীলকায় নমঃ। তন্ত্রান্তরে।—ঋষিং ন্যসেন্মূর্দ্ধি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে। দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্যদেশকে। শক্তিঞ্চ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ॥ ৮৪॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। যথা,—অং মধ্যমাভ্যাং নমঃ। আং অনামিকাভ্যাং নমঃ। সৌঃ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। অং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। আং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। সৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। তথাচ, এতদ্বীজং (২) দ্বিরাবৃত্য মধ্যমাদ্য-

আঘাত করিয়া ভূমিগত বিঘ্ন দূরীকরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ফট্ এই মন্ত্রে জলধারা দ্বারা বেষ্টন করিয়া আকাশস্থ বিঘ্ন দূরীকরণ করত দেবীর প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া দিব্য বিঘ্নসকল বিদূরিত করিবে। তাহার পরে শ্বেতসর্ষপ, আতপতণ্ডুল ও পুষ্প লইয়া ঐং হ্রীং শ্রীং অপসর্পন্তু তে ভূতা ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া সমস্ত বিঘ্ন দূর করিবে। তাহার পরে নৈর্ঋতকোণে ঐং হ্রীং শ্রীং ব্রহ্মণে নমঃ এবং ঐং হ্রীং শ্রীং বাস্তধিপতয়ে নমঃ, এই পূজা করিয়া ঐং হ্রীং শ্রীং আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ, এই বলিয়া আসন পূজা করিয়া সেই আসনে উপবেশনপূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি করিবে। যদিও কল্পসূত্রে "যং রং বং এই তিনটী বীজদ্বারা তিনবার প্রাণায়াম করিয়া শোষণ, দহন ও প্লাবনরূপ ভূতশুদ্ধি করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিবে" এইরূপ বলা হইয়াছে; তথাপি মাতৃকান্যাসের পর প্রাণায়াম করিতে হইবে। তন্ত্রান্তরে তাহাই কথিত হইয়াছে, যথা,—"এইরূপে ভূতশুদ্ধি করিয়া মাতৃকান্যাস করিবে। তাহার পরে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া অন্য ন্যাস করিবে। তাহার পরে মাতৃকান্যাস হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ৮৩। ঋষ্যাদিন্যাসের মন্ত্র ও প্রণালী উপরে সুস্পষ্ট আছে। ৮৪।

---

(১) ভূতশুদ্ধিমিত্যর্থঃ। (২) এতদ্বিদ্যামিতি আদর্শ-পাঠঃ।

ঙ্গুলীষু চ। শুদ্ধিং করস্য কুর্ব্বীত তলয়োঃ পৃষ্ঠয়োরপি। চতুর্থীনতিসংযুক্ত-(১) নামমন্ত্রৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮৫ ॥ ততো নিবৃত্ত্যাদিন্যাসঃ।—গুহ্যে ক্রাঁঃ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ। হৃদয়ে ক্রীঁঃ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ। কণ্ঠে ঐঁঃ বিদ্যায়ৈ নমঃ। ভ্রূমধ্যে হৈঁঃ শান্ত্যৈ নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে হ্রৌঁঃ অমৃতায়ৈ নমঃ। তথাচ কুলামৃতে ভূতশুদ্ধিমভিধায়,—ততো দিব্যশরীরোহসৌ সাধকঃ শীঘ্রসিদ্ধিভাক্। জায়তে নাত্র সন্দেহো ন্যাসাংস্তান্ প্রবদাম্যহম্। নিবৃত্তিশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শান্তিস্তথামৃতা। গুহ্যহৃৎকণ্ঠভ্রূমধ্যব্রহ্মরন্ধ্রেষু বিন্যসেৎ। কামাগ্নিসংযুতৌ দ্বৌ দ্বৌ আস্যবামদৃগন্বিতৌ। বাণীমন্বাবসর্গাভ্যাং যুতং ব্যোমদ্বয়ং পুনঃ। দ্বিতীয়াধো ভবেদগ্নিরেবং পঞ্চ মহেশ্বরি। অর্দ্ধচন্দ্রেন্দুসর্গাণি সর্ব্বাণ্যেব ক্রমেণ হি। বীজান্যাসাং নিযোজ্যানি পূর্ব্বতঃ পরমেশ্বরি। ততো বালাং সমুচ্চার্য্য মহাত্রিপুরসুন্দরি। আত্মানং রক্ষ রক্ষ ইতি হৃদয়ে অঞ্জলিং দদ্যাৎ। পুনঃ ঐং ক্লীং সৌঃ অস্ত্রায় ফড়িতি দিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ। তথাচ,—বালাবীজত্রয়ং পূর্ব্বং তথা ত্রিপুরসুন্দরি। আত্মানং রক্ষ রক্ষেতি কুর্য্যাদ্রক্ষাং হৃদি স্পৃশন্। তথৈবাস্ত্রেণ মুদ্রয়া কুর্য্যাদ্দিগ্বন্ধনং ততঃ। ততো বালান্তে (২) অমৃতার্ণবাসনায় নমঃ ইতি পাদয়োঃ। বালান্তে ত্রিপুরেশ্বরীপোতাম্বুজাসনায় নমঃ। ইতি জানুদ্বয়ে। তথাচ যামলে।—অমৃতার্ণবশব্দপূর্ব্ব (৩) আসনায় মহামনুঃ। পাদয়োর্ব্বিন্যসেৎ পশ্চাদ্বালান্তে

তাহার পরে উপরিলিখিত প্রণালীতে করাঙ্গন্যাস করিবে। এই দেবতার করন্যাসে মধ্যমাঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিবে। ৮৫। অনন্তর নিবৃত্ত্যাদিন্যাস,—গুহ্যে ক্রাঁঃ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ। হৃদয়ে ক্রীঁঃ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ। কণ্ঠে ঐঁঃ বিদ্যায়ৈ নমঃ। ভ্রূমধ্যে হৈঁঃ শান্ত্যৈ নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে হ্রৌঁঃ অমৃতায়ৈ নমঃ। এই বিষয়ে কুলামৃততন্ত্রে ভূতশুদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"তাহার পরে ঐ সাধক দিব্যদেহ ও শীঘ্র সিদ্ধিভাজন হইবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই ন্যাসগুলির উল্লেখ করিতেছি। গুহ্য, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূমধ্য ও ব্রহ্মরন্ধ্রে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও অমৃতার ন্যাস করিবে। যথাক্রমে ককার ও রকারে আকার ও ঈকার যোগ, তাহার অন্তে চন্দ্রবিন্দু ও বিসর্গ যোগ করিয়া যে দুই বীজ হইবে, তাহা যথাক্রমে প্রথম দুই দেবতার আদিতে প্রয়োগ করিবে। তাহার পরে বাগ্‌বীজে চন্দ্রবিন্দু ও বিসর্গ যোগ করিয়া তৃতীয়টির আদিতে প্রয়োগ করিবে। হকারে ঐকার যোগ করিয়া তাহার একটির অন্তে চন্দ্রবিন্দু ও বিসর্গ, দ্বিতীয়টির হকারে র সংযোগ করিয়া তাহাতে চন্দ্রবিন্দু ও বিসর্গ যোগ করিবে। ৪র্থ ও ৫ম দেবতার আদিতে যথাক্রমে এই দুইটি প্রয়োগ করিবে। পরে ঐং ক্লীং সৌঃ মহাত্রিপুরসুন্দরি আত্মানং রক্ষ রক্ষ" এই মন্ত্রে স্বীয় হৃদয়স্পর্শ করিয়া

---

(১) নমঃপদযুক্ত ইতি (খ টি)।

(২) বাগ্ভবাদিবীজত্রয়মুচ্চার্য্য (খ টি)। (৩) শব্দোপর্য্যাসনায় ইতি আদর্শপাঠঃ।

বিঘ্নানুৎসার্য্য সিদ্ধার্থাক্ষতকুসুমান্যাদায় ঐং হ্রীং শ্রীং অপসর্পন্তু তে ভূতা ইত্যাদিনা ক্ষিপ্ত্বা বিঘ্নানুৎসারয়েৎ। ততো নৈর্ঋত্যাং ঐং হ্রীং শ্রীং ব্রহ্মণে নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং বাস্তধিপতয়ে নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনং সংপূজ্য তত্রোপবিশ্য ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ। যদ্যপি কল্পসূত্রে "বায়ুগ্নি-সলিলাত্মক-প্রাণায়ামৈঃ শোষণদহনপ্লাবনঞ্চ (১) বিধায় ত্রিঃ প্রাণানাযম্যে"তি উক্তং তথাপি মাতৃকান্যাসানন্তরং প্রাণায়ামো বোদ্ধব্যঃ। তথাচ তন্ত্রান্তরে।—ভূতসিদ্ধিং বিধায়েথ মাতৃকান্যাসমাচরেৎ। প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ন্যাসানন্যান্ সমাচরেৎ॥ ততো মাতৃকান্যাসং প্রাণায়ামান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ॥ ৮৩॥ তদযথা—শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে বাগ্‌ভববীজায় নমঃ। পাদয়োঃ শক্তিকূটায় শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে কামরাজায় কীলকায় নমঃ। তন্ত্রান্তরে।—ঋষিং ন্যসেন্মূর্দ্ধি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে। দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্যদেশকে। শক্তিঞ্চ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ॥ ৮৪॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। যথা,—অং মধ্যমাভ্যাং নমঃ। আং অনামিকাভ্যাং নমঃ। সৌঃ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। অং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। আং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। সৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। তথাচ, এতদ্বীজং (২) দ্বিরাবৃত্য মধ্যমাদ্য-

আঘাত করিয়া ভূমিগত বিঘ্ন দূরীকরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ফট্ এই মন্ত্রে জলধারা দ্বারা বেষ্টন করিয়া আকাশস্থ বিঘ্ন দূরীকরণ করত দেবীর প্রতি তীক্ষ্মদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া দিব্য বিঘ্নসকল বিদূরিত করিবে। তাহার পরে শ্বেতসর্ষপ, আতপতণ্ডুল ও পুষ্প লইয়া ঐং হ্রীং শ্রীং অপসর্পন্তু তে ভূতা ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া সমস্ত বিঘ্ন দূর করিবে। তাহার পরে নৈর্ঋতকোণে ঐং হ্রীং শ্রীং ব্রহ্মণে নমঃ এবং ঐং হ্রীং শ্রীং বাস্তধিপতয়ে নমঃ, এই পূজা করিয়া ঐং হ্রীং শ্রীং আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ, এই বলিয়া আসন পূজা করিয়া সেই আসনে উপবেশনপূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি করিবে। যদিও কল্পসূত্রে "যং রং বং এই তিনটী বীজদ্বারা তিনবার প্রাণায়াম করিয়া শোষণ, দহন ও প্লাবনরূপ ভূতশুদ্ধি করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিবে" এইরূপ বলা হইয়াছে; তথাপি মাতৃকান্যাসের পর প্রাণায়াম করিতে হইবে। তন্ত্রান্তরে তাহাই কথিত হইয়াছে, যথা,—"এইরূপে ভূতশুদ্ধি করিয়া মাতৃকান্যাস করিবে। তাহার পরে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া অন্য ন্যাস করিবে। তাহার পরে মাতৃকান্যাস হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ৮৩। ঋষ্যাদিন্যাসের মন্ত্র ও প্রণালী উপরে সুস্পষ্ট আছে। ৮৪।

---

(১) ভূতশুদ্ধিমিত্যর্থঃ। (২) এতদ্বিদ্যামিতি আদর্শ-পাঠঃ।

ঙ্গুলীষু চ। শুদ্ধিং করস্য কুর্ব্বীত তলয়োঃ পৃষ্ঠয়োরপি। চতুর্থীনতিসংযুক্ত-(১) নামমন্ত্রৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮৫ ॥ ততো নিবৃত্ত্যাদিন্যাসঃ।—গুহ্যে ক্রাঁঃ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ। হৃদয়ে ক্রীঁঃ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ। কণ্ঠে ঐঁঃ বিদ্যায়ৈ নমঃ। ভ্রূমধ্যে হৌঁঃ শান্ত্যৈ নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে হ্রৌঁঃ অমৃতায়ৈ নমঃ। তথাচ কুলামৃতে ভূতশুদ্ধিমভিধায়,—ততো দিব্যশরীরোহসৌ সাধকঃ শীঘ্রসিদ্ধিভাক্। জায়তে নাত্র সন্দেহো ন্যাসাংস্তান্ প্রবদাম্যহম্। নিবৃত্তিশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শান্তিস্তথামৃতা। গুহ্যহৃৎকণ্ঠভ্রূমধ্যব্রহ্মরন্ধ্রেষু বিন্যসেৎ। কামাগ্নিসংযুতৌ দ্বৌ দ্বৌ আস্যবামদৃগন্বিতৌ। বাণীমনুর্বিসর্গাভ্যাং যুতং ব্যোমদ্বয়ং পুনঃ। দ্বিতীয়াধো ভবেদগ্নিরেবং পঞ্চ মহেশ্বরি। অর্দ্ধচন্দ্রেন্দুসর্গাণি সর্ব্বাণ্যেব ক্রমেণ হি। বীজান্যাসাং নিযোজ্যানি পূর্ব্বতঃ পরমেশ্বরি। ততো বালাং সমুচ্চার্য্য মহাত্রিপুরসুন্দরি। আত্মানং রক্ষ রক্ষ ইতি হৃদয়ে অঞ্জলিং দদ্যাৎ। পুনঃ ঐং ক্লীং সৌঃ অস্ত্রায় ফড়িতি দিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ। তথাচ,—বালাবীজত্রয়ং পূর্ব্বং তথা ত্রিপুরসুন্দরি। আত্মানং রক্ষ রক্ষেতি কুর্য্যাদ্রক্ষাং হৃদি স্পৃশন্। তথৈবাস্ত্রেণ মুদ্রয়া কুর্য্যাদ্দিগ্বন্ধনং ততঃ। ততো বালান্তে (২) অমৃতার্ণবাসনায় নমঃ ইতি পাদয়োঃ। বালান্তে ত্রিপুরেশ্বরীপোতাম্বুজাসনায় নমঃ। ইতি জানুদ্বয়ে। তথাচ যামলে।—অমৃতার্ণবশব্দপূর্ব্ব (৩) আসনায় মহামনুঃ। পাদয়োর্ব্বিন্যসেৎ পশ্চাদ্বালান্তে

তাহার পরে উপরিলিখিত প্রণালীতে করাঙ্গন্যাস করিবে। এই দেবতার করন্যাসে মধ্যমাঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিবে। ৮৫। অনন্তর নিবৃত্ত্যাদিন্যাস,—গুহ্যে ক্রাঁঃ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ। হৃদয়ে ক্রীঁঃ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ। কণ্ঠে ঐঁঃ বিদ্যায়ৈ নমঃ। ভ্রূমধ্যে হৌঁঃ শান্ত্যৈ নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে হ্রৌঁঃ অমৃতায়ৈ নমঃ। এই বিষয়ে কুলামৃততন্ত্রে ভূতশুদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—“তাহার পরে ঐ সাধক দিব্যদেহ ও শীঘ্র সিদ্ধিভাজন হইবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই ন্যাসগুলির উল্লেখ করিতেছি। গুহ্য, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূমধ্য ও ব্রহ্মরন্ধ্রে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও অমৃতার ন্যাস করিবে। যথাক্রমে ককার ও রকারে আকার ও ঈকার যোগ, তাহার অন্তে চন্দ্রবিন্দু ও বিসর্গ যোগ করিয়া যে দুই বীজ হইবে, তাহা যথাক্রমে প্রথম দুই দেবতার আদিতে প্রয়োগ করিবে। তাহার পরে বাগ্‌বীজে চন্দ্রবিন্দু ও বিসর্গ যোগ করিয়া তৃতীয়টির আদিতে প্রয়োগ করিবে। হকারে ঔকার যোগ করিয়া তাহার একটির অন্তে চন্দ্রবিন্দু ও বিসর্গ, দ্বিতীয়টির হকারে র সংযোগ করিয়া তাহাতে চন্দ্রবিন্দু ও বিসর্গ যোগ করিবে। ৪র্থ ও ৫ম দেবতার আদিতে যথাক্রমে এই দুইটি প্রয়োগ করিবে। পরে ঐং ক্লীং সৌঃ মহাত্রিপুরসুন্দরি আত্মানং রক্ষ রক্ষ” এই মন্ত্রে স্বীয় হৃদয়স্পর্শ করিয়া

---

(১) নমঃপদযুক্ত ইতি (খ টি)।

(২) বাগ্‌ভবাদিবীজত্রয়মুচ্চার্য্য (খ টি)। (৩) শব্দোপর্য্যাসনায় ইতি আদর্শপাঠঃ।

ত্রিপুরেশ্বরি পোতাম্বুজাসনায়ান্তে নমো জানুনি ন্ঙ:ন্ং চ উরুদ্বয়ে হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরসুন্দরীদেব্যাসনায় নমঃ। তথাচ,—হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরেত্যুক্তা সুন্দরীতি পদন্ততঃ। ঙেন্তং দেব্যাসনঞ্চান্তে নম' উরুদ্বয়ে ন্যসেৎ। ততো হৈং হক্লীঁ হেসৌঃ ত্রিপুরবাসিনী-চক্রাসনায় নমঃ ইতি স্ফিক্‌দ্বয়ে। হ্ সৈং হ্ স্ ক্লীঁ হেসৌঃ ত্রিপুরাশ্রীসর্ব্বমন্ত্রাসনায় নমঃ ইতি গুহে। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীং ব্লেঁ ত্রিপুরমালিনী-সাধ্যসিদ্ধাসনায় নমঃ ইতি নাভিদেশে। হৈস্রং হ্স্ ক্লীং হেস্রৌঃ ত্রিপুরাম্বা (১) পর্য্যঙ্ক-শক্তিপীঠাসনায় নমঃ ইতি স্ববক্ষসি। ত্রিকূটবিদ্যানাং বীজান্তে শ্রীমহাত্রিপুরভৈরবী-সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে। তথাচ যামলে।—হৈং হ ক্লীঁ হেসৌরন্তে ত্রিপুরবাসিনীতি চ। চক্রাসনায় নম ইত্যমুনা স্ফিক্‌দ্বয়ে ন্যসেৎ। হ সৈং হ সক্লীঁ হেসৌশ্চেতি ত্রিপুরাশ্রীপদন্ততঃ। সর্ব্বমন্ত্রাসনায়ান্তে নমো গুহে প্রবিন্যসেৎ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেঁ ততো দদ্যাত্রিপুরমালিনীতি চ। সাধ্যসিদ্ধাসনং ঙেন্তং নাভিদেশে প্রবিন্যসেৎ। হৈস্রং হস্‌ক্লীং হেস্রৌরন্তে ত্রিপুরাম্বাপদন্ততঃ। পর্য্যঙ্কশক্তিপীঠাসনায় নমো বক্ষসি বিন্যসেৎ। ত্রিকূটবিদ্যাবীজান্তে (২) মহাত্রিপুরভৈরবী। সদাশিবমহাপ্রেতপদাৎ পদ্মাসনায় চ। নম ইত্যমুনা ব্রহ্মরন্ধ্রস্থানে প্রবিন্যসেৎ॥ ৮৬॥ অথ ষড়ঙ্গন্যাসঃ।—ঐং সর্ব্বজ্ঞাশক্তিশ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী হৃদয়ায় নমঃ। ক্লীঁ নিত্যতৃপ্তিশক্তিশ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী শিরসে স্বাহা। সৌঃ অনাদিবোধশক্তিশ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী শিখায়ৈ বষট্। ঐং স্বতন্ত্রশক্তিশ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী কবচায় হুঁ। ক্লীঁ অলুপ্তশক্তিশ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সৌঃ অনন্তশক্তি-শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী অস্ত্রায় ফট্। তথাচ নবরত্নেশ্বরে।—সর্ব্বজ্ঞতা নিত্যতৃপ্ততা চ অনাদিবোধশ্চ স্বতন্ত্রতা চ। অলুপ্তশক্তিস্ত্ব-মনন্ততা চ ষড়াহুরঙ্গানি শিবয়োঃ শিবাদ্যাঃ (৩)। বীজান্তে নাম সংযোজ্য জাতি-

ঐং ক্লীঁ সৌঃ অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিবে। অনন্তর ঐং ক্লীঁ সৌঃ অমৃতার্ণবাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে পাদদ্বয়ে এবং ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরেশ্বরীপোতাম্বুজাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে জানুদ্বয়ে ন্যাস করিবে। প্রথমে বালাবীজ উচ্চারণ করিয়া অমৃতার্ণবাসনায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়ে ন্যাস করিবে। তাহার পরে ত্রিপুরেশ্বরীপোতাম্বুজায় নমঃ বলিয়া জানুতে ন্যাস করিবে। তাহার পরে উরু প্রভৃতিতে যে যে ন্যাস করিতে হইবে তাহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পরে উরু প্রভৃতি স্থানে যেরূপ ন্যাস করিতে হইবে, তাহা উপরে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে এবং এই সকল ন্যাসের প্রমাণও উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, সহজবোধ্য বলিয়া অনুবাদ দেওয়া হইল না, ॥ ৮৬॥ অনন্তর উপরি লিখিত প্রণালীতে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। এই ষড়ঙ্গন্যাসের প্রমাণ

---

(১) ত্রিপুরাম্বা ইত্যত্র ত্রিপুরায়া ইতি (ক) পাঠঃ। (২) ততস্ত্রিকূটবিদ্যানাং বীজান্তে ইতি (ক) পাঠঃ। (৩) শিবয়োঃ শিবশক্ত্যোঃ সম্বন্ধে শিবাদ্যা বালাদ্যা বালাবীজত্রয়াদ্যা ইতি (খ টি)।

যুক্তং (১) ষড়ঙ্গকম্ ॥৮৭॥ ততো বশিন্যাদিন্যাসঃ। স চ সংক্ষেপপ্রয়োগে উক্তঃ। ততো নবযোন্যাত্মকন্যাসঃ। তথাচ,—বালয়া ত্রিপুরেশান্যা নবযোন্যাত্মকং (২) ন্যসেৎ॥ প্রয়োগস্তু ভৈরবীপ্রকরণে উক্তঃ—পুনর্ব্বালাং সমুচ্চার্য্য গোলকত্বেন (৩) চিন্তয়েৎ। পুনর্ব্বালাং সমুচ্চার্য্য চতুরস্রং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৮৮ ॥ অথ পীঠতত্ত্বন্যাসৌ। যথা—মূলবাগ্ভবমুচ্চার্য্য অগ্নিচক্রে কামগির্য্যালয়ে মিত্রীশনাথাত্মকে কামেশ্বরী-রুদ্রাত্মশক্তি-দেবীশ্রীপাদুকায়ৈ নমঃ ইতি আধারে (৪)। দ্বিতীয়কূটমুচ্চার্য্য সূর্য্যচক্রে জালন্ধর-(৫) পীঠে ষষ্ঠীশনাথাত্মকে শ্রীবজ্রেশ্বরী (৬) দেবী বিষ্ণাত্মশক্তিপাদুকায়ৈ নমো হৃদয়ে। তৃতীয়কূটমুচ্চার্য্য সোমচক্রে পূর্ণগিরিপীঠে উড্ডীশনাথাত্মকে শ্রীভগমালিনীদেবীব্রহ্মাত্মশক্তি শ্রীপাদুকায়ৈ নমো ললাটে। ত্রিকূট (৭) মুচ্চার্য্য পরব্রহ্মচক্রে উড্ডীয়ানপীঠে শ্রীচর্য্যানাথাত্মকে শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীদেবী ব্রহ্মাত্মশক্তি-শ্রীপাদুকায়ৈ নমো ব্রহ্মরন্ধ্রে। কুলামৃতে।—পীঠান্ সিদ্ধপ্রদান্ মূলপ্রথমং বীজমুচ্চরন্। অগ্নিচক্রে যোজয়েচ্চ কামগির্য্যালয়ে পুনঃ। মিত্রীশেতি ততো নাথাত্মকে কামেশ্বরী পুনঃ। দেবী রুদ্রাত্মশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি চ। নমঃ-পদং দ্বিতীয়ঞ্চ বীজমুচ্চার্য্য পার্ব্বতি। সূর্য্যচক্রে যোজয়েচ্চ জালন্ধরপদং ততঃ। পীঠে চ ষষ্ঠীশনাথাত্মকে বজ্রেশ্বরীপদম্। দেবী বিষ্ণাত্মশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি চ। নমঃ-পদং তৃতীয়ঞ্চ বীজমুচ্চার্য্য পার্ব্বতি। সোমচক্রে যোজয়েচ্চ পূর্ণগিরিপদং ততঃ। পীঠে উড্ডীশনাথাত্মকে ভগমালিনীপদম্। দেবীব্রহ্মাত্মশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি চ। নমঃ-পদং সমস্তঞ্চ মন্ত্রমুচ্চার্য্য পার্ব্বতি।

নবরত্নেশ্বরগ্রন্থে আছে। ইহার অনুবাদ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে ।৮৭। অনন্তর বাশন্যাদিন্যাস করিবে, এই ন্যাস, পূর্ব্বে যে সংক্ষেপে শ্রীবিদ্যাপূজাপদ্ধতি উক্ত হইয়াছে, তাহাতে উল্লিখিত আছে। অনন্তর নবযোন্যাত্মকন্যাস করিবে, এই ন্যাসের প্রয়োগ ভৈরবীপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে। ৮৮। তাহার পরে পীঠতত্ত্বন্যাস করিবে। যথা—মূলাধারে ক এ ঈ ল হ্রীঁ অগ্নিচক্রে কামগির্য্যালয়ে মিত্রীশনাথাত্মকে রুদ্রশক্তিকামেশ্বরীদেবীশ্রীপাদুকায়ৈ নমঃ। হৃদয়ে স হ ক হলহ্রীং সূর্য্যচক্রে জালন্ধরপীঠে ষষ্ঠীশনাথাত্মকে বিষ্ণাত্মশক্তিশ্রীবজ্রেশ্বরীদেবীশ্রীপাদুকায়ৈ নমঃ। ললাটে স ক ল হ্রীং সোমচক্রে পূর্ণগিরিপীঠে উড্ডীশনাথাত্মকে ব্রহ্মাত্মশক্তিশ্রীভগমালিনীদেবীশ্রীপাদুকায়ৈ নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে ক এ ঈ ল হ্রীং স হ ক হলহ্রীং স কল হ্রীং পরব্রহ্মচক্রে উড্ডীয়ানপীঠে শ্রীচর্য্যানাথাত্মকে ব্রহ্মাত্মশক্তিশ্রীমগাত্রিপুরসুন্দরীদেবীশ্রীপাদুকায়ৈ নমঃ, এইরূপে ন্যাস করিবে।

---

(১) নমঃ স্বাহাদিযুক্তমিত্যর্থঃ। (২) নবযোন্যাঙ্কিতমিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) ব্যাপকব্যাপিরূপেণ স্মরেৎ ইতি (খ টি)। (৪) মূলাধারে (খ টি)।

(৫) পূর্ণাগিরি (খ) পাঠঃ। (৬) ভদ্রেশ্বরী (খ) পাঠঃ। (৭) তুরীয়কূটমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। ত্রিকূটবিদ্যায়াস্ত্রয়ীয়ং সমুদায়মন্ত্রমুচ্চার্য্য ইতি ভাবঃ (খ টি)।

পরং ব্রহ্মপদং চক্র উড্ডীয়ানপদং ততঃ। পীঠে পদং যোজয়িত্বা চর্য্যানাথাত্মকে পদম্। মহাত্রিপুরশব্দান্তে সুন্দরীতি পদস্ততঃ। দেবীব্রহ্মপদাত্মান্তে শক্তিশ্রীপাদুকাং ততঃ। পূজয়ামি নমশ্চান্তে পর্য্যায়ঃ প্রথমঃ শিবে॥ স্থানানি চ।—মূলাধারে চ হৃদয়ে ললাটে ব্রহ্মরন্ধ্রকে। ততস্তত্ত্বন্যাসঃ। যথা—বাগ্ভবকূটমুচ্চার্য্য আত্মতত্ত্বব্যাপিকায়ৈ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ আধারে। দ্বিতীয়কূটমুচ্চার্য্য বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিকায়ৈ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ হৃদয়ে। তৃতীয়কূটমুচ্চার্য্য শিবতত্ত্বব্যাপিকায়ৈ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ ভ্রূমধ্যে। ত্রিকূট (১) মুচ্চার্য্য সর্ব্বতত্ত্বব্যাপিকায়ৈ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে॥ ৮৯॥ ততঃ পঞ্চদশীন্যাসঃ। তদ্যথা—মূলাধারে, হৃদি, চক্ষুষোঃ, কর্ণয়োর্নসোঃ, মুখ-ভুজযুগ-পৃষ্ঠ-জানুযুগল-নাভিষু প্রত্যেকং নমোহন্তং মূলমন্ত্রবর্ণং ন্যসেৎ॥ ৯০॥ ততঃ ষোড়শীন্যাসঃ। নিবন্ধে।—ব্রহ্মরন্ধ্রে পূর্ণবিদ্যাং রক্তবর্ণাং (২) বিচিন্তয়েৎ। সৌভাগ্যদণ্ডিনীং মুদ্রাং বামাংসে ভ্রাময়েৎ সুধীঃ। রিপুজিহ্বাগ্রহাং মুদ্রাং বামপাদতলে ন্যসেৎ। ব্যাপকান্তে যোনিমুদ্রাং মুখে ক্ষিপ্ত্বাভিবন্দ্য চ। পুনর্ব্রহ্মরন্ধ্রে, মণিবন্ধে ললাটে মালিকাং তাং (৩) ষোড়শবর্ণাং ন্যসেৎ। অথ সংহারন্যাসঃ। ততঃ, পাদয়ো-

এই ন্যাসের প্রমাণ কুলার্ণবে লিখিত আছে, তাহা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। সহজবোধ্য বলিয়া অনুবাদ দেওয়া হইল না। তাহার পরে তত্ত্বন্যাস যথা,—মূলাধারে ক এ ঈ ল হ্রীং আত্মতত্ত্বব্যাপিকায়ৈ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ। হৃদয়ে স হ ক হ ল হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিকায়ৈ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ; ভ্রূমধ্যে স ক ল হ্রীং শিবতত্ত্বব্যাপিকায়ৈ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে ক এ ঈ ল হ্রীং স হ ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং সর্ব্বতত্ত্বব্যাপিকায়ৈ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ; এই প্রণালীতে ন্যাস করিতে হইবে। ৮৯। তাহার পরে পঞ্চদশীন্যাস করিবে। যথা—মূলাধারে কং নমঃ, হৃদয়ে এং নমঃ, দক্ষিণনেত্রে ঈং নমঃ, বামনেত্রে লং নমঃ, দক্ষিণকর্ণে হ্রীং নমঃ, বামকর্ণে সং নমঃ, দক্ষিণনাসাতে হং নমঃ, বামনাসাতে কং নমঃ, মুখে হং নমঃ, দক্ষিণভুজে লং নমঃ, বামভুজে হ্রীং নমঃ, পৃষ্ঠে সং নমঃ, দক্ষিণজানুতে কং নমঃ, বামজানুতে লং নমঃ এবং নাভিতে হ্রীঁ নমঃ, এই প্রকারে ন্যাস করিবে। ৯০। তাহার পরে ষোড়শীন্যাস করিবে। যথা :—প্রথমে ব্রহ্মরন্ধ্রে রক্তবর্ণা পূর্ণবিদ্যাদেবীকে চিন্তা করিবে বামস্কন্ধে সৌভাগ্যদণ্ডিনী-মুদ্রা ভ্রামিত করিবে এবং বামপাদতলে রিপুজিহ্বাগ্রহা-মুদ্রা ন্যাস করিবে। তাহার পরে ব্যাপকন্যাস করিয়া মুখমধ্যে যোনিমুদ্রা নিক্ষেপপূর্ব্বক দেবীকে নমস্কার করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মরন্ধ্র, মণিবন্ধ ও ললাটে মন্ত্রবর্ণ ন্যাস করিবে। তাহার পরে

---

(১) তুরীয়মিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(২) ব্রহ্মরন্ধ্রে চ সম্পূর্ণাং বিদ্যাং রক্তামিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৩) মালিকাং তামিত্যত্র ষোড়শবর্ণানিতি আদর্শপাঠঃ।

র্জ্জঙ্ঘয়োর্জ্জান্বোঃ কট্যামঙ্গুলিপৃষ্ঠকে। নাভৌ পার্শ্বদ্বয়ে চাপি স্তনয়োরংসয়োস্তথা। করয়োর্ব্রহ্মরন্ধ্রে চ বদনে ভ্রুবি পার্ব্বতি। ততঃ কর্ণপ্রদেশে চ করবেষ্টনয়োঃ ক্রমাৎ। ইতি সংহারন্যাসঃ॥ ৯১॥ অথ স্থিতিক্রমঃ।—করয়োরঙ্গুলীষু পঞ্চ ব্রহ্মরন্ধ্রে মুখে হৃদি ত্রয়ম্। নাভ্যাদিপাদপর্য্যন্তমেকম্। কণ্ঠান্নাভিপর্য্যন্তমেকম্। ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ কণ্ঠপর্য্যন্তমেকম্। পাদয়োরঙ্গুলীষু পঞ্চ। ইতি স্থিতিন্যাসঃ॥ ৯২॥ অথ সৃষ্টিন্যাসঃ।—ব্রহ্মরন্ধ্রে ললাটে নেত্রে শ্রবণে ঘ্রাণে মস্তকে ওষ্ঠে দন্তাধ ঊর্দ্ধে জিহ্বায়াং চিবুকে পৃষ্ঠে সর্ব্বাঙ্গে হৃদি স্তনয়োঃ কুক্ষৌ লিঙ্গে চ ষোড়শার্ণান্ প্রবিন্যসেৎ॥ ৯৩॥ (অথ নাদন্যাসঃ (১)।—শিরসি অবিক্লন্নাদায় নমঃ, ললাটে শূন্যনাদায় নমঃ, ভ্রূমধ্যে স্পর্শনাদায় নমঃ, নাসায়াং নাদনাদায় নমঃ, বদনে ধ্বনিনাদায় নমঃ, কণ্ঠে বিন্দুনাদায় নমঃ, হৃদয়ে শক্তিনাদায় নমঃ, নাভৌ জীবনাদায় নমঃ, মূলাধারে অক্ষরাত্মকনাদায় নমঃ। তথা চ কুলামৃতে।—প্রথমঞ্চাবিক্লন্নাদং শূন্যনাদমতঃ পরম্। স্পর্শনাদং নাদনাদং ধ্বনিনাদমতঃ পরম্। বিন্দুনাদং শক্তিনাদং জীবনাদং ততঃ শিবে। অক্ষরাত্মকনাদঞ্চ নমোঽন্তঞ্চ ক্রমেণ হি। শিরোললাটভ্রূমধ্য-নাসাবদনকণ্ঠকে। হৃন্নাভিমূলদেশেষু নবনাদং ন্যসেৎ সুধীঃ)॥ ৯৪॥

অথ ষোঢ়ান্যাসঃ। জ্ঞানার্ণবে।—গণেশৈঃ প্রথমো ন্যাসো দ্বিতীয়শ্চ গ্রহৈর্ম্মতঃ। নক্ষত্রৈস্তু তৃতীয়ঃ স্যাদ্ যোগিনীভিশ্চতুর্থকঃ। রাশিভিঃ পঞ্চমো ন্যাসঃ ষষ্ঠঃ পীঠে-

সংহারন্যাস বলা যাইতেছে। পাদদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, জানুদ্বয়, কটি,অঙ্গুলিপৃষ্ঠ, নাভি, পার্শ্বদ্বয়, স্তনদ্বয়, স্কন্ধদ্বয়, হস্তদ্বয়, ব্রহ্মরন্ধ্র, মুখ, ভ্রূযুগল, কর্ণ ও করবেষ্টনস্থানে এক একটী করিয়া মন্ত্রবর্ণ ন্যাস করিবে। ইহার নাম সংহার ন্যাস। ৯১। অনন্তর স্থিতিন্যাসের ক্রম বলা যাইতেছে।—হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলীতে পঞ্চ, ব্রহ্মরন্ধ্র, মুখ ও হৃদয়ে তিন, নাভি হইতে পাদ পর্য্যন্ত এক, কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত এক, ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত এক এবং দুই পাদের অঙ্গুলীতে পঞ্চ মন্ত্রবর্ণ ন্যাস করিবে। ইহার নাম স্থিতিন্যাস। ৯২। তাহার পরে সৃষ্টিন্যাস করিবে যথা—ব্রহ্মরন্ধ্র. ললাট, নেত্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মস্তক, ওষ্ঠ, অধোদন্ত, ঊর্দ্ধদন্ত, জিহ্বা, চিবুক, পৃষ্ঠ, সর্ব্বাঙ্গ, হৃদয়, স্তনদ্বয়, উদর ও লিঙ্গে মন্ত্রের ষোলটিবর্ণ এক একটী করিয়া ন্যাস করিবে। ৯৩। অনন্তর উপরি লিখিত প্রাণালীতে নাদন্যাস করিবে। কুলামৃতে বলিয়াছেন,—প্রথমে অবিক্লন্নাদ, তাহার পরে শূন্যনাদ, স্পর্শনাদ, নাদনাদ, ধ্বনিনাদ, বিন্দুনাদ, শক্তিনাদ, জীবনাদ ও অক্ষরনাদ,—প্রত্যেকের অন্তে (নমঃ) বীজ যোগ করিয়া যথাক্রমে—মস্তক, ললাট, ভ্রূমধ্য, নাসিকা, মুখ, কণ্ঠ, হৃদয় নাভি ও মূলাধার—এই নয়টি অঙ্গে নয়টী নাদন্যাস করিবে। ৯৪।

তাহার পরে ষোঢ়ান্যাস করিবে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন,—প্রথমে গণেশন্যাস,

---

(১) (খ) পুস্তকে মুদ্রিত (খ) পুস্তকে চ নাস্ত্যয়ং বন্ধনীমধ্যস্থঃ নাদন্যাসঃ।

নির্গদ্যতে ॥ ৯৫ ॥ ষোঢ়ান্যাসস্ত্বয়ং প্রোক্তঃ সর্ব্বত্রৈবাপরাজিতঃ। এবং—যোগিন্যস্তস্য গাত্রস্থাঃ স পূজ্যঃ সর্ব্বযোগিভিঃ। নাস্ত্যস্য পূজ্যো লোকেষু পিতৃমাতৃমুখোজ্জ্বলঃ। স এব পূজ্যঃ সর্ব্বেষাং স স্বয়ং পরমেশ্বরঃ ॥ ৯৬ ॥ ষোঢ়ান্যাসবিহীনো যঃ প্রণমেদ্দেবি পার্ব্বতীম্। সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নোতি নরকঞ্চ প্রপদ্যতে ॥ ৯৭ ॥ বৃহদারণ্যক ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো গণেশো দেবতা ন্যাসকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ ॥ ৯৮ ॥ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং বিঘ্নেশ্বরশ্রীভ্যাং নমঃ ইতি শিরসি। ৩ আং বিঘ্নরাজহ্রীভ্যাং নমঃ ইতি মুখে। ৩ ইং বিনায়কতুষ্টিভ্যাং নমঃ ইতি দক্ষচক্ষুষি। ৩ ঈং শিবোত্তমশান্তিভ্যাং নমঃ ইতি বামনেত্রে। ৩ উং বিঘ্নহৃৎপুষ্টিভ্যাং নমো দক্ষকর্ণে। ৩ ঊং বিঘ্নকর্ত্তৃসরস্বতীভ্যাং নমো বামকর্ণে। ৩ ঋং বিঘ্নরাড্রতিভ্যাং নমো দক্ষনসি। ৩ ৠং গণনায়কমেধাভ্যাং নমো বামনসি। ৩ ঌং একদন্তকান্তিভ্যাং নমো দক্ষগণ্ডে। ৩ ৡং দ্বিদন্ত-কামিনীভ্যাং নমো বামগণ্ডে। ৩ এং গজবক্ত্রমোহিনীভ্যাং নম ওষ্ঠে। ৩ ঐং নিরঞ্জনজটাভ্যাং নমোঽধরে। ৩ ওং কন্দর্পভৃত্তীব্রাভ্যাং নমঃ ঊর্দ্ধদন্তে। ৩ ঔং দীর্ঘবক্ত্রজ্বালিনীভ্যাং নমোঽধোদন্তে। ৩ অং সঙ্কর্ষণনন্দাভ্যাং (১) নমো ব্রহ্মরন্ধ্রে। ৩ অঃ বৃষধ্বজসুরসাভ্যাং নমো মুখে। ৩ কং গণনাথকামরূপিণীভ্যাং নমো দক্ষস্কন্ধে। ৩ খং গজেন্দ্রশুভ্রাভ্যাং নমো দক্ষকূর্পরে। ৩ গং সূর্পকর্ণজয়িনীভ্যাং নমো মণিবন্ধে। ৩ ঘং ত্রিনেত্রসত্যাভ্যাং নমোঽঙ্গুলিমূলে। ৩ ঙং লম্বোদরবিঘ্নেশীভ্যাং নমোঽঙ্গুল্যগ্রে। ৩ চং মহামোদস্বরূপিণীভ্যাং নমো বামস্কন্ধে। ৩ ছং চতুর্ম্মূর্ত্তিকামদাভ্যাং নমো বামকূর্পরে। ৩ জং সদাশিবমদবিহ্বলাভ্যাং নমো মণিবন্ধে! ৩ ঝং আমোদবিকটাভ্যাং নমোঽঙ্গুলিমূলে ৩ ঞং দুর্ম্মুখঘূর্ণাভ্যাং নমোঽঙ্গুল্যগ্রে। ৩ টং সুমুখভূতিনীভ্যাং নমো দক্ষকট্যধঃ। ৩ ঠং প্রমোদভূমিভ্যাং নমো দক্ষজানুনি। ৩ ডং একপাদমতিভ্যাং নমো গুল্ফে। ৩ ঢং দ্বিজিহ্বরমাভ্যাং নমোঽঙ্গুল্যধঃ। ৩ ণং শূরমানুষীভ্যাং নমোঽঙ্গুল্যগ্রে। ৩ তং বীরমকরধ্বজাভ্যাং নমো বামকট্যধঃ। ৩ থং ষণ্মুখবিকর্ণাভ্যাং নমো জানুনি। ৩ দং বরদভৃকুটীভ্যাং

দ্বিতীয় গ্রহন্যাস, তৃতীয় নক্ষত্রন্যাস, চতুর্থ যোগিনীন্যাস, পঞ্চম রাশিন্যাস ও ষষ্ঠ পীঠন্যাস কথিত হইয়া থাকে। ৯৫। ইহাকে ষোঢ়ান্যাস বলা হইয়াছে। এই ষোঢ়ান্যাসে সাধক সর্ব্বত্র অপরাজিত হয়। ষোঢ়ান্যাসকারী সাধকের দেহে যোগিনীগণ অধিষ্ঠান করেন এবং সেই সাধক সর্ব্বযোগিগণ-পূজিত হইয়া থাকেন ; ত্রিলোকে তাঁহার পূজ্য ব্যক্তি নাই, তিনি পিতৃ-মাতৃগণের মুখ উজ্জ্বল করেন, তিনি সর্ব্বলোকের পূজ্য সাক্ষাৎ পরমেশ্বরস্বরূপ। ৯৬। হে দেবি! যে ব্যক্তি ষোঢ়ান্যাস না করিয়া পার্ব্বতীকে পূজা করে, সেই ব্যক্তি অচিরকালমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং নরকে গমন করে। ৯৭। ষোঢ়ান্যাসের বৃহদারণ্যক ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, গণেশ দেবতা এবং ন্যাসকর্ম্ম ও জপে

---

(১) শম্বকর্ণনাদাভ্যামিতি·(খ) পাঠঃ।

নমো গুহ্যে। ৩ ধং বামদেবলজ্জাভ্যাং নমোঽঙ্গুল্যধঃ। ৩ নং বক্রতুণ্ডদীর্ঘঘোণাভ্যাং নমঃ ইতি অঙ্গুল্যগ্রে। ৩ পং দ্বিরগুধনুর্ধরাভ্যাং নমো দক্ষপার্শ্বে (১)। ৩ ফং সেনানীযামিনীভ্যাং নমো বামপার্শ্বে (২)। ৩ বং গ্রামণীরাত্রিভ্যাং নমঃ পৃষ্ঠে। ৩ ভং মত্তচন্দ্রিকাভ্যাং নমো নাভৌ। ৩ মং বিমল-(৩) শশিপ্রভাভ্যাং নমঃ উদরে। ৩ যং মত্তবাহনলোলাভ্যাং (৪) নমো হৃদি। ৩ রং জটিচপলাক্ষিভ্যাং নমো দক্ষস্কন্ধে। ৩ লং মুণ্ডিঋদ্ধিভ্যাং নমঃ ককুদি। ৩ বং খড়্গিদুর্ভগাভ্যাং নমো বামস্কন্ধে। ৩ শং বরেণ্যসুভগাভ্যাং নমো হৃদাদিদক্ষহস্তে। ৩ ষং বৃষকেতুশিবাভ্যাং নমো হৃদাদিবামহস্তে। ৩ সং ভক্ষ্যপ্রিয়দুর্গাভ্যাং নমো (৫) হৃদাদিদক্ষপাদে। ৩ হং মেঘনাদকামিনীভ্যাং নমো হৃদাদিবামপাদে। ৩ লং গজেশকান্তকুব্জাভ্যাং নমো হৃদাদ্যুদরে। ৩ ক্ষং গণেশবিঘ্নহারিণীভ্যাং নমো হৃদাদিমুখে। তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—বিঘ্নেশ্বরস্তথা শ্রীশ্চ বিঘ্নরাজস্তথা হ্রিয়া। বিনায়কস্তথা তুষ্টিঃ শান্তিযুক্তঃ শিবোত্তমঃ। বিঘ্নহৃৎপুষ্টিযুক্তশ্চ বিঘ্নকর্ত্তৃ-(৬) সরস্বতী। বিঘ্নরাড্রতিযুক্তশ্চ মেধা চ গণনায়কঃ। একদন্তশ্চ কান্তিশ্চ দ্বিদন্তঃ কামিনীযুতঃ। গজবক্ত্রো মোহিনী চ নিরঞ্জনজটৈকতঃ (৭)। কন্দর্পভৃত্তথা (৮) তীব্রা দীর্ঘবক্ত্রস্তথা প্রিয়ে। জ্বালিনীসহিতঃ পশ্চাৎ নন্দাসঙ্কর্ষণৌ তথা। বৃষধ্বজশ্চ সুরসা গণনাথেন সংযুতা। কামরূপিণিকা পশ্চাৎ গজেন্দ্রঃ শুভয়া ততঃ (৯)। স্থূর্পকর্ণস্তু জয়িনী ত্রিনেত্রঃ সত্যয়া যুতঃ। লম্বোদরশ্চ বিঘ্নেশী মহামোদঃ স্বরূপিণী। চতুর্ম্মূর্ত্তিঃ কামদা চ সদাশিবযুতা ততঃ। মদবিহ্বলনাম্নী চ আমোদবিকটে তথা। দুর্ম্মুখশ্চ তথা ঘূর্ণা সুমুখো ভূতিনী ততঃ (১০)। প্রমোদশ্চ তথা ভূমিরেকপাদস্তথা মতিঃ। দ্বিজিহ্বশ্চ রমাযুক্তঃ শূরশ্চৈব তু মানুষী। বীরেণ সহিতা পশ্চাৎ শৈলজে মকরধ্বজা। ষণ্মুখশ্চ বিকর্ণা চ বরদো ভৃকুটী ততঃ। বামদেবস্তথা লজ্জা বক্রতুণ্ডস্ততঃ পরম্। দীর্ঘঘোণান্বিতঃ পশ্চাদ্দ্বিরগুকধনুর্ধরে। সেনানীর্যামিনীযুক্তো গ্রামণী রাত্রিসংযুতঃ। মত্তশ্চ চন্দ্রিকাযুক্তো বিমলশ্চ শশিপ্রভা। মত্তবাহনলোলে চ জটী চ চপলাক্ষিণী। মুণ্ডী ঋদ্ধিযুতঃ পশ্চাৎ খড়্গী দুর্ভগয়া যুতঃ। বরেণ্যশ্চৈব সুভগা বৃষকেতু-

ইহার বিনিয়োগ। এই ন্যাসের প্রণালী উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। মন্ত্রের পূর্ব্বে যে যে স্থলে ৩ অঙ্ক আছে তথায় ঐং হ্রীং শ্রীং এই তিনটী বীজ উচ্চারণ করিবে। গ্রহন্যাস, নক্ষত্রন্যাস, যোগিনীন্যাস, রাশিন্যাস, পীঠন্যাস ও ত্রিপুরান্যাসেও এইরূপ ৩

---

(১) দক্ষকট্যাং (ক) (খ)। (২) বামকট্যাং (ক) (খ)। (৩) বিমত্ত (ক) (খ)।

(৪) মত্তবাহনলোলাক্ষীভ্যাং (ক) (খ)। (৫) হৃদাদি-দক্ষপাদে হংগণেশগুহপ্রিয়াভ্যাং নম ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৬) বিঘ্নকৃচ্চ ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৭) নিরঞ্জনজটে ততঃ ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৮) কপর্দ্দভৃত্তথা ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৯) শুভয়া যুত ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

(১০) ভূতিমাংস্তত ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

স্তথা শিবা। ভক্ষ্যপ্রিয়শ্চ দুর্গা চ মেঘনাদশ্চ কামিনী। গজেশঃ কান্তকুব্জা চ গণেশো বিঘ্নহারিণী॥ ইতি গণেশন্যাসঃ॥ ৯৯॥

অথ গ্রহন্যাসঃ।—(১) ঐং হ্রীং শ্রীং অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ আং আদিত্যরুচিভ্যাং (২) নমো হৃদয়ে। ৩ যং রং লং বং সোং সোমামরাভ্যাং (৩) নমো ভ্রূমধ্যে। ৩ কং খং গং ঘং ঙং অং অঙ্গারকরক্তাভ্যাং নমো নেত্রে। ৩ চং ছং জং ঝং ঞং বুং বুধজ্ঞানরূপাভ্যাং নমো হৃদয়োপরি। ৩ টং ঠং ডং ঢং ণং বৃং বৃহস্পতিযশস্বিনীভ্যাং নমঃ কণ্ঠে। ৩ তং থং দং ধং নং শুং শুক্রাহ্লাদিনীভ্যাং নমো গলে (৪)। ৩ পং ফং বং ভং মং শং শনৈশ্চরশক্তিভ্যাং নমো নাভৌ। ৩ শং ষং সং হং রাং রাহুকৃষ্ণাভ্যাং নমো বক্ত্রে। ৩ লং ক্ষং কেং কেতুবায়বীভ্যাং নমো গুহ্যে। তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—স্বরৈরর্কং হৃদি ন্যস্যেদ্ যবর্গেণ শশী ততঃ। ভ্রূমধ্যে চ কবর্গেণ ভৌমং নেত্রত্রয়ে ন্যসেৎ। টবর্গেণ বুধো হৃদি টবর্গেণ বৃহস্পতিঃ। হৃদয়োপরি দেবেশি তবর্গেণ গলে ভৃগুঃ। পবর্গেণ শনির্নাভৌ রাহুর্বক্ত্রে শবর্গগঃ। লক্ষাভ্যান্তু গুদে কেতুং ন্যসেদেবং বরাননে॥ ১০০॥

অথ নক্ষত্রন্যাসঃ।—(৫) ঐং হ্রীং শ্রীং অং আং অশ্বিন্যৈ নমো ললাটে। ৩ ইং ঈং ভরণ্যৈ নমো দক্ষনেত্রে। ৩ উং ঊং কৃত্তিকায়ৈ নমো বামনেত্রে। ৩ ঋং ৠং ঌং ৡং রোহিণ্যৈ নমো দক্ষকর্ণে। ৩ এং মৃগশিরায়ৈ নমো বামকর্ণে। ৩ ঐং আর্দ্রায়ৈ নমো দক্ষনাসায়াম্। ৩ ওং ঔং পুনর্ব্বসবে নমো বামনাসায়াম্। ৩ কং পুষ্যায়ৈ নমঃ কণ্ঠে (৬) ৩ খং গং অশ্লেষায়ৈ নমো দক্ষস্কন্ধে। ৩ ঘং ঙং মঘায়ৈ নমো বামস্কন্ধে। ৩ চং পূর্ব্বফল্গুন্যৈ নমো দক্ষভুজমধ্যে। ৩ ছং জং উত্তরফল্গুন্যৈ নমো বামভুজমধ্যে। ৩ ঝং ঞং হস্তায়ৈ নমো দক্ষমণিবন্ধে। ৩ টং ঠং চিত্রায়ৈ নমো বামমণিবন্ধে। ৩ ডং

অঙ্কস্থলে ঐ তিনটি বীজন্যাস করিবে। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে এই গণেশন্যাসের প্রমাণ আছে। সুস্পষ্ট বলিয়া তাহার অনুবাদ দেওয়া হইল না। ৯৮।৯৯।

এই যোঢ়ন্যাস মাতৃকান্যাসকালে কর্ত্তব্য। মাতৃকান্যাস যে যে অঙ্গে করিতে হয়, ইহাও সেই সেই অঙ্গে করিতে হইবে।

---

(১) এতেষাং ধ্যানং—জ্ঞানার্ণবে রক্তং শ্বেতং তথা রক্তং শ্যামং পীতঞ্চ পাণ্ডরম্। ধূম্রকৃষ্ণং কৃষ্ণধূম্রং ধূম্রধূম্রং বিচিন্তয়েৎ। রবিমুখ্যান্ কামরূপান্ সর্ব্বাভরণভূষিতান্। ইতি (খ) পুস্তকে উদ্ধৃত-পাঠঃ। কামরূপধরাঃ সর্ব্বে দিব্যাম্বরবিভূষিতাঃ। বামোরুন্যস্তহস্তাশ্চ দক্ষহস্তাভয়প্রদাঃ ইতি মুদ্রিত (খ) পুস্তকস্থ-গ্রহধ্যানম্। (২) আদিত্যরুচিরাভ্যামিতি (ক) (খ) পাঠঃ। মুদ্রিত (খ) পাঠশ্চ।

(৩) সোমমমাভ্যামিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) গলে ইত্যত্র হৃদয়ে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৫) এতেষাং ধ্যানং জ্ঞানার্ণবে,—জ্বলৎকালাগ্নিসঙ্কাশাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ। নতিপাণ্যোৎখিনীমুখ্যা বরদাভয়পাণয়ঃ। ইতি (খ) পুস্তকে উদ্ধৃত-পাঠঃ। মুদ্রিত (খ) পুস্তকে মূল-পাঠঃ।

(৬) দক্ষকরে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

স্বাত্যৈ নমো দক্ষহস্ততলে (১)। ৩ ঢং ণং বিশাখায়ৈ নমো বামহস্ততলে (২) ৩ তং থং দং অনুরাধায়ৈ নমো নাভৌ। ৩ ধং জ্যেষ্ঠায়ৈ নমো দক্ষকটিদেশে। ৩ নং পং ফং মূলায়ৈ নমো বামকটিদেশে। ৩ বং পূর্ব্বাষাঢ়ায়ৈ নমো দক্ষোরৌ। ৩ ভং উত্তরাষাঢ়ায়ৈ নমো বামোরৌ। ৩ মং শ্রবণায়ৈ নমো দক্ষজানুনি। ৩ যং রং ধনিষ্ঠায়ৈ নমো বামজানুনি। ৩ লং শতভিষায়ৈ নমো দক্ষজঙ্ঘায়াম্ (৩)। ৩ বং শং পূর্ব্বভাদ্রপদায়ৈ নমো বামজঙ্ঘায়াম্ (৪)। ৩ ষং সং হং উত্তরভাদ্রপদায়ৈ নমো দক্ষপাদে (৫)। ৩ লং ক্ষং অং অঃ রেবত্যৈ নমো বামপাদে (৬)॥ ১॥

অথ যোগিনীন্যাসঃ। (৭) ঐং হ্রীং শ্রীং অং আং ই ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং ডাং ডীং ড ম ল ব র যূং ডাকিন্যৈ মাং রক্ষ রক্ষ ত্বগাত্মনে নমঃ কণ্ঠে। ৩ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং রাং রীং র ম ল ব র যূং রাকিণ্যৈ মাং রক্ষ রক্তাসৃগাত্মনে নমো হৃদয়ে। ৩ ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং লাং লীং ল ম ল ব র যূং লাকিন্যৈ মাং রক্ষ রক্ষ মাংসাত্মনে নমো নাভৌ। ৩ বং ভং মং যং রং লং কাং কীং ক ম ল ব র যূং কাকিন্যৈ মাং রক্ষ রক্ষ মেদ-আত্মনে নমঃ স্বাধিষ্ঠানে। ৩ বং শং ষং সং সাং সীং স ম ল ব র যূং সাকিন্যৈ মাং রক্ষ রক্ষ অস্থ্যাত্মনে (৮) নমো মূলাধারে। ৩ হং লং ক্ষং হাং হীং হ ম ল ব র যূং হাকিন্যৈ মাং রক্ষ রক্ষ মজ্জাত্মনে (৯) নমো ভ্রূমধ্যে॥ ২॥

অথ রাশিন্যাসঃ। (১০) ঐং হ্রীং শ্রীং অং আং ইং ঈং মেষরাশয়ে নমো দক্ষগুল্ফে (১১)। ৩ উং ঊং ঋং বৃষরাশয়ে নমো দক্ষজানুনি (১২)। ৩ ৠং ৯ং ৡং মিথুনরাশয়ে নমো দক্ষবৃষণে (১৩)। ৩ এং ঐং কর্কটরাশয়ে নমো দক্ষকুক্ষৌ (১৪)। ৩ ওং ঔং সিংহরাশয়ে নমো দক্ষস্কন্ধে (১৫)। ৩ অং অঃ শং ষং সং হং লং ক্ষং কন্যারাশয়ে নমো দক্ষমস্তকে (১৬)। ৩ কং খং গং ঘং ঙং তুলারাশয়ে নমো বাম-

অতঃপর উপরি লিখিত প্রণালী ক্রমে গ্রহন্যাস, নক্ষত্রন্যাস, যোগিনীন্যাস, পীঠন্যাস

---

(১) দক্ষস্তনে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) বামস্তনে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) দক্ষগুল্ফে (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) বামগুল্ফে (ক) (খ) পাঠঃ। (৫) দক্ষপাদতলে (ক) (খ) পাঠঃ। (৬) বামপাদতলে (ক) (খ) পাঠঃ।

(৭) এতাসাং ধ্যানং জ্ঞানার্ণবে—সিতাসিতারুণা বভ্রু চিত্রপীতাশ্চ চিন্তয়েৎ। চতুর্ভুজাঃ পদে-ষঙ্কেঃ সর্ব্বাভরণভূষিতা ইতি (খ) পুস্তকে উদ্ধৃতপাঠঃ মুদ্রিত (খ) পুস্তকে মূলে পাঠঃ।

(৮) মজ্জাত্মনে (খ) পাঠঃ। (৯) অস্থ্যাত্মনে (খ) পাঠঃ।

(১০) রাশীনাং ধ্যানং জ্ঞানার্ণবে।—রক্তশ্বেতহরিদ্বর্ণপাণ্ডুচিত্রাসিতান্ স্মরেৎ। পিশঙ্গপিঙ্গলৌ-বভ্রু কর্ব্বুরাসিতধূম্রকান্ (খ) পুস্তকে উদ্ধৃত-পাঠঃ। (১১) দক্ষপাদে (ক) (খ) পাঠঃ।

(১২) দক্ষবৃষণে (ক) (খ) পাঠঃ। (১৩) দক্ষগুল্ফে (ক) (খ) পাঠঃ। (১৪) দক্ষহৃদয়ে (ক) (খ) পাঠঃ। (১৫) দক্ষবাহুমূলে (ক) (খ) পাঠঃ। (১৬) (ক) (খ) পুস্তকে দক্ষ ইতি নাস্তি।

মস্তকে (১)। ৩ চং ছং জং ঝং ঞং বৃশ্চিকরাশয়ে নমো বামবাহুমূলে। ৩ টং ঠং ডং ঢং ণং ধনূরাশয়ে নমো বামকুক্ষৌ (২)। ৩ তং থং দং ধং নং মকররাশয়ে নমো বামবৃষণে (৩)। ৩ পং ফং বং ভং মং কুম্ভরাশয়ে নমো বামজানুনি (৪)। ৩ যং রং লং বং মীনরাশয়ে নমো বামগুল্ফে (৫)॥ ৩॥

অথ পীঠন্যাসঃ।—সিতাসিতারুণশ্যামহরিৎপীতান্যনুক্রমাৎ। পুনঃ পুনঃ ক্রমাদ্দেবি পঞ্চাশৎস্থানসংশ্রয়ঃ। শ্যামান্ বরাভয়করান্ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতান্। এবং ধ্যাত্বা পীঠং ন্যসেৎ—ঐং হ্রীং শ্রীং অং কামরূপপীঠায় (৬) নমঃ। ৩ আং বারাণসীপীঠায় (৭) নমো মুখবৃত্তে। ৩ ইং নেপালপীঠায় নমো দক্ষচক্ষুষি। ৩ ঈং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপীঠায় নমো বামচক্ষুষি। ৩ উং কাশ্মীরপীঠায় নমো দক্ষকর্ণে। ৩ ঊং কান্যকুব্জপীঠায় নমো বামকর্ণে। ৩ ঋং পুরস্থিতপীঠায় নমো দক্ষিণনসি। ৩ ৠং চরস্থিতপীঠায় নমো বামনসি। ৩ ঌং পূর্ণশৈলপীঠায় নমো দক্ষগণ্ডে। ৩ ৡং অর্ব্বুদপীঠায় নমো বামগণ্ডে। ৩ এং আম্রাতকেশ্বরপীঠায় নম ওষ্ঠে। ৩ ঐং একাম্রপীঠায় নমোঽধরে। ৩ ওং ত্রিস্রোতঃপীঠায় নম ঊর্দ্ধদন্তে। ৩ ঔং কামকোট্টপীঠায় নমোঽধোদন্তে। ৩ অং কৈলাসপীঠায় নমো ব্রহ্মরন্ধ্রে। ৩ অঃ ভৃগুপীঠায় নমো মুখে। ৩ কং কেদারপীঠায় নমো দক্ষবাহুমূলে। ৩ খং চন্দ্রপূরপীঠায় নমো দক্ষকূর্পরে। ৩ গং শ্রীপীঠায় নমো দক্ষমণিবন্ধে। ৩ ঘং ওঁকারপীঠায় নমো দক্ষিণাঙ্গুলিমূলে। ৩ ঙং জালন্ধরপীঠায় নমো দক্ষাঙ্গুল্যগ্রে। ৩ চং মানবপীঠায়, ৩ ছং কৃপাস্তকপীঠায়, ৩ জং দেবীকোট্টপীঠায়, ৩ ঝং গোকর্ণপীঠায়, ৩ ঞং মারুতেশ্বরপীঠায়,—বামবাহুমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। ৩ টং অট্টহাসপীঠায় নমো দক্ষপদমূলে। ৩ ঠং বিরজপীঠায় নমো দক্ষজানুনি। ৩ ডং রাজগৃহপীঠায় নমো দক্ষগুল্ফে। ৩ ঢং কোল্বগিরিপীঠায় নমো দক্ষপাদাঙ্গুলিমূলে। ৩ ণং এলাপুরপীঠায় নমো দক্ষাঙ্গুল্যগ্রে। ৩ তং কামেশ্বরপীঠায় নমো বামপাদমূলে। ৩ থং জয়ন্তীপীঠায় নমো বামজানুনি। ৩ দং উজ্জয়নীপীঠায় নমো বামগুল্ফে। ৩ ধং ক্ষীরকাপীঠায় নমো বামপাদাঙ্গুলিমূলে। ৩ নং হস্তিনাপুরপীঠায় নমো বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে। ৩ পং উড্ডীশপীঠায় নমো দক্ষিণপার্শ্বে ৩ ফং প্রয়াগপীঠায় নমো বামপার্শ্বে। ৩ বং বিন্ধ্যপীঠায় নমঃ পৃষ্ঠে। ৩ ভং মায়াপুরপীঠায় নমো নাভৌ। ৩ মং জলেশ্বরপীঠায় নম উদরে। ৩ যং মলয়পীঠায় নমো হৃদি। ৩ রং শ্রীশৈলপীঠায় নমো দক্ষস্কন্ধে। ৩ লং মেরুপীঠায় নমঃ ককুদি। ৩ বং গিরিপীঠায় নমো বামস্কন্ধে। ৩ শং মহেন্দ্রপীঠায় নমো হৃদাদিদক্ষকরে। ৩ ষং বামনপীঠায় নমো হৃদাদিবামকরে। ৩ সং হিরণ্যপুরপীঠায় নমো হৃদাদিদক্ষপাদে। ৩ হং মহালক্ষ্মী-

---

(১) মস্তকস্থ বামভাগে ইতি (খ) টি। (২) বামহৃদয়ে (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) বামপাদে (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) বামপৃষ্ঠে (ক) (খ) পাঠঃ। (৫) উদরে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৬) বারাণসীপীঠায় (ক) (খ) পাঠঃ। (৭) কামরূপপীঠায় (ক) (খ) পাঠঃ।

পুরপীঠায় নমো হৃদাদি বামপাদে। ৩ লং উড্ডীয়ানপীঠায় নমো হৃদাদ্যুদরে। ৩ ক্ষং ছায়াছত্রপুরপীঠায় নমো হৃদাদিমুখে। সর্ব্বত্র মাতৃকাস্থানেষু নমোঽন্তেন ন্যসেৎ। (১) অয়ং ষোঢ়ান্যাসো মাতৃকান্যাসকালে (২) কর্ত্তব্য ইতি সম্প্রদায়বিদঃ (৩)॥ ৪ ॥

অথ ত্রিপুরান্যাসঃ। তন্ত্রে। ত্রিপুরন্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। অস্যাস্থ ন্যাসমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥ যথা,—ঐং হ্রীঁং শ্রীং অং কামিনীত্রিপুরায়ৈ নমো ললাটে। সর্ব্বত্র এবং ক্রমেণ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইত্যন্তেন মাতৃকাস্থানেষু ন্যসেৎ। ৩ আং মালিনী-ত্রিপুরায়ৈ। ৩ ইং মদনাত্রিপুরায়ৈ। ৩ ঈং উন্মাদিনী-ত্রিপুরায়ৈ। ৩ উং দ্রাবিণী-ত্রিপুরায়ৈ। ৩ ঊং খেচরী-ত্রিপুরায়ৈ। সর্ব্বত্র ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইতি বক্তব্যম্। ৩ ঋং ঝাটিকা। ৩ ৠং কলাবতী (৪)। ৩ ঌং ক্লেদিনী। ৩ ৡং শিবদূতী। ৩ এং সুভগা। ৩ ঐং ভগাবহা। ৩ ওং বিদ্যেশ্বরী (৫)। ৩ ঔং মহালক্ষ্মী। ৩ অং কৌলিনী। ৩ অঃ কালেশ্বরী। ৩ কং কুলমালিনী। ৩ খং ব্যাপিনী। ৩ গং ভগা (৬)। ৩ ঘং বাগীশ্বরী। ৩ ঙং কালিকা। ৩ চং পিঙ্গলা। ৩ ছং ভগসর্পিণী। ৩ জং সুন্দরী। ৩ ঝং নীলপতাকা। ৩ ঞং সিদ্ধেশ্বরী। ৩ টং মহাসিদ্ধেশ্বরী। ৩ ঠং অঘোরা (৭)। ৩ ডং রত্নমালা। ৩ ঢং মঙ্গলা। ৩ ণং ভগমালিনী। ৩ তং রৌদ্রী। ৩ থং যোগেশ্বরী। ৩ দং অম্বিকা। ৩ ধং অট্টহাসা। ৩ নং ব্যোমরূপিণী (৮)। ৩ পং বজ্রেশ্বরী। ৩ ফং ক্ষোভিণী। ৩ বং শাকম্ভরী। ৩ ভং অনঙ্গা। ৩ মং লোকেশ্বরী। ৩ যং রক্তা। ৩ রং সুস্থা। ৩ লং শুক্রা (৯)।

---

(১) তথাচ গণেশন্যাসাদি পীঠন্যাসপর্য্যন্তং ষট্কং ষোঢ়ান্যাসঃ ইতি (খ) পাঠঃ অধিকঃ।

(২) মাতৃকান্যাসানন্তরমিতি (খ) পাঠঃ।

(৩) তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—কামরূপং মহাপীঠং পীঠং বারাণসীং তথা। নেপালঞ্চ তথা পীঠং তথা বৈ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্। কাশ্মীরঞ্চ মহাপীঠং কান্যকুব্জমতঃ পরম্। পুরস্থিতং তথা পীঠং চরস্থিতমথাপরম্। পূর্ণশৈলং মহাপীঠমর্ব্বুদঞ্চ ততঃ পরম্। আম্রাতকেশ্বরং পীঠমেকাম্রঞ্চ ততঃ পরম্। ত্রিস্রোতঃ পীঠমনঘং কামকোট্টমতঃ পরম্। কৈলাশং ভৃগুপীঠঞ্চ কেদারং চন্দ্রপুরকম্। শ্রীপীঠঞ্চ তথোঙ্কারং জালন্ধরমতঃ পরম্। মানবঞ্চ তথা পীঠং কুলান্তং দেবি কোট্টকম্। গোকর্ণঞ্চ মহাপীঠং মারুতেশ্বরমেব চ। অট্টহাসঞ্চ বিরজং রাজগৃহমথাপরম্। পীঠং কোল্লগিরিং প্রোক্তমেলাপুরমথাপরম্। কালেশ্বরং মহাপীঠং মহাপীঠং জয়ন্তিকৌ। পীঠমুজ্জয়িনীঞ্চৈব বিচিত্রং ক্ষীরিকাভিধম্। হস্তিনাপুরকং পীঠং উড্ডীশঞ্চ প্রয়াগকম্। বিন্ধ্যাঞ্চৈব মহাপীঠং মায়াপুরজলেশ্বরৌ। মলয়ঞ্চ মহাপীঠং শ্রীশৈলং মেরুকোগিরিঃ। মহেন্দ্রং বামনঞ্চৈব হিরণ্যপুরমেব চ। মহালক্ষ্মীময়ং পীঠমুড্ডীয়ানমতঃ পরম্। ছায়াছত্রপুরং পীঠং তথৈব পরমেশ্বরি। পঞ্চাশৎপীঠবিন্যাসং মাতৃকাবন্ন্যসেৎ সদা॥ মুদ্রিত (খ) পুস্তকে এষোঽধিকঃ পাঠঃ।

(৪) কুলাবলী (ক) (খ) পাঠঃ। (৫) ভদ্রেশ্বরী (খ) পাঠঃ। (৬) সুভগা (ক) (খ) পাঠঃ; ভগাবহা মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৭) অমোঘা (ক) (খ) পাঠঃ।

(৮) ব্যোমব্যাপিনী (ক) (খ পাঠঃ। (৯) শুক্লা (ক) (খ) পাঠঃ মুদ্রিত (খ) পাঠশ্চ।

৩ বং অপরাজিতা। ৩ শং সম্বর্ত্তা। ৩ ষং বিমলা। ৩ সং অঘোরা। ৩ হং ভৈরবী। ৩ লং অমোঘা। ৩ ক্ষং সর্ব্বাকর্ষিণী। ইতি পঞ্চাশত্রিপুরা মাতৃকাস্থানেষু নমোহন্তেন ন্যসেৎ॥ ৫॥

অথ কামরতিন্যাসঃ।—(১) ঐঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং অং কামরতিভ্যাং নমঃ। সর্ব্বত্র ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং। নমোহন্তেন মাতৃকাস্থানেষু ন্যসেৎ। ৪ আং কামপ্রীতিভ্যাম্। ৪ ইং কান্তকামিনীভ্যাম্। ৪ ঈং ভ্রান্তমোহিনীভ্যাম্। ৪ উং কামধুক্কমলাভ্যাম্। ৪ ঊং কামচারবিলাসিনীভ্যাম্। ৪ ঋং কর্ণকল্পলতাভ্যাম্। ৪ ৠং কোমলশ্যামলাভ্যাম্। ৪ ৯ং কামবর্দ্ধকশুচিস্মিতাভ্যাম্। ৪ ৡং কামবিজয়াভ্যাম্। ৪ এং রণবিশালাক্ষীভ্যাম্। ৪ ঐং রমণলেলিহাভ্যাম্। (২) ৪ ওং রতিনাথদিগম্বরাভ্যাম্। ৪ ঔং রতিপ্রিয়রমাভ্যাম্। ৪ অং রাত্রিনাথকুব্জিকাভ্যম্। ৪ অঃ স্মরকান্তাভ্যাং। ৪ কং রমণসত্যাভ্যাম্। ৪ খং নিশাচরকল্যাণীভ্যাম্। ৪ গং নন্দনভোগিনীভ্যাম্ (৩)। ৪ ঘং নন্দীশকামদাভ্যাম্। ৪ ঙং মদনসুলোচনাভ্যাম্। ৪ চং নন্দয়িতৃস্বলাবণ্যাভ্যাম্। ৪ ছং নিশাচরমর্দ্দিনীভ্যাম্। ৪ জং রতিহংসকলহংসপ্রিয়াভ্যাম্। ৪ ঝং পুষ্পধন্বকাঙ্ক্ষিণীভ্যাম্। ৪ ঞং মহাধনুঃসুমুখীভ্যাম্। ৪ টং গ্রামণীনলিনীভ্যাম্। ৪ ঠং ভীমজটিনীভ্যাম্। ৪ ডং ভ্রামণজ্বালিনীভ্যাম্। ৪ ঢং ভ্রমণশিখিনীভ্যাম্। ৪ ণং শ্যামমুগ্ধাভ্যাম্। ৪ তং ভ্রামণরমাভ্যাম্। ৪ থং ভৃঙ্গভ্রমাভ্যাম্। ৪ দং ভ্রান্তকামকলাভ্যাম্। ৪ ধং ভ্রমাবহসুচঞ্চলাভ্যাম্। ৪ নং মোহনদীর্ঘজিহ্বাভ্যাম্। ৪ পং মেষক(৪)মহামতিভ্যাম্। ৪ ফং মুগ্ধলোলাক্ষীভ্যাম্। ৪ বং মোহবর্দ্ধকভৃঙ্গিনীভ্যাম্। ৪ ভং মোহকচপেটাভ্যাম্। ৪ মং মন্মথনাথাভ্যাম্। ৪ যং মতঙ্গমালিনীভ্যাম্। ৪ রং ভৃঙ্গীশকলহংসিনীভ্যাম্। ৪ লং গায়কবিশ্বতোমুখীভ্যাম্। ৪ বং গীতিগজনন্দিকাভ্যাম্। ৪ শং নর্ত্তকরঞ্জিনীভ্যাম্। ৪ ষং মেষকান্তিভ্যাং (৫) ৪ সং উন্মত্তকলকণ্ঠাভাম্। ৪ হং সম্বর্ত্তকম্বুকোদরীভ্যাম্। ৪ লং মেঘশ্যামাভ্যাম্। ৪ ক্ষং বিমলশ্রীমতীভ্যাম্। মাতৃকাস্থানেষ্বেতান্নমোহন্তান্ন্যসেৎ॥ জ্ঞানার্ণবে।—ন্যসেৎ কামরতী পশ্চাৎ কামপ্রীতৌ মহেশ্বরি। কান্তশ্চ কামিনীযুক্তো ভ্রান্তো বৈ মোহিনীযুতঃ। কামধুক্ কমলা তদ্বৎ কামচারো বিলাসিনী। কন্দর্পঃ কল্পলতয়া কোমলশ্যামলে তথা। কামবর্দ্ধকসংযুক্তা বিজ্ঞেয়া তু শুচিস্মিতা।কামশ্চ (৬) বিজয়াযুক্তো বিশালাক্ষীযুতো রণঃ (৭)

---

(১) জ্ঞানার্ণবে,—অথ কামান্ন্যসেদ্দেবি দাড়িমীকুসুমপ্রভান্। বামাঙ্কশক্তিসহিতান্ পুষ্পবাণেক্ষুকার্ম্মুকান্। শক্তীস্তু কুঙ্কুমনিভাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ। নীলোৎপলকরা ধ্যেয়াস্ত্রৈলোক্যকর্ষণক্ষমাঃ। ইত্যুদ্ধৃতঃ (খ) পাঠঃ। (২) বিমললেলিহাভ্যাং আদর্শ পাঠঃ।

(৩) নন্দনমোহিনীভ্যাম্ (ক) (খ) পাঠঃ।

(৪) মোচক ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৫) লেখ ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

(৬) কালশ্চ ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৭) রম ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

রমণো লেলিহাযুক্তো রতিনাথদিগম্বরে। রতিপ্রিয়রমে চৈব (১) রাত্রিনাথশ্চ কুব্জিকা। স্মরেণ সংযুতা কান্তা রমণঃ সত্যয়া যুতঃ। নিশাচরশ্চ কল্যাণী নন্দনো ভোগিনী তথা। নন্দীশঃ কামদাযুক্তো মদনশ্চ সুলোচনা। স্বলাবণ্যাযুতো দেবি তথা নন্দয়িতা প্রিয়ে। নিশাচরশ্চ মর্দ্দিন্যা রতির্হংসস্ততঃ পরম্। কলহংসপ্রিয়াযুক্তঃ (২) পুষ্পধন্বাচ চ কাঙ্ক্ষিণী। মহাধনুশ্চ সুমুখী গ্রামণীর্নলিনীযুতঃ। ভীমশ্চ জটিনীযুক্তো ভ্রামণো জ্বালিনীযুতঃ। ভ্রামণঃ শিখিনীযুক্তঃ শ্যামমুখ্যে ততঃ পরম্। ভ্রামণো রময়া যুক্তো ভণ্ডভ্রর্মা ততঃ পরম্। ভ্রান্তঃ কামকলাযুক্তো ভ্রমাবহসুচঞ্চলা (৩)। মোহনো দীর্ঘজিহ্বা চ মেষকশ্চ (৪) মহামতিঃ। তথা মুগ্ধশ্চ লোলাক্ষী মোহবর্দ্ধনভৃঙ্গিণী। মোহকশ্চ চপেটা চ মন্মথো নাথয়া যুতঃ। মতঙ্গো মালিনীযুক্তো ভৃঙ্গীশঃ (৫) কলহংসিনী। গায়কেন সমাযুক্তস্ততো বৈ বিশ্বতোমুখী। গজনন্দিকয়া যুক্তো গীতিশ্চ তদনন্তরম্। নর্ত্তকঃ সহ রঞ্জিন্যা মেষঃ (৬) কান্তিসমন্বিতঃ। উন্মত্তঃ কলকণ্ঠা চ সম্বর্ত্তক(৯)বৃকোদরী। মেঘঃ শ্যামাঙ্গিনো দেবি বিমলঃ শ্রীমতী (৭) প্রিয়ে। মাতৃকার্ণৈর্ন্যাসেদ্দেবি মাতৃকাস্থান এব চ ॥ ৬ ॥

অথ ষোড়শনিত্যান্যাসঃ। জ্ঞানাণবে।—প্রথমা সুন্দরী নিত্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী। কামেশ্বরী [১] সমাখ্যাতা তথৈব ভগমালিনী [২] নিত্যক্লিন্না [৩] চ ভেরুণ্ডা [৪] তথৈব বহ্নিবাসিনী [৫]। বজ্রেশ্বরী [৬] চ দূতী (৮) [৭] চ ত্বরিতা [৮] কুলসুন্দরী [৯]। নিত্যা [১০] নীলপতাকা [১১] চ বিজয়া [১২] সর্ব্বমঙ্গলা [১৩]। জ্বালামালা [১৪] বিচিত্রাস্তাঃ [১৫] পঞ্চদশ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ এতাসাং মন্ত্রা জ্ঞানার্ণবে।—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নিত্যামন্ত্রমনুত্তমম্। বালান্তারঞ্চ হৃৎপ্রান্তে কামেশ্বরিপদং ততঃ। ইচ্ছাকামফল-

---

ত্রিপুরান্যাস এবং কামরতিন্যাস করিবে। কামরতিন্যাসের প্রমাণ উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, সুস্পষ্ট বলিয়া তাহার অনুবাদ দেওয়া হইল না। ১০০—১০৬।

জ্ঞানার্ণবে ষোড়শনিত্যান্যাসের প্রমাণ দিয়াছেন,—এই ন্যাসের দেবতা যথা—কামেশ্বরী (১), ভগমালিনী (২), নিত্যক্লিন্না (৩), ভেরুণ্ডা (৪), বহ্নিবাসিনী (৫), বজ্রেশ্বরী (৬), দূতী (৭), ত্বরিতা (৮), কুলসুন্দরী (৯), নিত্যা (১০), নীলপতাকা (১১), বিজয়া (১২), সর্ব্বমঙ্গলা (১৩), জ্বালামালা (১৪), ও বিচিত্রা (১৫)। এই পঞ্চদশ দেবতা। জ্ঞানার্ণবে ইহাদের মন্ত্র বলিয়াছেন যথা,—হে দেবি, নিত্যামন্ত্র বলিব, শ্রবণ কর।

---

(১) রতিপ্রিয়শ্চ রামা চ ইতি মুদ্রিত-(খ) পাঠঃ। (২) কলহঃ প্রিয়য়া যুক্ত ইতি মুদ্রিত-(খ) পাঠঃ। (৩) ভ্রান্তশ্চামরলোলা চ ভ্রমাবরসুচঞ্চলা ইতি মুদ্রিত-(খ) পাঠঃ।

(৪) মেচকশ্চ মহামতিঃ। (৫) ভৃঙ্গিণা ইতি-(খ) পাঠঃ। (৬) লেখ ইতি মুদ্রিত-(খ) পাঠঃ।

(৭) কলকণ্ঠ ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৮) শ্রীঃ ক্রমাদিতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

(৯) ভূতী ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

প্রান্তে প্রদে সর্ব্বপদং বদেৎ। ততঃ সত্ত্ববশং ব্রূয়াৎ করি সর্ব্বজগৎপদং। ক্ষোভণান্তে করি ব্রূয়াৎ হুঁকারত্রয়মালিখেৎ। পঞ্চ বাণান্ (১) সমালিখ্য সংহারেণ (২) কুমারিকাম্। এষা কামেশ্বরী নিত্যা প্রসঙ্গাৎ কথিতা শিবে। বাগ্ভবং ভগশব্দান্তে ভগে ভগিনি চালিখেৎ। ভগোদরি ভগাঙ্গে চ ভগমালে (৩) ভগাবহে। ভগগুহ্যে ভগপ্রান্তে যোনিপ্রান্তে ভগান্তিকে। নিপাতিনি চ সর্ব্বান্তে ততো ভগবশঙ্করি। ভগরূপে ততো লেখ্যং নীরজায়তলোচনে। নিত্যক্লিন্নে ভগপ্রান্তে স্বরূপে সর্ব্বমালিখেৎ। ভগানি মে হ্যানয়ান্তে বরদেহথ সমালিখেৎ (৪)। রেতে সুরেতে চ ভগক্লিন্নে ক্লিন্নদ্রবে ততঃ। ক্লেদয় দ্রাবয়াথো চ সর্ব্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি। অমোঘে ভগবিচ্ছে চ ক্ষুভ ক্ষোভয় সর্ব্ব চ। সত্ত্বান্ ভগেশ্বরি ব্রূয়াদ্বাগ্ভবং ব্লূং জমাদিকম্। ভেং ব্লূং মোং ব্লূং হেং ব্লূং (হৈং ক্লীং হেং) (৫) ক্লিন্নে চ ততঃ পরম্। সর্ব্বাণি চ ভগান্যন্তে মে বশঞ্চানয়েতি চ। স্ত্রীবীজঞ্চ হরপ্রান্তে বলোমাত্মকমক্ষরম্ (৬)। ভুবনেশীং সমালিখ্য বিদ্যেয়ং ভগমালিনী। ২ পরাবীজং সমুচ্চার্য্য নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে। অগ্নিজায়ান্বিতো মন্ত্রো নিত্যক্লিন্নেয়মীরিতা ৩ (৭)। প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য তথাঙ্কুশযুগং বদেৎ। তন্মধ্যে বিলিখেদ্দেবি ভরোমাত্মকমক্ষরম্। চবর্গমন্ত্যহীনন্তু বিলিখেদ্বহ্নিসংস্থিতম্। চতুর্দ্দশস্বরোপেতং বিন্দুনাদান্বিতং পৃথক্। বহ্নিজায়ান্বিতা বিদ্যা ভেরুণ্ডা দেবতা ভবেৎ ৪ (৮) পরাং বিলিখ্য বহ্ন্যন্তে বাসিন্যৈ নম ইত্যপি। অষ্টার্ণোহয়ং মহেশানি দেবতা বহ্নি-

বালাবীজ, প্রণব, 'নমঃ, কামেশ্বরি' এইপদ, তাহার পর 'ইচ্ছাকামফল' 'প্রদে' এই পদ, 'সর্ব্ব' এই পদ, 'সত্ত্ববশঙ্করি,' 'সর্ব্বজগৎ ক্ষোভণকরি' এই দুই পদ তাহার পরে তিনটি 'হুং' এই বীজ পঞ্চ বাণ মন্ত্র, বিলোমে বালাবীজ। হে শিবে, প্রসঙ্গক্রমে কামেশ্বরী নিত্যার এই মন্ত্র তোমাকে বলিলাম। (১) বাগ্ভববীজ 'ভগ' শব্দের পর 'ভগে ভগিনি' এই দুই পদ, তাহার পরে 'ভগোদরি, ভগাঙ্গে, ভগমালে ভগাবহে, ভগগুহ্যে, ভগযোনি ভগনিপাতিনি, সর্ব্বভগবশঙ্করি ভগরূপে' হে পদ্মায়তনেত্রে, তাহার পরে 'নিত্যক্লিন্নে ভগস্বরূপে, সর্ব্বভগানি মে হ্যানয় বরদে রেতে সুরেতে ভগক্লিন্নে ক্লিন্নদ্রবে ক্লেদয় দ্রাবয় সর্ব্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি অমোঘে ভগবিচ্ছে ক্ষুভ ক্ষোভয় সর্ব্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি' এই বলিয়া ইহার পরে—বাগ্বীজ, ব্লুং জং ভেং ব্লুং, মোং হেং ব্লুং হৈং ক্লীং হেং' এই কয়টি বীজ তাহার পরে 'ক্লিন্নে সর্ব্বাণি ভগানি মে বশমানয় স্ত্রীং হর ব্লোং হ্রীং" ইহার নাম

---

(১) দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লূং সঃ (খ টি)। (২) বিপরীতক্রমেণ কুমার্য্যা বালায়া ইতি (খ টি)।

(৩) ভগান্তে চ তথা মালে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। ভগাঙ্কে ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

(৪) পদং লিখেৎ ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৫) বন্ধনীমধ্যে ঐং ইত্যেব (ক) (খ) পাঠঃ।

(৬) বেদমাতৃকমিতি মুদ্রিতপাঠঃ। ব্লোমাত্মকমিতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

(৭) হ্রীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা (খ টি)।

(৮) ওঁ ক্রোং ক্রোং ঝ্রোং দ্রোং জ্রোং ভ্রোং স্বাহা (খ টি)।

বাসিনী ৫। প্রণবং ভুবনেশানীং ফরেমাত্মক(১)মক্ষরম্। সবিসর্গঃ শশী পশ্চান্নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে। বহ্নিজায়ান্বিতা বিদ্যা সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী। চতুর্দ্দশাক্ষরী বিদ্যা জ্ঞেয়া বজ্রেশ্বরী তথা। ৬ পরাবীজং সমুচ্চার্য্য শিবদূতী চ ঙেযুতা। হৃদন্তোঽয়ং মনুর্দ্দেবি দূতী সর্ব্বসমৃদ্ধিদা ৭ (২)। ওঁকারবীজম্[illegible] পরাং কবচমালিখেৎ। খেচছেক্ষং সমালিখ্য স্ত্রীবীজঞ্চ সমালিখেৎ। হূংকারং ক্ষে পরা (৩) চাস্ত্রং বিদ্যেয়ং ত্বরিতা ভবেৎ। ৮ সর্ব্বসিংহাসনময়ী বালৈব কুলসুন্দরী। ৯ বালয়া পুটিতাং কুর্য্যাত্তথা বৈ নিত্যভৈরবীম্। পঞ্চবাণাংশ্চ দেবেশি নিত্যা শক্রাক্ষরী ভবেৎ॥ অথবা,—পঞ্চাক্ষরী বাণবীজৈর্নিত্যেয়মপরা ভবেৎ। ১০ প্রণবং ভুবনেশানীং ফরেমাত্মকমক্ষরম্। ব্লূমাত্মকং দ্বিতীয়ন্তু ভুবনেশ্যঙ্কুশং ততঃ। নিত্যশব্দং সমুদ্ধৃত্য (৪) সম্বোধ্যা চ মদদ্রবা। কবচং চাঙ্কুশং মায়া নিত্যা নীলপতাকিনী। ১১ বান্তং কালসমাযুক্তং রেফং শক্রস্বরান্বিতম্। বিন্দুনাদাঙ্কিতং (৫) দেবি বিদ্যেয়ং বিজয়া ভবেৎ। যদ্বা,—বান্তং কালাগ্নিবায়ুশ্চ শক্রস্বরবিভূষিতঃ (৬)। নাদবিন্দুকলাযুক্তো বিদ্যেয়ং বিজয়া ভবেৎ ১২। চন্দ্রং বরুণসংযুক্তং তারস্বঞ্চ (৭) সমালিখেৎ। চতুর্থ্যন্তং ততো দেবি বিলিখেৎ সর্ব্বমঙ্গলাম্। হৃদন্তোঽয়ং মনুর্দ্দেবি নিত্যেয়ং সর্ব্ব-

ভগমালিনী বিদ্যা (২)। তাহার পরে মায়াবীজ, তাহার পরে নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা"। ইহা নিত্যক্লিন্নামন্ত্র (৩)। প্রণব, দুই অঙ্কুশবীজ, তাহার মধ্যে 'ভ্রোং' এই বীজ, তাহার পর চবর্গের প্রথম চারিবর্ণে বহ্নি (র) সংযোগ করিয়া তাহাতে চতুর্দ্দশস্বর (ঔ) ও বিন্দুনাদ সংযোগে পৃথক্ পৃথক্ চারিটি বর্ণ লিখিবে। অন্তে স্বাহা যোগ করিবে ইহা ভেরুণ্ডাদেবতা মন্ত্র(৪)। হে মহেশ্বরি, তাহার পরে মায়াবীজের পর 'বহ্নিবাসিন্যৈ নমঃ'এই অষ্টাক্ষর বহ্নিবাসিনী দেবতা মন্ত্র (৫)। তাহার পরে প্রণব, মাযাবীজ, 'ফ্রেং' বিসর্গযুক্ত 'স' তাহার পরে 'নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা' এই চতুর্দ্দশ অক্ষরে বজ্রেশ্বরী মন্ত্র (৬)। মায়াবীজের পর 'শিবদূত্যৈ নমঃ'। ইহা সর্ব্বসমৃদ্ধিদায়িনী দূতীমন্ত্র(৭)। প্রণব মায়াবীজ কবচ (হুং) খেচছেক্ষ ; স্ত্রীবীজ, 'হূং' 'ক্ষেং' মায়াবীজ ফট্; ইহা ত্বরিতাবিদ্যামন্ত্র। (৮) সর্ব্বসিংহাসনময়ী বালা-ই কুলসুন্দরী (৯)। নিত্যাভৈরবীকে বালাবীজদ্বারা পুটিত করিবে। হে দেবেশি, তাহাতে পঞ্চবাণ-মন্ত্র যোগ করিবে ইহাতে চতুর্দ্দশাক্ষর নিত্যার মন্ত্র হইবে। অথবা বাণবীজদ্বারা পাঁচ অক্ষরে আর একটি নিত্যামন্ত্র হইবে (১০)। তাহার পরে প্রণব, মায়াবীজ, 'ফ্রেম্' এই বীজ 'ব্লূং' এই বীজ, মায়াবীজ, অঙ্কুশবীজ, 'নিত্যে মদদ্রবে'

---

(১) ক্ষেমাত্মক (ক) পাঠঃ। (২) দূতীয়ং সর্ব্বকামদা (খ) পাঠঃ।

(৩) পরা (হ্রীং) অস্ত্রং (ফট্)। (৪) সমুচ্চার্য্য (খ) পাঠঃ। (৫) বিন্দুপদান্বিতং (খ) পাঠঃ। (৬) বান্তং (ভ) কালঃ (ম) অগ্নিঃ (র) বায়ুং (য) শক্রস্বরঃ (ঔ)।

(৭) তারবীজম্ (ক) (খ) পাঠঃ।

মঙ্গলা ১৩। তারং হৃন্তগবত্যন্তে জ্বালামালিনি দেবি চ। দ্বিরুচ্চার্য্য চ সর্ব্বান্তে ভূতসংহারকারিকে। জাতবেদসি সংলিখ্য জ্বলন্তিপদযুগ্মকম্। জ্বলেতি প্রজ্বলদ্বন্দ্বং হুঙ্কারত্রয়মালিখেৎ। বহ্নিবীজত্রয়ং কূর্চ্চমন্ত্রং স্বাহান্বিতো মনুঃ। ইয়ং নিত্যা মহাদেবী জ্বালামালিনিকা পরা ১৪। কবর্গান্তং স্বরান্তঞ্চ শক্রস্বরবিভূষিতম্। বিন্দুনাদকলাক্রান্তং বিচিত্রা পরমেশ্বরী ১৫। অকারাদিষু সর্ব্বেষু স্বরেষু ক্রমতো যজেৎ। অঃ স্বরে পরমেশানি শ্রীবিদ্যাং বিশ্বমাতৃকাম্ ১৬। স্বরবদ্বিন্যসেদ্বিদ্যাং নীরজায়তলোচনে॥ এতাঃ ষোড়শস্বরন্যাসস্থানেষু বিন্যসেৎ। মন্ত্রো যথা—ঐং হ্রীং শ্রীং (অং) (১) ঐং ক্লীং সৌঃ ওঁ নমঃ কামেশ্বরি ইচ্ছাকামফলপ্রদে সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি সর্ব্বজগৎক্ষোভণকরি হুং হুং হুং দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুঁ সঃ সৌঃ ক্লীং ঐং কামেশ্বরীনিত্যাকলায়ৈ নমঃ। ১। ঐং হ্রীং শ্রীং আং (২) ঐং ভগভগে ভগিনি ভগোদরি (ভগাঙ্গে) (৩) ভগমালে ভগাবহে ভগগুহ্যে ভগযোনি ভগনিপাতিনি সর্ব্বভগবশঙ্করি ভগরূপে নিত্যক্লিন্নে ভগস্বরূপে সর্ব্বভগানি মে হ্যানয় বরদে রেতে সুরেতে ভগক্লিন্নে ক্লিন্নদ্রবে ক্লেদয় দ্রাবয় সর্ব্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি অমোঘে ভগবিচ্ছে ক্ষুভ ক্ষোভয় সর্ব্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি ঐং ব্লুং জং (৪) ভেং ব্লুং মোং ব্লুং হেং ব্লুং (হৈং ক্লীং হেং) (৫) ক্লিন্নে সর্ব্বানি ভগানি মে বশমানয় স্ত্রীং হর ব্লেং হ্রীং ভগমালিনীনিত্যাকলায়ৈ নমঃ। ২। ঐং হ্রীং শ্রীং ইং হ্রীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা নিত্যক্লিন্নানিত্যাকলায়ৈ নমঃ। ৩। ঐং হ্রীং শ্রীং ঈং ওঁ ক্রোং ক্রোং ভ্রোং চ্রোং ছ্রোং জ্রোং ঝ্রোং স্বাহা ভেরুণ্ডানিত্যাকলায়ৈ নমঃ। ৪। ঐং হ্রীং শ্রীং উং হ্রীং বহ্নিবাসিন্যৈ নমঃ বহ্নিবাসিনী-নিত্যাকলায়ৈ নমঃ। ৫। ঐং হ্রীং শ্রীং ঊং ওং হ্রীং ক্রেং সঃ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা বজ্রেশ্বরীনিত্যাকলায়ৈ নমঃ। ৬। ঐং হ্রীং শ্রীং ঋং হ্রীং শিবদূত্যৈ নমঃ দূতীনিত্যাকলায়ৈ নমঃ। ৭। ঐং হ্রীং শ্রীং ৠং ওঁ হ্রীং হুং খেচছেক্ষ স্ত্রীং হুং ক্ষে হ্রীং ফট্ ত্বরিতানিত্যাকলায়ৈ নমঃ। ৮। ঐং হ্রীং শ্রীং ৯ং ঐং ক্লীং সৌঃ কুলসুন্দরী-

এই সম্বোধনান্ত পদ, বর্ম্মবীজ, অঙ্কুশবীজ, ও মায়াবীজ, ইহা নিত্যানীলপতাকিনীমন্ত্র। (১১) ভকার, মকার, রকার এই তিন বর্ণে ঐকার সংযোগ তাহাতে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে বিজয়াবিদ্যামন্ত্র হইবে। অথবা ভকারে মকার, রকার, যকার-যোগ তাহাতে ঊকার এবং চন্দ্রবিন্দু যোগ ইহাকেও বিজয়াবিদ্যা কহে (১২)। সকার ও বকারে প্রণবযোগ, তাহার পরে "সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ নমঃ" এই পদ ইহা সর্ব্বমঙ্গলামন্ত্র (১৩)। প্রণব, নমঃ 'ভগবতি' শব্দের পর "জ্বালামালিনি দেবি" এই দুই পদ দুইবার পাঠ, 'সর্ব্বভূত সংহারকারিকে' এই পদ 'জাতবেদসি' এই পদ লিখিয়া দুইবার

---

(১) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) আং ঐং হ্রীং শ্রীং (ক) (খ) পাঠঃ।
(৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৪) জুং ইতি (খ) পাঠঃ।
(৫) বন্ধনীমধ্যে ঐং ইত্যেব (ক) (খ) পাঠঃ।

নিত্যাকলায়ৈ নমঃ। ৯। ঐং হ্রীং শ্রীং ঙ্কং ঐং ক্লীং সৌঃ হ স ক ল র্‌ ডৈং হ স ক ল র ডীং (হ স ক ল র ডৌঁঃ) (১) দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং সঃ (সৌঃ) (২) ক্লীং ঐং বিমলানিত্যাকলায়ৈ নমঃ। অথবা ঐং হ্রীং শ্রীং ঙ্কং দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং সঃ বিমলানিত্যেত্যাদি। ১০। ঐং হ্রীং শ্রীং এং ওঁ হ্রীং ফ্রেং ব্লুং আং হ্রীং ক্রোং নিত্যে মদদ্রবে হুং ক্রোং হ্রীং নীলপতাকিনীনিত্যাকলায়ৈ নমঃ। ১১। ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ভ্‌ ম্‌ রৌং বিজয়ানিত্যাকলায়ৈ নমঃ। অথবা ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ভ্‌ ম্‌ র্‌ যৌং বিজয়েত্যাদি। ১২। ঐং হ্রীং শ্রীং ওঁ স্বোং সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ নমঃ সর্ব্বমঙ্গলানিত্যাকলায়ৈ নমঃ। ১৩। ঐং হ্রীং শ্রীং ওঁং ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি দেবি জ্বালামালিনি দেবি সর্ব্বভূতসংহারকারিকে জাতবেদসি জ্বলন্তি জ্বলন্তি জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হুং হুং হুং রং রং রং হুং ফট্‌ স্বাহা জ্বালামালিনীনিত্যাকলায়ৈ নমঃ। ১৪। ঐং হ্রীং শ্রীং অং চেকৌং বিচিত্রানিত্যাকলায়ৈ নমঃ। ১৫। ঐং হ্রীং শ্রীং অঃ মূলবিদ্যামুচ্চার্য্য শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীনিত্যাকলায়ৈ নমঃ। ১৬। যদ্বা —ঐং হ্রীং শ্রীং অঃ ওঁ কামেশ্বরীনিত্যাকলায়ৈ নমঃ। ইতি ষোড়শ নিত্যা ন্যসেৎ। অস্মিন্ কালে বা সৃষ্টিস্থিতিন্যাসঃ ॥ ৭ ॥ ইতি ষোড়শনিত্যান্যাসঃ।

অথ প্রকটযোগিনীন্যাসঃ।—মূলাধারে ঐং হ্রীং শ্রীং প্রকটযোগিনীভ্যো নমঃ। স্বাধিষ্ঠানে ঐং হ্রীং শ্রীং গুপ্তযোগিনীভ্যো নমঃ। নাভৌ ৩ গুপ্ততরযোগিনীভ্যো নমঃ। হৃদয়ে ৩ সম্প্রদায়যোগিনীভ্যো নমঃ। কণ্ঠে ৩ কুলকৌলিনীযোগিনীভ্যো নমঃ। ভ্রূমধ্যে ৩ নিগর্ব্ব(৩)যোগিনীভ্যো নমঃ। নাদে ৩ রহস্যযোগিনীভ্যো নমঃ। নাদান্তে ৩ অতিরহস্যযোগিনীভ্যো নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে ৩ পরমাতিরহস্যযোগিনীভ্যো নমঃ ॥ ৮ ॥

'জ্বলন্তি' এই পদ, 'জ্বল' এই পদ, দুইটি প্রজ্বল পদ, তিনটি 'হুং' বীজ, তিনটী বহ্নিবীজ, কূর্চ্চমন্ত্র, অন্তে 'স্বাহা' ইহাকে জ্বালামালিনী মন্ত্র বলে। (১৪) ক বর্গের পরবর্ত্তী বর্ণ (চ) স্বরের পরবর্ত্তী বর্ণ (ক) তাহাতে ঐকার ও চন্দ্রবিন্দু যোগ। ইহা বিচিত্রা পরমেশ্বরী-মন্ত্র (১৫)। অকারাদি পঞ্চদশ স্বরে ইহাদের ন্যাস করিয়া 'অঃ' এই স্বরে বিশ্বমাতৃকা শ্রীবিদ্যা ন্যাস করিবে (১৬)। স্বরবর্ণগুলির যথাক্রম সন্নিবেশে ষোড়শস্বর-ন্যাস স্থানে অর্থাৎ ললাট প্রভৃতি স্থানে ন্যাস করিবে। ন্যাসের মন্ত্র ও দেবতা উপরে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে ইহার নাম ষোড়শ নিত্যান্যাস। সৃষ্টিন্যাস ও স্থিতিন্যাস এই সময়ে করা যায়। ৭।

অনন্তর উপরিলিখিত প্রণালীক্রমে প্রকটযোগিনীন্যাস করিবে। এই ন্যাসে যে যে স্থলে ৩ অঙ্ক আছে, তথায় ঐং হ্রীং শ্রীং এই বীজত্রয় উচ্চারণ করিবে। ৮।

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৩) নিগর্ভ (ক) (খ) পাঠঃ।

অথ আয়ুধন্যাসঃ।—দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং সঃ যাং রাং লাং বাং শাং ধং সম্মোহনায় কামেশ্বরধনুষে নমঃ। যাং ৫ দ্রাং ৫ থং সম্মোহনায় কামেশ্বরীধনুষে নমঃ। এতদ্দ্বয়ং স্ববামাধোহস্তে। দ্রাং ৫ যাং ৫ জং জম্ভলেভ্যঃ কামেশ্বরবাণেভ্যো নমঃ। যাং ৫ দ্রাং ৫ জং জম্ভকেভ্যঃ কামেশ্বরীবাণেভ্যো নমঃ। এতদ্দ্বয়ং দক্ষিণাধঃকরে। দ্রাং ৫ যাং ৫ আং বশীকরণায় কামেশ্বরপাশায় নমঃ। যাং ৫ দ্রাং ৫ হ্রীং বশীকরণায় কামেশ্বরীপাশায় নমঃ। এতদ্দ্বয়ং বামোর্দ্ধহস্তে। দ্রাং ৫ যাং ৫ ক্রোং সর্ব্বস্তম্ভনায় কামেশ্বরাঙ্কুশায় নমঃ। যাং ৫ দ্রাং ৫ ক্রোং সর্ব্বস্তম্ভনায় কামেশ্বর্য্যঙ্কুশায় নমঃ। এতদ্দ্বয়ং দক্ষোর্দ্ধে। (ইতি তু) (১) বক্ষ্যমাণক্রমেণ কামকলাং ধ্যাত্বা ন্যসেৎ। তথাচ গুপ্তার্ণবে (২)।—এবং কামকলারূপং দেবতাময়মাত্মনঃ। বপুর্ব্বিচিন্ত্য শিবয়ো(৩)রায়ুধন্যাসমাচরেৎ। তথা চ,—দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং সঃ ইত্যেতে কামবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। যাং রাং লাং বাং শামিদং কামেশ্বরী(৪)বাণপঞ্চকম্। দ্রাদীনি পশ্চাদ্যাদীনি ধং সম্মোহনশব্দতঃ। ঙেন্তাৎ কামেশ্বরধনুর্ঙেন্তং নমোঽন্তমুদ্ধরেৎ (৫)। অনেন চ স্ববামাধোহস্তে সন্ধারয়েদ্ধনুঃ। যাদিদ্রাদীনি থং ঙেন্তসম্মোহনপদোপরি। কামেশ্বরীধনুর্ঙেন্তং নমোঽন্তমিত্যধঃকরে। বামে দেব্যাস্তথা মন্ত্রী ধারয়েদৈক্ষবং ধনুঃ। দ্রাদিযাদীনি জং জম্ভলেভ্যঃ কামেশ্বরপদান্তিকে। বাণেভ্যো নম ইত্যন্তং দক্ষিণাধঃকরে নিজে। শৈবান্ প্রবিন্যসেদ্বাণান্ পৌষ্পান্ সাধকসত্তমঃ। যাদিদ্রাদীনি জং জম্ভলেভ্যঃ

তাহার পরে আয়ুধন্যাস। উপরে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। এই ন্যাসের পূর্ব্বে কামকলা ধ্যান করিবে। গুপ্তার্ণবতন্ত্রে বলিয়াছেন,—নিজ শরীরকে কামেশ্বর কামেশ্বরী দেবতার কামকলাময় দেহরূপে ধ্যান করিয়া আয়ুধন্যাস করিবে। আয়ুধন্যাসে দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং সঃ এই পঞ্চবীজের নাম কামেশ্বরপঞ্চবাণ এবং যাং রাং লাং বাং শাং এই পঞ্চবীজের নাম কামেশ্বরী-পঞ্চবাণ। যাং ইহার পর যেখানে ৫ অঙ্ক আছে তথায় যাং রাং লাং বাং শাং এই পাঁচটী বীজ, দ্রাং এই বীজের পর যেস্থানে ৫ অঙ্ক আছে, সেস্থানে দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং সঃ, এই পাঁচটি বীজ উচ্চারণ করিবে। প্রথমে দ্রাং প্রভৃতি পঞ্চবীজ, পরে যাং প্রভৃতি পঞ্চবীজ উচ্চারণ করিবে, পরে ধং এই বীজ বলিয়া ঙেবিভক্তিযুক্ত সম্মোহন শব্দের পর ঙেবিভক্তিযুক্ত কামেশ্বরধনুস্-শব্দের প্রয়োগ করিয়া অন্তে 'নমঃ,' যোগ দিয়া মন্ত্র উদ্ধার করিবে। এই মন্ত্রে কল্পনাদ্বারা স্বীয় বামদিকের অধোহস্তে ধনুর্ধারণ করিবে। তাহার পর যাং প্রভৃতি পঞ্চবীজ দ্রাং প্রভৃতি পঞ্চবীজ ও থং এই বীজ কয়টি উচ্চারণ করিয়া ঙে সম্মোহন শব্দের পর ঙেন্ত কামেশ্বরী ধনুস্-

---

(১) বন্ধনীমধ্যে তত ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) তন্ত্রান্তরে ইতি (খ) পাঠঃ।

(৩) কামেশ্বরকামেশ্বর্য্যোঃ (খ টিঁ)। (৪) কামেশী ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৫) ঙে নমোন্তং সমুদ্ধরেৎ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

কামেশ্বরীপদাত্ততঃ। বাণেভ্যো নম ইত্যেতান্ দক্ষিণাধঃকরে নিজে। দেব্যাঃ প্রবিন্যসেদ্বাণান্ পৌষ্পানপি চ সাধকঃ। দ্রাদিযাদীনি ভূয়োঽপি মুখবৃত্তং সবিন্দুকম্। স্যাদ্বশীকরণায়েতি কামেশ্বরপদং ততঃ। পাশায় নম ইত্যেবং বামোর্দ্ধে বিন্যসেৎ করে। যাদিদ্রাদীনি গগনং বহ্নিবামাক্ষিবিন্দুমৎ। স্যাদ্বশীকরণায়েতি ততঃ কামেশ্বরীতি চ। পাশায় নম ইত্যেবং বামোর্দ্ধে বিন্যসেৎ করে। দ্রাদিযাদীনি (১) ক্রোং সর্ব্বস্তম্ভনায় পদং ততঃ। কামেশ্বরপদাৎ পশ্চাদঙ্কুশায় নমো লিখেৎ। দক্ষিণোর্দ্ধকরে শৈবং বিন্যসেদঙ্কুশং ততঃ। যাদিদ্রাদীনি ক্রোং সর্ব্বস্তম্ভনায় ততঃ পরম্। কামেশ্বরীপদাদূর্দ্ধমঙ্কুশায় নমো লিখেৎ। দক্ষিণোর্দ্ধকরে দেব্যা বিন্যসেদঙ্কুশং ততঃ ॥ ৯ ॥ ততো মূলেন ব্যাপকং কৃত্বা নব মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ। তদ্‌যথা।—দ্রাং সর্ব্বসংক্ষোভিণীং [১] দ্রীং সর্ব্বদ্রাবিণীং [২] ক্লীঁ আকর্ষিণীং [৩] ব্লুং সর্ব্ববেশিনীং [৪] সঃ সর্ব্বোন্মাদিনীং [৫] ক্রোং মহাঙ্কুশাং [৬] হ স খ ফ্রেং খেচরীং [৭] হ্সৌঃ বীজমুদ্রাং [৮] ঐঁ যোনিমুদ্রাং [৯] ॥ ১০ ॥ ন্যাসকালন্তু যোগিনীহৃদয়ে।—প্রাতঃকালেঽথবা পূজাসময়ে হোমকর্ম্মণি। জপকালেঽপি বা তেষাং (৩) বিনিয়োগঃ পৃথক্ পৃথক্। পূজাকালে সমস্তং বা কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ১১ ॥

শব্দের প্রয়োগ করিয়া দেবীর বামদিকে অধোহস্তে ইক্ষুধনু ধারণ কারবে। তাহার পরে দ্রাংপ্রভৃতি ও যাংপ্রভৃতি বীজ এবং জং জম্ভলেভ্যঃ এই বলিয়া কামেশ্বরপদের পরে ‘বাণেভ্যো নমঃ’ এই বলিয়া নিজ দক্ষিণহস্তে পুষ্পময় শৈববাণন্যাস করিবে। যাং প্রভৃতি বীজ, ‘দ্রাং প্রভৃতিবীজ ও জং জম্ভলেভ্যঃ বলিয়া কামেশ্বরীপদের পর ‘বাণেভ্যো নমঃ’ এই বলিয়া নিজ দক্ষিণহস্তে দেবীর পুষ্পময় বাণন্যাস করিবে। তাহার পরে দ্রাং প্রভৃতি বীজ, যাং প্রভৃতি বীজ, আং বীজ, বশীকরণায় কামেশ্বরপাশায় নমঃ’ এই বলিয়া বামদিকের উর্দ্ধ করে ন্যাস করিবে। তাহার পরে যাং প্রভৃতি বীজ, দ্রাং প্রভৃতি বীজ, হ্রীং বীজ, ‘বশীকরণায় কামেশ্বরীপাশায় নমঃ’ এই বলিয়া বামদিগের উর্দ্ধ করে ন্যাস করিবে। দ্রাং প্রভৃতি বীজ, যাং প্রভৃতি বীজ ‘ক্রোং সর্ব্বস্তম্ভনায় কামেশ্বরাঙ্কুশায় নমঃ’ এই বলিয়া দক্ষিণদিকের উর্দ্ধ করে শৈব অঙ্কুশ ন্যাস করিবে। যাং প্রভৃতি বীজ, দ্রাং প্রভৃতি বীজ, ক্রোং বীজ, ‘সর্ব্বস্তম্ভনায় কামেশ্বর্য্যঙ্কুশায় নমঃ’ এই বলিয়া দেবীর দক্ষিণদিকের উর্দ্ধ করে অঙ্কুশন্যাস করিবে। ৯। তাহার পরে মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া নবমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। সর্ব্বসংক্ষোভিণী (১) সর্ব্বদ্রাবিণী (২) আকর্ষিণী (৩) সর্ব্ববেশিনী (৪) সর্ব্বোন্মাদিনী (৫) মহাঙ্কুশা (৬) খেচরী (৭) বীজমুদ্রা (৮) ও যোনিমুদ্রা (৯) এই নয়টি নবমুদ্রা। ১০। যোগিনীহৃদয়ে ন্যাসের কাল উল্লিখিত

---

(১) যাদি দ্রাদীনি (ক) পাঠঃ। (২) সর্ব্বাবেশিনীমিত্যত্র সর্ব্ববারিণীমিতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৩) তেষাং পূর্ব্বোক্তন্যাসানাং (খ টি)।

ততো ধ্যানম্।—ততঃ পদ্মনিভাং (১) দেবীং বালার্ককিরণোজ্জ্বলাম্। জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্। পদ্মরাগপ্রতীকাশাং কুঙ্কুমারুণসন্নিভাম্। স্ফুরন্মুকুটমাণিক্যকিঙ্কিণীজালমণ্ডিতাম্। কালালিকুলসঙ্কাশকুটিলালকপল্লবাম্। প্রত্যগ্রারুণসঙ্কাশবদনাম্ভোজমণ্ডলাম্। (২) কিঞ্চিদর্দ্ধেন্দুকুটিলললাটমৃদুপট্টিকাম্। পিনাকিধনুরাকারভ্রূলতাং পরমেশ্বরীম্। আনন্দমুদিতোল্লাসলীলান্দোলিতলোচনাম্। স্ফুরন্ময়ূখসঙ্কাশবিলসদ্ধেমকুণ্ডলাম্। (সুগণ্ডমণ্ডলাভোগজিতেন্দ্বমৃতমণ্ডলাম্) (৩)। বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মাণসূত্রসুস্পষ্টনাসিকাম্। তাম্রবিদ্রুমবিম্বাভরক্তোষ্ঠীমমৃতোপমাম্। স্মিতমাধুর্য্যবিজিতমাধুর্য্যরসসাগরাম্। অনৌপম্যগুণোপেতচিবুকোদ্দেশ-(৪) শোভিতাম্। কম্বুগ্রীবাং মহাদেবীং মৃণালললিতৈর্ভুজৈঃ। রক্তোৎপলদলাকারসুকুমারকরাম্বুজাম্। রক্তাম্বুজনখজ্যোতির্ব্বিতানিতনভস্তলাম্ (৫) মুক্তাহারলতোপেতসমুন্নতপয়োধরাম্। ত্রিবলীবলয়াযুক্ত-(৬) মধ্যদেশসুশোভিতাম্। লাবণ্যসরিদাবর্ত্তাকারনাভিবিভূষিতাম্।

হইয়াছে। প্রাতঃকালে, পূজাসময়ে, হোমকালে অথবা জপকালে এই সকল ন্যাস পৃথক্ পৃথক্ ভাবে করিবে; অথবা পূজাকালে এই সমস্ত ন্যাসই করিবে। ১১।

অনন্তর ধ্যান করিবে। যথা,—যিনি পদ্মতুল্যা, প্রাতঃকালীন সূর্য্যকিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্টা এবং জবাপুষ্প, দাড়িম্বপুষ্প, পদ্মরাগমণি ও কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণ বর্ণা এবং উজ্জ্বলমুকুটস্থিতমাণিক্যময় কিঙ্কিণীজালে বিভূষিতা; যাঁহার মুখ-প্রান্তে ভ্রমর-পংক্তির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কুটিল চূর্ণকুন্তল শোভা পাইতেছে, যাঁহার মুখমণ্ডল নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলতুল্য, জটিল ললাটপট্টে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান, হরধনুর ন্যায় কুটিল ভ্রূলতা, নেত্রত্রয় আনন্দভরে নিমীলিত ও উন্মীলিত হইয়া আন্দোলিত হইতেছে, যাঁহার—কর্ণে উজ্জ্বল রশ্মিমণ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বলপ্রভাবিশিষ্ট সুবর্ণকুণ্ডল। বিশ্বকর্ম্মা পরিমাণ-সূত্রদ্বারা যাঁহার নাসামণ্ডলকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাম্র ও প্রবালের ন্যায় যাঁহার রক্ত-বর্ণ ওষ্ঠ। হাস্যমাধুরী দ্বারা যিনি মাধুর্য্যরসের সাগরকে পরাভূত করিয়াছেন, যাঁহার চিবুক অসামান্য সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, শঙ্খের ন্যায় যাঁহার গ্রীবাদেশ, মৃণালের ন্যায় কোমল চারি বাহুতে রক্তোৎপলদলের ন্যায় সুকোমল করপদ্ম শোভা পাইতেছে, রক্তপদ্মের ন্যায় নখজ্যোতি উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডলকে রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপে আবৃত করিয়াছে, যাঁহার সমুন্নত-পয়োধরোপরি মুক্তাহার শোভা পাইতেছে, যাঁহার মধ্যদেশে ত্রিবলী সুশোভিত, নাভিমণ্ডল লাবণ্য-নদীর

---

(১) ঈষদ্ ভেদেন বহুরূপধরাদেব্যাঃ অন্যতমরূপং চিন্তনীয়মিতি (খ টি)।

(২) এতেনার্দ্ধেন্দুতুল্যং ললাটপট্টমিতি (খ টি)। (৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ

(৪) চিকুরোদ্দেশ ইতি (খ) পাঠঃ। (৫) নভঃস্থলামিতি (খ) পাঠঃ।

(৬) মুক্ত ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

অনর্ঘরত্নঘটিতকাঞ্চীযুতনিতম্বিনীম্। নিতম্ববিম্বদ্বিরদ (১) রোমরাজিবরাঙ্কুশাম্। কদলীললিতস্তম্ভসুকুমারোরুমীশ্বরীম্। লাবণ্যকুসুমাকারজানুমণ্ডলবন্ধুরাম্। লাবণ্যকদলীতুল্যজঙ্ঘাযুগলমণ্ডিতাম্। গূঢ়গুল্ফপদদ্বন্দ্বপ্রপদাজিতকচ্ছপাম্ (২)। তনুদীর্ঘাঙ্গুলিস্বচ্ছনখরাজিবিরাজিতাম্। ব্রহ্মবিষ্ণুশিরোরত্ননিঘৃষ্টচরণাম্বুজাম্। শীতাংশুশতসঙ্কাশকান্তিসন্তানহাসিনীম্। লৌহিত্যজিতসিন্দূর-জবাদাড়িমরূপিণীম্ (৩) রক্তবস্ত্রপরীধানাং পাশাঙ্কুশকরোদ্যতাম্। রক্তপদ্মনিবিষ্টান্ত রক্তাভরণভূষিতাম্। চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রান্ত পঞ্চবাণধনুর্ধরাম্। কর্পূরশকলোন্মিশ্রতাম্বূলপূরিতাননাম্। মহামৃগমদোদ্দামকুঙ্কুমারুণবিগ্রহাম্। সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্। জগদাহ্লাদজননীং জগদ্রঞ্জনকারিণীম্। জগদাকর্ষণকরীং জগৎকারণরূপিণীম্। (সর্ব্বমন্ত্রময়ীং দেবীং সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরীম্) (৪)। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ীং নিত্যাং সর্ব্বশক্তিময়ীং শিবাম্ ॥ এবংরূপমাত্মানং (৫) ধ্যাত্বা, মানসৈঃ সংপূজয়েৎ ॥ ১২ ॥ তদ্‌যথা—(৬) হৃৎপদ্মমধ্যে দেবীং বিভাব্য, কুণ্ডলী-(৭) পাত্র-সংস্থেন সহস্রারামৃতেন পাদ্যং দেব্যাশ্চরণে দদ্যাৎ।

আবর্ত্তের ন্যায় শোভা পাইতেছে, নিতম্বোপরি মহামূল্যরত্নগঠিত কাঞ্চীহার বিদ্যমান রহিয়াছে, যাঁহার উরুযুগল কদলীস্তম্ভের ন্যায় কোমল, যাঁহার উন্নতানত জানুদ্বয় লাবণ্যময় কুসুমের ন্যায় অতি মনোহর, দুই পদগুল্ফ সুবর্ত্তুল, পাদের অগ্রভাগ এরূপ সুন্দর যে তাহার নিকট কূর্ম্মপৃষ্ঠ পরাজিত। সূক্ষ্মদীর্ঘ অঙ্গুলিতে নির্ম্মল নখরাজি বিরাজিত, যাঁহার পাদপদ্ম ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের শিরোরত্নে ঘর্ষিত হইয়া থাকে, শত চন্দ্রের কিরণের ন্যায় যাঁহার সমুজ্জ্বল দেহকান্তি, স্বীয় লোহিতপ্রভায় সিন্দূর জবাপুষ্প ও দাড়িমপুষ্প পরাজিত হইতেছে, যাঁহার পরিধান রক্তবস্ত্র এবং হস্তে পাশ ও অঙ্কুশ, যিনি রক্তবর্ণ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া রক্তপদ্মের উপরে উপবেশন করিয়া আছেন, যিনি চতুর্ভুজা ও ত্রিনেত্রা, যিনি হস্তে পঞ্চবাণ ও ধনুধারণ করিয়াছেন, যাঁহার বদনমণ্ডল কর্পূরখণ্ডমিশ্রিত তাম্বূলে পরিপূর্ণ, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কস্তূরী ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত, যিনি সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্গার-বেশ ও সর্ব্বপ্রকার আভরণে বিভূষিত, যিনি জগতের আহ্লাদজননী, জগজ্জনমনোরঞ্জনকারিণী, জগদাকর্ষণকারিণী, জগতের কারণস্বরূপা, সর্ব্বমন্ত্রময়ী, সকলপ্রকার সৌভাগ্যে সুশোভিতা এবং সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী'—সেই সর্ব্বশক্তিময়ী,—মঙ্গলময়ী নিত্যা দেবীকে ধ্যান করি। এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসপূজা করিবে। ১২। যথা,—হৃৎপদ্মমধ্যে দেবীকে চিন্তা করিয়া কুণ্ডলীপাত্রস্থিত সহস্রারচ্যুত অমৃত দেবীর চরণে পাদ্য-

---

(১) কুম্ভ ইতি পূরণীয়মিতি (খ টি)। (২) এতেন কচ্ছপতুল্যপাদাম্ (খ টি)।
(৩) রাগিণীমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।
(৫) আত্মনঃ ইতি (খ) পাঠঃ। (৬) অয়মন্তর্যাগঃ। (৭) কুণ্ডলিকা (খ) পাঠঃ।

ততো মনশ্চার্ঘ্যং দত্ত্বা সহস্রদলপদ্ম-(১) ভৃঙ্গারললিত-পরমামৃতজলেনাচমনীয়ং মুখে। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বেন গন্ধঞ্চ। অহিংসাং বিজ্ঞানং ক্ষমাং দয়াঞ্চ অলোভম্ অমোহম্ অমাৎসর্য্যম্ অমায়াম্ অনহঙ্কারম্ অরাগমদ্বেষম্ ইন্দ্রিয়াণি চ দশৈতানি পুষ্পাণি প্রদাপয়েৎ। ততো বায়ুরূপং ধূপং তেজোরূপঞ্চ দীপং দদ্যাৎ। অম্বরং চামরং সূর্য্যং দর্পণং চন্দ্রং ছত্রং পদ্মন্তু মেখলাম্ আনন্দং হারমুত্তমম্। অনাহতধ্বনিময়ীং ঘণ্টাং নিবেদয়েৎ। ততঃ সুধারসাম্বুধিং মাংসপর্ব্বতং (ব্রহ্মাণ্ডপূরিতপায়সঞ্চ) (২) দত্ত্বা, মনোনর্ত্তকসত্তালৈঃ শৃঙ্গারাদিরসোদ্ভবৈঃ। নৃত্যৈর্গীতৈশ্চ বাদ্যৈশ্চ তোষয়েৎ পরমেশ্বরীম্। এবং সংপূজ্যাভেদেন (৩) জপঃ কার্য্যঃ। ততো বহিঃপূজামারভেত। ততোঽর্ঘ্যস্থাপনম্। প্রথমং সামান্যার্ঘ্যম্। তত্র ক্রমঃ।—আদৌ স্ববামে জলেন চতুরস্রং বিধায় তদন্তর্বৃত্তমালিখেৎ। ততঃ ওঁ মণ্ডলায় নমঃ ইতি পুষ্পৈস্তদভ্যর্চ্চ্য, তত্র সাধারং পাত্রং সংস্থাপ্য, বালয়া তমভ্যর্চ্চ্য শুদ্ধজলেন তমাপূর্য্য, ঐঁ সর্ব্বজ্ঞাশক্তিশ্রীমত্ত্রিপুরসুন্দরী হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিক্রমেণ ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য, তদুপরি মূলমষ্টধা জপ্ত্বা বিশেষার্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥ ১৩॥ তৎপাত্রন্তু তন্ত্রান্তরে।—পাত্রং কাঞ্চনকাচরূপ্যজনিতং মুক্তাকপালোদ্ভবং (৪) বিশ্বা-

রূপে প্রদান করিবে। তাহার পরে স্বীয় মনকে অর্ঘ্যরূপে প্রদান করত সহস্রদলপদ্মবিগলিত পরামৃতস্বরূপ জল দেবীর মুখে আচমনীয়রূপে প্রদান করিবে। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বকে গন্ধরূপে প্রদান করিবে। অহিংসা, বিজ্ঞান, ক্ষমা, দয়া, অলোভ, অমোহ, অমাৎসর্য্য, অমায়া, অনহঙ্কার, অরাগ, অদ্বেষ এবং দশটি ইন্দ্রিয়কে পুষ্পরূপে প্রদান করিবে, বায়ুকে ধূপরূপে, তেজকে দীপরূপে নিবেদন করিবে। আকাশকে চামররূপে সূর্য্যকে দর্পণরূপে, চন্দ্রকে ছত্ররূপে, পদ্মকে মেখলারূপে আনন্দকে উত্তম হাররূপে এবং অনাহতধ্বনিকে ঘণ্টাধ্বনিরূপে নিবেদন করিবে। অনন্তর মনকে নর্ত্তক করিয়া তাহার উত্তমতালে শৃঙ্গারাদিরসময় নৃত্য, গীত ও বাদ্যদ্বারা পরমেশ্বরীকে সন্তুষ্টা করিবে। এই প্রকার মানসপূজা করিয়া দেবতার সহিত নিজের অভেদজ্ঞানে জপ করিবে। তাহার পরে বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। তাহার পরে অর্ঘ্যস্থাপন। প্রথমে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। যথা,—স্বীয় বামে জলদ্বারা চতুষ্কোণমণ্ডল করিয়া তন্মধ্যে বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। ওঁ মণ্ডলায় নমঃ এই মন্ত্রে পুষ্পদ্বারা মণ্ডল পূজা করত তাহাতে অর্ঘ্যপাত্র স্থাপনপূর্ব্বক ঐং ক্লীং সৌঃ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র পূজা করিয়া শুদ্ধ জলদ্বারা ঐ পাত্র পূর্ণ করিবে। তাহার পরে ঐং সর্ব্বজ্ঞাশক্তিশ্রীমত্ত্রিপুরসুন্দরী হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে অর্ঘ্যপাত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া তাহার উপরে আটবার মূলমন্ত্র জপ করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। ১৩। বিশেষার্ঘ্যের পাত্র সম্বন্ধে অন্যতন্ত্রে বলিয়াছেন,

---

(১) কনকপাত্রং (খ টি)। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৩) দৈবতাত্মনোঃ (খ টি)। (৪) মুক্তানির্ম্মিতং কপালং (খ টি)।

মত্র (১) ময়ঞ্চ কামদমিদং হৈমং প্রিয়ং স্ফাটিকম্‌। তাম্রং প্রীতিদমষ্টসিদ্ধি-(২) জনকং শ্রীনারিকেলোদ্ভবং, কাপালং (৩) স্ফুটমন্ত্রসিদ্ধিজনকং মুক্তিপ্রদং মৌক্তিকম্‌ ॥ ১৪ ॥ তদুক্তং নবরত্নেশ্বরে।—নরপাত্রং মহেশানি বিজ্ঞেয়ঞ্চোত্তমোত্তমম্‌। নারিকেলোদ্ভবং (৪) পাত্রং জ্ঞেয়ঞ্চোত্তমকল্পকম্‌। রত্নপাত্রঞ্চ সুশ্রোণি জ্ঞেয়ঞ্চোত্তম-মধ্যমম্‌। মধ্যমোত্তমগং বৈল্বং (৫) ব্রহ্মবৃক্ষজমেব চ। কল্পং সুমধ্যমং প্রোক্তং মৃন্ময়ং কল্পমধ্যমম্‌ ॥ ১৫ ॥ বশ্যাকর্ষণকর্ম্মাণি হেমপাত্রে সু-শোভনে। শান্তিকে পৌষ্টিকে বাপি রাজতং কারয়েৎ প্রিয়ে ॥ ১৬ ॥ লৌহপাত্রং বিজানীয়ান্মারণোচ্চাটনে তথা। স্তম্ভকার্য্যেষু পাষাণং বিদ্বেষে লৌহমৃন্ময়ম্‌ ॥ ১৭ ॥ সর্ব্বকার্য্যেষু কর্ত্তব্যং বিশ্বামিত্রঞ্চ সুব্রতে। কুলোৎসাদনকার্য্যেষু কাচপাত্রং বিশিষ্যতে ॥ ১৮ ॥ কাষ্ঠপাত্রং বিজানীয়ান্মন্ত্রারাধনকর্ম্মাণি। নরপাত্রন্তু গৃহ্নীয়াদ্ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্‌ ॥ ১৯ ॥ দৃষ্ট্বার্ঘ্যপাত্রং দেবেশি ব্রহ্মাদ্যা দেবতাঃ সদা। নৃত্যন্তি সর্ব্বযোগিন্যঃ প্রীতাঃ সিদ্ধিং দদত্যপি ॥ ২০ ॥ সামান্যবিশেষার্ঘ্যয়োরাবশ্যকত্বমাহ নবরত্নেশ্বরে।—একপাত্রং ন কুর্ব্বীত যদি সাক্ষান্মহেশ্বরঃ। মন্ত্রাঃ পরাঙ্মুখা যান্তি আপদশ্চ পদে পদে। ইহ লোকে দরিদ্রঃ স্যান্মৃতে চ পশুতাং ব্রজেৎ ॥

কাঞ্চন, কাচ, রৌপ্যপাত্র মুক্তাজনক ঝিনুক হইতে উৎপন্ন পাত্র, নারিকেলপাত্র. এই সকল পাত্রে অভীষ্ট-লাভ হয়; সুবর্ণপাত্র, স্ফটিকপাত্র, তাম্রপাত্র দেবতার প্রীতিসাধন করে। নারিকেলপাত্রে অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়, নরকপালপাত্রে অতিসত্বর মন্ত্রসিদ্ধি হয়। মুক্তাপাত্রে মুক্তিলাভ হয়। ১৪। নবরত্নেশ্বরে আরও বলিয়াছেন,—হে মহেশ্বরি, নরপাত্র উত্তমোত্তম, নারিকেলপাত্র ঈষদুত্তম, রত্নপাত্র উত্তম-মধ্যম, বিল্বপাত্র মধ্যমোত্তম, পলাশকাষ্ঠপাত্র ও মৃন্ময়পাত্র মধ্যমকল্প জানিবে। ১৫। বশ্য ও আকর্ষণাদি কার্য্যে স্বর্ণপাত্রে অর্ঘ্যস্থাপন করিবে, শান্তি-পুষ্টিকার্য্যে রজতপাত্র, মারণ-উচ্চাটনে লৌহপাত্র, স্তম্ভনকার্য্যে পাষাণপাত্র বিদ্বেষণকার্য্যে লৌহ বা মৃন্ময়পাত্র প্রশস্ত; সকল কার্য্যেই নারিকেলপাত্রে অর্ঘ্যস্থাপন করিতে পারে। বংশলোপকার্য্যে কাচপাত্র প্রশস্ত। মন্ত্রসাধনকার্য্যে কাষ্ঠপাত্র এবং ভোগ-মোক্ষ-কামনায় নরপাত্র গ্রহণ করিবে। ১৬—১৯। হে দেবেশি। অর্ঘ্যপাত্র দর্শন করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদা নৃত্য করেন এবং যোগিনীগণ প্রীত হইয়া সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকেন। ২০। সামান্যার্ঘ্য ও বিশেষার্ঘ্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে নবরত্নেশ্বরে বলিয়াছেন,—সাক্ষাৎ মহেশ্বরও একপাত্রে অর্ঘ্যস্থাপন করিবেন না। সামান্যার্ঘ্য ও বিশেষার্ঘ্যের জন্য দুইটি পাত্র কর্ত্তব্য। একপাত্রে অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া পূজা করিলে মন্ত্র পরাঙ্মুখ হয় এবং পদে পদে বিপদ্‌ ঘটে। একপাত্রে অর্ঘ্যস্থাপন করিলে ইহলোকে দরিদ্র এবং মৃত্যুর পরে পশু হইয়া থাকে।

---

(১) নারিকেল (খ ট)। (২) ইষ্টসিদ্ধি ইতি আদর্শ-পাঠঃ। (৩) মনুষ্যকপালনির্ম্মিত-পাত্রম্‌। (৪) নারিকেলাভিধম্‌ (খ) পাঠঃ। (৫) যজ্ঞবৃক্ষোদ্ভবম্‌।

২১ ॥ ততঃ আত্মশ্রীচক্রয়োর্ম্মধ্যে সামান্যার্ঘ্যজলেন ত্রিকোণবৃত্তষট্‌কোণচতুরস্রমণ্ডলং কৃত্বা, ত্রিকোণমধ্যে মূলবিদ্যয়া মধ্যং সংপূজ্য, ত্রিকোণে প্রত্যেককূটৈঃ পূজয়েৎ। অগ্ন্যাদিকোণক্রমেণ ষট্‌কোণে মূলবিদ্যয়া দ্বিরাবৃত্ত্যা ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। তত্র ত্রিপদিকাং সংস্থাপ্য ঐং হ্রীং শ্রীং মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রাধারায় নমঃ ইত্যাধারং সংপূজ্য, তত্র বৃত্তাকারেণ বহ্নের্দ্দশকলাঃ পূজয়েৎ। তদ্‌যথা—ঐং হ্রীং শ্রীং যং ধূম্রায়ৈ নমঃ। এবং ৩ রং নীলায়ৈ। ৩ লং কপিলায়ৈ। ৩ বং বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ। ৩ শং জ্বালিন্যৈ। ৩ ষং হৈমবত্যৈ। ৩ সং হব্যবাহিন্যৈ। ৩.হং কব্যবাহিন্যৈ। ৩ লং রাত্র্যৈ। ৩ ক্ষং সঙ্কর্ষিণ্যৈ। ইতি সংপূজ্য তদুপরি অস্ত্রান্তং মূলমুচ্চার্য্য প্রক্ষালিতমর্ঘ্যপাত্রং সংস্থাপ্য, পূর্ব্ববত্তত্র যন্ত্র(১)মালিখ্য, সংপূজ্য চ, ক্লীং ঐং হ্রীং শ্রীং অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ ইতি সংপূজ্য বৃত্তাকারেণ সূর্য্যস্য দ্বাদশ কলাঃ পূজয়েৎ। যথা,—ঐং হ্রীং শ্রীং কং ভং তপিন্যৈ নমঃ। এবং ৩ খং বং তাপিন্যৈ। ৩ গং ফং ধূম্রায়ৈ। ৩ ঘং পং বিবুধায়ৈ। ৩ ঙং নং বোধিন্যৈ। ৩ চং ধং কলিন্যৈ। ৩ ছং দং শোষিণ্যৈ। ৩ জং থং বরেণ্যায়ৈ। ৩ ঝং তং আকর্ষিণ্যৈ। ৩ ঞং ণং মায়ায়ৈ। ৩ টং ঢং বিবস্বত্যৈ। ৩ ঠং ডং হেমপ্রভায়ৈ। নমঃ সর্ব্বত্র। ইতি সংপূজ্য, মূলেন জলাদিনাপূর্য্য, পূর্ব্ববদ্ (২) যন্ত্রমালিখ্য, ত্রিকোণে তু অকথাদিত্রিরেখাং মধ্যে হলক্ষাণি চচিন্তয়েৎ। ততঃ পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য, সৌঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রামৃতায় নমঃ ইতি সংপূজ্য সোমস্য ষোড়শ কলা বৃত্তাকারেণ পূজয়েৎ। যথা ঐং হ্রীং শ্রীং

২১। তাহার পরে সাধক নিজের এবং শ্রীচক্রের মধ্যস্থলে পূর্ব্বস্থাপিত সামান্যার্ঘ্যপাত্রের জলদ্বারা প্রথমে ত্রিকোণ তাহার বাহিরে বৃত্ত, তাহার বাহিরে চতুষ্কোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া ত্রিকোণের মধ্যস্থলে মূলমন্ত্রে এবং ত্রিকোণের তিনকোণে বাগ্‌ভবকূট, কামরাজকূট ও শক্তিকূট এই তিনকূটমন্ত্রে পূজা করিবে। অনন্তর ষট্‌কোণে মূলমন্ত্র দুইবার উচ্চারণ করিয়া ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। তাহার পরে মণ্ডলোপরি ত্রিপদিকা স্থাপনপূর্ব্বক ঐং হ্রীং শ্রীং মং বহ্নিমণ্ডলায় ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে আধারের পূজা করিয়া তাহার উপরে উপরিলিখিত মন্ত্রে বৃত্তাকারে বহ্নির দশকলার পূজা করিবে। তাহার পরে অন্তে অস্ত্রমন্ত্র সংযোগপূর্ব্বক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রক্ষালিত অর্ঘ্যপাত্র ত্রিপদিকার উপরে রাখিয়া অর্ঘ্যজলে যন্ত্র অঙ্কনপূর্ব্বক উপরিলিখিত মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রের পূজা করিবে, তাহার পরে অর্ঘ্যপাত্রে উপরিলিখিত মন্ত্রে বৃত্তাকারে সূর্য্যমণ্ডলের দ্বাদশকলার পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্রে শুদ্ধজলদ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ যন্ত্র অঙ্কনপূর্ব্বক যন্ত্রের ত্রিকোণে অকথ প্রভৃতি তিন রেখা মধ্যস্থলে হ ল ক্ষ এই তিন বর্ণ চিন্তা করিবে। তাহার পরে পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া সৌঃ ঐং হ্রীং শ্রীং উং সোম-

---

(১) মন্ত্রমিতি আদর্শ পাঠঃ। (২) পূর্ব্ববন্মন্ত্র ইতি আদর্শপাঠঃ।

অং অমৃতায়ৈ নমঃ। এবং ৩ আং মানদায়ৈ। ৩ ইং তুষ্ট্যৈ। ৩ ঈং পুষ্ট্যৈ। ৩ উং প্রীত্যৈ। ৩ ঊং রত্যৈ। ৩ ঋং শ্রিয়ৈ। ৩ ৠং ক্রিয়ায়ৈ। ৩ ৯ং সুধায়ৈ। ৩ ৡং রাত্র্যৈ। ৩ এং জ্যোৎস্নায়ৈ। ৩ ঐং হৈমবত্যৈ। ৩ ওং ছায়ায়ৈ। ৩ ঔং পূর্ণিমায়ৈ। ৩ অং বিদ্যায়ৈ। ৩ অঃ অমাবস্যায়ৈ। নমঃ সর্ব্বত্র। ইতি সংপূজ্য (তীর্থমাবাহ্য) (১) মধ্যে হংসাত্মনে নমঃ। ততো হ স ক্ষ ম ল ব র যূং আনন্দভৈরবায় বষট্। হ স (২) ক্ষ ম ল ব র যীং সুধাদেব্যৈ বষট্ (৩)। ইতি সংপূজ্য, মৎস্যমুদ্রয়া তজ্জলমাচ্ছাদ্য মূলবিদ্যামষ্টধা জপ্ত্বা ধূপদীপৌ (৪) দত্ত্বা, নব মুদ্রাঃ প্রদর্শ্য, ব্রহ্মময়ং তজ্জলং কিঞ্চিৎ পাত্রান্তরে প্রক্ষিপ্য, মূলেনাত্মানং পূজাদ্রব্যাণি চ সংপ্রোক্ষ্য, সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং কুর্য্যাৎ। পূজাসমাপ্তির্যাবৎ স্যাৎ তাবদর্ঘ্যং ন চালয়েৎ। সময়াক্ষে।—সুন্দরীদেবতায়া (৫) অঙ্গদেবতাপূজনমর্ঘ্যস্থাপনানন্তরম। তথা চ,—আত্মানং যাগবস্তূনি প্রোক্ষয়িত্বা যথাক্রমম্। চিন্ময়ং তৎ সদা ভক্ত্যা চিন্তয়েন্মন্ত্রবিত্তমঃ। তস্মাচ্চক্রচতুর্দ্দিশি ক্রমবশান্নির্ম্মায় চক্রং শুভং, সূর্য্যং (৬) হস্তিমুখং পরং স্মরহরং গোপালমেবং তথা। ধ্যাত্বাবাহ্য চ তাংস্ততো বহুবিধৈঃ পুষ্পৈশ্চ পাদ্যাদিভির্নানাদ্রব্য-(৭) সুগন্ধিমোদকফলৈরুদ্বাসয়েৎ স্বে হৃদি (৮)॥ ততো মহাচক্রে (ঐং হ্রীং শ্রীং) (৯) অমৃতাম্ভোনিধয়ে নমঃ। এবং (৩) (১০) রত্ন-

মণ্ডলায় ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে পূজা করিয়া বৃত্তাকারে উপরিলিখিত মন্ত্রে সোমমণ্ডলের ষোড়শ কলার পূজা করিবে। তাহার পরে তীর্থ আবাহন করিয়া মধ্যে "হংসাত্মনে নমঃ" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে। তাহার পরে অর্ঘ্যপাত্রস্থ জল মৎস্যমুদ্রাদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। তাহার পরে ধূপদীপ নিবেদন করিয়া নয়টি মুদ্রা দেখাইয়া অর্ঘ্যপাত্রের জলকে ব্রহ্মময় চিন্তা করত কিঞ্চিৎ জল পাত্রান্তরে রাখিয়া মুলমন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত জলদ্বারা নিজ শরীর ও পূজার দ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে। পূজা শেষ পর্য্যন্ত অর্ঘ্যপাত্র নাড়িবে না। সুন্দরীদেবতার অঙ্গদেবতা পূজা অর্ঘ্যস্থাপনের পর কর্ত্তব্য। সময়াক্ষে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন, যথা—সাধকপ্রবর, প্রথমে (আত্মশরীর) ও পূজার দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সমস্তই চৈতন্যময় ভাবনা করিবে। তাহার পরে শ্রীচক্রের চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে সূর্য্য, গণেশ, শিব ও গোপালের চক্রনির্ম্মাণ করিয়া সেই সেই চক্রে ধ্যান ও আবাহনপূর্ব্বক বিবিধ পুষ্প, পাদ্য প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য এবং সুগন্ধিমোদক

---

(২) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) স হ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) বৌষট্ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) ধূপদীপনৈবেদ্যাদি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৫) সুন্দরীবিদ্যায়াং (ক) (খ) পাঠঃ। (৬) মহাচক্রচতুর্দ্দিক্ষু সূর্য্যগণেশকামগোপালচক্রাণি লিখেৎ তেষু তত্তদ্দেবতামাবাহ্য পূজয়েৎ (খ টি)। (৭) দিব্য ইতি (খ) পাঠঃ। (৮) স্বে হৃদি ইত্যত্র সুন্দরী ইতি (খ) পাঠঃ। (৯) (খ) পুস্তকে বন্ধনীপাঠো নাস্তি (ক) পুস্তকে তত্র 'ওঁ' ইত্যেবাস্তি। (১০) (ক) (খ) পুস্তকয়োঃ বন্ধনীমধ্যস্থঃ (৩) অঙ্কো নাস্তি এবং পরত্র।

দ্বীপায়। ৩ নানাবৃক্ষমহোদ্যানায়। (৩ সন্তানবাটিকায়ৈ।) (১) ৩ কল্পবৃক্ষবাটিকায়ৈ। ৩ হরিচন্দনবাটিকায়ৈ। ৩ মন্দারবাটিকায়ৈ। ৩ পারিজাতবাটিকায়ৈ। ৩ কদম্ববনবাটিকায়ৈ। ৩ পুষ্পরাগরত্নপ্রাকারায়। ৩ পদ্মরাগরত্নপ্রাকারায়। ৩ গোমেদরত্নপ্রাকারায়। ৩ ইন্দ্রনীলরত্নপ্রাকারায়। ৩ বজ্ররত্নপ্রাকারায়। ৩ বৈদূর্য্যরত্নপ্রাকারায়। ৩ মুক্তারত্নপ্রাকারায় ৩ বিদ্রুমরত্নপ্রাকারায়। ৩ মাণিক্যরত্নপ্রাকারায়। ৩ মাণিক্যমণ্ডপায়। ৩ সহস্রস্তম্ভ-মণ্ডপায়। ৩ অমৃতবাপিকায়ৈ। ৩ আনন্দবাপিকায়ৈ। ৩ বিমর্ষবাপিকায়ৈ। ৩ বালাতপোদ্গারায় (২)। ৩ চন্দ্রিকোদরায় (৩)। ৩ মহাশৃঙ্গারপরিখায়ৈ। ৩ মহাপদ্মাটব্যৈ। ৩ চিন্তামণিগৃহরাজায়। ৩ পূর্ব্বাম্নায়পূর্ব্বদ্বারায়। ৩ দক্ষিণাম্নায়দক্ষিণদ্বারায়। ৩ পশ্চিমাম্নায়-পশ্চিমদ্বারায়। ৩ উত্তরাম্নায়-উত্তরদ্বারায়। ৩ রত্নদ্বীপ-বলয়ায়। ৩ মহাসিংহাসনায়। ৩ ব্রহ্মময়ৈকমঞ্চপাদায়। (৪) ৩ বিষ্ণুময়ৈকমঞ্চপাদায়। ৩ রুদ্রময়ৈকমঞ্চপাদায়। ৩ ঈশ্বরময়ৈকমঞ্চপাদায়। ৩ সদাশিবময়ৈকমঞ্চফলকায়। ৩ হংসতূলতনিনায় (৫)। ৩ হংসতূলমহোপধানায়। ৩ কৌসুম্ভাস্তরণায়। ৩ মহাবিতানিকায়ৈ। ৩ মহাযমনিকায়ৈ (৬)। সর্ব্বত্র নমোঽন্তেন পূজয়েৎ। তদুপরি (ঐং হ্রীং শ্রীং) (৭) হেসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ ॥ ২২ ॥ ততঃ পূর্ব্ববদ্ধ্যাত্বা (ত্রিখণ্ডাং মুদ্রাং কৃত্বা, তদুপরি শিখরে) (৮) মাতৃকাযন্ত্রে সমানীয়, হ্রীং শ্রীং সৌঃ ত্রিপুরসুন্দরীমূর্ত্তিং

ও ফলদ্বারা সূর্য্যাদি দেবতার পূজা করিবে। তাহার পর মহাচক্রে ঐং হ্রীং শ্রীং অমৃতাম্ভোনিধয়ে নমঃ ইত্যাদি উপরি লিখিতমন্ত্রে পূজা করিবে। ঐ সকল মন্ত্রের ৩ অক্ষস্থলে ঐং হ্রীং শ্রীং এই তিন বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহার পরে ত্রিখণ্ডামুদ্রা করিয়া পূর্ব্ববৎ ধ্যান ও ত্রিখণ্ডামুদ্রার উপরে মাতৃকাযন্ত্রে উপরি লিখিত মন্ত্রে দেবীর মূর্ত্তিকল্পনাপূর্ব্বক উপরিলিখিত মন্ত্রে আবাহন করিবে। আবাহনের পর প্রাণপ্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া বাণ. ধনুঃ, পাশ ও অঙ্কুশপ্রভৃতি মুদ্রা দেখাইবে। তাহার পরে যথাশক্তি উপচারদ্বারা পূজা করিয়া তিনবার তর্পণ করিবে। তর্পণক্রম এই,—বাম হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর নখাগ্রদ্বারা শ্রীপাত্রস্থ জল এবং অন্য হস্তে পুষ্পাক্ষত লইয়া ‘শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীং তর্পয়ামি’ এই বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবে। তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র-তন্ত্রে বলিয়াছেন,—হে পার্ব্বতি, বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার যোগে সমুদ্রা সবাহনা সুন্দরী দেবীর তর্পণ করিবে। মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ‘তর্পয়ামি’ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনা-

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) বালাতপোদ্ধারায় ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।
(৩) চান্দ্রকোদ্ধারায় (ক) (খ) পাঠঃ।
(৪) পর্য্যঙ্কপাদপূজা কার্য্যা (খ টি)। (৫) তলিমায় ইতি (খ) তটিমায় ইতি (ক) পাঠঃ।
(৬) যবনিকায়ৈ ইতি (খ) পাঠঃ। (৭) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।
(৮) ত্রিখণ্ডামুদ্রাশিখরে ইতি বন্ধনীমধ্যে (ক) (খ) পাঠঃ ইতি তু ভাবনা (খ টি)।

কল্পয়ামীতি বিন্দৌ (১) কল্পিতমূর্ত্তাবাবাহয়েৎ। ৩ হস্রৈং হস্ক্ল্রীং হস্রৌঃ ইত্যুচ্চার্য্য ওঁ মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে। সর্ব্বভূতহিতে মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি। ইতি বৈন্দবচক্রে পরিচিতি(২)মাবাহ্যাবাহনাদিপ্রাণপ্রতিষ্ঠান্তং কর্ম্ম বিধায় (৩) বাণকোদণ্ডপাশাঙ্কুশাদিমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ। ততো যথোপচারৈঃ সংপূজ্য ত্রিধা সন্তর্পয়েৎ ॥ ২৩ ॥ তত্রায়ং ক্রমঃ।—সব্যহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রেণ ধৃতশ্রীপাত্রাম্ভসা (৪) অন্যহস্তক্ষিপ্তপুষ্পাক্ষতৈঃ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীং তর্পয়ামীতি ত্রিস্তর্পয়েৎ। তদুক্তং স্বতন্ত্রে।—অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগাদ্বামহস্তস্থ পার্ব্বতি। তর্পয়েৎ সুন্দরীদেবীং সমুদ্রাঞ্চ সবাহনাম্। তর্পয়ামি মুখে দেব্যাস্ত্রিবারং মূলবিদ্যয়া। অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগান্নখৈর্নির্দ্দিষ্টমুদ্ধৃতম্। শ্রীপাত্রস্থোদকং বিন্দুং তর্পয়েৎ কুলনায়িকাম্ (৫)। অঙ্গুষ্ঠো ভৈরবো দেবি অনামা চণ্ডিকা প্রিয়ে। সব্যেন হস্তযোগেন তর্পয়েদ্বা কুলেশ্বরীম্ ॥ ২৪ ॥ বিশেষস্তু।—অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু বশ্যকর্ম্মণি তর্পয়েৎ। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাস্তু তর্পয়েচ্ছান্তিকর্ম্মণি। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন তর্পয়েদাভিচারকে। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন স্তম্ভনে তর্পয়েৎ প্রিয়ে ॥২৫॥ ততোহগ্নীশাসুরবায়ব্যমধ্যে দিক্ষু চ (দেব্যা দেহে বা) (৬) ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। তদ্‌যথা।—ঐং সর্ব্বজ্ঞাশক্তিশ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী হৃদয়ায় নমঃ। ক্লীং নিত্যতৃপ্তিশক্তিমহাত্রিপুরসুন্দরী শিরসে স্বাহা। সৌঃ অনাদিবোধশক্তিশ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী শিখায়ৈ বষট্ ঐং স্বতন্ত্রশক্তিশ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী কবচায় হুং। ক্লীং অলুপ্তশক্তিশ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সৌঃ অনন্তশক্তিশ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী অস্ত্রায় ফট্। ততঃ স্বশরীরে কামকলাং ভাবয়েৎ। তথাচ বিন্দুং সঙ্কল্প্য বক্ত্রন্তু তদধস্তাৎ কুচদ্বয়ম্। তদধঃ সপরার্দ্ধঞ্চ (৭) চিন্তয়েত্তদধোমুখম্। ততস্তিথিনিত্যাঃ পূজয়েৎ। মহাত্র্যস্রে বামার্ত্তেন অকারাদিপঞ্চ উকারাদিপঞ্চ একারাদিপঞ্চ বিভাব্য মধ্যে বিসর্গং তেষু বামাবর্ত্তেন শুক্লপক্ষে কামেশ্বর্য্যাদিবিচিত্রান্তঃ কৃষ্ণপক্ষে বিচিত্রাদিকামেশ্বর্য্যন্তঃ পূজয়েৎ। তদ্‌যথা,—প্রতিপদি অকারে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তত্তন্মন্ত্রমুচ্চার্য্য কামেশ্বরীনিত্যাকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি

মিকার নখাগ্রদ্বারা উদ্ধৃত শ্রীপাত্রের জলবিন্দু দ্বারা দেবীর মুখে তিনবার তর্পণ করিবে। ২১—২৪। এই তর্পণের বিশেষ নিয়ম এই, বশ্যকর্ম্মে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযোগে, শান্তিকর্ম্মে অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাযোগে, মারণাদি অভিচারকার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে, স্তম্ভনকার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাযোগে তর্পণ করিবে। ২৫। তাহার পরে অগ্নি, ঈশান, বায়ু ও নৈর্ঋতকোণে মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে অথবা দেবীর শরীরে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে।

---

(১) মহাচক্রাঙ্কিতবিন্দুস্থমূর্ত্তৌ আবাহয়েৎ (খ ট)। (২) পরাং শক্তিং (খ ট)।
(৩) সামান্যপূজোক্তক্রমেণ (খ ট)। (৪) শ্রীপাত্রাখ্যবিন্দুনা (খ) পাঠঃ।
(৫) জ্যেষ্ঠদেবতাম্ (খ ট)। (৬) (খ) নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।
(৭) সপরো হকারস্তস্যার্দ্ধং (খ ট)।

নমঃ। এবমাকারে দ্বিতীয়ায়াং ৩ ভগমালিনীম্। ইকারে তৃতীয়ায়াং ৩ নিত্যক্লিন্নাম্। ঈকারে চতুর্থ্যাং ৩ ভেরুণ্ডাম্। উকারে পঞ্চম্যাং ৩ বহ্নিবাসিনীম্। ঊকারে ষষ্ঠ্যাং ৩ মহাবিদ্যেশ্বরীম্। ঋকারে সপ্তম্যাং ৩ শিবদূতীম্। ৠকারে অষ্টম্যাং ৩ ত্বরিতাম্। ঌকারে নবম্যাং ৩ কুলসুন্দরীম্। ৡকারে দশম্যাং ৩ নিত্যাম্। একারে একাদশ্যাং ৩ নীলপতাকাম্। ঐকারে দ্বাদশ্যাং ৩ বিজয়াম্। ওকারে ত্রয়োদশ্যাং ৩ সর্ব্বমঙ্গলাম্। ঔকারে চতুর্দ্দশ্যাং ৩ জ্বালামালিনীম্। অংকারে পৌর্ণমাস্যাং ৩ বিচিত্রাম্। বিসর্গে ৩ ত্রিপুরসুন্দরীং পূজয়েৎ। কৃষ্ণপক্ষে বিচিত্রাদিকামেশ্বর্য্যন্তং পূজয়েৎ। পূজামন্ত্রস্তু তন্ত্রান্তরে।—শ্রীপদং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য পাদুকাপদমুচ্চরেৎ। পূজয়ামি নমঃ পশ্চাৎ পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ। ততো মধ্যপ্রাক্‌ত্র্যস্রমধ্যেষু গুরুপঙ্‌ক্তিং পূজয়েৎ। আনন্দনাথশব্দান্তা বিজ্ঞেয়াঃ পরমেশ্বরি। অম্বান্তা গুরবঃ প্রোক্তাঃ স্ত্রীলিঙ্গা বীরবন্দিতে। তদ্‌যথা,—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরপ্রকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এবং ৩ পরশিবং তথা পরশক্ত্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এবং ৩ কৌলেশ্বরীং শুক্লাদেবীম্। ৩ পরেশানম্। ৩ কামেশ্বর্য্যম্বিকাম্। এতে দিব্যৌঘাঃ। ভোগং ক্লীড়ং সময়ং বেদং সহজম্ (১) এতে সিদ্ধৌঘাঃ। গগনং বিশ্বং বিমলং মদনং ভুবনং নীলম্ আত্মানং প্রিয়ম্ এতে মানবৌঘাঃ। ততো গুরুং পরমগুরুং পরাপরগুরুং পরমেষ্ঠিগুরুং কেবলং স্বগুরুং বা। এতে কামরাজবিদ্যায়াস্তদ্‌ঘটিতায়াশ্চ গুরবঃ। লোপায়াস্তদ্‌ঘটিতায়াস্তু পরশিবং কামেশ্বর্য্যম্বাং দিব্যৌঘং মহৌঘং সর্ব্বানন্দং প্রজ্ঞাদেবীং প্রকাশম্। এতে দিব্যৌঘাঃ। দিব্যং চিত্রং কৈবল্যং দিব্যাম্বাং মহোদয়ম্ এতে সিদ্ধৌঘাঃ। চিদ্বিশ্বশক্তি-ঈশ্বরকমলপরমানন্দমনোহর-সুখানন্দ-(২) প্রতিভান্। এতে মানবৌঘাঃ। ইতি পূজয়েৎ। ততঃ পূর্ব্ববদ্ গুরুত্রয়ম্ একং বা পূজয়েৎ। অথবা সামান্যগুরুপঙ্‌ক্তিং পূজয়েৎ। তদ্‌যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গুরুভ্যো নমঃ। ৩ গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ৩ পরমগুরুভ্যো নমঃ। ৩ পরমগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ৩ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ। ৩ পরাপরগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ৩ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। ৩

এই ষড়ঙ্গপূজার প্রণালী উপরে লিখিত আছে। অনন্তর নিজ শরীরে কামকলা ভাবনা করিবে। প্রমাণে কামকলাধ্যান-প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে যথা,—প্রথমে বিন্দু কল্পনা করিয়া মুখকল্পনা করিবে, তাহার নিম্নে কুচদ্বয় তাহার নিম্নে অধোমুখ হকারের অর্দ্ধভাগ চিন্তা করিবে। তাহার পরে মহাত্র্যস্রে বামাবর্ত্তে অ আ ই ঈ উ এই পঞ্চবর্ণ, ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এই পঞ্চবর্ণ এবং এ ঐ ও ঔ অং এই পঞ্চবর্ণ চিন্তা করিয়া মধ্যে বিসর্গ ভাবনা করিবে এবং শুক্লপক্ষে বামাবর্ত্তে কামেশ্বরী হইতে বিচিত্রা পর্য্যন্ত এবং কৃষ্ণপক্ষে বিচিত্রা

---

(১) (খ) পুস্তকে বেদমিত্যত্র দেবমিতি পাঠঃ। সহজমিতি (ক) পুস্তকে নাস্তি।

(২) সুখানন্দ ইত্যত্র স্বাত্মানন্দ ইতি (খ) পাঠঃ।

পরমেষ্ঠিগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ৩ আচার্য্যেভ্যো নমঃ। ৩ আচার্য্যপাদুকাভ্যো নমঃ। সর্ব্বত্রাদৌ দ্বিতার্য্যা ত্রিতার্য্যা বা প্রয়োগঃ। তথা চ জ্ঞানার্ণবে।—মায়ালক্ষ্মীময়ং বীজযুগ্মং পূর্ব্বক্রমেণ হি। কথিতং যোজয়েদ্দেবি ত্রয়ং বা পরমেশ্বরি। কল্পসূত্রেঽপি।—সর্ব্বত্রাদৌ ত্রিতারীপ্রয়োগঃ। ত্রিতারী চ।—বাগ্মায়া কমলা (১) চেতি ত্রিতারী সমুদাহৃতা॥ ততস্ত্রৈলোক্যমোহনাদিসৃষ্টিচক্রে ঐং হ্রীং শ্রীং হস্রৈং সহ্রীং শ্রীং কলহ্রীং পূর্ব্বাম্নায়-উন্মনীদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। স্থিতিচক্রে ৩ ঐং ক্লিন্নে ক্লীং মদদ্রবে কুলে হ্সৌঃ দক্ষিণাম্নায়-ভোগিনীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ততঃ সর্ব্বসৌভাগ্যাদিসংহারাত্মকত্রিচক্রে ৩ হ স খ ফ্রেং হ্সৌঃ ভগবত্যম্ব হ স খ ফ্রেং কুব্জিকে হ্স্রাং হ্স্রীং হ্স্রূং অঘোরে ঘোরে ঘোরমুখি চ্রাং চ্রীং চ্রূং কিলি কিলি বিলোমতঃ পূর্ব্বোক্তানি পঞ্চ বীজানি (২) পশ্চিমাম্নায়-কুব্জিকাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। সর্ব্বচক্রে ৩ হ স খ ফ্রেং মহাচণ্ডযোগেশ্বরি উত্তরাম্নায়কালিকাদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি

হইতে কামেশ্বরীপর্য্যন্ত দেবতার পূজা করিবে; এই পূজার প্রণালী উপরে লিখিত হইয়াছে। মন্ত্রের পূর্ব্বে যে যে স্থলে ৩ অঙ্ক আছে, সেই সেই স্থলে ঐং হ্রীং শ্রীং এই তিনটি বীজ উচ্চারণ করিবে। অন্য তন্ত্রে পূজার মন্ত্রপ্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে যথা,—প্রথমে ‘শ্রী’ পদ উচ্চারণ করিয়া ‘পাদুকা’ পদ উচ্চারণ করিবে। তাহার পরে ‘পূজয়ামি নমঃ’ বলিয়া অঙ্গদেবতার পূজা করিবে। তাহার পরে মধ্য, প্রাক্, ত্র্যস্র ও মধ্যস্থলে গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা করিবে। গুরুপূজায় পুরুষগুরুস্থলে শেষে আনন্দনাথ শব্দ প্রয়োগ করিবে। স্ত্রীগুরু হইলে অন্তে অম্বাশব্দ প্রয়োগ করিবে। পূজাপ্রণালী উপরে দ্রষ্টব্য। কৌলেশ্বরী, শুক্লাদেবী, পরেশান, কামেশ্বর্য্যম্বিকা ইহাঁরা দিব্যগুরু। ভোগ, ক্রীড়, সময়, বেদ, সহজ ইহাঁরা সিদ্ধগুরু। গগন, বিশ্ব, বিমল, মদন, ভুবন, নীল, আত্মা, প্রিয় ইহাঁরা মানবগুরু। তাহার পরে গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু, পরমেষ্ঠিগুরু অথবা কেবল স্বগুরু ইহাঁরা কামরাজবিদ্যার এবং কামরাজঘটিত অন্য বিদ্যার গুরু। পরশিব, কামেশ্বরী অম্বা, দিব্যৌঘ, মহৌঘ, সর্ব্বানন্দ, প্রজ্ঞাদেবী ও প্রকাশ ইহাঁরা লোপামুদ্রা এবং লোপামুদ্রাঘটিত বিদ্যার গুরু। ইহাঁরাও দিব্যগুরু। দিব্য, চিত্র, কৈবল্য, দিব্যাম্বা, মহোদয় ইহাঁরা সিদ্ধগুরু। চিৎ, বিশ্বশক্তি, ঈশ্বর, কমল, পরম, আনন্দ, মনোহর, সুখানন্দ, প্রতিভ ইহাঁরা মানবগুরু ইহাঁদের পূজা করিবে। তাহার পরে পূর্ব্বকথিত গুরুত্রয় বা এক গুরুর পূজা করিবে অথবা সামান্য গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা করিবে। মূলে পূজাপ্রণালী দ্রষ্টব্য। এই সকল পূজার আদিতে দ্বিতারী বা ত্রিতারী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজা করিবে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন মায়াবীজ ও লক্ষ্মীবীজ

---

(১) ঐং হ্রীং শ্রীং। (২) বাগ্‌ভবাদি-পঞ্চবীজানি প্রেতবীজান্তানি (৫টি)।

নমঃ। বৈন্দবচক্রে ৩ হ্সৈং হ্সকলরীং হ্সৌঃ ঊর্দ্ধাম্নায়-সকলসিদ্ধিদাদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ততোঽগ্নীশাসুরবায়ব্যমধ্যে দিক্ষু চ মূলেন ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। তথা চ জ্ঞানার্ণবে।—অথাঙ্গাবরণং কুর্য্যাৎ শ্রীবিদ্যামনুসম্ভবম্। অগ্নীশাসুরবায়ব্যমধ্যে দিক্ষ্বঙ্গপূজনম্ (১)। ততো বাহ্যচতুরস্রে পশ্চিমাদিদ্বারচতুষ্টয়ে অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীঃ পূজয়েৎ॥ ২৬॥ পশ্চিমাদিদিঙ্‌নিয়মস্তু গুপ্তার্ণবে।—যদাশাভিমুখো মন্ত্রী ত্রিপুরাং পরিপূজয়েৎ। দেবীপশ্চাত্তদা প্রাচী প্রতীচী ত্রিপুরাপুরঃ। বিশুদ্ধেশ্বরে চ।—উত্তরাভিমুখো মন্ত্রী যদি চক্রং প্রপূজয়েৎ। উত্তরাশা তদা দেবীপূর্ব্বাশৈব ন সংশয়ঃ। দক্ষিণং পশ্চিমং প্রোক্তং দেব্যা দক্ষে তথোত্তরম্। তদ্বামং দক্ষিণন্তু স্যাৎ সর্ব্বত্র নিয়মঃ স্মৃতঃ। ঈশানকোণং দেবেশি তদাগ্নেয়ং ন সংশয়ঃ॥ ২৭॥ ঐং হ্রীং শ্রীং অণিমসিদ্ধি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এবং ৩ লঘিমাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ মহিমাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ ঈশিত্বসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বায়্বাদিকোণচতুষ্টয়েষু ৩

(—হ্রীং শ্রীং) এই দুই মন্ত্রকে দ্বিতারী : মন্ত্র বলে হে পরমেশ্বরি, এই দ্বিতারীমন্ত্রে অথবা সর্ব্বত্র আদিতে ত্রিতারী মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া পূজা করিবে। কল্পসূত্রেও বলিয়াছেন—বাগ্বীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ (ঐং হ্রীং শ্রীং) ইহাকে ত্রিতারী বলে। তাহার পরে ত্রৈলোক্যমোহনাদি সৃষ্টি প্রভৃতি চক্রে উপরিলিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। অনন্তর অগ্নিকোণে, ঈশানকোণে, নৈর্ঋতকোণে, বায়ুকোণে, মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে মূলমন্ত্রে ষড়ঙ্গেরপূজা করিবে। জ্ঞানার্ণবে তাহার প্রমাণ যথা—অতঃপর শ্রীবিদ্যা মন্ত্রের অঙ্গদেবতার পূজা করিবে। অগ্নি. ঈশান, নৈর্ঋত ও বায়ুকোণে, মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। অনন্তর বহির্ভাগের চতুরস্রে পশ্চিমপ্রভৃতি চতুর্দ্বারে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির পূজা করিবে। ২৬। গুপ্তার্ণবে পশ্চিমাদি-দিঙ্‌নিয়ম কথিত হইয়াছে যথা,—যে দিকে মুখ করিয়া ত্রিপুরাদেবীর পূজা করিবে, সেই দিক্ অর্থাৎ দেবীর পশ্চাদ্ভাগ পূর্ব্ব এবং সম্মুখভাগকে পশ্চিম বলা যায়। বিশুদ্ধেশ্বরে বলিয়াছেন যে, যদি সাধক উত্তরাভিমুখ হইয়া শ্রীচক্রের পূজা করে, তাহা হইলে উত্তরদিক্‌কে পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিক্‌কে পশ্চিম জ্ঞান করিবে। সর্ব্বত্র দেবীর দক্ষিণভাগ উত্তর এবং বামভাগ দক্ষিণ। এইরূপে দিক্ নির্ণয় করিয়া পূজা করিবে। ২৭। তাহার পরে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির পূজা করিবে,—ঐং হ্রীং শ্রীং অণিমসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ এইরূপ পূজা করিবে। পূজাপ্রণালী উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। ৩ অঙ্কস্থলে ঐং হ্রীং শ্রীং বীজ

---

(১) বন্ধনীমধ্যে (ক) (খ) পাঠঃ ততো বৈন্দবচক্রে শৈবদর্শনায় নমঃ। ততঃ পরিতঃ শাক্তদর্শনায় নমঃ। ভূবিম্বে ব্রাহ্মদর্শনায়। শিবস্য বামতো বৈষ্ণবদর্শনায় নমঃ (সৃষ্টিচক্রে সূর্য্যদর্শনায়) স্থিতিচক্রে বৌদ্ধদর্শনায় নমঃ। এতা নবচক্রেষু। ততোঽগ্নীশাসুরবায়ুমধ্যে দিক্ষু চ ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। তথাচ জ্ঞানার্ণবে—অথাঙ্গাবরণং কুর্য্যাৎ শ্রীবিদ্যামনুসম্ভবম্। অগ্নীশাসুরবায়ব্যমধ্যে দিক্ষ্বঙ্গপূজনম্। ইতি

বশিত্বসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ প্রাকাম্যসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ ইচ্ছাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়াগি নমঃ। ৩ ভুক্তিসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অধঃ ৩ প্রাপ্তিসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঊর্দ্ধে ৩ সর্ব্বত্তাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। মধ্যচতুরস্রস্য পশ্চিমাদিদ্বারচতুষ্টয়েষু ঐং হ্রীং শ্রীং আং ব্রহ্মাণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এবং ৩ ঈং মাহেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ উং কৌমারীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ ঋং বৈষ্ণবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বায়ব্যাদিচতুষ্কোণেষু ৩ ঌং বারাহীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ ঐং ইন্দ্রাণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ ঔং চামুণ্ডাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ অঃ মহালক্ষ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অভ্যন্তরচতুরস্রস্য পশ্চিমাদিদ্বারচতুষ্টয়েষু ৩ দ্রাং সর্ব্বসংক্ষোভিণীমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এবং ৩ দ্রীং সর্ব্ববিদ্রাবিণী (১) মুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ ক্লীঁ (২) সর্ব্বাকর্ষিণীমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ ব্লূং সর্ব্ববশঙ্করীমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বায়ব্যাদিকোণচতুষ্টয়েষু। ৩ সঃ সর্ব্বোন্মাদিনীমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ ক্রোং মহাঙ্কুশামুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ হ স খ-ফ্রেং খেচরীমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ হসৌঃ সবীজমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অধঃ ৩ ঐঁ যোনিমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঊর্দ্ধে ৩ ঐঁ ক্লীং সৌঃ ত্রিখণ্ডামুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে সংপূর্ণচক্রে ৩ ত্রৈলোক্যমোহনচতুরস্রচক্রায় নমঃ। ৩ অং আং সৌঃ ত্রিপুরাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতস্যা দক্ষিণে ৩ দ্রাং সর্ব্বসংক্ষোভিণী (৩) মুদ্রা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দেব্যা বামে ৩ অঃ অণিমাদিসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ চার্ব্বাকদর্শনায় নমঃ। অত্র ত্রৈলোক্যমোহনচতুরস্রচক্রে ত্রিপুরাচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা অণিমাদ্যাঃ প্রকটযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্ব্বোপচারৈঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু ইতার্ঘ্যজলেন মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ ॥ ২৮ ॥ ততো দ্রামিতি সর্ব্বসংক্ষোভিণী (৪) মুদ্রাং প্রদর্শ্য ঐঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। ক্লীং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা। সৌঃ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। ইতি

উচ্চারণ করিবে। তাহার পরে মধ্যচতুরস্রের পশ্চিম প্রভৃতি চতুর্দ্বারে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী ও বৈষ্ণবী এবং বায়ুপ্রভৃতি চতুষ্কোণে বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মীর পূজা করিবে। মধ্যবর্ত্তী চতুরস্রচক্রের পশ্চিমাদি চতুর্দ্বারে সর্ব্বসংক্ষোভিণীপ্রভৃতি মুদ্রার পূজা করিবে। এই সকল পূজার মন্ত্রাদি উপরে উল্লিখিত আছে। তাহার পরে উপরিলিখিত অন্যান্য পূজা করিয়া "অত্র ত্রৈলোক্যমোহনচতুরস্রচক্রে" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র পাঠ করত মূলদেবীর উদ্দেশে অর্ঘ্যজল সমর্পণ করিবে।২৮। অনন্তর 'দ্রাং' এইমন্ত্রে সর্ব্বসংক্ষোভিণী মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক

---

(১) বিদ্রাবণী ইতি (খ) পাঠঃ। (২) ক্লীমিত্যত্র ব্লীমিতি (খ) পাঠঃ। (৩) সংক্ষোভণী (খ) পাঠঃ। (৪) সংক্ষোভণী (খ) পাঠঃ।

ত্রিবারমর্ঘ্যোদকেন তর্পয়েৎ॥ ১॥ ততঃ ষোড়শদলেষু পশ্চিমদলাদারভ্য বামাবর্ত্তেন ৩ অং কামাকর্ষিণীনিত্যাকলা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ আং বুদ্ধ্যাকর্ষিণীনিত্যাকলা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এবং সর্ব্বত্র নিত্যাকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি পদপ্রয়োগঃ॥ তথা চ নবরত্নেশ্বরে।—বিলোমেন (১) যজেদেতাঃ (২) ক্রমান্নিত্যাঃ কলাঃ পুনঃ। ৩ ইং অহঙ্কারাকর্ষিণী। ৩ ঈং শব্দাকর্ষিণী। ৩ উং স্পর্শাকর্ষিণী। ৩ ঊং রূপাকর্ষিণী। ৩ ঋং রসাকর্ষিণী। ৩ ৠং গন্ধাকর্ষিণী। ৩ ৯ং চিত্তাকর্ষিণী। ৩ ৡং ধৈর্য্যাকর্ষিণী। ৩ এং স্মৃত্যাকর্ষিণী (৩)। ৩ ঐং নামাকর্ষিণী। ৩ ওং বীজাকর্ষিণী। ৩ ঔং আত্মাকর্ষিণী। ৩ অং অমৃতাকর্ষিণী। ৩ অঃ শরীরাকর্ষিণী। চক্রাগ্রে ৩ সর্ব্বাশাপরিপূরক-ষোড়শদলচক্রায় নমঃ। ৩ ঐং ক্লীং সৌঃ ত্রিপুরেশ্বরীচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। সর্ব্বত্রান্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি, আদৌ ঐং হ্রীং শ্রীং এতস্যা দক্ষিণে ৩ দ্রীং সর্ব্ববিদ্রাবিণীমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামে ৩ লঘিমসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বৌদ্ধদর্শনায় নমঃ। অত্র সর্ব্বাশাপরিপূরকষোড়শদলচক্রে ত্রিপুরেশ্বরী (৪) চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ কামাকর্ষিণ্যাদ্যা গুপ্তযোগিন্যঃ সমুদা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। দ্রীমিতি সর্ব্ববিদ্রাবিণীমুদ্রাং প্রদর্শ্য, ঐং আত্মতত্ত্বায় স্বাহেতি পূর্ব্ববৎ॥ ২॥ অষ্টদলচক্রে পূর্ব্বাদিচতুর্দ্দলেষু বামাবর্ত্তেন ৩ কং ৫ অনঙ্গকুসুমাদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ চং ৫ অনঙ্গমেখলাদেবী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ টং ৫ অনঙ্গ-মদনাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ তং ৫ অনঙ্গমদনাতুরাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি

ঐং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে অর্ঘ্যজলদ্বারা তিনবার তর্পণ করিবে। ১। পরে ষোড়শদলপদ্মে পশ্চিমদল হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্তে’ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং কামাকর্ষিণীনিত্যাকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে উপরিলিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। প্রত্যেক নামের আদিতে ঐং হ্রীং শ্রীং এই তিনবীজ ও স্বরবর্ণের এক একটী অক্ষর এবং অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ এইরূপ যোগ করিয়া পূজা করিবে। চক্রাগ্রে ঐং হ্রীং শ্রীং সর্ব্বাশাপরিপূরকষোড়শদলচক্রায় নমঃ ইত্যাদি পূজা করিয়া ইহার দক্ষিণে ‘ঐং হ্রীং শ্রীং দ্রাং সর্ব্ববিদ্রাবিণীমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ’ ইত্যাদি পূজা করিয়া বামে ‘লঘিমসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, বৌদ্ধদর্শনায় নমঃ’ এই প্রকার পূজা করিবে। তাহার পরে “অত্র সর্ব্বাশাপরিপূরক” ইত্যাদি মন্ত্রে মূলদেবীকে অর্ঘ্য-জল সমর্পণ করিবে, অনন্তর দ্রীং এই মন্ত্রে সর্ব্ববিদ্রাবিণীমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ‘ঐং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ তিনবার তর্পণ করিবে॥ ২॥ তাহার পরে অষ্টদলচক্রের পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দলে বামাবর্ত্তে ঐং হ্রীং শ্রীং কং খং গং ঘং ঙং অনঙ্গকুসুমাদেবী-

---

(১) বামাবর্ত্তেন (খ ট)। (২) এতাঃ ইত্যত্র দেব্যা ইতি (খ) পাঠঃ।

(৩) সূক্ষ্মাকর্ষিণী ইতি (খ) পাঠঃ। (৪) ত্রিপুরেশী (ক) (খ) পাঠঃ।

নমঃ। আগ্নেয়াদিদলেষু ৩ পং ৫ অনঙ্গরেখাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ ষং ৪ অনঙ্গবেগিনীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ শং ষং সং হং অনঙ্গাঙ্কুশা (১) দেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ লং ক্ষং অনঙ্গমালিনীদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে ৩ সর্ব্বসংক্ষোভণাষ্টদলচক্রায় নমঃ। ৩ হ্রীঁ ক্লী সৌঃ ত্রিপুরসুন্দরী-চক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, এতস্যা দক্ষিণে ৩ ক্লীঁ সর্ব্বাকর্ষিণীমুদ্রা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামে ৩ মহিমসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ জিনেন্দ্রদর্শনায় নমঃ। অত্র সর্ব্বসংক্ষোভণাষ্টদলচক্রে শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা অনঙ্গকুসুমাদ্যা গুপ্ততরযোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ ক্লীমিতি সর্ব্বাকর্ষিণী-মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। ঐঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহেত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৩ ॥ চতুর্দ্দশারচক্রাগ্রাৎ সমারভ্য বামাবর্ত্তেন পশ্চিমাদিদক্ষিণান্তং যাবৎ ৩ সর্ব্বসংক্ষোভিণীশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ সর্ব্ববিদ্রাবিণী০। ৩ সর্ব্বাকর্ষিণী ০। ৩ সর্ব্বাহ্লাদিনী০। ৩ সর্ব্বসম্মোহিনী০। ৩ সর্ব্বস্তম্ভিনী০। ৩ সর্ব্বজৃম্ভণী০। ৩ সর্ব্বসম্বশঙ্করী০। ৩ সর্ব্ব-রঞ্জনী০। ৩ সর্ব্বোন্মাদিনী০। ৩ সর্ব্বার্থসাধিনী০। ৩ সর্ব্বসম্পত্তিপূরণী০। ৩ সর্ব্ব-মন্ত্রময়ী০। ৩ সর্ব্বদুঃখ (২) ক্ষয়ঙ্করী০। সর্ব্বত্র শক্তিশ্রীপাদুকাপদপ্রয়োগঃ। চক্রাগ্রে ৩ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়কচতুর্দ্দশারচক্রায় নমঃ। হৈঃ হঃ ক্লীং হেসৌঃ ত্রিপুরবাসিনীচক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতস্যা দক্ষিণে ৩ ব্লূঃ সর্ব্ববশঙ্করীমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামে ৩ ঈশিত্বাদিসিদ্ধি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। সাংখ্যমীমাংসান্যায়দর্শনেভ্যো নমঃ। অত্র সর্ব্বসৌভাগ্যদায়কচতুর্দ্দশারচক্রে ত্রিপুরবাসিনীচক্রনায়িকাধিষ্টিতে এতাঃ সর্ব্বসংক্ষোভিণ্যাদ্যাঃ (৩) শক্তয়ঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ব্লূং সর্ব্ববশঙ্করীমুদ্রাং প্রদর্শ্য, ঐঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহেত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৪ ॥ বহির্দ্দশার-চক্রাগ্রাৎ সমারভ্য বামাবর্ত্তেন পশ্চিমাদ্দক্ষিণান্তং ৩ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাদেবীশ্রীপাদুকাং

শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত ক্রমে পূজা করিবে। চক্রাগ্রে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' সর্ব্বসংক্ষোভণাষ্টদলচক্রায় নমঃ 'ইত্যাদি পূজা করিয়া "অত্র সর্ব্বসংক্ষোভণাষ্টদল-চক্রে' ইত্যাদি মন্ত্রে মূলদেবীকে অর্ঘ্যজল সমর্পণ করিবে। তাহার পরে ক্লীং এই মন্ত্রে সর্ব্বাকর্ষিণীমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ঐঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ তিনবার তর্পণ করিবে। ৩। তাহার পরে চতুর্দ্দশারচক্রাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বাগাবর্ত্তে পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ব্বসংক্ষোভিণীশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' 'ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে। অনন্তর "অত্র সর্ব্বসৌভাগ্যদায়ক" ইত্যাদি মন্ত্রে মূলদেবীকে অর্ঘ্যজল সমর্পণ করিয়া 'ব্লুং' এই মন্ত্রে সর্ব্ববশঙ্করীমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক "ঐঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ তিনবার তর্পণ করিবে। ৪। বহির্দ্দশারচক্রাগ্র হইতে বামাবর্ত্তে পশ্চিম

---

(১) অনঙ্গকুসুমা ইতি (খ) পাঠঃ। (২) দুঃখ ইত্যত্র দ্বন্দ্ব ইতি (খ) পাঠঃ।
(৩) সর্ব্বসংক্ষোভণ্যাদ্যা ইতি (খ) পাঠঃ।

পূজয়ামি নমঃ। এবং সর্ব্বত্র দেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ সর্ব্বসম্পৎপ্রদা০। ৩ সর্ব্বপ্রিয়ঙ্করী০। ৩ সর্ব্বমঙ্গলকরী০। ৩ সর্ব্বকামপ্রদা০। ৩ সর্ব্বদুঃখবিমোচনী০। ৩ সর্ব্বমৃত্যুপ্রশমনী০। ৩ সর্ব্ববিঘ্ননিবারিণী০। ৩ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী০। ৩ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী০। চক্রাগ্রে সর্ব্বার্থসাধকবহির্দ্দশারচক্রায় নমঃ। ৩ হ্সৈং হ্স্ক্লীং হ্সৌঃ ত্রিপুরাশ্রীচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতস্যা দক্ষিণে ৩ সঃ সর্ব্বোন্মাদিনীমুদ্রা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামে ৩ বশিত্বাদিসিদ্ধি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ত্রাক্ষ্যবৈদ্যকদর্শনায় নমঃ। অত্র সর্ব্বার্থসাধকে বহির্দ্দশারচক্রে ত্রিপুরাশ্রীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা দেব্যঃ কুলকৌলিনীযোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ততঃ সঃ সর্ব্বোন্মাদিনাং মুদ্রাং প্রদর্শ্য, ঐং আত্মতত্ত্বায় স্বাহেতি পূর্ব্ববৎ। ৫। অন্তর্দ্দশারচক্রাচ্চ সমারভ্য পশ্চিমাদ্দক্ষিণান্তং যাবৎ ঐং হ্রীং শ্রীং সর্ব্বজ্ঞাদেবীশ্রী পা০ পূ০। এবং সর্ব্বত্র দেবীশ্রীপা০ পূ০। ৩ সর্ব্বশক্তিময়ী০। ৩ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী০। ৩ সর্ব্বজ্ঞানময়ী০। ৩ সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনী০। ৩ সর্ব্বাধারস্বরূপিণী০। ৩ সর্ব্বপাপহরা০। ৩ সর্ব্বানন্দময়ী০। ৩ সর্ব্বরক্ষাস্বরূপিণী০। ৩ সর্ব্বেপ্সিতফলপ্রদা০। চক্রাগ্রে ৩ সর্ব্বরক্ষাকরান্তর্দ্দশারচক্রায় নমঃ। হ্রীং ক্লীং ব্লুং ত্রিপুরমালিনীচক্রনায়িকাশ্রী পা০ পূ০। এতস্যা দক্ষিণে ৩ ক্রোং মহাঙ্কুশামুদ্রাশ্রীপা০ পূ০। বামে ৩ প্রাকাম্যসিদ্ধিশ্রীপা০ পূ০। ৩ সৌরদর্শনায় নমঃ। অত্র সর্ব্বরক্ষাকরান্তর্দ্দশারচক্রে ত্রিপুরমালিনীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্ব্বজ্ঞাদ্যা দেব্যো নিগর্ভযোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ক্রোং মহাঙ্কুশাং মুদ্রাং প্রদর্শ্য ঐং আত্মতত্ত্বায় স্বাহেতি পূর্ব্ববৎ। ৬। ততোঽষ্টারচক্রাগ্রাচ্চ সমারভ্য পশ্চিমাদ্দক্ষিণান্তং যাবৎ। ৩ অং ১৬ বরলূং বশিনীবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এবং ৩ বাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। সর্ব্বত্র। ৩ কং ৫ ক ল হ্রীং কামেশ্বরী০। ৩ চং ৫ ন ব লীং মোদিনী০। ৩ টং ৫

হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে। এইরূপ সকল পূজার আদিতে "ঐং হ্রীং শ্রীং" এই বীজত্রয় এবং অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ" এইরূপ যোগ করিয়া পূজা করিবে। অনন্তর "অত্র সর্ব্বার্থসাধকে বহির্দ্দশারচক্রে" ইত্যাদি মন্ত্রে মূলদেবীকে অর্ঘাজল সমর্পণ করিয়া "সঃ" এই মন্ত্রে সর্ব্বোন্মাদিনীমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক "ঐং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ তিনবার তর্পণ করিবে। ৫। অনন্তর অন্তর্দশারচক্র হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত "ঐং হ্রীং শ্রীং সর্ব্বজ্ঞাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে উপরিলিখিত পূজা করিয়া "অত্র সর্ব্বরক্ষাকরান্তর্দশারচক্রে" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে মূলদেবীকে অর্ঘ্যজল সমর্পণ করিবে। পরে ক্রোং এই মন্ত্রে মহাঙ্কুশমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ তিনবার তর্পণ করিবে। ৬। অনন্তর অষ্টারচক্রে পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত ঐং হ্রীং শ্রীং অং আং ইং ঈং উং ঊং

য্লূং (১) বিমলা॰। ৩ তং ৫ জ ম ব্লীঃ অরুণা॰। ৩ পং ৫ হ স ল ব যূং জয়িনী॰। ৩ যং ৪ ঝ ম র যূং সর্ব্বেশ্বরী॰। ৩ শং ষং সং হং লং ক্ষম্রীং কৌলিনী-বাগ্দেবতাশ্রী-পাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে ৩ সর্ব্বরোগহরাষ্টারচক্রায় নমঃ। হ্রীং শ্রীং সৌঃ ত্রিপুরাসিদ্ধানিত্যাশ্রী-পাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতস্যা দক্ষিণে ৩ হ স খ ফ্রেং খেচরী-মুদ্রাশ্রী-পাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামে ভুক্তিসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বৈষ্ণব-দর্শনায় নমঃ। অত্র সর্ব্বরোগহরে অষ্টারচক্রে ত্রিপুরাসিদ্ধাচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা বশিন্যাদ্যা যোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ৩ হ স খ ফ্রেং খেচরীমুদ্রাং প্রদর্শ্য ঐং আত্মতত্ত্বায় স্বাহেতি পূর্ব্ববৎ॥ ৭॥ ত্রিকোণবাহ্যে অগ্রতঃ বামাবর্ত্তেন পশ্চিমাদি-দক্ষিণান্তং যাবৎ ৩ দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং সঃ যাং রাং লাং বাং শাং কামেশ্বর-কামেশ্বরীজম্ভণবাণেভ্যো নমঃ। ৩ দ্রাং ৫ যাং ৫ ধং থং সর্ব্বসম্মোহনায় কামেশ্বর-কামেশ্বরীধনুষে নমঃ। ৩ দ্রাং ৫ যাং ৫ আং হ্রীং বশীকরণায় কামেশ্বরকামেশ্বরীপাশায় নমঃ। ৩ দ্রাং ৫ যাং ৫ ক্রোং সর্ব্বস্তম্ভনায় কামেশ্বরকামেশ্বর্য্যঙ্কুশায় নমঃ। তত্তত্রি-কোণাগ্রদক্ষিণবামেষু (২) মূলবাগ্ভবমুচ্চার্য্যাগ্নিচক্রে কামগির্য্যালয়ে মিত্রীশনাথাত্মকে

ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ বরলূং বশিনীবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে। এইরূপ প্রত্যেক দেবতার নামের আদিতে "ঐং হ্রীং শ্রীং" ও কাদিবর্গের এক একটী বর্গ আদিতে এবং অন্তে বাগ্দেবতা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ এইরূপ বলিয়া পূজা করিতে হইবে। ইহা বুঝাইবার জন্য উপরে ৩ কং ৫ ; ৩ চং ৫ ইত্যাদিরূপ সঙ্কেত করা হইয়াছে। ৩ এই অঙ্কের অর্থ ঐং হ্রীং শ্রীং এই বীজত্রয় এবং কং ৫ ইহার অর্থ কং খং গং ঘং ঙং। এইরূপ চং ৫ ইত্যাদির অর্থও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। তাহার পরে "অত্র সর্ব্বরোগহরাষ্টচক্রে" ইত্যাদি মন্ত্রে মূলদেবীকে অর্ঘ্যজল সমর্পণ করিয়া "ঐং হ্রীং শ্রীং হ স খ ফ্রেং" এই মন্ত্রে খেচরীমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ তিনবার তর্পণ করিবে। ৭। ত্রিকোণের বাহিরে অগ্র হইতে বামাবর্ত্তে পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত "ঐং হ্রীং শ্রীং দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং সঃ যাং রাং লাং বাং শাং কামেশ্বরীকামেশ্বরজম্ভণ-বাণেভ্যো নমঃ," ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে। সকল পূজাতেই আদিতে এইরূপ বীজ যোগ করিবে। এই সঙ্কেত বুঝাইবার জন্য দ্রাং ৫ ও যাং ৫ এইরূপ সঙ্কেত করা হইয়াছে। দ্রাং ৫ বলিতে দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং সঃ এবং যাং ৫ বলিতে যাং রাং লাং বাং শাং এই পঞ্চবীজ বুঝিতে হইবে। অনন্তর ত্রিকোণাগ্রে দক্ষিণে ও বামে "ক এ ঈ ল হ্রীং" মূলমন্ত্রের এই বাগ্ভববীজ উচ্চারণপূর্ব্বক "অগ্নিচক্রে কামগির্য্যালয়ে

---

(১) ম্লূং (ক) (খ) পাঠঃ। (২) দক্ষিণোত্তরেষু (খ) পাঠঃ।

রুদ্রাত্মশক্তিকামেশ্বরীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। কামরাজমুচ্চার্য্য সূর্য্যচক্রে জালন্ধর (১) পীঠে ষষ্ঠীশনাথাত্মকে বিষ্ণ্বাত্মকশক্তিবজ্রেশ্বরীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। শক্তিকূটমুচ্চার্য্য সোমচক্রে পূর্ণগিরি (২) পীঠে উড্ডীশনাথাত্মকে ব্রহ্মাত্মশক্তিভগমালিনীদেবীশ্রী-পাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে ৩ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাদ্যচক্রায় নমঃ। হ্স্রৈঃ হ্স্ক্লীঃ হ্স্রৌঃ ত্রিপুরাম্বানিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতস্যা দক্ষিণে ৩ হ্সৌঃ বীজমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামে ৩ ইচ্ছাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ শাক্তদর্শনায় নমঃ। অত্র সর্ব্বাসিদ্ধিপ্রদাদ্যচক্রে বাণচাপ-(পাশাঙ্কুশ) (৩) ভূষিতান্তরালে ত্রিপুরাম্বাচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ কামেশ্বর্য্যাদ্যা অতিরহস্যযোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। হ্সৌঃ বীজমুদ্রাং প্রদর্শ্য, ঐঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহেতি পূর্ব্ববৎ ॥ ৮ ॥ ততো বৈন্দবচক্রে মূলমুচ্চার্য্য শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি ত্রিঃ সংপূজ্য চক্রাগ্রে সর্ব্বানন্দময়বৈন্দবচক্রায় নমঃ। মূলমুচ্চার্য্য শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতস্যা দক্ষিণে ঐং যোনিমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামে ৩ প্রাপ্তিসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ মোক্ষসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ৩ শৈবদর্শনায় নমঃ। (কুলোড্ডীশে যথা,—ততো মূলং সমুচ্চার্য্য মহাত্রিপুরসুন্দরীম্। পূজয়েদ্দেবতারূপাং বিন্দৌ চক্রেশ্বরীং পুনঃ। যদ্বা) (৪) নবরত্নেশ্বরে।—বৌদ্ধং ব্রাহ্মং তথা সৌরং শৈবং বৈষ্ণবমেব চ। শাক্তং ষষ্ঠন্তু বিজ্ঞেয়ং চক্রং ষড়্দর্শনাত্মকম্। রুদ্রযামলেঽপি।—চতুরস্রং বৌদ্ধভেদং

মিত্রীশনাথাত্মকে রুদ্রাত্মশক্তিকামেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। স হ ক হ ল হ্রীঁ সূর্য্যচক্রে জালন্ধরপীঠে ষষ্ঠীশনাথাত্মকে বিষ্ণ্বাত্মশক্তিবজ্রেশ্বরীদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। স ক ল হ্রীঁ সোমচক্রে পূর্ণগিরিপীঠে উড্ডীশনাথাত্মকে ব্রহ্মাত্মশক্তিভগমালিনীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এই সকল মন্ত্রে পূজা করিয়া চক্রাগ্রে "ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাদ্যচক্রায় নমঃ" ইত্যাদি উপরিলিখিত প্রণালীতে পূজা করিবে। অনন্তর অত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাদ্যচক্রে ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে মূলদেবীকে অর্ঘ্যজল সমর্পণ করিয়া হ্সৌঃ এই মন্ত্রে বীজমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ তিনবার তর্পণ করিবে। ৮। অনন্তর বৈন্দবচক্রে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীদেবীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ" এই বলিয়া তিনবার পূজা করিয়া চক্রাগ্রে "সর্ব্বানন্দময়বৈন্দবচক্রায় নমঃ" ইত্যাদি উপরি লিখিত দেবতাগণের যথাস্থানে পূজা করিবে। এই বিষয়ে কুলোড্ডীশতন্ত্রে বলিয়াছেন,—বিন্দুস্থিত চক্রের মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক চক্রেশ্বরী মহাত্রিপুরসুন্দরীকে দেবতারূপে পূজা করিবে। নবরত্নেশ্বরে বলিয়া-

---

(১) জালন্ধর ইত্যত্র পূর্ণগিরি ইতি (খ) পাঠঃ। (২) পূর্ণগিরি ইত্যত্র জালন্ধর ইতি (খ) পাঠঃ।

(৩) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (গ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। (৪) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

ব্রাহ্মং বৈ ষোড়শচ্ছদম্। বৈষ্ণবং শৈবভেদঞ্চ মন্বস্রং সৌরমুচ্যতে অষ্টাস্রং দ্বিদশারন্তু মধ্যং (১) শাক্তং সমীরিতম্। ইত্যুক্তস্থানে তত্তদ্দর্শনং পূজ্যম্। অত্র সর্ব্বানন্দময়ে বৈন্দবচক্রে পরব্রহ্মস্বরূপিণী-পরাপরশক্তিশ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীসমস্ত-চক্রনায়িকাসম্বিত্তিরূপচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে ত্রৈলোক্যমোহন-সর্ব্বাশাপরিপূরক-সর্ব্বসংক্ষোভ-কারক-সর্ব্বসৌভাগ্যদায়ক-সর্ব্বার্থসাধক—সর্ব্বরক্ষাকর-সর্ব্ব-রোগহর—সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ-শ্রীচক্র-সমুন্মীলিত-সমস্তপ্রকটগুপ্তগুপ্ততরসম্প্রদায়—কুল-কৌলিনী-নিগর্ভ-রহস্যাতিরহস্য—পরাপর-রহস্য-সমস্তযোগিনীপরিবৃত-শ্রীত্রিপুরাত্রিপুরেশী-ত্রিপুর-সুন্দরী-ত্রিপুর-বাসিনী-ত্রিপুরা-শ্রী-ত্রিপুরমালিনী-ত্রিপুরসিদ্ধা-ত্রিপুরাম্বা-তত্তচ্চক্র (২) নায়িকা-বন্দিতচরণকমল-শ্রীমহাত্রিপুর-সুন্দরী-নিত্যাদেবী—সর্ব্বচক্রেশ্বরী-সর্ব্বমন্ত্রেশ্বরী—সর্ব্ববিদ্যেশ্বরীসর্ব্বপীঠেশ্বরী-সর্ব্বকামেশ্বরী-সর্ব্বতন্ত্রেশ্বরী-সর্ব্ববীরেশ্বরী-ত্রৈলোক্যমোহিনী—জগদুৎপত্তিমাতৃকা-সর্ব্ব-চক্রময়ী—তচ্চক্র-নায়িকাসহিতাঃ সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্ব্বোপচারৈঃশ্রীমহাত্রিপুর-সুন্দরী-পরাপরয়া সপর্য্যয়া পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু। ইতি বিশেষার্ঘ্যোদকাক্ষতকুসুমৈঃ প্রধানদেব্যা বামহস্তে সমর্পয়েৎ॥ ততো নবমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য, ঐং আত্মতত্ত্বায় স্বাহেত্যাদি (৩) ত্রিরর্ঘ্যোদকেন পূর্ব্ববৎ তর্পয়েৎ॥ ৯॥ ততো গন্ধপুষ্পদূর্ব্বাক্ষতমাল্যাদীন্ দত্ত্বা (৪) ঐং ইত্যুক্ত্বা ঘণ্টাং বাদয়ন্ মূলমুচ্চার্য্য, ওঁ বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ (৫)। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। ইতি ধূপং দদ্যাৎ। ততো মূলমুচ্চার্য্য ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। ইতি দীপং দদ্যাৎ। ততো মূলমুচ্চার্য্য শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নৈবেদ্যং কল্প-

ছেন যে, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, সৌর, শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত এই ছয়টি চক্র ষড়্দর্শনস্বরূপ জানিবে। রুদ্রযামলেও বলিয়াছেন, বৌদ্ধচক্র চতুর্দ্দল, ব্রাহ্মচক্র ষোড়শদল, বৈষ্ণবচক্র ও শৈবচক্র চতুর্দ্দশদল, সৌরচক্র অষ্টদল এবং মধ্যভাগ শক্তিচক্র দ্বাদশদল বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপে চক্র নির্ণয় করিয়া সেই চক্রে তত্তদ্দর্শনের পূজা করিবে। অতঃপর "অত্র সর্ব্বানন্দময়ে বৈন্দবচক্রে" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে বিশেষার্ঘ্যজল ও পুষ্পাক্ষতদ্বারা প্রধান দেবতার বামহস্তে পূজা সমর্পণ করিবে। অনন্তর নবমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যোদকদ্বারা পূর্ব্ববৎ তিনবার তর্পণ করিবে। ৯। তাহার পরে গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা, মাল্য ও অক্ষতাদি প্রদানপূর্ব্বক "ঐঁ মন্ত্রে" ঘণ্টাবাদন করিতে করিতে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ওঁ বনস্পতিরসো দিব্য ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে ধূপ নিবেদন করিবে। তাহার পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ওঁ

---

(১) বৈষ্ণবং দ্বিদশারন্তু অগ্রঃ ইতি (ক) পাঠঃ। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োস্তত্তং ইত্যংশো নাস্তি। (৩) ক্লীং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা। সৌঃ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যধিকোঽত্র ইত্যাদি স্থলে (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) অর্থাৎ ঘণ্টায়ৈ এতান্ দত্ত্বা ইত্যর্থঃ (খ টি)। (৫) গন্ধসংযুক্তঃ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

ন্নামি নমঃ। ইতি নৈবেদ্যং দদ্যাৎ। ততো নিত্যহোমং কুর্য্যাৎ। তদ্যথা,—পরিষিচ্য ভূমৌ (১) মূলমুচ্চার্য্য ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা ওঁ সমানায় স্বাহা ওঁ উদানায় স্বাহা, ষড়ঙ্গেনাপি আহুতিষট্কং দদ্যাৎ। তথ চ পরিষিচ্য ততো ভূমৌ নিত্যহোমং সমাচরেৎ। মূলমন্ত্রেণ দেবেশি হুনেৎ পঞ্চাহুতীঃ ক্রমাৎ। প্রাণাপানৌ তথা ব্যানঃ সমানশ্চঃ উদানকঃ। এতৎ-স্বরূপং জানীয়াদাহুতীনাঞ্চ পঞ্চকম্। ষড়াহুতীঃ ষড়ঙ্গেষু নিত্যহোমোঽয়মীরিতঃ। ততঃ স্ববামে ত্রিকোণবৃত্তং চতুরস্রং কৃত্বা ঐং হ্রীং শ্রীং ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ ইতি সংপূজ্য (২) অর্দ্ধান্নপূর্ণসলিলং স্থাপয়েত্তত্র ভাজনম্। ত্রিধা পঠন্ কলাবর্ণমন্ত্রং (৩) দদ্যাদ্বলিং ততঃ। ওঁ হ্রীং সর্ব্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ হুং স্বাহা ইতি সামান্যার্ঘ্যোদকেন দত্ত্বা তত্ত্বমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ॥ ততো বটুকাদিভ্যো বলিং দদ্যাৎ। ঈশান-বায়ু-নির্ঋত্য-গ্নিকোণেষু ত্রিকোণবৃত্তমণ্ডলানি কৃত্বা তেষু বাং বটুকায় নমঃ, যাং যোগিনীভ্যো নমঃ, গাং গণপতয়ে নমঃ, ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ইতি পাদ্যাদিভিঃ সংপূজ্য তেষু দ্রব্যভরিতপাত্রাণি নিঃক্ষিপ্য বলিং দদ্যাৎ। তদুক্তম্।—বামাদিবটুকং ঙেন্তং নমোঽন্তো মনুরীরিতঃ। পাদ্যাদিভিশ্চ সংপূজ্য বলিং দদ্যাদনেন তু। এবমন্যত্রাপি। এহ্যেহি দেবীপুত্র বটুকনাথ কপিলজটাভাস্বর ত্রিনেত্র জ্বালামুখ সর্ব্ববিঘ্নান্নাশয় সর্ব্বোপচারসহিতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা ইত্যনেন মন্ত্রেণ বটুকায় বলিং দদ্যাৎ। বামাঙ্গুষ্ঠানামাযোগেন মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। (৪) ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণ্ডতো বা দিবি গগনতলে ভূতলে নিষ্কলে বা, পাতালে বা তলে (৫) বা পবনসলিলয়োর্যত্র কুত্র স্থিতা

সু প্রকাশো মহাদীপঃ ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক 'শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ' ইত্যাদি মন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। তাহার পরে নিত্যহোম করিবে। যথা,—প্রথমে ভূমি লেপনাদির পর বহ্নিস্থাপন করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রে পাঁচটি আহুতি প্রদান করিয়া ষড়ঙ্গমন্ত্রে ছয়টি আহুতি প্রদান করিবে। তন্ত্রোক্ত প্রমাণে বলিয়াছেন,—লেপনাদিপূর্ব্বক ভূমিতে নিত্য হোম করিবে। হে দেবেশি, মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই বায়ুকে পাঁচটি আহুতি দিয়া ষড়ঙ্গমন্ত্রেও ছয়টি আহুতি দিবে। তাহার পরে স্বীয় বামভাগে ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে বৃত্ত ও তাহার বাহিরে চতুরস্রমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপরে অন্ন ও জলদ্বারা অর্দ্ধপূর্ণ একটি পাত্র স্থাপন করিয়া 'ওঁ হ্রীঁ সর্ব্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ হুং স্বাহা' এই কলাবর্ণমন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যজলের সহিত অন্নবলি প্রদান করত তত্ত্বমুদ্রা প্রদর্শন করিবে।

---

(১) ভূমিং প্রলিপ্য মূলং পঠিত্বা তন্মন্ত্রাদিভিরাহুতিপঞ্চকং দদ্যাৎ (খ টি)।

(২) তথাচ অধিকজলেন সমন্নং লিঙ্গেন দদ্যাৎ (খ টি)।

(৩) কলাবর্ণমন্ত্রং ওঁ হ্রীং সর্ব্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যা ইত্যাদি মন্ত্রম্ (খ টি)।

(৪) অয়ং বলিমন্ত্রঃ। (৫) পাতালে বাহনলে বা ইতি (খ) পাঠঃ।

বা। ক্ষেত্রে পীঠোপপীঠাদিষু চ কৃতপদা ধূপদীপাদিকেন (১) প্রীতা দেব্যঃ সদা নঃ শুভবলিবিধিনা পান্তু বীরেন্দ্রবন্দ্যাঃ॥ যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা, সর্ব্বযোগিনীভ্যঃ হূং ফট্ স্বাহা, ইত্যনেন বলিং দদ্যাৎ। বামহস্তাঙ্গুষ্ঠ(২)তর্জ্জনীমধ্যমানামাভির্যোন্যাকারেণ মুদ্রাঃ (৩) প্রদর্শয়েৎ। ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং ক্ষৈং ক্ষৌং (ক্ষেত্র)(৪)স্থান- ক্ষেত্রপাল ধূপাদিসহিতবলিং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা, ইত্যনেন ক্ষেত্রপালবলিং হরেৎ। বামমুষ্টেস্তর্জ্জনীং (৫) সরললাং-কৃত্বা মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। গাং গীং গূং গৈং গৌং (৬) গণপতয়ে বর বরদ সর্ব্বজনং মে বশমানয় বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা, ইত্যনেন গণপতয়ে (৭) বলিং হরেৎ। বামমুষ্টের্ম্মধ্যমাঙ্গুলীং দণ্ডবৎ কৃত্বা মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। ভৈরবীবিদ্যায়া অপি এতদ্বলিচতুষ্টয়ং কর্ত্তব্যম্। সর্ব্বান্তে বা সর্ব্বভূতবলিং দদ্যাৎ। তন্ত্রে বলিমধিকৃত্য।—অদত্ত্বা বটুকাদীনাং যঃ পূজয়তি চণ্ডিকাম্। পূজা চ বিফলা তস্য দেবীশাপঃ প্রজায়তে। ততো (মূল)(৮)দেব্যৈ আচমনীয়াদিকং দত্ত্বা সুবাসিততাম্বূলং দদ্যাৎ॥ ২৮॥

তাহার পরে বটুকাদি দেবতাদিগকে বলিপ্রদান করিবে। ঈশান, বায়ু, নৈর্ঋত ও আগ্নিকোণে ত্রিকোণ-বৃত্ত চারিটি মণ্ডল অঙ্কনপূর্ব্বক সেই সকল মণ্ডলে 'বাং বটুকায় নমঃ' ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে পাদ্যাদিদ্বারা বটুকাদি দেবতার পূজা করিয়া দ্রব্যপূর্ণ পাত্র রাখিয়া বলি নিবেদন করিবে। প্রমাণেও বলিয়াছেন যে, 'বাং বটুকায় নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদিদ্বারা পূজা এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে বলিদান করিবে। 'এহেহি দেবীপুত্র' ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে বলিদান করিবে। বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযোগে মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। "ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণ্ডতো বা" ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যোগিনীদিগকে বলি প্রদান করিবে। বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামা দ্বারা যোনির আকারে মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। 'ক্ষাং ক্ষীং' ইত্যাদি মন্ত্রে ক্ষেত্রপালকে বলি প্রদান করিবে। বাম হস্তের মুষ্টিতে তর্জ্জনী সরল রাখিয়া মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। 'গাং গীং' ইত্যাদি মন্ত্রে গণপতিকে বলি প্রদান করিবে। বাম-মুষ্টির মধ্যমা-অঙ্গুলীকে দণ্ডবৎ সরল রাখিয়া মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ভৈরবীবিদ্যার পূজাতেও এই চারিটি বলি প্রদান করিবে। বলিসম্বন্ধে তন্ত্রে বলিয়াছেন,—বটুকাদির বলি প্রদান না করিয়া যে ব্যক্তি দেবী পূজা করে, তাহার সেই পূজা বিফল হয় এবং দেবী তাহাকে শাপ প্রদান করেন। এই প্রকারে সমস্ত পূজা করিয়া মূলদেবীকে আচমনীয়াদি প্রদানপূর্ব্বক সুগন্ধ তাম্বূল প্রদান করিবে। ২৮।

---

(১) ধূপদীপাদিমাংসৈরিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) বামহস্তাঙ্গুষ্ঠ ইত্যত্র বামহস্তে ইতি (খ) পাঠঃ। (৩) মুদ্রামিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৫) বামমুষ্টৌ তর্জ্জনীমিতি (খ) পাঠঃ। (৬) গঃ ইত্যধিকঃ (ক) (খ) পাঠঃ। মুদ্রিত (খ) পাঠশ্চ। (৭) গণপতেঃ ইতি (খ) পাঠঃ। (৮) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

তত আরাত্রিকং দদ্যাদ্। যথা—কাংস্যাদিভাজনে কুঙ্কুমাদিনা বালায়াশ্চক্রং (১) বিলিখ্য, তত্র কর্পূরগর্ভিণ্যা বর্ত্ত্যা ঘৃতপূরিতানষ্টযোনি(২)ষষ্ট প্রদীপান্ নিধায় মধ্যে পিষ্টকাদিরচিতমস্তকোপরি মহাদীপং সংস্থাপ্য, শ্রীঁ হ্রীঁ গ্লূঁ স্লূঁ ম্লূঁ প্লূঁ ন্লূঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি মন্ত্রেণ মূলমন্ত্রেণ চাভ্যর্চ্চ্য, তৎ পাত্রং মস্তকান্তং সমুদ্ধৃত্য নববারং নীরাজয়েৎ। তথা চ জ্ঞানার্ণবে।—আরাত্রিকমতঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। সৌবর্ণে রাজতে কাংস্যে স্থানকে (৩) পরমেশ্বরি। কুঙ্কুমেন লিখেদ্ যন্ত্রং নবকোণং (৪) মনোহরম্। চন্দ্ররূপং (৫) চক্রং কৃত্বা তন্মধ্যে মস্তকে শিবে (৬)। দীপমেকং বিনিঃক্ষিপ্য বসুকোণেঽষ্টদীপকান্। যবগোধূমমুদ্গাদিরচিতান্ শর্করায়ুতান্। চণকাহিতশোভাভিঃ (৭) শোভিতান্ ঘৃতপূরিতান্। অভিমন্ত্র্য মহেশানি রত্নেশ্বর্য্যাস্ততঃ পরম্। শ্রীবীজঞ্চ পরাবীজং সংলিখ্য বরবর্ণিনি। গসৌ চ মপলাঃ পশ্চাদিন্দ্রস্থাঃ ক্রমতঃ প্রিয়ে। বামকর্ণসমাযুক্তা নাদবিন্দুবিভূষিতাঃ। বীজপঞ্চকমেতত্তু পঞ্চরত্নানি সুন্দরি। পূর্ব্ববীজাবিলোমেন রত্নেশীয়ং নবা-

তাহার পর আরতি করিবে। যথা,—প্রথমে কাংস্যাদি পাত্রে কুঙ্কুমাদি দ্বারা বালাদেবীর চক্র অঙ্কিত করিয়া সেই চক্রের অষ্টযোনিতে কর্পূরগর্ভবর্ত্তিযুক্ত ঘৃতপূরিত আটটি প্রদীপ রাখিয়া যন্ত্রমধ্যে পিষ্টকাদিরচিত মস্তকের উপরে মহাপ্রদীপ স্থাপন করিবে। পরে 'শ্রীঁ হ্রীঁ' ইত্যাদি মন্ত্রে ও মূলমন্ত্রে অর্চ্চনা পূর্ব্বক ঐ পাত্র মস্তক পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়া নয়বার নীরাজন করিবে। এই বিষয়ে জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে বলিয়াছেন,—অতঃপর সকল কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত আরতি করিবে। সুবর্ণ, রৌপ্য বা কাংস্যনির্ম্মিত থালায় কুঙ্কুমদ্বারা নবকোণ একটি মনোহর যন্ত্র অঙ্কন করিবে। সেই যন্ত্রের মধ্যস্থলে পিষ্টকদ্বারা শিবলিঙ্গাকৃতি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মস্তকে একটী দীপস্থাপন করিবে। চক্রের আট কোণে ঘৃতপূর্ণ আটটি প্রদীপ রাখিবে, প্রদীপগুলি যব, গোধূম; মুদ্গপ্রভৃতি দ্বারা রচিত হইবে, তাহাতে শর্করা-সংযোগ থাকিবে। চণক (ছোলা) দ্বারা ঐ দীপগুলি শোভিত করিবে। হে মহেশ্বরি, রত্নেশ্বরীমন্ত্রে ঐ দীপগুলি অভিমন্ত্রিত করিবে। শ্রীবীজ, মায়াবীজ,—অগ্রে লিখিয়া গ, স, ম, প, ল—এই পাঁচটি বর্ণে লকার যুক্ত করিয়া তাহাতে উকার এবং চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে পঞ্চবীজ হয় এই পঞ্চবীজকে পঞ্চরত্ন বলে। হে সুন্দরি, ঐ পঞ্চবীজের আদিতে শ্রীবীজ ও মায়াবীজ ঐ পঞ্চবীজের অন্তেও উক্ত দুই বীজ বিলোমে (অর্থাৎ মায়াবীজ শ্রীবীজ) লিখিলে উহা নবাক্ষর রত্নেশ্বরীমন্ত্র

---

(১) নবকোণচক্রং (খ টি)। (২) অষ্টকোণেষু (খ টি)। (৩) থাল ইতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ (খ টি)। (৪) যন্ত্রং নবকোণমিত্যত্র পদ্মং বসুপত্রমিতি (খ) পাঠঃ। (৫) এতেনাভিশুভ্রং চক্রম্।

(৬) যথা যবাদীনামষ্টতমদ্রব্যেণ অগ্নিং কৃত্বা নবকোণে স্থাপয়েৎ। তথাচ নবকোণচক্রস্য মধ্যকোণে শিবলিঙ্গাকারপিষ্টকনির্ম্মিতং তদুপরি পিষ্টকনির্ম্মিতমগ্নিং স্থাপয়েৎ (খ টি)।

(৭) তচ্চতুর্দ্দিক্ষু চণকং দদ্যাৎ (খ টি)।

করী ॥ ২৯ ॥ ততো মূলমুচ্চার্য্য,—সমস্তচক্রচক্রেশি শুভে দেবি নবাত্মিকে। আরাত্রিকমিদং দেবি গৃহাণ মম সিদ্ধয়ে ॥ ততশ্চক্রমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। আরাত্রিকে মহাদেবি চক্রমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। ততো বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমার্পয়েৎ (১)॥ ৩০ ॥ ইতি শ্রীবিদ্যাপ্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

প্রচণ্ডচণ্ডিকাং বক্ষ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদাম্। যস্যাঃ প্রসাদমাত্রেণ সদাশিবো ভবেন্নরঃ ॥ ১ ॥ অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনবান্ ভবেৎ। কবিত্বঞ্চ সুপাণ্ডিত্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২ ॥

অথ প্রচণ্ডচণ্ডিকামন্ত্রাঃ। বিশ্বসারে যামলে চ।—লক্ষ্মীং লজ্জাং ততো মায়াং মাত্রাং দ্বাদশিকা(২)মপি। বজ্রবৈরোচনীয়ে দ্বে মায়ে (৩) ফট্ স্বাহয়া যুতঃ ॥ ৩ ॥ লক্ষ্মীবীজং যদাদ্যং স্যাত্তদা শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী। লজ্জাবীজেন চাদ্যেন বশ্যতাং যান্তি যোষিতঃ (৪)। মায়াবীজেন চাদ্যেন মহাপাতকনাশনম্। (৫) মাত্রাং দ্বাদশিকাং বীজমাদ্যং স্যান্মুক্তিদায়কম্ (৬) ॥ ৪ ॥ ভৈরবোঽস্য ঋষির্দ্দেবি সম্রাট্ ছন্দ উদীরিতম্। ছিন্নমস্তা

হইবে। তাহার পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "সমস্তচক্রচক্রেশি" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া চক্রমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অনন্তর বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করিবে। ২৯।৩০।

যাঁহার অনুগ্রহে মনুষ্য সদাশিবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং অপুত্রক ব্যক্তি পুত্রলাভ করে, নির্ধন ধনবান্ হয়। যাঁহার অনুগ্রহে মানব কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া থাকে, সেই সর্ব্বকামফলদাত্রী প্রচণ্ডচণ্ডিকার মন্ত্র বলিতেছি। ১।২।

অতঃপর প্রচণ্ডচণ্ডিকার মন্ত্র বলা হইতেছে,—বিশ্বসারে ও রুদ্রযামলে বলিয়াছেন,—প্রথমে শ্রীবীজ, কামবীজ, মায়াবীজ, বিন্দুযুক্ত দ্বাদশাক্ষর (ঐং), 'বজ্রবৈরোচনীয়ে' এই পদ পুনর্ব্বার দুইটি মায়াবীজ, এবং ফট্ স্বাহা। ইহা প্রথম মন্ত্র। ৩। এই মন্ত্রের আদিতে শ্রীবীজ থাকিলে এই মন্ত্রে সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধি লাভ হয়। কামবীজ আদিতে থাকিলে এই মন্ত্রে স্ত্রীবশীকরণ হয়। মায়াবীজ আদিতে থাকিলে মহাপাতকনাশ হয়। দ্বাদশস্বর (ঐং) আদিতে থাকিলে এই মন্ত্রে মুক্তিলাভ হয়। ৪।

---

(১) ইত্থমিত্থমন্যত্রাপি ব্রহ্মৈক্যাৎ। ন ন্যাসো যোষিতাং চাত্র ন ধ্যানং নচ পূজনং। কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিধ্যন্তি নান্যথা ইত্যধিকঃ মুদ্রিত (ক)-গ্রন্থে পাঠঃ।

(২) মাত্রাদ্বাদশিকামিতি (খ) পাঠঃ। মাত্রা স্বরঃ তস্য দ্বাদশকমৈকারঃ।

(৩) অত্র মায়াপদেন মায়াবীজকূর্চ্চবীজভেদাৎ দ্বিবিধত্বং মন্ত্রস্য (খ ট)। শ্রীং ক্লীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা। শ্রীং ক্লীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা।

(৪) ক্লীং শ্রীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট স্বাহা।

(৫) হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা।

(৬) ঐং শ্রীং ক্লীং হ্রীং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা।

স্মৃতা দেবী বীজং কূর্চ্চদ্বয়ং পুনঃ। স্বাহা শক্তিরভীষ্টার্থে বিনিয়োগ উদাহৃতঃ। 'অত্র লজ্জাপদং কামবীজপরম্ ॥ ৫ ॥ তথা চ,—অত্র লজ্জাপদে দেবি। কামবীজং বিভাব্যতে। মহাকালমতং (১) জ্ঞেয়ং মন্ত্রোদ্ধারং শুভং নৃণাম্। পূর্ব্বমায়াপদেইতি পাঠে মায়ায়াঃ পূর্ব্বং যৎ লজ্জাবীজং তস্মিন্নিত্যর্থঃ। তথা চ,—পূর্ব্বমায়াপদেন লজ্জাবীজমুচ্যতে অন্যথা তাপিন্যাদিবিরোধঃ। তথা চ—কামাদ্যাং বাগ্ভবাদ্যাং বা মায়াদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ। লক্ষ্ম্যাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাম্। অন্যেষাঞ্চ মুনীনাং মতে সর্ব্বত্র মায়াপদং কূর্চ্চপরম্ তত্রৈব।—বান্তং বহ্নিসমাযুক্তং রতিবিন্দুসমন্বিতম্। লক্ষ্মীবীজমিদং প্রোক্তং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্। বামাক্ষিবহ্নিসংযুক্তং বিন্দুনাদবিভূষিতম্। শিববীজং মহেশানি লজ্জাবীজমুদাহৃতম্। ঈশানমূর্দ্ধন্যা পরারিবীজং, সবিন্দুকং নাদবিভূষিতঞ্চ। সবামকর্ণং পরতঃ প্রকল্প্য, মায়াং বদন্তীহ মনীষিণস্তাম্। দ্বাদশস্বরবর্ণং স্যান্নাদবিন্দুবিভূষিতম্। বাগ্ভবং বীজমিত্যুক্তং সর্ব্ববাক্যবিশুদ্ধয়ে (২) ইতি মন্ত্রচতুর্ব্বীজব্যাখ্যানাৎ, অয়ন্তু পক্ষঃ সমীচীনঃ ॥ ৬-৮ ॥ ভৈরবমতে তু মায়া ভুবনেশ্বর্য্যেব। লক্ষ্মীঃ প্রথমবীজেঽস্তি লজ্জাবীজে মনোভবঃ। তৃতীয়েঽস্মিন্ সদা দেবী মহাপাতকনাশিনী। চতুর্থে তু গুণা-

ভৈরব এই মন্ত্রের ঋষি, সম্রাট্ ছন্দ, ছিন্নমস্তা দেবতা, হুং হূং বীজ এবং স্বাহা শক্তি ও অভীষ্ট লাভকামনায় ইহার বিনিয়োগ। এই স্থলে লজ্জাশব্দে কামবীজ বুঝিতে হইবে। ৫। মহাকাল মতে লজ্জাশব্দে কামবীজ, এই মহাকালের মন্ত্রোদ্ধারে শুভ হইবে। "পূর্ব্বমায়াপদে" এই পাঠে পূর্ব্বমায়া বলিতে মায়ার পূর্ব্ব অর্থাৎ লজ্জাবীজ বুঝিতে হইবে; নতুবা তাপিনীপ্রভৃতি গ্রন্থের সহিত বিরোধ ঘটে। এই মন্ত্রসম্বন্ধে প্রমাণে আছে,—কামবীজ, বাগ্বীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ, ইহাদের মধ্যে যে কোন বীজ এই মন্ত্রের আদিতে যোগ করিয়া জপ করিবে. তাহাতে চতুর্ব্বর্গ লাভ হইবে। অন্যান্য মুনিদিগের মতে মায়াশব্দের অর্থ কূর্চ্চবীজ (হুঁ)। ৬। বিশ্বসার ও যামলে আরও বলিয়াছেন,—'শ' কারে 'র' কার, 'ঈ' ও বিন্দুযোগ করিলে লক্ষ্মীবীজ হয় এই লক্ষ্মীবীজ সকল প্রকার কামনা ও অর্থ পূরণ করে। শিববীজ হকারে বহ্নি (র) ও ঈ সংযোগ করিয়া তাহাতে বিন্দুযোগ করিলে লজ্জাবীজ হয়। শিববীজ হকারে উকার যোগ করিয়া তাহাতে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে মনীষিগণ তাহাকে মায়াবীজ বলেন। দ্বাদশস্বরে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে বাগ্ভববীজ হয় এই মন্ত্রে সকল প্রকার বাক্শুদ্ধি হয়। এই চারিটি ম বীজের ব্যাখ্যায় মায়াশব্দে কূর্চ্চবীজ পাওয়া যাইতেছে সুতরাং মায়াপদে কূর্চ্চবীজ এই মতই সমীচীন। ৭। ভৈরবমতে মায়াশব্দে ভুবনেশ্বরীবীজ। প্রথম বীজে লক্ষ্মীবাস করেন,—দ্বিতীয় লজ্জাবীজে কামদেব,

---

(১) তেন মহাকালমতেঽয়ং মন্ত্রঃ।

(২) শ্রীং হ্রীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট স্বাহা।

তীতা মুক্তিবিদ্যাপ্রদায়িকা। বকারে বরুণঃ সাক্ষাজ্জকারে তু সুরাধিপঃ। রেফে হুতাশনো দেবো বকারে বসুধাধিপঃ। ঐকারে ত্রিপুরাদেবী রেফে ত্রিপুরসুন্দরী। ত্রৈলোক্যবিজয়া দেবী সদৈবৌকারসংস্থিতা। চকারে চন্দ্রমা দেবো নকারে হি বিনায়কঃ। ঈকারে কমলা সাক্ষাৎ য়েকারে চ সরস্বতী। মায়াযুগে সদা দেবী প্রকৃত্যা সহ সঙ্গতা। বৈখরী চৈব ফট্কারে স্বাকারে কুসুমায়ুধঃ। হাকারে চ রতিস্তিষ্ঠেদেবং মন্ত্রসমুচ্চয়ঃ। ইতি ব্যাখ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥

অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদিকং কৃত্বা মন্ত্রাচমনং কুর্য্যাৎ। যথা,—লক্ষ্মীমায়াকূর্চ্চবীজৈ-স্ত্রিভিঃ পীত্বাম্বু সাধকঃ। বাগ্ভবেনোষ্ঠৌ সংমৃজ্য মায়াভ্যাঞ্চ দ্বিরুন্মৃজেৎ। কুর্চ্চেন ক্ষালয়েৎ পাণী এভির্মন্ত্রৈশ্চ বিন্যসেৎ। শ্রীমায়াকূর্চ্চবাক্কামত্রিপুটাভগবর্ণকৈঃ (১) কামকলাঙ্কুশাভ্যাঞ্চ বক্ত্রনাসাক্ষিশ্রোত্রয়োঃ। নাভিহৃন্মস্তকস্কন্ধাংসৌ স্পৃষ্ট্বা শম্ভুর্ভবেৎ ক্ষণাৎ। আচম্যৈবং ছিন্নমস্তাং বৎসরাত্তাং প্রপশ্যতি ॥ ৯ ॥ ততঃ প্রাণায়ামান্তং বিধায়

তৃতীয় বীজে মহাপাতকনাশিনী দেবী, চতুর্থবীজে ত্রিগুণাতীতা ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী বাগ্দেবী, বকারে বরুণ, জকারে দেবরাজ ইন্দ্র, রকারে হুতাশন, বকারে বসুধাধিপতি, ঐকারে ত্রিপুরা দেবী, রেফে ত্রিপুরসুন্দরী, ঔকারে ত্রৈলোক্যবিজয়া দেবী, চকারে চন্দ্রমা, নকারে বিনায়ক, ঈকারে কমলা, য়ে-কারে সরস্বতী, দুই মায়াবীজে প্রকৃতিসঙ্গতা দেবী, ফট্কারে বৈখরী শক্তি, স্বাকারে কামদেব এবং হাকারে রতি অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ভৈরবমতে এইরূপ মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া মায়াশব্দে ভুবনেশ্বরীবীজ সমর্থিত হইয়াছে। ৮। এই মন্ত্রের পূজা-প্রণালী বলা যাইতেছে। প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া মন্ত্রাচমন করিবে। যথা 'শ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ' এই মন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া 'ঐঁ' এই মন্ত্রে ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জনা 'ও হ্রীঁ হ্রীঁ' এই মন্ত্রে পুনর্ব্বার দুইবার ওষ্ঠমার্জ্জনা করিবে। অনন্তর 'হূঁ' এই মন্ত্রে হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া 'শ্রীঁ' এই মন্ত্রে মুখ, 'হ্রীঁ' এই মন্ত্রে দক্ষিণনাসিকা, 'হূঁ' এই মন্ত্রে বামনাসিকা, 'ঐঁ' এই মন্ত্রে দক্ষিণচক্ষুঃ, 'ক্লীং' এই মন্ত্রে বামচক্ষুঃ 'শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ' এই মন্ত্রে দক্ষিণকর্ণ, 'ঐঁ' এই মন্ত্রে বামবর্ণ, 'ওঁ' এই মন্ত্রে নাভি, 'ক্লীঁ' এই মন্ত্রে হৃদয়, 'ঈঁ' এই মন্ত্রে মস্তক এবং 'ক্রোং' এই মন্ত্রে স্কন্ধদ্বয় স্পর্শ করিবে। এইরূপে আচমন করিলে সাধক সাক্ষাৎ শিব হইতে পারে। সংবৎসরকাল উক্ত প্রকারে আচমন করিয়া ছিন্নমস্তাদেবীর আরাধনা করিলে সাধক দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। ৯। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত

---

(১) শ্রীং হ্রীং হূং ঐং ক্লীং শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং ওঁ (খটি)। ভগমেকারঃ স চ বাগ্ভববীজং ক্ষমাত্মকো জগদ্যোনিঃ পরঃ পরনিরোধকৃৎ ইতি বর্ণমালায়াং দ্বাদশস্বরকথনাৎ কেবলযোনিবাচকস্যাপি তদ্বাচকত্বাৎ। কামকলা (ঈং) অঙ্কুশঃ (ক্রোং) ।

ষোঢ়ান্যাসং কুর্য্যাৎ।—মন্ত্রষোঢ়াং ততঃ কুর্য্যাৎ ত্রৈলোক্যবশকারিণীম্ (১) শ্রীবালাত্রিপুটাযোনিপ্রাসাদপ্রণবৈস্তথা। কালীবধ্বঙ্কুশৈঃ কামকলাকূর্চ্চাস্ত্রকৈঃ ক্রমাৎ। (২) ষোড়শীমন্ত্রবর্ণৈশ্চ পৃথগষ্টাদশাক্ষরৈঃ (৩)। এভির্বীজৈর্মাতৃকার্ণান্ স্বেষু স্থানেষু বিন্যসেৎ। এষা ব্রহ্মস্বরূপা হি বীজষোঢ়া প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১০ ॥ অস্যাশ্চ ন্যসনাৎ সর্ব্বে বজ্রদেহা ভবন্তি হি। সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুতাস্তে হি জীবন্মুক্তা দশাব্দতঃ ॥ ১১ ॥ ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ।—অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব-ঋষিঃ সম্রাট্ ছন্দশ্ছিন্নমস্তা দেবতা হূঙ্কারদ্বয়ং বীজং স্বাহা শক্তিরভীষ্টার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। যথা—শিরসি ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে সম্রাট্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ছিন্নমস্তায়ৈ (৪) দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে হূঁ হূঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা-শক্তয়ে নমঃ ॥ ১২ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। ওঁ (৫) আং

সকল কার্য্য করিয়া ষোঢ়ান্যাস করিবে। শ্রীবীজ, বালাবীজ, স্ত্রীবীজ ত্রিপুটাবীজ, (শ্রীং হ্রীং ক্লীং) যোনিবীজ (ঐং) প্রাসাদবীজ (হৌং) প্রণব, কালীবীজ, স্ত্রীবীজ, অঙ্কুশবীজ, কামবীজ, কলাবীজ (ঈং), কূর্চ্চবীজ ও অস্ত্রমন্ত্র এই কয়টি মন্ত্রে,ষোড়শাক্ষর মন্ত্রবর্ণে এবং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রবর্ণে মন্ত্র-ষোঢ়ান্যাস করিবে। এই ন্যাসে ত্রৈলোক্য বশীভূত করা যায়। ইহাদের প্রত্যেক বীজদ্বারা মাতৃকাবর্ণ অর্থাৎ অকার হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত একপঞ্চাশৎ বর্ণকে পৃথক্ পৃথক্ যোগ করিয়া মাতৃকান্যাসস্থানে ন্যাস করিবে। ইহার নাম বীজ-ষোঢ়া; এই ন্যাস ব্রহ্মস্বরূপ।১০। এই ষোঢ়ান্যাস করিলে সাধক বজ্রবৎ দৃঢ়দেহ হইয়া থাকে। দশবৎসর কাল এই ন্যাস করিলে সাধক সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে। ১১। তাহার পরে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাসের প্রণালী উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। ১২। তাহার পরে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। ইহার কর-

---

(১) শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং-হৌং ওঁ ক্রীং স্ত্রীং ক্রোং ঈং হূং ফট্। (খ টি)। বালা বাগ্ভবঃ কামঃ সৌরিতি বীজত্রয়ম্। ত্রিপুটা লক্ষ্মী মায়া কামবীজাত্মকবীজত্রয়ং যোনির্গদ্যোনিরৈকারঃ। ক্ষমাত্মকো জগদ্যোনিঃ পরঃ পরনিরোধকৃৎ। ইতি বর্ণমালাদর্শনাৎ।

(২) শ্রীং অং নমঃ শ্রীং আং নমঃ ইত্যাদিক্রমেণ ষোড়শবারং ন্যাসং কুর্য্যাৎ (খ টি)। শ্রীং অং নমঃ ঐং আং নমঃ, ক্লীং ইং নমঃ, সৌঃ ঈং নমঃ, শ্রীং উং নমঃ, হ্রীং ঊং নমঃ, ক্লীং ঋং নমঃ, ঐং ৠং নমঃ, হৌং ঌং নমঃ, ওঁ ৡং নমঃ, ক্রীং এং নমঃ, স্ত্রীং ঐং নমঃ, ক্রোং ওং নমঃ, ঈং ঔং নমঃ, হূং অং নমঃ, ফ অঃ নমঃ, ট্ কং নমঃ, শ্রীং খং নমঃ, হ্রীং গং নমঃ, হূং ঘং নমঃ, ঐং ঙং নমঃ, ব চং নমঃ, জ্র ছং নমঃ, বৈ জং নমঃ, রো ঝং নমঃ, চ ঞং নমঃ,নী টং নমঃ, যে ঠং নমঃ, হূং ডং নমঃ,হূং ঢং নমঃ, ফট্ ণং নমঃ, স্বা তং নমঃ, হা থং নমঃ, শ্রীং দং নমঃ, হ্রীং ধং নমঃ, হূং নাং নমঃ, ঐং পং নমঃ, ব ফং নমঃ, জ্র বং নমঃ, বৈ ভং নমঃ, রো মং নমঃ, চ যং নমঃ, নী রং নমঃ, যে লং নমঃ, শ্রীং বং নমঃ, হ্রীং শং নমঃ, হূং ষং নমঃ, ঐং সং নমঃ, ফট্ হং নমঃ স্বা লং নমঃ, হা ক্ষাং নমঃ। ইতি আগমতত্ত্ববিলাসধৃত-বীজষোঢ়ান্যাসঃ।

(৩) পৃথগষ্টাদশাক্ষরী ইতি (ক) (খ) পাঠঃ মুদ্রিত (খ) পাঠশ্চ। এভিরিতি একপঞ্চাশদ্বর্ণৈরিত্যর্থঃ।

(৪) প্রচণ্ডচণ্ডিকায়ৈ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৫) (ক) (খ) পুস্তকয়োঃ ওঁ ইতি পাঠঃ নাস্তি এবং পরত্র।

খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইতি কনীয়সি। ওঁ ঈং সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা ইতি অনামাপবিত্রাঙ্গুল্যোঃ। ওঁ উং সুবজ্রায় শিখায়ৈ স্বাহা ইতি মধ্যময়োঃ। ওঁ ঐঁ পাশায় কবচায় স্বাহা ইতি তর্জ্জন্যোঃ ওঁ ঔঁ ক্রোং নেত্রত্রয়ায় স্বাহা ইতি অঙ্গুষ্ঠয়োঃ। ওঁ অঃ সুরক্ষাসুরক্ষায়াস্ত্রায় ফট্ ইতি করতলপৃষ্ঠয়োঃ। এবং হৃদয়াদিষু (১) তদুক্তং ভৈরবতন্ত্রে —উচ্চরেৎ পূর্ব্বমাকারং বিন্দুলাঞ্ছিতমস্তকম্। খড়্গায় হৃদয়ায়েতি স্বাহাযুক্তং কনীয়সি। ঈঙ্কারঞ্চ ততো দেবি চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্। সুখড়্গায় ততো বাচ্যং শিরসে তদনন্তরম্। স্বাহাযুক্তং ততো বাচ্যং পবিত্রাঙ্গুলিসংযুতম্। উকারঞ্চ ততো বাচ্যং বিন্দুলাঞ্ছিতমস্তকম্। সুবজ্রায় ততো বাচ্যং শিখায়ৈ চ ততঃ পরম্। স্বাহান্তং মধ্যমায়াঞ্চ বিন্যসেত্তদনন্তরম্। মাত্রাং দ্বাদশিকাং দেবীং বিন্যসেচ্চ (২) ততঃ পরম্। (পাশায়েতি সমুচ্চার্য্য প্রবদেৎ কবচায় চ।) (৩) স্বাহান্তং বিন্যসেন্মন্ত্রং তর্জ্জন্যাং তদনন্তরম্। ঔঙ্কারঞ্চ ততো দেবি চাঙ্কুশং তদনন্তরম্। নেত্রত্রয়ায় স্বাহান্তমঙ্গুষ্ঠে করয়োর্দ্বয়োঃ। অকারঞ্চ বিসর্গান্তং সুরক্ষাক্ষরসংযুতম্। অসুরক্ষায় সংযুক্তমস্ত্রায়েতি ততঃ পরম্। ফড়ক্ষরসমাযুক্তং বিন্যসেৎ করয়োর্দ্বয়োঃ। অঙ্গন্যাসস্য প্রমাণম্।—হৃদি মূর্দ্ধ্নি শিখায়াঞ্চ কবচে নেত্রমণ্ডলে। যাবদস্ত্রং (৪) চতুর্দ্দিক্ষু বিদিক্ষু চ যথাক্রমম্। (ত্রিশক্তিতন্ত্রে ভৈরববাক্যম্, —উচ্চরেৎ প্রণবং পূর্ব্বমাকারং বিন্দুসংযুতম্। ইত্যাদিবাক্যাৎ করাঙ্গেষু প্রণবসম্বলিতো

ন্যাসের প্রণালী অন্যরূপ; কনিষ্ঠা, অনামা, মধ্যমা তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ এই রীতিতে করন্যাস করিতে হইবে, উপরে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই করন্যাস ও অঙ্গন্যাস-সম্বন্ধে ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন—প্রথমে বিন্দুযুক্ত আকার উচ্চারণ করিয়া ‘খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা’ বলিয়া দুই হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে ন্যাস করিবে। হে দেবি, তাহার পরে ‘ঈং’ উচ্চারণপূর্ব্বক ‘সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা’ বলিয়া দুই হস্তের অনামারূপ পবিত্রাঙ্গুলিতে ন্যাস করিবে। তাহার পরে বিন্দুযুক্ত উকার উচ্চারণ করিয়া ‘সুবজ্রায় শিখায়ৈ স্বাহা’ বলিয়া দুই হস্তের মধ্যমাঙ্গুলিতে ন্যাস করিবে। তাহার পরে ‘ঐং’ উচ্চারণপূর্ব্বক ‘পাশায় কবচায় স্বাহা’ বলিয়া তর্জ্জনীদ্বয়ে ন্যাস করিবে। তাহার পরে ‘ঔং ক্রোং উচ্চারণ করিয়া ‘নেত্রত্রয়ায় স্বাহা’ বলিয়া দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠে ন্যাস করিবে। তাহার পরে বিসর্গান্ত অকার উচ্চারণ করিয়া ‘সুরক্ষাসুরক্ষায় অস্ত্রায় ফট্’ বলিয়া দুই করতলে ন্যাস করিবে। অঙ্গন্যাসের প্রমাণ—হৃদয়ে—মস্তকে, শিখায়, কবচে, নেত্রমণ্ডলে, ও করতলে ন্যাস করিয়া ছোটিকাদ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিবে। ত্রিশক্তিতন্ত্রে ভৈরব বলিয়াছেন,—‘প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া বিন্দুসংযুক্ত আকার

---

(১) আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদিনা ন্যসেৎ (খ ট)। (২) দেবীং বিন্যসেচ্চ ইত্যত্র পাশং কবচঞ্চ ইতি (খ) পাঠঃ। (৩) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

(৪) এতেন ছোটিকাভির্দশদিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ।

ন্যাসঃ) (১)॥ ১৩॥ ততো মূলেন মস্তকাদিপাদপর্য্যন্তং পাদাদিমস্তকান্তং বারত্রয়ং ব্যাপকং ন্যসেৎ॥ ১৪॥ ততো ধ্যানম্—স্বনাভৌ (২) নীরজং ধ্যায়েদর্দ্ধং বিকসিতং সিতম্। তৎপদ্মকোষমধ্যে তু মণ্ডলং চণ্ডরোচিষঃ (৩) জবাকুসুমসঙ্কাশং রক্তবন্ধুকসন্নিভম্। রজঃসত্ত্বতমোরেখাযোনিমণ্ডলমণ্ডিতম্। মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্ (৪) ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্। প্রসারিতমুখী ভীমাং লেলিহানোগ্রজিহ্বিকাম্। (৫) পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাম্। বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ (৬) নানাপুষ্পসমন্বিতাম্। দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্। দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়পদে স্থিতাম্। অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্। রতিকামোপবিষ্টাঞ্চ (৭) সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ। সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাম্। বিপরীতরতাসক্তৌ ধ্যায়েদ্রতিমনোভবৌ। ডাকিনীবর্ণিনীযুক্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ। দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্। বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্। কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণ-

উচ্চারণ করিবে।” ইত্যাদি বাক্যে প্রণবযুক্ত করিয়া করাঙ্গন্যাসের ব্যবস্থা পাওয়া যাইতেছে। ১৩। অনন্তর মূলমন্ত্রে মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত এবং পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তিনবার ব্যাপকন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ১৪। ধ্যান যথা,—নিজনাভিতে অর্দ্ধবিকসিত শ্বেতপদ্ম ধ্যান করিবে, সেই পদ্মের কোষমধ্যে সূর্য্যমণ্ডল, ঐ মণ্ডল জবাপুষ্প এবং বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, রজঃসত্ত্বতমোনামক তিন রেখারূপ যোনিমণ্ডলে মণ্ডিত, সেই মণ্ডলেরমধ্যে কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালিনী মহাদেবী ছিন্নমস্তা বিরাজ করিতেছেন; তিনি স্বীয় বামকরে স্বীয় ছিন্নমস্তক ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার মুখ বিস্তৃত ও ভয়ঙ্কর এবং ভীষণ জিহ্বা বারবার ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করিতেছে, দেবী নিজকণ্ঠ হইতে বিনির্গত রুধিরধারা পান করিতেছেন, তাঁহার কেশ আলুলায়িত ও নানাবিধ পুষ্পে বিভুষিত, তাঁহার দক্ষিণহস্তে ক্ষুদ্রখড়্গ ও গলে মুণ্ডমালা; তিনি দিগম্বরী অর্থাৎ নগ্না ও মহাভয়ঙ্করাকৃতি; তাঁহার দক্ষিণ পাদ অগ্রভাগে ও বামপাদ কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ভাগে প্রসারিত রহিয়াছে; দেবী অস্থিনির্ম্মিত মালা ও সর্পময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বিপরীতরতাসক্ত রতি ও কামের উপরি উপবিষ্টা আছেন; তিনি ষোড়শবর্ষীয়া, তাঁহার স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত; তাঁহার বামে ও দক্ষিণে ডাকিনী ও বর্ণিনী নামে দুই নায়িকা আছেন, তাঁহারাও দেবীর গলদেশ-গলিত রক্ত-

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(২) সাধকনাভৌ। (৩) সূর্য্যস্য। (৪) এতেন রক্তবর্ণাং (খ টি)।

(৫) সৃক্কণী লেলিহানা (খ টি)। (৬) এতেন মুক্তকেশীম্ (খ টি)।

(৭) এতেন বিপরীতরতাসক্তৌ রতিকামৌ তদুপরি নিষণ্ণাম্ (খ টি)।

যোগতঃ। নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জ্বলত্তেজোময়ীমিব। প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্। সদা দ্বাদশবর্ষীয়ামস্থিমালাবিভূষিতাম্। ডাকিনীং বামপার্শ্বস্থাং কল্পসূর্য্যানলোপমাম্। বিদ্যুজ্জটাং ত্রিনয়নাং দন্তপঙ্‌ক্তিবলাকিনীম্ (১)। দংষ্ট্রাকরালবদনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্। মহাদেবীং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্। লেলিহানমগজিহ্বাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ। দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্। করস্থিতকপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম্। আভ্যাং নিষেব্যমাণাং তাং ধ্যায়েদ্দেবীং বিচক্ষণঃ। পিবন্তীমিতি তেন মুখেনেতি শেষঃ। তথা চ—স্বমস্তকং সখর্পরং (২) রক্তধারাভিপূরিতম্। ললজ্জিহ্বং মহাভীমং ধৃতং বামভুজে তথা। ইতি ভৈরবতন্ত্রে পাঠঃ ॥ ১৪ ॥ ধ্যানস্যাবশ্যকত্বমাহ তন্ত্রে। প্রচণ্ডচণ্ডিকামেবমধ্যাত্বা যস্তু পূজয়েৎ। সদ্যস্তস্য শিরশ্ছিত্বা দেবী পিবতি শোণিতম্ ॥ ১৫ ॥

অস্যাঃ পূজাযন্ত্রম্। তত্রৈব।—সিতং সূর্য্যাদ্দলং পূর্ব্বমাগ্নেয়ং রক্তবর্ণকম্। যাম্যং

ধারা পান করিতেছেন ; ঐ বর্ণিনী সৌম্যাকৃতি, রক্তবর্ণা, মুক্তকেশী ও বসনবিহীনা ; তাঁহার বামহস্তে নরমুণ্ড ও দক্ষিণহস্তে কর্ত্তৃকা (ক্ষুদ্রখড়্গ) এবং গলদেশে সর্পনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত রহিয়াছে, ইনি জাজ্বল্যমানতেজঃস্বরূপা ; ইহাঁর দক্ষিণপাদ কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ভাগে প্রসারিত, এই নায়িকা বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা দ্বাদশবর্ষীয়া এবং অস্থিনির্ম্মিত মাল্যদ্বারা বিভূষিতা ; দেবীর বামভাগে ডাকিনী অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার দেহকান্তি প্রলয়কালীন দ্বাদশসূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল ও তাঁহার জটাজূট বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্যমান, এই ডাকিনী ত্রিনয়না এবং অতিশুভ্রদশনা ; ইহাঁর বদন করালদন্তে অতিভয়ঙ্কর, স্তনদ্বয় অতিস্থূল ও উন্নত ; ডাকিনী অতিভয়ঙ্করাকৃতি, আলুলায়িতকেশা ও নগ্না ; দেবীর লোলজিহ্বা অতিবৃহৎ, তিনি মুণ্ডনির্ম্মিতমালায় ভূষিতা ; তাঁহার বামহস্তে নরমুণ্ড, দক্ষিণহস্তে কর্ত্তৃকা ; ইনি দেবীর গলদেশ হইতে নির্গত রক্তধারা পান করিতেছেন, তাঁহার হস্তে ভীষণাকার এক নরমুণ্ড থাকায় তাঁহার আকৃতি অতিভীষণ হইয়াছে ; ঐ ডাকিনী ও বর্ণিনী ছিন্নমস্তাদেবীকে সেবা করিতেছেন ; উক্তপ্রকারে বিচক্ষণ সাধক দেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান মধ্যে যে "রুধির ধারা পান করিতেছেন" এই বাক্য আছে এইস্থলে বামহস্তস্থিত নিজ ছিন্নমুণ্ড দ্বারা রুধিরধারা পান বুঝিতে হইবে। কেননা ভৈরবতন্ত্রের পাঠে সুস্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে। যথা—লোলজিহ্বাযুক্ত রক্তধারাপূর্ণ অতিভীষণ নিজমস্তক খর্পর সহ বামহস্তে ধারণ করিতেছেন। ১৫। ধ্যানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তন্ত্রে বলিয়াছেন যে,—যে ব্যক্তি ধ্যান না করিয়া ছিন্নমস্তার পূজা করে, দেবী তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্তপান করেন। ১৬।

---

(১) এতেন শুক্লদশনাম্ (খ টী)। (২) খর্পরোপরি মস্তকমিতি যাবৎ।

প্রচণ্ডচণ্ডিকাযন্ত্রম্ ।

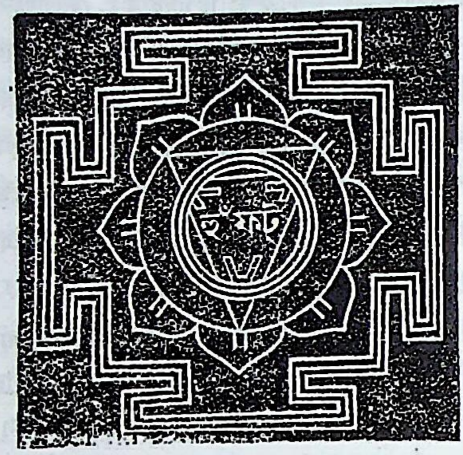

কৃষ্ণমতঃ পীতং শুক্লং রক্তং সিতাসিতম্। ততঃ পীতাং প্রকুর্ব্বীত কর্ণিকাং তস্য মধ্যগাম্। তন্মধ্যে তু প্রকুর্ব্বীত মণ্ডলং চণ্ডরোচিষঃ। রজঃসত্ত্বতমোরেখা রক্তশুক্লাসিতাঃ ক্রমাৎ। মায়াযুগ্মং ততো হুস্য ফড়ক্ষরসমন্বিতম্। বাহ্যং তস্য চ চক্রস্য কুর্য্যাৎ প্রাকারবেষ্টিতম্। পূর্ব্বং রক্তং ততঃ কৃষ্ণং সিতং পীতং যথাক্রমাৎ। চতুর্দ্বারসমাযুক্তং ক্ষেত্রপালৈরধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥ অথবা,—ত্রিকোণং বিন্যসেদাদৌ. তন্মধ্যে মণ্ডলত্রয়ম্। তন্মধ্যে বিন্যসেদ্ (১) যোনিং দ্বারত্রয়সমন্বিতম্। বহিরষ্টদলং পদ্মং ভূবিম্বত্রিতয়ং পুনঃ। কূর্চ্চবীজং লিখেন্মধ্যে ত্রিকোণে ফট্সমন্বিতম্ ॥ ১৮ ॥ (তত্র মধ্যে মহাদেবীং ছিন্নমস্তাং স্মরেদ্ যতিঃ। প্রদীপকলিকাকারামদ্বিতীয়ব্যবস্থিতাম্। যোনিমুদ্রাসমাযুক্তাং হৃদয়স্থিতলোচনাম্। ধ্যেয়মেতদ্ যতীনাঞ্চ গৃহস্থানাং নিশাময় ॥ ১৮ ॥ যথা—অন্তরে স্বশরীরস্য নাভিনীরজসঙ্গতাম্। নির্লেপাং নির্গুণাং সূক্ষ্মাং বালচন্দ্রসমপ্রভাম্। সমাধিমাত্রগম্যাস্তু গুণত্রিতয়বেষ্টি-

ছিন্নমস্তাদেবীর পূজাযন্ত্র কথিত হইতেছে।—অষ্টদল একটি পদ্ম অঙ্কিত করিবে। এই পদ্মের পূর্ব্বদল শুক্লবর্ণ, অগ্নিকোণস্থ দল রক্তবর্ণ, দক্ষিণদল কৃষ্ণবর্ণ, নৈর্ঋতদল পীতবর্ণ, পশ্চিমদল শুক্লবর্ণ, বায়ুকোণস্থ দল রক্তবর্ণ, উত্তরদল শুক্লবর্ণ এবং ঈশানকোণস্থ দল কৃষ্ণবর্ণ করিবে এবং তাহার মধ্যস্থিত কর্ণিকা পীতবর্ণ হইবে। এই কর্ণিকার মধ্যস্থলে সূর্য্যমণ্ডল অঙ্কিত করিবে ঐ সূর্য্যমণ্ডলে রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণরূপ তিনটি রেখা যথাক্রমে রক্ত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ করিবে এবং তন্মধ্যে 'হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্' এই মন্ত্র লিখিবে। এই চক্রের বহির্দ্দেশ প্রাকারবেষ্টিত করিয়া পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে রক্ত, কৃষ্ণ, শুক্ল ও পীতবর্ণ চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিবে দ্বারদেশে ক্ষেত্রপালগণ অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন। ১৭। অন্যপ্রকার যন্ত্র যথা,—প্রথমে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে মণ্ডলাকার তিনটী রেখা করিবে। সেই মণ্ডলের মধ্যে তিনটি দ্বার সহ যোনিমণ্ডল অঙ্কিত করিবে। ত্রিকোণের বহির্ভাগে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার বহির্ভাগে ভূবিম্বত্রয় লিখিবে। যোনিমধ্যে 'হূঁ ফট্' এই মন্ত্র লিখিবে। ১৮। এই মণ্ডলে যতিগণ ছিন্নমস্তাদেবীকে বক্ষ্যমাণ প্রকারে চিন্তা করিবেন।—প্রদীপকলি-

---

(১) বিলিখেদিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

তাম্। কলাতীতাং গুণাতীতাং মুক্তিমাত্রপ্রদায়িনীম্) ॥ (১) এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য তারিণীবচ্ছঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ১৯ ॥ ততঃ পীঠপূজা—আধারশক্তয়ে প্রকৃতয়ে কূর্ম্মায় অনন্তায় পৃথিব্যৈ ক্ষীরসমুদ্রায় রত্নদ্বীপায় কল্পবৃক্ষায়, তদধঃ স্বর্ণসিংহাসনায় আনন্দকন্দায় সম্বিন্নালায় সর্ব্বতত্ত্বাত্মকপদ্মায় সং সত্ত্বায় রং রজসে তং তমসে আং আত্মনে অং অন্তরাত্মনে পং পরমাত্মনে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে। নমঃ সর্ব্বত্র। পদ্মমধ্যে রতিকামাভ্যাং ॥ ২০ ॥ (ভৈরবমতে তু ।—আধারশক্তিং কূর্ম্মন্ত নাগরাজমতঃ পরম্। পদ্মনালঞ্চ পদ্মঞ্চ পূজয়েন্মন্ত্রবিন্নরঃ। মণ্ডলং চতুরস্রঞ্চ রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা। রতিকামৌ চ সংপূজ্য শক্তিপূজাং সমাচরেৎ। ইতি) (২)। রতিকামোপরি বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহ্ণ গৃহ্ণ (স্বাহা) (৩) মম সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রূন্ মারয় মারয় করালিকে হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি পীঠমন্ত্রঃ। সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা আবাহয়েৎ ॥ ২১ ॥ যথা,—সর্ব্বসিদ্ধিবর্ণিনীয়ে সর্ব্বসিদ্ধিডাকিনীয়ে বজ্রবৈরোচনীয়ে ইহাবহ ইহাবহ পুনস্তন্মন্ত্রমুচ্চার্য্য ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইত্যনেনাবাহ্য আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ ইত্যনেন প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গং বিন্যস্য যথাশক্তি পূজাং কৃত্বা বলিং দদ্যাৎ। যথা,—বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি

কার ন্যায় যাঁহার আকৃতি, যিনি অদ্বিতীয়ভাবে অবস্থান করিতেছেন, যিনি যোনিমুদ্রাযুক্তা, যাঁহার হৃদয়ে নেত্র অবস্থিত, এই প্রকারে তাঁহাকে যতিগণ ধ্যান করিবে। গৃহস্থগণ নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিবে। যথা,—ছিন্নমস্তাদেবী নিজের শরীরমধ্যস্থ নাভিপদ্মে (মণিপূরকে) অবস্থিতা, নির্লিপ্তা, নির্গুণা, সূক্ষ্মা, বালচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী, ত্রিগুণবেষ্টিতা, কলাতীতা, সত্ত্বাদিগুণাতীতা ও মুক্তিদাত্রী; ইনি কেবলমাত্র সমাধিগম্য বস্তু, সামান্য-দৃষ্টিতে ইহাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে। তাহার পরে তারাদেবীর পূজা-পদ্ধতিক্রমে অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ১৯। অনন্তর পীঠপূজা করিবে। পীঠপূজাপ্রণালী উপরে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। ২০। ভৈরবমতে আধারশক্তি, কূর্ম্ম, নাগরাজ, পদ্মনাল, পদ্ম, মণ্ডল, চতুরস্র, রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ, রতি ও কাম ইহাঁদের পূজা করিয়া শক্তিপূজা করিবে। পীঠমন্ত্র উপরে উল্লিখিত আছে। তাহার পরে পুনর্ব্বার ধ্যান ও উপরিলিখিত মন্ত্রে আবাহন করিবে। ২১। মন্ত্র উপরে দ্রষ্টব্য। 'আং হ্রীং ক্রোং হংস এই মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। অনন্তর আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা, ওঁ ঈং সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা, ওঁ উং সুবজ্রায় শিখায়ৈ স্বাহা, ওঁ ঐং পাশায় কবচায় স্বাহা, ওঁ ঔঁ ক্রোং নেত্রত্রয়ায় স্বাহা, ওঁ অঃ সুরক্ষাসুরক্ষায়াস্ত্রায় ফট্, এই-

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।
(৩) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। (আ॰ বি॰) পুস্তকেঽপি নাস্তি।

এহি গৃহ্ণ গৃহ্ণ ইমং বলিং মম সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রূন্ মারয় মারয় করালিকে হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ ॥ ২২ ॥ ততো দেব্যা দক্ষিণে ওঁ বর্ণিন্যৈ নমঃ, বামে ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ। ততো দেব্যঙ্গে ষড়ঙ্গং সম্পূজ্য, দক্ষিণে ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, বামে ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ। পূর্ব্বাদিদিক্ষু লক্ষ্মীং লজ্জাং মায়াং বাণীঞ্চ পূজয়েৎ। বিদিক্ষু ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রেশ্বরান্। মধ্যে সদাশিবম্। সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। ততঃ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা আবরণানি পূজয়েৎ। অগ্নীশাসুরবায়ুষু মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য, অষ্টপত্রেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ ওঁ হ্রীং কাল্যৈ নমঃ, এবং বর্ণিন্যৈ ডাকিন্যৈ ভৈরব্যৈ মহাভৈরব্যৈ ইন্দ্রাক্ষ্যৈ পিঙ্গাক্ষ্যৈ সংহারিণ্যৈ; সর্ব্বত্রৈব প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। যথা,—একাং নানাবিধাং কালীং বর্ণিনীং ডাকিনীং তথা। ভৈরবীঞ্চ মহাপূর্ব্বাং ভৈরবীং তদনন্তরম্। ইন্দ্রাক্ষীঞ্চ সপিঙ্গাক্ষীং ততঃ সংহারকারিণীম্। পূর্ব্বাদিকে দলে পূজ্যাঃ শক্তয়শ্চ যথাক্রমম্। প্রণবাদিনমোঽন্তেন লজ্জাবীজং সমুচ্চরন্। পদ্মমধ্যে হুং ফট্ নমঃ। স্বাহায়ৈ নমঃ (১)। দেব্যা দক্ষিণে সম্রাট্ছন্দসে নমঃ। দেব্যা উত্তরে সর্ব্ববর্ণেভ্যো নমঃ। পুনর্দ্দক্ষিণে বীজশক্তিভ্যাং নমঃ। পত্রাগ্রেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ ব্রাহ্ম্যৈ মাহেশ্বর্য্যৈ কৌমার্য্যৈ বৈষ্ণব্যৈ বারাহ্যৈ ইন্দ্রাণ্যৈ চামুণ্ডায়ৈ মহালক্ষ্ম্যৈ। সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। ততশ্চতুর্দ্দিক্ষু দ্বারেষু ওঁ (২) করালায় নমঃ, ওঁ বিকরালায় এবম্ অতিকরালায় মহাকরালায়। (যথা ভৈরবীয়ে।—পূর্ব্বদ্বারে করালঞ্চ বিকরালঞ্চ দক্ষিণে। পশ্চিমেঽতিকরালঞ্চ মহাকরালমুত্তরে) (৩) ॥ ২৩ ॥ ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। (বিসর্জ্জনে ত্বয়ং বিশেষঃ।—সংহারমুদ্রাং প্রদর্শ্য অঞ্জলা-

---

রূপে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজাসমাপনান্তে বলিপ্রদান করিবে। বলিদানের বিশেষ মন্ত্র উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। ২২। তাহার পরে দেবীর দক্ষিণে ওঁ বর্ণিন্যৈ নমঃ, বামে ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ, এইরূপে ডাকিনীদ্বয়ের পূজা করিবে। তাহার পরে দেবীর অঙ্গে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া দক্ষিণে ও বামে শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধির পূজা করিবে। তাহার পরে পদ্মের অষ্টদলে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদি রূপে মূলে লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। অনন্তর পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া উপরিলিখিত প্রণালীতে আবরণ পূজা করিবে। তাহার পরে অগ্নি, ঈশান, নৈর্ঋত ও বায়ুকোণে এবং চতুর্দ্দিকে ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে পুনর্ব্বার ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া অষ্টদলে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ হ্রীং কাল্যৈ নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত পূজা করিবে। ২৩। তাহার পরে ধূপাদিবিসর্জ্জনপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে।

---

(১) স্বাহা নমঃ ইতি (খ) পাঠঃ। (২) ওঁ ইত্যত্র হুং ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

বারোপ্য বামনাসাপুটেন, যোনিমুদ্রাসমারূঢ়াং প্রদীপকলিকোজ্জ্বলাম্। কৃষ্ণপক্ষে বিধুমিব ক্রমেণ ক্ষীণতাং গতাম্। ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য চণ্ডরশ্মৌ নিবেশয়েৎ। মন্ত্রস্ত—উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি। ব্রহ্মযোনিসমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরম্॥ ২৪॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। সিদ্ধবিদ্যাত্বাৎ॥ ২৫॥ (বলিদানে তু ভৈরবীয়ে।—রাত্রৌ বলিঃ প্রদাতব্যো মৎস্যমাংসসুরাদিভিঃ। অথবা মধুপানাদ্যৈর্মধুরৈর্ব্বিভবক্রমৈঃ॥ ২৬॥ মন্ত্রস্ত।—উচ্চরেৎ প্রণবং পূর্ব্বং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদেহন্বিতম্। বর্ণিনীয়ে ততো বাচ্যং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে ততঃ। ডাকিনীয়ে ততো বাচ্যং দেবীনাম ততঃ পরম্। এহ্যেহীতি ততো বাচ্যমিমং বলিমনন্তরম্। গৃহ্ণ গৃহ্ণ ততঃ প্রোক্তা মম সিদ্ধিমনন্তরম্। দেহি দেহীতি মায়ে চ ততঃ ফট্ স্বাহয়া যুতঃ। বলিমন্ত্রঃ সমাখ্যাতঃ পূজিতোঽহঙ্ক সুরেশ্বরীতি) (১)॥ ২৭॥

মন্ত্রান্তরম্।—ভুবনেশী কামবীজং কূর্চ্চবীজঞ্চ বাগ্‌ভবম্। ভুবনেশী কূর্চ্চবীজং বাগ্‌ভবং তদনন্তরম্। বজ্রবৈরোচনীয়ে চ হুং ফট্ স্বাহা ততঃ পরম্ (২)॥ ২৮॥ অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—ধ্যানপূজাদিকং ষোড়শীবৎ কার্য্যম্॥ ২৯॥ হৃল্লেখা মাদনং লক্ষ্মীং বাগ্‌ভবং কূর্চ্চমেব চ। অস্ত্রান্তা (৩) ছিন্নমস্তা যা মহাবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা। অস্যাস্ত

এই দেবতার বিসর্জ্জনে বিশেষ আছে,—প্রথমে সংহারমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় অঞ্জলিতে আরোপণপূর্ব্বক বামনাসাপুটে যোনিমুদ্রাসমারূঢ়া, প্রদীপকলিকার ন্যায় সমুজ্জ্বলা এবং কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয়োন্মুখী; এইরূপ চিন্তা করিয়া 'উত্তরে শিখরে দেবি' ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেবীর বিসর্জ্জন করিবে। ২৪। ছিন্নমস্তা সিদ্ধবিদ্যা এই কারণে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ বিধি। ২৫। ভৈরবীয় তন্ত্রে বলিদানে বিশেষ বলিয়াছেন,—রাত্রিকালে মৎস্য, মাংস ও সুরাদিদ্বারা অথবা সাধক স্বীয় বিভবানুসারে মধুরাদি নানাবিধ উপহারদ্বারা বলিপ্রদান করিবেন। ২৬। "ওঁ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে বর্ণিনীয়ে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে ডাকিনীয়ে ছিন্নমস্তে দেবি এহ্যেহি ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম সিদ্ধিং দেহি দেহি হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা", এই মন্ত্রে বলি প্রদান করিবে। ২৭।

ছিন্নমস্তা দেবীর অপর মন্ত্র বলা হইতেছে। প্রথমে মায়াবীজ, কামবীজ, কূর্চ্চবীজ, বাগ্‌ভববীজ, মায়াবীজ, কূর্চ্চবীজ বাগ্‌ভববীজ, তাহার পরে 'বজ্রবৈরোচনীয়ে' তাহার পর 'হুং ফট্ স্বাহা'। ২৮। ষোড়শীদেবীর পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে ইহার ধ্যান ও পূজাদি কার্য্য করিবে। ২৯। মায়াবীজ, কামবীজ, শ্রীবীজ, বাগ্বীজ, কূর্চ্চবীজ

---

(১) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। (২) হ্রীং ক্লীং হুং ঐং হ্রীং হুং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা (খ ট)। (৩) হ্রীং ক্লীং শ্রীং ঐং হুং ফট।

সদৃশী বিদ্যা জগৎস্বপি ন বিদ্যতে। ষড়্‌বর্ণোহয়ং মনুঃ সাক্ষান্মোক্ষদো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩০ ॥ অস্যা ধ্যানমহং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব কমলাননে। প্রত্যালীঢ়পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্ত্তৃকাং, দিগ্বস্ত্রাং স্বকবন্ধশোণিতসুধাধারাং পিবন্তীং মুদা। নাগাবদ্ধশিরোমণিং ত্রিনয়নাং হৃদ্যুৎপলালঙ্কৃতাং, রত্যাসক্তমনোভবোপরি দৃঢ়াং (১) ধ্যায়েজ্জবাসন্নিভাম্। দক্ষে চাতিসিতা বিমুক্তচিকুরা কর্ত্রীং তথা খর্পরং, হস্তাভ্যাং দধতী রজোগুণভবা নাম্নাপি সা বর্ণিনী। দেব্যাশ্ছিন্নকবন্ধতঃ পতদসৃগ্‌ধারাং পিবন্তী মুদা, নাগাবদ্ধশিরোমণির্মনুবিদা ধ্যেয়া সদা সা সুরৈঃ। বামে কৃষ্ণতনুস্তথৈব দধতী খড়্গং তথা খর্পরং, প্রত্যালীঢ়পদা কবন্ধবিগলদ্রক্তং পিবন্তী মুদা। সৈষা যা প্রলয়ে সমস্তভুবনং ভোক্তুং ক্ষমা তামসী, শক্তিঃ সাপি পরাৎ পরা ভগবতী নাম্না পরা ডাকিনী॥ ইতি ধ্যানম্। অস্যাঃ পূজাদিকং সর্ব্বং ষোড়শীবৎ (২) কার্য্যম্॥ ৩১॥

তারং লজ্জাদ্বয়ং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ ফট স্বাহা (৩) অস্যাপি ধ্যানপূজাদিকং

ও ফট্ ইহা অন্য একটি মন্ত্র। এই মন্ত্রের তুল্য অন্য মন্ত্র জগতে আর নাই। এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ, ইহাতে সংশয় নাই। ৩০। হে কমলাননে, এই মন্ত্রোক্ত পূজার ধ্যান বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর। যথা,—যিনি প্রত্যালীঢ়পদা—অর্থাৎ দক্ষিণ পাদ অগ্রে এবং বামপাদ পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়াছেন; যিনি ছিন্নশির ও খড়্গ ধারণ করিয়াছেন; যিনি বিবসনা এবং ছিন্ন গলদেশ হইতে নির্গত শোণিতধারা আনন্দে পান করিতেছেন; যাঁহার মস্তকে সর্পদ্বারা আবদ্ধ শিরোমণি রহিয়াছে, যাঁহার তিনটী চক্ষু এবং বক্ষঃস্থল উৎপলমালায় অলঙ্কৃত, যিনি রত্যাসক্তমদনোপরি দণ্ডায়মানা আছেন, যাঁহার দেহকান্তি জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ; যাঁহার দক্ষিণভাগে শ্বেতবর্ণা, বর্ণিনী নামে এক নায়িকা আলুলায়িতকেশা হইয়া, দুই হস্তে কর্ত্তৃকা ও খর্পরধারণপূর্ব্বক দেবীর ছিন্ন গলদেশ হইতে বিগলিত রক্তধারা আনন্দে পান করিতেছেন, ইহাঁরও মস্তকে নাগাবদ্ধ মণি আছে, বামভাগে খড়্গ-খর্পরধারিণী কৃষ্ণবর্ণা ডাকিনী নামে অন্যা এক নায়িকা রহিয়াছেন; ইনিও দেবীর ছিন্নগলদেশ হইতে বিনির্গত রুধিরধারা পান করিছেন, ইহাঁর দক্ষিণপাদ অগ্রে ও বামপাদ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত; ইনি প্রলয়সময়ে সমস্ত জগৎ ভক্ষণ করিতে সমর্থ, ইনিও পরাৎপরা ভগবতী-শক্তি। এই প্রকারে দেবীর ধ্যান করিয়া ষোড়শীপ্রকরণোক্ত পূজাপদ্ধতি অনুসারে পূজা করিতে হইবে। ৩১।

ছিন্নমস্তাদেবীর অন্য প্রকার মন্ত্র যথা—প্রণব, দুই মায়াবীজ, বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ

---

(১) দৃঢ়াসনস্থিতাম্ (খ ট)।

(২) ষোড়শাক্ষরীবৎ (খ) পাঠঃ। (৩) ওঁ হ্রীং হ্রীং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা (খ ট)।

সর্ব্বং ষোড়শীবৎ কার্য্যম্ ॥ ৩২ ॥ বিয়ৎ শৃক্রযুতং বিন্দুনাদযুক্তং ততঃ প্রিয়ে (১) একাক্ষরী মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্যবশকারিণী ॥ শৃক্রং দীর্ঘ-উকারঃ। ঠঠান্তৈষা মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্যমোহকারিণী (২)। তারাদ্যান্তা ভবত্যেষা (৩) চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ॥ ৩৩ ॥ বজ্র-বৈরোচনীয়ে চ কূর্চ্চযুগ্মং সফট্ ঠঠঃ। তারাদ্যৈষা, মহাবিদ্যা সর্ব্বতেজো-হপহারিণী। ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী বিদ্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা(৪)। ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং ষোড়শীবৎ সমাচরেৎ ॥ ৩৪ ॥ ইদানীং ষোড়শীবিদ্যাপ্রশংসামাহ।—তথা সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বোপাস্যা চ ষোড়শী। লক্ষ্মীবীজাদিকা সৈব সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী (৫) ॥৩৫॥ লজ্জাদ্যা স্বর্গভূনাগ (৬) যোষিদাকর্ষিণী পরা (৭) কূর্চ্চাদ্যা সর্ব্বজন্তূনাং (৮) মহাপাতকনাশিনী ॥ ৩৬ ॥ বাগ ভবাদ্যা যদা দেবী বাগীশত্বপ্রদায়িনী। এষা তু ষোড়শীবিদ্যা বেদ্যা সপ্তদশাক্ষরী (৯) ॥৩৭॥ শ্রীবীজ-পুটিতা সা তু লক্ষ্মীবৃদ্ধিকরী সদা (১০) লজ্জয়া পুটিতা বিদ্যা ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী পরা (১১)

ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্রের ধ্যানপূজাদি সমস্তই ষোড়শী-পদ্ধতি অনুসারে করিবে। ৩২। হে প্রিয়ে, হকারে দীর্ঘ উকার এবং তাহাতে বিন্দুযোগ করিলে, আর একটি একাক্ষর মন্ত্র হয়, এই মন্ত্রে ত্রৈলোক্য বশ করা যায়, উক্ত একাক্ষর মন্ত্রের অন্তে স্বাহাযোগ করিলে ঐ মন্ত্রে ত্রৈলোক্য মোহিত করা যায়। ঐ স্বাহান্ত একাক্ষর মন্ত্রের আদ্যন্তে প্রণবযোগ করিলে ঐ মন্ত্রে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়।৩৩। বজ্রবৈরোচনীয়ে, দুই কূর্চ্চবীজ, 'ফট্ স্বাহা' সকলের আদিতে প্রণব, এই আর একটী মন্ত্র এই মন্ত্রে সকলের তেজ অপহরণ করা যায়। এই মন্ত্রদ্বারা দেবীর আরাধনা করিলে ত্রিভুবন আকৃষ্ট করা যায় এবং চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হইয়া থাকে। এই সকল মন্ত্রের ধ্যান-পূজাদি ষোড়শী-প্রকরণোক্ত নিয়মে করিবে। ৩৪।

এক্ষণে ষোড়শীবিদ্যার প্রশংসা বলিতেছেন।—সকল ব্যক্তিরই অতি-যত্নপূর্ব্বক ষোড়শীদেবীর আরাধনা করা উচিত। এই মন্ত্রের আদিতে শ্রীবীজ থাকিলে এই মন্ত্রে সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। ৩৫। এই মন্ত্রের আদিতে মায়াবীজ থাকিলে ইহাদ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য, নাগলোক ও স্ত্রী বশীকৃত করা যায়। আদিতে কূর্চ্চবীজ থাকিলে এই মন্ত্রে মহাপাতক নাশ হয়। ৩৬। এই মন্ত্রের আদিতে বাগ্বীজ থাকিলে এই মন্ত্রে বাগীশতা লাভ হয়। এই ষোড়শী বিদ্যা সপ্তদশাক্ষরী জানিবে। ৩৭। এই মন্ত্র শ্রীবীজ দ্বারা পুটিত করিলে ইহা দ্বারা লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়, মায়াবীজ দ্বারা পুটিত করিলে ইহাদ্বারা ত্রৈলোক্য

---

(১) হূং। (২) হূং স্বাহা। (৩) ওঁ হূং স্বাহা ওঁ। (৪) ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং স্বাহা। (৫) শ্রীং হ্রীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা। (৬) নাগ ইত্যত্র লোক ইতি (খ) পাঠঃ। (৭) হ্রীং শ্রীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা।

(৮) হূং শ্রীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা।

(৯) ঐং শ্রীং হ্রীং হূং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা। (১০) শ্রীং হ্রীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা শ্রীং। (১১) হ্রীং শ্রীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা হ্রীং।

৩৮ ॥ কূর্চ্চেন পুটিতা সর্ব্বপাপিনাং; পাপহারিণী (১)। বাগ্বীজপুটিতা চৈষা বাগীশত্ব-প্রদায়িনী (২) ॥ ৩৯ ॥ চতুর্ব্বিধেতি বিদ্যৈষা প্রিয়ে সপ্তদশাক্ষরী। তারাদ্যা ষোড়শী চান্যা ভবেৎ সপ্তদশাক্ষরী (৩)। এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা ভুক্তিমুক্তিকরী সদা ॥ ৪০ ॥ কমলা ভুবনেশানী কূর্চ্চবীজং সরস্বতী। বজ্রবৈরোচনীয়ে চ পুর্ব্ববীজানি চোচ্চরেৎ। ফট্ স্বাহা চ মহাবিদ্যা বসুচন্দ্রাক্ষরী পরা (৪) তারাদ্যেকোনবিংশার্ণা ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী (৫) এতে বিদ্যোত্তমে দেবি ভুক্তিমুক্তিপ্রদে শুভে ॥ ৪১ ॥ লক্ষ্যাদিপুটিতা পূর্ব্বা বস্রুচন্দ্রা-ক্ষরী ভবেৎ। চতুর্দ্ধা চ মহাবিদ্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা। প্রণবাদ্যা যদা চৈষা ভোগ-মোক্ষকরী সদা ॥ ৪২ ॥

বিদ্যান্তরং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়। হৃল্লেখাকূর্চ্চবাগ্বীজে বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং। অস্ত্রং স্বাহা মহাবিদ্যা চতুর্দ্দশাক্ষরী মতা (৬)। সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদা চৈষা সর্ব্বমোহন-কারিণী ॥ ৪৩ ॥ ভুবনেশী ত্রিতত্ত্বঞ্চ বাগ্বীজং প্রণবং ততঃ। বজ্রবৈরোচনীয়ে চ ফট্ স্বাহা চ তথা পরা। চতুর্দ্দশাক্ষরী চৈষা (৭) চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা। এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা

বশীভূত করা যায়।৩৮। কূর্চ্চবীজ পুটিত করিলে ইহাদ্বারা নিখিল পাপীর পাপহরণ হয়। বাগ্বীজ দ্বারা পুটিত করিলে ইহাদ্বারা বাগীশত্বা লাভ হয়। ৩৯। হে প্রিয়ে এই সপ্ত-দশাক্ষরী বিদ্যা এইরূপে চতুর্ব্বিধ হয়। ইহার আদিতে প্রণব থাকিলে অন্যবিধ সপ্তদশাক্ষরী হইবে। এই মহাবিদ্যায় ভোগ ও মোক্ষলাভ করা যায়। ৪০। শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কূর্চ্চবীজ, বাগ্বীজ, 'বজ্রবৈরোচনীয়ে' এইপদ পুনর্ব্বার শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কূর্চ্চবীজ ও বাগ্বীজ অন্তে 'ফট্ স্বাহা'—ইহা অষ্টাদশাক্ষরী মহাবিদ্যা। এই অষ্ট-দশাক্ষর মন্ত্রের আদিতে প্রণব যোগ করিলে এই ঊনবিংশাক্ষরী মহাবিদ্যা ব্রহ্ম-বিদ্যাস্বরূপিণী হইবে। হে দেবি, এই দুই বিদ্যাই শুভা উত্তমা ও ভোগ-মোক্ষপ্রদা।৪১। উক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রকে লক্ষ্মীবীজ, লজ্জাবীজ, কূর্চ্চবীজ ও বাগ্বীজ, এই বীজচতুষ্টয়-দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পুটিত করিলে চারিপ্রকার ঊনবিংশত্যক্ষর মন্ত্র হইবে। এই চারিটী মন্ত্র চতুর্ব্বর্গফল প্রদান করিয়া থাকে। আর অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের আদিতে প্রণব যোগ করিলে ঐ মন্ত্র ভোগ ও মোক্ষপ্রদান করে। ৪২। এই দেবতার অন্য মন্ত্র কথিত হইতেছে, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। মায়াবীজ, কূর্চ্চবীজ, বাগ্বীজ ও 'বজ্রবৈরোচনীয়ে' হূং অস্ত্র-

---

(১) হূং শ্রীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা হূং। সর্ব্বপাপিনামিত্যত্র বিদ্যা সর্ব্ব-পাপাপহারিণী ইতি (খ) পাঠঃ। (২) ঐং শ্রীং হ্রীং হূং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা ঐং।

(৩) ওঁ শ্রীং হ্রীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা। (৪) শ্রীং হ্রীং হূং ঐং বজ্র-বৈরোচনীয়ে শ্রীং হ্রীং হূং ঐং ফট্ স্বাহা। (৫) ওঁ শ্রীং হ্রীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে শ্রীং হ্রীং হূং ঐং ফট্ স্বাহা। (৬) হ্রীং হূং ঐং বজ্রবিরোচনীয়ে হূং ফট্ স্বাহা। (৭) হ্রীং ওঁ ঐং ওঁ বজ্র-বৈরোচনীয়ে ফট স্বাহা।

জন্মমৃত্যুবিনাশিনী ॥ ৪৪ ॥ তন্ত্রান্তরে।—রমা কামস্তথা লজ্জা বাগ্‌ভবং বজ্রবৈপদং। রোচনীয়ে লজ্জাদ্বন্দ্বমস্ত্রং স্বাহাসমন্বিতম্ (১)। ইয়ং সা ষোড়শী প্রোক্তা সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ৪৫ ॥ কথিতাঃ সকলা বিদ্যাঃ সারাৎসারতরাঃ শুভাঃ। আসামৃষির্ভৈরবোঽহং নাম্না তু ক্রোধভূপতিঃ। সম্রাট্‌ছন্দো দেবতা চ ছিন্নমস্তা প্রকীর্ত্তিতা। ষড়্দীর্ঘভাক্‌স্বরেণৈব প্রণবাদ্যেন সুন্দরি। খড়্গাদ্যেন ঠঠান্তানি (২) ষড়ঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ নারিদোষাদিকক্ষাসাং তাঃ সুসিদ্ধাঃ সুরাসুরৈঃ। সকলেষু চ বর্ণেষু সকলেষ্বাশ্রমেষু চ। অন্তিমেষু চ বর্ণেষু ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়িকা। প্রণবাদ্যাশ্চ (৩) যা বিদ্যাঃ শূদ্রাদৌ ন সমীরিতাঃ (৪) ॥ ৪৭ ॥ অস্যাশ্চৈব (৫) বিশেষোঽয়ং যোষিচ্চেৎ সমুপানয়েৎ। ডাকিনী সা ভবত্যেব ডাকিনীভিঃ প্রজায়তে। পতিহীনা পুত্রহীনা যথা স্যাৎ সিদ্ধযোগিনী। ইতি তে কথিতং তত্ত্বং রহস্যমখিলং প্রিয়ে। অতিস্নেহতরঙ্গেণ ভক্ত্যা দাসোঽস্মি তে প্রিয়ে ॥ ৪৮ ॥ এতাসাং ধ্যানপূজাদিকং ষোড়শীবৎ কার্য্যম্ ॥ ৪৯ ॥ নাভৌ শুদ্ধারবিন্দং তদুপরি কমলং

মন্ত্র 'স্বাহা' এই চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র সর্বৈশ্বর্য্য প্রদান করে ও সকলকে মোহিত করে। ৪৩। মায়াবীজ, প্রণব, বাগ্বীজ, প্রণব তাহার পরে 'বজ্রবৈরোচনীয়ে ফট্ স্বাহা'—এই অপর একটি চতুর্দ্দশাক্ষরমন্ত্র, এই মন্ত্র চতুর্ব্বর্গফল প্রদান এবং জন্ম-মৃত্যু নিবারণ করে। ৪৪। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—শ্রীবীজ, কামবীজ, লজ্জাবীজ,বাগ্বীজ,'বজ্রবৈরোচনীয়ে' দুই মায়াবীজ অস্ত্রমন্ত্র ও স্বাহা এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বকামফলপ্রদান করে।৪৫। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গলপ্রদ সমস্ত বিদ্যা কথিত হইল। ক্রোধভৈরব এই সমস্ত মন্ত্রের ঋষি,সম্রাট্ ছন্দঃ, ছিন্নমস্তা দেবতা। হে সুন্দরি, এই সকল মন্ত্রেরই অঙ্গন্যাসে আদিতে প্রণব, ছয়টি দীর্ঘস্বরযুক্ত স্বরবর্ণ এবং খড়্গায় স্বাহা" এইপ্রকার নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। ৪৬। এই সকল মন্ত্রের অরিদোষাদি বিচার করিতে হইবে ; দেবদৈত্যগণ এই সকল মন্ত্রকে সুসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সকলবর্ণ ও সকল আশ্রমী ব্যক্তি এমন কি শূদ্র পর্য্যন্ত এই মন্ত্র জপ করিলে ভোগ ও মোক্ষলাভ করিবে। কেবল যে সকল মন্ত্রের আদিতে প্রণব আছে, সেই সকল মন্ত্রে শূদ্রাদির অধিকার নাই। ৪৭। এই সকল মন্ত্রসম্বন্ধে বিশেষ এই যে, যদি কোন স্ত্রী এই মন্ত্র গ্রহণ করে, তবে সেই স্ত্রী ডাকিনীদিগের সহিত ডাকিনী হয় এবং পতিপুত্রবিহীনা হইয়া সিদ্ধযোগিনীর ন্যায় বিচরণ করে। হে প্রিয়ে! তোমার ভক্তি দ্বারা আমি বাধ্য হইয়াছি, সেই কারণে অতিশয় স্নেহ-বশতঃ এই সমস্ত রহস্যময় তত্ত্ব তোমার নিকট বলিলাম। ৪৮। এই সকল মন্ত্রের ধ্যান-পূজাদি

---

(১) শ্রীং ক্লীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা। (২) ওঁ আং খড়্গায় স্বাহা হৃদয়ায় নম ইত্যাদি। (৩) প্রণবাদ্যা চ ইত্যেকবচনান্তঃ পাঠঃ (আ০ বি০)। (৪) তথাচ স্বাহাঘটিতমন্ত্রো দেয় এতদ্বিদ্যায়াঃ (খ টি.)। (৫) আসামিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

মণ্ডলং চণ্ডরশ্মেঃ, সংসারস্যৈকসারাং ত্রিভুবনজননীং ধর্ম্মকামোদয়াঢ্যাম্। তস্মিন্ মধ্যে ত্রিকোণে ত্রিতয়তনুধরাং ছিন্নমস্তাং প্রশস্তাং, তাং বন্দে জ্ঞানরূপাং নিখিলভয়হরাং যোগিনীং যোগমুদ্রাম্) (১) ॥ ৫০ ॥ ইতি ছিন্নমস্তা-প্রকরণম্ ॥

অথ শ্যামাপ্রকরণম্। ভৈরবতন্ত্রে।—অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাঃ কালিকায়াঃ সুদুর্লভাঃ। যাসাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১ ॥ নাত্র চিন্তাবিশুদ্ধঃ (২) স্যান্ন বা মিত্রাদিদূষণম্ (৩)। ন বা প্রয়াসবাহুল্যং সময়াসময়াদিকম্। ন বিত্তব্যয়বাহুল্যং কায়ক্লেশকরং ন চ ॥ ২ ॥ য এনাং চিন্তয়েন্মন্ত্রী সর্ব্বকালসমৃদ্ধিদাম্। তস্য হস্তে সদৈবাস্তি সর্ব্বসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥ গদ্যপদ্যময়ী বাণী সভায়াং তস্য জায়তে। তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনো নিষ্প্রভাং (৪) গতাঃ ॥ ৪ ॥ রাজানোঽপি চ দাসত্বং ভজন্তে কিং পরে জনাঃ। দিবারাত্রিব্যত্যয়ঞ্চ বশীকর্ত্তুং ক্ষমো ভবেৎ। অন্তে চ লভতে দেব্যা গণত্বং দুর্লভং নরঃ ॥ ৫ ॥

ষোড়শীপ্রকরণোক্ত-পদ্ধতি অনুসারে করিবে। ৪৯। এক্ষণে পুনর্ব্বার ছিন্নমস্তাদেবীর অন্তপ্রকার ধ্যান বলিতেছেন।—নাভিদেশে শুভ্রবর্ণ পদ্ম এবং তদুপরি নির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল, তাহার মধ্যস্থিত ত্রিকোণে ত্রিমূর্ত্তিধারিণী সংসারের সারভূতা ত্রিভুবনজননী, ধর্ম্ম ও কামের উদয় কারিণী, প্রশস্তা, জ্ঞানস্বরূপা, নিখিলভয়হারিণী যোগিনী ছিন্নমস্তা দেবীকে আমি বন্দনা করি ॥ ৫০ ॥ ছিন্নমস্তাপ্রকরণ সমাপ্ত।

শ্যামাপ্রকরণ বলা হইতেছে।—ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন, অতঃপর কালিকাদেবীর মহামন্ত্র সকল বলিব, যে সকল মন্ত্র জানিবামাত্রই মনুষ্য জীবন্মুক্ত হইতে পারে। ১। এই সকল মন্ত্র গ্রহণে মন্ত্রশুদ্ধির চিন্তা নাই ও অরিমিত্রাদিদোষ বিচার করিতে হইবে না; এই মন্ত্রের আরাধনাতে প্রয়াসবাহুল্য কিম্বা সময় অসময় বিবেচনা নাই এবং অধিক অর্থব্যয় কিংবা অধিক কায়ক্লেশ করিতে হয় না। ২। যে সাধক সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী কালিকাদেবীকে চিন্তা করে, তাহার হস্তে সর্ব্বদা সর্ব্বসিদ্ধি বিদ্যমানা থাকে এবং সভাতে সেই ব্যক্তির মুখ হইতে গদ্যপদ্যময় বাক্য নিঃসৃত হয়। তাহাকে দেখিবামাত্র প্রতিপক্ষগণ নিষ্প্রভ হয়। ৩।৪। রাজারাও তাহার দাস হইয়া থাকেন। অন্য সাধারণ মানব সম্বন্ধে আর কি বলিব? সেই সাধক দিবারাত্রিব্যত্যয়—অর্থাৎ দিনকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিন করিতে পারে এবং ত্রিভুবনকেও বশীভূত করিতে সমর্থ হয় মৃত্যুর পরে দুর্লভ দেবীর গণত্ব লাভ করে। ৫।

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনী পাঠঃ। (২) চিন্তাবিশুদ্ধিরিতি আদর্শপাঠঃ। চিন্তাবিশুদ্ধিরিতি (ক) পাঠঃ। (৩) নারিমিত্রাদিদূষণমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। নারিমিত্রাদিলক্ষণম্ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) নিষ্প্রভা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

অথ শ্যামামন্ত্রাঃ। তত্র কালীতন্ত্রে।—কামত্রয়ং বহ্নিসংস্থং রতিবিন্দুবিভূষিতম্। কূর্চ্চযুগ্মং তথা লজ্জাযুগলং তদনন্তরম্। দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ব্ববীজানি চোচ্চরেৎ। অন্তে বহ্নিবধূং দদ্যাদ্বিদ্যারাজ্ঞী (১) প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬ ॥ (মন্ত্রার্থমাহ যামলে।—ককারাজ্জলরূপত্বাৎ কেবলং মোক্ষদায়িনী। জ্বলনার্ণসমাযোগাৎ সর্ব্বতেজোময়ী শুভা ॥ ৭ ॥ মায়াত্রয়েণ দেবেশি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী। বিন্দুনাং নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্যফলদায়িনী ॥ ৮ ॥ বীজত্রয়া শাম্ভবী সা কেবলং জ্ঞানচিৎকলা। শব্দবীজদ্বয়েনৈব শব্দরাশিপ্রবোধিনী ॥ ৯॥ লজ্জাবীজদ্বয়েনৈব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী। সম্বোধনপদেনৈব সদা সন্নিধিকারিণী। স্বাহয়া জগতাং মাতা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী) (২) ॥ ১০ ॥

অস্যাঃ পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদিকং কৃত্বা মন্ত্রাচমনং কুর্য্যাৎ। যথা—কালিকাভিস্ত্রিভিঃ পীত্বা কাল্যাদিভিরুপস্পৃশেৎ। দ্বাভ্যামোষ্ঠৌ দ্বিরুন্মৃজ্য চৈকেন ক্ষালয়েৎ করম্। মুখঘ্রাণেক্ষণশ্রোত্রনাভ্যুরস্কং ভুজৌ ক্রমাৎ। আচম্যৈবং ভবেৎ কালী বৎসরাত্তাং প্রপশ্যতি। কং শিরঃ। তদ্যথা—ক্রীমিতি ত্রিরাচামেৎ। ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ ইতি ওষ্ঠৌ দ্বিরুন্মৃজেৎ। ওঁ কুল্বায়ৈ নমঃ ইতি করং ক্ষালয়েৎ। ওঁ কুরুকুল্বায়ৈ নমঃ ইতি মুখে। ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ ইতি দক্ষিণনাসায়াম্। ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ

অতঃপর শ্যামামন্ত্র কথিত হইতেছে। কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—ককারে র ঈ ও বিন্দুসংযোগে বীজ হয় সেই বীজ তিনটি, কূর্চ্চবীজ দুইটি, মায়াবীজ দুইটি, "দক্ষিণে কালিকে" ইহার পরে পূর্ব্বোক্ত সাতটি বীজ অন্তে স্বাহা ইহাকে বিদ্যারাজ্ঞী বলা হয়। অর্থাৎ এই মন্ত্র সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ। ৬। যামলে মন্ত্রের অর্থ বলিয়াছেন,—'ক' শব্দে জল,—সেইহেতু ক হইতে এই বিদ্যা কেবল মুক্তিদাত্রী তাহাতে রকাররূপ (বহ্নি) বর্ণের সমাবেশে ইনি সর্ব্বতেজোময়ী। ৭। হে দেবেশি, উক্ত তিন (ক্রীং) বীজে এই বিদ্যা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, বিন্দু সকল নিষ্কল ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কৈবল্য ফল প্রদান করেন। ৮। ঐ বীজত্রয়ময়ী শাম্ভবী বিদ্যা কেবল জ্ঞান-চৈতন্য-রূপিণী। দুই (হূং) শব্দবীজে শব্দরাশির জ্ঞানদাত্রী। ৯। দুই মায়াবীজে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী। 'দক্ষিণে কালিকে' এই সম্বোধনপদে সর্ব্বদা সাধক নিকটে আত্মসন্নিধান করিয়া থাকেন। ঐ জগন্মাতা স্বাহা দ্বারা সকলপ্রকার পাপ নাশ করেন। ১০।

দক্ষিণকালিকার পূজাপ্রণালী যথা।—প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া মন্ত্রাচমন করিবে। তিনবার কালীবীজ (ক্রীং) মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জলপান করিয়া 'ওঁ কাল্যৈ নমঃ,' 'ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ এই দুই মন্ত্রে দুই ওষ্ঠ মার্জ্জন করিবে। তাহার পরে ওঁ কুল্বায়ৈ নমঃ' এই

---

(১) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। (ক) (খ) চি। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

নমঃ ইতি বামনাসায়াম্। ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ ইতি নেত্রয়োঃ। ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ, ওঁ নীলায়ৈ নমঃ ইতি শ্রোত্রয়োঃ। ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ ইতি নাভৌ। ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ ইতি বক্ষসি। ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ ইতি শিরসি। ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ মিতায়ৈ নমঃ ইত্যংসযোঃ। ইতি মন্ত্রাচমনম্ ॥ ১১ ॥ (১) ততো ভূতশুদ্ধ্যন্তং বিধায় মায়াবীজেন যথাবিধি প্রাণায়ামং কুর্য্যাৎ ॥ ১২ ॥ তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ। যথা—অস্য মন্ত্রস্য ভৈরবঋষিরুষ্ণিকৃছন্দো দক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীঁ বীজং হূঁ শক্তিঃ ক্রীঁ কীলকং পুরুষার্থচতুষ্টয়সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। তথাচ কালীক্রমে।—কীলকং চাদ্যবীজং স্যাচ্চতুর্ব্বর্গফল-

---

মন্ত্রে দুই হস্ত প্রক্ষালন করিয়া ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ’এই মন্ত্রে মুখ, ‘ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ’ এই মন্ত্রে দক্ষিণনাসিকা,‘ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ’ এই মন্ত্রে বাম নাসিকা, ‘ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ’ এই মন্ত্রে দক্ষিণচক্ষু, ‘ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ’এই মন্ত্রে বামচক্ষু‘ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ’এই মন্ত্রে দক্ষিণকর্ণ, ‘ওঁ নীলায়ৈ নমঃ’ এই মন্ত্রে বামকর্ণ, ‘ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ’ এই মন্ত্রে নাভি, ‘ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ’ এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল, ‘ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ’ এই মন্ত্রে মস্তক, ‘ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ’ এই মন্ত্রে দক্ষিণস্কন্ধ এবং ‘ওঁ মিতায়ৈ নমঃ’ এই মন্ত্রে বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে। ১১। তাহার পরে ভূতশুদ্ধি পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া ‘হ্রীং’ এই মন্ত্রে যথাবিধি প্রাণায়াম করিবে। ১২। তাহার পরে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। এই ন্যাসের প্রণালী ও মন্ত্র উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। ভৈরব এই মন্ত্রের ঋষি,—উষ্ণিক্ ছন্দ,কালিকা ইহার দেবতা, দুই মায়াবীজ ইহার বীজ।

---

(১) (আ॰ বি॰) পুস্তকেঽত্র ততঃ ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহেতি জলং সব্যেনানীয়াসনমভ্যুক্ষ্য তত্রোপবিশ্য ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধসর্ব্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পমপনয় হুং ফট্ স্বাহেতি চরণৌ প্রক্ষাল্য "ওঁ মণিধরি বজ্রিণি মহাপরিসরে রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহেতি শিখাবন্ধনং কৃত্বা পূর্ব্ববদাচামেৎ।" ইত্যাধিকপাঠোঽস্তু, এতদ্বিষয়কং কুমারীকল্পোক্তপ্রমাণং তত্রোক্তম্। ততঃ ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হুং ফট্ স্বাহা ইতি সিদ্ধার্থতিলেন নারাচমুদ্রয়া ভূতাপসর্পণং কৃত্বা ওঁ রক্ষ রক্ষ স্বাহেতি মন্ত্রেণ ভূমিঞ্চ শোধয়েৎ। ততো ভূমৌ ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা তত্র ওঁ আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ ইতি সম্পূজ্য তত্র কম্বলাদ্যাসনং সংস্থাপ্য মেরুপৃষ্ঠঋষিরিত্যাদি হ্রীং আধারশক্তিকমলাসনায় নম ইত্যন্তং পঠিত্বা আসনং সম্পূজ্য ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহেতি চ পূজয়েৎ। কুমারীকল্পোক্তপ্রমাণং তত্রোক্তম্। ততো বামকর্ণোর্দ্ধে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ দক্ষিণকর্ণোর্দ্ধে গং গণপতয়ে নমঃ মধ্যে শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নম ইতি নমস্কুর্য্যাৎ। ততঃ সামান্যার্ঘ্যং বিধায় তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষ্য স্বদক্ষিণে গন্ধপুষ্পাদিকং বামে সুগন্ধিজলং পরদেবতায়াঃ পশ্চিমে কুলদ্রব্যাণি, অন্যৎ পানাদি দেবতাবামে স্থাপয়েৎ। কুলচূড়ামণিপ্রমাণং তত্রোক্তম্। তত ওঁ শতাভিষেক হুং ফট স্বাহা। ওঁ পুষ্পকেতুরাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পভূষিতে পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহা ইত্যাভ্যাং পুষ্পাধিষ্ঠানং কুর্য্যাৎ। কুমারীকল্পোক্তপ্রমাণং তত্রোক্তম্। অথবা বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয়ং ভূমৌ দত্বা তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যামূর্দ্ধোর্দ্ধে তালত্রয়ং তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন ছোটিকাভির্দশদিগ্বন্ধনং কৃত্বা দিব্যদৃষ্ট্যা বিঘ্নানুৎসার্য্য চতুর্দ্দিক্ষু বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য প্রাণায়ামং কুর্য্যাৎ। স্বতন্ত্রতন্ত্রোক্তপ্রমাণং তত্রোক্তম্। ততো ভূতশুদ্ধিঃ ইত্যধিকঃ পাঠ উক্তঃ।

প্রদম্। শিরসি ভৈরবঋষয়ে নমঃ। মুখে উষ্ণিক্ছন্দসে নমঃ। হৃদি দক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে হ্রীং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ হূঁ শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে ক্রীঁ কীলকায় নমঃ ॥ ১৩ ॥ তদুক্তং কালীতন্ত্রে।—অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ যথাবদভিধীয়তে। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্ ছন্দ উদাহৃতম্। দেবতা কালিকা প্রোক্তা লজ্জাবীজন্তু বীজকম্। কীলকং চাদ্যবীজং স্যাচ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্। শক্তিশ্চ কূর্চ্চবীজং স্যাদনিরুদ্ধা সরস্বতী। কবিত্বার্থে নিয়োগঃ স্যাদিত্যাদি। তেন মায়য়া ষড়ঙ্গন্যাসঃ (১)। ষড্দীর্ঘভাজা বীজেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ। বীরতন্ত্রে।—দীর্ঘষট্কযুতাদ্যেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ ইতি বা। তদ্যথা —ওঁ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা বা ॥ ১৪ ॥ ততো বর্ণন্যাসঃ।—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ ইতি হৃদয়ে। এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ ইতি দক্ষিণবাহৌ। ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ ইতি বামবাহৌ। ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ ইতি দক্ষিণপাদে (২)। মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ ইতি বামপাদে (৩)। বিরূপাক্ষমতে সবিন্দুরয়ং ন্যাসঃ। যথা বীরতন্ত্রে।—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং বৈ হৃদয়ে

প্রথম-বীজ ইহার কীলক. কীলকে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। কূর্চ্চবীজ ইহার শক্তি। ইহাতে সরস্বতী অনিরুদ্ধভাবে অবস্থিতি করেন। কবিত্ব লাভের জন্য ইহার বিনিয়োগ। ১৩। মায়াবীজকে ইহার বীজ বলায় মায়াবীজ দ্বারা অঙ্গন্যাস বুঝা যাইতেছে। তাহার পরে করাঙ্গন্যাস করিবে। কালীতন্ত্রে তাহা কথিত হইয়াছে যথা করন্যাস ও অঙ্গন্যাস যথানিয়মে বলা হইতেছে,—ইঁহার বীজে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া তাহার আদিতে প্রণব যোগপূর্ব্বক করাঙ্গন্যাস করিবে, বীরতন্ত্রেও ইহাই কথিত হইয়াছে। করাঙ্গন্যাস যথা—'ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,' ওঁ হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট,, 'ওঁ হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ,' 'ওঁ হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট,' 'ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট,' এই প্রকারে করন্যাস করিয়া হৃদয়াদিস্থানে 'ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ'ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস করিবে। অথবা ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ওঁ ক্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিবে। ১৪। তাহার পরে উপরি লিখিত প্রণালীতে বর্ণন্যাস করিবে। বিরূপাক্ষমতে এই বর্ণন্যাস বিন্দুযুক্ত করিয়া করিবে। বীরতন্ত্রে তাহাই

---

(১) লজ্জাবীজন্তু বীজকম্ ইত্যুক্তত্বেন। (২) দক্ষিণজঙ্ঘায়ামিতি (আ॰ বি॰)।
(৩) বামজঙ্ঘায়ামিতি (আ॰ বি॰)।

ন্যসেদিত্যাদি (১)। কালীতন্ত্রে পুনর্নির্ব্বিন্দুঃ। যথা—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ বৈ হৃদয়ং স্পৃশেদিত্যাদি। কিন্তু সবিন্দুন্ বা ন্যসেদেতান্ নির্ব্বিন্দুন্ বাথ বর্ণকানিত্যাচার্য্য-পরিগৃহীতভৈরবীয়বাক্যাদুভয়মেব যুক্তম্ ॥ ১৫ ॥

(২) অথ ষোঢ়ান্যাসঃ। তদুক্তং বীরতন্ত্রে।—কেবলাং মাতৃকাং কৃত্বা মাতৃকাং তারসংপুটাম্। মাতৃকাপুটিতং তারং ন্যসেৎ সাধকসত্তমঃ। শ্রীবীজপুটিতাং তান্তু (৩) মাতৃকাপুটিতন্তু তৎ (৪)। কামেন পুটিতাং দেবীং (৫) তৎপুটং (৬) কামমেব চ। শক্ত্যা চ পুটিতাং দেবীং শক্তিঞ্চ তৎপুটাং ন্যসেৎ। ক্লীং (৭) দ্বন্দ্বঞ্চ পুনর্ন্যস্য ঋ ৠ ঌ ৡঞ্চ পূর্ব্ববৎ। মূলেন পুটিতাং দেবীং তৎপুটং মন্ত্রমেব চ। অনুলোমবিলোমেন ন্যস্য মন্ত্রং যথাবিধি। মূলেনাষ্টশতং কুর্য্যাদ্ব্যাপকং তদনন্তরম্। যথা—ওঁ অং ওঁ এবং মাতৃকা-পুটিতং তারম্। (৮) এবং শ্রীবীজপুটিতাং তাম্। তৎপুটিতং শ্রীবীজম্। এবং কামেন পুটিতাং মাতৃকাম্। মাতৃকাপুটিতং কামম্। এবং শক্ত্যা পুটিতাং মাতৃকাম্

বলিয়াছেন যে 'অং আং' ইত্যাদিরূপে বিন্দুযুক্ত করিয়া হৃদয়ে ন্যাস করিবে। কালীতন্ত্রমতে বিন্দু রহিত ন্যাস, যথা অ আ ইত্যাদিরূপে ন্যাস করিবে। বর্ণগুলিকে বিন্দুযুক্ত করিয়া ন্যাস করিবে অথবা বিন্দুরহিত ন্যাস করিবে এই ভৈরবীবাক্য আচার্য্য পরিগৃহীত হওয়ায় উভয় মতই যুক্ত। ১৫।

অনন্তর ষোঢ়ান্যাস করিবে।—বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন, অগ্রে কেবল মাতৃকান্যাস করিবে। পরে পুনর্ব্বার মাতৃকাবর্ণসকলকে ওঁ এই মন্ত্রে পুটিত করিয়া মাতৃকান্যাসস্থানে ন্যাস করিবে এবং ওঁ এই মন্ত্রকে মাতৃকাবর্ণদ্বারা পুটিত করিয়া ন্যাস করিবে। যথা—ললাটে 'ওঁ অং ওঁ নমঃ,' মুখে 'ওঁ আং ওঁ নমঃ' ইত্যাদি এবং ললাটে 'অং ওঁ অং নমঃ,' মুখে 'আং ওঁ আং নমঃ' ইত্যাদি। পরে শ্রীবীজ দ্বারা মাতৃকাবর্ণসকলকে পুটিত করিয়া ঐরূপে মাতৃকান্যাসোক্তস্থানে ন্যাস করিবে এবং মাতৃকাবর্ণসকল দ্বারা ঐ শ্রীবীজকে পুটিত করিয়া পূর্ব্ববৎ ন্যাস করিতে হইবে। যথা—ললাটে 'শ্রীং অং শ্রীং নমঃ,' মুখে 'শ্রীং আং শ্রীং নমঃ' ইত্যাদি এবং ললাটে 'অং শ্রীং অং নমঃ,' মুখে 'আং শ্রীং আং নমঃ' ইত্যাদি। অনন্তর কামবীজ দ্বারা মাতৃকাবর্ণগুলিকে পুটিত করিয়া মাতৃকা-

---

(১) অত্র "অয়মেব মাতৃকান্যাস ইতি সম্প্রদায়ঃ পূর্ণানন্দস্তু বর্ণন্যাসানন্তরং সর্ব্বসাধারণমাতৃকান্যাসমাহ তচ্চিন্ত্যং বর্ণন্যাসেনৈব মাতৃকাসিদ্ধতয়া পুনরুক্তত্বাৎ" ইত্যুক্তং (আ০ বি০) পুস্তকে।

(২) ততঃ শিবপটলোক্তরীত্যা শ্রীকণ্ঠন্যাসঃ কার্য্যঃ। অয়ং ন্যাসঃ কাম্যঃ ইতাধিকঃ (আ০ বি০)

(৩) তাং মাতৃকাম্। (৪) তৎ শ্রীবীজম্। (৫) দেবীং মাতৃকাম্। (৬) মাতৃকাপুটিতম্।

(৭) হ্রীমিতি (খ) পাঠঃ। (৮) অং ওং অং। শ্রীং অং শ্রীং। অং শ্রীং অং। ক্লীং অং ক্লীং। অং ক্লীং অং। হ্রীং অং হ্রীং। অং হ্রীং অং। হ্রীং হ্রীং অং ঋ ৠ, ঌ ৡ অং ঋ ৠ, ঌ ৡ। অং শ্রীং হ্রীং ঋ ৠ, ঌ ৡ অং। ২২ অং ২২ আং ২২ অং ইতি (খ) পাঠঃ।

মাতৃকাপুটিতাং শক্তিং ন্যসেৎ। তথা—ক্রীং দ্বন্দ্বঞ্চ (১) ঋ ঋ ৯ৠঞ্চ পূর্ব্ববৎ। তৎপুটিতাং মাতৃকাং মাতৃকাপুটিতঞ্চ তৎ ন্যসেৎ। মন্ত্রপুটিতাং মাতৃকাং তৎপুটিতং মনুম্। পুনরনুলোমবিলোমেন কেবলং মন্ত্রং মাতৃকাস্থানে ন্যস্য মূলেনাষ্টোত্তরশতং ব্যাপকং কুর্য্যাৎ ॥ ১ ॥ অয়ং ন্যাসস্তারায়া অপি কার্য্যঃ। ইতি গুপ্তেন দুর্গায়া অঙ্গষোঢ়া প্রকীর্ত্তিতা। তারায়াঃ কালিকায়াশ্চ উন্মুখ্যাশ্চ (২) তথা পরা। এতস্মিন্ন্যাসবর্য্যে তু (৩) সর্ব্বং পাপং প্রণশ্যতি ॥ ২ ॥ ততস্তত্ত্বন্যাসঃ। যথা,—মূলং (৪) ত্রিখণ্ডং বিধায়

ন্যাসস্থানে এবং মাতৃকাবর্ণদ্বারা কামবীজকে পুটিত করিয়া পূর্ব্ববৎ ন্যাস করিবে। যথা ললাটে 'ক্লীং অং ক্লীং নমঃ,' মুখে 'ক্লীং আং ক্লীং নমঃ'ইত্যাদি। এবং ললাটে 'অং ক্লীং অং নমঃ,' মুখে 'আং ক্লীং আং নমঃ' ইত্যাদি। এইরূপে শক্তিবীজ দ্বারা মাতৃকাবর্ণসকলকে পুটিত করত মাতৃকান্যাসস্থানে এবং মাতৃকাবর্ণ দ্বারা শক্তিবীজকে পুটিত করিয়া ঐ সকল স্থানে ন্যাস করিবে। যথা—ললাটে 'হ্রীং অং হ্রীং নমঃ,' মুখে 'হ্রীং আং হ্রীং নমঃ' ইত্যাদি এবং ললাটে 'অং হ্রীং অং নমঃ,' মুখে 'আং হ্রীং আং নমঃ' ইত্যাদি। 'ক্রীং ক্রীং এই দুই বীজ দ্বারা পুটিত করিয়া ঋ ৠ ৯ ৡকে এবং ঋ ৠ ৯ ৡ দ্বারা পুটিত করিয়া ক্রীং ক্রীং এই বীজকে ন্যাস করিবে। যথা—ললাটে 'ক্রীং ক্রীং ঋং ৠং ৯ং ৡং ক্রীং ক্রীং নমঃ,' মুখে ক্রীং ক্রীং ঋং ৠং ৯ং ৡং ক্রীং ক্রীং নমঃ ইত্যাদি এবং ললাটে ঋং ৠং ৯ং ৡং ক্রীং ক্রীং ঋং ৠং ৯ং ৡং নমঃ, মুখে ঋং ৠং ৯ং ৡং ক্রীং ক্রীং ঋং ৠং ৯ং ৡং নমঃ' ইত্যাদি প্রকারে মাতৃকান্যাসস্থানে ন্যাস করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্রের দ্বারা মাতৃকাবর্ণকে পুটিত করিয়া এবং মাতৃকাবর্ণ দ্বারা মূলমন্ত্রকে পুটিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানে ন্যাস করিবে। যথা—ললাটে ক্রীং অং ক্রীং নমঃ, মুখে ক্রীং আং ক্রীং নমঃ ইত্যাদি এবং ললাটে অং ক্রীং অং নমঃ, মুখে আং ক্রীং আং নমঃ ইত্যাদি প্রথমে অনুলোমে ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার বিলোমে মাতৃকাস্থানে কেবল মন্ত্র ন্যাস করিয়া মূল মন্ত্রের দ্বারা একশত আটবার ব্যাপকন্যাস করিবে। তারাদেবীর পূজাতেও এই প্রকারে ষোঢ়া ন্যাস করিতে হইবে। উক্ত প্রকারে তারা, কালিকা ও উন্মুখী দেবতা অর্থাৎ ভুবনেশ্বরী প্রভৃতির (আগমতত্ত্ববিলাসমতে উন্মুখীদেবতা বলিতে বগলামুখীর) (উন্মুখী কেহ কেহ ছিন্নমস্তা অর্থ করেন)। পূজাতে ষোঢ়ান্যাস করিবে। এই উৎকৃষ্ট ন্যাস করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। ২। তাহার পরে তত্ত্বন্যাস করিবে যথা—পূর্ব্বোক্ত

---

(১) হ্রীং দ্বন্দ্বঞ্চ ইতি (আ॰ বি॰) পাঠঃ। হ্রীং দ্বন্দ্বমিত্যত্র ককারঘটিতবীজং নতু মায়াবীজং "নিজবীজদ্বয়ঞ্চৈব ঋ ৠ, ৯ ৡ বিন্যসেদি"ত্তি তন্ত্রবচনাৎ। মায়াবীজমিত্যপরে (আ॰ বি॰)।

(২) উন্মুখ্যাঃ ভুবনেশ্বর্য্যাদেঃ ইতি (ব টি) বগলামুখ্যা' ইতি (আ॰ বি॰) পরা উৎকৃষ্টা ইতি ষোঢ়াবিশেষণম্। (৩) কৃতে তস্মিন্ ন্যাসবর্য্যে ইতি (আ॰ বি॰) পাঠঃ।

(৩) মূলং মূলমন্ত্রং ত্রিখণ্ডং কৃত্বা ন্যসেৎ। আদ্যসপ্তবীজমেকখণ্ডং দক্ষিণেকালিকে একখণ্ডং পুনঃ স্বাহান্তং সপ্তবীজমেকখণ্ডমিতি ত্রিখণ্ডং (ব টি)।

প্রথমখণ্ডান্তে ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহেতি পাদাদি-নাভিপর্য্যন্তং, দ্বিতীয়খণ্ডান্তে ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহেতি নাভ্যাদি-হৃদয়ান্তং, তৃতীয়খণ্ডান্তে ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহেতি হৃদয়াদি-শিরঃপর্য্যন্তং (৪) ন্যসেৎ। তদুক্তং স্বতন্ত্রে। মূলবিদ্যাত্রিখণ্ডান্তে প্রণবাদ্যৈর্যথাবিধি। আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈস্তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ৩ ॥

অথ বীজন্যাসঃ। তদুক্তং কুমারীকল্পে।—ব্রহ্মরন্ধ্রে ভ্রুবোর্মধ্যে ললাটে নাভিদেশকে। গুহ্যে বক্ত্রে চ সর্ব্বাঙ্গে সপ্তবীজং ক্রমান্ন্যসেৎ। তদ্‌যথা—আদ্যবীজং ব্রহ্মরন্ধ্রে। দ্বিতীয়বীজং ভ্রূমধ্যে তৃতীয়বীজং ললাটে। চতুর্থবীজং নাভৌ পঞ্চমবীজং গুহ্যে। ষষ্ঠবীজং বক্ত্রে। সপ্তমবীজং সর্ব্বাঙ্গে। এতত্ত্রয়ং কাম্যম্ (২) ॥ ৪ ॥ ততো মূলেন সপ্তধা (৩) ব্যাপকং কৃত্বা (৪) যথাবিধি মুদ্রাং প্রদর্শ্য ধ্যায়েৎ ॥ ৫ ॥ তদ্‌যথা

দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্রকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে। ইহাতে প্রথমখণ্ডে সপ্তাক্ষর, দ্বিতীয়খণ্ডে ষড়ক্ষর, তৃতীয়খণ্ডে নবাক্ষর হইবে। প্রথমখণ্ডের অন্তে 'ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা,' দ্বিতীয়খণ্ডের পর ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ও তৃতীয়খণ্ডের পর 'ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা,' এই বলিয়া ন্যাস করিবে; অর্থাৎ 'ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা' এই মন্ত্রে পাদ হইতে নাভিপর্য্যন্ত, 'দক্ষিণে কালিকে ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা' এই মন্ত্রে নাভি হইতে হৃদয়পর্য্যন্ত, 'ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা' ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ন্যাস করি। স্বতন্ত্রতন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন—মূলমন্ত্র তিনখণ্ড করিয়া এক এক খণ্ডের পর আদিতে প্রণবযোগপূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব দ্বারা তত্ত্বন্যাস করিবে। ৩।

অনন্তর বীজন্যাস করিবে; কুমারীকল্পে তাহা বলিয়াছেন,—সাতটি বীজকে যথাক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্রে ভ্রূদ্বয়-মধ্যে, ললাটে, নাভিদেশে, গুহ্যে, মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিবে। যথা.—ব্রহ্মরন্ধ্রে 'ক্রীঁ নমঃ,' ভ্রূমধ্যে 'ক্রীঁ নমঃ,' ললাটে 'ক্রীং নমঃ,' নাভিতে 'হূঁ নমঃ.' গুহ্যে 'হূঁ নমঃ,' মুখে 'হ্রীঁ নমঃ,' সর্ব্বাঙ্গে 'হ্রীঁ নমঃ'। পূর্ব্বোক্ত ষোঢ়ান্যাস, তত্ত্বন্যাস ও বীজন্যাস, এই তিনটি ন্যাস কাম্য; অর্থাৎ এই তিনটি ন্যাস না করিলে পূজা অসিদ্ধ হইবে না।

---

(১) শির ইত্যত্র নাভি ইতি (খ) পাঠঃ। (২) এতন্ন্যাসত্রয়ং দ্বাবিংশত্যক্ষরবিদ্যায়া এব (খ চি)। এতত্ত্রয়ং ষোঢ়ান্যাসতত্ত্বন্যাসবীজন্যাসাঃ। (৩) নবধা সপ্তধা পঞ্চধা বা ইতি (আ০ বি০) পঞ্চধা নবধা বাপি মূলেন সপ্তধা তথা ইতি ভৈরবতন্ত্রাৎ।

(৪) "ততঃ পীঠন্যাসঃ। হৃদি ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ এবং প্রকৃতয়ে কূর্ম্মায় শেষায় পৃথিব্যৈ সুধাম্বুধয়ে মণিদ্বীপায় চিন্তামণিগৃহায় শ্মশানায় পারিজাতায় তন্মূলে রত্নবেদিকায়ৈ তদুপরি মণিপীঠায় চতুর্দ্দিক্ষু মুনিভ্যঃ দেবেভ্যঃ পরিতঃ বহুমাংসাস্থিমোদমানশিবাভ্যঃ শবমুণ্ডেভ্যঃ অগ্ন্যাদিকোণেষু ধর্ম্মায় জ্ঞানায় বৈরাগ্যায় ঐশ্বর্য্যায় পূর্ব্বাদিদিক্ষু অধর্ম্মায় অজ্ঞানায় অবৈরাগ্যায় অনৈশ্বর্য্যায় মধ্যে আনন্দকন্দায় সম্বিন্নালায় প্রকৃতিময়পত্রেভ্যঃ বিকারময়কেশরেভ্যঃ তত্ত্বরূপকর্ণিকায়ৈ পদ্মায় অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে

কালীতন্ত্রে।— করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃপাণিকাম্ (১)। মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব (২) দিগম্বরীম্। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্। কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম্। ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীতোন্নতপয়োধরাম্। শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্। সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্। ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্। (বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্।) (৩) দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্। শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাম্। শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্। (মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্) (৪)। সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।

৪। 'অনন্তর মূলমন্ত্রে সাতবার ব্যাপকন্যাস করিয়া যথাবিধি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধ্যান করিবে। ৫। কালীতন্ত্রে ধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—যিনি গম্ভীরভাষিণী ভীমাকৃতি মুক্তকেশী চতুর্ভূজা, যিনি দ্যুলোকবাসিনী, যাঁহার গলদেশে মুণ্ডমালা, যাঁহার বামদিকের অধোহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড, ও উর্দ্ধহস্তে খড়্গ,দক্ষিণ দিকের উর্দ্ধহস্তে অভয়-মুদ্রা, ও অধোহস্তে বরমুদ্রা, যিনি মহামেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা এবং দিগম্বরী, যাঁহার কণ্ঠদেশে মুণ্ডমালা, সেই মুণ্ডমালা হইতে রুধির ধারা ক্ষরিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত হইতেছে। দুইটি শবদেহ কর্ণভূষণ করিয়াছেন! (পাঠান্তরের অনুবাদ—দুইটি কর্ণে কর্ণভূষণ করিয়াছেন) তাহাতে ভীষণাকৃতি, হইয়াছেন, যিনি ভীম-দশনা, করালবদনা ও পীনোন্নতস্তনী, যাঁহার কটিদেশে শবের হস্তসমূহনির্ম্মিত কাঞ্চী বিরাজমানা, যিনি সহাস্যবদনা, যাঁহার দুই ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে বিগলিত রক্তধারায় মুখমণ্ডল রঞ্জিত হইতেছে। যিনি ভীমমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জন করিতেছেন, শ্মশানভূমিতে যিনি বাস করেন, যাঁহার তিনটি নেত্র নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় অতি-তীব্র। যিনি উন্নতদশনা, যাঁহার কেশপাশ দক্ষিণভাগে আলুলায়িত হইয়া প্রসারিত। শবরূপী শিবের হৃদয়ে যিনি অবস্থিত করিতেছেন, যাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক শিবাগণ

সং সত্ত্বায় রং রজসে তং তমসে আং আত্মনে অং অন্তরাত্মনে পং পরমাত্মনে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে। পূর্ব্বাদিতঃ পত্রমূলেষু ইচ্ছায়ৈ জ্ঞানায়ৈ ক্রিয়ায়ৈ কামিন্যৈ কামদায়িন্যৈ রত্যৈ রতিপ্রিয়ায়ৈ আনন্দায়ৈ মধ্যে মনোন্মন্যৈ মধ্যে ঐং পরায়ৈ অপরায়ৈ বিরূপায়ৈ। হেসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ" ইত্যধিকঃ (আ০ বি০) পুস্তকেঽস্তি তন্ত্রোক্তপ্রমাণমপি তত্রোদ্ধৃতম্।

(১) দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকামিতি পাঠঃ আদর্শে বর্ত্ততে পরন্ত দক্ষিণোর্দ্ধাধঃপাণিকামিতি (ক) (খ) পাঠঃ সঙ্গততয়া মূলে নিবেশিতঃ (আ০ বি০) পদ্যার্দ্ধমেতদেবমস্তি—'দক্ষেঽধঃকরাম্ভোজে বিভ্রতীং "চাভয়ং বরম্"। (২) তথৈবচ ইতি (খ) পাঠঃ।

(৩) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনী পাঠঃ। (ক) পুস্তকে উদ্ধৃত এব পাঠঃ।

(৪) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনী পাঠঃ। (ক) পুস্তকে উদ্ধৃত এব পাঠঃ।

এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদাম্ ॥ (১) শরযুগ্মেতি ঘোরবাণাবতংসেতি প্রেত-কর্ণাবতংসেতি চ শকুন্তপক্ষসংযুক্তবামকর্ণবিভূষিতাম্। বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃত-কর্ণাবতংসিনীমিতি দর্শনাদুভয়মেব পাঠঃ ॥ ৬ ॥

(ধ্যানান্তরং স্বতন্ত্রে।—অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং করালবদনাং শিবাম্। মুণ্ডমালা-বলীকীর্ণাং মুক্তকেশীং স্মিতাননাম্। মহাকালহৃদম্ভোজস্থিতাং পীনপয়োধরাম্। বিপ-রীতরতাসক্তাং ঘোরদংষ্ট্রাং শিবৈঃ সহ। নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্। সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। শবহস্তসহস্রৈস্তু বদ্ধকাঞ্চীং দিগংশুকাম্। শিবাকোটিসহস্রৈস্তু যোগিনীভির্ব্বিরাজিতাম্। রক্তপূর্ণমুখাম্ভোজাং মদ্যপানপ্রমত্তিকাম্।

ভীষণ শব্দ করিতেছে। (মহাকালের সহিত যিনি বিপরীতরতাসক্তা) যাঁহার মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন ও সহাস্য। সেই নিখিল-কাম-সম্পত্তিদায়িনী দক্ষিণা কালীকে এইরূপে চিন্তা করিবে। 'শব যুগলকে কর্ণভূষণ করিয়াছেন' এই স্থলে' শরযুগলকে কর্ণভূষণ করিয়াছেন,' এরূপ পাঠও করা যায়, কেন না ঘোরবাণাবতংসা প্রেতকর্ণাবতংসা 'এই দুই প্রকারই স্তবাদিতে দেখা যায়। বামকর্ণে পক্ষিপক্ষসংযুক্ত কর্ণভূষণ, এবং মৃত শব বালকযুগল দ্বারা কর্ণভুষণ করিয়াছেন,—এই দুই প্রকারই দেখা যাইতেছে, সুতরাং 'শবযুগ্ম' ও 'শরযুগ্ম' দুই পাঠই সঙ্গত। ৬

স্বতন্ত্রতন্ত্রে অন্য-প্রকার ধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—যিনি অঞ্জন-পর্ব্বতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, যাঁহার বদন বিস্তৃত, গলদেশে মুণ্ডমালা, কেশ আলুলায়িত, মুখমণ্ডল হাস্য-যুক্ত, স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত, যিনি মহাকালের হৃদয়পদ্মোপরি বিপরীতরতাসক্তা, যাঁহার দন্ত ভীষণ যাঁহার কণ্ঠদেশে নাগযজ্ঞোপবীত ও কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত, যিনি সর্ব্ব-প্রকার অলঙ্কার ও মুণ্ডমালাদ্বারা বিভূষিতা; যিনি কটিদেশে সহস্রশবহস্তদ্বারা কাঞ্চী নির্ম্মিত করিয়া বন্ধন করিয়াছেন, যিনি দিগম্বরী—যিনি কোটি শৃগাল ও সহস্র-যোগিণীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা; যাঁহার মুখ-পদ্ম রক্তদ্বারা পরিপূর্ণ, যিনি মদ্যপানে

---

(১) সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদামিত্যত্র শ্মশানালয়বাসিনীমিতি (ক) (খ) পাঠঃ সর্ব্বধর্ম্মার্থসিদ্ধিদামিতি (আ॰ বি॰) পাঠঃ। সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদামিতি (খ) পুস্তকে উদ্ধৃত-পাঠঃ। বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজা-মিত্যত্রাধঃশব্দস্য বিসর্গলোপে পুনঃসন্ধিশ্ছান্দসঃ। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকামিতি পাঠো দুর্ঘট এব। দিগম্বরীমিত্যত্র বহুব্রীহিসমাসে গৌরাদিত্বাৎ ঙী ব্যাঘ্রীবৎ। কর্ণাবতংসতাং নীত ইত্যসমস্ত পদং সমস্তপদান্বয়ীতি কশ্চিৎ। শবযুগ্মেত্যত্র প্রেতযুগ্মেত্যর্থঃ। অত্র শরযুগ্মেত্যপি পঠন্তি ঘোরবাণা-বতংসে ইতি বচনাৎ। ধ্যানে তু কর্ণাধঃ প্রেতযুগ্মং কর্ণোর্দ্ধে বাণযুগ্মং ধ্যেয়ম্। করালাস্যামিতি পূর্ব্বং বদনপদেন মুখবৃত্তমত্রাস্যপদেন মুখমিত্যপৌনরুক্ত্যং যদ্বা বদনং বাক্যম্। করালং গভীরং বদনং বচনং যস্যা যুদ্ধসময়ে ঘোরবাক্যং যুক্তমিতি, তথাচামরঃ করালো দন্তুর তুঙ্গে ইতি। হৃদয়োপরি-সংস্থিতামিতি বামপাদস্য হৃদয়স্থতয়া দক্ষিণপাদস্য শবচরণদ্বয়স্থতয়া আলীঢ়রূপস্থিতা সংস্থিতা-মিত্যর্থঃ। (আ॰ বি॰)

বহ্ন্যর্কশশিনেত্রাঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতাননাম্। বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীম্। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্। শ্মশানবহ্নিমধ্যস্থাং ব্রহ্মকেশব-বন্দিতাম্। সদ্যঃকৃত্তশিরঃখড়্গবরাভীতিকরাম্বুজাম্।) (১) এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ৭ ॥

তদ্‌যথা—স্ব-বামে ভূমৌ হুঁকারগর্ভং ত্রিকোণং বিলিখ্যার্ঘ্যপাত্রং সংস্থাপ্য মূলেন শুদ্ধজলাদিনা শঙ্খাদিপাত্রমাপূর্য্য, গন্ধাদিকং দত্বা, ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ ইত্যাধারম্ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ ইতি শঙ্খম্, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ইতি জলং সংপূজ্য, ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈং কবচায় হুঁ, ইত্যগ্নীশাসুরবায়ুষু, অগ্রে ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট, ইত্যভ্যর্চ্চ্য তদুপরি মৎস্যমুদ্রয়াচ্ছাদ্য, মূলং দশধা জপ্ত্বা ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্যাস্ত্রেণ সংরক্ষ্য, ভূতিনীযোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য, তজ্জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীপাত্রে নিঃক্ষিপ্য মূলেন তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষ্য, পীঠপূজামারভেত ॥ ৮ ॥

অস্যাঃ পূজাযন্ত্রম্।—আদৌ বিন্দুং স্ববীজং ভুবনেশীঞ্চ বিলিখ্য, ততস্ত্রিকোণং তদ্বাহ্যে ত্রিকোণচতুষ্টয়ং বৃত্তমষ্টদলং পদ্মং পুনর্বৃত্তং চতুর্দ্বারাত্মকং ভূগৃহং লিখেৎ। তদুক্তং কালীতন্ত্রে।—আদৌ ত্রিকোণমালিখ্য ত্রিকোণং তদ্বহির্লিখেৎ। ততো বৈ

প্রমত্তা; অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই তিনটি যাঁহার নেত্রস্থানীয়; যাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ; যিনি দুইটি মৃতশিশুদ্বারা কর্ণাভরণ করিয়াছেন, যাঁহার কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডমালা হইতে রুধিরধারা বিগলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিতেছে; যিনি সর্ব্বদা শ্মশানবহ্নিমধ্যে অবস্থিতি করেন; ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যাঁহার আরাধনা করিতেছেন; যাঁহার হস্তচতুষ্টয়ে সদ্যশ্ছিন্ন-মুণ্ড, খড়্গ, বর ও অভয়মুদ্রা রহিয়াছে, সেই কালিকাদেবীকে ধ্যান করি। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য-স্থাপন করিবে। ৭। অর্ঘ্যস্থাপনের প্রণালী উপরে উল্লিখিত আছে। অর্ঘ্য-স্থাপন করিয়া পীঠপূজা আরম্ভ করিবে। ৮।

এক্ষণে পূজার যন্ত্র কথিত হইতেছে, অগ্রে বিন্দু. তাহার পরে নিজবীজ (ক্রীঁ), ও ভুবনেশ্বরীবীজ (হ্রীং) লিখিয়া তাহার বাহিরে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। তাহার বাহিরে চারিটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া বৃত্ত, অষ্টদলপদ্ম ও পুনর্ব্বার বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। তাহার বাহিরে চতুর্দ্বাররূপ ভূপুর অঙ্কন করিবে। এ বিষয়ে কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—অগ্রে ত্রিকোণ আঁকিয়া আবার ত্রিকোণ অঙ্কন করিবে, তাহার পরে

---

(১) বন্ধনীমধ্যপাঠঃ (ক) পুস্তকে নাস্তি। (খ) পুস্তকে টিপ্পন্যামস্তি।

এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদাম্ ॥ (১) শরযুগ্মেতি ঘোরবাণাবতংসেতি প্রেতকর্ণাবতংসেতি চ শকুন্তপক্ষসংযুক্তবামকর্ণবিভূষিতাম্। বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীমিতি দর্শনাদুভয়মেব পাঠঃ ॥ ৬ ॥

(ধ্যানান্তরং স্বতন্ত্রে।—অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং করালবদনাং শিবাম্। মুণ্ডমালাবলীকীর্ণাং মুক্তকেশীং স্মিতাননাম্। মহাকালহৃদম্ভোজস্থিতাং পীনপয়োধরাম্। বিপরীতরতাসক্তাং ঘোরদষ্ট্রাং শিবৈঃ সহ। নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্। সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। শবহস্তসহস্রৈস্তু বদ্ধকাঞ্চীং দিগংশুকাম্। শিবাকোটিসহস্রৈস্তু যোগিনীভির্ব্বিরাজিতাম্। রক্তপূর্ণমুখাম্ভোজাং মদ্যপানপ্রমত্তিকাম্।

ভীষণ শব্দ করিতেছে। (মহাকালের সহিত যিনি বিপরীতরতাসক্তা) যাঁহার মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন ও সহাস্য। সেই নিখিল-কাম-সম্পত্তিদায়িনী দক্ষিণা কালীকে এইরূপে চিন্তা করিবে। 'শব যুগলকে কর্ণভূষণ করিয়াছেন' এই স্থলে' শরযুগলকে কর্ণভূষণ করিয়াছেন,' এরূপ পাঠও করা যায়, কেন না ঘোরবাণাবতংসা প্রেতকর্ণাবতংসা 'এই দুই প্রকারই স্তবাদিতে দেখা যায়। বামকর্ণে পক্ষিপক্ষসংযুক্ত কর্ণভূষণ, এবং মৃত শব বালকযুগল দ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন,—এই দুই প্রকারই দেখা যাইতেছে, সুতরাং 'শবযুগ্ম' ও 'শরযুগ্ম' দুই পাঠই সঙ্গত। ৬

স্বতন্ত্রতন্ত্রে অন্য-প্রকার ধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—যিনি অঞ্জন-পর্ব্বতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, যাঁহার বদন বিস্তৃত, গলদেশে মুণ্ডমালা, কেশ আলুলায়িত, মুখমণ্ডল হাস্যযুক্ত, স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত, যিনি মহাকালের হৃদয়পদ্মোপরি বিপরীতরতাসক্তা, যাঁহার দন্ত ভীষণ যাঁহার কণ্ঠদেশে নাগযজ্ঞোপবীত ও কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত, যিনি সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার ও মুণ্ডমালাদ্বারা বিভূষিতা; যিনি কটিদেশে সহস্রশবহস্তদ্বারা কাঞ্চী নির্ম্মিত করিয়া বন্ধন করিয়াছেন, যিনি দিগম্বরী—যিনি কোটি শৃগাল ও সহস্রযোগিণীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা; যাঁহার মুখ-পদ্ম রক্তদ্বারা পরিপূর্ণ, যিনি মদ্যপানে

---

(১) সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদামিত্যত্র শ্মশানালয়বাসিনীমিতি (ক) (খ) পাঠঃ সর্ব্বধর্ম্মার্থসিদ্ধিদামিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদামিতি (খ) পুস্তকে উদ্ধৃত-পাঠঃ। বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজামিত্যত্রাধঃশব্দস্য বিসর্গলোপে পুনঃসন্ধিশ্ছান্দসঃ। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকামিতি পাঠো দুর্ঘট এব। দিগম্বরীমিত্যত্র বহুব্রীহিসমাসে গৌরাদিত্বাৎ ঙী ত্র্যক্ষরীবৎ। কর্ণাবতংসতাং নীত ইত্যসমস্তপদং সমস্তপদাম্বয়ীতি কশ্চিৎ। শবযুগ্মেতত্র প্রেতযুগ্মেত্যর্থঃ। অত্র শরযুগ্মেত্যপি পঠন্তি ঘোরবাণাবতংসে ইতি বচনাৎ। ধ্যানে তু কর্ণাধঃ প্রেতযুগ্মং কর্ণোর্দ্ধে বাণযুগ্মং ধ্যেয়ম্। করালাস্যামিতি পূর্ব্বং বদনপদেন মুখমুক্তমত্রাস্যপদেন মুখমিত্যপৌনরুক্ত্যং যদ্বা বদনং বাক্যম্। করালং গভীরং বদনং বচনং যস্যা যুদ্ধসময়ে ঘোরবাক্যং যুক্তমিতি, তথাচামরঃ করালো দন্তুর তুঙ্গে ইতি। হৃদয়োপরিসংস্থিতামিতি বামপাদস্য হৃদয়স্থতয়া দক্ষিণপাদস্য শবচরণদ্বয়স্থতয়া আলীঢ়রূপস্থিত্যা সংস্থিতামিত্যর্থঃ। (আ০ বি০)

বহ্ন্যর্কশশিনেত্রাঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতাননাম্। বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীম্। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্। শ্মশানবহ্নিমধ্যস্থাং ব্রহ্মকেশব-বন্দিতাম্। সদ্যঃকৃত্তশিরঃখড়্গবরাভীতিকরাম্বুজাম্।) (১) এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ৭ ॥

তদ্‌যথা—স্ব-বামে ভূমৌ হুঁকারগর্ভং ত্রিকোণং বিলিখ্যার্ঘ্যপাত্রং সংস্থাপ্য মূলেন শুদ্ধজলাদিনা শঙ্খাদিপাত্রমাপূর্য্য, গন্ধাদিকং দত্ত্বা, ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ ইত্যাধারম্ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ ইতি শঙ্খম্, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ইতি জলং সংপূজ্য, ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈং কবচায় হুঁ, ইত্যগ্নীশাসুরবায়ুষু, অগ্রে ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট, ইত্যভ্যর্চ্চ্য তদুপরি মৎস্যমুদ্রয়াচ্ছাদ্য, মূলং দশধা জপ্ত্বা ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্যাস্ত্রেণ সংরক্ষ্য, ভূতিনীযোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য, তজ্জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীপাত্রে নিঃক্ষিপ্য মূলেন তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষ্য, পীঠপূজামারভেত ॥ ৮ ॥

অস্যাঃ পূজাযন্ত্রম্।—আদৌ বিন্দুং স্ববীজং ভুবনেশীঞ্চ বিলিখ্য, ততস্ত্রিকোণং তদ্বাহ্যে ত্রিকোণচতুষ্টয়ং বৃত্তমষ্টদলং পদ্মং পুনর্বৃত্তং চতুর্দ্বারাত্মকং ভূগৃহং লিখেৎ। তদুক্তং কালীতন্ত্রে।—আদৌ ত্রিকোণমালিখ্য ত্রিকোণং তদ্বহির্লিখেৎ। ততো বৈ

প্রমত্তা; অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই তিনটি যাঁহার নেত্রস্থানীয়; যাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ; যিনি দুইটি মৃতশিশুদ্বারা কর্ণাভরণ করিয়াছেন, যাঁহার কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডমালা হইতে রুধিরধারা বিগলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিতেছে; যিনি সর্ব্বদা শ্মশান-বহ্নিমধ্যে অবস্থিতি করেন; ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যাঁহার আরাধনা করিতেছেন; যাঁহার হস্তচতুষ্টয়ে সদ্যশ্ছিন্ন-মুণ্ড, খড়্গ, বর ও অভয়মুদ্রা রহিয়াছে, সেই কালিকাদেবীকে ধ্যান করি। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য-স্থাপন করিবে। ৭। অর্ঘ্যস্থাপনের প্রণালী উপরে উল্লিখিত আছে। অর্ঘ্য-স্থাপন করিয়া পীঠপূজা আরম্ভ করিবে। ৮।

এক্ষণে পূজার যন্ত্র কথিত হইতেছে, অগ্রে বিন্দু. তাহার পরে নিজবীজ (ক্রীঁ), ও ভুবনেশ্বরীবীজ (হ্রীং) লিখিয়া তাহার বাহিরে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। তাহার বাহিরে চারিটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া বৃত্ত, অষ্টদলপদ্ম ও পুনর্ব্বার বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। তাহার বাহিরে চতুর্দ্বারস্বরূপ ভূপুর অঙ্কন করিবে। এ বিষয়ে কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—অগ্রে ত্রিকোণ আঁকিয়া আবার ত্রিকোণ অঙ্কন করিবে, তাহার পরে

---

(১) বন্ধনীমধ্যপাঠঃ (ক) পুস্তকে নাস্তি। (খ) পুস্তকে টিপ্পন্যামস্তি।

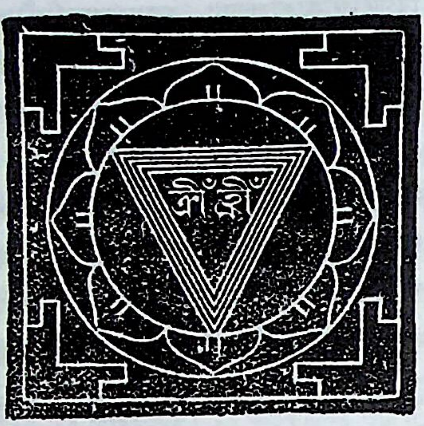

শ্যামাযন্ত্রম্ ।

বিলিখেন্মন্ত্রী ত্রিকোণত্রয়মুত্তমম্, ততো বৃত্তং সমালিখ্য লিখেদষ্টদলং ততঃ। বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লিখেদ্ ভূপুরমেককম্ ॥ তথা কুমারীকল্পে।—মধ্যে তু বৈন্দবং চক্রং বীজমায়া (১) বিভূষিতমিতি ॥ ৯ ॥ অত্র বিশেষাধারো মুণ্ডমালায়াম্ ।—তাম্রপাত্রে কপালে বা শ্মশানকাষ্ঠনির্ম্মিতে। শনিভৌমদিনে বাপি শরীরে মৃতসম্ভবে। স্বর্ণে রৌপ্যেহথ লোহে বা চক্রং কার্য্যং বিধানতঃ ॥ ১০ ॥ যন্ত্রান্তরমাহ তন্ত্রে।—শক্ত্যগ্নিভ্যাঞ্চ ষট্‌কোণং শক্তিভিশ্চ নবাত্মকম্। পদ্মে বসুদলে ভূমিপূশ্চতুর্দ্বারসংযুতে ইতি ॥ ১১ ॥

ততঃ পীঠপূজা। কুমারীকল্পে।—পীঠপূজাং ততঃ কুর্য্যাদাধারশক্তিপূর্ব্বকম্। প্রকৃতিং কমঠং চৈব শেষং পৃথ্বীং তথৈব চ। সুধাম্বুধিং মণিদ্বীপং চিন্তামণিগৃহং তথা। শ্মশানং পারিজাতঞ্চ তন্মূলে রত্নবেদিকাম্। তস্যোপরি মণেঃ পীঠং ন্যসেৎ সাধক

সাধক আবার তিনটি ত্রিকোণ অঙ্কন করিবে। তাহার পরে বৃত্ত তাহার পরে অষ্টদল পদ্ম আবার বৃত্ত, তাহার পরে একটী ভূপুর। কুমারীকল্পেও বলিয়াছেন,—মধ্যস্থলে নিজবীজ ও মায়াবীজ দ্বারা বিভূষিত বিন্দুচক্র লিখিবে। ৯। যন্ত্র-অঙ্কনের পাত্রসম্বন্ধে মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন,—তাম্রপাত্রে, নরকপালে, শ্মশানকাষ্ঠে, শনি ও মঙ্গলবারে মৃত মনুষ্যের শরীরে, স্বর্ণপাত্রে, রৌপ্যপাত্রে কিম্বা লৌহপাত্রে যথ নিয়মে যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। ১০। তন্ত্রে অন্যপ্রকার যন্ত্র বলিয়াছেন যথা,—অগ্রে অধোমুখ ত্রিকোণ, তাহার পরে ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ, এই ষট্‌কোণ, অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে অধোমুখ তিনটী ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে, তাহার বাহিরে অষ্টদলপদ্ম, ভূপুর ও চতুর্দ্বার লিখিবে ইহাতে অপর একটী যন্ত্র হইবে। ১১।

তাহার পরে পীঠপূজা করিবে। যথা—কর্ণিকায় "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ."ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ," "ওঁ কমঠায় নমঃ," "ওঁ শেষায় নমঃ," "ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" "ওঁ সুধাম্বুধয়ে নমঃ "ওঁ মণিদ্বীপায় নমঃ," "ওঁ চিন্তামণিগৃহায় নমঃ, "ওঁ শ্মশানায় নমঃ" "ওঁ পারিজাতায় নমঃ' 'তন্মূলে ওঁ রত্নবেদি-

---

(১) ক্রীং হ্রীং ।

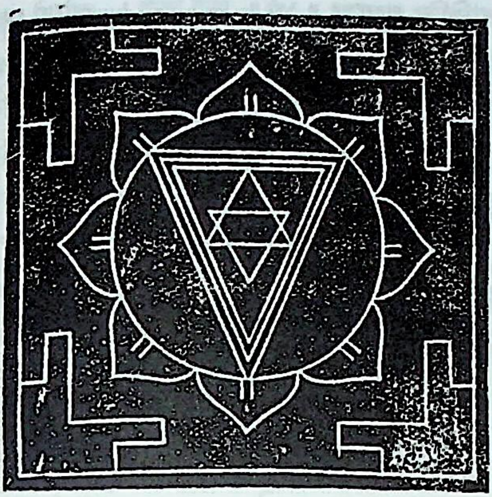

শ্যামাযন্ত্রম্ ।

সত্তমঃ । চতুর্দ্দিক্ষু মুনীন্ দেবান্ শিবাংশ্চৈব সমর্চ্চকাঃ ॥ ধর্ম্মাদ্যধর্ম্মাদীংশ্চেত্যাদি হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং সংপূজ্য, কেশরেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ পূজয়েৎ । ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া চৈব কামিনী কামদায়িনী । রতী রতিপ্রিয়া নন্দা মধ্যে চৈব মনোন্মনী । সর্ব্বাঃ প্রণবাদিনমোহন্তেন পূজয়েৎ । তদুপরি হ্‌সৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ । (পীঠস্যোত্তরে গুরুপংক্তিপূজা) (১) ১২ ॥ ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা, পুষ্পাঞ্জলিমানীয়, মূলমন্ত্রকল্পিতমূর্ত্তাবাবাহয়েৎ ।—ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে । যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব । ততো মূলমুচ্চার্য্যামুকি দেবি ইহাবহ ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিহিতা ভব । ততো হুমিত্যবগুণ্ঠ্যাঙ্গমন্ত্রৈঃ (২) সকলীকৃত্য, ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য, ভূতিন্যাকর্ষিণীযোনিমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য,

---

কায়ৈ নমঃ’ । কর্ণিকার উপরিভাগে ‘ওঁ মণিপীঠায় নমঃ,’ চতুর্দ্দিকে ‘ওঁ মুনিভ্যো নমঃ,’ ‘ওঁ দেবেভ্যো নমঃ,’‘ওঁ শিবাভ্যো নমঃ,’‘ওঁ শবমুণ্ডেভ্যো নমঃ,’‘ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ,’ ওঁ জ্ঞানায় নমঃ,’‘ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ’ ‘ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ,’ ‘ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ,’ ‘ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ,’ ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ,’ ‘ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ,’ ‘হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ’ । পদ্মের কেশরগুলিতে পূর্ব্বাদিক্রমে ‘ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, ‘ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ,’ ‘ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ,’ ‘ওঁ কামিন্যৈ নমঃ,’ ওঁ কামদায়িন্যৈ নমঃ,’ ‘ওঁ রতিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ,’ ‘ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ,’ মধ্যে ‘ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ,’ তদুপরি হ্‌সৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ । এইরূপে পীঠপূজা করিয়া পীঠের উত্তরভাগে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁপরাপরগুরুভ্যো নমঃ,’ ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ, এই প্রকারে পূজা করিবে । ১২ । তাহার পর পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া পুষ্পাঞ্জলিগ্রহণপূর্ব্বক মূলমন্ত্রকল্পিত মূর্ত্তিতে ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে আবাহন করিবে । তাহার পরে হুং’ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, অঙ্গন্যাস মন্ত্রে সকলীকরণ, ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ, পরমীকরণমুদ্রাদ্বারা পরমীকরণ,

---

(১) (ক) (গ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ । (২) অঙ্গন্যাসমন্ত্রৈঃ সর্ব্বাঙ্গং বিন্যস্য (খ পুঃ) ।

প্রাণপ্রতিষ্ঠাং বিধায়, মূলেন পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥ ১৩ ॥ তত্র ক্রমঃ।—আদৌ মূলমুচ্চার্য্য এতৎ পাদ্যং অমুকদেবতায়ৈ (১) নমঃ। এবমর্ঘ্যং স্বাহা। ইদমাচমনীয়ং স্বধা। স্নানীয়ং নিবেদয়ামি। পুনরাচমনীয়ং স্বধা। এষ গন্ধো নমঃ। এতানি পুষ্পাণি বৌষট্। ততো মূলেন পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা ধূপদীপৌ দদ্যাৎ। বনস্পতীত্যাদি পঠন্ মূলমুচ্চার্য্য এষ ধূপো নমঃ। দীপমন্ত্রস্তু।—সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ (২)। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। মূলমুচ্চার্য্য এষ দীপো নমঃ। ততঃ ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহেতি ঘণ্টাং সংপূজ্য, বামহস্তেন তাং বাদয়ন্, নীচৈর্ধূপং দত্ত্বা, দৃষ্টিপর্য্যন্তং দীপং দদ্যাৎ। ততো মূলেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা যথোপপন্নং নৈবেদ্যং দদ্যাৎ ॥ ১৪ ॥ তত আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ।—শ্রীঅমুকি দেবি আবরণং তে পূজয়ামি ইত্যাজ্ঞাং গৃহীত্বা, কেশরেষু অগ্নিকোণে ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ। ঈশানে ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা। নৈর্ঋতে ওঁ হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্। বায়ৌ ওঁ হ্রৈঁ কবচায় হুঁ। অগ্রে ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্। ততঃ বহিঃষট্কোণে ওঁ কাল্যৈ নমঃ। সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ এবং ওঁ কপালিন্যৈ, কুল্লায়ৈ, কুরুকুল্লায়ৈ, বিরোধিন্যৈ; বিপ্রচিত্তায়ৈ। প্রথমত্র্যস্রে উগ্রায়ৈ, উগ্রপ্রভায়ৈ, দীপ্তায়ৈ। দ্বিতীয়ত্র্যস্রে ওঁ নীলায়ৈ এবং ঘনায়ৈ বলাকায়ৈ। তৃতীয়ত্র্যস্রে মাত্রায়ৈ, মুদ্রায়ৈ, মিতায়ৈ। তথা চ কালীং কপালিনীং কুল্লাং কুরুকুল্লাং

ভৃঙ্গী, আকর্ষিণী ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। তাহার পরে মূলমন্ত্রদ্বারা পাদ্যাদি দিয়া পূজা করিবে। ১৩।

পূজার প্রণালী যথা,—অগ্রে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "এতৎ পাদ্যম্ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" এই বলিয়া নিবেদন করিবে। "অর্ঘ্যং স্বাহা" বলিয়া অর্ঘ্য দিবে। 'স্বধা' বলিয়া আচমনীয়, 'নিবেদয়ামি' বলিয়া স্নানীয়, বৌষট্ বলিয়া পুষ্প দিবে। তাহার পরে মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধূপ-দীপ দিবে। 'বনস্পতি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 'নমঃ" বলিয়া ধূপ দিবে। 'সুপ্রকাশ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দীপ দিবে। ধূপদীপ দিবার সময়ে ওঁ 'জয়ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা' এই বলিয়া ঘণ্টাপূজাপূর্ব্বক বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইবে। ধূপ নিম্নমুখ করিয়া দিবে। দীপ দৃষ্টি পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়া দিবে। তাহার পরে মূলমন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নৈবেদ্য দিবে। ১৪। তাহার পরে আবরণপূজা করিবে। 'শ্রীঅমুকি দেবি আবরণং তে পূজয়ামি' এই বলিয়া আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পদ্মকেশরের অগ্নি প্রভৃতি চতুষ্কোণে অগ্রে ও চতুর্দ্দিকে ষড়ঙ্গের পূজাপূর্ব্বক—প্রথম ত্রিকোণে কালী,

---

(১) দক্ষিণকাল্যৈ (ক) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ। শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ ইতি (খ) পাঠঃ।

(২) সর্ব্বত্র তিমিরাপহ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

বিরোধিনীম্। বিপ্রচিত্তাং পূজয়েচ্চ বহিঃষট্‌কোণকে বুধঃ। উগ্রামুগ্রপ্রভাং দীপ্তাং তন্মধ্যে চ ত্রিকোণকে। নীলাং ঘনাং বলাকাঞ্চ মধ্যে ত্রিকোণকে যজেত্। মাত্রাং মুদ্রাং মিতাঞ্চৈব পূজয়েদপরে ত্রিকে। ইতি। সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালা-বিভূষিতাঃ (১)। তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ। দিগম্বরা হসন্মুখ্যঃ স্বস্ববাহনভূষিতাঃ (২)॥ এবং ধ্যাত্বা অর্চ্চয়েৎ। ততোঽষ্টপত্রেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ, এবং নারায়ণ্যৈ মাহেশ্বর্য্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, কৌমার্য্যৈ, অপরাজিতায়ৈ, বারাহ্যৈ, নারসিংহ্যৈ। এতা গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ। (পত্রাগ্রে অসিতাঙ্গাদিভৈরবান্ পূজয়েৎ) (৩) (৪) ততো মূলেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা পাদ্যাদিনা দেব্যা দক্ষিণে মহাকালং পূজয়েৎ ॥ ১৫ ॥ তস্য ধ্যানম্।—মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্। বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসম্। ত্রিনেত্রমূর্দ্ধ-

কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী ও বিপ্রচিত্তার পূজা করিবে। দ্বিতীয় ত্রিকোণে উগ্রা, উগ্রপ্রভা ও দীপ্তার পূজা করিবে। তৃতীয় ত্রিকোণে নীলা, ঘনা ও বলাকার পূজা করিবে। অপর ত্রিকোণে মাত্রা মুদ্রা ও মিতার পূজা করিবে। পূজার পূর্ব্বে ধ্যান করিবে। ধ্যানের অর্থ—'সকলেই শ্যামা, সকলের হস্তে খড়্গ, সকলেরই গলে মুণ্ডমালা, বামহস্তে তর্জ্জনী, বদনে ঈষৎ হাস্য, সকলেই দিগম্বরবেশে স্ব স্ব বাহন অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। তাহার পরে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা। এই সকল পূজা পঞ্চোপচারে অর্থাৎ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা করিবে। তাহার পরে পদ্মদলের অগ্রে ওঁ অসিতাঙ্গভৈরবায় নমঃ, ওঁ রুরুভৈরবায় নমঃ, ওঁ চণ্ডভৈরবায় নমঃ, ওঁ ক্রোধভৈরবায় নমঃ, ওঁ উন্মত্তভৈরবায় নমঃ ওঁ কপালিভৈরবায় নমঃ, ওঁ ভীষণভৈরবায় নমঃ, ওঁ সংহারভৈরবায় নমঃ, এই অষ্টভৈরবের পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পাদ্যাদিদ্বারা দেবীর দক্ষিণে মহাকালভৈরবের পূজা করিবে। ১৫। ধ্যান যথা,—মহাকালভৈরব দেবীর দক্ষিণভাগে বিদ্যমান; ইনি ধূম্রবর্ণ এবং দণ্ড ও খট্টাঙ্গ ধারণ করিতেছেন, ইঁহার বদনমণ্ডল বৃহৎ দশনে অতিভীষণ হইয়াছে, কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত, উদর অতিশয়স্থূল, পরিধান রক্তবস্ত্র, ত্রিনয়ন, ঊর্দ্ধকেশ, গলদেশে মুণ্ডমালা এবং মস্তকের চতুর্দ্দিকে জটাসকল বিকীর্ণ হইয়া পড়ি-

---

(১) বিভূষণা ইতি (খ) পাঠঃ।

(২) স্বস্বভর্ত্তৃবিভূষিতা ইতি (খ) পাঠঃ। (৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৪) ততশ্চতুরস্রে ইন্দ্রাদিলোকপালান্ সম্পূজ্য তদস্ত্রাণি পূজয়েৎ। তথাচ কালীতন্ত্রে—তদা বৈ মাতরঃ পূজ্যা ব্রাহ্মী নারায়ণী তথা। মাহেশ্বরী চ চামুণ্ডা কৌমারী চাপরাজিতা। বারাহী চ তথা পূজ্যা নারসিংহী তথৈব চ। ততো দেব্যা বামাধঃকরে ওঁ ছিন্নমুণ্ডায় নমঃ। তদূর্দ্ধকরে ওঁ খড়্গায় নমঃ। ততো দক্ষিণোর্দ্ধকরে ওঁ অভয়ায় নমঃ। তদধঃকরে ওঁ বরায় নমঃ গলে ওঁ মুণ্ডমালায়ৈ নমঃ ইত্যধিকঃ মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

কেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতম্। জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভম্ ॥ ১৬ ॥ তথা চ কুমারীকল্পে।—দেব্যাস্তু দক্ষিণে ভাগে মহাকালং প্রপূজয়েৎ। হূং ক্ষ্রৌং যাং রাং লাং বাং আং (১) ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীঁ শ্রীঁ ফট্ স্বাহা। ইত্যনেন পাদ্যাদিভিরারাধ্য ত্রিস্তর্পয়ত্বা মূলেন দেবীং পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ। তথা চ কালীতন্ত্রে।—মহাকালং যজেদ্ যত্নাৎ পশ্চাদ্দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৭ ॥ (কালীকল্পে।—কবচং ক্ষ্রৌঁ সমুদ্ধৃত্য যাং রাং লাং বাং আং ক্রোন্ততঃ (২)। মহাকালভৈরবেতি সর্ব্ববিঘ্নান্নাশয়েতি চ। নাশয়েতি পুনঃ প্রোচ্য মায়াং লক্ষ্মীং সমুদ্ধরেৎ। ফট্ স্বাহয়া সমাযুক্তো মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ) (৩) ॥ ১৮ ॥ (৪) ততো দেবীং ধ্যাত্বা, যথাশক্তি জপ্ত্বা, গুহ্যাতীত্যাদিনা দেব্যা বামহস্তে জপং সমর্প্য, আত্মসমর্পণং কুর্য্যাৎ (৫)। জপ-

---

য়াছে, তাহাতে কপালস্থিত অর্দ্ধচন্দ্র প্রকাশ পাইতেছে; ইনি অতি উগ্রমূর্ত্তি এবং ইঁহার দেহকান্তি অগ্নির ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান। ১৬। এইরূপে মহাকালভৈরবের ধ্যান করিয়া 'হূঁ ক্ষ্রৌঁ' ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচার দ্বারা যথাবিধি পূজা ও তর্পণ করিবে, তাহার পর মূলমন্ত্রে গন্ধাদি পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করিবে। কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—যত্নপূর্ব্বক মহাকালের পূজা করিয়া পরে পুনর্ব্বার দেবীর পূজা করিবে। কালীকল্পে মহাকালভৈরবের মন্ত্র বলিয়াছেন। প্রথমে 'হূং ক্ষ্রৌং' এই দুই বীজ উদ্ধার করিয়া 'যাং রাং লাং বাং আং ক্রোং' বলিবে, তাহার পর 'মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয়' ইহা বলিয়া মায়াবীজ ও লক্ষ্মীবীজ উদ্ধার করিবে। শেষে 'ফট্ স্বাহা' বলিবে। এই মন্ত্রে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। ১৭। ১৮। অনন্তর দেবীর চিন্তা করত যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃত

---

(১) (আ০ বি০) পুস্তকে আদর্শপুস্তকে চ আং-ইতি নাস্তি। কেচিন্নব্যাঃ আং ইতি ন পঠন্তি। পঠন্তি স্ম চ কেচন বিশেষতো নবদ্বীপোদ্ভবপ্রাচীনতম-(খ) পুস্তকে 'আং' ইত্যংশো ধৃতোঽস্তি ইতস্ততঃ মূলমধ্যে সন্নিবেশিতঃ। স্বসম্প্রদায়মনুসরন্তু শিষ্টাঃ। (২) প্রমাণমেতৎ (আ০ বি০) পুস্তকেঽপ্যুক্তমস্তি—তত্র তু যাং রাং লাং বাঞ্চ ক্রোন্ততঃ ইত্যেবাস্তি পাঠঃ। মুদ্রিত (খ) পুস্তকে যাং রাং লাং বাং আং ক্রোন্ততঃ" ইত্যেব পাঠোঽস্তি। (৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৪) (আ০ বি০) পুস্তকেঽত্র—"ততো মহাকালং ত্রিস্তর্পয়িত্বা পত্রাগ্রেষু পূর্ব্বাদিতঃ ঐং হ্রীং অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ এবং রুরবে, চণ্ডায়, ক্রোধায়, উন্মত্তায়, কপালিনে, ভীষণায়, সংহারিণে। তদ্বহিঃ ওঁ ইন্দ্রায় অগ্নয়ে, যমায়, নৈর্ঋতায়, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায়। তদ্বহিঃ ওঁ বজ্রায়, শক্তয়ে, দণ্ডায়, খড়্গায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, গদায়ৈ, শূলায়, চক্রায়, পদ্মায়। ততো দেব্যা বামোর্দ্ধহস্তে ওঁ খং খড়্গায় অং নৃমুণ্ডায়, দক্ষোর্দ্ধহস্তে অভয়ায়, অধঃ বরায়। ততঃ ষড়ঙ্গন্যাসং বিধায় মূলেন পঞ্চোপচারেণ দেবীং পূজয়েৎ" ইত্যধিকঃ পাঠো বর্ত্ততে। (৫) তথা চ-স্বতন্ত্রে।

ততঃ পুনর্মূলদেবীং মুদ্রাতর্পণপূজনৈঃ। অর্চ্চয়িত্বা জপং কৃত্বা নত্বা বিসর্জ্জয়েদ্ধৃদি। ইত্যধিকঃ কচিন্নিজপুস্তকে পাঠঃ।

কালে চ কর্পূরযুক্তা জিহ্বা কার্য্যা। তথাচ "কর্পূরাঢ্যা সদা জিহ্বা কর্ত্তব্যা জপকর্ম্মণি ইতি বিশ্বসারবচনাৎ। ইদং কাম্যজপ এবেতি। ততঃ স্তুত্বা, প্রদক্ষিণীকৃত্যাষ্টাঙ্গপ্রণামং কৃত্বা, শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম কবচং পঠেৎ। তত আবরণদেবতা দেব্যা অঙ্গে বিলাপ্য, সংহারমুদ্রয়া অমুকি দেবি ক্ষমস্ব ইতি বিসৃজ্য, তত্তেজঃ পুষ্পেণ সমং স্বহৃদ্যারোপয়েৎ। ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি। ব্রহ্মযোনিসমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরমিতি মন্ত্রেণ ॥ ১৯ ॥ ততস্তন্নৈবেদ্যং কিঞ্চিদুচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ ইত্যৈশান্যাং দিশি দত্ত্বা, শেষমিষ্টেভ্যো দত্ত্বা, কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য, পাদোদকং পীত্বা নির্ম্মাল্যং শিরসি বিধৃত্য যথেচ্ছং বিহরেদিতি ॥ ২০ ॥ ততো যন্ত্রলেপং (১) বামহস্তে কৃত্বা সব্যহস্তকনিষ্ঠয়া মায়াবীজং বিলিখ্য তয়া (২) তিলকং কুর্য্যাৎ। তথাচ।—বামে কৃত্বা যন্ত্রলেপং মায়াং সব্যকনিষ্ঠয়া। বিলিখ্য তিলকং কুর্য্যান্মন্ত্রেণানেন সাধকঃ। ওঁ যং যং স্পৃশামি পাদাভ্যাং (৩) যো মাং পশ্যতি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতু রাজানো দুষ্টদস্যবঃ ॥ ২১ ॥ ততো মূলেনাষ্টোত্তরশতাভিমন্ত্রিতং পুষ্পং চন্দনঞ্চ ধৃত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ। সর্ব্বসিদ্ধিযুক্তো ভূত্বা ভৈরবো বৎসরাস্তবেৎ ॥ ২২ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষদ্বয়জপঃ। তথাচ

জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি। এই মন্ত্রে দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবে। জপকালে জিহ্বা সর্ব্বদা কর্পূরযুক্ত করা উচিত ইহা বিশ্বসারতন্ত্রে বলিয়াছেন,—ইহা কাম্যজপস্থলে বিধেয়। তাহার পরে আত্মসমর্পণ করিবে। অনন্তর কর্পূর স্তব পাঠ করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ প্রণাম করত জগন্মঙ্গলনামক কবচ পাঠ করিবে এবং দেবীর অঙ্গে সমস্ত আবরণদেবতা বিলীনা করিয়া সংহারমুদ্রাদ্বারা 'অমুকি দেবি ক্ষমস্ব' এই বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। 'ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি' ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে তেজোময়ী দেবতাকে পুষ্পের সহিত স্বীয় হৃদয়ে আরোপিত করিবে। ১৯। তাহার পরে নিবেদিত নৈবেদ্যের কিঞ্চিৎ অংশ লইয়া 'ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে ঈশানকোণে প্রদান করিয়া অবশিষ্টভাগ প্রিয় ব্যক্তিদিগকে দিবে এবং স্বয়ং কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিবে। অনন্তর দেবীর পাদোদক পান ও মস্তকে নির্ম্মাল্য ধারণ করিয়া যথেচ্ছাভাবে বিহার করিবে। ২০। অতঃপর যন্ত্রলেপনচন্দন বামহস্তে লইয়া তাহাতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বারা মায়াবীজ (হ্রীঁ) লিখিয়া সেই চন্দনযুক্তকনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা 'ওঁ যং যং স্পৃশামি পাদাভ্যাং' ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে কপালে তিলক করিবে। ২১। তাহার পরে একশত ৮ বার মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া অভিমন্ত্রিত পুষ্প ও চন্দন ধারণ করিবে। ইহাতে ত্রৈলোক্য বশীভূত করিতে পারিবে। এইরূপে সংবৎসর পর্য্যন্ত দেবীর আরাধনা করিলে সাধক সর্ব্বসিদ্ধিযুক্ত হইয়া ভৈরবসদৃশ হয়। ২২। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে

---

(১) রক্তচন্দনং (খ ট)। (২) যন্ত্রলেপযুক্তসব্যহস্তকনিষ্ঠয়া ইত্যর্থঃ।

(৩) পাদেন (খ)ক্রপাঠঃ।

কালীতন্ত্রে।—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ। রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যঃ (১) শয্যায়াং লক্ষমানতঃ। ব্যবস্থামাহ স্বতন্ত্রে।—দিবা লক্ষং শুচির্ভূত্বা হবিষ্যাশী জপেন্নরঃ। ততস্তু তদ্দশাংশেন হোমযেদ্ধবিষা প্রিয়ে॥ ২৩॥ অত্রাঙ্গস্য (২) কালান্তরমাহ নীলসারস্বতে।—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ। অশুচিশ্চ তথা রাত্রৌ লক্ষমেকং তথৈব চ। দশাংশং হোমযেন্মন্ত্রী তর্পয়েদভিষেচয়েৎ। ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ॥ ২৪॥ বস্তুতস্তু কুমারীকল্পে।—লক্ষমেকং জপেদ্বিদ্যাং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ। রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যঃ শয্যায়াং লক্ষমানতঃ॥ ২৫॥ এবং লক্ষদ্বয়ং জপ্ত্বা তদ্দশাংশেন মন্ত্রবিৎ। অযুতং হোমযেদ্দেবি দিবারাত্রিবিভেদতঃ। তেন দিবা লক্ষং জপ্ত্বা দিবা তদ্দশাংশং হোমং কুর্য্যাৎ। রাত্রৌ লক্ষং জপ্ত্বা রাত্রৌ তদ্দশাংশং হোমং কুর্য্যাদিতি রহস্যার্থঃ॥ ২৬॥ রাত্রিজপে তু কালো মুণ্ডমালায়াম্।—গতে তু প্রথমে যামে তৃতীয়প্রহরাবধি। নিশায়াস্তু প্রজপ্তব্যং রাত্রিশেষে জপেন্ন হি। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপশ্চ পূর্ণানন্দমতেন। অত্রেদং বোধ্যম্ বিপ্রাণাস্তু দিবা লক্ষজপমাত্রেণৈব পুরশ্চরণম্। তথা চ ফেৎকারীয়ে।—দ্বিজাতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং দিবাবিধিরিহোচ্যতে। শূদ্রাণাঞ্চ তথা প্রোক্তং রাত্রাবিষ্টং মহাফলম্ (৩)॥ ২৭॥ কালীরহস্যেঽপি।—দিবৈব প্রজপেন্মন্ত্রং লক্ষমেকং শুচি-

দুই লক্ষ জপ করিবে। কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন যে, সাধক দিবাতে শুচি ও হবিষ্যাশী হইয়া এক লক্ষ জপ করিবে এবং রাত্রিকালে তাম্বূলপূর্ণমুখে শয্যাতে উপবিষ্ট হইয়া এক লক্ষ জপ করিবে এবং জপান্তে জপের দশাংশ-সংখ্যায় ঘৃতদ্বারা হোম করিবে। স্বতন্ত্রতন্ত্রেও এই জপ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, দিবসে শুচি ও হবিষ্যাশী হইয়া একলক্ষ জপ করিবে এবং ঘৃতদ্বারা তদ্দশাংশ হোম করিবে। নীলসারস্বতে এই জপের অঙ্গকার্য্য হোমাদির কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—হবিষ্যাশী থাকিয়া দিবাভাগে শুচিভাবে একলক্ষ জপ করিবে। রাত্রিকালে অশুচিভাবেও একলক্ষ জপ ও তদ্দশাংশ হোম, তদ্দশাংশ তর্পণ, ও তদ্দশাংশ অভিষেক করিবে। ইহা সাম্প্রদায়িক মত। ফলতঃ কুমারীকল্পে যাহা বলিয়াছেন তাহাই যুক্তিসঙ্গত। কুমারীকল্পে বলিয়াছেন,—দিবাভাগে হবিষ্যাশী থাকিয়া একলক্ষ জপ, রাত্রিকালে তাম্বূলপূর্ণমুখে শয্যায় থাকিয়া একলক্ষ জপ করিবে। দিবাজপের হোমতর্পণাদি দিবাভাগে ও রাত্রিজপের হোমতর্পণাদি রাত্রিকালে করিবে।২৩—২৬। মুণ্ডমালাতন্ত্রে রাত্রিজপের কালনির্দ্দেশ করিয়াছেন,—রাত্রির দ্বিতীয়প্রহর হইতে তৃতীয়প্রহর পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে; কিন্তু রাত্রিশেষে জপ করিবে না। পূর্ণানন্দমতে লক্ষজপে ইহার পুরশ্চরণ, ফেৎকারীয়তন্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন,—সমস্ত দ্বিজাতিবর্গের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) দিবাভাগে লক্ষজপ বিহিত, শূদ্রের

---

(১) ইদন্তু মুখদুর্গন্ধনিবৃত্ত্যর্থম্ (খ টি)। (২) হোমাদেঃ (খ টি)।

(৩) শ্যামায়াঃ পুরশ্চরণাঙ্গ-ব্রাহ্মণভোজনং হবিষ্যান্নেন কারয়িতব্যম্। তথাচ বিশ্বসারে,—

দ্বিজঃ। পূর্ণানন্দমতেন লক্ষজপে পুরশ্চরণং তৎ সন্দিগ্ধমতং, নানাতন্ত্রে লক্ষদ্বয়দর্শনাৎ লক্ষদ্বয়েনৈব পুরশ্চরণং সিদ্ধমিতি ॥ ২৮ ॥ (১)

পক্ষে রাত্রিকালে জপে মহাফল হয়। কালীরহস্যে ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। পূর্ণানন্দ মতে লক্ষজপে পুরশ্চরণ ইহা সন্দিগ্ধ মত। নানাতন্ত্রে দুইলক্ষ জপ দেখা যায় সুতরাং দুইলক্ষ জপে পুরশ্চরণ সিদ্ধ। ২৭। ২৮।

লক্ষমেকং জপেদ্বিদ্যাং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ। ততস্তু তদ্দশাংশেন হোময়েদ্ধবিষা প্রিয়ে। তর্পয়েত্তদ্দশাংশেন তীর্থতোয়েন পার্ব্বতীম্। মধুনা বা সিতামিশ্রতোয়েন পরমেশ্বরি। দেবীঞ্চাভিষিচেত্তোয়ৈস্তর্পণস্য দশাংশতঃ। তদ্দশাংশং হবিষ্যান্নৈর্ভক্তিতো ভোজয়েদ্দ্বিজান্। কালীমন্ত্রবিদো মন্ত্রী দক্ষিণাং গুরবে দিশেদিতি। ক্বচিন্মুদ্রিতপুস্তকেঽধিকঃ পাঠঃ।

(১) উপনীতানাং দ্বিজানাং তান্ত্রিকদীক্ষায়া আবশ্যকত্বমাহ গৌতমীয়ে।—দ্বিজানামুপনীতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু। নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতম্। যোগিনীতন্ত্রে,—তারং তৎসৎ ঠঠাত্মানং তত্ত্বমস্যাতিপাদজঃ। নোচ্চরেদুচ্চরেচ্ছেষু ঠঠাত্মানং ততোঽগ্রতঃ। [অথ মন্ত্রবাসনা। ইদানীং বাসনামস্য মন্ত্রস্য শৃণু পার্ব্বতি। যজ্জ্ঞাত্বা চাগ্রতো মন্ত্রী পরত্রেহ চ নন্দতি। ককারাজ্জলরূপত্বাৎ কেবলং মোক্ষদায়িনা। ঈকারেণ তু দেবেশি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী। কুলান্তক (রেফ) সমাযোগাৎ সর্ব্বতেজোময়ী শুভা। বিন্দুনা নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্যফলদায়িনী। বীজত্রয়ং শাম্ভবী সা কেবলং জ্ঞানচিৎকলা। শব্দবীজদ্বয়েনৈব শব্দরাশিপ্রবোধিনী। লজ্জাবীজদ্বয়েনৈব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী। সম্বোধনপদেনৈব সদা সন্নিধিকারিণী। স্বাহয়া প্রণতামাত্যা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। জগতোষা মহাবিদ্যা কেবলং চিৎপ্রকাশিনী। ন লুপ্তা নৈব সুপ্তা চ শাম্ভবী যোগসিদ্ধিদা। ন গম্যা বচসাং নাম সুখেনৈবাঽনুভূয়তে। তস্মাৎ সা শীঘ্রফলদা ভুবি দক্ষিণকালিকা। ইমাং বিদ্যাং পরিত্যজ্য যোঽন্যাস্থদর্শনোৎসুকঃ। করস্থরত্নমুৎসৃজ্য ধাবন্তি স্ফটিকার্থিনঃ। এবং তাং গুরুতো যস্তু শাস্ত্রতঃ পুণ্যসঞ্চয়ঃ। স তু মাং বেত্তি পুণ্যাত্মা চাবয়োরৈক্যমন্ত্রতঃ। দক্ষিণা সিদ্ধসাধ্যাদিরহিতা ক্ষিপ্রসিদ্ধিদা। কালসঙ্কর্ষণাৎ কালী কালগ্রাসং করোত্যুত। অতঃ কালী সিদ্ধবিদ্যা কলৌ পূর্ণফলপ্রদা।

অথ দীপনী। তুম্বুরু (ক) র্মাংস (ল) বহ্নি (র) স্থো মায়া (ঈ) স্বরসমন্বিতঃ। নাদবিন্দুসমাযুক্তঃ কালীবিদ্যাসু দীপনী। কালীবিদ্যাস্বিতি বহুবচনাৎ সকলকালীবিদ্যাসু দীপনী। (ক্লীং)। তন্ত্রচূড়ামণৌ আদৌ বিন্দুং সমালিখ্য তৎপার্শ্বেষু চ কৌলিকীম্। কৌলিকীং ত্রিকোণম্। তামুল্লিখ্য লসদ্বক্ত্রং ব্রহ্মবক্ত্রং সমালিখেৎ। উভয়োঃ সন্ধিমুল্লিখ্য উর্দ্ধবক্ত্রং মুখং লিখেৎ। অথ বহিস্তু তদ্বক্ত্রম্ দ্বিগুণং প্রতিপাদ্যতে। গ্রন্থিভেদক্রমেণৈব তদ্বহির্দশবক্ত্রকম্। পুনস্তথৈব তদ্বাহ্যে দশারং তদ্বহিস্তথা। ভুবনাস্রং ততো বৃত্তং তদ্বাহ্যে বসুপত্রকম্। তদ্বহির্দ্দলাচ্চাপি ষোড়শ প্রতিপাদ্যতে। ত্রিমণ্ডলং ততো বাহ্যে ভূবিম্বত্রিতয়ং লিখেৎ। চতুর্দ্বারে চ তাদৃক্ষাস্তথা কোণং প্রকল্পয়েৎ। উর্দ্ধাধঃক্রমযোগেন নবযোনির্যথা ভবেৎ। চতুষ্পার্শ্বে চতুরস্রাঃ সম্পদ্যন্তে যথা শুভম্। সূত্রপাতো ভবেত্তত্র প্রথমং যত্র ভৈরব। তত্রৈব সর্ব্বভূতানামাদিভূতং মহেশ্বরম্। শ্রোত্রে তৎ কথয়াম্যদ্য ন তু বক্তুং বদাম্যহম্। নালোক্য কুলজং যন্ত্রং ন স্যাদ্বা সূত্রধারণম্। ন কৃত্বা সুষমাং রেখাং নালিখ্য সুষমং সুখম্। যোঽত্র যন্ত্রে প্রবর্ত্তেত তস্য সর্ব্বং হরাম্যহম্। এতেন বৃত্তানন্তরং পদ্মদ্বয়ং বৃত্তমন্তরেণ পদ্মঘটনাসম্ভবাৎ ॥ ইতি (খ) পুস্তকে উদ্ধৃতঃ পাঠঃ।

অথ মন্ত্রভেদাঃ ।—বর্গাদ্যং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দুবিভূষিতম্ । একাক্ষরো (১) মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ২৯ ॥ ত্রিগুণা তু (২) বিশেষেণ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবোধিনী ॥ ৩০ ॥ অনয়োঃ পূজাপ্রয়োগঃ ।—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং কর্ম্ম বিধায়, পূর্ব্বোক্ত-ঋষ্যাদিচ্ছন্দোদেবতা বিন্যস্য, বর্ণন্যাসং কৃত্বা, করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ । যথা,—ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ ক্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি । এবং ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ॥ ৩১ ॥ তথা চ বীরতন্ত্রে ।—দীর্ঘষট্কযুতাদ্যেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ । ষড়ঙ্গানি মনোরস্য জাতিযুক্তেন (৩) দেশিকঃ ॥ অন্যৎ (৪) সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ কার্য্যম্ ॥ ৩২ ॥ (একাক্ষরস্য ধ্যানং সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রে ।—শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্ । হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্ । মুক্তকেশীং ললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ । চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ (৫) ॥ ৩৩ ॥) অনয়োঃ পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ । তথা চ সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রে ।—এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং লক্ষমেকং বিধানতঃ । তদ্দশাংশং বিধানেন হোময়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৩৪ ॥ কুলচূড়ামণৌ ।—এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং হবিষ্যাশী দিবা

অনন্তর দক্ষিণকালিকা দেবীর মন্ত্রসকল কথিত হইতেছে । ককারে রকার, ঈকার ও বিন্দু যোগে একাক্ষর মন্ত্র, এই মহামন্ত্র অভিলষিত সর্ব্বফল প্রদান করে । ২৯ । ঐ একাক্ষর মন্ত্রকে ত্রিগুণ করিলে অন্য একটি মন্ত্র হয় এই মন্ত্রে দেবীর আরাধনা করিলে সাধক সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে পারে । ৩০ । উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পূজাপ্রণালী যথা । —প্রথমে সামান্য-বিধির লিখিত নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঋষ্যাদিন্যাস, বর্ণন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে । উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের করাঙ্গন্যাস যথা,—'ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' ইত্যাদি । 'ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি । বীরতন্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন, ইঁহার একাক্ষর মন্ত্রে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ এবং অন্তে নমঃ স্বাহাদি যোগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে প্রণব সংযোগপূর্ব্বক অঙ্গন্যাস করিবে । এই পূজার অন্যান্য কার্য্য পূর্ব্বলিখিত প্রণালী অনুসারে করিবে । ৩১ । ৩২ । (একাক্ষরমন্ত্রবিষয়ে সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রোক্ত ধ্যান যথা,—যিনি শবারূঢ়া, মহাভয়ঙ্করাকৃতি, ভীষণদশনা, বরদায়িনী সহাস্যবদনা ও ত্রিনয়না ; যাঁহার হস্তে কপাল ও কর্ত্তৃকা বিরাজমান, যাঁহার কেশদাম আলুলায়িত ও জিহ্বা লোলা ; যিনি বারংবার রুধির পান করিতেছেন ; চারিটি বাহু, তন্মধ্যে দুই হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিতেছেন সেই দেবীকে স্মরণ করিবে । ৩৩ ।) উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পুরশ্চরণে একলক্ষ জপ করিবে । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণসম্বন্ধে সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রে লিখিত আছে যে, দেবীর ধ্যান করিয়া যথাবিধানে একলক্ষ মন্ত্রজপ

---

(১) ক্রীং । (২) ক্রীং ক্রীং ক্রীং ।

(৩) নমঃ স্বাহা ইত্যনেন । (খ) টি । (৪) অন্যৎ যন্ত্রাদি সর্ব্বম্ (খ) টি ।

(৫) বন্ধনীপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি । (ক) পুস্তকে উদ্ধৃত এব পাঠঃ ।—

শুচিঃ। লক্ষং রাত্রৌ তথা লক্ষং মহাশৌচপরায়ণঃ ॥ ৩৫ ॥ রাত্রৌ জপৈকমাত্রেণ দক্ষিণা সিদ্ধিদা ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

কালীতন্ত্রে।—বিদ্যারম্ভং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে। মায়াদ্বয়ং কূর্চ্চযুগ্মমৈন্দ্রান্তং মাদনত্রয়ম্। মায়াবিন্দ্বীশ্বরযুতং দক্ষিণে কালিকে পদম্। সংহারক্রমযোগেণ বীজসপ্তকমুদ্ধরেৎ। একবিংশাক্ষরো জ্ঞেয়স্তারাদ্যঃ (১) কালিকামনুঃ॥ ইন্দ্রস্য সমীপম্ ঐন্দ্রং রেফঃ॥ ৩৭॥ (তথা চ তন্ত্রে।—মায়ে ক্রোধৌ ত্রয়ঃ কামা বহ্ন্যন্তে রতিসংযুতাঃ। বিন্দুযুক্তা মহেশানি সম্বোধনপদ দ্বয়ম্। সপ্তবীজানি সংহারৈঃ স্বাহান্তঃ প্রণবাদিকঃ ॥৩৮॥ ইত্যত্র স্ফুটমাহ! তথা চ (২)।—প্রণবং মায়াদ্বয়ং কূর্চ্চদ্বয়ং নিজবীজত্রয়ং দক্ষিণে কালিকে নিজবীজত্রয়ম্। কূর্চ্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ম্ ইত্যেকবিংশত্যক্ষরঃ অস্য পূজাদিকং দক্ষিণাবৎ কার্য্যম্। পুরশ্চরণন্তু লক্ষজপঃ (তন্ত্রোক্তত্বাৎ) (৩) হোমস্তু তদ্দশাংশতঃ ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বসারে।—স্বাহান্তশ্চ ত্রয়োবিংশত্যক্ষরো (৪) মন্ত্ররাজকঃ। বিনা প্রণবং দেবেশি দ্বাবিংশত্যক্ষরী ভবেৎ। স্বাহাং বিনা চৈকবিংশত্যক্ষরঃ কামদো মনুঃ। বিংশত্যর্ণা মহা-

করিবে এবং যথানিয়মে জপের দশাংশ পরিমাণে হোম করিবে। ৩৪। কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন যে, হবিষ্যাশী সাধক দিবাতে শুচি হইয়া একলক্ষ মন্ত্রজপ করিবে এবং রাত্রিতেও বিলক্ষণ শুচিভাবে থাকিয়া ঐরূপ একলক্ষ জপ করিবে। একমাত্র রাত্রিকালে জপ করিলে দক্ষিণকালিকা দেবী মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান করেন। ৩৫। ৩৬।

কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন, হে কমলাননে! বিদ্যারম্ভ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান মন্ত্র বলিব শ্রবণ কর। দুই মায়াবীজ, দুই কূর্চ্চবীজ, ককারে রকার ঈকার ও বিন্দুযোগে যে বীজ হয়, সেই বীজ তিনটি, দক্ষিণে কালিকে, এই দুই পদ, তাহার পরে বিলোমে প্রথমোক্ত ৭টী বীজ ইহার পূর্ব্বে প্রণব যোগ করিলে একবিংশতি অক্ষরে আর একটি মন্ত্র হইবে। তন্ত্রে বলিয়াছেন,—দুই মায়া দুই ক্রোধ (হূং), তিনটি নিজবীজ দুই সম্বোধনপদ বিলোমে আবার ৭টি বীজ, অন্তে স্বাহা আদিতে প্রণব। ইহা অপর মন্ত্র। দক্ষিণকালিকার পূজার ন্যায় এই মন্ত্রের পূজাদি সমস্ত কার্য্য করিবে। তন্ত্রে উক্ত আছে যে, লক্ষজপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। জপের দশাংশ-সংখ্যায় পুরশ্চরণাঙ্গ হোম করিবে। ৩৭—৩৯। বিশ্বসারতন্ত্রে বলিয়াছেন যে, উক্ত মন্ত্রের অন্তে স্বাহা এই অক্ষরদ্বয় যোগ করিলে ত্রয়োবিংশত্যক্ষর মন্ত্র হয়। এই ত্রয়োবিংশতিবর্ণমন্ত্রের প্রণব পরিত্যাগ করিলে দ্বাবিংশতিবর্ণ হইবে। উক্ত ত্রয়োবিংশতিবর্ণমন্ত্রের অন্তের স্বাহা পদ ত্যাগ করিলে একবিংশতিবর্ণমন্ত্র হইবে। এই মন্ত্র সর্ব্বকামফলপ্রদ। ত্রয়োবিংশতিবর্ণমন্ত্রের

---

(১) ওঁ হ্রীং হ্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং।
(ক) পুস্তকটিপ্পন্যামেতন্মন্ত্রান্তে স্বাহা ইত্যধিকোঽস্তি।

(২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৩) বন্ধনীপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি।

(৪) ওঁ হ্রীং হ্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

বিদ্যা স্বাহাপ্রণববর্জ্জিতা। ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং দক্ষিণাবদুপাচরেৎ ॥ ৪০ ॥ (ভৈরবতন্ত্রে।—কালীবীজদ্বয়ং দেবি দীর্ঘহূঙ্কারমেব চ। ত্র্যক্ষরী (১) সা মহাবিদ্যা চামুণ্ডা কালিকা স্মৃতা ॥ ৪১ ॥ তন্ত্রে।—অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং সিদ্ধবিদ্যাং মহোদয়াম্। ভৈরবেণ পুরা প্রোক্তা কালীহৃদয়সংজ্ঞিতা। অস্যা জ্ঞানপ্রভাবেন কলয়ামি জগত্রয়ম্ (২) ॥ ৪২ ॥) প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য হৃল্লেখাবীজমুদ্ধরেৎ। রতিবীজং সমুদ্ধৃত্য পপঞ্চমভগান্বিতম্ (৩)। ঠদ্বয়েন সমাযুক্তা বিদ্যারাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা ॥ রতিবীজং নিজবীজম্। তথাচ চামুণ্ডাতন্ত্রে।—রত্যাদ্যা (৪) কালিকা পাতু দ্বাবিংশাক্ষররূপিণী ॥ ইতি চামুণ্ডাতন্ত্রস্থ-কবচে প্রতিপাদনাৎ। তেন প্রণবো মায়াবীজং নিজবীজং পপঞ্চমো মকারঃ ভগ একারঃ বহ্নিবল্লভা ॥ ৪৩ ॥ অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং কর্ম্ম বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষির্ব্বিরাট্ ছন্দঃ সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী দেবতা নিজবীজং বীজং লজ্জাবীজং শক্তিঃ। বর্ণন্যাসকরাঙ্গন্যাসৌ চ দক্ষিণাবৎ ॥ ৪৪ ॥ ধ্যানন্তু।—খড্গোদ্ভিন্নেন্দুবিম্বস্রবদমৃতরসাপ্লাবিতাঙ্গী ত্রিনেত্রা, সব্যে

অন্তর্গত প্রণব ও স্বাহা পদ পরিত্যাগ করিলে বিংশতিবর্ণ মন্ত্র হইবে। উক্ত সমস্ত মন্ত্রের ধ্যান-পূজাদি দক্ষিণকালিকার পূজাপদ্ধতিক্রমানুসারে করিতে হইবে। ৪০। ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন,—দুই কালীবীজ ও দীর্ঘ 'হূং' কার এই ত্র্যক্ষরমন্ত্র চামুণ্ডাকালিকা মহাবিদ্যা। ৪১। তন্ত্রে শিব বলিয়াছেন—অনন্তর মহাভ্যুদয়কারিণী কালীহৃদয়নাম্নী সিদ্ধবিদ্যা-মহাবিদ্যা বলিব, এই মন্ত্র পূর্ব্বকালে ভৈরব বলিয়াছিলেন, এই বিদ্যার জ্ঞান-প্রভাবে আমি এই ত্রিলোক সৃষ্টি করিয়া থাকি। ৪২। প্রথমে প্রণব পরে মায়াবীজ, তাহার পর রতিবীজ (কালীবীজ) তাহার পরে পবর্গের পঞ্চমবর্ণে একারযোগে যে বর্ণ হয়, সেই বর্ণ অর্থাৎ 'মে' তাহার পর 'স্বাহা'। ইহাকে বিদ্যারাজ্ঞী বলে। রতিবীজ বলিতে যে দক্ষিণকালীর নিজবীজ,—ইহা চামুণ্ডাতন্ত্রে "রতি অর্থাৎ নিজবীজ যাঁহার আদিতে বিদ্যমান,—সেই দ্বাবিংশত্যক্ষররূপিণী কালিকা রক্ষা করুন" এই কবচে সুস্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৪৩। এই মন্ত্রের পূজাপ্রণালী যথা,—পূর্ব্বোক্ত সামান্যপূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়ামপর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা,—মস্তকে ভৈরবঋষয়ে নমঃ, মুখে বিরাট্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপায়ৈ ভুবনেশ্বরীদেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ক্রীং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ, তাহার পরে দক্ষিণকালিকার পূজাপদ্ধতিক্রমানুসারে বর্ণন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। ৪৪। এই দেবীর ধ্যান যথা—খড়্গ-বিদারিত চন্দ্রমণ্ডল হইতে বিগলিত

---

(১) ক্রীং ক্রীং হূং। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৩) ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা। (৪) রত্যাদ্যা বিংশাক্ষরীবিশেষণম্। তেন রতিপদেন নিজবীজযুক্তম্ (খ) টি।

পাণৌ কপালাদ্ (১) গলদসৃগ্জমধো মুক্তকেশী পিবন্তী। দিগ্বস্ত্রা বদ্ধকাঞ্চী মণিময়মুকুটাদ্যৈর্য্যুতা দীপ্তজিহ্বা, পায়ান্নীলোৎপলাভা রবিশশিবিলসৎকুণ্ডলালীঢ়পাদা॥ এবং ধ্যাত্বা দক্ষিণাবৎ সর্ব্বং কার্য্যম্॥ ৪৫॥ পুরশ্চরণন্তু একবিংশতিসহস্রজপঃ। তদুক্তং কালীতন্ত্রে।—জপেদ্বিংশতিসাহস্রং সহস্রৈকেণ সংযুতম্। হোময়েত্তদ্দশাংশেন মৃদুপুষ্পেণ (২) মন্ত্রবিৎ॥ ৪৬॥

মন্ত্রান্তরং বিশ্বসারে।—মূলবীজং ততো মায়া লজ্জাবীজং ততঃ পরম্। মহাবিদ্যা মহাকাল্যা মহাকালেন ভাষিতা (৩)॥ ৪৭॥ (বর্গাদ্যং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দুসমন্বিতম্। এতত্ত্রয়ং বহ্নিবল্লভা (৪)॥ ৪৮॥ নিজবীজত্রয়ং ফট্ বহ্নিবল্লভা॥ ৪৯॥ নিজবীজং কূর্চ্চং লজ্জা পুনস্তান্যেব বহ্নিবল্লভা॥ ৫০॥ বাগ্ভবং নমো মূলবীজং পুনস্তদেব কালিকায়ৈ বহ্নিবল্লভা (৫)॥ ৫১॥) (৬) এতাসাং পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃ-

---

অমৃতের রসে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত, যাঁহার তিনটি নেত্র, বামহস্তে নরকপাল, যিনি সেই নরকপাল হইতে বিগলিত রক্ত পান করিতেছেন,—যাঁহার কেশদাম, আলুলায়িত নগ্নমূর্ত্তি, কটিতটে কাঞ্চীদাম, মস্তকে মণিময় মুকুট, জিহ্বা প্রসারিত ও উজ্জ্বল যাঁহার দেহকান্তি নীলোৎপলের ন্যায় নীলবর্ণ, যাঁহার দুই কর্ণে দুই কুণ্ডল চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। আলীঢ়পদে অবস্থিতা সেই দেবী আমাদিগকে রক্ষা করুন। এই প্রকারে দেবীর ধ্যান করিয়া দক্ষিণকালিকা দেবীর পূজাপদ্ধতি অনুসারে সমস্ত পূজাকার্য্য করিবে। ৪৫। একবিংশতিসহস্রজপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—সাধক উক্ত মন্ত্রের পুরশ্চরণে একবিংশসহস্র জপ করিয়া শিরীষপুষ্পদ্বারা জপের দশাংশ (দুই হাজার একশত) হোম করিবে। ৪৬।

বিশ্বসারতন্ত্রে অপর মন্ত্র বলিয়াছেন—কালীবীজ, কূর্চ্চবীজ, ও মায়াবীজ—ইহা মহাকালকথিত মহাকালীর অপর এক মহাবিদ্যা। ৪৭। তিনটি কালীবীজ ও স্বাহা। ইহা অপর এক মন্ত্র। ৪৮। তিনটি নিজবীজ, ও 'ফট্' 'স্বাহা', ইহা একমন্ত্র। ৪৯। নিজবীজ, কূর্চ্চবীজ, মায়াবীজ, আবার ঐ তিনবীজ, ও স্বাহা। ইহা আর একটি মন্ত্র। ৫০। বাগ্বীজ, 'নমঃ', দুইটি নিজবীজ ও 'কালিকায়ৈ স্বাহা'। ইহা অপর এক মন্ত্র। ৫১। উক্ত

---

(১) কপালমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) শিরীষাদিনা (খ) টি। প্রাথমিকস্ত্রীপুষ্পেণ (ক) টি। (৩) ক্রীং হূং হ্রীং (ক) টি। (৪) ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা। (৫) ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফট্ স্বাহা। ক্রীং হূং হ্রীং ক্রীং হূং হ্রীং স্বাহা। ঐং নমঃ ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা।

(৬) বন্ধনীমধ্যে (ক) পাঠঃ—'অথ পঞ্চাক্ষরীং বিদ্যাং শৃণুষ্ব কমলাননে। প্রজাপতিং সমুদ্ধৃত্য বহ্ন্যারূঢ়ং ততঃ প্রিয়ে। চতুর্থস্বরসংযুক্তং সর্ব্বতন্ত্রসমন্বিতম্। বীজত্রয়ং ক্রমেণৈব তদন্তে বহ্নিসুন্দরী। পঞ্চাক্ষরী মহাবিদ্যা কথিতা পদ্মযোনিনা॥ ষড়ক্ষরীং মহাকালং বক্ষ্যামি শৃণু পার্ব্বতি। বীজত্রয়ং সমুদ্ধৃত্য অস্ত্রবর্ণং সমুদ্ধরেৎ বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তা বিদ্যা ত্রৈলোক্যমোহিনী। ষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা কথ্যতে শৃণু পার্ব্বতি। বীজত্রয়ং ক্রমেণৈব পুনর্ব্বীজত্রয়ং সুধীঃ। স্বাহান্তা

কৃত্যাদিপ্রাণায়ামান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,— দক্ষিণামূর্ত্তির্ঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ কালিকা দেবতা। শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তিঋষয়ে নমঃ। মুখে পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ৫২ ॥ ততো ধ্যানম্।—চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালাবিভূষিতা। খড়্গঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ বিভ্রতীন্দীবরদ্বয়ম্। কর্ত্রীঞ্চ খর্পরঞ্চৈব ক্রমাদ্বামেন বিভ্রতী। দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতী শিরসা স্বয়ম্। মুণ্ডমালাধরা শীর্ষে গ্রীবায়ামথ চাপরাম্। বক্ষসা নাগহারঞ্চ বিভ্রতী রক্তলোচনা। কৃষ্ণবস্ত্রধরা কট্যাং ব্যাঘ্রাজিনসমন্বিতা। বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্। বিলাপ্য সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানা শবং স্বয়ম্। সাট্টহাসা মহাঘোররাবযুক্তা সুভীষণা ॥ এবং ধ্যাত্বা অন্যৎ সর্ব্বং দক্ষিণাবৎ কুর্য্যাৎ। পূর্ব্বোক্তানাং মন্ত্রাণাং সর্ব্বং দক্ষিণাবৎ কার্য্যম্ ॥ ৫৩ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষদ্বয়জপঃ। অন্যাসাং (১) মন্ত্রবর্ণসংখ্যলক্ষজপঃ (২) ॥ ৫৪ ॥ নিজবীজং মায়াদ্বয়ং দক্ষিণে কালিকে বহ্নিবল্লভা (৩) ॥ ৫৫ ॥ নিজং কূর্চ্চং লজ্জা দক্ষিণে কালিকে

সমস্ত মন্ত্রের পূজাপ্রণালী যথা,—পূর্ব্বকথিত সামান্যপূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পরে দেবীর ধ্যান করিবে। ৫২। যিনি চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা ও মুণ্ডমালা দ্বারা বিভূষিতা; দক্ষিণদিকের দুই হস্তে খড়্গ ও দুইটি নীলোৎপল এবং বামদিকের দুই হস্তে কর্ত্তৃকা ও খর্পর ধারণ করিতেছেন; যাঁহার মস্তক গগনস্পর্শিনী একটি জটা, যাঁহার মস্তকে ও গলদেশে মুণ্ডমালা ও বক্ষঃস্থলে নাগহার; যাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, কটিদেশে কৃষ্ণবস্ত্র; যিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক শবরূপী শিবের হৃদয়ে বামপদ রাখিয়া সিংহপৃষ্ঠে দক্ষিণপদ রাখিয়াছেন; স্বয়ং শবলেহন করিতেছেন, ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অতি-ভীষণশব্দে অট্টহাস্য করিতেছেন,—এরূপ মূর্ত্তির চিন্তা করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া দক্ষিণকালিকাপূজার ক্রমানুসারে সমস্ত পূজাকার্য্য করিবে। ৫৩। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দুই লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। একাদশাক্ষর মন্ত্র ভিন্ন অন্য সকল মন্ত্রের মন্ত্রবর্ণ-সংখ্যা যত হইবে, তত লক্ষ জপ করিবে। ৫৪। নিজ বীজ, দুইটি মায়া বীজ, 'দক্ষিণে কালিকে স্বাহা'। ইহা এক মন্ত্র। ৫৫। দুইটি নিজবীজ, দুইটি

কথিতা বিদ্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা। একাদশাক্ষরী বিদ্যা কথ্যতে শৃণু পার্ব্বতি। বাগ্ভবং হৃদয়ং পশ্চাৎ বহ্ন্যারূঢ়ং প্রজাপতিম্। চতুর্থস্বরসংযুক্তং নাদবিন্দুবিভূষিতম্। দ্বিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঙেংন্তঞ্চ কালিকাপদম্। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা প্রিয়ে একাদশাক্ষরী। ঋষিঃ স্যাদ্দক্ষিণামূর্ত্তিশ্ছন্দঃ পঙ্‌ক্তিরুদাহৃতম্। পরাৎপরতরা শক্তিঃ কালিকা দেবতা স্মৃতা। একাদশাক্ষরী বিদ্যা কালিকায়াঃ সুদুর্লভা। লক্ষদ্বয়ং জপেদ্বিদ্যাং পুরশ্চরণকর্ম্মণি। অন্যাসাং বর্ণলক্ষং স্যাৎ কথিতং পদ্মযোনিনা।'

(১) একাদশাক্ষরীভিন্নপূর্ব্বোক্তবিদ্যানাম্ (খ) টি।

(২) তদুক্তং তত্রৈব লক্ষদ্বয়ং জপেদ্বিদ্যাং পুরশ্চরণকর্ম্মণি। অন্যেষাং মন্ত্রলক্ষন্তু কথিতং পদ্মযোনিনা। (খ) টি। (৩) ক্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা।

ফট্ (১) ॥ ৫৬ ॥ মূলবীজদ্বয়ং কূর্চ্চদ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং দক্ষিণে কালিকে পূর্ব্বষড়্বীজানি বহ্নিবল্লভা (২) ॥ ৫৭ ॥ এতাসাং পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। এতাসাং দক্ষিণামূর্ত্তির্ঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ দক্ষিণকালিকা দেবতা। অন্যৎ সর্ব্বং দক্ষিণাবৎ ॥ ৫৮ ॥ নিজবীজং বহ্নিবল্লভা (৩)। ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ ॥ ৫৯ ॥ নিজবীজদ্বয়ং কূর্চ্চদ্বয়ং লজ্জাযুগং বহ্নিবল্লভা (৪) ॥ ৬০ ॥ নিজবীজং কূর্চ্চং লজ্জা বহ্নিবল্লভা (৫)। অস্য পঞ্চবক্ত্র ঋষিঃ ॥ ৬১ ॥ মূলত্রয়ং কূর্চ্চদ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং বহ্নিবল্লভা (৬) ॥ ৬২ ॥ মূলবীজং দক্ষিণে কালিকে বহ্নিবল্লভা (৭) ॥ ৬৩ ॥ নিজবীজং কূর্চ্চং মায়াং পুনস্তানি বহ্নিবল্লভা (৮) ॥ ৬৪ ॥ মূলদ্বয়ং কূর্চ্চদ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং পুনস্তান্যেব বহ্নিবল্লভা (৯) ॥ ৬৫ ॥ নিজবীজত্রয়ং লজ্জাদ্বয়ং কূর্চ্চদ্বয়ং পুনস্তান্যেব বহ্নিবল্লভা (১০) ॥ ৬৬ ॥ হৃদয়ং বাগ্ভবং মূলদ্বয়ং কালিকায়ৈ ঠদ্বয়ম্ (১১) ॥ ৬৭ ॥ হৃদয়ং পাশদ্বয়ম্ অঙ্কুশদ্বয়ং ফট্ স্বাহা কালি কালিকে কূর্চ্চম্ (১২) ॥ ৬৮ ॥ এতাসাম্

কূর্চ্চবীজ, দুইটি মায়াবীজ, 'দক্ষিণে কালিকে' আবার ঐ ছয়টি বীজ, তাহার পরে 'স্বাহা'। ৫৭। এই সকল মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ যথা—পূর্ব্বলিখিত সামান্য-বিধির নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে, শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তিঋষয়ে নমঃ। মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে দক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। অন্যান্য পূজাক্রম দক্ষিণকালিকার ন্যায় জানিবে। ৫৮। নিজবীজ ও 'স্বাহা' ইহা একমন্ত্র। ভৈরব এই মন্ত্রের ঋষি। অন্যান্য পূজাকার্য্য দক্ষিণকালিকার ন্যায় জানিবে। ৫৯। দুইটি নিজবীজ, দুইটি কূর্চ্চবীজ, দুইটি মায়াবীজ ও 'স্বাহা' ইহা একমন্ত্র। ৬০। নিজবীজ, কূর্চ্চবীজ, মায়াবীজ ও 'স্বাহা'। পঞ্চবক্ত্র ইহার ঋষি। ৬১। তিনটি নিজবীজ, দুইটি কূর্চ্চবীজ, দুইটি মায়াবীজ, 'স্বাহা'। ৬২। নিজবীজ 'দক্ষিণে কালিকে স্বাহা'। ৬৩। নিজবীজ, কূর্চ্চবীজ, মায়াবীজ, আবার ঐ তিনটি বীজ, তাহার পরে 'স্বাহা'। ৬৪। দুইটি নিজবীজ, দুইটি কূর্চ্চবীজ, দুইটি মায়াবীজ, আবার ঐ ছয়টি বীজ ও স্বাহা। ৬৫। তিনটি নিজবীজ, দুইটি মায়াবীজ, দুইটি কূর্চ্চবীজ, আবার ঐ সাতটি বীজ ও 'স্বাহা'। ৬৬। 'নমঃ', বাগ্বীজ দুইটি নিজবীজ, 'কালিকায়ৈ স্বাহা'। ৬৭। নমঃ দুইটি

---

(১) ক্রীং হূং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ফট্।

(২) ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। (থ) টি।

(৩) ক্রীং স্বাহা। (৪) ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। (৫) ক্রীং হূং হ্রীং স্বাহা।

(৬) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। (৭) ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা।

(৮) ক্রীং হূং হ্রীং ক্রীং হূং হ্রীং স্বাহা। (৯) ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। (থ) পুস্তকে মূলত্রয়মিত্যত্র নিজবীজত্রয়মিতিপাঠঃ।

(১০) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হূং হূং স্বাহা। (১১) নমঃ ঐং ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা। (১২) নমঃ আং আং ক্রোং ক্রোং ফট্ স্বাহা কালি কালিকে হূং।

ঋষ্যাদিকং পূজাদিকঞ্চ দক্ষিণাবৎ। পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ ॥ ৬৯ ॥ এতাসাং বিদ্যানাং প্রমাণং বিশ্বসারে।—অথ পঞ্চাক্ষরীং বিদ্যাং শৃণুষ্ব কমলাননে। প্রজাপতিং সমুদ্ধৃত্য বহ্ন্যারূঢ়ং ততঃ প্রিয়ে। চতুর্থস্বরসংযুক্তং নাদবিন্দুবিভূষিতং। বীজত্রয়ং ক্রমেণৈব তদন্তে বহ্নিসুন্দরী। পঞ্চাক্ষরী মহাবিদ্যা কথিতা পদ্মযোনিনা (১)। ষড়ক্ষরীং মহাকালীং বক্ষ্যামি শৃণু পার্ব্বতি। বীজত্রয়ং সমুদ্ধৃত্য অস্ত্রমন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ। বহ্নি-জায়াবধিঃ প্রোক্তা বিদ্যা ত্রৈলোক্যমোহিনী (২)। অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা কথ্যতে পরমেশ্বরি। বীজত্রয়ং ক্রমেণৈব পুনর্ব্বীজত্রয়ং সুধীঃ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদা (৩)। একাদশাক্ষরী বিদ্যা কথ্যতে পরমেশ্বরি। বাগ্ভবং হৃদয়ং পশ্চাদ্ বহ্ন্যারূঢ়ং প্রজাপতিম্। চতুর্থস্বরসংযুক্তং বিন্দুনাদবিভূষিতম্। দ্বিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঙেহন্তঞ্চ কালিকাপদম্। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা প্রিয়ে একাদশাক্ষরী (৪)। ঋষিঃ স্যাদ্দক্ষিণামূর্ত্তিশ্ছন্দঃ পঙ্‌ক্তিরুদাহৃতম্। পরাৎ পরতরা শক্তিঃ কালিকা দেবতা স্মৃতা। একাদশাক্ষরী বিদ্যা কালিকায়াঃ সুদুর্লভা। লক্ষদ্বয়ং জপেদ্বিদ্যাং পুরশ্চরণকর্ম্মণি। অন্যাসাং বর্ণলক্ষং স্যাৎ কথিতং পদ্মযোনিনা ॥ অন্যাসামুক্তপঞ্চাক্ষরীপ্রভৃতীনাম্। অস্যা (৫) ধ্যানম্।—চতুর্ভুজাং কৃষ্ণবর্ণামিত্যাদি ॥ ৭০ ॥ মূলবীজং ততো মায়াং লজ্জা-

পাশবীজ, দুইটি অঙ্কুশবীজ, 'ফট্ স্বাহা কালি কালিকে', কূর্চ্চবীজ। ৬৮। ঋষ্যাদিন্যাস ও পূজাদি দক্ষিণকালিকাদেবীর পূজাপদ্ধতি-ক্রমানুসারে করিবে। উক্ত মন্ত্রসকলের পুরশ্চরণে একলক্ষ জপ করিবে। ৬৯। বিশ্বসারতন্ত্রে ইহাদের প্রমাণ যথা—হে কমলাননে, পঞ্চাক্ষর মন্ত্র শ্রবণ কর, তিনটি মূলবীজের পর 'স্বাহা'। ইহা পঞ্চাক্ষরীবিদ্যা, ব্রহ্মা ইহাকে মহাবিদ্যা বলিয়াছেন। হে পার্ব্বতি, মহাকালীর ষড়ক্ষর মন্ত্র বলিব শুন,—তিনটি মূলবীজ, 'ফট্' ও 'স্বাহা'। এই ষড়ক্ষর মন্ত্রকে ত্রৈলোক্যমোহিনী বিদ্যা বলে। হে পরমেশ্বরি, অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা কথিত হইতেছে শুন,—ছয়টি নিজবীজ ও 'স্বাহা', এই বিদ্যা চতুর্ব্বর্গফলদাত্রী। হে পরমেশ্বরি, একাদশাক্ষরী বিদ্যা কথিত হইতেছে, শুন,—বাগ্বীজ, 'নমঃ', দুই নিজবীজ, চতুর্থীর একবচনান্ত কালিকাশব্দ, অন্তে 'স্বাহা'। প্রিয়ে, ইহাকে একাদশাক্ষরী বিদ্যা বলে,—দক্ষিণামূর্ত্তি এই মন্ত্রের ঋষি, পঙ্‌ক্তি ইহার ছন্দঃ, পরাৎ পরতরা (হ্রীং) ইহার শক্তি, কালিকা ইহার দেবতা। কালিকার এই একাদশাক্ষর মন্ত্র অতি দুর্লভ। পুরশ্চরণ কর্ম্মে এই মন্ত্র দুইলক্ষ জপ করিবে। অপর মন্ত্রের মন্ত্রবর্ণ-সংখ্যা যত হইবে তত লক্ষ জপ করিবে। এ স্থলে অপরমন্ত্র বলিতে উক্ত পঞ্চাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্র, এই মন্ত্রের পূজাতে পূর্ব্বোক্ত "চতুর্ভুজাং কৃষ্ণবর্ণাম্" ইত্যাদিরূপে ধ্যান করিবে। ৭০।

---

(১) ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা (খ) টি। (২) ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফট্ স্বাহা। ((খ) টি।

(৩) ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা। (খ) টি।

(৪) ঐং নমঃ ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা। (৫) একাদশাক্ষরীবিদ্যায়াঃ (খ) টি।

বীজং ততঃ পরম্। দক্ষিণে কালিকে চেতি তদন্তে. বহ্নিসুন্দরী। একাদশাক্ষরী কালী চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা (১) ॥ ৭১ ॥ দশাক্ষরী মহাবিদ্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা। কবচং মূলবীজাদ্যং তদন্তে ভুবনেশ্বরী। দক্ষিণে কালিকে চেতি অস্ত্রান্তা সমুদীরিতা (২) ॥ ৭২ ॥

অথাপরং প্রবক্ষ্যামি বিদ্যাং বিংশতিবর্ণকাম্। যস্যাঃ প্রসাদমাত্রেণ ভবেদ্ভূমিপুরন্দরঃ। মূলবীজদ্বয়ং ক্রমাত্ততঃ কূর্চ্চদ্বয়ং বদেৎ। লজ্জাদ্বয়ং সমুদ্ধৃত্য সম্বুদ্ধ্যন্তপদদ্বয়ম্। পূর্ব্ববৎ ষট্ তথাবীজান্যন্তে চ বহ্নিসুন্দরী (৩) ॥ ৭৩ ॥ ঋষিঃ স্যাদ্দক্ষিণামূর্ত্তিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দ উদাহৃতম্। দেবতা কথিতা সদ্ভিঃ কালী দক্ষিণপূর্ব্বিকা ॥ ৭৪ ॥

অথাপরাং প্রবক্ষ্যামি বিদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্। নিজবীজং সমুদ্ধৃত্য তদন্তে বহ্নিসুন্দরী (৪)। ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বতন্ত্রসমন্বিতঃ ॥ ৭৫ ॥ অষ্টাক্ষরী তু যা প্রোক্তা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। নিজবীজদ্বয়ং কূর্চ্চদ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং ততঃ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা সর্ব্বকামফলপ্রদা (৫) ॥ ৭৬ ॥ নিজং কূর্চ্চং তথা লজ্জা তদন্তে বহ্নিসুন্দরী। পঞ্চাক্ষরী (৬) মহাবিদ্যা পঞ্চবক্ত্রঋষিঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৭ ॥ নবাক্ষরীং মহাবিদ্যাং শৃণুষ কমলাননে। নিজবীজত্রয়ং কূর্চ্চযুগ্মং লজ্জাযুগং ততঃ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা সর্ব্বসম্পৎকরী মতা (৭) ॥ ৭৮ ॥

নিজবীজ, কূর্চ্চবীজ, মায়াবীজ, 'দক্ষিণে কালিকে স্বাহা'। ইহা অপর একটী একাদশাক্ষর মন্ত্র, ইহাতেও চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। ৭১। নিজবীজ, কূর্চ্চবীজ, মায়াবীজ, 'দক্ষিণে কালিকে ফট্' ইহাকে দশাক্ষর মন্ত্র বলে ইহাতেও চতুর্ব্বর্গ ফল পাওয়া যায়। ৭২। অতঃপর যাহার প্রসাদে সাধক পৃথিবীতে ইন্দ্রতুল্য হইতে পারে, এরূপ অপর একটি বিংশতিবর্ণ মন্ত্র বলিতেছি,—দুইটি নিজবীজ, দুইটি কূর্চ্চবীজ, দুইটি মায়াবীজ, 'দক্ষিণে কালিকে' এই দুই সম্বোধনান্ত পদ আবার ঐ ছয়টি বীজ অন্তে 'স্বাহা'। ৭৩। দক্ষিণামূর্ত্তি এই মন্ত্রের ঋষি, পঙ্‌ক্তিছন্দ ও দক্ষিণকালিকা দেবতা। ৭৪।

অনন্তর অপর একটি ত্রিভুবনেশ্বরী নাম্নী বিদ্যা বলিতেছি,—নিজ বীজ ও 'স্বাহা'; ভৈরব এই মন্ত্রের ঋষি এই মন্ত্র সর্ব্বতন্ত্র-সম্মত। ৭৫। দুইটি নিজবীজ, দুইটি কূর্চ্চবীজ, দুইটি মায়াবীজ ও 'স্বাহা' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সকল তন্ত্রে গোপিত,—এই মন্ত্রে সকল কামনা সফল হয়। ৭৬। নিজবীজ, কূর্চ্চবীজ, মায়াবীজ তাহার পরে 'স্বাহা', এই পঞ্চাক্ষরমন্ত্রের পঞ্চবক্ত্র ঋষি। ৭৭। হে কমলাননে! নবাক্ষরী বিদ্যা শ্রবণ কর।—তিনটি নিজবীজ, দুইটি কূর্চ্চবীজ, দুইটি মায়াবীজ, অন্তে 'স্বাহা', এই নবাক্ষরমন্ত্রে সর্ব্বসম্পত্তি লাভ হয়। ৭৮।

---

(১) ক্রীং হুং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা। (২) ক্রীং হুং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ফট্ (খ) টি।
(৩) ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। (খ) টি।
(৪) ক্রীং স্বাহা। (৫) ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। (৬) ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা।
(৭) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

অথাপরাং প্রবক্ষ্যামি বিদ্যাং তাঞ্চ নবাক্ষরীম্। মূলবীজং সমুদ্ধৃত্য সম্বুদ্ধ্যন্তপদদ্বয়ম্। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা সর্ব্বশত্রুক্ষয়ঙ্করী (১)॥ ৭৯॥

অথ বাষ্টাক্ষরীং বিদ্যাং শৃণুষ্ব কমলাননে। নিজবীজং ততঃ কূর্চ্চং ততো মায়াং সমুদ্ধরেৎ। পুনস্তা ন সমুদ্ধৃত্য স্বাহান্তা মোক্ষদায়িনী (২)॥ ৮০॥

অথাপরাং প্রবক্ষ্যামি দশতত্ত্বসমন্বিতাম্। মূলদ্বয়ং কূর্চ্চযুগ্মং তথা লজ্জাদ্বয়ং ততঃ। পুনস্তান্যেব বীজানি তদন্তে বহ্নিসুন্দরী। চতুর্দ্দশাক্ষরী বিদ্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা (৩) ॥৮১॥ ব্রহ্মব্রহ্ম সমুদ্ধৃত্য রতিবহ্নিসমন্বিতম্। নাদবিন্দুসমাযুক্তং লজ্জাকূর্চ্চদ্বয়ং ততঃ। পুনঃ ক্রমেণ চোদ্ধৃত্য বহ্নিজায়াবধির্ম্মনুঃ। ষোড়শীয়ং (৪) সমাখ্যাতা বিদ্যা কল্পদ্রুমোপমা ॥ ৮২॥ মায়াতন্ত্রে।—হৃদয়ং বাগ্‌ভবং দেবি নিজবীজযুগং ততঃ। কালিকায়ৈ পদং চোক্ত্বা তদন্তে বহ্নিসুন্দরী (৫)॥ ৮৩॥ তন্ত্রান্তরে।—নমঃ পাশাঙ্কুশৌ দ্বেধা ফট্ স্বাহা কালি কালিকে। দীর্ঘতনুচ্ছদং কালীমনুঃ পঞ্চদশাক্ষরঃ (৬)॥ ৮৪॥ এতাসাং পূজনং দেবি দক্ষিণাবৎ সুরেশ্বরি। লক্ষসংখ্যং জপং কুর্য্যাৎ পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে॥

অতঃপর অন্য নবাক্ষর মহামন্ত্র বলিব;—নিজবীজ, দুইটি সম্বোধনান্তপদ (দক্ষিণে কালিকে), তদন্তে 'স্বাহা', এই নবাক্ষর মহামন্ত্রে সাধকের সর্ব্বশত্রু নাশ হয়। ৭৯।

হে কমলাননে! অনন্তর অন্য অষ্টাক্ষর মন্ত্র শ্রবণ কর।—নিজবীজ, কূর্চ্চবীজ, মায়াবীজ, আবার ঐ তিনটি বীজ, অন্তে 'স্বাহা', এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া সাধক মুক্তিলাভ করে। ৭৯।

অনন্তর দশতত্ত্বসমন্বিত অন্যমন্ত্র বলিব। দুইটি নিজবীজ, দুইটি কূর্চ্চবীজ, দুইটি মায়াবীজ, পুনর্ব্বার ঐ ছয়টী বীজ, অন্তে 'স্বাহা' এই চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা দেবীর পূজা করিলে সাধক চতুর্ব্বর্গফল প্রাপ্ত হয়। ৮১। ককারে রকার ঈকার ও অনুস্বার যোগ করিলে যে বীজ হয়,—সেই বীজ তিনটি, দুইটি মায়াবীজ, দুইটি কূর্চ্চবীজ, আবার ঐ ৭টি বীজ অন্তে 'স্বাহা', এই ষোড়শাক্ষরমন্ত্র কল্পবৃক্ষতুল্য অর্থাৎ সাধক যে যে কামনা করিয়া ঐ মন্ত্র জপ করিবে, তাহার সেই সেই কামনা সিদ্ধ হইবে। ৮২। মায়াতন্ত্রে বলিয়াছেন 'নমঃ' বাগ্বীজ, দুইটি নিজবীজ, 'কালিকায়ৈ' 'স্বাহা'—ইহা অপর একটি মন্ত্র। ৮৩। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—'নমঃ' পাশবীজ, অঙ্কুশবীজ, আবার পাশবীজ ও অঙ্কুশবীজ, 'ফট্ স্বাহা কালি কালিকে', কূর্চ্চবীজ—এই অপর একটি পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র। ৮৪। হে সুরেশ্বরি, দক্ষিণকালিকার পূজার ন্যায় ঐ মন্ত্রসমূহের পূজাদি করিবে;

---

(১) ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা। (২) ক্রীং হূং হ্রীং ক্রীং হূং হ্রীং স্বাহা।

(৩) ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা (৭ টি)। (৪) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হূং হূং স্বাহা (৭ টি)। (৫) নমঃ ঐং ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা। (৬) নমঃ আং ক্রোং আং ক্রোং ফট্ স্বাহা কালি কালিকে হূং (কী) (খ) টি।

৮৫ ॥ এতাসাং পূজাযন্ত্রং কালীতন্ত্রে।—আদৌ ত্রিকোণং বিন্যস্য ত্রিকোণং তদ্বহির্ন্যসেৎ। ততো বৈ বিলিখেন্মন্ত্রী ত্রিকোণত্রয়মুত্তমম্। ততো বৃত্তং সমালিখ্য লিখেদষ্টদলং ততঃ। বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লিখেদ্ ভূপুরমেককম্॥ কুমারীকল্পে।—মধ্যে তু বৈন্দবং চক্রং বীজমায়াবিভূষিতম্ (১)॥ ৮৬॥

অথ গুহ্যকালী। তত্র বিশ্বসারে।—অথ বক্ষ্যে মহেশানি বিদ্যাং সর্ব্বফলপ্রদাম্। চতুর্ব্বর্গপ্রদাং সাক্ষান্মহাপাতকনাশিনীম্। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং নিত্যাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনীম্। গুহ্যকালীং মহাবিদ্যাং ত্রৈলোক্যে চাতিদুর্ল্লভাম্॥ ৮৭॥ ইন্দ্রাদিরূঢ়ং বর্গাদ্যং (২) রতিবিন্দুসমন্বিতম্। ত্রিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঈশানঞ্চ সমুদ্ধরেৎ। ষষ্ঠস্বরসমাযুক্তং নাদবিন্দু-কলান্বিতম্। দ্বিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঈশানদ্বয়মুদ্ধরেৎ। বামাক্ষিবহ্নিসংযুক্তং নাদবিন্দু-কলাযুতম্। তদ্গুহ্যে কালিকে প্রোক্ত্বা চাথবা দক্ষিণে বদেৎ। সপ্তবীজং ততঃ পূর্ব্বক্রমেণ যোজয়েত্ততঃ। বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তা বিদ্যা ত্রৈলোক্যমোহিনী (৩)। অথবেতি গুহ্যে কালিকে দক্ষিণে কালিকে বা মন্ত্রঃ॥ ৮৮॥ কামবীজং ততঃ কূর্চ্চং তদন্তে ভুবনেশ্বরী। গুহ্যে চ কালিকে চেতি তথা বীজদ্বয়ং ভবেৎ। স্বাহান্তা (৪)

উক্ত মন্ত্রসকলের পুরশ্চরণে একলক্ষ জপ করিবে। ৮৫। এই সকল মন্ত্রের পূজাযন্ত্র বিষয়ে কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—অগ্রে একটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে আর একটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। তাহার পরে সাধক আর তিনটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। এই পাঁচটি ত্রিকোণের বাহিরে একটি বৃত্তরেখা, তাহার বাহিরে অষ্টদলপদ্ম, তাহার পরে ভূপুর অঙ্কিত করিবে। কুমারীকল্পে বলিয়াছেন,—মধ্যে বিন্দুচক্র অঙ্কিত করিয়া নিজবীজ ও মায়াবীজ দ্বারা বিভূষিত করিবে। ৮৩।

অনন্তর গুহ্যকালীর মন্ত্র ও পূজাপ্রণালী বলা যাইতেছে।—বিশ্বসারতন্ত্রে বলিয়াছেন, হে মহেশানি! সর্ব্বফলপ্রদা চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী মহাপাতকনাশিনী সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী ভুক্তিমুক্তিদায়িনী সনাতনী মহাবিদ্যা গুহ্যকালীর মন্ত্রাদি বলিব। এই মহাবিদ্যা ত্রিভুবনে অতিদুর্ল্লভা। ৮৭। তিনটি কালীবীজ, দুইটি কূর্চ্চবীজ, দুইটি মায়াবীজ 'গুহ্যে কালিকে' আবার ঐ সাতটি বীজ, অন্তে 'স্বাহা' ইহা একটি গুহ্যকালীর মন্ত্র। এই মন্ত্রের 'গুহ্যে' এই পদের পরিবর্ত্তে "দক্ষিণে" এই পদ যোগ করিলে অপর একটি মন্ত্র হইবে। ৮৮। কামবীজ, কূর্চ্চবীজ, মায়াবীজ, "গুহ্যে কালিকে" কামবীজ দুইটি, কূর্চ্চ-

---

(১) ক্রীং হ্রীং বিভূষিতম্। (২) ইন্দ্রো লকারস্তস্থাদিঃ রেফঃ। বর্গাদ্যং ককারঃ। ইন্দ্রারূঢ়ং কবর্গাদ্যমিতি (ক) পাঠঃ।

(৩). ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং গুহ্যে (দক্ষিণে বা) কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। ইতি (পু টি)। (ক) পুস্তকমতে ক্রীং ক্রীং ক্রীমিত্যত্র ক্লীং ক্লীং ক্লীমিতি বীজত্রয়ং বীজসপ্তকাদ্যম্। ৪) ক্লীং হূং হ্রীং গুহ্যে কালিকে ক্লীং ক্লীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা (ক টি)।

কথিতা বিদ্যা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। এষা তু ষোড়শী প্রোক্তা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা॥ অস্যার্থঃ।—আদৌ নিজবীজং ততঃ কূর্চ্চং মায়া ততঃ সম্বোধনপদদ্বয়ম্। ততো নিজবীজদ্বয়ং কূর্চ্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং বহ্নিবল্লভা। কামবীজদ্বয়ং হিত্বা ভবেদ্বিদ্যা চতুর্দ্দশী (১)। অস্য মন্ত্রস্যেতি শেষঃ॥ ৮৯॥ সপ্তবীজং পুরা প্রোক্তং গুহ্যেহন্তে কালিকে পুনঃ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা (২) সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥ এষাপি চতুর্দ্দশাক্ষরী। অস্যা নামাদিপদং হিত্বা দক্ষিণে চেৎ তদা পঞ্চদশাক্ষরী। তথা চ,—দক্ষিণে পদমাভাষ্য ভবেৎ পঞ্চদশাক্ষরী (৩)॥ ৯০॥ তথা,—কামবীজং পরিত্যজ্য অথবা ষোড়শাক্ষরী (৪)। এতেন ষোড়শাক্ষরবিদ্যায়াঃ কামবীজাভাবেন পঞ্চদশাক্ষরী ভবতি॥ ৯১॥ কামবীজং সমুদ্ধৃত্য সম্বুদ্ধ্যন্তপদদ্বয়ম্। পুনঃ কামং তদন্তে চ দদ্যাদ্বহ্নেশ্চ সুন্দরীম্। (৫) এষা নবাক্ষরী বিদ্যা গুহ্যকাল্যাঃ সমীরিতা। দক্ষিণে পদমাভাষ্য (৬) ভবেদ্বিদ্যা দশাক্ষরী॥ ৯২॥ এতাসাং পূজনন্তু তত্রৈব। পূর্ব্ববন্ন্যাসবর্গন্তু পূর্ব্ববৎ পূজয়েচ্ছিবাম্। পূর্ব্ববচ্চ জপেদ্বিদ্যাং সর্ব্বং পূর্ব্ববদেব হি। বলিদানং যথামন্ত্রং পূর্ব্ববৎ পরিকল্পয়েৎ॥ ৯৩॥ বলিমন্ত্রস্তু।—এহ্যেহি জগন্মাতর্জ্জগতাং জননি গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম বলিং

বীজ দুইটি, মায়াবীজ দুইটি, অন্তে স্বাহা,—ইহা অপর একমন্ত্র। এই মন্ত্র সকল তন্ত্রে গোপিত। এই ষোড়শাক্ষরমন্ত্রে চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হয়। এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্রের শেষে যে দুই কামবীজ আছে ইহা ত্যাগ করিলে চতুর্দ্দশাক্ষর আর একটি মন্ত্র হয়। ৮৯। (৩নং টিপ্পনী) কথিত মন্ত্রের প্রথম ৭টি বীজ, "গুহ্যে কালিকে' অন্তে 'স্বাহা' ইহাও অপর একটি চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র,—এই মন্ত্র সর্ব্বতন্ত্রে গোপিত। ৯০। এই চতুর্দ্দশাক্ষরমন্ত্রের 'গুহ্যে' এই পদ পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থলে 'দক্ষিণে' এই পদ প্রয়োগ করিলে পঞ্চদশাক্ষরমন্ত্র হয়। পূর্ব্বোক্ত ষোড়শাক্ষরমন্ত্রের প্রথম কামবীজ পরিত্যাগ করিলে পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র হয়। ৯১। প্রথমে কামবীজ, তাহার পরে 'গুহ্যে কালিকে' এই দুই সম্বোধন পদ, তাহার পরে আবার কামবীজ, অন্তে 'স্বাহা' ইহা গুহ্যকালীর একটী নবাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের 'গুহ্যে' এই পদের পরিবর্ত্তে 'দক্ষিণে' এই পদ প্রয়োগ করিলে দশাক্ষর আর একটি মন্ত্র হইবে। ৯২। বিশ্বসারতন্ত্রে এই সকল মন্ত্রের পূজা বলিয়াছেন,—দক্ষিণাকালীর মত ন্যাসাদি, দক্ষিণাকালীর মত পূজা, দক্ষিণাকালীর মত মন্ত্র জপ নিয়ম, সমস্তই দক্ষিণাকালীর ন্যায় বলিদান ও যন্ত্র-লিখন সমস্তই দক্ষিণাকালীর ন্যায় করিবে। ৯৩। বলি-

---

(১) ক্লীং হূং হ্রীং গুহ্যে কালিকে হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা (ক টি)।

(২) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং গুহ্যে কালিকে স্বাহা (ক টি)। (৩) ক্লীং ক্লীং ক্লীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা (ক টি)। (৪) হূং হ্রীং গুহ্যে কালিকে ক্লীং ক্লীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা (ক টি)। (৫) ক্লীং গুহ্যে কালিকে ক্লীং স্বাহা (ক টি)।

(৬) তস্যাং বিদ্যায়াং গুহ্যেপদং ত্যক্ত্বা দক্ষিণেপদপ্রয়োগে (খ টি)।

সিদ্ধিং দেহি দেহি শত্রুক্ষয়ং কুরু কুরু হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ (১) ওঁ ফট্ কট্ ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ ফট্ স্বাহা। যদ্বা, গুহ্যকাল্যা অয়ং বলিমন্ত্রঃ।—এহ্যেহি গুহ্যকালিকে মম বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম শত্রূন্ নাশয় নাশয় খাদয় খাদয় স্ফুর স্ফুর ছিন্ধি ছিন্ধি সিদ্ধিং দেহি দেহি হুঁ ফট্ স্বাহা ॥ ৯৪ ॥ তথা অয়ং বা আসনমন্ত্রঃ।—ওঁ সদাশিবমহাপ্রেতায় গুহ্যকাল্যাসনায় নমঃ (২) ॥ ৯৫ ॥

অথ ভদ্রকালী। ভদ্রকাল্যাদয়ো বিদ্যাঃ কথ্যন্তে শৃণু পার্ব্বতি। কামবীজাদিকং বীজং সর্ব্বং পূর্ব্বাপরে যজেৎ। ভদ্রকালীং তথা ঙেহন্তাং বীজমধ্যে নিয়োজয়েৎ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা বিংশদ্বর্ণাত্মিকা (৩) পরা। চতুর্ব্বর্গপ্রদা বিদ্যা ভদ্রকালী শুভাবহা ॥ ৯৬ ॥ সপ্তবীজং সমুদ্ধৃত্য শ্মশানকালি চেত্তথা। পুনর্বীজং ক্রমেণৈব স্বাহান্তা সর্ব্বসিদ্ধিদা। বিংশত্যেকাধিকা বিদ্যা শ্মশানকালিকা মতা (৪) ॥ ৯৭ ॥ বীজানি (৫) চোচ্চরেৎ পূর্ব্বং (৭) মহাকালিপদং ততঃ। তদন্তে সপ্তবীজানি স্বাহান্তা সর্ব্বসিদ্ধিদা।

দানের মন্ত্র উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। গুহ্যকালীর বলিদান সম্বন্ধে অপর একটি মন্ত্রও উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। আসনমন্ত্রও অপর একটি কথিত হইয়াছে। ৯৪।

অতঃপর ভদ্রকালী প্রভৃতির মন্ত্র কথিত হইতেছে.—হে পার্ব্বতি! ভদ্রকালী প্রভৃতি বিদ্যা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তিনটি কামবীজ, দুইটি কূর্চ্চবীজ, দুইটি মায়াবীজ,—ভদ্রকাল্যৈ' আবার ঐ সাতটি বীজ,—অন্তে 'স্বাহা' এই বিংশতি অক্ষরে ভদ্রকালীমন্ত্র, এই মন্ত্রে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। ৯৬। উক্ত মন্ত্রের প্রথম সাতটি বীজ সম্বোধনান্ত 'শ্মশানকালি' পদ, আবার ঐ সাতটি বীজ অন্তে 'স্বাহা' এই বিংশতি অক্ষরে শ্মশানকালিকামন্ত্র। কেহ কেহ "শ্মশানকালী চেত্তথা" এইরূপ পাঠ স্বীকার করিয়া 'শ্মশানকালি' এই স্থলে ভদ্রকালীমন্ত্রের ন্যায় চতুর্থীর একবচনান্ত "শ্মশানকাল্যৈ" এই পদপ্রয়োগ করেন। ৯৭। পূর্ব্বোক্ত সপ্তবীজ সম্বোধনান্ত 'মহাকালি' পদ আবার ঐ সপ্তবীজ, অন্তে 'স্বাহা'।

---

(১) হ্রীং হ্রীং হূং হূং ইতি (খ) পাঠক্রমঃ।

(২) শ্যামাবিদ্যামুদ্দিশ্য যামলে,—জাগর্ত্তোষা মহাবিদ্যা কেবলং চিৎপ্রকাশিকা। ন মত্তা নচ সুপ্তা চ যে চান্যদর্শনোৎসুকাঃ। করস্থং রত্নমুৎসার্য্য স্ফটিকং ধারয়ন্তি তে। স মাং ত্বাং বেত্তি পুণ্যাত্মা আবয়োরৈক্যমন্ততঃ। দক্ষিণাসিদ্ধিসাধ্যাদিরহিতা ক্ষিপ্রসিদ্ধিদা। কালস্য গ্রহণাৎ কালী কালগ্রাসং করোতীতি। ততঃ কালী সিদ্ধবিদ্যা কলৌ পূর্ণফলপ্রদা। যথা নিরুক্তনাদিত্যাচ্চাস্পৃষ্টং বিমলং নভঃ। তথা চেয়ং মহাবিদ্যা কলিদোষান্ন বাধিতা। সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ। তস্মাৎ সা সকলোপায়ৈরারাধ্যেয়ং মহাত্মভিঃ। তন্ত্রান্তরে—কালিকা ভৈরবো দেবো জাগ্রজ্জাগ্রৎ সদা কলৌ। গুপ্তাগমে—কলৌ কালী কলৌ কালী কলৌ কালীব কেবলা। কলৌ কালী স্বরূপেণ সর্ব্বসিদ্ধিবিভাবনা। ইত্যধিকঃ মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৩) ক্লীং ক্লীং ক্লীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং ভদ্রকাল্যৈ ক্লীং ক্লীং ক্লীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা (ক চি)। অত্র (খ) পুস্তকমতে কামবীজত্রয়স্থলে কালীবীজত্রয়ম্।

(৪) ক্লীং ক্লীং ক্লীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং শ্মশানকালি ক্লীং ক্লীং ক্লীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা (খ চি)।

(৫) বীজানি সপ্ত বীজানি। (৬) পূর্ব্বে ইতি (খ) পাঠঃ।

তারা

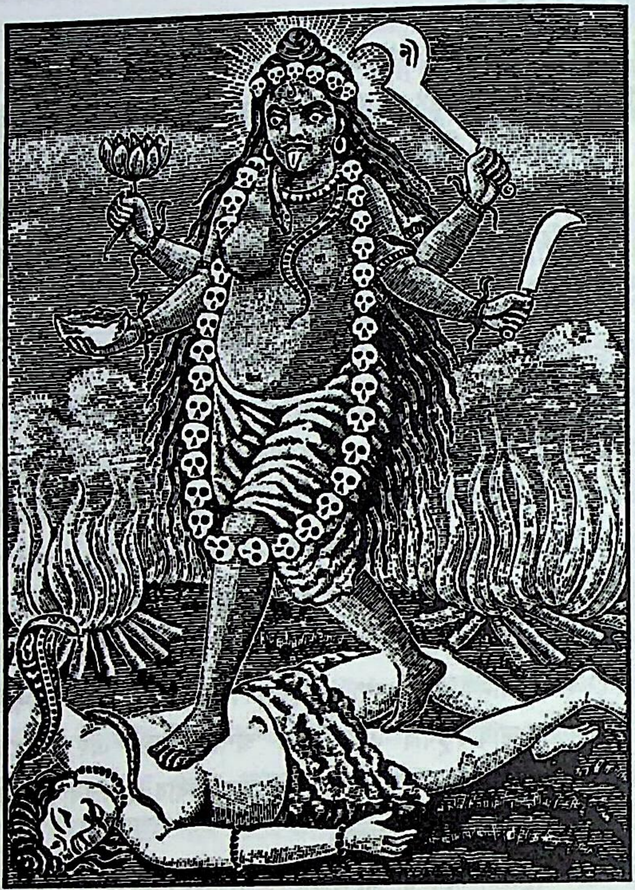

বিংশত্যর্ণা মহাবিদ্যা মহাকাল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা (১)॥ ৯৮॥ এতাসাং ধ্যানপূজাদিকং দক্ষিণাবৎ। বিশেষস্তু ভূপুরে ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ভূপুরস্থ পূর্ব্বাদি-চতুর্দ্বারে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, ওঁ গণেশায় নমঃ ইতি পূজয়েৎ। তদ্‌যথা,—ভূগৃহে লোকপালাংশ্চ তদস্ত্রাণি চ তদ্বহিঃ। ভূপুরে (২) চ চতুর্দ্দিক্ষু পূজয়েৎ ক্রমতঃ সুধীঃ। বিষ্ণুং শিবং তথা সূর্য্যং গণেশং পূজয়েত্ততঃ ॥৯৯॥ পূজা যন্ত্রম্।—ত্রিকোণঞ্চৈব ষট্‌কোণং নবকোণং মনোহরম্। ত্রিবৃত্তং সাষ্টপত্রঞ্চ সুকিঞ্জল্কসমাবৃতম্। ভূপুরত্রিতয়ারূঢ়ং (৩) যোনিমণ্ডলমণ্ডিতম্। ত্রিপঞ্চারমিদং প্রোক্তং সর্ব্বতন্ত্রপ্রকীর্ত্তিতম্॥ ত্রিকোণং ত্রিকোণাকারমিত্যর্থঃ॥ ১০০॥ ধ্যানন্তু।—মহামেঘপ্রভাং দেবীং কৃষ্ণবস্ত্রপিধায়িনীম্। ললজ্জিহ্বা ঘোরদংষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসন্মুখীম্। নাগহারলতোপেতাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্। দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং লেলিহানাং শবং স্বয়ম্। নাগযজ্ঞোপবীতাঙ্গীং

গুহ্যকাল্যাদি-যন্ত্রম্।

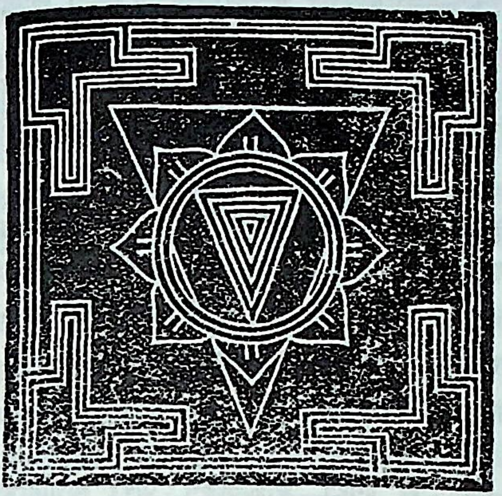

এই বিংশতি অক্ষরে মহাকালীর মন্ত্র। ৯৮। উক্ত ভদ্রকালী প্রভৃতি দেবতার পূজাদি দক্ষিণাকালীর পূজার ন্যায় করিবে। উক্ত দেবীগণের পূজাতে বিশেষ এই যন্ত্রের ভূপুরে ইন্দ্রাদি-দশদিক্‌পাল ও বজ্রাদি অস্ত্র, ভূপুরের চতুর্দ্বারে বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য ও গণেশ, ভূগৃহে লোকপাল, বহির্ভাগে দেবীর অস্ত্র, ভূপুরের চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বাদিক্রমে বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য ও গণেশের পূজা করিবে। ৯৯। ইহাঁদের পূজাযন্ত্র—ত্রিকোণাকার ষট্‌কোণ তাহার বাহিরে ত্রিকোণাকার নবকোণ অর্থাৎ পাঁচটি ত্রিকোণ তাহার পরে তিনটি বৃত্ত, তাহার পরে উত্তম কিঞ্জল্কযুক্ত অষ্টদল পদ্ম ঐ অষ্টদলপদ্ম যোনিমণ্ডলে ভূষিত। মণ্ডলের বাহিরে চতুষ্কোণে তিনটি করিয়া ভূপুর। এই ত্রিপঞ্চার যন্ত্র সকলতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ১০০। গুহ্যকালীর ধ্যান যথা,—যিনি নিবিড় মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, যাঁহার পরিধানে কৃষ্ণবস্ত্র, জিহ্বা বহির্গত ও চঞ্চল, দন্ত অতিভীষণ, চক্ষুর্দ্বয় কোটরমধ্যগত, বদন হাস্যপূর্ণ, গলদেশে নাগহার, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র

---

(১) ক্লীং ক্লীং ক্লীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং মহাকালি ক্লীং ক্লীং ক্লীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

(২) ভূদ্বারে চ ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৩) ভূপুরদ্বিতয়ারূঢ়মিতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

নাগশয্যানিষেদুষাম্ । পঞ্চাশন্মুণ্ডসংযুক্তাং নরমালাং মহোদরীম্ । সহস্রফণসংযুক্তমনন্তং শিরসোপরি । চতুর্দ্দিক্ষু নাগফণাবেষ্টিতাং গুহ্যকালিকাম্ । তক্ষকসর্পরাজেন বামকঙ্কণভূষণাম্ । অনন্তনাগরাজেন কৃতদক্ষিণকঙ্কণাম্ । নাগেন রসনাহারকল্পিতাং রত্ননূপুরাম্ । বামে শিবস্বরূপন্তং কল্পিতং বৎসরূপকম্ (১) । দ্বিভুজাং চিন্তয়েদ্দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ । নরদেহসমাবদ্ধকুণ্ডলশ্রুতিমণ্ডিতাম্ । প্রসন্নবদনাং সৌম্যাং নবরত্নবিভূষিতাম্ । নারদাদ্যৈর্ম্মুনিগণৈঃ সেবিতাং শিবগেহিনীম্ । অট্টহাসাং মহাভীমাং সাধকাভীষ্টদায়িনীম্ । দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাম্ ইতি ধারয়ন্তীমিতি শেষঃ । অনন্তং শিরসোপরি দধতীমিতি শেষঃ । গুহ্যেত্যুপলক্ষণম্ ॥ ১ ॥ ইতি শ্যামাপ্রকরণম্ ॥

অথ তারাপ্রকরণম্ । মৎস্যসূক্তে ।—অথ ভেদান্ প্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদান্ । যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তস্তু সাধকঃ ॥ ২ ॥ কবিতাং লভতে শুদ্ধামনর্গলবিজৃম্ভিণীম্ । পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ ॥ ৩ ॥ রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিবাদে ব্যবহারকে । সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি বৃহস্পতিরিবাপরঃ ॥ ৪ ॥ মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য তকারং বহ্নিসংযুতম্ । মায়াবিন্দ্বীশ্বরযুতং (২) দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধৃতম্ । কূর্চ্চবীজং

ও মস্তকে গগনস্পর্শিনী জটা, যিনি শব লেহন করিতেছেন এবং নাগনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া নাগনির্ম্মিত শয্যায় অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার গলদেশে পঞ্চাশটি নরমুণ্ডের মালা, যাঁহার বিশাল উদর, মস্তকে সহস্রফণাধারী অনন্তনাগ বিরাজ করিতেছেন, যাঁহার চতুর্দ্দিকে নাগগণ ফণাদ্বারা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নাগরাজ তক্ষককে বামহস্তের কঙ্কণ, নাগরাজ অনন্তকে দক্ষিণ হস্তের কঙ্কণ করিয়াছেন। কটি তটে নাগনির্ম্মিত কাঞ্চী, পদে রত্ননূপুর। বামভাগে শিব বালকরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। যাঁহার দুই বাহু, যাঁহার দুই কর্ণে দুই নরদেহ কুণ্ডলরূপে শোভা পাইতেছে। যিনি সৌম্য মূর্ত্তি, যাঁহার বদন সর্ব্বদা প্রফুল্ল, সর্ব্বাঙ্গ নবরত্নে ভূষিত, নারদাদিমুনিগণ যাঁহাকে সেবা করিতেছেন, যিনি সাধকগণের অভীষ্ট সিদ্ধ করেন, সেই অট্টহাস্য কারিণী মহাভয়ঙ্করী শিবগেহিনীকে ধ্যান করি। এই ধ্যানে 'গুহ্য' এই পদটী উপলক্ষণমাত্র, ভদ্রকালী প্রভৃতিরও এইরূপ ধ্যান করিবে। ১। শ্যামাপ্রকরণ সমাপ্ত।

অতঃপর তারাপ্রকরণ বলা যাইতেছে। মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন,—অনন্তর তারাবিদ্যার সর্ব্বসিদ্ধপ্রদ মন্ত্র সকল বলিব যে সকল মন্ত্র জানিবামাত্রই সাধক জীবন্মুক্ত হয়, বিশুদ্ধ অনর্গল কবিত্ব ও সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে, কুবের-তুল্য ধনপতি হয় এবং রাজদ্বারে, সভায়, বিবাদস্থলে ও বাণিজ্যপ্রভৃতি সকল কার্য্যে জয় লাভ করে এবং বৃহস্পতির সমকক্ষ হইয়া থাকে। ২—৪। মায়াবীজ, তকারে রকার, ঈকার, চন্দ্রবিন্দু

---

(১) বালকরূপকম্ । (২) ঈশ্বরপদেন নাদকলা উচ্যতে (গ) টি ।

তৃতীয়ং স্যাৎ ফট্কারস্তদনন্তরম্। (১) সংপূর্ণসিদ্ধমন্ত্রস্য (২) রশ্মিপঞ্চক-(৩) সংযুতঃ ॥ রশ্মিপঞ্চকং বর্ণপঞ্চকমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তথা,—নীলয়া বাক্প্রদা চেতি তেন নীলসরস্বতী (৪) তারকত্বাৎ সদা তারা সুখমোক্ষপ্রদায়িনী। উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা ॥৭॥ তারার্ণবে।—বশিষ্ঠারাধিতা বিদ্যা ন তু শীঘ্রফলা যতঃ। অতস্তেনাপি মুনিনা শাপো দত্তঃ সুদারুণঃ। ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং ফলদাত্রী ন কস্যচিৎ ॥ ৭ ॥ শাপোদ্ধারমাহ।—চন্দ্রবীজং ত্রপাস্তস্থবীজোপরি (৫) নিয়োজিতম্। ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং বধূরিব যশস্বিনী। ফলিনী সর্ব্ববিদ্যানাং জয়িনী জয়কাঙ্ক্ষিণাম্। বিষক্ষয়করী বিদ্যা অমৃতত্ব-প্রদায়িনী। (৬) মন্ত্রস্য জ্ঞানমাত্রেণ বিজয়ী ভুবি জায়তে ॥ ৮ ॥ একবীরাকল্পে।—লজ্জাবীজং বধূবীজং কূর্চ্চবীজং তথা হি ফট্। এবং পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা পঞ্চভূতপ্রকাশিনী ॥ বধূবীজং স্ত্রীংকারঃ। তথা চ বিশ্বসারে। - সতরীঞ্চ মহেশানি বধূবীজং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯॥

যোগে যে বর্ণ হয় সেই বর্ণ ইহার দ্বিতীয় বীজ. তৃতীয় কূর্চ্চবীজ, তাহার পরে 'ফট্' রশ্মিপঞ্চকযুক্ত হইলে এই মন্ত্র সম্পূর্ণ সিদ্ধ। রশ্মি-পঞ্চক বলিতে বর্ণ পঞ্চক। এই দেবী অনায়াসে বাক্শক্তি প্রদান করেন বলিয়া ইঁহার নাম সরস্বতী হইয়াছে, নীলবর্ণ বলিয়া নীল-সরস্বতী হইয়াছেন। সাধককে তারণ অর্থাৎ উদ্ধার করেন বলিয়া ইনি সুখমোক্ষ-প্রদায়িনী তারা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। উগ্র আপদ্ হইতে উত্তার করেন বলিয়া ইহাঁকে উগ্রতারা বলে।৫।৬। তারার্ণবে বলিয়াছেন,—বশিষ্ঠদেব এই বিদ্যার আরাধনায় শীঘ্র ফল পান নাই বলিয়া সুদারুণ অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, তদবধি এই বিদ্যায় কাহারও ফললাভ হইত না। পরে শাপোদ্ধারের ব্যবস্থা হয়। শাপোদ্ধার বলিয়াছেন,—যথা,—পূর্ব্বকথিত মন্ত্রের মায়াবীজের পরবর্ত্তী বীজের উপরে চন্দ্রবীজ (সকার) যোগ করা হয়, তাহাতেই এই বিদ্যা বধূর ন্যায় যশস্বিনী হইয়াছেন; সকল বিদ্যার ফল এই বিদ্যায় পাওয়া যাইতে লাগিল, জয়কাঙ্ক্ষিগণ জয় লাভ করিতে লাগিল—এই বিদ্যায় বিষক্ষয়, ও অমরত্ব লাভ হইতে লাগিল। তাহার পর এই মন্ত্র জানিবামাত্র মানব পৃথিবীতে বিজয়ী হইতে থাকে।৮। একবীরাকল্পেও সেইরূপ বলিয়াছেন,—মায়াবীজ, বধূবীজ, কূর্চ্চবীজ ও 'ফট্' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে পঞ্চভূতের বিকাশ হয়। বধূবীজ,—স্ত্রীং বিশ্বসারতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন,—হে মহেশানি স্ ত ও র্ এই তিন বর্ণে ঈকার ও বিন্দু যোগ করিলে বধূবীজ হয়। একবীরাকল্পেও

---

(১) 'তেন হ্রীং ত্রীং হুং ফট্' ইতি মন্ত্রঃ উদ্ধৃতঃ। (২) এতন্মন্ত্রস্য দেবতা একজটা। অয়ং সিদ্ধিমন্ত্রঃ। (৩) ওঁম্। (৪) নীলয়াবাক্প্রদা যস্মাত্তস্মান্নীলসরস্বতী। বিদিতা নীলবর্ণত্বাত্তথা নীলসরস্বতী। ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৫) চন্দ্রবীজং সকারস্তত্তু ত্রপাবীজং হ্রীঙ্কারস্তদনন্তরবীজং ত্রীঙ্কারস্তদুপরি নিয়োজিতম্। তেন হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ (ক টি)। (৬) তেন মৃত্যুং নাশয়তীত্যর্থঃ। অমৃতপানে দীর্ঘজীবী ভবতীতি ভাবঃ।

তথা একবীরাকল্পে।—ষোড়শব্যঞ্জনং (১) বহ্নিবামাক্ষিবিন্দুভূষিতম্। চন্দ্রবীজসমারূঢ়ং বধূবীজমিদং স্মৃতম্॥ চন্দ্রঃ সকারঃ॥ ১০॥ নীলতন্ত্রে।—তারাদ্যা পঞ্চবর্ণেয়ং শ্রীমন্নীলসরস্বতী। (২) সর্ব্বভাষাময়ী শুদ্ধা সর্ব্বাম্নায়ৈ-(৩)র্নমস্কৃতা॥ ১১॥ তারার্ণবেঽপি।—অণূত্তরং (৪) সমুদ্ধৃত্য মায়োত্তরমতঃ পরম্। পপঞ্চমসমারূঢ়ং পঞ্চরশ্মিপ্রকীর্ত্তিতম্। জীবনী (৫) মধ্যগা পশ্চাদেকাক্ষী তদনন্তরম্। উগ্রদর্পং ততো দদ্যাদস্ত্রং (৬) দেবি প্রকাশিতম্॥ একাক্ষী স্ত্রীঁ তেন সর্ব্বত্র শাপোদ্ধারঃ॥ ১২॥ পঞ্চাক্ষরীমধিকৃত্য তন্ত্রে।—শ্রীবীজাদ্যা যদা বিদ্যা তদা শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী। এষৈব হি মহাবিদ্যা মায়াদ্যা সকলেষ্টদা। বাগ্ভবাদ্যা যদা বিদ্যা বাগীশত্বপ্রদায়িনী। বিতারৈকজটা (৭) চৈষা মহামুক্তিকরী সতাম্। তারাস্ত্ররহিতা ত্র্যর্ণা মহানীলসরস্বতী (৮) কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥ জীবনীমধ্যগা মায়া॥ ১৩॥ যথা সঙ্কেত-

তাহাই বলিয়াছেন,—ষোড়শব্যঞ্জনবর্ণ তকারের পূর্ব্বে চন্দ্রবীজ যোগ এবং অন্তে রকার, ঈকার ও বিন্দুযোগ করিলে বধূবীজ হয়। চন্দ্রবীজ সকার। ৯। ১০। নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন,—ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের পূর্ব্বে প্রণবযোগ করিলে শ্রীমন্নীলসরস্বতী মন্ত্র হয়। এই বিশুদ্ধ মন্ত্র সকলভাষায় অধিকার প্রদান করে, এই মন্ত্র সকল আম্নায়ে অর্থাৎ সকলবেদে অথবা মহাদেবের সকল মুখে প্রশংসিত। ১১। তারার্ণবেও বলিয়াছেন,—অণুশব্দে পরমাণু—পরমাণুসৃষ্টির পর অকার সৃষ্টি—এই কারণে অণূত্তর বলিতে অকার, মায়োত্তর অর্থাৎ মায়া ঈকার তাহার পরবর্ত্তী বর্ণ উকার, পপঞ্চম বলিতে মকার অ উ, ম্ এই তিন বর্ণ এবং চন্দ্রবিন্দু মিলিত হইয়া যে বীজ হয় তাহাকে পঞ্চরশ্মি বলে। জীবনীমধ্যগা (মায়াবীজ) একাক্ষী (বধূবীজ), উগ্রদর্প (কূর্চ্চবীজ), তাহার পরে 'ফট্', এইরূপে ঐ মন্ত্র উদ্ধৃত হইলে শাপোদ্ধার হয়। ১২। এই পঞ্চাক্ষরমন্ত্রপ্রসঙ্গে তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—এই মন্ত্রের পূর্ব্বে শ্রীবীজ যোগ করিলে ইহাতে সর্ব্বতোমুখী শ্রীলাভ হয়। এই মন্ত্রের আদিতে মায়াবীজ থাকিলে, সকলপ্রকার অভীষ্টলাভ হয়। বাগ্বীজ আদিতে থাকিলে বাগীশতা লাভ হয়। এই মন্ত্র প্রণব রহিত হইলে একজট মন্ত্র হয় ইহাতে মহামুক্তি লাভ হয়। প্রণব ও ফট্ পরিত্যাগ করিলে এই মন্ত্র তিন অক্ষরে মহানীলসরস্বতী নাম ধারণ করে, ইহাকে কুল্লুকাও বলে, সকল তন্ত্রে

---

(১) তকারঃ। (২) ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ (ক) (খ) টি। (৩) সর্ব্ববেদৈরথবা শিবস্য সকলবক্ত্রৈরিত্যর্থঃ। (৪) পরমাণ্বাদেরুত্তরম্ অকারসৃষ্টিঃ মায়া ঈকারঃ তদুত্তরমুকারঃ পপঞ্চমো মকারঃ মিলিত্বা তু ইতি পঞ্চরশ্মিঃ পূর্ব্বোক্তবর্ণত্রয়ং নাদবিন্দুকলা এতত্রয়ং মিলিত্বা ওঁম্।

(৫) মায়াবীজং হ্রীং যথাদৌ প্রণবঃ ততো মায়া ততো মধ্যমা। (৬) তেন ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ ইতি। (৭) হ্রীং স্ত্রীং ফট্ (একজটা)। (ক টি)। (৮) হ্রীং স্ত্রীং হূং মহানীলসরস্বতী কুল্লুকা চ ইয়ং-নাম (ক, টি)।

চন্দ্রোদয়ে।—হৃল্লেখা ভুবনেশ্বরী চ ভুবনা দেবীশ্বরী হ্রীঁ মহামায়া জীবনমধ্যগা ত্রিজগতাং ধাত্রী পরেশী পরা ইতি ॥ এষা ক্রমগতা প্রাপ্তা মতভেদাদনেকধা। এষা পঞ্চাক্ষরী ॥১৪॥ তদেবাহ।—পঞ্চাক্ষরী একজটা তারাভাবে মহেশ্বরী। তারাদ্যা তু ভবেদ্দেবি শ্রীমন্নীলসরস্বতী। উগ্রতারা ত্র্যক্ষরী চ মহানীলসরস্বতী ॥ অন্যাসাং বিদ্যানাম্ একজটৈব দেবতা প্রকৃতিত্বাৎ ॥ ১৫ ॥ এতাসাং বিদ্যানাং সাধনস্থানং নীলতন্ত্রে মহাফেৎকারীয়ে চ।—একলিঙ্গে শ্মশানে বা শূন্যাগারে চতুষ্পথে। শবস্যোপরি মুণ্ডে বা জলে বা কণ্ঠপূরিতে। সংগ্রামভূমৌ যোনৌ বা স্থলে বা বিজনে বনে। তত্রস্থঃ সাধয়েদ্ যোগী বিদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ ১৬ ॥ তত্রৈব।—পঞ্চক্রোশান্তরে যত্র ন লিঙ্গান্তরমীক্ষতে। তদেকলিঙ্গমাখ্যাতং তত্র সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ১৭ ॥ অন্যত্রাপি।—উজ্জটে (১) পর্ব্বতে বাপি নির্জ্জনে বা চতুষ্পথে। দেবাগারে চ শূন্যে চ নির্জ্জনৈকান্তবেশ্মনি ॥ ১৮ ॥ বীরতন্ত্রেঽপি।—শূন্যাগারে শ্মশানে যদি জপতি জড়স্থেকলিঙ্গে তড়াগে গঙ্গাগর্ভে গিরৌ বা শুচিরমলমতিঃ সর্ব্বদা ভক্তিযুক্তঃ। বিদ্যাং শ্রীনীলবাণ্যা ভুবনজনপতিঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা দেহান্তে যোগিমুখ্যঃ পরমসুখপদং ব্রহ্মনির্ব্বাণমেতি ॥ ১৯ ॥

ইহা গোপিত। ১৩। সঙ্কেতচন্দ্রোদয়ে বলিয়াছেন,—ইনি হৃল্লেখা, ইনি ভুবনেশ্বরী, ভুবনা, দেবী ও ঈশ্বরী, ইনি হ্রীং, ইনি মহামায়া, ইনি জীবনমধ্যগা, ইনি ত্রিজগতের ধারণকর্ত্রী, ইনি পরাপরেশী। এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা মতভেদে বিবিধপ্রকার। ১৪। তাহাই বলিতেছেন,—এই মহেশ্বরী পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা প্রণবরহিতা হইলে একজটা প্রণবযুক্তা হইলে উগ্রতারা, ত্র্যক্ষরা হইলে মহানীলসরস্বতী নামে খ্যাত হইয়া থাকেন। অন্য সকল বিদ্যার একজটা নাম। কারণ একজটাই এই দেবতার প্রকৃতি। ১৫। নীলতন্ত্রে ও মহাফেৎকারিণীতন্ত্রে উক্ত মন্ত্র সকলের সাধনস্থান কথিত হইয়াছে যথা—একলিঙ্গদেশে, শ্মশানে, শূন্যগৃহে ও চতুষ্পথস্থানে শবের উপরে, মুণ্ডের উপরে, আকণ্ঠ জলে, সংগ্রামক্ষেত্রে যোনিমণ্ডলে, স্থলে বা বিজন বনে উপবেশন করত সাধক ত্রিভুবনেশ্বরী তারা দেবীর মন্ত্র সাধন করিবে। ১৬। উক্ত তন্ত্রে আরও বলিয়াছেন, যে স্থানে পঞ্চক্রোশ মধ্যে একটি ভিন্ন শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয় না, ঐ শিবলিঙ্গকে একলিঙ্গ বলা যায়। ঐ লিঙ্গসমীপে দেবতার আরাধনা করিলে অনায়াসে মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১৭। অন্যান্য তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, জনশূন্যভবন, পর্ব্বত, নির্জ্জনস্থান, চতুষ্পথ, নির্জ্জনদেবালয় ও শূন্যাগার, এই সকল স্থান তারাবিদ্যার মন্ত্রসাধনে প্রশস্ত। ১৮। বীরতন্ত্রেও বলিয়াছেন,—যদি সাধক শুদ্ধবুদ্ধি, ভক্তিযুক্ত ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া শূন্যালয়ে, শ্মশানভূমিতে, একলিঙ্গশিবালয়ে, তড়াগে, গঙ্গাগর্ভে অথবা পর্ব্বতে উপবেশন করিয়া শ্রীনীলসরস্বতীর মহামন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে সেই যোগিপ্রবর ইহকালে ত্রিভুবনজনস্বামী ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইয়া পরকালে পরমসুখের স্থান ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করে। ১৯।

---

(১) পর্ণাদ্রিভবনে (ক টি)।

অথ তারাচমনম্। ভৈরবতন্ত্রে।—তারাভৈদস্ত্রিভিঃ পীত্বা মায়য়া ক্ষালয়েৎ করম্। স্ত্রীং হূমোষ্ঠৌ বিমৃজ্য ফট্কারৈঃ ক্ষালয়েৎ করম্। আস্যনাসেক্ষণশ্রোত্র-নাভিবক্ষঃ-শিরোভুজান্। বৈরোচনাদিভিঃ স্পৃষ্টা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। আচম্য ভৈরবো ভূত্বা বৎসরাত্তাং প্রপশ্যতি। তারাভেদৈরাত উগ্রতারৈকজটানীলসরস্বতীভেদৈঃ (১)॥ ২০

বৈরোচনাদয়স্তু।—বৈরোচন—শঙ্খ-পাণ্ডব-পদ্মনাভ (২)মিতাভ—নামক মামক—তারক-পাণ্ডর(৩)পদ্মান্তক-যমান্তক-বিঘ্নান্তক-নরান্তকাঃ সচতুর্থীপ্রণবাদিনমোহন্তকাঃ॥ ২১॥

অথাস্যাঃ পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদিস্নানান্তং সমাপ্য, যাগস্থানং গত্বা ওঁ বজ্রোদকে হূং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ জলমধিষ্ঠায় তজ্জলং পূজার্থং বিধায়, কিঞ্চিদন্তজলে নিঃক্ষিপ্য, তেনৈব বারিণা ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধসর্ব্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পমপনয় হূং ফট

অনন্তর তারাদেবীর আচমনপ্রণালী বলা যাইতেছে—'হ্রীং শ্রীং হূং'। 'হ্রীং শ্রীং হূং ফট্'। 'হ্রীং শ্রীং হূং' এই তিন মন্ত্রে অথবা (আগমতত্ত্ববিলাসমতে) 'ওঁ উগ্রতারায়ৈ নমঃ, ওঁ একজটায়ৈ নমঃ, ওঁ নীলসরস্বত্যৈ নমঃ' এই তিন মন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া 'হ্রীং' এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিবে। অনন্তর 'স্ত্রীং হূং' এই দুই মন্ত্রে ওষ্ঠমার্জ্জন করিয়া 'ফট্' মন্ত্রে পুনর্ব্বার হস্ত প্রক্ষালন করিবে। পরে 'ওঁ বৈরোচনায় নমঃ এই মন্ত্রে মুখ, 'ওঁ শঙ্খায় নমঃ' এই মন্ত্রে দক্ষিণনাসিকা, 'ওঁ পাণ্ডবায় নমঃ' এই মন্ত্রে বামনাসিকা, 'ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ' এই মন্ত্রে দক্ষিণচক্ষু, 'ওঁ অমিতাভায় নমঃ' এই মন্ত্রে বামচক্ষু, 'ওঁ নামকায় নমঃ' এই মন্ত্রে দক্ষিণকর্ণ, 'ওঁ মামকায় নমঃ' এই মন্ত্রে বামকর্ণ, 'ওঁ তারকায় নমঃ' এই মন্ত্রে নাভি, 'ওঁ পদ্মান্তকায় নমঃ' এই মন্ত্রে হৃদয়, 'ওঁ যমান্তকায় নমঃ' এই মন্ত্রে মস্তক, 'ওঁ বিঘ্নান্তকায় নমঃ' এই মন্ত্রে দক্ষিণস্কন্ধ, 'ওঁ নরান্তকায় নমঃ' এই মন্ত্রে বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে। এইরূপ আচমন করিলে সাধক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। এক বৎসর পর্য্যন্ত ঐরূপে আচমন করিলে সাধক স্বয়ং ভৈরবস্বরূপ হইয়া তারাদেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করে। ২০। ২১।

তারাদেবীর পূজাপ্রণালী যথা।—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য হইতে স্নান পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া পূজাস্থানে গমনপূর্ব্বক 'ওঁ বজ্রোদকে হূং ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রে জলশোধন করিয়া সেই জল পূজার্থ রক্ষা করিবে এবং ঐ জল হইতে কিঞ্চিৎ জল অন্তজলে নিক্ষেপ

---

(১) তারা, উগ্রতারা, একজটা—ইতি (ক) তারা উগ্রা মহোগ্রা ইতি (খ)।

(২) পদ্মনাভ ইত্যতঃ পরং নামক ইতি পাঠঃ মুদ্রিতপুস্তকে। অসিতাঙ্গ ইত্যধিকঃ (ক) পাঠঃ।

(৩) অত্র 'অসিতাভ' ইতি পাঠঃ মুদ্রিত পুস্তকে। (আ০ বি০) পুস্তকে ওঁ শঙ্খপাণ্ডরায় নমঃ ইতি নসোঃ, ওঁ নামকায় নমঃ ইতি দৃশোঃ, ওঁ তারকায় নমঃ ওঁ পাণ্ডরায় নমঃ ইতি শ্রুত্যোঃ ওঁ সিতাভায় নমঃ ইতি নাভৌ ওঁ পদ্মান্তকায় নমঃ ইতি বক্ষসি ওঁ যমান্তকায় নমঃ ইতি শিরসি ওঁ বিঘ্নান্তকায় নমঃ ওঁ নরান্তকায় নমঃ ইত্যংশয়োর্ন্যসেৎ। ইতি মন্ত্রন্যাসঃ দৃষ্টঃ।

স্বাহেতি হস্তৌ পাদৌ চ প্রক্ষাল্য, কুলকুশান্ সুবর্ণরজতরূপান্ যথাক্রমং তর্জ্জন্যনামাসু দত্ত্বা ওঁ হ্রীঁঃ স্বাহেত্যাচম্য, পীঠং চিন্তয়েৎ। বিশেষঃ কুমারীতন্ত্রে,—স্নানাচ্চ (১) তীর উত্থায় বস্ত্রে দ্বে পরিধায় চ। তিলকং কুলবৎ (২) কুর্য্যাদাচম্য চ (৩) সুরেশ্বরি। তথা,—জলশঙ্খং করে কৃত্বা গত্বা দ্বারি মহেশ্বরি। ক্ষালয়েদ্ধস্তপাদৌ চ বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা॥ মৎস্যসূক্তে।—তারং বজ্রোদকে হূং ফট্ স্বাহা জলমধিষ্ঠিতম্। তথা।—তারং লজ্জাবিশুদ্ধান্তে সর্ব্বপাপানি চৈব হি। শময়ান্তে হ্যশেষান্তে বি ক্লপদমুচ্চরেৎ। অপনয়ান্তে বর্ম্ম ফট্ স্বাহা পদবিশুদ্ধয়ে। তারং মায়া বহ্নিজায়া স্মৃতমাচমনে মনুঃ। কুলকুশাস্তু,—সুবর্ণং রজতঞ্চৈব জপপূজাদিকর্ম্মসু। কুশকার্য্যকরং প্রোক্তং ন তু বন্যাঃ কুশাঃ কুশাঃ। তর্জ্জন্যা রজতং ধার্য্যং স্বর্ণং ধার্য্যমনাময়া॥ (৪) পীঠং (৫) যথা,—শ্মশানং তত্র সঞ্চিন্ত্য তত্র কল্পদ্রুমং স্মরেৎ। তন্মূলে মণিপীঠঞ্চ নানামণিবিভূষিতম্। নানালঙ্কারভূষাঢ্যং মুনিদেবৈশ্চ ভূষিতম্। শিবাভির্ব্বহুমাংসাস্থিমোদমানাভিরন্ততঃ।

করিয়া সেই জলদ্বারা 'ওঁ হ্রীঁং বিশুদ্ধসর্ব্বপাপানি ইত্যাদি মন্ত্রে হস্ত ও পদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক সুবর্ণরজতরূপ কুলকুশ তর্জ্জনী ও অনামিকাঙ্গুলীতে ধারণ করিয়া 'ওঁ হ্রীঁং স্বাহা' এই মন্ত্রে আচমন করত পীঠচিন্তা করিবে। কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন—স্নানের পর তীরে উঠিয়া উত্তরীয় ও পরিধেয় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক কৌলিকনিয়মে অর্থাৎ ত্রিকোণাকার তিলকধারণ ও আচমন করিয়া জলপূর্ণশঙ্খ হস্তে লইয়া দ্বারদেশে গমনপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণনিয়মে হস্তপাদ প্রক্ষালন করিবে। মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন,—"ওঁ বজ্রোদকে হূং ফট্ স্বাহা" এই বলিয়া জলশোধন করিবে। "ওঁ হ্রীঁং বিশুদ্ধসর্ব্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পমপনয় হূং ফট্ স্বাহা" এই বলিয়া শোধিতজলে পাদপ্রক্ষালন করিবে। "ওঁ হ্রীঁং স্বাহা" বলিয়া আচমন করিবে। কুলকুশ কাহাকে বলে? তাহা বলিতেছেন—জপপূজাদিকার্য্যে সুবর্ণ ও রৌপ্য কুশের কার্য্য করিয়া থাকে, বনজাত কুশ কুশ নহে, তান্ত্রিক কার্য্যে তাহা ব্যবহার্য্য নহে। তর্জ্জনীতে রৌপ্য ও অনামিকায় স্বর্ণ ধারণ করিতে হয়। তাহার পর পীঠ চিন্তা করিবে, প্রথমে শ্মশানভূমি চিন্তা করিয়া সেইস্থানে কল্পবৃক্ষ, সেই বৃক্ষমূলে নানামণিভূষিত বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত মুনি ও দেবগণ কর্ত্তৃক ভূষিত মণিপীঠ রহিয়াছে। ঐ স্থানের প্রান্তভাগে শিবাগণ মাংস ও অস্থিলোভে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া

---

(১) স্নাত্বা চ ইতি (খ) পাঠঃ। (২) কুলবৎ যোনিবদিত্যর্থঃ।

(৩) 'কুর্য্যাদাচম্য' ইত্যত্র 'পঞ্চ কৃত্বাচম্য' ইতি (খ) পাঠঃ (পঞ্চ) ললাটকণ্ঠবক্ষভুজদ্বয়েষু ইতি ভট্টীকা।

(৪) কনিষ্ঠয়া ধৃতং ধর্ম্মং তেন পূতো ভবেন্নরঃ ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ।

(৫) পীঠচিন্তনং যথা (খ) পাঠঃ।

চতুর্দ্দিক্ষু শবমুণ্ডচিতাঙ্গারাভিভূষিতম্। তন্মধ্যে ভাবয়েদ্দেবীং যথোক্তধ্যানযোগতঃ। ইতি ধ্যাত্বা ওঁ মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা ইতি শিখাং বধ্নীয়াৎ। ওঁ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহেতি জলসেকাদ্ ভূমিং শোধয়েৎ। ওঁ সর্ব্বান্ বিঘ্নানুৎসারয় হুং ফট্ স্বাহেতি নারাচমুদ্রয়া অক্ষতপ্রক্ষেপেণ ত্রিবিধবিঘ্নান্ দিব্যান্তরীক্ষভৌমানুৎসারয়েৎ। ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হুং ফট্ স্বাহা ইতি ভূমিমভিমন্ত্র্য তত্র কম্বলকোমল(১)বিষ্টরাদ্যাসনানি যথাসাধনান্যাস্তীর্য্য ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহেতি গন্ধপুষ্পাদিনা তদভ্যর্চ্য (২) স্বস্তিকাদিক্রমেণ তত্রোপবিশেৎ। তদুক্তং মৎস্যসূক্তে।—মৃদুকোমলমাসীনশ্চান্যেষু কম্বলেষু চ। বিষ্টরং বা সমাসনঃ সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্॥ কোমলাদিলক্ষণমাহ শ্রীক্রমে।—পঞ্চবর্ষান্তরং যাবন্মৃতং বালমচূড়কম্। ষণ্মাসানন্তরং যাবদ্দশমাসাচ্চ পূর্ব্বতঃ। গর্ভচ্যুতং মৃতং বালং গর্ভাষ্টমপুরঃসরম্। এতৎ কোমলমিত্যাহুর্ব্বিষ্টরেষু কুশেষু বা॥ তথা চ নীলতন্ত্রে।—নিবৃত্তচূড়কো বালো হীনোপনয়নঃ পুমান্। যো মৃতঃ পঞ্চমে বর্ষে তমেব কোমলং বিদুঃ। পঞ্চমে বর্ষে পঞ্চমবর্ষে পূর্ণে। আসনপরিমাণমাহ।—একহস্তং দ্বিহস্তং বা চতুরস্রং সমন্ততঃ। বিশুদ্ধে আসনে

ভ্রমণ করিতেছে, চতুর্দ্দিকে শবমুণ্ড ও চিতাঙ্গার রহিয়াছে। ঐ পীঠের মধ্যস্থলে ধ্যানানুসারে দেবীকে চিন্তা করিবে। উক্তরূপে পীঠ চিন্তা করিয়া "ওঁ মণিধরি বজ্রিণি" ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে শিখাবন্ধন ও "ওঁ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে জলসেকদ্বারা ভূমিশোধন করিবে। "ওঁ সর্ব্বান্ বিঘ্নানুৎসারয় হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে নারাচমুদ্রাদ্বারা তণ্ডুল প্রক্ষেপ করিয়া দিব্য,আন্তরীক্ষ ও ভৌম এই ত্রিবিধ বিঘ্ন উৎসারণ করিবে। তাহার পরে "ওঁ পবিত্র-বজ্রভূমে, হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে ভূমি অভিমন্ত্রণ করিয়া সেই স্থানে যথাসম্ভব কম্বলাসন কোমলাসন অথবা বিষ্টর প্রভৃতির আসন পাতিয়া ওঁ আঃ সুরেখে" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে পুষ্পাদি দ্বারা সেই আসন পূজা করিয়া স্বস্তিকাদিক্রমে সেই আসনে উপবেশন করিবে। মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন কোমলাসন, কম্বলাসন, বিষ্টরাসন অথবা অন্য কোন বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিয়া দেবতার আরাধনা করিবে। শ্রীক্রমে কোমলাদি আসনের লক্ষণ বলিয়াছেন। যথা—পঞ্চবর্ষমধ্যে মৃত অকৃতচূড় বালকের শবকে অথবা ষণ্মাসের পর দশম মাসের পূর্ব্বে গর্ভচ্যুত মৃতবালককে কোমলাসন বলে এবং কুশনির্ম্মিত আসনকে বিষ্টরাসন বলে। নীলতন্ত্রে বলিয়াছে,—কৃতচূড় অথচ অনুপনীত ও পঞ্চমবর্ষে মৃত বালকই কোমলাসন বলিয়া অভিহিত। আসনের পরিমাণ বলিয়াছেন—একহস্ত অথবা দ্বিহস্ত পরিমাণে আসন করিবে। ঐ আসন চারিদিকে সমান ও চতুষ্কোণ করিতে

---

(১) কোমল-কম্বলম্ ইতি (খ) পাঠক্রমঃ। (২) তৎ আসনম্ (খ টি)।

তারাযন্ত্রম্ ।।

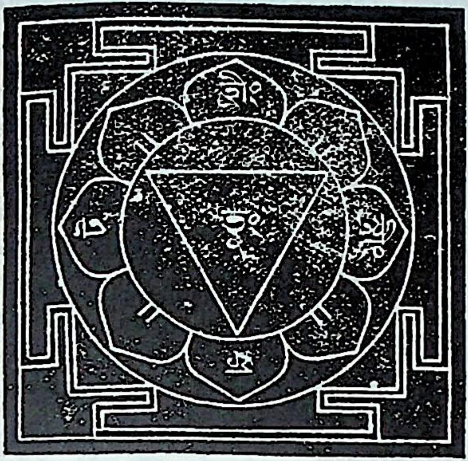

কুর্য্যাৎ সংস্কারং পূজনং ততঃ। কৃষ্ণসারব্যাঘ্রাদ্যজিনমপ্যাসনম্। তদুক্তং তন্ত্রে।—কৃষ্ণসারদ্বীপিচর্ম্ম অচূড়মিত্যাদি। বিষ্টরেষিত্যাদি। কুশপত্রশতেন বটুকং নির্ম্মায় তত্র শবপ্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ। তথা,—ওঁকারম্ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে ততঃ পরম্ হুং ফট্ স্বাহেতি কুর্য্যাত্তু মণ্ডলন্তু শবাসনে। বীরাসনেনোপবিশ্য সংপূজ্যাসনমেব চ। চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ। ততঃ ওঁ মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা ইতি বস্ত্রান্তে রক্ষাগ্রন্থিং বন্ধয়েৎ। ওঁ আঃ হুং ফট্ স্বাহা ইতি ব্যাপকতয়া কায়বাক্চিত্তং শোধয়েৎ। ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বদ্ধায় ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পভূষিতে। (১) পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহেতি পুষ্পমভিমন্ত্রয়েৎ। ততঃ সুবর্ণাদিপীঠে গোরোচনাকুঙ্কুমাদিলিপ্তে ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণাধোমুখত্রিকোণগর্ভাষ্টদলপদ্মং বৃত্তং চতুরস্রং চতুর্দ্বারযুক্তং যন্ত্রমুদ্ধরেৎ। পদ্মস্য পূর্ব্বাদিদলে মন্ত্রাক্ষরাণি লিখেৎ। তথা চ কুলচূড়ামণৌ।—ততঃ কুলরসেনৈব (২)

হইবে; বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিয়া পূজাদিকার্য্য করিতে হয়। কৃষ্ণসারচর্ম্ম ও ব্যাঘ্রচর্ম্মও আসন বলিয়া অভিহিত। বিষ্টরাসনস্থলে একশতকুশপত্রদ্বারা ব্রাহ্মণ বালক নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শবপ্রাণ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তদুপরি উপবেশন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। পরে "ওঁ আঃ সুরেখে" হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে শবাসনোপরি চতুরস্র ও চতুর্দ্বারবিশিষ্ট মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া আসন পূজার পর তদুপরি উপবেশন করিবে। অনন্তর 'ওঁ মণিধরি বজ্রিণি" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে বস্ত্রান্তে রক্ষাগ্রন্থি বন্ধন করিয়া "আঃ হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে কায়, বাক্য ও চিত্ত শোধন করিবে। অনন্তর "ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে" ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে পুষ্প শোধন করিবে। তাহার পরে সুবর্ণাদি পীঠোপরি গোরোচনা কিম্বা কুঙ্কুমাদি লেপন করিয়া "ওঁ আঃ সুরেখে" ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যস্থলে অধোমুখ ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে বৃত্ত, তাহার বাহিরে অষ্টদলপদ্ম, তাহার বাহিরে বৃত্ত, চতুরস্র ও চতুর্দ্বারযুক্ত যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। যন্ত্রে পদ্মের

---

(১) পুষ্পসম্ভবে ইতি (খ) পাঠঃ। (২) শুক্রাদিনা (খ টি)।

পীঠং নির্ম্মায় যত্নতঃ। আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হূঁ ফট্ স্বাহাসমন্বিতঃ। মন্ত্রেণানেন সংলিখ্য বসুপত্রং মনোরমম্। চতুরস্রং চতুর্দ্ধারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ। (কুলরসেন স্বয়ম্ভুরসেন) (১) ॥ ২২ ॥ বর্ণলিখনপ্রকারমাহ ফেৎকারীয়ে।—সযোনিং চন্দনেনাষ্টদলং বৃত্তং লিখেত্ততঃ। মূর্দ্ধাসনং সমাসাদ্য মায়াং পূর্ব্বদলে লিখেৎ। মধ্যবীজং দ্বিতীয়ে ফমুত্তরে পশ্চিমে তু টম্। মধ্যে বীজং লিখেত্তারং ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ। দ্বিতীয়ে-দক্ষিণে তারং হূঁকারং তারাপ্রণবত্বাৎ। টং পশ্চিমে, ভগে কূর্চ্চং, পত্রান্তে ভূপুরদ্বয়মিতি ভৈরবীয়বাক্যাচ্চ। মধ্যে ষট্‌কোণান্বিতপদ্মমিতি কেচিৎ। তদুক্তং।—ষট্‌কোণান্তর্গতং পদ্মং ভূবিম্বদ্বিতয়ং পুনঃ। চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং বা যন্ত্রমালিখেৎ। বীজলিখনন্তু পূর্ব্ববৎ ॥ ২৩ ॥ নীলতন্ত্রেঽপি সারস্বতার্থিনাং বিশেষযন্ত্রমাহ।—ব্যোমেন্দ্বো রসনার্ণকর্ণিকমচাং দ্বন্দ্বৈঃ স্ফুরৎ-

তারা ষট্‌কোণযন্ত্রম্।

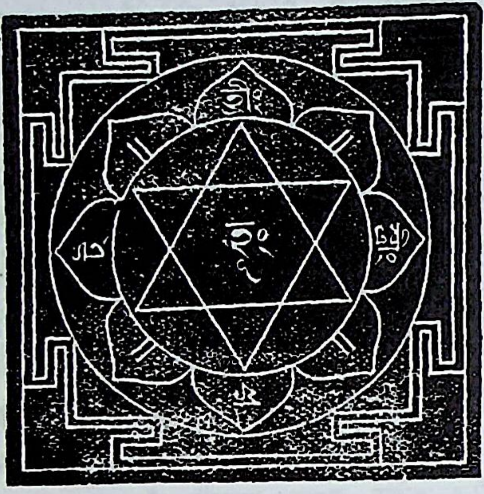

পূর্ব্বাদিদলে মন্ত্রাক্ষর লিখিবে। কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন স্বর্ণাদিপীঠে কুলরসদ্বারা পীঠ নির্ম্মাণ করিয়া "ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হূং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে মনোহর অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া লইবে। যন্ত্রটি চতুরস্র ও চতুর্দ্বারযুক্ত হইবে। এইরূপে যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। ২২। ফেৎকারিণীতন্ত্রে বর্ণ লিখিবার প্রণালী বলিয়াছেন,—চন্দনদ্বারা যোনিযুক্ত ত্রিকোণ, বৃত্ত ও অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে। পদ্মের পূর্ব্বদলে 'হ্রীঁ', দক্ষিণে 'স্ত্রীঁ' উত্তরে 'ফ' ও পশ্চিম দলে 'ট' এবং ত্রিকোণমধ্যে 'হূঁ' এই মন্ত্রাক্ষর লিখিবে। পূর্ব্বোক্তরূপে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। এই স্থলে বচনের তারশব্দের অর্থ 'হূঁ' এইবীজ, কারণ 'হূঁ' এই বীজকে তারাপ্রণব বলা হয় ভৈরবী বাক্যে স্পষ্টই আছে যে পশ্চিমদলে 'ট', যোনিতে অর্থাৎ ত্রিকোণমধ্যে কূর্চ্চ অর্থাৎ হূঁ এইবীজ এবং দলের বহির্ভাগে দুইটি করিয়া ভূপুর অঙ্কিত করিবে। কেহ কেহ বলেন—যন্ত্রমধ্যে ত্রিকোণস্থলে ষট্‌কোণ,—তাঁহাদের বচনে আছে। মধ্যে ষট্‌কোণ,—অষ্টদলপদ্ম, বাহিরে দুইটি করিয়া ভূপুর, চতুরস্র চতুর্দ্বার সমস্তই পূর্ব্ববৎ, পূর্ব্বের মত বীজ লিখিবে। ২য় যন্ত্রও প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৩। নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন—যে, যাহারা বিদ্যাকামনায় পূজা করিবে,

---

(১) (খ)-পুস্তকে-নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

কেশরং, বর্গোল্লাসিবসুচ্ছদং বসুমতীগেহেন (১) সংবেষ্টিতম্। তারাধীশ্বরবারিবর্ণবিলসদ্দিক্‌কোণসংশোভিতং, যন্ত্রং নীলতনোঃ পরং নিগদিতং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদম্ ॥ ২৪ ॥ এবং বা যন্ত্রং বিলিখ্য পীঠমর্চ্চয়েৎ। তথা চ কুমারীকল্পে।—ততোঽর্ঘ্যপাত্রং বিন্যস্য

নীলসরস্বতী-যন্ত্রম্।

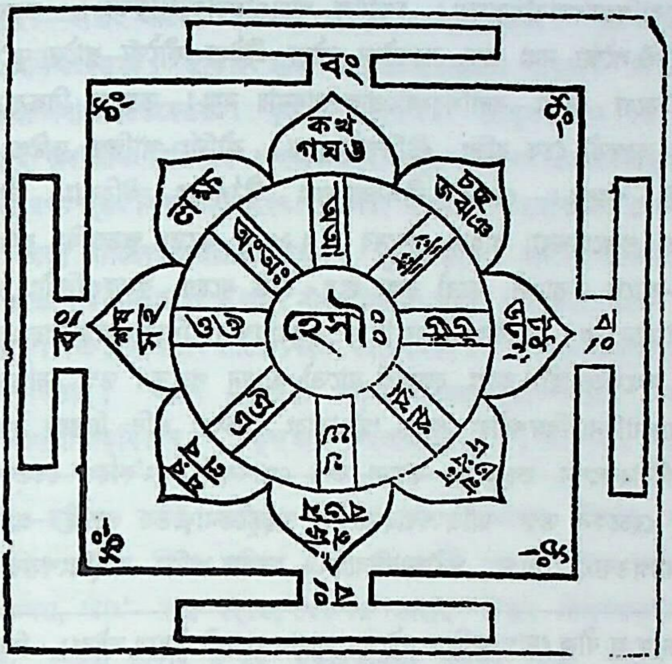

দ্বারপালান্ সমর্চ্চয়েৎ। গাং বীজাদ্যং গণেশানং (২) বামাদ্যং বটুকং তথা। ক্ষামাদ্যং ক্ষেত্রপালঞ্চ যামাদ্যাং যোগিনীং তথা। পূর্ব্বে পশ্চিমে দক্ষিণে উত্তরে (৩) পূজয়েৎ সুধীঃ। সর্ব্বত্র প্রণবাদিস্মোহন্তেন পূজয়েৎ ॥ ২৫ ॥ তন্ত্রে।—তে সর্ব্বে ধ্রুবদীর্ঘাঢ্যাঃ শক্তিবীজপুরঃসরাঃ।

তাহারা মাতৃকাযন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবে। ৮০ পৃষ্ঠায় এই মাতৃকা যন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া এই যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া লইবে। যন্ত্রের মূলানুবাদ ৮০ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৪। তদ্দর্শনে এই মাতৃকাযন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পীঠ পূজা করিবে। কুমারীকল্পে বলিয়াছেন যে, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া দ্বারপালগণের পূজা করিবে। ‘গাং’বীজ আদিতে যোগ করিয়া গণেশের, ‘বাং’ বীজ আদিতে যোগ করিয়া বটুকের, ‘ক্ষাং’বীজ আদিতে সংযোগ করিয়া ক্ষেত্রপালের, এবং যাং বীজ আদিতে দিয়া যোগিনীর যথাক্রমে পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদ্বারে পূজা করিবে। তন্ত্রেও বলিয়াছেন,—সেই দ্বারপালগণের আদিতে প্রণব মায়াবীজ ও দীর্ঘ-

---

(১) ভূগৃহেণ। (২) গণেশঞ্চ ইতি পাঠান্তরম্। (৩) উর্দ্ধে বামে দক্ষিণে চাধশ্চৈব (?) পাঠঃ।

যথা,—পীঠস্য পূর্ব্বদ্বারে ওঁ হ্রীং গাং গণেশায় নমঃ। পীঠস্য দক্ষিণে ওঁ হ্রীং বাং বটুকায় নমঃ। পীঠস্য পশ্চিমে ওঁ হ্রীঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। পীঠস্যোত্তরে ওঁ হ্রীং যাং যোগিনীভ্যো নমঃ, মধ্যে ওঁ শ্মশানায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। তন্মূলে মণিপীঠায় নমঃ এবং নানালঙ্কারেভ্যো নমঃ, নানামুনিভ্যঃ, নানাদেবেভ্যঃ, বহুমাংসাস্থিমোদমানশিবাভ্যঃ। চতুর্দ্দিক্ষু শবমুণ্ডচিতাঙ্গারাস্থিভ্যঃ। ততোঽগ্ন্যাদ্যষ্ট-দলেষু ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ এবং সরস্বত্যৈ রত্যৈ প্রীত্যৈ কীর্ত্ত্যৈ শান্ত্যৈ তুষ্ট্যৈ পুষ্ট্যৈ, (১) মধ্যে হসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ। তদুক্তং সিদ্ধসারস্বতে।—লক্ষ্মীঃ সরস্বতী চৈব রতিঃ প্রীতিস্তথৈব চ। কীর্ত্তিঃ শান্তিশ্চ তুষ্টিশ্চ পুষ্টি-(২) রিত্যষ্ট শক্তয়ঃ। দেব্যা নীলসরস্বত্যাঃ পীঠশক্তয় ঈরিতাঃ। বীরতন্ত্রে।—তন্মধ্যে পূজয়েদ্দেব্যা বাহনং শবমেব চ ॥ ২৬ ॥ ততো ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ। তদ্ যথা,—স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা হংস ইতি মন্ত্রেণ কুলকুণ্ডলিনীং জীবাত্মানং বৈলোম্যেন (৩) চতুর্ব্বিংশতিতত্বানি চ সুষুম্নাবর্ত্মনা শিরোঽবস্থিতপরমাত্মনি পরম-শিবে সংযোজ্য 'হ্রীং' কারং রক্তবর্ণং নাভৌ ধ্যায়ন্ পূরকেণ তস্য ষোড়শবারজপেন তদুদ্ভূতেনাগ্নিনা লিঙ্গশরীরং সন্দহ্য 'স্ত্রীং'কারং পীতবর্ণং হৃদি চিন্তয়ন্ কুম্ভকেন তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন তদুদ্ভূতেন বায়ুনা ভস্ম প্রোৎসার্য্য 'হূং'কারং শ্বেতবর্ণং শিরসি ধ্যায়ন্ রেচকেন তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন তদুদ্ভূতেনামৃতেন তদস্থি প্লাবিতং কৃত্বা সমস্তমপগতব্যথং বিশ্বং শরীরমাপ্লাবয়েৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—ষট্‌ত্রিংশত্তত্বানি শরীর-

---

স্বরযুক্ত স্ব স্ব বীজ যোগ করিতে হইবে। পূজার প্রণালী উপরে দ্রষ্টব্য। সিদ্ধ সারস্বতে বলিয়াছেন,—লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি, প্রীতি, কীর্ত্তি, শান্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি—এই অষ্ট শক্তি নীলসরস্বতীর পীঠশক্তি। বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন,—তাহার মধ্যস্থলে দেবীর বাহন শবের পূজা করিবে। ২৬। অনন্তর ভূতশুদ্ধি করিবে।—সাধক স্বীয় ক্রোড়দেশে দুই হস্ত রাখিয়া পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক 'হংসঃ' এই মন্ত্রে কুলকুণ্ডলিনী, জীবাত্মা ও চতু-র্ব্বিংশতিতত্বকে ঊর্দ্ধগতিদ্বারা সুষুম্নাপথে মস্তকস্থ সহস্রারপদ্মে পরম শিবে যোজিত করিয়া নাভিদেশে রক্তবর্ণ "হ্রীং" এই বীজ চিন্তাকরত ষোল বার জপরূপ পূরক দ্বারা উৎপন্ন অগ্নিতে লিঙ্গ শরীর দগ্ধ করিবে তাহার পরে পীতবর্ণ 'স্ত্রীং" এই বীজ হৃদয়ে চিন্তাকরত চতুঃষষ্টিবার জপরূপ কুম্ভক দ্বারা উৎপন্ন বায়ুদ্বারা সেই ভস্ম উৎসারণ করিবে। তাহার পরে শ্বেতবর্ণ "হূং" এই বীজকে মস্তকে চিন্তা করত বত্রিশবার জপরূপ পূরক দ্বারা উৎপন্ন অমৃতে সেই ভস্মগত অস্থি প্লাবিত করিবে; সেই অমৃতে সমস্ত বিশ্বশরীরকেও প্লাবিত করিয়া ব্যথা-শূন্য করিবে। শ্রুতিতে

---

(১) পুষ্ট্যৈ তুষ্ট্যৈ ইতি (ক) (খ) পাঠক্রমঃ। (২) পুষ্টিশ্চ তুষ্টিরিতি (ক) (খ) পাঠক্রমঃ।

(৩) ঊর্দ্ধগত্যা (খ পু)।

মিতি। তত আত্মানমপগতব্যথং নির্ম্মলং দেবতাঽভেদেন বিচিন্তয়েৎ। তস্মিন্ বিশ্বব্যাপকে বারিণি আঃকারাদ্রক্তপঙ্কজং তদুপরি টাঙ্কারাৎ শ্বেতপঙ্কজং তদুপরি নীলসন্নিভং হূঁকারং ধ্যাত্বা, তদুপরি হূঁকারভূষিতাং কর্ত্তৃকাং ধ্যায়েৎ। তদুপরি দেবতাং ধ্যাত্বা, আং হ্রীং ক্রোং স্বাহেত্যেকাদশবারং জপন্, প্রাণাম্ প্রতিষ্ঠাপ্য ধ্যায়েৎ। তদুক্তং ফেৎকারীয়ে।—মায়াং নাভৌ রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তজ্জাতবহ্নিনা। শুষ্কং কর্ম্মাত্মকং দেহং দগ্ধং সঞ্চিন্তয়েত্ততঃ। স্ত্রীঙ্কারং হৃদি পীতাভং তজ্জাতেন বায়ুনা। ভস্ম প্রোৎসারিতং কৃত্বা ললাটে চিন্তয়েত্ততঃ। কূর্চ্চং তুষারবর্ণাভং তজ্জাতামৃতেন চ। তদস্থি প্লাবিতং কৃত্বা তদাত্মানং বিচিন্তয়েৎ। সর্ব্বব্যথাবিনির্ম্মুক্তং নির্ম্মলং দেবতাময়ম্। ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং শূন্যং বিশ্বং বিচিন্তয়েৎ। নির্লেপং নির্গুণং শুদ্ধমাত্মানং দেবতাময়ম্। অন্তরীক্ষে ততো ধ্যায়েদাঃকারাদ্রক্তপঙ্কজম্। ভূয়স্তস্যোপরি ধ্যায়েৎ টাঙ্কারাৎ শ্বেতপঙ্কজম্। তস্যোপরি পুনর্ধ্যায়েৎ হূঁকারং নীলসন্নিভম্। ততো হূঁকারজাং পশ্যেৎ কর্ত্তৃকাং বীজভূষিতাম্। কর্ত্র্যুপরিগতাং ধ্যায়েদাত্মানং তারিণীময়ম্ ॥ ২৭॥ প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ। নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্। চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং (১) মহাভীমাং বরপ্রদাম্।

বলিয়াছেন,—ছত্রিশ তত্ত্বই শরীর। তাহার পরে ব্যথাশূন্য নির্ম্মল আত্মাকে দেবতার সহিত অভিন্ন চিন্তা করিবে, সেই বিশ্বব্যাপী অমৃত সলিলে 'আঃ'—কার হইতে রক্তপদ্ম, 'টাং'—কার হইতে, শ্বেতপদ্ম তাহার উপরে নীলপদ্মতুল্য 'হূং'—কার চিন্তা করিয়া তাহার উপরে হূঙ্কারভূষিতা কর্ত্তৃকা চিন্তা করিবে। সেই কর্ত্তৃকার উপরে দেবতার ধ্যান করিয়া 'আং হ্রীঁ ক্রোং স্বাহা' এই মন্ত্র একাদশবার জপ করিয়া স্বহৃদয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ধ্যান করিবে। ফেৎকারীয় তন্ত্রে এই ভূতশুদ্ধির বিষয় কথিত হইয়াছে,—যথা নাভিতে রক্তবর্ণ 'হ্রীং' বীজ চিন্তা করিয়া তাহা হইতে উৎপন্ন বহ্নিদ্বারা কর্ম্মময় দেহকে শুষ্ক করিয়া দগ্ধ করিবে। তাহার পরে হৃদয়ে পীতবর্ণ 'স্ত্রীং' এই বীজ চিন্তা করিবে। তাহা হইতে উৎপন্ন বায়ুদ্বারা শরীরের দগ্ধভস্ম উৎসারিত করিবে। তাহার পরে ললাটে তুষারবর্ণ কূর্চ্চবীজ চিন্তা করিয়া তাহা হইতে উৎপন্ন অমৃতদ্বারা ভস্মমধ্যস্থ অস্থি প্লাবিত করিয়া আত্মা সকল ব্যথাশূন্য নির্ম্মল দেবতাময় হইয়াছেন,—এইরূপ চিন্তা করিবে। এইরূপে ভূতশুদ্ধি করিয়া সমস্ত বিশ্বকে শূন্য এবং স্বীয় আত্মাকে নির্লেপ নির্ম্মল গুণাতীত নির্গুণ দেবতাময় চিন্তা করিয়া অন্তরীক্ষে 'আঃ' এই বর্ণকে রক্তপদ্মস্বরূপ, তদুপরি 'টাং' এই বর্ণকে শ্বেতপদ্মরূপ, তদুপরি 'হূঁ' এই বীজকে নীলপদ্মরূপ, তদুপরি 'হূঁ' এই বীজকে কর্ত্তরিকাস্বরূপ চিন্তা করিয়া তদুপরি আপনাকে তারিণীরূপ ধ্যান করিবে। ২৭। ধ্যান যথা,—যিনি প্রত্যা-

---

(১) ললজ্জিহ্বামিতি (খ) পাঠঃ।

খড়্গকর্ত্রীসমাযুক্ত-সব্যেতরভুজদ্বয়াম্। কপালোৎপলসংযুক্ত-সব্যপাণিযুগান্বিতাম্। পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্। (বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রয়ভূষিতাম্। জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্। সাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাম্। বিশ্বব্যাপক-তোয়ান্তঃশ্বেতপদ্মোপরি স্থিতাম্।) (১) অক্ষোভ্যো দেবীমূর্দ্ধস্থস্ত্রিমূর্ত্তির্নাগরূপধৃক্। পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতামিতি ললাটে শ্বেতাস্থি-পট্টিকাচতুষ্টয়ান্বিত-কপালপঞ্চকভূষিতামিত্যর্থঃ। শ্বেতাস্থিপট্টিকাযুক্তকপাল-পঞ্চশোভিতামিতি তন্ত্রচূড়ামণৌ। শ্রীশঙ্করাচার্য্যেণাপ্যুক্তং "বিচিত্রাস্থিমালাং ললাটে করালাং কপালঞ্চ পঞ্চান্বিতং ধারয়ন্তী"মিতি ॥ ২৮ ॥ ততঃ প্রাণায়ামঃ।—বামনাসাপুটেন মূলং চতুর্ব্বারং জপ্ত্বা বায়ুং পূরয়েৎ। তদনু নাসাপুটৌ ধৃত্বা ষোড়শবারেণ কুম্ভয়েৎ। তদনু দক্ষিণনাসাপুটেন বারাষ্টকাবর্ত্তেন রেচয়েৎ। পুনর্দ্দক্ষিণেনাপূর্য্য কুম্ভয়িত্বা বামেন রেচয়েৎ। পুনর্ব্বামেনাপূর্য্য কুম্ভয়িত্বা দক্ষিণেন রেচয়েৎ। ইতি প্রাণায়ামত্রয়ং ভবতি ॥ ২৯ ॥ তত

লীঢ়পদা, ভয়ঙ্করাকৃতি, খর্ব্বা ও লম্বোদরী, যাঁহার গলদেশে নরমুণ্ডরচিত মালা ও কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মদ্বারা আবৃত, যিনি নবযৌবনশালিনী পঞ্চমুদ্রাদ্বারা অলঙ্কৃতা, চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বাধারিণী, মহাভয়ঙ্করমূর্ত্তি ও বরপ্রদানশীলা; যাঁহার দক্ষিণ ভাগের দুই হস্তে খড়্গ ও কর্ত্তরিকা, বামহস্তদ্বয়ে নরকপাল ও উৎপল, মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ একটী জটা, মৌলিদেশে অক্ষোভ্য ঋষি অবস্থিত; বালসূর্য্যের ন্যায় যাঁহার তিনটি চক্ষু; প্রজ্বলিত চিতামধ্যে যিনি অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার দন্তপঙ্ক্তি অতিভীষণ, যাঁহার বদন ভাবাবেশে সর্ব্বদা সহাস্য, যিনি স্ত্রী-জনোচিত বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা এবং বিশ্বব্যাপক জলমধ্যগত শ্বেতপদ্মের উপরি যিনি অবস্থান করিতেছেন, সেই ভগবতীকে চিন্তা করিবে। অক্ষোভ্যশব্দে দেবীর মস্তকে অবস্থিত নাগরূপধারী ত্রিমূর্ত্তি এক ঋষি। পঞ্চমুদ্রা-শব্দে শ্বেতাস্থিনির্ম্মিত পট্টিকাচতুষ্টয় ও পঞ্চ-নরকপাল। ২৮। তন্ত্রচূড়ামণিতে বলিয়াছেন, শ্বেতবর্ণ অস্থিপট্টিকা পাঁচটি নরকপাল দ্বারা ভূষিতা। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন 'ললাটে ভীষণ বিচিত্র অস্থিমালা এবং পঞ্চ নরকপাল ধারণ করিতেছেন। তাহার পরে প্রাণায়াম করিবে। যথা,—চারিবার মূল মন্ত্র জপ করত বামনাসাদ্বারা বায়ু পূরণ করিবে। তাহার পরে দুই নাসাপুট ধারণ করিয়া ষোলবার মূলমন্ত্র জপ করত কুম্ভক করিবে। অনন্তর দক্ষিণনাসাপুটে ঐ মন্ত্র অষ্টবার জপ করত বায়ু রেচন করিবে। পুনর্ব্বার দক্ষিণনাসায় পূরণ, উভয় নাসাপুট ধারণে কুম্ভক এবং বামনাসাপুটে বায়ু রেচন করিবে। পুনর্ব্বার বামনাসায় পূরণ, উভয় নাসাপুট ধরিয়া কুম্ভক এবং দক্ষিণনাসায় বায়ু রেচন করিবে। এইরূপে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

ঋষ্যাদিন্যাসঃ,—শিরসি অক্ষোভ্য-ঋষয়ে নমঃ। মুখে বৃহতীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীমদেকজটায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হূঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ ফট্ শক্তয়ে নমঃ। শেষাণ্যঙ্গান্যুচ্চার্য্য (১) সর্ব্বাঙ্গে কীলকায় নমঃ। তথা চ বীরতন্ত্রে।—অক্ষোভ্যঋষিরেতস্যা বৃহতীচ্ছন্দ ঈরিতম্। নীলা সরস্বতী দেবী ত্রিষু লোকেষু গোপিতা। হূং বীজমন্ত্রঃ (২) শক্তিঃ স্যাচ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ॥ ৩০ ॥ ততঃ কালীতন্ত্রোক্তমাতৃকান্যাসঃ। তথা চোক্তম্। যথা কালী তথা নীলা তৎক্রমান্মাতৃকাং ন্যসেৎ। তদ্যথা—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমো হৃদি। এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমো দক্ষভুজে। ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমো বামভুজে। ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমো দক্ষিণজঙ্ঘায়াম্। মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমো বামজঙ্ঘায়াম্ ॥ ৩১ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ;—হ্রাং অখিলবাগ্রূপিণ্যৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীঁ অখণ্ডবাগ্রূপিণ্যৈ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূঁ ব্রহ্মবাগ্রূপিণ্যৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈঁ বিষ্ণুবাগ্রূপিণ্যৈ (৩) অনামিকাভ্যাং হুঁ। হ্রৌঁ রুদ্রবাগ্রূপিণ্যৈ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ সর্ব্ববাগ্রূপিণ্যৈ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। অঙ্গুলীনিয়মস্তু পূর্ব্বএবোক্তঃ। অয়ন্তু নীলসরস্বতীপক্ষে। তথা চ তামধিকৃত্য সিদ্ধসারস্বতে,—অখিলবাগ্রূপিণীং প্রোচ্য হৃদয়ায় নমো বদেৎ। অখণ্ডবাগ্রূপিণীতি শিরসে বহ্নিবল্লভা। ব্রহ্মবাগ্রূপিণীমুক্ত্বা শিখায়ৈ বষড়িত্যপি। বিষ্ণুবাগ্রূপিণীং প্রোচ্য কবচায় হুমুচ্চরেৎ ॥ রুদ্রবাগ্রূপিণীং নেত্রত্রয়ায় বৌষড়িত্যপি। সর্ব্ববাগ্রূপিণীমুক্ত্বা অস্ত্রায় ফড়িতি স্মরেৎ।

করিবে। ২৯। ঋষ্যাদিন্যাসের মন্ত্র, ও প্রণালী উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। বীরতন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাসের প্রমাণ দিয়া বলিয়াছেন—অক্ষোভ্য এই মন্ত্রের ঋষি, বৃহতী ইহার ছন্দ, ত্রিলোকে গোপিতা নীলা সরস্বতী ইঁহার দেবতা। হূঁকার বীজ, ফট্ শক্তি। চতুর্ব্বর্গফল ইহাদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩০। তাহার পরে কালীতন্ত্রোক্ত মাতৃকান্যাস করিবে। প্রমাণে বলিয়াছেন,—যেমন কালী, নীলাও তদ্রূপ, নীলার পূজাতে কালীপূজার নিয়মক্রমেই ন্যাস করিবে। ন্যাসের প্রণালী উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। ৩১। তাহার পরে হ্রীঁ অখিলবাগ্রূপিণ্যৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করিবে। অঙ্গন্যাসের অঙ্গুলিনিয়ম পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এইরূপ অঙ্গন্যাস নীলসরস্বতীপক্ষে জানিবে। নীলসরস্বতী-অধিকারে সিদ্ধসারস্বততন্ত্রে বলিয়াছেন,—'অখিলবাগ্‌রূপিণী' বলিয়া 'হৃদয়ায় নমঃ' বলিবে। 'অখণ্ডবাগ্রূপিণী' বলিয়া 'শিরসে স্বাহা', 'ব্রহ্মবাগ্রূপিণী' বলিয়া 'শিখায়ৈ বষট্', 'বিষ্ণুবাগ্‌রূপিণী' বলিয়া 'কবচায় হুং', 'রুদ্রবাগ্রূপিণী' বলিয়া 'নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।' 'সর্ব্ববাগ্‌রূপিণী' বলিয়া 'অস্ত্রায় ফট'

---

(১) শেষাণি মন্ত্রস্তেভি শেষঃ (খ চি)। (২) ফট্। (৩) (খ) পুস্তকেঽত্র 'নমঃ' ইত্যধিকঃ।

ষড়্দীর্ঘমায়াবীজান্তে ঙেহন্তং নামাভিযোজয়েৎ। (অয়ন্তু নীলসরস্বতীপক্ষে।)(১) (অন্যত্র তু)(২) হ্রাং একজটায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীঁ তারিণ্যৈ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূং বজ্রোদকে মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈঁ উগ্রজটে অনামিকাভ্যাং হুঁ। হ্রৌঃ মহাপ্রতিসরে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথা চ একজটামধিকৃত্য নীলতন্ত্রে,—বীজান্তে একজটায়ৈ হৃদয়ং পরিকীর্ত্তিতম্। তারিণ্যৈ শিরসে তদ্বদ্বজ্রোদকে শিখা তথা। উগ্রজটে চ কবচং মহাপ্রতিসরে তথা। পিঙ্গোগ্রৈকজটে তদ্বন্নেত্রাস্ত্রে (৩) পরিকীর্ত্তিতে। ষড়্দীর্ঘমায়াবীজান্তে ঙেন্তং নামাভিযোজয়েৎ ॥ ৩২ ॥ (অনুক্তত্বাদত্র পীঠন্যাসমাতৃকান্যাসৌ ন লিখিতৌ।) (৪) তথা চ ফেৎকারীয়ে,—অত্রোক্তমাচরেৎ সম্যক্ (৫) নান্যৎ সঞ্চারয়েদ্ বুধঃ। ততঃ ফলার্থিনা তারাষোঢ়ান্যাসঃ (৬) কর্ত্তব্যঃ ॥ ৩৩ ॥ তারাষোঢ়াং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতাম্। সর্ব্ববিঘ্নোপশমনীং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ৩৪ ॥ মহাদারিদ্র্যশমনীং সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনীম্। সর্ব্বকামপ্রদাং নিত্যাং সর্ব্বসাম্রাজ্যদায়িনীম্ ॥ ৩৫ ॥ শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় বিনীতায় মহাত্মনে। বদান্যায় কুলীনায় শুদ্ধাচাররতায় চ ॥ ৩৬ ॥ এবং-

বলিবে। ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া মায়াবীজের পরে চতুর্থীর একবচনান্ত করিয়া উক্ত নামগুলির প্রয়োগ করিবে। একজটাপক্ষে করাঙ্গন্যাস উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। একজটার অধিকারে নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন,—ছয়টী দীর্ঘস্বরযুক্ত মায়াবীজের অন্তে 'একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ' বলিবে এইরূপ 'তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা। বজ্রোদকে শিখায়ৈ বষট্। উগ্রজটে কবচায় হুং। মহাপ্রতিসরে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, পিঙ্গোগ্রৈকজটে অস্ত্রায় ফট্'—বলিয়া অঙ্গন্যাস করিবে। ৩২। তারাতন্ত্রে পীঠন্যাস ও মাতৃকান্যাস উল্লিখিত না থাকায় এই স্থলে উক্ত ন্যাসদ্বয় লিখিত হইল না। ফেৎকারিণীতন্ত্রে বলিয়াছেন যে, তারাপ্রকরণে যে সকল ন্যাস কথিত হইয়াছে সেই সকল ন্যাসই করিবে, যাহা কথিত হয় নাই তাহা করিতে হইবে না; ফলকামী ব্যক্তি তারাষোঢ়ান্যাস করিবে।৩৩। এক্ষণে সর্ব্বতন্ত্রে গোপিত তারাষোঢ়ান্যাস বলিব। এই ষোঢ়ান্যাস সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নের শান্তিকর ও সর্ব্বপাপবিনাশক। ৩৪। এই ষোঢ়ান্যাসে মহাদারিদ্র্য নষ্ট হয় সকলপ্রকার সম্পদ্ লাভ হয়, সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হয় ও নিখিল সাম্রাজ্য লাভ হইয়া থাকে। ৩৫। যে শিষ্য বিনীত

---

(১) বন্ধনীমধ্যে 'একজটাপক্ষে' ইতি (খ) পাঠঃ। (২) বন্ধনীপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি। (ক) পুস্তকেত্বত্র 'সর্ব্বত্র' ইতি পাঠঃ।

(৩) নেত্রান্তে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ। অন্তঃ শেষঃ অস্ত্রমিতি যাবৎ ইত্যর্থঃ কর্ত্তব্যঃ। (৪) বন্ধনীমধ্যে 'অত্র বর্ণন্যাসপীঠন্যাসৌ ন লিখিতৌ অনুক্তত্বাৎ। ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৫) অত্রোক্তানাচরেন্ন্যাসানিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৬) কালীষোঢ়ান্যাসো বাঃ ইত্যধিকঃ (ক) (খ) পাঠঃ।

বিধায় দেবেশি সাধকায় প্রকাশয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ অন্যথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাদিত্যাজ্ঞা শঙ্করৈঃ কৃতা ॥ ৩৮ ॥ রুদ্রৈস্তু প্রথমো ন্যাসো দ্বিতীয়স্তু গ্রহৈর্ম্মতঃ। লোকপালৈস্তৃতীয়ঃ স্যাচ্ছিবশক্ত্যা চতুর্থকঃ ॥ তারাদিভিঃ পঞ্চমঃ স্যাৎ ষষ্ঠঃ পীঠৈর্নিগদ্যতে। একেন (১) সহিতা রুদ্রাঃ পঞ্চাশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ বিন্দুযুক্তৈর্ম্মাতৃকার্ণৈস্ত্র্যক্ষরীবীজপূর্ব্বকৈঃ। ঙেন্তৈর্নমোঽন্তৈর্দ্দেবেশি বিন্যসেত্তান্ ক্রমাৎ সুধীঃ। তারিণী ত্র্যক্ষরী প্রোক্তা ভববন্ধবিনাশিনী। নীলবর্ণাং ত্রিনয়নাং শবাসনসমাযুতাম্। বিভ্রতীং বিবিধাং ভূষাং মৌলারক্ষোভ্যভূষিতাম্। এবং ধ্যাত্বা তারিণীন্তু সমাহিতমনাশ্চিরম্ ॥ ৪০ ॥

অথ রুদ্রন্যাসঃ।—হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ অং শ্রীকণ্ঠেশায় নমঃ। ইত্যাদিনা মাতৃকাবন্ন্যসেৎ। ৩ আং অনন্তেশায় ৩ ইং সূক্ষ্মেশায় ৩ ঈং ত্রিমূর্ত্তীশায় ৩ উং অমরেশায় ৩ ঊং অর্ঘীশায়। এবং ৩ ঋং ভারভূতীশায় ৩ ৠং অতিথীশায় ৩ ঌং স্থাণুকেশায় ৩ ৡং হরেশায় ৩ এং ঝিণ্টীশায় ৩ ঐং ভৌতিকেশায় ৩ ওং সদ্যোজাতেশায় ৩ ঔং অনুগ্রহেশায় ৩ অং অক্রূরেশায় ৩ অঃ মহাসেনেশায় ৩ কং ক্রোধীশায় ৩ খং চণ্ডেশায় ৩ গং পঞ্চান্তকেশায় ৩ ঘং শিবোত্তমেশায় ৩ ঙং একরুদ্রেশায় ৩ চং কূর্ম্মেশায় ৩ ছং একনেত্রেশায় ৩ জং চতুরাননেশায় ৩ ঝং অজেশায় ৩ ঞং সর্ব্বেশায় ৩ টং সোমেশায় ৩ ঠং লাঙ্গলীশায় ৩ ডং দারুকেশায় ৩ ঢং অর্দ্ধনারীশ্বরেশায় ৩ ণং উমাকান্তেশায় ৩ তং আষাঢ়ীশায় ৩ থং দণ্ডীশায় ৩ দং অদ্রীশায় ৩ ধং মীনেশায় ৩ নং মেষেশায় ৩ পং লোহিতেশায়

ভক্তিযুক্ত, মহাত্মা, দানশীল, সৎকুলজাত ও সদাচাররত, তাহার নিকটেই এই ন্যাস প্রকাশ করিবে। মহাদেবের এইরূপ আদেশ আছে যে, পূর্ব্বোক্ত গুণশালী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে এই ন্যাস প্রদান করিলে মন্ত্রসিদ্ধির ব্যাঘাত হয়।৩৬—৩৮। প্রথম রুদ্রন্যাস, দ্বিতীয় গ্রহন্যাস, তৃতীয় লোকপালন্যাস, চতুর্থ শিবশক্তিন্যাস, পঞ্চম তারাদিন্যাস, ষষ্ঠ পীঠন্যাস এই ষড়্বিধ ন্যাস করিলে ষোঢ়ান্যাস করা হয়।৩৯। ‘হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ’ এই বীজত্রয়ের পরে অকারাদিবর্ণকে বিন্দুযুক্ত করিয়া চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত দেবতার নামোল্লেখপূর্ব্বক ‘নমঃ’ শব্দ অন্তে দিয়া ন্যাস করিবে। ‘হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ’ তারাদেবীর এই ত্র্যক্ষরমন্ত্রে ন্যাসাদি করিলে সাধাকের পুনর্ব্বার সংসারে জন্ম হয় না। তারাদেবী নীলবর্ণা, ত্রিনয়না, শবাসনে আরূঢ়া, বিবিধ আভরণে বিভূষিতা ও তাঁহার শিরোদেশে অক্ষোভ্য ঋষি অবস্থিত। এইরূপে ধ্যান করত একাগ্রচিত্তে ন্যাস করিবে।৪০। ষোঢ়ান্যাসের প্রণালী যথা,—প্রথমে রুদ্রন্যাস করিবে। যথা,—মস্তকে ‘হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ অঁ শ্রীকণ্ঠেশায় নমঃ’ ইত্যাদিরূপে ললাট প্রভৃতি মাতৃকান্যাসস্থানে—অর্থাৎ ললাট, মুখ, দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসাপুট, দুই গণ্ড ওষ্ঠ ও অধর, দুই দন্তপঙ্‌ক্তি, মস্তক, মুখ, বাহুমূল, কফোণি, মণিবন্ধ, অঙ্গুলিমূল, অঙ্গুলির অগ্র, উরুমূল, জঙ্ঘামূল, পাদমূলসন্ধি, পাদাঙ্গুলিমূল, পাদাঙ্গুল্যগ্র, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ,

---

(১) একৈক ইতি (খ) পাঠঃ।

৩ ফং শিখীশায় ৩ বং ছগলণ্ডেশায় ৩ ভং দ্বিরণ্ডেশায় ৩ মং মহাকালেশায় ৩ যং বালীশায় ৩ রং ভুজঙ্গেশায় ৩ লং পিনাকীশায় ৩ বং খড়্গীশায় ৩ শং বকেশায় ৩ ষং শ্বেতেশায় ৩ সং ভৃগ্বীশায় ৩ হং নকুলীশায় ৩ লং শিরেশায় ৩ ক্ষং সংবর্ত্তকেশায়। ইতি রুদ্রন্যাসঃ ॥ ৪১ ॥ স্বরৈর্হৃদি ন্যসেদর্কং রক্তং ত্র্যক্ষরপূর্ব্বকৈঃ। ভ্রুবোর্ম্মধ্যে যবর্গেণ সোমং শুক্লন্তু বিন্যসেৎ। নেত্রত্রয়ে কবর্গেণ লোহিতং মঙ্গলং ন্যসেৎ। হৃন্মণ্ডলে তথা শ্যামং চবর্গেণ বুধং ন্যসেৎ। কণ্ঠকূপে পীতবর্ণং টবর্গেণ বৃহস্পতিম্। পাণ্ডুরাভং তবর্গেণ শুক্রন্তু গলদেশকে। নাভিদেশে নীলবর্ণং (১) পবর্গেণ শনৈশ্চরম্। শবর্গেণ ধূম্রবর্ণং রাহুং বক্ত্রে ন্যসেত্ততঃ। লক্ষাভ্যাং গুদদেশে চ কেতুং ধূম্রং বরাননে। প্রয়োগস্তু.—হৃদি রক্তবর্ণং সূর্য্যং ধ্যাত্বা হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ অং ১৬ সূর্য্যায় নমঃ। ভ্রূমধ্যে শুক্লবর্ণং সোমং ধ্যাত্বা ৩ যং রং লং বং সোমায় নমঃ। নেত্রত্রয়ে লোহিতং মঙ্গলং ধ্যাত্বা ৩ কং ৫ মঙ্গলায় নমঃ। হৃদয়মণ্ডলে শ্যামং বুধং ধ্যাত্বা ৩ চং ৫ বুধায় নমঃ। কণ্ঠকূপে পীতবর্ণং বৃহস্পতিং ধ্যাত্বা ৩ টং ৫ বৃহস্পতয়ে নমঃ। গলদেশে পাণ্ডুরং শুক্রং ধ্যাত্বা ৩ তং ৫ শুক্রায় নমঃ। নাভিদেশে নীলবর্ণং (২) শনৈশ্চরং ধ্যাত্বা ৩ পং ৫ শনৈশ্চরায় নমঃ। মুখে ধূম্রবর্ণং রাহুং ধ্যাত্বা ৩ শং ষং সং হং রাহবে নমঃ। গুদে ধূম্রবর্ণং কেতুং ধ্যাত্বা ৩ লং ক্ষং কেতবে নমঃ। ইতি গ্রহন্যাসঃ ॥ ৪২ ॥ ইন্দ্রমগ্নিং যমং রক্ষো বরুণং

নাভি, উদর, বক্ষঃস্থল, দক্ষিণস্কন্ধ, ককুৎস্থান, বামস্কন্ধ, হৃদয়াদি দক্ষিণহস্ত, হৃদয়াদি বামহস্ত, হৃদয়াদি দক্ষিণপাদ, হৃদয়াদি বামপাদ, হৃদয়াদি উদর ও হৃদয়াদি মুখ, এই সকল স্থানে উপরি লিখিত মন্ত্রে ন্যাস করিবে। ন্যাসকালে প্রত্যেক দেবতার নামের আদিতে 'হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ' এই বীজত্রয় এবং অকারাদি পঞ্চাশদ্ বর্ণের এক একটি বর্ণ যোগ করিবে। উপরে যে যে স্থলে ৩ এই অঙ্ক লিখিত আছে, ঐস্থলে 'হ্রীং স্ত্রীং হূং' এই তিন বীজ যোগ করিবে। ৪১। এইরূপে রুদ্রন্যাস করিয়া গ্রহন্যাস করিবে; 'হ্রীং স্ত্রীং হূং' এই তিন অক্ষর অগ্রে উল্লেখ করিয়া ষোড়শ স্বরবর্ণ দ্বারা হৃদয়ে রক্তবর্ণ সূর্য্যের ন্যাস করিবে। ঐরূপে ভ্রূদ্বয় মধ্যে যবর্গ দ্বারা শুক্লবর্ণ সোমের ন্যাস করিবে। নেত্রত্রয়ে ঐরূপ কবর্গ দ্বারা লোহিতবর্ণ মঙ্গলের ন্যাস করিবে। হৃদয়ে চবর্গদ্বারা শ্যামবর্ণ বুধের ন্যাস করিবে। কণ্ঠকূপে টবর্গ দ্বারা পীতবর্ণ বৃহস্পতির ন্যাস করিবে। গলদেশে তবর্গদ্বারা পাণ্ডুবর্ণ শুক্রের ন্যাস করিবে। নাভিদেশে পবর্গদ্বারা নীলবর্ণ শনির ন্যাস করিবে। মুখে শবর্গদ্বারা ধূম্রবর্ণ রাহুর ন্যাস করিবে। হে বরাননে! গুহ্যদেশে ল ও ক্ষ এই দুই বর্ণদ্বারা ধূম্রবর্ণ কেতুর ন্যাস করিবে। ইহার প্রয়োগপ্রণালী উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রয়োগস্থলে ৩ অঙ্ক স্থলে 'হ্রীং স্ত্রীং হূং' এই তিন বীজ মন্ত্র বুঝিতে হইবে। ৪২। এইরূপে গ্রহন্যাস করিয়া লোকপালন্যাস করিতে হইবে। লোক-

---

(১) শুক্লবর্ণমিতি (খ) পাঠঃ। (২) শুক্লবর্ণমিতি (খ) পাঠঃ।

পবনং বিভুম্। ঈশানমাত্মনো মূর্দ্ধি দিক্ষু চাষ্টাস্বনুক্রমাৎ। অধোঽনন্তমূর্দ্ধ (১) দেশে ব্রহ্মাণঞ্চ ততো ন্যসেৎ। হ্রস্বদীর্ঘস্বরৈশ্চাষ্টবর্গৈস্ত্র্যক্ষরপূর্ব্বকৈঃ। আত্মনো মূর্দ্ধি দেশেঽষ্টদিক্ষধ উর্দ্ধঞ্চ বিন্যসেদিত্যর্থঃ। তত্র প্রয়োগঃ—হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ অং আং কং ৫ ইন্দ্রায় নমঃ। নমঃ সর্ব্বত্র। ৩ ইং ঈং চং ৫ অগ্নয়ে। ৩ উং ঊং টং ৫ যমায়। ৩ ঋং ৠং তং ৫ নৈর্ঋতায়। ৩ ঌং ৡং পং ৫ বরুণায়। ৩ এং ঐং যং রং লং বং বায়বে। ৩ ওং ঔং শং ষং সং হং কুবেরায়। ৩ অং অঃ লং ক্ষং ঈশানায়। ৩ অধঃ অনন্তায়। ৩ উর্দ্ধং ব্রহ্মণে। ইতি লোকপালন্যাসঃ॥ ৪৩॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। ততঃ পরশিবো দেবি ষট্‌শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৪৪॥ মূলাধারে তু ব্রহ্মাণং ডাকিনীসহিতং ন্যসেৎ। সর্ব্বত্র ত্র্যক্ষরীযুক্তং বাদিসান্তং সবিন্দুকম্॥ ৪৫॥ স্বাধিষ্ঠানাখ্যচক্রে তু সবিষ্ণুরাকিণীং তথা। বাদিলান্তং প্রবিন্যস্য নাভৌ তু মণিপূরকে॥ ৪৬॥ ডাদিফান্তার্ণসহিতং রুদ্রঞ্চ লাকিনীন্তথা। অনাহতে কাদিঠান্তম্ ঈশ্বরং কাকিনীং ন্যসেৎ॥ ৪৭॥ বিশুদ্ধাখ্যমহাচক্রে ষোড়শস্বরসংযুতম্। সদাশিবং শাকিনীন্তু বিন্যসেৎ পূর্ব্ববত্ততঃ॥ ৪৮॥ আজ্ঞাচক্রে তু দেবেশি হক্ষবর্ণসমন্বিতম্। পরং শিবং ব্রহ্মরূপং হাকিনীসহিতং ন্যসেৎ॥ ৪৯ মথ প্রয়োগঃ।—মূলাধারে হ্রীং স্ত্রীঁ হূঁ বং শং ষং সং ডাকিনীসহিতব্রহ্মণে নমঃ। স্বাধিষ্ঠানে ৩ বং ভং মং যং রং লং বং রাকিণীসহিতবিষ্ণবে নমঃ। মণিপূরে ৩ ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং লাকিনীসহিতরুদ্রায় নমঃ।

পালন্যাসে স্বীয় মস্তকের অষ্টদিকে ইন্দ্র, অগ্নি. যম, নৈর্ঋত, বরুণ বায়ু, কুবের ও ঈশান, —এই অষ্টদেবতা এবং উর্দ্ধে ব্রহ্মা ও অধোভাগে অনন্ত, এই সকল দেবতার ন্যাস করিবে। এই ন্যাসের মন্ত্র ও প্রণালী উপরে বিশদরূপে লিখিত আছে, এস্থলেও ৩ এই অঙ্কদ্বারা 'হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ' এই তিনটী বীজ বুঝিবে। এবং ৫ এই অঙ্কদ্বারা বর্গের পঞ্চাক্ষর উচ্চারণ করিতে হইবে। ৪৩। তাহার পরে শিবশক্তিন্যাস করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও পরশিব, ইহাঁদিগকে ষট্‌শিব বলে, মূলাধারে 'হ্রীং স্ত্রীং হূং' উচ্চারণ করিয়া ব হইতে ম পর্য্যন্ত বিন্দুযুক্ত পাঠ করিয়া ডাকিনী সহিত ব্রহ্মার ন্যাস করিবে। ঐরূপে স্বাধিষ্ঠানচক্রে ব হইতে ল পর্যান্ত বিন্দুযুক্ত পাঠ করিষা রাকিণী সহিত বিষ্ণুর ন্যাস করিবে। নাভিতে মণিপূর চক্রে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত বর্ণ ঐরূপ উচ্চারণ করিয়া লাকিনী সহিত রুদ্রের ন্যাস করিবে। অনাহত চক্রে ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়া কাকিনী সহিত ঈশ্বরের ন্যাস করিবে। বিশুদ্ধ নামক মহাচক্রে ষোড়শস্বর উচ্চারণ করিয়া শাকিনী সহিত সদাশিবের ন্যাস করিবে। হে দেবেশি, তাহার পরে আজ্ঞাচক্রে হ ক্ষ এই দুই বর্ণ উচ্চারণ কারয়া হাকিনী সহিত পরশিবের ন্যাস করিবে। উপরে ইহার প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলেও ৩ এই

---

(১) অধোঽনন্তং মূর্দ্ধি ইতি (খ) পাঠঃ।

অনাহতে ৩ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং কাকিনীসহিতেশ্বরায় নমঃ। বিশুদ্ধাখ্যে ৩ অং ১৬ শাকিনীসহিতসদাশিবায় নমঃ। আজ্ঞাচক্রে (১) ৩ হং ক্ষং হাকিনীসহিতপরশিবায় নমঃ। ইতি শিবশক্তিন্যাসঃ ॥ ৫০ ॥ তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা কালী সরস্বতী। কামেশ্বরী চ চামুণ্ডা ইত্যষ্টৌ তারিণী মতা। সর্ব্বাদৌ তারিণীবর্ণং সমুচ্চার্য্য ক্রমেণ তু। স্বরাদিবসুবর্গেণ ভূষিতেন চ বিন্দুনা। ঙেন্তা নমোঽন্তা ন্যস্তব্যাস্তারাদ্যা ধ্যানপূর্ব্বিকাঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে ললাটে চ ভ্রূমধ্যে কণ্ঠগহ্বরে। হৃদয়ে নাভিদেশে চ লিঙ্গে চাধারকে ন্যসেৎ। প্রয়োগস্তু ব্রহ্মরন্ধ্রে স্ত্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ অং ১৬ তারায়ৈ নমঃ। ললাটে ৩ কং ৫ উগ্রায়ৈ নমঃ। ভ্রূমধ্যে ৩ চং ৫ মহোগ্রায়ৈ নমঃ। কণ্ঠগহ্বরে ৩ টং ৫ বজ্রায়ৈ নমঃ। হৃদয়ে ৩ তং ৫ কাল্যৈ নমঃ। নাভিদেশে ৩ পং ৫ সরস্বত্যৈ নমঃ। লিঙ্গে ৩ যং রং লং বং কামেশ্বর্য্যৈ নমঃ। মূলাধারে ৩ শং ষং সং হং লং ক্ষং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। ইতি তারাদিন্যাসঃ ॥ ৫১ ॥ মূলাধারে কামরূপং হৃদি জালন্ধরং তথা। ললাটে পূর্ণগির্য্যাখ্যম্ ওড্ডীয়ানং তদূর্দ্ধকে। বারাণসীং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে জ্বলন্তীং লোচনত্রয়ে। মায়াবতীং মুখবৃত্তে কণ্ঠে মধুপুরীং (২) ততঃ। অযোধ্যাং নাভিদেশে চ কট্যাং কাঞ্চীং বিনির্দ্দিশেৎ। দশৈতানি প্রধানানি পীঠানি ক্রমতো বিদুঃ। হ্রস্বদীর্ঘস্বরৈর্ব্বর্গৈর্নমোঽন্তৈঃ ক্রমতো ন্যসেৎ ॥ অথ প্রয়োগঃ।—মূলা-

অঙ্কদ্বারা 'স্ত্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ' এই তিন বীজ বুঝিতে হইবে। বিশুদ্ধচক্রে 'অং' ইহার পর ১৬ এই অঙ্ক লিখিত আছে, ইহাদ্বারা অকারাদি ষোড়শস্বর বুঝিতে হইবে। এইরূপে শিবশক্তিন্যাস করিয়া তারাদিন্যাস করিতে হইবে। ৪৪—৫০। তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও চামুণ্ডা এই আটটি তারা কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মরন্ধ্র, ললাট, ভ্রূমধ্য, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি লিঙ্গ ও মূলাধার, এই অষ্টস্থানে সর্ব্বাগ্রে 'স্ত্রীং স্ত্রীং হূং' এই তারিণীমন্ত্র উচ্চারণের পর যথাক্রমে অকারাদি ষোড়শস্বর, ও কবর্গাদি আটটি বর্গে বিন্দু যোগপূর্ব্বক উচ্চারণ করিয়া তারা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত আটটি দেবতার ন্যাস করিবে। ইহার প্রয়োগ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩ অঙ্কে তিনবীজ, ১৬ অঙ্কে ষোড়শস্বর, 'কং' ইত্যাদির পরে যে ৫ অঙ্ক আছে ইহার দ্বারা বিন্দুযুক্ত পাঁচটি করিয়া বর্ণ বুঝিতে হইবে। ৫১। এইরূপে তারাদিন্যাস করিয়া পীঠন্যাস করিবে। মূলাধারে কামরূপপীঠ, হৃদয়ে জালন্ধরপীঠ, ললাটে পূর্ণগিরিপীঠ, তদূর্দ্ধে ওড্ডীয়ানপীঠ, ভ্রূমধ্যে বারাণসীপীঠ, লোচনে জ্বলন্তীপীঠ, মুখে মায়াবতীপীঠ, কণ্ঠে মধুপুরীপীঠ, নাভিদেশে অযোধ্যাপীঠ ও কটিদেশে কাঞ্চীপীঠ ন্যাস করিবে। এই দশটিকে প্রধান পীঠ বলে। ন্যাসস্থলে প্রত্যেক বর্গের পূর্ব্বে হ্রস্ব দীর্ঘ দুইটি করিয়া স্বর সংযোগ করিয়া

---

(১) ভ্রুবোর্ম্মধ্যে (খ) পাঠঃ।

(২) কণ্ঠেঽষ্টপুরীমিতি (ধ) পুস্তকে মুদ্রিত (খ) পুস্তকে চ পাঠঃ।

ধারে হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ অং আং কং ৫ কামরূপপীঠায় নমঃ। হৃদি ৩ ইং ঈং চং ৫ জালন্ধরপীঠায় নমঃ। ললাটে ৩ উং ঊং টং ৫ পূর্ণগিরিপীঠায় নমঃ। ললাটোর্দ্ধে ৩ ঋং ৠং তং ৫ ওড্ডীয়ানপীঠায় নমঃ। ভ্রুবোর্ম্মধ্যে ৩ ঌং ৡং পং ৫ বারাণসীপীঠায় নমঃ। লোচনত্রয়ে ৩ এং ঐং যং রং লং বং জ্বলন্তীপীঠায় নমঃ। মুখবৃত্তে ৩ ওং ঔং শং ষং সং হং মায়াবতীপীঠায় নমঃ। কণ্ঠে ৩ অং অঃ লং ক্ষং মধুপুরী (১) পীঠায় নমঃ। নাভিদেশে ৩ অযোধ্যাপীঠায় নমঃ। কট্যাং ৩ কাঞ্চীপীঠায় নমঃ ॥ ৫২ ॥ ইতি ষোঢ়া প্রকথিতা তারায়াঃ সর্ব্বসিদ্ধিদা। অক্ষোভ্যঃ সর্ব্বজন্তূনাং ন্যাসস্যাস্য প্রসাদতঃ ॥ ৫৩ ॥ ইতি রুদ্রযামলে তারাষোঢ়া (২) ॥

প্রকারান্তরং যথা, কালীতন্ত্রে।—মন্ত্রেণান্তরিতাং কৃত্বা (৩) ষড়্‌ধা চ মাতৃকাং ন্যসেৎ। ক্রমোৎ (৪) ক্রমাদ্বরারোহে তারাষোঢ়া প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫৪ ॥ কৃতেঽস্মিন্ ন্যাসবর্য্যে তু সর্ব্বং পাপং প্রণশ্যতি। যোগিনীনাং ভবেৎ পূজ্যঃ স দেবো ন তু মানুষঃ ॥ ৫৫ ॥ যং নমস্তি মহেশানি ষোঢ়াপুটিতবিগ্রহাঃ। অল্পায়ুঃ স ভবেৎ সদ্যো দেবতা কম্পতে ভিয়া। নাস্ত্যস্য পূজ্যো লোকেষু পিতৃমাতৃমুখোজ্জ্বলঃ (৫) ॥ ৫৬ ॥ তদুক্তং তন্ত্রান্তরে। ন্যসেৎ সর্গান্বিতাং সৃষ্ট্যা হৃত্যা বিন্দ্বন্তিকাং ন্যসেৎ। বিন্দুসর্গান্বিতাং ন্যস্যেৎ

প্রত্যেক পীঠের অন্তে ‘নমঃ’ শব্দ প্রদান পূর্ব্বক ন্যাস করিবে। ন্যাসপ্রণালী উপরে কথিত হইয়াছে। ৫২। তারার সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ষোঢ়ান্যাস কথিত হইল, এই ন্যাস করিলে সাধক সকল জন্তুর নিকট অক্ষোভ্য হইয়া থাকে। ৫৩। রুদ্রযামল হইতে এই তারা ষোঢ়ান্যাস উদ্ধৃত হইয়াছে।

কালীতন্ত্রে তারাদেবীর অন্য প্রকার ষোঢ়ান্যাস কথিত হইয়াছে,—মাতৃকান্যাসের অঙ্গ সমূহে মাতৃকা বর্ণগুলির এক একটিকে মন্ত্রবর্ণে অন্তরিত করিয়া অনুলোম বিলোমে ছয়প্রকারে,ন্যাস করিবে। হে বরারোহে! ইহাকেও তারাষোঢ়া বলে,এই প্রধানতম ন্যাস করিলে সকল পাপ নষ্ট হয় এই ন্যাসকর্ত্তা যোগিনীদিগের নিকট পূজনীয় হন, তিনি আর মানুষ থাকেন না, দেবতা হইয়া যান, ষোঢ়ান্যাসে পুটিত-দেহ সাধক যাহার নিকটে নত হন. সে অল্পায়ু হয়, সেই সাধকের নিকটে দেবতাও তাহার ভয়ে কম্পিত হন, এই লোকে তাঁহার পূজনীয় কেহ থাকে না। তাদৃশ সাধক পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের মুখ উজ্জ্বল করে।৫৪—৫৬। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন যে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারক্রমে উক্ত ন্যাস

---

(১) অষ্টপুরী (খ) পাঠঃ। মুদ্রিত (খ) পাঠশ্চ।

(২) ন্যাসঃ সমাপ্তঃ ইতি (খ) পাঠঃ। (৩) তথাচ মন্ত্রমুক্তা অং নমঃ ইতি মাতৃকাস্থানে ন্যসেৎ (খ ট)। (৪) উৎক্রমো যথা মন্ত্রমুক্তা ক্ষং নম ইত্যাদিনা (খ ট)।

(৫) “লোকেঽপি পিতৃমাতৃমুখো জনঃ ইতি (খ) পাঠঃ, স পিতৃমাতৃমুখলক্ষঃ ইতি ভট্টীকা।

ডাদ্যর্ণান্ (১) স্থিতিবর্ত্মনা ॥ ৫৭ ॥ সংহৃতের্দ্দোষসংহারঃ সৃষ্টেস্তু সুতপুষ্টয়ঃ। স্থিতেস্তু শান্তিবিন্যাসস্তস্মাৎ কার্য্যস্ত্রিধা মতঃ ॥ ৫৮ ॥ ন্যাসঃ সংহারান্তো মস্করিবৈখানসেষু বিহিতোহয়ম্। স্থিত্যন্তো গৃহমেধিষু সৃষ্ট্যন্তো বর্ণিনামিতি প্রাহুঃ ॥ ৫৯ ॥ বৈরাগ্যযুজি গৃহস্থে সংহারান্তং কেচিদাহুরাচার্য্যাঃ। সহজানৌ বনবাসিনি স্থিতিঞ্চ বিদ্যার্থিনাং সৃষ্টিম্ ॥৬০॥ এতেন সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিক্রমেণ কর্ত্তব্যম্। ষড়্ধা চেতি সৃষ্টিস্থিত্যাদ্যাৎক্রমেণেত্যর্থঃ। সৃষ্টিরকারাদিক্ষকারান্তঃ। স্থিতির্ডাদিঠান্তঃ। সংহৃতিঃ ক্ষকারাদ্যকারান্তঃ ॥ ৬১ ॥

অথ ষোঢ়ান্তরম্। তদুক্তং যামলে—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গুহ্যষোঢ়া স্থিয়ং প্রিয়ে। ন প্রকাশ্যমিদং ক্বাপি মন্ত্রিণঃ কায়শোধনে। প্রণবং মাতৃকাবর্ণৈঃ পুটিতং (২) মাতৃকাস্থলে ॥ ৬২ ॥ তেনৈব (৩) পুটিতং বর্ণং (৪) ন্যসেত্তত্রৈব পার্ব্বতি। মায়াবীজং (৫)

করা বিধেয়। সৃষ্টিন্যাসে বিসর্গযুক্ত, সংহারন্যাসে বিন্দুবিশিষ্ট এবং স্থিতিন্যাসে বিন্দু ও বিসর্গ উভয় যোগ করিয়া ন্যাস করিবে। সংহারন্যাসে সাধকের সমস্ত দোষ বিনষ্ট হয়, সৃষ্টিন্যাসে সন্তানের পুষ্টি ও স্থিতিন্যাসে সর্ব্বপ্রকার শান্তি হয়; অতএব সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার এই তিন ক্রমেই ন্যাস করা কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থাশ্রমী সাধক সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতি এই ত্রিবিধ ন্যাস করিবে, গৃহস্থসাধকের পক্ষে সৃষ্টি ও স্থিতি এই দ্বিবিধ ন্যাস ব্রহ্মচারিগণ কেবল সৃষ্টিন্যাসের অধিকারী। কোন কোন আচার্য্য বলেন, বৈরাগ্যযুক্ত গৃহস্থের পক্ষে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার এই ত্রিবিধ ন্যাসই বিহিত। যাহারা সপত্নীক হইয়া বনবাস আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা স্থিতিন্যাস করিবে। বিদ্যার্থী সাধক সৃষ্টিন্যাস করিবে। পূর্ব্বে যে ছয় প্রকার ন্যাসের কথা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই—সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার ভেদে তিন প্রকার অনুলোমে ও বিলোমে তাহাই আবার দ্বিপ্রকার হওয়ায় ছয় প্রকার হইল। সৃষ্টিন্যাস অকার হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত, স্থিতিন্যাস ডকার হইতে ঠকার পর্য্যন্ত এবং সংহারন্যাস ক্ষকার হইতে অকার পর্য্যন্ত বর্ণে করিতে হয়। ৫৭—৬১।

যামলে তারাদেবীর অন্য প্রকার ষোঢ়ান্যাস কথিত হইয়াছে। যথা,—হে দেবি! আর একটি ষোঢ়ান্যাস বলিতেছি শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে, ইহাকে গুহ্যষোঢ়া বলে। এই ন্যাস কদাচ প্রকাশ করিবে না। সাধকের দেহশুদ্ধির জন্য প্রথমে প্রণবকে মাতৃকাবর্ণ অর্থাৎ অকার হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ দ্বারা পুটিত করিয়া মাতৃকান্যাসস্থানে ন্যাস করিবে এবং অকার হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণসকলকে প্রণব দ্বারা পুটিত

---

(১) ঙন্তেদিডার্ণান্ ইতি (খ) পাঠঃ। (২) অং ওঁ অং নমঃ ললাটে ইত্যাদিনা।

(৩) তেনৈব প্রণবেন। (৪) মাতৃকাবর্ণম্।

(৫) তেন প্রণবপুটিতং মন্ত্রবর্ণং কৃত্বা ন্যসেৎ। এবং মন্ত্রবর্ণেন পুটিতং কৃত্বা প্রণবং ন্যসেৎ।

তথা দেবি বিন্যস্তব্যং প্রযত্নতঃ ॥ ৬৩ ॥ বধূবীজং তথা চৈব বিন্যসেৎ সুসমাহিতঃ। কূর্চ্চবীজং তথা দেবী ন্যসনীয়মশেষতঃ ॥ ৬৪ ॥ অস্ত্রং চৈব তথা ন্যস্বা সকলং (১) তদনন্তরম্। গুহ্যষোঢ়া ত্বিয়ং দেবি ন প্রকাশ্যা কদাচন। ইত্থং চ সিদ্ধিদা লোকে তথা দেবাসুরেষু চ। অবশ্যং প্রত্যহং কার্য্যা ন পূজা ন জপস্তথা ॥ ৬৫ ॥ অথবা কালীষোঢ়া কর্ত্তব্যা। তদুক্তং যামলে—গুহ্যষোঢ়া সদা কার্য্যা তারিণ্যা মন্ত্রসিদ্ধয়ে। কালীষোঢ়াথবা দেবি ন পূজা ন জপস্তথা ॥ ৬৬ ॥ ততো মূলমুচ্চার্য্য শির-আদিপাদপর্য্যন্তং পাদাদি-

করত ঐরূপে ন্যাস করিতে হইবে। যথা—ললাটে ‘অং ওঁ অং নমঃ,’ মুখে ‘আং ওঁ আং নমঃ’ ইত্যাদি এবং ললাটে ‘ওঁ অং ওঁ নমঃ,’ মুখে ‘ওঁ আং ওঁ নমঃ’ ইত্যাদি। তাহার পরে, হে দেবি, মায়াবীজকে অকারাদি বর্ণদ্বারা পুটিত করিয়া এবং অকারাদি বর্ণকে মায়াবীজ দ্বারা পুটিত করিয়া পূর্ব্বরূপে ন্যাস করিবে। যথা-ললাটে ‘অং হ্রীঁ অং নমঃ,’ মুখে ‘আং হ্রীঁ আং নমঃ’ ইত্যাদি এবং ললাটে ‘হ্রীঁ অং হ্রীঁ নমঃ,’ মুখে হ্রীঁ আং হ্রী নমঃ’ ইত্যাদি। অনন্তর বধূবীজকে অকারাদি বর্ণদ্বারা পুটিত করিয়া এবং বধূবীজদ্বারা অকারাদি বর্ণকে পুটিত করিয়া মাতৃকান্যাসস্থানে ন্যাস করিবে। যথা—ললাটে ‘অং স্ত্রীং অং নমঃ,’ মুখে ‘আং স্ত্রীঁ আং নমঃ’ ইত্যাদি এবং ললাটে ‘স্ত্রীং অং স্ত্রীং নমঃ,’ মুখে ‘স্ত্রীং আং স্ত্রীং নমঃ’ ইত্যাদি। পরে কূর্চ্চবীজকে অকারাদি বর্ণদ্বারা পুটিত করিয়া এবং কূর্চ্চবীজদ্বারা অকারাদি বর্ণকে পুটিত করিয়া পূর্ব্ববৎ ন্যাস করিবে। যথা—ললাটে ‘অং হূং অং নমঃ,’ মুখে ‘আং হূং আং নমঃ,’ ইত্যাদি এবং ললাটে ‘হূং অং হূং নমঃ,’ মুখে ‘হূং আং হূং নমঃ’ ইত্যাদি, অনন্তর অস্ত্রবীজকে অকারাদি বর্ণদ্বারা পুটিত করিয়া এবং অকারাদি বর্ণকে অস্ত্রবীজদ্বারা পুটিত করিয়া পূর্ব্ব নিয়মে ন্যাস করিবে, যথা ললাটে ‘অং ফট্ অং নমঃ,’ মুখে ‘আং ফট্ আং নমঃ’ ইত্যাদি এবং ললাটে ‘ফট্ অং ফট্ নমঃ,’ মুখে ‘ফট্ আং ফট্ নমঃ’ ইত্যাদি। অনন্তর ‘ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্’ এই সকল বীজকে অকারাদি বর্ণদ্বারা পুটিত করিয়া এবং ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ এই সকল বীজদ্বারা অকারাদি বর্ণকে পুটিত করিয়া পূর্ব্বপ্রণালীতে ন্যাস করিবে। যথা—ললাটে ‘অং ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ অং নমঃ,’ মুখে ‘আং ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ আং নমঃ’ ইত্যাদি এবং ললাটে ‘ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ অং ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ নমঃ,’ মুখে ‘ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ আং ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ নমঃ’ ইত্যাদি। হে দেবি, ইহার নাম গুহ্যষোঢ়া; এই ন্যাস কখন প্রকাশ করিবে না। দেব, দৈত্য, মনুষ্য সকল সম্প্রদায়ই এই ন্যাসে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। প্রত্যহ এই ন্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য; ন্যাস করিলে পূজা ও জপ করিতে হয় না। অথবা কালীষোঢ়ান্যাস করিবে। যামলে এই বিষয়ে বলিয়াছেন,—তারাদেবীর মন্ত্রসিদ্ধির জন্য গুহ্যষোঢ়ান্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য, তবে তাহাতে অসমর্থ হইলে কালী-

---

(১) সকলমন্ত্রম্।

শিরোঽন্তং হৃদাদিমুখপর্য্যন্তং ব্যাপকত্রয়ং ন্যসেৎ। অথবা প্রণবপুটিতমূলেন ব্যাপকন্যাসং সপ্তধা পঞ্চধা বা কুর্য্যাৎ। তদুক্তং ফেৎকারীয়ে—ওঁকারপুটিতং কৃত্বা মনুনা ব্যাপকং ন্যসেৎ ॥ ৬৭ ॥ ততোঽর্ঘ্যস্থাপনং। যথা স্ববামে ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রমণ্ডলং কৃত্বা তত্র সাধারপাত্রং নিধায় মূলবিদ্যয়া জলাদিনাপূর্য্য (জলমন্ত্রেণ জলমধিষ্ঠায়) (১) রক্তচন্দন-বিল্বপত্রাদীন্ নিঃক্ষিপ্য অর্ঘ্যস্যাগ্নীশাসুরবায়ুষু মধ্যে দিক্ষু চ অখিলবাগ্রূপিণ্যৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা (২) হ্রাং একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ। (৩) ইত্যাদিনা বা ষড়ঙ্গানি বিন্যস্য অর্ঘ্যপাত্রং মৎস্যমুদ্রয়াচ্ছাদ্য তদুপরি মূলং দশধা জপেৎ। তথা চ কালীতন্ত্রে,—দশকৃত্বো জপেদ্বিদ্যাং দেবতাভাবসিদ্ধয়ে। ততোঽস্ত্রেণ সংরক্ষ্য ধেনুযোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য তোজোময়ং তজ্জলং বিভাব্য কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীপাত্রে নিঃক্ষিপ্য তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষ্য পূজামারভেত। ভূতশুদ্ধ্যনন্তরং বা অর্ঘ্যস্থাপনম্। তথা চ ফেৎকারীয়ে—ভূতশুদ্ধিং বিধায়াথ অর্ঘ্যস্থাপনমাচরেৎ। প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ঋষ্যাদি-ন্যাসমাচরেৎ। ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং বিরচয্যা(৪)ত্মাভেদেন দেবতাং ধ্যায়েৎ ॥ ৬৮ ॥

যোঢ়ান্যাস করিবে। হে দেবি, কালীষোঢ়ান্যাস করিলেও পূজা ও জপের প্রয়োজন হয় না। ৬২—৬৬। অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত ও পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত ত্রিবিধ ব্যাপকন্যাস করিবে, অথবা প্রণব-পুটিত মূলমন্ত্রদ্বারা সাতবার বা পাঁচবার ব্যাপকন্যাস করিবে। ফেৎকারীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—প্রণরপুটিত করিয়া মূলমন্ত্রদ্বারা ব্যাপকন্যাস করিবে। তাহার পরে অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। সাধক স্বীয় বামভাগে ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে বৃত্ত ও তাহার বাহিরে চতুষ্কোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া মণ্ডলোপরি আধারসহ অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিবে এবং মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া জলদ্বারা সেই অর্ঘ্যপাত্র পূর্ণ করিবে। অনন্তর 'ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব' ইত্যাদি মন্ত্রে জল শোধনপূর্ব্বক সেই অর্ঘ্যপাত্রে রক্তচন্দন ও বিল্বপত্রাদি নিক্ষেপ করিয়া অর্ঘ্য-পাত্রের অগ্নি, ঈশান, নৈর্ঋতে ও বায়ুকোণে, মধ্যে ও পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে 'হ্রাং অখিল-বাগ্রূপিণ্যৈ হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বলিখিত প্রণালীতে অর্ঘ্যপাত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে তাহার পরে অর্ঘ্যপাত্রকে মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তাহার উপরে দশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর অস্ত্র-(ফট্) মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র সংরক্ষণপূর্ব্বক যোনি ও ধেনু মুদ্রা দেখাইয়া অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলকে তেজোময় চিন্তা করিয়া অর্ঘ্যপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল কোশায় ঢালিয়া সেই কোশার জলে স্বীয় শরীর ও পূজার উপকরণদ্রব্য অভ্যুক্ষণ করিয়া পূজা আরম্ভ করিবে। অথবা এই অর্ঘ্যস্থাপন ভূতশুদ্ধির পরে করিবে। ফেৎকারিণী-তন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন যে, ভূতশুদ্ধি করিয়া অর্ঘ্যস্থাপন করিবে, তাহার পরে প্রাণায়াম

---

(১) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) নীলসরস্বতীপক্ষে।
(৩) একজটাপক্ষে। (৪) বিরচয্য গৃহীত্বা ইত্যর্থঃ।

যথা—প্রত্যালীঢ়পদার্পিতাঙ্ঘ্রি (১) শবহৃদ্‌ঘোরাট্টহাসা পরা খড়্গেন্দীবরকর্ত্তৃখর্পরভুজা (২) হূঁকারবীজোদ্ভবা। খর্ব্বা নীলবিশালপিঙ্গলজটাজূটোগ্র(৩)নাগৈর্যুতা জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্ ॥ ৬৯ ॥ এবং বিভাব্য করকলিতদূর্ব্বাক্ষতরক্তচন্দনমিলিতদিনকরকিরণারুণকুসুমাঞ্জলৌ মাতৃকাযন্ত্রং ধ্যাত্বা হৃদয়ান্মূলমন্ত্রতেজোময়ীং (শুদ্ধজ্ঞানচৈতন্যময়ীং) (৪) ষট্‌চক্রভেদেন শিরঃস্থিতসহস্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গতপরমশিবং প্রাপয্য ক্রিয়াসমভিব্যাহারেণ তদমৃতাম্বুধৌ বিশ্রাম্য তদমৃতলোলীভূতাং চৈতন্যানন্দময়ীং তাং প্রবহন্নাসাপুটাদানীয় মূলেন কল্পিতমূর্ত্তাবাবাহয়েৎ। তথা চ তন্ত্রা-

---

করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। তাহার পরে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া স্বীয় আত্মার সহিত অভেদ জ্ঞানে। দেবতার ধ্যান করিবে। যথা,—যিনি শবরূপী শিবের হৃদয়ে দক্ষিণপদ প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার পদদ্বয়োপরি বামপদ আকুঞ্চিতভাবে রাখিয়া দণ্ডায়মান আছেন এবং অতি ভয়ঙ্করভাবে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছেন; যাঁহার দক্ষিণ দিকের উর্দ্ধহস্তে খড়্গ, বামদিকের উর্দ্ধহস্তে নীলোৎপল, দক্ষিণদিকের অধোহস্তে কর্ত্তৃকা ও বামদিকের অধোহস্তে খর্পর রহিয়াছে। হুঙ্কার বীজের উপরে যিনি আবির্ভূতা হইয়াছেন, যিনি খর্ব্বাকৃতি; যাঁহার মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ বিশাল একটি জটা ও উগ্রনাগ রহিয়াছে, যিনি নীলবর্ণা; সেই উগ্রতারাদেবী ত্রিজগতের জড়তা বিনাশ করুন। এই প্রকারে দেবীর ধ্যান করিয়া দূর্ব্বাক্ষত-রক্তচন্দন-মিশ্রিত সূর্য্যকিরণবৎ রক্তবর্ণ করস্থিত পুষ্পাঞ্জলিতে মাতৃকাযন্ত্র চিন্তা করিবে এবং মূলমন্ত্রে ষট্‌চক্রভেদ করিয়া চৈতন্যময়ী দেবীকে শিরঃস্থিত সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকামধ্যগত পরমশিবের সহিত সংযোজিত করিয়া সহস্রারস্থিত অমৃতসাগরে পুনঃপুনঃ বিশ্রাম করাইবে। অনন্তর অমৃতলোলুপা চৈতন্যময়ী দেবীকে বায়ুপ্রবাহী নাসাপুট দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পুষ্পাঞ্জলিতে আনয়নপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি দেবীকে অর্পণ করিয়া কল্পিত মূর্ত্তিতে আবাহন করিবে।

---

(১) পদং সংস্থানং, তথাচ প্রত্যালীঢ়পদেন বামপাদাকুঞ্চনসহকৃতদক্ষিণপাদপ্রসারণরূপসংস্থানেন অর্পিতোঽঙ্ঘ্রিঃ শবহৃদি যয়া তাদৃশী শবহৃদি দক্ষিণপাদপ্রসারণেন নির্ভরং বিন্যস্য শবপাদদ্বয়োপরি বামপাদমাকুঞ্চনেন বিন্যস্য তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা প্রত্যালীঢ়ং পদং যস্যাঃ সা প্রত্যালীঢ়পদা। অর্পিতোঽঙ্ঘ্রিঃ শবহৃদি যয়া সা অর্পিতাঙ্ঘ্রিশবহৃদিতি পদদ্বয়মেকপদং বা। খড়্গাদিসংস্থানঞ্চ দক্ষিণোর্দ্ধবামোর্দ্ধদক্ষিণাধোবামাধঃক্রমেণ। হূঙ্কারেতি হূঙ্কারবীজোপরিষ্টাদাবির্ভূতামিত্যর্থঃ এতদ্ভূতমেতস্যা ভূতশুদ্ধৌ। নীলেতি নীলবর্ণঃ বিশালপিঙ্গলজটাজূটশ্চ উগ্রনাগশ্চ তৈর্যুতা। যদ্বা বিশালঃ পিঙ্গলো জটাজূটো যস্যাঃ তাদৃশী ততশ্চ নীলয়া কর্ম্মধারয়ঃ। তথাচ নীলবিশালপিঙ্গলজটাজূটা ইত্যেকং পদম্। (আ০ বি০)।

(২) তথাচ দক্ষিণোর্দ্ধকরে খড়্গং বামোর্দ্ধকরে নীলপদ্মং দক্ষিণাধঃকরে কর্ত্তৃকা বামাধঃকরে খর্পরমিতি (খ টি)। (৩) জূটৈক ইতি পাঠান্তরম্। আজূটৌ বদ্ধজটা ইতি (ক টি)।

(৪) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

স্তরে—দেবীং সুষুম্নামার্গেণ চানীয় ব্রহ্মরন্ধ্রকম্। বহন্নাসাপুটে ধ্যাত্বা নির্য্যান্তীং স্বাঞ্জলিস্থিতাম্। পুষ্পে আরোপ্য তৎ পুষ্পং প্রতিমাদৌ নিধাপয়েৎ। ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ আবাহনাদিকং কৃত্বা যোন্যাদিপঞ্চমুদ্রা বীজসহিতা দর্শয়েৎ। আবাহনাদিমুদ্রাভিঃ পঞ্চমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ। ইতি ভৈরবীয়ে আহ (১)। তাশ্চ মুদ্রাপ্রকরণে অনুসন্ধেয়াঃ ॥৭০॥ আং হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহেতি প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা মূলমুচ্চার্য্য শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ স্বাহেতি ষোড়শোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ বা পূজয়েৎ। অস্যাঃ প্রয়োগশ্চ—আদৌ মূলং তত এতন্মন্ত্রমুচ্চার্য্য ইদং দ্রব্যমমুকদেবতায়ৈ নমঃ। তথা চ ফেৎকারিণ্যাং—শ্রীমদেকজটে উক্ত্বা বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ চ। তারাদিবহ্নিজায়ান্তমুদীর্য্য যজনং চরেৎ। তারঃ কূর্চ্চং তদাদি হুঁ ফড়িত্যর্থঃ। স চ বহ্নিজায়ান্তশ্চেতি। কস্যাঞ্চিৎ প্রাচীনপদ্ধতৌ ওঁ ভগবত্যেকজটে হ্রীঁ বিশুদ্ধধর্ম্মগাত্রি সর্ব্বপাপানি শময় সর্ব্ববিকল্পানপনয় হুঁ ফট্ স্বাহা পাদ্যং নমঃ। ওঁ তারিণি হ্রীঁ (২) ইদমাচমনীয়ং স্বধা। ওঁ হ্রী মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে ইদমর্ঘ্যং স্বাহা। হ্রীঁ কপালিকে মধুপর্কঃ স্বধা। শ্রীমদেকজটে ইদমাচমনীয়ং সুগন্ধিজলং নমঃ। গন্ধপুষ্পয়োর্ব্বিশেষস্তয়ং ওঁ পরমানন্দসৌরভ্যপরিপূর্ণদিগন্তরম্। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বরি। শ্রীমদেকজটে এষ গন্ধো নমঃ। এবং ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানগুণমনোহরম্। আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি॥ ইষ্টং বচোরচনা বিদ্যাধরাচার্য্যসম্মতা। তারিণীনির্ণয়ে—প্রণবং ভগবত্যেকজটে মায়া

অন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—সুষুম্নানাড়ী পথ দিয়া দেবীকে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়ন করিয়া, "ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে দেবী নিশ্বাসবাহী নাসাপুট দ্বারা বহির্গত হইয়া অঞ্জলিস্থিত পুষ্পে অবস্থিতা হইলেন" এইরূপ চিন্তা করিবে; চিন্তাদ্বারা দেবীকে পুষ্পে স্থাপন করিয়া সেই পুষ্প প্রতিমাদিতে স্থাপন করিবে। তাহার পর 'ওঁ দেবশি ভক্তিসুলভে' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করত আবাহনাদি করিয়া বীজ সহিত যোনি প্রভৃতি পঞ্চমুদ্রা দেখাইবে। ভৈরবীতন্ত্রে ইহা বলিয়াছেন। যোনি প্রভৃতি মুদ্রা পরবর্ত্তী মুদ্রাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।৬৭—৭০। তাহার পরে "আং হ্রীঁ ক্রোঁ" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীমদেকজটে ইত্যাদি মন্ত্রে ষোড়শোপচারে অথবা পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। যথা,—'স্ত্রীঁ হ্রীঁ হুঁ ফট্ শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা ইদম্ আসনং শ্রীমদেকজটায়ৈ নমঃ; এই প্রকারে অন্যান্য উপচারদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ফেৎকারিণীতন্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন—"শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা" এই বলিয়া পূজা করিবে। কোন কোন প্রাচীন পদ্ধতিতে অন্যপ্রকার বাক্য

---

(১) ভৈরবীয়াদিতি (খ) পাঠঃ। (২) হ্রীং হূং হ্রীং ইতি (খ) পাঠঃ।

ততঃ পরম্। বিশুদ্ধধর্ম্মগাত্রিতঃ সর্ব্বপাপান্নি তৎপরম্। শময় সর্ব্ববিকল্পানপনয় হুঁ ফট্ শিরঃ। অয়ং পাদ্যমন্ত্রর্দ্দেবি আচমনীয়মনুং শৃণু। তারং তারিণি (১) মায়েতি তারো মায়া ততঃ পরম্। মণিধরি বজ্রিণীতি মহাপ্রতিসরে মন্ত্রঃ। মায়া কপালিকে মন্ত্রো মধুপর্কে সুরেশ্বরি। ততো যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য—দেবি আজ্ঞাপয় ভগবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামীতি প্রার্থ্যাবরণান্ পূজয়েৎ। তদ্যথা—কেশরেষগ্নীশাসুরবায়ুষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। যথা—হ্রাং একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীঁ তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা। হ্রুঁ বজ্রোদকে শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈঁ উগ্রজটে কবচায় হুং হ্রৌঁ মহাপ্রতিসরে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। চতুর্দ্দিক্ষু হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে অস্ত্রায় ফট্। নীলসরস্বতীপক্ষে তু হ্রাঁ অখিলবাগ্রূপিণ্যৈ হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য দেব্যা মৌলৌ অক্ষোভ্য বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণাক্ষোভ্যং পূজয়েৎ। ততঃ পীঠস্যোত্তরে বায়ব্যাদীশানপর্য্যন্তং গুরুপংক্তীঃ পূজয়েৎ। যথা—ঊর্দ্ধকেশানন্দনাথ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহেতি। তথাচোক্তং ফেৎকারীয়ে,—বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছেতি হুঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রতঃ। এতন্মন্ত্রে নামমাত্রং (২) ভিন্নঞ্চৈব ন সংশয়ঃ। অনেন মন্ত্রনা সর্ব্বান্ পরিবারান্ সমর্চ্চয়েৎ। এবং ব্যোমকেশানন্দনাথ-নীলকণ্ঠানন্দনাথ-বৃষধ্বজানন্দনাথান্ পূজয়েৎ। এতে দিব্যৌঘাঃ। বশিষ্ঠানন্দ-

---

রচনা আছে তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে'। এই দ্বিতীয় প্রকার বাক্যরচনা বিদ্যাধরাচার্য্যের সম্মত। তারিণীনির্ণয়ে তাহার প্রমাণস্বরূপ বলিয়াছেন—"ওঁ ভগবত্যেকজটে হ্রীং বিশুদ্ধধর্ম্মগাত্রি সর্ব্বপাপানি শময় সর্ব্ববিকল্পানপনয় হুং ফট্ স্বাহা।" এই বলিয়া পাদ্য দিবে। ওঁ তারিণি হ্রীং' বলিয়া আচমনীয় দিবে। 'ওঁ হ্রীং মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে' বলিয়া অর্ঘ্য দিবে। 'হ্রীং কপালিকে' বলিয়া মধুপর্ক দিবে। পরে যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া দেবীর আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আবরণদেবতার পূজা করিবে। কেশরের অগ্নি, ঈশান, বায়ু ও নৈর্ঋত এই চতুষ্কোণে, মধ্যে ও পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে উপরে লিখিত মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। ষড়ঙ্গের পূজা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরে দেবীর মৌলিতে 'ওঁ অক্ষোভ্য বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রে অক্ষোভ্য ঋষির পূজা করিবে। পীঠের উত্তর ভাগে বায়ু কোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত স্থানে গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা করিবে যথা,—বায়ুকোণে ঊর্দ্ধকেশানন্দনাথ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা, নৈর্ঋতকোণে 'ব্যোমকেশানন্দনাথ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা,' ঐ মন্ত্রে অগ্নিকোণে নীলকণ্ঠানন্দনাথ ও ঈশানকোণে বৃষধ্বজানন্দনাথ, ইহাঁদের পূজা করিবে। ইহাঁরা দিব্যগুরু। তাহার পরে "বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে বশিষ্ঠানন্দ-

---

(১) বজ্রিণি (খ) পাঠঃ।

(২) তথাচ এতন্মন্ত্রস্যাদৌ যস্য নাম দীয়তে তস্য মন্ত্রো ভবতীতি ভাবঃ (খ ট)।

নাথ-কূর্ম্মনাথানন্দনাথ-মীননাথানন্দনাথ-মহেশ্বরানন্দনাথ-হরিনাথানন্দনাথান্ পূজয়েৎ। এতে সিদ্ধৌঘাঃ। এবং তারাবত্যম্বাভানুমত্যম্বাজয়াম্বাবিদ্যাম্বামহোদর্য্যম্বাসুখানন্দনাথ-পরানন্দনাথ-পারিজাতানন্দনাথ-কুলেশ্বরানন্দনাথ-বিরূপাক্ষানন্দনাথ-ফেরব্যম্বাঃ পূজয়েৎ। এতে মানবৌঘাঃ। তথা চ তারাতন্ত্রে—অথ তারাগুরূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদান্। উর্দ্ধকেশো ব্যোমকেশো নীলকণ্ঠো বৃষধ্বজঃ। দিব্যৌঘাঃ সিদ্ধিদা বৎস সিদ্ধৌঘান্ শৃণু তত্ত্বতঃ। বশিষ্ঠঃ কূর্ম্মনাথশ্চ মীননাথো মহেশ্বরঃ। হরিনাথো মানবৌঘান্ শৃণু বক্ষ্যামি তদ্গুরূন্। তারাবতী ভানুমতী জয়া বিদ্যা মহোদরী। সুখানন্দঃ পরানন্দঃ পারিজাতঃ কুলেশ্বরঃ। বিরূপাক্ষঃ ফেরবী চ কথিতং তারিণীকুলম্ (১)। আনন্দনাথশব্দান্তা গুরবঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ। স্ত্রিয়োঽপি গুরুরূপাস্তু অম্বান্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। অশক্তশ্চেদক্ষোভ্যমাত্রং পূজয়েৎ। মম মৌলিস্থিতং দেবমবশ্যং পরিপূজয়েৎ। ইতি ফেৎকারীয়ে দেবীবাক্যাৎ। ততঃ পূর্ব্বাদিদলমূলেষু মহাকাল্যথ রুদ্রাণী উগ্রা ভীমা তথৈব চ। ঘোরা চ ভ্রামরী চৈব মহারাত্রিশ্চ সপ্তমী। অষ্টমী ভৈরবী প্রোক্তা যোগিনীস্তাঃ প্রপূজয়েৎ। ততঃ পূর্ব্বাদিচতুর্দ্দলে বামাবর্ত্তেন বৈরোচন-শঙ্খ-পাণ্ডবপদ্মনাভাসিতাভান্ পূজয়েৎ। অগ্ন্যাদিকোণদলেষু নামক-মামক-পাণ্ডর-তারকান্ পূজয়েৎ। পূর্ব্বাদিদ্বারচতুষ্টয়েষু বামাবর্ত্তেন

নাথ, কূর্ম্মনাথানন্দনাথ, মীননাথানন্দনাথ, মহেশ্বরানন্দনাথ, হরিনাথানন্দনাথ ইহাঁদের পূজা করিবে ইহাঁরা সিদ্ধগুরু; এইরূপে তারাবত্যম্ব বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা এই বলিয়া পূজা করিয়া উক্তমন্ত্রে ভানুমত্যম্বা, জয়াম্বা, মহোদর্য্যম্বা, সুখানন্দনাথ, পরানন্দনাথ, পারিজাতানন্দনাথ, কুলেশ্বরানন্দনাথ, বিরূপাক্ষানন্দনাথ ও ফেরব্যম্বা, ইহাঁদের পূজা করিবেন ইহাঁরা মানবগুরু। তারাতন্ত্রে বলিয়াছেন,—অতঃপর তারাদেবীর গুরুপঙ্ক্তি নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। তাঁহারা সকলেই দৃষ্টাদৃষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন, উর্দ্ধকেশ, ব্যোমকেশ, নীলকণ্ঠ, বৃষধ্বজ, ইহাঁরা দিব্যৌঘগুরু। বশিষ্ঠ, কূর্ম্মনাথ, মীননাথ, মহেশ্বর এবং হরিনাথ ইহাঁরা সিদ্ধৌঘগুরু। তারাবতী, ভানুমতী, জয়া, বিদ্যা, মহোদরী, সুখানন্দ, পরানন্দ, পারিজাত, কুলেশ্বর, বিরূপাক্ষ ও ফেরবী, ইহাঁরা মানবৌঘগুরু। তারাদেবীর এই কুলগুরু কথিত হইল। সকল গুরুর অন্তেই আনন্দনাথ শব্দ প্রয়োগ করিয়া পূজা করিবে। গুরুরূপী স্ত্রীগণের অন্তে অম্বা শব্দের প্রয়োগ করিবে। এই সকলের পূজায় অসমর্থ হইলে, কেবল অক্ষোভ্য ঋষির পূজা করিবে। ফেৎকারিণীতন্ত্রে দেবী বলিয়াছেন, আমার মস্তকস্থিত অক্ষোভ্য ঋষির অবশ্য পূজা করিবে। তাহার পরে পূর্ব্বাদিদলের মূলদেশে 'ওঁ মহাকাল্যৈ নমঃ,' এইরূপে রুদ্রাণী উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, মহারাত্রি ও ভৈরবী, এই অষ্টযোগিনীর পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বাদিচতুর্দ্দলে বামাবর্ত্তে বৈরোচন, শঙ্খ, পাণ্ডব, পদ্মনাভ ও অসিতাভ এই পঞ্চদেবতার অর্চ্চনা

---

(২) বুলগুরুম্ (খ টি)।

পদ্মান্তক-যমান্তক-বিঘ্নান্তক-নরকান্তকান্ বজ্রপুষ্পম্ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। তথা চ সিদ্ধসারস্বতে—বৈরোচনং তথা শঙ্খং পাণ্ডবং পদ্মনাভকম্। অসিতাভং যজেন্মন্ত্রী দিক্ষিস্রস্তশ্চতুর্দ্দলে। নামকং মামকঞ্চৈব পাণ্ডুরং তারকং তথা। বহ্ন্যাদিকচতুষ্কোণে মন্ত্রৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ (১) ক্রমাদ্ যজেৎ। নীলতন্ত্রে—বামাবর্ত্তক্রমেণৈব পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ। দ্বারপূর্ব্বাদিতস্তদ্বৎ পদ্মান্তকযমান্তকৌ। বিঘ্নান্তকমথাভ্যর্চ্চ্য পূজয়েন্নরকান্তকমিতি ॥ ৭১ ॥

ততো বলিদানম্ ;—তদুক্তং ফেৎকারীয়ে—পূজান্তে ভোজনাদৌ চ বলিং মন্ত্রেণ দাপয়েৎ ॥ ৭২ ॥ তত্র ক্রমঃ—স্ববামে ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রমণ্ডলং কৃত্বা পুষ্পৈস্তমভ্যর্চ্চ্য তত্র বিহিতবলিদ্রব্যভরিতং সাধারং পাত্রং নিধায় তদ্বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং ধৃত্বা ওঁ হ্রীং একজটে মহাযক্ষাধিপতয়ে ময়োপনীতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় মম সর্ব্বশান্তিং কুরু কুরু পরবিদ্যামাকৃষ্যাকৃষ্য (২) ত্রুট ত্রুট ছিন্ধি ছিন্ধি সর্ব্বজগদ্বশমানয় হ্রীং স্বাহা ইতি ত্রিঃ পঠিত্বা বলিং দদ্যাৎ ॥ ৭৩ ॥ তদুক্তং মৎস্যসূক্তে—ইতি সংপূজ্য বামে চ ব্যাপকং মণ্ডলং লিখেৎ। কুসুমৈরর্চ্চয়েত্তত্তু তত্র পাত্রং নিধায় চ। পাত্রে বিনিহিতং দ্রব্যং নিধায় সাধকোত্তমঃ। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু বলিং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ইতি। তথা চ সিদ্ধসারস্বতে—প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য হৃল্লেখাঞ্চ ততঃ পরম্। একজটে পদান্তে চ মহাশব্দমুদী-

---

করিবে। অনন্তর অগ্নি প্রভৃতি চতুষ্কোণস্থিত চতুর্দ্দলে নামক, মামক, পাণ্ডর ও তারক এই চারিদেবতার পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বাদি চতুর্দ্বারে বামাবর্ত্তে পদ্মান্তক, যমান্তক, বিঘ্নান্তক ও নরকান্তক এই চারি দেবতার পূজা করিবে। 'বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রের উচ্চারণ উক্ত প্রত্যেক দেবতার পূজায় কর্ত্তব্য। সিদ্ধসারস্বত ও নীলতন্ত্রে এতদ্বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছেন। ৭১।

অতঃপর তারাদেবীর বলিদান-বিধি বলা যাইতেছে। ফেৎকারীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন, পূজার পরে ভোজনদ্রব্য নিবেদনের পূর্ব্বে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বলি প্রদান করিবে। ৭২। তাহার ক্রম যথা—সাধক স্বীয় বামভাগে ত্রিকোণ, বৃত্ত ও চতুরস্র মণ্ডল করিয়া পুষ্পদ্বারা সেই মণ্ডলের পূজা করিবে। তাহার পরে মণ্ডলোপরি একটী পাত্র পাতিয়া তাহার উপরে বলিদ্রব্য-পূর্ণ পাত্র রাখিয়া সেই বলিপাত্র বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ধারণপূর্ব্বক ওঁ হ্রীং একজটে ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া বলি নিবেদন করিবে। মৎস্যসূক্তে ইহার প্রমাণ দিয়াছেন যথা—এইপ্রকারে পূজা করিয়া বামদিকে একটী ব্যাপক মণ্ডল করিবে পুষ্পদ্বারা সেই মণ্ডলের পূজা করিয়া তথায় একটি পাত্র স্থাপন করিবে। তাহার উপরে পাত্রস্থাপিত বলিদ্রব্য রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ

---

(১) অক্ষোভ্যং বজ্রপুষ্পমিত্যাদিনা (খ টি)। স্বৈঃ স্বৈর্মন্ত্রৈরিতি সানুস্বারনামাদ্যবর্ণৈরিত্যর্থঃ। বং বৈরোচন বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা ইত্যাদিক্রমেণার্চ্চয়েদিত্যর্থঃ (আ০ বি০)।

(২) (ক)(পুস্তকয়োঃ পরবিদ্যামাকৃষ্য ইত্যেবাস্তি।

রয়েৎ। যক্ষাধিপদমাভাষ্য পতয়ে পদতো ময়া। উপনীতং পদং চোক্ত্বা বলিং গৃহ্ণেতি চ দ্বিধা। গৃহ্ণাপয় দ্বিধা প্রোক্তা মম সর্ব্বপদং তথা। শান্তিং কুরু পদদ্বন্দ্বং (১) পরবিদ্যামনন্তরম্। দ্বিধাকৃষ্যেতি চ ব্রূয়াৎ (২) ক্রট্ ছিন্ধীতি চ দ্বিধা। সর্ব্বাদি চ ততো জগদ্বশমানয়শব্দতঃ। মায়য়া স্বাহয়া যুক্তো মন্ত্রো বলিবিধৌ স্মৃতঃ (৩) ॥ ৭৪ ॥ ততো রহস্যমালয়া নিগদে(৪)নোপাংশুনা মানসেন বা অষ্টোত্তরসহস্রং শতং বা জপেৎ। তথা চ —অষ্টোত্তরশতং জাপ্যং যাবজ্জীবিতসংখ্যয়া। সহস্রং বা জপেদ্দেবি নিত্যপূজাবিধৌ পুনঃ। অশক্তশ্চেদ্ বিংশত্যা ন্যূনং ন জপেৎ। তথা চ,—সহস্রং শতং বিংশং বা জপেদ্রহস্যমালয়া ॥ ৭৫ ॥ তত্র জপরহস্যং যথা—মূলাধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরকেষু যথাক্রমং বীজত্রয়ব্যাপ্তিং (৫) তড়িৎকোটিভাস্বরাং পরম্পরানুস্যূতাং বিভাব্য সর্ব্বতেজোময়ং ফট্কারং বিশ্রান্তিময়ং (৬) হৃদি ধ্যাত্বা উচ্চরেৎ (৭)। তথা নীলতন্ত্রে—মন্ত্রধ্যানং প্রবক্ষ্যামি জপাৎ সর্ব্বজ্ঞদায়কম্। মন্ত্রধ্যানান্মহেশানি শুধ্যতে ব্রহ্মহা যতঃ। মূলচক্রে তু হৃল্লেখাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্। স্বাধিষ্ঠানে পীতবর্ণং দ্বিতীয়ন্তু বিভাবয়েৎ। নাভৌ

ও অনামাদ্বারা ধারণপূর্ব্বক নিবেদন করিবে। নিবেদনমন্ত্র সিদ্ধসারস্বতে উদ্ধার করিয়াছেন যথা,—অগ্রে প্রণব ও মায়াবীজ, তাহার পরে ‘একজটে’ পদের পর ‘মহা’ শব্দ উচ্চারণ করিবে। তাহার পর ‘যক্ষাধি’ বলিয়া ‘পতয়ে’ বলিবে ‘ময়া উপনীতং’ বলিয়া ‘বলিং গৃহ্ণ’ দুইবার বলিয়া ‘গৃহ্ণাপয়’ দুইবার বলিবে। ‘মম সর্ব্বশান্তিং’ বলিয়া কুরু এইপদ দুইবার বলিবে। ‘পরবিদ্যাম্’ বলিয়া দুইবার ‘আকৃষ্য’ বলিবে। ‘ক্রট’ ‘ছিন্ধি’ ইহা দুইবার করিয়া বলিবে। ‘সর্ব্বজগদ্বশমানয়’ বলিয়া ‘হ্রীং স্বাহা’ বলিবে। বলিপ্রদানের এই মন্ত্র। ৭৩। ৭৪। তাহার পরে রহস্যমালাদ্বারা বাচনিক, উপাংশু অথবা মানসিক প্রকারে অষ্টোত্তরশত কিংবা অষ্টোত্তর সহস্রবার মূলমন্ত্র জপ করিবে শতাদিজপে অসক্ত হইলেও বিংশতির ন্যূন জপ করিবে না। ৭৫।

অনন্তর তারাদেবীর মন্ত্রজপপ্রণালী বলা যাইতেছে।—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর এই তিন চক্রে হ্রীং স্ত্রীং হূং এই তিন বীজ কোটি বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বলভাবে পরস্পর গ্রথিতরূপে যথাক্রমে ব্যাপিয়া রহিয়াছে এইরূপ চিন্তা করিয়া হৃদয়ে সর্ব্বতেজোময় বিশ্রান্তিস্বরূপ ফট্ এই মন্ত্র ধ্যান করিয়া উচ্চারণ করিবে। নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন, মন্ত্রধ্যান বলিব, ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়। হে মহেশ্বরি, মন্ত্রধ্যান করিলে ব্রহ্মহত্যাকারী ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়। মূলাধারে কোটি-

---

(১) পদদ্বৈব (ক)(খ) পাঠঃ। (২) আকৃষ্যপদমাভাষ্য ইতি (খ) পাঠঃ।

(৩) মায়াস্বাহেতি মন্ত্রোঽয়ং বল্যাদৌ বুদ্ধিদঃ স্মৃতঃ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৪) নিগদেন উচ্চৈরুচ্চারণেন (খ টি)। (৫) হ্রীং স্ত্রীং হূং ইতি বীজত্রয়েণ ব্যাপ্তং মূলাধারাদিস্থলত্রয়ম (খ টি)। (৬) বিশ্রান্তিরূপং (খ) পাঠঃ। (৭) উচ্চারয়েৎ (খ) পাঠঃ।

জীমূতসঙ্কাশং কূর্চ্চবীজং মহাপ্রভম্। অস্ত্রবীজং হৃদি ধ্যায়েৎ কালাগ্নিসদৃশপ্রভম্ (১) মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রে তু সর্ব্বাং বিদ্যাং বিভাবয়েৎ। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশাং যোগিভির্দৃষ্টপূর্ব্বিকাম্। এবং যথাশক্তি জপ্ত্বা জপসমর্পণাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৭৬ ॥ জপসমর্পণক্রমস্তু ফেৎকারীয়ে—ততশ্চার্ঘ্যোদকেনৈব দেব্যাশ্চ (২) বামহস্তকে। জপং সমর্পয়েদ্ধীমান গুহ্যাতিগুহ্যমন্ত্রকৈঃ ॥ ৭৭ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথা চ—এবং কৃত্বা হবিষ্যাশী জপেল্লক্ষমনন্যধীঃ। তথা—রহস্যমালামাদায় লক্ষমেকং সদা জপেৎ ॥ ৭৮॥ রহস্যমালা যথা—অকস্মাদ্বিহিতা (৩) সিদ্ধির্মহাশঙ্খাখ্যমালয়া। পঞ্চাশন্মণিভির্ম্মালা বিহিতা সর্ব্বসিদ্ধিদা। (তথা—কান্তেন রচিতা সিদ্ধির্ম্মহাশঙ্খাখ্যমালয়া।) (৪) মহাশঙ্খাভাবে স্ফাটিকী মালা কর্ত্তব্যা। তথা চ—মহাশঙ্খেঽপ্যশক্তশ্চেৎ স্ফাটিকীমালয়া জপেৎ ॥ ৭৯ ॥ তারামন্ত্রেষু কুল্লুকা(৫)জ্ঞানমাবশ্যকম্। তথা চ মৎস্যসূক্তে,—কুল্লুকাং যো ন জানাতি মহামন্ত্রং জপেন্নরঃ। পঞ্চত্বং জায়তে তস্য চাথবা বাতুলো ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ মায়াতন্ত্রে—কুল্লুকাং ধারয়েচ্ছীর্ষে লিখিত্বা ভূর্জ্জপত্রকে। রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিজয়ী ভবতি ধ্রুবমিতি ॥ ৮১ ॥ এবমুক্তেন জপ্ত্বা তু তদ্দশাংশেন হোময়েৎ। তর্পণঞ্চাভিষে-

---

সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট 'হ্রীং' এই বীজ, স্বাধিষ্ঠানচক্রে পীতবর্ণ স্ত্রীং এই বীজ, নাভিতে মেঘবর্ণ হূং এই বীজ এবং হৃদয়ে কালাগ্নিসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট ফট্ এই বীজ চিন্তা করিয়া মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সকলচক্রে কোটিসূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়ী যোগিমাত্রদৃষ্টা মূলদেবতাকে চিন্তা করিতে করিতে মূলমন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে যথাশক্তি জপ করিয়া জপসমর্পণ হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত শেষ করিবে। ৭৬। ফেৎকারীয়তন্ত্রে জপসমর্পণের ক্রম বলিয়াছেন যে 'ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যোদকদ্বারা দেবীর বামহস্তে জপসমর্পণ করিবে। ৭৭। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মন্ত্রধ্যান করিয়া হবিষ্যাশী সাধক অনন্যচিত্ত হইয়া লক্ষসংখ্যক মন্ত্রজপ করিবে। রহস্যমালাদ্বারা মন্ত্রজপ করা কর্ত্তব্য। ৭৮। রহস্যমালা বলিয়াছেন যথা—মহাশঙ্খমালাদ্বারা অর্থাৎ মনুষ্যের ললাটাস্থি-নির্ম্মিতা মালাদ্বারা জপ করিলে শীঘ্র মন্ত্রসিদ্ধি হয়। প্রবালাদি পঞ্চাশন্মণিনির্ম্মিতা মালা দ্বারা জপ করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। মহাশঙ্খ না পাইলে স্ফটিকনির্ম্মিতা মালাদ্বারা জপ করিবে। ৭৯। তারামন্ত্রজপে কুল্লুকা-জ্ঞান আবশ্যক। মৎস্যসূক্তে তদ্বিষয়ে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুল্লুকা না জানিয়া তারামন্ত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা উন্মত্ত হইয়া থাকে। ৮০। মায়াতন্ত্রে বলিয়াছেন, কুল্লুকামন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া মস্তকে ধারণ করিলে, সেই ব্যক্তি রাজদ্বারে ও সভায় নিশ্চিত জয় লাভ করে। ৮১। পুরশ্চরণকার্য্যে

---

(১) ইদমধিকমুক্তম্ (খ চি)। (২) দেব্যাস্তু (গ) পাঠঃ। (৩) অকস্মাদীহিতা (খ) পাঠঃ।
(৪) (ব)°পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৫) ত্র্যক্ষরী বিদ্যা (খ চি)।

কুর্য্যাদ্দশাংশং বিপ্রভোজনম্ ॥ ৮২ ॥ তর্পয়েচ্চ পরাং দেবীং তৎপ্রকার ইহোচ্যতে ॥ ৮৩ ॥ তথা চ সিদ্ধসারস্বতে,—এবং পূজাং পুরা কৃত্বা দশাংশমসিতোৎপলৈঃ। আজ্যাক্তৈর্জুহুয়ান্মন্ত্রী তদ্দশাংশেন তর্পণম্ ॥ ৮৪ ॥ তত্রৈব—এবং জপং পুরা কৃত্বা দশাংশমসিতোৎপলৈঃ। আজ্যাক্তৈর্জ্জুহুয়ান্মন্ত্রী বিল্বৈর্ব্বা (১) জুহুয়াত্ততঃ। কালাগুরু-দ্রবোপেতৈর্নির্ম্মলৈর্গন্ধবারিভিঃ। তর্পয়েচ্চ পরাং দেবীং তৎপ্রকার ইহোচ্যতে ॥ ৮৫ ॥ জলে চাবাহ্য বিধিবৎ পাদ্যাদ্যৈরুদকাত্মকৈঃ (২)। সন্তর্প্য বিধিবদ্দেবীং পরিবারান্ সকৃৎ সকৃৎ ॥ ৮৬ ॥ অভিষেকো যথা—দেবীবুদ্ধ্যা স্বমাত্মানং সংপূজ্য সাধকোত্তমঃ। তারিণীং সিঞ্চয়ামীতি জলং মূর্দ্ধ্নি বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৮৭ ॥

অথ মন্ত্রভেদাঃ। একবীরাকল্পে—লিখেৎ খং কূর্চ্চসংযুক্তং রৌদ্রং ত্রৈগুণ্যমেব চ (৩)। বিধিবিষ্ণুমহেশানাং স্বশক্ত্যা (৪) ক্রমযোগতঃ। এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা (৫)। অস্যার্থঃ—খং খংস্বরূপং ন হ্যাকাশবীজম্। তথা চ তন্ত্রে—ঋদ্ধিসংজ্ঞং সমুদ্ধৃত্য বিন্দুনাদবিভূষিতমিতি বচনাৎ। রৌদ্রং প্রাসাদং, ত্রৈগুণ্যং প্রণবং, বিধিশক্তির্ব্বাগ্‌ভবং, বিষ্ণুশক্তী রমাবীজং মহেশশক্তির্ভুবনেশীবীজম্। ধ্যানার্চ্চনপ্রকারশ্চ তারিণ্যাঃ পূর্ব্ববদ্ভবেৎ ॥ ৮৮ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জপ করিয়া জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক করিবে এবং অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। যেরূপে তারাদেবীর তর্পণ করিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে। ৮২। ৮৩। সিদ্ধসারস্বতে বলিয়াছেন, জপের পর জপের দশাংশ-সংখ্যায় ঘৃতমিশ্রিত বিল্বপত্র অথবা নীলোৎপল দ্বারা হোম করিবে পরে হোমের দশাংশ-সংখ্যায় কালাগুরু-চন্দনমিশ্রিত নির্ম্মল সুগন্ধি জলদ্বারা তর্পণ করিবে। ৮৪। ৮৫। জলে যথাবিধি দেবীর আবাহন করিয়া কেবল জলরূপ পাদ্যাদি উপচারে পূজা করিবে। পরে বিধিপূর্ব্বক মূলদেবীর তর্পণ করিয়া পরিবার দেবতাকে এক একবার তর্পণ করিবে। ৮৬। অনন্তর অভিষেক করিবে। স্বীয় আত্মাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়া "তারিণীম্ অভিষিঞ্চামি" এই মন্ত্রে স্বীয় মস্তকে জল নিক্ষেপ করিবে। ৮৭।

অনন্তর তারাদেবীর মন্ত্রাবলী কথিত হইতেছে।—একবীরাকল্পে বলিয়াছেন,—খং, কূর্চ্চবীজ, প্রাসাদবীজ প্রণব, বাগ্বীজ, শ্রীবীজ ও মায়াবীজ, এই সপ্তাক্ষর মন্ত্রে দেবীর আরাধনা করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। এই মন্ত্রের ধ্যান, পূজা ও পুরশ্চরণ-প্রণালী পূর্ব্ববৎ জানিবে। ৮৮।

---

(১) বিল্বপত্রৈঃ (খ টি)। (২) তথাচ পাদ্যাদি সর্ব্বং জলেন কার্য্যম্ (খ টি)।

(৩) রৌদ্রং হৌং ত্রৈগুণ্যং ওঁ। (৪) ঐং শ্রীং হ্রীং।

(৫) খং হুং হৌং ওঁ ঐং শ্রীং হ্রীং। (ক) (খ) টি।

প্রণবং ভুবনেশ্বরীং হাং কূর্চ্চবীজং নমস্তারায়ৈ সকলদুস্তরং তারয় তারয় প্রণবযুগ্মং বহ্নিজায়া (১)। তথা চ নীলতন্ত্রে প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য হৃল্লেখাবীজমুদ্ধরেৎ। গগনং শেষসংযুক্তং বিন্দুনাদবিভূষিতম্। কূর্চ্চবীজঞ্চ হৃদয়ং তারায়ৈ চ সমুদ্ধরেৎ। সকলদুস্তরং তারয় তারয়েতি ততঃ পুনঃ। তারযুগ্মং বহ্নিজায়া মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ। ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ সমুপাচরেৎ ॥ ৮৯ ॥ অস্য পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ। তদুক্তং তত্রৈব।—চতুর্লক্ষজপেনাস্যাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি হি ॥ ৯০ ॥

মায়াতন্ত্রে শ্রীভগবানুবাচ।—তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা নীলা সরস্বতী। কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী স্মৃতা (২) ॥ ৯১ ॥ এতাসাং মন্ত্রমাহ—উষ্ণবর্ণগতোঽজীবো নিগমস্বরসংযুতঃ। নাদবিন্দুসমাক্রান্তস্তত্ত্বরশ্মিসমন্বিতঃ। কপিলো বামকর্ণস্থো নাদাঢ্যো বিন্দুশেখরঃ। পার্শ্বাস্তঞ্চ তথা ঞান্তং শরান্তং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯২ ॥ মধ্যাদি মায়াকবচং দ্বিতীয়ং মন্ত্রমুদ্ধৃতম্ ॥ ৯৩ ॥ বিপরীতং ত্রিধা জ্ঞেয়ং কূর্চ্চাদ্যঞ্চ তুরীয়কম্ ॥৯৪॥ মায়াদিকবচান্তঞ্চ পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৫ ॥ মায়ামধ্যগতং ষষ্ঠং দ্বিতীয়ান্তঞ্চ সপ্ত

তারাদেবীর অন্তমন্ত্র যথা—প্রণব, মায়াবীজ, হকারে আকার ও বিন্দুযোগে যে বীজ হয় তাহা, কূর্চ্চবীজ "নমঃ তারায়ৈ, সকল দুস্তরং তারয় তারয়"—দুইটি প্রণব ও স্বাহা। নীলতন্ত্রে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, এই মন্ত্র কল্পবৃক্ষ স্বরূপ ; পূর্ব্বলিখিত প্রণালীতে এই মন্ত্রের পূজাদি করিবে। ৮৯। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চতুর্লক্ষজপ ; প্রমাণে বলিয়াছেন,—এই মন্ত্রের চারিলক্ষজপ করিলে অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়। ৯০।

মায়াতন্ত্রে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, নীলা, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী, তারিণীদেবীর এই অষ্টপ্রকার মূর্ত্তি আছে। ৯১। ইহাঁদিগের অষ্টবিধ মন্ত্র যথা,—অজীব (হকার) তাহাতে উষ্মবর্ণ (র) নিগম স্বর (ঈ) এবং বিন্দুযোগে উৎপন্ন বীজ অর্থাৎ মায়াবীজ, বধূবীজ অন্তে দুইটি ফট্। ইহা তারামন্ত্র। ৯২। উক্ত মন্ত্রের মধ্যবর্ণ আদিতে স্থাপন করিলে অর্থাৎ স্ত্রীবীজ, মায়াবীজ, কূর্চ্চবীজ ও ফট্ ইহা দ্বিতীয় উগ্রামন্ত্র। ৯৩। আদিবীজ অন্তে ও অন্তবীজ আদিতে স্থাপন করিলে অর্থাৎ কূর্চ্চবীজ, স্ত্রীবীজ, মায়াবীজ ও ফট্ ইহা তৃতীয় অর্থাৎ মহোগ্রামন্ত্র, কূর্চ্চবীজ আদিতে থাকিলে অর্থাৎ কূর্চ্চবীজ, মায়াবীজ স্ত্রীবীজ ফট্ ইহা চতুর্থ অর্থাৎ বজ্রামন্ত্র। ৯৪। আদিতে মায়াবীজ, অন্তে কূর্চ্চবীজ, অর্থাৎ মায়াবীজ, স্ত্রীবীজ ফট্ ও কূর্চ্চবীজ, ইহা পঞ্চম নীলামন্ত্র। ৯৫। মায়াবীজকে মধ্যগত করিলে অর্থাৎ স্ত্রীবীজ, মায়াবীজ, ফট্ ও কূর্চ্চবীজ ষষ্ঠ সরস্বতী মন্ত্র। দ্বিতীয়

---

(১) ওঁ হ্রীং হাং হুং নমস্তারায়ৈ সকলদুস্তরং তারয় তারয় ওঁ ওঁ স্বাহা (ক) (খ) টি।

(২) তারা [১] চোগ্রা [২] মহোগ্রা [৩] বজ্রা [৪] নীলা [৫] সরস্বতী [৬] কামেশ্বরী [৭] ভদ্রকালী [৮] ইত্যষ্টৌ তারিণী স্মৃতা। ইতি (ক) পাঠঃ।

মম্ ॥ ৯৬ ॥ অষ্টমং কবচমধ্যং স্যাদেবং ভেদাষ্টকং ভবেৎ ॥ ৯৭ ॥ অস্যার্থঃ,—উষ্মবর্ণো রেফঃ অজীবো হকারঃ, নিগমস্বর ঈকার, তত্ত্বরশ্মির্ব্বধূবীজং, কপিলো হকারঃ, পার্শ্বঃ পকারঃ তস্যান্তঃ ফকারঃ, ঞান্তষ্টকারঃ, শরান্তং ফড়ন্তং তেন পঞ্চাক্ষরঃ প্রকৃতিঃ (১)। মধ্যাদীতি তেন বধূর্ম্মায়া কূর্চ্চং ফট্ (২)। বিপরীতমিতি আদ্যন্তবীজয়োর্ব্বৈপরীত্যমত্র। তেন কূর্চ্চং বধূর্ম্মায়া ফট্ (৩)। কূর্চ্চেতি কূর্চ্চং মায়া বধূঃ ফট্ (৪) মায়াদীতি তেন মায়া বধূঃ ফট্ কূর্চ্চং (৫)। মায়েতি তেন বধূর্ম্মায়া ফট্ কূর্চ্চম্ (৬)। দ্বিতীয়েতি তেন মায়া কূর্চ্চং বধূঃ ফট্ (৭)। অষ্টমেতি বধূঃ কূর্চ্চং মায়া ফট্ (৮) ॥ ৯৮ ॥ ঋষিঃ স্যাদষ্টকশ্ছন্দো অনুষ্টুপ্ দেবতা তথা। শম্ভুপত্নী (৯) মহেশানি চতুর্ব্বর্গেষু যোজয়েৎ ॥ ৯৯ ॥ কাল-(১০) লক্ষং জপেন্মন্ত্রমেবমুক্তেন বর্ত্মনা। ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ (১১) সমুপাচরেৎ ॥ ১০০ ॥ ত্র্যক্ষরস্যৈব ভেদোহয়ং ফটৌ যত্র ন তত্র বৈ। জপ্যে (১২) তু ত্র্যক্ষরং জ্ঞেয়ং ন্যাসে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ মন্ত্রান্তরমাহ প্রণবং তারে তু তারে তত্তা বহ্নিবল্লভা। তদুক্তং গন্ধর্ব্বে,—প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য তারে তু তারে তথা। তত্তা স্বাহেতি (১৩) মন্ত্রোহয়ং দশাক্ষর উদাহৃতঃ ॥ ২ ॥ অস্য ধ্যানং স্বতন্ত্রতন্ত্রে—শ্যামবর্ণাং ত্রিনয়নাং দ্বিভুজাং বরপঙ্কজে। দধানাং বহুবর্ণাভির্ব্বহুরূপাভিরাবৃতাম্। শক্তিভিঃ স্মেরবদনাং

বর্ণ স্ত্রীবীজকে অন্তে প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ মায়াবীজ কূর্চ্চবীজ স্ত্রীবীজ ও ফট্ ইহা সপ্তম কামেশ্বরীমন্ত্র। ৯৬। কূর্চ্চবীজ মধ্যে থাকিলে অর্থাৎ স্ত্রীবীজ, কূর্চ্চবীজ মায়া ও ফট্ ইহা অষ্টম ভদ্রকালীমন্ত্র। ৯৭। ৯৮। এই সকল মন্ত্রের অষ্টক ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, শম্ভুপত্নী দেবতা এবং চতুর্ব্বর্গসাধনে এই সকল মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ৯৯। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সমুদয়ের পুরশ্চরণে ছয়লক্ষ জপ করিবে। পূর্ব্বকথিত প্রণালীতে এই সকল মন্ত্রের ধ্যান ও পূজাদি করিতে হইবে। ১০০। উক্ত পঞ্চাক্ষরমন্ত্রের ফ ও ট এই দুই বর্ণ পরিত্যাগ করিলে হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ এই ত্র্যক্ষর হইবে। জপকার্য্যে ত্র্যক্ষর ও ন্যাসাদি অন্যান্য কার্য্যে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র প্রশস্ত। ১। তারাদেবীর আর একটি মন্ত্র কথিত হইতেছে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে এই মন্ত্র বলিয়াছেন যথা—প্রথমে প্রণব, তাহার পরে 'তারে তু তারে তত্তা স্বাহা' ইহা দশাক্ষর মন্ত্র; স্বতন্ত্র তন্ত্রে এই মন্ত্রের ধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—যিনি শ্যামবর্ণা, ত্রিনয়নবিশিষ্টা ও দ্বিভুজা; যাঁহার একহস্তে বরমুদ্রা ও অপরহস্তে পদ্ম চতুর্দ্দিকে নানাবর্ণা বহুরূপা শক্তি যাঁহাকে বেষ্টন করিয়া

---

(১) হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ ফট্। (২) স্ত্রীং হ্রীং হূং ফট্। (৩) হূং স্ত্রীং হ্রীং ফট। (৪) হূং হ্রীং স্ত্রীং ফট্। (৫) হ্রীং স্ত্রীং ফট্ হূং। (৬) স্ত্রীং হ্রীং ফট্ হূং। (৭) হ্রীং হূং স্ত্রীং ফট্।

(৮) স্ত্রীং হূং হ্রীং ফট্। (৯) শম্ভুপত্নীত্বেন নির্দ্দেশাৎ তারা চোগ্রা মহোগ্রা ইত্যাদি দেবতা। (খ টি) (১০) কালঃ ষট্। (১১) একজটাবৎ (খ টি)।

(১২) জপে (খ) পাঠঃ। তথাচ এতেষাং মন্ত্রাণাং জপে কুল্লুকাজ্ঞানস্য নাবশ্যকত্বম্, ন্যাসে তু এতৎ সর্ব্বং জ্ঞাতব্যম্ (খ টি)। (১৩) ওঁ তারে তু তারে তত্তা স্বাহা। (ক টি)

স্মেরমৌক্তিকভূষণাম্। রত্নপাদুকয়োর্ন্যস্তপাদাম্বুজযুগাং স্মরেৎ ॥ ৩ ॥ অস্য পূজাদিকং পূর্ব্ববৎ (১) কার্য্যম্। পুরশ্চরণন্তু দশলক্ষজপঃ। তদুক্তং তত্রৈব—বর্ণলক্ষং জপেদ্ধীমান্ নিয়মেন যথাবিধি। দশাংশং জুহুয়ান্মন্ত্রী ঘৃতাক্তৈ রক্তপুষ্পকৈঃ ॥ ৪ ॥ বাগ্ভবং ভুবনেশানী প্রণবং পুনর্ব্বাগ্ভবং ভুবনেশ্বরী ফট্ স্বাহা (২)। তদুক্তং মাতৃকার্ণবে—বাগ্ভবং কুলদেবীঞ্চ তারকং বাগ্ভবং তথা। হৃল্লেখা চাস্ত্রমন্ত্রান্তে বহ্নিজায়াবধির্ম্মনুঃ। অষ্টাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো বেদমাতু (৩) রনুত্তমঃ ॥ ৫ ॥ পঞ্চাঙ্গান্যস্য মন্ত্রস্য পঞ্চবীজৈঃ প্রকল্পয়েৎ। অস্ত্রং (৪) শেষাক্ষরৈর্ন্যস্য কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ। ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববচ্চ সমাচরেৎ ॥ ৬ ॥ মৎস্যসূক্তে—প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য পদ্মে যুগ্মং তথৈব চ। মহাপদ্মে পদং ব্রূয়াৎ পদ্মাবতি পদং ততঃ। মায়ে স্বাহেতি মন্ত্রোঽয়ং প্রোক্তঃ সপ্তদশাক্ষরঃ (৫) ॥ ৭ ॥ পূজা পূর্ব্ববদুদ্দিষ্টা অর্দ্ধরাত্রে চতুষ্পথে। জপমস্যাশ্চরেদ্ যস্তু স স্যাদ্ দ্রুতকবিস্তথা ॥ ৮ ॥ হংসঃ প্রণবং মায়া বধূবীজং কূর্চ্চবীজং হংসঃ। তদুক্তং স্বচ্ছন্দসংগ্রহে—শিববীজং মহেশানি শক্তিবীজং ততঃ পরম্। বিন্দুসর্গসমাযুক্তং বেদাদ্যং

রহিয়াছেন ; যিনি সহাস্যবদনা ও সমুজ্জ্বলমুক্তাকলাপে বিভূষিতা ; যিনি রত্ননির্ম্মিত দুই-পাদুকার উপরে দুই পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া রহিয়াছেন,—সেই দেবীকে স্মরণ করিবে। ৩। ধ্যানের পর একজটাপূজার ন্যায় ইহাঁর পূজা করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ দশলক্ষ জপ। সেই তন্ত্রেই বলিয়াছেন,—বুদ্ধিমান্ সাধক উক্ত মন্ত্র দশলক্ষ জপ করিয়া যথাবিধি জপের দশাংশ-সংখ্যায় ঘৃতাক্ত রক্তপুষ্পের দ্বারা হোম করিবে। ৪। তারাদেবীর অন্যমন্ত্র মাতৃকার্ণবে কথিত হইয়াছে,—বাগ্বীজ, ভুবনেশ্বরীবীজ, প্রণব, পুনর্ব্বার বাগ্বীজ, ভুবনেশ্বরীবীজ, ফট্ ও স্বাহা নীলসরস্বতীর এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৫। এই মন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাসে প্রথম পাঁচটি বীজ দ্বারা পঞ্চাঙ্গন্যাস করিয়া অবশিষ্ট অক্ষরে অঙ্গন্যাস করিবে যথা,—"ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ শিখায়ৈ বষট্, ঐঁ কবচায় হুঁ, হ্রীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ফট্ স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্"। এইরূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রণালীতে ধ্যান ও পূজাদি করিবে। ৬। মৎস্যসূক্তে আর একটি সপ্তদশাক্ষরমন্ত্র কথিত হইয়াছে যথা—প্রণব, দুইটি 'পদ্মে' পদ তাহার পরে 'মহাপদ্মে' তাহার পরে 'পদ্মাবতি', দুইটি মায়াবীজ, ও স্বাহা। ৭। এই মন্ত্রের পূজাপ্রণালী পূর্ব্ববৎ, যে ব্যক্তি অর্দ্ধরাত্রে চতুষ্পথে বসিয়া উক্ত মন্ত্র জপ করে, সেই সাধক দ্রুত কবি হয়। ৮। স্বচ্ছন্দ সংগ্রহতন্ত্রে তারাদেবীর অন্য একটি মন্ত্র বলিয়াছেন যথা—হে মহেশ্বরি, হকারে বিন্দুযোগ ও সকারে বিসর্গযোগে যে বীজ হয়

---

(১) একজটাবৎ (খ চি)। (২) ঐং হ্রীং ওঁ ঐং হ্রীং ফট্ স্বাহা (ক চি)।

(৩) নীলসরস্বত্যাঃ (খ চি)। (৪) তথা পঞ্চবীজৈঃ পঞ্চাঙ্গন্যাসঃ কার্য্যঃ। অস্ত্রম্ অস্ত্রার্থং ফট্। (৫) ওঁ পদ্মে পদ্মে মহাপদ্মে পদ্মাবতি হ্রীং হ্রীং স্বাহা। (ক) (খ) চি।

তদধঃ ক্রমাৎ। মায়া স্ত্রী ধর্ম্মবীজান্তে হংসবীজমুদাহৃতম্। এষা অষ্টাক্ষরী বিদ্যা (১) কথিতা ভুবি দুর্লভা ॥ ৯ ॥ পঞ্চাক্ষরী চ যা বিদ্যা হংসাদ্যন্তা মহোদয়া (২)। কেবলং ত্বৎপ্রসাদেন তব স্নেহাৎ প্রকীর্ত্তিতা। অনয়োর্জ্জপপূজাদীন্ পঞ্চাক্ষরীবদাচরেৎ ॥ ১০ ॥ (তন্ত্রান্তরে—লজ্জাযুগং বধূবীজং ততো দীর্ঘতনুচ্ছদম্ (৩) সারস্বতোঽপরো মন্ত্রঃ সংপ্রোক্তশ্চতুরক্ষরঃ। তদন্তে যদি ফট্কারো মনুঃ পঞ্চাক্ষরো ভবেৎ ॥ ১১ ॥ তথা তারশক্তিবধূবীজান্তমন্তে দীর্ঘতনুচ্ছদম্। অস্ত্রমগ্নিবধূরন্তে মনুঃ সপ্তাক্ষরো ভবেৎ। মন্ত্রমাত্রেষ্বয়ং প্রোক্তস্তথা দীর্ঘেণ বর্ম্মণা। পুটিতঞ্চ বধূবীজমপরোঽসৌ গুণাক্ষরঃ) ॥ ১২ ॥ (৪)

রহস্যপুরশ্চরণং যথা। (অশক্তানাঞ্চ মে দেব পুরশ্চরণমুচ্যতাম্) (৫)। অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে (৬) ॥ ১৩ ॥ কুজে বা শনিবারে বা নরমুণ্ডং সমাহৃতম্। পঞ্চগব্যেন মিলিতং চন্দনাদ্যৈর্ব্বিশেষতঃ (৭)। নিঃক্ষিপ্য ভূমৌ হস্তার্দ্ধমানতঃ কাননে বনে (৮) ॥ ১৪ ॥ তত্র তদ্দিবসে রাত্রৌ সহস্রং যদি মানতঃ। একাকী প্রজপে-

তাহার উল্লেখ করিয়া তাহার পরে প্রণব, মায়াবীজ, স্ত্রীবীজ, কূর্চ্চবীজ ও প্রথমোক্ত হংসবীজ—এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র পৃথিবীতে দুর্লভ। ৯। পূর্ব্বকথিত তারাদেবীর পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের আদ্যন্তে হংসবীজ প্রদান করিলে মহাভ্যুদয়কারী অপর একটি মন্ত্র হইবে। তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এই মন্ত্র প্রকাশ করিলাম। ইহার জপ পূজাদি পঞ্চাক্ষরীর ন্যায় করিবে। ১০। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—দুইটি মায়াবীজ, স্ত্রীবীজ, ও কূর্চ্চবীজ—ইহা অপর একটি চতুরক্ষর মন্ত্র। উক্ত চতুরক্ষর মন্ত্রের অন্তে 'ফট্' যোগ করিলে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র হইবে। ১১। প্রণব, মায়াবীজ, স্ত্রীবীজ, কূর্চ্চবীজ, ফট্ ও স্বাহা ইহা একটি সপ্তাক্ষর মন্ত্র। স্ত্রীবীজকে কূর্চ্চবীজদ্বারা পুটিত করিলে অপর একটি ত্র্যক্ষর মন্ত্র হয়। ১২।

অনন্তর রহস্যপুরশ্চণ কথিত হইতেছে। হে দেব, অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে কিরূপ পুরশ্চরণ তাহা বলুন, দুর্গার এই প্রশ্নের উত্তরে শিব বলিতেছেন অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ বলা যাইতেছে। ১৩। মঙ্গল অথবা শনিবারে একটি নরমুণ্ড আনিয়া তাহাকে পঞ্চগব্যসিক্ত ও চন্দনচর্চ্চিত করিয়া দূরবর্ত্তী কি নিকটবর্ত্তী বনে অর্দ্ধহস্তপরিমিত ভূমির নিম্নে নিক্ষেপ করিবে। ঐ দিবস রাত্রিকালে ঐ স্থানে একাকী উপবেশন করিয়া

---

(১) হংসঃ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং হংসঃ (ক) (খ) টি। (২) হংসঃ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ হংসঃ (ক টি)। হংসঃ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ হংসঃ (খ টি) (৩) হ্রীং হ্রীং স্ত্রীং হুং। হ্রীং হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ মৌ মন্ত্রৌ।

(৪) ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ স্বাহা। হুং স্ত্রীং হুং। বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

(৫) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৬) ইষ্যতে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৭) তথাচ পঞ্চগব্যং চন্দনঞ্চ নরমুণ্ডে দেয়মিত্যর্থঃ (খ টি)।

(৮) কাননে-দূরবনে--বনে নিকটবনে (খ টি)।

ন্মন্ত্রী (১) স ভবেৎ কল্পপাদপঃ ॥ ১৫ ॥ অথর্বান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে। শবমানীয় তদ্বারে (২) তেনৈব (৩) পরিখন্যতে। তদ্দিনাত্তদ্দিনং (৪) যাবত্তাবদষ্টোত্তরং শতম্। স ভবেৎ সর্ব্বসিদ্ধীশো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬ ॥ অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি। সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোদয়ান্তরম্। তাবজ্জপ্ত্বা নিরাতঙ্কঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে। শরৎকালে চতুর্থ্যাদি নবম্যন্তং বিশেষতঃ। ভক্তিতঃ পূজয়িত্বা তু রাত্রৌ তাবৎ সহস্রকম্। জপেদেকাকী বিজনে কেবলং তিমিরালয়ে। অষ্টম্যাদিনবম্যন্তমুপবাসপরো (৫) ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ মুণ্ডমালাতন্ত্রে—কৃষ্ণাষ্টমীং সমারভ্য যাবৎ কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ। সহস্রসংখ্যজপ্তেন পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥ ১৯ ॥ কৃষ্ণাং চতুর্দ্দশীং প্রাপ্য নবম্যন্তং মহোৎসবে। অষ্টমীনবমীরাত্রৌ পূজাং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ ॥ ২০ ॥ দশম্যাং পারণং কুর্য্যান্মৎস্যমাংসাদিভির্যুতম্। ষট্সহস্রং জপেন্নিত্যং ভক্তিভাবপরায়ণঃ ॥ ২১ ॥

সহস্রবার মন্ত্র জপ করিলে, পুরশ্চরণ করা হয়। এই পুরশ্চরণে সাধক কল্পবৃক্ষস্বরূপ হইতে পারে। ১৪। ১৫। অথবা অন্যপ্রকার পুরশ্চরণ বলা যাইতেছে যথা—একটি শব আনিয়া শনি-মঙ্গলবারে পূর্ব্বোক্তপ্রণালীতে অর্দ্ধহস্ত ভূমিতে প্রোথিত করিয়া তদুপরি উপবেশনপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিবে। যে দিবসে প্রথম জপ আরম্ভ করিবে, সেইদিন হইতে পুনর্ব্বার সেই দিবস পর্য্যন্ত প্রতিদিন অষ্টোত্তরশত করিয়া জপ করিবে। এইরূপে অষ্টাহ জপ করিলে, পুরশ্চরণ হয়। এইরূপ পুরশ্চরণ করিলে সাধক সর্ব্বসিদ্ধির অধীশ্বর হয়। ১৬। অন্যপ্রকার পুরশ্চরণপ্রণালী যথা,—উভয়পক্ষের অষ্টমী কিংবা চতুর্দ্দশী তিথিতে সূর্য্যোদয়কালে আরম্ভ করিয়া পুনঃ সূর্য্যোদয়পর্য্যন্ত জপ করিবে। এইরূপে জপ করিলে এক পুরশ্চরণ হয়। এই পুরশ্চরণের ফলে সাধক নির্ভীক ও অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির ঈশ্বর হইতে পারে। ১৭। অন্যবিধ পুরশ্চরণক্রম যথা,—শরৎকালে চতুর্থী তিথি হইতে নবমীপর্য্যন্ত প্রতিদিন রাত্রিতে ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিয়া একসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। নির্জ্জন অন্ধকারালয়ে একাকী বসিয়া জপ করিবে। মহাষ্টমী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিতে হইবে। ১৮। মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন, কৃষ্ণাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত প্রত্যহ একসহস্র করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে একমাস জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়। ১৯। দেবীপক্ষের পূর্ব্ব কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন মন্ত্র জপ করিবে এবং মহাষ্টমী ও মহানবমীর রাত্রিতে উপবাস থাকিয়া বিশেষরূপে দেবীর পূজা করিয়া দশমীদিবসে মৎস্যমাংসাদি-

---

(১) মন্ত্রং (ক) (খ) পাঠঃ। (২) তদ্বারে শনিবারে মঙ্গলবারে বা (খটি)।
(৩) হস্তার্দ্ধমিতভূমৌ (খটি)। (৪) যস্মাৎ যস্মাৎ দিনাৎ অথবা কৃষ্ণাষ্টমীমাসাদ্য কৃষ্ণাষ্টমীং যাবৎ (খটি)। (৫) মহাষ্টম্যাদিমহানবম্যন্তমুপবসেৎ (খটি.)।

চতুর্দ্দশীং (১) সমারভ্য যাবদন্যা চতুর্দ্দশী। তাবজ্জপ্তে (২) মহেশানি পুরশ্চরণমিষ্যতে। কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিদ্ধা ভবন্তি হি ॥ ২২ ॥ সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোঽস্তগো ভবেৎ তাবজ্জপ্ত্বা মহেশানি পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥ ২৩ ॥

অথ বীরসাধনম্। তদুক্তং বীরতন্ত্রে।—অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি। কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ সাধয়েদ্বীরসাধনম্ ॥ ২৪ ॥ তৎসার্দ্ধপ্রহরে যামে গতে চ সুরসুন্দরি। শবং বাপি চিতাং বাপি নীত্বা গত্বা যথাসুখম্। সাধয়েৎ স্বহিতং মন্ত্রী মন্ত্রধ্যানপরায়ণঃ (৩) ॥ ২৫ ॥ ভয়ং নৈব তু কর্ত্তব্যং হাস্যং তত্র বিবর্জ্জয়েৎ। চতুর্দ্দিশং ন বীক্ষেত মন্ত্রমেব সমভ্যসেৎ ॥ ২৬ ॥

অথ পূজাদ্রব্যম্।—সামিষান্নং গুড়ং ছাগং সুরাপায়সপিষ্টকম্। নানাফলঞ্চ নৈবেদ্যং স্বস্বকল্পোক্তসাধিতম্ ॥ চিতাস্থানং সমানীয় সুহৃদ্ভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ ॥ ২৭ ॥ সমানগুণসম্পন্নৈঃ সাধয়েদ্বীতভীঃ স্বয়ম্ ॥ ২৮ ॥ তথা চ যোগিনীহৃদয়ে—বল্যর্থং সামিষান্নঞ্চ গুড়ং ছাগং তথা মধু। পিষ্টকং পরমান্নঞ্চ পয়োমূলং ফলং তথা ॥ ২৯ ॥ সপ্তপাত্রং (৪) বলিং কৃত্বা চতুষ্পাত্রং চতুর্দ্দিশি। পাত্রত্রয়ং সদা মধ্যে স্থাপয়েন্মনুনামুনা। গুরুং বা ভ্রাতরং বাপি ব্রাহ্মণান্ বাপি সুব্রতান্। অষ্টানপি চ রক্ষার্থং কিঞ্চিদ্ দূরে নিবেশয়েৎ ॥ ৩০ ॥

দ্বারা পারণ করিবে। এই পুরশ্চরণে প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক ছয় হাজার করিয়া জপ করিবে। ২০। ২১। চতুর্দ্দশী হইতে পুনর্ব্বার চতুর্দ্দশীপর্য্যন্ত প্রতিদিন একসহস্র করিয়া জপ করিলে পুরশ্চরণ করা হয়। এই প্রকারে কেবল জপ করিলেই মন্ত্রসিদ্ধি হয়, হোমাদি করিতে হয় না। ২২। হে মহেশ্বরি! সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অবিরত জপ করিলেও পুরশ্চরণ হইয়া থাকে। ২৩।

অনন্তর বীরসাধন বিধি বলা যাইতেছে।—বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন উভয় পক্ষের অষ্টমী অথবা চতুর্দ্দশী তিথিতে বীরসাধন করিবে। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষই প্রশস্ত। ২৪। সার্দ্ধপ্রহর রাত্রি অতীত হইলে সাধক চিতাস্থানে একটি শব আনিয়া মন্ত্রধ্যানপরায়ণ হইয়া স্বীয় হিতসাধনার্থ কার্য্য করিবে। এই সাধনকালে সাধক কোনরূপে ভীত হইবে না, হাস্য পরিত্যাগ করিবে, কোনদিকে তাকাইবে না, একাগ্রচিত্তে কেবল মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। ২৫। ২৬।

বীরসাধনে পূজাদ্রব্য বলিতেছেন,—সামিষান্ন, গুড়, ছাগল, সুরা, পায়স, পিষ্টক, নানাবিধ ফল এবং স্ব স্ব কল্পোক্ত নৈবেদ্যাদি দ্রব্য পূজায় বিহিত। ২৭। এই সকল দ্রব্য চিতাস্থানে আনয়ন করিয়া সাধক সমানগুণশালী সশস্ত্র বন্ধুবর্গের সহিত নির্ভীকভাবে বীরসাধন করিবে। ২৯। যোগিনীহৃদয়ে বলিয়াছেন যে, বলির নিমিত্ত সামিষান্ন,

---

(১) মাং কাঞ্চিৎ (খ টি)। (২) প্রত্যহং সহস্রজপ্তে (খ টি)। (৩) মন্ত্রধ্যানপরঃ শুচিঃ (খ) পাঠঃ। (৪) সপ্তপাত্রে (খ) পাঠঃ। (৫) কিয়দ্ ইতি (খ) পাঠঃ।

চিতালক্ষণং যথা,—অসংস্কৃতা (১) চিতা গ্রাহ্যা ন তু সংস্কারসংস্কৃতা। চাণ্ডালাদিষু সংপ্রাপ্তা কেবলং শীঘ্রসিদ্ধিদা ॥ ৩১ ॥ অথাধিকারিলক্ষণং যথা—মহাবলো মহাবুদ্ধির্মহাসাহসিকঃ শুচিঃ। মহাস্বচ্ছোদয়াবাংশ্চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৩২ ॥ ততঃ সামান্তার্ঘ্যং বিধায় স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সংকল্পং কুর্য্যাৎ। যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ অমুকদেবশর্ম্মা অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামঃ (২) শ্মশানসাধনমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য বস্ত্রালঙ্কারভূষাদ্যৈর্ভূষিতঃ পূর্ব্বদিঙ্মুখঃ। অস্ত্রান্তমূলমন্ত্রেণ প্রোক্ষণং যাগভূমিষু। মূলমন্ত্রেণ ফট্‌কারান্তেনেত্যর্থঃ। গুরুপাদরজো ধ্যাত্বা গণেশং বটুকং তথা। যোগিনীঃ মাতৃকাশ্চৈব বামপাদপুরঃসরম্ (৩) তথা চ,—গণেশাদিকং সংপূজ্য অস্ত্রমন্ত্রেণাত্মানং সংরক্ষ্য। তথা চ অস্ত্রমন্ত্রেণ মন্ত্রজ্ঞো রক্ষামাত্মনি কারয়েৎ। ততঃ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং চিতায়াং ক্ষিপেৎ তদুক্তং বীরতন্ত্রে—যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাশ্চ ভয়ানকাঃ। পিশাচাঃ সিদ্ধয়ো যক্ষা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ। যোগিন্যো মাতরো ভূতাঃ সর্ব্বাশ্চ খেচরা স্ত্রিয়ঃ। সিদ্ধিদাস্তা ভবন্ত্বত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ। প্রণম্য মনুনানেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং ক্ষিপেৎ ॥ ৩৩ ॥ শ্মশানাধিপতিং পশ্চাদ্ভৈরবং কালভৈরবম্। মহাকালং যজেৎ পশ্চাৎ পূর্ব্বাদিদিক্‌চতুষ্টয়ে।

গুড়, ছাগল, মধু, পিষ্টক, পরমান্ন, দুগ্ধ, ফল ও মূল এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিবে, বলিদ্রব্য সাতটি পাত্রে রাখিয়া তাহার চারিপাত্র চারিদিকে এবং তিন পাত্র মধ্যে স্থাপন করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নিবেদন করিবে। আত্মরক্ষার জন্য গুরু, ভ্রাতা অথবা সুব্রত ব্রাহ্মণকে কিছুদূরে উপবেশন করাইয়া রাখিবে। ২৯। ৩০।

অনন্তর চিতালক্ষণ কথিত হইতেছে—বীরসাধনকার্য্যে অসংস্কৃতা চিতাই গ্রহণ করিবে, সংস্কৃতা অর্থাৎ জলসেকাদি দ্বারা পরিষ্কৃতা চিতাতে বীরসাধন করিবে না। চাণ্ডালাদি জাতির চিতা প্রাপ্ত হইলে তাহাতে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়। ৩১। বীরসাধনের অধিকারী যথা,—যিনি মহাবলশালী, মহাবুদ্ধি, মহাসাহসী, পবিত্র, নির্ম্মলচিত্ত দয়াশীল সকলপ্রাণীর হিতকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত, তিনিই এই কার্য্যে অধিকারী। ৩২। এইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তি সামান্তার্ঘ্য স্থাপন করিয়া স্বশাখোক্ত স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্পবাক্য উপরে দ্রষ্টব্য। সঙ্কল্পের পর সাধক বস্ত্রালঙ্কারাদি বিবিধভূষণে বিভূষিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশনপূর্ব্বক অন্তে ফট্‌যোগপূর্ব্বক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজাস্থান প্রোক্ষণ করিবে। পরে গুরুদেবের পাদরজ ধ্যান করিয়া গণেশ, বটুক, যোগিনী ও মাতৃকাগণের পূজাপূর্ব্বক বামপদ অগ্রবর্ত্তী করিয়া চিতাস্থানে প্রবেশ করিবে। অনন্তর সাধক ফট্‌ এই মন্ত্রে আত্মরক্ষা করিয়া "যে চাত্র সংস্থিতা দেবা" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিয়া তিন অঞ্জলি পুষ্প প্রদান করিবে। ৩৩। বীরতন্ত্রে উক্ত মন্ত্র উল্লেখ

---

(১) প্রক্ষালনরহিতা (খ পু)। (২) অমুকসিদ্ধিকামঃ (খ পু)।
(৩) বামপাদপুরঃসরং চিতামধ্যে প্রবিশেৎ।

শব্দবীজং (১.) ততঃ পশ্চাৎ শ্মশানাধিপ তৎপরম্। ইমমন্তে সামিষান্নবলিং (২) গৃহ্ণ ততঃ পরম্। গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় দ্বন্দ্বং বিঘ্ননিবারণং ততঃ। কুরু সিদ্ধিং মমান্তঞ্চ (৩) প্রযচ্ছ স্বাহয়ান্বিতম্। প্রণবাদ্যেন মনুনা প্রথমো বলিরীরিতঃ। [১] মায়ান্তে ভৈরবাৎ পশ্চাদ্ভয়ানক ততঃ পরম্। পূর্ব্ববদ্বলিমুদ্ধৃত্য দক্ষিণে বলিমাহরেৎ। [২] পশ্চিমে কালদেবায় প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ। শব্দান্তে কালশব্দান্তে ভৈরবেতি ততঃ পরম্। শ্মশানাধিপ ইত্যেবং পূর্ব্ববচ্চোত্তরে হরেৎ। [৩] হুমন্তে চ মহাকালাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্ববদুচ্চরেৎ (শ্মশানাধিপ ইত্যেবং পূর্ব্ববদ্বলিমাহরেৎ) (৪) [৪] পাদ্যাদিভিশ্চ মন্ত্রজ্ঞো বলিং পশ্চান্নিবেদয়েৎ। তদ্‌যথা,—শ্মশানাধিপতিং পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্যানেন মন্ত্রেণ বলিং দদ্যাৎ। তদ্‌যথা—ওঁ হুং শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্নবলিং (৫) গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বিঘ্ননিবারণং কুরু সিদ্ধিং মম প্রযচ্ছ স্বাহা। ততো ভৈরবং পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য দক্ষিণস্যাং দিশি ওঁ হ্রীং ভৈরব ভয়ানক ইমং সামিষান্নবলিমিত্যাদি। ততঃ পশ্চিমে কালভৈরবং সংপূজ্য ওঁ হুং কালভৈরব শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্নবলি-(৬) মিত্যাদি। উত্তরে মহাকালমভ্যর্চ্চ্য হুং মহাকাল শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্নবলিমিত্যাদি। চিতামধ্যে ততো দদ্যাদ্বলিত্রয়মনুত্তমম্। "কালরাত্রি মহাকালি কালিকে ঘোরনিস্বনে। গৃহাণেমং বলিং মাতর্দ্দেহি সিদ্ধিমনুত্তমাম্।" কালিকায়ৈ বলিং দত্ত্বা

করিয়া তাহা বলিয়াছেন। পূর্ব্বদিকে শ্মশানাধিপতি, দক্ষিণদিকে ভৈরব, পশ্চিমদিকে কালভৈরব এবং উত্তরদিকে মহাকালভৈরবের পূজা করিবে ও বলিপ্রদান করিবে। যথা—তাহার পরে পূর্ব্বদিকে শ্মশানাধিপতির পূজা করিয়া শব্দবীজ (হুং) 'শ্মশানাধিপ' তাহার পরে "ইমং সামিষান্নবলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণপায় বিঘ্ননিবারণং কুরু সিদ্ধিং মম প্রযচ্ছ স্বাহা" এই মন্ত্রের আদিতে প্রণব সংযোগপূর্ব্বক বলি দিবে। ইহা প্রথম বলি। তাহার পরে দক্ষিণদিকে ভৈরবের পূজা করিয়া উক্ত মন্ত্রের ওঁ হুং শ্মশানাধিপ" এইস্থলে "ওঁ হ্রীং ভৈরব ভয়ানক" এইটুকু সন্নিবেশ করিয়া অবশিষ্ট পূর্ব্বমন্ত্রে দক্ষিণদিকে বলি দিবে। পশ্চিমদিকে কালভৈরবের পূজা করিয়া 'ওঁ হুং কালভৈরব শ্মশানাধিপ' ইত্যাদি পূর্ব্বমন্ত্রে বলি দিবে। উত্তরদিকে মহাকালের পূজা করিয়া 'ওঁ হুং মহাকাল শ্মশানাধিপ' ইত্যাদি পূর্ব্বমন্ত্রে বলি দিবে। পূজা ও বলিদানপ্রকার উপরে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। তাহার পরে চিতামধ্যে উত্তমরূপে তিনটি বলিপ্রদান করিবে। যথা—"ওঁকালরাত্রি মহাকালি" ইত্যাদি মন্ত্রে

---

(১) হুং (খ টি)। (২) সামিষান্নং বলিং (খ) পাঠঃ।

(৩) মমায়ুতং (খ) পাঠঃ। (৪) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৫) সামিষান্নং বলিং (খ) পাঠঃ।

(৬) সামিষান্নং বলিং (ক) (খ) পাঠঃ।

ভূতনাথায় দাপয়েৎ। শব্দান্তে (১) ভূতনাথান্তে শ্মশানাধিপ ইত্যপি। প্রণবাদ্যেন মনুনা দাপয়েদ্বলিমুত্তমম্। শব্দান্তে তু (২) সর্ব্বগণনাথান্তে চাধিপাম্ চ। শ্মশান-মস্তকে দত্ত্বা পূর্ব্ববচ্চ সমুদ্ধরেৎ। তারাদ্যেন বলিং দত্ত্বা পঞ্চগব্যেন সুন্দরি। অস্থিশ্চ প্রোক্ষণং কৃত্বা পীতবস্ত্রং ন্যসেত্ততঃ (৩)। ভূর্জ্জে বা বটপত্রে বা তত্র পীঠমনুং (৪) ন্যসেৎ। পীঠমাস্তীর্য্য তস্মিন্ বৈ বদ্ধবীরাসনস্ততঃ। বীরার্দ্দনেন মনুনা রক্ষাং দিক্ষু প্রকল্পয়েৎ। অস্যার্থঃ।—শ্মশানাস্থ্যাদিকং পঞ্চগব্যেন সংপ্রোক্ষ্য, ভূর্জ্জপত্রাদৌ (৫) তত্তৎকল্পোক্তপীঠমন্ত্রং লিখিত্বা, তত্র ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি-পীঠমাস্তীর্য্য, তত্র বীরাসনক্রমেণোপবিশ্য, বীরার্দ্দনেন মন্ত্রেণ চতুর্দ্দিক্ষু রক্ষাং কুর্য্যাৎ। বীরার্দ্দনমন্ত্রস্তু। হূং হূং হ্রীং হ্রীং কালিকে ঘোরদংষ্ট্রে প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে দানবান্ দারয় হন হন শবশরীরে মহাবিঘ্নং ছেদয় ছেদয় স্বাহা হূং ফড়িতি। অনেন মন্ত্রিতং লোষ্ট্রং দশদিক্ষু বিনিঃক্ষিপেৎ। তন্মধ্যে ভৈরবো দেবো ন বিঘ্নৈঃ পরিভূয়তে। নীলতন্ত্রে।—কূর্চ্চদ্বয়ং ততো দেবি মায়াযুগ্মং ততঃ পরম্। কালিকে ঘোরদংষ্ট্রে চ প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে। দানবান্ দারয়েত্যুক্ত্বা হনেতি দ্বিতয়ং পুনঃ। শবশরীরে মহাবিঘ্নং ছেদয়দ্বিতয়ং পুনঃ। দ্বিঠান্তো বর্ম্ম চাস্ত্রান্তো বীরার্দ্দন-মনুর্ম্মতঃ ॥ ৩৪ ॥ যদি প্রমাদাদ্দেবেশি সাধকো ভয়বিহ্বলঃ। ততস্তৈস্তৈঃ সুহৃদ্বর্গৈ রক্ষিতো নাভিভূয়তে ॥ ৩৫ ॥ সিতার্ককর্পূরসিতবাট্যালকতূলৈর্ব্বর্ত্তিকাঃ নির্ম্মায়, তত্র

কালিকা দেবীকে প্রথম একটি বলিপ্রদান করিয়া "ওঁ হূং ভূতনাথ শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্নবলিং" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে দ্বিতীয় বলি নিবেদন করিবে। পরে "ওঁ হূঁ সর্ব্বগণনাথ শ্মশানাধিপ সামিষান্নবলিম্" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে তৃতীয় বলি নিবেদন করিবে। হে সুন্দরি, এইরূপে বলি প্রদান করত পঞ্চগব্য ও জলদ্বারা শ্মশানস্থ অস্থি প্রভৃতি প্রোক্ষণ করিয়া তাহার উপরে পীতবস্ত্র পাতিয়া বটপত্রে কিংবা ভূর্জ্জপত্রে পীঠমন্ত্র লিখিয়া পীতবস্ত্রের উপরে স্থাপন করিবে। তাহার উপরে ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি আসন পাতিয়া বীরাসনে উপবেশনপূর্ব্বক বীরার্দ্দনমন্ত্রে চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিবে। বীরার্দ্দনমন্ত্র উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পরে "হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ কালিকে" ইত্যাদি উপরিলিখিত বীরার্দ্দন মন্ত্রে পূর্ব্বাদি দশদিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে দশদিক্ রক্ষা করিয়া তন্মধ্যে উপবেশন করিলে তন্মধ্যে ভৈরব দেবের আবির্ভাব হয়, সুতরাং কোন বিঘ্নের আশঙ্কা থাকে না। এই বীরার্দ্দনমন্ত্র নীলতন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। সুস্পষ্ট বলিয়া সে বচনের অনুবাদ দেওয়া হইল না। ৩৪। সাধনসময়ে যদি সাধক কোনরূপ ভয়ে কাতর হয়, তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বকথিত সুহৃদ্বর্গ তাহার ভয় নিবারণ করিবে। সুহৃদ্গণ সর্ব্বদা এইরূপ সতর্ক থাকিবে, যেন কোন প্রকারে সাধক ভয়বিহ্বল না হয়। ৩৫।

---

(১) হূং (খ টি)। (২) হূং শব্দান্তে (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) পীতবস্ত্রে লিখেত্ততঃ (খ) পাঠঃ। (৪) জপ্যমানমন্ত্রস্য। (৫) পীতবস্ত্রাদৌ (খ) পাঠঃ।

প্রদীপং সংস্থাপ্য, দেব্যস্ত্রেভ্যো নমঃ, ইত্যস্ত্রং সংপূজ্য, অধস্তাৎ কুলপ্রদীপং নিখনেৎ। তথা চ,—অর্কেন্দুসিতবাট্যাল (১) তূলৈর্নির্ম্মিতবর্ত্তিকম্। প্রদীপং তত্র সংস্থাপ্য অস্ত্রং তত্র (২) প্রপূজয়েৎ। হতে তস্মিন্ মহাদীপে বিঘ্নৈশ্চ পরিভূয়তে। তদধশ্চাস্ত্রমন্ত্রেণ নিখনেৎ কুলদীপকম্ ॥ ৩৬ ॥ ততস্তৎকল্পোক্তভূতশুদ্ধ্যাদিন্যাসজালং বিধায়, ইষ্টদেবতাং সংপূজ্য, সঙ্কল্প্য, মন্ত্রং জপেৎ। সঙ্কল্পস্তু—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামঃ অমুকমন্ত্রস্যামুকসংখ্যকজপমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য, দেবতাধ্যানপুরঃসরং মন্ত্রং জপেৎ। তথা চ।—তত্তৎকল্পবিধানেন ভূতশুদ্ধ্যাদিকং চরেৎ। ষোঢ়াং বা তারকং বাপি বিন্যস্য পূজয়েত্ততঃ। মন্ত্রধ্যানপরো ভূত্বা জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥ ৩৭ ॥ জপনিয়মস্তু।—একাক্ষরী যদি ভবেদ্দিক্সহস্রং ততো জপেৎ। দ্ব্যক্ষরেঽষ্টসহস্রং স্যাত্র্যক্ষরে চাযুতার্দ্ধকম্। অতঃপরস্তু মন্ত্রজ্ঞো গজাস্তকসহস্রকম্। নিশায়াং বা সমারভ্য উদয়ান্তং সমাচরেৎ। গজাস্তকমিতি অষ্টোত্তরসহস্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ যদ্যসহ্যভয়ং জায়তে তদা কর্ণে নেত্রে বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ। ততোঽর্দ্ধরাত্রপর্য্যন্তং যদি কিঞ্চিন্ন লক্ষ্যতে (৩)। জয়দুর্গাখ্যমনুনা তেনৈব সর্ষপান্ ক্ষিপেৎ। জয়দুর্গামন্ত্রস্তু।—ওঁ

পরে শ্বেত আকন্দ, কর্পূর, শ্বেত বেড়েলা ও তূলা ইহা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তত করিয়া সেই বর্ত্তিকাযুক্ত প্রদীপ জ্বালিয়া সেই স্থানে রাখিবে। "ওঁ দেব্যস্ত্রেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে অস্ত্র-পূজা করিয়া সাধক স্বীয় অধোভাগে গর্ত্ত করিয়া ঐ প্রজ্বলিত প্রদীপ তন্মধ্যে রাখিয়া দিবে। তদ্বিষয়ে প্রমাণে আছে,—অর্ক (আকন্দ) ইন্দু (কর্পূর) শ্বেত-বেড়েলা ও তূলা ইহা দ্বারা শলিতা প্রস্তত করিয়া সেই শলিতা দিয়া এক প্রদীপ জ্বালিবে। সেই প্রদীপের উপরে অস্ত্রপূজা করিবে। ঐ প্রদীপ দৈবাৎ যদি নিবিয়া যায়, তাহা হইলে সাধকের বিঘ্ন ঘটিতে পারে। এই জন্য বাতাসে প্রদীপ না নিবিয়া যায় এই জন্য ফট্ মন্ত্রে মৃত্তিকা মধ্যে গর্ত্ত করিয়া ঐ প্রদীপ রাখিয়া দিবে। ৩৬। তাহার পরে স্বীয়-কল্পোক্তবিধানে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ন্যাসসমূহ করিয়া ইষ্টদেবতার পূজার পরে সঙ্কল্প করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। সঙ্কল্পবাক্য উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। সঙ্কল্পানন্তর স্বহৃদয়ে দেবতার ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। তত্তৎ কল্পোক্তবিধানে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া ষোঢ়া বা প্রণবন্যাস করিবে। তাহার পরে পূজা করিয়া মন্ত্রচিন্তাপূর্ব্বক অনন্যমনে জপ করিবে। ৩৭। জপের নিয়ম যথা,—একাক্ষরমন্ত্র দশ হাজার জপ করিবে। দ্ব্যক্ষর মন্ত্রস্থলে আট হাজার, ত্র্যক্ষরমন্ত্রে পাঁচ হাজার জপ করিবে। চতুরক্ষরাদিমন্ত্রস্থলে অষ্টোত্তরসহস্র সংখ্যায় মন্ত্র জপ করিবে। ৩৮। নিশাসময়ে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জপ করিবে। যদি অসহ্য ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বস্ত্রদ্বারা সাধকের কর্ণ ও নেত্র বন্ধন করিয়া দিবে, যদি অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত জপ করিয়াও কিছু

---

(১) সিতবাট্যালমূলং (খ টি-)। (২) তত্র প্রদীপে। (৩) লক্ষ্যতে (খ) পাঠঃ।

দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা। ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবস্তৃপ্তিকারকঃ। পিতৃণাং স্বর্গদাতা ত্বং মর্ত্ত্যানাং মম রক্ষকঃ। ভূতপ্রেতপিশাচানাং বিঘ্নেষু শান্তিকারকঃ ইতি পঠিত্বা ঈশানাদি-চতুর্দ্দিক্ষু তিলাংশ্চ নিঃক্ষিপেৎ। ততঃ সপ্তপদং গত্বা তত্রৈব সংবিশেৎ। পুনর্দ্দেবতাং সংপূজ্য জপেৎ ॥ ৩৯ ॥ ততো যদি বরং বরয়েতি বদেৎ তদা সত্যং কারয়েৎ। তথা চ।—বরং বরয় চেত্যুক্তে সাধকঃ স্থিরমানসঃ। সত্যন্তু কারয়িত্বা চ বরয়েদ্বরমুত্তমম্ ॥ ৪০ ॥ জপাদৌ তু বলিং দত্ত্বা পশ্চাদপি বলিং হরেৎ। জপান্তে জপমধ্যে বা দেহি দেহীতি ভাষিতে। তথাপি চ বলিং (১) দদ্যান্মহিষং বাপি ছাগলং। বলিঞ্চ যবপিষ্টময়েন ॥ ৪১ ॥ যদা বলিং প্রার্থয়তে নরং কুঞ্জরমেব বা। দিনান্তরেঽপি (২) দাস্যামি স্বীকৃত্য স্বগৃহং ব্রজেৎ ॥ ৪২ ॥ অপরেঽহ্নি ততো দদ্যাৎ পিষ্টৈর্নরকুঞ্জরান্। পিষ্টেনেতি যবধান্যোদ্ভবেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ তথা চ তন্ত্রান্তরে।—যবক্ষোদময়ং (৩) বাপি শালিক্ষোদময়ন্তথা। চন্দ্রহাসেন (৪) বিধিবত্তন্মন্ত্রেণ (৫) ঘাতয়েৎ ॥ ৪৪ ॥ যোগিনীহৃদয়ে।—জপান্তে তু বলিং দদ্যাদ্দেবতায়ৈ যথাবিধি। মহিষং ছাগলং বাপি গৃহীত্বা বরমেব চ। গৃহং গচ্ছেৎ স্বসুহৃদা সার্দ্ধং সংহৃষ্টমানসঃ। ততো দক্ষিণাং দদ্যাৎ।

দেখিতে না পায়, তবে "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা" এই জয়দুর্গামন্ত্রে ঈশানাদি চতুষ্কোণে সর্ষপ ও "তিলোঽসি" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে তিল নিক্ষেপ করিবে। তাহার পরে নিজের আসন হইতে সপ্তপদ গমন করত পুনর্ব্বার সেইস্থানে আসিয়া বসিবে এবং পুনর্ব্বার দেবতার পূজা করিয়া জপ আরম্ভ করিবে। ৩৯। যদি জপ করিবার সময়ে কেহ আসিয়া "বর গ্রহণ কর" এই কথা বলে, তাহা হইলে তাঁহাকে সত্য করাইবে। প্রমাণেও আছে। কেহ আসিয়া 'বর চাও' বলিলে সাধক স্থিরচিত্তে তাঁহাকে সত্য করাইয়া মনোমত বর প্রার্থনা করিবে। ৪০। জপের আদিতে, জপের মধ্যে ও জপের পরে বলি প্রদান করিবে। জপের আদি, মধ্য ও অন্তসময়ে অথবা যে কোন সময়ে দেবতা আসিয়া 'দাও দাও' বলিবেন, তৎক্ষণাৎ মহিষ কিংবা ছাগ বলি প্রদান করিবে। যবপিষ্টদ্বারা মহিষ ও ছাগল প্রস্তুত করিয়া বলি দিবে। ৪১। যদি নর কিংবা হস্তী বলি প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে "দিনান্তরে প্রদান করিব" এইরূপ স্বীকার করিয়া স্বগৃহে গমন করিবে। ৪২। অন্য দিবসে পিষ্টযব অথবা পিষ্টতণ্ডুলদ্বারা নর ও হস্তী প্রস্তুত করিয়া বলি দিবে। ৪৩। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—যবচূর্ণ অথবা তণ্ডুলচূর্ণদ্বারা বলি নির্ম্মাণ করিয়া তত্তৎ দেবতার বলি প্রদানমন্ত্রে খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া বলি প্রদান করিবে। যোগিনীহৃদয়ে বলিয়াছেন যে, জপান্তে উক্তরূপে মহিষ কিংবা ছাগ বলি প্রদান করিয়া বরগ্রহণপূর্ব্বক সুহৃদ্বর্গের সহিত হৃষ্টচিত্তে স্বগৃহে গমন

---

(১) দাস্যামীতি বদেৎ (খ টি)। (২) দিনান্তরে চ (খ) পাঠঃ। (৩) যবচূর্ণময়ম্ (গ টি)। (৪) খড়্গেন। (৫) তত্তদ্দেবতাবলিমন্ত্রেণ (খ টি)।

সমাপ্য সাধনং দেবি দক্ষিণাং বিভবাবধি। গুরবে গুরুপুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা নিবেদয়েৎ ॥ ৪৫ ॥

অথ শবসাধনম্।—তত্র স্থাননিয়মমাহ ভাবচূড়ামণৌ।—শূন্যাগারে নদীতীরে পর্ব্বতে নির্জ্জনেঽপি বা। বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎসমীপে (১) বনস্থলে ॥ ৪৬ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি। ভৌমবারে তমিস্রায়াং (২) সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ৪৭ ॥ মাষভক্তঞ্চ বল্যর্থং ধূপদীপাদিকন্তথা। তিলাঃ কুশাঃ সর্ষপাশ্চ স্থাপনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৮ ॥ ততঃ পূর্ব্বোক্তান্যতমস্থানং গত্বা, সামান্যার্ঘ্যং বিধায়, পূর্ব্বমুখো মূলান্তে (৩) ফট্কারং দত্ত্বা যাগভূমিং সংপ্রোক্ষ্য, গুরুং গণেশং বটুকং যোগিনীঞ্চ চতুর্দ্দিক্ষু পূর্ব্বাদিতঃ সংপূজ্য পূর্ব্বোক্তবীরার্দ্দনমন্ত্রং (৪) ভূমৌ বিলিখ্য, যে চাত্রেত্যাদি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ ভূমৌ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা প্রণম্য শ্মশানাধিপতিভ্যঃ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ পূর্ব্ববদ্বলিং দত্ত্বা অঘোরমন্ত্রেণ শিখাবন্ধনং বিধায়, সুদর্শনমন্ত্রান্তে আত্মানং রক্ষ রক্ষেতি হৃদি হস্তং দত্ত্বা, আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ। অঘোরসুদর্শনমন্ত্রৌ তু।—ওঁ হ্রীঃ স্ফুর স্ফুর প্রস্ফুর প্রস্ফুর ঘোর ঘোরতর তনুরূপ চট চট প্রচট প্রচট কহ কহ বম বম বন্ধ বন্ধ ঘাতয় ঘাতয় হুঁ ফট্।

করিবে। তাহার পরে দক্ষিণা দিবে। প্রমাণে আছে —হে দেবি! কার্য্য সাধন করিয়া স্বীয় সামর্থ্যানুরূপ, গুরু, গুরুপুত্র বা গুরুপত্নীকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। ৪৪।৪৫।

অতঃপর শবসাধন প্রণালী কথিত হইতেছে।—ভাবচূড়ামণিতে শবসাধনের স্থান নিরূপণ করিয়াছেন—শূন্যগৃহ, নদীতট, পর্ব্বত, নির্জ্জনপ্রদেশ, বিল্বমূল, শ্মশান কিংবা শ্মশানসমীপস্থ বনপ্রদেশে শবসাধনকার্য্য করিবে। ৪৬। কৃষ্ণ কিংবা শুক্ল পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মঙ্গলবারে রাত্রিকালে উক্ত সাধন করিলে সাধক উত্তমা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ৪৭। সাধক বলির নিমিত্ত মাষভক্ত, ধূপ, দীপ, তিল, কুশ, সর্ষপ প্রভৃতি পূজার উপকরণসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। ৪৮। পরে সাধক পূর্ব্বোক্ত যে কোন স্থানে গমন করিয়া সামান্যার্ঘ্যস্থাপনান্তে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া মূলমন্ত্রের শেষে 'ফট্' এই মন্ত্র যোগ করত তদ্দ্বারা যাগস্থান অভ্যুক্ষণ করিবে। অনন্তর পূর্ব্বদিকে গুরু, দক্ষিণে গণেশ পশ্চিমে বটুক ও উত্তরে যোগিনীর পূজা করিয়া ভূমিতে পূর্ব্বোক্ত বীরার্দ্দনমন্ত্র লিখিয়া পূর্ব্বকথিত "যে চাত্র" ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পূর্ব্বকথিত নিয়মে শ্মশানাধিপতি দেবগণকে বলি প্রদান করিবে এবং অঘোরমন্ত্রে শিখাবন্ধনপূর্ব্বক সুদর্শনমন্ত্র পাঠ করিয়া "আত্মানং রক্ষ রক্ষ" এই বলিয়া হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। অঘোরমন্ত্র ও সুদর্শনমন্ত্র উপরে

---

(১) শবসমীপে (খ চি)।

(২) রাত্রৌ (খ চি)। (৩) মূলমন্ত্রগানান্তে (খ চি)।

(৪) চিতাসাধনোক্তং হূং হূং ইত্যাদি মন্ত্রম্ (খ চি)।

ওঁ সহস্রারে হুঁ ফট্ (১) ॥ ৪৯ ॥ ততঃ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ (২) ভূতশুদ্ধিং ন্যাসজালঞ্চ বিধায় জয়দুর্গামন্ত্রেণ দিক্ষু সর্ষপান্ বিকীর্য্য তিলোঽসীতি মন্ত্রেণ তিলাংশ্চ বিকীর্য্য, বিহিতশবসমীপং গচ্ছেৎ ॥ ৫০ ॥ বিহিতশবো যথা ভাবচূড়ামণৌ।—যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গাবিদ্ধং জলে মৃতম্ (৩)। বজ্রবিদ্ধং (৪) সর্পদষ্টং চাণ্ডালঞ্চাভিভূতকং (৫)। তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্। পলায়নবিশূন্যস্তু (৬) সম্মুখে রণবর্ত্তিনম্ ॥ ৫১ ॥ ভৈরবতন্ত্রেঽপি।—যষ্টিপ্রভৃতিবিদ্ধং বা চাভিভূতং (৭) জলে মৃতম্। শবমানীয় কর্ত্তব্যং, নাহরেৎ স্বেচ্ছয়া মৃতম্। স্ত্রীবশ্যং পতিতাস্পৃশ্যং নয়বর্জং (৮) হি তুবরম্। অব্যক্তলিঙ্গং (৯) কুষ্ঠিং বা বৃদ্ধভিন্নং শবং হরেৎ। ন দুর্ভিক্ষমৃতঞ্চাপি ন পর্য্যুষিতমেব বা। স্ত্রীজনঞ্চেদৃশং রূপং (১০) সর্ব্বথা পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫২ ॥ কালীতন্ত্রেঽপি।— ব্রাহ্মণং গোময়ং (১১) ত্যক্ত্বা সাধয়েদ্বীরসাধনম্। মহাশবাঃ (১২) প্রশস্তাঃ স্যুঃ

উল্লিখিত হইয়াছে। ৪৯। অনন্তর পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ভূতশুদ্ধি ও বিবিধ ন্যাস করিয়া জয়দুর্গামন্ত্রে চতুর্দ্দিকে সর্ষপাবক্ষেপপূর্ব্বক "তিলোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া বিহিত শবের নিকট উপস্থিত হইবে। ৫০। এক্ষণে শবসাধনকার্য্যে কোন্ জাতীয় ও কিপ্রকার শব প্রশস্ত, তাহা ভাবচূড়ামণিগ্রন্থে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি যষ্টিবিদ্ধ, শূলবিদ্ধ অথবা খড়্গাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, জলে পতিত হইয়া মরিয়াছে, বজ্রপাতে কিংবা সর্পদংশনে যাহার মৃত্যু হইয়াছে, এইরূপ চাণ্ডালজাতীয় ব্যক্তির মৃতদেহকে এই কার্য্যে শব করিবে।—এই শব তরুণবয়স্ক ও সুন্দরাঙ্গ হওয়া আবশ্যক এবং যে ব্যক্তি সম্মুখযুদ্ধে পলায়ন না করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহার দেহও শবসাধনকার্য্যে প্রশস্ত। ৫১। ভৈরবতন্ত্রেও বলিয়াছেন, যষ্টি প্রভৃতি আঘাতে যাহার মৃত্যু হইয়াছে কিংবা জলে পতিত হইয়া যে ব্যক্তি মরিয়াছে, তাহার দেহ গ্রহণ করিবে। কদাচ আত্মঘাতীর দেহ শবসাধনে গ্রহণ করিবে না। যে ব্যক্তি স্ত্রীর বশীভূত, পতিত, অস্পৃশ্য, দুনীতিযুক্ত, শ্মশ্রুবিহীন, ক্লীব, কুষ্ঠরোগী অথবা বৃদ্ধ, সেই সকল শব বর্জ্জন করিবে। দুর্ভিক্ষমৃত ব্যক্তির দেহ শবসাধনকার্য্যে অগ্রাহ্য। সদ্যোমৃতশব বিহিত, পর্য্যুষিতশব গ্রাহ্য নহে; সুতরাং উক্তপ্রকার শব ও স্ত্রীর মৃতদেহ এই কার্য্যে গ্রহণ করিবে না। ৫১ কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও গাভীর শব পরিত্যাগ করিবে।

---

(১) ওঁ সহস্রার হুং ফট্ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) চিতাসাধনোক্তক্রমেণ (খ টি)।
(৩) দৈবাৎ ন তু স্বেচ্ছয়া (খ টি)। (৪) বজ্রবদ্ধং (খ) পাঠঃ।
(৫) ভূতাদ্যভিভূতং চণ্ডালশবং (খ টি)। (৬) তেন সম্মুখরণমৃতম্ (খ টি)।
(৭) ভূতাভিভূতম্ (খ টি)। (৮) নীতিশূন্যম্ (খ টি)। (৯) নপুংসকং (খ টি)।
(১০) এতাদৃশগুণবিশিষ্টমপি স্ত্রীজনম্ (খ টি,। (১১) স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয়ঃ গোময়ং গোশবমিত্যর্থঃ। (১২) মনুষ্যাঃ (খ টি)।

প্রধানে বীরসাধনে। ক্ষুদ্রাঃ (১) প্রয়োগকর্ত্তৄণাং প্রশস্তাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥ ৫৩ ॥ এবমুক্তং শবং গৃহীত্বা মূলমন্ত্রেণ পূজাস্থানমানয়েৎ। তৎসমীপং গত্বা ওঁ ফট্ (২) ইতি শবমভ্যুক্ষ্য ওঁ হূঁ মৃতকায় নমঃ ফড়িতি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা শবং স্পৃষ্ট্বা প্রণমেৎ। তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ।—প্রণবাদ্যস্ত্রমন্ত্রেণ শবস্য প্রোক্ষণঞ্চরেৎ। প্রণবং কূর্চ্চবীজঞ্চ মৃতকায় নমশ্চ ফট্। পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা প্রণমেৎ স্পর্শপূর্ব্বকম্ ॥ ৫৪ ॥ প্রণামমন্ত্রস্তু।— বীরেশ পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বর। আনন্দভৈরবাকার দেবীপর্য্যঙ্কশঙ্কর। বীরোঽহং ত্বাং প্রপদ্যামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্চ্চনে। অনেন মন্ত্রেণ প্রণম্য ক্ষালয়েৎ। ওঁ হূঁ মৃতকায় নমঃ অনেন ক্ষালয়িত্বা, সুগন্ধিজলেন স্নাপয়িত্বা, বাসসা জলমুত্তোল্য, ধূপৈর্ধূপয়িত্বা, চন্দনাদিনা শবং প্রলিপ্য, শবস্য কটিদেশং ধৃত্বা পূজাস্থানং সমানয়েৎ। তদুক্তং কালীতন্ত্রে।—তারং শব্দং (৩) মৃতকায় নমোঽন্তং মন্ত্রমুচ্চরেৎ। শবস্য শ্বাসমন্ত্রোঽয়মিত্যাদি। ভাবচূড়ামণৌ।— ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গন্ধাদিনা বিলিপ্য চ। রক্তাক্তো যদি দেবেশি ভক্ষয়েৎ কুলসাধকম্ ॥ ৫৫ ॥ ততঃ কুশশয্যাং কৃত্বা পূর্ব্বশিরসং কৃত্বা শবং স্থাপয়েৎ। তদুক্তং

এই বীরসাধনকার্য্যে নর-শবই প্রশস্ত। অন্য সাধারণ কার্য্যের জন্য পশুশবও প্রশস্ত। ৫৩। এইরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত শব লইয়া মূলমন্ত্রে পূজাস্থানে আনয়ন করিবে। পরে শবসমীপে উপবেশন করিয়া 'ওঁ ফট্' এই মন্ত্রে শবকে অভ্যুক্ষণ করিয়া 'ওঁ হূঁ মৃতকায় নমঃ ফট্' এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া শবস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। ভাবচূড়ামণিগ্রন্থে তাহাই বলিয়াছেন—প্রণবাদি অস্ত্রমন্ত্রে শবপ্রোক্ষণ করিবে। প্রণব, কূর্চ্চবীজ 'মৃতকায় নমঃ ফট্' এই বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া শবস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। প্রণামের মন্ত্র উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই। ৫৪। "হে বীরেশ! হে পরমানন্দ! হে শিবানন্দ! হে কুলেশ্বর! তুমি আনন্দভৈরবস্বরূপ ও দেবীর পর্য্যঙ্কশঙ্কররূপে বিদ্যমান রহিয়াছ। আমি বীরভাবে দেবীর পূজা করিবার জন্য তোমাকে নমস্কার করি, তুমি গাত্রোত্থান কর।" উক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিয়া শব ক্ষালন করিবে। 'ওঁ হূঁ মৃতকায় নমঃ' এই মন্ত্রে প্রক্ষালন ও সুগন্ধি জলদ্বারা শবকে স্নান করাইয়া ঐ শবদেহকে বস্ত্রদ্বারা মার্জ্জিত, ধূপদ্বারা সুগন্ধিত ও চন্দনাদিদ্বারা অনুলিপ্ত করিবে এবং শবের কটিদেশ ধারণ করিয়া পূজাস্থানে আনয়ন করিবে। কালীতন্ত্রে ইহার প্রমাণ দিয়াছেন। ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন,—শবকে ধূপদ্বারা ধূপিত করত গন্ধাদিদ্বারা অনুলেপনপূর্ব্বক শবসাধনকার্য্য আরম্ভ করিবে। যদি শব রক্তাক্ত হয়, তাহা হইলে সাধককে ভক্ষণ করে, এই কারণে প্রক্ষালনাদি অবশ্যকর্ত্তব্য। ৫৫। পরে কুশদ্বারা শয্যা করত তদুপরি পূর্ব্বশিরা করিয়া শব স্থাপন

---

(১) পশুশবাঃ (খ চি)। (২) হূঃ ফট্ ইতি (গ) পাঠঃ। (৩) ওঁ হূং (খ চি)।

তত্রৈব।—কুশশয্যাং পরিষ্কৃত্য তত্র সংস্থাপয়েচ্ছবম্। ততঃ, এলা-লবঙ্গ-কর্পূর-জাতী-খদিরমার্দ্রকম্। তাম্বূলং তন্মুখে দত্ত্বা শবং কুর্য্যাদধোমুখম্। তৎপৃষ্ঠং চন্দনেনাপি বিলিপ্য প্রযতঃ সুধীঃ। বাহুমূলাদিকট্যন্তং চতুরস্রং বিধায় চ। মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্বারং দলাষ্টকসমন্বিতম্। পীঠমন্ত্রং লিখেন্মধ্যে তত্তৎকল্পবিধানতঃ। ততঃ ওঁ হ্রীঁ ফড়িতিমন্ত্রেণ তত্তৎকল্পোক্তপীঠমন্ত্রং লিখেৎ। তদুপরি কম্বলাদ্যাসনং ন্যসেৎ। তন্ত্রান্তরে,—গত্বা শবস্য সান্নিধ্যং ধারয়েৎ কটিদেশতঃ। যদ্যুপদ্রাবয়েত্তস্য দদ্যান্নিষ্ঠীবনং শবে। পুনঃ প্রক্ষালনং কৃত্বা জপস্থানে সমানয়েৎ। ততো দ্বাদশাঙ্গুল-যজ্ঞকাষ্ঠানি দশদিক্ষু পূর্ব্ববৎ সংস্থাপ্য, ইন্দ্রাদিদশদেবতাঃ সংপূজ্য, সামিষান্নেন বলিং দদ্যাৎ। তদুক্তং তন্ত্রান্তরে।—দ্বাদশাঙ্গুলমানানি যজ্ঞকাষ্ঠানি দিক্ষু চ। সংস্থাপ্য পূজয়েত্তত্র ক্রমাদিন্দ্রাদিদেবতাঃ॥ ৫৬॥ তত্রায়ং ক্রমঃ। ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ঐরাবতবাহনায় বজ্রহস্তায় শক্তিপারিষদায় সপরিবারায় সবাহনায় নমঃ। ইতি পাদ্যাদিভিঃ সংপূজ্য বলিং দদ্যাৎ। বীজমিন্দ্রায় সংলিখ্য সুরাধিপতয়ে ততঃ। ইমং বলিং গৃহ্ণযুগ্মং গৃহ্ণাপয় যুগং ততঃ। বিঘ্ননিবারণং কৃত্বা সিদ্ধিং প্রযচ্ছ ঠদ্বয়ম্। অনেন মনুনা পূর্ব্বে বলিং দদ্যাচ্চ সামিষম্। স্বস্বনামাদিকং কৃত্বা পূর্ব্ববদ্বলিমাহরেৎ। সর্ব্বেষাং লোকপালানাং ততঃ সাধকসত্তমঃ। ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বিঘ্ননিবারণং কৃত্বা সিদ্ধিং প্রযচ্ছ স্বাহা। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে মেষবাহনায় সপরিবারায় (শক্তিহস্তায় (১)) সায়ুধায় সবাহনায় নমঃ। ইতি সং-

করিবে। অনন্তর শবের মুখে জাতিফল, খদিরাদিযুক্ত তাম্বূল প্রদান করত শবকে অধোমুখ করিয়া রাখিবে। শবপৃষ্ঠ চন্দনাদিদ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া বাহুমূল হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত স্থানে চতুরস্রমণ্ডল লিখিবে। চতুরস্রমধ্যে অষ্টদলপদ্ম ও চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিয়া পদ্মমধ্যে ওঁ হ্রীঁ ফট্ এই মন্ত্রের সহিত পূর্ব্বোক্ত পীঠমন্ত্র লিখিতে হইবে। তাহার উপরে কম্বলাদি আসন পাতিবে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—“শবসমীপে গমন করিয়া শবের কটিদেশ ধারণ করিবে। ইহাতে যদি শব কোন প্রকার উপদ্রব করে, তবে শবগাত্রে নিষ্ঠীবন (থুথু) নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার প্রক্ষালনপূর্ব্বক জপস্থানে আনয়ন করিবে।” তাহার পর দ্বাদশাঙ্গুলিপরিমিত অশ্বত্থ প্রভৃতি যজ্ঞীয়কাষ্ঠ জপস্থানের দশদিকে প্রোথিত করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে ঐ সকল কাষ্ঠে ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিয়া সামিষান্ন দ্বারা বলি দিবে। তন্ত্রান্তরে তাহা বলিয়াছেন,—দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত যজ্ঞকাষ্ঠ দশদিকে স্থাপন করিয়া সেই কাষ্ঠে যথাক্রমে ইন্দ্রাদি দিক্পালগণের পূজা করিবে। ৫৬। উক্ত ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজাক্রম যথা,—পূর্ব্বদিকে ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচার দ্বারা পূজা করিয়া

---

(১) বন্ধনীপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি।

পূজ্য ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ মাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে দণ্ডহস্তায় মহিষবাহনায় সায়ুধায়েত্যাদিনা সংপূজ্য ওঁ মাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে অসিহস্তায় সবাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদিনা সংপূজ্য ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে পাশহস্তায় মকরবাহনায় সায়ুধায় ইত্যাদিনা সংপূজ্য ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে হরিণবাহনায়াঙ্কুশহস্তায় ইত্যাদিনা সংপূজ্য, ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে গদাহস্তায় নরবাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদিনা সংপূজ্য, ওঁ কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে শূলহস্তায় বৃষবাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদিনা পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য, ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ইন্দ্রেশানয়োর্মধ্যে ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে হংসবাহনায় পদ্মহস্তায় সপরিবারায় ইত্যাদিনা সংপূজ্য ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে সায়ুধায়েত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। নৈর্ঋতবরুণয়োর্মধ্যে ওঁ অং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে চক্রহস্তায় রথবাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদিনা সংপূজ্য, ওঁ অং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে সায়ুধায় ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। (ততঃ সর্ব্বভূতবলিং দদ্যাৎ (১)) বলিং সর্ব্বত্র সামিষান্নেন। ততঃ,—অধিষ্ঠাতৃদেবতাভ্যো বলিঞ্চ স্মারয়েত্ততঃ। চতুঃষষ্টিযোগিনীভ্যো ডাকিনীভ্যোঽপি সংদিশেৎ॥ ৫৭॥

অথ পূজাসামগ্রীং সমীপে দূরে (২) চোত্তরসাধকং সংস্থাপ্য, মূলান্তে হ্রীং ফট্ শবাসনায় নমঃ ইতি শবং (৩) সংপূজ্য স্ত্রীং ফডন্তমূলমুচ্চার্য্য অশ্বারোহণক্রমেণ শবোপর্য্যুপবিশ্য স্বপদতলে কুশান্ দত্বা, শবকেশান্ প্রসার্য্য জুটিকাং (৪) বদ্ধা, গুরুং গণ-

---

'ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ইমং বলিং' ইত্যাদি মন্ত্রে সামিষান্নদ্বারা বলি প্রদান করিবে। এইরূপে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত এই দশ দিক্পালের পূজা করিবে। এই সকল দেবতার পূজামন্ত্র ও বলিমন্ত্র উপরে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রকারে দিক্পালগণের পূজা ও বলিপ্রদান করিয়া সর্ব্বভূতবলি প্রদান করিবে। সামিষ অন্নদ্বারা সকল দেবতার বলি দিবে। তাহার পরে অধিষ্ঠাতৃদেবতা, চতুঃষষ্টি যোগিনী ও ডাকিনীগণকে বলি প্রদান করিবে। ৫৭।

অতঃপর সাধক নিজ সমীপে পূজাসামগ্রী ও কিছুদূরে উত্তরসাধককে রাখিয়া আদিতে মূলমন্ত্র, পরে 'স্ত্রীং ফট্ শবাসনায় নমঃ' এই মন্ত্রে শবের পূজা করিবে। পরে 'স্ত্রীং ফট্' এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অশ্বে উঠিবার প্রণালীতে শবপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) কিঞ্চিদ্দূরে ইত্যর্থঃ।

(৩) শবমিত্যত্র আসনমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) ঝুটিকামিত্যাদর্শপাঠঃ।

পতিং দেবীঞ্চ নমস্কৃত্য, প্রাণায়ামষড়ঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা, পূর্ব্ববৎ বীরার্দ্দনমন্ত্রেণ দশদিক্ষু লোষ্ট্রান্ নিঃক্ষিপ্য সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়াঃ সন্দর্শনকামঃ অমুকমন্ত্রস্যামুকসংখ্যজপমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য ওঁ হ্রীং আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনং সংপূজ্য, স্ববামতঃ শবসমীপে অর্ঘ্যপাত্রাদিকং সংস্থাপ্য, শবজূটিকায়াং (১) পীঠপূজাং কৃত্বা ষোড়শোপচারৈর্দ্দশোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্ব্বা দেবীং সংপূজ্য শবমুখে দেবীং গন্ধাদিনা সন্তর্পয়েৎ। ততঃ শবাদুত্থায় সম্মুখে গত্বা মন্ত্রং পঠেৎ। "ওঁ বশো মে ভব দেবেশ মম বীরসিদ্ধিং দেহি দেহি মহাভাগ কৃতাশ্রয়পরায়ণ।" ততঃ শবচরণৌ (পট্টসূত্রেণ বদ্ধা মূলেন) (২) দৃঢ়ং বন্ধয়েৎ। "ওঁ মদ্বশো ভব দেবেশ বীরসিদ্ধিকৃতাস্পদ। ওঁ ভীম ভীরুভয়াভাব ভবমোচন (৩) ভাবুক। ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ।" ইত্যনেন শবস্য পাদমূলে (৪) ত্রিকোণং যন্ত্রং লিখেৎ। ততঃ শবোপর্য্যুপবিশ্য হস্তদ্বয়ং পার্শ্বয়োঃ প্রসার্য্য, তদুপরি কুশান্ দত্ত্বা, তত্র স্বপাদৌ নিধায় পুনঃ প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা শিরসি গুরুং বিভাব্য, হৃদয়ে দেবীং ধ্যাত্বা

স্বীয় পাদতলে কতিপয় কুশ নিক্ষেপ করিবে এবং শবের কেশপ্রসারণপূর্ব্বক জূটিকাবন্ধন করিয়া গুরু, গণপতি ও দেবীকে নমস্কার করিবে। পরে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত বীরার্দ্দনমন্ত্রে দশদিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্পবাক্য উপরে লিখিত হইয়াছে। সঙ্কল্পের পর 'হ্রীং আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ' এই মন্ত্রে আসন পূজা করিয়া স্বীয় বামভাগে শবসমীপে অর্ঘ্যস্থাপন করিয়া শবজূটিকাতে পূজাপদ্ধতির লিখিত প্রণালীতে পীঠ পূজা করিবে। অনন্তর সাধক যথাশক্তি ষোড়শোপচার, দশোপচার কিংবা পঞ্চোপচারে ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া শবমুখে সুগন্ধি জলদ্বারা দেবীর তর্পণ করিবে। অনন্তর শব হইতে উঠিয়া শবসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মন্ত্রপাঠ করিবে।—"হে দেবেশ! তুমি আমার বশীভূত হইয়া সিদ্ধি প্রদান কর। হে মহাভাগ! তুমি আশ্রিত ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাক।" তৎপরে পট্টসূত্রদ্বারা শবের চরণদ্বয় বন্ধন করিয়া মূলমন্ত্রে শবশরীর দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে। "হে দেবেশ! তুমি আমার বশীভূত হও। তুমি বীরসাধনকার্য্যের প্রধান স্থান, তুমি ভীমাকার, ভীরুজনের ভয়নিবারক ও মঙ্গলপ্রদ; তুমি সাধকের সংসারাবৃত্তি মোচন করিয়া থাক। হে দেবদেবেশ! তুমি শবগণের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। আমাকে রক্ষা কর।" এই সকল মন্ত্রে শবের পাদমূলে ত্রিকোণযন্ত্র লিখিবে। তাহার পরে সাধক শবের উপরে উপবেশনপূর্ব্বক শবের হস্তদ্বয় উভয় পার্শ্বে প্রসারণ করিয়া তাহার উপরে কুশ পাতিয়া সেই আস্তৃতকুশোপরি স্বীয় পাদদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তিনবার প্রাণায়াম করিয়া শিরস্থিত পদ্মে

---

(১) জূটিকায়ামিত্যাদর্শপাঠঃ। (২) পট্টসূত্রস্য বদ্ধা ইতি বন্ধনীমধ্যস্থঃ পাঠঃ।

(৩) ভবমোচন ইত্যত্র ভাবালোচন ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) পাদতলে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

ওষ্ঠৌ সংপুটৌ কৃত্বা বিহিতমালয়া মৌনী ভূত্বা বিগতভীর্জ্জপেৎ। অত্র শ্মশানসাধনক্রমেণ জপঃ কার্য্যঃ ॥ ৫৮ ॥ যদার্দ্ধরাত্রপর্য্যন্তং কিঞ্চিন্ন লক্ষ্যতে, তদা পূর্ব্ববৎ সর্ষপতিলবিকরণং সপ্তপদগমনঞ্চ কৃত্বা জপং কুর্য্যাৎ। ভয়ে জাতে সতি এবং পঠেৎ। চলচ্ছবাস্তয়ং নাস্তি ভয়ে জাতে বদেত্ততঃ। যৎ প্রার্থয় (১) বলিস্থেন দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্। দিনান্তরে চ দাস্যামি (২) স্বনাম কথয়স্ব মে। ইত্যুক্ত্বা সংস্কৃতেনৈব নির্ভয়শ্চ পুনর্জ্জপেৎ ॥ ৫৯ ॥ ততশ্চেন্মধুরং বক্তি বক্তব্যং মধুরং ততঃ। ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বরঞ্চ প্রার্থয়েত্ততঃ। যদি সত্যং ন কুরুতে বরং বা ন প্রযচ্ছতি। তদা পুনর্জ্জপেদ্ধীমানেকাগ্রমানসস্তথা। অস্যার্থঃ।—যদি জপকালে আকাশগত্যা কুঞ্জরাদিকং প্রার্থয়তে, তদা দিনান্তরে দাস্যামি মম স্থানে স্বনাম কথয় ইত্যুক্ত্বা পুনর্জ্জপেৎ। যদি স্বনাম মধুরং কথয়তি, তদা ত্বং অমুক ইতি সত্যং কুরু। কৃতে সত্যে বরং প্রার্থয়েৎ। যদি কদাচিদপি সত্যং ন করোতি বরং বা ন প্রযচ্ছতি, তদা পুনর্জ্জপেৎ। সত্যে কৃতে বরং লব্ধ্বা সংত্যজেচ্চ জপাদিকম্। ফলং জাতমিতি জ্ঞাত্বা জুটিকাং (৩) মোচয়েত্ততঃ। শবং প্রক্ষাল্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পাদবন্ধনম্। পাদচক্রং মোচয়িত্বা পূজাদ্রব্যং জলে ক্ষিপেৎ। শবং জলে

গুরুদেবকে ও স্বহৃদয়ে দেবীকে চিন্তা করিতে করিতে ওষ্ঠদ্বয় সম্বৃত করিয়া বিহিত মালা দ্বারা নির্ভয়চিত্তে মৌনী হইয়া জপ করিবে। এস্থলে শ্মশান সাধনের রীতিতে জপ করিতে হইবে। ৫৮। এইরূপ জপ করিলেও যদি অর্দ্ধরাত্রিপর্য্যন্ত কিছু দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ সর্ষপ ও তিল ছড়াইয়া জপাসন হইতে সপ্তপদ গমনপূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার জপ আরম্ভ করিবে। যদি জপকালে কোন প্রকার ভয় উপস্থিত হয়, এবং আকাশগতিতে আসিয়া কেহ কুঞ্জরাদি বলি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ বলিবে.—"দিনান্তরে তোমাকে কুঞ্জরাদি বলিপ্রদান করিব, তুমি কে? তোমার নাম কি? তাহা আমার নিকট বল।" এই উত্তর প্রদান করিয়া নির্ভয়ে পুনর্ব্বার জপ করিবে। পরে যদি মধুর বাক্যে স্বীয় নাম বলে, তাহা হইলে, মধুরবাক্যে উত্তর দিবে,—"তুমি আমাকে বর প্রদান করিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর।" এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া সাধক বর প্রার্থনা করিবে। যদি প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ না হইয়াও বর প্রদান না করে, তবে পুনর্ব্বার একাগ্রমনে জপ করিতে থাকিবে; কিন্তু যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বরপ্রদানে সম্মত হয়, তাহা হইলে জপ করিবে না। পরে অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া আমার কার্য্যসিদ্ধি হইল, এইরূপ জ্ঞান করিয়া শবের জুটিকা মোচনপূর্ব্বক শব প্রক্ষালন ও শবকে স্থানান্তরে স্থাপন করত শবের পাদবন্ধন মোচন করিবে এবং পূজাদ্রব্য জলে

---

(১) প্রার্থয় ইত্যত্র প্রার্থয়সি ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) দাস্যামীত্যত্র দাতব্যমিতি (খ) পাঠঃ। (৩) ঝুটিকামিত্যাদর্শপাঠঃ।

ভূ গর্ত্তে বা নিঃক্ষিপ্য স্নানমাচরেৎ ॥ ৬০ ॥ ততস্তু স্বগৃহে গত্বা বলিং দদ্যাদ্দিনান্তরে। বলিমন্ত্রস্তু।—অগ্রিমরাত্রৌ যেষাং যজমানোঽহং তে গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্। অথ যৈর্যাচিতানশ্বান্ নরকুঞ্জরশূকরান্। দদ্যা পিষ্টময়ানন্তে (১) কর্ত্তব্যং সমুপোষণম্ ॥ ৬১ ॥ ততঃ পরেঽহ্নি নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা পঞ্চগব্যং পিবেৎ, পঞ্চবিংশতিসংখ্যকান ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ॥ ৬২ ॥ যথা,—পরেঽহ্নি নিত্যমাচর্য্য পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র পঞ্চবিংশতিসংখ্যকান্। সপ্তপঞ্চবিহীনান্ বা ক্রমেণৈব দশাবধি। ততঃ স্নাত্বা চ ভুক্ত্বা চ নিবসেদুত্তমস্থলে ॥ ৬৩ ॥ যদি ন স্যাদ্বিপ্রভোজ্যং তদা নির্দ্ধনতাং ব্রজেৎ। তেন চেন্নির্দ্ধনত্বং স্যাত্তদা দেবী প্রকুপ্যতি। ত্রিরাত্রং বাথ ষড্রাত্রং নবরাত্রন্তু গোপয়েৎ ॥ ৬৪ ॥ স্ত্রীশয্যাং যদি গচ্ছেত্তু তদা ব্যাধিং বিনির্দ্দিশেৎ। গীতং শ্রুত্বা চ (২) বধিরো নিশ্চক্ষুর্নৃত্যদর্শনাৎ। যদি বক্তি দিনে বাক্যং তদাস্য মূকতা ভবেৎ ॥ ৬৫ ॥ পঞ্চদশদিনং যাবদ্দেহে দেবস্য সংস্থিতিঃ। ন স্ত্রীকার্য্যো গন্ধপুষ্পে (৩) বহির্যাতি যদা যদা। তদা বস্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহ্নীয়াদ্বসনান্তরম্ ॥ ৬৬ ॥ গো-ব্রাহ্মণবিনিন্দাঞ্চ ন কুর্য্যাচ্চ কদাচন।

নিক্ষেপ করিয়া শবকে জলে কিংবা ভূগর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া স্নান করিবে। ৫৯। ৬০। পরে সাধক স্বগৃহে গমন করিয়া অন্যদিনে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত কুঞ্জরাদি বলি প্রদান করিবে। বলিমন্ত্র উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। যদি কোন দেবতা কুঞ্জর, অশ্ব, নর, কিংবা শূকর বলি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে দেবতার প্রার্থনানুসারে পিষ্টকনির্ম্মিত স্ব স্ব অভিলষিত বলি প্রদান করিয়া উপবাসী থাকিবে। পর দিবস সাধক প্রাতঃকৃত্যাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে এবং পঁচিশটি ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণভোজন করাইতে অসমর্থ হইলে উহার পাঁচ কিংবা সাত বাদ দিয়া অবশিষ্টসংখ্যায় ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। দশটির কম না হয়। তাহার পরে স্নান ও ভোজন করিয়া উত্তম স্থানে বাস করিবে। ৬১—৬৩। ব্রাহ্মণভোজন না করাইতে পারিলে সাধক নির্ধন হয়; বিশেষতঃ দেবীও প্রকুপিতা হইয়া থাকেন। এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধি হইলে, তিন রাত্রি অথবা নয় রাত্রি পর্য্যন্ত গোপন করিয়া রাখিবে। মন্ত্রসিদ্ধির বিষয় কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবে না। মন্ত্রসিদ্ধি হইলে যদি সাধক স্ত্রীশয্যায় গমন করে, তাহা হইলে ব্যাধি হয়; গীত শ্রবণ করিলে বধির এবং নৃত্য দর্শন করিলে অন্ধ হয়। আর যদি দিবাভাগে কাহারও সহিত কথা বলে, তাহা হইলে সাধক মূক হইয়া থাকে। পঞ্চদশদিবস পর্য্যন্ত এইরূপ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকিবে; কারণ, পঞ্চদশদিনপর্য্যন্ত সাধকের শরীরে দেবী অবস্থান করেন। ঐ কয়দিন সাধক গন্ধ কিংবা পুষ্প গ্রহণ করিবে না এবং যখন বাহিরে গমন করিবে, তখন পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যবস্ত্র পরিধান করিয়া যাইবে। কদাচ গো-ব্রাহ্মণের নিন্দা করিবে না;

---

(১) পিষ্টময়ানেভ্যো (খ) পাঠঃ। (২) শ্রুত্বাপি (খ) পাঠঃ। (৩) স্ত্রীকুর্য্যাদ্‌গন্ধপুষ্পাদ্ (ক) (খ) পাঠঃ।

দুর্জ্জনং পতিতং ক্লীবং ন স্পৃশেচ্চ কদাচন ॥ ৬৭ ॥ দেবগোব্রাহ্মণাদীংশ্চ প্রত্যহং সংস্পৃশেচ্ছুচিঃ। প্রাতর্নিত্যক্রিয়ান্তে চ বিল্বপত্রোদকং পিবেৎ ॥ ৬৮ ॥ ততঃ স্নাত্বা তু গঙ্গায়াং প্রাপ্তে ষোড়শবাসরে। স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য তর্পণান্তে (১) নমঃ পদম্। এবং শতত্রয়াদূর্দ্ধং দেবান্ সন্তর্পয়েজ্জলৈঃ। স্নানতর্পণশূন্যস্য ন স্যাদ্দেবস্য তর্পণম্ (২)। ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সাধকঃ। ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগানন্তে যাতি হরেঃ পদম্। ততো দক্ষিণাং দত্ত্বাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ ॥ ৬৯ ॥ ইতি শবসাধনপ্রকরণং সমাপ্তম্ ॥ ৭০ ॥

অথ বিদ্যাভেদাঃ।—তত্র চণ্ডোগ্রশূলপাণিমন্ত্রাঃ। কুব্জিকাতন্ত্রে।—প্রণবঞ্চ ততো মায়াং কূর্চ্চবীজং সমুদ্ধরেৎ। শিবায় ফড়িতি প্রোক্তশ্চণ্ডোগ্রোহয়ং মহামনুঃ (৩) চণ্ডোগ্রশূলপাণেশ্চ মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ ॥ ৭০ ॥ অস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মায়া বীজং দেবশ্চণ্ডোগ্র ঈরিতঃ। ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন তারাদ্যেন (৪) ষড়ঙ্গকম্ ॥ ৭১ ॥ ধ্যানন্তু।—শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং চতুর্ব্বাহুং কিরীটিনম্। শূলং কপালং দক্ষে তু (৫) বামে তু

দুর্জ্জন, পতিত ও ক্লীব মানুষকে স্পর্শ করিবে না। প্রতিদিন শুদ্ধদেহ হইয়া দেবতা গো, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি স্পর্শ করিবে; প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক বিল্বপত্রোদক পান করিবে। ৬৪—৬৮। মন্ত্রসিদ্ধির ষোড়শদিবসে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বাহা-শব্দ অন্তে প্রয়োগ করত মূলমন্ত্র পড়িয়া "অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ" এই মন্ত্রে দেবীর তর্পণ করিবে। এইরূপে জলদ্বারা তিনশতবারের অধিক দেবতার তর্পণ করিবে। স্নান ও দেবীর তর্পণ না করিয়া দেবতর্পণ করিবে না। এইরূপ কার্য্যদ্বারা সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারে এবং বিবিধদ্রব্য ভোগ করিয়া অন্তকালে হরির পদ প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে দক্ষিণা প্রদান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। ৬৯। শবসাধন প্রকরণ সমাপ্ত।

অনন্তর দেবতাবিশেষ কথিত হইতেছে।—প্রথমতঃ চণ্ডোগ্রশূলপাণির মন্ত্র বলা হইতেছে।—কুব্জিকাতন্ত্রে বলিয়াছেন, প্রণব, মায়াবীজ, কূর্চ্চবীজ, 'শিবায় ফট্' ইহা চণ্ডোগ্রশূলপাণির মহামন্ত্র; এইমন্ত্রে আরাধনা করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হয়। ৭০। উক্ত মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, মায়াবীজ ইহার বীজ ও চণ্ডোগ্রশূলপাণি ইহার দেবতা। অগ্রে প্রণবযোগপূর্ব্বক বীজমন্ত্রে ছয়টী দীর্ঘস্বর যোগে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি এবং ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদিক্রমে করাঙ্গন্যাস করত ধ্যান করিবে। ৭১। বিশুদ্ধস্ফটিকের ন্যায় যিনি শুভ্রবর্ণ, যাঁহার চারিটি বাহু, মস্তকে কিরীট, যাঁহার দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে

---

(১) তর্পয়ামি নমঃ (খ ট)। (২) ন স্যাদ্দেবতর্পণম্ (গ) পাঠঃ। (৩) ওঁ হ্রীং হুং শিবায় ফট্ (গ)। (৪) প্রণবাদ্যেন (গ) পাঠঃ। (৫) ঊর্দ্ধাধঃক্রমেণ (খ ট)

মাতঙ্গী।

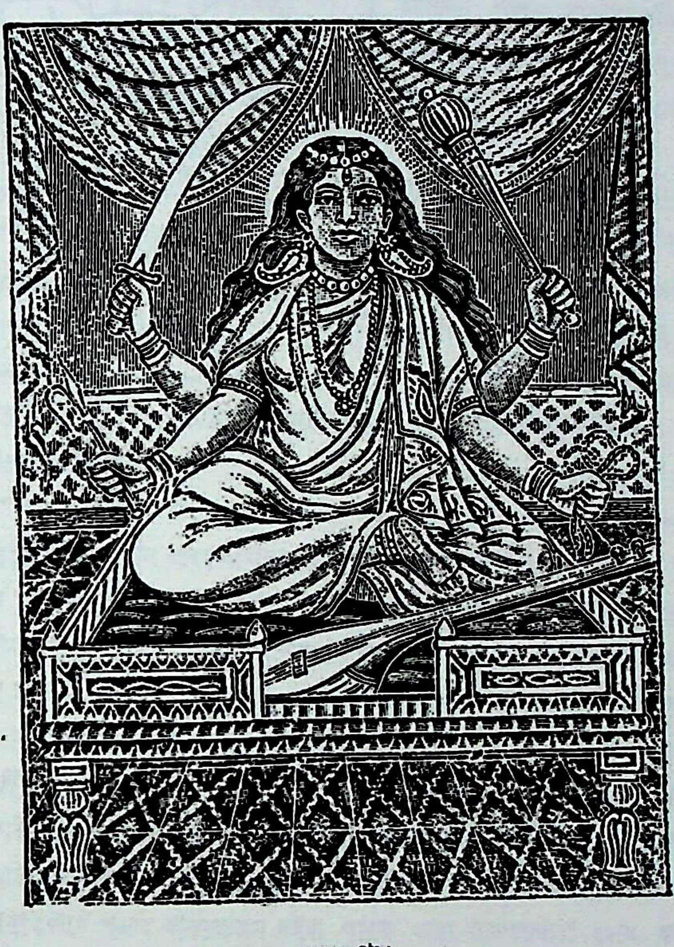

৫৫৫ পৃঃ।

পাশমঙ্কুশম । সুরাপান-রসাবিষ্টং সাধকাভীষ্টদায়কম্ ॥ ৭২ ॥ ধ্যাত্বা সংপূজ্য দেবেশং পঞ্চসহস্রং জপেন্মহুম্। দশাংশং সংস্কৃতে বহ্নৌ হুনেদ্রক্তোৎপলেন চ ॥ ৭৩ ॥ ত্রিমধ্বক্তেন লভতে কবিতাং ধনবান্ ভবেৎ। রক্তপদ্মস্য হোমেন মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৪ ॥ পায়সেন তু হোমেন শত্রূন্ নাশয়েডেহচিরাৎ। কুসুম্ভতৈলহোমেন (১) রিপূন্ হন্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৭৫ ॥ করবীরস্য হোমেন বাক্‌স্তম্ভো জায়তে ধ্রুবম্। শুক্লপদ্মস্য হোমেন মোহয়েদখিলং জগৎ ॥ ৭৬ ॥ ষট্‌কোণাষ্টদলং (২) পদ্মং মধ্যে মূলং (৩) প্রপূজয়েৎ। কেবলং শুদ্ধভাবেন হবিষ্যাশী দিবা ॥ ৭৭ ॥ অস্য পুরশ্চরণমাত্রেণ (ন চ বিঘ্নৈর্ব্বিলিপ্যতে। অস্যৈব জপমাত্রেণ) (৪) সর্ব্বসিদ্ধিমুপালভেৎ ॥ ৭৮ ॥

চণ্ডোগ্রশূলপাণি-যন্ত্রম ।

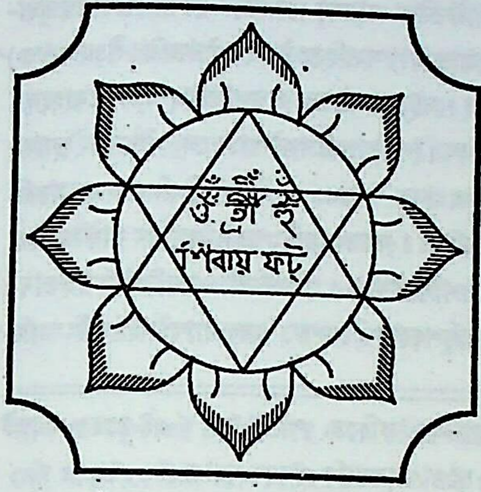

ইতি চণ্ডোগ্রশূলপাণিপ্রকরণম্ ॥

শূল ও অধোহস্তে নরকপাল এবং বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে পাশ ও অধোহস্তে অঙ্কুশ রহিয়াছে, যিনি সর্ব্বদা সুরাপানে বিহ্বল, সাধকের অভীষ্টফলদাতা সেই চণ্ডোগ্রশূলপাণিকে ধ্যান করিবে। ৭২। এইরূপে ধ্যান করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে। এইমন্ত্র পাঁচ হাজার জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়। জপের পর সংস্কৃত বহ্নিতে জপের দশাংশ পাঁচ শত হোম করিবে। এই হোম রক্তোৎপলদ্বারা করিবে। ঐ রক্তোৎপলে ঘৃত মধু শর্করা এই ত্রিমধু যোগ করিয়া হোম করিলে সাধকের কবিত্বশক্তি জন্মে ও ধনবৃদ্ধি হয়। রক্তপদ্মদ্বারা হোম করিলে সাধক মহতী শ্রীলাভ করে। ৭৩। ৭৪। পায়স ও কুসুম্ভতৈলদ্বারা হোম করিলে অচিরে শত্রুবিনাশ করিতে পারে;—সন্দেহ নাই। ৭৫। করবীপুষ্পদ্বারা হোমে শত্রুর বাক্যস্তম্ভন হইয়া থাকে এবং শুক্লপদ্মদ্বারা হোম করিলে অখিল জগৎ মোহিত করিতে পারে। ৭৬। এই দেবতার পূজাযন্ত্র যথা,—প্রথমে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। পরে ষট্‌কোণমধ্যে মূলমন্ত্র লিখিয়া এইমন্ত্রে দেবতার পূজা করিবে। এই দেবতার পূজা সাধক বিশুদ্ধভাবে হবিষ্যাশী থাকিয়া দিবাভাগে জপ করিবে। ৭৭। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিবা-

---

(১) কুসুম্ভবীজতৈলেন (খ টি)। (২) ষট্‌কোণান্তর্গতমিতি (খ) পাঠঃ তত্র পদ্মমিত্যাষ্টদলমিত্যর্থঃ।
(৩) ষট্‌কোণমধ্যে মূলদেবং পূজয়েৎ (খ টি)। (৪) বন্ধনীপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি।

পাশমঙ্কুশম। সুরাপান-রসাবিষ্টং সাধকাভীষ্টদায়কম্ ॥ ৭২ ॥ ধ্যাত্বা সংপূজ্য দেবেশং পঞ্চসহস্রং জপেন্মনুম্। দশাংশং সংস্কৃতে বহ্নৌ হুনেদ্রক্তোৎপলেন চ ॥ ৭৩ ॥ ত্রিমধ্বক্তেন লভতে কবিতাং ধনবান্ ভবেৎ। রক্তপদ্মস্য হোমেন মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৪ ॥ পায়সেন তু হোমেন শত্রূন্ নাশয়তেঽচিরাৎ। কুসুম্ভতৈলহোমেন (১) রিপূন্ হন্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৭৫ ॥ করবীরস্য হোমেন বাক্স্তম্ভো জায়তে ধ্রুবম্। শুক্লপদ্মস্য হোমেন মোহয়েদখিলং জগৎ ॥ ৭৬ ॥ ষট্কোণাষ্টদলং (২) পদ্মং মধ্যে মূলং (৩) প্রপূজয়েৎ। কেবলং শুদ্ধভাবেন হবিষ্যাশী দিবা ॥ ৭৭ ॥ অস্য পুরশ্চরণমাত্রেণ (ন চ বিঘ্নৈর্ব্বিলিপ্যতে। অস্যৈব জপমাত্রেণ) (৪) সর্ব্বসিদ্ধিমুপালভেৎ ॥ ৭৮ ॥

চণ্ডোগ্রশূলপাণি-যন্ত্রম।

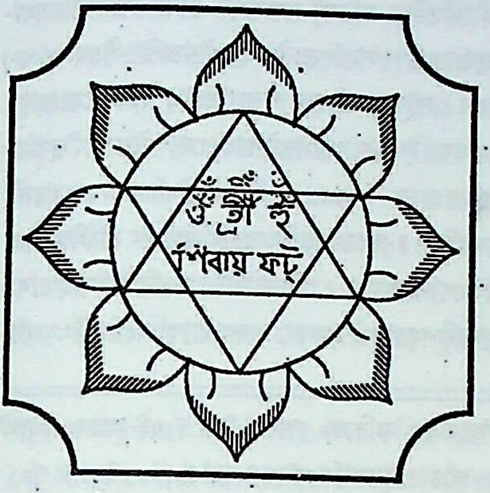

ইতি চণ্ডোগ্রশূলপাণিপ্রকরণম্ ॥

শূল ও অধোহস্তে নরকপাল এবং বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে পাশ ও অধোহস্তে অঙ্কুশ রহিয়াছে, যিনি সর্ব্বদা সুরাপানে বিহ্বল, সাধকের অভীষ্টফলদাতা সেই চণ্ডোগ্রশূলপাণিকে ধ্যান করিবে। ৭২। এইরূপে ধ্যান করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে। এইমন্ত্র পাঁচ হাজার জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়। জপের পর সংস্কৃত বহ্নিতে জপের দশাংশ পাঁচ শত হোম করিবে। এই হোম রক্তোৎপলদ্বারা করিবে। ঐ রক্তোৎপলে ঘৃত মধু শর্করা এই ত্রিমধু যোগ করিয়া হোম করিলে সাধকের কবিত্বশক্তি জন্মে ও ধনবৃদ্ধি হয়। রক্তপদ্মদ্বারা হোম করিলে সাধক মহতী শ্রীলাভ করে। ৭৩। ৭৪। পায়স ও কুসুম্ভতৈলদ্বারা হোম করিলে অচিরে শত্রুবিনাশ করিতে পারে,—সন্দেহ নাই। ৭৫। করবীপুষ্পদ্বারা হোমে শত্রুর বাক্যস্তম্ভন হইয়া থাকে এবং শুক্লপদ্মদ্বারা হোম করিলে অখিল জগৎ মোহিত করিতে পারে। ৭৬। এই দেবতার পূজাযন্ত্র যথা,—প্রথমে ষট্কোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। পরে ষট্কোণমধ্যে মূলমন্ত্র লিখিয়া এইমন্ত্রে দেবতার পূজা করিবে। এই দেবতার পূজা সাধক বিশুদ্ধভাবে হবিষ্যাশী থাকিয়া দিবাভাগে জপ করিবে। ৭৭। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিবা-

---

(১) কুসুম্ভবীজতৈলেন (খ টি)। (২) ষট্কোণান্তর্গতমিতি (খ) পাঠঃ তত্র পদ্মমিত্যষ্টদলমিত্যর্থঃ। (৩) ষট্কোণমধ্যে মূলদেবং পূজয়েৎ (খ টি)। (৪) বন্ধনীপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি।

অথ মাতঙ্গীমন্ত্রঃ। বামকেশ্বরতন্ত্রে।—অথ বক্ষ্যে মহাদেবীং মাতঙ্গীং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্। অস্যোপাসনমাত্রেণ বাক্‌সিদ্ধিং লভতেঽচিরাৎ ॥ ৭৯ ॥ প্রণবঞ্চ ততো মায়াং কামবীজঞ্চ কূর্চ্চকম্। মাতঙ্গী ঙেযুতা চাস্ত্রং (১) বহ্নিজায়াবধির্ম্মনুঃ (২) ॥ ৮০ ॥ ঋষিঃ স্যাদ্দক্ষিণামূর্ত্তির্ব্বিরাট্‌ছন্দঃ প্রকীর্ত্তিতম্। মাতঙ্গী দেবতা দেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ৮১ ॥ অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ কুর্য্যান্মন্ত্রী সমাহিতঃ। ষড়্‌দীর্ঘভাজা বীজেন (৩) প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ ॥ ৮২ ॥ অস্যা যন্ত্রম্। ষট্‌কোণাষ্টদলং পদ্মং লিখেদ্‌ যন্ত্রং মনোহরম্। তত্র পূজা প্রকর্ত্তব্যা জবাপুষ্পেন মন্ত্রবিৎ। (৪) অষ্টশক্তীশ্চাষ্টদলে পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ। রতিঃ প্রীতির্ম্মনোভবা ক্রিয়া শ্রদ্ধা চ শক্তয়ঃ। অনঙ্গকুসুমানঙ্গমদনা মদনালসা। ইত্যষ্টশক্তীঃ সংপূজ্য উপহারসমন্বিতঃ ॥ ততো দেবীং পরাং ধ্যায়েৎ সাধকঃ স্থিরমানসঃ ॥ ৮৩ ॥ তদ্‌যথা,—শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্। বেদৈর্ব্বাহুদণ্ডৈ(৫)রসিখেটক(৬)পাশাঙ্কুশধরাম্ ॥ ৮৪ ॥ এবং ধ্যাত্বা মহাদেবীং গন্ধ-

---

মাত্রই কোনপ্রকার বিঘ্ন আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। এই মন্ত্রের জপেই সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। ৭৮। চণ্ডোগ্রশূলপাণি-প্রকরণ সমাপ্ত।

অনন্তর মাতঙ্গী দেবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে।—বামকেশ্বরতন্ত্রে বলিয়াছেন,—অতঃপর মহাদেবী সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী মাতঙ্গী দেবীর মন্ত্র বলিব। এই মন্ত্রে দেবীর উপাসনা করিলেই অচিরে সাধকের বাক্‌সিদ্ধি হয়। ৭৯। প্রণব, মায়াবীজ, কামবীজ, কূর্চ্চবীজ, চতুর্থীর একবচনান্ত মাতঙ্গীশব্দ, ও স্বাহা, ইহা মাতঙ্গী দেবীর মহামন্ত্র। ৮০। এই মন্ত্রের ঋষি দক্ষিণামূর্ত্তি, ছন্দঃ বিরাট্‌ এবং দেবতা মাতঙ্গীদেবী। এই দেবতা সাধকের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করেন। ৮১। সাধক মায়াবীজের আদিতে প্রণব ও অন্তে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোজনা করিয়া একাগ্রচিত্তে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। যথা,—ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি এবং ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি। ৮২। মাতঙ্গীদেবীর পূজাযন্ত্র যথা,—প্রথমে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে। পরে ঐ ষট্‌কোণে দেবীর মূলমন্ত্র লিখিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। এই যন্ত্র ঠিক চণ্ডোগ্রশূলপাণিযন্ত্রের মত। এই যন্ত্রে জবাপুষ্পদ্বারা দেবীর পূজা করিবে। যন্ত্রস্থ পদ্মের অষ্টদলে বিবিধ উপহারদ্বারা রতি, প্রীতি মনোভবা, ক্রিয়া, শ্রদ্ধা, অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমদনা ও অনঙ্গলালসা, এই অষ্টশক্তির পূজা করিবে। তাহার পরে একাগ্রচিত্তে দেবীর ধ্যান করিবে। ৮৩। মাতঙ্গীদেবীর ধ্যান যথা—যিনি শ্যামবর্ণা, অর্দ্ধচন্দ্রধারিণী ও ত্রিলোচনা, যিনি চারিটি বাহুদ্বারা খড়্গ, ঢাল

---

(১) হস্ত্রঞ্চ (খ) পাঠঃ। (২) ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং মাতঙ্গ্যৈ ফট্‌ স্বাহা।

(৩) বীজেন মায়াবীজেন (খ টি)। (৪) তথাচ চণ্ডোগ্রযন্ত্রবৎ যন্ত্রমস্য (খ টি)।

(৫ অধোবর্ত্তিনি হস্তদ্বয়ে। (৬) খেটকঃ ঢাল ইতি যস্য খ্যাতিঃ।

পুষ্পৈর্ম্মনোরমৈঃ। নৈবেদ্যঞ্চ মহাদেব্যৈ পায়সং শর্করান্বিতম্। পুরশ্চরণকালে তু ষট্-সহস্রং মনুং জপেৎ। তদ্দশাংশং হুনেদাজ্যৈঃ শর্করামধুভিঃ সহ। ব্রহ্মবৃক্ষোদ্ভবৈঃ (১) কাষ্ঠৈঃ সাধকঃ শক্তিভিঃ সহ। এবং পুরস্ক্রিয়াং (২) কৃত্বা প্রয়োগবিধিমাচরেৎ ॥ ৮৫ ॥ চতুষ্পথে শ্মশানে বা কলামধ্যে (৩) চ মান্ত্রিকঃ। মৎস্যং মাংসং পায়সঞ্চ দদ্যাদ্ধূপঞ্চ গুগ্গুলম্। রাত্রিযোগেণ কর্ত্তব্যং সদা পূর্ণশ্চ সাধকঃ ॥ ৮৬ ॥ এবং প্রয়োগমাত্রেণ কবিতা জায়তে ধ্রুবম্। অগ্নিস্তম্ভং জলস্তম্ভং বাক্স্তম্ভং কারয়েদ্ ধ্রুবম্। মন্ত্রী জয়তি শত্রূংশ্চ তার্ক্ষ্যো ভোগিকুলং যথা। শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে চ বৃহস্পতিরিবাপরঃ (৪)। অনেনৈব বিধানেন মাতঙ্গী সিদ্ধিদায়িনী ॥ ৮৭ ॥ নূনং তদ্গৃহমাগত্য কুবেরৈর্দ্দীয়তে বসু। বিনা মৎস্যৈর্বিনা মাংসৈর্নার্চ্চয়েৎ পরদেবতাম্ ॥ ৮৮ ॥

অথ উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিনীমন্ত্রাঃ।—উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী সুমুখী দেবী মহাপিশাচিনী লজ্জাবীজং ঠঁঃ ঠঁঃ ঠঁঃ। তদুক্তং ফেৎকারিণ্যাম্—উক্তা উচ্ছিষ্টশব্দস্তু তথা চাণ্ডালিনীতি চ।

পাশ ও অঙ্কুশ এই চারিটি অস্ত্র ধারণ করিয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, সেই মাতঙ্গীদেবীকে ধ্যান করিবে। ৮৪। এই প্রকারে দেবীর ধ্যান করিয়া মনোহর গন্ধপুষ্পাদি উপচারে দেবীর অর্চ্চনা করিবে এবং নৈবেদ্য ও শর্করামিশ্রিত পায়স মহাদেবীকে নিবেদন করিয়া দিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ছয় হাজার জপ করিতে হয়, জপের শেষে সাধক জপের দশাংশ ছয়শত সংখ্যায় ঘৃত, শর্করা ও মধুমিশ্রিত পলাশ-বৃক্ষের সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে। মূলদেবতার হোমের পর অষ্টশক্তিরও হোম করিবে। এইরূপে পুরশ্চরণ সমাপন করিয়া ঐ দেবতার যে একটি বিশেষ প্রয়োগবিধি আছে, তাহা করিবে। ৮৫। বিশেষ প্রয়োগ এই,—সাধক চতুষ্পথস্থান, শ্মশান অথবা স্ত্রীগণ-সমীপে মৎস্য ও পায়স প্রদান করিয়া গুগ্গুল ধূপ দিবে; এই প্রয়োগ রাত্রিকালে কর্ত্তব্য। এইরূপে দেবীর অর্চ্চনা করিলে সাধক পূর্ণমনোরথ হয় এবং কবিত্বশক্তি লাভ করে। এই প্রয়োগদ্বারা সাধকের অগ্নিস্তম্ভন, জলস্তম্ভন ও বাক্যস্তম্ভনের শক্তি হয়। গরুড় যেরূপ সর্পকুল বিনাশ করে, সেইরূপ এই দেবীর আরাধনায় সিদ্ধ হইলে সাধক সেইরূপ শত্রুবর্গ বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। মাতঙ্গী দেবীর এইরূপ অর্চ্চনা দ্বারা সাধক শাস্ত্রে, বিবাদে ও কবিত্বে দ্বিতীয় বৃহস্পতির তুল্য হইতে পারেন। উক্তরূপে দেবীর উপাসনা করিলে তিনি সাধককে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন এবং কুবেরতুল্য ধনিগণ তাঁহার গৃহে আসিয়া ধন প্রদান করে। মৎস্য মাংস ব্যতিরেকে এই দেবতার পূজা করিবে না। ৮৬—৮৮।

অনন্তর উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর মন্ত্রসকল কথিত হইতেছে।—ফেৎকারিণীতন্ত্রে বলিয়া-

---

বৃঃ। (২) পুরশ্চরণম্। (৩) স্ত্রীমধ্যে। (৪) সমো ভবেৎ (৭) পাঠঃ।

সুমুখীতি ততো দেবীং কীর্ত্তয়েত্তদনন্তরম্। মহাপিশাচিনীং পশ্চাল্লজ্জাবীজং ততঃ পরম্। নাদবিন্দুসমাক্রান্তং ঠকারত্রিতয়ং পুনঃ। সবিসর্গং মহাদেবি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ (১)॥৮৯॥

মন্ত্রান্তরম্।—উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি (২) মাতঙ্গি সর্ব্ববশঙ্করি নমঃ স্বাহা। তদুক্তং তন্ত্রান্তরে।—অথবোচ্ছিষ্টচাণ্ডালি মাতঙ্গি-পদমীরয়েৎ। ততঃ সর্ব্ববশং চান্তে করি হৃদ্বহ্নিবল্লভা। একোনবিংশত্যর্ণোঽয়ং সর্ব্বাভীষ্টকরো ভবেৎ ॥৯০॥ মন্ত্রান্তরং মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াম্।—বাগ্‌ভবং মায়া কামং সৌঃ ঐং জ্যেষ্ঠমাতঙ্গি নমামি উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি ত্রৈলোক্যবশঙ্করি স্বাহা (৩)। ইমাং বিদ্যাং জপেশানি চাপরাং হুংসমন্বিতাম্। ইয়ং বিদ্যা মহাবিদ্যা সর্ব্বপাপাপহারিণী (৪)। সুখদা মোক্ষদা চৈব রাজ্যসৌভাগ্যদায়িকা। যাং যাং প্রার্থয়তে সিদ্ধিং হঠাত্তাং তামবাপ্নুয়াৎ॥ ৯১॥ বিধানঞ্চ প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি বরাননে। ভোজনানন্তরং দেবি বিনৈবাচমনে কৃতে। বলিং দদ্যাৎ প্রথমতো মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ। ততো মন্ত্রং জপেদ্ ধ্যাত্বা দেবীং তামিষ্টসিদ্ধয়ে। বলিমপি উচ্ছিষ্টেন ॥ ৯২॥ তথা চ।

ছেন,—‘উচ্ছিষ্ট’ এই শব্দ বলিয়া ‘চাণ্ডালিনী সুমুখী’ বলিবে। তাহার পরে ‘দেবী মহাপিশাচিনী’ বলিয়া মায়াবীজ, ঠকারে চন্দ্রবিন্দু ও বিসর্গ যোগ করিয়া তিনবার প্রয়োগ করিবে। হে মহাদেবি! এই মন্ত্রে সকল সিদ্ধিলাভ হয়। ৮৯।

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—অথবা ‘উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি মাতঙ্গি’ এইপদ উচ্চারণ করিবে তাহার পরে ‘সর্ব্ববশঙ্করি’ বলিয়া ‘নমঃ স্বাহা’ বলিবে। এই উনিশ অক্ষরে যে মন্ত্র হয় তাহাতে সকল প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ৯০। মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায় আর একমন্ত্র বলিয়াছেন,—বাগ্বীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, ‘সৌঃ ঐং জ্যেষ্ঠমাতঙ্গি নমামি উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি ত্রৈলোক্যবশঙ্করি স্বাহা’। হে ঈশানি! এই মন্ত্র জপ করিবে। এই মন্ত্রের আদিতে ‘হুং’ যোগ করিলে অপর একটি মন্ত্র হইবে। এই বিদ্যাকে মহাবিদ্যা বলে। এই মহামন্ত্রে উপাসনা করিলে সকলপ্রকার পাপ বিনাশ হইয়া থাকে। এই বিদ্যা সুখ, মোক্ষ, রাজ্য ও সৌভাগ্য প্রদান করে। এই মন্ত্রের সাধন করিয়া সাধক যে যে সিদ্ধি প্রার্থনা করে, তৎক্ষণাৎ সেই সেই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ৯১। হে বরাননে! এই মন্ত্রের সাধনপ্রণালী বলিব, শ্রবণ কর।—প্রথমতঃ ভোজনান্তে আচমন না করিয়া মূলমন্ত্রে বলি প্রদান করিবে। তাহার পরে দেবীকে হৃদয়ে ধ্যান করত আপন ইষ্টসিদ্ধিকামনায় মন্ত্র-জপ করিবে। এই দেবতাকে উচ্ছিষ্টদ্রব্য দ্বারা বলি প্রদান

---

(১) উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী সুমুখী দেবী মহাপিশাচিনী হ্রীং ঠঃঃ ঠঃঃ ঠঃঃ (খ ট)। পুনঃ ইত্যত্র তত ইতি (আ° বি°) পাঠঃ। ঠং ঠং ঠং ঃ ইতি (আ° বি°) পাঠঃ।

(২) উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনি (খ) পাঠঃ। আ° বি° পাঠোঽপ্যেবম্। তত্র প্রমাণে অথোচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনি ইতি পাঠঃ। (৩) ঐং হ্রীং ক্লীং সৌঃ ঐং জ্যেষ্ঠমাতঙ্গি নমামি উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনি ত্রৈলোক্যবশঙ্করি স্বাহা। (খ ট) (৪) পাপপ্রণাশিনী (খ) পাঠঃ।

তিথির্ন চ নক্ষত্রং ন চাঙ্গন্যাসমেব চ। নাগ্নিদোষো ন বা বিঘ্নং নাশৌচং নিয়মো ন চ। যস্য তিষ্ঠতি মন্ত্রোঽয়ং ন চ বিঘ্নৈঃ স বাধ্যতে ॥ ৯৩ ॥ ধ্যানন্তু।—শবোপরি সমাসীনাং রক্তাম্বরপরিচ্ছদাম্। রক্তালঙ্কারসংযুক্তাং গুঞ্জাহারবিভূষিতাম্। ষোড়শাব্দাঞ্চ যুবতীং পীনোন্নতপয়োধরাম্। কপালকর্ত্রিকাহস্তাং পরাং জ্যোতিঃস্বরূপিণীম্। বামদক্ষিণযোগেন ধ্যায়েন্মন্ত্রবিদুত্তমঃ (১) ॥ ৯৪ ॥ উচ্ছিষ্টেন বলিং দত্ত্বা জপেত্তদ্গতমানসঃ। উচ্ছিষ্টেন তু কর্ত্তব্যো জপোঽস্যাঃ সিদ্ধিমিচ্ছতা। উচ্ছিষ্টে জপমানস্য জায়ন্তে সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ৯৫ ॥ অপরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি ফলপ্রদম্। (২) হোমঞ্চ তর্পণৈশ্চৈব সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। স্থণ্ডিলে মণ্ডলং কৃত্বা চতুরস্রং সমন্ততঃ। পূজয়েন্মণ্ডলং দেবি মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ। ততো মূলমুচ্চার্য্য মণ্ডলায় নমঃ ইতি মন্ত্রেণ বহ্নিস্বরূপাং (৩) দেবতাং ধ্যাত্বা হোময়েৎ। তথা চ।—ততো দেবীং সমাধায় বহ্নিরূপাং ব্যবস্থিতাম্। দেবীং ধ্যাত্বা চরেদ্ধোমং দধিসিদ্ধার্থতণ্ডুলৈঃ। সহস্রহোমমাত্রেণ (৪) রাজা চ বশগো ভবেৎ। মার্জ্জারস্য তু মাংসেন দেব্যা হোমং সমাচরেৎ। সমাপ্নোতি পরাং বিদ্যাং সর্ব্বশাস্ত্রবশীকৃতাম্। কুর্য্যাচ্ছাগস্য মাংসেন হোমং মধুসমন্বিতম্। সহস্রৈকবিধানেন ভবন্তি কুল-

করিতে হইবে। ৯২। এই মন্ত্রের সাধনে তিথি ও নক্ষত্রাদি বিচার করিতে হয় না, সকল সময়ে সাধন করিতে পারে এবং অঙ্গন্যাসাদিও করিতে হয় না। অগ্নিদোষাদি গণ্য করিবে না, অশৌচ এই মন্ত্রসাধনে বিঘ্ন উৎপাদন করে না এবং অন্য কোন নিয়মের বাধ্য হইতে হয় না। এই মন্ত্র যাহার অভ্যস্ত থাকে, তাঁহার কোন বিঘ্ন ঘটে না। ৯৩। এই দেবীর ধ্যান যথা,—যিনি শবাসনে উপবিষ্টা, রক্তবস্ত্রপরিধানা, রক্তবর্ণ বিভূষণে বিভূষিতা, গুঞ্জাফলের হারে সুশোভিতা ও ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী; যাঁহার পয়োধরযুগল পীন সমুন্নত, বামহস্তে নরকপাল ও দক্ষিণহস্তে কর্ত্রিকা; যিনি পরম জ্যোতিঃস্বরূপা। মন্ত্রবিৎ সাধক সেই উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীকে এইরূপে ধ্যান করিয়া উচ্ছিষ্টদ্রব্যদ্বারা বলি প্রদানপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে জপ করিবে। এই দেবতার মন্ত্রসিদ্ধিকামনায় উচ্ছিষ্টদ্রব্যদ্বারা হোমকার্য্য করিবে। উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ হয়। ৯৪। ৯৫। হে দেবি, উক্ত দেবতার অন্য প্রকার সাধন বলিতেছি শ্রবণ কর।—সাধক সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ পরিপূরণার্থ হোম ও তর্পণ করিবে। পরে স্থণ্ডিলে চতুরস্র মণ্ডল করিয়া মণ্ডলমধ্যে মূলমন্ত্রে দেবীর অর্চ্চনা করিবে এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত মণ্ডলায় নমঃ এই মন্ত্রে বহ্নিস্বরূপা দেবীর ধ্যান করিয়া হোম করিবে। প্রমাণে আছে যে, দেবীকে অগ্নিস্বরূপা চিন্তা করিয়া দধি ও শ্বেতসর্ষপমিশ্রিত তণ্ডুলদ্বারা হোম করিবে। এইরূপে সহস্র হোম করিলে রাজাও বশীভূত হয়। মার্জ্জারের মাংস-

---

(১) মন্ত্রবিদাং বরঃ (খ) পাঠঃ। (২) বরপ্রদং (খ) পাঠঃ। (৩) বহ্নৌ বহ্নিরূপাং ধ্যায়েৎ (খ টি)। (৪) সহস্রমাত্রহোমেন (মূ০) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ।

সিদ্ধয়ঃ ॥ ৯৬ ॥ বিদ্যাকামশ্চরেদ্ধোমং শর্করাঘৃতপায়সৈঃ। নূনং তস্য ভবন্ত্যেবং সদ্যো বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৯৭ ॥ বিল্বপত্রৈস্ত্রিমধ্বক্তৈর্মাসমেকং সমাহিতঃ। বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং চিরজীবিনমুত্তমম্ ॥ ৯৮ ॥ কর্কন্ধুকুসুমং হুত্বা রক্তং (১) মধুসমন্বিতম্। দুর্ভগায়া হঠাদ্দেবি সৌভাগ্যং সুখদায়কম্ ॥ ৯৯ রজস্বলায়া বস্ত্রেণ (২) মধুনা পায়সেন চ। হোমং কৃত্বা মহাদেবি ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥ ১০০ ॥ ইত্যেষা কথিতা দেবী সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। মন্ত্রস্যোচ্চারণাদ্দেবি সর্ব্বং পাপং প্রণশ্যতি। উচ্ছিষ্টদূষণং ত্যক্ত্বা স পবিত্রো জপেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১ ॥ অত্র যদ্যপি পুরশ্চরণং নোক্তং তথাপি অষ্টোত্তরসহস্রজপঃ। তদ্দশাংশেন হোমাদিকং বোধ্যম্। তথা চ।—যেষাং জপে চ হোমে চ সংখ্যা নোক্তা মনীষিভিঃ। তেষামষ্টসহস্রন্তু সংখ্যা স্যাজ্জপহোময়োঃ,—ইত্যভিধানাৎ। অষ্টসহস্রমষ্টাধিকসহস্রং। বস্তুতস্তু আসাং সিদ্ধবিদ্যাত্বাৎ পুরশ্চরণং নাস্তীতি নিবন্ধকারাঃ ॥ ২

অথ ধূমাবতীমন্ত্রাঃ। ফেৎকারিণ্যাম্—দান্তাবর্ঘীশবিন্দ্বন্তো বীজং ধূমাবতী (৩) দ্বিঠঃ। ধূমাবতীমনুঃ প্রোক্তো বৈরিনিগ্রহকারকঃ ॥ ৩ ॥ অস্যাঃ পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদিকং

দ্বারা হোম করিলে সাধক সর্ব্বাংশে বিদ্যালাভ করে। মধুমিশ্রিত ছাগমাংস দ্বারা সহস্র হোম করিলে তাহার কুলদেবতা সিদ্ধা হয়। বিদ্যাকামী ব্যক্তি শর্করা, ঘৃত ও পায়স দ্বারা হোম করিবে। ইহাতে সাধক চতুর্দ্দশবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া থাকে। ঘৃত, মধু ও শর্করাযুক্ত বিল্বপত্রদ্বারা একাগ্রচিত্তে একমাস পর্য্যন্ত হোম করিলে বন্ধ্যা নারীও চিরজীবী পুত্র লাভ করে। মধুযুক্ত রক্ত-বদরীপুষ্প দ্বারা হোম করিলে দুর্ভগা নারী সৌভাগ্যসুখ লাভ করে। রজস্বলার বস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা মধু ও পায়স সহযোগে হোম করিলে ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারে।৯৬—১০০। এই বিদ্যা সর্ব্বপ্রকার পাপ নাশ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারা সকল পাপ নষ্ট হয়। উচ্ছিষ্টদোষ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধভাবে এই দেবতার মন্ত্র জপ করিবে। এই দেবতার পুরশ্চরণে জপাদির সংখ্যা নির্দ্দেশ না থাকিলেও অষ্টোত্তরসহস্র জপ ও জপের দশাংশ হোম করিতে হইবে। কারণ সাধারণতঃ তন্ত্রে বলাই আছে যে, যে সকল মন্ত্রের জপে বা হোমে সংখ্যা নির্দ্দেশ নাই, তাহাদের অষ্টোত্তরসহস্র জপ ও তদ্দশাংশ হোম ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিবন্ধকারেরা বলেন,—সিদ্ধ বিদ্যা বলিয়া ইহাদের পুরশ্চরণ নাই। ১। ২।

অতঃপর ধূমাবতীর মন্ত্র বলা যাইতেছে,—ফেৎকারিণী তন্ত্রে বলিয়াছেন 'দ'কারের পরবর্ত্তীবর্ণ ধকারে ঊকার ও বিন্দুযোগে যে বীজ, তাহা অগ্রে সন্নিবেশপূর্ব্বক 'ধূমাবতী' "স্বাহা" বলিবে। এই ধূমাবতীমন্ত্র শত্রুবিনাশক। ৩। উক্ত দেবতার পূজাপ্রণালী

---

(১) রক্তং ছাগাদিরক্তম্। (খ টি) ছাগরক্তসমন্বিতমিতি বা পাঠঃ। (২) রজস্বলায়া বস্ত্রং খণ্ডশঃ কৃত্বা হোময়েৎ (গ টি)। (৩) ধূমাবতি ইতি (খ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ। ধূং ধূং ধূমাবতি স্বাহা (খ টি) আ০ বি০) পাঠশ্চ। ধূং ধূং ধূমাবতী স্বাহা (ক টি)।

কৃত্বা ভূতশুদ্ধ্যাদি(১)প্রাণায়ামৌ কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—শিরসি পিপ্পলাদঋষয়ে নমঃ, মুখে নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ধূমাবত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ৪ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—ধাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ধীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি। ধাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ॥ ৫ ॥ ততো ধ্যানম্।—বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা (২) দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা। বিবর্ণকুন্তলা (৩) রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা। কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা। শূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা। প্রবৃদ্ধঘোণা (৪) তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা। ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া ॥ বিরলদ্বিজা বিরলদন্তা ॥ ৬ ॥ জপেৎ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে। উপবাসরতো (৫) মন্ত্রী শূন্যাগারে দিবানিশম্। শ্মশানে বিপিনে বাপি জপেল্লক্ষঞ্চ বাগ্‌যতঃ। সোষ্ণীষ আর্দ্রবাসাশ্চ পুরশ্চরণকর্ম্মণি। আখ্যোপরি (৬) লিখেন্মন্ত্রং (৭) তস্মিন্ স্থাপ্য শিবং জপেৎ (৮)। তথা চ—অবষ্টভ্য শিবং (৯) শত্রুনাম্না তু প্রজপেন্মনুম্ (১০)। সহস্রস্যার্দ্ধতঃ শত্রুজ্জ্বরেণ পরি-

যথা,—প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে ভূতশুদ্ধি হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। ৪। তাহার পরে উপরিলিখিত প্রণালীতে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ৫। ধ্যান যথা,—যিনি বিবর্ণা, চঞ্চলা, ক্রুদ্ধা ও দীর্ঘাঙ্গী; যাঁহার পরিহিত বস্ত্র মলিন, কেশকলাপ বিবর্ণ ও রুক্ষ; দন্তসকল বিরল ও স্তনযুগল লম্বমান; যিনি বিধবারূপধারিণী ও কাকধ্বজরথে আরোহণ করিয়া আছেন; যাঁহার নয়নযুগল রুক্ষ, যিনি সর্ব্বদা হস্ত কম্পিত করিতেছেন, যাঁহার একহস্তে শূর্প ও অপর হস্তে বরমুদ্রা, নাসিকা বৃহৎ, যাঁহার নয়ন ও প্রকৃতি কুটিল; যিনি ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতরা, ভয়ঙ্করাকৃতি ও কলহ-তৎপরা সেই ধূমাবতীর ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ৬। পুরশ্চরণসিদ্ধির নিমিত্ত উপবাসী থাকিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে শূন্যালয়ে, শ্মশানে কিংবা বনপ্রদেশে দিবা ও রাত্রিতে মৌনী হইয়া একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। পুরশ্চরণকার্য্যে উষ্ণীষ ধারণ ও আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিবে। পরে শত্রুনামের উপরে মূলমন্ত্র লিখিয়া তাহার উপরে শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিয়া জপ করিবে। অন্যত্র বলিয়াছেন,—শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজাপূর্ব্বক 'অমুকং মারয়', এইরূপে শত্রুনামনির্দ্দেশ করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। ঐ মন্ত্র পাঁচশতবার

---

(১) সামান্যপূজোক্তমিত্যর্থঃ। (২) দুষ্টা (ক) (খ) পাঠঃ, রুক্ষা ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৩) বিমুক্তকুন্তলা (খ) পাঠঃ। (৪) মহানাসিকা (খ টি)। (৫) দিবারাত্রিজপে চ উপবাসো ভবতীতি ন তু উপবাসং কৃত্বা জপেৎ (খ টি)। (৬) শত্রুনামোপরি (খ টি)। (৭) ধূমাবতীমন্ত্রং (খ টি)। (৮) তত্র শিবলিঙ্গং সংস্থাপ্য মন্ত্রং জপেৎ (খ টি)। (৯) নির্ম্মিতশিবং কৃত্বা (খ টি)। আখ্যোপরি রিপুনামোপরি তস্মিন্ মন্ত্রে অবষ্টভ্যালম্ব্য শত্রুনাম্না সহ মন্ত্রং জপেৎ। শত্রুনামসাহিত্যঞ্চ অমুকমুৎসাদয়েতি শত্রুনামোত্তরযোগঃ। (আ০ বি০) পাঠঃ। (১০) অমুকং মারয় ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রং জপেৎ (খ টি)।

গৃহ্যতে। পঞ্চগব্যেন (১) শান্তিঃ স্যাজ্জ্বরস্য পয়সাপি (২) বা। ততঃ পূর্ব্ববৎ পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্য জপেৎ। তথা,—কৃত্বা মন্ত্রে রিপোরাখ্যামরণ্যে যামিনীদলে (৩)। উৎসাদো জায়তে শত্রোর্ম্মনোরযুতজাপতঃ। দগ্ধ্বা কাকং শ্মশানাগ্নৌ তদ্ভস্মাদায় মন্ত্রিতম্ (৪)। বিরোধিনামষ্টাশাসু (৫) সদ্য উচ্চাটনং রিপোঃ। মন্ত্রিতমিত্যষ্টোত্তরশতমিতি। অষ্টাশাসু ক্ষিপেদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ শ্মশানভস্মনা কৃত্বা শিবং তস্যোপরি ন্যসেৎ। বিরোধিনামসংক্লৃপ্তং (৬) কৃষ্ণপক্ষে সমর্চ্চয়েৎ। মহিষীক্ষীরধূপঞ্চ যদ্ যচ্ছত্রুবিপৎকরম্। মহিষীরূপমাসাদ্য স্বপ্নে শত্রুং বিনাশয়েৎ। মন্ত্রেণানেন (৭) নিখনেত্তদ্ভস্ম রিপুমন্দিরে। শত্রূনুচ্চাটয়েন্নূনং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৮ ॥ শ্মশানভস্মনা লিঙ্গং কৃত্বা পুষ্পাদিনার্চ্চয়েৎ। ভগবন্নিতি সমাভাষ্য মনসা কর্ম্ম চিন্তয়ন্। নিম্বকাকচ্ছদাবেকীকৃত্য চাষ্টশতং জপেৎ। দদ্যাদ্ধূপং সাধ্যনাম্না (৮) সদ্যো বিদ্বেষয়েদরীন্। অস্যার্থঃ।—নিম্বকাকচ্ছদাবেকীকৃত্য তদুপরি অষ্টোত্তরশতং (৯) জপ্ত্বা তেন দ্রব্যেণামুকং দ্বেষয়

জপ করিলে শত্রু জ্বরে আক্রান্ত হইবে। পঞ্চগব্য বা দুগ্ধদ্বারা হোম করিলে, উক্ত জ্বরের শান্তি হইতে পারে। পরে পূর্ব্ববৎ পঞ্চোপচারে দেবীর অর্চ্চনা করিয়া জপ করিবে। পরে শত্রুর নাম মন্ত্রের সহিত যুক্ত করিয়া অরণ্যমধ্যে রাত্রিকালে দশহাজার মন্ত্র জপ করিলে, শত্রুর উচ্চাটন হয়। শ্মশানাগ্নিতে কাক দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম লইয়া একশত আটবার অভিমন্ত্রিত করিয়া শত্রুর নামে আটদিকে নিক্ষেপ করিবে, ইহাতে তৎক্ষণাৎ শত্রুর উচ্চাটন হইয়া থাকে। ৭। শ্মশানভস্মদ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার উপরে শত্রুনামযুক্ত মন্ত্র লিখিয়া কৃষ্ণপক্ষে পূজা করিবে এবং মহিষীর দুগ্ধদ্বারা ধূপ দিয়া যে যে দ্রব্য শত্রুর বিপত্তিকর, সেই সেই দ্রব্য প্রদান করিবে। এইরূপে পূজা করিলে দেবী মহিষরূপ ধারণ করিয়া স্বপ্নকালে শত্রুকে বিনাশ করেন। শ্মশানভস্ম আনিয়া মূলমন্ত্রে শত্রুর গৃহমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে; ইহাতে নিশ্চয় শত্রু উচ্চাটিত হয়. তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৮। শ্মশানভস্মদ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে ‘হে ভগবন্!’ এইরূপ সম্বোধনবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক মনে মনে কর্ত্তব্য কর্ম্ম চিন্তা করিতে করিতে নিম্ব ও কাকপক্ষ একত্রিত করিয়া তাহার

---

(১) পঞ্চগব্যকহোমেন। (২) ক্ষীরেণ পঞ্চগব্যেন পয়সা বা জুহুয়াৎ (আ০ বি০) পাঠঃ। (৩) হরিদ্রাপত্রে। অমুকম্ উৎসাদয় ইত্যনন্তরং মন্ত্রং সংযোজ্য যামিনীদলে অর্দ্ধরাত্রে মন্ত্রস্যাযুতজপতঃ শত্রোরুন্মূলনং ভবতি। (আ০ বি০) পাঠঃ। (৪) অমুকং কর্ম্ম কারয় ইত্যেতৎ মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিতং কৃত্বেত্যর্থঃ। (খ টি) (৫) যদি তদ্ভস্মক্ষিপেৎ (খ টি)। (৬) বিরোধিনামসংপুটিতং মূলমন্ত্রম্। (৭) ধূমাবতীমন্ত্রেণ (খ টি)। মহিষীক্ষীরধূপঞ্চেতি শত্রোর্ব্বিপৎকরদ্রব্যং যৎ তদাহৃত্য যা ওষধিস্তয়া মহিষীক্ষীরযোগাদ্ধূপং কৃত্বা দাহ ইত্যর্থঃ। মন্ত্রেণেতি মূলমুচ্চার্য্যামুকং নাশয়েতি মন্ত্রেণ ইত্যর্থঃ। (আ০ বি০) পাঠঃ। (৮) তেন অমুকং মারয় ইত্যুক্ত্বা মূলমুচ্চার্য্য এষ ধূপোঽমুকদেব্যৈ নমঃ (খ টি)। (৯) অষ্টোত্তরসহস্রং শতং বা জপ্ত্বা (খ) পাঠঃ

ধূমাবতী।

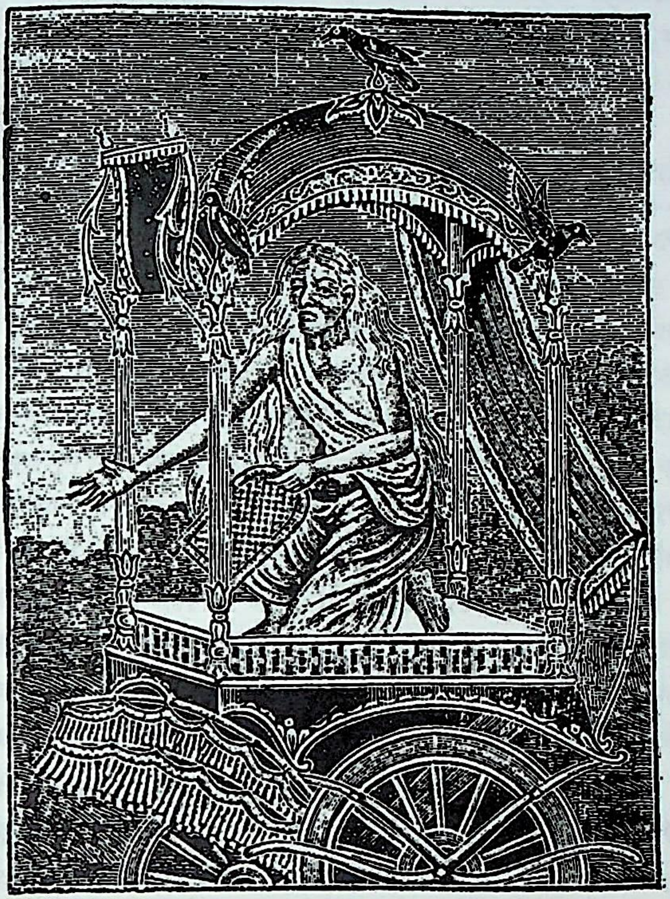

৫৬০ পৃঃ।

দ্বেষয় মূলমুচ্চার্য্য ধূপং দদ্যাৎ। তথা চ।—চিতিকাষ্ঠানলে ক্ষীরহোমাচ্ছান্তিঃ সদা ভবেৎ। তথা চ,—রজোধূপপ্রদানেন গৃধ্ররূপেণ কালিকা। মারয়ত্যরিমাগত্য শান্তির্নির্ম্মাল্যধূপতঃ। বরাহকর্ণধূপেন হন্ত্যাচ্ছুকররূপিণী। অশ্বত্থপত্রধূপেন শান্তির্ভবতি নান্যথা। শান্তিঃ সর্ব্বাভিচারস্য পঞ্চগব্যেন (১) জায়তে। ক্ষীরেণ বাপি দেবেশি মধুরত্রিতয়েন (২) বা। কীলে ক্ষীরিতরোর্ব্বিদর্ভ্য বিলিখেন্মন্ত্রেণ নামাক্ষরং জপ্ত্বালিখ্য পদদ্বয়ে (৩) তু নিখনেদুচ্চাটনং বিদ্বিষাম্। তৎপাদদ্বয়ধূলিকীর্ণহবিষা (৪) দদ্যাদ্দ্বিজেভ্যো (৫) বলিং তজ্জপ্ত্বা (৬) চিতিভস্মকীলিতমরের্গেহে তদুচ্চাটনমিত্যাদিপ্রয়োগঃ ॥ ৯ ॥

অথ ভদ্রকালীমন্ত্রঃ।—প্রাসাদবীজমুদ্ধৃত্য কালীতি পদমুদ্ধরেৎ। মহাকালি পদং

উপরে একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর শত্রুনামে "অমুকং দ্বেষয় দ্বেষয়" বলিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ধূপ দিবে। ইহাতে শত্রুবর্গের মধ্যে পরস্পর মহাবিদ্বেষভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, চিতার কাষ্ঠের অগ্নিতে দুগ্ধদ্বারা হোম করিলে শান্তি হইয়া থাকে। রজস্বলার রক্তাক্তবস্ত্রনির্ম্মিত ধূপ জ্বালিয়া নিবেদন করিলে কালিকা গৃধ্ররূপে আগমন করিয়া শত্রুবর্গ বিনাশ করেন। নির্ম্মাল্যপত্রপুষ্পাদির দ্বারা ধূপ দিলে উক্ত দোষের শান্তি হয়। বরাহকর্ণদ্বারা ধূপ প্রদান করিলে দেবী রজনীযোগে শূকররূপে আগমন করিয়া শত্রুকুল ধ্বংস করেন। অশ্বত্থপত্রদ্বারা ধূপ প্রদান করিয়া পঞ্চগব্যদ্বারা অথবা কেবল দুগ্ধদ্বারা হোম করিলে সর্ব্বপ্রকার অভিচারদোষের শান্তি হইয়া থাকে। অথবা ঘৃত, মধু ও শর্করা—এই ত্রিমধুদ্বারাও উক্ত অভিচারদোষের শান্তি হইতে পারে। যজ্ঞোডুম্বর প্রভৃতি ক্ষীরিবৃক্ষের কীলক প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে শত্রুনামের সহিত ধূমাবতীর মন্ত্র লিখিবে। অনন্তর ঐ কীলকের উপরি মূলমন্ত্র জপ করিয়া শত্রুর দুইপদ ভূমিতে প্রোথিত করিবে, ইহাতে শত্রুবর্গের উচ্চাটন হয় এবং শত্রুর পদদ্বয়ের ধূলি ও ঘৃতদ্বারা পক্ষিগণকে বলি প্রদান করিয়া চিতিভস্মোপরি মূলমন্ত্র জপ করিয়া সেই ভস্ম শত্রুর গৃহমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে, ইহাতে শত্রুগণের উচ্চাটন হয়। ৯।

অতঃপর ভদ্রকালীর মন্ত্র বলিতেছি,—প্রাসাদবীজ ও 'কালি' এই পদ বলিয়া 'মহা-

---

(১) পঞ্চগব্যকহোমেন (খ টি)। (২) ঘৃতমধুশর্করাত্মকেন। (৩) রিপোর্গমনাগমনস্থলে (খ টি)। (৪) শত্রুপাদধূলিযুক্তপরমান্নেন (খ টি)। (৫) কাকেভ্যঃ।

(৬) অষ্টোত্তরসহস্রমিতার্থঃ। অস্যার্থঃ ক্ষীরিতরোরশ্বত্থবটপর্কট্যন্যতমস্য কীলে কীলদ্বয়ে মনুষ্যাকারলিখিতশত্রোঃ পদদ্বয়ে নিখনেৎ, কিং কৃত্বা নামাক্ষরং মন্ত্রেণ বিদর্ভ্য। বিদর্ভলক্ষণঞ্চ দ্বে দ্বে মন্ত্রাক্ষরে যত্র একৈকং সাধ্যনামকম্। বিদর্ভিতং তু তৎ প্রোক্তং সর্ব্বরক্ষাকরং পরম্। তথা মন্ত্রার্ণদ্বয়মধ্যস্থং সাধ্যনামাক্ষরং লিখেৎ। বিদর্ভ এব বিজ্ঞেয় ইতি চ। তথাচ আদৌ মন্ত্রাক্ষরদ্বয়ং ততঃ সাধ্যাক্ষরমেকম্। পুনর্ম্মন্ত্রাক্ষরদ্বয়ং ততঃ সাধ্যাক্ষরমেকম্ এবং ক্রমেণ যাবদক্ষরসমাপ্তি লিখেৎ। দ্বিজেভ্যঃ পক্ষিভ্যঃ। (আ° বি°) পাঠঃ।

চোক্তা কিলিযুগ্মমতঃ পরম্। অস্ত্রমগ্নিপ্রিয়ান্তোহয়ং ভদ্রকালীমহামনুঃ (১)॥ ১০॥ আরাধ্য প্রজপেন্নিত্যমষ্টোত্তরশতং মনুম্। জপমালা বিধাতব্যা অষ্টোত্তরশতেন চ। ধ্যাতব্যেয়ং মহাদেবী ভদ্রকালী ভয়াপহা। আরাধ্যেতি ভূতশুদ্ধ্যাদিপ্রাণায়ামৌ কৃত্বা পঞ্চোপচারৈঃ শিবলিঙ্গে সংপূজ্যেত্যর্থঃ॥ ১১॥ ধ্যানং যথা,—ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী, নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি। হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জ্বলদনলশিখাসন্নিভং পাশমুগ্রং, দন্তৈর্জ্জম্বুফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী॥ ১২॥ প্রয়োগমাত্রং কর্ত্তব্যং বৈরিনিগ্রহকারকম্। ইয়ং দেবী মহাদেবী শত্রুনিগ্রহকারিণী। যথেষ্টচিন্তয়া চিন্ত্যা ধর্ম্মকামার্থমুক্তিদা॥ ১৩॥ অস্য পুরশ্চরণাদিকং দক্ষিণকালীমন্ত্রবদিতি কেচিৎ। বস্তুতস্তু পুরশ্চরণমষ্টোত্তরসহস্রজপঃ॥ ১৪॥

অথ উচ্ছিষ্টগণেশমন্ত্রঃ।—ওঁ হস্তিপিশাচি লিখে ঠদ্বয়ম্। তন্ত্রান্তরে।—হস্তিপদং সমুচ্চার্য্য পিশাচীতি (২) পদং ততঃ। দেবরাজং সনেত্রঞ্চ কান্তমীশস্বরান্বিতম্।

কালি' এই পদ বলিবে। তাহার পরে দুইটি 'কিলিপদ' বলিয়া 'ফট্ স্বাহা" বলিবে। ইহা ভদ্রকালীর মহামন্ত্র। ১০। এই মন্ত্রে ভদ্রকালীর পূজাদি করিয়া একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবে। এই দেবতার মন্ত্রজপে অষ্টোত্তরশতসংখ্যক জপমালা করিতে হইবে। এই মহাদেবী ভদ্রকালীর ধ্যান করিলে তিনি সর্ব্বপ্রকার ভয় বিনাশ করেন। জপের পূর্ব্বে যে পূজার কথা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই,—ভূতশুদ্ধি হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত করিয়া শিবলিঙ্গের উপরি পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। ১১। ভদ্রকালীর ধ্যান যথা,—যিনি ক্ষুধায় ক্ষীণাঙ্গী, যাঁহার নয়নযুগল কোটরমধ্যগত, মুখমণ্ডল মসীর ন্যায় মলিন, কেশগুচ্ছ আলুলায়িত; যিনি সর্ব্বদা রোদন করিতে করিতে বলিতেছেন,—কোনরূপে আমার তৃপ্তি হইতেছে না, ইচ্ছা হয়,—এই সমস্ত জগৎ একগ্রাসে ভক্ষণ করি; যিনি উভয়হস্তে জাজ্বল্যমান অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত পাশযুগল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; যাঁহার দন্তগুলি জম্বুফলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; সেই ভদ্রকালী দেবী আমার ভয় হরণ করুন, আমাকে রক্ষা করুন। ১২। এই দেবতার আরাধনা করিলে তৎক্ষণাৎ শত্রুদমন হইয়া থাকে। এই শত্রুনিগ্রহকারিণী ভদ্রকালী দেবীকে যে ব্যক্তি যেরূপ কামনা করিয়া আরাধনা করে, তাহার সেই কামনা পরিপূর্ণ হয়। ১৩। কেহ কেহ বলেন, এই দেবতার পুরশ্চরণে দক্ষিণকালিকাদেবীর মন্ত্রবৎ কার্য্য করিবে; ফলতঃ অষ্টোত্তরসহস্রজপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। ১৪।

অতঃপর উচ্ছিষ্টগণেশের মন্ত্র ও পূজাপ্রণালী কথিত হইতেছে।—প্রণব, 'হস্তি' পদ

---

(১) হ্রৌং কালি মহাকালি কিলি কিলি ফট্ স্বাহা (খ টি)।

(২) পিশাচিনি ইতি অসাধুঃ আদর্শপাঠঃ।

বহ্নিজায়াবধির্ম্মন্ত্রস্তারাদ্যঃ সর্ব্বকামদঃ (১), প্রণবস্থানে গমিতি কেচিৎ। হস্তিপিশাচিলিখেহগ্নিবনিতা গং তদাদিত ইতি তত্ত্ববোধাৎ॥ ১৫॥ তথা,—সারভূতমিদং মন্ত্রং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ। গুহ্যং সর্ব্বাগমেষ্বেব হিতবুদ্ধ্যা প্রকাশিতম্॥ ১৬॥ তথা চ—ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে। যথেষ্টচিন্তয়া (২) মন্ত্রঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥১৭॥

উচ্ছিষ্টগণেশ-যন্ত্রম্।

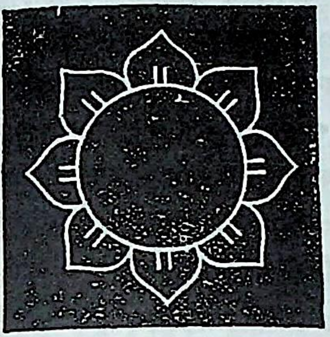

অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদিপ্রাণায়ামান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি সুধীর-ঋষয়ে নমঃ, মুখে নিবৃদ্গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি উচ্ছিষ্টগণপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ প্রণবেন (৩) করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা ধ্যায়েৎ॥ ১৮॥ রক্তমূর্ত্তিং গণেশানং সর্ব্বাভরণভূষিতম্। রক্তবস্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ রক্তপদ্মাসনে স্থিতম্। চতুর্ভুজং মহাকালং দ্বিদন্তং সস্মিতাননম্। ইষ্টঞ্চ দক্ষিণে হস্তে দন্তঞ্চ তদধঃকরে। পাশা-

উচ্চারণের পর 'পিশাচি' এই পদ তাহার পরে 'ল'কারে ইকার যোগ করিয়া উৎপন্ন 'লি'—'খ' কারে একার যোগে উৎপন্ন 'খে' তাহার পরে স্বাহা। এই মন্ত্রে সকল কামনা পূর্ণ হয়। এই মন্ত্রের প্রণবস্থলে "গং" ইহা কেহ কেহ বলেন। তত্ত্ববোধগ্রন্থে স্পষ্ট আছে যে 'হস্তিপিশাচি লিখে' ইহার আদিতে 'গং' থাকিবে। ১৫। সর্ব্বমন্ত্রের সারভূত এই উচ্ছিষ্টগণেশমন্ত্র যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিবে না। এই মন্ত্র সকল তন্ত্রে গুপ্ত আছে, জগতের হিতকামনায় প্রকাশিত হইল। ১৬। এই দেবতার আরাধনায় তিথিবারাদির কোন নিয়ম নাই এবং উপবাস করিতে হয় না। ইচ্ছানুরূপ চিন্তা করিলেই এই মন্ত্রে সকল কামনা পূর্ণ হয়। ১৭।

উচ্ছিষ্টগণেশের পূজাপ্রণালী যথা,—প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাসের মন্ত্র উপরে লিখিত আছে। তাহার পরে 'ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ, ওঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্' এবং 'ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ কবচায় হুঁ, ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্'; এইরূপে করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ১৮। যাঁহার মূর্ত্তি রক্তবর্ণ, যিনি সর্ব্বপ্রকার আভরণে বিভূষিত, যাঁহার বস্ত্র রক্তবর্ণ, তিনটী নয়ন, যিনি রক্তপদ্মাসনে অবস্থিত, যাঁহার চারি হস্ত, দুইটি দন্ত এবং বদন সর্ব্বদা হাস্যযুক্ত; দক্ষিণভাগের উপরিতন হস্তে বরমুদ্রা এবং অধোহস্তে একটি দন্ত রহিয়াছে; বামভাগের

---

(১) ওঁ হস্তিপিশাচি লিখে স্বাহা (ক) (খ) টি। (২) চেষ্টয়া (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) গং বীজেন বা ইতি অধিকঃ মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

ঙ্কুশৌ চ হস্তাভ্যাং জটামণ্ডলবেষ্টিতম্ । ললাটচন্দ্ররেখাঢ্যং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা করস্থপুষ্পৈ(১)র্মূলেন শিরসি সংপূজ্য বহিঃপূজামারভেত ॥ ১৯ ॥ (অষ্টদলপদ্মং লিখিত্বা পূজয়েৎ) (২)। তত্র প্রথমং মূলেনার্ঘ্যং সংস্থাপ্য দশধা মূলং প্রজপ্য, তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষ্য, পুনর্ধ্যাত্বা. অষ্টদলপদ্মমধ্যে স্থাপয়েৎ। ততঃ পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্য পত্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ বক্রতুণ্ডায় স্বাহা। এবং একদন্তায় স্বাহা, লম্বোদরায়, বিকটায়, বিঘ্নেশায়, গজবক্ত্রায়. বিনায়কায়, গণপতয়ে ; মধ্যে হস্তিমুখায়। সর্ব্বত্র স্বাহান্ততা। পুনর্দ্দেবং ত্রিঃ সংপূজ্য, যথাশক্তি জপং কৃত্বা, সমর্প্য, বলিরূপনৈবেদ্যমুপনীয়, "ওঁ উচ্ছিষ্টগণেশায় মহাকালায় এষ বলির্নমঃ" ইতি বলিং দত্ত্বা, আচমনীয়াদিকং দদ্যাৎ। বিশেষফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ পুনঃ ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রৈঁ হ্রূঁ ফট্ স্বাহা ইত্যনেন বলিং দদ্যাৎ। ততঃ পুষ্পমেকং দক্ষিণদিশি ক্ষিপ্ত্বা ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ২০ ॥ অস্য পুরশ্চরণং ষোড়শসহস্রজপঃ। তথা চ,—কৃষ্ণাং চতুর্থীমারভ্য যাবৎ শুক্লচতুর্থিকাম্। সহস্রং হি জপেন্নিত্যং যোষিন্নিয়মপূর্ব্বকম্। স্থাপয়েন্মধুনা নিত্যং নৈবেদ্যং গুড়পায়সম্। ভুক্তোচ্ছিষ্টো জপেন্নিত্যং গণেশোঽহং সদা প্রিয়ঃ।

ঊর্দ্ধহস্তে পাশ এবং অধোহস্তে অঙ্কুশ আছে ; যাঁহার মস্তক জটামণ্ডলে পরিবেষ্টিত ও ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান, সেই মহাকালরূপী উচ্ছিষ্টগণেশকে ধ্যান করিবে। এই প্রকারে দেবতার ধ্যান করিয়া করস্থিত পুষ্প স্বীয় মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক বাহ্যপূজা করিবে। অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবে। প্রথমতঃ মূলমন্ত্রে অর্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক সেই অর্ঘ্যের উপরে দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া সেই অর্ঘ্যজলদ্বারা স্বীয় শরীর ও পূজায় উপকরণদ্রব্য-অভ্যুক্ষণ করিবে এবং পুনরপি দেবতার ধ্যান করিয়া অষ্টদলপদ্মমধ্যে স্থাপন করিবে। তাহার পরে পঞ্চোপচারে দেবতার অর্চ্চনা করিয়া অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বাদিপত্রে 'ওঁ বক্রতুণ্ডায় স্বাহা' ইত্যাদি উপরি লিখিত দেবগণের পূজা করিবে। তাহার পরে পদ্মমধ্যে 'ওঁ হস্তিমুখায় স্বাহা', এই মন্ত্রে পূজা করিবে। পুনর্ব্বার তিনবার মূলদেবতার পূজা করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করত জপ সমর্পণ করিবে। পরে বলিরূপ নৈবেদ্য আনয়ন করিয়া 'উচ্ছিষ্টগণেশায়' ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে বলি নিবেদন করিবে। তাহার পরে আচমনীয়জল নিবেদন করিবে। বিশেষফলাভিলাষী ব্যক্তি পুনর্ব্বার 'ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রৈঁ হ্রূঁ ফট্ স্বাহা', এই মন্ত্রে বলি প্রদান করিবে। অনন্তর দক্ষিণদিকে একটি পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া "ক্ষমস্ব" এই বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। ১৯। ২০। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ষোড়শসহস্র জপ করিবে। প্রমাণে বলিয়াছেন,—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্লপক্ষের চতুর্থী পর্য্যন্ত স্ত্রীসঙ্গ নিয়মিত রাখিয়া প্রতিদিন একসহস্র করিয়া জপ

---

(১) পুষ্পেণ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

শ্বেতার্কেণাকৃতিং কৃত্বা (১) রক্তচন্দনকেন বা। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য দ্বিজাগ্নিগুরুসন্নিধৌ। জপ্ত্বা ষোড়শসাহস্রং সিদ্ধমন্ত্রো ভবেদ্ ধ্রুবম্। যোষিদ্রিতি যোষিদুপগমনে নিয়মপুরঃসরমিত্যর্থঃ, ন তু ত্যাগনিয়মঃ। অপ্রসঙ্গাদনৌচিত্যাদনাচান্ত ইতি দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥ উচ্ছিষ্টে চাশুচির্ভূত্বা জপপূজনমাচরেৎ। অনুচ্ছিষ্টে ন সিধ্যেত তস্মাদেবং সমাচরেৎ। ইতি তন্ত্রান্তরবচনাচ্চ ॥ ২২ ॥

অথ প্রয়োগঃ। রাজদ্বারে তথারণ্যে সভায়াং গোত্রসংসদি। বিবাদে ব্যবহারে চ সংগ্রামে শত্রুসঙ্কটে। নৌকায়াং বিপিনে বাপি দ্যূতে চ ব্যসনে তথা। গ্রামদাহে চৌরবিদ্ধে সিংহব্যাঘ্রাদিসঙ্কটে। স্মরণাদেব দেবস্য সর্ব্বং বৈ বিদ্রুতং ভবেৎ। তৎ সর্ব্বং নশ্যতি ক্ষিপ্রং সূর্য্যেণৈব তমো যথা ॥ ২৩ ॥ যথা,—সদোচ্ছিষ্টগণেশানো যক্ষরাজেন ধীমতা। আরাধিতঃ সোপহারৈঃ সমাগিষ্টফলপ্রদঃ। এবং কৃত্বা ব্যবস্থাস্তু তদ্ধনেশ্বরতাং গতঃ ॥ ২৪ ॥ অপামার্গসমিদ্ধোমে সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্। অষ্টোত্তরশতৈর্ম্মন্ত্রী মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্ ॥ ২৫ ॥ তথা,—বানরাস্থিসমুদ্ভূতং কীলং মন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্।

করিবে। প্রতিদিন দেবতাকে মধুদ্বারা স্নান করাইয়া গুড়পায়স-নৈবেদ্য প্রদান করিবে। ভোজনের পর আচমন না করিয়া উচ্ছিষ্টমুখেই এই দেবতার মন্ত্র জপ করিবে। আমি গণেশ আমি সর্ব্বদা প্রীত থাকি। শ্বেত-আকন্দ কাষ্ঠ অথবা রক্ত-চন্দন কাষ্ঠ দ্বারা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ উচ্ছিষ্ট গণেশের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও গুরুর নিকটে ষোড়শসহস্র মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। স্ত্রীসঙ্গ নিয়মিত রাখিয়া ইহার তাৎপর্য্য এই নিয়মপূর্ব্বক স্ত্রী সংসর্গ করিতে পারিবে, একেবারে স্ত্রী ত্যাগকরিতে হইবে না। বিশেষতঃ যখন তখন অনুচিত আচারে থাকিয়া আচমন না করিয়াই যখন ইহার পূজাজপাদির বিধান দেখা যায়, এবং উচ্ছিষ্টমুখে অশুচি থাকিয়াও জপ পূজা করা যায়, অনুচ্ছিষ্ট অবস্থাতেই মন্ত্রসিদ্ধ হয়,—সুতরাং যে কোন অবস্থাতে এই মন্ত্রজপ করিতে পারিবে, তন্ত্রান্তরে ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে। ২১। ২২।

উচ্ছিষ্টগণেশের বিশেষ প্রযোগ যথা,—রাজদ্বার, অরণ্য, সভা, গোত্রসমাজ, বিবাদ, ব্যবহার, যুদ্ধ, শত্রুসঙ্কট, নৌকা, কানন, দ্যূতকার্য্য, বিপৎসময়, গ্রামদাহ, চৌরভয় এবং সিংহব্যাঘ্রাদিভয়ে এই দেবতার মন্ত্র স্মরণ করিলে সূর্য্যের দ্বারা যেমন অন্ধকাররাশি বিদূরিত হয়, সেই প্রকার সকল বিঘ্ন বিনাশ পায়। ২৩। ধীমান্ যক্ষরাজ কুবের সর্ব্বদা বিবিধ উপহারদ্বারা এই উচ্ছিষ্টগণেশের আরাধনা করিতেন, সেই আরাধনার বলে অভিলষিত ফল লাভ করিয়া ধনেশ্বরতা লাভ করিয়াছেন। ২৪। মূলমন্ত্রে অপামার্গসমিধদ্বারা একশত আটবার এই দেবতার হোম করিলে সাধক সৌভাগ্য লাভ করে।

---

(১) মূ শ্বেতার্ককাষ্ঠেন ক্লিং কৃত্বা ইত্যর্থঃ (খ টি)।

নিখনেন্মন্দিরে যস্য ভবেদুচ্চাটনং পরম্ ॥ ২৬ ॥ অথ বীথ্যাং খনেদ্ যস্য ক্রয়বিক্রয়ণং হরেৎ। (নিখনেচ্ছৌণ্ডিকাগারে তন্মদ্যং বিকৃতং ভবেৎ ॥ ২৭ ॥ বেশ্যাগৃহে তু নিখনেদ্ গ্রাহকং লভতে ন সা। কন্যাগৃহে তু নিখনেন্ন বিবাহো ভবেদ্ ধ্রুবম্) (১)। ২৮ ॥ মানুষাস্থিসমুদ্ভূতং কীলকঞ্চাভিমন্ত্রিতম্। নিখনেন্মন্দিরে যস্য মরণং তস্য নিশ্চিতম্ ॥ ২৯ ॥ উদ্ধৃতে তু ভবেৎ স্বাস্থ্যমিতি সর্ব্বস্য সম্মতম্। যস্য নাম্না জপেন্মন্ত্রং (২) সহস্রং স বশো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ পঞ্চসহস্রহোমেন উদ্বহেত বরাং স্ত্রিয়ম্। সহস্রদশহোমেন রাজা সদ্যো বশো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥ লক্ষজাপেন রাজৈব দ্বিলক্ষে রাজপঙ্ক্তয়ঃ। দশলক্ষেণ তদ্রাষ্ট্রং বশ্যং তস্য চ সর্ব্বথা ॥ ৩২ ॥ অণিমাদিমহাসিদ্ধিঃ কোটিজাপান্ন সংশয়ঃ। খেচরত্বং ভবেন্নিত্যং সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ জায়তে ॥ ৩৩ ॥ মন্ত্রং লিখিত্বা শিরসি কণ্ঠে বা ধারয়েদ্‌যদি। সৌভাগ্যং সর্ব্বরক্ষা চ ভবেত্তত্র সুনিশ্চিতম্ ॥ ৩৪ ॥

অথ ধনদামন্ত্রঃ।—ত-তুর্য্যং বিন্দুসংযুক্তং লজ্জাবীজং সমুদ্ধরেৎ। লক্ষ্মীবীজং ততো দেবি সম্বোধ্যা চ রতিপ্রিয়া। বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্ত্ররাজোহয়মুত্তমঃ (৩) ॥ ৩৫ ॥

২৫। বানরাস্থিনির্ম্মিত কীলক উচ্ছিষ্টগণেশের মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহমধ্যে প্রোথিত করা যায়, সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হইয়া থাকে। ২৬। উক্ত কীলক কোন বিপণিতে প্রোথিত করিয়া রাখিলে বিপণিতে ক্রয়-বিক্রয়াদি বন্ধ হইয়া যায়। শৌণ্ডিকের আলয়ে উক্ত কীলক প্রোথিত করিলে সেই গৃহস্থিত সুরা বিকৃত হইয়া যায়। ২৭। কোন বেশ্যার গৃহে ঐ কীলক প্রোথিত করিলে সেই বেশ্যা গ্রাহক প্রাপ্ত হয় না। কোন অবিবাহিতা কন্যার মন্দিরে ঐ কীলক প্রোথিত করিয়া রাখিলে সেই কন্যার বিবাহ হয় না। ২৮। মনুষ্যাস্থিনির্ম্মিত-কীলক উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে প্রোথিত করিবে, নিশ্চয় সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ২৯। উক্ত কীলক উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলে উক্ত দোষসমূহের শান্তি হয়। যাহার নাম উল্লেখ করিয়া উক্ত মন্ত্র একসহস্র জপ করিবে, অবশ্য সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। ৩০। উক্তমন্ত্র পঞ্চসহস্র জপ করিলে উত্তমা স্ত্রী লাভ করিতে পারে। এই মন্ত্রে দশহাজার হোম করিলে তৎক্ষণাৎ রাজা বশীভূত হয়। ৩১। উচ্ছিষ্টগণেশমন্ত্র একলক্ষ জপ করিলে রাজা, দুইলক্ষ জপে রাজবর্গ ও দশলক্ষ জপ করিলে রাজার সমস্ত রাজ্য বশীভূত হয়। ৩২। উক্ত মন্ত্র এককোটী জপ করিলে সাধকের অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়, খেচরী বিদ্যা এবং সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়। ৩৩। এইমন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া কণ্ঠে কিংবা মস্তকে ধারণ করিলে নিশ্চয় সাধকের সৌভাগ্যবৃদ্ধি এবং সর্ব্বত্র রক্ষা হইয়া থাকে। ৩৪।

‘অনন্তর ধনদাদেবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে। হে দেবি, বিন্দুযুক্ত তবর্গের চতুর্থ বর্ণ,

---

(১) (ক) (গ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) অমুকং বশীকুরু ইতি যুক্তং মন্ত্রং জপেৎ ইত্যর্থঃ (খ টি)। (৩) ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা (খ.টি.)।

তন্ত্রান্তরে।—ত-তুর্য্যং বিন্দুসংযুক্তং লক্ষ্মীপ্রণবমেব চ। মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য সম্বোধ্যা চ রতিপ্রিয়া। বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্ত্ররাজোত্তমোত্তমঃ।(১) লক্ষ্মীপ্রণবং শ্রীবীজং কুবেরাম্বুমতোহয়ং মন্ত্রঃ ॥ ৩৬

অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ।—শিরসি কুবেরঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ধনদায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ৭৩ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। এবং হৃদয়াদিষু ॥ ৩৮ ॥ ততো ধ্যানম্।—কুঙ্কুমোদর-গর্ভাভাং কিঞ্চিদ্‌যৌবনশালিনীম্। মৃণালকোমলভুজাং কেয়ূরাঙ্গদভূষণাম্। তুলাকোটি(২)-পরিভ্রান্তপাদপদ্মদ্বয়ান্বিতাম্। মাণিক্যহারমুকুটকুণ্ডলাদিবিভূষিতাম্। নীলোৎপলদৃশং কিঞ্চিদুদ্যৎকুচ-বিরাজিতাম্। করাভ্যাং ভ্রাম্যৎকমলাং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগিণীম্। হেমপ্রাকারমধ্যস্থাং রত্নসিংহাসনোপরি। ধ্যায়েৎ কল্পতরোর্মূলে

ধনদা-যন্ত্রম্।

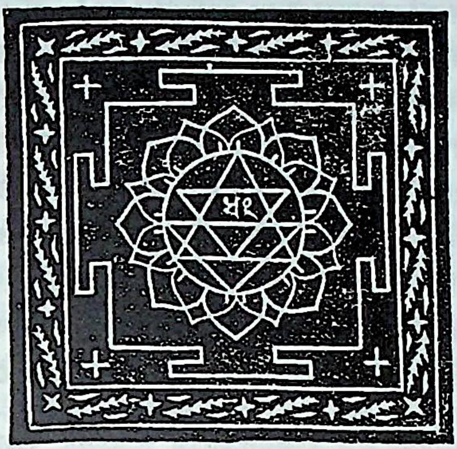

মায়াবীজ, শ্রীবীজ, তাহার পরে সম্বোধনান্ত রতিপ্রিয়া, ও স্বাহা। এই মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্র-প্রধান। ৩৫। অন্যতন্ত্রে বলিয়াছেন,—বিন্দুযুক্ত তবর্গের চতুর্থবর্ণ, লক্ষ্মীবীজ, মায়াবীজ, সম্বোধনান্ত রতিপ্রিয়া শব্দ, ও স্বাহা ইহা অন্যপ্রকার উৎকৃষ্টতম মন্ত্র। কুবের এই মন্ত্রে ধনদার আরাধনা করিয়াছিলেন। ৩৬।

ধনদাদেবীর পূজাপ্রণালী যথা।—প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাসের মন্ত্র ও প্রণালী উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। ৩৭। তাহার পরে 'হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা' ইত্যাদি এবং 'হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা' ইত্যাদিরূপে করাঙ্গন্যাস করিবে। ৩৮। তাহার পরে ধ্যান যথা,—যিনি কুঙ্কুমের কোষের মধ্যভাগের ন্যায় রক্তবর্ণা ও আভনবযৌবনশালিনী; যাঁহার ভুজযুগল মৃণালের ন্যায় কোমল, যিনি কেয়ূরাদি বিবিধভূষণে অলঙ্কৃতা; যাঁহার পাদপদ্মযুগলে নূপুর বাদিত হইতেছে; মাণিক্যহার, মুকুট ও কুণ্ডলপ্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা যিনি শোভিতা হইয়াছেন, নয়নযুগল নীলোৎপলের ন্যায়, কুচযুগল ঈষৎ উদ্গত, যাঁহার দুই হস্তে দুইটি পদ্ম ঘুরিতেছে, যিনি রক্তবস্ত্র ও রক্তবর্ণ অঙ্গরাগ ধারণ করিতে-

---

(১) ধং শ্রীং হ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা (ক চি)। (আ॰ বি॰)। (২) নূপুর (খ চি)।

দেবতাং ধনদায়িকাম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য বহিঃপূজামারভেত ॥ ৩৯ ॥ অস্য পূজাযন্ত্রম্।—নবযোন্যাত্মকং চক্রং বিলিখেৎ কর্ণিকোপরি। দিগ্দলং (১) পদ্মমালিখ্য চতুরস্রং লিখেদ্বহিঃ। কোণেষু বজ্রান সংলিখ্য মধ্যে বীজং সমালিখেৎ ॥ ৪০ ॥ ততোহর্ঘ্যস্থাপনম্।—ফড়িতি পাত্রং প্রক্ষাল্য নমঃ ইত্যনেন জলেনাপূর্য্য, তত্র প্রণবেন গন্ধপুষ্পে নিঃক্ষিপ্য, গঙ্গে চ যমুনে চৈবেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য, ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য, তদুপরি মূলং দশধা জপ্ত্বা, তজ্জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীপাত্রে নিঃক্ষিপ্য, তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণং (মূলেন ত্রিরভ্যুক্ষ্য) (২) আধারশক্ত্যাদি হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং পীঠপূজাং বিধায় ওঁ পদ্মাসনায় নমঃ (৩) ইতি মধ্যে সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহ্য পঞ্চোপচারৈঃ (৪) পূজয়েৎ; ততো যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য, কেশরেষ্বগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গেন পূজয়েৎ। ততো দলেষু পূর্ব্বাদি ওঁ লক্ষ্মৈ নমঃ, এবং পদ্মালয়ায়ৈ পদ্মায়ৈ শ্রিয়ৈ হরিপ্রিয়ায়ৈ তারায়ৈ (৫) কমলায়ৈ অজায়ৈ চঞ্চলায়ৈ

ছেন, যিনি সুবর্ণ প্রাচীরের মধ্যস্থলে কল্পতরুর মূলে রত্নময়সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, সেই ধনদাত্রী দেবীকে ধ্যান করিবে। এইরূপে ধ্যান ও মানসপূজা করিয়া বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। ৩৯। ধনদাদেবীর পূজাযন্ত্র যথা,—নবযোনিবিশিষ্ট একটি চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহার পার্শ্বে কর্ণিকা, কর্ণিকার পার্শ্বে দশদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে। তাহার বাহিরে চতুরস্র লিখিয়া চারিকোণে বজ্রাকারচিহ্ন অঙ্কিত করিবে এবং পদ্ম মধ্যে ধং এই বীজ লিখিবে। তাহার পরে অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। যথা,—ফট্ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালনপূর্ব্বক 'নমঃ' এই মন্ত্রে অর্ঘাপাত্রকে জলদ্বারা পরিপূর্ণ করিবে। তাহার পরে 'ওঁ' মন্ত্রে অর্ঘাপাত্রে গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ ও 'গঙ্গে চ যমুনে চৈব' ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া অর্ঘ্যপাত্রের উপরে দশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে অর্ঘ্যপাত্রস্থ কিছু জল প্রোক্ষণীপাত্রে (কোশায়) ঢালিয়া সেই জলদ্বারা তিনবার মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া পূজোপকরণসামগ্রী ও স্বীয় শরীর অভ্যুক্ষণ করিবে। অনন্তর 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' ইত্যাদি। 'ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ' এই পর্য্যন্ত পীঠ পূজা করিয়া 'ওঁ পদ্মাসনায় নমঃ' এই বলিয়া মধ্যে পূজা করিবে এবং পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর যোনিমুদ্রা দেখাইয়া কেশরে, অগ্নিকোণে, মধ্যে এবং দিক্চতুষ্টয়ে 'হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈং কবচায় হুং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্' এইরূপে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া পদ্মের পূর্ব্বদল হইতে আরম্ভ করিয়া দশদলে 'ওঁ লক্ষ্মৈ নমঃ, ওঁ পদ্মায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ হরিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ তারায়ৈ নমঃ, ওঁ কমলায়ৈ নমঃ, ওঁ অজায়ৈ নমঃ, ওঁ চঞ্চলায়ৈ নমঃ,

---

(১) দশদলম্ (খ টি)। (২) বন্ধনীমধ্যে চাভ্যুক্ষ্য ইত্যেব (খ) পাঠঃ।

(৩) ওঁ পদ্মায় (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) পঞ্চোপচারাদিনা (ক) (খ) পাঠঃ।

(৫) (খ) পুস্তকে তারায়ৈ ইতি পাঠো নাস্তি। (ক) পুস্তকেত্বত্র রমায়ৈ ইতি পাঠঃ।

লোলায়ৈ, মধ্যে দেবীঞ্চ পুনঃ পূজয়েৎ। ততো যথাশক্তি জপ্ত্বা জপং সমর্প্য, ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৪১ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথা চ।—প্রজপেদক্ষসূত্রেণ রত্নাদিকৃতকেন তু। লক্ষে জপ্তে মন্ত্রসিদ্ধিঃ পুরশ্চর্য্যাং সমাচরেৎ ॥ ৪২ ॥ বিনিয়োগান্ যথা কুর্য্যাৎ সাধকঃ সুমনোহরান্। রাত্রৌ চেজ্জপ্যতে চাষ্টসহস্রং (১) সপ্তবাসরান্। এতেনৈব সুসিদ্ধিঃ স্যাৎ পুরশ্চর্য্যাদিকো বিধিঃ ॥ ৪৩ ॥ কিমিহ দুর্লভং দেবি সাধয়েদ্ যদি মানবঃ। ভুক্ত্বা বাপ্যথবাভুক্ত্বা পায়সান্নং প্রদায় চ। দশকৃত্বোঽথবা শৌচমকৃত্বা বা কুচেলতাম্। (২) যঃ স্মরেদ্দেবি বিদ্যাং তাং দারিদ্র্যৈর্নাভিভূয়তে ॥ ৪৪ ॥ কামদেবং যজেৎ পার্শ্বে দেব্যাঃ প্রত্যহমাদরাৎ। তেন দেব্যা মহাপ্রীতির্ব্বাঞ্ছিতার্থং প্রদাতি চ ॥ ৪৫ ॥ পূজান্তে চ সমায়াতি রাত্রৌ দেবী ধনেশ্বরী। সর্ব্বালঙ্কারমুৎসৃজ্য দত্ত্বা যাতি নিজালয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ ধনঞ্চ বিপুলং দত্ত্বা সাধকস্য মনোরথান্। পূরয়িত্বা মহেশানি বশগা জায়তে শুভা ॥ ৪৭ ॥ (যদ্বা (৩) ভক্ত্যা মহেশানি চন্দনেনানুলেপনম্) (৪)। দাতব্যং সর্ব্বদা তস্মৈ নিত্যং দারিদ্র্যশান্তয়ে ॥ ৪৮ ॥ পূজা কার্য্যা মহাদেব্যাশ্চন্দনেনানুলেপিতা। নৈবেদ্যঞ্চ প্রদাতব্যং নিত্যং দারিদ্র্যশান্তয়ে ॥ ৪৯ ॥ যক্ষিণী স্বয়মাহেতি যো মাং

ওঁ লোলায়ৈ নমঃ, এই সমস্ত দেবতার পূজা করিয়া মধ্যে পুনর্ব্বার ধনদাদেবীর পূজা করিবে। তাহার পরে যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিয়া জপসমর্পণপূর্ব্বক 'ক্ষমস্ব' এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে। ৪১। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে একলক্ষ জপ করিবে। প্রমাণে বলিয়াছেন, রত্নাদিনির্ম্মিত মালাদ্বারা একলক্ষ মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়, অতএব ঐরূপে পুরশ্চরণ করিবে। ৪২। সাধক যেরূপে এই পুরশ্চরণ প্রয়োগ করিবে, তাহা বলা হইতেছে।—সাতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক হাজার আটবার মন্ত্র জপ করিলে পুরশ্চরণকার্য্য সিদ্ধ হয়। ৪৩। হে দেবি, সাধক এইরূপে যদি পুরশ্চরণ করে তাহার পক্ষে দুর্লভ কিছুই থাকে না। ভোজনান্তে কিংবা ভোজন না করিয়া পায়সান্নবলি প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি শুচি বা অশুচি যে কোন অবস্থায় দশবার ধনদামন্ত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি দারিদ্র্যদোষে অভিভূত হয় না। ৪৪। দেবীর পার্শ্বে প্রত্যহ কামদেবের পূজা করিবে। তাহাতে ধনদাদেবীর মহাপ্রীতি হয় এবং তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সাধককে অভিলষিতবিষয় প্রদান করেন। ৪৫। এই প্রকারে পূজা করিলে পূজাবসানে রাত্রিকালে ধনেশ্বরী সাধকের নিকট আগমন করেন এবং নিজের সমস্ত অলঙ্কার গাত্র হইতে মোচনপূর্ব্বক প্রদান করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করেন এবং সাধককে বিপুল ধন প্রদানপূর্ব্বক মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া সাধকের বশীভূতা হইয়া থাকেন। ৪৬। ৪৭। হে মহেশানি, সাধক স্বীয় দারিদ্র্য নিবারণের নিমিত্ত প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক দেবীকে চন্দনাদি অনুলেপন প্রদান করিবে। ৪৮। প্রতিদিন দারিদ্র্যশান্তিকামনায় দেবীকে চন্দনাদি অনুলেপনদ্রব্য দ্বারা

---

(১) অষ্টাধিকসহস্রং (খ ট)। (২) তথাচ শৌচাশৌচাদ্যপেক্ষা নাস্তীতি ভাবঃ। (খ ট)
(৩) যদ্বা ইত্যত্র যথা ইতি মুদ্রিতপাঠঃ। (৪) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

স্মরতি মানবঃ। তস্য দারিদ্র্যসংন্যাসং দাসীবৎ করবাণ্যহম্ ॥ ৫০ ॥ সহস্রং সপ্তভির্যাবৎ পুরশ্চরণমিষ্যতে (১)। তথা ঘৃতেন খণ্ডেন মধুনা চ দশাংশতঃ। হোমোঽপি চ বিধাতব্যঃ ক্ষণাদ্দারিদ্র্যশান্তয়ে ॥ ৫১ ॥ পূজা কার্য্যা মহাদেব্যাশ্চন্দনেনানুলেপিতে। তাম্রপাত্রে তথা কার্য্যং মণ্ডলং সুমনোহরম্ ॥ ৫২ ॥ তত্র পূজা বিধাতব্যা দেব্যা এবং মনীষিণা। কুতো দারিদ্র্যশঙ্কাস্য স হি কোটীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥ অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ চাঙ্গে চৈবাস্য দেবতা। কুবেরস্য মতেনাস্যাঃ পূজাদি ক্রিয়তে সদা (২) ॥ ৫৪ ॥

অথ শ্মশানকালীমন্ত্রঃ। তদুক্তং কালীতন্ত্রে।—বাণীং মায়াং ততো লক্ষ্মীং কামবীজমতঃ পরম্। কালিকে সংপুটত্বেন চতুষ্কং বীজমালিখেৎ। একাদশার্ণা (৩) দেবেশি চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী ॥ ৫৫ ॥ অস্যা যন্ত্রম্।—পদ্মমষ্টদলং বৃত্তং তদ্বাহ্যে ধরণীতলম্। চতুর্দ্বারসমাযুক্তং মধ্যে মূলং সমালিখেৎ। দলেষ্বষ্টসু বিলিখেৎ কবর্গাদ্যষ্টবর্গকম্।

অনুলিপ্ত করিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। যক্ষিণী দেবী স্বয়ং বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহার নিকট দাসীর ন্যায় থাকিয়া তাহার দারিদ্র্য বিনাশ করি। ৪৯। ৫০। সাতদিন যাবৎ প্রত্যহ এক হাজার করিয়া মন্ত্র জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়, জপের পর জপের দশাংশসংখ্যায় ঘৃত, শর্করা ও মধুদ্বারা হোম করিবে, ইহাতে তৎক্ষণাৎ দারিদ্র্যদোষশান্তি হইবে। ৫১। তাম্রপাত্র চন্দনদ্বারা লেপন করিয়া তাহাতে মনোহর মণ্ডল অঙ্কিত করিবে এবং সেই মণ্ডলে মহাদেবীর পূজা করিবে, এইরূপে দেবীর পূজা করিলে দারিদ্র্যের আশঙ্কা ত থাকেই না, পরন্তু সেই সাধক কোটিধনের অধিপতি হয়। ৫২। ৫৩। কুবেরের মতে এই দেবীর পূজাদি কার্য্য করিবে। ৫৪।

অনন্তর শ্মশানকালীর মন্ত্র বলা যাইতেছে। কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—বাগ্বীজ, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, কামবীজ, তাহার পরে 'কালিকে' তাহার পরে বিলোমে ঐ চারি বীজ,—এই একাদশাক্ষর মন্ত্রে শ্মশানকালীর পূজাদি করিলে সাধক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। ৫৫। শ্মশানকালী দেবীর পূজাযন্ত্র যথা, প্রথমতঃ অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া, তাহার বাহিরে বৃত্ত, ভূপুর ও চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিবে। পদ্মমধ্যে দেবীর মূলমন্ত্র লিখিয়া আটটি দলে কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ, শবর্গ, এবং লবর্গ (লক্ষ) এই অষ্টবর্গ লিখিবে। চারিটি ভূপুরে 'ঐ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ'

---

(১) ইষ্যতে ইত্যত্র উচ্যতে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। অত্র সপ্তসহস্রজপেন পুরশ্চরণং পূর্ব্বকল্পে লক্ষজপেন পুরশ্চরণম্ ইতি মহাকল্পস্য বিশেষঃ। (খ টি)

(২) সদা ইত্যত্র তথা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং ঐং (খ টি)। (আ° বি°) পুস্তকে "কামত্রয়ং কূর্চ্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং শ্মশানকালিকে পুনস্তানি স্বাহা। সর্ব্বং ভদ্রকালীবৎ" ইত্যাধিকোঽস্তি।

বগলা।

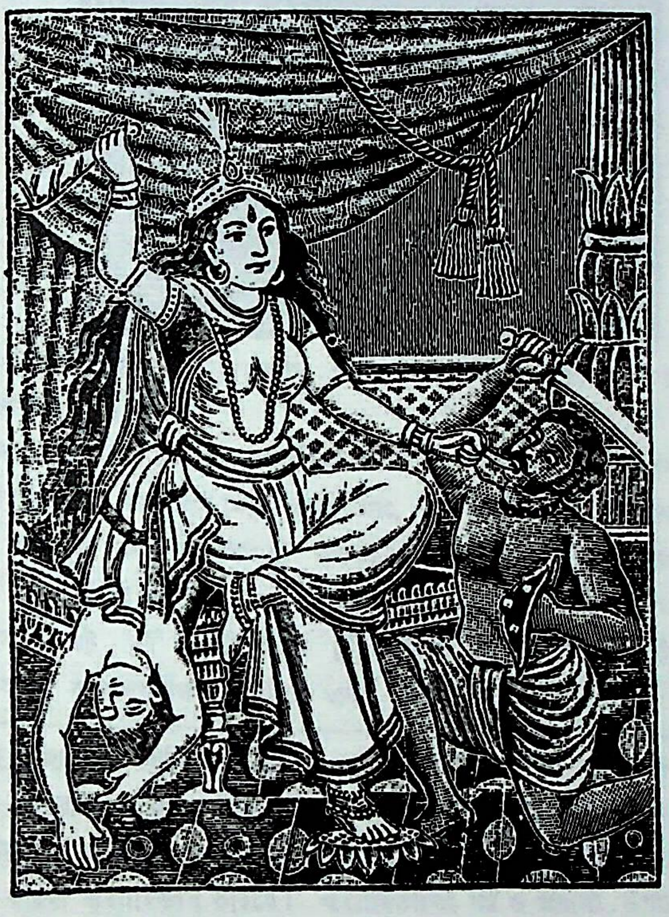

৫১৩ পৃঃ।

শ্মশানকালী-যন্ত্রম্।

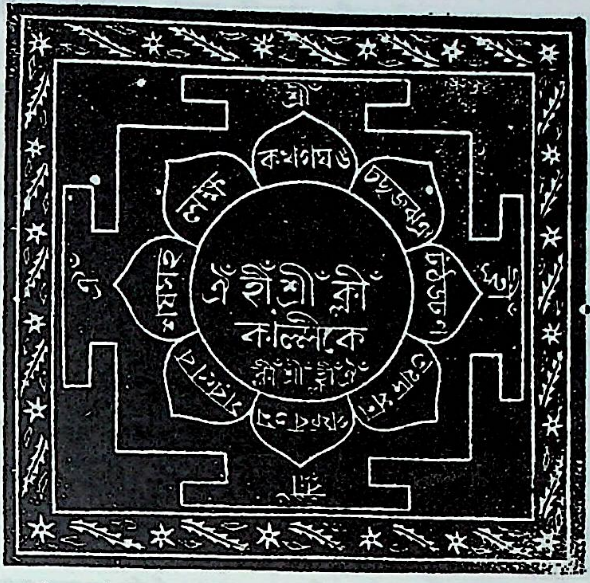

ধরণ্যাং বিলিখেদাদ্যং (১) চতুষ্কঞ্চ চতুষ্ককে। পূর্ব্বাদি উত্তরান্তঞ্চ মধ্যে দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৬ ॥

অস্যাঃ পূজাক্রমঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং কর্ম্ম কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি ভৃগুঋষয়ে নমঃ, মুখে বিরাট্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্মশানকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে বাগ্বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ হ্রীঁ শক্তয়ে (২) নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে কামবীজ(৩)কীলকায় নমঃ ॥ ৫৭ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—ঐঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, শ্রীঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্, ক্লীঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ, কালিকে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ক্লীমাদি-বাগ্ভবান্তং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু ॥ ৫৮ ॥ ততো ধ্যানম্।—

—এই বীজচতুষ্টয় লিখিবে। এইরূপ পূর্ব্ব হইতে উত্তর পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে ঐ বীজ-চতুষ্টয় লিখিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া সেই যন্ত্রে শ্মশানকালীর পূজা করিবে। ৫৬।

উক্ত দেবতার পূজাক্রম যথা,—প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাসের মন্ত্র ও প্রণালী উপরে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ৫৭। তাহার পরে করাঙ্গন্যাস করিবে। উপরি লিখিত মন্ত্রে করন্যাস করিয়া 'ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীঁ শিরসে স্বাহা, শ্রীঁ শিখায়ৈ বষট্, ক্লীঁ কবচায় হুঁ, কালিকে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এইরূপে ষড়ঙ্গন্যাস

---

(১) মন্ত্রাদ্যক্ষরবীজং-ভূগৃহচতুষ্কে চতুর্ব্বীজং পূর্ব্বাদি উত্তরান্তং লিখেৎ (ক খ)। আদ্যামিতি বীজচতুষ্কমিত্যর্থঃ। চতুষ্কং গেহচতুষ্কম্। (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) মায়াশক্তয়ে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ। (৩) কামবীজায় (খ) পাঠঃ।

অঞ্জনাদ্রিনিভাং (১) দেবীং শ্মশানালয়বাসিনীম্। রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুষ্কমাংসাতিভৈরবাম্। পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মদ্যপূর্ণং সমাংসকম্। সদ্যঃকৃত্তশিরো দক্ষহস্তেন দধতীং শিবাম্। স্মিতবক্ত্রাং সদা চামমাংসচর্ব্বণতৎপরাম্। নানালঙ্কারভূষাঙ্গীং নগ্নাং মত্তাং সদাসবৈঃ (২) ॥ ৫৯ ॥ এবং ধ্যাত্বা যজেদ্দেবীং শ্মশানে তু বিশেষতঃ। গৃহে বাপি গৃহস্থোঽপি মৎস্যমাংসসুভোজনৈঃ (৩)। নগ্নো ভূত্বা মহাপূজাং কুর্য্যাদ্রাত্রৌ বিশেষতঃ ॥ ৬০ ॥ পূজনন্ত।—ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ। পুনর্ধ্যাত্বা পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্য, পত্রেষু ব্রাহ্ম্যাদিকাঃ (৪) পূজয়েৎ। তদ্বহিরসিতাঙ্গাদিভৈরবান্ পূজয়েৎ ॥ ৬১ ॥ অস্যাঃ পুরশ্চরণম্ একাদশলক্ষজপঃ। তথা চ,—বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশেন হোময়েৎ ॥ ৬২ ॥ মন্ত্রান্তরং তত্রৈব।—কামবীজং সমালিখ্য কালিকায়ৈ সমালিখেৎ। নমোঽন্তেন চ দেবেশি সপ্তার্ণো (৫) মনুরুত্তমঃ। ষড়ঙ্গং কালিকাদেব্যা অন্যৎ সমস্ত পূর্ব্ববৎ। কালিকাদেব্যা ইতি নিজবীজেন ইত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

অথ বগলামুখীমন্ত্রঃ। তদুক্তং তন্ত্রান্তরে।—ব্রহ্মাস্ত্রং সংপ্রবক্ষ্যামি সদ্যঃ প্রত্যয়কারকম্। সাধকানাং হিতার্থায় স্তম্ভনায় চ বৈরিণাম্। যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ পবনোঽপি

করিবে। ৫৮। তাহার পরে ধ্যান করিবে। যথা,—যিনি কজ্জল পর্ব্বতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা; যিনি সর্ব্বদা শ্মশানে বাস করেন; যাঁহার নেত্র রক্তপিঙ্গলবর্ণ, কেশকলাপ আলুলায়িত, দেহ শুষ্ক ও ভয়ঙ্কর, বামহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড; যিনি সর্ব্বদা সহাস্যবদনে আমমাংস চর্ব্বণ করিতেছেন; যিনি বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা, নগ্না ও সর্ব্বদা আসবপানে মত্তা। ৫৯। শ্মশানকালী দেবীকে এই প্রকারে ধ্যান করিয়া শ্মশানস্থলে পূজা করিবে। গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহে বসিয়া মৎস্য, মাংস ও উত্তম ভোজ্যদ্বারা রাত্রিকালে নগ্ন হইয়া মহাপূজা করিবে। ৬০। পূজাপ্রণালী যথা,—পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে দেবীর পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। পরে পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করিবে। তাহার পরে অষ্টদলে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি ও অসিতাঙ্গ প্রভৃতি অষ্টভৈরবের পূজা করিবে।৬১। এই দেবতার পুরশ্চরণে একাদশলক্ষজপ করিতে হয়। প্রমাণে আছে যে, পুরশ্চরণকালে একাদশলক্ষ জপ ও জপের দশাংশ সংখ্যায় এগারশত হোম করিবে। ৬২। শ্মশানকালিকার অন্য মন্ত্র যথা,—হে দেবেশি, 'ক্লীং, কালিকায়ৈ নমঃ', এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র উত্তম। ইহার ষড়ঙ্গন্যাস কালিকাদেবীর নিজবীজে কর্ত্তব্য। ৬৩।

অতঃপর বগলামুখীর মন্ত্রাদি বলা যাইতেছে। অন্যতন্ত্রে বলিয়াছেন,—সাধকের হিতসাধনার্থ শত্রুবর্গের স্তম্ভন করিবার জন্য সদ্যঃপ্রত্যয়কারী ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ বগলামুখীর

---

(১) অঞ্জনাদ্রিপ্রভামিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) সদাশিবৈরিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৩) মৎস্যমাংসৈঃ সুশোভনৈরিতি-(আ০ বি০) পাঠঃ। (৪) পঞ্চোপচারৈরিত্যত্র উপচারৈরিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। ব্রাহ্মীমাহেশ্বর্য্যাদি (খ টি)। (৫) ক্লীং কালিকায়ৈ নমঃ (ক) (খ) টি।

স্থিরায়তে ॥ ৬৪ ॥ প্রণবং স্থিরমায়াঞ্চ ততশ্চ বগলামুখি। তদন্তে সর্ব্বদুষ্টানাং ততো বাচং মুখং পদম্। স্তম্ভয়েতি ততো জিহ্বাং কীলয়েতি পদদ্বয়ম্। বুদ্ধিং নাশয় পশ্চাত্তু স্থিরমায়াং সমালিখেৎ। লিখেচ্চ পুনরোঙ্কারং স্বাহেতি চ পদস্ততঃ। ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা বিদ্যা সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী (১)। স্থিরমায়াং হ্লীং। তথা চ,—বহ্নিহীনেন্দ্রযুঙ্মায়া স্থিরমায়া প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬৫ ॥ তন্ত্রান্তরে।—বহ্নিহীনেন্দ্রযুঙ্মায়া বগলামুখি সর্ব্বযুক্। দুষ্টানাং বাচমিত্যুক্তা মুখং স্তম্ভয় কীর্ত্তয়েৎ। জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিস্তু বিনাশয়পদং বদেৎ। পুনর্ব্বীজং ততস্তারং বহ্নিজায়াবধির্ভবেৎ। তারাদিকা চতুস্ত্রিংশদক্ষরা বগলামুখী ইত্যপি মন্ত্রান্তরম্ (২) ॥ ৬৬ ॥

অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ, হৃদি বগলামুখ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে (৩) হ্লীং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। (নারদোঽস্য ঋষির্মূর্দ্ধ্নি ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দশ্চ তন্মুখে। শ্রীবগলামুখীং দেবীং হৃদয়ে বিন্যসেত্ততঃ। হ্লীং বীজং গুহ্যদেশে তু স্বাহাশক্তিস্তু পাদয়োঃ) (৪) ॥ ৬৭ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—ওঁ হ্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, বগলামুখি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, সর্ব্বদুষ্টানাং মধ্যমাভ্যাং বষট্, বাচং মুখং স্তম্ভয় অনামিকাভ্যাং হুঁ, জিহ্বাং কীলয় কীলয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং

মন্ত্র বলিব। এই মন্ত্রের স্মরণমাত্রে পবনকেও স্তম্ভিত করা যায়। ৬৪। প্রণব, স্থিরমায়া, তাহার পরে 'বগলামুখি' এই পদ, তাহার পরে 'সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয়, জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয়', এই বাক্য। সর্ব্বশেষে আবার 'হ্লীং' প্রণব ও স্বাহা'। এই ছত্রিশ অক্ষরে বগলামুখীমন্ত্র, এই মন্ত্রে সকল প্রকার সম্পদ লাভ হয়। স্থিরমায়া শব্দে হ্লীং। অন্যতন্ত্রে বলিয়াছেন, 'হ্রীঁ' এই বীজের রকার ত্যাগ করিয়া লকারযোগ করিলে স্থিরমায়া হয়। ৬৫। অন্যতন্ত্রে বলিয়াছেন, রকার হীন লকারযুক্ত মায়াবীজ, 'বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয়' ইহার পরে স্থিরমায়া. প্রণব ও স্বাহা, সর্ব্বাগ্রে প্রণব এই চৌত্রিশ অক্ষরে আর একটি মন্ত্র উক্ত আছে।

তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্রের পূজা যথা,—প্রথমতঃ সামান্য-পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপন করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দঃ, ত্রিষ্টুপ্‌ দেবতা বগলামুখী, বীজ হ্লীং, শক্তি স্বাহা। মস্তকে মুখে, হৃদয়ে, গুহ্যে ও পদে ঋষি প্রভৃতির ন্যাস করিবে। ৬৭। তাহার পরে করাঙ্গন্যাসের মন্ত্র ও প্রণালী উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। দিব্যতন্ত্রে বলিয়াছেন, যথাক্রমে

---

(১) ওঁ হ্লীং বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা। (২) ওঁ হ্লীং বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা। (ক টি)। (৩) লিঙ্গে (খ) পাঠঃ। (৪) নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োঃ।

ওঁ স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। (তথা চ দিব্যতন্ত্রে।—যুগ্মবাণেষুসপ্তাহিশেষার্ণৈশ্চ মনূদ্ভবৈঃ। করশাখাসু তলয়োঃ করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ) (১)॥ ৬৮॥ ততো মূলান্তে আত্মতত্ত্বব্যাপিনী-বগলামুখীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইতি মূলাধারে। মূলান্তে বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিনীবগলামুখীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইতি শিরসি। মূলান্তে সর্ব্বতত্ত্বব্যাপিনীবগলামুখীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইতি সর্ব্বাঙ্গে। ততশ্চ—মূর্দ্ধ্নি ভালে দৃশোঃ শ্রোত্রে গণ্ডয়োর্নাসয়োঃ পুনঃ। ওষ্ঠয়োর্মুখবৃত্তে চ দক্ষিণাংশে চ কূর্পরে। মণিবন্ধেহঙ্গুলের্মূলে গলে চ কুচয়োর্হৃদি। নাভৌ কট্যাং গুহ্যদেশে বামাংশে কূর্পরে তথা। মণিবন্ধেহঙ্গুলের্মূলে ততশ্চ বিন্যসেৎ পুনঃ। দক্ষবামে চোরুজান্বোর্গুল্ফে চাঙ্গুলিমূলকে। ক্রমেণ মন্ত্রবর্ণাংস্তু ন্যস্য ধ্যায়েদ্ যথাবিধি ॥ ৬৯ ॥ ততো ধ্যানম্।—মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদীসিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্। পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং দেবীং স্মরামি (২) ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্। জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ

পাঁচটি করাঙ্গুলীতে উক্ত মন্ত্রের দুই, পাঁচ, পাঁচ, সাত, ও আটটি বর্ণ ন্যাস করিয়া অবশিষ্ট বর্ণগুলি করতলে ন্যাস করিবে। এই নিয়মে করন্যাস করিয়া ঐ প্রণালীতে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে ন্যাস করিবে। ৬৮। তাহার পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক 'আত্মতত্ত্বব্যাপিনী—বগলামুখী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ,' ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে মূলাধারাদি স্থানে ন্যাস করিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত অঙ্গে এক একটি করিয়া মন্ত্রের বর্ণগুলি যথাক্রমে ন্যাস করিবে। যথা—মস্তকে 'ওঁ নমঃ', কপালে 'হ্লীঁ নমঃ', দক্ষনেত্রে 'বং নমঃ' বামনেত্রে 'গাং নমঃ', দক্ষিণকর্ণে 'লাং নমঃ', বামকর্ণে 'মুং নমঃ', দক্ষিণগণ্ডে 'খিং নমঃ', বামগণ্ডে 'সং নমঃ', দক্ষিণনাসিকায় 'র্বং নমঃ', বামনাসিকায় 'দুং নমঃ', উত্তরওষ্ঠে 'ষ্টাং নমঃ', অধরওষ্ঠে 'নাং নমঃ', মুখে 'বাং নমঃ', দক্ষিণস্কন্ধে 'চং নমঃ', দক্ষিণকূর্পরে 'মুং নমঃ', দক্ষিণমণিবন্ধে 'খং নমঃ', দক্ষিণহস্তাঙ্গুলিমূলে 'স্তং নমঃ', গলে 'ম্ভং নমঃ', দক্ষিণস্তনে 'য়ং নমঃ', বামস্তনে 'জিং নমঃ', হৃদয়ে 'হ্বাং নমঃ', নাভিতে 'কীং নমঃ', কটিদেশে 'লং নমঃ', গুহ্যদেশে 'য়ং নমঃ', বামস্কন্ধে 'কীং নমঃ', বামকূর্পরে 'লং নমঃ', বামমণিবন্ধে 'য়ং নমঃ', বামহস্তাঙ্গুলিমূলে 'বুং নমঃ', দক্ষিণোরুতে 'দ্ধিং নমঃ', দক্ষিণজানুতে 'নাং নমঃ', দক্ষিণগুল্ফে 'শং নমঃ', দক্ষিণপাদাঙ্গুলিমূলে 'য়ং নমঃ', বামোরুতে 'ওঁ নমঃ'. বামজানুতে 'হ্লীঁ নমঃ', বামগুল্ফে 'স্বাং নমঃ', বামপাদাঙ্গুলিমূলে 'হাং নমঃ'। এইরূপে মন্ত্রবর্ণ ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে।৬৯। ধ্যান যথা,—সুধাসাগরের মধ্যস্থলে মণিময়মণ্ডপ,তন্মধ্যে রত্ননির্ম্মিত বেদীর উপরে সিংহাসনোপরি যিনি উপবেশন করিয়া আছেন, যাঁহার গাত্রবর্ণ অতীব পীত, পরিধেয় বস্ত্র পীতবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে পীতবর্ণ আভরণে যিনি বিভূষিতা। যাঁহার গলদেশে পীতবর্ণ মাল্য।

---

১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) নমামি ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (আ° বি°) পাঠশ্চ। সিংহরূপং যদাসনং তদুপরি স্থিতা। (আ° বি°) পাঠঃ।

দেবীং বামেন শত্রূন্ (১) পরিপীড়য়ন্তীম্। গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য বহিঃপূজামারভেত ॥ ৭০ ॥ তত্র প্রথমতোঽর্ঘ্যস্থাপনম্। যথা,—অষ্টাঙ্গুলং চতুরস্রং বিধায় ঈশানাদিকোণেষু পূর্ব্বাদিদিক্ষু চ কুসুমাক্ষতরক্তচন্দনৈঃ গ্লৌঁ গণপতয়ে নমঃ ইত্যনেন গজদানেন (২) সংপূজ্য তেন (৩) মধুনা বা অর্ঘ্যপাত্রমাপূরয়েৎ। ততো বারত্রয়ং মূলবিদ্যয়া সংপূজ্যাঙ্গানি বিন্যসেৎ। ততো ধেনুযোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণং ত্রিরভ্যুক্ষয়েৎ ॥ ৭১ ॥

অস্যা যন্ত্রম্।—ত্র্যস্রং ষড়স্রং (৪) বৃত্তমষ্টদলপদ্মং ভূপুরাঙ্কিতম্ ॥ ৭৩ ॥ ততো মূলমুচ্চার্য্য ওঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ। এবং শক্তিপদ্মাসনায় নমঃ। ততঃ পূর্ব্ববদ্ ধ্যাত্বা পীঠে আবাহ্য ষড়ঙ্গানি বিন্যসেৎ। ততো মুদ্রাঃ প্রদর্শ্য পুরতঃ ষড়ঙ্গেন মণ্ডলং যজেৎ। ততো মূলেন (৫) মন্ত্রয়িত্বা ধেনুযোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য, আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈর্ব্বিন্দুত্রয়ং মুখে ক্ষিপ্ত্বা তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন সাঙ্গাবরণাং (৬) বগলামুখীং তর্পয়েৎ।

যিনি এক হস্তে মুদ্গর অপরহস্তে শত্রুজিহ্বা ধারণ করিয়া আছেন, সেই বগলামুখী দেবীকে স্মরণ করি। যিনি বামহস্তে শত্রুর জিহ্বাগ্র ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণহস্তে গদাঘাতে শত্রুকে পীড়ন করিতেছেন, সেই পীতাম্বরা দ্বিভুজা বগলামুখী দেবীকে প্রণাম করি। এই প্রকারে ধ্যান ও মানসপূজা করিয়া বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। ৭০। তন্মধ্যে প্রথমে অর্ঘ্যস্থাপন যথা,—অষ্টাঙ্গুলপরিমিত চতুরস্রমণ্ডল করিয়া তাহার উপরে ঈশান প্রভৃতি চারি কোণে ও পূর্ব্বপ্রভৃতি চতুর্দ্দিকে রক্তচন্দনমিশ্রিত পুষ্প ও তণ্ডুলদ্বারা 'গ্লৌঁ গণপতয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে গজমদ দ্বারা পূজা করিয়া গজমদ অথবা মধুদ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূরণ করিবে। তাহার পরে তিনবার মূলমন্ত্রে পূজা করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। অনন্তর ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলদ্বারা স্বীয় শরীর ও পূজার উপকরণসামগ্রী তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবে। ৭১।

বগলামুখী দেবীর পূজাযন্ত্র যথা,—প্রথমে ত্রিকোণ ও তাহার বাহিরে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া বৃত্ত এবং অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে। তাহার বহির্ভাগে ভূপুর অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। ৭২। তাহার পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক 'ওঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ' এবং 'শক্তিপদ্মাসনায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তাহার পর পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিয়া পীঠে দেবীর আবাহনপূর্ব্বক 'ওঁ হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি প্রকারে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। পরে মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ষড়ঙ্গমন্ত্রে মণ্ডপের পুরোভাগে পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্রে দেবীকে অভিমন্ত্রিত করিয়া ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক 'ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা' এই মন্ত্রে

---

(১) শত্রুমিতি (খ) পাঠঃ। (২) গজমদেন (খ টি)। (৩) তেন ইত্যত্র তৈলেন ইতি (আ০ দ্বি০) পাঠঃ। (৪) ষট্‌কোণম্। (৫) দেবীমিতি শেষ (খ টি)। (৬) সাবরণাং (খ) পাঠঃ।

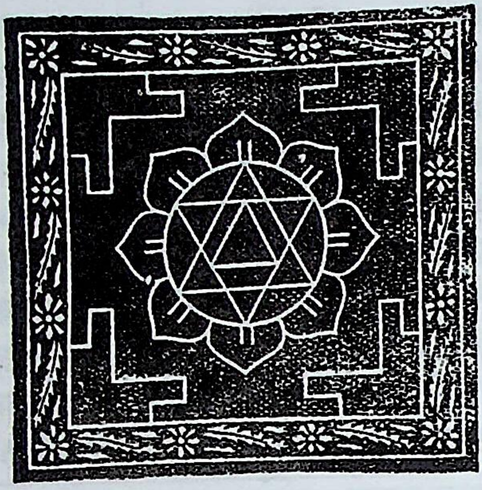

বগলামুখী-যন্ত্রম্।

ততো যথাসম্ভবমুপচারৈঃ সংপূজ্যাবরণপূজামারভেত। ষট্‌কোণেষু, পূর্ব্বে ওঁ সুভগায়ৈ নমঃ, এবমগ্নিকোণে ভগসর্পিণ্যৈ, ঈশানে ভগাবহায়ৈ, পশ্চিমে ভগসিদ্ধায়ৈ, নৈর্ঋতে ভগনিপাতিন্যৈ,বায়ৌ ভগমালিন্যৈ। ততোঽষ্টদলপদ্মপত্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ পূজ্যাঃ। পত্রাগ্রেষু ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ, এবং বিজয়ায়ৈ অজিতায়ৈ অপরাজিতায়ৈ জম্ভিন্যৈ স্তম্ভিন্যৈ মোহিন্যৈ আকর্ষিণ্যৈ। ততো দ্বারেষু ওঁ ভৈরবায় নমঃ। তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিকং দত্ত্বা, যথাশক্তি জপং বিধায়, ত্রিশূলমুদ্রাং প্রদর্শ্য, পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা দেব্যৈ যোনিমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। ততো ভৈরবায় বলিং দদ্যাৎ। ততো বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৭৩ ॥ অস্যা পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথা চ,—পীতাম্বরধরো ভূত্বা পূর্ব্বাশাভিমুখস্থিতঃ। লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং হরিদ্রাগ্রন্থিমালয়া। ব্রহ্মচর্য্যরতো নিত্যং প্রয়তো ধ্যানতৎপরঃ। প্রিয়ঙ্গুকুসুমেনাপি (১) পীতপুষ্পৈশ্চ হোময়েৎ ॥ ৭৪ ॥

তিনবিন্দু জল মুখে নিক্ষেপ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে মূলমন্ত্রপাঠের পর 'সাঙ্গাবরণাং বগলামুখীং তর্পয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রে তর্পণ করিবে। তাহার পরে সাধক যথাশক্তি উপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। যন্ত্রের ছয় কোণে 'ওঁ সুভগায়ৈ নমঃ' ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে পূজা করত অষ্টদলে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট শক্তির পূজা করিবে; পরে দলের অগ্রে 'ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ' ইত্যাদি উপরি লিখিত প্রকারে পূজা করিবে। তাহার পরে দ্বারদেশে 'ওঁ ভৈরবায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া তাহার বাহিরে ইন্দ্র প্রভৃতি দশদিকপাল ও বজ্র প্রভৃতি অস্ত্রের পূজা করিবে, তাহার পরে দেবীকে ধূপাদি প্রদান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবে, তাহার পরে ত্রিশূলমুদ্রা দেখাইয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া দেবীকে যোনিমুদ্রা দেখাইবে। অনন্তর ভৈরবকে বলি প্রদান করিয়া বিসর্জ্জনাদি কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৭৩। বগলামুখীর পুরশ্চরণে একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। প্রমাণে আছে, সাধক পীতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া হরিদ্রাগ্রন্থিযুক্ত মালায় একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। সাধক

---

(১) প্রিয়ঙ্গু পায়সেনাপি (ক) (খ) পাঠঃ। প্রিয়ঙ্গুপল্লবেন প্রিয়ঙ্গু ফলামথ্যাত্তম্ (৫ টি)।

(দ্বিতীয়মন্ত্রে ন্যাসাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ। ধ্যানন্তু,—গম্ভীরাঞ্চ মদোন্মত্তাং স্বর্ণকান্তিসমপ্রভাম্। চতুর্ভুজাং ত্রিনয়নাং কমলাসনসংস্থিতাম্। মুদ্গরং দক্ষিণে পাশং বামে জিহ্বাঞ্চ বজ্রকম্। (১) পীতাম্বরধরাং দেবীং দৃঢ়পীনপয়োধরাম্। হেমকুণ্ডলভূষাঞ্চ স্বর্ণসিংহাসনস্থিতাম্) ॥ ৭৫ ॥

অথ প্রয়োগঃ।—কুরুতে বাক্পতিস্তম্ভং দুষ্টানাং বুদ্ধিনাশনম্। জপহোমপ্রয়োগে চ মন্ত্রং চাপ্যযুতং জপেৎ ॥ ৭৬ ॥ হরিদ্রাহরিতালাভ্যাং লবণং (২) জুহুয়ান্নিশি। স্তম্ভয়েৎ পরসৈন্যানি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭৭ ॥ অথবা পীতপুষ্পৈশ্চ ত্রিমধ্বক্তৈশ্চ হোময়েৎ। স্তম্ভনেষু চ সর্ব্বেষু প্রয়োগঃ প্রত্যয়াবহঃ ॥ ৭৮ ॥ যন্ত্রন্তু—ওঁকারয়োঃ সম্মুখয়ো-(৩)রূর্দ্ধাধঃ শিরসো লিখেৎ। মধ্যগং নাম (৪) সাধ্যস্য তদ্বাহ্যে চাক্ষরদ্বয়ম্। বীজং দ্বিতীয়বর্গস্য তৃতীয়ং বিন্দুভূষিতম্। চতুর্দ্দশস্বরোপেতং সংলিখেৎ পৃথিবী-(৫)

নিত্য ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক সংযতচিত্ত ও ধ্যানতৎপর হইয়া জপ করিবে এবং প্রিয়ঙ্গুকুসুম অথবা অন্য কোন পীতপুষ্প দ্বারা হোম করিবে। ৭৪। পূর্ব্বে যে বগলামুখীর দ্বিতীয় মন্ত্র লিখিত হইয়াছে, তাহার ন্যাসাদি ও পূজাপ্রণালী সমস্তই পূর্ব্ববৎ জানিবে। ধ্যানের বিশেষ আছে যথা,—যিনি গম্ভীরাকৃতি, সর্ব্বদা মদোন্মত্তা; যাঁহার দেহ সুবর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, চারিহস্ত তিনটী নয়ন, কমলাসনে যিনি অবস্থান করেন যাঁহার দক্ষিণদিকের এক হস্তে মুদ্গর ও অপর হস্তে পাশ, বাম দিকের একহস্তে শত্রুজিহ্বা অপর হস্তে বজ্র, পরিধানে পীতবস্ত্র, যাঁহার পয়োধর পীন ও কঠিন, কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল, সুবর্ণ সিংহাসনে যিনি অবস্থিতি করিতেছেন সেই বগলামুখী দেবীকে সর্ব্বদা চিন্তা করি। ৭৫।

বগলামুখীমন্ত্রের প্রয়োগপ্রণালী যথা,—উক্ত মন্ত্র দশহাজার জপ করিলে বা হোম করিলে দুষ্টব্যক্তির বাক্স্তম্ভন ও বুদ্ধিবিনাশ হয়। হরিদ্রা ও হরিতালের সহিত লবণদ্বারা রাত্রিকালে হোম করিলে শত্রুসৈন্য স্তম্ভন করা যায় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৭৬।৭৭। অথবা ঘৃত মধু ও শর্করাযুক্ত পীতপুষ্পদ্বারা হোম করিবে। এইরূপ প্রয়োগ সর্ব্বপ্রকার স্তম্ভনে সদ্যঃফলপ্রদ। ৭৮। একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া এই কার্য্য করিতে হইবে। সেই যন্ত্র নির্ম্মাণপ্রণালী যথা,—ঊর্দ্ধাধঃক্রমে পরস্পর মুখসংযুক্ত করিয়া দুইটী ওঁকার লিখিবে। ঐ ওঁকারদ্বয়ের মধ্যে সাধ্য অর্থাৎ যাহার উচ্চাটনাদি করিতে হইবে তাহার নাম লিখিবে। তাহার বাহিরে ওঁকারদ্বয়ের দুই পার্শ্বে জেল্ঁ এই বীজ লিখিবে।

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) এতত্রয়মেকীকৃত্য (খ টি)।

(৩) সম্পুটয়োরিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (আ০ বি০) পাঠশ্চ।

(৪) যন্ত্রোচ্চাটনাদিকং তস্য নাম লিখেৎ (খ টি)। ধারণযন্ত্রমাহ (খ) পাঠঃ।

(৫) পৃথিবী লকারঃ গ্লৌং জ্লৌং (ক) টি জেন গ্লৌং ইতি (আ০ বি০)।

বগলামুখী-ধারণ-যন্ত্রম্।

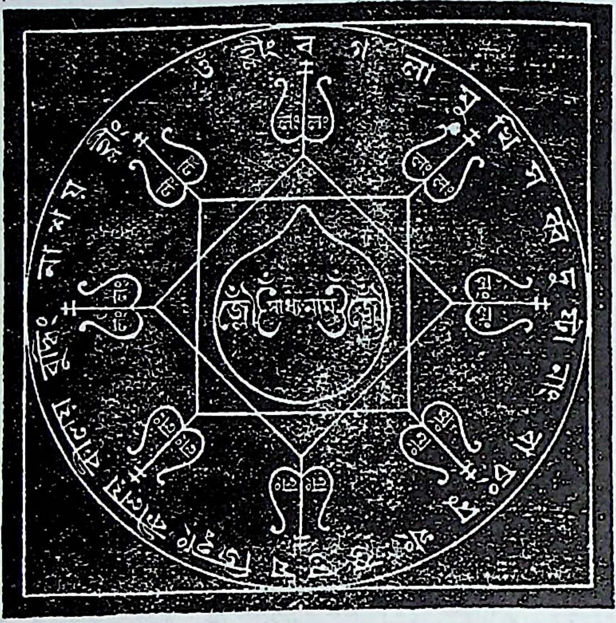

গতম্। ঠকারেণ (১) সমাবেষ্ট্য চতুষ্কোণপুটং বাহ্যঃ। তৎকোণরেখাসংসক্তৈঃ শূলৈর্ব্বজ্রাষ্টকং লিখেৎ। ত্রিশূলমধ্যরেখায়াঃ পৃথ্বী-(২) বীজানি পার্শ্বয়োঃ। অষ্টস্বপি চ কোণেষু তদ্বহির্ব্বগলাং লিখেৎ। পৃথিব্যন্তরিতং বাহ্যে মাতৃকাপরিমণ্ডলম্। (৩) আবেষ্ট্য চাষ্টধা পশ্চাৎ তদ্বাহ্যে স্থিরমায়য়া (৪)। (৫) নিরুধ্যাঙ্কুশবীজেন (৬)

পরে ঠকারদ্বারা বেষ্টন করিয়া চতুষ্কোণদ্বারা পুটিত করিবে। এই দুই চতুষ্কোণের আটটি কোণে আটটি বজ্র অঙ্কিত করিয়া সেই বজ্রসহ এক একটি ত্রিশূল লিখিবে। ঐ ত্রিশূলমধ্যগত রেখার পার্শ্বদ্বয়ে লং এই বীজ লিখিবে। তাহার বহির্ভাগে 'ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা', এই বগলামুখীমন্ত্র বৃত্তাকারে লিখিবে। উপরে যে যন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে এই পর্য্যন্ত অঙ্কন উল্লিখিত আছে, ঐ যন্ত্রটি সম্পূর্ণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রকারে উল্লিখিত যন্ত্রের বাহিরে আর একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া মাতৃকাবর্ণদ্বারা প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণের মধ্যস্থলে পৃথিবীবীজ লকার যোজনা করত আটবার বেষ্টন করিবে, তাহার বহির্দ্দেশে অঙ্কুশবীজ (ক্রোং) এই মন্ত্রদ্বারা পুটিত স্থিরমায়া অর্থাৎ (হ্লীং) এই মন্ত্রদ্বারা

---

(১) বৃত্তাকারেণ (খ টি)। (২) লঃ (গ টি) ত্রিশূলং মধ্যরেখায়া ইতি (আ০ বি০) পাঠশ্চ।

(৩) তথাচ আল ইল উল এবংক্রমেণ মাতৃকাবর্ণৈরষ্টধা বেষ্টয়েৎ (খ টি)। (৪) হ্লীং।

(৫) নাম্ন আদ্যন্তমধ্যেষু মন্ত্রঃ স্যাদ্ রোধনং মতমিত্যর্থঃ (ক) টি।

(৬) ক্রোং হ্লীং ক্রোং (খ টি)।

নাদসংমিলিতাক্ষির্ণা। লিখেৎ পূর্ব্ববদাবেষ্ট্য পশ্চাচ্চ বগলামুখীম্ (১)। পট্টে পাষাণপট্টে বা হরিদ্রোন্মত্ততালকৈঃ (২)। দিব্যস্তম্ভে মুখস্তম্ভে লিখিত্বা গাঢ়মাক্রমেৎ। বিবাদে যন্ত্রমালিখ্য ভূর্জ্জে তৈরেব বস্তুভিঃ (৩)॥ প্রয়োগান্তরম্।—কুম্ভকারস্য চক্রস্য ভ্রমতো বিপরীতকঃ। মৃত্তিকাং সমুপাদায় বৃষভং কারয়েত্ততঃ। যন্ত্রং তস্যোপরি ন্যস্য তালকেন (৪) [illegible]প্য চ (৫)। তন্নাসায়াং (৬) বিনিঃক্ষিপ্য পীতরজ্জুং নিজে গৃহে। অর্চ্চয়েত্তং চতুষ্কালং নিত্যং পীতোপচারতঃ। দুষ্টস্য স্তম্ভয়ত্যেব মুখং বাচস্পতেরপি॥ ৭৯॥ বিশ্বসারে (৭)—কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা। বগলা (৮) সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ (৯) প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৮০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণানন্দভট্টাচার্য্যবিরচিতে তন্ত্রসারে দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ২॥

আটবার বেষ্টনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বগলামুখীমন্ত্রে অষ্টবার বেষ্টন করিবে। এই প্রণালীতে কোন ধাতুফলকে কিংবা প্রস্তরপট্টে হরিদ্রা, ধুস্তূররস অথবা হরিতালদ্বারা যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। দেবস্তম্ভন কিংবা শত্রুগণের মুখস্তম্ভনকার্য্যে উক্তরূপ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া প্রগাঢ় আক্রমণ করিবে। বিবাদে জয়ী হইবার নিমিত্ত হরিদ্রা প্রভৃতি পূর্ব্বলিখিত দ্রব্যদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে যন্ত্র লিখিয়া বিপরীতভাবে ভ্রাম্যমাণ কুম্ভকারের চক্র হইতে মৃত্তিকা আনিয়া সেই মৃত্তিকাদ্বারা একটি বৃষ নির্ম্মাণ করিবে। এই বৃষের পৃষ্ঠের উপরি উক্ত যন্ত্র রাখিয়া হরিতাল দ্বারা লেপন করিবে। পরে সেই বৃষের নাসিকাতে পীতবর্ণ রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় গৃহে প্রতিদিন চারিবার পীতবর্ণ উপচারদ্বারা পূজা করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা দুষ্ট ব্যক্তি বৃহস্পতিতুল্য হইলেও মুখস্তম্ভন করিতে পারা যায়। ৭৯। বিশ্বসার-তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী. ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী. বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা, এই দশটিকে মহাবিদ্যা বলে। ইহাঁরা সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিতা। ৮০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। ২।

---

(১) হ্লীং (খ টি)। (২) হরিদ্রাধুস্তুরহরিতালৈঃ।

(৩) হরিদ্রাধুস্তুরহরিতালৈঃ (খ টি)।

(৪) হরিতালেন। (৫) চ ইত্যত্র ভগিতি (গ) পাঠঃ বৃষভমিতি তট্টীকা।

(৬) বৃষভনানায়াম্ (খ টি)। (৭) বিশ্বসারে ইত্যত্র চামুণ্ডাতন্ত্রে ইতি (খ) পাঠঃ।

(৮) বগলা বগলামুখী সিদ্ধবিদ্যা (খ)। (৯) মহাদেবি মহাবিদ্যাঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

অথ কর্ণপিশাচীমন্ত্রঃ। তদুক্তং তন্ত্রান্তরে।—কর্ণাস্যেক্ষণ-(১) লোহিতোরকগতোহনন্তশ্চিকারোবদাতীতানাগত-শব্দ-যুক্তভুবনেশী-বহ্নিজায়ান্বিতা। তারাদ্যো মন্ত্ররেষ (২) লক্ষজপতো ব্যাসেন সংসেবিতঃ। সার্ব্বজ্ঞ্যং লভতেঽচিরেণ নিয়তং পৈশাচিকীভক্তিতঃ॥ ১॥ (মন্ত্রান্তরং।—কহযুগ্মং কালিকে চ গৃহ্নযুগ্মং তথৈব চ। পিণ্ডং পিশাচি স্বাহেতি নৃপার্ণঃ কথিতঃ প্রিয়ে) (৩)॥ ২॥ ধ্যানং যথা।—কৃষ্ণাং রক্তবিলোচনাং ত্রিনয়নাং খর্ব্বাঞ্চ লম্বোদরীং, বন্ধুকারুণজিহ্বিকাং বরবরাভীযুক্করামুন্মুখীম্। ধূম্রার্চ্চির্জ্জটিলাং কপালবিলসৎপাণিদ্বয়াং চঞ্চলাং, সর্ব্বজ্ঞাং শবহৃৎকৃতাধিবসতিং পৈশাচিকীং তাং স্তুমঃ॥ ৩॥

অথ পূজা।—নিশায়ামর্দ্ধরাত্রৌ চ হৃদি স্বস্থ পিশাচিকীম্। দগ্ধমীনং বলিং দত্ত্বা রাত্রৌ সংপূজ্য সংজপেৎ॥ ৪॥ ওঁ কর্ণপিশাচি দগ্ধমীনবলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহেতি দগ্ধমীনবলিং দদ্যাৎ॥ ৫॥ রক্তচন্দনবন্ধুকজবাপুষ্পাদিকঞ্চ যৎ। অমৃতং কুরু দেবেশি স্বাহেতি প্রোক্ষয়েজ্জলৈঃ॥ ৬॥ পূর্ব্বাহ্নে কিঞ্চিজ্জপ্ত্বা মধ্যাহ্নে একভক্তং

অতঃপর কর্ণপিশাচীমন্ত্র কথিত হইতেছে।—তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—অগ্রে 'কর্ণ' তাহার পরে 'পি' 'শা' 'চি' এই তিনটি বর্ণ 'বদাতীতানাগত' শব্দ মায়াবীজ ও স্বাহা এই মন্ত্রের আদিতে প্রণবযোগ করিবে। এই মন্ত্র একলক্ষ জপ করিয়া বেদব্যাস অচিরকালে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ১। কর্ণপিশাচীর অন্য মন্ত্র যথা,—দুইটি কহ শব্দ, কালিকে, দুইটি গৃহ্ণ শব্দ, 'পিণ্ডং পিশাচি" স্বাহা। ২। কর্ণপিশাচীর ধ্যান যথা,—যিনি কৃষ্ণবর্ণা, যাঁহার রক্তবর্ণ নেত্র, খর্ব্ব দেহ, লম্বমান উদর, এবং জিহ্বা বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণা। যাঁহার চারি হস্তের এক হস্তে বরমুদ্রা, দ্বিতীয় হস্তে অভয়মুদ্রা এবং অপর দুই হস্তে দুইটি নরকপাল আছে; শরীর হইতে ধূম্রবর্ণা আলা বহির্গতা হইতেছে, যিনি ঊর্দ্ধবদনা, ও চঞ্চলপ্রকৃতি; যিনি সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞা ও শবহৃদয়ে আসীনা, সেই পৈশাচী দেবীকে নমস্কার করি। ৩।

অতঃপর কর্ণপিশাচীর পূজাপদ্ধতি বলা যাইতেছে।—সাধক অর্দ্ধরাত্রিকালে পিশাচীকে হৃদয়ে স্থাপনপূর্ব্বক দগ্ধমৎস্য-বলি প্রদান করিয়া রাত্রিকালেই পূজা ও জপ করিবে। 'ওঁ কর্ণপিশাচি' ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে বলি প্রদান করিবে। ৪। ৫। রক্তচন্দন,বন্ধুকপুষ্প. জবাপুষ্প প্রভৃতি পূজার উপকরণদ্রব্যসকল, 'ওঁ অমৃতং কুরু দেবেশি'

---

(১) কর্ণ এবান্তে আদৌ যস্য (ক)। ঈক্ষণং (ই)। লোহিতঃ (প) বর্ণঃ কেক্ষণলোহিতোরকগত ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(২) ওঁ কর্ণপিশাচি বদাতীতানাগতং হ্রীং স্বাহা (খ টি)। ওঁ কর্ণপিশাচি বদাতীতানাগতং হ্রীং স্বাহা ইতি ষোড়শাক্ষরো মন্ত্রঃ ইতি (আ০ বি০)। ওঁ কর্ণপিশাচি বদাতীতানাগতশব্দ হ্রীং স্বাহা (ক) টি, শব্দ ইত্যত্র হুমিতি বা (ক) টি। (৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। কহ কহ কালিকে গৃহ্ণ গৃহ্ণ পিণ্ডং পিশাচি স্বাহা। ইতি মন্ত্রঃ।

নিরামিষং ভুক্ত্বা রাত্রাবপি তৎসংখ্যং জপেৎ। (অন্যৎ কিঞ্চিন্ন ভোক্তব্যং তাম্বূলকাদিকং বিনা) (১)। জপস্য দশাংশং তর্পণম্। ওঁ কর্ণপিশাচীং তর্পয়ামি হ্রীং স্বাহা। এবং ক্রমেণ লক্ষমেকং পুরশ্চরণং কৃত্বা দশাংশং হোময়েৎ। তদভাবে দশাংশং তর্পণং কৃত্বা বরং প্রার্থয়েৎ। মূলং রক্তচন্দনেন লিখিত্বা মন্ত্রোপরি ইষ্টদেবতাং পূজয়েৎ ॥ ৭ ॥

অথ সিদ্ধিলক্ষণমুচ্যতে।—গগনে হুংকারাদিশ্রবণদীর্ঘাগ্নিশিখারূপসন্দর্শনাৎ সিদ্ধির্ভবিষ্যতীতি জ্ঞাত্বা তথাবিধানমাচরেৎ ॥ ৮ ॥ মন্ত্রান্তরম্।—প্রণবং মায়া কর্ণপিশাচি মে কর্ণে কথয় হুং ফট্ স্বাহেতি (২)। প্রদীপতৈলং পাদয়োর্দত্ত্বা (৩) রাত্রৌ লক্ষং জপেৎ। ততঃ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি। নাস্য পূজাধ্যানম্ ॥ ৯ ॥ তথা।—তারং কামবীজং জয়াদেবি স্বাহা (৪)। অস্যাপি ন্যাসাদ্যভাবঃ। পূর্ব্বং লক্ষং জপ্ত্বা, গৃহগোধিকাং নিপাত্য তদুপরি জয়াদেবীং যথাশক্তি সংপূজ্য, তাবজ্জপেদ্ যাবৎ সা জীবতি, ততঃ

স্বাহা এই মন্ত্রে জলধারা প্রোক্ষণ করিবে। ৬। দিবসের পূর্ব্বাহ্নে কিছু জপ করিয়া মধ্যাহ্নকালে নিরামিষ একভক্ত ভোজনপূর্ব্বক রাত্রিকালে ও দিবাভাগে যতসংখ্যা হইয়াছে সেইরূপ সংখ্যায় জপ করিবে। তাম্বূলাদি ব্যতীত অন্য কিছু আহার করিবে না। প্রতিদিন যত সংখ্যক জপ করিবে, তাহার দশাংশসংখ্যায় "ওঁ কর্ণপিশাচীং হ্রীং তর্পয়ামি স্বাহা" এই মন্ত্রে তর্পণ করিবে; এইরূপে লক্ষ জপ করিয়া দশাংশসংখ্যায় হোম করিলে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। হোম করিতে না পারিলে দশাংশ তর্পণ করিয়া বর প্রার্থনা করিবে। রক্তচন্দন দ্বারা মূলমন্ত্র লিখিয়া সেই মন্ত্রের উপরে ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। ৭।

অতঃপর মন্ত্র-সিদ্ধির লক্ষণ বলা যাইতেছে।—পূর্ব্বোক্তপ্রকারে পুরশ্চরণ করিলে যদি আকাশে হুংকারধ্বনি শ্রবণ এবং দীর্ঘাকার অগ্নিশিখা দর্শন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে নিশ্চয় করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে। ৮। প্রণব, মায়া ও কর্ণপিশাচি মে কর্ণে কথয় হুং ফট্ স্বাহা। ইহা কর্ণপিশাচীর অন্য মন্ত্র। রাত্রিকালে প্রদীপের তৈল পদে মর্দ্দন করিয়া উক্ত মন্ত্র একলক্ষ জপ করিবে। ইহাতে সাধক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে। এই মন্ত্রের পূজা ও ধ্যান করিতে হয় না। ৯। প্রণব, কামবীজ ও 'জয়াদেবি স্বাহা'। এই মন্ত্রেরও ন্যাসাদি করিতে হয় না। প্রথমতঃ উক্ত মন্ত্র একলক্ষ জপ করিয়া একটি গৃহগোধিকা (টিকটিকী) মারিয়া তাহার উপর জয়াদেবীকে যথাশক্তি

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। তাম্বূলান্নাদিকম্ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(২) ওঁ হ্রীং কর্ণপিশাচি মে কর্ণে কথয় হুং ফট্ স্বাহা (ক চি)। ওঁ কর্ণপিশাচি মে কর্ণে কথয় হুং ফট্ স্বাহেতি সপ্তদশাক্ষরমিতি (আ০ বি০) ওমিত্যস্তঃ পরং হ্রীং ইত্যেব ভাব্যম্ অন্যথা সপ্তদশাক্ষরতা ন স্যাৎ। (৩) অত্র 'দিবা' ইত্যধিকঃ (খ) -পাঠঃ।

(৪) ওঁ ক্লীং জয়াদেবি স্বাহা ইত্যষ্টাক্ষরম্ (ক চি)।

লিখ্যতি। সিদ্ধিস্ত মানসাদিপ্রশ্নে কৃতে সা আয়াতি, ততস্তস্যাঃ (১) পৃষ্ঠে সর্ব্বং ভূতভবিষ্যাদিকং পশ্যতি ॥ ১০ ॥

অথ মঞ্জুঘোষমন্ত্রাঃ।—জাড্যৌঘতিমিরধ্বংসী (২) সংসারার্ণবতারকঃ। শ্রীমঞ্জুঘোষো জয়তাৎ সাধকানাং সুখাবহঃ ॥ ১১ ॥ তত্র আগমোত্তরে।—মাতৃকাদিং সমুদ্ধৃত্য বহ্নিবীজং সমুদ্ধরেৎ। বামাশং কূর্ম্মসংজ্ঞঞ্চ ততো মেষেশমুদ্ধরেৎ। মীনেশঞ্চ ততঃ কুর্য্যাদ্বামনেত্রেন্দুসংযুতম্। ষড়ক্ষরো মনুঃ (৩) প্রোক্তো মঞ্জুঘোষস্য শম্ভুনা। মাতৃকাদিরকারঃ বামাংশোঽন্তস্থশ্চতুর্থঃ (৪) কূর্ম্মশ্চকারঃ মেষেশো লকারঃ মীনেশো ধকারঃ। ইয়ন্তু দীপনী প্রোক্তা মূলমন্ত্রন্তু কথ্যতে ॥ ১২ ॥ অঙ্কুশং শক্তিবীজঞ্চ রমাবীজং ততঃ প্রিয়ে। বীজত্রয়াত্মকো (৫) মন্ত্রো জাড্যৌঘধ্বান্তনাশনঃ। শক্তিবীজং রমাবীজং কামবীজং ততঃ প্রিয়ে। বিদ্যা শ্রুতিধরী প্রোক্তা এষা বর্ণত্রয়াত্মিকা (৬) ॥ ১৩ ॥ হকারো বহ্নিমারূঢো বামনেত্রেন্দুভূষিতঃ। প্রোক্তা সর্ব্বজ্ঞবিদ্যেয়মেকবর্ণাত্মিকা (৭) প্রিয়ে ॥ ১৪ ॥ সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধো বা সাধকস্য রিপুশ্চ বা (৮)। তদা মন্ত্রো ভবেদ্ ভক্ত্যা

পূজা করিবে। এবং যতক্ষণ সেই টিকটিকীটী বাঁচিয়া না উঠে, ততক্ষণ জপ করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে, সেই টিকটিকীটী বাঁচিয়া উঠিয়াছে, তখন মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে বুঝিবে। এই মন্ত্রসিদ্ধি হইলে সাধক যখন মনে মনে কোন প্রশ্ন করিবে. তখন সেই টিকটিকী আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং সাধক সেই টিকটিকীর পৃষ্ঠে ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয় সকল লিখিত দেখিতে পাইবে। ১০।

অনন্তর মঞ্জুঘোষমন্ত্র কথিত হইতেছে।—যিনি সাধকবর্গের জড়তা বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, সাধকের শুভপ্রদ সেই শ্রীমঞ্জুঘোষের জয় হউক। ১১। আগমোত্তরে মঞ্জুঘোষের মন্ত্র বলিয়াছেন,—প্রথমতঃ মাতৃকাবর্ণমালার প্রথমবর্ণ (অ) বহ্নিবীজ (র) উদ্ধার করিবে। তাহার পরে বামাংশ (ব) কূর্ম্ম (চ) মেষেশ (ল), মীনেশ (ধকারে) বামনেত্র (ঈ) ও বিন্দু সংযোগ করিয়া বর্ণগুলি পর পর একত্র করিলে যে ষড়ক্ষর মন্ত্র হয় শম্ভু ইহাকে মঞ্জুঘোষ মন্ত্র বলিয়াছেন। ইহাকে মঞ্জুঘোষের দীপনী মন্ত্র বলে। মূলমন্ত্র বলা যাইতেছে'—অঙ্কুশবীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ এই তিনটিবীজে মঞ্জুঘোষের মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রে জড়তাসমূহ নাশিত হয়। মায়াবীজ. শ্রীবীজ ও কামবীজ এই তিনবীজে অপরমন্ত্র হয়। হে প্রিয়ে। এই মন্ত্রকে শ্রুতিধর বলা হয়। 'হ'কারে 'র'কার ও 'ঈ'কার যোগ করিয়া তাহাতে বিন্দুযোগ

---

(১) জ্যেষ্ঠাঃ (খ টি)। (২) ধ্বংস ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৩) অরবচন্দ্র ধীং (ক) (খ) টি। অরবচম্র ধীং (আ০ বি০) পাঠঃ। (৪) রকারঃ। মেষেশো নকারঃ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৫) ক্রোং হ্রীং শ্রীং (ক টি)।

(৬) হ্রীং শ্রীং ক্লীং (ক টি)। (৭) হ্রীং (ক টি)' (৮) রিপুঃ সদা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ!

মঞ্জুঘোষ-যন্ত্রম্।

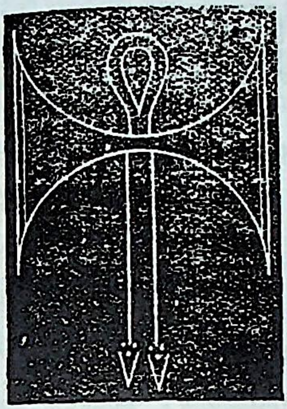

এই যন্ত্রের উর্দ্ধ ও অধোভাগে মূল-মন্ত্র ত্রিপঙ্ক্তি করিয়া লিখিবে।

শুভদো বুদ্ধিদো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥ মধ্যাহ্নে সলিলে চৈব ভোজনে ভাজনে তথা। গোময়ে তু বহির্দ্দেশে মৈথুনে রমণীকুচে। গোষ্ঠে চ নিশি গোমুণ্ডে যন্ত্রং ডমরুসন্নিভম্ (১)। বিলিখ্য মন্ত্রবর্ণাংশ্চ ত্রিশ উর্দ্ধে অধস্তথা। লিখেচ্চন্দনলেখন্যা প্রযত্নাৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১৬ ॥ উচ্চাটনে লিখেদ্ যন্ত্রং গোচর্ম্মণি বিশেষতঃ। সলিলে বিজয়ী নিত্যং ভোজনে চ মহেশ্বরঃ। গোময়ে বাবদূকঃ স্যাদ্ গোষ্ঠে সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ। কুচে শ্রুতিধরো নিত্যং গোমুণ্ডে চ মহাকবিঃ ॥ ১৭ ॥ গোমূত্রং বদরীমূলং চন্দনং পাংশুমেব চ। একীকৃত্যাষ্টধা জপ্ত্বা তিলকং ধারয়েৎ সদা। নমস্কৃত্য বরং শ্রেষ্ঠং প্রার্থয়েদ্ ভক্তিতৎপরঃ (২)। বরং প্রাপ্য (৩) চ তস্মাদ্বৈ বিহরেত্তু যথাসুখম্ ॥ ১৮ ॥ নান্যদেবার্চ্চনং স্নানং প্রণবোচ্চারণং ন তু। বস্ত্রাঞ্চলেন দন্তানাং শোধনং লবণেন বা। রাত্রিবাসো

করিলে একাক্ষর একমন্ত্র হয় এই মন্ত্রের জপে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়। ১৪। এই মন্ত্র সাধকের সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ অথবা রিপু হইলেও আরাধনাতে কোন দোষ হয় না; এই শুভপ্রদ মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক জপ করিলে সাধককে বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। ১৫। মধ্যাহ্নকালে জলে, আহারকালে ভোজনপাত্রে বহির্দ্দেশে গোময়োপরি, মৈথুনকালে রমণীর স্তনে ও রাত্রিতে গোষ্ঠস্থানে গোমুণ্ডে ডমরুতুল্য এক যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া যন্ত্রের উর্দ্ধে ও অধোভাগে মূল মন্ত্র তিন পঙ্ক্তি করিয়া লিখিবে। সাধক চন্দনকাষ্ঠের লেখনীদ্বারা যত্নপূর্ব্বক যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। ১৬। উচ্চাটনকার্য্যে গোচর্ম্মে যন্ত্র লিখিবে। জলে দাঁড়াইয়া এই মন্ত্র জপ করিলে সাধক বিজয়ী হয় ও ভোজনকালে এই দেবতার আরাধনা করিলে মহাধনশালী হয়। গোময়ে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া মন্ত্র জপ করিলে সাধক বক্তৃতাশক্তি লাভ করে। গোষ্ঠস্থানে আরাধনা করিলে সাধক সর্ব্বজ্ঞ, যুবতীর স্তনে যন্ত্র লিখিয়া জপ করিলে শ্রুতিধর এবং গোমুণ্ডে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া অর্চ্চনা করিলে মহাকবি হয়। ১৭। এই দেবতার আরাধনাতে গোমূত্র, বদরীমূল, চন্দন ও ধূলি এই সকল দ্রব্য সম্মিলিত করিয়া তাহার উপরে আটবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া তদ্দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিবে। পরে দেবতাকে নমস্কার করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক অভিলষিত বর প্রার্থনা করিবে। এই রূপে দেবতা হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিবে। ১৮। যে মঞ্জুঘোষের আরাধনা করিবে সে অন্য দেবতার পূজা, স্নান ও প্রণব উচ্চারণ করিবে না। বস্ত্রাঞ্চল অথবা লবণদ্বারা দন্ত শোধন করিবে। রাত্রিবাস

---

(১) ক্রোং হ্রীং শ্রীং (ক টি)।

(২) ভক্তিভাবতঃ (খ) পাঠঃ। (৩) প্রার্থ্য চ (ক) (খ) পাঠঃ।

ন মুঞ্চেত ন শুচিঃ স্যাৎ কদাচন। এবং কৃত্বা (১) প্রযত্নেন জ্ঞাত্বা গুরুমুখাৎ সুধীঃ। মাসৈকেন কবীন্দ্রঃ স্যাদ্দ্বিমাসেনৈব ঈশ্বরঃ। ত্রিভির্ম্মাসৈর্ভবেন্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১৯ ॥ পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী বিপুলং ধনম্। আয়ুরারোগ্যকামস্তু সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২০ ॥

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—(ক্ষাং শাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। এবং হৃদয়াদিষু। তথা চ তন্ত্রে।—সম্বর্ত্তকো বকেশশ্চ দ্বৌ বর্ণৌ কথিতৌ প্রিয়ে। ষড়্দীর্ঘভাগ্ভ্যামেতাভ্যাং ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ। সম্বর্ত্তকঃ ক্ষকারঃ। বকেশঃ শকারঃ) (২) ॥ ১ ॥ ধ্যানম্।—শশধরমিব শুভ্রং খড়্গপুস্তাঙ্কপাণিং, সুরুচিরমতিশান্তং পঞ্চচূড়ং কুমারম্। পৃথুতরবরমুখ্যং পদ্মপত্রায়তাক্ষং, কুমতিদহনদক্ষং মঞ্জুঘোষং নমামি ॥ ২ ॥ পীঠপূজাং ততঃ কুর্য্যাদাধারাদ্যাদিশক্তিভিঃ (৩)। ভূতপ্রেতাদিভিঃ (৪) কুর্য্যাৎ পীঠাসনমনন্তরম্। জ্ঞানদাত্রে নমঃ পাদ্যং বুদ্ধিকর্ত্রে তথাচমঃ। জাড্যনাশায় গন্ধঃ স্যাদর্ঘ্যং স্যাদ্ যক্ষপায় বৈ। সর্ব্বসিদ্ধি-

---

পরিত্যাগ করিবে না; সর্ব্বদা অশুচি থাকবে। সাধক গুরুমুখ হইতে এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া উক্তরূপে একমাস আরাধনা করিলে প্রধান কবি, দুইমাসে মহাধনশালী এবং তিনমাসে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া থাকে। ১৯। এই মন্ত্রে আরাধনা করিলে, পুত্রাভিলাষী পুত্র, ধনার্থী ব্যক্তি বিপুলধন, এবং আরোগ্যকামী দীর্ঘজীবন লাভ করে এবং যে ব্যক্তি যে যে কামনায় এই দেবতার আরাধনা করে, তাহার সেই সেই কামনা পরিপূর্ণা হইয়া থাকে। ২০।

উক্ত দেবতার করাঙ্গন্যাস যথা.—ক্ষাং.শাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ক্ষীং শীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ক্ষূং শূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ক্ষৈং শৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ ক্ষৌং শৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ক্ষঃ শঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে ক্ষাং শাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি রূপে অঙ্গন্যাস করিবে। তন্ত্রে আছে,—সম্বর্ত্তক ও বকেশ এই দুইবর্ণে ছয়টি দীর্ঘস্বরযোজনা করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। সম্বর্ত্তক (ক্ষ) বকেশ (শ)। ১। অনন্তর ধ্যান করিবে। যথা,—যিনি শশধরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, যাঁহার একহস্তে খড়্গ ও অপর হস্তে পুস্তক, যিনি সুন্দরদেহ অতিশান্ত কুমারমূর্ত্তি, মস্তকে পাঁচটি চূড়া অতিস্থূলমূর্ত্তি. পদ্মপত্রের ন্যায় বিশালনেত্র সাধকবর্গের কুমতি-বিনাশক, এই মঞ্জুঘোষকে নমস্কার করি। ২। এইরূপ ধ্যান করিয়া আধারশক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পীঠপূজা করিবে। অনন্তর 'হেসৌঃ ভূতপ্রেতাসনায় নমঃ' এইরূপে পীঠাসনের পূজা করিবে। পরে পুনর্ব্বার ধ্যানাদি করিয়া যথাশক্তি পাদ্যাদি উপচারদ্বারা পূজা করিবে। এই পূজায় বিশেষ নিয়ম এই যে,

---

(১) কৃতে (ক) (খ) পাঠঃ।

(২) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। (৩) শক্তিতঃ (ক) (খ পাঠঃ।

(৪) ভূতপ্রেতাদিপীঠায় নমঃ (খ টি)।

প্রদায়েতি পুষ্পং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৩ ॥ কুন্দপুষ্পং সমাদায় ভৈরবান্ পূজয়েত্ততঃ। অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধ উন্মত্তসংজ্ঞকঃ। কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥ ততো ধূপাদিকং দত্ত্বা প্রসূনানি বিসর্জ্জয়েৎ। তৈঃ পুষ্পৈঃ পূজয়েদষ্টৌ যক্ষিণীশ্চ বিশেষতঃ। সুরাদিসুন্দরী (১) চৈব মনোহারিণ্যনন্তরম্। কনকাবতী তথা কামেশ্বরী চ রতিকর্য্যথ। পদ্মিনী চ নটী চৈব (২) অনুরাগিণ্যনন্তরম্। পূজ্যা এতাস্তু যোগিন্যো হৃল্লেখাবীজপূর্ব্বিকাঃ ॥ ৫ ॥ এবং সংপূজ্য দেবেশং লক্ষষট্‌কং জপেন্মনুম্। ঘৃতাক্তকুন্দপুষ্পৈশ্চ একাদশশতানি চ। জুহুয়াদেধিতে বহ্নৌ কান্তারে পিতৃবেশ্মনি (৩)। এবং সিদ্ধমনুর্মন্ত্রী মহাযোগীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৬ ॥ কুক্কুটেশ্বরতন্ত্রে। মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুম্। শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্ব্বতী পরমেশ্বরম্ ॥ ৭ ॥ (শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।) (৪) ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রাগমাদিষু ॥ বাঞ্ছিতার্থপ্রদং লোকে মঞ্জুঘোষং ব্রবীহি মে ॥ ৮ ॥ বিশেষতোঽপি জপ্ত্বা কিং কবিত্বপদদং নৃণাম্। সর্ব্বকামপ্রদং চৈব মনঃসিদ্ধিপ্রদন্তথা। ভক্তানাং কামদং মন্ত্রং কল্পবৃক্ষমিবাপরম্ ॥ ৯ ॥

—মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 'এতৎ পাদ্যং জ্ঞানপাত্রে নমঃ' এইরূপ 'আচমনীয়ং বুদ্ধিকন্ত্রে নমঃ,' 'এষ গন্ধঃ জাড্যনাশায় নমঃ, ইদমর্ঘ্যং যক্ষপায় নমঃ', 'এতৎ পুষ্পং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায় নমঃ' এই প্রকারে মূল দেবতার পূজা করিয়া কুন্দপুষ্পদ্বারা অসিতাঙ্গাদি অষ্টভৈরবের পূজা করিবে। 'ওঁ অসিতাঙ্গভৈরবায় নমঃ', ওঁ রুরুভৈরবায় নমঃ, ওঁ চণ্ডভৈরবায় নমঃ, ওঁ ক্রোধভৈরবায় নমঃ, ওঁ উন্মত্তভৈরবায় নমঃ, ওঁ কপালিভৈরবায় নমঃ, ওঁ ভীষণভৈরবায় নমঃ, ওঁ সংহারভৈরবায় নমঃ, এইরূপে 'অষ্টভৈরবের পূজা করিয়া ধূপাদি প্রদানপূর্ব্বক পুষ্প বিসর্জ্জন করিবে। সেই সকল পুষ্পদ্বারা অষ্টযক্ষিণীর বিশেষভাবে পূজা করিবে। হ্রীঁ সুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ, হ্রীঁ মনোহারিণ্যৈ নমঃ হ্রীঁ কনকাবত্যৈ নমঃ, হ্রীঁ কামেশ্বর্য্যৈ নমঃ, হ্রীঁ রতিকর্য্যৈ নমঃ, হ্রীঁ পদ্মিন্যৈ নমঃ, হ্রীঁ নট্যৈ নমঃ, হ্রীঁ অনুরাগিণ্যৈ নমঃ', এইরূপে পূজা করিয়া ছয়লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে, পরে ঘৃতাক্ত কুন্দপুষ্পদ্বারা শ্মশানস্থানে বা কান্তারে প্রজ্বলিত হুতাশনে এগারশত হোম করিবে। এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সাধক মহাযোগী হইতে পারে। ৩—৬। কুক্কুটেশ্বরতন্ত্রে বলিয়াছেন, সুমেরুপৃষ্ঠে আসীন দেবদেব জগদ্‌গুরু শঙ্করকে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! তুমি সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রাগমাদির মর্ম্ম অবগত আছ; এইক্ষণ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ মঞ্জুঘোষ-মন্ত্র আমার নিকট বল। ৭। ৮। বিশেষতঃ যে মন্ত্র জপ করিলে মনুষ্যের কবিত্বশক্তি লাভ হয়, যে মন্ত্র কল্পবৃক্ষের ন্যায় সাধকের সকল প্রকার কামনাও সকল প্রকার সিদ্ধিপ্রদান করে। সেই মঞ্জুঘোষ-মন্ত্র আমার নিকটে বল। ৯।

---

(১) ভেন সুরসুন্দরী (খ টি)। (২) নটিনী চৈব (খ) পাঠঃ।
(৩) শ্মশানে (খ টি। (৪) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

শ্রীশঙ্কর উবাচ। শৃণু দেবি মহামন্ত্রং সাধকানাং সুখাবহম্। যজ্জ্ঞাত্বা জড়ধীঃ প্রায়ো বাচস্পতিসমো ভবেৎ ॥ ১০ ॥ অঙ্গন্যাসকরন্যাস-বহির্ন্যাসসমন্বিতম্। জপাৎ সিদ্ধিপ্রদং মন্ত্রং বিনা হোমার্চ্চনাদিভিঃ ॥ ১১ ॥ জপেদ্বা জাপয়েদ্বাপি সাধকো বিধিপূর্ব্বকম্। সর্ব্বজ্ঞত্বমবাপ্নোতি সত্যং সত্যং হি পার্ব্বতি ॥ ১২ ॥ কার্ত্তিকেয়-মুখং যাবত্তাবল্লক্ষং জপেন্মনুম্। সর্ব্বশাস্ত্রেষু সোঽপ্যুচ্চৈর্ব্বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।—কোঽপ্যত্রাপি ঋষিশ্ছন্দঃ পূজাতে কাত্র দেবতা। ধ্যেয়ঃ কো বাত্র তৎ সর্ব্বং ব্রূহি মে ভক্তবৎসল ॥ ১৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ।—বৃহদারণ্যকো নামর্ষির্ব্বিরাট্ ছন্দ এব চ। স এব মঞ্জুঘোষাখ্যো ভক্তিদানেন মুক্তিদঃ ॥ ১৫ ॥ ধ্যাত্বা ভৈরবরূপেণ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ। তদা মুক্তিপ্রদো মন্ত্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৬ ॥ ধ্যানং তত্র প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ। যথা ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১৭ ॥ সাত্ত্বিকং রাজসঞ্চৈব তামসং তদনন্তরম্। ধ্যানং বক্ষ্যে মহেশানি ক্রমেণ হিতকাম্যয়া ॥ ১৮ ॥ সদ্যঃ সিদ্ধিকরং (রূপং ধ্যাত্বা জপেচ্চ সাত্ত্বিকম্।) (১) সিদ্ধিপ্রদং সাধকানাং (২) ভক্তানাং চিন্তিতপ্রদম্ ॥ ১৯ ॥ মন্ত্রোদ্ধারমিমং

শঙ্কর বলিলেন, দেবি! সাধকের সুখপ্রদ সেই মহামন্ত্র শ্রবণ কর। যে মন্ত্রের জ্ঞান হইলে জড়-বুদ্ধি ব্যক্তিও বৃহস্পতিতুল্য মহাকবি হইয়া থাকে, সেই মন্ত্র অঙ্গন্যাস করন্যাস ও বহির্ন্যাসের সঙ্গে একমাত্র জপ করিলেই সিদ্ধ হয়। হোম ও পূজাদি করিতে হয় না। ১১। হে পার্ব্বতি! সাধক যথানিয়মে স্বয়ং কিংবা অন্যদ্বারা ঐ মন্ত্র জপ করিলে সত্যসত্যই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে। ১২। কার্ত্তিকেয়ের যতগুলি মুখ, ততলক্ষ (ছয় লক্ষ) এই মন্ত্র জপ করিলে বৃহস্পতির ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইতে পারে। ১৩। পার্ব্বতী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভক্তবৎসল! এই মন্ত্রের ঋষি কে ও ছন্দ কি? কোন্ দেবতাকে পূজা করিতে হয়, কোন্ দেবতার ধ্যান করিতে হয় তৎসমুদয় আমার নিকট বলুন। ১৪। শঙ্কর বলিলেন,—বৃহদারণ্যক এই মন্ত্রের ঋষি, বিরাট্ ছন্দ এবং মঞ্জু-ঘোষ দেবতা। ভক্তিপ্রদান করিলে তদ্বিনিময়ে ইনি মুক্তিপ্রদান করেন। ১৫। সাধক ভৈরবরূপে এই দেবতার ধ্যান করিয়া একাগ্রচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে তাহাতে নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ১৬। মহাত্মা মঞ্জুঘোষ-ভৈরবের ধ্যান বলিব; যেরূপ ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিতে হয়, সেই ধ্যান তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর। ১৭। ধ্যান তিন প্রকার;—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। হে মহেশ্বরি! আমি জগতের হিতার্থে যথাক্রমে সেই ত্রিবিধ ধ্যান বলিতেছি। ১৮। সাত্ত্বিকরূপে ধ্যান করিয়া জপ

---

(১) বঙ্গনীমধ্যে—'জাপ্যং সাত্ত্বিকং নাম মুক্তিদম্। পরং সিদ্ধিপ্রদং সম্যক্ রাজসং পরিকীর্ত্তিতম্।' ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ। (২) সিদ্ধিদং সাধকাদীনামিতি (খ) পাঠঃ।

দেবি ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্লভম্। অপ্রকাশ্যং পরং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥ ২০ ॥ মন্ত্রোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং প্রিয়ে। বিষ্ণ্বগ্নিপাশিশশিযুক্ চলধীস্বরূপ-ষড়্বর্ণমন্ত্র (১) উদিতো জগতাং সুখায়। সর্ব্বজ্ঞতাং সদসি বাক্পটুতাং প্রসূতে বেদান্তবেদনিরতস্য বসুপ্রদঃ স্যাৎ ॥ ২১ ॥ আদ্যমন্ত্রং জপেন্মন্ত্রী অযুতং যদি সাধকঃ। বলিনৈবেদ্যভুক্ সাক্ষাদ্ বৃহস্পতিরিবাপরঃ ॥ ২২ ॥ মাসমাত্রেণ যঃ কুর্য্যাৎ পুরশ্চরণবান্নরঃ। তস্যাপি বদনাদ্বাণী নিঃসরেদ্রসবর্ত্তিনী। মাসত্রয়েণ সততং কবিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ গোমুণ্ডে গবি পৃষ্ঠে চ যন্ত্রে বাপি চ গোময়ে। মন্ত্রমস্য লিখেদাদৌ (২) পশ্চান্মন্ত্রং জপেৎ পুনঃ ॥ ২৪ ॥ ধ্যানমাত্রং বিধায়াদৌ ভাবয়িত্বা চিরং সুধীঃ। নির্জ্জনং স্থানমাগত্য (৩) জপেন্মন্ত্রমধোমুখঃ ॥ ২৫ ॥ পৌর্ণমাসীং সমারভ্য কুন্দস্য কুসুমৈঃ শতৈঃ। অষ্টাধিকৈশ্চ সংপূজ্য জপেন্মন্ত্রং চতুষ্পথে ॥ ২৬ ॥ ত্রিমুণ্ডারোহণং কৃত্বা নিশীথে মুক্তকুন্তলঃ। ষণ্মাসমাত্রং হি জপেদ্(৪) যদি কৃত্বা বিধানবিৎ। বৃহস্পতিসমো বক্তা নাত্র

করিলে সদ্যঃ মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে এবং ভক্ত সাধকের অভিলষিত কার্য্য সিদ্ধি হয়। ১৯। হে দেবি! এই দেবতার মন্ত্রোদ্ধার ত্রিভুবনে দুর্লভ। এই মন্ত্র প্রকাশ করিবে না, সর্ব্বদা গোপন করিয়া রাখিবে এবং সাধারণ মনুষ্যকে প্রদান করিবে না। ২০। হে প্রিয়ে! যে মন্ত্র তোমাকে বলিব, তাহার উদ্ধার প্রণালী গোপনীয় হইতেও অতিগোপনীয়। বিষ্ণু (অ) অগ্নি (র) বরুণ (ব) এবং বিন্দুযুক্ত 'চলধী' শব্দ এই ছয় বর্ণে একমন্ত্র জগতের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছে। এই মন্ত্রে সাধকের সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয় ও সভাতে বাক্পটুতা জন্মে, বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি এই মন্ত্রের উপাসনায় ধনবান্ হইয়া থাকে। ২১। যদি সাধক বলি-নৈবেদ্য ভোজন করত এই মন্ত্র দশ হাজারবার জপ করে, তাহা হইলে সাক্ষাৎ অন্য বৃহস্পতির ন্যায় হইয়া থাকে। ২২। যে ব্যক্তি একমাসকাল এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করে, তাহার মুখ হইতে অনবরত সরস বাক্য নির্গত হইতে থাকে এবং তিন মাস পর্য্যন্ত পুরশ্চরণ করিলে নিশ্চয় কবি হইয়া থাকে। ২৩। গোমুণ্ডে, গোপৃষ্ঠে, চক্রে অথবা গোময়ে মন্ত্র অঙ্কিত করিয়া সেই যন্ত্রে অগ্রে মন্ত্র লিখিবে, পরে মন্ত্র জপ করিবে। ২৪। মঞ্জুঘোষদেবের ধ্যান করিয়া ভাবনা করিতে করিতে নির্জ্জনস্থানে অধোমুখ হইয়া মন্ত্র জপ করিবে। ২৫। চতুষ্পথস্থানে পৌর্ণমাসীতে আরম্ভ করিয়া একশত আটটি কুন্দপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। ২৬। অর্দ্ধরাত্রে ত্রিমুণ্ডের উপরে আরোহণপূর্ব্বক যথানিয়মে কেশ আলুলায়িত করিয়া ছয়মাসকাল মন্ত্র জপ করিলে বৃহস্পতির ন্যায় বক্তা

---

(১) বিষ্ণুঃ অকারঃ, অগ্নিঃ রেফঃ, পাশী বকারঃ, শশী বিন্দুঃ, তেন যুক্ বকারঃ ল ধী স্বরূপং (ক টি)। লধী ইত্যত্র নধী ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (আ° বি°) পাঠশ্চ।

(২) লিখিত্বাদৌ (খ) পাঠঃ। (৩) স্থানমাসাদ্য (খ) পাঠঃ। (৪) জপতি (খ) পাঠঃ।

কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৭ ॥ কুক্কুরস্য চ মুণ্ডৈকং (১) মুণ্ডং ক্রোষ্টুর্ব্বৃষস্য চ। ত্রিমুণ্ডমেতদ্বিখ্যাতং সাধকানাং সুখাবহম্ ॥ ২৮ ॥ আসনঞ্চৈব গোমুণ্ডে বামে কুক্কুরমুণ্ডকম্। দক্ষিণে চ শিবামুণ্ডং কৃত্বা পূজাং সমাচরেৎ ॥ ২৯ ॥ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিং সাক্ষাদ্বালচন্দ্রোপমং স্ফুটম্। যন্ত্রং লিখেত্তত্র পূজা কুন্দস্য কুসুমেন চ ॥ ৩০ ॥ সব্যেন পাণিকমলেন জপাদিপূজাং শৃঙ্গারশীলনবিধৌ খলু দক্ষিণেন। রাকাসুধাকরতুষারমরীচি(২)গৌরং, ধ্যাত্বা চতুষ্পথতটে বৃষমস্তকস্থঃ ॥ ৩১ ॥ সংচিন্ত্য কুক্কুরশিবাশিরসাধিরূঢ়ঃ, কুন্দেন সাধকতমো জপতি প্রকামম্। গোচর্ম্মণা বিরচিতং রসকোণমাত্রং (৩) চক্রং ততোঽপি নবকুঙ্কুমরোচনাভিঃ ॥ ৩২ ॥ নির্ম্মায় সব্যবিধিনা বিজনে শ্মশানে, সংপূজয়েদ্বনভবৈশ্চ নবৈঃ পলাশৈঃ। সংপূর্ণমণ্ডলতুষারমরীচিমধ্যে, বালং বিচিন্ত্য ধবলং বরখড়্গহস্তম্। উদ্দামকেশনিবহং বরপুস্তকাঢ্যং, নগ্নং ভজেৎ ক্ষতজপদ্ম-(৪) দলায়তাক্ষম্। অরিষ্টগেহে (৫) নিশি তৈলমেবমাদায় যত্নাৎ করপল্লবেন ॥ ৩৪ ॥ তেনাঞ্চিতম্ কাঞ্চনপুষ্পমেব, নিবেদ্য তস্মৈ জপতি প্রকামম্। আকিংশুকাস্ফোড়-(৬)

মঞ্জুঘোষ-যন্ত্রম্ ।

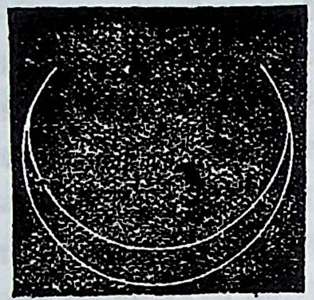

হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৭। কুক্কুরের মুণ্ড, শৃগালের মুণ্ড ও বৃষের মুণ্ড এই তিন মুণ্ডকে ত্রিমুণ্ড বলে। এই তিন মুণ্ড জপকার্য্যে সাধকের সুখপ্রদান করে। ২৮। গোমুণ্ডে আসন করিয়া বামভাগে কুক্কুর মুণ্ড ও দক্ষিণভাগে শৃগালমুণ্ড রাখিয়া পূজা করিবে। ২৯। অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং বালচন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল যন্ত্র লিখিয়া তাহার উপরে কুন্দপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। ৩০। পূর্ণিমাচন্দ্রের সুশীতল কিরণের ন্যায় শুভ্র মঞ্জুঘোষ দেবকে ধ্যান করিতে করিতে চতুষ্পথে বৃষ মস্তকে আরোহণপূর্ব্বক সাধারণতঃ বামহস্তে পূজা জপাদি করিবে। শৃঙ্গারচর্চ্চা ব্যাপারে নিরত হইয়া এ কার্য্য করিলে দক্ষিণহস্তে পূজাদি করিবে। নির্জ্জন শ্মশানে কুক্কুর শৃগাল মুণ্ডে আরোহণপূর্ব্বক গোচর্ম্মের উপরে নূতন কুঙ্কুম ও গোরোচনাদ্বারা ষট্‌চক্র নির্ম্মাণ করিয়া বামহস্তে কুন্দপুষ্প ও বনজাত নব পলাশপুষ্পে পূজাপূর্ব্বক জপ করিবে। পূর্ণচন্দ্রের মধ্যে শ্বেতবর্ণ, বর ও খড়্গধারী, আলুলায়িত কেশ, বর ও পুস্তকে পূর্ণ, রক্তপদ্মের ন্যায় আরক্তনেত্র মঞ্জুঘোষ দেবকে ভজনা করিবে। রাত্রিকালে সূতিকাগৃহের তৈল যত্নপূর্ব্বক হস্তে আনয়ন করিয়া সেই তৈলে রঞ্জিত কাঞ্চনপুষ্প নিবেদনপূর্ব্বক ইচ্ছামত মন্ত্র জপ

---

(১) মুণ্ডমেকং (খ) পাঠঃ। (২) মরীচিতুষার ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (আ০ বি০) পাঠশ্চ।
(৩) বসুলক্ষমাত্রম্ (খ) পাঠঃ। রসলক্ষমাত্রম্ (আ০ বি০) পাঠঃ।
(৪) রক্তপদ্মম্। (৫) সূতিকাগারে (খ চি)। (৬) অশোকাস্ফোট (খ) পাঠঃ। আকিংশুকাস্ফোট ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

মঞ্জুঘোষ-যন্ত্রম্।

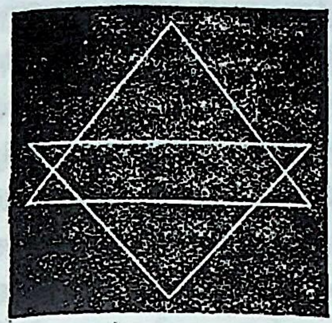

তরোশ্চ মূলে, বিলিপ্য পাদৌ বদনামৃতেন ॥৩৫॥ ত্রিমুণ্ডমাত্রাশ্রিত এব (১) রাত্রৌ, জপেদ্ যথাশক্তি তু পৌর্ণমাস্যাম্। লকুচতরুতলস্থো মুণ্ডমাত্রৈকরূঢ়ো (২) হিমকরকরগৌরঃ চিন্তয়িত্বা নিশীথে। যদি জপতি জড়াত্মা মন্ত্রমেনং ত্রিলক্ষং (৩) ভবতি জগতি সাক্ষাদ্ গীষ্পতির্নাত্র চিত্রম্ ॥ ৩৬ ॥ ভুক্তান্নশেষ (৪) কদলীতরুমূলসংস্থ আস্তীর্ণপুষ্পরচিতাসনসন্নিবিষ্টঃ। রাকাবিধূদ্গমমপেত্য করোতি পূজাং, যঃ সোহপ্যজেয় ইহ বাক্পতিরীশ্বরঃ স্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ জিহ্বাং বিমৃজ্য নিজপাণিসরোরুহাভ্যাং রাস্নাপ্রসূন(৫)শতকৈঃ পরিপূজ্য গোষ্ঠে। যো বৈ জপেদনুদিনং রসলক্ষমাত্রম্, ঈশং জয়েৎ কিমুত বাক্পতিমেব চিত্রম্ ॥ ৩৮ ॥ স্থিত্বা নিশীথসময়ে রজকস্য কাষ্ঠে (৬) খড়্গান্বিতো জপতি যদ্যপি পৌর্ণমাস্যাম্। সংপূর্ণমাসমথবা তরসাপি তস্য, বক্ত্রাদ্বিনিঃসরতি গীরমৃতায়মানা ॥ ৩৯ ॥ যো দন্তধাবনকরশ্চ করঞ্জকাষ্ঠৈস্তস্যাপি গীষ্পতিবচো

করিবে। পলাশবৃক্ষ ও অশোকবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া বদনামৃতদ্বারা পাদ লেপনপূর্ব্বক পূর্ণিমার রাত্রিতে ত্রিমুণ্ডে উপবেশন করিয়া যথাশক্তি জপ করিবে। লকুচ (ডহুয়া) বৃক্ষের তলস্থিত ত্রিমুণ্ডের যে কোন এক মুণ্ডে উপবেশনপূর্ব্বক চন্দ্রবদ্‌গৌরবর্ণ মঞ্জুঘোষদেবকে চিন্তা করিতে করিতে যদি কোন জড়ধী ব্যক্তিও উক্ত মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় বক্তা হয়, ইহা বিচিত্র নহে। ৩১—৩৬। উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া কদলীবৃক্ষমূলে পুষ্পাসন রচনা করিয়া তাহার উপরে উপবেশনপূর্ব্বক পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়কালে যে ব্যক্তি মঞ্জুঘোষের পূজা করে, সেই ব্যক্তি ইহলোকে বৃহস্পতির ন্যায় অজেয় ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ৩৭। দুই হস্তে জিহ্বা মার্জ্জন পূর্ব্বক গোষ্ঠস্থানে শতসংখ্যক রাস্না পুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া যে ব্যক্তি প্রতিদিন ছয় লক্ষ মঞ্জুঘোষ-মন্ত্র জপ করে, সে ব্যক্তি ঈশ্বরকেও জয় করিতে পারে; বৃহস্পতিকে যে জয় করিবে, ইহা বিচিত্র নহে।৩৮। পূর্ণিমা তিথিতে নিশীথ-সময়ে রজকের কাষ্ঠে উপবেশন করিয়া খড়্গধারী হইয়া যে ব্যক্তি একমাস জপ করিতে পারে, তাহার মুখ হইতে অনর্গল অমৃততুল্য সুমধুর বাক্য বিনির্গত হয়।৩৯। যে ব্যক্তি করঞ্জকাষ্ঠদ্বারা

---

(১) ত্রিমুণ্ডম্যাত্রস্থিত এব (খ) পাঠঃ।

(২) লকুচ ইত্যত্র বকুল ইতি (আ॰ বি॰) পাঠঃ। প্রশস্তমুণ্ডত্রয়াণামন্যতমস্থঃ (খ টি)।

(৩) লক্ষমেকং ত্রিপক্ষমিতি (খ) পাঠঃ। মন্ত্রমেনং ত্রিপক্ষমিতি (ক) পাঠঃ। (আ॰ বি॰) পাঠশ্চ।

(৪) ভুক্তান্নশেষবদরীতরুমূলসংস্থমিতি (আ॰ বি॰) পাঠঃ। ভুক্তান্নশেষবিশিষ্টঃ সন্নিতি (খ টি)।

(৫) ভাণ্ডীরপুষ্পৈরিতি (খ টি)। (৬) বস্ত্রপরিষ্কারককাষ্ঠে (খ টি)।

নিয়তং স্থুলভাম্ ॥ ৪০ ॥ তিলতৈলেন মতিমান্ কুন্দকৈরবপুষ্পকৈঃ (১) জুহুয়াদ্‌যত্নতো মন্ত্রী সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪১ ॥ মঞ্জিষ্ঠতোয়দবচাসিতভানুমূলৈঃ, স্বীয়াঙ্গশোণিতযুতৈঃ সহকুষ্ঠকৈশ্চ (২)। কৃত্বা ললাটফলকে তিলকং জপস্থো, বিদ্যাপ্রবোধবিষয়ে নবগীষ্পতিঃ স্যাৎ ॥ ৪২ ॥ ভৈরবতন্ত্রেঽপি।—মঞ্জুঘোষাখ্যমমলং মন্ত্রমাকর্ণয় প্রিয়ে। ধনবংশপ্রদং রম্যং সার্ব্বজ্ঞ্যবাগ্মিতাপ্রদম্ ॥ ৪৩ ॥ অদোষকবিতামূলং সর্ব্বত্র (৩) প্রতিভাপ্রদম্ ॥ ৪৪ ॥ দেব্যুবাচ।—ভগবন্ গিরিজানাথ কথয়স্ব যথোচিতম্। মঞ্জুঘোষঃ স কঃ কীদৃক্ তস্যানুষ্ঠানমেব হি ॥ ৪৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ।—শ্রূয়তাং দেবি মে বাক্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। মঞ্জুঘোষস্তু যো দেবঃ সোঽহং দেবি ন সংশয়ঃ ॥ একোঽহং শঙ্করো দেবি নানামূর্ত্তিধরঃ স্বয়ম্। তস্যানুষ্ঠানমধুনা শ্রূয়তাং মম তত্ত্বতঃ ॥ ৪৭ ॥ মন্ত্রঃ ষড়ক্ষরঃ সারঃ সদ্যঃ কুমতিনাশনঃ। রসলক্ষাবধিস্তস্য জাপ্য এব সুরেপ্সিতঃ (৪) ॥ ৪৮ ॥ ত্রিপক্ষজপনাদ্দেবি বাগ্মী ভবতি মানবঃ। সুকবিত্বং ভবেত্তস্য প্রতিভা বিশ্বজিত্বরী ॥ ৪৯ ॥ মাসত্রয়ং জপেদ্ যস্তু পণ্ডিতোঽপণ্ডিতো যদি। ষণ্মাসং যস্তু জপতি

দন্তধাবন করিয়া মন্ত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি অনায়াসে বৃহস্পতির ন্যায় বাক্‌পটুতা লাভ করিতে পারে। ৪০। তিলতৈলের সহিত কুন্দপুষ্প ও কৈরবপুষ্প দ্বারা হোম করিলে সাধক সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ৪১। মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, বচ, শ্বেত-আকন্দ মূল, কুড়কাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য স্বগাত্র রুধির মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কপালে তিলকধারণপূর্ব্বক মঞ্জুঘোষের আরাধনা করিলে সে ব্যক্তি বিদ্যা-বিষয়ে নূতন বৃহস্পতিস্বরূপ হইয়া উঠে। ৪২। ভৈরবতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন, প্রিয়ে! নির্ম্মল মঞ্জুঘোষমন্ত্র শ্রবণ কর; এই মন্ত্র ধন, বংশ, সর্ব্বজ্ঞতা ও বাক্‌শক্তি প্রদান করে। এই মন্ত্রে আরাধনা করিলে নির্দ্দোষ কবিত্বশক্তি ও সর্ব্বত্র প্রতিভাবিকাশ হয়। ৪৩। ৪৪। দেবী বলিলেন, ভগবন্! গিরিজানাথ! মঞ্জুঘোষ কে ও তাঁহার আরাধনাকার্য্যই বা কি প্রকার,- তাহা আমার নিকট বলুন। ৪৫। মহাদেব বলিলেন, দেবি! আমার বাক্য শ্রবণ কর; ইহাতে কোন বিচার করিও না। হে দেবি! তুমি যে মঞ্জুঘোষদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমিই সেই মঞ্জুঘোষ; ইহাতে সংশয় নাই। ৪৬। হে দেবি! এক আমিই নানারূপ ধারণ করিয়া থাকি। আমার নিকট এক্ষণে মঞ্জুঘোষদেবের উপাসনা-প্রণালী শ্রবণ কর। ৪৭। মঞ্জুঘোষের ষড়ক্ষর মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ, এই মন্ত্রের আরাধনা করিলে সদ্যঃ কুমতি বিনাশ পায়। ছয়লক্ষ পর্য্যন্ত জপ করিলে মঞ্জুঘোষমন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। ৪৮। মানব তিনপক্ষ পর্য্যন্ত এই মন্ত্র জপ করিলে, বাক্‌শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহার উত্তম কবিত্বশক্তি ও বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার বিকাশ হয়। ৪৯। অপণ্ডিত ব্যক্তিও তিনমাস

---

(১) কুন্দকৈর্ব্বকপুষ্পকৈরিতি (খ) পাঠঃ। (২) কুড়কাষ্ঠৈঃ। তোয়দঃ (বালা), ভানুঃ (শ্বেতার্কঃ)।
(৩) অনল্প ইতি (খ) পাঠঃ। অমল ইতি (ক) পাঠঃ। (৪) ষেন ষড়্‌লক্ষপুরশ্চরণম্ (খ ঙ)।

স সর্ব্বজ্ঞঃ কুশাগ্রধীঃ ॥ ৫০ ॥ অব্দেন সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বা ভবন্তি সত্যমীশ্বরি। আহারোঽস্য নৃণাং বর্চ্চো নৈবেদ্যং চক্ষুষোর্ম্মলম্। মূত্রৈঃ পাদ্যং দদেত্তস্য গন্ধো বিট্‌খদিরোদ্ভবঃ (১)। এরণ্ডস্য চ পত্রাণি পুষ্পাণ্যেব সুনিশ্চিতম্। এরণ্ডমূলৈঃ কার্পাসবীজমর্ঘ্যং প্রচক্ষতে। তুণ্ডকীনাল(২)দানেন ভবেদাচমনীয়কম্ ॥ ৫১ ॥ ধ্যানং বক্ষ্যে মহাদেবি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্। শশধরমিব শুভ্রং খড়্গপুস্তাঙ্গ(৩)পাণিং, সুরুচিরমতিশান্তং পঞ্চচূড়ং কুমারম্। পৃথুতরবরমুখ্যং পদ্মপত্রায়তাক্ষং, কুমতিদহনদক্ষং মঞ্জুঘোষং নমামি ॥ ৫২ ॥ (৪) মন্ত্রোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি নমস্কারাপদেশতঃ। শৃণু দেবি মহাভাগে কলৌ সদ্যঃ ফলপ্রদম্ ॥ ৫৩ ॥ মন্ত্রং সর্ব্বার্থদং সারং বশীকরণরূপকম্। অমলং নির্গুণং সারং গুণিনাং সর্ব্বকামদম্। তং নমামি হিতং নাথং মঞ্জুঘোষং নমাম্যহম্ ॥ ৫৪ ॥ রবীশং পরমং সারং স্তুতং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ। রক্তং রজোগুণৈর্যুক্তং মঞ্জুঘোষং নমাম্যহম্ ॥ ৫৫ ॥ বচনেন ন জানন্তি কায়েন ন চ কোবিদাঃ।

এই মন্ত্র জপ করিলে সুপণ্ডিত হইতে পারে। যে ষণ্মাস পর্য্যন্ত এই মন্ত্র জপ করে, সে কুশাগ্রের ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধি ও সর্ব্বজ্ঞ হয়। ৫০। হে ঈশ্বরি! এক বৎসর উক্ত মঞ্জুঘোষের মন্ত্র জপ করিলে সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। এই দেবতার আহার নরবিষ্ঠা, নৈবেদ্য নেত্রমল, পাদ্য মূত্র এবং গন্ধ বিট্‌খদির। অরণ্যস্থ বৃক্ষের পত্র ও পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। এরণ্ড মূলের সহিত কার্পাসবীজদ্বারা অর্ঘ্য দিবে এবং স্বীয় বদনামৃতদ্বারা আচমনীয় প্রদান করিবে। ৫১। হে মহাদেবি! সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মঞ্জুঘোষের ধ্যান বলিব। যিনি শশধরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, খড়্গপুস্তকধারী, মনোরমদেহবিশিষ্ট ও শান্তমূর্ত্তি, যাঁহার মস্তকে পাঁচটি চূড়া, কুমার মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা যিনি বিরাজমান। যাঁহার দেহ স্থূল, চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত, যিনি সাধকের কুমতি বিনাশ করেন; সেই মঞ্জুঘোষকে আমি প্রণাম করি। ৫২। হে দেবি! হে মহাভাগে! আমি স্তবচ্ছলে মঞ্জুঘোষের মন্ত্রোদ্ধার বলিতেছি শ্রবণ কর (অর্থাৎ ৫৪ শ্লোক হইতে ৫৯ শ্লোক পর্য্যন্ত এই কয়টি স্তব শ্লোক; এই শ্লোকগুলির আদ্যাক্ষর গ্রহণ করিলে মঞ্জুঘোষের মন্ত্র হইবে)। এই মন্ত্র কলিকালে সদ্যঃ ফল প্রদান করে। ৫৩। এই মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রপ্রধান, ইহা সকল প্রকার অর্থ ও বশীকরণশক্তি প্রদান করে। যিনি নির্ম্মল, নির্গুণ, সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বগুণশালী, সর্ব্বকামপ্রদ, সাধকের হিতকারী ও জগতের আশ্রয়; সেই মঞ্জুঘোষদেবকে প্রণাম করি। ৫৪। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সারতর, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার স্তব করেন, রক্তবর্ণ ও রজোগুণ-

---

(১) বালা ইতি যস্ত খ্যাতিঃ (খ চি)। (২) ওড্রকীলাল ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। নাল ইত্যত্র লাল ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। মুখামৃতেন ইতি (খ চি)। (৩) খট্টাঙ্গ ইতি (খ) পাঠঃ।

(৪) স্তবান্তর্গতশ্লোকানামাদ্যাক্ষরেণ মন্ত্রাক্ষরং (অ, র, ব চ, ন ধী) বোধ্যম্ (খ চি)।

ত্তং শান্তং তমসা যুক্তং পীতবস্ত্রং নমাম্যহম্ ॥ ৫৬ ॥ চরণে পতিতা দেবা দৈত্যানাং জয়হেতবে। চরণে পতিতো জীবো বুদ্ধয়ে তং নমাম্যহম্ ॥ ৫৭ ॥ ন জানন্তি সুরা যস্য তত্ত্বং সত্ত্বগুণেন বৈ। হৃষ্টং সমস্তসারঞ্চ মঞ্জুঘোষং নমাম্যহম্ ॥ ৫৮ ॥ ধীশং বিশ্বেশ্বরঞ্চৈব প্রতিপত্ত্যাদিহেতুকম্। সকলং নিষ্কলঞ্চৈব তং নমামি হিতপ্রদম্ ॥ ৫৯ ॥ ঋষিঃ কণ্বো ভবেৎ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দোঽঙ্গানি ষড়ক্ষরৈঃ। দক্ষিণাং (১) শক্তিতো দদ্যাদ্ গুরুতুষ্টির্যথা ভবেৎ ॥ ৬০ ॥ গুরুসন্তোষমাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতম্। (পিতা গুরুর্ন কার্য্যো বৈ দীক্ষাকর্ম্মণি পার্ব্বতি। যাবৎ কালং সুতো দুঃখী পিতা তু নরকং ব্রজেৎ) (২)॥ ৬১ ॥ ইতি মঞ্জুঘোষমন্ত্রাঃ ॥

অথ তারিণীকল্পঃ। তারিণীতন্ত্রে।—ঈশ্বর উবাচ। শ্রূয়তাং শৈলতনয়ে জাড্যনাশকরী পরা। চতুর্ব্বর্গফলা বিদ্যা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা ॥ ৬২ ॥ বর্গাদ্যং বহ্নিসংযুক্তং বামাক্ষিপরিভূষিতম্। নাদবিন্দুসমাযুক্তং বসুসিদ্ধিপ্রদায়কম্ (৩)। পুনশ্চতুর্ম্মুখং দেবি! লকারেণ বিভূষিতম্। স্বরেণৈব চতুর্থেন চন্দ্রখণ্ডেন চ প্রিয়ে। লাঞ্ছিতং বৈ মহাবীজং

যুক্ত সেই মঞ্জুঘোষদেবকে নমস্কার করি। ৫৫। পণ্ডিতগণ বাক্য কিংবা শরীর দ্বারা যাঁহাকে জানিতে পারেন না, যিনি শান্তমূর্ত্তি, তমোগুণযুক্ত ও পীতবস্ত্রধারী, সেই মঞ্জুঘোষকে প্রণাম করি। ৫৬। দেবগণ দৈত্যদিগকে জয় করিবার জন্য যাঁহার চরণে পতিত হইয়াছিলেন এবং বৃহস্পতি বুদ্ধিলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্মে পতিত হইয়াছিলেন, সেই মঞ্জুঘোষকে প্রণাম করি। ৫৭। দেবগণ সত্ত্বগুণদ্বারা যাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন না, সর্ব্বসারভূত প্রহৃষ্ট সেই মঞ্জুঘোষকে প্রণাম করি। ৫৮। যিনি বুদ্ধির ঈশ্বর এবং বিশ্বের ঈশ্বর, প্রতিপত্তি প্রভৃতির হেতু, যিনি কলাশূন্য হইলেও কলাপূর্ণ—সেই মঞ্জুঘোষদেবকে প্রণাম করি। ৫৯। কণ্ব এই মন্ত্রের ঋষি এবং পঙ্‌ক্তি ছন্দ। মন্ত্রগত ষড়ক্ষরদ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। মঞ্জুঘোষের মন্ত্রগ্রহণ করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে যাহাতে গুরুর সন্তোষ হয় এরূপ দক্ষিণা প্রদান করিবে। ৬০। গুরুদেবের সন্তোষ হইলেই মন্ত্রসিদ্ধি হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। হে পার্ব্বতি! দীক্ষাকার্য্যে পিতাকে গুরু করিবে না। পিতাকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে পুত্র যাবজ্জীবন দুঃখ পায় এবং পিতা নরকে গমন করিয়া থাকেন। ৬১। মঞ্জুঘোষ-মন্ত্র সমাপ্ত।

অনন্তর তারিণীকল্প বলা যাইতেছে।—তারিণীতন্ত্রে শিব বলিয়াছেন, হে শৈলতনয়ে! যাহা দ্বারা জড়তানাশ, চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তি ও সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ হয়, সেই পরমা বিদ্যা বলিতেছি শ্রবণ কর। ৬২। বর্গের প্রথম বর্ণ ককারে রকার ঈকার ও

---

(১) প্রসঙ্গাদিদমুক্তং পুরশ্চরণানন্তরং মন্ত্রগ্রহণানন্তরং বা (খ চি)। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৩) বসুসিদ্ধিরষ্টসিদ্ধির্ধনসিদ্ধির্ব্বেতি (আ০ বি০)।

চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ । ততঃ কৃষ্ণপদং চোক্ত্বা ততো দেবি পদং স্মৃতম্ । হ্রীঁকারঞ্চ ততো দদ্যাৎ খপূর্ব্বমুদ্ধরেত্ততঃ । ঈকারেণ চ রেফেণ মকারেণ বিভূষিতম্ । ততো বাগ্‌ভবমুচ্চার্য্য মন্ত্রমেনং সমুদ্ধরেৎ । নবাক্ষরো মন্ত্রর্দ্দেবি তারিণ্যাঃ সমুদীরিতঃ (১) ॥ ৬৩ ॥ ইয়মেব মহাবিদ্যা স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ দুর্ল্লভা । অষ্টসিদ্ধিপ্রদা দেবি চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ॥ ৬৪ ॥ অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো মন্ত্রঃ । অনয়া সদৃশী সিদ্ধির্ন ভূতা ন ভবিষ্যতি ॥ ৬৫ ॥ যো বিদ্যাং লভতে দেবি কিং নু তস্য ন জায়তে । অচিরাল্লভতে বাণীং গদ্যপদ্যপ্রমোদিনীম্ ॥ ৬৬ ॥ জ্ঞানমাত্রেণ বিদ্যায়াঃ ক্ষিপ্রং দ্রুতকবির্ভবেৎ । বিনা ছন্দো বিনা শিক্ষাং বিনাভ্যাসেন পার্ব্বতি । বিনা জ্ঞানং বিনা যত্নং বিনালাপং কবেরপি । জিহ্বায়াং জায়তে তস্য কবিত্বং রসনির্ম্মিতম্ ॥ ৬৭ ॥

তত্র পূজাপ্রয়োগঃ ।—প্রথমং জলমাদায় (২) পাদপ্রক্ষালনং স্মৃতম্ । দ্বিরাচম্য শিখাং বদ্ধা ততো ভূমিবিশোধনম্ ॥ ৬৮ ॥ বিঘ্নাদ্যুৎসারণং কৃত্বা ততঃ পুষ্পবিশোধনম্ । করৌ সংশোধ্য দেবেশি চাস্ত্রমন্ত্রেণ তৎপরম্ ॥ ৬৯ ॥ গুরূন্ গণপতিং নত্বা ভূতশুদ্ধিং সমাচরেৎ । স্বাধিষ্ঠানে স্থিতং বীজং বাগ্‌ভবং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ । তদুদ্ভূতাগ্নিবলিভিঃ শরীরং দহ্যতে বুধৈঃ ॥ ৭০ ॥ তদ্ভস্মপুঞ্জমুৎসার্য্য হ্রীঁ সমুদ্ভূতবায়ুনা । ললাটে

চন্দ্রবিন্দু যোগে যে বীজ হয়, সেই ধনসিদ্ধিপ্রদ বীজ ; ককারে লকার ঈকার ও চন্দ্রবিন্দু যোগে যে বীজ হয়, তাহা 'কৃষ্ণদেবি' এই পদ এবং মায়াবীজ, কালীবীজ, বাগ্‌ভববীজ —এই নয় অক্ষরে তারিণীমন্ত্র। ৬৩। এই মহাবিদ্যা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে দুর্ল্লভ ; হে দেবি ! এই মন্ত্র অষ্ট ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি ও চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করে। ৬৪। এই বিদ্যার সদৃশী বিদ্যা, এই বিদ্যার তুল্য মন্ত্র এবং এই বিদ্যার আরাধনাতে যেরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। ৬৫। হে দেবি ! যে এই বিদ্যাকে লাভ করে, তাহার কি না লব্ধ হয়। সে ব্যক্তি অচিরে গদ্যপদ্যময়ী বাণী লাভ করে। ৬৬। এই বিদ্যার জ্ঞানমাত্রই সাধক শীঘ্র দ্রুত কবি হয়। হে পার্ব্বতি ! ছন্দোজ্ঞান, শিক্ষা, অভ্যাস, জ্ঞান, যত্ন ও কবির সহিত আলাপ ব্যতিরেকেও সাধকের জিহ্বায় সরস কবিত্বশক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ৬৭।

উক্ত মন্ত্রের পূজাপ্রণালী যথা,—প্রথমে জল আনিয়া পাদপ্রক্ষালন করিবে, তাহার পরে দুইবার আচমন করিয়া শিখা বন্ধনপূর্ব্বক ভূমি-শোধন করিবে। ৬৮। তাহার পরে বিঘ্নাদি নিবারণ করিয়া পুষ্প শোধন করিবে। হে দেবেশি ! ফট্ এই মন্ত্রে কর শোধনপূর্ব্বক গুরু ও গণপতিকে নমস্কার করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। যথা,—স্বাধিষ্ঠানচক্রে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বাগ্‌ভব (ঐঁ) বীজ আছে, তাহা হইতে উত্থিত অগ্নিশিখা দ্বারা

---

(১) ক্রীং ক্লীং কৃষ্ণদেবি হ্রীং ক্রীং ঐং (ক) (খ) টি। (আ০ বি০) শপূর্ব্বং ককারম্।

(২) জলমানীয় (খ) পাঠঃ।

কামবীজস্থ তদ্ভূতামৃতেন চ। তদস্থি প্লাবিতং কৃত্বা দৃঢ়ীভূতং চরেত্ততঃ। নির্লেপং নির্গুণং শুদ্ধমাত্মানং দেবতাময়ম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তং দেহং সঞ্চিন্ত্য সাধকঃ। শরীরস্য বিশোধেন প্রাণায়ামং চরেত্ততঃ ॥ ৭১ ॥ আদ্যেন মূলবীজেন (১) প্রাণায়ামত্রয়ঞ্চরেৎ। মন্ত্রন্যাসস্ততো দেবি শ্রূয়তাং মন্ত্রসিদ্ধিদঃ ॥ ৭২ ॥ শঙ্করোঽস্য (২) ঋষিঃ প্রোক্তো বৃহতীচ্ছন্দ ঈরিতম্। তারিণী দেবতা প্রোক্তা স্ত্রীঁকারং বীজমুচ্যতে। বাগ্ভবং শক্তিরিত্যুক্তমিতি ঋষ্যাদিকং ন্যসেৎ ॥ প্রয়োগঃ— শিরসি শঙ্কর-ঋষয়ে নমঃ। মুখে বৃহতীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি তারিণ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে স্ত্রীং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ বাগ্ভবশক্তয়ে নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ ক্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা কৃষ্ণদেবি মধ্যমাভ্যাং বষট্ স্ত্রীং অনামিকাভ্যাং হুং ক্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ঐং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এবং হৃদয়াদিষু। বীজেন (৩) তু ষড়ঙ্গেষু ষড়ঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭৪ ॥ ধর্ম্মাদি বিন্যসেদ্দেবি ততোঽধর্ম্মাদি বিন্যসেৎ। উপর্য্যুপরি মধ্যে চ ক্রমেণৈতান্ন্যসেত্ততঃ। কল্পবৃক্ষং (৪) সমুচ্চার্য্য মণিপীঠং ততঃ স্মরেৎ। শবমুচ্চারয়িত্বা তু তত্রোপরি কপালকম্। চতুর্দ্দিক্ষু ন্যসেদ্দেবি চিন্তামণিসমন্বিতাম্। (৫) হৃৎপদ্মাষ্টদলে তত্র চাষ্টশক্তীর্ন্যসেত্ততঃ। দুর্গা জয়া ততো মেধা বিজয়া সুপ্রভা মতা। কালী গৌরী শিবা চৈব ইত্যষ্টৌ শক্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৫ ॥ তত এব স্বদেহেষু পঞ্চযোনিং ন্যসেদ্ বুধঃ। কেশান্তে দক্ষিণে ভাগে

বুধগণ দেহদগ্ধ করিতেছেন, স্ত্রীঁ এই বীজ হইতে উৎপন্ন বায়ুদ্বারা সেই ভস্ম নিঃসারণ, ললাটস্থ ক্লীঁ এই বীজ হইতে সম্ভূত অমৃতদ্বারা সেই ভস্মাস্থি প্লাবন করিয়া দৃঢ়ীকরণ এবং সেই দৃঢ়ীকৃত অস্থি হইতে সংসারমায়াতীত, নির্গুণ শুদ্ধ দেবতাময় দেহ ভাবনা করিবে। এইরূপে স্বদেহকে সর্ব্বপাপবিহীন চিন্তা করিয়া শরীরশোধনপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবে। ৬৯—৭১। মূলমন্ত্রের আদ্যাক্ষরদ্বারা তিনবার প্রাণায়াম করিবে, হে দেবি! তাহার পরে মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদ মন্ত্রন্যাস বলিতেছি শ্রবণ কর। ৭২। শঙ্কর এই মন্ত্রের ঋষি, বৃহতী ছন্দ, তারিণী দেবতা, স্ত্রীঁ বীজ, ঐঁ শক্তি। ৭৩। অনন্তর উপরি লিখিত প্রণালীতে করাঙ্গন্যাস করিবে। ৭৪। হে দেবি! তাহার পরে ধর্ম্মাদিন্যাস ও অধর্ম্মাদিন্যাস করিবে। ক্রমশঃ এই সকল ন্যাস করিয়া চতুর্দ্দিকে ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিপীঠায় নমঃ, ওঁ কপালায় নমঃ, এইরূপে ন্যাস করিয়া মধ্যে ওঁ চিন্তামণয়ে নমঃ, এই মন্ত্রে ন্যাস করিবে। পরে হৃৎপদ্মের অষ্টদলে অষ্টশক্তির ন্যাস করিবে। দুর্গা, জয়া, মেধা, বিজয়া, প্রভা, কালী, গৌরী ও শিবা, এই অষ্টশক্তির ন্যাস করিবে। ৭৫। তাহার পরে সাধক স্বদেহে

---

(১) মায়য়েতি সম্প্রদায়ঃ (আ০ বি০) (২) শক্তিরস্য (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) ক্রীং ইতি বীজেন (খ ঙ)। মায়য়া ইতি (আ০ বি০)। (৪) ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ ইত্যাদিনা (আ০ বি০)। (৫ ওঁ চিন্তামণয়ে নমঃ ইতি (আ০ বি০)।

যোনিবীরাং (১) ন্যসেত্ততঃ। কেশান্তে বামভাগে চ যোনিবিশ্বাং ততো ন্যসেৎ। নাসামূলে চ দেবেশি যোনিরূপাং বিভাগতঃ। যোনিকামাং যোনিহারাং নেত্রয়োঃ সব্যবাময়োঃ। যোনিরূপাং ন্যসেদোষ্ঠে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে (২) মুখকোণে চ দেবেশি দক্ষবামাদিভেদতঃ। চিবুকে চ মহাদেবি বিন্যসেৎ সাধকোত্তমঃ (৩) যোনিচ্ছায়াং যোনিকামাং যোনিরূপাং (৪) ততঃ পরম্। বাহুমূলে তথা বামে হৃদি চৈব বরাননে। যোনিচিন্তাং যোনিনিত্যাং যোনিরূপাং স্মরেদ্ বুধঃ। স্তনয়োর্নাভিদেশে চ যোনিস্থানং সদা স্মরেৎ। যোনিসিদ্ধাং যোনিবিদ্ধাং যোনিরূপাং ন্যসেদ্ বুধঃ (৫)। এতাঃ স্মৃতাশ্চতুর্থ্যন্তা নমোঽন্তাশ্চ বিচক্ষণৈঃ। দেহপীঠে ততো দেবীং ধ্যায়েৎ সুস্থিরমানসঃ॥ ৭৬॥ কৃষ্ণাং লম্বোদরীং ভীমাং নাগকুণ্ডলশোভিতাম্। রক্তমুখীং (৬) ললজ্জিহ্বাং রক্তাম্বরধরাং কটৌ। পীনোন্নতস্তনীমুগ্রাং মহানাগেন বেষ্টিতাম্। শবস্থোপরি দেবেশি তস্থোপরি কপালকে। নাসাগ্রধ্যাননিরতাং মহাঘোরাং বরপ্রদাম্। চতুর্ভুজাং দীর্ঘকেশীং দক্ষিণস্থোর্দ্ধবাহুনা। বিভ্রতীং নলিনীমেকাং বামোর্দ্ধে পানপাত্রকম্। বরাভয়ধরাং দেবীমধস্তাদ্দক্ষবাময়োঃ। পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং পানপাত্রে সদাশিবে।

পঞ্চযোনিন্যাস করিবে। কেশের নিম্নে দক্ষিণভাগে ওঁ যোনিবীরায়ৈ নমঃ, বামভাগে কেশান্তে ওঁ যোনিবিশ্বায়ৈ নমঃ, নাসাযুগলে ওঁ যোনিরূপায়ৈ নমঃ, দক্ষিণ নেত্রে ওঁ যোনিকামায়ৈ নমঃ, বামনেত্রে ওঁ যোনিহারায়ৈ নমঃ, ওষ্ঠে ওঁ যোনিরূপায়ৈ নমঃ। সকল কাম ও অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত এইরূপে স্বীয়দেহে যোনিন্যাস করিবে। মুখের দক্ষিণকোণে ওঁ যোনিচ্ছায়ায়ৈ নমঃ, মুখের বামকোণে ওঁ যোনিকামায়ৈ নমঃ, চিবুকে ওঁ যোনিরূপায়ৈ নমঃ, দক্ষিণবাহুমূলে ওঁ যোনিচিন্তায়ৈ নমঃ, বামবাহুমূলে ওঁ যোনিনিত্যায়ৈ নমঃ, হৃদয়ে ওঁ যোনিরূপায়ৈ নমঃ, দক্ষিণস্তনে ওঁ যোনিসিদ্ধায়ৈ নমঃ, বামস্তনে ওঁ যোনিবিদ্ধায়ৈ নমঃ, নাভিতে ওঁ যোনিরূপায়ৈ নমঃ—এইরূপ ন্যাস করিয়া অনন্তচিত্তে দেবীর ধ্যান করিবে। ৭৬। যিনি কৃষ্ণবর্ণা, লম্বোদরী ও ভয়ঙ্করাকৃতি, যাঁহার দুই কর্ণে নাগনির্ম্মিত দুইটি কুণ্ডল শোভা পাইতেছে, বদন রক্তবর্ণ, জিহ্বা লক্লক করিতেছে, কটিতে রক্তবস্ত্রপরিধান, স্তনযুগল স্থূল ও উন্নত; যিনি উগ্ররূপা ও মহানাগদ্বারা বেষ্টিতা; শবোপরি কপালে আসীনা হইয়া যিনি নাসাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক ধ্যাননিমগ্না রহিয়াছেন, যিনি ভয়ানকবেশা ও বরপ্রদা; যাঁহার চারি হস্ত, দীর্ঘ কেশ, যিনি দক্ষিণভাগের উর্দ্ধহস্তে একটি পদ্ম,অধোহস্তে বরমুদ্রা এবং বামভাগের উর্দ্ধহস্তে পানপাত্র

---

(১) যোনিবীজং (গ) পাঠঃ। (২) সাধকঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে (খ) পাঠঃ।

(৩) ন্যসেৎ সাধকসত্তমঃ। (ক) (খ) পাঠঃ।

(৪) যোনিহারাং যোনিরূপাং যোনিকামাম্ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৫) ন্যসেত্ততঃ (ক) (খ) পাঠঃ। (আ০ বি০) পাঠশ্চ। (৬) মুক্তকেশীং (খ) পাঠঃ।

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং নিত্যাং গিরিনিবাসিনীম্। লোচনত্রয়সংযুক্তাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্। দীর্ঘনাসাং দীর্ঘজঙ্ঘাং দীর্ঘাঙ্গীং দীর্ঘজিহ্বিকাম্। চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভেদেন ত্রিলোচনসমন্বিতাং (১)শত্রুনাশকরীং দেবীং মহাভীমাং বরপ্রদাম্। ব্যাঘ্রচর্ম্মশিরোবদ্ধাং জগত্রয়বিভাবিনীম্। সাধকানাং সুখং কর্ত্রীং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করীম্। এবম্ভূতাং মহাদেবীং তারিণীং প্রণমাম্যহম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং তারাবৎ কুর্য্যাৎ ॥ ৭৭ ॥ অস্যাঃ পূজাযন্ত্রম্। যন্ত্রং নির্ম্মায় দেবেশি স্থাপয়েন্মন্ত্রমধ্যতঃ। রক্তমলয়জেনাপি বসুপত্রং (২) লিখেত্ততঃ। তদ্বাহ্যে দ্ব্যষ্টপত্রাণি লিখেৎ সাধকসত্তমঃ। বহ্নিমণ্ডলযুগ্মঞ্চ যন্ত্রমধ্যে লিখেত্ততঃ। পূর্ব্বদলে চ দেবেশি আদ্যং (৩) বীজং লিখেত্ততঃ। দ্বিতীয়ং দক্ষিণে পত্রে তৃতীয়ং পশ্চিমে দলে। উত্তরে চ দলে দেবি ফট্ বাণীঞ্চ (৪) ততো

তারিণী-যন্ত্রম্।

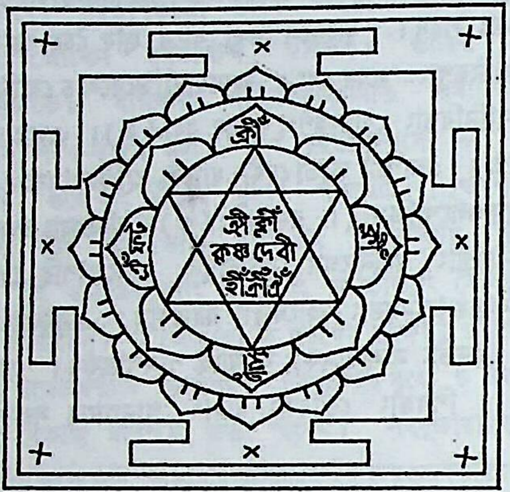

ও অধোহস্তে অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন; যিনি পানপাত্রে রক্তধারা পান করিতেছেন, যিনি নিত্যা, যিনি পর্ব্বতবাসিনী, যিনি সাধককে সকল প্রকার সিদ্ধি প্রদান করেন, যাঁহার তিনটী লোচন, ঐ লোচনত্রয় চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ, গলে নাগযজ্ঞোপবীত; নাসিকা, জঙ্ঘা, জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গ দীর্ঘ, যিনি সাধকের শত্রুবিনাশ করিয়া বর প্রদান করেন, যাঁহার শিরোদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত, যিনি ত্রিজগতের ঐশ্বর্য্যকারিণী, সাধকের সুখদায়িনী ও সর্ব্বলোকভয়ঙ্করী; সেই মহাদেবী তারিণীকে প্রণাম করি। এইরূপে ধ্যান ও মানস পূজা করিয়া তারাপূজার ন্যায় অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ৭৭। তারিণীদেবীর পূজাযন্ত্র যথা,—প্রথমতঃ যন্ত্রের মধ্যস্থলে ষট্‌কোণ মধ্যে এই দেবতার মূলমন্ত্র লিখিবে। তাহার বহির্ভাগে রক্তচন্দনদ্বারা অষ্টদলপদ্ম লিখিয়া তাহার বাহিরে ষোড়শদল পদ্ম লিখিবে, যন্ত্রমধ্যে দুইটি বহ্নিমণ্ডল অর্থাৎ ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বদলে প্রথম বীজ (ক্রীঁ), দক্ষিণপত্রে দ্বিতীয়বীজ (ক্লীঁ), পশ্চিমপত্রে

---

(১) লোচনত্রয়সংযুক্তামিতি (আ॰ বি॰) পাঠঃ। (২) রক্তচন্দনেনাপি অষ্টপত্রম (আ॰ বি॰)। (৩) আদ্যং ক্রীং, দ্বিতীয়ং ক্লীং; তৃতীয়ং হ্রীং। (৪) ফট্ ঐং।

লিখেৎ। চতুর্দ্বারসমাযুক্তমষ্টবজ্রসমন্বিতম্ ॥ ৭৮ ॥ তত্র পূর্ব্বোক্তক্রমেণ পীঠং সংপূজ্য, পূর্ব্ববদ্ধ্যাত্বা, তত্রাবাহ্য মহেশানীং যজেদ্বৈ মন্ত্রমুচ্চরন্। ষড়ঙ্গেনৈব দেবেশি পূজয়িত্বা তু পার্ব্বতীম্। ক্ষেত্রপালং ভৈরবঞ্চ গণনাথং মহান্তকম্। এতচ্চতুষ্টয়ং দেবি যজেদ্দ্বারচতুষ্টয়ে। পূর্ব্বাদ্যষ্টদলে দেবি এতাঃ সংপূজ্য সাধকঃ। অণিমানঙ্গমদনা লঘিমা মদনাতুরা। অনঙ্গকুসুমা দেবি ততোহষ্টকর্ণিকা তথা। কপালিকা চ দেবেশি ততোহষ্টযোগিনী-(১) স্তথা। তথা ষোড়শপত্রেষু পূজয়েৎ পরিচারিকাঃ। সুখদাং মোক্ষদাং তত্র ভুক্তিদাং ভোগদাং তথা। মুক্তিদাং সিদ্ধিদাং চৈব কামদাং ধনদাং তথা। ক্ষেমদাং শিবদাং চাপি বরদামাত্মদাং তথা। যোগদাং ভোগদাং দেবি ভক্তিদাং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্। অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীশ্চ পূর্ব্বদ্বারে যজেত্ততঃ। বহ্নের্দ্দশকলা দেবি দ্বারে চ দক্ষিণে তথা। পাশ্চাত্যদ্বারে দেবেশি কলাশ্চন্দ্রস্য পূজয়েৎ। উত্তরে চ তথা দেবি রবেরপি কলাস্ততঃ। ষড়ঙ্গেন যজেদ্দেবীং ততশ্চাস্ত্রাণি পূজয়েৎ। এতাস্তু দেবদেবেশি চতুর্থ্যন্তাঃ সমীরিতাঃ। নমোহন্তাশ্চ মহাদেবি প্রোক্তাঃ সকলসিদ্ধিদাঃ। পুষ্পৈর্ব্বহুবিধৈশ্চৈব রক্তচন্দনচর্চ্চিতৈঃ। রক্তপুষ্পৈর্ম্মহাদেবি নানাগন্ধসমন্বিতৈঃ। বিল্বপত্রৈস্তথা গন্ধৈর্জ্জবাপুষ্পৈ-

(হ্রীঁ) এবং উত্তরপত্রে ফট্ ঐঁ এই বীজ লিখিবে। পরে চতুর্দ্বার ও অষ্টবজ্র অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। ৭৮। উক্ত প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরে পূর্ব্বোক্তক্রমে পীঠপূজা, পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন করিয়া যথাসম্ভব উপচার দ্বারা মূল মন্ত্রে দেবীর পূজা করিবে। হে দেবেশি! পরে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া চারিদ্বারে ক্ষেত্রপাল, ভৈরব, গণনাথ ও মহান্তক, এই চারি দেবতার পূজা করিবে। পরে অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্ব প্রভৃতি আটটি দলের সাতটি দলে ওঁ অণিমায়ৈ নমঃ, ওঁ অনঙ্গমদনায়ৈ নমঃ, ওঁ লঘিমায়ৈ নমঃ, ওঁ মদনাতুরায়ৈ নমঃ, ওঁ অনঙ্গকুসুমায়ৈ নমঃ, ওঁ অষ্টকর্ণিকায়ৈ নমঃ, ওঁ কপালিকায়ৈ নমঃ, এই সাতটি দেবতার পূজা করিয়া অষ্টমদলে (ঈশানকোণে) অষ্টযোগিনীর পূজা করিবে। (অষ্টযোগিনীর নাম টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য)। অনন্তর ষোড়শদল পদ্মের পূর্ব্বাদি ষোড়শদলে ওঁ সুখদায়ৈ নমঃ, এইরূপে মোক্ষদা, ভুক্তিদা, ভোগদা, মুক্তিদা, সিদ্ধিদা, কামদা, ধনদা, ক্ষেমদা, শিবদা, বরদা, আত্মদা, যোগদা, ভোগদা, ভক্তিদা ও সর্ব্বসিদ্ধিদা, এই পরিচারিকাগণের পূজা করিবে। হে দেবি! তাহার পরে পূর্ব্বদ্বারে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, দক্ষিণদ্বারে বহ্নির দশকলা, পশ্চিমদ্বারে চন্দ্রের ষোড়শকলা এবং উত্তরদ্বারে সূর্য্যের দ্বাদশকলার পূজা করিয়া ষড়ঙ্গে দেবীর পূজা করিবে, তাহার পরে অস্ত্রপূজা করিবে। এই সকল দেবতার নামের পর চতুর্থীবিভক্তি ও তাহার পরে নমঃ এই পদ যোগ করিয়া পূজা করিবে। অনন্তর রক্ত-

---

(১) অষ্টযোগিনী—সুরসুন্দরী, মনোহরা, কনকাবতী, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী, অনুরাগিণী) (ক) টি।

র্ব্বিশেষতঃ। শ্বেতরক্তপলাশৈশ্চ করবীরৈর্ম্মরুবকৈঃ। বিল্বপুষ্পৈঃ (১) কুন্দপুষ্পৈর্লবঙ্গকুসুমৈঃ শুভৈঃ। অপরাজিতাখ্যপুষ্পৈশ্চ চম্পকৈঃ কেশরৈস্তথা। এভিঃ পুষ্পৈর্ম্মহাদেবি পূজয়েন্নিত্যতারিণীম্। মালতীবকপুষ্পৈশ্চ সদূর্ব্বৈশ্চার্চ্চয়েত্তথা (২)। কদম্বৈঃ শ্বেতকুসুমৈঃ কুঙ্কুমৈঃ (৩) কাঞ্চনৈস্তথা। এবং সংপূজয়িত্বা তু এভির্দ্রব্যৈর্ম্মহেশ্বরি। লক্ষমাত্রং জপেন্মন্ত্রং হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৭৯॥ ইতি তারিণীকল্পঃ॥

অথ সারস্বতকল্পঃ।—নারদ উবাচ। কেনোপায়েন দেবেশ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেন্নৃণাম্। বেদবিদ্যাপ্রকাশস্ত তন্মে ব্রূহি জগৎপতে॥ ৮০॥ ব্রহ্মোবাচ।—সাধু সাধু ত্বয়া পৃষ্টং লোকানাং হিতকারকম্। এতদেব পুরা পৃষ্টং কল্পাদৌ বিষ্ণবে ময়া॥ ৮১॥ ব্রহ্মশব্দস্বরূপেণ প্রসন্নেনান্তরাত্মনা। যৎ প্রোক্তং তেন মে ব্রহ্মন্ তত্তে বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥ ৮২॥ ভগবানুবাচ। (৪)—শৃণু ব্রহ্মন্ পরং গুহ্যং কল্পং সারস্বতং মম (৫)। যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জাড্যাপহরণং ভবেৎ॥ ৮৩॥ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রকাশশ্চ সর্ব্বজ্ঞো জায়তেঽচিরাৎ। অভ্যাসাচ্চ ভবেদ্ যস্য বাচশ্চিত্রা ভবন্তি হি॥ ৮৪॥ অবাপুস্ত্রিদশা ব্যাপ্তিং (৬) বাগীশত্বং

চন্দনমিশ্রিত ও নানাগন্ধযুক্ত বিবিধ রক্তপুষ্প দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। বিল্বপত্র, গন্ধ, জবাপুষ্প, শ্বেতপলাশ, রক্তপলাশ, করবী, মরুবক, বিল্বপুষ্প, কুন্দপুষ্প, লবঙ্গপুষ্প, অপরাজিতাপুষ্প, চম্পকপুষ্প, কেশরপুষ্প, এই সকল পুষ্প দ্বারা তারিণীদেবীকে পূজা করিবে। হে মহাদেবি! দূর্ব্বাযুক্ত মালতীপুষ্প ও বকপুষ্প এবং কদম্বপুষ্প, শ্বেতকুসুম, কুঙ্কুম ও কাঞ্চনপুষ্প দ্বারা তারিণীদেবীকে পূজা করিবে। হে মহেশ্বরি! এইরূপে এই সকল দ্রব্য দ্বারা পূজা করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও হবিষ্যাশী হইয়া একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। ৭৯। তারিণীকল্প সমাপ্ত।

অনন্তর সারস্বতকল্প বলা যাইতেছে।—নারদ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, হে দেবেশ! কি উপায় অবলম্বন করিলে মনুষ্যদিগের বিদ্যার উৎপত্তি হয় এবং বেদবিদ্যার প্রকাশ হয়, হে জগৎপতে! তাহা আমার নিকট বলুন। ৮০। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস! তুমি আমার নিকটে লোকের হিতার্থে যে উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিলে, তাহা আমি কল্পের আরম্ভে ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ব্রহ্মময় সকলের অন্তরাত্মা বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি যত্নপূর্ব্বক তাহা তোমাকে বলিতেছি। ৮১।৮২। ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়াছিলেন,—হে ব্রহ্মন্! অতিগুহ্য সারস্বতকল্প আমার নিকট শ্রবণ কর। এই সারস্বতকল্প জানিলেই মানুষের জড়তা বিনাশ ও সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। অচিরকালমধ্যে সাধক সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে এবং তাহার বিচিত্র

---

(১) বিল্বপত্রৈরিতি (খ) পাঠঃ। (২) সদূর্ব্বৈরর্চ্চয়েত্তথা ইতি (ক) পাঠঃ।

(৩) বকুলৈরিতি (খ) পাঠঃ। (৪) ব্রহ্মোবাচ ইতি (খ) পাঠঃ।

(৫) মম ইত্যত্র মহদিতি (খ) পাঠঃ। (৬) স্বর্গমিতি (খ) রাজ্যমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

বৃহস্পতিঃ। দ্বৈপায়নোঽপি যং জ্ঞাত্বা বেদব্যাসোঽভবন্মুনিঃ ॥ ৮৫ ॥ মন্ত্রোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি সাঙ্গাবরণপূজনৈঃ। অনন্তং বিন্দুনা যুক্তং বামগণ্ডান্তভূষিতম্ (১)। জপেদ্দ্বাদশলক্ষন্তু (২) মূকোঽপি বাক্‌পতির্ভবেৎ ॥ ৮৬ ॥ নাভৌ শুদ্ধারবিন্দঞ্চ (৩) ধ্যায়েদ্দশদলং সুধীঃ। তন্মধ্যে ভাবয়েন্মন্ত্রী মণ্ডলানাত্রয়ং (৪) চরম্। রত্নসিংহাসনং ধ্যায়েদ্বর্ণং জ্যোৎস্নাময়ং পুনঃ। তস্যোপরি পুনর্ধ্যায়েদ্দেবীং বাগীশ্বরীং ততঃ ॥ ৮৭ ॥ মুক্তাকান্তিনিভাং দেবীং জ্যোৎস্নাজালবিকাশিনীম। মুক্তাহারযুতাং শুভ্রাং শশিখণ্ডবিমণ্ডিতাম্। বিভ্রতীং দক্ষহস্তাভ্যাং ব্যাখ্যাং বর্ণস্য (৫) মালিকাম্। অমৃতেন তথা পূর্ণং ঘটং দিব্যঞ্চ পুস্তকম্। দধতীং বামহস্তাভ্যাং পীনস্তনভরান্বিতাম্। মধ্যে ক্ষীণাং তথা স্বচ্ছাং নানারত্নবিভূষিতাম্। আত্মাভেদেন (৬) ধ্যাত্বৈবং তত্তঃ সংপূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৮৮॥ আদ্যেন দীর্ঘযুক্তেন (৭) কুর্য্যাদঙ্গানি হস্তয়োঃ। হৃদয়াদৌ তথা কুর্য্যাদ্বীজেনাঙ্গক্রিয়াং

বাক্যরচনাশক্তি জন্মে। ৮৩। ৮৪। এই সারস্বতকল্পের বিজ্ঞানবলে দেবগণ সর্ব্বব্যাপকতা ও বৃহস্পতি বাগীশতা লাভ করিয়াছিলেন, দ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি হইয়াছিলেন। ৮৫। এক্ষণে এই সারস্বতকল্পের মন্ত্রোদ্ধার, অঙ্গমন্ত্র ও আবরণের সহিত পূজাবিধি বলিব। আকারে একারে সন্ধি করিয়া যে বর্ণ হইবে তাহাতে বিন্দুযোগ করিলে এই সারস্বতমন্ত্র হইবে। এই মন্ত্র দ্বাদশলক্ষ জপ করিলে মূকব্যক্তিও বাক্‌পতি হইতে পারে। ৮৬। স্বীয় নাভিদেশে দশদলপদ্ম চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল ও বহ্নিমণ্ডল এই তিন মণ্ডল চিন্তা করিবে। ঐ মণ্ডলমধ্যে জ্যোৎস্নার ন্যায় সমুজ্জ্বলবর্ণ রত্নসিংহাসন ধ্যান করিবে। তাহার উপরে বাগীশ্বরী দেবীকে চিন্তা করিবে। ৮৭। যাঁহার দেহকান্তি মুক্তার ন্যায় শুভ্র, জ্যোৎস্নার ন্যায় সমুজ্জ্বল, যিনি মুক্তাহারে বিভূষিতা, শুভ্রবর্ণা ও অর্দ্ধচন্দ্রমণ্ডিতা, যিনি দক্ষিণদিকের একহস্তে ব্যাখ্যামুদ্রা এবং অন্যহস্তে বর্ণমালা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার বামদিকের একহস্তে অমৃতপূর্ণ কুম্ভ ও অপর হস্তে পুস্তক রহিয়াছে, যাঁহার মধ্যভাগ ক্ষীণ ও পীনস্তভরে অবনত, নানারত্নাভরণে ভূষিতা সেই দেবীকে আত্মার সহিত অভেদজ্ঞানে চিন্তা করিয়া পূজা করিবে। ৮৮। আদ্যবর্ণে অকারে

---

(১) ঐং (ক) (খ) টি। অস্যার্থঃ।—অনন্ত আকারঃ স খলু বামগণ্ডস্য ইকারস্যান্তেন একারেণ ভূষিতঃ। তথাচ আ এ ইতি স্থিতে ঐকারঃ সিধ্যতি ততশ্চ বিন্দুনা যুক্তঃ কার্য্যঃ। এতাবতা বাগ্‌ভববীজমাত্রং মন্ত্র ইত্যায়াতম্ (আ০ বি০)।

(২) লক্ষাণি (ক) (খ) পাঠঃ। (৩) দ্বাদশবিন্দুন্তু (ক) (খ) পাঠঃ। কর্ণিকায়াং দ্বাদশবিন্দুযুক্তং পদ্মং ভাবয়েৎ (খ টি)। নাভৌ দ্বাদশস্বরযুক্তো বিন্দুরিত্যর্থঃ (ক) টি। (৪) সূর্য্যসোমবহ্নিমণ্ডলানি (খ টি)। (৫) বর্ণাখ্য (গ) পাঠঃ। (৬) স্বয়ং দেবতুল্য ইতি (খ টি)।

(৭) আ ইতি বীজমিতি (খ টি)। আদ্য আকারঃ তস্য দীর্ঘেণাকারাদিনা যোগ ইত্যর্থঃ। তথাচ আং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। আং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদিনা প্রয়োগঃ করন্যাসে। অঙ্গন্যাসন্তু বাগ্‌ভবেনৈব তেন ঐং হৃদয়ায় নমঃ ঐং শিরসে স্বাহা। ইত্যাদিনা প্রয়োগঃ। (আ০ বি০)

পুনঃ। ভ্রুবোর্ম্মধ্যে তথা নাভৌ গুহ্যে চ দেশিকস্তথা। ন্যসেদ্বীজং পুনর্ব্বস্তৌ (১) ব্যাপকং বিন্যসেত্ততঃ। পীঠন্যাসং তনৌ কুর্য্যাদ্দেবতাভাবসিদ্ধয়ে। মাতৃকায়াস্তু (২) যৎ প্রোক্তং পীঠমভ্যর্চ্চ্য যত্নতঃ। বর্ণাব্জেনাসনং (৩) দদ্যান্মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ আবাহ্য পূজয়েত্তস্যাং দেবীং বাগীশ্বরীং ততঃ ॥ ৮৯ ॥ অঙ্গৈঃ (৪) প্রথমাবৃত্তিঃ স্যাদ্দ্বিতীয়া শক্তিভিস্ততঃ। দলাগ্রেষু সমভ্যর্চ্চ্য ব্রহ্মাণ্যাদ্যা যথাবিধি। লোকপালা বহিঃ পূজ্যাস্তেষামস্ত্রাণি তদ্বহিঃ। এবং সংপূজয়েন্মন্ত্রী জপপূজারতঃ সদা ॥ ৯০ ॥ কবিত্বং লভতে বাগ্মী লক্ষৈর্দ্বাদশভির্ধ্রুবম্। প্রাতর্জপ্ত্বা সহস্রন্তু পিবেদ্ ব্রাহ্মীং (৫) বচান্বিতাম্। ন বিস্মরতি মেধাবী শ্রুতান্ বেদাগমানপি ॥ ৯১ ॥ কণ্ঠমাত্রোদকে স্থিত্বা ধ্যায়েন্মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে। জ্যোতিঃপুঞ্জনিভাং দেবীং পরিবারসমন্বিতাম্। বরাভয়যুতাং হস্তে মুদ্রাপুস্তকধারিণীম্। জপন্ সহস্রমানেন ষণ্মাসং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। ভীমাং সংপ্রাপ্য বাক্সিদ্ধিং কবীনামগ্রণীর্ভবেৎ ॥ ২২ ॥ অথ প্রয়োগং বক্ষ্যামি জাড্যনাশকরং পরম্।

দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদিরূপে করন্যাস করিয়া আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পরে ভ্রূমধ্যে, নাভিতে, গুহ্যদেশে ও বস্তিদেশে বীজন্যাস করিবে। তাহার পরে ব্যাপকন্যাস করিবে এবং দেবত্বসিদ্ধির নিমিত্ত স্বীয় শরীরে পীঠন্যাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত মাতৃকার পীঠপূজা করিবে। পরে "বর্ণপদ্মাসনায় নমঃ" এই বলিয়া আসন প্রদান করিয়া মূলমন্ত্রে মূর্ত্তিকল্পনা করিবে। তাহার পরে আবাহন করিয়া বাগীশ্বরী দেবীর পূজা করিবে। ৮৯। তাহার পরে 'আং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি ষড়ঙ্গমন্ত্রে প্রথম আবরণ পূজা শেষ করিয়া শক্তিবর্গদ্বারা দ্বিতীয় আবরণ পূজা করিবে। পদ্মদলের অগ্রে যথাবিধানে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তির পূজা করিবে। তাহার পরে তাহার বাহিরে লোকপালগণের, তাহার বাহিরে তাহাদিগের অস্ত্রপূজা করিবে। সাধক এইরূপে জপ-পূজারত হইয়া বাগীশ্বরীর পূজা করিবে। দ্বাদশলক্ষ মন্ত্র জপ করিলে বক্তৃতাশক্তি ও কবিত্বশক্তি লাভ করিবে। যদি প্রাতঃকালে সহস্রবার বাগীশ্বরীমন্ত্র জপ করিয়া বচের সহিত ব্রাহ্মীশাকের রস পান করে, তাহা হইলে সাধকের এইরূপ মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয় যে, বেদ ও আগম প্রভৃতি শাস্ত্র শ্রবণ করিবামাত্র কণ্ঠস্থ হইয়া যায়, কখন আর বিস্মৃত হয় না। ৯০। ৯১। জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া, পরিবারসমন্বিতা হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক বরমুদ্রা অভয়মুদ্রা ব্যাখ্যামুদ্রা ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন ; এরূপ জ্যোতিঃপুঞ্জময়ী বাগীশ্বরীদেবীর ধ্যান করত ছয়মাস পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক প্রতিদিন

---

(১) গুহ্যদেশোপরিস্থানে (খ টি)। (২) পূর্ব্বোক্তায়াঃ (খ টি)। (৩) বর্ণাব্জমাসনং (খ) (পাঠঃ) বর্ণপদ্মাসনায় নম ইতি প্রয়োগঃ (খ টি)। (৪) আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি (খ)।

(৫) ব্রাহ্মী মেধাবুদ্ধিবিবর্দ্ধকঃ শাকবিশেষঃ।

রাত্রিশেষে সমুত্থায় শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ। শুদ্ধভাবেন চাত্মানং গুরুঞ্চ পরিকল্পয়েৎ। (১) তৎপ্রভাপটলব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বং বিচিন্তয়েৎ। মূলাধারে স্থিতাং দেবীং কুণ্ডলীং পরদেবতাম্। সুপ্তাং প্রোত্থাপ্য তাং শক্ত্যা (২) ক্রমাচ্চক্রাণি (৩) ভেদয়েৎ। ততঃ পরশিবে নীত্বা সৌধীঞ্চ প্রাপয়েত্ততঃ। ঊর্দ্ধগ্রন্থিং বিনির্ভিদ্য জিত্বা দীপস্বরূপিণীম্। বীজরূপস্বশক্ত্যা তু প্রোল্লসন্তীং পরাত্মিকাম্। শব্দব্রহ্মস্বরূপাঞ্চ নিশ্চলাং (৪) চিন্তয়েত্ততঃ। তৎপ্রভাপটলব্যাপ্তং শরীরং চিন্তয়েত্ততঃ (৫)। নিত্যং সহস্রমানেন জপেৎ সংবৎসরং যদি। ততঃ সংজায়তে মন্ত্রী বাচস্পতিরিবাপরঃ ॥ ১৩ ॥ ছন্দোঽলঙ্কার-তর্কাদি-নানাশাস্ত্রার্থ-বিদ্ ভবেৎ। কবিত্বং জ্ঞানশক্ত্যা তু পাণ্ডিত্যমধিকং ভবেৎ ॥ ১৪ ॥ অথাপরং প্রবক্ষ্যামি যোগং ভুবি সুদুর্ল্লভম্। নাভিচক্রে স্থিতাং সৌম্যাং রক্তাকারাং বিচিন্তয়েৎ। ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্বাঞ্চ রক্তাভরণভূষিতাম্। পাশাঙ্কুশধরাং দিব্যাং বরাভয়যুতাং পুনঃ। দৃষ্ট্যা চামৃতবর্ষিণ্যা পূরয়ন্তীং মনোরথান্। এবং ধ্যাত্বা জপেল্লক্ষং মন্ত্রজ্ঞো বিহিতং ততঃ। হোমং কুর্য্যাত্ত্রিমধ্বক্তং রক্তোৎপলযুতৈর্দ্বিজঃ। ততঃ

সহস্র সংখ্যায় বাগীশ্বরীমন্ত্র জপ করিলে সাধক বাক্‌সিদ্ধি লাভ করিয়া কবিদিগের অগ্রগণ্য হইতে পারে। ১২। অনন্তর যাহাতে জড়তা বিনাশ পায় এরূপ সারস্বত প্রয়োগ বলিব। রাত্রিশেষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শুচি হইয়া একাগ্রচিত্তে শুদ্ধভাবে আত্মাকে গুরুরূপে পরিকল্পনা করত সমস্ত জগৎকে তাহার প্রভাজালে পরিব্যাপ্ত চিন্তা করিবে, মূলাধারস্থিতা পরদেবতাস্বরূপা নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীদেবীকে জাগরিতা করিয়া ঐ কুণ্ডলিনী শক্তি দ্বারা ক্রমশঃ মূলাধারাদি ষট্‌চক্র ভেদ করিবে, পরে ষট্‌চক্রভেদ করিয়া দেবীকে পরমশিবে উপস্থিত করিয়া সহস্রারস্থিত অমৃত প্রদান করিবে। পরে ঊর্দ্ধগ্রন্থি ভেদ করিয়া দীপস্বরূপিণী বীজরূপ স্বীয় শক্তিতে দেদীপ্যমানা শব্দব্রহ্মস্বরূপা কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে পরমশিবে নিশ্চলা চিন্তা করিবে। তাহার পরে নিজশরীরকেও সেই দেবীর দেহপ্রভায় পরিব্যাপ্ত চিন্তা করিবে। এইরূপে একবৎসরকাল প্রতিদিন পূর্ব্বোক্ত বাগীশ্বরীমন্ত্র এক হাজার করিয়া জপ করিলে সাধক দ্বিতীয় বৃহস্পতিতুল্য হইতে পারে এবং ছন্দ,অলঙ্কার ও তর্কাদি নানাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতালাভ করিতে পারে এবং জ্ঞানশক্তির সহিত কবিত্ব ও সমধিক পাণ্ডিত্যলাভ হইতে পারে। ১৩। ১৪। অনন্তর এই মন্ত্রের বিশেষ যোগ বলিব, এই যোগ পৃথিবীতে অতিদুর্ল্লভ। সৌম্যমূর্ত্তি, রক্তবর্ণা, পট্টবস্ত্রপরিধানা, রক্তাভরণে বিভূষিতা, পাশাঙ্কুশধারিণী, দিব্যরূপা, বরাভয়ধারিণী দেবী নাভিচক্রে অবস্থানপূর্ব্বক দৃষ্টিদ্বারা অমৃতবর্ষণ করত সাধকের মনোরথ পূরণ করিতেছেন;

---

(১) মন্ত্রঞ্চ পরিশোধয়েৎ ইতি (খ) পাঠঃ সর্ব্বং পূর্ব্বান্বয়ম্। (২) কুণ্ডলিন্যা।

(৩) মূলাধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরকানাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য-চক্রাণি। (৪) নিশ্চলামিত্যত্র তাং দেবীমিতি (খ) পাঠঃ। (৫) চিরমিতি (ক) পাঠঃ। শিবমিতি (খ) পাঠঃ।

সংতর্পয়েদ্দেবীং দুগ্ধযুক্তেন সর্পিষা। পায়সেন বলিং দদ্যাদ্দধিপিষ্টৈর্মধুপ্লুতৈঃ (১)। এবং কৃত্বা বিধানন্তু সাক্ষাদ্বৈশ্রবণো ভবেৎ ॥ ৯৫ ॥ সিদ্ধার্থৈস্ত্রিমধূপেতৈ (২) হুর্ত্বা জগদ্বশং নয়েৎ। পদ্মহোমেন মহতীং প্রাপ্নুয়াৎ শ্রিয়মূর্জ্জিতাম্ ॥ ৯৬ ॥ দেবীহৃদয়বিদ্যায়া নাস্তি কিঞ্চিৎ সুদুর্লভম্। স্নেহভাবেন সংপ্রোক্তং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥ ৯৭ ॥ এতত্তে কথিতং গুহ্যং বিদ্যোৎপত্তেশ্চ কারণম্। বিষ্ণুনা দত্তমস্মভ্যং ময়া তুভ্যং দ্বিজোত্তম ॥ ৯৮ ॥ সিদ্ধমন্ত্রো যদা মন্ত্রী বালীশস্যাপি মূর্দ্ধনি। হস্তং দত্ত্বাদিশেৎ সোঽপি সৌধীং বাচমনর্গলাম্। গদ্যপদ্যময়ীং ব্রাহ্মীং সিদ্ধবিদ্যাপ্রসাদতঃ ॥ ৯৯ ॥ ইতি স্বায়ম্ভুবমাতৃকাতন্ত্রে সারস্বতঃ পটলঃ ॥

অথ কাত্যায়নীকল্পঃ। ভগবানুবাচ। অতিগুহ্যতরং (৩) মন্ত্রং পৃষ্টবত্যসি পার্ব্বতি। ভক্তিভাবেন তে দেবি কথয়ামি শুচিস্মিতে ॥১০০॥ প্রসন্নতাং যদা যাতি দেবী কাত্যায়নী তদা। কবিতামতুলৈশ্বর্য্যং দদাতি পদমুত্তমম্ ॥ ১ ॥ স্ত্রীণামাকর্ষণঞ্চৈব মারণোচ্চাটনে

এইরূপ চিন্তা করিয়া সাধক একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। পরে ঘৃত মধু শর্করাযুক্ত রক্তোৎপল দ্বারা হোম করিবে। তাহার পরে দুগ্ধযুক্ত ঘৃতদ্বারা দেবীর তর্পণ করিবে। অনন্তর মধুযুক্ত দধি, পিষ্টক ও পায়স বলি প্রদান করিবে। এই বিধানানুসারে আরাধনা করিলে সাধক সাক্ষাৎ কুবেরতুল্য হইতে পারে। ৯৫। এই মন্ত্র জপ করিয়া ঘৃত মধু শর্করাযুক্ত শ্বেতসর্ষপ দ্বারা হোম করিয়া ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়। পদ্মদ্বারা হোম করিলে মহতী সম্পত্তি লাভ হয়। ৯৬। এই বিদ্যার আরাধনা করিলে ত্রিভুবনে কিছুই দুর্লভ থাকে না। নারদ! স্নেহবশতঃ এই গোপনীয়া বিদ্যা তোমার নিকট বলিলাম, এই বিদ্যা যে কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবে না। ৯৭। এই বিদ্যার উৎপত্তির হেতু তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম, ইহা গোপনীয়। হে দ্বিজবর! বিষ্ণু আমাকে এই মন্ত্র দিয়াছিলেন, আমি তোমাকে দিলাম। ৯৮। যদি কোন ব্যক্তি এই মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া মূর্খ ব্যক্তির মস্তকে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক আদেশ করে, তাহা হইলে সেই মূর্খ ব্যক্তিও সিদ্ধবিদ্যা প্রসাদে পণ্ডিতের ন্যায় অনর্গল সুধাময়ী গদ্যপদ্যময়ী ভাষা বলিতে সমর্থ হয়। ৯৯। সারস্বতকল্প সমাপ্ত।

অনন্তর কাত্যায়নীকল্প কথিত হইতেছে।—ভগবান্ বলিলেন, পার্ব্বতি! তুমি আমাকে অতি গোপনীয় মন্ত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছ। হে মধুরহাসিনী দেবি! আমি তোমার ভক্তিভাবে বাধ্য হইয়া এই মন্ত্র বলিতেছি। ১০০।

কাত্যায়নী দেবী যখন প্রসন্না হন, তখন তিনি সাধককে কবিত্বশক্তি অতুল ঐশ্বর্য্য ও উত্তমপদ প্রদান করিয়া থাকেন। ১। হে প্রিয়ে! এই মন্ত্রের সাধন-

---

(১) দধিপিষ্টমধুপ্লুতৈরিতি (আ॰ বি॰) পাঠঃ।

(২) ত্রিমধুরোপেতৈরিতি (খ)। (৩) তমমিতি (ক) (খ)।

রিপোঃ। নৃপাণাং বশ্যতা চৈব জায়তে চ তথা প্রিয়ে ॥ ২ ॥ কথয়ামি তথা সর্ব্বং ভক্ত্যাকলয় মদ্বচঃ। আদৌ শৃণু মহামন্ত্রং বাগ্‌ভবাদি-নমোঽন্তকম্। বহ্ন্যাসনং শিবং বাস্তং বিন্দুশান্তিবিভূষিতম্। চকারং বিন্দুনা যুক্তং চতুর্দ্দশস্বরান্বিতম্। ঙেযুতা চণ্ডিকা চৈব মন্ত্রঃ প্রোক্তো দশাক্ষরঃ ॥ ৩ ॥ (১) চিন্তামণিরিতি খ্যাতো ময়াদ্যাপি (২) বিচিন্ত্যতে। দেবতা চণ্ডিকা ছন্দো গায়ত্রী কপিলো মুনিঃ। লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াত্ততঃ। মাতৃকোক্তে যজেৎ পীঠে বীজেনাঙ্গক্রিয়া মতা ॥ ৪ ॥ আদাবঙ্গানি সংপূজ্য শস্ত্রপূজা ততঃ পরম্। লোকপালাস্ততঃ পূজ্যাস্তেষামস্ত্রাণি তদ্বহিঃ। ডাকিনী যোগিনী চৈব খেচরী শাকিনী তথা। দিক্ষু পূজ্যা ইমা দেব্যঃ সুসিদ্ধাঃ ফলদায়িকাঃ (৩) ॥ ৫ ॥ ততো ধ্যানম্।—সব্যপাদসরোজেনালঙ্কৃতোরুমৃগাধিপাম্। বামপাদাগ্রদলিতমহিষাসুরনির্ভরাম্। সুপ্রসন্নাং সুবদনাং চারুনেত্রত্রয়ান্বিতাম্। হারনূপুরকেয়ূরজটামুকুটমণ্ডিতাম্। বিচিত্রপট্টবসনামর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতাম্। খড়্গখেটকবজ্রাণি ত্রিশূলং বিশিখং তথা। ধারয়ন্তীং ধনুঃ পাশং শঙ্খং ঘণ্টাং সরোরুহম্ (৪)। বাহুভির্ললিতৈর্দ্দেবীং কোটিচন্দ্র-

---

বলে স্ত্রীলোককে আকর্ষণ, শত্রুকে মারণ ও উচ্চাটন এবং রাজাকে বশীকরণ করিতে পারা যায়। ২। আমি তোমার নিকট সমস্ত বলিতেছি, তুমি ভক্তিপূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। প্রথমে এই দেবীর মহামন্ত্র শ্রবণ কর। এই মন্ত্রের আদিতে বাগ্বীজ, অন্তে নমঃ, মধ্যস্থলে রকারযুক্ত হকার ও রকারযুক্ত শকারে ঈকার ও বিন্দুযোগে যে দুই বীজ হয় সেই দুই বীজ, চকারে ঔকার ও বিন্দুযোগে যে বীজ হয় তাহা এবং চতুর্থীর এক বচনান্ত চণ্ডিকা পদ। এই দশাক্ষর মন্ত্রকে চিন্তামণি বলা যায়। আমি অদ্যাপি এই মন্ত্র জপ করিয়া থাকি। এই মন্ত্রের দেবতা চণ্ডিকা দেবী, ছন্দ গায়ত্রী এবং ঋষি কপিল। পুরশ্চরণে এই মন্ত্র এক লক্ষ জপ ও দশ হাজার হোম করিবে। মাতৃকাযন্ত্রে এই দেবতার পূজা করিবে। মূলবীজে এই দেবতার করাঙ্গন্যাস করিবে। ৪। অঙ্গপূজা করিয়া দেবীর অস্ত্রপূজা করিবে। তাহার পরে লোকপালগণের পূজা করিয়া তাহার বাহিরে তাঁহাদিগের অস্ত্রপূজা করিবে। পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে ডাকিনী, যোগিনী খেচরী ও শাকিনী, এই দেবীগণের পূজা করিবে। এই দেবীগণও সুসিদ্ধ হইলে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ৫। তাহার পরে কাত্যায়নী দেবীর ধ্যান করিবে। যথা,—যিনি দক্ষিণপাদ-পদ্ম দ্বারা বিশাল মৃগরাজকে অলঙ্কৃত করিয়া বামপদের অগ্র দ্বারা মহিষাসুরকে বিদলিত করিতেছেন; যাঁহার সুন্দর বদন সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন, মনোহর তিনটি নেত্র হার, নূপুর, কেয়ূর, জটা, মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কারে যিনি বিভূষিতা, যাঁহার পরিধানে বিচিত্র পট্টবস্ত্র ও কপালে অর্দ্ধচন্দ্র; সুকোমল দশ বাহু দ্বারা যিনি খড়্গ,

---

(১) বিশেষণত্রয়ঃ শিববাস্তয়োরন্বিতং অথাচ ঐং হ্রীং ক্লীং চৌং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ইতি মন্ত্রঃ (আ০ বি০)। (২) মায়াদ্যাপি ইতি (আ০ বি০) পুস্তকে কৃতঃ পাঠঃ। (৩) সুসিদ্ধিফলদায়িকাঃ (খ) পাঠঃ। সুসিদ্ধফলদায়িকাঃ (ক) পাঠঃ। (৪) এতেন দশবাহুযুতায় (খ টি)।

সমপ্রভাম্। সমাবৃতৈর্দিবিষদৈর্দ্দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ। স্তূয়মানাং মোদমানৈর্লোকপালাদিভিঃ সদা॥ এবং সংচিন্তয়েদ্দেবীং জায়তে নরপুঙ্গবঃ॥ ৬॥ ক্ষত্রিয়েষু যথা রামো দেবেষু চ পুরন্দরঃ। ভুজঙ্গেষু যথা তার্ক্ষ্যঃ ক্রূরকার্য্যে যথা শনিঃ॥ ৭॥ শকুন্তেষু যথা শ্যেনো মন্ত্রজ্ঞো বলবাংস্তথা। ইদন্তে পরমং গুহ্যং সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া॥ ৮॥ ইদানীং জপহোমানাং বিধানঞ্চ শৃণু প্রিয়ে। মন্ত্রোহয়ং চিন্ত্যতে দেবি সভায়াং পুরতো যদি। কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশো দৃশ্যতে বাদিভিস্তথা। পলায়ন্তে মহাদেবি সাধ্বসেন ক্ষণাত্ততঃ॥ ৯॥ ইষে মাস্যসিতে পক্ষে নবম্যামারভেজ্জপম্। সহস্রং প্রত্যহং কৃত্বা সংপ্রাপ্য নবমীং সিতাম্। বিজয়ং খড়্গামাদায় পূজয়িত্বা যথাবিধি। অর্দ্ধরাত্রে বলিং দত্বা প্রাতর্যাত্রাং সমাচরেৎ। রণভূমিং সমাসাদ্য সহস্রং প্রজপেন্মনুম্। তং দৃষ্ট্বা পুরুষং দেবি হৃৎক্ষোভো জায়তে রিপোঃ॥ ১০॥ সদূতং যমমায়াতং মন্যমানা নরাধিপাঃ। পলায়ন্তে মহাদেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১১॥ (১) শুক্লাম্বরধরো মৌনী ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ। শুক্লবর্ণাং মহাদেবীং ধ্যাত্বা শুক্লবিভূষণাম্। সহস্রং

খেটক, বজ্র, ত্রিশূল, বাণ, ধনুঃ, পাশ, শঙ্খ, ঘণ্টা ও পদ্ম, এই দশবিধ অস্ত্র ধারণ করিতেছেন; কোটি চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার দেহপ্রভা; ইন্দ্রাদি দেবগণ আকাশে অবস্থান করত যাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে সর্ব্বদা স্তব করিতেছেন। এইরূপে সেই দেবীকে চিন্তা করিবে। যেমন রাজন্যবর্গের মধ্যে রামচন্দ্র, অমরগণের মধ্যে পুরন্দর ভুজঙ্গগণ-সমীপে গরুড়, ক্রূরকার্য্যবিষয়ে শনিগ্রহ ও পক্ষিগণের মধ্যে শ্যেনপক্ষী শ্রেষ্ঠ ও বলবান্; সেইরূপ কাত্যায়নী মন্ত্রের সাধক ব্যক্তি সকল মনুষ্যের মধ্যে প্রধান ও বলবান্ হইয়া থাকে। ৬—৭। এই পরম গুহ্যমন্ত্র ও সাধন-প্রণালী সংক্ষেপে বলিলাম। প্রিয়ে! এক্ষণে জপহোমাদি বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাদেবি! যে ব্যক্তি সভাতে এই কাত্যায়নীমন্ত্র জপ করে, প্রতিপক্ষগণ তাঁহাকে কোটিসূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী দর্শন করিয়া ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সভার সেই স্থান হইতে পলায়ন করে। ৮। ৯। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথিতে মন্ত্র জপ আরম্ভ করিবে। প্রত্যহ এক হাজার করিয়া মন্ত্র জপ করিয়া শুক্লা নবমী তিথিতে যথা বিধানে পূজা করত বিজয় খড়্গ লাভ করিয়া অর্দ্ধরাত্রে বলি প্রদানপূর্ব্বক প্রাতঃকালে যুদ্ধ যাত্রা করিবে এবং রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উক্ত কাত্যায়নীমন্ত্র একসহস্রবার জপ করিবে। এইরূপ করিলে তাঁহাকে দেখিবামাত্র শত্রুবর্গের হৃদয়ে ক্ষোভ উপস্থিত হয়। ১০। হে মহাদেবি! তখন তাহাকে দর্শন করিলে রাজারাও দূতবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া যম আসিতেছেন এই মনে করিয়া ভয়ে পলায়ন করে। ১১। সাধক শুক্লবর্ণ বস্ত্রপরিধান করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর ন্যায় সংযতচিত্ত হইয়া শুক্লবর্ণ শুক্লবিভূষণা মহাদেবীকে ধ্যান করিয়া একমাস

---

(১) প্রকারান্তরমাহ (খ পুঁ)।

মাসমেকন্তু জপেন্নিত্যং যথাবিধি। মালতীবকুলৈঃ কুন্দের্ম্মন্ত্রী মধুরসংযুতৈঃ। সহস্রত্রিতয়ং হুত্বা বাগীশো জায়তেহচিরাৎ ॥ ১২ ॥ হেলয়া কবিতাং দেবি বিশদাং কুরুতে দ্রুতম্। জপং বা কুরুতে নিত্যং শতশো বৎসরাবধি। বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং কার্ত্তিকেয়পরাক্রমম্ (১)। দুর্ভগা চ ভবেৎ পত্যুঃ সুভগাতিমনোরমা ॥ ১৩ ॥ রূপং বিচিন্ত্য পূর্ব্বোক্তং লক্ষং জপ্ত্বাযুতং ততঃ। নীলোৎপলৈঃ সরোজৈর্ব্বা হুত্বা বৈশ্রবণায়তে ॥ ১৪ ॥ ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। রক্তবর্ত্তুলভীমাক্ষীং জিহ্বয়া লোলয়াসুরান্। চর্ব্বয়ন্তীং মহাকালীং কালরাত্রিমিবাপরাম্। ক্ষোভয়ন্তীং জগৎ সর্ব্বং সসুরাসুরপর্ব্বতম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা জপেদ্দেবি শ্মশানে বা চতুষ্পথে। সপ্তাহং ত্রিশতং কৃত্বা ব্রতস্থঃ স্থিরমানসঃ। জপেৎ যো নিয়তং দেবি স রিপূন্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১৫ ॥ অনেনৈব বিধানেন বলিং দদ্যাচ্চতুষ্পথে। দগ্ধমৎস্যং সরক্তান্নং পিণ্ডীকৃত্য সমাহিতঃ। আমমাংসং হরিদ্রাক্তং যং (২) বিচিন্ত্য প্রদাপয়েৎ। সপ্তাহাল্লভতে শত্রুর্যমসদ্ম ন সংশয়ঃ। হরির্ব্বা শঙ্করো বাপি ন শক্তো রক্ষিতুং ক্বচিৎ ॥ ১৬ ॥ বলিমন্ত্রস্তু।—উমাবীজযুগঞ্চাদৌ

পর্য্যন্ত প্রতিদিন একসহস্র জপ করিবে। পরে মালতীকুসুম কিংবা কুন্দপুষ্পদ্বারা ত্রিমধু (ঘৃত, মধু শর্করা) সহযোগে তিনসহস্র হোম করিলে সাধক অচির কালমধ্যে বাগীশ্বর হইয়া উঠে। ১২। তখন সেই ব্যক্তি অবলীলাক্রমে দ্রুত বিশদ কবিতা-রচনা করিতে সমর্থ হয়। এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন একশত করিয়া জপ করিলে বন্ধ্যানারী কার্ত্তিকেয়তুল্য পরাক্রমশালী পুত্র লাভ করিতে পারে এবং দুর্ভগা কামিনী পতির নিকটে সুভগা হইয়া তাহার প্রণয়ভাজন হইয়া থাকে। ১৩। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে দেবীর রূপ চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্বকথিত মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিয়া নীলোৎপল অথবা পদ্মদ্বারা অযুত হোম করিলে সেই ব্যক্তি কুবেরের ন্যায় ধনশালী হইয়া থাকে। ১৪। যিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া মুণ্ডমালা দ্বারা বিভূষিতা হইয়া আছেন, যাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, বর্ত্তুলাকার ও ভয়ঙ্কর; যিনি মহাকালীরূপে লোলজিহ্বাদ্বারা অসুরগণকে চর্ব্বণ করিতেছেন, যিনি দ্বিতীয়া কালরাত্রির ন্যায় দেবদৈত্য ও পর্ব্বতসহ সমস্ত ত্রিভুবন বিক্ষোভিত করিতেছেন সেই কাত্যায়নী দেবীকে সাধক এইরূপে ধ্যান করিয়া শ্মশানে অথবা চতুষ্পথে উপবেশনপূর্ব্বক ব্রতাবলম্বী হইয়া স্থিরচিত্তে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন তিনশত মন্ত্র জপ করিবে। হে দেবি! এইরূপে নিয়ত জপ করিলে সে ব্যক্তি নিশ্চয় শত্রুবর্গ বিনাশ করিতে পারিবে। ১৫। তাহার পর নিম্নলিখিত প্রকারে চতুষ্পথমধ্যে বলি প্রদান করিবে। সাধক একাগ্রচিত্তে দগ্ধমৎস্য ও রক্তের সহিত অন্ন পিণ্ডাকার করিয়া তাহার সহিত হরিদ্রাক্ত আমমাংস যোগ করিয়া যে শত্রুকে চিন্তা করিয়া বলিপ্রদান করিবে, তাহার সেই শত্রু সপ্তাহ মধ্যে যমসদনে

---

(১) কার্ত্তিকেয়মিবাপরং (খ) পাঠঃ। (২) যং শত্রুমিত্যর্থঃ।

চামুণ্ডাবীজযুগ্মকম্। কালি কালি পদে চোক্তা খাদয়দ্বিতয়ং ততঃ। বশীকুরু মহাসত্ত্বানাদিদ্বন্দ্বং পুনর্ব্বদেৎ। বহ্নিজায়াং ততঃ প্রোক্তা বলিমন্ত্রঃ শুভাবহঃ। (১) উমাবীজং হৃল্লেখাবীজং (চামুণ্ডাবীজং শ্যামাবীজম্) (২) ॥ ১৭ ॥ এণাজিনং (৩) পরিধায় উপবিশ্য নিজাঙ্গনে। আত্মানং ঘোররূপঞ্চ চিন্তয়িত্বা সমাহিতঃ। অঙ্গারকদিনে চৈব নিন্দিতাসু তিথিষ্বপি। পূজিতং খড়্গমাদায় নিশীথে বলিমাহরেৎ। প্রহারশোণিতঞ্চাস্য দদ্যাদ্দেব্যৈ যথাবিধি। অচ্ছেদ্যাভেদ্যকায়ঃ স্যাৎ রিপূণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ মন্ত্রান্তরং,—মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য রমাবীজং ততঃ পরং। কাত্যায়নীপদং ঙেন্তং বহ্নের্ভার্য্যা ততঃ পরম্। অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা সর্ব্বকামফলপ্রদা (৪)। ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববচ্চ সমাচরেৎ ॥ ১৯ ॥ ইতি কাত্যায়নীকল্পঃ ॥

অথ দুর্গামন্ত্রাঃ। বিশ্বসারে।—অথ দুর্গামনুং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব কমলাননে। যস্যাঃ প্রসাদমাত্রেণ ভবেদ্ গঙ্গাধরঃ স্বয়ম্ ॥ ২০ ॥ থান্তবীজং সমুদ্ধৃত্য বামকর্ণাভিভূষিতম্। ইন্দুবিন্দুসমাযুক্তং বীজং (৫) পরমদুর্ল্লভম্। চতুর্ব্বর্গপ্রদং সাক্ষান্মহাপাতকনাশনম্।

গমন করিবে সন্দেহ নাই। তাহাকে হরি কিংবা হর কেহই কোথাও রক্ষা করিতে পারেন না। ১৬। বলিপ্রদানের মন্ত্র যথা,—দুইটি মায়াবীজ, দুইটি কালীবীজ, 'কালি কালি' এই দুই পদ, দুইটি খাদয়পদ 'বশীকুরু মহাসত্ত্বান্' এই দুই পদ, প্রথম দুইটি বীজ, তাহার পরে 'স্বাহা' ইহা বলিমন্ত্র এই মন্ত্রে বলিপ্রদান করিলে শুভ হয়। ১৭। মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া নিজ চত্বরে উপবেশনপূর্ব্বক আপনাকে ঘোররূপ চিন্তা করিয়া মঙ্গলবারে ও নিন্দিত তিথিতে দেবীর পূজিত খড়্গদ্বারা অর্দ্ধরাত্রি সময়ে দেবীকে বলিপ্রদান করিবে, ছিন্ন বলির রক্ত দেবীকে যথানিয়মে প্রদান করিবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি শত্রুর নিকট অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। ১৮। কাত্যায়নী দেবীর অন্য মন্ত্র যথা,—মায়াবীজ, শ্রীবীজ, চতুর্থীর একবচনান্ত কাত্যায়নী শব্দ এবং স্বাহা। এই অষ্টাক্ষরমন্ত্র সাধকের সকল প্রকার কামনা পূরণ করে। এই মন্ত্রের ধ্যান-পূজাদি সমস্তই পূর্ব্বোক্ত-নিয়মে করিবে। ১৯। কাত্যায়নীকল্প সমাপ্ত।

অনন্তর দুর্গামন্ত্র বলা যাইতেছে।—বিশ্বসারতন্ত্রে বলিয়াছেন,—হে কমলাননে! অতঃপর আমি দুর্গামন্ত্র বলিব,শ্রবণ কর। এই দুর্গামন্ত্রের প্রভাবে সাধক স্বয়ং গঙ্গাধর হইতে পারে। ২০। থকারের পরবর্ত্তী বর্ণ দকারে উকার ও বিন্দুসংযোগে যে বীজ হয়, ইহা পরম দুর্ল্লভ। এই মন্ত্রে আরাধনা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভ এবং

---

(১) হ্রীং হ্রীং ক্রাং ক্রীং-কালি কালি খাদয় খাদয় বশীকুরু মহাসত্ত্বান্ হ্রীং হ্রীং স্বাহা (খ টি) (ক) পুস্তকটিপ্পন্যাং ক্রীং ক্রীমিত্যত্র চোং চোং ইতি পাঠঃ।

(২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৩) মৃগচর্ম্ম। (৪) হ্রীং শ্রীং কাত্যায়ন্যৈ স্বাহা (ক) টি। (৫) দুং (ক) (খ) টি।

একাক্ষরীসমা নাস্তি বিদ্যা ত্রিভুবনে প্রিয়ে ॥ ২১ ॥ বিনা গন্ধৈর্ব্বিনা পুষ্পৈর্বিনা হোমপুরঃসরৈঃ। বিনায়াসৈর্ম্মহাদেবি জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা ॥ ২২ ॥ মন্ত্রস্যাস্য ঋষির্দ্দেবি নারদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দ আখ্যাতং জগদ্ধাত্রী (১) চ দেবতা। চতুর্ব্বর্গপ্রদা দুর্গা সর্ব্বমন্ত্রেষু (২) সংস্থিতা ॥ ২৩ ॥ বিবিধা সা মহাবিদ্যা তচ্ছৃণুষ্ব গণেশ্বরি। কূর্চ্চাদ্যাং (৩) বা জপেদ্বিদ্যাং তদন্তে বহ্নিসুন্দরীম্। লজ্জাদ্যাং (৪) বা জপেদ্বিদ্যাং ফড়ন্তাং বা জপেৎ সুধীঃ। বধূবীজযুতাং (৫) বাপি স্বাহান্তাং বা জপেৎ পুনঃ। লক্ষ্যাদ্যাং (৬) বা জপেদ্বিদ্যাং চতুর্ব্বর্গফলাপ্তয়ে। বাগ্‌ভবাদ্যাং (৭) জপেদ্বাপি প্রণবাদ্যাং (৮) জপেৎ পুনঃ। কামবীজাদিকাং (৯) বাপি ফড়ন্তাং বা জপেৎ সুধীঃ। ত্র্যক্ষরী বিবিধা বিদ্যা কথিতা ব্রহ্মণা পুরা (১০) ॥ ২৪ ॥ দীর্ঘস্বরসমাযুক্তনিজবীজানি পার্ব্বতি।

মহাপাতক বিনাশ হয়। ত্রিভুবনে এই একাক্ষরী তুল্য বিদ্যা আর নাই। ২১। হে মহাদেবি! গন্ধ, পুষ্প ও হোম ব্যতিরেকে কেবল জপ করিলে অনায়াসে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। ২২। দেবি! নারদ এই মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ এবং জগদ্ধাত্রী দুর্গা ইহার দেবতা, ইনি সর্ব্বান্তর্যামিনী ও চতুর্ব্বর্গফলদায়িনী। ২৩। হে গণেশ্বরি, চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী দুর্গার ঐ একাক্ষর মন্ত্র সকল বীজে অবস্থিত। সুতরাং উহা দ্ব্যক্ষর ত্র্যক্ষর ও চতুরক্ষর হইতে পারে। ঐ একাক্ষর মন্ত্রের পূর্ব্বে কূর্চ্চবীজ যোগ করিয়া জপ করিবে এবং উহার অন্তে স্বাহা যোগ করিয়া জপ করিবে। অথবা আদিতে মায়াবীজ যোগ করিয়া জপ করিবে এবং উহার অন্তে ফট্ যোগ করিয়া জপ করিবে। অগ্রে বধূবীজ যোগ করিয়া ঐ মন্ত্র জপ করিবে অথবা ঐ বধূবীজযুক্ত একাক্ষর মন্ত্রের অন্তে স্বাহা যোগ করিয়া জপ করিবে। ঐ একাক্ষর মন্ত্রের আদিতে শ্রীবীজ যোগ করিয়া চতুর্ব্বর্গলাভের নিমিত্ত জপ করিবে, অথবা উহার আদিতে বাগ্বীজযোগে এক মন্ত্র এবং প্রণবযোগে ও কামবীজযোগে এক এক দ্ব্যক্ষর মন্ত্র হইবে। কামবীজাদি মন্ত্রের অন্তে ফট্ যোগ করিয়া এক মন্ত্র হইবে। পুরাকালে ব্রহ্মা দকার ঊকার ও অনুস্বাররূপ ত্র্যক্ষরময় মূলমন্ত্রকে বিবিধ প্রকার বলিয়াছেন। হে পার্ব্বতি, ঐ মূলমন্ত্রে দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া নিজ হৃদয়াদি অঙ্গে ন্যাস করিবে। ২৪। যথা,—দাং হৃদয়ায় নমঃ, দীং শিরসে স্বাহা, দূং

---

(১) দুর্গা (৭ টি)। (২) সা একাক্ষরী মহাবিদ্যা সর্ব্বমন্ত্রেষু সর্ব্ববীজেষু সংস্থিতা সতী ত্রিবিধা দ্ব্যক্ষর-ত্র্যক্ষর-চতুরক্ষর-প্রকারভেদেন ত্রিপ্রকারা ভবতীত্যর্থঃ (ক) টি

(৩) হূং দূং স্বাহা হূং দূং ফট্। (৪) হ্রীং দূং হ্রীং দূং ফট্, হ্রীং দূং স্বাহা। (৫) স্ত্রীং দূং স্ত্রীং দূং ফট্, স্ত্রীং দূং স্বাহা। (৬) শ্রীং দূং শ্রীং দূং ফট্, শ্রীং দূং স্বাহা। (৭) ঐং দূং ঐং দূং ফট্, ঐং দূং স্বাহা। (৮) ওঁ দূং ওঁ দূং ফট্, ওঁ দূং স্বাহা। (৯) ক্লীং দূং ক্লীং দূং ফট্, ক্লীং দূং স্বাহা।

(১০) অস্যার্থঃ। কূর্চ্চাদ্যামিতি বিদ্যামেকাক্ষরীযুক্তবিদ্যাং, তেনায়ং দ্ব্যক্ষরো মন্ত্রঃ। তদন্তে কূর্চ্চাদি-মূল-বিদ্যান্তে বহ্নিসুন্দরী। অত্রাপি বাকারোহনুস্বরঞ্চনীয়ঃ সর্ব্বত্র তথা দর্শনাৎ। ন চ তদন্তে একাক্ষরী বিদ্যান্তে যৎ ত্র্যক্ষরো মন্ত্র ইতি বাচ্যং তথা সতি বধূবীজযুতাং বাপি স্বাহান্তাং বা জপেৎ

বিন্যসেদাত্মনো দেহে হৃদয়াদিষু পূর্ব্ববৎ। পূর্ব্ববন্ন্যাসবর্গস্তু পূর্ব্ববৎ কর্ম্ম চাচরেৎ। কালীবদাচরেদ্বিদ্যাং জপেদ্বিদ্যামহর্নিশম্ ॥ ২৫ ॥ লক্ষৈর্দ্বাদশকৈর্দ্দেবি পুরশ্চরণমীরিতম্। যথাস্থানে যথাকালে যথাচারবিধানতঃ। প্রজপেৎ পরয়া ভক্ত্যা দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ২৬ ॥ মৎস্যমাংসৈঃ সূপপূপৈর্ম্মৃগৈঃ শশক-শল্লকৈঃ। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দুর্গাং দুর্গতিহারিণীম্ ॥ ২৭ ॥ স্বয়ম্ভুকুসুমৈঃ (১) শুক্রৈঃ সুগন্ধিকুসুমান্বিতৈঃ। জবাযাবক-(২) সিন্দূরৈ রক্তচন্দনসংযুতৈঃ। নানামাংসৈর্নানাদ্রব্যৈঃ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ২৮ ॥ কাকৈঃ শুকৈশ্চ মহিষৈশ্ছাগৈর্মেষৈর্নরৈস্তথা। গজৈরুষ্ট্রৈঃ খরৈর্গৃধ্রৈঃ পূজয়েদ্-বিধিনামুনা। তদা ভবেন্মহাসিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৯ ॥ ধ্যানন্তু।—সিংহ-

---

শিখায়ৈ বষট্, দৈং কবচায় হুং, দৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে দাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে স্বীয় দেহে করাঙ্গন্যাস করিয়া সামান্য বিধির লিখিত নিয়মে অন্যান্য ন্যাস করিবে। কালীপূজা-পদ্ধতির লিখিত প্রণালী অনুসারে সমস্ত পূজাদি কার্য্য করিয়া দিবা ও রাত্রিতে এই মন্ত্র জপ করিবে। ২৫। হে দেবি, এই মন্ত্র দ্বাদশলক্ষ জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়। উপযুক্ত স্থানে বিহিতসময়ে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পরম ভক্তিসহকারে দুর্গতিবিনাশিনী দুর্গাদেবীর মন্ত্র জপ করিবে। ২৬। মৎস্য, মাংস, সূপ, পিষ্টক এবং মৃগ, শশক ও শল্লকীর মাংস উপহার দ্বারা পরমভক্তিপূর্ব্বক দুর্গতিহারিণী দুর্গাদেবীর পূজা করিবে। ২৭। স্বয়ম্ভূকুসুম, সুগন্ধি পুষ্পযুক্ত শুক্র, রক্তচন্দনসমন্বিত জবাপুষ্প, অলক্তক, সিন্দূর, নানাবিধ মাংস ও নানাবিধ দ্রব্যদ্বারা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে। ২৮। কাক, শুক, মহিষ, ছাগ, মেষ, নর, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও গৃধ্র, এই সকল বলি প্রদান করিয়া এই বিধানক্রমে পূজা করিবে। এইরূপে দুর্গাদেবীর আরাধনা করিলে মহাসিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। ২৯। দুর্গাদেবীর

পুনরিতি অত্রাপ্যাক্ষরীত্যা বধূরহিতবিদ্যায়া এব স্বাহান্তত্বপ্রাপ্তৌ পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ ফড়ন্তাং বেত্যস্য ত্রিনির্বেশেন পৌনরুক্ত্যাপত্তেশ্চ; তস্মাদ্ মন্ত্রানন্তরম্ অন্তে যদ্বীজযুক্তং তদ্বীজং তন্মন্ত্রস্যাদ্যে দীয়তে চেন্মন্ত্রান্তরম্ ইতি তত্ত্বম্। তথাচ ত্রিচতুরক্ষরঃ লজ্জাদ্যামিতি দ্ব্যক্ষরোঽয়ম্। ফড়ন্তামিতি সার্দ্ধ-ত্র্যক্ষরঃ। বধূবীজেতি দ্ব্যক্ষরঃ। স্বাহান্তামিতি চতুরক্ষরঃ। লক্ষ্ম্যাদ্যামিতি দ্ব্যক্ষরঃ। বাগ্‌ভবাদ্যামিতি দ্ব্যক্ষরঃ। প্রণবাদ্যামিতি দ্ব্যক্ষরঃ। কামেতি দ্ব্যক্ষরঃ। ফড়ন্তামিতি সার্দ্ধত্র্যক্ষরঃ। ত্র্যক্ষরী দকারোকারানুস্বারাত্মক-ত্র্যক্ষরময়ী মূলবিদ্যেত্যর্থঃ। তথাচ হূং দুং। হূং দুং স্বাহা। হ্রীং দুং। হ্রীং দুং ফট্। স্ত্রীং দুং। স্ত্রীং দুং স্বাহা। শ্রীং দুং। ঐং দুং। ওঁ দুং। ক্লীং দুং। ক্লীং দুং ফট্। ইতি দ্বাদশমন্ত্রাঃ। (আ০ বি০)। প্রণবাদ্যাং জপেদ্বিদ্যাং মায়াদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ। বধূবীজাদিকাং বাপি কবচাদ্যাং জপেত্তথা। সর্ব্বকালেষু সর্ব্বত্র কামাদ্যাং প্রজপেৎ সদা। দুর্গায়া দ্ব্যক্ষরী বিদ্যা সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধিদা। ইতি যামলীয়ং তন্ত্রান্তরং। অতএব দ্ব্যক্ষরী ত্র্যক্ষরী উপাস্যতে। (ক) টি।

(১) স্ত্রীপুষ্পৈঃ (ক) টি। শুক্রশোণিতৈঃ (খ টি)। (২) যাবকঃ অলক্তকঃ।

স্কন্ধাদিসংরূঢ়াং (১) 'নানালঙ্কারভূষিতাং চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্। (শঙ্খশার্ঙ্গসমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্। চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে।) (২) রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্কসদৃশীতনুম্। নারদাদ্যৈর্ম্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্। ত্রিবলীবলয়োপেতনাভিনালমৃণালিনীম্। রত্নদ্বীপময়দ্বীপে (৩) সিংহাসনসমন্বিতে। প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্॥ ৩০॥ দুর্গাযন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ হরবল্লভে। ত্রিকোণং বিন্যসেৎ পূর্ব্বং নবকোণসমন্বিতম্। ত্রিবিম্ব(৪)সহিতং কার্য্যম্ অষ্টপত্রসমন্বিতম্। ত্রিরেখাসহিতং কার্য্যং রুদ্রভূপুরসংযুতম্ (৫)। সমীকৃত্য যথোক্তেন বিলিখেদ্বিধিনামুনা। নানাস্ত্রসংযুতং লেখ্যং চক্রং মন্ত্রসমন্বিতম্ (৬)।

দুর্গা-যন্ত্রম্।

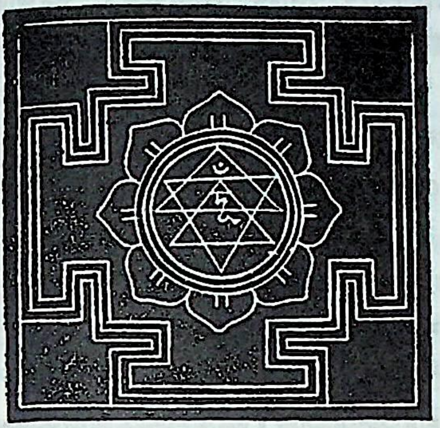

তত্র তাং পূজয়েদ্দেবীং মূলপ্রকৃতিরূপিণীম্। পদ্মস্থাং পূজয়েদ্দুর্গাং সিংহপৃষ্ঠ-নিষেদুষীম্।

ধ্যান যথা,—যিনি বিবিধ বিভূষণে অলঙ্কৃতা হইয়া সিংহস্কন্ধে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার চারিটি বাহু, স্কন্ধে নাগযজ্ঞোপবীত, পরিধানে রক্তবস্ত্র, শরীর নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল, যে ভবসুন্দরীকে নারদাদি মুনিগণ সর্ব্বদা সেবা করিতেছেন, যাঁহার নাভি-পদ্মের নালরূপ মৃণাল ত্রিবলীবলয়যুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে, যিনি রত্নহস্তিময় মহাদ্বীপে সিংহরূপ আসনে প্রফুল্লপদ্মের উপরে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই ভবগেহিনীকে ধ্যান করিবে। ৩০। হে হরবল্লভে! অনন্তর দুর্গাযন্ত্র বলিব শ্রবণ কর। প্রথমতঃ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহাকে নবকোণযুক্ত করিবে। তাহার বহির্ভাগে তিনটি রেখা, তাহার বাহিরে অষ্টদলপদ্ম, তাহার বাহিরে তিনটি রেখাযুক্ত মনোহর ভূপুর অঙ্কিত করিবে। যথোক্ত বিধানে সমভাবে এই প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। এই প্রকারে যন্ত্রমধ্যে দেবীর মূলমন্ত্র লিখিয়া তাহাতে মূলপ্রকৃতিরূপিণী দুর্গা দেবীর পূজা

---

(১) সিংহস্কন্ধসমারূঢ়ামিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। নাগযজ্ঞোপবীতিনীমিত্যতঃ পরং "শঙ্খচাপসমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়াং তথা। চক্রবাণসমাযুক্ত-দক্ষপাণিদ্বয়াং তথা॥" ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ পাঠঃ।

(২) বস্ত্রনীমধ্যস্থঃ পাঠঃ কুচিৎকঃ। (৩) রত্নদ্বীপ-মহাদ্বীপে ইতি (ক) পুস্তকে (আ০ বি০) পুস্তকে চ পাঠঃ। রত্নদ্বীপময়ে দ্বীপে ইতি (খ) পাঠঃ। (৪) ত্রিরেখা ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৫) বজ্রভূপুরসংযুতমিতি (ক) পুস্তকে (আ০ বি০) পুস্তকে চ পাঠঃ। বজ্রভূপুরদ্বারসংযুক্তমিতি (খ) পাঠঃ। (৬) মন্ত্রবিভূষিতমিতি (খ) পাঠঃ।

প্রভাদ্যাঃ শক্তয়ঃ পূজ্যা গন্ধাদ্যৈর্নবকোণকে ॥ ৩১ ॥ প্রভা মায়া জয়া সূক্ষ্মা বিশুদ্ধা নন্দিনী পুনঃ। সুপ্রভা বিজয়া সর্ব্বসিদ্ধিদা নব শক্তয়ঃ ॥ ৩২ ॥ হ্রীমাদ্যাঃ পূজয়েত্তাস্তু গন্ধচন্দনবারিণা। ওঁকারং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য হ্রীংকারং তদনন্তরম্। যথা পদং (১) চতুর্থ্যন্তং পূজয়েৎ ক্রমতঃ প্রিয়ে। শঙ্খপদ্মনিধী দেব্যা বামদক্ষিণযোগতঃ। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা রক্তচন্দনপূর্ব্বকৈঃ (২)। অর্ঘ্যদানং সদা কুর্য্যাৎ পূজান্তে পর্ব্বতাত্মজে। অঙ্গাবৃত্তিঃ পুনঃ পূজ্যা পত্রকোণেষু মাতরঃ। বজ্রাদ্যায়ুধসংযুক্তা ভূপুরে লোকপালকাঃ ॥ ৩৩ ॥ ইতি দুর্গামন্ত্রাঃ ॥

অথ বিশালাক্ষীমন্ত্রাঃ। আদিজামলে।—ঈশ্বর উবাচ। ধ্রুবমাদ্যং (৩) সমুদ্ধৃত্য মায়াবীজং সমুদ্ধরেৎ। বিশালাক্ষীপদং ঙেহন্তং হৃদন্তং মন্ত্রমুদ্ধরেৎ (৪)। অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা অষ্টসিদ্ধিপ্রদা শিবে। প্রসঙ্গাৎ কথিতা বিদ্যা ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভা প্রিয়ে ॥ ৩৪ ॥ ঋষিরস্যা মহেশানি সদাশিবো মহাপ্রভুঃ। পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দশ্চ কথিতং বিশালাক্ষী চ দেবতা। শক্তিঃ প্রণবমিত্যুক্তং লজ্জাবীজঞ্চ বীজকম্। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৫ ॥ অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ যথাবদভিধীয়তে। ষড়্‌দীর্ঘভাজা বীজেন (৫) প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ। বাক্যন্তু ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ॥ ৩৬ ॥ মূলেন ব্যাপকং ন্যস্য

করিবে। সিংহপৃষ্ঠে পদ্মোপরি উপবিষ্টা দুর্গা দেবীর পূজা করিয়া গন্ধাদি উপহারে নয়টি কোণে প্রভা প্রভৃতি নয়টি শক্তির "ওঁ হ্রীং প্রভায়ৈ নমঃ" ইত্যাদিরূপে পূজা করিবে। উপরে নবশক্তির নাম সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে। পরে দেবীর বামে শঙ্খনিধি ও দক্ষিণে পদ্মনিধির পূজা করিবে। পূজার অবসানে পরমভক্তিসহকারে রক্তচন্দনদ্বারা দেবীকে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া পুনর্ব্বার ষড়ঙ্গ-পূজা করিবে এবং পদ্মদলের কোণে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকার পূজা করিয়া ভূপুরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজাকার্য্য সমাপন করিবে। ৩৩। দুর্গামন্ত্র সমাপ্ত।

অনন্তর বিশালাক্ষীমন্ত্র কথিত হইতেছে।—আদিজামলে ঈশ্বর বলিয়াছেন, প্রথমে প্রণব, পরে মায়াবীজ, চতুর্থীর একবচনান্ত বিশালাক্ষী পদ, নমঃ পদ এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র, হে শিবে! এই মন্ত্ররূপিণী মহাবিদ্যা অষ্টসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। হে প্রিয়ে! আমি প্রসঙ্গক্রমে ত্রৈলোক্য-দুর্ল্লভ এই মহামন্ত্র তোমার নিকট বলিলাম। ৩৪। সদাশিব এই মন্ত্রের ঋষি, পঙ্‌ক্তি ছন্দ, দেবতা বিশালাক্ষী, বীজ ওঁ, শক্তি হ্রীঁ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত এই মন্ত্রের প্রয়োগ করিতে হয়। ৩৫। এক্ষণে উক্ত মন্ত্রের অঙ্গন্যাস ও করন্যাস কথিত হইতেছে।—ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ শিরসে

---

(১) ওঁ হ্রীং প্রভায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। (২) পূর্ব্বকৈরিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) ধ্রুবং প্রণবঃ। (৪) ঙেন ওঁ হ্রীং বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ (ক) (খ) টি।

(৫) ভুবনেশ্বরীবীজেন (খ টি)।

ধ্যায়েদ্দেবীং পরাং শিবাম্। ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বূনদপ্রভাম্। দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডাং খড়্গখেটকধারিণীম্। নানালঙ্কারসুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাম্। সদা ষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাম্। মুণ্ডমালাবলীরম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্। শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুটমণ্ডিতাম্। শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাম্। সর্ব্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ ॥ এবং ধ্যাত্বা মহাদেবীমুপচারৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ পুরশ্চরণকালে তু বর্ণলক্ষং (১) জপেৎ সুধীঃ। যন্ত্রমধ্যে সমাবাহ্য প্রতিষ্ঠাং কারয়েত্ততঃ। ত্রিকোণং চাষ্টপত্রঞ্চ ততো বৃত্তং সমালিখেৎ। চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ। তত্রাবাহ্য যজেদ্দেবীং সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরীম্। বিশালাক্ষীং বিশালাস্যাং যথাবিধি প্রপূজয়েৎ। ত্রিকোণান্তর্মহাদেবীং সংপূজ্য মাতরঃ ক্রমাৎ। পঙ্কজাক্ষী বিরূপাক্ষী রক্তাক্ষী চ সুলোচনা। একনেত্রা

বিশালাক্ষী-যন্ত্রম্।

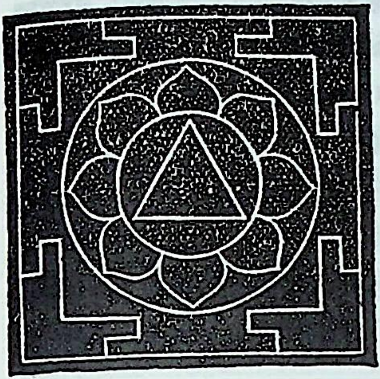

স্বাহা, ওঁ হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈঁ কবচায় হুঁ, ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ, ওঁ হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এই প্রকারে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করত বিশালাক্ষী দেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা.—বিশালাক্ষী দেবী প্রতপ্ত সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা, দ্বিভুজা, কোপনস্বভাবা, খড়্গখেটকধারিণী, নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিতা, রক্তবস্ত্র-পরিধানা এবং সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীর ন্যায় সুদৃশ্যা, তাঁহার বদন প্রসন্ন, তিনি ত্রিনয়না, তাঁহার গলে মুণ্ডমালাবলী, স্তনযুগল স্থূল ও উন্নত, ইনি শবরূপ-শিবোপরি উপবিষ্টা, জটা ও মুকুটে সুশোভিতা; ইনি সাধকের শত্রু বিনাশ করিয়া অভীষ্ট বর প্রদান করেন এবং সর্ব্ববিষয়ে সৌভাগ্য ও সর্ব্বসম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া যথাসম্ভব উপচার দ্বারা সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে মহাদেবীর পূজা করিবে। ৩৬। ৩৭। পুরশ্চরণকালে এই মন্ত্রের আটলক্ষ জপ করিতে হয়। বিশালাক্ষীদেবীর যন্ত্র যথা।—প্রথমতঃ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে অষ্টদলপদ্ম, বৃত্ত. চতুরস্র ও চতুর্দ্বার অঙ্কিত করত যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। এই যন্ত্রে সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী বিশালমুখী বিশালাক্ষী দেবীকে আবাহন করিয়া যথানিয়মে পূজা করিবে। হে মহেশ্বরি ত্রিকোণমধ্যে মহাদেবীর পূজা করিয়া মাতৃগণের পূজা করিবে পদ্মদলের অগ্রে পশ্চিমাদি ক্রমে ওঁ পঙ্কজাক্ষ্যৈ নমঃ, এইরূপে বিরূপাক্ষী,

---

(১) অষ্টলক্ষং (খ চি)।

দ্বিনেত্রা চ কোটরাক্ষী ত্রিলোচনা এতাঃ পূজ্যা মহেশানি পত্রাগ্রেষষ্টযোগিনীঃ। পশ্চিমাদিক্রমেণৈব অষ্টসিদ্ধিস্বরূপিণীঃ। চতুরস্রে মহাদেবি লোকপালান্ সমর্চ্চয়েৎ। তদ্বহিশ্চৈব বজ্রাদ্যান্ পূজয়েদ্ভাগ্যহেতবে। ততো যথাশক্তি জপ্ত্বা পূর্ব্ববচ্চ সমাচরেদিতি (১) ॥ ৩৮ ॥

অথ গৌরীমন্ত্রঃ। তন্ত্রে।—হ্রীঁ গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি সবর্গ্ম ফট্। দ্বিঠান্তঃ (২) ষোড়শার্ণোঽয়ং মন্ত্রঃ সদ্ভিরুদাহৃতঃ ॥ ৩৯ ॥ অস্য পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং কর্ম্ম সমাপ্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—শিরসি পর্ব্বতঋষয়ে নমঃ। হৃদি গৌর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসঃ।—হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ॥ ৪০ ॥ ততো ধ্যানম্।—হেমাভাং বিভ্রতীং দোর্ভির্দ্দর্পণাঞ্জনসাধনে। পাশাঙ্কুশৌ (৩) সর্ব্বভূষাং তাং গৌরীং সর্ব্বদা ভজে ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য, শঙ্খস্থাপনাদিজয়াদিপীঠমন্বন্তং সংপূজ্য, পুনর্ধ্যাত্বাবাহ্য, দেবীং পূজয়েৎ ॥ ৪১ ॥ ততোঽগ্ন্যাদিকোণেষু হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। পত্রেষু পূর্ব্বাদি

রক্তাক্ষী, সুলোচনা, একনেত্রা, দ্বিনেত্রা, কোটরাক্ষী ও ত্রিলোচনা, অষ্টসিদ্ধিস্বরূপিণী এই অষ্টযোগিনীর পূজা করিবে। হে মহাদেবি, চতুরস্রে ইন্দ্রাদিলোকপালের পূজা করিয়া তাহার বহির্ভাগে সৌভাগ্যবৃদ্ধি কামনায় বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। তাহার পরে যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া পূর্ব্ববৎ সমস্ত কর্ম্ম করিবে। ৩৮।

অনন্তর গৌরীমন্ত্র ও পূজাপ্রণালী কথিত হইতেছে।—তন্ত্রে যে গৌরীমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা উপরে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ মন্ত্র ষোড়শাক্ষর। ৩৯। এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি যথা,—সাধারণ পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদি ন্যাস উপরে লিখিত হইয়াছে। পরে 'হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্ হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুং হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এবং হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীঁ শিরসে স্বাহা হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈঁ কবচায় হুং, হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্'; এইরূপে করাঙ্গন্যাস করিবে। ৪০। তাহার পরে ধ্যান করিবে।—যিনি সুবর্ণবর্ণা, চারি হস্তে দর্পণ অঞ্জনশলাকা, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিতেছেন, যিনি সকলপ্রকার আভরণে অলঙ্কৃতা; সেই গৌরী দেবীকে আমি ভজনা করি। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপনপূর্ব্বক জয়াদি পীঠদেবতার পূজার পরে পুনর্ব্বার ধ্যান আবাহন পূর্ব্বক যথানিয়মে দেবীর পূজা করিবে। ৪১।

---

(১) পুরশ্চরণং বর্ণলক্ষজপঃ। ঘৃতেন দশাংশহোমঃ ইত্যধিকঃ পাঠঃ (আ০ বি০) পুস্তকে।

(২) হ্রীং গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি হুং ফট্ স্বাহা (ক) টি।

(৩) পাশাঙ্কুশৈরিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

ওঁ সুভগায়ৈ নমঃ এবং রতি-কামিনী-কামদায়িনী-পাশাঙ্কুশদর্পণাঞ্জনশলাকাঃ (১) পূজয়েৎ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৪২ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। আজ্যেন দশাংশহোমঃ। তথাচ,—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ। দশাংশং হোময়েদাজ্যৈঃ পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে ॥ ৪৩ ॥ ফলন্তু,—গন্ধপুষ্পাঞ্জনভক্ষ্যচন্দনাদিকং মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিতং যস্মৈ কস্মৈ দীয়তে স বশ্যো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৪ ॥ যথা রাত্রৌ হরিদ্রয়া বামোরুমধ্যে প্রিয়স্ত্রীনামাভিলিখ্য বামকরেণ পিধায়, শতং সহস্রং বা জপন্নিষ্টাং স্ত্রিয়মাকর্ষয়তি। এতৎ পূজাদিকং সৌভাগ্যবশ্যসর্ব্বসম্পৎকরম্ ॥ ৪৫ ॥

অথ ব্রহ্মশ্রীমন্ত্রঃ। স চ মন্ত্রদেবপ্রকাশিন্যাম্।—হৃল্লেখা নমস্কারাদি ব্রহ্মশ্রী-(২)রাজিতে রাজ-পূজিতে জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি ত্রিভুবনবশঙ্করি সর্ব্বলোকবশঙ্করি (সর্ব্বস্ত্রী) (৩) পুরুষবশঙ্করি সুযুদ্ধদুর্ঘোররাবে হ্রীঁ স্বাহা ॥ ৪৬ ॥ অঙ্গন্যাসশ্চ রাজিতে রাজপূজিতে হৃদয়ায় নমঃ। জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি শিরসে স্বাহা। ত্রিভুবনবশঙ্করি শিখায়ৈ

তাহার পরে অগ্নি প্রভৃতি কোণে 'হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ', ইত্যাদি ক্রমে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া দলে পূর্ব্বাদিক্রমে 'ওঁ সুভগায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্যৈ নমঃ ওঁ কামিন্যৈ নমঃ, ওঁ কামদায়িন্যৈ নমঃ', এই মন্ত্রে পূজা করিবে। অনন্তর পাশ, অঙ্কুশ, দর্পণ ও অঞ্জনশালকা, দেবীর হস্তস্থিত এই সকল দ্রব্যের পূজা করিয়া তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদিলোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজার পরে ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৪২। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ জপ করিবে, এবং জপান্তে ঘৃতদ্বারা দশ হাজার হোম করিবে। আরও বলিয়াছেন সাধক পুরশ্চরণ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক লক্ষ জপ ও দশহাজার হোম করিবে। ৪৩। এই দেবতার মন্ত্র-সাধনার ফল এই,—গন্ধ, পুষ্প, অঞ্জন, কোন ভক্ষ্য দ্রব্য এবং চন্দনাদি উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি সাধকের বশীভূত হয়। ৪৪। রাত্রিকালে বাম উরুতে হরিদ্রাদ্বারা অভিলষিতা কামিনীর নাম লিখিয়া বামহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক একশত বা এক হাজার বার গৌরীমন্ত্র জপ করিলে অভিলষিতা কামিনীকে আকর্ষণ করিতে পারে। এই দেবতার পূজাদি করিলে সৌভাগ্য-প্রাপ্তি, বশীকরণ-সিদ্ধি ও নিখিল সম্পৎ-প্রাপ্তি হয়। ৪৫।

অতঃপর ব্রহ্মশ্রীমন্ত্র বলা যাইতেছে, এই মন্ত্র দেবপ্রকাশিনীতে উল্লিখিত হইয়াছে,—আদিতে মায়াবীজ ও নমঃ তাহার পরে "ব্রহ্মশ্রী—রাজিতে—" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র ভাগ। ৪৬। এই মন্ত্রের অঙ্গন্যাস উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে ন্যাস

---

(১) রতিং কামিনীং কামদায়িনীং পাশমঙ্কুশং দর্পণমঞ্জনশলাকাং (আ° বি°) পাঠঃ।

(২) হ্রীং নমো ব্রহ্মশ্রীঃ ইত্যাদি। (৩) বন্দীপাঠঃ (আ° বি°) পুস্তকে নাস্তি।

বষট্। সর্ব্বলোকবশঙ্করি কবচায় হুং। সর্ব্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সুমুখদুর্ঘোররাবে হ্রীঁ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্॥ ৪৭॥ ততো ধ্যানম্।—অবিকলশশিরাজন্মৌলিরাবদ্ধপাশাঙ্কুশরুচিরকরাব্জা বন্ধুজীবারুণাঙ্গী। অমরনিকরবন্দ্যা ত্রীক্ষণা শোণলেপাংশুককুসুমযুতা স্যাৎ (১) সম্পদে পার্ব্বতী বঃ। অস্যাঙ্গৈর্ম্মাতৃভির্লোকপালৈস্ত্রীণ্যাবরণানি (২)॥ ৪৮॥ অস্য পুরশ্চরণমযুতজপঃ। পায়সেন দশাংশহোমঃ। মধুত্রয়যুতৈস্তিলতণ্ডুলৈর্লবণৈর্ম্মধুরফলৈর্ব্বা দিনত্রয়ং ত্রিসহস্রহোমঃ শীঘ্রবশঙ্করঃ। প্রাতঃকালে সূর্য্যমণ্ডলস্থাং দেবীং সংচিন্ত্য অষ্টোত্তরশতং জপন্ ত্রিভুবনবশ্যকরঃ॥ ৪৯॥

অথ রাজমুখীমন্ত্রঃ।—স চ দ্বিচত্বারিংশদক্ষরঃ (৩) অঙ্গন্যাসে বিবিচ্যতে (৪)। যথা,—ওঁ রাজমুখি হৃদয়ায় নমঃ। বশ্যমুখি হ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শিরসে স্বাহা। দেবি দেবি শিখায়ৈ বষট্। মহাদেবি কবচায় হুঁ। দেবাধিদেবি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সর্ব্বজনস্য মুখং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। সর্ব্বং ব্রহ্মশ্রীমনোরিব। জপাদৌ সর্ব্বজনস্থানে সাধ্যনাম দেয়মিতি॥ ৫০॥

করিয়া ধ্যান করিবে। ৪৭। ধ্যান যথা,—যাঁহার মৌলিদেশে পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত, করপদ্মে পাশ ও অঙ্কুশ শোভা পাইতেছে, অঙ্গ বন্ধুক-কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ অমরগণ সর্ব্বদা যাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন; যাঁহার তিনটি নয়ন, পরিধানে রক্তবর্ণলেপযুক্ত বস্ত্র, অঙ্গে পুষ্পাভরণ সেই পার্ব্বতী তোমাদিগের সম্পৎ প্রদান করুন। এই প্রকার ধ্যানের পর পূজা করিবে। ইহাঁর আবরণ পূজার তিনটি ভাগ, প্রথমে ষড়ঙ্গপূজা দ্বিতীয় মাতৃকাপূজা, তৃতীয় লোকপালপূজা। ৪৮। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশসহস্র জপ ও পায়স অথবা ত্রিমধুমিশ্রিত তিলতণ্ডুল কিংবা লবণদ্বারা তিন দিন তিন হাজার হোম করিবে। এইরূপে হোম করিলে শীঘ্র বশীকরণ হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী দেবীকে চিন্তা করিয়া একশত আটবার জপ করিলে ত্রিভুবন বশীভূত করা যায়। ৪৯।

অতঃপর রাজমুখীমন্ত্র কথিত হইতেছে। এই মন্ত্রটি বিয়াল্লিশ অক্ষরে নিষ্পন্ন, ইহা অঙ্গন্যাসে নিরূপিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের অঙ্গন্যাস উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে।

---

(১) রক্তচন্দনবস্ত্রপুষ্পযুক্তা। শোণলেপা শুককুসুমযুতাস্যা ইতি (আঃ বি॰) পাঠঃ।

(২) অঙ্গৈর্ম্মাতৃভির্লোকপালৈরস্যাস্ত্রীণ্যেবাবরণানি (আ॰ বি॰) পাঠঃ।

(৩)(ক) পুস্তকে সপ্তচত্বারিংশদক্ষরঃ (৪৭)। অত্রৈবমঙ্গন্যাসঃ ওঁ রাজমুখি রাজাধিরাজমুখি হৃদয়ায় নমঃ। বশ্যমুখি হ্রীং শ্রীং ক্লীং শিরসে স্বাহা দেবি দেবি শিখায়ৈ বষট্। মহাদেবি কবচায় হুং। দেবাধিদেবি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সর্ব্বজনান্ মম বশং কুরু কুরু স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।

(৪) ব্যক্তীভবিষ্যতি যথা রাজমুখি বশ্যমুখি হ্রীং হ্রীং ক্লীং দেবি দেবি মহাদেবি দেবাধিদেবি সর্ব্বজনস্য মুখং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা। অঙ্গন্যাসস্ত ইত্যধিকঃ (আ॰ বি॰) পুস্তকে। (খ) পুস্তকে নাস্ত্যেব মন্ত্রঃ।

অথ ইন্দ্রমন্ত্রঃ। মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াম্ ।—ইং ইন্দ্রায় হৃৎ (১)। অস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা ইং বীজম্ আয়েতি শক্তিঃ। বীজেনাঙ্গন্যাসঃ। যথা—ইং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। ইং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ॥ ৫১ ॥ ততো ধ্যানম্ ।—পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্রপদ্মকরং বিভুম্। সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তং নৌমীন্দ্রং দিক্‌পতীশ্বরম্ ॥ এবং ধ্যাত্বাবাহ্য পূজয়েৎ ॥ ৫২ ॥ তত ইং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। ততঃ পত্রেষু পূর্ব্বাদি কং কার্ত্তিকেয়ায় নমঃ এবং রং অগ্নয়ে, যং যমায় ক্ষং নির্ঋতয়ে, বং বরুণায়, যং বায়বে, সং সোমায় ঈং ঈশানায়। ততো বজ্রাদিন্ পূজয়েৎ ॥ ৫৩ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। আজ্যেন তিলৈরযুতহোমঃ ॥ ৫৪ ॥ অথ প্রয়োগঃ ।—চতুষ্কোণস্থ-পদ্মে নববস্ত্রবেষ্টিতং জলকুম্ভং স্থাপয়িত্বা, গন্ধোদকেন সংপূর্য্য. তত্র সপরিবারমিন্দ্রমারাধ্য, সহস্রং জপ্ত্বা তজ্জলাভিষেকেণ ভ্রষ্টরাজ্যস্য রাজ্যপ্রাপ্তিরন্তেষাং পরমা শ্রীর্ভবতি ॥ ৫৫।

মন্ত্র টিপ্পনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্য সমস্ত কার্য্য ব্রহ্মশ্রী-মন্ত্রোক্ত-প্রণালীতে করিবে। এই মন্ত্র জপের প্রথমে মন্ত্রের সর্ব্বজনস্থানে সাধ্যনাম যোগ করিয়া জপ করিবে। ৫০।

অনন্তর ইন্দ্রমন্ত্র কথিত হইতেছে।—মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায় বলিয়াছেন যে, “ইং ইন্দ্রায় নমঃ” এই মন্ত্রে ইন্দ্রদেবের পূজা করিবে। এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ পঙ্‌ক্তি, দেবতা ইন্দ্র, বীজ ইং, শক্তি আয়। শিরসি ‘ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ’, ইত্যাদিরূপে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। ‘ইং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ইং মধ্যমাভ্যাং বষ্‌ট, ইং অনামিকাভ্যাং হুং, ইং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ইং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্’ এবং ‘ইং হৃদয়ায় নমঃ, ইং শিরসে স্বাহা, ইং শিখায়ৈ বষট্, ইং কবচায় হুং, ইং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ইং করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্’। ৫১। এইরূপে করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—যিনি পীতবর্ণ, সহস্রলোচন; যাঁহার এক হস্তে বজ্র ও অপর হস্তে পদ্ম রহিয়াছে; যিনি সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত সেই দিক্‌পালপতি ইন্দ্রকে প্রণাম করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে। ৫২। অনন্তর ইং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া পদ্মদলের মধ্যে পূর্ব্বাদিক্রমে উপরি লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। তাহার পরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। ৫৩। ইহাঁর পুরশ্চরণে একলক্ষ মন্ত্রজপ ও সঘৃত তিলদ্বারা দশহাজার হোম করিবে। ৫৪। ঐ মন্ত্রের প্রয়োগপ্রণালী এই প্রকার,—চতুষ্কোণ-মণ্ডলমধ্যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া সেই পদ্মের উপরে নববস্ত্রবেষ্টিত কুম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক গন্ধোদক দ্বারা সেই কুম্ভ পূর্ণ করিবে। অনন্তর সেই কুম্ভে পরিবার সহ ইন্দ্রদেবের পূজা করিয়া হাজারবার ইন্দ্রমন্ত্র জপ করিবে, জপের পর সেই জলদ্বারা যাহার অভিষেক করা

---

(১) ইং ইন্দ্রায় নমঃ (ক) (খ) চি।

অথ গরুড়মন্ত্রঃ। নিবন্ধে,—সম্বর্ত্তকো নেত্রযুতঃ পার্শ্বস্তারোঽগ্নিসুন্দরী। গারুড়ো (১) মনুরাখ্যাতো বিষদ্বয়-(২) বিনাশকঃ। স্মরন্ গরুড়মাত্মানং মন্ত্রমেনং জপেন্নরঃ। বিষমালোকনেনৈব হন্যান্নাগকুলোদ্ভবম্ ॥ ৫৬ ॥ অস্য পূজা,—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—শিরসি রুদ্রঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি পক্ষীন্দ্রায় দেবতায়ৈ নমঃ। প্রণবো বীজং, স্বাহা শক্তিঃ ॥ ৫৭ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—জল জল মহামতে স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গরুড়চূড়ামণে স্বাহা, তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গরুড় শিখিশিখে স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্, গরুড় প্রভঞ্জন প্রভঞ্জন প্রভেদন প্রভেদন বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় বিমর্দ্দয় বিমর্দ্দয় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুঁ, ওঁ উগ্ররূপধর সর্ব্ববিষহর ভীষয় ভীষয় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, সর্ব্বং দহ দহ ভস্মীকুরু কুরু স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। হৃদয়াদিষ্বেবম্ ॥ ৫৮ ॥ ততঃ করদ্বয়াঙ্গুষ্ঠাদি-কনিষ্ঠান্তাঙ্গুলিষু মন্ত্রবর্ণান্ বিন্যস্য পাদকটীহৃদয়বক্ত্রমূর্দ্ধসু পঞ্চ বর্ণান্ ন্যসেৎ ॥ ৫৯ ॥ ততো ধ্যানম্।—বর্ম্মান্তস্বহ্নিযুগ্মাক্ষর(৩)কমলগতং পঞ্চভূতাদ্যবর্ণং ক্লপ্তাকল্পং ফণীন্দ্রৈরভয়বরকরং পদ্ম-

যাইবে, সে রাজ্য-ভ্রষ্ট রাজা হইলে তাহার পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ, অপরের পরম সম্পৎ লাভ হয়।

অনন্তর গরুড়মন্ত্র কথিত হইতেছে।—'ক্ষ' কারে ইকার যোগে যে বর্ণ 'তাহার পরে 'প' তাহার পরে প্রণব ও স্বাহা ইহাকে গরুড়মন্ত্র বলে, এই গরুড়মন্ত্র স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ বিষ নিবারণ করে। যে ব্যক্তি আপনাকে গরুড়রূপে চিন্তা করিতে করিতে এই মন্ত্র জপ করে, তাহার দর্শনেই সর্পদষ্টব্যক্তির বিষ নিবারণ হয়। ৫৬। এই মন্ত্রের পূজা-প্রণালী যথা,—প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুপূজা-প্রকরণোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। 'মস্তকে ওঁ রুদ্রঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে ওঁ পক্ষীন্দ্রায় দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ বীজায় নমঃ, পাদদ্বয়ে স্বাহা শক্তয়ে নমঃ'। ৫৭। এইরূপে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া 'জল জল মহামতে স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পরে দুইকরের অঙ্গুষ্ঠা হইতে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত অঙ্গুলিতে মন্ত্রবর্ণ ন্যাস করিয়া পদদ্বয়, কটিদেশ, হৃদয়, মুখ ও মস্তকে মন্ত্রের পাঁচটি বর্ণ ন্যাস করিবে। যথা,—অঙ্গুষ্ঠে ক্ষিং নমঃ, তর্জ্জনীতে পং নমঃ, মধ্যমাতে ওঁ নমঃ, অনামিকাতে স্বাং নমঃ, কনিষ্ঠাতে হাং নমঃ। এইরূপে পাদদ্বয়ে ক্ষিং নমঃ, কটিতে পং নমঃ হৃদয়ে ওঁ নমঃ, মুখে স্বাং নমঃ, মস্তকে হাং নমঃ। তাহার পরে ধ্যান করিবে। ৫৮। ৫৯। যথা,—যে পদ্মের কর্ণিকা-

---

(১) ক্ষিপ ওঁ স্বাহা।

(২) স্থাবরজঙ্গমরূপং বিষদ্বয়ম্ (খ) টি।

(৩) বর্ম্ম হুঙ্কারঃ, বহ্নিযুগ্মাক্ষরকমলগতং ষট্‌কোণাত্মককমলপ্রাপ্তম্ (ক) টি।

নেত্রং সুবক্ত্রম্। দুষ্টাহিচ্ছেদিতুণ্ডং স্মরদখিলবিষপ্রোষণং (১) প্রাণভূতং প্রাণাগ্রণ্যং ত্রিবেদীতনুমমৃতময়ং পক্ষিরাজং ভজেঽহম্॥ (২) এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য, শঙ্খস্থাপনং কৃত্বা, বৈষ্ণবোক্তং পীঠমবস্তং পীঠং সংপূজ্য, পুনর্ধ্যাত্বাবাহ্য, রেফদ্বয়ং হুঙ্কারমধ্যস্থং ক্ষকারেকারবিন্দ্বাত্মকবীজযুক্ত-কর্ণিকং (৩) স্বরদ্বন্দ্বাষ্টকেশরে কচটতপযশলাষ্ট-বর্গযুক্তাষ্টদলে মাতৃকাপদ্মে পক্ষিরাজং পূজয়েৎ ॥ ৬০ ॥ অঙ্গৈঃ প্রথমাবরণম্। অনন্ত-বাসুকি-তক্ষক-

গরুড়-যন্ত্রম্ ।

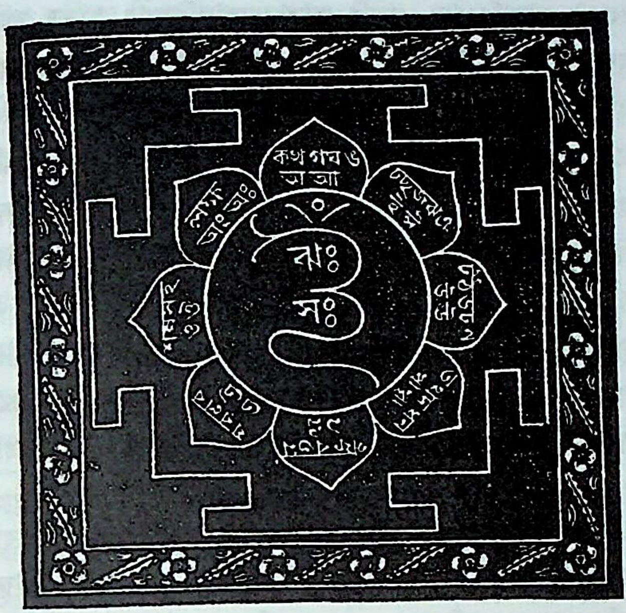

মধ্যে উপরিভাগে দুইটি রেফ, তন্নিম্নে ক্ষকার ও ঈকার ঘণ্টাকারে অবস্থিত সেই পদ্মের উপরে যিনি আসীন রহিয়াছেন, অঙ্গে সর্পালঙ্কার ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার একহস্তে অভয়মুদ্রা ও অপর হস্তে বরমুদ্রা, পদ্মের ন্যায় যাঁহার নেত্র, উত্তম বদন, সেই বদনের অগ্রভাগদ্বারা দুষ্ট সর্প ছেদন করিয়া থাকেন, যিনি স্মরণকারীদিগের সমস্ত বিষনাশ করেন, যিনি প্রাণ বায়ুর ন্যায় অগ্রণী ও সকলের প্রাণস্বরূপ, বেদত্রয় যাঁহার দেহ, সেই সুধাময় পক্ষিরাজকে ভজনা করি। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক শঙ্খস্থাপন করিবে। তাহার পরে বিষ্ণুপূজাপ্রকরণোক্ত পীঠপূজা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন করিবে। তাহার পরে গরুড় যন্ত্র অঙ্কন করিবে। যন্ত্র-অঙ্কন-প্রণালী যথা—কর্ণিকামধ্যে হুং এই বীজ লিখিয়া তাহার মধ্যে উপরে দুইটি রেফ তন্নিম্নে 'ক্ষ, ই' এই বর্ণ লিখিবে। পদ্মের আটটি কেশরে

---

(১) স্মরতাং সমস্তবিষনাশনম্ (ক) টী।

(২) অস্যার্থঃ—বর্ম্ম কূর্চ্চবীজং তস্যান্তর্মধ্যে বহ্নিযুগাক্ষরং রেফদ্বয়ং যত্র কমলে তত্র স্থিতম্। পঞ্চভূতৌ ঘণ্টাকারঘটকৌ আদ্যবর্ণৌ ক্ষকারেকারৌ যস্য। তথাচ উপরি রেফদ্বয়মধঃ ক্ষকারেকারৌ ঘণ্টাকারতয়া কর্ণিকায়ামিত্যর্থঃ। (আ০ বি০)

(৩) আবাহ্য ইত্যতঃ পরং—'হুঙ্কারগর্ভগতঘণ্টাকারস্থিত-রেফদ্বয়ক্ষকারেকারবর্ণচতুষ্টয়যুক্তকর্ণিকে স্বরদ্বন্দ্বাষ্টককেশরে কচটতপযশলাষ্টবর্গযুক্তাষ্টদলে প্রমাণান্তরপরিপ্রাপ্তে মাতৃকাপদ্মে' ইতি পাঠঃ (আ০ বি০) পুস্তকে।

কর্কোটক-পদ্ম-মহাপদ্ম-শঙ্খ-কুলিকাষ্টনাগৈর্দ্বিতীয়ম্। ইন্দ্রাদিভিস্তৃতীয়ম্। অস্য পুরশ্চরণং পঞ্চলক্ষজপঃ। অথবা পুরশ্চরণার্থং মূলমন্ত্রমযুতং প্রত্যেকমক্ষরসংখ্যসহস্রং মালামন্ত্রং জপেৎ। ঘৃতাক্তৈঃ কৃষ্ণপুষ্পৈর্দ্দশাংশহোমঃ ॥ ৬১ ॥ মালামন্ত্র উচ্যতে,—ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায় কালাগ্নিবর্ণায় এহ্যেহি কালানললোলজিহ্বায় পাতয় পাতয় মোহয় মোহয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় ভ্রম ভ্রম ভ্রাময় ভ্রাময় হন হন দহ দহ পচ পচ হুং ফট্ স্বাহা ॥ ৬২ ॥ ক্ষীরাব্ধিমধ্যে তত্রোৎপন্ন-পূর্ব্বোক্ত-মাতৃকাক্ষরময়(১)মমৃতাত্মকং শ্বেতপদ্মং বিচিন্ত্য, তৎপদ্মে দষ্টং বিচিন্ত্য, দষ্টস্য মূর্দ্ধ-বক্ত্র-হৃদয়-নাভিষু ক্লং হং ঠং বমিতি বীজচতুষ্টয়ম্ অমৃতস্রাবিত্বেন সংচিন্ত্য, দষ্টশিরস উপরি চন্দ্রকান্তবর্ণং সুধাময়ং গরুড়ং ধ্যাত্বা, তদ্ধস্ত(২)স্থিতামৃতপূরিত-শঙ্খনির্গলদমৃতধারয়া দষ্টং প্লাবয়ন্তং গরুড়ং ধ্যায়ন্ মন্ত্রং জপেৎ। এবং ধ্যানমাত্রেণ দষ্টো নির্ব্বিষঃ সমুত্থায় চিরং জীবেৎ ৬৩॥ ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায় মহেন্দ্ররূপায় পর্ব্বতশিখরাকাররূপায় সংহর সংহর মোচয় মোচয় চালয় চালয় পাতয় পাতয় নির্ব্বিষ নির্ব্বিষ বিষমপ্যমৃতং চাহারসদৃশং রূপমিদং প্রজ্ঞাপয়ামি স্বাহা নমঃ নল নল (৩) বর বর (৪) তুন তুন ক্ষিপ ক্ষিপ হর হর (৫) স্বাহা।

দুই দুই করিয়া ষোলটি স্বরবর্ণ লিখিবে। পদ্মের আটদলে কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ, শবর্গ ও লবর্গ এই আটবর্গ যথাযথ পূর্ব্বাদিক্রমে লিখিবে। এইরূপ মাতৃকাপদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহাতে পক্ষিরাজের পূজা করিবে। তাহার পরে আবরণ পূজা করিবে। ষড়ঙ্গপূজা প্রথম আবরণ, অনন্তাদি অষ্টনাগের পূজা দ্বিতীয় এবং ইন্দ্রাদি লোকপাল-পূজা তৃতীয় আবরণ। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে পঞ্চলক্ষ জপ করিবে। অথবা পুরশ্চরণ করিবার জন্য অযুত সংখ্যক মূলমন্ত্র জপ এবং মূল মন্ত্রে যতগুলি বর্ণ আছে তত সংখ্যক (পাঁচহাজার) মালামন্ত্র জপ করিবে এবং ঘৃতাক্ত কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা জপসংখ্যার দশাংশ হোম করিবে। ৬০। ৬১। মালামন্ত্র উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। ক্ষীরসাগরমধ্যে উৎপন্ন পূর্ব্বোক্ত মাতৃকাবর্ণময় অমৃতরূপ শ্বেতপদ্ম চিন্তা করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তি সেই পদ্মে অবস্থিত ভাবিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির মস্তক, মুখ, হৃদয় ও নাভিতে ক্লং হং ঠং বং এই চারিটি বীজ সুধাক্ষরণ করিয়া দিতেছে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সর্পদষ্ট ব্যক্তির মস্তকোপরি চন্দ্রকান্তবর্ণ সুধাময় গরুড়কে চিন্তা করিবে। পরে গরুড় নিজ হস্তস্থিত অমৃতপূর্ণ শঙ্খ হইতে গলিত অমৃতধারাদ্বারা সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আপ্লাবিত করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ ধ্যান করিবামাত্রই বিষ-পীড়িত ব্যক্তি নির্ব্বিষ হইয়া উঠিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করে। ৬৩। ‘ওঁ নমো ভগ-

---

(১) মাতৃকামন্ত্রং (ক) টি। (২) তদ্ধস্ত ইত্যত্র স্বহস্ত ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৩) নল নল ইত্যত্র ল ল ল ল ইতি মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ। (৪) বরবর ইত্যত্র প্লব প্লবঃ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৫) হর হর ইত্যত্র ধর ধর ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

অনেন গরুড়মন্ত্রেণ মন্ত্রী গরুড়ো ভূত্বা অভিমন্ত্রিতং স্থাবরবিষং ভক্ষিতমপ্যমৃতং করোতি কিমুতান্নপানাদিকমিতি ॥ ৬৪ ॥ ইতি গরুড়মন্ত্রঃ ॥

অথ গরুড়স্তবঃ।—সুপর্ণং বৈনতেয়ঞ্চ নাগারিং নাগভীষণম্। জিতান্তকং বিষারিঞ্চ অজিতং বিশ্বরূপিণম্। গরুত্মন্তং খগশ্রেষ্ঠং (১) তার্ক্ষ্যং কশ্যপনন্দনম্। দ্বাদশৈতানি নামানি গরুড়স্য মহাত্মনঃ। যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স্নানে বা শয়নেঽপি বা। বিষং নাক্রমতে তস্য ন চ হিংসন্তি হিংসকাঃ। সংগ্রামে ব্যবহারে চ বিজয়স্তস্য জায়তে বন্ধনান্মুক্তিমাপ্নোতি (২) যাত্রায়াং সিদ্ধিমেব চ (৩) ॥ ৬৫ ॥ ইতি গরুড়স্তোত্রম্ ॥

অথ হনূমৎকল্পঃ।—দেব্যুবাচ। শৈবানি গাণপত্যানি শাক্তানি বৈষ্ণবানি চ। সাধনানি চ সৌরাণি চান্যানি যানি কানি চ। শ্রুতানি দেবদেবেশ ত্বদ্বক্ত্রান্নিঃসৃতানি চ। কিঞ্চিদন্যত্তু দেবানাং সাধনং যদি কথ্যতাম্ ॥ ৬৬ ॥ শঙ্কর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়। হনূমৎসাধনং পুণ্যং মহাপাতকনাশনম্। এতদ্ গুহ্যতমং লোকে শীঘ্রসিদ্ধিকরং পরম্। জয়ো যস্য প্রসাদেন লোকত্রয়জিতোঽভবৎ। তৎসাধন-বিধিং বক্ষ্যে নৃণাং সিদ্ধিকরং দ্রুতম্ ॥ ৬৭ ॥ বিয়ৎসনরকং (৪) হনুমতে ভদন-

বতে' ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র পাঠ করিলে সাধক গরুড় হইয়া ভক্ষিত স্থাবর বিষকেও অমৃত করিতে পারে, অন্য অন্নপানীয়াদি খাদ্যবস্তুর ত কথাই নাই। ৬৪। গরুড়মন্ত্র সমাপ্ত।

অনন্তর গরুড়স্তব কথিত হইতেছে।—সুপর্ণ, বৈনতেয়, নাগারি, নাগভীষণ, জিতান্তক (যমবিজয়ী) বিষারি, অজেয়, বিশ্বরূপী, গরুত্মান্, খগশ্রেষ্ঠ, তার্ক্ষ্য ও কশ্যপনন্দন, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া অথবা স্নানকালে কিংবা শয়নকালে এই দ্বাদশ নাম পাঠ করে, কোনরূপ বিষ তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, কোন প্রকার হিংস্র জন্তু তাহাকে দংশন করিতে সমর্থ হয় না; সংগ্রামে ও ব্যবহারে তাহার জয়লাভ হইয়া থাকে। বদ্ধ ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করিয়া বন্ধন-মুক্ত হয় এবং যাত্রাকালে পাঠ করিলে যাত্রায় সিদ্ধিলাভ করে। ৬৫। গরুড়স্তব সমাপ্ত।

অতঃপর হনুমৎকল্প বলা যাইতেছে।—দেবী বলিয়াছেন, হে দেবেশ! শৈবসাধন, গাণপত্যসাধন, শাক্তসাধন, বৈষ্ণবসাধন, সৌরসাধন প্রভৃতি বিবিধ সাধনপ্রণালী আপনার মুখ হইতে শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে যদি অন্যপ্রকার দেবতা-সাধন থাকে, ত, বলুন, শ্রবণ করি। ৬৬। শঙ্কর বলিলেন, দেবি! আমি এক্ষণে হনুমৎ-সাধন বলিব, তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। এই সাধন মহা পুণ্যজনক ও মহাপাতকনাশক। এই সাধন-প্রণালী জগতে অতি গোপনীয়, ইহাতে সত্বর সিদ্ধিলাভ হয়। যাঁহার অনুগ্রহে অর্জ্জুন ত্রিলোকজয়ী হইয়াছিলেন, মানবের শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদ সেই হনুমৎ-সাধন

---

(১) গরুড়ং পন্তগশ্রেষ্ঠমিতি (আ° বি°) পাঠঃ। (২) আয়াতি ইতি (আ° বি°) পাঠঃ।
(৩) সিদ্ধিরেব চ ইতি (আ° বি°) পাঠঃ মুদ্রিতাদর্শপাঠশ্চ। (৪) নরকং বিন্দুঃ।

স্তরম্। রুদ্রাত্মকায় কবচং ফড়িতি দ্বাদশাক্ষরঃ (১)। এতন্মন্ত্রং ময়াখ্যাতং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ। তব স্নেহেন ভক্ত্যা চ দাসোহস্মি তব সুন্দরি। এতন্মন্ত্রমর্জ্জুনায় প্রদত্তং হরিণা পুরা। জয়েন সাধনং কৃত্বা জিতং সর্ব্বং চরাচরম্ ॥ ৬৮ ॥ নদীকূলে বিষ্ণুগেহে নির্জ্জনে পর্ব্বতে বনে একাগ্রচিত্তমাধায় সাধয়েৎ সাধনং মহৎ ॥ ৬৯ ॥ ধ্যানমাহ।— মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি। তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন্ (২)। লাক্ষারসারুণং (৩) রৌদ্রং কালান্তকযমোপমম্। জ্বলদগ্নিলসন্নেত্রং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্। অঙ্গদাদ্যৈর্ম্মহাবীরৈর্ব্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্ ॥ এবংরূপং হনূমন্তং ধ্যাত্বা যঃ প্রজপেৎ মনুম্। লক্ষজপাৎ প্রসন্নঃ স্যাৎ সত্যং তে কথিতং ময়া ॥ ৭০ ॥ ধ্যানৈকমাত্রতঃ পুংসাং সিদ্ধিরেব ন সংশয়ঃ। প্রাতঃ স্নাত্বা নদীতীরে উপবিশ্য কুশাসনে। প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ মূলেন সকলঞ্চরেৎ (৪)। পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা ধ্যাত্বা রামং সসী-

বিধি আমি তোমাকে বলিতেছি। ৬৭। হকারে অনুস্বার যোগ করিয়া যে বীজ হয় তাহার উল্লেখ করিয়া হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুং ফট্' বলিবে। এই দ্বাদশাক্ষরে হনুমন্মন্ত্র হয়। এই মন্ত্র আমি তোমার নিকট বলিলাম, ইহা যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে। হে সুন্দরি! আমি তোমার স্নেহ ও ভক্তিতে তোমার নিকটে দাস হইয়াছি এই কারণে এই গোপনীয় মন্ত্র তোমার নিকট বলিলাম। পূর্ব্বে শ্রীহরি অর্জ্জুনকে এই মন্ত্র দিয়াছিলেন। অর্জ্জুন এই মন্ত্র সাধন করিয়া চরাচর সমগ্র জগৎ জয় করিয়াছেন। ৬৮। নদীকূলে, বিষ্ণুমন্দিরে, নির্জ্জনে, অথবা পর্ব্বতে একাগ্রচিত্ত হইয়া এই মহৎ সাধন করিবে। এই দেবতার ধ্যান বলিয়াছেন যথা,—যিনি মহাপর্ব্বত উৎপাটন করিয়া রাবণের প্রতি ধাবমান হইতেছেন এবং ভীষণ হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিতেছেন "রে দুষ্ট! যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিতি কর্ অবস্থিতি কর্। যিনি লাক্ষারসের ন্যায় অরুণবর্ণ, কালান্তক যমের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তিধারী, যাঁহার নেত্রদ্বয় অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে কোটিসূর্য্যের ন্যায় যাঁহার অঙ্গ-জ্যোতি। অঙ্গদ প্রভৃতি মহাবীরগণ যাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সেই রুদ্ররূপী হনুমানকে ধ্যান করিবে। এইরূপে হনুমানকে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে! লক্ষজপ পরিপূর্ণ হইলে হনুমান্ সেই সাধকের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। দেবি! তোমার নিকট হনুমন্মন্ত্র বলিলাম। ৭০। একবারমাত্র এই দেবতার ধ্যান করিলে তৎক্ষণাৎ মন্ত্র-সিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া নদীতীরে

---

(১) অস্যার্থঃ। বিয়ৎ হকারঃ, নরোঽনুস্বারঃ। তথাচ হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুং ফট্ ইতি মন্ত্রঃ। অত্র হনুমংশব্দো হ্রস্বোকারমধ্যঃ প্রকৃতিগ্রন্থাদিতি গুরুচরণাঃ। (আ০ বি০)।

(২) সমুচ্চরন্ (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৩) লাক্ষারক্তারুণমিতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ।

(৪) সকলং করন্যাসাদেহম্। তথাচ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদিনা ॥ (আ০ বি০)।

তকম্। তাম্রপাত্রে ততঃ পদ্মমষ্টপত্রং সকেশরম্। রক্তচন্দনঘৃষ্টেন লিখেৎ তস্য শলাকয়া। কর্ণিকায়াং লিখেন্মন্ত্রং তত্রাবাহ্য কপিপ্রভুম্। কর্ণিকায়াং হনূমন্তং ধ্যাত্বা পাদ্যাদিকং ততঃ। গন্ধপুষ্পাদিকঞ্চৈব নিবেদ্য মূলমন্ত্রতঃ। সুগ্রীবং লক্ষ্মণঞ্চৈব অঙ্গদং নলনীলকম্। জাম্ববন্তঞ্চ কুমুদং কেশরিণং দলে দলে। পূর্ব্বাদিক্রমতো দেবি পূজয়েদ্ গন্ধচন্দনৈঃ। পবনঞ্চাঞ্জনাঞ্চৈব পূজয়েদ্দক্ষবামতঃ। দলাগ্রেষু কপিভ্যোঽপি পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং ততঃ। ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্ররাজং লক্ষং যাবত্তু সাধকঃ। লক্ষান্তদিবসং প্রাপ্য কুর্য্যাচ্চ পূজনং মহৎ। একাগ্রচিত্তমনসা তস্মিন্ পবননন্দনে। দিবারাত্রৌ জপং কুর্য্যাদ্ যাবৎ সংদর্শনং ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ সুদৃঢ়ং সাধকং মত্বা নিশীথে পবনাত্মজঃ। সুপ্রসন্নস্ততো ভূত্বা প্রয়াতি সাধকাগ্রতঃ ॥ ৭২ ॥ যথেপ্সিতং বরং দত্বা সাধকায় কপিপ্রভুঃ। বরং লব্ধা সাধকেন্দ্রো বিহরেদাত্মনঃ সুখম্ ॥ ৭৩ ॥ এতদ্ধি সাধনং পুণ্যং দেবানামপি দুর্লভম্। তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং ভক্তাসি ময়ি পার্ব্বতি ॥ ৭৪ ॥

হনূমদযন্ত্রম্ ।

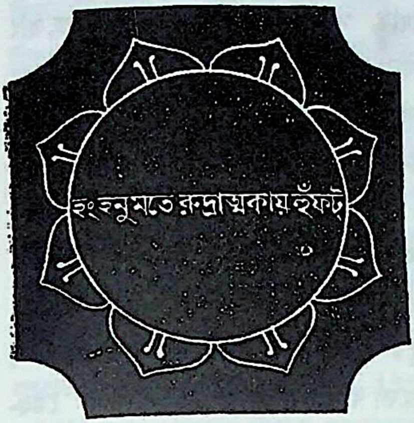

ইতি গারুড়তন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে হনূমৎকল্পঃ ॥

কুশাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম ও করাঙ্গ ন্যাস করিবে। তাহার পর মূলমন্ত্রে আটবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান রাম ও সীতার ধ্যান করিয়া তাম্রপাত্রে রক্তচন্দন-শলাকা দ্বারা ঘৃষ্ট রক্তচন্দন দিয়া কেশরসহ অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। সেই পদ্মের কর্ণিকায় মূলমন্ত্র লিখিয়া আবাহনপূর্ব্বক কপিপ্রবর হনুমানকে পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি নিবেদন করিয়া পদ্মের অষ্টদলে পূর্ব্বাদিক্রমে গন্ধ পুষ্পাদি-দ্বারা সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, নল, নীল, জাম্ববান্, কুমুদ ও কেশরী, এই আটটি আবরণের পূজা করিবে। হনুমানের দক্ষিণভাগে পবন ও বামভাগে অঞ্জনার পূজা করিয়া পদ্ম-দলের অগ্রে ওঁ কপিভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে আটবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। তাহার পরে কপিরাজের ধ্যান করিয়া একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। যে দিবসে লক্ষ জপ পরিপূর্ণ হইবে, সেই দিবসে মহাপূজা করিবে। সেই পবননন্দনের উপরে একাগ্রচিত্ত হইয়া যে পর্য্যন্ত হনুমদ্দেবের দর্শন না হয় সে পর্য্যন্ত দিবারাত্র জপ করিবে। ৭১। হনুমান্ যখন সাধককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বুঝিতে পারেন তখন প্রসন্ন হইয়া নিশীথসময়ে সাধকের নিকটে উপস্থিত হন এবং সাধককে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া থাকেন। পরে সাধক বর লাভ করিয়া যথাসুখে বিহার করিতে পারে। ৭২। ৭৩। এই পবিত্র

হনূমতোঽতিগুহ্যন্ত লিখ্যতে বীরসাধনম্। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় কৃতনিত্যক্রিয়ো দ্বিজঃ। গত্বা নদীং ততঃ স্নাত্বা তীর্থমাবাহ্য চাষ্টধা। মূলমন্ত্রং ততো জপ্ত্বা সিঞ্চেদাদিত্যসংখ্যয়া ॥ ৭৫ ॥ ততো বাসসী পরিধায়, গঙ্গাতীরে পর্ব্বতে বা উপবিশ্য, হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হাং হৃদয়ায় নমঃ (১) ইত্যাদিনা চ করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ ॥ ৭৬ ॥ ততঃ প্রাণায়ামঃ।—অকারাদিবর্ণান্ উচ্চার্য্য বামনাসাপুটেন বায়ুং পূরয়েৎ। পঞ্চবর্গানুচ্চার্য্য বায়ুং কুম্ভয়েৎ। যকারাদিবর্ণান্ উচ্চার্য্য দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং রেচয়েৎ। এবং বারত্রয়ং কৃত্বা মন্ত্রবর্ণৈরঙ্গন্যাসং কৃত্বা ধ্যায়েৎ ॥ ৭৭ ॥ ধ্যায়েদ্রণে হনূমন্তং কপিকোটিসমন্বিতম্। ধাবন্তং রাবণং জেতুং দৃষ্ট্বা সত্বরমুত্থিতম্। লক্ষ্মণঞ্চ মহাবীরং পতিতং রণভূতলে। গুরুঞ্চ ক্রোধমুৎপাদ্য গৃহীত্বা গুরুপর্ব্বতম্। হাহাকারৈঃ সদর্পৈশ্চ কম্পয়ন্তং জগত্রয়ম্। আব্রহ্মাণ্ডং সমাব্যাপ্য কৃত্বা ভীমং কলেবরম্॥ ইতি ধ্যাত্বা ষট্‌সহস্রং জপেৎ ॥ ৭৮ ॥ অস্য মন্ত্রঃ।—স্ববীজং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য পবনঞ্চ ততো বদেৎ। নন্দনঞ্চ ততো দেয়ং ঙেঽ-

সাধন দেবতাদিগেরও দুর্লভ। হে পার্ব্বতি! তুমি আমাকে ভক্তি করিয়া থাক তোমার ভক্তিতে বাধ্য হইয়া আমি তোমাকে ইহা বলিলাম। ৭৪।

অতঃপর হনুমানের অতি গোপনীয় বীরসাধন কথিত হইতেছে।—সাধক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে নদীতে যাইয়া স্নান করিয়া তীর্থ আবাহনপূর্ব্বক আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। তাহার পরে সেই জলদ্বারা দ্বাদশবার স্বীয় মস্তকে অভিষেক করিবে। তাহার পরে বস্ত্রযুগল পরিধানপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে অথবা পর্ব্বতে উপবেশন করিয়া হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিবে। ৭৫। ৭৬। তাহার পরে প্রাণায়াম করিবে। অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া বামনাসাপুটে বায়ু পূরণ এবং ককার হইতে মকার পর্য্যন্ত পঁচিশটি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া উভয় নাসাপুটধারণে কুম্ভক এবং যকার হইতে অবশিষ্ট বর্ণগুলি উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণনাসা দ্বারা বায়ু রেচন করিবে। এইরূপে দক্ষিণনাসাদ্বারা পূরণ, উভয় নাসাপুটধারণে কুম্ভক ও বামনাসাদ্বারা রেচন করিবে। পুনর্ব্বার বামনাসাদ্বারা পূরণ, উভয় নাসাপুটধারণে কুম্ভক এবং দক্ষিণনাসাদ্বারা রেচন করিবে। এইরূপে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া মন্ত্রবর্ণদ্বারা অঙ্গন্যাসপূর্ব্বক ধ্যান করিবে। ৭৭। মহাবীর লক্ষ্মণ রণভূমিতে পতিত হইয়াছেন দেখিয়া হনুমান্ যুদ্ধক্ষেত্রে সত্বর উত্থিত হইয়া কোটি কোটি কপিগণে পরিবৃত হইয়া রাবণকে জয় করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইতেছেন এবং সাতিশয় ক্রোধে মহাপর্ব্বত উৎপাটনপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ভীম কলেবর ধারণ করিয়া সদর্প হাহাকারধ্বনিতে ত্রিভুবন কম্পিত করিতেছেন; এই প্রকারে ধ্যান করিয়া ছয় হাজার মন্ত্র জপ করিবে। ৭৮। ইহার মন্ত্র বলা যাইতেছে।—প্রথমে হনুমানের বীজমন্ত্র, তাহার

---

(১) আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। আং হৃদয়ায় নমঃ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

বসানেহনলপ্রিয়া (১)। দশার্ণোহয়ং মনুঃ প্রোক্তো নরাণাং সুরপাদপঃ ॥ ৭৯ ॥ সপ্তমদিবসে দিবারাত্রিং ব্যাপ্য জপেৎ, ততো মহাভয়ং দত্বা ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু নিয়তমাগচ্ছতি। সাধকো যদি মায়াং তরতি, তদেপ্সিতং বরং প্রাপ্নোতি ॥ ৮০ ॥ বিদ্যাং বাপি ধনং বাপি রাজ্যং বা শত্রুনিগ্রহম্। তৎক্ষণাদেব চাপ্নোতি সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতম্ ॥ ৮১ ॥ ইতি হনুমৎকল্পঃ ॥

অথ বিষহরাগ্নিমন্ত্রঃ।—স চ বিসর্গবিন্দুযুক্তঃ থকারদ্বয়স্বরূপঃ (২) ॥ ৮২ ॥ অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—প্রাতঃকৃত্যাদিকং কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—শিরসি অগ্নয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি অগ্নয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে থঃ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ বিন্দুশক্তয়ে নমঃ ॥ ৮৩ ॥ ষড়্‌দীর্ঘযুক্তথকারেণ করাঙ্গন্যাসকল্পনা। ধ্যানার্চ্চনে সারদোক্তবৈশ্বানরমন্ত্রবৎ (৩) ॥ ৮৪ ॥ অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশসহস্রজপঃ। আজ্যেন দশাংশহোমঃ ॥ ৮৫ ॥ স্ববামহস্ততলে পঞ্চদলং শ্বেতপদ্মং ধ্যাত্বা, তৎকর্ণিকায়াং সবিসর্গং থকারং তৎপঞ্চদলেষু সানুস্বারং থকারঞ্চ ধ্যাত্বা, রক্তবর্ণময়ং

পরে চতুর্থীর একবচনান্ত পবননন্দন শব্দ, তাহার পরে 'স্বাহা' এই দশাক্ষর মন্ত্র মানবের পক্ষে কল্পপাদপস্বরূপ। ৭৯। ঐ মন্ত্র ছয়দিবস জপ করিয়া সপ্তমদিবসে দিবারাত্রি ব্যাপিয়া জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ জপ করিলে রাত্রির চতুর্থ প্রহরে মহাভীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক হনুমান্ দেব নিশ্চয় সাধকসমীপে আসিবেন, যদি সাধক ধীরভাবে থাকিতে পারে, তাহা হইলে অভিলষিত বর লাভ করিতে পারে। ৮০। সাধক বিদ্যা, ধন, রাজ্য কিংবা শত্রুনিগ্রহ যাহা কিছু অভিলাষ করে, নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ সেই বর লাভ করিতে পারে ইহা সত্য সত্য। ৮১। হনুমৎকল্প সমাপ্ত।

অনন্তর বিষহরাগ্নিমন্ত্র কথিত হইতেছে।—বিসর্গযুক্ত একটী 'থ' বিন্দুযুক্ত একটি 'থ' এই দুইটিতে ঐ মন্ত্র। ঐ মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ যথা,—প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে, ঋষ্যাদিন্যাস উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। ৮২। ৮৩। তাহার পরে করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—'থাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, থীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, থূং মধ্যমাভ্যাং বষট, থৈং অনামিকাভ্যাং হুং, থৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, থঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট'। এবং 'থাং হৃদয়ায় নমঃ, থীং শিরসে স্বাহা, থূং শিখায়ৈ বষট্, থৈং কবচায় হুং, থৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, থঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্'। এই মন্ত্রের ধ্যান-পূজাদি সারদাতন্ত্রোক্ত বৈশ্বানর মন্ত্রের ন্যায় করিবে। ৮৪। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে বারলক্ষ জপ, ঘৃতদ্বারা জপের দশাংশ বার হাজার হোম করিবে। ৮৫। স্বীয় বামহস্ততলে পঞ্চদল শ্বেতপদ্ম ধ্যান

---

(১) হং পবননন্দনায় স্বাহা। (ক) টি। (২) তেন 'থঃ থং' ইতি মন্ত্রঃ (খ) টি।

(৩) বৈশ্বানরমন্ত্রস্ত পশ্চাদ্বক্ষ্যাম ইতি (খ) টি।

বিচিন্তা, তৎস্পর্শনাৎ সর্ব্বং বিষং নাশয়েৎ। ইত্থম্ভূতকরেণ বিষরোগস্থং স্পৃষ্ট্বা অষ্টোত্তরশতং (১) জপেৎ। সর্ববৃশ্চিকাদিবিষজ্বরাজীর্ণবিসর্পদন্তাদিশূলনেত্রাদিরোগসর্ব্ববেদনাঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৮৬ ॥ ইতি বিষহরাগ্নিমন্ত্রঃ ॥

অথ বৃশ্চিকাদিবিষহরমন্ত্রঃ।—স্রু চ ওঁ সবহস্ফুঃ, হিলি মিলি চিলি হ স্ফুঃ, ওঁ হিলি হিলি চিলি চিলি হ স্ফুঃ ব্রহ্মণে স্ফুঃ (বিষ্ণবে ফুঃ ইন্দ্রায় ফুঃ) (২) সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্ফুঃ। এতে বৃশ্চিকবিষহরাঃ। ওঁ গেরি ঠঃ (৩) ইতি মূষিকবিষহরমন্ত্রঃ ॥ ৮৭ ॥ ওঁ সরণে স্ফুঃ ওঁ অসরণে স্ফুঃ ওঁ বিসহরণে স্ফুঃ। এতন্মন্ত্রং জপ্ত্বা শ্বেতসর্ষপবিক্ষেপেণ মূষিকবিনাশনম্। ইতি মূষিকবিনাশনমন্ত্রঃ ॥ ৮৮ ॥ ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং জকত (৪) ওঁ স্বাহা গরুড় হুং ফট্। ইতি দুর্গামন্ত্রো লূতাবিষহরঃ ॥ ৮৯ ॥ ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর সর হন হন হুং ফট্ স্বাহা। ইতি বিষ্ণুমন্ত্রঃ সর্ব্বকীটজাতিবিষহরঃ ॥ ৯০ ॥ অথার্দ্রপটী।—প্রণবো হৃদয়ং ভগবতি চামুণ্ডে রক্তবাসসে অপ্রতিহতরূপপরাক্রমে অমুকবধায় বিচেতসে বহ্নিবল্লভা (৫)। আর্দ্ররক্তপটেনাবৃতঃ (৬) সমুদ্রগামি-

---

করিবে এবং সেই পদ্মকর্ণিকাতে বিসর্গযুক্ত থকার এবং পদ্মের পঞ্চদলে অনুস্বার যুক্ত থকার চিন্তা করিবে। পরে ঐ পদ্মকে রক্তবর্ণ ও অমৃতময় চিন্তা করিয়া সেই হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে সমস্ত বিষ বিনষ্ট হয়। এই প্রকার হস্তদ্বারা বিষপীড়িত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষহরাগ্নিমন্ত্র একশত আটবার জপ করিবে, ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার বৃশ্চিকাদি বিষ, জ্বর, অজীর্ণ, বিসর্প, দন্তাদিশূল, নেত্রাদিরোগ ও সর্ব্বপ্রকার বেদনা বিনষ্ট হইয়া যায়। ৮৬। বিষহরাগ্নিমন্ত্র সমাপ্ত।

অনন্তর বৃশ্চিকাদিবিষহরমন্ত্র বলা যাইতেছে।—উপরে প্রথমে কতকগুলি বৃশ্চিকের বিষনাশক মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পরে মূষিকের বিষনাশক একটি মন্ত্র উল্লেখ করিয়া অপর একটী মন্ত্র জপ করিয়া শ্বেতসর্ষপ ক্ষেত্রের উপর ছড়াইলে মূষিকের বিষনাশ হয় ইহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরে উর্ণনাভের (মাকড়সার) বিষনাশক দুর্গামন্ত্র একটী উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার পরে সমস্ত কীটজাতির বিষনাশক দুর্গামন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ৮৭—৯০।

অতঃপর "আর্দ্রপটী" নামক এক অভিচারকর্ম্ম বলিতেছেন,—উপরে ইহার মন্ত্র সুস্পষ্ট আছে। আর্দ্র রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া সমুদ্রগামিনী কোন নদীর তীরে অথবা

---

(১) অষ্টসহস্রমিতি (আ০ বি০)। (২) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োঃ (আ০ বি০) পুস্তকে চ নাস্তি।

(৩) গেরটঃ। (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) জকত ইত্যত্র জখড় ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৫) ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে রক্তবাসসেৎপ্রতিহত-রূপপরাক্রমে অমুকবধায় বিচেতসে স্বাহা (ক) টি। (৬) আর্দ্রপটেন রক্তপটেন ব্যাবৃতঃ (খ) পাঠঃ।

নদীতীরে উষরভূমৌ বা দক্ষিণামুখ ঊর্দ্ধবাহুর্জ্জপেৎ। যাবৎ পটঃ শুষ্যতি, তাবৎ প্রাণাঃ শুষ্যন্তি শত্রোঃ ইত্যার্দ্রপটী ॥ ৯১ ॥ (১)

অথ শ্মশানভৈরবীমন্ত্রঃ।—শ্মশানভৈরবি নররুধিরাস্ত্র-রস (২) ভক্ষিণি সিদ্ধিং মে দেহি মম মনোরথান্ পূরয় হুঁ ফট্ স্বাহা ॥ ৯২ ॥

অথ মহাকালীমন্ত্রঃ।—ওঁ ফ্রেং ফ্রৈং ফ্রোং ফ্রৌং পশূন্ গৃহাণ (৩) হুং ফট্ স্বাহা। শ্মশানভৈরবীমন্ত্রেণ যাবৎক্রূরকর্ম্মণি প্রয়োগঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ ৯৪ ॥

অথ মহাকালীমন্ত্রপ্রয়োগঃ।—তত্র ন্যাসাদিকং ন কর্ত্তব্যম্। তথা চ,—ন্যাসশুদ্ধ্যাদিকং কিঞ্চিন্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৯৪ ॥ কৃষ্ণতোয়ৈশ্চ সংপূর্ণে কৃষ্ণকুম্ভেঽথ কালিকাম্। পূজয়েৎ কৃষ্ণপুষ্পেণ শ্মশানে দক্ষিণামুখঃ। পঞ্চবক্ত্রাং মহারৌদ্রীং প্রতিবক্ত্রত্রিলোচনাম্। শক্তিশূলধনুর্ব্বাণখড়্গাখেটবরাভয়ান্। দক্ষাদক্ষভুজৈর্দ্দেবীং বিভ্রাণাং ভূরিভূষণাম্ ॥ ধ্যাত্বৈবং সাধকঃ সাধ্যং সাধয়েন্মনসি স্থিতম্ ॥ ৯৫ ॥ ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা। বারাহী চ তথা চৈন্দ্রী চামুণ্ডা চণ্ডিকাষ্টমী। পূর্ব্বাদীশানপর্য্যন্তং কুম্ভস্থানে স্থিতা ইমাঃ ॥ ৯৬ ॥ তত্র ক্রমঃ।—দেবীং ধ্যাত্বা যথাবিধ্যুপচারেণ সংপূজ্য

কোন ক্ষারভূমিতে দক্ষিণাস্থ উপবেশনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ঐ মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। পরিহিত বস্ত্র যেমন শুষ্ক হইতে থাকিবে শত্রুর প্রাণও তেমনি শুষ্ক হইয়া যাইবে। ইহাকে আর্দ্রপটী বলে। ৯১।

অনন্তর শ্মশানভৈরবীমন্ত্র ও মহাকালীমন্ত্র উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্মশানভৈরবীমন্ত্র মারণকার্য্যে প্রয়োগ করিতে হয়।

অনন্তর মহাকালীমন্ত্রের প্রয়োগ কথিত হইতেছে।—এই মন্ত্রের পূজাদিতে কোন প্রকার ন্যাস বা শুদ্ধি প্রভৃতির বিচার করিতে হইবে না। শ্মশানে দক্ষিণমুখে বসিয়া কৃষ্ণবর্ণ জলপূর্ণ কৃষ্ণবর্ণকুম্ভে কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। মহাকালীর ধ্যান যথা—যাঁহার পাঁচটি মুখ, প্রত্যেক মুখে তিনটি করিয়া চক্ষু, অতিশয় রৌদ্রমূর্ত্তি, দক্ষিণ ও বামহস্তে শক্তি, শূল, ধনুঃ, বাণ খড়্গ, খেটক, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, গাত্রে প্রচুর আভরণ সেই দেবীকে এইরূপ ধ্যান করিয়া সাধক স্বীয় মনোভিলষিত কার্য্য সাধন করিবে। ৯৬। কুম্ভের পূর্ব্বদিক হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্টদিকে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা এই অষ্টশক্তি অবস্থিতি

---

(১) "অথ বৈরিবাহুস্তম্ভনাদিকম্। ওঁ হুং নীং হুং নীং হুং নৃং হুং নৈং হুং নৌঃ হুঃ নঃ স্বাহা-হমূকং ঠঃ ঠঃ। অনেন মন্ত্রেণাষ্টোত্তরসহস্রেণ সিদ্ধার্থভস্মাভিমন্ত্রিতং যস্য গেহে প্রক্ষিপতি যত্র পার্শ্বে বা বাহুস্তম্ভো ভবতি। রিপু-সৈন্যমধ্যে ক্ষিপেৎ। সৈন্যস্তম্ভো ভবতি অশ্বগজানি বিফলানি ভবন্তি রিপুসৈন্যানি সর্ব্বাণি চ।" ইতি (ক) পুস্তকে উদ্ধৃতঃ পাঠঃ।

(২) অস্ত্ররস ইত্যত্র অস্থিবসা ইত্যাদর্শপাঠঃ। অস্থিরস ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৩) ওঁ ক্রেং ক্রেং ক্রোং ক্রোং পশুং গৃহাণ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তীঃ পূর্ব্বাদিক্রমেণ পূজয়েৎ। তথা,—নামোচ্চারণসংরব্ধং বহ্নৌ প্রজ্বলিতেঽধ্বরে। জুহুয়াদ্বৈরিণাং শুদ্ধৌ দেবীমন্ত্রং জপংস্তথা। সমিধঃ পিচুমর্দ্দস্য তথা বিভীতকাষ্ঠিকা। গৃহধূমং শ্মশানাস্থ-(১)র্ব্বিভীতাঙ্গারহোমতঃ। সপ্তাহাদ্বৈরিণং হন্তি কালীমন্ত্রপ্রয়োগতঃ ॥ ৯৮ ॥ উচ্চাটনং চাপরাহ্ণে সন্ধ্যায়াং মারণং তথা। দক্ষিণস্যাং দিশি স্থিত্বা গ্রামাদ্দের্দ্দক্ষিণামুখঃ ॥ ৯৯ ॥

অথ জ্বালামালিনীমন্ত্রঃ। ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি গৃধ্রগণপরিবৃতে হুঁ ফট্ স্বাহা। অথ প্রয়োগঃ।—তত্রাঙ্গন্যাসঃ।—ওঁ নমো হৃদয়ং প্রোক্তং ভগবতীতি শিরঃ স্মৃতম্। জ্বালামালিনি চ শিখা গৃধ্রগণপরিবৃতে ততঃ। বর্ম্ম স্বাহান্তমিত্যুক্তং জাতিযুক্তং (২) ন্যসেত্তনৌ। প্রয়োগস্তু।—ওঁ নমো হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ॥ ১০০ ॥ অভুক্ত্বা নিয়তং চৈব জপেন্মন্ত্রং জপাজ্জয়ী। জপেদষ্টসহস্রন্তু ত্রয়োবিংশতিবাসরান্। প্রত্যহং সাধনং সিদ্ধিং দদাতীতি ন সংশয়ঃ। স্মৃতিমাত্রেণ বৈ মন্ত্রী রিপূন্ সর্ব্বান্ বিনাশয়েৎ ॥ ১ ॥ প্রয়োগান্তরম্। ফেৎকারীয়ে।—ওঁ ঠং ঠাং ঠিং ঠীং ঠুং ঠূং ঠেং ঠৈং ঠোং ঠৌং ঠং ঠঃ অমুকং গৃহ্ন গৃহ্ন হুং হুং ঠঃ ঠঃ অনেন মন্ত্রেণ

করিতেছেন. এইরূপ চিন্তা করত যথাশক্তি উপচারদ্বারা যথানিয়মে দেবীর পূজা করিয়া কুম্ভের পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে। বৈরিনিবারণকার্য্যে বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া শত্রুর নামোচ্চারণপূর্ব্বক দেবীর মন্ত্র জপ করিতে করিতে হোম করিবে। নিম্বকাষ্ঠের সমিধ, গৃহধূম অথবা শ্মশানমধ্যগত বিভীতকাষ্ঠের অঙ্গারদ্বারা ঐ কালীমন্ত্র প্রয়োগে হোম করিলে সপ্তাহমধ্যে শত্রু বিনাশ হয়। ৯৭। ৯৮। গ্রামের দক্ষিণভাগে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া অপরাহ্ণে উচ্চাটনকার্য্য ও সন্ধ্যাকালে মারণকার্য্য করিবে। ৯৯।

অনন্তর জ্বালামালিনীমন্ত্র বলা হইতেছে, ইহার মন্ত্র উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে উহার প্রয়োগ কথিত হইতেছে।—তন্মধ্যে প্রথমতঃ অঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—'ওঁ নমো হৃদয়ায় নমঃ, ভগবতি শিরসে স্বাহা, জ্বালামালিনি শিখায়ৈ বষট্, গৃধ্রগণপরিবৃতে কবচায় হুং, হুং ফট্ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্'। এইরূপ 'ওঁ নমোঽঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ভগবতি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, জ্বালামালিনি মধ্যমাভ্যাং বষট্, গৃধ্রগণপরিবৃতে অনামিকাভ্যাং হুং, হুং ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্'। এইরূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া পূজা করিবে। ১০০। ভোজন না করিয়া নিয়ত এই মন্ত্র জপ করিবে। এই মন্ত্রের জপেই জয়ী হইতে পারিবে। তেইশ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ আটহাজার করিয়া মন্ত্রজপ করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে। তখন এই মন্ত্রের স্মরণমাত্র সকল শত্রু বিনষ্ট হইবে। ১। ফেৎকারিণীতন্ত্রে উক্ত মন্ত্রের অন্যপ্রকার

---

(১) শ্মশানান্তরিত্যত্র শ্মশানাস্থি ইতি (খ) পাঠঃ। (২) নমঃস্বাহা ইত্যাদি।

শৃগালাস্থিময়ং কীলকং পঞ্চাঙ্গুলং সহস্রেণাভিমন্ত্রিতং যস্য গেহে নিখনেৎ, যস্য নাম্না শ্মশানে বা নিখনেৎ, স উন্মত্তো ভবতি ॥ ২ ॥ ওঁ ডং ডাং ডিং ডীং ডুং ডূং ডেং ডৈং ডোং ডৌং ডং ডঃ অমুকং গৃহ্ন গৃহ্ন হুঁ হুঁ (১) ঠঃ ঠঃ। অনেন মন্ত্রেণ মনুষ্যাস্থিময়ং কীলকং বিতস্তিপ্রমাণং সহস্রেণাভিমন্ত্রিতং যস্য গেহে নিখনেৎ, যস্য নাম্না শ্মশানে বা নিখনেৎ, তস্য সমস্তপরিবারা নশ্যন্তি ॥ ৩ ॥ উদ্ধৃতে খলু শান্তিঃ। শান্তিমন্ত্রো যথা,—ওঁ সঃ সং সঃ হঃ অমুকস্য শান্তির্ভবতু স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ ঘৃতমধুসিক্তং ক্ষীরং হুনেৎ (২)। তেন শান্তির্ভবতি ॥ ৪ ॥ ওঁ ঢং ঢাং ঢিং ঢীং ঢুং ঢূং ঢেং ঢৈং ঢোং ঢৌং ঢং ঢঃ অমুকং মারয় মারয় ঠঃ ঠঃ (৩)। অনেন মন্ত্রেণ গর্দ্দভাস্থিময়ং কীলকং ত্রয়োদশাঙ্গুলং সহস্রেণাভিমন্ত্রিতং যস্য নাম্না চিতামধ্যে নিখনেৎ, স জ্বরেণ বিনশ্যতি ॥ ৫ ॥ "ওঁ ণং ণাং ণিং ণীং ণুং ণূং ণেং ণৈং ণোং ণৌং ণং ণঃ অমুকং নাশয় ঠঃ ঠঃ"। অনেন খদিরকাষ্ঠময়ং (৪) কীলকং ষড়ঙ্গুলং সহস্রেণাভিমন্ত্রিতং যস্য নাম্না শ্মশানে গেহে বা নিখনেৎ তস্য সর্ব্বান্ নাশয়ন্তি ॥ ৬ ॥

অথ নিগড়বন্ধনমোক্ষণম্।—"ওঁ নমঃ ঋতে নির্ঋতে তিগ্মতেজো যন্ময়ং বিক্রেতা বন্ধমেতং যমেন দত্তং তস্য সন্দিদা (৫) নোত্তমে নাকে অঘোরোহ বৈরম্" ॥ ৭ ॥ অস্য নিগড়ভঞ্জনমন্ত্রস্য প্রজাপতির্ঋষির্নির্ঋতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বন্ধনাদিব্যসনপরিহারে

প্রয়োগ উল্লিখিত হইয়াছে যথা;—উপরিলিখিত মন্ত্রে শৃগালের অস্থি নির্ম্মিত পঞ্চাঙ্গুলপরিমিত কীলক সহস্রবার 'অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে কিংবা যাহার নাম উল্লেখ করিয়া শ্মশানে প্রোথিত করা যায়, সেই ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া থাকে। ২। 'ওঁ ডং ডাং' ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত মনুষ্যাস্থি-নির্ম্মিত কীলক সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে কিংবা যাহার নামে শ্মশানে প্রোথিত করা যায়, সেই ব্যক্তির সমস্ত পরিবার নষ্ট হয়। ৩। এই কীলক উদ্ধৃত করিলে উক্ত দোষের শান্তি হয়। শান্তিমন্ত্র উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ মন্ত্রে ঘৃত ও মধুসহযোগে ক্ষীরদ্বারা হোম করিলে শান্তি হয়। ৪। 'ওঁ ঢং ঢাং' ইত্যাদি মন্ত্রে ত্রয়োদশাঙ্গুল পরিমিত গর্দ্দভের অস্থিনির্ম্মিত কীলক সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নামে চিতামধ্যে প্রোথিত করা হয়, সেই ব্যক্তি জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৫। উপরিলিখিত মন্ত্রে ষড়ঙ্গুল পরিমিত খদিরকাষ্ঠময় কীলক সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নামে শ্মশানে বা গৃহে প্রোথিত করিবে সেই ব্যক্তির সকল বিষয়ই বিনষ্ট হইবে। ৬।

অনন্তর শৃঙ্খলবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার মন্ত্র বলিতেছেন, উপরে ঐ মন্ত্র সুস্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি, দেবতা নির্ঋতি, ছন্দ ত্রিষ্টুপ্,

---

(১) হ্রূং হ্রূং (গ) পাঠঃ। (২) হুনেদিত্যত্র পিবেদিতি (আ০ বি০)

(৩) (আ০ বি০) পুস্তকে ঠঃ ঠঃ ইত্যত্র সর্ব্বত্র ঠং ঠঃ ইতি পাঠঃ।

(৪) খদির ইত্যত্র খর ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৫) তংসবিদা ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

বিনিয়োগঃ ॥ ৮ ॥ এবম্ ঋষ্যাদিকং ন্যস্য অযুতং প্রজপেৎ সুধীঃ। ততো বন্ধনাদ্ব্যসনাচ্চ মুক্তো ভবতি নান্যথা ॥ ৯ ॥

অথ চিটিমন্ত্রঃ।—তারং চিটিদ্বন্দ্বং ক্রমাচ্চাণ্ডালি চ ততঃ পরম্। মহদাদ্যাং ততো ক্রমাদমুকং মে ততঃ পরম্। বশমানয় ঠদ্বন্দ্বং চিটিমন্ত্র উদাহৃতঃ (১)। (২) সপ্তভির্দিবসৈর্ভূপান্ বশয়েদ্বিধিনামুনা ॥ ১০ ॥ বিধিমাহ।—বিলিখ্য তালপত্রে তং সাধ্যনাম্না বিদর্ভিতম্ (৩) নিঃক্ষিপ্য ক্ষীরসংমিশ্রে জলে তৎ ক্বাথয়েন্নিশি (৪)। বশ্যো ভবতি সাধ্যশ্চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১১ ॥ তালপত্রে লিখিত্বৈনং ভদ্রাকালীগৃহে খনেৎ। বশ্যায় সর্ব্বজন্তূনাং প্রয়োগোঽয়মুদাহৃতঃ ॥ ১২ ॥

অথ ত্র্যম্বকমন্ত্রঃ।—ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ ১৩ ॥ বশিষ্ঠোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্। দেবতাস্য সমুদ্দিষ্টা ত্র্যম্বকঃ পার্ব্বতীপতিঃ। বিভক্তৈর্মন্ত্রবর্ণৈঃ স্যাৎ ষড়ঙ্গানাঞ্চ কল্পনম্ ॥

বন্ধনাদি দুঃখনিবারণে ইহার বিনিয়োগ ৭—৮। এই প্রকারে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া এই মন্ত্র দশহাজার জপ করিবে, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার বন্ধন-মুক্তি হইবে ইহাতে অন্যথা নাই। ৯।

অনন্তর চিটিমন্ত্র কথিত হইতেছে।—প্রণব দুইবার 'চিটি' শব্দ 'চাণ্ডালি' শব্দ 'মহাচাণ্ডালি' শব্দ 'অমুকং মে বশমানয়' এই কয়টি পদ, অন্তে 'স্বাহা' ইহাকে চিটিমন্ত্র বলে। নিম্নলিখিত উপায়ে সাতদিন ঐ মন্ত্র জপ করিলে রাজাদিগকেও বশ করিতে পারিবে। মন্ত্র-প্রয়োগ বিধান বলা যাইতেছে। ঐ মন্ত্রটি যাহাকে বশ করিতে হইবে তাহার নামের সহিত বিদর্ভিত করিয়া তাল পত্রে মন্ত্রটি লিখিবে। তাহার পরে দুগ্ধ মিশ্রিত জলে ঐ তালপত্র নিক্ষেপ করিয়া রাত্রিকালে অগ্নিতে পাক করিবে। সমপরিমাণ দুগ্ধ-জল লইয়া চারিভাগের একভাগ থাকিতে পাক শেষ করিবে। ইহাতে বশীকরণ নিশ্চয়ই হইবে সন্দেহ নাই। ১০। ১১। এই মন্ত্র তালপত্রে লিখিয়া ভদ্রকালী-গৃহে প্রোথিত করিয়া রাখিলে সকল জন্তু বশীভূত হইয়া থাকে। ১২।

অনন্তর ত্র্যম্বকমন্ত্র কথিত হইতেছে। মন্ত্র উপরে দ্রষ্টব্য। এই ত্র্যম্বকমন্ত্রের ঋষি বশিষ্ঠ, ছন্দ অনুষ্টুপ্, পার্ব্বতীপতি ত্র্যম্বক দেবতা জানিবে এবং মন্ত্রের বর্ণসকল বিভক্ত

---

(১) ওঁ চিটি চিটি চাণ্ডালি মহাচাণ্ডালি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা (ক) টি।

(২) চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরাত্মা সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। ইতি (ক) পুস্তকে উদ্ধৃতঃ পাঠঃ।

(৩) বিদর্ভিতমিতি—"যে যে মন্ত্রাক্ষরে যত্র একৈকং সাধ্যনামকম্। বিদর্ভিতন্তু তৎ প্রোক্তং সর্ব্বরক্ষাকরং পরমিতি বিদ্যাবিদর্ভিতমিত্যর্থঃ (আ০ বি০)।

(৪) ক্বাথয়েৎ পাচয়েৎ চতুর্ভাগাবশেষঃ ক্বাথঃ; এতেন সমভাগং ক্ষীরোদকং ষোড়শ 'সের'-সংখ্যং তৎপত্রেণ সহ পক্ত্বা তৎক্ষীরজলং মারয়িত্বা চতুঃ 'সের'-শেষম্ অবশেষং রক্ষেদিত্যর্থঃ। (ক) টি।

১৪ ॥ তত্র প্রয়োগঃ।—ভূতশুদ্ধ্যাদিপীঠন্যাসান্তং কর্ম্ম সমাপ্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ ॥ যথা,—শিরসি বশিষ্ঠঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি ত্র্যম্বকায় দেবতায়ৈ নমঃ। অমুকস্যামুকশান্তয়ে বিনিয়োগঃ ॥ ১৫ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। যথা, ত্র্যম্বকম্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, যজামহে তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং মধ্যমাভ্যাং বষট্, উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ অনামিকাভ্যাং হুং মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, মামৃতাৎ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। যথা—ত্রিভিস্তু বর্ণৈর্হৃদয়ং শিরশ্চতুর্ভিরীরিতম্। অষ্টাভিশ্চ শিখা প্রোক্তা নবার্ণৈঃ কবচং তথা। তথাক্ষি পঞ্চাক্ষরৈস্ত্র্যক্ষরং করতলে স্মৃতম্। ততঃ পূর্ব্বপাশ্চাত্যযাম্যোত্তরবক্ত্রেষু তদনন্তরম্। উরোগলাস্যেষু পুনর্নাভিহৃৎপৃষ্ঠকুক্ষিষু। লিঙ্গপায়ূরুমূলান্তর্জ্জানুযুগেষু তৎপরম্। তদ্বৎ বৃত্তযুগে স্তনয়োঃ পার্শ্বয়োঃ পাদয়োঃ পুনঃ। পাণ্যোর্নাসিকয়োঃ শীর্ষে মন্ত্রবর্ণান্ ন্যসেৎ ক্রমাৎ ॥ ১৬ ॥ ততঃ, পদান্যেকাদশ ন্যস্যেৎ শিরোভ্রূযুগলাক্ষিষু বক্ত্রে গণ্ডদ্বয়ে ভূয়ো হৃদয়ে জঠরে পুনঃ। গুহ্যোরুজানুপাদেষু ন্যাসমেবং সমাচরেৎ ॥ ১৭ ॥ ততো ধ্যানম্। হস্তাভ্যাং কলসদ্বয়ামৃতরসৈরাপ্লাবয়ন্তং শিরো দ্বাভ্যাং তৌ দধতং মৃগাক্ষবলয়ে দ্বাভ্যাং বহন্তং পরম্।

করিয়া করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। ১৩। ১৪। এই মন্ত্রের প্রয়োগ যথা,—ভূতশুদ্ধি হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। এই ঋষ্যাদিন্যাসের মন্ত্র ও প্রণালী উপরে উল্লিখিত আছে। ১৫। তাহার পরে উপরি লিখিত মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। প্রমাণে বলিয়াছেন,—মন্ত্রের প্রথম তিনবর্ণে হৃদয়ে, তৎপরবর্ত্তী চারিবর্ণে মস্তকে তাহার পরবর্ত্তী আটটি বর্ণে শিখায়, তাহার পরবর্ত্তী নয়টিবর্ণে কবচে, তাহার পর পাঁচটি বর্ণে নেত্রে এবং তিনটি বর্ণে করতলে ন্যাস করিবে। তাহার পরে অঙ্গে মন্ত্রবর্ণ ন্যাস করিবে। যথা পূর্ব্বমুখে ত্র্যং নমঃ, পশ্চিমমুখে ম্বং নমঃ, দক্ষিণমুখে কং নমঃ, উত্তরমুখে যং নমঃ, বক্ষঃস্থলে জাং নমঃ, গলদেশে মং নমঃ, মুখে, হেং নমঃ, নাভিতে সুং নমঃ, হৃদয়ে গং নমঃ, পৃষ্ঠে ন্ধিং নমঃ, উদরে পুং নমঃ, লিঙ্গে ষ্টিং নমঃ, গুহ্যদেশে বং নমঃ, দক্ষিণ উরুমূলে র্দ্ধং নমঃ, বাম উরুমূলে নং নমঃ, দক্ষিণ জানুতে উং নমঃ, বামজানুতে র্ব্বাং নমঃ, দক্ষিণ জঙ্ঘাতে রুং নমঃ, বাম জঙ্ঘাতে কং নমঃ, দক্ষিণজঙ্ঘাবৃন্তে মিং নমঃ, বামজঙ্ঘাবৃন্তে বং নমঃ, দক্ষিণ স্তনে বং নমঃ, বামস্তনে ন্ধং নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে নাং নমঃ, বামপার্শ্বে ম্মৃং নমঃ, দক্ষিণপাদে ত্যোং নমঃ, বামপাদে র্ম্মুং নমঃ, দক্ষিণহস্তে ক্ষীং নমঃ, বামহস্তে য়ং নমঃ, দক্ষিণনাসিকায় মাং নমঃ, বামনাসিকায় মৃং নমঃ, শীর্ষে তাৎ নমঃ, এইরূপে মন্ত্রবর্ণসকল অঙ্গে ন্যাস করিয়া স্বীয় অঙ্গের একাদশ স্থানে মন্ত্রগত একাদশ পদ ন্যাস করিবে। মস্তকে ত্র্যম্বকং নমঃ, ভ্রূদ্বয়ে যজামহে নমঃ, নেত্রদ্বয়ে সুগন্ধিং নমঃ, মুখে পুষ্টিবর্দ্ধনং নমঃ, গণ্ডে উর্ব্বারুকং নমঃ, হৃদয়ে ইব নমঃ, উদরে বন্ধনাৎ নমঃ, গুহ্যে মৃত্যোঃ নমঃ, উরুদ্বয়ে মুক্ষীয় নমঃ, জানুদ্বয়ে মা নমঃ, জঙ্ঘাদ্বয়ে অমৃতাৎ নমঃ। এইরূপে ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে।

অক্কস্থস্তকরদ্বয়ামৃতঘটং কৈলাসকান্তং শিবং,স্বচ্ছাম্ভোজ-গতং নবেন্দুমুকুটং দেবং ত্রিনেত্রং ভজে। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ১৮ ॥ ততঃ শৈবোক্তপীঠ-পূজাং বিধায়, পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়, আবরণপূজামারভেত। অগ্ন্যাদিকোণে কেশরেষু মধ্যে দিক্ষু চ। ত্র্যম্বকং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গৈঃ পূজয়েৎ। ততোঽষ্টপত্রেষু ওঁ অর্কায় নমঃ, এবং ইন্দবে বসুধায়ৈ জলায় বহ্নয়ে বায়বে বিয়তে যজমানায়। তদ্বাহ্যে পূর্ব্বাদি—রমা রাকা প্রভা জ্যোৎস্না পূর্ণা পূষা পূরণী সুধা। বাক্যস্তু,—ওঁ রমায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। তদ্বাহ্যে বিশ্বা বিদ্যা সিতা প্রজ্ঞা (১) সারা সন্ধ্যা শিবা নিশা। তদ্বাহ্যে,—আর্দ্রা প্রজ্ঞা প্রভা মেধা কান্তিঃ শান্তির্ধৃতি-র্ম্মতিঃ। (তদ্বাহ্যে,—পরা উমা পাবনী পদ্মা শান্তা অমোঘা জয়া অমলা এতাঃ পূজয়েৎ) (২)। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ১৯ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথা চ সারদায়াম্।—জপেন্মন্ত্রমিমং লক্ষমেবং ধ্যায়ন্ জিতেন্দ্রিয়ঃ। জুহুয়াৎ দশভি-র্দ্রব্যৈরযুতং ঘৃতসংপ্লুতৈঃ। বিল্বং পলাশং খদিরং বটঞ্চ তিলসর্ষপৌ। দৌগ্ধং দুগ্ধং দধি পুনর্দূর্ব্বাস্তানি বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ২০ ॥ প্রয়োগস্তু,—শনৈশ্চরদিনে অন্তদিবসে বা অশ্বত্থমূলং

১৬—১৭। ধ্যান যথা,—যিনি একদিকের দুই হস্তে দুই অমৃতকলস হইতে অমৃত লইয়া মস্তক আপ্লাবিত করিতেছেন দুই হস্তে সেই দুই অমৃতকলস ধারণ করিতেছেন, যাঁহার অপরদিকের দুই হস্তের এক হস্তে মৃগ ও অপর হস্তে অক্ষমালা রহিয়াছে, অপর দুই কর স্বীয় ক্রোড়দেশে উত্তানভাবে উপর্য্যুপরি স্থাপিত, তাহার উপরে অমৃতপূর্ণ একটি ঘট রহিয়াছে, যিনি কৈলাসনাথ শিব যিনি শুক্লপদ্মোপরি উপবিষ্ট, নবেন্দু যাঁহার মুকুট স্বরূপে শোভা পাইতেছে, সেই ত্রিনয়ন দেবকে ভজনা করি। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ১৮। তাহার পরে শিবপূজা প্রকরণে উল্লিখিত পীঠ-দেবতার পূজার পর পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণ-পূজা করিবে। অগ্নি প্রভৃতিকোণে মধ্যে এবং পূর্ব্ব প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে 'ওঁ ত্র্যম্বকং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি প্রকারে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া অষ্টদলে 'ওঁ অর্কায় নমঃ' ইত্যাদি উপরি লিখিত অষ্টদেবতার পূজা করিবে। তাহার বাহিরে পূর্ব্বাদিক্রমে রমা, রাকা ইত্যাদি উপরিলিখিত দেবীগণের পূজা করিবে। তাহার পরে ধূপাদিবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া পূজা শেষ করিবে। ১৮। একলক্ষ জপ করিলে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। সারদাতন্ত্রে বলিয়াছেন, সাধক জিতেন্দ্রিয় হইয়া দেবতার ধ্যানপূর্ব্বক একলক্ষ জপ করিয়া ঘৃতাক্ত দশটি দ্রব্য দ্বারা দশ হাজার হোম করিবে। বিল্ব, পলাশ, খদির, বট, তিল, সর্ষপ, দুগ্ধসম্ভূত নবনীত, দুগ্ধ দধি ও দূর্ব্বা, এই দশটি দ্রব্যকে পণ্ডিতগণ ইহাঁর

---

(১) প্রজ্ঞা ইত্যত্র শ্রদ্ধা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

স্পৃষ্ট্বা সহস্রং জপেৎ। তথা চ,—শনিবারে দিনেঽশ্বত্থমূলং সংস্পৃশ্য যো জপেৎ। সাক্ষান্মৃত্যোর্ব্বিমুচ্যেত কিমন্যাঃ ক্ষুদ্রিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২১ ॥ তথা,—স্নাত্বা সহস্রং প্রজপেদাদিত্যাভিমুখো মনুম্। আধিব্যাধিবিনির্ম্মুক্তো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২ ॥ প্রত্যহং জুহুয়ান্মন্ত্রী দূর্ব্বয়া অযুতাবধি। আময়ানখিলান্ জিত্বা দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥ বটবৃক্ষস্য সমিধো জুহুয়াদযুতাবধি। ধনধান্যসমৃদ্ধিঃ স্যাদচিরেণৈব সিধ্যতি ॥ ২৪ ॥

অথ মৃতসঞ্জীবনী।—আদৌ প্রাসাদবীজং (১) তদনু মৃতিহরং তারক ব্যাহৃতীশ্চ (২) প্রোচ্চার্য্য ত্র্যম্বকং (৩) যো জপতি চ সততং সংপুটং চানুলোমাৎ। মৃতিহরং ত্র্যক্ষরমৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রম্। ওঁ জূং সঃ। অস্য জপাৎ সর্ব্বসিদ্ধির্ভবতি ॥ ২৫ ॥

অথ শুক্রোপাসিতা মৃত্যুসঞ্জয়নী বিদ্যা।—গায়ত্র্যাঃ প্রথমঃ পাদঃ ত্র্যম্বকপাদৈকং তথা। গায়ত্র্যাঃ-দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ত্র্যম্বস্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। গায়ত্র্যাঃ তৃতীয়ঃ পাদঃ ত্র্যম্বকশেষপাদঃ। মন্ত্রো যথা,—ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। ভর্গো দেবস্য ধীমহি উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ ২৬ ॥ ধ্যানম্।—স্বচ্ছং স্বচ্ছারবিন্দস্থিতমুভয়করে সংস্থিতৌ

হোম দ্রব্য বলিয়া থাকেন। ২০। উক্ত ত্র্যম্বকমন্ত্রের অপর কতিপয় প্রয়োগবিধি যথা,—শনিবারে অথবা অন্য কোন দিবসে অশ্বত্থমূল স্পর্শ করিয়া এক হাজার ত্র্যম্বকমন্ত্র জপ করিবে। তন্ত্রে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শনিবারে অশ্বত্থমূল স্পর্শ করিয়া ত্র্যম্বকমন্ত্র জপ করে, সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পায়, অন্য সকল কার্য্য ইহার নিকটে অতিক্ষুদ্র। ২১। আরও বলিয়াছেন, স্নানের পর সূর্য্যাভিমুখ হইয়া ইহার মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বব্যাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে। ২২। সাধক প্রতিদিন দূর্ব্বাদ্বারা দশহাজার পর্য্যন্ত হোম করিতে পারিলে সকল প্রকার রোগ হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। ২৩। বটবৃক্ষের সমিধ্ দ্বারা দশ হাজার হোম করিলে অচিরে ধনধান্যাদিসমৃদ্ধি লাভ হয়। ২৪।

অনন্তর মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র কথিত হইতেছে। অগ্রে প্রাসাদবীজ, তাহার পরে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র, তাহার পরে প্রণব, তাহার পরে তিনটি ব্যাহৃতি উচ্চারণ করিয়া ত্র্যম্বকমন্ত্র তাহার পরে অনুলোমে প্রাসাদবীজ, মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্র, প্রণব ও ব্যাহৃতিত্রয় পুটিত করিয়া যে ব্যক্তি জপ করে, তাহার সকল সিদ্ধিলাভ হয়। ২৫।

শুক্রোপাসিত মৃত্যু-সঞ্জয়নী বিদ্যা যথা।—প্রথমতঃ গায়ত্রীর প্রথমপাদ ও ত্র্যম্বকমন্ত্রের প্রথমপাদ তাহার পরে গায়ত্রীর দ্বিতীয়পাদ ও ত্র্যম্বকমন্ত্রের দ্বিতীয়পাদ, অনন্তর গায়ত্রীর তৃতীয়পাদ ত্র্যম্বকমন্ত্রের শেষপাদ ইহা শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক উপাসিত অপর এক

---

(১) হৌং। (২) ভূর্ভুবঃ স্বঃ। (৩) ত্র্যম্বকমন্ত্রম্। হৌং ওঁ জূং সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ। হৌং ওঁ জূং সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ।

পূর্ণকুম্ভৌ, দ্বাভ্যামেণাক্ষমালে নিজকরকমলে দ্বৌ ঘটৌ নিত্যপূর্ণৌ। দ্বাভ্যাং তৌ চ স্রবন্তৌ শিরসি শশিকলাং চামৃতৈঃ প্লাবয়ন্তং, দেহং দেবো দধানঃ প্রদিশতু বিশদাকল্পজালঃ শ্রিয়ং বঃ॥ এবং ধ্যাত্বাবাহ্য ত্র্যম্বকায় মহারুদ্রায় নমঃ ইত্যনেন পূজয়েৎ। অস্য জপাৎ সর্ব্বসিদ্ধির্ভবতি॥ ২৭॥

অথাকর্ষণম্।—আকর্ষণবিধানানি কথয়ামি সমাসতঃ। যদ্দৃষ্টং ত্রিপুরাতন্ত্রে যদ্দৃষ্টং ভূতডামরে॥ ২৮॥ শ্রীবীজং মান্মথং বীজং লজ্জাবীজং সমুদ্ধরেৎ। প্রথমং প্রণবং দত্ত্বা ত্রিপুরাদেবি পদং ততঃ। অমুকীমিতি পদদ্বন্দ্বম্ আকর্ষয় দ্বিধা পদম্। স্বাহান্তং (১) মন্ত্রমুদ্ধৃত্য জপেদ্দশসহস্রকম্। ২৯। ষট্‌কোণঞ্চ সমালিখ্য রক্তচন্দনকুঙ্কুমৈঃ। (২) ষড়ঙ্গং কারয়েন্মন্ত্রী লজ্জাবীজসমন্বিতম্। ষড়্দীর্ঘভাক্‌স্বরেণৈব নাদবিন্দুবিভূষিতম্। রক্তপুষ্পাক্ষতধূপাদিনৈবেদ্যৈঃ পরিপূজ্য তাম্। ভাবয়ন্ চেতসা দেবীং ত্রিনেত্রাং চন্দ্রশেখরাম্। বালার্ককিরণপ্রখ্যাং সিন্দূরারুণবিগ্রহাম্। পদ্মঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ জপমালাঞ্চ বামকে। মন্ত্রস্যাস্য প্রসাদেন রম্ভামপি তথোর্ব্বশীম্। আকর্ষয়েন্ম

মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। উপরে এই মন্ত্র সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ধ্যান যথা,—যিনি নির্ম্মলদেহ, এবং স্বচ্ছ পদ্মের উপরে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, যাঁহার দুই হস্তে দুইটী পূর্ণকুম্ভ, অপর দুই হস্তে মৃগ ও অক্ষমালা অন্য দুই হস্তে দুইটী অমৃতপূর্ণ ঘট রহিয়াছে এবং অপর হস্তদ্বয় দ্বারা সেই ঘট হইতে অমৃত লইয়া তদ্দ্বারা শিরঃস্থিত শশিকলা প্লাবিত করিতেছেন; নির্ম্মলবেশে যিনি বিভূষিত, সেই ত্র্যম্বকদেব তোমাদিগকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন। এইরূপে ধ্যান করিয়া আবাহনপূর্ব্বক 'ত্র্যম্বকায় মহারুদ্রায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিবে। ইহার মন্ত্রজপে সকলপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। ২৬। ২৭।

অনন্তর আকর্ষণবিধি বলা যাইতেছে। যে সকল আকর্ষণ বিধি ত্রিপুরাতন্ত্রে ও ভূতডামরে দৃষ্ট হইয়াছে, সেই আকর্ষণবিধি সংক্ষেপে বলিতেছি। ২৮। শ্রীবীজ, কামবীজ, মায়াবীজ, প্রণব, 'ত্রিপুরাদেবি' এই পদ তাহার পরে "অমুকীম্ অমুকীম্" এই দুই পদ "আকর্ষয় আকর্ষয়" এই দুই পদ, অন্তে স্বাহা। এই মন্ত্র দশ হাজার জপ করিবে। ২৯। রক্তচন্দন ও কুঙ্কুম দ্বারা ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া মায়াবীজে ছয়টী দীর্ঘস্বরযোগ করিয়া করন্যাস ও ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। যথা—'হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্'। এইরূপে 'হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈং কবচায় হুং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্'। তাহার পরে রক্তপুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যদ্বারা পূজা করিয়া মনে মনে দেবীকে চিন্তা

---

(১) শ্রীং ক্লীং হ্রীং ওঁ ত্রিপুরাদেবি অমুকীম্ অমুকীম্ আকর্ষয় আকর্ষয় স্বাহা। (ক) টি।

(২) কুঙ্কুমৈরতাত্র কর্দ্দমৈরিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

সন্দেহঃ কিং পুনর্ম্মানুষীমিহ ॥ ৩০ ॥ ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য কুঙ্কুমালক্তবারিণা। কাশ্মীরাগুরুকস্তূরীরোচনামিলিতেন তু। অনামারক্তমিশ্রেণ কামলাক্ষীমনুং জপেৎ। “ওঁ শ্রীঁ কামলাক্ষি অমুকীমাকর্ষয়াকর্ষয় ওঁ ফট্”। ইমং মন্ত্রং জপেদাদৌ সহস্রৈকং ততঃ পুনঃ। ভূর্জ্জপত্রে সমাদায় (১) গুলিকাং কারয়েৎ সুধীঃ। তেনৈব সাধ্যপাদোত্থ-মৃত্তিকাপঙ্কবেষ্টিতাম্। শোষিতাং তেজসা ভানোর্ব্বেষ্টয়েত্ত্রিকটুকৈঃ পুনঃ। প্রতিমাং স্ত্রীনিভাং কৃত্বা তস্যাঃ ক্ষিপেত্তথোদরে। গুলিকাং পাতয়েৎ পাত্রে প্রতিমাং সাধ্যরূপিণীম্। তদাশাভিমুখো (২) ভূত্বা নির্জ্জনে নিশি সাধকঃ। যাবদ্ গচ্ছতি চিত্তঞ্চ (৩) তাবদ্রূপং জপেন্মনুম্। যাবদায়াতি সন্ত্রস্তা মদনালসবিগ্রহা ॥ ৩১ ॥

অথ বশীকরণং ; তত্র চামুণ্ডামন্ত্রঃ।—তারং চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে মোহয় বশমানয়ামুকং স্বাহা (৪) ॥ ৩২ ॥ ধ্যানম্।—দংষ্ট্রাকোটিবিশঙ্কটা সুবদনা সান্দ্রান্ধকারে স্থিতা, (৫) খট্টাঙ্গাসিনিগূঢ়দক্ষিণকরা বামেন পাশং শিরঃ। শ্যামা পিঙ্গলমূর্দ্ধজা ভয়করী শার্দ্দূল-

---

করিবে। ইনি ত্রিনয়না, চন্দ্রশেখরা ; ইহাঁর দেহকান্তি বালসূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, দেহ সিন্দূরের ন্যায় অরুণবর্ণ ; ইহাঁর দক্ষিণহস্তে পদ্ম ও বামহস্তে জপমালা। এই মন্ত্রপ্রভাবে রম্ভা-উর্ব্বশীকেও আকর্ষণ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানুষীর আকর্ষণের ত কথাই নাই। ৩০। ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুম, অলক্ত, কস্তূরী, অগুরু ও গোরোচনামিশ্রিত অনামিকার রক্তদ্বারা কামলাক্ষী মন্ত্র লিখিয়া ঐ মন্ত্র এক হাজার জপ করিবে ; মন্ত্র উপরে দ্রষ্টব্য। পরে ঐ ভূর্জ্জপত্র গুলিকা করিয়া অভিলষিত ব্যক্তির পদের কর্দ্দম দ্বারা বেষ্টন করিবে। পরে ঐ কর্দ্দকবেষ্টিত গুলিকা রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং ত্রিকটু (শুঁট, পিপুল ও মরিচ) দ্বারা অভিলষিত কামিনীর অনুরূপ এক প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া তাহার উদরমধ্যে ঐ গুলিকা নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর সেই প্রতিমা কোন পাত্রে রাখিয়া সেই কামিনী যে দিগে আছে তদভিমুখে উপবেশন করিয়া রাত্রিকালে কোন নির্জ্জনস্থানে উপরিলিখিত কামলাক্ষী মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে সেই কামিনী কামাতুরা হইয়া সাধকের নিকট আগমন করে। ৩১।

অনন্তর বশীকরণ কর্ম্ম বলা যাইতেছে ; তন্মধ্যে প্রথমে চামুণ্ডামন্ত্র বলিতেছেন,—উপরে চামুণ্ডামন্ত্র স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। চামুণ্ডার ধ্যান যথা,—বিকট দন্তে যিনি বিকট-মূর্ত্তি, যাঁহার সুন্দর বদন, নিবিড় অন্ধকারে যিনি অবস্থিতি করেন ; যাঁহার

---

(১) তদ্ভূর্জ্জপত্রমাদায় ইতি (ক) (খ) পাঠঃ (আবি০) পাঠশ্চ (আ০ বি০) পুস্তকে (ক) (খ) পুস্তকয়োশ্চ ‘বেষ্টিতামিত্যত্র ‘বেষ্টিতং’ ‘শোষিতামিত্যত্র ‘শোষিত’ মিতি পাঠঃ তদ্ভূর্জ্জপত্রমিত্যনেনানয়োরন্বয়ঃ। ত্রিকটুকৈঃ পিপ্পলাদিভিরিতি (আ০ বি০) টি।

(২) তাদৃগাশামুখঃ ইতি (ক) পাঠঃ। সাধ্যরূপিণীমভীষ্টস্ত্রীরূপিণীম্।

(৩) চিত্তঞ্চ ইত্যত্র সিদ্ধঞ্চ ইতি (আ০ বি০ পাঠঃ।

(৪) ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় চামুণ্ডে মোহয় বশমানয়ামুকং স্বাহা। ইতি (আ০ বি০)।

(৫) সান্দ্রান্ধকারোত্থিতা ইতি (আ০ বি০)।

চর্ম্মাবৃতা, চামুণ্ডা শববাহিনী জপবিধৌ ধ্যেয়া সদা সাধকৈঃ ॥ ৩৩ ॥ লক্ষং জপ্ত্বা দশাংশং কিংশুককুসুমৈর্ব্বহ্নিমধ্যে চ দেবী চামুণ্ডা সাধকানাং ভবতি চ ফলদা (১) বামমার্গেণ শীঘ্রম্ ॥ ৩৪ ॥

অথ বিদ্বেষণম্।—অন্যোন্যসমসংরম্ভাৎ (২) রোষিতৌ সমরে যুতৌ। তদীয়নখরোড্ডীনধূলিমাদায় সাধকঃ। ধূলিনা তেন বিদ্বেষস্তাড়নাদভিজায়তে। পরস্পরং রিপোর্ব্বৈরং মিত্রেণ সহ নিশ্চিতম্। মহিষাশ্বপুরীষাভ্যাং গোমূত্রেণ সমালিখেৎ। যয়োর্নাম তয়োঃ শীঘ্রং বিদ্বেষশ্চ পরস্পরম্ ॥ ৩৫ ॥ রক্তেন মহিষাশ্বেন শ্মশানবস্ত্রকে লিখেৎ; যস্য নাম ভবেত্তস্য বিদ্বেষশ্চ পরস্পরম্ ॥ ৩৬ ॥ ষট্‌কোণচক্রমধ্যে তু রিপোর্নামসমন্বিতম্। মন্ত্রন্তু সংপ্রবক্ষ্যামি মহাভৈরবসংজ্ঞকম্ ॥ ৩৭ ॥ ওঁ নমো মহাভৈরবায় শ্মশানবাসিনে অমুকামুকয়োর্ব্বিদ্বেষং কুরু কুরু হুঁ ফট্ (৩)। এতন্মন্ত্রং লিখেত্তত্র বিদ্বেষো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৩৮ ॥ অন্যযোগমহং বক্ষ্যে দুর্লভং বসুধাতলে। জ্ঞানমাত্রেণ শত্রূণাং বিদ্বেষো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৩৯ ॥ ওঁ নমো ভগবতি শ্মশানকালিকে অমুকং বিদ্বেষয় বিদ্বেষয় হন হন পচ পচ মথ মথ হুং ফট্ স্বাহা। অমুনা মন্ত্ররাজেন হোময়েৎ প্রয়তঃ

দক্ষিণহস্তে খট্টাঙ্গ ও খড়্গ এবং বাম হস্তে পাশ ও নরমুণ্ড রহিয়াছে, যাঁহার দেহ কৃষ্ণবর্ণ, ও কেশগুলি পিঙ্গলবর্ণ, যাঁহাকে দেখিলে ভীতির সঞ্চার হয়, যিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া শবের উপর উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, সাধক সেই চামুণ্ডাদেবীকে জপব্যাপারে চিন্তা করিবে। ৩৩। এই দেবতার মন্ত্র একলক্ষ জপ করিয়া জপের দশাংশসংখ্যার পলাশপুষ্পদ্বারা হোম করিবে। এইরূপে বামাচারক্রমে সাধন করিলে শীঘ্রই চামুণ্ডাদেবী সাধকের অভীষ্টফল প্রদান করেন। ৩৪।

অনন্তর বিদ্বেষণ-প্রক্রিয়া বলা যাইতেছে।—যে দুই ব্যক্তি পরস্পর সমান ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের নখাঘাতে উড্ডীন ধূলি আনিয়া সেই ধূলিদ্বারা দুই বন্ধুকে তাড়ন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষভাব উপস্থিত হয়। মহিষ ও ঘোটকের বিষ্ঠার সহিত গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্রিত দ্রব্যদ্বারা যে দুই ব্যক্তির নাম লিখিবে, সেই দুই জনের পরস্পর বৈরভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। ৩৫। মহিষ ও অশ্বের রক্তদ্বারা শ্মশানবস্ত্রে যাহাদিগের নাম লিখিবে, সেই দুই ব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষ হইয়া থাকে। ৩৬। ষট্‌কোণচক্রমধ্যে শত্রুদ্বয়ের নাম লিখিয়া তাহার উপরে মহাভৈরবমন্ত্র লিখিলে সেই শত্রুদ্বয়ের পরস্পর বিদ্বেষ হইয়া থাকে, মহাভৈরবমন্ত্র উপরে দ্রষ্টব্য। ৩৭। ৩৮। অন্যপ্রকার বিদ্বেষণ বলিতেছি,—এই প্রয়োগ ধরাতলে অতিদুর্লভ। এই প্রয়োগ জানিলে সহজে শত্রুদিগের বিদ্বেষ সাধনকরা যাইতে পারে।

---

(১) বিভরতি হি ফলমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) অন্যোন্যসমরারম্ভাদিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৩) হুং ফট ইত্যত্র সুরু সুরু হুং হুং ফট্ ফট ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

সুধীঃ। বহ্নিকুণ্ডে (১) নিম্বপত্রেণ কটুতৈলান্বিতেন চ। প্রজ্বাল্য খাদিরং বহ্নিং শ্মশানজং ততঃ পুনঃ। দশসাহস্রসংযুক্তং তিলযবাক্ষতান্বিতম্ (২)। ভাবয়ন্ কালিকাং দেবীমিন্দ্রনীলসমপ্রভাম্। ব্যোমনীলাং মহাচণ্ডাং সুরাসুরবিমর্দ্দিনীম্। ত্রিলোচনাং মহারাবাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্। কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং চন্দ্রসূর্য্যোপরি স্থিতাম্। শরজালগতাং চৈব প্রেতভৈরববেষ্টিতাম্। বসন্তীং পিতৃকান্তারে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনীম্। হোময়েদ্বিবিধৈঃ (৩) পুষ্পৈর্ব্বলিচ্ছাগোপহারকৈঃ। পূজয়িত্বা মহেশানীং ভক্তিযুক্তেন চেতসা। তদ্ভস্ম চ সমাদায় ধারয়েদভিমন্ত্রিতম্ (৪)। ভস্মনা তেন যং হন্যাদ্বিদ্বেষস্তদ্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ৪০ ॥ বহ্নিঃ শীতলতাং যাতি পতেদ্ভূমৌ যদা রবিঃ। যদা শুষ্যতি পাথোধিশ্চন্দ্রমাঃ পততে যদি। তদা মিথ্যা ভবেদ্দেবি যোগরাজঃ সুদুর্লভঃ ॥ ৪১ ॥ ষট্‌কোণং চক্ররাজস্ত শত্রূণাং নামটঙ্কিতম্ (৫)। পূর্ব্বদ্রব্যেণ (৬) বিদ্বেষং কারয়েদথ সাধকঃ ॥ ৪২ ॥ ওঁ দ্রাং (৭) বিদ্বেষিণি অমুকামুকয়োঃ পরস্পরং বিদ্বেষং কুরু কুরু

৩৯। সাধক উপরি উদ্ধৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া কটুতৈলযুক্ত নিম্বপত্রদ্বারা হোম করিলে, শত্রুগণের পরস্পর বিদ্বেষ উপস্থিত হইবে। শ্মশানস্থ অগ্নি আনিয়া খদির-কাষ্ঠদ্বারা সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে এবং সেই অগ্নিতে তিল, যব ও তণ্ডুলের সহিত নিম্বপত্রযুক্ত কটুতৈলদ্বারা উক্ত মন্ত্রে দশ হাজার হোম করিলে শত্রুবর্গের পরস্পর বৈরভাব হয়। হোমকালে কালিকাদেবীকে এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে,—কালিকাদেবী ত্রিলোচনা ইন্দ্রনীলমণি ও আকাশের ন্যায় নীলবর্ণা মহাচণ্ডা এবং দেবদৈত্য বিনাশিনী তিনি সর্ব্বপ্রকার আভরণে বিভূষিতা হইয়া এক হস্তে নরকপাল ও অপর হস্তে কর্ত্তৃকা ধারণপূর্ব্বক চন্দ্র ও সূর্য্যের উপরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং ভীষণ রব করিতেছেন। তিনি প্রেতভৈরবে বেষ্টিতা এবং শরজাল মধ্যে অবস্থিতা। তিনি শ্মশানে বাস করেন এবং সাধককে সকল সিদ্ধি প্রদান করেন। সাধক ভক্তিযুক্তচিত্তে বহুবিধ পুষ্প ও ছাগবলি উপহারে সেই দেবীকে পূজা করিয়া হোম করিবে। হোমাবসানে সেই ভস্ম আনিয়া পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত সেই ভস্ম যাহাদের অঙ্গে নিক্ষেপ করিবে, সেই মনুষ্যদিগের বিদ্বেষভাব উপস্থিত হইবে। ৩৯। ৪০। হে দেবি যদি বহ্নি শীতল হয়, যদি সূর্য্য ভূতলে পতিত হয়, সাগর যদি শুষ্ক হইয়া যায় এবং চন্দ্র যদি ভূমিতে পতিত হয়, তবেই এই অতিদুর্লভ প্রয়োগ মিথ্যা হইবে অন্যথা নহে। ৪১। সাধক ষট্‌কোণচক্র অঙ্কিত করত তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কুঙ্কুমাদি দ্রব্যদ্বারা

---

(১) ত্রিকোণকুণ্ডে (ক) টি। (২) নিম্বপত্রং কটুতৈলঞ্চ (খ) টি।

(৩) পূজয়েদ্বিবিধৈরিতি (আ° বি°) পাঠঃ। (৪) অষ্টাধিকশতেনেত্যর্থঃ। (আ° বি°) টি।

(৫) শত্রুনামসমেতম্ (খ) টি। (৬) নিম্বপত্রকটুতৈলেন (খ) টি।

(৭) দ্রামিত্যত্র হ্রীমিতি (আ° বি°) পাঠঃ।

স্বাহা। যন্ত্রবাহে (১) লিখেন্মন্ত্রমিমং পূর্ব্বোক্তবস্তুভিঃ (২) পরস্পরং ভবদ্দ্বেষো যোগোহয়ং কুব্জিকামতে (৩)॥ ৪৩॥

অথোচ্চাটনম্।—উচ্চাটনবিধিং বক্ষ্যে যথোক্তং শ্রীমতোত্তরে। নিম্বপত্রে লিখেন্নাম মহিষাশ্বপুরীষকৈঃ। কাকপক্ষস্য (৪) লেখন্যা লেখনীয়মনন্তরম্। ওঁ নমঃ কাকতুণ্ডি ধবলামুখি অমুকমুচ্চাটয় উচ্চাটয় হুঁ ফট্।" এতন্মন্ত্রং সমভ্যর্চ্চ্য লিখিত্বা পূর্ব্ববস্তুভিঃ। নিম্ববৃক্ষস্থিতং (৫) সর্ব্বং কাকালয়ং হুনেদথ। শ্মশানবহ্নিমানীয় ধুস্তূরকাষ্ঠদীপিতম্। বহ্নিং হুত্বা মহাতৈলৈ(৬)রথবা কটুবস্তুভিঃ (৭) পূর্ব্বোক্তমনুনা তস্য পত্রং রাজিকটুপ্লুতম্ (৮) সংপূজ্য ধবলামুখীং পঞ্চোপচারপূজয়া। তদ্ভস্ম প্রক্ষিপেচ্ছত্রোর্ম্মন্দিরোপরি মন্ত্রবিৎ। ধ্যানযুক্তেন মনসা শত্রোরুচ্চাটনং ভবেৎ॥ ৪৪॥ ধূম্রবর্ণাং মহাদেবীং ত্রিনেত্রাং শশিশেখরাম্। জটাজূটসমাযুক্তাং ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিচ্ছদাম্। কৃশাঙ্গীমস্থিমালাঢ্যকর্ত্তৃকাঢ্যকরাম্বুজাম্। কোটরাক্ষীং সুদংষ্ট্রাঞ্চ পাতালসন্নিভোদরাম্। এবংবিধং ধিয়া ভাব্যং কার্য্যমুচ্চাটনং রিপোঃ (৯)॥ ৪৫॥ এষ যোগবিধিঃ প্রোক্তো বীরতন্ত্রে মহেশ্বরি। গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন প্রকাশ্যং কদাচন॥ ৪৬॥

শত্রুর নাম লিখিবে এবং যন্ত্রের বাহিরে পূর্ব্বোক্ত কুঙ্কুমাদি দ্রব্যদ্বারা উপরি উক্ত মন্ত্র লিখিবে। তাহা হইলে পরস্পর বিদ্বেষ হইবে। এই যোগ কুব্জিকাতন্ত্রসম্মত। ৪২।৪৩।

অনন্তর উচ্চাটনবিধি বলা যাইতেছে।—নিম্বপত্রে কাকপক্ষের লেখনীযোগে মহিষ এবং অশ্বের বিষ্ঠাদ্বারা উপরি লিখিত মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের দ্বারা শত্রুর নাম লিখিবে। পরে ঐ মন্ত্রে পূজা করত নিম্ববৃক্ষস্থিত কাকের বাসার কাষ্ঠদ্বারা হোম করিবে। হোমের বিশেষ এই,—শ্মশানের অগ্নি আনিয়া ধুস্তূরকাষ্ঠে সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করত নরতৈল অথবা শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের সহিত কাকের বাসার কাষ্ঠদ্বারা হোম করিবে। হোমকালে উক্ত হোমকাষ্ঠে শ্বেতসর্ষপতৈল মাখাইয়া লইবে। অনন্তর পঞ্চোপচারে ধবলামুখীর পূজা করিয়া ধ্যানযুক্তচিত্তে যাহার গৃহে সেই যজ্ঞীয় ভস্ম নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হইবে। ৪৪। এই উচ্চাটন কার্য্যে দেবীকে এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে যথা,—যিনি ধূম্রবর্ণা ও ত্রিনয়না, কৃশাঙ্গী যাঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, মস্তকে জটাজূট, পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম, এক হস্তে অস্থিমালা, অপর হস্তে কর্ত্তৃকা, নয়ন কোটর-

---

(১) চক্রবাহে (খ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ।

(২) নিম্বপত্রকটুতৈলাদিভিঃ। (৩) ষট্‌কোণং চক্ররাজং লিখিত্বা মধ্যে শত্রুনাম লিখিত্বা বহিরিমং মন্ত্রং লিখেৎ। লিখনঞ্চ মহিষাশ্বরক্তেন তয়োঃ পুরীষেণ বা ইতি বাক্যার্থঃ (আ০ বি০)।

(৪) পক্ষাখ্য ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ (ক) (খ) পাঠাশ্চ। (৫) নিম্ববৃক্ষস্থ কাকগৃহম্ (খ) টি।

(৬) মানুষতৈলৈঃ (ক) টি। (৭) পিপ্পলীশুণ্ঠীমরীচৈঃ (ক) টি।

(৮) রাজিঃ (রাইসর্ষপ ইতি খ্যাতঃ) শ্বেতসর্ষপঃ। কটুঃ ত্রিকটুঃ (ক) টি। রাজিকটুপ্লুতং রাইসর্ষপতৈলাক্তমিত্যর্থঃ (আ০ বি০)। (৯) এবং বিভাব্য তাং দেবীমভ্যর্চ্চ্যোচ্চাটনং ভবেদিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। এবং বিধিং ধিয়া ভাব্য কার্য্যমুচ্চাটনং রিপোরিতি (ক) পাঠঃ।

তথা,—সৌরারয়োর্দ্দিনে গ্রাহ্যং নরাস্থি চতুরঙ্গুলম্। নিশারসেন (১) সংলিখ্য প্রধানভবনে ক্ষিপেৎ। সপ্তাহাভ্যন্তরে শত্রোরুচ্চাটনকরং ভবেৎ॥ ৪৭॥ মন্ত্রস্তু,—"হূঁ" (২) অমুকস্য উচ্চাটনং কুরু কুরু স্বাহা।" হূঁ অমুকং হন হন স্বাহা"। ইত্যুচ্চাটনম্। রিপুমলরোধনম্।— রিপোর্ম্মলং বৃশ্চিকঞ্চ খনিত্বা ভুবি নিঃক্ষিপেৎ। ম্রিয়তে মলরোধেন উদ্ধৃতে চ সুখাবহম্। মন্ত্রস্তু—ওঁ স্তম্ভিনি অমুকস্য মলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় হূঁ ফট (৩)॥৪৮॥ (৪)

অথাভিচারঃ (৫)—"ওঁ বিরুদ্ধে রূপিণি চণ্ডিকে বৈরিণমমুকং দেহি দেহি স্বাহা।"ইতি খড়্গমভিমন্ত্র্য খড়্গমন্ত্রাংশ্চ পঠিত্বা, খড়্গং সংপূজ্য, ছাগাদিকমমুকোঽসি" ইতি বৈরিনাম্নাভিমন্ত্র্য, রক্তসূত্রেণ ত্রিধা মুখং বদ্ধা বৈরিনাম্না প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা, "ওঁ অয়ং স বৈরী

মধ্যগত, ভীষণ দন্ত, উদর পাতালসন্নিভ। সেই দেবীর এই প্রকারে রূপ চিন্তা করিয়া শত্রুর উচ্চাটনকার্য্য করিবে। ৪৫। হে মহেশ্বরি এই প্রয়োগ বীরতন্ত্রে কথিত হইয়াছে। যত্নপূর্ব্বক ইহা গোপন করিয়া রাখিবে, কদাচ প্রকাশ করিবে না। ৪৬।

আর এক প্রকার উচ্চাটন বলা যাইতেছে।—শনি কিংবা মঙ্গলবারে চতুরঙ্গুল পরিমিত মনুষ্যাস্থি আনিয়া তাহাতে হরিদ্রারসদ্বারা উপরি লিখিত মন্ত্র লিখিয়া শত্রুর প্রধান গৃহে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে সপ্তাহমধ্যে সেই শত্রুর উচ্চাটন হইবে। শত্রুর মলরোধনবিধি। শত্রুর মল ও বৃশ্চিক লইয়া উপরি লিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলে শত্রু মলবদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, মল উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলে শত্রু রক্ষা পাইয়া থাকে।

অনন্তর অভিচারকার্য্য বলা যাইতেছে।—উপরি লিখিত মন্ত্রে খড়্গ অভিমন্ত্রিত করিয়া খড়্গ উৎসর্গ করিবার মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া খড়্গের পূজা করিবে। অনন্তর একটি ছাগল আনিয়া 'ত্বমমুকোঽসি' এই বলিয়া তাহাকে শত্রুরূপে কল্পনা করিয়া শত্রুর নামে অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে রক্তসূত্রদ্বারা সেই ছাগলের মুখ তিন বার বন্ধন করিয়া সেই ছাগলে শত্রুর প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক উপরি-লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই

---

(১) নিশাবসানে ইত্যস্তি পাঠঃ স তু অসঙ্গততয়া পরিহৃতঃ। নিশারসেন ইতি (আ° বি°) পাঠঃ গৃহীতঃ হরিদ্রারসেন ইতি তদর্থঃ।

(২) হূমিত্যত্র হ্রীমিতি (আ° বি° পাঠঃ। (৩) স্বাহা ইত্যধিকঃ (ক) পাঠঃ।

(৪) অথ রোগহরণাদি। উড্ডীশে, ওঁ হ্রীং হং সঃ ইতি মন্ত্রাষ্টোত্তরশতজপ্তাভিমন্ত্রিতজলপানমাত্রভোজনাৎ সর্ব্বরোগহরণম্ এবং ক্ষীরপানাৎ সর্ব্বব্যাধিরহিতঃ বলীপলিতবর্জ্জিতঃ ক্ষয়রোগনাশঃ। ওঁ নমঃ ইতি দশলক্ষং জপেদাদৌ সর্ব্বপাপনাশাৎ খেচরত্বম্। "হূং হং সঃ"—অনেন এক বিংশতি বারাভিমন্ত্রিতং তোয়ং ত্রিঃ পিবেৎ প্রহারেণ শুদ্ধঃ।

অথ ভূতদমনম্। ওঁ হ্রীং ওঁ সাক্ষী ফট্, স্বাহা ইতি সর্ব্বভূতদমনমন্ত্রঃ। (ক) পুস্তকে এষ উদ্ধৃতঃ পাঠঃ।

(৫) 'তত্র মহানবম্যাং শত্রুবলির্যথা' ইত্যধিকোঽত্র (আ° বি°) পাঠঃ স্পষ্টঃ।

যো দ্বেষ্টি তমিমং পশুরূপিণং বিনাশয় মহাদেবি ফেং ফেং খাদয় খাদয়" ইতি পঠিত্বা, বলিশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা. বলিমন্ত্রং (১) পঠিত্বা, বলিং সংপূজ্য, "অদ্যাশ্বিনে মাসি মহানবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকশত্রুং নাশয় ইমং ছাগং মহিষং বা অমুকদৈবতং ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" ইত্যুৎসৃজ্য আং হ্রূং ফট্ ইতি ছিত্ত্বা মূলং পঠিত্বা, এতদ্রুধিরং দুর্গায়ৈ নমঃ ইতি রক্তং শিরশ্চ দত্ত্বা, অষ্টাঙ্গমাংসৈর্হোমং মূলমন্ত্রেণ কুর্য্যাদিতি ॥ ৪৯ ॥ (২)

অথ সুখপ্রসবমন্ত্রঃ।—"ওঁ মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা।" [১] "ওঁ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ। মুক্তঃ সর্ব্বভয়াদ্ গর্ভ এহ্যেহি মারীচ মারীচ স্বাহা।" [২] এতদন্যতরেণাষ্টবারং জলমভিমন্ত্র্য দেয়ম্। ততঃ সুখপ্রসবো (৩) ভবতি ॥ ৫০ ॥

অথাদর্শনপ্রকারঃ। অর্কশাল্মলিকার্পাসপট্টপদ্মজতন্তুভিঃ (৪)। পঞ্চভির্ব্বর্ত্তিকাভিশ্চ নৃ-কপালেষু পঞ্চসু। নরতৈলেন দীপাঃ স্যুঃ কজ্জলং নৃ-কপালকৈঃ। গ্রাহয়েৎ পঞ্চভির্যত্নাৎ পূর্ব্ববচ্চ শিবালয়ে। পঞ্চস্থানীয়জাতন্তু (৫) একীকুর্য্যাচ্চ তৎ পুনঃ। মন্ত্রয়িত্বাঞ্জয়েন্নেত্রে দেবৈরপি ন দৃশ্যতে ॥ ৫১ ॥ মন্ত্রস্তু,—"ওঁ হুঁ ফট্ কালি কালি মহাকালি মাংসশোণিতং খাদয় খাদয় দেবি মা পশ্যতু মানুষেতি হুঁ ফট্ স্বাহে"তি

ছাগলের মস্তকে পুষ্প প্রদান করিবে। পরে পুনর্ব্বার বলিমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বলির পূজা করিয়া উপরি লিখিত বাক্যে বলি উৎসর্গ করিয়া 'আং হ্রূং ফট্' এই মন্ত্রে বলি ছেদন করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক "এতদ্রুধিরং দুর্গায়ৈ নমঃ" এই বলিয়া দুর্গা দেবীকে সেই ছাগের রুধির ও মস্তক নিবেদন করিয়া সেই ছাগের অষ্টাঙ্গের মাংসদ্বারা মূলমন্ত্রে হোম করিবে। ৪৯।

অনন্তর স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইবার মন্ত্র বলিতেছেন,—উপরে দুইটি মন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে এই দুইটি মন্ত্রের যে কোন একটি মন্ত্রদ্বারা আটবার জল অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জল গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে; ইহাতে অতিশীঘ্র ও সুখে প্রসব হইবে। ৫০।

অনন্তর অদৃশ্য হইবার উপায় বলিতেছেন।—আকন্দ, শাল্মলি, কার্পাস, পট্টসূত্র ও পদ্মসূত্রদ্বারা পাঁচটি বর্ত্তিকা করিয়া পাঁচটি নরকপালে (মড়ার মাথার খুলিতে) মনুষ্য তৈল দ্বারা পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়া সেই পঞ্চপ্রদীপের শিখাতে পঞ্চবিধ কজ্জল প্রস্তুত করিবে। কোন শিবালয়ে এই কার্য্য করিতে হইবে। পরে উক্ত পাঁচপ্রকার কজ্জল একত্রিত করিবে, পরে উপরি লিখিত মন্ত্রে একহাজার আটবার জপ করত অভি-

---

(১) বলিমন্ত্রানিতি (আ° বি°) পাঠঃ। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োরেষোঽভিচারো নাস্তি।

(৩) তৎ পীত্বা সুখপ্রসবা ভবতি ইতি (আ° বি°) পাঠঃ। (৪) অর্কশাল্মলিকার্পাসকৌষেয়পদ্মানাং তন্তুভিঃ নরকপালপঞ্চসু ইত্যর্থঃ (ক) টি। (৫) কজ্জলমিশ্রণং (ক) টি।

মন্ত্রেণাষ্টোত্তরসহস্রজপ্তেন মন্ত্রয়েৎ। অথ মূলমন্ত্রেণাষ্টোত্তরসহস্রাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা, তৎকজ্জলং নেত্রে দত্ত্বা, ত্রৈলোক্যাদৃশ্যো ভবতি ॥ ৫২ ॥

অথ যোগিনীসাধনম্। ভূতডামরে।—অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনীসাধনোত্তমম্। সর্ব্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্। অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্ল্লভা ॥ ৫৩ ॥ যাসামভ্যর্চ্চনং কৃত্বা যক্ষেশোহভূদ্ধনাধিপঃ। তাসামাদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সুরাণাং সুন্দরীং (১) প্রিয়ে। অস্যা অভ্যর্চ্চনেনৈব রাজত্বং লভতে নরঃ ॥ ৫৪ ॥ অথ প্রাতঃ সমুত্থায় কৃত্বা স্নানাদিকং শুভম। প্রাসাদঞ্চ সমাসাদ্য কুর্য্যাদাচমনং ততঃ। (২) প্রণবান্তে সহস্রার হুং ফট্ দিগ্বন্ধনঞ্চরেৎ। প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যান্মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ। ষড়ঙ্গং মায়য়া কুর্য্যাৎ পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ। তস্মিন্ পদ্মে মহামন্ত্রং জীবন্যাসং (৩) সমাচরেৎ। পীঠদেবীঃ (৪) সমভ্যর্চ্চ্য ধ্যায়েদ্দেবীং জগৎপ্রিয়াম্। পূর্ণচন্দ্রনিভাং গৌরীং বিচিত্রাম্বরধারিণীম্। পীনোত্তুঙ্গকুচাং রামাং সর্ব্বেষা (৫) মভয়প্রদাম্ ॥ ইতি ধ্যাত্বা চ মূলেন দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভম্। পুনর্ধূপং নিবেদ্যৈব নৈবেদ্যং মূলমন্ত্রতঃ। গন্ধচন্দন-

মন্ত্রিত করিয়া সেই কজ্জল চক্ষুতে লাগাইবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তিকে দেবতারাও দেখিতে পাইবেন না, সে ত্রিজগতের অদৃশ্য হইতে পারিবে। ৫১—৫২।

অনন্তর আটপ্রকার যোগিনীকে কিরূপে সাধন করিতে হয় তাহা বলিতেছেন ;—ভূতডামরে বলিয়াছেন অতঃপর যাহাদ্বারা প্রাণিবর্গের নিখিল অর্থ সিদ্ধ হয়, সকলপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয়, সেই উত্তম যোগিনীসাধন বলিতেছি। এই মহাবিদ্যা অতিগোপনীয়া ও দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভা। যে সকল যোগিনীর আরাধনা করিয়া কুবের ধনাধিপতি হইয়াছেন হে প্রিয়ে, আমি সেই যোগিনীদিগের প্রথমা সুরসুন্দরীর কথা অগ্রে বলিব। এই সুরসুন্দরীর পূজা করিলেই মনুষ্য রাজত্ব লাভ করিয়া থাকে। ৫৪। সুরসুন্দরীর পূজা-প্রণালী যথা,—প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে 'হৌঁ' এই মন্ত্রে আচমন করিয়া "ওঁ সহস্রার হুঁ ফট্" এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিবে। পরে মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া 'হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিবে। পরে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া সেই পদ্মে দেবীর জীবন্যাস করিবে এবং পীঠদেবতার পূজা করিয়া সুরসুন্দরীর ধ্যান করিবে।—এই যোগিনী জগৎপ্রিয়া, ইহাঁর বদন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, দেহ গৌরবর্ণ, স্তনদ্বয় উচ্চ ও স্থূল ; ইনি বিচিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন এবং সকলকে অভয় প্রদান করেন। এইরূপে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি প্রদান করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, গন্ধ, চন্দন ও

---

(১) তেনাস্যাঃ সুরসুন্দরী নাম (খ) টি। (২) ওঁ সহস্রার হুং ফট্ ইতি মন্ত্রঃ (খ) টি।

(৩) বীজন্যাসমিতি (ক) (খ) পাঠঃ ; (৪) পীঠে দেবীমিতি (ক) পাঠঃ। পীঠদেবীমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৫) সর্ব্বস্যামিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

তাম্বূলং সকর্পূরং সুশোভনম্। মন্ত্রস্তু—প্রণবান্তে ভুবনেশী আগচ্ছ সুরসুন্দরি। বহ্নেভার্য্যা (১) জপেন্মন্ত্রং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ দিনে দিনে। সহস্রৈকপ্রমাণেন ধ্যাত্বা দেবীং সদা বুধঃ। মাসান্তে দিবসং ব্যাপ্য বলিপূজাং সুশোভনাম্। কৃত্বা চ প্রজপেন্মন্ত্রং নিশীথে যাতি সুন্দরী ॥ ৫৫ ॥ সুদৃঢ়ং সাধকং মত্বা যাতি সা সাধকালয়ে। সুপ্রসন্না সাধকাগ্রে সদা স্মেরমুখী ততঃ। দৃষ্ট্বা দেবীং সাধকেন্দ্রো দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভম্। সুচন্দনং সুমনসো দত্ত্বাভিলষিতং বদেৎ ॥ ৫৬ ॥ মাতরং ভগিনীং বাপি ভার্য্যাং বা ভক্তিভাবতঃ। যদি মাতা তদা বিত্তং দ্রব্যঞ্চ সুমনোহরম্। ভূপতিত্বং প্রার্থিতং যত্তদ্দদাতি দিনে দিনে ॥ ৫৭ ॥ পুত্রবৎ পালিতং (২) লোকে সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতম্। স্বসা দদাতি দ্রব্যঞ্চ দিব্যবস্ত্রং তথৈব চ দিব্যকন্যাং সমানীয় নাগকন্যাং দিনে দিনে। যদ্ যৎ প্রার্থয়তে সর্ব্বং সা দদাতি দিনে দিনে। ভ্রাতৃবৎ পালিতং লোকে কামনাভির্ম্মনোগতৈঃ। ৫৮। ভার্য্যা স্যাদ্ যদি সা দেবী সাধকস্য মনোহরা। রাজেন্দ্রঃ সর্ব্বরাজানাং

তাম্বূল নিবেদন করিবে। প্রণবের পর মায়াবীজ তাহার পর "আগচ্ছ সুরসুন্দরি স্বাহা" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। এবং প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় ধ্যান করিয়া এক হাজার করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে একমাস জপ করিয়া মাসের শেষদিন সমস্তদিন ব্যাপিয়া বলি প্রভৃতি বিবিধ উপহারে দেবীর পূজা করিবে। পূজার অবসানে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। অর্দ্ধরাত্রি উপস্থিত হইলে দেবী সাধকের নিকট আগমন করিয়া থাকেন। ৫৫। সুরসুন্দরী দেবী সাধককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিতে পারিলে তাহার আলয়ে গমন করেন। সাধক সুরসুন্দরীকে সম্মুখে সুপ্রসন্না ও সহাস্যবদনা দেখিয়া পুনর্ব্বার পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিবে এবং উত্তম চন্দন ও পুষ্প প্রদান করিয়া অভিলষিত বর প্রার্থনা করিবে। সাধক তখন দেবীকে মাতা, ভগিনী অথবা ভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিবে, সাধক যদি সুরসুন্দরীকে মাতৃভাবে ভজনা করে, তাহা হইলে দেবী সাধককে ধন ও মনোহর বিবিধ দ্রব্য প্রদান করেন এবং রাজত্ব-প্রার্থনা করিলে তাহাও প্রদান করিয়া থাকেন। দেবী প্রতিদিন সাধকের নিকট আগমন করিয়া তাহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। যদি সাধক তাঁহাকে ভগিনীভাবে আরাধনা করে, তাহা হইলে নানাবিধ দ্রব্য ও দিব্য বস্ত্র প্রদান করেন এবং দিব্য কন্যা ও নাগকন্যা আনিয়া দেন। সাধক তাঁহার নিকট যাহা কিছু প্রার্থনা করে, তৎক্ষণাৎ দেবী তাহা প্রদান করেন। দেবী সাধককে ভ্রাতৃবৎ প্রতিপালন করেন এবং তাহার সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। ৫৮। সাধক যদি দেবীকে ভার্য্যারূপে আরাধনা করে, তাহা হইলে সাধক সংসারে সর্ব্বরাজপ্রধান

---

(১) ওঁ হ্রীং আগচ্ছ সুরসুন্দরি স্বাহা (ক) (খ) টি।

(২) পালয়েদিতি (আঃ লিঃ) পাঠঃ।

সংসারে সাধকোত্তমঃ। যদ্ যদ্ভবতি ভূতঞ্চ ভবিষ্যতীতি যৎ পুনঃ। তৎ সর্ব্বং সাধকেন্দ্রায় নিবেদয়তি নিশ্চিতম্ ॥ ৫৯ ॥ স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গতিঃ সর্ব্বত্র নিশ্চিতম্ ॥ যদ্ যদ্দদাতি সা দেবী কথিতুং নৈব শক্যতে। তয়া সার্দ্ধঞ্চ সংভোগং করোতি সাধকোত্তমঃ। অন্য-স্ত্রীগমনং ত্যক্ত্বা চান্যথা নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ৬০ ॥ (১)

(২) ততোহন্যৎ সাধনং বক্ষ্যে নির্ম্মিতং ব্রহ্মণা পুরা। নদীতীরং সমাসাদ্য কুর্য্যাৎ স্নানাদিকং ততঃ। পূর্ব্ববৎ সকলং কার্য্যং চন্দনৈর্ম্মণ্ডলং লিখেৎ ॥ ৬১ ॥ স্বমন্ত্রং তত্র সংলিখ্যাবাহ্য ধ্যায়েন্মনোহরাম্। কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দুবক্ত্রাং, বিম্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাম্। চীনাংশুকাং পীনকুচাং মনোজ্ঞাং, শ্যামাং সদা কামদুঘাং বিচিত্রাম্। এবং ধ্যাত্বা যজেদ্দেবীমগুরুধূপদীপকৈঃ। গন্ধং পুষ্পরসৈশ্চৈব তাম্বূলাদীংশ্চ মূলতঃ ॥ ৬২ ॥ তারং মায়া গচ্ছ মনোহরে পাবকবল্লভা (৩)। কৃত্বাযুতং প্রতিদিনং জপেন্মন্ত্রং প্রসন্নধীঃ। মাসান্তে ব্যাপ্য দিবসং কুর্য্যাচ্চ জপমুত্তমম্। আনিশীথং জপেন্মন্ত্রং জ্ঞাত্বা চ সাধকং দৃঢ়ম্। গত্বা চ সাধকাভ্যাসে সুপ্রসন্না মনোহরা। বরং বরয় শীঘ্রং ত্বং যত্তে

হইয়া থাকে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যে সকল ঘটনা তাহা সাধককে তিনি জানাইয়া থাকেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল সর্ব্বত্র সাধকের অব্যাহত গতি হয় এবং দেবী যে সকল দ্রব্য অর্পণ করেন, তাহা বর্ণনাতীত। সাধক তাঁহার সহিত সুখসম্ভোগে কালযাপন করে। এইরূপে দেবীকে ভার্য্যারূপে সিদ্ধি করিলে সাধক অন্য স্ত্রীর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবে, নচেৎ দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া সাধককে বিনাশ করিয়া থাকেন। ৫৯—৬০।

অতঃপর মনোহরানাম্নী অন্য যোগিনীর সাধনপ্রণালী বলিতেছি পুরাকালে ইহা ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।—নদীতীরে গমন করিয়া সাধক স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করত পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিবে। পরে চন্দনদ্বারা মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া সেই মণ্ডলমধ্যে দেবীর মন্ত্র লিখিবে এবং মনোহরা যোগিনীর ধ্যান করিবে। যাঁহার নেত্র হরিণনেত্রের ন্যায় সুন্দর, বদন শরচ্চন্দ্রের ন্যায় মনোহর, অধর বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধচন্দনে অনুলিপ্ত, পরিধেয় চীনবস্ত্র ও স্তনদ্বয় অতিস্থূল এবং যিনি মনোহরমূর্ত্তিশালিনী, শ্যামবর্ণা ও অদ্ভুতরূপশালিনী; যিনি কামধেনুর ন্যায় সাধকের সর্ব্বকামনা পরিপূর্ণ করেন। এইরূপে সেই মনোহরা দেবীর ধ্যান করিয়া পূজা করত মন্ত্র জপ করিবে। সাধক অগুরু, ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প, মধু ও তাম্বুলাদি দ্বারা মূলমন্ত্রে পূজা করিবে। প্রণব, মায়াবীজ, "আগচ্ছ মনোহরে স্বাহা" এই মন্ত্র প্রত্যহ দশ হাজার করিয়া জপ করিবে। এইরূপে একমাস জপ করিয়া মাসান্ত দিবসে প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিন উত্তমভাবে মন্ত্র জপ করিবে। অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জপ করিতে থাকিবে। তখন

---

(১) ইত্যেক-সুন্দরী-নাম্নী যোগিনী। ইতি (আ° বি°)।

(২) অথ মনোহরা। ইতি (আ° বি°)। (৩) ওঁ হ্রীং আগচ্ছ মনোহরে স্বাহা (ক) (খ) টি।

মনসি বর্ত্ততে ॥ ৬৩ ॥ সাধকেন্দ্রোঽপি তাং ভক্ত্যা পাদ্যাদ্যৈরর্চ্চয়েন্মুদা। প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ মায়য়া চ সমাচরেৎ ॥ ৬৪ ॥ সদ্যোমাংসং বলিং দত্ত্বা পূজয়েচ্চ সমাহিতঃ। চন্দনোদকপুষ্পেণ ফলেন চ মনোহরাম্। ততোঽর্চ্চিতা প্রসন্না সা পুরুতি প্রার্থিতঞ্চ যৎ ॥ ৬৫ ॥ স্বর্ণশতং সাধকায় দদাতি সা দিনে দিনে। সচাশেষং ব্যয়ং কুর্য্যাৎ স্থিতে তত্তু ন দাস্যতি ॥ ৬৬ ॥ অন্যস্ত্রীগমনন্তস্য ন ভবেৎ সত্যমীরিতম্। (১) অব্যাহতগতিস্তস্য ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ ইয়ং তে কথিতা বিদ্যা সুগোপ্যা যা সুরাসুরৈঃ। তব স্নেহেন ভক্ত্যা চ বদ্ধোঽহং পরমেশ্বরি ॥ ৬৮ ॥

(২) ততোঽন্যৎ সাধনং বক্ষ্যে শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে। গত্বা বটতলং দেবীং পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ। প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ মায়য়াথ সমাচরেৎ ॥ ৬৯ ॥ সদ্যোমাংসং বলিং দত্ত্বা পূজয়েত্তাং সমাহিতঃ। অর্ঘ্যমুচ্ছিষ্টরক্তেন (৩) দদ্যাত্তস্যৈ দিনে দিনে ॥ ৭০ ॥ প্রচণ্ডবদনাং দেবীং পক্কবিম্বাধরাং প্রিয়ে (৪)। রক্তাম্বরধরাং বালাং সর্ব্বকামপ্রদাং

মনোহরা দেবী সাধককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিয়া প্রসন্না হইয়া তাহার নিকট আগমন করেন এবং সাধককে বলেন, তোমার মনে যাহা অভিলষিত সেই বর প্রার্থনা কর। সাধক তখন পুনর্ব্বার দেবীর ধ্যান করিয়া পাদ্যাদি উপচারে পূজা করিবে। এই যোগিনীর পূজাতে মায়াবীজে প্রাণায়াম এবং করাঙ্গন্যাস করিবে। ৬১—৬৪। অনন্তর সাধক সংযত হইয়া সদ্যোমাংসদ্বারা বলি প্রদানপূর্ব্বক চন্দনোদক, পুষ্প ও ফল দ্বারা মনোহরা দেবীর পূজা করিবে। এইরূপে পূজা করিলে দেবী প্রসন্না হইয়া সাধকের মনোগত অভিলাষ পরিপূর্ণ করেন এবং প্রতিদিন সাধককে শতসংখ্যক সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া থাকেন। সাধক প্রতিদিন যাহা পাইবে, সেই সমুদায় ব্যয় করিবে, কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে দেবী কুপিতা হইয়া আর কিছু প্রদান করেন না। ৬৫—৬৬। এই যোগিনীর সাধন করিলে অন্যস্ত্রীর সহবাস পরিত্যাগ করিবে। সাধক এই সাধনবলে সর্ব্বত্র অব্যাহতগতি হইয়া বিচরণ করিতে পারে। ৬৭। এই যে যোগিনীসাধন কথিত হইল, ইহা সুরাসুরগণের মধ্যেও অতিগোপনীয়। দেবি! তোমার স্নেহ ও ভক্তিতে আমি বদ্ধ আছি, তাই তোমার নিকট বলিলাম। ৬৮।

মহাদেব বলিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে কনকাবতীনাম্নী যোগিনীর সাধনপ্রণালী ও মন্ত্র বলিব, একচিত্তে শ্রবণ কর। সাধক বটবৃক্ষমূলে যাইয়া দেবীর পূজা করিবে। মায়াবীজে প্রাণায়াম এবং করাঙ্গন্যাস করিবে। ৬৯। সাধক সংযত হইয়া সদ্যোমাংসদ্বারা বলি প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিবে এবং প্রতিদিন উচ্ছিষ্ট রক্ত অর্থাৎ দন্তরক্ত দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ৭০। এই যোগিনী প্রচণ্ডবদনা ইহাঁর অধর পক্কবিম্বফলের ন্যায়

---

(১) সত্যমীশ্বরি ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) অথ কনকাবতী। (আ° বি°)।

(৩) দন্তরক্তেন (খ) টি। (৪) প্রিয়ামিতি (ক) (খ) পাঠঃ। পরামিতি (আ° বি°) পাঠঃ।

শুভাম্। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রমযুতং সাধকোত্তমঃ। সপ্তদিনং সমভ্যর্চ্চ্য চাষ্টমে বিধিবচ্চরেৎ। কায়েন মনসা বাচা পূজয়েচ্চ দিনে দিনে॥ ৭১॥ তারং মায়া তথা কূর্চ্চং (১) রক্ষ কর্ম্মণি (২) তদ্বহিঃ। আগচ্ছ কনকাস্তে তু বতি স্বাহা (৩) মহামনুঃ। আনিশীথং জপেন্মন্ত্রং বলিং দত্বা মনোহরম্॥ ৭২॥ সাধকেন্দ্রং দৃঢ়ং মত্বা আয়াতি সাধকালয়ে। সাধকেন্দ্রোঽপি তাং দৃষ্ট্বা দদ্যাদর্ঘ্যাদিকং ততঃ॥ ততঃ সপরিবারেণ ভার্য্যা স্যাৎ কামভোজনৈঃ। বস্ত্রভূষাদিকং ত্যক্ত্বা যাতি সা নিজমন্দিরম্॥ ৭৪॥ এবং ভার্য্যা ভবেন্নিত্যং সাধকাজ্ঞানুরূপতঃ। আত্মভার্য্যাং পরিত্যজ্য ভজেত্তাঞ্চ বিচক্ষণঃ॥ ৭৫॥

কামেশ্বরী।—ততঃ কামেশ্বরীং বক্ষ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদাম্। প্রণবং ভুবনেশীং চাগচ্ছ কামেশ্বরি ততঃ। বহ্নের্ভার্য্যা (৪) মহামন্ত্রঃ সাধকানাং সুখাবহঃ॥ ৭৬॥ পূর্ব্ববৎ সকলং কৃত্বা ভূর্জ্জপত্রে সুশোভনে। গোরোচনাভিঃ প্রতিমাং বিনির্ম্মায় স্বলঙ্কৃতাম্। শয্যামারুহ্য প্রজপেন্মন্ত্রমেকমনাস্ততঃ। সহস্রৈকপ্রমাণেন মাসমেকং জপেদ্ বুধঃ। ঘৃতেন

রক্তবর্ণ. পরিধেয় বস্ত্র রক্তবর্ণ ইনি বালিকারূপিণী এবং সাধকের সর্ব্বকাম-প্রদায়িনী। সাধক এই প্রকারে ধ্যান করিয়া প্রতিদিন দশসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। সাতদিন এইরূপ পূজা ও মন্ত্র জপ করিয়া অষ্টমদিবসে বিধিবৎ পূজা করিবে। কায়মনোবাক্যে প্রতিদিন দেবীর পূজা করিতে হইবে। ৭১। "প্রণব, মায়াবীজ, কূর্চ্চবীজ, রক্ষ কর্ম্মণি আগচ্ছ কনকাবতি স্বাহা" এই মহা মন্ত্রে পূজা ও জপ করিবে। সাধক দেবীকে মনোহর বলি প্রদান করিয়া নিশীথসময় পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে; দেবী সাধককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিয়া সাধকের গৃহে আগমন করেন। সাধক দেবীকে দর্শন করিয়া অর্ঘ্যাদিদ্বারা পূজা করিবে। ইহাতে দেবী আপন পরিচারিকাগণের সহিত সাধকের ভার্য্যা হইয়া সাধককে বিবিধ অভিলষিত ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন এবং স্বীয় বস্ত্রভূষণাদি সাধকের গৃহে রাখিয়া নিজগৃহে গমন করেন। ৭২—৭৪। বিচক্ষণ সাধক এইরূপে সিদ্ধি লাভ করিয়া স্বীয় ভার্য্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক কনকাবতীকে ভজনা করিবে। ৭৫।

তাহার পরে নিখিল-কামফলদায়িনী কামেশ্বরী যোগিনীর সাধন-প্রণালী বলিতেছি,—প্রণব, মায়াবীজ, আগচ্ছ কামেশ্বরি স্বাহা এই মহামন্ত্র সাধকের সুখাবহ। ৭৬। সাধক পূর্ব্ববৎ পূজাদি করিয়া উত্তম ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনাদ্বারা সর্ব্বাভরণভূষিতা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিতা করিয়া শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ঐ মন্ত্র জপ করিবে।

---

(১) তথায়ুশ্চ ইতি (খ) পাঠঃ। (২) কর্ম্মাণি ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) ওঁ হ্রীং হুং রক্ষ কর্ম্মণি আগচ্ছ কনকাবতি স্বাহা। ইতি মন্ত্রঃ (আ॰ বি॰), ওঁ হ্রীং আয়ূরক্ষ কর্ম্মাণি আগচ্ছ কনকাবতি স্বাহা (খ টি)। ওঁ হ্রীং হুং রক্ষ কর্ম্মাণি আগচ্ছ কনকাবতি স্বাহা (ক টি)। (৪) ওঁ হ্রীং আগচ্ছ কামেশ্বরি স্বাহা (ক) (খ) টি।

মধুনা দীপং দদ্যাচ্চ সুসমাহিতঃ। কামেশ্বরীং শশাঙ্কাস্যাং খেলৎ-খঞ্জনলোচনাম্। সদা লোলগতিং কান্তাং কুসুমাস্ত্রশিলীমুখাম্॥ এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং নিশীথে যাতি সান্তকা॥ ৭৭॥ দৃষ্ট্বা তু সাধকশ্রেষ্ঠমাজ্ঞাং দেহীতি তং বদেৎ। স্ত্রীভাবেন মুদা তস্মৈ দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং ততঃ॥ ৭৮॥ সুপ্রসন্না মুদা দেবী সাধকং ভোজয়েৎ সদা। অন্নাদ্যৈ রতিভোগেন পতিবৎ পালয়েৎ সদা॥ ৭৯॥ নীত্বা রাত্রিং সুখৈশ্বর্য্যৈর্দত্ত্বা চ বিপুলং ধনম্। বস্ত্রালঙ্কারদ্রব্যাদীন্ প্রভাতে যাতি নিশ্চিতম্। এবং প্রতিদিনং তস্য সিদ্ধিঃ স্যাৎ কামরূপতঃ॥ ৮০॥

অথ রতিসুন্দরী।—ততঃ পটে (১) বিনির্ম্মায় পুত্তলীং ধ্যানরূপতঃ। সুবর্ণবর্ণাং গৌরাঙ্গীং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্। নূপুরাঙ্গদহারাঢ্যাং রম্যাঞ্চ পুষ্করেক্ষণাম্॥ এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং দত্ত্বা চ পাদ্যমুত্তমম্। সচন্দনেন পুষ্পেণ জাতীপুষ্পেণ যত্নতঃ। গুগ্গুলুং ধূপদীপৌ চ দদ্যান্মূলেন সাধকঃ। মন্ত্রস্তু,—তারং মায়া তথাগচ্ছ রতিসুন্দরি পদং ততঃ। বহ্নিজায়া(২)ষ্টসাহস্রং জপেন্মন্ত্রং দিনে দিনে॥ ৮১॥ মাসান্তে দিবসং ব্যাপ্য কুর্য্যাৎ পূজাদিকং শুভম্। ঘৃতদীপং তথা গন্ধং পুষ্পং তাম্বূলমেব চ। তাবন্মন্ত্রং

এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক হাজার করিয়া জপ করিবে। এই দেবতার পূজা ও মন্ত্রজপকালে ঘৃত ও মধুদ্বারা প্রদীপ জালিবে। কামেশ্বরী দেবী শশাঙ্কবদনা, ইহাঁর লোচন খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল, ইহাঁন সর্ব্বদা চঞ্চলগমনে সঞ্চরণ করেন, ইহাঁর হস্তে কুসুমময় বাণ আছে। এইরূপে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিলে নিশীথ সময়ে দেবী সাধকের নিকট গমন করেন এবং সাধক প্রবরকে নিরীক্ষণ করিয়া "আজ্ঞাপ্রদান কর" এই কথা বলেন, পরে সাধক স্ত্রীভাবে তাঁহাকে পাদ্যাদি প্রদান করিবে। তাহাতে দেবী সুপ্রসন্না হইয়া আনন্দে সাধককে পরিতুষ্ট করিবেন এবং অন্নাদি বিবিধ ভোজ্যদ্রব্যদ্বারা পতিবৎ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ৭৭—৭৯। দেবী সাধকের নিকট সুখৈশ্বর্য্যে রাত্রি যাপনপূর্ব্বক প্রচুর ধন, বস্ত্র ও নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রদান করিয়া প্রভাতকালে গমন করেন। এইরূপে সাধক প্রতিদিন যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই সিদ্ধ করিতে পারিবে। ৮০।

তাহার পরে রতিসুন্দরী নাম্নী যোগিনীর সাধন কথিত হইতেছে যথা,—প্রথমে, পটে যোগিনীর ধ্যানানুরূপ প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবে। ধ্যান যথা,—যিনি সুবর্ণবর্ণা গৌরাঙ্গী এবং সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিতা; নূপুর, অঙ্গদ ও হার প্রভৃতি বিবিধ বিভূষণে সুসজ্জিতা; নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় মনোহর। এইরূপে সেই যোগিনীর ধ্যান করিয়া উত্তম পাদ্য, চন্দন এবং জাতি প্রভৃতি বিবিধ পুষ্প গুগ্গুলু, ধূপ ও দীপ মূলমন্ত্র দ্বারা প্রদানপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিবে। "প্রণব, মায়াবীজ, আগচ্ছ রতিসুন্দরি স্বাহা" এই মন্ত্র প্রতিদিন আট হাজার জপ করিবে। ৮১। একমাস এইরূপে জপ করিয়া

---

(১) পট্টে ইতি (খ) পাঠঃ। (২) ওঁ হ্রীং আগচ্ছ রতিসুন্দরি স্বাহা।

জপেদ্বিদ্বান্ যাবদায়াতি সুন্দরী। জ্ঞাত্বা দৃঢ়ং সাধকেন্দ্রং নিশীথে যাতি নিশ্চিতম্ ॥ ৮২ ॥ ততস্তামর্চ্চয়েদ্ ভক্ত্যা জাতীকুসুমমালয়া। সুসন্তুষ্টা সাধকেন্দ্রং তোষয়েদ্রতি-(১) ভোজনৈঃ ॥ ৮৩ ॥ ভূত্বা ভার্য্যা চ সা তস্মৈ দদাতি বাঞ্ছিতং বরম্। ভূষাদিকং পরিত্যজ্য প্রভাতে যাতি সা ধ্রুবম্। সাধকাজ্ঞানুরূপেণ প্রয়াতি সা দিনে দিনে। নির্জ্জনে প্রান্তরে দেবি সিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ। ত্যক্ত্বা ভার্য্যাং ভজেত্তাঞ্চ অন্যথা নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ৮৪ ॥

অথ পদ্মিনী।—ততোঽন্যৎ সাধনং বক্ষ্যে স্বগৃহে শিবসন্নিধৌ। বেদাদ্যং ভুবনেশীঞ্চাগচ্ছ পদ্মিনি বল্লভা (২)। পাবকস্য মহামন্ত্রং পূর্ব্ববৎ সকলং ততঃ। মণ্ডলং চন্দনৈঃ কৃত্বা মূলমন্ত্রং লিখেত্ততঃ। পদ্মাননাং শ্যামবর্ণাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্। কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং রক্তোৎপলদলেক্ষণাম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সহস্রঞ্চ দিনে দিনে। মাসান্তে পূর্ণিমাং প্রাপ্য বিধিবৎ পূজয়েৎ সদা। আনিশীথং জপেন্মন্ত্রং দৃঢ়াভ্যাসেন সাধকঃ। সর্ব্বত্র কুশলং জ্ঞাত্বা (৩) যাতি সা সাধক-

মাসান্ত দিবসে পুনর্ব্বার পূজা করিবে। ঘৃত প্রদীপ, গন্ধ, পুষ্প ও তাম্বূল নিবেদন করিয়া সুন্দরী যে পর্য্যন্ত আগমন না করেন, সে পর্য্যন্ত জপ করিবে। দেবী সাধককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিয়া নিশীথসময়ে নিশ্চয় আগমন করেন। ৮২। তখন সাধক দেবীকে জাতিপুষ্প-নির্ম্মিত মালাদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে তাহাতে দেবী সাধকের প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া রতি ও ভোজনদ্রব্য প্রদান করিয়া তাহাকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন। দেবী সাধকের নিকট যামিনীযাপন করিয়া বস্ত্রভূষণাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রভাতকালে গমন করেন এবং সাধকের আজ্ঞানুসারে প্রতিদিন আগমন করিয়া থাকেন। হে দেবি, নির্জ্জন প্রান্তরে এই সাধনে নিশ্চিতই সিদ্ধি হইয়া থাকে। সাধক স্বীয় ভার্য্যা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভজনা করিবে, নতুবা নিশ্চিত মৃত্যু হইবে। ৮৩—৮৪।

অনন্তর পদ্মিনী যোগিনীর সাধন-প্রণালী বলিতেছি।—সাধক স্বীয় গৃহে অথবা শিবসন্নিধানে এই সাধন করিবে। "প্রণব, মায়াবীজ, আগচ্ছ পদ্মিনি স্বাহা" এই মহামন্ত্রে পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিবে। চন্দনদ্বারা মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া সেই মণ্ডলে মূলমন্ত্র লিখিবে। ধ্যান যথা,—যিনি শ্যামবর্ণা, পদ্মের ন্যায় যাঁহার মুখ, যাঁহার পয়োধর-যুগল স্থূল ও উচ্চ, অঙ্গ অতিকোমল; বদনে সর্ব্বদা ঈষৎ হাস্য, নয়নযুগল রক্তোৎপলের ন্যায়। সেই দেবীকে এইরূপে ধ্যান করিয়া প্রতিদিন এক হাজার মন্ত্র জপ করিবে। একমাস এইরূপ জপ করিয়া মাসান্ত দিবসে পূর্ণিমাতিথিতে যথাবিধি পূজা করিবে এবং নিশীথসময় পর্য্যন্ত দৃঢ়তাসহকারে জপ করিতে থাকিবে; যথানিয়মে

---

(১) প্রীতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) ওঁ হ্রীং আগচ্ছ পদ্মিনি স্বাহা (ক) (খ) টিঃ।
(৩) দৃষ্টা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

লয়ম্ ॥ ৮৫ ॥ ভূত্বা ভার্য্যা সাধকং হি সাধয়েদ্বিবিধৈরপি। ভোগৈর্দ্দিব্যৈর্ভূষণাদ্যৈঃ পদ্মিনী সা দিনে দিনে। পতিবৎ পালিতং লোকে নিত্যং স্বর্গে চ সর্ব্বদা। ত্যক্তা ভার্য্যাং ভজেত্তাঞ্চ সাধকেন্দ্রঃ সদা প্রিয়ে ॥ ৮৬ ॥

[অথ নটিনী] ততো বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা। জ্ঞাত্বা যাং সাধিতা বিদ্যা বলা চাতিবলা প্রিয়ে ॥ ৮৭ ॥ মন্ত্রস্তু,—প্রণবান্তে মহামায়া নটিনি পাবকপ্রিয়া (১)। মহাবিদ্যেতি কথিতা গোপনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৮৮ ॥ অশোকস্য তটং (২) গত্বা স্নানং পূর্ব্ববদাচরেৎ। মূলমন্ত্রেণ সকলং কুর্য্যাচ্চ সুসমাহিতঃ ॥ ৮৯ ॥ ত্রৈলোক্য-মোহিনীং গৌরীং বিচিত্রাম্বরধারিণীম্। বিচিত্রালঙ্কৃতাং রম্যাং নর্ত্তকীবেশধারিণীম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সহস্রঞ্চ দিনে দিনে ॥ ৯০ ॥ মাংসোপহারৈঃ সংপূজ্য ধূপদীপৌ নিবেদয়েৎ। গন্ধচন্দনতাম্বূলং দদ্যাত্তস্যৈ সদা বুধঃ ॥ ৯১ ॥ মাসমেকন্তু তাং ভক্ত্যা পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ। মাসান্তে দিবসং প্রাপ্য কুর্য্যাচ্চ পূজনং মহৎ। অর্দ্ধরাত্রৌ ভয়ং দত্বা কিঞ্চিৎ সাধকসত্তমে। সুদৃঢ়ং সাধকং মত্বা যাতি সা সাধকালয়ম্ ॥ ৯২ ॥ বিদ্যাভিঃ (৩) সকলাভিশ্চ কিঞ্চিৎ স্মেরমুখী ততঃ। বরং বরয় শীঘ্রং ত্বং যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥

সুচারুভাবে কার্য্য হইতেছে জানিয়া যোগিনী সাধকের গৃহে উপস্থিত হন। ৮৫। এইরূপে পদ্মিনী সাধকের ভার্য্যা হইয়া বিবিধ প্রকারে তাহাকে তুষ্ট করেন। হে প্রিয়ে, সাধক অন্য ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া পদ্মিনীকে সর্ব্বদা ভজনা করিবে। ৮৬।

অতঃপর নটিনী নাম্নী যোগিনীর সাধন-প্রণালী বলা যাইতেছে। হে প্রিয়ে, শ্রীমান্ বিশ্বামিত্র যে মহাবিদ্যা লাভ করিয়া বলা ও অতিবলানাম্নী বিদ্যার সাধন করিয়াছিলেন সেই মহাবিদ্যার বিষয় এক্ষণে বলিব। ইহার মন্ত্র,—প্রণবের পর মায়াবীজ ও 'নটিনি স্বাহা'—ইহাকে মহাবিদ্যা বলা হইয়াছে ইহা যত্ন পূর্ব্বক গোপনীয়। ৮৮। অশোকবৃক্ষের মূলে গমন করিয়া পূর্ব্ববৎ স্নান করিবে এবং একাগ্রচিত্তে মূলমন্ত্রে সকল কার্য্য করিবে। যিনি বিচিত্র বসন ও বিচিত্র আভরণ পরিধান করিয়া নর্ত্তকীবেশে ত্রৈলোক্য মোহিত করিয়া থাকেন সেই গৌরবর্ণা রমণীয়া যোগিনীর ধ্যান করিয়া প্রত্যহ একহাজার করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। ৮৯। ৯০। মাংস উপহারে দেবীর পূজা করিয়া ধূপ দীপ নিবেদন করিবে এবং গন্ধ, পুষ্প, তাম্বূল দেবীকে প্রদান করিবে। ৯১। সাধক এইরূপে এক-মাস ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। পরে মাসান্তদিবসে মহাপূজা করিবে। দেবী অর্দ্ধরাত্রি সময়ে আগমন করিয়া সাধককে ভয়প্রদর্শন করেন। তাহাতে সাধক ভীত না হইয়া জপ করিতে থাকিবে। দেবী সাধককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিয়া তাহার আলয়ে গমন করেন। ৯২। তখন সকল বিদ্যাসমভিব্যবহারে উপস্থিত হইয়া সহাস্য বদনে সাধককে

---

(১) ওঁ হ্রীং নটিনি স্বাহা (ক) (খ) ট। (২) মূলে। (৩) অনুচরীভিঃ (খ ট)।

তচ্ছ্রুত্বা সাধকশ্রেষ্ঠো ভাবয়েন্মনসা ধিয়া। মাতরং ভগিনীং বাপি ভার্য্যাং বা প্রীতিভাবতঃ। কৃত্বা সন্তোষয়েদ্ভক্ত্যা নটিনী তৎ করোত্যলম্॥ ৯৩॥ মাতা স্যাদ্ যদি সা দেবী পুত্রবৎ পালিতং মুদা। স্বর্ণশতং সিদ্ধিদ্রব্যং দদাতি সা দিনে দিনে॥ ৯৪॥ ভগিনী যদি সা কন্যাং দেবস্য নাগকন্যাকাম্। রাজকন্যাং সমানীয় দদাতি সা দিনে দিনে। অতীতানাগতাং বার্ত্তাং সর্ব্বাং জানাতি সাধকঃ॥ ৯৫॥ ভার্য্যা স্যাদ্ যদি সা দেবী দদাতি বিপুলং ধনম্। অন্নাদ্যৈরুপচারৈস্তু দদাতি কামভোজনম্। স্বর্ণশতং সদা তস্মৈ দদাতি সা ধ্রুবং প্রিয়ে। যদ্ যদ্ বাঞ্ছতি তৎ সর্ব্বং দদাতি নাত্র সংশয়ঃ॥৯৬॥

[অথ মধুমতী] মহাবিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়। কুঙ্কুমেন সমালিখ্য ভূর্জ্জপত্রে স্ত্রিয়ং মুদা। ততোঽষ্টদলামালিখ্য কুর্য্যান্ন্যাসাদিকং প্রিয়ে। জীবন্যাসং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েত্তত্র প্রসন্নধীঃ॥ ৯৭॥ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং নানারত্নবিভূষিতাম্। মঞ্জীরহারকেয়ুর-রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতাম্। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সহস্রন্তু দিনে দিনে॥ ৯৮॥ প্রতিপদ্দিনমারভ্য (১) পূজয়েৎ কুসুমাদিভিঃ। ধূপদীপবিধানৈশ্চ ত্রিসন্ধ্যং পূজয়ে-

বলেন, “তোমার যাহা মনোমত, সেই বর শীঘ্র প্রার্থনা কর।” সাধক তাহা শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকে মাতা, ভগিনী অথবা ভার্য্যারূপে স্থির করত প্রীতিভাবে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষ বিধান করিবে। নটিনী তাহাতে সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের মনোরথ পরিপূর্ণ করেন। ৯৩। যদি যোগিনী সাধকের মাতা হইয়া থাকেন তবে তিনি তাহাকে পুত্রবৎ পালন করেন এবং প্রতিদিন শতসংখ্য সুবর্ণমুদ্রা ও অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। ৯৪। যদি ভগিনী হন তাহা হইলে দেবী প্রতিদিন নাগকন্যা ও রাজ কন্যা আনিয়া দেন। সাধক এই সাধনবলে অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনা সকল জানিতে পারে। ৯৫। যদি সাধক দেবীকে ভার্য্যাভাবে ভজনা করে, তাহা হইলে দেবী প্রতিদিন বিপুল ধন প্রদান করিয়া থাকেন এবং অন্নাদি নানাপ্রকার উপচারদ্বারা ইচ্ছামত আহার ও শত সুবর্ণ মুদ্রা দান করেন। ৯৬।

এক্ষণে মধুমতী নামে মহাবিদ্যা বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা স্ত্রীর প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করত ন্যাসাদি করিবে এবং জীরন্যাস করিয়া তাহাতে প্রসন্নচিত্তে দেবীর ধ্যান করিবে। ৯৭। যিনি বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণা ও নানাবিধ রত্নালঙ্কারে সুশোভিতা এবং নূপুর, হার, কেয়ূর ও রত্ননির্ম্মিত কুণ্ডলে পরিমণ্ডিতা। সেই মধুমতী যোগিনীকে এইরূপে ধ্যান করিয়া প্রতিদিন একসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। ৯৮। কৃষ্ণা প্রতিপৎ তিথিতে আরম্ভ করিয়া পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি উপহারে ত্রিসন্ধ্যায় দেবীর পূজা করিবে। এইরূপে

---

(১) প্রতিপাদি সমারভ্য (ক) (খ) পাঠঃ। প্রতিপদত্র কৃষ্ণা ইতি (আ॰ বি॰)।

ন্মুদা ॥ ৯৯ ॥ পূর্ণিমাং প্রাপ্য গন্ধাদ্যৈঃ পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ। ঘৃতদীপং তথা ধূপং নৈবেদ্যঞ্চ মনোরমম্। রাত্রৌ চ দিবসে জপ্যং কুর্য্যাচ্চ সুসমাহিতঃ। প্রভাতসময়ে যাতি সাধকস্যান্তিকং ধ্রুবম্ ॥ ১০০ ॥ প্রসন্নবদনা ভূত্বা তোষয়েদ্রতিভোজনৈঃ। দেবদানবগন্ধর্ব্ববিদ্যাধ্রগ্যক্ষরক্ষসাম্। কন্যাভী রত্নভূষাভিঃ সাধকেন্দ্রং মুহুর্ম্মুহুঃ। চর্ব্ব্যং চোষ্যাদিকং দ্রব্যং দিব্যং দদাতি সা ধ্রুবম্ ॥ ১ ॥ স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে যদ্বস্তু বিদ্যতে প্রিয়ে (১)। আনীয় দীয়তে সভ্যং সাধকাজ্ঞানুরূপতঃ ॥ ২ ॥ স্বর্ণশতং সদা তস্মৈ দদাতি সা দিনে দিনে। সাধকায় বরং দত্বা যাতি সা নিজমন্দিরম্ ॥ ৩ ॥ তস্যা বরপ্রসাদেন চিরজীবী নিরাময়ঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সুন্দরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বগো ভবতি ধ্রুবম্। রেমে সার্দ্ধং তয়া দেবি সাধকেন্দ্রো দিনে দিনে ॥ ৪ ॥ মন্ত্রস্তু।—তারং মায়া তথা গচ্ছানুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে। বহ্নিভার্য্যা (২) মন্ত্রঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥ ৫ ॥ এষা মধুমতী তু স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা প্রিয়ে। গুহ্যাদ্ গুহ্যতরা বিদ্যা তব স্নেহাৎ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬ ॥ ইয়ং মধুমতী অষ্টমী।

একমাস পূজা ও মন্ত্র জপ করিয়া পূর্ণিমাদিবসে সাধক গন্ধাদি উপচারে দেবীকে পূজা করিবে। ঘৃতপ্রদীপ ধূপ, ও মনোরম নৈবেদ্য প্রদান করিয়া একাগ্রচিত্তে দিবারাত্র মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। এইরূপে জপ করিতে করিতে প্রভাত সময় উপস্থিত হইলে দেবী সাধকের নিকট নিশ্চিত আগমন করেন। ৯৯। ১০০। তখন দেবী প্রসন্নবদনা হইয়া রতি ও ভোজনদ্রব্য দ্বারা সাধককে পরিতোষিত করিয়া থাকেন। দেবকন্যা দানবকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, বিদ্যাধরকন্যা, যক্ষকন্যা, রাক্ষসকন্যা, বিবিধ রত্নভূষণ এবং চর্ব্ব্য-চুষ্যাদি বিবিধ দিব্য ভক্ষ্যদ্রব্য প্রতিদিন প্রদান করিয়া থাকেন। ১। হে প্রিয়ে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যে সকল বস্তু বিদ্যমান আছে, দেবী সাধকের আজ্ঞানুসারে তৎসমুদয় আনিয়া সাধককে প্রদান করেন। এবং প্রতিদিন শত সুবর্ণমুদ্রা দিয়া থাকেন। পরে দেবী সাধককে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া নিজমন্দিরে গমন করেন। ২—৩। সাধক দেবীর প্রসাদে চিরজীবী হইয়া নিরাময় দেহে অবস্থান করে। সাধক দেবীর বরে সর্ব্বজ্ঞ, সুন্দরকলেবর ও শ্রীমান্ হয়। সর্ব্বত্র গমনাগমনে সাধকের শক্তি জন্মে। হে দেবি, সাধক প্রতিদিন দেবীর সহিত ক্রীড়াকৌতুকাদি করিয়া থাকে। ৪। ইহাঁর মন্ত্র "প্রণব, মায়াবীজ, আগচ্ছ অনুরাগিণি মৈথুন-প্রিয়ে স্বাহা" এই মন্ত্র সকল কার্য্যে সিদ্ধি প্রদান করে। ৫। এই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী মধুমতী দেবী অতি গোপনীয়া। দেবি! আমি তোমার স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকাশ করিলাম। ৬।

---

(১) ক্বচিদিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(২) ওঁ হ্রীং আগচ্ছ অনুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা (ক) (খ) টি।

দেব্যুবাচ।—শ্রুতঞ্চ সাধনং পুণ্যং যক্ষিণীনাং সুখপ্রদম্। কস্মিন্ কালে প্রকর্ত্তব্যং বিধিনা কেন বা প্রভো। অত্রাধিকারিণঃ কে বা সমাসেন বদ প্রভো॥ ৭॥ ঈশ্বর উবাচ।—বসন্তে সাধয়েদ্ধীমান্ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ। সদা ধ্যানপরো ভূত্বা তদ্দর্শন-মহোৎসুকঃ॥ ৮॥ উজ্জটে প্রান্তরে বাপি কামরূপে বিশেষতঃ। স্থানেষেকতমং প্রাপ্য সাধয়েৎ সুসমাহিতঃ। অনেন বিধিনা সাক্ষাদ্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৯। দেব্যাশ্চ সেবকাঃ সর্ব্বে পরং চাত্রাধিকারিণঃ। তারকব্রহ্মণো ভৃত্যং বিনাপ্যত্রাধিকারিণঃ (১)॥ ১০॥ ইতি যোগিনীসাধনপ্রকরণম্॥

অথ পূজাধারো নিরূপ্যতে। তত্র নারদীয়ে।—আপোঽগ্নিহৃদয়ং চক্রং বিষ্ণোঃ ক্ষেত্রসমুদ্ভবম্। যন্ত্রঞ্চ প্রতিমা স্থানমর্চ্চনে সর্ব্বদা হরেঃ॥ ১১॥ গৌতমীয়ে।—শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে প্রতিমামণ্ডলেষু বা। নিত্যং পূজা হরেঃ কার্য্যা ন তু কেবলভূতলে॥ ১২॥ শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনম্। কিং পুনশ্চার্চ্চনং তত্র হরিসান্নিধ্য-কারণম্॥ ১৩॥ বহুভির্জ্জন্মভিঃ পুণ্যৈর্যদি কৃষ্ণাং শিলাং (২) লভেৎ। গোষ্পদে-নৈব চিহ্নেন তেন জন্ম সমাপ্যতে। এতেন বিষ্ণুপূজায়াং শিলায়া অপি প্রাধান্যম্।

দেবী বলিলেন, প্রভো! আমি আপনার নিকট পবিত্র ও সুখপ্রদ যক্ষিণীসাধন শুনিলাম ঐ সাধন কোন্ কালে, কিরূপ-বিধানে করিতে হইবে এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা এই সাধনের অধিকারী, তাহা আমার নিকট বলুন। ৭। ঈশ্বর বলিলেন, ধীমান্ সাধক হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বসন্তকালে সর্ব্বদা যোগিনীর ধ্যান করিতে করিতে যোগিনীকে দেখিবার জন্য অতিশয় ঔৎসুক্য সহকারে এই যোগিনীসাধন করিবে। উজ্জটে, প্রান্তরে বিশেষতঃ কামরূপে ইহাদের মধ্যে যে কোন একস্থানে উপস্থিত হইয়া একাগ্রচিত্তে সাধন করিবে। এইরূপ বিধানে সাধন করিলে নিশ্চয় দেবীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে। ৮—৯। যাহারা দেবীর সেবক, তাহারা সকলেই এই কার্য্যের অধিকারী এবং যাহারা ব্রহ্মোপাসক সন্ন্যাসী তাহাদিগের এই কার্য্যে অধিকার নাই। ১০। যোগিনী-সাধন প্রকরণ সমাপ্ত।

অনন্তর পূজার আধার নিরূপণ করা যাইতেছে।—নারদীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন, জল, অগ্নি, মন, বিষ্ণুর ক্ষেত্রে উৎপন্ন চক্র (শালগ্রামাদি), যন্ত্র ও প্রতিমা এই সকল বিষ্ণু-পূজার আধার। ১১। গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন, শালগ্রাম, মণি, যন্ত্র, প্রতিমা ও মণ্ডল এই সকল আধারে নিত্য বিষ্ণুর পূজা করিবে, কদাচ কেবল ভূতলে বিষ্ণুর পূজা করিবে না। ১২। শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিলে কোটি জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়, তাহাতে হরির পূজা করিলে যে বিষ্ণুর সান্নিধ্য লাভ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? বহুজন্মার্জ্জিত

---

(১) এতেন শৈবাদিভিরপি কর্ত্তুং শক্যতে ইত্যায়াতম্ (আ০ বি০) পাঠঃ।
(২) কৃষ্ণশিলামিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

মণ্ডলাদীনান্ত সর্ব্বসাধারণত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ যোগিনীতন্ত্রে।—লিঙ্গস্থাং পূজয়েদ্দেবীং পুস্তকস্থাং তথৈব চ। মণ্ডলস্থাং মহামায়াং যন্ত্রস্থাং প্রতিমাসু চ। জলস্থাং বা শিলাস্থাং বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ১৫ ॥ কৌলাবলীয়ে।—যত্রাপরাজিতাপুষ্পং জবাপুষ্পঞ্চ বিদ্যতে। করবীরে শুক্লরক্তে দ্রোণং বা যত্র তিষ্ঠতি। তত্র দেবী বসেন্নিত্যং তদ্‌যন্ত্রে চণ্ডিকার্চ্চনম্। এতৎ সর্ব্বং যন্ত্রাভাবে ॥ ১৬ ॥ তথা চ,—যন্ত্রং মন্ত্রময়ং প্রোক্তং মন্ত্রাত্মা দেবতৈব হি। দেহাত্মনোর্যথা ভেদো (১) যন্ত্রদেবতয়োস্তথা। তথাদৌ বিলিখেদ্ যন্ত্রং (২) দেবতায়াশ্চ বিগ্রহম্ ॥ ১৭ ॥ কামক্রোধাদি-দোষোত্থসর্ব্বদুঃখনিয়ন্ত্রণাৎ। যন্ত্রমিত্যাহুরেতস্মিন্ দেবঃ প্রীণাতি পূজিতঃ ॥ ১৮ ॥ বিনা যন্ত্রেণ পূজায়াং দেবতা ন প্রসীদতি। দুঃখনিয়ন্ত্রণাদ্ যন্ত্রমিত্যাহুস্তন্ত্রবেদিনঃ। ইতি যন্ত্রস্য পূজায়াং প্রাধান্যমিতি (৩) ॥ ১৯ ॥

অথ যন্ত্রসংস্কারঃ।—বামকেশ্বরতন্ত্রে।—ভৈরব্যুবাচ। চক্রভেদং (৪) মহাদেব

পুণ্যফলে যদি একটী কৃষ্ণশিলা লাভ করিতে পারে এবং সেই শিলাতে যদি গোষ্পদচিহ্ন থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই জন্ম সফল হইয়া থাকে। এই সকল বচনদ্বারা জানা যায় যে, শালগ্রাম বিষ্ণুপূজার প্রধান আধার। মণ্ডলাদি অন্যান্য আধার সর্ব্বসাধারণ জানিবে। ১৩—১৪। যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন শিবলিঙ্গ, পুস্তক, মণ্ডল, যন্ত্র, প্রতিমা, জল অথবা শিলাতে পরমেশ্বরীর পূজা করিবে। ১৫। কৌলাবলীতন্ত্রে বলিয়াছেন যে, যেখানে অপরাজিতাপুষ্প, জবাপুষ্প, শুক্লরক্ত দ্বিবিধ করবীরপুষ্প ও দ্রোণপুষ্প বিদ্যমান রহিয়াছে সেই স্থানে সর্ব্বদা দেবী বাস করেন, অতএব সেই সেই পুষ্পযন্ত্রে চণ্ডিকার পূজা করিবে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যন্ত্র না থাকিলে উক্ত পুষ্পযন্ত্রে পূজা করিবে; যন্ত্র থাকিলে তাহাতেই পূজা প্রশস্ত। ১৬। তন্ত্রে বলিয়াছেন, যন্ত্র মন্ত্রময় এবং মন্ত্র দেবতাময় জানিবে। দেহ আর আত্মার যেরূপ ভেদ যন্ত্র ও দেবতার সেইরূপ ভেদ জানিবে। অতএব অগ্রে যন্ত্র অঙ্কিত করিবে তাহার পর দেবতার মূর্ত্তি-অঙ্কন করিবে। ১৭। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দোষ হইতে উৎপন্ন সকল প্রকার দুঃখ নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ নিরোধন করে বলিয়া যন্ত্র নাম হইয়াছে। এই যন্ত্রে পূজা করিলে দেবতা প্রীত হন। বিনা যন্ত্রে পূজা করিলে দেবতা প্রসন্ন হন না। তন্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, দুঃখনিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ নিবারণ করে বলিয়া ইহার 'যন্ত্র' এই নাম হইয়াছে। এই কারণে পূজা-ব্যাপারে যন্ত্র প্রধান বলিয়া গণ্য হয়। ১৮—১৯।

অনন্তর যন্ত্রসংস্কার বলা যাইতেছে।—বামকেশ্বরতন্ত্রে ভৈরবী বলিয়াছেন, হে মহা-

---

(১) তথাচ বৌদ্ধমতে দেহাত্মনোর্ভেদো নাস্তি (খ টি)।

(২) তথা,—আদৌ লিখেদ্ মন্ত্ররাজম্ ইতি (খ) পাঠঃ। তথা লিখেদ্ মন্ত্ররাজং (ক) পাঠঃ।

(৩) যন্ত্রে পূজায়াঃ প্রাধান্যমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) শ্রীচক্রাদিভেদম্ (খ টি)।

ত্বৎপ্রসাদান্ময়া শ্রুতম্। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি প্রতিষ্ঠাকর্ম্মনির্ণয়ম্ ॥ ২০ ॥ শ্রীশঙ্কর উবাচ। শৃণু দেবি মহাভাগে জগৎকারিণি কৌলিনি। তস্যোদ্যাপন(১)কর্ম্মাঙ্গং সর্ব্ববর্ণবিনির্ণয়ম্ (২) ॥ ২১ ॥ স্নাত্বা সংকল্পয়েন্মন্ত্রী গুরোরর্চ্চনমাচরেৎ। পঞ্চগব্যং ততঃ কৃত্বা শিবমন্ত্রেণ মন্ত্রিতম্। তত্র চক্রং (৩) ক্ষিপেন্মন্ত্রী প্রণবেন সমাকুলম্। তদুদ্ধৃত্য ততশ্চক্রং স্থাপয়েৎ স্বর্ণপাত্রকে (৪) পঞ্চামৃতেন দুগ্ধেন শীতলেন জলেন চ। চন্দনেন সুগন্ধেন কস্তূরীকুঙ্কুমেন চ। পয়োদধিঘৃতক্ষৌদ্রশর্করাদ্যৈরনুক্রমাৎ। তোয়ধূপান্তরৈঃ কুর্য্যাৎ পঞ্চামৃতবিধিং বুধঃ ॥ ২২ ॥ হাটকৈঃ কলসৈর্দ্দেবীমষ্টাভির্ব্বারিপূরিতৈঃ। কষায়জল(৫)সংপূর্ণৈঃ কারয়েৎ স্নানমুত্তমম্ ॥ ২৩ ॥ স্নানং সমাপ্য তাং দেবীং স্থাপয়েৎ স্বর্ণপীঠকে (৬)। যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে মহাযন্ত্রায় ধীমহি। তন্নো যন্ত্রং প্রচোদয়াৎ। স্পৃষ্ট্বা যন্ত্রং কুশাগ্রেণ গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ। অষ্টোত্তরশতং দেবি দেবতাভাবসিদ্ধয়ে (৭) ॥ ২৪ ॥ আত্মশুদ্ধিং ততঃ কৃত্বা ষড়ঙ্গৈর্দ্দেবতাং যজেৎ (৮) তত্রাবাহ্য

দেব, আপনার প্রসাদে আমি যন্ত্র কয়প্রকার ও কি, কি তাহা শুনিয়াছি এক্ষণে যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কি করিয়া করিতে হয় তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ২০। শ্রীশঙ্কর বলিলেন, হে দেবি! হে জগৎকারিণি! হে কুলেশ্বরি, আমি যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাপ্রণালী বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ সাধক স্নান করিয়া গুরুদেবের পূজা করিবে। তাহার পরে হৌঁ এই মন্ত্রে পঞ্চগব্য (গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও কুশোদক) শোধন করিয়া সেই বিশুদ্ধ পঞ্চগব্যমধ্যে ওঁ এই মন্ত্রে যন্ত্র নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পঞ্চগব্য হইতে যন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিবে এবং পঞ্চামৃত (দুগ্ধ, শর্করা, ঘৃত, দধি ও মধু) দ্বারা স্নান করাইবে, পরে দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইয়া শীতলজলে সেই যন্ত্রকে স্নান করাইবে। অনন্তর চন্দন, সুগন্ধিদ্রব্য, কস্তূরী, কুঙ্কুম, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা,—এই সকল দ্রব্যদ্বারা প্রত্যেকে স্নান করাইবে, পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবার পূর্ব্বে জল দ্বারা স্নান করাইয়া ধূপ প্রদান করিবে। তাহার পরে জলপূর্ণ সুবর্ণময় অষ্টকলসদ্বারা স্নান করাইয়া পঞ্চকষায়ের জলদ্বারা স্নান করাইবে। ২১—২৩। এইরূপে স্নানক্রিয়া সমাপন করত স্বর্ণপাত্রে সেই যন্ত্র স্থাপন করিবে। পরে 'যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে' ইত্যাদি যন্ত্রগায়ত্রী পাঠ করিয়া কুশাগ্রদ্বারা যন্ত্র স্পর্শপূর্ব্বক পুনর্ব্বার গায়ত্রীর দ্বারা একশত আটবার অভিমন্ত্রিত

---

(১) উদ্যাপনং প্রতিষ্ঠা (ক টি)। (২) তস্যোদ্যাপনকর্ম্মাঙ্গপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মনির্ণয়মিতি (খ) পাঠঃ। সঙ্কল্পয়েন্মন্ত্রী ইত্যত্র গন্ধস্নানমন্ত্রী ইতি (আ° বি°) পাঠঃ।

(৩) উক্তং যন্ত্রং (খ টি)। (৪) স্বর্ণপাত্রমিত্যুপলক্ষণম্ (ক টি)। প্রণবেন সমাকুলমিত্যত্র প্রণবাভিমন্ত্রিতম্ ইতি (আ° বি°) পাঠঃ। (৫) পঞ্চকষায়জলেন (ক টি)।

(৬) বাসসা জলমুক্তং তৎ স্থাপয়েদ্ধেমপীঠকে ইতি (আ° বি°) পাঠঃ।

(৭) গায়ত্র্যা ইতি উক্ত যন্ত্র-গায়ত্র্যা ইত্যর্থঃ। দেবতাভাবসিদ্ধয়ে -দেবতাত্বসম্পত্তয়ে (আ° বি°) পাঠঃ। (৮) ষড়ঙ্গানি চ বিন্যসেৎ ইতি (আ° বি°) পাঠঃ।

মহাদেবীং জীবন্যাসং সমাচরেৎ। উপচারৈঃ ষোড়শভির্ম্মহামুদ্রাদিভিঃ (১) সদা। ফলতাম্বূলনৈবেদ্যৈর্দ্দেবীং তত্র সমর্চ্চয়েৎ ॥ ২৫ ॥ পট্টবস্ত্রাদিকং দদ্যাদ্বস্ত্রালঙ্কারমেব চ। মুকুরং চামরং ঘণ্টাং যথাযোগ্যং মহেশ্বরি। সর্ব্বমেতৎ প্রযত্নেন দদ্যাদাত্মহিতে রতঃ ॥ ২৬ ॥ ততো জপেৎ সহস্রন্তু সকলেপ্সিতসিদ্ধয়ে। বলিদানং ততঃ কৃত্বা প্রণমেদ্ যন্ত্ররাজকম্ ॥ ২৭ ॥ অষ্টোত্তরশতং হুত্বা সম্পাতাজ্যং বিনিঃক্ষিপেৎ। হোমকর্ম্মণ্যশক্তশ্চেদ্দ্বিগুণং জপমাচরেৎ ॥ ২৮ ॥ ধেনুমেকাং সমানীয় স্বর্ণশৃঙ্গাদ্যলঙ্কৃতাম্। গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাত্ততো দেব্যা বিসর্জ্জনম্ ॥ ২৯ ॥ (তন্ত্রপ্রদীপে।—ফলে ভিত্তৌ তথা পটে স্থাপয়েদ্ যন্ত্রমীশ্বরি। ধনধান্তপুত্রপৌত্রযশ-আয়ুষিং মুঞ্চতি ॥ ৩০ ॥ অন্তত্রাপি।—ন ভিত্তৌ স্থাপয়েদ্ যন্ত্রং ন পটে ফলকে তথা। যস্ত বৈ মমতা দেবি পুত্রপৌত্রগৃহাদিষু) (২) ॥ ৩১ ॥

অথ চক্রসংস্কার-প্রয়োগঃ;—কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ ॥ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়াঃ (পূজার্থম্) (৩) অমুকযন্ত্রসংস্কারমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য পঞ্চগব্যমানীয় হৌমিতি মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতমভি-

---

করিবে তাহা হইলে সেই যন্ত্রে দেবতার অধিষ্ঠান হইবে। ২৪। তাহার পরে আত্মশুদ্ধি করিয়া দেবতার ষড়ঙ্গন্যাস করিবে এবং সেই যন্ত্রে দেবতার ধ্যান ও আবাহন করিয়া তাহাতে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক মহামুদ্রা (যোনিমুদ্রা প্রভৃতি মুদ্রা) দেখাইয়া ষোড়শ উপচারে দেবতার পূজা করিবে। ২৫। তাহার পরে সেই যন্ত্রে পট্টবস্ত্র, অলঙ্কার দর্পণ, চামর, ঘণ্টা ও অন্তান্ত যথাযোগ্য দ্রব্য নিজ হিতকামনায় যত্নপূর্ব্বক প্রদান করিবে এবং সকল কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত এক হাজার ইষ্টদেবতার মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর বলিপ্রদান করিয়া সেই যন্ত্রকে প্রণাম করিবে। পরে অষ্টোত্তরশত হোম করিবে। হোমকালে সেই যন্ত্রের উপরে প্রত্যাহুতি প্রদান করিবে। হোমকার্য্যে অশক্ত ব্যক্তি হোমসংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিবে। ২৬—২৮। পরে একটি ধেনু আনিয়া তাহাকে স্বর্ণশৃঙ্গাদি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিয়া গুরুদেবকে দক্ষিণারূপে দিয়া দেবতার বিসর্জ্জন করিবে। ২৯। তন্ত্রপ্রদীপে বলিয়াছেন হে ঈশ্বরি, কাষ্ঠফলকে গৃহভিত্তিতে এবং বস্ত্রে যন্ত্র স্থাপন করিলে তাহার ধন, ধান্ত, পুত্র, পৌত্র, যশ ও আয়ু নষ্ট হয়। ৩০। অন্তত্রও বলিয়াছেন, পুত্র, পৌত্র ও গৃহাদিতে যাহার মমতা আছে, সেই ব্যক্তি গৃহভিত্তিতে, বস্ত্রে অথবা ফলকে যন্ত্র-স্থাপন করিবে না। ৩০।

অনন্তর যন্ত্রসংস্কার-প্রয়োগ বলা হইতেছে। নিত্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া সংকল্প করিবে। সঙ্কল্পবাক্য উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে' তাহার পর পঞ্চগব্য

---

(১) যোনিমুদ্রাদিভিঃ (ক ট)। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৩) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

মন্ত্র্য প্রণবেন তত্র যন্ত্রং নিঃক্ষিপেৎ। তত (১) উত্তোল্য স্বর্ণাদিপাত্রে (২) স্থাপয়েৎ। ততঃ (শীতলজলচন্দন-গন্ধকস্তূরীকুঙ্কুমৈঃ স্নাপয়িত্বা) (৩) পঞ্চামৃতমানীয় হৌমিতি মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য (৪) পূর্ব্ববৎ শোধয়িত্বা স্নাপয়েৎ॥ ৩২॥ তত্র ক্রমঃ।—প্রথমং ক্ষীরেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্জ্জলেন (৫) স্নাপয়িত্বা ধূপং দদ্যাৎ। এবং দধ্না ঘৃতেন মধুনা শর্করয়া চ। ততো দুগ্ধেন শীতলজলেন (সুগন্ধেন চন্দনেন কস্তূরী-কুঙ্কুমেন চ) (৬) স্নাপয়েৎ ততো হাটকৈরষ্টভিঃ কলসৈঃ কুঙ্কুম-গোরোচনাচন্দন-মিশ্রিতৈস্তোয়ৈঃ (৭) স্নাপয়েৎ। সর্ব্বত্র স্নানং মূলমন্ত্রেণ॥ ৩৩॥ ততো যন্ত্রমুত্তোল্য পাত্রান্তরে স্থাপয়িত্বা কুশাগ্রেণ যন্ত্রং স্পৃষ্ট্বা "যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে মহাযন্ত্রায় ধীমহি তন্নো যন্ত্রং (৮) প্রচোদয়াৎ। ইতি গায়ত্র্যা চাষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ॥ ৩৪॥ বিশ্বসারতন্ত্রে।—অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋগ্যজুঃসামানি ছন্দাংসি চৈতন্যং দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ তদ্যথা,—

আনিয়া 'হৌং' এই মন্ত্রে একশত আটবার উহা অভিমন্ত্রিত করিবে এবং ওঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই যন্ত্র পঞ্চগব্যমধ্যে স্থাপন করিবে। তাহার পরে পঞ্চগব্য হইতে উহা উত্তোলন করত স্বর্ণাদিপাত্রে রাখিবে। তাহার পরে শীতলজল, চন্দন, সুগন্ধ কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্বারা ঐ যন্ত্রকে স্নান করাইয়া পঞ্চামৃত আনয়নপূর্ব্বক হৌ মন্ত্রে অষ্টোত্তরশতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া পূর্ব্ববৎ শোধনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্নান করাইবে। ৩২। ইহার ক্রম যথা,—প্রথমে দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইয়া পুনর্ব্বার জলদ্বারা স্নান করাইয়া ধূপ প্রদান করিবে। এই প্রকার দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা এই সমস্ত দ্রব্যের এক একটী দ্বারা স্নান করাইবে (ইহা পঞ্চামৃত স্নান, এই পঞ্চামৃত হৌং মন্ত্রে শোধন করিয়া লইবার কথা প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে) তাহার পরে দুগ্ধ, শীতল জল, সুগন্ধ চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুম দ্বারা স্নান করাইবে। তাহার পরে স্বর্ণনির্ম্মিত অষ্ট কলসে কুঙ্কুম গোরোচনা ও চন্দন-মিশ্রিত জল লইয়া তদ্দ্বারা যন্ত্রকে স্নান করাইবে। সর্ব্বত্রই মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্নান করাইবে। ৩৩। তাহার পরে যন্ত্র উত্তোলন করিয়া অন্য পাত্রে স্থাপন করত কুশাগ্রদ্বারা যন্ত্র স্পর্শপূর্ব্বক "যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে" ইত্যাদি উপরি লিখিত যন্ত্রগায়ত্রী একশত আটবার পাঠ করিবে। তাহার পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। ৩৪। বিশ্বাসারতন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন,—যথা. এই প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রের ঋষি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর; ছন্দ,

---

(১) তস্মাৎ (ক) পাঠঃ। (২) পাত্রান্তরে (ক) (খ) পাঠঃ। (৩) (আ০ বি০) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৪) অষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য ইত্যংশঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। মূলমন্ত্রমুচ্চার্য্য তেন তেন মন্ত্রেণ ইত্যধিকঃ (আ০ বি০) পাঠঃ। (৫) সুগন্ধেন চন্দনেন কস্তূরীকুঙ্কুমেন চ ইত্যধিকঃ (আ০ বি০) পাঠঃ। (৬) (আ০ বি০) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৭) কষায়জলসম্পর্কস্তোয়ৈরিতি (ক) পাঠঃ। পঞ্চকষায়যুক্তজলপূর্ণৈরিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৮) যন্ত্রঃ ইতি সর্ব্বত্র পাঠঃ।

"আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, এবং আমিত্যাদি অমুকদেবতায়া জীব ইহ স্থিতঃ এবং আমিত্যাদি অমুকদেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি এবং আমিত্যাদি অমুকদেবতায়া বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা ইতি প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র প্রকৃতদেবতা-মাবাহ্য ষোড়শোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্ব্বা পূজয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ (তথা চ ভৈরবতন্ত্রে। মূর্ত্তিং মূলেন সঙ্কল্প্য জীবন্যাসং সমাচরেৎ। মায়াং পাশাঙ্কুশাদ্যন্তাং যাদীন্ সপ্ত সবিন্দুকান্। বিয়ৎ সত্যেন্দুসংযুক্তং তদন্তে হংস উচ্চরেৎ। অস্যাঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ পুনর্জীব ইহ স্থিতঃ। পুনরুচ্চার্য্য তস্যা বৈ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি পুনর্ব্বদেৎ। তস্যাশ্চ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্র-ঘ্রাণপদান্যথ। প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু ঠদ্বয়ম্। ইতি প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য দেবীমাবাহয়েত্ততঃ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ।) (১) ততঃ পট্টসূত্রাদিকং দত্ত্বা অষ্টোত্তর-সহস্রং (২) জপ্ত্বা শক্তশ্চেদ্বলিং দদ্যাৎ। ততোঽষ্টোত্তরশতং হুত্বা প্রত্যাহুতিসম্পাতং যন্ত্রে দদ্যাৎ। হোমভাবে দ্বিগুণজপঃ কার্য্যঃ। ততো দক্ষিণাং দত্ত্বা অচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ ইতি যন্ত্রসংস্কারবিধিঃ ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দভট্টাচার্য্য-বিরচিতে তন্ত্রসারে
তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

ঋক্, যজুঃ ও সাম, দেবতা চৈতন্য। প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ইহার নিয়োগ। প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্র উপরে উল্লিখিত হইয়াছে উক্তমন্ত্রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রকৃত দেবতাকে আবাহনপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে অথবা পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। ৩৫। ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন,—মূলমন্ত্রে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া জীবন্যাস করিবে। আদিতে পাশ (আং) অন্তে অঙ্কুশ (ক্রোং) মধ্যে মায়াবীজ (হ্রীং) অর্থাৎ আং হ্রীং ক্রোং বলিয়া য প্রভৃতি সাতটি বর্ণকে বিন্দুযুক্ত করিয়া পাঠ করিবে। তাহার পরে হকারে ওকার ও বিন্দুযোগ করিয়া উচ্চারণ করিয়া হংস এই পদ উচ্চারণ করিবে। প্রথমে এইগুলি বলিয়া "অস্যাঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ" বলিবে দ্বিতীয় বারে পূর্ব্বোক্ত বীজগুলি বলিয়া "অস্যা জীব ইহ-স্থিতঃ" বলিবে। তৃতীয় বারে পূর্ব্বোক্ত বীজগুলির উল্লেখের পর "অস্যাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি" বলিবে। চতুর্থ বারে বীজগুলি বলিয়া "অস্যা বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্র-ঘ্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা" বলিবে। সর্ব্বত্র "অস্যাঃ" স্থলে দেবতার নাম উল্লেখ করিবে। এইরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দেবতাকে আবাহন করিবে। তাহার পরে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া যন্ত্রের উপরে পট্টসূত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক এক শত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। সমর্থ হইলে বলিপ্রদান করিবে। তাহার পরে এক শত আটবার হোম করিয়া যন্ত্রের

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) অষ্টোত্তরশতমিতি (খ) পাঠঃ।

(১) অথ প্রকীর্ণকম্।—তত্র পূজায়াং দিগ্বিধানম্। বিষ্ণুবিষয়ে নারদীয়ে।—স্নাতঃ শুক্লাম্বরধর আচান্তঃ পূর্ব্বদিঙ্মুখঃ। শুদ্ধাসনং সমাসাদ্য ভূতোৎসারণমাচরেৎ॥ ১॥ অন্যত্র তু নিবন্ধে।—উপবিশ্যাসনে মন্ত্রী প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ। বদ্ধপদ্মাসনো মন্ত্রী সমাহিতজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২॥ সারসমুচ্চয়েঽপি।—প্রাগাননো ধনদদিগ্বদনোঽথ বাপীতি। রাত্রৌ পূজনে নায়ং নিয়মঃ॥ ৩॥ তথা চ স্মৃতিঃ—রাত্রাবুদঙ্মুখঃ কুর্য্যাৎ দেবকার্য্যং সদৈব হি। শিবার্চ্চনং সদাপ্যেবং শুচিঃ কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ॥ ৪॥

অথ পূজায়াং বিহিতনিষিদ্ধানি। মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে।—লিঙ্গদ্বয়ং তথা নার্চ্চ্যং গণেশদ্বয়মেব চ। শক্তিদ্বয়ং তথা সূর্য্যদ্বয়মেকত্র নার্চ্চয়েৎ॥ ৫॥ দ্বে চক্রে দ্বারকায়াস্তু (২) শালগ্রামশিলাদ্বয়ম্। এতেষামর্চ্চনান্নিত্যমুদ্বেগং প্রাপ্নুয়াদ্ গৃহী॥ ৬॥ লৈঙ্গে।—একীকৃত্য চ লিঙ্গানি দশ পঞ্চ শতানি চ। প্রত্যেকেনাথবা দেবি বিল্বপত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ॥

উপরে প্রত্যাহুতি রাখিবে। হোম করিতে না পারিলে দ্বিগুণ জপ করিবে। তাহার পরে গুরুকে দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। ৩৬-৩৭। যন্ত্রসংস্কারপ্রয়োগ সমাপ্ত।

তন্ত্রসারে তৃতীয় পরিচ্ছেদের অনুবাদ সমাপ্ত।

অতঃপর বিবিধ বিষয় বলা যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমে পূজার দিক্‌নিরূপণ করা হইতেছে। বিষ্ণু-বিষয়ে নারদীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—সাধক স্নান করিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিবে পরে পূর্ব্বমুখে উপবেশন ও আচমন করিয়া আসনশুদ্ধি ও ভূতাপসারণ করিবে। ১। অন্য দেবতার পূজা-বিষয়ে নিবন্ধে বলিয়াছেন,—সাধক পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া আসনে পদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্রচিত্তে কার্য্য করিবে। ২। সারসমুচ্চয়েও বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বাস্য অথবা উত্তরাস্য হইয়া দেবপূজা করিবে। রাত্রিকালের পূজাতে এই নিয়ম নহে। ৩। স্মৃতিশাস্ত্রে তাহা বলিয়াছেন,—রাত্রিকালে উত্তরমুখ হইয়া দেবপূজা করিবে কিন্তু শিবপূজা, দিবা রাত্র উভয়কালেই উত্তর মুখ হইয়া শুচিভাবে করিবে। ৪।

অনন্তর দেবপূজায় বিধি ও নিষেধ বলা যাইতেছে। মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশগ্রন্থে বলিয়াছেন,—একত্র দুই শিবের পূজা, দুই গণেশের পূজা, দুই শক্তির পূজা ও দুই সূর্য্যের পূজা করিবে না। ৫। দ্বারকার দুই চক্রের পূজা, দুই শালগ্রাম শিলার পূজা একত্র করিলে গৃহস্থ পূজক সর্ব্বদা উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়। ৬। লিঙ্গপুরাণে বলিয়াছেন হে দেবি, পাঁচ, দশ, অথবা শত শিবলিঙ্গ একত্র করিয়া অথবা প্রত্যেককে বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিবে। ৭।

---

(১) যমাহুরেকং পুরুষং পুরাণং ব্রহ্মেতি যং বেদবিদো বদন্তি। বিষ্ণুং বিরিঞ্চিং গিরিশং তথান্যে গোবিন্দমাদ্যং তমহং ভজামীত্যধিকোঽত্র (ক) (খ) পাঠঃ।

(২) দ্বারকায়াস্ত ইতি (খ) পাঠঃ। দ্বারকাসম্বন্ধিচক্রদ্বয়মেকত্র ন পূজয়েৎ (খ) টি।

জয়েৎ ॥ ৭ ॥ একং পাশুপতং লিঙ্গং মৃচ্ছিলাদিবিনির্ম্মিতম্। শালগ্রামশিলামেকাং গৃহস্থোঽপি প্রপূজয়েৎ ॥ ৮ ॥ যামলে।—নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কম্। ন দূর্ব্বয়া যজেদ্ দুর্গাং বিল্বপত্রৈর্দ্দিবাকরম্ ॥ ৯ ॥ উন্মত্ত(১)মর্কপুষ্পঞ্চ বিষ্ণোর্ব্বর্জ্জ্যং (২) সদা বুধৈঃ ॥ ১০ ॥ গৌতমীয়ে।—ন রক্তচন্দনং জাতু গৃহ্লীয়াদ্রক্তপুষ্পকম্। বিল্বপত্রৈস্তৎপ্রসূনৈর্নার্চ্চয়েদ্দেবকৌস্তুভম্ ॥ ১১ ॥ যত্তু তত্রৈব।—কমলে করবীরে দ্বে (৩) তুলস্যৌ জাতিকেতকে। নাগকেশরপাবন্তী (৪) কহ্লারং চম্পকোৎপলে। নন্দ্যাবর্ত্তঞ্চ যূথী চ মল্লিকা নবমল্লিকা। কুন্দং মন্দারকঞ্চৈব সৌগন্ধিকঞ্চ কেশরম্। কুরুণ্টাশোকসর্জ্জানি বিল্বঞ্চ মুনিপুষ্পকম্। পত্রমামলকং শুদ্ধং (৫) কর্ণিকারং পলাশজম্। এতান্যন্যানি পুষ্পাণি যথালাভং সমর্চ্চয়েৎ। ইতি যদ্ বিল্ববিধানং তদ্বিহিতপুষ্পাভাবে ॥ ১২ ॥ তন্ত্রান্তরে।—দেবীনামর্কমন্দারাবাদিত্যে তগরং তথা। গণেশায় চ সূর্য্যায় রক্তপুষ্পমতিপ্রিয়ম্। শিবে কুন্দং মদন্তীঞ্চ যূথীং বন্ধূককেতকে। রক্তাং জবাং ত্রিসন্ধ্যে (৬) দ্বে মালতীং কেতকীস্তথা। ঘুসৃণং (৭) কুমুদং রক্তং হয়ারিঞ্চ (৮) বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৩ ॥ তথা।—উগ্রগন্ধমগন্ধঞ্চ কৃমিকেশাদিদূষিতম্। বাসোভিঃ সংস্পৃষ্টং-

---

গৃহস্থ মৃত্তিকা ও শিলাদি দ্বারা নির্ম্মিত একটি শিবলিঙ্গ ও একটি শালগ্রামের পূজা করিবে। ৮। যামলে বলিয়াছেন যে, কেবল তণ্ডুল দ্বারা বিষ্ণুর, কেবল তুলসীদ্বারা গণেশের, কেবল দূর্ব্বাদ্বারা দুর্গার এবং কেবল বিল্বপত্রদ্বারা সূর্য্যের পূজা করিবে না। ৯। বিষ্ণুপূজাতে পণ্ডিতগণ ধুস্তুরপুষ্প ও আকন্দপুষ্প ত্যাগ করিবেন। ১০। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন, কদাচ রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প, বিল্বপত্র ও বিল্বপুষ্পদ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে না। ১১। আবার ঐ গৌতমীয় তন্ত্রেই বলিয়াছেন দ্বিবিধ পদ্ম (শ্বেত রক্ত) দ্বিবিধ (শ্বেত রক্ত) করবীর, দ্বিবিধ (কৃষ্ণ শ্বেত) তুলসী, জাতীপুষ্প, কেতকাপুষ্প, নাগকেশর, পাটলি, কহ্লার, চম্পক, উৎপল, তগর, যুথী, মল্লিকা, নবমাল্লকা, কুন্দ, মন্দার, শ্বেতোৎপল, কেশর, পীতঝিণ্টী, অশোক, সর্জ্জপুষ্প, বিল্বপুষ্প, বকপুষ্প, আমলকীপত্র কর্ণিকারপুষ্প ও পলাশপুষ্প, যথাসম্ভব এইসকল পুষ্প এবং অন্যবিধ বিবিধ পুষ্প যথায় যেরূপ পাইবে তদ্দ্বারা সকল দেবতার পূজা করিবে। এইস্থলে যে বিল্বপুষ্পের বিধি আছে তাহা বিহিত পুষ্পের অভাব ঘটিলে জানিবে। বিহিত পুষ্প পাইলে তদ্দ্বারাই পূজা করিবে। ১২। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন যে, শক্তি-দেবতার আকন্দ ও মন্দার পুষ্প, সূর্য্যের তগরপুষ্প গণেশ ও সূর্য্যের রক্তপুষ্প অতিপ্রিয়। কুন্দ, নবমল্লিকা, যুথী, বন্ধুক, কেতকী, রক্তজবা, ত্রিসন্ধ্যায় বিকসিত থাকে এরূপ মালতী ও স্বর্ণকেতকী

---

(১) উন্মত্তং ধুস্তূরম্। (২) বিষ্ণৌ বর্জ্জ্যামিতি (খ) পাঠঃ। (৩) শুক্লকৃষ্ণে।
(৪) পাটলি। (৫) শুভ্রমিতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৬) ত্রিসন্ধ্যাং যৎ স্ফুটতি তৎ (ব. টী)।
(৭) কুসুম্ভম্। (৮) রক্তহয়ারিং রক্তকরবীরং (ক) টী।

নীতং মতিমান্নার্চ্চয়েচ্ছিবে ॥ ১৪ ॥ (১) কলিকাভিস্তথা নার্চ্চ্যং বিনা চম্পকপদ্মকৈঃ। শুষ্কৈশ্চ নার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈরপি। স্নাত্বানীতৈঃ পর্য্যুষিতৈর্যাচিতৈঃ (২) কৃষ্ণবর্ণকৈঃ। স্বয়ং বিকসিতৈঃ পুষ্পৈঃ স্বয়ঞ্চ পতিতং ভুবি। বর্জ্জয়েদ্ বৃহতীপুষ্পমগন্ধঞ্চ বিশেষতঃ। স্বয়ং বিকসিতৈরিতি পুরুষেণ স্বয়ং বিকাসিতৈরিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ ত্রিপত্রন্যূনকুসুমৈর্নার্চ্চয়েত্তু কদাচন। ভূগতঞ্চাঙ্গসংস্পৃষ্টং কেশকীটাদিদূষিতম্। কুমুদং পাটলিঞ্চৈব (৩) শিরীষং পরিবর্জ্জয়েৎ। ভূগতং বর্জ্জয়েৎ পুষ্পং শেফালীং বকুলং বিনা ॥ ১৬ ॥ তথা,—বিল্বস্য খাদিরস্যৈব তথা ধাত্রীদলস্য চ। (৪) তমালস্য চ পদ্মস্য ছিন্নভিন্নে ন দূষ্যতি ॥ ১৭ ॥ গৌতমীয়ে।—মলিনং ভূমিসংস্পৃষ্টং কৃমিকেশাদিদূষিতম্। পর্য্যুষিতানি পুষ্পাণি বর্জ্জয়েদ্দেবতার্চ্চনে। তিষ্ঠেদ্দিনত্রয়ং শুদ্ধং পদ্মমামলকং তথা। তুলসী সর্ব্বদা শুদ্ধা তথা বিল্বদলানি চ। দিনৈকং করবীরাণি যোগ্যানি চ তপোধন ॥ ১৮ ॥ জ্ঞানার্ণবে। পুষ্পৈঃ পর্য্যুষিতৈর্দ্দেবি নার্চ্চয়েৎ স্বর্ণজৈরপি। নির্ম্মাল্যভূতৈঃ কুসুমৈরুচ্ছিষ্টৈঃ পরমেশ্বরি ॥ ১৯ ॥ ত্রিপুরামধিকৃত্য বারাহীয়ে।—পলাশ-

---

কুসুম্ভ (কুঙ্কুম) কুমুদ ও রক্তকরবীর এই সকল পুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিবে না। ১৩। হে শিবে, জ্ঞানবান্ পূজক উগ্রগন্ধ, গন্ধহীন, কীট-ভক্ষিত, কৃমি কেশাদিদূষিত ও বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া আনীত পুষ্প দ্বারা দেবতার পূজা করিবে না। ১৪। পদ্ম ও চম্পক ব্যতীত অন্য পুষ্পের কলিকা দ্বারা দেবতার পূজা করিবে না। শুষ্কপত্র, শুষ্কপুষ্প ও শুষ্ক ফলদ্বারা বিষ্ণুপূজা কর্ত্তব্য নহে। স্নানের পর আনীত, পর্য্যুসিত, যাচিত ও কৃষ্ণবর্ণ, পূজকের স্বচেষ্টায় বিকসিত ও ভূপতিত পুষ্প, বৃহতীপুষ্প ও গন্ধহীন পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে না। ১৫। যে পুষ্পে তিনটীর ন্যূন দল থাকে, সেই পুষ্পদ্বারা দেবতার পূজা করা উচিত নহে। যে পুষ্প ভূমিস্পৃষ্ট অঙ্গসংস্পৃষ্ট পুষ্প, কেশ-কীটাদি দূষিত পুষ্প, কুমুদ, পাটল এবং শিরীষপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে না। শেফালিকা ও বকুলপুষ্প ব্যতীত ভূমিপতিত অন্য পুষ্প পরিত্যাগ করিবে। শেফালিকা ও বকুলপুষ্প ভূপতিত হইলেও তদ্দ্বারা পূজা হইতে পারে। ১৬। তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, বিল্বপুষ্প, খদিরপুষ্প, আমলকীপত্র, তমালপুষ্প ও পদ্মপুষ্প ছিন্ন ভিন্ন হইলেও দূষিত হয় না। ১৭। গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, মলিনপুষ্প, ভূমিস্পৃষ্ট পুষ্প, কৃমিকেশাদিদূষিত পুষ্প ও পর্য্যুষিত পুষ্প দেবপূজায় বর্জ্জন করিবে। পদ্মপুষ্প ও আমলকীপত্র তিনদিন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ থাকে, কিন্তু তুলসীপত্র ও বিল্বপত্র সর্ব্বদা বিশুদ্ধ থাকে। হে তপোধন! করবীপুষ্প একদিন পর্য্যন্ত পূজার যোগ্য থাকে। ১৮। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন,—হে পরমেশ্বরি! পর্য্যুষিতপুষ্প, নির্ম্মাল্যপুষ্প ও উচ্ছিষ্টপুষ্প স্বর্ণভূমিজাত হইলেও পূজার যোগ্য নহে।

---

(১) শিব ইত্যুপলক্ষণমিত্যধিকোঽত্র (ক) (খ) পাঠঃ। (২) যাচিতৈরিত্যত্র অর্চ্চিতৈরিতি (খ) পাঠঃ। (৩) পাটলিং বনপাটলিং (খ ট)। (৪) ধাত্রী আমলকী।

কাশকুসুমৈর্নার্চ্চয়েদ্ দূরতস্ত্যজেৎ। ধাত্রীতমালজৈঃ পত্রৈস্তুলসীদ্বিতয়ৈস্তথা। পূজনাৎ পাতকী তু স্যাল্লগ্নৈশ্চাপি শ্রিয়ং হরেৎ। (১) তথা,—ত্রিপুরাপূজনে বর্জ্জ্যা তুলসী সর্ব্বদা বুধৈঃ। তুলসীগন্ধমাত্রেণ (২) ক্রুদ্ধা ভবতি সুন্দরী ॥ ২০ ॥ কুলাবলীয়ে।—রক্তমাঘ্যং শ্বেতদূর্ব্বাং নীলকণ্ঠং কুরুণ্টকম্। ন দদ্যাচ্চ মহাদেব্যৈ যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ ॥ ২১ ॥ যোগিনীতন্ত্রেঽপি দেবীমধিকৃত্য।—ঝিণ্টীপুষ্পেণ পীতেন পীতেন তগরেণ চ। শ্বেতোড্রেণ চ পুষ্পেণ বর্জ্জয়েৎ পূজনং সদা। তুলস্যৌ দ্বে চ মন্দার-কহ্লারজ-তমালজৈঃ। নার্চ্চয়েত্তু মহাদেবীং (৩) কুশকাশোদ্ভবেন চ ॥ ২২ ॥ তথা সর্ব্বমধিকৃত্য,—বকুলস্য অশোকস্য অর্জ্জুনস্য মহেশ্বরি। পূজয়েদ্বৃন্তবর্জ্জেন সবৃন্তেন চ বর্জ্জয়েৎ। বিষ্ণুক্রান্তা জবা নাগকেশরং নাগবল্লভম্। বন্ধুকঞ্চৈব মন্দারং সবৃন্তেন সমর্চ্চয়েৎ। ন স্পৃশেদ্বৃন্তবর্জ্জঞ্চ ভূ-গতঞ্চ ন সংস্পৃশেৎ। সেফালিবকুলে ভদ্রে ভূ-গতে চ সমর্চ্চয়েৎ। মালুরং ভূ-গতং

১৯। ত্রিপুরাপূজাবিষয়ে বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—পলাশপুষ্প ও কাশপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে না, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিবে। আমলকীপত্র, তমালপত্র, ও শ্বেতকৃষ্ণ দ্বিবিধ তুলসীপত্রদ্বারা ত্রিপুরাদেবীর পূজা করিলে পাতকী হইতে হয়। অধিক কি, শালগ্রামশিলায় ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজা করিতে হইলে, শালগ্রামশিলা হইতে তুলসী প্রভৃতি পত্র পৃথক্ করিতে হয়। কারণ ঐ তুলসী প্রভৃতি পত্র শালগ্রাম-গাত্রলগ্ন থাকিলেও পূজকের শ্রীনাশ হয়। পণ্ডিতগণ ত্রিপুরাপূজনে যত্নপূর্ব্বক তুলসীপত্র ত্যাগ করিবেন। তুলসীর আঘ্রাণমাত্রেই ত্রিপুরাদেবী কুপিতা হইয়া থাকেন। ২০। কুলাবলীগ্রন্থে বলিয়াছেন,—আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী পূজক রক্তবর্ণ কুন্দপুষ্প ও শ্বেতবর্ণ দূর্ব্বা এবং নীলকণ্ঠ ও পীতঝিণ্টীপুষ্প মহাদেবীকে দিবে না। ২১। যোগিনীতন্ত্রেও শক্তিপূজার অধিকারে বলিয়াছেন,—পীতঝিণ্টী, পীততগর ও শ্বেতজবাদ্বারা কখনই দেবীর পূজা করিবে না। দ্বিবিধ তুলসী, মন্দারপুষ্প, কহ্লারপুষ্প, কুশ ও কাশপুষ্প দ্বারা দেবীর পূজা করিবে না। ২২। সকল দেবতার পূজাধিকারে বলিয়াছেন—হে পরমেশ্বরি! বকুলপুষ্প, অশোকপুষ্প ও অর্জ্জুনপুষ্প এই সকল পুষ্পের বৃন্ত পরিত্যাগ করিয়া পূজা করিবে, বৃন্তযুক্ত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। অপরাজিতা, জবা, নাগকেশর, নাগবল্লভ, বন্ধুক ও মন্দার এই সকল পুষ্প সবৃন্ত গ্রহণ করিবে। বৃন্তহীন অন্য পুষ্প ও ভূমিপতিত পুষ্প স্পর্শ করিবে না; কিন্তু সেফালী ও বকুলপুষ্প ভূমিপতিত হইলেও

---

(১) পত্রৈঃ সহ পরস্পরলগ্নৈঃ সম্বন্ধৈরিতি যাবৎ। কেচিত্তু শালগ্রামং সম্পূজ্য তত্র ভৈরব্যাদীনাং পূজাং কর্ত্তুং শালগ্রামস্থাং তুলসীং বিহায় যদি তাসাং পূজনং করোতি তদা ভদ্রম্। অন্যথৈবং ন করোতি তদা শ্রিয়ং হরন্তীতি। ইতি অধিকো মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

(২) তুলসীগন্ধমাত্রায় ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ

(৩) মহালক্ষ্মীমিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

দেয়ং তস্য কাষ্ঠস্য চন্দনম্। বিল্বস্য মূলকং (১) বর্জ্জ্যং কদল্যাঃ পত্রকং তথা। তথা।—বিল্বপত্রঞ্চ মাঘ্যঞ্চ তমালামলকীদলম্। কহ্লারং তুলসীঞ্চৈব পদ্মপুন্নাগপুষ্পকম্। এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাদ্ যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকম্। নীরজস্য চ বিল্বস্য তুলস্যা দলমেব চ। ন দুষ্যেচ্ছিন্নভিন্নঞ্চ জাতিপুষ্পঞ্চ শঙ্করি ॥ ২৩ ॥ তথা নক্ষত্রবিদ্যাদৌ মৎস্যসূক্তে।—পুষ্পং শ্রেষ্ঠং রক্তকোকং বন্ধূকং শতপত্রকম্। বর্ব্বরা (২) দ্বিতয়ঞ্চৈব কর্ণিকারদ্বয়ন্তথা (৩) বকমন্দারচূতানি করবীরাণি শস্যতে। মল্লিকাদ্বিতয়ং জাতী ক্ষৌমপুষ্পং (৪) জয়ন্তিকাম্। বিল্বপত্রং কুরুবকং মুনিপুষ্পঞ্চ কেশরম্। বাসন্তীদ্বিতয়ঞ্চৈব কাশপুষ্পং মরুবকম্। মদনঞ্চ (৫) লবঙ্গঞ্চ যূথীং শেফালিকান্তথা। সুগন্ধিশ্বেতলৌহিত্যকুসুমৈরর্চ্চয়েদ্দলৈঃ। বিল্বৈর্ম্মরুবকাদ্যৈশ্চ তুলসীদলবর্জ্জিতৈঃ ॥ ২৪ ॥ যদ্যপি,—তুলসীবর্জ্জিতা পূজা ন জাতু ফলদা ভবেৎ। ইতি তথাপি তন্নিয়মস্তু ন ত্রিপুরাদৌ ॥ ২৫ ॥ তথা চ,—সুন্দরী-ভৈরবী-কালী-ব্রহ্ম-বিঘ্ন(৬)-বিবস্বতাম্। তুলসীবর্জ্জিতা পূজা সা পূজাঽবিফলা ভবেৎ। ইতি অবিফলা সফলা ইত্যর্থঃ। ভৈরব্যাদিপূজাদৌ তুলসী সর্ব্বদৈব বর্জ্জ্যা।

তদ্দ্বারা পূজা করিবে। বিল্বপত্র ভূমিপতিত হইলেও প্রদান করিবে। বিল্বকাষ্ঠের চন্দন দেবপূজায় গ্রাহ্য। কিন্তু বিল্বের মূল ও কদলীর পত্র গ্রাহ্য নহে। বিল্বপত্র, কুন্দপুষ্প, তমালপত্র, আমলকীপত্র, কহ্লারপুষ্প, তুলসীপত্র, পদ্মপুষ্প, বকপুষ্প, এই সমস্ত পুষ্প ও পত্র পর্য্যুষিত হয় না এবং পুষ্পকলিকা কখনও পর্য্যুষিত হয় না। হে শঙ্করি! পদ্মপুষ্প, বিল্বপত্র, তুলসীপত্র এবং জাতিপুষ্প ছিন্ন ভিন্ন হইলেও দূষিত হয় না।২৩। নক্ষত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন,—রক্তকোকনদ, বন্ধুকপুষ্প, পদ্ম, দ্বিবিধ বর্ব্বরাপুষ্প, দ্বিবিধ কর্ণিকারপুষ্প, বকপুষ্প, মন্দারপুষ্প, আম্রপুষ্প ও করবীপুষ্প, নক্ষত্রবিদ্যাদি পূজায় প্রশস্ত। দ্বিবিধ মল্লিকাপুষ্প, জাতিপু , অতসীপুষ্প, জয়ন্তীপুষ্প, বিল্বপত্র, রক্তঝিণ্টী, বকপুষ্প, নাগকেশর, দ্বিবিধ মাধবীপুষ্প, কাশপুষ্প, পীতঝিণ্টী, মদনপুষ্প (দোনাফুল), লবঙ্গপুষ্প, যুথীপুষ্প, শেফালিকাপুষ্প এবং অন্যান্য সুগন্ধি শ্বেতরক্তপুষ্পদ্বারা দেবতার পূজা করিবে। তুলসীপত্র ভিন্ন বিল্বাদিপত্র নক্ষত্রবিদ্যায় প্রশস্ত। ২৫। তুলসীবর্জ্জিত পূজা ফলপ্রদ নহে। ইহা ত্রিপুরাদি শক্তিদেবতা ভিন্ন অন্যস্থলে জানিবে। ২৫। আরও বলিয়াছেন,—ত্রিপুরসুন্দরী, ভৈরবী, কালী, ব্রহ্মা, গণেশ এবং সূর্য্যের তুলসীপত্রবর্জ্জিত পূজাই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এই কারণে ভৈরবীপ্রভৃতি দেবীগণের পূজায় তুলসীপত্র সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে। অন্য দেবী-

---

(১) মূলকমিত্যত্র মুকুলমিতি (খ) পাঠঃ মুকুলমকুণ্টিতপত্রমিতি তট্টীকা।

(২) বর্ব্বরা কর্ব্বুর ইতি খ্যাতঃ (খ টি)। (৩) কর্ণিকারং কাঞ্চনম্ (খ টি)।

(৪) অতসী ইতি খ্যাতম্ (ক) টি। মশিনা (ভট্ট০)

দ্রোণপুষ্পমিত্যর্থঃ (ক) টি। (৬) বিঘ্নঃ গণেশঃ।

পূর্ব্ববচনাৎ। ইতরাসান্তু পূজায়াং তদসত্ত্বে সত্ত্বে বা ন কশ্চিদ্বিশেষঃ ॥ ২৬ ॥ নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুম্ ইতি পুষ্পাভাবেঽতিদেশপ্রাপ্তস্য তণ্ডুলস্য নিষেধপরম্ ॥ ২৭ ॥ তথা হি।—পুষ্পাভাবে জলেনাপি দূর্ব্বয়া তণ্ডুলেন বা। নিত্যং পূজা প্রকর্ত্তব্যা ভক্তিভাবেন সুন্দরি। ন ত্বর্ঘ্যাদিনিষেধপরম্ ॥ ২৮ ॥ তথা চ.—গন্ধপুষ্পাক্ষতযবকুশাগ্রতিলসর্ষপৈঃ। সদূর্ব্বৈঃ সর্ব্বদেবানামেতদর্ঘ্যমুদীরিতম্। এবং ন দূর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গামিত্যাদি ॥ ২৯ ॥ বিনা বৈ দূর্ব্বয়া দেবি পূজা নাস্তীহ কর্হিচিৎ। তস্মাদ্ দূর্ব্বা গ্রহীতব্যা যতঃ সর্ব্বময়ী শিবে ॥ ৩০ ॥ তথা রাঘবভট্টঃ। সর্ব্বৈঃ পুষ্পৈঃ সদা পূজা বিহিতাঽবিহিতৈরপি। কর্ত্তব্যা সর্ব্বদেবানাং ভক্তিযোগোঽত্র কারণম্ ॥ ৩১ ॥ তথা তন্ত্রান্তরে।—দেবীপূজা সদা কার্য্যা জলজৈঃ স্থলজৈরপি। বিহিতৈরবিহিতৈর্ব্বাপি ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥ ইদন্তু বিহিতপুষ্পাভাবে অত্যন্তভক্তিবিষয়ম্ ॥ ৩২ ॥ তথা কালীতন্ত্রে।—অপামার্গৈশ্চ ভৃঙ্গৈশ্চ তুলসীবর্জ্জিতৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩৩ ॥ মুণ্ডমালা(১)তন্ত্রে।—ধুস্তূরাশোকবকুলশ্বেতকৃষ্ণাপরাজিতা। ইত্যাদি পুষ্পনিয়মো বোদ্ধব্যঃ ॥ ৩৪ ॥

গণের পূজায় তুলসীপত্র থাকিলে বা না থাকিলে বিশেষ কোন দোষগুণ নাই। ২৬। পূর্ব্বে বিষ্ণুপূজাতে যে তণ্ডুলবর্জ্জন করা হইয়াছে তাহা সর্ব্বস্থলে নহে; পুষ্পাদি উপচারের অভাবে যে কেবল তণ্ডুলদ্বারা পূজা তাহাই করিবে না। ২৭। কেবল তণ্ডুলদ্বারা পূজা-বিষয়ে প্রমাণ যথা—হে সুন্দরি, পুষ্প না পাইলে কেবল জল, কেবল দূর্ব্বা অথবা কেবল তণ্ডুলদ্বারা ভক্তিভাবে নিত্য পূজা করিতে পারিবে। এই বচনে পুষ্পের অভাবে কেবল তণ্ডুলদ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবে না ইহাই বলা হইয়াছে, অর্ঘ্যাদিতে তণ্ডুল নিষিদ্ধ হয় নাই, কেননা সকল দেবতার পূজাতেই অর্ঘ্যে তণ্ডুলদানের ব্যবস্থা আছে যথা,—গন্ধ, পুষ্প, তণ্ডুল, যব, কুশের অগ্র, তিল, সর্ষপ ও দূর্ব্বা এই অষ্ট দ্রব্য দ্বারা সকল দেবতার অর্ঘ্য করিবে। এইরূপ দূর্ব্বাদ্বারা দুর্গাপূজা করিবে না, এই স্থলেও পুষ্পাভাবে কেবল দূর্ব্বাদ্বারা পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে; দুর্গাপূজার অর্ঘ্যে দূর্ব্বা প্রদান নিষিদ্ধ নহে। হে দেবি, দূর্ব্বা ব্যতীত কখনও পূজা হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বময়ী দূর্ব্বা সকল পূজাতেই গ্রহণ করিবে, ইহা তন্ত্রান্তরে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। ২৮—৩০। রাঘবভট্টও বলিয়াছেন, বিহিত ও অবিহিত সকল পুষ্প দ্বারাই সর্ব্বদা সকল দেবতার পূজা করিতে পারাযায়, এ বিষয়ে ভক্তিযোগই কারণ। ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে যে কোন পুষ্পে পূজা সিদ্ধ হয়। ৩১। তন্ত্রান্তরে আরও বলিয়াছেন, সাধক ভক্তিযুক্তচিত্তে বিহিত, অবিহিত, জলজ কিংবা স্থলজ সকল প্রকার পুষ্পদ্বারাই দেবতার পূজা করিতে পারে। বিহিত পুষ্প না পাইলে এইরূপ অবিহিত পুষ্পদ্বারা পূজার ব্যবস্থা অত্যন্ত ভক্তিমানের পক্ষে জানিবে। ৩২। কালীতন্ত্রে আরও বলিয়া-

---

(১) মুণ্ডমালা ইত্যত্র চামুণ্ডা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

অথ জপবিশেষঃ।—তত্র সেতুং বিনা জপস্য ব্যর্থত্বাত্তন্নিরূপ্যতে ॥ ৩৫ ॥ তত্র কালিকাপুরাণে।—শাস্ত্রাণাং প্রণবঃ সেতুর্মন্ত্রে তু প্রণবঃ (১) স্মৃতঃ। স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি। নিঃসেতুসলিলং যদ্বৎ ক্ষণান্নিম্নং প্রসর্পতি। মন্ত্রস্তথৈব নিঃসেতুঃ ক্ষণাৎ ক্ষরতি যজ্বনাম্ ॥ ৩৬ ॥ চতুর্দ্দশস্বরো যোঽসৌ সেতুরৌকারসংজ্ঞকঃ। স চানুস্বারনাদাভ্যাং শূদ্রাণাং সেতুরুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥

অথ পঞ্চাঙ্গশুদ্ধিঃ।—পঞ্চাঙ্গশুদ্ধিং বিনা পূজায়া নিষ্ফলত্বা(২)ত্তন্নিরূপ্যতে। তত্র কুলার্ণবে—আত্ম-স্থান-মন্ত্র-দ্রব্য-দেবশুদ্ধিস্তু পঞ্চমী। যাবন্ন কুরুতে দেবি তাবদ্দেবার্চ্চনং কুতঃ ॥ পঞ্চশুদ্ধিং বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে ॥ ৩৮ ॥ সুস্নাতৈর্ভূতশুদ্ধ্যা চ প্রাণায়ামাদিভিঃ প্রিয়ে। ষড়ঙ্গাদ্যখিলন্যাসৈরাত্মশুদ্ধিরুদীরিতা ॥ ৩৯ ॥ সম্মার্জ্জনানুলেপাদ্যৈর্দর্পণোদরবৎ শুভম্। বিতানধূপদীপাদিপুষ্পমাল্যাদি-শোভিতম্। পঞ্চবর্ণ-

---

ছেন, অপামার্গপত্র ও ভৃঙ্গরাজপত্র দ্বারা কালীপূজা করিবে, কিন্তু কদাচ তুলসীপত্র দ্বারা পূজা করিবে না। মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন, ধুস্তূরপুষ্প, অশোকপুষ্প, বকুলপুষ্প, শ্বেত ও কৃষ্ণ অপরাজিতাপুষ্প শক্তিপূজায় প্রশস্ত। পূজায় পুষ্পসম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম জানিবে। ৩৩। ৩৪।

অতঃপর জপের বিশেষ নিয়ম বলা যাইতেছে।—সেতু ব্যতিরেকে জপের ফল পাওয়া যায় না, এই কারণে সেতুনিরূপণ করা যাইতেছে। ৩৫। তদ্বিষয়ে কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন, সকল শাস্ত্রের সকল মন্ত্রেরই প্রণব অর্থাৎ ওঁ এই বীজ সেতু। মন্ত্রের পূর্ব্বে ওঙ্কার না থাকিলে মন্ত্র ক্ষরিত হইয়া যায়, মন্ত্রের পরেও ওঙ্কার না থাকিলে মন্ত্র শীর্ণ হইয়া যায়, অতএব মন্ত্রের আদ্যন্তে ওঙ্কার সংযোগপূর্ব্বক মন্ত্রজপ করিতে হয়। সেতু না থাকিলে জল যেমন নিম্নাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ সেতুবিহীন মন্ত্র ক্ষণকাল-মধ্যে পতিত হয়। ৩৬। ঔকারকে চতুর্দ্দশস্বর বলে ঐ ঔকারে নাদবিন্দু যোগ করিলে 'ঔং' এই বীজ হয়, ইহাই শূদ্রদিগের সেতু। ৩৭।

অতঃপর পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি বলা যাইতেছে।—পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি-ব্যতিরেকে পূজার ফল হয় না এই কারণে পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি-নিরূপণ করা হইতেছে। তদ্বিষয়ে কুলার্ণবে বলিয়াছেন—আত্মা, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চশুদ্ধিকে পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি বলে। এই পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি যে পর্য্যন্ত না করা হয়, সে পর্য্যন্ত দেবপূজা সিদ্ধ হয় না। পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি না করিয়া দেবপূজা করিলে সেই পূজা অভিচারকার্য্যে পরিণত হয় অর্থাৎ তদ্দ্বারা নিজের কোন ফল হয় না, অন্যের অনিষ্ট সাধিত হয়। ৩৮। হে প্রিয়ে, বিশুদ্ধজলে যথানিয়মে স্নান করিয়া ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গ প্রভৃতি সমগ্র ন্যাস করিলে আত্মশুদ্ধি করা হয়।

---

(১) আদৌ প্রণবং দত্ত্বা জপারম্ভঃ কার্য্যস্ততো যথেষ্টং জপ্ত্বা প্রণবং দত্ত্বা সমাপয়েৎ (ক) চি।

(২) ফলজনকত্বাভাবাদিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

রজোভিশ্চ স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা ॥ ৪০ ॥ গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈর্মূলমন্ত্রাক্ষরাণি চ। ক্রমোৎক্রমাদ্বিরাবৃত্ত্যা মন্ত্রশুদ্ধিরিতীরিতা ॥ ৪১ ॥ পূজাদ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য মূলাস্ত্রেশ্চ বিধানতঃ। দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাদি দ্রব্যশুদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪২ ॥ পীঠে দেবীং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিৎ। মূলমন্ত্রেণ দীপাদীন্ মাল্যাদীনুদকেন চ। ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্বিদ্বান্ দেবশুদ্ধিরিতীরিতা। পঞ্চশুদ্ধিং বিধায়েত্থং পশ্চাৎ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৪৩ ॥

অথ মন্ত্রসিদ্ধেরুপায়াঃ। তদুক্তং গৌতমীয়ে।—সম্যগনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধির্ন জায়তে পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৪৪। পুনরনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধো ন জায়তে। পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ পুনঃ সোহনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধো ন জায়তে। উপায়াস্তত্র কর্ত্তব্যাঃ সপ্ত শঙ্করভাষিতাঃ ॥ ৪৬ ॥ ভ্রামণং রোধনং বশ্যং পীড়নং পোষশোষণে। দহনান্তং ক্রমাৎ কুর্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ ॥ ৪৭ ॥ ভ্রামণং বায়ুবীজেন (১) গ্রথনং ক্রমযোগতঃ। তন্মন্ত্রং যন্ত্রে স্বালিখ্য শিহ্লকর্পূরকুঙ্কুমৈঃ। উশীরচন্দনাভ্যাস্ত মন্ত্রং সংগ্রথিতং লিখেৎ ॥ ৪৮ ॥ ক্ষীরাজ্যমধুতোয়ানাং

৩৯। যে স্থানে পূজাদি করা হইবে, সেই স্থানকে মার্জ্জন ও গোময়লেপন প্রভৃতি করিয়া দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল করিতে হইবে। চন্দ্রাতপ, ধূপ, দীপ, পুষ্পমাল্য প্রভৃতি ও পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি দ্বারা সেই স্থানকে সুশোভিত করিবে, ইহার নাম স্থানশুদ্ধি। ৪০। মূলমন্ত্রের এক একটি অক্ষরকে মাতৃকাবর্ণদ্বারা অনুলোমে ও বিলোমে পুটিত করিয়া দুইবার পাঠ করিবে। ইহাকে মন্ত্রশুদ্ধি বলে। ৪১। মূলমন্ত্র ও ফট্ এই মন্ত্রে পূজার দ্রব্যগুলিকে কুশাগ্রদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রভৃতি মুদ্রা দেখাইবে ইহাতে দ্রব্যশুদ্ধি হইবে। ৪২। মন্ত্রজ্ঞ সাধক পীঠোপরি দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলীকরণ মুদ্রাদ্বারা সকলীকরণ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক জলদ্বারা দীপাদি ও মাল্যাদির তিন বার প্রোক্ষণ করিবে, ইহা দ্বারা দেবশুদ্ধি হইবে। এইরূপে পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি করিয়া দেবতার পূজা করিবে। ৪৩।

অনন্তর মন্ত্রশুদ্ধির উপায় বলা যাইতেছে।—গৌতমীয়তন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন, সম্যক্‌রূপে পুরশ্চরণাদি কার্য্য করিলেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সেই উপায়ে পুরশ্চরণাদি করিবে। তাহাতে নিশ্চয় মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। ৪। তাহাতেও মন্ত্রসিদ্ধি না হইলে আর একবার ঐ উপায়ে কার্য্য করিবে। এই উপায়ে তৃতীয়বারেও মন্ত্রসিদ্ধি না হইলে শঙ্করকথিত নিম্নোক্ত সাতপ্রকার উপায় অবলম্বন করিবে। ৩৫—৪৭। ভ্রামণ, রোধন, বশীকরণ, পীড়ন, পোষণ, শোষণ ও দহন, যথাক্রমে এই সাত প্রকার কার্য্য করিলে নিশ্চয় মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। ৪৮। সাতপ্রকার উপায় যথা,—যং এই বায়ুবীজ দ্বারা এক একটি করিয়া মন্ত্রের বর্ণগুলি

---

(১) বারুণে বীজে (খ) পাঠঃ।

মধ্যে তল্লিখিতং (১) ভবেৎ পূজনাজ্জপনাদ্ধোমাৎ ভ্রামিতঃ সিদ্ধিদো ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥ ভ্রামিতো যদি ন সিদ্ধ্যেদ্রোধনং তস্য কারয়েৎ। সারস্বতেন (২) বীজেন সংপুটীকৃত্য (৩) সংজপেৎ। এবং রুদ্ধো ভবেৎ সিদ্ধো নচেদেতদ্ বশীকুরু ॥ ৫০ ॥ অলক্তং চন্দনং কুষ্ঠং হরিদ্রা মাদনং শিলা (৪)। এতৈস্তু মন্ত্রমালিখ্য ভূর্জ্জপত্রে সুশোভনে। ধার্য্যঃ কণ্ঠে ভবেৎ সিদ্ধঃ পীড়নং বাস্য কারয়েৎ ॥ ৫১ ॥ অধরোত্তরযোগেন (৫) পদানি পরিজপ্য বৈ। ধ্যায়েচ্চ দেবতাং তদ্বদধরোত্তররূপিণীম্। বিদ্যামাদিতা-দুগ্ধেন (৬) লিখিত্বাক্রম্য চাঙ্ঘ্রিণা। তথাভূতেন মন্ত্রেণ হোমঃ কার্য্যো দিনে দিনে। পীড়িতো (৭) লজ্জয়াবিষ্টঃ সিদ্ধঃ স্যাদথ পোষয়েৎ ॥ ৫২ ॥ বালায়াস্ত্রিতয়ং (৮) বীজমাদ্যন্তে তস্য যোজয়েৎ। গোক্ষীরমধুনালিখ্য বিদ্যাং পাণৌ বিভাবয়েৎ। পোষিতোঽয়ং ভবেৎ সিদ্ধো নচেৎ কুর্ব্বীত শোষণম্ ॥ ৫৩ ॥ দ্বাভ্যাস্তু বায়ুবীজাভ্যাং মন্ত্রং কুর্য্যাদ্ বিদ-

গ্রথিত করিবে ;—অর্থাৎ শিলারস নামক গন্ধদ্রব্য, কর্পূর, কুঙ্কুম, বেণার মূল ও চন্দন একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাদ্বারা মন্ত্রের বর্ণগুলি পৃথক পৃথক করত একটী বায়ুবীজ এবং একটী মন্ত্রাক্ষর এইরূপে যন্ত্রে সমস্ত মন্ত্রবর্ণ লিখিবে। ৪৯। পরে ঐ লিখিত মন্ত্র দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পূজা, জপ ও হোম করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়, ইহাকেই মন্ত্রের ভ্রামণ বলে। যদি ভ্রামিত মন্ত্র সিদ্ধ না হয়, তবে নিম্নলিখিত প্রকারে মন্ত্রের রোধনক্রিয়া করিবে। ‘ঐঁ’ এই বীজদ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে, এইরূপ জপের নাম মন্ত্রের রোধন। যদি রোধনক্রিয়া দ্বারাও মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তবে মন্ত্রের বশীকরণ করিবে। ৫০। অলক্ত, রক্তচন্দন, কুড়, হরিদ্রা, ধুস্তূরবীজ ও মনঃশিল এই সকল দ্রব্যদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিবে, ইহাকেই মন্ত্রের বশীকরণ বলে। ইহাতে মন্ত্র সিদ্ধি না হইলে মন্ত্রের পীড়ন করিবে। ৫১। ‘ঐঁ’ এই মন্ত্রযোগে মন্ত্রজপ করিয়া বাগ্‌বীজরূপিণী দেবতার পূজা করিবে। পরে আকন্দের দুগ্ধ দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া পাদদ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক সেই মন্ত্রদ্বারা প্রতিদিন হোম করিবে, এই কার্য্যকে [মন্ত্রের পীড়ন বলে। যদি এইরূপে পীড়ন করিলেও মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের পোষণ করিবে। ৫২। মূলমন্ত্রের আদি ও অন্তে বালার তিনটি বীজ (ঐং ক্লীং সৌঃ) যোগ করিয়া জপ করিবে এবং গোদুগ্ধ ও মধুদ্বারা মন্ত্র হস্তে লিখিয়া ভাবনা করিবে। ইহাকেই মন্ত্রের পোষণক্রিয়া বলে। যদি পোষণক্রিয়াদ্বারাও মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তবে মন্ত্রের শোষণ করিবে। ৫৩। দুইটি বায়ুবীজ অর্থাৎ যং যং এই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা মন্ত্রকে

---

(১) তথাচ এষু মধ্যে মন্ত্রাক্ষরাণি দত্বা ভ্রাময়েৎ (খ টি)।

(২) ঐমিতি বীজেন। (৩) অর্থান্মন্ত্রবর্ণং পুটীকৃত্য অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা পশ্চাজ্জপেৎ (ক) টি।

(৪) হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মাদনং মাদনফলং শিলা গন্ধদ্রব্যম্ (ক টি)।

।(ক (৬) অর্কক্ষীরেণ।

(৭) সপ্তদিনপর্য্যন্তম্। (৮) ঐং ক্লীং সৌ

র্ভিতম্ (১)। এবং বিদ্যা গলে ধার্য্যা লিখিত্বা বরভস্মন শোষিতশ্চাপ্যসিদ্ধশ্চেদ্দহনীয়োঽগ্নিবীজতঃ ॥ ৫৪ ॥ আগ্নেয়েন তু বীজেন মন্ত্রস্যৈকৈকমক্ষরম্ (২)। আদ্যন্তমধ-উর্দ্ধঞ্চ যোজয়েদ্দাহকর্ম্মণি। ব্রহ্মবৃক্ষস্য (৩) তৈলেন মন্ত্রমালিখ্য ধারয়েৎ; কণ্ঠদেশে ততো মন্ত্রঃ সিদ্ধঃ স্যাচ্ছঙ্করোদিতম্ ॥ ৫৫ ॥ ইত্যেবং কথিতং সম্যক্ কেবলং তব ভক্তিতঃ। একেনৈব কৃতার্থঃ স্যাদ্ বহুভিঃ কিন্তু সুব্রতে ॥ ৫৬ ॥ অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসিদ্ধেস্তু কারণম্। মাতৃকাপুটিতং কৃত্বা স্বমন্ত্রং প্রজপেৎ সুধীঃ। ক্রমোৎক্রমাচ্ছতাবৃত্ত্যা তদন্তে কেবলং মনুম্। এবন্তু প্রত্যহং কুর্য্যাদ্ যাবল্লক্ষং সমাপ্যতে। নিশ্চিতং মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যুক্তং তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৫৭ ॥

অথ সিদ্ধিলক্ষণম্।—মনোরথানামক্লেশসিদ্ধিরুত্তমলক্ষণম্। মৃত্যূনাং হরণং তদ্বদেবতাদর্শনন্তথা। প্রয়োগস্যাক্লেশসিদ্ধিঃ সিদ্ধেস্তু লক্ষণং পরম্ ॥ ৫৮ ॥ পরকায়প্রবেশশ্চ পুরপ্রবেশনং তথা। উর্দ্ধোৎক্রমণমেবং হি চরাচরপুরে গতিঃ। খেচরীমেলনঞ্চৈব তৎকথাশ্রবণাদিকম্। ভূচ্ছিদ্রাণি প্রপশ্যেত্তু তদুত্তমস্য লক্ষণম্। খ্যাতির্বাহনভূষাদি-

---

রিদর্ভিত করিবে। অর্থাৎ মন্ত্রের পরে ঐ দুইটি বীজ যজ্ঞীয় ভস্মদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া গলে ধারণ করিবে। এই প্রক্রিয়াকে মন্ত্রের শোষণ বলে। যদি উক্ত প্রকারে মন্ত্রের শোষণ করিলেও সিদ্ধি না হয়, তবে রং এই মন্ত্রে দহনক্রিয়া করিবে। ৫৪। মন্ত্রের এক এক অক্ষরে আদি অন্ত ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে রং এই অগ্নিবীজ লিখিয়া দগ্ধ করিবে এবং পরে পলাশবীজের তৈলদ্বারা সেই মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করিবে। এইরূপে মন্ত্র সিদ্ধ হয় ইহা শঙ্করের উক্তি। ৫৫। দেবি! কেবল তোমার ভক্তি দ্বারা বাধ্য হইয়া এই মন্ত্রসিদ্ধির উপায় বলিলাম। হে সুব্রতে এই সকল উপায়ের এক একটি উপায়েই কার্য্যসিদ্ধি হয়, বহু উপায়ের প্রয়োজন হয় না। ৫৬। অতঃপর অন্য প্রকারে মন্ত্রসিদ্ধির উপায় বলিতেছি। মন্ত্রকে মাতৃকাবর্ণ দ্বারা পুটিত করিয়া ঐ পুটিত মন্ত্র অনুলোম-বিলোমে শতবার জপ করিবে। ঐরূপ জপের পর, কেবল মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে প্রতিদিন জপ করিবে যখন লক্ষ জপ পূর্ণ হইবে, তখন মন্ত্রসিদ্ধি হইবে তন্ত্রবিদ্গণ ইহা বলিয়াছেন। ৫৭।

অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ বলা হইতেছে। বিনা ক্লেশে অভীষ্ট সিদ্ধিই মন্ত্রসিদ্ধির উত্তম চিহ্ন। মৃত্যুনিবারণ করিতে পারা, দেবতাকে দেখিতে পাওয়া, বিনাক্লেশে প্রয়োগ সিদ্ধ করা মন্ত্রসিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। ৫৮। পরশরীরে প্রবেশ করিতে পারা, রুদ্ধ পরকীয়পুরে প্রবেশ করিতে পারা, শূন্যমার্গে উঠিতে পারা, সর্ব্বত্র অবাধগতি,

---

(১) ষং গং ইতি বীজাভ্যাম্। তেন মন্ত্রবর্ণাৎ পরং বায়ু বীজদ্বয়ং দেয়ম্।

(২) রেফেণ মন্ত্রস্যাক্ষরং বিলিখ্য তস্যাদ্যন্তাধউর্দ্ধেষু আগ্নেয়বীজং দদ্যাৎ (ক টি)।

(৩) পলাশবৃক্ষস্য (খ টি)।

লাভঃ সুচিরজীবনম্। নৃপাণাং তদ্‌গণানাঞ্চ বশীকরণমুত্তমম্। সর্ব্বত্র সর্ব্বলোকেষু চমৎকারকরঃ সুখী। রোগাপহরণং দৃষ্ট্যা বিষাপহরণন্তথা। পাণ্ডিত্যং লভতে মন্ত্রী চতুর্ব্বিধমযত্নতঃ। বৈরাগ্যঞ্চ মুমুক্ষুত্বং ত্যাগিতা সর্ব্ববশ্যতা। অষ্টাঙ্গযোগাভ্যসনং ভোগেচ্ছাপরিবর্জ্জনম্। সর্ব্বভূতেষনুকম্পা সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণোদয়ঃ। ইত্যাদিগুণসম্পত্তির্মধ্যসিদ্ধেস্ত লক্ষণম্ ॥ ৫৯ ॥ খ্যাতির্ব্বাহনভূষাদিলাভঃ সুচিরজীবনম্। নৃপাণাং তদ্‌গণানাঞ্চ (১) বাৎসল্যং লোকবশ্যতা। মহৈশ্বর্য্যং ধনিত্বঞ্চ পুত্রদারাদি-সম্পদঃ। অধমাঃ সিদ্ধয়ঃ প্রোক্তা মন্ত্রিণাং প্রথমভূমিকা। সিদ্ধমন্ত্রস্তু যঃ সাক্ষাৎ স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥

ইদানীং মন্ত্রাণাং দোষা নিরূপ্যন্তে। মুণ্ডমালাতন্ত্রে।—শঙ্কর উবাচ ভুবনেশী মহাবিদ্যা দেবরাজেন বৈ পুরা। আরাধিতা মহাবিদ্যা বীর্য্যহীনাভবত্তদা (২) ॥ ৬১ ॥ একাক্ষরী বীর্য্যহীনা বাগ্‌ভবেনোজ্জ্বলীকৃতা (৩)। কামরাজাখ্যবিদ্যা যা বিদ্ধা সা

খেচরীদিগের সহিত মিলন, তাহাদিগের কথা শ্রবণ ও ভূবিবর দর্শন মন্ত্রসিদ্ধির উত্তম লক্ষণ। মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিলে খ্যাতিলাভ, ও বাহন-ভূষণাদি লাভ করা যায়। সুচিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। রাজা ও রাজপরিবারগণকে বশীকৃত করিতে পারে। সকল স্থানে সকল লোকের নিকটে অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দেখাইয়া সুখে থাকিতে পারে। সকলপ্রকার রোগ আরোগ্য করিতে পারে, দৃষ্টিপ্রদানে বিষদোষ নিবারণ করিতে পারে। চতুর্ব্বিধ বিদ্যায় অনায়াসে পারদর্শী হইতে পারে। বৈরাগ্য, মুমুক্ষুতা, ত্যাগশীলতা, সকলকে বশীকৃত করিবার শক্তি, অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাস, ভোগবাসনা পরিত্যাগ, সকল জীবের প্রতি দয়া, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ—এই সকল গুণ মধ্যবিধ সিদ্ধির লক্ষণ। ৫৯। খ্যাতিলাভ, বাহনভূষণাদিলাভ, দীর্ঘজীবনলাভ, রাজা ও রাজ পরিবারবর্গের বাৎসল্য-প্রাপ্তি, লোকবশীকরণ-শক্তি, অতুল ঐশ্বর্য্য, ধনসম্পদ, স্ত্রীপুত্রাদিসম্পদ এই সকল অধম সিদ্ধির লক্ষণ। মন্ত্রসিদ্ধির প্রথম অবস্থায় এই সকল গুণের বিকাস হইতে থাকে। যিনি প্রকৃত মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, তিনি সাক্ষাৎ শিব হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৬০ ॥

এক্ষণে মন্ত্রসমূহের দোষ দেখান যাইতেছে। মুণ্ডমালাতন্ত্রে শঙ্কর বলিয়াছেন,—পূর্ব্বকালে দেবরাজ ভুবনেশ্বরী মহাবিদ্যার আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে না পারায় অভিসম্পাত করেন, তাহাতে ঐ মহাবিদ্যা বীর্য্যহীন হয়, কেহই ঐ একাক্ষরী বিদ্যায় ফললাভ করিতে পারে না, পরে বাগ্‌বীজ যোগে ঐ মন্ত্র জপ করিবার ব্যবস্থা

---

(১) অঙ্গনানামিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) তথাচ ভুবনেশ্বর্য্যা একাক্ষরী ইন্দ্রেণাভিশপ্তা ইতি ভাবঃ। (৩) তেন ঐং হ্রীং ইতি দ্ব্যক্ষরী শাপরহিতা (খ টি)।

পুষ্পধন্বনা। শরেণ পীড়িতা পূর্ব্বং ভুবনেশ্যা (১) প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬২ ॥ কুমারী যা চ বিদ্যেয়ং ত্বয়া শপ্তা পতিব্রতে। কেবলং শিবরূপেণ শক্তিরূপেণ কেবলম্ (২)। ময়া প্রতিষ্ঠিতা বিদ্যা তারা চন্দ্রস্বরূপিণী (৩) ॥ ৬৩ ॥ ভৈরব্যাদিবিদ্যামধিকৃত্য।—সুপ্তা দগ্ধা কীলিতা চ সৈব সংহাররূপিণী। মদোন্মত্তা মূর্চ্ছিতা চ হীনবীর্য্যা (৪) চ স্তম্ভিতা। ছিন্না রুদ্ধা চ বৃদ্ধা চ নির্ব্বীজা শক্তিহীনকা ॥ ৬৪ ॥ তথা বিশ্বসারে।—ছিন্নো ১ রুদ্ধঃ ২ শক্তিহীনঃ ৩ পরাঙ্মুখ ৪ উদীরিতঃ। বধিরো ৫ নেত্রহীনশ্চ ৬ কীলিতঃ ৭ স্তম্ভিতস্তথা ৮। দগ্ধঃ ৯ স্রস্তশ্চ ১০ ভীতশ্চ ১১ মলিনশ্চ ১২ তিরস্কৃতঃ ১৩। ভেদিতশ্চ ১৪ সুষুপ্তশ্চ ১৫ মদোন্মত্তশ্চ ১৬ মূর্চ্ছিতঃ ১৭। হৃতবীর্য্যশ্চ ১৮ ভীমশ্চ ১৯ প্রধ্বস্তো ২০ বালকঃ ২১ পুনঃ। কুমারস্তু ২২ যুবা ২৩ প্রৌঢ়ো ২৪ বৃদ্ধো ২৫ নিস্ত্রিংশকস্তথা ২৬। নির্ব্বীজঃ ২৭ সিদ্ধিহীনশ্চ ২৮ নন্দঃ ২৯ কূটস্তথা ৩০ পুনঃ। নিরংশকঃ ৩১ সত্ত্বহীনঃ ৩২ কেকরো ৩৩ জীবহীনকঃ ৩৪। ধূমিতালিঙ্গিতৌ ৩৫। ৩৬ স্যাতাং মোহিতস্তু ৩৭ ক্ষুধার্ত্তকঃ ৩৮। অতিদৃপ্তোঽঙ্গহীনঃ ৩৯। ৪০ স্যাদতিক্রুদ্ধঃ ৪১ সমীরিতঃ। অতিক্রূরশ্চ ৪৩ সব্রীড়ঃ ৪৩ শান্তমানস ৪৪ এব চ। স্থানভ্রষ্টশ্চ ৪৫ বিকলো ৪৬ নিঃস্নেহঃ

হওয়ায় উহাতে ফললাভ হইতে থাকে। কামবীজ বিদ্যা মদনকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হয়, পরে ভুবনেশ্বরীর একাক্ষর বীজযোগে জপ-ব্যবস্থায় ঐ অভিশাপ দোষ বিদূরিত হয়। ৬১। ৬২। হে পতিব্রতে, বালাবিদ্যার প্রতি তুমি অভিসম্পাত করিয়াছিলে, পরে আমি তাহাতে শিব (হ) ও শক্তি (স) যোগ করিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলাম। তারা-বীজে চন্দ্র অর্থাৎ সকার যোগে অভিশাপ দোষ নিবারিত হইয়াছে। ৬৩। ভৈরবী প্রভৃতি বিদ্যার অধিকারে বলিয়াছেন, ঐ সকল বিদ্যা—সুপ্তা, দগ্ধা, কীলিতা, সংহাররূপা মদোন্মত্ত, মূর্চ্ছিতা, হীনবীর্য্যা, স্তম্ভিতা, ছিন্না, রুদ্ধা, বৃদ্ধা, নির্ব্বীজা ও শক্তিহীনা, অতএব উহ [illegible] রত্যজ্যা ॥ ৬৪ ॥ বিশ্বসারতন্ত্রে আরও বলিয়াছেন যে, ছিন্ন ১, রুদ্ধ ২, শক্তিহীন ৩, পরাঙ্মুখ ৪, বধির ৫, নেত্রহীন ৬, কীলিত ৭, স্তম্ভিত ৮, দগ্ধ ৯, স্রস্ত ১০, ভীত ১১, মলিন ১২, তিরস্কৃত ১৩, ভেদিত ১৪, সুষুপ্ত ১৫, মদোন্মত্ত ১৬, মূর্চ্ছিত ১৭, হৃতবীর্য্য ১৮, ভীম ১৯, প্রধ্বস্ত ২০, বালক ২১, কুমার ২২, যুবা ২৩, প্রৌঢ় ২৪, বৃদ্ধ ২৫, নিস্ত্রিংশক ২৬, নির্ব্বীজ ২৭, সিদ্ধিহীন ২৮, মন্দ ২৯, কূট ৩০, নিরংশক ৩১, সত্ত্বহীন ৩২, কেকর ৩৩, জীবহীন ৩৪, ধূমিত ৩৫, আলিঙ্গিত ৩৬, মোহিত ৩৭, ক্ষুধার্ত্ত ৩৮, অতিদৃপ্ত ৩৯, অঙ্গহীন ৪০, অতিক্রুদ্ধ ৪১, অতিক্রূর ৪২. সব্রীড় ৪৩, শান্তমানস ৪৪, স্থানভ্রষ্ট

---

(১) হ্রীঙ্কারেণ।

(২) শিবঃ হকারঃ শক্তিঃ সকারঃ। বালামন্ত্রস্যাদৌ হসৌ দেয়ৌ তদা হসৈং হসৌঁ হ স ক ল হ্রীং হসৌঃ ইত্যাদি নির্দ্দোষো ভবতি। (৩) তারা বধূবীজং তত্তু চন্দ্রযুক্তং কার্য্যম্ তেন স্ত্রীং (খ চি)।

(৪) ঘূর্ণিতা মূর্চ্ছিতা চৈব হীনবীর্য্যা ইতি (খ) পাঠঃ।

৪৭ পরিকীর্ত্তিতঃ। অতিবৃদ্ধঃ ৪৮ পীড়িতশ্চ ৪৯ বক্ষ্যাম্যেষাঞ্চ লক্ষণম্ ॥ ৬৫ ॥ মনোর্যস্যাদিমধ্যান্তেষ্বানিলং (১) বীজমুচ্যতে। সংযুক্তং বা বিযুক্তং বা স্বরাক্রান্তং (২) ত্রিধা পুনঃ। চতুর্দ্ধা পঞ্চধা বাপি স মন্ত্রশ্ছিন্নসংজ্ঞকঃ [১] আদিমধ্যাবসানে তু ভূবীজদ্বয়লাঞ্ছিতঃ। রুদ্ধমন্ত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো ভুক্তিমুক্তিবিবর্জ্জিতঃ [২] মায়াত্রিতত্ত্ব-শ্রীবীজ-রাবহীনশ্চ (৩) যো মনুঃ। শক্তিহীনঃ স কথিতো যস্য মধ্যে ন বর্ত্ততে [৩] কামবীজং মুখে মায়া শিরস্যঙ্কুশমেব চ ॥ অসৌ পরাঙ্মুখঃ প্রোক্তো [৪] হকারো বিন্দুসংযুতঃ। আদ্যন্তমধ্যেষ্বিন্দুর্ব্বা স ভবেদ্ বধিরঃ স্মৃতঃ [৫] পঞ্চবর্ণো মনুর্যঃ স্যাদ্রেফার্কেন্দুবিবর্জ্জিতঃ (৪)। নেত্রহীনঃ স বিজ্ঞেয়ো. দুঃখশোকাময়প্রদঃ [৬] আদিমধ্যাবসানেষু হংসঃ প্রাসাদবাগ্‌ভবৌ (৫)। হকারো বিন্দুমান্ জীবো রাবশ্চাপি (৬) চতুষ্কলঃ। মায়া নমামি চ পদং (৭) নাস্তি যস্মিন্ স কীলিতঃ [৭] এবং মধ্যে দ্বয়ং (৮) মূর্দ্ধি যস্মিন্নস্ত্রপুরন্দরৌ। ন বিদ্যেতে স মন্ত্রস্তু স্তম্ভিতঃ সিদ্ধিবর্জ্জিতঃ [৮]

৪৫, বিকল ৪৬, নিঃস্নেহ ৪৭, অতিবৃদ্ধ ৪৮ ও পীড়িত ৪৯ এই মন্ত্রের উনপঞ্চাশ প্রকার দোষ। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ বলিতেছি। ৬৫। যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্তে বায়ুবীজ (যং) বর্ণের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে বিদ্যমান অথবা তিন প্রকারে, চারিপ্রকারে অথবা পঞ্চপ্রকারে দীর্ঘস্বর বিশিষ্ট, তাহাকে ছিন্ন মন্ত্র বলে। ১। যাহার আদি, মধ্য বা অবসানে দুইটি ভূবীজ (লং) বর্ত্তমান, তাহাকে রুদ্ধ মন্ত্র বলে। এই মন্ত্রে ভোগ বা মোক্ষ কিছুই হয় না। ২। যে মন্ত্রে মায়াবীজ (হ্রীং), ত্রিতত্ত্ব (ওঁ) শ্রীবীজ (শ্রীং) ও রাব (ক্রেং) নাই সেই মন্ত্রকে শক্তিহীন বলে। ৩। যাহার আদিতে কামবীজ, মায়াবীজ অথবা অঙ্কুশবীজ (ক্রোং) থাকে তাহাকে পরাঙ্মুখ মন্ত্র বলে। ৪। যাহার আদি, মধ্য ও অন্তে বিন্দুযুক্ত হকার (হং) অথবা বিন্দুযুক্ত সকার থাকে সেই মন্ত্রকে বধির মন্ত্র বলে। ৫। যে মন্ত্র পঞ্চাক্ষর এবং যাহাতে রকার ঐকার ও সকার নাই তাহাকে নেত্রহীন মন্ত্র বলে। সেই মন্ত্রের আরাধনায় শোক, দুঃখ ও রোগভোগ হইয়া থাকে। ৬। যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্তে 'হংসঃ' 'হৌং' 'ঐং' 'হং' 'স' 'ক্রেং' 'হ্রীং' ও 'নমামি' পদ না থাকে তাহাকে কীলিত মন্ত্র বলে। ৭। যে মন্ত্রের মধ্যে এবং শেষে অস্ত্র মন্ত্র (ফট্) ও ইন্দ্র (লং) মন্ত্র না থাকে তাহাকে স্তম্ভিত

---

(১) মনোর্যস্যাদি মধ্যে বা অনিলমিতি (ক) পাঠঃ। বহনবলাৎ অন্ত ইতি নোক্তম্ ইতি তট্টীকা।
(২) বর্ণসংযুক্তং বিযুক্তং বা। স্বরাক্রান্তং দীর্ঘস্বরাক্রান্তম্।
(০) রাব ইত্যত্র বাণী ইতি (ক) পাঠঃ। মায়া হ্রীং ত্রিতত্ত্বং ওঁ, শ্রীবীজং শ্রীং রাবঃ ক্রেং।
(৪) অর্কস্বরঃ ঐ (খ ট)। অর্কো মকারঃ ইন্দুঃ সকারঃ (আ॰ বি॰)। (৫) হৌং ঐং।
(৬) জীবঃ সকারঃ। রাবঃ ক্রেং। মায়া হ্রীং।
(৭) অঙ্কুশং বা তথা মায়া ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৮) দ্বয়ং অস্ত্রপুরন্দরৌ (ফট্ লকারৌ) মূর্দ্ধি. শেষে আ॰ বি॰)।

বহ্নির্ব্বায়ুসমাযুক্তো যস্য মন্ত্রস্য মূর্দ্ধনি (১) সপ্তধা দৃশ্যতে (২) তস্য দগ্ধমন্ত্রং প্রচক্ষতে ॥ [৯] অস্ত্রং দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ ষড়্‌ভিরষ্টভির্দৃশ্যতেঽক্ষরৈঃ (৩)। স্রস্তঃ স কথিতো মন্ত্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ [১০]। যস্য মুখে নাস্তি মায়া প্রণবো বা বিধানতঃ। শিবো বা শক্তিরথবা ভীতাখ্যঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ [১১] আদৌ মধ্যে তথা চান্তে যস্য মার্ণচতুষ্টয়ম্ (৪)। স এব মলিনো মন্ত্রঃ সর্ব্ববিঘ্নসমন্বিতঃ [১২]। যস্য মধ্যে দকারো বা কবচং (৫) মূর্দ্ধনি দ্বিধা। অস্ত্রং (৬) তিষ্ঠতি মন্ত্রঃ স তিরস্কৃত উদাহৃতঃ [১৩]। দ্যোদ্বয়ং (৭) হৃদয়ে শীর্ষে বষট্ বৌষট চ মধ্যতঃ। স এব ভেদিতো মন্ত্রঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ [১৪] ত্রিবর্ণো হংসহীনো যঃ স সুষুপ্ত উদাহৃতঃ [১৫]। মন্ত্রো বাপ্যথবা বিদ্যা সপ্তাধিকদশাক্ষরঃ। ফট্কারপঞ্চকাদির্যো মদোন্মত্ত উদাহৃতঃ [১৬]। তদ্বদস্ত্রং স্থিতং মধ্যে যস্য মন্ত্রঃ স মূর্চ্ছিতঃ [১৭]। বিরামোঽঙ্গস্থ (৮) যো মন্ত্রো হৃতবীর্য্যঃ স উচ্যতে [১৮]। আদৌ মধ্যে তথা চান্তে চতুরস্ত্রযুতো মনুঃ। জ্ঞাতব্যো ভীম ইত্যেষ

মন্ত্র বলে এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হয় না। ৮। যে মন্ত্রের শেষে বহ্নিবীজ (র) ও বায়ুবীজ (য) এই দুইবর্ণ যুক্ত থাকে এবং ঐ মন্ত্রটি যদি সপ্তাক্ষর হয় তাহা হইলে তাহাকে দগ্ধ মন্ত্র বলে। ৯। যে মন্ত্রের দুই অক্ষর, তিন অক্ষর, ছয় অক্ষর অথবা অষ্ট অক্ষরের শেষে অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) দেখা যায়, তাহাকে স্রস্ত মন্ত্র বলে ঐ মন্ত্রে কোন সিদ্ধিলাভ হয় না। ১০। যে মন্ত্রের আদিতে মায়া (হ্রীং) প্রণব (ওঁ) শিব (হ) অথবা শক্তি (স) নাই, তাহাকে ভীত মন্ত্র বলে। ১১। যে মন্ত্রের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে চারিটি মকার থাকে তাহাকে মলিন মন্ত্র বলে, ঐ মন্ত্রের সাধনে সকলপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ১২। যে মন্ত্রের মধ্যে দকার, মস্তকে দুইটি কবচ (হুং) এবং অস্ত্র (ফট্) থাকে, তাহাকে তিরস্কৃত মন্ত্র বলে। ১৩। যে মন্ত্রের হৃদয়ে দুইটি দ, মস্তকে বষট্ এবং মধ্যদেশে বৌষট্ থাকে, তাহাকে ভেদিত মন্ত্র বলে এই মন্ত্র সকলশাস্ত্রে বর্জ্জন করিয়াছেন। ১৪। হংস এই বীজ যাহাতে নাই এরূপ ত্র্যক্ষর মন্ত্রকে সুষুপ্ত বলে। ১৫। মন্ত্র অথবা বিদ্যা (যে মন্ত্রের পুরুষ দেবতা, অথবা স্ত্রী দেবতা) সপ্তদশাক্ষর হইলে এবং তাহার আদিতে পাঁচটি ফট্কার থাকিলে তাহাকে মদোন্মত্ত বলা হয়। ১৬। তাদৃশ মন্ত্রের মধ্যে আবার যদি ফট্কার থাকে তাহা হইলে তাহাকে মূর্চ্ছিত মন্ত্র বলে। ১৭।

---

(১) মূর্দ্ধনি শেষে (আ০ বি০)।

(২) মন্ত্রমধ্যে সপ্তস্থানে দৃশ্যতে। (খ টি) সপ্তধা যদি সপ্তাক্ষরী (আ০ বি০)।

(৩) অক্ষরৈঃ মন্ত্রাক্ষরৈঃ। স্রস্ত আপদ্গ্রস্তঃ (আ০ বি০)।

(৪) বর্ণচতুষ্টয়মিতি আদর্শপাঠঃ। মার্ণচতুষ্টয়মিত্যত্র মার্ণঃ মকারস্তচ্চতুষ্টয়মিত্যর্থঃ (আ০ বি০)।

(৫) কবচং হুং। (৬) অস্ত্রং ফট্। (৭) হৃদয়ম্। (৮) সপ্তদশাক্ষরস্যান্তে পঞ্চধাতঃ (আ০ বি০)।

যঃ স্যাদষ্টাদশাক্ষরঃ [১৯]। একোনবিংশত্যর্ণো বা যো মন্ত্রস্তারসংযুতঃ (১)। হৃল্লেখাঙ্কুশবীজাঢ্যঃ (২) প্রধ্বস্তস্তং প্রচক্ষতে [২০]। সপ্তবর্ণঃ স্মৃতো বালঃ [২১] কুমারোঽষ্টাক্ষরঃ স্মৃতঃ [২২]। ষোড়শার্ণো যুবা [২৩] প্রৌঢ়শ্চত্বারিংশল্লিপির্মনুঃ [২৪]। ত্রিংশদর্ণশ্চতুঃষষ্টিবর্ণো মন্ত্রঃ শতাক্ষরঃ। চতুঃশতাক্ষরশ্চাপি বৃদ্ধঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ [২৫]। নবাক্ষরো ধ্রুবযুতো মনুর্নিস্ত্রিংশ ঈরিতঃ (৩) [২৬]। যস্যাবসানে হৃদয়ং শিরোমন্ত্রৌ চ মধ্যতঃ (৪)। শিখা বর্ম্ম চ ন স্যাতাং (৫) বৌষট্ ফট্কার এব বা। শিবশক্ত্যর্ণহীনো (৬) বা স নির্ব্বীজ উদাহৃতঃ [২৭] এষু স্থানেষু ফট্কারষোঢ়া যস্মিন্ প্রদৃশ্যতে। স মন্ত্রঃ সিদ্ধিহীনঃ স্যাৎ [২৮] মন্দঃ পংক্ত্যক্ষরো মন্ত্রঃ [২৯]। কূট একাক্ষরো মন্ত্রঃ [৩০] স এবোক্তো নিরংশকঃ [৩১]। দ্বিবর্ণঃ সত্ত্বহীনঃ [৩২] স্যাচ্চতুর্ব্বর্ণস্তু কেকরঃ [৩৩]। ষডক্ষরো জীবহীনঃ [৩৪] সার্দ্ধসপ্তাক্ষরো মন্ত্রঃ। সার্দ্ধদ্বাদশবর্ণো বা ধূমিতঃ স তু নিন্দিতঃ [৩৫]। সার্দ্ধবীজত্রয়ং তদ-

---

যে সপ্তদশাক্ষর মন্ত্রের অন্তে পাঁচটি ফট্কার থাকে তাহাকে হৃতবীর্য্য বলে। ১৮। যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অবসানে চারিটি ফট্কার থাকে এবং মন্ত্রটি যদি অষ্টাদশাক্ষর হয় তাহা হইলে তাহাকে ভীম মন্ত্র বলে। ১৯। যে মন্ত্রের ঊনিশটি বর্ণ এবং তাহাতে যদি প্রণব (ওঁ) হৃল্লেখা (হ্রীং) ও অঙ্কুশ (ক্রোং) এই তিনবীজ থাকে তাহাকে প্রধ্বস্ত মন্ত্র বগে। ২০। সপ্তাক্ষর মন্ত্রকে বাল মন্ত্র বলে। ২১। অষ্টাক্ষর মন্ত্রকে কুমার বলে। ২২। ষোড়শাক্ষর মন্ত্রকে যুবা বলে। ২৩। চত্বারিংশদক্ষর মন্ত্রকে প্রৌঢ় বলে। ২৪। ত্রিংশদ্বর্ণ, চতুঃষষ্টিবর্ণ, শতবর্ণ বা চতুঃশতবর্ণ মন্ত্রকে বৃদ্ধমন্ত্র বলে। ২৫। নবাক্ষর মন্ত্রে প্রণব থাকিলে তাহাকে নিস্ত্রিংশ মন্ত্র বলে। ২৬। যে মন্ত্রের শেষে ‘নমঃ’ এই মন্ত্র, মধ্যদেশে দুইটি স্বাহা মন্ত্র থাকে এবং যাহাতে বষট হুং, বৌষট্ ফট্ মন্ত্র এবং শিব (হ) ও শক্তি (স) বর্ণ থাকিবে না সেই মন্ত্রকে নির্ব্বীজ মন্ত্র বলে। ২৭। যে মন্ত্রে ছয়টি ‘ফট্’কার দেখা যায় তাহাকে সিদ্ধিহীন মন্ত্র। ২৮। এবং দশাক্ষর মন্ত্রকে মন্দ মন্ত্র বলে। ২৯। একাক্ষর মন্ত্রকে কূট মন্ত্র। ৩০। এবং তাহাকে নিরংশক মন্ত্রও বলে। ৩১। দ্ব্যক্ষর মন্ত্রকে সত্ত্বহীন। ৩২। ও চতুরক্ষর মন্ত্রকে কেকর মন্ত্র বলে। ৩৩। ষড়ক্ষর মন্ত্রকে জীবহীন। ৩৪। সার্দ্ধসপ্তাক্ষর অথবা সার্দ্ধদ্বাদশাক্ষর মন্ত্রকে ধূমিত মন্ত্র বলে, এই ধূমিত মন্ত্র শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে। ৩৫। যাহাতে সাড়ে

---

(১) তারঃ প্রণবঃ। (২) হৃল্লেখা হ্রীং অঙ্কুশঃ ক্রোং তদ্রূপবীজযুক্তঃ।

(৩) ধ্রুবঃ প্রণবঃ নিস্ত্রিংশঃ তেজোহীনঃ (আ০ বি০)।

(৪) হৃদয়ং নমঃ। শিরঃ স্বাহা শিখা বষট্। মন্ত্রৌ চ ইত্যত্র মন্ত্রে চ ইতি (ক) পাঠঃ।

(৫) নস্যাতামিত্যত্র সংযুক্তমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৬) শিবঃ হঃ। শক্তিঃ সঃ।

দেকবিংশতিবর্ণকঃ। বিংশত্যর্ণস্ত্রিংশদর্ণো যঃ স্যাদালিঙ্গিতঃ স্মৃতঃ [৩৬]। দ্বাবিংশত্যক্ষরো (১) মন্ত্রো মোহিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ [৩৭]। দ্বাত্রিংশদর্ণো মন্ত্রো যঃ সপ্তবিংশতিবর্ণকঃ। ক্ষুধার্ত্তঃ স তু বিজ্ঞেয়শ্চতুর্ব্বিংশতিবর্ণকঃ [৩৮]। একাদশাক্ষরো বাপি পঞ্চবিংশতিবর্ণকঃ। ত্রয়োবিংশতিবর্ণো বা মন্ত্রো দৃপ্ত উদাহৃতঃ [৩৯]। ষড়্বিংশত্যক্ষরো মন্ত্রঃ ষট্ত্রিংশদর্ণকস্তথা। ত্রিংশদেকোনবর্ণো বা হ্যঙ্গহীনঃ স এব হি [৪০]। অষ্টাবিংশত্যক্ষরো য একত্রিংশদথাপি বা। অতিক্রুদ্ধঃ স বিজ্ঞেয়ো নিন্দিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু [৪১]। ত্রিংশদক্ষরকো মন্ত্রস্ত্রয়স্ত্রিংশদথাপি বা। অতিক্রূরঃ স বিজ্ঞেয়ো নিন্দিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু [৪২]। চত্বারিংশতমারভ্য ত্রিষষ্টির্যাবতা ভবেৎ। তাবৎসংখ্যা নিগদিতা মন্ত্রাঃ সব্রীড়সংজ্ঞকাঃ [৪৩]। পঞ্চষষ্ট্যক্ষরা যে স্যুর্ম্মন্ত্রাস্তে শান্তমানসাঃ [৪৪]। একোনশতপর্য্যন্তং পঞ্চষষ্ট্যক্ষরাদিতঃ। তে সর্ব্বে কথিতা মন্ত্রাঃ স্থানভ্রষ্টা ন শোভনাঃ [৪৫]। ত্রয়োদশাক্ষরা যে স্যুর্ম্মন্ত্রাঃ পঞ্চদশাক্ষরাঃ। তে সর্ব্বে বিকলা জ্ঞেয়াঃ [৪৬] শতং সার্দ্ধং শতন্তথা। শতদ্বয়ং দ্বিনবতিরেকহীনা তথাপি বা। যাবৎ শতত্রয়ং সংখ্যা নিঃস্নেহাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ [৪৭]। চতুঃশতমথারভ্য যাবদ্বর্ণসহস্রকম্। অতিবৃদ্ধঃ স মন্ত্রস্তু সর্ব্বশাস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ [৪৮]। সহস্রার্ণাধিকা মন্ত্রা দণ্ডকাঃ পীড়িতাহ্বয়াঃ [৪৯]। দ্বিসহস্রাক্ষরা মন্ত্রাঃ খণ্ডশঃ সপ্তধা

তিনটি বীজমন্ত্র থাকে এরূপ একবিংশতিবর্ণ বিংশতিবর্ণ বা ত্রিংশদ্বর্ণ মন্ত্রকে আলিঙ্গিত মন্ত্র বলে। ৩৬। দ্বাবিংশতিবর্ণ মন্ত্রকে মোহিত বলে। ৩৭। দ্বাত্রিংশদ্বর্ণ সপ্তবিংশতিবর্ণ অথবা চতুর্ব্বিংশতিবর্ণ মন্ত্রকে ক্ষুধার্ত্ত বলে। ৩৮। একাদশবর্ণ পঞ্চবিংশতিবর্ণ অথবা ত্রয়োবিংশতিবর্ণকে দৃপ্ত মন্ত্র বলে। ৩৯। ষড়্বিংশতিবর্ণ ষট্ত্রিংশদ্বর্ণ অথবা ত্রিংশদ্বর্ণ মন্ত্রকে অঙ্গহীন মন্ত্র বলে। ৪০। অষ্টাবিংশতিবর্ণ অথবা একত্রিংশদ্বর্ণ মন্ত্রকে অতিক্রুদ্ধ মন্ত্র বলে; সেই মন্ত্র সকল কর্ম্মে নিন্দিত। ৪১। ত্রিংশদ্বর্ণ এবং ত্রয়স্ত্রিংশদ্বর্ণ মন্ত্রকে অতিক্রূর মন্ত্র জানিবে, ইহাও সকল কার্য্যে গহিত। ৪২। চল্লিশ হইতে তেষট্টি পর্য্যন্ত অক্ষরে যে সকল মন্ত্র হইবে ইহাদিগকে সব্রীড় মন্ত্র বলা হইয়াছে। ৪৩। পঞ্চষষ্টিবর্ণ মন্ত্রগুলিকে শান্তমানস মন্ত্র বলে। ৪৪। পঁয়ষট্টিবর্ণের পর নিরানব্বই অক্ষরের মন্ত্রগুলিকে স্থানভ্রষ্ট বলা হইয়াছে, ইহারা শুভ নহে। ৪৫। ত্রয়োদশাক্ষর ও পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্রগুলি বিকল মন্ত্র জানিবে। ৪৬। একনবতিবর্ণ শতাক্ষর, সার্দ্ধশতাক্ষর, দ্বিশতাক্ষর হইতে ত্রিশতাক্ষর মন্ত্রগুলিকে নিঃস্নেহ মন্ত্র বলা হইয়াছে। ৪৭। চতুঃশত হইতে সহস্রাক্ষর পর্য্যন্ত মন্ত্র অতিবৃদ্ধ নামে অভিহিত, সকলশাস্ত্রে এই মন্ত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে। ৪৮। যে সকল মন্ত্রে সহস্রের অধিক অক্ষর থাকে সেই সকল মন্ত্র পীড়িত নামে অভিহিত। ৪৯। যে সকল মন্ত্রে দুই হাজারের অধিক অক্ষর থাকে, সেগুলি সাতভাগে পৃথক্

---

(১) দ্বাত্রিংশদক্ষর ইতি (ক) পাঠঃ (আ° বি°) পাঠশ্চ।

কৃতাঃ। জ্ঞাতব্যাঃ স্তোত্ররূপাস্তে মন্ত্রা এতে যথা স্থিতাঃ। তথা বিদ্যাশ্চ বোদ্ধব্যা মন্ত্রিভিঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। দোষানিমানবিজ্ঞায় যো মন্ত্রং ভজতেঽবুধঃ। সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১ ॥

অথ মন্ত্রাণাং দোষশান্তিঃ।—তত্রৈব,—ছিন্নাদিদুষ্টা যে মন্ত্রাস্তন্ত্রে তন্ত্রে নিরূপিতাঃ। তে সর্ব্বে সিদ্ধিমায়ান্তি মাতৃকার্ণপ্রভাবতঃ ॥ ২ ॥ মাতৃকার্ণৈঃ (১) পুটীকৃত্য মন্ত্রং বিদ্যাং বিশেষতঃ। শতমষ্টোত্তরং পূর্ব্বং প্রজপেৎ ফলসিদ্ধয়ে। তদা মন্ত্রো মহাবিদ্যা যথোক্তফলদা ভবেৎ ॥ ৩ ॥ মাতৃকাপুটিতং কৃত্বা মধ্যে বর্ণং (২) নিধায় চ। মন্ত্রবর্ণাংস্ততঃ কুর্য্যাৎ শোধনং তন্ত্রসম্মতম্ ॥ ৪ ॥ বদ্ধা তু যোনিমুদ্রাং তাং সঙ্কোচ্যাধারপঙ্কজম্। তদুৎপন্নান্ মন্ত্রবর্ণান্ কুর্ব্বতশ্চ গতাগতান্। ব্রহ্মরন্ধ্রাবধি ধ্যাত্বা বায়ুমাপূর্য্য কুম্ভয়েৎ। সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং মন্ত্রদোষোপশান্তয়ে ॥ ৫ ॥ তথা,—এষু দোষেষু প্রাপ্তেষু মায়াং (৩) কামমথাপি বা। ক্ষিপ্ত্বা চাদৌ শ্রিয়ঞ্চৈব (৪) তদ্দূষণবিমুক্তয়ে ॥ ৬ ॥ তথা—তারসংপুটিতো বাপি দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতি। যস্য যত্র ভবেদ্ভক্তিঃ সোঽপি

করিলে মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইবে, সমষ্টিভাবে সেগুলিকে স্তোত্ররূপে জানিবে। দ্বিসহস্রাক্ষর বিদ্যামন্ত্রও এইরূপ জানিবে। যে নির্ব্বোধ মন্ত্রের এই সকল দোষ বিচার না করিয়া মন্ত্র জপ করিবে, শতকোটিকল্পেও তাহার সিদ্ধি হইবে না। ১।

অনন্তর মন্ত্রের দোষশান্তি বলা হইতেছে। সেই তন্ত্রেই বলিয়াছেন,—সকল তন্ত্রেই যে সকল মন্ত্রকে ছিন্নাদি দোষে দুষ্ট বলা হইয়াছে, সেই সকল মন্ত্র মাতৃকাবর্ণের প্রভাবে সিদ্ধ হয়। ২। মাতৃকাবর্ণ দ্বারা মন্ত্র ও বিদ্যাকে পুটিত করিয়া অর্থাৎ প্রথমে অনুলোমে মন্ত্রের পূর্ব্বে ও পরে একটি করিয়া মাতৃকাক্ষর যোগকরতঃ ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। পরে প্রতিলোমে ঐরূপ মাতৃকাক্ষর যোগে মন্ত্র জপ করিবে ইহাতে মন্ত্র বা মহাবিদ্যার যথাশাস্ত্র ফল পাওয়া যাইবে। ৩। মন্ত্রকে মাতৃকা-পুটিত করিয়া মাতৃকাবর্ণের মধ্যে মন্ত্রের এক একটি বর্ণ সন্নিবেশপূর্ব্বক জপ করিলে তন্ত্রসম্মত মন্ত্রশোধন হইবে। ৪। যোনিমুদ্রা বন্ধনপূর্ব্বক মূলাধার পদ্মকে সঙ্কোচ করিয়া মন্ত্রের বর্ণগুলি মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গতায়াত করিতেছে' এইরূপ চিন্তা করত বায়ুপূরণ দ্বারা কুম্ভক করিবে। মন্ত্রের দোষ শান্তির নিমিত্ত এইরূপে সহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে। ৫। আরও বলিয়াছেন,—এই সকল দোষ দৃষ্ট হইলে সেই দোষশান্তির নিমিত্ত মন্ত্রের আদিতে মায়াবীজ (হ্রীং) কামবীজ (ক্লীং) ও শ্রীবীজ (শ্রীং) যোগ করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। ৬। তন্ত্রেও ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে, দুষ্ট মন্ত্র প্রণবপুটিত করিয়া জপ

---

(১) আদাবানুলোম্যেন পশ্চাৎ প্রাতিলোম্যেন মাতৃকামধ্যে মন্ত্র ইত্যর্থঃ। (আ॰ বি॰)

(২) বর্ণং মাতৃকাবর্ণং (আ॰ বি॰)। (৩) হ্রীং ক্লীং। (৪) শ্রিয়ং শ্রীবীজং শ্রীং। অষ্টোত্তরশতজপেনেত্যর্থঃ।

মন্ত্রোঽস্য সিধ্যতি॥ ৭॥ তথা,—প্রণবো মাতৃকা (১) দেবী হৃল্লেখেত্যমৃতত্রয়ম্। অমৃতত্রয়সংযোগাদ্ দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতি॥ ৮॥

অথ হোমার্থং কুণ্ডনিয়মঃ।—(তত্র কুণ্ডপদব্যুৎপত্তিমাহ সারাবলীধৃতবিশ্বসারে,—কৌ পৃথিব্যাং বিলং দেবি দৃশ্যতে সুমনোহরম্। তস্মাৎ কুণ্ডং সমাখ্যাতং সাধকানাং হিতায় বৈ। বিলং গর্ত্তং সুমনোহরং মেখলাযোন্যাদিবিশিষ্টমিত্যর্থঃ)॥ ১॥ (২) তত্র তাবৎ গৃহনির্ণয়ঃ। তত্রাপি প্রথমং ভূমিনির্ণয়ঃ, গৌতমীয়ে।—ভূমেঃ পরিগ্রহং কুর্য্যাদ্ যাবতায়তনং ভবেৎ॥ ২॥ শুক্লমৃৎস্না তু যা ভূমির্ব্রাহ্মী সা পরিকীর্ত্তিতা। ক্ষত্রিয়া রক্তমৃদ্ভূমির্হরিদ্বৈশ্যা প্রকীর্ত্তিতা। কৃষ্ণা ভূমির্ভবেচ্ছূদ্রা চতুর্দ্ধা ভূঃ প্রকীর্ত্তিতা। ব্রাহ্মী সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়া রাজ্যদা মতা। ধনধান্যকরী বৈশ্যা শূদ্রা তু নিন্দিতা ভবেৎ॥ ৩॥ গণেশবিমর্ষিণ্যাম—আদৌ ভূমিং পরীক্ষেত বাস্তুশাস্ত্রবিশারদঃ। শল্যাদিশোধনং কুর্য্যাৎ পৌরুষং (৩) বা খনেত্ততঃ॥ ৪॥ বাস্তোঃ সংযোজ্য পূর্ব্বস্যাম্ ঐশান্যামুত্তরেঽপি বা। দিশি সঙ্কল্পয়েন্মন্ত্রী মণ্ডপঞ্চ বিভাগতঃ॥ ৫॥ নবহস্তপ্রমাণং বা সপ্তহস্তমথাপি বা। পঞ্চহস্তপ্রমাণং বা চতুরস্রং সমন্ততঃ। পঞ্চহস্তস্ত একুণ্ডপক্ষে॥ ৬॥

করিলে সিদ্ধ হয়, যাহার যে মন্ত্রে ভক্তির উদ্রেক হইবে তাহার সেই মন্ত্র সিদ্ধ হইবে জানিবে। ৭। আরও বলিয়াছেন,—প্রণব, মাতৃকাবর্ণ সকল, এবং মায়াবীজ এই তিন বীজকে অমৃতত্রয় বলে; এই অমৃত ত্রয়ের সংযোগ অর্থাৎ ঐ তিন বীজের এক একটি মন্ত্রের আদিতে যোগ করিয়া জপ করিলে দুষ্ট মন্ত্রও সিদ্ধ হইবে। ৮।

অতঃপর হোমের কুণ্ডনিরূপণ করা হইতেছে। কুণ্ডনিরূপণ প্রসঙ্গে সারাবলী-ধৃত বিশ্বসারতন্ত্রে কুণ্ডশব্দের ব্যুৎপত্তি বলিয়াছেন—যথা,—কুশব্দে পৃথিবী, হে দেবি! পৃথিবীতে অতিমনোহর যে বিল অর্থাৎ মেখলাযোনি প্রভৃতি বিশিষ্ট সুমনোহর গর্ত্ত দৃষ্ট হয় তাহাকে কুণ্ড বলে। উহা সাধকগণের হিতকর।১। কিরূপে গৃহে কুণ্ড কর্ত্তব্য তাহা নিরূপণ করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথমে গৌতমীয় তন্ত্রে ভূমি-নিরূপণ করিয়াছেন, যথা—শুক্লবর্ণ মৃত্তিকাকে ব্রাহ্মভূমি, রক্তবর্ণ মৃত্তিকাকে ক্ষত্রিয়ভূমি, হরিদ্বর্ণ মৃত্তিকাকে বৈশ্যভূমি ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমিকে শূদ্রভূমি কহে। কুণ্ডের জন্য এই চারিপ্রকার ভূমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মভূমিতে সকল প্রকার কার্য্যসিদ্ধি, ক্ষত্রিয়ভূমিতে রাজ্যলাভ; বৈশ্যভূমিতে ধন ধান্য লাভ হয়; শূদ্রভূমি নিন্দিত হইয়াছে। ২।৩। গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—বাস্তুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অগ্রে ভূমি পরীক্ষা করিবেন, ভূমির শল্যাদি-দোষ শোধন করিবেন, পুরুষ পরিমাণে ভূমি খনন করিবে। ৪। সাধক বাস্তুর পূর্ব্বদিকে, ঈশানকোণে, অথবা উত্তরদিকে কুণ্ডের জন্য মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে, ঐ মণ্ডপ চতুষ্কোণ হইবে। উহার মাণ

---

(১) প্রণবঃ ওঁ। মাতৃকা পঞ্চাশদ্বর্ণরূপা। হৃল্লেখা হ্রীং। (২) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। (৩) ঊর্দ্ধবিস্তৃত দোঃ-পাণিনৃমানে পৌরুষং বিদুরিত্যমরঃ।

তদুক্তং তত্রৈব।—এককুণ্ডমতেনাস্তু পঞ্চহস্তগৃহং ভবেৎ। তদেককুণ্ডং গৃহস্যোত্তরভাগে প্রশস্তম্॥ ৭॥ যথা,—অথোত্তরে তথা কুণ্ডমেকং বেদাস্রমুদ্ধরেৎ.। লক্ষহোমে তু তৎ কুর্য্যাৎ গৃহমধ্যে ন দূষণম্॥ ৮॥ তথা বশিষ্ঠসংহিতায়াং,—বাস্তোরীশানভাগে তু মণ্ডপং রচয়েৎ সুধীঃ। ষড়্দ্বাদশাষ্টভির্হস্তৈঃ ষোড়শৈর্ব্বা সমন্ততঃ। চতুর্দ্বারসমাযুক্তং তোরণাদ্যৈরলঙ্কৃতম্॥ ৯॥ নিবন্ধে,—তত্রিভাগমিতে ক্ষেত্রেঽরত্নিমাত্রসমুন্নতাম্। চতুরস্রাং ততো বেদীং মণ্ডলায় প্রকল্পয়েৎ (১)॥ ১০॥

অথ প্রসঙ্গান্নব কুণ্ডানি। তত্র সারদায়াং,—প্রাক্‌প্রোক্তে মণ্ডপে বিদ্বান্ বেদিকায়া বহিস্ত্রিধা। ক্ষেত্রং বিভজ্য মধ্যেঽংশে পূর্ব্বাদি পরিকল্পয়েৎ॥ ১॥ অষ্টাশাস্বষ্ট কুণ্ডানি রম্যাকারাণ্যনুক্রমাৎ॥ ২॥ তথা চ বশিষ্ঠসংহিতায়াং,—অষ্টকুণ্ডপ্রকারমাহ। চতুরস্রং [১] যোনি-[২]-মর্দ্ধচন্দ্রং [৩] ত্র্যস্রং [৪] সুবর্ত্তুলম্ [৫] ষড়স্রং [৬] পঙ্কজাকার-[৭]-মষ্টাস্রং [৮] তানি নামতঃ॥ ৩॥ আচার্য্যকুণ্ডং মধ্যে স্যাদ্ গৌরীপতিমহেন্দ্রয়োঃ। হস্তমাত্রমিতাং ভূমিং পূর্ব্ববৎ পরিসূত্রয়েৎ। সমন্তাৎ কুণ্ডমেতত্তু চতুরস্রং

নবহস্ত, সপ্তহস্ত বা পঞ্চহস্ত হইবে। একটি কুণ্ডের স্থলে পঞ্চহস্ত মণ্ডপ হইবে। ৫।৬। গণেশবিমর্ষিণী তন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন,—এককুণ্ডস্থলে পঞ্চহস্ত মণ্ডপ হইবে। মণ্ডপের উত্তরভাগে এককুণ্ড করিবে। তাহার প্রমাণ,—মণ্ডপের উত্তরদিকে চতুষ্কোণ একটি কুণ্ড করিবে। লক্ষ হোম হইলে মণ্ডপের মধ্যভাগে কুণ্ডনির্ম্মাণ দোষাবহ নহে। ৭।৮। বশিষ্ঠসংহিতায় বলিয়াছেন—বাস্তুর ঈশানকোণে ষট্‌হস্ত, দ্বাদশহস্ত, অষ্টহস্ত, অথবা ষোড়শহস্ত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। ঐ মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে চারি দ্বার থাকিবে, উহা তোরণাদি মণ্ডিত হইবে। ৯। নিবন্ধে বলিয়াছেন—সেই মণ্ডপকে পূর্ব্ব পশ্চিমে তিনটিভাগে এবং উত্তর দক্ষিণে তিনটিভাগে অর্থাৎ নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া মণ্ডপের মধ্যভাগ-ক্ষেত্রে অরত্নিপ্রমাণ চতুষ্কোণ বেদি নির্ম্মাণ করিবে। ১০।

অতঃপর প্রসঙ্গক্রমে নবকুণ্ড বলা যাইতেছে।—সারদাতিলকে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে যেরূপ মণ্ডপের কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ মণ্ডপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই মণ্ডপের মধ্যস্থিত বেদিকার বহির্ভাগের ভূমিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যভাগে পূর্ব্বদিক্ কল্পনা করিয়া আটদিকে যথাক্রমে রম্যাকার আটটি কুণ্ড করিবে। ১। ২। বশিষ্ঠসংহিতায় সেই আটকুণ্ডের বিবরণ দিয়াছেন যথা,—চতুরস্রকুণ্ড ১, যোনিকুণ্ড ২, অর্দ্ধচন্দ্রকুণ্ড ৩, ত্র্যস্রকুণ্ড ৪, বর্ত্তুলকুণ্ড ৫, ষড়স্রকুণ্ড ৬, পদ্মকুণ্ড ৭ ও অষ্টাস্রকুণ্ড ৮ এই আটপ্রকার কুণ্ড। ঈশানকোণ ও পূর্ব্বদিকের মধ্যে আচার্য্যকুণ্ড করিবে। চতুর্দ্দিকে একহস্তপরিমিত ভূমিতে সূত্রপাত দ্বারা সমচতুষ্কোণ করিয়া কুণ্ড খনন করিবে। এই

---

(১) তস্য মণ্ডপস্য ত্রিভাগৈঃ পূর্ব্বপশ্চিময়োর্দক্ষিণোত্তরয়োশ্চ কৃতৈস্ত্রিভাগৈর্নবভির্ভাগৈঃ মণ্ডপমধ্যক্ষেত্রস্থলে বেদিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ।

চতুরস্রকুণ্ডম্ [১]।

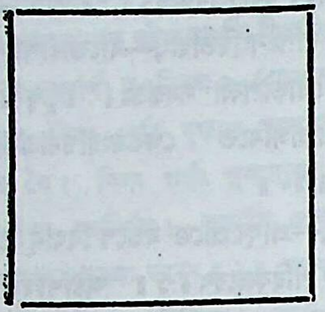

যোনিকুণ্ডম্ [২]।

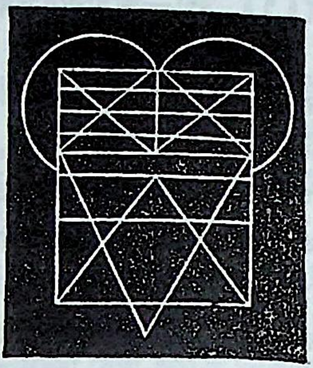

অর্দ্ধচন্দ্রকুণ্ডম্ [৩]

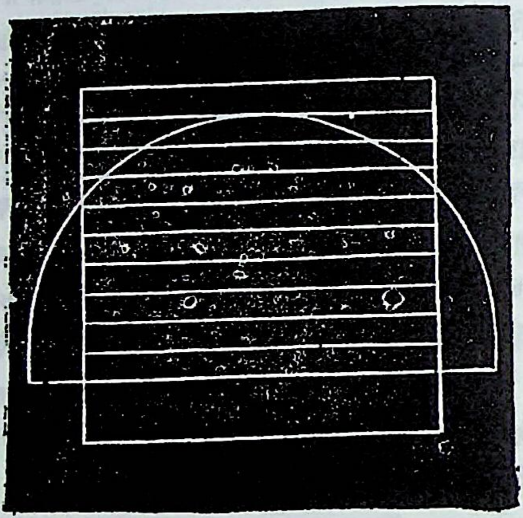

শুভাবহম্ [১] ॥ ৪ ॥ চতুরস্রীকৃতং ক্ষেত্রং পঞ্চধা বিভজেৎ সুধীঃ। ন্যসেৎ পুরস্তাদেকাংশং কোণার্দ্ধার্দ্ধপ্রমাণতঃ ॥৫॥ ভ্রাময়েত্তেন মানেন তথাস্তদপি মন্ত্রবিৎ। সূত্রযুগ্মং ততো দদ্যাৎ কুণ্ডং যোনিনিভং ভবেৎ [২] ॥ ৬ ॥ চতুরস্রীকৃতং ক্ষেত্রং দশধা বিভজেৎ সুধীঃ। একমেকং ত্যজেদংশম্ অধ ঊর্দ্ধঞ্চ তন্ত্রবিৎ। জ্যাসূত্রং পাতয়েদগ্রে তস্মানাদ্ ভ্রাময়েত্ততঃ। অর্দ্ধচন্দ্রনিভং কুণ্ডং রমণীয়মিদং ভবেৎ [৩] ॥ ৭ ॥ অগ্রে সম্মুখে

কুণ্ডকে চতুরস্রকুণ্ড বলে; এই কুণ্ডে হোম করিলে শুভ হয়। ৩। ৪। প্রথমে একটি চতুরস্র ক্ষেত্র করিয়া সেই ক্ষেত্রকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিবে। সেই ক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকের কোণ-প্রদেশে অগ্রভাগে অর্দ্ধার্দ্ধপ্রমাণে স্থান বৃদ্ধি করিয়া দুই দুই সূত্রপাত করিয়া সূত্র ঘুরাইয়া লইবে। নিম্নেও ত্রিকোণাকারে দুই সূত্রপাত করিবে, ইহাতে যোনির ন্যায় কুণ্ড হইবে। ৫। ৬। চতুষ্কোণ একটি ক্ষেত্রকে দশভাগে বিভক্ত করিবে। তাহার পরে তন্ত্রবিৎ তাহার ঊর্দ্ধভাগে এক ভাগ এবং অধোভাগে একভাগ—দুই ভাগ ত্যাগ করিবে। অবশিষ্ট ভাগগুলির উপরে জ্যাসূত্রপাত করিয়া ঘুরাইয়া লইবে। ইহাতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার এক রমণীয় কুণ্ড হইবে। অগ্রে অর্থাৎ সম্মুখে বাণ-

ত্র্যস্রকুণ্ডলম্ [৪]।

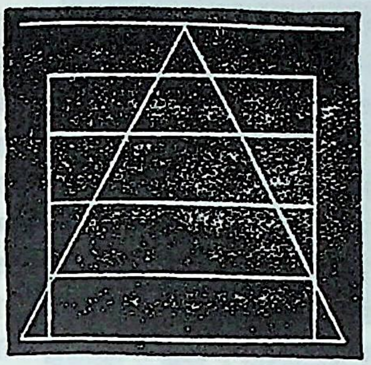

বর্ত্তুলকুণ্ডলম্ [৫]।

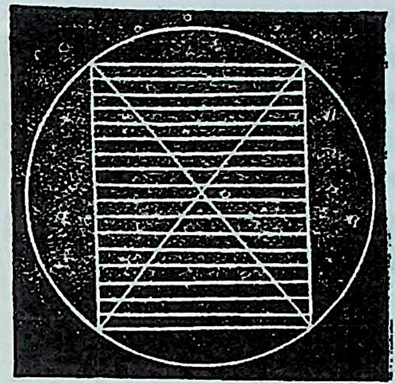

ষড়স্রকুণ্ডম্ [৬]।

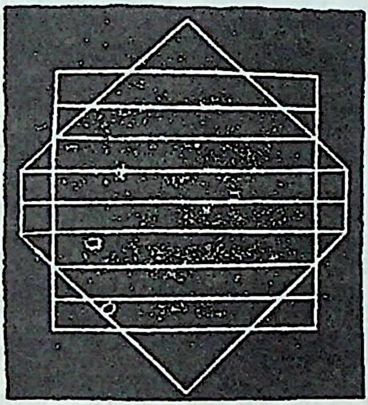

প্রক্ষিপ্তশরধনুর্ব্বদিতি ভট্টব্যাখ্যানাৎ॥ তথাচ—জ্যাসূত্রং পাতয়েদগ্রে শরাবার্দ্ধতয়া যতঃ (১)॥ ৮॥ চতুর্দ্ধা ভেদিতে ক্ষেত্রে ন্যসেদুভয়পার্শ্বয়োঃ। একৈকমংশং তস্মানাদগ্রতো লাঞ্ছয়েত্ততঃ। সূত্রত্রয়ং বুধঃ কুর্য্যাৎ ত্র্যস্রং কুণ্ডমুদাহৃতম্ [৪]॥ ৯॥ অষ্টাদশাংশে ক্ষেত্রেঽংশং (২) ন্যসেদেকং বহির্ব্বুধঃ। ভ্রাময়েত্তেন মানেন বৃত্তং কুণ্ডমুদাহৃতম্ [৫]॥ ১০॥ অষ্টধা বিভজেৎ ক্ষেত্রং মধ্যসূত্রস্য পার্শ্বয়োঃ। ভাগং ন্যসেদেকমেকং মানেনানেন মধ্যতঃ॥ ১১॥ কুর্য্যাৎ পার্শ্বদ্বয়ে মৎস্যচতুষ্কং মন্ত্রবিত্তমঃ। সূত্রষট্কং ততো দদ্যাৎ ষড়স্রং কুণ্ডমীরিতম্ [৬]॥

প্রক্ষেপের পর সরল জ্যাযুক্ত ধনুর আকারের ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্র হইবে। ইহা রাঘবভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—আরও বলিয়াছেন শরাবের অর্দ্ধাকারে অগ্রে জ্যাসূত্রপাত করিবে। ৮। চতুষ্কোণ একটি ক্ষেত্রকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে। পরে ঐ ক্ষেত্রের উভয় পার্শ্বের অগ্র হইতে এক এক অংশে দুইসূত্র ও নিম্নে এক সূত্র পাতিত করিয়া চিহ্নিত করত একটি ত্রিকোণ করিবে, ইহাকে ত্র্যস্র কুণ্ড বলে। ৯। একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রকে আঠারভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার বাহিরে একটি কোণস্থানে সূত্রপাত করিয়া সেই পরিমাণে ঘুরাইবে। ইহাতে বৃত্তাকার একটি কুণ্ড হইবে। ইহাকে বৃত্ত কুণ্ড বলে। ১০। একটী চতুষ্কোণ ক্ষেত্রকে সূত্রপাত দ্বারা আটভাগে

---

(১) শরাবাহুভয়ো যতঃ ইতি মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ বাকায় ইবার্থে ইত্যাদিকষ্টস্র পাঠোঽর্থঃ। অতিপ্রাচীন (খ) পুস্তকে শরাবার্দ্ধতয়া যতঃ ইতি পাঠঃ সমস্তত্যাত্র পরিগৃহীতঃ।

(২) ক্ষেত্রে তু ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

চতুরস্রকুণ্ডম্ [১]।

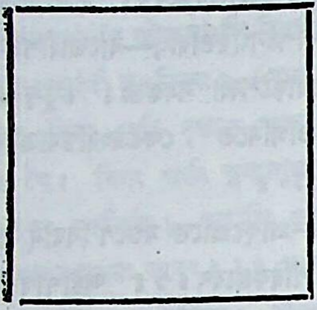

যোনিকুণ্ডম্ [২]।

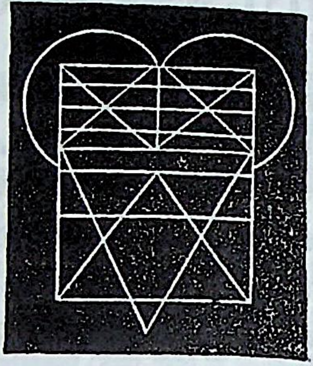

অর্দ্ধচন্দ্রকুণ্ডম্ [৩]

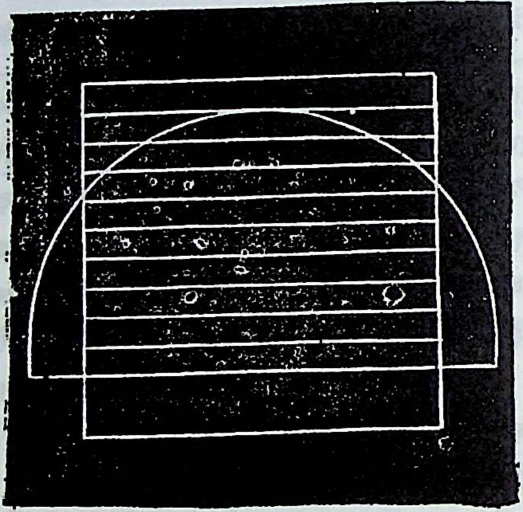

শুভাবহম্ [১] ॥ ৪ ॥ চতুরস্রীকৃতং ক্ষেত্রং পঞ্চধা বিভজেৎ সুধীঃ। ন্যসেৎ পুরস্তাদেকাংশং কোণার্দ্ধার্দ্ধপ্রমাণতঃ ॥৫॥ ভ্রাময়েত্তেন মানেন তথাস্তদপি মন্ত্রবিৎ। সূত্রযুগ্মং ততো দদ্যাৎ কুণ্ডং যোনিনিভং ভবেৎ [২] ॥ ৬ ॥ চতুরস্রীকৃতং ক্ষেত্রং দশধা বিভজেৎ সুধীঃ। একমেকং ত্যজেদংশম্ অধ ঊর্দ্ধঞ্চ তন্ত্রবিৎ। জ্যাসূত্রং পাতয়েদগ্রে তন্মানাদ্ ভ্রাময়েত্ততঃ। অর্দ্ধচন্দ্রনিভং কুণ্ডং রমণীয়মিদং ভবেৎ [৩] ॥ ৭ ॥ অগ্রে সম্মুখে

কুণ্ডকে চতুরস্রকুণ্ড বলে ; এই কুণ্ডে হোম করিলে শুভ হয়। ৩। ৪। প্রথমে একটি চতুরস্র ক্ষেত্র করিয়া সেই ক্ষেত্রকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিবে। সেই ক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকের কোণ-প্রদেশে অগ্রভাগে অর্দ্ধার্দ্ধপ্রমাণে স্থান বৃদ্ধি করিয়া দুই দুই সূত্রপাত করিয়া সূত্র ঘুরাইয়া লইবে। নিম্নেও ত্রিকোণাকারে দুই সূত্রপাত করিবে, ইহাতে যোনির ন্যায় কুণ্ড হইবে। ৫। ৬। চতুষ্কোণ একটি ক্ষেত্রকে দশভাগে বিভক্ত করিবে। তাহার পরে তন্ত্রবিৎ তাহার ঊর্দ্ধভাগে এক ভাগ এবং অধোভাগে একভাগ—দুই ভাগ ত্যাগ করিবে। অবশিষ্ট ভাগগুলির উপরে জ্যাসূত্রপাত করিয়া ঘুরাইয়া লইবে। ইহাতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার এক রমণীয় কুণ্ড হইবে। অগ্রে অর্থাৎ সম্মুখে বাম-

ত্র্যস্রকুণ্ডলম্ [৪]।

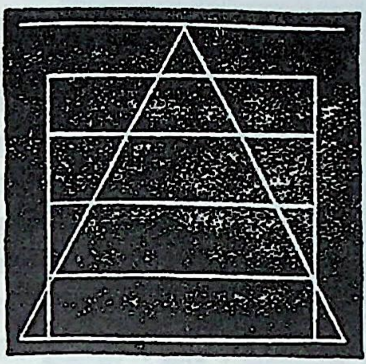

বর্ত্তুলকুণ্ডলম্ [৫]।

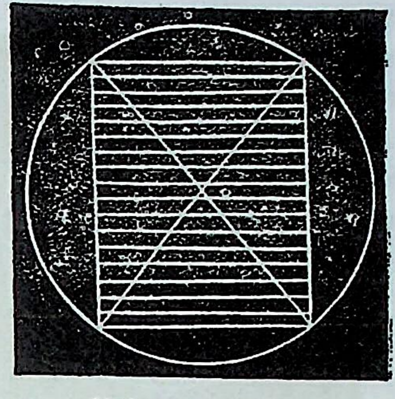

ষড়স্রকুণ্ডম্ [৬]।

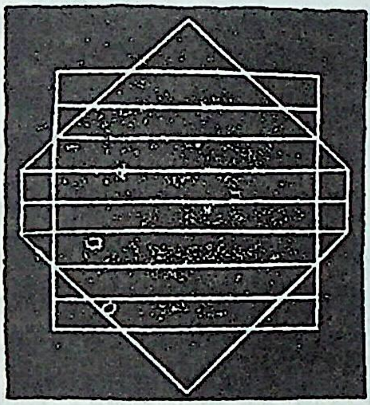

প্রক্ষিপ্তশরধনুর্ব্বদিতি ভট্টব্যাখ্যানাৎ ॥ তথাচ —জ্যাসূত্রং পাতয়েদগ্রে শরাবার্দ্ধভয়া যতঃ (১) ॥ ৮ ॥ চতুর্দ্ধা ভেদিতে ক্ষেত্রে ন্যসেদুভয়পার্শ্বয়োঃ। একৈকমংশং তন্মানাদগ্রতো লাঞ্ছয়েত্ততঃ। সূত্রত্রয়ং বুধঃ কুর্য্যাৎ ত্র্যস্রং কুণ্ডমুদাহৃতম্ [৪] ॥ ৯ ॥ অষ্টাদশাংশে ক্ষেত্রেহংশং (২) ন্যসেদেকং বহির্ব্বুধঃ। ভ্রাময়েত্তেন মানেন বৃত্তং কুণ্ডমুদাহৃতম্ [৫] ॥ ১০ ॥ অষ্টধা বিভজেৎ ক্ষেত্রং মধ্যসূত্রস্য পার্শ্বয়োঃ। ভাগং ন্যসেদেকমেকং মানেনানেন মধ্যতঃ ॥ ১১ ॥ কুর্য্যাৎ পার্শ্বদ্বয়ে মৎস্যচতুষ্কং মন্ত্রবিত্তমঃ। সূত্রষট্কং ততো দদ্যাৎ ষড়স্রং কুণ্ডমীরিতম্ [৬] ॥

প্রক্ষেপের পর সরল জ্যাযুক্ত ধনুর আকারের ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্র হইবে। ইহা রাঘবভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—আরও বলিয়াছেন শরাবের অর্দ্ধাকারে অগ্রে জ্যাসূত্রপাত করিবে। ৮। চতুষ্কোণ একটি ক্ষেত্রকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে। পরে ঐ ক্ষেত্রের উভয় পার্শ্বের অগ্র হইতে এক এক অংশে দুইসূত্র ও নিম্নে এক সূত্র পাতিত করিয়া চিহ্নিত করত একটি ত্রিকোণ করিবে, ইহাকে ত্র্যস্র কুণ্ড বলে। ৯। একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রকে আঠারভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার বাহিরে একটি কোণস্থানে সূত্রপাড় করিয়া সেই পরিমাণে ঘুরাইবে। ইহাতে বৃত্তাকার একটি কুণ্ড হইবে। ইহাকে বৃত্ত কুণ্ড বলে। ১০। একটী চতুষ্কোণ ক্ষেত্রকে সূত্রপাত দ্বারা আটভাগে

---

(১) শরাবাহভয়ো যতঃ ইতি মুদ্রিতাদর্শপাঠঃ বাকার ইবার্থে ইত্যাদিকষ্টতর পাঠোঽর্থশ্চ। অতিপ্রাচীন (খ) পুস্তকে শরাবার্দ্ধভয়া যতঃ ইতি পাঠঃ সমঞ্জসত্বাত্তু পরিগৃহীতঃ।

(২) ক্ষেত্রে তু ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

পদ্মকুণ্ডম্ [৭]।

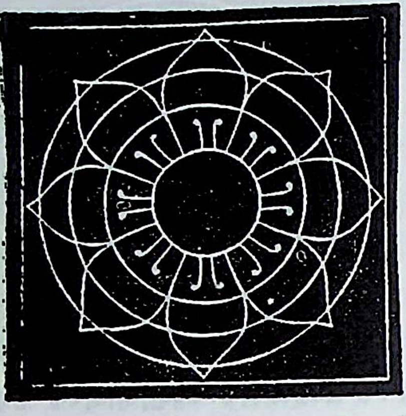

১২ ॥ চতুরস্রীকৃতং ক্ষেত্রং বিভজ্যাষ্টাদশাংশতঃ। একং ভাগং বহির্ন্যস্য ভ্রাময়েত্তেন বর্ত্তুলম্ ॥ ১৩ ॥ বৃত্তানি কর্ণিকাদীনাং বহিস্ত্রীণি প্রকল্পয়েৎ। পদ্মকুণ্ডমিদং প্রোক্তং বিলোচনমনোহরম্ [৭]। বহিরিতি মধ্যে, বহিশব্দো মধ্যবাচকঃ। অব্যয়ানামনেকার্থত্বাদিতি গুরবঃ। কর্ণিকাদীনাং বৃত্তানি বহির্ব্বহিঃ কুর্য্যাদিতি ভট্টঃ। অন্যথা মানাধিক্যাপত্তেঃ ॥ ১৪ ॥ তথা চতুরস্রেহষ্টধা ভক্তে কুর্য্যাদ্ বৃত্তচতুষ্টয়ম্। কর্ণিকাকেশরৌ মধ্যে (১) তৃতীয়ে পত্রকাণ্যথ। তদগ্রাণি চতুর্থে স্যুর্ব্বৃত্তান্যেবং প্রকল্পয়েদিতি ভট্টঃ ॥ ১৫ ॥ পূর্ব্বোক্তং বিভজেৎ ক্ষেত্রং চতুর্ব্বিংশতিভাগতঃ। একং ভাগং বহির্ন্যস্য চতুরস্রং প্রকল্পয়েৎ। অন্তঃস্থচতুরস্রস্য কোণার্দ্ধার্দ্ধপ্রমাণতঃ। বাহ্যচতুরস্রস্য কোণাভ্যাং পরিলাঞ্ছয়েৎ। দিশং প্রতি যথান্যায়মষ্টৌ সূত্রাণি পাতয়েৎ।

বিভক্ত করিবে। মধ্যসূত্রের দুইপার্শ্বে মধ্যস্থল হইতে এক এক ভাগ চিহ্নিত করিয়া দুইপার্শ্বে চারিটি মৎস্য রেখা করিবে। তাহার পরে পার্শ্বে ছয়টি সূত্রপাত দ্বারা ষট্‌কোণ কুণ্ড করিবে। ইহাকে ষড়স্র কুণ্ড বলে। ১১। ১২। একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রকে আঠারভাগে বিভক্ত করিবে। একভাগ বাহিরে রাখিয়া একটি সূত্র ঘুরাইয়া একটি বৃত্ত করিবে। কর্ণিকার মধ্যে তিনটি বৃত্ত কল্পনা করিবে। ইহাকে পদ্মকুণ্ড বলে; এই পদ্মকুণ্ড নয়ন-মনোহর হইবে। বচনে যে "কর্ণিকাদীনাং বহিঃ" এইস্থলে "বহিঃ" শব্দ আছে এই 'বহিঃ' শব্দের অর্থ 'মধ্যে'; অব্যয় শব্দের অনেক অর্থ দৃষ্ট হয় ইহা গুরুদেবের উক্তি। ভট্ট এই বচনের অর্থ করেন,—'কর্ণিকাদির তিন বৃত্ত বাহিরে করিলে, প্রমাণের আধিক্য দোষ ঘটে। ১৩।১৪। ভট্ট আরও বলেন,—চতুষ্কোণ একটি ক্ষেত্রে চারিটি বৃত্ত করিবে। তৃতীয় বৃত্তে পদ্মের দল মধ্যে ও চতুর্থবৃত্তে দলের মধ্যবর্ত্তী দুই বৃত্তে কর্ণিকা ও কেশর, অগ্র বৃত্তগুলিকে এইরূপে কল্পনা করিবে। ১৫। প্রথমে একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রকে চব্বিশভাগে বিভক্ত করিবে। এক ভাগ বাহিরে রাখিয়া মধ্যে আবার একটি চতুষ্কোণ কল্পনা করিবে। মধ্যবর্ত্তী চতুষ্কোণের কোণের অর্দ্ধার্দ্ধ প্রমাণ স্থান হইতে বহির্দ্দেশবর্ত্তী চতুষ্কোণের দুই কোণে চিহ্ন

---

(১) কর্ণিকাকেশরয়োর্মধ্যে তু ইতি আদর্শপাঠঃ অসঙ্গততয়া পরিহৃতঃ।

অষ্টাস্রকুণ্ডম্ [৮]।

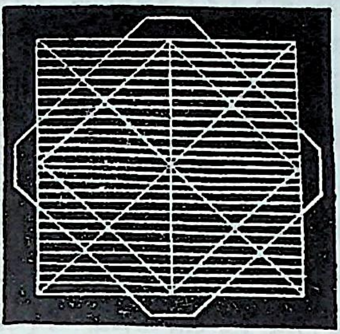

অষ্টাস্রং কুণ্ডমেতদ্ধি তন্ত্রবিদ্ভিরুদীরিতম্ [৮] ॥ ১৬ ॥ যাবান্ কুণ্ডস্য বিস্তারঃ খননং তাবদেব হি। কুণ্ডানাং যাদৃশং রূপং মেখলানাঞ্চ তাদৃশম্। কুণ্ডানাং মেখলাস্তিস্রো মুষ্টিমাত্রেণ তাঃ ক্রমাৎ এবং প্রোক্তানি কুণ্ডানি কথ্যেতে স্রুক্স্রুবৌ ততঃ ॥ ১৭ ॥ প্রকল্পয়েৎ স্রুবং যাগে বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা। শ্রীপর্ণীশিংশপাক্ষীরশাখিষ্বেকতমং গুরুঃ ॥ ১৮ ॥ গৃহীত্বা বিভজেদ্ধস্তমাত্রং ষট্ত্রিংশতা (১) পুনঃ। হস্তমাত্রং বাহুমাত্রং (২) ॥ ১৯ ॥ তথাচাগস্ত্যে,—স্রুচং বাহুপ্রমাণেন হোমার্থং বিদধীত বৈ। বিংশত্যংশৈর্ভবেৎ দণ্ডো (৩) বেদী তৈরষ্টভির্ভবেৎ ॥ ২০ ॥ একাংশেন মিতঃ কণ্ঠঃ সপ্তাংশেন মিতং মুখম্। বেদীত্র্যংশেন বিস্তারঃ কণ্ঠস্য পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২১ ॥ মুখং কণ্ঠপ্রমাণং স্যাৎ মুখে মার্গং প্রকল্পয়েৎ। কনিষ্ঠাঙ্গুলিমানেন সর্পিষো নির্গমায় চ ॥ ২২ ॥ বেদীমধ্যে বিধাতব্যা ভাগেনৈকেন কর্ণিকা। বিদধীত বহিস্তস্যা একাংশেনাভিতোঽবটম্ ॥ ২৩ ॥ তস্য খাতং ত্রিভির্ভাগৈর্ব্বৃত্তমর্দ্ধাংশতো বহিঃ। অংশেনৈকেন পরিতো দলানি পরিকল্প-

---

করিবে। প্রতিদিকে আটটি সূত্র পাত করিবে; ইহাতে অষ্টকোণ একটি কুণ্ড হইবে। তন্ত্রবিদ্গণ ইহাকে অষ্টাস্র কুণ্ড বলিয়াছেন। ১৬। কুণ্ড সকলের যেরূপ আকার, মেখলাগুলিরও তদ্রূপ আকার হইবে। প্রত্যেক কুণ্ডের তিনটি করিয়া মেখলা, ঐ মেখলা মুষ্টিপ্রমাণ হইবে। কুণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে স্রুক্ স্রুবের কথা বলা হইতেছে। ১৭। যাগকার্য্যে বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে স্রুব প্রস্তুত করিবে। গুরু, গম্ভারী, শিংশপা ও ক্ষীরিবৃক্ষের কাষ্ঠে স্রুক্ স্রুব প্রস্তুত করিবে। ঐ স্রুক্ স্রুব হস্তপ্রমাণ অথচ ছত্রিশভাগে অর্থাৎ অঙ্গুলে বিভক্ত হইবে। এস্থলে হস্তপ্রমাণ বলিয়া আবার ছত্রিশ অঙ্গুলে বিভক্ত বলাতে হস্তপ্রমাণ বলিতে বাহুপ্রমাণ বুঝিতে হইবে। ১৯। অগস্ত্যসংহিতায় তাহাই বলিয়াছেন,—হোমের নিমিত্ত বাহুপ্রমাণ স্রুক্ করিবে। স্রুকের দণ্ডটি কুড়ি অঙ্গুল প্রমাণ, স্রুকের বেদির প্রমাণ আট অঙ্গুল, কণ্ঠ একাঙ্গুল, এবং মুখ সাত অঙ্গুল হইবে। অষ্টাঙ্গুল বেদির তিনভাগে কণ্ঠ হইবে। মুখ কণ্ঠপ্রমাণ হইবে। মুখে ঘৃতনির্গমনার্থ কনিষ্ঠাঙ্গুলিপ্রমাণ পথ (ছিদ্র) রাখিবে। বেদির মধ্যস্থলের একভাগে কর্ণিকা করিবে। কর্ণিকার বাহিরে একভাগ লইয়া গর্ত্ত করিবে।

---

(১) ভাগেন (খ চি)। শ্রীপর্ণী গম্ভারী। ষট্ত্রিংশতা অঙ্গুলীভিরিতি শেষঃ (আ০ বি০)

(২) অথাচ বাহুমাত্রং হস্তস্য ষট্ত্রিংশদ্ভাগঃ কার্য্যঃ (খ.চি)।

(৩) বিংশত্যংশৈর্বিংশত্যঙ্গুলীভিঃ। দণ্ডঃ স্রুচো দণ্ডঃ। বেদী স্রুখেদী।

য়েৎ ॥ ২৪ ॥ মেখলা মুখবেদ্যোঃ স্যাৎ পরিতোঽর্দ্ধাংশমানতঃ। দণ্ডমূলাগ্রয়োঃ কুম্ভৌ গুণবেদাঙ্গুলৈঃ ক্রমাৎ ॥ ২৫ ॥ গণ্ডীযুগ্মং সমাংশং স্যাৎ (১) দণ্ডস্যানাহ ঈরিতঃ! ষড়্ভিরংশৈঃ পৃষ্ঠভাগো বেদ্যাঃ কূর্ম্মাকৃতির্ভবেৎ ॥ ২৬ ॥ হংসস্য বা হস্তিনো বা পোত্রিণো (২) বা মুখং লিখেৎ। মুখস্য পৃষ্ঠভাগেঽস্যাঃ (৩) সংপ্রোক্তং লক্ষণং স্রুচঃ ॥ ২৭ ॥ স্রুচশ্চতুর্ব্বিংশতিভির্ভাগৈরারচয়েৎ স্রুবম্। দ্বাবিংশত্যা দণ্ডমানম্ অংশৈরেতস্য কীর্ত্তিতম্ ॥২৮॥ চতুর্ভিরংশৈরানাহঃ কর্ষাজ্যগ্রাহি-(৪)তচ্ছিরঃ। অংশদ্বয়েন বিলিখেৎ পঙ্কে মৃগপদাকৃতিম্ ॥ ২৯ ॥ দণ্ডমূলাগ্রয়োর্গণ্ডী ভবেৎ কঙ্কণভূষিতা। স্রুবস্য বিধিরাখ্যাতঃ সর্ব্বতন্ত্রসমন্বিতঃ। গণ্ডী কুম্ভঃ কঙ্কণঞ্চ। গণ্ডী কঙ্কণকুম্ভয়োরিতি ভাগুরিঃ ॥ ৩০ ॥ তয়োরভাবে তু বাশিষ্ঠে—পলাশপত্রে নিশ্ছিদ্রে রুচিরে স্রুক্স্রুবৌ ততঃ (৫)। বিদধ্যাদ্ বাশ্বত্থপত্রে সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি ॥ ৩১ ॥

অথ কুণ্ডানাং বিশেষফলানি নিবন্ধে,—সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুংসাং চতুরস্রমুদাহৃতম্।

তিনভাগে গর্ত্তের খাত হইবে। খাতের বাহিরে অর্দ্ধাংশ পরিমাণে বৃত্ত করিবে। বৃত্তের চতুর্দ্দিকে একাংশ পরিমাণে দল করিবে। মুখ ও বেদির চতুষ্পার্শ্বে অর্দ্ধাংশ পরিমাণে মেখলা রাখিবে। স্রুকের দণ্ডের মূলে ও অগ্রে যথাক্রমে তিন অঙ্গুল ও চতুরঙ্গুল কুম্ভ করিবে। তাহার পরে সমান অংশে দুই গণ্ডী (কঙ্কণ) করিবে। ছয়ভাগে দণ্ডের আনাহ করিবে। বেদির পৃষ্ঠভাগ কূর্ম্মাকার হইবে। বেদির মুখের পশ্চাদ্‌ভাগে হংসের হস্তীর অথবা শূকরের মুখ অঙ্কিত করিবে। স্রুকের লক্ষণ বলা হইল। ১৮—২৭। ছত্রিশ অঙ্গুল স্রুকের চব্বিশ অঙ্গুল লইয়া স্রুব করিবে। ইহার বাইশভাগে দণ্ড হইবে। চারিভাগে আনাহ। ইহার মস্তকের পরিমাণ এরূপ হইবে—যাহাতে কর্ষ (অশীতি রক্তিকা) পরিমিত ঘৃত গ্রহণ করা যায়। দুই অংশে কর্দ্দমে মৃগের পদচিহ্ন যেরূপ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মৃগপদ অঙ্কিত করিবে। ২৮। ২৯। দণ্ডের মূল ও অগ্রভাগে কঙ্কণভূষিতা গণ্ডী হইবে। স্রুবনির্ম্মাণ প্রণালী কথিত হইল, এই বিধি সকল তন্ত্রের সম্মত। গণ্ডী শব্দের অর্থ কঙ্কণ ও কুম্ভ। ভাগুরির অভিধানেও তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। ৩০। স্রুক্স্রুব না পাইলে কি উপায় হইবে বশিষ্ঠসংহিতায় তাহা বলিয়াছেন,—সংক্ষেপ হোমস্থলে ছিদ্রহীন পলাশপত্রে অথবা অশ্বত্থপত্রে স্রুক্স্রুবের কার্য্য হইবে। ৩১।

কুণ্ডসকলের বিশেষ ফল নিবন্ধে বলিয়াছেন,—চতুরস্রকুণ্ডে হোম করিলে পুরুষের

---

(১) গণ্ডীযুগং সমাংশৈঃ স্যাৎ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। গণ্ডীযুগং কঙ্কণং (আ০ বি০)।

(২) শূকরস্য। (৩) অস্যাঃ ইত্যত্র 'স্যাৎ' ইতি পাঠঃ মুদ্রিতাদর্শপুস্তকে, অসঙ্গতত্বাৎ স পরিত্যক্তঃ। (৪) কর্ষপরিমিতঘৃতগ্রাহি (আ০-বি০)।

(৫) ততঃ ইত্যত্র তথা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ, স্মৃতৌ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

পুত্রপ্রদং যোনিকুণ্ডমর্দ্ধেন্দ্বাভং শুভপ্রদম্ ॥ ৩২ ॥ শত্রুক্ষয়করং ত্র্যস্রং বর্ত্তুলং শান্তিকর্ম্মণি। ছেদমারণয়োঃ কুণ্ডং ষড়স্রং পদ্মসন্নিভম্। বৃষ্টিদং রোগশমনং কুণ্ডমষ্টাস্রমীরিতম্ ॥ ৩৩ ॥

অথ কাম্যহোমার্থং কুণ্ডনির্ণয়ঃ। তদুক্তং সিদ্ধসারস্বতে,—শান্তৌ পুষ্টৌ তথারোগ্যে কুণ্ডঞ্চ চতুরস্রকম্। আকর্ষণে ত্রিকোণং স্যাদুচ্চাটে বর্ত্তুলং তথা। মারণে চ তথা যোগ্যং বর্ত্তুলং মন্ত্রিভিঃ সদা ॥ ৩৪ ॥ তন্ত্রান্তরে,—উদীচ্যাং পৌষ্টিকে কুণ্ডং বারুণে শান্তিকাদিষু। উচ্চাটে চানিলে কুণ্ডং যাম্যে চ মারণং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥ তথা চ,—বিপ্রাণাং চতুরস্রং স্যাদ্রাজ্ঞাং বর্ত্তুলমিষ্যতে। বৈশ্যানামর্দ্ধচন্দ্রাভং শূদ্রাণাং ত্র্যস্রমীরিতম্ ॥ ৩৬ ॥ চতুরস্রন্তু সর্ব্বেষাং কেচিদিচ্ছন্তি তান্ত্রিকাঃ। চতুরস্রে মহেশানি সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ। তথা,—সর্ব্বাধিকারিকং কুণ্ডং সর্ব্বদং চতুরস্রকম্ ॥ ৩৭ ॥

গৃহাদিকরণে হস্তনিয়মো যথা গৌতমীয়ে—রথাদি দোলিকা চৈব পোতং শকটমেব চ। মানাঙ্গুলেন কর্ত্তব্যং নান্তেনাপি কদাচন ॥ ৩৮ ॥ মুষ্ট্যরত্নিপ্রমাণানি যৎ কিঞ্চিৎ কথিতানি চ। যজমানস্য কর্ত্তব্যং নান্যস্যাপি কদাচন ॥ ৩৯ ॥ তথা,—মানক্রিয়ায়া

সকল অভিষ্ট সিদ্ধ হয়। যোনিকুণ্ডে পুত্রলাভ হয়, অর্দ্ধচন্দ্রকুণ্ড শুভপ্রদান করে এবং ত্র্যস্রকুণ্ড শত্রুনাশ করে। শান্তিকার্য্যে বর্ত্তুলকুণ্ড, ছেদনকার্য্যে ষড়স্রকুণ্ড এবং মারণকার্য্যে পদ্মকুণ্ড ব্যবহৃত হয়। অষ্টাস্রকুণ্ডে বৃষ্টি প্রদান ও রোগনিবারণ করে। ৩২।৩৩।

কাম্য হোমের জন্য কুণ্ডনির্ণয়। সিদ্ধসারস্বতে বলিয়াছেন,—শান্তি,পুষ্টি ও আরোগ্যসাধনকার্য্যে চতুরস্রকুণ্ড, আকর্ষণে ত্রিকোণকুণ্ড, উচ্চাটনে বর্ত্তুলকুণ্ড বিহিত হইয়াছে এবং সাধকগণ মারণকার্য্যেও বর্ত্তুলকুণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ৩৪। অন্যতন্ত্রে বলিয়াছেন,—পুষ্টিকর্ম্মে উত্তরদিকে, শান্তি প্রভৃতি কার্য্যে পশ্চিমে, উচ্চাটনে বায়ুকোণে, মারণকার্য্যে দক্ষিণদিকে কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। ৩৫। আরও বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণদিগের চতুরস্র কুণ্ড, ক্ষত্রিয়দিগের বর্ত্তুল কুণ্ড, বৈশ্যদিগের অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ড এবং শূদ্রদিগের ত্রিকোণকুণ্ড বিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সকলবর্ণের পক্ষেই চতুরস্রকুণ্ড বিহিত হইয়াছে। এই বিষয়ে দুর্গার প্রতি শিবের উক্তি,—হে মহেশ্বরি! চতুঃস্রকুণ্ডে সকল কার্য্য সাধন করিতে পারে। আরও বলিয়াছেন, চতুরস্রকুণ্ডে সকলকার্য্য সিদ্ধ হয়, সকলেই চতুরস্রকুণ্ডের অধিকারী। ৩৬। ৩৭।

গৃহাদি নির্ম্মাণে হস্তের নিয়ম, যথা,—গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—রথ প্রভৃতি যান, দোলিকা, নৌকা ও শকট—এই সকল দ্রব্য শাস্ত্রবিহিত অঙ্গুলিমান লইয়া করিবে, অন্যরূপ মানে করিবে না। ৩৮। মুষ্টি, অরত্নি প্রভৃতির পরিমাণ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যজমানের হস্তের মাপ লইয়া করিবে, অন্যের হস্ত লইয়া কদাচ করিবে না।

মুক্তায়ামনুক্তে মানকর্ত্তরি। মানকৃদ্ যজমানঃ স্যাদিত্যথামেষ নির্ণয়ঃ ॥ ৪০ ॥ চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলাঢ্যং হস্তং তন্ত্রবিদো বিদুঃ। কর্ত্তুর্দ্দক্ষিণহস্তস্য মধ্যমাঙ্গুলিপর্ব্বণঃ। মধ্যস্য দৈর্ঘ্যমানেন মানাঙ্গুলমুদাহৃতং (১) ॥ ৪১ ॥ (তন্ত্রান্তরে—কর্ম্মকর্ত্তুর্নিজাঙ্গুষ্ঠতির্য্যগ্-মানেন মধ্যমম্। প্রমাণাঙ্গুষ্ঠমেতত্তু সর্ব্বকর্ম্মাণি চাপরে) (২) ॥ ৪২ ॥ যজমানাসন্নিধানে পুনঃ। যবানাং তণ্ডুলৈরেকমঙ্গুলং চাষ্টভির্ভবেৎ। অদীর্ঘযোজিতৈর্হস্তশ্চতুর্ব্বিংশতিভির্ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥ বয়সোঽনুক্রমে পুনঃ—অষ্টভিস্তৈর্ভবেজ্ জ্যেষ্ঠং মধ্যমং সপ্তভির্যবৈঃ। কনিষ্ঠং ষড়্ভিরুদ্দিষ্টমঙ্গুলং মুনিসত্তমৈঃ ॥ ৪৪ ॥ (৩) সহস্রে খলু হোতব্যে কুর্য্যাৎ কুণ্ডং করাত্মকম্। দ্বিহস্তমযুতে তচ্চ লক্ষহোমে চতুষ্করম্ ॥ ৪৫ ॥ ষট্করে বেদলক্ষঞ্চাষ্টকরে দশলক্ষকম্। দশহস্তন্তু কোট্যাং বৈ হস্তসংখ্যা ব্যবস্থিতা। দশহস্তাৎ পরং কুণ্ডং নাস্তি হোমে মহীতলে ॥ ৪৬ ॥ সারদায়াং—কোট্যামষ্টকরং স্মৃতমিতি দ্রব্যস্য গুরুত্বাগুরুত্বেন বোদ্ধব্যম্। তথা—একহস্তমিতং কুণ্ডং লক্ষহোমে বিধীয়তে। অত্রাপ্যাজ্যহোমে মধু-ঘৃত-দূর্ব্বা-করবীরাদিহোমে চ বোদ্ধব্যম্ ॥ ৪৭ ॥ তথা,—

৩৯। মান লইবার কথা আছে অথচ মানকর্ত্তার উল্লেখ নাই, এরূপস্থলে যজমানই মানকর্ত্তা বুঝিতে হইবে, বিদ্বান্‌দিগের ইহাই সিদ্ধান্ত। ৪০। কর্ত্তার দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যপর্ব্বের চব্বিশ আঙ্গুলকে তান্ত্রিকগণ হস্তের মাপ বলেন এবং কর্ত্তার দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যপর্ব্বের দীর্ঘতা-পরিমাণকে অঙ্গুল-মাপ বলেন। ৪১। তন্ত্রান্তরে উল্লিখিত আছে,—কর্ম্মকর্ত্তার অঙ্গুষ্ঠকে তির্য্যগ্‌ভাবে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার মধ্যপর্ব্বের মানকে অপরে সকল কর্ম্মের অঙ্গুষ্ঠমান বলিয়া থাকেন। ৪২। যজমানের অনুপস্থিতিকালে,—আটটি যবতণ্ডুলকে পাশাপাশি রাখিয়া তাহা দ্বারা এক অঙ্গুল মান ধরা হয়, সেইরূপ চব্বিশ অঙ্গুলে এক হস্ত হয়। ৪৩। যজমানের বয়ঃক্রমের অনুসারে আট যবে এক জ্যেষ্ঠ অঙ্গুল, সাতটি যবে মধ্যম অঙ্গুল, ছয় যবে কনিষ্ঠ অঙ্গুল মুনিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৪৪। সহস্র হোমস্থলে একহস্ত কুণ্ড করিবে, অযুতহোমে দ্বিহস্ত এবং লক্ষহোমে চতুর্হস্ত কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। এইরূপ ছয় হস্ত পরিমিত কুণ্ডে চারি লক্ষ হোম ও অষ্টহস্ত কুণ্ডে দশলক্ষ হোম করিবে। কোটী হোমে দশহস্ত প্রমাণ কুণ্ড হইবে। হস্তসংখ্যা এই নিয়মে ধর্ত্তব্য। হোমকার্য্যে দশহস্তের অধিক প্রমাণ কুণ্ড নাই। ৪৫। ৪৬। সারদাতিলকে বলিয়াছেন—কোটিহোমে অষ্টহস্তপরিমিত কুণ্ড করিবে, ইহা হোমীয়দ্রব্যের গুরুত্ব ও অগুরুত্ব লইয়া বুঝিতে হইবে। আরও বলিয়াছেন—আজ্য হোমস্থলে এবং মধু,ঘৃত,দূর্ব্বা ও করবীরাদি হোমস্থলে এক লক্ষহোমে একহস্ত প্রমাণ কুণ্ড

---

(১) উদীরিতম্ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৩) কনিষ্ঠং কথিতং মানন্ত পার্শ্বেন ষড়্যবাঃ পার্শ্বসম্মিতাঃ। ইতি কাত্যায়নবচনাৎ ইতি (আ০ বি০)।

মুষ্টিমাত্রমিতং (১) কুণ্ডং শতার্দ্ধে চ প্রচক্ষতে। শতহোমেঽরত্নিমাত্রং হস্তমাত্রং সহস্রকে। দ্বিহস্তমযুতে লক্ষে চতুর্হস্তমুদাহৃতম্। দশলক্ষে তু ষড়্‌ঢ়স্তং কোট্যামষ্টকরং স্মৃতম্। একহস্তমিতে কুণ্ডে লক্ষমেকং বিধীয়তে। লক্ষাণাং দশকং যাবৎ তাবদ্ধস্তেন বর্দ্ধয়েৎ॥ ৪৮॥ দ্বিহস্তাদিকুণ্ডমানং তু গৌতমীয়ে,—পূর্ব্বপূর্ব্বস্য কুণ্ডস্য কোণসূত্রন্তু যদ্ভবেৎ। উত্তরোত্তরকুণ্ডানাং মানং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্ (২)। কর্ণসূত্রপ্রমাণেন দ্বিহস্তং কুণ্ডমাহরেৎ (৩)। সর্ব্বকুণ্ডেষু সর্ব্বত্র বর্দ্ধয়েদ্বিধিনামুনা॥ ৪৯॥ কুণ্ডকরণে বিশেষমাহ গৌতমীয়ে,—ততঃ কুণ্ডং খনেন্মন্ত্রী যথাশাস্ত্রবিধানতঃ। ত্যক্ত্বা সর্পস্য গাত্রঞ্চ শিরোদেশং প্রযত্নতঃ॥ ৫০॥ শিরোঘাতে ভবেন্মৃত্যুঃ পিণ্ডেষু পিণ্ডঘাতনম্। পুচ্ছে তু দুঃখসংভূতিঃ ক্রোড়ে সর্ব্বার্থসাধনম্॥ ৫১॥ নাগশির-আদি-নির্ণয়ো যথা—বাস্তপ্রমাণেন তু গাত্রকেণ বামেন শেতে খলু নিত্যকালম্। ত্রিভিস্ত্র মাসৈঃ পরিবৃত্য ভূমৌ তং বাস্তুনাগং প্রবদন্তি সিদ্ধাঃ॥ ৫২॥ ভাদ্রাদিকে বাসবদিক্‌শিরাঃ স্যাৎ মার্গাদিকেষু ত্রিষু যাম্যমূর্দ্ধা। প্রত্যক্‌শিরাঃ স্যাৎ খলু ফাল্গুনাদৌ

করিবে।৪৭। আরও বলিয়াছেন,—পঞ্চাশৎ হোমে মুষ্টিপ্রমাণকুণ্ড, শতহোমে অরত্নিপ্রমাণকুণ্ড, সহস্রহোমে হস্তপ্রমাণকুণ্ড, অযুতহোমে দ্বিহস্ত, লক্ষহোমে চতুর্হস্ত, দশলক্ষহোমে ছয়হস্ত এবং কোটিহোমে আটহস্ত পরিমাণ কুণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একহস্ত প্রমাণ-কুণ্ডে একলক্ষ হোম,—এইরূপ দশলক্ষ পর্য্যন্ত প্রতি লক্ষে একহস্ত করিয়া কুণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে।৪৮। গৌতমীয়তন্ত্রে দ্বিহস্তাদি কুণ্ডের পরিমাণ বলিয়াছেন,—পূর্ব্বপূর্ব্ব কুণ্ডের কোণসূত্র যে পরিমাণে হইবে, পরপর বর্দ্ধিত কুণ্ডের পরিমাণও সেইরূপ কোণসূত্রের মাপে হইবে। কোণসূত্রের পরিমাণ লইয়া দ্বিহস্ত কুণ্ড করিবে। সকল কুণ্ডেই এই নিয়মের মাপে কুণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে।৪৯।

গৌতমীয়তন্ত্রে কুণ্ড নির্ম্মাণ বিষয়ে বিশেষ কথা এই বলিয়াছেন যে, সাধক শাস্ত্র-নিয়মানুসারে যত্নপূর্ব্বক নাগের শিরোদেশ ও গাত্র পরিত্যাগ করিয়া কুণ্ড খনন করিবেন। কারণ নাগের শিরোদেশে আঘাত লাগিলে কর্ত্তার মৃত্যু, পিণ্ডস্থান উদরদেশে কুণ্ডনির্ম্মাণে পিণ্ডনাশ (দরিদ্রতা) পুচ্ছে কুণ্ডনির্ম্মাণে দুঃখের উৎপত্তি এবং ক্রোড়দেশে সকল অর্থ সিদ্ধি হয়।৫০।৫১।

নাগের মস্তক প্রভৃতি অঙ্গের নির্ণয় করিয়াছেন—যথা যিনি বাস্তুর আকারে সর্ব্বদা বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকেন,—তিন তিন মাসে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেন, সিদ্ধ পুরুষেরা তাঁহাকে বাস্তুনাগ বলেন।৫২। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই তিন মাসে নাগ পূর্ব্বশিরাঃ থাকেন; অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই তিন মাসে দক্ষিণশিরাঃ ফাল্গুন,

---

(১) অষ্টাদশাঙ্গুলোমুষ্টিররত্নিস্ত্বেকবিংশতিঃ (ক খ)। (২) মানঞ্চ তদ্দীরিতমিতি (ক) (খ) পাঠঃ, মানং তত্তদ্দীরিতমিতি (গ) পাঠঃ। (৩) উদ্ধরেদিতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ।

জ্যৈষ্ঠাদি কৌবেরশিরাঃ স নাগঃ ॥ ৫৩॥ যাবান্ কুণ্ডস্য বিস্তারঃ খননং তাবদিষ্যতে (১)। খাতাধিকে ভবেদ্রোগী খাত-হীনে ধনক্ষয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ বক্রকুণ্ডে তু সন্তাপো মরণং ছিন্নমেখলে। মেখলারহিতে শোকো হ্যধিকে বিত্তসংক্ষয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ ভার্য্যা-বিনাশকং প্রোক্তং কুণ্ডং যোন্যা বিনা কৃতম্। অপত্যধ্বংসনং প্রোক্তং কুণ্ডং কণ্ঠ-বিবর্জ্জিতম্ (২) ॥ ৫৬ ॥ সাত্ত্বিকী মেখলা পূর্ব্বা (৩) দ্বিতীয়া রাজসী স্মৃতা। তৃতীয়া তামসী প্রোক্তা মেখলানাং বিনির্ণয়ঃ ॥ ৫৭ ॥ কুণ্ডানাং মেখলাস্তিস্রো মুষ্টিমাত্রে তু তাঃ ক্রমাৎ। উৎসেধায়ামতো জ্ঞেয়া দ্ব্যেকার্দ্ধাঙ্গুলসম্মিতাঃ ॥ ৫৮ ॥ অরত্নিমাত্রকুণ্ডে তু তাস্ত্রিদ্ব্যেকাঙ্গুলাত্মিকাঃ (৪) হস্তমাত্রমিতে কুণ্ডে বেদাগ্নিনয়নাঙ্গুলাঃ ॥ ৫৯ ॥ কুণ্ডে দ্বিহস্তে তা জ্ঞেয়া রসবেদগুণাঙ্গুলাঃ। চতুর্হস্তে তু তা জ্ঞেয়া বসুতর্কযুগাঙ্গুলাঃ ॥ ৬০ ॥

চৈত্র ও বৈশাখ এই তিন মাসে পশ্চিমশিরাঃ এবং জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ এই তিন মাসে উত্তরশিরাঃ হইয়া থাকেন। ৫৩।

কুণ্ডের বিস্তারের পরিমাণ যেরূপ খননের পরিমাণও তদ্রূপ হইবে। বিস্তার-পরিমাণ হইতে খাতের পরিমাণ অধিক হইলে কর্ত্তা রোগী হইয়া থাকেন এবং বিস্তারের পরিমাণ অপেক্ষা খাতের পরিমাণ অল্প হইলে কর্ত্তার ধনক্ষয়, কুণ্ড বক্র হইলে কর্ত্তার সন্তাপ, মেখলা ছিন্ন হইলে মৃত্যু, কুণ্ডে মেখলা না থাকিলে শোক, এবং মেখলা অধিক হইলে ধনক্ষয় হইয়া থাকে। ৫৩—৫৫। যোনিবিহীন কুণ্ডে হোম করিলে ভার্য্যাবিনাশ হয়। কণ্ঠবিহীন-কুণ্ডে সন্তান নষ্ট হয়। ৫৬। কুণ্ডে তিনটি মেখলা হইবে,—প্রথম সাত্ত্বিকী মেখলা, দ্বিতীয় রাজসী মেখলা এবং তৃতীয় তামসী মেখলা। ৫৭। মুষ্টিপ্রমাণ কুণ্ডের ঐ তিন মেখলার বিস্তার ও উচ্চতা যথাক্রমে দুই এক ও অর্দ্ধ অঙ্গুল প্রমাণ হইবে। অর্থাৎ সাত্ত্বিকী মেখলা দুই অঙ্গুল, রাজসী মেখলা একাঙ্গুল এবং তামসী মেখলা অর্দ্ধাঙ্গুল হইবে। ৫৮। একাঙ্গুল হইলে অরত্নিপরিমিত কুণ্ডের তিন মেখলা ক্রমান্বয়ে তিন, দুই, এক অর্থাৎ সাত্ত্বিকীমেখলা তিন অঙ্গুলি, রাজসী মেখলা দুই অঙ্গুলি এবং তামসী মেখলা একাঙ্গুল পরিমাণে উচ্চ করিবে। একহস্তপরিমিত কুণ্ডে তিন মেখলা বেদ [৪] অগ্নি [৩] নেত্র [২] প্রমাণে অর্থাৎ সাত্ত্বিকী মেখলা চারি অঙ্গুল, রাজসী মেখলা তিন অঙ্গুল এবং তামসী মেখলা দুই অঙ্গুলিপরিমাণে উচ্চ হইবে। ৫৯। দ্বিহস্তপরিমিত কুণ্ডের তিন মেখলা ষড়ঙ্গুল, চতুরঙ্গুল ও তিন অঙ্গুল প্রমাণ অর্থাৎ সাত্ত্বিকী মেখলা ছয় অঙ্গুল, রাজসী মেখলা চারি অঙ্গুল, তামসী মেখলা তিন অঙ্গুল, চারিহস্তপরিমিত কুণ্ডের তিন মেখলা আট ছয় দুই প্রমাণে অর্থাৎ সাত্বকী মেখলা আট অঙ্গুল, রাজসী মেখলা ছয় অঙ্গুল এবং তামসী

---

(১) তাবদীরিতং (ক) (খ) (গ) পাঠঃ। (২) যৎ কণ্ঠবর্জ্জিতং (ক) (খ) পাঠঃ।
(৩) প্রথমা (খ চি)। (৪) অরত্নিমাত্রকুণ্ডে তাস্ত্রিদ্ব্যেকাঙ্গুলসম্মিতাঃ (খ) পাঠঃ।

কুণ্ডে রসকরে তাস্ত পঙ্‌ক্ত্যষ্টর্ত্বঙ্গুলাঃ ক্রমাৎ (১)। বসুহস্তমিতে কুণ্ডে ভানুপঙ্‌ক্ত্যষ্টকাঙ্গুলাঃ ॥ ৬১ ॥ দশহস্তমিতে কুণ্ডে মনুভানুদশাঙ্গুলাঃ। বিস্তারোৎসেধতো জ্ঞেয়া মেখলাঃ সর্ব্বতো বুধৈঃ ॥ ৬২ ॥ হোতুরগ্রে যোনিরাসামুপর্য্যশ্বত্থপত্রবৎ। মেখলানাং ভবেদন্তঃ (২) পরিতো নেমিরঙ্গুলা ॥ ৬৩ ॥ একহস্তস্য কুণ্ডস্য বর্দ্ধয়েৎ তাঃ ক্রমাৎ সুধীঃ। দশহস্তান্তমন্যেষামর্দ্ধাঙ্গুলবশাৎ পৃথক্। একহস্তস্য একহস্তান্তস্য। নাভিযোন্যোরেকমানস্য দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৬৪ ॥ গৌতমীয়ে—প্রথমে মেখলে যোনিং কুণ্ডোষ্ঠং হোতুরগ্রতঃ। কুর্য্যাদ্ গজোষ্ঠবত্তাস্তু কুণ্ডবিৎ সর্ব্বলক্ষণাম্ ॥ ৬৫ ॥ মুষ্ট্যরত্ন্যেকহস্তানাং কুণ্ডানাং যোনিরীরিতা। ষট্‌চতুর্দ্ব্যঙ্গুলায়ামবিস্তারোন্নতিশালিনী ॥ ৬৬ ॥ একাঙ্গুলন্তু যোন্যগ্রং কুর্য্যাদীষদধোমুখম্। একৈকাঙ্গুলতো যোনিং কুণ্ডেষ্বন্যেষু বর্দ্ধয়েৎ। যবদ্বয়প্রমাণেন যোন্যগ্রমপি বর্দ্ধয়েৎ ॥ ৬৭ ॥ গণেশবিমর্ষিণ্যাম্,—মেখলানাং বহিঃস্থানং স্থলমিত্যভিধীয়তে। চতুরস্রস্থলারব্ধং নালং মধ্যে সরন্ধ্রকম্। স্থূলমূলন্তু সূক্ষ্মাগ্রং তন্নালং স্যান্মনোহরম্। বাহস্থমেখলাবাহ্যস্থলাদা-

---

মেখলা দুই অঙ্গুল উচ্চ হইবে। ৬০। এইরূপ ছয়হস্তপরিমিত কুণ্ডের পঙ্‌ক্তি [১০] অষ্ট ও ঋতু [৬] অঙ্গুল অর্থাৎ দশ অঙ্গুল, আট অঙ্গুল এবং ছয় অঙ্গুল; অষ্টহস্তপরিমিত কুণ্ডের দ্বাদশ অঙ্গুল, দশ অঙ্গুল ও অষ্ট অঙ্গুল এবং দশহস্তপরিমিত কুণ্ডের মনু অর্থাৎ চতুর্দ্দশাঙ্গুল, ভানু অর্থাৎ দ্বাদশাঙ্গুল ও দশাঙ্গুল পরিমাণে সাত্ত্বিকাদি মেখলার উচ্চতা জানিবে। মেখলার বিস্তার ও উচ্চতা দেখিয়া সাত্ত্বিকাদি বুঝা যাইবে।৬১।৬২। হোতার সম্মুখে মেখলা সকলের উপরিভাগে অশ্বত্থপত্রাকার যোনি করিতে হইবে। মেখলার মধ্যে অঙ্গুল প্রমাণ নেমি করিবে। এক হস্ত পর্য্যন্ত অর্থাৎ মুষ্টিপরিমিত, অরত্নি পরিমিত ও একহস্তপরিমিত কুণ্ডের মেখলা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিবে। দ্বিহস্ত হইতে দশহস্ত পর্য্যন্ত কুণ্ডের মেখলা অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমাণে বর্দ্ধিত করিবে। নাভি ও যোনির পরিমাণ একরূপ হইবে, ইহা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—এই কারণে কুণ্ডানুসারে মেখলার প্রমাণ বৃদ্ধি অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা নাভি ও যোনির পরিমাণ একরূপ থাকে না। ৬৩।৬৪। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—কুণ্ডশাস্ত্রবিশারদ প্রথমে দুইটি মেখলা করিয়া পরে হোতার সম্মুখে কুণ্ডের ওষ্ঠস্বরূপ গজোষ্ঠের ন্যায় সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত যোনি করিবে। ৬৫। মুষ্টিপরিমিত, অরত্নিমাত্র ও হস্তপ্রমাণ এই ত্রিবিধ কুণ্ডের যোনি যথাক্রমে ছয় অঙ্গুল চতুরঙ্গুল ও দুই অঙ্গুল পরিমাণে বিস্তৃত ও উন্নত হইবে। ৬৬। যোনির অগ্রভাগ একাঙ্গুল এবং কিঞ্চিৎ অধোমুখ করিবে। অন্যান্য কুণ্ডের যোনি একাঙ্গুল হইতে বর্দ্ধিত করিবে। এবং যোনির অগ্রভাগ দুই যবের মাপে বর্দ্ধিত করিবে। ৬৭। গণেশবিমর্ষিণী তন্ত্রে বলিয়াছেন, মেখলার বহিঃস্থানকে স্থল বলে। চতুরস্র স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যভাগে

---

(১) পঙ্‌ক্ত্যষ্টর্ত্বঙ্গুলক্রমাৎ (ক) (খ) পাঠঃ। (২) খাতাদেকাঙ্গুলং ত্যক্ত্বা (খ) পাঠঃ।

রভ্য কারয়েৎ ॥ ৬৮ ॥ তথা—স্থলাদারভ্য নালং স্যাৎ যোন্যা মধ্যে সরন্ধ্রকম্। সরন্ধ্রকমিত্যুভয়ত্র সম্বধ্যতে ॥ ৬৯ ॥ তদুক্তং গৌতমীয়ে—স্থলাদারভ্য নালং স্যাৎ সরন্ধ্রং যোনিমধ্যতঃ। সূক্ষ্মাগ্রং স্থূলমূলন্তু সরন্ধ্রং নালমিষ্যতে ॥ যোন্যা মধ্যে বিলং কুর্য্যাত্তদাজ্যগ্রাহিসংজ্ঞকম্। মধ্যতো মধ্যপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥ তথা বশিষ্ঠে—পৃষ্ঠোন্নতা গজোষ্ঠীব সাচ্ছিদ্রা মধ্যমোন্নতা। সরন্ধ্রমিতি মধ্যমেখলায়ামিত্যর্থঃ। তথা চ—নালমেখলয়োর্মধ্যে পরিধেঃ স্থাপনায় চ। রন্ধ্রং কুর্য্যাত্ততো বিদ্বান্ দ্বিতীয়মেখলোপরি ॥ ৭১ ॥ পরিধিস্তু,—বাহুমাত্রাঃ পরিধয় ঋজবঃ সত্বচোঽব্রণাঃ। (ত্রয়ো ভবন্ত্যশীর্ণাগ্রা একেষান্তু চতুর্দ্দিশম্) (১)। মুষ্ট্যরত্ন্যেকহস্তানাং নাভিরুৎসেকভাবতঃ (২)। নেত্রবেদাঙ্গুলোপেতা কুণ্ডেষন্যেষু বর্দ্ধয়েৎ। যবদ্বয়ক্রমেণৈব নাভিং পৃথগুদারধীঃ। যোনিকুণ্ডে যোনিমজকুণ্ডে নাভিঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। নাভিক্ষেত্রং ত্রিধা ভিত্বা (৩) মধ্যে কুর্ব্বীত কর্ণিকাম্। বহিরংশদ্বয়েনাষ্টৌ পত্রাণি পরিকল্পয়েৎ ॥ ৭২ ॥ নবকুণ্ডপক্ষে যোনিনিয়ম-

সরন্ধ্র অর্থাৎ ছিদ্রযুক্ত নাল করিবে; ঐ নালের মূলদেশ স্থূল ও অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হইলে উহা মনোহর হইবে। ঐ নাল বহিঃস্থিত মেখলার বহিঃস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। ৬৮। আরও বলিয়াছেন,—স্থল অর্থাৎ মেখলার বহিঃস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া যোনির মধ্যদেশ পর্য্যন্ত সরন্ধ্র নাল করিবে। নালের উভয় মুখে সরন্ধ্র এই কথাটির সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। ৬৯। এ বিষয়ে গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন, স্থল অর্থাৎ মেখলার বহিঃস্থান হইতে সরন্ধ্র ভাবে নাল হইবে। ঐ নালের মূলদেশ স্থূল ও অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হইবে, মূল ও অগ্র উভয় স্থানেই রন্ধ্র থাকিবে। যোনির মধ্যদেশেও একটি গর্ত্ত হইবে, উহাকে আজ্যগ্রাহী বলে অর্থাৎ উহাতে ঘৃত নিপতিত হইবে। ৭০। বশিষ্ঠসংহিতায় আরও বলিয়াছেন—যোনির পৃষ্ঠদেশ ও মধ্যদেশ গজোষ্ঠবৎ উন্নত হইবে এবং মধ্যদেশে ছিদ্র থাকিবে। এস্থলে সরন্ধ্র বলিতে মধ্য মেখলাই বুঝিতে হইবে। প্রমাণেও তাহাই আছে যথা,—নাল ও মেখলার মধ্যদেশে পরিধিস্থাপন করিবার জন্য দ্বিতীয় মেখলার উপরে ছিদ্র রাখিবে। ৭১। পরিধির প্রমাণ,—পরিধি বাহুপ্রমাণ সরল হইবে। উহার ত্বক্ থাকিবে। উহা ব্রণরহিত হইবে। নাল, মেখলা ও পরিধি তিনটির অগ্রভাগ চতুর্দ্দিকে অশীর্ণ থাকিবে। ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। মুষ্টি পরিমিত, অরত্নি পরিমিত ও এক হস্ত পরিমিত কুণ্ডের নাভি বিস্তারে দুই অঙ্গুলি বা চারি অঙ্গুল পরিমাণে রাখিবে। মহাবুদ্ধি সাধক অন্য সকল কুণ্ডে দুই যব পরিমাণে নাভি বর্দ্ধিত করিবে। যোনিকুণ্ডে যোনি ও পদ্মকুণ্ডে নাভি রাখিবে না। নাভিক্ষেত্রকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যস্থলে কর্ণিকা করিবে। বাহিরে দুই ভাগে

---

(১) (ক) (খ) (গ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) উৎসেধভাবতঃ বিস্তারতঃ (খ চ)। উৎসেধবিস্তৃতা ইতি তিথিতন্ত্রে পাঠঃ। (৩) ভিত্বা ইত্যত্র কৃত্বা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ সাধুঃ।

মাহ সিদ্ধান্তশেখরে—ইন্দ্রাগ্নিযমদিক্কুণ্ডে যোনিঃ সৌম্যমুখী স্মৃতা। যোনিঃ পূর্ব্বমুখান্যেষু পূর্ব্বেশামুত্তরা মতা। হস্তমাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি। অঙ্গুলোৎসেধসংযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ। আদায় দক্ষিণে পাণৌ স্রুবং ত্রিমধুরং হবিঃ। প্রাঙ্মুখো বহ্নিজায়ান্তে জুহুয়ান্ন্যুব্জপাণিনা। নমোঽন্তে ন নমো দদ্যাৎ স্বাহান্তে দ্বিঠমেব চ। পূজায়ামাহুতৌ চৈব (১) সর্ব্বত্রায়ং বিধিঃ স্মৃতঃ। নমোঽস্ত ইতি পৌরাণিকমন্ত্রপরম্॥ ৭৩॥ তথা চ ব্রহ্মপুরাণম্।—ওঙ্কারাদিসমাযুক্তং নমস্কারান্ত-কীর্ত্তিতম্। স্বনাম সর্ব্বসত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে। যথা ইদং পাদ্যম্ ওঁ আদিত্যায় নমঃ। ইদমর্ঘ্যম্ ওঁ আদিত্যায় নমঃ ইত্যাদি। (দ্রব্যাদীনি সমুল্লিখ্য পশ্চাদুল্লেখয়েৎ সুরানিত্যাদি বচনাৎ।) (৩) ন তু ওঁ আদিত্যায় নমঃ, এতৎ পাদ্যং সূর্য্যায় নমঃ ইত্যাদি॥ ৭৪॥ তান্ত্রিকে নায়ং নিয়মঃ, অর্ঘ্যাদৌ বৈষম্যং স্যাৎ। মন্ত্রেণোঙ্কারপূতেন স্বাহান্তেন বিচক্ষণঃ। স্বাহাবসানে জুহুয়াৎ ধ্যায়ন্ বৈ মন্ত্রদেবতাম্। ওঙ্কারপূতেনেত্যাদি ইদমপি বৈদিকমন্ত্রপরম্ অন্যথা

আটটি করিয়া পত্র রচনা করিবে। ৭২। সিদ্ধান্তশেখরে নবকুণ্ডের যোনিনিয়ম বলিয়াছেন,—পূর্ব্বদিক্, অগ্নিকোণ ও দক্ষিণ দিকের কুণ্ডে উত্তরমুখী যোনি করিবে। অন্য সকল কুণ্ডে পূর্ব্বমুখী যোনি করিবে। পূর্ব্ব ও ঈশানকোণের মধ্যস্থিত নবকুণ্ডেও উত্তরমুখ যোনি করিবে।

অথবা সংক্ষেপ হোম স্থলে কুণ্ডের পরিবর্ত্তে একহস্ত পরিমিত স্থণ্ডিল করিবে। ঐ স্থণ্ডিল এক অঙ্গুল উচ্চ হইবে। চারিদিকে চতুষ্কোণ হইবে। দক্ষিণ হস্তে ত্রিমধুযুক্ত হবি লইয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া মন্ত্রের অন্তে স্বাহা শব্দ প্রয়োগকরত অধোমুখ হস্তে হোম করিবে। পূজাস্থলে যে মন্ত্রের অন্তে 'নমঃ' আছে তাহার অন্তে আর 'নমঃ' যোগ করিবে না, হোমস্থলে যাহার অন্তে স্বাহা আছে তাহার অন্তে আর স্বাহা যোগ করিবে না। পূজা ও আহুতি বিষয়ে সর্ব্বত্র এই নিয়ম। পৌরাণিক মন্ত্রের অন্তে 'নমঃ' শব্দ যোগ করিবার ব্যবস্থা। ৭৩। ব্রহ্মপুরাণে তাহাই বলিয়াছেন,—আদিতে ওঙ্কার ও অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিলে সকল নামই মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন "ওঁ আদিত্যায় নমঃ" দেয় দ্রব্য ইহার অগ্রে উল্লেখ করিবে; কারণ প্রমাণে আছে,—অগ্রে দেয় দ্রব্য উল্লেখ করিয়া পরে দেবতার নাম উল্লেখ করিবে। "য।এতৎ পাদ্যং ওঁ আদিত্যায় নমঃ"। ওঁ আদিত্যায় নমঃ এতৎ পাদ্যং" এরূপ বলিবে না। ৭৪। তান্ত্রিক কার্য্যে মন্ত্রান্তে সর্ব্বত্র নমঃ যোগ নিয়ম নহে, তাহা হইলে অর্ঘ্যাদিতে বৈষম্য ঘটে। হোমকার্য্যে অগ্রে ওঙ্কার ও অন্তে স্বাহা শব্দ প্রয়োগ করিয়া মন্ত্রময়ী দেবতাকে ধ্যান করত স্বাহা উচ্চারণের পর হোম করিবে। ইহা বৈদিক মন্ত্রবিষয়ে জানিবে।

---

(১) চাপি ইতি-(ক) (খ) পাঠঃ। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

মন্ত্রান্তরপ্রসঙ্গঃ (১) তেন স্বাহান্তমন্ত্রে স্বাহান্তরং ন বক্তব্যম্ ॥ ৭৫ ॥ স্রুবস্থ পঞ্চাঙ্গুলং ত্যক্ত্বা শঙ্খমুদ্রয়া ধারণম্ ॥ তদাহ—পঞ্চাঙ্গুলং বহিস্ত্যক্ত্বা ধারয়েৎ শঙ্খমুদ্রয়েতি ॥ ৭৬ ॥ যত্র হোমসংখ্যা নোক্তা তত্র চ—সংখ্যাঽনুক্তৌ শতং সাষ্টং সহস্রং (২) বা জপাদিষু অনুক্তে তু হবির্দ্রব্যে তিলাজ্যং হবিরুচ্যতে ॥ ৭৭ ॥

অথ নিত্যহোমঃ। তদুক্তং সোমভুজগাবল্যাং,—নাজপ্তঃ সিধ্যতে মন্ত্রো নাহুতশ্চ ফলপ্রদঃ। নানিষ্টো যচ্ছতে কামান্ তস্মাত্রিতয়মর্চ্চয়েৎ। পূজয়া লভতে পূজাং জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ। বিভূতিঞ্চাগ্নিকার্য্যেণ সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥৭৮॥ নীলতন্ত্রেঽপি—নিত্যহোমং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বার্থং যেন বিন্দতি। সপর্য্যাং সম্যগাপাদ্য বলিপূর্ব্বং চরেদ্বিধিম্। ততো হোমং তর্পণঞ্চ চরেৎ সাধকসত্তমঃ! বলিবৈশ্বাদিকঞ্চৈব ব্রাহ্মণঃ সমুপাচরেৎ ॥ ৭৯ ॥ (অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য তিস্রো রেখাঃ সমালিখেৎ) (৩)। বিধিবদগ্নিমানীয় ক্রব্যদেভ্যো নমস্তথা। মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলেঽপি বা। ভূমৌ বা সংস্তরেদ

সর্ব্বসাধারণ মন্ত্র বলিলে ওঙ্কারাদি স্বাহান্ত পৃথক্ এক মন্ত্র হইয়া পড়ে। সুতরাং স্বাহান্ত মন্ত্রে হোমস্থলে আর পৃথক্ স্বাহা বলিতে হইবে না ॥ ৭৫ ॥ হোমকালে স্রুবের মূলভাগের পঞ্চাঙ্গুল ত্যাগ করিয়া শঙ্খমুদ্রাদ্বারা স্রুবধারণ করিতে হয়। তাহার প্রমাণ “বাহিরে পঞ্চাঙ্গুল ত্যাগ করিয়া শঙ্খমুদ্রাদ্বারা স্রুবধারণ করিবে।”। ৭৬। যেস্থলে হোমে সংখ্যা নির্দ্দেশ নাই, সেস্থলে জপাদিবিষয়ে অষ্টোত্তরশত বা অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যা গ্রহণ করিবে, এই প্রমাণানুসারে কার্য্য করিবে। যেস্থলে হোম দ্রব্যের উল্লেখ নাই, সেস্থলে সতিলঘৃতই হোমদ্রব্য। ৭৭।

অতঃপর নিত্যহোমবিধি কথিত হইতেছে।—সোমভুজগাবলীগ্রন্থে তাহা বলিয়াছেন,—জপ না করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না, হোম না করিলে মন্ত্র কোন ফল প্রদান করে না এবং অপূজিত মন্ত্র অভিলাষ পূর্ণ করে না; অতএব যত্নপূর্ব্বক জপ হোম ও পূজা করিবে। পূজা দ্বারা পূজালাভ, মন্ত্র-জপ দ্বারা সিদ্ধি লাভ এবং হোম কার্য্যে সকল প্রকার সম্পত্তি ও সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৭৮। নীলতন্ত্রেও বলিয়াছেন,—যাহা দ্বারা সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় সেই নিত্য হোমের বিষয় বলিব। যথানিয়মে দেবতার পূজা করিয়া বলিপ্রদানপূর্ব্বক হোম ও তর্পণ করিবে। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন বলিবৈশ্বাদি কর্ম্ম করিবেন। ৭৯। প্রথমে অর্ঘ্যোদকদ্বারা কুণ্ড বা স্থণ্ডিল প্রোক্ষণ করিয়া সেই স্থানে তিনটি রেখা অঙ্কিত করিবে। অনন্তর যথানিয়মে অগ্নি আনয়ন করিয়া “ওঁ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে কিঞ্চিৎ অগ্নি পরিত্যাগ করিবে। তাহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কুণ্ড, স্থণ্ডিল অথবা ভূমিতে অগ্নি স্থাপন করিবে। তাহার পরে “ওঁ ভূঃ স্বাহা”,

---

(১) প্রসঙ্গাৎ (ক) (খ) পাঠঃ।

(২) হুনেৎ সাষ্টসহস্রং ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৩) বন্ধনীপাঠঃ (খ, পুস্তকে নাস্তি।

স্বহিং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভয়েন চ। স্বাহান্তেন ত্রিধা হুত্বা ষড়ঙ্গহবনং চরেৎ। ততো দেবীং সমাবাহ্য মূলেন ষোড়শাহুতিম্। হুত্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্য বিসৃজেদিন্দুমণ্ডলে ॥ ৮০ ॥ শ্যামাদৌ বিশেষঃ।—ভৈরবাংশ্চ হুনেদষ্টৌ আজ্যান্বিততিলৈঃ শুভৈঃ। পূর্ব্বাদিদিক্ক্রমেণৈব ততো হোমং সমাচরেৎ ॥ ৮১ ॥

অথ সংক্ষেপহোমপ্রয়োগঃ।—কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে বাপি বীক্ষণাদিভিঃ সংস্কৃতে ॥ ১ ॥ তথা চ—বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ শরেণ তাড়নং মতম্। তেনৈব প্রোক্ষণং প্রোক্তং বর্ম্মণাভ্যুক্ষণং মতম্ ॥ ২ ॥ প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ তিস্রো রেখাঃ সমালিখেৎ ॥ ততো মূলমুচ্চার্য্য "কুণ্ডায় নমঃ" ইতি সংপূজ্য প্রাগগ্রা উদগগ্রাস্তিস্রস্তিস্রো রেখাঃ কর্ত্তব্যাঃ। প্রাগগ্রেষু মুকুন্দেশপুরন্দরান্ প্রাদক্ষিণ্যেন সংপূজ্য উদগগ্রেষু ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দূন্ পূজয়েৎ ॥ ৩ ॥ সুন্দরীপক্ষে তু সর্ব্বত্র (১) ষট্‌তারীপ্রয়োগঃ। ষট্‌তারী চ—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ব্রহ্মণে (২) নমঃ। এবংক্রমেণ পূজয়েৎ ॥ ৪ ॥ তথা ব্রহ্মসংহিতায়াং হোমকাণ্ডে—ঐশান্যাং বেদিকাং হস্তবিস্তারোন্নতিশালিনীম্। কৃত্বাস্মিন্ স্থাপয়েৎ কুম্ভং যথোক্ত-

"ওঁ ভুবঃ স্বাহা", "ওঁ স্বঃ স্বাহা", এই তিন ব্যাহৃতি দ্বারা তিনটি আহুতি প্রদান করিয়া দেবতার ষড়ঙ্গমন্ত্রে ছয়টি আহুতি দিবে। তাহার পরে দেবতাকে আবাহন করত মূলমন্ত্রে ষোলটি আহুতি প্রদান করিয়া যথানিয়মে হোম করিবে এবং হোমের পর স্তুতিপাঠ ও নমস্কার করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে দেবতাকে বিসর্জ্জন করিবে। ৮০। শ্যামাদি দেবতার হোমে বিশেষ এই যে, অগ্রে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে অসিতাঙ্গ প্রভৃতি অষ্ট ভৈরবকে সতিলঘৃত দ্বারা আটটি আহুতি প্রদান করিয়া পরে প্রকৃত হোম করিবে। ৮১।

অনন্তর সংক্ষেপে হোম-প্রয়োগ বলা যাইতেছে,—কুণ্ড অথবা স্থণ্ডিল নির্ম্মাণপূর্ব্বক বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্কার করিবে। ১। প্রমাণে বলিয়াছেন,—বীক্ষণাদি বলিতে,—মূলমন্ত্রে স্থণ্ডিলাদি অবলোকন, 'ফট্' এই মন্ত্রে তাড়ন, মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ এবং হুং মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে এবং পূর্ব্বাগ্র ও উত্তরাগ্র তিন রেখা করিবে। ২। বীক্ষণাদি করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "কুণ্ডায় নমঃ" এই মন্ত্রে কুণ্ডপূজা করিয়া পূর্ব্বাগ্র ও উত্তরাগ্র তিন তিন রেখা করিবে। পূর্ব্বাগ্র তিন রেখাতে দক্ষিণাদিক্রমে "ওঁ মুকুন্দায় নমঃ", "ওঁ ঈশায় নমঃ," এবং "ওঁ পুরন্দরায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে এবং উত্তরাগ্র তিন রেখাতে ঐরূপ "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ", "ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ", এবং "ওঁ ইন্দবে নমঃ", এই মন্ত্রে পূজা করিবে। ৪। সুন্দরীবিষয়ক হোমে ঐ সকল মন্ত্রের পূর্ব্বে ষট্‌তারী মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। ষট্‌তারীমন্ত্র যথা,—"ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ মুকুন্দায় নমঃ" ইত্যাদি "ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ" এইরূপ নিয়মে পূজা করিবে। ৪। ব্রহ্মসংহিতার হোমকাণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মণ্ডপের ঈশানকোণে একহস্ত বিস্তৃত

---

(১) সর্ব্বত্র মুকুন্দাদিপূজায়াম্। (২) ব্রহ্মণে ইত্যত্র মুকুন্দায় ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

ক্রমযোগতঃ। তত্র সম্পূজয়েদ্দেবং যথাবিধ্যুপচারকৈঃ। ততো হোমং প্রকুর্ব্বীত দেবতাসন্নিধানতঃ ॥ ৫ ॥ ততঃ কুণ্ডমধ্যে ষট্‌কোণবৃত্তত্রিকোণং তদ্বহিরষ্টদলপদ্মং তদ্বহিশ্চতুরস্রং চতুর্দ্বারসমেতং লিখিত্বা তদুপরি মূলেন পুষ্পাঞ্জলীন্ দদ্যাৎ, সুন্দরীপক্ষে তু বালয়া (১) ॥ ৬ ॥ ততঃ সর্ব্বাণি প্রণবেনাভ্যুক্ষ্য বহ্নের্যোগপীঠমর্চ্চয়েৎ। তদ্‌যথা—কর্ণিকোপর্য্যাধারশক্ত্যাদীন্ সংপূজ্যাগ্ন্যাদিকোণচতুষ্কেষু ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ এবং জ্ঞানায় বৈরাগ্যায় ঐশ্বর্য্যায়। পূর্ব্বাদিদিক্ষু অধর্ম্মায় অজ্ঞানায় অবৈরাগ্যায় অনৈশ্বর্য্যায়। মধ্যে ওঁ অনন্তায় এবং পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ততঃ কেশরেষু পূর্ব্বাদিতো মধ্যে চ ওঁ পীতায়ৈ নমঃ এবং শ্বেতায়ৈ নমঃ অরুণায়ৈ নমঃ কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ তীব্রায়ৈ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ রুচিরায়ৈ জ্বালিন্যৈ। ততো রং বহ্ন্যাসনায় নমঃ ॥ ৭ ॥ ততো "বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্ (২)। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাম্।" ইতি ধ্যাত্বা ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বরায় নমঃ ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ ইতি মন্ত্রেণ পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্য সূর্য্যকান্তাদিসংভূতং শ্রোত্রিয়গেহজং বা বহ্নিমানয়েৎ। সুন্দরীপক্ষে তু কামেশ্বরং কামেশ্বরীং পূজয়েৎ (৩)॥

এবং একহস্ত উচ্চ বেদী করিয়া সেই বেদীর উপর যথানিয়মে ঘট স্থাপন করিয়া সেই ঘটে যথাসম্ভব উপচার দ্বারা দেবতার পূজা করিবে। তাহার পরে দেবতার সন্নিধানে হোম করিবে। ৫। অনন্তর কুণ্ডমধ্যে ষট্‌কোণ, তাহার বাহিরে বৃত্ত, ত্রিকোণ ও তাহার বাহিরে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করত তাহার বাহিরে চতুর্দ্বার-সংযুক্ত চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। সুন্দরীপক্ষে বালাবীজ দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিবে। ৬। অনন্তর প্রণব উচ্চারণ দ্বারা হোমীয় দ্রব্য সকল অভ্যুক্ষণ করিয়া বহ্নির যোগপীঠ পূজা করিবে। যথা কর্ণিকার উপরে আধারশক্তি প্রভৃতির পূজা করিয়া অগ্নি প্রভৃতি চারিকোণে 'ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ' 'ওঁ জ্ঞানায় নমঃ' 'ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ' 'ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ' এই চারিদেবতার পূজা করিয়া পূর্ব্বাদি চারিদিকে 'ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ' 'ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ' 'ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ' ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ' এই চারিদেবতার পূজা করিবে। মধ্যস্থলে 'ওঁ অনন্তায় নমঃ' ইত্যাদি উপরিলিখিত দেবতার পূজা করিয়া পদ্মের কেশরে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে ও মধ্যস্থলে 'ওঁ পীতায়ৈ নমঃ' ইত্যাদি উপরি লিখিত নয়টি দেবতার পূজা করিবে। পরে "রং বহ্ন্যাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। ৭। পরে বাগীশ্বরযুক্তা বাগীশ্বরীকে "ওঁ বাগীশ্বরীং" ইত্যাদি উপরি লিখিতরূপে ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বরায় নমঃ," "ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি মণি হইতে উৎপন্ন অথবা শ্রোত্রিয়গৃহজাত অগ্নি আনয়ন করিবে।

---

(১) ঐং ক্লীং সৌঃ ইতি মন্ত্রেণ।

(২) নীলেন্দীবরসন্নিভামিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৩) বাগীশ্বরবাগীশ্বরীস্থানে ইতি শেষঃ।

৮। গৌতমীয়ে—পাষাণভবমগ্নিঞ্চ যদি বারণিসম্ভবম্। শ্রোত্রিয়াগ্নিং গেহজঞ্চ বনস্থং বাথবা হরেৎ ॥ ৯ ॥ (১) নিরগ্নিব্রাহ্মণাল্লব্ধো হ্যর্দ্ধলাভকরো ভবেৎ। ক্ষত্রা-দ্বহ্নেশ্চতুর্থাংশং (২) ফলং দদ্যাদ্ধুতাশনঃ। বৈশ্যাচ্ছূদ্রাচ্চ বিফলং জায়তে হোমকর্ম্ম তৎ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বহ্নিযুক্তং সমাহরেৎ ॥ ১০ ॥ তন্ত্রান্তরে—দ্বিজাতিভবনা-দ্বাপি বহ্নিমানীয় সাধকঃ। বৌষড়ন্তেন মূলেন মন্ত্রিতং তং বিলোকয়েৎ। অগ্নিমাবা-হয়েদস্ত্রমন্ত্রেণ তদনন্তরম্। হুঁফড়ন্তেন মূলেন ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ ॥ ১১ ॥ ততঃ ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ। চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ বামায়ৈ নমঃ। এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ রৌদ্র্যৈ অম্বি-কায়ৈ। ততো মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ ইতি কুণ্ডং সংপূজ্য তদধো বাগীশ্বরীং (৩) তত্তদ্দেবতারূপাম্ ঋতুমতীং ধ্যাত্বা যথোক্তং বহ্নিমানীয় বীক্ষণাদিভিঃ সংস্কৃত্য রমিতি তস্মাদ্বহ্নিমুদ্ধৃত্য মূলমুচ্চার্য্য হুং ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা ইত্যনেন ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজ্য বহ্নিমন্ত্রেণ সংরক্ষ্য হুমিত্যবগুণ্ঠ্য বমিতি ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্য বাহুভ্যাং সমুদ্ধৃত্য

সুন্দরীপক্ষে বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরী স্থলে কামেশ্বর ও কামেশ্বরীর পূজা করিবে। ৮। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—হোমের জন্য প্রস্তর (চকমুকি পাথর) হইতে উৎপন্ন, অরণি কাষ্ঠের ঘর্ষণে জাত, শ্রোত্রিয় সাগ্নিক ব্রাহ্মণের গৃহস্থিত অথবা অরণ্যস্থিত অগ্নি আনয়ন করিবে। ৯। নিরগ্নি ব্রাহ্মণের নিকট অগ্নি গ্রহণ করিয়া হোম করিলে হোমের অর্দ্ধ ফল হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় হইতে অগ্নি লইয়া হোম করিলে চতুর্থাংশ ফল লাভ হয় এবং বৈশ্য কিংবা শূদ্রের নিকট অগ্নি লইয়া হোম করিলে সেই হোম নিষ্ফল হইয়া থাকে। অতএব হোমের জন্য যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত বহ্নি আহরণ করিবে। ১০। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে অগ্নি আনিয়া মূলমন্ত্রের অন্তে বৌষট্ যোগ করিয়া সেই মন্ত্রে ঐ অগ্নি অভিমন্ত্রিত করিয়া অবলোকন করিবে। অনন্তর "ফট্" এই মন্ত্রে অগ্নির আবাহন করিয়া মূলমন্ত্রের অন্তে "হুং ফট্" যোগ করিয়া সেই মন্ত্রে উক্ত অগ্নি হইতে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করিবে। ১১ তাহার পরে "ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ" এই বলিয়া পূজা করিয়া চতুর্দ্দিকে "ওঁ বামায়ৈ নমঃ" এইরূপে "ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ" "ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ" "ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। তাহার পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ" বলিয়া পূজ্যদেবতার নামোল্লেখপূর্ব্বক কুণ্ডের পূজা করিবে। (স্থণ্ডিল হইলে 'অমুক দেবতাস্থণ্ডিলায় নমঃ' বলিবে। সেই কুণ্ডের মধ্যে তত্তদ্দেবতারূপিণী ঋতুমতী বাগীশ্বরী দেবীর ধ্যান করিয়া বহ্নি আনয়ন পূর্ব্বক বীক্ষণাদিদ্বারা সেই বহ্নির সংস্কার করিবে, পরে সেই বহ্নি হইতে "রং" এই মন্ত্রে বহ্নি উদ্ধৃত করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "হুং ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা" এই বলিয়া ক্রব্যাদাংশ

---

(১) যদৃচ্ছালাভসম্প্রাপ্তো হ্যযোগ্যো যাগকর্ম্মণি। ইত্যধিকঃ (ক) পুস্তকে (আ০ বি০) পুস্তকে চ দৃষ্টঃ। (২) ক্ষত্রালব্ধঃ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৩) তদধো ইত্যত্র তন্মধ্যে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ

কুণ্ডোপরি ত্রিঃ পরিভ্রাম্য জানুস্পৃষ্টমহীতলঃ শিববীজবুদ্ধ্যা আত্মনোঽভিমুখং দেব্যা যোনাবেনং ক্ষিপেৎ ॥ ১২ ॥ ততো হ্রীং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ ইত্যভ্যর্চ্চ্য রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ ইতি চৈতন্যং সংযোজ্য ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা ইতি জ্বালয়েৎ। ততঃ ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্। ইত্যুপতিষ্ঠেৎ ॥ ১৩ ॥ ততোঽগ্নে ত্বমমুকদেবতানামাসি (১) ইতি নাম কৃত্বা, ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা। অনেনার্ঘ্যাদিভিঃ সংপূজ্য ওঁ অগ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ। ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি অগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ, তদ্বাহে ওঁ ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ, তদ্বহিঃ ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ, তদ্বাহে ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো (২) নমঃ, তদ্বাহে ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ ॥ ১৪ ॥ ততঃ প্রাদেশমাত্রং কুশপত্রদ্বয়ং ঘৃতমধ্যে নিক্ষিপ্য সব্যাসব্যমধ্যভাগেষু ইড়াং পিঙ্গলাং সুষুম্নাং ধ্যাত্বা হোমং কুর্য্যাৎ। স্রুবেণ দক্ষিণভাগাদাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নয়ে স্বাহেতি অগ্নের্দক্ষিণনেত্রে জুহুয়াৎ। তথা বামভাগাদাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ সোমায় স্বাহেতি বামনেত্রে

পরিত্যাগ ও "ফট্" এই মন্ত্রে বহ্নি সংরক্ষণ, "হুঁ" এই মন্ত্রে বহ্নির অবগুণ্ঠন এবং ধেনুমুদ্রা দ্বারা বহ্নির অমৃতীকরণ করিয়া বাহুদ্বয় দ্বারা বহ্নি ধারণপূর্ব্বক কুণ্ডোপরি তিনবার বহ্নিকে ঘুরাইবে, পরে জানু দ্বারা ভূতলস্পর্শপূর্ব্বক সেই বহ্নিকে শিববীজ জ্ঞানে আপনার অভিমুখে দেবীর যোনি স্থানে সেই বহ্নি স্থাপন করিবে। ১২। তাহার পরে 'হ্রীঁ বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা এবং 'রং" বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ" এই মন্ত্রে বহ্নিতে চৈতন্য সংযোগ করিয়া 'ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে বহ্নিকে প্রজ্বালিত করিবে। অনন্তর 'অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে' ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে বহ্নির উপাসনা করিবে। ১৩। পরে "ওঁ অগ্নে ত্বমমুকদেবতানামাঽসি" এই বলিয়া বহ্নির নামকরণপূর্ব্বক 'ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে অর্ঘ্যাদি উপচার দ্বারা পূজা করিবে এবং 'ওঁ অগ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ' ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে। ১৪। তাহার পরে প্রাদেশপ্রমাণ দুইটী কুশাগ্র ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সেই ঘৃতের বাম, দক্ষিণ ও মধ্যভাগে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর ধ্যান করিয়া হোম করিবে। যথা স্রুব দ্বারা আজ্যস্থালীর দক্ষিণভাগ হইতে আজ্য লইয়া 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে হোম করিবে। পরে বামভাগ হইতে ঘৃত লইয়া

---

(১) অমুকনাম্নাসি ইতি (আ॰ বি॰) পাঠঃ। তথাচ মৎস্যসূক্তে "প্রতিষ্ঠায়াং লোহিতাগ্নির্বাস্তুযাগে প্রজাপতিঃ। লক্ষহোমে বহ্নিনামা কোটিহোমে ধ্রুবঃ স্মৃতঃ। পৌষ্টিকে বরদশ্চৈব ক্রোধোঽগ্নিশ্চাভিচারকে। প্রকৃতে দেবতানাম পুরশ্চরণকর্ম্মণি" ইতি (আ॰ বি॰)।

(২) ইন্দ্রাদি-দশদিক্পালেভ্যঃ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

জুহুয়াৎ। ততো মধ্যভাগাদাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহেত্যগ্নের্ললাটনেত্রে জুহুয়াৎ। পুনর্দ্দক্ষিণতঃ ওঁ নমঃ ইতি ঘৃতং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা ইতি অগ্নিমুখে ॥ ১৫ ॥ ততো মহাব্যাহৃতিহোমঃ।—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহেত্যনেন ত্রিবারং জুহুয়াৎ। ততোঽগ্নৌ মূলস্য পীঠপূর্ব্বকং দেবতাং সংপূজ্য তন্মুখে ঘৃতেন মূলমন্ত্রেণ পঞ্চবিংশতিবারং জুহুয়াৎ। বহ্নিদেবতয়োরাত্মনা সহ ঐক্যং বিভাব্য মূলমন্ত্রেণৈকাদশাহুতীর্জুহুয়াৎ। ততো মূলমন্ত্রস্যাঙ্গদেবতাভ্যঃ (১) স্বাহা এবম্ আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা। শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমেকৈকাহুতিং জুহুয়াৎ। ততঃ সংকল্পং বিধায় তত্তৎকল্পোক্তদ্রব্যেণ হোমং কুর্য্যাৎ ॥ ১৬ ॥ ততো মূলমন্ত্রেণ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা সংহারমুদ্রয়া স্বেষ্টদেবতাং হৃদয়ে সমানীয় ক্ষমস্বেতি বিসৃজ্য দক্ষিণাং দত্ত্বা আচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। ইতি সংক্ষেপহোমবিধিঃ ॥ ১৭ ॥

অথ বৃহদ্ধোমপদ্ধতিঃ।—আচার্য্যোঽলঙ্কৃতঃ যাগমণ্ডপদ্বারমাগত্য সামান্যার্ঘ্যং বিধায় দ্বারপূজাং কৃত্বা গৃহং প্রবিশ্য তত্তৎকল্পোক্তদেবতাম্ ঐশান্যাং দিশি হস্তপ্রমাণাং বেদিকাং

‘ওঁ সোমায় স্বাহা’ এই মন্ত্রে অগ্নির বামনেত্রে এবং মধ্যভাগ হইতে ঘৃত লইয়া ‘ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা’ এই মন্ত্রে ললাটস্থনেত্রে হোম করিবে। পুনর্ব্বার দক্ষিণভাগ হইতে ‘ওঁ নমঃ’ এই মন্ত্রে ঘৃত লইয়া ‘ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা’ এই মন্ত্রে অগ্নির মুখে হোম করিবে।১৫। তাহার পরে মহাব্যাহৃতি হোম করিবে, যথা—‘ওঁ ভূঃ স্বাহা’ ‘ওঁ ভুবঃ স্বাহা’ ‘ওঁ স্বঃ স্বাহা’। তাহার পরে “ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ” ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে তিন বার আহুতি দিবে। তাহার পরে অগ্নিতে মূল দেবতার পীঠদেবতা পূজা করিয়া মূল দেবতার পূজা করিবে। পরে সেই দেবতার মুখে ঘৃত দ্বারা মূলমন্ত্রে পঁচিশবার হোম করিবে। অনন্তর আপনার সহিত বহ্নি ও দেবতার ঐক্য ভাবনা করিয়া মূলমন্ত্রে একাদশবার হোম করিবে। অতঃপর ‘ওঁ মূলমন্ত্রস্যাঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা’ ওঁ আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা’ এই মন্ত্রে হোম করিবে। সমর্থ হইলে অঙ্গদেবতা ও আবরণদেবতার প্রত্যেককে এক এক আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর সংকল্প করিয়া তত্তৎকল্পোক্ত দ্রব্যে হোম করিবে। ১৬। তাহার পরে মূলমন্ত্রে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া সংহারমুদ্রা দ্বারা ইষ্ট (অভীষ্ট) দেবতাকে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়া ‘ক্ষমস্ব’ এই মন্ত্রে বিসর্জনপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। সংক্ষেপ-হোমবিধি সমাপ্ত। ১৭।

অনন্তর বৃহৎ হোমপদ্ধতি কথিত হইতেছে।—আচার্য্য যাগোপযোগী বস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক যাগমণ্ডপের দ্বারে আসিয়া সামান্যার্ঘ্য করিয়া দ্বারপূজা করিবে। পরে পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া মণ্ডপের ঈশানকোণে দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে একহস্ত এক বেদি করিয়া সেই

---

(১) মূলদেবস্য।

বিধায় তদুপরি ঘটং সংস্থাপ্য যথাশক্তি সংপূজ্য বীক্ষণাদিভিঃ কুণ্ডং সংস্কুর্য্যাৎ। এতদুক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং হোমকাণ্ডে—ঐশান্যাং বেদিকাং হস্তবিস্তারোন্নতিশালিনীম্। কৃত্বাস্মিন্ স্থাপয়েৎ কুম্ভং যথোক্তক্রমযোগতঃ। তত্র সংপূজয়েদ্দেবং যথাবিধ্যুপচারকৈঃ। ততো হোমং প্রকুর্ব্বীত দেবতাসন্নিধানতঃ॥ ১॥ বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ শরেণ তাড়নং মতম্। তেনৈব প্রোক্ষণং দর্ভৈর্ব্বর্ম্মণাভ্যুক্ষণং (১) মতম্। (অস্ত্রেণ রক্ষণং কৃত্বা ততঃ সংস্কারমারভেৎ) (২)। ততো মূলমুচ্চার্য্য ওঁ কুণ্ডায় নমঃ ইতি কুণ্ডং সংপূজয়েৎ॥ ২॥ তারাদৌ তু তত্তদ্দেবতানামোচ্চার্য্য কুণ্ডায় নমঃ ইতি বদেৎ। ততঃ কুণ্ডমধ্যে প্রাগগ্রা উদগগ্রাস্তিস্রস্তিস্রো রেখা বিলিখেৎ। ততঃ সংক্ষেপহোমপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ সর্ব্বং করণীয়ম্। তন্ত্রে—দ্বিজাতিভবনাদ্বাপি বহ্নিমানীয় সাধকঃ।

বেদির উপর ঘট স্থাপনপূর্ব্বক তত্তৎকল্পোক্ত দেবতার যথাশক্তি পূজা করিয়া বীক্ষণাদি দ্বারা কুণ্ডসংস্কার করিবে। ব্রহ্মসংহিতায় হোমকাণ্ডে ইহা বলিয়াছেন যে, দৈর্ঘ্য বিস্তারে একহস্ত প্রমাণ বেদী করিয়া তদুপরি ঘট স্থাপন করিয়া সেই ঘটে যথানিয়মে যথাশক্তি উপচারে মূলদেবতার পূজা করিবে। তাহার পরে সেই দেবতার সন্নিধানে হোম করিবে। ১। মূলমন্ত্রে বীক্ষণ, 'ফট্' এই মন্ত্রে তাড়ন ও প্রোক্ষণ এবং 'হুঁ' এই মন্ত্রে দর্ভ দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে 'ফট্, এই মন্ত্রে রক্ষণ করিয়া কুণ্ড সংস্কার করিবে। তাহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক 'ওঁ কুণ্ডায় নমঃ' এই মন্ত্রে কুণ্ডের পূজা করিবে। ২। তারাদি দেবতার হোম স্থলে "অমুক দেবতাকুণ্ডায় নমঃ' এই বলিয়া তত্তৎদেবতার নামোচ্চারণপূর্ব্বক কুণ্ডের পূজা করিবে। অনন্তর কুণ্ডমধ্যে পূর্ব্বাগ্র ও উত্তরাগ্র তিন তিন রেখা করিবে। পরে সংক্ষেপ-হোমপদ্ধতির নিয়মানুসারে সকল কার্য্য করিবে। তন্ত্রে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে অগ্নি আনিয়া সেই অগ্নিকে মূলমন্ত্রের অন্তে বৌষট্ মন্ত্র যোগপূর্ব্বক সেই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া অবলোকন করিবে। পরে 'ফট্' এইমন্ত্রে অগ্নির আবাহন করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বৌষট্ বলিয়া ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করিবে। ৩। তাহার পরে বীক্ষণাদিদ্বারা অগ্নির সংস্কার করিয়া জঠরাগ্নি ও সহস্রার পদ্মের মধ্যবর্ত্তী বিন্দুস্থিত অগ্নির সহিত পার্থিব অগ্নির একতা চিন্তাপূর্ব্বক 'রং বহ্নিচৈতন্যং কল্পয়ামি' এই মন্ত্রে অগ্নির চৈতন্য সম্পাদন করত 'ওঁ'কারমন্ত্রে একশত আটবার অগ্নিকে অভিমন্ত্রিত করিয়া ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ, 'ফট্' এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ, 'হুং' এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, 'রং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে গন্ধ-পুষ্পদ্বারা অগ্নির পূজা ও কুণ্ডের উপরে দক্ষিণাবর্ত্তে তিনবার সেই অগ্নিকে ঘুরাইয়া প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক জানুদ্বারা

---

(১) দর্ভৈরিত্যত্র প্রোক্তমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। কার্য্যমিতি (গ) পাঠঃ। উত্তানেন তু হস্তেন প্রোক্ষণং সমুদাহৃতং। ন্যঞ্চতাভ্যুক্ষণং প্রোক্তং তিরশ্চাবেক্ষণং স্মৃতম্। ইতি

(২) (ক) (খ) (গ) পুস্তকেষু নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

বৌষড়ন্তেন মূলেন মন্ত্রিতং তং বিলোকয়েৎ। অগ্নিমাবাহয়েদস্ত্রমন্ত্রেণ তদনন্তরম্। হুঁ ফড়ন্তেন মূলেন ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ ॥ ৩ ॥ ততোঽগ্নিং বীক্ষণাদিভিঃ সংস্কৃত্য ঔদর্য্যবৈন্দবাগ্নিভ্যাং ভৌমস্য (১) বহ্নেরৈক্যং বিভাব্য রং বহ্নিচৈতন্যং কল্পয়ামীতি পাবকে চৈতন্যং বিধায় ওঁকারেণাষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্য ফড়িতি সংপ্রোক্ষ্য (২) হুঁ ইত্যবগুণ্ঠ্য রং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ ইতি তং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সংপূজ্য কুণ্ডস্যোপরি প্রদক্ষিণং ত্রিঃ পরিভ্রাম্য প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বকং জানুস্পৃষ্টমহীতলঃ শিববীজবুদ্ধ্যা আত্মনোঽভিমুখং দেব্যা যোনাবেনং ক্ষিপেৎ। ততো বাগীশ্বর-বাগীশ্বরীভ্যাং আচমনীয়াদিকং দত্ত্বা,—তয়া গর্ভে ধৃতাং ধ্যায়েদ্ বহ্নিরূপাস্তু দেবতাম্। পশ্চাদ্গর্ভস্য রক্ষার্থং প্রদদ্যাদ্দর্ভকঙ্কণম্। চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ বহ্নিং জ্বালয়েৎ ॥ ৪ ॥ ততো বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্ ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্। ইত্যনেন বহ্নিমুপতিষ্ঠেৎ ॥ ৬ ॥ ততঃ স্বদেহে বহ্নের্জিহ্বান্যাসং কুর্য্যাৎ। তদ্যথা,—লিঙ্গে সরযূং হিরণ্যায়ৈ নমঃ। পায়ৌ ষরযূং কনকায়ৈ নমঃ। মূর্দ্ধ্নি শরযূং রক্তায়ৈ নমঃ। বক্ত্রে বরযূং কৃষ্ণায়ৈ

ভূতল স্পর্শ করত শিববীজজ্ঞানে আত্মাভিমুখে দেবীর যোনিতে সেই অগ্নি নিক্ষেপ করিবে। পরে বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীকে আচমনীয়াদি প্রদান করিয়া দেবতাকে বাগীশ্বরীর গর্ভস্থ বহ্নিরূপা চিন্তা করিবে। অনন্তর গর্ভরক্ষার্থ দর্ভকঙ্কণ প্রদান করিবে। ‘চিৎপিঙ্গল হন হন’ ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। ৪। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া ‘ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং’ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্নির উপাসনা করিবে। ৫। তাহার পরে নিজদেহে অগ্নির সপ্তজিহ্বান্যাস করিবে। যথা,—লিঙ্গে ‘ওঁ সরযূং হিরণ্যায়ৈ নমঃ’ এই বলিয়া ন্যাস করিবে। এইরূপে গুহ্যে ‘ওঁ ষরযূং কনকায়ৈ নমঃ’ মস্তকে ‘ওঁ শরযূং রক্তায়ৈ নমঃ’। মুখে ‘ওঁ বরযূং কৃষ্ণায়ৈ নমঃ’। নাসিকায় ‘ওঁ লরযূং সুপ্রভায়ৈ নমঃ’। নেত্রে ‘ওঁ ররযূং বহুরূপায়ৈ নমঃ’। সর্ব্বাঙ্গে ‘ওঁ যরযূং অতিরক্তায়ৈ নমঃ’। সাত্ত্বিক যাগকার্য্যে এই সপ্তজিহ্বার ন্যাস করিবে। ৬। কাম্যকর্ম্মে অর্থাৎ রাজসযাগে উক্ত সাতটি বীজমন্ত্রের সহিত যথাক্রমে পদ্মরাগা, সুবর্ণা, ভদ্রলোহিতা, রোহিতা, শ্বেতা, ধূম্রিনী ও করালিকা এই সাতটি জিহ্বার ন্যাস করিবে। ক্রূরকর্ম্মে অর্থাৎ তামসযাগে উক্ত বীজের সহিত ক্রমান্বয়ে বিশ্বমূর্ত্তি, স্ফুলিঙ্গিনী ধূম্রবর্ণা, মনোজবা, লোহিতা, করালা ও কালী সাতটি জিহ্বার ন্যাস করিবে ॥ যথা—কাম্যকর্ম্মে লিঙ্গে সরযূং পদ্মরাগায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ষরযূং সুবর্ণায়ৈ নমঃ, মস্তকে শরযূং ভদ্রলোহিতায়ৈ নমঃ, ‘মুখে বরযূং রোহিতায়ৈ নমঃ’, নাসিকাতে ‘লরযূং শ্বেতায়ৈঃ নমঃ’, নেত্রে ‘ররযূং ধূম্রিণ্যৈ

---

(১) জঠরাগ্নি-সহস্রদলকমলান্তর্গতবিন্দুজন্যাগ্নিভ্যাং সহ পার্থিবস্য ইত্যর্থঃ (ক টি)।

(২) সম্প্রোক্ষ্য ইত্যত্র সংরক্ষ্য ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

নমঃ। ঘ্রাণে ক্ষরযুং সুপ্রভায়ৈ নমঃ। নেত্রে হরযুং বহুরূপায়ৈ নমঃ। সর্ব্বগাত্রে যরযুম্ অতিরক্তায়ৈ নমঃ। এতাঃ সাত্ত্বিকযাগকর্ম্মণি ॥ ৬ ॥ কাম্যকর্ম্মণি তু উক্তবীজেন সহ পদ্মরাগা সুবর্ণা ভদ্রলোহিতা লোহিতা শ্বেতা ধূম্রিনী করালিকা এতা রাজস্যঃ। ক্রূরকর্ম্মণি তু পূর্ব্ববীজেন সহ বিশ্বমূর্ত্তিঃ স্ফুলিঙ্গিনী ধূম্রবর্ণা মনোজবা লোহিতা করালা কালী এতাঃ তামস্যঃ। ন্যাসস্তু বীজযোগেন পূর্ব্ববৎ কর্ম্মভেদেন সর্ব্বত্র বোদ্ধব্যঃ ॥ ৭ ॥ তথা চ সারদায়াং—লিঙ্গপায়ুশিরোবক্ত্রঘ্রাণনেত্রেষু সর্ব্বতঃ। বহ্নিযাদীশসংযুক্তাঃ (১) সাদিযান্তাঃ সবিন্দবঃ। বহ্নিমন্ত্রাঃ সমুদ্দিষ্টা জিহ্বানাং সপ্ত দেশিকৈঃ ॥ ৮ ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। তদ্যথা—সহস্রার্চ্চিষে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, স্বস্তিপূর্ণায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, উত্তিষ্ঠপুরুষায় মধ্যমাভ্যাং বষট্, ধূমব্যাপিনে অনামিকাভ্যাং হুঁ, সপ্তজিহ্বায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ধনুর্দ্ধরায় করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ॥ ৯ ॥ ততো মূর্ত্তিন্যাসঃ যথা—মূর্দ্ধ্নি ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ, দক্ষাংশে ওঁ অগ্নয়ে সপ্তজিহ্বায় নমঃ, দক্ষপার্শ্বে ওঁ অগ্নয়ে হব্যবাহনায় নমঃ, দক্ষকট্যাং অগ্নয়ে অশ্বোদরজায় (২) নমঃ, লিঙ্গে অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় নমঃ, বামকট্যাং অগ্নয়ে কৌমারতেজসে নমঃ, বামপার্শ্বে অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ, বামাংসে অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ। সর্ব্বত্র আদৌ প্রণবঃ ॥ ১০ ॥ তথা চ—মূর্ত্তীরষ্টৌ ততো ন্যস্যেদ্দেশিকো জাতবেদসঃ। মূর্দ্ধাংশপার্শ্বকট্যন্ধুকটিপার্শ্বাংসকেষু চ। জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বো হব্যবা-

নমঃ’, সর্ব্বগাত্রে যরষূং করালিন্যৈ নমঃ’, এইরূপ ন্যাস করিবে। মরণাদি ক্রূর কর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত বীজে যথ ক্রমে চতুর্থ্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সপ্তজিহ্বার ন্যাস করিবে। এইরূপে সকল স্থলেই কর্ম্মবিশেষে উক্ত বীজ দ্বারা বিশেষ বিশেষ জিহ্বার নাম উল্লেখ করিয়া ন্যাস করিবে। ৭। সারদাতিলকে বলিয়াছেন,—লিঙ্গ, গুহ্য, মস্তক, মুখ, নাসিকা, নেত্র ও সর্ব্বাঙ্গে ‘স’ হইতে ‘য’ পর্য্যন্ত ৭টী বর্ণকে প্রতিলোমে এক একটি লইয়া র ও য়, উ ও বিন্দু যোগ করিলে সপ্তজিহ্বার সাতটি বহ্নিমন্ত্র হইবে। ৮। তাহার পরে করাঙ্গন্যাস করিবে। করাঙ্গন্যাসের প্রণালী উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। ৯। তাহার পরে মূর্ত্তিন্যাস করিবে। এই মূর্ত্তিন্যাসের প্রণালী উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিন্যাসের প্রমাণে আছে,—সাধক হোমকালে অগ্নির অষ্টমূর্ত্তিন্যাস করিবে! মস্তক, দক্ষিণস্কন্ধ, দক্ষিণপার্শ্ব, দক্ষিণকটি, লিঙ্গ, বামকটি, বামপার্শ্ব ও বামস্কন্ধ এই সকল স্থানে জাতবেদস, সপ্তজিহ্ব, হব্যবাহন, অশ্বোদরজ, বৈশ্বানর, কৌমারতেজস, বিশ্বমুখ ও দেবমুখ, এই অষ্ট নামে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে। এই সকল নামের আদিতে ‘ওঁ অগ্নয়ে’ এই পদ ও অন্তে ‘নমঃ’ শব্দ যোগ করিয়া ন্যাস করিবে। ১০।১১। তাহার পর রং বহ্ন্যাসনায় নমঃ

---

(১) বহ্নিরাদীশসংযুক্তা ইত্যাদর্শপাঠঃ মুদ্রিত (খ) পাঠস্তু ন সঙ্গচ্ছতে ইতি পরিবর্ত্তিতোঽয়ং পাঠঃ। (২) অশ্বোদরজাতায় ইতি (খ) পাঠঃ।

হনসংজ্ঞকঃ। অশ্বোদরজসংজ্ঞোঽন্তঃ পুনর্বৈশ্বানরাহ্বয়ঃ। কৌমারতেজাঃ স্যাদ্বিশ্বমুখো দেবমুখঃ স্মৃতঃ। তারাদ্যাগ্নিপদাদ্যাঃ স্যুর্নমোঽন্তা বহ্নিমূর্ত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥ ততো রং বহ্ন্যাসনায় নমঃ ইতি বহ্নেরাসনং কল্পয়িত্বা মূর্ত্তিং তত্র বিচিন্তয়েৎ। ইষ্টং শক্তিং স্বস্তিকাভীতিমুচ্চৈর্দীর্ঘৈর্দোর্ভির্ধারয়ন্তং জবাভম্। হেমাকল্পং পদ্মসংস্থং ত্রিনেত্রং ধ্যায়েদ্বহ্নিং বদ্ধমৌলিং জটাভিঃ ॥ ১২ ॥ ততো মেখলানামুপরি বলিয়া বিশুদ্ধস্তোয়ৈঃ পরিষিচ্য মধ্যমেখলায়াং গর্ভশূন্যৈর্দর্ভৈরগ্রেণ মূলমাচ্ছাদয়ন্ ত্রিস্ত্রিঃ পরিবেষ্টয়েৎ, ততঃ প্রাচীবর্জ্জং দিক্ষু পরিধীন্ বিনিঃক্ষিপ্য তত্র প্রাদক্ষিণ্যেন ব্রহ্মাদিদেবতাঃ পূজ্যাঃ ॥ ১৩ ॥ পুনর্ব্বহ্নিং ধ্যাত্বা তত্র পীঠে আবাহনেন মন্ত্রেণ গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ। "ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা ইদং পাদ্যং অগ্নয়ে নমঃ" ইত্যাদিক্রমেণ। মেখলায়াং বামাং জ্যেষ্ঠাং রৌদ্রীং অম্বিকাঞ্চ পূজয়েৎ। মধ্যে ষট্‌কোণেষু সরয়ূং হিরণ্যায়ৈ নমঃ ষরয়ূং গগনায়ৈ (কনকায়ৈ) নমঃ শরয়ূং রক্তায়ৈ নমঃ বরয়ূং কৃষ্ণায়ৈ নমঃ লরয়ূং সুপ্রভায়ৈ নমঃ ররয়ূং বহুরূপায়ৈ নমঃ যরয়ূং অতিরক্তায়ৈ নমঃ (এতাসামধিষ্ঠাতৃদেবতাস্তন্ত্রান্তরে—অমর্ত্ত্যপিতৃগন্ধর্ব্বযক্ষনাগপিশাচকাঃ। রাক্ষসঃ সপ্তজিহ্বানামীরিতা অধিদেবতাঃ ॥) (১) এবং কাম্যে সরয়ূং পদ্মরাগায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। ক্রূরে সরয়ূং বিশ্বমূর্ত্তয়ে নমঃ ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥ যদ্বা গণেশবিমর্ষিণ্যাং—হিরণ্যা তপ্তহেমাভা শূলপাণের্দিশি

এই মন্ত্রে বহ্নির আসন কল্পনা করিয়া তাহাতে বহ্নির মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। যিনি চারি হস্তে বর, শক্তি, স্বস্তিক ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন,—জবাপুষ্পের ন্যায় যাঁহার গাত্রবর্ণ, অঙ্গে স্বর্ণাভরণ, মস্তকে জটাজূট, পদ্মোপরি সমাসীন সেই ত্রিনেত্র বহ্নিদেবকে ধ্যান করিবে। ১২। পরে সমস্ত মেখলার উপরি বালাবীজ উচ্চারণপূর্ব্বক শুদ্ধজলদ্বারা অভিষেক করিয়া মধ্যবর্ত্তী মেখলার গর্ভশূন্য কতিপয় কুশ লইয়া কুশাগ্রদ্বারা কুশমূল আচ্ছাদন করত চতুর্দ্দিকে তিন তিন বার পরিস্তরণ করিবে। অনন্তর পূর্ব্বদিক্ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সকলদিকে পরিধিস্থাপনপূর্ব্বক তাহার উপরে ব্রহ্মাদি দেবতার পূজা করিবে। ১৩। পুনর্ব্বার অগ্নির ধ্যান করিয়া সেই পীঠে বহ্নির আবাহনপূর্ব্বক "ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ" ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে গন্ধাদিদ্বারা বহ্নির পূজা করিবে। মেখলাতে 'ওঁ বামায়ৈ নমঃ' এইরূপে জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী ও অম্বিকার পূজা করিবে। মধ্যে ও ষট্‌কোণে "সরয়ূং হিরণ্যায়ৈ নমঃ" ইত্যাদি উপরি লিখিত দেবতাদিগের পূজা করিবে। গণেশবিমর্ষিণী মতে গগনাস্থলে কনকার পূজা বিহিত। তন্ত্রান্তরে এই সপ্তজিহ্বার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কথিত হইয়াছে; যথা,—দেবতা, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, পিশাচ ও রাক্ষস ইহারা সপ্তজিহ্বার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কাম্যকর্ম্মে 'সরয়ূং পদ্মরাগায়ৈ নমঃ' ইত্যাদি এবং ক্রূর কর্ম্মে সরয়ূং বিশ্বমূর্ত্তয়ে নমঃ' ইত্যাদির পূজা করিবে।

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

স্থিতা। বৈদূর্য্যবর্ণা কনকা প্রাচ্যাং দিশি সমাশ্রিতা। তরুণাদিত্যসঙ্কাশা রক্তজিহ্বাগ্নিসংস্থিতা। কৃষ্ণা নীলাভ্রসঙ্কাশা নৈর্ঋত্যাং দিশি সংস্থিতা। সুপ্রভা পদ্মরাগাভা বারুণ্যাং দিশি সংস্থিতা। অতিরক্তা জবাভাসা বায়ব্যাং দিশি সংস্থিতা। বহুরূপা যথাখ্যাতা (১) দক্ষিণোত্তরসংস্থিতা (২)॥ ১৫॥ ততঃ কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ স্বস্তিপূর্ণায় শিরসে স্বাহা, ওঁ উত্তিষ্ঠ পুরুষায় শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ধূমব্যাপিনে কবচায় হুঁ, ওঁ সপ্তজিহ্বায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ধনুর্দ্ধরায় অস্ত্রায় ফট্। ততঃ পূর্ব্বাদিদলেষু ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে সপ্তজিহ্বায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে হব্যবাহনায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে অশ্বোদরজায় (৩) নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে কৌমারতেজসে নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ। ইতি বহ্নিমূর্ত্তীঃ শক্তিস্বস্তিকধারিণীঃ সংপূজ্য লোকপালান্ স্বস্বদিক্ষু পূজয়েৎ॥ ১৬॥ ততো হস্তাভ্যাং স্রুক্স্রুবৌ গৃহীত্বা অধোমুখৌ কৃত্বা বহ্নৌ ত্রিবারং প্রতপ্য দর্ভানাদায় যথাক্রমং তদগ্রমূলমধ্যানি শোধয়িত্বা দক্ষিণহস্তেন সংপ্রোক্ষ্য পুনঃ প্রতপ্য দর্ভানগ্নৌ প্রক্ষিপ্য আত্মনো

১৪। গণেশবিমর্ষিণী তন্ত্রে বলিয়াছেন—তপ্তস্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল অগ্নির 'হিরণ্যা' নাম্নী জিহ্বা অগ্নির ঈশানকোণে অবস্থিতি করিতেছেন, বৈদূর্য্যমণির ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা 'কনকা' নাম্নী জিহ্বা পূর্ব্বদিকে রহিয়াছেন তরুণ আদিত্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা 'রক্তা' জিহ্বা অগ্নিকোণে অবস্থিতি করিতেছেন। নীলমেঘবর্ণা 'কৃষ্ণা' জিহ্বা নৈর্ঋতকোণে রহিয়াছেন, পদ্মরাগমণির ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা 'সুপ্রভা' নাম্নী জিহ্বা পশ্চিমদিকে বিরাজ করিতেছেন, জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণশালিনী 'অতিরক্তা' নাম্নী জিহ্বা বায়ুকোণে অবস্থিতি করিতেছেন, বহুরূপিণী 'বহুরূপা'নাম্নী জিহ্বা দক্ষিণ ও উত্তর দিকে বিরাজমানা রহিয়াছেন। ১৫। তাহার পরে কেশরের অগ্নি প্রভৃতি চতুষ্কোণে, মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে 'ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। তাহার পরে পূর্ব্বাদি দলে অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে শক্তি স্বস্তিকধারিণী অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। অনন্তর পূর্ব্বাদি দশদিকে ইন্দ্রাদি দশ দিক্পালের পূজা করিবে। ১৬। তাহার পরে এক হস্তে স্রুক্ অপর হস্তে স্রুব লইয়া অধোমুখ করিয়া অগ্নির উপর তিনবার তাতাইবে। তাহার পরে কতকগুলি কুশ লইয়া তদ্দ্বারা মার্জ্জনপূর্ব্বক যথাক্রমে স্রুক্ ও স্রুবের অগ্র, মূল, ও মধ্যভাগ শোধিত করিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা সংপ্রোক্ষণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অগ্নিতে তাতাইবে। পরে মার্জ্জনের কুশগুলি অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া আপনার দক্ষিণভাগে অন্য কুশের উপরে স্রুক্ স্রুব রাখিয়া দিবে। ১৭। অনন্তর আজ্যস্থালী ঘৃতপাত্র আত্ম সম্মুখে

---

(১) যথার্থাখ্যা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(২) দক্ষিণোত্তরতঃ স্থিতা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ

৩) অশ্বোদরজাতায় ইতি (খ) পাঠঃ।

দক্ষিণভাগে কুশান্তরে স্থাপয়েৎ ॥ ১৭ ॥ তত আজ্যস্থালীমাত্মসংমুখমানীয় অস্ত্রজপ্তেন বারিণা তাং সংশোধ্য তস্যামাজ্যং নিক্ষিপ্য বীক্ষণাদিভিস্তত্তৎ সংস্কুর্য্যাৎ ॥ ১৮ ॥ ততো বায়ব্যেঽঙ্গারানুদ্ধৃত্য তেষু নমঃ ইতি মন্ত্রেণাজ্যস্থালীং নিবেশয়েৎ। ততো দর্ভযুগ্মং সংদীপ্যাজ্যে ক্ষিপ্ত্বা অনলে নিক্ষিপেৎ। নমঃ ইতি মন্ত্রেণ দীপ্তদর্ভযুগ্মেনাজ্যং নীরাজ্য (১) তদ্দর্ভযুগ্মম্ অগ্নৌ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ১৯ ॥ ততঃ ফড়িতি মন্ত্রেণ ঘৃতে প্রজ্বলিতান্ দর্ভান্ প্রদর্শ্য তানগ্নৌ ক্ষিপেৎ। ততো ঘৃতং গৃহীত্বা পুনরঙ্গারং বহ্নৌ সংযোজ্য জলং স্পৃষ্ট্বা দক্ষিণহস্তোপরিভাবেনাধোমুখেনাঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠাভ্যাং প্রাদেশসম্মিতৌ দর্ভৌ ধৃত্বা অস্ত্রেণ ঘৃতং পবিত্রীকৃত্য নমঃ ইতি মন্ত্রেণ তৎকুশাভ্যাম্ আত্মসম্মুখে ঘৃতসংপ্লবং কুর্য্যাৎ ॥ ২০ ॥ ততঃ প্রাদেশমাত্রং সগ্রন্থি দর্ভযুগ্মং ঘৃতান্তরে ক্ষিপ্ত্বা দ্বৌ ভাগৌ (২) কৃত্বা শুক্লকৃষ্ণপক্ষৌ স্মরেৎ। ততো বামে ইড়ানাড়ীং দক্ষিণে পিঙ্গলাং মধ্যে সুষুম্নাং ধ্যাত্বা হোমং কুর্য্যাৎ ॥ ২১ ॥ তদ্যথা—নমঃ ইতি মন্ত্রেণ স্রুবেণ দক্ষিণভাগাদাজ্যমাদায় অগ্নের্দ্দক্ষিণলোচনে ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইতি জুহুয়াৎ। তদ্বদ্বামত আজ্যমাদায় ওঁ সোমায় স্বাহা ইতি অগ্নের্ব্বামলোচনে জুহুয়াৎ। তদ্বন্মধ্যভাগাদাজ্যমাদায় অগ্নের্ভাললোচনে "ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা" ইতি জুহুয়াৎ। ততো নমঃ ইতি মন্ত্রেণ স্রুবেণাজ্যং দক্ষিণ-

আনিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা উহা ধৌত করিয়া ঐ আজ্যস্থালীতে ঘৃত রাখিয়া বীক্ষণাদি দ্বারা সেই ঘৃতের সংস্কার করিবে। ১৮। পরে অগ্নির বায়ুকোণে অঙ্গার উদ্ধৃত করিয়া সেই অঙ্গারের উপর "নমঃ" এই মন্ত্রে আজ্যস্থালী রাখিবে। অনন্তর দুইটি কুশ অগ্নিতে জ্বালিয়া সেই জ্বলন্ত কুশ সকল ঘৃতে স্পৃষ্ট করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে 'নমঃ' এই মন্ত্রে প্রজ্বলিত দুইটি দর্ভদ্বারা ঘৃত নীরাজন করিয়া সেই দর্ভযুগলও অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ১৯। তাহার পরে ঘৃতোপরি প্রজ্বলিত দর্ভ দেখাইয়া সেই দর্ভ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে। তাহার পর অঙ্গার হইতে ঘৃতপাত্র সরাইয়া লইয়া অঙ্গারগুলি অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া দক্ষিণ হস্তের উপরে অধোমুখভাবে বামহস্ত রাখিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা প্রাদেশ প্রমাণ দুইটি কুশ লইয়া 'ফট্' মন্ত্রে ঘৃতকে পবিত্র করিবে এবং 'নমঃ' এই মন্ত্রে আত্মসম্মুখে সেই কুশযুগলদ্বারা ঘৃতধারা প্রক্ষেপ করিবে। ২০। অনন্তর প্রাদেশ প্রমাণ গ্রন্থিযুক্ত দুইটি কুশ ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সেই ঘৃতকে দুইভাগে বিভাগ করত সেই ভাগদ্বয়ের এক ভাগকে শুক্লপক্ষ ও অপর ভাগকে কৃষ্ণপক্ষ চিন্তা করিবে। পরে সেই ঘৃতের বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং মধ্যে সুষুম্না নাড়ীর ধ্যান করিয়া হোম করিবে। ২১। যথা প্রথমতঃ "নমঃ" এই মন্ত্রে স্রুবদ্বারা আজ্যস্থালীর দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণনেত্রে আহুতি দিবে। বামভাগ হইতে ঘৃত লইয়া

---

(১) নীরাজ্য ইত্যত্র বিভজ্য ইতি (খ) পাঠঃ, নিরীক্ষ্য ইতি (গ) পাঠঃ। (২) ঘৃতমিত্যধঃ (ক ট)॥

ভাগাদাদায় বহ্নিমুখে ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা ইতি জুহুয়াৎ। সর্ব্বত্রাহুতিসম্পাতঃ পাত্রান্তরে ॥ ২২ ॥ ততো মহাব্যাহৃতিহোমঃ।—ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা। ততো বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা। ইত্যনেন ত্রিবারং হুত্বা অগ্নের্গর্ভাধানাদিক্রিয়াঃ সম্পাদয়েৎ ॥ ২৩ ॥ তদ্‌যথা—গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং জাতকর্ম্ম নামকরণং নিষ্ক্রমণম্ অন্নপ্রাশনং চূড়াকরণম্ উপনয়নং মহাব্রতম্ উপনিষৎ স্নানং গোদানম্ উদ্বাহাখ্যম্। ক্রূরকর্ম্মণি মরণান্তং। তথাচ—শুভেষু স্যুর্ব্বিবাহান্তা মৃত্যন্তাঃ ক্রূরকর্ম্মসু ॥ ২৪ ॥ তত্র ক্রমঃ—ওঁ অগ্নের্গর্ভাধানং সম্পাদয়ামি স্বাহা, ইতি প্রত্যেককর্ম্মণি ক্রমেণাষ্টাহুতীর্জ্জুহুয়াৎ ॥ ২৫ ॥ সুন্দরীপক্ষে তু ওঁ অগ্নের্গর্ভাধানং কল্পয়ামি ঐঁ নমঃ ইত্যেকৈকাহুতিং দদ্যাৎ। ইতি কল্পসূত্রপ্রতিপাদিতম্ ॥ ২৬ ॥ নামকরণে তু মূলদেবীং সমভ্যর্চ্চ্য তন্নামকরণায় চ। হুনেৎ পঞ্চমবাণেন (১) আহুতীনাং ত্রয়ং তথা। কামাগ্নিস্ত্বং হুতাশনেতি নাম কুর্য্যাদনন্তরম্। ততো বহ্নেঃ পিতরৌ (২) সংপূজ্যাত্মনি যোজয়িত্বা মূলাগ্রমধ্যেষু ঘৃতপ্লুতাঃ সমিধঃ পঞ্চ মনসা ধ্যাত্বা

'ওঁ সোমায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির বামনেত্রে আহুতি দিবে এবং মধ্যভাগ হইতে ঘৃত লইয়া 'ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির ললাটস্থ নেত্রে আহুতি দিবে। পরে 'নমঃ' এই মন্ত্রে স্রুবদ্বারা দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া 'ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির মুখে হোম করিবে। হোমকালে অন্যপাত্রে আহুতিশেষ রাখিয়া দিবে।২২। তাহার পরে 'ওঁ ভূঃ স্বাহা' 'ওঁ ভুবঃ স্বাহা' ওঁ স্বঃস্বাহা' এই তিনমন্ত্রে তিনটি মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। তাহার পরে 'ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ' ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে তিনবার হোম করিয়া অগ্নির গর্ভাধানাদি-সংস্কার করিবে ॥ ২৩ ॥ যথা গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, মহাব্রত (বেদপাঠ) উপনিষৎ স্নান (বেদ সমাপ্তির পর স্নান অর্থাৎ সমাবর্ত্তন) গোদান ও বিবাহ এই সকল সংস্কার করিবে। ক্রূরকর্ম্মে মৃত্যু পর্য্যন্ত সংস্কার করিবে। প্রমাণে আছে যে, শুভকর্ম্মে বিবাহ পর্য্যন্ত এবং ক্রূরকর্ম্মে মরণ পর্য্যন্ত সংস্কার করিবে। ২৪। উক্ত সংস্কারের প্রয়োগ-প্রণালী যথা—'ওঁ অগ্নের্গর্ভাধানং সম্পাদয়ামি স্বাহা' 'ওঁ অগ্নেঃ পুংসবনং সম্পাদয়ামি স্বাহা।' এইরূপ প্রত্যেক কর্ম্মেই কর্ম্মের নাম উল্লেখ করিয়া আটটি করিয়া আহুতি দিবে। ২৫। সুন্দরীবিদ্যাবিষয়ে 'ওঁ অগ্নের্গর্ভাধানং সম্পাদয়ামি ঐঁ নমঃ' এইরূপে একটি করিয়া আহুতি দিবে। কল্পসূত্রে এইরূপ প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে। ২৬। নামকরণকালে মূল দেবতার পূজা করিয়া নামকরণের জন্য 'হাং হীং' এই পঞ্চম বাণমন্ত্রে তিনবার আহুতি দিবে। তাহার পরে 'হুতাশন ত্বং কামাগ্নিঃ' এই বলিয়া নামকরণ করিবে। তাহার পরে বহ্নির পিতা মাতা অর্থাৎ বাগীশ্বর

---

(১) হাং হীং ইতি পঞ্চমবাণেন। (২) বাগীশ্বরবাগীশ্বর্য্যৌ (৫ টি)।

জুহুয়াৎ ॥ ২৭ ॥ ততো বহ্নেঃ পূর্ব্বোক্তজিহ্বাঙ্গমূর্ত্তীনাম্ একৈকাহুতিং দত্ত্বা (১) স্রুবেণ চতুর্ব্বারমাজ্যমাদায় (২) স্রুচি নিধায় স্রুবেণ তাং পিধায় উত্তিষ্ঠন্ ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা। বৌষড়িত্যনেন জুহুয়াৎ ॥ ২৮ ॥ ততো বিঘ্নেশ্বরমন্ত্রেণ দশাহুতীর্জুহুয়াৎ। তদ্‌যথা—ওঁ স্বাহা [১] ওঁ শ্রীঁ স্বাহা [২] ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা [৩] ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ স্বাহা [৪] ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ স্বাহা [৫] ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গং স্বাহা [৬] ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গং গণপতয়ে স্বাহা [৭] ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গং গণপতয়ে বরবরদ স্বাহা [৮] ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গং গণপতয়ে বরবরদ সর্ব্বজনং স্বাহা [৯] ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গং গণপতয়ে বরবরদ সর্ব্বজনং মে বশমানয় স্বাহা [১০]। তথাচ প্রপঞ্চসারে—তারাদ্যৈর্দ্দশভির্দ্দেবি পূর্ব্বপূর্ব্বসমন্বিতৈঃ। মনুনা গাণপত্যেন হুনেৎ পূর্ব্বং দশাহুতীঃ ॥ ২৯ ॥ ততো দেবতায়াঃ পীঠং বহ্নৌ সমভ্যর্চ্চ্য বহ্নিরূপাং তাং বিচিন্ত্য পঞ্চোপচারাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥ ৩০ ॥ সুন্দরীপক্ষে তু ষড়াননমন্ত্রেণ অঙ্গমন্ত্রেণ চ সংপূজ্য ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সমস্তপ্রকটগুপ্ততরসংপ্রদায়কুলকৌলিনিগর্ভরহস্যাতিরহস্যপরমাপররহস্যযোগিনীচক্রশ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি বিশেষঃ ॥ ৩১ ॥ তারাদৌ তু ব্রাহ্ম্যাদি-লক্ষ্ম্যাদি-ইন্দ্রাদি-বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ ইতি বিশেষঃ ॥ ৩২ ॥ ততো বহ্নিমুখে মূলমন্ত্রেণ ঘৃতেন পঞ্চবিংশত্যাহুতীর্জুহুয়াৎ।

বাগীশ্বরীর পূজা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আপনাতে লীন করিয়া পাঁচটি সমিধ্ লইয়া উহার মূল, মধ্য ও অগ্রদেশ ঘৃতাক্ত করিয়া মনে মনে দেবতা ধ্যান করত ঐ সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে। ২৭। তাহার পরে বহ্নির পূর্ব্বকথিত সপ্ত জিহ্বা, ষড়ঙ্গ ও অষ্ট মূর্ত্তির নাম উল্লেখপূর্ব্বক এক এক আহুতি দিবে, তাহার পর স্রুব দ্বারা চারিবার ঘৃত লইয়া স্রুচে স্থাপনপূর্ব্বক স্রুবদ্বারা স্রুক্ আবৃত করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা। বৌষট্। এই বলিয়া আহুতি দিবে। ২৮। তাহার পরে বিঘ্নেশ্বরের দশটি আহুতি দিবে। বিঘ্নেশ্বরের দশটি মন্ত্র উপরে উল্লিখিত আছে। প্রপঞ্চসারে ইহার প্রমাণ আছে যথা—প্রথমে প্রণবযোগপূর্ব্বক পূর্ব্বপূর্ব্বমন্ত্র সমন্বিত দশটি গণপত্য মন্ত্রদ্বারা দশটি আহুতি দিবে।২৯। তাহার পরে অগ্নিতে মূলদেবতার পীঠদেবতাগণের পূজা করিয়া দেবতাকে বহ্নিরূপিণী চিন্তা করত পঞ্চোপচার প্রভৃতি যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। ৩০। সুন্দরীর হোমে বিঘ্নেশ্বরমন্ত্রে ও অঙ্গমন্ত্রে পূজা করিয়া ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে। ৩১। তারাদি দেবতার হোমকালে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবী, ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে, ইহা বিশেষ। ৩২। অনন্তর বহ্নির মুখে মূলমন্ত্র উচ্চারণ-

---

(১) দত্ত্বা ইত্যত্র হুত্বা ইতি (ঘ) পাঠঃ মুদ্রিত (খ) পাঠশ্চ।

(২) আদায় ইত্যত্র অবধায় ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

ততো বহ্নিদেবতয়োরাত্মনা সহ ঐক্যং বিভাব্য মূলেনাজ্যেন একাদশাহুতীর্জুহুয়াৎ ॥ ততস্তত্তদ্দেবতায়া ঘৃতেন আবরণদেবতানাং প্রত্যেকৈকাহুতীর্জুহুয়াৎ ॥ ৩৩ ॥ ততঃ সঙ্কল্পিততত্তৎকল্পোক্তবিহিতদ্রব্যৈর্হোমং কুর্য্যাৎ। তদ্যথা—বহুরূপাখ্যজিহ্বায়াং জুহুয়াৎ সর্ব্বকর্ম্মণি। যতঃ সমস্তসিদ্ধীনাং সবিত্রী (১) বহুরূপিকেতি ॥ ৩৪ ॥ যামলে—কুণ্ডমধ্যে হিরণ্যাখ্যা বশ্যাকর্ষণকর্ম্মণি। কনকাখ্যা স্তম্ভনাদৌ রক্তাখ্যা দ্বেষণে মতা ॥ কৃষ্ণাখ্যা মারণে শস্তা সুপ্রভা শান্তিকর্ম্মণি। উচ্চাটনেঽতিরক্তাখ্যা বহুরূপা সুসিদ্ধিদা ॥ ৩৫ ॥ ওঁ ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যৈ মহতে চ স্বাহা [১] ওঁ ভুবো বায়বে অন্তরীক্ষায় চ দিবে মহতে চ স্বাহা [২] ওঁ স্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্‌ভ্যো মহতে চ স্বাহা। [৩] ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্‌ভ্যো মহতে চ স্বাহা [৪] ॥ ৩৬ ॥ কাম্যহোমে অঙ্গুলিনিয়মস্তু।—তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসংযোগাচ্ছান্ত্যর্থং জুহুয়ান্নরঃ। দাহজ্বরাভিচারাণামনামাঙ্গুষ্ঠমুদ্রয়া। বিদ্বেষোচ্চাটনে চৈব মারণে চ প্রশস্ততে। প্রদেশিনীমধ্যমাভ্যাং বধোপশমনং ভবেৎ। বপুর্ম্মেধা তথা কান্তিনীতিপুষ্ট্যাদিকে তথা। আকর্ষণানি সর্ব্বাণি দূরাদর্থগতানি চ। তর্জ্জন্যনামিকাযোগাৎ সদ্য এব ভবন্তি হি। মোহনং বশ্যকামস্তু

পূর্ব্বক ঘৃতদ্বারা পঁচিশবার আহুতি দিবে। পরে আপনার সহিত বহ্নি ও দেবতার ঐক্য চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া ঘৃতদ্বারা একাদশবার অগ্নিতে আহুতি দিবে। তাহার পর ঘৃতদ্বারা মূলদেবতার আবরণদেবতার প্রত্যেককে এক এক আহুতি দিবে। ৩৩। অনন্তর সঙ্কল্প করিয়া তত্তৎকল্পোক্ত বিহিত দ্রব্যদ্বারা হোম করিবে। প্রমাণে আছে,—সকল কার্য্যে অগ্নির বহুরূপানাম্নী জিহ্বায় হোম করিবে। যেহেতু বহুরূপা জিহ্বা সমস্ত সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। ৩৪। যামলে বলিয়াছেন, বশীকরণ ও আকর্ষণকার্য্যে হিরণ্যানাম্নী জিহ্বায় হোম করিবে। স্তম্ভনাদিকার্য্যে কনকানাম্নী জিহ্বায় হোম করিবে। বিদ্বেষণে রক্তানাম্নী জিহ্বা মারণে কৃষ্ণানাম্নী জিহ্বা, শান্তিকার্য্যে সুপ্রভানাম্নী জিহ্বা, উচ্চাটনকার্য্যে অতিরক্তানাম্নী জিহ্বা, এবং সকলকার্য্যে বহুরূপা জিহ্বা সুসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। ৩৫। তাহার পরে ওঁ ভূরগ্নয়ে মহতে চ স্বাহা' ইত্যাদি উপরিলিখিত চারিমন্ত্রে চারিটি আহুতি দিবে। কোন কামনা করিয়া যে হোম করা হয়, তাহাতে অঙ্গুলিনিয়ম যথা,—শান্তিকার্য্যে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে হোম করিবে, দাহজ্বরাদি অভিচারকার্য্যে অনামা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে হোম করিবে। বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণকার্য্যে অনামা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে হোম প্রশস্ত। তর্জ্জনী ও মধ্যমাযোগে হোম করিলে মৃত্যু নিবারণ হয়। শরীরপুষ্টি, মেধাবৃদ্ধি, কান্তিবৃদ্ধি, নীতিলাভ, পুষ্টিসাধন ও সকল প্রকার আকর্ষণাদিকার্য্যে, তর্জ্জনী ও অনামিকাঙ্গুলির যোগে

---

(১) সবিত্রী প্রসবিত্রী (খ টি)।

প্রীতিসম্বর্দ্ধনন্তথা। প্রদেশিনীকনিষ্ঠাভ্যাং সর্ব্বমেতৎ প্রসিধ্যতি। মোহনাকর্ষণঞ্চৈব ক্ষোভণোচ্চাটনং অথা। কনিষ্ঠামধ্যমাঙ্গুষ্ঠসংযোগেন তু লীলয়া। বিধিযুক্তেন হোমেন তথা দ্রব্যানুযোগতঃ। সর্ব্বে মন্ত্রাঃ প্রসিধ্যন্তি মুদ্রামন্ত্রপ্রয়োগতঃ॥ ৩৭॥ ততো হোমদ্রব্যাণি স্রুবেণ স্রুচি নিধায়, তেনাচ্ছাদ্য, তৌ নাভৌ (১) সংস্থাপ্য, ইতঃপূর্ব্বমিত্যাদি-মন্ত্রেণ (২) মূলমন্ত্রেণ চ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা, সংহারমুদ্রয়া দেবতাম্ আত্মন্যুদ্বাস্য পুনর্ব্ব্যাহৃতিভির্হুত্বা, অগ্নের্জ্জিহ্বাঙ্গমূর্ত্তীনামেকৈকাহুতিং দদ্যাৎ॥ ৩৮॥ ততঃ পূর্ব্ববন্মেখলোপরি অদ্ভিঃ পরিষিচ্যাত্মনি সংহারমুদ্রয়া পাবকং যোজয়িত্বা পরিধীন্ (৩) সপরিস্তরান্ অগ্নৌ ক্ষিপেৎ। বিশেষস্তু নৈমিত্তিকে কর্ম্মণি এতান্ দহেৎ। নিত্যে নিত্যে কর্ম্মণি ন দহেৎ। তথাচ সারদায়াং;—নৈমিত্তিকে দহেন্মন্ত্রী নিত্যে ন তু দহেদিমান্॥ ৩৯॥ ততো দক্ষিণাং দদ্যাৎ। তথা চ জ্ঞানমালায়াম্।—সুবর্ণমযুতে দদ্যাৎ লক্ষে দশসুবর্ণকম্। দক্ষিণা তু প্রদাতব্যা যথা হোমে তথা জপে। অলাভে দক্ষিণা জ্ঞেয়া গুরুসন্তোষকারিণীতি॥ ৪০॥ যদি দীক্ষাঙ্গহোমস্তদা দেবতায়া আবরণদেবতায়াশ্চ

আহুতি প্রদান করিলে সদ্যঃ ফললাভ হয়। তর্জ্জনী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা হোম করিলে মোহন, বশীকরণ ও প্রীতিসম্বর্দ্ধন কার্য্য সিদ্ধি হয়। মোহন, আকর্ষণ, ক্ষোভণ ও উচ্চাটনকার্য্যে কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির যোগে হোম করিবে। যথোক্ত দ্রব্যদ্বারা মুদ্রা ও মন্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক যথানিয়মে হোম করিলে সকলপ্রকার মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ৩৭। অনন্তর হোমীয় দ্রব্যসকল স্রুবদ্বারা স্রুবমধ্যে স্থাপন করিয়া স্রুবদ্বারা ঐ স্রুক্ আচ্ছাদনপূর্ব্বক নাভিসমীপে স্থাপন করিয়া সামান্য পূজাপদ্ধতি-কথিত"ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং জাগ্রৎস্বপ্ন" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবে। পরে সংহারমুদ্রাদ্বারা দেবতাকে আত্মাতে সংস্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার মহাব্যাহৃতি হোম এবং অগ্নির সপ্ত জিহ্বা, ষড়ঙ্গ ও অষ্টমূর্ত্তির প্রত্যেককে এক এক আহুতি প্রদান করিবে। ৩৮। তাহার পরে মেখলার উপরে জলসেক করিয়া সংহারমুদ্রাদ্বারা আত্মাতে অগ্নিকে সংযোগ করিয়া পরিস্তরণ সহ পরিধিদ্রব্য সকল অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তন্মধ্যে বিশেষ এই—নৈমিত্তিক কর্ম্মে পরিস্তরণাদি দগ্ধ করিবে, নিত্যকর্ম্মে উহা দগ্ধ করিতে হইবে না। সারদাতিলকে তাহার প্রমাণ—'সাধক নৈমিত্তিক কর্ম্মে দগ্ধ করিবে। নিত্যকর্ম্মে দগ্ধ করিবে না।' ৩৯। তাহার পরে দক্ষিণা প্রদান করিবে। দক্ষিণাবিষয়ে জ্ঞানমালায় বলিয়াছেন—অযুতহোমে সুবর্ণ—অর্থাৎ অশীতিরত্তিপ্রমাণ স্বর্ণ এবং লক্ষহোমে দশ সুবর্ণ দক্ষিণা দিবে। হোমে যেরূপ দক্ষিণা, জপেও সেইরূপ দক্ষিণা দিবে। ইহাতে তারতম্য নাই। শাস্ত্রবিহিত দক্ষিণা প্রদানে অসমর্থ হইলে যাহাতে গুরুর সন্তোষ

---

(১) নাভিসমীপে ইত্যর্থঃ (গ টি)। (২) সামান্যপূজোক্তেন ইত্যর্থঃ (খ টি)।

(৩) বাহুমাত্রমিতান্ (ক টি)।

হোমানন্তরম্ আজ্যান্বিতৈস্তিলৈঃ কল্পবিহিতৈর্দ্রব্যৈর্ব্বা দেবতায়া অষ্টোত্তরসহস্রং শতং বা জুহুয়াৎ ॥ ৪১ ॥ ততঃ শুদ্ধৈর্দন্তাঢ্যং শিষ্যং স্নাতং কুণ্ডান্তিকমানীয় দিব্যদৃষ্ট্যা তং বিলোক্য, তচ্চৈতন্যং গুরুরাত্মনি সংযোজ্য, অধ্ববিশোধনং কুর্য্যাৎ। তদ্যথা—কুশগুচ্ছেন শিষ্যস্য পাদং স্পৃশন্ ওঁ শোধয়ামি কলাধ্বানং স্বাহেতি আজ্যান্বিতৈস্তিলৈরষ্টাহুতীর্জ্জুহুয়াৎ। এবমন্ধুং (১) স্পৃষ্ট্বা ওঁ শোধয়ামি তত্ত্বাধ্বানং স্বাহা। নাভিং স্পৃষ্ট্বা ওঁ শোধয়ামি ভুবনাধ্বানং স্বাহা। হৃদয়ং স্পৃষ্ট্বা ওঁ শোধয়ামি বর্ণাধ্বানং স্বাহা। ভালং স্পৃষ্ট্বা ওঁ শোধয়ামি পদাধ্বানং স্বাহা। মূর্দ্ধানং স্পৃষ্ট্বা ওঁ শোধয়ামি মন্ত্রাধ্বানং স্বাহা। সর্ব্বত্রাষ্টাহুতীর্জ্জুহুয়াৎ। এবংক্রমেণ তৎ পরশিবে সংহৃত্য (২) পুনঃ সৃষ্টিবর্ত্মনা তত্তদাহুতিভিঃ ক্রমেণ জনয়েৎ। তদ্যথা,—মন্ত্রাধ্বনঃ পদাধ্বা পদাধ্বনো বর্ণাধ্বা বর্ণাধ্বনো ভুবনাধ্বা ভুবনাধ্বনস্তত্ত্বাধ্বা তত্ত্বাধ্বনঃ কলাধ্বা। এবংক্রমেণ জনয়েৎ। ততো দিব্যদৃষ্ট্যা তং শিষ্যং বিলোকয়ন্ আত্মস্থিতং তচ্চৈতন্যং শিষ্যে নিযোজয়েৎ। ততঃ স্রুচা পূর্ণাহুতিদানাদি কর্ম্ম সমাপ্য, পূর্ব্বোক্তক্রমেণ দীক্ষাং কারয়েৎ। ইতি বৃহদ্ধোমপদ্ধতিঃ ॥ ৪২ ॥

জন্যে সেইরূপ দক্ষিণা দিবে। ৪০। যদি দীক্ষাকার্য্যের অঙ্গভূত হোম করা হয়, তাহা হইলে আবরণদেবতার হোমের পর তিলযুক্ত ঘৃত দ্বারা অথবা তত্তৎকল্পোক্ত দ্রব্যদ্বারা এক হাজার আটবার, অথবা একশত আটবার মূলদেবতার হোম করিতে হইবে। ৪১। তাহার পরে দন্তধাবনপূর্ব্বক স্নাত শিষ্যকে কুণ্ডসমীপে আনয়ন করিয়া দিব্যদৃষ্টিদ্বারা অবলোকনপূর্ব্বক গুরু আপনাতে তাহার চৈতন্য সংযোজিত করত শিষ্যের পদাদি পথের শোধন করিবেন। তাহার প্রণালী যথা,—কুশগুচ্ছ দ্বারা শিষ্যের পাদস্পর্শপূর্ব্বক "ওঁ শোধয়ামি কলাধ্বানং স্বাহা" এইমন্ত্রে সতিলঘৃত দ্বারা আটবার আহুতি দিবে। এইরূপে গুহ্য, নাভি, হৃদয়, ললাট ও মস্তক স্পর্শ করিয়া উপরিলিখিত মন্ত্রে প্রত্যেকে আটবার করিয়া আহুতি দিবে। এইরূপে হোম করিয়া শিষ্যকে পরমশিবে সংহার অর্থাৎ স্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সৃষ্টিপথ দ্বারা বিপরীতক্রমে হোম করিয়া শিষ্যকে উৎপাদন করিবে। বিপরীতক্রমে হোম যথা,—মন্ত্রাধ্বার পর পদাধ্বা, পদাধ্বার পর বর্ণাধ্বা, বর্ণাধ্বার পর ভুবনাধ্বা, ভুবনাধ্বার পর তত্ত্বাধ্বা, তত্ত্বাধ্বার পর কলাধ্বার হোম করিয়া শিষ্যকে উৎপাদন করিবে। অর্থাৎ "ওঁ শোধয়ামি মন্ত্রাধ্বানং স্বাহা" "ওঁ শোধয়ামি পদাধ্বানং স্বাহা" ইত্যাদিরূপে আহুতি দিবে। পরে দিব্যদৃষ্টিদ্বারা শিষ্যকে অবলোকন করত আত্মস্থিত শিষ্যের চৈতন্য শিষ্যে স্থাপন করিবে। তাহার পরে স্রুক্‌দ্বারা পূর্ণাহুতিদান প্রভৃতি কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া দীক্ষাপ্রকরণোক্তরীতিতে দীক্ষাদান করিবে। বৃহৎ হোমপদ্ধতি সমাপ্ত। ৪২।

---

(১) পায়ুং। (২) সংস্থাপ্য।

অথ হোমদ্রব্যাণাং প্রমাণমভিধীয়তে।—কর্ষমাত্রং ঘৃতং হোমে শুক্তিমাত্রং পয়ঃ স্মৃতম্। উক্তানি পঞ্চগব্যানি তৎসমানি মনীষিভিঃ। তৎসমং মধুদুগ্ধান্নমক্ষমাত্রমুদাহৃতম্। (১) দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাল্লাজাঃ স্যুর্মুষ্টিসম্মিতাঃ। পৃথুকাস্তৎপ্রমাণাঃ স্যুঃ শক্তবোঽপি তথোদিতাঃ। গুড়ং পলার্দ্ধমানং স্যাচ্ছর্করাপি তথা স্মৃতা। গ্রাসার্দ্ধং চরুমানং স্যাদিক্ষুঃ পর্ব্বাবধিঃ স্মৃতঃ। একৈকং পত্রপুষ্পাণি তথাপূপানি কল্পয়েৎ। কদলীফলনারঙ্গং ফলান্যেকৈকশো বিদুঃ। মাতুলুঙ্গং চতুঃখণ্ডং পনসং দশধা কৃতম্। অষ্টধা নারিকেলানি খণ্ডিতানি বিদুর্বুধাঃ। ত্রিধাকৃতং ফলং বিল্বং কপিত্থং খণ্ডিতং দ্বিধা। উর্ব্বারুককং হোমে কথিতং খণ্ডিতং ত্রিধা। ফলান্যন্যান্যখণ্ডানি সমিধঃ স্যুর্দ্দশাঙ্গুলাঃ। দূর্ব্বাত্রয়ং সমুদ্দিষ্টং গুড়ূচী চতুরঙ্গুলা। ব্রীহয়ো মুষ্টিমাত্রাঃ স্যুর্মুদ্গা মাষা যবা অপি। তণ্ডুলাঃ স্যুস্তদর্দ্ধাংশাঃ কোদ্রবা মুষ্টিসম্মিতাঃ। গোধূমা রক্তকমলা বিহিতা মুষ্টিমানতঃ। তিলাশ্চূর্ণকমাষাঃ স্যুঃ সর্ষপাস্তৎপ্রমাণকাঃ। শুক্তিপ্রমাণং লবণং মরিচান্যপি বিংশতিঃ। পুরং (২) বদরমানং স্যাদ্রামঠং (৩) তৎসমং স্মৃতম্। চন্দনা-

অতঃপর হোমীয় দ্রব্যের পরিমাণ বলা হইতেছে :—ঘৃতহোমে দুই তোলা পরিমাণ ঘৃতে একবার আহুতি হয়। দুগ্ধহোমে চারি তোলা পরিমিত দুগ্ধে এক আহুতি হয় এবং পঞ্চগব্যহোমেও মনীষিগণ সম পরিমাণ বলিয়াছেন। মধুহোমে দুই তোলা পরিমাণ মধু গ্রহণ করিবে। এইরূপে দুগ্ধ ও অন্ন দ্বারা হোমেও দুই তোলা এবং দধিহোমে হস্তকোষপরিমিত দধি গ্রহণ করিবে। খই, চিপিটক ও শক্তুর (ছাতুর) হোমে এক মুষ্টি, গুড় ও শর্করা-হোমে দুই তোলা, চরুহোমে গ্রাসার্দ্ধ পরিমাণ, ইক্ষুহোমে ইক্ষুর এক পর্ব্ব এবং পত্র, পুষ্প ও পিষ্টকহোমে এক একটি দ্বারা একবার আহুতি দিবে। কদলীফল ও নারঙ্গহোমে এক একটি করিয়া লইয়া হোম করিবে। মাতুলুঙ্গ (লেবু) হোমে এক একটির চারিভাগের একভাগ, পনস (কাঁটাল) দ্বারা হোমে দশভাগের একভাগ, নারিকেলহোমে আটভাগের একভাগ, বিল্বহোমে তিনভাগের একভাগ, কপিত্থ (কদবেল) হোমে দুই ভাগের একভাগ, উর্ব্বারুক-(কাঁকুড়) দ্বারা হোমে তিনভাগের একভাগ লইয়া এক একবার আহুতি দিবে। অন্যান্য ফলদ্বারা হোম করিতে হইলে এক এক আহুতিতে এক একটি অখণ্ড ফল দিবে। সমিধ্‌হোমে দশাঙ্গুলপরিমিত সমিধ দ্বারা হোম করিবে। দূর্ব্বাহোমে তিনটি দূর্ব্বা একত্র করিয়া এক একবার আহুতি দিবে। গুড়ূচী (গুলঞ্চ) হোমে চতুরঙ্গুলপরিমাণ গুড়ূচীখণ্ড গ্রহণ করিবে। ধান্য, মুগ, মাষ ও যবদ্বারা হোম করিতে হইলে এক এক মুষ্টিপরিমাণ লইয়া এক এক আহুতি দিবে। তণ্ডুলহোমে একমুষ্টির অর্দ্ধাংশ, কোদ্রব, (কোদোধান্য) গোধূম ও রক্তশালি দ্বারা হোমস্থলে একমুষ্টিপরিমাণে লইয়া আহুতি দিবে। তিল ও সর্ষপের হোমে গণ্ডূষ-

---

(১) পলমাত্রমিত্যর্থঃ। (২) গুগ্‌গুলু (ধূপ)। (৩) হিঙ্গু।

গুরুকর্পূরকস্তূরীকুঙ্কুমানি চ। তিন্তিড়ীবীজমানানি সমুদ্দিষ্টানি দেশিকৈঃ ॥ ৪৩ ॥ বৈশ্বানরং স্থিতং (১) ধ্যায়েৎ সমিদ্ধোমেষু দেশিকঃ। শয়ানমাজ্যহোমেষু নিষণ্ণং শেষবস্তুষু ॥ ৪৪ ॥ আস্যান্তর্জ্জুহুয়াদ্বহ্নের্ব্বিপশ্চিৎ সর্ব্বকর্ম্মসু। কর্ণহোমে ভবেদ্ব্যাধির্নেত্রেঽন্ধত্বং সমীরিতম্। নাসিকায়াং মনঃপীড়া মস্তকে ধনসংক্ষয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ যতঃ কাষ্ঠং তত্র শ্রোত্রং যতো ধূমোঽত্র নাসিকা। যত্রাল্পজ্বলনং নেত্রং যতোঽঙ্গারস্ততঃ শিরঃ। যত্র প্রজ্বলিতা জ্বালা জিহ্বা সা জাতবেদসঃ ॥ ৪৬ ॥ স্বর্ণসিন্দূরবালার্ককুঙ্কুমক্ষৌদ্রসন্নিভঃ। সুবর্ণরেতসো (২) বর্ণঃ শোভনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৭ ॥ ভেরীবারিদহস্তীন্দ্রনিনাদোঽগ্নিঃ শুভাবহঃ। নাগচম্পকপুন্নাগপাটলাযূথিকানিভঃ। পদ্মেন্দীবরকহ্লারসর্পির্গুগ্গুলুসন্নিভঃ। পাবকস্য শুভো গন্ধ ইত্যুক্তস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৪৮ ॥ প্রদক্ষিণাস্ত্যক্তকম্পাশ্ছত্রাভাঃ শিখিনঃ শিখাঃ। সুখদা (৩) যজমানস্য রাজ্যস্যাপি বিশেষতঃ ॥ ৪৯ ॥ {কুন্দেন্দুধবলো ধূমো বহ্নেঃ প্রোক্তঃ শুভাবহঃ।

পরিমাণ এবং লবণহোমে দুইতোলাপ্রমাণে গ্রহণ করিয়া হোম করিবে। মরিচহোমে এক একবারে কুড়িটি মরিচদ্বারা হোম করিবে। গুগ্গুলুহোমে এবং হিঙ্গুলহোমে বদরী প্রমাণ গ্রহণ করিবে। চন্দন, অগুরু কর্পূর, কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্বারা হোমস্থলে তিন্তিড়ীবীজ-পরিমাণে উহা লইয়া আহুতি প্রদান করিবে ॥ ৪৩। সমিধদ্বারা হোম-সময়ে উত্থিত হইয়া অগ্নিদেবকে উত্থিত ধ্যান করিবে, আজ্যহোমে শয়ান এবং অন্যান্য দ্রব্যদ্বারা হোমস্থলে বৈশ্বানরকে উপবিষ্ট ধ্যান করিয়া হোম করিবে।৪৪। জ্ঞানবান্ হোতা সকল কর্ম্মেই অগ্নির মুখমধ্যে আহুতি প্রদান করিবেন। অগ্নির কর্ণপ্রদেশে আহুতি দিলে হোমকর্ত্তার ব্যাধি হয়, অগ্নির নেত্রে হোম করিলে অন্ধতা, নাসিকায় হোম করিলে মনঃ-পীড়া এবং মস্তকে আহুতি দিলে ধনক্ষয় হইয়া থাকে।৪৫। যে ভাগে কাষ্ঠ, সেই ভাগের নাম অগ্নির কর্ণ; যে ভাগে ধূম, সেই ভাগ নাসিকা; যে ভাগে অল্প জ্বলন, সেই ভাগ নেত্র; যে ভাগে অঙ্গার, সেই ভাগ মস্তক এবং যে ভাগে সমুজ্জ্বলশিখা, সেই ভাগই অগ্নির জিহ্বা; সেই জিহ্বাতেই আহুতি দিতে হয়। ৪৬। হোমকালে যদি অগ্নির বর্ণ সুবর্ণ, সিন্দূর, নবোদিত সূর্য্য কিংবা কুঙ্কুম ও মধুর ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে হোমে শুভ ফল পাওয়া যায়। ৪৭। হোমকালে অগ্নির শব্দ ভেরী, মেঘ বা হস্তীর ন্যায় গম্ভীর হইলে হোমে শুভফল লাভ হয়। হোমকালে অগ্নির গন্ধ নাগকেশর, চম্পক, পুন্নাগ, পাটল, যূথিকা, পদ্ম, ইন্দীবর, কহ্লার, ঘৃত অথবা গুগ্গুলুর ন্যায় হইলে, তান্ত্রিকগণ সেই হোমে শুভফল বলিয়াছেন। ৪৮। অগ্নির শিখা দক্ষিণাবর্ত্ত কম্পশূন্য ও ছত্রাকার হইলে যজমানের বিশেষতঃ রাজ্যের সুখদায়ক হইয়া থাকে। ৪৯। হোম-

---

(১) উত্থিতং (খ চ)। (২) বহ্নেরিত্যর্থঃ। (৩) শুভদা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণগতের্ব্বর্ণো যজমানং বিনাশয়েৎ। শ্বেতো রাষ্ট্রং নিহন্ত্যাশু বায়সস্বরসন্নিভঃ। খর (১)স্বরসমো. বহ্নের্ধ্বনিঃ সর্ব্বাবিনাশকৃৎ। পূতিগন্ধো হুতভুজো হোতুর্দ্দুঃখপ্রদো ভবেৎ॥ ৫০॥ ছিন্না বৃত্তা শিখা কুর্য্যাৎ মৃত্যুং ধনপরিক্ষয়ম্। শুকপক্ষনিভো (২) ধূম্রঃ পারাবতসমপ্রভঃ। হানিং তুরগজাতীনাং গবাঞ্চ কুরুতেঽচিরাৎ। এবংবিধেষু দোষেষু প্রায়শ্চিত্তায় দেশিকঃ। মূলেনাজ্যেন জুহুয়াৎ পঞ্চবিংশতিমাহুতীঃ॥ ৫১॥ ইতি হোমপ্রকরণং সমাপ্তম্॥

অথ ষট্‌কর্ম্মলক্ষণম্। সারদায়াম্।—অথাভিধাস্যে তন্ত্রেঽস্মিন্ সম্যক্ ষট্‌কর্ম্মলক্ষণম্। সর্ব্বতন্ত্রানুসারেণ প্রয়োগফলসিদ্ধিদম্॥ ১॥ শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে ততঃ। মারণান্তানি শংসন্তি ষট্‌কর্ম্মাণি মনীষিণঃ॥ ২॥ রোগকৃত্যাগ্রহাদীনাং নিরাসঃ শান্তিরীরিতা। বশ্যং জনানাং সর্ব্বেষাং বিধেয়ত্ব-(৩)মুদীরিতম্॥ ৩॥ প্রবৃত্তিরোধঃ সর্ব্বেষাং স্তম্ভনং তদুদীরিতম্। স্নিগ্ধানাং (৪) দ্বেষজননং মিথো বিদ্বেষণং মতম্॥ ৪॥ উচ্চাটনং স্বদেশাদের্ভ্রংশনং পরিকীর্ত্তিতম্। প্রাণিনাং

কালে বহ্নির ধূম কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের স্থায় শুভ্রবর্ণ হইলে, সেই হোমে শুভ হয়। হোমসময়ে বহ্নি কৃষ্ণবর্ণ হইলে যজমানের মৃত্যু হয়। অগ্নি শুভ্রবর্ণ হইলে ও কাকস্বরের স্থায় শব্দবিশিষ্ট হইলে শীঘ্র রাজ্য বিনাশ হয়। গর্দ্দভস্বরের স্থায় অগ্নির শব্দ হইলে সর্ব্বনাশ হয়। হোমকালে বহ্নি হইতে দুর্গন্ধ বহির্গত হইলে হোতার দুঃখভোগ হইয়া থাকে। ৫০। হোমকালে অগ্নির শিখা ছিন্ন অথবা গোলাকার হইলে যজমানের ধনক্ষয় এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়। হোমকালে অগ্নির ধূম শুকপক্ষীর পক্ষ অথবা পারাবতের স্থায় বর্ণবিশিষ্ট হইলে যজমানের অশ্ব এবং গাভী অচিরে বিনষ্ট হয়। হোমকালে এইপ্রকার দোষ দৃষ্ট হইলে সেই দোষের শান্তির নিমিত্ত মূলমন্ত্র দ্বারা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পঁচিশবার ঘৃত দ্বারা আহুতিপ্রদান করিবে। ৫১। ইতি হোমপ্রকরণ সমাপ্ত।

অতঃপর ষট্‌কর্ম্মের লক্ষণ বলা যাইতেছে। সারদাতিলকে বলিয়াছেন.—অতঃপর এই তন্ত্রে সকল তন্ত্রের মতানুসারে যাহাতে প্রয়োগের ফললাভ হয় এইরূপ ভাবে ষট্‌কর্ম্মের লক্ষণ সম্যক্‌রূপে বিবৃত করিতেছি। ১। শান্তিকর্ম্ম, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ, এই ষড়্‌বিধ কর্ম্মকে পণ্ডিতগণ ষট্‌কর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। ২। যে কর্ম্মদ্বারা রোগ, কৃত্যা (শত্রুকৃত মারণাদি কার্য্য), ও গ্রহাদিদোষ নিবারিত হয়, তাহাকে শান্তিকর্ম্ম বলে। সকল লোককে বশীভূত করার নাম বশীকরণ। ৩। যে কর্ম্মদ্বারা সকলের প্রবৃত্তিরোধ অর্থাৎ কার্য্যকারিতা-শক্তি নষ্টকরা যায়, তাহাকে স্তম্ভনকার্য্য বলে। পরস্পর স্নেহসূত্রে আবদ্ধ প্রণয়িবর্গের স্নেহ বিচ্ছেদ

---

(১) খরঃ গর্দ্দভঃ ইত্যর্থঃ। (২) শুক্লকৃষ্ণান্বিত ইতি (ক) পাঠঃ।
(৩) নিয়োগকরণম্ (খ চি)। (৪) মিত্রাণাম্।

প্রাণহরণং মারণং তদুদাহৃতম্। স্বদেবতা-দিক্-কালাদীন্ জ্ঞাত্বা কর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৫ ॥ রতির্ব্বাণী রমা জ্যেষ্ঠা দুর্গা কালী (১) যথাক্রমম্। ষট্‌কর্ম্ম দেবতাঃ প্রোক্তাঃ কর্ম্মাদৌ তাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৬ ॥ কালী ভদ্রকালী। ঈশচন্দ্রেন্দ্র-নির্ঋতিবায়্বগ্নীনাং (২) দিশো মতাঃ। সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য ঘটিকাদশকং ক্রমাৎ। ঋতবঃ স্যুর্ব্বসন্তাদ্যা অহোরাত্রং দিনে দিনে। বসন্তগ্রীষ্মবর্ষাখ্যশরদ্ধেমন্তশৈশিরাঃ (৩) ॥ ৭ ॥ অত্র ঘটিকা দণ্ডাঃ যদ্বা,—অর্দ্ধরাত্রং শরৎকালো হেমন্তশ্চ প্রভাতকম্। পূর্ব্বাহ্নো বৈ বসন্তঃ স্যান্মধ্যাহ্নো গ্রীষ্ম এব চ। প্রাবৃট্‌কালোঽপরাহ্ণঃ স্যাৎ প্রদোষঃ শিশিরঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥ অথবা,—উষাযোগে চ হেমন্তঃ প্রভাতে শিশিরাগমঃ। প্রহরার্দ্ধে বসন্তঃ স্যাৎ গ্রীষ্মো মধ্যন্দিনাগমে। তূর্য্যযামে চ বর্ষাখ্যঃ শরদস্তং গতে রবৌ ॥ ৯ ॥

(অথ কালনিয়মঃ)। (৪)—হেমন্তঃ শান্তিকে প্রোক্তো বসন্তো বশ্যকর্ম্মণি। শিশিরঃ স্তম্ভনে জ্ঞেয়ো বিদ্বেষে গ্রীষ্ম ঈরিতঃ। প্রবৃড়ুচ্চাটনে জ্ঞেয়া শরন্মারণকর্ম্মণি ॥ ১০ ॥

ঘটানকে বিদ্বেষণ কার্য্য বলে। ৪। যে কার্য্যদ্বারা লোককে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করা যায়, তাহাকে উচ্চাটন বলে। যে কার্য্যদ্বারা প্রাণিগণের প্রাণহরণ করা যায়, তাহার নাম মারণ। এই সমস্ত কর্ম্মের দেবতা, দিক্ ও কালাদি অবগত হইয়া এই সকল কার্য্য করিবে। ৫। ষট্‌কর্ম্মের দেবতা যথা—শান্তিকার্য্যের দেবকা রতি, বশী-করণের দেবতা বাণী, স্তম্ভনকার্য্যের দেবতা রমা, বিদ্বেষণ কার্য্যের দেবতা জ্যেষ্ঠা, উচ্চা-টনের দেবতা দুর্গা এবং মারণকার্য্যের দেবতা কালী। ইহাঁরা যথাক্রমে ষট্‌কর্ম্মের দেবতা অতএব কর্ম্মের আদিতে তত্তৎ-কর্ম্মোক্ত দেবতার পূজা করিবে এস্থলে কালী বলিতে ভদ্রকালী। ৬। ষট্‌কর্ম্মের দিক্ যথা,—শান্তিকার্য্যে ঈশানকোণ, বশীকরণে উত্তর স্তম্ভনে পূর্ব্ব, বিদ্বেষণে নৈর্ঋতকোণ, উচ্চাটনে বায়ুকোণ এবং মারণে অগ্নিকোণ প্রশস্ত। দিবারাত্রের মধ্যে ক্রমপরম্পরায় ছয় ঋতুর উদয় হয়;—সূর্য্যোদয় হইতে দশ দশ দণ্ডে এক এক ঋতু হয়। প্রথম দশদণ্ড বসন্ত ঋতু, দ্বিতীয় দশদণ্ড গ্রীষ্ম, তৃতীয় দশদণ্ড বর্ষা, চতুর্থ দশদণ্ড শরৎ, পঞ্চম দশদণ্ড হেমন্ত এবং ষষ্ঠ দশদণ্ড শিশির ঋতু জানিবে। ৭। অথবা অর্দ্ধরাত্রি শরৎ, প্রভাতকাল হেমন্ত, পূর্ব্বাহ্ণ বসন্ত, মধ্যাহ্ন গ্রীষ্ম, অপরাহ্ণ বর্ষা, এবং প্রদোষকাল শিশির ঋতু। অথবা উষাকাল হেমন্ত, প্রভাতকাল শিশির প্রহরার্দ্ধ বসন্ত, মধ্যাহ্নকাল গ্রীষ্ম, চতুর্থযাম বর্ষা এবং সূর্য্যের অস্তগমন কাল শরৎ ঋতু। ৮। ৯।

অনন্তর ষট্‌কর্ম্মের কালনিরূপণ করা হইতেছে। শান্তিকর্ম্মে হেমন্ত, বশীকরণে

---

(১) শান্তিকর্ম্মণি রতির্দেবতা বশ্যে বাণী স্তম্ভনে রমা বিদ্বেষে জ্যেষ্ঠা উচ্চাটনে দুর্গা মারণে কালী দেবতা ইতি ক্রমঃ (ক টি)। যথাক্রমমিত্যত্র তথাক্রমাদিতি (গ) পাঠঃ। (২) শান্তৌ ঐশানী দিক্ বশ্যে চন্দ্রদিক্ (চন্দ্রস্য উত্তরা দিক্) বিদ্বেষে নৈঋ'তী দিক্ উচ্চাটনে বায়বী দিক্ মারণে আগ্নেয়ী দিক্। (ক টি)। (৩) অহোরাত্রস্য দশদণ্ডাত্মকভাগেষু বসন্তাদ্যা ঋতবঃ স্যুঃ (খ টি)। (৪) (ক) (খ) (গ) পুস্তকেষু নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (আ০ বি০) পুস্তকেঽপি নাস্তি।

অথ তিথিনিয়মঃ।—পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা। বুধেজ্যবার (১) সংযুক্তা বিজ্ঞেয়া শান্তিকর্ম্মণি শুক্রচন্দ্রযুতা ষষ্ঠী চতুর্থী চ ত্রয়োদশী। নবমী পৌষ্টিকে শস্তা চাষ্টমী নবমী তথা। দশম্যেকাদশী চৈব ভানুশুক্রদিনান্বিতা। আকর্ষণে ত্বমাবস্যা নবমী প্রতিপত্তথা। পৌর্ণমাসী মন্দভানৌ বিজ্ঞেয়া দ্বেষকর্ম্মণি ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তদ্বদষ্টমী মন্দবারকা। উচ্চাটনে তিথিঃ শস্তা প্রদোষে চ বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥ চতুর্দ্দশ্যষ্টমী কৃষ্ণা অমাবস্যা তথৈব চ। মন্দ-(২) ভৌমদিনোপেতা (শস্তা মারণকর্ম্মণি ॥ ১৩ ॥ বুধচন্দ্রদিনোপেতা) (৩) পঞ্চমী দশমী তথা। পৌর্ণমাসী তু বিজ্ঞেয়া তিথিঃ স্তম্ভনকর্ম্মণি ॥ ১৪ ॥ শুভগ্রহোদয়ে কুর্য্যাচ্ছুভানি চ শুভোদয়ে। রৌদ্রকর্ম্মাণি রিক্তার্কে মৃত্যুযোগে চ মারণম্ ॥ ১৫ ॥ চামুণ্ডাতন্ত্রে।—জপেৎ পূর্ব্বমুখো বশ্যে দক্ষিণস্থাভিচারিকে। পশ্চিমে স্তম্ভনং (৪) বিপ্রাত্বত্তরং (৫) শান্তিকং ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ (আকর্ষণঞ্চাগ্নেয়ে নৈঋতে মারণং তথা। উচ্চাটনন্তু বায়ব্যে ঐশান্যাং

বসন্ত, স্তম্ভনে শিশির, বিদ্বেষণে গ্রীষ্ম; উচ্চাটনে বর্ষা এবং মারণকার্য্যে শরৎ ঋতু বিহিত হইয়াছে। ১০।

অনন্তর ষট্‌কর্ম্মের কোন্ কর্ম্মে কোন্ তিথি বিহিত, তাহা বলা যাইতেছে।—বুধ ও বৃহস্পতিবারে পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া অথবা সপ্তমী তিথি যোগ হইলে উহা শান্তিকর্ম্মে বিহিত। বৃহস্পতি ও সোমবারে ষষ্ঠী, চতুর্থী ও ত্রয়োদশী যোগ হইলে উহা পুষ্টিকর্ম্মে প্রশস্ত। রবি ও শুক্রবারে অষ্টমী নবমী দশমী ও একাদশী তিথির যোগ হইলে ঐসকল তিথিতে আকর্ষণ কার্য্য বিহিত। শনি ও রবিবারে অমাবস্যা নবমী প্রতিপৎ ও পূর্ণিমা যোগ হইলে ঐসকল তিথি বিদ্বেষণ কার্য্যে প্রশস্ত। ১১। শনিবারযোগে কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর যোগ হইলে ঐ তিথিতে উচ্চাটন কার্য্য প্রশস্ত। তন্মধ্যে প্রদোষকালই উচ্চাটনের প্রশস্ত কাল। ১২। মারণকার্য্যে শনি ও মঙ্গলবারে কৃষ্ণাষ্টমী, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা তিথি প্রশস্ত। ১৩। সোম ও বুধবারে শুক্লা পঞ্চমী, শুক্লা দশমী ও পূর্ণিমাতে স্তম্ভনকার্য্য বিধেয়। ১৪। শুভগ্রহের উদয়ে শান্তি প্রভৃতি শুভকার্য্য এবং অশুভগ্রহের উদয়ে বিদ্বেষণাদি অশুভ কার্য্য করিবে এবং রিক্তা তিথিযুক্ত রবিবারে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত মৃত্যুযোগে মারণকার্য্য করিবে। ১৫। চামুণ্ডাতন্ত্রে বলিয়াছেন,—বশীকরণ কার্য্যে পূর্ব্বমুখ হইয়া জপ করিবে, অভিচারকার্য্যে দক্ষিণমুখ, পশ্চিমমুখ হইয়া স্তম্ভনকার্য্য, উত্তরমুখ হইয়া শান্তিকার্য্য, অগ্নিকোণাভিমুখে আকর্ষণকার্য্য, নৈঋতকোণাভিমুখে মারণকার্য্য এবং বায়ুকোণাভিমুখে উচ্চাটনকার্য্য করিবে। ঈশানকোণাভিমুখে উচ্চাটন

---

(১) বৃহস্পতিবারঃ (ক টি)। (২) শনি ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।
(৩) বন্ধনীমধ্যপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি। (৪) ধনদামিতি (ক) পাঠঃ। নিধনমিতি (খ) পাঠঃ।
(৫) উত্তরমিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

মোক্ষদায়কম্) (১) তথাভিচারে কার্য্যা চ দক্ষিণপ্রবনা মহী ॥ ১৭ ॥ বসনং লোহিতং প্রোক্তমুষ্ণীষং লোহিতং স্মৃতম্। ভূষণং লৌহদ্রব্যেণ বামেন পূজনাদিকম্ ॥ ১৮ ॥ নরস্নায়ু (২) বিশেষেণ মারণে রজ্জুরীরিতা। মৃতস্য যুদ্ধশূন্যস্য দন্তেন গর্দ্দভস্য বা। কৃত্বাক্ষমালাং জপ্তব্যং শত্রূণাং বধমিচ্ছতা। ভগ্নেভ-দন্তমণিভির্জ্জপেদাকর্ষকর্ম্মণি। সাধ্যকেশসূত্রপ্রোতৈ-(৩) স্তুরঙ্গদশনোদ্ভবৈঃ। অক্ষমালাং সমালোক্য বিদ্বেষোচ্চাটনে জপেৎ ॥ ১৯ ॥

অথ আসনম্।—পদ্মাখ্যং স্বস্তিকং ভূয়ো বিকটং কুক্কুটং পুনঃ। বজ্রং ভদ্রকমিত্যাহুরাসনানি মনীষিণঃ ॥ ২০ ॥ পদ্মাসনঞ্চ সংযোজ্য জানূর্ব্বোরন্তরে করৌ। নিবেশ্য ভূমৌ সংস্থাপ্য ব্যোমস্থং কুক্কুটাসনম্। অন্যানি বক্তব্যানি ॥ ২১ ॥ যণ্মুদ্রাঃ ক্রমতো জ্ঞেয়াঃ পদ্মপাশগদাহ্বয়াঃ। মুষলাশনিখড়্গাখ্যাঃ শান্তিকাদিষু কর্ম্মসু ॥ ২২ ॥ জলং (৪) শান্তিবিধৌ শস্তং বশ্যে বহ্নিরুদীরিতঃ। স্তম্ভনে পৃথিবী শস্তা বিদ্বেষে ব্যোম কীর্ত্তিতম্। উচ্চাটনে স্মৃতো বায়ুর্ভূয়োঽগ্নির্ম্মারণে স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥ তত্তদ্ভূতোদয়ে

কার্য্যে মুক্তিলাভ হয়। মারণকার্য্যে ভূমি দক্ষিণপ্লবা (দক্ষিণদিকে নিম্ন) করিতে হয়। ১৬। ১৭। মারণকার্য্যে রক্তবস্ত্র, রক্ত উষ্ণীষ, লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ ও বামহস্তে পূজাদি করিবে। ১৮। মারণকার্য্যে মৃত মানুষের নাড়ী দ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করিয়া সেই রজ্জু দ্বারা যুদ্ধভিন্ন অন্যপ্রকারে মৃতব্যক্তির অথবা গর্দ্দভের দন্তে জপমালা প্রস্তুত করিয়া শত্রুবধ কামনায় জপ করিবে। আকর্ষণকার্য্যে হস্তিদন্ত ভগ্ন করিয়া তদ্দ্বারা মালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই মালায় জপ করিবে এবং বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন কার্য্যে যাহাকে বিদ্বিষ্ট ও উচ্চাটিত করা হইবে, তাহার কেশরূপ সূত্র দ্বারা গ্রথিত অশ্ব-দন্ত-মালা লইয়া জপ করিতে হইবে। ১৯।

অনন্তর যে যে আসনে বসিয়া ষট্‌কর্ম্ম করিতে হয় তাহা বলিতেছেন,—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, বিকটাসন, কুক্কুটাসন, বজ্রাসন ও ভদ্রাসন, মনীষিগণ ষট্‌কর্ম্মে এই ষড়্‌বিধ আসন বলিয়াছেন। ২০। পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া জানু ও উরুর মধ্যদিয়া হস্তদ্বয় প্রবেশ করাইয়া ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক দুইহস্তে ভর দিয়া দেহটীকে উর্দ্ধদিকে উত্থিত করিয়া রাখিবে, ইহাকে কুক্কুটাসন বলে। অন্যান্য আসন পরে বলা হইবে। ২১। ষট্‌কর্ম্মের মুদ্রা যথা।—পদ্ম, পাশ, গদা, মুষল, বজ্র ও খড়্গ এই ছয় মুদ্রা শান্তিকাদি ষট্‌কর্ম্মে বিহিত অর্থাৎ শান্তিকার্য্যে পদ্মমুদ্রা, বশীকরণে পাশমুদ্রা, স্তম্ভনকার্য্যে গদামুদ্রা, উচ্চাটনে বজ্রমুদ্রা এবং মারণে খড়্গমুদ্রা বিহিত। ২২। শান্তিকার্য্যে জলতত্ত্ব, বশী-

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(২) নরনাড়িকা (পঃ টি)। (৩) গ্রথিতৈরিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৪) বঁ (জলং)। রঁ (বহ্নিঃ)। লঁ পৃথিবী। হঁ ব্যোম। (যঁ) বায়ুঃ।

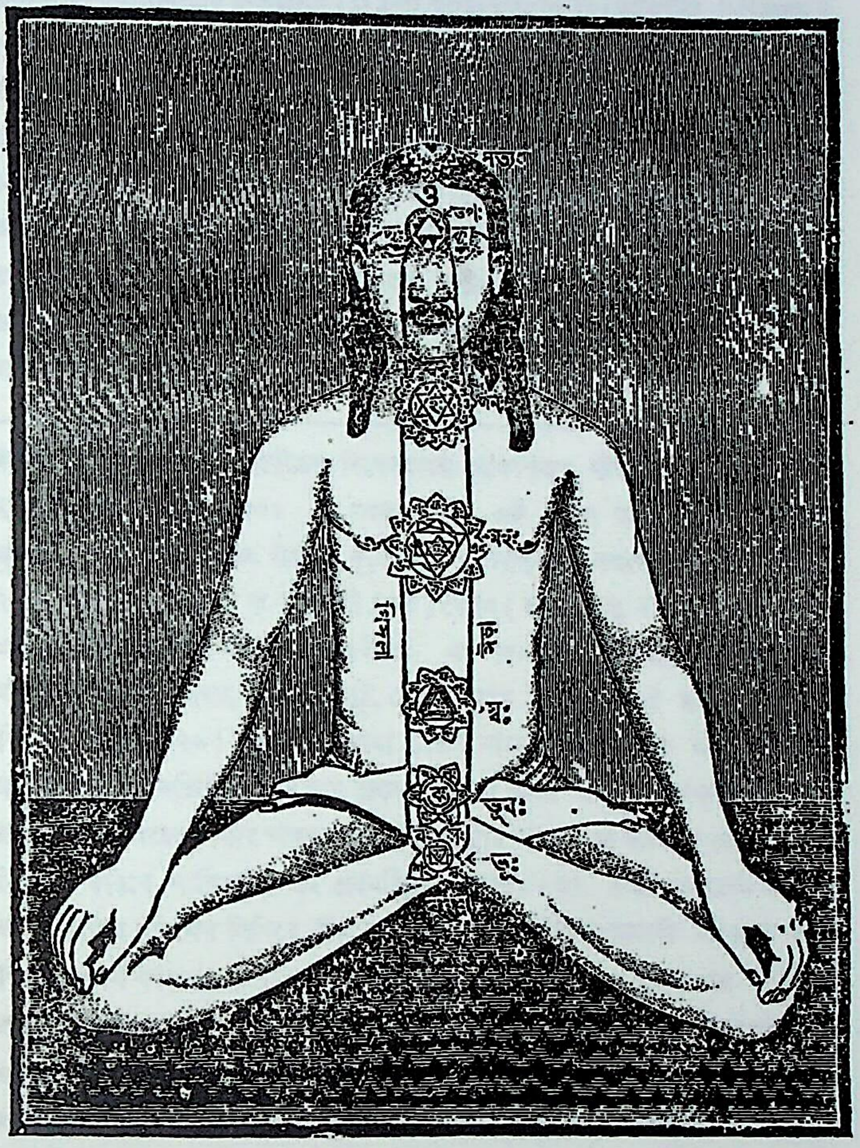
মস্তক
ওঁ
তপঃ
জনঃ
মহঃ
পিঙ্গলা
ইড়া
স্বঃ
ভুবঃ
ভূঃ

ষট্‌চক্র।

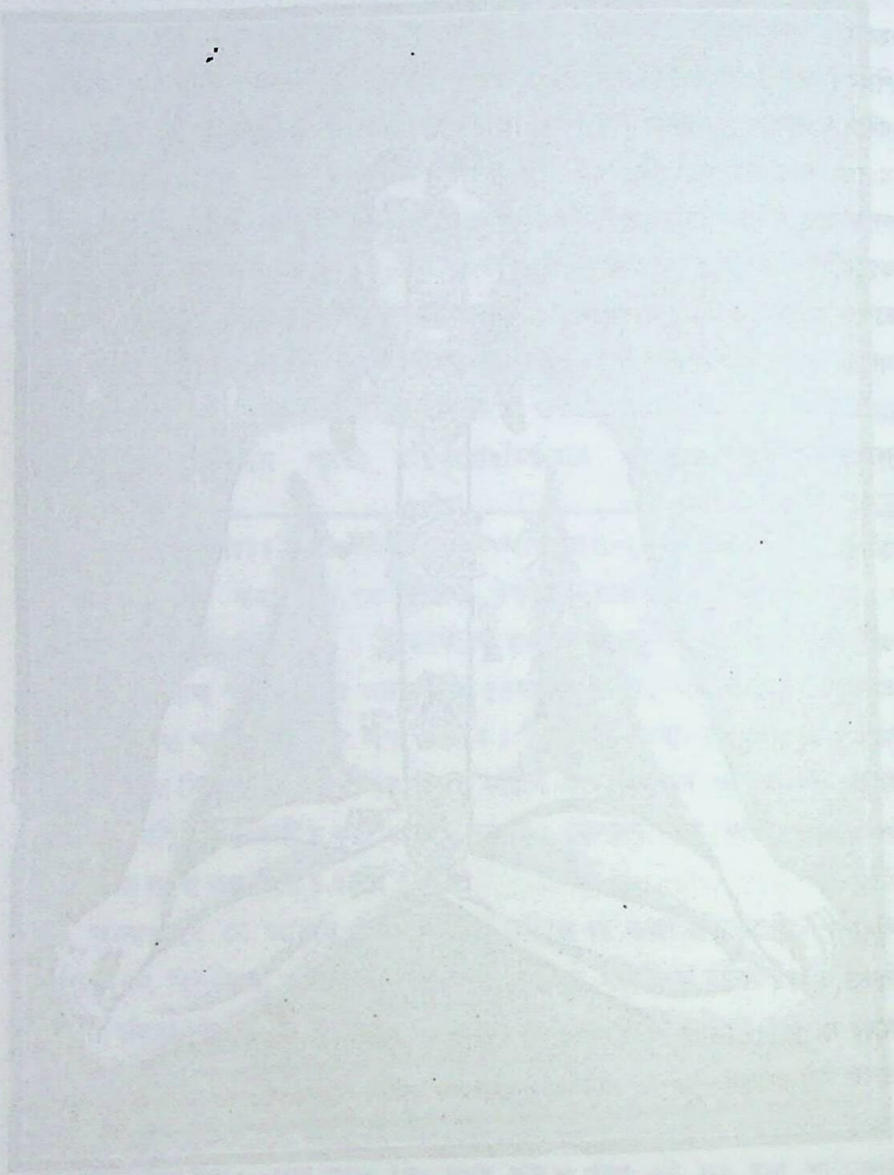

সম্যক্ তত্তন্মণ্ডলসংযুতম্। তত্তৎ কর্ম্ম বিধাতব্যং মন্ত্রিণা নিশ্চিতাত্মনা ॥ ২৪ ॥ শীতাংশু-সলিল-ক্ষৌণী-ব্যোম-বায়ু-হবির্ভুজাম্ (১) বর্ণাঃ স্যুর্মন্ত্রবীজানি (২) ষট্কর্ম্মসু যথাক্রমম্ ॥ ২৫ ॥ গ্রথনঞ্চ [১] বিদর্ভশ্চ [২] সংপুটো [৩] রোধন-[৪] স্তথা। যোগঃ [৫] পল্লব [৬] ইত্যেতে বিন্যাসাঃ ষট্সু কর্ম্মসু ॥ ২৬ ॥ মন্ত্রেণান্তরিতান্ (৩) কুর্য্যান্নামবর্ণান্ যথাবিধি। গ্রথনং [১] তদ্বিজানীয়াৎ প্রশস্তঃ শান্তিকর্ম্মণি ॥ ২৭ ॥ মন্ত্রার্ণদ্বয়মধ্যস্থং সাধ্যনামাক্ষরং লিখেৎ। বিদর্ভ [২] এষ বিজ্ঞেয়ো মন্ত্রিভির্বশ্যকর্ম্মণি ॥ ২৮ ॥ আদাবন্তে চ মন্ত্রঃ স্যান্নাম্নোঽসৌ সংপুটঃ [৩] স্মৃতঃ। এষ স্যাৎ স্তম্ভনে শস্ত ইত্যুক্তো মন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ২৯ ॥ নাম্ন আদ্যন্তমধ্যেষু মন্ত্রঃ স্যাদ্রোধনং মতম্ [৪] বিদ্বেষণবিধানে তু প্রশস্তমিদমুত্তম্ ॥ ৩০ ॥ মন্ত্রস্যান্তে ভবেন্নাম যোগঃ [৫] প্রোচ্চাটনে মতঃ। অন্তে নাম্নো ভবেন্মন্ত্রঃ পল্লবো [৬] মারণে মতঃ ॥ ৩১ ॥ সিতরক্তপীতমিশ্রকৃষ্ণধূম্রাঃ প্রকী-

---

করণে বহ্নিতত্ত্ব, স্তম্ভনে পৃথিবীতত্ত্ব, বিদ্বেষকার্য্যে আকাশতত্ত্ব, উচ্চাটনে বায়ুতত্ত্ব এবং মারণে বহ্নিতত্ত্ব বিহিত। ২৩। ঐ সকল কার্য্যে এই সকল তত্ত্বের উদয় বিবেচনা করিবে। ঐ সকল ভূতের উদয়ে (দৃঢ়চিত্তে) ঐ পঞ্চভূতের মণ্ডলে ষট্কর্ম্ম করিবে। ২৪। চন্দ্র (ঠং) জল (বং) পৃথিবী (লং) ব্যোম (হং) বায়ু (যং) অগ্নি (রং) এই বর্ণগুলি যথাক্রমে ষট্কর্ম্মের মন্ত্রবীজ। ঐ সকলবীজে বীজন্যাস কর্ত্তব্য। ২৫। ষট্কর্ম্মে যথাক্রমে গ্রথন, বিদর্ভ, সংপুট, রোধন, যোগ ও পল্লব, এই ছয়টি মন্ত্রবিন্যাস বিহিত হইয়াছে। ২৬। ষট্কর্ম্মের সাধ্য ব্যক্তির নামের বর্ণ-সকলকে মন্ত্রদ্বারা পুটিত করিয়া উচ্চারণ করিবে, ইহারই নাম গ্রথন। মন্ত্রের প্রথম অক্ষর সাধ্যব্যক্তির নামের প্রথম অক্ষর, মন্ত্রের দ্বিতীয় অক্ষর সাধ্যনামের দ্বিতীয় অক্ষর এই রীতিতে গ্রথিত করিয়া উচ্চারণ করিবে, শান্তিকার্য্যে এই গ্রথনবিন্যাস প্রশস্ত। ২৭। মন্ত্রের দুইবর্ণের মধ্যস্থলে সাধ্য ব্যক্তির নামাক্ষর লিখিবে, ইহাকে বিদর্ভ বলে। বশীকরণকার্য্যে এইরূপে মন্ত্রের বিদর্ভবিন্যাস করিবে। ২৮। সাধ্য ব্যক্তির নামের আদি ও অন্তে মন্ত্র লিখিলেই মন্ত্রের সংপুটবিন্যাস হয়। মন্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ স্তম্ভনকার্য্যে এইরূপে মন্ত্রের সংপুটবিন্যাস প্রশস্ত বলিয়াছেন। ২৯। সাধ্যনামের আদি, মধ্য ও অন্তে মন্ত্র লিখিবে, ইহাকে মন্ত্রের রোধনবিন্যাস বলে। বিদ্বেষণকার্য্যে এই রোধনবিন্যাস প্রশস্ত। ৩০। মন্ত্রের অন্তে সাধ্য ব্যক্তির নাম যোগ করিলেই মন্ত্রের যোগবিন্যাস হয়। উচ্চাটনকার্য্যে এই যোগবিন্যাস কর্ত্তব্য। সাধ্য ব্যক্তির নামের অন্তে মন্ত্রযোগকে পল্লববিন্যাস বলে। এই

---

(১) শীতাংশুঃ (ঠ) সলিলং (ব) ক্ষৌণী (ল) ব্যোম (হ) বায়ুঃ (য) হবির্ভুক্ (র) (খ চি) ঠকারবকারলকারযকাররেফাঃ (আ০ বি০)। (২) বীজন্যাসস্তৈর্বীজৈঃ কার্য্যঃ।

(৩) নামবর্ণানিত্যত্র সাধ্যবর্ণানিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। তত্র নামাক্ষরাণি ইতি তদর্থঃ। মন্ত্রার্ণান্তরিতানিতি (ক) (খ) পাঠঃ। মন্ত্রবর্ণমেকম্ উচ্চার্য্য সাধ্যবর্ণমেকমুচ্চরেদিতি তদর্থঃ (খ চি)।

র্ত্তিতাঃ। বর্ণতো (১) মন্ত্রসংপ্রোক্তা দেবতাঃ ষট্‌সু কর্ম্মসু ॥ ৩২ ॥ মন্ত্রাণাং লেখনদ্রব্যং চন্দনং [১] রোচনং [২] নিশা [৩] গৃহধূম-[৪]শ্চিতাঙ্গারো [৫] মারণেহষ্টবিষাণি চ [৬]। শ্যেনাগ্নিলোণপিত্তানি (২) ধুস্তূরক-রসঃ শুভঃ। গৃহধূমস্ত্রিকটুকং বিষাষ্টকমুদীরিতম্ ॥ ৩৩ ॥ দেবতা কালমুদ্রাদীন্ সম্যক্ জ্ঞাত্বা বিচক্ষণঃ। ষট্‌কর্ম্মাণি প্রযুঞ্জীত যথোক্তফলসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪ ॥ কুলার্ণবে।—উচ্চাটনে বষট্ প্রোক্তং হুঁ-ফড়ন্ত চ মারণে। স্তম্ভনে চ নমঃ প্রোক্তং স্বাহা শান্তিকপৌষ্টিকে ॥ ৩৫ ॥ হোমতর্পণয়োঃ স্বাহা ন্যাসপূজনয়োর্নমঃ। মন্ত্রান্তে যোজয়েন্মন্ত্রী জপকালে যথাস্থিতি। অস্যার্থঃ।—এতানি তত্তৎকর্ম্মাণি জপকালে মন্ত্রান্তে যোজয়িত্বা মন্ত্রং জপেৎ। হোমাদিষু নায়ং নিয়মঃ। ইত্যাহ হোমে নেতি ইতি কেচিৎ। তন্ন। অগ্নিকার্য্যে জপেৎ স্বাহা নমঃ

পল্লববিন্যাস মারণকার্য্যে বিহিত। ষট্‌কর্ম্মের মন্ত্র-কথিত দেবতার বর্ণ যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত, মিশ্র, কৃষ্ণ ও ধূম্র এই (ছয় প্রকার)। শান্তিকার্য্যের দেবতা শ্বেতবর্ণ, বশীকরণের দেবতা রক্তবর্ণ, স্তম্ভনকার্য্যের দেবতা পীতবর্ণ, বিদ্বেষণকার্য্যের দেবতা মিশ্রবর্ণ, উচ্চাটনের দেবতা কৃষ্ণবর্ণ, মারণের দেবতা ধূম্রবর্ণ। সুতরাং ধ্যানকালে ঐরূপ বর্ণ চিন্তন কর্ত্তব্য। ৩১। ৩২। শান্তি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মে মন্ত্র লিখিবার দ্রব্য যথা—শান্তিকর্ম্মে চন্দন (১) বশীকরণে গোরোচনা (২) স্তম্ভনকার্য্যে হরিদ্রা (৩) বিদ্বেষণে গৃহধূম (ঝুল) (৪) উচ্চাটনে চিতাঙ্গার (৫) ও মারণকার্য্যে অষ্টবিষ (৬) অষ্টবিষ যথা,—শ্যেনপক্ষীর বিষ্ঠা, চিতামূল, বিট্‌লবণ, ধূতুরারস, গৃহধূম, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ ইহাদিগকে অষ্টবিষ বলে। ৩৩। বিচক্ষণ সাধক দেবতা, কাল ও মুদ্রাদি সম্যক্‌রূপে জানিয়া ষট্‌কর্ম্মসাধন করিবেন তাহাতে যথোক্ত ফললাভ হইবে। ৩৪। কুলার্ণবে বলিয়াছেন,—মন্ত্রের অন্তে যথাক্রমে উচ্চাটনকার্য্যে ‘বষট্’ মারণকার্য্যে ‘হুং ফট্’ স্তম্ভনকার্য্যে ‘নমঃ’ শান্তিক ও পৌষ্টিককার্য্যে ‘স্বাহা’ যোগ করিবে। সাধারণতঃ হোম ও তর্পণস্থলে মন্ত্রের অন্তে ‘স্বাহা’ ন্যাস ও পূজার স্থলে ‘নমঃ’ যোগ করিবে। জপস্থলে কিছুই যোগ করিবে না। যথাস্থিত মন্ত্র জপ করিবে। ইহার মীমাংসা করিয়াছেন,—এই উচ্চাটন প্রভৃতি কার্য্যে জপকালেও মন্ত্রের অন্তে বষট্ প্রভৃতি ন্যাস করিয়া জপ করিবে। হোমাদিতে এ নিয়ম নহে। ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে। কেননা যদিও

---

(১) তেন মন্ত্রবর্ণাত্মিকা দেবতা তস্যাস্তদ্রূপেণ ধ্যানং (খ ট)।

(২) শ্যেনঃ শ্যেনপক্ষিবিষ্ঠা, অগ্নিঃ চিত্রকং (চিতামূল), লোণপিত্তং বিট্‌লবণম্ ইতি (গ) পুস্তকধৃতব্যাখ্যা। (আ০ বি০) পুস্তকটিপ্পন্যপ্যেবা। শ্যেনাগ্নিলোলপিত্তানি ইতি পাঠঃ সর্ব্বত্র (গ) পুস্তকং বিহায়। (ক) পুস্তকেহস্য টিপ্পনী যথা শ্যেনস্য পক্ষিণঃ অগ্নিঃ (বিষ্ঠা) লোলং (তস্য রক্তং) পিত্তং (তস্য পিত্তঞ্চ) ইতি। মতভেদেহস্মিন্ যথাসম্প্রদায়মনুসরন্তু শিষ্টাঃ। ত্রিকটুকং শুণ্ঠীমরিচপিপ্পল্যঃ।

সর্ব্বত্র চার্চ্চনে। শান্তি-পুষ্টিবশদ্বেষাকর্ষোচ্চাটনমারণে। স্বাহা স্বধা বষট্ হুঙ্ক বৌষট্ ফট্ যোজয়েৎ ক্রমাৎ। বশ্যাকর্ষণসন্তাপজ্বরে স্বাহা প্রকীর্ত্তিতা। ক্রোধোপশমনে শান্তৌ প্রীতৌ যোজ্যং নমো বুধৈঃ। বৌষট্ সম্মোহনোদ্দীপপুষ্টিমৃত্যুঞ্জয়েষু চ। (১) হুঙ্কারং প্রীতিনাশে চ মারণে চ্ছেদনে তথা; উচ্চাটনে চ বিদ্বেষে বৌষট্ পঙ্গুকৃতৌ (২) বষট্। মন্ত্রোদ্দীপনকার্য্যেষু (৩) লাভালাভে বষট্ স্মৃতঃ। ইতি বিশেষবচনাদ্ধোমেহপ্যয়ং বিধিঃ ॥ ৩৬ ॥ শান্তিকাদৌ পাত্রাদিনিয়মঃ তত্রৈব।—শান্তিকে রাজতং তাম্রং ভূর্জ্জপত্রন্তু বশ্যকে। সর্ব্বকার্য্যেষু সৌবর্ণং ক্রূরে স্যাৎ প্রেতকর্পটম্ (৪) ॥ ৩৭ ॥ ত্রিগন্ধং (৫) শান্তিকে প্রোক্তং পঞ্চগব্যন্তু বশ্যকে। সর্ব্বকার্য্যেহষ্টগন্ধং স্যাৎ ক্রূরে চাষ্টবিষাণি চ ॥ ৩৮ ॥ শান্তিকে লেখনী দূর্ব্বা বশ্যাদৌ শিখিপুচ্ছিকা। হেম্না সর্ব্বাণি কার্য্যাণি ক্রূরে স্যাৎ কাকপুচ্ছিকা ॥ ৩৯ ॥ গৃহেষু শান্তিকর্ম্ম স্যাৎ বশ্যঞ্চ চণ্ডিকাগৃহে। দেবালয়ে চ সর্ব্বাণি শ্মশানে ক্রূরকর্ম্ম চ ॥ ৪০ ॥

সাধারণতঃ হোমস্থলে স্বাহা, এবং পূজাস্থলে নমঃ শব্দ যোগ করিবার নিয়ম আছে তথাপি শান্তি, পুষ্টি, বশীকরণ, বিদ্বেষণ, আকর্ষণ, উচ্চাটন ও মারণকার্য্যে যথাক্রমে মন্ত্রান্তে 'স্বাহা' 'স্বধা' 'বষট্' 'হুং' 'বৌষট্' ও 'ফট্' যোগ করিবে। বশীকরণ আকর্ষণ ও সন্তাপজ্বরে 'স্বাহা' ক্রোধোপশমন, শান্তি ও প্রীতিজনক কার্য্যে 'নমঃ,' সম্মোহন, উদ্দীপন, পুষ্টিসাধন ও মৃত্যুজয়কার্য্যে 'বৌষট্' প্রীতিনাশ, মারণ ও ছেদনকার্য্যে 'হুং', উচ্চাটন ও বিদ্বেষণকার্য্যে 'বৌষট্', পঙ্গুকরণ, মন্ত্রোদ্দীপন ও লাভালাভ কার্য্যে 'বষট্' শব্দ মন্ত্রের অন্তে যোগ করিবে। এই বিশেষ বচন থাকায় শান্তিকাদি ষট্‌কর্ম্মের হোমেও ঐ সকল মন্ত্র যোগ করিতে হইবে। ৩৫। ৩৬। শান্তি প্রভৃতি কার্য্যে পাত্রাদি নিয়ম করিয়াছেন যথা,—শান্তিকার্য্যে রজত অথবা তাম্রপাত্র এবং বশীকরণে ভূর্জ্জপত্র, সকল প্রকার কার্য্যেই সুবর্ণপাত্র, মারণাদি ক্রূর কর্ম্মে প্রেতবস্ত্র ব্যবহার করিবে। ৩৭। শান্তিকার্য্যে অগুরু, চন্দন ও কুঙ্কুম এই তিন প্রকার গন্ধ, বশীকরণে পঞ্চগব্য, সকল কার্য্যে অষ্টগন্ধ এবং মারণে অষ্টবিষ ব্যবহার করিবে। ৩৮। শান্তিকার্য্যে দূর্ব্বা বশ্যাদিকার্য্যে ময়ূরপুচ্ছ, সর্ব্বকার্য্যে সুবর্ণ ও ক্রূরকর্ম্মে কাকপুচ্ছ লেখনীরূপে ব্যবহার করিবে। ৩৯। শান্তিকার্য্য নিজগৃহে কর্ত্তব্য, বশীকরণকার্য্য চণ্ডিকাগৃহে কর্ত্তব্য, দেবালয়ে সকলকর্ম্ম করা যায়, ক্রূরকর্ম্ম শ্মশানে করিতে হয়। ৪০।

---

(১) ফট্কারং ছেদনে হুঙ্ক ফট্ বিঘ্নগ্রহপাতনে। পুষ্টৌ চাপ্যায়নে বৌষট্ বোধনে মলিনীকৃতৌ ॥ ইত্যধিকঃ (আ০ বি০) পাঠঃ।

(২) অন্ধীকৃতৌ (গ) পাঠঃ। পক্ষকৃতৌ (খ) পাঠঃ পক্ষপাতেহপি তট্টীকা।

(৩) কুণ্ডোদ্দীপনকার্য্যেষু ইতি (গ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ। (৪) শ্মশানবস্ত্রম্।

(৫) অগুরুচন্দনকুঙ্কুমানি। (খ টি) কুঙ্কুমগোরোচনাশিলাঃ (আ০ বি০)।

অথ ভূতানামুদয়ঃ।—দণ্ডাকারা (১) গতির্ভূমেঃ, পুটয়োরুভয়োরপি (২)। তোয়স্য পাবকস্যোর্দ্ধে গতিস্তির্য্যক্ নভস্বতঃ (৩)। গতির্ব্ব্যোম্নো ভবেন্মধ্যে ভূতানামুদয়ঃ স্মৃতঃ। ধরণেরুদয়ে কুর্য্যাৎ স্তম্ভনং বশমাত্মবিৎ। শান্তিকং পৌষ্টিকং কর্ম্ম তোয়স্য সময়ে বসোঃ (৪)। মারণাদীনি মরুতো বিপক্ষোচ্চাটনাদিকম্। ক্ষেড়াদিনাশনে শস্তমুদয়ে চ বিহায়সঃ॥ ৪১ ॥

অথ ভূতানাং মণ্ডলানি।—বৃত্তং বিস্তৎ ষড়্‌বিন্দুলাঞ্ছিতং মাতরিশ্বনঃ। ত্রিকোণং স্বস্তিকোপেতং বহ্নেরর্দ্ধেন্দুসংযুতম্। অম্ভোজমম্ভসো ভূমেশ্চতুরস্রং সবজ্রকম্ (৫)। তত্তদ্ভূতসমাভানি মণ্ডলানি বিদুর্ব্বুধাঃ। বর্ণৈঃ স্বৈ রঞ্জিতান্যাহুঃ স্বস্বনাম্নাবৃতান্যপি। স্বচ্ছং (৬) বিয়ৎ মরুৎ কৃষ্ণো রক্তোঽগ্নির্ব্বিশদং (৭) পয়ঃ। পীতা ভূমিরিত্যাদি॥ ৪২॥ প্রয়োগান্তরং কুলার্ণবে।—একলক্ষং জপেন্মন্ত্রং (৮) ধ্যান ন্যাসসমন্বিতঃ।

পূর্ব্বে ভূতোদয় অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের উদয় নির্ণয় করিয়া ষট্‌কর্ম্মসাধন করিতে হইবে বলা হইয়াছে, এক্ষণে পঞ্চতত্ত্বের উদয় বলিতেছেন। ভূমিতত্ত্বের উদয়কালে বামনাসিকার অগ্র হইতে দণ্ডাকারে শ্বাস নির্গত হয়। জলতত্ত্বের উদয়ে উভয় নাসিকা হইতে দণ্ডাকারে শ্বাস নির্গম হয়; অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে শ্বাস ঊর্দ্ধদিকে উদ্গত হয়। বায়ুতত্ত্বের উদয়ে বক্রভাবে শ্বাস নির্গত হয়। আকাশতত্ত্বের উদয়ে নাসিকার মধ্যদিয়া শ্বাস নির্গত হয়। ইহার নাম ভূতোদয় অর্থাৎ এই সকল শ্বাসনির্গমনের লক্ষণদ্বারা কোন্ সময়ে কোন্ তত্ত্বের উদয় হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া কার্য্য করিবে। ভূমিতত্ত্বের উদয়কালে স্তম্ভন ও বশীকরণ করিবে। জলতত্ত্বের উদয়কালে শান্তি ও পুষ্টিকর্ম্ম করিবে। অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণাদি কর্ম্ম, বায়ুতত্ত্বের উদয়কালে উচ্চাটনাদি কর্ম্ম এবং আকাশতত্ত্বের উদয়কালে বিষাদিনাশন কার্য্য প্রশস্ত। ৪১।

অনন্তর পঞ্চভূতের মণ্ডল বলা হইতেছে।—যে তত্ত্বের উদয়ে যে কার্য্য বলা হইয়াছে, সেই তত্ত্বের মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া কার্য্য করিবে। ছয়টী বিন্দুযুক্ত বৃত্ত গোলাকার আকাশতত্ত্বের মণ্ডল এবং বায়ুতত্ত্বে স্বস্তিকযুক্ত ত্রিকোণাকার মণ্ডল করিবে। অগ্নিতত্ত্বে অর্দ্ধচন্দ্রাকার, জলতত্ত্বে পদ্মাকার, এবং পৃথ্বীতত্ত্বে বজ্রযুক্ত চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া কার্য্য করিবে। এই সকল মণ্ডল সেই সেই ভূতের ন্যায় বর্ণযুক্ত সুতরাং সেই সেই বর্ণদ্বারা রঞ্জিত করিয়া ভূতগণের স্ব স্ব নামে আবৃত করিবে। আকাশের বর্ণ শুভ্র। বায়ু কৃষ্ণবর্ণ, অগ্নি রক্তবর্ণ, জল শুভ্র এবং ভূমি পীতবর্ণ। ৪২। কুলার্ণবতন্ত্রে

---

(১) বামনাসাগ্রস্থ (আ০ বি০) টী। (২) নাসিকয়োঃ। (৩) বায়োঃ।
(৪) অগ্নেঃ ইতি (আ০ বি০) টী। (৫) দ্যোঃ বায়ুঃ বহ্নিঃ জল ভূঃ। (আ০ বি০) টী।
(৬) স্বচ্ছং শুভ্রমিত্যর্থঃ। (৭) শুভ্রম্। (৮) মন্ত্রমিতি শান্ত্যর্থনির্দ্দিষ্টমন্ত্রমিত্যর্থঃ।

প্রয়োগদোষশান্ত্যর্থমাত্মরক্ষার্থকারণম্। নচেৎ ফলঞ্চ নাপ্নোতি দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৩ ॥ যত্তু,—ন কুর্য্যাৎ মারণং কর্ম্ম কুর্য্যাচ্চেদযুতং জপেৎ। তত্তু প্রায়শ্চিত্ত-পরমিতি ॥ ৪৪ ॥

অথ স্তবকবচানি নিরূপ্যন্তে। বারাহীতন্ত্রে।—প্রণবঞ্চাদিমে জপ্ত্বা স্তোত্রং বা সংহিতাং পঠেৎ। অন্তে চ প্রণবং দদ্যাদিত্যুবাচাদিপূরুষঃ। এবং সর্ব্বত্র বিজ্ঞেয়মন্যথা বিফলং ভবেৎ (১) ॥ ৪৫ ॥

অথ স্তবকবচানি।

অথাদৌ ভুবনেশ্বরীস্তোত্রম্। ঈশ্বর উবাচ। ওঁ অথানন্দময়ীং সাক্ষাচ্ছব্দব্রহ্মস্বরূপিণীম্। ঈড়ে সকলসম্পত্ত্যৈ জগৎকারণমম্বিকাম্ ॥ ১ ॥ আদ্যামশেষ-জননীমরবিন্দযোনের্বিষ্ণোঃ শিবস্য চ বপুঃ প্রতিপাদয়িত্রীম্। সৃষ্টিস্থিতিক্ষয়করীং জগতাং ত্রয়াণাং, স্তুত্বা গিরং

ষট্কর্ম্মের অন্য প্রকার প্রয়োগ বলিয়াছেন। যথা—ষট্কর্ম্ম সাধন করিবার অগ্রে ধ্যান ও ন্যাস করিয়া একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে ইহাতে প্রয়োগের দোষ শান্তি ও আত্মরক্ষা হইবে। নতুবা কর্ম্মফল পাইবে না, দেবতার নিকট অভিশপ্ত হইবে। ৪৩। আর যে মারণকর্ম্ম করিবে না; যদি করে ত, অযুত (দশহাজার) জপ করিবে, এই বিধি দৃষ্ট হয়, ইহা প্রায়শ্চিত্ত-পর। অর্থাৎ এইকার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দশহাজার জপ করিবে। ৪৪।

অনন্তর স্তবকবচ নিরূপণ করা যাইতেছে।—বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন স্তোত্র ও সংহিতার আদি এবং অন্তে প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার যোগ করিয়া স্তোত্র ও সংহিতা পাঠ করিবে। ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন। সকল স্থলেই এইরূপ নিয়ম জানিবে। নতুবা পাঠের ফললাভ হইবে না। স্তোত্র—স্তব কবচ, সংহিতা—চণ্ডী গীতাপ্রভৃতি। ৪৫।

তন্মধ্যে অগ্রে ভুবনেশ্বরীর স্তব বলা হইতেছে। ঈশ্বর বলিলেন। অনন্তর সকল সম্পত্তিলাভের নিমিত্ত সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্মরূপিণী জগৎকারণরূপা আনন্দময়ী মাতাকে স্তব করিব। ১। মাতঃ আপনি সকলের আদি আপনি সকলের জননী এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নির্ম্মাণ আপনি করিয়াছেন, আপনিই এই ত্রিজগতের সৃষ্টি স্থিতি

---

(১) শুদ্ধেনানন্যচিত্তেন পঠিতব্যং প্রযত্নতঃ। কার্য্যাশক্তেন মনসা কার্য্যং স্তোত্রস্য পাঠনম্। আধারে স্থাপয়িত্বা তু পুস্তকং প্রপঠেৎ সুধীঃ। হস্তসংস্থাপনাদেব যঃ পঠেৎ বিফলং ভবেৎ। স্বয়ং লিখিতং যত্তৎ কৃত্রিনা লিখিতং ন যৎ। অব্রাহ্মণেন লিখিতং তচ্চাপি বিফলং ভবেৎ। ঋষিচ্ছন্দাদিকং ন্যস্য পঠেৎ স্তোত্রং বিচক্ষণঃ। স্তোত্রে ন দৃশ্যতে যত্র প্রণবন্যাসমাচরেৎ। সঙ্কল্পিতে স্তোত্রপাঠে সংখ্যাং কৃত্বা পঠেৎ সুধীঃ। অধ্যায়ং প্রাপ্য বিরমেন্ন তু মধ্যে কদাচন। কৃতে বিরামে মধ্যে তু অধ্যায়াদি পঠেৎ পুনঃ। তত্রৈব,—পূজাদৌ বাচয়েৎ স্তোত্রং পূজান্তে কবচং পঠেৎ। উচ্চৈঃ স্তোত্রং পঠেন্নিত্যমনুচ্চং কবচং পঠেৎ। তন্ত্রে,—মনসা যৎ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মনুং জপেৎ। উভয়ং নিষ্ফলং যাতি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা ॥ ইতি (আ০ বি০) পুস্তকেঽধিকঃ পাঠঃ।

বিমলয়াম্যহমম্বিকে ত্বাম্ ॥ ২ ॥ পৃথ্ব্যা জলেন শিখিনা মরুতাম্বরেণ, হোত্রেন্দুনা দিনকরেণ চ মূর্ত্তিভাজঃ। দেবস্য মন্মথরিপোরপি শক্তিমত্তাহেতুস্ত্বমেব খলু পর্ব্বতরাজপুত্রি ॥ ৩ ॥ ত্রিস্রোতসঃ সকললোকসমর্চ্চিতায়া বৈশিষ্ট্যকারণমবৈমি তদেব মাতঃ। ত্বৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রিতাসু, শম্ভোর্জ্জটাসু সততং পরিবর্ত্তনং যৎ ॥ ৪ ॥ আনন্দয়েৎ কুমুদিনীমধিপঃ কলানাং, নান্যামিনঃ (১) কমলিনীমথ নেতারাং বা। একস্য মোদনবিধৌ পরমেক ঈষ্টে, ত্বন্তু প্রপঞ্চ (২)মভিনন্দয়সি স্বদৃষ্ট্যা (৩) ॥ ৫ ॥ আদ্যাপ্যশেষজগতাং নবযৌবনাসি, শৈলাধিরাজতনয়াপ্যতিকোমলাসি। ত্রয্যাঃ প্রসূরপি তয়া ন সমীক্ষিতাসি, ধ্যেয়াসি গৌরি মনসো ন পথি স্থিতাসি (৪) ॥ ৬ ॥ আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরাদ্ দুরাপং, তত্রাপি পাটবমরাপ্য নিজেন্দ্রিয়াণাম্। নাভ্যর্চ্চয়ন্তি জগতাং জনয়িত্রি যে ত্বাং, নিঃশ্রেণিকাগ্রমধিরুহ্য পুনঃ পতন্তি ॥ ৭ ॥ কর্পূরচূর্ণহিমবারিবিলোড়িতেন, যে চন্দনেন কুসুমৈশ্চ সুজাতগন্ধৈঃ। আরাধয়ন্তি হি ভবানি! সমুৎসুকাস্ত্বাং তে খল্বশেষভুবনাধিভুবঃ প্রথন্তে (৫) ॥ ৮ ॥ আবিশ্য মধ্যপদবীং প্রথমে

সংহার করিয়া থাকেন। আমি আপনাকে স্তব করিয়া আমার বাক্যকে নির্ম্মল করি। ২। হে পর্ব্বতরাজ-পুত্রি, যিনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ যজমান, সোম ও সূর্য্যমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন, দুর্জ্জয় কামকেও পরাজয় করিয়াছেন, সেই শিবও আপনার বলে বলীয়ান হইয়াছেন। ৩। মাতঃ, শম্ভুর জটাজূট আপনার পাদপদ্মের পরাগে পবিত্র হইয়াছে, সেই পবিত্র জটাজুটে অবস্থান করাতেই ত্রিস্রোতা গঙ্গা সকললোকের নিকটে পূজিতা হইয়াছেন,—গঙ্গার বৈশিষ্ট্যলাভের ইহাই কারণ। কলানিধি চন্দ্রমা কেবল কুমুদিনীর আনন্দবর্দ্ধন করেন অন্যের নহে, সূর্য্যদেব কেবল কমলিনীর আনন্দবর্দ্ধন করেন অপরের নহে। একজন একজনেরই আনন্দদানে সমর্থ হইয়া থাকেন কিন্তু মাতঃ, আপনি দৃষ্টিদানে নিখিল জগতকে আনন্দদান করিতেছেন। ৫। মা, তুমি নিখিল জগতের আদি অতি প্রাচীনা হইয়াও সর্ব্বদা নবযৌবনবতী, তুমি অতি কঠিন পর্ব্বতরাজের কন্যা হইয়াও অতি কোমলা। তুমি বেদের জননী হইলেও বেদ তোমাকে দেখিতে পান নাই, হে গৌরি, তোমাকেই সকলে ধ্যান করিবার জন্য ব্যাকুল কিন্তু তুমি কাহারও মানসপথে আগমন কর না বিচিত্র তোমার লীলা। ৬। হে জগজ্জননি, যাহারা বহুদিনে দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া ইন্দ্রিয়বর্গের সামর্থ্য সত্ত্বেও দুর্ভাগ্য-বশতঃ তোমাকে পূজা করিতে পারে না, সেই হতভাগ্যেরা সোপানের অগ্রে উঠিয়া আবার পতিত হয়। ৭। ভবানি, যাহারা কর্পূর চূর্ণ মিশ্র শীতলজলঘর্ষিত চন্দন ও সুগন্ধি কুসুমদ্বারা অত্যন্ত

---

(১) ইনঃ সূর্য্যঃ। (২) ঈষ্টে ঈশ্বরো ভবতি ইত্যর্থঃ। (৩) স্বশক্ত্যা ইতি (খ) পাঠঃ। (৪) তেনাতিসূক্ষ্মা ইত্যর্থঃ। (৫) সার্ব্বভৌমাঃ সন্তঃ সম্বর্দ্ধন্তে (খ টি)।

সরোজে, সুপ্তাহিরাজসদৃশী (১) বিরচয্য বিশ্বম্। বিদ্যুল্লতাবলয়বিভ্রমমুদ্বহন্তী. পদ্মানি পঞ্চ বিদলয্য খমন্নুবানা ॥ ৯ ॥ তন্নির্গতামৃতরসৈরভিষিচ্য গাত্রং, মার্গেণ তেন বিলয়ং (২) পুনরপ্যবাপ্তা। যেষাং হৃদি স্ফুরসি জাতু ন তে ভবেয়ুর্ম্মাতর্ম্মহেশ্বরকুটুম্বিনি গর্ভভাজঃ ॥ ১০ ॥ আলম্বিকুন্তলভরামভিরামবক্ত্রামাপীবরস্তনতটীং তনুবৃত্তমধ্যাম্। চিন্তাক্ষসূত্রকলসাঃ (৩) লিখিতাঢ্যহস্তামাবর্ত্তয়ামি মনসা তব গৌরি মূর্ত্তিম্ ॥ ১১ ॥ আস্থায় যোগমবজিত্য চ বৈরিষট্‌ক-(৪) মাবধ্য চেন্দ্রিয়গণং মনসি প্রসন্নে। পাশাঙ্কুশাভয়বরাঢ্যকরাং সুবক্ত্রামালোকয়ন্তি ভুবনেশ্বরি যোগিনস্ত্বাম্ ॥১২॥ উত্তপ্তহাটকনিভা করিভিশ্চতুর্ভিরাবর্জ্জিতামৃতঘটৈরভিষিচ্যমানা। হস্তদ্বয়েন নলিনে রুচিরে বহন্তী, (১) পদ্মাপি সাভয়বরা ভবসি ত্বমেব ॥ ১৩ ॥ অষ্টাভিরুগ্রবিবিধায়ুধবাহিনীভির্দ্দোর্ব্বল্লরীভিরধিরুহ্য

আগ্রহসহকারে আপনার আরাধনা করে, তাহারা নিখিলজগতের আধিপত্যলাভ করিয়া বিখ্যাতিলাভ করে। ৮। মা, তুমি প্রথমপদ্মে (মূলাধার পদ্মে) সুপ্ত অহিরাজের ন্যায় কুণ্ডলিনীরূপে বিরাজ করতঃ মধ্য পথে (সুষুম্নানাড়ীতে) প্রবেশ করিয়া বিশ্বরচনা করিতেছ, সৌদামিনীর ন্যায় ঊর্দ্ধস্থ পঞ্চপদ্ম ভেদ করিয়া আকাশ যুড়িয়া রহিয়াছ, (সহস্রারপদ্মের মধ্যবর্ত্তী পরম শিবের সহিত মিলিত হইয়া অনন্ত-মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছ)! ৯। হে মাতঃ, হে মহেশ্বর-গৃহিণি, সেই সহস্রারপদ্ম হইতে নির্গত অমৃতরসে আপন অঙ্গ সিক্ত করিয়া সেই সুষুম্নাপথে আবার মূলাধারে আসিয়া বিলীনা হইয়া থাক এইরূপে তুমি যাহাদের হৃদয়ে বিরাজ কর তাহারা আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে না। ১০। হে গৌরি, আপনার কুন্তল-রাশি পশ্চাতে আলুলায়িত ও আপাদলম্বিত রহিয়াছে আপনার মুখ মণ্ডল অতিমনোরম, অতিপীবর পয়োধর, মধ্যদেশ ক্ষীণ ও সুগোল, চারি হস্তে জ্ঞানমুদ্রা, জপমালা কলস ও পুস্তক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, আপনার এমন মধুর মূর্ত্তি আমি মনের মধ্যে সর্ব্বদা ভাবনা করিতেছি। ১১। হে ভুবনেশ্বরি, যোগিগণ যোগাবলম্বনপূর্ব্বক কামাদি ছয় রিপুর জয়দ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গকে দমন করত প্রসন্নমনে আপনাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়, আপনি পাশ অঙ্কুশ ও বরাভয় হস্তে প্রফুল্লবদনে তাহাদের দৃষ্টি পথে বিরাজ করিয়া থাকেন। ১২। তপ্তস্বর্ণের ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, চারিটি দিগ্‌গজ সুধাপূর্ণ চারিকলসে যাঁহাকে অভিষেক করে, যাঁহার দুই হস্তে দুইটি মনোহর পদ্ম. অপর দুই হস্তে যিনি বরাভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন,—সেই পদ্মামূর্ত্তিও আপনিই। ১৩। ভবানি, যাঁহার আটটি বাহু-

---

(১) আবিশ্য প্রবিশ্য মধ্যপদবীং সুষুম্নানাড়ীম্। প্রথমে সরোজে মূলাধারস্থিতপদ্মে। সুপ্তাহিরাজসদৃশী কুণ্ডলিনীরূপা। (২) বিলয়ং মূলাধারে ইতি শেষঃ।

(৩) চিন্তাক্ষসূত্রং মণিবিশেষঃ। লিখিতং পুস্তকং তেন সরস্বতীরূপা (ধ টি)।

(৪) কামক্রোধাদি। (৫) এতেন লক্ষ্মীরূপা।

মৃগাধিরাজম্। দূর্ব্বাদলদ্যুতিরমর্ত্ত্যবিপক্ষপক্ষান্, ন্যক্কুর্ব্বতী ত্বমসি দেবী ভবানি দুর্গা ॥ ১৪॥ আবির্নিদাঘজলশীকরশোভিবক্ত্রাং গুঞ্জাফলেন (১) পরিকল্পিতহারযষ্টিম্। পত্রাংশুকামসিতকান্তিমনঙ্গতন্দ্রামাদ্যাং পুলিন্দতরুণীমসকৃৎ (২) স্মরামি ॥ ১৫ ॥ হংসৈর্গতিক্বণিতনূপুরদূরকৃষ্টৈর্মূর্ত্তৈরিবাপ্তবচনৈ(৩)রনুগম্যমানৌ। পদ্মাবিবোর্দ্ধমুখরূঢ়সুজাতনালৌ, শ্রীকণ্ঠপত্নি শিরসৈব দধে তবাঙ্ঘ্রী ॥ ১৬ ॥ দ্বাভ্যাং সমীক্ষিতুমতৃপ্তিমতেব দৃগ্‌ভ্যামুৎপাদ্য ভালনয়নং বৃষকেতনেন। সান্দ্রানুরাগতরলেন নিরীক্ষ্যমাণে, জঙ্ঘে উভে অপি ভবানি তবানতোঽস্মি ॥ ১৭ ॥ ঊরূ স্মরামি জিতহস্তিকরাবলেপৌ, স্থৌল্যেন মার্দ্দবতয়া পরিভূতরম্ভৌ। শ্রোণীভরস্য সহনৌ পরিকল্প্য দত্তৌ, স্তম্ভাবিবাঙ্গ বয়সা তব মধ্যমেন ॥ ১৮ ॥ শ্রোণ্যৌ স্তনৌ চ যুগপৎ প্রথয়িষ্যতোচ্চৈর্ব্বাল্যাৎ পরেণ বয়সা পরিকৃষ্টসারঃ। রোমাবলীবিলসিতেন বিভাব্যমূর্ত্তির্মধ্যস্তব স্ফুরতু মে হৃদয়স্য মধ্যে ॥ ১৯॥ সখ্যা স্মরস্য হরনেত্রহুতাশভীরোর্লাবণ্যবারিভরিতং নবযৌবনেন। আপাদ্য

লতায় বিবিধ উগ্র অস্ত্র বিরাজমান, দূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যিনি মৃগরাজে আরোহণপূর্ব্বক দানবদলন করিতেছেন,—সেই দুর্গামূর্ত্তিও আপনিই। ১৪। যাঁহার মুখমণ্ডল ঘর্ম্মবিন্দু-বিশোভিত, যাঁহার কটিতটে গুঞ্জাফলের হার বিলম্বিত, যিনি পত্রনির্ম্মিত বসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, কামাবেশে অলসা শ্যামকান্তি আপনিই সেই পুলিন্দ-যুবতি (মাতঙ্গিনী) মূর্ত্তি আপনাকে নিয়ত স্মরণ করি। ১৫। হে শ্রীকণ্ঠপত্নি, গমনকালীন নূপুরনিনাদে আকৃষ্ট হংসশ্রেণী মূর্ত্তিমান্ আপ্তবাক্যের ন্যায় যে পদযুগলের অনুগমন করিয়া থাকে, যাহার মনোহর নাল ঊর্দ্ধমুখে বিরাজিত এরূপ কমলের ন্যায় মনোহর তোমার সেই পদযুগল আমি শিরোদেশে ধারণ করি। ১৬। ভবানি, ভগবান্ বৃষধ্বজ আপনাকে দুই চক্ষু দ্বারা দেখিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই সেই কারণে ললাটে নয়ন উৎপাদন করিয়া গাঢ় অনুরাগভরে বিভোর হইয়া আপনার যে জানুযুগল নিয়ত নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, আমি আপনার সেই উভয় জানুকে প্রণাম করি। ১৭। মাতঃ, হস্তীর শুণ্ডগর্ব্ব যাহার নিকট বিচূর্ণিত; স্থূলতা ও কোমলতায় রম্ভা যাহার নিকট পরাভূত, আপনার সেই বিশাল ঊরুযুগল দেখিয়া মনে হয় আপনার মধ্যবয়স (যৌবন) যেন বিপুল নিতম্বভর সহিবার জন্য দুইটি থাম করিয়া দিয়াছে। ১৮। তোমার মধ্যদেশ অতিক্ষীণ, যৌবনবয়স তোমার নিতম্ব ও পয়োধরকে বিপুল করিবার জন্য তোমার ঐ মধ্যদেশ হইতে সারভাগ টানিয়া লইয়াছে তাই এত ক্ষীণ, উহাতে রোমাবলী বিরাজমান থাকাতেই উহার আকার লক্ষ্য হইতেছে, মা, তোমার ঐ ক্ষীণ মধ্য আমার হৃদয়মধ্যে বিরাজ করুক। ১৯। দেবি, তোমার গভীর

---

(১) স্বর্ণার্পণেন ইতি (খ) পাঠঃ।

(২) কিরাতকন্যকাম্ (খ চ)। (৩) আপ্তবচনৈরিতি (ক) পাঠঃ।

দত্তমিব পল্বলমপ্রধৃষ্যং, নাভিং কদাপি তব দেবি ন বিস্মরেয়ম্॥ ২০॥ ঈশোপগূঢ়(১)পিশুনং ভসিতং দধানে কাশ্মীরকর্দ্দমমমূ স্তনপঙ্কজে তে। স্নাতোত্থিতস্য করিণঃ ক্ষণলক্ষ্যফেণৌ, সিন্দূরিতৌ স্মরয়তঃ সমদস্য কুম্ভৌ॥ ২১॥ কণ্ঠাতিরিক্তগলদুজ্জ্বলকান্তিধারাশোভৌ ভুজৌ নিজরিপোর্মকরধ্বজেন। কণ্ঠগ্রহায় রচিতৌ কিল দীর্ঘপাশৌ, মাতর্মম স্মৃতিপথং ন বিলঙ্ঘয়েতাম্॥ ২২॥ নাত্যায়তং রচিতকম্বুবিলাসচৌর্য্যং, ভূষাভরেণ বিবিধেন বিরাজমানম্। কণ্ঠং মনোহরগুণং গিরিরাজকন্যে, সংচিন্ত্য তৃপ্তিমুপযামি কদাপি নাহম্॥ ২৩॥ অত্যায়তাক্ষমভিজাত-ললাটপট্টং, মন্দস্মিতেন দরফুল্লকপোলরেখম্। বিম্বাধরং বদনমুন্নতদীর্ঘনাসং যস্তে স্মরত্যসকৃদম্ব! স এব জাতঃ॥ ২৪॥ আবিদ্ধবারকরলেখমনল্পগন্ধপুষ্পোপরিভ্রমদলিব্রজনির্ব্বিশেষম্। যশ্চেতসা কলয়তে তব কেশপাশং, তস্য স্বয়ং গলতি দেবি পুরাণপাশঃ॥ ২৫॥ শ্রুতিসুচরিতপাকং

নাভি লাবণ্যসলিলে ভরিত দুস্তর একটি পল্বল, কামদেব মহাদেবের নেত্রানলে ভীত, তাই কামসুহৃৎ নবযৌবন সুহৃদের নেত্রানলজ্বালা জুড়াইবার জন্য একটি পল্বল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে; মা, তোমার ঐ সুন্দর নাভিপল্বল আমি কখনও যেন ভুলিয়া না যাই। ২০। মা, তোমার কুঙ্কুমলিপ্ত, ও স্থানে স্থানে মহাদেবের অঙ্গভস্মলিপ্ত স্তনকমলযুগল দেখিয়া মনে হয় সম্প্রতি স্নান করিয়া উঠিয়াছে এরূপ মদমত্ত হস্তীর দুই সিন্দুরিত কুম্ভ বিরাজ করিতেছে ঐ কুম্ভের স্থানে স্থানে নদীর শুভ্র ফেণ বিরাজমান থাকায় ভস্মবিলিপ্ত স্তনের সম্পূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে। আপনার স্তনের ভস্ম মহেশ্বরের আলিঙ্গন সুব্যক্ত করিতেছে। ২১। মা, তোমার বাহুযুগল উজ্জ্বলকান্তিধারায় শোভা পাইয়াছে, এ কান্তিধারা কণ্ঠে স্থান না পাইয়া কণ্ঠ হইতে বিগলিত হইয়া বাহুযুগলে আশ্রয় লইয়াছে; এই দুই বাহু যেন দুই দীর্ঘপাশ, মকরধ্বজ নিজরিপু মহেশ্বরের কণ্ঠবন্ধন করিবার জন্যই এই দুই পাশের সৃষ্টি করিয়াছেন; মা তোমার এই ভুজপাশ যেন আমার স্মরণপথ লঙ্ঘন না করে। ২২। হে গিরিরাজ-কন্যে, শঙ্খের সৌন্দর্য্য যে অপহরণ করিয়াছে, বিবিধভূষণে যে বিভূষিত, যাহার মনোহর গুণ; সেই অনতিদীর্ঘ ত্বদীয় কণ্ঠ সর্ব্বদা ভাবিয়াও আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। ২৩। সুদীর্ঘ নয়নযুগল যাহাতে বিরাজিত, যাহার ললাটফলক অতিমনোহর, মন্দহাস্যে যাহার ঈষৎ উৎফুল্ল গণ্ডস্থলে রেখা দৃশ্যমান, বিম্বতুল্য অধর, দীর্ঘ উন্নত নাসা যাহাতে শোভমান, মা, তোমার সেই বদন সর্ব্বদা যাহার স্মৃতিপথে বিরাজ করিতেছে, তাহারই জন্ম সার্থক। ২৪। যাহাতে চন্দ্রকলা উদ্ভাসিত, অতিসুগন্ধ পুষ্পমালা যাহাতে বিভূষিত সেই পুষ্পের উপরে ভ্রমরনিকর বসিয়া চুলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে. ঠিক লক্ষ্য হইতেছে না; দেবি, তোমার সেই কেশপাশ যে মনে মনে স্মরণ করে, তাহার প্রাক্তন

---

(১) ঈশোপগূঢ় ইতি (ক) পাঠঃ। (জ্যা০ বি০) পাঠশ্চ। ভাবপ্রত্যয়সাধিতঃ।

ধীমতাং স্তোত্রমেতৎ, পঠতি য ইহ মর্ত্ত্যো নিত্যমার্দ্রান্তরাত্মা। স ভবতি পদমুচ্চৈঃ সম্পদাং পাদনম্রক্ষিতিপ-মুকুটলক্ষ্মীলক্ষণানাং চিরায় ॥ ২৬ ॥ ইতি ভুবনেশ্বরীস্তোত্রম্ ॥

অথ ভুবনেশ্বরী-কবচম্।—শ্রীদেব্যুবাচ। ভুবনেশ্বর্য্যাশ্চ দেবেশ যা যা বিদ্যাঃ প্রকাশিতাঃ। শ্রুতাশ্চাধিগতাঃ সর্ব্বাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্। ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং যৎ পুরোদিতম্ ॥১॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু পার্ব্বতি(১) বক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়। ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্। সিদ্ধবিদ্যাময়ং দেবি সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়কম্। পঠনাদ্ধারণান্মর্ত্ত্যস্ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যবান্ (২) ভবেৎ ॥ ২ ॥ ত্রৈলোক্যমঙ্গলস্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ। ছন্দো বিরাট্ জগদ্ধাত্রী দেবতা ভুবনেশ্বরী। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥ হ্রীং বীজং মে শিরঃ পাতু ভুবনেশী ললাটকম্। ঐং পাতু দক্ষনেত্রং মে হ্রীং পাতু বামলোচনম্ ॥ ৪ ॥ শ্রীং পাতু দক্ষকর্ণং মে ত্রিবর্ণাত্মা মহেশ্বরী। বামকর্ণং সদা পাতু ঐং ঘ্রাণং পাতু মে সদা ॥ ৫ ॥ হ্রীং পাতু বদনং দেবী (৩) ঐং পাতু রসনাং মম। বাক্পুটা চ (৪) ত্রিবর্ণাত্মা কণ্ঠং পাতু পরাত্মিকা ॥ ৬ ॥ শ্রীং স্কন্ধৌ পাতু

কর্ম্মপাশ স্বয়ং বিগলিত হইয়া যায়। ২৫। ধীমান্‌দিগের কর্ণে যাহার মাধুর্য্য পরীক্ষিত হইয়া থাকে, সেই এই স্তব যে মানব আর্দ্রহৃদয়ে সর্ব্বদা পাঠ করে, সে এরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হয় যে ক্ষিতিপতিগণের মুকুটশোভা চিরদিনের জন্য তাহার পদানত হইয়া থাকে। ২৬। ভুবনেশ্বরী স্তব সমাপ্ত ॥ ০ ॥

অনন্তর ভুবনেশ্বরীর কবচ বলা যাইতেছে।—শ্রীদেবী বলিলেন—হে দেবেশ! আপনি ভুবনেশ্বরী-দেবীর যে যে বিদ্যা (মন্ত্র) প্রকাশ করিলেন, তৎসমুদয় আমি শ্রবণ করিলাম এবং বুঝিলাম, এক্ষণে ভুবনেশ্বরীদেবীর ত্রৈলোক্যমঙ্গলনামক কবচ শুনিতে ইচ্ছা করি। ১। ঈশ্বর বলিলেন,—হে পার্ব্বতি! ত্রৈলোক্যমঙ্গলনামক কবচ মন্ত্রমূর্ত্তি, সিদ্ধবিদ্যাময় এবং সকল প্রকার ঐশ্বর্য্যের দাতা, হে দেবি, এক্ষণে ঐ কবচ তোমাকে বলিব মনোযোগদিয়া শ্রবণ কর। এই কবচ পাঠ করিলে ও ধারণ করিলে মানব ত্রিলোকের অধীশ্বর হইতে পারে। ২। এই ত্রৈলোক্যমঙ্গলনামক কবচের ঋষি শিব, ছন্দ বিরাট্, জগদ্ধাত্রী ভুবনেশ্বরী দেবতা এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে। ৩। 'হ্রীং' বীজ আমার মস্তক রক্ষা করুন, ভুবনেশী আমার ললাট রক্ষা করুন, 'ঐং' বীজ দক্ষিণ নেত্র, 'হ্রীং' বীজ বামনেত্র, 'শ্রীং' বীজ দক্ষিণকর্ণ, ত্রিবর্ণময়ী মহেশ্বরী সর্ব্বদা বামকর্ণ, 'ঐং' বীজ সর্ব্বদা আমার নাসিকা, 'হ্রীং' বীজ মুখ, 'ঐং' বীজ আমার জিহ্বা এবং পরব্রহ্মময়ী ত্রিবর্ণরূপা বাক্পুটা আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন। ৪—৬।

---

(১) পার্ব্বতি শৃণু ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) ত্রিলোকৈশ্বর্য্যভাক্ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।
(৩) দেবী ইত্যত্র দেবি ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) বাক্ত্রিপুটা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

মে নিত্যং (১) হ্রীং ভুজৌ পাতু সর্ব্বদা। ক্লীং করৌ ত্রিপুটেশানী ত্রিপুটৈশ্বর্য্যদায়িনী ॥
৭ ॥ আং পাতু হৃদয়ং হ্রীং মে মধ্যদেশং সদাবতু। ক্রোং পাতু নাভিদেশং সা ত্র্যক্ষরী
ভুবনেশ্বরী ॥ ৮ ॥ সর্ব্ববীজং সদা পৃষ্ঠং পাতু সর্ব্ববশঙ্করী। হ্রীং পাতু গুহ্যদেশং মে
নমো ভগবতি কটীম্ ॥ ৯ ॥ মাহেশ্বরি সদা পাতু সক্থিনী জানুযুগ্মকম্। অন্নপূর্ণে সদা
পাতু স্বাহা পাতু পদদ্বয়ম্ ॥ ১০ ॥ সপ্তদশাক্ষরী পায়াদন্নপূর্ণাখিলং বপুঃ। তারং মায়াং
রমা কামং ষোড়শার্ণান্ততঃ পরম্। শিরঃস্থা সর্ব্বদা পাতু বিংশত্যর্ণাত্মিকা পরা (২) ॥
১১ ॥ তারং দুর্গে যুগং রক্ষণি স্বাহেতি চ দশাক্ষরী। জয়দুর্গা ঘনশ্যামা পাতু মাং
পূর্ব্বতো মুদা ॥ ১২ ॥ মায়াবীজাদিকা চৈষা দশার্ণা চ তথাপরা। উত্তপ্তকাঞ্চনাভাসা
জয়দুর্গানলেঽবতু ॥ ১৩ ॥ তারং হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমোঽষ্টার্ণাত্মিকা পরা। শঙ্খচক্র-
ধনুর্ব্বাণধরা মাং দক্ষিণেঽবতু ॥ ১৪ ॥ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা বসুবর্ণাত্মিকা পরা। নৈর্ঋত্যাং
সর্ব্বদা পাতু মহিষাসুরনাশিনী ॥ ১৫ ॥ মায়া পদ্মাবতি স্বাহা সপ্তার্ণাস্থা পরাত্মিকা (৩) ॥
পদ্মাবতী পদ্মসংস্থা পশ্চিমে মাং সদাঽবতু ॥ ১৬ ॥ পাশাঙ্কুশপুটা মায়েহি পরমেশ্বরি
স্বাহা। ত্রয়োদর্শার্ণা তারাদ্যা সাশ্বারূঢ়ানিলেঽবতু ॥ ১৭ ॥ সরস্বতী পঞ্চশরো নিত্য-

'শ্রীং' বীজ আমার স্কন্ধদ্বয়, 'হ্রীং' বীজ আমার ভুজদ্বয়, 'ক্লীং' বীজ-রূপিণী ঐশ্বর্য্যদায়িনী ত্রিপুটা করদ্বয়, 'আং' বীজ হৃদয়, 'হ্রীং' বীজ মধ্যদেশ, 'ক্রোং' বীজ নাভিদেশ, সর্ব্ববীজময়ী ত্র্যক্ষরী ভুবনেশ্বরী পৃষ্ঠদেশ, 'হ্রীং' বীজ গুহ্যদেশ, 'নমো ভগবতি' এই মন্ত্রাংশ আমার কটিদেশ, 'মাহেশ্বরি' এই মন্ত্রাংশ সর্ব্বদা আমার উরুযুগল, 'অন্নপূর্ণে' এই মন্ত্রাংশ জানুদ্বয় এবং 'স্বাহা' এই অংশ পদদ্বয় রক্ষা করুন। ৭—১০। সপ্তদশাক্ষর মন্ত্রময়ী অন্নপূর্ণা দেবী আমার সমস্ত শরীর রক্ষা করুন, 'ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং' এই চারিবীজের পর নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা এই ষোড়শাক্ষর যোগ করিলে যে বিংশতিবর্ণময় মন্ত্র হইবে ঐ মন্ত্র আমার মস্তকে অবস্থানপূর্ব্বক রক্ষা করুন। ১১। 'ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা' এই দশাক্ষরময়ী ঘনশ্যামা জয়দুর্গা আমাকে পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন, এবং 'হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা' এবং 'ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা' এই দশাক্ষরমন্ত্রময়ী তপ্তসুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলা জয়দুর্গা আমাকে অগ্নিকোণে রক্ষা করুন। ১২। ১৩। 'ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ' এই অষ্টবর্ণময়ী শঙ্খ-চক্র-ধনুর্ব্বাণ-ধারিণী জয়দুর্গা আমাকে দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন। ১৪। 'মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা' এই অষ্টবর্ণময়ী মহিষাসুরনাশিনী পরমাদেবী আমাকে নৈর্ঋতকোণে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১৫। 'হ্রীং পদ্মাবতি স্বাহা' এই সপ্তবর্ণময়ী কমলবাসিনী পদ্মাবতী দেবী আমাকে পশ্চিমাদকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১৬। পাশবীজ ও অঙ্কুশবীজদ্বারা পুটিত মায়াবীজ পরে 'এহি পরমেশ্বরি স্বাহা' সর্ব্বাগ্রে প্রণব অর্থাৎ

---

(১) নিয়তমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) মুদা (ক) (খ) (গ) পাঠঃ।
(৩) সপ্তার্ণা পরমাত্মিকা ইতি (খ) পাঠঃ। সপ্তার্ণা পরিকীর্ত্তিতা ইতি (আ° বি°) পাঠঃ।

ক্লিন্নে মদদ্রবে। স্বাহা রবাক্ষরী নিত্যা (১) মামুত্তরে সদাঽবতু ॥ ১৮ ॥ তারং মায়া চ কবচং খে চ ছে ক্ষ ততো বধূঃ। হূং ক্ষে হ্রীং (২) ফট্ মহাবিদ্যা দ্বাদশার্ণাখিলপ্রদা ॥ ১৯ ॥ ত্বরিতাষ্টাহিভিঃ পায়াচ্ছিবকোণে সদা চ মাম্। ঐং ক্লীং সৌঃ সা ততো বালা মামূর্দ্ধদেশতোঽবতু। বিন্দ্বন্তা ভৈরবী বালা ভূমৌ মাং সর্ব্বদাবতু ॥ ২০ ॥ ইতি তে কথিতং পুণ্যং ত্রৈলোক্যমঙ্গলং পরম্। সারাৎ সারময়ং পুণ্যং মহাবিদ্যৌঘবিগ্রহম্ ॥ ২১ ॥ অস্যাপি পঠনাৎ সদ্যঃ কুবেরোঽপি ধনাধিপঃ (৩)। ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবা ধারণাৎ পঠনাদ্যতঃ। সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরাঃ সন্তঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২২ ॥ পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব সকৃৎ পঠেৎ (৪)। সংবৎসরকৃতায়াস্ত পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥ প্রীতিমন্যোন্যতঃ কৃত্বা কমলা নিশ্চলা গৃহে। বাণী চ নিবসেদ্বক্ত্রে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ যো ধারয়তি পুণ্যাত্মা ত্রৈলোক্যমঙ্গলাভিধম্। কবচং পরমং পুণ্যং সোঽপি পুণ্যবতাং বরঃ। সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুতো ভূত্বা ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভুজে তথা। বহুপুত্রবতী ভূত্বা বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্। ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি

‘ওঁ আং হ্রীং ক্রোং এহি পরমেশ্বরি স্বাহা’ এই ত্রয়োদশবর্ণময়ী অশ্বারূঢ়া দেবী আমায় বায়ুকোণে রক্ষা করুন। ১৭। ‘ঐং ক্লীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা’ এই দ্বাদশাক্ষরী নিত্যাদেবী আমায় উত্তরদিকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১৮। ‘ওঁ হ্রীং হূং খে চ ছে ক্ষ স্ত্রীং হূং ক্ষে হ্রীং ফট্’ এই দ্বাদশবর্ণময়ী নিখিল সম্পত্তিদায়িনী অষ্টনাগবেষ্টিতা ত্বরিতা দেবী আমাকে ঈশানকোণে রক্ষা করুন এবং ‘ঐং ক্লীং সৌঃ’ এই মন্ত্রময়ী বালা দেবী আমাকে ঊর্দ্ধদেশে রক্ষা করুন, আর ‘ঐং ক্লীং সৌঃং’ এই মন্ত্রময়ী বালা ভৈরবী আমাকে ভূমিতে রক্ষা করুন। ১৯। ২০। তোমার নিকট এই পবিত্র ‘ত্রৈলোক্যমঙ্গল’ কবচ বলিলাম,—এই কবচ নিখিল সারবস্তুর সার; মহাবিদ্যাসমূহ ইহার মূর্ত্তি। এই কবচ পাঠ করিয়াই কুবের সদ্যঃ ধনাধিপ হইয়াছেন, ইন্দ্র প্রভৃতি নিখিল দেবগণ এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া সকল সিদ্ধির অধীশ্বর হইয়াছেন ও সকলপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২১। ২২। যে ব্যক্তি এই ভুবনেশ্বরীর মূলমন্ত্রে আটবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া একবার এই কবচ পাঠ করে, সেই ব্যক্তি, এক বৎসর এই দেবীকে পূজা করিলে যে ফল, সেই ফল পাইতে পারে এবং পরস্পর প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিশ্চলভাবে কমলা তাহার গৃহে বাস করেন,—সরস্বতী তাহার মুখে বাস করেন, ইহা সত্য সত্য, সন্দেহ নাই। ২৩। ২৪। যে পুণ্যাত্মা মানব এই ত্রৈলোক্যমঙ্গল নামক পরম পবিত্র কবচ ধারণ করে, সেই ব্যক্তি পুণ্যবান্ সাধকগণের মধ্যে প্রধান ও সকল প্রকার ঐশ্বর্য্যের পাত্র

---

(১) বিদ্যা ইতি আদর্শপাঠঃ। (২) ‘হূং’ ইত্যত্র ‘হুং’ ইতি (গ) পাঠঃ। হ্রীং ইত্যত্র শ্রীমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৩) ধনেশ্বরঃ ইতি (আ০ বি০) (ক) (খ) পাঠঃ।

(৪) পৃথক্ পৃথক্ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

নৈব কৃন্তন্তি তং জনম্ ॥ ২৬ ॥ এতৎ কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজেদ্ভুবনেশ্বরীম্ । দারিদ্র্যং পরমং প্রাপ্য সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥

ইতি রুদ্রযামলে দেবীশ্বরসংবাদে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম ভুবনেশ্বরীকবচম্ সমাপ্তম্ ।

অথ অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্ ।—নমঃ কল্যাণদে দেবি নমঃ শঙ্কর-বল্লভে । নমো ভক্তপ্রিয়ে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ১ ॥ নমো মায়াগৃহীতাঙ্গি নমঃ শঙ্কর-বল্লভে । মাহেশ্বরি নমস্তুভ্যমন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ২ ॥ (১) মহামায়ে শিবধর্ম্মপত্নীরূপে হরপ্রিয়ে । বাঞ্ছাদাত্রি সুরেশানি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ৩ ॥ উদ্যদ্ভানুসহস্রাভে নয়নত্রয়ভূষিতে । চন্দ্রচূড়ে মহাদেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ৪ ॥ বিচিত্রবসনে দেবি অন্নদানরতেঽনঘে । শিবনৃত্যকৃতামোদে অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ৫ ॥ সাধকাভীষ্টদে দেবি ভবদুঃখবিনাশিনি । কুচভারনতে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ৬ ॥ ষট্কোণ-পদ্মমধ্যস্থে ষড়ঙ্গযুবতীময়ে । ব্রহ্মাণ্যাদিস্বরূপে চ অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ৭ ॥ দেবি

হইয়া ত্রৈলোক্য জয় করিতে সমর্থ হয় ২৫। পুরুষ দক্ষিণবাহুতে এবং নারী বামবাহুতে এই কবচ ধারণ করিবে। বন্ধ্যা নারীও এই কবচ ধারণ করিয়া বহুপুত্র লাভ করিয়া থাকে। এই কবচ যে ধারণ করে তাহাকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি অস্ত্রও ছেদন করিতে পারে না। ২৬। যে ব্যক্তি এই কবচ না জানিয়া ভুবনেশ্বরীর ভজনা করে, সেই ব্যক্তি অতিশয় দরিদ্র হইয়া অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২৭। এই ভুবনেশ্বরী কবচ রুদ্রযামলতন্ত্রের দেবীশ্বর সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে।

অনন্তর অন্নপূর্ণা স্তোত্র বলা যাইতেছে।—হে কল্যাণদায়িনি দেবি! আপনাকে প্রণাম। হে শঙ্করবল্লভে! আপনাকে নমস্কার। হে ভক্তপ্রিয়ে! আপনাকে নমস্কার। হে দেবি অন্নপূর্ণে! আপনাকে নমস্কার। হে মায়া-গৃহীতাঙ্গি! অর্থাৎ মায়া করিয়া তুমি অঙ্গ ধারণ করিয়াছ তোমাকে নমস্কার, হে শঙ্করবল্লভে তোমাকে নমস্কার। হে মাহেশ্বরি, তোমাকে নমস্কার, হে অন্নপূর্ণে তোমাকে নমস্কার। ২। হে শিবধর্ম্মপত্নীস্বরূপিণি মহামায়ে, হে হরপ্রিয়ে, হে বাঞ্ছাদায়িনি সুরেশ্বরি অন্নপূর্ণে আপনাকে নমস্কার। ৩। হে ত্রিলোচনে, আপনি এক সময়ে উদিত সহস্র আদিত্যের ন্যায় তেজঃশালিনী, হে চন্দ্রচূড়ে, হে মহাদেবি, অন্নপূর্ণে, আপনাকে নমস্কার। ৪। হে দেবি! আপনি বিচিত্রবসন পরিধান করিয়া সর্ব্বদা অন্নদান করিয়া থাকেন, হে নির্ম্মলে, আপনি শিবের নিত্যদর্শনে আমোদ করিয়া থাকেন, হে অন্নপূর্ণে আপনাকে নমস্কার। ৫। হে দেবি! আপনি সাধকগণের অভীষ্টপূরণ করিয়া থাকেন, হে ভবদুঃখনাশিনি, হে স্তনভারনতাঙ্গি দেবি, অন্নপূর্ণে আপনাকে নমস্কার। ৬। হে ষট্কোণ-পদ্মমধ্যবাসিনি, হে ষড়ঙ্গযুবতিময়ি, হে

---

(১) অন্নপূর্ণে হব্যবাহপত্নীরূপে হরপ্রিয়ে। কলাকাষ্ঠাস্বরূপে চ অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে। ইত্যধিকঃ পাঠঃ (ক) পুস্তকে।

চন্দ্রকৃতাপীড়ে সর্ব্বসাম্রাজ্যদায়িনি। সর্ব্বানন্দকরে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রাদ্যঞ্চিতপাদাব্জে রুদ্রাদিরূপধারিণি। সর্ব্বসম্পৎপ্রদে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ৯ ॥ পূজাকালে পঠেদ্যস্তু স্তোত্রমেতৎ সমাহিতঃ। তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীর্জ্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ প্রাতঃকালে পঠেদ্যস্তু মন্ত্রজাপপুরঃসরম্। তস্য চান্নসমৃদ্ধিঃ স্যাদ্বর্দ্ধমানা দিনে দিনে ॥ ১১ ॥ যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন। প্রকাশাৎ কার্য্যহানিঃ স্যাত্তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ ॥ ১২ ॥ ইত্যন্নপূর্ণাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অথ অন্নপূর্ণাকবচম্।—শ্রীদেব্যুবাচ। কথিতাশ্চান্নপূর্ণায়া যা যা বিদ্যাঃ সুদুর্লভাঃ। কৃপয়া কথিতাঃ (১) সর্ব্বাঃ শ্রুতাশ্চাধিগতা ময়া ॥ ১ ॥ সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু পার্ব্বতি বক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়। ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপঞ্চ মহদৈশ্বর্য্যদায়কম্। পঠনাদ্ধারণান্মর্ত্ত্যস্ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যভাগ্ভবেৎ (২) ॥ ৩ ॥ ত্রৈলোক্য-রক্ষণস্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ। ছন্দো বিরাড়ন্নপূর্ণা দেবতা সর্ব্বসিদ্ধিদা।

ব্রহ্মাণীপ্রভৃতিরূপিণি অন্নপূর্ণে, তোমাকে নমস্কার। ৭। হে দেবি! তুমি চন্দ্রভূষণ ধারণ করিয়াছ, তুমি সকলকে সাম্রাজ্য দান করিয়া থাক, তুমি সকলের আনন্দদায়িনী হে অন্নপূর্ণে তোমাকে নমস্কার। ৮। হে দেবি! ইন্দ্রাদি দেবগণ আপনার পাদ-পদ্ম পূজা করিয়া থাকেন, আপনি রুদ্রাদিরূপধারিণী, আপনি নিখিল সম্পত্তিদায়িনী হে অন্নপূর্ণে আপনাকে নমস্কার। ৯। যে ব্যক্তি পূজাকালে একাগ্রচিত্তে এই স্তোত্র পাঠ করে, লক্ষ্মী তাহার গৃহে স্থিরা হইয়া থাকেন, ইহাতে সংশয় নাই। ১০। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে মন্ত্র জপ করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার অন্নসম্পত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১১। এই অন্নপূর্ণাস্তোত্র যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিবে না এবং যে কোন ব্যক্তির নিকট কদাচ প্রকাশ করিবে না; যে কোন ব্যক্তির নিকট ইহা প্রকাশ করিলে কার্য্যহানি হয়, সেই কারণে ইহা যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে। ১২। অন্নপূর্ণা-স্তোত্র সমাপ্ত।

অনন্তর অন্নপূর্ণার কবচ বলা যাইতেছে।—শ্রীদেবী বলিলেন,—আপনি অন্নপূর্ণাদেবীর অতিদুর্লভ যে যে বিদ্যা (মন্ত্র) দয়া করিয়া বলিলেন, আমি তৎসমুদয় শুনিলাম এবং বুঝিলাম। এক্ষণে ঐ দেবতার মন্ত্রময় কবচ শুনিতে ইচ্ছা করি। ১। ২। ঈশ্বর বলিলেন,—হে পার্ব্বতি! যাহাতে মহৎ ঐশ্বর্য্য পাওয়া যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যারূপ কবচ বলিব, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিলে মানব ত্রিলোকের অধীশ্বর হইয়া থাকে। ৩। এই কবচে ত্রিলোক রক্ষা হয়; শিব এই কবচের ঋষি.

---

(১) কথিতাঃ ইত্যত্র দেবতাঃ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ সাধুঃ। (২) ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যমাপ্নুয়াদিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥ হ্রীং নমো ভগবত্যন্তে মাহেশ্বরি পদং ততঃ। অন্নপূর্ণে ততঃ স্বাহা চৈষা সপ্তদশাক্ষরী। পাতু মামন্নপূর্ণা সা যা খ্যাতা ভুবনত্রয়ে ॥ ৫ ॥ বিমায়া প্রণবাদ্যেষা তথা সপ্তদশাক্ষরী। পাত্বন্নপূর্ণা সর্ব্বাঙ্গং রত্নকুম্ভান্নপাত্রদা ॥ ৬ ॥ শ্রীবীজাদ্যা তথা চৈষা দ্বিরষ্টার্ণা তথা (১) মুখম্। প্রণবাদ্যা ভ্রুবৌ পাতু কণ্ঠং বাগ্বীজপূর্ব্বিকা ॥ ৭ ॥ কামবীজাদিকা চৈষা হৃদয়ন্তু মহেশ্বরী। তারং শ্রীং হ্রীং নমোঽন্তে চ ভগবতিপদং ততঃ। মাহেশ্বরি পদঞ্চান্নপূর্ণে স্বাহেতি পাতু মে (২) ॥ ৮ ॥ নাভিমেকোনবিংশার্ণা পায়ান্মাহেশ্বরী সদা। তারং মায়া রমা কামঃ ষোড়শার্ণাস্ততঃ পরম্ ॥ ৯ ॥ শিরঃস্থা সর্ব্বদা পাতু বিংশত্যার্ণাত্মিকা চ যা। করৌ পাদৌ সদা পাতু রমা কামো ধ্রুবস্তথা। ধ্বজঞ্চ সর্ব্বদা পাতু বিংশত্যার্ণাত্মিকা চ যা। অন্নপূর্ণামহাবিদ্যা হ্রীঁ পাতু ভুবনেশ্বরী। শিরঃ শ্রীঁ হ্রীঁ তথা ক্লীঞ্চ ত্রিপুটা পাতু মে গুদম্ ॥ ১০ ॥ ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন ষড়ঙ্গানি পুনস্তু মাম্। করৌ পাদৌ সদা পাতু রমাকামো

বিরাট্ ইহার ছন্দ, সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী অন্নপূর্ণা ইহার দেবতা এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে ইহার বিনিয়োগ। ৪। 'হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা'—এই সপ্তদশাক্ষরমন্ত্রময়ী অন্নপূর্ণা দেবী, যিনি ত্রিভুবনে বিখ্যাতা,—তিনি আমাকে রক্ষা করুন। ৫। ঐ মন্ত্রের মায়াবীজ ত্যাগ করিয়া তৎস্থলে প্রণবযোগ করিলে যে মন্ত্র হয় সেই মন্ত্ররূপিণী অর্থাৎ 'ওঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা'—এই সপ্তদশাক্ষরময়ী, যিনি রত্নকুম্ভ ও অন্নপাত্র দান করেন সেই অন্নপূর্ণা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ৬। 'শ্রীং হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা'—এই অষ্টাদশাক্ষরময়ী দেবী আমার মুখ এবং "ওঁ হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা" এই অষ্টাদশাক্ষরময়ী দেবী ভ্রূদ্বয়, 'ঐং হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা'—এই অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রময়ী দেবী কণ্ঠদেশ এবং 'ক্লীং হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা'—এই অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রময়ী দেবী হৃদয়, 'ওঁ শ্রীং হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা'—এই একোনবিংশাক্ষরমন্ত্রময়ী মাহেশ্বরী আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা' এই বিংশতিবর্ণমন্ত্রময়ী মাহেশ্বরী অন্নপূর্ণা আমার শিরোদেশে অবস্থানপূর্ব্বক রক্ষা করুন। 'শ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ ঐঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা'—এই বিংশতিবর্ণময়ী দেবী আমার হস্ত ও পদ রক্ষা করুন, 'হ্রীঁ ভুবনেশ্বরী' আমাকে রক্ষা করুন। 'হ্সৌঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ' এই বর্ণময়ী ত্রিপুটা দেবী আমার গুহ্যদেশ রক্ষা করুন। ৭—১০। অন্নপূর্ণার বীজমন্ত্রে ছয়টি দীর্ঘস্বরযোগ করিলে যে ষড়ঙ্গ মন্ত্র হয়, সেই ষড়ঙ্গমন্ত্র আমাকে পবিত্র করুক,

---

(১) দ্বিবার্ণভিধা ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) পাতু মামিতি আ০ পু০ পাঠঃ।

দ্বয়ন্তথা। ইন্দ্রো মাং পাতু পূর্ব্বে চ বহ্নিকোণেঽনলোঽবতু ॥ ১১ ॥ যমো মাং দক্ষিণে পাতু নৈর্ঋত্যাং নির্ঋতিশ্চ মাম্। পশ্চিমে বরুণঃ পাতু বায়ব্যাং পবনোঽবতু ॥ ১২ ॥ কুবেরশ্চোত্তরে পাতু মামৈশান্যাং শিবোঽবতু। ঊর্দ্ধাধঃ সততং পাতু ব্রহ্মানন্তৌ যথাক্রমাৎ ॥ ১৩ ॥ বজ্রাদ্যাশ্চায়ুধাঃ পান্তু দশদিক্ষু যথাক্রমাৎ। ইতি তে কথিতং পুণ্যং ত্রৈলোক্যরক্ষণং পরম্। যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্দেবাঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ধারণাৎ পঠনাদ্ যতঃ। সৃজত্যবতি হন্ত্যেব (১) কল্পে কল্পে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৫ ॥ পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব (২) পঠেত্ততঃ। যুগাযুতকৃতায়াস্তু পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬ ॥ চাঞ্চল্যরহিতা লক্ষ্মীঃ পুত্রপৌত্রাবধি স্থিরা। বাণী বক্ত্রে বসেত্তস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ অষ্টোত্তরশতঞ্চাস্য পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ। ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি। কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি সর্ব্বতপোময়ঃ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদ্গাত্রং প্রাপ্য পার্ব্বতি। মাল্যানি কুসুমানীব ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি ভৈরবতন্ত্রে (ভৈরবভৈরবী-সংবাদে) (৩) অন্নপূর্ণাকবচম্ ॥

'শ্রীং ক্লীং ওঁ' এই মন্ত্র আমার করদ্বয় ও পাদদ্বয় সর্ব্বদা রক্ষা করুক। ইন্দ্রদেব আমাকে পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন, অনন্তদেব আমাকে অগ্নিকোণে রক্ষা করুন ॥ ১১। যম দক্ষিণদিকে, নির্ঋতি নৈর্ঋতকোণে, বরুণদেব পশ্চিমদিকে এবং পবনদেব বায়ুকোণে আমাকে রক্ষা করুন্। ১২। কুবের উত্তরদিকে, শিব ঈশানকোণে, ব্রহ্মা ঊর্দ্ধদিকে এবং অনন্ত অধোভাগে আমাকে রক্ষা করুন্। ১৩। বজ্র প্রভৃতি অস্ত্রগণ যথাক্রমে আমার দশদিক্ রক্ষা করুন্। হে দেবি! তোমার নিকটে ত্রৈলোক্যরক্ষাকর এই উৎকৃষ্ট কবচ বলিলাম। এই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া দেবগণ সকল ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছেন। ১৪। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া কল্পে কল্পে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকার্য্য করিতেছেন। ১৫। মূলমন্ত্রে আটবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে তাহার পরে এই কবচ পাঠ করিবে, তাহা হইলে দশহাজারযুগ পূজা করার ফল পাইবে; লক্ষ্মীদেবী চাঞ্চল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্র পৌত্র পর্য্যন্ত তাহার গৃহে স্থিরভাবে থাকিবেন। সরস্বতী তাহার মুখে বাস করিবেন ইহা সত্য সত্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১৬। ১৭। অষ্টোত্তর শতবার পাঠ করিলে এই কবচের পুরশ্চরণ করা হইবে। এইরূপ পুরশ্চরণ করিয়া কবচ ধারণ করিতে হয়। ভূর্জ্জপত্রে কবচ লিখিয়া গুলিকা করিয়া সুবর্ণের মাদুলিতে কণ্ঠে বা দক্ষিণ বাহুতে এই কবচ ধারণ করিতে হয়; তাহা হইলে সকল প্রকার তপস্যার ফল লাভ করা যায়। ১৮। হে পার্ব্বতি, যে এইরূপে এই কবচ ধারণ করে

---

(১) হন্তি চ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। হন্তীহ ইতি (আ॰ রি॰) পাঠঃ।

(২) দেব্যৈ ইতি আদর্শপাঠঃ। (৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

অথ ত্রিপুটাস্তোত্রম্ ।—বরাভীতিহস্তং দ্বিবাহুং প্রসন্নং, শিবং সুপ্রসন্নং স্বশক্ত্যোপবিষ্টম্ (১)। প্রসন্নাস্যবিম্বং প্রকাশস্বরূপং, শিরঃপদ্মমধ্যে গুরুং ভাবয়ামি (২)॥ ১॥ বকং বহ্নিসংস্থং ত্রিমূর্ত্ত্যা (৩) প্রজুষ্টং, শশাঙ্কেন যুক্তং তবাদ্যং স্ববীজম্। সুবর্ণপ্রভং যে জপন্তি ত্রিশক্তে, শ্রিয়ং সৌভগত্বং লভন্তে নরাস্তে॥ ২॥ নভোবায়ুমিত্রং ততো বামনেত্রং, (৪) সুধাধামবিম্বং নিয়োজ্যৈকবক্ত্রম্। দ্বিতীয়ং স্ববীজং সুরশ্রেণিবন্দ্যং, ত্বদীয়ং বিভাব্য শ্রিয়ং প্রাপ্নুবন্তি॥ ৩॥ বিরিঞ্চিং ক্ষিতিস্থং ততো বামনেত্রং, (৫) বিধুং নাদযুক্তং দিনেশাভবীজম্। বিভাব্যৈব সংমোহয়ন্তি ত্রিলোকীং, জপাদীশ্বরত্বং লভন্তে নরেন্দ্রাঃ॥ ৪॥ ত্রয়ং সন্নিযোজ্য স্মরারিপ্রিয়ে যে ত্রিসন্ধ্যং জপন্তি ত্বদঙ্গং বিভাব্য। ন তেষাং রিপুর্ব্বাক্প্রয়োগং করোতি, স্মরাস্তেঽঙ্গনানাং গৃহে শ্রীশ্চ তেষাম্॥

ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি দারুণ অস্ত্র সকল তাহার গাত্রলগ্ন হইবামাত্র পুষ্পমালাবৎ সুকোমল হইয়া যায়; ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১৯। ভৈরবতন্ত্রে ভৈরব-ভৈরবী-সংবাদে এই অন্নপূর্ণাকবচ উল্লিখিত হইয়াছে।

অনন্তর ত্রিপুটার স্তব বলা যাইতেছে। যাঁহার দুই বাহু যিনি একবাহুতে বরমুদ্রা অপর বাহুতে অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, নিজ শক্তির সহিত শিবমূর্ত্তিতে সুপ্রসন্নভাবে অবস্থান করিতেছেন। যাঁহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা প্রসন্ন, শিরঃস্থিত সহস্রার-পদ্মের মধ্যে প্রকাশ-স্বরূপে যিনি অবস্থিত করিতেছেন, সেই গুরুদেবকে আমি ভাবনা করি। ১। হে ত্রিশক্তিরূপিণি ত্রিপুটে, বক (শ) ও বহ্নিতে (রকারে) ত্রিমূর্ত্তি (ঈকার) যোগ করিয়া তাহাতে শশাঙ্ক (চন্দ্রবিন্দু) যোগ করিলে তোমার প্রথম বীজ হইবে; তোমার সেই সুবর্ণবর্ণ প্রথম বীজ (শ্রীং) যাহারা জপ করে তাহারা লক্ষ্মী ও সৌভাগ্য লাভ করে। ২। নভঃ (হ), বায়ুমিত্র অগ্নি (র), বামনেত্র (ঈ) চন্দ্র (ং) এই বর্ণগুলি একত্র যোগ করিলে তোমার দ্বিতীয় বীজ হয়; দেবগণবন্দ্য তোমার এই দ্বিতীয় বীজ (হ্রীং) জপ করিলে মানবগণ শ্রীলাভ করে। ৩। বিরিঞ্চি (ক), ক্ষিতি (ল), বামনেত্র (ঈ), বিধু (ং) এই বর্ণগুলির সম্মিলনে যে বীজ হয়, তাহা তোমার তৃতীয় বীজ, সূর্য্যতুল্য তেজোময় তোমার এই তৃতীয় বীজ (ক্লীং) ভাবনা করিলে মানবগণ ত্রিজগৎ মোহিত করিতে পারে। এই মন্ত্রের জপে ঈশ্বরত্ব লাভ করে। ৪। হে স্মরহরগৃহিণি, যাহারা তোমার ঐ তিনবীজ একত্র করিয়া তিন সন্ধ্যায় তোমার মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে জপ করে তাহাদের শত্রু বাকশক্তিরহিত হয়; নিখিল কামিনীর নিকটে তাহারা কামতুল্য হইয়া যায়, তাহাদের গৃহে সর্ব্বদা লক্ষ্মী বিরাজ করেন। ৫।

---

(১) প্রকাশস্বরূপং শিবং সুপ্রসন্নম্ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(২) পূজয়ামি ইতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ। (৩) বকঃ (শঃ) বহ্নিঃ (রঃ) ত্রিমূর্ত্তিঃ (ঈ)।

(৪) নভঃ (হ) বায়ুমিত্রং (র) বামনেত্রং (ঈ)। (৫) বিরিঞ্চিঃ (ক) ক্ষিতিঃ (ল)।

৫ ॥ মুখে ভারতী গদ্যপদ্য-প্রবন্ধা, ন হিংসন্তি হিংস্রাঃ সুরাস্তান্নমন্তি। তদঙ্ঘ্রিদ্বয়ং ভূষণং মূর্দ্ধ্নি রাজ্ঞাং, করে সিদ্ধয়ঃস্থা দুর্গ্রহাস্তাংস্ত্যজন্তি ॥ ৬ ॥ বনে পারিজাতদ্রুমাণাং পৃথিব্যাঃ সুবর্ণপ্রভায়াং মণিব্যূহগেহে। স্মরেদ্বেদিকায়াং লসদ্রত্নসিংহাসনে পদ্মমষ্টারকং সংবিচিন্ত্য ॥ ৭ ॥ স্ফুরৎকর্ণিকায়াং পরং যোনিযুগ্মং তদন্তর্গতাং তপ্তহেমপ্রভাং যাম্ (১)। লসৎকুণ্ডলামিন্দুবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং, স্ফুরৎকম্বুকণ্ঠাং সুবক্ষোজনম্রাম্ ॥ ৮ ॥ মহারত্নরত্নোল্লসদ্বাহুবৃন্দৈঃ, (২) সুপদ্মদ্বয়ং পাশকং কার্ম্মুকঞ্চ। সুবর্ণাঙ্কুশং পুষ্পবাণান্ দধানাং, বৃহদ্রত্নভূষাং সুমধ্যাং সুকাঞ্চীম্ ॥ ৯ ॥ তুলাকোটিরম্যস্ফুরৎপাদপদ্মাং, কিরীটাদ্যলঙ্কারযুক্তাং প্রসন্নাম্। সিতে চামরে দর্পণং তৎ করণ্ডং, (৩) সমুদ্গং সুকর্পূরপূর্ণং ধৃতাভিঃ ॥ ১০ ॥ ত্রিলোকীবিধাত্রীং জগত্তাপহন্ত্রীং, জগৎক্ষোভকর্ত্রীং জগল্লোকধাত্রীং (পাত্রীং)। সদানন্দপূর্ণাং হকারার্দ্ধবর্ণাং (৪) ত্রিবিন্দুস্বরূপাং ত্রিশক্তিং ভজামি ॥ ১১ ॥ চিরং চিন্তয়িত্বা তদেতৎস্বরূপাং পুরো যন্ত্রমধ্যে সমাবাহ্য ভক্ত্যা। স্বয়ম্ভূপ্রসূনাদিভিঃ (৫)

তাহাদের মুখ হইতে সর্ব্বদা গদ্যপদ্যময়ী বাণী নির্গত হইতে থাকে। হিংস্রেরা তাহাদের হিংসা করে না, দেবগণ তাহাদের নিকট নত হন, তাহাদের পাদযুগল রাজমস্তকে বিরাজ করিতে থাকে। অষ্টসিদ্ধি তাহাদের করস্থ। দুর্গ্রহ তাহাদিগকে ত্যাগ করে। ৫। পারিজাত বৃক্ষের কাননে স্বর্ণময়ী ভূমির উপরে এক বিবিধ মণিময় গৃহ, সেই গৃহে রত্ন-সিংহাসন দীপ্যমান, সেই রত্নসিংহাসনে অষ্টদল পদ্ম চিন্তা করিবে। ৭। সেই অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকায় দুইটি যোনি, সেই যোনিযুগলের মধ্যে তপ্তস্বর্ণকান্তি এক দেবীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন,—তাঁহার কর্ণে কুণ্ডল, চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর বদন, তিনটি নয়ন, কণ্ঠদেশ শঙ্খের ন্যায় শোভমান, (দেহযষ্টি) বিপুল স্তনভরে নত। ৮। তাঁহার বাহুসমূহ মহামূল্য রত্ন ও হীরকাভরণে বিভূষিত। তিনি হস্তে উত্তম দুইটি পদ্ম, পাশ, ধনুঃ, সুবর্ণময় অঙ্কুশ ও পুষ্পবাণ ধারণ করিতেছেন। বৃহৎ রত্নাভরণে ভূষিত মধ্যভাগ অতিক্ষীণ, কটিতটে মনোহর কাঞ্চী। ৯। পাদপদ্মে সুরম্য নূপুর-যুগল শোভা পাইতেছে মস্তকে কিরীট, অঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার। শুভ্র চামরযুগল, দর্পণ, উত্তম কর্পূরপূর্ণ তাম্বুলের ডিবা, ও সিন্দুরের কৌটা লইয়া পরিচারিকাগণ পার্শ্বে বিরাজ করিতেছে। দেবী প্রসন্নবদনে অবস্থান করিতেছেন। ১০। যিনি ত্রিলোক সৃষ্টি করিতেছেন, ত্রিলোকের অপহরণ করিতেছেন, ত্রিজগৎ ক্ষোভিত করিতেছেন, আবার ত্রিজগতের লোককে পোষণ করিতেছেন, সর্ব্বদা আনন্দে পূর্ণা হইয়া রহিয়াছেন, হকারের নিম্নার্দ্ধ (নাদ) বর্ণ যাঁহার মূর্ত্তি, যিনি ত্রিবিন্দুস্বরূপিণী, সেই

---

(১) হেমপ্রভাভামিতি (ক, খ) পাঠঃ। হেমপ্রভাং তামিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(২) বজ্রঃ হীরকঃ। (৩) তাম্বূলপাত্রম্। (৪) নাদস্বরূপাম্ (খ টি)।

(৫) যোনিরক্তাদিভিঃ (খ টি)।

পূজয়িত্বা, চতুর্ব্বর্গসিদ্ধিং লভেৎ পামরোঽপি ॥ ১২ ॥ শ্রিয়ং শ্রীপতিং পার্ব্বতীমীশ্বরঞ্চ, রতিং কামদেবং ষড়ঙ্গেন সার্দ্ধম্ । স্বযোনৌ তথা মন্ত্রমুক্ত্বা ভবানীং, ক্রমাৎ পূজয়িত্বা নরেন্দ্রো ভবেৎ সঃ ॥ ১৩ ॥ নিধী দ্বৌ চ পার্শ্বদ্বয়ে সংবিভাব্য, প্রপূজ্য মহিষ্যস্ততো লোকপালাঃ । তদস্ত্রাণি তত্তদ্দলাগ্রে প্রপূজ্য, ভবস্যাষ্টসিদ্ধিং লভেন্মানবোঽপি ॥ ১৪ ॥ ক্ষিতিস্ত্বং বিধাত্রী জগৎসৃষ্টিকর্ত্রী, ত্বমাপোঽপি বিষ্ণুর্জ্জগৎপালিকা চ । ত্বমগ্নিস্তু রুদ্রো জগৎক্ষোভকর্ত্রী, ত্বমৈশ্বর্য্যযুক্তা জগদ্বায়ুরূপা ॥ ১৫ ॥ ত্বমাদ্যা শিবে শম্ভুকান্তে শরণ্যে জগদ্ব্রহ্মরন্ধ্রে সদাঽং ভ্রমীষি । নিরাধারগম্যা (১) ভবস্ত্বেকপুণ্যা, ত্বমাকাশকল্পা ভবানি প্রসীদ ॥ ১৬ ॥ ভবাম্ভোধিমধ্যে নিপাত্যৈব সর্ব্বং, মুনীনাঞ্চ গর্ব্বং সুখর্ব্বং করোষি । অতস্ত্বাং ন জানে চিদানন্দরূপে, প্রকাশস্বরূপে ভবানি প্রসীদ ॥ ১৭ ॥ জপিত্বা ভবত্যা জনো মন্দচেতা, জপন্নেকলক্ষং কবিত্বং করোতি । বিচিন্ত্য স্বরূপং ত্বদীয়ং ত্রিলোক্যাং, লভেদ্ দুর্লভত্বং ভবানি প্রসীদ ॥ ১৮ ॥ ত্বমাধারশক্তিস্ত্বমাধেয়রূপা, জগদ্ব্যাপিকা ত্বং জগদ্ব্যাপ্যরূপা । অভাবস্ত্বমেকা গুণাতীতরূপা, ত্বমেবাসি ভাবো

ত্রিশক্তিময়ী ত্রিপুরাদেবীকে ভজনা করি। ১১। সেই দেবীর এইরূপ মূর্ত্তি একাগ্রভাবে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া সম্মুখবর্ত্তী যন্ত্রের উপরে ভক্তিপূর্ব্বক আবাহন ও স্বয়ম্ভূপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। এইরূপ পূজায় পামর ব্যক্তিও চতুর্ব্বর্গসাধন করিতে পারে। ১২। নিজ যোনিতে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ষড়ঙ্গদেবতার সহিত যথাক্রমে শ্রীং শ্রীপতি, পার্ব্বতী, ঈশ্বর, রতি, কামদেব এবং ভবানীর পূজা করিলে মানব নরেন্দ্র হইতে পারে। ১৩। যন্ত্রপদ্মের দুই পার্শ্বে দুই নিধির (শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি) পূজা করিয়া লোকপালগণ ও লোকপাল-মহিষীগণের পূজা করিবে। পদ্মের দলাগ্রে দেবীর অস্ত্রসমূহের পূজা করিবে। ইহা দ্বারা মানব মহাদেবের অষ্টসিদ্ধি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবে। ১৪। হে মাতঃ! তুমি ক্ষিতিময়ী ধাতৃ-মূর্ত্তিতে জগৎ সৃষ্টি করিতেছ, জলময়ী বিষ্ণুমূর্ত্তিতে জগৎ পালন করিতেছ, অগ্নিময়ী রুদ্রমূর্ত্তিতে জগৎ সংহার করিতেছ, তুমি ঐশ্বর্য্যরূপিণী ও জগতের বায়ুরূপিণী। ১৫। হে শিবে, হে শম্ভুকামিনী, তুমি সকলের রক্ষাকর্ত্রী আদ্যাশক্তি, তুমি নিখিল জগদ্বাসীর ব্রহ্মরন্ধ্রে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছ, তুমি নিরাধারে তেজোময়ী মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছ, হে ভবানি, তুমি আকাশরূপিণী হইয়া শিবের একমাত্র পুণ্যফলে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছ, তুমি প্রসন্না হও। ১৬। তুমি সকলকে সংসারসাগরে নিমগ্ন করিয়া মুনিগণেরও গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছ। হে ভবানি, তুমি চিদানন্দরূপিণী প্রকাশময়ী, তোমাকে আমি চিনিতে পারিতেছি না, তুমি আমার উপর প্রসন্না হও। ১৭। হে ভবানি, মন্দবুদ্ধি মানব লক্ষবার তোমার মন্ত্র জপ করিলে কবিত্বলাভ করিতে পারে। এই ত্রিভুবনে তোমার স্বরূপ যে অবগত হইতে পারে

---

(১) তেজোরূপা (খ ট)।

ভবানি প্রসীদ ॥ ১৯ ॥ অণুস্ত্বং বিভুস্ত্বং ত্বমেবাসি বিশ্বং স্তুতিঃ কা ভবত্যা জগত্যাং বিভাতি। তথাপি ত্বদীয়া গুণা মাং দিশন্তি, স্তুতিং কর্ত্তুমেবং (১) ভবানি প্রসীদ ॥ ২০ ॥ ইদং স্তোত্রমত্যন্তগুহ্যং নরা যে পঠন্তি ত্রিসন্ধ্যাং কুলান্তে জপিত্বা। ন তেষামসাধ্যং ত্রিলোকীজনানাং, (২) লভন্তে স্বরূপং ভবানি প্রসীদ ॥ ২১॥ ইতি ত্রিপুটাস্তোত্রম্।

অথ ত্রিপুটাকবচম্।—শ্রীদেব্যুবাচ। ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ। ত্রিশক্তিরূপলক্ষ্ম্যাশ্চ কবচং যৎ প্রকাশিতম্। সর্ব্বার্থসাধনং নাম কথয়স্ব ময়ি প্রভো ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং পরমাদ্ভুতম্। সর্ব্বার্থসাধনং নাম ত্রৈলোক্যে চাতিদুর্ল্লভম্ ॥ ২ ॥ সর্ব্বসিদ্ধিময়ং দেবি সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়কম্। পঠনাদ্ধারণান্মর্ত্ত্যস্ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যভাগ্ ভবেৎ ॥ ৩ ॥ সর্ব্বার্থসাধনস্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ। ছন্দো বিরাট্ ত্রিশক্তিঃ শ্রীর্জ্জগদ্ধাত্রী (৩) চ দেবতা। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনি-

সে দুর্লভতা লাভ করিতে পারে। ১৮। হে ভবানি, তুমি আধারশক্তিরূপিণী হইলেও তুমিই আবার আধেয়রূপিণী। তুমি জগদ্ব্যাপিনী হইয়াও জগতের ব্যাপ্যরূপিণী, তুমি অভাবরূপিণী হইলেও ভাবরূপিণী। তুমি ত্রিগুণাতীতা, তুমি প্রসন্না হও। ১৯। তুমি সূক্ষ্মরূপা, তুমিই আবার স্থূলরূপা বিভুমূর্ত্তি. অধিক কি তুমিই সমগ্র বিশ্ব, হে ভবানি, এই জগতে তোমাকে স্তব করিবার শক্তি কাহার আছে? কেবল তোমার গুণরাশি আমাকে স্তব করিবার জন্য উত্তেজিত করায় আমি অশক্ত হইলেও তোমার স্তব করিতেছি, আমার উপর প্রসন্না হও। ২০। হে ভবানি, যে সকল মানব তিনসন্ধ্যাকালে জপান্তে তোমার এই অতিগোপনীয় স্তব পাঠ করে, এই ত্রিজগতে তাহাদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, তাহারা সকল কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়, তোমার প্রকৃত স্বরূপ তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে। আমার প্রতি প্রসন্না হও। ২১। ত্রিপুটাস্তোত্র সমাপ্ত।

অনন্তর ত্রিপুটার কবচ বলা যাইতেছে।—শ্রীদেবী বলিলেন,—হে ভগবন্, তুমি সকল প্রকার শাস্ত্রের অর্থ অবগত আছ; সকল প্রকার ধর্ম্ম তোমার পরিজ্ঞাত। হে প্রভো, ত্রিশক্তিরূপিণী লক্ষ্মীর যে কবচের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলে, যাহা দ্বারা সকল প্রকার অর্থ সিদ্ধ হয়, যাহার নাম সর্ব্বার্থসাধন, সেই কবচ আমার নিকট বল। ১। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! সর্ব্বার্থসাধননামক কবচ অতি আশ্চর্য্য, ইহা ত্রিলোকে অতিদুর্ল্লভ বস্তু, আমি তোমার নিকট ঐ কবচ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২। হে দেবি, এই কবচ সর্ব্বসিদ্ধিময় এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ, এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিলে মানব ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারে। ৩। শিব এই সর্ব্বার্থসাধন কবচের ঋষি, বিরাট্

---

(১) কর্ত্তুমেব (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) ত্রিলোক্যাং জনানামিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।
(৩) শ্রীর্জগদ্ধাত্রী ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ সঙ্গততয়া গৃহীতঃ শ্রীর্জ্জগদ্ধাত্রী ইতি আদর্শপাঠঃ।

য়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥ শ্রীং বীজং মে শিরঃ পাতু লক্ষ্মীরূপা ললাটকম্। হ্রীং পাতু দক্ষনেত্রং মে বামনেত্রং সুরেশ্বরী ॥ ৫ ॥ ক্লীং (১) পাতু দক্ষকর্ণং মে বামং কামেশ্বরী তথা। লক্ষ্মীর্ঘ্রাণং সদা পাতু বদনং পাতু কেশবঃ ॥ ৬ ॥ গৌরী তু রসনাং পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরঃ। স্কন্ধদেশং রতিঃ পাতু ভুজৌ তু মকরধ্বজঃ ॥ ৭ ॥ শঙ্খনিধিঃ করৌ পাতু বক্ষঃ পদ্মনিধিস্তথা। ব্রাহ্মী কুক্ষিং (২) সদা পাতু নাভিং পাতু মহেশ্বরী ॥ ৮ ॥ কৌমারী (৩) পৃষ্ঠদেশং মে গুহ্যং রক্ষতু বৈষ্ণবী। বারাহী সক্থিনী পাতু চৈন্দ্রী পাতু পদদ্বয়ম্ ॥ ৯ ॥ ভার্য্যাং রক্ষতু চামুণ্ডা লক্ষ্মী রক্ষতু পুত্রকান্। ইন্দ্রঃ পূর্ব্বে সদা পাতু আগ্নেয্যামগ্নিদেবতা ॥ ১০ ॥ যাম্যে যমঃ সদা পাতু নৈর্ঋত্যাং নির্ঋতিস্তথা (৪)। পশ্চিমে বরুণঃ পাতু বায়ব্যাং বায়ুদেবতা ॥ ১১ ॥ সৌম্যে সোমঃ সদা পাতু ঐশান্যামীশ্বরোঽবতু (৫) ঊর্দ্ধং প্রজাপতিঃ পাতু অধশ্চানন্তদেবতা ॥ ১২ ॥ রাজদ্বারে শ্মশানে চ অরণ্যে প্রান্তরে তথা। জলে স্থলে চান্তরীক্ষে শত্রূণাং নিচয়ে তথা ॥ ১৩ ॥ এতাভিঃ সহিতা দেবী ত্রিবীজাত্মা মহেশ্বরী। ত্রিশক্তিশ্চ মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্বত্র মাং সদাবতু ॥

ইহার ছন্দ, ত্রিশক্তিরূপিণী জগদ্ধাত্রী লক্ষ্মী ইহার দেবতা এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে। ৪। 'শ্রীং' এই বীজ আমার শিরোদেশ রক্ষা করুন, লক্ষ্মীরূপা আমার ললাটদেশ রক্ষা করুন। 'হ্রীং' বীজ আমার দক্ষিণ চক্ষুঃ এবং সুরেশ্বরী আমার বামচক্ষুঃ রক্ষা করুন। 'ক্লীং' বীজ আমার দক্ষিণকর্ণ, কামেশ্বরী আমার বামকর্ণ, লক্ষ্মী দেবী আমার নাসিকা এবং কেশব বদন রক্ষা করুন। ৫। ৬। গৌরী আমার জিহ্বা রক্ষা করুন, মহেশ্বর কণ্ঠ রক্ষা করুন, রতি স্কন্ধদেশ এবং কামদেব দুই বাহু রক্ষা করুন। ৭। শঙ্খনিধি দুই হস্ত এবং পদ্মনিধি বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন, ব্রাহ্মী উদর রক্ষা করুন, মাহেশ্বরী নাভি রক্ষা করুন। ৮। কৌমারী পৃষ্ঠদেশ এবং বৈষ্ণবী গুহ্যদেশ রক্ষা করুন, বারাহী দুই ঊরু রক্ষা করুন, ঐন্দ্রী দুই পদ রক্ষা করুন। ৯। চামুণ্ডা দেবী আমার ভার্য্যা রক্ষা করুন, লক্ষ্মীদেবী শিশুসন্তানগুলিকে রক্ষা করুন, ইন্দ্রদেব পূর্ব্বদিকে এবং অগ্নিদেব আগ্নিকোণে রক্ষা করুন। ১০। যম দক্ষিণদিকে এবং নির্ঋতি নৈর্ঋতকোণে রক্ষা করুন, বরুণ পশ্চিমদিকে এবং বায়ু বায়ুকোণে রক্ষা করুন। ১১। সোমদেব উত্তরদিকে রক্ষা করুন ঈশ্বর ঈশানকোণে রক্ষা করুন প্রজাপতি ঊর্দ্ধদিক্ এবং অনন্তদেব অধোদিক্ রক্ষা করুন। ১২। ত্রিবীজময়ী মহেশ্বরী ত্রিপুটা দেবী এই সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া আমাকে রাজদ্বারে, শ্মশানে, অরণ্যে,

---

(১) হ্রীমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) মধ্যমিতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ।
(৩) কুমারী ইতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ।
(৪) নির্ঋতিশ্চ মামিতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ। (৫) বিভুরিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

১৪ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি সারাৎ সারতরং পরম্ । সর্ব্বার্থসাধনং নাম কবচং পরাদ্ভুতম্ ॥ ১৫ ॥ অস্যাপি পঠনাৎ সদ্যঃ কুবেরোঽপি ধনেশ্বরঃ । ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলাঃ দেবাঃ ধারণাৎ পঠনাদ্ যতঃ । সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরাঃ সন্তঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৬ ॥ পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ । সংবৎসরকৃতায়াস্তু পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭ ॥ প্রীতিমন্যোন্যতঃ কৃত্বা কমলা নিশ্চলা গৃহে । বাণী চ নিবসেদ্বক্ত্রে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ যো ধারয়তি পুণ্যাত্মা সর্ব্বার্থসাধনাভিধম্ । কবচং পরমং পুণ্যং (১) সোঽপি পুণ্যবতাং বরঃ । সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুতো ভূত্বা ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥ ১৯ ॥ পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভুজে তথা । বহুপুত্রবতী ভূত্বা বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি নৈব কৃন্তন্তি তত্তনুম্ । এতৎ কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেৎ পরমেশ্বরীম্ । দারিদ্র্যং পরমং প্রাপ্য সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥ ২১ ॥ ইতি রুদ্রযামলে ত্রিশক্ত্যাঃ সর্ব্বার্থসাধনং নাম কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ দুর্গায়াঃ শতনামস্তোত্রম্ ।—ঈশ্বর-উবাচ । শতনাম প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে । যস্য প্রসাদমাত্রেণ দুর্গা প্রীতা ভবেৎ সতী ॥ ১ ॥ ওঁ সতী সাধ্বী ভবপ্রীতা

প্রান্তরে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে এবং শত্রুগণের মধ্যে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১৩। ১৪। হে দেবি! নিখিল সার পদার্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ 'সর্ব্বার্থসাধন'-নামক এই অত্যদ্ভুত কবচ তোমার নিকট বলিলাম, এই কবচ পাঠ করিয়া কুবের ধনাধিপতি হইয়াছেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ এই কবচ ধারণ ও নিত্য পাঠ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর হইয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিয়াছেন। ১৫। ১৬। ত্রিপুটার মূলমন্ত্রে আটবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া একবার এই কবচ পাঠ করিলে বর্ষব্যাপী পূজার ফল লাভ করিতে পারা যায়, ঐরূপে কবচপাঠকারীর গৃহে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পরস্পর সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া নিশ্চলা হইয়া বাস করেন, সরস্বতী তাহার মুখে বাস করেন, ইহা সত্য সত্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১৭।১৮। যে পুণ্যাত্মা 'সর্ব্বার্থসাধন' নামক পরম পবিত্র এই কবচ ধারণ করেন, তিনি পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ত্রিলোকবিজয়ী হইতে পারেন। ১৯। পুরুষ দক্ষিণ-বাহুতে এবং নারী বামবাহুতে এই কবচ ধারণ করিবে। বন্ধ্যা নারীও এই কবচ ধারণে বহু পুত্র লাভ করিতে পারে। ২০। যে ব্যক্তি এই কবচ ধারণ করে, তাহার শরীরে ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি অস্ত্রও প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি এই কবচ না জানিয়া ত্রিপুটা দেবীর মন্ত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি অতিশয় দরিদ্র হয় এবং অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। ২১। রুদ্রযামলোক্ত সর্ব্বার্থসাধন নামক এই ত্রিপুটা-কবচ সমাপ্ত।

অনন্তর দুর্গার শতনাম স্তব। ঈশ্বর বলিলেন,—হে কমলাননে, এক্ষণে শতনাম

---

(১) পুণ্যমিত্যত্র দেবি ইতি (গ) পাঠঃ।

ভবানী ভবমোচনী। আর্য্যা দুর্গা জয়া আদ্যা ত্রিনেত্রা শূলধারিণী ॥ ২ ॥ পিনাক-
ধারিণী চিত্রা চণ্ডঘণ্টা (১) মহাতপাঃ। মনোবুদ্ধিরহঙ্কারা চিত্তরূপা চিতা চিতিঃ ॥ ৩ ॥
সর্ব্বমন্ত্রময়ী নিত্যা সত্যানন্দস্বরূপিণী। অনন্তা ভাবিনী ভাব্যা ভব্যাঽভব্যাসদা-
গতিঃ (২) ॥ ৪ ॥ শাম্ভবী দেবমাতা চ চিন্তা রত্নপ্রিয়া (৩) সদা। সর্ব্ববিদ্যা দক্ষ-
কন্যা দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ॥ ৫ ॥ অপর্ণানেকবর্ণা (৪) চ পাটলা পাটলাবতী। পট্টাম্বরপরী-
ধানা কলমঞ্জীররঞ্জিনী ॥ ৬ ॥ অমেয়বিক্রমা (৫) ক্রূরা সুন্দরী পুরসুন্দরী। বনদুর্গা চ

বলিতেছি, যে শতনামের প্রসাদে সতী দুর্গা প্রীতি লাভ করেন; সেই শতনাম-স্তব শ্রবণ কর, সতী (১) সাধ্বী (২) দক্ষযজ্ঞে স্বামিনিন্দাশ্রবণে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার ন্যায় সতী সাধ্বী আর কে আছে। ভবপ্রীতা (৩) মহাদেবের উপরে সর্ব্বদাই প্রীতা কদাচ তাঁহার ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। ভবানী (৪) ভবমোচনী (৫) ভক্তের ভববন্ধন ঘুচাইয়া দেন (ভব,—শিব, ভব,—সংসার)। আর্য্যা (৬)। (সকলের পূজনীয়া)। নিখিল বলশালীর দুর্গমা বলিয়া দুর্গা (৭) সর্ব্বত্র জয়লাভ করায় জয়া (৮) সকলের আদি বলিয়া আদ্যা (৯), ত্রিনেত্রা (১০), শূলধারিণী (১১) পিনাকধারিণী (১২) দৈত্যদলনে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় প্রদান করায় চিত্রা (১৩) প্রচণ্ড ঘণ্টাবাদনপূর্ব্বক দৈত্যদলন করায় চণ্ডঘণ্টা (১৪) কঠোর তপস্যা করায় মহাতপা (১৫) মনঃ (১৬) বুদ্ধি (১৭) অহঙ্কারা (১৮) চিত্তরূপা (১৯), চিতা (২০), চৈতন্যময়ী বলিয়া চিতি (২১) সর্ব্বমন্ত্রময়ী (২২) নিত্যা (২৩) সত্যানন্দস্বরূপিণী (২৪) কেহ তাঁহার অন্ত পায় না বলিয়া অনন্তা (২৫), নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেন বলিয়া ভামিনী (২৬) সাধকবর্গের ভাবনীয়া এ কারণে ভাব্যা (২৭) মঙ্গল প্রদান করেন বলিয়া ভব্যা (২৮) অমঙ্গল নাশ করেন বলিয়া অভব্যা (২৯) সর্ব্বত্র গমন করেন বলিয়া সদাগতি (৩০) শম্ভুপত্নী বলিয়া শাম্ভবী (৩১) দেবগণকে উৎপাদন করিয়াছেন এই কারণে দেবমাতা (৩২), চিন্তা (৩৩) রত্নপ্রিয়া (৩৪) সর্ব্ববিদ্যা (৩৫), দক্ষকন্যা (৩৬), দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী (৩৭), তপস্যাকালে পত্রভোজনও পরিত্যাগ করায় অপর্ণা (৩৮), নানামূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করায় অনেকবর্ণা (৩৯), পাটলা (৪০), পাটলাবতী (৪১), পট্টাম্বরপরীধানা (৪২), কলমঞ্জীররঞ্জিনী (৪৩), অমেয়বিক্রমা (৪৪), ক্রূরা (৪৫), সুন্দরী (৪৬), পুরসুন্দরী (৪৭), বনদুর্গা (৪৮),

---

(১) চণ্ডঘণ্টা ইত্যত্র যমঘণ্টা ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (২) ভব্যা ভাব্যা ভব সদাগতিঃ। ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৩) শাকম্ভরী দেবত্রাতা চিন্তা রত্নপ্রিয়া নদা ইতি (গ) পাঠঃ। রত্নমরী ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। রত্নপ্রিয়া ইতি নামদ্বয়ং মুদ্রিত (খ) পুস্তকে।

(৪) অনেকবর্ণা ইত্যত্র একপর্ণা ইতি (ক) পাঠঃ। অপর্ণানৈকপর্ণা ইতি (গ) পাঠঃ।

(৫) অমেয়বিক্রমক্রূরা ইত্যেকং নাম মুদ্রিত (খ) পুস্তকে।

মাতঙ্গী মতঙ্গমুনিপূজিতা ॥ ৭ ॥ ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা । চামুণ্ডা চৈব বারাহী লক্ষ্মীশ্চ পুরুষাকৃতিঃ ॥ ৮ ॥ বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া সত্যা চ বুদ্ধিদা । বহুলা বহুলপ্রেমা সর্ব্ববাহন-বাহনা ॥ ৯ ॥ নিশুম্ভ-শুম্ভহননী মহিষাসুরমর্দ্দিনী । মধুকৈটভহন্ত্রী চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ॥ ১০ ॥ সর্ব্বাসুরবিনাশা চ সর্ব্বদানবঘাতিনী । সর্ব্বশাস্ত্রময়ী সত্যা (১) সর্ব্বাস্ত্রধারিণী তথা ॥ ১১ ॥ অনেক-শস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্য ধারিণী । কুমারী চৈব কন্যা চ কৈশোরী যুবতী যতিঃ । অপ্রৌঢ়া চৈব প্রৌঢ়া চ বৃদ্ধমাতা বলপ্রদা ॥ ১২ ॥ মহোদরী মুক্তকেশী ঘোররূপা মহাবলা ॥ ১৩ ॥ অগ্নিজ্বালা রৌদ্রমুখী কালরাত্রিস্তপস্বিনী ॥ ১৪ ॥ নারায়ণী ভদ্রকালী বিষ্ণুমায়া জলোদরী ॥ ১৫ ॥ শিবদূতী করালী চ অনন্তা পরমেশ্বরী । কাত্যায়নী চ সাবিত্রী প্রত্যক্ষা ব্রহ্মবাদিনী ॥ ১৬ ॥ য ইদং প্রপঠেন্নিত্যং দুর্গানামশতাষ্টকম্ । নাসাধ্যং বিদ্যতে দেবি ত্রিষু লোকেষু পার্ব্বতি ॥ ১৭ ॥ ধনং ধান্যং সুতং জায়াং হয়ং হস্তিনমেব চ । চতুরঙ্গং (২) তথা চান্তে লভেন্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্ ॥ ১৮ ॥ কুমারীং পূজয়িত্বা তু ধ্যাত্বা দেবীং সুরেশ্বরীম্ । পূজয়েৎ পরয়া

মাতঙ্গী (৪৯), মতঙ্গমুনিপূজিতা (৫০), ব্রাহ্মী (৫১), মাহেশ্বরী (৫২), ঐন্দ্রী (৫৩), কৌমারী (৫৪), বৈষ্ণবী (৫৫), চামুণ্ডা (৫৬), বারাহী (৫৭), লক্ষ্মী (৫৮), পুরুষাকৃতি (৫৯), বিমলা (৬০), উৎকর্ষিণী (৬১), জ্ঞানা (৬২), ক্রিয়া (৬৩), সত্যা (৬৪), বুদ্ধিদা (৬৫), বহুলা (৬৬), বহুলপ্রেমা (৬৭), সর্ব্ববাহনবাহনা (৬৮), নিশুম্ভশুম্ভহননী (৬৯), মহিষাসুরমর্দ্দিনী (৭০), মধুকৈটভহন্ত্রী (৭১), চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী (৭২), সর্ব্বাসুরবিনাশা (৭৩), সর্ব্বদানবঘাতিনী (৭৪) সর্ব্বশাস্ত্রময়ী (৭৫), সত্যা (৭৬), সর্ব্বাস্ত্রধারিণী (৭৭), অনেকশস্ত্রহস্তা (৭৮), অনেকাস্ত্রধারিণী (৭৯), কুমারী (৮০), কন্যা (৮১), কৈশোরী (৮২), যুবতী (৮৩), যতি (৮৪), অপ্রৌঢ়া (৮৫), প্রৌঢ়া (৮৬), বৃদ্ধমাতা (৮৭), বলপ্রদা (৮৮), মহোদরী (৮৯), মুক্তকেশী (৯০), ঘোররূপা (৯১), মহাবলা (৯২), অগ্নিজ্বালা (৯৩), রৌদ্রমুখী (৯৪), কালরাত্রি (৯৫), তপস্বিনী (৯৬), নারায়ণী (৯৭), ভদ্রকালী (৯৮), বিষ্ণুমায়া (৯৯), জলোদরী (১০০), শিবদূতী (১০১), করালী (১০২), অনন্তা (১০৩), পরমেশ্বরী (১০৪), কাত্যায়নী (১০৫), সাবিত্রী (১০৬), প্রত্যক্ষা (১০৭), ও ব্রহ্মবাদিনী (১০৮) এই একশত আটটি নাম লইয়া দুর্গানাম-শতাষ্টক হইয়াছে ; এই দুর্গানাম-শতাষ্টক নিত্য যে সম্যক্‌রূপে পাঠ করিতে পারে, হে পার্ব্বতি, এই ত্রিলোকে তাহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই । ১০—১৭ । এই স্তব পাঠ করিলে ধন, ধান্য, পুত্র, পত্নী, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি চতুরঙ্গ সৈন্য ও অন্তে শাশ্বত মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে

---

(১) সত্যা ইত্যত্র নিত্যা ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠ ।

(২) চতুর্ব্বর্গমিত্যপি পাঠঃ ।

ভক্ত্যা পঠেন্নামশতাষ্টকম্ ॥ ১৯ ॥ তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্দেবি সর্ব্বৈঃ সুরবরৈরপি। রাজানো দাসতাং যান্তি রাজ্যশ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ২০ ॥ গোরোচনালক্তককুঙ্কুমেন, সিন্দূরকর্পূরমধুত্রয়েণ। বিলিখ্য যন্ত্রং বিধিনা বিধিজ্ঞো, ভবেৎ সদা ধারয়তে পুরারিঃ ॥ ২১ ॥ ভৌমাবাস্যানিশাভাগে চন্দ্রে শতভিষাং গতে। বিলিখ্য প্রপঠন্ স্তোত্রং স ভবেৎ সম্পদাং পদম্ ॥ ২২ ॥ ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে দুর্গাশতনামস্তোত্রম্ ॥

অথ শ্রীদুর্গাকবচম্।—ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদম্। পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥ ১ ॥ অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি দুর্গামন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ। স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ২ ॥ ইদং গুহ্যতমং দেবি কবচং তব কথ্যতে। গোপনীয়ং প্রযত্নেন সাবধানাবধারয় ॥ ৩ ॥ উমা দেবী শিরঃ পাতু ললাটং শূলধারিণী। চক্ষুষী খেচরী পাতু কর্ণৌ চত্বরবাসিনী (১) ॥ ৪ ॥ সুগন্ধা নাসিকাং পাতু বদনং সর্ব্বসাধিনী। জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকা পাতু (২) গ্রীবাং সৌভদ্রিকা তথা ॥ ৫ ॥ অশোকবাসিনী চেতো দ্বৌ বাহূ বজ্রধারিণী। কণ্ঠং পাতু মহাবাণী

পারে। ১৮। অগ্রে কুমারী পূজা করিয়া মহেশ্বরীর ধ্যানপূর্ব্বক পরমভক্তির সহিত এই অষ্টোত্তর শতনাম পাঠকরত পূজা করিবে। ১৯। হে দেবি! উক্ত প্রকারে পূজা করিলে নিখিল দেবগণের সিদ্ধিলাভ করিবে। রাজগণ তাহার দাসত্ব করিবে। সে রাজ্যশ্রী প্রাপ্ত হইবে। ২০। গোরোচনা, অলক্তক, কুঙ্কুম, সিন্দূর, কর্পূর ও ত্রিমধু এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া যথানিয়মে ঐ যন্ত্র ধারণ করিলে সাক্ষাৎ শিব হইতে পারে। ২১। মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথিতে রাত্রিকালে চন্দ্র শতভিষানক্ষত্রে অবস্থান করিতেছেন—এইরূপ সময়ে স্তব লিখিয়া পাঠ করিলে নিখিল সম্পদ লাভ করিতে পারিবে। ২২। বিশ্বসারতন্ত্রে এই দুর্গাশতনাম স্তোত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

অতঃপর দুর্গার কবচ বলা যাইতেছে।—ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ দুর্গা-কবচ তোমার নিকট বলিব, শ্রবণ কর। এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া মানব সঙ্কট হইতে মুক্ত হয়। ১। যে ব্যক্তি এই কবচ না জানিয়া দুর্গামন্ত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি জপের ফল লাভ করিতে পারে না এবং অন্তে নরকে গমন করে। ২। হে দেবি, এই অতি গোপনীয় কবচ তোমার নিকটে বলিতেছি; ইহা যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে; এক্ষণে মনোযোগ দিয়া এই কবচ শ্রবণ কর। ৩। উমাদেবী আমার শিরোদেশ এবং শূলধারিণী ললাট রক্ষা করুন। খেচরী দেবী দুই চক্ষু এবং চত্বরবাসিনী দুইকর্ণ রক্ষা করুন। ৪। সুগন্ধা নাসিকা এবং সর্ব্বসাধিনী বদন রক্ষা করুন। চণ্ডিকা জিহ্বা এবং সৌভদ্রিকা আমার গ্রীবাদেশ রক্ষা করুন। ৫।

---

(১) কর্ণৌ চ দ্বারবাসিনী ইতি আদর্শপাঠঃ। (২) দেবী ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

জগন্মাতা স্তনদ্বয়ম্ ॥ ৬ ॥ হৃদয়ং ললিতা দেবী উদরং সিংহবাহিনী । কটীং ভগবতী পাতু দ্বাবূরূ বিন্ধ্যবাসিনী ॥ ৭ ॥ মহাবলা চ জঙ্ঘে দ্বে পাদৌ ভূতলবাসিনী । এবং স্থিতাসি দেবি ত্বং ত্রৈলোক্যরক্ষণাত্মিকে । রক্ষ মাং সর্ব্বগাত্রেষু দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥ ৮ ॥ ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহাবিদ্যাফলপ্রদম্ । যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ॥ ৯ ॥ যো ন্যসেৎ কবচং দেহে তস্য বিঘ্নং ন কুত্রচিৎ । ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো ভয়ন্তস্য ন বিদ্যতে ॥ ১০ ॥ রণে রাজকুলে বাদে সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ । সর্ব্বত্র পূজামাপ্নোতি দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ ॥ ১১ ॥ ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে দুর্গাকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ মহিষমর্দ্দিনীস্তোত্রম্ ।—ভৈরব উবাচ । মচ্চিত্তে চর চণ্ডি চূর্ণিতদুরাচারপ্রচণ্ডাসুরে স্বৈরং দারয় ভূরিদুর্দ্দরদরদ্রোহোর্ম্মিমর্ম্মাপদঃ । তেনায়ং নিরুপদ্রবো নিরুপমশ্রীপাদপদ্মাটবী-প্রাপ্তানন্ত-রসার্ণবে মম মনোহংসশ্চিরং নন্দতু ॥ ১ ॥ হিত্বা চণ্ডি হিরণ্যদারণপটুপ্রোদ্দামহস্তাঙ্গুলিস্ফায়ৎক্রমসুমেরুসোদরশটাটোপং নৃসিংহং সুরাঃ । মাতস্ত্বৎপশুপাশ (১) পেষণপটু শ্রীপাদসংসেবিনঃ সেবন্তে করিবৈরিণং কিমরিভিভীতি-

অশোকবাসিনী আমার চিত্ত, বজ্রধারিণী দুই বাহু, মহাবাণী আমার কণ্ঠ এবং জগন্মাতা আমার স্তনযুগল রক্ষা করুন। ৬। ললিতাদেবী হৃদয়, সিংহবাহিনী উদর, ভগবতী কটিদেশ, বিন্ধ্যবাসিনী দুই উরু, মহাবলা দুই জানু এবং ভূতলবাসিনী আমার দুই পদ রক্ষা করুন। হে দেবি! হে ত্রৈলোক্যরক্ষণকারিণি, তুমি এইরূপে নানামূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছ। আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা কর, হে দুর্গে দেবি তোমাকে নমস্কার। ৭—৮। হে দেবি! এই কবচ পাঠে মহাবিদ্যার উপাসনার ফল লাভ করা যায়। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া যে ব্যক্তি এই কবচ পাঠ করে, সে সকল তীর্থের ফল লাভ করিয়া থাকে। ৯। যে ব্যক্তি নিজ দেহে এই কবচ ন্যাস করে, কোথাও তাহার বিঘ্ন হয় না এবং তাহার ভূত-প্রেত ও পিশাচ প্রভৃতির ভয় থাকে না। ১০। সে যুদ্ধে বিবাদে ও রাজভবনে সর্ব্বত্রই বিজয়ী হয়, দেবী-পুত্রের ন্যায় সে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকে। ১১। দুর্গা-কবচ সমাপ্ত।

অনন্তর মহিষমর্দ্দিনীস্তোত্র কথিত হইতেছে।—ভৈরব বলিলেন,হে চণ্ডি,তুমি আমার চিত্তে বিচরণ কর, তুমি দুরাচার প্রচণ্ড অসুরকে চূর্ণিত করিয়াছ, আমার মর্ম্মস্থলে যে আপদরাশি আসিয়া উপদ্রব করিতেছে,বিভীষিকা ও ষড়্‌রিপুর অত্যাচার যাহার দুর্নিবার বিশাল তরঙ্গ,—সেই আপদরাশিকে ধীরে ধীরে বিদূরিত কর; তাহা হইলে আমার মনোরূপহংস নিরুপদ্রব হইয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মরূপ অনুপম কানন সন্নিহিত অনন্তরস সাগরে আনন্দে ক্রীড়া করিতে সক্ষম হইবে। ১। হে চণ্ডি! যাঁহার অতিভীষণ হস্তাঙ্গুল হিরণ্য-

---

(১) মন্ত্রবাদীনাম্ (খ. টি.)।

ভবেৎ-(১)সেবিনাম্ ॥ ২ ॥ চণ্ডি ত্বদ্বিষয়ান্তরাক্ষরপদং শ্রোত্রান্তরঞ্চেদ্ গতং তত্ত্বং পুরুষপ্রকৃত্যনুগতং ব্রহ্মাদিভির্গীয়তে। তস্মাদ্দেবি সমস্তদৈবত-সুধাসারৈকধামস্ফুরৎ-শ্রীমৎপাদ-পয়োজচুম্বনপরং মামদ্য সম্ভাবয় ॥ ৩ ॥ মন্নিন্দা যদি বাস্তু তে কুলপথাচারাদরঃ মাস্তু বা কীর্ত্তিঃ কেশবকৌশিকার্চ্চন-চরী (২) নৈবাস্তু মৎসন্নিধিঃ। মাতর্ব্রহ্মহরিস্মরারি-হুতভুক্শক্রাদিসেবাস্পদ-শ্রীমৎপাদ-পয়োজচিন্তনবিধৌ চিত্তং সদৈবাস্তু নঃ ॥ ৪ ॥ নির্দ্দিষ্টোঽস্মি যদি ত্বদীয়পদযুক্পূর্ব্বাপরীভাবনে (৩) নির্দ্দিষ্টস্তু তদা মমাপি (৪) বিরলঃ কিংবাস্তু সিদ্ধাস্পদম্। তস্মাদ্দেবি কৃপাভরাঙ্কিততরং শ্রীপাদ-পদ্মদ্বয়ং মচ্চিত্তেঽক্ষতসম্পদং প্রসরতু ক্ষেমঙ্করি ক্ষম্যতাম্ ॥ ৫ ॥ ত্বাম্বাঙ্গং পরিরভ্য ভূতপতিরপ্যুন্মাদমাসাদিতঃ স্ফারং জীবনরক্ষণে স চ কৃতী নৈবাভবিষ্যৎ প্রভুঃ ।

কশিপুবিদারণে সমর্থ, যাঁহার পিঙ্গলবর্ণ জটাভার সুমেরু-শৃঙ্গবৎ বিশাল ও মনোহর, দেবগণ সেই নৃসিংহদেবকে পরিত্যাগ করিয়া, গঙ্গাস্মরহন্তা মহাদেবের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; হে মাতঃ, তোমার সেবক বলিয়া দেবগণ সেই মহাদেবের ভক্ত হইয়াছিলেন, যাহারা আপনার সেবা করে তাহাদের শত্রু-ভীতি কখনই থাকে না। ২। হে চণ্ডি, তোমার স্তুতিবাদ কর্ণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ব্রহ্মাদিদেবগণ তাহাকেই প্রকৃতিপুরুষ বিষয়ক তত্ত্বালোচনা বলিয়া উল্লেখ করেন তোমার গুণকীর্ত্তনই অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা সেই কারণে, হে দেবি, দেবগণ যাহার জন্য লালায়িত, সেই সুধাসারের একমাত্র আধার ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম যাহাতে নিয়ত চুম্বন করিতে পাই, আমাকে আজ সেইরূপ ভাবে অনুগ্রহ করুন। ৩। মাতঃ আপনার কুলাচার অবলম্বন করায় যদি নিন্দাভাজন হইয়া থাকিতে হয় তাহাও আমি শ্লাঘ্য মনে করি, কেশব ও ইন্দ্রাদিদেবগণের পূজা করিয়া যে কীর্ত্তিলাভ করা যায়, তাহা আমার নিকটে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতেছে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহেশ্বর, অগ্নি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ নিয়ত যাহার সেবা করিতেছেন, সেই ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় আমার চিত্ত সর্ব্বদা যেন মগ্ন থাকে। ৪। হে মাতঃ, তোমার পদযুগলের ভাবনায় যদি আমি নিয়ত মগ্ন থাকিতে পারি, তাহা হইলে সিদ্ধপুরুষের স্থান প্রকৃতপক্ষে দুর্লভ বস্তু হইলেও আমি অকিঞ্চিৎকর মনে করি। অতএব হে দেবি, দয়ারাশি-সুশোভিত ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম আমার মনে অক্ষয় সম্পদ্ প্রদান করুক, হে ক্ষেমঙ্করি, আপনাকে আলিঙ্গন করিয়া ভূতনাথ উন্মাদগ্রস্ত, তাঁহার জীবন-সংশয় উপস্থিত এরূপ

---

(১) ভবেৎ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ° বি°) পাঠশ্চ।

(২) চরী ইত্যত্র করী ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৩) পাদাব্জযুগভাবনে (খ গ)।

(৪) মমাস্তু ইতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ° বি°) পাঠশ্চ।

দৈবাদ্বিচ্যুতচন্দ্রচন্দনরস-প্রাগল্‌ভ্যগর্ভস্রবন্মাধ্বীপূর্ণভবৎপদৈককমলামোদেন নাস্বাদিতঃ ॥ ৬ ॥ হাঃ। মাতরনাদি-মোহজলধি-ব্যাহার-বিদ্ধাখিলব্রহ্মানন্দরসাভিবেক-বিলসৎস্বান্তোদরে মাদৃশং। যুষ্মাকং সুরবৃন্দনির্ভরমনস্তাপাভিভূতিক্ষমঃ শ্রীমদ্ভক্তিরসাতিদুর্দ্দিনপরীবাহঃ সদা সর্পতু ॥ ৭ ॥ ত্বৎপাদস্ফুরদংশুজালজঠরাচ্চণ্ডাংশুকোটিস্খলদ্ধ্বান্তস্বান্তবিসারিনির্ম্মলচিদানন্দত্রয়ং দৈবতম্। সর্গং সংসৃজতি (১) স্থিতিং বিতনুতে সৃষ্টিং পুনর্লুম্পতি প্রোদ্ভিন্নাঞ্জন-নীলনীরদমহশ্চিত্তে সদৈবাস্তু নঃ ॥ ৮ ॥ যা শশ্বন্মহিষচ্ছলস্ফুটমিলদ্গর্জ্জাদ্বিধাবৎস্খলদ্বক্ত্রান্তঃপ্রসরত্তমস্তমশিরোদৈত্যং সমালম্বতে। সা দুর্গা ভয় (২) দুর্গদুর্গতিহরালক্ষান্তর-ত্রাসিনী (৩) দৃপ্যদ্দৈবত-বৈরিদারণপটুর্জীয়াজ্জয়াহ্লা-

---

অবস্থায় যদি মা! সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ যাহার নিকট চন্দ্র ও চন্দনের রস-প্রাচুর্য্য খর্ব্বিত সেই সুধাপূর্ণ তোমার পদকমলের আমোদ লাভ তাঁহার না ঘটিত, তাহা হইলে, প্রভু জীবন রক্ষণে সমর্থ হইতেন না। ৬। হায় হায় আমার হৃদয় অনন্ত মোহ-সাগরে ভাসিতে থাকায় ব্রহ্মানন্দরসগ্রহণে অসমর্থ হইয়াছে (হৃদয় মধ্যে মোহ-সমুদ্রের প্রবল-তরঙ্গ থাকায় ব্রহ্মানন্দরস তাহাতে প্রবেশ করিতেছে না) মাতঃ, এক্ষণে আমার সেই হৃদয়ে ভক্তিরসের অতি বৃষ্টি করিয়া তাহার স্রোত উৎপাদন করিয়া দাও, তোমার ঐ ভক্তিরস-স্রোতঃ দেবগণেরও প্রগাঢ় মনস্তাপ নিবারণে সক্ষম হইয়াছে। অতএব আমি আর কিছু চাহি না, তোমার ভক্তিরসের প্রবল বন্যা আমার হৃদয়ে ঢালিয়া দাও। ৭। তোমার পাদপদ্মের যে কিরণাবলী বহির্গত হইতেছে, তন্মধ্য হইতে কোটিসূর্য্যের উদয় হওয়ায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতার হৃদয় হইতে অন্ধকার বিদূরিত হইতেছে, তাঁহারা নির্ম্মল চিদানন্দরূপে বিকাশ পাইয়াছেন ঐ আনন্দে বিভোর হইয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণু পালন করিতেছেন, মহেশ্বর ঐ সৃষ্টি লোপ করিতেছেন, মা তোমার ঘর্ষিত কজ্জলের ন্যায় ও নীল মেঘের ন্যায় সুনীল তেজ সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে বিকাশলাভ করুক। ৮। যিনি শিরোহীন মহিষাসুরের উপরে অবস্থান করিতেছেন, যে মহিষাসুরটিকে অন্ধকার রাশির ন্যায় দেখা যাইতে ছিল—বোধ হইতেছিল মহিষচ্ছলে পুঞ্জীভূত অন্ধকার আসিয়া জগদম্বার নিকটে উপস্থিত হইতেছে, গর্জ্জন করিতেছে, ছুটিতেছে, স্খলিত গতিতে মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, সেই মহিষাসুরকে আক্রমণ করিয়া; ভয় ও বিষম দুর্গতি যিনি হরণ করেন, যিনি সর্ব্বদা লক্ষ লক্ষ লোককে ত্রাসিত করিতেছেন, গর্ব্বিত দেব শত্রুদিগের দলনে যিনি

---

(১) সংসৃজতে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) ভব ইতি (খ) পাঠঃ।

(৩) দুরালম্বান্তর ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। লক্ষ্যান্তর ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। দুরালক্ষান্তবাসিনী (গ) পাঠঃ।

দিনী ॥ ৯ ॥ নৃত্যৎখেটকচামরাঞ্চল (১) চলচ্চক্রাস্ত্রখর্ব্বাবরস্ফায়ৎসৈন্তশিলীমুখোচ্ছলদ্দনস্রাজিব্ধতাম্রাম্বুধৌ। ঝঞ্ঝাবাতবিসর্পিনর্ত্তিতশিরঃ-সাটোপহৃষ্টাসুরক্রট্যৎ-খণ্ডিখণ্ডিতাখিলশকুন্তক্ষুৎপিপাসোজ্জ্বলে ॥ ১০ ॥ চঞ্চৎকত্রবিরামকালকলতীব্রাস্ফাল (২) সম্পাদকোন্মাত্তন্মাহিষতির্য্যগানতশিরঃ-শৃঙ্গান্তরালে স্থলে। বস্বর্ণৈর্ব্বসুপত্রমধ্যকলিতৈর্ব্বদ্ধা শ্রুতীমাতৃভিঃ (৩) সেব্যে চারুরণাঙ্গনে রণমুদা ঘূর্ণায়মানাং স্মরেৎ ॥ ১১ ॥ ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমসব্যবামকরয়োশ্চক্রং দরং কর্ত্তৃকাং খেটং বাণধনুস্ত্রিশূলভয়হৃন্মুদ্রাং দধানাং শিবাম্। শ্যামাং নীলঘনোচ্চকুন্তলচয়প্রোন্নদ্ধজূটাং স্খলদ্বীরাস্ফাল-লসৎকরালবদনাং ঘোরাট্টহাসোদ্ভটাম্ ॥ ১২ ॥ এবং যে তব দেবি মূর্ত্তিমনঘাং ধ্যায়ন্তি দুর্গাদিভিঃ শক্রাট্যৈরভিপূজিতাং পরপুরক্ষোভাদিকং কুর্ব্বতে। রাজ্যং শত্রুজয়ঃ সদর্থধিষণা

সুপটু, সেই জয়াহ্লাদিনী মহিষমর্দ্দিনীর জয় হউক। ৯। যাঁহার হস্তে খেটক চামর, চক্র প্রভৃতি অস্ত্ররাশি নিয়ত নৃত্য করিতেছে; সেই সকল অস্ত্রে দুর্দ্দান্ত দৈত সেনাগণ খর্ব্বিত হইতেছে, রণক্ষেত্রে বাণমুখ হইতে রক্ত প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া সমুদ্ররূপে পরিণত হইয়াছে। গর্ব্বিত দুষ্ট দৈত্যগণের খণ্ডিত মস্তক সকল ঝঞ্ঝাবায়ুর ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে. মাংসাশী গৃধ্র প্রভৃতি শকুন্তগণ মাংসভক্ষণে অশক্ত হইয়া ক্ষুধা-পিপাসায় আকুল হইয়া ইতস্ততঃ ছুটা-ছুটি করিতেছ। ১০। যে রণস্থলের মধ্যস্থলে মহিষাসুর আসন্নকালে উন্মত্ত হইয়া কলহ সহকারে তীব্র আস্ফালন করিতে করিতে অবনত মস্তকে বক্রভাবে সুন্দরভাবে চঞ্চল শৃঙ্গ হেলন করিতেছে এবং ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণ ভীত হইয়া কর্ণনিরোধ পূর্ব্বক অষ্টদল পদ্মের মধ্যবর্ত্তী অষ্টাক্ষর দেবী-মন্ত্রে দেবীর আরাধনা করিতেছেন; সেই সুরম্য যুদ্ধস্থলে মহিষমর্দ্দিনী মাতা রণমদে মত্ত হইয়া আনন্দে ইতস্ততঃ ঘূর্ণন করিতেছেন মাতার সেইরূপ মূর্ত্তি স্মরণ করিবে। ১১। যিনি দক্ষিণ ও বামদিকের ঊর্দ্ধ ও অধঃ হস্তে যথাক্রমে চক্র, শঙ্খ, কর্ত্তৃকা, খেটক, বাণ, ধনুঃ ত্রিশূল ও .অভয় মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার শ্যামল কান্তি, যিনি সজল নবঘনের ন্যায় সুনীল বিস্তৃত কেশরাশি দ্বারা জটাবন্ধন করিয়াছেন, করাল বদনে পরাঙ্মুখ বীরবর্গকে আস্ফালন করিতেছেন, ভীষণ অট্টহাসি দ্বারা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন,—এরূপ মূর্ত্তি স্মরণ করিবে। ১২। হে দেবি, তোমার এই নির্ম্মলা মূর্ত্তি ইন্দ্রাদি দেবগণ পূজিত—এই মূর্ত্তি যাহারা নিয়ত ধ্যান করে তাহারা শত্রুপুর বিক্ষোভিত করিতে সমর্থ

---

(১) চামরাঞ্চলরণচ্চামর (ক) পাঠঃ। খেটকযুতং-চামরম্ (খ টি)।

(২) কলিতাতীব্রারি ইতি (ক) পাঠঃ। (৩) রুদ্ধাশ্রুতী ইতি (খ) পাঠঃ। ব্রাহ্ম্যাদিভির্মাতৃভিরিতি (ক) পাঠঃ। মাতৃভির্ব্রাহ্ম্যাদিভিরিতি (খ টি)।

কাব্যামৃতাদর্শনস্তম্ভোচ্চাটনমারণাদিকৃতিনাং তেষাং স্বয়ং জায়তে ॥ ১৩ ॥ স্তোত্রং তে চরণারবিন্দযুগলধ্যানাবধানান্বয়া মন্ত্রোদ্ধারকুলোপচারচরিতং গূঢ়োপদিষ্টং যদি। যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি দেবি তরসা শ্রীমোক্ষকামাদয়স্তেষাং হস্তগতা ভবন্তি জগতাং মাতর্নমস্তে জয় (১) ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমহিষমর্দ্দিনীস্তোত্রম্। ওঁ তৎসৎ ॥

অথ মহিষমর্দ্দিনীকবচম্।—ঈশ্বর উবাচ। অথ বক্ষ্যে মহেশানি কবচং সর্ব্বকামদম্ ॥ যস্য প্রসাদমাসাদ্য ভবেৎ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥ ১ ॥ ওঁকারং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য মন্ত্রী মন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে। প্রপঠেৎ কবচং নিত্যং মন্ত্রবর্ণস্য সিদ্ধয়ে ॥ ২ ॥ মহিষমর্দ্দিন্যাঃ কবচস্য ভগবান্মহাকাল-ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দ আদ্যা শক্তির্দ্দেবতা চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ ॥ ৩ ॥ হ্রীং পাতু মস্তকে দেবী কামিনী কামদায়িনী। মকারঃ পাতু মাং দেবী চক্ষুর্যুগ্মে মহেশ্বরী ॥ ৪ ॥ হিকারঃ পাতু বদনং হিঙ্গুলাসুরনায়িকা। ষকারঃ পাতু মাং শ্বেতা জিহ্বায়াঞ্চাপরাজিতা ॥ ৫ ॥ মকারঃ পাতু মাং দেবী মর্দ্দিনী সুরনায়িকা। র্দ্দিকারঃ পাতু মাং দেবী সাবিত্রী কালনাশিনী ॥ ৬ ॥ নিকারঃ পাতু মাং নিত্যা হৃদয়ে বাহুপার্শ্বয়োঃ।

হয়, তাহাদের রাজ্যলাভ, শত্রুজয়, সদর্থ বুদ্ধি, উত্তম কাব্য-রচনা শক্তি, অদর্শন, স্তম্ভন, উচ্চাটন ও মারণাদি-সিদ্ধি স্বতই হইয়া থাকে। ১৩। মাতঃ, যদি আমি একাগ্রভাবে তোমার পদারবিন্দ ধ্যান করিতে করিতে কুলাচার প্রথায় মন্ত্রোদ্ধার পূর্ব্বক গূঢ়োপদিষ্ট স্তোত্র প্রকাশ করিয়া থাকি। তাহা হইলে হে দেবি, যাহারা এই স্তোত্র শ্রবণ ও পাঠ করিবে, অর্থ কাম ও মুক্তি সত্বর তাহাদের করগত হইবে। হে জগন্মাতঃ, আপনার জয় হউক। ১৪।

অনন্তর মহিষমর্দ্দিনীর কবচ কথিত হইতেছে।—ঈশ্বর বলিলেন, হে মহেশ্বরি! আমি সর্ব্বকামনা পূরক মহিষমর্দ্দিনী কবচ তোমার নিকট বলিব, এই কবচের প্রসাদে সাধক সাক্ষাৎ সদাশিব হইতে পারে। ১। সাধক মন্ত্রাক্ষর সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া নিত্য কবচ পাঠ করিবে। ২। ভগবান্ মহাকাল মহিষমর্দ্দিনী কবচের ঋষি, অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ, আদ্যাশক্তি দেবতা এবং চতুর্ব্বর্গফল লাভের জন্য এই কবচের প্রয়োগ। ৩। হ্রীং রূপিণী কামদায়িনী কামিনী দেবী আমার মস্তক রক্ষা করুন। 'ম' এই অক্ষর মাহেশ্বরী দেবী, তিনি আমার চক্ষু দুইটি রক্ষা করুন। ৪। 'হি' এই বর্ণ সুরনায়িকা হিঙ্গুলা, তিনি আমাকে রক্ষা করুন, 'ষ' এই বর্ণ শ্বেতা আমাকে রক্ষা করুন। অপরাজিতা আমার জিহ্বা রক্ষা করুন। ৫। সুরনায়িকা মর্দ্দিনী দেবী

---

(১) দেব্যুবাচ। স্তোত্রস্মরণসন্তুষ্টা প্রীতাস্মি তব ভৈরব। পশ্য মূর্ত্তিং তব ধ্যানযোগ্যাং মম সুখাবহাম্। এষা মূর্ত্তিঃ প্রধানং মে কালীমূর্ত্তিস্তথৈব চ। ত্রিপুরা বান্তবা মূর্ত্তিরাদ্যা সা পরিকীর্ত্তিতা। ইতি কুলচূড়ামণৌ মহিষমর্দ্দিনীস্তোত্রং সমাপ্তম্। ইত্যধিকঃ (ক) পুস্তকপাঠঃ।

নাভৌ লিঙ্গে গুদে কণ্ঠে কর্ণয়োঃ পৃষ্ঠতস্তথা (১)। শিখায়াং কবচে পাদে মুখে জঙ্ঘাযুগে তথা ॥ ৭ ॥ সর্ব্বাঙ্গে পাতু মাং স্বাহা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা। কামাদ্যা পাতু মাং স্বাহা সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দিনি শিরঃ ॥৮॥ দশাক্ষরী মহাবিদ্যা সর্ব্বাঙ্গে পাতু মর্দ্দিনী। মর্দ্দিনী পাতু সততং মর্দ্দিনী রক্ষয়েৎ সদা ॥ ৯ ॥ (রাজস্থানে তথা দুর্গে সিংহব্যাঘ্রভয়াদিষু। শ্মশানে প্রান্তরে দুর্গে নৌকায়াং বহ্নিমধ্যতঃ। মর্দ্দিনী পাতু সততং মর্দ্দিনী রক্ষয়েৎ সদা ॥ ১০ ॥ দুর্গা পাতু সদা দেবী আর্য্যা পাতু সদা মম) (২)। প্রভা পাতু মহেশানী কনকা সর্ব্বদাঽবতু ॥ ১১ ॥ (কৃত্তিকা পাতু সততম্ অভয়া সর্ব্বদাবতু। প্রভা পাতু মহামায়া মায়া পাতু সদা মম ॥ ১২ ॥ প্রভা পাতু মহেশানী বিমলা পাতু সর্ব্বদা।) (৩) নন্দিনী পাতু সততং সুপ্রভা সর্ব্বদাবতু ॥ ১৩ ॥ বিজয়া পাতু সর্ব্বত্র দেব্যঙ্গে নব শক্তয়ঃ। শক্তয়ঃ পান্তু সততং মুদ্রাঃ পান্তু সদা মম ॥ ১৪ ॥ জয়া পাতু সদা সূক্ষ্মা বিশুদ্ধা পাতু সর্ব্বদা। যোগিন্যঃ পান্তু সততং খেচর্য্যঃ পান্তু সর্ব্বদা ॥

'ম' এই বর্ণে আমাকে রক্ষা করুন। কালনাশিনী সাবিত্রী দেবী 'র্দ্দি' এই বর্ণে আমাকে রক্ষা করুন। ৬। নিত্যা দেবী 'নি' এই বর্ণে আমার হৃদয়, দুই বাহু পার্শ্ব, নাভি, লিঙ্গ, গুহ্য, কণ্ঠ, দুই কর্ণ, পৃষ্ঠ, শিখা, কবচ, পাদ, মুখ, ও দুই জানু রক্ষা করুন। ৭। সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা 'স্বাহা' আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন, ক্রীং স্বাহা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন এবং মর্দ্দিনী আমার শিরোদেশ রক্ষা করুন। ৮। দশাক্ষরময়ী মহাবিদ্যা মর্দ্দিনী আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। মর্দ্দিনী সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন, মর্দ্দিনী সর্ব্বদা আমাকে অন্তদ্বারা রক্ষা করুন। ৯। মর্দ্দিনী রাজস্থানে দুর্গমধ্যে সিংহ-ব্যাঘ্র-ভীতি প্রভৃতি স্থলে শ্মশানে প্রান্তরে, দুর্গস্থানে নৌকায় এবং বহ্নিমধ্য হইতে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন, মর্দ্দিনী আমাকে অন্তদ্বারা সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১০। দুর্গা দেবী আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন, আর্য্যা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন এবং প্রভা আমাকে রক্ষা করুন ও মহেশ্বরী কনকা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১১। কৃত্তিকা ও অভয়া সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন; প্রভা, মহামায়া ও মায়া সতত আমাকে রক্ষা করুন। ১২। প্রভা আমাকে রক্ষা করুন, মহেশ্বরী বিমলা আমাকে রক্ষা করুন এবং নন্দিনী আমাকে সতত রক্ষা করুন, সুপ্রভা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১৩। বিজয়া আমাকে সর্ব্বত্র রক্ষা করুন, দেবীর অঙ্গে যে নবশক্তি আছেন, তাঁহারা আমাকে সতত রক্ষা করুন, মুদ্রা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১৪। জয়া, সূক্ষ্মা ও বিশুদ্ধা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন এবং যোগিনীগণ আমাকে সতত

---

(১) পৃষ্ঠকে তথা ইতি (খ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ।

(২) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। (৩) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

১৫ ॥ ডাকিন্যঃ পান্তু সততং সিদ্ধাঃ পান্তু সদা মম। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পাতু দেবী মহিষমর্দ্দিনী ॥ ১৬ ॥ ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং সর্ব্বকামদম্। যত্র তত্র ন বক্তব্যং গোপিতব্যং প্রযত্নতঃ ॥ ১৭ ॥ গোপিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু বিশ্বসারে প্রকীর্ত্তিতম্। সর্ব্বত্র সুলভা বিদ্যা কবচং দুর্লভং মহৎ ॥ ১৮ ॥ শঠায় ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরি। ন্যূনাঙ্গে চাতিরিক্তাঙ্গে ক্রূরে মিথ্যাভিভাষিণে (১)। ন স্তবং দর্শয়েদ্দিব্যং কবচং সুরদুর্লভম্ ॥ ১৯ ॥ যত্র তত্র ন বক্তব্যং শঙ্করেণ চ ভাষিতম্। দত্ত্বা তেভ্যো মহেশানি নশ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ২০ ॥ মন্ত্রাঃ পরাঙ্মুখা যান্তি শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্। অশুভঞ্চ ভবেত্তস্য তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ ॥ ২১ ॥ গোরোচনাকুঙ্কুমেন ভূর্জ্জপত্রে মহেশ্বরি। লিখিত্বা শুভযোগে চ ব্রহ্মেন্দ্রে বৈধৃতৌ তথা ॥ ২২ ॥ আয়ুষ্মৎসিদ্ধিযোগে বা ববে বা কৌলবে তথা। বণিজে শ্রবণায়াঞ্চ রেবত্যাং বা পুনর্ব্বসৌ ॥ ২৩ ॥ উত্তরাত্রয়যোগে হি তথা পূর্ব্বাত্রয়েষু চ। অশ্বিন্যাং বাথ রোহিণ্যাং তৃতীয়ানবমীতিথৌ ॥ ২৪ ॥ অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং ষষ্ঠ্যাং বা পঞ্চমীতিথৌ। কুহ্বাং বা পূর্ণিমায়াং বা নিশায়াং প্রান্তরে তথা ॥ ২৫ ॥ একলিঙ্গে শ্মশানে চ শূন্যাগারে শিবালয়ে। গুরুণা বৈষ্ণবৈর্ব্বাপি স্বয়ম্ভু-

রক্ষা করুন খেচরীগণ আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১৫। ডাকিনীগণ সতত আমাকে রক্ষা করুন, সিদ্ধগণ সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন এবং মহিষমর্দ্দিনী দেবী সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আমাকে রক্ষা করুন। ১৬। যাহাদ্বারা সকল কামনা পূর্ণ হয়, সেই কবচ তোমার নিকট বলিলাম, এই কবচ যে কোন ব্যক্তির নিকটে বলিও না, যত্নপূর্ব্বক ইহা গোপন করিয়া রাখিবে। ১৭। এই কবচ সকল তন্ত্রে গুপ্তভাবে রক্ষিত হইয়াছে, কেবল বিশ্বসারতন্ত্রে এই কবচ উল্লিখিত হইয়াছে। অন্য সমস্ত বিদ্যা সর্ব্বত্র সুলভ, কিন্তু এই কবচ অতি দুর্লভ বস্তু। ১৮। হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি শঠ, ভক্তিহীন, নিন্দক, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, ক্রূর এবং মিথ্যাবাদী তাহাকে এই দেবদুর্লভ স্তব ও কবচ দেখাইবে না। ১৯। হে মহেশ্বরি! শঙ্কর বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তির নিকটে এই কবচ প্রকাশ করিবে না, যে কোন ব্যক্তিকে এই কবচ প্রদান করিলে সকল সিদ্ধি ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। ২০। তাহার মন্ত্রসকল অতি দারুণ শাপ প্রদান করিয়া পরাঙ্মুখ হইয়া যায় এবং সেই ব্যক্তির অমঙ্গল ঘটে; অতএব ইহা যত্ন পূর্ব্বক গোপনে রাখিবে। ২১। হে মহেশ্বরি! শুভযোগ ব্রহ্মযোগ ইন্দ্রযোগ বৈধৃতিযোগ আয়ুষ্মানযোগ ও সিদ্ধিযোগে; বব, কৌলব ও বণিজকরণে; শ্রবণা, রেবতী, পুনর্ব্বসু, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, অশ্বিনী ও রোহিণী নক্ষত্রে; তৃতীয়া, নবমী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, ষষ্ঠী, পঞ্চমী অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে, রাত্রিতে প্রান্তরে একলিঙ্গ স্থানে, শ্মশানে, শূন্যগৃহে, শিবমন্দিরে, গুরু

---

১) ভাষিণি ইতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ° বি°) পাঠশ্চ।

কুসুমৈস্তথা ॥ ২৬ ॥ শুক্লৈর্ব্বা রক্তকুসুমৈশ্চন্দনৈ রক্তসংযুতৈঃ। শবাঙ্গারৈশ্চিতাবস্ত্রে লিখিত্বা ধারয়েৎ পুনঃ। তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ শঙ্করেণ চ ভাষিতম্ ॥ ২৭ ॥ কুমারীঃ পূজয়িত্বা চ দেবী-সূক্তং নিবেদ্য চ। পঠিত্বা ভোজয়েদ্বিপ্রান্ (১) প্রবরান্ বেদপারগান্। আখেটকমুপাখ্যানং কুর্য্যাচ্চৈব দিনত্রয়ম্। তদা ধরেন্মহারক্ষাং কবচং সর্ব্বকামদম্ ॥ ২৮ ॥ নাধয়ো ব্যাধয়স্তস্য দুঃখশোকভয়ং ক্বচিৎ। বাদী মূকো ভবেৎ দৃষ্ট্বা (২) রাজা চ সেবকায়তে ॥ ২৯ ॥ মাসমেকং পঠেদ্ যস্তু প্রত্যহং নিয়তঃ শুচিঃ। দিবা ভবেদ্ধবিষ্যাশী রাত্রৌ শক্তিপরায়ণঃ (৩)। ষট্‌সহস্রপ্রমাণেন প্রত্যহং প্রজপেৎ সদা। ষণ্মাসৈর্ব্বা ত্রিভির্ম্মাসৈঃ খেচরো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৩০ ॥ অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনবান্ ভবেৎ। অরোগী বলবাংশ্চৈব রাজা চ দাসতা (৪) মিয়াৎ ॥ ৩১ ॥ রজস্বলা-ভগে নিত্যং জপেদ্বিদ্যাং বিশেষতঃ। য এবং কুরুতে ধীমান্ স এব শ্রীসদাশিবঃ ॥ ৩২ ॥ ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে মহিষমর্দ্দিনীকবচম্ সমাপ্তম্।

অথ লক্ষ্মীস্তোত্রম্ ।—(ঈশ্বর উবাচ)। (৫) ত্রৈলোক্যপূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণু-

বা বৈষ্ণব দ্বারা. স্বয়ম্ভুপুষ্প, শুক্ল বা রক্ত পুষ্প, রক্ত মিশ্রিত চন্দন, অথবা শবাঙ্গার দ্বারা চিতার বস্ত্রে লেখাইয়া যে ধারণ করিবে, তাহার সকলপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয় ইহা শঙ্কর বলিয়াছেন। সাধারণতঃ গোরোচনা ও কুঙ্কুমদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ইহা ব্যবহার করিবে। ২২—২৭। অগ্রে কুমারী পূজা করিয়া দেবীসূক্ত পাঠ করিবে বেদপারগ এবং নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে, তিনদিন আখেটক উপাখ্যান করিবে তাহার পরে এই সর্ব্বকামদ মহারক্ষা কবচ ধারণ করিবে। ২৮। এই কবচ ধারণ করিলে আধি, ব্যাধি থাকিবে না দুঃখ ও শোক ভয় কখন হইবে না বক্তা তাহাকে দেখিলে মুক হইবে, রাজা সেবকের মত ব্যবহার করিবে।২৯। যে ব্যক্তি প্রত্যহ শুদ্ধভাবে একমাস কাল এই কবচ পাঠ করিবে এবং দিবাতে হবিষ্যাশী ও রাত্রিতে শক্তিপরায়ণ হইয়া প্রত্যহ ছয় হাজার বার মন্ত্র জপ করিবে। সে ছয় মাসে বা তিন মাসে নিশ্চিত খেচর হইবে। ৩০। এই কবচ ধারণ করিলে অপুত্র ব্যক্তি পুত্র লাভ করিবে নির্ধন ব্যক্তি ধনবান্ হইবে অরোগী ও বলশালী হইবে। রাজা তাহার দাস হইবে। ৩১। বিশেষতঃ রজস্বলা স্ত্রীর ভগে এই মহিষমর্দ্দিনীর মন্ত্র নিত্য জপ করিবে যে বুদ্ধিমান এইরূপ করিতে পারিবে সে সাক্ষাৎ সদা শিব হইবে। ৩২। বিশ্বসার তন্ত্রে এই মহিষমর্দ্দিনী কবচ ধৃত হইয়াছে।

অতঃপর লক্ষ্মী-স্তোত্র বলা যাইতেছে।—ঈশ্বর বলিলেন, হে দেবি কমলে! তুমি

---

(১) অধনান্ ইতি (খ) পাঠঃ। ধনবান্ ইতি (ক) পাঠঃ।

(২) ভবত্যেব ইতি (খ) পাঠঃ। (৩) ভক্তিপরায়ণ ইতি (গ) পাঠঃ।

(৪) বশ্যতামিতি (খ) পাঠঃ। (৫) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

বল্লভে। যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা। ১। ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদুচ্চৈঃ শ্রীঃ পদ্মধারিণী। ২। দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ। স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ। ৩। ইতি লক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অথ লক্ষ্মীকবচম্।—ঈশ্বর উবাচ। অথ বক্ষ্যে মহেশানি কবচং সর্ব্বকামদম্। যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ ভবেৎ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥১॥ নার্চ্চনং তস্য দেবেশি মন্ত্রমাত্রং জপেন্নরঃ। স ভবেৎ পার্ব্বতীপুত্রঃ সর্ব্বশাস্ত্রপুরস্কৃতঃ। বিদ্যার্থিনা সদা সেব্যা বিশেষে বিষ্ণুবল্লভা ॥২॥ অস্যাশ্চতুরক্ষরীবিষ্ণুবনিতায়াঃ কবচস্য ভগবান্ শ্রীশিবঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো বাগ্ভবী দেবতা বাগ্ভবং বীজং লজ্জা শক্তী রমা কীলকং কামবীজাত্মকং কবচং মম সুকবিত্ব-সুপাণ্ডিত্য-সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ ॥ ৩ ॥ ঐং কারো মস্তকে পাতু বাগ্ভবী সর্ব্বসিদ্ধিদা। হ্রীঁ পাতু চক্ষুষোর্ম্মধ্যে চক্ষুর্যুগে চ শঙ্করী ॥ ৪ ॥ জিহ্বায়াং মুখবৃত্তে চ কর্ণয়োর্গণ্ডয়োর্নসি। ওষ্ঠাধরে দন্তপংক্তৌ তালুমূলে হনৌ পুনঃ। পাতু মাং বিষ্ণুবনিতা লক্ষ্মীঃ শ্রীবর্ণরূপিণী ॥ ৫ ॥ কর্ণযুগ্মে ভুজদ্বন্দ্বে স্তনদ্বন্দ্বে চ পার্ব্বতী। হৃদয়ে মণিবন্ধে চ গ্রীবায়াং পার্শ্বয়োঃ পুনঃ। পৃষ্ঠদেশে তথা গুহ্যে বামে চ দক্ষিণে তথা। উপস্থে চ নিতম্বে চ

ত্রিলোক পূজিতা, বিষ্ণুবল্লভা, তুমি যেমন বিষ্ণুর নিকটে সুস্থিরা থাক, সেইরূপ আমার গৃহে সুস্থিরা হও। ১। যে ব্যক্তি লক্ষ্মী পূজা করিয়া,—ঈশ্বরী (১) কমলা (২) লক্ষ্মী (৩) চলা (৪) ভূতি (৫) হরিপ্রিয়া (৬) পদ্মা (৭) পদ্মালয়া (৮) সম্পদ (৯) উচ্চৈঃ (১০) শ্রী (১১) পদ্মধারিণী (১২) এই দ্বাদশ নাম পাঠ করে, তাহার স্ত্রীপুত্রাদি সহ লক্ষ্মী তাহার গৃহে স্থিরা হইয়া বাস করেন। ২। ৩। লক্ষ্মী স্তোত্র সমাপ্ত।

অনন্তর লক্ষ্মীকবচ বলা যাইতেছে।—ঈশ্বর বলিলেন, হে মহেশ্বরি! অতঃপর সর্ব্বকামদ এক কবচ বলিব, এই কবচ জানিবামাত্রই সাধক সাক্ষাৎ সদাশিব হয়।১। হে দেবেশি,এই কবচ পাঠ করিলে পূজা করিবার প্রয়োজন হইবে না,কেবল মন্ত্রজপ করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে; এই কবচের পাঠক সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইয়া পার্ব্বতীপুত্র হইতে পারে। বিদ্যার্থী ব্যক্তি বিশেষরূপে বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী দেবীকে সর্ব্বদা সেবা করিবে। ২। ভগবান্ শিব 'ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং' এই চতুর্ব্বর্ণরূপিণী লক্ষ্মীর কবচের ঋষি, অনুষ্টুপ ইহার ছন্দ, বাগ্ভবী ইহার দেবতা, 'ঐঁ' বীজ, 'হ্রীঁ' শক্তি 'শ্রীঁ' কীলক 'ক্লীঁ' কবচ আমার সুকবিত্ব ও সুপাণ্ডিত্য, ও সর্ব্বসমৃদ্ধি লাভের নিমিত্ত ইহার নিয়োগ। ৩। ঐঁকাররূপিণী সর্ব্বসিদ্ধিদা শ্রীঁ বাগ্ভবী আমার মস্তক রক্ষা করুন, 'হ্রীঁ' রূপিণী শঙ্করী আমার দুই চক্ষুর মধ্য এবং দুই চক্ষু রক্ষা করুন। ৪। 'শ্রীং' রূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী আমার জিহ্বা, মুখমণ্ডল, কর্ণদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, নাসিকা, ওষ্ঠ, অধর, দন্তপঙ্ক্তি, তালুমূল ও হনুদেশ রক্ষা করুন। ৫।

নাভৌ জঙ্ঘাদ্বয়ে পুনঃ। জানুচক্রে পদদ্বন্দ্বে ঘুটিকে (১) হঙ্গুলিমূলকে। সধাতু-প্রাণশক্ত্যাত্মসীমন্ত্যাং মস্তকে পুনঃ। সর্ব্বাঙ্গে পাতু কামেশী মহাদেবী সমুন্নতিঃ ॥ ৬ ॥ ব্যুষ্টিঃ (২) পাতু মহামায়া উৎকৃষ্টিঃ সর্ব্বদাবতু। ঋদ্ধিঃ পাতু সদা দেবী সর্ব্বত্র শম্ভুবল্লভা ॥ ৭ ॥ বাগ্ভবী সর্ব্বদা পাতু পাতু মাং হরগেহিনী। রমা পাতু সদা দেবী (৩) পাতু মায়া স্বরাট্ স্বয়ম্। সর্ব্বাঙ্গে পাতু মাং লক্ষ্মীর্বিষ্ণুমায়া সুরেশ্বরী ॥ ৮ ॥ বিজয়া পাতু ভবনে জয়া পাতু সদা মম। শিবদূতী সদা পাতু সুন্দরী পাতু সর্ব্বদা ॥ ৯ ॥ ভৈরবী পাতু সর্ব্বত্র ভেরুণ্ডা সর্ব্বদাবতু। ত্বরিতা পাতু মাং নিত্যমুগ্রতারা সদাবতু ॥১০॥ পাতু মাং কালিকা নিত্যং কালরাত্রিঃ সদাবতু। বনদুর্গা (৪) সদা পাতু কামাখ্যা সর্ব্বদাবতু ॥ ১১ ॥ যোগিন্যঃ সর্ব্বদা পান্তু মুদ্রাঃ পান্তু সদা মম। মাত্রাঃ পান্তু সদা দেব্যশ্চক্রস্থা যোগিনীগণাঃ ॥ ১২ ॥ সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যেষু সর্ব্বকর্ম্মসু সর্ব্বদা। পাতু মাং দেবদেবী চ লক্ষ্মীঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিদা ॥ ১৩ ॥ ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং সর্ব্বসিদ্ধয়ে। যত্র তত্র ন বক্তব্যং যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥ ১৪ ॥ শঠায় ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরি। ন্যূনাঙ্গে চাতিরিক্তাঙ্গে দর্শয়েন্ন কদাচন। ন স্তবং দর্শয়েদ্দিব্যং সংদর্শ্য শিবহা ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

পার্ব্বতী আমার কর্ণদ্বয়, বাহুদ্বয়, স্তনদ্বয়, হৃদয়, মণিবন্ধ, গ্রীবা পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠদেশ, গুহ্য, উপস্থ, বামদক্ষিণ নিতম্ব, নাভি, জঙ্ঘাদ্বয়, জানুচক্র, পাদদ্বয়, গুল্‌কসমীপে, অঙ্গুলিমূল এবং সপ্তধাতু, প্রাণ, শক্তি, আত্মা, অণ্ডকোশ ও মস্তক রক্ষা করুন, কামেশ্বরী মহাদেবী 'সমুন্নতি' আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ৬। মহামায়া 'ব্যুষ্টি' ও 'উৎকৃষ্টি' আমাকে রক্ষা করুন এবং 'ঋদ্ধি' আমাকে রক্ষা করুন। শম্ভুবল্লভা আমায় সর্ব্বত্র রক্ষা করুন। ৭। 'বাগ্‌ভবী' ও 'হরগেহিনী' দেবী আমাকে রক্ষা করুন, রমা ও মায়া দেবী এবং সুরেশ্বরী বিষ্ণুমায়া লক্ষ্মী দেবী আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ৮। বিজয়া আমার গৃহরক্ষা করুন. জয়া, শিবদূতী ও সুন্দরী দেবী সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ৯। ভৈরবী আমার সর্ব্বত্র রক্ষা করুন ; ভেরুণ্ডা, ত্বরিতা এবং উগ্রতারা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ১০। কালিকা ও কালরাত্রি আমাকে নিত্য রক্ষা করুন এবং বনদুর্গা ও কামাখ্যা দেবী আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১১। যোগিনীগণ, মুদ্রা মাত্রা এবং চক্রস্থিত যোগিনীগণ আমাকে নিত্য রক্ষা করুন। ১২। সর্ব্বসমৃদ্ধিপ্রদা দেবদেবী লক্ষ্মী আমাকে সকল স্থানে সকল কার্য্যে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১৩। সকল প্রকার সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত এই দিব্য কবচ তোমার নিকটে বলিলাম। যদি তুমি নিজের হিতকামনা কর, তাহা হইলে ইহা যে কোন ব্যক্তির নিকটে বলিও না। ১৪। হে মহেশ্বরি! শঠ, ভক্তিহীন, নিন্দক, অঙ্গহীন ও অধিকাঙ্গ ব্যক্তিকে এই কবচ কখনও

---

(১) গুল্‌ফসমীপস্থানম্ (খ টি)। (২) দেবতাবিশেষঃ (খ টি)।

(৩) মহাদেবী ইতি (খ) পাঠঃ। (৪) রণদুর্গা (খ) পাঠঃ।

কুলীনায় মহেচ্ছায় দুর্গাভক্তিপরায় চ। বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় দদ্যাৎ কবচমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥
নিজশিষ্যায় শান্তায় ধনিনে জ্ঞানিনে (১) তথা। দদ্যাৎ কবচমিত্যুক্তং সর্ব্বতন্ত্রসমন্বিতম্ ॥
১৭ ॥ শনৌ মঙ্গলবারে চ রক্তচন্দনকৈস্তথা। যাবকেন লিখেন্মন্ত্রং সর্ব্বতন্ত্রসমন্বিতম্ ॥
১৮ ॥ বিলিখ্য কবচং দিব্যং স্বয়ম্ভুকুসুমৈঃ শুভৈঃ। স্বশুক্রৈঃ পরশুক্রৈশ্চ নানাগন্ধসমন্বিতৈঃ
॥ ১৯ ॥ গোরোচনা-কুঙ্কুমেন রক্তচন্দনকেন বা। সুতিথৌ শুভযোগে বা
শ্রবণায়াং রবের্দ্দিনে ॥ ২০ ॥ অশ্বিন্যাং কৃত্তিকায়াং বা ফল্গুন্যাং বা মঘাসু চ। পূর্ব্বভাদ্রপদাযোগে
স্বাত্যাং মঙ্গলবাসরে। বিলিখেৎ প্রপঠেৎ স্তোত্রং শুভযোগে সুরালয়ে ॥ ২১ ॥
আয়ুষ্মৎপ্রীতিযোগে চ ব্রহ্মযোগে বিশেষতঃ। ইন্দ্রযোগে শুভযোগে
শুক্রযোগে তথৈব চ। কৌলবে বালবে চৈব বণিজে চৈব সত্তমঃ ॥ ২২ ॥ শূন্যাগারে
শ্মশানে বা বিজনে চ বিশেষতঃ। কুমারীং পূজয়িত্বাদৌ যজেদ্দেবীং সনাতনীম্
॥ ২৩ ॥ মৎস্যমাংসৈঃ শাকপূপৈঃ, (২) পূজয়েৎ পরদেবতাম্। ঘৃতাদ্যৈঃ সোপকরণৈঃ
পূপসূপৈর্ব্বিশেষতঃ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ২৪ ॥ আখেটকমুপাখ্যানং
তত্র (৩) কুর্য্যাদ্দিনত্রয়ম্। তদা ধরেন্মহারক্ষাং শঙ্করেণেতি ভাষিতম্ (৪) ॥
২৫ ॥ মারণদ্বেষণাদীনি লভন্তে নাত্র সংশয়ঃ। স ভবেৎ পার্ব্বতীপুত্রঃ সর্ব্বশাস্ত্র-

দেখাইবে না এবং লক্ষ্মী দেবীর দিব্য স্তবও দেখাইবে না, দেখাইলে আপনার মঙ্গল
নষ্ট করিবে। ১৫। যে ব্যক্তি সৎকুলজাত সদিচ্ছাবান্, দুর্গাভক্তিপরায়ণ, ও বিশুদ্ধ,
বৈষ্ণব তাহাকে এই উত্তম কবচ প্রদান করিবে। ১৬। শান্ত, ধনবান্ এবং জ্ঞানবান্
নিজ শিষ্যকে এই কবচ প্রদান করিবে, সকল তন্ত্রে ইহা কথিত হইয়াছে। ১৭।
শনিবারে অথবা মঙ্গলবারে রক্তচন্দন ও অলক্তক দ্বারা সর্ব্বতন্ত্রসম্মত এই কবচ লিখিবে
অথবা স্বয়ম্ভুপুষ্প, নানাগন্ধসংযুক্ত স্বশুক্র, পরশুক্র, গোরোচনা, কুঙ্কুম অথবা রক্তচন্দন
দ্বারা সুতিথি ও শুভযোগে রবিবারে বা মঙ্গলবারে শ্রবণা, অশ্বিনী, কৃত্তিকা,ফল্গুনী, মঘা,
পূর্ব্বভাদ্রপদ অথবা স্বাতীনক্ষত্রে এই দিব্য কবচ লিখিবে। শুভযোগে দেবালয়ে
বসিয়া এই দেবীর স্তোত্র পাঠ করিবে। ১৮—২১। আয়ুষ্মান্ প্রীতি, ব্রহ্ম, ইন্দ্র শুভ ও
শুক্রযোগে এবং কৌলব, বালব ও বণিজকরণে এই কবচ লিখিবে। ২২। শূন্যগৃহে
শ্মশানে, অথবা যে কোন নির্জ্জন স্থানে প্রথমে কুমারী পূজা করিয়া মৎস্য, মাংস, শাক
ও পিষ্টকদ্বারা এই পরমা দেবীর পূজা করিবে, ঘৃতাদিযুক্ত সোপকরণ পিষ্টক ও সূপদ্বারা
বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পরমেশ্বরীর পূজা শেষ করিবে। ২৩। ২৪। তাহার
পরে তিনদিন আখেটক উপাখ্যান করিবে। এইরূপ করিলে মহা রক্ষা হইয়া থাকে,
ইহা শঙ্কর বলিয়াছেন। ২৫। এইরূপ কার্য্যে মারণ ও বিদ্বেষণ প্রভৃতি কার্য্য করিবার

---

(১) কুলিনে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) শাকসূপৈঃ ইতি (খ) পাঠঃ। (আ° বি°) পাঠশ্চ।
(৩) তত ইতি (আ° বি°) পাঠঃ। (৪) শঙ্করেণ প্রকাশিতমিতি (আ° বি°) পাঠঃ।

পুরস্কৃতঃ ॥ ২৬ ॥ গুরুর্দ্দেবো হরঃ সাক্ষাৎ পত্নী তস্য হরপ্রিয়া। অভেদেন ভজেদ যস্তু তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ ॥ ২৭ ॥ পঠতি য ইহ মর্ত্ত্যো নিত্যমার্দ্রান্তরাত্মা, জপফলমনুমেয়ং লপ্স্যতে যদ্বিধেয়ম্। স ভবতি পদমুচ্চৈঃ সম্পদাং পাদনম্র-ক্ষিতিপমুকুটলক্ষ্মী-লক্ষণানাং চিরায় ॥ ২৮ ॥ ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে লক্ষ্মীকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ সরস্বতীস্তোত্রম্।—হ্রীং হ্রীং হৃদ্যেকবীজে শশিরুচিকমলাকল্পবিস্পষ্টশোভে, ভব্যে ভব্যানুকূলে কুমতিবনদবে বিশ্ববন্দ্যাঙ্ঘ্রিপদ্মে। পদ্মে পদ্মোপবিষ্টে প্রণতজন-মনোমোদসম্পাদয়িত্রি, প্রোৎপ্লুষ্টাজ্ঞানকূটে হরিনিজদয়িতে দেবি সংসারসারে ॥ ১ ॥ ঐং ঐং ঐং ইষ্টমন্ত্রে কমলভবমুখাম্ভোজভূতিস্বরূপে, রূপারূপপ্রকাশে সকলগুণময়ে নির্গুণে নির্ব্বিকারে। ন স্থূলে নাপি সূক্ষ্মেহপ্যবিদিতবিষয়ে (১) নাপি বিজ্ঞাততত্ত্বে, বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবরনমিতে নিষ্কলে নিত্যশুদ্ধে ॥ ২ ॥ হ্রীং হ্রীং হ্রীং জাপতুষ্টে হিমরুচিমুকুটে বল্লকী-ব্যগ্রহস্তে মাতর্মাতর্নমস্তে. দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাম্ !

শক্তিলাভ হয়। সে ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইয়া পার্ব্বতীর পুত্রবৎ বিচরণ করিতে পারে। ২৬। গুরু সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ এবং তাঁহার পত্নী সাক্ষাৎ শিবানীস্বরূপা, যে ব্যক্তি গুরু বা গুরুপত্নীকে শিব ও শিবানীর সহিত অভেদ জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, তাহার সত্বর সিদ্ধিলাভ হয়। ২৭। যে ব্যক্তি আর্দ্রচিত্ত হইয়া নিত্য এই কবচ পাঠ করে, সেই ব্যক্তি বহু-চেষ্টা-সাধ্য জপের ফল কবচপাঠেই লাভ করিতে পারে এবং সে ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্যলাভ করে, এমন কি ক্ষিতিপতিগণের মুকুট তাহার পদানত হয়। ২৮। লক্ষ্মীকবচ সমাপ্ত।

অনন্তর সরস্বতী-স্তোত্র বলা হইতেছে।—হে দেবি, 'হ্রীং হ্রীং' তোমার হৃদ্যবীজ, তুমি চন্দ্রকলার ন্যায় শুভ্রবর্ণা, কমলভূষণে তুমি বিভূষিতা, তুমি মঙ্গলময়ী, মঙ্গলদাত্রী, কুবুদ্ধিকাননের তুমি দাবানল, সমগ্র বিশ্ব তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করে। হে পদ্মে, তুমি পদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রণতজনগণের মনে আনন্দদান করিয়া থাক। লোকের অজ্ঞানরাশি দগ্ধ করিয়া দাও, তুমি বিষ্ণুর নিজপত্নী, তুমিই সংসারের সার। ১। 'ঐং ঐং ঐং' ইহাই তোমার প্রিয় মন্ত্র, তুমি ব্রহ্মার মুখপদ্মের সম্পত্তি। তুমি কখনও রূপে অথনও অরূপে প্রকাশ পাইয়া থাক, তুমি নির্গুণা হইলেও নিখিল গুণময়ী, তুমি নির্ব্বিকারা, তুমি স্থূলাও নও সূক্ষ্মাও নও। তোমার বিষয় তোমার তত্ত্ব কেহ জানিতে পারে না, তুমি বিশ্বরূপিণী হইয়াও বিশ্বমধ্যে অবস্থান কর ; তুমি নিষ্কলা ও নিত্যশুদ্ধা, তাই নিখিল দেবতা তোমার নিকটে নত। ২। 'হ্রীং হ্রীং হ্রীং' এই মন্ত্রের জপে তুমি সন্তোষলাভ কর, তোমার মস্তকে হিমের ন্যায় শুভ্র কিরীট। হস্তে বীণা লইবার জন্য তুমি ব্যস্ত। মা, মা, তুমি আমার জড়তা দগ্ধ কর, দগ্ধ কর, তোমাকে প্রণাম, তুমি

---

(১) অবিদিতবিভবে ইতি (খ) পাঠঃ, অতিবিস্তরবিভবে ইতি তট্টীকা।

বিদ্যে বেদান্তগীতে শ্রুতিপরিপঠিতে মোক্ষদে মুক্তিমার্গে, মার্গাতীতপ্রভাবে (১) ভব মম বরদা সারদে শুভ্রহারে ॥ ৩ ॥ ধীধীধীধারণাখ্যে ধৃতিমতিনুতিভির্নামভিঃ কীর্ত্তনীয়ে, নিত্যেঽনিত্যে নিমিত্তে মুনিগণনমিতে নূতনে বৈ পুরাণে। পুণ্যে পুণ্য-প্রবাহে (২) হরিহরনমিতে নিত্যশুদ্ধে সুবর্ণে, মাত্রে মাত্রার্দ্ধতত্ত্বে (৩) মতিমতি-মতিদে (৪) মাধব-(৫) প্রীতিদানে ॥ ৪ ॥ হ্রীং ক্লীং ধীং হ্রীং স্বরূপে দহ দহ দুরিতং পুস্তকব্যগ্র-হস্তে, সন্তুষ্টাকারচিত্তে স্মিতমুখি সুভগে স্তম্ভনি-(৬)স্তম্ভবিদ্যে। মোহে মুগ্ধপ্রবাহে কুরু মম কুমতি-(৭)ধ্বান্তবিধ্বংসমীড্যে গীর্গৌর্ব্বাগ্‌ভারতী ত্বং কবিবৃষরসনাসিদ্ধিদা সিদ্ধবিদ্যা ॥ ৫ ॥ স্তৌমি ত্বাং ত্বাঞ্চ বন্দে ভজ মম রসনাং মা কদাচিত্ত্যজেথাঃ, মা মে বুদ্ধির্ব্বিরুদ্ধা ভবতু ন চ মনো দেবি মে যাতু পাপম্। মা মে দুঃখং কদাচিদ্বিপদি চ সময়েঽপ্যস্তু মে নাকুলত্বম্, শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে প্রসরতু মম ধীর্ম্মাস্তু কুণ্ঠা কদাচিৎ ॥

প্রশস্ত বুদ্ধি দাও। মা, তুমি বিদ্যারূপিণী, বেদান্তশাস্ত্রে তোমার গুণগান, বেদশাস্ত্রে তোমার প্রশংসা, তুমি মুক্তিদান করিয়া থাক; তুমি মুক্তিলাভের উপায়, তোমার প্রভাব জানিবার পথ অতি দুর্গম। হে শুভ্রহারধারিণি শারদে, আমাকে বর দাও। ৩। তুমি ধীরূপিণী, ধীরূপিণী, ধীরূপিণী, ধারণা তোমারই নাম। ধৃতি, মতি, স্তুতি ও নাম কীর্ত্তন দ্বারা লোকে তোমারই কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি নিত্যা, তুমি অনিত্যা, তুমি সকল কার্য্যের হেতু, মুনিগণ তোমাকে নিয়ত প্রণাম করেন, তুমি কখন নবীনা, কখন প্রবীনা। তুমি পুণ্যময়ী, পুণ্যের প্রবাহ তুমি। হরিহর তোমার নিকটে নত। তুমি সর্ব্বদা পবিত্রা, তোমার উজ্জ্বল বর্ণ, তুমি মাত্রারূপিণী, তুমিই অর্দ্ধমাত্রারূপিণী। তুমি লোককে তত্ত্বজ্ঞান দাও। মাধবকে তুমি প্রীতিদান কর। ৪। মা, তুমি 'হ্রীং ক্লীং ধীং হ্রীং' মন্ত্ররূপিণী, তুমি পাপ দগ্ধ কর, দগ্ধ কর; হে সৌভাগ্যবতি, তোমার মুখে সর্ব্বদা হাস্য, তোমার মনে সর্ব্বদা সন্তোষ, তুমি পুস্তক হস্তে লইতে ব্যস্ত। তুমি স্তম্ভবিদ্যারূপিণী, লোককে স্তম্ভিত করিয়া থাক। মোহের উপর তোমার সুন্দর প্রভাব, তুমি আমার মোহান্ধকার দূর কর, মা তুমি, 'গী'রূপিণী, 'গো'রূপিণী, 'বাক্'রূপিণী পূজনীয়া ভারতী। তুমি বড় বড় কবিগণের রসনায় সিদ্ধি প্রদান কর, তুমি সিদ্ধিবিদ্যা, তোমাকে স্তব করি, তোমাকে বন্দনা করি, আমার জিহ্বায় আসিয়া অধিষ্ঠান কর কখনও আমার জিহ্বা ত্যাগ করিও না। ৫। কখনও আমার যেন বিরুদ্ধ বুদ্ধি না হয়, দেবি, আমার মন কখনও যেন পাপপথে না যায়, আমি কখনও যেন দুঃখ না পাই; বিপদের সময়ে আমি যেন ব্যাকুল না হই। শাস্ত্রে বিচারে ও কবিত্বে আমার

---

(১) স্বভাবে ইতি (খ) (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) প্রবন্ধে ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।
(৩) অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপে ইতি (খ টি)। (৪) বুদ্ধিমতিক্রম্য বুদ্ধিদে তত্ত্বজ্ঞানদে (খ টি)।
(৫) সাধক ইতি (খ) পাঠঃ। (৬) স্তম্ভিনি (ক) (খ) পাঠঃ। (৭) বিমতি ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

৬ ॥ ইত্যেতৈঃ শ্লোকমুখ্যৈঃ প্রতিদিনমুষসি স্তৌতি যো ভক্তিনম্রো, বাণীং বাচস্পতেরপ্যভিমতবিভবো বাক্‌পটুর্মৃষ্টপঙ্কঃ। স স্যাদিষ্টার্থলাভী সুতমিব সততং পাতি তং সা চ দেবী, সৌভাগ্যং তস্য লোকে প্রসরতি কবিতাবিঘ্নমস্তং প্রয়াতি ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মচারী ব্রতী মৌনী ত্রয়োদশ্যাং নিরামিষঃ। সারস্বতো নরঃ পাঠাৎ স স্যাদিষ্টার্থলাভবান্ (১) ॥৮॥ পক্ষদ্বয়েঽপি (২) যো ভক্ত্যা ত্রয়োদশ্যেকবিংশতিম্। অবিচ্ছেদং পঠেদ্ধীমান্ ধ্যাত্বা দেবীং সরস্বতীম্ ॥ ৯ ॥ শুক্লাম্বরধরাং দেবীং শুক্লাভরণভূষিতাম্। বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নোতি স লোকে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ ইতি ব্রহ্মা স্বয়ং প্রাহ সরস্বত্যাঃ স্তবং শুভম্। প্রযত্নে পঠেন্নিত্যং সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১১ ॥ ইতি সরস্বতীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অথ গণেশস্তোত্রম্।—ওঁকার (৩) মাদ্যং প্রবদন্তি সন্তো, বাচঃ শ্রুতীনামপি যং গৃণন্তি। গজাননং দেবগণানতাঙ্ঘ্রিং, ভজেঽহমর্দ্ধেন্দুকৃতাবতংসম্ ॥ ১ ॥ পাদারবিন্দার্চ্চনতৎপরাণাং, সংসারদাবানলভঙ্গদক্ষম্। নিরন্তরং নির্গতদানতোয়ৈস্তং নৌমি বিঘ্নেশ্বরমম্বুজাভম্ ॥ ২ ॥ কৃতাঙ্গরাগং নবকুঙ্কুমেন মত্তালিমালাং মদপঙ্কলগ্নাম্।

বুদ্ধি অগ্রসর হউক। আমার বুদ্ধি কখনও যেন কুণ্ঠিত না হয়। ৬। যে প্রতিদিন ভক্তিনম্র হইয়া প্রাতঃকালে এই কয়টী উত্তম শ্লোক পাঠ করিয়া সরস্বতীর স্তব করে, তাহার পাপপঙ্ক ক্ষালিত হইয়া যায়, সে বাক্‌পটুতা লাভ করে; বৃহস্পতিও তাহার বুদ্ধিবৃত্তির প্রশংসা করেন। সে অভীষ্টলাভ করিতে পারে, বাগ্দেবী সর্ব্বদা তাহাকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করেন, জগতে তাহার সৌভাগ্য-বিস্তার হয়, তাহার কবিত্ব শক্তির বিঘ্ন দূরীভূত হয়। ৭। যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক নিরামিষাশী থাকিয়া ত্রয়োদশী তিথিতে ব্রতী ও মৌনী হইয়া এই সরস্বতীস্তব পাঠ করে, সে অভীষ্টলাভ করিতে পারে। ৮। যে ব্যক্তি উভয় পক্ষের ত্রয়োদশীতে শুভ্রবসনধারিণী, শুভ্র আভরণে ভূষিতা সরস্বতী দেবীকে ধ্যান করিয়া অবিচ্ছেদে একুশবার এই স্তব পাঠ করে, সে ইহলোকেই বাঞ্ছিত ফল পায়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। ৯। ১০। স্বয়ং ব্রহ্মা এই উত্তম সরস্বতীস্তব বলিয়াছেন। যত্নপূর্ব্বক নিত্য ইহা পাঠ করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। ১১। সরস্বতী স্তব সমাপ্ত।

অনন্তর গণেশ-স্তোত্র বলা হইতেছে।—শ্রুতিবাক্য সকলও যাঁহাকে আদ্য ওঙ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, দেবগণ যাঁহার পদানত, অর্দ্ধচন্দ্র যাঁহার শিরোভূষণ, সেই গজাননকে ভজনা করি। ১। নিরন্তর নির্গত মদজল দ্বারা যিনি নিয়ত পাদপদ্ম পূজকদিগের সংসার-দাবানল নির্ব্বাণ করেন, সেই রক্ত পদ্মসদৃশ বিঘ্নেশ্বরকে প্রণাম করি। ২।

---

(১) আশু স্যাদিষ্টলাভবান্ ইতি (ক) পাঠঃ।

(২) পক্ষে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং গুরুবারসমন্বিতঃ। তস্যাং ভক্ত্যা পঠেদ্ যস্তু সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ। (৩) ওঙ্কারস্বরূপং তেন ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকং বেদপ্রতিপাদ্যং (খ টি)।

নিবারয়ন্তং নিজকর্ণতালৈঃ. কো বিস্মরেৎ পুত্রমনঙ্গশত্রোঃ ॥ ৩ ॥ শম্ভোর্জ্জটাজূট-নিবাসিগঙ্গাজলং সমাদায় করাম্বুজেন। লীলাভিরারাচ্ছিবমর্চ্চয়ন্তং, গজাননং ভক্তি-যুতা ভজন্তি ॥ ৪ ॥ কুমারভুক্তৌ (১) পুনরাত্মহেতোঃ, পয়োধরৌ পর্ব্বতরাজপুত্র্যাঃ। প্রক্ষালয়ন্তং করশীকরেণ, মৌগ্ধ্যেন (২) তং নাগমুখং ভজামি ॥ ৫। ত্বয়া সমুদ্ধৃত্য গজাস্য-হস্তং, যে শীকরাঃ পুষ্কররন্ধ্রমুক্তাঃ। ব্যোমাঙ্গনে তে বিচরন্তি তারাঃ কালাত্মনা মৌক্তিকতুল্যভাসঃ ॥ ৬ ॥ ক্রীড়ারতে বারিনিধৌ গজাস্যে, বেলামতিক্রামতি [illegible]পূরে। কল্পাবসানং পরিচিন্ত্য দেবাঃ কৈলাসনাথং শ্রুতিভিঃ স্তবন্তি ॥ ৭ ॥ নাগাননে নাগ-কৃতোত্তরীয়ে, ক্রীড়ারতে দেবকুমারসঙ্ঘৈঃ। ত্বয়ি ক্ষণং কালগতিং বিহায়, তৌ প্রাপতুঃ কন্দুকতামিনেন্দূ (৩) ॥ ৮ ॥ মদোল্লসৎপঞ্চমুখৈরজস্রমধ্যাপয়ন্তং সকলাগমার্থান্। দেবান্ ঋষীন্ ভক্তজনৈকমিত্রং, হেরম্বমর্কারুণমাশ্রয়ামি ॥ ৯ ॥ পাদাম্বুজাভ্যামতিবামনাভ্যাং কৃতার্থয়ন্তং কৃপয়া ধরিত্রীম্। অকারণং (৪) কারণমাপ্তবাচাং, তন্নাগবক্ত্রং ন জহাতি চেতঃ ॥ ১০ ॥ যেনার্পিতং সত্যবতীসুতায় (৫) পুরাণমালিখ্য বিষাণকোট্যা (৬)।

যিনি নব কুঙ্কুমে অঙ্গরাগ করিয়া থাকেন, মদপঙ্কে লগ্ন মত্ত অলিনিকরকে নিজ কর্ণতালদ্বারা নিবারণ করিয়া থাকেন, সেই অনঙ্গ-শত্রু-নন্দনকে কে বিস্মৃত হইতে পারে।৩ যিনি শুণ্ডকমলদ্বারা শম্ভুর জটাজুট হইতে গঙ্গাজল লইয়া তদ্দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে সমীপবর্ত্তী শম্ভুর পূজা করিয়া থাকেন, সেই গজাননকে ভক্তিভরে সকলেই ভজনা করে। ৪। যিনি কার্ত্তিকেয়পীত পার্ব্বতীর পয়োধরযুগলকে নিজের পানের জন্য নিজ সুন্দর শুণ্ডের জলবিন্দু দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া থাকেন, সেই গজাননকে প্রণাম করি। ৫। হে গজানন, তুমি শুণ্ড উত্তোলনপূর্ব্বক শুণ্ডের ছিদ্রদ্বারা ঊর্দ্ধে যে স্বচ্ছ বারিবিন্দু নিক্ষেপ করিতে, কালক্রমে সেই বারিবিন্দু সকল মুক্তার ন্যায় কান্তিধারণ করিয়া গগনাঙ্গনে তারারূপে বিরাজ করিতেছে। ৬। গজানন সমুদ্রে জলক্রীড়ায় মত্ত হইলে সমুদ্রের জলপ্রবাহ তীরে উঠিতে থাকে, তখন দেবগণ মহাপ্রলয় উপস্থিত মনে করিয়া শ্রুতি-বাক্যদ্বারা কৈলাসনাথের স্তব করেন। ৭। হে গজানন, তুমি নাগদ্বারা উত্তরীয় করিয়া দেবকুমারগণের সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলে সূর্য্য ও চন্দ্র ক্ষণকালের জন্য নিজ কালগতি পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার ক্রীড়াকন্দুক হইয়াছিলেন। ৮। যিনি মদমত্ত পঞ্চবদনে দেবতা ও ঋষিগণকে নিরন্তর নিখিল আগমের অর্থ বুঝাইয়া থাকেন, ভক্তজনের যিনি একমাত্র মিত্র; সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ সেই হেরম্বকে আমি আশ্রয় করি। ৯। যিনি অতিখর্ব্ব পাদপদ্ম স্পর্শ দ্বারা দয়া করিয়া পৃথিবীকে কৃতার্থ করেন। যাঁহার কারণ না থাকিলেও যিনি নিজে আপ্তবাক্যের কারণ হইয়াছেন; সেই গজাননকে চিত্ত ত্যাগ

---

(১) কার্ত্তিকেয়পীতৌ (খ টি)। (২) সুন্দরেণ (খ টি)। মৌগ্ধ্যেন ইতি (ক) (আ° বি°) পাঠঃ। (৩) চন্দ্রার্কৌ (খ টি)। (৪) অকারণং কারণশূন্যমিত্যর্থঃ। (৫) ব্যাসায়। (৬) দন্তাগ্রেণ

তং চন্দ্রমৌলেস্তনয়ং তপোভিরারাধ্যমানন্দঘনং ভজামি ॥ ১১ ॥ পদং শ্রুতীনামপদং (১) স্তুতীনাং, লীলাবতারং পরমাত্মমূর্ত্তেঃ। নাগাত্মকো বা পুরুষাত্মকো বেত্যভেদ্যমাদ্যং ভজ বিঘ্নরাজম্ ॥ ১২ ॥ পাশাঙ্কুশৌ ভগ্নরদং ত্বভীষ্টং, করৈর্দ্দধানং কররন্ধ্রমুক্তৈঃ। মুক্তাফলাভৈঃ পৃথুশীকরৌঘৈঃ, সিঞ্চন্তমঙ্গং শিবয়োর্ভজামি ॥ ১৩ ॥ অনেকমেকং গজমেকদন্তং, চৈতন্যরূপং জগদাদিবীজম্। ব্রহ্মেতি যং ব্রহ্মবিদো বদন্তি, তং শম্ভুসূনুং সততং ভজামি ॥ ১৪ ॥ অঙ্কে স্থিতায়া নিজবল্লভায়া, মুখাম্বুজালোকনলোলনেত্রম্। স্মেরাননাব্জং মদবৈভবেন,রুদ্ধং ভজে বিশ্ববিমোহনং তম্ ॥ ১৫ ॥ যে পূর্ব্বমারাধ্য গজানন ত্বাং, সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি পঠন্তি তেষাম্। ত্বত্তো ন চান্যৎ প্রতিপাদ্যমস্তি, তদস্তি, চেৎ সত্যমসত্যকল্পম্ ॥ ১৬ ॥ হিরণ্যবর্ণং জগদীশিতারং, কবিং পুরাণং রবিমণ্ডলস্থম্। গজাননং যং প্রবদন্তি সন্তস্তৎকালযোগৈ (২) স্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১৭ ॥ বেদান্তগীতং পুরুষং ভজেহমাত্মানমানন্দঘনং (৩) হৃদিস্থং। গজাননং যন্মহসা (৪) জনানাং, বিঘ্নান্ধকারো বিলয়ং প্রয়াতি ॥ ১৮ ॥ শম্ভোঃ সমালোক্য

করিতে চাহে না। ১০। যিনি বিশাল দন্তের অগ্রদ্বারা পুরাণ লিখিয়া সত্যবতীনন্দনকে দিয়াছিলেন, বহু তপস্যায় যাঁহার আরাধনা করিতে হয় সেই আনন্দময় চন্দ্রমৌলিতনয়কে ভজনা করি। ১১। যিনি শ্রুতির পদ হইলেও স্তুতির পদ নহেন,—অর্থাৎ যিনি বেদ প্রতিপাদ্য অথচ যাঁহার স্তব করিয়া শেষ করা যায় না; যিনি পরমাত্মমূর্ত্তির লীলাবতার, যিনি গজমূর্ত্তি কি পুরুষমূর্ত্তি বুঝিতে পারা যায় না, সেই আদি বিঘ্নরাজকে ভজনা কর। ১২। যিনি চারিহস্তে পাশ, অঙ্কুশ, ভগ্নদন্ত ও বরমুদ্রা ধারণ করিতেছেন এবং নিজ শুণ্ডবিবর দ্বারা বিকীর্ণ মুক্তাসদৃশ স্থূল জল-কণাদ্বারা শিব ও শিবানীর অঙ্গ সিক্ত করিতেছেন সেই গজাননকে ভজনা করি। ১৩। যিনি এক হইয়াও অনেকরূপে বিরাজমান, যিনি একদন্ত গজ, যিনি চৈতন্যরূপ, যিনি জগতের আদিবীজ; ব্রহ্মবিদেরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, সেই শম্ভুনন্দকে সতত ভজনা করি। ১৪। যাঁহার নয়নযুগল ক্রোড়েস্থিতা নিজ বল্লভার মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে ব্যস্ত, যাঁহার মুখকমলে সর্ব্বদা মন্দহাস্য, মদভরে যিনি সর্ব্বদা বিহ্বল, সেই বিশ্ববিমোহন গণেশ্বরকে ভজনা করি। ১৫। হে গজানন, যাহারা অগ্রে তোমার পূজা করিয়া সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করে, তাহাদের নিকট তুমি ভিন্ন আর কোন প্রতিপাদ্য বস্তু থাকে না, অন্য কোন বস্তু প্রতীয়মান হইলেও তাহা বাস্তবিক মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইবে। ১৬। হিরণ্যের ন্যায় যাঁহার গাত্রবর্ণ, যিনি জগদীশ্বর ও পুরাতন কবি, সূর্য্যমণ্ডলে যিনি অবস্থান করেন, সাধুগণ যাঁহাকে গজানন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমি যোগবলে তাঁহাকেই যেন প্রাপ্ত হই। ১৭।

---

(১) পদং গম্যম্ অপদমগম্যম্। (২) যোগামিতি (ক) পাঠঃ।

(৩) চৈতন্যস্বরূপম্ (খ টি)। (৪) যস্য তেজসা (খ টি)।

জটাকলাপে, শশাঙ্কখণ্ডং নিজপুষ্করেণ। স্বভগ্নদন্তং (১) প্রবিচিন্ত্য মৌগ্ধ্যাদাকর্ষ্টুকামঃ শ্রিয়মাতনোতু ॥ ১৯ ॥ বিঘ্নার্গলানাং বিনিপাতনার্থং, যং নারিকেলৈঃ কদলীফলাদ্যৈঃ। (২) প্রভাবয়ন্তো (৩) মদবারণাস্যং, প্রভুং সদাভীষ্টমহং ভজে তম্ ॥ ২০ ॥ যজ্ঞৈরনেকৈর্ব্বহুভিস্তপোভিরারাধ্যমাদ্যং গজরাজবক্ত্রম্। স্তুত্যানয়া যে বিধিনা স্তুবন্তি, তে সর্ব্বলক্ষ্মীনিধয়ো (৪) ভবন্তি ॥ ২১ ॥ ইতি গণেশস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ হরিদ্রাগণেশকবচম্ ।—ঈশ্বর উবাচ। শৃণু বক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিকরং প্রিয়ে। পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ (৫) ॥১॥ অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি গণেশস্য মনুং জপেৎ। সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ২ ॥ ওঁ আমোদশ্চ শিরঃ পাতু প্রমোদশ্চ শিখোপরি। সম্মোদো ভ্রূযুগে পাতু ভ্রূমধ্যে চ গণাধিপঃ ॥ ৩ ॥ গণক্রীড়ো নেত্রযুগ্মং নাসায়াং গণনায়কঃ। গণক্রীড়ান্বিতঃ পাতু বদনে সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥৪॥ জিহ্বায়াং সুমুখঃ পাতু গ্রীবায়াং দুর্ম্মুখঃ সদা। বিঘ্নেশো হৃদয়ে পাতু বিঘ্ননাশশ্চ বক্ষসি ॥৫॥ গণানাং

যাঁহার তেজে বিঘ্নান্ধকার বিদূরিত হয়, বেদান্ত শাস্ত্রে যাঁহাকে আনন্দঘন পরমাত্মা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই গজাননকে হৃদয়মধ্যে ভজনা করি। ১৮। যিনি বালকোচিত অজ্ঞতাবশতঃ শম্ভুর জটাজূটে অবস্থিত চন্দ্রখণ্ডকে স্বীয় ভগ্নদন্ত মনে করিয়া শুঁড় দিয়া টানিতে ইচ্ছা করিতেছেন, সেই গজানন ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করুন। ১৯। বিঘ্নরূপ অর্গল নিবারণ করিবার জন্য যে মত্ত গজাননকে চিন্তা করত নারিকেল ও কদলীফল প্রভৃতি দ্বারা সকলে পূজা করিয়া থাকে, সেই সর্ব্বদাভীষ্ট প্রভুকে ভজনা করি। বহু যজ্ঞ ও বহু তপস্যা দ্বারা যাঁহার আরাধনা করিতে হয়, সেই আদ্য গজরাজবদনকে যাহারা এই স্তব দ্বারা যথানিয়মে স্তব করে, তাহারা সকল প্রকার লক্ষ্মীর আশ্রয় হইয়া থাকে। ২১। গণেশস্তোত্র সমাপ্ত।

অনন্তর হরিদ্রা-গণেশ-কবচ বলা যাইতেছে। ঈশ্বর বলিলেন, হে প্রিয়ে! তোমার নিকট সর্ব্বসিদ্ধিকর কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া মানব সঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে পারে। ১। হে দেবি, এই কবচ না জানিয়া যে গণেশের মন্ত্র জপ করিবে, শতকোটিকল্পেও তাহার সিদ্ধিলাভ হইবে না। ২। আমোদ আমার শিরোদেশ রক্ষা করুন, এবং 'প্রমোদ' আমার শিখার উপরিভাগ রক্ষা করুন। 'সম্মোদ' ভ্রূযুগল ও 'গণণাধিপ' আমার ভ্রূমধ্য রক্ষা করুন। ৩। 'গণক্রীড়' নেত্রযুগল, 'গণনায়ক' নাসিকা এবং 'গণক্রীড়ান্বিত' সর্ব্বসিদ্ধির নিমিত্ত আমার মুখ রক্ষা করুন। ৪। 'সুমুখ' জিহ্বা, 'দুর্ম্মুখ' গ্রীবা' বিঘ্নেশ' হৃদয় এবং

---

(১) অভগ্নদন্তমিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(২) পূজয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (৩) ভাবনাং কুর্ব্বন্তঃ। (৪) নিলয়া ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৫) মুচ্যতে সর্ব্বসঙ্কটাৎ ইতি (ক) (খ) (আ০ বি০) পাঠঃ।

নায়কঃ পাতু বাহুযুগ্মে সদা মম। বিঘ্নকর্ত্তা চ উদরে বিঘ্নহর্ত্তা চ লিঙ্গকে ॥ ৬ ॥ গজবক্ত্রঃ কটীদেশে একদন্তো নিতম্বকে। লম্বোদরঃ সদা পাতু গুহ্যদেশে মমারুণঃ ॥ ৭ ॥ ব্যালযজ্ঞোপবীতী মাং পাতু পাদযুগে তথা। জাপকঃ সর্ব্বদা পাতু জানুজঙ্ঘে (১) গণাধিপঃ ॥ ৮ ॥ হারিদ্রঃ সর্ব্বদা পাতু সর্ব্বাঙ্গে গণনায়কঃ। য ইদং প্রপঠেন্নিত্যং গণেশস্য মহেশ্বরি ॥ ৯ ॥ কবচং সর্ব্বসিদ্ধাখ্যং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশকম্। সর্ব্বসিদ্ধিকরং সাক্ষাৎ সর্ব্বপাপবিমোচনম্। সর্ব্বসম্পৎপ্রদং সাক্ষাৎ সর্ব্বশত্রুক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ১০ ॥ গ্রহপীড়াজ্বরো রোগো যে চান্যে গুহ্যকাদয়ঃ। পঠনাৎ শ্রবণাদেব নাশমায়ান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ১১ ॥ ধনধান্যকরং দেবি কবচং সুরপূজিতম্। সমো নাস্তি মহেশানি ত্রৈলোক্যে গণপস্য চ (২) ॥ ১২ ॥ হারিদ্রস্য মহেশানি কবচস্য চ ভূতলে। কিমন্যৈরসদালাপৈ-র্যত্রায়ুর্ব্যয়তামিয়াৎ ॥ ১৩ ॥ ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে হরিদ্রাগণেশকবচম্ সমাপ্তম্ ॥

অথ শ্রীসূর্য্যকবচম্।—শ্রীসূর্য্য উবাচ। শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু মে কবচং শুভম্। ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্। যজ্জ্ঞাত্বা মন্ত্রবিৎ সম্যক্ ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥ যদ্ধৃত্বা চ মহাদেবো গণানামধিপোঽভবৎ (৩)। পঠনাদ্ধারণাদ্বিদ্যঃ

'বিঘ্ননাশ' বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। ৫। 'গণনায়ক' আমার বাহুযুগল সর্ব্বদা রক্ষা করুন, 'বিঘ্নকর্ত্তা' উদর এবং 'বিঘ্নহর্ত্তা' লিঙ্গদেশ রক্ষা করুন। ৬। 'গজবক্ত্র' কটিদেশ, 'একদন্ত' নিতম্বদেশ এবং অরুণবর্ণ 'লম্বোদর' আমার গুহ্যদেশ রক্ষা করুন। ৭। সর্পযজ্ঞোপবীতধারী 'জাপক' আমার পাদযুগল রক্ষা করুন। 'গণনায়ক' আমার জানুদ্বয় রক্ষা করুন। ৮। 'হারিদ্র গণনায়ক' আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি এই সর্ব্বসিদ্ধনামক গণেশকবচ নিত্য পাঠ করে, তাহার সর্ব্ববিঘ্নবিনাশ, সর্ব্বসিদ্ধিলাভ, সর্ব্বপাপবিমোচন, সর্ব্বসম্পদ্লাভ এবং সর্ব্বশত্রু বিনাশ হয়। ৯—১০। এই কবচ পাঠ বা শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ গ্রহপীড়া জ্বররোগ এবং গুহ্যকাদি অন্য উপদ্রব সমস্তই বিনষ্ট হয়। ১১। হে দেবি! এই কবচে ধনধান্য লাভ হয়, এই কবচ দেবগণেরও আদৃত। হে মহেশ্বরি! ত্রিলোকে এই হরিদ্রাগণেশ কবচের তুল্য আর কিছুই নাই। ১২। মহেশানি! অন্য অসদালাপে কোন প্রয়োজন নাই, তাহাতে কেবল আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। ১৩। বিশ্বসারতন্ত্রে এই হরিদ্রাগণেশকবচ সমাপ্ত।

অনন্তর শ্রীসূর্য্য-কবচ বলা যাইতেছে। শ্রীসূর্য্য বলিলেন, হে শাম্ব, হে মহাবাহো শাম্ব! ত্রৈলোক্যমঙ্গলনামক পরমাশ্চর্য্য শুভ কবচ আমার নিকট শ্রবণ কর। মন্ত্রজ্ঞ সাধক যাহা জানিলে নিশ্চয়ই সুফললাভ করিতে সমর্থ হয়। ১। মহাদেব এই কবচ

---

(১) জানুযুগ্মে ইতি (খ) পাঠঃ সঙ্গতঃ। (২) কবচস্য চ ইতি (ক) (খ) (আ০ বি০) পাঠঃ।
(৩) স্তবেৎ ইতি (খ) (আ০ বি০) পাঠঃ।

সর্ব্বেষাং পালকঃ সদা। এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২ ॥ কবচস্য ঋষির্ব্রহ্মা ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্। শ্রীসূর্য্যো দেবতা চাত্র সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ। যশ-আরোগ্য-মোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥ প্রণবো মে শিরঃ পাতু ঘৃণির্মে পাতু ভালকম্। সূর্য্যোঽব্যান্নয়নদ্বন্দ্বমাদিত্যঃ কর্ণযুগ্মকম্ ॥ ৪ ॥ অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ (১)। হ্রীঁ বীজং মে মুখং পাতু হৃদয়ং ভুবনেশ্বরী। চন্দ্রবীজং বিসর্গাঢ্যং পাতু মে গুহ্যদেশকম্ ॥ ৫ ॥ ত্র্যক্ষরোঽসৌ মহামন্ত্রঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ ॥ ৬ ॥ শিবো বহ্নিসমাযুক্তো বামাক্ষিবিন্দুভূষিতঃ (২)। একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ শ্রীসূর্য্যস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥ গুহ্যাদ্গুহ্যতরো মন্ত্রো বাঞ্ছাচিন্তামণিঃ স্মৃতঃ। শীর্ষাদিপাদপর্য্যন্তং সদা পাতু মনূত্তমঃ ॥ ৮ ॥ ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভম্। শ্রীপ্রদং (৩) কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্যবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৯ ॥ কুষ্ঠাদিরোগশমনং মহাব্যাধিবিনাশনম্। ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যমরোগী বলবান্ ভবেৎ ॥ ১০ ॥ বহুনা কিমিহোক্তেন যদ্ যন্মনসি বর্ত্ততে। তত্তৎ সর্ব্বং ভবত্যেব কবচস্য চ ধারণাৎ ॥ ১১ ॥ ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্ব্ব-

ধারণ করিয়া গণাধিপাত হইয়াছেন এবং বিষ্ণু এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া সকলের পালনকর্ত্তা হইয়াছেন, আর ইন্দ্রাদি দেবগণ এই কবচের ফলে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২। ব্রহ্মা এই কবচের ঋষি, অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, সর্ব্বদেবনমস্কৃত শ্রীসূর্য্য ইহার দেবতা এবং যশ আরোগ্য ও মোক্ষে ইহার নিয়োগ। ৩। 'প্রণব (ওঁ)' আমার শিরোদেশ রক্ষা করুন, 'ঘৃণি' আমার ললাট দেশ, 'সূর্য্য' নয়নদ্বয় এবং 'আদিত্য' কর্ণযুগল রক্ষা করুন। অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র (ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ) সকল প্রকার অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। 'হ্রীং' বীজ আমার মুখমণ্ডল, ভুবনেশ্বরী অর্থাৎ হ্রীং আমার হৃদয় এবং বিসর্গযুক্ত চন্দ্রবীজ (সঃ) আমার গুহ্যদেশ রক্ষা করুক। ৪। ৫! ত্র্যক্ষরমন্ত্র (হ্রীং হ্রীং সঃ) মহামন্ত্র নামে খ্যাত,—ঐ মন্ত্র সকল তন্ত্রে গোপিত রহিয়াছে। ৬! শিব অর্থাৎ হকারে বহ্নি (র)' বামাক্ষি (ঈ) ও চন্দ্রবিন্দুযোগ করিলে শ্রীসূর্য্যের একাক্ষর (হ্রীঁ) মন্ত্র হয়, এই একাক্ষর মন্ত্রও মহামন্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই মন্ত্র গুহ্য অপেক্ষা গুহ্যতর, বাঞ্ছাসিদ্ধি-বিষয়ে ইহা চিন্তামণি স্বরূপ। এই উত্তম মন্ত্র সর্ব্বদা আমার মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত রক্ষা করুন। ৭। ৮। তোমার নিকট ত্রিলোক-দুর্ল্লভ এই কবচ প্রকাশ করিলাম, এই কবচ শ্রী ও কান্তি প্রদান করে এবং ধন ও আরোগ্য বৃদ্ধি করে। ৯। এই কবচ পাঠ করিলে কুষ্ঠাদি রোগের শান্তি এবং অন্যান্য মহাব্যাধি বিনাশ হয়। যে ব্যক্তি নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় এই কবচ পাঠ করে, সে নীরোগ হইয়া বলবান্ হইতে পারে। ১০। অধিক আর কি বলিব, এই কবচ ধারণ

---

(১) প্রদায়ক ইতি (আ° বি°) পাঠঃ (ভ) পাঠশ্চ।

(২) তেন হ্রীং। (৩) অপাপমিতি (গ) পাঠঃ।

রাক্ষসাঃ। ব্রহ্মরাক্ষসবেতালা নৈব দ্রষ্টুমপি ক্ষমাঃ। দূরাদেব পলায়ন্তে তস্য সংকীর্ত্তনাদপি॥ ১২॥ ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য রোচনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ। রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ। ধারয়েৎ সাধকশ্রেষ্ঠস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ॥ ১৩। ত্রিলোহ(১) মধ্যগং কৃত্বা ধারয়েদ্দক্ষিণে ভুজে। শিখায়ামথবা কণ্ঠে সোহপি সূর্য্যো ন সংশয়ঃ॥ ১৩॥ ইতি তে কথিতং শাম্ব ত্রৈলোক্যমঙ্গলাভিধম্। কবচং দুর্ল্লভং লোকে তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্॥ ১৫॥ অজ্ঞাত্বা কবচং দিব্যং যো জপেৎ সূর্য্যমন্ত্রকম্।(২) সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি॥ ১৬॥ ইতি ব্রহ্মজামলে (৩) ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম শ্রীসূর্য্যকবচং সমাপ্তম্।

অথ বিষ্ণুস্তবঃ।—আদায় বেদাঃ সকলাঃ সমুদ্রান্নিহত্য শঙ্খং (৪) রিপুমত্যুদগ্রম্। দত্তাঃ পুরা যেন পিতামহায়, বিষ্ণুং তমাদিং ভজ মৎস্যরূপম্॥ ১॥ দিব্যামৃতার্থং মথিতে মহাব্ধৌ, দেবাসুরৈর্ব্বাসুকিমন্দরাদ্যৈঃ। ভূমের্ম্মহাবেগবিঘূর্ণিতায়াস্তং কূর্ম্মমাধারগতং

করিয়া মনে যাহা যাহা অভিলাষ করিবে, তৎসমস্তই সিদ্ধ হইবে। ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ব্রহ্মরাক্ষস এবং বেতালগণ তাহাকে দর্শন করিতেও পারে না; অধিকন্তু তাহার নাম সংকীর্ত্তনমাত্রেই উহারা দূরে পলায়ন করিয়া যায়। ১১। ১২। যে ব্যক্তি গোরোচনা, অগুরু ও কুঙ্কুম দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া রবিবারে, সংক্রান্তিতে বিশেষতঃ সপ্তমী তিথিতে ধারণ করিবে, সে উত্তম সাধক হইয়া ত্রৈলোক্য জয় করিতে পারিবে। ১৩। যে ব্যক্তি ত্রিলোহনির্ম্মিত মাদুলিতে এই কবচ বদ্ধ করিয়া দক্ষিণ বাহুতে, শিখায় অথবা কণ্ঠে ধারণ করিবে; সে সাক্ষাৎ সূর্য্য হইবে সন্দেহ নাই। (ত্রিলোহ—১৬ ভাগ রৌপ্য, ২৫ ভাগ স্বর্ণ, ১০ ভাগ তাম্র, ইহা তন্ত্রসারের সিদ্ধান্ত। প্রাচীন মতে ১০ ভাগ সুবর্ণ, ১২ ভাগ তাম্র, ১৬ ভাগ রৌপ্য। ইহাও অনেকে ব্যবহার করেন)। ১৪। হে শাম্ব! তোমার নিকট এই ত্রৈলোক্যমঙ্গলনামক কবচ বলিলাম, এই কবচ ত্রিলোক-দুর্লভ, কেবল তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ প্রকাশ করিলাম। ১৫। এই দিব্য কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি সূর্য্যমন্ত্র জপ করে, শতকোটিকল্পেও তাহার সিদ্ধি হয় না। ১৬। ব্রহ্মজামলে ত্রৈলোক্যমঙ্গলনামক এই সূর্য্যকবচ উল্লিখিত হইয়াছে।

অনন্তর বিষ্ণুস্তব বলা হইতেছে, যিনি অতি ভীষণ শত্রু শঙ্খাসুরকে নিপাত করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে নিখিল বেদ উদ্ধারপূর্ব্বক পিতামহকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মৎস্যরূপী আদি বিষ্ণুকে ভজনা কর। ১। দিব্য অমৃত লাভ করিবার জন্য দেব-দৈত্যগণ সম্মিলিত হইয়া বাসুকি ও মন্দর পর্ব্বতাদি দ্বারা সমুদ্র মন্থন করিতে আরম্ভ

---

(১) সুবর্ণরজততাম্রাণি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টানি। (২) জপেৎ সূর্য্যমনুত্তমমিত্যাদর্শপাঠঃ।
(৩) সূর্য্যজামলে ইতি (গ) পাঠঃ। (৪) শঙ্খাহ্বয়ম্।

স্মরামি ॥ ২ ॥ সমুদ্রকাঞ্চী সরিদুত্তরীয়া, বসুন্ধরা মেরু-কিরীটভারা। দন্তাগ্রতো যেন সমুদ্ধৃতাভূত্ত (১) মাদিকোলং (২) শরণং প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥ ভক্তার্ত্তিভঙ্গক্ষময়া ধিয়া যঃ স্তম্ভান্তরালাদুদিতো নৃসিংহঃ। রিপুং সুরাণাং নিশিতৈর্নখাগ্রৈর্ব্বিদারয়ন্তং ন চ বিস্মরামি ॥ ৪ ॥ চতুঃসমুদ্রাভরণা ধরিত্রী, ন্যাসায় নালং চরণস্য যস্য। একস্য নান্যস্য পদং সুরাণাং, ত্রিবিক্রমং, সর্ব্বগতং নমামি ॥ ৫ ॥ ত্রিঃ সপ্তবারং নৃপতীন্নিহত্য যস্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ। চকার দোর্দ্দণ্ডবলেন সম্যক্, তমাদিশূরং (৩) প্রণমামি বিষ্ণুম্ ॥ কুলে রঘূণাং সংবাপ্য জন্ম, বিধায় সেতুং জলধের্জ্জলান্তঃ। লঙ্কেশ্বরং যঃ শময়াঞ্চকার, সীতাপতিং তং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥ ৭ ॥ হলেন সর্ব্বানসুরান্নিকৃষ্য (৪) চকার চূর্ণং মূষলপ্রহারৈঃ। যঃ কৃষ্ণমাসাদ্য বলং বলীয়ান্, ভক্ত্যা ভজে তং বলভদ্ররামম্ ॥ ৮ ॥ পুরা সুরাণামসুরান্ বিজেতুং, সংভাবয়ংশ্চীবরচিহ্নবেশম্। চকার যঃ শাস্ত্রমমোঘকল্পং, তং মূলভূতং প্রণতোঽস্মি বুদ্ধম্ ॥ ৯ ॥ কল্পাবসানে নিশিতৈঃ খুরাগ্রৈঃ (৫) সংঘট্টয়ামাস নিমেষমাত্রাৎ। যস্তেজসা নির্দ্দহতাতিভীমো, বিষ্ণ্বাত্মকং (৬) তং তুরগং ভজামঃ ॥

করিলে পৃথিবী মন্থনবেগে বিঘূর্ণিতা হইতে থাকেন, সেই সময়ে যিনি আধারস্বরূপ হইয়া পৃথিবী রক্ষা করেন, সেই কূর্ম্মরূপী ভগবান্‌কে প্রণাম করি। ২। সমুদ্র যাহার কাঞ্চী, নদী যাহার উত্তরীয়বস্ত্র, সুমেরু পর্ব্বত যাহার মস্তকের মুকুট, সেই বসুন্ধরাকে যিনি দন্তাগ্রে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই প্রথম শূকররূপী বিষ্ণুর আমি শরণাপন্ন হই। ৩। যিনি ভক্ত প্রহ্লাদের ক্লেশনিবারণার্থ স্ফটিকস্তম্ভ মধ্য হইতে নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়া সুররিপু হিরণ্যকশিপুকে তীক্ষ্ণ নখাগ্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই নৃসিংহ দেবকে আমি বিস্মৃত হইতেছি না। ৪। চারিটি সমুদ্র যাহার আভরণ, সেই পৃথিবীতে যাঁহার পদন্যাসের স্থান হয় নাই এবং দেবভূমি স্বর্গেও যাঁহার দ্বিতীয় পদন্যাসের স্থান হয় নাই, সেই সর্ব্বব্যাপী ত্রিবিক্রমদেবকে নমস্কার। ৫। যিনি নিজ বাহুদণ্ডের বলে একুশবার ক্ষত্রিয়সমূহকে নিহত করিয়া রক্ত জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছিলেন, সেই আদিবীর পরশুরামরূপী বিষ্ণুকে প্রণাম করি। ৬। যিনি রঘুবংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সমুদ্রের জলমধ্যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া লঙ্কেশ্বরকে নির্ব্বাণ দিয়াছিলেন, সেই সীতাপতি রামচন্দ্রকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করি। ৭। যিনি কৃষ্ণের বলে বলীয়ান্ হইয়া লাঙ্গল দ্বারা নৃপতিবৃন্দকে আকর্ষণপূর্ব্বক মুষলপ্রহারে চূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই বলভদ্র রামকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করি। ৮। পুরাকালে যিনি অসুরগণকে জয় করিবার জন্য চীবর-বেশধারণপূর্ব্বক দেবগণ মধ্যে অব্যর্থ শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, সেই বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেবকে প্রণাম

---

(১) সমুদ্ধৃতাভূস্তমিতি (ক) (খ) (গ) (আ॰ বি॰) পাঠঃ। (২) কেচিত্তু আদিলোকমিত্যপি পঠন্তি। (৩) আদিদেবমিতি (খ) পাঠঃ। (৪) নৃপতীনিত্যাদর্শপাঠঃ। (৫) নিখিলৈঃ খুরৈঃ স্বৈরিতি (ক) পাঠঃ। (৬) হয়গ্রীবরূপম্ (খ টি); বিশ্বাত্মকমিতি কেচিৎ পঠন্তি।

১০ ॥ শঙ্খং সুচক্রং সুগদাং সরোজং, দোর্ভির্দধানং গরুড়াধিরূঢ়ম্। শ্রীবৎসচিহ্নং জগদাদিমূলং, তমালনীলং হৃদি বিষ্ণুমীড়ে ॥ ১১ ॥ ক্ষীরাম্বুধৌ শেষবিশেষতল্পে, শয়ানমন্তঃস্মিতশোভিবক্ত্রম্। উৎফুল্লনেত্রাম্বুজমম্বুদাভমাদ্যং শ্রুতীনামসকৃৎ স্মরামি ॥ ১২ ॥ প্রীণয়েদনয়া স্তুত্যা জগন্নাথং জগন্ময়ম্। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামাপ্তয়ে পুরুষোত্তম ॥ ১৩ ॥ ইতি বিষ্ণুস্তবঃ সমাপ্তম্ ॥

অথ শ্রীরামস্তোত্রম্।—শ্রীহনুমানুবাচ। তিরশ্চামপি (১) রাজেতি সমবায়ং সমীয়ুষাম্ (২)। যথা সুগ্রীবমুখ্যানাং যস্তমুগ্রং নমাম্যহম্ ॥ ১ ॥ সকৃদেব প্রপন্নায় বিশিষ্টামৈরয়াচ্ছ্রিয়ম্। বিভীষণায়াব্ধিতটে যস্তং বীরং নমাম্যহম্ ॥ ২ ॥ যো মহান্ পূজিতো ব্যাপী মহাব্ধেঃ করুণামৃতম্। স্তুতং যেন জটায়োশ্চ (৩) মহাবিষ্ণুং নমাম্যহম্ ॥ ৩ ॥ তেজসাপ্যায়িতা (৪) যস্য জ্বলন্তি জ্বলনাদয়ঃ। প্রকাশতে স্বতন্ত্রো যস্তং জ্বলন্তং নমাম্যহম্ ॥ ৪ ॥ সর্ব্বতো মুখতা যেন লীলয়া দর্শিতা রণে। রাক্ষসেশ্বরযোধানাং তং বন্দে সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ৫ ॥ নৃভাবং যঃ (৫) প্রপন্নানাং হিনস্তি চ তথা

করি। ৯। যিনি প্রলয়কালে তীক্ষ্ণ ক্ষুরাগ্র দ্বারা নিমেষ মধ্যে সমগ্র জগৎকে চূর্ণিত করিয়াছিলেন এবং অতি ভীষণমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তেজ দ্বারা জগৎ দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বিষ্ণুর হয়গ্রীব মূর্ত্তিকে ভজনা করি। ১০। যিনি বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন এবং চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণপূর্ব্বক গরুড়ে আরোহণ করিয়া অবস্থিতি করেন, সমস্ত জগতের আদি সেই তমালনীল বিষ্ণুকে আমি হৃদয়মধ্যে পূজা করি। ১১। যিনি ক্ষীরসমুদ্রে অনন্ত-শয্যায় শয়ান থাকেন, যাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্যে পরিশোভিত, যাঁহার নেত্রযুগল উৎফুল্ল পদ্মের তুল্য, সেই ঘনশ্যাম বেদের আদি বিষ্ণুকে আমি বারম্বার স্মরণ করি। ১২। মানব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের নিমিত্ত এই স্তব দ্বারা জগন্ময় জগন্নাথ পুরুষোত্তমকে প্রীত করিবে। ১৩। বিষ্ণুস্তব সমাপ্ত।

অতঃপর রামস্তব কথিত হইতেছে।—শ্রীহনুমান্ বলিলেন,—সুগ্রীব যাহাদের মধ্যে প্রধান,—সেই বানর জাতির নিকটেও রাজা বলিয়া যিনি খ্যাত হইয়াছিলেন,—সেই উগ্রমূর্ত্তি শ্রীরামকে প্রণাম করি। ১। সমুদ্রতটে একবারমাত্র আসিয়া শরণাপন্ন হওয়াতেই বিভীষণকে যিনি লঙ্কার রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন,—সেই বীর রামকে প্রণাম। ২। যিনি মহত্বশালী, সর্ব্বব্যাপী সকল জনপূজিত ও মহাসাগরের দয়ামৃত, জটায়ুরূ যিনি স্তব করিয়াছিলেন, সেই মহাবিষ্ণুকে প্রণাম। ৩। অগ্নিপ্রভৃতি তেজঃ পদার্থ যাঁহার তেজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জ্বলিতে থাকে, যিনি স্বতন্ত্রভাবে জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন, সেই জ্বলন্ত রামকে প্রণাম। ৪। যিনি যুদ্ধস্থলে অবলীলাক্রমে রাক্ষসরাজের যোদ্ধ-

---

(১) বানরাণাম্। (২) প্রাপ্তানামিত্যর্থঃ, উপেয়ুষামিতি (গ) পাঠঃ। (৩) স্তুতো যেন জটায়ুশ্চ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৪) ব্যাপিতা ইতি (খ) পাঠঃ। (৫) মনুষ্যভাবং (খ চি)।

নৃষু (১)। সিংহঃ সর্ব্বেষিবোৎকৃষ্টস্তং নৃসিংহং নমাম্যহম্ ॥ ৬ ॥ যস্মাদ্বিভ্যতি বাতার্কজ্বলনেন্দ্রাঃ সমৃত্যবঃ (২)। ভিয়ং সনোতি (৩) পাপানাং ভীষণং তং নমাম্যহম্ ॥ ৭ ॥ পরন্তু যোগ্যতাপেক্ষারহিতো নিত্যমঙ্গলম্। দদাত্যেব নিজৌদার্য্যাদ্‌নমাম্যহম্ ॥ ৭ ॥ পরন্তু যোগ্যতাপেক্ষারহিতো নিত্যমঙ্গলম্।

যস্তং ভদ্রং নমাম্যহম্ ॥ ৮ ॥ যো মৃত্যুং নিজদাসানাং মারয়ত্যখিলেষ্টদঃ। তত্রোদাহৃতয়ো বহ্ব্যো মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥ ৯ ॥ যৎপাদপদ্মপ্রণতো ভবেদুত্তমপূরুষঃ। তমীশং সর্ব্বদেবানাং নমনীয়ং নমাম্যহম্ ॥ ১০ ॥ আত্মভাবং (৪) সমুৎক্ষিপ্য দাস্যেনৈব রঘূদ্বহম্। ভজেহহং প্রত্যহং রামং সসীতং সহলক্ষ্মণম্ ॥ ১১ ॥ নিত্যং শ্রীরামভক্তস্য কিঙ্করা যমকিঙ্করাঃ। শিবময্যোদিশস্তস্য সিদ্ধয়স্তস্য দাসিকাঃ ॥ ১২ ॥ ইমং হনুমতা প্রোক্তং মন্ত্ররাজাত্মকং স্তবম্। পঠেদনুদিনং যস্তু স রামে ভক্তিমান্ ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ ইতি হনুমৎকল্পে মন্ত্ররাজাত্মকং শ্রীরামস্তোত্রম্ ॥

অথ রামাষ্টশতকং নাম স্তোত্রম্।—বেদব্যাস উবাচ। শৃণু গাঙ্গেয় বক্ষ্যামি রামস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ। নামাষ্টশতকং পুণ্যং মহাপাতকনাশনম্ (১)। নাতঃ পরতরং গুহ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ১ ॥ কৈলাসশিখরে রম্যে নানারত্নবিভূষিতে। একাগ্রপ্রযতো ভূত্বা বিষ্ণুমারাধ্য ভক্তিতঃ। উপবিষ্টস্ততো ভোক্তুং পর্ব্বতীং শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ২ ॥ পার্ব্বত্যেহি ময়া সার্দ্ধং ভোক্তুং ভুবনবন্দিতে। তমাহ পার্ব্বতী দেবী জপ্ত্বা নামসহস্রকম্। ততো ভোক্ষ্যাম্যহং দেব ভুজ্যতাং ভবতা প্রভো ॥ ৩ ॥ ততস্তাং পার্ব্বতীং প্রাহ প্রহসন্ পরমেশ্বরঃ। ধন্যাসি কৃতপুণ্যাসি বিষ্ণুভক্তাসি পার্ব্বতি ॥ ৫ ॥ দুর্লভা বৈষ্ণবী ভক্তির্ভাগধেয়ং বিনেশ্বরি। রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো মম পার্ব্বতি ॥ ৬ ॥ মনঃ প্রসন্নতামেতি রামনামাভিশঙ্কয়া। রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি। অতো রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ৭ ॥ রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে। রামেত্যুক্ত্বা মহাদেব ভুঙ্ক্ষ্ব সার্দ্ধং ময়াধুনা ॥ ৭ ॥ ততো রামেতি নামোক্ত্বা সহ ভুক্ত্বা চ পার্ব্বতী। ততো ভুক্ত্বা মহাদেবী পতিনা সহ

অনন্তর রামের অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র কথিত হইতেছে।—বেদব্যাস বলিলেন, হে গঙ্গাতনয় ভীষ্ম! অদ্ভুতকর্ম্মা রামচন্দ্রের ত্রিলোকবিখ্যাত পবিত্র অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র বলিব, শ্রবণ কর, এই স্তোত্র অপেক্ষা গোপনীয় বিষয় ত্রিলোকে আর নাই। ১। নানারত্নবিভূষিত রমণীয় কৈলাসপর্ব্বতের শিখরদেশে শঙ্কর সংযত হইয়া একাগ্রভাবে ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া পার্ব্বতীকে প্রসাদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বলিলেন। ২। হে ভুবনবন্দিতে পার্ব্বতি! তুমি আমার সহিত বিষ্ণুর প্রসাদ ভোজন করিতে আইস। পার্ব্বতী তাঁহাকে বলিলেন,—দেব! আমি বিষ্ণুর নাম সহস্র জপ করিয়া তাহার পরে ভোজন করিব, প্রভো! আপনি ভোজন করুন। প্রভো! অগ্রে আপনি আহার করুন, দেব! তাহার পরে আমি আহার করিব। ৩। অনন্তর পরমেশ্বর শিব হাস্য করিতে করিতে পার্ব্বতীকে বলিলেন,—হে পার্ব্বতি! তুমি ধন্যা, তুমিই পুণ্য করিয়াছ, তুমি বিষ্ণুভক্তা। ৪। হে ঈশ্বরি! বৈষ্ণবী ভক্তি অতীব দুর্লভ বস্তু, ভাগ্য ব্যতীত ইহা ঘটে না। হে পার্ব্বতি। রকারাদি নাম শুনিতে শুনিতে রাম নাম মনে উদিত হওয়ায় আমার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। অনন্ত সত্যানন্দ চিন্ময় আত্মায় যোগিগণ রমণ করেন বলিয়া পরব্রহ্মকেই 'রাম' পদে অভিহিত করা হয়। ৫।৬। আমি 'রাম' 'রাম' 'রাম'—এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মনোরম রামে তন্ময় হইয়া যাই। হে বরাননে। একমাত্র 'রাম' নামই সহস্র নামের তুল্য। হে মহাদেবি! তুমি 'রাম' এই নাম উচ্চারণ করিয়া এক্ষণে আমার সঙ্গে আহার কর। ৭। তাহার

---

(১) ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতমিত্যাদর্শপাঠঃ।

সংস্থিতা ॥ ৮ ॥ পপ্রচ্ছ শ্রীমহাদেবং প্রীতিপ্রণবমানসা। সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম ত্বয়োদিতম্। তস্যান্যান্যপি নামানি সন্তি চেদ্রাবণদ্বিষঃ। কথ্যতাং মম দেবেশ তত্র মে প্রীতিরুত্তমা ॥ ৯ ॥ শ্রীশঙ্কর উবাচ। (শৃণু নামানি বক্ষ্যামি রামচন্দ্রস্য পার্ব্বতি।) (১) লৌকিকা বৈদিকাশ্চ শব্দা যে কেচিৎ সন্তি পার্ব্বতি। নামানি রামভদ্রস্য সহস্রস্তেষু চাধিকম্ ॥ ১০ ॥ তেষু চাত্যন্তমুখ্যং হি নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্। বিষ্ণোরেকৈকনামানি সর্ব্ববেদাধিকং ফলম্ ॥ ১১ ॥ তাদৃঙ্‌নামসহস্রেষু রামনাম পরং (২) মতম্। জপতঃ সর্ব্ববেদাংশ্চ সর্ব্বমন্ত্রাংশ্চ পার্ব্বতি। তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং রামনাম্নৈব লভ্যতে ॥ ১২ ॥ অস্য শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রস্য ঈশ্বর ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীরামচন্দ্রো দেবতা শ্রীরামচন্দ্রপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥ ১৩ ॥ ওঁ শ্রীরামো রামভদ্রশ্চ রামচন্দ্রশ্চ শাশ্বতঃ। রাজীবলোচনঃ শ্রীমান্ রাজেন্দ্রো রঘুপুঙ্গবঃ ॥ ১৪ ॥ জানকীবল্লভো জৈত্রো জিতামিত্রো জনার্দ্দনঃ। বিশ্বামিত্রপ্রিয়ো দান্তঃ শরণ্যত্রাণতৎপরঃ ॥ ১৫ ॥ বালিপ্রমথনো বাগ্মী সত্যবাক্ সত্যবিক্রমঃ। সত্যব্রতো ব্রতফলঃ সদা হনুমদাশ্রয়ঃ ॥ ১৬ ॥ কৌশলেয়ঃ খরধ্বংসী বিরাধবধপণ্ডিতঃ। বিভীষণপরিত্রাতা দশগ্রীব-শিরোহরঃ ॥ ১৭ ॥ সপ্ততাল-

পরে পার্ব্বতী 'রাম' নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পতির সহিত একসঙ্গে ভোজন করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ৮। অতীব প্রফুল্লচিত্তে শ্রীমহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবেশ! আপনি যে বলিলেন—'রাম'—নাম তাঁহার সহস্রনামের তুল্য, সেই রাবণারির অন্য যে সকল নাম আছে তাহা আমার নিকটে বলুন,—ঐ সকল শুনিলে আমার অত্যন্ত প্রীতি হয়। ৯। শ্রীশঙ্কর বলিলেন,—পার্ব্বতি! রামচন্দ্রের নাম বলিব, শ্রবণ কর। পার্ব্বতি। রামচন্দ্রের নাম লৌকিক ও বৈদিক শব্দ লইয়া বহুপ্রকার আছে, তন্মধ্যে সহস্রনামই উৎকৃষ্ট। তন্মধ্যে আবার অষ্টোত্তরশত নাম অতীব উৎকৃষ্ট। বিষ্ণুর এক একটি নামের উচ্চারণে সকল বেদপাঠ অপেক্ষা অধিক ফল হয়। ১০।১১। পার্ব্বতি! সকল প্রকার বেদমন্ত্র ও অন্যান্য সকল প্রকার মন্ত্র জপ করিলে যে ফল, একমাত্র রাম নাম জপ করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল হয়। এই কারণে সহস্র নামের মধ্যে 'রাম' নামই উৎকৃষ্ট। ১২। শ্রীরামের এই অষ্টোত্তর শত নাম স্তবের ঈশ্বর ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, শ্রীরামচন্দ্র ইহার দেবতা, শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিকামনায় জপে ইহার নিয়োগ। ১৩। শ্রীরাম (১) রামভদ্র (২) রামচন্দ্র (৩) শাশ্বত (৪) রাজীবলোচন (৫) শ্রীমান্ (৬) রাজেন্দ্র (৭) রঘুপুঙ্গব (৮) জানকীবল্লভ (৯) জৈত্র (জয়শীল) (১০) জিতামিত্র (১১) জনার্দ্দন (১২) বিশ্বামিত্রপ্রিয় (১৩) দান্ত (১৪) শরণ্যত্রাণতৎপর (১৫) বালিপ্রমথন (১৬) বাগ্মী (১৭) সত্যবাক্ (১৮) সত্যবিক্রম (১৯) সত্যব্রত

---

(১) (খ) (গ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(২) তাদৃঙ্‌নামসহস্রেণ রামনামপরং মতমিতি (গ) পাঠঃ।

প্রভেত্তা চ হরকোদণ্ডখণ্ডনঃ। জামদগ্ন্যমহাদর্পদলনস্তাড়কান্তকঃ ॥ ১৮ ॥ বেদান্তসারোহপ্রমেয়াত্মা ভববৈদ্যশ্চ ভেষজঃ। দূষণত্রিশিরোহন্তা ত্রিমূর্ত্তিস্ত্রিগুণস্ত্রয়ী ॥ ১৯ ॥ ত্রিবিক্রমস্ত্রিলোকাত্মা পুণ্যচারিত্র-কীর্ত্তনঃ। ত্রিলোকীরক্ষকো ধন্বী দণ্ডকারণ্যপুণ্যকৃৎ ॥ ২০ ॥ অহল্যাপাবনশ্চৈব পিতৃভক্তো বরপ্রদঃ। জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো জিতলোভো জগদ্গুরুঃ ॥ ২১ ॥ ঋক্ষবানরসংঘাতী চিত্রকূটসমাশ্রয়ঃ। জয়ন্তত্রাণবরদঃ সুমিত্রাপুত্রসেবিতঃ ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বদেবাধিদেবশ্চ মৃতবালকজীবনঃ (১) মায়ামারীচহন্তা চ মহাভোগো মহাভুজঃ ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বদেবস্তুতঃ সৌম্যো ব্রহ্মণ্যো মুনিসংস্তুতঃ। মহাযোগী মহোদারঃ সুগ্রীবেপ্সিতরাজ্যদঃ ॥ ২৪ ॥ সর্ব্বপুণ্যাধিকফলস্তীর্থঃ সর্ব্বাঘনাশনঃ। আদিপুরুষো মহাপুরুষঃ পরমঃ পুরুষস্তথা ॥ ২৫ ॥ পুণ্যোদয়ো দয়াসারঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ। স্মিতবক্ত্রো মিতভাষী পূর্ণভাষী চ রাঘবঃ ॥ ২৬ ॥ অনন্তগুণগম্ভীরো ধীরোদাত্তগুণোত্তরঃ। মায়ামানুষচারিত্রো মহাদেবাভিপূজিতঃ ॥ ২৭ ॥ সেতুকৃজ্জিতবারীশঃ (২) সর্ব্বতীর্থময়ো হরিঃ। শ্যামাঙ্গঃ সুন্দরঃ শূরঃ পীতবাসা ধনুর্দ্ধরঃ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বযজ্ঞাধিপো যজ্ঞো জরামরণবর্জ্জিতঃ। শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠাতা সর্ব্বাঘগণবর্জ্জিতঃ ॥ ১৯ ॥ পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম

---

(২০) ব্রতফল (২১) হনুমদাশ্রয় (২২) কৌশলেয় (২৩) খরধ্বংসী (২৪) বিরাধবধপণ্ডিত (২৫) বিভীষণপরিত্রাতা (২৬) দশগ্রীবশিরোহর (২৭) সপ্ততালপ্রভেত্তা (২৮) হরকোদণ্ডখণ্ডন (২৯) জামদগ্ন্যমহাদর্পদলন (৩০) তাড়কান্তক (৩১) বেদান্তসার (৩২) অপ্রমেয়াত্মা (৩৩) ভববৈদ্য (৩৪) ভেষজ (৩৫) দূষণত্রিশিরোহন্তা (৩৬) ত্রিমূর্ত্তি (৩৭) ত্রিগুণ (৩৮) ত্রয়ী (৩৯) ত্রিবিক্রম (৪০) ত্রিলোকাত্মা (৪১) পুণ্যচরিত্রকীর্ত্তন (৪২) ত্রিলোকীরক্ষক (৪৩) ধন্বী (৪৪) দণ্ডকারণ্যপুণ্যকৃৎ (৪৫) অহল্যাপাবন (৪৬) পিতৃভক্ত (৪৭) বরপ্রদ (৪৮) জিতেন্দ্রিয় (৪৯) জিতক্রোধ (৫০) জিতলোভ (৫১) জগদ্গুরু (৫২) ঋক্ষবানরসংঘাতী (৫৩) চিত্রকূটসমাশ্রয় (৫৪) জয়ন্তত্রাণবরদ (৫৫) সুমিত্রাপুত্রসেবিত (৫৬) সর্ব্বদেবাধিদেব (৫৭) মৃতবালক জীবন (৫৮) মায়ামারীচহন্তা (৫৯) মহাভোগ (৬০) মহাভুজ (৬১) সর্ব্বদেবস্তুত (৬২) সৌম্য (৬৩) ব্রহ্মণ্য (৬৪) মুনিসংস্তুত (৬৫) মহাযোগী (৬৬) মহোদার (৬৭) সুগ্রীবেপ্সিতরাজ্যদ (৬৮) সর্ব্বপুণ্যাধিকফল (৬৯) তীর্থ (৭০) সর্ব্বাঘনাশন (৭১) আদিপুরুষ (৭২) মহাপুরুষ (৭৩) পরমপুরুষ (৭৪) পুণ্যোদয় (৭৫) দয়াসার (৭৬) পুরাণ (৭৭) পুরুষোত্তম (৭৮) স্মিতবক্ত্র (৭৯) মিতভাষী (৮০) পূর্ণভাষী (৮১) রাঘব (৮২) অনন্তগুণগম্ভীর (৮৩) ধীরোদাত্তগুণোত্তর (৮৪) মায়ামানুষচরিত্র (৮৫) মহাদেবাভিপূজিত (৮৬) সেতুকৃৎ (৮৭) জিতবারীশ (৮৮) সর্ব্বতীর্থময় (৮৯) হরি (৯০) শ্যামাঙ্গ (৯১) সুন্দর (৯২) শূর (৯৩)

---

(১) মৃতবানরজীবন ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) বাগীশঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। পরং জ্যোতিঃ পরং ধাম পরাকাষ্ঠা পরাৎপরঃ ॥ ৩০ ॥ পরেশঃ পারগঃ পারঃ সর্ব্বদেবাত্মকঃ শিবঃ। ইত্যেতৎ রামভদ্রস্য (১) নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৩১ ॥ গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং দেবি তব প্রীত্যা প্রকীর্ত্তিতম্। যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি ভক্তিযুক্তেন চেতসা। স সর্ব্বৈর্মুচ্যতে পাপৈঃ কল্পকোটিশতোদ্ভবৈঃ ॥ ৩২ ॥ জলানি স্থলতাং যান্তি শত্রবো যান্তি মিত্রতাম্। রাজানো দাসতাং যান্তি বহ্নয়ো যান্তি সৌম্যতাম্ ॥ ৩৩ ॥ আনুকূল্যঞ্চ ভূতানি স্থৈর্য্যং যান্তি চলাঃ শ্রিয়ঃ। অনুগ্রহং গ্রহা যান্তি শান্তিমায়ান্ত্যুপদ্রবাঃ ॥ ৩৪ ॥ পঠন্তো ভক্তিভাবেন জনস্য গিরিসম্ভবে। যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা তস্য বশ্যং জগত্রয়ম্ ॥ ৩৫ ॥ যদ্‌যৎ কাময়তে চিত্তে তত্তদাপ্নোতি কীর্ত্তনাৎ। যঃ পঠেদ্রামভদ্রস্য নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্। জ্ঞানেনাপি চ কুর্ব্বাণো ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ ৩৬ ॥ সর্ব্ববেদেষু তীর্থেষু দানেষু চ তপঃসু চ। তৎফলং কোটিগুণিতং স্তবেনানেন লভ্যতে ॥ ৩৭ ॥ পুণ্যকালেষু সর্ব্বেষু পঠন্ননন্তমশ্নুতে। কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ। বৈকুণ্ঠে বাসমাপ্নোতি দশপূর্ব্বৈর্দশাপরৈঃ ॥ ৩৮ ॥ রামং দূর্ব্বাদলশ্যামং

পীতবাসা (৯৪) ধনুর্দ্ধর (৯৫) সর্ব্বযজ্ঞাধিপ (৯৬) যজ্ঞ (৯৭) জরামরণবর্জ্জিত (৯৮) শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠাতা (৯৯) সর্ব্বাঘগণবর্জ্জিত (১০০) পরমাত্মা (১০১) পরব্রহ্ম (১০২) সচ্চিদানন্দবিগ্রহ (১০৩) পরজ্যোতিঃ (১০৪) পরধাম (১০৫) পরাকাষ্ঠা (১০৬) পরাৎপর (১০৭) পরেশ (১০৮) পারগ (১০৯) পার (১১০) সর্ব্বদেবাত্মক (১১১) শিব (১১২) এই রামচন্দ্রের অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্র। ১৪—৩১। হে দেবি! এই স্তোত্র গুহ্য হইতে গুহ্যতর। তোমার উপরে প্রীতিবশতঃ ইহা প্রকাশ করিলাম। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করে, সে শতকোটিকল্প সঞ্চিত নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৩২। এই স্তব পাঠের ফলে জলভাগ স্থলে পরিণত হয়, শত্রুগণ মিত্র হয়, রাজগণ দাসত্ব প্রাপ্ত হয়; বহ্নি সৌম্যভাব ধারণ করে। ৩৩। পঞ্চভূত অনুকূল হয়, চঞ্চলা লক্ষ্মী স্থিরা হন, গ্রহগণ অনুগ্রহ করেন, উপদ্রব সকল নাশপ্রাপ্ত হয়। ৩৪। হে গিরিতনয়ে! ভক্তিভাবে এই স্তব পাঠ করিলে পূর্ব্বোক্ত ফললাভ হয়, অধিক কি একাগ্রভক্তিতে যে এই স্তোত্র পাঠ করে, ত্রিজগৎ তাহার বশীভূত হয়। ৩৫। এই স্তোত্রের কীর্ত্তনে মনে যাহা কামনা করিবে তাহাই সিদ্ধ হইবে। যে রামচন্দ্রের এই অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্র পাঠ করিবে, সে জ্ঞানকৃত পাপেও লিপ্ত হইবে না। ৩৬। সকল বেদপাঠ, তীর্থভ্রমণ, দান ও তপস্যায় যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, এই স্তবদ্বারা তাহার কোটিগুণ ফললাভ করা যায়। ৩৭। সমস্ত পুণ্যক্রিয়াকালে এই স্তব পাঠ করিলে অনন্ত ফললাভ হয় এবং শতকোটি কল্প হইতে সহস্রকোটি কল্প পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ এবং অধঃ দশ পুরুষের সহিত বৈকুণ্ঠলোকে বাস হয়। ৩৮। যাহারা

---

(১) ওঁ তৎসদিতি রামস্য (গ) পাঠঃ।

পদ্মাক্ষং পীতবাসসম্। স্তবন্তি নামভির্দ্দিব্যৈর্ন তে সংসারিণো নরাঃ (১) ॥ ৩৯ ॥ “রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ” ॥ ৪০ ॥ ইমং মন্ত্রং মহেশানি (২) জপন্নেব দিবানিশম্। সর্ব্বপাপপ্রবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪১ ॥ ইত্যেতদ্রামভদ্রস্য মাহাত্ম্যং বেদসম্মতম্। কথিতং তব গাঙ্গেয় যতস্ত্বং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥ ৪২ ॥ বন্দামহে মহেশানং হরকোদণ্ডখণ্ডনম্। জানকীহৃদয়ানন্দচন্দনং রঘুনন্দনম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীশ্বরসংবাদে শ্রীরামচন্দ্রস্তবরাজঃ ॥

অথ শ্রীরামকবচম্।—ধ্যাত্বা নীলোৎপলশ্যামং রামং রাজীবলোচনম্। জানকীলক্ষ্মণোপেতং জটামুকুটমণ্ডিতম্। সাসিতূণধনুর্ব্বাণপাণিং নক্তঞ্চরান্তকম্। স্বলীলয়া জগত্রাতুমাবির্ভূতমজং বিভুম্ ॥ ১ ॥ রামরক্ষাং পঠেৎ প্রাজ্ঞঃ পাপঘ্নীং সর্ব্বকামদাম্ ॥ ২ ॥ অস্য শ্রীরামকবচস্য বুধকৌশিক (৩) ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীরামচন্দ্রো দেবতা শ্রীরামচন্দ্রপ্রীত্যর্থং জপে (৪) বিনিয়োগঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ শিরো মে রাঘবঃ পাতু ভালং দশরথাত্মজঃ। কৌশলেয়ো দৃশৌ পাতু বিশ্বামিত্রপ্রিয়ঃ শ্রুতী ॥ ৪ ॥ ঘ্রাণং পাতু মখত্রাতা মুখং

দূর্ব্বাদলশ্যাম, পদ্মলোচন, পীতবাসা রামকে এই সমস্ত দিব্য নাম উচ্চারণ করিয়া স্তব করে, তাহারা আর সংসারী হয় না। ৩৯। হে মহেশ্বরি! “রামায় রামচন্দ্রায়” ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র দিবারাত্র জপ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৪০। ৪১। হে গাঙ্গেয়! তুমি উত্তম বৈষ্ণব, এই কারণে তোমার নিকট রামচন্দ্রের বেদ-প্রশংসিত এই মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। ৪২। হরকোদণ্ডখণ্ডনকারী, জানকীহৃদয়াহ্লাদী চন্দনশীতল মহেশ্বর রঘুনন্দকে আমরা বন্দনা করি। ৪৩। পদ্মপুরাণের পার্ব্বতীশ্বর সংবাদে শ্রীরামচন্দ্র-স্তবরাজ সমাপ্ত।

অনন্তর শ্রীরামকবচ বলা যাইতেছে। যিনি নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামল, পদ্মলোচন, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সর্ব্বদা একত্র অবস্থিত, জটামুকুটশোভিত, যাঁহার হস্তে খড়্গ, তূণ, ধনু ও বাণ, যিনি রাক্ষসের যম, যিনি নিজলীলায় জগৎ রক্ষার নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই অজ রামকে ধ্যান করিয়া সকল কামনাপূরক পাপনাশক রামরক্ষাকবচ পাঠ করিবে। ১। ২। বুধকৌশিক এই রামকবচের ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, শ্রীরামচন্দ্র দেবতা এবং শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিকামনায় জপে ইহার বিনিয়োগ। ৩। রাঘব আমার মস্তক এবং দশরথাত্মজ আমার ললাট, রক্ষা করুন, ‘কৌশলেয়’ দুই চক্ষু রক্ষা করুন, বিশ্বামিত্রপ্রিয় আমার দুই কর্ণ রক্ষা করুন। ৪। মখত্রাতা (ঋষিগণের যজ্ঞরক্ষক

---

(১) জনা ইতি (গ) পাঠঃ।

(২) মহাদেবি ইতি (খ) পাঠঃ। (৩) বিশ্বামিত্রঋষিঃ (গ) পাঠঃ।

(৪) শ্রীরামকবচপাঠে (গ) পাঠঃ।

সৌমিত্রিবৎসলঃ। জিহ্বাং বিদ্যানিধিঃ পাতু কণ্ঠং ভরতবন্দিতঃ ॥ ৫ ॥ স্কন্ধৌ দিব্যায়ুধঃ পাতু ভুজৌ ভগ্নেশকার্ম্মুকঃ। করৌ সীতাপতিঃ পাতু হৃদয়ং জামদগ্ন্যজিৎ ॥ ৬ ॥ বক্ষঃ পাতু কবন্ধারিঃ স্তনৌ গীর্ব্বাণবন্দিতঃ। পার্শ্বৌ কুলপতিঃ পাতু কুক্ষিমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ ॥ ৭ ॥ মধ্যং পাতু খরধ্বংসী নাভিং জাম্ববদাশ্রয়ঃ। গুহ্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ পাতু পৃষ্ঠং পাতু রঘূত্তমঃ ॥ ৮ ॥ সুগ্রীবেশঃ কটিং পাতু সক্থিনী হনুমৎপ্রভুঃ। উরূ রঘূত্তমঃ পাতু রক্ষঃকুলবিনাশকৃৎ ॥ ৯ ॥ জানুনী সেতুকৃৎ পাতু জঙ্ঘে দশমুখান্তকঃ। পাদৌ বিভীষণশ্রীদঃ পাতু রামোঽখিলং বপুঃ ॥ ১০ ॥ এতাং রামবলোপেতাং রক্ষাং যঃ সুকৃতী পঠেৎ। স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী বিজয়ী বিনয়ী ভবেৎ ॥ ১১ ॥ পাতাল-ভূতল-ব্যোমচারিণশ্ছদ্মচারিণঃ। ন দ্রষ্টুমপি শক্তাস্তে রক্ষিতং রামনামভিঃ ॥ ১২ ॥

রাম) আমার নাসিকা রক্ষা করুন। সৌমিত্রিবৎসল (লক্ষ্মণকে যিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন সেই রাম) আমার মুখ রক্ষা করুন। বিদ্যানিধি (নিখিল বিদ্যার আধার) আমার জিহ্বা রক্ষা করুন। ভরতবন্দিত আমার কণ্ঠরক্ষা করুন। ৫। দিব্যায়ুধ (দেবগণ প্রদত্ত অস্ত্র লইয়া যিনি যুদ্ধ করিতেন তিনি) আমার দুই স্কন্ধ রক্ষা করুন। ভগ্নেশকার্ম্মুক (যিনি হরধনুঃ ভগ্ন করিয়াছিলেন, তিনি) আমার দুই বাহু রক্ষা করুন। সীতাপতি আমার দুই হস্ততল রক্ষা করুন। জমদগ্ন্যজিৎ আমার হৃদয় রক্ষা করুন। ৬। কবন্ধারি (কবন্ধবধ যিনি করিয়াছিলেন তিনি) আমার বক্ষঃ রক্ষা করুন। গীর্ব্বাণবন্দিত (দেবগণ যাঁহাকে বন্দনা করিতেন) আমার দুই স্তন রক্ষা করুন। কুলপতি আমার দুই পার্শ্ব এবং ইক্ষ্বাকুনন্দন আমার উদর রক্ষা করুন। ৭। খরধ্বংসী (খররাক্ষসকে যিনি বধ করিয়াছিলেন) আমার মধ্যদেশ, জাম্বদাশ্রয় (জাম্ববান্‌কে যিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন) আমার নাভি রক্ষা করুন। জিতেন্দ্রিয় আমার গুহ্যদেশ রক্ষা করুন। রঘূত্তম আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। ৮। সুগ্রীবেশ (বানররাজের প্রতি যাঁহার আধিপত্য ছিল) আমার কটিদেশ এবং হনুমৎপ্রভু (হনুমান্ একমাত্র যাহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতেন) আমার দুই সক্থি রক্ষা করুন। রাক্ষসকুল-বিনাশী রঘূত্তম আমার দুই উরু রক্ষা করুন। ৯। সেতুকৃৎ (যিনি সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন) আমার দুই জানু রক্ষা করুন. দশমুখান্তক (রাবণের যম) আমার দুই জঙ্ঘা রক্ষা করুন। বিভীষণশ্রীদ (বিভীষণকে যিনি রাজ্য সম্পদ্ দিয়াছিলেন) আমার দুই চরণ এবং রাম আমার সমগ্রদেহ রক্ষা করুন। ১০।

পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতের ফলে যে ব্যক্তি রাম-বলসম্পন্ন এই রক্ষাকবচ পাঠ করিতে সমর্থ হয়; সে চিরায়ুঃ, সুখী, পুত্রবান্, বিজয়ী ও বিনয়ী হইতে পারে। ১১। এই কবচে উল্লিখিত রামের নামসমূহ দ্বারা যে রক্ষিত হয়; স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালবাসী কপটাচারিগণ তাহার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক; তাহাকে দর্শন করিতেই সমর্থ হয় না। ১২।

রামেতি রামচন্দ্রেতি রামভদ্রেতি বা স্মরন্। নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥ ১৩ ॥ জগজ্জৈত্রৈকমন্ত্রেণ রামনাম্নাভিরক্ষিতম্। যঃ করে ধারয়েত্তস্য করস্থাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ১৪ ॥ ভূর্জ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং গন্ধচন্দনচর্চ্চিতাম্। কৃত্বা বৈ ধারয়েদ্যস্তু সোঽভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫ ॥ কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতাপত্যা চ যা ভবেৎ। বহ্বপত্যা জীববৎসা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ বজ্রপঞ্জরনামেদং যো রামকবচং পঠেৎ। অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বত্র লভতে জয়মঙ্গলম্ ॥ ১৭ ॥ আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামিমাং হরিঃ। তথা লিখিতবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বুধকৌশিকঃ ॥ ১৮ ॥ ধন্বিনৌ বদ্ধনিস্ত্রিংশৌ কাকপক্ষধরৌ শুভৌ। বীরৌ মাং পথি রক্ষেতাং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১৯ ॥ তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ। পুণ্ডরীকবিশালাক্ষৌ চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৌ ॥ ২০ ॥ ফলমূলাশিনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ। পুত্রৌ দশরথস্যৈতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২১ ॥ শরণ্যৌ সর্ব্বসত্ত্বানাং শ্রেষ্ঠৌ সর্ব্বধনুষ্মতাম্। রক্ষঃকুলনিহন্তারৌ ত্রায়েতাং নো রঘূত্তমৌ ॥ ২২ ॥ আত্তসজ্জধনুষা (১) বিষুস্পৃশাবক্ষয়াশুগনিষঙ্গসঙ্গিনৌ। রক্ষণায় মম রামলক্ষ্মণাবগ্রতঃ পথি সদৈব গচ্ছতাম্ ॥ ২৩ ॥ সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী চাপবাণধরো যুবা। যচ্ছন্মনো রথস্মা-

যে মানব 'রাম' এই নাম, 'রামভদ্র' এই নাম অথবা 'রামচন্দ্র' এই নাম স্মরণ করে, সে কখনও পাপে লিপ্ত হয় না। অকিকন্তু ভোগ ও মুক্তিলাভ করে। ১৩। 'রাম' এই নাম একমাত্র জগদ্বিজয়ী মন্ত্র, এব নামমন্ত্রে রক্ষিত কবচ যে করে ধারণ করিবে, সকল সিদ্ধি তাহার করস্থ হইবে। ১৪। ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া গন্ধচন্দনদ্বারা পূজা করিয়া যে ধারণ করিবে সে অভীষ্ট ফল পাইবে। ১৫। কাকবন্ধ্যা নারী (যাহার একটি মাত্র সন্তান) এই কবচ ধারণ করিলে বহু সন্তানের জননী হইবেন। মৃতবৎসা নারী এই কবচ ধারণে জীববৎসা হইবেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৬। এই রামকবচের নাম বজ্রপঞ্জর,—এই কবচ যে পাঠ করিবে তাহার আজ্ঞা কোথাও বিফল হইবে না, সে জয়মঙ্গল লাভ করিবে। ১৭। হরি বুধ কৌশিককে স্বপ্নে এই রামকবচ উপদেশ করেন ; বুধকৌশিক প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া ইহা লিপিবদ্ধ করেন। ১৮। হস্তে ধনুর্ব্বাণ, কটিদেশে খড়্গবদ্ধ, মস্তকে কাকপক্ষ এইরূপ সুন্দরমূর্ত্তি দুই বীর রাম ও লক্ষ্মণ পথে আমাকে রক্ষা করুন। ১৯। যিনি যুবা রূপবান্ সুকোমলদেহ মহাবলশালী পদ্মপলাশবৎ বিলাশনেত্র, যাহার পরিধানে চীর ও কৃষ্ণসারচর্ম্ম, যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সংযতচিত্তে ফলমূল ভোজন করিয়া তপস্বিবেশে বিচরণ করত রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া নিখিল জীবের রক্ষা সাধন করিয়াছিলেন, সেই দশরথনন্দন দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। ২০—২২। হস্তে সজ্য ধনুঃ

---

(১) গৃহীতসগুণধনুষৌ (ক টি)।

স্মান্ রামঃ পাতু সলক্ষ্মণঃ ॥ ২৪ ॥ অগ্রতস্তু নৃসিংহো মে পৃষ্ঠতো গরুড়ধ্বজঃ। পার্শ্বযোস্তু (১) ধনুষ্মন্তৌ সশরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২৫ ॥ রামো দাশরথিঃ শূরো লক্ষ্মণানুচরো বলী। কাকুৎস্থঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ কৌশলেয়ো রঘূত্তমঃ ॥ ২৬ ॥ বেদান্তবেদ্যো যজ্ঞেশঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ। জানকী-বল্লভঃ শ্রীমান্ অপ্রমেয়পরাক্রমঃ ॥ ২৭ ॥ দক্ষিণে লক্ষ্মণো ধন্বী বামে চ জানকী শুভা। পুরতো মারুতির্যস্য তং নমামি রঘূত্তমম্ ॥ ২৮ ॥ আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্। গুণাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্ ॥ ২৯ ॥ এতানি মম নামানি মদ্ভক্তো যঃ সদা পঠেৎ। (২) অশ্বমেধাযুতং পুণ্যং স প্রাপ্নোতি ন (৩) সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ইতি পদ্মপুরাণে বেদব্যাসকৃতৌ ভগবদ্বশিষ্ঠ-শ্রীবুধ-কৌশিকপ্রণীতং বজ্রপঞ্জরাখ্যং শ্রীরামকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্।—প্রসীদ ভগবন্ মহ্যমজ্ঞানাৎ কুণ্ঠিতাত্মনে। তবাঙ্ঘ্রি পঙ্কজ-

---

ও বাণ, স্কন্ধে অক্ষয়বাণপূর্ণ তূণীর. এইরূপ বেশে রাম লক্ষ্মণ আমার রক্ষার নিমিত্ত আমার সম্মুখপথে সর্ব্বদা বিচরণ করুন। ২৩। অঙ্গে বর্ম্ম পরিহিত, খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত যুবা রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সম্মিলিত হইয়া মনোরথ পূরণ করত আমাদিগকে রক্ষা করুন। ২৪। নৃসিংহমূর্ত্তি আমার অগ্রদেশ রক্ষা করুন; আমার পৃষ্ঠদেশে গরুড়ধ্বজ মূর্ত্তি অবস্থান করুন। আমার দুই পার্শ্বে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাম-লক্ষ্মণ অবস্থান করুন। ২৫। রাম দাশরথি শূর লক্ষ্মণানুচর (লক্ষ্মণ যাঁহার অনুচর সর্ব্বদা পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করেন) বলী (বলবান্) কাকুৎস্থ পূর্ণপুরুষ কৌশলেয় (কৌশল্যাপুত্র) রঘূত্তম। ২৬। তিনি বেদান্তবেদ্য যজ্ঞেশ্বর পুরাতন পুরুষোত্তম, তিনি অপ্রমেয় পরাক্রম (যাঁহার বিক্রম পরিমাণ করা যায় না) শ্রীমান্ জানকীবল্লভ। ২৭। যাঁহার দক্ষিণে লক্ষ্মণ ধনুর্ধারণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন; বামদিকে জানকী উজ্জ্বলবেশে রহিয়াছেন, সম্মুখভাগে বায়ুনন্দন, সেই রঘূত্তমকে প্রণাম। ২৮। যিনি আপদ সকল দূর করেন, নিখিল সম্পদ্ দান করেন, সেই গুণাভিরাম শ্রীরামকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি। ২৯। আমার যে ভক্ত সর্ব্বদা আমার এই নামগুলি পাঠ করিবে, সে অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিবে সন্দেহ নাই। ৩০। বেদব্যাসকৃত পদ্মপুরাণে এই রামকবচ উল্লিখিত আছে, ইহার নাম বজ্রপঞ্জর; ভগবান্ বশিষ্ঠ শ্রীবুধ-কৌশিক ইহা প্রচার করেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র বলা হইতেছে।—ভগবন্! আমার আত্মা অজ্ঞানে কুণ্ঠিত

---

(১) পার্শ্বয়োশ্চ (গ) পাঠঃ।

(২) ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং মদ্ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(৩) লভতে নাত্র ইতি (গ) পাঠঃ।

রজোরাগিণীং ভক্তিমুত্তমাম্ ॥ ১ ॥ অজ প্রসীদ ভগবন্নমিত(১)দ্যুতিপঞ্জর। অপ্রমেয় প্রসীদাস্মদ্দুঃখহন্ পুরুষোত্তম ॥ ২ ॥ স্বসংবেদ্য প্রসীদাস্মদানন্দাত্মন্নাময়। অচিন্ত্যসার বিশ্বাত্মন্ প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ৩ ॥ প্রসীদ তুঙ্গ তুঙ্গানাং প্রসীদ শিবশোভন। প্রসীদ গুণগম্ভীর গম্ভীরাণাং মহাদ্যুতে ॥ ৪ ॥ প্রসীদাব্যক্তবিস্তীর্ণ বিস্তীর্ণানামগোচর। প্রসীদার্দ্রার্দ্রজাতীনাং প্রসীদান্ত্যান্ত্যযায়িনাম্ (২) ॥ ৫ ॥ গুরোর্গরীয়ান্ সর্ব্বেশ প্রসীদানন্ত দেহিনাম্। জয় মাধব মায়াত্মন্ জয় শাশ্বত শঙ্খভৃৎ ॥ ৬ ॥ জয় শঙ্খধর শ্রীমন্ জয় নন্দকনন্দন। জয় চক্রগদাপাণে জয় দেব জনার্দ্দন ॥ ৭ ॥ জয় রত্নবরাবদ্ধকিরীটাক্রান্তমস্তক। জয় পক্ষিপতিচ্ছায়ানিরুদ্ধার্ককরারুণ ॥ ৮ ॥ নমস্তে নরকারাতে নমস্তে মধুসূদন। নমস্তে ললিতাপাঙ্গ নমস্তে নরকান্তক ॥ ৯ ॥ নমঃ পাপহরেশান নমঃ সর্ব্বভয়াপহ। নমঃ সম্ভৃতসর্ব্বাত্মন্ নমঃ সম্ভৃতকৌস্তুভ ॥ ১০ ॥ নমস্তে নয়নাতীত

রহিয়াছে, যাহাতে আপনার পাদপদ্মের পরাগে অনুরাগিণী উত্তমা ভক্তি লাভ করিতে পারি, আমার উপরে সেইরূপ অনুগ্রহ করুন। ১। হে অজ! হে ভগবন্! আপনি অমিত জ্যোতির পঞ্জর! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। হে পুরুষোত্তম! আপনার যথার্থ স্বরূপ আমি বুঝিব না, আমার দুঃখ নিবারণ করত আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ২। হে পরমেশ্বর! আপনি স্বসংবেদ্য আনন্দময় আত্মা, আপনি বিকারশূন্য, আপনার অচিন্ত্য শক্তি, আপনি বিশ্বরূপী; আপনি প্রসন্ন হউন। ৩। আপনি উন্নতদিগের অপেক্ষা উন্নত; আপনি মঙ্গলশোভিত, আপনি প্রসন্ন হউন, আপনি গুণে গম্ভীর অপেক্ষাও গম্ভীর, হে মহাদ্যুতে! প্রসন্ন হউন। ৪। আপনি মায়া দ্বারা সংসাররূপে বিস্তীর্ণ অথচ আপনি প্রপঞ্চের অগোচর বস্তু, আপনি নিরীহ কোমলজাতির প্রতি প্রসন্ন হউন। যাহারা অন্ত্যজগণেরও অন্ত্যজ সেই অতিনিকৃষ্ট জাতির প্রতিও প্রসন্ন হউন। ৫। হে সর্ব্বেশ্বর, আপনি গুরু হইতেও গুরুতর, আপনি নিখিল দেহীর উপর প্রসন্ন হউন। হে মাধব! আপনি মায়াময়, আপনার জয় হউক। হে শঙ্খধর! আপনি নিত্যবস্তু; আপনার জয় হউক। ৬। হে শ্রীমন্ শঙ্খধর! আপনার জয়, হে নন্দকনন্দন, আপনার জয়। হে চক্রপাণে, হে গদাহস্ত, আপনার জয়, হে দেব জনার্দ্দন, আপনার জয়। ৭। আপনার মস্তকে উত্তম রত্নখচিত কিরীট. আপনার জয়, গরুড়ের পক্ষচ্ছায়া দ্বারা আপনার অঙ্গে সূর্য্যকিরণপাত নিবারিত, হে লোহিতবরণ, আপনার জয়। ৮। হে নরকশত্রো, আপনাকে প্রণাম, হে মধুসূদন! আপনাকে প্রণাম। হে ললিতাপাঙ্গ, আপনাকে প্রণাম, হে নরকান্তক, আপনাকে নমস্কার। ৯। হে পাপহর ঈশ্বর, আপনাকে প্রণাম। হে সর্ব্বভয়হারিন্, আপনাকে প্রণাম। হে বিশ্বম্ভর, আপনাকে প্রণাম, হে

---

(১) ললিতঃ (গ) পাঠঃ। (২) অন্ত্যান্ত্যদায়িনামিতি আদর্শপাঠঃ।

নমস্তে ভয়হারক। নমো বিভিন্নবেশায় (১) নমঃ শ্রুতিপথাতিগ ॥ ১১ ॥ নমস্ত্রিমূর্ত্তিভেদেন স্বর্গস্থিত্যন্তহেতবে। বিষ্ণবে ত্রিদশারাতিজিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥ ১২ ॥ চক্রভিন্নারিচক্রায় চক্রিণে চক্রবন্ধবে। বিশ্বায় বিশ্ববন্দ্যায় বিশ্বভূতানুবর্ত্তিনে (২) ॥ ১৩ ॥ নমোঽস্তু যোগিধ্যেয়ায় নমোঽধ্যাত্মরূপিণে। ভক্তিপ্রদায় ভক্তানাং নমস্তে মুক্তিদায়িনে (৩) ॥ ১৪ ॥ স্তবনং হবনং চেষ্টা ধ্যানং পূজা নমস্ক্রিয়া। দেবেশ কর্ম্ম সর্ব্বং মে ভবেদারাধনং তব ॥ ১৫ ॥ ইতি হবনজপার্চ্চাভেদতো বিষ্ণুপূজানিয়তহৃদয়কর্ম্মা যস্তু মন্ত্রী চিরায়। স খলু সকলকামান্ প্রাপ্য কৃষ্ণান্তরাত্মা (৪) জননমৃতিবিমুক্তোমুত্তমাং মুক্তিমেতি ॥ ১৬ ॥ গোগোপগোপিকাবীতং গোপালং গোষু গোপ্রদম্। গোপৈরীড্যং গোসহস্রৈর্নৌমি গোকুলনায়কম্ ॥ ১৭ ॥ প্রীণয়েদনয়া স্তুত্যা জগন্নাথং জগন্ময়ম্। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামাপ্তয়ে পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৮ ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

কৌস্তভধর আপনাকে প্রণাম। ১০। হে নেত্রপথাতীত, আপনাকে প্রণাম। হে ভয়হারিন্, আপনাকে প্রণাম। আপনি বিভিন্নবেশে বিরাজমান, আপনাকে প্রণাম। আপনি কর্ণপথেরও অতীত, আপনাকে প্রণাম। ১১। আপনি পরমাত্মা হইয়াও তিন মূর্ত্তিতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়সাধন করিতেছেন, আপনি বিষ্ণুরূপে দেবশত্রু জয় করিয়া থাকেন, আপনাকে প্রণাম। ১২। আপনি চক্র (সুদর্শন) দ্বারা অরিচক্র নিপাত করেন, আপনি চক্রী, আপনি চক্রের বন্ধু, আপনি বিশ্বরূপী ও বিশ্বের বন্দনীয়। বিশ্বের সকল প্রাণী আপনার অনুবর্ত্তী। ১৩। আপনি যোগিগণের ধ্যেয় বস্তু, আপনাকে প্রণাম; আপনি অধ্যাত্মরূপী, আপনাকে প্রণাম। আপনি ভক্তগণকে ভক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন, আপনাকে প্রণাম। ১৪। হে দেবেশ! স্তব, হোম, চেষ্টা, ধ্যান, পূজা ও নমস্কার—আমার সকল কর্ম্মই যেন আপনার আরাধনায় পর্য্যবসিত হয়। ১৫। যে সাধক হোম, জপ পূজা প্রভৃতি সকল কার্য্যেই বিষ্ণুপূজাই আমার হৃদয়ের কাজ' এইরূপ ভাবনা করেন, তিনি নিখিল কাম্যলাভ করত কৃষ্ণময় হইয়া যান, তাঁহার জন্মমৃত্যু তিরোহিত হয়, তিনি উত্তমা মুক্তি লাভ করেন। যিনি গোপ, গোপী ও গোগণে বেষ্টিত হইয়া গোপালন করেন, যিনি গো অর্থাৎ পৃথিবীতে গো (রশ্মি) প্রদান করেন; গোপগণ যাঁহাকে গোসহস্র অর্থাৎ সহস্র সহস্র বাক্য দ্বারা স্তব করে, সেই গোকুলনায়ককে স্তব করি। ১৭। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করিবার জন্য জগন্ময় পুরুষোত্তম জগন্নাথকে এই স্তব দ্বারা প্রীত করিবে। ১৮। শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র সমাপ্ত।

---

(১) বিভিন্নদেহায় ইতি (ক) (খ) (আ০ বি০) পাঠঃ। শ্রুতি ইত্যত্র স্মৃতি ইতি (গ) পাঠঃ।

(২) বিশ্বভূতাত্মবর্ত্তিনে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) ভক্তিদায়িনে ইতি আদর্শপাঠঃ। (৪) হৃষ্টান্তরাত্মা ইতি (খ) পাঠঃ।

অথ গোপালস্তোত্রম্।—(নারদ উবাচ। (১)) নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্। বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্॥ ১॥ স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধনীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্। কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধবনমালাবিভূষিতম্॥ ২॥ গণ্ডমণ্ডলসংসর্গিচলৎকাঞ্চনকুণ্ডলম্। স্থূলমুক্তাফলোদারহারদ্যোতিতবক্ষসম্॥ ৩॥ হেমাঙ্গদ-তুলাকোটি-কিরীটোজ্জ্বলবিগ্রহম্। মন্দমারুতসংক্ষোভবল্গিতাম্বরসঞ্চয়ম্॥ ৪॥ রুচিরৌষ্ঠপুটন্যস্ত-বংশীমধুরনিঃস্বনৈঃ। লসদ্গোপালিকাচেতো মোহয়ন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৫॥ বল্লবীবদনাম্ভোজ-মধুপান-মধুব্রতম্। ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সস্মেরাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ॥ ৬॥ যৌবনোদ্ভিন্নদেহাভিঃ সংসক্তাভিঃ পরস্পরম্। বিচিত্রাম্বরভূষাভির্গোপনারীভিরাবৃতম্॥ ৭॥ প্রভিন্নাঞ্জনকালিন্দীজলকেলিকলোৎসুকম্। যোধয়ন্তং ক্বচিদ্গোপান্ ব্যাহরন্তং গবাং গণম্॥ ৮॥ কালিন্দীজলসংসর্গি-শীতলানিলসেবিতে (২)। কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে ক্বচিৎ॥ ৯॥ রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহম্। কল্পপাদপমধ্যস্থ-হেমমণ্ডপিকাগতম্॥ ১০॥ বসন্তকুসুমামোদ-সুরভীকৃতদিঙ্মুখে। গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকম্॥ ১১॥ সব্যহস্ততলন্যস্ত-গিরিবর্য্যাতপত্রকম্। খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্ত-

---

অনন্তর গোপালস্তোত্র বলা হইতেছে।—নারদ বলিলেন,—নীল ইন্দীবরের ন্যায় যাঁহার নয়ন, গোপীগণ যাঁহাকে দেখিলে আনন্দে উৎফুল্লা হয়, সেই নবঘনশ্যাম গোপালবেশী কৃষ্ণকে বন্দনা করি। ১। যাঁহার কুঞ্চিত নীল কেশ ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা ঊর্দ্ধোত্তোলিত ভাবে বদ্ধ, ময়ূরপুচ্ছের অগ্রভাগ স্ফুরিত হইতেছে, কণ্ঠে কদম্বকুসুমরচিত বনমালা শোভা পাইতেছে। ২। সুবর্ণকুণ্ডল কর্ণে দুলিতেছে, ঐ কুণ্ডল গণ্ডমণ্ডলে স্পৃষ্ট হইতেছে। বক্ষঃস্থলে বৃহৎ বৃহৎ মুক্তাদ্বারা রচিত উত্তম হার শোভা পাইতেছে। ৩। হস্তে স্বর্ণবলয়, চরণে নূপুর ও মস্তকে কিরীট ধারণ করিয়া যিনি উজ্জ্বল বেশে বিরাজমান, মন্দ পবনের হিল্লোলে যাঁহার বসন সঞ্চালিত হইতেছে। ৪। যিনি সুন্দর অধরে মধুর বংশীধ্বনি করিয়া গোপিকাগণের উৎফুল্ল চিত্ত বারবার মাতাইয়া তুলিতেছেন। ৫। গোপীগণের মুখপদ্মের মধুপানে যিনি ভ্রমর, সস্মিত কটাক্ষ দর্শনে যিনি গোপীগণের মনঃক্ষোভ উৎপাদন করিতেছেন। ৬। উদ্ভিন্নযৌবনা গোপীসকল বিচিত্র বসনভূষণ পরিধান করিয়া পরস্পর গাত্রসংলগ্ন করিয়া যাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ৭। যিনি কখনও কজ্জলবৎ নীল যমুনার জলে জলকেলি করিতেছেন, কখনও গোপগণকে যুদ্ধ করাইতেছেন, কখনও গাভীদিগের সহিত কথা কহিতেছেন। ৮। কখনও বৃন্দাবনে কদম্বতরুর ছায়ায় বসিয়া যমুনার জলকণবাহী শীতল বায়ু সেবন করিতেছেন। ৯। কল্পতরুর মধ্যবর্ত্তী সুবর্ণময় মণ্ডপে রত্নাচলসংলগ্ন রত্নাসনে যিনি উপবেশন করিয়া থাকেন। ১০। বসন্ত কুসুমের সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত, এইরূপ রমণীয় গোবর্দ্ধন

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) কম্পিতে ইতি (ক), (খ) (আ॰ বি॰) পাঠঃ।

মুক্তসার-ঘনাঘনম্ ॥ ১২ ॥ বেণুবাদ্যমহোল্লাস-কৃতহুঙ্কারনিঃস্বনৈঃ । সবৎসৈরুন্মুখৈঃ শশ্বদ্গোকুলৈরভিবীক্ষিতম্ ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণমেবানুগায়দ্ভিস্তচ্চেষ্টাবশবর্ত্তিভিঃ । দণ্ডপাশোদ্যতকরৈর্গোপালৈরুপশোভিতম্ ॥ ১৪ ॥ নারদাদ্যৈর্মুনিশ্রেষ্ঠৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ । প্রীতিসুস্নিগ্ধয়া বাচা স্তূয়মানং পরাৎপরম্ ॥ ১৫ ॥ য এবং চিন্তয়েদ্দেবং ভক্ত্যা সংস্তৌতি মানবঃ । ত্রিসন্ধ্যং তস্য তুষ্টোঽসৌ দদাতি বরমীপ্সিতম্ ॥ ১৬ ॥ রাজবল্লভতামেতি ভবেৎ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ । অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি স বাগ্মী জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১৭ ॥ ইতি শ্রী গৌতমীয়ে তন্ত্রে শ্রীগোপালস্তোত্রম্ সমাপ্তম্ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণকবচম্ ।—পুলস্ত্য উবাচ । ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কবচং যৎ প্রকাশিতম্ । ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ১ ॥ সনৎকুমার উবাচ । শৃণু বিপেন্দ্র বক্ষ্যামি কবচং পরমাদ্ভুতম্ । নারায়ণেন কথিতং কৃপয়া ব্রহ্মণে পুরা । ব্রহ্মণা কথিতং মহ্যং পরং স্নেহাদ্বদামি তে ॥ ২ ॥ অতিগুহ্যতরং তত্ত্বং ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্ । যদ্ধৃত্বা পাঠনাদ্ব্রহ্মা সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥ যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ পাতি মহালক্ষ্মীর্জ্জগত্রয়ম্ ।

পর্ব্বতে রাসরসের জন্য যিনি উৎসুক হইয়া থাকেন। ১১। যিনি বাম হস্ততলে অবলীলাক্রমে ছত্রের ন্যায় গোবর্দ্ধনগিরি ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রকৃত প্রবল ঝড়বৃষ্টি নিবারণ করিয়াছিলেন। ১২। সবৎসা গাভীগণ যাঁহার মধুর বেণুরবে মহোল্লাসে হুঙ্কারধ্বনি করত ঊর্দ্ধমুখে যাঁহার দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। ১৩। গোপালগণ কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে গীত ও তাঁহার কার্য্য কলাপের অনুকরণ করিতে করিতে দণ্ডপাশ হস্তে তাঁহাকে শোভিত করিয়া রহিয়াছে। ১৪। বেদবেদাঙ্গপারদর্শী নারদ প্রভৃতি প্রবীণতম মুনিগণ ভক্তিমধুর বাক্যদ্বারা সেই পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন। ১৫। যে মানব উক্তপ্রকারে ভগবানকে চিন্তা করত ত্রিসন্ধ্যায় ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করে, ঐ গোপাল তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া থাকেন। ১৬। এইরূপে ভগবানের স্তবকারী ব্যক্তি রাজপ্রিয় এমন কি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া স্থিরলক্ষ্মী লাভ করে। সে নিশ্চয়ই বক্তা হইয়া থাকে। ১৭। গৌতমীয়তন্ত্রে এই গোপালস্তোত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকবচ বলা হইতেছে।—পুলস্ত্য বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি সকল ধর্ম্ম অবগত আছেন, আপনি ত্রৈলোক্য-মঙ্গলনামক যে কবচ প্রকাশ করিয়াছেন, প্রভো! দয়া করিয়া তাহা আমার নিকট বলুন। ১। সনৎকুমার বলিলেন, হে বিপেন্দ্র! অত্যাশ্চর্য্য কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। বহুদিন পূর্ব্বে নারায়ণ দয়া করিয়া ব্রহ্মাকে এই কবচ বলেন; ব্রহ্মা ঐ কবচ আমাকে বলেন, আমি স্নেহবশতঃ আজ তোমাকে বলিতেছি। ২। ব্রহ্মমন্ত্রসমষ্টি এই কবচের শরীর,—এই কবচখানি অতিগুপ্ততর এক তত্ত্ব, ব্রহ্মা এই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়াই সৃষ্টিকরণে শক্তিলাভ করিয়াছেন।

পঠনাদ্ধারণাচ্ছম্ভুঃ সংহর্ত্তা সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ॥ ৪ ॥ ত্রৈলোক্যজননী দুর্গা মহিষাদিমহাসুরান্। বরদৃপ্তান্ জঘানৈব পঠনাদ্ধারণাদ্‌যতঃ। এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫ ॥ ইদং কবচমত্যন্তং গুপ্তং কুত্রাপি নো বদেৎ। শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ শঠায় পরশিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬ ॥ ত্রৈলোক্যমঙ্গলস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ। ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥ প্রণবো মে শিরঃ পাতু নমো নারায়ণায় চ। ভালং পায়ান্নেত্রযুগ্মমষ্টার্ণো ভুক্তিমুক্তিদঃ ॥ ৮ ॥ ক্লীং পায়াৎ শ্রোত্রযুগ্মঞ্চৈকাক্ষরঃ সর্ব্বমোহনঃ। ক্লীং কৃষ্ণায় সদা ঘ্রাণং গোবিন্দায়েতি জিহ্বিকাম্ ॥ ৯ ॥ গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহাননং মম। অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ কণ্ঠং পাতু দশাক্ষরঃ ॥ ১০ ॥ গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহা ভুজদ্বয়ম্। ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ স্কন্ধৌ দশাক্ষরঃ ॥ ১১ ॥ ক্লীং কৃষ্ণঃ ক্লীং করৌ পায়াৎ ক্লীং কৃষ্ণায়াঙ্গজোঽবতু। হৃদয়ং ভুবনেশানী ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং স্তনৌ মম ॥ ১২ ॥ গোপালায়াগ্নিজায়ান্তং কুক্ষিযুগ্মং সদাবতু। ক্লীং কৃষ্ণায় সদা পাতু পার্শ্বযুগ্মং মনূত্তমঃ ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণগোবিন্দকৌ পাতু স্মরাদ্যৌ ঙেযুতৌ

৩। মহালক্ষ্মী এই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া ত্রিজগৎ রক্ষা করেন। নিখিলতত্ত্বজ্ঞ শম্ভু এই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া সংহারশক্তি লাভ করিয়াছে। ৪। ত্রিলোকজননী দুর্গা দেবী এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া বর-গর্ব্বিত মহিষাদি মহাসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণও এইরূপে এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া সকল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। ৫। এই কবচ অত্যন্ত গুপ্ত, ইহা কাহাকেও বলিবে না। কেবল ভক্তিমান সাধক শিষ্যের নিকট ইহা প্রকাশ করিবে। শঠ এবং পরশিষ্যকে এই কবচ দিলে মৃত্যু হয়। ৬। প্রজাপতি এই ত্রৈলোক্যমঙ্গল-নামক কবচের ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দ, স্বয়ং নারায়ণ ইহার দেবতা এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ সাধনে ইহার নিয়োগ। ৭। 'ওঁ' আমার মস্তক রক্ষা করুক, 'নমো নারায়ণায়' আমার ললাট এবং ভোগ-মোক্ষদাতা 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই অষ্টাক্ষরমন্ত্র আমার নেত্রযুগল রক্ষা করুক। ৮। সকলের মোহনকারী 'ক্লীং' এই একাক্ষর মন্ত্র দুই কর্ণ, 'ক্লীং কৃষ্ণায়' মন্ত্র নাসিকা, "গোবিন্দায়" মন্ত্র জিহ্বা, "গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"—এই মন্ত্র আমার মুখ এবং "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুক। ৯। ১০। "গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এই মন্ত্র দুই বাহু, "ক্লীং গ্লৌং ক্লী শ্যামলাঙ্গায় নমঃ" এই দশাক্ষর মন্ত্র আমার দুই স্কন্ধ রক্ষা করুক। "ক্লীং কৃষ্ণঃ ক্লীং" এই মন্ত্র আমার দুই কর, "ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং" এই মন্ত্র আমার হৃদয় "হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং" এই মন্ত্র আমার স্তনদ্বয় রক্ষা করুক। "গোপালায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার দুই কুক্ষি রক্ষা করুক, 'ক্লীং কৃষ্ণায়' এই উত্তম মন্ত্র

মনুঃ। অষ্টাক্ষরঃ পাতু নাভিং কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরোঽবতু ॥ ১৪ ॥ পৃষ্ঠং ক্লীং কৃষ্ণ কঙ্কালং ক্লীং কৃষ্ণায় দ্বিঠান্তকঃ। সকৃথিনী সততং পাতু শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণঠদ্বয়ম্ ॥ ১৫ ॥ উরূ সপ্তাক্ষরঃ পায়াত্রয়োদশাক্ষরোঽবতু। শ্রীং হ্রীং (১) ক্লীং পদতো গোপীজনবল্লপদং ততঃ ॥ ১৬ ॥ ভায় স্বাহেতি পায়ুং বৈ ক্লীং হ্রীং শ্রীং স দশার্ণকঃ (২)। জানুনী চ সদা পাতু হ্রীং শ্রীং ক্লীং চ দশাক্ষরঃ ॥ ১৭ ॥ ত্রয়োদশাক্ষরঃ পাতু জঙ্ঘে চক্রাদ্যুদায়ুধ (৩)। অষ্টাদশাক্ষরো হ্রীং শ্রীং পূর্ব্বকো বিংশদর্ণকঃ (৪) ॥ ৩৮ ॥ সর্ব্বাঙ্গং মে সদা পাতু দ্বারকানায়কো বলী ॥ ১৯ ॥ নমো ভগবতে পশ্চাৎ বাসুদেবায় তৎপরম্। তারাদ্যো দ্বাদশার্ণোঽয়ং প্রাচ্যাং মাং সর্ব্বদাঽবতু ॥ ২০ ॥ শ্রীং হ্রীং ক্লীং চ দশার্ণস্তু ক্লীং হ্রীং শ্রীং ষোড়শার্ণকঃ। গদাদ্যুদায়ুধো (৫) বিষ্ণুর্মামগ্নের্দ্দিশি রক্ষতু ॥ ২১ ॥ হ্রীং শ্রীং দশাক্ষরো মন্ত্রো দক্ষিণে মাং সদাঽবতু। তারো নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় চ। স্বাহেতি ষোড়শার্ণোঽয়ং নৈঋত্যাং দিশি রক্ষতু ॥ ২২ ॥ ক্লীং হৃষীকেপদং শায় নমো মাং বারুণেঽবতু। অষ্টাদশার্ণঃ কামান্তো বায়ব্যে মাং সদাবতু ॥ ২৩ ॥ শ্রীং মায়া

আমার দুই পার্শ্ব রক্ষা করুক, "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়" এই অষ্টাক্ষরমন্ত্র আমার নাভিদেশ এবং "কৃষ্ণ" এই দ্ব্যক্ষরমন্ত্র আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুক। "ক্লীং কৃষ্ণ" এই মন্ত্র আমার কঙ্কাল, "ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার সকৃথিদেশ রক্ষা করুক, "শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণ স্বাহা" এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র আমার উরুদেশ, "শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এই ত্রয়োদশাক্ষরমন্ত্র আমার মলদ্বার, এবং "ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার দুই জানু রক্ষা করুক, "হ্রীং শ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এই ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্ররূপী চক্রাদ্যস্ত্রধর কৃষ্ণ আমার দুই জঙ্ঘা রক্ষা করুন। "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এই অষ্টাদশবর্ণ মন্ত্রের পূর্ব্বে "হ্রীং শ্রীং" যোগ করিলে বিংশতিবর্ণে মন্ত্র হইবে—এই মন্ত্ররূপী বলবান্ দ্বারকানায়ক আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ১২—১৯। "ওঁ নমোভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র আমাকে পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুক। ২০। "শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ক্লীং হ্রীং শ্রীং" এই ষোড়শবর্ণ মন্ত্ররূপী গদাদি অস্ত্রধারী বিষ্ণু আমাকে অগ্নিকোণে রক্ষা করুন। ২১। "গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এই দশাক্ষর মন্ত্রের পূর্ব্বে "হ্রীং শ্রীং" যোগ করিলে যে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র হয়, ঐ মন্ত্র আমাকে দক্ষিণদিকে রক্ষা করুক, "ওঁ নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় স্বাহা" এই ষোড়শবর্ণ মন্ত্র আমাকে নৈর্ঋতকোণে রক্ষা করুক। ২২। "ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ" এই মন্ত্র আমাকে পশ্চিম দিকে রক্ষা করুক। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অন্তে 'ক্লীং' যোগ করিলে যে মন্ত্র হয়, ঐ

---

(১) হ্রীং শ্রীং ইতি (খ) পাঠঃ। (২) দশাক্ষর ইতি (খ) পাঠঃ। (৩) শঙ্খচক্রাদ্যুদা ইতি (গ) পাঠঃ। (৪) বিংশদক্ষরঃ (খ) পাঠঃ। (৫) গদাম্বুজায়ুধঃ ইতি (ক) পাঠঃ।

কামকৃষ্ণায় গোবিন্দায় দ্বিঠো মনুঃ। দ্বাদশার্ণাত্মকো বিষ্ণুরুত্তরে মাং সদাবতু ॥ ২৪ ॥ বাগ্ভবং কামকৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় ততঃ পরম্। শ্রীং গোপীজনবল্লান্তে ভায় স্বাহা চ সৌস্ততঃ। দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো মামৈশান্যে সদাবতু ॥ ২৫ ॥ কালিয়স্য ফণামধ্যে দিব্যং নৃত্যং করোতি যঃ। নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতম্ ॥ ২৬ ॥ দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রোঽপ্যধো মাং সর্ব্বতোঽবতু ॥ ২৭ ॥ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি ॥ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদেষা মাং পাতু চোর্দ্ধতঃ ॥ ২৮ ॥ ইতি তে কথিতং বিপ্র ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্। ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকম্ ॥ ২৯ ॥ ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং (১) নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্। তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্য চৎ ॥ ৩০ ॥ গুরুং প্রণম্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেত্ততঃ। সকৃদ্দ্বিস্ত্রির্যথাজ্ঞানং সোঽপি সর্ব্বতপোময়ঃ ॥ ৩১ ॥ মন্ত্রেষু সকলেষ্বেব দেশিকো নাত্র সংশয়ঃ। শতমষ্টোত্তরঞ্চাস্য পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩২ ॥ হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা তৎসাধয়েদ্ ধ্রুবম্ (২)। যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বিষ্ণুরেব ভবেৎ স্বয়ম্ ॥ ৩৩ ॥ মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য পুরশ্চর্য্যাং বিনা ততঃ। স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় সততং লক্ষ্মীর্ব্বাণী বসেত্ততঃ ॥ ৩৪ ॥ পুষ্পাঞ্জলাষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ

মন্ত্র আমাকে বায়ুকোণে সর্ব্বদা রক্ষা করুক্। ২৩। "শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা" এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্ররূপী বিষ্ণু আমাকে উত্তরদিকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ২৪। "ঐং ক্লীং কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা সৌঃ" এই দ্বাবিংশাক্ষর মন্ত্র আমাকে ঈশানকোণে সর্ব্বদা রক্ষা করুক্। ২৫। যিনি কালিয়নাগের ফণামধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক দিব্য নৃত্য করিয়া থাকেন, সেই দেবকীপুত্র নৃত্যরাজ বিষ্ণুকে প্রণাম করি। ২৬। দ্বাবিংশাক্ষর মন্ত্র আমাকে অধোদেশে সকল প্রকারে রক্ষা করুক্। ২৭। "কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি। তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ" এই কৃষ্ণ-গায়ত্রী আমাকে ঊর্দ্ধদেশে রক্ষা করুক। ২৮! হে বিপ্র! তোমার নিকট ব্রহ্মমন্ত্র-সমূহ যাহার মূর্ত্তি সেই ত্রৈলোক্যমঙ্গলনামক কবচ বলিলাম। ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে এই কবচ নারায়ণকে বলেন,আমি নারায়ণের মুখে শ্রবণ করি। আজ তোমার নিকট স্নেহ বশতঃ তাহা প্রকাশ করিলাম। ইহা আর কাহাকেও বলিও না। ২৯। ৩০। যথানিয়মে গুরুকে প্রণাম করিয়া যথাজ্ঞান একবার দুইবার তিনবার এই কবচ পাঠ করিবে। এই নিয়মে কবচ পাঠ করিলে সকল প্রকার তপস্যার ফলভাগী ও সকল মন্ত্রে অধিকারী হইতে পারে সন্দেহ নাই। একশত আটবার পাঠ করা এই কবচের পুরশ্চরণবিধি। ৩১। ৩২। কবচ পাঠের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেকাদি করিলে এই কবচ সিদ্ধ করা হয়। যদি সিদ্ধকবচ হইতে পারে তাহা হইলে সে সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ হইয়া থাকে। ৩। পুরশ্চরণ না করিয়া কেবল পাঠ ও ধারণেও মন্ত্র সিদ্ধ হয় এবং তাহার

---

(১) ব্রাহ্মণপ্রমুখাদীশ (খ) পাঠঃ।

(২) তদ্ধারয়েদ্ধ্রুবমিত্যাদর্শপাঠঃ।

সকৃৎ। দশবর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৫ ॥ ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্‌যদি। কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ। মহাদানানি যজ্ঞেব প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা ॥ ৩৭ ॥ কলাং নার্হন্তি তান্যেব সকৃদুচ্চারণাত্ততঃ (১)। কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ (২)। ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ীভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেদ্‌যঃ পুরুষোত্তমম্। শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি মন্ত্রস্তস্য ন সিধ্যতি (৩) ॥৩৮ ॥ ইতি সনৎকুমারতন্ত্রে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম শ্রীকৃষ্ণকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ নৃসিংহকবচম্।—নারদ উবাচ। ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ ঈডোশ্বর জগৎপতে। মহাবিষ্ণোর্নৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো। যস্য প্রপঠনাদ্বিদ্বান্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ তপোধন। কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্ ॥ ২ ॥ যস্য প্রপঠনাদ্বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ। স্রষ্টাহং জগতাং বৎস পঠনাদ্ধারণাদ্‌যতঃ ॥ ৩ ॥ লক্ষ্মীর্জ্জগত্রয়ং পাতি সংহর্ত্তা চ মহেশ্বরঃ।

গৃহে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া এক সঙ্গে বাস করেন। ৩৪। মূলমন্ত্রে আটবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া একবার এই কবচ পাঠ করিলে দশহাজার বৎসর পূজাকরার ফললাভ করা যায়। ৩৫। ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া সোণার মাদুলীতে কণ্ঠে বা দক্ষিণবাহুতে যদি ধারণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ বিষ্ণু হয় সন্দেহ নাই। ৩৬। এই কবচ একবার উচ্চারণ করিলে যে ফল হয়, সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ শত বাজপেয় যজ্ঞ মহাদান ও পৃথিবীপ্রদক্ষিণ করিলেও তাহার ষোড়শভাগের একভাগ ফললাভ হয় না। এই কবচের প্রসাদে মানব জীবন্মুক্ত হইতে পারে এবং ত্রৈলোক্য ক্ষুভিত করিতে পারে এবং ত্রিলোক জয় করিতে পারে। ৩৭। ৩৮। এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে ভজনা করে, শতলক্ষবার জপ করিলেও তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। ৩৯। সনৎকুমারতন্ত্রে ত্রৈলোক্যমঙ্গল নামক শ্রীকৃষ্ণকবচ সমাপ্ত।

অতঃপর নৃসিংহকবচ কথিত হইতেছে।—নারদ বলিলেন, হে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের ঈশ্বর হে পূজনীয় ঈশ্বর, হে জগৎপতে, হে প্রভো! আপনি মহাবিষ্ণু নৃসিংহদেবের কবচ আমার নিকট বলুন। শুনিয়াছি এই কবচ পাঠ করিলে বিদ্বান্ ও ত্রিলোক-বিজয়ী হইতে পারা যায়। ১। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পুত্রশ্রেষ্ঠ তপোধন নারদ! ত্রৈলোক্যবিজয়-নামক নৃসিংহকবচ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২। বৎস! এই কবচের পাঠকর্ত্তা বক্তা এবং ত্রিলোক-বিজয়ী হইতে পারে। এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া আমি ত্রিজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছি। ৩। এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া

---

(১) যতঃ ইতি (খ) পাঠঃ। (২) জীবন্মুক্তস্তু সাধকঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(৩) ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ (গ) পাঠঃ।

পঠনাদ্ধারণাদ্দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদি-বিনিবারকম্। যস্থ প্রসাদাদ্দুর্ব্বাসাস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী মুনিঃ ॥ ৫ ॥ পঠনাদ্ধারণাদ্যস্থ শাস্তা, চ ক্রোধভৈরবঃ। ত্রৈলোক্যবিজয়স্থাস্থ কবচস্থ প্রজাপতিঃ। ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ ॥ ৬ ॥ ক্ষ্রৌং বীজং মে শিরঃ পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ। উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥ ৭ ॥ দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ। কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম ॥ ৮ ॥. নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু মস্তকম্। দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাম্ ॥ ৯ ॥ সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূতবিনাশনায় চ সর্ব্বজ্বরবিনাশায় দহ দহ পচদ্বয়ম্। রক্ষ রক্ষ বর্ম চাস্মং (১) স্বাহা পাতু মুখং মম ॥ ১০ ॥ তারাদি রামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্গুদং মম। ক্লীঁ পায়াৎ পার্শ্বযুগ্মঞ্চ তারো (২) নমঃপদস্ততঃ ॥ ১১ ॥ নারায়ণায় পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীঁ ক্ষ্রৌঁ ক্রোঁ চ হুঁ ফট্ (৩)। ষড়ক্ষরঃ কটীং পাতু নমো ভগবতে পদম্ ॥ ১২ ॥ বাসুদেবায় পৃষ্ঠং ক্লীঁ কৃষ্ণায় ক্লীং উরুদ্বয়ম্। ক্লীং কৃষ্ণায় সদা

লক্ষ্মী দেবী ত্রিজগৎ রক্ষা করিতেছেন, মহেশ্বর জগৎসংহার করিতেছেন এবং দেবগণ দিগীশ্বর হইয়াছেন। ৪। এই কবচে ভূতাদি নিবারণ হয়, এই কবচের প্রসাদে দুর্ব্বাসা মুনি ত্রৈলোক্যবিজয়ী হইয়াছেন ; এই কবচ ব্রহ্মমন্ত্রময়—এই কবচ তোমার নিকট বলিব। ৫। ক্রোধভৈরব এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। প্রজাপতি এই ত্রৈলোক্যবিজয়-কবচের ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দ, প্রভু নৃসিংহ ইহার দেবতা। ৬। "ক্ষ্রৌং" এই বীজ একাক্ষর মহামন্ত্র—এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুক। "উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥" (যিনি উগ্রবীর মহাবিষ্ণু জ্বলন্ত সর্ব্বতোমুখ নৃসিংহ ভীষণ ভদ্র মৃত্যুমৃত্যুরূপী, তাঁহাকে প্রণাম করি)। ৭। এই দ্বাত্রিংশদ্বর্ণ মন্ত্রকে মন্ত্ররাজ কল্পবৃক্ষ বলা হয়—এই মন্ত্ররাজ আমার কণ্ঠ রক্ষা করুক। "ওঁ ক্ষ্রৌং নমো ভগবতে" এই মন্ত্রাংশ আমার দুই চক্ষু রক্ষা করুক। ৮। "নরসিংহায় জ্বালামালিনে" এই মন্ত্রাংশ আমার মস্তক রক্ষা করুক। "দীপ্তদংষ্ট্রায় অগ্নিনেত্রায়" এই মন্ত্রাংশ আমার নাসিকা রক্ষা করুক। "সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূতবিনাশনায় সর্ব্বজ্বরবিনাশায় দহ দহ পচ পচ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রাংশ আমার মুখ রক্ষা করুক। ৯—১০। "ওঁ রামচন্দ্রায় নমঃ" এই মন্ত্র আমার গুহ্যদেশ রক্ষা করুক। "ক্লীং" এই মন্ত্র আমার দুই পার্শ্ব রক্ষা করুক। "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র আমার পার্শ্ব রক্ষা করুক। "আং হ্রীং ক্ষ্রৌং ক্রোং হুং ফট্" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র আমার কটি রক্ষা করুক। "নমো

---

(১) মন্ত্রমিতি (খ) পাঠঃ। (২) তারমিতি (ক) পাঠঃ।

(৩) নারায়ণায় পাযুক্ত আং হ্রীং ক্ষ্রৌং ক্রোঁক হুঁক ফট্। ইতি (আ॰ বি॰) পাঠঃ।

পাতু জানুনী চ মনূত্তমঃ ॥ ১৩ ॥ ক্লীঁ গ্লৌঁ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ম্ ॥ ক্ষ্রৌঁ নর (১) সিংহায় ক্ষ্রৌঁ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু ॥ ১৪ ॥ ইতি তে কবচং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্ (২)। তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ১৫ ॥ গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্লীয়াৎ কবচং ততঃ। সর্ব্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধিযুতো (৩) ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ শতমষ্টোত্তরঞ্চাস্য পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ। হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা সাধকসত্তমঃ (৪) ॥ ১৭ ॥ ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমম্ ॥ স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় ভবনে লক্ষ্মীর্ব্বাণী বসেত্ততঃ ॥ ১৮ ॥ পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ। অপি বর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥ ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্যদি। কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্ ॥ ২০ ॥ যোষিদ্বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে ভুজে। বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো (৫) ভবেৎ ॥ ২১ ॥ কাকবন্ধ্যা চ যা নারী

ভাগবতে” এই মন্ত্রাংশ আমার পদ রক্ষা করুক। “বাসুদেবায়” এই মন্ত্রাংশ আমার পৃষ্ঠ, “ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং” এই মন্ত্র আমার দুই উরু, এবং “ক্লীং কৃষ্ণায়” এই উত্তম মন্ত্র আমার দুই জানু রক্ষা করুক। ১১—১৩। “ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ” “এই মন্ত্র আমার দুই পদ রক্ষা করুক। “ক্ষ্রৌং নরসিংহায় ক্ষ্রৌং” এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুক। ১৪। হে বৎস! তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ মন্ত্ররাশি যাহার মূর্ত্তি, সেই কবচ তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। ইহা কাহারও নিকট বলিবে না। ১৫। প্রথমে গুরুপূজা করিয়া এই কবচ গ্রহণ করিবে। তাহা হইলে সকল প্রকার পুণ্য ও সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ করিবে। ১৬। একশত আটবার পাঠ করিয়া এই কবচের পুরশ্চরণ করিতে হয়; পাঠের পর দশাংশক্রমে হোম, তর্পণাদি করিয়া উত্তম সাধক হইয়া কবচসিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ঐরূপে কবচসিদ্ধি লাভ করিলে সাধক পুণ্যাত্মা ও কামদেবের ন্যায় রূপবান্ হইতে পারে। তাহার গৃহে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া বাস করেন। ১৭। ১৮। মূলমন্ত্রে আটবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া অন্ততঃ একবার এই কবচ পাঠ করিবে। তাহা হইলেই সহস্রবর্ষকৃত পূজার ফল পাইবে। ১৯। ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া গুলিকা করত সোণার মাদুলি প্রভৃতিতে কণ্ঠে বা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিলে স্বয়ং নরসিংহরূপী হইবে। ২০। স্ত্রীলোকে এই পবিত্র কবচ বামবাহুতে এবং পুরুষ দক্ষিণবাহুতে ধারণ করিবে। তাহা হইলে সকলপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইবে। ২১। কাকবন্ধ্যা

---

(১) নৃসিংহায় ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ ; (২) মহামন্ত্রৌঘবিগ্রহমিতি (খ) পাঠঃ।

(৩) সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর ইতি (খ) পাঠঃ।

(৪) তৎসাধকোত্তমঃ ইতি (খ) পাঠঃ। তৎসাধয়েদ্ধ্রুবমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৫) সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর ইতি (খ) পাঠঃ।

কন্দর্পভূমীস্তদনু রসপুটেষ্বালিখেদ্বীজষট্‌কম্। তৎসন্ধিষঙ্গমন্ত্রান্ বসুদলকমলে মূলমন্ত্রস্য বর্ণান্ শিষ্টান্ পত্রেষু বিদ্বান্ বিলিখতু গুণশশ্চান্ত্যমন্ত্যে পলাশে॥ আবীতং লিপিভিঃ ক্রমোৎক্রমবশাৎ পাশাঙ্কুশাভ্যামপি. ভূবিম্ব-(১) দ্বিতয়েন বেষ্টিতমিদং যন্ত্রং গণাধীশিতুঃ। লাক্ষা-কুঙ্কুম-রোচনা-মৃগমদৈর্ভূর্জ্জোদরে হেম্নি বা সংলিখ্যাভিবহন্ লভেত সকলৈঃ সংপ্রার্থনীয়াং শ্রিয়ম্॥ উক্তং মহাগণপতের্ব্বিধানং সুরপূজিতম্। সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুংসাং সমস্তপুরুষার্থদম্॥ ৮॥ ইতি গণেশযন্ত্রম্।

অথ শ্রীরামযন্ত্রম্।—তারং মধ্যে বিলিখতু মনুং ষট্‌সু কোণেষু সন্ধিষঙ্গং মায়াং স্মরমপি চ লিখেৎ কোণগণ্ডেষু পশ্চাৎ। কিঞ্জল্কেষু স্বরগণমথো পত্রমধ্যেষু মালামন্ত্রস্যার্ণান্

তাহার মধ্যে অগ্নিপুর অর্থাৎ একটি ত্রিকোণ লিখিবে। তাহার মধ্যস্থলে প্রণব (ওঁ) প্রণবের মধ্যে গণেশের বীজ (গং) লিখিবে। এই ত্রিকোণটী উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অধোমুখ ত্রিকোণ এই ষট্‌কোণের মধ্যস্থলে থাকিবে। ষট্‌কোণের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণের চতুর্দ্দিকে লক্ষ্মীবীজ শ্রীং, মায়াবীজ হ্রীং, কামবীজ ক্লীং, ভূমিবীজ গ্লৌং লিখিবে। ষট্‌কোণের ছয়টী কোণে ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং এই ছয়টী বীজ লিখিবে। ষট্‌কোণের ছয় সন্ধিস্থলে 'নমঃ 'স্বাহা' 'বষট্' 'হুং' 'বৌষট্' 'ফট্' এই ছয়টী অঙ্গমন্ত্র লিখিবে। তাহার পরে অষ্টদলপদ্মের সাতটীদলে মূলমন্ত্রের তিন তিনটীবর্ণ লিখিয়া অষ্টমদলে অবশিষ্ট দুইটীবর্ণ লিখিবে। মূলমন্ত্র 'গণপ-তয়েব-রদব-রদস-র্ব্বজনং-মেবশ-মানয় স্বাহা। তাহার পরে ঐ পদ্মটি মাতৃকাবর্ণদ্বারা প্রথমে অনুলোমে পরে বিলোমে দুই পঙ্‌ক্তিতে বেষ্টন করিবে। তাহার পরে পাশ (আং) ও অঙ্কুশ বীজ (ক্রোং) দ্বারা এক পঙ্‌ক্তিতে আবার বেষ্টন করিবে। তাহার পরে দুইটি ভূপুরদ্বারা উহা বেষ্টন করিবে। ইহা গণেশযন্ত্র। এই যন্ত্র লাক্ষা, কুঙ্কুম, গোরোচনা, ও কস্তুরিদ্বারা ভূর্জপত্রে অথবা সুবর্ণ পট্টে অঙ্কিত করিয়া ধারণ করিলে সকলের প্রার্থনীয় সম্পদ্ লাভ করিতে পারিবে। মহাগণপতির এই যন্ত্র-নির্ম্মাণ কথিত হইল। ইহা দেবগণপূজিত, সকল সিদ্ধি ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই যন্ত্র নিখিল পুরুষার্থ প্রদান করে। ৮।

শ্রীরামের যন্ত্র, যথা—প্রথমে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া পদ্মের কর্ণিকামধ্যে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণের উপরে অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া একটি ষট্‌কোণ করিবে। সেই ষট্‌কোণের মধ্যে প্রণব লিখিয়া ষট্‌কোণের ছয়টি কোণে—"রাং রামায় নমঃ" এই ষড়ক্ষর-মন্ত্রের এক একটি অক্ষর লিখিবে। ষট্ কোণের ছয় সন্ধিস্থলে 'নমঃ' 'স্বাহা' বষট্ "হুং 'বৌষট্' ও 'ফট্' এই ষড়ঙ্গমন্ত্রও এক একটি করিয়া লিখিবে। ছয় কোণগণ্ডে মায়াবীজ (হ্রীং) ও কামবীজ (ক্লীং) ছয় বার লিখিবে। আটটি কিঞ্জল্কে দুই দুইটি

---

(১) 'ক্ষ্মাগেহ' ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

কন্দর্পদর্পনাশায় কালহন্ত্রে নমোঽস্তু তে ॥ ৬ ॥ বিষাশনায় বিহরত্‌বৃষস্কন্ধমুপেয়ুষে। সরিদ্ধামসমাবদ্ধকপর্দ্দায় নমো নমঃ ॥ ৭ ॥ শুদ্ধায় শুদ্ধভাবায় শুদ্ধানামন্তরাত্মনে (১)। পুরান্তকায় পূর্ণায় পুণ্যনাম্নে নমো নমঃ ॥ ৮ ॥ তুষ্টায় নিজভক্তানাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে। বিবাসসেঽনিবাসায় বিশ্বশাস্ত্রে নমো নমঃ ॥ ৯ ॥ ত্রিমূর্ত্তের্ম্মূলভূতায় ত্রিনেত্রায়াদিশম্ভবে। ত্রিধাম্নাং ধামরূপায় জন্মঘ্নায় নমো নমঃ ॥ ১০ ॥ দেবাসুরশিরোরত্নকিরণারুণিতাঙ্ঘ্রয়ে। কান্তায় নিজকান্তায়ৈ দত্তার্দ্ধায় নমো নমঃ ॥ ১১ ॥ স্তোত্রেণানেন পূজায়াং প্রীণয়েজ্জগতঃ পতিম্। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং ভক্ত্যা সর্ব্বজ্ঞং পরমেশ্বরম্ ॥ ১২ ॥ তস্যাসাধ্যং ত্রিভুবনে ন কিঞ্চিদপি বর্ত্ততে। ঐহিকং কিং ফলং তত্র মুক্তিরেব করে স্থিতা ॥ ১৩ ॥ ইতি শিবস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অথ শিবস্য কবচম্।—শ্রীদেব্যুবাচ.। (২) ভগবন্ দেবদেবেশ সর্ব্বাম্নায়প্রপূজিত। সর্ব্বং মে কথিতং দেব কবচং ন প্রকাশিতম্। ১। প্রাসাদাখ্যস্য মন্ত্রস্য কবচং মে প্রকাশয়।

করেন, যিনি যোগিগণের ধ্যেয় বস্তু, সেই ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষকে পুনঃপুনঃ প্রণাম। ৫ যিনি সকলের আত্মা,—যাঁহাকে চিন্তা করিয়া পাওয়া যায় না, যাঁহার মস্তকে চন্দ্রকিরীট, যিনি কন্দর্পের দর্পচূর্ণ করিয়াছেন, সেই মৃত্যুঞ্জয় দেবকে প্রণাম। ৬। যিনি বিষভোজন করিয়াছেন, যিনি বৃষস্কন্ধে আরোহণ করিয়া বিচরণ করেন, যাঁহার বদ্ধ জটাজূটে নদীর (গঙ্গার) বাস তাঁহাকে প্রণাম। ৭। যিনি শুদ্ধ (পরমাত্মা), যাঁহার শুদ্ধ ভাব, যিনি নিষ্পাপ ব্যক্তিগণের অন্তরাত্মা; যিনি ত্রিপুরাসুরনাশ করিয়াছেন, সেই পুণ্যনামা পূর্ণ ব্রহ্মকে পুনঃপুনঃ প্রণাম। ৮। যিনি নিজভক্তগণের প্রতি তুষ্ট, যিনি ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন; যিনি বিবাসা; (বিবস্ত্র—দিগম্বর) যাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই, সেই বিশ্বশাসককে পুনঃপুনঃ প্রণাম। ৯। যিনি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তির মূলকারণ, যাঁহার তিনটি নেত্র, যাহা হইতে লোকে প্রথম কল্যাণলাভ করে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিনধামের যিনি ধাম (আশ্রয়) অর্থাৎ যিনি ত্রিভুবনময়, যিনি মুক্তি দিয়া পুনর্জ্জন্ম নিবারণ করেন,—সেই মহেশ্বরকে বারবার প্রণাম। ১০। যাঁহার চরণযুগল দেবদৈত্যগণের শিরোরত্নের কিরণদ্বারা রঞ্জিত, নিজকান্তাকে যিনি অর্দ্ধদেহ দান করিয়াছেন, সেই কান্ত মূর্ত্তি মহাদেবকে পুনঃপুনঃ প্রণাম। ১১। যে ব্যক্তি পূজার সময়ে ভুক্তিমুক্তিদাতা সর্ব্বজ্ঞ জগৎপতি পরমেশ্বরকে এই স্তব দ্বারা তুষ্ট করে, এই ত্রিভুবনে তাহার কিছু অসাধ্য নাই, ঐহিক ফল তাহার নিকটে তুচ্ছ, মুক্তি তাহার করতলগত হয়। ১২। ১৩। শিব-স্তোত্র সমাপ্ত।

অনন্তর শিবের কবচ বলা হইতেছে।—শ্রীদেবী বলিলেন—হে ভগবন্ দেবদেবেশ

---

(১) জীবাত্মা পরমাত্মা অন্তরাত্মা শুদ্ধানাং নিষ্পাপাণাং ক্ষেত্রজ্ঞায় ত্রিপূর্ব্ববৈরিণে (ক টি)।

(২) পার্ব্বত্যুবাচ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

সর্ব্বরক্ষাকরং দেব যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥ ২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। প্রাসাদমন্ত্রকবচস্য বামদেব ঋষিঃ স্মৃতঃ। পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দশ্চ দেবেশি সদাশিবোঽত্র দেবতা। সাধকাভীষ্টসিদ্ধৌ চ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥ (১) ওঁ শিরো মে সর্ব্বদা পাতু প্রাসাদাখ্যঃ সদাশিবঃ ॥ ৪ ॥ ষড়ক্ষরস্বরূপো (২) মে বদনন্তু মহেশ্বরঃ। অষ্টাক্ষরঃ শক্তিরুদ্ধশ্চক্ষুষী মে সদাবতু (৩) ॥ ৫ ॥ পঞ্চাক্ষরাত্মা ভগবান্ ভুজৌ মে পরিরক্ষতু (৪)। মৃত্যুঞ্জয়স্ত্রিবীজাত্মা আয়ু রক্ষতু মে সদা ॥ ৬ ॥ বটমূলে সমাসীনো দক্ষিণামূর্ত্তিরব্যয়ঃ। সদা মাং সর্ব্বতঃ পাতু ষট্‌ত্রিংশার্ণস্বরূপধৃক্ ॥ ৭ ॥ দ্বাবিংশার্ণাত্মকো রুদ্রঃ কুক্ষিং মে পরিরক্ষতু। ত্রিবর্ণাত্মা নীলকণ্ঠঃ কণ্ঠং রক্ষতু সর্ব্বদা ॥ ৮ ॥ চিন্তামণির্বীজরূপো অর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ। সদা রক্ষতু মে গুহ্যং সর্ব্বসম্পৎপ্রদা-

আপনি সকল আম্নায়ে পূজিত, হে দেব! আপনি সমস্তই আমার নিকট (বলিয়াছেন) কিন্তু কবচ প্রকাশ করেন নাই। ১। যদি আমার প্রতি আপনার স্নেহ থাকে, তাহা হইলে প্রাসাদনামক (হৌঁ) মন্ত্রের সর্ব্বরক্ষাকর কবচ আমার নিকট প্রকাশ করুন। ২। শ্রীভগবান্ বলিলেন, দেবেশি! বামদেব প্রাসাদমন্ত্র কবচের ঋষি, পঙ্‌ক্তি ইহার ছন্দ, সদাশিব দেবতা এবং সাধকের অভীষ্টসাধনে ইহার নিয়োগ। ৩। প্রাসাদনামক সদাশিব সর্ব্বদা আমার শিরোদেশ রক্ষা করুন। ৪। "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষররূপী মহেশ্বর আমার বদন রক্ষা করুন, "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র মায়াবীজদ্বারা পুটিত হইলে "হ্রীং ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীং" এইরূপ অষ্টাক্ষর মন্ত্র হয়, ঐ মন্ত্র সর্ব্বদা আমার দুই চক্ষু রক্ষা করুন। ৫। "নমঃ শিবায়"—এই পঞ্চাক্ষররূপী ভগবান্ আমার দুই বাহু রক্ষা করুন। "ওঁ জুং সঃ"—এই ত্রিবর্ণরূপী মৃত্যুঞ্জয় সর্ব্বদা আমার আয়ু রক্ষা করুন। ৬। বটবৃক্ষের মূলে, আসীন অব্যয় দক্ষিণামূর্ত্তি (৫) দেব সর্ব্বদা সকলস্থানে আমাকে রক্ষা করুন। ৭। দ্বাবিংশতিবর্ণময় ঐ রুদ্রদেব আমার কুক্ষি রক্ষা করুন। "প্রোং হ্রীং ঠঃ" এই ত্রিবর্ণ মন্ত্রময় নীলকণ্ঠ সর্ব্বদা আমার কণ্ঠ রক্ষা করুন। ৮। "রক্ষ্‌ম্র্‌ যৌউং"—এই বীজরূপী

---

(১) বন্ধনীমধ্যে—'প্রাসাদমন্ত্রকবচস্য বামদেবঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ সদাশিবো দেবতা সাধকাভীষ্টসিদ্ধৌ বিনিয়োগঃ।" ইতি (খ) (গ) পাঠঃ। (২) ওঁ নমঃ শিবায় ইতি (ক টি)।

(৩) পঞ্চাক্ষরাত্মা হৃদয়মব্যান্মে ভূতনায়ক ইতি (গ) পাঠঃ।

(৪) অষ্টাক্ষরাত্মা ভগবান্ ভুজৌ মে পরিরক্ষতু ইতি (গ) পাঠঃ।

(৫) দক্ষিণামূর্ত্তিমন্ত্র দ্বাবিংশতিবর্ণ, যথা—"ওঁ নমো ভগবতে দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মহ্যং মেধাং প্রযচ্ছ স্বাহা।" মূলে যে "ষট্‌ত্রিংশার্ণস্বরূপধৃক্" এইরূপ দক্ষিণামূর্ত্তিকে বলা হইয়াছে—উহার অর্থ—ওঁ আং ওঁ; ওঁ ঈং ওঁ এইরূপ করন্যাসের ১৮ বর্ণ, এবং ওঁ আং ওঁ ইত্যাদি অঙ্গন্যাসের ১৮ বর্ণ যোগ করিয়া দক্ষিণামূর্ত্তিকে ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ণময় কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

ক্ষকঃ ॥ ৯ ॥ একাক্ষরস্বরূপাত্মা কূটরূপী মহেশ্বরঃ । মার্ত্তণ্ডভৈরবো নিত্যং পাদৌ মে পরিরক্ষতু ॥ ১০ ॥ তুম্বুরাখ্যো মহাবীজস্বরূপস্ত্রিপুরান্তকঃ । সদা মাং রণভূমৌ চ রক্ষতু ত্রিদশাধিপঃ ॥ ১১ ॥ উর্দ্ধমূর্দ্ধানমীশানো মম রক্ষতু সর্ব্বদা । দক্ষিণস্যাং তৎপুরুষোঽব্যান্মে গিরিবিনায়কঃ ॥ ১২ ॥ অঘোরাখ্যো মহাদেবঃ পূর্ব্বস্যাং পরিরক্ষতু । বা দেবঃ পশ্চিমস্যাং সদা মে পরিরক্ষতু । উত্তরস্যাং সদা পাতু সদ্যোজাতস্বরূপধৃক্ ॥ ১৩ ॥ ইত্থং রক্ষাকরং দেবি কবচং দেবদুর্ল্লভম্ । প্রাতঃকালে পঠেদ্যস্তু সোঽভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪ ॥ পূজাকালে পঠেদ্যস্তু কবচং সাধকোত্তমঃ । কীর্ত্তিশ্রীকান্তিমেধায়ুর্বৃংহিতো ভবতি ধ্রুবম্ ॥১৫॥ কণ্ঠে বা ধারয়েদেতৎ কবচং মৎস্বরূপকম্ । যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি দ্যূতে বাদে চ সাধকঃ ॥ ১৬ ॥ কবচং ধারয়েদ্ যস্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে । দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বা বশ্যাস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ কবচং শিরসা যস্তু ধারয়েদ্যতমানসঃ । করস্থাস্তস্য দেবেশি অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ ॥ ১৮ ॥ ভূর্জ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং শুক্লপট্টেন বেষ্ট্য তাম্ । রজতোদরসংবিষ্টাং কৃত্বা চ ধারয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৯ ॥ সংপ্রাপ্য মহতীং লক্ষ্মীমন্তে মদ্দেহরূপধৃক্ । যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥ ২০ ॥

চিন্তামণি নামক অর্দ্ধনারীশ্বর মন্ত্র সকল সম্পদ প্রদান করত আমার গুহ্যদেশ রক্ষা করুন। ৯। একাক্ষর (হৌং) মন্ত্ররূপী মহেশ্বর মার্ত্তণ্ডভৈরব সর্ব্বদা আমার পদদ্বয় রক্ষা করুন। ১০। তুম্বুরু নামক মহাবীজরূপী দেবাধিপতি ত্রিপুরান্তক সর্ব্বদা আমাকে রণভূমিতে রক্ষা করুন। ১১। ‘ঈশান’ সর্ব্বদা আমার মস্তকের উর্দ্ধে রক্ষা করুন। ‘তৎপুরুষ’ নামক গিরিশ আমার দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন। ১২। “অঘোরনামক” মহাদেব পূর্ব্বদিকে আমাকে রক্ষা করুন। “বামদেব” সর্ব্বদা আমার পশ্চিমদিকে রক্ষা করুন। “সদ্যোজাত” সর্ব্বদা আমার উত্তরদিক্ রক্ষা করুন। ১৩। হে দেবি! যে ব্যক্তি এই প্রকার রক্ষাকর দেবদুর্ল্লভ কবচ প্রাতঃকালে পাঠ করে, সে অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারে। ১৪। যে উত্তম সাধক পূজাসময়ে এই কবচ পাঠ করিবে, তাহার কীর্ত্তি, শ্রী, কান্তি, মেধা ও আয়ু নিশ্চিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ১৫। যে মৎস্বরূপ এই কবচ কণ্ঠে ধারণ করে, সেই সাধক যুদ্ধস্থানে, অক্ষক্রীড়ায় এবং বাদ-প্রতিবাদে বিজয় লাভ করে। ১৬। যে সাধক দক্ষিণ বাহুতে এই কবচ ধারণ করে, দেব, মনুষ্য এবং গন্ধর্ব্ব তাহার বশীভূত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৭। যে ব্যক্তি সংযতচিত্তে এই কবচ মস্তকে ধারণ করে, হে দেবেশি! অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি তাহার করতলগত হয়। ১৮। সুবুদ্ধি মানব ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া শুক্লবর্ণ পট্টবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করত রৌপ্য ধারে (রূপার মাদুলিতে) ধারণ করিবে। ১৯। এই কবচের ধারণে মহতী লক্ষ্মীলাভ করিয়া অন্তে আমার দেহ ও রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হয়। যে কোন ব্যক্তিকে এই কবচ দিবে না, যে কোন ব্যক্তির নিকটে কখনও প্রকাশ করিবে না। ২০।

শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ। অন্যথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ সত্যমেতন্মনোরমে ॥ ২১ ॥ তব স্নেহান্মহাদেবি কথিতং কবচং শুভম্। ন দেয়ং কস্যচিদ্ভদ্রে যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥ ২২ ॥ যোঽর্চ্চয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ কবচং মন্মুখোদিতং। তেনার্চ্চিতা মহাদেবি সর্ব্বে দেবা ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ ইতি ভৈরবতন্ত্রে শ্রীসদাশিবকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ বটুকভৈরবস্তোত্রম্।—কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুম্। শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্ব্বতী পরমেশ্বরম্ ॥ ১ ॥ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ। ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রাগমাদিষু। আপদুদ্ধরণং মন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥ ২ ॥ সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া। বিশেষতস্তু রাজ্ঞাং বৈ শান্তিপুষ্টিপ্রসাধনম্ ॥ ৩ ॥ অঙ্গন্যাস-করন্যাস-বীজন্যাসসমন্বিতম্। বক্তুমর্হসি দেবেশ মম হর্ষবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপদুদ্ধারহেতুকম্। সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বশত্রুনিবর্হণম্ ॥ ৫ ॥ অপস্মারাদিরোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ। নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে ॥ ৬ ॥ গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্দ্ধনম্। স্নেহাদ্বক্ষামি তে মন্ত্রং সর্ব্বসারমিমং প্রিয়ে ॥ ৭ ॥ সর্ব্বকামার্থদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্। (আপ-

---

ভক্তিযুক্ত শিষ্য ও সাধকের নিকটে ইহা প্রকাশ করিবে। হে মনোরমে! ইহার অন্যথা আচরণ করিলে সিদ্ধিহানি হয়, ইহা সত্য। ২১। হে মহাদেবি! তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এই শুভ কবচ বলিলাম, হে ভদ্রে! যদি নিজের হিত ইচ্ছা কর তাহা হইলে যে কোন ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিও না। ২২। যে ব্যক্তি আমার মুখ হইতে উচ্চারিত এই কবচ গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে, হে মহাদেবি! তাহার সমস্ত দেবপূজার ফললাভ হইবে সন্দেহ নাই। ২৩। ভৈরবতন্ত্রে কথিত শ্রীসদাশিবকবচ সমাপ্ত।

অনন্তর বটুকভৈরবস্তোত্র বলা হইতেছে।—পার্ব্বতী কৈলাসপর্ব্বতের শিখরে আসীন দেবদেব জগদ্গুরু পরমেশ্বর শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১। পার্ব্বতী বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সকল শাস্ত্র ও সকল আগমের সার ধর্ম্ম অবগত আছেন, এই কারণে আমি, যাহাতে সকল প্রাণীর হিত এবং মনুষ্যগণের সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ বিশেষতঃ রাজাদের শান্তি ও পুষ্টি সাধিত হয়, এরূপ অপাদুদ্ধরণ মন্ত্র আপনার নিকটে লাভ করিতে ইচ্ছা করি। ২। ৩। হে দেবেশ! অঙ্গন্যাস, করন্যাস এবং বীজন্যাসসমন্বিত আপদুদ্ধরণামন্ত্র প্রকাশ করিয়া আমার আনন্দ বৃদ্ধি করুন। ৪। শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে দেবি! যাহাতে আপদুদ্ধার, সকল দুঃখের শান্তি, সকল শত্রুর নিপাত হয়, এরূপ মহামন্ত্র শ্রবণ কর। ৫। হে প্রিয়ে! যাহার স্মরণমাত্রে অপস্মার প্রভৃতি রোগের বিশেষতঃ জ্বরাদির উপশম হয়, সেই উত্তম মন্ত্র তোমাকে বলিব। ৬। হে প্রিয়ে! যাহাতে গ্রহভয় ও রাজভয় বিদূরিত হয়, যাহাতে সুখ বৃদ্ধি হয়, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র তোমার নিকট বলিব। ৭। যে মন্ত্র সকল প্রকার কাম ও অর্থ প্রদান করে, যাহাতে

দুদ্ধরণং মন্ত্রং বক্ষ্যামি তে বিশেষতঃ (১))॥ ৮॥ প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য দেবী-প্রণবমুদ্ধরেৎ। বটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপদুদ্ধরণায় চ॥ ৯॥ কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ্বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ। দেবীপ্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্রিয়ে॥ ১০॥ মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্ল্লভম্। অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্॥ ১১॥ স্মরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ। বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ॥ ১২॥ পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকম্। নাগ্নিচৌরভয়ং বাপি গ্রহরাজভয়ং তথা॥ ১৩॥ ন চ মারীভয়ং তস্য ন চ ভূতভয়ং তথা। ন শত্রুভ্যো ভয়ং তস্য সর্ব্বত্র সুখবান্ ভবেৎ। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ। ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাৎ॥ ১৪॥ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ। য এষ ভৈরবো নাম আপদুদ্ধারকো মতঃ। ত্বয়া চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ॥ ১৫॥ তস্য নামসহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ। সারমুদ্ধৃত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ॥ ১৬॥ শ্রীভগবানুবাচ। যস্ত সংকীর্ত্তয়েদেতৎ সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণম্। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ॥ ১৭॥ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ। আপদুদ্ধারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্॥ ১৮॥ সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং

মনুষ্যদিগের রাজ্যভোগ লাভ হয়, বিশেষতঃ যাহাতে আপদুদ্ধার হয়,—সেই মন্ত্র বলিব। ৮। প্রথমে প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করিয়া দেবীপ্রণব (হ্রীং) উচ্চারণ করিবে। তাহার পরে 'বটুকায়' বলিয়া "আপদুদ্ধরণায়" বলিবে। ৯। তাহার পরে দুইটি "কুরু" বলিবে। তাহার পরে পুনর্ব্বার "বটুকায়" বলিবে, পরে আবার দেবীপ্রণব (হ্রীং) বলিবে। হে প্রিয়ে, এইরূপে মন্ত্রোদ্ধার করিবে (ওঁ হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধরণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং)। ১০। হে দেবি, এই মন্ত্রোদ্ধার ত্রিলোকের অতি দুর্লভ, এই মন্ত্র সর্ব্বশক্তিসমন্বিত, ইহা প্রকাশ করিতে নাই। ১১। এই মন্ত্রের স্মরণেই ভূত প্রেত পিশাচগণ, কালরুদ্রের ভয়ে জনগণ যেরূপ পলায়ন করে, তদ্রূপ ভীত হইয়া পলায়ন করিয়া থাকে। ১২। যে ব্যক্তি এই কবচ পাঠ করে পাঠ করায় অথবা এই স্তবপুস্তক পূজা করে তাহার অগ্নিভয় থাকে না, চোরভয় থাকে না, গ্রহভয় ও রাজভয়ও থাকিবে না, মারীভয়, ভূতের ভয়, ও শত্রুভয় থাকিবে না। সে ব্যক্তি সর্ব্বত্র সুখী হয়। এই স্তবের পুস্তক পূজা করিলেই তাহার সর্ব্বদা আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, পুত্র-পৌত্রাদি সম্পদ্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১৩। ১৪। শ্রীপার্ব্বতী বলিলেন,—আপদুদ্ধারক নামে যে এই ভৈরব আছেন,—হে দেব, আপনিও যে ভৈরবকল্পকে উত্তমকল্প বলিয়াছেন,—তাঁহার সহস্র অযুত ও অর্ব্বুদ নাম আছে,—সেই সকল নামের সার সংগ্রহ করিয়া অষ্টোত্তরশত নাম বলুন। ১৫। ১৬। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যে সাধক সর্ব্বদুষ্টবিনাশক এই নাম কীর্ত্তন করে, তাহার সকল কামনা পূর্ণ হয়, সে সিদ্ধিলাভ করে। ১৭। হে দেবি,

---

(১) (খ) পুস্তকে (আ০ বি০) পুস্তকে চ নাস্ত্যেব বন্ধনীপাঠঃ।

-সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্। সর্ব্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহম্॥ ১৯॥ দেহাঙ্গন্যাসকঞ্চৈব পূর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। ভৈরবং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য ললাটে ভীমদর্শনম্। অক্ষ্ণোর্ভূতাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্ণদর্শনম্। ক্ষেত্রপং কর্ণয়োর্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ। ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশে তু কট্যাং সর্ব্বাঘনাশনম্। ত্রিনেত্রমূর্ব্বোর্বিন্যস্য জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকম্। পাদয়োর্দ্দেবদেবেশং সর্ব্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ॥ ২০॥ এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তরমুত্তমম্। পঠেদেকমনাঃ স্তোত্রং নামাষ্টশতসংজ্ঞকম্। নামাষ্টশতকস্যাপি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্। বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ। দেবতা কথিতা চেহ সদ্ভির্বটুকভৈরবঃ। সর্ব্বকামার্থসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥২১॥ ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ। ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্॥ ১॥ শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ। রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ (১)॥ ২॥ করালঃ (২) কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ। ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা

আপদুদ্ধারকারী মহাত্মা ভৈরবের উত্তম অষ্টোত্তরশত নাম বলিব, শ্রবণ কর। ১৮। হে দেবি, এই পবিত্র অষ্টোত্তরশত নামে সকল পাপ দূর, সকল বিপদ্‌বারণ, সকল কামনাপূরণ ও সাধকবর্গের সুখলাভ হয়। ১৯। এই স্তব পাঠের পূর্ব্বে একাগ্রচিত্তে আত্মদেহে অঙ্গন্যাস করিবে,—মস্তকে ভৈরবকে (ওঁ ভৈরবায় নমঃ বলিয়া) ন্যাস করিবে, ললাটে (ওঁ ভীমদর্শনায় নমঃ বলিয়া) ভীমদর্শনের দুই চক্ষুতে (ওঁ ভূতাশ্রয়ায় নমঃ বলিয়া) ভূতাশ্রয়ের মুখে (ওঁ তীক্ষ্ণদর্শনায় নমঃ বলিয়া) তীক্ষ্ণদর্শনের, দুইকর্ণে (ওঁ ক্ষেত্রপায় নমঃ বলিয়া) ক্ষেত্রপের, হৃদয়ে (ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ বলিয়া) ক্ষেত্রপালের, নাভিতে (ওঁ ক্ষেত্রাখ্যায় নমঃ বলিয়া) ক্ষেত্রাখ্যের, কটিতে (সর্ব্বাঘনাশনায় নমঃ বলিয়া) সর্ব্বাঘনাশনের, উরুদ্বয়ে (ওঁ ত্রিনেত্রায় নমঃ বলিয়া) ত্রিনেত্রের, দুই জঙ্ঘায় (ওঁ রক্তপাণিকায় নমঃ বলিয়া) রক্তপাণিকের, দুইপদে (ওঁ দেবদেবেশায় নমঃ বলিয়া) দেবদেশের এবং সর্ব্বাঙ্গে (ওঁ বটুকায় নমঃ বলিয়া) বটুকের ন্যাস করিবে। ২০। এইরূপে ন্যাস করিয়া তাহার পরে একাগ্রচিত্তে উত্তম 'অষ্টোত্তরশতনাম' স্তোত্র পাঠ করিবে। এই অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রের অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, বৃহদারণ্যক ঋষি, বটুক ভৈরব ইহার দেবতা, সকল প্রকার কামনা ও অর্থসিদ্ধির জন্য ইহার বিনিয়োগ। ২১। ভৈরব (১), ভূতনাথ (২), ভূতাত্মা (৩), ভূতভাবন (৪), ক্ষেত্রদ (৫), ক্ষেত্রপাল (৬), ক্ষেত্রজ্ঞ (৭), ক্ষত্রিয় (৮), বিরাট্ (৯), শ্মশানবাসী (১০), মাংসাশী (১১). খর্পরাশী (১২), মখান্তকৃৎ (১৩), রক্তপ (১৪), প্রাণপ (১৫), সিদ্ধ (১৬), সিদ্ধিদ (১৭), সিদ্ধসেবিত (১৮), করাল (১৯), কালশমন (২০), কলা-

---

(১) সিদ্ধিসেবিতঃ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) কঙ্কাল ইতি (খ) পাঠঃ।

পিঙ্গললোচনঃ ॥ ৩ ॥ শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূম্রলোচনঃ। অভীরুর্ভৈরবো ভীমো (১) ভূতপো যোগিনীপতিঃ ॥ ৪ ॥ ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভাববান্। নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ ॥ ৫ ॥ কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ। ত্রিলোচনো জলন্নেত্রস্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ ॥৬॥ ত্রিবৃত্তনয়নো ডিম্ভঃ শান্তঃ শান্তজনপ্রিয়ঃ। বটুকো বটুকেশশ্চ খট্বাঙ্গবরধারকঃ ॥ ৭ ॥ ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতির্ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ। ধূর্ত্তো দিগম্বরঃ শৌরির্হরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ ॥ ৮ ॥ প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করঃ প্রিয়বান্ধবঃ। অষ্টমূর্ত্তির্নিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুস্তমোময়ঃ ॥ ৯ ॥ অষ্টাধারঃ সর্পযুক্তঃ শশী বিষধরঃ শিখঃ (২)। ভূধরো ভূধরাধীশো ভূপতির্ভূধরাত্মকঃ ॥ ১০ ॥ কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্। জৃম্ভণো মোহনস্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভণস্তথা ॥ ১১ ॥ শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্যদেহো মুণ্ডবিভূষিতঃ (৩)। বলিভুক্ বলিভূতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ ” ১৩ ॥ সর্ব্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টভূতনিষেবিতঃ। কালী কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনী-

কান্তাতনু (২০(ক)), কবি (২১), ত্রিনেত্র (২২), বহুনেত্র (২৩), পিঙ্গললোচন (২৪) শূলপাণি (২৫), খড়্গপাণি (২৬), কঙ্কালী (২৭), ধূম্রলোচন (২৮), অভীরু (২৯) ভৈরব (৩০), ভীরু (৩১), ভূতপ (৩২), যোগিনীপতি (৩৩), ধনদ (৩৪), ধনহারী (৩৫), ধনপ (৩৬), প্রতিভাববান্ (৩৭), নাগহার (৩৮), নাগকেশ (৩৯) ব্যোমকেশ (৪০), কপালভৃৎ (৪১), কাল (৪২), কপালমালী (৪৩), কমনীয় (৪৪) কলানিধি (৪৫), ত্রিলোচন (৪৬), জলন্নেত্র (৪৭), ত্রিশিখী (৪৮), ত্রিলোকপাৎ (৪৯), ত্রিবৃত্তনয়ন (৫০), ডিম্ভ (৫১), শান্ত (৫২), শান্তজনপ্রিয়া (৫৩), বটুক (৫৪), বটুকেশ (৫৫), খট্বাঙ্গবরধারক (৫৬), ভূতাধ্যক্ষ (৫৭), পশুপতি (৫৮), ভিক্ষুক (৫৯), পরিচারক (৬০), ধূর্ত্ত (৬১), দিগম্বর (৬২), শৌরি (৬৩) হরিণ (৬৪), পাণ্ডুলোচন (৬৫), প্রশান্ত (৬৬), শান্তিদ (৬৭), শুদ্ধ (৬৮), শঙ্কর (৬৯), প্রিয়বান্ধব (৭০), অষ্টমূর্ত্তি (৭১), নিধীশ (৭২), জ্ঞানচক্ষু (৭২(ক)), তমোময় (৭৩), অষ্টাধার (৭৪), কলাধার (৭৫), সর্পযুক্ত (৭৬), শশী (৭৭), শিখ (৭৮), বিষধর (৭৯), ভূধর (৮০), ভূধরাধীশ (৮১), ভূপতি (৮২) ভূধরাত্মক (৮৩), কঙ্কালধারী (৮৪), মুণ্ডী (৮৫) নাগযজ্ঞোপবীতবান্ (৮৬), জৃম্ভণ (৮৭), মোহন (৮৮), স্তম্ভী (৮৯), মারণ (৯০), ক্ষোভণ (৯১), শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্যদেহ (৯২), মুণ্ডবিভূষিত (৯৩), বলিভুক্ (৯৪), বলিভূতাত্মা (৯৫), কামী (৯৬), কামপরাক্রম (৯৭), সর্ব্বাপত্তারক (৯৮) দুর্গ (৯৯), দুষ্টভূতনিষেবিতঃ (১০০), কালী (১০১),

---

(১) ভীরুরিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্পযুক্তঃ শশিশিখঃ ইত্যাদর্শপাঠঃ। সর্পযুক্ শশিশেখর ইত্যন্যত্র পাঠঃ। (৩) শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্যো দৈত্যমুণ্ডবিভূষিত ইতি পাঠান্তরম্। কালপরাক্রমঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

বশকৃদ্বশী। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভাবিষ্ণুঃ প্রভাববান্ ॥ ১৩—২২ ॥ অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্য মহাত্মনঃ। ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সর্ব্বকামদম্। য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্। ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা। ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ ক্বচিৎ। পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ ॥ মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে। ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নজে ভয়ে (১)। বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ ॥ ২৪ ॥ সর্ব্বে প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্‌ভৈরবকীর্ত্তনাৎ। একাদশসহস্রন্তু পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥ ২৫ ॥ ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ। স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং দুর্লভামপি মানুষঃ ॥ ২৬ ॥ ষণ্মাসান্ ভূমিকামস্তু স জপ্ত্বা লভতে মহীম্। রাজা শত্রুবিনাশায় (২) জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ ॥২৭॥ রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈব নায়ত্যেব শাত্রবান্। জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ ॥২৮॥ ধনার্থী চ সুতার্থী চ দারার্থী যস্তু মানবঃ। পঠেদ্বারত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি। ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥ রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ। যান্ যান্ সমীহতে

কলানিধিকান্ত (১০২), কামিনীবশকৃৎ (১০৩), বশী (১০৪), সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ (১০৫) বদ্য (১০৬), প্রভবিষ্ণু (১০৭), প্রভাববান্ (১০৮)। ২২। হে দেবি, মহাত্মা ভৈরবের এই অষ্টোত্তরশতনাম—যাহাদ্বারা সকল কামনাপূর্ণ হয়, সেই গোপনীয় স্তোত্র তোমাকে বলিলাম। যে এই উত্তম অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্র পাঠ করে তাহার কোন পাপ ও রোগের ভয় থাকে না। সে মানব কোথাও শত্রুভয় প্রাপ্ত হয় না। একাগ্রমনে এই স্তব পাঠ করিলে পাতকের ভয়ও থাকে না। ২৩। মারীভয়ে, রাজভয়ে, চৌরভয়ে, অগ্নিভয়ে, ভীষণ উৎপাতে, দুঃস্বপ্নজনিতভয়ে, এবং অতি ভীষণ বন্ধনে একাগ্রমনে এই স্তব পাঠ করিবে। ২৪। ভৈরবের নাম কীর্ত্তনে সকলেই ভয়ে শান্তভাব ধারণ করে। এগার হাজার মন্ত্রজপে ইহার পুরশ্চরণ হয়। ২৫। হে দেবি, যে ব্যক্তি একবৎসরকাল আলস্য ত্যাগ করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় এই স্তব পাঠ করে, সে দুর্লভ অভিলষিত সিদ্ধিও লাভ করে। ২৬। ভূমিপ্রার্থী ছয়মাসকাল পাঠ করিলে ভূমিলাভ করে। রাজা শত্রুবিনাশের নিমিত্ত আটমাস এই স্তব পাঠ করিবেন। ২৭। রাত্রিতে তিনবার পাঠ করিলে শত্রু নাশ করিতে পারিবে। রাত্রিতে তিন মাস পাঠ করিলে রাজাকে বশ করিতে পারিবে। ২৮। ধনার্থী, পুত্রার্থী ও দারার্থী রাত্রিকালে তিনবার অথবা একবার পাঠ করিবে, তাহা হইলে ধন, পুত্র ও স্ত্রী লাভ করিবে সন্দেহ নাই। ২৯। হে দেবি, রোগী রোগ হইতে এবং বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

---

(১) দুঃস্বপ্নদর্শনে ইতি (খ) পাঠঃ। (২) রাজশত্রুবিনাশায় ইতি (খ) পাঠঃ।

কামান্ তাংস্তান্ প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ (১)॥ ৩০ ॥ অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ। সুকুলীনায় শান্তায় ঋজবে দম্ভবর্জ্জিতে। (অথবা প্রিয়শিষ্যায় পুত্রায় সুহৃদে ভৃশম্।) (২) দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩১ ॥ ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্। অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্ব্বাহুং দ্বিবাহুকম্। ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহম্। দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্। খট্বাঙ্গমসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ। ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগন্তথা। নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জনসমপ্রভম্ (৩)। দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদসঙ্কুলম্। আত্মবর্ণসমোপেত-সারমেয়সমন্বিতম্। ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩২ ॥ ওঁ করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণিস্তরুণতিমিরনীলো ব্যালযজ্ঞোপবীতী। ক্রতুসময়সপর্য্যাবিঘ্নবিচ্ছেদহর্ত্তা জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্, ওঁ ॥ ৩৩ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমম্। ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী (৪)॥ ৩৪ ॥ ইতি বিশ্বসারোদ্ধারে আপদুদ্ধারকল্পে বটুকভৈরবস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

ভীত ব্যক্তি ভয় হইতে মুক্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে, যে বিষয় অভিলাষ করিবে, সেই সেই বিষয় নিশ্চিত পাইবে। ৩০। এই স্তব গোপনীয়, কাহারও নিকটে প্রকাশ করা উচিত নহে, যে কোন ব্যক্তিকে ইহা দেওয়াও উচিত নহে। উত্তম কুলীন শান্ত সরল দম্ভশূন্য লোককে অথবা প্রিয় শিষ্য পুত্র ও সুহৃদকে এই পবিত্র সর্ব্বকাম ফলপ্রদ স্তোত্র প্রদান করিবে। ৩১। এক্ষণে ভৈরবের ধ্যান বলিব, সেই ধ্যান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিবে। শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, সহস্র সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার তেজ; (ইহা সাত্ত্বিক মূর্ত্তি) তমোময় মূর্ত্তিতে তাঁহার আটটি বাহু, রাজসমূর্ত্তিতে চতুর্ব্বাহু, সাত্ত্বিক মূর্ত্তিতে দ্বিবাহু ও তিনটি নয়ন; সর্প যাঁহার মেখলা; যাঁহার জটা অগ্নিবর্ণ, যিনি দিগম্বর, যিনি কুমারীগণের অধীশ্বর; তামসমূর্ত্তিতে তিনি খট্বাঙ্গ, খড়্গ, নাগপাশ, ত্রিশূল, ডমরু, নরকপাল, বরমুদ্রা ও সর্প ধারণ করিতেছেন, সেই মহাবল বটুক দেবকে ধ্যান করিবে। রাজসমূর্ত্তিতে যিনি মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, নীল কজ্জল রাজির ন্যায় যাঁহার প্রভা, যাঁহার বদনে ভীষণ দন্ত, করে অঙ্গদ, চরণে নূপুর, নীলবর্ণ সারমেয়গণে বেষ্টিত—অতিশয় হৃষ্টচিত্তে এইরূপ মূর্ত্তি ধ্যান করিলে সকল কামনা পূর্ণ করিতে পারিবে। ৩২। তামস মূর্ত্তিতে যাঁহার এক হস্তে নরকপাল, কর্ণে কুণ্ডল, অন্য হস্তে দণ্ড, ঘন অন্ধকারের ন্যায় নীলবর্ণ, সর্পদ্বারা যজ্ঞসূত্র নির্ম্মিত, যজ্ঞকালে যাঁহার পূজায় বিঘ্ন নিবারণ হয়—সাধকদিগের সিদ্ধিদাতা সেই বটুকনাথের জয়। ৩৩। দেবী

---

(১) নিশ্চিতমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) বন্ধনীস্থঃ পাঠঃ কেষুচিন্নাস্তি।

(৩) চন্দ্রপ্রভমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) (ক) পুস্তকে এব ধৃতোহয়ং ৩৩শঃ শ্লোকঃ।

অথ ভৈরবীস্তোত্রম্। (স্তুত্যানয়া ত্বাং ত্রিপুরে স্তোষ্যেঽভীষ্টফলাপ্তয়ে। যয়া ব্রজন্তি তাং লক্ষ্মীং মনুজাঃ সুরপূজিতাম্) ॥ ১ ॥ (১) ব্রহ্মাদয়ঃ স্তুতিশতৈরপি সূক্ষ্মরূপাং জানন্তি নৈব জগদাদিমনাদিমূর্ত্তিম্। তস্মাদ্বয়ং কুচনতাং নবকুঙ্কুমাভাং, স্থূলাং স্তুমঃ সকলবাঙ্ময়মাতৃভূতাম্ (২) ॥ ২ ॥ সদ্যঃসমুদ্যতসহস্রদিবাকরাভাং, বিদ্যাক্ষসূত্রবরদাভয়চিহ্নহস্তাম্। নেত্রোৎপলৈস্ত্রিভিরলঙ্কৃতবক্ত্রপদ্মাং, ত্বাং তারহাররুচিরাং ত্রিপুরে ভজামঃ (৩) ॥ ৩ ॥ সিন্দূরপূররুচিরং কুচভারনম্রং, জন্মান্তরেষু কৃতপুণ্যফলৈকগম্যম্। অন্যোন্যভেদকলহাকুলমানসাস্তে, জানন্তি কিং জড়ধিয়স্তব রূপমম্ব ॥ ৪ ॥ স্থূলাং বদন্তি মুনয়ঃ শ্রুতয়ো গৃণন্তি, সূক্ষ্মাং বদন্তি বচসামধিবাস (৪) মন্যে। ত্বাং মূলমাহুরপরে জগতাং ভবানি, মন্যামহে বয়মপারকৃপাম্বুরাশিম্ ॥ ৫ ॥ চন্দ্রাবতংসকলিতাং শরদিন্দুশুভ্রাং, পঞ্চাশদক্ষরময়ীং, হৃদি ভাবয়ন্তি। ত্বাং পুস্তকং জপবটীমমৃতাঢ্যকুম্ভং, ব্যাখ্যাঞ্চ

এই উত্তম অষ্টোত্তরশতনাম শ্রবণ করিয়া ভৈরবের উপরে অত্যন্ত প্রীতা হইলেন। ৩৪। বিশ্বসারোদ্ধার তন্ত্রে আপদুদ্ধার কল্পে এই বটুক ভৈরব স্তোত্র উল্লিখিত হইয়াছে। বটুক-ভৈরব-স্তোত্র সমাপ্ত ॥

অনন্তর ভৈরবী-স্তব বলা যাইতেছে।—হে ত্রিপুরে! মনুষ্যগণ যে স্তব করিয়া দেবপূজিতা লক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে, আমি অভিলাষিত ফল পাইবার আশায় তোমাকে সেই স্তবে স্তব করিব। ১। ব্রহ্মাদি দেবগণ শত শত স্তব করিয়াও জগতের আদি অনাদি সূক্ষ্মরূপিণী তোমার মূর্ত্তি জানিতে পারেন না। সেই কারণে আমরা নিখিল বাক্প্রপঞ্চের অধিষ্ঠাত্রী স্থূলরূপা আপনার মাতৃমূর্ত্তি,—নবকুঙ্কুমের ন্যায় যাহার আভা স্তনভরে অবনতা সেই মাতৃমূর্ত্তিস স্তব করি। ২। ত্রিপুরে, যুগপৎ উদিত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় যাহার আভা, চারি হস্তে যথাক্রমে বিদ্যা, অক্ষমালা, বর ও অভয়মুদ্রা বিদ্যমান, মুখকমলে তিনটি নেত্রোৎপল ছুটিয়া রহিয়াছে, গলে উত্তম হার,—আপনার এমন মূর্ত্তির আমরা সেবা করি। ৩। মাতঃ, সিন্দুররাশির ন্যায় রক্তবর্ণ তোমার দেহ স্তনভরে সর্ব্বদা অবনত, জন্মান্তরে যাহারা পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছে,—তাহারাই তোমার এরূপ জানিতে পারে; যাহারা ভেদজ্ঞান লইয়া বিবাদ করিয়া কাল কাটায় সেই জড়মতিগণ কিরূপে তোমার সে রূপ অবগত হইবে। ৪। ভবানি, মুনিগণের মতে তুমি স্থূলা, বেদে তোমাকে সূক্ষ্ম বলিয়া স্তব করা হইয়াছে,—অপরে তোমাকে বাক্প্রপঞ্চের আধার বলিয়া কীর্ত্তন করে, কেহ তোমাকে জগতের মূলকারণ বলে। আমরা তোমাকে অপার দয়ারসাগর মনে করি। ৫। ললাটে চন্দ্রভূষণ, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণা পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণরূপা; চারিহস্তে পুস্তক জপমালা, সুধাপূর্ণ কলস,

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) ভেন সরস্বতীরূপাম্ (খ টি)।
(৩) ভজন্তি ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) বাসস্থানং (খ টি)।

কামান্ তাংস্তান্ প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ (১)॥ ৩০॥ অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ। সুকুলীনায় শান্তায় ঋজবে দম্ভবর্জ্জিতে। (অথবা প্রিয়শিষ্যায় পুত্রায় সুহৃদে ভৃশম্।) (২) দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ৩১॥ ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্। অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্ব্বাহুং দ্বিবাহুকম্। ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহম্। দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্। খট্বাঙ্গমসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ। ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগন্তথা। নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জনসমপ্রভম্ (৩)। দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদসঙ্কুলম্। আত্মবর্ণসমোপেত-সারমেয়সমন্বিতম্। ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ৩২॥ ওঁ করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণিস্তরুণতিমিরনীলো ব্যালযজ্ঞোপবীতী। ক্রতুসময়সপর্য্যাবিঘ্নবিচ্ছেদহর্ত্তা জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্, ওঁ॥ ৩৩॥ এতচ্ছ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমম্। ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী (৪)॥ ৩৪॥ ইতি বিশ্বসারোদ্ধারে আপদুদ্ধারকল্পে বটুকভৈরবস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

ভীত ব্যক্তি ভয় হইতে মুক্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে, যে বিষয় অভিলাষ করিবে, সেই সেই বিষয় নিশ্চিত পাইবে। ৩০। এই স্তব গোপনীয়, কাহারও নিকটে প্রকাশ করা উচিত নহে, যে কোন ব্যক্তিকে ইহা দেওয়াও উচিত নহে। উত্তম কুলীন শান্ত সরল দম্ভশূন্য লোককে অথবা প্রিয় শিষ্য পুত্র ও সুহৃদকে এই পবিত্র সর্ব্বকাম ফলপ্রদ স্তোত্র প্রদান করিবে। ৩১। এক্ষণে ভৈরবের ধ্যান বলিব, সেই ধ্যান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিবে। শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, সহস্র সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার তেজ; (ইহা সাত্ত্বিক মূর্ত্তি) তমোময় মূর্ত্তিতে তাঁহার আটটি বাহু, রাজসমূর্ত্তিতে চতুর্ব্বাহু, সাত্ত্বিক মূর্ত্তিতে দ্বিবাহু ও তিনটি নয়ন; সর্প যাঁহার মেখলা; যাঁহার জটা অগ্নিবর্ণ, যিনি দিগম্বর, যিনি কুমারীগণের অধীশ্বর; তামসমূর্ত্তিতে তিনি খট্বাঙ্গ, খড়্গ, নাগপাশ, ত্রিশূল, ডমরু, নরকপাল, বরমুদ্রা ও সর্প ধারণ করিতেছেন, সেই মহাবল বটুক দেবকে ধ্যান করিবে। রাজসমূর্ত্তিতে যিনি মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, নীল কজ্জল রাজির ন্যায় যাঁহার প্রভা, যাঁহার বদনে ভীষণ দন্ত, করে অঙ্গদ, চরণে নূপুর, নীলবর্ণ সারমেয়গণে বেষ্টিত—অতিশয় হৃষ্টচিত্তে এইরূপ মূর্ত্তি ধ্যান করিলে সকল কামনা পূর্ণ করিতে পারিবে। ৩২। তামস মূর্ত্তিতে যাঁহার এক হস্তে নরকপাল, কর্ণে কুণ্ডল, অন্য হস্তে দণ্ড, ঘন অন্ধকারের ন্যায় নীলবর্ণ, সর্পদ্বারা যজ্ঞসূত্র নির্ম্মিত, যজ্ঞকালে যাঁহার পূজায় বিঘ্ন নিবারণ হয়—সাধকদিগের সিদ্ধিদাতা সেই বটুকনাথের জয়। ৩৩। দেবী

---

(১) নিশ্চিতমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) বন্ধনীস্থঃ পাঠঃ কেষুচিন্নাস্তি।
(৩) চন্দ্রপ্রভমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) (ক) পুস্তকে এব স্তোত্রোহয়ং ৩৩শঃ শ্লোকঃ।

অথ ভৈরবীস্তোত্রম্। (স্তুত্যানয়া ত্বাং ত্রিপুরে স্তোষ্যেঽভীষ্টফলাপ্তয়ে। যয়া ব্রজন্তি তাং লক্ষ্মীং মনুজাঃ সুরপূজিতাম্)॥ ১॥ (১) ব্রহ্মাদয়ঃ স্তুতিশতৈরপি সূক্ষ্মরূপাং জানন্তি নৈব জগদাদিমনাদিমূর্ত্তিম্। তস্মাদ্বয়ং কুচনতাং নবকুঙ্কুমাভাং, স্থূলাং স্তুমঃ সকলবাঙ্ময়মাতৃভূতাম্ (২)॥ ২॥ সদ্যঃসমুদ্যতসহস্রদিবাকরাভাং, বিদ্যাক্ষসূত্রবরদাভয়চিহ্নহস্তাম্। নেত্রোৎপলৈস্ত্রিভিরলঙ্কৃতবক্ত্রপদ্মাং, ত্বাং তারহাররুচিরাং ত্রিপুরে ভজামঃ (৩)॥ ৩॥ সিন্দূরপূররুচিরং কুচভারনম্রং, জন্মান্তরেষু কৃতপুণ্যফলৈকগম্যম্। অন্যোন্যভেদকলহাকুলমানসাস্তে, জানন্তি কিং জড়ধিয়স্তব রূপমম্ব॥ ৪॥ স্থূলাং বদন্তি মুনয়ঃ শ্রুতয়ো গৃণন্তি, সূক্ষ্মাং বদন্তি বচসামধিবাস (৪) মন্যে। ত্বাং মূলমাহুরপরে জগতাং ভবানি, মন্যামহে বয়মপারকৃপাম্বুরাশিম্॥ ৫॥ চন্দ্রাবতংসকলিতাং শরদিন্দুশুভ্রাং, পঞ্চাশদক্ষরময়ীং, হৃদি ভাবয়ন্তি। ত্বাং পুস্তকং জপবটীমমৃতাঢ্যকুম্ভং, ব্যাখ্যাঞ্চ

এই উত্তম অষ্টোত্তরশতনাম শ্রবণ করিয়া ভৈরবের উপরে অত্যন্ত প্রীতা হইলেন। ৩৪। বিশ্বসারোদ্ধার তন্ত্রে আপদুদ্ধার কল্পে এই বটুক ভৈরব স্তোত্র উল্লিখিত হইয়াছে। বটুক-ভৈরব-স্তোত্র সমাপ্ত॥

অনন্তর ভৈরবী-স্তব বলা যাইতেছে।—হে ত্রিপুরে! মনুষ্যগণ যে স্তব করিয়া দেবপূজিতা লক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে, আমি অভিলাষিত ফল পাইবার আশায় তোমাকে সেই স্তবে স্তব করিব। ১। ব্রহ্মাদি দেবগণ শত শত স্তব করিয়াও জগতের আদি অনাদি সূক্ষ্মরূপিণী তোমার মূর্ত্তি জানিতে পারেন না। সেই কারণে আমরা নিখিল বাক্‌প্রপঞ্চের অধিষ্ঠাত্রী স্থূলরূপা আপনার মাতৃমূর্ত্তি,—নবকুঙ্কুমের ন্যায় যাহার আভা স্তনভরে অবনতা সেই মাতৃমূর্ত্তিস স্তব করি। ২। ত্রিপুরে, যুগপৎ উদিত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় যাহার আভা, চারি হস্তে যথাক্রমে বিদ্যা, অক্ষমালা, বর ও অভয়মুদ্রা বিদ্যমান, মুখকমলে তিনটি নেত্রোৎপল ছুটিয়া রহিয়াছে, গলে উত্তম হার,—আপনার এমন মূর্ত্তির আমরা সেবা করি। ৩। মাতঃ, সিন্দুররাশির ন্যায় রক্তবর্ণ তোমার দেহ স্তনভরে সর্ব্বদা অবনত, জন্মান্তরে যাহারা পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছে,—তাহারাই তোমার এরূপ জানিতে পারে; যাহারা ভেদজ্ঞান লইয়া বিবাদ করিয়া কাল কাটায় সেই জড়মতিগণ কিরূপে তোমার সে রূপ অবগত হইবে। ৪। ভবানি, মুনিগণের মতে তুমি স্থূলা, বেদে তোমাকে সূক্ষ্ম বলিয়া স্তব করা হইয়াছে,—অপরে তোমাকে বাক্‌প্রপঞ্চের আধার বলিয়া কীর্ত্তন করে, কেহ তোমাকে জগতের মূলকারণ বলে। আমরা তোমাকে অপার দয়ারসাগর মনে করি। ৫। ললাটে চন্দ্রভূষণ, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণা পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণরূপা; চারিহস্তে পুস্তক জপমালা, সুধাপূর্ণ কলস,

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) স্তেন সরস্বতীরূপায় (খ টি)।

(৩) ভজন্তি ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) বাসস্থানং (খ টি)।

হস্তকমলৈর্দ্দধতীং ত্রিনেত্রাম্ ॥ ৬ ॥ শম্ভুস্ত্বমদ্রিতনয়াকলিতার্দ্ধভাগো বিষ্ণুস্ত্বমম্ব কমলাপরিবদ্ধদেহঃ। পদ্মোদ্ভবস্ত্বমসি বাগধিবাসভূমিস্তেষাং (১) ক্রিয়াশ্চ জগতি ত্রিপুরে ত্বমেব ॥ ৭। আশ্রিত্য বাগ্ভবভবাংশ্চতুরঃ পরাদীন্ (২) ভাবান্ পদেষু বিহিতান্ সমুদীরয়ন্তীম্। কণ্ঠাদিভিশ্চ করণৈঃ পরদেবতাং ত্বাং সচ্চিন্ময়ীং (৩) হৃদি কদাপি ন বিস্মরামি ॥ ৮ ॥ আকুঞ্চ্য বায়ুমবজিত্য চ বৈরিষট্‌ক (৪) মালোক্য নিশ্চলধিয়া নিজনাসিকাগ্রম্। ধ্যায়ন্তি মূর্দ্ধ্নি কলিতেন্দুকলাবতংসং, তদ্রূপমম্ব কৃতিনস্তরুণার্কমিত্রম্ ॥ ৯ ॥ ত্বং প্রাপ্য মন্মথরিপোর্ব্বপুরর্দ্ধভাগং, সৃষ্টিং করোষি জগতামিতি বেদবাদঃ। সত্যং তদদ্রিতনয়ে জগদেকমাতর্নো চেদশেষজগতঃ স্থিতিরেব ন স্যাৎ ॥ ১০ ॥ পূজাং বিধায় কুসুমৈঃ সুরপাদপানাং, পীঠে (৫) তবাম্ব কনকাচলগহ্বরেষু। গায়ন্তি সিদ্ধবনিতাঃ, সহ কিন্নরীভিরাস্বাদিতাসবরসারুণনেত্রপদ্মাঃ ॥ ১১ ॥ বিদ্যুদ্বিলাসবপুষঃ (৬) শ্রিয়মুদ্বহন্তীং যান্তীং স্ববাসভবনাচ্ছিবরাজধানীম্ (৭) সৌষুম্নবর্ত্মকমলানি বিকাশয়ন্তীং দেবীং

ও ব্যাখ্যা মুদ্রা শোভিত; তোমার এরূপ ত্রিনয়না মূর্ত্তিকে সকলে হৃদয়ে ভাবনা করে।৬। ত্রিপুরে, তুমিই অর্দ্ধনারীশ্বর শম্ভু, তুমিই কমলাসহ যুগলমূর্ত্তিতে অবস্থিত বিষ্ণু, তুমিই বাগ্‌দেবী সমন্বিত ব্রহ্মা,—তাঁহাদের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কার্য্যও তুমিই। ৭। মা, তুমি সচ্চিন্ময়ী পরদেবতা,—তুমি কণ্ঠাদির সাহায্যে পরা পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী নামক চারিটি পদার্থকে সুব্যক্ত করিয়া থাক, তোমার এরূপ মূর্ত্তি আমি কখনও ভুলিতে পারি না। ৮। যাঁহারা কার্য্যদক্ষ সাধক,—তাঁহারাই কামাদি ছয় রিপু জয় করিয়া বায়ুনিরোধপূর্ব্বক একাগ্র-চিত্তে নিজনাসিকাগ্রে দৃষ্টিপাত করত বালসূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ তোমার শশাঙ্কশেখর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া থাকেন। ৯। পর্ব্বতনন্দিনি, তুমি মন্মথরিপুর দেহার্দ্ধ অধিকার করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাক—এই বেদবাক্য ইহা প্রকৃত সত্য, নতুবা এই সমগ্র জগৎ স্থিতিলাভ করিতে পারে না,--কারণ তুমিই জগতের একমাত্র মাতা। ১০। মাতঃ! সিদ্ধকামিনীগণ কিন্নরীগণের সহিত আসব-রসপানে নেত্রপদ্ম আরক্ত করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের গুহামধ্যে পীঠোপরি কল্পবৃক্ষের কুসুমে আপনার পূজা করিয়া আপনার গুণগান করিয়া থাকে। ১১। সৌদামিনীর ন্যায় যাহার আভা, মা তুমি সেই কুণ্ডলিনীর শ্রী ধারণপূর্ব্বক স্ববাসভবন (কুণ্ডলিনী) হইতে শিবরাজধানীতে (শিরঃস্থিত সহস্রদলকমলে) গমনকরত সুষুম্নাপথের কমলগুলিকে প্রফুল্ল করিয়া

---

(১) তেষাং শম্ভুবিষ্ণুব্রহ্মণাং ক্রিয়াশ্চ সৃষ্টিস্থিতিলয়াদ্যাঃ (ক টি)।

(২) পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীতি শব্দহেতবো ভাবাঃ পদার্থাশ্চত্বারঃ। (ক টি)

(৩) সম্বিন্ময়ীমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (৪) কামক্রোধাদি (খ টি)।

(৫) নিত্রপীঠে (খ টি)। (৬) কুণ্ডলিন্যাঃ (খ টি)।

(৭) স্ববাসভবনাৎ কুণ্ডলিন্যাঃ। শিবরাজধানীং সহস্রদলকমলম্ (খ টি)।

ভজে হৃদি পরামৃতসিক্তগাত্রীম্ ॥ ১২ ॥ আনন্দজন্মভবনং ভবনং শ্রুতীনাং, চৈতন্যমাত্রতনুমম্ব তবাশ্রয়ামি। ব্রহ্মেশবিষ্ণুভিরুপাসিতপাদপদ্মাং, সৌভাগ্যজন্মবসতিং ত্রিপুরে যথাবৎ। ১৩ ॥ শব্দার্থভাবি (১) ভুবনং (২) সৃজতীন্দুরূপা, যা তদ্বিভর্ত্তি পুনরর্কতনুঃ স্বশক্ত্যা। বহ্ন্যাত্মিকা হরতি তৎ সকলং যুগান্তে, তাং সারদাং মনসি জাতু ন বিস্মরামি॥ ১৪ ॥ নারায়ণীতি নরকার্ণবতারিণীতি, গৌরীতি খেদশমনীতি সরস্বতীতি। জ্ঞানপ্রদেতি নয়নত্রয়ভূষিতেতি, ত্বামদ্রিরাজতনয়ে বহুধা ভজন্তি॥ ১৫॥ যে স্তুবান্তি জগন্মাতঃ শ্লোকৈর্দ্বাদশভিঃ (৩) ক্রমাৎ। ত্বামম্ব প্রাপ্য বাক্‌সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়ুস্তে পরাং গতিম্ ॥ ১৬ ॥ ইতি ভৈরবীতন্ত্রে ভৈরবীস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

অথ ভৈরবী-কবচম্।—দেব্যুবাচ। ভৈরব্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ শ্রুতাশ্চাধিগতা ময়া। সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং যৎ পুরোদিতম্ ॥ ১ ॥ ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্ (৪)। ত্বত্তঃ পরতরো নাথ কঃ কৃপাং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ

থাক, পরামৃতে অঙ্গ সিক্ত করিয়া থাক,—তোমার এরূপমূর্ত্তিকে হৃদয়ে ভজনা করি। ১২। মা চৈতন্য-মাত্রই তোমার দেহ, তোমার সে দেহ আনন্দের জন্মভূমি, বেদের ভাণ্ডার, সৌভাগ্যের জন্মস্থান,—এই কারণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমার পাদ-পদ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন,—ত্রিপুরে, তোমার সেই মূর্ত্তিকে আমি আশ্রয় করি। ১৩। যিনি ইন্দুরূপে নিখিল জগতের সৃষ্টি, সূর্য্যরূপে পালন ও বহ্নিরূপে সংহার করিতেছেন—সেই সারদামূর্ত্তিকে মনে কখনও যেন ভুলিয়া না যাই। ১৪। হে পর্ব্বতনন্দিনি, তোমাকে কেহ নারায়ণীরূপে, কেহ নরকার্ণবতারিণীরূপে, কেহ গৌরীরূপে, কেহ খেদ শমনীরূপে কেহ জ্ঞানপ্রদা সরস্বতীরূপে কেহ ত্রিনয়না মূর্ত্তিতে—এইরূপে বহু প্রকারে ভজনা করিয়া থাকে। ১৫। হে জগন্মাতঃ, তোমাকে এই দ্বাদশটি শ্লোকে যাহারা স্তব করে, হে মাতঃ, তাহারা বাক্‌সিদ্ধিলাভ করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। ১৬। ভৈরবীতন্ত্রে এই ভৈরবী স্তব-রাজ উল্লিখিত হইয়াছে।

অনন্তর ভৈরবীকবচ বলা হইতেছে। দেবী বলিলেন, আমি পূর্ব্বে ভৈরবী দেবীর সমস্ত বিদ্যা শুনিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, এক্ষণে আপনার পূর্ব্বকথিত কবচ শুনিতে ইচ্ছা করি। ১। এই ত্রৈলোক্যবিজয়-নামক কবচে সকল বিপদ্ নিবারিত হয়; হে নাথ, দয়া করিতে পারে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন আর কে আছে? অতএব দয়া করিয়া বলুন?

---

(১) শব্দার্থাভ্যাং ভবিতুং শীলং যস্য তাদৃশং যদ্ ভবনং (ক চী)। সর্ব্বাত্মভাবি ইতি (খ) পাঠঃ।

(২) ভবনমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। শব্দানুভাবি ভবনমিতি (গ) পাঠঃ।

(৩) চতুর্দশশ্লোকানাং প্রথমদ্বয়স্য উপক্রমার্থসঙ্গতার্থাদ্ দ্বাদশভিরিত্যুক্তম্, অতএব ক্রমাদিত্যস্য ক্রমাদুত্তরস্মিত্যর্থঃ। (ক চী) (৪) শত্রুবিনিবারকম্ ইতি আদর্শপাঠঃ।

শৃণু পার্ব্বতি বক্ষ্যামি সুন্দরি প্রাণবল্লভে। ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্। পঠিত্বা ধারয়িত্বেদং ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥ ৩ ॥ জঘান সকলান্ দৈত্যান্ যদ্ধৃত্বা মধুসূদনঃ। ব্রহ্মা সৃষ্টিং বিতনুতে যদ্ধৃত্বাভীষ্টদায়কম্ ॥ ৪ ॥ ধনাধিপঃ কুবেরোঽপি বাসবস্ত্রিদশেশ্বরঃ। যস্য প্রসাদাদীশোঽহং ত্রৈলোক্যবিজয়ী বিভুঃ ॥ ৫ ॥ ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যোঽসাধকেভ্যঃ কদাচন। পুত্রেভ্যঃ কিমুতান্যেভ্যো দত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬ ॥ ভৈরব্যাঃ কবচস্য—ঋষির্দ্দক্ষিণামূর্ত্তিরেব চ। বিরাট্ ছন্দো জগদ্ধাত্রী দেবতা বালভৈরবী। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥ অধরো (১) বিন্দুমানাদ্যঃ কামঃ শক্রী শশীযুতঃ। ভৃগুর্ম্মনুস্বরযুতঃ সর্গী বীজত্রয়াত্মিকা। বালৈষা মে শিরঃ পাতু বিন্দুনাদযুতাপি সা ॥ ৮ ॥ ভালং পাতু কুমারী সা সর্গহীনা (২) কুমারিকা। দৃশৌ পাতু চ বাগ্বীজং কর্ণযুগ্মং সদাবতু ॥ ৯ ॥ কামবীজং সদা পাতু ঘ্রাণযুগ্মং সদাবতু। সরস্বতীপ্রদা বালা জিহ্বাং পাতু শুচি প্রভা ॥ ১০ ॥ হসৈঁ কণ্ঠং হসকলরীং স্কন্ধৌ পাতু

। ২। ঈশ্বর বলিলেন, পার্ব্বতি শুন বলিতেছি,—হে সুন্দরি, প্রাণবল্লভে, এই ত্রৈলোক্যবিজয়কবচ মন্ত্রময়, মন্ত্র সমষ্টিই ইহার মূর্ত্তি, এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া ত্রিলোকবিজয়ী হইতে পারে। ৩। মধুসূদন যে কবচ ধারণ করিয়া নিখিল দৈত্য বধ করিয়াছিলেন, যে ইষ্ট-প্রদ কবচ ধারণ করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন। ৪। যে কবচের প্রসাদে কুবের ধনেশ্বর হইয়াছেন, ইন্দ্র দেবরাজ হইয়াছেন, আমি ত্রিলোকবিজয়ী ঈশ্বর হইয়া প্রভুতা করিতেছি। ৫। অসাধক পরশিষ্যকে কখনও এই কবচ দিবে না, অন্তের কথা কি? সাধক না হইলে আপনা পুত্রকেও এই কবচ দিবে না, দিলে মৃত্যু ঘটিবে। ৬। দক্ষিণামূর্ত্তি এই ভৈরবীকবচের ঋষি, বিরাট্ ইহার ছন্দ, জগদ্ধাত্রী বালভৈরবী ইহার দেবতা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-সাধনবিষয়ে ইহার নিয়োগ। ৭। অধরশব্দে ঐ, ইহাতে বিন্দুযোগ করিলে প্রথম বীজ হইবে। কাম শব্দে 'ক' ইহাতে শক্র (ল) যোগ করিয়া তাহাতে ঈ ও শশী (ং) যোগ করিলে দ্বিতীয় বীজ হইবে। ভৃগু অর্থাৎ সকারে মনুস্বর (ঔ) যোগ করিয়া তাহাতে বিসর্গ যোগ করিলে তৃতীয় বীজ হইবে; এই বীজত্রয়রূপিণী বালা (ঐং ক্লীং সৌঃ) আমার শিরোদেশ রক্ষা করুন। বিন্দুনাদযুক্তা ঐ বালা (ঐং ক্লীং সৌ) আমার ললাট রক্ষা করুন। বিসর্গহীনা ঐ বালা (ঐং ক্লীং সৌং) আমার দুই চক্ষু রক্ষা করুন, কেবল বাগ্বীজ (ঐং) সর্ব্বদা আমার কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন। ৮। ৯। কাম বীজ (ক্লীং) সর্ব্বদা আমার দুই নাসিকা রক্ষা করুন। বাকশক্তি-দাত্রী নির্ম্মলপ্রভা বালা (সমগ্র বাগ্বীজ) সর্ব্বদা আমার জিহ্বা রক্ষা করুন। ১০। হসৈঁ এই বীজ আমার কণ্ঠ 'হস্কলরীং' এই বীজ

---

(১) ঐং। কামঃ (ক) শক্রী (ল) শশী চ ঈশ্চ তাভ্যাং যুতঃ ভৃগুঃ (স) মনুস্বরঃ (ঔ) সর্গী (বিসর্গযুক্তঃ)। (২) বিসর্গহীনা (খ টি)।

হসৌর্ভুজৌ ॥ পঞ্চমী ভৈরবী পাতু করৌ হসরৈং সদাবতু ॥ ১১ ॥ হৃদয়ং হসকলরীং বক্ষঃ পাতু হসরৌঃ স্তনৌ। পাতু মাং ভৈরবী দেবী চৈতন্যরূপিণী মম ॥ ১২ ॥ হস্রৈং পাতু সদা পার্শ্বযুগ্মং হসকলরীং সদা। কুক্ষিং পাতু হসৌর্মধ্যং ভৈরবী ভুবি দুর্লভা ॥ ১৩ ॥ ঐঁ ঈঁ ওঁ মে মধ্যদেশং বীজবিদ্যা সদাবতু। হসৈং পৃষ্ঠং সদা পাতু নাভিং হসকলরীং তথা ॥ ১৪ ॥ পাতু হেসৌঃ কটীদেশং ষট্‌কূটা ভৈরবী মম। হসরৈং সক্‌থিনী পাতু হসকলরীং সদাবতু ॥ ১৫ ॥ গুহ্যদেশং হসৌঃ পাতু জানুনী ভৈরবী মম। সম্পৎপ্রদা সদা পাতু হসৈং জঙ্ঘে হসরীং (১) পদং ॥ ১৬ ॥ পাতু হেসৌঃ সর্ব্বদেহং ভৈরবী সর্ব্বদাবতু। হসৈং মামবতু প্রাচ্যাং হসকলরীং পাবকেঽবতু ॥ ১৭ ॥ হেসৌঃ মে দক্ষিণে পাতু ভৈরবী চক্রমাস্থিতা। হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লুঁ মাং সদা পাতু নৈর্ঋত্যাং চক্রভৈরবী ॥ ১৮ ॥ হসৈং হসকলহ্রীং হসরৌঃ পশ্চিমে পাতু ভৈরবী। ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ (২) পাতু বায়ব্যাং হুঁ হুঁ পাতু সদোত্তরে ॥ ১৯ ॥ হ্রীং হ্রীং

আমার দুই স্কন্ধ; 'হ সৌঃ' এই বীজ আমার দুই বাহু রক্ষা করুন। পঞ্চমী ভৈরবী আমার দুই কর রক্ষা করুন। 'হ সরৈং" সর্ব্বদা আমার হৃদয় রক্ষা করুন। 'হস্‌ক্‌ল্‌রীং' আমার বক্ষ রক্ষা করুন, 'হস্‌রৌঃ' এই বীজ আমার দুই স্তন রক্ষা করুন চৈতন্য ভৈরবী আমাকে রক্ষা করুন। ১২। 'হ স্রৈং' সর্ব্বদা আমার দুই পার্শ্ব রক্ষা করুন। 'হস্‌কল্‌রীং' সর্ব্বদা আমার কুক্ষিরক্ষা করুন। 'হসৌঃ' এই বীজ আমার মধ্যরক্ষা করুন। এই ভৈরবী ভূতলে দুর্লভা। ১৩। 'ঐং ঈং ওং' এই বীজবিদ্যা সর্ব্বদা আমার মধ্যদেশ রক্ষা করুন। 'হসৈং' এই বীজ পৃষ্ঠ এবং 'হস্‌কল্‌রীং' এই বীজ নাভি রক্ষা করুন। ১৪। হসৌঃ' এই বীজ কটিদেশ রক্ষা করুন। ষট্‌কূটা ভৈরবী এই রূপে আমার রক্ষা করুন। 'হস্‌রৈং' এই বীজ দুই উরু, 'হসকলরীং' সর্ব্বদা গুহ্যদেশ, এবং 'হসৌঃ' এই বীজ দুই জানু রক্ষা করুন। সম্পৎপ্রদা ভৈরবী এইরূপে রক্ষা করুন। 'হ সৈং' এই বীজ দুই জঙ্ঘা, 'হসরীং' এই বীজ পদ, এবং 'হসৌঃ' এই বীজ সকল দেহ' রক্ষা করুন। ভৈরবী এইরূপে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। 'হসৈং' এই বীজ পূর্ব্বদিকে, 'হসকলরীং' এই বীজ অগ্নিকোণে রক্ষা করুন। ১৫—১৭। 'হসৌঃ' এই বীজ দক্ষিণদিকে, এইরূপে চক্রে অবস্থিতা ভৈরবী আমাকে রক্ষা করুন। 'হ্রীং ক্লীং ব্লুং' এই বীজরূপিণী চক্র ভৈরবী সর্ব্বদা আমাকে নৈর্ঋতকোণে রক্ষা করুন। ১৮। 'হসৈং হস্‌কল হ্রীং হস্রৌঃ" এই বীজত্রয়রূপা ভৈরবী আমাকে পশ্চিমে রক্ষা করুন। "ক্রীং ক্রীং ক্রীং" এই বীজত্রয় আমাকে বায়ুকোণে রক্ষা করুন। "হুং হুং

---

(১) হস্‌কলীং (খ) কলরীং (ক) হলীং (আ০ বি০) পাঠঃ।

(২) ক্লীং ক্লীং ক্লীং ইতি (ক) (গ) পাঠঃ।

পাতু সদৈশান্তে দক্ষিণে কালিকেঽবতু। ঊর্দ্ধং প্রাগুক্তবীজানি রক্ষন্ত মামধঃস্থলে ॥২০॥ দিগ্বিদিক্ষু স্বাহা পাতু কালিকা খড়্গধারিণী। ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ সা তারা সর্ব্বত্র মাং সদাবতু ॥ ২১ ॥ সংগ্রামে কাননে দুর্গে তোয়ে তরঙ্গদুস্তরে। খড়্গকর্ত্রীধরা সোগ্রা সদা মাং পরিরক্ষতু ॥ ২২ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি! সারাৎ সারতরং মহৎ। ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২৩ ॥ যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ। স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় ভবনে লক্ষ্মীর্ব্বাণী বসেত্ততঃ ॥ ২৪ ॥ যঃ শত্রুভীতো রণকাতরো বা, ভীতো বনে বা সলিলালয়ে বা। বাদে সভায়াং প্রতিবাদিনো বা, রাজ্ঞঃ প্রকোপাৎ গ্রহসঙ্কুলাদ্বা ॥ ২৫ ॥ প্রচণ্ডবাতাচ্ছমনাচ্চ (১) ভীতো, গুরোঃ প্রকোপাদপি কৃচ্ছ্রসাধ্যাৎ। অভ্যর্চ্চ্য দেবীং প্রপঠেত্রিসন্ধ্যং, স স্যান্মহেশপ্রতিমো জয়ী চ ॥ ২৬ ॥ ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম কবচং মন্মুখোদিতম্। বিলিখ্য ভূর্জ্জে গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্‌যদি। কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥ ২৭ ॥ তদ্গাত্রং প্রাপ্য শস্ত্রাণি ভবন্তি কুসুমানি চ। লক্ষ্মীঃ সরস্বতী তস্য নিবসেত্তবনে সুখে ॥ ২৮ ॥ এতৎ কবচ-

এই দুই বীজ সর্ব্বদা উত্তরে রক্ষা করুন। ১৯। "হ্রীং হ্রীং" এই দুই বীজ সর্ব্বদা ঈশান কোণে রক্ষা করুন। "দক্ষিণে কালিকে" আমাকে ঊর্দ্ধে রক্ষা করুন। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বীজ আমাকে অধঃস্থলে রক্ষা করুন। ২০। "স্বাহা" এই মন্ত্রময়ী খড়্গধারিণী কালিকা আমাকে দিক্ ও বিদিক্ ভাগে রক্ষা করুন, "ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ ফট্" এই মন্ত্রময়ী তারাদেবী আমাকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র রক্ষা করুন। ২১। সংগ্রামে বনে দুর্গে এবং দুস্তর তরঙ্গময় জলমধ্যে খড়্গকর্ত্রীধারিণী উগ্রতারা দেবী আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ২২। হে দেবি! এই নিখিল সার বস্তু অপেক্ষা সারতর উৎকৃষ্ট ত্রৈলোক্যবিজয়নামক পরমাশ্চর্য্য কবচ তোমার নিকট বলিলাম। ২৩। যে ব্যক্তি পবিত্রভাবে এই কবচ পাঠ করে সে পূজার ফল প্রাপ্ত হয় এবং তাহার গৃহে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া বাস করেন। ২৪। যে ব্যক্তি শত্রুভীত, যুদ্ধকাতর এবং বনমধ্যে অথবা সমুদ্রমধ্যে ভীত, সভাস্থলে বিচারে প্রতিবাদীর নিকটে ভীত, রাজার কোপে পতিত, গ্রহবৈগুণ্যে পীড়িত, প্রচণ্ড ঝটিকাভীত, যমভয়ে ভীত, গুরুর অলঙ্ঘ্য কোপে পতিত সে দেবীকে পূজা করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় এই কবচ পাঠ করিলে সকল প্রকার উৎপাত হইতে মুক্ত হইয়া জয়লাভ করত মহেশতুল্য হইয়া বিচরণ করে। ২৫। ২৬। মন্মুখনিঃসৃত ত্রৈলোক্যবিজয়নামক এই কবচ ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া গুলিকা করত স্বর্ণ-আধারে রাখিয়া কণ্ঠে বা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিলে ত্রিলোকবিজয়ী হইতে পারে। ২৭। এই কবচ ধারণ করিলে তাহার গাত্রে পতিত অস্ত্র সকল কুসুমবৎ সুকোমল হয় এবং লক্ষ্মী ও

---

(১) প্রচণ্ডদণ্ডাচলনাচ্চ ইতি (ক) পাঠঃ।

মজ্ঞাত্বা যো জপেৎ ভৈরবীং পরাম্। বালাং বা প্রজপেদ্বিদ্যাং দরিদ্রো মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥২৯॥
ইতি রুদ্রযামলে দেবীশ্বরসংবাদে ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম ভৈরবীকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ শ্রীবিদ্যাস্তোত্রম্।—কল্যাণবৃষ্টিভিরিবামৃতপূরিতাভির্লক্ষ্মীস্বয়ংবরণমঙ্গলদীপকাভিঃ। সেবাভিরম্ব তব পাদসরোজমূলে, নাকারি কিং মনসি ভক্তিমতাং জনানাম্ ॥ ১ ॥ এতাবদেব জননি স্পৃহণীয়মাস্তে ত্বদ্বন্দনেষু সলিলস্থ-সরোজনেত্রে। সান্নিধ্যমুদ্যদরুণাম্বুজসোদরস্য, ত্বদ্বিগ্রহস্য সুধয়া পরয়াপ্লুতস্য ॥ ২ ॥ ঈষৎ প্রভাবকলুষাঃ (১) কতি নাম সন্তি, ব্রহ্মাদয়ঃ প্রতিদিনং প্রলয়াভিভূতাঃ। একঃ স এব জননি স্থিরসিদ্ধিরাস্তে, যঃ পাদয়োস্তব সকৃৎ প্রণতিং করোতি ॥ ৩ ॥ লব্ধা সকৃত্ত্রিপুরসুন্দরি তাবকীনং কারুণ্যকন্দলিতকান্তিভরং কটাক্ষম্। কন্দর্পভাবসুভগাস্ত্বয়ি ভক্তিভাজঃ সংমোহয়ন্তি তরুণীর্ভুবনত্রয়েঽপি ॥ ৪ ॥ হ্রীংকারমেব তব নাম গৃণন্তি দেবা মাতস্ত্রিকোণনিলয়ে ত্রিপুরে ত্রিনেত্রে। ত্বৎসংস্মৃতো যমভটাভিভবং বিহায়, দীব্যন্তি নন্দনবনে সহ লোকপালৈঃ ॥ ৫ ॥ হন্তুঃ পুরামধিগলং পরিপূর্যমানঃ, ক্রূরঃ কথং ন

সরস্বতী তাহার গৃহ সুখময় করিয়া থাকেন। ২৮। যে মানব এই কবচ না জানিয়া ভৈরবী দেবীর অথবা বালাভৈরবীর মন্ত্র জপ করে, সে দারিদ্র্যক্লেশ ভোগ করত মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২৯। ভৈরবী কবচ সমাপ্ত।

অনন্তর শ্রীবিদ্যা-স্তোত্র বলা হইতেছে।—মাতঃ! আপনার পাদপদ্মের সেবা যেন মঙ্গল-বৃষ্টি, ইহাতে অমৃত ধারা বর্ষণ হইতে থাকে, আপনার পাদপদ্ম সেবা লক্ষ্মী স্বয়ংবরা হইবার মঙ্গলদীপিকা,—সুতরাং যাহারা ভক্তিমান্ হইয়া আপনার সেবা করে তাহারা কি না লাভ করিতে পারে?। ১। জননি, তোমার চক্ষু দুইটি জলে ফুটিয়া রহিয়াছে যে কমল তাহারই মত মনোহর, তোমার সুধাময় মূর্ত্তি ফুটন্ত রক্ত পদ্মের ন্যায় মনোহর; তোমাকে বন্দনা করিবার আমার বড়ই বাসনা, তোমার ঐ মধুর মূর্ত্তি আমার সম্মুখে উদিত হয়, ইহা আমার স্পৃহণীয়।২। ঐশ্বর্য্যমত্ত কত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিন আসিতেছেন যাইতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু জননি, তোমার পায়ে যে একবার প্রণাম করিতে পারে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই স্থিরসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।৩। ত্রিপুরসুন্দরি! যাহারা তোমার প্রতি ভক্তিমান্, তাহারা তোমার করুণা কটাক্ষ লাভ করিয়া কন্দর্পসুন্দর মূর্ত্তি লাভ করত ত্রিভুবনের যুবতিগণকে মোহিত করিতে পারে। ৪। হে মাতঃ, হে ত্রিকোণবাসিনি ত্রিপুরে, হে ত্রিনয়নে! দেবগণ যদি তোমার 'হ্রীং' মন্ত্র উচ্চারণ করত মনোমধ্যে তোমাকে চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যমদূতের ভয় অতিক্রম করিয়া লোকপালদিগের সহিত নন্দন কাননে চিরকাল ক্রীড়া করিতে

---

(১) প্রভাব ঐশ্বর্য্যং তেন কলুষা মত্তা ইত্যর্থঃ।

ভবিতা গরলস্য বেগঃ। নাশ্বাসনায় (১) যদি মাতরিদং তবার্দ্ধং, দেহস্য শশ্বদমৃতাপ্লুত-শীতলস্য ॥ ৬ ॥ সর্ব্বজ্ঞতাং সদসি বাক্‌পটুতাং প্রসূতে দেবি ত্বদঙ্ঘ্রিসরসীরুহয়োঃ প্রণামঃ। কিঞ্চ স্ফুরন্মুকুটমুজ্জ্বলমাতপত্রং (২) দ্বে চামরে চ মহতীং বসুধাং দদাতি ॥ ৭ ॥ কল্পদ্রুমৈরভিমত-প্রতিপাদনেষু কারুণ্য-বারিধিভিরম্ব ভবৎকটাক্ষৈঃ। আলোকয় ত্রিপুরসুন্দরি মামনাথং, ত্বয্যেব ভক্তিভরিতং ত্বয়ি বদ্ধদৃষ্টিম্ ॥ ৮ ॥ হন্তেতরেষ্বপি নিধায় মনাংসি চান্যে, ভক্তিং বহন্তি কিল পামরদৈবতেষু (৩)। ত্বামেব দেবি মনসাহমনুস্মরামি, ত্বামেব নৌমি শরণং জননি ত্বমেব ॥ ৯ ॥ লক্ষেষু সৎস্বপি তবাক্ষিবিলোকনানামালোকয় ত্রিপুরসুন্দরি মাং কথঞ্চিৎ। নূনং ময়া চ সদৃশং করুণৈকপাত্রং, জাতো জনিষ্যতি জনো ন চ জায়তে বা ॥ ১০ ॥ হ্রীঁ হ্রীমিতি প্রতিদিনং জপতাং তবাখ্যাং কিং নাম দুর্ল্লভমিহ ত্রিপুরাধিবাসে। মালাকিরীটমদবারণমাননীয়াংস্তান্ সেবতে মধুমতী স্বয়মেব লক্ষ্মীঃ ॥ ১১ ॥ সম্পৎকরাণি সকলেন্দ্রিয়নন্দনানি, সাম্রাজ্যদানকুশলানি সরোরুহাক্ষি। ত্বদ্বন্দনানি দুরিতাহরণোদ্যতানি, মামেব মাতরনিশং

পারেন। ৫। মাতঃ, তোমার এই সুধাপ্লাবিত শীতল দেহ যদি অর্দ্ধাঙ্গ সম্মিলিত না হইত, তাহা হইলে ত্রিপুর-বিজয়ীর তীব্র কণ্ঠ-গরল তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইয়া পড়িত। ৬। দেবি, তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করিলে মানব সর্ব্বজ্ঞ হয়, সভায় বাক্‌পটুতা লাভ করে এবং উজ্জ্বল রাজমুকুট ও রাজচ্ছত্র চামর যুগল ও রাজ্য সম্পদ প্রাপ্ত হয়। ৭। মা, তোমার কটাক্ষ অভীষ্টসাধনে কল্পতরু, করুণার সাগর; হে ত্রিপুরসুন্দরি, আমি অনাথ, একমাত্র তোমার উপরে ভক্তি ঢালিয়া তোমার দিকেই তাকাইয়া আছি,—আমার উপরে তোমার ঐ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর। ৮। অপরে মনোনিবেশপূর্ব্বক অন্য সাধারণ দেবতাদিগের উপরে ভক্তি করে, কিন্তু দেবি আমি কেবল তোমাকেই মনে মনে স্মরণ করি, তোমাকেই প্রণাম করি, জননি তুমিই আমার রক্ষাকর্ত্রী। ৯। হে ত্রিপুরসুন্দরি, লক্ষ লক্ষ লোক তোমার দৃষ্টিপাতের পাত্র রহিয়াছে বটে কিন্তু আমাকেও কোনরূপে দৃষ্টি দাও, আমার ন্যায় একমাত্র করুণাপাত্র জগতে বোধ হয় আর কেহ হয় নাই, হইবে না, হইতেছেও না। ১০। হে ত্রিপুরবাসিনি, যাহারা প্রতিদিন তোমার 'হ্রীঃ হ্রীং' এই মন্ত্র জপ করে তাহাদের পক্ষে দুর্লভ কি আছে? তাহারা মালা, কিরীট, মত্তহস্তী প্রভৃতি অমূল্য বস্তু লাভ করিয়া লোকমান্য হয় লক্ষ্মী মধু ভাণ্ডার লইয়া আসিয়া স্বয়ং তাহাদের সেবা করেন। ১১। হে সরোরুহাক্ষি, তোমার বন্দনায় সম্পদ লাভ হয়, ইন্দ্রিয় সকল প্রফুল্ল হয়, সাম্রাজ্য লাভ হয়, ও পাপরাশি দূরীভূত হয়, অতএব মা, একমাত্র আমিই যেন নিয়ত তোমাকে বন্দনা

---

(১) আবাসনায় ইতি (খ) পাঠঃ। (২) এতেন রাজচক্রবর্ত্তিপদং দদাতীত্যর্থঃ (খ টি)।

(৩) নাপরদৈবতেষু ইতি (ক) পাঠঃ। যাপরদৈবতেষু ইতি আদর্শপাঠঃ।

কলয়ন্তু নান্যম্ ॥ ১২ ॥ কল্পোপসংহরণকল্পিততাণ্ডবস্য, দেবস্য খণ্ডপরশোঃ পরভৈরবস্য ৷ পাশাঙ্কুশৈক্ষবশরাসনপুষ্পবাণা, সা সাক্ষিণী বিজয়তে তব মূর্ত্তিরেকা ॥ ১৩ ॥ লগ্নং সদা ভবতু মাতরিদং ত্বদীয়ং, তেজঃ পরং বহুলকুঙ্কুমপঙ্কশোণম্। ভাস্বৎকিরীটমমৃতাংশু-কলাবতংসং, রূপং ত্রিকোণমুদিতং পরমামৃতাক্তম্ (১) ॥ ১৪ ॥ হ্রীঁকারত্রয়সংপুটেন মহতা মন্ত্রেণ সংদীপিতং, স্তোত্রং যঃ প্রতিবাসরং তব পুরো মাতর্জ্জপেন্মন্ত্রবিৎ। তস্য ক্ষৌণিভুজো ভবন্তি বশগা লক্ষ্মীশ্চিরস্থায়িনী, বাণী নির্ম্মলসূক্তি (২) ভারভরিতা জাগর্ত্তি দীর্ঘং যশঃ ॥ ১৫ ॥ ইতি শ্রীকল্যাণীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অথ কিঙ্কিণীস্তোত্রম্।—কিং কিং দুঃখং সকলজননি ক্ষীয়তে ন স্মৃতায়াং, কা কা কীর্ত্তিঃ কুলকমলিনি প্রাপ্যতে নার্চ্চিতায়াম্। কিং কিং সৌখ্যং সুরবরনুতে প্রাপ্যতে ন স্তুতায়াং, কং কং যোগং ত্বয়ি ন তনুতে চিত্তমালম্বিতায়াম্ ॥ ১ ॥ স্মৃতা ভব-ভয়ং হংসি (৩) পূজিতাসি শুভঙ্করী। স্তুতা ত্বং বাঞ্ছিতং দেবি দদাসি করুণাকরে ॥ ২ ॥ পরমানন্দবোধাব্ধিরূপে তেজঃস্বরূপিণি। দেববৃন্দ-শিরোরত্ন-নিঘৃষ্ট-চরণাম্বুজে। চিদ্বি-

করিতে পারি। ১২। দেব শঙ্কর প্রলয়কালে ভীষণ ভৈরবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক যে তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন,—ঐ নৃত্য ইক্ষুধনু, পুষ্পবাণ, পাশ ও অঙ্কুশ হস্তে লইয়া একমাত্র আপনিই দর্শন করিয়াছিলেন,—আপনার সেই শিবতাণ্ডবদর্শিনী মূর্ত্তির জয় হউক। ১৩। মা, তোমার অমৃতলিপ্ত তেজোময় ত্রিকোণমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে লগ্ন হইয়া থাকুক; তোমার এই মূর্ত্তি প্রচুর কুঙ্কুমরাগে আরক্ত,—ললাটে চন্দ্রকলা, মস্তকে উজ্জ্বল কিরীট, এই মূর্ত্তি সর্ব্বদা হৃদয়ে যেন ধারণ করিতে পারি। ১৪। মাতঃ, তিনটি 'হ্রীং' কারদ্বারা পুটিত মহামন্ত্রে উজ্জ্বল এই স্তব যে প্রতিদিন তোমার নিকটে পাঠ করিতে পারে,—সে ব্যক্তি প্রকৃত মন্ত্রবিৎ। রাজগণ তাহার বশীভূত হয়, লক্ষ্মী তাহার নিকট চিরস্থায়িনী হন; তাহার বাণী নির্ম্মল কবিত্বভারে পূর্ণ হয়, তাহার যশঃ দীর্ঘকাল উজ্জ্বল থাকে। ১৫। কল্যাণীস্তোত্র সমাপ্ত।

'অনন্তর কিঙ্কিণীস্তোত্র বলা হইতেছে।—হে মা, তুমি সকলের জননী, তোমাকে স্মরণ করিতে পারিলে কোন্ কোন্ দুঃখের অবসান না হয়? কুলকমলিনি, তোমাকে পূজা করিলে কোন্ কোন্ কীর্ত্তি না পাওয়া যায়? শ্রেষ্ঠ দেবগণ নিয়ত তোমার স্তব করেন,—তোমার স্তব করিতে পারিলে কোন্ কোন্ সুখ হস্তগত না হয়। তোমাতে চিত্তস্থির করিতে পারিলে আর কোন্ কোন্ যোগের বাকী থাকে। ১। তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি ভবভয় দূর করিয়া দাও, তোমাকে পূজা করিলে তুমি শুভ দাও; দেবি তুমি দয়ার সাগর,—স্তব করিলে তুমি বাঞ্ছিত বস্তু দিয়া থাক। ২। হে তেজঃ-

---

(১) পরমামৃতক্তে ইতি (খ) পাঠঃ। (২) মুক্তিভাবভরিতা ইত্যাদর্শপাঠঃ। মুক্তিভারভরিতা ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (৩) ভবভয়ধ্বংসী (ক) (খ) পাঠঃ।

শ্রান্তিমহাসত্তামাত্রে (১) মাত্রে নমোঽস্তু তে ॥ ৩ ॥ সৃষ্টিস্থিত্যপসংহারহেতুভূতে সনাতনি। গুণত্রয়াত্মিকাসি ত্বং জগতঃ করণেচ্ছয়া ॥ ৫ ॥ অনুগ্রহায় ভূতানাং গৃহীতদিব্যবিগ্রহে। ভক্তস্য মে নিত্যপূজাযুক্তস্য পরমেশ্বরি ॥ ৫ ॥ ঐহিকামুষ্মিকীং সিদ্ধিং দেহি ত্রিদশবন্দিতে। তাপত্রয়পরিম্লানভাজনং ত্রাহি মাং শিবে ॥ ৬ ॥ নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি নান্যং স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি। ত্যক্ত্বা ত্বদীয়চরণাম্বুজমাদরেণ মাং ত্রাহি দেবি কৃপয়া ময়ি দেহি সিদ্ধিম্ ॥ ৭ ॥ অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ। যন্ন্যূনমতিরিক্তং বা তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৮ ॥ দ্রব্যহীনং ক্রিয়াহীনং শ্রদ্ধামন্ত্রবিবর্জ্জিতম্। তৎ সর্ব্বং কৃপয়া দেবি ক্ষমস্ব ত্বং দয়ানিধে ॥ ৯ ॥ যন্ময়া ক্রিয়তে কর্ম্ম তন্মহৎ স্বল্পমেব বা। তৎ সর্ব্বঞ্চ জগদ্ধাত্রি ক্ষন্তব্যময়মঞ্জলিঃ ॥ ১০ ॥ ইতি কিঙ্কিণীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ শ্রীবিদ্যাকবচম্।—দেব্যুবাচ। দেবদেব মহাদেব ভক্তানাং প্রীতিবর্দ্ধন।

স্বরূপিণি ব্রহ্মময়ি, তুমি পরমানন্দ বোধের সাগরস্বরূপা, দেবগণের শিরোরত্নে তোমার পদকমল ঘর্ষিত হইয়া থাকে, তুমি সকলের মা, তোমাকে প্রণাম। ৩। হে সনাতনি, তুমিই জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় ত্রিগুণময়ি হইয়া থাক,—তুমিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণরূপিণী। ৪। তুমি ভূতবর্গের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক। হে পরমেশ্বরি, আমি তোমার ভক্ত, আমি তোমার নিত্য পূজা করি, হে দেববন্দিতে, তুমি আমাকে ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধি প্রদান কর। শিবে আমি ত্রিতাপভাজন হইয়া পরিম্লান হইতেছি,—আমাকে পরিত্রাণ কর। ৫৬। আমি অপর কাহাকেও বলি না, অন্য কিছু শুনি না, অন্যকে ভাবি না, অপরকে স্মরণ করি না একমাত্র তোমার পাদপদ্ম ব্যতীত আর কিছুই ভজনা করি না; অপর কাহাকেও আশ্রয় করি না। দেবি, যত্ন করিয়া আমাকে ত্রাণ কর, দয়া করিয়া আমাকে সিদ্ধি দাও। ৭। অজ্ঞতাবশতঃ অনবধানতাবশতঃ এবং আয়োজনের ত্রুটিবশতঃ আমার কৃতকার্য্যে যদি কিছু ন্যূনতা বা আধিক্যদোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা ক্ষমা কর। ৮। দেবি, আমার কার্য্য যদি দ্রব্যহীন, অনুষ্ঠানহীন, শ্রদ্ধাহীন বা মন্ত্রহীন হইয়া থাকে, দয়ানিধে! দয়া করিয়া তাহা ক্ষমা করুন। ৯। জগদ্ধাত্রি! আমি যে সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহা মহৎই হউক, আর অল্পই হউক, ক্ষমা করিবেন, আমি আপনার নিকটে কৃতাঞ্জলি হইতেছি। ১০। কিঙ্কিণীস্তোত্র সমাপ্ত।

অনন্তর শ্রীবিদ্যার কবচ বলা যাইতেছে।—হে দেবদেব মহাদেব। তুমি ভক্ত-

---

(১) চিদ্রূপে ব্রহ্মণি বিশ্রান্তির্যস্যাস্তাদৃশী বা মহাসত্তা ব্রহ্মময়তা তন্মাত্রে তদদ্বৈতবোধিকে ইতি সম্বোধনম্ (ক টি)।

সূচিতং যন্মহাদেব্যাঃ কবচং কথয়স্ব মে ॥ ১ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্ (১)। অপ্রকাশ্যং পরং গুহ্যং সকলাভীষ্ট (২) সিদ্ধিদম্ ॥ ২ ॥ কবচস্য ঋষির্দ্দেবি দক্ষিণামূর্ত্তিরব্যয়ঃ। ছন্দঃ পঙ্ক্তিঃ সমুদ্দিষ্টং দেবী ত্রিপুরসুন্দরী। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বিনিয়োগশ্চ (৩) সাধনে ॥ ৩ ॥ বাগ্ভবঃ কামরাজশ্চ শক্তিবীজং মহেশ্বরি। বাগ্ভবঃ (৪) পাতু শীর্ষে মাং কামরাজস্তথা (৫) হৃদি ॥ ৪ ॥ শক্তিবীজং (৬) সদা পাতু নাভৌ গুহ্যে চ পাদয়োঃ। ঐঁ ক্লীং সৌর্বদনে পাতু বালা মাং সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥ ৫ ॥ হ্সৈং হসকলরীং হসৌঃ পাতু ভৈরবী কণ্ঠদেশতঃ। সুন্দরী নাভিদেশেঽব্যাচ্ছীর্ষে কামকলা সদা ॥ ৬ ॥ ভ্রূনাসয়োরন্তরালে মহাত্রিপুরসুন্দরী। ললাটে সুভগা পাতু ভগা মাং কণ্ঠদেশতঃ ॥ ৭ ॥ ভগোদয়া তু (৭) হৃদয়ে উদরে ভগসর্পিণী। ভগমালা নাভিদেশে লিঙ্গে পাতু মনোভবা ॥ ৮ ॥ গুহ্যে পাতু মহাদেবী রাজরাজেশ্বরী শিবা। চৈতন্যরূপিণী পাতু পাদয়োর্জ্জগদম্বিকা ॥ ৯ ॥ নারায়ণী সর্ব্বগাত্রে সর্ব্বকার্য্যে শুভঙ্করী। ব্রহ্মাণী পাতু মাং পূর্ব্বে দক্ষিণে বৈষ্ণবী তথা ॥ ১০ ॥

দিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া থাক, অতএব তুমি পূর্ব্বে যে মহাদেবীর কবচের কথার ইঙ্গিত করিয়াছিলে, তাহা এক্ষণে বল। ১। শ্রীমহাদেব বলিলেন, হে দেবি! মন্ত্রমূর্ত্তি সেই কবচ আমি বলিব, শ্রবণ কর। এই কবচে সকল প্রকার ইষ্ট সিদ্ধ হয়। এই কবচ গোপনীয় বস্তু, ইহা প্রকাশ করিতে নাই। ২। অব্যয় দক্ষিণামূর্ত্তি, এই কবচের ঋষি পঙ্ক্তি ছন্দ, দেবী ত্রিপুরসুন্দরী ইহার দেবতা এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি এই চতুর্ব্বর্গের সাধনে ইহার নিয়োগ। ৩। হে মহেশ্বরি, বাগ্ভববীজ (ঐং) কামরাজ (ক্লীং), ও শক্তিবীজ (সৌঃ) এই তিনটি আপনার বীজ। তোমার ঐ বাগ্ভববীজ (ঐং) আমার মস্তকে রক্ষা করুন। কামরাজবীজ (ক্লীং) হৃদয় রক্ষা করুন। শক্তিবীজ (সৌঃ) সর্ব্বদা আমার নাভি, গুহ্য ও পদদ্বয় রক্ষা করুন। "ঐং ক্লীং সৌঃ" এই ত্রিবীজরূপিণী বালা সকল সিদ্ধি দিয়া আমাকে রক্ষা করুন। ৪।৫। 'হ্সৈং' 'হসকলরীং' 'হসৌঃ' এই বীজ-সমষ্টিরূপিণী ভৈরবী আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন। দরী' আমার নাভিদেশ ও 'কামকলা' আমার শীর্ষদেশ রক্ষা করুন। ৬। 'মহাত্রিপুরসুন্দরী' ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যভাগ, 'সুভগা' ললাট, ভগা কণ্ঠদেশ, 'ভগোদয়া' হৃদয়, 'ভগসর্পিণী' উদর, 'ভগমালা' নাভিদেশ ও মনোভবা আমার লিঙ্গ রক্ষা করুন। ৭।৮। মহাদেবী রাজরাজেশ্বরী শিবা আমার গুহ্যদেশ, চৈতন্যরূপিণী জগদম্বিকা আমার পাদদ্বয় রক্ষা করুন। ৯। সকল কার্য্যে শুভকারিণী নারায়ণী আমার সর্ব্বগাত্র, ব্রহ্মাণী

---

(১) দেবদুর্লভমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) সাধকাভীষ্ট (ক) (খ) পাঠঃ।
(৩) বিনিয়োগস্ত (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) ঐং। (৫) ক্লীং। (৬) সৌঃ। (খ টি)
(৭) চ (খ) পাঠঃ।

পশ্চিমে পাতু বারাহী উত্তরে তু মহেশ্বরী। আগ্নেয্যাং পাতু কৌমারী মহালক্ষ্মীশ্চ নৈঋতে ॥ ১১ ॥ বায়ব্যাং পাতু চামুণ্ডা ইন্দ্রাণী পাতু ঈশকে। জলে পাতু মহামায়া পৃথিব্যাং সর্ব্বমঙ্গলা। আকাশে পাতু বরদা সর্ব্বত্র ভুবনেশ্বরী ॥ ১২ ॥ ইদন্তু কবচং দেব্যা দেবানামপি দুর্ল্লভম্। পঠেৎ প্রাতঃ সমুত্থায় শুচিঃ প্রয়তমানসঃ ॥ ১৩ ॥ নাধয়ো ব্যাধয়স্তস্য ন ভয়ঞ্চ ক্বচিদ্ভবেৎ। ন চ মারীভয়ং তস্য পাতকানাং ভয়ং তথা ॥ ১৪ ॥ ন দারিদ্র্যবশং গচ্ছেত্তিষ্ঠেন্মৃত্যুবশে ন চ। গচ্ছেচ্ছিবপুরং দেবি সত্যং সত্যং বদামি তে (১) ॥ ১৫ ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা শ্রীবিদ্যাং যো জপেৎ প্রিয়ে। স নাপ্নোতি ফলং তস্য প্রাপ্নুয়াচ্ছস্ত্রঘাতনম্ ॥ ১৬ ॥ ইতি সিদ্ধজামলে শ্রীবিদ্যাকবচম্ (২) ॥

অথ মহাত্রিপুরসুন্দরীকবচম্।—দেব্যুবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ লোকানুগ্রহকারক। ত্বৎপ্রসাদান্মহাদেব শ্রুতা মন্ত্রাস্ত্বনেকধা ॥ ১ ॥ সাধনং বিবিধং দেব কীলকোদ্ধরণং তথা। শাপাদিদূষণোদ্ধারঃ শ্রুতস্ত্বত্তো ময়া প্রভো ॥ ২ ॥ রাজরাজেশ্বরীদেব্যাঃ কবচং সূচিতং ময়ি। শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তস্তং কথয়স্ব ময়ি প্রভো ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর

আমার পূর্ব্বদিকে এবং বৈষ্ণবী আমার দক্ষিণ দিকে রক্ষা করুন। ১০। বারাহী আমার পশ্চিম দিকে, মহেশ্বরী আমার উত্তরে, কৌমারী আমার অগ্নিকোণে, এবং মহালক্ষ্মী, আমার নৈঋতকোণে, রক্ষা করুন। ১১। চামুণ্ডা আমার বায়ুকোণে এবং ইন্দ্রাণী আমার ঈশানকোণে রক্ষা করুন। মহামায়া জলমধ্যে ও সর্ব্বমঙ্গলা আমাকে স্থলে রক্ষা করুন, বরদা আকাশে এবং ভুবনেশ্বরী সর্ব্বত্র আমাকে রক্ষা করুন। ১২। দেবীর এই কবচ দেবগণেরও দুর্লভ। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শুচি ভাবে একাগ্রচিত্তে ইহা পাঠ করিবে। ১৩। এই কবচপাঠের ফলে আধি, ব্যাধি থাকিবে না এবং কোথাও ভয় হইবে না, তাহার মারী ভয় এবং সকল প্রকার পাতকের ভয় থাকিবে না। ১৪। এই কবচের পাঠক দারিদ্র্যের বশবর্ত্তী হইবে না, কখনও মৃত্যুমুখে পড়িবে না। হে দেবি! সেই ব্যক্তি শিবপুরে গমন করিবে, ইহা আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি। ১৫। এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি শ্রীবিদ্যা-মন্ত্র জপ করে, সে জপের ফল পায় না, পরন্তু অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হয়। ১৬। শ্রীবিদ্যা-কবচ সমাপ্ত।

অনন্তর মহাত্রিপুরসুন্দরী-কবচ বলা হইতেছে।—দেবী বলিলেন হে ভগবন্ হে দেবদেবেশ! আপনি লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, হে মহাদেব, আপনার অনুগ্রহে আমি অনেক প্রকার মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। হে দেব, আপনার নিকটে আমি বিবিধ মন্ত্রসাধন, শল্যোদ্ধার ও শাপাদিদোষোদ্ধার শ্রবণ করিয়াছি। হে প্রভো! পূর্ব্বে রাজরাজেশ্বরী দেবীর যে কবচের বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি, প্রভো! উহা আমার নিকটে বলুন। ১—৩। ঈশ্বর

---

(১) বদাম্যহম্ (ক) (খ) পাঠঃ। (২) শ্রীমাত্রিপুরসুন্দরীকবচমিতি (ক) পাঠঃ।

উবাচ। লক্ষবারসহস্রাণি বারিতাসি পুনঃপুনঃ। স্ত্রীস্বভাবাৎ পুনর্দ্দেবি পৃচ্ছসি ত্বং ময়ি প্রিয়ে ॥ ৪ ॥ অত্যন্তগুহ্যং কবচং সর্ব্বকামফলপ্রদম্। প্রীতয়ে তব দেবেশি কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ ॥ ৫ ॥ অস্য রাজরাজেশ্বরী-শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীষোড়শীবিদ্যাকবচস্য মহাদেব ঋষিঃ প্রস্তারপঙ্‌ক্তিচ্ছন্দো রাজরাজেশ্বরী-শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী দেবতা পুরুষার্থ-সাধনে (১) বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥ পূর্ব্বে মাং (২) ভৈরবী পাতু বালা মাং পাতু দক্ষিণে। মালিনী পশ্চিমে পাতু ত্রাসিনা তূত্তরেঽবতু ॥ ঊর্দ্ধং পাতু মহাদেবী মহাত্রিপুরসুন্দরী। অধস্তাৎ পাতু দেবেশী পাতালতলবাসিনী ॥ ৮ ॥ আধারে বাগ্‌ভবঃ পাতু কামরাজস্তথা হৃদি। ডামরঃ পাতু মাং নিত্যং মস্তকে সর্ব্বকামদঃ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মরন্ধ্রে সর্ব্বগাত্রে ছিদ্রস্থানে চ সর্ব্বদা। মহাবিদ্যা ভগবতী পাতু মাং পরমেশ্বরী ॥ ১০ ॥ ঐঁ ক্লীঁ ললাটে মাং পায়াৎ হ্রীঁ ব্লুঁ সঃ পাতু (৩) নেত্রয়োঃ। নাসায়াং কর্ণয়োশ্চ দ্রাং দ্রৈং দ্রাং দ্রীং (৪) চিবুকে তথা। সৌঃ পাতু চ গলে সহ্রীঁ হৃদয়ে নাভিদেশকে ॥ ১১ ॥ কলহ্রীঁ ক্লীঁ স্রীঁ গুহ্যদেশে সহ্রীঁশ্চ পাতু পাদয়োঃ। সহহ্রীং মাং সর্ব্বতঃ পাতু সক্লীং পাতু চ সন্ধিষু ॥

বলিলেন, হে প্রিয়ে! আমি তোমাকে সহস্র লক্ষবার বারণ করিয়াছি, তথাপি তুমি স্ত্রী-স্বভাববশতঃ আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। ৪। হে দেবেশি, এই কবচ অত্যন্ত গোপনীয়, কেবল ইহাদ্বারা সকল প্রকার কামনাপূর্ণ হয়, এই কারণে তোমার প্রীতি হইবে বলিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। ৫। মহাদেব এই রাজরাজেশ্বরী শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী ষোড়শী-বিদ্যার কবচের ঋষি, প্রস্তারপঙ্‌ক্তি ইহার ছন্দ, রাজরাজেশ্বরী মহাত্রিপুরসুন্দরী ইহার দেবতা, পুরুষার্থসাধনে ইহার নিয়োগ। ৬। ভৈরবী আমাকে পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন, বালা আমাকে দক্ষিণে রক্ষা করুন, মালিনী পশ্চিমে এবং ত্রাসিনী আমাকে উত্তরে রক্ষা করুন। ৭। মহাদেবী মহাত্রিপুরসুন্দরী ঊর্দ্ধদিকে এবং দেবেশী পাতালতলবাসিনী অধোভাগে আমাকে রক্ষা করুন। ৮। বাগ্‌ভববীজ (ঐং) আমার মূলাধার রক্ষা করুন; কামরাজ (ক্লীং) হৃদয় রক্ষা করুন এবং ডামর আমার মস্তক রক্ষা করুন। ৯। পরমেশ্বরী ভগবতী মহাবিদ্যা আমার ব্রহ্মরন্ধ্র, সর্ব্বাঙ্গ এবং শরীরের সকল ছিদ্র রক্ষা করুন। ১০। 'ঐঁ ক্লীঁ' এই বীজ আমার ললাটদেশ, 'হ্রীঁ ব্লুং সঃ' এই মন্ত্র আমার দুই চক্ষু, নাসিকা ও দুই কর্ণ রক্ষা করুন। 'দ্রাং দ্রৈং দ্রাং দ্রাং' এই মন্ত্র আমার চিবুক 'সৌঃ' এই বীজ আমার গলদেশ, এবং সহ্রীং' এই বীজ আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন। ১১। 'কলহ্রীং ক্লীং স্রীং' এই মন্ত্র আমার গুহ্যদেশ ও 'সহ্রীং' এই মন্ত্র আমার পদদ্বয় রক্ষা করুন। 'সহহ্রীং' এই মন্ত্র আমার সর্ব্বস্থান রক্ষা করুন।

---

(১) সর্ব্বার্থসাধনে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) পূর্ব্বস্যামিতি (খ) পাঠঃ।

(৩) হ্রীং ক্লীং সৃং কণ্ঠ—ইতি (ক) পাঠঃ।

(৪) হ্রৈং হ্রাং হ্রাং (খ) পাঠঃ। হ্রীং হ্রীং হ্রৈং হ্রীং (ক) পাঠঃ।

১২ ॥ জলে স্থলে তথাকাশে দিক্ষু রাজগৃহে তথা। হুং ক্ষে মাং ত্বরিতা পাতু সহ্রীঁ সক্লীঁ মনোভবা ॥ ১৩ ॥ হংসঃ পায়ান্মহাদেবী পরং নিষ্কলদেবতা। বিজয়া মঙ্গলা দূতী কল্যাণী ভগমালিনী। জ্বালা চ মালিনী নিত্যা সর্ব্বদা পাতু মাং শিবা ॥ ১৪ ॥ ইত্যেবং কবচং দেবি দেবানামপি দুর্ল্লভম্। তব প্রীত্যা ময়া খ্যাতং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ১৫ ॥ ইদং রহস্যং পরমং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং প্রিয়ে! ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং ভোগমোক্ষপ্রদং শিবম্ (১) ॥ ১৬ ॥ দুঃস্বপ্ননাশনং পুংসাং নরনারীবশঙ্করম্। আকর্ষণকরং দেবি স্তম্ভোচ্চাটকরং শিবে ॥ ১৭ ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা রাজরাজেশ্বরীং শিবাম্। যোঽর্চ্চয়েদ্ যোগিনীবৃন্দৈঃ স ভক্ষ্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ ন তস্য মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচিদপি শঙ্করি। ইহলোকে চ দারিদ্র্যং রোগদুঃখভয়ানি চ! পরত্র নরকং গত্বা পশুযোনিমবাপ্নুয়াৎ। তস্মাদেতৎ সদাভ্যস্যেদধিকারী ভবেত্ততঃ ॥ ১৯ ॥ মদ্বক্ত্রনির্গতমিদং কবচং সুপুণ্যং, পূজাবিধেশ্চ পুরতো বিধিনা পঠেদ্ যঃ। সৌভাগ্যভোগললিতান শুভানি ভুক্ত্বা, দেব্যাঃ পদং ভজতি তৎ পুনরন্তকালে ॥ ২০ ॥ ইতি কুলানন্দসংহিতায়াং (২) শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীষোড়শীবিদ্যাকবচং সমাপ্তম্।

'স ক্লীং' এই মন্ত্র আমার সন্ধিস্থান রক্ষা করুন। ১২। 'হুং ক্ষে' মন্ত্ররূপিণী ত্বরিতা এবং 'স হ্রীং স ক্লীং' রূপিণী মনোভবা আমাকে জলে, স্থলে, আকাশে, চতুর্দ্দিকে এবং রাজগৃহে রক্ষা করুন। ১৩। 'হংসঃ' এই মন্ত্ররূপিণী মহাদেবী নিষ্কলদেবতা আমাকে রক্ষা করুন্ এবং বিজয়া, মঙ্গলা, দূতী, কল্যাণী, ভগমালিনী, জ্বালামালিনী, নিত্যা এবং শিবা, ইঁহারা আমাকে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা রক্ষা করুন্। ১৪। হে দেবি! এই কবচ দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ, কেবল তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ বলিলাম। ইহা অতি যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে। ১৫। হে প্রিয়ে! এই কবচ পরম রহস্য বস্তু, ইহা গোপনীয় হইতেও গোপনীয়। এই মঙ্গলময় কবচে ধন-বৃদ্ধি. যশোবৃদ্ধি, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি, ও ভোগ-মোক্ষ লাভ হয়। ১৬। এই কবচ দুঃস্বপ্ন নিবারণ করে, ইহা দ্বারা নরনারী বশ করা যায়, হে দেবি, ইহা আকর্ষণ কার্য্য সাধন করে, হে শিবে, ইহা দ্বারা স্তম্ভন ও উচ্চাটন হইয়া থাকে। ১৭। যে ব্যক্তি এই কবচ না জানিয়া রাজরাজেশ্বরী শিবার পূজা করে, সে যোগিনীগণের ভক্ষ্য হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৮। হে শঙ্করি! তাহার কখনও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না! সে ইহলোকে দারিদ্র্য দুঃখ ও রোগভোগকরত ভীতভাবে কালযাপন করে,মৃত্যুর পরে নরকভোগ করিয়া পশুযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। সেই কারণে অগ্রে এই কবচ সর্ব্বদা অভ্যাস করিবে। তাহা হইলে পূজা জপে অধিকারী হইবে। ১৯। যে ব্যক্তি পূজাকার্য্যের পূর্ব্বে আমার মুখ হইতে নির্গত এই অতি

---

(১) শুভম্ (ক) (খ) পাঠঃ। (২) জ্ঞানানন্দ ইতি (ক) পাঠঃ।

অথ প্রচণ্ডচণ্ডিকা-স্তোত্রম্ ।—নাভৌ শুভ্রসরোজমধ্যবিলসদ্বন্ধূকপুষ্পারুণং ভাস্বদ্ভাস্করমণ্ডলং তদুদরে তদ্‌যোনিচক্রং (১) মহৎ। তন্মধ্যে বিপরীতমৈথুনরত-প্রদ্যুম্ন-তৎকামিনী (২) পৃষ্ঠস্থাং তরুণার্ককোটিবিলসত্তেজঃস্বরূপাং শিবাম্ ॥ ১ ॥ বামে ছিন্নশিরোধরাং তদিতরে পাণৌ মহৎকর্ত্তৃকাং, প্রত্যালীঢ়পদাং দিগন্তবসনামুন্মুক্তকেশ-ব্রজাম্। ছিন্নাত্মীয়শিরঃ-সমুচ্ছল-দসৃগ্‌ধারাং পিবন্তীং পরাং, বালাদিত্যসমপ্রকাশ-বিলসন্নেত্রত্রয়োদ্ভাসিনীম্ ॥ ২ ॥ বামাদন্যত্র নালং (৩) বহুবহুলগলদ্রক্তধারাভিরুচ্চৈঃ। পায়ন্তীমস্থিভূষাং করকমললসৎ-কর্ত্তৃকামুগ্ররূপাম্। রক্তামারক্তকেশীমপগতবসনাং বর্ণিনীমাত্মশক্তিং, প্রত্যালীঢ়োরুপাদামরুণিতনয়নাং যোগিনীং যোগনিদ্রাম্ ॥ ৩ ॥ দিগ্বস্ত্রাং মুক্তকেশীং প্রলয়ঘনঘটাঘোররূপাং প্রচণ্ডাং, দংষ্ট্রা-দুষ্প্রেক্ষ্যবক্ত্রোদরবিবরলসল্লোলজিহ্বাগ্রভাসাম্। বিদ্যুল্লোলাক্ষিযুগ্মাং হৃদয়তটলসদ্ভোগিভীমাং সুমূর্ত্তিং, সদ্যশ্ছিন্নাত্মকণ্ঠ-প্রগলিতরুধিরৈর্ডাকিনীং বর্দ্ধয়ন্তীম্ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মেশানাচ্যুতাদ্যৈঃ শিরসি বিনিহিতামন্দ-

পবিত্র কবচ যথাবিধি পাঠ করে, সে সৌভাগ্য লাভ করত অতুল শুভ ঐশ্বর্য্য ভোগের পর অন্তকালে সেই দেবীর পদ ভজনা করে। ২০। ষোড়শী-বিদ্যা-কবচ সমাপ্ত।

অনন্তর প্রচণ্ডচণ্ডিকা-স্তোত্র বলা হইতেছে।—নাভিতে শুভ্রবর্ণ একটি পদ্ম, তাহার মধ্যস্থলে বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ উজ্জ্বল সূর্য্যমণ্ডল, সেই সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থলে মহৎ এক যোনিচক্র, সেই যোনিচক্রে কামদেব ও রতি বিপরীত রমণাসক্তভাবে অবস্থিত; সেই কামোপরি সমারূঢ়া রতির পৃষ্ঠদেশে কোটি বালসূর্য্যের ন্যায় তেজঃশালিনী প্রচণ্ডচণ্ডিকা দেবী অবস্থিতি করিতেছেন। ১। বামহস্তে স্বকীয় ছিন্নমুণ্ড দক্ষিণ হস্তে ভীষণ কর্ত্তৃকা অস্ত্র, প্রত্যালীঢ় পদে, নগ্নমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা কেশদাম আলুলায়িত, নিজ ছিন্ন মুণ্ড হইতে উদ্গত রুধিরধারা নিজেই ছিন্নমুণ্ডে পান করিতেছেন। ইঁহার তিনটি নেত্র বালসূর্য্যের ন্যায় জাজ্বল্যমান। ২। ইঁহার দক্ষিণে বর্ণিনী নামে এক যোগিনী অস্থি-ভূষণে ভূষিতা হইয়া উগ্রমূর্ত্তিতে অবস্থান করত প্রচণ্ডচণ্ডিকার দেহ হইতে বিগলিত বহুল রক্তধারা পান করিতেছেন; ইঁহার করপদ্মে কর্ত্তৃকা, রক্তবর্ণ গাত্র, আরক্তকেশ, নগ্নমূর্ত্তি, আরক্ত নেত্র, প্রত্যালীঢ়পদে দণ্ডায়মানা, ইনি যোগনিদ্রা, ইনি প্রচণ্ডচণ্ডিকার আত্মশক্তি। ৩। প্রচণ্ডচণ্ডিকার বামভাগে ডাকিনী নামে আর এক যোগিনী প্রলয় ঘনঘটার ন্যায় ঘোরমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক নগ্নবেশে আলুলায়িতকেশে প্রচণ্ডভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ভীষণ দন্তপঙ্‌ক্তি থাকায় মুখ অতি ভীষণ, সে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় না, সেই ভীষণ মুখবিবর হইতে ভীষণ লোলজিহ্বা বহিষ্কৃত রহিয়াছে। বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল দুইটি নেত্র। বক্ষঃস্থলে ভীষণ ভুজঙ্গ। সুন্দর মূর্ত্তি ঐ ডাকিনীকে ছিন্নমস্তাদেবী আপন ছিন্ন কণ্ঠ হইতে বিগলিত রুধিরধারা পান করাইতেছেন। ৪।

---

(১) সদ্‌যোনিচক্রমিতি (আ° বি° পাঠঃ। (২) কামদেবরতী (৫ টী)।
(৩) নাড়ী ইতি (আ° বি°) পাঠঃ।

পাদারবিন্দৈরাত্মজ্ঞৈর্যোগিমুখ্যৈঃ প্রতিদিনমনিশং চিন্তিতাচিন্ত্যরূপাম্। সংসারে সারভূতাং ত্রিভুবনজননীং ছিন্নমস্তাং প্রশস্তামিষ্টাং তামিষ্টদাত্রীং কলিকলুষহরাং চেতসা চিন্তয়ামি ॥ ৫ ॥ উৎপত্তিস্থিতিসংহৃতীর্ঘটয়িতুং ধত্তে ত্রিরূপাং তনুং, ত্রৈগুণ্যাজ্জগতো যদীয়বিকৃতির্ব্রহ্মাচ্যুতঃ শূলভৃৎ। তামাদ্যাং প্রকৃতিং স্মরামি মনসা সর্ব্বার্থসংসিদ্ধয়ে, যস্যাঃ স্মেরপদারবিন্দযুগলে লাভং ভজন্তেঽমরাঃ ॥ ৬ ॥ অলিপিশিতপরস্ত্রী (১) যোগপূজাপরোঽহং, বহুবিধজনভাবারম্ভসম্ভাবিতোঽহম্। পশুজনবিরতোঽহং ভৈরবীসংস্থিতোঽহং, গুরুচরণপরোঽহং, ভৈরবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৭ ॥ ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ব্রহ্মণা ভাষিতং পুরা। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং সাক্ষান্মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৮ ॥ যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় দেব্যাঃ সন্নিহিতোঽপি বা। তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্দেবি বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী ॥ ৯ ॥ ধনং ধান্যং সুতং জায়াং হয়ং হস্তিনমেব চ। বসুন্ধরাং মহাবিদ্যামষ্টৌ সিদ্ধীর্লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১০ ॥ বৈয়াঘ্রাজিনরঞ্জিত-স্বজঘনে রম্যে প্রলম্বোদরে,

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি আত্মজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ যোগিগণ প্রতিদিন এই ছিন্নমস্তাদেবীর সুন্দর পাদপদ্ম মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নিয়ত ইহাঁর অচিন্তনীয়রূপ চিন্তা করিয়া থাকেন। ইনি সংসারের সারভূতা, ইনি ত্রিভুবনের জননী; ইনি সকলের প্রশংসিতা বাঞ্ছিতা দেবতা, ইনি ভক্তকে ইষ্ট বস্তু দান করেন, কলিকলুষ হরণ করেন; এই ছিন্নমস্তা দেবীকে আমি সর্ব্বদা মনে চিন্তা করি। ৫। ইনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটাইবার জন্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ অবলম্বন করিয়া ত্রিরূপা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহাঁরই বিকার। সকল অর্থ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আমি এই আদ্যা প্রকৃতিকে সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করি। দেবগণ ইহাঁর প্রফুল্ল পাদপদ্ম-সেবাকে লাভ বলিয়া মনে করেন। ৬। আমি মধু মাংস পরস্ত্রীযোগে পূজা-জপ-পরায়ণ; আমি ভাবারম্ভে বহুবিধ জনের নিকট সমাদৃত, আমি পশুজন হইতে বিরত, আমি ভৈরবী-সংসৃষ্ট, আমি গুরুচরণ-ধ্যানে সর্ব্বদা মগ্ন আমি ভৈরব, আমি শিব। (ইহা সাধকের চরমাবস্থা)। ৭। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এই অতি পবিত্র স্তব বলিয়াছেন,—এই স্তবে সকলপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয় ইহা সাক্ষাৎ মহাপাতক নাশ করে। ৮। যে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া অথবা (পূজাকালে) দেবীর সমক্ষে এই স্তব পাঠ করে, হে দেবি, তাহার বাঞ্ছিতার্থদায়িনী সিদ্ধিলাভ হয়। ৯। (এই স্তব পাঠ করিয়া) ধন, ধান্য, স্ত্রী, পুত্র, হস্তী, অশ্ব, ভূমি, মহাবিদ্যা ও অষ্টসিদ্ধি নিশ্চিত লাভ করিতে পারিবে। ১০। মাতঃ! তুমি বিচিত্র ব্যাঘ্রচর্ম্মে নিজ নিতম্ব শোভিত করিয়াছ, তোমার উদর

---

(১) পুরস্ত্রী ইতি (গ) পাঠঃ।

খর্ব্বেঽনির্ব্বচনীয়পর্ব্ব-সুভগে মুণ্ডাবলীমণ্ডিতে। কর্ত্রীং কুন্দরুচিং বিচিত্রললিতাং জ্ঞানং দধানে পদে, মাতর্ভক্তজনানুকম্পিনি মহামায়েঽস্তু তুভ্যং নমঃ ॥ ১১ ॥ ইতি প্রচণ্ডচণ্ডিকাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ প্রচণ্ডচণ্ডিকাকবচম্।—দেব্যুবাচ। কথিতাশ্ছিন্নমস্তায়া যা যা বিদ্যাঃ সুগোপিতাঃ। ত্বয়া নাথেন জীবেশ শ্রুতাশ্চাধিগতা ময়া। ১। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং পূর্ব্বসূচিতম্। ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম কবচং কথ্যতাং প্রভো ॥ ২ ॥ ভৈরব উবাচ। শৃণু বক্ষ্যামি দেবেশি সর্ব্বদেব নমস্কৃতে। ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম কবচং সর্ব্বমোহনম্ ॥ ৩ ॥ সর্ব্ববিদ্যাময়ং সাক্ষাৎ সুরাসুরজয়প্রদম্। ধারণাৎ পাঠনাদীশস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী বিভুঃ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মা নারায়ণো রুদ্রো ধারণাৎ পাঠনাদ্ যতঃ। কর্ত্তা পাতা চ সংহর্ত্তা ভুবনানাং সুরেশ্বরি ॥ ৫ ॥ ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যোঽভক্তেভ্যো বিশেষতঃ। দেয়ং শিষ্যায় ভক্তায় প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকায় চ ॥ ৬ ॥ দেব্যাশ্চ ছিন্নমস্তায়াঃ কবচস্য চ ভৈরবঃ। ঋষির্ব্বিরাট্ ছন্দস্তু দেবতা ছিন্নমস্তকা। ত্রৈলোক্যবিজয়ে মুক্তৌ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥ হুঁকারো মে শিরঃ পাতু ছিন্নমস্তানল-

---

লম্বমান, তোমার রমণীয় খর্ব্বমূর্ত্তি, গলদেশ মুণ্ডমালা-শোভিত, কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বিচিত্র সুন্দর কর্ত্তৃকা ও জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করিতেছ ভক্তজনের উপরে তোমার অপার করুণা,—মহামায়ে, তোমাকে প্রণাম। ১১। প্রচণ্ডচণ্ডিকার স্তোত্র সমাপ্ত।

অনন্তর প্রচণ্ডচণ্ডিকার কবচ বলা হইতেছে।—দেবী বলিলেন,—হে জীবেশ্বর! ছিন্নমস্তা দেবীর অতি গোপিত যে যে বিদ্যা আমার নিকটে প্রকাশ করিয়াছিলেন, নাথ, তাহা আমি শুনিয়াছি ও বুঝিয়াছি। ১। পূর্ব্বে যে কবচের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। প্রভো, ত্রৈলোক্য-বিজয় নামক সেই কবচ আমার নিকটে বলুন। ২। ভৈরব বলিলেন,—দেবেশি, নিখিল দেবতা তোমার নিকটে নত; সুতরাং তোমাকে আমার অবক্তব্য কিছু নাই, ত্রৈলোক্য-বিজয় নামক কবচ, যে কবচে সকলকে মোহিত করা যায়; সকল মন্ত্রময় সেই কবচ তোমাকে বলিব, শুন। এই কবচে দেব দৈত্য জয় করা যায়, পাঠ ও ধারণ করিলে ত্রৈলোক্য জয় করিয়া সকলের প্রভু হওয়া যায়। ৩।৪। হে সুরেশ্বরি; এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ত্রিজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা হইয়াছেন। ৫। পরশিষ্যকে বিশেষতঃ অভক্ত ব্যক্তিকে এই কবচ প্রদান করা যায় না। নিজ শিষ্য এবং প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ভক্তকে ইহা দেওয়া যায়। ৬। ভৈরব ছিন্নমস্তা দেবীর এই কবচের ঋষি, বিরাট্ ইহার ছন্দ, ছিন্নমস্তা ইহার দেবতা, ত্রৈলোক্যবিজয় ও মুক্তি লাভের জন্য ইহার প্রয়োগ। ৭। হুংকাররূপী অগ্নিপ্রভা ছিন্নমস্তা আমার

প্রভা (১)। হ্রীঁ হুঁ (২) ঐঁ ত্র্যক্ষরী পাতু ভালং রক্তা দিগম্বরী ॥ ৮ ॥ শ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ ঐঁ দৃশৌ পাতু মুণ্ডকর্ত্রীধরাপি সা। সা বিদ্যা প্রণবাদ্যন্তা শ্রুতিযুগ্মং সদাবতু ॥ ৯ ॥ বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ ফট্ স্বাহা চ ধ্রুবাদিকা। ঘ্রাণং পাতু ছিন্নমস্তা স্বমুণ্ডকর্ত্রীধারিণী ॥ ১০ ॥ শ্রীমায়া-কূর্চ্চবাগ্বীজৈর্ব্বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং। হুঁ ফট্ স্বাহা মহাবিদ্যা ষোড়শী ব্রহ্মরূপিণী ॥ ১১ ॥ স্বপার্শ্বে বালিকাঞ্চাসৃগ্ধারাং (৩) পায়য়ন্তী মুদা। বদনং সর্ব্বতঃ পাতু ছিন্নমস্তা সশক্তিকা ॥ ১২ ॥ মুণ্ডকর্ত্রীধরা রক্তা সাধকাভীষ্টদায়িনী। বর্ণিনী-ডাকিনীযুক্তা সাপি মামভিতোঽবতু ॥ ১৩ ॥ রমাদ্যা পাতু জিহ্বাঞ্চ লজ্জাদ্যা পাতু কণ্ঠকম্। কূর্চ্চাদ্যা হৃদয়ং পাতু বাগাদ্যা স্তনযুগ্মকম্ ॥ ১৪ ॥ রময়া পুটিতা বিদ্যা পার্শ্বৌ পাতু সুরেশ্বরী। মায়য়া পুটিতা পাতু নাভিদেশং দিগম্বরী ॥ ১৫ ॥ কূর্চ্চেন পুটিতা দেবী পৃষ্ঠদেশং সদাবতু। বাগ্বীজপুটিতা চৈষা মধ্যং পাতু সশক্তিকা ॥ ১৬ ॥ ঈশ্বরী কূর্চ্চবাগ্বীজে বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং। হুং ফট্ স্বাহা মহাবিদ্যা সূর্য্যকোটিসমপ্রভা

শিরোদেশ রক্ষা করুন. "হ্রীং হুঁ ঐঁ" এই ত্র্যক্ষরমন্ত্রময়ী রক্তবর্ণা দিগম্বরী আমার ললাট রক্ষা করুন। ৮। "শ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ ঐঁ" এই চতুর্ব্বর্ণময়ী মুণ্ডকর্ত্রীধারিণী ছিন্নমস্তা দেবী আমার দুই চক্ষু রক্ষা করুন, আদি ও অন্তে প্রণবযুক্ত ঐ মন্ত্র আমার দুই কর্ণ রক্ষা করুন। ৯। "ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র-মূর্ত্তিতে ছিন্নমস্তা নিজ মুণ্ড ও কর্ত্রী ধারণপূর্ব্বক আমার নাসিকা রক্ষা করুন। ১০। শ্রীবীজ (শ্রীং) মায়াবীজ (হ্রীং) কূর্চ্চবীজ (হুং) বাগ্বীজ (ঐং) এই চতুর্ব্বীজযুক্ত বজ্র বৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা" এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র যাঁহার মূর্ত্তি সেই ব্রহ্মরূপিণী মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তা শক্তিসহায়া হইয়া নিজপার্শ্ববর্ত্তিনী বালিকাকে আনন্দে নিজ রক্ত পান করাইতে করাইতে সর্ব্বতোভাবে আমার মুখমণ্ডল রক্ষা করুন। ১১।১২। যাঁহার একহস্তে মুণ্ড অপর হস্তে কর্ত্রিকা, যিনি সাধকের অভীষ্ট পূরণ করেন সেই রক্তবর্ণা দেবী, বর্ণিনী ও ডাকিনীকে পার্শ্বে করিয়া আমাকে চতুর্দ্দিকে রক্ষা করুন্। ১৬ । যাহার আদিতে শ্রীবীজ সেই ছিন্নমস্তামন্ত্র আমার জিহ্বা রক্ষা করুন। যাহার আদিতে মায়াবীজ সেই মন্ত্র আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন। আদিতে কূর্চ্চবীজ সেই মন্ত্র আমার হৃদয় এবং আদিতে বাগ্বীজ সেই মন্ত্র আমার দুই স্তন রক্ষা করুন। ১৪। শ্রীবীজ দ্বারা পুটিত ঐ মন্ত্র আমার দুইপার্শ্ব রক্ষা করুন। মায়াবীজ দ্বারা পুটিত ঐ দিগম্বরীর মন্ত্র আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন। ১৫। কূর্চ্চবীজ দ্বারা পুটিতা ঐ দেবী সর্ব্বদা আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা। করুন। বাগ্বীজ দ্বারা পুটিতা ঐ দেবী শক্তিসহায়া হইয়া আমার মধ্যদেশ রক্ষা করুন ১৬। "হ্রীং হুং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং, ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রাত্মিকা 'কোটি-সূর্য্য-

---

(১) বলপ্রদা (খ) পাঠঃ। (২) হ্রীং (খ) পাঠঃ।

(৩) স্বপার্শ্বে বালিকাভ্যামসৃগ্ধারামিতি (গ) পাঠঃ।

॥ ১৭ ॥ ছিন্নমস্তা সদা পায়াদূরুযুগ্মং সশক্তিকা। হ্রীং হূং বর্ণিনী জানু শ্রীং হ্রীং হূং ডাকিনী পদম্ ॥ ১৮ ॥ সর্ব্ববিদ্যাস্থিতা নিত্যা সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু। প্রাচ্যাং পায়াদেকলিঙ্গা যোগিনী পাবকেঽবতু ॥ ১৯ ॥ ডাকিনী দক্ষিণে পাতু শ্রীমহাভৈরবী চ মাম্। নৈর্ঋত্যাং সততং পাতু ভৈরবী পশ্চিমেঽবতু ॥ ২০ ॥ ইন্দ্রাণী পাতু বায়ব্যেঽসিতাঙ্গী পাতু চোত্তরে। সংহারিণী সদা পাতু শিবকোণে সকর্ত্রিকা ॥ ২১ ॥ ইত্যষ্ট শক্তয়ঃ পান্তু দিগ্বিদিক্ষু সকর্ত্রিকাঃ। ক্রীং ক্রীং ক্রীং মাং পাতু পূর্ব্বে হূং হূং মাং পাতু পাবকে ॥ ২২ ॥ হ্রীং হ্রীং মাং দক্ষিণে পাতু দক্ষিণে কালিকেঽবতু। ক্রীং ক্রীং ক্রীং চৈব নৈর্ঋত্যাং হূং হূং মাং পশ্চিমেঽবতু ॥ ২৩ ॥ হ্রীং হ্রীং পাতু মরুৎকোণে স্বাহা পাতু সদোত্তরে। মহাকালী খড়্গহস্তা শিবকোণে সদাবতু ॥ ২৪ ॥ তারো মায়া বধূঃ কূর্চ্চং ফট্কারোঽয়ং মহামনুঃ। খড়্গকর্ত্রীধরা তারা চোর্দ্ধদেশং সদাবতু ॥ ২৫ ॥ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ পাতালে মাং পাতু চৈকজটা সতী। তারাস্বরহিতা খেঽব্যান্মহানীলসরস্বতী ॥ ২৬ ॥ ইতি তে কথিতং দেব্যাঃ কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্। যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ভীমঃ ক্রোধাখ্যো ভৈরবঃ প্রভুঃ ॥ ২৭ ॥ সুরাসুরমুনীন্দ্রাণাং কর্ত্তা হর্ত্তা ভবেৎ স্বয়ম্। যস্যাজ্ঞয়া মধু-

---

সমপ্রভা শক্তিযুক্তা ছিন্নমস্তা দেবী আমার উরুযুগল রক্ষা করুন। 'হ্রীং হূং বর্ণিনী' এই মন্ত্র আমার জানু এবং শ্রীং হ্রীং হূং ডাকিনী' এই মন্ত্র আমার পদ রক্ষা করুন্। সর্ব্ববিদ্যায় অবস্থিতা নিত্যা [১] আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। একলিঙ্গা দেবী আমাকে পূর্ব্বদিকে, যোগিনী [২] আমাকে অগ্নিকোণে, ডাকিনী [৩] আমাকে দক্ষিণে. শ্রীমহাভৈরবী [৪] নৈর্ঋতকোণে, এবং ভৈরবী [৫] আমাকে পশ্চিমে রক্ষা করুন। ১৭—২০। ইন্দ্রাণী [৬] বায়ুকোণে, অসিতাঙ্গী [৭] উত্তরে এবং কর্ত্রীহস্তা সংহারিণী [৮] ঈশানকোণে, আমাকে রক্ষা করুন্। ২১। ঐ নিত্যা প্রভৃতি অষ্টশক্তি কর্ত্রী হস্তে চতুর্দ্দিকে ও চতুষ্কোণে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন্। "ক্রীং ক্রীং ক্রীং" এই মন্ত্রাংশ আমাকে পূর্ব্বদিকে "হূং হূং" এই মন্ত্রাংশ অগ্নিকোণে. 'হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে" এই মন্ত্রাংশ দক্ষিণদিকে, "ক্রীং ক্রীং ক্রীং" এই মন্ত্রাংশ নৈর্ঋতকোণে, "হূং হূং" এই মন্ত্রাংশ পশ্চিমদিকে, "হ্রীং হ্রীং এই মন্ত্রাংশ বায়ুকোণে "স্বাহা" এই মন্ত্রাংশ উত্তরে, এবং খড়্গহস্তা মহাকালী আমাকে ঈশানকোণে রক্ষা করুন। ২২—২৪। ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ এই মহামন্ত্ররূপিণী খড়্গকর্ত্রীধারিণী তারা দেবী সর্ব্বদা আমার উর্দ্ধদেশ রক্ষা করুন। ২৭। "হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্" এই মন্ত্রময়ী একজটা দেবী আমাকে পাতালে রক্ষা করুন। "হ্রী স্ত্রীং হূং" এই মন্ত্রময়ী মহানীলসরস্বতী আকাশে আমাকে রক্ষা করুন্। ২৬। তোমার নিকট এই ছিন্নমস্তা দেবীর মন্ত্রমূর্ত্তি কবচ বলিলাম, এই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া মহাদেব ক্রোধনামে ভৈরব হইয়া ত্রৈলোক্যের প্রভু হইয়াছেন। ২৭। এই কবচ যে ধারণ করে, সে দেবদৈত্য ও মুনীন্দ্রগণের কর্ত্তা-হর্ত্তা হইতে পারে, তাহার

মতী যাতি সা সাধকান্তিকম্ ॥ ২৮ ॥ ভূতিন্যাদ্যাশ্চ যোগিন্যো যক্ষিণ্যাদ্যাশ্চ (১) খেচরাঃ। আজ্ঞাং গৃহ্ণন্তি তাস্তস্য কবচস্য প্রসাদতঃ ॥ ২৯ ॥ এতদেব পরং ব্রহ্ম কবচং মন্মুখোদিতম্। দেবীমভ্যর্চ্চ্য গন্ধাদ্যৈর্মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ। সংবৎসরকৃতায়াস্তু পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০ ॥ ভূর্জ্জে বিলিখিতঞ্চৈব গুলিকাং কাঞ্চনে স্থিতাম্। ধারয়েদ্দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা যদি বাগ্‌যতঃ। সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুতো ভূত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥ ৩১ ॥ তস্য গেহে বসেল্লক্ষ্মীর্ব্বাণী চ বদনাম্বুজে। ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদ্গাত্রে যান্তি সৌম্যতাম্ ॥ ৩২ ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজেচ্ছিন্নমস্তকাম্। সোঽপি শস্ত্রপ্রহারেণ মৃত্যুমাপ্নোতি সত্বরম্ ॥ ৩৩ ॥ ইতি ভৈরবতন্ত্রে (২) ছিন্নমস্তাকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ শ্যামা-স্তোত্রম্।—কর্পূরং মধ্যমান্ত্যস্বরপরিরহিতং (৩) সেন্দু বামাক্ষিযুক্তং, বীজং তে মাতরেতৎ ত্রিপুরহরবধূ ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি। তেষাং গদ্যানি পদ্যানি চ মুখকুহরাদুল্লসন্ত্যেব বাচঃ, স্বচ্ছন্দং ধ্বান্তধারাধররুচিরুচিরে সর্ব্বসিদ্ধিং গতানাম্ ॥ ১ ॥

আজ্ঞায় মধুমতী যোগিনী সাধকের সমীপে গমন করিয়া থাকেন। ২৮। ভূতিনী প্রভৃতি যোগিনীগণ এবং যক্ষিণী প্রভৃতি খেচরীগণ কবচের অনুগ্রহে তাহার আজ্ঞাপালন করিয়া থাকেন। ২৯। আমার মুখ হইতে বিনির্গত এই কবচই পরব্রহ্ম। দেবীকে গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা মূলমন্ত্রে পূজা করিয়া একবার এই কবচ পাঠ করিবে। তাহা হইলে সম্বৎসর পূজা করার ফল পাইবে। ৩০। ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া স্বর্ণাধারে গুলিকা করিয়া রক্ষিত করত বাক্‌সংযমপূর্ব্বক দক্ষিণ বাহুতে বা কণ্ঠে ধারণ করিলে সকল প্রকার ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া ত্রৈলোক্য বশীভূত করিতে পারিবে। ৩১। তাহার গৃহে লক্ষ্মী ও মুখপদ্মে সরস্বতী বাস করিবেন। তাহার গাত্রে ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি অস্ত্র পতিত হইলে বিফল হইয়া যাইবে। ৩২। এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি ছিন্নমস্তার পূজা করে, সে অচিরে অস্ত্রপ্রহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৩৩। ছিন্নমস্তা কবচ সমাপ্ত।

অনন্তর শ্যামাস্তোত্র বলা হইতেছে।—হে মাতঃ! কর্পূর শব্দের মধ্যমবর্ণ (অকার রকার পকার উকার) ও অন্ত্যস্বর (অকার) পরিত্যাগ করিলে যাহা থাকে (আদি 'ক্' শেষ 'র্' যোগ করিয়া ক্র থাকে) তাহাতে বামাক্ষি (ঈ) ও ইন্দু (ং) যোগ করিলে যে বীজ হয় হে ত্রিপুরহরবধু যাহারা তোমার এই বীজ ত্রিগুণ করিয়া 'ক্রীং ক্রীং ক্রীং' এইরূপ করিয়া) জপ করে, হে অন্ধকারবৎ মেঘবৎ নীলকান্তিশালিনি, তাহারা সকল প্রকার সিদ্ধি লাভ করে, তাহাদের মুখবিবর হইতে গদ্যপদ্যময় সুভাষিতবাণী অনায়াসে নির্গত হইতে থাকে। ('মধ্যমান্ত্য-স্বরপররহিতম্'

---

(১) যক্ষিণ্যো ডাকিন্যাদ্যাশ্চ (ক) (খ) পাঠঃ। (২) ভৈরব-ভৈরবীসংবাদে ছিন্নমস্তাকল্পে ত্রৈলোক্য-বিজয়ং নাম ইত্যধিকঃ (ক) পাঠঃ। (আ০ বি০) পাঠশ্চ। (৩) কর্পূরশব্দস্য মধ্যবর্ণাঃ অকার-রকার-পকারোকারা অন্ত্যস্বরশ্চ অকারঃ তৈঃ পরিরহিতম্। মধ্যমান্ত্যস্বরপররহিতমিতি বা পাঠঃ।

ঈশানঃ (১) সেন্দুবামশ্রবণ-(২) পরিগতো বীজমন্যন্মহেশি, দ্বন্দ্বন্তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিৎ। জিত্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন্নম্বুজাক্ষীবৃন্দং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ে প্রভবতি স মহাঘোরবাণাবতংসে (৩) ॥ ২ ॥ ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশধরবিলসদ্বামনেত্রেণ (৪) যুক্তো, বীজন্তে দ্বন্দ্বমন্যদ্বিগলিত-চিকুরে কালিকে যে জপন্তি। দ্বেষ্টারং ঘ্নন্তি তে চ ত্রিভুবনমপি তে (৫) বশ্যভাবং নয়ন্তি, সৃক্কদ্বন্দ্বাস্রধারাদ্বয়ধরবদনে দক্ষিণে কালিকেহতি ॥ ৩ ॥ ঊর্দ্ধে (৬) বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ, সব্যে চাভীর্ব্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকে চ। জপ্ত্বৈতন্নাম যে বা তব মনুবিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিতবদনে সিদ্ধয়স্ত্র্যম্বকস্য ॥ ৪ ॥ বর্গাদ্যং বহ্নিসংস্থং বিধুরতিবলিতং তত্ত্রয়ং কূর্চ্চযুগ্মং লজ্জাদ্বন্দ্বঞ্চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি তদধষ্ঠদ্বয়ং (৭)

এই পাঠের অর্থ মধ্যম দুই দুইটি স্বর ও অন্ত্যস্বর এবং 'প' ও 'র' ত্যাগ করিলে যাহা থাকে অর্থাৎ 'ক্র্' থাকে)। ১। হে মহেশি, ঈশান অর্থাৎ 'হ'কারে বামকর্ণ (উ) ও ইন্দু (ং) যোগ করিলে অপর একটি বীজ (হূং) হয়; যদি কোন মন্দবুদ্ধিলোক ঐ বীজকে দ্বিগুণ করিয়া কখনও একবারও জপ করে তাহা হইলে সে বিদ্যাবলে বাচস্পতিকে ও ধনবলে ধনপতি কুবেরকে জয় করিয়া সৌন্দর্য্যগুণে কমলাক্ষী সুন্দরীদিগকেও মোহিত করিতে পারে। হে অর্দ্ধচন্দ্রশোভিনি, হে অতিভীষণ বাণযুগল দ্বারা ভূষিতকর্ণে! অধিক কি সে ব্যক্তি সকলের উপরে আধিপত্য করিতে পারে! ২। হে মুক্তকেশি কালিকে! ঈশ অর্থাৎ 'হ'কারে বৈশ্বানর (র) বামনেত্র (ঈ) ও শশধর (ং) যোগ করিলে তোমার আর একটি বীজ হয়, হে সৃক্কদ্বয়বিগলিত-রুধিরধারারঞ্জিতমুখি! দক্ষিণাকালি! যাহারা তোমার ঐ বীজ (হ্রীং) জপ করে, তাহারা শত্রুনিপাত করিতে পারে এবং ত্রিভুবনকেও অত্যন্ত বশীভূত করিতে পারে। ৩। হে ত্রিভুবন-পাপহারিণি! দক্ষিণে! কালিকে! তোমার ঊর্দ্ধ বামকরতলে কৃপাণ, অধঃ বামকরকমলতলে ছিন্নমুণ্ড, দক্ষিণ দিকের ঊর্দ্ধহস্তে অভয় মুদ্রা, বামহস্তে বরমুদ্রা। হে মুখব্যাদানকারিণি মা! তোমার 'দক্ষিণে কালিকে' এই নামরূপ মন্ত্র সম্পদ্ যাহারা ভাবনা করে, মহাদেবের অষ্টসিদ্ধি তাহাদের করায়ত্ত। ৪। হে সুহাস্যমুখি! বর্গের প্রথম বর্ণে (ককারে) বহ্নি (র) রতি (ঈ) ও বিধু (ং) যোগ করিলে

---

(১) ঈশানো হকারঃ (২) বামশ্রবণম্ উকারঃ. ইন্দুঃ অনুস্বারঃ। (৩) বালাবতংসে ইতি বা পাঠঃ। (৪) ঈশো হকারঃ, বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ রকারঃ, শশধরঃ বিন্দুঃ, বামনেত্রম্ ঈকারঃ।

(৫) ত্রিভুবনমখিলমিতি (খ) পাঠঃ। ত্রিভুবনমভিতঃ ইতি (ক) (আ০ বি০) পাঠঃ। (৬) ঊর্দ্ধমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। কালিকেহতি ইত্যত্র কালিকে চ ইতি পাঠান্তরম্। কালিকে অতি বশ্যভাবমিত্যন্বয়ঃ।

(৭) বর্গাদ্যং ককারঃ : বহ্নিঃ রকারঃ বিধুঃ বিন্দুঃ, রতিঃ ঈকারঃ। ঠদ্বয়ং স্বাহা।

যোজয়িত্বা। মাতর্যে জপন্তি স্মরহরমহিলে ভাবয়ন্তঃ স্বরূপং, তে লক্ষ্মীলাস্যলীলাকমলদলদৃশঃ কামরূপা ভবন্তি ॥ ৫ ॥ প্রত্যেকং বা ত্রয়ং বা দ্বয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং, ত্বন্নাম্না যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি। তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা বক্ত্রশুভ্রাংশুবিম্বে, বাগ্‌দেবী দেবি মুণ্ডস্রগতিশয়লসৎকণ্ঠি পীনস্তনাঢ্যে ॥ ৬ ॥ গতাসূনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্চীপরিলসন্নিতম্বাং দিগ্বস্ত্রাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাম্। শ্মশানস্থে তল্পে শবহৃদি মহাকালসুরতপ্রসক্তাং (১) ত্বাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ ॥ ৭ ॥ শিবাভির্ঘোরাভিঃ শবনিবহমুণ্ডাস্থিনিকরৈঃ, পরং সংকীর্ণায়াং প্রকটিতচিতায়াং হরবধূম্। প্রবিষ্টাং সন্তুষ্টামুপরিসুরতেনাতিযুবতীং, সদা ত্বাং ধ্যায়ন্তি ক্বচিদপি ন তেষাং পরিভবঃ ॥ ৮ ॥ বদামস্তে কিং বা জননি বয়মুচ্চৈর্জড়ধিয়ো, ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমম্। তথাপি ত্বদ্ভক্তির্মুখরয়তি চাস্মাকমসিতে, তদেতৎ ক্ষন্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ ॥ ৯ ॥ সমন্তাদাপীনস্তনজঘনধৃগ্‌যৌবনবতী-রতা-

যে বীজ (ক্রীং) হয় সেই বীজ তিনটি (ক্রীং ক্রীং ক্রীং) কূর্চ্চবীজ (হূং) দুইটি (হূং হূং) তাহার পরে দুইটি লজ্জাবীজ (হ্রীং হ্রীং) তাহার পরে দুইটি ঠ (স্বাহা) যোগ করিয়া যাহারা তোমার স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে জপ করে হে মাতঃ! হে শম্ভুগৃহিণি! তাহারা কামের ন্যায় রূপবান্ হয়, তাহাদের নেত্র-কমল লক্ষ্মীর নৃত্য-লীলার স্থান হয়। ৫। হে দেবি! হে মুণ্ডমালাশোভিতকণ্ঠি! হে পীনস্তনি! তোমার পূর্ব্বকথিত ঐ বীজগুলির (ক্রীং হূং হ্রীং এই তিনটির প্রত্যেকটির) প্রত্যেকটি (ক্রীং) (হূং) (হ্রীং) অথবা তিনটি (ক্রীং ক্রীং ক্রীং) অথবা দুইটি (হূং হূং) (হ্রীং হ্রীং) অতি গোপনীয় বীজ অথবা ঐ সকল বীজগুলি (ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং) তোমার (দক্ষিণে কালিকে এই) নামের সঙ্গে যোগ করিয়া সর্ব্বদা ভাবনা করিতে করিতে জপ করে, তাহাদের নয়নকমলে কমলা ও মুখপদ্মে বাগ্দেবী বিহার করেন। ৬। জননি! তোমার নিতম্বে শববাহুনিচয়ে রচিত চন্দ্রহার, নগ্নমূর্ত্তি, ত্রিভুবনের তুমি বিধাত্রী, তুমি ত্রিনয়না, তুমি শ্মশানস্থ শয্যায় শবহৃদয়ে মহাকাল-সুরতপ্রসক্তা, তোমাকে ধ্যান করিলে জড়মতিও কবি হয়। ৭। চতুর্দ্দিকে ভীমমূর্ত্তি শিবাগণ চীৎকার করিতেছে,—শবসমূহের অস্থি ও মুণ্ডরাশিতে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত,—দাউ দাউ করিয়া চিতানল জ্বলিতেছে এরূপ ভীষণ শ্মশানে তুমি নবযুবতিবেশে উপরিসুরতে আনন্দে বিভোর হইয়া আছ,—হে হরবধূ, তোমার এবংবিধ মূর্ত্তি যাহারা সর্ব্বদা ধ্যান করে তাহাদের কোথাও পরিভব হয় না। ৮। জননি, তোমার পরমতত্ত্ব ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও অবগত নহেন,—আমরা ত অতিজড়মতি,—তোমার প্রকৃত তত্ত্ব আমরা কি বলিব, তথাপি অসিতগাত্রি! তোমার প্রতি ভক্তিবশতঃই বলিবার জন্য বাচাল হইতেছি,—

---

(১) প্রযুক্তামিতি (ক) (আ০ বি০) পাঠঃ।

সক্তো নক্তং যদি জপতি ভক্তস্তব মনুম্। বিবাসাস্ত্বাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরস্তস্য বশগাঃ, সমস্তাঃ সিদ্ধৌঘা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ ॥১০॥ সমাঃ সুস্থীভূতাং জপতি বিপরীতাং যদি সদা, বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্নতিশয়মহাকালসুরতাম্। তদা তস্য ক্ষৌণীতলবিহরমাণস্য বিদুষঃ, করাম্ভোজে বশ্যা হরবধূ মহাসিদ্ধিনিবহাঃ ॥ ১১ ॥ প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তি চ, সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ। অতস্ত্বং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরপি, মহেশোহপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্ ॥ ১২ ॥ অনেকে সেবন্তে ভবদধিকগীর্ব্বাণনিবহান্, বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি ন হি জানন্তি পরমম্। সমারাধ্যামাদ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদি-বিবুধৈঃ, প্রপন্নোহস্মি স্বৈরং রতিরসমহানন্দ-নিরতাম্ ॥ ১৩ ॥ ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি (১) সমীরোহপি গগনং, ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্। স্তুতিঃ কা তে মাতস্তব করুণয়া মামগতিকং, প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়ান্মম জনুঃ ॥ ১৪ ॥ শ্মশানস্থঃ সুস্থো গলিতচিকুরো দিক্পটধরঃ,

আমাদের এ অপরাধ ক্ষমা করুন। পশুর প্রতি ক্রোধ করা উচিত নহে। ৯। মাতঃ! যদি তোমার প্রতি ভক্তিমান্ থাকিয়া রাত্রিকালে কেহ বিবাশা ও মুক্তকেশ হইয়া অতি পীবরস্তনজঘনা যৌবনবতীর রতাশক্ত হইয়া তোমাকে ধ্যান করিতে করিতে তোমার মন্ত্র জপ করে, সমস্ত সিদ্ধিসমূহ তাহার করায়ত্ত হয় এবং সে সুদীর্ঘজীবন লাভ করত কবি হইয়া ভূমণ্ডলে বাস করে। ১০। হে হরবধু, তুমি একাগ্রভাবে মহাকালের সহিত বিপরীতভাবে সাতিশয় রতাতুরা, এরূপ তোমাকে ধ্যান করিতে করিতে যদি কেহ সম্বৎসরকাল সর্ব্বদা মন্ত্রার্থ চিন্তাপূর্ব্বক তোমার মন্ত্র জপ করে. তাহা হইলে সে বিদ্বান্ হইয়া ভূমণ্ডলে স্বচ্ছন্দবিহারী হইতে পারে, মহাসিদ্ধি-সমূহ তাহার করায়ত্ত হয়। ১১। জননি! তুমিই এ সংসার প্রসব করিতেছ, এই জগৎ পালন করিতেছ. প্রলয়কালে সমস্ত ভূমণ্ডলাদি সংহার করিতেছ অতএব তুমিই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, তুমিই ত্রিভুবনপালনকর্ত্তা শ্রীপতি, তুমি সংহর্ত্তা মহেশ্বর, অধিক কি তুমিই নিখিল চরাচর জগৎ. তোমার আর কি স্তব করিব। ১২। আপনা অপেক্ষা বড় এই ভাবিয়া অনেকে অন্য দেবতার সেবা করিয়া থাকে, কিন্তু মা, তাহারা অতিমূঢ়—তাহাদের কিছুমাত্র সদসদ্-বিবেচনা নাই,—তাহারা পরমতত্ত্ব কিছুই বুঝে নাই. রতিরস মহানন্দমগ্না আপনার এই আদ্যা মূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ সর্ব্বদা আরাধনা করিয়া থাকেন আজ আপনার সেই মূর্ত্তি আমি স্বচ্ছন্দে লাভ করিয়াছি। ১৩। হে কালি? ক্ষিতি. জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—এসকলই একা তুমি, তুমি মঙ্গলময়ী গিরিশরমণী। তোমাকে কি আর স্তব করিব, মা আমি গতিহীন, দয়া করিয়া আমার প্রতি প্রসন্না হউন। সংসারে আর আমার যেন জন্মগ্রহণ করিতে না হয়। ১৪। হে মহাকালি! যে ব্যক্তি

---

(১) শুচিরগ্নিঃ।

সহস্রস্বর্কাণাং (১) নিজগলিতবীর্য্যেণ কুসুমম্। জপংস্বৎপ্রত্যেকং মনুমপি তব ধ্যাননিরতো, মহাকালি স্বৈরং স ভবতি ধরিত্রীপরিবৃঢ়ঃ ॥ ১৫ ॥ গৃহে সম্মার্জ্জন্যা পরিগলিতবীর্য্যং হি চিকুরং (২) সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি চিতায়াং কুজদিনে। সমুচ্চার্য্য প্রেম্না মনুমপি সকৃৎ কালি সততং, গজারূঢ়ো যাতি ক্ষিতিপরিবৃঢ়ঃ সৎকবিবরঃ ॥ ১৬ ॥ স্বপুষ্পৈ-(৩) রাকীর্ণং কুসুমধনুষো মন্দিরমহো, পুরো ধ্যায়ং ধ্যায়ং যদি জপতি ভক্তস্তব মনুম্। স গন্ধর্ব্বশ্রেণীপতিরপি কবিত্বামৃতনদীনদীনঃ পর্য্যন্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি ॥ ১৭ ॥ ত্রিপঞ্চারে পীঠে শবশিবহৃদি স্মেরবদনাং, মহাকালেনোচ্চৈর্ম্মদনরসলাবণ্যনিরতাম। সমাসক্তো নক্তং স্বয়মপি রতানন্দনিরতো, জনো যো ধ্যায়েত্ত্বাময়ি জননি স স্যাৎ স্মরহরঃ ॥ ১৮ ॥ সলোমাস্থি স্বৈরং পললমপি মার্জ্জারমসিতে, পরঞ্চৌষ্ট্রং মৈষং নরমাহিষয়োশ্ছাগমপি বা। বলিস্তে পূজায়ামপি বিতরতাং মর্ত্ত্যবসতাং, সতাং সিদ্ধিঃ সর্ব্বা প্রতিপদমপূর্ব্বা প্রভবতি ॥ ১৯ ॥ বশী লক্ষং মন্ত্রং প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো, দিবা

শ্মশানে থাকিয়া মুক্তকেশ ও বিবস্ত্র হইয়া একাগ্রচিত্তে তোমাকে ধ্যান করিতে করিতে তোমার প্রত্যেক মন্ত্র জপ করিয়া নিজ গলিতবীর্য্যের সহিত সহস্র অর্ক (আকন্দ) পুষ্প তোমাকে প্রদান করে, সে অনায়াসে পৃথিবীর অধীশ্বর হয়। ১৫। হে কালি! যদি কেহ মঙ্গলবারে মধ্যাহ্নকালে ভক্তিসহকারে তোমার ধ্যান করত একবার তোমার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিজগৃহে গলিতনিজবীর্য্যের সহিত সমূলোৎপাটিত কেশ-সমার্জ্জনী দ্বারা শ্মশানে গিয়া প্রদান করে সে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া নিয়ত গজারোহণে বিচরণ করে (বীরাচার মতে উপাসনা)। ১৬। মাতঃ! যদি কোন ভক্ত স্বপুষ্পসমাকীর্ণ কামমন্দির সম্মুখে ধ্যান করিতে করিতে তোমার মন্ত্র জপ করে তাহা হইলে সে গন্ধর্ব্বশ্রেণীর পতি ও কবিত্বরূপ নদীর নদীপতি (সাগর) হইয়া শেষে পরমপদে লীন হইয়া থাকে (ইহাও বীরাচারীর সাধন)। ১৭। হে জননি, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে রতানন্দ-নিরত হইয়া একাগ্রচিত্তে তোমাকে পঞ্চদশকোণ পীঠের উপরে শবরূপী শিবের হৃদয়ে সহাস্যবদনে মহাকালের সহিত উৎকট মদনরস-মাধুর্য্য-ভোগিনী-রূপে ধ্যান করে সে সাক্ষাৎ স্মরহর (মহাদেব অথবা কামবিজয়ী) হয়। (দিব্যবীরের সাধনা)। ১৮। হে অসিতে! যাহারা তোমার পূজায় মার্জ্জার, উষ্ট্র, মেষ, নর, মহিষ অথবা ছাগলের মাংস অস্থিলোমসহ স্বচ্ছন্দে তোমাকে বলি প্রদান করে, সেই সকল সাধু-মানবদিগের পদে পদে সকলপ্রকার অপূর্ব্ব সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। (নর বলিদানে রাজার অধিকার অন্যের নহে, কালীকল্পলতা ধৃত যামল বচন—যথা "রাজা নরবলিং দদ্যান্নান্যোহপি পরমেশ্বরি")। ১৯। মাতঃ! যে ব্যক্তি পূর্ব্বদিনে হবিষ্যাশী ও

---

(১) অর্কপুষ্পানাম্। (২) সম্মার্জ্জন্যাঃ ইতি (ক) পাঠঃ। পরিললিতবীজম্ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। গৃহে কামগৃহে, সম্মার্জ্জন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ, চিকুরং কুসুমমিতি (ক) টি। (৩) সুপুষ্পৈরিতি (ক) পাঠঃ।

মাতর্যুষ্মচ্চরণযুগল-ধ্যাননিপুণঃ। পরং নক্তং নগ্নো নিধুবনবিনোদেন চ মনুং, জপেল্লক্ষং স স্যাৎ স্মরহরসমানঃ ক্ষিতিতলে ॥ ২০ ॥ ইদং স্তোত্রং মাতস্তব মনুসমুদ্ধারণজনুঃ স্বরূপাখ্যং পাদাম্বুজযুগল-পূজাবিধিযুতম্। নিশার্দ্ধং বা পূজাসময়মধি বা বা যস্তু পঠতি, প্রলাপস্তস্যাপি প্রসরতি কবিত্বামৃতরসঃ ॥ ২১ ॥ কুরঙ্গাক্ষীবৃন্দং তমনুসরতি প্রেমতরলঃ, বশস্তস্য ক্ষোণীপতিরপি কুবেরপ্রতিনিধিঃ। রিপুঃ কারাগারং কলয়তি চ তং কেলিকলয়া, চিরং জীবন্মুক্তঃ স ভবতি চ ভক্তঃ প্রতিজনুঃ ॥ ২২ ॥ ইতি মহাকাল-বিরচিতং (১) শ্যামাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথাস্যাঃ কবচম্।—ভৈরব্যুবাচ। কালীপূজা শ্রুতা নাথ ভাবাশ্চ বিবিধাঃ প্রভো। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং পূর্ব্বসূচিতম্। ত্বমেব স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা চ ত্বমেব হি। ত্বমেব শরণং নাথ ত্রাহি মাং দুঃখসঙ্কটাৎ ॥ ১ ॥ ভৈরব উবাচ। রহস্যং শৃণু বক্ষ্যামি ভৈরবি প্রাণবল্লভে। শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্। পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ ॥ ২ ॥ নারায়ণোঽপি যদ্ধৃত্বা নারী ভূত্বা মহেশ্বরম্।

জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া দিবাভাগে তোমার পদ-যুগল ধ্যান করিতে করিতে লক্ষবার তোমার মন্ত্র জপ করে (ইহা পশ্বাচারী ব্রাহ্মণের পক্ষে) এবং যে ব্যক্তি রাত্রিকালে বিবস্ত্র হইয়া নিধুবন-বিনোদন সহকারে লক্ষবার তোমার মন্ত্রজপ করে, সে শিবতুল্য হয়। (ইহা বীরাচারী শূদ্রের পক্ষে)। (রাত্রিকালে ব্রাহ্মণের জপ নিষিদ্ধ, যথা ফেৎকারিণীতন্ত্রের বচন, “দ্বিজানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং দিবাবধিরিহোচ্যতে। শূদ্রাণাঞ্চ তথা প্রোক্তং রাত্রৌ দৃষ্টং মহামতম্”। ২০। মাতঃ! তোমার এই স্তবে মন্ত্রোদ্ধার করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তোমার পাদপদ্মযুগলের পূজা-বিধিও উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্তবের নাম ‘স্বরূপ’। যে অর্দ্ধরাত্রে বা পূজাকালে এই স্তব পাঠ করে, তাহার প্রলাপ-বাক্যও কবিত্বসুধার রসে পূর্ণ হইয়া নিঃসৃত হয়। ২১। হরিণাক্ষী কামিনীরা প্রেমচঞ্চলা হইয়া তাহার অনুগমন করে, কুবেরতুল্য রাজাও তাহার বশীভূত হয়, শত্রু তাহাকে কারাগার মনে করে, (তাহাকে দেখিলে অত্যন্ত ভীত হয়) সে জীবন্মুক্ত হইয়া ক্রীড়াকৌতুকে সুদীর্ঘকাল যাপন করিয়া প্রতি জন্মে তোমার ভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে।২২। শ্যামাস্তোত্র সমাপ্ত ॥

অনন্তর শ্যামাকবচ বলা হইতেছে।—ভৈরবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নাথ! কালীর পূজা ও বিবিধ প্রকার ভাব শ্রবণ করিলাম, হে প্রভো, পূর্ব্বে যে কবচের সূচনা করিয়াছিলেন এক্ষণে কালীর সেই কবচ শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, আপনিই পালনকর্ত্তা, আপনিই সংহর্ত্তা,—নাথ! রক্ষাকর্ত্তাও আপনি, অতএব আমাকে দুঃখসঙ্কট হইতে রক্ষা করুন। ১। ভৈরব বলিলেন,—হে ভৈরবি, হে প্রাণবল্লভে। মন্ত্রমূর্ত্তি শ্রীজগন্মঙ্গল নামক কবচ এক রহস্য বস্তু, ইহা তোমার নিকটে বলিব, শুন।

---

(১) বিশ্বসারতন্ত্রে ইতি (খ) পাঠঃ। বীরতন্ত্রে পরমরহস্যে ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

যোগেশং ক্ষোভমনয়দ্ যদ্ধৃত্বা চ রঘূদ্বহঃ। বরদৃপ্তান্ জঘানৈব রাবণাদিনিশাচরান্। যস্য প্রসাদাদীশোঽপি ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রভুঃ॥ ৩॥ ধনাধিপঃ কুবেরোঽপি সুরেশোঽভূচ্ছচীপতিঃ। এবং হি সকলা দেবাঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরাঃ প্রিয়ে॥ ৪॥ শ্রীজগন্মঙ্গলস্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ। ছন্দোঽনুষ্টুব্ দেবতা চ কালিকা দক্ষিণেরিতা। জগতাং মোহনে দুষ্টবিজয়ে ভুক্তি-মুক্তিষু। যোষিদাকর্ষণে চৈব বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৫॥ ওঁ শিরো মে কালিকা পাতু ক্রীঁ-কারৈকাক্ষরী পরা। ক্রীং ক্রীং ক্রীং মে ললাটঞ্চ কালিকা খড়্গধারিণী॥ ৬॥ হূঁ হূঁ পাতু নেত্রযুগ্মং হ্রীঁ হ্রীঁ পাতু শ্রুতী মম। দক্ষিণে কালিকে পাতু ঘ্রাণযুগ্মং মহেশ্বরী॥ ৭॥ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ রসনাং পাতু হূঁ হূঁ পাতু কপোলকম্। বদনং সকলং পাতু হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহাস্বরূপিণী॥ ৮॥ দ্বাবিংশত্যক্ষরী স্কন্ধৌ মহাবিদ্যা সুখপ্রদা। খড়্গমুণ্ডধরা কালী সর্ব্বাঙ্গমভিতোঽবতু॥ ৯॥ ক্রীং হূং ক্রীং ত্র্যক্ষরী পাতু চামুণ্ডা হৃদয়ং মম। ঐঁ হূঁ ওঁ ঐঁ স্তনদ্বন্দ্বং হ্রীঁ ফট্ স্বাহা ককুৎস্থলম্॥ ১০॥ অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা ভুজৌ পাতু সকর্ত্রিকা। ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ করৌ পাতু ষড়ক্ষরী

এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে ত্রিজগৎ মুগ্ধ করিতে পারা যায়। ২। নারায়ণ এই কবচ ধারণ করিয়া নারীরূপ ধারণপূর্ব্বক যোগেশ্বর মহেশ্বরকে ক্ষোভিত করিয়াছিলেন, রঘুকুলধুরন্ধর রাম এই কবচ ধারণ করিয়া বরগর্ব্বিত রাবণাদি নিশাচরগণকে বধ করিয়াছিলেন, এই কবচের প্রসাদে মহেশ্বরও ত্রিলোকবিজয়ী হইয়া প্রভু হইয়াছেন। ৩। এই কবচের বলে কুবের ধনপতি হইয়াছেন, শচীপতি দেবরাজ হইয়াছেন, প্রিয়ে, সকল দেবতাই এই কবচের বলে সকল প্রকার সিদ্ধি করায়ত্ত করিয়াছেন। ৪। শিব এই জগন্মঙ্গলনামক কবচের ঋষি, অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, দক্ষিণকালিকা ইহার দেবতা, জগতের মোহনকার্য্য, দুষ্টের পরাভব, ঐশ্বর্য্যভোগ, স্ত্রীবশীকরণ ও মোক্ষলাভে ইহার প্রয়োগ। ৫। ‘ক্রীঁ” এই একাক্ষর-মন্ত্রময়ী কালিকা দেবী আমার শিরোদেশ রক্ষা করুন, “ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ” এই বীজ-ত্রয়রূপিণী খড়্গধারিণী কালিকা দেবী ললাটদেশ, ‘হূঁ হূঁ” বীজ-যুগলরূপিণী আমার নেত্রদ্বয় এবং ‘হ্রীঁ হ্রীঁ’ এই বীজ-দ্বয়রূপিণী আমার দুই কর্ণ রক্ষা করুন। ‘দক্ষিণে কালিকে’ এই মন্ত্রাংশরূপিণী মহেশ্বরী আমার দুই নাসিকা রক্ষা করুন। ৬।৭। ‘ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ” এই বীজত্রয় আমার রসনা রক্ষা করুন। ‘হূঁ হূঁ’ এই বীজদ্বয় আমার গণ্ডস্থল রক্ষা করুন। ‘হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা’ রূপিণী কালিকা দেবী আমার মুখমণ্ডল রক্ষা করুন। ৮। দ্বাবিংশতি বর্ণময়ী সুখপ্রদা মহাবিদ্যা আমার স্কন্ধ রক্ষা করুন। খড়্গমুণ্ডধারিণী কালী চতুর্দ্দিকে আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ৯। ‘ক্রীঁ হূঁ ক্রীঁ” এই ত্র্যক্ষরময়ী চামুণ্ডা আমার হৃদয়দেশ রক্ষা করুন। ‘ঐঁ হূং ওঁ ঐং’ এই বীজ স্তনদ্বয় এবং ‘হ্রীং ফট্ স্বাহা’ এই মন্ত্র আমার গ্রীবাদেশ রক্ষা করুন। ১০। অষ্টাক্ষরমন্ত্রময়ী কর্ত্রীধারিণী মহাবিদ্যা আমার দুই বাহু রক্ষা

মম ॥ ১১ ॥ ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ (১) মে স্বাহা পাতু কালিকা জানুনী মম। কালী-হৃন্নাম বিদ্যেয়ং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ॥ ১২ ॥ (২) ক্রীঁ নাভিং মধ্যদেশঞ্চ দক্ষিণে কালিকেঽবতু। ক্রীঁ স্বাহা পাতু পৃষ্ঠন্তু কালিকা সা দশাক্ষরী ॥ ১৩ ॥ হ্রীঁ ক্রীঁ (৩) দক্ষিণে কালিকে হূঁ হ্রীং (৪) পাতু কটিদ্বয়ম্। কালী দশাক্ষরী বিদ্যা স্বাহা মমোরুযুগ্মকম্ ॥ ১৪ ॥ ক্রীঁ হূঁ হ্রীং পাতু সা গুল্ফং দক্ষিণে কালিকেঽবতু। ক্রীঁ হূঁ হ্রীঁ স্বাহা পাতু চতুর্দ্দশাক্ষরী মম ॥ ১৫ ॥ খড়্গমুণ্ডধরা কালী বরদাভয়ধারিণী (৫)। বিদ্যাভিঃ সকলাভিঃ সা সর্ব্বাঙ্গমভিতোঽবতু ॥ ১৬ ॥ কালী কপালিনী কুল্বা কুরুকুল্বা বিরোধিনী। বিপ্রচিত্তা তথোগ্রোগ্রপ্রভা দীপ্তা ঘনত্বিষঃ ॥ ১৭ ॥ নীলা ঘনা বলাকা চ মাত্রা মুদ্রা মিতা চ মাম্। এতাঃ সর্ব্বাঃ খড়্গধরা (৬) মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ (৭) ॥ ১৮ ॥ রক্ষন্তু দিগ্বিদিক্ষু মাং (৮) ব্রাহ্মী নারায়ণী তথা। মাহেশ্বরী চ চামুণ্ডা কৌমারী চাপরজিতা ॥ ১৯ ॥ বারাহী নারসিংহী চ সর্ব্বাশ্চামিতভূষণাঃ। রক্ষন্তু স্বায়ুধৈর্দ্দিক্ষু বিদিক্ষু মাং যথা তথা ॥ ২০ ॥ ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং পরমাদ্ভুতম্। শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম মহামন্ত্রৌঘ-

করুন। 'ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীং হ্রীং' এই ষড়ক্ষরমন্ত্র আমার দুই কর রক্ষা করুন। ১১। 'ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ মে স্বাহা' এই মন্ত্রময়ী কালিকা দেবী আমার দুই জানু রক্ষা করুন। এই মন্ত্র কালীহৃদয় নামে বিখ্যাত, ইহা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ। ১২। 'ক্রীঁ দক্ষিণে কালিকে' এই মন্ত্র আমার নাভি ও মধ্যদেশ রক্ষা করুন। 'ক্রীঁ স্বাহা' এই মন্ত্রময়ী দেবী পৃষ্ঠদেশ এবং 'হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণে কালিকে হূঁ হ্রীঁ' এই দশাক্ষরময়ী কালিকা আমার দুই কটি এবং স্বাহাযোগে দশাক্ষরী বিদ্যা ঊরুদ্বয় রক্ষা করুন। ১৩—১৪। 'ক্রীঁ হূঁ হ্রীঁ দক্ষিণে কালিকে ক্রীঁ হূঁ হ্রীঁ স্বাহা' এই চতুর্দ্দশাক্ষরমন্ত্র আমার গুল্ফদেশ রক্ষা করুন। ১৫। খড়্গমুণ্ডধারিণী বরাভয়দাত্রী কালিকা দেবী সকল বিদ্যার সহিত মিলিতা হইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন।১৬। কালী, কপালিনী, কুল্বা, কুরুকুল্বা, বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা, উগ্রা, উগ্রপ্রভা, দীপ্তা, নীলা, ঘনা, বলাকা, মাত্রা, মুদ্রা এবং মিতা ইহাঁরা সকলে খড়্গধারিণী ও মুণ্ডমালাবিভূষিতা, ইহাঁরা আমাকে দিক্ ও বিদিগ্‌ভাগে রক্ষা করুন। ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা, কৌমারী, অপরাজিতা, বারাহী, নারসিংহী এই সমস্ত দেবীগণ অসংখ্য আভরণে ভূষিত হইয়া নিজ নিজ অস্ত্র দ্বারা দিক্ ও বিদিগ্‌ভাগে যে কোন রূপে আমাকে রক্ষা করুন।১৭—২০। এই শ্রীজগন্মঙ্গল নামক দিব্যকবচ অতিআশ্চর্য্য।

---

(১) ওঁ হ্রীং হ্রীং ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) (আ০ বি০) পুস্তকে ১২শ শ্লোকঃ ১৪ শঃ।

(৩) হূং হ্রীং ইতি (ক) (আ০ বি০) পাঠঃ। (৪) হ্রীং হূং ইতি (খ) পাঠঃ।

(৫) হারিণী ইতি (খ) পাঠঃ। (৬) মিতা চ মা ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ, খড়্গাকরা ইতি (খ) পাঠ।

(৭) বিভূষণাঃ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ।

(৮) রক্ষন্তু মাং দিগ্বিদিক্ষু ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

বিগ্রহম্ (১)। ত্রৈলোক্যাকর্ষকং (২) ব্রহ্ম কবচং মন্মুখোদিতম্ ॥ ২১ ॥ গুরুপূজাং বিধায়াথ বিধিবৎ প্রপঠেত্ততঃ (৩)। কবচং ত্রিঃ সকৃদ্বাপি যাবজ্জীবঞ্চ বা পুনঃ ॥ এতচ্ছতার্দ্ধমাবর্ত্ত্য ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥ ২২ ॥ ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব কবচস্য প্রসাদতঃ। মহাকবির্ভবেন্মাসাৎ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ পুষ্পাঞ্জলীন্ কালিকায়ৈ মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ। শতবর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥ ভূর্জ্জে বিলিখিতঞ্চৈতৎ স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্ যদি। (শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা ধারয়েদ্ যদি।) (৪) ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যং চূর্ণয়েৎ ক্ষণাৎ ॥ ২৫ ॥ পুত্রবান ধনবান শ্রীমান নানাবিদ্যানিধির্ভবেৎ। ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদ্গাত্রস্পর্শনাত্ততঃ ॥২৬॥ নাশমায়ান্তি যা নারী বন্ধ্যা বা মৃতপুত্রিণী। কণ্ঠে বা বামবাহৌ বা কবচস্য চ ধারণাৎ ॥ ২৭॥ বহ্বপত্যা জীববৎসা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥ ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যো হ্যভক্তেভ্যো (৫) বিশেষতঃ। শিষ্যেভ্যো ভক্তিযুক্তেভ্যশ্চান্যথা মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥২৯॥ স্পর্দ্ধামুদ্ধূয়

মহামন্ত্রসমূহ ইহার মূর্ত্তি। এই কবচ তোমার নিকট বলিলাম। আমার মুখ হইতে নির্গত এই ব্রহ্ম-কবচ ত্রিভুবন আকর্ষণ করিতে সমর্থ। ২১। প্রথমে গুরু পূজা করিয়া তিনবার বা একবার অথবা পুনঃ পুনঃ যাবজ্জীবন যথানিয়মে এই কবচ পাঠ করিবে। এই কবচ পঞ্চাশৎবার পাঠ করিলে সাধক ত্রিলোকবিজয়ী হইতে পারে (ইহা দ্বারা এই কবচের পুরশ্চরণ পঞ্চাশবার করিতে হয় এইরূপ ব্যবস্থা অনেকে দিয়া থাকেন।) ২২। এই কবচের অনুগ্রহে সাধক ত্রিলোক ক্ষুভিত করিতে পারে। এই কবচ একমাস পর্য্যন্ত পাঠ করিলে মহাকবি হয় এবং সকলপ্রকার সিদ্ধির অধিকারী হইতে পারে। ২৩। যে সাধক মূলমন্ত্রে কালিকাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া একবার এই কবচ পাঠ করে, সেই সাধক শত-সহস্রবর্ষকৃত পূজার ফল পাইতে পারে। ২৪। যদি এই কবচ ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া স্বর্ণাধারে রাখিয়া শিখা, দক্ষিণ বাহু অথবা কণ্ঠে ধারণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে ক্ষণকালের মধ্যে ত্রিলোক ক্ষুভিত করিতে পারে এবং ত্রৈলোক্যকে ক্ষণকাল মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে সমর্থ হয়। ২৫। এই কবচধারী ব্যক্তি পুত্রবান্, ধনবান্, সৌন্দর্য্যশালী এবং নানাবিদ্যার নিধি হয়। ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি অস্ত্র তাহার গাত্রস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। যদি বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা নারী এই কবচ কণ্ঠে বা বামবাহুতে ধারণ করে, তাহা হইলে বহু সন্তানের মাতা হয় এবং সন্তানগণ জীবিত থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৬—২৮। এই কবচ অন্যের শিষ্যকে

---

(১) মহাবিদ্যোঘবিগ্রহমিতি (খ) পাঠঃ। (২) ত্রৈলোক্যাকর্ষণমিতি (আ০ বি) পাঠঃ (ক) [illegible]। (৩) গৃহ্নীয়াৎ কবচং ততঃ ইতি আদর্শপাঠঃ।

(৪) ভূর্জ্জে ইত্যত্র ভুর্জ্জে ইতি (খ) পাঠঃ, বন্ধনীপাঠঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি।

৫) অভক্তেভ্যঃ ইতি অসংহিতঃ (খ) পাঠঃ "হ্যভক্তেভ্যোঽপি" ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

কমলা বাগ্দেবী মন্দিরে মুখে। পৌত্রান্তং স্থৈর্য্যমাস্থায় নিবসত্যেব নিশ্চিতম্ ॥ ৩০ ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজেৎ কালি-দক্ষিণাম্। শতলক্ষং প্রজপ্ত্বাপি তস্য বিদ্যা ন সিধ্যতি। স শস্ত্রঘাতমাপ্নোতি সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১ ॥ ইতি ভৈরবীতন্ত্রে ভৈরব-ভৈরবীসংবাদে কালীকল্পে শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম শ্যামাকবচং সমাপ্তম্ ॥ (১)॥

অথ তারাস্তোত্রম্।—মাতর্নীলসরস্বতি প্রণমতাং সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদে, প্রত্যালীঢ়-পদস্থিতে শবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে। ফুল্লেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কর্ত্রীং কপালোৎপলে,

---

বিশেষতঃ অভক্ত ব্যক্তিকে দিবে না। ভক্তিযুক্ত শিষ্যকে ইহা প্রদান করিবে, ইহার অন্যথা করিলে প্রদাতার মৃত্যু হইবে। ২৯। এই কবচধারীর গৃহে কমলা দেবী এবং মুখমণ্ডলে সরস্বতী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পৌত্র পর্য্যন্ত স্থির হইয়া বাস করেন ইহা নিশ্চয়। ৩০। এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি দক্ষিণকালিকার মন্ত্র জপ করে, শতলক্ষবার জপেও তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় না; পরন্তু সেই ব্যক্তি শস্ত্রাঘাতে অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৩১। শ্যামা-কবচ সমাপ্ত।

অনন্তর তারা-স্তোত্র বলা যাইতেছে।—মা, নীলসরস্বতি, যাহারা তোমাকে প্রণাম করে তাহাদিগকে সৌভাগ্য-সম্পদ্ দিয়া থাক; শবরূপী শিবের হৃদয়ে প্রত্যালীঢ়পদে * সহাস্য বদনে রহিয়াছ,—প্রফুল্ল ইন্দীবরের ন্যায় তোমার তিনটি নয়ন চারিহস্তে

---

(১) ইতঃ পরম্ অন্যৎ কবচং কুত্রচিৎ দৃশ্যতে—তদ্ ব্যবহ্রিয়তে চ ইত্যতোঽত্র উদ্ধ্রিয়তে—"ভৈরব উবাচ। কালিকা সা মহাবিদ্যা কথিতা ভুবি দুর্লভা। তথাপি হৃদয়ে শল্যমস্তি দেবি কৃপাং কুরু ॥ কবচন্তু মহাদেবি কথয়স্বানুকম্পয়া। যদি নো কথ্যতে মাতর্বিমুঞ্চামি তদা তনুম্। শ্রীভৈরব্যুবাচ। শঙ্কাপি জায়তে বৎস তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্। ন বক্তব্যং ন দ্রষ্টব্যমতিগুহ্যতরং মহৎ। কালিকা জগতাং মাতা শোকদুঃখবিনাশিনী। বিশেষতঃ কলিযুগে মহাপাতকহারিণী। কালী মে পুরতঃ পাতু পৃষ্ঠতশ্চ কপালিনী। কুল্লা মে দক্ষিণে পাতু কুরুকুল্লা তথোত্তরে। বিরোধিনী শিরঃ পাতু বিপ্রচিত্তা তু চক্ষুষী। উগ্রা মে নাসিকাং পাতু কর্ণৌ চোগ্রপ্রভা মতা। বদনং পাতু মে দীপ্তা নীলা চ চিবুকং সদা। ঘনা গ্রীবাং সদা পাতু বলাকা বাহুযুগ্মকম্। মাত্রা পাতু করদ্বন্দ্বং বক্ষো মুদ্রা সদাবতু। মিতা পাতু স্তনদ্বন্দ্বং যোনিমণ্ডলদেবতা। ব্রাহ্মী মে জঠরং পাতু নাভিং নারায়ণী তথা। ঊরূ মাহেশ্বরী নিত্যং চামুণ্ডা পাতু লিঙ্গকম্। কৌমারী চ কটীং পাতু তথৈব জানুযুগ্মকম্। অপরাজিতা চ পাদৌ মে বারাহী পাতু চাঙ্গুলন্। সন্ধিস্থানং নারসিংহী পত্রস্থদেবতাবতু। রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন তু। তৎ সর্ব্বং রক্ষ মে দেবি কালিকে ঘোর দক্ষিণে। ঊর্দ্ধমধস্তথা দিক্ষু পাতু দেবী স্বয়ং বপুঃ। হিংস্রেভ্যঃ সর্ব্বদা পাতু সাধকঞ্চ জলাধিকাৎ। দক্ষিণা কালিকা দেবী ব্যাপকত্বে সদাবতু। ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেদ্দেব-দক্ষিণাম্। ন পূজাফলমাপ্নোতি বিঘ্নস্তস্য পদে পদে। কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র তত্রৈব গচ্ছতি। তত্র তত্রাভয়ং তস্য ন ক্ষোভো বিদ্যতে কচিৎ ॥ ইতি কালীকুলসর্ব্বস্বে দক্ষিণকালিকাকবচং সমাপ্তম্ ॥ ০ ॥

* বামপদ প্রসারণ করিয়া দক্ষিণপদ সঙ্কোচপূর্ব্বক থাকাকে প্রত্যালীঢ় পদ বলে।

খড়্গঞ্চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥ বাচামীশ্বরি ভক্তকল্পলতিকে সর্ব্বার্থসিদ্ধীশ্বরি, গদ্যপ্রাকৃতপদ্যজাতরচনাসর্ব্বজ্ঞসিদ্ধিপ্রদে। নীলেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কারুণ্যবারাংনিধে, সৌভাগ্যামৃতবর্ষণেন কৃপয়া সিঞ্চ ত্বমস্মাদৃশম্ ॥ ২ ॥ খর্ব্বে গর্ব্বসমূহপূরিততনো সর্পাদিবেশোজ্জ্বলে, ব্যাঘ্রত্বক্‌পরিবীতসুন্দরকটিব্যাধূতঘণ্টাঙ্কিতে। সদ্যঃ কৃত্তগলদ্রজঃ-(১) পরিমিলন্মুণ্ডদ্বয়ীমূর্দ্ধজগ্রন্থিশ্রেণিনৃমুণ্ডদামললিতে ভীমে ভয়ং নাশয় ॥ ৩ ॥ মায়ানঙ্গবিকাররূপললনা-(২) বিন্দ্বর্দ্ধচন্দ্রাত্মিকে, হুঁফট্‌কারময়ী ত্বমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে মাদৃশঃ। মূর্ত্তিস্তে জননি ত্রিধামঘটিতা (৩) স্থূলাতিসূক্ষ্মা পরা, বেদানাং ন হি গোচরা কথমপি প্রাপ্তাং নু তামাশ্রয়ে (৪) ॥ ৪ ॥ ত্বৎপাদাম্বুজসেবয়া সুকৃতিনো গচ্ছন্তি সাযুজ্যতাং, তস্য (৫) শ্রীপরমেশ্বর-ত্রিনয়ন-ব্রহ্মাদি-সাম্যাত্মনঃ। সংসারাম্বুধিমজ্জনে পটুতনূন্ দেবেন্দ্রমুখ্যান্ সুরান্, মাতস্ত্বৎপদসেবনে হি বিমুখান্ কিং

কর্ত্রিকা, নরকপাল, উৎপল ও খড়্গ ধারণ করিতেছ, তুমি সকলের রক্ষাকর্ত্রী ঈশ্বরী, তোমাকে আশ্রয় করি। ১। হে বাগীশ্বরি, তুমি ভক্তগণের কল্পলতা,—তুমি সকল অর্থ সিদ্ধ করিয়া থাক, গদ্য পদ্য ও প্রাকৃত ভাষারচনা বিষয়ে লোককে সর্ব্বজ্ঞ করিয়া থাক,—নীল ইন্দীবরের ন্যায় তোমার তিনটি নয়ন,—তুমি দয়ার বারিধি, তুমি দয়া করিয়া মাদৃশ নীরস ব্যক্তিকে সৌভাগ্য-সুধাবর্ষণে সিক্ত কর। ২। তুমি খর্ব্বতনু হইলেও গর্ব্বভরে উন্নতাঙ্গী, ভুজঙ্গাদি বেশ ধারণ করিয়া উজ্জ্বলকান্তি হইয়াছ। তোমার কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, তাহাতে ঘণ্টা বিলম্বিত রহিয়াছে। তোমার গলে নরমুণ্ডের মালা, মুণ্ডগুলি চুলে চুলে বাঁধা, সদ্যশ্ছিন্নগলে গলে গলিতরক্তে জুড়িয়া গিয়াছে, (মালা গাঁথিতে রজ্জু বা সূত্রের প্রয়োজন হয় নাই)। এরূপে তুমি ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ,—তোমাকে দেখিয়া আমাদের ভয় হইতেছে; মা, আমাদের ভয় দূর কর। ৩। মা তুমি 'হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্' রূপে মন্ত্রময়ী, তুমিই আমাদের আশ্রয়। জননি, তোমার মূর্ত্তি চন্দ্র সূর্য্য ও বহ্নি এই তিন তেজ দ্বারা গঠিত, তুমি স্থূলা হইলেও অতিসূক্ষ্মা, বেদে তোমার মহিমা বর্ণনা করিতে পারে নাই; তোমাকে সকলেই স্তব করে, কোনরূপে তোমাকে পাইয়াছি, আর ছাড়িতেছি না তোমাকেই আশ্রয় করি। ৪। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়; তাদৃশ ব্যক্তি সকলের আরাধনীয়। মূঢ়-বুদ্ধি মানব আপনার পদসেবায় ব্রহ্মাদি-সাযুজ্য প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করিয়া, যাঁহারা সংসারসাগরে ডুবিয়া থাকিতে পটু, কখনও তোমার

---

(১) রজঃ রক্তম্। পরিলসদিতি আদর্শ পাঠঃ। (২) হ্রীং শ্রীং (খ) টি।

(৩) চন্দ্রসূর্য্যাগ্নীনাং তেজস্ত্রয়ঘটিতা (ক) টি। (৪) স্তববিষয়াম্ (খ) টি।

(৫) তস্য ইত্যত্র অনাদরে ষষ্ঠী তমপহস্তায় ইত্যর্থঃ।

মন্দধীঃ সেবতে ॥ ৫ ॥ মাতস্ত্বৎপদপঙ্কজদ্বয়রজোমুদ্রাঙ্ককোটীরিণস্তে দেবা জয়সঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্কমঙ্কে গতাঃ (১)। দেবোঽহং ভুবনে ন মে সম ইতি স্পর্দ্ধাং বহন্তঃ পরে, ত্বত্তুল্যাং নিয়তং যথা শুচিরবী (২) নাশং ব্রজন্তি স্বয়ম্ ॥ ৬ ॥ ত্বন্নামস্মরণাৎ পলায়নপরা দ্রষ্টুঞ্চ শক্তা ন তে, ভূতপ্রেতপিশাচরাক্ষসগণা যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ। দৈত্যাঃ দানবপুঙ্গবাশ্চ খচরা ব্যাঘ্রাদিকা জন্তবো, ডাকিন্যঃ কুপিতান্তকাশ্চ মনুজং মাতঃ ক্ষণং ভূতলে ॥ ৭ ॥ লক্ষ্মীঃ সিদ্ধগণাশ্চ পাদুকমুখাঃ (৩) সিদ্ধাস্তথা বৈরিণাং, স্তম্ভশ্চাপি রণাঙ্গনে গজঘটাস্তম্ভস্তথা মোহনম্। মাতস্ত্বৎপদ-সেবয়া খলু নৃণাং সিধ্যন্তি তে তে গুণাঃ, কান্তিঃ কান্তমনোভবস্য ভবতি ক্ষুদ্রোঽপি বাচস্পতিঃ ॥ ৮ ॥ তারাষ্টকমিদং পুণ্যং (৪) ভক্তিমান্ যঃ পঠেন্নরঃ। প্রাতর্মধ্যাহ্নকালে চ সায়াহ্নে নিয়তঃ শুচিঃ। লভতে কবিতাং দিব্যাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ভবেৎ। লক্ষ্মীমনশ্বরাং প্রাপ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্। কীর্ত্তিং কান্তিঞ্চ নৈরুজ্যং সর্ব্বেষাং প্রিয়তাং ভজেৎ। বিখ্যাতিঞ্চাপি লোকেষু প্রাপ্যান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥ ইতি নীলতন্ত্রে তারাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

পদসেবা করে না, সেই দেবেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে কি জন্য সেবা করে বুঝি না। ৫। মাতঃ, যে সকল দেবতা তোমার দুই পাদপদ্মের ধূলি লইয়া মস্তকের কিরীট রঞ্জিত করেন, তাঁহারা যুদ্ধে জয়ী হইয়া থাকেন; তোমার ক্রোড়েও তাঁহারা স্থান পাইয়া থাকেন, আর যাঁহারা "একমাত্র আমিই দেবতা, আমার সমান কেহ নাই" এই বলিয়া আপনার সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন তাঁহারা অগ্নি যেমন জ্বলিয়া নিবিয়া যান, সূর্য্য যেমন উদিত হইয়া অস্ত যান তদ্রূপ নাশ প্রাপ্ত হন। ৬। মাতঃ, তোমার নাম স্মরণ করিলে ভূত, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস, যক্ষ, নাগাধিপতি, দৈত্য, দানবপুঙ্গব, খেচর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু, ডাকিনী এমন কি কুপিত যমও পলায়ন করিতে বাধ্য হয়, যে আপনার নাম স্মরণ করে তাহার দিকে ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টিপাত করিতেও তাহারা সমর্থ হয় না। ৭। মাতঃ! তোমার পদসেবা করিলে লক্ষ্মী লাভ হয়, পাদুক প্রভৃতি সিদ্ধগণ বশীভূত হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুস্তম্ভ, হস্তিস্তম্ভ ও যোদ্ধৃবর্গকে মোহিত করিবার শক্তি লাভ হয়, সৌন্দর্য্যে কামকে জয় করিবার শক্তি প্রভৃতি বহুগুণ লাভ হয়। আপনার পদসেবায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিও বাচস্পতি হইয়া থাকে। ৮। যে মানব ভক্তিমান হইয়া পবিত্রভাবে প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে একাগ্রচিত্তে পবিত্র এই তারাষ্টকস্তোত্র পাঠ করে, সে দিব্য কবিতা রচনার শক্তি পায় এবং সকল শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারে; চিরস্থায়ী সম্পদ লাভ করিয়া যথেচ্ছভাবে সুখভোগ করত কীর্ত্তি, কান্তি, আরোগ্য লাভ

---

(১) তেষাং পুত্রবৎ পাল্যত্বমিতি ভাবঃ। (২) অগ্নিসূর্য্যৌ, এতেনাগ্নিরবিতুল্যতা (খ) টী।
(৩) পাবকমুখাঃ ইতি (খ) পাঠঃ। (৪) রম্যমিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

অথ তারাকবচম্ ।—ঈশ্বর উবাচ । কোটিতন্ত্রেষু গোপ্যা হি বিদ্যাভিভয়মোচনী। দিব্যং হি কবচং তস্যাঃ শৃণুষ্ব সর্ব্বকামদম্ ॥ ১ ॥ তারাকবচস্যাক্ষোভ্য (১) ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো ভগবতী তারা দেবতা সর্ব্বমন্ত্রসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ ॥ ২ ॥ প্রণবো মে শিরঃ পাতু ব্রহ্মরূপা মহেশ্বরী। হ্রীংকারঃ পাতু ললাটে বীজরূপা মহেশ্বরী ॥ ৩ ॥ স্ত্রীংকারঃ পাতু বদনে লজ্জারূপা মহেশ্বরী। হূংকারঃ পাতু হৃদয়ে তারিণী (২) শক্তিরূপধৃক্ ॥ ৫ ॥ ফট্কারঃ পাতু সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধিফলপ্রদা। খর্ব্বা মাং পাতু দেবেশী গণ্ডযুগ্মে ভয়াপহা ॥ ৫ ॥ লম্বোদরী সদা স্কন্ধযুগ্মে পাতু মহেশ্বরী। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটী পাতু দেবী শিবপ্রিয়া ॥ ৬ ॥ পীনোন্নতস্তনী পাতু পার্শ্বযুগ্মে মহেশ্বরী। রক্তবর্ত্তুলনেত্রা চ কটিদেশে সদাবতু ॥ ৭ ॥ ললজ্জিহ্বা সদা পাতু নাভৌ মাং ভুবনেশ্বরী। করালাস্যা সদা পাতু লিঙ্গে দেবী হরপ্রিয়া ॥ ৮ ॥ পিঙ্গোগ্রৈকজটা পাতু জঙ্ঘায়াং বিঘ্ননাশিনী। প্রেতখর্পরধরা দেবী জানুচক্রে মহেশ্বরী ॥ ৯ ॥ নীলবর্ণা সদা পাতু জানুনী সর্ব্বদা মম।

করে এবং সকলের প্রিয়পাত্র হয়; সকল লোকের নিকটে সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়া অন্তে মুক্তি লাভ করে। ৯। তারাস্তোত্র সমাপ্ত।

অনন্তর তারা-কবচ বলা যাইতেছে।—ঈশ্বর বলিলেন, হে দেবি! এই তারাবিদ্যা কোটি সংখ্যক তন্ত্রে গোপনীয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এই বিদ্যা দারুণ ভীতি নাশ করে; যাহাতে সকল কামনা পূর্ণ হয় তারাদেবীর সেই দিব্য কবচ শ্রবণ কর। ১। অক্ষোভ্য এই তারা-কবচের ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ইহার ছন্দ, ভগবতী তারা ইহার দেবতা এবং সকল মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত ইহার প্রয়োগ। ২। প্রণবময়ী ব্রহ্মরূপা মহেশ্বরী আমার শিরোদেশ রক্ষা করুন্। 'হ্রীং'-বীজময়ী মহেশ্বরী আমার ললাটদেশ রক্ষা করুন। ৩। 'স্ত্রীং' বীজময়ী লজ্জারূপিণী মহেশ্বরী আমার বদনমণ্ডল, 'হূং' বীজময়ী শক্তিরূপধারিণী তারিণী আমার হৃদয় এবং ফট্কারময়ী সর্ব্বসিদ্ধি-ফলপ্রদা দেবী আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ভয়নাশিনী দেবেশ্বরী খর্ব্বা আমার গণ্ডদ্বয় রক্ষা করুন। ৪। ৫। মহেশ্বরী লম্বোদরী সর্ব্বদা আমার স্কন্ধদ্বয়, কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্মধারিণী শিবপ্রিয়া দেবী আমাকে রক্ষা করুন, পীনোন্নতস্তনী মহেশ্বরী আমার দুই পার্শ্ব রক্ষা করুন। রক্তবর্ত্তুলনেত্রা (যাঁহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ ও গোলাকার) আমার কটিদেশ, সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ললজ্জিহ্বা ভুবনেশ্বরী সর্ব্বদা আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন। করালবদনা হরপ্রিয়া দেবী সর্ব্বদা আমার লিঙ্গ রক্ষা করুন। ৬। ৭। বিঘ্ননাশিনী পিঙ্গোগ্রৈকজটা (যাঁহার পিঙ্গলবর্ণ রুক্ষ একটী জটা) আমার জঙ্ঘাদেশ এবং মহেশ্বরী প্রেতখর্পরধরা দেবী আমার জানুদেশ রক্ষা করুন। ৮। ৯। নীলবর্ণা দেবী সর্ব্বদা

---

(১) অক্ষোভ্যঃ অস্যাঃ শিরোবেষ্টনরূপঃ অনন্তঃ ন এব ঋষিঃ। অথবা অবিনাশিচন্দ্রকনামা ঋষিঃ (গ পুঃ)। (২) ভবানী ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

নাগকুণ্ডলধরা দেবী পাতু পাদযুগে ততঃ ॥ ১০ ॥ নাগহারধরা দেবী সর্ব্বাঙ্গং পাতু সর্ব্বদা। নাগাঙ্গদধরা দেবী পাতু প্রান্তরদেশতঃ। চতুর্ভুজা সদা .পাতু গমনে শত্রুনাশিনী ॥ ১১ ॥ খড়্গহস্তা মহাদেবী পাতু মাং বিজয়প্রদা। নীলাম্বরধরা দেবী পাতু মাং বিঘ্ননাশিনী ॥ ১২ ॥ কর্ত্রীহস্তা সদা পাতু বিবাদে শত্রুমধ্যতঃ। ব্রহ্মরূপধরা দেবী সংগ্রামে পাতু সর্ব্বদা ॥ ১৩ ॥ নাগকঙ্কণধরা দেবী ভোজনে পাতু সর্ব্বদা। শবকর্ণা মহাদেবী শয়নে পাতু সর্ব্বদা ॥ ১৪ ॥ বীরাসনধরা দেবী নিদ্রায়াং পাতু সর্ব্বদা ধনুর্ব্বাণধরা দেবী পাতু মাং বিঘ্নসংকুলে ॥ ১৫ ॥ নাগাঞ্চিতকটী পাতু দেবী মাং সর্ব্বকর্ম্মসু। ছিন্নমুণ্ডধরা দেবী কাননে পাতু সর্ব্বদা ॥ ১৬ ॥ চিত্রামধ্যস্থিতা দেবী মারণে পাতু সর্ব্বদা। দ্বীপি-চর্ম্মধরা দেবী পুত্রদারধনাদিষু ॥ ১৭ ॥ অলঙ্কারান্বিতা দেবী পাতু মাং হরবল্লভা। রক্ষ রক্ষ নদীকুঞ্জে হুং হুং ফট্-সমন্বিতা ॥ ১৮ ॥ বীজরূপা মহাদেবী পর্ব্বতে পাতু সর্ব্বদা। মণিধরি বজ্রিণি দেবী মহাপ্রতিসরে তথা ॥ ২০ ॥ রক্ষ রক্ষ সদা হুং হুং ওঁ হ্রীং স্বাহা মহেশ্বরী। পুষ্পকেতুরাজার্হতে কাননে পাতু মাং সদা ॥ ২০ ॥ ওঁ হ্রীং বজ্রপুষ্পে হুং ফট্ প্রান্তরে সর্ব্বকামদা। ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে পাতু

আমার দুই জানু রক্ষা করুন এবং নাগকুণ্ডলধরা দেবী আমার পদযুগল রক্ষা করুন। ১০। নাগহারধরা দেবী সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। সর্পাঙ্গদধরা (যাঁহার হস্তে সর্পনির্ম্মিত বলয়) দেবী প্রান্তরদেশে আমাকে রক্ষা করুন। শত্রুবিনাশিনী চতুর্ভুজা দেবী সর্ব্বদা গমনকালে আমাকে রক্ষা করুন। ১১। খড়্গহস্তা বিজয়প্রদা মহাদেবী আমাকে রক্ষা করুন। বিঘ্ননাশিনী নীলাম্বরধরা দেবী আমাকে রক্ষা করুন। ১২। কর্ত্রীহস্তা দেবী বিবাদকালে শত্রুমধ্য হইতে .আমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মরূপধরা দেবী আমাকে রক্ষা করুন। ১৩। নাগকঙ্কণধরা (যাঁহার হস্তে সর্পনির্ম্মিত কঙ্কণ) দেবী ভোজনকালে আমাকে রক্ষা করুন। শবকর্ণা মহাদেবী শয্যায় সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ১৪। বীরাসনধরা দেবী নিদ্রাকালে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন, ধনুর্ব্বাণধরা দেবী বিঘ্নসঙ্কুলস্থানে আমাকে রক্ষা করুন। ১৫। নাগবেষ্টিতকটি দেবী সকলকর্ম্মে আমাকে রক্ষা করুন। ১৬। চিত্রামধ্যস্থিতা দেবী মারণকার্য্যকালে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন, দ্বীপিচর্ম্মধরা দেবী স্ত্রী পুত্র ধনাদি বিষয়ে আমাকে রক্ষা করুন। ১৭। অলঙ্কারান্বিতা হরবল্লভা দেবী আমাকে রক্ষা করুন। 'হুং হুং ফট্' মন্ত্রময়ী দেবী নদীকুঞ্জে আমাকে রক্ষা করুন। ১৮। বীজরূপা মহাদেবী সর্ব্বদা আমাকে পর্ব্বতে রক্ষা করুন। "মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুং হুং ওঁ হ্রীং স্বাহা" এই মন্ত্রময়ী দেবী আমাকে রক্ষা করুন। "পুষ্পকেতু রাজার্হতে" এই মন্ত্রময়ী দেবী কাননদেশে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ১৯।২০। "ওঁ হ্রীং বজ্রপুষ্পে হুং ফট্" এই মন্ত্রময়ী সর্ব্বকামপ্রদা দেবী প্রান্তরদেশে আমাকে রক্ষা করুন। "ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে" এই

পুত্রান্ মহেহেশ্বরী ॥ ২১ ॥ হূং স্বাহা শক্তিসংযুক্তা দারান্ রক্ষতু সর্ব্বদা। ওঁ আঃ হূং ফট্ স্বাহা মহেশানী পাতু দ্যূতে হরপ্রিয়া ॥ ২২ ॥ ওঁ হ্রীং সর্ব্ববিঘ্নোৎসারিণী দেবী বিঘ্নান্মাং সর্ব্বতোঽবতু (১)। ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হূং ফট্ স্বাহাসমন্বিতা ॥ ২৩ ॥ পৃথিব্যাং (২) পাতু মাং দেবী সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী। ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হূং ফট্ স্বাহাসমন্বিতা ॥ ২৪ ॥ পাতালে পাতু মাং দেবী নাগিনী নাগসংজ্ঞিকা। হ্রীঙ্কারী পাতু মাং পূর্ব্বে শক্তিরূপা মহেশ্বরী ॥ ২৫ ॥ স্ত্রীঙ্কারী দক্ষিণে পাতু বধূরূপা মহেশ্বরী। হূং-স্বরূপা মহাদেবী পাতু মাং ক্রোধরূপিণী ॥ ২৬ ॥ ফ-স্বরূপা মহামায়া পশ্চিমে পাতু সর্ব্বদা। উত্তরে পাতু মাং দেবী ট-স্বরূপা হরপ্রিয়া ॥ ২৭ ॥ মধ্যে মাং পাতু দেবেশী হূং-স্বরূপা নগাত্মজা। (ত্বরিতা পাতু মাং দেবী সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী) ॥ ২৮ ॥ (৩) নীলবর্ণা সদা পাতু সর্ব্বত্র বাগ্ভবী (৪) সদা। ভবানী পাতু ভবনে সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী ॥ ২৯ ॥ বিদ্যাদানরতা দেবী পাতু বক্ত্রে সরস্বতী। শাস্ত্রে বাদে চ সংগ্রামে জলে চ বিষমে গিরৌ ॥ ৩০ ॥ ভীমরূপা সদা পাতু শ্মশানে ভয়-

মন্ত্রময়ী মহেশ্বরী আমার পুত্রগণকে রক্ষা করুন। ২১। 'হূং স্বাহা' মন্ত্রময়ী দেবী শক্তি-সংযুক্তা হইয়া সর্ব্বদা আমার পত্নী রক্ষা করুন। "ওঁ আঃ হূং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রময়ী মহেশ্বরী হরবল্লভা দ্যূতক্রীড়ায় আমাকে রক্ষা করুন্।২২। 'ওঁ হ্রীং" মন্ত্রময়ী সর্ব্ববিঘ্নোৎসারিণী দেবী সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে আমাকে রক্ষা করুন। "ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হূং ফট্ স্বাহা"—এই মন্ত্ররূপিণী সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী দেবী পৃথিবীতে আমাকে রক্ষা করুন্। ২৩ ॥ "ওঁ আঃ সুরেখে হূং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্ররূপিণী নাগনাম্নী নাগিনী দেবী পাতালে আমাকে রক্ষা করুন্; 'হ্রীং' মন্ত্রময়ী শক্তিরূপা মহেশ্বরী আমাকে পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন্। ২৪—২৫। "স্ত্রীং" মন্ত্রময়ী বধূরূপা মহেশ্বরী আমাকে দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন। 'হূং'—স্বরূপা ক্রোধরূপিণী মহাদেবী আমাকে রক্ষা করুন্। ২৬। 'ফ' স্বরূপা মহামায়া আমাকে পশ্চিমদিকে রক্ষা করুন 'ট'-স্বরূপা হরপ্রিয়া দেবী আমাকে উত্তরদিকে রক্ষা করুন্। ২৭। 'হূং'-স্বরূপা নগাত্মজা দেবেশ্বরী আমাকে মধ্যস্থলে রক্ষা করুন। সর্ব্ব-বিঘ্নবিনাশিনী ত্বরিতা দেবী আমাকে রক্ষা করুন। ২৮। নীলবর্ণা বাগ্ভবী সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আমাকে রক্ষা করুন্, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী ভবানী দেবী গৃহমধ্যে আমাকে রক্ষা করুন। ২৯। বিদ্যাদান-রতা সরস্বতী দেবী মুখমণ্ডলে, শাস্ত্রে, বিচারে, সংগ্রামে, জলে ও দুর্গম পর্ব্বতে আমাকে রক্ষা করুন্। ভীমরূপা ভয়নাশিনী আমাকে শ্মশানে রক্ষা

---

(১) সর্ব্বদাবতু ইতি (ক) (খ) (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) পূরিকা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৪) বাগ্ভবমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। বাগ্ভবা ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

নাশিনী। ভূতপ্রেতালয়ে ঘোরে দুর্গা মাং ভীষণাবতু ॥ ৩১ ॥ পাতু নিত্যং মহেশানী সর্ব্বত্র শিবদূতিকা। কবচস্য চ মাহাত্ম্যং নাহং বর্ষশতৈরপি। শক্নোমি কথিতুং দেবি ভবেত্তস্য ফলঞ্চ যৎ ॥ ৩২ ॥ পুত্রদারার্থ(১)বন্ধূনাং সর্ব্বদেশে চ সর্ব্বদা। ন বিদ্যতে ভয়ং তস্য নৃপপূজ্যো ভবেচ্চ নঃ ॥ ৩১ ॥ শুচির্ভূত্বাঽশুচির্ব্বাপি কবচং সর্ব্বকামদম্। প্রপঠন্ বা স্মরন্মর্ত্ত্যো দুঃখশোকবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৪ ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে মহেশানি কবিরাড্ ভবতি ধ্রুবম্। সর্ব্ববাগীশ্বরো মর্ত্ত্যো লোকবশ্যো ধনেশ্বরঃ ॥ ৩৫ ॥ রণে দ্যূতে বিবাদে চ জয়স্তস্য ভবেদ্ ধ্রুবম্! পুত্রপৌত্রান্বিতো মর্ত্ত্যো বিলাসী সর্ব্বযোষিতাম ॥ ৩৬ ॥ শত্রবো দাসতাং যান্তি সর্ব্বেষাং বল্লভঃ সদা। গর্ব্বী খর্ব্বো ভবত্যেব বাদী স্খলতি দর্শনাৎ। মৃত্যুশ্চ বশতাং যাতি দাসাস্তস্যাবনীভুজঃ ॥ ৩৭ ॥ প্রসঙ্গাৎ কথিতং সর্ব্বং কবচং সর্ব্বকামদম্। প্রপঠন্ বা স্মরন্মর্ত্ত্যঃ শাপানুগ্রহণক্ষমঃ ॥ ৩৮ ॥ আনন্দবৃন্দসিন্ধূনামধিপঃ কবিরাড্ ভবেৎ। সর্ব্ববাগীশ্বরো মর্ত্ত্যো লোকবশ্যঃ সদা সুখী ॥ ৩৯ ॥ গুরোঃ প্রসাদমাসাদ্য বিদ্যাং প্রাপ্য সুগোপিতাম্। তথাপি কবচং দেবি দুর্লভং ভুবনত্রয়ে ॥ ৪০ ॥ গুরুর্দ্দেবো হরঃ সাক্ষাৎ পত্নী তস্য হরপ্রিয়া। অভেদেন যজেদ্ যস্তু তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ ॥

করুন। ভীষণা দুর্গা বিষম ভূত-প্রেতালয়ে আমাকে রক্ষা করুন। ৩০—৩১। মহেশ্বরী শিবদূতী সর্ব্বত্র আমাকে রক্ষা করুন। হে দেবি! আমি শতবৎসরেও এই কবচের মাহাত্ম্য এবং এই কবচপাঠের ফল বলিতে পারি না। ৩২। যে এই কবচ পাঠ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, ও বন্ধুগণের সকল স্থানে সর্ব্বদা কোন ভয় থাকে না, সে রাজার পূজ্য হয়। ৩৩। মানব শুচি বা অশুচি যে কোন অবস্থায় এই সর্ব্বকামপ্রদ কবচ পাঠ বা স্মরণ করিলে দুঃখ ও শোক পাইবে না। ৩৪। হে মহেশ্বরি! এই কবচ পাঠ করিলে সকল শাস্ত্রে অসাধারণ কবি হয়, সকলপ্রকার বাক্যে পটুতা লাভ করিয়া লোক-বশীকরণ করিতে পারে ও ধনেশ্বর হয়। ৩৫। তাহার রণস্থলে, দ্যূতক্রীড়ায় ও বিবাদস্থলে নিশ্চয় জয় লাভ হয়, সেই মানব পুত্র-পৌত্রগণে পরিবৃত হইয়া সমস্ত যোষিদ্গণের বিলাসপাত্র হয়, শত্রুগণ তাহার দাস হয়, সে সকলের প্রিয়পাত্র হয়, তাহাকে দেখিবামাত্র গর্ব্বীর গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, বাদী বিচারবিমুখ হয়, মৃত্যু তাহার বশীভূত হয়, রাজারা দাস হয়। ৩৬—৩৭। হে দেবি! প্রসঙ্গক্রমে আমি সর্ব্বকামদ সমগ্র কবচ বলিলাম। ইহা পাঠ বা স্মরণ করিলে মানব শাপ-প্রদান ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, আনন্দ সাগরের অধিপতি হয় এবং কবিগণের মধ্যে প্রধান হয়, সকল প্রকার বাক্শক্তি সম্পন্ন হইয়া সমস্ত লোককে বশীভূত করত সুখে কালযাপন করে। ৩৮—৩৯। হে দেবি, গুরুর প্রসাদে সুগোপিতা এই বিদ্যা এবং ত্রিলোকদুর্লভ এই কবচ লাভ করা যায়। ৪০। গুরু সাক্ষাৎ মহাদেব, গুরুপত্নী সাক্ষাৎ হরপ্রিয়া—এই-

---

(১) পুত্রদারেষু ইতি (ক) (খ) (আ০ বি০) পাঠঃ। পুত্রদারস্য ইতি (ক) পাঠঃ।

৪১ ॥ মন্ত্রাচারং মহেশানি কথিতাঃ পূর্ব্বতঃ প্রিয়ে। নাভৌ (১) জ্যোতিস্তথা বক্তুং হৃদয়োপরি চিন্তয়েৎ ॥ ৪২ ॥ ঐশ্বর্য্যং সুকবিত্বঞ্চ মহাবাগীশ্বরো নরঃ। নিত্যং তস্য মহেশানি মহিলাসঙ্গমঞ্চরেৎ ॥ ৪৩ ॥ পঞ্চাচার-(২) রতো মর্ত্ত্যঃ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা। শক্তিযুক্তো ভবেন্মর্ত্ত্যঃ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা ॥ ৪৪ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ যে দেবাঃ সুরসত্তমাঃ। তং দৃষ্ট্বা সাধকং দেবি লজ্জাযুক্তা ভবন্তি তে ॥ ৪৫ ॥ স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে যে দেবাঃ সিদ্ধিদায়কাঃ। প্রশংসন্তি সদা দেবি তং দৃষ্ট্বা সাধকোত্তমম্ ॥ ৪৬ ॥ বিঘ্নাত্মকাশ্চ যে দেবাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে। প্রশংসন্তি সদা সর্ব্বে তং দৃষ্ট্বা সাধকোত্তমম্ ॥ ৪৭ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি ময়া সম্যক্ প্রকীর্ত্তিতম্। ভুক্তিমুক্তিকরং সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষস্বরূপকম্ ॥ ৪৮ ॥ আসাদ্যাদ্য গুরুং প্রসাদ্য (৩) য ইদং কল্পদ্রুমালম্বনং, মোহেনাপি মদেন বাপি রহিতো জাড্যৈর্ন (৪) মুহ্যত্যসৌ। সিদ্ধোঽসৌ ভুবি সর্ব্বদুঃখবিপদাং পারং প্রয়াত্যন্তকো মিত্রং তস্য নৃপাশ্চ দেবি বিপদো নশ্যন্তি তস্যাশু চ ॥ ৪৯ ॥ (তদ্‌গাত্রং প্রাপ্য শস্ত্রাণি ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি বৈ ভুবি। মাল্যানি কৌসুমান্যেব ভবন্তি সুখদানি চ। তস্য গেহে

রূপে অভেদ বুদ্ধিতে গুরুপূজা করিলে সত্বর সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ৪১। মহেশ্বরি, মন্ত্রাচার তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—হে প্রিয়ে, নিজ নাভিদেশে জ্যোতিঃ-স্বরূপ এবং হৃদয়োপরি মুখমণ্ডল চিন্তা করিবে। ৪২। এইরূপ কার্য্যে ঐশ্বর্য্য ও সুকবিত্ব লাভ হয়, সে মহাবাগীশ্বর হয়। মহিলা নিত্য তাহার সঙ্গম করিয়া থাকে। ৪৩। পঞ্চাচারে রত মানব সিদ্ধিলাভ করে, অন্য প্রকারে নহে, শক্তিযুক্ত মানব সিদ্ধ হয়, অন্যরূপে নহে। ৪৪। হে দেবি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং অন্যান্য প্রধান দেবতাগণ সেই সাধককে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া থাকেন। ৪৫। হে দেবি! স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালে যে সকল দেবতা সিদ্ধি দান করেন, তাঁহারা সেই উত্তম সাধককে দেখিয়া সর্ব্বদা প্রশংসা করিয়া থাকেন। ৪৬। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালে যে সকল বিঘ্নরূপী দেবতা থাকেন, তাঁহারাও সেই উত্তম সাধককে দেখিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ৪৭। হে দেবি! ভুক্তিমুক্তিপ্রদ সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষস্বরূপ এই কবচ আমি তোমার নিকটে সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিলাম। ৪৮। যে ব্যক্তি কল্পবৃক্ষের ন্যায় অবলম্বনস্বরূপ এই কবচ লাভ করিয়া গুরুদেবের প্রসন্নতা বিধান করিতে পারে, তাহার মদ মোহ থাকে না,—কোন বিষয়ে হতবুদ্ধি হয় না, সিদ্ধিলাভ করত ভূতলে সকল প্রকার দুঃখ বিপদের পার পাইতে পারে; রাজগণ এমন কি যম পর্য্যন্ত তাহার মিত্র হয়, হে দেবি সত্বর তাহার বিপদ নষ্ট হয়। ৪৯। ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ তাহার গাত্রে পতিত হইলে কুসুম-মাল্যের

---

(১) স্বনাভৌ (খ টি)। (২) মৎস্যমাংসমধুভগমদ্যানি (খ টি)। (৩) প্রসাদ্য প্রসন্নং কৃত্বা। কল্পদ্রুমালম্বনম্ ইদং কবচম্। (৪) জাড্যেন ইতি (ক) (খ) (আ০ বি০) পাঠঃ। রহিত ইত্যনেন তস্যান্বয়ঃ।

স্থিরা লক্ষ্মীর্বাণী বক্ত্রে ব:সদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫০ ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা তারাং যো ভজতে নরঃ। অল্পায়ুর্নির্ধনো মূর্খো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ) ॥ ৫১ ॥ (১) লিখিত্বা ধারয়েদ্ যস্তু কণ্ঠে বা মস্তকে ভুজে। তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদ্ যদ্যন্মনসি বর্ত্ততে ॥ ৫২ ॥ গোরোচনাকুঙ্কুমেন রক্তচন্দনকেন বা। যাবকৈর্ব্বা মহেশানি লিখেন্মন্ত্রং (২) সমাহিতঃ ॥ ৫৩ ॥ অষ্টম্যাং মঙ্গলদিনে চতুর্দ্দশ্যামথাপি বা। সন্ধ্যায়াং দেবদেবেশি লিখেন্মন্ত্রং (৩) সমাহিতঃ ॥ ৫৪ ॥ মঘায়াং শ্রবণায়াং বা রেবত্যাং বা বিশেষতঃ। সিংহরাশৌ গতে চন্দ্রে কর্কটস্থে দিবাকরে। মীনরাশৌ গুরৌ যাতে বৃশ্চিকস্থে শনৈশ্চরে। লিখিত্বা ধারয়েদ্ যস্তু উত্তরাভিমুখো ভবন্। শ্মশানে প্রান্তরে বাপি শূন্যাগারে বিশেষতঃ। নিশায়াং বা লিখেদ্ যন্ত্রং (৪) তস্য সিদ্ধিরচঞ্চলা ॥ ৫৫ ॥ ভূর্জ্জপত্রে লিখেন্মন্ত্রং গুরুণা চ মহেশ্বরি। ধ্যানধারণযোগেন ধারয়েদ্ যস্তু ভক্তিতঃ। অচিরাত্তস্য সিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৬ ॥ ইতি রুদ্রযামলে উগ্রতারাকবচম্ ॥

(অথ ত্রৈলোক্যমোহনং নাম তারাকবচম্) (৫)—দেব্যুবাচ। তারাপূজা শ্রুতা নাথ বিদ্যাশ্চ সকলাস্ততঃ। সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্ ॥ ১ ॥

স্থায় সুখপ্রদ হইয়া থাকে। সেই সাধকের গৃহে লক্ষ্মী এবং মুখমণ্ডলে সরস্বতী স্থিরা হইয়া বাস করেন। ৫০। যে ব্যক্তি এই কবচ না জানিয়া তারা-দেবীর ভজনা করে, সে অল্পায়ু, নির্ধন ও মূর্খ হয়, তাহাতে সংশয় নাই। ৫১। যে ব্যক্তি এই কবচ লিখিয়া কণ্ঠে বা মস্তকে ধারণ করে, সে অভিলষিত সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ৫২। হে মহেশ্বরি! সাধক সমাহিত হইয়া গোরোচনা, কুঙ্কুম, রক্তচন্দন অথবা অলক্তক দ্বারা উগ্রতারার মন্ত্র লিখিবে। ৫৩। হে দেবদেবেশি! অষ্টমী তিথিতে, মঙ্গলবারে অথবা চতুর্দ্দশী তিথিতে, সন্ধ্যাকালে একাগ্রচিত্তে এই যন্ত্র লিখিবে। ৫৪। মঘা, শ্রবণা বা রেবতী নক্ষত্রে অথবা চন্দ্র সিংহরাশিতে গমন করিলে অথবা সূর্য্য কর্কটরাশি-গত হইলে অথবা বৃহস্পতি মীনরাশিতে অথবা শনৈশ্চর বৃশ্চিকরাশিতে যাইলে সাধক উত্তরাভিমুখ হইয়া এই যন্ত্র লিখিবে এবং ধারণ করিবে। যে ব্যক্তি শ্মশানে প্রান্তরে কিংবা শূন্যগৃহে বসিয়া অথবা রাত্রিকালে এই যন্ত্র লিখিবে তাহার নিশ্চয় সিদ্ধি হইবে। ৫৫। হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি ভূর্জ্জপত্রে স্বয়ং অথবা গুরু দ্বারা এই মন্ত্র লিখিয়া ধ্যান ও ধারণা সহকারে ভক্তিপূর্ব্বক ধারণ করিবে অচিরকালমধ্যে তাহার সিদ্ধি লাভ হইবে, এই বিষয়ে বিচার করিবার কিছু নাই। ৫৬। উগ্রতারা-কবচ সমাপ্ত।

অনন্তর ত্রৈলোক্যমোহন-নামক তারা-কবচ বলা যাইতেছে।—দেবী বলিলেন,

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২)(৩) যন্ত্রমিতি (ক) (খ) (আ০ বি০) পাঠঃ। (৪) মন্ত্রমিত্যাদর্শপাঠঃ। (৫) (ক) (খ) (গ) পুস্তকেষু নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (ক) পুস্তকেঽত্র "অথান্যাঃ কবচান্তর"মিত্যেবাস্তি।

ত্রৈলোক্যমোহনং নাম সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্। পুরৈব সূচিতং নাথ কৃপয়া মে প্রকাশয় ॥ ২ ॥ ভৈরব উবাচ। দেব-দানব-বিদ্যাধৃক্-পূজিতে প্রাণবল্লভে। ত্রৈলোক্যমোহনং নাম শ্রূয়তাং কবচং পরম্ ॥ ৩ ॥ সর্ব্ববিদ্যাময়ং দেবি সর্ব্বমন্ত্রময়ং ধ্রুবম্। সর্ব্বরক্ষাকরং দেবি সর্ব্ববিদ্যাপ্রদায়কম্ ॥ ৪ ॥ বেদব্যাসোঽপি যদ্ধৃত্বা সর্ব্বজ্ঞঃ পঠনাদ্ যতঃ। যদ্ধৃত্বা পঠনাদীশঃস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রভুঃ। ধনাধিপঃ কুবেরোঽপি দেবাধিপঃ শচীপতিঃ। পঠনাদ্ধারণাৎ নিত্যং যতঃ সর্ব্বে দিগীশ্বরাঃ। সর্ব্বসিদ্ধিযুতাঃ সন্তঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫ ॥ অস্য প্রসাদাদীশোঽহং ভৈরবাণাং সুরেশ্বরি! ক্রোধাধিপো মহাভীমো দেবেষু কথিতঃ প্রভুঃ ॥ ৬ ॥ ন দদ্যাৎ পরশিষ্যেভ্যো দদ্যাচ্ছিষ্যেভ্য এব চ। অভক্তেভ্যোঽপি পুত্রেভ্যো দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭ ॥ ত্রৈলোক্য-মোহনস্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ। 'ছন্দো বিরাট্ দেবতা চ সোগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা। চতুর্ব্বর্গেষু বিদ্যায়াং বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮ ॥ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং মে শিরঃ পাতু হূং ফট্ পাতু ললাটকম্। সার্দ্ধপঞ্চাক্ষরী তারা পায়ান্নেত্রযুগং মম ॥ ৯ ॥ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং শ্রুতী পায়ান্নমঃ পাতু চ

নাথ! আমি তোমার নিকট তারা-পূজা ও তাঁহার সকল প্রকার মন্ত্র শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে মন্ত্রমূর্ত্তি তারা-কবচ শুনিতে ইচ্ছা করি। ১। এই কবচের নাম ত্রৈলোক্যমোহন, এই কবচে সকল বিপদ দূরীভূত হয়। নাথ! পূর্ব্বে তুমি এই কবচের ইঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছ, এক্ষণে দয়া করিয়া প্রকাশ কর। ২। ভৈরব বলিলেন, প্রাণবল্লভে! দেব, দানব ও বিদ্যাধরগণ তোমার পূজা করিয়া থাকে, তোমার নিকটে আমার গোপন করিবার কিছু নাই। তুমি ত্রৈলোক্যমোহননামক উত্তম কবচ শ্রবণ কর। ৩। হে দেবি! এই কবচ সর্ব্বমন্ত্রময় সকলস্থানে ইহা রক্ষা করে, সকল প্রকার বিদ্যা প্রদান করে। ৪। এই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া বেদব্যাস সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং শিব ইহা ধারণ ও পাঠ করিয়া বিজয়ী ও প্রভু হইয়াছিলেন। এই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া কুবের ধনেশ্বর, শচীপতি দেবরাজ এবং অন্যান্য দেবগণ সর্ব্বসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া দিক্‌পাল হইয়াছেন এবং সকল প্রকার সিদ্ধি লাভ করত সকল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। ৫। হে সুরেশ্বরি! এই কবচের প্রসাদে আমি ভৈরবেশ্বর হইয়াছি এবং দেবগণের নিকট ক্রোধাধিপ, মহাভীম ও প্রভু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছি। ৬। এতাদৃশ মহাফলপ্রদ কবচ অন্যের শিষ্যকে প্রদান করিবে না, নিজ শিষ্যকে প্রদান করিবে। পুত্রও যদি অভক্ত হয়, তাহাকে এই কবচ দিবে না; দিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ৭। শিব এই ত্রৈলোক্যমোহন-নামক কবচের ঋষি, বিরাট্ ইহার ছন্দঃ উগ্রতারা ইহার দেবতা এবং চতুর্ব্বর্গসাধনে ও বিদ্যালাভে ইহার বিনিয়োগ। ৮। "ওঁ হ্রীং স্ত্রীং" এইমন্ত্র আমার শিরোদেশ রক্ষা করুন 'হূং ফট্' এই মন্ত্র আমার ললাট এবং "ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্" এই সার্দ্ধপঞ্চাক্ষরময়ী তারাদেবী আমায় নেত্রদ্বয় রক্ষা করুন। ৯। ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং' এই

নাসিকাম্‌। তারা-ষড়ক্ষরী পায়াদ্বদনং মুণ্ডভূষণা ॥ ১০ ॥ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্‌ বদনঃ পাতু জিহ্বাং পায়ান্মহেশ্বরী। হ্রীং স্ত্রীং হূং মে গলং পায়াৎ সাপি নীলসরস্বতী ॥ ১১ ॥ স্ত্রীং স্কন্ধৌ পাতু নিয়তং তারৈকাক্ষররূপিণী ॥ ১২ ॥ হূং ঘাটাং মে সদা পাতু বীজৈকাক্ষররূপিণী। ঐং হ্রীং স্ত্রীং হূং চ ফট্‌ পায়াদ্বাক্‌তারা মে (১) ভুজদ্বয়ম্‌। শ্রীং হ্রীং স্ত্রীং হূং চ ফট্‌ পায়াৎ শ্রীতারা মে স্তনদ্বয়ম্‌ ॥ ১৩ ॥ হ্রীং হ্রীং স্ত্রীং হূং চ ফট্‌ পায়াৎ তারা চ হৃদয়ং মম। হূং হ্রীং স্ত্রীং হূং চ ফট্‌ বীজং তারা পৃষ্ঠং সদাবতু ॥ ১৪ ॥ ক্লীং হ্রীং স্ত্রীং হূং চ ফট্‌ পায়াৎ পার্শ্বৌ কামস্বরূপিণী। ওঁ হ্রীং স্ত্রীং (২) হূং নমঃ পায়াৎ কুক্ষিং মহাষড়ক্ষরী ॥ ১৫ ॥ ঐং সৌঃ ওঁ ঐং ক্লীং ফট্‌ স্বাহা কটিদেশং সদাবতু অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপিণী। খং হূং হৌং ওঁ ঐং শ্রীং হ্রীং সা গুহ্যদেশং সদাবতু। সপ্তাক্ষরী চোগ্রতারা মূলবিদ্যাস্বরূপিণী ॥ ১৬ ॥ ওঁ হ্রীং হাং হূং নমস্তারায়ৈ সকল-পদস্ততঃ। দুস্তরং তারয়পদং তারয় প্রণবদ্বয়ম্‌। স্বাহেতি চ মহাবিদ্যা জানুনী সর্ব্বদাবতু ॥ ১৭ ॥ ঐং সৌঃ ওঁ ঐং ক্লীং ফট্‌ স্বাহা জঙ্ঘে পাতু পরাত্মিকা। ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং চ ফট্‌ তারা হংসাদ্যন্তা নবাক্ষরী। মহোগ্রতারা পাদৌ মে পাতু নিত্যং

বীজচতুষ্টয় আমার দুই কর্ণ রক্ষা করুন। 'নমঃ' এই মন্ত্র আমার নাসিকা রক্ষা করুন, 'ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং নমঃ' এই ষড়ক্ষরময়ী মুণ্ডভূষণা তারাদেবী আমার মুখমণ্ডল রক্ষা করুন্‌। ১০। 'হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্‌' এই মন্ত্র আমার বদন, মহেশ্বরী আমার জিহ্বা এবং 'হ্রীং স্ত্রীং হূং' এই মন্ত্রময়ী নীলসরস্বতী আমার গলদেশ রক্ষা করুন্‌। ১১। 'স্ত্রীং' এই একাক্ষর-বীজময়ী তারা সর্ব্বদা আমার দুই স্কন্ধ রক্ষা করুন। 'হূং' এই একাক্ষরবীজময়ী তারা আমার গ্রীবার নিম্নভাগ (ঘাড়) রক্ষা করুন। ১২। 'ঐং হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্‌' এই মন্ত্রময়ী বাক্‌রূপিণী তারা আমার দুই বাহু রক্ষা করুন 'শ্রীং হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্‌' এই মন্ত্রময়ী শ্রীতারা আমার দুই স্তন রক্ষা করুন। ১৩। হ্রীং হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্‌' এই মন্ত্ররূপিণী তারা আমার হৃদয় রক্ষা করুন। 'হূং হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্‌, এই বীজময়ী তারা সর্ব্বদা আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। ১৪। 'ক্লীং হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্‌' এই মন্ত্ররূপিণী কামস্বরূপিণী আমার দুই পার্শ্ব রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং নমঃ। এই মহাষড়ক্ষরী আমার উদর রক্ষা করুন। ১৫। 'ঐং সৌঃ ওঁ ঐং ক্লীং ফট্‌ স্বাহা' সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী এই অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা সর্ব্বদা আমার কটিদেশ রক্ষা করুন্‌। 'খং হূং হৌং ওঁ ঐং শ্রীং হ্রীং' এই মন্ত্রময়ী মূলবিদ্যারূপিণী সপ্তাক্ষরী উগ্রতারা সর্ব্বদা আমার গুহ্যদেশ রক্ষা করুন। ১৬। ওঁ হ্রীং হাঁ হূং নমস্তারায়ৈ সকলদুস্তরং তারয় তারয় ওঁ ওঁ স্বাহা' এই মহাবিদ্যা সর্ব্বদা আমার জানুদ্বয় রক্ষা করুন্‌। ১৭। 'ঐং সৌঃ ওঁ ঐং ক্লীং ফট্‌ স্বাহা' এই মন্ত্রময়ী পরাদেবী আমার দুই জঙ্ঘা রক্ষা করুন। হংসঃ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্‌ হংসঃ' এই নবাক্ষর-

---

(১) বাগ্‌ভবাত্মা ইতি (খ) পাঠঃ। (২) হ্রীমিত্যত্র হুমিতি (গ) পাঠঃ।

মহেশ্বরী ॥ ১৮ ॥ ঐং হ্রীং শ্রীং (১) হেসৌঃ সেহৌঃ (২) বদ বদ বাগ্বাদিনীতি চ। কামবীজত্রয়ং নীলসরস্বতীস্বরূপকম্। ঐং ঐং ঐং কাহি কাহি কলরীং স্বাহেতি সর্ব্বদা। (৩) চতুস্ত্রিংশল্লিপিময়ী পাতু তারাখিলং বপুঃ ॥ ১৯ ॥ ইন্দ্রো বামাক্ষিযুক্ পৃথ্বী সরস্বত্যনলপ্রিয়া। কূর্চ্চাদ্যন্তা পাতু চোর্দ্ধং মূলবিদ্যা দশাক্ষরী ॥ ২০ ॥ তারং মায়া বধূঃ কূর্চ্চং কালী কামকলা ততঃ। উগ্রতারে ভগং কামঃ পরা লক্ষ্মীঃ শিবাঙ্কুশৌ। সা মহাষোড়শী প্রোক্তা তারা-দেব্যা ময়াধুনা। বিধিবদ্ গ্রহণাদস্যা মৃত্যুং মৃত্যুপথং নয়েৎ ॥ ২১ ॥ এষা বিদ্যা ময়া গুপ্তা তন্ত্রাদি-জামলেষু চ। সাম্প্রতং কথিতা তুভ্যং কবচাঙ্গতয়া প্রিয়ে ॥ ২২ ॥ (ওঁ) ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং পরম্। ত্রৈলোক্যমোহনং (৪) নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্ ॥ ২৩ ॥ ব্রহ্মবিদ্যাময়ং ভদ্রে কেবলং ব্রহ্মরূপিণম্। মন্ত্রবিদ্যাময়ঞ্চৈতৎ কবচং মন্মুখোদিতম্। গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেদ্ যদি। ত্রিঃ সকৃদ্বা যথাজ্ঞানং ভৈরবস্তৎক্ষণাদ্ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ কুলকোটীঃ সমুদ্ধরেৎ। গুরুঃ স্যাৎ সর্ব্ববিদ্যাস্বপ্যধিকারী জপাদিষু ॥ ২৫ ॥ শতমষ্টোত্তরঞ্চাস্য

মন্ত্রময়ী মহেশ্বরী মহোগ্রতারা নিত্য আমার দুইপদ রক্ষা করুন্। ১৮। "ঐং হ্রীং শ্রীং হেসৌঃ সেহৌঃ বদ বদ বাগ্বাদিনি ক্লীং ক্লীং ক্লীং ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ ঐং ঐং ঐং কাহি কাহি কলরীং স্বাহা" এই চতুস্ত্রিংশদ্বর্ণময়ী তারাদেবী সর্ব্বদা আমার সমস্তদেহ রক্ষা করুন। ১৯। ইন্দ্র (ল) তাহাতে বামাক্ষি (ঈ) যোগ, তাহার পর পৃথ্বী (ল) 'সরস্বতী স্বাহা' ইহার আদ্যন্তে কূর্চ্চবীজ (হূং) এই দশাক্ষরী বিদ্যা আমার উর্দ্ধদেশ রক্ষা করুন।২০। 'ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ক্রীং ক্লীং উগ্রতারে ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং হৌং ক্রোং' ইহা তারাদেবীর মহাষোড়শীনামে খ্যাত ষোড়শাক্ষর মন্ত্র, ইহা তোমার নিকট বলিলাম—যথাবিধি এই মন্ত্র গ্রহণ করিলে মৃত্যুকে মৃত্যুর পথে লইয়া যাওয়া যায়। ২১। এই বিদ্যা আমি তন্ত্রের আদিগ্রন্থ সকল জামলেই গুপ্তভাবে রক্ষিত করিয়াছি। হে প্রিয়ে! এক্ষণে কবচের অঙ্গ বলিয়া তোমার নিকটে ইহা বলিলাম। ২২। হে দেবি! তোমার নিকট নিখিল গোপনীয় অপেক্ষা অতিগোপনীয় ত্রৈলোক্যমোহন নামক মন্ত্রমূর্ত্তি এই কবচ বলিলাম। ভদ্রে! আমার মুখ হইতে এই যে কবচ উচ্চারিত হইল, ইহা ব্রহ্মবিদ্যাময়, কেবল ব্রহ্মস্বরূপ, ইহাতে কেবল মন্ত্রবিদ্যা কথিত হইয়াছে। যথাবিধানে গুরুপূজা করিয়া যদি কেহ তিনবার অথবা একবার মাত্র যথাশক্তি এই কবচ পাঠ করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ ভৈরব হইতে পারে; সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া কোটিকুল উদ্ধার করিতে

---

(১) শ্রীমিত্যত্র স্ত্রীমিতি (খ) পাঠঃ। (২) সর্ব্বত্র সেহৌঃ পাঠঃ, মুদ্রিত (খ) পুস্তকে সৌঃ হৌঃ ইতি পাঠো বর্ত্ততে। (৩) (ক) (গ) পুস্তকয়োঃ পার্ব্বতি ইতি পাঠঃ।

(৪) (ক) পুস্তকেঽস্য ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম।

পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ। শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা ভবেদ্ (১) ভূমিপুরন্দরঃ। ত্রৈলোক্যং বিচরেদ্ধীরো গণনাথো যথা গুহঃ ॥ ২৬ ॥ গদ্যপদ্যময়ী বাণী ভবেদ্ গঙ্গাপ্রবাহবৎ। পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেত্ততঃ। পঞ্চবর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥ ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি। পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ যোষিদ্বামভুজে তথা। বহুপুত্রবতী নারী পুরুষো বহু পুত্রবান্। সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা বিচরেদ্ভৈরবো যথা ॥ ২৮ ॥ তদ্গাত্রং প্রাপ্য শস্ত্রাণি ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি ভৈরবি। মাল্যানি কুসুমাঢ্যেব ভবন্তি সুখদানি চ। তস্য গেহে চিরং লক্ষ্মীর্ব্বাণী বক্ত্রে বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২৯ ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা তারাং যো ভজতেঽধমঃ। অল্পায়ুর্নির্ধনো মূর্খো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ইতি ভৈরবীভৈরবসংবাদে তারাকল্পে ত্রৈলোক্যমোহনং নাম তারাকবচম্। (২)

পারে এবং সকল বিদ্যার গুরু ও জপাদি বিষয়ে অধিকারী হয়। ২৩—২৫। একশত আটবার পাঠ করিলে এই কবচের পুরশ্চরণ করা হয়। একশত আটবার এই কবচ জপ করিলে পৃথিবীর ইন্দ্র হইতে পারে, গণনাথ কার্ত্তিকের ন্যায় ধীরভাবে ত্রৈলোক্যে বিচরণ করিতে পারে গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় তাহার মুখ হইতে গদ্যপদ্যময়ী বাণী নির্গত হইতে থাকে ও যে ব্যক্তি আটবার মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া এই কবচ পাঠ করে, সে পঞ্চসহস্রবর্ষব্যাপী পূজার ফল পায়। ২৬।২৭। ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া গুলিকা করত স্বর্ণাধারে স্থাপনপূর্ব্বক পুরুষ দক্ষিণবাহুতে এবং নারী বামবাহুতে যদি ধারণ করে; তাহা হইলে নারী বহুপুত্রবতী এবং পুরুষও বহুপুত্রবান্ হয় এবং সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর হইয়া ভৈরবের ন্যায় ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতে পারে। ২৮। হে ভৈরবি! এই কবচ-ধারকের অঙ্গে ব্রহ্মাস্ত্রাদি অস্ত্রসমূহ পতিত হইলে পুষ্পমাল্যের ন্যায় সুখদায়ক হয়। তাহার গৃহে লক্ষ্মী এবং মুখে সরস্বতী নিশ্চয় বাস করেন। ২৯। যে অধম এই কবচ না জানিয়া তারাপূজা করে, সে অল্পায়ু, নির্ধন ও মূর্খ হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৩০। ত্রৈলোক্যমোহননামক তারা-কবচ সমাপ্ত।

---

(১) সাক্ষাদিতি (ক) পাঠঃ।

(২) (ক) পুস্তকে ইতঃপরং গুহ্যষোঢ়ান্যাসঃ। যথা—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গুহ্যষোঢ়ামিমাং প্রিয়ে। ন প্রকাশ্যমিদং ক্বাপি তারায়াঃ কায়রক্ষণে। তারন্তু মাতৃকাবর্ণপুটিতং মাতৃকাস্থলে। (মাতৃকাস্থলং যথা—ললাটমুখবৃত্তাক্ষি-শ্রুতিঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ। ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্য-দোঃ-পৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ। পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ হৃদয়ে জঠরেঽংসকে। ককুদ্যংসে চ হৃৎপূর্ব্বং পাণিপাদযুগে তথা।) তেনৈব পুটিতং বর্ণং ন্যসেদত্রৈব পার্ব্বতি। শক্তিবীজং তথা দেবি ন্যস্তব্যন্তু প্রযত্নতঃ। বধূবীজং তথা দেবি ন্যস্তব্যঞ্চ সমাহিতঃ। ব্রহ্মবীজং মহেশানি ন্যসনীয়মনন্তরম্। অস্ত্রবীজং তথা ন্যস্য সকলং তদনন্তরম্। গুহ্যষোঢ়া স্থিরং দেবি ন প্রকাশ্যা কদাচন। ইত্থঞ্চ সিদ্ধিদা লোকে তথা দেবাসুরেষু চ। অবশ্যং প্রত্যহং কার্য্যং ন পূজা ন জপস্তথা। ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ রহস্যং সুরসুন্দরি। ন প্রকাশ্যং তথা কেন দেবেষু চ যথা ত্বয়ি। ইতি রুদ্রযামলে গুহ্যষোঢ়া।

(১) অথ বগলামুখীস্তোত্রম্।—চলৎকনককুণ্ডলোল্লসিতচারুগণ্ডস্থলীং, লসৎকনকচম্পকদ্যুতিমদিন্দুবিম্বাননাম্। গদাহতবিপক্ষকাং কলিতলোলজিহ্বাঞ্চলাং, স্মরামি বগলামুখীং বিমুখসন্মনঃস্তম্ভিনীম্ (২)॥ ১॥ পীযূষোদধিমধ্যচারুবিলসদ্রক্তোৎপলে মণ্ডপে, যঃ (৩) সিংহাসনমৌলিপাতিতরিপুপ্রেতাসনাধ্যাসিনীম্। স্বর্ণাভাং করপীড়িতারিরসনাং ভ্রাম্যদ্গদাবিভ্রমাম্, ইত্থং ধ্যায়তি যান্তি তস্য সহসা সদ্যোঽথ সর্ব্বাপদঃ॥ ২॥ দেবি ত্বচ্চরণাম্বুজার্চ্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং, ভক্ত্যা বামকরে বিধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্। পীঠ-(৪) ধ্যানপরোঽথ কুম্ভকবশাদ্বীজং স্মরেৎ পার্থিবং, তস্যামিত্রমুখস্য বাচি হৃদয়ে জাড্যং ভবেৎ তৎক্ষণাৎ॥ ৩॥ বাদী মূকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতির্বৈশ্বানরঃ শীততি, ক্রোধী শাম্যতি দুর্জ্জনঃ সুজনতি ক্ষিপ্রানুগঃ খঞ্জতি। গর্ব্বী খর্ব্বতি সর্ব্ববিচ্চ জড়তি ত্বন্মন্ত্রিণা যন্ত্রিতঃ (৫) শ্রীনিত্যে বগলামুখি প্রতিদিনং

অনন্তর বগলামুখীর স্তব বলা যাইতেছে।—যাঁহার সুরম্য গণ্ডস্থলে সুবর্ণকুণ্ডল দুলিতেছে,—তাহাতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হইয়াছে, মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, তাহাতে স্বর্ণচম্পকের আভা বাহির হইতেছে; বিপক্ষের লোলজিহ্বা টানিয়া যিনি গদাঘাতে তাহাকে জর্জ্জরিত করিতেছেন,—অশ্রদ্ধাকারী সাধু ব্যক্তিগণকেও যিনি স্তম্ভিত করিতেছেন, সেই বগলামুখী দেবীকে সর্ব্বদা চিন্তা করি। ১। সুধাসাগরের মধ্যস্থলে একটি মণ্ডপ,—তাহার মধ্যস্থলে সিংহাসন,—চতুর্দ্দিকে মনোহর রক্তোৎপল ফুটিয়া রহিয়াছে। সিংহাসনের শিরোভাগে শত্রুর মৃতদেহ, তাহার উপরে বসিয়া যিনি শত্রুর জিহ্বা করদ্বারা টানিতে টানিতে সর্ব্বদা ঘুরাইতেছেন, স্বর্ণের ন্যায় কান্তিশালিনী সেই বগলামুখী দেবীকে যে ধ্যান করে,—তাহার সকল বিপদ তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়। ২। হে দেবি! যে সাধক তোমার পাদপদ্ম পূজা করিবার জন্য পীতবর্ণ পুষ্পাঞ্জলি হস্তে লইয়া পীঠশক্তির ধ্যান করিতে করিতে কুম্ভকযোগে মনোহর বর্ণময় তোমার পার্থিববীজ স্মরণ করিতে পারে, তাহার শত্রুর বাক্স্তম্ভন ও হৃদয়ের জড়তা তৎক্ষণাৎ ঘটিয়া থাকে। ৩। হে শ্রীনিত্যে বগলামুখি! তোমার সাধকের জপফলে তাহার প্রতিপক্ষ বক্তা হইলেও বোবা হইয়া যায়, রাজাও দরিদ্র হইয়া যায়, অগ্নি শীতল হয়, ক্রোধী শান্ত হয়, দুর্জ্জন সুজন হয়, শীঘ্রগামী খঞ্জ হয়, গর্ব্বীর গর্ব্বচূর্ণ হয়, সর্ব্বজ্ঞ জড়ভাব

---

(১) (ক) পুস্তকে এষ উদ্ধৃতঃ পাঠঃ। ঈশ্বর উবাচ। অস্য শ্রীবগলামুখীস্তোত্রস্য নারদো ভগবানৃষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবগলামুখী দেবতা মম সংহিতানাং দুষ্টানাং বিরোধিনাম্ বাঙ্মুখজিহ্বাবুদ্ধীনাং স্তম্ভনার্থে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্রিশূলধারিণীমম্বাং সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনীম্। সর্ব্বাভরণবেশাঢ্যাং দেবীং ধ্যাত্বা প্রপূজয়েৎ। ওঁ। (২) বিমুখশত্রুসংস্তম্ভিনীমিতি (গ) পাঠঃ।

(৩) 'যৎ' ইতি (ক) পুস্তকে আদর্শে চ পাঠঃ।

(৪) পীত ইতি (ক) (খ) পুস্তকয়োঃ পাঠঃ। (৫) ত্বন্মন্ত্রিণামন্ত্রিত ইত্যাদর্শপাঠঃ। ত্বন্মন্ত্রণামন্ত্রিতঃ ইতি (ক) পাঠঃ। ত্বন্মন্ত্রণাযন্ত্রিত ইতি (খ) পাঠঃ।

কল্যাণি তুভ্যং নমঃ ॥ ৪ ॥ মন্ত্রস্তাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রঞ্চ তে, যন্ত্রং বাদি-নিয়ন্ত্রণং ত্রিজগতাং জৈত্রন্তু চিত্রং ন তে। মাতঃ শ্রীবগলেতি নাম ললিতং যস্যাস্তি জন্তোর্মুখে, তন্নামগ্রহণেন সংসদি মুখস্তম্ভো ভবেদ্বাদিনাম্ ॥ ৫ ॥ দুষ্টস্তম্ভনমুগ্রবিঘ্নশমনং দারিদ্র্যবিদ্রাবণং, ভূভৃদ্ভীশমনং বলান্মৃগদৃশাং চেতঃসমাকর্ষণম্। সৌভাগ্যৈকনিকেতনং মম দৃশোঃ কারুণ্যপূর্ণামৃতং (১) মৃত্যোর্মারণমাবিরস্তু পুরতো মাতস্ত্বদীয়ং বপুঃ ॥ ৬ ॥ মাতর্ভঞ্জয় মে বিপক্ষবদনং (২) জিহ্বাং চলাং কীলয়, ব্রাহ্মীং মুদ্রয় নাশয়াশু (৩) ধিষণামুগ্রাং গতিং স্তম্ভয়। শত্রূংশ্চূর্ণয় দেবি তীক্ষ্ণগদয়া গৌরাঙ্গি পীতাম্বরে, বিঘ্নৌঘং বগলে হর প্রণমতাং কারুণ্যপূর্ণেক্ষণে ॥ ৭ ॥ মাতর্ভৈরবি ভদ্রকালি বিজয়ে বারাহি বিশ্বাশ্রয়ে, শ্রীবিদ্যে সময়ে মহেশি বগলে কামেশি রামে রমে। মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাৎপরতরে স্বর্গাপবর্গপ্রদে, দাসোঽহং শরণাগতঃ করুণয়া বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্ ॥ ৮ ॥ সংরম্ভে চৌরসঙ্ঘে প্রহরণসময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে, বিদ্যাবাদে বিবাদে প্রকুপিতনৃপতৌ দিব্যকালে (৪) নিশায়াম্। বশ্যে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধসময়ে

ধারণ করে। হে কল্যাণি! তোমাকে প্রণাম। ৪। তোমার মন্ত্র ও পবিত্র স্তবই বিপক্ষদলনে সমর্থ হয়; তোমার যন্ত্র যে বক্তাকে নির্ব্বাক্ করিবে, ত্রিজগৎ জয় করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। মাতঃ, তোমার 'শ্রীবগলা' এই নাম যে জীবের মুখে সর্ব্বদা উচ্চারিত হয়, তাহার নাম করিলেই সভায় বক্তাদিগের মুখস্তম্ভ হয়। ৫। মা, তোমার মূর্ত্তিদর্শনে দুষ্টলোক স্তম্ভিত হইয়া যায়, উগ্র বিঘ্ন বিদূরিত হয়, দারিদ্র্য ঘুচিয়া যায়, রাজভীতি প্রশমিত হয়, কামিনীগণকে বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট করা যায়, সৌভাগ্যলাভ হয়, মৃত্যুভয় নিবারিত হয়,—করুণামৃতপূর্ণ তোমার ঐ মূর্ত্তি আমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হউক। ৬। মা, তুমি শত্রুর মুখ ভাঙ্গিয়া দাও, চঞ্চল জিহ্বা স্তম্ভিত কর, বাক্‌শক্তি লোপ কর, সত্বর বুদ্ধিনাশ কর, গতিবেগ স্তম্ভিত কর। হে দেবি, গদাঘাতে শত্রুগণকে চূর্ণিত কর; হে গৌরাঙ্গি, হে পীতাম্বরে, বিঘ্নরাশি দূর কর। প্রণত ব্যক্তিগণের প্রতি করুণা করিবার জন্যই তোমার চক্ষু দয়ারাশিপূর্ণ। ৭। মা, তুমি ভৈরবী, তুমি ভদ্রকালী, তুমি বিজয়া, তুমিই বরাহমূর্ত্তিধারিণী, সমস্ত বিশ্বকে তুমি আশ্রয় দাও, তুমি শ্রীবিদ্যা; বগলে! তুমিই মহেশী, তুমিই কামেশ্বরী রামা, তুমিই রমা (লক্ষ্মীরূপিণী) তুমিই মাতাঙ্গী, তুমিই ত্রিপুরা, তুমিই পরাৎপরতরা,—তুমি স্বর্গ মোক্ষ দিয়া থাক; হে বিশ্বেশ্বরি, এ দাস তোমার শরণাগত,—দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা কর। ৮। যুদ্ধক্ষেত্রে, চৌরবর্গের মধ্যে, প্রহারসময়ে, বন্ধনসময়ে, রোগভোগকালে, শাস্ত্রীয় বিচারে, বিবাদস্থলে, রাজা কুপিত হইলে, বশীকরণ ও স্তম্ভনকালে, শত্রুবধকালে, নির্জ্জনে

---

(১) কারুণ্যপূর্ণেক্ষণমিতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ। (২) বিপক্ষরদনমিতি (গ) পাঠঃ।
(৩) দেবদৈত্যধিষণামিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) পূর্ব্বাহ্লাদিকালে (ক টি)।

নির্জ্জনে বা বনে বা, গচ্ছংস্তিষ্ঠংস্ত্রিকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্নুয়াদাশু ধীরঃ ॥ ৯ ॥ নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাৎ, ধৃত্বা যন্ত্রমিদং তথৈব সময়ে (১) বাহৌ করে বা গলে। রাজানোহপ্যরয়ো (২) মদান্ধকরিণঃ সর্পা মৃগেন্দ্রাদিকাস্তে বৈ যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরা সিদ্ধয়ঃ ॥ ১০ ॥ ত্বং বিদ্যা পরমা ত্রিলোকজননী বিঘ্নৌঘসচ্ছেদিনী, যোষাকর্ষণকারিণী জনমনঃসম্মোহসন্দায়িনী। স্তম্ভোৎসারণকারিণী পশুমনঃসম্মোহসংদায়িনী, জিহ্বাকীলনভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদিমন্ত্রো যথা ॥ ১১ ॥ বিদ্যাং লক্ষ্মীং সর্ব্বসৌভাগ্যমায়ুঃ পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্ব্বসাম্রাজ্যসিদ্ধিম্। মানং ভোগোবশ্যমারোগ্যসৌখ্যং, প্রাপ্তং তত্তদ্ভূতলেহস্মিন্নরেণ ॥ ১২ ॥ যৎ কৃতং জপসন্নাহং গদিতং পরমেশ্বরি। দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় তং গৃহাণ নমোহস্তু তে ॥ ১৩ ॥ (ব্রহ্মাস্ত্রমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্। গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥ ১৪ ॥ পীতাম্বরাং দ্বিভুজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকোজ্জ্বলাম্। শিলামুদ্গরহস্তাঞ্চ স্মরেত্তাং বগলামুখীম্ ॥ প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নকালে স্তবপঠনমিদং কার্য্যসিদ্ধিপ্রদং স্যাৎ) (৩) ॥ ১৫ ॥ ইতি রুদ্রযামলে শ্রীবগলামুখী-স্তোত্রম্ ॥

অথবা অরণ্যে, প্রাতঃকালে বা রাত্রিকালে, যাইতে যাইতে অথবা অবস্থানকালে, তিন সন্ধ্যায় যে ধীরভাবে তোমার এই স্তব পাঠ করে সে কল্যাণলাভ করে। ৯। যে নিত্য দেবীর এই পবিত্র স্তব আদরপূর্ব্বক পাঠ করে এবং স্তবপাঠকালে বাহুতে, করে অথবা গলে দেবীর যন্ত্র ধারণ করিয়া রাখে, রাজারাও তাহার বিপক্ষ হইলে মোহিত হইয়া যায়, মদমত্ত হস্তী, বিষধর সর্প, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ও শত্রুগণ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া যায়, লক্ষ্মী নিশ্চলা হয়, সিদ্ধিসকল করায়ত্ত হয়। ১০। মা, তুমি ত্রিলোকজননী, তুমিই পরমা বিঘ্নরাশিনাশিনী, রমণীগণের আকর্ষণকারিণী, সকল লোকের মনকে তুমি মোহিত করিয়া থাক, স্তম্ভন ও উৎসারণ তোমারই কার্য্য, পশুদিগের মন তোমা দ্বারা মোহিত হয়; ভৈরবীমূর্ত্তিতে সকলের জিহ্বা নিরোধ করিয়া থাক, ব্রহ্মাদি মন্ত্রের ন্যায় তোমার জয় হউক। ১১। তোমার করুণায় মানব বিদ্যা, লক্ষ্মী, সকল প্রকার সৌভাগ্য, আয়ু, পুত্র, পৌত্র, নিখিল সাম্রাজ্য, সম্মান, ঐশ্বর্য্যভোগ, লোকবশীকরণশক্তি, আরোগ্যসুখ, সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২। পরমেশ্বরি! দুষ্টবর্গের নিগ্রহ করিবার জন্য তোমারই উপদেশে জপের যে আড়ম্বর করা হইল,—তাহা তোমাতেই অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার। ১৩। এই স্তব ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া খ্যাত, ত্রিলোক দুর্লভ, এই স্তব গুরুভক্তকে প্রদান করিবে, যে কোন ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিবে না। ১৪। যাঁহার পরিধেয় বস্ত্র পীতবর্ণ, হস্তে

---

(১) সময়ে ইতি (গ) পাঠঃ আদর্শপাঠশ্চ। (২) হরয় ইতি (খ) পাঠঃ।

(৩) (ক) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(অথ মাতঙ্গীকবচম্।—শ্রীদেব্যুবাচ। সাধু সাধু মহাদেব কথয়স্ব সুরেশ্বর। মাতঙ্গীকবচং দিব্যং সর্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মাতঙ্গীকবচং শুভম্। গোপনীয়ং মহাদেবি, মৌনী জাপং সমাচরেৎ। অস্য শ্রীমাতঙ্গীকবচস্য দক্ষিণামূর্ত্তির্ঋষির্ব্বিরাট্ ছন্দো মাতঙ্গী দেবতা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। ওঁ শিরো মাতঙ্গিনী পাতু ভুবনেশী তু চক্ষুষী। তোতলা কর্ণযুগলং ত্রিপুরা বদনং মম ॥ ১ ॥ পাতু কণ্ঠে মহামায়া হৃদি মাহেশ্বরী তথা। ত্রিপুষ্পা পার্শ্বয়োঃ পাতু গুদে কামেশ্বরী মম ॥ ২ ॥ উরুদ্বয়ে তথা চণ্ডী জঙ্ঘায়াঞ্চ রতিপ্রিয়া। মহামায়া পাদযুগ্মে সর্ব্বাঙ্গেষু কুলেশ্বরী ॥ ৩ ॥ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকঞ্চৈব সদা রক্ষতু বৈষ্ণবী। ব্রহ্মরন্ধ্রে সদা রক্ষেন্মাতঙ্গী নাম সংস্থিতা ॥ ৪ ॥ ললাটে রক্ষয়েন্নিত্যং মহাপিশাচিনীতি চ। নেত্রাভ্যাং সুমুখী রক্ষেদ্দেবী রক্ষেত্তু নাসিকাম্ ॥ ৫ ॥ মহাপিশাচিনী পশ্চাৎ মুখে রক্ষতু সর্ব্বদা। লজ্জা রক্ষতু মাং দন্তে চোষ্ঠৌ সম্মার্জ্জনীকরী ॥ ৬ ॥ চিবুকে কণ্ঠদেশে তু ঠকারত্রিতয়ং পুনঃ। সবিসর্গং মহাদেবি হৃদয়ং পাতু সর্ব্বদা ॥ ৭ ॥ নাভিং রক্ষতু মা লোলা কালিকাবতু লোচনে। উদরে পাতু চামুণ্ডা লিঙ্গে কাত্যায়নী তথা ॥ ৮ ॥ উগ্রতারা গুদে পাতু পাদৌ রক্ষতু চাম্বিকা।

শিলামুদ্গর, উজ্জ্বলাঙ্গী ত্রিনয়না দ্বিভুজা, সেই বগলামুখীকে স্মরণ করিবে। প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকালে এই স্তব পাঠ করিলে কার্য্য-সিদ্ধি হয়। ১৫। রুদ্রযামলে এই বগলামুখী স্তব কথিত হইয়াছে।

অনন্তর মাতঙ্গীকবচ বলা হইতেছে।—শ্রীদেবী বলিলেন,—মহাদেব! সুরেশ্বর! মনুষ্যগণের সর্ব্বসিদ্ধিকর দিব্য মাতঙ্গী-কবচ অতি উত্তম, ঐ কবচ আমাকে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবি! উত্তম মাতঙ্গীকবচ বলিব শুন, মহাদেবি, এই কবচ গোপনে রাখিবে, মৌনী হইয়া জপ করিবে। দক্ষিণামূর্ত্তি এই মাতঙ্গীকবচের ঋষি, বিরাট্ ইহার ছন্দঃ মাতঙ্গী ইহার দেবতা, চতুর্ব্বর্গ সাধনে ইহার নিয়োগ। মাতঙ্গিনী দেবী আমার শিরোদেশ রক্ষা করুন, ভুবনেশ্বরী দুই চক্ষু, তোতলা দেবী দুই কর্ণ, ত্রিপুরা দেবী আমার মুখমণ্ডল, মহামায়া কণ্ঠ, মাহেশ্বরী হৃদয়, ত্রিপুরা দুই পার্শ্ব এবং কামেশ্বরী গুহ্যদেশ রক্ষা করুন্। ১।২। চণ্ডী দুই উরু, রতিপ্রিয়া জঙ্ঘা, মহামায়া দুই পদ এবং কুলেশ্বরী আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন্। ৩। বৈষ্ণবী সর্ব্বদা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ষা করুন, মাতঙ্গী ব্রহ্মরন্ধ্রে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করুন। ৪। মহাপিশাচিনী সর্ব্বদা আমার ললাট রক্ষা করুন, সুমুখী নেত্র রক্ষা করুন, দেবী নাসিকা রক্ষা করুন। ৫। মহাপিশাচিনী মুখের পশ্চাৎভাগ রক্ষা করুন, লজ্জা আমার দন্ত ও সম্মার্জ্জনীহস্তা আমার দুই ওষ্ঠ রক্ষা করুন। ৬। হে মহাদোব! তিনটি 'ঠঃ' আমার চিবুক ও কণ্ঠ এবং তিনটি 'ঠঃ' সর্ব্বদা আমার হৃদয় রক্ষা করুন। ৭। লোলা মা আমার নাভি রক্ষা করুন, কালিকা নেত্র রক্ষা করুন। চামুণ্ডা উদর রক্ষা করুন, কাত্যায়নী লিঙ্গে রক্ষা করুন।

ভুজৌ রক্ষতু সর্ব্বাণী হৃদয়ং চণ্ডভূষণা ॥ ৯ ॥ জিহ্বায়াং মাতৃকা রক্ষেৎ পূর্ব্বে রক্ষতু পুষ্টিকা। বিজয়া দক্ষিণে পাতু মেধা রক্ষতু বারুণে ॥ ১০ ॥ নৈর্ঋত্যাং শ্রদ্ধয়া রক্ষেদ্বায়ব্যাং পাতু লক্ষ্মণা। ঐশান্যাং রক্ষয়েদ্দেবী মাতঙ্গী শুভকারিণী ॥ ১১ ॥ সুবেশা চাগ্নেয়ে রক্ষেদ্বগলা পাতু চোত্তরে। ঊর্দ্ধং পাতু মহাদেবী দেবানাং হিতকারিণী ॥ ১২ ॥ পাতালে পাতু মাং নিত্যং বিশিনী বিশ্বরূপিণী। প্রণবঞ্চ ততো মায়াকামবীজঞ্চ কূর্চ্চকম্ ॥ ১৩ ॥ মাতঙ্গিনী ঙেযুতাস্ত্রং বহ্নিজায়াবধির্মনুঃ। সার্দ্ধৈকাদশবর্ণা সা সর্ব্বত্র পাতু মাং সদা ॥ ১৪ ॥ ওঁ ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং পরম্। ত্রৈলোক্যমোহনং নাম কবচং দেবদুর্লভম্ ॥ ১৫ ॥ য ইদং প্রপঠেন্নিত্যং জায়তে সম্পদালয়ঃ। পরমৈশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেদ্ যদি। ঐশ্বর্য্যং সুকবিত্বঞ্চ বাক্‌সিদ্ধিং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ১৭ ॥ নিত্যং তস্য তু মাতঙ্গী মহিলাসঙ্গমঞ্চরেৎ। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ যে দেবাঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মরাক্ষসবেতালা গ্রহাদ্যা ভূতজাতয়ঃ। তং দৃষ্ট্বা সাধকং দেবী লজ্জাযুক্তা ভবন্তি তে ॥ ১৯ ॥ কবচং ধারয়েদ্ যস্তু সর্ব্বসিদ্ধিং লভেদ্ ধ্রুবম্। রাজানোঽপি চ দাসত্বং ষট্‌কর্ম্মাণি চ সাধয়েৎ ॥ ২০ ॥ সিদ্ধো ভবতি সর্ব্বত্র কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ। ইদং কবচমজ্ঞাত্বা মাতঙ্গীং যো ভজেন্নরঃ ॥ ২১ ॥ অল্পায়ুর্নির্ধনো মূর্খো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। গুরৌ

৮। উগ্রতারা আমার গুহ্য, অম্বিকা আমার দুই পদ, শর্ব্বাণী আমার দুই বাহু ও চণ্ডভূষণা আমার হৃদয় রক্ষা করুন। ৯। মাতৃকা জিহ্বা রক্ষা করুন, পুষ্টিকা পূর্ব্বদিকে, বিজয়া দক্ষিণদিকে ও মেধা পশ্চিমদিকে রক্ষা করুন। ১০। শ্রদ্ধা নৈর্ঋতকোণে লক্ষ্মণা বায়ুকোণে, শুভকারিণী মাতঙ্গী দেবী ঈশানকোণে, সুবেশা অগ্নিকোণে, বালা উত্তরদিকে এবং দেবগণের হিতকারিণী মহাদেবী ঊর্দ্ধদিকে রক্ষা করুন। ১১।১২। বিশ্বরূপিণী বিশিনী নিত্য আমাকে পাতালে রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং মাতঙ্গিন্যৈ ফট্ স্বাহা" এই সার্দ্ধৈকাদশবর্ণমন্ত্রময়ী মাতঙ্গী সর্ব্বদা সকল স্থানে আমাকে রক্ষা করুন। ১৪। হে দেবি! তোমার নিকটে ত্রৈলোক্যমোহন নামক অতিগুহ্যতর দেবদুর্লভ কবচ বলিলাম। ১৫। যে নিত্য ইহা পাঠ করে, সে সম্পত্তির আলয় হয়, অতুল পরমৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই। ১৬। যথানিয়মে গুরুপূজা করিয়া কবচ পাঠ করিলে ঐশ্বর্য্য, সুকবিত্ব ও বাক্‌সিদ্ধি নিশ্চিত লাভ করে। মাতঙ্গী নিত্য তাহার স্ত্রীসঙ্গ ঘটাইয়া দেন। হে দেবি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অন্যান্য প্রধান প্রধান দেবতাগণ, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল, গ্রহাদি ভূতবর্গ সেই সাধককে দেখিয়া লজ্জিত হয়। ১৭—১৯। যে এই কবচ ধারণ করে, সে সর্ব্বসিদ্ধিলাভ করে, রাজারা তাহার দাসত্ব করে, সে ষট্‌কর্ম্মসাধন করিতে সমর্থ হয়, অধিক কি সে সর্ব্বত্রসিদ্ধ হয়। এই কবচ না জানিয়া যে মাতঙ্গী পূজা করে, সে

ভক্তিঃ সদা কার্য্যা কবচে চ দৃঢ়া মতিঃ। তস্মৈ মাতঙ্গিনী দেবী সর্ব্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥ ২২ ॥ ইতি নন্দ্যাবর্ত্তে উত্তরখণ্ডে ত্বরিতফলদায়িনীমাতঙ্গীকবচং সমাপ্তম্।) (১)

ইতি স্তব-কবচ-পরিচ্ছেদঃ ॥

অথ প্রসঙ্গাদুপচারাদয়ো নিরূপ্যন্তে। তত্র চতুঃষষ্ট্যুপচারাঃ।—সর্ব্বোপচারমন্ত্রাস্ত্রিতারীপূর্ব্বাঃ কল্পয়ামি নম ইত্যন্তাঃ কার্য্যাঃ (২)। যথা—ঐং হ্রীং শ্রীং পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ [১] এবম্ অর্ঘ্যং কল্পয়ামি নমঃ [২] ইত্যাদিক্রমেণ (৩) তথাচ সিদ্ধযামলে।—ত্রিতারীঞ্চ মুখে কৃত্বা দেয়স্য ভুবনেশ্বরি। কল্পয়ামি নমঃ পশ্চাদুপচারেষ্বয়ং বিধিরিতি ॥ ১ ॥ (৪) আসনারোপণম্ [৪] সুগন্ধিতৈলাভ্যঙ্গম্ [৫] মজ্জনশালাপ্রবেশনম্ [৬] মজ্জনমণ্ডপে মণিপীঠোপবেশনম্ [৭] দিব্যস্নানীয়ম্ উদ্বর্ত্তনম্ [৮] উষ্ণোদকস্নানম্ [৯] কনককলসস্থিতসর্ব্বতীর্থাভিষেকম্ [১০] ধৌতবস্ত্রপরিমার্জ্জনম্ [১১] অরুণদুকূলপরিধানম্ [১২] অরুণদুকূলোত্তরীয়ম্ [১৩] আলেপ-

অল্পায়ু, নির্ধন ও মূর্খ হয় সন্দেহ নাই। গুরুভক্তি সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, এই কবচেও দৃঢ় মতি রাখা উচিত। তাহা হইলে মাতঙ্গী দেবী সকলসিদ্ধি প্রদান করেন। ২০—২২। নন্দ্যাবর্ত্তগ্রন্থের উত্তরখণ্ডে ত্বরিত-ফলদায়ক এই মাতঙ্গী-কবচ।

স্তবকবচ-পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

অতঃপর প্রসঙ্গ ক্রমে দেবপূজার উপচারাদি-নিরূপণ করা হইতেছে,—তন্মধ্যে প্রথমে চতুঃষষ্টি-উপচার বলা যাইতেছে।—সর্ব্বপ্রকার উপচার-দানের সময়ে অগ্রে ত্রিতারী-বীজ অর্থাৎ 'ঐং হ্রীং শ্রীং' এই তিনবীজ উচ্চারণপূর্ব্বক দেয়দ্রব্য উল্লেখ করিয়া "কল্পয়ামি নমঃ" এইরূপ বলিবে যথা—"ঐং হ্রীং শ্রীং পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ"। শ্রীবিদ্যার পূজায় এইরূপ ব্যবস্থা। সিদ্ধযামলে তাহাই বলিয়াছেন,—হে ভুবনেশ্বরি! দেয়দ্রব্যের আদিতে ত্রিতারী দিয়া পরে "কল্পয়ামি নমঃ" বলিবে, সকল উপচারেই এই নিয়ম। ১। পাদ্য (১) অর্ঘ্য (২) স্বাগতপ্রশ্ন (৩) আসনদান (৪) মাখিবার জন্য সুগন্ধি তৈল (৫) স্নান করিবার গৃহে প্রবেশ করান (৬) স্নানমণ্ডপে মণিময় পীঠে উপবেশন (৭) স্নান করিবার জন্য উদ্বর্ত্তন (মাখিবার) দ্রব্য (৮) উষ্ণজলে স্নান (৯)। সুবর্ণকলস দ্বারা সকল তীর্থের জলে অভিষেক (১০) ধৌতবস্ত্রদ্বারা অঙ্গমার্জ্জনা (১১) পরিধানার্থ

---

(১) (ক) (খ) (গ) পুস্তকেষু নাস্ত্যেতৎ কবচম্। (২) শ্রীবিদ্যায়ামিমে ইতি ভাবঃ (খ টি)। (৩) আদিপদাৎ স্বাগতম্। (৪) স্বাগতমত্র তৃতীয় উপচারঃ (খ) পুস্তকসম্মতঃ।

মণ্ডপপ্রবেশনম্ [১৪] আলেপনমণিপীঠোপবেশনম্ [১৫] চন্দনাগুরুকুঙ্কুম-মৃগমদ-কর্পূরকস্তূরীরোচনাদিব্যগন্ধসর্ব্বাঙ্গানুলেপনম্ [১৬] কেশভারস্থকালাগুরুধূপমল্লিকাঃ [১৭] মালতীজাতীচম্পকাশোকশতপত্রপূগকুহ্লরীপুন্নাগকহ্লারযুথীসর্ব্বর্ত্তুকুসুমমালাভূষণম্ [১৮] ভূষণমণ্ডপপ্রবেশনম্ [১৯] ভূষণম্ [২০] মণিপীঠোপবেশনম্ [২১] নবমণিমুকুটম্ [২২] চন্দ্রশকলম্ (১) [২৩] সীমন্তসিন্দূরম্ [২৪] তিলকরত্নম্ [২৫] কালাঞ্জনম্ [২৬] কর্ণপালীযুগলম্ (২) [২৭] নাসাভরণম্ [২৮] অধরযাবকম্ [২৯] গ্রথনভূষণম্ [৩০] কনকচিত্রপদকম্ [৩১] মহাপদকম্ [৩২] মুক্তাবলীম্ [৩৩] একাবলীম্ [৩৪] দেবচ্ছন্দকম্ (৩) [৩৫] কেয়ূরযুগলচতুষ্কম্ (৪) [৩৬] বলয়াবলীম্ (৫) [৩৭] ঊর্ম্মিকাবলীম্ [৩৮] কাঞ্চীদামকটীসূত্রম্ [৩৯] শোভাখ্যাভরণম্ [৪০] পাদকটকম্ [৪১] রত্ননূপুরম্ [৪২] পাদাঙ্গুরীয়কম্ [৪৩] এককরে পাশম্ [৪৪] অন্যকরে অঙ্কুশম্ [৪৫] ইতরকরে পুণ্ড্রেক্ষুচাপম্ [৪৬] অপরকরে পুষ্পবাণান্ [৪৭] শ্রীমন্মাণিক্যপাদুকাম্ [৪৮] স্বসমানবেশাভিরাবরণদেবতাভিঃ সহ সিংহাসনাধি-

রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র (১২) উত্তরীয়ার্থ রক্তবর্ণপট্টবস্ত্র (১৩) আলেপনমণ্ডপে প্রবেশ করান। (১৪) আলেপনার্থ মণিময় পীঠে উপবেশন করান (১৫) সর্ব্বাঙ্গে চন্দন অগুরু কুঙ্কুম মৃগমদ কর্পূর কস্তূরী গোরোচনা ও দিব্য গন্ধ দ্রব্য মাখান (১৬) কেশকলাপে কৃষ্ণাগুরুধূপ (১৭) মল্লিকা, মালতী, জাতী, চম্পক, অশোক, পদ্ম, গুবাকপুষ্প, পুন্নাগ, কহ্লার, যূথী, ও সকল ঋতুর পুষ্পসমূহ ভূষণ (১৮) অলঙ্কারমণ্ডপে প্রবেশ করান (১৯) অলঙ্কার পরান (২০) মণিময় পীঠে উপবেশন করান (২১) নূতন মণিমুকুট দান (২২) অর্দ্ধচন্দ্র ভূষণ (২৩) সীমন্তে সিন্দুরদান (২৪) তিলকরত্নদান (২৫) কৃষ্ণাগুরুর অঞ্জনদান (২৬) দুইটি কর্ণভূষণ (২৭) নাসাভরণ (২৮) অধরে দিবার আলতা (২৯) সুবর্ণের কণ্ঠমাল্য (৩০) সুবর্ণের বিচিত্রপদক (৩১) বৃহৎপদক (৩২) মুক্তাবলি (৩৩(একাবলী (হারবিশেষ) (৩৪) চতুঃষষ্টিকহার (৩৫) সুবর্ণের এক যোড়া কেয়ূর, রৌপ্যের এক যোড়া কেয়ূর (৩৬) বলয় চতুষ্টয় (৩৭) উর্ম্মিকাবলি (অলঙ্কারবিশেষ) (৩৮) কটিভূষণ (চন্দ্রহার) (৩৯) শোভানামক অলঙ্কার (৪০) পায়ের কটক (বলয়) (৪১) রত্ননূপুর (৪২) পদের অঙ্গুরীর (৪৩) এক হস্তে পাশ (৪৪) অপর হস্তে অঙ্কুশ (৪৫) অন্যহস্তে পুণ্ড্রনামক ইক্ষুদ্বারা নির্ম্মিত ধনুঃ (৪৬) অন্য হস্তে পুষ্পবাণ (৪৭) মাণিক্যময় পাদুকা (৪৮) আপনার ন্যায় বেশ ও অল-

---

(১) চন্দ্রার্দ্ধম্। (২) বেণীবন্ধনমিতি (খ টি)। (৩) চতুঃষষ্টিকহারোদেবচ্ছন্দঃ।

(৪) কেয়ূরযুগলমিতি সুবর্ণরজতভেদাদ্ দ্বিবিধম্। বামদক্ষিণভেদাত্তদ্বিধাজ্ঞাপনায় কেয়ূরচতুষ্টয়ং বোধ্যম্। (৫) চতুর্ভুজত্বাৎ বলয়াবলিপদাৎ বলয়চতুষ্টয়ং বোধ্যম্।

রোহণম্ [৪৯] কামেশ্বরপর্য্যঙ্কোপবেশনম্ [৫০] অমৃতাশনচষকম্ [৫১] আচমনীয়ম্ [৫২] কর্পূরবটিকাম্ [৫৩] আনন্দোল্লাসবিলাসহাসম্ [৫৪] মঙ্গলারাত্রিকম্ [৫৫] শ্বেতচ্ছত্রম্ [৫৬] চামরযুগলম্ [৫৭] দর্পণম্ [৫৮] তালবৃন্তম্ [৫৯] গন্ধম্ [৬০] পুষ্পম্ [৬১] ধূপম্ [৬২] দীপম্ [৬৩] নৈবেদ্যম্ [৬৪] (পানার্ঘং, পুনরাচমনীয়ং তাম্বুলম্, নমস্কারঞ্চ) (১) কল্পয়েৎ। এতেষামুপচারাণামভাবে এতেষাং মন্ত্রা জপ্যাঃ। তদুক্তং নবরত্নেশ্বরে—চতুঃষষ্ট্যুপচারাণামভাবে তন্মনুং জপেৎ। তত্তদেব ফলং বিন্দ্যাৎ সাধকঃ স্থিরমানসঃ॥ ২॥

অথাষ্টাদশোপচারাঃ।—আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং (২)। স্নানং বস্ত্রোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ। গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপমন্নঞ্চ দর্পণম্। মাল্যানুলেপনঞ্চৈব নমস্কারবিসর্জ্জনম্। অষ্টাদশোপচারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ॥ ৩॥

অথ ষোড়শোপচারাঃ।—পাদ্যার্ঘাচমনীয়ানি স্নানং বসনভূষণে। গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাচমনং ততঃ। তাম্বুলমর্চ্চনা স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়া। প্রয়োজয়েচ্চ পূজায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ॥ ৪॥

ধারী আবরণ দেবতার সহিত সিংহাসনে আরোহণ (৪৯) কামেশ্বর নামক পর্য্যঙ্কে উপবেশন (৫০) অমৃতপান করিবার গেলাশ (৫১) আচমনীয় (৫২) কর্পূরবটিকা (৫৩) আনন্দ উল্লাস ও বিলাসহাস্য (৫৪) মঙ্গল আরতি (৫৫) শুভ্র ছত্র (৫৬) চামরযুগল (৫৭) দর্পণ (৫৮) তালবৃন্ত (পাখা) (৫৯) গন্ধ (৬০) পুষ্প (৬১) ধূপ (৬২) দীপ (৬৩) নৈবেদ্য (৬৪) এই চতুঃষষ্টি উপচার দিবে। শ্রীবিদ্যার পূজায় এই সকল উপচার। এতদ্ভিন্ন পানার্থ জল, পুনরাচমনীয় ও তাম্বুল দিয়া নমস্কার করিবে। উপচারের অভাব ঘটিলে উপচারের মন্ত্রপাঠ করিয়া জল দিবে। নবরত্নেশ্বরে তাহা বলিয়াছেন,—চতুঃষষ্টি উপচারের অভাব হইলে উপচার দানের মন্ত্রপাঠ করিবে। স্থিরচিত্তে তাহা করিলে সাধক তদ্রূপ ফল পাইবে। ২।

এক্ষণে অষ্টাদশোপচার বলা হইতেছে।—আসন। ১। স্বাগতপ্রশ্ন। ২। পাদ্য। ৩। অর্ঘ্য। ৪। আচমনীয়। ৫। স্নানীয়। ৬। বস্ত্র। ৭। যজ্ঞোপবীত। ৮। ভূষণ। ৯। গন্ধ। ১০। পুষ্প। ১১। ধূপ। ১২। দীপ। ১৩। অন্ন। ১৪। দর্পণ। ১৫। মাল্য। ১৬। অনুলেপন। ১৭। ও নমস্কার। ১৮। এই অষ্টাদশ উপচারদ্বারা সার্বিক পূজা করিবে। ৩।

অতঃপর ষোড়শোপচারদ্রব্য বলা হইতেছে।—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমনীয়, তাম্বুল, স্তোত্রপাঠ, তর্পণ ও নমস্কার। পূজাকালে এই ষোড়শপ্রকার উপচার নিবেদন করিবে। ৪।

---

(১) (ক) (খ) (গ) পুস্তকেষু নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) চার্ঘ্যং পাদ্যমাচমনন্ততঃ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

অথ দশোপচারাঃ।—পাদ্যমর্ঘ্যং তথাচামে মধুপর্কাচমস্তথা। গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা উপচারা দশ ক্রমাৎ ॥ ৫ ॥

অথ পঞ্চোপচারাঃ।—গন্ধঃ পুষ্পং তথা ধূপং দীপো নৈবেদ্যমেব চ। অখণ্ডং ফলমাসাদ্য কৈবল্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৬ ॥

অথ মণিমুক্তাদিদ্রব্যাণাং নির্ম্মাল্যকালকথনম্। যোগিনীতন্ত্রে।—মণিমুক্তাসুবর্ণানি দেবে দত্তানি যানি বৈ। ন নির্ম্মাল্যং দ্বাদশাব্দং তাম্রপাত্রং তথৈব চ ॥ ৭ ॥ পট্টশাটী চ ষণ্মাসং নৈবেদ্যং দত্তমাত্রতঃ। মোদকং কৃষরঞ্চৈব (১) যামার্দ্ধেন মহেশ্বরি ॥ ৮ ॥ পট্টবস্ত্রং ত্রিমাসাচ্চ যজ্ঞসূত্রমহঃ স্মৃতম্। যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং পরমান্নং তথৈব চ ॥ ৯ ॥ মস্তকং রুধিরঞ্চৈব অহোরাত্রেণ পার্ব্বতি। মুহূর্ত্তং দধি দুগ্ধঞ্চ আজ্যং যামেন শঙ্করি ॥ ১০ ॥ করবীরমহোরাত্রং বিল্বপত্রং তথৈব চ। জবারক্তঞ্চ মাধ্যঞ্চ নির্ম্মাল্যং সার্দ্ধযামকে ॥ ১১ ॥ মাল্যং বৈ করবীরস্য পদ্মস্য বিল্বকস্য চ। যামার্দ্ধেন মহেশানি তাম্বূলং দত্তমাত্রতঃ ॥ ১২ ॥ ন নির্ম্মাল্যঞ্চ দাড়িম্বং তথা বিল্বফলং প্রিয়ে। (সৌগন্ধিকঞ্চ কদলীং প্রযত্নেন নিয়োজয়েৎ (২) ॥ ১৩ ॥ (৩)

অতঃপর দশোপচারদ্রব্য বলা হইতেছে।—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য। এই দশবিধ দ্রব্যই দশোপচার বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫।

অনন্তর পঞ্চোপচারদ্রব্য বলা যাইতেছে।—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, এই পঞ্চবিধ দ্রব্যকে পঞ্চোপচার বলে। এই পঞ্চোপচার দান করিলে অখণ্ডফল প্রাপ্ত হইয়া কৈবল্য লাভ করে সন্দেহ নাই। ৬।

এক্ষণে মণিমুক্তা প্রভৃতি দ্রব্যের নির্ম্মাল্যকাল নিরূপণ করা হইতেছে।—যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন যে,—মণি, মুক্তা, সুবর্ণ এবং তাম্রপাত্র দেবতাকে নিবেদন করিলে, দ্বাদশবর্ষমধ্যে নির্ম্মাল্য হয় না। ৭। পট্টসূত্রনির্ম্মিত শাটী ষণ্মাসে এবং নৈবেদ্য দান করিবামাত্র নির্ম্মাল্য হয়। হে মহেশ্বরি! মোদক কৃষর (তিল-তণ্ডুল-মিশ্রিত খাদ্য বিশেষ) অর্দ্ধপ্রহরে, পট্টবস্ত্র তিনমাসে, যজ্ঞসূত্র একদিনে নির্ম্মাল্য হইয়া থাকে। অন্ন ও পরমান্ন যে পর্য্যন্ত উষ্ণ থাকে, সে পর্য্যন্ত নির্ম্মাল্য হয় না। ৮। ৯। হে পার্ব্বতি! মস্তক ও রুধির অহোরাত্রে, দধি ও দুগ্ধ একমুহূর্ত্তে ও ঘৃত একপ্রহরে নির্ম্মাল্য হয়। ১০। হে মহেশ্বরি! করবীপুষ্প ও বিল্বপত্র এক অহোরাত্রে, রক্তজবা ও কুন্দপুষ্প দেড়প্রহরে, করবীপুষ্পের মাল্য অর্দ্ধপ্রহরে এবং তাম্বুল নিবেদনমাত্র নির্ম্মাল্য হয়।

---

(১) তিলযাবকম্ (খ চি)। (২) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৩) "কদলীং বীজপূরঞ্চ দুগ্ধং পক্বং নিবেদয়েৎ। ইদন্তু হরিদেবতাবিষয়ম্ অন্যথা গরুড়পুরাণবিরোধঃ স্যাৎ তথাচ অর্ব্বাক্ বিসর্জ্জনাদ্ দ্রব্যং নৈবেদ্যং সর্ব্বমুচ্যতে। বিসর্জ্জিতে জগন্নাথে নির্ম্মাল্যং ভবতি ক্ষণাৎ। অত্র জগন্নাথ ইত্যুপলক্ষণম্। ইত্যধিকোঽত্র (ক) পাঠঃ।

অথ ত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ ষোড়শোপচারমন্ত্রাঃ।—উদ্যচ্চন্দন-কুঙ্কুমারুণপয়োধারাভিরাপ্লাবিতাং, নানানর্ঘ্যমণিপ্রবালঘটিতাং দত্তাং গৃহাণাম্বিকে। আমৃষ্টাং সুরসুন্দরীভিরভিতো হস্তাম্বুজৈর্ভক্তিতো, মাতঃ সুন্দরি ভক্তকল্পলতিকে শ্রীপাদুকামাদরাৎ॥ ১॥ দেবেন্দ্রাদিভিরর্চ্চিতং সুরগণৈরাদায় সিংহাসনং, চঞ্চৎকাঞ্চনসঞ্চয়াভিরচিতং চারুপ্রভাভাস্বরম্। এতচ্চম্পককেতকীপরিমলং তৈলং মহানির্ম্মলং গন্ধোদ্বর্ত্তনমাদরেণ তরুণীদত্তং গৃহাণাম্বিকে॥ ২॥ পশ্চাদ্দেবি গৃহাণ শম্ভুগৃহিণি শ্রীসুন্দরি প্রায়শো, গন্ধদ্রব্যসমূহনির্ভরতরং ধাত্রীফলং নির্ম্মলম্। ত্বৎকেশান্ পরিশোধ্য কঙ্কতিকয়া মন্দাকিনীস্রোতসি, স্নাত্বা প্রোজ্জ্বলগন্ধকং (১) ভবতু তে শ্রীসুন্দরি ত্বন্মুদে॥ ৩॥ সুরাধিপতিকামিনীকরসরোজনালীধৃতাং, সচন্দনসকুঙ্কুমাগুরুভরেণ বিভ্রাজিতাম্। মহাপরিমলোজ্জ্বলাং সরসশুদ্ধকস্তূরিকাং গৃহাণ বরদায়িনি ত্রিপুরসুন্দরি শ্রীপ্রদে (২)॥ ৪॥ গন্ধর্ব্বামরকিন্নরপ্রিয়তমাসন্তানহস্তাম্বুজ-প্রস্তারৈর্ধ্রিয়মাণমুত্তমতরং কাশ্মীরজাপিঞ্জরম্। মাতর্ভাস্বরভানুমণ্ডলগলৎকান্তিপ্রদানোজ্জ্বলং চৈনং নির্ম্মলমাতনোতু বসনং শ্রীসুন্দরি ত্বন্মুদে॥ ৫॥

১১।১২। হে প্রিয়ে! দাড়িম্ব ও বিল্বফল কখনও নির্ম্মাল্য হয় না। (শ্বেতোৎপল ও কদলীফল দেবতাকে যত্নপূর্ব্বক নিবেদন করিবে)। ১৩।

এক্ষণে ত্রিপুরসুন্দরীকে ষোড়শোপচার দিবার মন্ত্র বলা যাইতেছে,—মা, তোমাকে শ্রীপাদুকা প্রদান করিতেছি, এই পাদুকা রক্তচন্দন ও কুঙ্কুমের আরক্ত জলধারাদ্বারা ধৌত, বিবিধ মহামূল্য মণি ও প্রবালদ্বারা ইহা গ্রথিত, সুরসুন্দরীগণ ভক্তিপূর্ব্বক করকমল দিয়া ইহার চারিপাশ মুছিয়া দিয়াছেন; মা, ত্রিপুরসুন্দরি, তুমি ভক্তগণের কল্পলতিকা, তুমি এই পাদুকা সাদরে গ্রহণ কর। ১। মা, দেবেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যাহার পূজা করিয়া থাকেন, আমি সেই সমুজ্জ্বল কাঞ্চনরাশিনির্ম্মিত উজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত সিংহাসন দিতেছি, এই সিংহাসন অগ্রে গ্রহণ করিয়া তরুণীপ্রদত্ত অতি নির্ম্মল সুগন্ধি তৈল গ্রহণ কর, এই তৈলে চম্পক ও কেতকীর পরিমল রহিয়াছে—এই তৈল আদরে গ্রহণ কর। ২। হে দেবি, হে শম্ভুগৃহিণি, হে শ্রীসুন্দরি! বিবিধ গন্ধদ্রব্যে ভরিত নির্ম্মল আমলকীফল গ্রহণ করুন, এই আমলা মাথায় ঘসিয়া মন্দাকিনী স্রোতে স্নান করুন, স্নানের পর চিরুণী দ্বারা চুল আঁচড়াইয়া দেখুন,—কেমন উজ্জ্বল গন্ধ বহির্গত হইবে; শ্রীসুন্দরি, তখন ইহাতে আপনি আনন্দ পাইবেন। ৩। হে সম্পত্তিদায়িনি ত্রিপুরসুন্দরি, হে বরদায়িনি বিশুদ্ধ কস্তূরী দিতেছি গ্রহণ কর, এই কস্তূরী দেবরাজ-কামিনী করকমলে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে চন্দন অগুরু ও কুঙ্কুম মিশ্রিত থাকায় উত্তম পরিমল বাহির হইতেছে। ৪। শ্রীসুন্দরি! কুঙ্কুমরসে রক্তবর্ণা অতি উত্তম বসন আনিয়াছি, দেবতা গন্ধর্ব্ব, ও কিন্নরগণের প্রিয়তমাগণ হস্তপদ্ম প্রসারিত

---

(১) প্রোজ্জ্বলগন্ধকমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) আহি শাম্বিতি (গ) পাঠঃ।

স্বর্ণাকল্পিতকুণ্ডলে শ্রুতিযুগে হস্তাম্বুজে মুদ্রিকা, মধ্যে সারসনা নিতম্বফলকে মঞ্জীরমঙ্ঘ্রিদ্বয়ে। হারো বক্ষসি কঙ্কণৌ ক্বণরণৎকারৌ করদ্বন্দ্বকে, বিন্যস্তং মুকুটং শিরস্যনুদিনং দত্তোন্মুদং স্তূয়তাম্ ॥ ৬॥ গ্রীবায়াং ধৃতকান্তিকান্তপটলং গ্রৈবেয়কং সুন্দরং সিন্দূরং বিলসল্ললাটফলকে সৌন্দর্য্যমুদ্রাধরম্। রাজৎকজ্জলমুজ্জ্বলোৎপলদলশ্রীমোচনে লোচনে, তদ্দিব্যৌষধিনির্ম্মিতং রচয়তু শ্রীশাম্ভবি শ্রীপ্রদে ॥ ৭ ॥ অমন্দতরমন্দরোন্মথিতদুগ্ধসিন্ধূদ্ভবং, নিশাকরকরোপমং ত্রিপুরসুন্দরি শ্রীপ্রদে। গৃহাণ মুখমীক্ষিতুং মুকুরবিম্বমাবিদ্রুমৈর্ব্বিনির্ম্মিতমঘচ্ছিদে রতিকরাম্বুজস্থায়িনম্ ॥ ৮ ॥ কস্তূরীদ্রবচন্দনাগুরুসুধাধারাভিরাপ্লাবিতং, চঞ্চচ্চম্পকপাটলাদিসুরভিদ্রব্যৈঃ সুগন্ধীকৃতম্। দেবস্ত্রীগণমস্তকস্থিতমহারত্নাদিকুম্ভব্রজৈরম্ভঃ শাম্ভবি সম্ভ্রমেণ বিমলং দত্তং গৃহাণাম্বিকে ॥ ৯ ॥ কহ্লারোৎপল-নাগকেশর-সরোজাখ্যাবলীমালতী-মল্লীকৈরব-কেতকাদি-কুসুমৈ রক্তাশ্বমারাদিভিঃ (১)। পুষ্পৈর্ম্মাল্যভরেণ বৈ সুরভিণা নানারসস্রোতসা, তাম্রাম্ভোজনিবাসিনীং (২) ভগবতীং শ্রীসুন্দরীং পূজয়ে ॥ ১০ ॥ মাংসীগুগ্গুলুচন্দনাগুরুরজঃকর্পূরশৈলেয়জৈ-

করিয়া ঐ বসন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ঐ বসন হইতে প্রাতঃকালের উজ্জ্বল ভানুমণ্ডল হইতে বিগলিত কান্তিধারা বাহির হইতেছে—এই উজ্জ্বল নির্ম্মল বসন তোমার আনন্দবর্দ্ধন করুক। ৫। তোমার দুই কর্ণে স্বর্ণের কুণ্ডল, হস্তপদ্মে অঙ্গুরীয়ক, নিতম্বদেশে উত্তম চন্দ্রহার, পদযুগলে নূপুর, বক্ষে হার, দুই করে কঙ্কণ রুণ্ রুণ্ বাজিতেছে. মস্তকে মুকুট দেওয়া হইয়াছে,—এই সকল আভরণ তোমাকে দিলাম, তুমি আনন্দের সহিত ইহার প্রশংসা কর। ৬। হে সম্পত্তিদায়িনি, শ্রীশাম্ভবি, তোমার গ্রীবার সুন্দর গ্রীবাভূষণ (হার) সৌন্দর্য্যে চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বল করিয়াছে, ললাটে সিন্দূর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে, তোমার এই উত্তম কজ্জল,—ইহার নিকটে নীলোৎপলের শ্রী পরাভূত.—এই কজ্জল দিব্য ওষধি দ্বারা নির্ম্মিত; তুমি নেত্রে এই কজ্জল দাও। ৭। হে ঐশ্বর্য্যদায়িনি শ্রীশাম্ভবি, বিশাল মন্দর পর্ব্বতে দুগ্ধসিন্ধু মন্থন করিয়া চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্বচ্ছ যে দর্পণ উদ্ধৃত করা হইয়াছিল,—উত্তম প্রবাল দ্বারা যাহা বিরচিত, রতির করকমলে যাহা সর্ব্বদা থাকিত,—সেই উত্তম দর্পণ তোমাকে মুখ দেখিবার জন্য দিতেছি,—গ্রহণ কর, আমার পাপরাশি দূর কর। ৮। হে শাম্ভবি, দেবকামিনীগণ মহারত্নবিনির্ম্মিত কুম্ভদ্বারা মস্তকে করিয়া যাহা আনিয়া দিয়াছেন, মৃগনাভি, চন্দন, অগুরু সুধাধারা ও চম্পক পাটলা প্রভৃতি সুগন্ধি বস্তুদ্বারা যাহা সুবাসিত করা হইয়াছে, মা, সেই নির্ম্মল জল তোমাকে সমাদরে প্রদান করিলাম, গ্রহণ কর। ৯। হে ভগবতি শ্রীসুন্দরি, আপনি রক্তপদ্মবাসিনী,—কহ্লার, উৎপল, নাগকেশর, পদ্ম, মালতী, মল্লিকা, কৈরব, কেতকী, রক্তকরবীর প্রভৃতি বিবিধ পুষ্প ও নানা রসপূর্ণ সুরভি মাল্য

---

(১) রক্তকরবীরাদিভিঃ (খ টি)। (২) বিলাসিনীমিতি (খ) পাঠঃ।

মাধ্বীকৈঃ সহ কুঙ্কুমৈঃ সুরভিতৈঃ সর্পির্ভিরামিশ্রিতৈঃ। সৌরভ্যাস্থিতিমন্দিরে মণিময়ে পাত্রেহভবৎ প্রীতয়ে, ধূপোহয়ং সুরকামিনীবিরচিতঃ শ্রীসুন্দরি ত্বন্মুদে ॥ ১১ ॥ ঘৃতদ্রবপরিস্ফুরদ্রুচিররত্নযষ্ট্যান্বিতো মহাতিমিরনাশনঃ সুরনিতম্বিনীনির্ম্মিতঃ। সুবর্ণচষকস্থিতঃ সঘনসারবর্ত্ত্যান্বিতস্তব ত্রিপুরসুন্দরি স্ফুরতু দেবি দীপো মুদে ॥ ১২ ॥ জাতীসৌরভনির্ভরং রুচিকরং শাল্যোদনং নির্ম্মলং, যুক্তং হিঙ্গুমরীচজীরসুরভিদ্রব্যান্বিতৈর্ব্যঞ্জনৈঃ। পক্কান্নেন সপায়সেন মধুনা দধ্যাজ্যসংমিশ্রিতং, নৈবেদ্যং সুরকামিনীবিরচিতং শ্রীসুন্দরি ত্বন্মুদে ॥ ১৩ ॥ লবঙ্গকলিকোজ্জ্বলং বহুলনাগবল্লীদলং সজাতিফলকোমলং সঘনসারপূগীফলম্। সুধামধুরিমাকুলং রুচিররত্নপাত্রস্থিতং, গৃহাণ মুখপঙ্কজে স্ফুরিতমম্ব তাম্বূলকম্ ॥ ১৪ ॥ শরৎপ্রভবচন্দ্রমঃস্ফুরিতচন্দ্রিকাসুন্দরং, দলৎসুরতরঙ্গিণীললিতমৌক্তিকাডম্বরম্। গৃহাণ বরকাঞ্চনপ্রভবদণ্ডখণ্ডোজ্জ্বলং মহাত্রিপুরসুন্দরি প্রকটমাতপত্রং মহৎ ॥ ১৫ ॥ মাতস্ত্বন্মুদমাতনোতু সুভগস্ত্রীভিঃ সমান্দোলিতং, শুভ্রং চামরমিন্দুকুন্দসদৃশং প্রস্বেদদুঃখাপহম্। সদ্যোহগস্ত্যবশিষ্ঠনারদশুকব্যাসাদিবাল্মীকিভিঃ, যে চিত্তে

দ্বারা আপনাকে পূজা করিতেছি। শ্রীসুন্দরি, মাংসী, গুগ্গুলু, চন্দন, অগুরু, কর্পূর, শিলাজতু, মধু, কুঙ্কুম ও ঘৃতদ্বারা সুরকামিনীগণ যে ধূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে,—তোমার প্রীতির নিমিত্ত অতি সৌরভময় মণিময় পাত্রে করিয়া সেই ধূপ দিতেছি,—এই ধূপ তোমার আনন্দবর্দ্ধন করুক। ১১। হে দেবি হে ত্রিপুরসুন্দরি! দেবনিতম্বিনীগণ আমাকে যে দীপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন,—উত্তম রত্নযষ্টির উপরে ঘৃতদ্বারা যে দীপ প্রজ্বালিত করা হইয়াছে, সুবর্ণের প্রদীপে যে দীপ জ্বলিতেছে,—চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত যাহার বর্ত্তি,—নিবিড় অন্ধকার যাহা দ্বারা তিরোহিত হয়,—সেই দীপ দিতেছি, তোমার আনন্দবর্দ্ধন করুক। ১২। সুরকামিনীগণ স্বহস্তে শালিতণ্ডুলের যে অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন,—যাহাতে জায়ফলের সৌরভ বহির্গত হইতেছে,—জীরা মরিচ হিঙ্গু প্রভৃতি সুগন্ধি মশলার সহিত প্রস্তুত উত্তম ব্যঞ্জন, পায়স, ঘৃত, দধি ও মধুসহ সেই উত্তম পক্কান্ন তোমাকে নৈবেদ্যরূপে দিতেছি, ইহা তোমার প্রীতি উৎপাদন করুক। ১৩। লবঙ্গ, জায়ফল, কর্পূর ও গুবাকাদি মশলা দ্বারা প্রস্তুত কোমল তাম্বূল মনোহর রত্নপাত্রে করিয়া দিতেছি,—যাহাতে সুধার মাধুর্য্য বিদ্যমান,—মা, সেই তাম্বূল মুখকমলে গ্রহণ কর,—তোমার মুখের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হউক। ১৪। হে মহাত্রিপুরসুন্দরি! তোমাকে এক বৃহৎ উত্তম ছত্র দিতেছি,—শরৎকালীন চন্দ্রের কিরণের ন্যায় ইহা শুভ্র,—সুরকামিনীগণ উত্তম মুক্তা ঘর্ষণ করত উজ্জ্বল করিয়া তদ্দ্বারা ইহার ঝালর গাঁথিয়া দিয়াছেন, উত্তম সুবর্ণ দ্বারা ইহার দণ্ড নির্ম্মিত,—এই ছত্র তুমি গ্রহণ কর। ১৫। মা, সৌভাগ্যবতী নারীগণ চন্দ্র ও কুন্দকুসুমের ন্যায় শুভ্র চামর

ক্রিয়মাণ এব কুরুতাং শর্ম্মাণি বেদধ্বানঃ ॥ ১৬ ॥ স্বর্গাঙ্গনে বেণুমৃদঙ্গ-(১) শঙ্খভেরী-নিনাদৈরুপগীয়মানা। কোলাহলৈরাকুলিতা তবাস্ত বিদ্যাধরীনৃত্যকলা সুখায় ॥ ১৭ ॥ দেবি ভক্তিরসভাবিতবৃত্তে প্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে। তত্র ন্যোন্তমপি (২) সৎফলমেকং জন্মকোটিভিরপীহ ন লভ্যম্ ॥ ১৮ ॥ এতৈঃ ষোড়শভিঃ পদ্যৈরুপচারোপকল্পিতৈঃ। যঃ পরাং দেবতাং স্তৌতি স তেষাং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥

অথ রুদ্রাক্ষধারণ-মাহাত্ম্যম্। পদ্মপুরাণে,—শিখায়াং হস্তযোঃ কণ্ঠে কর্ণয়োশ্চাপি যো নরঃ। রুদ্রাক্ষং ধারয়েদ্ভক্ত্যা স শৈবং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥ নববক্ত্রস্তু রুদ্রাক্ষং ধারয়েদ্বামবাহুনা। চতুর্দ্দশমুখঞ্চৈব শিখায়াং ধারয়েদ্ বুধঃ ॥২॥ একবক্ত্রঃ শিবঃ সাক্ষাদ্-ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি। অবধ্যত্বং প্রতিস্রোতো বহ্নিস্তম্ভং করোতি চ ॥ ৩ ॥ দ্বিবক্ত্রো হরগৌরী স্যাদ্গোবধাদ্যঘনাশকৃৎ। ত্রিবক্ত্রোঽগ্নিস্ত্রিজন্মোত্থপাপরাশিং বিনাশয়েৎ ॥ ৪ ॥ চতুর্ব্বক্ত্রঃ স্বয়ং ব্রহ্মা নরহত্যাং ব্যপোহতি। পঞ্চবক্ত্রস্তু কালাগ্নিরগম্যাভক্ষ্যপাপনুৎ ॥

ব্যজন করিতেছে,—ইহাতে ঘর্ম্মক্লেশ বিদূরিত হইবে,—তুমি আনন্দ অনুভব কর,—বশিষ্ঠ, নারদ, বাল্মীকি, ব্যাস, শুকদেব, অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণ বেদধ্বনি করিতেছেন, তুমি মনে মনে সুখানুভব কর। ১৬। স্বর্গপ্রাঙ্গণে বিদ্যাধরীগণ তোমার আনন্দের জন্য নৃত্য করিতেছেন, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, বেণু ও ভেরীনিনাদের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত করিতেছেন, চতুর্দ্দিকে কোলাহল উত্থিত হইতেছে, তুমি সুখানুভব কর। ১৭। দেবি! আমি ভক্তিরসে গদগদ হইয়া তোমার এইরূপে পূজা করিলাম, তুমি প্রীতিলাভ কর, যদি কোনরূপে তোমার প্রীতিসাধন করিতে পারি,—তাহাই আমার কার্য্যের উত্তম ফল; এইরূপ ফল কোন অংশে ন্যূন হইলেও কোটিজন্মেও অন্য প্রকারে লাভ করা যায় না। ১৮। উপচার দান করিবার জন্য এই যে ষোলটি পদ্য রচিত হইল, ইহা দ্বারা ঐ পরা দেবতার যে স্তব করে, সে ঐ উপচারদানের ফল লাভ করিতে পারে। ১৯।

অতঃপর রুদ্রাক্ষধারণের মাহাত্ম্য বলা যাইতেছে। পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি শিখায় দুই হস্তে কণ্ঠে ও দুই কর্ণে রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সে শিবলোক প্রাপ্ত হয়। ১। নবমুখ রুদ্রাক্ষ বামবাহুতে ধারণ করিবে এবং চতুর্দ্দশমুখ রুদ্রাক্ষ শিখাতে ধারণ করিবে। ২। একমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ শিব, এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ বিদূরিত হয়। যে ঐ একমুখ রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সে প্রতিকূলস্রোতে পড়িলেও মরে না, এবং অগ্নিস্তম্ভ করিতে পারে। ৩। দ্বিমুখ রুদ্রাক্ষ হরগৌরী-স্বরূপ, এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে গোবধাদিজনিত পাপ দূর হয়। ত্রিমুখ রুদ্রাক্ষ অগ্নিস্বরূপ, ঐ রুদ্রাক্ষ ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপরাশি নাশ করে। ৪। চতুর্ম্মুখ রুদ্রাক্ষ

---

(১) মঙ্গলবেণু ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) সৌম্যমপি ইতি (খ) পাঠঃ।

৫ ॥ ষড্‌বক্ত্রস্তু গুহঃ সাক্ষাদ্ গর্ভহত্যাং ব্যপোহতি। সপ্তবক্ত্রস্ত্বনন্তঃ স্যাৎ স্বর্ণস্তেয়াঘহৃৎ সদা ॥ ৬ ॥ বিনায়কোঽষ্টবক্ত্রঃ স্যাৎ সর্ব্বানৃতবিনাশকৃৎ। ভৈরবো নববক্ত্রস্তু শিবসাযুজ্যকারকঃ ॥ ৭ ॥ দশবক্ত্রঃ স্মৃতো বিষ্ণুর্ভূতপ্রেতপিশাচহা। একাদশমুখো রুদ্রো নানাযজ্ঞফলপ্রদঃ ॥ ৮ ॥ দ্বাদশাস্যো ভবেদর্কঃ সর্ব্বক্রতুফলপ্রদঃ। ত্রয়োদশমুখঃ কামঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৯ ॥ চতুর্দ্দশাস্যঃ শ্রীকণ্ঠো বংশোদ্ধারকরঃ পরঃ। নিশ্ছিদ্রাশ্চ সুপক্কাশ্চ রুদ্রাক্ষা ধারণে স্মৃতাঃ ॥ ১০ ॥

অথ রুদ্রাক্ষসংস্কারঃ।—পঞ্চামৃতং পঞ্চগব্যং স্নানকালে প্রয়োজয়েৎ। রুদ্রাক্ষস্য প্রতিষ্ঠায়াং মন্ত্রঃ পঞ্চাক্ষরং তথা ॥ ১১ ॥ ত্র্যম্বকাদিকমন্ত্রঞ্চ তথা তত্র প্রয়োজয়েৎ। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ। তথা,—ওঁ হৌং অঘোরে হৌং ঘোরে হুং ঘোরতরে ওঁ হ্রৈং হ্রীং শ্রীং ঐং সর্ব্বতঃ সর্ব্ব সর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপিণে হুং হুং। অনেনাপি চ মন্ত্রেণ রুদ্রাক্ষস্য দ্বিজোত্তমঃ। প্রতিষ্ঠাং বিধিবৎ কুর্য্যাৎ ততোঽধিকফলং লভেৎ। ততো যথা স্বমন্ত্রেণ ধারয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১২ ॥ তত্র ক্রমেণ মন্ত্রাঃ।—ওঁ ওঁ

সাক্ষাৎ ব্রহ্মা। এই রুদ্রাক্ষ নরহত্যার পাপ বিনষ্ট করে। পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ কালাগ্নি, এই রুদ্রাক্ষের ধারণে অগম্যা-গমন ও অভক্ষ্য-ভক্ষণ জনিত পাপ দূর হয়। ৫। ষড়ানন রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ কার্ত্তিকেয়, ইহা ধারণ করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ নষ্ট হয়। সপ্তমুখ রুদ্রাক্ষ স্বয়ং অনন্ত, এই রুদ্রাক্ষ সুবর্ণহরণের পাপ দূর করে। ৬। অষ্টমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ গণেশ, ইহা ধারণ করিলে সকল প্রকার মিথ্যাবাক্য-কথন-জন্য পাপ দূর হয়। নবমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ ভৈরব, ইহা শিবসাযুজ্য প্রদান করে। ৭। দশানন রুদ্রাক্ষকে বিষ্ণু বলে, এই রুদ্রাক্ষের ধারণে ভূত, প্রেত ও পিশাচাদির ভয় দূর হয়। একাদশমুখ রুদ্রাক্ষের ধারণে নানাপ্রকার যজ্ঞফল লাভ হয়। ৮। দ্বাদশমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ সূর্য্য, এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ৯। চতুর্দ্দশমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ শ্রীকণ্ঠ, এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে বংশের উদ্ধার করা হয়। নিশ্ছিদ্র ও সুপক্ক রুদ্রাক্ষ ধারণের উপযুক্ত। ১০। অতঃপর রুদ্রাক্ষের সংস্কারবিধি বলিতেছেন, সংস্কারের পূর্ব্বে রুদ্রাক্ষ স্নান করাইতে হয়,—স্নানকালে পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য স্নানীয় দ্রব্যরূপে ব্যবহার্য্য। রুদ্রাক্ষের প্রতিষ্ঠাকালে পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র (নমঃ শিবায়) ত্র্যম্বকমন্ত্র (ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি উপরে লিখিত) এবং ওঁ হ্রৈং অঘোরে হৌং ঘোরে ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ এইরূপে যথাবিধানে রুদ্রাক্ষের প্রতিষ্ঠা করিলে অধিক ফললাভ করিবে। তাহার পরে স্ব স্ব মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে ধারণ করিবে। ১১।১২।

ভূশং নমঃ [১] ওঁ ওঁ নমঃ [২] ওঁ ওঁ নমঃ [৩] (১) ওঁ হ্রীং নমঃ [৪] ওঁ হ্রুং নমঃ [৫] ওঁ হ্রুং নমঃ [৬] ওঁ ওঁ হ্রুং হ্রুং নমঃ [৭] ওঁ সং হ্রুং নমঃ [৮] হ্রুং নমঃ [৯] ওঁ হ্রং নমঃ [১০] ওঁ হ্রীং নমঃ [১১] ওঁ হ্রীং নমঃ [১২] ওঁ ক্ষাং ক্ষোং নমঃ [১৩] ওঁ নমো নমঃ [১৪] (২) ॥ ১৩ ॥ রুদ্রাক্ষে দেহসংস্থে তু কুক্কুরো ম্রিয়তে যদি। সোঽপি রুদ্রপদং যাতি কিং পুনর্ম্মানবা গুহ ॥ ১৪ ॥ সপ্তবিংশতি-রুদ্রাক্ষমালয়া দেহসংস্থয়া। যঃ করোতি নরঃ পুণ্যং সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১৫ ॥ যো দদাতি দ্বিজাতিভ্যো রুদ্রাক্ষং ভুবি ষণ্মুখম্। তস্য প্রীতো ভবেদ্রুদ্রঃ স্ব-পদঞ্চ প্রযচ্ছতি ॥ ১৬ ॥ বিনা মন্ত্রেণ যো ধত্তে রুদ্রাক্ষং ভুবি মানবঃ। স যাতি নরকান্ ঘোরান্ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৭ ॥ (ইতি পদ্মপুরাণে রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্যম্ ॥) (৩)

চতুর্দ্দশপ্রকার রুদ্রাক্ষের একমুখাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন রুদ্রাক্ষের সংস্কারে চতুর্দ্দশ প্রকার মন্ত্র উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে,—একমুখাদি রুদ্রাক্ষের এক একটি লইয়া ঐ এক একটি মন্ত্র একশত আঠবার জপ করিবে। এই জপের পূর্ব্বে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা প্রক্ষালনপূর্ব্বক পঞ্চাক্ষর মন্ত্র, ত্র্যম্বক মন্ত্র ও 'ওঁ হোং ঘোরে' ইত্যাদি মন্ত্র সমগ্র রুদ্রাক্ষের উপরে একবার জপ করিবে। তাহার পরে প্রতি রুদ্রাক্ষে পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ প্রকার মন্ত্রের এক একটি মন্ত্র একশত আটবার করিয়া জপ করিবে। ১৩। মহাদেব কার্ত্তিকেয়কে বলিয়াছেন, হে গুহ! যদি কুক্কুরও দেহে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সেও রুদ্রপদ প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যের আর কথা কি? ১৪। সপ্তবিংশতি রুদ্রাক্ষদ্বারা মালা করিয়া সেই মালা ধারণপূর্ব্বক কোন পুণ্যকার্য্য করিলে সেই কার্য্যের কোটিগুণ ফল হইবে। ১৫। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে ষণ্মুখ-রুদ্রাক্ষ দান করে, রুদ্র তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে নিজ (রুদ্রপদ) প্রদান করেন। ১৬। যে ব্যক্তি

---

(১) ত্রিবক্ত্ররুদ্রাক্ষশোধনে (আ০ বি০) পুস্তকে 'ওঁ হ্রাং নমঃ' ইতি মন্ত্রঃ (গ) পুস্তকে দ্বিমুখরুদ্রাক্ষশোধনে 'ওঁ নমঃ' ইতি মন্ত্রঃ। (২) (ক) (গ) পুস্তকয়োঃ ওঁ হ্রং নমঃ। ৯। ওঁ হ্রীং নমঃ। ১০। ওঁ শ্রীং নমঃ। ১১। ওঁ হ্রুং হ্রীং নমঃ। ১২। ইতি ক্রমেণ নবমদশমৈকাদশদ্বাদশমন্ত্রাঃ। (ক) (খ) পুস্তকয়োরপি ওঁ হ্রুং হ্রীং নমঃ ইতি দ্বাদশমন্ত্রঃ। আগমতত্ত্ববিলাসোক্তঃ রুদ্রাক্ষসংস্কারপ্রয়োগো যথা,—"পঞ্চগব্যপঞ্চামৃতাভ্যাং প্রক্ষাল্য তদুপরি 'নমঃ শিবায়ে'তি পঞ্চাক্ষরমন্ত্রং "ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি ত্র্যম্বকমন্ত্রং, "ওঁ হোং অঘোরে হোং ঘোরে হ্রুং ঘোরতরে ওঁ হ্রেং হ্রীং সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপিণে হ্রুং" ইতি মন্ত্রঞ্চ জপ্ত্বা যথাযথমন্ত্রৈঃ একবক্ত্রাদিক্রমেণ প্রত্যেকং শতং শতং সকৃৎ নকৃদ্বাভিমন্ত্রয়েৎ। একবক্ত্রাদিক্রমেণ তন্মন্ত্রা যথা ইত্যভিধায় "ওঁ ওঁ ভূশং নমঃ" ইত্যাদি সপ্তবিধরুদ্রাক্ষসংস্কারমন্ত্রাঃ, "ওঁ ঐং" ইতি সপ্তবিধধারণমন্ত্রাশ্চ তত্রোল্লিখিতাঃ। "ওঁ হোং ঘোরে" ইত্যাদি-মন্ত্রে শেষাংশে সর্ব্বতঃ সর্ব্বাঙ্গে নমস্তে রুদ্ররূপ হ্রুং" ইতি (ক) পাঠঃ। (গ) পুস্তকেঽপি (ক) পুস্তকবৎ পাঠঃ কেবলং তত্র "রুদ্ররূপে হ্রুং হ্রুং" ইতি শেষাংশপাঠঃ। পাঠভেদেষেষু স্বসম্প্রদায়মতমনুসরন্তু শিষ্টাঃ। (৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয় উবাচ। একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চষট্‌সপ্তবসবো নব। দশৈকাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ ॥১৮॥ এতেষাঞ্চ মুখানান্তু দেবতা কাত্র শঙ্কর। গুণঞ্চ কীদৃশং তেষাং কথয়স্ব যথার্থতঃ ॥ ১৯ ॥ শ্রীশঙ্কর উবাচ। শৃণু ষণ্মুখ তত্ত্বেন বক্ত্রে বক্ত্রে যথাক্রমম্ ॥২০॥ একবক্ত্রঃ শিবঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ২১ ॥ দ্বিবক্ত্রো দেবদেব্যৌ চ গোবধং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্। ত্রিবক্ত্রো দহনঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ২২ ॥ চতুর্ব্বক্ত্রঃ স্বয়ং ব্রহ্মা নরহত্যাং ব্যপোহতি। পঞ্চবক্ত্রঃ স্বয়ং রুদ্রঃ কালাগ্নির্নাম নামতঃ। অগম্যাগমনাচ্চৈব অভক্ষস্য চ ভক্ষণাৎ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পঞ্চবক্ত্রস্য ধারণাৎ ॥ ২৩ ॥ ষড়্‌বক্ত্রঃ কার্ত্তিকেয়স্তু ধারণাদ্দক্ষিণে ভুজে। ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্ম্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ সপ্তবক্ত্রো মহাসেন বানন্তো (১) নাম নাগরাট্। গুরুতল্পাদিভিঃ পাপৈর্ম্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥ অষ্টবক্ত্রো মহাসেন সাক্ষাদ্দেবো বিনায়কঃ। পৃষ্ঠোদরকরেণাপি সংস্পৃশেদ্বা গুরোঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ২৬ ॥ এবমাদীনি পাপানি অভি-

বিনা মন্ত্রে রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সে, যাবৎকাল চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের আধিপত্য থাকে, তাবৎকাল ভীষণ নরক ভোগ করে। ১৭। পদ্মপুরাণে এই রুদ্রাক্ষ-মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয় বলিয়াছেন,—হে শঙ্কর! একমুখ, দ্বিমুখ, ত্রিমুখ, চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, ষণ্মুখ, সপ্তমুখ, অষ্টমুখ, নবমুখ, দশমুখ, একাদশমুখ, দ্বাদশমুখ, ত্রয়োদশমুখ ও চতুর্দ্দশমুখ রুদ্রাক্ষের কথা শুনিয়াছি। ঐ সকল মুখের দেবতা কে এবং উহাদের কোনটির ধারণে কিরূপ ফল হয়, তাহা যথার্থরূপে আমাকে বলুন। শ্রীশঙ্কর বলিলেন হে ষড়ানন! একমুখাদি প্রত্যেক রুদ্রাক্ষের দেবতা এবং ঐ রুদ্রাক্ষ সকলের প্রত্যেকটির ধারণের ফল যথার্থরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। একমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ শিব, ইহা ধারণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর হয়। ১৮—২১। দ্বিমুখ রুদ্রাক্ষ দেব-দেবীস্বরূপ, উহার ধারণে গোবধজনিত পাপ নষ্ট হয়। ত্রিমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ অগ্নি, এই রুদ্রাক্ষের ধারণে ব্রহ্মহত্যার পাপ বিনষ্ট হয়। ২২। চতুর্ম্মুখ রুদ্রাক্ষ স্বয়ং ব্রহ্মা, উহার ধারণে নরহত্যার পাপ ধূর হয়। পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ স্বয়ং কালাগ্নিনামক রুদ্র, এই পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে অগম্যাগমন ও অখাদ্য ভক্ষণ প্রভৃতি সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ২৩। ষণ্মুখ রুদ্রাক্ষ কার্ত্তিকেয়, দক্ষিণ বাহুতে এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় সন্দেহ নাই। ২৪। হে মহাসেন! সপ্তমুখ রুদ্রাক্ষ নাগরাজ অনন্তস্বরূপ, ইহা ধারণ করিলে গুরুপত্নীগমনাদিজন্য গুরুতর পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে সন্দেহ নাই। ২৫। হে মহাসেন! অষ্টমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ গণেশ, ইহা ধারণ করিলে পৃষ্ঠ, উদর কিংবা করদ্বারা গুরু-

---

(১) অনন্ত ইতি 'বা' রহিতঃ (ক) (খ) পাঠঃ।

পাপানি সর্ব্বশঃ। বিঘ্নাস্তস্য নশ্যন্তি মুক্তো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৭ ॥ গুণা হ্যেতেষু সর্ব্বেষু অষ্টবক্ত্রস্য ধারণাৎ। নববক্ত্রো ভৈরবঃ স্যাৎ ধারয়েদ্বামকে ভুজে ॥ ২৮ ॥ কপিলং মুক্তিদং প্রোক্তং মম তুল্যবলো ভবেৎ। লক্ষকোটি-সহস্রাণি ব্রহ্মহত্যাং করোতি যঃ। তৎ সর্ব্বং দহতে শীঘ্রং নববক্ত্রস্য ধারণাৎ ॥ ২৯ ॥ দশবক্ত্রো মহাসেন সাক্ষাদ্দেবো জনার্দ্দনঃ। গ্রহাশ্চৈব পিশাচাদ্যা বেতালা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। পন্নগাশ্চ বিনশ্যন্তি দশবক্ত্রস্য ধারণাৎ ॥ ৩০ ॥ বক্ত্রৈকাদশরুদ্রাক্ষো রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ। শিখায়াং ধারয়েন্নিত্যং তস্য পুণ্যফলং শৃণু। অশ্বমেধ-সহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ। হেমশৃঙ্গ্যাশ্চ লক্ষস্য সম্যগ্‌দত্তস্য যৎ ফলম্। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি বক্ত্রৈকাদশধারণাৎ ॥ ৩১ ॥ রুদ্রাক্ষং দ্বাদশৈর্ব্বক্ত্রৈঃ কণ্ঠদেশে চ ধারয়েৎ। আদিত্যস্তুষ্যতে নিত্যং দ্বাদশার্কা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥ ত্রয়োদশমুখঃ কামঃ সর্ব্বকাম-ফলপ্রদঃ। চতুর্দ্দশাস্যঃ শ্রীকণ্ঠো বংশোদ্ধারকরঃ পরঃ ॥ ৩৩ ॥ (রুদ্রাক্ষান্ কণ্ঠদেশে দশনপরিমিতান্ মস্তকে বিংশতির্দ্ধে, ষট্ ষট্ কর্ণপ্রদেশে করযুগলকে (১) দ্বাদশ দ্বাদশৈব। বাহ্বোরিন্দোঃ কলাভিঃ পৃথগনিয়মিতং চৈকমেকং শিখায়াং বক্ষস্যষ্টাধিকং যঃ কলয়তি কলুষং স স্বয়ং নীলকণ্ঠঃ) ॥ ৩৪ ॥ (২) তত্র ক্রমেণ ধারণমন্ত্রাঃ।—ওঁ ঐং (১) ওঁ

পত্নীকে স্পর্শ করিলে যে পাপ হয়, সেই সকল পাপ এবং অন্যান্য অতিপাতক এবং সকল প্রকার বিঘ্ন বিনষ্ট হয় ও মুক্তিলাভ করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। ২৬—২৭। একমুখ হইতে সপ্তমুখ পর্য্যন্ত রুদ্রাক্ষের ধারণে যে সকল ফল কথিত হইল, এক অষ্টমুখ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলেই সেই সকল ফল হইয়া থাকে। নবমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ ভৈরব, উহা বাম বাহুতে ধারণ করিবে। ২৮। ঐ নবমুখ রুদ্রাক্ষের ধারণে মুক্তিলাভ হয়, আমার ন্যায় বলশালী হয় এবং লক্ষ কোটি সহস্র ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে শীঘ্র মুক্ত হয়। ২৯। হে মহাসেন! দশমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ জনার্দ্দন, ঐ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে গ্রহ, পিশাচ, বেতাল, যক্ষ ও পন্নগাদির ভয় দূর হয়। ৩০। একাদশমুখ রুদ্রাক্ষ একাদশরুদ্রস্বরূপ, এই একাদশমুখ রুদ্রাক্ষ যে ব্যক্তি শিখায় ধারণ করিবে, তাহার পুণ্য ফল শ্রবণ কর,—সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ, শত বাজপেয়যজ্ঞ, ও লক্ষ সুবর্ণশৃঙ্গী গাভী যথানিয়মে দান করিলে যে ফল, একাদশমুখ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে সেই ফল পাওয়া যায়। ৩১। দ্বাদশমুখ রুদ্রাক্ষ কণ্ঠদেশে ধারণ করিবে, তাহাতে সূর্য্যদেব তুষ্ট থাকেন,—কারণ ঐ দ্বাদশমুখ রুদ্রাক্ষে দ্বাদশ সূর্য্য সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। ৩২। ত্রয়োদশমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ কামদেব, ইহাতে সকল কামনাপূরণ হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ শ্রীকণ্ঠ, উহার ধারণে বংশের উদ্ধার হয়। ৩৩। যে ব্যক্তি

---

(১) করকমলযুগে ইতি পাঠান্তরং সাধীয়ঃ।

(২) (ক (খ) (গ) পুস্তকেষু নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। একমেকং শিখায়ামিত্যনেন শিখাদ্বয়ং বোধ্যং তান্ত্রিকবৈদিককর্ম্মভেদেন, প্রতিশিখমেকমেকং রুদ্রাক্ষং ধারয়েদিত্যর্থঃ।

শ্রীং (২) ওঁ ক্রং ক্রং (৩) ওঁ হ্রীং হুঃ (৪) ওঁ হ্রীং (৫) ওঁ ঐং হ্রীং (৬) ওঁ হ্রাং (৭) ওঁ রুং রং (৮) ওঁ হ্রাং (৯) ওঁ হ্রাং (১০) ওঁ শ্রীং (১১) ওঁ হাং হ্রাং। (১২) ওঁ ক্ষৌং স্তৌং (১৩) ওঁ ঙং মাং (১৪) (১)॥ ৩৫॥ ইতি (স্কন্দপুরাণে) রুদ্রাক্ষসংস্কারঃ॥

অথ নৈমিত্তিকাদিকর্ম্মভঙ্গে প্রায়শ্চিত্তমাহ। গৌতমীয়ে।—যদ্ যৎ কর্ম্মণি বৈগুণ্যং নিত্যে নৈমিত্তিকে তথা। সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং মূলঞ্চাযুতমেব চ। নিত্যে সহস্রং প্রজপেৎ নৈমিত্তিকে তথাযুতম্। ইতি বিষ্ণুবিষয়ম্॥ অন্যত্র তু তন্ত্ররাজে।—নিত্যাদিক্রমদোষাণাং শান্ত্যৈ বিদ্যাং শতং জপেৎ। নৈমিত্তিকাদিক্রমণে সহস্রং প্রজপেন্মনুম্॥ পাপসঙ্করে তু।—সর্ব্বেষামেব পাপানাং সঙ্করে সমুপস্থিতে। প্রায়শ্চিত্তন্তু তত্রোক্তমযুতং মন্ত্রজাপতঃ (২)॥ ৩৬॥

অথ পরিভাষা। গৌতমীয়ে।—পরিভাষামথো বক্ষ্যে উপচারবিধৌ হরেঃ। দ্রব্যাণাং

কণ্ঠদেশে বত্রিশটি, মস্তকে বাইশটি, প্রতিকর্ণে ছয়টী ছয়টী, দুই করে বারটি বারটি, দুই বাহুতে, ষোলটি ষোলটি, প্রতি শিখায় এক একটি, এবং বক্ষঃস্থলে অষ্টাধিক রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সে স্বয়ং নীলকণ্ঠ হইয়া পাপ দূর করিতে পারে। ৩৪। [ঐ চতুর্দ্দশ প্রকার রুদ্রাক্ষের ধারণে চতুর্দ্দশ প্রকার মন্ত্র উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, রুদ্রাক্ষের সংখ্যানুসারে মন্ত্রের পার্শ্বেও সংখ্যা দেওয়া আছে]। ৩৫। স্কন্দপুরাণে এই রুদ্রাক্ষসংস্কার উল্লিখিত হইয়াছে।

অতঃপর নৈমিত্তকাদি কর্ম্মের অঙ্গবৈকল্যে যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে তাহা বলিতেছেন,—গৌতমীয়তন্ত্রে ইহা কথিত হইয়াছে,—নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে কোন বৈগুণ্য ঘটিলে, সহস্র ও অযুত মন্ত্র জপের ব্যবস্থা, নিত্যকর্ম্মে সহস্র এবং নৈমিত্তিক কর্ম্মে অযুত জপ করিবে। অযুত শব্দের অর্থ দশহাজার। এইরূপ বৈগুণ্য শান্তি বিষ্ণু বিষয়ে জানিবে। অন্য দেবতার বিষয়ে তন্ত্ররাজে বলিয়াছেন,—নিত্য কর্ম্মের বৈগুণ্য শান্তির জন্য শতবার তত্তৎ কর্ম্মোক্ত মূল মন্ত্রের জপ, নৈমিত্তিক কর্ম্মের বৈগুণ্যে সহস্রবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। পাপসঙ্করস্থলে বলিয়াছেন,—সঙ্কর অর্থাৎ সকল প্রকার পাপের একত্র সম্মিশ্রণ ঘটিলে দশহাজার মন্ত্রজপ তাহার প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন। ৩৬।

অতঃপর পরিভাষা বলা হইতেছে।—গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—অতঃপর 'হরির

---

(১) (গ) পুস্তকে ওঁ রাং রুঃ ইতি ৭মো মন্ত্রঃ। ওঁ হ্রাং ইতি অষ্টমো মন্ত্রঃ। (খ) পুস্তকে ওঁ শ্রীং ইতি দশমো মন্ত্রঃ। ওঁ হ্রীং ইতি একাদশমন্ত্রঃ। (গ) পুস্তকে ওঁ হ্রীমিতি নবমো মন্ত্রঃ। ওঁ শ্রীমিতি দশমো মন্ত্রঃ। ওঁ হামিতি একাদশো মন্ত্রঃ ওঁ হ্রামিতি দ্বাদশো মন্ত্রঃ।

(২) মন্ত্রমাজপেৎ ইতি (ক) পাঠঃ সাধুঃ।

যাবতী সংখ্যা পাত্রাণাং দ্রব্যসংহতিঃ (১)। হাটকং রাজতং তাম্রমারকূটমৃদাদিনা। উপচারবিধাবেতদ্ দ্রব্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৩৭ ॥ আসনে পঞ্চ পুষ্পাণি স্বাগতে ষট্ চতুঃপলম্। জলং শ্যামাকদূর্ব্বাব্জবিষ্ণুক্রান্তাভিরীরিতম্। পাদ্যে চার্ঘ্যে জলং (২) তাবদ্গন্ধপুষ্পাক্ষতং যবাঃ। দূর্ব্বাস্তিলাশ্চ চত্বারঃ কুশাগ্রশ্বেতসর্ষপাঃ। জাতীলবঙ্গকক্কোলক্কাথতোয়ঞ্চ ষট্পলম্। প্রোক্তমাচমনং কাংস্যে মধুপর্কে ঘৃতং মধু। দধ্না সহ পলৈকন্তু শুদ্ধং বারি তথাচমে ॥ ৩৮ ॥ পরিমাণন্তু পঞ্চাশৎপলং স্নানার্থমম্ভসঃ। নির্ম্মলেনোদকেনৈব সর্ব্বত্র পরিপূর্ণতা ॥ ৩৯ ॥ মলিনং গর্হিতং সর্ব্বং ত্যজেৎ পূজাবিধৌ হরেঃ। বিতস্তিমাত্রাদধিকং বাসোযুগ্মঞ্চ নূতনম্ ॥ ৪০ ॥ স্বর্ণাদ্যাভরণান্যেব মুক্তারত্নযুতানি চ। চন্দনাগুরু কর্পূরপঙ্কগন্ধঃ পলাবধি ॥ ৪১ ॥ নানাবিধানি পুষ্পাণি পঞ্চাশদধিকানি চ। কাংস্যাদিনির্ম্মিতে পাত্রে ধূপো গুগ্গুলুকর্ষভাক্ ॥ ৪২ ॥ যাবদ্ভক্ষ্যং ভবেৎ পুংসস্তাবদ্দদ্যাজ্জনার্দ্দনে। নৈবেদ্যং বিবিধং বস্তু ভক্ষ্যাদিকচতুর্ব্বিধম্ ॥ ৪৩ ॥

পূজা ব্যাপারে দ্রব্য সম্বন্ধে পারিভাষিক নিয়ম বলিব। যতগুলি দ্রব্য দিবে, ততগুলি পাত্র করিবে। পণ্ডিতগণ দ্রব্যদান ব্যাপারে সামর্থ্যানুসারে সুবর্ণ, রজত, তাম্র, পিত্তল ও মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত পাত্রের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ৩৭। আসনদানে আসনের উপর পাঁচটি পুষ্প দিতে হয়, স্বাগতে ছয়টি পুষ্প, পাদ্যে চারি পল জল এবং তাহাতে শ্যামাঘাস, দূর্ব্বা, পদ্ম ও অপরাজিতা দিতে হয়। অর্ঘ্যে চারিপল জল এবং গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত (আতপ তণ্ডুল), যব, দূর্ব্বা, চারিটি তিল, কুশাগ্র ও শ্বেতসর্ষপ দিতে হয় (ইহাকে অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য বলে)। আচমনীয় জল ছয় পল পরিমাণে দিবে, ঐ জল জাতিফল (জায়ফল), লবঙ্গ ও কক্কোল, ইহাদের ক্বাথমিশ্র হওয়া উচিত। মধুপর্কে কাংস্যপাত্র ও তাহাতে ঘৃত, মধু ও দধি দিবে। মধুপর্কদানের পর যে আচমনীয় বিহিত, উহাতে একপল বিশুদ্ধ জল দিতে হইবে। ৩৮। স্নানীয় জলের পরিমাণ পঞ্চাশ পল। নির্ম্মল জলদ্বারা স্নানীয় কার্য্য বিধেয়। ৩৯। শ্রীহরির পূজাব্যাপারে মলিন ও গর্হিত বস্ত্র ত্যাগ করিবে। একবিতস্তি অর্থাৎ দ্বাদশাঙ্গুলের অধিক পরিমিত নূতন বস্ত্রযুগ্ম (জোড় বস্ত্র) দিবে। ৪০। আভরণ স্বর্ণাদি নির্ম্মিত হইবে, ইহাতে মুক্তারত্ন থাকিবে। গন্ধদ্রব্য চন্দন, অগুরু ও কর্পূর দ্বারা পঙ্কের ন্যায় প্রস্তুত করিবে। ইহার পরিমাণ এক পলের অনধিক। ৪১। বিবিধ পুষ্প দিবে,—ঐ পুষ্প পঞ্চাশতের অধিক হইবে। দুই তোলা গুগ্গুলুদ্বারা ধূপ প্রস্তুত করিয়া কাংস্যাদিপাত্রে নিবেদন করিয়া দিবে। ৪২। একজন পুরুষের খাদ্যোপযোগী বস্তু জনার্দ্দনকে নিবেদন করিবে। চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয় এই

---

(১) সম্ভতিরিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) পাদ্যং চার্ঘ্যজলমিতি (খ) পাঠঃ।

কর্পূরাদিযুতা বর্ত্তিঃ সা চ কার্পাসনির্ম্মিতা। (সপ্তাবৃত্ত্যা সুসংযুক্তো দীপঃ স্যাচ্চতুরঙ্গুলঃ)॥ ৪৩॥ (১) শিলাপিষ্টং বন্দনায়াং সপ্তধা বর্ত্তয়েন্নরঃ।' কার্য্যং তাম্রাদিপাত্রে তৎ প্রীতয়ে বনমালিনঃ (২)॥ ৪৪॥ দূর্ব্বাক্ষতপ্রমাণন্তু বিজ্ঞেয়ন্তু শতাধিকম্।। উত্তমোঽয়ং বিধিঃ প্রোক্তো বিভবে সতি সর্ব্বদা॥ ৪৫।৪৬॥ এষামভাবে সর্ব্বেষাং যথাশক্ত্যা তু পূজয়েৎ। অনুকল্পং বর্জ্জয়েচ্চ দ্রব্যাণাং বিভবে সতি॥ ৪৭॥ অনেন বিধিনা যস্তু পূজয়েদুপচারতঃ। সর্ব্বভোগান্বিতো ভূত্বা ব্রজেদন্তে হরেঃ পুরম্॥ ৪৮॥

অথ বিষ্ণ্বারাধনমন্ত্রাঃ। তত্র গৌতমীয়ে।—(সর্ব্বান্তর্যামিনে দেব সর্ব্বজীবময়ং ততঃ। আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্। ইতি আসনম্) (৩)॥ ১॥ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবা ব্রহ্মহরাদয়ঃ। কৃপয়া দেবদেবেশ মদগ্রে সন্নিধীভব। যস্য তে পরমেশান স্বাগতং স্বাগতং প্রভো। ইতি স্বাগতম্॥ ২॥ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম। যদাগতোঽসি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয়। অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা।

চতুর্ব্বিধ বিবিধ খাদ্য নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করিবে। ৪৩। দীপের বর্ত্তি কার্পাস তুলা দ্বারা কর্পূরাদি সংযোগে নির্ম্মাণ করিবে। তুলার বর্ত্তি করিয়া সাতবার পাকাইয়া উহা সুদৃঢ় করিবে। উহা চারি অঙ্গুল দীর্ঘ হইবে; আরত্রিককালে শিলাপিষ্ট (যাহাকে শ্রী বা আক্ বলে) সাতবার ঘুরাইবে। ঐ শিলাপিষ্ট বস্তুটি নির্ম্মাণ করিয়া তাম্রাদিপাত্রে রাখিবে, ইহাতে বনমালী প্রীতিলাভ করেন। ৪৪।৪৫। পূজাদিতে দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল যে স্থলে দেয় হইবে, তথায় উহা শতাধিক গ্রাহ্য। সমর্থপক্ষে ইহা উত্তম বিধি। ৪৬। এই সকল দ্রব্যের অভাব ঘটিলে যথাশক্তি পূজা করিবে। সামর্থ্য সত্ত্বে দ্রব্যের অনুকল্প ত্যাগ করিবে। ৪৭। এই নিয়মে উপচার প্রদান করিয়া যে পূজা করিবে, সে সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন করে। ৪৮।

অতঃপর বিষ্ণুকে উপচার দিবার মন্ত্র বলা যাইতেছে,—দেব! আপনি সকলের অন্তর্যামী, আপনি আত্মস্থিত—এই কারণে আপনাকে সর্ব্বজীবময় বিশুদ্ধ উত্তম আসন দিতেছি। ইহা আসনদানমন্ত্র। ১। ব্রহ্মা ও মহেশ্বরাদি দেবগণ যাঁহার সাক্ষাৎকার কামনা করেন,—হে দেবদেবেশ! আপনি সেই আরাধ্যতম দেবতা,—দয়া করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হউন। হে পরমেশ্বর! হে প্রভো! আপনার স্বাগত—শুভ আগমন ত? ইহা স্বাগতমন্ত্র। ২। হে চিদানন্দময়! হে অব্যয় অক্ষয় পুরুষ! হে

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(২) শিলাপিষ্টমিত্যত্র শালিপিষ্টা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। কার্য্যমিত্যত্র কার্য্যা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। বনমালিনঃ ইত্যত্র হরিমেধস ইতি আদর্শ পাঠঃ। বন্দনায়াং নির্ম্মঞ্ছনাদৌ শিলাপিষ্টং "আক্" ইতি খ্যাতং ('শ্রীঃ' ইত্যপি নাম্না খ্যাতং) বর্ত্তয়েৎ সপ্তধা ভ্রাময়েৎ ইতি (আ০ বি০ টিপ্পনী)।

(৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ (১)। যদপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাপ্যভিমুখো ভব। ইত্যাবাহনম্‌ ॥ ৩ ॥ যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ (২)। তস্মৈ তে পরমেশান পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে। ইতি পাদ্যম্‌ ॥ ৪ ॥ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে (৩)। আচামং কল্পয়ামীশ সুধায়াঃ স্রুতিহেতবে। ইত্যাচমনীয়ম্‌ ॥ ৫ ॥ তাপত্রয়হরং (৪) দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্‌। তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্‌। ইত্যর্ঘ্যম্‌ ॥ ৬ ॥ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুধাত্মকম্‌। মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে। ইতি মধুপর্কঃ ॥ ৭ ॥ উচ্ছিষ্টোহপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্‌। ইতি পুনরাচমনীয়ম্‌ ॥ ৮ ॥ পরমানন্দবোধাব্ধি-নিমগ্ন-নিজমূর্ত্তয়ে। সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে। ইতি স্নানীয়ম্‌ ॥ ৯ ॥ মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ন-(৫) নিজ-গুহ্যোরুতেজসে। নিরাবরণবিজ্ঞায় (৬) বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্‌। ইতি বস্ত্রম্‌ ॥

দেবদেবেশ! আপনি আজ শুভাগমন করিয়াছেন, এই কারণে আমি কৃতার্থ, আমি অনুগৃহীত, আমার জীবন সার্থক! অজ্ঞানবশতঃ অনবধানতাবশতঃ এবং আয়োজনের ত্রুটীবশতঃ যদি আমার কার্য্যে অসম্পূর্ণতা ঘটিয়া থাকে, তথাপি আপনি আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার নিকটে আসুন। ইহা আবাহন। ৩। যাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্র ভক্তির সঞ্চার হইলেই পরম আনন্দ লাভ হয়, হে পরমেশ্বর! আপনি সেই শুদ্ধ দেব,—আপনাকে পাদ্য দিতেছি। (ইহা পাদ্যদানমন্ত্র)। ৪। হে ঈশ! আপনি দেবতাগণেরও দেবতা,—দেবতাগণের দেবত্বই আপনার আত্মা, আপনা হইতে সুধা ক্ষরিত হইবে এই আশায় আপনাকে আচমনীয় দিতেছি (ইহা আচমনীয়দানমন্ত্র)। ৫। যাহা দ্বারা ত্রিতাপ দূরীভূত হয়,—যাহা সাক্ষাৎ পরমানন্দ লাভের হেতু,—ত্রিতাপমুক্তির জন্য আপনাকে সেই অর্ঘ্য দিতেছি। (ইহা অর্ঘ্যদানমন্ত্র)। ৬। হে দেব! আপনি সকল পাপ হইতে মুক্ত,—আপনার জন্য সুধাপূর্ণ মধুপর্ক প্রস্তুত করিয়াছি,—অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন। (ইহা মধুপর্কদানমন্ত্র)। ৭। যাঁহাকে স্মরণ করিবামাত্র উচ্ছিষ্ট ও অশুচি ব্যক্তিও শুচি হইয়া যায়,—আপনি সেই দেবতা, আপনাকে পুনরাচমনীয় দিতেছি। (ইহা পুনরাচমনীয়দানমন্ত্র)। ৮। হে ঈশ! আপনি পরমানন্দময় জ্ঞানসাগরে মগ্ন আছেন,—আপনাকে সমুচিত স্নানীয় জল দিতেছি। (ইহা স্নানীয়দানমন্ত্র)। ৯। আপনি মায়ারূপ বিচিত্র বসনদ্বারা নিজ গোপনীয় তীব্র তেজ আবৃত করিয়া রহিয়াছেন, অথচ আপনি জ্ঞানময়, আপনার কিছুমাত্র আবরণ নাই,—সেই

---

(১) সাধকস্য চ ইতি (ক) পাঠঃ। (২) সংপ্লব ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) দৈবতায় চ ইতি (খ) পাঠঃ। (৪) আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকভেদেন ত্রয়ঃ তাপাঃ (খ টি)। (৫) মায়াবিন্ন চ তে জন্ম ইতি (খ) পাঠঃ। মায়াং বিনা ন তে জন্ম ইতি (ক) পাঠঃ। গুহ্যোরু ইত্যত্র গূঢ়োরু ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৬) বিজ্ঞান ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

১০ ॥ যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা। তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্। ইত্যুত্তরীয়ম্ ॥ ১১ ॥ যস্য শক্তিত্রয়েণেদং (১) সংপ্রোক্ত (২) মখিলং জগৎ। যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে। ইতি যজ্ঞোপবীতম্ ॥ ১২ ॥ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় (৩) তে। ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়ামি সুরার্চ্চিত। ইতি ভূষণানি ॥ ১৩ ॥ সমস্ত-দেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্। অখণ্ডানন্দসংপূর্ণ গৃহাণ জলমুত্তমম্ ॥ ইতি জলম্ ॥ ১৪ ॥ পরমানন্দসৌরভ্যপরিপূর্ণদিগন্তরম্। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥ ইতি গন্ধঃ ॥ ১৫ ॥ তুরীয়-(৪) গুণসম্পন্নং নানাগুণমনোহরম্। আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্। ইতি পুষ্পম্ ॥ ১৬ ॥ বনস্পতিরসো দিব্যো (৫) গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। ইতি ধূপঃ ॥ ১৭ ॥ সুপ্রকাশো মহাতেজাঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। ইতি দীপঃ ॥ ১৮ ॥ (সৎপাত্রসিদ্ধঃ সু-হবির্ব্বিবিধানেকভক্ষণম্। নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ। ইতি নৈবেদ্যম্ ॥ ১৯ ॥ ততো জলং, সমস্তদেবদেবেশ ইত্যা-

---

আপনাকে আমি বসনদান করিতেছি। (ইহা বস্ত্রদানমন্ত্র)। ১০। মহামায়া যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জগৎ মোহিত করিতেছেন,—আপনি সেই পরমেশ্বর, আপনাকে উত্তরীয় দিতেছি। (ইহা উত্তরীয়দানমন্ত্র)। ১১। যাঁহার সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় এই ত্রিবিধ শক্তিদ্বারা এই জগৎ গ্রথিত; যিনি যজ্ঞের সূত্র, সেই আপনাকে আজ যজ্ঞসূত্র দিতেছি। (ইহা যজ্ঞোপবীতদানমন্ত্র)। ১২। হে দেবপূজিত! আপনার অঙ্গ স্বভাবতঃ সুন্দর, আপনি নানা শক্তির আশ্রয়, আপনাকে বিচিত্র ভূষণ প্রদান করিতেছি। (ইহা ভূষণদানমন্ত্র)। ১৩। দেবদেবেশ্বর! হে পূর্ণানন্দময়! আপনাকে সকলের তৃপ্তিকর উত্তম পানীয় জল দিতেছি, গ্রহণ করুন। (ইহা জলদানমন্ত্র)। ১৪। হে পরমেশ্বর! যাহার পরম আনন্দময় সৌরভে চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ হয়, আপনাকে সেই পরম গন্ধ দিতেছি, দয়া করিয়া গ্রহণ করুন। (উহা গন্ধদানমন্ত্র)। ১৫। ব্রহ্মগুণসম্পন্ন নির্ম্মল নানাগুণে মনোহর আনন্দ সৌরভময় উত্তম পুষ্প দান করিতেছি। (ইহা পুষ্পদানমন্ত্র)। ১৬। দিব্য বনস্পতি সকলের রস হইতে উৎপন্ন সদ্গন্ধপূর্ণ নিখিল দেবতার আঘ্রাণযোগ্য সুমনোহর উত্তম ধূপ দিতেছি গ্রহণ করুন, (ইহা ধূপদান মন্ত্র)। ১৭। যাহার মহাতেজ, ভিতরে বাহিরে যে জ্যোতির্ম্ময়—চতুর্দ্দিকের অন্ধকার যাহা দ্বারা নিবারিত হয়, সেই উত্তম আলোকময় দীপ গ্রহণ করুন। ইহা দীপদান মন্ত্র। ১৮। হে দেবেশ! উত্তম পাত্রে সজ্জিত বিবিধ বহুভক্ষ্যে পূর্ণ উত্তমঘৃতযুক্ত নৈবেদ্য দিতেছি,—অনুচরগণসহ আপনি গ্রহণ করুন (ইহা নৈবেদ্যদানমন্ত্র)]। ১৯। তাহার পরে 'হে দেবদেবেশ্বর'

---

(১) সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়েন। (২) গ্রথিতম্। (৩) সত্যাসত্যাশ্রয়ায় ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।
(৪) তুরীয়ং ব্রহ্ম (শ্রু টি)। (৫) রসোৎপন্ন ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

দিনা)(১)॥ ২০॥ তথা গৌতমীয়ে। পূজা চ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণুষ্ব মে। অভিগমন-[১] মুপাদানং [২] যোগঃ [৩] স্বাধ্যায় [৪] এব চ। ইজ্যা [৫] পঞ্চপ্রকারার্চ্চা ক্রমেণ কথয়ামি তে॥ ২০॥ তত্রাভিগমনং নাম দেবতাস্থানমার্জ্জনম্। উপ্রলেপন-নির্ম্মাল্যদূরীকরণমেব চ॥ ২১॥ উপাদানং নাম গন্ধপুষ্পাদিচয়নং তথা। যোগো নাম স্বদেবস্য স্বাত্মত্বেনৈব ভারনা॥ ২২॥ স্বাধ্যায়ো নাম (২) মন্ত্রার্থসন্ধানপূর্ব্বকো জপঃ। সূক্তস্তোত্রাদিপাঠশ্চ হরেঃ (৩) সংকীর্ত্তনং তথা। তত্ত্বাদিশাস্ত্রাভ্যাসশ্চ (৪) স্বাধ্যায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৩॥ ইজ্যা নাম স্বদেবস্য পূজনন্তু (৫) যথার্থতঃ। ইতি পঞ্চপ্রকারার্চ্চা কথিতা তব সুব্রত। সার্ষ্টি-সামীপ্য-সালোক্য-সাযুজ্য-সারূপ্যদা ক্রমাৎ॥ ২৪॥

অথ দ্বাদশশুদ্ধিশ্চ বৈষ্ণবানামিহোচ্যতে। গৃহোপসর্পণঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ। ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ॥ ১॥ পূজার্থং পত্রপুষ্পাণাং ভক্ত্যে-

---

ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত (১৪শ) মন্ত্রদ্বারা আবার জল দিবে। ২০। গৌতমীয়তন্ত্রে আরও বলিয়াছেন,—পূজা পাঁচ প্রকার—তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, অভিগমন (১) উপাদান (২) যোগ (৩) স্বাধ্যায় (৪) ও ইজ্যা (৫) এই পাঁচ প্রকার পূজা,—ক্রমে ইহাদের লক্ষণ বলিতেছি,—দেবতার স্থান মার্জ্জনা করিয়া তথা হইতে নির্ম্মাল্য দূরীকরণপূর্ব্বক গোময় লেপন করাকে অভিগমন বলে। (১)। গন্ধ পুষ্পাদিচয়নের নাম উপাদান (২)। অভীষ্ট দেবতাকে নিজের আত্মারূপে ভাবনা করার নাম যোগ (৩)। অর্থ সন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্রজপ করাকে স্বাধ্যায় বলে। সূক্ত ও স্তোত্রাদি পাঠ, হরিসংকীর্ত্তন, এবং বিষ্ণুতত্ত্ব শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্বশাস্ত্রের অভ্যাস করাকেও স্বাধ্যায় বলিয়াছেন (৪)। ২১—২৩। ইষ্ট দেবতার যথার্থভাবে পূজার নাম ইজ্যা (৫) হে সুব্রতে! তোমার নিকটে এই পাঁচ প্রকার পূজা বলিলাম, যথাক্রমে এই পাঁচ প্রকার পূজার সার্ষ্টি, (১) সামীপ্য (২) সালোক্য (৩) সাযুজ্য (৪) ও সারূপ্য (৫) নামক মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ২৪।

অতঃপর বৈষ্ণবদিগের দ্বাদশ অঙ্গের শুদ্ধি বলা যাইতেছে,—ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্দিরে গমন, বিষ্ণুর অনুগমন ও বিষ্ণুপ্রদক্ষিণ করিলে দুই পদের শুদ্ধি হয়। ১।

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) মন্ত্রার্থং দেবতারূপং ধ্যানং বা মন্ত্রসম্ভবম্ (ক ট)। (৩) হরেরিতি তত্তদ্দেবতারূপলক্ষণম্ (ক ট)।

(৪) বিষ্ণুতত্ত্বং শিবতত্ত্বং শক্তিতত্ত্বং তৎপ্রতিপাদকাদিশাস্ত্রং তত্তচ্চরিত্রপ্রকাশকগ্রন্থঃ তদভ্যাসঃ স্বাধ্যায়ো নাম যজ্ঞঃ। এবং গণেশাদৌ। (ক ট)

৫) স্বেষ্টদেবপূজনঞ্চ (ক) (খ) পাঠঃ।

বোত্তোলনং হরেঃ। করয়োঃ সর্ব্বশুদ্ধীনামিয়ং শুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥ তন্নামকীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনম্। ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৩ ॥ তৎকথাশ্রবণঞ্চৈব তস্যোৎসবনিরীক্ষণম্। শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে ॥ ৪ ॥ পাদোদকস্য নির্ম্মাল্য-মালানামপি ধারণম্। উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণতস্য হরেঃ পুরঃ ॥ ৫ ॥ আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদের্নির্ম্মাল্যস্য তপোধন। বিশুদ্ধিঃ স্যাদন্তরস্য ঘ্রাণস্যাপি বিধীয়তে ॥ ৬ ॥ পত্রপুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগার্পিতম্। তদেকং পাবনং লোকে তদ্ধি সর্ব্বং বিশোধয়েৎ ॥ ৭ ॥ ললাটে চ গদা কার্য্যা মূর্দ্ধ্নি চাপং শরাংস্তথা। নন্দকঞ্চৈব হৃন্মধ্যে শঙ্খং চক্রং ভুজদ্বয়ে ॥ ৮ ॥ শঙ্খচক্রাঙ্কিতো বিপ্রঃ শ্মশানে ম্রিয়তে যদি। প্রয়াগে যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতিস্তস্য গৌতম ॥ ৯ ॥ অথ বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশদপরাধাঃ। তন্ত্রান্তরে।—যানৈর্ব্বা পাদুকাভির্ব্বা যানং ভগবতো গৃহে [১]। দেবোৎসবেষসেবা [২] চ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ [৩] ॥ ১০ ॥ উচ্ছিষ্টে চ তথাশৌচে ভগবদ্বন্দনাদিকম্ [৪]। একহস্তপ্রণামশ্চ [৫] তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণম্ [৬] (১) ॥ ১১ ॥ পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে

পূজা করিবার নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক পুষ্প ও তুলসী প্রভৃতি পত্র চয়ন করিলে দুই করের (৪) শুদ্ধি, এই শুদ্ধি সকল শুদ্ধি হইতে প্রধান। ২। ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন ও গুণকীর্ত্তন করিলে বাক্য শুদ্ধি (৫) করা হয়। ৩। বিষ্ণু কথা শ্রবণে দুই কর্ণের (৭) শুদ্ধি এবং বিষ্ণুর উৎসব দর্শনে দুই চক্ষুর (৯) শুদ্ধি হয়। ৪। বিষ্ণুর পাদোদক, নির্ম্মাল্য ও পুষ্পমাল্য মস্তকে ধারণ এবং বিষ্ণুর সম্মুখে মস্তকনমনপূর্ব্বক প্রণামে মস্তক শুদ্ধি (১০) হইয়া থাকে। ৫। হে তপোধন! বিষ্ণুকে প্রদত্ত গন্ধ ও পুষ্প আঘ্রাণ করিলে অন্তর শুদ্ধি (১১) ও নাসিকাশুদ্ধি (১২) হইয়া থাকে। ৬। কৃষ্ণের পদযুগলে অর্পিত পত্র পুষ্প প্রভৃতি যে কোন বস্তু অতিপবিত্র, ইহা দ্বারা সকল বস্তুর শোধন হইতে পারে। ৭। ললাটে গদা, মস্তকে ধনু ও বাণ, হৃদয়ে কৌস্তভ, এবং দুই বাহুতে শঙ্খ ও চক্র অঙ্কিত করিবে। ৮। হে গোতম! শঙ্খচক্র-চিহ্নধারী হইয়া যদি কোন ব্রাহ্মণ শ্মশানে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে প্রয়াগে মৃত্যুর ফল প্রাপ্ত হয় . ।

তৎপর বিষ্ণুর নিকটে বত্রিশ প্রকার অপরাধ বলা যাইতেছে,—তন্ত্রান্তরে ইহা লিখিত হইয়াছে, যথা—যানারোহণে বা পাদুকাপদে ভগবানের মন্দিরে গমন একটি অপরাধ (১), দেবতার উৎসবে বিষ্ণু সেবা না করা (২), বিষ্ণুর অগ্রে উপস্থিত হইয়া প্রণাম না করা (৩), উচ্ছিষ্ট অবস্থায় বা অশুচি অবস্থায় ভগবান্‌কে প্রণামাদি করা (৪) এক হস্তে ভগবান্‌কে প্রণাম করা (৫) বিষ্ণুর সমক্ষে অন্য দেবতাকে প্রদক্ষিণ

---

(১) অন্যস্য ইতি শেষঃ (খ টি)

[৭] তথা পর্য্যঙ্কবন্ধনম্ [৮] (১)। শয়নং [৯] ভক্ষণঞ্চৈব [১০] মিথ্যাভাষণমেব [১১] চ ॥ ১২ ॥ উচ্চৈর্ভাষো [১২] মিথো জল্পো [১৩] রোদনানি [১৪] চ বিগ্রহঃ [১৫]। নিগ্রহানুগ্রহৌ [১৬] [১৭] চৈব স্ত্রীষু চ ক্রূরভাষণম্ [১৮] ॥ ১৩ ॥ কম্বলাবরণঞ্চৈব (২) [১৯] পরনিন্দা [২০] পরস্তুতিঃ [২১] অশ্লীলভাষণঞ্চৈব [২২] অধোবায়ুবিমোক্ষণম্ [২৩] ॥ ১৪ ॥ শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ [২৪] অনিবেদিতভক্ষণম্ [২৫]। তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্ [২৬] ॥ ১৫ ॥ বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনস্য চ। পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব [২৮] পরনিন্দাপরস্তুতিঃ [২৯] ॥ ১৬ ॥ গুরৌ (৩) মৌনং [৩০] নিজস্তোত্রং [৩১] (৪) দেবতানিন্দনং [৩২] তথা। অপরাধাস্তথা বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৭ ॥ ইদমুপলক্ষণম্। বাশিষ্ঠে।—কেশবাগ্রে নৃত্যগীতং ন করোতি হরের্দ্দিনে। বহ্নিনা কিং ন দগ্ধোঽসৌ গতঃ কিং ন রসাতলম্ ॥ ১৮ ॥ নারদীয়ে।—স্মরণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ কলৌ মন্ত্রজপাদিকম্। দানন্তু প্রীতয়ে তস্য

করা (৬) বিষ্ণুর সম্মুখে পাদ প্রসারিত করা (৭) ভগবানের সমক্ষে পর্য্যঙ্কবন্ধনে (বস্ত্রান্তরদ্বারা দুই উরুবন্ধন করিয়া) উপবেশন করা (৮) দেবতার সম্মুখে শয়ন (৯) ভক্ষণ (১০), মিথ্যা বাক্যকথন (১১) উচ্চৈঃস্বরে বাক্য প্রয়োগ (১২)। পরস্পর কথোপকথন (১৩). রোদন (১৪) কলহ (১৫) একজনকে নিগ্রহ করিয়া (১৬), অপরকে অনুগ্রহ করা (১৭), স্ত্রীলোকের প্রতি কর্কশ বাক্য (১৮) ভগবানকে কম্বল দ্বারা আবৃত রাখা (১৯) ভগবানের সমক্ষে একজনকে নিন্দা করা (২০) অপরকে স্তুতি করা, (২১) ভগবানের সমক্ষে অশ্লীল বাক্য বলা (২২) অধোবায়ুত্যাগ (২৩), সামর্থ্যসত্ত্বে সমুচিত উপচার না দেওয়া (২৪), ভগবানকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ (২৫), তত্তৎকালে উৎপন্ন ফল ভগবানকে না দেওয়া (২৬), অন্যের ভোজনে ব্যবহার করিয়া অবশিষ্ট ব্যঞ্জন ভগবানকে দেওয়া (২৭) অসঙ্কুচিতভাবে উপবেশন (২৮), স্তুতি দ্বারা অপরের নিন্দা করা (ব্যাজস্তুতি) (২৯), গুরুর প্রশংসা স্থলে মৌনাবলম্বন (৩০) আত্মপ্রশংসা (৩১) এবং দেবতার নিন্দা (৩২) এই বত্রিশটিকে বিষ্ণুর নিকটে অপরাধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ১০—১৭। ইহাও উপলক্ষণ—অর্থাৎ এতদ্ভিন্ন আরও অপরাধ আছে। বশিষ্ঠসংহিতায় বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি হরিবাসরে বিষ্ণুর সমক্ষে নৃত্যগীত না করে; সে কি বহ্নিদগ্ধ নহে, সে কি পাতালে যায় নাই?। ১৮। নারদীয়পুরাণে বলিয়াছেন,—কলিকালে বিষ্ণু-

---

(১) বস্ত্রান্তরেণ উরুদ্বয়বন্ধনম্ (খ টি)।

(২) কম্বলাবরণম্ ঈশ্বরং কম্বলেন বেষ্টয়িত্বা ভোজনাদি ন কার্য্যম্ (খ টি)।

(৩) গুরুপ্রশংসায়াং মৌনম্। (৪) নিজপ্রশংসা (খ টি)।

নান্যথা গতিরিষ্যতে ॥ ১৯ ॥ গৌতমীয়ে।—শালগ্রামশিলাতোয়মপীত্বা যস্তু মস্তকে। প্রক্ষেপণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥ ২০ ॥ বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীতং কোটিজন্মাঘনাশনম্। তদেবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দুনিপাতনাৎ ॥ ২১ ॥ (ধারণমন্ত্রস্তু।—অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্। বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্) ॥ ২২ ॥ (১) আগস্ত্যে।—হত্যাং হন্তি তদঙ্ঘ্রিজাপি তুলসী স্তেয়ঞ্চ (২) তোয়ং পদে, নৈবেদ্যং বহুমদ্যপানজনিতং গুর্ব্বঙ্গনাসঙ্গজম্। শ্রীশাধীননতিঃ স্থিতির্হরিজনৈ- (৩) স্তৎসঙ্গজং কিল্বিষং, শালগ্রামশিলানৃসিংহমহিমা কোঽপ্যেষ লোকোত্তরঃ ॥ ২৩ ॥ সনৎকুমারে।—কেশবাগ্রে নৃত্যগীতং যঃ করোতি কলৌ নরঃ। পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥ ২৪ ॥ বশিষ্ঠে।—সুপ্তপ্রবোধকালোঽথ মন্ত্রাণামভিধীয়তে। মন্ত্রবিদ্যাবিভাগেন দ্বিবিধা (৪) মন্ত্রজাতয়ঃ ॥ ২৫ ॥ মন্ত্রাঃ পুংদেবতাঃ প্রোক্তা বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ। স্ত্রীপুংনপুংসকাত্মানো মন্ত্রাঃ সর্ব্বে সমীরিতাঃ ॥ ২৬ ॥ পুংমন্ত্রা হুঁ-ফড়ন্তাঃ স্যুর্দ্বিঠান্তাঃ স্যুঃ স্ত্রিয়ো মতাঃ। নপুংসকা নমোঽন্তাঃ স্যুরিত্যুক্তা মনব-

স্মরণ, বিষ্ণুর নামকীর্ত্তন, বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় দান ও মন্ত্রজপাদি করিবে। এতদ্ভিন্ন কলিকালে অপর গতি নাই। ১৯। গৌতমীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার জলপান না করিয়া কেবল মস্তকে প্রক্ষেপ করে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যাকারী বলা হয়। ২০। বিষ্ণুর পাদোদক পান করিলে কোটিজন্মের পাপ দূর হয়। ঐ জলের একবিন্দু ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে, অষ্টগুণ পাপ হয়। ২১। বিষ্ণুপাদোদক ধারণের মন্ত্র,—উপরে উল্লিখিত আছে, তাহার অর্থ,—বিষ্ণুর পাদোদক অকালমৃত্যু হরণ করে, সকল ব্যাধি নাশ করে। এই কারণে আমি ঐ বিষ্ণুপাদোদক পান করিয়া মস্তকে ধারণ করি। ২২। অগস্ত্যসংহিতায় বলিয়াছেন,—বিষ্ণুর পাদপদ্মে অর্পিত তুলসী হত্যাজনিত পাপ দূর করে, বিষ্ণুর পাদোদক স্বর্ণাপহরণজনিত পাপ নষ্ট করে, বিষ্ণুর উদ্দেশে নিবেদিত নৈবেদ্য বহুমদ্যপানজনিত পাণ নষ্ট করে; বিষ্ণুপ্রণামে গুরুপত্নীগমনজনিত পাপ হরণ করে, বৈষ্ণবজনের সহিত সংসর্গে সকল প্রকার পাপ তিরোহিত হয়। শালগ্রামশিলারূপী নৃসিংহদেবের অলৌকিক মহিমা। ২৩। সনৎকুমার বলিয়াছেন,—কলিকালে যে মানব কেশবের অগ্রে নৃত্যগীত করে, সে পদে পদে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ২৪।

বশিষ্ঠসংহিতায় বলিয়াছেন,—অতঃপর মন্ত্রের সুপ্তি ও প্রবোধের কাল বলা যাইতেছে। মন্ত্র ও বিদ্যা এই বিভাগ অনুসারে মন্ত্র দ্বিবিধ। ২৫। যাহাদের পুরুষ দেবতা, তাহাদিগকে মন্ত্র বলে, যাহাদের স্ত্রী দেবতা, তাহাদিগকে বিদ্যা বলে। সকল

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) তুলসী নির্ম্মাল্যতুলসী। স্তেয়ং স্বর্ণস্তেয়ম্।
(৩) হরিজনৈর্বৈষ্ণবৈঃ (গ চি)। (৪) ত্রিবিধা ইতি (খ) পাঠঃ

স্ত্রিধা। এতচ্ছূন্যা ভবেদ্বিদ্যা মহাশব্দেনগীয়তে (১)॥ এবং মন্ত্রেঽপি।) (২) অগ্নীষোমাত্মকা মন্ত্রা বিজ্ঞেয়াঃ ক্রূরসৌম্যয়োঃ। কর্ম্মণোর্বহ্নিতারান্ত্যবিয়ৎপ্রায়াঃ (৩) সমীরিতাঃ॥ ২৮॥ আগ্নেয়া মনবঃ সৌম্যা ভূম্বিষ্ঠেন্দ্বমৃতাক্ষরাঃ (৪)। আগ্নেয়াঃ সংপ্রবুধ্যন্তে প্রাণে চরতি দক্ষিণে॥ ২৯॥ ভাগেঽন্যস্মিন্ স্থিতে প্রাণে সৌম্যা বোধং প্রয়ান্তি হি। নাড়ীদ্বয়গতে প্রাণে সর্ব্বে বোধং প্রয়ান্তি তে। প্রযচ্ছন্তি ফলং সর্ব্বে প্রবুদ্ধা মন্ত্রিণাং সদা॥ ৩০॥ যদ্বা (৫) প্রাণাপানসমাযোগাৎ শিবশক্ত্যোস্তু মেলনম্। প্রবোধকালো বিজ্ঞেয়ঃ স্বাপকালস্ততঃ পরঃ॥ ৩১॥ তথা—বামাবহে যদা বায়ুর্হ্রস্বানাং যোজনং তদা। দক্ষিণস্থাং যদা বায়ুস্তদা দীর্ঘাণি (৬) যোজিতাঃ উভয়স্থো যদা

মন্ত্রই স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ হইয়া থাকে। ২৬। যে সকল মন্ত্রের অন্তে ‘হুং’ ‘ফট্’ থাকে, তাহাদিগকে পুংলিঙ্গ মন্ত্র বলে; যাহাদের অন্তে স্বাহা থাকে,—তাহাদিগকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যাহাদের অন্তে ‘নমঃ’ থাকে, তাহাদিগকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। এইরূপে মন্ত্র তিন প্রকার। ‘হুং’ ফট্’ প্রভৃতি যাহাদের অন্তে নাই, তাদৃশ বিদ্যাকে মহাবিদ্যা বলে, এতাদৃশ মন্ত্রকেও মহামন্ত্র বলা হয়। ২৭। যে সকল মন্ত্রের দেবতা অগ্নি, সেই মন্ত্রসকল ক্রূরকর্ম্মে প্রযুক্ত হয়, যে সকল মন্ত্রের দেবতা সোম, ঐ মন্ত্রগুলি সৌম্য অর্থাৎ শান্তি প্রভৃতি কর্ম্মে ব্যবহৃত হয়। আগ্নেয় (অগ্নিদেবতাক) মন্ত্রে বহ্নি (র) তার (ওঁ) অন্ত্যবর্ণ (ক্ষ) ও বিয়ৎ (হ) অর্থাৎ ‘রং ওঁ ক্ষং হং’ এই বীজগুলির যে কোন বীজ প্রায় থাকিবে। সৌম্য (সোমদেবতাক) মন্ত্রে ইন্দু (স) ও অমৃতাক্ষর (ব) অধিক পরিমাণে থাকিবে। প্রাণবায়ু যখন দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া প্রবাহিত হয়, তখন আগ্নেয়মন্ত্র প্রবুদ্ধ হয়; প্রাণবায়ু যখন বামনাসাপুটে প্রবাহিত হয়, তখন সৌম্যমন্ত্র প্রবুদ্ধ হয়। প্রাণবায়ু যখন দুই নাড়ী দিয়া উভয় নাসাপুটে প্রবাহিত হয়, তখন সকল মন্ত্রই প্রবুদ্ধ হয়। প্রবুদ্ধ হইয়া সকল মন্ত্রই তখন সর্ব্বদা সাধকদিগের নিকটে ফল প্রদান করে। ২৮—৩০। অথবা কুম্ভককালে গুহ্যস্থিত অপান বায়ুর সহিত প্রাণবায়ুর যখন যোগ হইবে, তখনই শিবশক্তির মিলন হইবে,—এই সময়ে মন্ত্রসকলের প্রবোধ হয় জানিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য সময় মন্ত্রের স্বপ্নকাল জানিবে। ৩১। বামনাসিকায় যখন বায়ু বহিবে, তখন হ্রস্বস্বরের যোজনা, দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু

---

(১) এবম্ভূতমন্ত্রেঽপি মহামন্ত্রপদপ্রয়োগঃ কার্য্যঃ। শক্তান্তে ত্রিবিধা মন্ত্রা বশ্যশান্ত্যভিচারকে। (ক) পুস্তকে উদ্ধৃতঃ এষোঽধিকঃ পাঠঃ। (২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৩) বহ্নিঃ (রং) তারঃ (ওঁ) অন্ত্যঃ (ক্ষং) বিয়ৎ (হং) (রং ওঁ ক্ষং হং) (ক টি)।

(৪) ভূর্লকারঃ বিষ্ঠঃ হকারঃ ইন্দুঃ সকারঃ অমৃতাক্ষরঃ প্রণবঃ। লঁ হঁ সঁ ওঁ (ক টি)। (৫) প্রকারান্তরমাহ প্রাণেতি প্রাণবায়োর্যদা কুম্ভকবশাৎ গুহ্যস্থাপানবায়ুনা সহ যোগো ভবতি তদৈব শিবশক্তিমেলনং তস্মিন্ কালে সর্ব্বে মন্ত্রাঃ প্রবুধ্যন্তে ইত্যর্থঃ (রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা-টিপ্পনী)। (৬) হ্রস্বানামিত্যত্র দীর্ঘাণাং দীর্ঘা ইত্যত্র হ্রস্বা ইতি (খ) পাঠঃ।

বায়ুস্তদা স্যাদুভয়াত্মকঃ ॥ ৩২ ॥ সংপুটীকৃত্য মন্ত্রেণ আদিলান্তান্ সবিন্দুকান্। পুনশ্চ সবিসর্গাংস্তান্ ক্ষকারং কেবলং পঠেৎ। (১) এবং জপ্তো যদীষ্টশ্চেৎ প্রবুদ্ধঃ শীঘ্রসিদ্ধিদঃ (২) ॥ ৩৩ ॥ ইতি সুপ্তপ্রবোধকালঃ ॥

অথ যোগাঙ্গাসনানি।—পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং ভদ্রং বজ্রাসনস্তথা। বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসনপঞ্চকম্ ॥ ১ ॥ উর্ব্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে। অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াদ্ধস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাত্ততঃ। পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্ ॥ ২ ॥ জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে। ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগং স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৩ ॥ সীমন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যস্য গুল্ফযুগ্মং সুনিশ্চলম্। বৃষণাধঃ

বহিলে দীর্ঘস্বরের যোজনা জানিবে। যখন উভয় নাসিকায় বায়ু বহিবে, তখন হ্রস্ব দীর্ঘ দ্বিবিধ স্বরের যোগ জানিবে। ৩২। অকার হইতে লকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎবর্ণকে বিন্দুযুক্ত করিয়া প্রত্যেক বর্ণকে মন্ত্রপুটিত করিয়া জপ করিবে। পুনর্ব্বার সেই বর্ণগুলিকে বিসর্গযুক্ত করিয়া মন্ত্রপুটিত করত লকার হইতে অকার পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণকে প্রতিলোমে জপ করিবে। এইরূপে শতবার জপ করিয়া পরে ক্ষ এই বর্ণকে মেরুরূপে কেবল পাঠ করিবে। অভিলষিত মন্ত্র এইরূপ জপ দ্বারা প্রবুদ্ধ হইলে শীঘ্র সিদ্ধি প্রদান করে। ৩৩। মন্ত্রের স্বপ্ন প্রবোধিকাল নিরূপণ সমাপ্ত।

অতঃপর যোগের অঙ্গ যে সকল আসন তাহা বলা যাইতেছে।—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন. যথাক্রমে যোগের এই পাঁচ প্রকার আসন বলিয়াছেন। ১। দক্ষিণ উরুর উপরে বাম-পাদতল এবং বাম উরুর উপরে দক্ষিণপাদতল স্থাপন করিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা বামপাদের অঙ্গুষ্ঠ এবং বাম হস্তদ্বারা দক্ষিণপাদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণপূর্ব্বক উপবেশন করিবে. এইরূপ উপবেশন করাকে পদ্মাসন বলে; এই পদ্মাসন যোগীদিগের হৃদয়গ্রাহী। ২। দক্ষিণজানু ও দক্ষিণ উরুর অভ্যন্তরে বামপদতল এবং বাম উরু ও জানুর অভ্যন্তরে দক্ষিণ পদতল প্রবিষ্ট করিয়া সরলভাবে উপবেশন করাকে স্বস্তিকাসন বলে। ৩। অণ্ডকোষের দুই পার্শ্বে দুই পায়ের দুই গোড়ালি

---

(১) প্রকারান্তরমাহ সম্পুটীতি। অকারাদিলকারান্তান্ পঞ্চাশদ্বর্ণান্ সবিন্দুকান্ প্রত্যেকবর্ণং মন্ত্রপুটিতং কৃত্বা জপেৎ। পুনস্তানেব বর্ণান্ সবিসর্গান্ মন্ত্রপুটিতান্ প্রতিলোমেন লকারাদ্যকারান্তান্ জপেৎ। এবং শতং জপ্ত্বা পশ্চাৎ ক্ষকারং মেরুজপং কেবলং পঠেদিত্যর্থঃ (রা০ চ টি০)

(২) কামাখ্যাতন্ত্রে—সুপ্তপ্রবোধকালস্তু মন্ত্রাণামভিধীয়তে। স্বাপকালো বামবায়ুঃ প্রবোধো দক্ষিণাবহঃ। আগ্নেয়স্য মনোঃ সম্যক্ সৌম্যস্যৈতদ্বিপর্য্যয়ঃ। এতচ্ছ্রুত্বা ভবেদ্বিদ্যা মহাশব্দেন শীয়তে। আদৌ কামকলাবীজং (ঈং) স্বমন্ত্রস্য ততো জপেৎ। প্রায়শ্চিত্তমিদং দেবি কৃত্বা মন্ত্রং জপেদ্ যদি। কিং তস্য দক্ষিণো বাহুস্তস্য নিদ্রাতুরেণ কিম্। ইত্যধিকঃ (ক) পুস্তকে উদ্ধৃতঃ পাঠঃ।

পার্শ্বপাদৌ (১) পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ। ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং যোগিভিঃ পরিকল্পিতম্ ॥ ৪ ॥ ঊর্ব্বোঃ পাদৌ ক্রমান্ন্যস্য জান্বনোঃ প্রাঙ্মুখাঙ্গুলী (২)। করৌ নিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমম্ ॥ ৫ ॥ একং পাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌ তথেতরম্। ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রী বীরাসনমিতীরিতম্ ॥ ৬ ॥

অথ মুদ্রাপ্রকরণম্। (মুদ্রাপদব্যুৎপত্তিমাহ তন্ত্রে।—মোদনাৎ সর্ব্বদেবানাং দ্রাবণাৎ পাপসন্ততেঃ! তস্মান্মুদ্রেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ) ॥ ১ ॥ (৩) অথ মুদ্রাঃ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতাঃ। যাভির্ব্বিরচিতাভিশ্চ মোদন্তে মন্ত্রদেবতাঃ ॥ ২ ॥ অর্চ্চনে জপকালে চ ধ্যানে কাম্যে চ কর্ম্মণি। স্নানে চাবাহনে শঙ্খে প্রতিষ্ঠায়াঞ্চ রক্ষণে। নৈবেদ্যে চ তথান্যত্র (৪) তত্তৎকল্পপ্রকাশিতে। স্থানে মুদ্রাঃ প্রদ্রষ্টব্যাঃ স্বস্বলক্ষণলক্ষিতাঃ ॥ ৩ ॥ আবাহন্যাদিকা মুদ্রা নব সাধারণা মতাঃ। তথা ষড়ঙ্গমুদ্রাশ্চ সর্ব্বমন্ত্রেষু যোজয়েৎ ॥ ৪ ॥ একোনবিংশতির্মুদ্রা বিষ্ণোরুক্তা মনীষিভিঃ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বেণু-শ্রীবৎস-কৌস্তুভাঃ। বনমালা তথা জ্ঞানমুদ্রা বিল্বাহ্বয়া তথা। গরুড়াখ্যা পরা মুদ্রা বিষ্ণোঃ সন্তোষবর্দ্ধিনী। নারসিংহী চ বারাহী হায়গ্রীবী ধনুস্তথা।

নিশ্চলভাবে স্থাপন করিয়া কোষের অধোভাগে দুই পদের দুই পার্শ্ব দুই হস্ত দ্বারা বন্ধন করিবে। এইরূপ আসনকে যোগিগণ ভদ্রাসন কল্পনা করিয়াছেন। ৪। দুই উরুর উপরে দুই পদ রাখিয়া দুই হাঁটুর উপরে দুই হস্ত রাখিবে, হস্তের অঙ্গুলিগুলি পূর্ব্বমুখ থাকিবে। একপাদ, ভূমিতে রাখিয়া অন্য পাদ এক উরুর উপরে স্থাপনপূর্ব্বক সরলভাবে বসিবে। এইরূপ আসনকে বীরাসন বলা যায়। ৬।

অতঃপর মুদ্রাপ্রকরণ বলা যাইতেছে।—মুদ্রাশব্দের ব্যুৎপত্তি তন্ত্রে বলিয়াছেন,—সকল দেবতার মুদ্ অর্থাৎ আনন্দবর্দ্ধন এবং পাপসমূহের দ্রাবণ অপসারণ করে বলিয়া তন্ত্রজ্ঞ মুনিগণ মুদ্-দ্রা' এইরূপ নাম করিয়াছেন। ১। নিখিল তন্ত্রে যাহা গোপিত, যে সকল মুদ্রা করিলে মন্ত্রদেবতাগণ আনন্দিত হন, অতঃপর সেই মুদ্রা সকল বলিব। ২। পূজায়, জপকালে, ধ্যানে, কাম্যকর্ম্মে, স্নানে, আবাহনে, শঙ্খস্থাপনে, প্রাণপ্রতিষ্ঠায়, রক্ষণে, নৈবেদ্যদানে ও তত্তৎ-কল্পোক্ত অন্যান্য কার্য্যস্থানে স্বস্বলক্ষণে লক্ষিত মুদ্রা সকল দেখাইবে। ৩। আবাহনী প্রভৃতি নবপ্রকার মুদ্রা সর্ব্বসাধারণ (সকল পূজায় একরূপ জানিবে এবং ষড়ঙ্গন্যাসের মুদ্রাও সকল মন্ত্রে একরূপ করিবে। ৪। মনীষিগণ বিষ্ণুর পূজায় উনিশ প্রকার মুদ্রার ব্যবস্থা করিয়াছেন।—শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বেণু শ্রীবৎস কৌস্তুভ বনমালা জ্ঞান বিল্ব গরুড় নারসিংহী বারাহী হায়গ্রীবী

---

(১) পাদপার্শ্বিমিতি (ক) পাঠঃ। (২) জান্বোঃ প্রত্যঙ্মুখাঙ্গুলী ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৪) তথা মন্ত্রে ইতি (খ) পাঠঃ মন্ত্রজপে ইতি (খ টি)।

বাণমুদ্রা ততঃ পর্শু-(১) র্জ্জগন্মোহনিকা পরা ॥ ৫ ॥ কামমুদ্রা পরা খ্যাতা শিবস্য দশ মুদ্রিকাঃ। লিঙ্গযোনিত্রিশূলাক্ষমালেষ্টাভীমৃগাহ্বয়াঃ। খট্বাঙ্গা চ কপালাখ্যা ডমরুঃ শিবতোষদাঃ ॥ ৬ ॥ সূর্য্যস্যৈকৈব পদ্মাখ্যা সপ্ত মুদ্রা গণেশিতুঃ। দন্তপাশাঙ্কুশা বিঘ্নপর্শু-লড্ডুকসংজ্ঞিতাঃ (১); বীজপূরাহ্বয়া মুদ্রা বিজ্ঞেয়া বিঘ্নপূজনে ॥ ৭ ॥ পাশাঙ্কুশ-বরাভীতিখড়্গচর্ম্ম-ধনুঃ-শরাঃ। মৌষলী মুদ্রিকা দৌর্গী -মুদ্রাঃ শক্তেঃ প্রিয়ঙ্করাঃ ॥ ৮ ॥ লক্ষ্মীমুদ্রার্চ্চনে লক্ষ্ম্যা বাগ্বাদিন্যাশ্চ পূজনে। অক্ষমালা তথা বীণা ব্যাখ্যা পুস্তকমুদ্রিকা। সপ্তজিহ্বাহ্বয়া মুদ্রা বিজ্ঞেয়া বহ্নিপূজনে ॥ ৯ ॥ মৎস্যমুদ্রা চ কূর্ম্মাখ্যা লেলিহা মুণ্ডসংজ্ঞিকা। মহাযোনিরিতি খ্যাতা সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধিদা ॥ ১০ ॥ শক্ত্যর্চ্চনে মহাযোনিঃ শ্যামাদৌ মুণ্ডমুদ্রিকা। মৎস্যকূর্ম্মলেলিহাখ্যা মুদ্রাঃ সাধারণা মতাঃ ॥ ১১ ॥ তারার্চ্চনে বিশেষাস্তু কথ্যন্তে পঞ্চ মুদ্রিকাঃ। যোনিশ্চ ভূতিনী চৈব বীজাখ্যা দৈত্য-ধূমিনী। লেলিহানেতি সংপ্রোক্তাঃ পঞ্চ মুদ্রা বিলোকিতাঃ ॥ ১২ ॥ দশ-মা মুদ্রিকা (২) জ্ঞেয়াস্ত্রিপুরায়াঃ প্রপূজনে। সংক্ষোভদ্রাবণাকর্ষ-বশ্যোন্মাদ-মহাঙ্কুশাঃ। খেচরী-বীজ-যোন্যাখ্যা ত্রিখণ্ডা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৩ ॥ কুম্ভমুদ্রাভিষেকে স্যাৎ পদ্মমুদ্রাসনে তথা। কালকর্ণী প্রয়োক্তব্যা বিঘ্নপ্রশমকর্ম্মণি। গালিনী চ প্রয়োক্তব্যা জলশোধন-কর্ম্মণি ॥

ধনু বাণ পরশু জগন্মোহনিকা এবং কাম এই উনিশ প্রকার মুদ্রা বিষ্ণুর সন্তোষ বর্দ্ধন করে। ৫। লিঙ্গ যোনি ত্রিশূল অক্ষমালা বর অভয় মৃগ খট্বাঙ্গ কপাল ও ডমরু এই দশটি মুদ্রা শিবের সন্তোষ বিধান করে। ৬। সূর্য্যের পূজায় একটি মাত্র বিশেষ মুদ্রা পদ্ম মুদ্রা। গণেশের পূজায় সাতটি বিশেষ মুদ্রা যথা—দন্ত পাশ অঙ্কুশ বিঘ্ন পরশু লড্ডুক ও বীজপূর এই সাতটি মুদ্রা গণেশের পূজায় জানিবে। ৭। পাশ অঙ্কুশ বর অভয় খড়্গ চর্ম্ম ধনু শর মূষল ও দৌর্গী এই দশটি মুদ্রা শক্তির প্রীতিসাধন করে। ৮। লক্ষ্মীর পূজায় একটি লক্ষ্মীমুদ্রা এবং সরস্বতীর পূজায় অক্ষমালা বীণা ব্যাখ্যা ও পুস্তক মুদ্রা এই চারিটি মুদ্রা কথিত হইয়াছে। অগ্নির পূজায় সপ্তজিহ্বা নামে একটি বিশেষ মুদ্রা জানিবে। ৯। মৎস্যমুদ্রা কূর্ম্মমুদ্রা লেলিহামুদ্রা মুণ্ডমুদ্রা ও মহাযোনিমুদ্রা এই পাঁচটি মুদ্রা সকল প্রকার সিদ্ধি ও সমৃদ্ধি দান করে। ১০। তন্মধ্যে শক্তিপূজায় মহাযোনি মুদ্রা, শ্যামাদি দেবতার পূজায় মুণ্ডমুদ্রা, এবং মৎস্য, কূর্ম্ম ও লেলিহা মুদ্রা সর্ব্বসাধারণ জানিবে। ১১। তারাবিদ্যার পূজায় যোনি ভূতিনী বীজ দৈত্যধূমিনী ও লেলিহানা এই পাঁচটি মুদ্রা দেখা যায়। ১২। ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজায় সংক্ষোভিণী দ্রাবিণী আকর্ষিণী বশ্যা উন্মাদিনী মহাঙ্কুশা, খেচরী বীজ যোনি ও ত্রিখণ্ড এই দশটি মুদ্রা জানিবে। ১৩। অভিষেককার্য্যে কুম্ভমুদ্রা, উপবেশনে পদ্মমুদ্রা, বিঘ্নপ্রশ-

---

(১) পরশু ইত্যাদর্শপাঠঃ। (২) দশ মা পরিমাণং যাসাং তাঃ দশপ্রকারাঃ ইত্যর্থঃ।

১৪ ॥ শ্রীগোপালার্চ্চনে বেণুর্নৃহরের্নারসিংহিকা। বরাহস্য চ পূজায়াং বারাহ্যাখ্যাং প্রযোজয়েৎ ॥ ১৫ ॥ হয়গ্রীবার্চ্চনে চৈব হয়গ্রীবাং প্রদর্শয়েৎ। রামার্চ্চনে ধনুর্ব্বাণমুদ্রে পর্শুস্তথার্চ্চনে। পর্শুরামস্য বিজ্ঞেয়া জগন্মোহনসংজ্ঞিকা। বাসুদেবাহ্বয়া ধ্যানে কুম্ভমুদ্রা তু রক্ষণে। সর্ব্বত্র প্রার্থনে চৈব প্রার্থনাখ্যাং প্রযোজয়েৎ। উদ্দেশানুক্রমাদাসামুচ্যন্তে লক্ষণানি চ ॥ ১৬ ॥ হস্তাভ্যামঞ্জলিং বদ্ধানামিকামূলপর্ব্বণোঃ। অঙ্গুষ্ঠৌ নিঃক্ষিপেৎ সেয়ং মুদ্রা ত্বাবাহনী স্মৃতা ॥ ১৭ ॥ অধোমুখী ত্বিয়ঞ্চেৎ স্যাৎ স্থাপনী মুদ্রিকা স্মৃতা। উচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠমুষ্ট্যোশ্চ সংযোগাৎ সন্নিধাপনী ॥ ১৮ ॥ অন্তঃপ্রবেশিতাঙ্গুষ্ঠা সৈব সংরোধনী মতা। উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণী মতা ॥ ১৯ ॥ দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ। সব্যহস্তকৃতা মুষ্টিদীর্ঘাধোমুখতর্জ্জনী। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা মতা ॥ ২০ ॥ অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ (১) তথৈব তর্জ্জনী মধ্যা ধেনুমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ তয়া সাধকসত্তমঃ। ২১। অন্যোন্যগ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিতপরাঙ্গুলী। মহামুদ্রেয়মুদিতা পরমীকরণে

মনকার্য্যে কালকর্ণী ও জলশুদ্ধিকার্য্যে গালিনীমুদ্রা জানিবে। ১৪। গোপালের পূজায় বেণুমুদ্রা, নৃসিংহদেবের পূজায় নারসিংহীমুদ্রা এবং বরাহদেবের পূজায় বারাহীমুদ্রা প্রয়োগ করিবে। ১৫। হয়গ্রীবের পূজায় হয়গ্রীবমুদ্রা দেখাইবে। রামের পূজায় ধনু ও বাণমুদ্রা দেখাইবে। পরশুরামের পূজায় পরশুমুদ্রা ও জগন্মোহন মুদ্রা প্রয়োগ করিবে। পরশুরামের ধ্যান কালে বাসুদেব মুদ্রা প্রয়োগ করিবে। রক্ষাকার্য্যে কুম্ভ মুদ্রা, সকল দেবতার পূজায় প্রার্থনা কালে প্রার্থনা মুদ্রা প্রয়োগ করিবে। এক্ষণে নাম নির্দ্দেশের অনুক্রমে মুদ্রাগুলির লক্ষণ বলা যাইতেছে। ১৬। দুই হস্তের অঞ্জলি পরস্পর সংলগ্ন করিয়া উত্তানভাবে রাখিয়া দুই হস্তের অনামিকার দুই মূল পর্ব্বে দুই অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিলে আবাহনী মুদ্রা হয়। ১৭। ঐ মুদ্রাকে অধোমুখ করিয়া রাখিলে স্থাপনী মুদ্রা হয়। দুই হস্ত মুষ্টি বদ্ধ করিয়া একত্র যোগ করত দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উচ্চ করিয়া রাখিলে সন্নিধাপনী মুদ্রা হয়। ১৮। ঐ সন্নিধাপনী মুদ্রার সংযুক্ত দুই মুষ্টির মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করাইলে সংরোধনী মুদ্রা হইবে। ঐরূপ মুষ্টিদ্বয়কে উত্তান (চিৎ) ভাবে রাখিলে সম্মুখী-করণী মুদ্রা হয়। ১৯। দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করাকে সকলীকরণ মুদ্রা বলে। বামহস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া তর্জ্জনীকে অধোমুখে ঘুরাইলে অবগুণ্ঠন মুদ্রা হয়। (বচনে যে সব্য শব্দ আছে ইহার বাম ও দক্ষিণ এই দুই প্রকার অর্থ করিয়া উভয় হস্তে অবগুণ্ঠনমুদ্রা করিতে হইবে ইহা কেহ কেহ বলেন)। ২০। দুই হস্তের অঙ্গুলিগুলিকে পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দক্ষিণ অনামিকার অগ্রে বাম কনিষ্ঠার অগ্র এবং বাম তর্জ্জনীর অগ্রে দক্ষিণ মধ্যমার অগ্র পরস্পর যোগ

---

(১) অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টাঃ কনিষ্ঠানামিকাঃ পুনঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

বুধৈঃ। প্রযোজয়েদিমা মুদ্রা (১) দেবতাহ্বানকর্ম্মণি ॥ ২২ ॥ অঙ্গন্যাসস্য মুদ্রাণাং লক্ষণং প্রাক্ (২) সমীরিতম্। বৈষ্ণবীনান্তু মুদ্রাণাং কথ্যন্তে লক্ষণান্যথ ॥ ২৩ ॥ বামাঙ্গুষ্ঠন্তু সংগৃহ্য দক্ষিণেন তু মুষ্টিনা। কৃত্বোত্তানং ততো মুষ্টিমঙ্গুষ্ঠন্তু প্রসারয়েৎ। বামাঙ্গুল্যস্তথা শ্লিষ্টাঃ সংযুক্তাঃ স্যুঃ প্রসারিতাঃ। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংস্পৃষ্টা জ্ঞেয়ৈষা শঙ্খমুদ্রিকা (৩) ॥ ১ ॥ হস্তৌ তু সম্মুখৌ কৃত্বা সুভুগ্নৌ (৪) সুপ্রসারিতৌ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নৌ. মুদ্রৈষা চক্রসংজ্ঞিকা ॥ ২ ॥ অন্যোন্যাভিমুখৌ হস্তৌ কৃত্বা তু গ্রথিতাঙ্গুলী। অঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যমে ভূয়ঃ সুলগ্নে সুপ্রসারিতে। গদামুদ্রেয়মুদিতা বিষ্ণোঃ সন্তোষবর্দ্ধিনী ॥ ৩ ॥ হস্তৌ তু সম্মুখৌ কৃত্বা সন্নতপ্রোত্থিতাঙ্গুলি (৫) তলান্তর্মিলিতাঙ্গুষ্ঠৌ কৃত্বৈষা পদ্মমুদ্রিকা ॥ ৪ ॥ ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠো লগ্নস্তস্য কনিষ্ঠিকা। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তা তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা। তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ্য চালিতাঃ। বেণুমুদ্রা

করিয়া রাখিলে ধেনুমুদ্রা হয়। সাধকপ্রবর ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিবেন। ২১। দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ পরস্পরে আঁকড়াইয়া অন্য অঙ্গুলিগুলিকে প্রসারিত করিলে মহামুদ্রা হয়, বুধগণ পরমীকরণে এই মুদ্রা প্রয়োগ করেন, এ জন্য ইহাকে পরমীকরণ মুদ্রা বলে। এই সকল মুদ্রার অনেকগুলি দেবতার আবাহনকার্য্যে প্রযুক্ত হয়। ২২। অঙ্গন্যাসের মুদ্রাগুলির লক্ষণ পূজাপ্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে। অতঃপর বৈষ্ণবীমুদ্রাগুলির লক্ষণ বলা যাইতেছে :—বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠকে দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি দ্বারা ধরিয়া ঐ মুষ্টি চিৎ করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করিবে। বামহস্তের অবশিষ্ট অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সম্মিলিত ভাবে দক্ষিণ হস্তের মুষ্টির অধোভাগ দিয়া প্রসারিত করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের সহিত সংযুক্ত করিবে। ইহাকে শঙ্খমুদ্রা বলে। ১। দুই হস্ত পরস্পর সম্মুখীন করিয়া বক্রভাবে সুপ্রসারিত করিবে এবং কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠকে পরস্পর সংলগ্ন করিবে। ইহার নাম চক্রমুদ্রা। ২। দুই হস্ত পরস্পর সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুলিগুলিকে পরস্পর গ্রথিত করিবে, কেবল দুই অঙ্গুষ্ঠ ও দুই মধ্যমা সুপ্রসারিতভাবে পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে। ইহাকে গদামুদ্রা বলে, এই মুদ্রা বিষ্ণুর সন্তোষবর্দ্ধন করে। ৩। দুই হস্ত পরস্পর সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুলিগুলিকে সন্নতভাবে উত্থিত রাখিবে, দুই অঙ্গুষ্ঠ হস্ততল মধ্যে পরস্পর মিলিত থাকিবে, ইহাকে পদ্মমুদ্রা বলে। ৪। বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ওষ্ঠে লগ্ন থাকিবে; বামহস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের সহিত সংলগ্ন থাকিবে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা প্রসারিত থাকিবে। তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত

---

(১) প্রযোজয়েদিমাং মুদ্রামিতি (ক) পাঠঃ। (২) সামান্যপূজায়াম্ (খ চ)।

(৩) মুদ্রেয়ং শঙ্খসংজ্ঞিতা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৪) সঙ্কুচিতৌ (খ চ)। (৫) সন্নতাবুন্নতাঙ্গুলী। ইতি পাঠান্তরম্।

ভবত্যেষা সুগুপ্তা প্রেয়সী হরেঃ ॥ ৫ ॥ অন্যোন্যপৃষ্ঠকরয়ো(১)র্মধ্যমানামিকাঙ্গুলী। অঙ্গুষ্ঠেন তু বধ্নীয়াৎ কনিষ্ঠামূলসংস্থিতে। তর্জ্জন্যৌ কারয়েদেষা মুদ্রা শ্রীবৎসসংজ্ঞিকা ॥ ৬ ॥ অনামাপৃষ্ঠসংলগ্না দক্ষিণস্য কনিষ্ঠিকা। কনিষ্ঠয়ান্যয়া (২) বদ্ধা তর্জ্জন্যা দক্ষয়া তথা। বামানামাঞ্চ বধ্নীয়াৎ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমূলকে। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমে বামে সংযোজ্য সরলাঃ পরাঃ। চতস্রোঽপ্যগ্রসংলগ্না মুদ্রা কৌস্তুভসংজ্ঞিকা ॥ ৭ ॥ স্পৃশেৎ কণ্ঠাদিপাদান্তং তর্জ্জন্যাঙ্গুষ্ঠয়া তথা। করদ্বয়েন মালাবন্মুদ্রেয়ং বনমালিকা ॥ ৮ ॥ তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তাবগ্রতো বিন্যসেৎ হৃদি (৩)। বামহস্তাম্বুজং বামজানু-মূর্দ্ধনি বিন্যসেৎ। জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেষা রামচন্দ্রস্য প্রেয়সী ॥ ৯ ॥ অঙ্গুষ্ঠং বামমুদ্দণ্ডিতমিতরকরাঙ্গুষ্ঠকেনাথ বদ্ধ্বা, তস্যাগ্রং পীড়য়িত্বাঙ্গুলিভিরপি চ তা বামহস্তাঙ্গুলীভিঃ। বদ্ধ্বা গাঢ়ং হৃদি স্থাপয়তু বিমলধীর্ব্যাহরন্মারবীজং, বিল্বাখ্যা মুদ্রিকৈষা স্ফুটমিহ কথিতা গোপনীয়া বিধিজ্ঞৈঃ ॥ ১০ ॥ হস্তৌ তু বিমুখৌ কৃত্বা গ্রথয়িত্বা কনিষ্ঠিকে। মিথস্তর্জ্জনিকে

করিয়া চালিত করিবে। ইহার নাম বেণুমুদ্রা, ইহা অতি গোপনীয়া ও শ্রীহরির অতি প্রিয়তমা। ৫। দুই করের পৃষ্ঠদেশ পরস্পর সংস্পৃষ্ট রাখিয়া মধ্যমা ও অনামা অঙ্গুলিকে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আঁকড়াইয়া ধরিবে। দুই তর্জ্জনীকে কনিষ্ঠার মূলদেশে সংলগ্ন রাখিবে। ইহার নাম শ্রীবৎসমুদ্রা। ৬। দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা অনামিকার পৃষ্ঠে রাখিয়া বাম হস্তের কনিষ্ঠা দ্বারা উহা আঁকড়াইয়া ধরিবে। বামহস্তের অনামিকাকে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা আঁকড়াইয়া ধরিবে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের মূলে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা সংযুক্ত রাখিবে, অবশিষ্ট চারিটি অঙ্গুলি পরস্পর অগ্রসংলগ্ন করিয়া সরলভাবে রাখিবে। ইহার নাম কৌস্তুভ মুদ্রা। ৭। দুই হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ পৃথক্ সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা কণ্ঠ হইতে পাদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করত দুই হস্ত মালার ন্যায় রাখিলে বনমালা মুদ্রা হয়। ৮। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্তকরত হৃদয়ে স্থাপন করিবে; বামহস্ত পদ্মের ন্যায় বিস্তৃত করিয়া বামজানুর উপরে রাখিবে, ইহার নাম জ্ঞান মুদ্রা ইহা রামচন্দ্রের অতিপ্রিয়তমা। ৯। বামহস্তের উর্দ্ধীকৃত অঙ্গুষ্ঠকে মূলদেশে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঐ বামাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগকে দক্ষিণ হস্তের অন্য সকল অঙ্গুলিদ্বারা চাপিয়া ধরিবে। ঐ সকল অঙ্গুলিকে আবার বামহস্তের অন্য সকল অঙ্গুলি দ্বারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কামবীজ (ক্লীং। উচ্চারণকরত হৃদয়ে স্থাপন করিবে। ইহার নাম বিল্বমুদ্রা, বিধিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাকে সুস্পষ্টভাবে গোপনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

---

(১) অন্যোন্যপৃষ্ঠকরয়োরিতি (খ) পাঠঃ। (২) কনিষ্ঠা চান্যয়া ইতি (খ) পাঠঃ। অন্যয়া বামকনিষ্ঠয়া (খ টী)। (৩) হৃদি বিন্যসেৎ (খ) পাঠঃ।

শ্লিষ্টে শ্লিষ্টাবঙ্গুষ্ঠকৌ তথা। মধ্যমানামিকে দ্বে তু দ্বৌ পক্ষাবিব চালয়েৎ। এষা গরুড়মুদ্রা স্যাদ্ বিষ্ণোঃ সন্তোষবর্দ্ধিনী ॥ ১১ ॥ জানুমধ্যে করৌ কৃত্বা চিবুকোষ্ঠৌ সমাবৃতৌ। হস্তৌ তু ভূমিসংলগ্নৌ কম্পমানঃ পুনঃ পুনঃ। মুখং বিবৃতকং কুর্য্যাৎ লেলিহানাঞ্চ জিহ্বিকাম্। নারসিংহী ভবেদেষা মুদ্রা তৎপ্রীতিবর্দ্ধিনী ॥ প্রকারান্তরম্।—অঙ্গুষ্ঠাভ্যান্তু করয়োস্তথাক্রম্য কনিষ্ঠিকে। অধোমুখীভিঃ সর্ব্বাভির্ম্মুদ্রেয়ং নৃহরের্ম্মতা ॥ ১২ ॥ দেবোপরি করং বামং কৃত্বোত্তানমধঃ সুধীঃ। নময়েদিতি সংপ্রোক্তা মুদ্রা বারাহসংজ্ঞিকা ॥ প্রকারান্তরম্।—দক্ষহস্তঞ্চোর্দ্ধমুখং বামহস্তমধোমুখম্। অঙ্গুল্যগ্রন্তু সংযুক্তং মুদ্রা বারাহসংজ্ঞিকা ॥ ১৩ ॥ বামহস্ততলে দক্ষা অঙ্গুলীস্তাস্বধোমুখীঃ। সংরোপ্য মধ্যমাং তাসামুন্নম্যাধো (১) বিকুঞ্চয়েৎ। হয়গ্রীবপ্রিয়া মুদ্রা তন্মূর্ত্তেরনুকারিণী ॥ ১৪ ॥ বামস্য (২) মধ্যমাগ্রন্তু তর্জ্জন্যগ্রেণ যোজয়েৎ। অনামিকাং কনিষ্ঠঞ্চ তস্যাঙ্গুষ্ঠেন (৩) পীড়য়েৎ। দর্শয়েদ্বামকে স্কন্ধে ধনুর্ম্মুদ্রেয়মীরিতা ॥

১০। এক হস্তের পৃষ্ঠদেশে অন্য হস্তের পৃষ্ঠদেশ সংলগ্ন রাখিয়া দুই কনিষ্ঠকে পরস্পর আঁকড়াইয়া ধরিবে, দুই তর্জ্জনী ও দুই অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত রাখিবে, দুই মধ্যমা ও দুই অনামিকাকে দুইটি পক্ষের ন্যায় সঞ্চালন করিবে, ইহার নাম গরুড় মুদ্রা, ইহা বিষ্ণুর সন্তোষ বর্দ্ধন করে। ১১। দুই হাঁটু উচু করিয়া বসিবে। দুই হাঁটুর মধ্য দিয়া দুই হস্ত মাটিতে পাতিয়া রাখিবে, চিবুক ও ওষ্ঠ চাপিয়া রাখিয়া কাঁপিতে থাকিবে, পুনঃপুনঃ মুখব্যাদান করিবে ও জিহ্বা বাহির করিবে। ইহার নাম নরসিংহ-মুদ্রা, নৃসিংহদেবের ইহা প্রীতিবর্দ্ধন করে। অন্য প্রকার নৃসিংহমুদ্রা যথা;—দুই হস্তের দুই কনিষ্ঠাকে দুই অঙ্গুষ্ঠদ্বারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া অন্য সকল অঙ্গুলিকে অধোমুখ করিয়া রাখিবে, ইহা অন্য প্রকার নরসিংহমুদ্রা। ১২। দেবতার উপরে বাম হস্ত চিত করিয়া অগ্রভাগ নত করিবে। ইহাকে বরাহমুদ্রা বলে। অন্যপ্রকার বরাহমুদ্রা যথা,—দক্ষিণহস্তকে উর্দ্ধমুখ ও বামহস্তকে অধোমুখ রাখিয়া দুই হস্তের অঙ্গুলির অগ্র পরস্পর সংযুক্ত করিবে; ইহার নামও বরাহমুদ্রা। ১৩। বামহস্ততলে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি অধোমুখভাবে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা অঙ্গুলিকে উন্নত করিয়া অধোভাগে আকুঞ্চিত করিবে। ইহার নাম হয়গ্রীবমুদ্রা, এই মুদ্রা হয়গ্রীবমূর্ত্তির অনুকারিণী ও তাঁহার প্রীতিকরী। ১৪। বাম হস্তের মধ্যমা অঙ্গুলির অগ্রভাগ বামতর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা সংযুক্ত করিবে, বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বাম হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলিকে চাপিয়া ধরিবে, এইরূপ বাম হস্তকে বাম স্কন্ধে উত্তোলন করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে

---

(১) তাসাং মুখস্যাধঃ ইতি (গ) পাঠঃ। (২) বামস্য বামহস্তস্য (খ চি)।

(৩) তস্য বামহস্তস্য (খ চি)।

দক্ষমুষ্টেস্তু তর্জ্জন্যা দীর্ঘয়া বাণমুদ্রিকা ॥ ১৫॥ যদ্বা জ্ঞানার্ণবে।—যথা হস্তগতং চাপং তথা হস্তং কুরু প্রিয়ে। চাপমুদ্রেয়মাখ্যাতা বামহস্তে ব্যবস্থিতা ॥ যথা হস্তগতা বাণাস্তথা হস্তং কুরু প্রিয়ে। বাণমুদ্রেয়মাখ্যাতা রিপুবর্গনিকৃন্তনী ॥ ১৬ ॥ তলে তলন্তু করয়োস্তির্য্যক্ সংযোজ্য চাঙ্গুলীঃ। সংহতাঃ প্রসৃতাঃ কুর্য্যান্মুদ্রা পরশুসংজ্ঞিকা (১) ॥ ১৭ ॥ উচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠমুষ্টী (২) দ্বে মুদ্রা ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥ ১৮ ॥ হস্তৌ তু সংপুটৌ কৃত্বা প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ তথা। তর্জ্জন্যৌ মধ্যমাপৃষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যমাস্থিতৌ। কামমুদ্রেয়মুদিতা সর্ব্বদেবপ্রিয়ঙ্করী ॥ ১৯ ॥ মহাদেবপ্রিয়াণান্তু কথ্যন্তে লক্ষণান্যথ। উচ্ছ্রিতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামাঙ্গুষ্ঠেন বন্ধয়েৎ। বামাঙ্গুলীর্দক্ষিণাভিরঙ্গুলীভিশ্চ বন্ধয়েৎ। লিঙ্গমুদ্রেয়মাখ্যাতা শিবসান্নিধ্যকারিণী ॥ ১ ॥ মিথঃ কনিষ্ঠিকে বদ্ধা তর্জ্জনীভ্যামনামিকে। অনামিকোর্দ্ধসংশ্লিষ্টদীর্ঘমধ্যময়োরধঃ। অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বয়ং ন্যস্যেদ্ যোনিমুদ্রেয়মীরিতা ॥ ২ ॥ অঙ্গুষ্ঠেন কনিষ্ঠান্তু বদ্ধা শিষ্টাঙ্গুলিত্রয়ম্। প্রসারয়েত্ত্রিশূলাখ্যা

ধনুর্মুদ্রা হইবে। দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উহার তর্জ্জনীকে দীর্ঘভাবে প্রসারিত করিবে। ইহার নাম বাণমুদ্রা। ১৫। জ্ঞানার্ণবে অন্যপ্রকার বাণমুদ্রা যথা,—হে প্রিয়ে! হস্তগত ধনুঃ যে প্রকার, হস্তও সেই প্রকার কর, ইহাকেও ধনুর্মুদ্রা বলে; ইহাও বাম হস্তে করিতে হয়। হস্তগত বাণ যেরূপ দেখা যায়,—হস্তটিও সেইরূপ কর। হে প্রিয়ে! ইহাকেও বাণমুদ্রা বলে,—এই মুদ্রা শত্রুবর্গের উন্মূলন করে। ১৬। বক্রভাবে করতলে করতল যোগ করিয়া অঙ্গুলি-গুলিকে পরস্পর মিলিত ও প্রসারিত করিবে। ইহার নাম পরশুমুদ্রা। ১৭। মুষ্টিবদ্ধ দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া রাখিলে ত্রৈলোক্য-মোহিনীমুদ্রা হয়। ১৮। দুই করতল যুক্ত করিয়া অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত রাখিবে, দুই মধ্যমার পৃষ্ঠে দুই তর্জ্জনী, এবং দুই মধ্যমার উপরে দুই অঙ্গুষ্ঠ রাখিবে। ইহার নাম কামমুদ্রা, ইহা সকল দেবতার প্রীতিসাধন করে। ১৯। অতঃপর মহাদেব-প্রিয় মুদ্রাগুলির লক্ষণ বলা যাইতেছে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধমুখ রাখিয়া বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উহা আঁকড়াইয়া ধরিবে, বামহস্তের অঙ্গুলিগুলিকে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলিদ্বারা আঁকড়াইয়া ধরিবে। ইহার নাম লিঙ্গমুদ্রা, এই মুদ্রায় শিব সম্মুখে উপস্থিত হন। ১। দুই হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলি পরস্পর আঁকড়াইয়া ধরিয়া দুই তর্জ্জনীদ্বারা দুই অনামিকা আঁকড়াইয়া ধরিবে। দুই অনামিকার অগ্রভাগে দুই মধ্যমা সম্মিলিত করত প্রসারিত রাখিবে, ঐ মধ্যমাদ্বয়ের মূলদেশে দুই অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ স্থাপন করিবে। ইহার নাম যোনিমুদ্রা। ২। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ হস্তের

---

(১) মুদ্রেয়ং পশুসংজ্ঞিতা (ক) (খ) পাঠঃ। (২) উর্দ্ধস্বাঙ্গুষ্ঠমুষ্টী ইতি (ক) (গ) পাঠঃ।

(৩) মধ্যমাশ্রিতৌ (আ০ বি০) পাঠঃ।

মুদ্রেষা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৩ ॥ অঙ্গুষ্ঠং তর্জ্জন্যগ্রে তু (১) গ্রথয়িত্বাঙ্গুলিত্রয়ম্। প্রসারয়েদক্ষমালা মুদ্রেয়ং পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৪ ॥ অধঃস্থিতো দক্ষহস্তঃ প্রসৃতো বরমুদ্রিকা। ৫। ঊর্দ্ধীকৃতো বামহস্তঃ প্রসৃতোঽভয়মুদ্রিকা ॥ ৬ ॥ মিলিতানামিকাঙ্গুষ্ঠং মধ্যমাগ্রে (২) নিযোজয়েৎ। শিষ্টাঙ্গুল্যুচ্ছ্রিতে (৩) কুর্য্যান্মৃগমুদ্রেয়মীরিতা ॥ ৭ ॥ পঞ্চাঙ্গুল্যো দক্ষিণাস্ত মিলিতা হ্যূর্দ্ধমুন্নতাঃ (৪)। খট্বাঙ্গমুদ্রা বিখ্যাতা শিবস্যাতিপ্রিয়া মতা ॥ ৮ ॥ পাত্রবদ্বামহস্তঞ্চ কৃত্বাঙ্গে বামকে তথা। নিধায়োচ্ছ্রিতবৎ কুর্য্যান্মুদ্রা কাপালিকী মতা ॥ ৯ ॥ মুষ্টিঞ্চ শিথিলাং বদ্ধা ঈষদুচ্ছ্রিতমধ্যমাম্। (৫) দক্ষিণাং তূর্দ্ধমুন্নম্য কর্ণদেশে প্রচালয়েৎ। এষা মুদ্রা ডমরুকা সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী ॥ ১০ ॥ ততো গণেশমুদ্রাণামুচ্যন্তে লক্ষণানি চ। উত্তানোর্দ্ধমুখী মধ্যা সরলা বদ্ধমুষ্টিকা। দন্তমুদ্রা সমাখ্যাতা সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ ॥ ১ ॥ বামমুষ্টেস্তু তর্জ্জন্যা দক্ষমুষ্টেস্তু তর্জ্জনীম্। সংযোজ্যাঙ্গুষ্ঠকাগ্রাভ্যাং তর্জ্জন্যগ্রে স্বকে (৬) ক্ষিপেৎ। এষা পাশাহ্বয়া মুদ্রা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২ ॥ ঋজ্বীঞ্চ

কনিষ্ঠা অঙ্গুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অবশিষ্ট তিন অঙ্গুলিকে প্রসারিত রাখিবে, ইহার ত্রিশূলমুদ্রা। ৩। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রে অঙ্গুষ্ঠ সংযোগ করিয়া অবশিষ্ট তিন অঙ্গুলি প্রসারিত করিবে। ইহার নাম অক্ষমালামুদ্রা। ৪। দক্ষিণ হস্ত অধোমুখ করিয়া প্রসারিত করিলে বরমুদ্রা হয়। ৫। বামহস্তকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া প্রসারিত করিলে অভয় মুদ্রা হয়। ৬। দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ সম্মিলিত করিয়া মধ্যমার অগ্রে যোগ করিবে। অবশিষ্ট দুই অঙ্গুলি (কনিষ্ঠা ও তর্জ্জনী) উন্নত রাখিবে, ইহার নাম মৃগমুদ্রা। ৭। দক্ষিণ হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলি সম্মিলিত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে উন্নত রাখিলে খট্বাঙ্গ মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা শিবের অতিপ্রিয়। ৮। বাম হস্তকে ভিক্ষাপাত্রের ন্যায় বাম অঙ্গে স্থাপনপূর্ব্বক উত্তানভাবে রাখিলে কাপালিক মুদ্রা হয়। ৯। দক্ষিণ হস্তে শিথিলভাবে মুষ্টিবন্ধন করিয়া মধ্যমা অঙ্গুলিকে কিঞ্চিৎ উন্নত রাখিয়া ঐ মুষ্টি ঊর্দ্ধোন্নত করিয়া কর্ণের নিকটে নাড়িতে থাকিবে। ইহার নাম ডমরুমুদ্রা, ইহা সর্ব্ববিঘ্নবিনাশ করে। ১০। অতঃপর গণেশ মুদ্রার লক্ষণ বলা যাইতেছে,—দক্ষিণ হস্তকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উহার মধ্যমা অঙ্গুলি উত্তানভাবে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া সরল রাখিবে, নিখিল আগমশাস্ত্রে বিশারদ পণ্ডিতগণ ইহাকে দন্তমুদ্রা বলিয়াছেন। ১। বাম মুষ্টির তর্জ্জনী দক্ষিণ মুষ্টির তর্জ্জনীতে সংলগ্ন রাখিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠ স্ব স্ব তর্জ্জনীর অগ্রভাগে সংযুক্ত

---

(১) অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যগ্রেণ ইতি (খ) পাঠঃ। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যগ্রে তু ইতি (গ) পাঠঃ।

(২) মধ্যমায়াং (খ) পাঠঃ। (৩) শিষ্টাঙ্গুলী উচ্ছ্রিতে ইত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ।

(৪) হূর্দ্ধমুন্নতাঃ (আ০ বি০ পাঠঃ) হৃদ্ধর্মুক্ততাঃ (গ) পাঠঃ।

(৫) ঈষৎকুঞ্চিতমধ্যমাং (খ) পাঠঃ। (৬) স্বকীয়ে।

মধ্যমাং কৃত্বা তর্জ্জনীং মধ্যপর্ব্বণি। (১) সংযোজ্যাকুঞ্চয়েৎ কিঞ্চিৎ মুদ্রৈষাঙ্কুশসংজ্ঞিকা ॥ ৩ ॥ তর্জ্জনীমধ্যমানামা কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠমুষ্টিকা (২)। অধোমুখী দীর্ঘরূপা মধ্যমা বিঘ্নমুদ্রিকা ॥ ৪ ॥ পর্শুমুদ্রা নিগদিতা প্রসিদ্ধা লড্ডুমুদ্রিকা। বীজপূরা হ্বয়া মুদ্রাঽপ্রসিদ্ধত্বাদুপেক্ষিতা ॥ ৫ ॥ শাক্তেয়ীনাঞ্চ মুদ্রাণাং কথ্যন্তে লক্ষণান্যথ। পাশাঙ্কুশবরাভীতিধনুর্ব্বাণাঃ (৩) সমীরিতাঃ ॥ ৬ ॥ কনিষ্ঠাঽনামিকে বদ্ধা স্বাঙ্গুষ্ঠেনৈব দক্ষতঃ। শিষ্টাঙ্গুলী (৪) তু প্রসৃতে সংসৃষ্টে (৫) খড়্গমুদ্রিকা ॥ ৭ ॥ বামহস্তং তথা তির্য্যক্ কৃত্বা চৈব প্রসার্য্য চ। আকুঞ্চিতাঙ্গুলিং (৬) কুর্য্যাচ্চর্ম্মমুদ্রেয়(৭)মীরিতা ॥ ৮ ॥ মুষ্টিং কৃত্বা তু হস্তাভ্যাং বামস্তোপরি দক্ষিণম্। কুর্য্যান্মুষলমুদ্রেয়ং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী ॥ ৯ ॥ মুষ্টিং কৃত্বা করাভ্যাঞ্চ বামস্তোপরি দক্ষিণম্। কৃত্বা শিরসি সংযোজ্য দুর্গামুদ্রেয়মীরিতা ॥ ১০ ॥ চক্রমুদ্রাং তথা বদ্ধা মধ্যমে দ্বে প্রসার্য্য চ। কনিষ্ঠিকে তথানীয় তদগ্রেঽঙ্গুষ্ঠকৌ ক্ষিপেৎ। লক্ষ্মীমুদ্রা পরা হ্যেষা সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী ॥ ১১ ॥ বীণাবাদনবদ্ধস্তৌ কৃত্বা

করিবে,—ইহাকে বিদ্বদ্‌গণ পাশমুদ্রা বলিয়াছেন। ২। দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা অঙ্গুলিকে সরল করিয়া রাখিয়া উহার মধ্যপর্ব্বে তর্জ্জনী সংযোগপূর্ব্বক ঐ তর্জ্জনীকে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিলে অঙ্কুশমুদ্রা হয়। ৩। তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ এই পাঁচটি অঙ্গুলিকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মধ্যম অঙ্গুলি দীর্ঘাকারে অধোমুখে প্রসারিত করিলে বিঘ্নমুদ্রা হয়। ৪। পরশুমুদ্রা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; লড্ডুমুদ্রিকা সুপ্রসিদ্ধ। বীজপূর মুদ্রার প্রচলন না থাকায় উপেক্ষা করা হইল। ৫। অতঃপর শক্তিমুদ্রার লক্ষণ বলা যাইতেছে,—তন্মধ্যে পাশ, অঙ্কুশ, বর, অভয়, ধনুঃ ও বাণমুদ্রা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ৬। দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে তদীয় অঙ্গুষ্ঠদ্বারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া অবশিষ্ট দুই অঙ্গুলি (তর্জ্জনী ও মধ্যমাকে) পরস্পর সংলগ্ন করিয়া প্রসারিত করিলে খড়্গমুদ্রা হয়। ৭। বাম হস্তকে বক্রভাবে প্রসারিত করিয়া উহার অঙ্গুলিগুলিকে কুঞ্চিত করিবে। ইহার নাম চর্ম্মমুদ্রা। ৮। দুই হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া বামমুষ্টির উপরে দক্ষিণমুষ্টি স্থাপন করিবে। ইহার নাম মুষলমুদ্রা,—ইহা সকল বিঘ্ন দূর করে। ৯। দুই হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া বামমুষ্টির উপরে দক্ষিণমুষ্টি রাখিয়া মস্তকে স্থাপন করিলে দুর্গামুদ্রা হয়। ১০। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চক্রমুদ্রা করিয়া দুই মধ্যমা ও দুই কনিষ্ঠা প্রসারিত করিবে, এবং ইহাদের অগ্রভাবে দুই অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিবে। ইহা উত্তমা লক্ষ্মীমুদ্রা, এই মুদ্রার সকল

---

(১) মধ্যপর্ব্বণি মধ্যমামধ্যপর্ব্বণি (খ টি)। তর্জ্জনীমধ্যপর্ব্বণি ইতি (ক) পাঠঃ।

(২) তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠমুষ্টিকাঃ (খ) পাঠঃ। (৩) পূর্ব্বকথিতাঃ ষট্ (খ টি)।

(৪) অবশিষ্টাঙ্গুলী (খ টি) প্রসৃতে দীর্ঘে শ্লিষ্টাঙ্গুলী ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৫) সংশ্লিষ্টে ইতি (খ) পাঠঃ। (৬) আকুঞ্চিতাঙ্গুলীমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৭) চর্ম্মমুদ্রা খেটকমুদ্রা (খ টি)।

সঞ্চালয়েচ্ছিরঃ। বীণামুদ্রেয়মাখ্যাতা সরস্বত্যা প্রিয়ঙ্করী ॥ ১ ॥ বামমুষ্টিং স্বাভিমুখীং কৃত্বা পুস্তকমুদ্রিকা। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যাবগ্রলগ্নে পরাঙ্গুলীঃ। প্রসার্য্য সংহতোত্তানা এষা ব্যাখ্যানমুদ্রিকা। শ্রীরামস্য সরস্বত্যা অত্যন্তপ্রেয়সী মতা ॥ ৩ ॥ মণিবন্ধস্থিতৌ কৃত্বা প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ করৌ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযুগলে মিলিত্বান্তঃ প্রসারয়েৎ। সপ্তজিহ্বাখ্যমুদ্রেয়ং বৈশ্বানরপ্রিয়ঙ্করী ॥ ১ ॥ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তৌ করয়োরিতরেতরম্। তর্জ্জনী মধ্যমানামাঃ সংহতা-ভুগ্নসজ্জিতাঃ (১)। মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা শঙ্খস্যোপরি চালিতা ॥ ১ ॥ দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পরাঙ্গুষ্ঠে ক্ষিপ্ত্বা হস্তদ্বয়েন তু। সাবকাশা(২)মেকমুষ্টিং কুর্য্যাৎ সা কুম্ভমুদ্রিকা ॥ ২ ॥ মুষ্ট্যোরূর্দ্ধীকৃতাঙ্গুষ্ঠৌ তর্জ্জন্যগ্রে তু বিন্যসেৎ। সর্ব্বরক্ষাকরী হ্যেষা কুম্ভমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩ ॥ প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ হস্তৌ মিথঃ শ্লিষ্টৌ চ সম্মুখৌ। কুর্য্যাৎ স্বহৃদয়ে সেয়ং মুদ্রা প্রার্থনসংজ্ঞিকা ॥ ৪ ॥ অঞ্জল্যঞ্জলিমুদ্রা স্যাদ্বাসুদেবাহ্বয়া চ সা ॥ ৫ ॥ অঙ্গুষ্ঠাবুন্নতৌ কৃত্বা মুষ্ট্যোঃ সংলগ্নয়োর্দ্বয়োঃ। ভাবেবাভিমুখৌ কুর্য্যান্মুদ্রৈষা কালকর্ণিকা ॥ ৬ ॥ দক্ষিণা নিবিড়া মুষ্টির্নাসিকার্পিততর্জ্জনী। মুদ্রা বিস্ময়সংজ্ঞা স্যাদ্

সম্পদ লাভ হয়। ১১। বীণাবাদনকালে দুই হস্ত যেরূপ করিতে হয়, সেইরূপ হস্তভঙ্গী করিয়া মস্তক সঞ্চালন করিলে বীণামুদ্রা হয়, ইহা সরস্বতীর অতিপ্রিয়। ১। বাম হস্তের মুষ্টিকে আপনার অভিমুখে রাখিলে পুস্তকমুদ্রা হয়। ২। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংলগ্ন করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিগুলিকে সম্মিলিত করত উত্তানভাবে প্রসারিত করিলে ব্যাখ্যান মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা শ্রীরাম ও সরস্বতীর অত্যন্ত প্রিয়। ৩। দুই হস্ত পরস্পর মণিবন্ধে যুক্ত করিয়া অঙ্গুলিগুলিকে প্রসারিত করিবে, দুই কনিষ্ঠা ও দুই অঙ্গুষ্ঠকে সম্মিলিত করিয়া মধ্যে প্রসারিত করিবে। ইহার নাম সপ্তজিহ্বা মুদ্রা, ইহা অগ্নিদেবের অতিপ্রিয়। ১। দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠে ও বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে সংযোগ করত উভয় হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা সম্মিলিত করিয়া সরলভাবে প্রসারিত করিলে গালিনীমুদ্রা হয়। 'এই মুদ্রা বিশেষার্ঘ্যে শঙ্খের উপরে চালিত করিতে হয়।১। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠকে বামাঙ্গুষ্ঠের উপরে রাখিয়া দুই হস্তে এক মুষ্টি করিবে, ঐ মুষ্টিতে ফাঁক থাকিবে, ইহাকে কুম্ভ মুদ্রা বলে। ২। দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উহার অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ঊর্দ্ধভাবে তর্জ্জনীর অগ্রে রাখিবে, ইহাও একপ্রকার কুম্ভমুদ্রা, এই মুদ্রা সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করে। ৩। দুই হস্তের সমগ্র অঙ্গুলি পরস্পর মিলিত ও প্রসারিত করিয়া সম্মুখভাবে আপন হৃদয়ে ধরিলে প্রার্থনা মুদ্রা হয়। ৪। অঞ্জলিকে অঞ্জলিমুদ্রা বলে, ইহাকে বাসুদেব মুদ্রাও বলে। ৫। পরস্পর সংলগ্ন দুই মুষ্টির দুই অঙ্গুষ্ঠকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া অধোমুখে ধরিলে কালকর্ণী মুদ্রা হয়। ৬। দক্ষিণ হস্ত দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উহার তর্জ্জনী নাসিকার উপরে স্থাপন করিলে বিস্ময় নামক মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা

---

(১) বক্রিমযুক্তা (খ ট)। (২) সচ্ছিদ্রাম্ (খ ট)।

বিস্ময়াবেশকারিণী ॥ ৭ ॥ মুষ্টিরূর্দ্ধীকৃতাঙ্গুষ্ঠা দক্ষিণা নাদমুদ্রিকা ॥ ৮ ॥ তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসংযোগাদগ্রতো বিন্দুমুদ্রিকা ॥ ৯ ॥ অধোমুখে বামহস্তে ঊর্দ্ধাস্যং দক্ষহস্তকম্। ক্ষিপ্তাঙ্গুলীরঙ্গুলীভিঃ সংগ্রথ্য পরিবর্ত্তয়েৎ। এষা সংহারমুদ্রা স্যাদ্বিসর্জ্জনবিধৌ স্মৃতা ॥ ১০ ॥ দক্ষপাণিপৃষ্ঠদেশে বামপাণিতলং ন্যসেৎ। অঙ্গুষ্ঠৌ চালয়েৎ সম্যক্ মুদ্রেয়ং মৎস্যরূপিণী ॥ ১১ ॥ বামহস্তস্য তর্জ্জন্যাং দক্ষিণস্য কনিষ্ঠিকাম্। তথা দক্ষিণতর্জ্জন্যাং বামাঙ্গুষ্ঠং নিযোজয়েৎ। উন্নতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাদিকাঃ। অঙ্গুলীর্যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ। বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা। অধোমুখে চ তে কুর্য্যাদ্দক্ষিণস্য করস্য চ। কূর্ম্মপৃষ্ঠসমং কুর্য্যাদ্দক্ষপাণিঞ্চ সর্ব্বতঃ। কূর্ম্মমুদ্রেয়মাখ্যাতা দেবতা-ধ্যানকর্ম্মণি। পৃষ্ঠে ক্রোড়ে (১) ॥ ১২ ॥ অন্তরাঙ্গুষ্ঠমুষ্টিন্তু কৃত্বা বামকরস্য চ। মধ্যমাগ্রং (২) দক্ষিণস্য তথানম্য (৩) প্রযত্নতঃ। মধ্যমেনাথ তর্জ্জন্যামঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ যোজয়েৎ (৪)। দক্ষিণং যোজয়েৎ পাণিং বামমুষ্টৌ তু সাধকঃ। দর্শয়েদ্দক্ষিণে ভাগে মুণ্ডমুদ্রেয়মুচ্যতে ॥ ১৩ ॥ তারায়াঃ

লোককে বিস্ময়-বিহ্বল করে। ৭। দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি হইতে অঙ্গুষ্ঠকে ঊর্দ্ধগত করিলে নাদ-মুদ্রা হয়। ৮। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া সম্মুখে ধরিলে বিন্দু-মুদ্রা হয়। ৯। বামহস্তকে অধোমুখ করিয়া তাহার উপরে দক্ষিণ হস্তকে ঊর্দ্ধমুখে রাখিবে এবং বামহস্তের অঙ্গুলিগুলির ফাঁকে ফাঁকে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাইয়া একটি মোচড় দিবে ইহাতে সংহারমুদ্রা হইবে, এই মুদ্রা বিসর্জ্জনব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। ১০। দক্ষিণ হস্ত অধোমুখ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে বামহস্তের তল রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ দুইটিকে (মৎস্য-পুচ্ছের ন্যায়) নাড়িলে মৎস্য-মুদ্রা হয়। ১১। বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিবে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত রাখিবে, বামহস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে দক্ষিণ হস্তের ক্রোড়ে রাখিবে, বামহস্তের পিতৃতীর্থে (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর ফাঁকে) দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অধোমুখে যোগ করিবে, দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত রাখিবে। ইহাকে কূর্ম্মমুদ্রা বলে। দেবতার ধ্যানকার্য্যে এই মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। বচনে যে 'পৃষ্ঠে' আছে ইহার অর্থ ক্রোড়ে'। ১২। বামহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ঐ মুষ্টির ভিতরে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করাইবে। দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা প্রভৃতি অঙ্গুলিকে আনত করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্বে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্র যোগ করিবে, দক্ষিণ হস্তকে এইরূপ রাখিয়া বামহস্তের পূর্ব্বপ্রকার মুষ্টির উপরে ইহা স্থাপন করিবে। দক্ষিণভাগে এই মুদ্রা দেখা-

---

(১) এবং কৃতঃ সর্ব্বসিদ্ধিং দদাতি পাণিকচ্ছপঃ ইত্যধিকঃ (ক) পাঠঃ।

(২) মধ্যমাদ্যা ইতি (গ) পুস্তকে কৃতঃ পাঠঃ সাধুঃ। (৩) তথানম্য ইতি (ক) (গ) পাঠঃ সাধুঃ।

(৪) মধ্যমেনাথ তর্জ্জন্যা অঙ্গুষ্ঠাগ্রং তু যোজয়েৎ। ইতি (গ) পুস্তকে কৃতঃ পাঠঃ সাধুঃ

যোন্যাদিমুদ্রা যথা,—যোনিমুদ্রা চ বক্তব্যা দর্শয়েত্তামধোমুখীম্। ভূতিনী বক্তব্যা বীজাখ্যাপি। পরিবর্ত্ত্য (১) করৌ স্পষ্টৌ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠমধ্যমে। অনামাযুগলঞ্চাধস্তর্জ্জনী-যুগলং পৃথক্। অন্যোঽন্যং নিবিড়ং বদ্ধাঙ্গুষ্ঠাগ্রেঽনামিকে ততঃ। দানবধূমকেত্বাখ্যা মুদ্রেয়ং কথিতা প্রিয়ে। অস্যাস্তু বন্ধনান্মন্ত্রী বন্ধনান্মুচ্যতে ধ্রুবম্॥ ১॥ বক্ত্রং বিস্তারিতং কৃত্বাপ্যধোজিহ্বাঞ্চ চালয়েৎ। পার্শ্বস্থং মুষ্টিযুগলং লেলিহানেতি কীর্ত্তিতা॥ ২॥ এষা তারারাধনে; অস্যা লেলিহানা বক্তব্যা। যোনির্মায়াধরঃ সেন্দুর্বধূঃ কূর্চ্চং ক্রমাদিমঃ। বীজানি চোচ্চরন্মন্ত্রী মুদ্রাবন্ধনমাচরেৎ॥ ৩॥ তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সমং কুর্য্যাদধোমুখীঃ। অনামায়াং ক্ষিপেদ্বৃদ্ধাম্ ঋজ্বীং কৃত্বা কনিষ্ঠিকাম্। লেলিহা নাম মুদ্রেয়ং জীবন্যাসে প্রকীর্ত্তিতা॥ ৪॥ তর্জ্জন্যনামিকামধ্যা-কনিষ্ঠা ক্রমযোগতঃ (২)। করয়োর্যোজয়েতোব কনিষ্ঠামূলদেশতঃ। অঙ্গুষ্ঠাগ্রে তু নিঃক্ষিপ্য মহাযোনিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥ ৫॥ বামকেশ্বরতন্ত্রোক্তাঃ প্রকাশ্যন্তেঽত্র মুদ্রিকাঃ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মুদ্রাঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাঃ। যাভির্ব্বিরচিতাভিশ্চ সান্নিধ্যং ত্রৈপুরং ভবেৎ॥ ১॥ পরিবর্ত্ত্য (৩) করৌ স্পৃষ্টাবঙ্গুষ্ঠৌ

ইবে। ইহার নাম মুণ্ডমুদ্রা। ১৩। তারার যোনি প্রভৃতি মুদ্রা যথা,—যোনিমুদ্রা পরে বলা হইবে। অধোমুখ করিয়া সেই যোনিমুদ্রা দেখাইবে) ভূতিনী ও বীজমুদ্রাও পরে বলা হইবে। দুই কনিষ্ঠা দ্বারা দুই মধ্যমাকে আকড়াইয়া দুই হস্তকে সুস্পষ্টভাবে মোচড় দিবে। দুই অনামিকা অধোদিকে এবং দুই তর্জ্জনী পৃথক্‌ভাবে রাখিবে, পরস্পর দুই অনামিকাকে দুই অঙ্গুষ্ঠের অগ্রে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিবে। ইহার নাম দানবধূমকেতু মুদ্রা। প্রিয়ে! এই মুদ্রা-বন্ধনে সাধক নিশ্চয়ই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ১। মুখব্যাদান করিয়া অধোদিকে জিহ্বা বাহির করিয়া নাড়িতে থাকিবে; দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দুই পার্শ্বে ধরিবে, ইহার নাম লেলিহানা মুদ্রা। ২। এই লেলিহানা মুদ্রা তারাদেবীর পূজায় ব্যবহৃত হয়। সাধক যোনি (এং) মায়া (হ্রীং) অধর (ঐং) বধূ (স্ত্রীং) ও কূর্চ্চ (হূং) এই পাঁচটি বীজ উচ্চারণ করত মুদ্রাবন্ধন করিবে। ৩। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাকে সমভাবে অধোমুখ করিবে। অনামিকার উপরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে রাখিয়া কনিষ্ঠাকে সরল করিবে। ইহার নাম লেলিহা মুদ্রা। প্রাণপ্রতিষ্ঠায় এই মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। ৪। দুই হস্তের তর্জ্জনী, অনামিকা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠাকে যথাক্রমে পরস্পর যোগ করিয়া দুই কনিষ্ঠার মূলদেশে দুই অঙ্গুষ্ঠের অগ্র যোগ করিলে মহাযোনি মুদ্রা হয়। ৫। হে দেবি! বামকেশ্বরতন্ত্রে যে সকল মুদ্রা কথিত হইয়াছে; তাহা এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে ঐ সকল মুদ্রা রচনা করিলে ত্রিপুরাদেবী সন্নিহিতা হন; সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়;—ঐ মুদ্রাগুলি এক্ষণে বলিব,—শ্রবণ কর। ১। দুই হস্ত

---

(১) পরিবৃত্য (খ) (গ) পাঠঃ। (২) তর্জ্জন্যনামিকাবৃদ্ধা-কনিষ্ঠাক্রমযোগতঃ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ। তর্জ্জন্যনামিকামধ্যে কনিষ্ঠাক্রমযোগতঃ ইতি (গ) পাঠঃ (৩) পরিবৃত্য (গ) পাঠঃ।

কারয়েৎ সমৌ। অনামান্তর্গতে কৃত্বা তর্জ্জন্যৌ কুটিলাকৃতী। কনিষ্ঠিকে নিযুঞ্জীত নিজস্থানে মহেশ্বরি। ত্রিখণ্ডেয়ং সমাখ্যাতা ত্রিপুরাধ্যানকর্ম্মণি ॥ ২ ॥ মধ্যমামধ্যগে কৃত্বা কনিষ্ঠৈঽঙ্গুষ্ঠৈরোধিতে (১)। তর্জ্জন্যৌ দণ্ডবৎ কৃত্বা মধ্যমোপর্য্যনামিকে। এষা চ প্রথমা মুদ্রা সর্ব্বসংক্ষোভকারিণী ॥ ৩ ॥ এতস্যা এব মুদ্রায়া মধ্যমে সরলে যদা। ক্রিয়েতে পরমেশানি সর্ব্ববিদ্রাবণী তদা ॥ ৪ ॥ মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ কনিষ্ঠানামিকে সমে। অঙ্কুশাকাররূপাভ্যাং মধ্যমে পরমেশ্বরি। অঙ্গুষ্ঠস্তু নিযুঞ্জীত কনিষ্ঠানামিকোপরি। ইয়মাকর্ষিণী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী পরা ॥ ৫ ॥ পুটাকারৌ করৌ কৃত্বা তর্জ্জন্যাবঙ্কুশাকৃতী। পরিবর্ত্তক্রমেণৈব মধ্যমে তদধোগতে। ক্রমেণ দেবি তেনৈব কনিষ্ঠানামিকে তথা। সংযোজ্য নিবিড়াঃ সর্ব্বা অঙ্গুষ্ঠাবগ্রদেশতঃ। মুদ্রেয়ং পরমেশানি সর্ব্ববশঙ্করী মতা ॥ ৬ ॥ সম্মুখৌ তু করৌ কৃত্বা মধ্যমামধ্যগেঽন্ত্যজে। অনামিকে তু সরলে তদ্বহিস্তর্জ্জনীদ্বয়ম্। দণ্ডাকারৌ ততোঽঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যমানখদেশগৌ। মুদ্রেয়মুন্মাদিনী নাম্নাকর্ষিণী (২) সর্ব্বযোষিতাম্ ॥ ৭ ॥ অস্যাস্ত্বনামিকাযুগ্মমধঃকৃত্বাঙ্কুশাকৃতী।

পরস্পর সংলগ্ন করিয়া ঘুরাইবে ; দুই অঙ্গুষ্ঠ সমভাবে রাখিবে ; দুই তর্জ্জনীকে অনামার মধ্যগত করিয়া বক্র করিবে। কনিষ্ঠাদ্বয়কে নিজস্থানে রাখিবে। হে মহেশ্বরি! ইহার নাম ত্রিখণ্ডামুদ্রা, ত্রিপুরাদেবীর ধ্যানকালে এই মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। ২। দুই হস্তের দুই কনিষ্ঠাকে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া দুই মধ্যমার মধ্যপর্ব্বে রাখিয়া দুই তর্জ্জনীকে দণ্ডবৎ সরল করিবে, দুই মধ্যমার পৃষ্ঠে দুই অনামিকা রাখিবে, ইহার নাম সর্ব্বসংক্ষোভকারিণী নামক প্রথমা মুদ্রা। ৩। এই মুদ্রার মধ্যমা দুইটিকে যখন সরল রাখিবে, হে মহেশ্বরি! তখন সর্ব্ববিদ্রাবণী মুদ্রা হইবে। ৪। হে পরমেশ্বরি। কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে সরলভাবে রাখিয়া মধ্যমা ও তর্জ্জনীকে অঙ্কুশাকার করিবে। কনিষ্ঠা ও অনামিকার উপরে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিবে। ইহার নাম আকর্ষণী মুদ্রা, এই মুদ্রায় স্বচ্ছন্দে ত্রৈলোক্য আকৃষ্ট করা যায়। ৫। দুই হস্ত পুটাকার করিয়া দুই তর্জ্জনীকে অঙ্কুশাকার করিবে, দুই মধ্যমাকে দুই তর্জ্জনীর পৃষ্ঠে রাখিবে হে দেবি! সেই ক্রমে মধ্যমার পৃষ্ঠে অনামিকা ও অনামিকার পৃষ্ঠে কনিষ্ঠা রাখিবে। এইরূপে সমস্ত অঙ্গুলি নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠ উহাদের অগ্রদেশে রাখিবে। হে পরমেশ্বরি! ইহার নাম সর্ব্ববশঙ্করী মুদ্রা। ৬। দুই হস্ত সম্মুখে রাখিয়া কনিষ্ঠা-দুইটিকে মধ্যমাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ও অনামিকাদ্বয়কে সরল করিবে, দুই তর্জ্জনীকে তাহার বাহিরে রাখিবে, দুই অঙ্গুষ্ঠকে দণ্ডাকার করিয়া মধ্যমার অগ্রে যুক্ত করিবে। ইহার নাম উন্মাদিনী মুদ্রা; নিখিল রমণী এই মুদ্রায় আকৃষ্ট হয়। ৭। এই আকর্ষিণী মুদ্রার দুই অনামিকাকে অধোভাগে রাখিয়া

---

(১) কনিষ্ঠেঽঙ্গুষ্ঠ ইত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ।

(২) নাম ক্লেদিনী ইতি (ক) (খ) পাঠঃ, নাম্না ক্লেদিনী ইতি (গ) পাঠঃ।

তর্জ্জন্যাবপি তেনৈব ক্রমেণ বিনিযোজয়েৎ। ইয়ং মহাঙ্কুশা মুদ্রা সর্ব্বকামার্থসাধিনী ॥ ৮ ॥ সব্যং দক্ষিণদেশে তু সব্যদেশে তু দক্ষিণম্। বাহুং কৃত্বা মহাদেবি হস্তৌ (১) সংপরিবর্ত্ত্য চ। কনিষ্ঠানামিকে দেবি যুক্ত্বা তেন ক্রমেণ তু। তর্জ্জনীভ্যাং সমাক্রান্তে সর্ব্বোর্দ্ধমপি মধ্যমে। অঙ্গুষ্ঠৌ তু মহেশানি সরলাবপি কারয়েৎ। ইয়ং সা খেচরী নাম্না পার্থিবস্থানযোজিতা ॥ ৯ ॥ পরিবর্ত্ত্য করৌ স্পষ্টা(২)বর্দ্ধচন্দ্রাকৃতী প্রিয়ে। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযুগলং যুগপৎ কারয়েত্ততঃ। অধঃকনিষ্ঠাবষ্টব্ধে মধ্যমে বিনিযোজয়েৎ। তথৈব কুটিলে যোজ্যে (৩) সর্ব্বাধস্তাদনামিকে। বীজমুদ্রেয়মচিরাৎ সর্ব্বসিদ্ধিবিবর্দ্ধিনী ॥ ১০ ॥ মধ্যমে কুটিলে কৃত্বা তর্জ্জন্যুপরি সংস্থিতে অনামিকে মধ্যগতে তথৈব হি কনিষ্ঠিকে! সর্ব্বা একত্র সংযোজ্য অঙ্গুষ্ঠপরি(৪)পীড়িতাঃ। এষা তু পরমা মুদ্রা যোনিমুদ্রেয়মীরিতা ॥ ১১ ॥ এতা মুদ্রা মহেশানি ত্রিপুরায়া ময়োদিতাঃ। পূজাকালে প্রয়োক্তব্যা যথানুক্রমযোগতঃ ॥ ১২ ॥ বামহস্তেন মুষ্টিন্তু বদ্ধা কর্ণপ্রদেশকে। তর্জ্জনীং সরলাং কৃত্বা ভ্রাময়েন্মন্ত্রবিত্তমঃ। সৌভাগ্যদণ্ডিনী মুদ্রা ন্যাসকালেঽপি সূচিতা ॥ ১৩ ॥ অন্তরঙ্গুষ্ঠমুষ্ট্যা তু নিরুধ্য (৫) তর্জ্জনীমিমাম্। রিপুজিহ্বাগ্রহা মুদ্রা ন্যাসকালে তু সূচিতা ॥ ১৪ ॥ বদ্ধা

দুই তর্জ্জনীকে অঙ্কুশাকারে পূর্ব্বপ্রকারে রাখিবে, ইহার নাম মহাঙ্কুশা মুদ্রা। নিখিল কাম ও অর্থ ইহা দ্বারা সাধিত হয়। ৮। হে মহাদেবি! দক্ষিণভাগে বামবাহু ও বামভাগে দক্ষিণ বাহু রাখিয়া দুই হস্ত ঘুরাইয়া কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে যুক্ত করত দুই তর্জ্জনী দ্বারা দুই মধ্যমা চাপিয়া রাখিবে, দুই অঙ্গুষ্ঠকে সরল করিবে। ইহার নাম খেচরীমুদ্রা। ৯। হে প্রিয়ে! দুই হস্তকে ঘুরাইয়া লইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকার করিবে, দুই তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ একত্র মিলিত করিবে। দুই মধ্যমার নিম্নভাগ কনিষ্ঠা দ্বারা চাপিবে। সকল অঙ্গুলির অধোভাগে দুই অনামিকাকে বক্রভাবে রাখিবে। ইহার নাম বীজমুদ্রা, ইহার দ্বারা অচিরে সর্ব্বসিদ্ধি বর্দ্ধিত হয়। ১০। দুই হস্তের দুই তর্জ্জনীর পৃষ্ঠে বক্রভাবে দুই মধ্যমা থাকিবে, দুই অনামিকা ও দুই কনিষ্ঠা উহাদের মধ্যে থাকিবে। এইরূপে উভয় হস্তের সমস্ত অঙ্গুলি একত্র যোগ করিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া ধরিবে। ইহার নাম যোনিমুদ্রা, ইহাকে পরমামুদ্রা বলে। ১১। হে মহেশ্বরি! ত্রিপুরাদেবীর এই সকল মুদ্রা আমি বলিলাম; পূজাকালে এই সকল মুদ্রা যথাযথভাবে প্রয়োগ করিবে। ১২। বামহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জনীকে সরল করিয়া কর্ণপ্রদেশে ঘুরাইবে। ইহার নাম সৌভাগ্যদণ্ডিনী মুদ্রা। ন্যাসকালে এই মুদ্রার প্রয়োগ করিতে হয়। ১৩। ভিতরে অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক সেই মুষ্টিদ্বারা তর্জ্জনী চাপিয়া রাখিলে

---

(১) হস্তৌ ইত্যত্র ভস্মৈ ইতি (গ) পাঠঃ। (২) স্পৃষ্টৌ ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৩) যোজ্য ইতি (গ) পাঠঃ। (৪) অঙ্গুষ্ঠোপরি ইতি (গ) পাঠঃ।

(৫) অন্তরঙ্গুষ্ঠমুষ্ট্যাস্ত নিবধ্য ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

তু যোনিমুদ্রাং বৈ মধ্যমে কুটিলে কুরু। অঙ্গুষ্ঠৌ চ তদগ্রে তু মুদ্রেয়ং ভূতিনী মতা॥ ১৫॥ বামমুষ্টিং বিধায়াথ তর্জ্জনীমধ্যমে ততঃ। প্রসার্য্য তর্জ্জনীমুদ্রা নির্দ্দিষ্টা বজ্রপাণিনা॥ ১৬॥ ইতি মুদ্রাপ্রকরণম্।

অথ ধারণযন্ত্রাদি।—তত্রাদৌ ভুবনেশ্বরীযন্ত্রম্। শারদায়াম্।—আলিখ্যাষ্টদিগর্গলান্ত্যুদরগং পাশাদিকং ত্র্যক্ষরং কোষ্ঠেষঙ্গমনূন্ (১) পরেষু বিলখেদষ্টার্ণমন্ত্রদ্বয়ম্। অচ্-পূর্ব্বাপরষট্ক-যুগ্‌লযবরান্ ব্যোমাসনানর্গলেষ্বালিখ্যেন্দ্রজলাধিপাদিগুণশঃ পঙ্‌ক্তিদ্বয়ং তৎপরম্॥ কোষ্ঠেষ্বষ্টযুগার্ণমাত্মসহিতাং যুগ্মস্বরান্তর্গতাং মায়াং কেশরগাং দলেষু

রিপুজিহ্বাগ্রহা নামে মুদ্রা হয়। ১৪। প্রথমে যোনিমুদ্রা করিয়া মধ্যমা-দুইটিকে বক্রভাবে রাখ; তাহার উপরে দুই অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন কর। ইহার নাম ভূতিনীমুদ্রা। ১৫। বামহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উহার তর্জ্জনী ও মধ্যমাকে প্রসারিত করিলে তর্জ্জনীমুদ্রা হয়,—বজ্রপাণি এই তর্জ্জনীমুদ্রার সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৬। মুদ্রা-প্রকরণ সমাপ্ত।

অনন্তর ধারণযন্ত্র প্রভৃতি বলা হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমে ভুবনেশ্বীযন্ত্র দেখান যাইতেছে। শারদাতিলকে বলিয়াছেন, অষ্টদিকে আটটি অর্গল লিখিয়া তাহার মধ্যে "আং হ্রীং ক্রোং" "বৌষট্" ও "অমুকস্ত অমুকং কর্ম্ম কুরু কুরু" এই মন্ত্র লিখিবে। তাহার পরবর্ত্তী অষ্টকোণের মধ্যচতুষ্কোণে "নমঃ" "স্বাহা," "বষট্" "হুং" এই চারিটী মন্ত্র লিখিবে, অবশিষ্ট চতুষ্কোণে "ফট্" মন্ত্র লিখিতে হইবে। তাহার পরবর্ত্তী অষ্টকোণে "আং, শ্রীং, হ্রীং, ক্লাং, ক্লীং, হ্রীং শ্রীং, ক্রোং," এই অষ্টবর্ণাত্মক মন্ত্র লিখিবে। তাহার পরবর্ত্তী অষ্টকোণে 'কামিনি রঞ্জিনি, স্বাহা' এই অষ্টাক্ষরমন্ত্রের এক একটী বর্ণ লিখিবে। তাহার পরবর্ত্তী অর্গলান্তর্গত অষ্টকোষ্ঠে—"হ্লং হ্লাং হ্লিং হ্লীং হ্লুং হ্লূং"। "হ্যং হ্যাং হ্যিং হ্যীং হ্যুং হ্যূং"। "হ্বং হ্বাং হ্বিং হ্বীং হ্বুং হ্বূং"। "হ্রং হ্রাং হ্রিং হ্রীং হ্রুং হ্রূং।" "হ্লেং হ্লৈং হ্লোং হ্লৌং হ্লং হ্লঃ।" "হ্যেং হ্যৈং হ্যোং হ্যৌং হ্যং হ্যঃ।" "হ্বেং হ্বৈং হ্বোং হ্বৌং হ্বং হ্বঃ।" "হ্রেং হ্রৈং হ্রোং হ্রৌং হ্রং হ্রঃ।" এই বর্ণাবলী যথাক্রমে দুই পংক্তি দ্বারা উর্দ্ধমুখ ও অধোমুখ করিয়া লিখিবে। ইহার মধ্যে প্রথম ছয়টিবর্ণ পূর্ব্বদিকে, দ্বিতীয় ছয়টি বর্ণ অগ্নিকোণে, তৃতীয় ছয়টিবর্ণ দক্ষিণদিকে, চতুর্থ ছয়টিবর্ণ নৈর্ঋতকোণে, পঞ্চম ছয়টিবর্ণ পশ্চিমদিকে, ষষ্ঠ ছয়টিবর্ণ বায়ুকোণে, সপ্তম ছয়টিবর্ণ উত্তরদিকে এবং অষ্টম ছয়টিবর্ণ ঈশানকোণে লিখিবে। তাহার পরবর্ত্তী ষোড়শ কোষ্ঠে "হ্রীং গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি হুং ফট্ স্বাহা" এই ষোড়শাক্ষর

---

(১) কোষ্ঠেষ্বিতি তত্রাপি অগ্নীশাদিকোণেষু অঙ্গমনূন্ নমঃ স্বাহেত্যাদি-মনূন্ পূর্ব্বাদিদিক্ষু ফড়িতি বৌষট্ আং হ্রাং-হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদ্যা অঙ্গমনব ইত্যর্থঃ। বিনিগমকাভাবাদেবাঙ্গমন্ত্রস্ত দুর্ব্বচত্বাৎ। অপরেষষ্টকোষ্ঠেষু প্রথমাষ্টাক্ষরং তয়োরষ্টকোষ্ঠেষু দ্বিতীয়াষ্টাক্ষরমিত্যাদি। (আ০ বি০)ঃ টিপ্পনী।

বিলিখেদ্ মূলং ত্রিপঙ্ক্তিক্রমাৎ। ত্রিঃ পাশাঙ্কুশবেষ্টিতঞ্চ লিপিভির্ব্বীতং ক্রমাদুৎক্রমাৎ পদ্মস্থেন ঘটেন পঙ্কজমুখেনাবেষ্টিতং তদ্বহিঃ॥ ঘটার্গলমিদং যন্ত্রং মন্ত্রিণাং শ্রীপ্রদং মতম্। পাশশ্রীশক্তিকন্দর্পকামশক্তিরমাঙ্কুশাঃ (১)। প্রথমোঽষ্টাক্ষরো মন্ত্রস্ততঃ কামিনি রঞ্জিনি। স্বাহান্তোঽষ্টাক্ষরঃ সম্ভিরপরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (২)। হ্রীং গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি সবর্ম্ম (৩) ফট্। দ্বিঠান্তঃ ষোড়শার্ণোঽয়ং মন্ত্রঃ সদ্ভিরুদীরিতঃ॥ ১॥ ইতি ঘটার্গলযন্ত্রম্॥

অথ ত্বরিতাযন্ত্রম্।—তারে হূং বিলিখেৎ সরোজকুহরে সাধ্যাভিধানান্বিতং, মন্ত্রার্ণান বসুসংখ্যকান্ (৪) বসুদলেষ্বালিখ্য তদ্বাহ্যতঃ। শক্ত্যা ত্রিঃ পরিবেষ্টিতং ঘটগতং পদ্মস্থমজ্ঞাননং, যন্ত্রং বশ্যকরং গ্রহাদিভয়হৃল্লক্ষ্মীপ্রদং কান্তিদম॥ ২॥ ইতি ত্বরিতাযন্ত্রম্॥

মন্ত্রের এক একটি বর্ণ লিখিবে। তাহার পরে অষ্ট কেশরে ক্রমশঃ "হংসঃ অ ঈ আ হংসঃ," "হংসঃ ই ঈ ঈ হংসঃ," "হংসঃ উ ঈ ঊ হংসঃ," "হংসঃ ঋ ঈ ৠ হংসঃ" "হংসঃ ঌ ঈ ৡ হংসঃ" "হংসঃ" এ ঈ ঐ হংসঃ" "হংসঃ ও ঈ ঔ হংসঃ," "হংসঃ অং ঈ অঃ হংসঃ";—এই মন্ত্রগুলি লিখিবে। তাহার উপরিস্থিত অষ্টদলে "আং হ্রীং ক্রোং" এই মন্ত্র তিন-পংক্তি করিয়া লিখিবে। পরে সমস্ত পদ্ম বেষ্টন করিয়া "আং ক্রোং" এই মন্ত্র তিন-পংক্তিতে লিখিবে। তাহার উপরিভাগে অনুলোমে পঞ্চাশৎ-মাতৃকাবর্ণদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহার উপরিভাগে বিলোমে আবার পঞ্চাশৎ বর্ণদ্বারা বেষ্টন করিবে। তাহার পরে অপর পদ্ম-মুখের সহিত বহির্দ্দেশে অপরপদ্মস্থ ঘট বেষ্টন করিয়া দিবে। ইহার নাম ঘটার্গলযন্ত্র। এই ঘটার্গলযন্ত্র সাধকদিগের শ্রীপ্রদ বলিয়া কথিত। প্রথমে যে দুই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের কথা হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম অষ্টাক্ষর মন্ত্র যথা,—"আং শ্রীং হ্রীং ক্লীং ক্লীং হ্রীং শ্রীং ক্রোং।" দ্বিতীয় অষ্টাক্ষর মন্ত্র যথা,—"কামিনি রঞ্জিনি স্বাহা"। ষোড়শাক্ষর মন্ত্র যথা,—হ্রীং গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি হূং ফট্ স্বাহা। ১। ঘটার্গলযন্ত্র সমাপ্ত।

ত্বরিতার ধারণযন্ত্র যথা।—প্রথমে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার কর্ণিকামধ্যে একটি প্রণব (ওঁ) লিখিবে, ঐ প্রণবের মধ্যে 'হূং' এই মন্ত্র লিখিয়া তাহার পার্শ্বে যাহাকে বশ করিতে হইবে তাহার নাম "অমুকং বশমানয়" এইরূপ লিখিবে। পরে পদ্মের আটটি দলে অষ্টাক্ষর মহিষমর্দ্দিনী-মন্ত্রের (মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা এই মন্ত্রের) আটটি বর্ণ লিখিবে, ইহার উপরিভাগ "হ্রীং" এই মন্ত্র দ্বারা তিন পঙ্ক্তিতে বেষ্টন করিবে।

---

(১) শক্তীন্দিরাঙ্কুশাঃ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ। ইন্দিরা রমা।

(২) কীর্ত্তিতো মনুরিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৩) বর্ম্ম হূং।

(৪) মহিষমর্দ্দিন্যা অষ্টাক্ষরমন্ত্রম্। টিপ্পন্যেষা প্রাচীনতন্ত্রপুস্তকতঃ প্রাপ্তা! ত্বরিতামন্ত্রস্তু দ্বাদশাক্ষরঃ, তস্যাষ্টাক্ষরত্বাভাবাদত্র তদ্বর্ণসন্নিবেশঃ সুদুর্ঘটঃ।

অথ নবদুর্গাযন্ত্রম (১)—পদ্মং ভানুদলান্বিতং প্রবিলিখেত্তৎকর্ণিকায়াং পুনস্তারং শক্তিগবীজসাধ্যসহিতং তৎকেশরেষু ক্রমাৎ। মর্দ্দিন্যা মনুসম্ভবান্ যুগলশো বর্ণান্ পুনঃ পত্রগান্, মন্ত্রার্ণান্ গুণশো বিধায় বিলিখেদন্ত্যং হৃদন্ত্যে দলে। মন্ত্রস্তু।—"উত্তিষ্ঠ পুরুষি কিং স্বপিষি ভয়ং মে সমুপস্থিতম্। যদি শক্যমশক্যং বা তন্মে (২) ভগবতি শময় স্বাহা।" মাতৃকাবর্ণসংবীতং ভূপুরদ্বয়মধ্যগম্। যন্ত্রঞ্চ বিন্ধ্যবাসিন্যাঃ(৩) প্রোক্তং সর্ব্বসমৃদ্ধিদম্। রক্ষাকরং বিশেষেণ ক্ষুদ্রন-

নবদুর্গা-যন্ত্রম্।

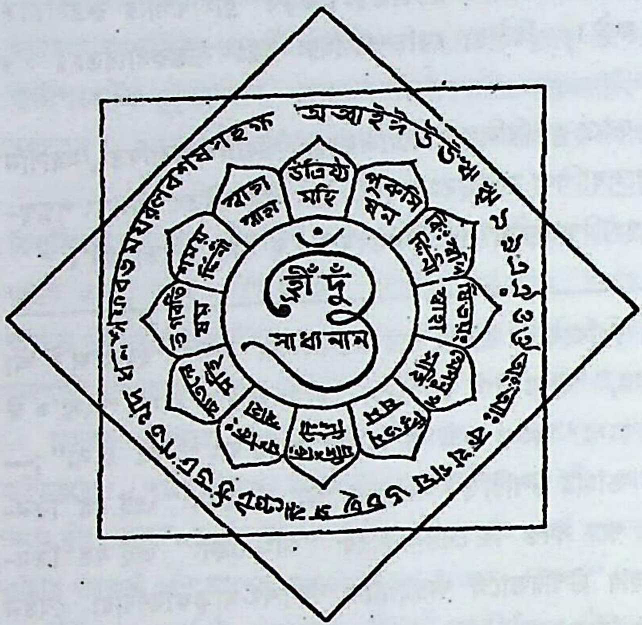

এই যন্ত্রও ঘটের উপরে থাকিবে। যন্ত্রটির নিম্নে একটি পদ্ম ও মুখেও আর একটি পদ্ম থাকিবে। এই যন্ত্রে লোক-বশীকরণ, গ্রহাদিভীতিনাশ, সমৃদ্ধি ও কান্তিলাভ হইয়া থাকে। ২। ত্বরিতাযন্ত্র সমাপ্ত।

নবদুর্গার ধারণযন্ত্র। যথা,—অগ্রে দ্বাদশদল একটি পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার কর্ণিকায় একটি প্রণব লিখিবে। সেই প্রণবের মধ্যে "হ্রীং দুং" এই দুই বীজ ও সাধ্যের নাম লিখিবে। পদ্মের দ্বাদশ কেশরে "মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা" এই মন্ত্রের দুই দুই বর্ণ লিখিবে; দুইটি করিয়া বর্ণ লিখিলে দ্বাদশ কেশরে মন্ত্রটি তিনবার লিখিত হইবে। কেশরের উপরিস্থ, পদ্মের দ্বাদশদলে "উত্তিষ্ঠ পুরুষি কিং স্বপিষি ভয়ং মে সমুপস্থিতম্। যদি শক্যমশক্যং বা তন্মে ভগবতি শময় স্বাহা।" এই সপ্তত্রিংশদ্বর্ণ মন্ত্রের তিনটি তিনটি বর্ণ লিখিয়া শেষ বর্ণটি শেষ দলে লিখিবে। পদ্মটি মাতৃকাবর্ণ দ্বারা বেষ্টন করিবে। তাহার দুইটি ভূপুর অঙ্কিত করিবে। তাহা হইলে যন্ত্রটি

---

(১) নবদুর্গাযন্ত্রমিতি (ক, পাঠঃ। দুর্গাযন্ত্রমিতি (খ) পাঠঃ। বিন্ধ্যবাসিনীযন্ত্রমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) তন্মে ভগবতি ইতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৩) যন্ত্রং বিন্ধ্যনিবাসিন্যা ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

ভূতাদিনাশনম্। রাজ্যদং ভ্রষ্টরাজ্যানাং বশ্যদং বশ্যমিচ্ছতাম্ (১)। সুতার্থিনাং চ সুতদং রোগিণাং রোগশান্তিদম্ (২)। বহুনা কিমিহোক্তেন যন্ত্রং তৎ কামদো মণিঃ (৩)॥ ৩॥ ইতি নবদুর্গাযন্ত্রম্।

অথ লক্ষ্মীযন্ত্রম্।—বেদাদিস্থিতসাধ্যনাম যুগশঃ শ্রীশক্তিমারান্বিতং কিঞ্জল্কেষু, দিনেশপত্রবিলসন্মন্ত্রাক্ষরং তদ্বহিঃ। পদ্মং ব্যঞ্জনকেশরং স্বরলসৎপত্রাষ্টযুগ্মং ধরাবিম্বাভ্যাং বষড়ন্তয়া ত্বরিতয়া যন্ত্রং লিখেদ্বেষ্টিতম্॥ ভূপুরদ্বয়কোণেষু হক্ষৌ লেখ্যৌ পুনঃপুনঃ। মহালক্ষ্মীযন্ত্রমিদং সর্ব্বৈশ্বর্য্যফলপ্রদম্॥ সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্। বহুনা কিমিহোক্তেন পরমস্মান্ন বিদ্যতে (৪)॥ ৪॥

দুই ভূপুরের মধ্যে থাকিবে। ইহার নাম বিন্ধ্যবাসিনী-যন্ত্র ইহা দ্বারা সকল সমৃদ্ধিলাভ হয় এই যন্ত্র ধারণকারীকে রক্ষা করে,—বিশেষতঃ ক্ষুদ্রভূতাদি নাশিত হয়, রাজ্যভ্রষ্টেরা ইহা দ্বারা রাজ্য পায়; যাহারা লোক বশীকরণ ইচ্ছা করে, তাহারা লোক বশ করিতে পারে, পুত্রার্থীদের পুত্রলাভ, রোগীদিগের রোগশান্তি হয়, অধিক কি এই যন্ত্র একটি কামদ মণিস্বরূপ। ৩।

লক্ষ্মীযন্ত্র,—যথা,—দ্বাদশদল একটি পদ্ম অঙ্কিত করিয়া সেই পদ্মের কর্ণিকায় প্রণব লিখিয়া তন্মধ্যে সাধ্যের নাম লিখিবে। দ্বাদশকিঞ্জল্কে শ্রীবীজ, মায়াবীজ ও কামবীজ শ্রীং হ্রীং ক্লীং এই তিনটী বীজ দুই দুই করিয়া লিখিবে। অর্থাৎ প্রথম কিঞ্জল্কে শ্রীবীজ ও শক্তিবীজ, দ্বিতীয় কিঞ্জল্কে কামবীজ ও শ্রীবীজ, তৃতীয় কিঞ্জল্কে শক্তিবীজ ও কামবীজ এইরূপ ক্রমে লিখিবে। এইরূপ লিখিলে তিনটি বীজ আটবার লেখা হইবে। পদ্মের দ্বাদশদলে মন্ত্রাক্ষরগুলি (ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হেসৌর্জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ) একটি একটি করিয়া লিখিবে। ইহার বাহিরে ষোড়শদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া সেই পদ্মের ষোড়শ কেশরে দুই দুইটি করিয়া বত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ লিখিবে, পদ্মের ষোড়শদলে ষোড়শ স্বরবর্ণ লিখিবে। ঐ ষোড়শদল পদ্ম ত্বরিতামন্ত্রের অন্তে ফট্স্থলে বষট্ যোগ করত (ওঁ হ্রীং হূং খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রী হূং ক্ষে হ্রীং বষট্) এইরূপ ত্বরিতামন্ত্র বেষ্টন করিয়া দুইটি ভূপুরদ্বারা বেষ্টন করিবে। ভূপুরদ্বয়ের কোণে 'হ ক্ষ' এই দুই বর্ণ লিখিবে। 'হক্ষ' আটবার লেখা হইবে। এই মহালক্ষ্মীযন্ত্রে সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ, সকল দুঃখের শান্তি ও সকল বিপদ নিবারণ হইয়া থাকে; অধিক কথা কি? ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যন্ত্র আর নাই। ৪।

---

(১) বসুদং বসুমিচ্ছতামিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(২) রোগনাশনম্ (আ০ বি০) পাঠঃ। (০) কামদং নৃণামিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(৪) অস্যার্থঃ। বেদাদিঃ প্রণবস্তদন্তঃ সাধ্যনাম যত্র পদ্মে তৎ। অর্থাৎ কর্ণিকায়াঃ প্রণবমধ্যে, সাধ্যং লেখ্যম্। কিঞ্জল্কেষু যুগশো দ্বিশঃ শ্রীশক্তিমারান্বিতম্ আদ্যকিঞ্জল্কে শ্রীশক্তী, পরে মারশ্রিয়ৌ

ত্রিপুরভৈরবী-যন্ত্রম্।

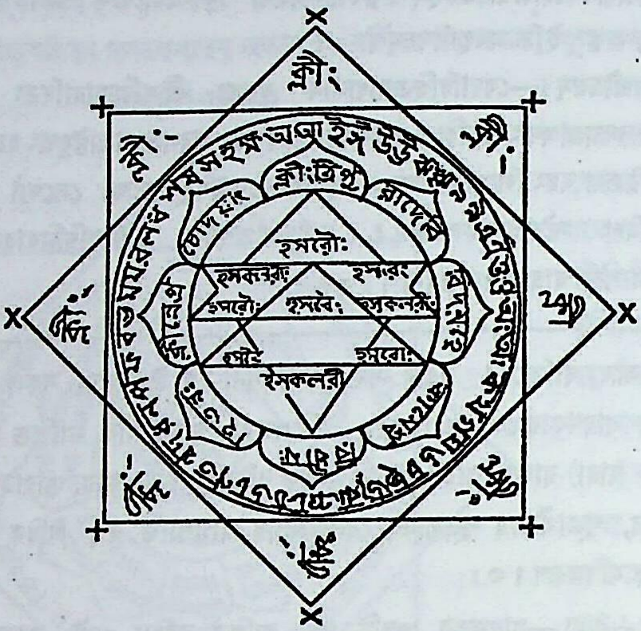

অথ ত্রিপুরভৈরবীযন্ত্রম্ (১)।—মধ্যাদ্যঃ নবযোনিষু প্রবিলিখেদ্বীজানি বর্ণাংস্ত্রিশো গায়ত্র্যাঃ পুনরষ্ট-পত্রবিবরেষ্বালিখ্য লিপ্যাবৃতম্। ভূবিম্বদ্বিতয়েন মন্মথযুজা কোণেষু

ত্রিপুরভৈরবীযন্ত্র যথা,—প্রথমে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া পদ্মের কেশরে নবযোনি অঙ্কিত করিবে। প্রথমে নবযোনির মধ্য-যোনি হইতে আরম্ভ করিয়া 'হস্রৈং'; 'হস্কল্রীং' 'হস্রৌঃ' এই ত্রিকূট মন্ত্রের এক এক কূট লিখিবে। এই ত্রিকূট মন্ত্র তিনবার লেখা হইবে। পদ্মের অষ্টদলে "ক্লীং ত্রিপুরাদেবি বিদ্মহে কামেশ্বরি ধীমহি তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ"—এই ত্রিপুরাগায়ত্রীর তিন তিনটি বর্ণ লিখিবে। এই

তৎপরে শক্তিমায়াবিতি সম্প্রদায়বিদঃ। তেন বীজত্রয়স্যাষ্টাবৃত্তয়ঃ' অন্যে তু যুগশশ্চতুর্ব্বারং শ্রীশক্তিমায়াবিতং তেনৈকং বীজং দ্বিরাবৃত্তং কেশরেষু শ্রীং শ্রীমিতি লিখেৎ দ্বিরাবৃত্তস্য কেশরদ্বিত্বাদিতি। পুনঃ কীদৃক্ দিনেশপত্রেষু দ্বাদশপত্রেষু বিলসন্তি মন্ত্রাক্ষরাণি যত্র। পুনঃ কিম্ভূতং বহির্ব্যঞ্জনানি ককারাদীনি কেশরেষু যত্র। অত্র সর্ব্বত্র দলাদিলিখনং জ্ঞেয়ম্। কেশরাণাং দ্বিত্বাদ্ ব্যঞ্জনদ্বয়মেকৈকস্মিন্ কেশরেষু লেখ্যমিতি। হক্ষৌ ভূপুরদ্বারকোণে লেখ্যৌ। পুনঃ কীদৃক্ স্বরৈর্ব্বিলসৎপত্রাষ্টযুগ্মং ষোড়শপত্রং যস্মিন্ তৎ। ধরাবিম্বাভ্যাং পরস্পরবিভিন্নাভ্যাং বেষ্টিতম্। ত্বরিতয়া সহেতি সম্বন্ধঃ। তেন ত্বরিতয়া সংবেষ্ট্য পশ্চাৎ তাভ্যাং বেষ্টয়েৎ। কীদৃশ্যা ত্বরিতয়া তদাহ বষড়িতি। তত্র ফট্ কারস্থানে বষট্ কার ইতি সম্প্রদায়ঃ। শক্রাদিবষড়ন্তয়া ত্বরিতয়েতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। অন্যে তু বষট্ কারমধিকমাহুঃ। হক্ষাবিতি অষ্টধাবৃত্তাবিতি মহালক্ষ্মীমন্ত্রম্ (আ০ বি০) পাঠঃ।

(১) ভৈরবীযন্ত্রমিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

সংবেষ্টিতং, যন্ত্রং ত্রৈপুরমীরিতম্ ত্রিভুবনপ্রক্ষোভণং শ্রীপ্রদম্ ॥ গায়ত্রী তু,—মান্মথং ত্রিপুরাদেবি বিদ্মহে পদমুদ্ধরেৎ। উক্ত্বা কামেশ্বরিপদং প্রবদেদথ ধীমহি। অন্তে চ (১) প্রবদেদ্ভূয়স্তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ। গায়ত্র্যেষা সমাখ্যাতা ত্রৈপুরী-সর্ব্বসিদ্ধিদা ॥ ৫ ॥

অথ ত্রিপুরাযন্ত্রম্ (২)।—বহ্নের্গেহযুগান্তরস্থসদনে মায়াং লিখেদ্বাগ্ভবং ষট্‌কোণেষথ সন্ধিষু প্রবিলিখেৎ ব্লুংকার (৩) মাবেষ্টয়েৎ। স্ত্রীং বীজেন সমীরিতং ত্রিভুবনপ্রক্ষোভণং ত্রৈপুরম্। যন্ত্রং পঞ্চমনোভবাক্ষরমিদং সৌন্দর্য্যসম্পৎকরম্ ॥ ৬ ॥ ইতি ত্রিপুরাযন্ত্রম্ (৪)।

(অথ শ্রীবিদ্যাযন্ত্রম্।—বিশেষং ধারণং যন্ত্রং প্রসঙ্গাৎ কথয়ামি তে। রেফহকারয়োর্ম্মধ্যে দেবীনামাভিমুখ্যকম্। সাধ্যনাম দ্বিতীয়ান্তং তস্যোর্দ্ধে বিলিখেন্মনুম্। তত্রৈব মাতৃকাং সর্ব্বাং বিলিখেচ্চক্রবাহ্যতঃ। পঞ্চগব্যামৃতেনৈব মূলেন পরিবেষ্টয়েৎ।

গায়ত্রাতে চব্বিশটি বর্ণ আছে। মাতৃকাবর্ণ দ্বারা ঐ পদ্মটি বেষ্টন করিয়া দুইটি ভূপুরদ্বারা আবার বেষ্টন করিবে। ভূপুরের কোণে কামবীজ (ক্লীং) লিখিবে। ইহাকে ত্রিপুরাভৈরবীযন্ত্র বলে। এই যন্ত্র ধারণ করিলে ত্রিভুবন ক্ষোভিত করা যায় শ্রীলাভ হয়। ত্রিপুরার গায়ত্রী যথা,—প্রথমে কামবীজ, তাহার পরে 'ত্রিপুরাদেবি বিদ্মহে' এই পদ উদ্ধার করিবে। তাহার পরে 'কামেশ্বরি' বলিয়া 'ধীমহি' বলিবে, সর্ব্বশেষে 'তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ' বলিবে। এই ত্রিপুরা-গায়ত্রী সকল সিদ্ধি দান করে। ৫।

আর একটি ত্রিপুরাযন্ত্র যথা—দুইটি বহ্নিগৃহ অর্থাৎ ত্রিকোণদ্বয় একটি উর্দ্ধমুখ তাহার উপরে আর একটি অধোমুখ ভাবে অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্য স্থলে কামবীজ (ক্লীং) ও মায়াবীজ (হ্রীং) লিখিবে। ত্রিকোণের ছয়টি কোণে বাগ্বীজ ঐং লিখিবে। ত্রিকোণসন্ধিস্থলে 'ব্লুং' এই বীজ লিখিবে। 'স্ত্রীং' এই বীজ দ্বারা উহা বেষ্টন করিবে। এই ত্রিপুরাযন্ত্রে ত্রিভুবন বিক্ষোভিত করা যায়। পঞ্চকামবীজময়। ক্লীং হ্রীং ঐং ব্লুং স্ত্রীং এই যন্ত্রে সৌন্দর্য্য ও সম্পদ্ লাভ হয়। ৬।

শ্রীবিদ্যার যন্ত্র, যথা,—প্রসঙ্গক্রমে বিশেষভাবে শ্রীবিদ্যার ধারণযন্ত্র বলিতেছি। 'র' ও 'হ' এই দুই বর্ণের মধ্যস্থলে প্রধানভাবে দেবীর নাম লিখিবে। তাহার অগ্রভাগে দ্বিতীয়া বিভক্তির যোগে সাধ্যের নাম লিখিবে। তাহার উপরিভাগে মন্ত্র লিখিবে। চক্রের বাহিরে সমগ্র মাতৃকাবর্ণ লিখিয়া তদ্দ্বারা চক্র বেষ্টন করিবে। পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা মূলমন্ত্র লিখিয়া ঐ মূলমন্ত্র দ্বারা উহা আবার বেষ্টন করিবে।

---

(১) ভনন্তে (আ০ বি০) পাঠঃ। (২) (খ) পুস্তকে নাস্ত্যেতদ্ যন্ত্রম্। অন্যচ্চ ইত্যুক্ত্বা যন্ত্রমিদং (আ০ বি০) পুস্তকে দর্শিতম্। (৩) শ্রীকারমিতি (ক) পাঠঃ, হুঙ্কারমিতি (ক) পুস্তকে পাঠান্তরমপ্যাদৃতম্। (৪) ত্রিপুরাযন্ত্রদ্বয়মিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

তত্র প্রাণং প্রতিষ্ঠাপ্য বিদ্যামষ্টোত্তরং শতম্। তৎ স্পৃষ্ট্বা প্রজপেন্মন্ত্রং ন্যাসধ্যানপরায়ণঃ। হেম্নো মধ্যগতং কৃত্বা রজতস্যাথবা পুনঃ। করে ধৃত্বা জগদ্বশ্যং হৃদয়ে স্ত্রীষু বল্লভঃ। কণ্ঠে ধনং লভেদ্ভালে স্তম্ভনং জম্ভনং ভবেৎ। শিখায়াং মোক্ষমাপ্নোতি তস্মাদ্ যত্নেন ধারয়েৎ) (১) ॥ ৭ ॥

গণেশস্য ধারণ-যন্ত্রম্।

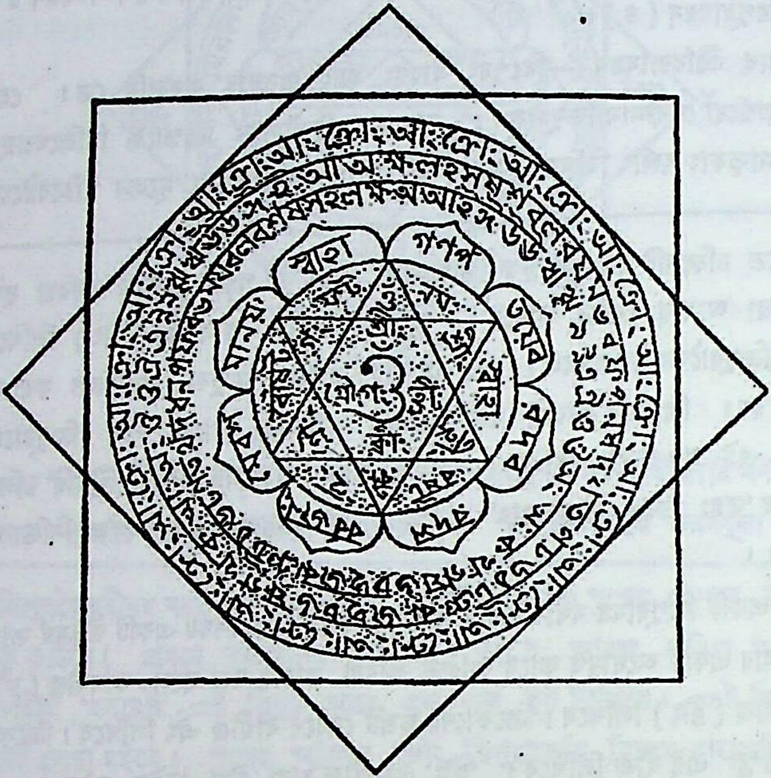

অথ গণেশযন্ত্রম্।—বীজং ষট্‌কোণমধ্যে স্ফুরদনলপুরে তারগং দিক্ষু লক্ষ্মীর্মায়া-

সেই যন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ন্যাস, ধ্যান ও পূজা করিয়া যন্ত্রস্পর্শপূর্ব্বক একশত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। তাহার পরে স্বর্ণ বা রৌপ্যের মধ্যগত করিয়া ঐ যন্ত্র হস্তে ধারণ করিবে। হস্তে ধারণে স্ত্রীজাতির প্রিয়পাত্র হইয়া জগৎ বশীভূত করিতে পারিবে। কণ্ঠে ধারণে ধনলাভ, ললাটে ধারণে স্তম্ভন ও জম্ভন করিবার শক্তিলাভ ও শিখায় ধারণ করিলে মুক্তিলাভ করিবে। সুতরাং যত্নপূর্ব্বক ইহা ধারণ করিবে। ৭।

গণেশযন্ত্র, যথা,—একটি অষ্টদলপদ্ম আঁকিয়া তাহার কর্ণিকা মধ্যে ষট্‌কোণ ও

---

(১) বন্ধনীমধ্যগতং শ্রীবিদ্যাযন্ত্রং (ক) (খ) পুস্তকয়োঃ (আ০ বি০) পুস্তকেঽপি নাস্তি।

কন্দর্পভূমীস্তদনু রসপুটেষ্বালিখেদ্বীজষট্কম্। তৎসন্ধিষ্বঙ্গমন্ত্রান্ বসুদলকমলে মূলমন্ত্রস্থ বর্ণান্ শিষ্টান্ পত্রেষু বিদ্বান্ বিলিখতু গুণশশ্চান্ত্যমন্ত্যে পলাশে॥ আবীতং লিপিভিঃ ক্রমোৎক্রমবশাৎ পাশাঙ্কুশাভ্যামপি ভূবিম্ব-(১) দ্বিতয়েন বেষ্টিতমিদং যন্ত্রং গণাধীশিতুঃ। লাক্ষা-কুঙ্কুম-রোচনা-মৃগমদৈর্ভূর্জ্জোদরে হেম্নি বা সংলিখ্যাভিবহন লভেত সকলৈঃ সংপ্রার্থনীয়াং শ্রিয়ম্॥ উক্তং মহাগণপতের্ব্বিধানং সুরপূজিতম্। সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুংসাং সমস্তপুরুষার্থদম্॥ ৮॥ ইতি গণেশযন্ত্রম্।

অথ শ্রীরামযন্ত্রম্।—তারং মধ্যে বিলিখতু মনুং ষট্সু কোণেষু সন্ধিষঙ্গং মায়াং স্মরমপি চ লিখেৎ কোণগণ্ডেষু পশ্চাৎ। কিঞ্জল্কেষু স্বরগণমথো পত্রমধ্যেষু মালামন্ত্রস্থার্ণান্

তাহার মধ্যে অগ্নিপুর অর্থাৎ একটি ত্রিকোণ লিখিবে। তাহার মধ্যস্থলে প্রণব (ওঁ) প্রণবের মধ্যে গণেশের বীজ (গং) লিখিবে। এই ত্রিকোণটী উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অধোমুখ ত্রিকোণ এই ষট্কোণের মধ্যস্থলে থাকিবে। ষট্কোণের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণের চতুর্দ্দিকে লক্ষ্মীবীজ শ্রীং, মায়াবীজ হ্রীং, কামবীজ ক্লীং, ভূমিবীজ গ্লৌং লিখিবে। ষট্কোণের ছয়টী কোণে ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং এই ছয়টী বীজ লিখিবে। ষট্কোণের ছয় সন্ধিস্থলে 'নমঃ 'স্বাহা' 'বষট্' 'হুং' 'বৌষট্' 'ফট্' এই ছয়টী অঙ্গমন্ত্র লিখিবে। তাহার পরে অষ্টদলপদ্মের সাতটীদলে মূলমন্ত্রের তিন তিনটীবর্ণ লিখিয়া অষ্টমদলে অবশিষ্ট দুইটীবর্ণ লিখিবে। মূলমন্ত্র 'গণপ-তয়ে-বরদ-বরদ-সর্ব্বজনং-মেবশ-মানয় স্বাহা। তাহার পরে ঐ পদ্মটি মাতৃকাবর্ণদ্বারা প্রথমে অনুলোমে পরে বিলোমে দুই পঙ্ক্তিতে বেষ্টন করিবে। তাহার পরে পাশ (আং) ও অঙ্কুশ বীজ (ক্রোং) দ্বারা এক পঙ্ক্তিতে আবার বেষ্টন করিবে। তাহার পরে দুইটি ভূপুরদ্বারা উহা বেষ্টন করিবে। ইহা গণেশযন্ত্র। এই যন্ত্র লাক্ষা, কুঙ্কুম, গোরোচনা, ও কস্তুরিদ্বারা ভূর্জপত্রে অথবা সুবর্ণ পট্টে অঙ্কিত করিয়া ধারণ করিলে সকলের প্রার্থনীয় সম্পদ্ লাভ করিতে পারিবে। মহাগণপতির এই যন্ত্র-নির্ম্মাণ কথিত হইল। ইহা দেবগণপূজিত, সকল সিদ্ধি ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই যন্ত্র নিখিল পুরুষার্থ প্রদান করে। ৮।

শ্রীরামের যন্ত্র, যথা—প্রথমে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া পদ্মের কর্ণিকামধ্যে ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণের উপরে অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া একটি ষট্কোণ করিবে। সেই ষট্কোণের মধ্যে প্রণব লিখিয়া ষট্কোণের ছয়টি কোণে—"রাং রামায় নমঃ" এই ষড়ক্ষর মন্ত্রের এক একটি অক্ষর লিখিবে। ষট্ কোণের ছয় সন্ধিস্থলে 'নমঃ' 'স্বাহা' বষট্ "হুং 'বৌষট্' ও 'ফট্' এই ষড়ঙ্গমন্ত্রও এক একটি করিয়া লিখিবে। ছয় কোণগণ্ডে মায়াবীজ (হ্রীং) ও কামবীজ (ক্লীং) ছয় বার লিখিবে। আটটি কিঞ্জল্কে দুই দুইটি

---

(১) ক্ষ্মাগেহ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

শ্রীরামস্য ধারণ-যন্ত্রম্।

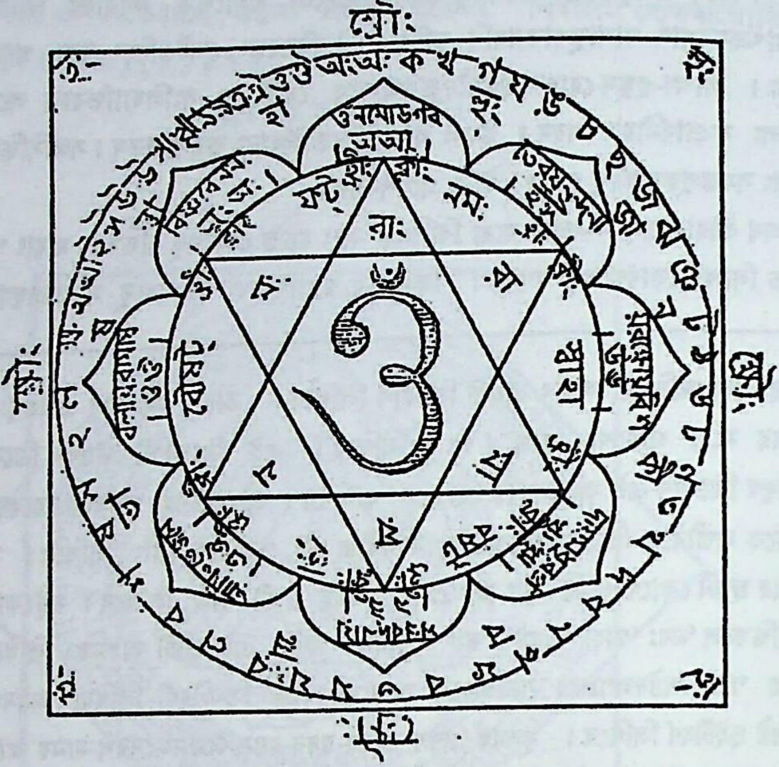

গুহ্মূপ্রমিতানষ্টমে পঞ্চবর্ণান॥ দশাক্ষরেণ সংবেষ্ট্য কাদিবর্ণৈশ্চ ভূপুরে। দিগ্বিদিক্ষু লিখেদ্বীজে নরসিংহবরাহয়োঃ॥ (১) নমো ভগবতে ক্রয়াচ্চতুর্থ্যা রঘুনন্দনম্। রক্ষোঘ্নবিশদায়ান্তে মধুরাদি সমীরয়েৎ। প্রসন্নবদনায়েতি পশ্চাদমিততেজসে। বলায় পশ্চাদ্রামায় বিষ্ণবে তদনন্তরম্। প্রণবাদিনমোহন্তোহয়ং মালামন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ (২)॥ ৯॥

ইতি শ্রীরামযন্ত্রম্।

করিয়া ষোলটি স্বরবর্ণ লিখিবে। পদ্মের অষ্টদলের ৭টি দলে মালামন্ত্রের ছয়টি করিয়া বর্ণ লিখিয়া অবশিষ্ট পাঁচটি বর্ণ অষ্টম দলে লিখিবে। তাহার পরে ‘হুং জানকীবল্লভায় স্বাহা’ এই দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা ঐ পদ্ম বেষ্টন করিয়া ‘ক’ হইতে সমগ্র ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণদ্বারা কাদিক্রমে এক পঙ্‌ক্তিতে বেষ্টন করিবে। চতুর্দ্দিকে নৃসিংহবীজ (ক্ষ্রৌঁঃ) চতুষ্কোণে – বরাহ বীজ (হুং) লিখিবে। মালামন্ত্র টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য। ৯।

---

(১) ক্ষ্রৌঁ হুং। (২) “সতারঃ হৃদ্ ভগবতে চতুর্থ্যা রঘুনন্দনম্। রক্ষোঘ্নবিশদং তদ্বন্মধুরেতি-পদং ততঃ। প্রসন্নবদনং ঙেন্তং বদেদমিততেজসে। বলরামৌ চতুর্থ্যন্তৌ বিষ্ণুং ঙেহন্তঃ নতিস্ততঃ।

নৃসিংহস্য ধারণ-যন্ত্রম্।

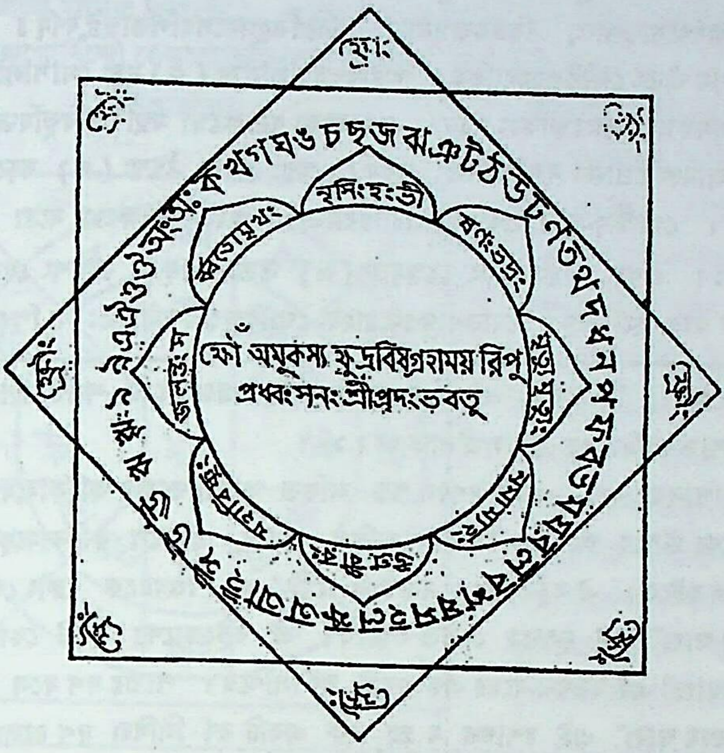
ক্ষ্রৌঁ অমুকস্য ক্ষুদ্রবিষগ্রহাময়রিপু
প্রধ্বংসনং শ্রীপ্রদং ভবতু
নৃসিংহং ভী
ষণং ভদ্রং
মৃত্যুমৃ
ত্যুং নমা
র্বতোমুখং
জ্বলন্তং স
অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ৯ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ
ক্ষ্রৌঁ

অথ নৃসিংহযন্ত্রম্।—বীজং (১) সাধ্যসমন্বিতং প্রবিলিখেন্মধ্যেঽষ্টপত্রেষথো মন্ত্রার্ণান্ শ্রুতিশো (২) বিভজ্য বিলিখেল্লিপ্যা বহির্বেষ্টয়েৎ। বাহ্যে কোণগবীজরুদ্ধ-(৩) বসুধাগেহদ্বয়েনাবৃতং, যন্ত্রং ক্ষুদ্রবিষগ্রহাময়রিপুপ্রধ্বংসনং শ্রীপ্রদম্॥ ১০॥ ইতি নৃসিংহযন্ত্রম্।

নৃসিংহযন্ত্র যথা,—একটি অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া পদ্মের কর্ণিকায় বীজমন্ত্রের সহিত সাধ্যের নামাদি লিখিয়া পদ্মের আটটি দলে মন্ত্রের চারিটি করিয়া বর্ণ বিভাগ করিয়া লিখিবে। তাহার বাহিরে চারিদিকে মাতৃকাবর্ণ দ্বারা বেষ্টন করিবে। তাহার বাহিরে দুইটি ভূপুর অঙ্কিত করিয়া ভূপুরের প্রত্যেক কোণে (চতুর্দ্দিকে ও চতুষ্কোণে)

প্রোক্তো রামমনুঃ সপ্তচত্বারিংশত্তিরক্ষরৈঃ। ইতি রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃতবচনম্। ওঁ নমো ভগবতে রঘুনন্দনায় রক্ষোঘ্নবিশদায় মধুরপ্রসন্নবদনায় অমিততেজসে বলায় রামায় বিষ্ণবে নমঃ।

(১) ক্ষ্রৌঁঃ (খ টি)। (২) চতুঃকৃত্বঃ। উগ্রং বীরং, মহাবিষ্ণুং, জ্বলন্তং স,—র্ব্বতোমুখং, নৃসিংহং ভী,—ষণং ভদ্রং, মৃত্যুমৃত্যুং, নমাম্যহম্। ইতি মন্ত্রঃ।

(৩) রুদ্ধ ইত্যত্র বর্ণ ইতি (আ° বি°) পাঠঃ। রুদ্ধ ইতি (খ) পাঠঃ। বদ্ধ ইতি (ক) পাঠঃ।

অথ গোপালযন্ত্রম্।—পিণ্ডং (১) মূলেন বীতং দহনপরযুগে কোণরাজৎ-ষড়র্ণং (২) কুর্য্যাৎ পদ্মং দশার্ণস্ফুরিতদশদলং কামবীজেন বীতম্। পদ্মং কিঞ্জল্কসংস্থং স্বরবিকৃতি-দলপ্রোল্লসৎষোড়শার্ণং, কিঞ্জল্কব্যঞ্জনাঢ্যং বিকৃতিযুগদলেষর্পিতানুষ্টুবর্ণম্॥ পাশাঙ্কুশাভ্যাম বীতং ক্ষৌণীপুরযুগাশ্রিষু। অষ্টাক্ষরেণ লসিতং (৩) যন্ত্রং গোপালদৈবতম্। ধর্ম্মার্থকামফলদং সর্ব্বরক্ষাকরং পরম্। পঞ্চান্তকো ধরাসংস্থো মনুবিন্দুবিভূষিতঃ (৪)। পিণ্ডবীজমিদং প্রোক্তং সর্বসিদ্ধিকরং পরম্। স্মরঃ কৃষ্ণায় ঠদ্বন্দ্বং (৫) ষড়র্ণো মনুরীরিতঃ। গোপীজনান্তে প্রবদেদ্বল্লভায়াগ্নিবল্লভা। অয়ং দশাক্ষরো মন্ত্রো দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদঃ। প্রণবং হৃদয়ং কৃষ্ণং ঙেন্তমুক্ত্বা (৬) ততঃ পরম্। তাদৃশং দেবকীপুত্রং হুং ফট্ স্বাহা-সমন্বিতম্। ষোড়শাক্ষরমন্ত্রোঽয়ং গোবিন্দস্য সমীরিতঃ। পিণ্ডং রতি-

---

বীজ (ক্লৌং) লিখিবে। এই যন্ত্রে ক্ষুদ্রবিষনাশ, গ্রহদোষের শান্তি, রোগনাশ ও শত্রুনিপাত সাধিত হয় এবং লক্ষ্মীলাভ হয়। ১০।

গোপালযন্ত্র যথা,—একটি দশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার কর্ণিকামধ্যে ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণের উপরে অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে, এইরূপে কর্ণিকামধ্যে একটি ষট্‌কোণ হইবে। ঐ ষট্‌কোণের মধ্যস্থলে গ্লোং' এই পিণ্ডমন্ত্রকে "ক্লীং গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা" এই মূলমন্ত্রে বেষ্টিত করিবে। ঐ ষট্‌কোণের ছয়টি কোণে "ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা" এই ষড়ক্ষর মন্ত্রের এক একটি বর্ণ লিখিবে। পদ্মের দশ দলে "গোপী-জনবল্লভায় স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্রর এক একটি বর্ণ লিখিয়া দশ দলের কোণে এক একটি কামবীজ (ক্লীং) লিখিয়া তদ্দ্বারা উহা বেষ্টন করিবে। তাহার বাহিরে আর একটি ষোড়শদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া সেই পদ্মের কিঞ্জল্কে ষোড়শ স্বর এবং পদ্মের ষোড়শদলে ষোড়শাক্ষর মন্ত্র লিখিবে। পদ্মের কিঞ্জল্কে লিখিত স্বরবর্ণের উপরে ব্যঞ্জনবর্ণও লিখিবে। পদ্মের ষোড়শদলে লিখিত ষোড়শাক্ষর মন্ত্রের পূর্ব্বে অনুষ্টুপ্-মন্ত্রও লিখিবে। ষোড়শদল পদ্মের বাহিরে দুইটি ভূপুর অঙ্কিত করিবে। ভূপুরদ্বয়ের কোণে পাশ ও অঙ্কুশবীজ (আং ক্রোং) লিখিয়া তদ্দ্বারা উহা বেষ্টন করিবে। অষ্টাক্ষরমন্ত্রযুক্ত এই গোপালযন্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম পূর্ণ হয় সকল প্রকার রক্ষা-বিধান হয়। পঞ্চান্তকে (গকারে) ধরা (ল) যোগ করিয়া তাহাতে মনু (ঔ) ও বিন্দু (ং) যোগ করিলে পিণ্ডবীজ (গ্লৌং) হয়। এই পিণ্ডবীজ সর্ব্বসিদ্ধি-কর। ক্লাং কৃষ্ণায় স্বাহা' ইহাকে ষড়ক্ষর মন্ত্র কহে। গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' ইহাকে দশাক্ষর মন্ত্র বলে। এই দশাক্ষরমন্ত্রে দৃষ্ট-অদৃষ্ট—সকল প্রকার ফললাভ হয়।"

---

(১) গ্লৌং (ক টি)। (২) ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা।

(৩) সহিতমিতি (খ) পাঠঃ। (৪) পঞ্চান্তকঃ (গ), ধরা (ল) মনুঃ (ঔ)।

(৫) ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা। (৬) উক্তমিতি (ক) পাঠঃ।

পতেব্বীজং নমো ভগবতে ততঃ । নন্দপুত্রায় বালাদিবপুষে শ্যামলায় চ । গোপীজন-পদস্যান্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ । অনুষ্টুব্‌মন্ত্র আখ্যাতো গোপালস্য জগৎপতেঃ । অনঙ্গঃ কৃষ্ণগোবিন্দৌ ঙেন্তাবষ্টাক্ষরো মনুঃ ॥ ১১ ॥ ইতি গোপালযন্ত্রম্ ।

শ্রীকৃষ্ণযন্ত্রম্ ।

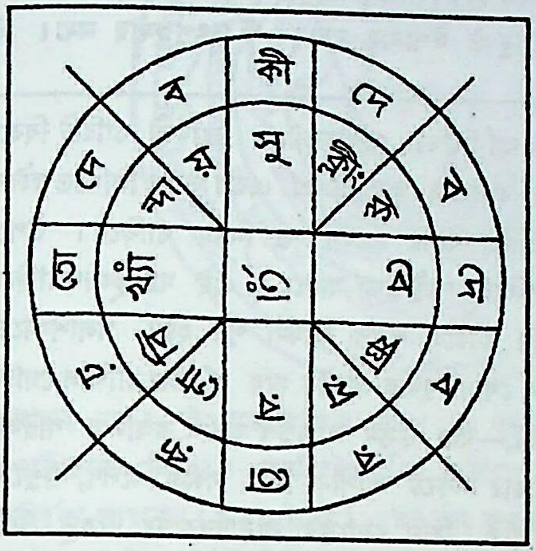

অথ শ্রীকৃষ্ণযন্ত্রম্ (১) ।—প্রাক্‌প্রত্যগ্দক্ষিণোদগ্বধিবদভিলিখেৎ স্পষ্টরেখাচতুষ্কং, কোণোদ্যচ্ছূলযুক্তং বলয়যুগযুতং মধ্যপূর্ব্বং তদন্তম্ । শ্লোকস্থার্ণান্ পুরস্তাদ্বসুপদবিবরেষ্বষ্টবর্ণং লিখিত্বা তদ্বাহ্যে দ্বাদশার্ণৈস্তদনু পরিবৃতং দেবকীপুত্রযন্ত্রম্ । তং শুকীদেবদেবেতং তং বেদেবরতোরতং তং রতো রূঢ়তোহখ্যাতং তং খ্যাতো দেবকীসুতম্ । (২) লিখিতং

"ওঁ নমঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় হুং ফট্ স্বাহা" ইহাকে ষোড়শাক্ষর মন্ত্র বলে। "শ্রোং ক্লীং নমো ভগবতে নন্দপুত্রায় বালবপুষে শ্যামলায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" ইহাকে জগৎপতি গোপালের অনুষ্টুপ্ মন্ত্র বলে। "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়" ইহাকে অষ্টাক্ষর মন্ত্র বলে। ১১।

অতঃপর কৃষ্ণযন্ত্র বলা যাইতেছে।—পূর্ব্ব পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে দুই দুইটী করিয়া চারিটি রেখা স্পষ্টভাবে করিতে হইবে। ঐ চারি রেখার চারি কোণে চারিটী শূল-রেখা অঙ্কিত করিয়া মধ্যে ও অগ্রে দুইটী গোল অঙ্কিত করিবে। এই যন্ত্রমধ্যে উপরিলিখিত অনুষ্টুপ-মন্ত্রের প্রত্যেক চরণের প্রথম ও শেষবর্ণ মধ্যস্থলে লিখিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে শ্লোকের অবশিষ্ট বর্ণগুলি এক একটি এক এক ঘরে লিখিবে। কোণে চারিটি শূল দেওয়ায় যে আটটি বিবর হইয়াছে, উহাতে 'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়'

---

(১) গোপালস্য যন্ত্রান্তরমিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(২) অস্যার্থঃ। খ্যাতঃ (খ্যাতিমান্ যশস্বী) রতঃ (রতিমান্ দেবকীনন্দনে ভক্তিমান্ এতেন অনিন্দ্যত্বং ভক্তিমত্ত্বঞ্চ সূচিতম্) শুকীদেবদেবেতম্ (আত্মনঃ শুকঃ শোভনং সুখং ব্রহ্মানন্দমিচ্ছতি যঃ স শুকী (ক্যজন্তস্য ক্বিপি রূপম্ স চাসৌ দেবদেবশ্চেতি দেবদেবো মহাদেবঃ তেন ইতং প্রাপ্তম্ জ্ঞাতং বা অথবা আত্মসুখাভিলাষিভ্যো দেবেভ্যো যেষামুৎকর্ষঃ তে শুকীদেবানাং দেবা ভবন্তি তেচ-

ভূর্জ্জপত্রাদৌ যন্ত্রমেতদ্ যথাবিধি। বিধৃতং বাহুনা নিত্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্। পলাশবৃক্ষফলকে লিখিতং সাধুসাধিতম্। গোস্থানে নিখনেদেতৎ গবাং বৃদ্ধির্ভবেত্তদা॥ ১২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণযন্ত্রম্।

অথ শিবযন্ত্রম্।—তত্রাদৌ ষট্‌কোণ-মণ্ডলং কৃত্বা তদন্তঃ সাধ্যনামযুক্তং (১) প্রাসাদবীজং বিলিখ্য ষট্‌কোণেষু প্রণবসহিতপঞ্চাক্ষরবর্ণান্ বিলিখ্য কোণবিবরেষু ষড়ঙ্গমন্ত্রাংস্তদ্বহিঃ পঞ্চ দলানি বিরচয্য তদ্দলেষু ওঁ ঈশানায় নমঃ। ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ। ওঁ

এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের এক একটি বর্ণ লিখিয়া রেখাচতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী চারিটি বিবরে অনুষ্টুপ্ মন্ত্রের চারি বর্ণ, তাহার বাহিরের দ্বাদশটি বর্ণ এরূপ ভাবে লিখিতে হইবে, যাহাতে পূর্ব্বাদি দিগ্‌দলে ৩টি করিয়া বর্ণের প্রবেশ ও নির্গম থাকিবে। উপরে যন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই যন্ত্র ভূর্জ্জপত্রাদিতে লিখিয়া যথানিয়মে বাহুতে ধারণ করিলে সকল কামনা পূর্ণ হয়। পলাশকাষ্ঠের ফলকে এই যন্ত্র লিখিয়া যথানিয়মে শোধনপূর্ব্বক গাভীর গৃহে পুঁতিয়া রাখিলে গোরুর বৃদ্ধি হইবে। অনুষ্টুপ মন্ত্রটির অর্থ,—যথা উত্তম আত্মসুখ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ পাইবার আশায় স্বয়ং দেবদেব মহাদেব যাঁহার নিকটে আসীন, যিনি সর্ব্বত্র নির্লেপ, বাসুদেব বলিয়া যিনি বিখ্যাত, যিনি পুণ্যমূর্ত্তি, যিনি লোকের সংসারতরণের হেতু, যিনি গোপীদিগের বসন, যশোদার নবনীত ও ভক্তবর্গের হৃদয় চুরি করাতে তস্কর বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে যে কোন ব্যক্তি জানিতে সমর্থ নহে,—যাঁহার উপরে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ আছে এবং যিনি ভক্ত বলিয়া খ্যাত, তিনিই তাঁহাকে জানেন। ১২।

শিবযন্ত্র যথা।—অগ্রে ষট্‌কোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া সেই ষট্‌কোণের মধ্যস্থলে 'হৌঁ' এই প্রাসাদবীজ ও সাধ্যের নাম লিখিবে। পরে ষট্‌কোণের ছয়টি কোণে 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই ষড়ক্ষরমন্ত্রের এক একটি বর্ণ লিখিবে, তাহার পরে ষট্‌কোণের বহির্দ্দেশে যে ফাঁক থাকিবে তথায় 'নমঃ' 'স্বাহা', 'বষট্' 'হুঁ,' 'বৌষট্' ও 'ফট্', এই ষড়ঙ্গমন্ত্র লিখিবে। ইহার বাহিরে পঞ্চদলপদ্ম লিখিয়া এক এক দলে 'ওঁ ঈশানায়

নিষ্কাম্ভক্তয়ঃ গোপালাঃ তৈঃ ইডম্ পরিবৃতম্) রতম্ (প্রীতম্ অরত্তমিতিচ্ছেদো বা নির্লেপম্) রূঢ়তোহধ্যাতম্ রূঢ়তঃ রূঢ্যা অঃ বাসুদেব ইতি খ্যাতং খ্যাতির্নাম যস্য তং) ওঁ (পুণ্যমূর্ত্তিম্) তং (তরণহেতুম্) তং (প্রসিদ্ধম্) তং (তস্করং গোপীবসনচৌরং নবনীতচৌরং ভক্তমনশ্চৌরং যদ্বা তং তৎপদবাচ্যপরমাত্মানং) দেবকীসুতম্ (শ্রীকৃষ্ণম্) ঈবরতঃ (ঈঃ লক্ষ্মীঃ তস্যাঃ বরতঃ বরাৎ অনুগ্রহাৎ) বেদ (জানাতি, মনোবরণাপগমং বিনা তত্ত্বজ্ঞানাসম্ভবাৎ লক্ষ্মীবরস্য হেতুত্বমুক্তম্)। শ্রীতর্করত্নপাদকৃত ব্যাখ্যা। (১) অমুকস্য মুক্তিং কুরু (খটি)।

শিবস্থ ধারণ যন্ত্রম্।

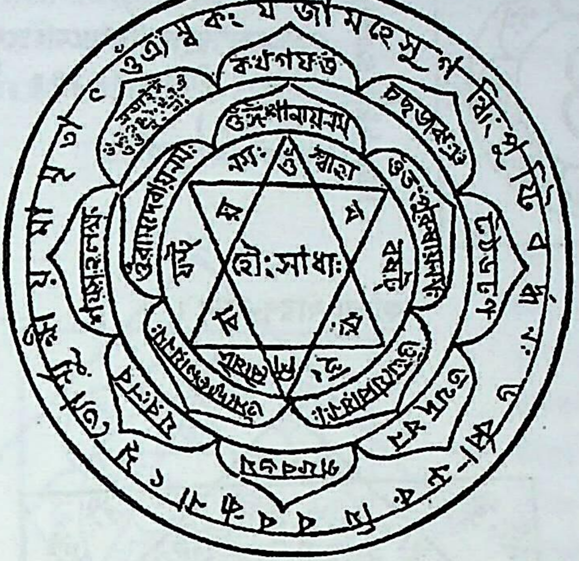

অঘোরায় নমঃ। ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ। ওঁ বামদেবায় নমঃ। ইতি পঞ্চ মন্ত্রান্ প্রাগাদিক্রমেণ লিখেৎ। তদ্বহিরষ্টদলানি রচয়িত্বা দলেষু মাতৃকাষ্টবর্ণান্ লিখেৎ। তদ্বহির্বৃত্তং ত্র্যম্বকেন (১) বেষ্টয়েৎ। এতদ্ যন্ত্রং জপহোমাদিনা সংপূজ্য ধারয়েৎ আয়ুরারোগ্যৈশ্বর্য্যাদিচতুর্ব্বর্গাদি-সিদ্ধির্ভবতি ॥ ১৩ ॥ ইতি শিবযন্ত্রম্।

অথ মৃত্যুঞ্জয়-যন্ত্রম্।—মধ্যে সাধ্যাক্ষরাঢ্যং ধ্রুবমভিবিলিখেন্মধ্যমং দিগ্দলেষু, কোণেস্বন্ত্যং মনোস্তৎ ক্ষিতিভবনমধ্যে দিক্ষু চান্দ্রং বিদিক্ষু। টান্তং যন্ত্রং তদুক্তং সকলভয়হরং

নমঃ,' 'ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ,' 'ওঁ অঘোরায় নমঃ,' 'ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ,' 'ওঁ বামদেবায় নমঃ';—এই পাঁচটি মন্ত্র পূর্ব্বাদিক্রমে লিখিবে। ইহার বহির্দ্দেশে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার প্রত্যেকদলে মাতৃকাবর্ণের অষ্টবর্গের এক এক বর্গ লিখিবে। পরে ত্র্যম্বকমন্ত্রদ্বারা এই যন্ত্র বেষ্টন করিবে। (১ নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) পূজা, জপ ও হোম করিয়া এই যন্ত্র ধারণ করিলে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও চতুর্ব্বর্গাদি লাভ হয়। ১৩। শিবযন্ত্র সমাপ্ত।

মৃত্যুঞ্জয়যন্ত্র যথা।—প্রথমে একটি অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার কর্ণিকামধ্যে প্রণব (ওঁ) লিখিয়া সেই প্রণবের মধ্যস্থলে সাধ্যের নাম লিখিবে। পরে অষ্টদল পদ্মের প্রত্যেক দিক্দলে "জুং" এবং প্রত্যেক কোণদলে "সঃ" এই মন্ত্রাংশ লিখিবে। অনন্তর ভূপুর অঙ্কিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে 'সং' ও চতুষ্কোণে 'ঠং' এই বর্ণ লিখিবে।

---

(১) ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ" ইতি মন্ত্রেণ (৫ টি)।

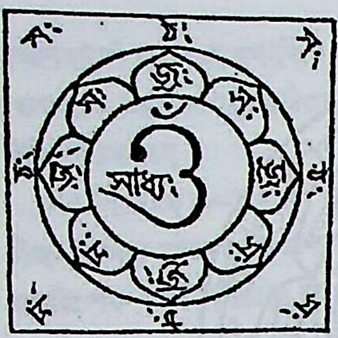

মৃত্যুঞ্জয় ধারণ-যন্ত্রম্ ।

ক্ষেড়ভূতাপমৃত্যুব্যাধিব্যামোহদুঃখপ্রশমনমুদ্দিতং শ্রীপ্রদং কীর্ত্তিদায়ি ॥ ১৪ ॥ ইতি মৃত্যুঞ্জয়-যন্ত্রম্ । (১)

কাল্যা ধারণ-যন্ত্রম্ ।

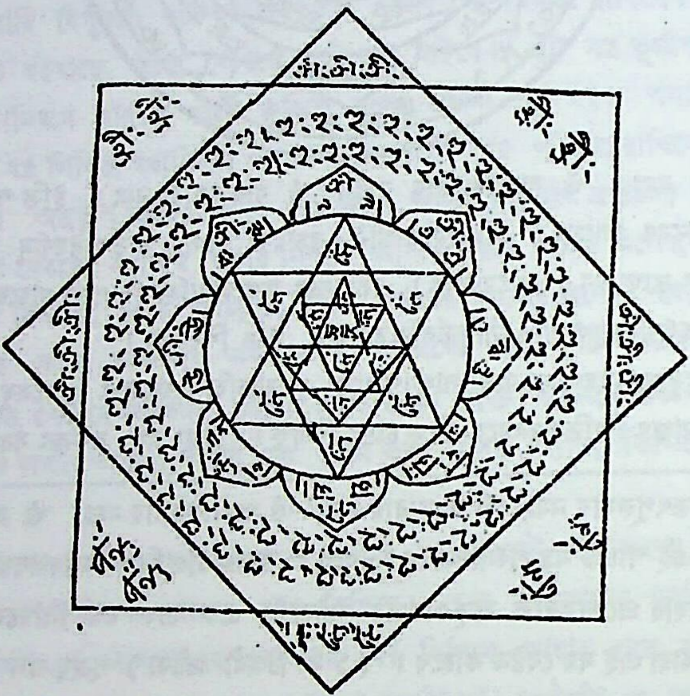

অথ কালীযন্ত্রম্ । তত্র যামলে,—আদ্যং বীজং সসাধ্যং প্রথমবসুগৃহে তদ্বহিশ্চাষ্ট-

এই যন্ত্র ধারণ করিলে নিখিল ভয় বিদূরিত হয়। বিষভীতি, ভূতোপদ্রব, অপমৃত্যু, ব্যাধি ও ব্যামোহ প্রভৃতি নিখিল দুঃখ নিবারিত হয় এবং লক্ষ্মী ও কীর্ত্তি লাভ হয়। ১৪। মৃত্যুঞ্জয়যন্ত্র সমাপ্ত।

কালীযন্ত্র যথা।—রুদ্রযামলে বলিয়াছেন, প্রথম ত্রিকোণের মধ্যে আদিবীজ (ক্রীং)

---

(১) (খ) পুস্তকে নাস্তি মৃত্যুঞ্জয় যন্ত্রম।

কোণে, পূর্ব্বাদ্যঙ্কাষ্টবীজং তদনু বসুগৃহদ্বন্দ্বকে বীজষট্কম্। কিঞ্জল্কং তৎস্বরাঢ্যং বসুদলবিবরে স্বাহয়া বীজষট্কং, কূর্চ্চাভ্যামেব বীতং ক্ষিতিগৃহযুগয়োরন্তরে (১) যন্ত্ররাজম্। দেবীবীজত্রয়ং তৎ প্রতিদিশমপরং শক্তিবীজদ্বয়ং তৎ কোণে কোণে লিখেদ্ মন্ত্রিজগতি স গুরুঃ শঙ্করস্যাপি বিষ্ণোঃ ॥ ১৫ ॥ ইতি কালীযন্ত্রম্। (২)

তারায়া ধারণ-যন্ত্রম্।

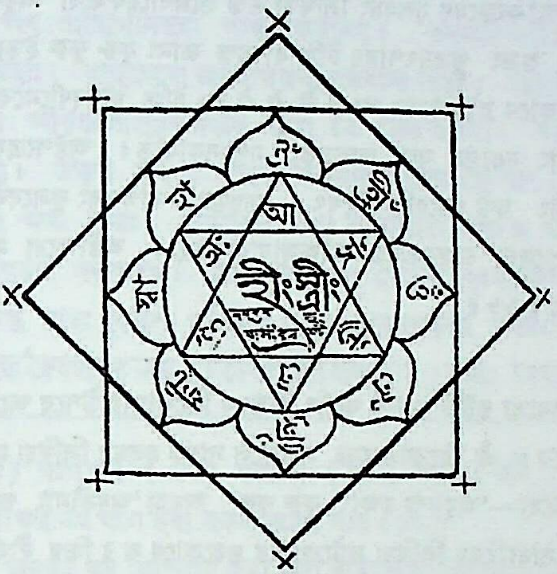

অথ শান্তিকাদৌ তারাধারণযন্ত্রম্। তদুক্তং কেৎকারিণীয়ে—যোনিযুগ্মে লিখেন্মন্ত্রং মন্ত্রী হেমশলাকয়া। ক্লীবহীনান্ দীর্ঘবর্ণান্ ষট্কোণে বিলিখেত্ততঃ। অষ্টপত্রেঽষ্টবর্ণান্ তদ্বহির্ভূপুরদ্বয়ম্। অষ্টবজ্রং ভূপুরে চ বিলিখ্য সাধকোত্তমঃ। সুবর্ণপট্টে ভূর্জ্জে বা রৌপ্যে বাপ্যথ সুত্রতে। বিলিখেদ্ধেম-

ও সাধ্যের নাম লিখিয়া তাহার বহির্দ্দেশে অষ্টকোণে ৮টী ঐ আদ্যবীজ লিখিবে। তাহার বাহিরে উর্দ্ধমুখের উপরে অধোমুখ দুই ত্রিকোণের ছয় কোণে ছয়টী আদ্যবীজ লিখিবে. ইহার বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া পদ্মের অষ্টকেশরে দুই দুইটী করিয়া স্বরবর্ণ বিন্যাসপূর্ব্বক অষ্টদলের প্রথম ছয়দলে ছয়টি বীজ সপ্তম ও অষ্টম দলে 'স্বা,—হা' এই দুইটি বর্ণ লিখিবে। পরে কূর্চ্চবীজ (হুং) দ্বারা দুই পঙ্ক্তিতে উহা বেষ্টন করিবে। তাহার বাহিরে দুইটি ভূপুর লিখিবে। ভূপুরের চতুর্দ্দিকে তিনটী করিয়া আদ্যবীজ এবং চতুষ্কোণে দুইটী করিয়া মায়াবীজ লিখিবে। যিনি এইরূপে লিখিত যন্ত্র ধারণ করিবেন, তিনি ত্রিজগতে শঙ্কর ও বিষ্ণুর গুরুস্থানীয় হইবেন। ১৫। কালীযন্ত্র সমাপ্ত।

তারার ধারণযন্ত্র যথা,—এই যন্ত্র শান্তিকাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেৎকারিণীতন্ত্রে এই যন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে,—প্রথমে স্বর্ণশলাকাদ্বারা অষ্টদল একপদ্ম

---

(১) ভূপুরদ্বয়স্থ। (২) (খ) পুস্তকে নাস্ত্যেতৎ কালীযন্ত্রম্।

লেখন্যা গন্ধাষ্টকসমন্বিতম্। দূর্ব্বাকাণ্ডেন বালিখ্য কুশমূলেন বা পুনঃ॥ একবীরাকল্পে।—বেষ্টিতং পীতবস্ত্রেণ জতুনা পরিবেষ্টয়েৎ। বধ্নীয়াৎ পট্টসূত্রেণ শিশূনাং কণ্ঠভূষণম্। স্ত্রীণাং বামভুজে চৈবমন্যেষাং দক্ষিণে ভুজে। বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং নির্দ্ধনো ধনবান্ ভবেৎ। ইমাং লব্ধা পরা রক্ষা জ্ঞানার্থং গৌতমাদিভিঃ। প্রীত্যর্থং পার্থিবৈরন্যৈঃ সংগ্রামে জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ॥ অস্যার্থঃ।—যোনিযুগ্মে ষট্কোণে। তন্মধ্যে হেমশলাকাদিনা ভূর্জ্জপত্রাদৌ কুঙ্কুম-গোরোচনা-রক্তচন্দন-জটামাংসীসমাংশং (১) বিধায় পংক্তিক্রমেণ মূলমন্ত্রং লিখিত্বা তস্য হৃল্লেখারেকমধ্যে অমুকস্য রক্ষাং কুরু কুরু অমুকীনাং শুভং পুত্রমুৎপাদয় ইতি বা অস্য জ্ঞানং কুরু কুরু ইত্যাদি বা সাধ্যসহিতং বিলিখ্য ষট্কোণে ক্লীবহীনান্ আ ঈ ঊ ঐ ঔ অঃ ইতি দীর্ঘবর্ণানেকৈকং লিখেৎ। তদুক্তং,—স্বরাণাং মধ্যগং যচ্চ তচ্চতুষ্কং নপুংসকমিতি। অষ্টপত্রেষষ্টবর্ণান্ ঐং হ্রীং ওঁ ঐং হ্রীং ফট্ স্বাহেতি লিখেৎ। তদুক্তং—বাগ্ভবং কুলদেবীঞ্চ তারকং বাগ্ভবং তথা। হৃল্লেখা চাস্ত্রমন্ত্রান্তে বহ্নিজায়াবধির্ম্মনুঃ। অষ্টাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো মন্ত্রাণাং সার ঈরিতঃ॥ ১৬॥

অঙ্কিত করিয়া তাহার কর্ণিকামধ্যে দুইটি যোনি অর্থাৎ ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণের উপরে অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। ঐ ত্রিকোণদ্বয়ের মধ্যস্থলে সাধক মূলমন্ত্র লিখিয়া মূলমন্ত্রের মায়াবীজের রকারের মধ্যে—'অমুকস্য রক্ষাং কুরু কুরু' অথবা 'অমুকীনাং শুভং পুত্রমুৎপাদয়' এইরূপ বাক্যে সাধ্যবিষয় লিখিয়া ষট্কোণের ছয়কোণে ঋ ঌ ভিন্ন দীর্ঘবর্ণ অর্থাৎ 'আ ঈ ঊ ঐ ঔ অঃ' এই ছয়টি দীর্ঘস্বর লিখিবে। পদ্মের অষ্টদলে "ঐং হ্রীং ওঁ ঐং হ্রীং ফট্ স্বাহা" এই আটটি বর্ণ এক একটি করিয়া লিখিবে। পদ্মের বাহিরে দুইটি ভূপুর, ভূপুরের অষ্টকোণে অষ্টবজ্র লিখিবে। এই যন্ত্র সুবর্ণ, রৌপ্য অথবা ভূর্জ্জপত্রে স্বর্ণলেখনী, দূর্ব্বাগুচ্ছ অথবা কুশমূল দ্বারা অঙ্কিত করিবে। অষ্টগন্ধ দ্বারা যন্ত্র লিখিবে। একবীরা-কল্পে বলিয়াছেন,—ঐ যন্ত্র পীতবস্ত্রে বেষ্টনপূর্ব্বক লাক্ষা দ্বারা পট্টবস্ত্রে বন্ধন করাইয়া শিশুদিগের কণ্ঠে, স্ত্রীলোকের বাম বাহুতে, পুরুষের দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করাইবে। এই যন্ত্র ধারণ করিলে বন্ধ্যারও পুত্র হয়. নির্ধন ধনবান্ হয়। গৌতমাদি ঋষিগণ জ্ঞানার্থ এই রক্ষাযন্ত্র লাভ করেন, পরে অন্য রাজগণ যুদ্ধে জয়কাঙ্ক্ষী হইয়া প্রীতিলাভের জন্য এই রক্ষাযন্ত্র প্রাপ্ত হন। ফেৎকারিণী তন্ত্রের বচনে যে যোনিযুগ্ম শব্দ আছে তাহার অর্থ ষট কোণ ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বচনে যে ক্লীববর্ণ বাদ দিয়া দীর্ঘবর্ণ লিখিবার কথা আছে এ স্থলে ঐ ক্লীব বলিতে স্বরের মধ্যস্থিত চারিটি বর্ণ (ঋ ৠ ঌ ৡ) বুঝিতে হইবে। পদ্মের অষ্টদলে যে অষ্টাক্ষর মন্ত্র লিখিবার কথা আছে ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র প্রমাণে আছে যথা—বাগ্‌ভব (ঐং) কুলদেবী (হ্রীং) তার

---

(১) জটামাংসীভির্মসীং ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

অথ যন্ত্রলেখনদ্রব্যম্।—কাশ্মীর-রোচনা-লাক্ষা-মৃগেভমদ-চন্দনৈঃ। বিলিখেদ্ধেমলেখন্যা যন্ত্রাণি তানি দেশিকঃ। ভূমিস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টং দগ্ধং নির্ম্মাল্যসঙ্গতম্। বিদীর্ণং (১) লঙ্ঘিতং মন্ত্রী মন্ত্রং নৈব চ ধারয়েৎ। সৌবর্ণে রাজতে পাত্রে ভূর্জ্জে বা সম্যগালিখেৎ। অথবা তাম্রপট্টেন গুটিকীকৃত্য ধারয়েৎ। যাবজ্জীবন্তু সৌবর্ণে রৌপ্যে বিংশতিবার্ষিকম্। ভূর্জ্জে দ্বাদশবর্ষাণি তদর্দ্ধং তাম্রপট্টকে ॥ ১৭ ॥ ইতি যন্ত্রলেখনদ্রব্যম্।

অথ প্রয়োগানন্তরং শান্ত্যুদকস্নানম্। তদ্যথা,—সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋতস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা। কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তির্মায়া নিদ্রা চ ভাবনা। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ। আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ। দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যো দ্রুমা (২) নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসোঙ্গনাঃ। অস্ত্রাণি

(ওঁ) বাগ্‌ভব (ঐং) হৃল্লেখা (হ্রীং) অস্ত্র (ফট্) বহ্নি জায়া (স্বাহা) ইহাকে অষ্টাক্ষর মন্ত্র বলে ইহা সকল মন্ত্রের সার। ১৬।

অনন্তর যন্ত্র লিখিবার দ্রব্য বলা যাইতেছে—কুঙ্কুম, গোরোচনা, লাক্ষা, মৃগমদ, গজমদ ও চন্দন, এই সকল দ্রব্যযোগে সুবর্ণময় লেখনী দ্বারা যন্ত্র লিখিবে। সাধক ভূমিস্পৃষ্ট, শবস্পৃষ্ট, নির্ম্মাল্যসংস্পৃষ্ট, বিদীর্ণ ও লঙ্ঘিত যন্ত্র ধারণ করিবে না। সুবর্ণপাত্রে, রৌপ্যপাত্রে অথবা ভূর্জ্জপত্রে যন্ত্র লিখিবে, তাম্রপট্ট দ্বারা গুটিকা করিয়া যন্ত্র ধারণ করিবে। সুবর্ণ-লিখিতযন্ত্র যাবজ্জীবন, রৌপ্যলিখিতযন্ত্র বিংশতি বৎসর, ভূর্জ্জপত্রলিখিতযন্ত্র দ্বাদশবৎসর এবং তাম্রপট্টে লিখিতযন্ত্র ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ধারণ করা যায়। ১৭।

যন্ত্র ধারণের পর শান্তিস্নান করিতে হয়, তাহার মন্ত্র যথা,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর দেবগণ তোমাকে অভিষেক করুন। বাসুদেব, জগন্নাথ, বিষ্ণু, প্রভু বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ইঁহারা তোমাকে বিজয় প্রদান করুন। ইন্দ্র, অগ্নি, ভগবান্ যম, নৈঋতি বরুণ, পবন, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত এই দিক্‌পালগণ সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করুন। কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, মতি, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, মায়া, নিদ্রা, ভাবনা, এই দেবপত্নীগণ আসিয়া তোমাকে অভিষিক্ত করুন। আদিত্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নবগ্রহ সন্তুষ্টভাবে তোমাকে অভিষিক্ত করুন। দেবগণ, দানবগণ, গন্ধর্ব্বগণ যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, পন্নগগণ, ঋষিগণ

---

(১) বিশীর্ণমিতি (খ) পাঠঃ। (২) ধ্রুবা ইতি আদর্শপাঠঃ।

সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে। সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৮ ॥ ইতি বশিষ্ঠ-সংহিতোক্তাভিষেকমন্ত্রঃ।

অথাত্র সংক্ষেপতঃ সর্ব্বাসাং দেবতানাং নিত্যপূজাবিধির্লিখ্যতে। তদুক্তং যামলে। (১) আদাবৃষ্যাদিবিন্যাসঃ করশুদ্ধিস্ততঃ পরম্। অঙ্গুলিব্যাপকন্যাসৌ হৃদাদিন্যাস এব চ। তালত্রয়ঞ্চ দিগ্বন্ধঃ (২) প্রাণায়ামস্ততঃ পরম্। ধ্যানং পূজা জপশ্চেতি সর্ব্বতন্ত্রেষ্বয়ং ক্রমঃ ॥ ১ ॥ পূজা তু মূলদেবতায়া এব। মাতৃকান্যাসোঽপ্যাবশ্যকস্তথা চ।—জপার্থং সর্ব্বমন্ত্রাণাং বিন্যাসঞ্চ লিপের্ব্বিনা। কৃতং তন্নিষ্ফলং বিদ্যাত্তস্মাদাদৌ লিপিং ন্যসেৎ ॥ ২ ॥

শ্রীবিদ্যায়াস্তু সংক্ষেপঃ। তদুক্তং স্বতন্ত্রতন্ত্রে।—পূজাবিশেষান্ দেবেশি শৃণু নিত্যক্রমোদিতান্। অশক্তানান্তু বিস্তারে তথা চাপৎসু শস্যতে। অন্তথানর্থকারি স্যাৎ সংকোচার্চ্চনমীশ্বরি ॥ ৩ ॥ হেতিভি- (৩) র্মধ্যমাঙ্গং স্যাৎ দ্বিতীয়ং নবযোনিষু।

মুনিগণ, ধেনুগণ, দেবমাতৃগণ, বৃক্ষগণ, নাগগণ, দৈত্যগণ, অপ্সরোগণ, অস্ত্রগণ, সকল শস্ত্র, রাজগণ, বাহনগণ, ঔষধগণ, রত্নগণ, কলা কাষ্ঠা প্রভৃতি কালের অংশগণ, নদীগণ, সাগরগণ, পর্ব্বতগণ, তীর্থ সকল, মেঘগণ ও নদগণ ইহারা সকলে ধর্ম্ম, কাম, অর্থ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৮। বশিষ্ঠ সংহিতায় এই অভিষেক মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

অতঃপর সংক্ষেপে সকল দেবতার নিত্য পূজাবিধি লিখিত হইতেছে।—যামলে তাহা বলিয়াছেন, প্রথমে ঋষ্যাদিন্যাস তাহার পরে করশুদ্ধি, অঙ্গুলিন্যাস, ব্যাপকন্যাস, হৃদয়াদি অঙ্গন্যাস, তালত্রয়দান, ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা দিগ্বন্ধন, (দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম বিঘ্নসকলের অপসারণ, গুর্ব্বাদি প্রণাম) প্রাণায়াম, ধ্যান, পূজা ও জপ—সকলতন্ত্রেই এইরূপ ক্রম বিহিত হইয়াছে। ১। এস্থলে পূজা বলিতে প্রধান দেবতারই পূজা বুঝিতে হইবে। এস্থলে মাতৃকান্যাসও অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রমাণেও তাহাই বলিয়াছেন,—সকল মন্ত্র জপের পূর্ব্বেই মাতৃকান্যাস না করিলে ঐ জপ বিফল জানিবে, অতএব অগ্রে মাতৃকান্যাস কর্ত্তব্য। ২।

শ্রীবিদ্যার সংক্ষেপ-পূজা যথা। স্বতন্ত্রতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন—দেবেশি! নিত্যপূজার অনুষ্ঠানক্রমস্থলে উল্লিখিত সংক্ষেপ পূজা শ্রবণ কর,—যাহারা বিস্তৃত ভাবে পূজায় অশক্ত এবং যাহাদের আপৎকাল উপস্থিত—তাহাদের পক্ষে এইরূপ পূজাই প্রশস্ত।

---

(১) সংক্ষেপপূজাং সর্ব্বাসাং কুর্য্যান্মন্ত্রী সমাহিতঃ ইত্যদ্ধতোঽত্র (ক) পুস্তকপাঠঃ।

(২) ছোটিকাভিস্ততঃ পরম্। দিব্যান্তরীক্ষভৌমানাং বিঘ্নানামপসারণম্। গুর্ব্বাদীনাং নতিশ্চৈব ইত্যধিকঃ পাঠঃ কস্যচিৎ সাধুঃ। (৩) কামেশ্বরধনুরাদিভির্মধ্যাদ্যং পূজনং স্যাৎ।

চতুর্দ্দশারাবধ্যন্তশ্চতুর্থং প্রোক্তরূপতঃ। পঞ্চমং সর্ব্বদুঃখার্ত্তিনাশনং বাঞ্ছিত-প্রদম্ ॥ অস্যার্থঃ। অশক্তানাং হেতিভির্মধ্যমাদ্যং স্যাৎ, হেতিচতুষ্টয়সহিতদেবতাচতুষ্টয়ার্চ্চনম্। পাশাঙ্কুশধনুর্ব্বাণা হেতয়ঃ। (দেবতাস্ত।) (১)—কামেশ্বরী-বজ্রেশ্বরী-ভগমালিনী-শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীদেবতাচতুষ্টয়ার্চ্চনরূপমেতদাদ্যার্চ্চনমিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়মাহ নবযোনিষ্বিতি। বশিন্যাদিমধ্যমান্তমিতি। তৃতীয়ার্চ্চনমাহ চতুর্দ্দশারচক্রস্থিতসর্ব্বসংক্ষোভিণ্যাদিমধ্যমান্তা সপর্য্যা তৃতীয়া। চতুর্থং প্রোক্তরূপত ইতি। তত্র প্রোক্তরূপেণেত্যর্থঃ। ষোড়শদলাদিমধ্যমান্তমিতি যাবৎ। পঞ্চমং ভূগৃহাদিমধ্যমান্তমিতি যাবৎ। ইতি পঞ্চপ্রকারার্চ্চা প্রোক্তা সর্ব্বার্থসিদ্ধিদা। তত্রাদৌ ভূতশুদ্ধিপ্রাণায়ামপুরঃসরং করশুদ্ধ্যাসনচক্রচতুষ্টয়াঙ্গবশিন্যাদিন্যাসচতুষ্টয়ং বিধায় বলিয়া অর্ঘ্যদ্বয়ং সংশোধ্য ষড়াসনবিদ্যয়া (২) পীঠপূজাং বিধায় বিন্দৌ হৃল্লেখয়া পরচিতি (৩) মাবহ্য যথাশক্ত্যুপচারৈরভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্ববৎ সর্ব্বভূতবলিং দত্ত্বা জপ-স্তোত্রৈঃ সন্তোষয়েদিতি ॥ ৪ ॥ তদুক্তং নবরত্নেশ্বরে।—ন্যাসত্রয়ং সমাসাদ্য চক্রপূজাসনেন বৈ। বালয়ার্ঘ্যং সমাপাদ্য হৃল্লেখামনুনা শিবে। চক্রমধ্যে সমাবাহ্য সংক্ষেপার্চ্চনমর্চ্চয়েদিতি ॥ ৫ ॥ অথবা তদুক্তং বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে।—পূজাসঙ্কোচক-

---

হে ঈশ্বরি! সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে এই সংক্ষেপ-পূজা অনর্থকরী হইবে। ৩। মধ্যমার আদিপর্য্যন্ত হেতিদ্বারা পূজা প্রথম (১), নবযোনিতে পূজা দ্বিতীয় (২), চতুর্দ্দশারপর্য্যন্ত পূজা তৃতীয় (৩), পূর্ব্ব কথিত প্রকারে চতুর্থ (৪) ও পঞ্চম পূজা (৫) সকলপ্রকার দুঃখপীড়া নাশ করে ও বাঞ্ছিত পূরণ করে।—ইহার পরিষ্কৃত অর্থ,—অশক্তপক্ষে হেতি চতুষ্টয়ের সহিত দেবতা চতুষ্টয়ের পূজা,—হেতিশব্দের অর্থ পাশ অঙ্কুশ ধনুঃ ও বাণ এই চারিটি অস্ত্র,—দেবতা বলিতে কামেশ্বরী, বজ্রেশ্বরী, ভগমালিনী ও শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী। ইহা প্রথম পূজা (১) নবযোনিতে পূজা দ্বিতীয়, বশিনী হইতে মধ্যমা পর্য্যন্ত (২)। তৃতীয় পূজা চতুর্দ্দশারচক্রস্থিত সর্ব্বসংক্ষোভিনী হইতে মধ্যমাপর্য্যন্ত (৩)। চতুর্থপূজা ষোড়শদল হইতে মধ্যমা পর্য্যন্ত (৪)। পঞ্চম পূজা ভূগৃহ হইতে মধ্যমা পর্য্যন্ত ৫। এই পাঁচ প্রকার পূজা সকল অর্থসিদ্ধি প্রদান করে। এই পূজার প্রথমে ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিবে। পরে করশুদ্ধি আসনন্যাস, চক্রচতুষ্টয়ন্যাস অঙ্গন্যাস, ও বশিন্যাদিন্যাস এই চারিটিন্যাস করিয়া বালাবীজদ্বারা দুইটি অর্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক শোধন করিবে, পরে ছয়টি আসনন্যাস মন্ত্রে পীঠপূজা করিয়া বিন্দুমধ্যে মায়াবীজদ্বারা চিন্ময়ীর আহ্বান করিবে। পরে যথাশক্তি উপচারদ্বারা পূজা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত ভূতবলি দিয়া জপ ও স্তবদ্বারা দেবীকে সন্তুষ্ট করিবে। ৪। নবরত্নেশ্বরে তাহা বলিয়াছেন,—চক্রপূজার আসন অনুসারে তিনটি ন্যাস করিয়া বালামন্ত্রে অর্ঘ্যসংস্কার করিবে, পরে মায়াবীজদ্বারা

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(২) ষড়াসনন্যাসবিদ্যয়া (খ টি) (৩) পরব্রহ্ম (খ টি)।

ক্ষৈব কথয়ামি সুরেশ্বরি। যৎপূজাবোধমাত্রেণ জীবন্মুক্তঃ প্রজায়তে। প্রথমাগ্রে তু ত্রিপুরা দ্বিতীয়া ত্রিপুরেশ্বরী। (১) তৃতীয়ে চক্ররাজে তু ত্রিপুরাদিসমন্বিতা। দেবীপূজাক্রমেণৈব সুন্দরী (১) বাসিনীতি চ। পঞ্চমে ত্রিপুরাশ্রীশ্চ ষষ্ঠে ত্রিপুরমালিনী। সপ্তমে ত্রিপুরা সিদ্ধা চাষ্টমে ত্রিপুরাম্বিকা। মধ্যে শক্তৌ মহেশানি মহাত্রিপুরসুন্দরী ॥ যদ্বা বারাহীতন্ত্রে (২)।—ষড়ঙ্গং বিন্যস্য দেবীমাবাহ্য বিন্দুচক্রে অণিমাং দ্বিতীয়ে কামকলাং তৃতীয়ে ব্রাহ্মীং চতুর্থে সুন্দরীং পঞ্চমে আকর্ষিণীং ষষ্ঠে কামেশ্বরীং বসুদলে ভেরুণ্ডাং ষোড়শদলে কুলেশ্বরীং সংপূজ্য দেব্যৈ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা মন্ত্রং জপেদিতি ॥ ৬ ॥ ইতি শ্রীবিদ্যায়াঃ সংক্ষেপার্চ্চা।

অথ নৈমিত্তিকবিধিঃ। তত্র গৌতমীয়ে।—নারদ উবাচ। কর্ম্মান্তরমথো বক্ষ্যে শৃণুষ্বাবহিতো মুনে। যৎ কৃত্বা মন্দভাগ্যোঽপি লভেন্মন্ত্রফলানি বৈ ॥ প্রণবদ্বয়মধ্যস্থং জপেদযুতসংখ্যয়া। ত্রিরাত্রজপমাত্রেণ বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥ ব্যাখ্যাতা, সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বেদানামপি জায়তে। রবিবারেঽশ্বত্থমূলে জপেদষ্টোত্তরং শতম্। ভূয়ো ভূয়ো ভবেচ্ছান্তিজীবেদষ্টোত্তরং শতম ॥৭॥ তস্য শান্তির্ভবেন্নূনং যমুদ্দিশ্য কৃতা ক্রিয়া। অংশুকৈরর্চ্চয়েৎ

চক্রমধ্যে দেবীকে আবাহন করিয়া সংক্ষেপে পূজা করিবে। ৫। অথবা বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে বলিয়াছেন,—সুরেশ্বরি! শ্রীবিদ্যার সংক্ষেপপূজা বলিতেছি। এই পূজা জানিতে পারিলেই মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয়, অগ্রে ত্রিপুরা প্রথমা, ত্রিপুরেশ্বরী দ্বিতীয়া, চক্ররাজে ত্রিপুরসুন্দরী তৃতীয়া, ত্রিপুরবাসিনী চতুর্থী, পঞ্চমে ত্রিপুরাশ্রী, ষষ্ঠে ত্রিপুরমালিনী, সপ্তমে ত্রিপুরাসিদ্ধা, অষ্টমে ত্রিপুরাম্বিকা, মধ্যে মহাত্রিপুরসুন্দরী। অথবা বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন, ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া দেবীর আবাহন করিবে, পরে বিন্দুচক্রে অণিমা, দ্বিতীয়ে কামকলা, তৃতীয়ে ব্রাহ্মী, চতুর্থে সুন্দরী, পঞ্চমে আকর্ষিণী, ষষ্ঠে কামেশ্বরী, অষ্টম দলে ভেরুণ্ডা এবং ষোড়শদলে কুলেশ্বরীর পূজা করিয়া মূল দেবতাকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মন্ত্র জপ করিবে। ৬। শ্রীবিদ্যার সংক্ষেপপূজা সমাপ্ত।

অনন্তর নৈমিত্তিক-বিধান বলা যাইতেছে। গৌতমীয়তন্ত্রে নারদ বলিয়াছেন, মুনে! এক্ষণে অন্যকর্ম্ম বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর; এই কার্য্য করিলে হতভাগ্য ব্যক্তিও মন্ত্রফল লাভ করিতে পারে। কৃষ্ণমন্ত্র প্রণব-পুটিত করিয়া প্রতিদিন দশ হাজার করিয়া জপ করিলে তিন দিনের জপে বৃহস্পতির ন্যায় বেদাদিশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা হইতে পারে। রবিবারে অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে বসিয়া কিছুদিন একশত আটবার করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিলে সকল বিপদের শান্তি ও একশত আট বৎসর পরমায়ুলাভ হয়। যাহার উদ্দেশে এই কার্য্য করা হয়, তাহার ও

---

(১) ত্রিপুরসুন্দরী ইতি (খ ট)। (২) তন্ত্রকৌমুদ্যামিতি (গ) পাঠঃ মন্ত্রকৌমুদ্যামিতি (খ) পাঠঃ

কৃষ্ণং মাসমাত্রন্তু নির্ম্মলৈঃ। মুচ্যতে মলিনৈঃ (১) কৃচ্ছ্রৈঃ পাপৈর্ঘোরতরৈরপি ॥৮॥ পট্টবস্ত্রৈর্যজেত্তু ভক্ত্যা সম্পত্তিমতুলাং লভেৎ। বিদ্রুমৈঃ পূজয়েৎ কৃষ্ণং ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥৯॥ মাণিক্যৈঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা সার্ব্বভৌমসমো ভবেৎ। পদ্মরাগৈর্যজেৎ কৃষ্ণং রাজা ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১০ ॥ ক্ষত্রিয়ঃ সার্ব্বভৌমঃ স্যাৎ সাধয়েৎ সকলাং মহীম্। গারুত্মতময়ৈ রত্নৈঃ পূজয়ন্ জ্ঞানবান্ ভবেৎ ॥ ১১ ॥ অপি হীরকরত্নেন পূজয়ন্ কিং ন সাধয়েৎ। সুবর্ণপুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্য মাসং ভক্তিপরায়ণঃ। কুবেরসমসম্পত্তিং সংপ্রাপ্য মোদতে চিরম্। দেহান্তে হরিতাং প্রাপ্য নির্ব্বাণপদমৃচ্ছতি ॥ ১২ ॥ রবিবারে সরসিজৈঃ কহ্লারৈঃ সোমবারকে। মঙ্গলে রক্তপদ্মৈশ্চ বুধে তগরসম্ভবৈঃ ॥ ১৩ ॥ চম্পকৈগুরুবারে চ শুক্রে কুন্দসমুদ্ভবৈঃ। শনিবারে শমীপুষ্পৈঃ পূজয়েদ্ভক্তিতো যতিঃ ॥ ১৪ ॥ রবিবারে ঘৃতাক্তন্তু পয়োভক্তং (২) নিবেদয়েৎ। সোমবারে পিষ্টকাদি সিতয়া সহ যোজয়েৎ ॥ মঙ্গলে গুড়সংমিশ্রমন্নং বহুগুণান্বিতম্। বুধবারে যাবকন্তু গুরৌ সূপসমুদ্ভবৈঃ ॥ ১৫ ॥ শুদ্ধান্নং শুক্রবারে তু শনৌ সঘৃতপায়সম্। বৈশাখে মাসি বিধিবত্তর্পয়েদ্ধিমবজ্জলৈঃ ॥ ১৬ ॥ জ্যৈষ্ঠে মাসি প্রযত্নেন ফলৈঃ সংপূজয়েদ্ধরিম্। আষাঢ়ে মাসি বিধিবৎ পবিত্রৈঃ (৩)

নিশ্চিত সমস্ত দোষের শান্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি একমাস প্রতিদিন নির্ম্মল বস্ত্রদ্বারা কৃষ্ণের পূজা করে সে মালিন্য কষ্ট ও ঘোরতর পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৭-৮। যে ব্যক্তি পট্টবস্ত্রদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণের পূজা করে, সে অতুল সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। প্রবালদ্বারা কৃষ্ণের পূজা করিলে ত্রৈলোক্য বশীভূত করা যায়। ৯। মাণিক্যদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণের পূজা করিলে মানব সমগ্র পৃথিবীর রাজার তুল্য হইতে পারে। পদ্মরাগদ্বারা কৃষ্ণের পূজা করিলে নিশ্চয়ই রাজা হইতে পারে। ১০। ক্ষত্রিয় এইরূপে পূজা করিলে সম্রাট্ হইয়া সমগ্র পৃথিবী আয়ত্ত করিতে পারে। গারুত্মমণিদ্বারা পূজা করিলে সাধক জ্ঞানবান্ হইতে পারে। ১১। হীরকদ্বারা পূজা কোন্ কার্য্য না সাধন করিতে পারে? যদি সাধক ভক্তিপরায়ণ হইয়া একমাসকাল সুবর্ণপুষ্পদ্বারা পূজা করেন, তাহা হইলে তিনি কুবেরের ন্যায় অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়া চিরকাল আনন্দভোগ করিয়া থাকেন এবং মৃত্যুর পর বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন। ১২। (সাধক) রবিবারে পদ্মদ্বারা, সোমবারে কহ্লারদ্বারা, মঙ্গলবারে রক্তপদ্মদ্বারা, বুধবারে তগরপুষ্পদ্বারা, বৃহস্পতিবারে চম্পকপুষ্পদ্বারা, শুক্রবারে কুন্দপুষ্পদ্বারা এবং শনিবারে শমীপুষ্পদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণের পূজা করিবে এবং রবিবারে ঘৃতযুক্তপায়সান্ন, সোমবারে সর্করাসহ পিষ্টকাদি. মঙ্গলবারে গুড়মিশ্রিত উত্তম অন্ন, বুধবারে, যাবক, বৃহস্পতিবারে সূপ, শুক্রবারে শুদ্ধান্ন, শনিবারে সঘৃতপায়স প্রদান করিবেন এবং বৈশাখমাসে

---

(১) সকলৈরিতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) ঘৃতান্নন্তু পয়োহভাক্তমিতি (ক) (গ) পাঠঃ।

(৩) পবিত্রৈঃ দ্রব্যৈঃ (খ টি)।

পূজয়েদ্ধরিম্ ॥ ১৭॥ এতৈকৈকং স্বর্ণসূত্রাণি গ্রন্থিযুক্তানি কারয়েৎ। অথবা পট্টসূত্রাণি পদ্মসূত্রাণি বা পুনঃ। পূজান্তে দেবরাজায় মহিষীভ্যো নিবেদয়েৎ ॥ ১৮ ॥ মিথুনেভ্যস্তদা দত্বা মহান্তমুৎসবং চরেৎ। তোষয়েদ্ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ ব্রাহ্মণান্ সংশিতব্রতান্। এবং সংবৎসরং মন্ত্রী কৃত্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥ নচেদ্ বর্ষকৃতা পূজা বাস্তোর্ভক্ষ্যায় কল্পতে। শ্রাবণে মাসি কৃষ্ণং তং পূজয়েৎ কেতকোদ্ভবৈঃ ॥ ২০ ॥ চন্দ্র-(১) চন্দনকস্তূরীকুঙ্কুমাদি-সুবাসিতৈঃ। এলালবঙ্গকক্কোলফলানি বহুধার্পয়েৎ ॥ ২১ ॥ ভাদ্রে মাসি যজেদ্বিষ্ণুং ভক্ষ্যৈর্বহুগুণান্বিতৈঃ। ইষে মাসি যজেদ্ভক্ত্যা ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈঃ সুবিস্তরৈঃ ॥ ২২ ॥ কার্পাসনির্ম্মিতৈর্বস্ত্রৈর্নানাভরণসংযুতৈঃ। তুলাস্থে ভাস্করে কৃষ্ণং পূজয়েন্মাসমাত্রকম্ ॥ ২৩ ॥ রাত্রৌ প্রদীপৈর্হোমৈশ্চ দুগ্ধপিষ্টাদিসংযুতৈঃ। ঘৃতদীপমবিচ্ছিন্নং দদ্যান্মাসং মহোজ্জ্বলম্ ॥ ২৪ ॥ একাদশ্যামুপবসেদ্ দ্বাদশ্যাং পারণাদিনে। শুক্লায়াং বিষ্ণুমভ্যর্চ্চ্য বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ। অস্যাং তিথৌ তু মতিমান্ বার্ষিকোৎসবমাচরেৎ ॥ ২৫ ॥ ভোজ্যানি বহুভক্ষ্যাণি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ। এবং কৃতে দেবতাস্তু তুষ্ট্যা চেষ্টং প্রযচ্ছতি ॥

শীতল জলদ্বারা যথাবিধি বিষ্ণুর তর্পণ করিবেন, জ্যৈষ্ঠমাসে অতিযত্নপূর্ব্বক ফলদ্বারা হরির পূজা করিবেন, আষাঢ়মাসে পবিত্রবস্তুদ্বারা যথাবিধানে হরির পূজা করিবেন। স্বর্ণসূত্র পট্টসূত্র অথবা পদ্মসূত্র লইয়া গ্রন্থিযুক্ত করিয়া পূজার অন্তে দেবরাজ ও তদীয় মহিষীদিগকে নিবেদন করিয়া দিবেন। ১৩—১৮। দম্পতিদিগকে তৎকালে দান করিয়া মহোৎসব করিবে। এই সময়ে ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে বহুবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। সাধক এইরূপে একবৎসরকাল পূজা করিলে অভীষ্টলাভ করিতে পারে। ১৯। এইরূপে পূজা না করিলে সংবৎসরের পূজার ফল বাস্তর ভক্ষ্য হইয়া থাকে। শ্রাবণমাসে কেতকী পুষ্পদ্বারা কৃষ্ণের পূজা করিবে। পূজাকালে কর্পূর চন্দন, কস্তূরী, কুঙ্কুম, প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যদ্বারা সুবাসিত এলা, লবঙ্গ, ও কক্কোল ফল প্রদান করিবে। ২০।২১। ভাদ্রমাসে উত্তম উত্তম ভক্ষ্যদ্রব্যদ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে। আশ্বিন-মাসে প্রচুর ভক্ষ্যদ্বারা, কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রদ্বারা ও বহুবিধ অলঙ্কারদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণের পূজা করিবে। কার্ত্তিকমাসে প্রতিদিন দুগ্ধ ও পিষ্টক প্রভৃতি পূজাকালে প্রদান করিয়া হোম করিবে ও রাত্রিকালে দীপদান করিবে। এইমাসে প্রত্যহ সর্ব্বদা মহোজ্জ্বল ঘৃতপ্রদীপ বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া জ্বালিয়া রাখিবে। ২২-২৪। একাদশীতে উপবাস করিবে শুক্লাদ্বাদশীতিথিতে পারণ দিনে বস্ত্র-অলঙ্কার প্রভৃতিদ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিয়া বার্ষিক উৎসব করিবে। ২৫। ব্রাহ্মণগণকে বহুবিধ ভক্ষ্য প্রদান করিবে। এই প্রকার পূজা করিলে দেবতা তুষ্ট হইয়া অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। ২৬। এই পূজার ফলে যেস্থান হইতে আর ফিরিতে হয় না, এমন উত্তম অক্ষয় পুণ্যময় স্থান

---

(১) চন্দ্রঃ কর্পূরম্ (খ টি)।

২৬॥ সন্তং লোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্। মার্গশীর্ষে যজেদ্দেবং নবান্নৈর্ব্ব্যঞ্জনৈঃ শুভৈঃ। নারিকেলফলক্ষোদং মিশ্রিতং গুড়জীরকৈঃ। সুপক্কং দেবরাজায় ভক্ত্যা তস্মৈ নিবেদয়েৎ॥ ২৭॥ পৌষে মাসি চ মাসং বৈ ঘৃতৈঃ পূপৈঃ প্রপূজয়েৎ। গ্রহদোষং বিজিত্যাশু ভূয়ান্নৃপতিসন্নিভঃ॥ ২৮॥ মাঘে মাসি যজেৎ কৃষ্ণমক্ষতৈঃ (১) সগুড়ৈঃ সিতৈঃ। দুগ্ধান্নং শর্করাযুক্তং মিষ্টান্নঞ্চ নিবেদয়েৎ॥ ২৯॥ অস্মিন্ মাসি শুভদিনে বস্ত্রেণাচ্ছাদয়েদ্বিভুম্। ফাল্গুনে দেবকীপুত্রং পূজয়েৎ স্বর্ণপঙ্কজৈঃ (২)। সুগন্ধিকুসুমৈর্ধূপৈর্দীপৈস্তত্র (৩) সুবিস্তরৈঃ॥ ৩০॥ চৈত্রে মাসি বাসুদেবং সর্ব্বপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ। পৌর্ণমাস্যাং যজেদ্ভক্ত্যা দমনৈশ্চ সগুচ্ছকৈঃ। অস্মিন্ দিনে রতিং কামং পূজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ। নচেৎ সাম্বৎসরী পূজা বিফলা তস্য জায়তে॥ ৩১॥ ভস্মীভূতং স্মরং দৃষ্ট্বা রুদিতা সা রতিঃ সতী। তাং দৃষ্ট্বা কৃপয়াবিষ্টো বরং দাতুং শিবঃ স্বয়ম্॥ ৩২॥ প্রত্যুবাচ রতিং তেঽয়ং সুভগত্বমবাপ্নুয়াৎ। সুন্দরঃ সর্ব্বলোকেষু ক্রীড়ার্থং ব্রজ সুন্দরি॥ ৩৩॥ ততোঽভূৎ ক্রন্দনজলাৎ পুষ্পং দমনকং শুভম্। তেন পূজনমাত্রেণ সম্বৎসরফলং লভেৎ॥ ৩৪॥

লাভ করেন। অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন ও উত্তম ব্যঞ্জন দ্বারা কৃষ্ণের পূজা করিবে। এই সময়ে নারিকেল কোরা গুড় ও জীরকের সহিত মিশাইয়া অগ্নিতে পাক করত নাড়ু প্রস্তুত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিবে। ২৭।

পৌষ মাসে এক মাসকাল প্রত্যহ ঘৃত ও পিষ্টকদ্বারা পূজা করিবে। ইহাতে অবিলম্বে সমস্ত গ্রহদোষ হইতে মুক্ত হইয়া রাজার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিবে। ২৮। মাঘ মাসে গুড়মিশ্রিত শুক্ল তণ্ডুল দ্বারা কৃষ্ণের পূজা করিবে। এই সময়ে শর্করাযুক্ত দুগ্ধপক্ক অন্ন ও মিষ্টান্ন নিবেদন করিবে। ২৯। এই মাসে শুভদিনে বস্ত্র দ্বারা প্রভুকে আচ্ছাদন করিবে। ফাল্গুন মাসে সুবর্ণপদ্ম, প্রচুর সুগন্ধি পুষ্প, ধূপ ও দীপ দ্বারা দেবকীপুত্রের পূজা করিবে। ৩০। চৈত্রমাসে সর্ব্ববিধ পুষ্পদ্বারা বাসুদেবের পূজা করিবে। এই মাসে পূর্ণিমা-দিনে দমনপুষ্পের গুচ্ছ দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। এই দিনে ভক্তিভাবে রতি ও কামের পূজা করিতে হইবে, নচেৎ সংবৎসরের পূজা বৃথা হইয়া যাইবে। ৩১। মদন শিবের নেত্রানলে ভস্ম হইতেছেন দেখিয়া পতিব্রতা রতি রোদন করিতে থাকেন, তাহা দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া শিব তাঁহাকে বর দিবার জন্য বলেন,—সুন্দরি! তোমার স্বামী সকল লোকের মধ্যে বিখ্যাত সুন্দর ও সৌভাগ্যশালী হইয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিবেন; তুমি এক্ষণে গমন কর; সেই অশ্রুজলে যে দমনক নামে সুন্দর পুষ্প উৎপন্ন হইল, এই পুষ্পে

---

(১) অপূপৈরিতি (খ) পাঠঃ পিষ্টকৈরিতি তদর্থঃ। (২) স্বর্ণচম্পকৈরিতি (খ) পাঠঃ স্বর্ণপুষ্পকৈরিতি (ক) (গ) পাঠঃ। (৩) চুতসৌগন্ধিকুসুমৈর্ধূপদীপৈঃ সুবিস্তরৈরিতি (খ) (গ) পাঠঃ।

হোমযেল্লক্ষমাত্রং যঃ পিষ্টকৈর্ঘৃতভর্জ্জিতৈঃ। তাবৎসংখ্যং মনুং জপ্ত্বা কৃষ্ণং পশ্যতি মন্ত্রবিৎ ॥ ৩৫ ॥ ইতি তে কথিতং সম্যক্ পূজনং বার্ষিকোত্তমম্। কৃষ্ণানেন বিধানেন কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ৩৬ ॥

অথ শ্রীবিদ্যাপূজনম্। জ্ঞানার্ণবে।—অথ বক্ষ্যে মহেশানি শ্রীবিদ্যাপূজনং মহৎ। ব্রহ্মহত্যাদিদোষাণাং প্রায়শ্চিত্তমনুত্তমম্ (১) ॥ ১ ॥ ব্রহ্মপত্রৈ-(২) র্ম্মহেশানি পূজয়েৎ ক্রমমুত্তমম্। সমস্তরশ্মিসহিতং নিত্যাম্নায়-পুরস্কৃতম (৩) ॥ ২ ॥ কুলাচারক্রমাদ্দেবি কর্পূরক্ষোদমণ্ডিতম্। মাসমাত্রেণ দেবেশি মহাপাতককোটয়ঃ। জন্মান্তরকৃতা সর্ব্বা নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥ লক্ষ্মীস্তস্য গৃহে বশ্যা সুস্থিরা সুরবন্দিতে। জবাপুষ্পৈর্ম্মহেশানি পূজয়েৎ পূর্ব্ববচ্ছিবাম্ ॥ ৪ ॥ মাসমাত্রং ক্রমেণৈব তেনৈব পরমেশ্বরীম্। ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি পূর্ব্বজন্মকৃতানি চ। নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো ধনবান্ জায়তে বুধঃ ॥ ৫ ॥ কেতক্যাস্তরুণৈঃ পুষ্পৈঃ পূজয়েৎ পূর্ব্ববৎ প্রিয়ে (৪)। উপপাতকসংঘাংশ্চ মাসমাত্রেণ নাশয়েৎ। সৌভাগ্যমতুলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥ শতপত্রৈর্ম্মনোরম্যৈঃ

পূজা করিলে সংবৎসর বিষ্ণুপূজার ফল পাইবে। ৩২—৩৪। যে ব্যক্তি লক্ষবার মন্ত্র জপ করিয়া ঘৃত-ভর্জ্জিত পিষ্টক দ্বারা এক লক্ষ হোম করিবেন, তিনি কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন। ৩৫। এই আমি তোমার নিকট বার্ষিক পূজার বিবরণ বলিলাম, এই নিয়মে পূজা করিলে ভূতলে কোন্ বিষয় সিদ্ধ না হইবে? । ৩৬।

অনন্তর শ্রীবিদ্যার পূজা।—জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন, মহেশ্বরি! এক্ষণে অতি মহৎ কার্য্য শ্রীবিদ্যার পূজা বলিব। এই শ্রীবিদ্যার পূজা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি অতি গুরুতর পাপের অত্যুত্তম প্রায়শ্চিত্ত, অক্ষয় চতুর্ব্বেদে যাহা প্রশংসিত,—নিখিল রশ্মি অর্থাৎ আবরণদেবতাবৃন্দের সহিত এই শ্রীবিদ্যার পূজা পলাশপত্র দ্বারা বিহিত হইয়াছে,—ইহাই এই পূজার উত্তম ক্রম। ২। হে দেবেশি! কুলাচারক্রমে কর্পূরচূর্ণ-মিশ্রিত উপচারে একমাস মাত্র এই শ্রীবিদ্যার পূজায় জন্মান্তরসঞ্চিত কোটি কোটি মহাপাতক একেবারে নির্ম্মূলিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। ৩। হে দেববন্দিতে! এইরূপে এই দেবীর পূজা করিলে লক্ষ্মী বশীভূতা হইয়া পূজকের গৃহে সুস্থিরা হইয়া থাকেন, হে মহেশ্বরি! পূর্ব্বোক্ত বিধানে একমাসকাল জবাপুষ্প দ্বারা পরমেশ্বরী শিবাকে পূজা করিলে পূর্ব্বজন্মকৃত ব্রহ্মহত্যাদি পাতকও দূরীকৃত করিতে পারে, অধিকন্তু ধনবান্ হইতে পারে সন্দেহ নাই। ৪। ৫। প্রিয়ে! যিনি পূর্ব্বের ন্যায় বিধানে একমাস মাত্র নবপ্রস্ফুটিত কেতকী পুষ্প দ্বারা শ্রীবিদ্যার পূজা করেন, তিনি উপ-

---

(১) পুরশ্চরণমুত্তমমিতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ। (২) পলাশপত্রৈঃ (খ ট)।

(৩) আবরণদেবতাসহিতং চতুর্ব্বেদেন পুরস্কৃতম্ (খ ট)।

(৪) পত্রৈঃ পুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ প্রিয়ে (গ) পাঠঃ।

পূজয়েন্মাসমাত্রকম্। পূর্ব্ববৎ পরমেশানি সর্ব্বং পাপং প্রণাশয়েৎ ॥ ৭ ॥ চম্পকৈঃ সুমনোরম্যৈঃ পূর্ব্ববৎ পূজয়েচ্ছিবাম্। মাসমাত্রেণ হন্ত্যেব পাতকং শতজন্মজম্। সৌভাগ্যবান্ ভবেন্মন্ত্রী ত্রিপুরায়াঃ প্রসাদতঃ ॥ ৮ ॥ শ্বেতপদ্মৈ-(১) র্ম্মহাদেবি মহদ্ভিঃ পূজয়েৎ পরাম্। পূর্ব্বজং নাশয়েৎ পাপং বিংশজন্মকৃতং প্রিয়ে। মাসমাত্রেণ সকলং মোক্ষস্তস্য করে স্থিতঃ ॥৯॥ বন্ধূককুসুমৈর্দ্দেবি মাসমাত্রং প্রপূজয়েৎ। ত্রৈলোক্যং বশগং তস্য পূর্ব্বপাপং দহেন্নরঃ ॥ ১০ ॥ বিল্বপত্রৈশ্চ লাজৈশ্চ সদৈব পরিপূজয়েৎ। পূর্ব্ববৎ পরমেশানি মাসমাত্রং প্রসন্নধীঃ। সমৃদ্ধিমান্ ভবেৎ সোঽপি সর্ব্বপাপহরঃ সদা ॥ ১১ ॥ মল্লিকামালতীজাতি কুন্দৈশ্চ শতপত্রকৈঃ। শ্বেতোৎপলসমূথৈশ্চ পূজয়েন্মাসমাত্রকম্ ॥ ১২ ॥ কুলাচারক্রমেণৈব পাতকং শতজন্মজম্। ব্রহ্মহত্যাদিজনিতং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ। মুক্তিস্তস্য করে দেবি বাচা জীবসমো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ অগস্ত্য-(১) বাণ-বন্ধূকজবারক্তোৎপলৈঃ প্রিয়ে। পূর্ব্বক্রমেণ সংপূজ্য মাসমেকং প্রসন্নধীঃ। পাতকং নাশয়েন্মন্ত্রী সাক্ষাৎ কামসমো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥ চম্পকৈঃ পাটলৈর্দ্দেবি বকুলৈর্নাগকেশরৈঃ

পাতকসমূহ নাশ করিতে পারিবেন। অধিকন্তু তাঁহার অতুল সৌভাগ্য হইবে, সন্দেহ নাই। ৬। হে পরমেশ্বরি! পূর্ব্ববিধানে একমাস মাত্র মনোরম পদ্ম দ্বারা পূজা করিলে সকল পাপ নষ্ট করা যায়। ৭। যিনি পূর্ব্ববৎ নিয়মানুসারে একমাস মাত্র সুরম্য চম্পকপুষ্পদ্বারা শিবার পূজা করেন, তিনি শতজন্মার্জ্জিত পাতক ক্ষয় করিতে পারেন। ত্রিপুরা দেবীর প্রসাদে তিনি সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন। ৮। হে মহাদেবি! যিনি উত্তম শ্বেতপদ্ম দ্বারা একমাস মাত্র ঐ পরা দেবতার পূজা করেন, প্রিয়ে! তিনি কুড়িজন্মের পাপ ক্ষয় করিতে পারেন; অধিকন্তু মুক্তি তাঁহার করতলগত হইয়া থাকে। ৯। হে দেবি! যিনি একমাস মাত্র বন্ধূক-কুসুম দ্বারা ঐ দেবীর পূজা করেন, তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ ভস্মীভূত হয় এবং সমস্ত ত্রিভুবন তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকে। ১০। পরমেশ্বরি! যিনি একমাসমাত্র পূর্ব্বোক্ত বিধানে নির্ম্মল-হৃদয়ে বিল্বপত্র ও লাজ দ্বারা সর্ব্বদা ত্রিপুরা দেবীর পূজা করেন, তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া সর্ব্বদা সমৃদ্ধিশালী হইতে পারেন। ১১। যিনি কুলাচারক্রমে একমাসমাত্র মল্লিকা, মালতী, জাতী, কুন্দ, পদ্ম ও শ্বেতোৎপল-বীজদ্বারা ত্রিপুরার পূজা করেন, তাঁহার শতজন্মার্জ্জিত ব্রহ্মহত্যাপ্রভৃতিজনিত সমস্ত পাপ দূর হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবি! তিনি বৃহস্পতির ন্যায় বক্তা হন এবং মুক্তি তাঁহার করস্থ হইয়া থাকে। ১২। ১৩। প্রিয়ে! যে ব্যক্তিই বকপুষ্প, বাণপুষ্প, বন্ধুকপুষ্প, জবাপুষ্প ও রক্তোৎপলদ্বারা পূর্ব্বক্রমে একমাসকাল প্রসন্নমনে দেবীর পূজা করে তাহার পাতক নাশ হয় এবং সে সাক্ষাৎ কামতুল্য হইতে পারে। ১৪। দেবি! যে ব্যক্তি পূর্ব্বক্রমে

---

(১) শ্বেতপুষ্পৈরিতি (গ) পাঠঃ। (২) বকপুষ্পম্।

কহ্লারৈঃ সিন্ধুবারৈশ্চ পূজয়েৎ পূর্ব্ববৎ ক্রমাৎ ॥ ১৫ ॥ সৌভাগ্যমতুলং তস্য মাসমাত্রেণ জায়তে। পাপং বিনাশয়েদ্দেবি যদি জন্মসহস্রজম্ ॥ ১৬ ॥ রবিবারেঽরুণাম্ভোজৈঃ কুমুদৈঃ সোমবারকে। ভৌমে রক্তোৎপলৈঃ সৌম্যবারে তগরসম্ভবৈঃ। গুরুবারে চ কহ্লারৈঃ শুক্রবারে সিতাম্বুজৈঃ। উৎপলৈঃ শনিবারে চ পূজয়েদব্দমাদরাৎ। নিবেদয়েৎ ক্রমোক্তেষু রবিবারাদিসপ্তসু। পায়সং দুগ্ধকদলী নবনীতং সিতা ঘৃতম্। এবমব্দং সমারাধ্য দেবীং গন্ধাদিভিঃ ক্রমাৎ। গ্রহপীড়াং বিজিত্যাশু স সুখানি সমশ্নুতে ॥ ১৭ ॥ তারাকাল্যো (১) র্মৎস্যসূক্তে।—অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পূজয়েচ্চ প্রযত্নতঃ। যদ্ যৎ প্রার্থয়তে মন্ত্রী তত্তদাপ্নোতি নিত্যশঃ। লভতে মঞ্জুলাং বাণীং কৃষ্ণাষ্টম্যাং সদা যজেৎ ॥ ১৮ ॥ অত্র নিত্যার্চ্চনানন্তরং নৈমিত্তিকং কার্য্যম্। যত্র কালনিয়মো ন দৃশ্যতে তত্র মাসার্দ্ধং মাসং তদ্দ্বিগুণং বা নৈমিত্তিকানুষ্ঠানং কর্ত্তব্যমিতি। তথোক্তং রুদ্রযামলে।—মাসার্দ্ধমথবা মাসং দ্বিগুণং ত্রিগুণং তথা (২) যাবৎফলাপ্তিমান্ যোগী তাবদেবং সমাচরেৎ ॥ ১৯ ॥ অন্যত্রাপি।—নৈমিত্তিকে তথা কাম্যে ফলাপ্তির্ম্মণ্ডলাবধিঃ। নচেৎ তদ্দ্বিগুণং কুর্য্যাদ্ যথা স্যাৎ ফলভাক্ সুধীঃ। অষ্টম্যাং পূজনং দেব্যাঃ সর্ব্বকামফলপ্রদম্।

চম্পক, পাটল, বকুল নাগকেশর, কহ্লার ও সিন্ধুবার পুষ্পদ্বারা ত্রিপুরসুন্দরীর পূজা করে একমাসেই সে অতুল সৌভাগ্যশালী হইয়া সহস্রজন্মার্জ্জিত পাপ-রাশি নাশ করিতে পারে। ১৫। ১৬। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল ভক্তিপূর্ব্বক রবিবারে রক্তপদ্ম, সোমবারে কুমুদ, মঙ্গলবারে রক্তোৎপল, বুধবারে তগরপুষ্প, বৃহস্পতিবারে কহ্লার, শুক্রবারে শ্বেতপদ্ম ও শনিবারে উৎপলদ্বারা ত্রিপুরসুন্দরীর পূজা করে এবং একবৎসরকাল প্রতিদিন গন্ধাদিদ্বারা পূজা করিয়া রবিবারে পায়স, সোমবারে দুগ্ধ, মঙ্গলবারে কদলী, বুধবারে নবনীত, বৃহস্পতিবারে শর্করা,শুক্রবারে ঘৃত এবং শনিবারে ঐ ছয়টি দ্রব্য নিবেদন করিবে সে গ্রহপীড়া হইতে শীঘ্র মুক্ত হইয়া প্রচুর সুখ প্রাপ্ত হয়। ১৭। তারা ও কালীর পূজা-বিষয়ে মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন।—সাধক অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশীতিথিতে প্রযত্নসহকারে কালী বা তারার পূজা করিয়া যে যে বস্তু প্রার্থনা করিবে সর্ব্বদা তাহা প্রাপ্ত হইবে; কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে নিয়মিতভাবে কালী ও তারার পূজা করিলে মনোহর বাক্‌শক্তিলাভ করা যায়। এস্থলে নিত্য-পূজার পর নৈমিত্তিককার্য্য করিবে যেস্থলে নৈমিত্তিককার্য্যের কোন কাল-বিশেষ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, সেস্থলে এক পক্ষ একমাস কিংবা তাহার দ্বিগুণ দুইমাস কাল নৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে,রুদ্রযামলে তাহাই বলিয়াছে,—একপক্ষ, একমাস, দুইমাস তিনমাস অথবা যেপর্য্যন্ত ফল প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত যোগী নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ১৮—১৯। অন্যত্রও বলিয়াছেন যে, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মে মণ্ডল অর্থাৎ উনপঞ্চাশৎ দিন পর্য্যন্ত পূজায় ফললাভ

---

(১) অথ নক্ষত্রবিদ্যায়াঃ ইতি (খ) পাঠঃ। (২) দ্বিগুণং বা তথাচরেৎ ইতি (গ) পাঠঃ।

রম্ভাজাতী-(১) বীজপূরং সুগন্ধিপরিমিশ্রিতম্। মিশ্রীকৃত্য বলিং দদ্যাদষ্টম্যাঞ্চ বিশেষতঃ। স্বর্ণমালাং মহাদেব্যৈ দদ্যাদ্ গন্ধৈ (২) র্বিশেষতঃ। ফলং ক্ষীরং তথা দদ্যাদধিকং (৩) শর্করান্বিতম্। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সম্পত্ত্যৈ পূজয়েচ্ছিবাম্। ফলঞ্চাক্ষয্য-(৪) সিদ্ধ্যর্থং দদ্যাদ্দেব্যৈ প্রযত্নতঃ॥ ২০॥ তথা নীলতন্ত্রে।—অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পূজয়েচ্চ যথাবিধি। আত্মাসিদ্ধিমবাপ্নোতি জবাপুষ্পঞ্চ বর্ব্বরাম্ (৫)। চন্দনঞ্চার্ককুসুমং দদ্যাৎ শ্বেতাপরাজিতাম্। যস্ত সংপূজয়েদ্ দুর্গাং মহাষ্টম্যাং বিশেষতঃ। স ত্রিজন্মার্জ্জিতং (৬) পাপং তৎক্ষণাদেব নাশয়েৎ। দুর্গাং তারিণীমিতি প্রকরণানুকূলত্বাৎ॥ ২১॥

অথ প্রয়োগবিধিঃ।—সর্ব্বপ্রয়োগে অযুতজপঃ। তথা চ সারদায়াম্।—অযুতং হোমসংখ্যা স্যাজ্জপস্তাবান্ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২২॥ তত্রাদৌ ভুবনেশ্বরী-প্রয়োগঃ। তদ্—

হইবে। তাহা না হইলে যাহাতে ফল-ভাজন হইতে পারা যায়, তাহার জন্য দ্বিগুণ সময় পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে। অষ্টমী তিথিতে তারা বা কালীর পূজা করিলে সকল কামনা পূর্ণ হয়। কদলীপুষ্প, জাতিপুষ্প, ও দাড়িম্বপুষ্প এই সমস্ত সুগন্ধিদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া অষ্টমী তিথিতে বলি প্রদান করিবে। বিশেষতঃ এই দিবস গন্ধযুক্ত করিয়া সুবর্ণমালা মহাদেবীকে প্রদান করিবে। এই দিনে প্রচুর পরিমাণে ফল ও ক্ষীর শর্করাযুক্ত করিয়া প্রদান করিবে। সম্পত্তিলাভের নিমিত্ত সকল প্রকার চেষ্টায় দেবীর পূজা করিবে। এই পূজার অক্ষয়তা-সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক দেবীকে কর্ম্মফল প্রদান করিবে। নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে যে ব্যক্তি যথাবিধানে কালী ও তারার পূজা করিবে এবং ঐ পূজার সময় যদি সে জবাপুষ্প, বর্ব্বরা (বাবুইতুলসী) চন্দন, আকন্দপুষ্প ও শ্বেত অপরাজিতা প্রদান করিতে পারে তাহা হইলে আত্মাসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি মহাষ্টমীদিনে বিশেষরূপে দুর্গার পূজা করিবে, তাঁহার তিনজন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইবে। কালী-তারা প্রকরণে এই বচন উল্লিখিত হওয়ায় এ স্থলে দুর্গাশব্দের অর্থ 'তারিণী' বুঝিতে হইবে। ২০। ২১।

অতঃপর সকল দেবতার প্রয়োগবিধি বলা হইতেছে। সকল দেবতার পূজাস্থলে দশহাজার মন্ত্র জপের ব্যবস্থা। সারদাতিলকে তাহাই বলিয়াছেন, সকল প্রয়োগেই সাধারণতঃ দশ হাজার জপ ও দশহাজার হোম করিতে হইবে। ২। তন্মধ্যে প্রথমে

---

(১) রম্ভাপুষ্পমিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(২) গন্ধমিতি (খ) পাঠঃ। (৩) দদ্যাদ্ দধিকমিতি (খ) পাঠঃ।

(৪) ক্ষয়রহিতমিতি (খ টি)। (৫) বাবুই তুলসী ইতি (ক টি)।

(৬) ত্রিংশজ্জন্মার্জ্জিতমিতি (খ) পাঠঃ।

যথা,—মন্ত্রী ত্রিমধুরোপেতৈ-র্হুত্বাশ্বত্থসমিদ্বরৈঃ। ব্রাহ্মণান্ বশয়েচ্ছীঘ্রং পার্থিবান্ পদ্মহোমতঃ ॥ ২৩ ॥ পলাশপুষ্পৈস্তৎপত্নী-(১)র্মন্ত্রিণঃ কুমুদৈরপি। পঞ্চবিংশতিসংজপ্তৈর্জ্জলৈঃ স্নানং দিনে দিনে ॥ ২৪ ॥ আত্মানমভিষিঞ্চেদ্ যঃ সর্ব্বসৌভাগ্যবান্ ভবেৎ। পঞ্চবিংশতিসংজপ্তং জলং প্রাতঃ পিবেন্নরঃ। অবাপ্য মহতীং প্রজ্ঞাং কবীনামগ্রণীর্ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ তথা,—হুত্বা পলাশকুসুমৈর্ব্বাক্‌শ্রিয়ং লভতে ধ্রুবম্। ব্রাহ্মীঘৃতং পিবেদ্ যস্তু মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্। কবিত্বং লভতে মন্ত্রী বৎসরান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥ সিদ্ধার্থান্ লবণোপেতান্ হুত্বা মন্ত্রী বশং নয়েৎ। নরং নারীং নরপতিং (২) নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৭ ॥

অথ ত্বরিতা (৩)।—যোনিকুণ্ডং প্রকল্প্যাথ কুর্য্যাদ্ধোমং যথেচ্ছয়া। মল্লিকাকুসুমৈ-(৪)র্হুত্বা বশয়েদখিলং জনম্ ॥ ২৮ ॥ কৃত্যাদ্রোহাদিশমনং পলাশকুসুমৈর্হুতম্। ইক্ষুদণ্ডৈঃ শুভৈর্হুত্বা মহতীং বৃদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯ ॥ দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি দূর্ব্বাহোমেন

ভুবনেশ্বরী-প্রয়োগ বলা হইতেছে। যথা,—ঘৃত, চিনি ও মধু, এই মধুরত্রয়সংযুক্ত অশ্বত্থপত্র দ্বারা হোম করিলে ব্রাহ্মণকে শীঘ্র বশীভূত করিতে পারা যায়। পদ্মদ্বারা হোম করিলে রাজাকে, পলাশপুষ্প দ্বারা হোমে রাজপত্নীকে এবং কুমুদপুষ্প দ্বারা হোমে মন্ত্রীকে শীঘ্র বশীভূত করা যায়। হোমের কালে প্রত্যহ জলের উপরে পঁচিশবার বীজমন্ত্র জপ করিয়া সেই জলে স্নান করিবে। ২৩।২৪। ঐ অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা আপনাকে অভিষিক্ত করিলে সকল বিষয়ে সৌভাগ্যশালী হইতে পারে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে জলের উপরে পঁচিশবার বীজমন্ত্র জপ করিয়া ঐ জল পান করিবে সে তীক্ষ্ণবুদ্ধি লাভ করিয়া প্রধান কবি হইতে পারিবে। আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত-নিয়মে পলাশপুষ্পদ্বারা হোম করিবে সে বাক্‌সম্পত্তি লাভ করিবে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ব্রাহ্মী ঘৃত পান করিবে সে এক বৎসরের মধ্যে কবিত্ব-শক্তি লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। লবণ-মিশ্রিত শ্বেতসর্ষপ দ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হোম করিলে নিখিল নরনারী ও নরপতিকে বশীভূত করিতে পারা যায়, এ বিষয়ে বিচার করিবার নাই। ২৫—২৭।

অনন্তর ত্বরিতার প্রয়োগ বলা হইতেছে;—ত্বরিতাদেবীর হোমকার্য্যে যোনিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহের যে কোন দ্রব্যে কামনানুসারে হোম করিবে। মল্লিকাকুসুমদ্বারা হোম করিলে সমস্ত লোককে বশীভূত করা যায়। ২৮। পলাশকুসুম দ্বারা হোম করিলে অন্যকৃত মারণাদিকার্য্যের শান্তি হয়। উত্তম ইক্ষুদণ্ডদ্বারা হোম

---

(১) তৎপত্রৈরিতি (ক) পাঠঃ।

(২) নরনারীনরপতীরিতি (গ) পাঠঃ। নরনারীনরপতীনিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) ত্বরিতাপ্রয়োগঃ (গ) পাঠঃ। (৪) মল্লিকাবকুলৈরিতি (খ) পাঠঃ।

সাধকঃ। ধান্যৈঃ প্রক্ষালিতৈর্হুত্বা শ্রিয়মিষ্টামবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৯ ॥ অশোকৈঃ পুত্রমাপ্নোতি মধুকৈরিষ্টমাপ্নুয়াৎ। ফলৈর্জ্জম্বূদ্ভবৈর্হুত্বা লভতে ধনমীপ্সিতম্ ॥ ৩১ ॥ পুষ্পৈর্ব্বকুলসংভূতৈঃ কীর্ত্তিঃ স্যাদনপায়িনী। দীর্ঘমায়ুর্ভবেদাম্রৈশ্চম্পকৈঃ কাঞ্চনং লভেৎ ॥ ৩২ ॥ কুর্ব্বীত সর্ষপৈর্হোমং শত্রুনাশকরং সুধীঃ। পত্রৈর্ব্বকুলজৈর্হুত্বা শীঘ্রমুৎসাদয়েদরীন্ ॥ ৩৩ ॥ শাল্মলীপত্রহোমেন সপত্নান নাশয়েদ্ ধ্রুবম্। মাষহোমেন মূকঃ স্যাদুন্মত্তোঽক্ষৈর্ভবেদরিঃ (১) ॥ ৩৪ ॥

অথ দুর্গা (২)।—বশয়েত্তিলহোমেন নরান্নরপতীনপি। সিদ্ধার্থৈর্জ্জুহুয়ান্মন্ত্রী রোগান্মুচ্যেত তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫ ॥ পদ্মৈর্হুত্বা জয়েচ্ছত্রূন্ দূর্ব্বাভিঃ শান্তিমাপ্নুয়াৎ। পলাশকুসুমৈঃ পুষ্টিং ধান্যৈর্ধান্যশ্রিয়ং লভেৎ (৩) ॥ ৩৬ ॥ কাকপক্ষৈঃ কৃতো হোমো দ্বেষং বিতনুয়ান্নৃণাম্ (৪)। মরীচহোমান্মরণং রিপুরাপ্নোতি সর্ব্বথা ॥ ৩৭ ॥

করিলে মহোন্নতি লাভ হয়। ২৯। দূর্ব্বাদ্বারা হোম করিলে সাধক দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিতে পারে। প্রক্ষালিত ধান্য দ্বারা হোম করিলে অভিলষিত সম্পদ্ লাভ করিতে পারে। ৩০। অশোকপুষ্পদ্বারা হোম করিলে পুত্রলাভ এবং মধুকপুষ্প (মহুয়াফুল) দ্বারা হোম করিলে অভীষ্ট লাভ হয়। জম্বুফলদ্বারা হোম করিলে অভিলষিত ধন লাভ হয়। ৩১। বকুলপুষ্পদ্বারা হোম করিলে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ হয়। আম্রমুকুল দ্বারা হোম করিলে সুদীর্ঘ পরমায়ু এবং চম্পকপুষ্পদ্বারা হোম করিলে সুবর্ণ লাভ হয়। ৩২। বুদ্ধিমান্ সাধক শত্রুনাশ-কামনায় সর্ষপদ্বারা হোম করিবে। বকুলপত্রদ্বারা হোম করিলে শত্রুগণকে শীঘ্রই উৎসন্ন করিতে পারিবে। ৩৩। শাল্মলীপত্রদ্বারা হোম করিলে শত্রুগণকে নিশ্চিত নাশ করিতে পারিবে। মাষকলায়দ্বারা হোম করিলে শত্রুকে মূক (বোবা) করিতে পারিবে; বিভীতক (বহেড়া) দ্বারা হোম করিলে শত্রু উন্মত্ত হইয়া যাইবে। ৩৪।

অনন্তর দুর্গার প্রয়োগ বলা হইতেছে।—তিলদ্বারা হোম করিলে নর ও নরপতিদিগকে বশ করিতে পারিবে, শ্বেতসর্ষপদ্বারা হোম করিলে সাধক তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইবে। পদ্মদ্বারা হোম করিলে শত্রু-জয় করিতে পারিবে, দূর্ব্বাদ্বারা হোম করিলে শান্তিলাভ হইবে। পলাশপুষ্পদ্বারা হোম করিলে পুষ্টি এবং ধান্যদ্বারা হোম করিলে ধান্যসম্পদ লাভ হইবে। কাকপক্ষদ্বারা হোম করিলে মনুষ্যদিগের পরস্পর বিদ্বেষ ঘটাইতে পারিবে। মরীচদ্বারা হোম করিলে শত্রু মৃত্যুমুখে পতিত হয় সন্দেহ নাই। ৩৫—৩৭।

---

(১) অক্ষৈঃ কলিদ্রুমফলৈঃ বহেড়া ইতি খ্যাতৈঃ (ক চি)।

(২) দুর্গাপ্রয়োগঃ ইতি (গ) পাঠঃ। (৩) ব্রজেদিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৪) বিতনুতে নৃণামিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

অথ সরস্বতী। (১) পীত্বা তন্মন্ত্রিতং তোয়ং সহস্রং প্রত্যহং জপেৎ। মহাকবির্ভবেন্মন্ত্রী বৎসরেণ ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ উরোমাত্রোদকে স্থিত্বা ধ্যায়েন্মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে। স্থিতাং দেবীং প্রতিদিনং ত্রিসহস্রং মন্ত্রং জপেৎ। লভতে মণ্ডলাৎ সিদ্ধিং বাচামপ্রতিমামপি ॥ ৩৯ ॥ পলাশবিল্বকুসুমৈর্হুত্বা ত্রিমধুরোক্ষিতৈঃ। সমিভির্ব্বা তদুত্থাভির্যশঃ প্রাপ্নোতি বাক্পতেঃ ॥ ৪০ ॥ পলাশকুসুমৈর্হুত্বা পরাং বাক্সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। কদম্বকুসুমৈস্তদ্বৎ ফলৈঃ শ্রীবৃক্ষসম্ভবৈঃ। অচিরাৎ শ্রিয়মাপ্নোতি বাচাং কুন্দসমুদ্ভবৈঃ। নন্দ্যাবর্ত্তপ্রসূনৈর্ব্বা হুত্বা বাগ্বল্লভো ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

অথ লক্ষ্মীঃ (২)। যথা,—বক্ষঃপ্রমাণে সলিলে স্থিত্বা মন্ত্রমিমং জপেৎ। ত্রিলক্ষং সংজপেন্মন্ত্রী দেবীং ধ্যাত্বার্কমণ্ডলে। স ভবেদল্পকালেন রমায়া বসতিঃ স্থিরা ॥ ৪২ ॥ আরাধ্যোত্তরনক্ষত্রে (৩) দেবীং স্রকচন্দনাদিভিঃ। নন্দ্যাবর্ত্তভবৈঃ পুষ্পৈঃ সহস্রং জুহুয়াত্ততঃ। পৌর্ণমাস্যাং ফলৈর্ব্বিল্বৈর্জুহুয়ান্মধুরাপ্লুতৈঃ। পঞ্চম্যাং বিশদাম্ভোজৈঃ শুক্রবারে সুগন্ধিভিঃ। অন্যৈর্ব্বা বিশদৈঃ (৪) পুষ্পৈঃ প্রতিমাসং বিশালধীঃ। স

অতঃপর সরস্বতী-প্রয়োগ বলা যাইতেছে।—প্রতিদিন একসহস্র সরস্বতীমন্ত্র জপ করিয়া ঐ মন্ত্রপূত জল পান করিলে সাধক এক বৎসরে মহাকবি হইবে সন্দেহ নাই। ৩৮। যে ব্যক্তি প্রতিদিন আপনার বক্ষঃ-প্রমাণ জলে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা সরস্বতী দেবীকে ধ্যান করিয়া তিন হাজার মন্ত্রজপ করিবে, সে সূর্য্যমণ্ডল হইতে অতুলনীয় বাক্সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ৩৯। যিনি ত্রিমধু-সিক্ত পলাশপুষ্প, বিল্বপুষ্প অথবা পলাশ ও বিল্বের সমিধদ্বারা হোম করেন, তিনি বৃহস্পতির ন্যায় যশস্বী হন। ৪০। কেবল পলাশপুষ্পদ্বারা হোম করিলে বাক্সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। কদম্বপুষ্প এবং বিল্বফলদ্বারা হোম করিলে অচিরে বাক্সম্পদ্ লাভ হয়, কুন্দপুষ্প অথবা নন্দ্যাবর্ত্তপুষ্পদ্বারা হোম করিলে বাণীপ্রিয় হইতে পারে। ৪১।

অনন্তর লক্ষ্মীর প্রয়োগ যথা।—বক্ষঃপ্রমাণ জলে দণ্ডায়মান হইয়া এই লক্ষ্মীমন্ত্র জপ করিতে হয়। বক্ষঃপ্রমাণ জলে দণ্ডায়মান হইয়া সাধক সূর্য্যমণ্ডলে লক্ষ্মীদেবীকে ধ্যান করিয়া তিন লক্ষ মন্ত্রজপ করিলে অল্পকাল মধ্যে লক্ষ্মীর চিরস্থায়ী বাসস্থান হইতে পারেন। ৪২। উত্তরফল্গুনী উত্তরাষাঢ়া অথবা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে মাল্যচন্দনাদি দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর পুজা করিয়া নন্দ্যাবর্ত্তপুষ্পদ্বারা এক হাজার হোম করিবে। তাহার পর পূর্ণিমাতিথিতে ত্রিমধুযুক্ত বিল্বফলদ্বারা হোম করিবে। পঞ্চমীতিথিতে শ্বেত পদ্মদ্বারা অথবা শুক্রবারে সুগন্ধি অন্য কোন শুভ্র পুষ্পদ্বারা প্রতিমাসে হোম করিবে,

---

(১) সরস্বতীপ্রয়োগ ইতি (গ) পাঠঃ।

(২) লক্ষ্মীপ্রয়োগ ইতি (গ) পাঠঃ। (৩) উত্তরানক্ষত্রে (ক টি)।

(৪) বিবিধৈরিতি (গ) পাঠঃ।

ভবেদব্দমাত্রেণ সর্ব্বাসাং সম্পদাং নিধিঃ ॥ ৪৩॥ শালিভির্জুহুয়াতো নিত্যমষ্টোত্তরসহস্রকম্। অচিরাদেব মহতী লক্ষ্মীঃ সংজায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৪৪॥ জবাপুষ্পাণি জুহুয়াদষ্টোত্তরসহস্রকম্। গৃহীত্বা প্রজপেদ্ ভস্ম নাগবল্লীরসান্বিতম্। তিলকং ধারয়েত্তেন (১) সর্ব্ববশ্যকরং ভবেৎ। নাগবল্লী পর্ণম্ (২) ॥ ৪৫॥

অথ গণেশঃ (৩)।—তর্পয়েৎ সলিলৈঃ শুদ্ধৈর্দ্দিনশো গণনায়কম্। চতুশ্চত্বারিংশদাঢ্যং চতুঃশতমতন্দ্রিতঃ। প্রাপ্নুয়ান্মণ্ডলাদর্ব্বাগভীষ্টমধিকং নরঃ ॥ ৪৬॥ নারিকেলৈঃ কৃতো হোমশ্চতুর্থ্যাং শ্রীপ্রদো ভবেৎ। শুক্লপক্ষে প্রতিপদমারভ্য (৪) দিনশঃ সুধীঃ। চতুর্থ্যন্তং নারিকেলশক্তুলাজতিলৈঃ ক্রমাৎ। চতুঃশতং প্রজুহুয়াদ্বশ্যাঃ স্যুঃ সর্ব্বজন্তবঃ ॥ ৪৭॥ সতিলৈস্তণ্ডুলৈর্হোমশ্চতুর্থ্যাং শ্রীপ্রদো ভবেৎ। পদ্মহোমেন ভূপাংস্তৎপত্নীরুৎপলৈঃ শুভৈঃ। মন্ত্রিণঃ কুমুদৈঃ পুষ্পৈর্বিপ্রান্ পিপ্পলসম্ভবৈঃ (৫)। সমিদ্বরৈর্নরপতীনুড়ুম্বরসমুদ্ভবৈঃ। প্লক্ষৈর্বৈশ্যান্ বটোদ্ভূতৈঃ শূদ্রান্মন্ত্রী বশং নয়েৎ ॥ ৪৮॥

ইহাতে সেই বুদ্ধিমান্ সাধক এক বৎসরে নিখিল সম্পদের আশ্রয় হইবেন। ৪৩। প্রতিদিন ধান্যদ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিলে অল্পকালমধ্যেই নিশ্চয়ই মহতী লক্ষ্মী লাভ হইবে। ৪৪। জবাপুষ্পদ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিবে; হোমের ভস্ম লইয়া নাগবল্লীর রসে মিশ্রিত করিয়া তিলকধারণপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিবে, ইহাতে সকলকে বশ করিতে পারিবে। নাগবল্লী তাম্বূল। ৪৫।

অনন্তর গণেশের প্রয়োগ যথা;—প্রতিদিন আলস্যত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ জলদ্বারা চারিশত চুয়াল্লিশবার গণেশের তর্পণ করিবে। এই কার্য্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই অধিক অভীষ্ট লাভ হইবে। ৪৬। চতুর্থী তিথিতে নারিকেলদ্বারা হোম করিলে লক্ষ্মীলাভ হইবে। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে চতুর্থী পর্য্যন্ত প্রত্যহ যথাক্রমে নারিকেল, শক্তু, লাজ ও তিলদ্বারা চারিশত হোম করিবে। (অর্থাৎ প্রতিপদে নারিকেলদ্বারা একশত, দ্বিতীয়ায় শক্তুদ্বারা একশত, তৃতীয়ায় লাজদ্বারা একশত চতুর্থীতে তিলদ্বারা একশত—মোট চারিশত হোম করিবে) ইহাতে সকল জন্তু বশীভূত হইবে। ৪৭। চতুর্থীতে,—তিলমিশ্রিত তণ্ডুলদ্বারা হোম করিলে শ্রীলাভ হয়, পদ্মদ্বারা হোম করিলে রাজাকে, উৎপলদ্বারা হোম কারলে রাজমহিষীকে, কুমুদদ্বারা হোম করিলে মন্ত্রিগণকে, অশ্বত্থপত্র দ্বারা হোম করিলে ব্রাহ্মণগণকে, উডুম্বর-সমিধ, দ্বারা হোম করিলে নরপতিগণকে, প্লক্ষ(পাকুড়,সমিধ দ্বারা হোম করিলে বৈশ্যগণকে এবং বটসমিধদ্বারা হোম করিলে

---

(১) তিলকং ভস্মনাস্তেন (ক) (খ) পাঠঃ।

(২) তাম্বূলমিত্যর্থঃ। (৩) গণেশপ্রয়োগঃ (খ) পাঠঃ এবং সর্ব্বত্র।

(৪) প্রতিপদি আরভ্য (খ) পাঠঃ। (৫) বিষসমুদ্ভবৈরিতি (খ) পাঠঃ।

মধুনা স্বর্ণলাভঃ স্যাদ্গোদুগ্ধেন লভেত গাঃ। আজ্যহোমেন মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি মানবঃ। দধ্না সর্ব্বসমৃদ্ধিঃ স্যাদন্নৈরন্নপতির্ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥

অথ সূর্য্যঃ। যথা,—এবং সংপূজ্য বিধিবদ্ভাস্করং ভক্তবৎসলম্। দদ্যাদর্ঘ্যং প্রতিদিনং বারে বা তস্য চোদিতে। প্রভাতে মণ্ডলং কৃত্বা পূর্ব্ববৎ পীঠমর্চ্চয়েৎ। পাত্রং তাম্রময়ং প্রস্থতোয়গ্রাহি মনোহরম্। নিধায় তত্র মনুনা পূরয়েত্তচ্ছুভোদকৈঃ। কুঙ্কুমং রোচনারাজীরক্তচন্দনবৈনবান্ (১)। করবীরজবাশালিকুশশ্যামাকতণ্ডুলান্। নিঃক্ষিপেৎ সলিলে তস্মিন্নৈক্যং সম্ভাব্য ভানুনা। সাঙ্গমভ্যর্চ্চয়েত্তস্মিন্ ভাস্করং প্রোক্তলক্ষণম্। গন্ধপুষ্পাদিনৈবেদ্যৈর্যথাবিধি বিধানবিৎ। অপিধায় জপেন্মন্ত্রং সম্যগষ্টোত্তরং শতম্। পুনঃ সংপূজ্য গন্ধাদ্যৈর্জ্জানুভ্যামবনিং গতঃ। আ-মস্তকং তদুদ্ধৃত্য ব্যোম্নি সাবরণে রবৌ। দৃষ্টিং নিধায় স্বৈক্যেন মূলমন্ত্রং ধিয়া জপন্। দদ্যাদর্ঘ্যং দিনেশায় প্রসন্নেনান্তরাত্মনা। দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং ভূয়ো জপেদষ্টোত্তরং শতম্। যাবদর্ঘ্যামৃতং ভানুঃ সমাদত্তে নিজৈঃ করৈঃ। তেন তৃপ্তো দিনমণির্দ্দদ্যাত্তস্মৈ মনো-

শূদ্রগণকে বশীভূত করিতে পারিবে। ৪৮। মধুদ্বারা হোম করিলে স্বর্ণলাভ, গোদুগ্ধ দ্বারা হোম করিলে গোলাভ, আজ্য হোমে মহতী লক্ষ্মীলাভ এবং দধিদ্বারা হোম করিলে সকল সমৃদ্ধিলাভ হইবে। অন্নদ্বারা হোমে অন্নের রাজা হইতে পারিবে। ৪৯।

অনন্তর সূর্য্যের প্রয়োগ যথা,—প্রতিদিন অথবা রবিবারে যথাবিধি এইরূপে ভক্তবৎসল সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। সূর্য্যোদয়ের পর মণ্ডল করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পীঠদেবতার পূজা করিবে। এক প্রস্থ জল ধরে এই রূপ মনোহর তাম্রপাত্র সেই মণ্ডলে রাখিয়া সূর্য্যের মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ঐ পাত্র বিশুদ্ধ জলদ্বারা পূর্ণ করিবে। সূর্য্যদেবের সহিত আপনার একতা ভাবিতে ভাবিতে সেই জলপূর্ণ তাম্রপাত্রে কুঙ্কুম, গোরোচনা, রাইসর্ষপ, রক্তচন্দন, বেণারমূল, করবীর, জবাপুষ্প, ধান্য, কুশ, শ্যামাঘাস ও তণ্ডুল এই সমস্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর সেই পাত্রে গন্ধপুষ্প নৈবেদ্য প্রভৃতিদ্বারা যথাবিধি সূর্য্যের ও তাঁহার অঙ্গদেবতাগণের পূজা করিয়া সেই পাত্র আচ্ছাদনপূর্ব্বক একশত আটবার সূর্য্যমন্ত্র জপ করিবে। পুনর্ব্বার গন্ধাদিদ্বারা সূর্য্যের পূজা করিয়া ভূমিতে জানুদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ উত্থিত করত আকাশে আবরণদেবতা-বেষ্টিত সূর্য্যদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সূর্য্যের সহিত আপনার একতা ভাবিতে ভাবিতে মনে মনে মূল মন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নচিত্তে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবে। পুনর্ব্বার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া সেই পর্য্যন্ত একশত আট বার জপ করিবে—যে পর্য্যন্ত ভানুদেব নিজ করদ্বারা এই অর্ঘ্যামৃত গ্রহণ করেন, ইহাতে

---

(১) রাজী রাই ইতি বঙ্গ প্রসিদ্ধিঃ (খ টি)। বৈনবান্ বেণার মূল (ক টি)। বংশবীজম্(খ টি)।

রথান্ ॥ ৫০ ॥ অর্ঘ্যদানমিদং পুংসামায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্ (১)। ধনধান্যপশুক্ষেত্রপুত্রমিত্রকলত্রদম্। তেজোবীর্য্যযশঃ-কান্তিবিদ্যাবিভবভাগ্যদম্ ॥ ৫১ ॥

অথ শ্রীরামঃ।—জাতীপ্রসূনৈর্জ্জুহুয়াদিন্দিরাবাপ্তয়ে নরঃ। জাতীপ্রসূনৈর্জ্জুহুয়াচ্চন্দনাম্ভঃসমুক্ষিতৈঃ। রাজবশ্যায় কমলৈর্ধনধান্যাদিসম্পদে। নীলোৎপলানাং হোমেন বশয়েদখিলং জগৎ ॥ ৫২ ॥ বিল্বপ্রসূনৈর্জ্জুহুয়াদিন্দিরাবাপ্তয়ে নরঃ। দূর্ব্বাহোমেন দীর্ঘায়ুর্ভবেন্মন্ত্রী নিরাময়ঃ ॥ ৫৩ ॥ রক্তোৎপলহুতান্মন্ত্রী ধনমাপ্নোতি বাঞ্ছিতম্। মেধাকামেন হোতব্যং পলাশকুসুমৈর্নবৈঃ ॥ ৫৪ ॥ তজ্জপ্তমম্ভঃ প্রপিবেৎ কবির্ভবতি বৎসরাৎ। তন্মন্ত্রিতান্নং ভুঞ্জীত মহদারোগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ॥ ৫৫ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণঃ।—অথ প্রয়োগান্ বক্ষ্যামি মন্ত্রয়োরুভয়োঃ (২) সমান্। যান্ কৃত্বা সাধকবরো লোকত্রয়সুপূজিতঃ ॥ ৫৬ ॥ বন্দে তং দেবকীপুত্রং সদ্যোজাতাম্বুদপ্রভম্ (৩)। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা মনুবরং লক্ষং ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকে।

দিনমণি পরিতৃপ্ত হইয়া অর্ঘ্যদাতাকে অভীষ্ট দান করেন। ৫০। এই সূর্য্যার্ঘ্যদানে পুরুষদিগের আয়ু ও আরোগ্য বৃদ্ধি পায়। এই সূর্য্যার্ঘ্য দানে ধন, ধান্য, পশু, ক্ষেত্র, পুত্র, মিত্র ও কলত্র লাভ করা যায়। ইহা দ্বারা তেজ, বীর্য্য, কান্তি, বিদ্যা; বিভব ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ৫১।

অনন্তর শ্রীরামের প্রয়োগ যথা।—মনুষ্য যশঃ কান্তি লক্ষ্মীলাভের নিমিত্ত জাতীকুসুমদ্বারা হোম করিবে। চন্দনজল-পরিষিক্ত জাতীকুসুমদ্বারা হোম করিলে রাজাকে বশীভূত করা যায়, পদ্মদ্বারা হোম করিলে ধনধান্য প্রভৃতি সম্পদ লাভ হয়। নীলোৎপলদ্বারা হোম করিলে সমগ্র জগৎ বশীভূত করা যায়। ৫২। লক্ষ্মীলাভ করিবার জন্য বিল্বপুষ্পদ্বারা হোম করিবে। দূর্ব্বাদ্বারা হোম করিলে সাধক নিরাময় ও দীর্ঘায়ু হইবেন। রক্তোৎপলদ্বারা হোম করিলে সাধক অভিলষিত ধনলাভ করে, নবপ্রস্ফুটিত পলাশ পুষ্পদ্বারা হোম করিলে মেধাবৃদ্ধি হয়। রামমন্ত্র জপ করত জলপান করিলে এক বৎসরে কবি হইতে পারে। শ্রীরামমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত অন্ন ভোজন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ হয়। ৫৩—৫৫।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োগ যথা।—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর উভয় মন্ত্রেরই প্রয়োগ বলিব। এই উভয় মন্ত্রেরই প্রয়োগ একপ্রকার এই সকল প্রয়োগে সাধক-প্রবর ত্রিলোকপূজিত হইয়া থাকেন। ৫৬। যাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান, নবমেঘের ন্যায় যিনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, সেই বনমালী দেবকীনন্দনকে বন্দনা করি। এইরূপে ধ্যান করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে একলক্ষ মন্ত্র জপ করিলে সাধক সাত্ত্বি-

---

(১) আরোগ্যবলবর্দ্ধনম্ (খ) পাঠঃ। সৌভাগ্যারোগ্যবর্দ্ধনম্ (গ) পাঠঃ।

(২) দশাক্ষরাষ্টাদশাক্ষরয়োঃ (খ চি)। (৩) সদ্যোজাতসমপ্রভম্ (গ) পাঠঃ।

জপ্ত্বা মেধাং পরাং প্রাপ্য কবীনামগ্রণীর্ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥ অথবা স্ফটিকাভাসং লেখপুস্তকধারিণম্ । তং বিচিন্ত্য জপেল্লক্ষং মূলং ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকে । জপ্ত্বা মন্ত্রী ত্রিকালজ্ঞো বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥ চলদ্গোচারণং বালং ধ্যায়ন্ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকে । জপ্ত্বা মনুবরং (১) বিদ্বান্ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ভবেৎ । সর্ব্ববেদার্থকুশলো জ্ঞানবান্ ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৫৯ ॥ নন্দাঙ্গনে পর্য্যটন্তং ধূলীনিচয়ধূসরম্ (২) । দীপ্তমণিগণোদ্দীপ্তং যশোদালোচনোৎসবম্ । (৩) এবং ধ্যাত্বা মনুবরং জপেন্নিয়মমাস্থিতঃ । লক্ষৈকজপনাদস্য কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ৬০ ॥ প্রাতঃ প্রাতঃ পিবেত্তোয়মষ্টোত্তরশতং জপন্ । অত্যন্তমূকো দুষ্টাত্মা জড়ঃ পাষাণবত্তথা । অনেন জলপানেন সাক্ষাদ্বাক্পতিসন্নিভঃ । জায়তে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যং ন চান্যথা ॥ ৬১ ॥ পদ্ভ্যাং নিঃক্ষিপ্য শকটং রুদন্তং প্রাকৃতং যথা । লক্ষং জপ্যাদিতি ধ্যাত্বা (৪) আপদ্ভ্যো মুচ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ৬২ ॥ শত্রুতো ন ভয়ং তস্য রাজতো দস্যুতোঽপি বা । ন তস্য বিদ্যতে ভীতিঃ কদাচিদপি সুব্রত ॥ ৬৩ ॥ নিত্যং কর্ম্মরতং (৫) কৃষ্ণং বন্য পুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ । বশ্যা ভবন্তি সর্ব্বে চ ব্রাহ্মণা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

শয় মেধাশক্তিলাভ করিয়া কবিগণের অগ্রগণ্য হইতে পারেন। ৫৭। অথবা এক হস্তে লেখনী অপর হস্তে পুস্তক, স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছমূর্ত্তি এরূপ কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে লক্ষ মূলমন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ জপে সাধক ত্রিকালজ্ঞ ও বৃহস্পতি সদৃশ হইবেন। ৫৮। কৃষ্ণ বালক-বেশে গোচারণ করিতেছেন, এইরূপ ধ্যান করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মন্ত্র জপ করিলে সাধক নিখিল শাস্ত্রের অর্থ-বেত্তা হইবেন এবং জ্ঞানবান্ হইয়া নিখিল বেদার্থে পারদর্শী হইবেন সন্দেহ নাই। ৫৯। ধূলি-ধূসরিতগাত্রে নন্দের প্রাঙ্গণে যিনি পর্য্যটন করেন, সমুজ্জ্বল মণিসমূহে যাঁহার শরীর সুশোভিত, যশোদার নেত্র-সমক্ষে যিনি মূর্ত্তিমান উৎসব সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া যথানিয়মে এই উত্তম মন্ত্র জপ করিবে। এই মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিলে ভূতলে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ না হয়? ৬০। প্রতিদিন প্রাতঃকালে একশত আটবার কৃষ্ণমন্ত্র জপ করত জলপান করিবে; এই জলপানে অত্যন্ত মূক, দুষ্টাত্মা ও পাষাণসদৃশ জড় ব্যক্তিও সাক্ষাৎ বৃহস্পতি তুল্য হইতে পারে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, ইহা সত্য সত্য, ইহা অন্যথা হইবার নহে। ৬১। দুই পদের আঘাতে শকটকে (শকটমূর্ত্তিধারী অসুরকে) দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় যিনি রোদন করিতেছেন এইরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া লক্ষ জপ করিলে নিশ্চিত বিপদ্ হইতে মুক্ত হয়। হে সুব্রত! তাঁহার শত্রুভয়; রাজভয়, দস্যুভয় অথবা অন্য কোন ভয় থাকে না। ৬২।৬৩। সর্ব্বদা কর্ম্মরত কৃষ্ণকে বন্যপুষ্প দ্বারা পূজা করিলে

---

(১) মনুবরৌ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (২) ধূলিধূসরবিগ্রহম্ (গ) পাঠঃ। (৩) যশোদালোকনোৎসুকম্ (গ) পাঠঃ। (৪) লক্ষজপ্যাদিভির্ধ্যাত্বা (গ) পাঠঃ।

(৫) নৃত্যকর্ম্মরতম্ (খ) পাঠঃ। নিত্যকর্ম্মরতঃ (ক) পাঠঃ।

শ্রীকৃষ্ণ।

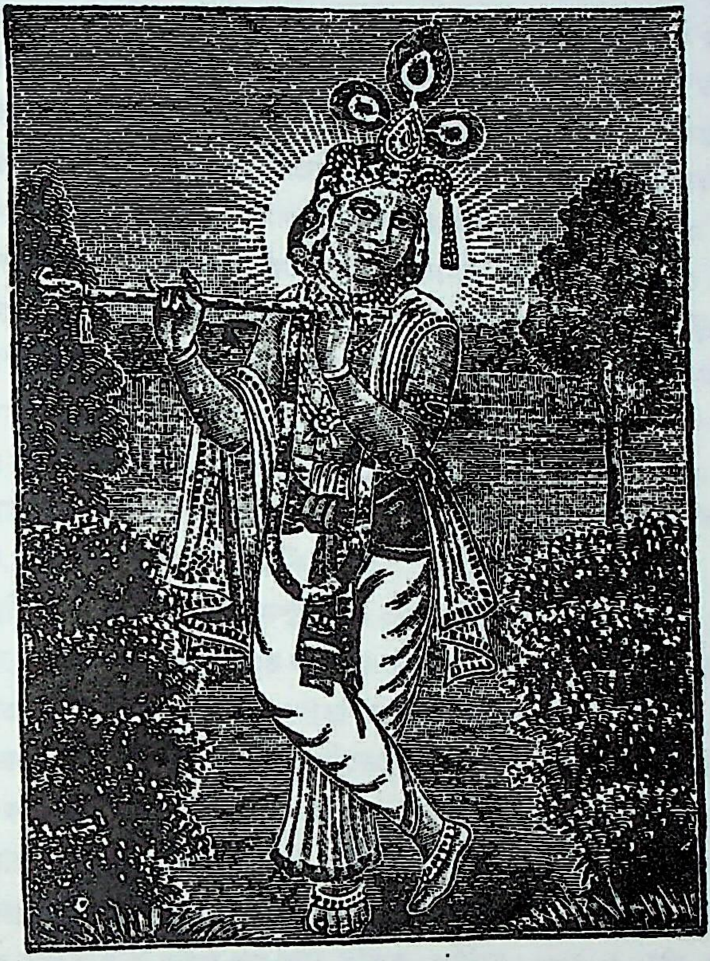

৯০২ পৃঃ।

গোপালবেশং মনসা জাতীপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ। বশ্যা ভবন্তি রাজানো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৬৫॥ তমালোদ্ভবপুষ্পৈশ্চ বৈশ্যা বশ্যা ভবন্তি হি॥ ৬৬॥ নীলোৎপলৈস্তথা শূদ্রা মাসং কৃষ্ণং সমর্চ্চয়েৎ। জুহুয়াদ্রক্তকুসুমৈর্মিশ্রিতৈস্তিল-(১)তণ্ডুলৈঃ। মন্ত্রেণাষ্টসহস্রন্তু জপ্ত্বা তদ্ভস্ম ধারয়েৎ। ললাটে বিধৃতে তস্মিন্ সর্ব্বে বশ্যা ভবন্তি হি॥ ২৭॥ অনেন চ শরীরেণ রাজানো বশ্যতামিয়ুঃ। স্ত্রিয়ো বশ্যা ভবন্ত্যত্র পুত্রামাত্যাশ্চ সর্ব্বথা॥ ৬৮॥ বিবাহার্থী জপেন্মন্ত্রং মাসমষ্টসহস্রকম্। রাসমণ্ডলমধ্যস্থং কৃষ্ণং ধ্যাত্বা ব্রজে স্থিতম্। বিবাহয়েদ্ধুত্তমাঙ্গীং কন্যাং সর্ব্বগুণোজ্জ্বলাম্। পুত্রং মে রক্ষ রক্ষেতি দ্বিজেন প্রার্থিতো হরিঃ। হৃতপুত্রং সমাহৃত্য দদৌ যন্তং বিচিন্তয়েৎ॥ ৬৯॥ পুত্রকামো লভেৎ পুত্রং মাসেনৈকেন সুন্দরম্। দীর্ঘায়ুরপ্রতিহতবলবীর্য্যসমন্বিতম্॥ ৭০॥ কুন্দপুষ্পৈঃ সমারাধ্য কৃষ্ণং ধ্যায়েচ্চ কন্যকা। মাসদ্বয়ং তথা মন্ত্রং জপেদষ্টসহস্রকম্। মনোরথপতিং লব্ধ্বা দীর্ঘকালঞ্চ ক্রীড়তি (২)॥ ৭১॥ অঞ্জনং কুসুমং বস্ত্রং তাম্বুলং চন্দনং তথা। অন্যান্যপ্যুপভোগ্যানি (৩) স্পৃষ্ট্বা মন্ত্রং শতং জপেৎ। দীয়তে যস্য যস্যেতি সোঽচিরাদ্দাসবদ্বশী॥ ৭২॥ স্ত্রিয়ো বশ্যা অনেনৈব ভবন্তি

সমস্ত ব্রাহ্মণকে বশীভূত করিতে পারিবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। যিনি মনে মনে গোপালমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া জাতীপুষ্প দ্বারা পূজা করেন, রাজগণ তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে বিচার করিবার কিছু নাই। এক হাজার আটবার মন্ত্র জপের পর যে ব্যক্তি তিল-তণ্ডুলমিশ্রিত রক্তপুষ্পদ্বারা হোম করিয়া ললাটে হোমের ভস্ম ধারণ করেন, সকলেই তাঁহার বশীভূত হয়। ৬৪—৬৭। এই ভস্ম শরীরে ধারণ করিলে রাজারা বশীভূত হন, স্ত্রী, পুত্র, অমাত্য সকলেই সকল প্রকারে বশীভূত হয়। ৬৮। কৃষ্ণ ব্রজে রাসমণ্ডল মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এইরূপ ধ্যান করিয়া একমাস প্রতিদিন আট হাজার মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বগুণসম্পন্না উজ্জ্বলাঙ্গী কন্যা বিবাহ করিতে পারে। "আমার পুত্রকে রক্ষা কর রক্ষা কর" এইরূপ ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় ব্রাহ্মণের অপহৃত পুত্র আনিয়া দিয়াছেন—এইরূপ কৃষ্ণকে চিন্তা করত পুত্রকামনা করিলে এক মাসে দীর্ঘায়ুঃ অমিত বলবীর্য্যশালী সুন্দর পুত্র লাভ করিতে পারিবে। ৬৯।৭০। যদি কোন কন্যা কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যানপূর্ব্বক দুই মাস পর্য্যন্ত কুন্দপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া অষ্টোত্তরসহস্র মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে অভিমত পতি লাভ করিয়া দীর্ঘকাল পতির সহিত বিহার করিতে পারে। ৭১। যে ব্যক্তি অঞ্জন কুসুম বস্ত্র, তাম্বুল, চন্দন এবং অন্যান্য উপভোগ্য বস্তু স্পর্শপূর্ব্বক শতবার কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিয়া ঐ বস্তু যাহাকে যাহাকে প্রদান করিবে, সে অচির-মধ্যে দাসবৎ তাহার বশীভূত হইবে। হে মুনিসত্তম! এই বিধানে স্ত্রীলোক

---

(১) সিততণ্ডুলৈরিতি আদর্শপাঠঃ। (২) জীবতি (খ) পাঠঃ।

(৩) অন্যান্যপি চ যোগ্যানি (গ) পাঠঃ।

মুনিসত্তম। পুরুষং বশয়েন্নারী অনেনৈব বিধানতঃ ॥ ৭৩ ॥ অন্নাদ্যকামঃ (১) শ্রীপুষ্পৈঃ সিততণ্ডুলমিশ্রিতৈঃ। অষ্টোত্তরসহস্রন্তু জুহুয়াদন্নবান্ (২) ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥ বিশ্বরূপধরং ধ্যাত্বা শতমষ্টোত্তরং জপেৎ। সমাহিতমনা মন্ত্রী যশোঽর্থী কীর্ত্তিমাপ্নুয়াৎ (৩) ॥ ৭৫ ॥ ভূতপ্রেতপিশাচাদি-স্কন্দাদিগ্রহপীড়িতঃ। পূতনাস্তনপাতারং ধ্যাত্বা মন্ত্রং শতং জপেৎ ॥ ৭৬ ॥ প্রণশ্যন্তি গ্রহা দুষ্টাঃ পলায়ন্ত ইতস্ততঃ। সর্পমণ্ডলদষ্টে চ মূষিকাদ্যৈশ্চ দংশিতে। কৃষ্ণং কালিয়দমনং চিন্তয়িত্বা জপেন্নরঃ। তর্জ্জয়ন্তং বিষং ঘোরং হুঙ্কারেণ বিনাশয়েৎ ॥ ৭৭ ॥ অত্রাপ্যন্যমনুং বক্ষ্যে (৪) বীজাদ্যং শৃণু তত্ত্বতঃ। কালিয়স্য ফণামধ্যে দিব্যং নৃত্যং করোতি তম্। নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতম্ ॥ ৭৮ ॥ জ্বরার্ত্তো-ঽভ্যর্চ্চয়ন্মন্ত্রী জপেদষ্টশতং তথা। জ্বরেণ (৫) সংস্তুতং কৃষ্ণং বলপ্রদ্যুম্নসংযুতম্। দহন্তং বাণনগরীং গরুড়োপরি সংস্থিতম্। নিজজ্বরেণ সংপিষ্টং ধ্যাত্বা নাশয়তে ক্ষণাৎ। শীতলাকামলাদীনি তথা চাতুর্থিকজ্বরান্। প্লীহগুল্মযকৃদ্বায়ূনপস্মারভয়ং (৬) তথা।

বশীভূত হয়, এই বিধানে নারী পুরুষকে বশ করিতে পারে। ৭২।৭৩। অন্নাদি-কামনায় শ্বেততণ্ডুল-মিশ্রিত লবঙ্গপুষ্পদ্বারা একহাজার আটবার হোম করিলে অন্নবান্ হইতে পারিবে। ৭৪। যশঃপ্রার্থী সাধক বিশ্বরূপধর হরিকে ধ্যান করিয়া একাগ্রচিত্তে একশত আটবার মন্ত্র জপ করিলে যশোলাভ করিতে পারে। ৭৫। ভূত, প্রেত ও পিশাচ প্রভৃতি এবং স্কন্দ প্রভৃতি গ্রহ কর্ত্তৃক যিনি পীড়িত, তিনি পূতনাস্তনপায়ীকে ধ্যান করিয়া শতবার মন্ত্র জপ করিবেন,—তাহার সমস্ত দুষ্টগ্রহ ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়া অদৃশ্য হইবে। সর্পসমূহে দংশন করিলে বিষাক্ত মূষিকাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে কালিয়দমন কৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া মন্ত্র জপ করিবে,—মন্ত্রজপের ফলে এক হুঙ্কারে তর্জ্জনকারী ঘোর বিষ নষ্ট করিতে পারিবে। ৭৬।৭৭। এ স্থলেও যাহার আদিতে 'ক্লীং' বীজ এরূপ অপর এক মন্ত্র যথার্থরূপে শ্রবণ কর। মন্ত্রটি উপরে উদ্ধৃত, তাহার অর্থ এই,—যিনি কালিয়সর্পের ফণামধ্যে মনোরম নৃত্য করিতেছেন, সেই নৃত্যরাজ দেবকীপুত্র অচ্যুতকে প্রণাম করি। ৭৮। জ্বরার্ত্ত সাধক পূজা করিয়া অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিবে এবং এইরূপ ধ্যান করিবে যথা—নিজ জ্বর দ্বারা সংপিষ্ট গরুড়োপরি সংস্থিত কৃষ্ণ বাণ-নগরী দগ্ধ করিতেছেন; বলদেব ও প্রদ্যুম্ন নিকটে রহিয়াছেন, জ্বর তাঁহার স্তব করিতেছে। এইরূপ ধ্যান করিয়া সাধক শীতলা, কামলা, চাতুর্থিক জ্বর, প্লীহা, গুল্ম, যকৃৎ, বায়ুরোগ

---

(১) অন্নাদ্যযুক্তেরিতি (গ) পাঠঃ। অন্নাদ্যকামঃ (ক) পাঠঃ। শ্রীপুষ্পৈঃ শ্রীফলপুষ্পৈরিতি (খ টি)। (২) অর্থবান্ (গ) পাঠঃ। (৩) যশস্বী কীর্ত্তিমান্ ভবেৎ (গ) পাঠঃ।

(৪) বক্ষ্যে ইত্যত্র বৈ ক্লীং ইতি (গ) পাঠঃ সম্যক্। (৫) স্তবেন (গ) পাঠঃ।

(৬) অপস্মারভয়ান্ ইতি (ক) (গ) পাঠঃ।

নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো দৃষ্টিমাত্রেণ মান্ত্রিকঃ ॥ ৭৯ ॥ গোপালজুষ্টপাদঞ্চ (১) বেণুমাদায় সংস্থিতম্। ধ্যাত্বা কৃষ্ণং জপেন্মন্ত্রং পশুমান্ স তু মাসতঃ (২) রাজ্ঞঃ পুরোধা ভবিতুমিতি যস্য মতির্ভবেৎ। মধুসিক্তৈঃ সিতৈঃ পুষ্পৈর্হুত্বা তন্মণ্ডলাল্লভেৎ। মহৈশ্বর্য্যমথ প্রাপ্য বিশ্বখ্যাতো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৮০ ॥ গোবর্দ্ধনধরং কৃষ্ণং ধ্যাত্বা মন্ত্রং জপেন্নরঃ। বাতবর্ষাদিভির্ঘোরৈর্ভয়ে সম্যগুপস্থিতে। ভয়মাশু বিনশ্যেত নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৮১ ॥ বৃন্দাবনগতং কৃষ্ণং বৃষ্টিকামো বিচিন্তয়ন্। জপেদষ্টসহস্রন্তু বৃষ্টিমাপ্নোত্যসংশয়ম্। এবঞ্চ মনসা ধ্যাত্বা বৃষ্টিং বর্ষাসু চাহরেৎ ॥ ৮২ ॥ এবং জলাশয়ে ধ্যাত্বা জপেদষ্টসহস্রকম্। বৃষ্টির্ভবত্যকালেঽপি মহতী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৩ ॥ গায়ন্তং বেণুনা কৃষ্ণং গানকামো বিচিন্তয়ন্। আজ্যমষ্টশতং হুত্বা কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে ॥ ৮৪ ॥ জয়কামো জপেদ্ যস্ত হরন্তং কল্পকদ্রুমম্। সংস্তুতং দেবতাভিশ্চ গরুড়ারূঢ়মচ্যুতম্। ধ্যাত্বা রক্তকরবীরসমিদ্ভির্জুহুয়াদ্বশী। অষ্টোত্তরসহস্রন্তু সাক্ষাৎ পরাজিতো রিপুঃ। রাজাদিভয়মাপন্নেঃ সংশয়ে দুর্গসংসদি। হুত্বা দশসহস্রন্তু তৎক্ষণান্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৮৫ ॥ নীলোৎপলা-

অপস্মার প্রভৃতি সমস্ত রোগ ক্ষণকালমধ্যে দৃষ্টিপাতমাত্রেই দূরীকৃত করিতে পারিবে! এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৭৯। গোপালবৃন্দ যাঁহার পদসেবা করিতেছে, বেণুহস্তে যিনি দণ্ডায়মান, কৃষ্ণকে এইরূপ ধ্যান করিয়া যিনি মন্ত্র জপ করেন তিনি একমাসেই বহুসংখ্যক পশু লাভ করিতে পারিবেন। যিনি রাজার পুরোহিত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি মধুসিক্ত শুক্লপুষ্পদ্বারা হোম করিয়া রাজপৌরোহিত্য ও মহৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইতে পারেন। ৮০। ঘোরবায়ু, বর্ষা প্রভৃতির ভীষণ ভয় উপস্থিত হইলে গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণের ধানপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিলে সত্বর ভয় নষ্ট হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৮১। বৃষ্টি কামনা করিয়া বৃন্দাবনগত কৃষ্ণের ধ্যানপূর্ব্বক অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিলে বৃষ্টিলাভ করিবে সন্দেহ নাই। বর্ষাকালে এইরূপে মনে মনে ধ্যান করিয়া বৃষ্টি আনয়ন করিতে পারিবে। ৮২। জলাশয়ে দণ্ডায়মান হইয়া ঐরূপ ধ্যানপূর্ব্বক অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিলে অকালেও ভীষণ বৃষ্টি হয়, সন্দেহ নাই। ৮৩। যিনি সঙ্গীত কামনা করেন, তিনি 'কৃষ্ণ বেণু লইয়া গান করিতেছেন'। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ঘৃতদ্বারা অষ্টোত্তরশত হোম করিবেন। এইরূপ করিলে সাধক কিন্নরের সহিত গান করিতে সমর্থ হইবে। ৮৪। যিনি শত্রুর পরাজয় কামনা করেন, তিনি গরুড়ারোহণে পারিজাত হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, দেবগণ তাহা দেখিয়া স্তব করিতেছেন—এইরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া জপপূর্ব্বক রক্তকরবীর পুষ্পদ্বারা একহাজার আটবার হোম করিবে তাহা হইলে শত্রুপরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইবে। যে সময়ে রাজভয়, মহাসঙ্কট, অথবা দুর্গরোধ উপস্থিত হইবে, তৎকালে উক্তরূপে দশসহস্র হোম করিলে

---

(১) গোপালং যষ্টিপাণিঞ্চ (ক) পাঠঃ। (২) দশমাসতঃ (গ) পাঠঃ।

দিভির্হুত্বা অষ্টোত্তরসহস্রকম্। শঙ্খাদিনিধিসংযুক্তং দ্বারকামধ্যগং হরিম্। ধ্যাত্বা তণ্ডুলদূর্ব্বাভির্হুত্বা শান্তিকমাহরেৎ ॥ ৮৬ ॥ কদম্বমূলে গায়ন্তং গোপালং বনমালিনম্। কদম্বকুসুমৈর্জ্জুষ্টং (১) চিন্তয়িত্বা জনার্দ্দনম্। অপামার্গসিতৈর্হুত্বা জপেদষ্টসহস্রকম্। সর্ব্বান্ লোকান্ বশীকৃত্য আশু বিজ্ঞো ভবিষ্যতি ॥ ৮৭ ॥ রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ ব্যবহারে চ মন্ত্রবিৎ। মন্ত্রমষ্টশতং জপ্ত্বা প্রথমং বাক্যমুচ্চরেৎ। অনেনৈব বিধানেন সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৮৮ ॥ মোক্ষকামো জপেদ্ যস্ত পুণ্ডরীকাক্ষমব্যয়ম্। সনকাদিস্তুতং কৃষ্ণং শুক্লাম্বরধরং প্রভুম্। শঙ্খচক্রধরং ধ্যাত্বা মন্ত্রং লক্ষং জপেন্নরঃ। তারসংপুটিতং কৃত্বা বিধিবৎ স্থানমাশ্রিতঃ। চক্রাব্জমণ্ডলে কৃষ্ণং পূজয়ন্ ভক্তিমাবহন্। সংসারসাগরাৎ সদ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৯ ॥

অথ দধিবামনঃ।—পায়সান্নেন (২) জুহুয়াৎ সহস্রং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ। ধান্তহোমেন ধান্তাপ্তিঃ শতপুষ্প-সম্ভবৈঃ। বীজৈঃ সহস্রসংখ্যাতৈর্হোমো ভয়বিনাশনঃ ॥ ৯০ ॥ দধ্যোদনেন শুদ্ধেন হুত্বা মুচ্যেত দুর্গতেঃ। স্মৃত্বা ত্রৈবিক্রমং রূপং জপেন্মন্ত্রমনন্তধীঃ। মুক্তো বন্ধাদ্ভবেৎ সদ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৯১ ॥

তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভয় বিদূরিত হইবে সন্দেহ নাই। নীলোৎপল প্রভৃতি দ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিয়া শঙ্খ পদ্ম প্রভৃতি নিধিসংযুক্ত দ্বারকামধ্যস্থিত হরিকে ধ্যান করত পুনর্ব্বার হোম করিলে শান্তি লাভ করিবে। ৮৫।৮৬। কদম্বকুসুম-সুশোভিত কদম্বমূলস্থিত বনমালাধারী জনার্দ্দন গোপাল গান করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রতিবারে শতসংখ্যক শ্বেত অপামার্গ দ্বারা আটহাজার হোম করিলে সাধক আশু বিজ্ঞ হইবেন এবং সকল লোককে বশীভূত করিতে পারিবেন। ৮৭। রাজদ্বারে, সভাতে অথবা বিচারালয়ে প্রথমত আট শত মন্ত্র জপ করিয়া প্রথম বাক্য উচ্চারণ করিবে, এইরূপ বিধানদ্বারা সাধক সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবেন। ৮৮। মোক্ষ কামনা করিয়া যিনি জপ করিবেন, তিনি কৃষ্ণ শঙ্খ চক্র ধারণ ও শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন,—সনকাদি ঋষিগণ সেই পুণ্ডরীকাক্ষ অব্যয় প্রভুর স্তব করিতেছেন—এইরূপ ধ্যান করিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। জপের সময়ে—যথাবিধি উত্তম একটি স্থান গ্রহণ করিবে, তথায় উপবেশনপূর্ব্বক প্রণবপুটিত করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিবে। ভক্তি-পরায়ণ হইয়া চক্রাব্জমণ্ডলে কৃষ্ণের পূজা করিলে সংসারসাগর হইতে সদ্যঃ মুক্ত হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৮৯।

অতঃপর দধিবামনের প্রয়োগ যথা।—পায়সান্নদ্বারা সহস্র হোম করিলে শ্রীলাভ, ধান্তদ্বারা হোম করিলে ধান্তলাভ এবং সহস্রসংখ্যক পদ্মবীজদ্বারা হোম করিলে ভয়

---

(১) কদম্বপুষ্পৈঃ সংস্পৃষ্টম্ (ক) (গ) পাঠঃ। কদম্বপুষ্পৈঃ সম্পূজ্য ইতি (খ) পাঠঃ।

(২) পায়সাজ্যেন (গ) পাঠঃ।

অথ হয়গ্রীবঃ। বিল্বৈঃ ফলৈঃ কৃতো হোমঃ শ্রীপ্রদঃ পরিগীয়তে। কুন্দপুষ্পাণি জুহুয়াদিচ্ছন্ বাক্শ্রিয়মব্যয়াম্। মনুনানেন সংজপ্তং ঘৃতং ব্রাহ্মীরসৈঃ শৃতম্। কবিতামাহরেৎ পুংসামনর্গলবিজৃম্ভিণীম্। বচামনেন সংজপ্তাং ভক্ষয়েৎ প্রাতরন্বহম্। সর্ব্ববেদাগমাদীনাং ব্যাখ্যাতা জায়তেঽচিরাৎ ॥ ৯২ ॥

অথ নৃসিংহঃ।—শ্রীপুষ্পৈর্জ্জুহুয়ান্মন্ত্রী বিল্বকাষ্ঠৈধিতেঽনলে। সহস্রং শ্রিয়মাপ্নোতি পত্রৈর্ব্বা বিল্বসম্ভবৈঃ। শ্রীপুষ্পং লবঙ্গপুষ্পম্ ॥ ৯৩ ॥ প্রসূনৈর্ব্বা ফলৈস্তদ্বৎ দূর্ব্বাহোমাদরোগিতাম্। দুঃস্বপ্নে নিশি সংজাতে স্নাত্বা মন্ত্রং শতং জপেৎ। অনিদ্রো মন্ত্রবিৎ পশ্চাৎ সুস্বপ্নস্তস্য জায়তে ॥ ৯৪ ॥ ব্যাঘ্রচৌরমৃগাদিভ্যো মহারণ্যে ভয়াকুলে। রক্ষেন্মনুরয়ং জপ্তো ভয়েষন্যেষু মন্ত্রিণম্। অনেন মন্ত্রিতং ভস্ম বিষগ্রহমহোরগান্। নাশয়েদচিরাদেব মন্ত্রস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ৯৫ ॥ ঘোরাভিচারে সোন্মাদে মহোৎপাতে মহাভয়ে। জপেন্মন্ত্রং স্মরেদেনং দুঃখান্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৯৬ ॥ সিংহরূপং মহাভীমং নখদংষ্ট্রাতিভীষণম্। স্মৃত্বাত্মানং বিভুং (১) পশ্চাদ্ধ্যায়েন্মৃগশিশুং রিপুম্। গৃহীত্বা (২)

নাশ হয়। ৯০। বিশুদ্ধ দধিমিশ্রিত অন্ন দ্বারা হোম করিলে দুর্গতি হইতে মুক্ত হইতে পারে। ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি-স্মরণপূর্ব্বক অনন্যমনে মন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে সদ্যঃ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, এই বিষয়ে বিচার করিবার নাই। ৯১।

অনন্তর হয়গ্রীবের প্রয়োগ যথা।—বিল্বফলদ্বারা হোম করিলে লক্ষ্মীলাভ হয়। অক্ষয় বাক্সম্পদ্ ইচ্ছা করিলে কুন্দপুষ্পদ্বারা হোম করিবে। ব্রাহ্মীরসে পক্ব ঘৃতের উপরে হয়গ্রীবমন্ত্র জপ করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে মুখ হইতে অনর্গল কবিতারাশি নির্গত হইয়া থাকে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে বচের উপরে হয়গ্রীবমন্ত্র জপ করিয়া সেই বচ ভক্ষণ করিলে অল্পকালমধ্যেই নিখিল বেদ ও আগম প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা হইতে পারে। ৯২

অনন্তর নৃসিংহের প্রয়োগ যথা।—বিল্বকাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বলিত অনলে লবঙ্গপুষ্পদ্বারা অথবা বিল্বপত্রদ্বারা সহস্র হোম করিলে লক্ষ্মীলাভ করিতে পারে; বিল্বপুষ্প ও বিল্বফলদ্বারা হোম করিলেও ঐরূপ লক্ষ্মীলাভ হইবে। দূর্ব্বাদ্বারা হোম করিলে আরোগ্যলাভ হইবে। রাত্রিকালে দুঃস্বপ্ন দৃষ্ট হইলে প্রাতঃকালে স্নান করিয়া একশত নৃসিংহমন্ত্র জপ করিবে এবং রাত্রিকালে নিদ্রা না হইলেও ঐ মন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে সুস্বপ্ন হইবে। এই মন্ত্র জপ করিলে ভয়সঙ্কুল মহারণ্যে ব্যাঘ্র তস্কর ও অন্য হিংস্র পশুর ভয় বা অন্য যে কোন ভয় হইতে রক্ষা পাইবে। ঐ মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত ভস্ম গাত্রে লেপন করিলে ঐ ভস্ম এই মন্ত্রের প্রভাবে অচিরকাল মধ্যে বিষ, দুষ্টগ্রহ ও বিষধর সর্প পর্য্যন্ত নাশ করিতে পারে। ঘোর অভিচার, উন্মাদ, মহোৎপাত এবং মহাভীতি

---

(১) নৃসিংহরূপিণং কুরুং (খ টি)। (২) ইতি ভাবনা (খ টি)।

গলদেশে তং পুনর্দ্দিক্ষু ক্ষিপেদ্ দ্রুতম্। পুত্রমিত্রকলত্রাদেরুচ্চাটো জায়তে রিপোঃ॥ ৯৭॥ পূর্ব্বমৃত্যুপদে (১) সাধ্যনাম কৃত্বা স্বয়ং হরিঃ (২)। নিশিতৈর্নখদংষ্ট্রাগ্রৈঃ খাদ্যমানং রিপুং স্মরন্। নিত্যমষ্টোত্তরশতং জপেন্মন্ত্রমতন্দ্রিতঃ। জায়তে মণ্ডলাদর্ব্বাক্ শত্রুসেনানিবারণম্ (৩)॥ ৯৮॥ বিভীতকাষ্ঠৈর্জ্বলিতে পাবকে রিপুমর্দ্দনম্। বিচিন্ত্য দেবং নৃহরিং সংপূজ্য কুসুমাদিভিঃ। সমূললূনৈ (৪) র্জ্জুহুয়াচ্ছরৈ-(৫) র্দ্দশশতং পৃথক্। রিপুং খাদন্নিব জপেন্নির্ভিন্দন্নিব নিঃক্ষিপেৎ। হুত্বা সপ্তদিনং মন্ত্রী সেনামিষ্টাং মহীপতেঃ। প্রস্থাপয়েচ্ছুভে লগ্নে পররাষ্ট্রজয়েচ্ছয়া। তস্যাঃ পুরস্তান্নৃহরিং নিঘ্নন্তং রিপুমণ্ডলম্। স্মৃত্বা প্রয়োগং কুর্ব্বীত যাবদায়াতি সা পুনঃ। বিজিত্য নিখিলান্ শত্রূন্ সহ বীরশ্রিয়া সুখম্। আগত্য বিজয়ী রাজা গ্রামক্ষেত্র-(৬) ধনাদিভিঃ। প্রীণয়েন্মন্ত্রিণং সম্যগ্বিভবৈঃ প্রীতমানসঃ। মন্ত্রী যদি ন সন্তুষ্যেদনর্থঃ স্যান্মহীপতেঃ॥৯৯॥

উপস্থিত হইলে নৃসিংমূর্ত্তিস্মরণপূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করিবে। ইহা দ্বারা মানব দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে। আপনাকে নখ ও দংষ্ট্রাদ্বারা অতিভীষণ ভীমকায় নৃসিংহমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া শত্রুকে মৃগশিশু মনে করিবে,—আর মনে মনে ভাবিবে—আমি নৃসিংহদেব, শত্রুকে গলদেশে ধরিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতেছি এইরূপ ভাবনা করিলে শত্রুর পুত্র, মিত্র ও কলত্রাদির উচ্চাটন করা হইবে। 'অমুকস্য মৃত্যুং কুরু' এইরূপে মৃত্যু শব্দের পূর্ব্বে সাধ্যের নাম নির্দ্দেশ করিয়া "স্বয়ং নৃসিংহমূর্ত্তি হইয়াছি" "তীক্ষ্ণ নখদংষ্ট্রা দ্বারা শত্রুকে ভক্ষণ করিতেছি," এইরূপ মনে মনে চিন্তাকরত প্রত্যহ একশত আটবার করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। আলস্য ত্যাগ করিয়া এইরূপ করিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শত্রুসৈন্য নিবারণ করিতে পারিবে। ৯৩—৯৮। বিভীতক-কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বালিত অগ্নিতে রিপুমর্দ্দন নৃসিংহদেবকে ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিবে, পূজার পর সেই অগ্নিতে সমূল শরপত্রদ্বারা একহাজার হোম করিবে। মন্ত্র জপকালে "শত্রুকে ছিঁড়িয়া খাইতেছি" এইরূপ মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে; এইরূপে সাত দিন হোম করিয়া শত্রুরাজ্যজয়ের কামনা করিয়া রাজার অভিমত সৈন্যকে শুভলগ্নে যাত্রা করাইবে। সৈন্যযাত্রার সময়ে মনে মনে চিন্তা করিবে যে 'নৃসিংহদেব আসিয়া শত্রুসেনার মর্দ্দন করিতেছেন'। যে পর্য্যন্ত যুদ্ধজয়ী হইয়া সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তন না করে তাবৎকাল এই প্রয়োগের অনুষ্ঠান করিবে। রাজা বিজয়ী হইয়া আসিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গ্রাম, ধান্যক্ষেত্র ও ধনাদি দানদ্বারা সাধককে প্রীত করিবেন। প্রচুর সম্পদ প্রদান করিবেন, কারণ সাধক সন্তুষ্ট না হইলে রাজার অনর্থ ঘটিতে পারে। ৯৯

---

(১) অমুকস্য মৃত্যুং কুরু (খ টি)। (২) সিংহস্বরূপঃ।

(৩) বিদারণম্ (খ) পাঠঃ। (৪) সমূলচ্ছন্ন (ক) (খ) (গ) পাঠঃ।

(৫) শরৈঃ কুশপত্রৈঃ (গ টি)। (৬) ক্ষেত্রং ধান্যক্ষেত্রম্ (খ টি)।

অথ বরাহঃ।—রবৌ সিংহগতেঽষ্টম্যাং শুক্লপক্ষে সিতাং শিলাম্। পঞ্চগব্যেষু নিঃক্ষিপ্য স্পৃষ্ট্বা তাময়ুতং জপেৎ। উত্তরাভিমুখো ভূত্বা তাং শিলাং নিখনেদ্ভুবি। শত্রুচৌরমহাভূতৈঃ কৃতাং বাধাং বিনাশয়েৎ॥ ১০০॥ ভানূদয়ে ভৌমবারে সাধ্যক্ষেত্রাৎ (১) সমাহরেৎ। মৃত্তিকাং সংজপন্মন্ত্রং তাং পুনর্ব্বিভজেত্ত্রিধা। চুল্ল্যামেকাং সমালিপ্য পাকপাত্রে তথাপরাম্ (২) গোদুগ্ধে পরমালোড্য শোধিতাং-(৩) স্তণ্ডুলান্ ক্ষিপেৎ। শোধিতেঽগ্নৌ পচেৎ সম্যক্ চরুং মন্ত্রী জপন্মনুম্ (৪)। অবতার্য্য চরুং পশ্চাদগ্নৌ দেবং যথাবিধি। ধূপদীপাদিকৈরিষ্ট্বা পুনরাজ্যপ্লুতং চরুম্। জুহুয়াদেধিতে (৫) বহ্নৌ যাবদষ্টোত্তরং শতম্। এবং সপ্তারবারেষু (৬) জুহুয়াৎ ক্ষেত্রসিদ্ধয়ে (৭)॥ ১॥ প্রাতঃকালে ভৃগোর্ব্বারে মৃদং সাধ্যমহীতলাৎ। আদায় হবিরাপাদ্য পূর্ব্ববজ্জুহুয়াৎ সুধীঃ। বিরোধো নশ্যতি ক্ষেত্রে সহ চৌরাদ্যুপপ্লবৈঃ (৮)॥ ২॥ রাজবৃক্ষ-(৯)সমুত্থাভিঃ সমিদ্ভির্মনুনামুনা। ত্রিসহস্রং প্রজুহুয়াত্তস্য স্যুঃ সর্ব্বসম্পদঃ। শালিভির্জ্জুহুয়ান্মন্ত্রী

অনন্তর বরাহদেবের প্রয়োগ যথা।—সূর্য্য সিংহরাশিতে গমন করিলে অর্থাৎ ভাদ্র মাসে শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্বেতবর্ণ একটি শিলা লইয়া পঞ্চগব্যে রাখিয়া ঐ শিলা স্পর্শ পূর্ব্বক দশ হাজার মন্ত্র জপ করিবে। জপের পর উত্তরমুখ হইয়া ঐ শিলা মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিবে ইহাতে শত্রুকৃত, চৌরকৃত অথবা মহাভূতকৃত সমস্ত বাধা দূরীভূত হইবে। ১০০। মঙ্গলবারে সূর্য্যোদয়কালে মন্ত্র জপ করিতে করিতে শত্রুর অধিকৃত স্থান হইতে মৃত্তিকা আনয়ন করিবে। ঐ মৃত্তিকা তিনভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ চুল্লীতে ও একভাগ পাকপাত্রে লেপন করিবে। অপরভাগ গোদুগ্ধে মিশাইয়া সেই দুগ্ধে প্রক্ষালিত তণ্ডুল নিক্ষেপ করিবে, পরে সংস্কৃত অগ্নিতে উহা পাক করিয়া চরু প্রস্তুত করিবে। পাকের সময়ে মন্ত্রজপ করিবে। সিদ্ধ হইলে চরু নামাইয়া সেই অগ্নিতে ধুপ দীপাদি দ্বারা যথাবিধানে বরাহদেবের পূজা করিয়া প্রজ্বলিত বহ্নিতে ঘৃতাক্ত ঐ চরুদ্বারা এক শত আটবার হোম করিবে। বিবাদি-ক্ষেত্র লাভ করিবার জন্ত সাতটি মঙ্গলবারে এইরূপে হোম করিবে। ১। শুক্রবারে প্রাতঃকালে শত্রুর ভূমি হইতে মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ঐ মৃত্তিকাসংযোগে চরু প্রস্তুত করিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবে। এইরূপ করিলে ক্ষেত্রে বিরোধ ও চৌরাদির উপদ্রব দূর হইবে। ২। বরাহমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সোণালুর সমিধ্ দ্বারা তিন হাজার হোম

---

(১) শত্রুক্ষেত্রাৎ (খ টি)। (২) তথা লেপয়েৎ (খ টি)।

(৩) শোধিতান্ প্রক্ষালিতান্ (খ টি)। (৪) জপেন্মনুমিতি (ক) (গ) পাঠঃ।

(৫) প্রজ্বলিতে (খ টি)। (৬) সপ্তসু শনিবারেষু অথবা মঙ্গলবারেষু (ক টি) সপ্তসু বারেষু ইতি (গ) পাঠঃ। (৭) তেন ভূমিবিবাদো দূরীভবতীত্যর্থঃ।

(৮) উপদ্রবৈরিতি (ক) পাঠঃ আদর্শপাঠশ্চ। (৯) রাজবৃক্ষঃ সোণালু (খ টি)।

নিত্যমষ্টোত্তরং শতম্। সমৃদ্ধির্ধান্যসংঘাতৈঃ শোভতে তস্য মন্দিরম্। তাবদাজ্যেন জুহুয়ান্মণ্ডলাৎ স্বর্ণমাপ্নুয়াৎ (১) ॥ ৩ ॥

অথ মৃত্যুঞ্জয়ঃ।—দুগ্ধসিক্তৈঃ সুধাখণ্ডৈর্ম্মন্ত্রী মাসং সহস্রকম্ (২)। আরাধিতেঽগ্নৌ জুহুয়াদ্বিধিবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। সুধাখণ্ডং গুড়ূচিঃ। সন্তুষ্টঃ শঙ্করস্তেন সুধাপ্লাবিতবিগ্রহঃ। আয়ুরারোগ্যসম্পত্তি-যশঃপুত্রান্ বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ৪ ॥ সুধা বটতিলা (৩) দূর্ব্বা পয়ঃ সর্পিঃ পয়ো হবিঃ (৪)। ইত্যুক্তৈঃ সপ্তভির্দ্রব্যৈর্জ্জুহুয়াৎ সপ্তবাসরম্। ক্রমাদ্দশশতং নিত্যমষ্টোত্তরমতন্দ্রিতঃ। সপ্তাধিকান্ দ্বিজান্নিত্যং ভোজয়েন্মধুরান্বিতম্। বিকারানুগুণং মন্ত্রী বর্দ্ধয়েদ্ধোমবাসরান্ (৫) গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদরুণা গাঃ পয়স্বিনীঃ। গুরুং সংপূজয়েৎ পশ্চাদ্ধনাদ্যৈর্দ্দেবতাধিয়া। অনেন বিধিনা সাধ্যঃ কৃত্যাদ্রোহাদিভিস্ততঃ। বিমুক্তঃ সুচিরং জীবেচ্ছরদাং শতমঞ্জসা ॥ ৫ ॥ অভিচারে জ্বরে তীব্রে ঘোরোন্মাদে শিরোগদে। অসাধ্যরোগে ক্ষেড়ার্ত্তৌ মোহে দাহে মহাভয়ে।

করিলে সমস্ত সম্পত্তি লাভ করিতে পারিবে সাধক ধান্যদ্বারা প্রতিদিন এক শত আটবার হোম করিলে তাহার সমৃদ্ধি লাভ হইবে, ধান্যসম্পদে তাহার গৃহ শোভিত হইবে। এইরূপ কেবল ঘৃতদ্বারা হোম করিলে মণ্ডল মধ্যে (উনপঞ্চাশ দিনের মধ্যে) স্বর্ণলাভ হইবে। ৩।

অনন্তর মৃত্যুঞ্জয়ের প্রয়োগ যথা।—প্রত্যহ ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক যথাবিধানে সংস্কৃত বহ্নিতে একমাস দুগ্ধসিক্ত গুলঞ্চখণ্ড দ্বারা হাজার হোম করিবে। এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব সুধাপ্লাবিত শরীরে আসিয়া আয়ু, আরোগ্য, সম্পদ, যশ ও পুত্র বৃদ্ধি করিয়া দেন। ৪। গুলঞ্চ, বটপল্লব, তিল, দূর্ব্বা, দুগ্ধ, ঘৃত ও পরমান্ন, এই সাতটি দ্রব্য দ্বারা প্রত্যহ একাগ্রভাবে যথাক্রমে সাতদিন প্রত্যহ এক হাজার আটটি করিয়া হোম করিবে। প্রত্যহ সাতটির অধিক ব্রাহ্মণকে মিষ্টদ্রব্যযুক্ত খাদ্য ভোজন করাইবে। দশের অনুগুণ হোমদিবস বর্দ্ধিত করিবে। অর্থাৎ দশ দিন পর্য্যন্ত হোম করিবে। হোমের সংখ্যা দশ শত, সুতরাং দিনের সংখ্যাও দশ হইবে। গুরুকে দুগ্ধবতী রক্তবর্ণা গাভী দক্ষিণা দিবে। ধনাদিদ্বারা দেবতা জ্ঞানে গুরুর পূজা করিবে। এই ব্যাপারে শত্রুকৃত অভিচার ও বিদ্রোহাদি হইতে মুক্ত হইয়া শত বৎসর সুখে জীবিত থাকিবে। ৫। কেহ অভিচার করিলে, তীব্র জ্বর হইলে, ঘোর উন্মাদরোগ, শিরোরোগ অথবা

---

(১) লাজৈঃ কন্যামবাপ্নোতি মধ্বক্তৈর্নিজবাঞ্ছিতাম্ ইতি (ক) পাঠোঽত্রাধিকঃ।

(২) হোমং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ।

(৩) বটপল্লবঃ (খ টি)। (৪) পরমান্নম্ (খ টি) এতানি হোমদ্রব্যাণি (গ টি)।

(৫) বিকারানুগুণম্ অস্বাস্থ্যানুরূপম্ (খ টি) শক্তের্দশতত্বমিতি (গ টি) বর্দ্ধয়েৎ যেন দশ দিনানি ভবন্তি তথা বর্দ্ধয়েৎ (গ টি)।

হোমোঽয়ং শান্তিদঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়কঃ। দ্রব্যৈরেতৈঃ প্রজুহুয়াৎ ত্রিজন্মসু (১) যথাবিধি। ভোজয়েন্মধুরৈর্ভোজ্যৈর্ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্। দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি বাঞ্ছিতাং বিন্দতে শ্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥ একাদশাহুতীর্নিত্যং দূর্ব্বাভির্জ্জুহুয়াদ্ বুধঃ। অপমৃত্যুজিদেব স্যাদায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনঃ ॥ ৭ ॥ ত্রিজন্মসু সুধাবল্লী(২)কাশ্মীর(৩)বকুলোদ্ভবৈঃ ॥ সমিদ্বরৈঃ কৃতো হোমঃ সর্ব্বমৃত্যুগদাপহঃ ॥ ৮ ॥ সিদ্ধার্থৈর্ব্বিহিতো হোমো মহাজ্বরবিনাশনঃ অপামার্গসমিদ্ধোমঃ সর্ব্বাময়নিসূদনঃ ॥ ৯ ॥

অথ দক্ষিণামূর্ত্তিঃ।—ভিক্ষাহারো জপেন্মাসং মনুমেনং জিতেন্দ্রিয়ঃ। নিত্যং সহস্রমষ্টোর্দ্ধং পরাং বিন্দতি বাক্শ্রিয়ম্ (৪)। ত্রিবারং জপ্তমেতেন মন্ত্রুনা সলিলং পিবেৎ। নিত্যশো দক্ষিণামূর্ত্তিং ধ্যায়েৎ সাধকসত্তমঃ। শাস্ত্রব্যাখ্যানসামর্থ্যং লভতে বৎসরান্তরে ॥ ১০ ॥ ব্রাহ্মী-সৈন্ধব-সিদ্ধার্থ-বচা-কুষ্ঠ-কণোৎপলৈঃ (৫)। সুগন্ধিসংযুতৈঃ কল্কৈঃ শৃতং ব্রাহ্মীরসৈর্ঘৃতম্। মনুনানেন (৬) সংজপ্তময়ুতং সাধু সাধিতম্। নিপীতং কবিতা-কান্তি-বলায়ুঃ-শ্রী-ধৃতিপ্রদম্ ॥ ১১ ॥

অন্য কোন অসাধ্য রোগ হইলে, বিষরোগ উপস্থিত হইলে, মোহ, দাহ ও মহাভয় উপস্থিত হইলে এই প্রকার হোমে শান্তি-লাভ ও সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি-লাভ হইয়া থাকে। তিনটি জন্ম-নক্ষত্রে এই সমস্ত দ্রব্যদ্বারা যথাবিধি হোম করিবে এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে মধুর ভোজ্য ভোজন করাইবে, তাহা হইলে দীর্ঘ জীবন ও বাঞ্ছিত সম্পদ্ লাভ করিবে। ৬। প্রতিদিন দূর্ব্বাদ্বারা একাদশটি আহুতি দিবে, তাহাতে অপমৃত্যু-নিবারণ এবং আয়ু ও আরোগ্য-বৃদ্ধি হইবে। ৭। তিন জন্মনক্ষত্রে গুলঞ্চ, কুঙ্কুম-পল্লব, ও বকুলপত্ররূপ সমিধ দ্বারা হোম করিলে সকল প্রকার মৃত্যুরোগ নিবারিত হয়। ৮ ॥ শ্বেতসর্ষপদ্বারা হোম করিলে মহাজ্বর বিনাশ হয় অপামার্গসমিধ দ্বারা হোমে সকল রোগের শান্তি হয়। ৯।

অনন্তর দক্ষিণামূর্ত্তি-শিবের প্রয়োগ যথা।—প্রতিদিন ভিক্ষাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া একমাসকাল অষ্টোত্তরসহস্র মন্ত্র জপ করিলে উত্তম বাক্সম্পদ লাভ হয়। প্রতিদিন দক্ষিণামূর্ত্তির ধ্যানপূর্ব্বক এই মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া সেই মন্ত্রপূত জল পান করিলে সাধক এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার সামর্থ্য লাভ করে। ব্রাহ্মী-শাক, সৈন্ধব, শ্বেতসর্ষপ, বচ, কুড়, পিপুল ও উৎপল, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ সুগন্ধিদ্রব্যে সংযুক্ত করিয়া সেই কাথমিশ্রিত ঘৃত ব্রাহ্মীরসে পাক করিবে. পরে সেই

---

(১) জন্মসম্পদ্বিপৎক্ষেম ইত্যাদিরীত্যা জন্মনামধেয়েষু ত্রিষু নক্ষত্রেষু।

(২) গুড়ূচীলতা (খ টি)। (৩) কাশ্মীরকুঙ্কুমপল্লব (খ টি) কাশ্মীর (গ) পাঠঃ আদর্শপাঠশ্চ। (৪) পরং বিন্দতি বাঙ্ময়মিতি (গ) পাঠঃ।

(৫) কণা পিপ্পলী (খ টি)। (৬) মনুনা তেন (গ) পাঠঃ।

অথ ভৈরবী।—জুহুয়াদরুণাম্ভোজৈরদোষৈর্মধুরাপ্লুতৈঃ। লক্ষসংখ্যং তদর্দ্ধং বা প্রত্যহং ভোজয়েদ্দ্বিজান্। বনিতা যুবতী রম্যাঃ (১) প্রীণয়েদ্দেবতাধিয়া। হোমান্তে ধনধান্যাদ্যৈস্তোষয়েদ্ গুরুমাত্মনঃ। এবং কৃতে জগদ্বশ্যো (২) রমায়া ভবনং (৩) ভবেৎ ॥ ১২ ॥ রক্তোৎপলৈস্ত্রিমধ্বক্তৈররুণৈর্ব্বা হয়ারিজৈঃ (৪)। পুষ্পৈঃ পয়োহন্নৈঃ (৫) সম্বতৈর্হোমাদ্বিশ্বং বশং নয়েৎ ॥ ১৩ ॥ বাক্‌সিদ্ধিং লভতে মন্ত্রী পলাশকুসুমৈর্হুতাৎ। কর্পূরাগুরুসংযুক্তং গুগ্‌গুলুং জুহুয়াৎ সুধীঃ। জ্ঞানং দিব্যমবাপ্নোতি তেনৈব স ভবেৎ কবিঃ। ক্ষীরাক্তৈরমৃতাখণ্ডৈর্হোমঃ সর্ব্বাপমৃত্যুজিৎ। দূর্ব্বাভিরায়ুষে হোমঃ ক্ষীরাক্তাভির্দিনত্রয়ম্। গিরিকর্ণীভবৈঃ পুষ্পৈর্ব্রাহ্মণান বশয়েদ্ ধ্রুবম্ (৬) ॥ ১৪ ॥ কহ্লারৈঃ পার্থিবান পুষ্পৈস্তদ্বধূঃ কর্ণিকারজৈঃ। মালতীকুসুমৈর্হুত্বা তৎপুত্রাংশ্চ বশং নয়েৎ ॥ ১৫ ॥ কোরণ্ট (৭) কুসুমৈর্ব্বৈশ্যান বৃষলান্ পাটলোদ্ভবৈঃ। অম্বলোমবিলোমান্তঃস্থিত-সাধ্যাহ্বয়ান্বিতম্। (৮) মন্ত্রমুচ্চার্য্য জুহুয়ান্মন্ত্রী মধুরলোড়িতৈঃ (৯)।

ঘৃতে দশ হাজার এই মন্ত্র জপ করিয়া ঘৃত পান করিবে। ইহাতে কবিত্ব, কান্তি, বল, আয়ু, শ্রী ও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ১০।১১।

অতঃপর ভৈরবীর প্রয়োগ যথা।—প্রতিদিন ত্রিমধুযুক্ত নির্দ্দোষ রক্তপদ্মদ্বারা লক্ষ বা পঞ্চাশ হাজার হোম করিবে এবং প্রত্যহ ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। সুন্দরী যুবতী রমণীদিগকে প্রতিদিন দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া পরিতুষ্ট করিবে। হোম সমাপ্ত হইলে নিজ গুরুকে প্রচুর ধনধান্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। এই প্রকার অনুষ্ঠান করিলে জগৎ বশীভূত হয় এবং সাধক লক্ষ্মীর আধার হইয়া থাকে। অথবা ত্রিমধুযুক্ত রক্তোৎপল কিংবা রক্তবর্ণ করবীর পুষ্প অথবা ঘৃতাক্ত পরমান্ন দ্বারা হোম করিলে সকল জগৎ বশীভূত করিতে পারিবে। পলাশকুসুমদ্বারা হোম করিলে সাধক বাক্‌সিদ্ধি লাভ করে। কর্পূর ও অগুরুসংযুক্ত গুগ্‌গুলুদ্বারা হোম করিলে সাধক দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং উহাদ্বারা কবি হইতে পারে। দুগ্ধের সহিত গুড়ূচীখণ্ডদ্বারা হোম করিলে সকলপ্রকার অপমৃত্যু দূরীভূত হয়, দুগ্ধের সহিত দূর্ব্বাদ্বারা তিন দিন হোম করিলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। গিরিকর্ণীপুষ্পদ্বারা হোম করিলে ব্রাহ্মণগণকে নিশ্চিত বশীভূত করা যায়। কহ্লারপুষ্পদ্বারা হোম করিলে রাজগণকে এবং কর্ণিকারপুষ্পদ্বারা হোম করিলে রাজপত্নীদিগকে বশীভূত করা যায়। মালতীকুসুমদ্বারা হোম করিলে রাজপুত্রগণকে বশ করা যায়। পীতঝিণ্টাপুষ্পদ্বারা হোম করিলে বৈশ্যদিগকে এবং

---

(১) বশ্যা ইতি (গ) পাঠঃ। (২) জগদ্বন্দ্যাঃ ইতি (খ) পাঠঃ। (৩) লক্ষ্মীস্থানম্ (খ টি)। (৪) করবীরৈঃ (খ টি)। (৫) পয়োজৈরিতি (ক) পাঠঃ। (৬) বশয়েদ্ধ্রুবাদিতি (গ) পাঠঃ। (৭) পীতঝিণ্টী (খ টি) কোরণ্ড ইতি (গ) পাঠঃ আদর্শপাঠশ্চ। (৮) সাধ্যাক্ষরান্বিতমিতি (খ) পাঠঃ। (১১) ত্রিমধুসংযুক্তৈঃ (খ টি।

ভৈরবী।

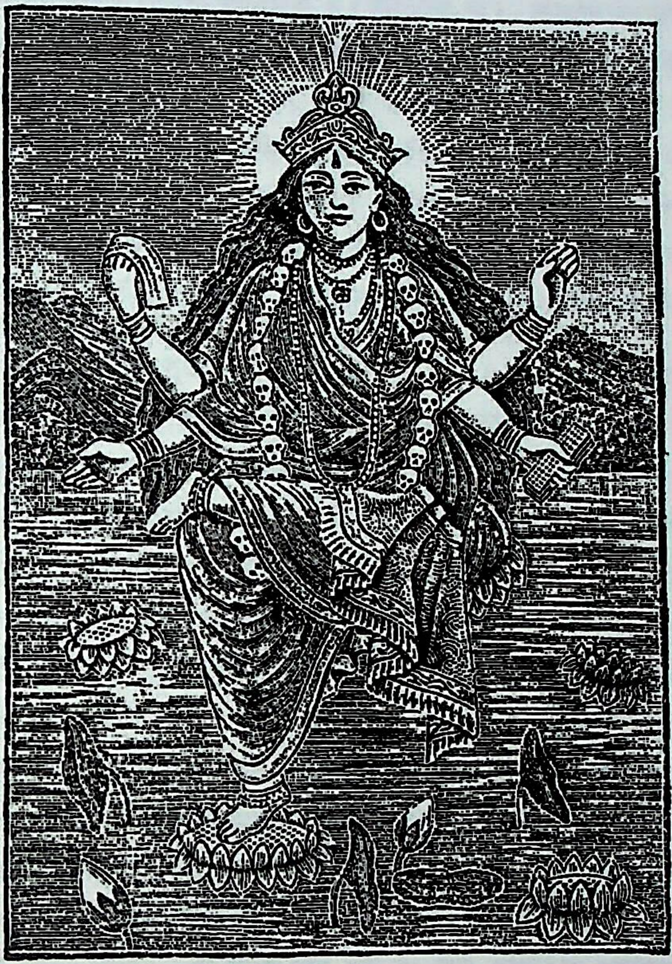

১১৩ পৃঃ।

সর্ষপৈঃ কটু(১)সংমিশ্রৈর্ব্বশয়েৎ পার্থিবান্ ক্ষণাৎ ॥ ১৬ ॥ অনেনৈব বিধানেন তৎপত্নীঃ (২) তৎসুতানপি। জাতীবিল্বফলৈঃ পুষ্পৈর্ম্মধুত্রয়সংযুতৈঃ। নরনারীনরপতীন্ হোমতো বশয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১৭ ॥ মালতীবকুলোদ্ভূতৈঃ পুষ্পৈশ্চন্দনলোড়িতৈঃ। জুহুয়াৎ কবিতাং মন্ত্রী লভতে বৎসরান্তরে। মধুত্রয়সংযুক্তৈঃ ফলৈর্ব্বিল্বসমুদ্ভবৈঃ। জুহুয়াদ্বশয়েল্লোকান্ শ্রিয়মাপ্নোতি বাঞ্ছিতাম্ ॥ ১৮ ॥ পাটলৈঃ কুসুমৈঃ কুন্দৈশ্চোৎপলৈর্নাগ (৩) চম্পকৈঃ। নন্দ্যাবর্ত্তৈর্ব্বিকসিতৈঃ কৃতমালৈ(৪)র্জ্জুহোতি যঃ। জায়তে বৎসরাদর্ব্বাক্ শ্রিয়া বিজিতপার্থিবঃ ॥ ১৯ ॥ সাজ্যমন্নং প্রজুহুয়াদ্ভবেদন্নসমৃদ্ধিমান্। কস্তূরী-কুঙ্কুমোপেতং কর্পূরং জুহুয়াদ্বশী। কন্দর্পাদধিকং সদ্যঃ সৌন্দর্য্যমধিগচ্ছতি ॥ ২০ ॥ লাজান্ প্রজুহুয়ান্মন্ত্রী দধিক্ষীরমধুপ্লুতান্। বিজিত্য রোগানখিলান্ স জীবেচ্ছরদাং শতম্ ॥ ২১ ॥ পাদদ্বয়ং মলয়জং পাদং কুঙ্কুমকেশরম্। পাদং গোরোচনায়াশ্চ ত্রীণি পিষ্ট্বা হিমাম্ভসা! বিদধ্যাত্তিলকং ভালে যান্ পশ্যেদ্ যৈর্ব্বিলোক্যতে। যান্ স্পৃশেৎ স্পৃশ্যতে যৈর্ব্বা বশ্যাঃ স্যুস্তস্য তেঽচিরাৎ ॥ ২২ ॥ কর্পূর-কপি-চোরাণি (৫) সমভাগানি কল্পয়েৎ।

পাটলপুষ্পদ্বারা হোম করিলে শূদ্রগণকে বশীভূত করা যায়। মন্ত্রের মধ্যে অনুলোম বিলোমে সাধ্যের নাম প্রবেশ করাইয়া সেই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ত্রিমধুসংযুক্ত ত্রিকটুমিশ্রিত সর্ষপদ্বারা হোম করিলে ক্ষণকালমধ্যে রাজাদিগকে বশ করা যায়। ১২—১৬। এইরূপ বিধানে রাজপত্নী ও রাজপুত্রগণকে বশীভূত করিতে পারা যায়। ত্রিমধুসংযুক্ত জাতীপুষ্প, বিল্বপুষ্প, জাতীফল ও বিল্বফলদ্বারা হোম করিলে নর, নারী ও নরপতি সকলকেই নিশ্চিত বশ করা যায়। চন্দনাক্ত মালতী ও বকুলপুষ্পদ্বারা হোম করিলে সাধক একবৎসরের মধ্যে কবিত্বশক্তি লাভ করে। ত্রিমধুযুক্ত বিল্বফলদ্বারা হোমে সমস্ত লোক বশীকরণ এবং বাঞ্ছিত সম্পদ-লাভ হয়! যে ব্যক্তি পাটলপুষ্প, কুন্দপুষ্প, উৎপল, নাগকেশর, চম্পকপুষ্প, নন্দ্যাবর্ত্তপুষ্প এবং বিকসিত কাঞ্চনপুষ্পদ্বারা হোম করে, সে একবৎসরের মধ্যে ঐশ্বর্য্যবলে রাজাকেও পরাভূত করিতে পারে। ঘৃতাক্ত অন্নদ্বারা হোম করিলে অন্নসমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক কস্তূরী ও কুঙ্কুম মিশ্রিত করিয়া কর্পূরদ্বারা হোম করিতে পারে সে কন্দর্প অপেক্ষাও সমধিক সৌন্দর্য্যশালী হইতে পারে। যে সাধক দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত মাখাইয়া লাজদ্বারা হোম করিতে পারেন, তিনি নিখিল রোগমুক্ত হইয়া শতবৎসর জীবিত থাকিতে পারেন। ১৭—২১। অর্দ্ধভাগ চন্দন, সিকিভাগ কুঙ্কুম ও সিকিভাগ গোরোচনা এই তিন দ্রব্য শীতলজলে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কপালে তিলক করিয়া যাহাকে দেখিবে অথবা যে তাহাকে দেখিবে, যাহাকে স্পর্শ করিবে অথবা যে তাহাকে স্পর্শ করিবে, তাহারা

---

(১) ত্রিকটু। (২) তৎপত্নীরিতি (খ) পাঠঃ সঙ্গতঃ। (৩) নাগকেশরৈঃ ইতি (খ টি)।
(৪) সুবর্ণকৈঃ (ক) পাঠঃ। (৫) কপিঃ গাটিয়ালা চোরঃ কৃষ্ণশঠী (ক টি)।

চতুর্ভাগজটামাংসী তাবতী রোচনা মতা। কুঙ্কুমং সপ্তভাগং স্যাদ্দ্বিভাগং চন্দনং মতম্। অগুরুর্নবভাগঃ স্যাদিতি ভাগক্রমেণ চ (১)। হিমাম্ভিঃ কন্যকাপিষ্টমেতৎ সর্ব্বং সুসাধিতম্। আদায় তিলকং ভালে কুর্য্যাদ্ভূমিপতীন্নরান্। বনিতা মদগর্ব্বাঢ্যা মদোন্মত্তান্মতঙ্গজান্। সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ মহাসত্ত্বান্ (২) ভূতবেতালরাক্ষসান্। দর্শনাদেব বশয়েন্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৩ ॥

অথ সুন্দরী। জ্ঞানার্ণবে।—মল্লিকা-মালতী-জাতী-কুসুমৈর্ম্মধুমিশ্রিতৈঃ (৩) ঘৃতপূর্ণৈর্হুনেদ্দেবি বাগীশত্বং প্রজায়তে। মূকস্যাপি হি মূঢ়স্য শিলারূপস্য নান্যথা ॥ ২৪ ॥ জবাপুষ্পৈরাজ্যসিক্তৈঃ করবীরৈস্তথাবিধৈঃ। হবনান্মোহয়েন্মন্ত্রী লোকত্রয়নিবাসিনঃ ॥ কর্পূরং কুঙ্কুমং দেবি মিশ্রং মৃগমদেন হি। হবনান্মদনো দেবি মন্ত্রিণা বিজিতো ভবেৎ ॥ সৌভাগ্যেন বিলাসেন সামর্থ্যেনাপি সুব্রতে ॥ ২৬ ॥ চম্পকৈঃ পাটলৈর্হুত্বা শ্রিয়ং প্রোল্লসিতাম্বরাম্। প্রাপ্নোতি মন্ত্রী মহতীং স্তম্ভয়েজ্জগতীমিমাম্ ॥ ২৭ ॥ শ্রীখণ্ডং গুগ্গুলুং চন্দ্র-(৪) মগুরুং হোময়েত্ততঃ। নাগেন্দ্রাসুর-দেবানাং পুরন্ধ্রীর্ব্বশমানয়েৎ। সর্ব্বে লোকা বশাস্তস্য ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥ লক্ষহোমাল্লভেদ্রাজ্যং দারিদ্র্যভয়-

সকলেই অচিরে তাহার বশীভূত হইবে। কর্পূর, গাঁঠিয়ালা, ও কৃষ্ণশটী সমভাগে লইবে, তাহার সহিত চারিভাগ জটামাংসী, চারিভাগ গোরোচনা, সাতভাগ কুঙ্কুম, দুইভাগ চন্দন, এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া শীতল জলদ্বারা অনূঢ়া কন্যাদ্বারা পেষণ করাইয়া লইবে, পরে ঐ দ্রব্য মন্ত্রপূত করিয়া তদ্দ্বারা ললাটে তিলক করিবে,—সেইরূপ অবস্থায় তাহাকে দেখিলেই রাজগণ, নরগণ, রূপযৌবনগর্ব্বিতা কামিনীগণ, মদমত্ত হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, অপর মহাবলশালী জন্তু, ভূত, বেতাল ও রাক্ষস সকলেই বশীভূত হইবে। ২২।২৩

অনন্তর সুন্দরীর প্রয়োগ যথা।—জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন হে দেবি! মধুমিশ্রিত ঘৃতপূর্ণ মল্লিকা, মালতী এবং জাতীপুষ্পদ্বারা হোম করিলে মূক, নির্ব্বোধ এমন কি পাষাণবৎ জড়প্রকৃতিও বাগীশতা লাভ করিতে পারে, এ বিষয়ে অন্যথা হইবে না।২৪। ঘৃতসিক্ত জবা ও করবীর পুষ্পদ্বারা হোম করিয়া সাধক ত্রিলোকবাসী সমস্ত লোককে মোহিত করিতে পারে। ২৫। দেবি! কস্তূরীমিশ্রিত কর্পূর ও কুঙ্কুমদ্বারা হোম করিয়া সাধক সৌভাগ্য, বিলাস ও সামর্থ্যবিষয়ে মদন-বিজয়ী হইতে পারে। ২৬। চম্পক ও পাটলপুষ্পদ্বারা হোম করিলে সাধক অনুপম শ্রীলাভ করিয়া গগন উজ্জ্বল করিতে পারে এবং এই বিশাল জগৎকে স্তম্ভিত করিতে পারে। ২৭। চন্দন, গুগ্গুলু, কর্পূর ও অগুরুদ্বারা হোম করিলে দেব-দৈত্য-নাগগণের কামিনীগণকে বশীভূত করিতে পারিবে অধিক কি সমস্ত লোকই তাহার বশীভূত হইবে সন্দেহ নাই। ২৮। ঐরূপে

---

(১) ভাগঃ ক্রমেণ চ ইতি (গ) পাঠঃ আদর্শপাঠশ্চ।

(২) মহাসর্পান্ (গ) পাঠঃ। (৩) মধুরান্বিতৈঃ (খ) পাঠঃ। (৪) কর্পূরম্।

পীড়িতঃ। দুর্গোপশমনং দেবি পল(১)ত্রিমধুহোমতঃ। রুধিরাক্তেন ছাগস্য মাংসেন নিশি হোমতঃ। মধুরত্রয়যুক্তেন গুরুণোক্তবিধানতঃ। পররাষ্ট্রং মহাদুর্গং সমস্তং স্ববশং নয়েৎ ॥ ২৯ ॥ গোক্ষীরং মধুদধ্যাজ্যং পৃথগ্ঘুত্বা বরাননে। আয়ুর্ব্বলমথারোগ্যং সমৃদ্ধির্জায়তে নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥ ক্রমেণ শৈলজে ক্ষীরমধুভ্যাং মৃত্যুনাশনম্। দধিমাক্ষিক-(২) হোমেন সৌভাগ্যং ধনমাপ্নুয়াৎ (৩) ॥ ৩১ ॥ সিতয়া কেবলং হোমো বৈরিস্তম্ভনকারকঃ। হোমো দধিমধুক্ষীরলাজৈশ্চ বীরবন্দিতে। রোগহন্তা কালহন্তা মৃত্যুহন্তা ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥ কমলৈররক্তৈর্হোমঃ সম্যক্ সম্পত্তিদায়কঃ। রক্তোৎপলৈর্জ্জগদ্বশ্যং রাজানো বশগাঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩৩ ॥ নীলোৎপলৈর্ম্মহাদুষ্টা বশমায়ান্তি নান্যথা। শ্বেতোৎপলৈঃ শ্রিয়ং বাচং (৪) লভতে হবনাৎ প্রিয়ে ॥ ৩৪ ॥ তথা,—অক্ষমালাং প্রপূজ্যাথ চন্দনেন প্রপূজিতাম্। সমাশ্রিত্য জপেদ্বিদ্যাং লক্ষমাত্রং যদা শুচিঃ। যোষিতো ভ্রাময়ন্ত্যেব মনস্তস্য (৫) সুনিশ্চিতম্ ॥ ৩৫ ॥ তদা দ্বিতীয়লক্ষন্তু প্রজপেৎ সাধকোত্তমঃ। পাতাল-

---

লক্ষ হোম করিলে অতি দরিদ্র ব্যক্তিও রাজ্যলাভ করিতে পারে। হে দেবি! ত্রিমধু-মিশ্রিত মাংসদ্বারা হোম করিলে নিজ দুর্গকে অশান্তিবর্জ্জিত করিতে পারিবে। গুরু-কথিত বিধানে রাত্রিকালে রক্তাক্ত ছাগমাংস দ্বারা হোম করিলে পররাষ্ট্র ও মহাদুর্গ—সমস্তই আপনার বশে আনয়ন করিতে পারিবে। ২৯। হে বরাননে! গোদুগ্ধ, মধু, দধি ও ঘৃত এই সকল দ্রব্যদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ হোম করিলে মনুষ্যদিগের আয়ুঃ, বল, আরোগ্য ও সমৃদ্ধি-লাভ হয়। ৩০। হে শৈলপুত্রি! যথাক্রমে ক্ষীর ও মধুদ্বারা হোম করিলে মৃত্যুনাশ এবং দধিমিশ্রিত মধুদ্বারা হোম করিলে সৌভাগ্য ও ধনলাভ হয়। ৩১। কেবল শর্করাদ্বারা হোম করিলে শত্রুস্তম্ভন করা যায়, হে বীরবন্দিতে! দধি, মধু, দুগ্ধ ও লাজ দ্বারা হোম করিলে রোগহন্তা, কালহন্তা এমন কি মৃত্যুহন্তা হইতে পারে সন্দেহ নাই। ৩২। রক্তপদ্মদ্বারা হোম করিলে প্রচুর সম্পত্তি-লাভ হয়। রক্তোৎপল-দ্বারা হোমে ক্ষণকালমধ্যেই সমস্ত জগৎ বশীভূত হয় ও রাজগণ বশীভূত হন। নীলোৎপলদ্বারা হোম করিলে মহাদুষ্ট ব্যক্তিগণও বশীভূত হয়, সন্দেহ নাই। হে প্রিয়ে! শ্বেতোৎপলদ্বারা হোম করিলে লক্ষ্মী ও সরস্বতী লাভ করা যায়। ৩৪। আরও বলিয়াছেন,—চন্দনাক্ত করিয়া রুদ্রাক্ষমালা পূজা করিয়া শুচিভাবে থাকিয়া যখন ঐ রুদ্রাক্ষের উপরে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে; তখন রমণীগণ আসিয়া তাহার মন চঞ্চল করিবার চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। ৩৫। তখন সাধকপ্রবর আর এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন,

---

(১) পলং মাংসং (খ) (গ) টি। (২) মধু।
(৩) সৌভাগ্যবল ইতি (খ) পাঠঃ। (৪) রাজ্যমিতি (খ) পাঠঃ আদর্শপাঠশ্চ।
(৫) রময়ন্তে বৈ বশাংস্য (খ) পাঠঃ। সুনিশ্চিতমিত্যত্র সুনিশ্চলমিতি (গ) পাঠঃ।

তলনাগেন্দ্রকন্যকাঃ ক্ষোভয়ন্তি তম্। তাসাং কটাক্ষজালস্তু সংমোহয়তি সাধকম্। তথা লক্ষত্রয়ং কুর্য্যাৎ সাধকঃ স্থিরমানসঃ। তৃতীয়লক্ষে সংজপ্তে ভ্রাময়ন্তি স্বরাঙ্গনাঃ ॥ ৩৬ ॥ অভিমানেন সৌন্দর্য্যসৌভাগ্যমদকারিণা। সাধকং ভ্রাময়ন্ত্যেব তত্রাসৌ স্থিরমানসঃ ॥ ৩৭ ॥ তদা লক্ষত্রয়ং সাধু সর্ব্বপাপনিকৃন্তনম্। এবং লক্ষত্রয়ে জপ্তে সাধকঃ সুস্থমানসঃ। সংমোহয়তি স্বর্লোকভূর্লোকতলবাসিনঃ। পুরুষা যোষিতো বশ্যাশ্চরাচরমপি প্রিয়ে ॥ ৩৮ ॥ গোরোচনাদিভির্দ্রব্যৈশ্চক্ররাজং সমালিখেৎ। অতীব সুন্দরীং রম্যাং তন্মধ্যে প্রতিমাং বরাম্। জ্বলন্তীং নামসহিতাং মহাবীজবিদর্ভিতাম্। চিন্তয়েত্তু ততো দেবীং যোজনানাং সহস্রতঃ। অদৃষ্টপূর্ব্বা দেবেশি শ্রুতমাত্রাপি দুর্লভা। রাজকন্যাথবা ভার্য্যা ভয়লজ্জাবিবর্জ্জিতা। আয়াতি সাধকং সমাক মন্ত্রমূঢ়া সতী প্রিয়ে ॥ ৩৯ ॥ চক্রমধ্যগতো ভূত্বা সাধকশ্চিন্তয়েৎ সদা। উদ্যদ্ভানুসহস্রাভমাত্মানমরুণং তথা। সাধ্যমপ্যরুণীভূতং চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরি। অনেন ক্রমযোগেণ স্বয়ং কন্দর্পরূপবান; সর্ব্বসৌভাগ্যসুভগঃ সর্ব্বলোকবশঙ্করঃ। সর্ব্বরক্তোপচারৈশ্চ মুদ্রাসহিতবিগ্রহম্ (১)। চক্রং সংপূজয়েদ্ যস্তু যস্য নামবিদর্ভিতম্। স ভবেদ্দাসবদ্দেবি ধনাঢ্যো বাপি ভূপতিঃ।

দ্বিতীয় লক্ষজপকালে পাতাল হইতে নাগকন্যারা আসিয়া কটাক্ষপাতে সাধককে চঞ্চল করিতে থাকিবে, মোহিত করিবে; তখন সাধক স্থিরচিত্তে তিন লক্ষ জপ সম্পন্ন করিবে। তৃতীয় লক্ষ জপের পর দেবকামিনীগণ আসিয়া ব্যাকুল করিবে। সৌন্দর্য্য ও সৌভাগ্যের মদে গর্ব্বিতা হইয়া তাহারা সাধককে উদ্‌ভ্রান্ত করিবে; তাহাতেও অচল অটল থাকিয়া সাধক আরও তিন লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে, এই তিন লক্ষ জপের পর সাধক সুস্থচিত্ত হইয়া সকলকে মোহিত করিতে পারিবে; হে প্রিয়ে; তখন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালবাসী পুরুষগন ও স্ত্রীগণ এমন কি চরাচর সমগ্র বিশ্ব তাহার বশীভূত হইবে। ৩৬—৩৮। তাহার পরে সাধক গোরোচনা প্রভৃতি অঙ্কন দ্রব্য দ্বারা চক্ররাজ অঙ্কিত করিবে, সেই চক্ররাজের মধ্যস্থলে অতীব সুন্দরী রমণীয়া এক প্রতিমা স্থাপন করিবে। মহামন্ত্র-বিদর্ভিত করিয়া সেই প্রতিমায় সাধ্যের নাম লিখিবে,—সেই প্রতিমা সৌন্দর্য্যভরে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিতে থাকিবে। সাধক দেবীকে চিন্তা করিতে থাকিবেন। হে দেবেশি! তখন শ্রবণেও যাহাকে পাওয়া যায় না,—এরূপ অনুপম রূপলাবণ্যশালিনী অদৃষ্টপূর্ব্বা রাজকন্যা বা রাজভার্য্যা ভয় লজ্জা ত্যাগপূর্ব্বক মন্ত্রমুগ্ধা হইয়া সাধকের নিকটে আগমন করিবে। ৩৯। তখন সাধক চক্রমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক আপনাকে সমকালে উদিত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ চিন্তা করিবে, হে পরমেশ্বরি! সাধ্যকেও ঐরূপ রক্তবর্ণ চিন্তা করিবে। এইরূপ করিতে করিতে সাধক কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ ও সকল প্রকার সৌভাগ্যশালী হইয়া নিখিল লোককে বশীভূত করিবার শক্তি লাভ

---

(১) মুদ্রাসহিতবিগ্রহ ইতি আদর্শপাঠঃ।

চক্রমধ্যগতং কুর্য্যান্নাম যস্যাস্তু (১) যোষিতঃ। অদৃষ্টায়া (২) মহেশানি যোনিমুদ্রাধরো বুধঃ। হঠাদানয়তে (৩) শীঘ্রং যক্ষিণীং রাজকন্যকাম্। নাগকন্যামপ্সরসং খেচরীং বা সুরাঙ্গনাম্। বিদ্যাধরীং দিব্যরূপামৃষিকন্যাং রিপুস্ত্রিয়ম্। মদনোদ্ভূতসন্তাপস্খলজ্জঘনমণ্ডলাম্। কামবাণবিভিন্নান্তঃকরণাং লোলচক্ষুষম্ ॥ ৪০ ॥ মহাকামকলাধ্যানযোগাত্তু সুরবন্দিতে। ক্ষোভয়েৎ স্বর্গভূলোকপাতালতলযোষিতঃ ॥ ৪১ ॥ রোচনাভাগমেকন্তু ভাগমেকন্তু কুঙ্কুমম্। অথ ভাগদ্বয়ং (৪) দেবি চন্দনং মর্দ্দয়েৎ সমম্। একত্র তিলকং কুর্য্যাৎ ত্রৈলোক্যবশকারিণম্। অষ্টোত্তরশতং বিদ্যাং মন্ত্রয়িত্বা বশং নয়েৎ। রাজানং নগরং গ্রামং যেন যদ্ যৎ প্রদৃশ্যতে। (৫) মন্ত্রিণা পরমেশানি তৎ সর্ব্বং তস্য বশ্যগম্ ॥ ৪২ ॥ তাম্বুলং ধূপমুদকং পত্রং পুষ্পং ফলং দধি। দুগ্ধং ঘৃতং চূর্ণমাত্রং বস্ত্রং কর্পূরমেব চ। কস্তূরীঘুসৃণ-(৬) ঞ্চৈলা লবঙ্গং জাতিপত্রকম্। জলং বা বস্তু সকলং যদ্ যত্তু পরমেশ্বরি। অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা যস্মৈ যস্মৈ প্রযচ্ছতি। স বশ্যো জায়তে দেবি নাত্র কার্য্যা

করিবে। এইরূপে যাহার নাম বিদর্ভিত করিয়া মুদ্রা ও প্রতিমার সহিত চক্রের পূজা করিবে। হে দেবি! সেই সাধ্য ব্যক্তি ধনাঢ্য ভূপতি হইলেও সাধকের দাসবৎ হইবে। হে মহেশ্বরি! সাধক যে রমণীকে কখনও দর্শন করেন নাই, যদি তাহারও নাম চক্রমধ্যগত করিয়া যোনিমুদ্রা ধারণ করেন, তাহা হইলে যক্ষিণী, রাজকন্যা, নাগকন্যা, অপ্সরা, খেচরী, দেবকামিনী, বিদ্যাধরী, দিব্যরূপশালিনী ঋষিকন্যা, এমন কি শত্রুকামিনীকেও বলপূর্ব্বক শীঘ্র আনয়ন করিতে পারিবে। তাহারা আসিয়া মদনতাপে স্খলিতবসনা লোলজঘনা ও কামশরে জর্জ্জরিতা হইয়া সতৃষ্ণনয়নে কটাক্ষপাত করিতে থাকিবে। হে সুরবন্দিতে! এইরূপে মহাকামকলার ধ্যানযোগে স্বর্গমর্ত্তপাতালবাসিনী নিখিলরমণীকে ক্ষোভিত করিতে পারা যায়। ৪০।৪১। হে দেবি একভাগ গোরোচনা, একভাগ কুঙ্কুম ও দুইভাগ চন্দন একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহা দ্বারা তিলক করিলে ত্রিলোক বশীভূত হয়। এই দ্রব্যের উপর একশত আটবার মন্ত্র জপ করিয়া সাধক রাজা, নগর ও গ্রাম যাহার উপরে দৃষ্টি দিবে, সকলকে বশীভূত করিতে পারিবে। হে পরমেশ্বরি! তখন সাধক যে যে ব্যক্তিকে দৃষ্টিগোচর করিবে সকলেই তাহার বশীভূত হইবে।৪২। তাম্বুল, ধূপ, জল, পত্র, পুষ্প, ফল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চূর্ণ, বস্ত্র, কর্পূর, কস্তূরী, কুঙ্কুম, এলা, লবঙ্গ, জাতী, তেজপত্র অথবা জল এই সকল যে কোন বস্তুর উপরে এক শত আটবার মন্ত্রজপ করিয়া ঐ সকল বস্তু যাহাকে যাহাকে দান

---

(১) যস্যা আকর্ষণং কার্য্যং তস্যা নাম চক্রমধ্যে লেখ্যম্ (খ টি)।

(২) অষ্টসহস্রমিতি (গ) পাঠঃ অষ্টাশাসু ইতি (ক) পাঠঃ। (৩) আহরতে ইতি (গ) পাঠঃ।

(৪) অগুরুভাগদ্বয়মিতি (গ) পাঠঃ। (৫) প্রদর্শ্যতে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৬) ঘুসৃণং কুঙ্কুমম্।

তলনাগেন্দ্রকন্যকাঃ ক্ষোভয়ন্তি তম্। তাসাং কটাক্ষজালস্তু সংমোহয়তি সাধকম্। তথা লক্ষত্রয়ং কুর্য্যাৎ সাধকঃ স্থিরমানসঃ। তৃতীয়লক্ষে সংজপ্তে ভ্রাময়ন্তি সুরাঙ্গনাঃ॥ ৩৬॥ অভিমানেন সৌন্দর্য্যসৌভাগ্যমদকারিণা। সাধকং ভ্রাময়ন্ত্যেব তত্রাসৌ স্থিরমানসঃ॥ ৩৭॥ তদা লক্ষত্রয়ং সাধু সর্ব্বপাপনিকৃন্তনম্। এবং লক্ষত্রয়ে জপ্তে সাধকঃ সুস্থমানসঃ। সংমোহয়তি স্বর্লোকভূর্লোকতলবাসিনঃ। পুরুষা যোষিতো বশ্যাশ্চরাচরমপি প্রিয়ে॥ ৩৮॥ গোরোচনাদিভির্দ্রব্যৈশ্চক্ররাজং সমালিখেৎ। অতীব সুন্দরীং রম্যাং তন্মধ্যে প্রতিমাং বরাম্। জ্বলন্তীং নামসহিতাং মহাবীজবিদর্ভিতাম্। চিন্তয়েত্তু ততো দেবীং যোজনানাং সহস্রতঃ। অদৃষ্টপূর্ব্বা দেবেশি শ্রুতমাত্রাপি দুর্লভা। রাজকন্যাথবা ভার্য্যা ভয়লজ্জাবিবর্জ্জিতা। আয়াতি সাধকং সম্যক মন্ত্রমূঢ়া সতী প্রিয়ে॥ ৩৯॥ চক্রমধ্যগতো ভূত্বা সাধকশ্চিন্তয়েৎ সদা। উদ্যদ্ভানুসহস্রাভমাত্মানমরুণং তথা। সাধ্যমপ্যরুণীভূতং চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরি। অনেন ক্রমযোগেণ স্বয়ং কন্দর্পরূপবান্; সর্ব্বসৌভাগ্যসুভগঃ সর্ব্বলোকবশঙ্করঃ। সর্ব্বরক্তোপচারৈশ্চ মুদ্রাসহিতবিগ্রহম্ (১)। চক্রং সংপূজয়েদ্ যস্তু যস্য নামবিদর্ভিতম্। স ভবেদ্দাসবদ্দেবি ধনাঢ্যো বাপি ভূপতিঃ।

দ্বিতীয় লক্ষজপকালে পাতাল হইতে নাগকন্যারা আসিয়া কটাক্ষপাতে সাধককে চঞ্চল করিতে থাকিবে, মোহিত করিবে; তখন সাধক স্থিরচিত্তে তিন লক্ষ জপ সম্পন্ন করিবে। তৃতীয় লক্ষ জপের পর দেবকামিনীগণ আসিয়া ব্যাকুল করিবে। সৌন্দর্য্য ও সৌভাগ্যের মদে গর্ব্বিতা হইয়া তাহারা সাধককে উদ্‌ভ্রান্ত করিবে; তাহাতেও অচল অটল থাকিয়া সাধক আরও তিন লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে, এই তিন লক্ষ জপের পর সাধক সুস্থচিত্ত হইয়া সকলকে মোহিত করিতে পারিবে; হে প্রিয়ে; তখন স্বর্গ মর্ত্ত পাতালবাসী পুরুষগন ও স্ত্রীগণ এমন কি চরাচর সমগ্র বিশ্ব তাহার বশীভূত হইবে। ৩৬—৩৮। তাহার পরে সাধক গোরোচনা প্রভৃতি অঙ্কন দ্রব্য দ্বারা চক্ররাজ অঙ্কিত করিবে, সেই চক্ররাজের মধ্যস্থলে অতীব সুন্দরী রমণীয়া এক প্রতিমা স্থাপন করিবে। মহামন্ত্র-বিদর্ভিত করিয়া সেই প্রতিমায় সাধ্যের নাম লিখিবে,—সেই প্রতিমা সৌন্দর্য্যভরে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিতে থাকিবে। সাধক দেবীকে চিন্তা করিতে থাকিবেন। হে দেবেশি! তখন শ্রবণেও যাহাকে পাওয়া যায় না,—এরূপ অনুপম রূপলাবণ্যশালিনী অদৃষ্টপূর্ব্বা রাজকন্যা বা রাজভার্য্যা ভয় লজ্জা ত্যাগপূর্ব্বক মন্ত্রমুগ্ধা হইয়া সাধকের নিকটে আগমন করিবে। ৩৯। তখন সাধক চক্রমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক আপনাকে সমকালে উদিত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ চিন্তা করিবে, হে পরমেশ্বরি! সাধ্যকেও ঐরূপ রক্তবর্ণ চিন্তা করিবে। এইরূপ করিতে করিতে সাধক কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ ও সকল প্রকার সৌভাগ্যশালী হইয়া নিখিল লোককে বশীভূত করিবার শক্তি লাভ

---

(১) মুদ্রাসহিতবিগ্রহ ইতি আদর্শপাঠঃ।

চক্রমধ্যগতং কুর্য্যান্নাম যস্তাস্ত (১) যোষিতঃ। অদৃষ্টায়া (২) মহেশানি যোনিমুদ্রাধরো বুধঃ। হঠাদানয়তে (৩) শীঘ্রং যক্ষিণীং রাজকন্তকাম্। নাগকন্যামপ্সরসং খেচরীং বা সুরাঙ্গণাম্। বিদ্যাধরীং দিব্যরূপামৃষিকন্যাং রিপুস্ত্রিয়ম্। মদনোদ্ভূতসন্তাপস্খলজ্জঘনমণ্ডলাম্। কামবাণবিভিন্নান্তঃকরণাং লোলচক্ষুষম্ ॥ ৪০ ॥ মহাকামকলাধ্যানযোগাত্ত সুরবন্দিতে। ক্ষোভয়েৎ স্বর্গভূলোকপাতালতলযোষিতঃ ॥ ৪১ ॥ রোচনাভাগমেকন্তু ভাগমেকন্তু কুঙ্কুমম্। অথ ভাগদ্বয়ং (৪) দেবি চন্দনং মর্দ্দয়েৎ সমম্। একত্র তিলকং কুর্য্যাৎ ত্রৈলোক্যবশকারিণম্। অষ্টোত্তরশতং বিদ্যাং মন্ত্রয়িত্বা বশং নয়েৎ। রাজানং নগরং গ্রামং যেন যদ্ যৎ প্রদৃশ্যতে। (৫) মন্ত্রিণা পরমেশানি তৎ সর্ব্বং তস্য বশ্যগম্ ॥ ৪২ ॥ তাম্বুলং ধূপমুদকং পত্রং পুষ্পং ফলং দধি। দুগ্ধং ঘৃতং চূর্ণমাত্রং বস্ত্রং কর্পূরমেব চ। কস্তূরীঘুসৃণ-(৬) মেলা লবঙ্গং জাতিপত্রকম্। জলং বা বস্তু সকলং যদ্ যত্তু পরমেশ্বরি। অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা যস্মৈ যস্মৈ প্রযচ্ছতি। স বশ্যো জায়তে দেবি নাত্র কার্য্যা

করিবে। এইরূপে যাহার নাম বিদর্ভিত করিয়া মুদ্রা ও প্রতিমার সহিত চক্রের পূজা করিবে। হে দেবি! সেই সাধ্য ব্যক্তি ধনাঢ্য ভূপতি হইলেও সাধকের দাসবৎ হইবে। হে মহেশ্বরি! সাধক যে রমণীকে কখনও দর্শন করেন নাই, যদি তাহারও নাম চক্রমধ্যগত করিয়া যোনিমুদ্রা ধারণ করেন, তাহা হইলে যক্ষিণী, রাজকন্যা, নাগকন্যা, অপ্সরা, খেচরী, দেবকামিনী, বিদ্যাধরী, দিব্যরূপশালিনী ঋষিকন্যা, এমন কি শত্রুকামিনীকেও বলপূর্ব্বক শীঘ্র আনয়ন করিতে পারিবে। তাহারা আসিয়া মদনতাপে স্খলিতবসনা লোলজঘনা ও কামশরে জর্জ্জরিতা হইয়া সতৃষ্ণনয়নে কটাক্ষপাত করিতে থাকিবে। হে সুরবন্দিতে! এইরূপে মহাকামকলার ধ্যানযোগে স্বর্গমর্ত্তপাতালবাসিনী নিখিলরমণীকে ক্ষোভিত করিতে পারা যায়। ৪০।৪১। হে দেবি একভাগ গোরোচনা, একভাগ কুঙ্কুম ও দুইভাগ চন্দন একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহা দ্বারা তিলক করিলে ত্রিলোক বশীভূত হয়। এই দ্রব্যের উপর একশত আটবার মন্ত্র জপ করিয়া সাধক রাজা, নগর ও গ্রাম যাহার উপরে দৃষ্টি দিবে, সকলকে বশীভূত করিতে পারিবে। হে পরমেশ্বরি! তখন সাধক যে যে ব্যক্তিকে দৃষ্টিগোচর করিবে সকলেই তাহার বশীভূত হইবে।৪২। তাম্বুল, ধূপ, জল, পত্র, পুষ্প, ফল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চূর্ণ, বস্ত্র, কর্পূর, কস্তূরী, কুঙ্কুম, এলা, লবঙ্গ, জাতী, তেজপত্র অথবা জল এই সকল যে কোন বস্তুর উপরে এক শত আটবার মন্ত্রজপ করিয়া ঐ সকল বস্তু যাহাকে যাহাকে দান

---

(১) যস্যা আকর্ষণং কার্য্যং তস্যা নাম চক্রমধ্যে লেখ্যম্ (খ টি)।

(২) অষ্টসহস্রমিতি (গ) পাঠঃ অষ্টাশাহ্ ইতি (ক) পাঠঃ। (৩) আহরতে ইতি (গ) পাঠঃ।

(৪) অগুরুভাগদ্বয়মিতি (গ) পাঠঃ। (৫) প্রদর্শ্যতে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৬) ঘুসৃণং কুঙ্কুমম্।

বিচারণা ॥ ৪৩ ॥ স্ত্রিয়স্ত সকলা বশ্যা দাসীভূতা ভবন্তি তাঃ। হঠাকর্ষণ (১) মেতত্তু কথিতং নান্যথা ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥ অথ বক্ষ্যে মহেশানি মহাপাতকনাশনম্। শিবাং (২) সংপূজয়েদ্দেবি সুগন্ধৈঃ কুসুমৈঃ প্রিয়ে। মহাপাতকযুক্তাত্মা তৎক্ষণাৎ পাপহা (৩) ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ শমীদূর্ব্বাঙ্কুরাশ্বত্থপল্লবৈরথবার্কজৈঃ। মাসেন হন্তি কলুষং সপ্তজন্মকৃতং নরঃ ॥ ৪৬ ॥ মুদ্রাসন্নদ্ধ-যোগঃ সন্ পূর্ব্বোক্তধ্যানযোগতঃ। লক্ষমাত্রং জপেদ্যস্ত মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৭ ॥ লক্ষদ্বয়েন পাপানি সপ্তজন্মকৃতান্যপি (৪) মহাপাতকমুখ্যানি নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ ততো লক্ষদ্বয়ং জপ্ত্বা মন্ত্রমাত্রং (৫) কুলেশ্বরি। মহাপাতককোটিস্ত নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ চতুর্লক্ষজপাদ্দেবি মহাবাগীশ্বরো ভবেৎ। কুবের ইব দেবেশি পঞ্চলক্ষান্ন সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥ ষড়্লক্ষজপমাত্রেণ মহাবিদ্যাধরো ভবেৎ। সপ্তলক্ষজপান্মন্ত্রী খেচরীমেলকো ভবেৎ ॥ ৫১ ॥ অষ্টলক্ষজপান্মন্ত্রী দেবপূজ্যো ভবেন্নরঃ। অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীনাং নায়কো ভবতি প্রিয়ে॥ বশগাস্তস্য রাজানো যোষিতস্ত বিশেষতঃ ॥ ৫২ ॥ নবলক্ষপ্রমাণানি জপেৎ ত্রিপুর (৬) সুন্দরীম্। রুদ্র-

করিবে; হে দেবি! সে তৎক্ষণাৎ তাহার বশীভূত হইবে সন্দেহ নাই। এই প্রয়োগে সকল রমণীই বশীভূতা হইয়া দাসী হইয়া থাকে। ইহাকে হঠাকর্ষণ বলে—ইহা অন্যথা হইবার নহে। ৪৪। মহেশ্বরি! অতঃপর মহাপাতকনাশের উপায় বলিতেছি,—হে প্রিয়ে! সুগন্ধযুক্ত পুষ্পদ্বারা সুন্দরীর পূজা করিলে মহাপাতকী ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ পাপনাশ করিতে সমর্থ হয়। ৪৫। শমীপত্র, দূর্ব্বা, অশ্বত্থপত্র ও অর্কপত্র দ্বারা হোম করিলে, একমাসে সাতজন্মের পাপ নষ্ট করিতে পারে। ৪৬। মুদ্রাবন্ধনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ধ্যানযোগে একলক্ষ জপ করিলে মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। ৪৭। ঐরূপে দুই লক্ষ জপ করিলে সাতজন্মের সঞ্চিত মহাপাতক প্রভৃতি গুরুতর পাপনাশ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। ৪৮। হে কুলেশ্বরি। দুই লক্ষবার একমাত্র মন্ত্রজপ করিলেই কোটি মহাপাতক নষ্ট করিতে পারিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৪৯। হে দেবি! চারিলক্ষ জপে মহাবাগীশ্বর হইতে পারে; হে দেবেশি! পঞ্চলক্ষ জপে কুবেরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী হইবে, সন্দেহ নাই। ৫০। ছয় লক্ষ জপ করিলে মহাবিদ্যাধর হইবে, সাতলক্ষ জপ করিলে সাধক খেচরীদিগের মিলন লাভ করিতে পারে। ৫১। হে প্রিয়ে! আট লক্ষজপে সাধক দেবপূজ্য হইবে, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি করায়ত্ত করিবে এবং রাজগণ বিশেষতঃ রমণীগণ তাহার বশীভূত হইবে। ৫২। ত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্র নয়

---

(১) দৃঢ়ামর্ষণমিতি (গ) পাঠঃ।

(২) সুন্দরীম্ (খ ট)। (৩) পাবনঃ ইতি (খ) পাঠঃ আদর্শপাঠশ্চ।

(৪) সপ্তজন্মভবান্যপি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ। (৫) মন্ত্রমেতৎ (খ) পাঠঃ।

(৬) দেবীঞ্চ (গ) পাঠঃ।

মূর্ত্তিঃ স্বয়ং কর্ত্তা স তু সাক্ষাৎ ন সংশয়ঃ। সর্ব্বৈর্ব্বন্দ্যঃ সদা সুস্থঃ সর্ব্বসৌভাগ্যবান্ ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥

অথ ছিন্নমস্তা। শ্রীফলানাং (২) পলাশানাং তথৈবোডুম্বরস্য চ। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো হোমঃ কর্ত্তব্যোঽথ প্রযত্নতঃ [illegible] শতমষ্টোত্তরং হুত্বা জপং কুর্য্যাত্ততঃ পরম্। মালতীকুসুমৈর্হোমঃ কর্ত্তব্যো মধুসংযুতৈঃ ॥ ৫৫ ॥ ঘৃতেন সহিতো বাপি বাগীশত্ব-প্রদায়কঃ। আজ্যযুক্তেন ভক্তেন বলির্দ্দেয়ঃ সদামিষৈঃ। ষণ্মাসং দধিসংযুক্তৈ-(২) র্লক্ষ্মীস্তস্য স্থিরা ভবেৎ ॥৫৬॥ ছাগমাংসং স-রক্তঞ্চ ঘৃতেন প্লাবিতং তথা। যো জুহোত্যযুতং (৩) দেবীং রাজা তস্য বশো ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥ শ্বেতেন করবীরেণ হোমং সম্যক্ করোতি যঃ। লক্ষমাত্রং বিধানেন স জীবেচ্ছরদাং শতম্ ॥ ৫৮ ॥ জুহুয়াত্তিলপুষ্পেণ মধুনা তেন সাধকঃ। লক্ষসংখ্যানি যো দেবীং সিদ্ধিস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ কর্ণিকার (৪) সহস্রাণি যো জুহোতি ঘৃতৈঃ সহ। স প্রাপ্নোতি পরাং সিদ্ধিমীপ্সিতাং সুর-সুন্দরি। পায়সেন চরেদ্ধোমং ঘৃতেন সহ সুন্দরি। ত্রিসন্ধ্যং মাসমাত্রন্তু বাগীশত্বমবাপ্নুয়াৎ (৫) ॥ ৬০ ॥

লক্ষ জপ করিলে জপ-কর্ত্তা স্বয়ং রুদ্রমূর্ত্তি হইবেন, সকলে তাঁহাকে বন্দনা করিবে। সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যশালী হইয়া তিনি সর্ব্বদা সুস্থভাবে কালযাপন করিবেন, সন্দেহ নাই। ৫৩।

অনন্তর ছিন্নমস্তার প্রয়োগ যথা,—বিল্বপত্র, পলাশপত্র ও উডুম্বরসমিধদ্বারা যত্নপূর্ব্বক হোম করিবে এই হোমে সকলপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইবে। ৫৪। এইরূপ অষ্টোত্তরশত হোমের পর জপ করিবে। মধুসংযুক্ত মালতী পুষ্পদ্বারা হোম করিবে অথবা ঐ মালতী পুষ্পে ঘৃতসংযোগ করিয়া হোম করিবে, এই হোমে বাগীশত্ব লাভ হয়। ৫৫। ছয় মাস-কাল ঘৃতযুক্ত অন্নদ্বারা ও দধিযুক্ত আমিষ দ্বারা বলি প্রদান করিবে, এই বলিপ্রদানে লক্ষ্মী স্থিরা হইয়া থাকিবেন। ৫৬। যে ব্যক্তি ঘৃতপ্লাবিত রক্তাক্ত ছাগমাংসদ্বারা দশ হাজার দেবীর হোম করিবে। রাজা তাহার বশীভূত হইবে। ৫৭। শ্বেতকরবীর-পুষ্প-দ্বারা যথাবিধানে লক্ষহোম করিলে একশতবৎসর জীবিত থাকিবে। ৫৮। যে মধুযুক্ত তিলপুষ্পদ্বারা দেবীর লক্ষহোম করিবে সে সিদ্ধিলাভ করিবে সন্দেহ নাই। ৫৯। সুর-সুন্দরি! যে ব্যক্তি ঘৃতাক্ত কর্ণিকার-পুষ্পদ্বারা সহস্র হোম করিবে সে বাঞ্ছিত পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। হে সুন্দরি! এক মাসকাল ত্রিসন্ধ্যায় ঘৃতাক্ত পায়সদ্বারা হোম করিলে বাগীশত্বলাভ করিবে। ৬০।

---

(১) বরুণানামিতি (খ) পাঠঃ।

(২) সংযুক্তঃ ইতি (ক)(খ) (গ) পাঠঃ। (৩) জুহুয়াৎ সদা ইতি আদর্শপাঠঃ।

(৪) কাঞ্চনপুষ্পম্ (খ চ)। (৫) তস্য সিদ্ধিরচঞ্চলা ইতি (খ) পাঠঃ।

অথ শ্যামা (১)। কালীতন্ত্রে।—অথ কাম্যবিধিং বক্ষ্যে যেন সর্ব্বত্র পারগঃ। সাধকঃ সাধয়েৎ সিদ্ধিং দেবানামপি দুর্লভাম্ ॥ ৬১ ॥ কুলাগারং পুষ্পিতায়া দৃষ্ট্বা যো জপতে নরঃ। অযুতৈকপ্রমাণেন সাধকঃ স্থিরমানসঃ। কেবলং গুপ্তভাবেন স তু বিদ্যানিধির্ভবেৎ ॥ ৬২ ॥ সংস্কৃতাঃ প্রাকৃতাঃ শব্দা লৌকিকা বৈদিকাস্তথা। বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে সাধকস্য ন চান্যথা ॥ ৬৩ ॥ অথবা মুক্তকেশস্তু হবির্ভুক্তো সুসংযতঃ। প্রজপেদযুতং প্রাজ্ঞ এতদেব ফলং লভেৎ ॥ ৬৪ ॥ নগ্নাং পরলতাং পশ্যন্নযুতং যস্তু সাধকঃ। প্রজপেৎ স ভবেচ্ছীঘ্রং বিদ্যায়া বল্লভঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৫ ॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনঃ কুণ্ঠতাং গতাঃ। গদ্যপদ্যময়ী বাণী সভায়াং তস্য জায়তে ॥ ৬৬ ॥ তন্নাম্না সুধিয়ঃ সর্ব্বে প্রণমন্তি মুদান্বিতাঃ। তস্য বাক্যপরিচয়াজ্জড়া ভবন্তি বাগ্মিনঃ ॥ ৬৭ ॥ কুলচূড়ামণৌ।—রজোযুক্তাং সমাসাদ্য তদ্‌গাত্রে স্বেষ্টদেবতাম্। পূজয়িত্বা মহারাত্রৌ ত্রিদিনং প্রজপেন্মনুম্। লক্ষপীঠফলং দেবি লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ বেতালপাদুকাসিদ্ধিং খড়্গাসিদ্ধিঞ্চ ভৈরব। অঞ্জনং তিলকং গুহ্যং (২) সাধয়েৎ সাধকোত্তমঃ। প্রজপেৎ প্রতিদিনমষ্টোত্তরসহস্রমিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥ যত্র জাপে চ হোমে চ সংখ্যা নোক্তা মনীষিভিঃ।

অনন্তর শ্যামাদি-দেবতার প্রয়োগ যথা,—কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন। সাধক যাহাদ্বারা সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী হইয়া দেবতাদিগেরও দুর্লভ সিদ্ধি সাধন করিতে পারেন, সেই কাম্য বিধি এক্ষণে বলিব। ৫১। যে সাধক পুষ্পিতা রমণীর কুলাগার অবলোকন পূর্ব্বক গুপ্তভাবে স্থিরচিত্তে (অবিকৃতমনে) দশ হাজার মন্ত্র জপ করেন, তিনি সমস্ত বিদ্যার খনি হইতে পারেন। সংস্কৃত, প্রাকৃত, লৌকিক, বৈদিক, সমস্ত শব্দই সেই সাধকের আয়ত্ত হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। অথবা যিনি হবিষাশী থাকিয়া সুসংযতভাবে মুক্তকেশ হইয়া দশ হাজার শ্যামামন্ত্র জপ করেন, সেই বুদ্ধিমান্ সাধকও ঐরূপই ফল লাভ করিবেন। যে সাধক নগ্না পরলতা দর্শন করিতে করিতে দশ হাজার মন্ত্র জপ করেন, তিনি শীঘ্রই বিদ্যার বল্লভ হইবেন। সেই সাধককে দেখিবামাত্র বাদিগণ কুণ্ঠিত হয়, সভামধ্যে তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল গদ্যপদ্যময় বাক্য নির্গত হইতে থাকে। সেই সাধকের নাম শুনিবামাত্র সকলেই আনন্দ সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করেন, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া জড় ব্যক্তিও বক্তা হইয়া উঠে। ৬২—৬৭। কুলচূড়ামণিতন্ত্রে বলিয়াছেন,—রজস্বলা রমণী পাইলে তাহার গাত্রে ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া মহানিশায় তিনদিন মন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে হে দেবি! লক্ষপীঠে পূজা করার ফল পাইবে সন্দেহ নাই। হে ভৈরব! এইরূপ সাধনদ্বারা উত্তম সাধক হইয়া বেতালসিদ্ধি, পাদুকাসিদ্ধি, খড়্গাসিদ্ধি, অঞ্জনসিদ্ধি, তিলকসিদ্ধি ও অন্যান্য বহু গোপনীয় সিদ্ধিও সাধন

---

(১) অথ শ্যামাদেঃ ইতি (গ) পাঠঃ সঙ্গতঃ।

(২) গুপ্তমিতি (ক) (গ) পাঠঃ। গুপ্তিমিতি (খ) পাঠঃ ।

ছিন্নমস্তা।

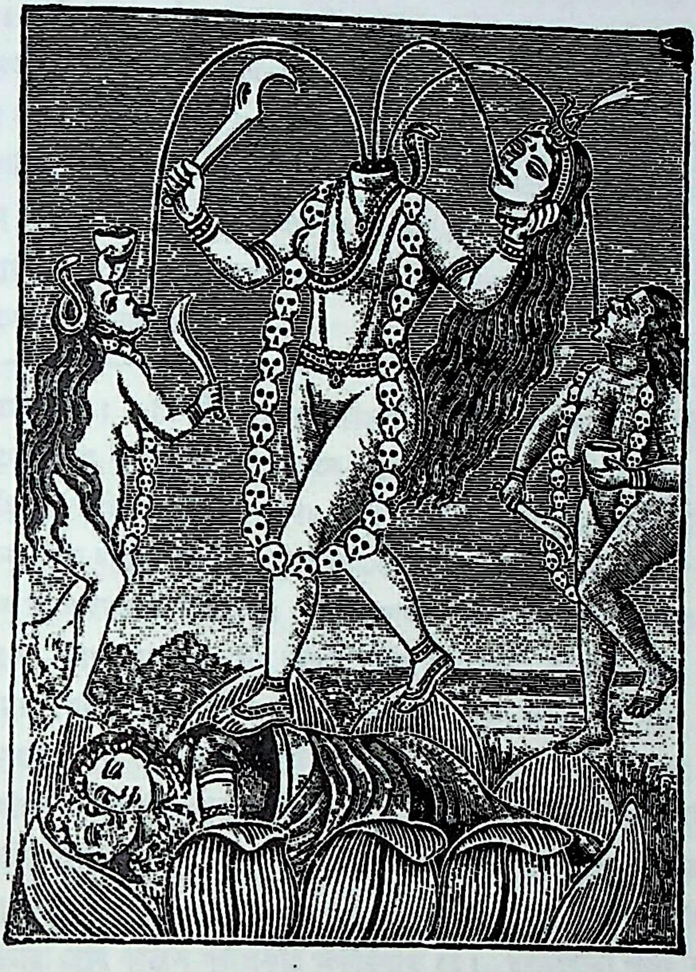

৯২০ পৃঃ।

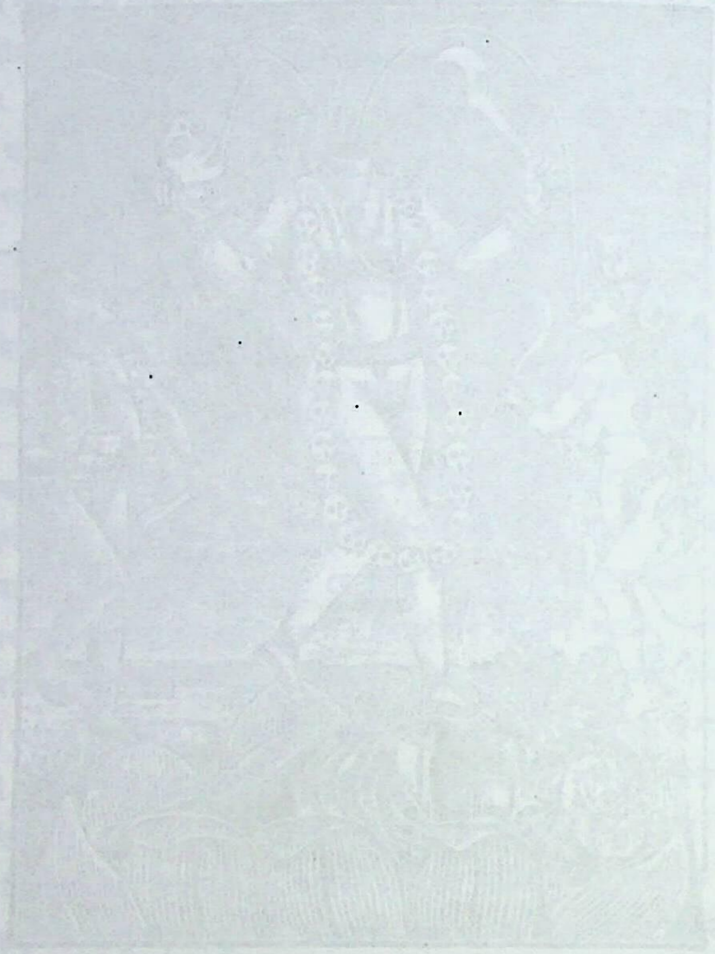

তত্রৈব গণনা প্রোক্তা গজান্তকসহস্রকমিতি (১) ॥ ৭০ ॥ বিদ্যাকামেন হোতব্যং পদ্মৈর্মধুসমন্বিতৈঃ। ধনকামেন হোতব্যং তিলাজ্যমধুসংযুতম্ (২) ॥ ৭১ ॥ বন্ধুকপুষ্পহোমেন দাসঞ্চ কুরুতে নৃপম্। সর্পির্লবণহোমেন সদাকর্ষতি কামিনীম্ ॥ ৭২ ॥ বকুলৈর্হোমমাত্রেণ সৌভাগ্যং লভতে নরঃ। মল্লিকাজাতিপুন্নাগকদম্বৈঃ পুষ্টিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৩ ॥ ক্ষীরাজ্য-তগরৈর্হোমান্মহতীং কবিতাং লভেৎ ॥ ৭৪ ॥ চন্দনাগুরুকাশ্মীরকর্পূরহোমতঃ পুনঃ। মন্ত্রী নীলসরস্বত্যাঃ সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ। (নীলসরস্বতীপদমুপলক্ষণম্ ॥ ৭৫॥ কর্পূরহোমতো মন্ত্রী সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ।) (৩) সংপূজ্য মূলমন্ত্রেণ বিল্বপত্রৈর্ঘৃতান্বিতৈঃ। সহস্রং প্রত্যহং হুত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্। প্রতিদিনমিতি মণ্ডলপরম্ (৪) ॥ ৭৬ ॥ ঘৃতাক্তমালতীপুষ্পহোমাদ্ দ্রুতকবির্ভবেৎ। অত্র যত্র যত্র হোমে সংখ্যা নোক্তা তত্র তত্রাযুতসংখ্যয়া হোতব্যম্। তদুক্তং তত্রৈব।—সর্ব্বেষ্বেব তু হোমস্য নিয়মোঽযুতসংখ্যকঃ ॥ ৭৭ ॥

করিতে পারে। তিনদিন মন্ত্রজপ করিবে—এস্থলে এক হাজার আটবার মন্ত্র জপ বুঝিতে হইবে, তাহার কারণ যেস্থলে জপে বা হোমে সংখ্যা-নির্দ্দেশ নাই সেস্থলে মনীষিগণ অষ্টোত্তর-সহস্র ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৬৮—৭০। যিনি বিদ্যা কামনা করেন, তিনি মধুযুক্ত পদ্মদ্বারা হোম করিবেন, যিনি ধনকামনা করেন, তিনি মধুসংযুক্ত সতিল ঘৃতদ্বারা হোম করিবেন। বন্ধুকপুষ্পদ্বারা হোম করিলে, রাজাকে দাস করিতে পারে। সলবণ ঘৃতদ্বারা হোম করিলে সর্ব্বদা কামিনীকে আকর্ষণ করা যায়। বকুলপুষ্পদ্বারা কেবল হোম করিলেই মনুষ্য সৌভাগ্য লাভ করে। মল্লিকা, জাতী, পুন্নাগ ও কদম্বপুষ্পদ্বারা হোম করিলে পুষ্টিলাভ এবং দুগ্ধ, ঘৃত ও তগরপুষ্পদ্বারা হোম করিলে অসাধারণ কবিত্বশক্তি লাভ হইতে পারে। চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম ও কর্পূর দ্বারা নীলসরস্বতীর হোম করিলে সাধক সকল প্রকার অভীষ্ট-সিদ্ধি করিতে পারে। (এখানে নীলসরস্বতীর পদ উপলক্ষণমাত্র, এই বিধানে কালিকার হোমও করিতে পারে)। কর্পূরদ্বারা হোম করিলে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টলাভ হয়। মূলমন্ত্রদ্বারা পূজা করিয়া ঘৃতাক্ত বিল্বপত্রদ্বারা এক বৎসর প্রত্যহ সহস্র হোম করিলে পরমা গতি লাভ হয়। এস্থলে প্রতিদিন বলিতে মণ্ডল বুঝিতে হইবে। মণ্ডল শব্দে কর্ম্ম দিবসের সীমা অর্থাৎ উনপঞ্চাশ দিন। পূর্ব্বেও যে যে স্থলে মণ্ডল শব্দ আছে সেই সেই স্থলেও এইরূপই অর্থ বুঝিতে হইবে। ঘৃতাক্ত মালতীপুষ্পদ্বারা হোম করিলে দ্রুত কবি হইবে। এস্থলে যেখানে যেখানে হোমসংখ্যা উক্ত হয় নাই, সেই সেই স্থানে অযুত অর্থাৎ দশ দশ

---

(১) সামান্যবচনাৎ। অথ হোম ইত্যধিকোঽত্র (ক) পাঠঃ।

(২) তিলাজ্যৈর্মধুসংযুতৈরিতি (ক) পাঠঃ।

(৩) বন্ধনীপাঠঃ (গ) পুস্তকে নাস্তি। (৪) উনপঞ্চাশদ্দিনপরমিতি (গ.টি.)।

অথ তর্পণম্। মৎস্যসূক্তে।—মধুনা তর্পণং কুর্য্যাৎ সর্ব্বকামপ্রপূরকম্। মন্ত্রসিদ্ধিকরং সাক্ষান্মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৭৮ ॥ নীলতন্ত্রে।—কর্পূরমিশ্রিতৈস্তোয়ৈর্ম্মাসমাত্রং হি তর্পয়েৎ। বশীকৃত্য নৃপান্ সর্ব্বান্ ভোগী স্যাদ্ যাবদায়ুষম্ ॥ ৭৯ ॥ ঘৃতৈঃ পূর্ণায়ুষঃ সিদ্ধ্যৈ দুগ্ধৈরারোগ্যসিদ্ধয়ে। অগুরুমিশ্রিতৈস্তোয়ৈঃ সর্ব্বকালং সুখী ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ নারিকেলোদকৈর্ম্মিশ্রৈস্তোয়ৈঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে। মরীচমিশ্রিতৈস্তোয়ৈস্তথা শত্রূন্ বিনাশয়েৎ ॥ ৮১ ॥ কেবলৈরুষ্ণতোয়ৈশ্চ শত্রুমুচ্চাটয়েৎ ক্ষণাৎ। জ্বরাবিষ্টো ভবেত্তেন (১) দুগ্ধসেকাৎ (২) সমং নয়েৎ ॥ ৮২ ॥ (৩) সিদ্ধসারস্বতে।—শতাভিজপ্তমাত্রেণ রোচনতিলকং নরঃ। কৃত্বা পশ্যতি যং মন্ত্রী তং কুর্য্যাদ্দাসবৎ সুধীঃ ॥ ৮৩ ॥ ফেৎকারীয়ে।—উপচার-বিশেষেণ (৪) রাজপত্নীং বশং নয়েৎ। রাজানং জপমাত্রেণ বলিনা সকলং জগৎ। উপচারবিশেষেণেতি অধিকারিভেদাদ্ বোদ্ধব্যম্। জপমাত্রেণেতি পূজা-

---

হাজার সংখ্যায় হোম করিতে হইবে। সেই কালীতন্ত্রেই বলিয়াছেন। সমস্ত হোমেরই দশ হাজার সংখ্যা নিয়ম। ৭১—৭৭

অতঃপর তর্পণ বলা যাইতেছে।—মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন, মধুদ্বারা তর্পণ করিবে, কারণ ইহা সকল কামনা পরিপূর্ণ করে, মন্ত্রসিদ্ধি করে এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সকল মহাপাতক নাশ করে। ৭৮। নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন, যিনি কর্পূরমিশ্রিত জলদ্বারা একমাসমাত্র তর্পণ করেন, তিনি সমস্ত রাজগণকে বশীভূত করিয়া সুখ ভোগ দ্বারা আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করেন। পূর্ণ আয়ু লাভ করিতে হইলে ঘৃতদ্বারা তর্পণ করিবে, আরোগ্য লাভের জন্য দুগ্ধদ্বারা তর্পণ করিবে। অগুরুমিশ্রিত জলদ্বারা তর্পণ করিলে চিরকাল সুখী হইবে। ৭৯। ৮০। সকল কামনা-সিদ্ধির জন্য নারিকেলোদকমিশ্রিত জলদ্বারা তর্পণ করিবে। মরীচমিশ্রিত জলদ্বারা তর্পণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিবে। ৮১। কেবল উষ্ণ জলদ্বারা তর্পণ করিলে তৎক্ষণাৎ শত্রুর উচ্চাটন করিতে পারিবে। বিশেষতঃ এই উষ্ণজলের সেকে শত্রু জ্বরাক্রান্ত হইয়া থাকে, দুগ্ধসেকে সেই জ্বরের শান্তি হয়। ২৮। সিদ্ধসারস্বতে বলিয়াছেন,—সাধক গোরোচনার উপরে একশত মন্ত্র জপ করিয়া সেই গোরোচনা দ্বারা তিলক করিয়া যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে তাহাকে দাসবৎ করিতে পারিবে। ৮৩।

ফেৎকারীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন,—উপচারবিশেষদ্বারা পূজা করিলে রাজপত্নীকে বশ করা যায়, জপ দ্বারা রাজাকে, এবং বলিদ্বারা সমগ্র জগৎকে বশ করা যায়। এস্থলে উপ-

---

(১) তেন উষ্ণতোয়েন (খ টি)। (২) দুগ্ধতর্পণাদ্ জ্বরাদি নশ্যতীতি ভাবঃ (খ টি)।

(৩) অভিষেকস্থ মূলান্তে নাম চোচ্চার্য্য সিঞ্চয়ামি নমঃ পদম্। দ্বিতীয়াবিষয়ে তু—দেবীবুদ্ধ্যা স্বমাত্মানং সম্পূজ্য সাধকোত্তমঃ। তারিণীং সিঞ্চয়ামীতি জলং মূর্দ্ধ্নি বিনিক্ষিপেদিতি বিশেষাৎ ন নমোঽন্তমিত্যধিকোঽত্র (ক) পাঠঃ উদ্ধৃতঃ। (৪) শুক্রাদিনা যজনে (খ টি)।

বহির্ভাবেনেত্যর্থঃ (১)॥ ৮৪॥ বলিদ্রব্যস্তু মৎস্যসূক্তে।—রম্ভাজাতীবীজপূরং (২) সুগন্ধি-(৩) পরিমিশ্রিতম্। মিশ্রীকৃত্য বলিন্দদ্যাদষ্টম্যাঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৮৫॥ বলি-মন্ত্রস্তু (৪)।—প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য উগ্রতারে ততঃ পরম্। বিকটদংষ্ট্রে মোহয়-পদদ্বয়ং সমু-(৫)চ্চরেৎ। মারয় খাদয় শত্রূন্ পচদ্বয়ং বদেত্ততঃ। যে মাং হিংসিতুমুদ্যতা যোগিনীচক্রেস্তান্ হারয় (৬) হুঁ ফট্ স্বাহা পরবিদ্যামাকর্ষয় ত্রুটদ্বয়ং (৭) কপালে গৃহ্ন গৃহ্ন (৮) স্বাহেতি। অয়ং তারাবিষয়ে। কালিকাদৌ তু তৎপটলোক্তবলিসম্ভারো বোদ্ধব্যঃ (৯)॥ ৮৬॥

অথ নিগ্রহাদ্যুপায়ঃ। তদুক্তং বীরতন্ত্রে।—শ্মশানাঙ্গারমাদায় মঙ্গলে বাসরে নিশি। কৃষ্ণবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য বধ্নীয়াদ্রক্ততন্তুনা। শতাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা নিঃক্ষিপেদ্বৈরিবেশ্মনি।

চারবিশেষ অধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বুঝিতে হইবে। জপ দ্বারা বলিতে পূজাঙ্গ জপ ব্যতীত পৃথক্ কেবল জপ বুঝিবে। ৮৪। মৎস্যসূক্তে বলি-দ্রব্য বলিয়াছেন,—কদলী, জায়ফল ও দাড়িম এই তিনটি দ্রব্য কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্যে মিশাইয়া বলি প্রদান করিবে। অষ্টমী তিথি বলিদানের প্রশস্ত দিন। ৮৫। বলিমন্ত্র-যথা,—প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া 'উগ্রতারে' এই কথার পর 'বিকটদংষ্ট্রে' বলিবে, তাহার পরে দুইটি 'মোহয়' পদ বলিয়া 'মারয় খাদয় শত্রূন্' বলিয়া দুইটি 'পচ' পদ বলিবে। 'যে মাং হিংসিতুমুদ্যতা যোগিনীচক্রেস্তান্ হারয় হুং ফট্ স্বাহা পরবিদ্যামাকর্ষয়' দুইটি 'ত্রুট' পদ বলিবে। তাহার পরে 'কপালে গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা' বলিবে। (৪নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) এই বলি-মন্ত্র তারাবিষয়ে জানিবে। কালিকাদি-বিষয়ে তত্তৎপটলে বলি দিবার যেরূপ মন্ত্রাদি বলিয়াছেন তাহাই বুঝিবে (৯নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। ৮৬।

অতঃপর শত্রুনির্য্যাতনাদির উপায়-নিরূপণ. যথা,—বীরতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন, মঙ্গলবারে রাত্রিকালে শ্মশান হইতে অঙ্গার লইয়া কৃষ্ণবস্ত্রদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক রক্তসূত্রে উহা বন্ধন করিবে। পরে তাহার উপরে একশত মন্ত্র জপ করিয়া শত্রুগৃহে উহা নিক্ষেপ

---

(১) পূজাভাবেনেত্যর্থঃ (ক) (খ) (গ) পাঠঃ।

(২) জাতী জাতিফলং বীজপূরং দাড়িম্বফলম্। (৩) সুগন্ধি কর্পূরাদি (খ টি)।

(৪) ওঁ উগ্রতারে বিকটদংষ্ট্রে মোহয় ২ খাদয় ২ ।১ ২ যে মাং হিংসিতুমুদ্যতা যোগিনীচক্রেস্তান্ হারয় হুং ফট্ স্বাহা পরবিদ্যামাকর্ষয় ত্রুট ত্রুট কপালে গৃহ্ন ২ স্বাহা।

(৫) বিকটদংষ্ট্রে পরপক্ষং মোহয়দ্বয়মুচ্চরেৎ। ইত্যাদর্শপাঠঃ। এতৎ পাঠপক্ষে মন্ত্রে পর-পক্ষমিতি যথাস্থানং যোজনীয়ম্। (৬) হারয় ইত্যত্র দারয় ইতি (খ) পাঠঃ।

(৭) ত্রুটদ্বয়মিত্যত্র ফট্দ্বয়মিতি (ক) পাঠঃ। (৮) গৃহ্ন ২ ইত্যতঃ পরং বলিমিত্যধিকঃ আদর্শপাঠঃ। (খ) (গ) পুস্তকে তু গৃহ্ন স্বাহা ইত্যেবান্তিমঃ পাঠঃ।

(৯) হ্রীং হ্রীং এহ্যেহি জগন্মাতর্জ্জগতাং জননি গৃহ্ন ২ মম শত্রুক্ষয়ং কুরু ২ হুং ২ হ্রীং ২ হুং ২ ফট্ ২ কালিকায়ৈ নমঃ ফট্ স্বাহা (ক টি)।

সপ্তাহাভ্যন্তরে তস্য চোচ্চাটন(১)মিদং মহৎ ॥ ৮৭ ॥ তদুক্তং ফেৎকারীয়ে।—নরাস্থনি লিখেন্মন্ত্রং (২) ক্ষারযুক্তহরিদ্রয়া। সহস্রং পরিসংপূজ্য নিশায়াং শনিবাসরে॥ নিঃক্ষিপ্যতে যস্য গেহে মৃত্যুস্তস্য ত্রিমাসতঃ ॥ ৮৮ ॥ ক্ষেত্রে তু শস্যহানিঃ স্যাদশ্ব-(৩) হানিস্তুরঙ্গমে। ধনহানির্ধনাগারে গ্রাম্যমধ্যে তু তৎক্ষয়ঃ। ক্ষারস্তু শ্যেনবিট্‌যুক্তং বিট্‌লবণম্ ॥ ৮৯ ॥ হৃল্লেখা(৪)ধোগতরেফমধ্যে অমুকামুকয়োর্ম্মহাদ্বেষং কুরু (৫) ইতি। তদুক্তম্।—দ্বেষে তু বিলিখেন্মন্ত্রং প্রেতকর্পটকে সুধীঃ। দ্বেষ্যদ্বেষকয়োর্ন্নাম্নী (৬) তস্য দ্বেষো মহান্ ভবেৎ। বিলিখেন্মন্ত্রমিতি মন্ত্রং লিখিত্বা হৃল্লেখারেফমধ্যে অমুকং মারয় মারয়েত্যাদি সাধ্যসহিত-(৭)মিত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥ অথবা সাধ্যং লিখিত্বা তদন্তে মন্ত্রং লিখেৎ। সহস্রং পরিজপ্যেতি অমুকং মারয় মারয়েতি অন্তে মন্ত্রজপঃ। বিদ্বেষে তু অমুকামুকয়োর্ব্বিদ্বেষং কুরু ইত্যস্যান্তে মন্ত্রমুচ্চার্য্য সহস্রং জপেৎ (৮) ॥ ৯১ ॥

করিবে। এই কার্য্যদ্বারা এক সপ্তাহের মধ্যেই শত্রুর দারুণ উচ্চাটন হইবে। ৮৭। ফেৎকারিণীতন্ত্রে আর একটি বলিয়াছেন,—শনিবারে রাত্রিকালে মনুষ্যের অস্থির উপরে ক্ষারযুক্ত হরিদ্রাদ্বারা তারিণী-মন্ত্র লিখিয়া উহার উপরে ঐ মন্ত্র হাজারবার জপ করিয়া ঐ অস্থি যাহার গৃহে নিক্ষেপ করিবে, দুই মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে। ৮৮। ঐ অস্থি ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলে শস্যহানি, অশ্বের উপরে নিক্ষেপ করিলে অশ্বের প্রাণহানি, ধনাগারে নিক্ষেপ করিলে ধনহানি এবং গ্রামমধ্যে নিক্ষেপ করিলে গ্রামক্ষয় হইবে। এখানে ক্ষার শব্দের অর্থ শ্যেনপক্ষীর বিষ্ঠাযুক্ত বিট্‌লবণ। ৮৯। হৃল্লেখাশব্দে 'হ্রীং' বীজ, এই বীজের নিম্ন রেফটিকে দীর্ঘাকার করিয়া তন্মধ্যে 'অমুকামুকয়োর্মহাদ্বেষং কুরু, এই বাক্য লিখিবে। প্রমাণে তাহা বলিয়াছেন,—বিদ্বেষণ করিতে হইলে শবের বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাতে মন্ত্র এবং দ্বেষ্য ও দ্বেষকের নাম লিখিবে। ইহাতে পরস্পর তীব্র দ্বেষ ঘটিয়া যাইবে। মন্ত্র লিখিবে ইহার তাৎপর্য্য—অগ্রে মন্ত্র (হ্রীং) লিখিয়া উহার রেফমধ্যে 'অমুকং মারয় মারয়' ইত্যাদি প্রকারে সাধ্য-বিষয় লিখিতে হইবে। ৯০। অথবা সাধ্য-বিষয় অগ্রে লিখিয়া তাহার পরে মন্ত্র লিখিবে। সহস্রবার মন্ত্রজপের কথা যেস্থলে আছে, সেস্থলে 'অমুকং মারয় মারয়' বলিয়া পরে মন্ত্রজপ করিবে। বিদ্বেষণ স্থলে 'অমুকামুকয়োর্বিদ্বেষং কুরু' এই বাক্য অগ্রে উচ্চারণ করিয়া পরে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সহস্রজপ করিবে। ৯১।

---

(১) তেষামুচ্চাটনমিতি (ক) (গ) পাঠঃ। (২) তারিণীমন্ত্রম্ (খ টি)।

(৩) জব ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। (৪) ভুবনেশ্বরীবীজং হ্রীং।

(৫) অমুকামুকয়োর্দ্বেষং কুরু কুরু ইতি (গ) পাঠঃ (ক) পুস্তকে কুরু ইত্যেকম্।

(৬) নাম্না ইত্যাদর্শপাঠঃ (গ) পাঠশ্চ। (৭) অমুকামুকয়োর্দ্বেষং কুরু ইতি (খ টি)।

(৮) ইতঃপরং (গ) পুস্তকে—"পঞ্চাঙ্গুলং বানরাস্থি সহস্রেণাভিমন্ত্রিতম্। যস্য গেহে শ্মশানে বা বন্নাম্না নিখনেৎ স উন্মত্তো ভবতি। মন্ত্রস্তু,—"ঠং ঠাং ঠিং ঠীং ঠুং ঠূং ঠেং ঠৈং ঠোং ঠৌং ঠং ঠঃ

অথ বেতালাদি-সিদ্ধিঃ।—তত্রোক্তং কুলচূড়ামণৌ।—ভৈরব উবাচ। বেতালাদি-মহাসিদ্ধিঃ কথং ভবতি চণ্ডিকে। তন্মে কথয় দেবেশি যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি॥ ১২॥

অনন্তর বেতালাদি-সিদ্ধির উপায় বলা হইতেছে।—কুলচূড়ামণিতে তাহা বলিয়াছেন, ভৈরব বলিলেন, চণ্ডিকে! যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে, তাহা হইলে

অমুকং ঠঃ ঠঃ। নরাস্থিকীলং ষড়ঙ্গুলং সহস্রাভিজপ্তং যন্নাম্নাথযুক্তং মারয় ২ ইতি লিখেৎ শ্মশানে নিখনেত্তস্য বিনাশঃ, মন্ত্রস্তু “ওঁ ডং ডাং ডিং ডীং ডুং ডূং ডেং ডৈং ডোং ডৌং ডং ডঃ অমুকং গৃহ্ণ ২ মারয় ২ ডাকিনী ঠঃ ঠঃ।” ত্রয়োদশাঙ্গুলং কীলং সহস্রেণাভিমন্ত্রিতং যন্নাম্না চিতামধ্যে নিখনেৎ স জ্বরেণ বিনশ্যতি। মন্ত্রস্তু,—ওঁ ণং ণাং ণিং ণীং ণুং ণূং ণেং ণৈং ণোং ণৌং ণং ণঃ আং ঠঃ ঠঃ। লৈঙ্গযামলয়োঃ,—বৃষগোময়লিঙ্গানি যমুদ্দিশ্য-প্রপূজয়েৎ। জবাপাটলিসিন্দূরৈর্মৃত্যুস্তস্য ত্র্যহেঽহনি॥ তথা,—অন্তরীক্ষগৃহীতেন ভূম্যবস্থাপিতেন চ। ষড়ঙ্গুলপ্রমাণন্তু কৃত্বা লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ॥ কাপিলেন গোময়েনেতি কেচিৎ। শ্মশানভস্মনা চৈব নৈবেদ্যং পুষ্পচন্দনম্। ধূপদীপৌ তৎসংযোগেন বিশেষতঃ। কাকোলূকপক্ষাংস্তু হুত্বা চাষ্টোত্তরং শতম্। যন্নাম্না মন্ত্রযোগেন সপ্তাহান্মরণং রিপোঃ। ত্রিরাত্রেণোপবাসেন চাশক্ত্যা নিয়মেন চ। এবং সপ্তাহযোগেন ম্রিয়তেঽরির্নচান্যথা। ধ্যানং যথা,—উদ্যন্মার্ত্তণ্ডকোটিপ্রতিমতনুরুচিং সোমসূর্য্যাগ্নিনেত্রং, বিদ্যুজ্জ্বালাকলাপোজ্জ্বলবিপুলজটাজূটবদ্ধেন্দুখণ্ডম্। ঘণ্টাটঙ্কাভয়েষ্টান্যপি নিজকভুজৈর্বিভ্রতং ভীষণাঙ্গং, শ্রীমৎকালার্করুদ্রং প্রণতভয়হরং সাট্টহাসং ভজামঃ। ইতি ধ্যাত্বা প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ। তদ্ যথা ক্রোং হ্রীং আং কালার্করুদ্রস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, ৩ এবং জীব ইহ স্থিতঃ। ৩ এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। ৩ এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ব্যুৎক্রমেণ পাতাক্ষরেণ স্নানং পূজা চ যথা—“য় বা শিঃ মন” ইত্যনেনোষ্ণোদকেন স্নানং গন্ধার্থং সিন্দূরং পুষ্পার্থং পাটলিপুষ্পং জবাং বা সর্ব্বং শ্মশানভস্মনা সহ দদ্যাৎ। জপমন্ত্রস্তু—“ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় হুং দংষ্ট্রাকরালায় অমুকং সপুত্রবান্ধবৈঃ সহ হর হর দহ দহ পচ পচ শীঘ্রমুচ্চাটয় উচ্চাটয় হুং ফট্ স্বাহা ডং ঞং ণং নং মং।” অষ্টোত্তরশতজপাৎ সিদ্ধিঃ প্রত্যেকং দশকং জপেৎ। ততো মুখবাদ্যং কালার্করুদ্র ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জনম্। এতৎ সর্ব্বমাগ্নেয়াভিমুখঃ কুর্য্যাৎ মধ্যাহ্নাদপরাহ্নপর্য্যন্তম্। এবং প্রত্যহং পঞ্চদশক্রমেণ সপ্তমপূরণদিনে অষ্টাদশলিঙ্গানি মিলিত্বাষ্টোত্তরশতলিঙ্গানি। মহাপ্রয়োগেঽয়ং প্রয়োগঃ। স্বল্পে তু,—ত্র্যহে তু নবলিঙ্গানি কৃত্বা সপ্তবিংশতিলিঙ্গানি পূজয়েদিতি। কাকোলূকেত্যাদিপ্রয়োগস্তু শেষদিনে স্বতন্ত্র এব। লৌকিকপ্রয়োগো যথা—সিদ্ধিঃ। যন্নাম্না মন্ত্রযোগেণ উচ্চাটো মরণং রিপোঃ। এবং সপ্তাহমাত্রেণ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ উত্তরশিরসং পুত্তলকং কৃত্বা তত্র কাণিকায়া জীবন্যাসং কৃত্বা ধ্যাত্বাবাহ্য সিন্দূরজবাপুষ্পেণ রক্তপুষ্পেণ বা সম্পূজ্য সামান্যনৈবেদ্যাদিকং দত্ত্বা তৎসম্মুখে পর্ণোপরি উত্তরশিরসং সিন্দূরপূর্ণপুত্তলকং শত্রুরূপং লিখিত্বা শত্রোঃ প্রাণাংস্তত্র প্রতিষ্ঠাপ্য তীক্ষ্ণকর্ত্তরিকেণ তং ছেদয়েৎ পর্ণঞ্চ ছেদয়েৎ। মন্ত্রস্তু—“পান কাটোম সিন্দূররেখ মঠারাজা বসিয়া দেখ। পানে সিন্দূরে দিলুম ঘা অমুকা কাটে বিপরীত রা। পড়রে অমুকা উত্তরশিরসি অরে দক্ষিণে দিয়ে পা, তোরে ভক্ষুক নবদুর্গা কালিকা মা কাহমাই সব সলিয়া অমুকারে দিলুম বলি চালাইয়া, ঘা ঘা ঘা শীঘ্র ঘা বীরনরসিংহের আজ্ঞা। এবং বারত্রয়ং ছেদয়েৎ পর্ণং সিন্দূরপুত্তলকঞ্চ। এবং সপ্তাহং কুর্য্যাৎ॥” ইত্যধিকঃ পাঠো বর্ত্ততে। প্রক্ষিপ্তোঽপ্যেষ পাঠঃ প্রাচীনপুস্তকোদ্ধৃততয়াঽত্র স্মাভিরপ্যুদ্ধৃতঃ।

দেব্যুবাচ।—নিম্ববৃক্ষোদ্ভবং কাষ্ঠং শ্মশানে সাধকোত্তমঃ। ভৌমবারে মধ্যরাত্রৌ গত্বা কুলযুগান্বিতঃ (১)। খনিত্বা চাষ্টলক্ষং বৈ জপেন্মহিষমর্দ্দিনীম্। তৎসহস্রং (২) হুনেত্তদ্বত্রৈব পিতৃকাননে। কাষ্ঠমুদ্ধৃত্য তস্মিন্ বৈ দণ্ডং পাদুকচিহ্নিতম্ (৩) কৃত্বা দুর্গাষ্টমীরাত্রৌ (৪) শ্মশানে নিঃক্ষিপেত্ততঃ। তস্যোপরি শবং কৃত্বা পূজয়িত্বা যথাবিধি। শবাসনগতো বীরো জপেদষ্টসহস্রকম্। ততো মাতৃবলিং (৫) দত্ত্বা কাষ্ঠমামন্ত্রয়েত্ততঃ। "ফেং ফেং দণ্ড মহাভাগ যোগিনীহৃদয়প্রিয়। মম হস্তস্থিতো নাথ মমাজ্ঞাং পরিপালয়।" এবমামন্ত্র্য বেতালং যত্র যত্র প্রযুজ্যতে। তং তং চূর্ণীবিধায়াথ পুনরায়াতি কৌলিকঃ (৬)॥ ৯৩॥ গচ্ছ গচ্ছ দ্রুতং গচ্ছ পাদুকে বরবর্ণিনি। মৎপাদস্পর্শমাত্রেণ গচ্ছ ত্বং শতযোজনম্। (৭) অষ্টলোহং (৮) সমাসাদ্য পঞ্চাশদঙ্গুলাকৃতিম্। খড়্গং কৃত্বা তত্র মন্ত্রং লিখিত্বা প্রজপেন্মনুম্। তৎসহস্রং (৯) ততো হুত্বা মহাশবকলে-

---

বেতাল প্রভৃতির মহাসিদ্ধি কিরূপে হয়, তাহা আমাকে বল। ৯২। দেবী বলিলেন, মঙ্গলবারে অর্দ্ধরাত্রিকালে দুইটি নিম্বকাষ্ঠ লইয়া শ্মশানে যাইয়া সেই কাষ্ঠ প্রোথিত করত আট লক্ষ মহিষমর্দ্দিনীমন্ত্র জপ করিবে। এবং সেই শ্মশানে থাকিয়া আট হাজার হোম করিবে। পরে সেই নিম্বকাষ্ঠ তুলিয়া লইয়া সেই কাষ্ঠদ্বারা পাদুকা ও দণ্ড প্রস্তুত করিবে। তাহার পর দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর রজনীতে ঐ কাষ্ঠ শ্মশানে লইয়া যাইবে এবং সেই কাষ্ঠের উপরে শবদেহ স্থাপনপূর্ব্বক সেই শবাসনে বসিয়া বীরভাবে আট হাজার মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পরে মাতৃগণকে বলি প্রদান করিয়া কাষ্ঠ আমন্ত্রণ করিবে, কাষ্ঠ আমন্ত্রণের মন্ত্র উপরে উদ্ধৃত আছে। উহার অর্থ—'হে যোগিনীহৃদয় প্রিয় মহাভাগ দণ্ড! হে নাথ! তুমি আমার হস্তবর্ত্তী হইয়া আমার আজ্ঞা পালন কর' এইরূপে দণ্ডে 'বেতালের' আমন্ত্রণ করিয়া ঐ সিদ্ধ দণ্ড যে যে ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করিবে সেই সেই ব্যক্তিকে চূর্ণ করিয়া ঐ দণ্ড চলিয়া আসিবে। ৯৩। সেই কাষ্ঠের পাদুকা আমন্ত্রণের মন্ত্র এই—"হে বরবর্ণিনি পাদুকে! তুমি শীঘ্র যাও, আমার পদস্পর্শ মাত্রে শীঘ্র শতযোজন পথ গমন কর। অষ্টলৌহ লইয়া পঞ্চাশ অঙ্গুল এক খড়্গ নির্ম্মাণ করাইবে, সেই খড়্গে আট হাজার মন্ত্র জপ করিবে, তাহার পরে আট

---

(১) নিম্বকাষ্ঠদ্বয়ান্বিত ইতি (খ টি)।

(২) কাষ্ঠমুদ্ধৃত্য দণ্ডঃ পাদুকাং কুর্য্যাৎ (খ টি)। (৩) মহাষ্টমীরাত্রৌ (ক টি)।

(৪) অষ্টসহস্রমিতার্থঃ।

(৫) মাতৃভ্যো বলির্নমঃ ইতি মন্ত্রেণ বলিং দদ্যাৎ (খ টি)। (৬) সিদ্ধদণ্ডঃ (খ টি)।

(৭) অথ খড়্গসিদ্ধিঃ ইত্যধিকোঽত্র (খ) পুস্তকপাঠঃ।

(৮) অষ্টধাতুদ্রব্যম্ (খ টি)। স্বর্ণ (১) রজত (২) তাম্র (৩) পিত্তল (৪) দস্তা (৫) রাঙ্গ (৬) সীসা (৭) লৌহ (৮) ইত্যষ্টলৌহ ইতি (ক টি)। (৯) অষ্টসহস্রম্।

বরে (১)। খনিত্বা জীববৃক্ষাগ্রে (২) বদ্ধা শুষ্কন্তু ভাবয়েৎ (৩)। কুলাষ্টম্যা(৪)মর্দ্ধরাত্রৌ চিতামধ্যে সমাহিতঃ। প্রীতিপূর্ব্বং (৫) সমামন্ত্র্য হুনেৎ পিতৃবনে ততঃ। মধুত্রয়সংযুক্তং বিল্বপত্রেণ সংযুতম্। পাদাদিমূর্দ্ধপর্য্যন্তং হোমান্তে বলিমাহরেৎ। বল্যন্তে পরমা মায়া দেবী মহিষমর্দ্দিনী। আয়াতি বলিপূর্ণাস্যা বরহস্তা হসন্মুখী। গৃহ্ণ বৎসেতি শব্দেন খড়্গমুত্তোল্য (৬) ধারয়েৎ। "ঘোরদংষ্ট্রে মহাকালি করবালস্বরূপিণি। আং হ্রাং হ্রীং হ্রূং ঈং উং কুরু (৭) কল্যাণং বিপক্ষচ্ছেদবিস্তরম্।" এবমামন্ত্র্য খড়্গাস্ত্র যমুদ্দিশ্য ক্ষিপেন্নরঃ। ছিত্বা ছিত্বা পুনশ্ছিত্বা গচ্ছত্যাকর্ষয়তে পুনঃ॥ ৯৪॥ অথবা কৃষ্ণমার্জ্জারমেকঘাতেন ঘাতয়েৎ। কুজে চতুষ্পথে রাত্রৌ নিখনেন্মন্ত্রিতং ততঃ। তত্র মোচাং (৮) সমারোপ্য যাবৎ পত্রং প্রজায়তে। তাবদ্ ভুক্ত্বা হবিষ্যান্নং প্রতিরাত্রং জপেন্মনুম্ (৯) অষ্টোত্তরসহস্রন্তু একাকী দীপবর্জ্জিতঃ। উৎপন্নং পত্রমালোক্য ছিত্বা নিশ্ছিদ্রমানয়েৎ। তত্র ভুক্ত্বা হবিষ্যান্নং তদ্দিনে তটিনীতটে। তমানীয় সুহৃৎ—

হাজার হোম করিয়া ঐ খড়্গ শবদেহের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া জীয়াপুতা গাছে ঐ সখড়্গ শবদেহ বাঁধিয়া রাখিয়া শুষ্ক করিবে। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে অর্দ্ধরাত্রে শ্মশানে যাইয়া একাগ্রচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক ঐ শুষ্ক শবদেহের পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত অবয়ব ত্রিমধু ও বিল্বপত্রযোগে চিতানলে আহুতি দিবে। হোমের পরে বলি নিবেদন করিবে। বলি দেওয়ার পরে পরমা মায়া মহিষমর্দ্দিনী দেবী বলিপূর্ণবদনে হাস্য করিতে করিতে বরহস্তে আসিয়া 'বৎস গ্রহণ কর' এই বলিয়া সেই খড়্গ লইয়া প্রদান করিবেন, তখন সেই খড়্গ লইয়া "ঘোরদংষ্ট্রে মহাকালি" ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিয়া যাহার উদ্দেশে নিক্ষেপ করিবে, খড়্গ তাহাকে পুনঃপুনঃ ছেদনে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্নদেহ আকর্ষণপূর্ব্বক সাধকের হস্তে আগমন করিবে। ৯৪। অথবা ঐ খড়্গের এক আঘাতে একটি কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারকে কর্ত্তন করিবে; ঐ খড়্গহত মার্জ্জারদেহ কোন মঙ্গলবারে রাত্রিকালে মন্ত্রপূত করিয়া কোন চতুষ্পথে প্রোথিত করিবে। যেস্থলে মার্জ্জার প্রোথিত করিবে উহার উপরে একটি কদলী বৃক্ষ রোপণ করিবে; যে পর্য্যন্ত সেই কদলীবৃক্ষে নূতন পত্র না জন্মে সে পর্য্যন্ত হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া প্রতিরাত্রে একাকী অন্ধকারে একহাজার আটবার মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পরে সেই কদলীবৃক্ষে নূতন পত্র জন্মিলে ছিদ্রহীন এক পত্র আনিয়া সেই পত্রে হবিষ্যান্ন

---

(১) শবোদরে স্থাপয়িত্বা (খ ট)। (২) খড়্গং খনিত্বা মহাশবকলেবরে তদা জীববৃক্ষে বধ্নীয়াৎ (ক ট)। জীববৃক্ষঃ জীয়াপুতা ইতি খ্যাতঃ। (৩) কারয়েৎ (খ ট)।

(৪) মহাষ্টম্যাম্। (৫) প্রতিপর্ব্ব ইত্যাদর্শপাঠঃ। (৬) তেন শবোদরাৎ খড়্গমানীয় দীয়তে (খ ট)। (৭) আং হ্রাং হ্রীং হ্রূং ঈং ঈং হ্রাং হ্রীং হ্রূং উং উং কুরু ইতি (খ) পাঠঃ।

(৮) কদলীবৃক্ষম্। (৯) বিস্তীর্য্যেতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ।

সঙ্গঃ ক্ষালয়েন্মন্ত্রমুচ্চরন। ততঃ স্রোতোমুখং বৎস যদস্থি প্রতিগচ্ছতি। তদানীয় যজেত্তত্র কালিকাং ঘোরনিস্বনাম্॥ অভিমন্ত্র্য সহস্রন্তু কালীমন্ত্রং প্রযত্নতঃ। সিদ্ধাঞ্জনো ভবেন্মন্ত্রী নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৯৫॥ চন্দনাগুরুকস্তূরীমিশ্রিতঞ্চাস্থি ঘর্ষিতম্। কৃত্বা তিলকমাদায় সর্ব্বং জয়তি সাধকঃ। কুলমীনং (১) কুলান্নঞ্চ কুলমদ্যং কুলেশ্বর (২)। কুলস্থানে সমানীয় দত্ত্বা দেব্যৈ প্রযত্নতঃ। অষ্টোত্তরসহস্রন্তু জপ্ত্বা ভূমিতলে স্থিতঃ। ভূমৌ ফুৎকারমাত্রেণ বিবরং তত্র জায়তে। শতযোজনদূরে বা যত্র সাধ্যস্থিতির্ভবেৎ। তত্রৈব গমনং তস্য ভূতলান্তঃপ্রসর্পিণঃ। এবং বিবরমধ্যে তু গবাক্ষকুহরেঽপি বা। কায়সঙ্কোচমাসাদ্য গচ্ছত্যবিকলো নরঃ॥ ৯৬॥ দুর্গামন্ত্রং বিনা বৎস কালীমন্ত্রং তথৈব চ। সিদ্ধয়ঃ কুলনাথেশ জায়ন্তে ন কথঞ্চন॥ ৯৭॥

অথ বালকসংস্কারঃ।—মধুলাজাভ্যাং নাড়ীচ্ছেদাৎ প্রাক্ স্বর্ণশলাকয়া যজ্ঞকাষ্ঠশিখয়া শ্বেতদূর্ব্বয়া বা বালকস্য জিহ্বামোষ্ঠং (৩) বা দক্ষিণপাণিনা ত্রিবারং সম্মার্জ্জ্য (ছত্র.) (৪) পিতা পঙ্‌ক্ত্যাকারেণ মূলমন্ত্রং বিলিখ্য দেবীং পূজয়েৎ। তদুক্তং মৎস্যসূক্তে।—

ভোজন করিয়া সেই প্রোথিত কৃষ্ণ মার্জ্জারের দেহ তুলিয়া আনিয়া সুহৃদ্‌জনের সহিত নদীতটে লইয়া গিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রক্ষালন করিতে থাকিবে। বৎস! প্রক্ষালনকালে স্রোতের দিকে যে অস্থিখণ্ড চলিয়া যাইবে, সেই অস্থি আনিয়া সেই অস্থির উপরে ঘোররাবা কালিকার পূজা করিবে। তাহার পরে সহস্রবার কালীমন্ত্র জপ করিয়া ঐ অস্থি অভিমন্ত্রিত করিবে। ইহাতে সাধক অঞ্জনসিদ্ধি লাভ করিবে সন্দেহ নাই। ৯৫। ঐ অস্থি ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে চন্দন, অগুরু ও কস্তূরী মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা তিলক ধারণ করিলে সাধক সকলকে জয় করিতে পারিবে। হে কুলেশ্বর! কুলমীন (শাল শকুলাদি মৎস্য) কুলান্ন ও কুলমদ্য কুলস্থানে আনয়ন করিয়া যত্নপূর্ব্বক দেবীকে নিবেদন করিয়া ভূতলে অবস্থানপূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিয়া ভূমিতে ফুৎকার করিবামাত্র গর্ত্ত হইয়া যাইবে, তখন সাধ্য শতযোজন দূরে থাকিলেও সেই বিবর দ্বারা সাধক স্বচ্ছন্দে সেই সাধ্যের নিকটে যাইতে পারিবে। এইরূপে বিবরমধ্যে বা গবাক্ষমধ্যে সাধক দেহ সঙ্কুচিত করিয়া অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিবে। হে কুলনাথেশ! দুর্গামন্ত্র ও কালীমন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রের উপাসকদিগের এই কার্য্যে কোনরূপে সিদ্ধিলাভ হইবে না। ৯৬।৯৭।

অনন্তর নবজাত বালকের সংস্কার বলা যাইতেছে।—নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে বালকের জিহ্বা বা ওষ্ঠ তিনবার দক্ষিণহস্তদ্বারা মার্জ্জিত করিয়া এই মার্জ্জিত জিহ্বা বা ওষ্ঠের উপরে পিতা স্বর্ণশলাকা, যজ্ঞকাষ্ঠের অগ্র অথবা শ্বেতদূর্ব্বাদ্বারা মধু ও লাজরূপ মসী দিয়া

---

(১) শালশকুলাদি (খ চি)। (২) কুলেশ্বরি ইতি (খ) পাঠঃ।

(৩) জিহ্বায়ামোষ্ঠে বা ইতি (খ) পাঠঃ। (৪) (খ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

অথবা মধুলাজাভ্যাং জিহ্বায়াং বালকস্য চ। নাড়ীচ্ছেদাদ্ যথাপূর্ব্বং লিখেৎ স্বর্ণশলাকয়া। মূলমন্ত্রং লিখেন্মন্ত্রী যস্যোষ্ঠে শ্বেতদূর্ব্বয়া। বাক্যোচ্চারণতো বালো বাগ্মী দ্রুতকবির্ভবেৎ ॥ ৯৮ ॥ মহোগ্রতারাকল্পে তু।—নৈমিত্তিকসংস্কারানন্তরমেব মন্ত্রলিখনং কার্য্যম্। তদুক্তং মহোগ্রে।—জন্মসংস্কারকং নাম পুত্রে জাতে প্রশস্যতে। জিহ্বায়ান্তু লিখেন্মন্ত্রং যজ্ঞদারুকুশেন বা। বারত্রয়ন্তু সম্মার্জ্জ্য দক্ষিণেনৈব পাণিনা। মূলমুচ্চার্য্য প্রত্যেকং পঙ্‌ক্তিং কুর্য্যাৎ সুশোভনাম্। আদৌ সংস্কারঃ কর্ত্তব্যস্তদন্তে বিলিখেন্মনুম্। গন্ধচন্দনপুষ্পৈশ্চ পূজয়েত্তারিণীং শিবাম্। উত্তরাভিমুখো ভূত্বা স্থাপয়েৎ পীঠমুত্তমম্। পূজয়েত্তারিণীং দেবীং নানাভক্ষ্যৈঃ (১) সুশোভনৈঃ। কবির্ব্বাগ্মী ভবেৎ পুত্রঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ (২)। অত্র তারিণীপদমুপলক্ষণং, দেবীমাত্রমেব বোদ্ধব্যম্, বৃহৎশ্রীক্রমাদিতন্ত্রেষু বালকসংস্কারদর্শনাৎ ॥ ৯৯ ॥ তদুক্তং তত্রৈব।—বালকস্য তু জিহ্বায়াং ত্রিদিনাভ্যন্তরে লিখেৎ। মধুনা শ্বেতদূর্ব্বাভির্লিখেৎ স্বর্ণশলাকয়া। অমুং বাগ্‌ভবকূটঞ্চ লিখেদ্বৈ জননান্তরম্ (৩)। এতেন তদ্দিনাশক্তৌ ত্রিরাত্রাভ্যন্তর ইতি সূচিতম্। অমুমিতি ভৈরব্যা বাগ্‌ভবকূটমিত্যর্থঃ। অথৈকাদশাহে

পঙ্‌ক্তির আকারে মূলমন্ত্র লিখিয়া তাহাতে দেবীর পূজা করিবে। মৎস্যসূক্তে ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলিয়াছেন, বালকের নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে বালকের জিহ্বায় বা ওষ্ঠে স্বর্ণশলাকা অথবা শ্বেতদূর্ব্বাদ্বারা মধু ও লাজরূপ মসী দিয়া সাধক মূলমন্ত্র লিখিবে, এই প্রকার করিলে ঐ বালক বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হইলেই বক্তা ও দ্রুতকবি হইতে পারিবে। ৯৮। মহোগ্রতারাকল্পে বলিয়াছেন,—বালকের জাতকর্ম্ম-সংস্কারের পর মন্ত্র লিখিতে হইবে। মহোগ্রে তাহাই বলিয়াছেন—পুত্র জন্মিবার পরেই তাহার জাতকর্ম্ম সংস্কার করা উচিত তাহার পরে বালকের জিহ্বা দক্ষিণহস্তদ্বারা মার্জ্জিত করিয়া তাহাতে যজ্ঞকাষ্ঠ বা কুশদ্বারা মন্ত্র লিখিবে। মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি সুশোভিত করিতে হইবে। অগ্রে বালকের জাতকর্ম্ম সংস্কার, তাহার পরে মন্ত্র লেখা উচিত। গন্ধ, চন্দন ও পুষ্পদ্বারা তারিণীর পূজা করিবে। সাধক উত্তরাভিমুখ হইয়া পীঠস্থাপনপূর্ব্বক নানাবিধ উত্তম খাদ্যদ্বারা তারিণীদেবীর পূজা করিবে। ইহাতে বালক বক্তা, কবি, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, হইবে। এস্থলে তারিণীপদ উপলক্ষণমাত্র, দেবীমাত্রকেই বুঝিতে হইবে। কারণ বৃহৎ শ্রীক্রমপ্রভৃতি বিবিধতন্ত্রেও এই বালকসংস্কার উল্লিখিত হইয়াছে, কেবল তারিণীপ্রকরণেই নহে। সেই সকল তন্ত্রের উক্তি যথা, ভূমিষ্ঠ

---

(১) বলিভক্ষৈরিতি (খ) পাঠঃ। (২) লজ্জামুখং বধূবীজং ততো দীর্ঘতনুচ্ছদম্। তারা সারস্বতো লেখ্যঃ ইতি (ক) পুস্তকেঽধিকঃ পাঠঃ।

(৩) বৈজননান্তরে ইতি (ক) পাঠঃ। সূতিমাসো বৈজনন ইত্যমরঃ (ক টি)।

দেবতাং সংপূজ্য মন্ত্রং লিখেদিতি কশ্চিৎ। অথ যদি পিতা দূরস্থো ভবতি তদা পিতৃব্যো মাতুলো বা মন্ত্রং লিখেদিতি। স্ফুটুক্তং মহোগ্রে।—পিতুর্ভ্রাতা লিখেন্মন্ত্রং মাতুর্ভ্রাতাথবা পুনঃ। পিতুরেব (১) লিখেন্মন্ত্রং নান্য এব কদাচন ॥ ১০০ ॥ মাতুঃ ক্রোড়েঽপি সংস্থাপ্য দর্ভানাস্তীর্য্য যত্নতঃ। শান্তিং কুর্য্যাদ্বালকস্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাধকঃ ॥ ১ ॥

অথ শান্তিমন্ত্রঃ।—"ইমং পুত্রং কাময়তঃ কামজানামিহৈব হি। দেবেভ্যঃ পুত্রাতি সর্ব্বমিদং মজ্জননং শিবশান্তিস্তারায়ৈ কেশবেভ্যস্তারায়ৈ রুদ্রেভ্যঃ উমায়ৈ শিবায় শিবযশসে।" ইত্যনেন কুশোদকাভ্যাং শান্তিং কুর্য্যাৎ ॥ ২ ॥

অথ ছাগাদিবলিঃ। (মুণ্ডমালায়াম্।—ছাগে দত্তে ভবেদ্বাগ্মী মেষে দত্তে কবির্ভবেৎ। মহিষে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্মৃগে মোক্ষফলং লভেৎ ॥ ৩ ॥ পক্ষিদানে সমৃদ্ধিঃ স্যাদ্গোধিকায়া মহাফলম্। নরে দত্তে মহর্দ্ধিঃ স্যাদষ্টসিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ৪ ॥ এবং,—রাজা নরবলিং দদ্যান্নান্যো হি পরমেশ্বরি। সিংহব্যাঘ্রনরান্ দত্ত্বা ব্রাহ্মণো রৌরবং ব্রজেৎ ॥

হইবার পর তিন দিনের মধ্যে শ্বেতদূর্ব্বা বা স্বর্ণশলাকাদ্বারা মধু দিয়া বালকের জিহ্বায় ভৈরবীর বাগ্‌ভবকূট লিখিবে। প্রসবমাসের মধ্যে এই কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, জন্মদিবসে না পারিলে তিন দিনের মধ্যে কর্ত্তব্য ইহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। একাদশ দিবসে দেবতার পূজা করিয়া মন্ত্র লিখিবে ইহাও কেহ বলেন। পিতা যদি দূরদেশে থাকেন, তাহা হইলে পিতৃব্য বা মাতুল মন্ত্র লিখিতে পারিবে। মহোগ্রে কথিত আছে, পিতা, পিতার ভ্রাতা অথবা মাতার ভ্রাতা মন্ত্র লিখিবে। মহোগ্রতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন,—পিতার ভ্রাতা অথবা মাতার ভ্রাতা পিতারই আরাধ্যদেবতার মন্ত্র বালকের জিহ্বায় লিখিবে, অন্যমন্ত্র কদাচ লিখিবে না। ১০০। তাহার পরে মাতার ক্রোড়ে কুশ পাতিয়া বালককে রাখিয়া ব্রাহ্মণবর্গের সহিত বসিয়া বালককে যত্নপূর্ব্বক শান্তির জল দিবে। শান্তিদানের মন্ত্র উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। ১—২।

অনন্তর ছাগাদিবলি বলা হইতেছে।—মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন, ছাগ বলিদানে বক্তৃতাশক্তি, মেষ বলিদানে কবিত্ব মহিষ বলিদানে ধনসমৃদ্ধি, মৃগ বলিদানে মোক্ষফল, পক্ষী বলিদানে সমৃদ্ধি, গোধিকা বলিদানে অত্যুত্তমফল এবং নরবলিদানে মহাসমৃদ্ধি ও অষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ৩—৪। হে পরমেশ্বরি! রাজা নরবলি দিবে, অপরে নহে, ব্রাহ্মণ সিংহ, ব্যাঘ্র ও নর বলিদান করিলে রৌরবনরকে গমন করিবে।

---

(১) পিতুরুপাসিতদেবতায়া এব মন্ত্রং লিখেদিতি বাক্যার্থঃ। পূর্ব্বত্র বৃহচ্ছ্রীক্রমাদিবচনে তথা বোধনাৎ (ক টি)। অন্যঃ মন্ত্রঃ কদাচন ন লেখ্যঃ ইত্যর্থঃ।

(১) ইতি বচনাৎ ব্রাহ্মণানাং নরবলিদানে নাধিকারঃ। তথা,—চণ্ডালবলিদানেন মহাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৫ ॥ তত্র সলক্ষণং পশুং দেব্যগ্রে সংস্থাপ্য বক্ষ্যমাণেন বিধিনা উৎসৃজেৎ। তদুক্তং যামলে।—দেব্যা অগ্রে স্থাপয়িত্বা পশুং লক্ষণসংযুতম্। শ্বেতসর্ষপবিক্ষেপাদ্ভূতানুৎসারয়েত্ততঃ। অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য অস্ত্রমন্ত্রেণ রক্ষণম্। কবচেন সমাগুণ্ঠ্য ধেনুমুদ্রামৃতীকৃতম্। গন্ধচন্দনপুষ্পাদ্যৈঃ পূজয়িত্বা পশুং ততঃ। বামহস্তেন তং ধৃত্বা সপ্তধা তত্ত্বমুদ্রয়া। প্রোক্ষয়েন্মূলমন্ত্রেণ ততঃ পূজাং সমাচরেৎ, ততঃ শ্বেতসর্ষপেণ ভূতোৎসারণং কৃত্বা) (২) অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্যাস্ত্রেণ সংরক্ষ্য, কবচেনাবগুণ্ঠ্য, ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্য, গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ পশুং সংপূজ্য, মূলেন তত্ত্বমুদ্রয়া প্রোক্ষণং কৃত্বা কর্ণে ইমং মন্ত্রং পঠেৎ।—পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমাহ তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ। ততো হ্রীং কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ খড়্গং পূজয়েৎ। ততঃ খড়্গাগ্রমধ্যমূলক্রমেণৈব পূজয়েৎ। যথা হুঁ বাগীশ্বরীব্রহ্মভ্যাং নমঃ, হুঁ লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাং নমঃ। হুং উমামহেশ্বরাভ্যাং নমঃ। ততঃ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্তিযুক্তায় খড়্গায় নমঃ। ইতি সর্ব্বত্র পূজয়েৎ। ততঃ খড়্গং প্রণমেৎ।—খড়্গায় খরশানায় (৩) শক্তিকার্য্যার্থ-তৎপর।

এই বিশেষ বচন থাকায় ব্রাহ্মণের নরবলিদানে অধিকার নাই। আরও বলিয়াছেন।: চণ্ডালকে বলিদান করিলে মহাসিদ্ধিলাভ হয়। ৫। লক্ষণযুক্ত পশু দেবীর সম্মুখে রাখিয়া নিম্ন লিখিত বিধানে উৎসর্গ করিবে। যামলে ইহার প্রমাণ দিয়া বলিয়াছেন—লক্ষণযুক্ত পশু দেবীর সম্মুখে রাখিয়া শ্বেতসর্ষপ ছড়াইয়া ভূতাপসারণ করিবে। তাহার পরে অর্ঘ্যজলদ্বারা প্রোক্ষণ, 'ফট্' এই মন্ত্রদ্বারা রক্ষণ,'হুঁ' এই মন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন এবং ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া গন্ধ, চন্দন ও পুষ্পাদিদ্বারা পশুর পূজা করিবে। তাহার পরে বামহস্তদ্বারা সেই পশুকে ধরিয়া তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা সাতবার মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে, তাহার পর পূজা করিবে। বলিদানের প্রয়োগ যথা—শ্বেতসর্ষপদ্বারা ভূতাপসারণ করিয়া অর্ঘ্যোদকদ্বারা প্রোক্ষণ করিবে পরে 'ফট্' এই মন্ত্রদ্বারা রক্ষা করিয়া 'হুঁ' এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিবে, পরে ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া গন্ধপুষ্প ও তণ্ডুলদ্বারা পশুর পূজা করিবে। তাহার পরে পশুর কর্ণে "পশুপাশায় বিদ্মহে" ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে 'হ্রীং কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে খড়্গের পূজা করিয়া 'হুং বাগীশ্বরীব্রহ্মভ্যাং নমঃ' ইত্যাদি উপরি লিখিত তিনটী মন্ত্রদ্বারা খড়্গের অগ্রভাগ, মধ্যভাগ এবং মূলভাগের পূজা করিয়া "ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্তিযুক্তায়

---

(১) ব্রহ্মপুরাণে 'নরাশ্বমেধৌ মদ্যঞ্চ কলৌ বর্জ্জ্যং দ্বিজাতিভিঃ' এতেন মদ্যপ্রতিনিধিতাম্রাদিপাত্রস্থমধ্বাদিদানমপি নিষিদ্ধং, প্রধানানাধিকারাদিতি স্মৃতিবিদাং সম্মতম্। তান্ত্রিকাস্তু প্রতিনিধিদ্রব্যং দাতুং শক্যত ইতি বদন্তি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(২) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৩) খরনাশায় ইতি (খ) পাঠঃ আদর্শপাঠশ্চ।

পশুশ্ছেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ নমোঽস্তু তে। ততো মহাবাক্যম্ অদ্যেত্যাদি (১) অমুকদেবতাপ্রীতিকাম ইমং পশুম্ অমুকদেব্যৈ (২) তুভ্যমহং সম্প্রদদে (৩) ইতি। ততো নিবেদয়েৎ। যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম্। ততো বলিং ছিন্দ্যাৎ। ততো রুধিরং সমাংসং দেব্যৈ দদ্যাৎ ॥ ৬ ॥ রুধিরদানে স্থাননির্ণয়ঃ। কালিকাপুরাণে। ছাগস্তু বামতো দদ্যান্মহিষস্তু ভবেৎ পুরঃ। দক্ষিণে বামতো দদ্যাদগ্রতো দেহশোণিতম্ ॥ ৭ ॥ তথা,—সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে (৪) কাংস্যাধারে তথৈব চ। নিধায় দেব্যৈ দদ্যাত্তু তদ্রক্তং মন্ত্রপূর্ব্বকম্। ততোঽবশিষ্টং বটুকাদিভ্যো দদ্যাৎ। যথা, হ্রূং বাং বটুকায় নমঃ। ইতি গন্ধাদিভিঃ সংপূজ্য পূর্ব্ববন্মন্ত্রেণ বায়ব্যে বলিন্দদ্যাৎ। হ্রূং যাং যোগিনীভ্যো নমঃ ইতি সংপূজ্য, ঈশানে পূর্ব্বমন্ত্রেণ (৫) বলিং দদ্যাৎ। হ্রূং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ ইতি সংপূজ্য, পূর্ব্ববন্মন্ত্রেণ নৈর্ঋত্যাং বলিং দদ্যাৎ। হ্রূং গাং গণপতয়ে নমঃ ইতি সংপূজ্যাগ্নেয্যাং বলিং দদ্যাৎ (৬) ॥ ৮ ॥ (স্বগাত্ররুধিরদানে তু।—নাভেরধঃস্তা-

খড়্গায় নমঃ' এই বলিয়া খড়্গের সর্ব্বাবয়বের পূজা করিবে। পরে 'খড়্গায় খরশানায়' ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া খড়্গকে প্রণাম করিবে. পরে "বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতাপ্রীতিকামঃ ইমং অমুকপশুম্ অমুকদেব্যৈ (কেহ কেহ এস্থলে সম্বোধনান্ত 'অমুকদেবি' এইরূপ পাঠ করেন) তুভ্যমহং সম্প্রদদে' এইরূপ বাক্য বলিয়া পশু উৎসর্গ করিবে। তাহার পরে 'যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম্' এই বলিয়া নিবেদন করিবে। তাহার পরে বলিচ্ছেদন ও সমাংস রুধির দেবীকে দান করিবে। ৬। রুধির দিবার স্থান-নিরূপণ যথা—কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন। বামদিকে ছাগ ও সম্মুখে মহিষ প্রদান করিবে। দক্ষিণদিকে বামদিকে অথবা সম্মুখে রুধির দিবে। সুবর্ণপাত্র রৌপ্যপাত্র তাম্রপাত্র অথবা কাংস্যপাত্রে রুধির রাখিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহা দেবীকে নিবেদন করিবে। অতঃপর অবশিষ্ট বটুকাদিকে দিবে। যথা,—এতে গন্ধপুষ্পে 'হ্রূং বাং বটুকায় নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গন্ধাদিদ্বারা পূজা করিবে, পরে 'এষ রুধিরবলিঃ হ্রূং বাং বটুকায় নমঃ' এই বলিয়া বায়ুকোণে বলিপ্রদান করিবে। এইরূপ হ্রূং যাং যোগিনীভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ঈশানকোণে পূর্ব্বমন্ত্রে বলি নিবেদন করিবে। 'হ্রূং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া পূর্ব্বমন্ত্রে নৈর্ঋতকোণে বলি নিবেদন করিবে, 'হ্রূং গাং গণ-

---

(৩) আগমোক্তানি কর্ম্মাণি সৌরেণৈব বিনির্দ্দিশেৎ ইতি (ক টি)। (২) অমুকদেবি ইতি (গ) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠশ্চ। (৩) তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে ইতি স্মার্ত্তসম্মতম্ (গ টি)।

(৪) তাম্রে ইত্যত্র পাত্রে ইতি (ক) পাঠঃ। (৫) পূর্ব্বোক্তশ্রীবিদ্যাপ্রকরণোক্তমন্ত্রেণ (ঘ টি)।

(৬) এবং সপ্রদীপশীর্ষবলিং মাংসবলিমপি দদ্যাৎ (ক) পুস্তকে ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

দ্রুধিরং পৃষ্ঠভাগস্য চ প্রিয়ে। স্বগাত্ররুধিরং দদ্যান্ন কদাচিত্তু সাধকঃ। নোষ্ঠস্য চিবুকস্যাপি নেন্দ্রিয়াণাং তথৈব চ। কণ্ঠাধো নাভিতশ্চোর্দ্ধং হৃদ্ভাগস্য যতস্ততঃ। পার্শ্বয়োশ্চাপি রুধিরং দুর্গায়ৈ বিনিবেদয়েৎ। ন চ রোগাবিলাদঙ্গান্নাস্ত্রঘাতাদ্ধি ভৈরব ॥ ৯ ॥ ফলস্তু কুমারীতন্ত্রে।—গৃহীত্বা শোণিতং পাত্রে স্বকীয়হৃদয়োদ্ভবম্। পূজয়েত্ত্রিপুরাদেবীং সর্ব্বসৌভাগ্যহেতবে ॥ ১০ ॥ তথা,—স্বগাত্ররুধিরং দত্বা নত্বা রাজত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১ ॥ অন্যচ্চ।—যঃ স্বহৃদয়সংজাতং মাংসং মাষপ্রমাণতঃ। তিলমুদ্গপ্রমাণং বা দদ্যাদ্ভক্তিযুতো নরঃ। ষণ্মাসাভ্যন্তরে তস্য কামমিষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২ ॥ অন্যচ্চ।—মদ্যং দত্বা মহাদেব্যৈ ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ (১)। স্বগাত্ররুধিরং দত্বা আত্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ) ॥ ১৩ ॥ (২) ইতি বলিবিধিঃ ॥

অথ কুলাচারো নিরূপ্যতে। কালীতন্ত্রে।—অথাচারং প্রবক্ষ্যামি যৎ কৃতেঽমৃতমশ্নুতে। সর্ব্বভূতহিতে যুক্তঃ সময়াচারপালকঃ (৩)। অনিত্যকর্ম্মসংত্যাগী নিত্যানু-

পতয়ে নমঃ’ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া অগ্নিকোণে ঐরূপ বলি নিবেদন করিবে। ৭। ৮। নিজগাত্রের রক্তদান বিষয়ে বিশেষ নিয়ম এই,—হে প্রিয়ে! সাধক নাভির অধোভাগের রুধির এবং পৃষ্ঠভাগের রুধির কখনই দিবে না। ওষ্ঠের চিবুকের এবং কোন ইন্দ্রিয়ের রুধির দিবে না, কণ্ঠের অধোবর্ত্তী ও নাভির ঊর্দ্ধবর্ত্তী হৃদয়স্থলের এবং দুই পার্শ্বের যে কোন স্থান হইতে রুধির লইয়া দুর্গাকে নিবেদন করিবে। ভৈরবের প্রতি দুর্গার উক্তি যথা,—হে ভৈরব! রোগক্ষত অঙ্গ হইতে নিঃসৃত রুধির ও অস্ত্রের আঘাতে বহির্গত রুধির নিবেদন করিবে না। ৯। কুমারীতন্ত্রে এই রুধির দানের ফল বলিয়াছেন,—সকল প্রকার সৌভাগ্যলাভ করিবার জন্য নিজ হৃদয় হইতে বহির্গত রুধির কোন পাত্রে লইয়া ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজা করিবে। ১০। আরও বলিয়াছেন,—নিজগাত্র-রুধির প্রদান করিয়া প্রণাম করিলে রাজত্ব-প্রাপ্তি হয়। ১১। আরও বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি নিজ হৃদয়-সম্ভূত মাংস মাষকলাই-প্রমাণ, তিলপ্রমাণ অথবা মুদ্গ-প্রমাণ লইয়া ভক্তিপূর্ব্বক দেবীকে প্রদান করিবে, সে ছয় মাসের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত বিষয় লাভ করিবে। ১২। রক্তদান ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ, যথা—ব্রাহ্মণ মহাদেবীকে মদ্যদানে নরকগামী এবং স্বগাত্র-রুধিরদানে আত্মহত্যার পাপী হয়। ১৩। ইতি বলিবিধি সমাপ্ত।

অতঃপর কুলাচার নিরূপণ করা হইতেছে, কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—যে কার্য্যে অমৃত (মোক্ষ) লাভ হয় অতঃপর সেই কুলাচার বলিব। কুলাচারনিষ্ঠ ব্যক্তি সকল প্রাণীর হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবে, সাময়িক আচার পালন করিবে, অনিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করিবে,

---

(১) মদ্যং দত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ইত্যপি (আ০।বং০) পাঠঃ।

(২) (ক) (খ) (গ) পুস্তকেষু নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৩) তৎপর ইতি (খ) পাঠঃ।

ষ্ঠানতৎপরঃ। মন্ত্রারাধনমাত্রেণ ভক্তিভাবেন (১) তৎপরঃ। পরস্যাং দেবতায়াস্তু সর্ব্বকর্ম্মনিবেদকঃ। (অন্যমন্ত্রার্চ্চনে শ্রদ্ধামন্যমন্ত্রপ্রপূজনম্।) (২) কুলস্ত্রীবীরনিন্দাঞ্চ তদ্দ্রব্যস্যাপহারণম্। স্ত্রীষু রোষং প্রহারঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা ॥ ১৪ ॥ (স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্ব্বং স্বয়ং তাবত্তথা ভবেৎ। পেয়ং চর্ব্ব্যং তথা চুষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং গৃহং সুখম্। সর্ব্বঞ্চ যুবতীরূপং ভাবয়েন্মতিমান্ সদা) ॥ ১৫ ॥ (৩) কুলজাং যুবতীং বীক্ষ্য নমস্কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। যদি ভাগ্যবশাদ্দেবি কুলদৃষ্টিঃ প্রজায়তে। তদৈব মানসীং পূজাং তত্র তাসাং প্রকল্পয়েৎ। তাসাং ভগাদিদেবীনাং ॥ ১৬ ॥ (তথা চ,—ভগিনীং ভগচিহ্নাঞ্চ ভগাস্যাং ভগমালিনীম্। ভগদন্তাং ভগাক্ষীঞ্চ ভগকর্ণীং ভগত্বচাম্। ভগনাসাং ভগস্তনীং ভগস্থাং ভগসর্পিণীম। সংপূজ্য তাভ্যো গন্ধাদ্যৈর্ম্মানসৈর্গুরুমেব চ। নমস্কৃত্য যথাধ্যায়ঃ স্বয়মক্ষোভিতঃ সুধীঃ।) (৪) বালাং বা যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাং বা সুন্দরীং তথা। কুৎসিতাং বা মহাদুষ্টাং নমস্কৃত্য বিভাবয়েৎ। তাসাং প্রহারং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যমপ্রিয়ং তথা। সর্ব্বথা চ ন কুর্য্যাত্তু চান্যথা সিদ্ধিরোধকৃৎ ॥ ১৭ ॥ স্ত্রিয়ো দেবাঃ

নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হইবে। মন্ত্র জপকালে 'শিবোঽহং' এইরূপ জ্ঞান করিবে, নিজ ইষ্টদেবতাকে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করিবে। অন্য মন্ত্রদ্বারা পূজায় শ্রদ্ধা. অন্য মন্ত্রদ্বারা পূজা, কুলস্ত্রীনিন্দা বীরনিন্দা, কুলস্ত্রী ও বীরের দ্রব্য অপহরণ, স্ত্রীলোকের প্রতি ক্রোধ ও স্ত্রীলোককে প্রহার, এই সমস্ত কার্য্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। ১৪। সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় ভাবনা করিবে। আপনাকেও স্ত্রীময় জ্ঞান করিবে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, ভোজ্য, গৃহ, সুখ সমস্তই সর্ব্বদা যুবতীময় চিন্তা করিবে। সৎকুলজাতা যুবতী রমণীকে দেখিলে একাগ্রভাবে নমস্কার করিবে। দেবি! যদি সৌভাগ্যবশতঃ কুলদর্শন ঘটে, তাহা হইলে তখনই তাঁহাদের মানসিক পূজা করিবে। এস্থলে তাঁহাদের বলিতে ভগাদি দেবীগণের। ভগাদি দেবীগণ যথা,—ভগিনী ভগচিহ্না, ভগাস্যা, ভগমালিনী, ভগদন্তা, ভগাক্ষী, ভগকর্ণী, ভগত্বচা, ভগনাসা, ভগস্তনী, ভগস্থা ও ভগসর্পিণী ইঁহাদিগকে এবং গুরুকে মানসগন্ধাদি উপচার দ্বারা ধ্যান ও পূজা করিয়া অচঞ্চলভাবে প্রণাম করিবে। বালিকা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা, সুন্দরী, কুৎসিতা অথবা মহাদুষ্টা রমণীকেও দেবতাজ্ঞানে নমস্কার করিবে। তাহাদিগকে প্রহার ও নিন্দা, তাহাদিগের প্রতি কুটিলতা-প্রকাশ ও তাহাদিগের অপ্রিয়কার্য্য একেবারেই

---

(১) শিবভাবেন (ক) (খ) (গ) পাঠঃ। (২) (গ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৩) (গ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (৪) (গ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। বন্ধনীপাঠে ভগচিহ্নামিত্যত্র ভগজিহ্বামিতি (ক) পাঠঃ। ভগাস্যামিত্যত্র ভগাঙ্ক ইতি পাঠঃ (খ) পুস্তকে। ভগমালিনীমিত্যত্র ভগসারিণীমিত্যস্তি (ক) পাঠঃ। ভগদন্তামিত্যত্র ভগদত্তামিতি (ক) পাঠঃ। ভগকর্ণীমিত্যত্র ভগকর্ণামিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব বিভূষণম্। স্ত্রীসঙ্গিনা (১) সদা ভাব্যমন্যথা স্বস্ত্রিয়ামপি। (বিপরীতরতা সা তু ভবিতা হৃদয়োপরি। তদ্ধস্তাবচিতং পুষ্পং তদ্ধস্তাবচিতং জলম্। তদ্ধস্তাবচিতং দ্রব্যং দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ ॥ ১৮ ॥ স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্যো বিশেষাৎ পূজনং মহৎ।) (২) জপস্থানে মহাশঙ্খং নিবেশ্যোর্দ্ধে জপঞ্চরেৎ ॥ ১৯ ॥ স্ত্রিয়ং গচ্ছন্ স্পৃশন্ পশ্যন্ বিশেষাৎ কুলজাং শুভাম্। ভক্ষন্ তাম্বূলমন্যাংশ্চ ভক্ষ্যদ্রব্যান্ (৩) যথারুচি। (ভক্তাদ্যশেষভক্ষ্যাণি ভুক্ত্বা শেষং জপঞ্চরেৎ ॥ ২০ ॥) (৪) বীরতন্ত্রে।—দিক্কালনিয়মো নাত্র স্থিত্যাদিনিয়মো ন চ। জপে ন কালনিয়মো নার্চ্চাদিষু বলিষ্বপি। স্বেচ্ছানিয়ম উক্তোঽত্র মহামন্ত্রস্য সাধনে ॥ ২১ ॥ বস্ত্রাসন-স্থান-গেহদেহ-স্পর্শাদিবারিণঃ। শুদ্ধিং ন চাচরেদত্র নির্ব্বিকল্পং মনশ্চরেৎ ॥ ২২ ॥ কুলার্ণবে।—কুলাচারগৃহং গত্বা ভক্ত্যা পাপবিশুদ্ধয়ে। যাচয়েদমৃতং কৌলং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥ ২৩ ॥ কুলাচারেণ যৎ কৃত্বা দত্তং পাত্রন্তু ভক্তিতঃ। নমস্কৃত্য চ গৃহ্নীয়াদন্যথা

করিবে না, করিলে সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে। স্ত্রীলোক দেবতা, স্ত্রীলোকই জীবন, স্ত্রীলোকই অলঙ্কার এইরূপ জ্ঞান করিবে, সর্ব্বদা স্ত্রীসঙ্গী হইয়া থাকিবে। অসম্ভব হইলে স্বস্ত্রীসমভিব্যাহারে থাকিবে। সেই রমণী বিপরীতরতাসক্তা হইয়া হৃদয়োপরি থাকিবে। স্ত্রীহস্তে আহৃত পুষ্প, স্ত্রীহস্তে আনীত জল, ও স্ত্রীহস্তে প্রদত্ত দ্রব্য দেবতাকে নিবেদন করিবে।১৫—১৮। স্ত্রীলোকের প্রতি দ্বেষ করিবে না, সর্ব্বদাই তাহাদিগকে বিশেষভাবে পূজা করিবে। জপস্থানে মহাশঙ্খ রাখিয়া তাহার উপরে জপ করিবে। স্ত্রীগমন করিয়া, স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিতে ২ বিশেষতঃ কুলজা রমণীকে দর্শন করিতে ২ তাম্বূল বা অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য যথারুচি ভক্ষণ করিতে ২ জপ করিবে। (অন্নাদি সমস্ত ভক্ষ্য ভোজনের পর অবশিষ্ট জপ করিবে।) ১৯।২০। বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—এই মহামন্ত্রের সাধনে দিকের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, বসিবার স্থানের কোন নিয়ম নাই, জপের কোন কালনিয়ম নাই, পূজাদিতেও কালনিয়ম নাই, বলিদানেও কোন কালনিয়ম নাই। আপনার ইচ্ছাই এ স্থলে নিয়ম। ২১। বস্ত্র, আসন, স্থান, গৃহ, দেহ, স্পর্শ প্রভৃতি ব্যাপারে জলদ্বারা শুদ্ধির প্রয়োজন নাই, মনকে নির্ব্বিকার করিবে। ২২। কুলার্ণবে বলিয়াছেন,—কুলাচারীর গৃহে যাইয়া পাপবিশুদ্ধির নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক কৌল অমৃত যাচ্ঞা করিবে, না পাইলে অমৃতজ্ঞানে জলপান করিবে। কুলাচারী যেরূপ

---

(১) স্ত্রীসঙ্গিনা ইতি ন চ শুষ্ককান্তারাদিবিহারদশায়াং কথং স্ত্রীসঙ্গঃ ইতি চেন্ন সর্ব্বঞ্চ যুবতীরূপমিত্যুপদেশাৎ তত্রাপি ভাবনাসম্ভবাৎ (ক টি)। স্বস্ত্রিয়া অপি ইত্যস্যার্থঃ—ততঃ স্ত্রীবেশধারী স্যাৎ লিঙ্গ্রাক্ষিতভানক ইত্যাদিকঞ্চ (ক টি)।

(২) (খ) (গ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। বন্ধনীপাঠে স্রবামিত্যত্র ভোক্তামিতি (খ) পাঠঃ।

(৩) ছান্দসং পুংস্ত্বং (খ টি)। (৪) বন্ধনীপাঠঃ (আ০ বি০) পুস্তকে নাস্তি।

নরকং ব্রজেৎ ॥ ২৪ ॥ অন্যত্রাপি ।—বৃথা ন গময়েৎ কালং দ্যূতক্রীড়াদিভিঃ সুধীঃ। গময়েদ্দেবতাপূজাজপযাগস্তবাদিনা ॥ ২৫ ॥ বীরাণাং জপযজ্ঞস্তু সর্ব্বকালে প্রশস্যতে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বপীঠে কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥ শিবাগমে ।—শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ। শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহা ধ্রুবম্। শক্তিরূপং জগৎ সর্ব্বং যো ন জানাতি নারকী ॥ ২৭ ॥ বীরতন্ত্রে ।—স্নানাদিমানসং শৌচং মানসঃ প্রবরো জপঃ। মানসং পূজনং দিব্যং মানসং তর্পণাদিকম্। সর্ব্ব এব শুভঃ কালো নাশুভো বিদ্যতে ক্বচিৎ। ন বিশেষো দিবারাত্রৌ ন সন্ধ্যায়াং মহানিশি। সর্ব্বদা পূজয়েদ্দেবীমস্নাতঃ কৃতভোজনঃ ॥ ২৮ ॥ মহানিশ্যশুচৌ দেশে বলিং মন্ত্রেণ দাপয়েৎ ॥ ২৯ ॥ যত্তু,—রাত্রাবেব মহাপূজা কর্ত্তব্যা বীরবন্দিতে। ন দিনে সর্ব্বথা কার্য্যা শাসনান্মম সুব্রতে। তৎ পুনঃ কুলপূজাবিষয়ম্ ॥ ৩০ ॥ মহানিশা তু তত্রৈব ।—অর্দ্ধরাত্রাৎ পরং যচ্চ মুহূর্ত্তদ্বয়মেব চ। সা মহারাত্রিরুদ্দিষ্টা তদ্দত্তমক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ৩১ ॥ গান্ধর্ব্বে। —পৃথ্বীমৃতুমতীং বীক্ষ্য সহস্রং যদি নিত্যশঃ। তদা বাদী স্বসিদ্ধান্ত(১)হন্তঃ

করিয়া পাত্র দিবেন, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া গ্রহণ করিবে। এরূপ না করিলে নরকে যাইতে হইবে। ২৩। ২৪। অপর স্থানেও বলিয়াছেন,—জ্ঞানবান্ ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়াদিদ্বারা বৃথা সময় নষ্ট করিবে না। পরন্তু দেবতাপূজা, জপ, যজ্ঞ ও স্তবপাঠাদিদ্বারা কালযাপন করিবেন। ২৫। বীরদিগের পক্ষে জপ ও যজ্ঞ সকল সময়েই প্রশস্ত. এই জপযজ্ঞ সকল দেশে ও সকল সিদ্ধপীঠে করা যাইবে সন্দেহ নাই। ২৬। শিবাগমে বলিয়াছেন,—শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ব্রহ্মা শক্তি, জনার্দ্দন শক্তি, ইন্দ্র শক্তি, রবি শক্তি, চন্দ্র শক্তি, গ্রহগণ শক্তিস্বরূপ, অধিক কি এই সমস্ত জগৎকেই যে শক্তিরূপে বুঝিতে পারিবে না, সে নারকী। ২৭। বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন,—মানসিক স্নানাদি, মানস শৌচ, মানসিক জপ, মানসিক পূজা, মানসিক তর্পণ প্রভৃতি বীরাচারে কর্ত্তব্য। বীরাচারে সমস্ত কালই শুভ, কোন কালই কখনও অশুভ হয় না। দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা বা মহানিশিতে কোন বিশেষ নাই। অস্নাতই হউক, অথবা ভোজন করিয়াই হউক. সর্ব্বদা দেবীর পূজা করিবে। বীরসাধক মহানিশাকালে অপবিত্রস্থানেও মন্ত্র পাঠ করিয়া বলি প্রদান করিবে। ২৮। ২৯। হে বীরবন্দিতে! রাত্রিকালে মহাপূজা করিবে, হে সুব্রতে! দিবসে কোনক্রমেই মহাপূজা করিবে না, ইহা আমার আজ্ঞা। এই যে বচন আছে, ইহা কুলপূজাবিষয়ে জানিবে। ৩০। বীরতন্ত্রে মহানিশা বলিয়াছেন। যথা—রাত্রি দুই প্রহরের পর দুই মুহূর্ত্ত কালকে মহানিশা বলে। এই সময়ে দান করিলে, তাহা অক্ষয় হয়। ৩১। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে বলিয়াছেন, যদি ঋতুমতী পৃথিবী

---

(১) সুসিদ্ধান্ত ইতি (ক) পাঠঃ আদর্শপাঠশ্চ।

ক্ষিতিতলং ব্রজেৎ। নিত্যশ ইতি ষোড়শদিনং যাবৎ ॥ ৩২ ॥ পর্ব্বতে হস্তমারোপ্য নির্ভয়ো যতমানসঃ। কবিতাং লভতে সোঽপি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। অত্রাপি সহস্রমিতি সম্বন্ধঃ। পৃথ্বীং কুলং পর্ব্বতং স্তনম্ ॥ ৩৩ ॥ অন্যচ্চ নীলতন্ত্রে—পদ্মং ১ দৃষ্ট্বা তথা বিম্বং ২ খঞ্জনং ৩ শিখরং ৪ তথা। চামরং ৫ রবিবিম্বঞ্চ ৬ তিলপুষ্পং ৭ সরোরুহম্ ৮। ত্রিশূলং ৯ বীক্ষ্য জপ্ত্বা চ শতশঃ শুদ্ধভাবতঃ। মুখং প্রসাদং সুমুখং সুলোচনং সুহাস্যকম্। সুবেশং সুগতিঞ্চৈব সুগন্ধং সুখমেব চ। লভতে চ যথাসংখ্যং শৃণু পার্ব্বতি সাদরম্। পদ্মং মুখং ১ বিম্বমধরং ২ খঞ্জনং চক্ষুঃ ৩ শিখরং মস্তকং ৪ চামরং কেশং ৫ রবিবিম্বং সিন্দূরং ৬ তিলপুষ্পং নাসিকাং ৭ সরোরুহং নাভিং ৮ ত্রিশূলং ত্রিবলীম্ ৯ ইতি বোধ্যম্ ॥ ৩৪ ॥ ভাবচূড়ামণৌ।—একাকী নির্জ্জনে দেশে শ্মশানে বিজনে বনে। শূন্যাগারে নদীতীরে নিঃশঙ্কো বিহরেৎ সদা। (মহাচীন(১)ক্রমে দেবীং ধ্যাত্বা তত্র প্রপূজয়েৎ। তদ্‌ক্রমোদ্ভবপুষ্পেণ (২) পূজয়েদ্ভক্তিভাবতঃ। স ভবেৎ কুলদেবশ্চ কুলক্রমগতঃ শুচিঃ ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মতরোর্ম্মহাপদ্মে (৩) দেবীং ধ্যাত্বা

দেখিয়া নিত্য সহস্র জপ করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদী আপনার সিদ্ধান্তে আপনিই পরাস্ত হইয়া লজ্জায় পাতালে গমন করে। এই স্থলে পৃথিবী শব্দের অর্থ কুল। (আগমতত্ত্ববিলাসে পৃথ্বী শব্দের অর্থ কুলস্থান—যোনি এইরূপ স্পষ্টই আছে) নিত্য জপ—অর্থাৎ ষোলদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ জপ। ৩২। যিনি পর্ব্বতে হস্তার্পণ করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে সংযতচিত্তে জপ করিতে পারেন, তিনি কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া অন্তে অমৃতপদ প্রাপ্ত হন। এ স্থলেও সহস্র জপ বুঝিবে। পর্ব্বত শব্দের অর্থ স্তন। ৩৩। নীলতন্ত্রে আরও বলিয়াছেন, হে পার্ব্বতি! মনোযোগ দিয়া আরও শুন। পদ্ম (১) বিম্ব (২) খঞ্জন (৩) শিখর (৪) চামর (৫) রবিবিম্ব (৬) তিলপুষ্প (৭) সরোরুহ (৮) ত্রিশূল (৯) এই সমস্ত বস্তু দেখিয়া বিশুদ্ধভাবে একশত করিয়া ক্রমে জপ করিলে মুখ (১) প্রসাদ (২) সুমুখ (৩) সুলোচন (৪) সুহাস্য (৫) সুবেশ (৬) সুগতি (৭) সুগন্ধ (৮) ও সুখ (৯) এই সমুদায় যথাক্রমে পাইতে পারে। এস্থলে পদ্মশব্দে মুখ (১) বিম্বশব্দে অধর (২) খঞ্জনশব্দে চক্ষু (৩) শিখরশব্দে মস্তক (৪) চামরশব্দে কেশ (৫) রবিবিম্বশব্দে সিন্দূর (৬) তিলপুষ্পশব্দে নাসিকা (৭) সরোরুহশব্দে নাভি (৮) এবং ত্রিশূলশব্দে ত্রিবলী (৯)। ৩৪। ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন,—নির্জ্জনপ্রদেশে, শ্মশানে, বিজনবনে, শূন্যাগারে, নদীতীরে, একাকী নিঃশঙ্কচিত্তে সর্ব্বদা বিচরণ করিবে। মহাচীনবৃক্ষে দেবীকে ধ্যান করিয়া তথায় দেবীর পূজা করিবে। মহাচীনবৃক্ষের পুষ্পদ্বারা ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া বিশুদ্ধভাবে কুলবৃক্ষে গমন করিলে কুলদেব হইতে পারে। ৩৫।

---

(১) দেশবিশেষঃ যত্র বৌদ্ধা নিবসন্তি "অথ গত্বা তু তত্রৈব ততো জ্ঞানময়ো মুনিরিত্যাদিবচনেব্যক্তম্ (ক টি)। (২) রজস্বলারক্তেন (খ টি)। (৩) যোনৌ (খ টি)।

যথাবিধি। তৎসুধারসধারেণ (১) তর্পয়েন্মাতৃকাননে ॥ ৩৬ ॥) (২) মহাচীনক্রমলতাবেষ্টিতঃ সাধকোত্তমঃ। রাত্রৌ যদি জপেন্মন্ত্রং সৈব কল্পলতা ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥ তিথিক্রমেণ সংখ্যাভির্লতাভির্ব্বেষ্টিতো যদি। তদা মাসেন (৩) সিদ্ধিঃ স্যাৎ সহস্রজপমানতঃ ॥ ৩৮ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং দ্বিগুণং (৪) যদি দৃশ্যতে। তত্রৈব মহতী সিদ্ধির্দ্দেবতানাং সুদুর্লভা ॥ ৩৯ ॥ কুলচূড়ামণৌ।—শৃণু পুত্র রহস্যং মে সময়াচারসম্ভবম্। যেন হীনা ন সিধ্যন্তি জন্মকোটিসহস্রশঃ ॥ ৪০ ॥ মানবঃ (৫) কুলশাস্ত্রাণাং কুলচর্য্যানুচারণাম্। উদারচিত্তঃ সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাচারতৎপরঃ। পরনিন্দাসহিষ্ণুঃ স্যাদুপকাররতঃ সদা। পর্ব্বতে বিপিনে বাপি নির্জ্জনে শূন্যমণ্ডপে। চতুষ্পথে কলামধ্যে (৬) যদি দৈবাদ্গতির্ভবেৎ। ক্ষণং স্থিত্বা মনুং জপ্ত্বা নত্বা গচ্ছেদ্ যথাসুখম্ ॥ ৪১ ॥ গৃধ্রং বীক্ষ্য মহাকালীং নমস্কুর্য্যাদলক্ষিতঃ। ক্ষেমঙ্করীং তথা বীক্ষ্য জম্বুকীং যমদূতিকাম্। কুররং শ্যেনকাকৌ চ কৃষ্ণমার্জ্জারমেব চ। “কৃশোদরি

ব্রহ্মতরুর মহাপদ্মে যথাবিধানে দেবীর ধ্যানপূর্ব্বক তাহার সুধারসধারাদ্বারা মাতৃকাননে তর্পণ করিবে। ৩৬। যদি কোন সাধক মহাচীনক্রমলতাপরিবেষ্টিত হইয়া রাত্রিকালে মন্ত্রজপ করে, তাহা হইলে ঐ লতা সাধকের নিকটে কল্পলতা হয়। যদি কোন সাধক তিথিসংখ্যানুসারে লতাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রতিদিন সহস্রজপ করেন, তাহা হইলে একমাসে তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয়। ৩৭।৩৮। অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে যদি দ্বিগুণভাবে পূজা-জপাদি করা হয়, তাহা হইলে দেব-দুর্লভ মহতী সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ৩৯। কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন, বৎস! সময়াচারবিষয়ক রহস্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সময়াচারবিহীন হইলে সহস্রকোটিজন্মেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না। যে মনুষ্য কুলশাস্ত্র ও কুলাচারের অনুবর্ত্তী হইবেন, তিনি সকল বিষয়ে উদারচিত্ত, বৈষ্ণবাচারপরায়ণ, ও পরনিন্দাসহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বদা পরোপকারে ব্যাপৃত থাকিবেন। যদি কোন সময়ে পর্ব্বতে, নির্জ্জন বনে, শূন্যমণ্ডপে চতুষ্পথে অথবা কলামধ্যে দৈবযোগে গমন করা হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে ক্ষণকাল থাকিয়া মন্ত্রজপপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া যথাস্থানে গমন করিবে। ৪০। ৪১। গৃধ্রদর্শন করিলে মহাকালীর উদ্দেশে অলক্ষিতভাবে নমস্কার করিবে। যদি ক্ষেমঙ্করী, জম্বুকী, যমদূতিকা, কুরর শ্যেনপক্ষী, ভূকাক ও কৃষ্ণমার্জ্জার দর্শন হয়, তাহা হইলে “কৃশোদরি মহা-

---

(১) যোনিরসেন (খ টি)। (২) (গ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। স ভবেৎ সাধকশ্রেষ্ঠো মাতৃণাঞ্চ ভবেৎ প্রিয়ঃ’ ইত্যধিকোহত্র (ক) পাঠঃ।

(৩) অনায়াসেন (খ) পাঠঃ। (৪) দ্বিগুণ ইতি (গ) পাঠঃ। (৫) মানদঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(৬) জলমধ্যে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

মহাচণ্ডে মুক্তকেশি বলিপ্রিয়ে। কুলাচারপ্রসন্নাস্তে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥" ৪২। (১) শ্মশানঞ্চ শবং দৃষ্ট্বা প্রদক্ষিণমনুব্রজন্। প্রণম্যানেন মনুনা মন্ত্রী সুখমবাপ্নুয়াৎ। "ঘোরদংষ্ট্রে করালাস্যে কিটিশব্দনিনাদিনি। ঘোরঘোররবাস্ফালে নমস্তে চিতিবাসিনি॥ ৪৩॥" রক্তবস্ত্রং তথা পুষ্পং বিলোক্য ত্রিপুরাম্বিকাম্। প্রণমেদ্দণ্ডবৎ ভূমাবিমং মন্ত্রং পঠেন্নরঃ (২)। "বন্ধুকপুষ্পসঙ্কাশে ত্রিপুরে ভয়নাশিনি। ভাগ্যোদয়সমুৎপন্নে নমস্তে বরবর্ণিনি॥ ৪৪॥" কৃষ্ণবস্ত্রং তথা পুষ্পং রাজানং রাজপুরুষম্। হস্ত্যশ্বরথশস্ত্রাণি ফলকান্ বীরপুরুষান্। মহিষং কুলদেবঞ্চ দৃষ্ট্বা মহিষমর্দ্দিনীম্। প্রণম্য জয়দুর্গাং বা স চ বিঘ্নৈর্ন লিপ্যতে। "জয় দেবি জগদ্ধাত্রি ত্রিপুরাদ্যে ত্রিদৈবতে। ভক্তেভ্যো বরদে দেবি মহিষঘ্নি নমোঽস্তু তে॥ ৪৫॥" মদ্যভাণ্ডং সমালোক্য মৎস্যং মাংসং বরস্ত্রিয়ম্। দৃষ্ট্বা চ ভৈরবীং দেবীং প্রণম্য বিঘ্নহন্মনুম্। (৩) "ঘোরবিঘ্নবিনাশায় কুলাচারসমৃদ্ধয়ে। নমামি বরদে দেবি মুণ্ডমালাবিভূষিতে। রক্তধারাসমাকীর্ণবদনে

চণ্ডে" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র (মন্ত্রার্থ যথা,—হে কৃশোদরি, তুমি বলি ভোজন করিবার নিমিত্ত প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক মুক্তকেশে অবস্থান করিতেছ, তুমি কুলাচারে প্রসন্না হইয়া থাক, হে শঙ্করপ্রিয়ে! তোমাকে প্রণাম) পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে। শ্মশান বা শব দেখিলে তাহার অনুগমন করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক "ঘোরদংষ্ট্রে করালাস্যে" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র (মন্ত্রার্থ যথা,—হে করালমুখি! তুমি চিতায় বাসকরত বিকট দশন বিকাশ করিয়া কিটি-শব্দে চীৎকার কর এবং অতিভীষণ রবে আস্ফালন করিয়া থাক, তোমাকে প্রণাম।) পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে, ইহাতে সাধক সুখলাভ করিবে। ৪২। ৪৩। রক্তবস্ত্র বা রক্তপুষ্প দর্শন করিলে ত্রিপুরাম্বিকাকে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে এবং "বন্ধুকপুষ্পসঙ্কাশে" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র (মন্ত্রার্থ যথা,—হে ভয়নাশিনি ত্রিপুরে! তুমি বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় রক্তমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সৌভাগ্যবলে দেখা দিয়াছ, হে বরবর্ণিনি! তোমাকে প্রণাম।) পাঠ করিবে। ৪৪। কৃষ্ণবস্ত্র, কৃষ্ণপুষ্প, রাজা, রাজপুরুষ, হস্তী, অশ্ব, রথ, শস্ত্র, ফলক (ঢাল) বীরপুরুষ, মহিষ এবং কুলদেবের দর্শন ঘটিলে "জয়দেবি জগদ্ধাত্রি" ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র (মন্ত্রার্থ—হে দেবি জগদ্ধাত্রি! তুমি ত্রিদেবতারূপিণী আদ্যা ত্রিপুরা হে দেবি! তুমি মহিষনিপাত করিয়া ভক্তগণকে বর দিয়াছ, তোমাকে প্রণাম।) পাঠ করিয়া মহিষমর্দ্দিনী বা জয়দুর্গার উদ্দেশে প্রণাম করিলে সাধক কোন প্রকার বিঘ্নে আক্রান্ত হইবে না। ৪৫। মদ্যভাণ্ড দেখিয়া অথবা মৎস্য, মাংস বা বররমণী দেখিয়া 'ঘোরবিঘ্নবিনাশায়' ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র (মন্ত্রার্থ যথা—হে দেবি! তুমি নরমুণ্ডের মালাধারণপূর্ব্বক বরদান করিয়া থাক, কুলাচারের উন্নতি এবং ভীষণ বিঘ্ন নিবারণ করিবার জন্য তোমাকে প্রণাম

---

(১) ইতি প্রণমেদিত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ। (২) পঠন্নরঃ (ক) পাঠঃ। (৩) বিঘ্নহন্ স্মরন্ (খ চ)।

স্থাং নমাম্যহম্। সর্ব্ববিঘ্নহরে দেবি নমস্তে হরবল্লভে ॥ ৪৬ ॥ এতেষাং দর্শনেনৈব যদি নৈবং প্রকুর্ব্বতে। শক্তিমন্ত্রং পুরস্কৃত্য তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥৪৭॥ তথা কুলচূড়ামণৌ।—কুলবারে (১) কুলাষ্টম্যাং (২) চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ। যোগিনীপূজনং তত্র প্রধানং কুলপূজনম্ ॥ ৪৮ ॥ যথা বিষ্ণুতিথৌ বিষ্ণুঃ পূজিতো বাঞ্ছিতপ্রদঃ। তথা কুলতিথৌ দুর্গা পূজিতা বরদায়িনী ॥ ৪৯ ॥ কুলবারাদিনিয়মস্তু যামলে।—রবিশ্চন্দ্রো গুরুঃ সৌরিশ্চত্বারশ্চাকুলা ইমে। ভৌমশুক্রৌ কুলাখ্যৌ তু বুধবারঃ কুলাকুলঃ ॥ ৫০ ॥ দ্বিতীয়া দশমী ষষ্ঠী কুলাকুলমুদাহৃতম্। বিষমাশ্চাকুলাঃ সর্ব্বাঃ শেষাশ্চ তিথয়ঃ কুলাঃ ॥ ৫১ ॥ বারুণার্দ্রাভিজিন্মূলং কুলাকুলমুদাহৃতম্। কুলানি সমধিষ্ণ্যানি (৩) শেষাণি চাকুলানি চ ॥ ৫২ ॥ তিথিবারে চ নক্ষত্রে অকুলে স্থায়িনোঽজয়ঃ। কুলাখ্যে জয়িনো নিত্যং সামাঞ্চৈব কুলাকুলে। এবং কুলবারাদিকং জ্ঞাত্বা সাধকঃ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ ॥ ৫৩ ॥

করি। হে দেবি! তোমার মুখ রক্তধারাসমাকীর্ণ, তোমাকে প্রণাম করি, হে হরবল্লভে! তুমি সর্ব্ববিঘ্নহারিণী, তোমাকে প্রণাম।) পাঠ করিয়া মন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক ভৈরবীদেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিবে। ৪৬। এই সমস্ত দর্শন করিয়া এইরূপ কার্য্য না করিলে শক্তিমন্ত্র লইয়া তাহার সিদ্ধিলাভ হইবে না। ৪৭। কুলচূড়ামণিতে আরও বলিয়াছেন,—কুলবারে, কুলাষ্টমীতে, বিশেষতঃ চতুর্দ্দশী তিথিতে যোগিনীপূজাই প্রধান কুলপূজা। ৪৮। যেরূপ বিষ্ণুতিথিতে বিষ্ণুর পূজা করিলে বিষ্ণু যেমন অভিলষিত বর দান করেন, সেইরূপ কুলতিথিতে দুর্গার পূজা করিলে দুর্গা অভীষ্ট বর দিয়া থাকেন। ৪৯। যামলে কুলবারাদিনিয়ম বলিয়াছেন। যথা,—রবিবার, সোমবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার এই চারিটি বারকে অকুলবার এবং মঙ্গল ও শুক্রবারকে কুলবার বলে। বুধবারকে কুলাকুলবার বলে। ৫০। দ্বিতীয়া, দশমী ও ষষ্ঠী এই তিন তিথিকে কুলাকুল তিথি বলে। বিষম (অযুগ্ম) তিথি-সকলকে অকুল, এতদ্ভিন্ন সমস্ত (যুগ্ম) তিথিকে কুলতিথি বলে। শ্রবণানক্ষত্র, আর্দ্রানক্ষত্র, অভিজিৎ (উত্তরাষাঢ়ার শেষপাদ ও শ্রবণার প্রথম চারিদণ্ড) নক্ষত্র এবং মূলানক্ষত্র, এই নক্ষত্রগুলিকে কুলাকুল বলে। সম নক্ষত্রগুলিকে কুলনক্ষত্র বলে, অবশিষ্ট নক্ষত্রকে অকুল নক্ষত্র বলে। অকুল তিথি, বার ও নক্ষত্রে কার্য্য করিলে পরাজয় হয়। কুলবার, কুলতিথি ও কুলনক্ষত্রে কার্য্য করিলে সর্ব্বদা জয়লাভ হয় এবং কুলাকুল বার, তিথি ও নক্ষত্রে কার্য্য করিলে সমভাব হয়, অর্থাৎ কার্য্যের সুফল কুফল কিছুই হয় না। এই রূপে কুলবারাদি জানিয়া সাধক কার্য্য করিবেন। ৫১—৫৩। অতঃপর শিবাবলি বলা হইতেছে।—

---

(১) মঙ্গলবারে (খ টি)। (২) কৃষ্ণাষ্টম্যাম্ (খ টি)। (৩) ধিষ্ণ্যানি নক্ষত্রাণি (ক) পাঠঃ সমযুগ্মানি (খ) পাঠঃ তেন যুগ্মাস্তিথয়ঃ কুলাঃ অকুলা অযুগ্মাঃ (খ টি)।

অথ শিবাবলিঃ। তদুক্তং কুলচূড়ামণৌ।—বিল্বমূলে প্রান্তরে বা শ্মশানে বাপি সাধকঃ। মাংসপ্রধাননৈবেদ্যং সন্ধ্যাকালে নিবেদয়েৎ ॥ ৫৪ ॥ কালিকালীতি বক্তব্যে তত্রোমা শিবরূপিণী। পশুরূপধরায়াতি পরিবারগণৈঃ সহ। ভুক্ত্বা রৌতি যদৈশান্যাং মুখমুত্তোল্য সুস্বরম্। তদৈব মঙ্গলং তস্য নান্যথা কুলভূষণ (১) ॥ ৫৫ ॥ অবশ্যমন্নদানেন নিয়তং তোষয়েচ্ছিবাম্। নিত্যশ্রাদ্ধং তথা সন্ধ্যা বন্দনং পিতৃতর্পণম্। তত্রৈব কুলসেব্যানাং নিত্যতা কুলপূজনে। পশুরূপাং শিবাং দেবীং যো নার্চ্চয়তি নির্জ্জনে। শিবারাবেণ তস্যাশু সর্ব্বং নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫৬ ॥ জপপূজাবিধানানি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতানি চ। গৃহীত্বা শাপমাদায় শিবা রোদিতি নির্জ্জনে ॥ ৫৭ ॥ একয়া ভুজ্যতে যত্র শিবয়া দেব ভৈরব। তত্রৈব সর্ব্বশক্তীনাং প্রীতিঃ পরমদুর্ল্লভা ॥ ৫৮ ॥ পশুশক্তিঃ পক্ষিশক্তির্নরশক্তির্যথাক্রমাৎ। পূজনাদ্ বিগুণং (২) কর্ম্ম সগুণং সাধয়েদ্ যতঃ। তেন সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যং পূজনং মহৎ ॥ ৫৯ ॥ রাজাদিভয়মাপন্নে দেশান্তরভয়াদিকে। শুভাশুভানি কর্ম্মাণি বিচিন্ত্য বলিমাহরেৎ ॥ ৬০ ॥ মন্ত্রস্তু।—"গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি। শুভাশুভফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ণ বলিন্তব।" এবমুচ্চার্য্য দাতব্যো

কুলচূড়ামণিগ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন।—সাধক সন্ধ্যাকালে বিল্বমূলে প্রান্তরে অথবা শ্মশানে যাইয়া "কালি! কালি!" এই বলিয়া ডাকিয়া মাংসপ্রধান নৈবেদ্য নিবেদন করিবেন। নিবেদনের পর শিবরূপিণী উমা পরিবারগণের সহিত পশুরূপ ধারণ করিয়া তথায় আসিবেন। হে কুলভূষণ! সেই নৈবেদ্য ভোজন করিয়া ঈশানকোণে মুখ তুলিয়া যদি সুস্বরে রব করেন, তবেই মঙ্গল জানিবে. অন্যথা অমঙ্গল হইবে। ৫৪। ৫৫। অন্নদান দ্বারা শিবাকে সন্তুষ্ট করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ধ্যা বন্দন, পিতৃতর্পণ ও নিত্য শ্রাদ্ধ যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, কুলপূজায় কুলসেব্যদিগের পূজাও তদ্রূপ অবশ্য কর্ত্তব্য। পশুরূপধারিণী শিবাদেবীকে যে নির্জ্জনে পূজা না করে, শিবারবে তাহার সমস্তই শীঘ্র নষ্ট হয় সন্দেহ নাই।৫৬। শিবা তাহার জপ পূজা-কার্য্য ও যে কিছু সুকৃত সমস্তই গ্রহণ করিয়া শাপ প্রদানপূর্ব্বক নির্জ্জনে রোদন করিয়া থাকেন। ৫৭। হে ভৈরবদেব! যে স্থানে একটি শিবা বলি ভোজন করে, সেই স্থলে সকল শক্তিরই যে প্রীতি অন্য উপায়ে নিতান্ত দুর্ঘট সেই পরমা প্রীতি হইয়া থাকে। ৫৮। পূজাদ্বারা পশুশক্তি, পক্ষিশক্তি ও নরশক্তি বিগুণ কর্ম্মকেও সগুণ করিতে পারে এই কারণে সর্ব্বপ্রকারে সকল শক্তির পূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ৫৯। রাজাদির ভয়, দেশান্তর ভয় বা অন্য কোন প্রকার ভয় উপস্থিত হইলে শুভাশুভ কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া শিবাবলি প্রদান করিবে। ৬০। শিবাবলির মন্ত্র উপরে উদ্ধৃত আছে, তাহার অর্থ এই—"কালাগ্নিরূপিণি মহাভাগে দেবি

---

(১) কুলভূষণে ইতি (খ) পাঠঃ। কুলদূষণমিতি (আ০ বি০) পাঠঃ।

(২) দ্বিগুণমিতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ।

বলিঃ কুলজনপ্রিয় (১)। যদি ন ভুজ্যতে বৎস তদা নৈব শুভং ভবেৎ ॥ ৬১ ॥ শুভং যদি ভবেত্তত্র ভুজ্যতে তদশেষতঃ। এবং জ্ঞাত্বা মহাদেব শান্তিস্বস্ত্যয়নং চরেৎ ॥ ৬২ ॥ ইতি শিবাবলিঃ ॥

কুলবর্ত্ম সর্ব্বত্র গোপনীয়ম্। তথা চ নীলতন্ত্রে।—নির্জ্জনে চৈব কর্ত্তব্যং ন চৈবং জনসন্নিধৌ। কিংবা পক্ষিপতঙ্গাদিদর্শনে নৈব কারয়েৎ ॥ ৬৩॥ পাতালমণ্ডপে বাপি গহ্বরে সুনিয়ন্ত্রিতে। নিশ্ছদ্রমণ্ডপে (২) বাপি কর্ত্তব্যং ন চ সন্নিধৌ (৩)॥ ৬৪ ॥ কুলপুষ্পং কুলদ্রব্যং কুলপূজাং কুলং জপম্। কুলং কুলপতিঞ্চৈব কুলমালাং (৪) কুলাকুলম্। কুলচক্রং কুলধ্যানং সর্ব্বথা ন প্রকাশয়েৎ ॥ ৬৫ ॥ প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ প্রকাশান্নিধনাদিকম্। প্রকাশান্মন্ত্রনাশঃ স্যাৎ প্রকাশাৎ কুলহিংসনম্। প্রকাশান্মৃত্যুলাভঃ (৫) স্যান্ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥ ৬৬ ॥ পূজাকালে চ দেবেশি যদি কোঽপ্যত্র গচ্ছতি। দর্শয়েদ্বৈষ্ণবীং মুদ্রাং বিষ্ণুন্যাসং তথা স্তবম্। প্রকাশাদ্ যদি গুপ্তিঃ স্যাত্তৎপ্রকাশান্ন দূষণম্। গোপনাদ্ যদি ব্যক্তিঃ স্যান্ন গুপ্তিঃ সা বিধীয়তে ॥ ৬৭ ॥

শিবে! তুমি বলিগ্রহণ কর এবং আমার শুভাশুভফল স্পষ্ট করিয়া বল।” হে কুলজনপ্রিয়! এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিবাবলি প্রদান করিবে। বৎস! শিবা যদি সেই বলি ভোজন না করে, তাহা হইলে শুভ হইবে না; বলিদ্রব্য যদি নিঃশেষরূপে ভোজন করে, তাহা হইলে অভীষ্ট বিষয়ে শুভ হইবে। হে মহাদেব! এইরূপে শিবাবলিদ্বারা শুভাশুভ ফল জানিয়া অশুভ বুঝিলে শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিবে। শিবাবলি সমাপ্ত। ৬০—৬২।

কুলমার্গ গুপ্ত রাখা সকল স্থলেই কর্ত্তব্য। নীলতন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন, নির্জ্জন স্থানেই কুলকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, লোকসমক্ষে করা উচিত নহে। এমন কি, কুলকার্য্যের অনুষ্ঠান পক্ষিপতঙ্গ প্রভৃতিকেও দেখাইবে না। ৬৩। ভূমধ্যবর্ত্তী গৃহে, নিরুদ্ধদ্বার ভূগর্ত্তে অথবা ছিদ্রহীন গৃহে এই কুলকার্য্য করিবে, জনসমক্ষে করিবে না। কুলপুষ্প, কুলদ্রব্য, কুলপূজা, কুলজপ, কুল, কুলপতি, কুলমালা, কুলাকুল, কুলচক্র ও কুলধ্যান সকলপ্রকারে গুপ্ত রাখিবে। প্রকাশ করিলে সিদ্ধিহানি হইবে। এমন কি প্রকাশ হইলে মৃত্যুপর্য্যন্ত হইতে পারে। কুলাচার প্রকাশে মন্ত্রনাশ, কুলাচারপ্রকাশে কুলহিংসা, কুলাচারপ্রকাশে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, অতএব কদাচ কুলাচার প্রকাশ করিবে না। ৬৪—৬৬। হে দেবেশি! পূজাকালে যদি কেহ আসিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হয় তাহা হইলে বৈষ্ণবী মুদ্রা দেখাইবে, বিষ্ণু ন্যাস ও বিষ্ণু স্তব পাঠ করিবে। যদি

---

(১) কুলজনপ্রিয়ে ইতি (গ) পাঠঃ। কুলজনপ্রিয়ঃ ইতি (ক) পাঠঃ (আ০ বি০) পাঠঃ।

(২) এষু স্থানেষু কুর্য্যাৎ (খ টি)। (৩) ন কার্য্যং জনসন্নিধৌ ইতি (খ) পাঠঃ।

(৪) রক্তমালাম্ (খ টি)। (৫) মন্ত্রহানিঃ (খ) পাঠঃ।

কদাচিদ্দেহহানিস্তু (১) ন চাব্যক্তিঃ কদাচন। বরং পূজা ন কর্ত্তব্যা ন চ ব্যক্তিঃ কদাচন ॥ ৬৮ ॥ (২)

অথ প্রাতঃকৃত্যম্। সাধকঃ প্রাতরুত্থায় কুলবৃক্ষং প্রণম্য চ। (কুলবৃক্ষো যথা—পাদাঘাতাদশোকো বদনমদিরয়া কেশরঃ কর্ণিকারঃ, চূতো নিম্বো হসাভ্যাং (৩) তিলকতরুনমেরু পিয়ালশ্চ গীত্যা। সংলাপাৎ কর্ণিকারঃ কুরুবকতরুরালিঙ্গনাৎ সিন্ধুবারঃ কাদম্বঃ কামিনীনামুদয়তি নিয়তং স্পর্শনাচ্চম্পশাখী ॥ ৬৯ ॥) তথা চ শ্রুতিঃ।—দশকুলবৃক্ষাণামনুপপ্লবঃ। দশকুলবৃক্ষো যথা.—শ্লেষ্মাতক (৪) করঞ্জৌ চ বিল্বাশ্বত্থকদম্বকাঃ (৫)। নিম্বো (৬) বটোডুম্বরৌ চ ধাত্রী চিঞ্চা দশ স্মৃতাঃ। মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং কুলং ধ্যাত্বা গুরুং স্মরেৎ ॥ ৭০ ॥ প্রহ্লাদান (১) স্তনাথাখ্যং সনকা (২) নন্দমেব চ। কুমারানন্দ (৩) নাথাখ্যং বশিষ্ঠানন্দ (৪) নাথকম্। ক্রোধা-(৫)

প্রকাশ করিলে আচার গোপন হয় সেখানে সে প্রকাশ দোষাবহ নহে, গোপন করিতে যাইয়া যদি আচার প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে সেরূপ গোপন উচিত নহে। ৬৭। যদি দেহত্যাগ করিতে হয় তাহাও ভাল আচার প্রকাশ কদাচ উচিত নহে। প্রকাশ হইবার ভয়ে পূজা না করা বরং ভাল প্রকাশ করা কদাচ উচিত নহে। ৬৮।

অতঃপর প্রাতঃকৃত্য বলা যাইতেছে।—সাধক প্রাতঃকালে উঠিয়া কুলবৃক্ষকে প্রণাম করিবেন। কুলবৃক্ষ যথা—কামিনীদিগের পদাঘাতে অশোকবৃক্ষ, মুখমদিরা-সেকে বকুলবৃক্ষ ও কর্ণিকারবৃক্ষ, হাস্য দ্বারা আম্র ও নিম্ববৃক্ষ, সঙ্গীতদ্বারা তিলক, নমেরু ও পিয়ালবৃক্ষ, বাক্যদ্বারা কর্ণিকারবৃক্ষ, আলিঙ্গনদ্বারা কুরুবকবৃক্ষ ও সিন্দুবারবৃক্ষ এবং স্পর্শ দ্বারা কদম্ব ও চম্পকবৃক্ষ মুকুলিত হইয়া থাকে। কুলবৃক্ষ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন দশবিধ কুলবৃক্ষের উন্মূলন করিবে না। দশবিধ কুলবৃক্ষ যথা,—শ্লেষ্মাতক (শোণালু) করঞ্জ, বিল্ব, অশ্বত্থ, কদম্ব, নিম্ব, বট, উডুম্বর, ধাত্রী (আমলকী) ও চিঞ্চা (তেঁতুল)। প্রথমতঃ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান করিয়া গুরুধ্যান করিবে। গুরুসম্প্রদায় যথা,—প্রহ্লাদানন্দনাথ (১) সনকানন্দনাথ (২) কুমারানন্দনাথ (৩) বশিষ্ঠা-

---

(১) অঙ্গহানিস্তু (গ) পাঠঃ। (২) "ঘৃণা (১) লজ্জা (২) ভয়ং (৩) নিন্দা (৪) জুগুপ্সা (৫) চেতি পঞ্চমঃ। কুলং (৬) জাতিশ্চ (৭) শীলং (৮) অষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ। তথাচ প্রায়শ্চিত্তং (১) ভৃগোঃ পাতং (২) সন্ন্যাসং (৩) ছত্রধারণং (৪) তীর্থযাত্রাভিগমনং (৫) কৌলঃ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥" ইত্যধিকঃ (ক) পুস্তকে উদ্ধৃতঃ পাঠঃ। ইতি কুলাচারঃ ইতি (ক) (খ) পাঠেঽত্রাধিকঃ। (৩) স্মিতাভ্যাং (খ) পাঠঃ।

(৪) শোনালু ইতি খ্যাতঃ (ক টি)। (৫) নিম্বাশ্বত্থকদম্বকাঃ (ক) পাঠঃ। ন স্বপেত কুলবৃক্ষাধোন চোপদ্রবমাচরেৎ। দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নমস্কুর্য্যাৎ ছেদয়েন্ন কদাচন। ইতি (ক) পুস্তকে-উদ্ধৃতপাঠঃ।

(৬) প্লক্ষঃ ইতি (ক) পাঠঃ।

নন্দং সুখা (৬) নন্দং জ্ঞানা (৭) নন্দমতঃ পরম্। বোধা (৮) নন্দমথাভ্যর্চ্চ্য ধ্যায়েৎ কুলমুখোপরি। মহাসবরসোল্লাসহৃদয়াঘূর্ণ (১) লোচনাঃ। কুলালিঙ্গনসংভিন্নচূর্ণিতাশেষতামসাঃ। কুলশিষ্যোপরিকৃপা (২) পূর্ণান্তঃকরণোদ্ধতাঃ। বরাভয়োদ্যতকরাঃ কুলতন্ত্রার্থবাদিনঃ। এবং কুলগুরুং নত্বা বিমৃষ্য কুলনায়িকাম্ (৩)। কুলস্থানং (৪) সমাশ্রিত্য (৫) স্নানার্থং তীর্থমাশ্রয়েৎ ॥ ৭১ ॥ আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈরাচম্যান্তং সমাচরেৎ ॥ ৭২ ॥ কুলার্ণবে।—কুলসূর্য্যায় (৬) দেবায় ত্রিরর্ঘ্যন্তু প্রদাপয়েৎ। দেবানৃষীন্ পিতৃংশ্চৈব তর্পয়েৎ কুলবারিণা ॥ ৭৩ ॥ কুলচূড়ামণৌ।—আচান্তঃ কুলদর্ভেণ (৭) সদর্ভঃ কুলপুণ্ড্রকঃ (৮)। কুলপাত্রং (৯) সদূর্ব্বাঞ্চ সতিলং সজলং তথা। গৃহীত্বা কুলদেব্যাশ্চ প্রীতয়ে স্নানমাচরেৎ ॥ ৭৪ ॥ এবং হি কৃতসঙ্কল্পঃ কুলচক্রং জলে ন্যসেৎ। কুলস্থানাৎ (১০) সমানীয় কুলমুদ্রাঙ্কুশেন চ। কুলতীর্থানি তত্রৈব সমাবাহ্য শিবাত্মকম্। তত্তোয়ঞ্চ ত্রিধা কৃত্বা ত্রিধা চ প্রোক্ষণং তনোঃ ॥ ৭৫ ॥

নন্দনাথ (৪) ক্রোধানন্দনাথ (৫) সুখানন্দনাথ (৬) জ্ঞানানন্দনাথ (৭) বোধানন্দনাথ (৮)। ইহাঁদিগকে সহস্রার পদ্মে ধ্যান করিবে। মহাসবের রসপানে ইহাদের সকলেরই হৃদয় উল্লাসিত ও নেত্র ঘূর্ণিত। কুলালিঙ্গন করিয়া ইহাঁদের নিখিল তমোভাব চূর্ণিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। ইহাঁদের অন্তঃকরণ কুলশিষ্যের উপরে কৃপাপূর্ণ—সর্ব্বদা কৃপাবিতরণে উদ্যত,—হস্তযুগল বর ও অভয় দিবার জন্য উদ্যত,—কুলতন্ত্রবিষয়ে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। এইরূপে কুলগুরুকে প্রণাম করিয়া কুলস্থান অর্থাৎ ষট্চক্র অবলম্বনপূর্ব্বক কুলকুণ্ডলিনীকে যথাস্থানে স্থাপন করিবে, তাহার পরে স্নানের নিমিত্ত কোন তীর্থে গমন করিবে। "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা". "বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা" "শিবতত্ত্বায় স্বাহা" এই বলিয়া তিনবার আচমন করিয়া স্নানকার্য্য সমাধা করিবে। ৬৯—৭২। কুলার্ণবে বলিয়াছেন,—কুলসূর্য্যকে "হ্রীং হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায়" ইত্যাদি প্রকারে তিনবার অর্ঘ্য দিয়া কুলবারিদ্বারা দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। ৭৩। কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন,—কুলদর্ভ (স্বর্ণরজতাদি) হস্তে লইয়া আচমনপূর্ব্বক কুলপুণ্ড্রক (ত্রিপুণ্ড্রক) করিবে। তাহার পরে কুলপাত্রে (তাম্রপাত্রে) দর্ভ, তিল দূর্ব্বা ও জল লইয়া কুলদেবীর প্রীতির নিমিত্ত স্নান করিবে। ৭৪। স্নানের ক্রম যথা,—সঙ্কল্প করিয়া কুলস্থান (সূর্য্য) হইতে কুলচক্র আনয়ন করিয়া জলে ন্যাস করিবে। কুলমুদ্রা (অঙ্কুশমুদ্রা) দ্বারা জলে কুলতীর্থ আবাহন করিয়া শিবরূপী সেই জলকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তদ্দ্বারা তিনবার

---

(১) নন্দ (ক) (খ) মহাসবঃ অমৃতং মদ্যঞ্চ (খ টি)। (২) কুলশিষ্যে পরিবৃতা ইতি আদর্শপাঠঃ। (৩) কুণ্ডলিনীং স্বস্থানে স্থাপয়েৎ (খ টি)। (৪) ষট্চক্রং (খ টি)। (৫) সমালিঙ্গ্য ইতি (খ) পাঠঃ। (৬) তারাদৌ যথা হ্রীং হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায়েত্যাদি (ক টি)। (৭) স্বর্ণরজতাদিনা। (৮) ত্রিপুণ্ড্রকঃ। (৯) তাম্রপাত্রম্ (খ টি)। (১০) সূর্য্যাৎ (খ টি)।

স্বতন্ত্রেঽপি।—মূলং পঠন্ মূর্দ্ধ্নি তোয়ং মুদ্রয়া কুম্ভসংজ্ঞয়া। ক্ষিপ্ত্বা বারত্রয়ং দেবি আচামেৎ সাধকাগ্রণীঃ॥ ৭৬॥ ইতি কুলাচারঃ॥

অথ দূতীযাগো নিরূপ্যতে।—তত্রাদৌ বিজয়াস্বীকারঃ। তথাচ বিজয়াকল্পে।—সম্বিদাসবয়ো (১) র্মধ্যে সম্বিদেব গরীয়সী। সম্বিৎপ্রয়োগস্তেনেহ পূজাদৌ সাধকোত্তমৈঃ। কর্ত্তব্যশ্চ মহাপূজা করণীয়া সুনিশ্চিতৈঃ। অয়ং প্রয়োগঃ পূজাদৌ কুলীনৈঃ সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যঃ॥ ৭৭॥ অন্যত্রাপি।—আনন্দেন বিনা ভ্রংশো ন চ তৃপ্যন্তি দেবতাঃ॥ ৭৮॥ সা (২) চ (চতুর্ব্বিধা) ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা শুক্লরক্তপীতকৃষ্ণপুষ্পভেদৈঃ। তাসাং শুদ্ধিস্তু বিজয়াকল্পে—“সম্বিদে ব্রহ্মসম্ভূতে ব্রহ্মপুত্রি সদানঘে। ভৈরবাণাঞ্চ তৃপ্ত্যর্থং পবিত্রা ভব সর্ব্বদা”। “ওঁ ব্রাহ্মণ্যৈ নমঃ স্বাহে”তি শোধয়েৎ। ততঃ “সিদ্ধমূলিকরে দেবি মূলবোধপ্রবোধিনি। রাজপুত্রি বশঙ্করি শত্রুকণ্ঠত্রিশূলিনি॥” ঐং ক্ষত্রিয়ায়ৈ নমঃ স্বাহা শোধয়েদপরাং ততঃ। “অজ্ঞানেন্ধনদীপ্তাগ্নি-জ্ঞানাগ্নিজ্বালরূপিণি।

শরীর প্রোক্ষণ করিবে। ৭৫। স্বতন্ত্রতন্ত্রেও বলিয়াছেন,—হে দেবি! সাধকপ্রবর মূলমন্ত্র পাঠ করত কুম্ভমুদ্রাদ্বারা মস্তকে তিনবার জল দিয়া আচমন করিবে। ৭৬। কুলাচার সমাপ্ত।

অনন্তর দূতীযাগ নিরূপণ করা যাইতেছে,—তন্মধ্যে প্রথমে বিজয়া-স্বীকার কথিত হইতেছে—বিজয়াকল্পে তাহা বলিয়াছেন,—বিজয়া ও আসবের মধ্যে বিজয়াই উত্তম। সুতরাং উত্তম সাধক পূজার অগ্রে বিজয়ার প্রয়োগ করিবেন। (গুরুমুখে অবগত হইয়া এই সকল কার্য্য করা উচিত, এ কারণে এই সকল স্থলের অনুবাদ অস্পষ্ট থাকিবে) বিজয়াপ্রয়োগের পর সুস্থিরচিত্তে মহাপূজা কর্ত্তব্য। কুলাচারী সকল পূজাতেই অগ্রে এই প্রয়োগ করিবেন। ৭৭। আনন্দ না থাকিলে কর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়, দেবগণও তৃপ্ত হন না। বিজয়া আনন্দ দান করে। ৭৮। এই বিজয়া চারি প্রকার,—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা,—যাহার শুক্ল পুষ্প, তাহার নাম ব্রাহ্মণী, যাহার রক্তবর্ণ পুষ্প, তাহা ক্ষত্রিয়া, যাহার পীতবর্ণ পুষ্প, তাহাকে বৈশ্যা এবং যাহার কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প, তাহাকে শূদ্রা বলে। বিজয়াকল্পে ইহাদের শোধন ব্যবস্থা আছে, যথা,—“হে ব্রহ্মপুত্রি! বিজয়ে! তুমি ব্রহ্মসম্ভূতা ও নির্ম্মলা,—ভৈরবগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত তুমি পবিত্রা হও” এই মন্ত্র (উপরে মন্ত্র আছে) পাঠ করিয়া “ওঁ ব্রাহ্মণ্যৈ নমঃ স্বাহা” এই বলিয়া ব্রাহ্মণী বিজয়ার শোধন করিবে। তাহার পরে হে দেবি! রাজপুত্রি! তুমি মূলবোধকে প্রবুদ্ধ করিয়া সিদ্ধমূলিকরা হইয়াছ,—তুমি শত্রুকণ্ঠে ত্রিশূলিনী হইয়া সকলকে বশ করিয়া থাক।” এই মন্ত্র (উপরে দ্রষ্টব্য) পাঠ করিয়া “ঐং ক্ষত্রিয়ায়ৈ নমঃ স্বাহা” এই বলিয়া ক্ষত্রিয়া-বিজয়ার শোধন করিবে। তাহার পরে “অজ্ঞানরূপ ইন্ধন দ্বারা

---

(১) সম্বিৎ বিজয়া (খ টি)। (২) সা সম্বিৎ (খ টি) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

আনন্দাজ্যাহুতিং মত্বা সম্যগ্ জ্ঞানং প্রযচ্ছ মে।" হ্রীং বৈশ্যায়ৈ নমঃ স্বাহা বৈশ্যাঞ্চ শোধয়েৎ ততঃ। "নমস্যামি মহামায়ে যোগমার্গপ্রদর্শিনি। ত্রৈলোক্যবিজয়ে মাতঃ সমাধিফলদা ভব।" শ্রীং শূদ্রায়ৈ নমঃ স্বাহেতি শূদ্রাঞ্চ পরিশোধয়েৎ। (ততঃ সর্ব্বাসাং শোধনম্।) (১) ওঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি পদং ততঃ। অমৃতমাকর্ষয়দ্বন্দ্বং সিদ্ধিং দেহি ততঃ পরম্। অমুকং মে ততো ব্রূয়াদ্বশমানয় তৎপরম্। (২) দ্বিঠান্তোঽয়ং মন্ত্রঃ প্রোক্তঃ (৩) সর্ব্বাসামিহ শোধনে। (জ্ঞানে) (৪) প্রত্যেকেন তত্তন্মন্ত্রেণ প্রত্যেকং শোধয়েৎ (অজ্ঞানে ত্বনেন) (৫) শোধয়েৎ ॥ ৭৯ ॥ উত্তরতন্ত্রে। মূলমন্ত্রং সপ্তবারং তস্যোপরি নিযোজয়েৎ। আবাহনাদিমুদ্রাঞ্চ ধেনুং যোনিং ততঃ পরম্। দিগ্বন্ধনং ছোটিকাভিস্তালত্রয়পুরঃসরম্। দিব্যদৃষ্ট্যা পার্ষ্ণিঘাতৈঃ সর্ব্বান্ বিঘ্নান্ নিরস্য চ। সপ্তধা তর্পয়েদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রে মূলং জপন্মনুম্। গুরুং পদ্মে সহস্রারে তথা সঙ্কেতমুদ্রয়া। ত্রিবারং (৬) তর্পয়েদ্ভক্ত্যা সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে। মূলমিষ্টদেবতামন্ত্র-

যাহারা অগ্নি জ্বলিত করিয়াছে ; তাহাদের নিকটে তুমি জ্ঞানাগ্নি-শিখারূপে প্রজ্বলিত হইয়া তাহাতে আনন্দরূপ আজ্যাহুতি প্রদান করিয়া থাক,—তুমি সেই জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া আমাকে সম্যক্ জ্ঞান প্রদান কর" এই মন্ত্র (মন্ত্র উপরে দ্রষ্টব্য) পাঠ করিয়া "হ্রীং বৈশ্যায়ৈ নমঃ স্বাহা" বলিয়া বৈশ্যানাম্নী বিজয়ার শোধন করিবে। তাহার পরে "হে মাতঃ ! তুমি যোগমার্গপ্রদর্শিনী মহামায়া, তোমাকে প্রণাম করি। হে ত্রৈলোক্যবিজয়ে ! তুমি আমাকে সমাধিফল প্রদান কর" এই বলিয়া (মন্ত্র উপরে) "শ্রীং শূদ্রায়ৈ নমঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে শূদ্রার শোধন করিবে। সকল বিজয়ার শোধনে অন্তর্বধ মন্ত্র। যে স্থলে কোন্ জাতীয়া বিজয়া জানা যাইবে না, সে স্থলে এই মন্ত্রে শোধন করিবে (২নং টিপ্পনীতে মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। মন্ত্রার্থ যথা,—"হে অমৃতে ! হে অমৃতসম্ভূতে ! তুমি অমৃত আকর্ষণ কর, অমৃত আকর্ষণ কর, অমৃতবর্ষণ কর, সিদ্ধি দাও, আমার অমুককে বশ কর" জাতি জানা না থাকিলে এই মন্ত্রে শোধন করিবে।৭৯। উত্তরতন্ত্রে বলিয়াছেন, ঐ বিজয়ার উপরে সাতবার মূলমন্ত্র জপ করিবে ; পরে আবাহনাদিমুদ্রা, ধেনুমুদ্রা, যোনিমুদ্রা দেখাইয়া তিনবার হস্ততলে তাল দিয়া ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা দশদিগ্বন্ধন করিয়া বামপদের পার্ষ্ণি (গোড়ালি) আঘাত করত দিব্যদৃষ্টিদ্বারা সকল বিঘ্ন দূর করিবে। অতঃপর সাতবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে মূলদেবতার তর্পণ করিবে, পরে তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা সহস্রারপদ্মে ভক্তিপূর্ব্বক তিনবার গুরুর তর্পণ করিবে। তর্পণস্থলে মূলমন্ত্র

---

(১) (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) ওঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতমাকর্ষয় অমৃতমাকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। সর্ব্বাঃ শোধয়েদনেন (ক টি)।

(৩) সর্ব্বাসাং বিজয়ানাম্ (খ টি)। (৪) (৫) বন্ধনীপাঠৌ (ক) (খ) পুস্তকয়োর্নস্তঃ। দ্বিতীয়বন্ধনীতঃ পরং "অনেন সমুদায়"মিতি তয়োঃ পাঠঃ। (৬) বিজয়াং দদ্যাৎ (খ টি)।

মুচ্চার্য্য অমুকদেবতাং তর্পয়ামি। এবং গুরুঞ্চ তর্পয়েৎ। ততঃ সঙ্কেতমুদ্রয়া তত্ত্বমুদ্রয়া তৎ স্বীকুর্য্যাৎ (১)। যথা—“ঐং বদ বদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি স্বাহা।” তথা চ।—ঐং বদ বদ পদং ক্রমাদ্বাগ্বাদিনিপদস্ততঃ। মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীতি ভব সর্ব্বপদং ততঃ। সত্ত্ববশঙ্করি স্বাহা মন্ত্রেণ জুহুয়ান্মুখে ॥ ৮০ ॥ তন্ত্রচূড়ামণৌ।—বিনা হেতুকমাসাদ্য ক্ষোভযুক্তো মহেশ্বরঃ। ন পূজাং হবনং কুর্য্যান্ন ধ্যানং নাপি চিন্তনম্। তস্মাদ্ভুক্ত্বা চ পীত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্। পীত্বেতি বিজয়ামেব প্রকরণাৎ (২) ॥ ৮১ ॥

অথ যজন (৩) প্রকারঃ।—তত্র রাত্রৌ প্রহরে গতে তাম্বূলপূরিতমুখঃ সন্ কুলনায়িকাং পূজয়েৎ ॥ ৮২ ॥ উত্তরতন্ত্রে।—যামমাত্রে গতে রাত্রৌ কুলগেহং গতঃ পুমান্। তাম্বূলপূরিতমুখো ধূপামোদসুগন্ধিতঃ। রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গো রক্তমাল্যানুলেপনঃ। রক্তবস্ত্রপরীধানো লাক্ষারসগৃহঙ্গতঃ। রক্তমাল্যেন সংবীতো রক্তপুষ্পবিভূষিতঃ। পঞ্চীকরণসঙ্কেতৈঃ (৪) পূজয়েৎ কুলনায়িকাম্ ॥ ৮৩ ॥ কুলনায়িকা যথা, তত্রৈব—নটী কাপালিকা বেশ্যা পুক্কসী নাপিতাঙ্গনা। রজকী রঞ্জকী চৈব সৈরিন্ধ্রী চ সুবাসিনী (৫)।

অর্থাৎ ইষ্টদেবতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া “অমুকদেবতাং তর্পয়ামি” এই বলিয়া তর্পণ করিবে। গুরুতর্পণও ঐ প্রকারে করিবে। অনন্তর ঐং বদ বদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বশত্রুবশঙ্করি স্বাহা” এই বলিয়া সঙ্কেতমুদ্রা অর্থাৎ তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা বিজয়া মুখে দিবে। ৮০। কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন, বিজয়াপ্রয়োগ না করিয়া পূজা করিলে মহেশ্বর ক্ষুভিত হন; প্রমাণেও তাহাই বলিয়াছেন, সুতরাং বিজয়া গ্রহণ না করিয়া পূজা, হোম, ধ্যান, চিন্তাও করিবে না। অতএব ভোজন ও পান করিয়া পরমেশ্বরীর পূজা করিবে। এ স্থলে ‘পান করিয়া’ বলিতে বিজয়ার পান বুঝিতে হইবে, কারণ বিজয়াপ্রকরণে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। ৮১।

অনন্তর দূতীযাগের অনুষ্ঠানবিধি বলা যাইতেছে।—রাত্রি একপ্রহর অতীত হইলে মুখ তাম্বূলপূর্ণ করিয়া কুলনায়িকার পূজা করিবে। উত্তরতন্ত্রে ইহার প্রমাণস্বরূপ বলিয়াছেন, রাত্রি একপ্রহর অতীত হইলে সাধক গাত্রে ধূপগন্ধ মাখিয়া সর্ব্বাঙ্গে রক্তচন্দনচর্চ্চিত হইয়া রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া তাম্বূলপূর্ণবদনে লাক্ষা রসরঞ্জিত রক্তবর্ণ কুলগৃহে গমন করিবে, তথায় রক্তমাল্যে বেষ্টিত ও রক্তপুষ্পে বিভূষিত হইয়া পঞ্চমকার সঙ্কেতে কুলনায়িকার পূজা করিবে। ৮২।৮৩। কুলনায়িকা যথা—নটী (১) কাপা-

---

(১) ভক্ষয়েৎ। (২) বিজয়াধ্যানং—ওঁ ত্রিনেত্রাং হাস্যসংযুক্তাং রত্নাভরণভূষিতাম্। রক্তাম্বরপরীধানাং রক্তপদ্মোপরিস্থিতাম্। সুগন্ধিরক্তকুসুমাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্। (ক) পুস্তকে উক্তঞ্চ পাঠঃ এবঃ। (৩) দূতীযজনপ্রকার ইতি (ক) পাঠঃ। (৪) মদ্যমাংসমৎস্যাদি (খ টি)।

(৫) ঘটিকা—এতদ্ঘটনকারিকা (খ টি)।

ঘটিকাঘটিকা চৈব তথা গোপালকন্যকা। বিশেষবৈদগ্ধ্যযুতাঃ সর্ব্বা এব কুলাঙ্গনাঃ। গুরুভক্তা দেবভক্তা ঘৃণালজ্জাবিবর্জ্জিতাঃ। সঙ্গোপনরতাঃ প্রায়স্তরুণ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ। অক্ষতাচারসম্পন্নাং শীলসৌভাগ্যশালিনীম্। সদনুষ্ঠাননিরতাং সাত্ত্বিকীং ভক্তিসংযুতাম্। কালুষ্যরহিতাং কুর্য্যাৎ সময়াং ভক্তবৎসলাম্। চাতুর্য্যৌদার্য্যদাক্ষিণ্যকরুণাদিগুণান্বিতাম্। রূপযৌবনসম্পন্নাং শীলসৌভাগ্যশালিনীম্। সদা পরিগৃহীতাং বা যদ্বা সঙ্কেতমাগতাম্। অথবা তৎক্ষণায়াতাং মদনানলতাপিতাম্। বিলিপ্তাং রক্তগন্ধেন রক্তাম্বরবিভূষিতাম্। সুগন্ধিরক্তকুসুমাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্। সুধূপধূপিতাং তন্বীং দূতীকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥ ৮৪॥ কুমারীতন্ত্রে—নটী কাপালিকা বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা। ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা। মালাকারস্য কন্যা চ নব কন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ব্রাহ্মণীতি তু ব্রাহ্মণবিষয়ম্ ৮৫॥ এবম্ভূতাং যজেত্তাস্তু প্রসূনতুলিকোপরি। ব্যঙ্গাঙ্গীং বিকৃতাঙ্গীং বা সবিকল্পকমানসীম্। বর্ষীয়সীং পাপরতাং হুংকারীমর্থলোলুপাম্। অভক্তমানসাং দীনাং বর্জ্জয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ ৮৬॥ অর্থাদ্বা কামতো বাপি সৌখ্যাদপি চ (১) যো

লিকা (২) বেশ্যা (৩) পুক্কশী (৪) নাপিতস্ত্রী (৫) রজকী (৬) রঞ্জকী (৭) সৈরিন্ধ্রী (৮) সুবাসিনী (৯) ঘটিকা (১০) অঘটিকা (১১) ও গোপালকন্যা (১২) ইহাদিগকে কুলনায়িকা বলে। সবিশেষ চাতুর্য্যময়ী সকল কামিনীই গুরুভক্তা দেবভক্তা ঘৃণালজ্জা-বিবর্জ্জিতা, গোপনরতা ও যুবতী হইলে ইহাদের দ্বারা এই কার্য্যে সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। অক্ষতাচারসম্পন্না, সুশীলা, সৌভাগ্যশালিনী, সদনুষ্ঠাননিরতা, সত্ত্বগুণশালিনী, ভক্তিমতী, নির্ম্মলস্বভাবা, ভক্তবৎসলা, চাতুর্য্য ঔদার্য্য দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণসম্পন্না, রূপযৌবনশালিনী, সর্ব্বদা যাহাকে গ্রহণ করা হয়, অথবা সঙ্কেতস্থলে ইঙ্গিতমাত্রে যে আগমন করে, অথবা কামানলতপ্তা হইয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়াছে, রক্তগন্ধে লিপ্তা, রক্তবস্ত্রপরিধায়িনী, সুগন্ধি রক্তকুসুম শোভিতা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা সুধূপ-ধূপিতা ও ক্ষীণাঙ্গী এইরূপ রমণীকে দূতীযাগে নিযুক্ত করিবে। ৮৪। কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন, নটী (১) কাপালিকা (২) বেশ্যা (৩) রজকী (৪) নাপিতাঙ্গনা (৫) ব্রাহ্মণী (৬) শূদ্রকন্যা (৭) গোপালকন্যা (৮) মালাকারকন্যা (৯), এই নববিধ কন্যাই এই কার্য্যে প্রশস্ত। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণী কেবল ব্রাহ্মণের শক্তি হইবে। ৮৫। এইরূপ কন্যাকে পুষ্পশয্যার উপরে রাখিয়া পূজা করিবে। বিকলাঙ্গী, বিকৃতাঙ্গী, সন্দিগ্ধচিত্তা, বৃদ্ধা, পাপনিরতা, হুঙ্কারকারিণী, অর্থলোলুপা, অভক্তচিত্তা এবং কাতরা কামিনীকে এই কার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। ৮৬। যে সাধক অর্থলোভে, কাম প্রবৃত্তি

---

(১) সৌভাগ্যাদ্বা ইতি (খ) পাঠঃ।

নরঃ। লিঙ্গযোনিরতো মন্ত্রী রৌরবান্ন নিবর্ত্ততে॥ ৮৭॥ উপদিষ্টা যদা দেবি তদা পুত্রী (১) তু কন্যকা। পূজার্হা চ (২) যদা দেবি তদা মাতা ন সংশয়ঃ॥ ৮৮॥ এবংবিধং কুলমানীয় উদ্বর্ত্তনাদিকং বিধায় তুলিকোপরি (৩) নিয়োজয়েৎ॥ ৮৯॥ তথোত্তরতন্ত্রে।—তদানীয় কুলং সম্যক্ উদ্বর্ত্তনমনন্তরম্। স্নাতং শুদ্ধদুকূলাদি-গন্ধ-লেপনশোভিতম্। অলঙ্কৃতং গতশ্রান্তিং স্বাগতং চাসনং তথা। নিবেশ্য তুলিকামধ্যে নানাপুষ্পসুগন্ধিনা। চন্দনাগুরুকর্পূরকস্তূরীকুঙ্কুমাদিভিঃ। সমাকীর্ণে (৪) নিবেশ্যাথ পূজয়েৎ কুলনায়িকাম্॥ ৯০॥ ততো ভূতশুদ্ধ্যাদিকং বিধায় তত্তৎকুলাঙ্গে ন্যাসং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা,—অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ প্রাণায়ামং ততঃ পরম্। বিধায় মাতৃকান্যাসং কুলাঙ্গেঽপি প্রবিন্যসেৎ। ততঃ পঞ্চমকারমানীয় শোধয়েৎ। পঞ্চমকারো যথা।—মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রাং মৈথুনমেব চ। মকারপঞ্চকঞ্চৈব মহাপাতকনাশনম্॥). (৫) তত্র সুরায়াঃ শোধনং যথা,—ঘটং ধৃত্বা পঠেৎ;—"একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্ম-ময়ং ধ্রুবম্। কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্॥" "সূর্য্যমণ্ডলসম্ভূতে বরুণালয়সম্ভবে। অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্॥" "বেদানাং প্রণবো

চরিতার্থ করিবার জন্য, সুখের জন্য এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবে, সে রৌরব নরক হইতে নিবৃত্ত হইবে না। ৮৭। হে দেবি, যাহাকে দীক্ষাদি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সে পুত্রী বা কন্যা, পূজার যোগ্যা রমণী মাতৃস্থানীয়া সন্দেহ নাই। সুতরাং পূজনীয়া গুরুপত্নী ও কন্যাজাতীয়া রমণীকে ত্যাগ করিয়া অন্য রমণী লইয়া কুলাচার করিবে। ৮৮। পূর্ব্বোক্ত প্রকার কুলকন্যা আনয়ন করিয়া তৈল হরিদ্রাদি লেপনপূর্ব্বক স্নান করাইয়া পুষ্পাদিরচিত সিংহাসনের উপরে উপবেশন করাইবে। ৮৯। উত্তরতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন, কুলকন্যা আনয়নপূর্ব্বক তাহাকে তৈল হরিদ্রাদি উদ্বর্ত্তন দ্রব্য মাখাইয়া স্নান করাইয়া বিশুদ্ধ বস্ত্র গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করিবে, শ্রান্তি দূর হইয়াছে বুঝিলে আসনদানপূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন করিবে এবং বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প, অগুরু চন্দন কর্পূর কস্তূরী কুঙ্কুম প্রভৃতি লিপ্ত পুষ্পশয্যায় স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। তাহার পরে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া তাহার ন্যাস করিবে যথা—অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া তাহার অঙ্গে মাতৃকান্যাস করিবে। তাহার পরে পঞ্চমকার আনয়ন করিয়া শোধন করিবে। পঞ্চমকার যথা—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং মৈথুনকে পঞ্চমকার বলে, এই পঞ্চমকারে মহাপাতক নাশ হয়। তন্মধ্যে সুরাশোধন যথা,—সুরাভাণ্ড

---

(১) অনুবাদমাত্রম্ (খ চি)। (২) গুরুপত্নীকন্যকে বিহায় অন্যামানীয় কুলাচারঃ কার্য্যঃ (খ চি)। (৩) পুষ্পাদিরচিতসিংহাসনাদিপীঠতুলিকোপরি ইত্যর্থঃ (ক চি)।

(৪) সমাকীর্ণেরিতি (খ) পাঠঃ—কুঙ্কুমাদিভিরিত্যস্য বিশেষণে তৃতীয়া (খ চি)।

(৫) (ক) (খ) (গ) পুস্তকেষু নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি। তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতু।” ওঁ বাং বীং বূং বৈং বৌং বঃ (১) ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ। ইতি তদুপরি দশধা জপেৎ। (ওঁ শাং শীং শূং শৈং শৌং শঃ শুক্রশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ। ইতি তদুপরি দশধা জপেৎ)। (২) এবং হ্রীং শ্রীং ক্রাং ক্রীং ক্রূং ক্রৈং ক্রৌং ক্রঃ কৃষ্ণশাপং বিমোচয়ামৃতং শ্রাবয় স্বাহেতি দশধা জপেৎ। ততো মূলমন্ত্রং তদুপরি অষ্টধা জপ্ত্বা দেবতাময়ং বিভাবয়েৎ ইতি দ্রব্যশুদ্ধিঃ॥ ৯১॥ এতদ্ দ্রব্যদানন্তু শূদ্রস্যৈব। তথা চ শ্রীক্রমে।—ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন। বামকামো (৩) ব্রাহ্মণোঽপি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ॥ ৯২॥ (কুলচূড়ামণৌ।—যত্রাসবমবশ্যন্তু ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ। গুড়াদ্র্রকং তদা দদ্যাত্তাম্রে বা বিসৃজেন্মধু।) (৪) দেব্যাস্তু দক্ষিণে (৫) ভাগে চক্রপার্শ্বে নিবেদয়েৎ। এতদ্ দ্রব্যন্তু শূদ্রস্য নান্যেষান্তু কদাচন। বৈশ্যস্য মাক্ষিকং শুদ্ধং ক্ষত্রিয়স্য তু সাজ্যকম্। ব্রাহ্মণশ্চ গবাং ক্ষীরং তাম্রে বা বিসৃজেন্মধু। নারিকেলোদকং কাংস্যে সর্ব্বেষাং দ্রব্যশোধনম্। ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োস্তু গৌড়ী মাধ্বী চ দাতব্যা তত্র তয়োরধিকারাৎ। তদভাবেঽনুকল্পবিধানম্। তথা চ,—গোক্ষীরং

স্পর্শ করিয়া উপরিলিখিত মন্ত্রে সুরার শোধন করিবে। অনন্তর ঐ দ্রব্যের উপরে “ওঁ বাং বীং” ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র দশবার জপ করিবে। তাহার পর “ওঁ শাং শীং” ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রও দ্রব্যের উপরে দশবার জপ করিবে। এইরূপ “হ্রীং শ্রীং ক্রাং ক্রীং ক্রূং” ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্রও দশবার জপ করিবে। তাহার পরে তাহার উপরে আটবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া ঐ সুরাকে দেবতাময় চিন্তা করিবে। এই মদ্যদান কেবল শূদ্রের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে। শ্রীক্রমে তাহাই বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ কখনই মহাদেবীকে মদ্যদান করিবে না। ব্রাহ্মণ বামাচারী হইলেও মদ্য মাংস ভক্ষণ করিবে না। ৯০। ৯১। কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন, যেস্থলে মদ্য দিবার ব্যবস্থা আছে, ব্রাহ্মণ সেস্থলে গুড়াদ্র্রক (গুড়মিশ্রিত আদা) এবং তাম্রপাত্রে মধুপ্রদান করিবে। এই সুরা দেবীর দক্ষিণভাগে চক্রের পার্শে রাখিয়া নিবেদন করিবে। এই মদ্য দান শূদ্রের পক্ষেই বিহিত, অপর কাহারও পক্ষে নহে। বৈশ্যের পক্ষে কেবল মাক্ষিক মধু, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সঘৃত মধু, ব্রাহ্মণ মদ্যের পরিবর্ত্তে গোদুগ্ধ, অথবা তাম্রপাত্রে কাংস্য পাত্রে মধু বা নারিকেল জল নিবেদন করিবে। দ্রব্য শোধন সকলের পক্ষেই বিহিত। অনুকল্পও শোধনপূর্ব্বক দিতে হইবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গৌড়ী ও মাধ্বী সুরা দিতে পারে তাহাতে তাহাদের অধিকার আছে। কোন প্রকার আসব না পাইলে সকলের পক্ষেই

---

(১) ব্লাং ব্লীং ব্লূং ব্লৈং ব্লৌং ব্লঃ ইতি (গ) পাঠঃ। (২) বন্ধনীপাঠঃ(ক) (খ) (গ) পুস্তকেষু নাস্তি। (৩) বামাচাররতোঽপি ইত্যর্থঃ (ধ টি)।

(৪) নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) (গ) পুস্তকেষু। (৫) পশ্চিমে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

ব্রাহ্মণো দদ্যাৎ গব্যমাজ্যঞ্চ বাহুজঃ। বৈশ্যশ্চ মাক্ষিকং দ্রব্যং শূদ্রঃ পৌষ্পাদিকং (১) পুনঃ। তেন শূদ্রস্য অনুকল্পঃ (২) ॥ ৯৩ ॥ কুলার্ণবে।—জলং ক্ষীরং ঘৃতং ভদ্রে মধু মৈরেয় (৩) মৈক্ষবম্। পৌষ্পং তরুভবং ধান্যসম্ভবং চক্রনির্ম্মিতম্। সহকারভবং দেবি মদ্যন্তু (৪) বহুভেদকম্। মাদকং ধর্ম্মসম্ভেদা-(৫) দ্বর্জ্জ্যমাসীৎ সুলোচনে। জ্ঞানেন সংস্কৃতং তত্তু মহাপাতকনাশনম্। তদ্দানে পাতকাভাবো দিব্যভাববিষয়ং বা। মাকন্দফলজং রম্যং দ্রব্যং সেব্যং দ্বিজাতিভিঃ। অমাদকত্বাদ্দেবেশি ঐক্ষবং সেব্যতে বুধৈঃ। এতেন ক্ষত্রিয়াদিভিরমাদকং দ্রব্যং সেব্যং মাদকস্য পাপহেতুকত্বমুক্তম্ ॥ ৯৪ ॥ ভৈরবতন্ত্রে—মদ্যং মাংসং বিনা বৎস যৎকিঞ্চিৎ কুলসাধনম্। শক্ত্যৈ দত্ত্বা ততঃ শেষং গুরবে তন্নিবেদয়েৎ। তদনুজ্ঞাং মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা শেষমাত্মনি যোজয়েৎ। (৬) তেন

অনুকল্প বিহিত আছে,—তাহার প্রমাণ,—ব্রাহ্মণ গোদুগ্ধ দিবে, ক্ষত্রিয় গব্য ঘৃত দিবে, বৈশ্য মক্ষিকাকৃত মধু দিবে, শূদ্র পুষ্পাদিজাত মধু দিবে। সুতরাং শূদ্রেরই অনুকল্পের ব্যবস্থা। ৯২—৯৩। কুলার্ণবে বলিয়াছেন, ভদ্রে! জলজাত, দুগ্ধজাত, ঘৃতজাত, মৈরেয়, ঐক্ষব, পুষ্পজাত, বৃক্ষজাত, ধান্যোৎপন্ন, চক্রনির্ম্মিত, আম্রসম্ভূত—বিবিধপ্রকার মদ্য আছে, হে দেবি! মদ্যকর-দ্রব্যযোগে মাদক হওয়ায় উহা বর্জ্জনীয় হইয়াছে। হে সুলোচনে! জ্ঞানদ্বারা সংস্কৃত হইলে উহা মহাপাতকনাশক হইয়া থাকে। সুতরাং উহার দানে পাপ নাই, অথবা দিব্যভাবে উহার দান ব্যবস্থা। হে দেবেশি! আম্রফলজাত মধু রমণীয় দ্রব্য, সুতরাং দ্বিজাতিগণের সেব্য,—অমাদক বলিয়া বুধগণ ঐক্ষব মধু সেবন করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা অমাদক দ্রব্য ক্ষত্রিয়াদির সেব্য; মাদক দ্রব্যই পাপজনক ইহা বলা হইল। ৯৪। ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন, হে বৎস! মদ্য ও মাংস ব্যতিরেকে অন্য যাহা কিছু কুলদ্রব্য থাকিবে, তৎসমুদয় শক্তিকে নিবেদন করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য গুরুকে প্রদান করিবে। তাহার পর গুরুর আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া অবশিষ্ট

---

(১) পৈষ্ট্যাদিকমিতি আদর্শপাঠঃ (আ° বি°) পাঠশ্চ। (২) নানুকল্পঃ ইতি আদর্শপাঠঃ (আ° বি°) পাঠশ্চ। (৩) মৈনেয়মিতি (আ° বি°) পাঠঃ, মীনসাধিতমিতি তট্টিপ্পনী।

(৪) ত্রিবিধমিতি আদর্শপাঠঃ। (৫) মদ্যকরদ্রব্যযোগমাদকং ন তু স্বভাবতঃ (আ° বি°) টিপ্পনী।

(৬) ইত্যনেন মদ্যদানং সামান্যতো নিষিদ্ধম্। বস্তুতস্তু ব্রাহ্মণস্য প্রতিনিধিদ্রব্যদানমপি ন যুক্তম্। যথা তারাপ্রদীপে—পঞ্চামৃতং তথাখণ্ডং শাল্যন্নং পিষ্টকং তথা। যবগোধূমজৈর্দ্রব্যৈঃ পক্বান্নং পরিকল্পয়েৎ। ব্যঞ্জনং ষড়্রসোপেতং ঘৃতাক্তং সুমনোহরম্। ফলং নানাবিধং রম্যং পায়সান্নং তথৈব চ। এবং সাত্ত্বিকদ্রব্যেণ ব্রাহ্মণঃ পূজয়েচ্ছিবাম্। সামিষান্নমাধিবঞ্চ মধুমাক্ষিকসম্ভবম্। গৌড়ীং তালীঞ্চ বিবিধাঃ খার্জ্জুরীঃ পুষ্পসম্ভবাম্। এবং দদ্যাৎ ক্ষত্রিয়োঽপি পৈষ্টিকং ন কদাচন। নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রে গব্যং তথা মধু। রাজন্যবৈশ্যয়োর্দেয়ং ন দ্বিজস্য কদাচন। এবং প্রদানমাত্রেণ হীনায়ুর্ব্রাহ্মণো ভবেৎ। শূদ্রস্য পৈষ্টিকং দানং ন বৈশ্যস্য কদাচন ইতি (আ° বি°) পুস্তকপাঠোঽত্রাধিকঃ।

ক্ষত্রিয়াদীনাং মুখ্যস্ত দানেঽধিকারঃ, ন পানে ॥ ৯৫ ॥ যত্তু—পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিত্বা চ মহীতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে। ৯৬। ভৈরবতন্ত্রে,—পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্ যস্য ঘৃণা স্যাৎ রক্তরেতসোঃ। শুচৌ চাঽশুদ্ধতাভ্রান্তিঃ পাপাশঙ্কা চ মৈথুনে। স ভ্রষ্টঃ পূজয়েদ্দেবীং চণ্ডীমন্ত্রং কথং জপেৎ ॥ ৯৭ ॥ তথা,—মদিরায়াং মৈথুনে চ জাতিবৃত্তিং ন চাচরেৎ। এতত্তু চতুর্থাশ্রমিপরম্। তত্তদ্দ্রব্যগ্রহণে (১) জাতিচিন্তাং ন কুর্য্যাৎ, এতেষাং শোধনস্যাবশ্যকত্বাৎ। তথা চ—সংশোধনমনাচর্য্য স্ত্রীষু মদ্যেষু সাধকঃ। আচর্য্য সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি সুন্দরী। মদ্যেষু মুখ্যানুকল্পেষু। ৯৮। তথা—কুলপূজায়ামস্যাবশ্যকত্বম্। তথা চ,—মধু মাংসং বিনা দেবি কুলপূজাং সমারভেৎ। জন্মান্তরসহস্রস্য সুকৃতং তস্য নশ্যতি ॥ ৯৯ ॥

অথ মাংসাদিশোধনম্।—মাংসন্তু ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং জলখেচরভূচরম্। ত্রিবিধং মাংসং সংপ্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারকম্ ॥ ১ ॥ মৎস্যস্তু ত্রিবিধং দেবি উত্তমাধমমধ্যমম্। উত্তমং ত্রিবিধং দেবি শালপাঠীনরোহিতম্। প্রবীণং কণ্টকৈর্হীনং তৈলাক্তং বহ্নৈর্যুতম্।

অংশ স্বয়ং ব্যবহার করিবে। ইহা দ্বারা বুঝা গেল, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির মুখ্যদ্রব্যের দানে অধিকার আছে, কিন্তু পানে অধিকার নাই। ৯৫। আর যে বলিয়াছেন, “পান করিয়া পান করিয়া পুনঃপুনঃ পান করিয়া যদি ভূতলে পতিত হয়, তথাপি উঠিয়া আবার পান করিবে। কারণ ইহার পানে পুনর্ব্বার আর জন্ম হয় না”। ৯৬। ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন,—“পানে যাহার ভ্রান্তি আসিবে, রক্ত ও শুক্রে যাহাদের ঘৃণা আসিবে, শুদ্ধবস্তুতে অশুদ্ধ বলিয়া ভ্রম হইবে; মৈথুনে পাপের আশঙ্কা করিবে; সে ভ্রষ্ট, সে দেবীকে কিরূপে পূজা করিবে; সে কিরূপে চণ্ডীমন্ত্র জপ করিবে”। ৯৭। আরও বলিয়াছেন,—“মদিরা ও মৈথুনে জাতি বিচার করিবে না”—এই সকল বচন চতুর্থ বর্ণাশ্রমী (শূদ্রের) পক্ষে অর্থাৎ শূদ্র এই সমস্ত দ্রব্যের গ্রহণে জাতিবিচার করিবে না; তবে এই সকল দ্রব্যের শোধন অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে বলিয়াছেন,—স্ত্রী ও মদ্যের শোধন না করিয়া ব্যবহার করিলে সিদ্ধিহানি হয়, ত্রিপুরাসুন্দরীও কুপিতা হইয়া থাকেন। এ স্থলে মদ্য বলিতে মুখ্য ও অনুকল্প দুই বুঝিবে। ৯৮। কুলপূজায় মদ্যের আবশ্যকতা বলিয়াছেন,—হে দেবি! মধু ও মাংস ব্যতিরেকে কুলপূজার আরম্ভ করিলে সহস্র জন্মের পুণ্য নষ্ট হয়। ৯৯।

অনন্তর মাংসাদির শোধন বলা হইতেছে। মাংস তিন প্রকার,—জলচর, খেচর ও ভূচর। এই তিন প্রকার মাংসই দেবতার প্রীতিজনক। ১। হে দেবি! মৎস্যও উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিন প্রকার। হে দেবি! শাল, পাঠীন ও রোহিত এই

---

(১) তত্তদ্দ্ব্যকরণে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ আদর্শপাঠশ্চ।

দেব্যাঃ প্রীতিকরঞ্চৈব মধ্যমং তচ্চতুর্ব্বিধন্। ক্ষুদ্রাণি তানি সর্ব্বাণি অধমানি বিদুর্বুধাঃ॥ ২॥ (ভূচরমাংসঞ্চ।—গোনৃমেষাশ্বমহিষ-বরাহাজ-মৃগোদ্ভবম্। মহামাংসাষ্টকং প্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারকম্)॥ ৩॥ (১) মাংসাভাবেঽনুকল্পঃ। সময়াচারে—লবণার্দ্রক-পিণ্যাক-তিল-গোধূম-মাষকম্। লশুনন্তু মহাদেবি মাংসপ্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৪॥ মুদ্রা তু দ্বিবিধা। কুলার্ণবে,—কৃষরঃ (২) মণ্ডলাকারং চন্দ্রবিম্বনিভং শুভম্। চারুপক্কং মনোহারি শর্করাদ্যৈশ্চ পূরিতম্। পূজাকালে দেবতায়া মুদ্রৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥ ৫॥ যামলে।—ভৃষ্টধান্যাদিকং যাবচ্চর্ব্বণীয়ং প্রকল্পয়েৎ। তেষাং সংজ্ঞা কৃতা মুদ্রা মহামোদপ্রদায়িনী॥ ৬॥ এতেষাং শোধনন্তু স্বতন্ত্রতন্ত্রে।—ওঁ প্র তদ্বিষ্ণুরিত্যাদিনা মাংসম্। ওঁ ত্র্যম্বকমিত্যাদিনা মীনম্। ওঁ তদ্বিষ্ণোরিত্যাদিনা (৩) মুদ্রাঞ্চ শোধয়েৎ॥ ৭॥

অথ শক্তিশোধনম্। তত্র ভাবচূড়ামণৌ।—অদীক্ষিতকুলাসঙ্গাৎ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে। তৎকথাশ্রবণঞ্চেৎ স্যাত্তত্রৈগমনং যদি। স কুলীনঃ কথং দেবি পূজয়েৎ

তিন প্রকার মৎস্য উত্তম। কণ্টকহীন তৈলাক্ত ও বল্কলযুক্ত বড় মৎস্যকে মধ্যম মৎস্য বলে। এই মধ্যম মৎস্য দেবীর প্রীতিজনক। এই মধ্যম মৎস্য চারি প্রকার। সকল প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্যকে অধম মৎস্য বলে। ২। ভূচরমাংস যথা,—গোমাংস (১), নরমাংস (২), মেষমাংস (৩), অশ্বমাংস (৪), মহিষমাংস (৫), বরাহমাংস (৬), ছাগমাংস(৭), মৃগমাংস (৮) এই আটপ্রকার মাংসকে মহামাংস বলে। এই সকল মাংস দেবতার প্রীতিকর। ৩। মাংস না পাইলে মাংসের অনুকল্প দিবে। সময়াচারতন্ত্রে মাংসের অনুকল্প বলিয়াছেন, হে মহাদেবি! লবণ, আর্দ্রক, পিণ্যাক, তিল, গোধূম, মাষকলাই ও লশুন, এই কয়েকটী দ্রব্যকে মাংসের অনুকল্প বলে। ৪। মুদ্রা দুই প্রকার। কুলার্ণবে বলিয়াছেন,—চন্দ্রবিম্বতুল্য মণ্ডলাকার, সুপক্ক, মনোহর শর্করাদিপরিপূরিত উত্তম কৃষরকে মুদ্রা বলে। পূজাকালে দেবতাকে ইহা প্রদান করিবে। ৫। যামলে বলিয়াছেন,—ভৃষ্টধান্য প্রভৃতি চর্ব্বণীয় যে সকল খাদ্য আছে, তাহাদিগকে মুদ্রা বলে। ইহা দেবতার সাতিশয় আনন্দকর। ৬। স্বতন্ত্রতন্ত্রে এই সকলের শোধনবিধি যথা—"ওঁ প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে" ইত্যাদি (৩নং টিপ্পনী লিখিত) মন্ত্রে মাংসশোধন, "ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি মন্ত্রে মৎস্যশোধন (এবং) "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি মন্ত্রে মুদ্রাশোধন করিবে। ৭।

অতঃপর শক্তিশোধন বলা হইতেছে। তন্মধ্যে ভাবচূড়ামণির উক্তি যথা,—

---

(১) (গ) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ। (২) ত্রৈহেয়মিতি (ক) (খ), (গ) পাঠঃ।

(৩) প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥

পরমেশ্বরীম্। শ্রীক্রমে।— সংশোধনমনাচর্য্য নাচরেৎ কুলপূজনম্ ॥ ৮ ॥ কৌলিকতন্ত্রে।—অভিষেকান্তবেচ্ছুদ্ধির্ম্মন্ত্রস্যোচ্চারবিন্দুভিঃ। বলাদ্বা যত্নতো বাপি অভিষেকং সমাচরেৎ (১) ॥ ৯ ॥ অভিষেকমন্ত্রস্ত।—আদৌ বালাং (২) সমুচ্চার্য্য ত্রিপুরায়ৈ সমুদ্ধরেৎ। নমঃ শব্দং সমুচ্চার্য্য ইমাং শক্তিং ততো বদেৎ। পবিত্রীকুরুশব্দান্তে মম সিদ্ধিং (৩) কুরু প্রিয়ে। বহ্নিজায়াং সমুচ্চার্য্য শুদ্ধিমন্ত্রঃ সুরেশ্বরি। তস্যাঃ (৪) কর্ণেঽভেদবুদ্ধ্যা মায়াবীজং সমুচ্চরেৎ। ইতি শক্তিশোধনম্ ॥ ১০ ॥ ততঃ শোধিতদ্রব্য(৫)মর্ঘ্যে ক্ষিপেৎ। শ্রীক্রমে অর্ঘ্যবিধৌ।—পূর্ব্বশোধিতদ্রব্যন্তু গুপ্তেনৈব চ-সংক্ষিপেৎ ॥ ১১ ॥ স্বতন্ত্রতন্ত্রে।—আদ্যদ্রব্য(৬)মর্ঘ্যপাত্রে নিঃক্ষিপ্য প্রযতঃ সুধীঃ কুণ্ডগোলোদ্ভবং (৭) দ্রব্যং স্বয়ম্ভুকুসুম(৮)স্তথা। অর্ঘ্যং দত্ত্বা মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। সুধয়া (৯) চার্ঘ্যদানেন যোগিনীনাং ভবেৎ প্রিয়ঃ। মহাযোগী ভবেদ্দেবি পীঠপ্রক্ষালনৈর্জ্জলৈঃ (১০) ॥ ১২ ॥ ভৈরবতন্ত্রে—পঞ্চমাৎ পরং নাস্তি শাক্তানাং

অদীক্ষিতা শক্তির সঙ্গ করিলে সিদ্ধিহানি হইয়া থাকে। যদি কেহ অদীক্ষিতা শক্তির কথা শ্রবণ বা তাহার শয্যায় গমন করে, হে দেবি! তবে সে কি প্রকারে কুলাচারী হইয়া পরমেশ্বরীর পূজা করিবে? শ্রীক্রমে বলিয়াছেন,—শোধন না করিয়া কুলপূজা করিবে না। ৮। কৌলিকতন্ত্রে বলিয়াছেন, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক জলবিন্দুদ্বারা অভিষেক করিলে শক্তি শুদ্ধি হইবে। অতএব বলপূর্ব্বক বা যত্নপূর্ব্বক শক্তিকে অভিষেক করিয়া লইবে। ৯। অভিষেকমন্ত্র যথা—অগ্রে বালাবীজ উচ্চারণ করিয়া 'ত্রিপুরায়ৈ' বলিবে। 'নমঃ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া 'ইমাং শক্তিং' বলিবে। তাহার পরে 'পবিত্রীকুরু' শব্দ বলিয়া তাহার পরে 'মম সিদ্ধিং কুরু' বলিবে। প্রিয়ে! সর্ব্বশেষে বহ্নিজায়া (স্বাহা) উচ্চারণ করিবে। হে সুরেশ্বরি! ইহা শক্তিশোধন মন্ত্র (২নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) শক্তি অদীক্ষিতা হইলে তাহার কর্ণে অভেদজ্ঞানে মায়াবীজ প্রদান করিবে, ইহা শক্তিশোধন। ১০। তাহার পরে শোধিত দ্রব্য অর্ঘ্যে নিক্ষেপ করিবে। শ্রীক্রমে অর্ঘ্যবিধিস্থলে বলিয়াছেন,—পূর্ব্ব শোধিত দ্রব্য গুপ্তভাবে লইয়া অর্ঘ্যপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। ১১। স্বতন্ত্রতন্ত্রে বলিয়াছেন,—সুবুদ্ধি সাধক একাগ্রমনে অর্ঘ্যপাত্রে প্রথম দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে কুণ্ডগোলোৎপন্ন দ্রব্য ও স্বয়ম্ভূপুষ্প প্রদান করিবে। হে মহেশ্বরি! এইরূপে অর্ঘ্যপ্রদান করিলে সকল সিদ্ধির অধীশ্বর হইবে। সুধাদ্বারা

---

(১) পুষ্পয়া রেতসা বাপি জলেন মধুনাঽথবা। সম্ভোগেঽভিষিঞ্চেন্নারীং রক্তং বা মন্ত্রবর্জ্জিতামিতি (ক) পুস্তকে উদ্ধৃতপাঠঃ। (২) ঐং ক্লীং সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইমাং শক্তিং পবিত্রীকুরু মম সিদ্ধিং (শক্তিং (ক) কুরু স্বাহা (ক) (খ) টিপ্পনী। (৩) শক্তিমিতি (ক) (গ) পাঠঃ।

(৪) সাচাদীক্ষিতা চেৎ মন্ত্রং কথয়েৎ (খ টি)। (৫) যোনিপ্রক্ষালজলং (খ টি)।

(৬) আদ্যদ্রব্যং মদ্যম্ (খ টি)। (৭) সম্ভোগোদ্ভবং শুক্রশোণিতম্ (খ টি)।

(৮) রক্তম্ (খ টি)। (৯) মদ্যেন (খ টি)। (১০) যোনিপ্রক্ষালনজলৈঃ (খ টি)।

সুখমোক্ষয়োঃ। কেবলৈঃ পঞ্চমৈর্ব্বাপি সিদ্ধো ভবতি সাধকঃ। তেন পঞ্চমমকারেণ পূজা কর্ত্তব্যা ॥ ১৩ ॥ ততোঽর্ঘ্যস্থাপনানন্তরং পর্য্যঙ্কমধ্যে পীঠং পূজয়েৎ। মণ্ডূকায় নমঃ ইত্যাদিক্রমেণ। তদুক্তং—পূজয়েদথ পর্য্যঙ্কমধ্যে মণ্ডূকমগ্রতঃ। কালাগ্নিরুদ্রমাধারশক্তিং কূর্ম্মমনন্তকম্। বরাহং পৃথিবীং কন্দং নালঞ্চ (১) কেশরাণি চ। পদ্মঞ্চ কর্ণিকাঞ্চৈব মণ্ডলঞ্চ সমর্চ্চয়েৎ। ধর্ম্মং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং জ্ঞানমজ্ঞানমেব চ। অনৈশ্বর্য্যমবৈরাগ্যমধর্ম্মমপি পূজয়েৎ। জ্ঞানবিদ্যাত্মকঞ্চৈব (২) আত্মানঞ্চাপি পূজয়েৎ। গন্ধপুষ্পাক্ষতাদীনি দত্ত্বা তত্রৈব পূজয়েৎ। অথ তুলিকোপরি (৩) কুলং স্থাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ। তথাচ—তস্যোপরি কুলং স্থাপ্য পূজানুষ্ঠানমেব চ। পূজয়েচ্চ ততস্তস্যাং পঞ্চকামান্ সমাহিতঃ। হ্রীঞ্চৈব কামরাজঞ্চ ক্লীঁ কন্দর্পম্ ঐঁ চ মন্মথম্। ব্লুঁ মকরধ্বজং স্ত্রীঞ্চৈব হি মনোভবম্। ওঁকারাদি নমোঽন্তঞ্চ কুসুমৈর্গন্ধসংযুতৈঃ। অর্চ্চয়িত্বা চতুর্দ্দিক্ষু পূজয়েৎ কুলনায়কম্। বটুকং ভৈরবঞ্চৈব দুর্গাঞ্চ ক্ষেত্রপালকম্ ॥ ১৪ ॥ পূজাবাক্যন্তু—ওঁ হ্রীঁ কামরাজায় নমঃ ইত্যাদি। তত "ঐঁ ক্লীঁ স্ত্রীঁ ক্লীঁ ব্লুঁ আধারশক্তি-

অর্ঘ্যদানে যোগিনীদিগের প্রিয় হইতে পারে, হে দেবি! পীঠপ্রক্ষালন-জলে অর্ঘ্যদান করিলে মহাযোগী হইতে পারে। ১২। ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন,—শক্তিসাধকদিগের পঞ্চম মকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ-মোক্ষ সাধন আর নাই, কেবল পঞ্চম মকারদ্বারাই সাধক সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং পঞ্চম মকার দ্বারা পূজা কর্ত্তব্য। ১৩। তাহার পর অর্ঘ্যস্থাপন করিয়া পর্য্যঙ্কমধ্যে 'মণ্ডূকায় নমঃ' ইত্যাদি ক্রমে পীঠপূজা করিবে। প্রমাণে বলিয়াছেন, পর্য্যঙ্কমধ্যে অগ্রে মণ্ডূকের পূজা করিয়া পরে কালাগ্নিরুদ্র, আধারশক্তি, কূর্ম্ম, অনন্ত, বরাহ, পৃথিবী, কন্দ, নাল, কেশরসমূহ, পদ্ম, কর্ণিকা ও মণ্ডলের পূজা করিবে; তাহার পর ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, অজ্ঞান, অনৈশ্বর্য্য, অবৈরাগ্য ও অধর্ম্ম এই সকলের পূজা করিয়া পরে "জ্ঞানাত্মনে নমঃ" ইত্যাদি প্রকারে জ্ঞান ও বিদ্যারূপী আত্মার পূজা করিবে। তাহার পরে গন্ধপুষ্প ও অক্ষতাদি প্রদানপূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্রে পূজা করিবে। অতঃপর পর্য্যঙ্কের উপরে কুলস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে পূজা করিবে। প্রমাণে বলিয়াছেন—তাহার উপরে কুলস্থাপন করিয়া পূজার অনুষ্ঠান করিবে। তাহার পরে সেই কুলরূপিণী শক্তির উপরে একাগ্রচিত্তে পঞ্চকামের পূজা করিবে। মন্ত্র যথা,—"ওঁ হ্রীঁ কামরাজায় নমঃ" "ওঁ ক্লীঁ কন্দর্পায় নমঃ" "ওঁ ঐঁ মন্মথায় নমঃ" "ওঁ ব্লুঁ মকরধ্বজায় নমঃ" "ওঁ স্ত্রীঃ মনোভবায় নমঃ।" গন্ধযুক্ত পুষ্পদ্বারা এই পঞ্চকামের পূজা করিবে। এইরূপ পূজা করিয়া চতুর্দ্দিকে বটুক, ভৈরব, দুর্গা ও ক্ষেত্রপাল এই চারিটি কুলনায়কের পূজা করিবে। তাহার পরে "ঐঁ ক্লীঁ স্ত্রীঁ ক্লীঁ ব্লুং আধারশক্তি

---

(১) পদ্মস্থ (খ টি)। মৃণালমিতি (ক) (গ) পাঠঃ। (২) তেন জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যাদি (খ টি)। (৩) পর্য্যঙ্কোপরি (ক টি)।

শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি” ইত্যনেন তস্যা ললাটে ত্রিকোণং বিলিখেৎ। তথা চ তন্ত্রান্তরে—বাগ্ভবং কামবীজঞ্চ স্ত্রীবীজং কামরাজকম্। ব্লুমাত্মকং ততো দত্ত্বা আধারশক্তিমুদ্ধরেৎ। শ্রীপাদুকাং ততো দত্ত্বা পূজয়ামি বদেত্ততঃ॥ অনেন মন্থনা দেবি ললাটে সুমনোহরম্। ত্রিকোণং তত্র সংলিখ্য সিন্দূরাদ্যৈর্ব্বরাননে। উত্তরতন্ত্রে—তস্যা মূর্দ্ধ্নি ত্রিকোণঞ্চ যন্ত্রমালিখ্য সাধকঃ। মহাপ্রেতাসনং মধ্যে (১) বালাঞ্চ পূজয়েত্ততঃ। তত এবঞ্চ হ্সৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ ইতি পূজয়েৎ। ততো বালাং কামেশ্বরীঞ্চ পূজয়েৎ॥ ১৫॥ কুলার্ণবে—গণেশঞ্চ কুলাধ্যক্ষং দুর্গাং লক্ষ্মীং সরস্বতীম্। ত্রিকোণেষু চ সংপূজ্য বসন্তং মদনং প্রিয়ে। স্তনয়োঃ পূজয়েৎ পশ্চান্মুখে তস্যাঃ সুধাকরম্। উত্তরতন্ত্রে—মৌলৌ গণেশং কেশাগ্রে কুলাধ্যক্ষং ললাটকে। দুর্গাং ভ্রুবোস্তথা লক্ষ্মীং রসনায়াং সরস্বতীম্। ইতি যৎ স্থানবৈপরীত্যং তদৈচ্ছিকম্॥ ১৬॥ জ্ঞানার্ণবে—দক্ষপাদাদিমূর্দ্ধান্তং বামমূর্দ্ধাদি সুন্দরি। পাদান্তং পূজয়েৎ সর্ব্বাঃ কলা বৈ কামসোমযোঃ (২)। শ্রদ্ধা প্রীতী রতিশ্চৈব ভূতিঃ কান্তির্ম্মনোভবা (৩)। মনোহরা মনোরমা (৪) মদনোৎপাদিনী (৫) তথা। মোহিনী

শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি” এই মন্ত্রপাঠ করিয়া শক্তির ললাটদেশে ত্রিকোণযন্ত্র লিখিবে। তন্ত্রান্তরে তাহা বলিয়াছেন,—হে দেবি! বাগ্ভব (ঐং) কামবীজ (ক্লীং) স্ত্রীবীজ (স্ত্রীং) ও ব্লুং এই কামরাজ অগ্রে প্রদান করিয়া ‘আধারশক্তি’ এই পদ বলিবে, তাহার পরে শ্রীপাদুকাং’ তাহার পরে ‘পূজয়ামি’ বলিবে। হে বরাননে। এই মন্ত্রে সিন্দূরাদি দ্বারা শক্তির ললাটে সুমনোহর ত্রিকোণযন্ত্র লিখিবে। উত্তরতন্ত্রে বলিয়াছেন,—শক্তির মস্তকে ত্রিকোণযন্ত্র লিখিয়া ত্রিকোণমধ্যে মহাপ্রেতাসন ও বালার পূজা করিবে অর্থাৎ “হ্সৌঃ সদাশিব মহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ” এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মহাপ্রেতাসনের পূজা করিয়া পরে বালা ও কামেশ্বরীর পূজা করিবে। কুলার্ণবে বলিয়াছেন, ত্রিকোণমধ্যে গণেশ ও কুলাধ্যক্ষের পূজা করিয়া ত্রিকোণের তিনকোণে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই তিন দেবতার পূজা করিয়া দুই স্তনে বসন্ত ও মদনের পূজা করিবে। পরে তাহার মুখমণ্ডলে সুধাকরের পূজা করিবে। উত্তরতন্ত্রে “মস্তকে গণেশ, কেশাগ্রে কুলাধ্যক্ষ, ললাটে দুর্গা, ভ্রূদ্বয়মধ্যে লক্ষ্মী এবং জিহ্বাতে সরস্বতীর পূজা করিবে” এইরূপ যে স্থান-বৈপরীত্য দেখা যাইতেছে ইহা ইচ্ছাবিকল্প। মতান্তরে এরূপেও পূজা করা যায়। ১৪—১৬। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন সুন্দরি! দক্ষিণপদ হইতে মস্তকের দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত এবং মস্তকের বাম দিক

---

(১) ত্রিকোণমধ্যে (খ টি)। (২) দক্ষিণে বামে চ (খ টি)। (৩) মনোরমা ইতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ। (৪) মনোঘোরা ইতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ।

(৫) মদনোৎসাদিনী ইতি (গ) পাঠঃ।

দীপনী চৈব শোধনী চ বশঙ্করী। রঞ্জনী চৈব দেবেশি ষোড়শী প্রিয়দর্শনা। ষোড়শস্বরসংযুক্তা এতাঃ কামকলা যজেৎ। বাক্যন্তু,—অং শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ। আং প্রীত্যৈ নমঃ ইত্যাদি। ততশ্চন্দ্রকলাঃ পূজ্যাঃ শিরসশ্চরণাবধি। পূষা বশা চ সুমনা রতিঃ প্রীতিস্তথা ধৃতিঃ। ঋদ্ধিঃ সৌম্যা মরীচিশ্চ শৈলজে চাংশুমালিনী। অঙ্গিরা বশিনী চৈব ছায়া সংপূর্ণমণ্ডলা। তথা তুষ্ট্যমৃতে চৈব কলাঃ সোমস্য ষোড়শ। অঙ্গিরাস্থানে মদিরেতি বা পাঠঃ॥ ১৭॥ উত্তরতন্ত্রে।—স্বরৈরেব প্রপূজ্যা হি সর্ব্বকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে। ললিতাতন্ত্রে।—ভগে স্বদীয়ে বিজ্ঞেয়া নাড্যস্তিস্রঃ প্রবাহিকাঃ। একা তু বাহিকা (১) চান্দ্রী সৌরী চান্যা তু বাহিকা। আগ্নেয়ী চাপরা জ্ঞেয়া পূজয়েত্তাস্তু সাধকঃ। অম্বু স্রবতি চান্দ্রী সা পুষ্পং স্রবতি ভানবী। বীজং স্রবতি চাগ্নেয়ী তাস্তু নামভিরর্চ্চয়েৎ। ললিতাতন্ত্রে।—বাগ্‌ভবাদ্যৈর্নমোযুক্তৈস্তাঃ পূজয়েৎ প্রসন্নধীঃ। তেন ঐঁ চান্দ্র্যৈ নমঃ। ঐঁ সৌর্য্যৈ নমঃ। ঐঁ আগ্নেয্যৈ নমঃ। উত্তরতন্ত্রে।—পূজয়েন্মদনাগারে রক্তচন্দনচর্চ্চিতে। ভগমালামনুং প্রোচ্য ত্রিতারানন্তরং তথা। ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লং

হইতে বামপদ পর্য্যন্ত কামকলা ও সোমকলার পূজা করিবে। কামকলা যথা,—শ্রদ্ধা (১) প্রীতি (২) রতি (৩) ভূতি (৪) কান্তি (৫) মনোভবা (৬) মনোহরা (৭) মনোরমা (৮) মদনা (৯) উৎপাদিনী (১০) মোহিনী (১১) দীপনী (১২) শোধনী (১৩) বশঙ্করী (১৪) রজনী (১৫) প্রিয়দর্শনা (১৬) এই ষোড়শকামকলার পূর্ব্বে ষোড়শ স্বরবর্ণ যোগ করিয়া পূজা করিবে। বাক্য যথা,—অং শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ, আং প্রীত্যৈ নমঃ ইত্যাদি। অতঃপর মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া পাদ পর্য্যন্ত চন্দ্রের ষোড়শকলার পূজা করিবে। ষোড়শকলা যথা—পূষা (১) বশা (২) সুমনা (৩) রতি (৪) প্রীতি (৫) ধৃতি (৬) শুদ্ধি (৭) সৌম্যা (৮) মরীচি (৯) অংশুমালিনী (১০) অঙ্গিরা (১১) বশিনী (১২) ছায়া (১৩) সম্পূর্ণমণ্ডলা (১৪) তুষ্টি (১৫) ও অমৃতা (১৬)। শৈলনন্দিনি! এই ষোলটি চন্দ্রের কলা। কোন কোন পুস্তকে অঙ্গিরাস্থলে মদিরা-পাঠ দেখা যায়। ১৭। উত্তরতন্ত্রে বলিয়াছেন, ষোড়শস্বরবর্ণ যোগ করিয়া এই ষোড়শ চন্দ্রকলার পূজা করিলে ইহা দ্বারা সকল কার্য্য-সিদ্ধি হইবে। ললিতাতন্ত্রে বলিয়াছেন শক্তির কুলাগারে তিনটি প্রবাহিনী নাড়ী আছে। তন্মধ্যে একটি নাড়ী চান্দ্রী (১) একটি নাড়ী সৌরী (২) আর একটি নাড়ী আগ্নেয়ী (৩)। সাধক এই তিনটি নাড়ীর পূজা করিবেন। এই নাড়ী তিনটির মধ্যে চান্দ্রী নাড়ী জল, সৌরী নাড়ী পুষ্প এবং আগ্নেয়ী নাড়ী বীজক্ষরণ করে। নামোচ্চারণপূর্ব্বক এই তিনটি নাড়ীর পূজা করিবে। ললিতাতন্ত্রে বলিয়াছেন,—অগ্রে ঐং, পরে 'নমঃ' যোগ করিয়া প্রসন্নহৃদয়ে ঐ তিনটি নাড়ীর পূজা করিবে। বাক্য যথা,—ঐং চান্দ্র্যৈ নমঃ ইত্যাদি।

---

(১) নাড়িকা (খ টি)।

ব্লুং ক্লিন্নে ততঃ পরম্। সর্ব্বাণীতি ভগানীতি বশমানয় মে ততঃ। স্ত্রীং হ্রীং ক্লীং ব্লুং ভগমালিন্যৈ নমঃ। ঐং হ্রাং শ্রীং ইতি মন্ত্রেণ গন্ধাদ্যৈস্তামর্চ্চয়েৎ। ততস্তু তত্রৈব মূলং পূজয়েৎ। তন্ত্রান্তরে।—ইহাপ্যাবাহনং নাস্তি জীবন্যাসো মহেশ্বরি। তথৈবঞ্চ বিধানেন তাং ষোড়শোপচারকৈঃ। ইষ্টদেবীং প্রপূজ্যাথ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। ততঃ স্বলিঙ্গং পূজয়েৎ। অর্চ্চয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ স্বশিবং তদনন্তরম্। মূলমন্ত্রং ততঃ ওঁ নমঃ শিবায় ততঃ পরম্। যজেত্তৎপুরুষাঘোরসদ্যাজাতেশসংজ্ঞকৈঃ। শ্রীবিদ্যায়ান্তু।—তারঞ্চ ভুবনেশানীং তথা ত্রিপুরসুন্দরীম্ (১) নমঃ শিবায় বিদ্যেয়ং দশার্ণা পরিকীর্ত্তিতা। ইতি বিশেষঃ। সুন্দরীং সুন্দরীত্রিকূটং তৎপুরুষাদিমন্ত্রস্তু পূর্ব্বোক্তঃ। নিবৃত্তিঞ্চ প্রতিষ্ঠাঞ্চ বিদ্যাঞ্চ তদনন্তরম্। শক্তিঞ্চ (২) শান্ত্যতীতাঞ্চ তদঙ্গে তদনন্তরম্। সমগ্রবিদ্যামর্চ্চার্য্য ত্রিকোণঞ্চৈব পূজয়েৎ। অবধূতেশ্বরীং কুব্জাং কামাখ্যাং সময়ামপি। চক্রেশ্বরীং কালিকাঞ্চ তথা দিক্করবাসিনীম্। মহাচণ্ডেশ্বরীং তারাং পূজয়েদত্র সাধকঃ। তদনুজ্ঞাং ততো লব্ধ্বা দত্ত্বা তাম্বূলমেব চ। শিবঞ্চ (৩) তত্র নিঃক্ষিপ্য গজতুণ্ডাখ্যমুদ্রয়া (৪)। "ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দীপ্ত আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা। সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষ-

উত্তরতন্ত্রে বলিয়াছেন, রক্তচন্দনচর্চ্চিত মদনাগারে অগ্রে ভগমালা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ত্রিতারা মন্ত্র পাঠ করিবে, তাহার পরে "ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং জং ব্লুং ক্লিন্নে সর্ব্বাণি ভগানি বশমানয় মে" ইহার পরে স্ত্রীং হ্রাং ক্লীং ব্লুং ভগমালিন্যৈ নমঃ ঐং হ্রীং শ্রীং" এই মন্ত্রে গন্ধাদি উপচার দ্বারা পূজা করিবে। তাহার পরে ঐ মদনাগারে নিজ ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন, হে মহেশ্বরি! এস্থলে আবাহন করিতে হইবে না, জীবন্যাস করিতে হইবে না, এইরূপ বিধানে কেবল ষোড়শোপচারে ইষ্টদেবীর পূজা করিবে, তাহাতেই সমস্ত সিদ্ধির অধীশ্বর হইতে পারিবে। অনন্তর নিজ লিঙ্গের পূজা করিবে। তন্ত্রে বলিয়াছেন, অতঃপর গন্ধপুষ্পাদি-দ্বারা নিজ শিবের পূজা করিবে। "ওঁ নমঃ শিবায়' ইহাই নিজ শিবপূজার মূল মন্ত্র। অনন্তর তৎপুরুষ, অঘোর ও সদ্যোজাত নামে পূজা করিবে। শ্রীবিদ্যাবিষয়ে "ওঁ হ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ নমঃ শিবায়" এই দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা নিজ শিবের পূজা করিবে। তৎপুরুষাদিমন্ত্র পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। পরে শক্তির অঙ্গে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শক্তি ও শান্ত্যতীতা, এই সমস্ত দেবতার পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বোক্তমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ত্রিকোণের পূজা করিবে। তাহার পরে অবধূতেশ্বরী কুব্জা, কামাখ্যা, সময়া, চক্রেশ্বরী, কালিকা, দিক্করবাসিনী, মহাচণ্ডেশ্বরী ও তারার পূজা করিবে। অতঃপর শক্তিকে তাম্বূল প্রদান করিয়া তাহার অনুমতি লইয়া গজতুণ্ড মুদ্রাদ্বারা কুলাগারে

---

(১) উপাত্তিতকূটত্রয়ম্ (খ টি)। (২) শান্তিং (খ) (গ) পাঠঃ।

(৩) লিঙ্গম্ (খ টি)। (৪) ইয়ং লিঙ্গপ্রবেশমুদ্রা (খ টি)।

বৃত্তীর্জুহোম্যহম্। “স্বাহা”ন্তোঽয়ং মহামন্ত্র আরম্ভে পরিকীর্ত্তিতঃ। ততো জপেৎ স্থিরং গচ্ছন্ বিদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্। জপেদিতি অষ্টোত্তরসহস্রং শতং বা অক্ষুব্ধো'জপেৎ। তথাচ স্বতন্ত্রতন্ত্রে,—প্রজপেৎ ক্ষোভরহিতশ্চাষ্টোত্তরসহস্রকম্। শতমষ্টোত্তরং বাপি প্রজপেৎ শুদ্ধমানসঃ। প্রকাশাকাশহস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনী স্রুচা। ধর্ম্মাধর্ম্মকলাস্নেহপূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্। স্বাহান্তোঽয়ং মহামন্ত্রঃ শুক্রত্যাগে প্রকীর্ত্তিতঃ। বিশেষস্তু জ্ঞানার্ণবে।—শিবশক্তিসমাযোগো যোগ এব ন সংশয়ঃ। শীৎকারো মন্ত্রজাপশ্চ (১) বচনং স্তবনং ভবেৎ। আলিঙ্গনঞ্চ কস্তূরী, কর্পূরং চুম্বনং ভবেৎ। নখদন্তক্ষতাদীনি পুষ্পাণি বিবিধানি চ। মথনং (২) তর্পণং বিদ্ধি বীজপাতো বিসর্জ্জনম্॥ ১৮॥ কুলার্ণবে।—আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ স্তনয়োর্ম্মর্দ্দনস্তথা। দর্শনং স্পর্শনং যোনের্ব্বিকারো লিঙ্গঘর্ষণম্। প্রবেশঃ স্থাপনং শক্তের্নব পুষ্পাণি পূজনে॥ ১৯॥ যামলে।—সংযোগাজ্জায়তে সৌখ্যং পরমানন্দলক্ষণম্। কুলামৃতং (৩) প্রযত্নেন গৃহ্নীয়াদ্দুর্লভং নরঃ। তেনামৃতেন (৪) দিব্যেন সর্ব্বে তুষ্টা ভবন্তি হি। যৎকামং কুরুতে মন্ত্রী তৎক্ষণাদেব সিধ্যতি॥ ২০॥ জ্ঞানার্ণবে।—কুলদ্রব্যঞ্চ সংশোধ্য শিবশক্তিময়ং প্রিয়ে।

নিজ শির নিক্ষেপ করিবে। নিক্ষেপের মন্ত্র যথা,—“ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দীপ্ত” ইত্যাদি উপরিলিখিত। ইহার অর্থ যথা,—ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ হবির্দ্বারা প্রজ্বলিত আত্মরূপ অগ্নিতে মনোরূপ স্রুক্‌দ্বারা সুষুম্নাপথে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলকে আহুতি দিতেছি। আরম্ভের সময়ে অন্তে স্বাহা শব্দ যোগ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর এইরূপে শক্তিসঙ্গত হইয়া অক্ষোভিত হৃদয়ে অষ্টোত্তরসহস্র অথবা অষ্টোত্তরশত ত্রিভুবনেশ্বরীর মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পরে শুক্রত্যাগের সময়ে ‘প্রকাশাকাশহস্তাভ্যাং’ এই মন্ত্র অন্তে স্বাহা যোগ করিয়া পাঠ করিবে। জ্ঞানার্ণবে বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন, শিবশক্তিযোগের নামই যোগ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই স্থলে শীৎকার মন্ত্র জপ, বাক্য স্তব, আলিঙ্গন কস্তূরী; চুম্বন কর্পূর, নখক্ষত দন্তক্ষত প্রভৃতি বহুবিধ পুষ্প, মথন, তর্পণ, ও বীজপাত বিসর্জ্জন জানিবে। ১৮। কুলার্ণবে বলিয়াছেন,—আলিঙ্গন (১) চুম্বন (২); স্তনমর্দ্দন (৩) দর্শন (৪) স্পর্শন (৫) যোনিরিকাশ (৬) লিঙ্গঘর্ষণ (৭) প্রবেশ (৮); ও স্থাপন (৯) এই শক্তিপূজার এই নববিধ পুষ্প। ১৯। যামলে বলিয়াছেন,—শিবশক্তিসংযোগ দ্বারা পরমানন্দময় সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই কার্য্যে সাধক সুদুর্লভ দিব্য কুলামৃত গ্রহণ করিবে। এই দিব্যামৃতে সমস্ত দেবগণ তুষ্ট হইয়া থাকেন। এই কুলামৃত দান করিলে সাধক যাহা কামনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সিদ্ধ হয়। ২০। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন,—প্রিয়ে! এই কুলদ্রব্য শিবশক্তিময় জীবামৃত,

---

(১) মন্ত্ররূপশ্চ (ক) (খ) (গ) পাঠঃ। (২) মৈথুনম্ (খ ট)।

(৩) শুক্রম্ (খ ট)। (৪) শুক্রেণ পূজয়েৎ (খ ট)।

জীবামৃতং পরং-ব্রহ্মরূপং নিঃক্ষিপ্য সুন্দরি। অর্ঘ্যপাত্রামৃতৈর্যষ্ট্বা (১) নির্ব্বিকল্পঃ সদা নরঃ। শ্রীবিদ্যাক্রমমভ্যর্চ্চ্য পরব্রহ্মময়ো ভবেৎ। শ্রীবিদ্যেত্যুপলক্ষণম্ ॥ ২১ ॥ ইতি তে কথিতং জ্ঞানং সর্ব্বং রম্যং বরাননে। সবিকল্পস্তু সততং পাপভাগ্ জায়তে নরঃ। বিচিকিৎসাপরো মন্ত্রী জায়তে গুরুতল্পগঃ। অতএব বরারোহে নির্ব্বিকল্পঃ সদা ভবেৎ ॥ ২২ ॥ সময়াচারে।—কুলামৃতং সমাদায় তদর্ঘ্যে নিঃক্ষিপেদ্বুধঃ। তদর্ঘ্যেণ সমারাধ্য পূজাশেষং সমাচরেৎ। কুলামৃতং শোধিতম্ ॥ ২৩ ॥ শোধনমন্ত্রস্তু শ্রীক্রমে—অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি প্রিয়ে। দেবিপদং শুক্রশাপং প্রমোচয়পদদ্বয়ম্। অমৃতং স্রাবয়দ্বন্দ্বমমৃতং কুরুযুগ্মকম্। স্বাহাপদং ততো দেবি শুক্রশুদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে ॥ ২৪ ॥ শুক্রৈরক্ষততণ্ডুলৈঃ সুগন্ধিকুসুমৈর্যুতৈঃ। অর্ঘ্যদ্রব্যেশ্চ দেবেশি যোনৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৫ ॥ উত্তরতন্ত্রে।—ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈঃ কুলসাধকঃ। বিধায় বন্দিতাং তাঞ্চ তদুচ্ছিষ্টং স্বয়ঞ্চরেৎ ॥ ২৬ ॥ শিবাগমে চ।—অবিচারং শক্ত্যুচ্ছিষ্টং ন পিবেৎ পুরুষো (২) যদি। ঘোরঞ্চ নরকং যাতি কুলমার্গাৎ পতেদ্ ধ্রুবম্। তস্মাদ্বিচার্য্য

—ইহা পরব্রহ্মস্বরূপ, হে সুন্দরি! এই কুলদ্রব্য শোধনপূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া সেই অর্ঘ্যপাত্রের অমৃতদ্বারা পূজা করিলে সাধক নির্ব্বিকল্প হইতে পারেন। এইরূপে শ্রীবিদ্যাপূজার ক্রমানুসারে পূজা করিলে সাধক পরমব্রহ্মময় হইবেন। এখানে শ্রীবিদ্যাপদ উপলক্ষণমাত্র, সকল দেবতাসম্বন্ধেই এই প্রকার জানিবে। ২১। বরাননে! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত জ্ঞানের বিষয় উল্লেখ করিলাম। এ বিষয়ে সবিকল্প অর্থাৎ সন্দিহান হইলে মনুষ্য পাপভাগী হইবে। যে ব্যক্তি সন্দেহ করিবে, সে গুরুতল্পগামীর ন্যায় মহাপাতকী হইবে; অতএব মহেশ্বরি! নিঃসংশয়চিত্তে এই সমস্ত সাধন করিবে। ২২। সময়াচারতন্ত্রে বলিয়াছেন যে, কুলামৃত লইয়া অর্ঘ্যপাত্রে নিক্ষেপ করিবে; সেই অর্ঘ্যজল দ্বারা পূজা করিয়া পূজা শেষ করিবে। কুলামৃত শোধন করিয়া লইবে। ২৩। শ্রীক্রমে ইহার শোধনমন্ত্র বলিয়াছেন, যথা—"অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণ দেবি শুক্রশাপং প্রমোচয় প্রমোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা"। দেবি! এই মন্ত্র পাঠ করিলে শুক্রশুদ্ধি হইবে। ৪২। সুগন্ধি পুষ্প ও অক্ষতের সহিত এই শুক্র অর্ঘ্যজলে মিশ্রিত করিয়া ঐ কুলাগারেই দেবীর পূজা করিবে। ২৫। উত্তরতন্ত্রে বলিয়াছেন,—কুলসাধক ব্যক্তি ধূপ-দীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি বহুবিধ বস্তুদ্বারা শক্তির পূজা করিয়া স্বয়ং তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে। ২৬।

---

(১) জপ্ত্বা (খ) পাঠঃ।

(২) পিবেচ্চক্রপুরো যদি ইতি (খ) পাঠঃ আদর্শপাঠশ্চ। বিচারং বিনা যদি নোচ্ছিষ্টং তদা ন ভক্ষয়েৎ। তথাচ দেব্যৈ দত্ত্বা কুলনায়িকায়ৈ দত্ত্বা পশ্চাদুচ্ছিষ্টং ভক্ষয়েৎ (খ টি)।

যত্নেন শক্ত্যুচ্ছিষ্টং ভজেৎ সুধীঃ। আনন্দং কারয়েদ্বীরস্তত্ত্বং (১) নির্ভ্রান্তিতঃ পিবেৎ ॥ ২৭॥ (কুলামৃতে।—পূজাকালং বিনা নৈব পশ্যেচ্ছক্তিং দিগম্বরাম্। পূজাকালং বিনা নৈব সুধা পেয়া চ সাধকৈঃ। আয়ুষা হীয়তে স্পৃষ্ট্বা পীত্বা চ নরকং ব্রজেৎ ॥) (২) ইতি কুলপূজা ॥ ২৮ ॥ নৈবেদ্যে তু যামলে।—নৈবেদ্যং ত্রিপুরাদেব্যা বাঞ্ছন্তি বিবুধাঃ সদা। তস্মাদেবং কুরু শ্রেষ্ঠে ব্রহ্মণে বিষ্ণবেঽপি চ। মহাশুদ্ধায় সূর্য্যায় গণেশায় যমায় চ। বহ্নয়ে চ বরুণায় বায়বে ধনদায় চ। ঈশানায় মহাদেবি সাধকায় প্রদাপয়েৎ। ত্রিপুরেত্যুপলক্ষণম্ ॥ ২৯ ॥

অথ বীরাণাং পুরশ্চরণং নিরূপ্যতে। তত্রাদৌ পরকীয়াং নারীং দীক্ষিতাং পূজয়েৎ। তথাচ কুলচূড়ামণৌ,—পুরশ্চরণকালেঽপি পরযোষাং প্রপূজয়েৎ। দীক্ষিতাং বস্ত্রভূষাদ্যৈর্ভোজ্যৈঃ পায়সসম্ভবৈঃ। আরম্ভকালে তু নিয়তং স্বয়ং পক্বান্ন-তেমনম্। নানাবিধং পিষ্টকঞ্চ নানারসসমন্বিতম্। দুগ্ধং দধি ঘৃতং তক্রং নবনীতং সশর্করম্। উপলাখণ্ড (১) চূতানি নানাবিধরসায়নম্। নারিকেলং কপিত্থঞ্চ নাগরঙ্গং সুদর্শনম্।

শিবাগমে বলিয়াছেন, অতএব সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নির্ব্বিচারে শক্তির উচ্ছিষ্ট পান করিবে; না করিলে কুলমার্গ হইতে পতিত হইয়া ঘোর নরকে গমন করে। বীরসাধক স্থিরচিত্তে বিচার করিয়াও ভ্রান্তি পরিহারপূর্ব্বক অবশ্যকর্ত্তব্যবোধে শক্তির উচ্ছিষ্ট পান করিবেন এবং তাহাতে আনন্দবোধ করিবেন। ২৭। কুলামৃতে বলিয়াছেন, পূজার কাল ব্যতিরেকে শক্তিকে দিগম্বরী দর্শন করিবে না এবং পূজার কাল ভিন্ন অন্যকালে সুরাপান করিবে না। অন্য সময়ে সুরাস্পর্শ করিলে হীনায়ু এবং পান করিলে নরকগামী হইবে। ২৮। কুলপূজা সমাপ্ত। নৈবেদ্যবিষয়ে যামলে বলিয়াছেন,—হে প্রশস্ততমে মহাদেবি! ত্রিপুরাদেবীর উদ্দেশ্যে অর্পিত নৈবেদ্য দেবগণও সর্ব্বদা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন; অতএব ঐ নৈবেদ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বিশুদ্ধস্বভাব সূর্য্য, গণেশ, বহ্নি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান এই সমস্ত দেবতাকে প্রদান করিবে, কারণ ইহাঁরাও সাধক, এই বচনে ত্রিপুরাদেবী ইহা উপলক্ষণমাত্র,—অন্য দেবীগণের উচ্ছিষ্ট নৈবেদ্যও এইরূপ সকলের ভোজ্য। ২৯।

অনন্তর বীরাচারীদিগের পুরশ্চরণবিধি নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমে দীক্ষিতা পরকীয়া নারীর পূজা করিতে হইবে। কুলচূড়ামণিতন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন,—পুরশ্চরণের সময়েও দীক্ষিতা পরনারীকে বস্ত্র অলঙ্কার ও পায়স প্রভৃতি ভোজ্যদ্বারা পূজা করিবে। পুরশ্চরণের আরম্ভকালে নিজপক্ব অন্ন, ব্যঞ্জন, বিবিধ রসময় নানাবিধ পিষ্টক, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, তক্র, নবনীত, শর্করা, মিশ্রী, ফেণীবাতাসা, আম্র, বিবিধ রসায়ন দ্রব্য, নারি-

---

(১) তস্মাদিতি (গ) পাঠঃ। (২) (ক) (খ) (গ) পুস্তকেষু নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

(৩) উপলা মিশ্রী। ফেণীতি খ্যাতঃ (খ·টি·)।

লিম্পাকং (১) বীজপূরঞ্চ (২) দাড়িমীফলমুত্তমম্। নানা-রম্য-ফলঞ্চৈব নানাগন্ধবিলেপনম্। চন্দনং (৩) মৃগনাভিঞ্চ শ্রীখণ্ডং নবপল্লবম্। টঙ্কনং (৪) লোধ্রকঞ্চৈব জলজং বনজং তথা। নানাশৈলসমুদ্ভূতং নানালঙ্কারভূষিতম্। শূন্যগেহে সমানীয় চার্ঘ্যোদকবিশোধিতাম্। অমৃতীকরণং কৃত্বা শক্তিঞ্চাভিমুখীং নয়েৎ ॥ ৩০ ॥ ব্রাহ্মণী [১] ক্ষত্রিয়া [২] বৈশ্যা [৩] শূদ্রা [৪] চ কুলভূষণা। বেশ্যা [৫] নাপিতকন্যা [৬] চ রজকী [৭] নটকী [৮] তথা। বিশেষবৈদগ্ধ্যযুতাঃ সর্ব্বা এব কুলাঙ্গনাঃ ॥ ৩১ ॥ অথ দীক্ষিতা অষ্টশক্তীঃ ক্রমেণ সংস্থাপ্যার্ঘ্যপাত্রং স্থাপয়িত্বা অর্ঘ্যোদকেন তাশ্চাভ্যুক্ষ্য বমিতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্যাষ্টশক্তিরূপভেদং কৃত্বা ব্রাহ্মণ্যাদ্যষ্টশক্তীনাং সংজ্ঞাভির্নামকরণং কৃত্বা ক্রমেণাসনাদিকং দদ্যাৎ। তদুক্তং তত্রৈব,—অষ্টকন্যারূপভেদং বিলোক্যামর্ষবেষ্টিতম্। ব্রহ্মাণ্যাদ্যষ্টশক্তীনাং নামভিঃ কৃতসংজ্ঞয়া। আসনং প্রথমং দত্বা স্বাগতঞ্চ পুনঃ পুনঃ। অর্ঘ্যং পাদ্যঞ্চ পানীয়ং মধুপর্কং জলং ততঃ। স্নাপয়েদ্ গন্ধপুষ্পাদি-কেশসংস্কারমেব চ। ধূপয়িত্বা ততঃ কেশান্ কৌষেয়ঞ্চ নিবেদয়েৎ। ততঃ স্থানান্তরে পীঠমাস্তীর্য্য পাদুকাদ্বয়ম্ দত্বা তত্র সমাসীনাং

ফল, কপিত্থ, সুদৃশ্য নাগরঙ্গ, নেবু, বীজপুর (ছোলঙ্গ), উত্তম দাড়িম্ব, বিবিধ রম্য ফল, বিবিধ গন্ধদ্রব্য, রক্ত চন্দন, মৃগনাভি, শ্রীখণ্ড (চন্দন), নবপল্লব, টঙ্কন ফল, লোধ্রফল, জলজ বনজ বিবিধ দ্রব্য, বিবিধ পার্ব্বত্য বস্তু ও বিবিধ ভূষণ-ভূষিত পরিচ্ছদ ঐ নারী-পূজায় প্রদান করিবে। শূন্যগৃহে শক্তিকে আনয়ন করিয়া অর্ঘ্যজলদ্বারা শোধন ও অমৃতীকরণ করিয়া সম্মুখে স্থাপন করিবে। ৩০। ব্রাহ্মণী [১] ক্ষত্রিয়া (২), বৈশ্যা (৩), শূদ্রা (৪), (বেশ্যা) (৫), নাপিতকন্যা (৬) রজকী (৭) ও নটকী (৮) এই সকল স্ত্রীলোককে শক্তি করিবে। বিশেষভাবে লীলাচাতুর্য্য থাকিলে সকল কুলাঙ্গনাই এই সকল কার্য্যে শক্তিরূপে নিযুক্ত হইতে পারে।৩১। অতঃপর ঐ দীক্ষিতা অষ্টশক্তিকে যথাক্রমে উপবেশন করাইয়া অর্ঘ্যপাত্র স্থাপনপূর্ব্বক অর্ঘ্যজলদ্বারা উহাদের অভ্যুক্ষণ এবং 'বং' এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া অষ্টশক্তিরূপে উহাদিগকে পৃথক্ করিবে, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি অষ্টশক্তির নামে উহাদের নামকরণ করিয়া যথাক্রমে উহাদিগকে আসনাদি উপচার প্রদান করিবে। কুলচূড়ামণিতে তাহা কথিত হইয়াছে,—অষ্টকন্যা মূর্ত্তিতে উহারা পুরোভাগে পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে বেষ্টন করিয়া থাকিবে। ব্রহ্মাণী প্রভৃতি অষ্টশক্তির নামে উহাদের নামকরণ করিবে, প্রথমে আসন দিয়া পুনঃ পুনঃ স্বাগত প্রশ্ন করিবে, পরে অর্ঘ্য, পাদ্য, পানীয় ও মধুপর্ক প্রদান করিয়া জলদ্বারা স্নান করাইবে। তাহার পরে গন্ধপুষ্পাদি প্রদান করিয়া কেশসংস্কার দ্রব্যে কেশে

---

(১) লিম্পাকং নেবু ইতি খ্যাতম্ (খ টি)। (২) ছোলঙ্গ ইতি খ্যাতম্ (খ টি)।
(৩) রক্তচন্দনম্ (খ টি)। (৪) ফলবিশেষঃ (খ টি)।

নানালঙ্কারভূষণৈঃ। ভূষয়িত্বানুলেপঞ্চ গন্ধং মাল্যং নিবেদয়েৎ। ততস্তাং তাং শক্তিং ব্রহ্মাণ্যাদিরূপাং সমাবাহ্য জীবন্যাসাদিকং কৃত্বা গন্ধপুষ্পধূপদীপান্নব্যঞ্জনাদিকং দত্ত্বা তাসাং সব্যকর্ণে ক্রমেণ স্তোত্রং পঠেৎ॥ তদুক্তং তত্রৈব,—তাং তাং শক্তিং সমাবাহ্য মূর্দ্ধ্নি তাসাং সমানয়েৎ (১)। ভোজ্যং মণ্ডপমধ্যে তু স্বর্ণপাত্রে সুশোভনে। চর্ব্ব্যং চূষ্যং লেহ্যং পেয়ং ভোজ্যং ভক্ষ্যং নিবেদয়েৎ। অদীক্ষিতা ভবেদ্ যা তু তদা মায়াং (২) নিবেদয়েৎ। তাসাং সব্যেষু কর্ণেষু ততঃ স্তোত্রং সমাচরেৎ॥ ৩২॥ ওঁ মাতর্দেবি (৩) নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মরূপধরেঽনঘে। কৃপয়া হর মে বিঘ্নং মন্ত্রসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে। [১] ওঁ মাহেশি! বরদে দেবি পরমানন্দরূপিণি! কৃপয়া হর বিঘ্নং মে মন্ত্রসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে। [২] ওঁ কৌমারি সর্ব্ববিদ্যেশে কুমারক্রীড়নে বরে (৪)। কৃপয়েত্যাদি। [৩]। ওঁ

ধূপপ্রদান করিবে। তাহার পরে পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া স্থানান্তরে পীঠ আস্তৃত করিয়া পাদুকাযুগল প্রদান করিবে। পাদুকা পরাইয়া সেই আসনে বসাইয়া বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া গন্ধাদি অনুলেপন দ্রব্য ও মাল্য নিবেদন করিবে। তাহার পরে সেই সেই শক্তিকে যথাক্রমে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিরূপে আহ্বান করিয়া জীবন্যাসাদি করিবে, তাহার পরে গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ অন্ন ও ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রদান করিবে। তাহার পরে কেশ-সংস্কার দ্রব্য দ্বারা তাহাদের কেশপাশ সুগন্ধময় করিয়া পট্টবস্ত্র নিবেদন করিবে। তাহার পরে স্থানান্তরে পীড়ি পাতিয়া পাদুকাযুগল দিয়া তথায় বসাইবে। বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া অনুলেপন দ্রব্য গন্ধ ও মাল্য নিবেদন করিবে। তাহার পরে সেই সকল শক্তিকে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি রূপে আবাহন করিয়া জীবন্যাস প্রভৃতি কার্য্য করিবে। তাহার পরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাহাদের বামকর্ণে স্তব পাঠ করিবে। কুলচূড়ামণিতে তাহা কথিত হইয়াছে,—সেই সেই শক্তিকে আবাহন করিয়া মণ্ডল মধ্যে তাহাদের সম্মুখে ভোজ্য উপস্থিত করিবে; অতি রমণীয় স্বর্ণপাত্রে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি সকল প্রকার ভক্ষ্য বস্তু নিবেদন করিবে। উহাদিগের মধ্যে যদি কেহ অদীক্ষিতা থাকে, তাহাকে বীজমন্ত্র জানাইবে। তাহাদিগের প্রত্যেকের বামকর্ণে এক একটি করিয়া এই স্তব পাঠ করিবে। ৩২। মাতঃ! দেবি! তুমি নিষ্পাপা ব্রহ্মরূপধারিণী, তোমাকে নমস্কার; তুমি দয়া করিয়া আমার বিঘ্ন দূর কর, আমাকে মন্ত্রসিদ্ধি দান কর (১)। (ইহা ব্রাহ্মণীর বামকর্ণে পাঠ করিবে)। হে দেবি মাহেশি! তুমি পরমানন্দরূপিণী বরদা, দয়া করিয়া আমার বিঘ্ন দূর কর,—আমার মন্ত্র সিদ্ধ কর (২) (ইহা ক্ষত্রিয়ার বামকর্ণে)। হে কৌমারি! তুমি সর্ব্ব বিদ্যার অধীশ্বরী, তুমি কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে

---

(১) মূর্দ্ধ্নি সম্মুখে। সমানয়েৎ সমাচরেৎ (খ চি)। (২) বীজম্ (খ চি)। (৩) তথাচ ক্রমেণ নবকানাং নব নামানি বোধ্যানি (খ চি)। (৪) ময়ূরবরবাহিনি (গ) পাঠঃ।

বিষ্ণুরূপধরে দেবি বিনতাসুতবাহিনি। রূপয়েত্যাদি। [৪]। ওঁ বারাহি বরদে দেবি দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে। রূপয়েত্যাদি। [৫]। ওঁ শক্ররূপধরে দেবি শক্রাদিসুরপূজিতে। রূপয়েত্যাদি। [৬]। ওঁ চামুণ্ডে মুণ্ডমালাসৃক্‌চর্চ্চিতে বিঘ্ননাশিনি। রূপয়েত্যাদি। [৭]। ওঁ মহালক্ষ্মি! মহোৎসাহে ক্ষোভসন্তাপহারিণি। রূপয়েত্যাদি। [৮]। মিতি-(১)-মাতৃময়ে দেবি মিতিমাতৃবহিষ্কৃতে (২)। একে বহুবিধে দেবি বিশ্বরূপে নমোঽস্তু তে। [৯] এতৎ স্তোত্রং পঠেদ্ যস্তু কর্ম্মারম্ভেষু সংযতঃ। বিদগ্ধাং বা সমালোক্য তস্য বিঘ্নং ন জায়তে॥ কুলীনস্য দ্বারদেবাঃ কথিতাস্তব পুত্রকা। দীক্ষাকালে নিত্যপূজাসময়ে নার্চ্চয়েদ্ যদি। তস্য পূজাফলং বৎস নীয়তে যক্ষরাক্ষসৈঃ॥ যদি ব্রীড়াপরা সা তু ভোজনে তদ্‌গৃহাদ্বহিঃ। স্থিতস্তাবৎ পঠেৎ স্তোত্রং যাবৎ তৃপ্তিঃ

ক্রীড়া করিতে নিপুণা। তুমি দয়া করিয়া আমার বিঘ্নহরণপূর্ব্বক মন্ত্র সিদ্ধ কর। (ইহা বৈশ্যার কর্ণে পাঠ করিবে) (৩) হে বিষ্ণুরূপধারিণি! গরুড়বাহিনি! দেবি! তুমি দয়া করিয়া আমার বিঘ্ন দূর কর এবং মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া দাও। (ইহা শূদ্রার কর্ণে পাঠ্য) (৪)। হে দেবি! বারাহি! তুমি বরদায়িনী, তুমি দন্তবলে বসুন্ধরার উদ্ধার করিয়াছ, দয়া করিয়া আমার বিঘ্ন দূর কর এবং মন্ত্রসিদ্ধি দাও। (ইহা বেশ্যার কর্ণে পাঠ করিবে) (৫) হে দেবি! ইন্দ্ররূপধারিণি! ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার পূজা করিয়া থাকেন,—তুমি দয়া করিয়া আমার বিঘ্ন দূর কর, এবং আমাকে মন্ত্রসিদ্ধি দাও,—(ইহা নাপিত কন্যার কর্ণে পাঠ করিবে) (৬)। হে চামুণ্ডে! তুমি মুণ্ডমালাবিভূষিতা হইয়া রক্তাক্তদেহে বিঘ্নবিনাশ করিয়া থাক, দয়া করিয়া আমার বিঘ্ন নিবারণ কর এবং মন্ত্রসিদ্ধ কর। (ইহা রজকীর কর্ণে পাঠ্য)। (৭)। হে মহালক্ষ্মি! তোমার সকল কার্য্যে মহান্ উৎসাহ,—তুমি সেবকগণের ক্ষোভ ও সন্তাপ হরণ কর; দয়া করিয়া তুমি আমার বিঘ্নবিনাশপূর্ব্বক মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া দাও। (ইহা নটকীর কর্ণে পাঠ্য। (৮) হে দেবি! তুমি জ্ঞানময়ী ও জ্ঞাতৃময়ী হইয়াও জ্ঞান ও জ্ঞাতা হইতে বহির্ভূতা,—হে দেবি! তুমি একা হইয়াও বহুরূপিণী,—অধিক কি তুমিই বিশ্বরূপিণী; তোমাকে প্রণাম। (ইহা সকল শক্তিরই কর্ণে পাঠ্য) (৯)। যে ব্যক্তি কর্ম্মারম্ভে সংযতভাবে এই স্তব পাঠ করিবে, অথবা বিদুষী রমণী দেখিলে পাঠ করিবে তাহার কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিবে না। বৎস! তোমার নিকটে কুলাচারীর দ্বারদেবতার উল্লেখ করিলাম; দীক্ষাকালে ও নিত্যপূজাকালে যে ব্যক্তি এই দ্বার দেবতাগণের পূজা না করিবে, তাহার পূজাফল যক্ষরাক্ষস ভক্ষণ করিবে। ৩৮। অন্নাদি প্রদান করিয়া সম্মুখে বসিয়া স্তব পাঠ করিলে শক্তি যদি ভোজন করিতে লজ্জা বোধ করে, তাহা হইলে গৃহের বাহিরে আসিয়া স্তব পাঠ করিবে। যে পর্য্যন্ত ভোজন-তৃপ্তি না হয়,—সে

---

(১) মিতির্জ্ঞানম্। (২) মিতিমাত্রাময়ে দেবি মিতিমাত্রাবহিষ্কৃতে ইতি (খ) পাঠঃ।

প্রযায়তে। আচম্য মুখবাসাদি তাম্বুলঞ্চ নিবেদয়েৎ। ততো দদ্যাৎ পুনর্ম্মাল্যং গন্ধচন্দনপঙ্কিলম্। বিসৃজ্য দক্ষিণীকৃত্য বরং প্রার্থ্য সুখী ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ অন্যা যদি ন গচ্ছেত্তু নিজকন্যা নিজানুজা। অগ্রজা মাতুলানী বা মাতা বা তৎসপত্নিকা। পূর্ব্বাভাবে পরা পূজ্যা মদংশা যোষিতো মতাঃ। সর্ব্বাভাবে একতরা পূজনীয়া প্রযত্নতঃ। একা চেৎ কুলশাস্ত্রজ্ঞ পূজার্হা তত্র ভৈরব। সর্ব্ব এব সুরাঃ পূজ্যাঃ সত্যং ব্রহ্ম-শিবাদয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ একা চেৎ যুবতী তত্র পূজিতা চাবলোকিতা। সর্ব্বা এব পরা দেব্যঃ পূজিতাঃ কুলভৈরব। আদাবন্তে চ মধ্যে চ লক্ষপূর্ত্তৌ বিশেষতঃ। ন পূজয়তি চেৎ কান্তাং তদা বিঘ্নৈর্ব্বিলিপ্যতে ॥ ৩৬ ॥ পূর্ব্বার্জ্জিতফলং নাস্তি কা কথা পরজন্মনি। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজয়েৎ কুলসুন্দরীম্ ॥ ৩৭ ॥ অথৈবং ক্রমেণ লক্ষজপস্থাদৌ মধ্যে অন্তে চ শক্তিং পূজয়েৎ। লক্ষমিত্যুপলক্ষণম্। ততো রাত্রৌ পঞ্চমেন (১) দেবীং সম্পূজ্য রহস্যমালয়া কুলযুক্তং গুরুং শিরসি হৃদি দেবীঞ্চ ধ্যাত্বা শিবোঽহমিতি ভাবয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ ॥ ৩৮ ॥ মুণ্ডমালায়াং,—গতে তু প্রথমে যামে তৃতীয়প্রহরাবধি। নিশায়াঞ্চ প্রজপ্তব্যং

পর্য্যন্ত স্তব পাঠ করিতে থাকিবে। ভোজন সমাপ্ত হইলে আচমন করাইয়া মুখ সুবাসার্থ তাম্বূল প্রদান করিবে। তাহার পরে গন্ধ চন্দনে পঙ্কিল করিয়া মাল্য দান করিবে, প্রদক্ষিণ করিয়া বর প্রার্থনাপূর্ব্বক বিদায় দিয়া সুখী হইবে। ৩৪। এই কার্য্যে অন্য রমণী যদি আগমন না করে, তাহা হইলে নিজের কন্যা, নিজের কনিষ্ঠা বা জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মাতুলানী, মাতা বা বিমাতাকে আনয়ন করিয়া পূজা করিবে, প্রথমটির অভাবে পরবর্ত্তিনীর পূজা করিবে। যেহেতু স্ত্রীমাত্রই আমার অংশস্বরূপা, সকলের অভাব হইলে যত্নপূর্ব্বক একটিরই পূজা করিবে। হে কুলশাস্ত্রজ্ঞ ভৈরব! তন্মধ্যে একটির পূজা করিতে পারিলে ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি সকল দেবতারই পূজা করা হইবে। ৩৫। হে কুল ভৈরব! এই পুরশ্চরণকার্য্যে অন্ততঃ একটি যুবতীকে দেখিয়া পূজা করিলে সকল দেবীরই পূজা করা হইবে। যদি পুরশ্চরণ জপের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে বিশেষতঃ লক্ষ জপ পূর্ণ হইলে রমণীর পূজা না করা হয় তাহা হইলে বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। ৩৬। এই কার্য্যে নারীপূজা না করিলে পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যও নষ্ট হয়,—পরজন্মের পুণ্যের ত কথাই নাই, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কুলসুন্দরীর পূজা করিবে। ৩৭। লক্ষ জপের আদি, মধ্য ও অবসানে শক্তির পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ স্থলে লক্ষজপ উপলক্ষণ মাত্র, যে কোন জপেই নারীপূজা কর্ত্তব্য। তাহার পর রাত্রিকালে পঞ্চ-ম-কার দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া মস্তকে কুলগুরু এবং হৃদয়ে দেবীকে ধ্যান ক'রয়া 'আমি শিব' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রহস্যমালা দ্বারা জপ করিবে। ৩৮। মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন,—রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে

---

(১) পঞ্চমকারেণ (খ টি)।

রাত্রিশেষে জপেন্ন চ ॥ ৩৯ ॥ স্বতন্ত্রে,—রাত্রৌ মাংসাসবৈর্দেবীং পূজয়িত্বা বিধানতঃ। ততো নগ্নাং স্ত্রিয়ং নগ্নো রমন্ ক্লেদযুতোঽপি বা। জপেল্লক্ষং ততো দেবীং হোময়েজ্জ্বলদিন্ধনে। যোনিকুণ্ডে (১) স্থিতে সর্পির্মাংসমৎস্যযুতং ভৃশম্। দশাংশং তর্পয়েদ্দ্রব্যৈর্মাংসমিশ্রৈস্তু সাধকঃ। তর্পণস্য দশাংশেন অভিষিচ্য জগন্ময়ীম্। দশাংশং ভোজয়েৎ সাধু সাধকং দেবতাপ্রিয়ম্। দিব্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ চর্ব্বণন্তু প্রদাপয়েৎ। ততস্তু তোষয়েদ্ ভক্ত্যা গুরুং স্বর্ণাদিভিঃ প্রিয়ে। এতৎকল্পান্মহাদেবি মন্ত্রঃ সিধ্যতি নিশ্চিতম্ (২)॥ ৪০ ॥ ইতি কুলপুরশ্চরণম্।

অথ মন্ত্রিণাং (৩) মন্ত্রস্নানং নিরূপ্যতে। তন্ত্রান্তরে—স্নায়াচ্চ বিমলে তীর্থে পুষ্করে হৃদয়াশ্রিতে। বিন্দুতীর্থে (৪)ঽথবা স্নাত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৪১ ॥ ইড়া-

তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে। রাত্রির শেষভাগে জপ করিবে না। ৩৯। স্বতন্ত্র তন্ত্রে বলিয়াছেন,—রাত্রিকালে মাংস ও আসবদ্বারা যথাবিধি দেবীর পূজা করিয়া নগ্ন অবস্থায় নগ্না রমণীরমণ করত ক্লেদযুক্ত থাকিয়াই লক্ষজপ করিবে, তাহার পরে জ্বলিত অনলে হোম করিবে। এই হোম যোনির আকারে কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া সেই কুণ্ডে মৎস্য মাংসযুক্ত হবির্দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে, মাংস মিশ্র দ্রব্য দ্বারা হোমের দশাংশ তর্পণ করিবে। তর্পণের পর জগন্ময়ীকে তর্পণ সংখ্যার দশাংশ অভিষেক করিবে। তাহার পরে অভিষেকের দশাংশ দেবতার প্রিয় সাধককে উত্তমরূপে ভোজন করাইবে। দিব্য মৎস্য মাংস চর্ব্ব্য দ্রব্য ভোজন কালে প্রদান করিবে। হে প্রিয়ে! তাহার পরে সুবর্ণাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক গুরুকে সন্তুষ্ট করিবে। হে মহাদেবি! এই বীরাচারকল্পে—মন্ত্রসিদ্ধি নিশ্চিত হইবে। কুলাচারীর পুরশ্চরণ সমাপ্ত। ৪০।

অনন্তর সাধকদিগের মন্ত্র-স্নান নিরূপিত হইতেছে,—তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—নিজ হৃদয়স্থিত নির্ম্মল পুষ্করতীর্থে অথবা বিন্দুতীর্থে-স্নান করিবে। (শিরঃস্থিত সহস্রদল পদ্মের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণের মধ্যভাগকে বিন্দুতীর্থ বলে) এই তীর্থে স্নান করিলে পুন-

---

(১) যোন্যাকারকুণ্ডে (খ টি)।

(২) (ক) পুস্তকেঽত্র "বিনা পীত্বা সুরাং ভুক্ত্বা মাংসং গত্বা রজস্বলাম্। যো জপেদ্দক্ষিণাং দেবীং তস্য দুঃখং পদে পদে॥ কালীতন্ত্রেঽপি,—তর্পণস্য বিধিং বক্ষ্যে যেন কার্য্যাণি সাধয়েৎ। তর্পয়েচ্চ পয়োভিশ্চ রক্তধারাযুতৈস্তথা॥ মজ্জভিশ্চ তথা দ্রবৎ স্বকীয়রেতসা চ বৈ। আকর্ষিতায়াঃ কন্যায়াঃ কুলপ্রক্ষালনেন চ॥ মেষমহিষরক্তেন নররক্তেন চৈব হি। মূষামার্জ্জাররক্তেন পূজয়েৎ পরদেবতাম্॥ এবং তর্পণমাত্রেণ সাক্ষাৎ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। কবিতা জায়তে তস্য দ্রাক্ষারস-পরম্পরা॥ বৃহস্পতিসমো ভূত্বা দেববন্মোদতে ভুবি। ন তস্য পাপপুণ্যানি জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধ্রুবম্।" ইত্যধিকঃ পাঠঃ। (৩) যোগিনামিতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ। (৪) শিরঃস্থসহস্রদল-কমলান্তর্গতত্রিকোণমধ্যবিন্দুতীর্থে ইত্যর্থঃ (ক টি)। বিষ্ণুতীর্থে ইতি (গ) পাঠঃ।

সুষুম্নে শিবতীর্থকেঽস্মিন্, জ্ঞানাম্বুপূর্ণে বহতঃ শরীরে। ব্রহ্মাম্বুভিঃ স্নাতি তয়োঃ সদা যঃ, কিং তস্য গাঙ্গৈরপি পুষ্করৈর্ব্বা ॥ ৪২ ॥ ইতি স্নানম্।

অথ সন্ধ্যা। শিবশক্ত্যোঃ (১) সমাযোগো যস্মিন্ কালে প্রজায়তে। সা সন্ধ্যা কুলনিষ্ঠানাং সমাধিস্থৈ প্রজায়তে (২) ॥ ৪৩ ॥ তর্পণন্তু,—মূলাধারাজ্জ্বলন্তীং সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণীম্। কুণ্ডলিনীং সমুত্থাপ্য পরবিন্দুং নিবেশ্য চ। তদুদ্ভবামৃতেনৈব তর্পয়েদ্দেহদেবতাম্ ॥ ৪৪ ॥ তদুক্তং নবরত্নেশ্বরে (৩)।—চন্দ্রার্কানলসংঘট্টাদ্ গলিতং যৎ পরামৃতম্। তেনামৃতেন দিব্যেন তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মরন্ধ্রাদধোভাগে যচ্চান্দ্রং (৪) পাত্রমুত্তমম্ (৫)। কলাসারেণ সংপূর্য্য তর্পয়েত্তেন খেচরীম্ ॥ ৪৬ ॥ ধ্যানন্তু—কিরণস্থং তদগ্নিস্থং চন্দ্রভাস্করমধ্যগম্। মহাশূন্যে লয়ং কৃত্বা পূর্ণ-(৬)-স্তিষ্ঠতি যোগিরাট্ ॥ ৪৭ ॥ অথবা,—নিরালম্বে পদে শূন্যে যত্তেজ উপজায়তে। তদগর্ভমভ্যসেন্নিত্যং ধ্যানমেতদ্ধি যোগিনাম্। তদগর্ভমিত্যন্তঃকরণস্থমভ্যসেদিতি (৭) ॥ ৪৮ ॥

র্জ্জন্ম হয় না। ৪১। এই শরীর শিবতীর্থ,—এই শিবতীর্থে ইড়া ও সুষুম্নানামে জ্ঞানজলপূর্ণা দুইটি নদী বহিতেছে, এই দুই নদীর জ্ঞানসলিলে যে সর্ব্বদা স্নান করে,—গঙ্গাজল বা পুষ্করতীর্থের জলে তাহার কি প্রয়োজন? (ভাবনাসহকারে মন্ত্রজপদ্বারা এই মন্ত্র-স্নান সিদ্ধ হয়)। ৪২।

অতঃপর সন্ধ্যা,—যথা,—যে সময়ে শিবশক্তির (পরমাত্মা ও কুণ্ডলিনী শক্তির) সম্মিলন ঘটে,—সেই সময়ের নাম সন্ধ্যা। কুলাচারীদিগের মধ্যে যিনি সমাধিস্থ হইতে পারিয়াছেন,—তাঁহারই এইরূপ সন্ধ্যা ঘটে—এইরূপ সন্ধ্যার পর তর্পণ করিতে হয়,—সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী প্রজ্জলিতা কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার হইতে উত্থিত করিয়া পরমবিন্দুতে স্থাপনপূর্ব্বক সেই বিন্দু হইতে উৎপন্ন অমৃত দ্বারা দেহস্থ ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে। নবরত্নেশ্বরে তাহা বলিয়াছেন,—চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিনের সংযোগে কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে যে পরামৃত বিগলিত হইবে; সেই দিব্য অমৃত দ্বারা ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে। ৪৫। ব্রহ্মরন্ধ্রের অধোভাগে ভ্রূযুগলের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে যে চন্দ্ররূপ উত্তম পাত্র আছে, অমৃতসারে ঐ পাত্র পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীর তর্পণ করিবে। ৪৩—৪৬। তাহার পরে ধ্যান—যথা,—কিরণে অগ্নিতে ও চন্দ্রসূর্য্যের মধ্যে যে তেজ বিদ্যমান যোগিরাজ তাহা মহাশূন্যে লীন করিয়া একীভাবে

---

(১) কুণ্ডলিনীশক্তিপরমাত্মনোরৈক্যং যদা ভবেৎ সা সন্ধ্যা তৎকালঃ সন্ধ্যাকালঃ তথাচ মন্ত্রাপেক্ষাপীতি ভাবঃ। সন্ধ্যাকালে তাদৃশী ভাবনাদৌ কর্ত্তব্যা ইত্যাহুঃ (ক টি)।

(২) সমাধিস্থৈঃ প্রগীয়তে ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৩) নবচক্রেশ্বরে ইতি (ক) (গ) পাঠঃ। চন্দ্রার্কানলসঙ্ঘট্টাৎ চন্দ্রার্কানলযুক্তকুণ্ডলিনীসঙ্ঘর্ষণাৎ।

(৪) যচ্চাপি (গ) পাঠঃ। (৫) ভ্রূবোর্ম্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে ইত্যর্থঃ (ক টি)।

(৬) বিভাগবিরহাৎ পূর্ণো ভবতীত্যর্থঃ (ক টি)। (৭) বারং বারং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ।

অথান্তরপূজা।—মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীম্ উত্থাপ্য, হৃদয়াদর্কমণ্ডলং নীত্বা, সহস্রদলকর্ণিকান্তর্গতচন্দ্রামৃতধারয়া মূলমন্ত্রং স্মরন্ সিঞ্চেৎ। অর্চ্চয়ন্ বিষয়ৈঃ পুষ্পৈস্তৎক্ষণাত্তন্ময়ো ভবেৎ। ন্যাসস্তন্ময়তাবুদ্ধিঃ সোহহংভাবেন পূজয়েৎ। তন্ময়েতি তদেকত্বজ্ঞানং সোহহমিতি। মন্ত্রাক্ষরাণি চিচ্ছক্তৌ (১) প্রোতানি (২) পরিভাবয়েৎ। তামেব পরমে ব্যোম্নি (৩) পরমানন্দবৃংহিতে। দর্শয়ত্যাত্মসদ্ভাবং পূজাহোমাদিভির্ব্বিনেতি ॥ ৪৯ ॥ বিষয়পুষ্পাণি যথা,—অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদন্তথা। অমোহকমদম্ভঞ্চ অনিন্দাক্ষোভকৌ তথা। অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুর্ব্বুধাঃ। অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দয়া পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমম্ (৪) ॥ ৫০ ॥ (৫)

পূর্ণ হইয়া বিরাজ করেন। ৪৭। অথবা নিরালম্ব শূন্য স্থানে যে তেজ, তাহা নিত্য গর্ভে রাখিতে অভ্যাস করিবে। ইহাই যোগীদিগের ধ্যান। গর্ভশব্দের অর্থ অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণকে তেজোময় করিতে অভ্যাস করিবে ইহার নাম ধ্যান। ৪৮।

অনন্তর আন্তরপূজা. যথা।—মূলাধার হইতে কুলকুণ্ডলিনীকে উত্থিত করিয়া হৃদয় পথ দিয়া সূর্য্যমণ্ডলে লইয়া যাইবে; তাহার পরে মূল মন্ত্র স্মরণ করত সহস্র দল পদ্মের কর্ণিকা মধ্যবর্ত্তী চন্দ্র হইতে অমৃত লইয়া তদ্দ্বারা ঐ কুণ্ডলিনীকে অভিষেক করিবে। বিষয়রূপ পুষ্প দ্বারা পূজা করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ তন্ময় হইয়া যাইবে. এই তন্ময়তাজ্ঞানই ন্যাস, "সোহহং" ভাবে এই পূজা করিবে। তন্ময়তাজ্ঞান ইহার অর্থ—সেই আরাধ্য দেবতার সহিত আপনার একতাজ্ঞান,—"সোহহং" আমিই সেই দেবতা এইরূপ জ্ঞান,—মন্ত্রের অক্ষরগুলিকে কুণ্ডলিনী শক্তিতে গ্রথিত—ভাবিবে। সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে পরমানন্দ বিস্ফারিত পরমাত্মায় গ্রথিত—এইরূপ ভাবনা করিবে এই ভাবনাময়ী পূজা হোমাদি বাহ্য ব্যাপারবিবর্জ্জিত হইলেও সাধকের 'সোহহং'—ভাব উপস্থাপিত করিয়া থাকে। ৪৯। বিষয়পুষ্প যথা—অমায়া সংসারমায়ারহিতা (১) অনহঙ্কার অভিমানশূন্যতা (২) অরাগ বিষয়ে অনাসক্তি (৩) অমদ ধনমদে মত্ত না হওয়া (৪) অমোহ (৫) অদম্ভ, (৬) অনিন্দা (৭) অক্ষোভ (৮) অমাৎসর্য্য (৯) অলোভ (১০) এই দশটীকে বিষয়পুষ্প বলে। এতদ্ভিন্ন—অহিংসা এক উৎকৃষ্ট পুষ্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ,—এক পুষ্প, দয়া এক পুষ্প, ক্ষমা অপর এক পুষ্প, জ্ঞান এক পুষ্প—এই পাঁচটিও পুষ্প ॥ ৪৯ ॥

---

(১) কুণ্ডলিন্যাম্। (২) গ্রথিতানি। (৩) তামেব মন্ত্রাক্ষরগ্রথনসূত্ররূপাম্। পরমে ব্যোম্নি পরমাত্মনি (ক টি)। (৪) ইত্যষ্টসপ্তভিঃ পুষ্পৈঃ পূজয়েৎ পরদেবতামিত্যধিকোহত্র (ক) (খ) (গ) পাঠঃ। (৫) "জপস্তু,—সুষুম্নান্তর্গতচিচ্ছক্তি (কুণ্ডলিনী) স্বরূপব্রহ্মগ্রন্থিকৃতগ্রথিতমাতৃকামালয়া হংসমেরুকয়াহনুলোমবিলোমেন কুণ্ডলিনীমুত্থাপ্য জপেৎ" (খ) পুস্তকে ইত্যধিকঃ পাঠোহত্র।

অথ হোমঃ।—আত্মানমপরিচ্ছিন্নং বিভাব্যাত্মান্তরাত্মপরমাত্মজ্ঞানাত্মরূপং চতুরস্রং চিৎকুণ্ডমানন্দমেখলাযুতম্ অর্দ্ধমাত্রাকৃতিযোনিবিভূষিতং নাভৌ ধ্যাত্বা, তন্মধ্যস্থজ্ঞানাগ্নৌ জুহুয়াৎ। যথা মূলান্তে,—“নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা। জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তী-(১)-র্জুহোম্যহম্ স্বাহা।” ইতি প্রথমাহুতিম্। মূলান্তে,—ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দ্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা। সুষুম্না-বর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্। স্বাহেতি দ্বিতীয়াহুতিম্। মূলান্তে। প্রকাশাকাশহস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনী স্রুচা। ধর্ম্মাধর্ম্মকলাস্নেহপূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্। স্বাহেতি তৃতীয়াহুতিং দদ্যাৎ। ততো মূলান্তে,—অন্তর্নিরন্তরনিরিন্ধনমেধমানে মায়ান্ধকারপরিপন্থিনি সম্বিদগ্নৌ। কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচিবিকাশভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি-শিবাবসানম্। ইতি চতুর্থাহুতিং জুহুয়াৎ। ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ। ন তস্য পাপপুণ্যানি জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধ্রুবম্। অয়ন্ত্বন্তর্যাগো জ্ঞানিনামেব ॥ ৫১ ॥ অথান্তঃ-পঞ্চমকারযজনপ্রকারঃ। তদুক্তং কুলার্ণবে।—অন্তর্যজনে,—সুরা শক্তিঃ শিবো মাংসং তদ্ভোক্তা ভৈরবঃ স্বয়ম্। তয়ো-

তাহার পরে হোম বলিতেছেন,—নাভিদেশে আত্মাকে আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা, ও জ্ঞানাত্মারূপে চতুরস্র চৈতন্যময় এক হোমকুণ্ড চিন্তা করিবে, আনন্দ এই কুণ্ডের মেখলা, ঐ কুণ্ড অর্দ্ধমাত্রাকার যোনি দ্বারা বিভূষিত, নাভিদেশে উক্ত প্রকার হোমকুণ্ডধ্যান করিয়া সেই কুণ্ডের মধ্যস্থিত জ্ঞানানলে হোম করিবে। যথা,—মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া “জ্ঞানোদ্দীপ্ত নাভিস্থিত চৈতন্যরূপ বহ্নিতে মনোরূপ হবির সহিত সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়বৃত্তির হোম করি।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া (মন্ত্র উপরে দ্রষ্টব্য) প্রথম আহুতি দিবে। মূলমন্ত্র উচ্চারণের পর “ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ হবির্দ্বারা দীপ্ত আত্মরূপ বহ্নিতে সুষুম্না পথ দিয়া মনোরূপ স্রুক্ দ্বারা নিত্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিয়া এই মন্ত্রে (মন্ত্র উপরে দ্রষ্টব্য) দ্বিতীয়বার আহুতি দিবে। মূলমন্ত্র পাঠের পরে “প্রকাশ ও অপ্রকাশ এই দুই হস্ত দ্বারা ধারণপূর্ব্বক উন্নত মনোরূপ স্রুক্ দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম কলারূপ হবিঃ সংযোগে আত্মাগ্নিতে আহুতি প্রদান করি” এই মন্ত্র (উপরে দ্রষ্টব্য) দ্বারা তৃতীয়বার আহুতি দিবে। তাহার পরে মূলমন্ত্র পাঠের পর “অন্তরে বিনা ইন্ধনে নিরন্তর যে সম্বিদনল জ্বলিতেছে, মায়ান্ধকার যাহা দ্বারা বিদূরিত হয়, যাহাতে অদ্ভুতভাবে মরীচির বিকাশ হয়, সেই জ্ঞানানলে সমগ্র বিশ্ব আহুতি প্রদান করি” এই মন্ত্র (উপরে দ্রষ্টব্য) দ্বারা চতুর্থ আহুতি দিবে। এই প্রকারে অন্তর্যাগ করিয়া সাধক সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইবেন। তাঁহার কোন প্রকার পাপপুণ্য থাকিবে না। তিনি নিশ্চিত জীবন্মুক্ত হইবেন। এই অন্তর্যাগ জ্ঞানীদিগেরই হইয়া থাকে। ৫১। অনন্তর অন্তঃপঞ্চমকার দ্বারা পূজার প্রণালী বলা যাইতেছে,—কুলার্ণবে তাহা বলিয়াছেন, এই অন্তর্যাগে কুণ্ড-

---

(১) ইন্দ্রিয়বৃত্তীঃ (ক ট)।

রৈক্য-সমুৎপন্ন আনন্দো মোক্ষ উচ্যতে ॥ ৫২ ॥ আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে (১) ব্যবস্থিতম্। তস্যাভিব্যঞ্জকং দ্রব্যং (২) যোগিভিস্তেন পীয়তে। লিঙ্গত্রয়-(৩) বিশেষজ্ঞঃ ষট্‌চক্রপদ্মভেদকঃ। পীঠস্থানানি চাগত্য মহাপদ্মবনং (৪) ব্রজেৎ। আমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃপুনঃ। চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তিসামরস্যমহোদয়ঃ। ব্যোমপঙ্কজনিষ্পন্দধারাপানরতো নরঃ। মধুপানমিদং দেবি চেতরন্মদ্যপানকম্ ॥ ৫৩ ॥ পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ। পরে লয়ং নয়েচ্চিত্তং পলাশীতি নিগদ্যতে ॥ ৫৪ ॥ মানসাদীন্দ্রিয়গণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ। মাংসাশী স ভবেদ্দেবি ইতরে প্রাণিঘাতকাঃ ॥ ৫৫ ॥ পরশক্ত্যাত্মমিথুন সংযোগানন্দনির্ভরাঃ (৫)। মুক্তাস্তে মৈথুনং তৎস্যাদিতরে স্ত্রীনিষেবকাঃ ॥ ৫৬ ॥

লিনীশক্তিই সুরা, পরশিবই মাংস, স্বয়ং ভৈরব তাহার ভোক্তা, শিবশক্তির যোগে যে আনন্দ প্রকাশ হয়, তাহাকেই মোক্ষ বলা হয়। ৫২। আনন্দই ব্রহ্মের রূপ। এই আনন্দ সাধকের দেহেই অবস্থান করে। দেবোদ্দেশে দেয় বস্তু সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক। যোগিগণ সেই কারণে পঞ্চমকার সেবা করিয়া থাকেন। যিনি স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, ইতরলিঙ্গ এই তিন লিঙ্গের বিষয় বিশেষরূপে জানেন, তিনি ষট্‌চক্রভেদ করিতে পারেন। যিনি সকল পীঠস্থানে আসিয়া মহাপদ্মকাননে পরম শিবে যাইতে পারেন, যিনি মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ গমন করিয়া চিন্ময় পরশিবের সহিত কুণ্ডলিনীশক্তির একতা সম্পাদনপূর্ব্বক সহস্রদল-কমল-মধ্যগত চন্দ্রমণ্ডল হইতে পীযূষধারা পান করিতে পারেন, তাঁহারই মধুপান করা হয়। কিন্তু সাধারণ সুরাপানকে মদ্যপান বলা যায়। ৫৩। যিনি যোগবিদ্যাপারদর্শী হইয়া জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা, পুণ্য ও পাপরূপ পশুকে বলিদান করিয়া পরমব্রহ্মে চিত্ত লয় করিতে পারেন, তাঁহাকেই মাংসাশী বলা যায়। হে দেবি, অথবা যিনি মন প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আত্মাতে যোজনা করিতে পারেন, তিনিই মাংসাশী। অপর ব্যক্তিগণ (যাহারা সাধারণ মাংস ভোজন করে) প্রাণিঘাতক। ৫৪। ৫৫। যাঁহারা পরশক্তির সহিত পরশিবের মিথুন সংযোগ সম্পাদন করিয়া আনন্দপূর্ণ হইয়া মুক্ত হইতে পারেন, তাঁহাদেরই মৈথুন করা হয়। অপর স্ত্রীসঙ্গমকারী ব্যক্তিগণ স্ত্রী-সেবক বলিয়া কথিত। ৫৬।

---

(১) দেহে ইত্যত্র হব্যে ইতি আদর্শপাঠঃ দেবদেয়দ্রব্যং হব্যম্। (২) মকারপঞ্চকম্ (খ টি)।

(৩) স্বয়ম্ভূবাণেতররূপং মূলাধারহৃদয়ব্রহ্মরন্ধ্রেষু যথাসংখ্যং বোধ্যম্ (খ টি)।

(৪) পরমশিবম্ (খ টি)।

(৫) পরা শক্তিঃ কুণ্ডলিনী আত্মা পরমাত্মা সহস্রদলপদ্মান্তর্গতশিরঃস্থপারদসদৃশঃ তন্মিথুনসংযোগঃ তদ্দ্বয়রূপস্য ঐক্যচিন্তারূপসংযোগঃ তদানন্দনির্ভরো যেষাং তাদৃশা ইত্যর্থঃ (ক টিঃ)।

অথ কুমারীপূজা। (জ্ঞানার্ণবে।—হোমাদিকং হি সকলং কুমারীপূজনং বিনা। পরিপূর্ণফলং ন স্যাৎ পূজয়া তদ্ ভবেদ্ ধ্রুবম্। কুমারীপূজয়া দেবি ফলং কোটিগুণং ভবেৎ॥ ৫৭॥ পুষ্পং কুমার্য্যৈ যদ্দত্তং তন্মেরুসদৃশং ফলম্। কুমারী ভোজিতা যেন ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্॥ ৫৮॥) (১) তত্র কুমারীনির্ণয়ো যামলে।—একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা (২) দ্বিবর্ষা সা সরস্বতী। ত্রিবর্ষা চ ত্রিধামূর্ত্তিশ্চতুর্ব্বর্ষা তু কালিকা। সুভগা পঞ্চবর্ষা তু ষড়্‌বর্ষা চ উমা ভবেৎ। সপ্তভির্ম্মালিনী সাক্ষাদষ্টবর্ষা চ কুব্জিকা। নবভিঃ কালসন্দর্ভা দশভিশ্চাপরাজিতা। একাদশে চ রুদ্রাণী দ্বাদশাব্দে তু ভৈরবী। ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মীর্দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা। ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শে চাম্বিকা স্মৃতা। এবংক্রমেণ সংপূজ্যা (৩) যাবৎ পুষ্পং ন বিদ্যতে॥ ৫৯॥ প্রতিপদাদিপূর্ণান্তং বৃদ্ধিভেদেন পূজয়েৎ। মহাপর্ব্বসু সর্ব্বেষু বিশেষাচ্চ পবিত্রকে (৪)। মহানবম্যাং

অতঃপর কুমারীপূজা।—জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন, কুমারীপূজা না করিলে হোম প্রভৃতি সকল কার্য্যের ফল সম্পূর্ণ হয় না। কুমারীপূজা করিলে হোম প্রভৃতির ফল সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। হে দেবি! কুমারীপূজাদ্বারা ঐ সকল কার্য্যের কোটিগুণ ফল হয়। কুমারীকে একটি পুষ্প দান করিলে সুমেরু দানের তুল্য ফল হয়। একটি কুমারীকে ভোজন করাইলে সমস্ত ত্রৈলোক্যকে ভোজন করান হয়। ৫৭। ৫৮। যামলতন্ত্রে কুমারীনির্ণয় করিয়াছেন। যথা,—একবর্ষীয়া কন্যার নাম সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষীয়া কন্যার নাম সরস্বতী, ত্রিবর্ষীয়া কন্যার নাম ত্রিধামূর্ত্তি, চতুর্ব্বর্ষীয়া কন্যার নাম কালিকা, পঞ্চবর্ষীয়া কন্যার নাম সুভগা, ষড়্‌বর্ষীয়া কন্যার নাম উমা, সপ্তবর্ষীয়া কন্যার নাম মালিনী, অষ্টবর্ষীয়া কন্যার নাম কুব্জিকা, নববর্ষীয়া কন্যার নাম কালসন্দর্ভা, দশবর্ষীয়া কন্যার নাম অপরাজিতা, একাদশবর্ষীয়া কন্যাকে রুদ্রাণী বলে, দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে ভৈরবী বলে, ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যার নাম মহালক্ষ্মী, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যার নাম পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যার নাম ক্ষেত্রজ্ঞা, ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার নাম অম্বিকা। কন্যা যাবৎকাল ঋতুমতী না হয়, তাবৎকাল তাহাদিগকে এই ক্রমে পূজা করিবে। ৫৯। প্রতিপৎ তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথিবৃদ্ধির অনুরূপ বয়োবৃদ্ধি অনুসারে সন্ধ্যা প্রভৃতি ষোড়শ কুমারীর পূজা করিবে; তন্মধ্যে পূর্ণিমাতে পঞ্চদশী অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞার এবং অমাবস্যায় ষোড়শী অম্বিকার পূজা করিবে। দেবেশি! মহাপর্ব্বদিনে, পবিত্রদিনে,

---

(১) বন্ধনীপাঠঃ (ক) (খ) (গ) পুস্তকেষু নাস্তি।

(২) প্রতিপদি সন্ধ্যাং দ্বিতীয়ায়াং সরস্বতীং তৃতীয়ায়াং ত্রিধামূর্ত্তিং চতুর্থ্যাং কালিকাং পঞ্চম্যাং শুভগাং ষষ্ঠ্যামুমাং সপ্তম্যাং মালিনীম্ অষ্টম্যাং কুব্জিকাং নবম্যাং কালসন্দর্ভাং দশম্যামপরাজিতাম্ একাদশ্যাং রুদ্রাণীং দ্বাদশ্যাং ভৈরবীং ত্রয়োদশ্যাং মহালক্ষ্মীং চতুর্দ্দশ্যাং পীঠনায়িকাং পূর্ণিমায়াং ক্ষেত্রজ্ঞাম্ অমাবস্যায়াম্ অম্বিকামিতি যুক্তত্বাৎ (ক টি)। (৩) সম্পূজ্য ইতি সর্ব্বত্র পাঠঃ।

(৪) কালে (খ টি)। পবিত্রারোপণসময়ে মদনমহোৎসবে ইতি যাবৎ (ক টি)।

দেবেশি কুমারীঃ চ প্রপূজয়েৎ ॥ ৬০ ॥ তত্র পূজাক্রমঃ।—কুমারীমানীয় ঐং-কারেণ জলং তত্তন্নাম্না দেবীবুদ্ধ্যা হ্রীং-কারেণ তথা পাদ্যং শ্রীং-কারেণ চার্ঘ্যম্। হূং বীজেন চন্দনং হ্রং-কারেণ পুষ্পাণি হেসৌঃ মন্ত্রেণ ধূপদীপাদিকং দদ্যাৎ। ততঃ ষড়ঙ্গেন পূজয়েৎ। তদ্যথা—ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হেসৌঃ (১) কুলকুমারিকে হৃদয়ায় নমঃ। হৈং বৈং হ্রৈং শ্রীং হ্রীং ঐং স্বাহা শিরসে স্বাহা। ওঁ শ্রীং শিখায়ৈ বষট্। ঐং কুলবাগীশ্বরি কবচায় হুং। ঐং কুলেশ্বরি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রীং অস্ত্রায় ফট্। তত ঐং সিদ্ধজয়ায় (২) পূর্ব্ববক্ত্রায় নমঃ। ঐং জয়ায় উত্তরবক্ত্রায় নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং কুব্জিকে পশ্চিমবক্ত্রায় নমঃ। ঐং কালিকে দক্ষবক্ত্রায় নমঃ। বাগ্‌ভবেন পুরক্ষোভং মায়াবীজে গুণাষ্টকম্ (৩)। শ্রিয়ো বীজে শ্রিয়ো লাভঃ হূং বীজেনারিসংক্ষয়ঃ। ভৈরবেণ তু বীজেন খগত্বমমরাদিভিঃ। কুমারিকা ত্বহং নাথ সদা ত্বং হি কুমারিকা। অষ্টোত্তরশতং বাপি একাং বাপি প্রপূজয়েৎ। পূজিতাঃ প্রতিপূজ্যন্তে নির্দ্দহন্ত্যবমানিতাঃ। কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎ কুমারী পরদেবতা। অসুরা দুষ্টনাগাশ্চ যে যে দুষ্টগ্রহা অপি। ভূতবেতালগন্ধর্ব্বা ডাকিনীযক্ষরাক্ষসাঃ। যাশ্চান্যা দেবতাঃ সর্ব্বা

মহানবমী তিথিতে কুমারীপূজা করিবে। ৬০। পূজার প্রণালী যথা—কুমারীকে আনয়ন করিয়া 'ঐং' এই বীজপাঠ করিয়া সন্ধ্যা প্রভৃতি নাম উচ্চারণপূর্ব্বক দেবীজ্ঞানে জল প্রদান করিবে। তাহার পরে 'হ্রীং' বীজদ্বারা পাদ্য, 'শ্রীং' বীজদ্বারা অর্ঘ্য, 'হূং' বীজদ্বারা চন্দন, 'ঐং' বীজদ্বারা পুষ্প এবং 'হেসৌঃ' বীজদ্বারা ধূপ-দীপাদি প্রদান করিবে। তাহার পরে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। তাহার পরে "ঐং সিদ্ধজয়ায়" ইত্যাদি উপরি লিখিত মন্ত্রে পূর্ব্বমুখাদির পূজা করিবে। (ষড়ঙ্গের পূজা উপরে দ্রষ্টব্য।) পূর্ব্বমুখ, উত্তরমুখ, পশ্চিমমুখ ও দক্ষিণমুখ এই চারিমুখের পূজা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। 'ঐং' বীজদ্বারা পূজা করিলে পুরক্ষোভ হয়। 'হ্রীং' বীজদ্বারা পূজা করিলে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি হয়। 'শ্রীং' এই বীজদ্বারা পূজা করিলে লক্ষ্মীলাভ হয়। 'হূং' বীজদ্বারা পূজা করিলে শত্রুক্ষয় হয়। 'হেসৌঃ' বীজদ্বারা পূজা করিলে দেবগণের সহিত আকাশপথে গমন করিবার শক্তি লাভ হয়। নাথ! আমিও কুমার, তুমিও কুমারী,—অর্থাৎ সমস্ত কুমারীই তোমার ও আমার অংশ। অষ্টোত্তরশত কুমারী অভাবে অন্ততঃ একটী কুমারীকেও পূজা করিবে। কুমারীদিগের পূজা করিলে তাঁহারা প্রতিপূজা করিয়া থাকেন। অবমাননা করিলে কুমারিগণ অবজ্ঞাকারীকে দগ্ধ করিয়া থাকেন। কুমারীই সাক্ষাৎ যোগিনী, কুমারীই সাক্ষাৎ পরমদেবতা। যে কুমারী পূজা করে তাহার প্রতি অসুরগণ, দুষ্টনাগগণ, দুষ্টগ্রহগণ

---

(১) ক্লীং হেসৌঃ ইত্যত্র হ্রীং হৌঃ ইতি (ক) পাঠঃ। বৌঃ হেসৌঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(২) সিদ্ধিজয়ায় ইতি (খ) পাঠঃ, সিদ্ধয়ায় ইতি (গ)-পাঠঃ। (৩) অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধির্ভবতীত্যর্থঃ।

ভূর্ভুবঃস্বশ্চ ভৈরবাঃ। পৃথিব্যাদীনি সর্ব্বাণি ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। তে তুষ্টাঃ সর্ব্বতুষ্টাশ্চ যস্তু কন্যাং প্রপূজয়েৎ॥ ৬১॥ বিধিযুক্তং কুমারীভির্ভোজয়েচ্চৈব ভৈরবীম্। পাদ্যমর্ঘ্যং তথা ধূপং কুঙ্কুমং চন্দনং শুভম্। ভক্তিভাবেন সংপূজ্য কুমারীভ্যো নিবেদয়েৎ॥ ৬২॥ প্রদক্ষিণত্রয়ং কুর্য্যাদাদৌ মধ্যে তথান্ততঃ। পশ্চাচ্চ দক্ষিণা দেয়া রজতং স্বর্ণমৌক্তিকৈঃ। দক্ষিণাঞ্চ কুমারীভ্যো দদ্যাৎ প্রক্রমতস্তথা॥ ৬৩॥ তথা তত্রৈব,—বিবাহয়েৎ স্বয়ং কন্যাং ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি। গবাং হত্যা চ স্ত্রীহত্যা সর্ব্বং পাপং বিনশ্যতি। যো যশ্চ পুণ্যকালে তু কন্যাদানং প্রকল্পয়েৎ। ভুক্তিমুক্তিফলং তস্য সৌভাগ্যং সর্ব্বসম্পদঃ। রুদ্রলোকে বসেন্নিত্যং ত্রিনেত্রো ভগবান্ হরঃ॥ ৬৪॥ তীর্থকোটিসহস্রাণি অশ্বমেধশতানি চ (১)। তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো যস্তু কন্যাং বিবাহয়েৎ॥ ৬৫॥ বালুকা সাগরে (২) জ্ঞেয়ং তাবদব্দসহস্রকম্। একৈকং কুলমুদ্ধৃত্য রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ৬৬॥ কন্যাদানন্তু তত্তদ্দেবতাপ্রীতয়ে ইতি সম্প্রদায়বিদঃ। বস্তুতস্তু তত্তদ্বর্ষীয়ায়াঃ কন্যায়াস্তত্তদ্দেবতাবুদ্ধ্যা শিবরূপত্বং সম্প্রদানীয়ে বিভাব্য দদ্যাদিতি রহস্যার্থঃ॥ ৬৭॥

ভূত, বেতাল, গন্ধর্ব্ব, ডাকিনী, যক্ষ, রাক্ষস এবং সমস্ত দেবগণ, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, ভৈরবগণ, পৃথিবী প্রভৃতি নিখিল চরাচর ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ইহাঁরা সকলেই তুষ্ট—সকলপ্রকারে প্রীত হইয়া থাকেন। ৬১। কুমারী হস্তে ভৈরবী ভোজন করাইবে। ভক্তিভাবে পূজা করিয়া কুমারীদিগকে পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, কুঙ্কুম ও উত্তম চন্দন নিবেদন করিবে। ৬২। পূজার প্রথমে মধ্যে এবং অন্তে তিনবার ঐ কুমারীকে প্রদক্ষিণ করিবে। পূজার পরে কুমারীদিগকে যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য, এবং মুক্তা দক্ষিণা দিবে। ৫৩। যামলে আরও বলিয়াছেন,—যিনি সেই কুমারীর বিবাহ দিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, প্রভৃতি সকল প্রকার পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি পুণ্যকালে কন্যাদান করেন, তাঁহার সমস্ত ভোগ-মোক্ষ সৌভাগ্য ও সকল প্রকার সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে, তিনি স্বয়ং ভগবান্ ত্রিনেত্র হইয়া চিরকাল রুদ্র লোকে বাস করিতে পারেন। ৬৪। যিনি ঐ কুমারীর বিবাহ দেওয়াইতে পারেন, তিনি সহস্রকোটি তীর্থের ও শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকেন। এবং এক এক কুল উদ্ধার করিয়া, সাগরে যত বালুকা, তত সহস্র বৎসর রুদ্রলোকে সম্মানিত হইয়া বাস করিতে পারেন। ৬৫। ৬৬। কন্যাদান তত্তৎ দেবতার প্রীতি কামনায় করিতে হইবে ইহা সম্প্রদায়-বিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। ফলতঃ তত্তদ্বর্ষীয়া কন্যাকে তত্তদ্দেবতা জ্ঞান করিয়া এবং সম্প্রদান পাত্রকে শিবরূপী ভাবিয়া সম্প্রদান করিবে ইহা গূঢ় অর্থ। ৬৭।

---

(১) ষষ্টিকোটিসহস্রাণি অশ্বমেধফলানি চ (খ) (গ) পাঠঃ। (২) বালুকাসাগরমিতি (খ) (গ) পাঠঃ।

অথ যোগপ্রক্রিয়া। গৌতমীয়ে।—গৌতম উবাচ। দেবর্ষে যোগযুক্তাত্মন্ যোগানুভবদর্শক। সাংখ্যযোগবিশেষজ্ঞ কর্ম্মযোগনিষেবক। বিনা যোগং ন সিধ্যেত্তু কুণ্ডলীচণ্ড্ক্রমঃ প্রভো। মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো। তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্ ॥ জাগর্ত্তি (১) যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ। তদা প্রসাদম'য়ান্তি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদয়ঃ ॥ শিববদ্বিহরেল্লোকেঘষ্টৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ (২)। যোগযোগ্যা স্তবে মুক্তির্ম্মন্ত্রসিদ্ধিরখণ্ডিতা। সিদ্ধে মনৌ (৩) পারাবাপ্তিরিতি শাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ তস্মাৎ কার্য্যং পরং যোগং কথয়স্ব মুনীশ্বর। মুক্তাত্মা যেন বিহরেৎ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে। জীবন্মুক্তশ্চ দেহান্তে পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৯ ॥ নারদ উবাচ। কথয়ামি তব স্নেহাৎ যোগযোগ্যোঽসি গোতম। সংসারোত্তারণে যুক্তির্যোগশব্দেন কথ্যতে। ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ ॥ ৭০ ॥ তব স্নেহাৎ সমাখ্যাতা যোগবিঘ্নকরাস্ত্বিমে। কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যসংজ্ঞকাঃ। যোগাঙ্গৈরেভির্জ্জিত্বা তান্

অনন্তর যোগের প্রক্রিয়া,—গৌতমীয় তন্ত্রে ইহা কথিত হইয়াছেন। সেই তন্ত্রে গৌতম নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে দেবর্ষে! আপনার আত্মা সর্ব্বদা যোগময়, যোগের রহস্য পরিদর্শন আপনি সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, সাংখ্য যোগের যাহা বিশেষ তাহা আপনি জানেন, আপনি সর্ব্বদা কর্ম্মযোগ করিয়া থাকেন। প্রভো! যোগব্যতিরেকে কুণ্ডলিনীর গতিশক্তি হয় না। মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী যে পর্য্যন্ত নিদ্রিতা থাকেন, সে পর্য্যন্ত মন্ত্র যন্ত্র পূজা প্রভৃতি কিছুই সিদ্ধ হয় না। বহুপুণ্য সঞ্চয়ের ফলে, কুণ্ডলিনী দেবী যদি জাগরিতা হন, তাহা হইলে মন্ত্র যন্ত্র পূজা প্রভৃতি ফলপ্রদ হইতে পারে এবং অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য (অণিমাদি) পাইয়া শিবের ন্যায় বিহার করিতে পারেন। যোগের অনুষ্ঠান থাকিলে মুক্তিলাভ এবং অখণ্ডিতভাবে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। মন্ত্রসিদ্ধি হইলে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটে ইহা শাস্ত্রের মীমাংসা। ৬৮। অতএব হে মুনিপ্রবর! কোন্ যোগ উৎকৃষ্ট,—কোন্ যোগ অবলম্বনীয়, তাহা বলুন। যে যোগের অনুষ্ঠানে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে জীবন্মুক্ত ভাবে কালযাপন করিয়া দেহান্তে পরম নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়া বলুন। ৬৯। নারদ বলিলেন,—হে গৌতম! তুমি যোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র, তোমার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া আমি বলিতেছি,—সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার উপায়কে যোগ বলে। যোগবিশারদগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যকে যোগ বলেন। ৭০। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই সকল যোগের বিঘ্নকারী,—তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ ইহা ব্যক্ত করিলাম। যোগিগণ যোগাঙ্গদ্বারা ঐ সকল বিঘ্নজয় করিতে পারিলে যোগ

---

(১) জাগরণন্ত প্রবুদ্ধা বহির্যোগেন মনসা মারুতৈঃ সহ ইত্যাদিষু জ্ঞেয়ম্ (ক চিঃ)।

(২) অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ। (৩) মন্ত্রে ইতি (খ) পাঠঃ।

যোগিনো যোগমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৭১ ॥ যমং নিয়মমাসনপ্রাণায়ামৌ ততঃ পরম্। প্রত্যাহারং ধারণাখ্যং ধ্যানং সার্দ্ধং সমাধিনা। অষ্টাঙ্গান্যাহুরেতানি যোগিনো যোগসাধনে ॥ ৭২ ॥ অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্। ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ ॥ ৭৩ ॥ তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্। সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপো হুতম্। দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ৭৪ ॥ আসনানি পূর্ব্বোক্তানি। ইড়য়াকর্ষয়েদ্বায়ুং বাহ্যং ষোড়শমাত্রয়া। ধারয়েৎ পূরিতং (১) যোগী চতুঃষষ্ট্যা চ মাত্রয়া। সুষুম্নামধ্যগং সম্যক্ দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া শনৈঃ। নাড্যা পিঙ্গলয়া চৈব রেচয়েদ্ যোগবিত্তমঃ। প্রাণায়ামমিমং প্রাহুর্যোগশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৭৫ ॥ ভূয়োভূয়ঃ ক্রমাত্তস্য ব্যত্যাসেন (২) সমাচরেৎ। মাত্রাবৃদ্ধি-ক্রমেণৈব সম্যগ্ দ্বাদশ ষোড়শ। জপধ্যানাদিভির্যুক্তং সগর্ভং তং বিদুর্বুধাঃ। তদপেতং নিগর্ভঞ্চ প্রাণায়ামং পরং বিদুঃ ॥ ৭৬ ॥ ক্রমাদভ্যাসতঃ (৩) পুংসো দেহে স্বেদোদ্গমোঽধমঃ। মধ্যমঃ কম্প-

সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ৭১। যম (১), নিয়ম (২), আসন (৩), প্রাণায়াম (৪), প্রত্যাহার (৫), ধারণা (৬), ধ্যান (৭) ও সমাধি (৮) এই আটটিকে যোগিগণ যোগসাধনের অঙ্গ বলিয়াছেন। ৭২। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা) ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ঋজুতা (সরলতা) ক্ষমা, ধৃতি (ধৈর্য্য), মিতাহার ও শৌচ, এই দশটিকে যম (১) বলে। যোগশাস্ত্রবিশারদগণ তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্ত-শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ ও হোম এই দশটিকে নিয়ম (২) বলিয়াছেন। ৭৩।৭৪। যোগাঙ্গ আসনের (৩) কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহার পরে প্রাণায়াম (৪) যথা,—ষোলবার জপ করিতে করিতে ইড়ানাড়ীদ্বারা বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিতে থাকিবে। তাহার পরে ঐ বায়ুকে সুষুম্নানাড়ীর মধ্যগত করিয়া ধারণ করত চতুঃষষ্টিবার জপ করিবে। তাহার পরে অভিজ্ঞতম যোগী বত্রিশবার জপ করিতে করিতে পিঙ্গলানাড়ীদ্বারা ঐ বায়ু পরিত্যাগ করিবে। যোগশাস্ত্র বিশারদগণ ইহাকে প্রাণায়াম বলিয়াছেন। ৭৫। এই প্রাণায়াম ক্রমে ও বিপরীত ক্রমে বারবার করিবে অর্থাৎ প্রথমে ইড়া দ্বারা পূরণ ও পিঙ্গলাদ্বারা রেচন, পরে পিঙ্গলাদ্বারা পূরণ ও ইড়াদ্বারা রেচন করিবে। এইরূপ মাত্রা বৃদ্ধি করিতে করিতে দ্বাদশ ও ষোড়শবার পর্য্যন্ত প্রাণায়াম করিবে। যে প্রাণায়ামে জপ ধ্যানাদি আছে তাহাকে বুধগণ সগর্ভ প্রাণায়াম বলিয়াছেন, যাহাতে জপ ধ্যানাদি নাই তাহাকে নির্গর্ভ প্রাণায়াম বলিয়াছেন। ৭৬। এই প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে দেহে যদি ঘর্ম্মোদ্গম হয় তাহা হইলে উহাকে অধম প্রাণায়াম বলিয়া জানিবে। যে প্রাণায়ামে দেহ কম্পিত হয় উহা

---

(১) পূরিতং বায়ুম্ (খ চি)। (২) তস্য প্রাণায়ামস্য ব্যত্যাসেন ব্যতিক্রমেণ (খ চি)।
(৩) অভ্যাসতঃ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

সংযুক্তো ভূমিত্যাগঃ পরো মতঃ। উত্তমস্ত গুণাবাপ্তির্যাবচ্ছীলনমিষ্যতে ॥ ৭৭ ॥ ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু নিরর্গলম্। বলাদাহরণং তেভ্যঃ প্রত্যাহারো বিধীয়তে ॥ ৭৮ ॥ অঙ্গুষ্ঠগুল্‌ফজানূরু(১)সীমনীলিঙ্গনাভিষু। হৃদ্‌গ্রীবাকণ্ঠদেশেষু লম্বিকায়াং (২) তথা নসি। ভ্রূমধ্যে মস্তকে মূর্দ্ধ্নি দ্বাদশান্তে (৩) যথাবিধি। ধারণং প্রাণমরুতো ধারণেতি নিগদ্যতে ॥ ৭৯ ॥ সমাহিতেন মনসা চৈতন্যান্তরবর্ত্তিনা। আত্মন্যভীষ্টদেবানাং ধ্যানং ধ্যানমিহোচ্যতে ॥ ৮০ ॥ সমত্বভাবনা নিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। সমাধিমাহুর্ম্মুনয়ঃ প্রোক্তমষ্টাঙ্গলক্ষণম্ ॥ ৮১ ॥ ইত্যাদি কথিতং বিপ্র কামাদি(৪)ষট্‌কনাশনম্। ইদানীং কথয়ে তেঽহং মন্ত্রযোগমনুত্তমম্ ॥ ৮২ ॥ বিশ্বং শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং মুনে। চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিতেজোভির্জীবব্রহ্মৈক্যরূপকম্। তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ। তাসু মুখ্যা দশ প্রোক্তাস্তাসু তিস্রো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৮৩ ॥ প্রধানা মেরুদণ্ডেঽত্র চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী। ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী শুক্লা তু চন্দ্ররূপিণী। শক্তিরূপা চ সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা। দক্ষিণে পিঙ্গলাখ্যা তু পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা।

মধ্যম প্রাণায়াম, প্রাণায়াম করিতে করিতে দেহ শূন্যে উত্থিত হইলে উত্তম প্রাণায়াম হইল। যে পর্য্যন্ত এই উত্তম প্রাণায়ামের গুণ না পাইবে, সে পর্য্যন্ত প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। ৭৭। ইন্দ্রিয়সকল বিষয়সমূহে অব্যাহতগতিতে বিচরণ করিতেছে, সেই বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনাকে প্রত্যাহার (৫) বলে। ৭৮। অঙ্গুষ্ঠ, গুল্‌ফ, (পায়ের গোড়ালি), জানু, উরু, অণ্ডকোষ, লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, গ্রীবা, কণ্ঠ, গলকম্বল, নাসিকা, ভ্রূমধ্য, মস্তক, ব্রহ্মরন্ধ্র ও হৃৎপদ্মে প্রণবায়ুকে যথানিয়মে সুস্থির করিয়া রাখাকে ধারণা (৬) বলে। ৭৯। মনকে একাগ্রভাবে চৈতন্যমধ্যবর্ত্তী করিয়া সেই মনদ্বারা আত্মাতে অভীষ্ট দেবতার ধ্যান করাকে ধ্যান (৭) বলে। ৮০। সর্ব্বদা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমত্ব ভাবনা করার নাম সমাধি (৮),—এই অষ্টাঙ্গের লক্ষণ তোমাকে বলিলাম।৮১। হে বিপ্র! তোমার নিকটে কামাদি ছয়রিপুর দমনপ্রণালী বলিলাম। এক্ষণে তোমার নিকটে সর্ব্বোত্তম মন্ত্রযোগের বিষয় বলিতেছি। ৮২। হে মুনে! পঞ্চভূতময় এই শরীর একটি ছোট বিশ্ব; এই শরীরেই জীব ও ব্রহ্ম, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির তেজে একরূপ প্রতিভাত হইতেছে। এই শরীরে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী বর্ত্তমান, তাহাদের মধ্যে দশটি প্রধান নাড়ী; তন্মধ্যে আবার তিনটি নাড়ী সর্ব্বপ্রধান; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপিণী এই প্রধান তিননাড়ী মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। যে নাড়ী বামভাগে অবস্থান করিতেছে, তাহা চন্দ্ররূপিণী, শুক্রবর্ণা, শক্তি-

---

(১) জানুরু ইতি (খ) পাঠঃ অণ্ডদ্বয় (খ টী)। (২) লম্বিকা গলকম্বলম্ (খ টী)।
(৩) হৃৎপদ্মে (খ টী)। (৪) কামক্রোধলোভ ইত্যাদি (খ টী)।

দাড়িমীকেশর (১) প্রখ্যা বিষাখ্যা মুনিভিঃ স্মৃতা॥ ৮৪॥ মেরুমধ্যে স্থিতা যা তু মূলাদাব্রহ্মবিগ্রহা। সর্ব্বতেজোময়ী সা তু সুষুম্না বহুরূপিণী॥ ৮৫॥ তস্যা মধ্যে বিচিত্রাখ্যা অমৃতস্রাবিণী শুভা। সর্ব্বদেবময়ী সা তু যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমা। বিসর্গা-(২)দ্বিন্দুপর্য্যন্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি তত্ত্বতঃ॥ ৮৬॥ মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে (৩) ইচ্ছা-জ্ঞানক্রিয়াত্মকে। মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গস্ত কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্॥ ৮৭॥ তদূর্দ্ধে কামবীজস্ত কলশান্তীন্দুনাদকম্ (৪)। তদূর্দ্ধে তু শিখাকারা কুণ্ডলী ব্রহ্মবিগ্রহা (৫)॥ ৮৮॥ তদ্বাহ্যে হেমবর্ণাভং বসবর্ণং (৬) চতুর্দ্দলম্। দ্রুতহেমসমপ্রখ্যং পদ্মং তত্র বিভাবয়েৎ॥ ৮৯॥ তদূর্দ্ধেঽগ্নিসমপ্রখ্যং ষড়্দলং হীরকপ্রভম্ (৭)। বাদিলান্ত-(৮)ষড়্বর্ণেন যুক্তাধিষ্ঠানসংজ্ঞকম্ (৯)॥ ৯০॥ মূলমাধারষট্কানাং মূলাধারং ততো বিদুঃ। স্বশব্দেন

রূপা ও অমৃতময়ী ; ইহার নাম ইড়া। দক্ষিণদিকে পুরুষরূপিণী যে নাড়ী সূর্য্যমূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছে, তাহার বর্ণ দাড়িমপুষ্পের কেশরের ন্যায়,—মুনিগণ ইহাকে বিষনামে উল্লেখ করেন ;—এই নাড়ীর নাম পিঙ্গলা ; মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে যে নাড়ী অবস্থান করিতেছে, সর্ব্বতেজোময়ী বহুরূপিণী, ঐ নাড়ীর নাম সুষুম্না। ৮৩—৮৫। সেই সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়া আর একটি অতি সূক্ষ্ম নাড়ী সুধাক্ষরণ করত গুহ্যদ্বার হইতে পরমশিব পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এই নাড়ীর নাম বিচিত্রা, ইহা সর্ব্বদেবময়ী,—ইহা একমাত্র যোগিগণের হৃদ্গম্য। ৮৬। মূলাধার-পদ্মে একটি ত্রিকোণযন্ত্র ইচ্ছা ও জ্ঞানরূপে অবস্থিত, সেই ত্রিকোণের মধ্যস্থলে কোটি-সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অবস্থান করিতেছেন, এই ত্রিকোণের উর্দ্ধে 'ক্লীং' এই কামবীজ বর্ত্তমান, এই কামবীজের উপরে শিখাকার কুণ্ডলী ব্রহ্মমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। ৮৭। ৮৮। ইহার বহির্দ্দেশে চতুর্দ্দলপদ্মে ব, শ, ষ, স এই চারিটি বর্ণ রহিয়াছে। এই পদ্মকে গলিত সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট চিন্তা করিবে। ৮৯। এই মূলচক্রের উর্দ্ধদেশে অগ্নির ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, হীরকের ন্যায় নির্ম্মল ষড়্দল এক পদ্ম বিদ্যমান। এই পদ্মের নাম অধিষ্ঠানচক্র। ঐ পদ্মে ব, ভ, ম, য, র, ল এই ছয়টি বর্ণ রহিয়াছে। ৯০। ঐ চতুর্দ্দলপদ্ম ছয়টি আধারের মূল বলিয়া উহাকে মূলাধার বলা

---

(১) কুসুম ইত্যাদর্শপাঠঃ। (২) গুদাবধিপরমশিবপর্য্যন্তম্ (খ টি)। (৩) যন্ত্রে (খ টি)

(৪) ক্লীং—ককারলকারঈকারবিন্দুভূষিতং কামবীজম্ (খ টি)।

(৫) তন্ত্রান্তরে তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে তু পরমোর্দ্ধে ব্যবস্থিতা। নীলতোয়দমধ্যস্থতড়িল্লেখেব ভাস্বরা। নীবারাংশুকবৎ তন্বী বিগতন্তুতনীয়সী। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমা ইত্যাদি (ক টি) (৬) তেন বশষস ইতি বর্ণচতুষ্টয়ম্ (ক) (খ) টি।

(৭) তেন শুভ্রং রক্তম্ ইতি সর্ব্বমতম্ (খ টি)। (৮) বভমযরল (ক টি)।

(৯) যুক্তং স্বাধিষ্ঠানসংজ্ঞকমিতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ।

পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ ॥ ৯১ ॥ তদূর্দ্ধে নাভিদেশে তু মণিপূরং মহৎপ্রভম্। মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ (১) বহুতেজোময়ন্ততঃ। তৎপদ্মং মণিবদ্ভিন্নং (২) মণিপূরং তথোচ্যতে ॥ ৯২ ॥ দশভিশ্চ দলৈর্যুক্তং ডাদিফান্তা-(৩) ক্ষরান্বিতম্। শিবেনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিশ্বলোকৈককারণম্ ॥ ৯৩ ॥ তদূর্দ্ধেঽনাহতং পদ্মমুদ্যদাদিত্যসন্নিভম্। কাদিঠান্তাক্ষরৈরর্কপত্রৈশ্চ সমধিষ্ঠিতম্ ॥ ৯৪ ॥ তন্মধ্যে বাণলিঙ্গন্তু সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্। শব্দব্রহ্মময়ং শব্দোঽনাহতস্তত্র দৃশ্যতে। অনাহতাখ্যং পদ্মং (৪) তন্মুনিভিঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ৯৫ ॥ আনন্দসদনং তত্তু পুরুষাধিষ্ঠিতং (৫) পরম। তদূর্দ্ধন্তু বিশুদ্ধাখ্যং দলং ষোড়শপঙ্কজম্। স্বরৈঃ ষোড়শকৈর্যুক্তং ধূম্রবর্ণং মহৎপ্রভম্। বিশুদ্ধিং তনুতে যস্মাজ্জীবস্য হংসলোকনাৎ (৬)। বিশুদ্ধং পদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্যং মহাদ্ভুতম্ ॥ ৯৬ ॥ আজ্ঞাচক্রং তদূর্দ্ধে তু আত্মনা-(৭)ধিষ্ঠিতং পরম্। আজ্ঞাসংক্রমণং (৮)

হয়। স্বশব্দে পরলিঙ্গ ; এই পদ্মে সেই পরলিঙ্গের অধিষ্ঠান, এই কারণে ইহাকে স্বাধিষ্ঠান বলা হয়। ৯১। এই পদ্মের উর্দ্ধে নাভিদেশে মণিপূরনামে অত্যুজ্জ্বলকান্তি দশদলপদ্ম। এই পদ্মের বর্ণ মেঘ ও বিদ্যুতের ন্যায় বহু তেজোময়। মণির ন্যায় এই পদ্মের বর্ণ বলিয়া ইহার নাম মণিপূর। ৯২। এই পদ্মের দশটি দল, সেই দশদলে ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই দশটি বর্ণ বিদ্যমান। শিব এই পদ্মে অধিষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া এই পদ্ম নিখিল জগতের একমাত্র কারণ। ৯৩। এই মণিপুরের উর্দ্ধে অনাহতপদ্ম, উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় উহার কান্তি, উহার দ্বাদশটি দল, ঐ দ্বাদশদলে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই দ্বাদশ বর্ণ রহিয়াছে। ৯৪। ঐ অনাহত পদ্মের মধ্যে অযুত সূর্য্যের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন শব্দব্রহ্মময় বাণলিঙ্গ বিরাজমান। ঐ পদ্মে অনাহত শব্দ পরিলক্ষিত হয় বলিয়া উহাকে অনাহত পদ্ম বলে। ৯৫। ঐ অনাহত পদ্মে পরমপুরুষ অধিষ্ঠান করেন বলিয়া উহা আনন্দের আগার। তাহার উর্দ্ধে বিশুদ্ধনামক ষোড়শদলপদ্ম, ঐ বৃহৎ পদ্ম ধূম্রবর্ণ, ঐ পদ্মের ষোড়শদলে অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ বিদ্যমান। ঐ পদ্মে হংস (পরম শিব) দর্শন হওয়ায় জীব বিশুদ্ধিলাভ করে, এই কারণে এই পদ্মকে বিশুদ্ধপদ্ম বলে। এই অদ্ভুত পদ্মের অপর একটি নাম আকাশ। ৯৬। এই পদ্মের উর্দ্ধদেশে আজ্ঞাচক্র, —এই চক্রে আত্মা অধিষ্ঠান করিয়া

---

(১) বিদ্যুতাভমিতি-আদর্শপাঠঃ। (২) মণিবদ্ভিন্নং তৎপদ্মমিতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ।

(৩) ডঢণতথদধনপফ (ক টি)। (৪) তেনানাহতপদ্মমিতি (ক) (গ) পাঠঃ।

(৫) পুরুষেণাধিষ্ঠিতমিতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ। পুরুষরূপেণেশ্বরেণ (খ টি)।

(৬) পরমশিবলোকনাৎ (খ টি)। (৭) শিবলিঙ্গেন (খ টি)।

(৮) আজ্ঞাসংক্রমণমিত্যতঃ প্রাক্ "হক্ষবর্ণসমাযুক্তং দ্বিদলং শুক্লভাস্বর"মিতি (ক) পুস্তকেঽধিকঃ পাঠঃ সঙ্গতঃ আজ্ঞাসংক্রমণং বাক্‌সিদ্ধিমিতি (খ টি)।

তত্র গুরোরাজ্ঞেতি কীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৭ ॥ কৈলাসাখ্যং (১) তদূর্দ্ধে তু বোধনীস্তু (২)

আছেন, (ঐ পদ্ম শ্বেতবর্ণ, উহার দুইটি দল,—দুই দলে হ ক্ষ এই দুই বর্ণ বিরাজিত) গুরুর আজ্ঞায় ইহাতে আজ্ঞা সংক্রমিত (বাক্‌সিদ্ধ) হয় বলিয়া ইহাকে আজ্ঞাচক্র

---

(১) শতদলং পদ্মম্ (ক টি)। (২) বোধিনীমিতি (খ) (গ) পাঠঃ।

আগমতত্ত্ববিলাসোক্তঃ—অথ ষট্‌চক্রভেদপ্রয়োগঃ।—পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়্বাকাশাত্মকপঞ্চভূতাত্মকং শরীরম্। তত্র শরীরে সার্দ্ধকোটিত্রয়ী নাড়ী সর্ব্বা অধোমুখী। তাসু মুখ্যাঃ দশ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না গান্ধারী হস্তিজিহ্বা পূষা পয়স্বিনী অনুকূলা কুহূঃ শঙ্খিনী চেতি। তাস্বপি মুখ্যাস্তিস্রঃ। ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চেতি। তাসু চ মধ্যে মেরুদণ্ডস্য বামে ইড়া শুক্লবর্ণা চন্দ্ররূপিণী অমৃতময়ী শক্তিরূপা। দক্ষিণে পিঙ্গলা রক্তবর্ণা সূর্য্যরূপিণী বিষময়ী পুংরূপা। মেরুদণ্ডমধ্যে সুষুম্না সর্ব্বতেজোময়ী সরজ্ঞা সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী, সা চ শিফাভ্যাং পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং সংযোজ্য অধোমুখীভূয় শিরসা মূলাধারস্থশিবলিঙ্গাগ্রপর্য্যন্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। সুষুম্নান্তে তাস্বধোমুখানি মূলাধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরকানাহতবিশুদ্ধাজ্ঞাখ্যানি ষট্‌পদ্মানি (যত্তু, মহীং মূলাধারে কমপি মণিপূরে হুতবহং স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে ইত্যাদি শঙ্করাচার্য্যপদ্যে দ্বিতীয়পদ্মস্থ মণিপূরত্বকথনং তৎ স্বাধিষ্ঠানে কং মণিপূরে হুতবহমিতি ব্যাখ্যাগাবরাদবিরুদ্ধং ছন্দোঽনুরোধাচ্চ তথোক্তমিতি তত্ত্বং) সুষুম্নামধ্যে চিত্রাখ্যাঽধোমুখী নাড়ী অমৃতস্রাবিণী সর্ব্বদেবময়ী বিসর্গাদ্বিন্দুপর্য্যন্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। বিসর্গঃ প্রকৃতিঃ বিন্দুঃ পুমান্। ষণ্ণাং পদ্মানাং কিঞ্জল্কমধ্যেঽধোমুখানি প্রেতরূপাণি সরন্ধ্রাণি শিবলিঙ্গানি ষট্। তেষু মধ্যে মূলাধারে স্বয়ম্ভুরনাহতে বাণ আজ্ঞাচক্রে ঈশ্বর ইতি লিঙ্গত্রয়ং প্রধানম্! ষট্‌পদ্মেষু ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বরসদাশিবপরমশিবাখ্যাঃ ষট্ শিবাঃ। ব্রহ্মাদীনাং মূর্ত্তয়স্তু পূর্ব্বমুক্তাঃ। গুদস্থানাদ্ দ্ব্যঙ্গুলপরিমিতং পার্থিবং পৃথিবীযুক্তং বশষসযুক্তচতুর্দ্দলাঢ্যং ডাকিনীদেবতাকং মূলাধারপদ্মম্ আধারষট্‌কানাং মূলত্বাৎ মূলাধারমুচ্যতে। তস্যাধস্তেজসং সহস্রদলরক্তবর্ণং তৎকিঞ্জল্কমধ্যে দলমধ্যে চ শক্তয়ো বিদ্যুৎপ্রভাঃ। তৎকর্ণিকামধ্যস্থ-কুলদেবী মূলাধারপদ্মকর্ণিকান্তর্গতত্রিকোণাকারমহাযোন্যন্তর্গতাধোমুখস্বয়ম্ভুলিঙ্গং শঙ্খাকারদক্ষিণাবর্ত্তক্রমেণ সার্দ্ধবেষ্টনত্রয়েণালিঙ্গ্যাধোমুখতয়া স্থিত্বা সুষুম্নামুখং স্বমুখেনাবৃত্য স্থিতা নিদ্রাণা প্রসুপ্তভুজগাকারা তড়িৎকোটিপ্রখ্যা নীবারশূকবত্তন্বী ত্রিকোণস্থানলশিখোপবেষ্টিতা মূলবিদ্যাময়ী কুলকুণ্ডলিনী বর্ত্ততে। ততো হুঙ্কারেণ ত্রিকোণমণ্ডলস্থাগ্নিনা কুলকুণ্ডলিনীং সঞ্জাগরাং বিধায় হংস ইতি মন্ত্রেণ সুষুম্নাবিবরব্রহ্মবর্ত্মনা চিত্রানাড়িকয়া শিবলিঙ্গরন্ধ্রদ্বারেণ লিঙ্গান্তক্রময্য আধারপঙ্কজস্থ দ্ব্যঙ্গুলোর্দ্ধে আপ্যে জলবতি বিদ্যুদাভে বভমযরলযুক্তষড়্‌দলে সাবিত্রীব্রহ্মসহিতে রাকিণীদেবতাকে লিঙ্গমূলস্থে স্বস্য লিঙ্গস্বাধিষ্ঠাননামকে পদ্মে তাং সমানীয় তত্রত্যলিঙ্গরন্ধ্রেণ লিঙ্গং প্রবেশয়িত্বা (প্রবেশ্য ?) ততো নির্গময্য স্বাধিষ্ঠানাদেকাদশাঙ্গুলোপরি তৈজসে তেজস্বিনি নীলবর্ণে ডঢণতথদধনপফযুক্তদশদলে লক্ষ্মীনারায়ণসহিতে লাকিনীদেবতাকে নাভিমূলস্থে মণিপূরকে পদ্মে সমানীয় তত্রত্যলিঙ্গরন্ধ্রেণ লিঙ্গং প্রবেশয়িত্বা (প্রবেশ্য ?) ততো নির্গময্য মণিপূরাৎ দশাঙ্গুলোপরি হৃদয়স্থে বায়ব্যে বায়ুমাত্র রক্তবর্ণে কখগঘঙচছজঝঞটঠযুক্তদ্বাদশদলে পার্ব্বতীশঙ্করাধিষ্ঠে মধ্যগতকাকিনীদেবতাকে কালরাত্র্যাদিশক্ত্যাবৃতে নাদোত্থানাদিযুক্তসূর্য্যবিম্বসহিতে অনাহতপদ্মে সমানীয় তত্রত্য-লিঙ্গরন্ধ্রেণ লিঙ্গং প্রবেশয়িত্বা (প্রবেশ্য ?) ততো নির্গময্যানাহতপ্রদেশাদ্দশাঙ্গুলোপরি কণ্ঠদেশস্থে আকাশময়ে আকাশবতি ধূম্রবর্ণে অকারাদিষোড়শস্বরযুক্তষোড়শদলে মধ্যগতশাকিনীদেবতাকে বিদ্যোশ্বরসহিতে

তদূর্দ্ধতঃ। এবঞ্চ শিবচক্রাণি প্রোক্তানি তব সুব্রত ॥ ৯৮ ॥ সহস্রারাম্বুজং বিন্দুস্থানং তদূর্দ্ধমীরিতম্ ॥ ৯৯ ॥ আদৌ পূরকযোগেণ স্বাধারে যোজয়েন্মনঃ। গুদমেঢ্রান্তরে (১) শক্তিং তামাকুঞ্চ্য প্রবোধয়েৎ ॥ ১০০ ॥ লিঙ্গভেদক্রমেণৈব (২) বিন্দুচক্রন্তু প্রাপয়েৎ। শম্ভুনা তাং পরাং শক্তিমেকীভাবং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১ ॥ তত্রোত্থিতামৃতরসং দ্রুতলাক্ষারসোপমম্। পায়য়িত্বা চ তাং শক্তিং কৃষ্ণাখ্যাং (৩) যোগসিদ্ধিদাম্। ষট্‌চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়া। আনয়েত্তেন মার্গেণ মূলাধারং ততঃ

বলা হইয়াছে। ৯৭। ইহার উর্দ্ধদেশে কৈলাসপুরী ও বোধনীচক্র অবস্থিত। সুব্রত! এই আমি তোমার নিকট শিবচক্রনামে বিখ্যাত নবচক্রের মধ্যে ষট্‌চক্রবিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। ৯৮। ইহার উর্দ্ধদেশে সহস্রারপদ্ম ও বিন্দুস্থান আছে। ৯৯। অগ্রে পূরকদ্বারা মূলাধারে মনঃ সংযোগ করিবে। গুহ্যদেশ ও মেঢ্রদেশের মধ্যস্থলে মূলাধারে যে কুণ্ডলিনীশক্তি রহিয়াছেন, ঐ শক্তিকে আকুঞ্চিত করিয়া জাগরিতা করিবে। ১০০। পরে ব্রহ্মগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদপূর্ব্বক স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও ইতরলিঙ্গ ভেদ করিয়া ঐ কুণ্ডলিনী দেবীকে বিন্দুচক্রে লইয়া যাইবে। অনন্তর ঐ কুণ্ডলিনীকে পরশিবের সহিত একীভূতা চিন্তা করিবে। উভয়ের সংযোগে তথায় গলিত লাক্ষারসতুল্য যে অমৃতরস উৎপন্ন হইবে, সেই অমৃতরস কৃষ্ণাখ্যা (আরাধ্যদেবতারূপিণী) যোগসিদ্ধিদায়িনী সেই কুণ্ডলিনীকে পান করাইয়া অর্থাৎ তদ্দ্বারা সেই দেবীর তর্পণ করিয়া বিগলিত সেই অমৃতধারা দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, পরশিব, সাবিত্রী, মহালক্ষ্মী, ভদ্রকালী, ভুবনেশ্বরী, ডাকিনী, রাকিণী, শাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি ষট্‌চক্রদেবতার তর্পণ করিবে। তাহার পরে যোগী সেই সুষুম্নাপথদ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে

অমৃতাদিশক্তিযুক্তবাহপত্রে চন্দ্রবিম্বসহিতে বিশুদ্ধাখ্যপদ্মে সমানীয় তত্র লিঙ্গরন্ধ্রেণ লিঙ্গং প্রবেশয়িত্বা ততো নির্গময্য বিশুদ্ধপদ্মাচ্চতুরঙ্গুলোপরি ভ্রূমধ্যস্থে শুক্লবর্ণে হক্ষযুক্তদলদ্বয়যুক্তে হংসবত্তিক্ষমাসহিতপার্শ্বদ্বয়কে মধ্যস্থিতহাকিনীদেবতাকে মনোঽধিষ্ঠিতে আজ্ঞাচক্রাখ্যপদ্মে সমানীয় তত্রত্যলিঙ্গরন্ধ্রেণ লিঙ্গং প্রবেশয়িত্বা ততো নির্গময্য শিরঃস্থিতশ্বেতসর্ব্ববর্ণযুক্তসহস্রদলযুক্তারুণকেশরাধোমুখকমলকর্ণিকান্তর্গতচন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থত্রিকোণান্তর্গতবিন্দুরূপপরমশিবে মহামায়াযুক্তে তত্রত্য-লিঙ্গরন্ধ্রদ্বারেণ তাং কুলকুণ্ডলিনীং যোজয়েৎ। অয়ং ষট্‌চক্রভেদপ্রকারঃ। এবং ক্রমেণ কুণ্ডলিনীং পরমশিবে সংযোজ্য পুনস্তেনৈব পথা ব্যুৎক্রমেণ পদ্মষট্‌কং বিভেদ্য শিবশক্তিযোগজনিতসুধাধারাপ্লাবিতদেহঃ সন্ পুনস্তামমৃতযোনীভূতাং মূলাধারমানয়েদিতি রহস্যার্থঃ।

(১) গুদমেঢ্রান্তরে তাং শক্তিমা কুঞ্চ্য নিরূপমসূক্ষ্মতাকাং সঞ্চিন্ত্য প্রবর্দ্ধয়েৎ (ক টি)।

(২) স্বয়ম্ভুবাণইতরলিঙ্গভেদক্রমাৎ সহস্রারাম্বুজস্থানং প্রাপয়েৎ। পরমশিবেন সহ তাং শক্তিমেকীভাবং চিন্তয়ন্ তদুদ্ভবামৃতধারয়া কুলকুণ্ডলিনীমাপ্যায়য়ন্ মূলাধারাদিপদ্মস্থব্রহ্মাদিনামকশিবাদিদেবতাঃ সন্তর্প্য ব্রহ্মরন্ধ্রবর্ত্মনা মূলাধারমানয়েৎ (ক টি)। ষট্‌চক্রভেদেন (খ টি)।

(৩) কৃষ্ণস্বরূপাং শক্তিং কুণ্ডলিনীং কৃষ্ণেত্যুপলক্ষণম্ (ক টি)।

সুধীঃ ॥ ২ ॥ এবমভ্যস্যমানস্য অহন্যহনি মারুতম্। জরামরণদুঃখাদ্যৈর্ম্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বোক্তদূষিতা মন্ত্রাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্তি নান্যথা। যে গুণাঃ সন্তি দেবস্য পঞ্চকৃত্যবিধায়িনঃ (১)। তে গুণাঃ সাধকবরে ভবন্ত্যেব ন চান্যথা। ইত্যেতৎ কথিতং বিপ্র বায়োর্ধারণমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥ ইদানীং ধারণাখ্যান্ত শৃণুষ্বাবহিতো ময়া। দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো নিধায় চ। তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবব্রহ্মৈক্যযোজনাৎ ॥ ৫ ॥ অথবা সমলং চিত্তং যদা ক্ষিপ্রং ন সিধ্যতি। তদাবয়বযোগেন যোগী যোগান্ সমভ্যসেৎ ॥ ৬ ॥ পাদাম্ভোজে মনো দদ্যান্নখকিঞ্জল্কচিত্রিতে। জঙ্ঘাযুগ্মে তথা রামকদলীকাণ্ডশোভিতে। উরুদ্বয়ে মত্তহস্তিকরদণ্ডসমপ্রভে। গঙ্গাবর্ত্তগভীরে তু নাভৌ সিদ্ধবিলে (২) ততঃ। উদরে বক্ষসি তথা হারে শ্রীবৎসকৌস্তভে। পূর্ণচন্দ্রাযুতপ্রখ্যে ললাটে চারুকুন্তলে। শঙ্খচক্রগদাম্ভোজদোর্দ্দণ্ডপরিমণ্ডিতে। সহস্রাদিত্যসঙ্কাশে (৩) কিরীটকুণ্ডলদ্বয়ে। স্থানে নিয়োজয়েন্মন্ত্রী বিশুদ্ধঃ শুদ্ধচেতসা ॥ ৭ ॥

পুনর্ব্বার মূলাধারে আনয়ন করিবেন। ১। ২। এইরূপে প্রত্যহ বায়ুধারণ অভ্যাস করিলে জরা প্রভৃতি দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৩। এই বায়ুধারণ যোগদ্বারা পূর্ব্বোক্ত দূষিত মন্ত্র সকলও সিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই। পঞ্চ-ম-কার সাধনা ব্যবস্থাপক মহাদেবের যে সকল গুণ আছে (মতান্তরে অনুবাদ—প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞকারীর যে সকল দেবগুণ উদিত হইয়া থাকে), উক্তপ্রকারে বায়ুধারণ-সাধকের সেই সমস্ত গুণ প্রকাশিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। হে বিপ্র! এই আমি তোমার নিকটে উত্তম বায়ুধারণকার্য্য বলিলাম। ৪। এক্ষণে কি প্রকারে ধারণা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। দিক্-কালাদিদ্বারা অনবচ্ছিন্ন অনন্তকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক জীবব্রহ্মের ঐক্য স্থাপন করিতে পারিলে শীঘ্র তন্ময় হইয়া যাইবে। ৫। অথবা যদি চিত্ত সমল থাকায় শীঘ্র সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহা হইলে যোগী অবয়বযোগদ্বারা অর্থাৎ যে কোন অবয়বে চিত্তসমাধান দ্বারা যোগ অভ্যাস করিবে। ৬। নখ-কিঞ্জল্ক রঞ্জিত পাদপদ্মে মনোনিবেশ করিবে, অথবা রামকদলীকাণ্ডের ন্যায় শোভমান জঙ্ঘাযুগলে চিত্ত স্থাপিত করিবে। অথবা মত্তগজের শুণ্ডতুল্য উরুযুগলে মনোনিবেশ করিবে, অথবা গঙ্গার আবর্ত্তের ন্যায় গভীর নাভিগহ্বরে মনোনিবেশ করিবে কিংবা উদরে, বক্ষঃস্থলে, হারে, শ্রীবৎসে, কৌস্তভমণিতে কিংবা যাহার উপরে মনোহর কেশদাম লম্বিত হইয়াছে সেই অযুত পূর্ণচন্দ্রতুল্য ললাটদেশে কিংবা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শোভিত চারি বাহুতে অথবা সহস্রসূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান

---

(১) পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ (খ টি)।

(২) সিদ্ধবিলে ইতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ। বিলে গর্ত্তে (খ টি)।

(৩) সঙ্কাশ ইতি (ক) (খ) পাঠঃ।

মনো নিবেশ্য কৃষ্ণে বৈ তন্ময়ো ভবতি ধ্রুবম্। যাবন্মনো লয়ং যাতি কৃষ্ণে স্বাত্মনি চিন্ময়ে। তাবদিষ্টমনুর্মন্ত্রী জপহোমং সমভ্যসেৎ ॥ কৃষ্ণ ইত্যুপলক্ষণম্ ॥ ৮ ॥ অতঃপরং ন কিঞ্চিচ্চ কৃত্যমস্তি তথা হরেঃ। বিদিতে পরতত্ত্বে তু সমস্তৈর্নিয়মৈরলম্। তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে ॥ ৯ ॥ মন্ত্রাভ্যাসেন যোগেন জ্ঞানং (১) জ্ঞানায় কল্পতে। ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা হি সঃ (২)। দ্বয়োরভ্যাসযোগো হি ব্রহ্মসংসিদ্ধিকারণম্ ॥ ১০ ॥ তমঃপরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে। এবং মায়াবৃতোঽপ্যাত্মা মনুনা গোচরীকৃতঃ ॥ ১১ ॥ এবং তে কথিতং ব্রহ্মন্ মন্ত্রযোগমনুত্তমম্। দুর্ল্লভং বিষয়াসক্তৈঃ সুলভং ত্বাদৃশামপি ॥ ১২ ॥

অথ প্রকারান্তরম্। সারদায়াং।—ষণ্ণবত্যঙ্গুলায়ামং শরীরমুভয়াত্মকম্ (৩)। গুদধ্বজান্তরে কন্দমুৎসেধাদ্ব্যঙ্গুলং বিদুঃ। তস্য দ্বিগুণবিস্তারং বৃত্তরূপেণ শোভিতম্।

কিরীটদেশে, অথবা কুণ্ডলযুগলে মনোনিবেশ করিবে। বিশুদ্ধাচারী সাধক বিশুদ্ধহৃদয়ে এইরূপে কৃষ্ণশরীরের স্থানে স্থানে মনোনিবেশ করিলে, তন্ময় হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। পরমাত্মরূপ চিন্ময় কৃষ্ণে যে পর্য্যন্ত মনোলয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত এই প্রকার অভ্যাস করিবে। এস্থলে কৃষ্ণপদ উপলক্ষণ মাত্র। কৃষ্ণভিন্ন অন্য দেবতাকেও বুঝাইবে। অর্থাৎ সাধক নিজ নিজ ইষ্টদেবতার শরীরে এইরূপে চিত্তনিবেশ করিয়া ধারণা অভ্যাস করিবে। সাধক যে কোন ইষ্টমন্ত্র অবলম্বন করিয়া জপ হোম অভ্যাস করিবে। ৭। ৮। সাধকের ইহা অপেক্ষা আর কর্ত্তব্য কিছুই নাই, হরির পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হইলে আর কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকিবে না। মলয়পর্ব্বতের রমণীয় বায়ু পাইলে তালবৃন্তের আর প্রয়োজন হয় না। ৯। মন্ত্রাভ্যাসই যোগ,—সেই যোগদ্বারা যে ঈশ্বরপূজাদি করা হয় তাহাই জ্ঞানে পরিণত হয়, যোগ ব্যতীত মন্ত্র নাই; মন্ত্র ব্যতিরেকে যোগও নাই। যোগ ও মন্ত্রের অভ্যাসই মন্ত্রসিদ্ধির কারণ। ১০। অন্ধকারাবৃত গৃহে যেরূপ দীপের সাহায্যে ঘট দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মায়াবৃত আত্মা মন্ত্রদ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। ১১। হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট উৎকৃষ্ট মন্ত্রযোগ বলিলাম। যাহারা বিষয়াসক্ত, তাহাদের পক্ষে ইহা নিতান্ত দুর্ল্লভ, যাহারা তোমার ন্যায় নির্লিপ্তভাবে কার্য্য করেন, তাঁহাদের পক্ষেই এই মন্ত্রযোগ সুলভ জানিবে। ১২।

অনন্তর অন্যরূপ যোগপ্রণালী যথা—সারদাতিলকে বলিয়াছেন,—ছিয়ানব্বই অঙ্গুল বিস্তৃত এই চৈতন্য ও জড় এই উভয়রূপী গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যস্থলে দুই অঙ্গুলী উচ্চ একটি কন্দ আছে। ইহার বিস্তার ঐ শরীরের দ্বিগুণ, উহা বৃত্তাকারে শোভিত রহিয়াছে,

---

(১) জ্ঞেয়মিতি (ক) (খ) পাঠঃ, জ্ঞেয়ম্ ঈশ্বরপূজাদি (খ টি)।

(২) সঃ যোগঃ ইত্যর্থঃ। (৩) চিচ্চড়াত্মকম্, চিৎ ব্রহ্ম জড়ং জন্যকর্ম্ম।

নাড্যস্তত্র সমুদ্ভূতা মুখ্যাস্তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৩ ॥ ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী পিঙ্গলা দক্ষিণে মতা। তয়োর্ম্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্না বংশ-(১)মাশ্রিতা ॥ ১৪ ॥ পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং যাতা (২) শিফাভ্যাং শিরসা পুনঃ। ব্রহ্মস্থানং সমাপন্না (৩) সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ॥ ১৫ ॥ তস্যা (৪) মধ্যগতা নাড়ী চিত্রাখ্যা যোগিবল্লভা। ব্রহ্মরন্ধ্রং বিদুস্তস্যাং পদ্মসূত্রনিভং পরম্। আধারাংশ্চ বিদুস্তত্র মতভেদাদনেকধা। দিব্যমার্গমিমং প্রাহুরমৃতানন্দকারণম্ ॥ ১৬ ॥ ইড়ায়াং সঞ্চরেচ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াং দিবাকরঃ। জ্ঞাতৌ যোগনিদানজ্ঞৈঃ সুষুম্নায়াঞ্চ তাবুভৌ ॥ ১৭ ॥ আধারকন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরম্। জ্যোতিষাং নিলয়ং দিব্যং প্রাহুরাগমবেদিনঃ ॥ ১৮ ॥ তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা। পরিস্ফুরতি সর্ব্বাত্মা সুপ্তাহিসদৃশাকৃতিঃ ॥ ১৯ ॥ বিভর্ত্তি কুণ্ডলীশক্তিরাত্মানং হংসমাশ্রিতা। হংসঃ প্রাণাশ্রয়ো নিত্যং প্রাণা নাড়ীপথাশ্রয়াঃ ॥ ২০ ॥ আধারাদুত্থিতো (৫) বায়ুর্যথাবৎ সর্ব্বদেহিনাম্। দেহং ব্যাপ্য স্বনাড়ীভিঃ প্রয়াণং

ঐ কন্দের নামই মূলাধার, উহাতে নাড়ীসকল উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটি নাড়ী প্রধান। ১৩। ইহার মধ্যে বামদিকে যে নাড়ী আছে তাহার নাম ইড়া; দক্ষিণদিকে যে নাড়ী, তাহার নাম পিঙ্গলা; মধ্যস্থলে যে নাড়ী আছে, তাহায় নাম সুষুম্না। এই সুষুম্না মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ১৪। এই সুষুম্না নাড়ী নিম্নে দুই শিফ(শিকড়) দ্বারা দুই পদের দুই অঙ্গুষ্ঠে গিয়াছে, এবং উর্দ্ধে শিরোভাগদ্বারা ব্রহ্মস্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই নাড়ী চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ। ১৫। এই সুষুম্নানাড়ীর মধ্যে যোগীদিগের প্রিয়া যে অন্য এক নাড়ী আছে, তাহার নাম চিত্রা। এই চিত্রা নাড়ীতেই মৃণালসূত্রের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম ব্রহ্মরন্ধ্র আছে। এই নাড়ীতে কতকগুলি আধার,—ভিন্ন ভিন্ন মতে আধারও অনেকবিধ। ইহাকে দিব্যমার্গও বলিয়া থাকেন। ইহা দ্বারাই অমৃতানন্দভোগ করা যায়। ১৬। ইড়ানাড়ীতে চন্দ্র ও পিঙ্গলানাড়ীতে সূর্য্য সঞ্চরণ করেন। যোগনিদানজ্ঞ সাধকগণ এক সুষুম্নানাড়ীতেও এই চন্দ্র সূর্য্যের সঞ্চার জানিতে পারেন! ১৭। আগমবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আধারপদ্মের মধ্যস্থলে একটী অতি সুন্দর ত্রিকোণমণ্ডল আছে। এই ত্রিকোণমণ্ডল দিব্য জ্যোতির্ম্ময়। ১৮। ঐ ত্রিকোণে সকলের আত্মস্বরূপা বিদ্যুল্লতাকৃতি পরমদেবতা কুণ্ডলিনী নিদ্রিতা ভুজগীর ন্যায় রহিয়াছেন। ১৯। এই কুণ্ডলিনীশক্তি হংস আশ্রয় করিয়া জীবাত্মাকে ধারণ করিতেছেন। হংসও প্রাণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। প্রাণও নাড়ীপথ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ২০। সকল প্রাণীরই মূলাধার হইতে যথানিয়মে প্রাণ বায়ু উত্থিত হইয়া সকল দেহ

---

(১) বংশো মেরুদণ্ডঃ (খ টি)। (২) পাদাদঙ্গুষ্ঠয়ো জাতা (খ) পাঠঃ। শিফাভ্যামিত্যত্র পাদাভ্যামিতি (গ) পাঠঃ। (৩) সমারুহ্য ইতি (ক) (খ) পাঠঃ। সমাসাদ্য (গ) পাঠঃ।

(৪) তস্যাঃ সুষুম্নায়াঃ (ক টি)। (৫) উদ্গাচ্চ ইতি (খ) পাঠঃ।

স্ফুরতে বহিঃ ॥ ২১ ॥ দ্বাদশাঙ্গুলমানেন তস্মাৎ প্রাণ ইতীরিতঃ। রম্যে মৃদ্বাসনে শুদ্ধে পটাজিনকুশোত্তরে। বদ্ধৈকমাসনং যোগী যোগমার্গপরো ভবেৎ ॥ ২২ ॥ জ্ঞাত্বা ভূতোদয়ং (১) দেহে যথাবৎ প্রাণবায়ুনা। তত্তদ্ভূতং (২) যজেদ্দেহে দৃঢ়ত্বাবাপ্তয়ে সুধীঃ। আসনভূতোদয়ে প্রাগুক্তে ॥ ২৩ ॥ অঙ্গুলীভির্দৃঢ়ং বদ্ধা করণানি সমাহিতঃ। অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে শ্রোত্রে তর্জ্জনীভ্যাং বিলোচনে। নাসারন্ধ্রে চ মধ্যাভ্যামন্যাভির্ব্বদনং দৃঢ়ম্ (৩)। বদ্ধাত্মপ্রাণমনসামেকত্বং সমনুস্মরন্। ধারয়েন্মারুতং সম্যগ্ যোগোঽয়ং যোগিবল্লভঃ ॥ ২৪ ॥ নাদঃ সংজায়তে তস্য ক্রমাদভ্যস্যতঃ শনৈঃ। মত্তভৃঙ্গাবলীগীত-সদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ ॥ ২৫ ॥ বংশী-(৪)কাংস্যানিলাপূর্ণবংশধ্বনিনিভোঽপরঃ। ঘণ্টারবসমঃ পশ্চাদ্ঘনমেঘস্বনোঽপরঃ। এবমভ্যস্যতঃ পুংসঃ সংসারধ্বান্তনাশনম্। জ্ঞানমুৎপদ্যতে পূর্ব্বং হংসলক্ষণমব্যয়ম্ ॥ ২৬ ॥ পুংপ্রকৃত্যাত্মকৌ প্রোক্তৌ বিন্দুসর্গৌ মনীষিভিঃ। তাভ্যাং ক্রমাৎ সমুদ্ভূতৌ বিন্দুসর্গাবসানকৌ। হংসৌ তৌ পুং-প্রকৃত্যাখ্যৌ হং পুমান্ প্রকৃতিস্তু সঃ। অজপা কথিতা তাভ্যাং জীবো যামুপতিষ্ঠতে ॥ ২৭ ॥

ব্যাপিয়া স্ব স্ব নাড়ীপথ দিয়া বাহুর্দ্দেশে গমন করে। এই প্রাণবায়ুর পরিমাণ দ্বাদশাঙ্গুল। ২১। রমনীয় কোমল বিশুদ্ধ আসনে বস্ত্র অজিন ও কুশ পাতিয়া তাহার উপরে যোগোপযোগী আসন করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক যোগী যোগ অভ্যাস করিবেন। ২২। আরম্ভকালে যথাবিধানে প্রাণবায়ু দ্বারা শরীরে ভূতোদয় জানিয়া শরীর দৃঢ় করিবার জন্য শরীরে সেই সেই ভূতের পূজা করিবে। আসন ও ভূতোদয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ২৩। যোগের অভ্যাসকালে একাগ্রচিত্তে অঙ্গুলিদ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিবে। দুই অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দুই কর্ণ, দুই তর্জ্জনীদ্বারা দুই চক্ষু, দুই মধ্যমাদ্বারা দুই নাসাবিবর এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলিদ্বারা বদন দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিয়া আত্মা, প্রাণ ও মনের একতা চিন্তা করিতে করিতে বায়ুধারণ করিবে। এই যোগ যোগিগণের অত্যন্ত প্রিয়। ২৪। এই যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর মুখ হইতে ক্রমে বহুপ্রকার ধ্বনি বহির্গত হইতে থাকে। প্রথমে মত্তভৃঙ্গীর ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি, তাহার পরে বংশী, কাংস্য, ও বায়ুপূর্ণ বংশের ন্যায় ধ্বনি, তাহার পরে ঘণ্টাধ্বনি তুল্য ধ্বনি, তাহার পরে জলপূর্ণ নিবিড় মেঘের ন্যায় ধ্বনি বহির্গত হইতে থাকে। এই যোগাভ্যাসে সংসাররূপ অন্ধকার যাহা দ্বারা দূরীভূত হয় সেই 'হংস'রূপ অবিনশ্বর জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে। ২৫। ২৬। বিন্দু ও বিসর্গকে মনীষিগণ পুরুষ ও প্রকৃতি বলিয়াছেন; ক্রমে সেই বিন্দু ও বিসর্গ হইতে যাহাদের অন্তে যথাক্রমে বিন্দু ও বিসর্গ আছে সেই 'হং' ও 'সঃ' উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারাই পুরুষ ও প্রকৃতি,—'হং' পুরুষ, 'সঃ'

---

(১) পৃথিব্যাদি-পঞ্চ (খ টি)। (২) পৃথিবীবায্বাদিভূতং কর্ম্ম (খ টি)।
(৩) ভৃশমিতি (ক) (খ) (গ) পাঠঃ। (৪) বীণা ইত্যাদর্শপাঠঃ।

পুরুষং স্বাশ্রয়ং মত্বা প্রকৃতির্নিত্যমাত্মনঃ। যদা তদ্ভাবমাপ্নোতি তদা সোঽহমিয়ং ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ সকারার্ণং হকারার্ণং লোপয়িত্বা ততঃ পরম্। সন্ধিং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বরূপং তদাসৌ (১) প্রণবো ভবেৎ ॥ ২৯ ॥ পরানন্দময়ং নিত্যং চৈতন্যৈকগুণাত্মকম্। আত্মাভেদস্থিতং যোগী প্রণবং ভাবয়েৎ সদা ॥ ৩০ ॥ আম্নায়বাচামতিদূরমাদ্যং, বেদ্যং স্বসংবেদ্যগুণেন সন্তঃ (২)। আত্মানমানন্দরসৈকসিন্ধুং, পশ্যন্তি তে তারক(৩)মাত্মনিষ্ঠাঃ ॥ ৩১ ॥ সত্যং হেতুবিবর্জ্জিতং শ্রুতিগিরামাদ্যং জগৎকারণং, ব্যাপ্তং স্থাবরজঙ্গমং নিরুপমং চৈতন্যমন্তর্গতম্। আত্মানং রবিচন্দ্রবহ্নিবপুষং তারাত্মকং (৪) সন্ততং, নিত্যানন্দগুণালয়ং সুকৃতিনঃ পশ্যন্তি রুদ্ধেন্দ্রিয়াঃ (৫) ॥ ৩২ ॥ তারস্য পঞ্চবিভবৈঃ (৬) পরিচীয়মানং, মানৈরগম্যমনিশং শ্রুতিমৌলিমৃগ্যম্। (৭) সচ্চিৎ-

প্রকৃতি। জীব যে অজপার উপাসনা করে,—সেই অজপাও ঐ ‘হং’ ‘সঃ’ হইতে উৎপন্ন। ২৭। প্রকৃতি যখন পুরুষকে নিজের নিত্য আশ্রয় মনে করিয়া সেই পুরুষভাবাপন্ন হইয়া পড়েন, তখন ঐ প্রকৃতি ‘সোঽহং’ হইয়া যান। ২৮। ‘সঃ হং’ ইহার বিসর্গ স্থানে অগ্রে উকার করিয়া ‘স’এর অকার ও ঐ উকারে ওকাররূপ সন্ধি করিয়া ঐ সকার ও হকার লোপ করিলে প্রণব ‘ওম্’ হইবে। এস্থলে পূর্ব্বরূপ (অকারে উকারে ওকাররূপ) সন্ধি করাতেই ‘ওম্’ হইতে পারে। পররূপ সন্ধি করিলে (সকারের অকার পরে উকার স্থানে বকার করিলে ‘অবম’ হইয়া যায়)। ২৯। এই সময়ে সাধক পরমানন্দময়, নিত্য, চৈতন্যস্বরূপ এই প্রণবকে আত্মা হইতে অভিন্নরূপে সর্ব্বদা ভাবনা করিবেন। ৩০। আত্মনিষ্ঠ যোগিগণ বেদবাক্যের অতীত স্বজ্ঞেয়গুণদ্বারা জ্ঞেয় আনন্দরসের একমাত্র সাগর এই আদ্য আত্মরূপী প্রণবকে দর্শন করিয়া থাকেন। ৩১। তখন যোগিগণ ইন্দ্রিয়নিরোধ করিয়া স্বীয় সুকৃত বলে কারণবর্জ্জিত, নিত্য, বেদবাক্যের আদি জগৎকারণ, স্থাবরজঙ্গমব্যাপী, অন্তর্গত নিরুপম চৈতন্যস্বরূপ, নিত্যানন্দময় চন্দ্রসূর্য্যবহ্নিরূপ আত্মাকে প্রণবস্বরূপে প্রত্যক্ষ করেন। ৩২। হে যোগিগণ! অকার,

---

(১) সোঽহমিতিপদস্য সকারহকারলোপে সন্ধৌ সতি প্রণবো ভবতি (খ টি)। উভয়োর্মেলনং কুর্য্যাৎ স ইতি প্রকৃতেরুত্তরং হমিত্যস্মিন্ পরে বিসর্গস্য উকারে হকারলোপাৎ পূর্ব্বমেব অকারেণ উকারস্য ওকারত্বে সকারলোপেন চ প্রণবো ভবেদিত্যর্থঃ। অত্রেদং বোধ্যম্ যথা অকারোকারমকারাণাং ব্রহ্মাদিবাচিত্বাৎ প্রণবেন ত্রয়ো বোধ্যন্তে তথা হংসপদস্য প্রকৃতিপুরুষবাচকত্বাৎ নিপাভনাদুভয়াত্মকত্বমিতি তাৎপর্য্যম্ (ক টি)।

(২) গুণৈস্তু সদ্ভিরিতি (খ) পাঠঃ। (৩) তারাত্মকমিতি (ক) (খ) পাঠঃ। যে তারকমিতি (গ) পাঠঃ। (৪) তারাত্মকং প্রণবাত্মকম্ (ওঁ) (ক টি)।

(৫) জিতেন্দ্রিয়াঃ (ক টি)। (৬) অকারোকারমকারার্দ্ধচন্দ্রবিন্দুরূপৈঃ (ক টি)।

(৭) শ্রুত্যবিষয়ত্বাৎ কারণরাহিত্যাচ্চ (ক টি)।

সমস্তগ-মনশ্বর-(১)মচ্যুতং তত্তেজঃ পরং ভজত সান্দ্রসুধাম্বুরাশিম্ ॥ ৩৩ ॥ হিরণ্ময়ং দীপ্তমনেকবর্ণং ত্রিমূর্ত্তিমূলং (২) নিগমাদিবীজম্। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং ভজন্তে, চৈতন্যমাত্রং রবিমণ্ডলস্থম্ (৩) ॥ ৩৪ ॥ ধ্যায়ন্তি দুগ্ধাব্ধিভুজঙ্গভোগে, শয়ানমাদ্যং কমলাসহায়ম্। প্রফুল্লনেত্রোৎপলমঞ্জনাভং, চতুর্মুখেনাশ্রিতনাভিপদ্মম্ ॥ ৩৫ ॥ আম্নায়গং ত্রিচরণং ঘননীলমুদ্যচ্ছ্রীবৎসকৌস্তুভগদাম্বুজশঙ্খচক্রম্। হৃৎপুণ্ডরীকনিলয়ং জগদেকমূলমালোকয়ন্তি কৃতিনঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৩৬ ॥ বিন্দোর্নাদসমুদ্ভবঃ সমুদিতে নাদে (৪) জগৎকারণং, তারং তত্ত্বমুখাম্বুজং পরিবৃতং বর্ণাত্মবাহুব্রজৈঃ (৫)। আম্নায়াঙ্ঘ্রি চতুষ্টয়ং পুররিপোরানন্দমূলং বপুঃ, পায়ান্নো মুকুটেন্দুখণ্ডবিলসদ্দিব্যামৃতৌঘাপ্লুতম্ ॥ ৩৭ ॥ পিণ্ডং ভবেৎ কুণ্ডলিনী শিবাত্মা পদং তু হংসঃ সকলান্তরাত্মা। রূপং স্মৃতং বিন্দুরমন্দকান্তিরতীবরূপং (৬) শিবসামরস্যম্ ॥৩৮॥ পিণ্ডাদিযোগং (৭) শিবসামরস্যাৎ সবীজযোগং প্রবদন্তি

উকার, মকার, অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দু, এই পঞ্চরশ্মিসমন্বিত বেদান্তবেদ্য সচ্চিন্ময়, সর্ব্বব্যাপী অবিনশ্বর, অচ্যুত, ঘনীভূত সুধার সাগর, সেই প্রণবরূপ পরমতেজ আশ্রয় কর। ৩৩। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ হিরণ্যকান্তি, প্রদীপ্ত, অনেকবর্ণ, ত্রিমূর্ত্তির মূল, নিগমাদি শাস্ত্রের আদি কারণ, রবিমণ্ডলস্থিত, চৈতন্যস্বরূপ, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরমপুরুষকে ভজনা করিয়া থাকেন; ৩৪। যিনি ক্ষীরোদসাগরে অনন্তশয্যায় লক্ষ্মীর সহিত শয়ন করিয়া থাকেন, যাঁহার নয়নোৎপল সদা প্রফুল্ল, যাঁহার বর্ণ অঞ্জনের ন্যায় গাঢ়নীল, ব্রহ্মা যাঁহার নাভিকমলে অবস্থান করিতেছেন, সেই আদ্য পুরুষকে যোগীরা ধ্যান করেন। ৩৫। যিনি আম্নায়ের প্রতিপাদ্য যিনি বামনাবতারে ত্রিপাদ, মেঘের ন্যায় যাঁহার নীলকান্তি, যিনি শ্রীবৎস চিহ্ন কৌস্তুভ, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন, যিনি ভক্তগণের হৃৎপদ্মে অবস্থিতি করেন, জগতের একমাত্র মূল সেই পুরাণ পুরুষকে কৃতী ব্যক্তিরাই দর্শন করিতে সমর্থ হন। ৩৬। বিন্দু হইতে নাদ উৎপন্ন হইয়াছে। নাদ হইতে জগৎকারণ প্রণবের আবির্ভাব হইয়াছে। তত্ত্বই এই প্রণবের মুখ-কমল, ঐ প্রণব বর্ণময় বাহুসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত চতুর্ব্বেদ তাঁহার চারিচরণ, মুকুটে চন্দ্রখণ্ড, সেই চন্দ্র খণ্ড হইতে বিগলিত সুধাধারায় তিনি আপ্লুত হইতেছেন; আনন্দের যাহা মূল. সেই মহাদেবের শরীর আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩৭। শিবময়ী কুণ্ডলিনীশক্তি পিণ্ড, সকলের অন্তরাত্মা হংসই পদ, বিন্দুই অত্যুজ্জ্বলরূপ। অতএব শিবসামরস্য শিবের সহিত অভেদ ভাব অতীব আশ্চর্য্য। ৩৮। শিবসামরস্য হেতু পিণ্ডাদি যোগকে সাধুগণ সজীব যোগ

---

(১) সমস্তমমলস্বরমিত্যাদর্শপাঠঃ। (২) ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। নিগমো বেদঃ (খ টি)

(৩) হৃদয়পদ্মস্থরবিমণ্ডলমধ্যগতম্ (ক টি)। (৪) সমুদিতো নাদ ইত্যাদর্শপাঠঃ।

(৫) বর্ণাত্মকৈর্ভুজৈরিতি (গ) পাঠঃ। বর্ণাত্মকৈর্ভজৈরিতি (ক) (খ) পাঠঃ।

(৬) অতীতরূপম্ (ক) পাঠঃ। (৭) যোগাৎ (খ) পাঠঃ।

সন্তঃ। শিবে লয়ং নিত্যগুণাভিযুক্তে, নির্ব্বীজযোগং ফলনির্ব্ব্যপেক্ষম্ ॥ ৩৯ ॥ মূলোন্নিদ্র (১) ভুজঙ্গরাজসদৃশীং যান্তীং সুষুম্নান্তরং, ভিত্ত্বাধারসমূহমাশুবিলসৎ-সৌদামিনীসন্নিভাম্। ব্যোমাম্ভোজ (২) গতেন্দুমণ্ডলগলদ্দিব্যামৃতৌঘৈঃ প্লুতাং (৩) সংভাব্য স্বগৃহং গতাং পুনরিমাং সঞ্চিন্তয়েৎ কুণ্ডলীম্ ॥ ৪০ ॥ হংসং নিত্যমনন্তমব্যয়গুণং স্বাধারতো নির্গতা, শক্তিঃ কুণ্ডলিনী সমস্তজননী হস্তে গৃহীত্বা চ তম্। যাতা শম্ভুনিকেতনং পরসুখং তেনানুভূয় স্বয়ং, যান্তী স্বাশ্রয়মর্ককোটিরুচিরা ধ্যেয়া জগন্মোহিনী ॥ ৪১ ॥ অব্যক্তং পরবিন্দুসঞ্চিতরুচিং নীত্বা শিবস্থালয়ং, শক্তিঃ কুণ্ডলিনী গুণত্রয়বপুর্ব্বিদ্যুল্লতাসন্নিভা। আনন্দামৃতমধ্যগং পুরভিদং চন্দ্রার্ককোটিপ্রভং, সংবীক্ষ্য স্বপুরং গতা ভগবতী ধ্যেয়ান-বদ্যা গুণৈঃ ॥ ৪২ ॥ মধ্যে বর্ত্ম সমীরণদ্বয়মিথঃসঙ্ঘট্টসংক্ষোভজং, শব্দস্তোমমতীত্য তেজসি তড়িৎকোটিপ্রভা-ভাস্বরে (৪)। উদ্যান্তীং সমুপাস্মহে নবজবাসিন্দূরসন্ধ্যারুণাং, সান্দ্রানন্দসুধাময়ীং পরশিবং প্রাপ্তাং পরাং দেবতাম্ ॥ ৪৩ ॥ গমনাগমনেষু জাঙ্ঘিকী সা

এবং ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া নিত্য গুণাভিযুক্ত পরম শিবে আত্মলয়কে নির্ব্বীজ যোগ বলিয়া থাকেন। ৩৯। মূলাধারপদ্ম হইত জাগরিত ভুজগীর ন্যায় উত্থিতা বিদ্যুৎসম-কান্তি কুণ্ডলিনী-শক্তি ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সুষুম্নাপথে গমনপূর্ব্বক সহস্রদল পদ্মমধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমণ্ডল হইতে বিগলিত দিব্য অমৃতধারা দ্বারা পরিপ্লুতা হইতেছেন এবং পুনর্ব্বার স্বস্থানে মূলাধারপদ্মে প্রত্যাগমন করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিবে। ৪০। কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়ী সকলের জননী জগন্মোহিনী কুণ্ডলিনীশক্তি আধারপদ্ম হইতে বহির্গত হইয়া অনন্ত অব্যয়গুণসম্পন্ন নিত্য হংসকে হস্তে লইয়া শিবনিকেতনে গমন করিয়া তাঁহার সহিত পরমসুখ অনুভব করত পুনর্ব্বার নিজস্থানে মূলাধারপদ্মে আসিতে-ছেন, সর্ব্বদা এইরূপ ধ্যান করিবে। ৪১। বিদ্যুল্লতাসদৃশী ত্রিগুণময়ী কুণ্ডলিনী শক্তি পরবিন্দুসংযোগে উজ্জ্বলতাময় অব্যক্ত শিবস্থানে নীত হইতেছেন এবং সেই স্থানে সেই ভগবতী আনন্দসুধার মধ্যে অবস্থিত কোটি চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় কান্তিশালী পরম-শিবকে অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার নিজস্থানে (মূলাধারপদ্মে) আসিতেছেন, গুণগণে প্রশংসনীয়া সেই কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিবে। ৪২। যিনি সুষুম্নাপথের মধ্যে দুই বায়ুর সংঘর্ষজনিত শব্দ রাশি অতিক্রম করিয়া কোটি বিদ্যুতের আলোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল তেজে উত্থিত হইতেছেন এবং নূতন জবা, সন্ধ্যা ও সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণা ঘনীভূত আনন্দ-সুধা যাঁহার মূর্ত্তি, সেই পরম শিবসম্মিলিতা পরমাদেবতার উপাসনা করি।

---

(১) মূলাধারে উন্নিদ্রঃ। (২) সহস্রারপদ্মম্ (খ ট)।

(৩) পরমিতি (খ) পাঠঃ পরং শিবম্ (খ ট)। পত্তিমিতি (ক) (গ) পাঠঃ।

(৪) প্রভাড়ম্বরে ইতি (ক) (গ) পাঠঃ।

তনুয়াদ্ যোগফলানি কুণ্ডলী। উদিতা কুলকামধেনুরেষা ভজতাং (১) কাঙ্ক্ষিত-কল্পবল্লরী ॥ ৪৪ ॥

অথ প্রশংসামাহ যামলে।—আগমে সর্ব্ববিদ্যাশ্চ (২) সর্ব্বশাস্ত্রাণি চাগমে। আগমে দেবদেবা হি আগমাচ্চ পরা গতিঃ ॥ ৪৫ ॥ যেঽভ্যস্যন্তি ইদং শাস্ত্রং পঠন্তি পাঠয়ন্তি বা। সিদ্ধয়োঽষ্টৌ করে তেষাং ধনধান্যাদিসূনবঃ ॥ ৪৬ ॥ আদৃতাঃ সর্ব্বলোকেষু ভোগিনঃ ক্ষোভকারকাঃ। আপ্নুবন্তি পরং ব্রহ্ম সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৪৭ ॥

বেদার্থশাস্ত্র (৩) বিপরীতবিলোকনেন, প্রায়ো ভবদ্‌যজনলোপমবেক্ষ্য মাতঃ। তদ্‌গূঢ়কূটবিশদীকরণেন (৪) জাতান্, দোষান্ ক্ষমস্ব তব পাদযুগেষু যাচে ॥ ৪৮ ॥ যদ্‌যন্ময়া নাথ বিমূঢ়বুদ্ধ্যা, স্পষ্টীকৃতং গুহ্যতমস্ত তন্ত্রে (৫)। ক্ষন্তব্যমেতৎ করুণানিধান, ক্রোধো ন চার্হঃ খল পামরেষু ॥ ৪৪ ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীকৃষ্ণানন্দ-বাগীশ-ভট্টাচার্য্য-বিরচিত-তন্ত্রসারঃ সমাপ্তঃ ॥ * * ॥

৪৩। গমনাগমনে সুনিপুণা কৌলদিগের কামধেনুরূপে আবির্ভূতা এই কুলকুণ্ডলিনী দেবী আশ্রিতবর্গের কল্পলতারূপিণী হইয়া যোগফল বিস্তার করুন। ৪৪।

যামলতন্ত্রে তন্ত্রের প্রশংসা করিয়াছেন—তন্ত্রশাস্ত্র নিখিলবিদ্যা, তন্ত্রশাস্ত্রে নিখিল-শাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্রে সমস্ত দেব দেবী বিরাজমান; তন্ত্রশাস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মুক্তি-সাধন আর নাই। ৪৫। যাঁহারা এই তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন অভ্যাস করেন, বা অধ্যাপনা করেন অষ্টসিদ্ধি তাঁহাদের করস্থ। মানবগণ এই তন্ত্রের সাহায্যে ধনধান্যপুত্রাদিশালী হইয়া সর্ব্বলোকে আদৃত হইয়া থাকেন, সুখ ভোগ করেন, শত্রুবর্গকে ক্ষুভিত করিতে পারেন এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া পরব্রহ্মলাভ করেন। ৪৬।

গ্রন্থকারের প্রার্থনা,—মাতঃ! বেদের ও অন্যান্য শাস্ত্রের বিপরীত অর্থ ঘটায় আপনার পূজা লোপ হইতেছে দেখিয়া শাস্ত্রের নিগূঢ় কূটার্থ বিশদ করিয়াছি,—ইহাতে যে অপরাধ হইয়াছে, আপনি তাহা ক্ষমা করুন আপনার পদযুগলে এই প্রার্থনা। ৪৮। নাথ! আমি বুদ্ধিমোহবশতঃ তন্ত্রের গুপ্ত বিষয় সকল ব্যক্ত করিয়াছি,—হে দয়ানিধে! ইহাতে যে অপরাধ হইয়াছে তাহা ক্ষমা করুন। মূঢ়ের প্রতি ক্রোধ করা উচিত নহে। ৪৯।

তন্ত্রসারের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

(১) জগতামিতি (খ) পাঠঃ। (২) সর্ব্বযজ্ঞাশ্চ (গ) পাঠঃ। (৩) সার্থ (ক) (খ) পাঠঃ।
(৪) করণেষু আদর্শপাঠঃ। (৫) গুহ্যতমং ত্রিলোকে ইতি (খ) পাঠঃ।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

অথ তন্ত্রসার-পরিশিষ্টম্।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি গঙ্গাং ভুবনপাবনীম্। যথোক্তচিন্তয়া চিন্ত্যাং ভোগমোক্ষপ্রদায়িনীম্ ॥ ১ ॥ অথ গঙ্গামন্ত্রঃ। ব্রহ্মসংহিতায়াম্,—বিষবীজং সমুদ্ধৃত্য মায়াং বিষ্ণুপ্রিয়াং ততঃ। গঙ্গাপদং ঙেযুতান্তং বহ্নিজায়াবধির্মনুঃ। অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা গঙ্গায়া ভুবি দুর্লভা (১) ॥ ২ ॥ বিষবীজং প্রণবঃ, মায়া হ্রীং, বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীং। ধ্যানং যথা,—ক্রিয়াযোগসারে—দদর্শ পুরতো গঙ্গাং দ্বিভুজাং মকরাসনাম্। কুন্দেন্দুশঙ্খধবলাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ৩ ॥ (অন্যদ্ ধ্যানং ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদৌ দ্রষ্টব্যম্) (২) ইত্যনেনৈব ধ্যানেন ধ্যাত্বা ত্রিপথগাং শুভাম্। দত্বা সম্পূজয়েদ্ ব্রহ্মন্নুপচারাংশ্চ ষোড়শ ॥ ৪ ॥ আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ স্নানীয়ঞ্চানুলেপনম্। ধূপদীপৌ চ নৈবেদ্যং তাম্বূলং শীতলং জলম্ ॥ ৫ ॥ বসনং ভূষণং মাল্যং গন্ধমাচমনীয়কম্। মনোহরং সুতল্পঞ্চ দেয়ান্যেতানি ষোড়শ ॥ ৬ ॥ দত্বা ভক্ত্যা চ প্রণমেৎ সংস্তূয় সম্পুটাঞ্জলিঃ। সম্পূজ্যৈবং প্রকারেণ ভোগমোক্ষফলং লভেৎ। অন্যৎ সর্ব্বং সামান্যপদ্ধত্যুক্তবৎ ॥৭॥

অথ কার্ত্তিকেয়মন্ত্রঃ। ভূতডামরে,—বিষং রৌদ্রং ক্রোধপদং ধারিণে চ ততঃ

তন্ত্রাদি-বর্ণিতরূপে ধ্যান করিলে যিনি ভোগ মোক্ষ প্রদান করেন, অতঃপর সেই জগৎপাবনী গঙ্গার বিষয় বলিব। ১। অনন্তর গঙ্গার মন্ত্র,—ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন,—প্রথমে বিষবীজ উদ্ধার করিয়া পরে মায়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াবীজ বলিবে, পরে 'গঙ্গায়ৈ' বলিয়া 'স্বাহা' বলিবে। গঙ্গার এই অষ্টাক্ষরমন্ত্র মহাবিদ্যা; পৃথিবীতে ইহা দুর্লভ বস্তু। ২। বিষবীজ প্রণব (ওঁ), মায়া (হ্রীং) বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীবীজ (শ্রীং)। ক্রিয়াযোগসারে ইহাঁর ধ্যান বলিয়াছেন,—সম্মুখে দ্বিভুজা মকরবাহনা গঙ্গাকে দেখিলেন, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও শঙ্খের ন্যায় তাঁহার শুভ্রবর্ণ, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আভরণ। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদিতে অন্যবিধ ধ্যান দেখিতে পাইবে) হে ব্রহ্মন্! এই প্রকারে মঙ্গলময়ী ত্রিপথগামিনীর ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয় জল, অনুলেপন দ্রব্য, ধূপ. দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুল, শীতলজল, বস্ত্র, আভরণ, মাল্য, গন্ধ, আচমনীয়, মনোহর উত্তম শয্যা—এই ষোড়শ উপচার অবশ্য দিবে। তাহার পরে ভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিয়া প্রণাম করিবে। এইরূপে পূজা করিলে ভোগ ও মোক্ষলাভ করিবে। অপর কার্য্যসকল সামান্য পূজাপদ্ধতির মতে করিবে। ৩—৭।

অতঃপর কার্ত্তিকেয়-মন্ত্র,—ভূতডামরে বলিয়াছেন,—বিষবীজ, মায়াবীজ, 'ক্রোধ-

---

(১) ওঁ হ্রীং শ্রীং গঙ্গায়ৈ স্বাহা। (২) (ক) পুস্তকে নাস্তি বন্ধনীপাঠঃ।

পরম্। বহ্নিজায়ান্ত উক্তোহয়ং মন্ত্রঃ কৌমাররূপিণঃ।(১) বিষং প্রণবঃ, রৌদ্রং মায়াবীজম্ ॥ ১ ॥ ধ্যায়েদ্ যথা,—কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরিসংস্থিতম্। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্। দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্। ষণ্মুখং তুঙ্গনেত্রঞ্চ সর্ব্বসৈন্যপুরস্কৃতম্ ॥ ২ ॥ এবং ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ সর্ব্বং কৃত্বা প্রণমেৎ,—ওঁ কার্ত্তিকেয়ং নমস্যামি গৌরীপুত্রং শুভপ্রদম্। ষড়াননং মহাভাগং দৈত্যদর্পনিসূদনম্ ॥ ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী চ মনসা প্রকৃতেঃ কলাঃ। দেব্যাশ্চরিতমেতত্তু সর্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্ ॥৩ ॥

অথ ষষ্ঠীমন্ত্রঃ।—যথা, বেদাদি-বীজমুদ্ধৃত্য মায়াবীজং ততঃ পরম্। ষষ্ঠীদেবীপদং ঙেহন্তং বহ্নিজায়ান্বিতো মনুঃ। অষ্টাক্ষরো মহানন্ত্রঃ ষষ্ঠীদেব্যাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ (২) ॥ ১ ॥ ধ্যানং যথা,—ষষ্ঠাংশং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ সুপ্রভাম্। সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎপ্রসূম্। শ্বেতচম্পকবর্ণাভাম্ রত্নভূষণভূষিতাম্। পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনামহং ভজে ॥ ২ ॥ অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ। পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রং লক্ষধা যো জপেন্মুনে। স পুত্রং লভতে নূনমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ। মঙ্গলচণ্ড্যা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩ ॥

ধারিণে' পদ, তাহার পরে 'স্বাহা'—ইহা কার্ত্তিকের মন্ত্র। ধ্যান যথা,—মহাভাগ্যশালী কার্ত্তিকেয় ময়ূরের উপরে আরোহণ করিয়া আছেন, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তাহার অঙ্গের বর্ণ,দুই বাহু, একহস্তে শক্তিধারণ করিয়া আছেন, অপর হস্তে বর দিতেছেন, ছয়টি বদন উন্নত নাসিকা, সর্ব্বাঙ্গে নানা অলঙ্কার, নিখিল সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী হইয়া শত্রুবধ করিয়া থাকেন। ১। ২। এইরূপে ধ্যান করিয়া সামান্য পূজাপদ্ধতির ক্রমে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। "গৌরীপুত্র মঙ্গলদাতা, দৈত্যদর্পদলনকারী মহাভাগ ষড়ানন কার্ত্তিকেয়কে প্রণাম করি।" ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী ও মনসা ইঁহারাও প্রকৃতিদেবীর অংশ,—ইঁহাদের পূজাতেও নরগণ সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে। ৩।

অতঃপর ষষ্ঠীমন্ত্র—প্রথমে বেদের প্রথম মন্ত্র, মায়াবীজ, 'ষষ্ঠীদেব্যৈ' এই পদ, তাহার পরে 'স্বাহা'। ইহা ষষ্ঠীদেবীর অষ্টাক্ষর মন্ত্র। ১। ধ্যান যথা,—এই ষষ্ঠীদেবী প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশস্বরূপা, ইনি শুদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠিতা, ইনি সুপুত্র প্রদান করেন, মঙ্গলবিধান করেন, নিখিল জগৎ ইঁহার প্রসূত, ইনি দয়ারূপিণী, শ্বেতচম্পকের ন্যায় ইঁহার গাত্রবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে রত্নভূষণ, এই পবিত্রমূর্ত্তি পরমা দেবসেনাকে আমি ভজনা করি। ২। ইঁহার পূজাপ্রণালী সামান্য পূজাপদ্ধতির অনুসারে করিবে। পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলিয়াছেন,—হে মুনে! যে ব্যক্তি অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র লক্ষবার জপ করিতে পারে, সে নিশ্চয়ই পুত্রলাভ করে। ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন। মঙ্গলচণ্ডীর পূজাদি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখিবে। ৩।

---

(১) ওঁ হ্রীং ক্রোধরূপিণে স্বাহা। (২) ওঁ হ্রীং ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহা।

অথ বিষহরী-জগদ্‌গৌরী-মনসামন্ত্রঃ।—হালাহলং সমুদ্ধৃত্য লজ্জাবীজমতঃ পরম্। নমঃ পদং ততঃ পশ্চাৎ মনসায়ৈ ততো বদেৎ। স্বাহান্তা পরমা বিদ্যা বিষঘ্নী সর্ব্বদেহিনাম্। দশাক্ষরীয়ং কথিতা সর্ব্বেষামধিদেবতা। (১) হালাহলং প্রণবঃ॥ ১॥ ধ্যানং তত্রৈব,—শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্। বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাম্ নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্। মহাজ্ঞানযুক্তাঞ্চৈব প্রবরাং জ্ঞানিনাং সতাম্। সিদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধিপ্রদাং ভজে। পূজাদিকং পূর্ব্ববৎ। এবং জরৎকারুমুন্যাস্তীকমুনিনাগাদ্যাবরণান্ পূজয়েৎ॥ ২॥

অথ স্বাহা-মন্ত্রঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ওঁ হ্রীং শ্রীং বহ্নিজায়ায়ৈ দেব্যৈ স্বাহা ততঃ পরম্। দ্বাদশার্ণা মহাবিদ্যা স্বাহা-দেব্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা। ধ্যানং তত্রৈব।—স্বাহাং মন্ত্রাঙ্গভূতাঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিস্বরূপিণীম্। সিদ্ধাঞ্চ সিদ্ধিদাং নৃণাম্ কর্ম্মণাং ফলদাং ভজে। পূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ।

অথ কর্ম্মণাং দক্ষিণামন্ত্রঃ,—তত্রৈব,—ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণায়ৈ স্বাহা চ দ্বিপঞ্চা-

অতঃপর মনসার মন্ত্র বলা হইতেছে,—এই মনসাদেবী বিষহরী ও জগদ্‌গৌরী বলিয়া বিখ্যাতা। বিষবীজ, মায়াবীজ,—'নমো মনসায়ৈ' এই পদ তাহার পরে 'স্বাহা'। এই মন্ত্র পরমা বিদ্যা,—ইহা সকলপ্রাণীর বিষনাশ করে। এই দশাক্ষর মন্ত্র সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে এই মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে,—ইঁহার ধ্যানও সেই পুরাণে উল্লিখিত আছে, যথা,—"শ্বেতচম্পকের ন্যায় যাঁহার গাত্রবর্ণ, যিনি রত্নভূষণে ভূষিতা, বহ্নিশোধিত বস্ত্র যিনি পরিধান করিয়া আছেন, নাগ যাঁহার যজ্ঞোপবীত, মহাজ্ঞানশালিনী জ্ঞানিদিগের অগ্রগণ্য সিদ্ধগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সিদ্ধিদায়িনী সেই সিদ্ধা দেবীকে ভজনা করি। ইঁহার পূজাদি সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মে করিবে। জরৎকারুমুনি, আস্তীকমুনি ও অষ্ট নাগ প্রভৃতি আবরণ দেবতার পূজা করিবে। ১।২।

অনন্তর স্বাহামন্ত্র,—অগ্নিপত্নীকে স্বাহা বলে,—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই মন্ত্র উল্লিখিত :— "ওঁ হ্রীং শ্রীং বহ্নিজায়ায়ৈ দেব্যৈ স্বাহা" স্বাহাদেবীর এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। সেই পুরাণেই ইঁহার ধ্যান যথা—স্বাহা মন্ত্রের অঙ্গভূতা,—মন্ত্রসিদ্ধিরূপে বিরাজমানা, ইনি সিদ্ধা, মনুষ্যগণের সিদ্ধিদায়িনী এবং কর্ম্মের ফলদায়িনী ইঁহাকে ভজনা করি। ইহার পূজাদি পূর্ব্বের ন্যায় জানিবে।

কর্ম্মসমূহের দক্ষিণাকেও দেবতারূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার মন্ত্র কথিত হইয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে সেই মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে। "ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষি-

---

(১) ওঁ হ্রীং নমো মনসায়ৈ স্বাহা।

ক্ষরঃ। ধ্যানং যথা,—লক্ষ্মীদক্ষাংশসম্ভূতাং দক্ষিণাং কমলাকলাম্ (১)। সর্ব্বকর্ম্মসু দক্ষঞ্চ ফলদাং সর্ব্বকর্ম্মাণম্। বিষ্ণোঃ শক্তিস্বরূপাঞ্চ সুশীলাং শুভদাং ভজে। পূজাদিকং পূর্ব্ববৎ।

অথ ক্রোধরাজ-মন্ত্রঃ,—যথা ভূতডামরে,—বিষঞ্চ বজ্রজ্বালেন হনযুগ্মমতঃ পরম্। সর্ব্বভূতান্ ততঃ কূর্চ্চমন্ত্রান্তমন্ত্রমীরিতম্। ধ্যানপূজাদিকং তত্রৈব দ্রষ্টব্যম্। অস্য মন্ত্রস্য লক্ষজপঃ সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধয়ে আত্মরক্ষার্থমাদৌ সর্ব্বত্রৈব কার্য্যম্।

অথ গঙ্গাকবচম্।—ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ। গঙ্গাকবচস্য বিষ্ণুর্ঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ চতুর্দ্দশপুরুষোদ্ধারণার্থপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্রবরূপা মহাভাগা স্নানে চ তর্পণেঽপি চ। অভিষেকে পূজনে চ পাতু মাং শুক্লরূপিণী ॥ ১ ॥ বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী নামধারিণী। পাহি মাং সর্ব্বতো রক্ষেৎ গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥ ২ ॥ মন্দাকিনী সদা পাতু দেহান্তে স্বর্গবল্লভা। অলকনন্দা চ বামভাগে (২) পৃথিব্যাং যা তু তিষ্ঠতি ॥ ৩ ॥ ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। পঞ্চাক্ষরমিমং মন্ত্রং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি ॥ ৪ ॥ রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। গুর্ব্বিণী জনয়েৎ পুত্রং বন্ধ্যা পুত্রবতী ভবেৎ ॥ ৫ ॥ গঙ্গাস্মরণমাত্রেণ নিষ্পাপো জায়তে নরঃ। যঃ পঠেদ্ গৃহমধ্যে

ণায়ৈ স্বাহা” এই দশাক্ষর মন্ত্র। ইহার ধ্যান,—দক্ষিণা লক্ষ্মীর দক্ষিণভাগ হইতে উৎপন্না। ইনি লক্ষ্মীর অংশরূপিণী, সকল কর্ম্মে ইনি দক্ষা,—এবং সকল কর্ম্মের ফলদায়িনী। বিষ্ণুর শক্তিরূপিণী, সুশীলা মঙ্গলদায়িনী এই দেবীকে ভজনা করি। পূজাদি সামান্য পূজার ন্যায়।

অতঃপর ক্রোধরাজের মন্ত্র,—ভূতডামরে এই মন্ত্র উল্লিখিত,—“ওঁ বজ্রজ্বালেন হন হন সর্ব্বভূতান্ হূং” এই মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ধ্যান পূজাদি ভূতডামরে দ্রষ্টব্য। সকল কার্য্যের প্রারম্ভে মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত এবং আত্মরক্ষার্থ এই মন্ত্র লক্ষবার জপ করিবে।

অতঃপর গঙ্গার কবচ। বিষ্ণু গঙ্গাকবচের ঋষি, বিরাট্ ইহার ছন্দঃ, চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধার করিবার জন্য ইহা পাঠ করিতে হয়। দ্রবরূপিণী এই মহাভাগা, স্নান তর্পণ অভিষেক ও পূজাকালে আমাকে রক্ষা করুন,—ইহার মূর্ত্তি শুক্লবর্ণ। ১। মাতঃ গঙ্গে! তুমি বিষ্ণুর চরণ হইতে উৎপন্না, তোমার নাম বৈষ্ণবী, তুমি ত্রিপথগামিনী আমাকে সকল পথে রক্ষা কর। ২। মন্দাকিনী আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। স্বর্গবল্লভা আমাকে মৃত্যুর পর রক্ষা করুন। যিনি অলকনন্দারূপে পৃথিবীতে রহিয়াছেন, তিনি আমাকে বামভাগে রক্ষা করুন। ৩। ভোগবতী পাতালে ও মন্দাকিনী স্বর্গে রক্ষা করুন। এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র যে পাঠ ও শ্রবণ করিবে, সে রোগী হইলে রোগমুক্ত হইবে, বদ্ধ হইলে বন্ধন মুক্ত হইবে, গর্ভিণী ইহা শুনিলে পুত্র প্রসব করিবে। বন্ধ্যা

---

(১) পরমাং কলাম্ মুদ্রিত (খ) পাঠঃ। (২) যে ভূমে ইতি (ক) পাঠঃ।

তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৬ ॥ স্নানকালে পঠেদ্ যস্তু শতকোটি-ফলং লভেৎ। যঃ পঠেৎ প্রযতো ভক্ত্যা মুক্তঃ কোটিকুলৈঃ সহ ॥ ৭ ॥ ইতি বিষ্ণুজামলে শিবপার্ব্বতীসংবাদে গঙ্গাকবচং সমাপ্তম্ ॥ ৮ ॥

অথ কার্ত্তিকেয়াক্ষয়কবচম্ !—দেবক্যুবাচ। যে যে মম সুতা জাতাস্তেতে কংস-নিষূদিতাঃ। কথং মে সন্ততিস্তিষ্ঠেৎ ব্রূহি মে মুনিপুঙ্গব ॥ ১ ॥ নারদ উবাচ। যেনোপায়েন লোকানাং সন্ততিশ্চিরজীবিতা। তত্তে সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয় ॥ ২ ॥ অস্য স্কন্দাক্ষয়কবচস্য নারদ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সেনানীর্দেবতা বৎসরক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাহুলেয়ঃ শিরঃ পায়াত্ স্কন্ধৌ শঙ্করনন্দনঃ ॥ ৩ ॥ মুণ্ডং মে পার্ব্বতীপুত্রো হৃদয়ং শিখিবাহনঃ। কটিং পায়াচ্ছক্তিহস্তো জঙ্ঘে মে তারকান্তকঃ ॥ ৪ ॥ গুহো মে রক্ষতাং পাদৌ সেনানীর্বৎসমুত্তমম্। স্কন্দো মে রক্ষতামঙ্গং দশদিগগ্নিভূর্মম ॥ ৫ ॥ ষাণ্মাতুরো ভয়ে ঘোরে কুমারোঽব্যাচ্ছ্মশানকে ॥ ৬ ॥ ওঁ ইতি তে কথিতং ভদ্রে কবচং পরমাদ্ভুতম্। ধৃত্বা পুত্রমবাপ্নোতি সুভব্যং চিরজীবিনম্ ॥ ৭ ॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা কবচং বিধৃতং তয়া। কবচস্য প্রসাদেন জীববৎসা ভবেৎ সতী ॥ ৮ ॥ কবচস্য প্রসাদেন

পুত্রবতী হইবে। গঙ্গার স্মরণেই মানব নিষ্পাপ হয়। গৃহমধ্যে বসিয়া এই স্তব পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল পাইবে। স্নানকালে পাঠ করিলে শতকোটি ফললাভ করিবে। সংযতভাবে ভক্তিপূর্ব্বক ইহা যে পাঠ করিবে, সে কোটিকুলের সহিত মুক্ত হয়। ৪—৮। বিষ্ণুজামলে এই গঙ্গাকবচ কথিত হইয়াছে।

অতঃপর কার্ত্তিকেয়ের অক্ষয়কবচ। দেবকী বলিলেন,—হে মুনিবর! আমার যতগুলি পুত্র জন্মিয়াছে, কংস সকলকেই বধ করিয়াছে, এক্ষণে কি উপায়ে আমার সন্তান রক্ষা হয়, তাহা বলুন। ১। নারদ বলিলেন,—যে উপায়ে লোকের সন্তান দীর্ঘজীবী হয় তাহা বলিতেছি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। ২। নারদ, এই কার্ত্তিকেয় অক্ষয় কবচের ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ; সেনানী ইহার দেবতা, সন্তান রক্ষায় ইহার নিয়োগ। বাহুলেয় (বহুলা কৃত্তিকানক্ষত্র তাহার পালিত পুত্র) আমার মস্তক এবং শঙ্করনন্দন আমার দুই স্কন্ধ রক্ষা করুন। ৩। পার্ব্বতীপুত্র আমার মস্তক, শিখিবাহন আমার হৃদয়, শক্তিহস্ত আমার কটিদেশ এবং তারকান্তক আমার দুই জঙ্ঘা রক্ষা করুন। ৪। গুহ আমার দুইপদ, সেনানী আমার উত্তম সন্তান, স্কন্দ আমার অঙ্গ এবং অগ্নিভূ আমার দশদিক্ রক্ষা করুন। ৫। ষাণ্মাতুর আমাকে তীব্র ভয়ে, কুমার আমাকে শ্মশানে রক্ষা করুন। ৬। ভদ্রে! তোমার নিকট এই অত্যাশ্চর্য্য কবচ বলিলাম। এই কবচ ধারণ করিলে সুভব্য চিরজীবী পুত্র লাভ হয়। ৭। নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবকী কবচ ধারণ করিয়াছিলেন। এই কবচের প্রসাদে সকল নারীই জীববৎসা হইবে। এই কবচের

তস্যাঃ পুত্রো জনার্দ্দনঃ। ধারিকায়াস্তথা পুত্রো নির্জ্জরৈরপি দুর্জ্জয়ঃ ॥ ৯ ॥ ইতি উমাজামলে কার্ত্তিকেয়াক্ষয়কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ বংশলাভাখ্য-কবচম্। নারদ উবাচ। ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পার্ব্বতীপ্রাণবল্লভ। বংশলাভাখ্যকবচং কৃপয়া মে প্রকাশয় ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। বংশলাভাখ্যকবচং দুর্লভং ভুবনত্রয়ে। যস্য প্রসাদাৎ কমলা লেভে তনয়মুত্তমম্ ॥ ২ ॥ কামদেবমপর্ণা চ বিনায়ক-ষড়াননৌ। জয়ন্তমিন্দ্রবনিতা দেবপত্ন্যঃ সুতানপি ॥ ৩ ॥ অস্য বংশলাভাখ্য-কবচস্য ভৈরবঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ (১) শ্রীপার্ব্বতী দেবতা জীবত্তনয়প্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। ওঁ পার্ব্বতী মে শিরঃ পাতু বক্ত্রং পাতু মহেশ্বরী। ভাবানী নয়নে পাতু ভ্রুবৌ শঙ্করসুন্দরী ॥ ৪ ॥ মধ্যং পাতু মহেশানী নিতম্বং সুরবন্দিতা। উরূ গৌরী সদা পাতু কৌষিকী জানুযুগ্মকম্ ॥ ৫ ॥ বাহূ মে সুমুখী পাতু পাণিযুগ্মং সুভাবিনী। পাদৌ ব্রহ্মময়ী পাতু শ্রবণে ভুবনেশ্বরী ॥ ৬ ॥ নাসিকে ললিতা পাতু কণ্ঠং ত্রিপুরসুন্দরী। রুদ্রাণী হৃদয়ং পাতু স্তনদ্বন্দ্বং মহেশ্বরী ॥ ৭ ॥ আপাদমস্তকং পাতু সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বমঙ্গলা। ওঁ। ইতি তে কথিতং বিপ্র কবচং দেবপূজিতম্ ॥ ৮ ॥ পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ (২) অক্ষয়ং

প্রসাদে জনার্দ্দন দেবকীর পুত্র হইয়াছিলেন। কবচ ধারণ করাতেই সেই পুত্র দেবদুর্জ্জয় হইয়াছিলেন। ৮। ৯। উমাজামলে এই কার্ত্তিকেয়ের অক্ষয় কবচ লিখিত হইয়াছে।

অনন্তর বংশলাভ নামক কবচ বলা হইতেছে,—নারদ বলিলেন,—ভগবন্! আপনি সকল ধর্ম্ম অবগত আছেন,—হে পার্ব্বতী-প্রাণবল্লভ! আপনি দয়া করিয়া আমার নিকটে বংশলাভ নামক কবচ বলুন। ১। ঈশ্বর বলিলেন,—এই বংশলাভ নামক কবচ ত্রিভুবনে দুর্লভ, এই কবচের প্রসাদে কমলা উত্তম পুত্র কামদেবকে লাভ করেন, পার্ব্বতী ষড়ানন ও গণপতিকে লাভ করেন, ইন্দ্রমহিষী জয়ন্তকে প্রাপ্ত হন, অন্যান্য দেবকামিনীগণও উত্তম উত্তম পুত্রলাভ করেন। ২। ৩। ভৈরব এই বংশলাভ কবচের ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীপার্ব্বতী ইহার দেবতা, দীর্ঘজীবী সন্তান লাভে ইহার নিয়োগ। পার্ব্বতী আমার মস্তক রক্ষা করুন, মহেশ্বরী মুখ রক্ষা করুন, ভবানী দুই নয়ন, শঙ্করসুন্দরী দুই ভ্রূ, মহেশানি মধ্যদেশ, সুরবন্দিতা নিতম্ব, গৌরী দুই উরু এবং কৌষিকী দুই জানু সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ৪। ৫। সুমুখী আমার দুই বাহু, সুভাবিনী দুই হস্ত, ব্রহ্মময়ী দুই পদ, ভুবনেশ্বরী দুই কর্ণ, ললিতা দুই নাসিকা, ত্রিপুরসুন্দরী কণ্ঠদেশ, রুদ্রাণী আমার হৃদয়, মহেশ্বরী দুইস্তন এবং সর্ব্বমঙ্গলা আমার আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। হে বিপ্র! তোমার নিকট দেবপূজিত এই কবচ বলিলাম।

---

(১) পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দইতি (ক) মু০ (খ) পাঠঃ। (২) প্রাতঃ স্নাত্বা পঠিত্বা চ (ক) পাঠঃ।

তনয়ং লভেৎ। ধ্যানমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ ॥ ৯ ॥ ওঁ সহস্রাদিত্যসঙ্কাশাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্। ত্রিনেত্রাং পাণিবিন্যস্ত-পাশাঙ্কুশবরাভয়াম্ ॥ ১০ ॥ ইতি শ্রীভৈরবতন্ত্রে শিবনারদ-সংবাদে বংশলাভাখ্যকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ ষষ্ঠী-স্তোত্রম্। স্তোত্রং শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামশুভাবহম্। বাঞ্ছাপ্রদঞ্চ সর্ব্বেষাং গূঢ়ং বেদেষু নারদ ॥ ১ ॥ প্রিয়ব্রত উবাচ। ওঁ নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সিদ্ধ্যৈ শান্ত্যৈ নমো নমঃ। শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ ॥ ২ ॥ বরদায়ৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমো নমঃ। সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩ ॥ শক্তিষষ্ঠীস্বরূপায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ। মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪ ॥ সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পারায়ৈ সর্ব্বকর্ম্মণাম। বালাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫ ॥ কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ। ফলদায়ৈ ফলিন্যৈ চ ফলদায়ৈ চ কর্ম্মণাম্। প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তানাং ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬ ॥ পূজ্যায়ৈ স্কন্দকান্তায়ৈ সর্ব্বেষু সর্ব্বকর্ম্মসু। দেবরক্ষণকারিণ্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭ ॥

৬—৮। এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া অক্ষয় পুত্র লাভ করিবে। যেরূপ ধ্যান করিয়া এই কবচ পাঠ করিতে হইবে তাহা বলিতেছি। সহস্র সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার গাত্রবর্ণ, যাহার তিনটি নেত্র; সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ আভরণ, চারিহস্তে পাশ, অঙ্কুশঅস্ত্র এবং বর ও অভয়মুদ্রা। ভৈরবতন্ত্রে শিবনারদ-সংবাদে এই বংশলাভ কবচ উল্লিখিত হইয়াছে।

অতঃপর ষষ্ঠীস্তব।—হে মুনিপ্রবর নারদ! যাহাতে সকলপ্রকার কামনা-সিদ্ধি হয়, কল্যাণলাভ হয়, সকলেরই বাঞ্ছাপূরণ হয়,—সেই বেদগূঢ় স্তব তোমার নিকটে বলিতেছি। ১। প্রিয়ব্রত বলিলেন,—মহাদেবী ষষ্ঠীদেবীকে প্রণাম, সিদ্ধি ও শান্তিরূপিণীকে পুনঃপুনঃ প্রণাম। মঙ্গলময়ী দেবসেনারূপিণী ষষ্ঠীদেবীকে প্রণাম। ২। যিনি বরদায়িনী, পুত্রদাত্রী ও ধনদাত্রী তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম। যিনি সুখ মোক্ষ দান করেন, সেই ষষ্ঠীদেবীকে বারবার প্রণাম। ৩। যিনি শক্তির ষষ্ঠীস্বরূপিণী, সেই সিদ্ধা ষষ্ঠীদেবীকে পুনঃপুনঃ প্রণাম। যিনি মায়ারূপিণী সিদ্ধযোগিনী, সেই ষষ্ঠীদেবীকে বারবার প্রণাম। ৪। যিনি সারা ও সারদায়িনী, যিনি সর্ব্বকর্ম্মের পারদাত্রী, যিনি বালকদিগের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, সেই ষষ্ঠীদেবীকে বারবার প্রণাম। যিনি কল্যাণদায়িনী ও কল্যাণময়ী, সেই ষষ্ঠীদেবীকে বারবার প্রণাম। যিনি ফলদায়িনী ও ফলবতী, যিনি কর্ম্মের ফল প্রদান করেন, যিনি ভক্তগণকে সাক্ষাৎ-প্রদান করেন; সেই ষষ্ঠীদেবীকে বারবার প্রাণাম। ৫। ৬। যিনি কার্ত্তিকেয়ের কান্তা, সকল কার্য্যে যিনি পূজিতা হইয়া থাকেন, সকল কর্ম্মে যিনি দেবগণকে রক্ষা করেন, সেই ষষ্ঠীদেবীকে বারবার

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নমো নমঃ। ধনং দেহি প্রিয়ং দেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরি॥
৮॥ ধর্ম্মং দেহি যশো দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ। দেহি ভূমিং প্রজাং দেহি রাজ্যং
দেহি সুপূজিতে। কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥ ৯॥ ওঁ। ইতি দেবীঞ্চ
সংস্তূয় লেভে পুত্রং প্রিয়ব্রতঃ। যশস্বিনঞ্চ রাজেন্দ্রং ষষ্ঠীদেবী প্রসাদতঃ॥ ১০॥ ষষ্ঠী-
স্তোত্রমিদং ব্রহ্মন্ যঃ শৃণোতি দিনে দিনে। অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সুচিরজীবিনম্॥
১১॥ বর্ষমেকঞ্চ যো ভক্ত্যা ইদং স্তোত্রং শৃণোতি চ। সর্ব্বপাপাদ্ বিনির্ম্মুক্তো মহা-
বন্ধ্যা প্রসূয়তে॥ ১২॥ বীরপুত্রঞ্চ গুণিনং বিদ্যাবন্তং যশস্বিনম্। সুচিরায়ুষ্মন্তমেব
ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ॥ ১৩॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদসংবাদে প্রকৃতি-
খণ্ডে ষষ্ঠীস্তোত্রম্ সমাপ্তম্।

অথ বিষহরীমনসা-স্তোত্রম্। ওঁ জরৎকারুর্জ্জগদ্গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী।
বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবা নাগেশ্বরী তথা॥ ১॥ জরৎকারুপ্রিয়াস্তীকমাতা বিষ-
হরীতি চ। মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা॥ ২॥ ওঁ। দ্বাদশৈতানি নামানি
পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ। তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্য বংশোদ্ভবস্য চ॥ ৩॥ নাগভীতে
চ শয়নে নাগগ্রস্তে চ মন্দিরে। নাগক্ষতমহাদুর্গে নাগবেষ্টিতবিগ্রহে॥ ৪॥ ইদং

প্রণাম। ৭। যিনি শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী ও নিখিলজনবন্দিতা, তাঁহাকে বারবার প্রণাম।
হে সুরেশ্বরি! আমাকে ধন দাও, প্রিয় বস্তু দাও, পুত্র দাও। ৮। ষষ্ঠীদেবি!
আমাকে ধর্ম্ম দাও, যশ দাও তোমাকে বারবার প্রণাম। তোমাকে উত্তমরূপে পূজা
করিতেছি, তুমি ভূমি দাও, প্রজা দাও, রাজ্য দাও। হে ষষ্ঠীদেবি! আমাকে কল্যাণ
দাও, জয় দাও, তোমাকে বারবার প্রণাম। ৯। প্রিয়ব্রত এইরূপে ষষ্ঠীদেবীর স্তব
করিয়া তাঁহার প্রসাদে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, সেইপুত্র যশস্বী রাজ্যেশ্বর হয়। ১০!
হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই ষষ্ঠীস্তব শ্রবণ করে, সে অপুত্র হইলে সুদীর্ঘজীবী
উত্তম পুত্রলাভ করে। ১১। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তোত্র পাঠ
করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মহাবন্ধ্যাও এই স্তব-শ্রবণে ষষ্ঠী-
দেবীর কৃপায় গুণবান্ বিদ্যাবান্ যশস্বী ও সুদীর্ঘজীবী পুত্র প্রসব করে। ১২। ১৩।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তমহাপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ ও নারদের সংবাদে এই ষষ্ঠীস্তব উল্লিখিত
হইয়াছে।

অনন্তর বিষহরী মনসার স্তব বলা হইতেছে,—জরৎকারু (১) জগদ্গৌরী (২)
মনসা (৩) সিদ্ধযোগিনী (৪) বৈষ্ণবী (৫) নাগভগিনী (৬) শৈবা (৭) নাগে-
শ্বরী (৮) জরৎকারুপ্রিয়া (৯) আস্তীকমাতা (১০) বিষহরী (১১) মহাজ্ঞানযুতা
(১২) এই দ্বাদশটি মনসার নাম। ইনি বিশ্বপূজিতা দেবী। ১। ২। যে ব্যক্তি
পূজাকালে এই দ্বাদশনাম পাঠ করে তাহার বংশে কাহারও সর্পভয় থাকে না। ৩।

স্তোত্রং পঠিত্বা তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। নিত্যং পঠেদ্বাস্তং দৃষ্ট্বা নাগবর্গঃ পলায়তে ॥ ৫ ॥ দশলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্। স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ যস্য স বিষং ভোক্তুমীশ্বরঃ। নাগৌঘভূষণং কৃত্বা স ভবেন্নাগবাহনঃ। বিষং ভবেৎ সুধাতুল্যং সিদ্ধস্তোত্রো যদা ভবেৎ। ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে মনসা-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥ ০ ॥

অথ স্বাহা-স্তোত্রম্! বহ্নিরুবাচ। ওঁ স্বাহাদ্যাঃ প্রকৃতেরংশা মন্ত্রান্তরশরীরিণী। মন্ত্রাণাং ফলদাত্রী চ ধাত্রী চ জগতাং সতী ॥ ১ ॥ সিদ্ধস্বরূপা সিদ্ধা চ সিদ্ধিদা সর্ব্বদা নৃণাম্। হুতাশ-দাহিকাশক্তিস্তৎপ্রাণাধিকরূপিণী ॥ ২ ॥ সংসারসাররূপা চ ঘোর-সংসারতারিণী। দেবজীবনরূপা চ দেবপাষাণকারিণী ॥ ৩ ॥ ওঁ। ষোড়শৈতানি নামানি (১) যঃ পঠেদ্ ভক্তিসংযুতঃ। সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য সর্ব্বকর্ম্মসু শোভনম্। অপুত্রো লভতে পুত্রমভার্য্যো লভতে প্রিয়াম্ ॥ ৪ ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নারায়ণ-নারদসংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে স্বাহা-স্তোত্রম্ ॥

অথ দক্ষিণা-স্তোত্রম্। যজ্ঞ উবাচ। ওঁ গোলোকগোপী ত্বং দেবি গোপীনাং প্রবরা পরা। রাধাসমা তৎসখী চ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী প্রিয়ে ॥ ১ ॥ কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াস্তু

শয্যায় সর্পভীতি হইলে, গৃহে সপভয় হইলে, সর্পসঙ্কুল মহাদুর্গে শরীর সর্পবেষ্টিত হইলে এই স্তব পাঠ করিলে সর্পভীতি হইতে মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই। বাস্তুসর্প দেখিলে নিত্য এই স্তব পাঠ করিলে সর্পবর্গ পলায়ন করে। ৪।৫। এই স্তব দশলক্ষ জপ করিলে স্তোত্র-সিদ্ধি হইবে। স্তোত্র-সিদ্ধি যাহার হইবে, সে বিষ-ভোজনে সমর্থ হইবে। নাগ-সমূহের ভূষণ করিয়া তিনি নাগবাহন হইতে পারিবেন। স্তোত্র-সিদ্ধি হইলে বিষ তাঁহার নিকটে সুধা তুল্য হইবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই মনসা স্তব উল্লিখিত হইয়াছে।

অনন্তর স্বাহা-স্তব। বহ্নি বলিলেন,—স্বাহা প্রভৃতি শক্তিও প্রকৃতির অংশভূতা; মন্ত্রই স্বাহার শরীর; ইনি মন্ত্রের ফল দান করেন, জগতের পোষণ করেন, ইনি সিদ্ধি-স্বরূপা সিদ্ধা এবং মনুষ্যদিগের সিদ্ধিদাত্রী। এই স্বাহা বহ্নির দাহিকাশক্তি, ইনি বহ্নির প্রাণাধিকারূপা, ইনি সংসারের সারস্বরূপা এই ভীষণ সংসারের ইনিই সৃষ্টি-কর্ত্রী, ইনি দেবতাদিগের জীবনস্বরূপা, দেবতাদিগকে হবিঃপ্রদানে ইনি পাষাণবৎ দৃঢ় করিয়াছেন; যিনি ভক্তিপূর্ব্বক স্বাহার ষোড়শ নাম পাঠ করিবেন, তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে; সকল কর্ম্মে শুভ হইবে। পুত্রহীন পুত্র ও ভার্য্যাহীন ভার্য্যা লাভ করিবেন। ১—৪। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে নারায়ণনারদ-সংবাদে এই স্বাহা-স্তব উল্লিখিত আছে।

অনন্তর দক্ষিণা-স্তব। যজ্ঞ বলিলেন,—দেবি! তুমি গোলোকে গোপী, গোপী-দিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তমা, তুমি রাধার তুল্যা রাধার সখী, প্রিয়ে! তুমি কৃষ্ণপ্রেয়সী। ১।

---

(১) রূপাণি ইতি (ক) পাঠঃ।

রাসে রাধামহোৎসবে। আবির্ভূতা দক্ষিণাংসাৎ কৃষ্ণস্য তেন দক্ষিণা ॥ ২ ॥ পুরা ত্বঞ্চ সুশীলাখ্যা শীলেন শোভনেন চ। কৃষ্ণদক্ষাংসবাসাচ্চ রাধাশাপাচ্চ দক্ষিণা ॥ ৩ ॥ গোলোকাত্ত্বং পরিধ্বস্তা মমভাগ্যাদুপস্থিতা। কৃপাং কুরু মহাভাগে মামেব স্বামিনং কুরু ॥ ৪ ॥ কর্ম্মিণাং কর্ম্মণাং দেবি ত্বমেব ফলদায়িকা। ত্বয়া বিনা চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্ম চ নিষ্ফলম্ ॥ ৫ ॥ ফলশাখাবিহীনশ্চ যথা বৃক্ষো মহীতলে। ত্বয়া বিনা তথা কর্ম্ম কর্ম্মিণাঞ্চ ন শোভতে ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাশ্চ দিক্‌পালাদয় এব চ। কর্ম্মিণশ্চ ফলং দাতুং ন শক্তাশ্চ ত্বয়া বিনা ॥ ৭ ॥ কর্ম্মরূপী স্বয়ং ব্রহ্মা ফলরূপী মহেশ্বরঃ। যজ্ঞরূপী বিষ্ণুরহং ত্বমেবাং সাররূপিণী ॥ ৮ ॥ ফলদাতা পরং ব্রহ্ম নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স্বয়ং কৃষ্ণশ্চ ভগবান্ স চ শক্তস্ত্বয়া সহ ॥ ৯ ॥ ত্বমেব শক্তিঃ কান্তে মে শশ্বজ্জন্মনি জন্মনি। সর্ব্বকর্ম্মণি শক্তোঽহং ত্বয়া সহ বরাননে ॥ ১০ ॥ ইত্যুক্ত্বা তৎপরস্তস্থৌ যজ্ঞাধিষ্ঠাতৃদেবকঃ। তুষ্টা বভূব সা দেবী ভজেত্তাং কমলাকলাম্ ॥ ১১ ॥ ওঁ। ইদঞ্চ দক্ষিণাস্তোত্রং যজ্ঞকালে চ যঃ পঠেৎ। ফলঞ্চ সর্ব্বযজ্ঞানাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ রাজসূয়ে বাজপেয়ে গোমেধে নরমেধকে। অশ্বমেধে মঙ্গলে চ বিষ্ণুযজ্ঞে যশস্করে ॥ ১৩ ॥ ধনদে ভূমিদে ফল্গৌ পূর্ণেষ্টৌ গজমেধকে। লৌহযজ্ঞে স্বর্ণযজ্ঞে

কার্ত্তিকীপূর্ণিমায় রাধার রাসমহোৎসবে কৃষ্ণের দক্ষিণস্কন্ধ হইতে তুমি আবির্ভূতা হইয়াছ এই কারণে তোমার নাম দক্ষিণা। ২। পূর্ব্বে তুমি উত্তম স্বভাবে সুশীলানামে খ্যাতা হইয়াছিলে, কৃষ্ণের দক্ষিণ স্কন্ধে কৃষ্ণের আদরে বাস করায় তুমি দক্ষিণা হইয়াছ। ৩। রাধার অভিসম্পাতে তুমি গোলোক হইতে চ্যুত হইয়া আমার ভাগ্যে উপস্থিত হইয়াছ। হে মহাভাগে! তুমি দয়া করিয়া আমাকে স্বামী কর। ৪। দেবি! তুমিই কর্ম্মিদিগের কর্ম্মফল দান করিয়া থাক। তোমা বিনা সকলের সকল কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। ৫। এই পৃথিবীতে শাখা-ফলহীন বৃক্ষ যেমন বৃথা, তোমা ব্যতীত কর্ম্মীদিগের কর্ম্মও তদ্রূপ বৃথা। ৬। তোমা ব্যতিরেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দিক্‌পাল প্রভৃতি দেবগণ কেহই কর্ম্মফল দিতে পারে না। ৭। ব্রহ্মা স্বয়ং সাক্ষাৎ কর্ম্মরূপী, মহেশ্বর সাক্ষাৎ ফলরূপী। আমি যজ্ঞরূপী বিষ্ণু, তুমি সকলের সাররূপিণী। ৮। প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইলে, নির্গুণ ব্রহ্ম তোমার সহিত সঙ্গত হইলে তিনি স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ হইয়া ফলদাতা হইয়া থাকেন। ৯। হে কান্তে! তুমিই নিত্য জন্মে জন্মে আমার শক্তি হও। হে বরাননে! তোমার সাহায্যে আমি সকল কর্ম্ম সফল করিতে পারি। ১০। যজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃদেব, এই বলিয়া দক্ষিণানুরাগী হইলেন। দক্ষিণাদেবী তাহাতে তুষ্টা হইলেন। অতএব কমলাকলারূপিণী দক্ষিণাদেবীকে ভজনা করিবে। ১১। যজ্ঞকালে যিনি এই দক্ষিণা স্তব পাঠ করিবেন তিনি সকল যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারেন সন্দেহ নাই। ১২। রাজসূয়, বাজপেয়, গোমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ, বিষ্ণুযজ্ঞ,

পাটনে ব্রহ্মখণ্ডনে ॥ ১৪ ॥ শিবযজ্ঞে রুদ্রযজ্ঞে শক্রযজ্ঞে চ বন্ধুকে। ইষ্টৌ বরুণযাগে চ কণ্টকে বৈরিমর্দ্দনে ॥ ১৪ ॥ শুচিযাগে ধর্ম্মযাগে রোচনে পাপমোচনে। বন্ধনে কর্ম্মযোগে চ মাণিযাগে সুভদ্রকে ॥ ১৬ ॥ এতেষাঞ্চ সমারম্ভে ইদং স্তোত্রঞ্চ যঃ পঠেৎ। নির্ব্বিঘ্নেন চ তৎকর্ম্ম সাঙ্গং ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৭ ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নারায়ণ-নারদসংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দক্ষিণাস্তোত্রম্।

অথ বলরাম-স্তোত্রম্। ওঁ নমস্তে হলধৃগ্ রাম নমস্তে মুসলায়ুধ। নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল ॥ ১ ॥ নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ ! নমস্তে ধরণীধর। প্রলম্বারে নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ ॥ ২ ॥ ওঁ। ইদং স্তোত্রং পরং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্। যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভক্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধেঃ স ভাজনম্ ॥ ৩ ॥ ইতি উৎকলখণ্ডে বলরাম-স্তোত্রম্ ॥ ০ ॥

অথ মহাকালী-স্তোত্রম্।—মহাকালরুদ্র উবাচ। ওঁ অচিন্ত্যামিতাকারশক্তিস্বরূপা প্রতিব্যক্ত্যধিষ্ঠানসত্ত্বৈকমূর্ত্তিঃ। গুণাতীতনির্দ্বন্দ্ববোধৈকগম্যা ত্বমেকা পরব্রহ্ম-রূপেণ সিদ্ধা ॥ ১ ॥ অগোত্রাকৃতিত্বাদনৈকান্তিকত্বাদলক্ষ্যাগমত্বাদশেষাকরত্বাৎ। প্রপঞ্চাল-

---

যশস্কর মঙ্গলকার্য্য, ধনদকার্য্য, ভূমিদকার্য্য, ফল্গুযজ্ঞ, পূর্ণেষ্টিযাগ, গজমেধ, লৌহযজ্ঞ, স্বর্ণযজ্ঞ, পাটনযাগ, ব্রহ্মখণ্ডন, শিবযজ্ঞ, রুদ্রযজ্ঞ, শক্রযজ্ঞ, বন্ধুকযজ্ঞ, বরুণযাগ, শক্রনির্যাতনযাগ, শুচিযাগ, রুচিপ্রদ পাপমোচক ধর্ম্মযাগ, বন্ধনকার্য্য, কর্ম্মযোগ, মাণিযাগ, সুভদ্রকযাগ,—এই সকল কর্ম্মের আরম্ভে যিনি এই স্তব পাঠ করিবেন, তাঁহার কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। ১৩—১৭। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনারদ-সংবাদে এই দক্ষিণা-স্তব উল্লিখিত।

অতঃপর বলরামস্তব, হে হলধর রাম ! তোমাকে প্রণাম, হে মুসলায়ুধ ! তোমাকে প্রণাম ! হে রেবতীকান্ত ! তোমাকে প্রণাম, হে ভক্তবৎসল ! তোমাকে প্রণাম। হে বলিপ্রবর ! তোমাকে প্রণাম। হে ধরণীধর ! তোমাকে প্রণাম। হে প্রলম্বারে ! তোমাকে প্রণাম। হে কৃষ্ণাগ্রজ। তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক প্রযতভাবে, মনুষ্যগণের সর্ব্বসিদ্ধিকর এই পরম পবিত্র স্তব পাঠ করিবেন তিনি সকল সিদ্ধি লাভ করিবেন। ১—৩। স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে এই বলরাম-স্তব।

অনন্তর মহাকালী-স্তব—মহাকাল রুদ্র বলিলেন—মা ! আপনার আকার ও শক্তির কেহ পরিমাণ করিয়া দিতে পারে না, কেহ চিন্তা করিয়া পায় না, তুমি প্রতি ব্যক্তিতে সত্ত্বমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান করিতেছ। একমাত্র ত্রিগুণাতীত অদ্বৈতজ্ঞানে তোমাকে পাওয়া যায়, তুমি কেবল পরব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতেছ। ১। তোমার গোত্র নাই আকার নাই, তুমি কোথায় স্থির বস্তু নহ, তোমার গতি কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না নিখিল পদার্থের তুমি আকর, এই জগৎপ্রপঞ্চে তোমার বিকাশ নাই। তুমি কাহারও

সত্বাদনারম্ভকত্বাত্ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥ ২ ॥ অসাধারণত্বাদসম্বন্ধকত্বাদভিন্নাশ্রয়ত্বাদনাকারকত্বাৎ। অবিদ্যাত্মকত্বাদনাদ্যন্তকত্বাত্ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥ ৩ ॥ যদা নৈব ধাতা ন বিষ্ণুর্ন রুদ্রো ন কালো ন বা পঞ্চভূতানি নাশা। তদা কারণীভূতসত্বৈকমূর্ত্তিস্ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥ ৪ ॥ ন মীমাংসকা নৈব কালাদিতর্কা ন সাংখ্যা ন যোগা ন বেদান্তবেদাঃ। ন দেবা বিদুস্তে নিরাকারভাবং ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥ ৫ ॥ ন তে নামগোত্রে ন তে জন্মমৃত্যূ ন তে ধামচেষ্টে ন তে দুঃখসৌখ্যে। ন তে মিত্রশত্রূ ন তে বন্ধমোক্ষৌ ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥ ৬ ॥ ন বালা ন চ ত্বং বয়ঃস্থা ন বৃদ্ধা ন চ স্ত্রী ন ষণ্ডঃ পুমান্নৈব চ ত্বম্। নচ ত্বং সুরো নাসুরো নো নরো বা ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥ ৭ ॥ জলে শীতলত্বং শুচৌ দাহকত্বং বিধৌ নির্ম্মলত্বং রবৌ তাপকত্বম্। তবৈবাম্বিকে (১) যস্য কস্যাপি শক্তিস্ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥ ৮ ॥ পপৌ ক্ষ্বেড়মুগ্রং পুরা যন্মহেশঃ পুনঃ সংহরত্যন্তকালে জগচ্চ। তবৈব প্রসাদান্ন চ স্বস্য শক্ত্যা ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ

আরম্ভক নহ, তুমি কেবল পরব্রহ্মরূপে সিদ্ধ। ২। আপনি সাধারণ বস্তু হইতে পৃথক্ বাহ্য প্রপঞ্চে আপনার কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ আপনি কোন বস্তু হইতে পৃথক্ নহেন, আপনি নিরাকারা আপনি অবিদ্যারূপিণী, আপনি অনাদি অনন্তরূপিণী, আপনি পরব্রহ্মরূপেই সিদ্ধা। ৩। যখন ব্রহ্মা হন নাই, বিষ্ণুও ছিলেন না, রুদ্রও ছিলেন না, কাল পঞ্চভূত ও দিক্ কিছুই হয় নাই, তখন আপনি এই সকলের কারণরূপে একমাত্র সত্ত্বমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছিলেন, আপনি একাই পরব্রহ্মরূপে সিদ্ধ ছিলেন। ৪। তোমার নিরাকারভাব মীমাংসকেরা জানেন না, বর্ত্তমানাদি তিন কাল ও তর্কবাদ জানে না, সাংখ্যশাস্ত্রে, যোগশাস্ত্রে, বেদান্তশাস্ত্রে ও বেদশাস্ত্রেও তোমার এই নিরাকার রূপ বর্ণন করিতে সমর্থ হয় নাই, দেবগণও তোমাকে জানিতে পারেন নাই তুমি একা পরব্রহ্মরূপে প্রতিভাত রহিয়াছ। ৫। তোমার নাম ও গোত্র নাই, তোমার জন্ম ও মৃত্যু নাই, তোমার স্থান ও কার্য্যকলাপ কিছুই নাই; তোমার সুখ দুঃখ কিছুই নাই। তোমার মিত্র ও শত্রু নাই, তোমার বন্ধন ও মোক্ষ নাই। তুমি পরব্রহ্মরূপেই সিদ্ধ। ৬। তুমি বালিকা নও, তুমি বয়ঃস্থা নও, তুমি বৃদ্ধা নও, তুমি স্ত্রী নও, তুমি ক্লীব তুমি পুরুষ নও, তুমি দেব নও, দৈত্য নও, তুমি নর নও, তুমি একা পরব্রহ্মরূপেই সিদ্ধ আছ। ৭। অম্বিকে! জলের শৈত্য, অগ্নির দাহকতা, চন্দ্রের নির্ম্মলতা, রবির তাপিকাশক্তি—এইরূপে তুমিই সকল পদার্থের শক্তি। তুমি পরব্রহ্মরূপে সিদ্ধ। ৮। পুরাকালে মহেশ্বর যে তীব্র বিষপান করিয়াছিলেন,—প্রলয়কালে জগৎসংহার করেন,—এ সকল তোমারই প্রসাদে.

---

(১) ন তে নাম্বিকে ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

সিদ্ধা ॥ ৯ ॥ করালাক্রান্ত্যাননানি শ্রয়ন্তী ভজন্তী করাস্ত্রাদি (১) বাহুল্যমথম্। জগৎপালনায়াসুরাণাং বধায় ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥ ১০ ॥ মহাচণ্ডযোগেশ্বরী গুহ্যকালী করালী মহাডামরী সাট্টহাসা। জগদ্ভাসিনী চণ্ডিকা পালিকেতি ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥ ১১ ॥ রুবন্তী শিবাভির্বহন্তী কপালং জয়ন্তী সুরারীন বধন্তী প্রসন্না। নটন্তী পতন্তী চলন্তী হসন্তী ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥ ১২ ॥ অপাদাপি বাতাধিকং ধাবসি ত্বং শ্রুতিভ্যাং বিহীনাপি শব্দং শৃণোষি। অনাসাপি জিঘ্রস্যনেত্রাপি পশ্যস্যজিহ্বাপি নানারসাস্বাদবিজ্ঞা ॥ ১৩ ॥ যথাবিম্বমেকং রবেরম্বরস্থং প্রতিচ্ছায়য়া যাবদেকোদকেষু। সমুদ্ভাসতেঽনেকরূপং যথাবৎ ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥ ১৪ ॥ যথা ভ্রাময়িত্বা মৃদং চক্রমধ্যে কুলালো বিধত্তে শরাবং ঘটঞ্চ। মহামোহযন্ত্রেষু ভূতান্যশেষান্ তথা মানুষাংস্ত্বং সৃজস্যাদিসর্গে ॥ ১৫ ॥ যথা রঙ্গরজ্জ্বর্কদৃষ্টিষ্বকস্মান্নৃণাং রূপাদর্ব্বীকরাম্বুভ্রমঃ স্যাৎ। জগত্যত্র তত্তন্ময়ে তদ্বদেব ত্বমেকৈব তত্তন্নিবৃত্তৌ সমস্তম্ ॥ ১৬ ॥ মহাজ্যোতিরাকারসিংহাসনং যৎ স্বকীয়ান্ সুরান্ বাহয়স্যগ্রমূর্দ্ধে। অবষ্টভ্য পদ্ভ্যাং

নিজের শক্তিতে নহে; তুমি একা পরব্রহ্মরূপে সিদ্ধ। ৯। তুমি পরব্রহ্মরূপে সিদ্ধ হইলেও জগৎপালন ও অসুরবধ করিবার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র হস্তে লইয়া করালবদনে বিরাজ করিয়া থাক। ১০। তুমি একা পরব্রহ্মরূপে সিদ্ধ হইয়াও মহাচণ্ড যোগেশ্বরী গুহ্যকালীকরালী মহাডামরী ও চণ্ডিকামূর্ত্তি ধারণ করিয়া অট্টহাস্যকরত জগৎ আলোকিত করিয়া থাক, দুষ্টদমন করিয়া জগৎ রক্ষা করিয়া থাক। ১১। তুমি পরব্রহ্মরূপিণী হইয়াও শিবামূর্ত্তিতে বিকট রব করিয়া থাক, নরকপালহস্তে কখন প্রসন্নমূর্ত্তিতে কখন নৃত্য করিতে করিতে কখন হাসিতে ২ কখন চলিতে চলিতে কখন পড়িতে ২ দেবশত্রু পরাজয় করিয়া থাক। ১২। তুমি চরণবিহীনা হইয়াও বায়ু অপেক্ষা অধিক বেগে ধাবিত হও, কর্ণবিহীনা হইয়াও শব্দ শ্রবণ কর, নাসিকা না থাকিলেও আঘ্রাণ কর. চক্ষু না থাকিলেও দর্শন কর, জিহ্বাবিহীনা হইয়াও নানা রসাস্বাদ করিয়া থাক। ১৩। যেমন গগনস্থ একটি সূর্য্যবিম্ব জলে প্রতিবিম্বিত হইলে বিভিন্ন জলাশয়ে অনেক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ তুমি পরব্রহ্মরূপে এক হইয়াও নানা মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইয়া থাক। ১৪। কুম্ভকার যেমন একমাত্র মৃত্তিকা চক্রে ঘুরাইয়া শরাব, ঘট প্রভৃতি নানা বস্তু প্রস্তুত করে, তদ্রূপ তুমি সৃষ্টিপ্রারম্ভে মহামোহযন্ত্রে পঞ্চভূতকে ঘুরাইয়া বিবিধ মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া থাক। ১৫। যেমন মনুষ্যদিগের রাঙ্গে রজতভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম ও সূর্য্যকিরণে জলভ্রম হইয়া থাকে; এই জগতেও তদ্রূপ তোমাতেই তত্তৎ বস্তু-ভ্রম হইতেছে,—ফলতঃ সমস্তই তুমি একা,—তত্তৎ বস্তুর অবসানে একা তুমিই বিরাজ করিয়া থাক। ১৬। তুমি নিজ দেবগণকে মহাজ্যোতি-

---

(১) করাস্ত্রাণি ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

শিবং ভৈরবঞ্চ স্থিতা তেন মধ্যে ভবত্যেব মুখ্যা ॥ ১৭ ॥ কুযোগাসনে যোগমুদ্রাভিনীতিঃ কুগোমায়ুপোতস্য বালাননঞ্চ (১)। জগন্মাতরীদৃক্ তবাপূর্ব্বলীলা কথঙ্কারমস্মদ্বিধৈর্দেবি গম্যা ॥ ১৮ ॥ বিশুদ্ধাপরা চিন্ময়ী স্বপ্রকাশামৃতানন্দরূপা জগদ্ব্যাপিকা চ। তবেদৃগ্বিধা যা নিজাকারমূর্ত্তিঃ কিমস্মাভিরন্তর্হৃদি ধ্যায়িতব্যা ॥ ১৯ ॥ মহাঘোরকালানলজ্বালজালাহিতাতান্তবাসা মহাট্টাট্টহাসা। জটাভারকালা মহামুণ্ডমালা বিশালা ত্বমীদৃগ্ ময়া ধ্যায়সেঽহম্ ॥ ২০ ॥ তপো নৈব কুর্ব্বন্ বপুঃ খেদয়ামি ব্রজন্নাপি তীর্থং পদে খঞ্জয়ামি। পঠন্নাপি বেদান্ জনিং যাপয়ামি ত্বদঙ্ঘ্রিদ্বয়ং মঙ্গলং সাধয়ামি ॥ ২১ ॥ তিরস্কুর্ব্বতোঽন্যামরোপাসনার্চ্চে পরিত্যক্তধর্ম্মাধ্বরস্যাস্য জন্তোঃ। ত্বদারাধনান্যস্তচিত্তস্য কিং মে করিষ্যন্ত্যমী ধর্ম্মরাজস্য দূতাঃ ॥ ২২ ॥ ন মন্যে হরিং নো বিধাতারমীশং ন বহ্নিং ন চার্কং ন চেন্দ্রাদি দেবান্। শিবোদীরিতানেকবাক্যপ্রবন্ধৈস্ত্বদর্চ্চাবিধানং বিশত্বম্ব মত্যাম্ ॥ ২৩ ॥ নরা মাং বিনিন্দন্তু নিন্দন্তু নাম ত্যজন্ত্বান্ধবা জ্ঞাতয়ঃ সন্ত্যজন্তু। যমীয়াঃ ভটা নারকে পাতয়ন্তু ত্বমেকা গতির্মে ত্বমেকা গতির্মে ॥

র্ম্ময় সিংহাসনে বসাইয়া থাক, আবার উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভৈরব শিবকে দুই চরণে চাপিয়া অপূর্ব্বমূর্ত্তিতে বিরাজ করিয়া থাক। ১৭। হে জগন্মাতঃ! কুৎসিত যোগাসনে যোগমুদ্রার অভিনয়, কুৎসিত শৃগাল-শিশুর ক্ষুদ্র বদন, তোমার এইরূপ অপূর্ব্ব লীলা, হে দেবি! মাদৃশ ব্যক্তি তোমার এ লীলা কিরূপে বুঝিবে?। ১৮। মাতঃ! বিশুদ্ধ চিন্ময় স্বপ্রকাশ আনন্দময় অমৃতময় জগদ্ব্যাপী পরব্রহ্মরূপ—তোমার এইরূপ যে নিজ-মূর্ত্তি, তাহা আমরা কিরূপে হৃদয়ে ধ্যান করিব?। ১৯। মাতঃ! তুমি যে মূর্ত্তিতে মহামুণ্ডমালা ধারণপূর্ব্বক অতিভীষণ কালানলশিখামধ্যে অবস্থানকরত জটাভারধারিণী কৃষ্ণবর্ণা বিশালমূর্ত্তিতে ভীষণ অট্টহাস্য করিয়া থাক, তোমার সেই মূর্ত্তি আমরা ধ্যান করি। ২০। তপস্যা করিয়া আমি দেহ ক্ষয় করিতে চাহি না, তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া চরণ খঞ্জ করিতে ইচ্ছা করি না, বেদপাঠ করিয়া জীবনযাপন ইচ্ছা করি না, মঙ্গলকার্য্য মনে করিয়া আমি কেবল তোমারই পদসেবা করি। ২১। আমি অন্য দেবতার স্তব-পূজা ত্যাগ করিয়াছি, অন্য ধর্ম্মযজ্ঞ পরিত্যক্ত হইয়াছে, আমার চিত্ত তোমার আরাধনাতেই ন্যস্ত; যমদূতগণ আমার কি করিবে?। ২২। মাতঃ! আমি হরিকে মানি না, বিধাতাকে মানি না, ঈশানকেও মানি না,—বহ্নি, সূর্য্য ও ইন্দ্রাদি দেবগণ কাহাকেও মানি না, শিবকথিত বহুবিধ তন্ত্রবচনে আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের ফলে একমাত্র তোমার পূজাবিধি আমার মনোমধ্যে প্রবেশ করুক। ২৩। ইহাতে লোকে আমাকে নিন্দা করুক, বন্ধুগণ আমাকে নিন্দা করিয়া পরিত্যাগ করুক, জ্ঞাতিরা আমাকে ত্যাগ করুক, যমদূতগণ আমাকে নরকে নিক্ষেপ করুক—(আমি

---

(১) বাতানলঞ্চ ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

২৪ ॥ ওঁ ॥ মহাকালরুদ্রোদিতস্তোত্রমেতৎ সদা ভক্তিভাবেন যোঽধ্যেতি ভক্তঃ। নচাপন্নশোকো ন রোগো ন মৃত্যুর্ভবেৎ সিদ্ধিরন্তে চ কৈবল্যলাভঃ ॥ ২৫ ॥ ইদং শিবায়াঃ কথিতং সুধাধারাহ্বয়ং স্তবম্। এতস্য সততাভ্যাসাৎ সিদ্ধিঃ করতলে স্থিতা ॥ ২৬ ॥ এতৎ স্তোত্রঞ্চ কবচং পদ্যং ত্রিতয়মপ্যদঃ। পঠনীয়ং প্রযত্নেন নৈমিত্তিকসমর্হণে ॥ ২৭ ॥ সৌম্যেন্দীবরনীলনীরদঘটাপ্রোদ্দামদেহচ্ছটালাস্যোন্মাদ নিনাদমঙ্গলচয়ৈঃ শ্রোণ্যন্তদোলজ্জটা। সা কালী করবালকালকলনা হন্তশ্রিয়ং চণ্ডিকা ॥ ২৮ ॥ কালী ক্রোধকরালকালভয়দোন্মাদপ্রমোদালয়া (১) নেত্রোপান্তকৃতান্তদৈত্যনিবহা প্রোদ্দামদেহাভয়া। পায়াদ্বো (২) জয়কালিকা প্রবলিকা হুঙ্কারঘোরাননা ভক্তানামভয়প্রদা বিজয়দা বিশ্বেশসিদ্ধাসনা ॥ ২৯ ॥ করালোন্মুখী কালিকা ভীমকান্তা কটিব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতা দানবান্তা। হুহুংকড়্মড়ীনাদিনী কালিকা তু প্রসন্না সদা নঃ প্রপন্নান্ পুনাতু ৩০ ॥ ইতি শ্রীমহাকালসংহিতায়াং মহাকালরুদ্রবিরচিতসুধাধারাহ্বয়কালীস্তোত্রম্ ॥

সহ্য করিতে প্রস্তুত) যেহেতু তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার গতি (তুমিই আমাকে সকল প্রকারে রক্ষা করিবে)। ২৪। যে ভক্ত মহাকাল রুদ্রকথিত এই স্তব ভক্তিভাবে পাঠ করিবে, তাহার বিপদ হইবে না, রোগ শোক ভোগ করিতে হইবে না, অকাল মৃত্যু হইবে না, ইষ্টসিদ্ধি হইবে, অন্তে কৈবল্য লাভ হইবে। ২৫। সুধাধারা নামক এই শিবাস্তব সর্ব্বদা যে অভ্যাস করিবে, সিদ্ধি তাহার করতলস্থিত হইবে। ২৬। নৈমিত্তিক পূজায় এইস্তব কবচ ও নিম্নলিখিত পদ্য এই তিনটি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবে। ২৭। নীল ইন্দীবর ও মেঘের ন্যায় যাঁহার দেহচ্ছটা, উন্মত্তভাবে মঙ্গলনিনাদসহকারে নৃত্য করিবার সময়ে যাঁহার নিতম্বদেশে জটা দুলিতে থাকে, সেই প্রচণ্ডমূর্ত্তি কালী ভীষণ খড়্গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে আমার অশুভ নাশ করুন। ২৮। যিনি ক্রোধে কালভীতিপ্রদ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া থাকেন, কটাক্ষপাতে দৈত্যসমূহ উন্মূলিত করেন, যাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি ভক্তগণের অভয়প্রদ, হুঙ্কার নিনাদে যাঁহার মুখমণ্ডল অতি ভীষণ, বিশ্বেশ্বর যাঁহার সিদ্ধাসন ভক্তবর্গের যিনি অভয় ও বিজয় দান করেন সেই জয়কালী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ২৯। যিনি কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ধারণ করিয়া উন্নত করালবদনে কৃষ্ণবর্ণ ভীমকান্তমূর্ত্তিতে হুহুং কড়মড় নিনাদ করিতে করিতে দানবগণের অন্ত করেন, সেই কালিকা প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে পবিত্র করুন,—কারণ আমরা তাঁহারই শরণাপন্ন। ৩০। মহাকাল সংহিতায় মহাকালরুদ্র এই সুধাধারা-নামক কালীস্তব রচনা করিয়াছেন।

---

১) প্রমাদালয়া (ক) পাঠঃ। (২) পায়ান্ন ইতি মুদ্রিত (খ) পাঠঃ।

অথ নায়িকা-কবচম্। উন্মত্তভৈরব উবাচ। শৃণু কল্যাণি মদ্বাক্যং কবচং দেবদুর্লভম্। যক্ষিণী-নায়িকানান্তু সংক্ষেপাৎ সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ১ ॥ জ্ঞানমাত্রেণ দেবেশি সিদ্ধিমাপ্নোতি নিশ্চিতম্। যক্ষিণী স্বয়মায়াতি কবচজ্ঞানমাত্রতঃ ॥ ২ ॥ সর্ব্বত্র দুর্লভং দেবি ডামরেষু প্রকাশিতম্। পঠনাদ্ধারণান্মর্ত্ত্যো যক্ষিণীং বশমানয়েৎ ॥ ৩ ॥ কবচস্য ঋষির্গর্গো গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতঃ। দেবতা যক্ষিণী দেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ৪ ॥ সাক্ষাৎ সিদ্ধিসমৃদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ওঁ শিরো মে যক্ষিণী পাতু ললাটং যক্ষকন্যকা ॥ ৫ ॥ মুখং শ্রীধনদা পাতু কর্ণৌ মে কুলনায়িকা। চক্ষুষী বরদা পাতু নাসিকাং ভক্তবৎসলা ॥ ৬ ॥ কেশাগ্রং পিঙ্গলা পাতু ধনদা শ্রীমহেশ্বরী। স্কন্ধৌ কুলালপা পাতু গলঃ মে কমলাননা ॥ ৭ ॥ কিরাতিনী সদা পাতু ভুজযুগ্মং জটেশ্বরী। বিকৃতাস্যা সদা পাতু মহাবক্রপ্রিয়া মম ॥ ৮ ॥ অস্ত্রহস্তা পাতু নিতাং পৃষ্ঠমুদরদেশকম্। ভেরুণ্ডা মাকরী দেবী হৃদয়ং দেবসম্মতা ॥ ৯ ॥ অলঙ্কারান্বিতা পাতু মে নিতম্বস্থলং দয়া। ধার্ম্মিকা গুহ্যদেশং মে পাদযুগ্মং সুরাঙ্গনা ॥ ১০ ॥ শূন্যাগারে সদা পাতু মন্ত্রমাতাস্বরূপিণী। নিষ্কলঙ্কা সদা পাতু চাম্বুবত্যখিলাং তনুম্ ॥ ১১ ॥ প্রান্তরে ধনদা পাতু

অনন্তর নায়িকা-কবচ। উন্মত্তভৈরব বলিলেন,—কল্যাণি! যক্ষিণীনায়িকাদিগের কবচ যাহাতে সংক্ষেপে সিদ্ধিলাভ হয়—সেই দেবদুর্লভ কবচ আজ বলিতেছি শ্রবণ কর। ১। হে দেবেশি! এই কবচের জ্ঞান মাত্রেই মানব নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করে, এই কবচের জ্ঞান মাত্রেই যক্ষিণী স্বয়ং আগমন করেন। ২। হে দেবি! এই কবচ সর্ব্বত্র দুর্লভ, কেবল ডামরতন্ত্রে ইহা প্রকাশিত। এই কবচের পাঠ ও ধারণে মানব যক্ষিণী বশ করিতে পারে। ৩। গর্গ এই কবচের ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী যক্ষিণী দেবী ইহার দেবতা। ৪। সাক্ষাৎসিদ্ধি ও সমৃদ্ধিলাভে ইহার নিয়োগ। যক্ষিণী আমার মস্তক, যক্ষকন্যা আমার ললাট রক্ষা করুন। ৫। শ্রীধনদা আমার মুখ, কুলনায়িকা আমার দুই কর্ণ, বরদা আমার দুই চক্ষু এবং ভক্তবৎসলা আমার ললাট রক্ষা করুন। ৬। পিঙ্গলা আমার কেশাগ্র রক্ষা করুন শ্রীমহেশ্বরী ধনদা আমার দুই স্কন্ধ এবং রক্তপায়িনী কমলাননা আমার গলদেশ রক্ষা করুন। ৭। জটেশ্বরী কিরাতিনী সর্ব্বদা আমার দুইবাহু রক্ষা করুন, মহাবক্রপ্রিয়া বিকৃতাস্যা সর্ব্বদা আমায় রক্ষা করুন। ৮। অস্ত্রহস্তা নিত্য আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। ভেরুণ্ডা আমার উদরদেশ রক্ষা করুন। দেবসম্মতা মাকরীদেবী আমার হৃদয় রক্ষা করুন। ৯। অলঙ্কারভূষিতা হইয়া দয়া আমার নিতম্বস্থল রক্ষা করুন। ধার্ম্মিকা আমার গুহ্যদেশ এবং সুরাঙ্গনা আমার পদযুগল রক্ষা করুন। ১০। মন্ত্রমাতা সর্ব্বদা শূন্যগৃহে আমাকে রক্ষা করুন, নিষ্কলঙ্কা অম্বুবতী সর্ব্বদা আমার সমগ্র দেহ রক্ষা করুন। ১১। ধনদা নিজবীজ

নিজবীজপ্রকাশিনী। লক্ষ্মীবীজাত্মিকা পাতু নিজবীজপ্রকাশিনী ॥ ১২ ॥ লক্ষ্মীবীজাত্মিকা পাতু খড়্গহস্তা শ্মশানকে। শূন্যাগারে নদীতীরে মহাযক্ষেশকন্যকা ॥ ১৩ ॥ পাতু মাং বরদাখ্যা মে সর্ব্বাঙ্গং পাতু মোহিনী। মহাসঙ্কটমধ্যে তু সংগ্রামে রিপুসঞ্চয়ে ॥ ১৪ ॥ ক্রোধরূপা সদা পাতু মহাদেবনিষেবিকা। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পাতু ভবানী কুলদায়িকা ॥ ১৫ ॥ ওঁ ॥ ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহামন্ত্রৌঘবিগ্রহম্। অস্যাপি স্মরণাদেব রাজত্বং লভতেঽচিরাৎ ॥ ১৬ ॥ পঞ্চবর্ষসহস্রাণি স্থিরো ভবতি ভূতলে। বেদজ্ঞানী সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৭ ॥ অরণ্যে সিদ্ধিমাপ্নোতি মহাকবচপাঠতঃ। যক্ষিণী কুলবিদ্যা চ সমায়াতি সুসিদ্ধিদা ॥ ১৮ ॥ অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ সুখসিদ্ধিফলং লভেৎ। পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নির্জ্জনেঽরণ্যমস্তকে। স্থিত্বা জপেল্লক্ষমন্ত্রমিষ্টসিদ্ধিং লভেন্নিশি ॥ ১৯ ॥ ভার্য্যা ভবতি সা দেবী মহাকবচপাঠতঃ। যোগিনাং দুর্লভং দেবি কিমন্যৎ সাধনাদিকম্। গ্রহণাদেব সিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২০ ॥ ইতি বৃহদ্ভূতসন্ধানডামরে মহাতন্ত্রে যোগিনীনায়িকাকবচং সমাপ্তম্ ॥ ০ ॥

অথ নায়িকাস্তোত্রম্। অস্যাঃ স্তোত্রং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়। সাক্ষাৎ সিদ্ধিং সমাপ্নোতি যোগিনীস্তোত্রপাঠতঃ ॥ ১ ॥ উন্মত্ত ভৈরব উবাচ। ওঁ বন্দে

প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে প্রান্তরে রক্ষা করুন। লক্ষ্মীবীজাত্মিকা নিজবীজ প্রকাশ করত আমাকে রক্ষা করুন। ১২। লক্ষ্মীবীজাত্মিকা খড়্গহস্তে আমাকে শ্মশানে রক্ষা করুন, মহাযক্ষেশকন্যকা আমাকে শূন্যগৃহে ও নদীতীরে রক্ষা করুন। ১৩। বরদা আমাকে রক্ষা করুন, মোহিনী মহাসঙ্কটের মধ্যে, সংগ্রামে রিপুগণ মধ্যে আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ১৪। মহাদেবসেবিকা ক্রোধরূপা সদা আমাকে রক্ষা করুন। কুলদায়ী ভবানী সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ১৫। হে দেবি! মহামন্ত্রসমূহ এই কবচের মূর্ত্তি, এই কবচের স্মরণ মাত্রেই অচিরে রাজ্যলাভ হয়। ১৬। পাঁচ হাজার বৎসর ভূতলে স্থির হইয়া থাকিতে পারে। বেদশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া নিশ্চয়ই সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে পারে। ১৭। মহাকবচের পাঠে অরণ্যে সিদ্ধি লাভ হয়, কুলবিদ্যা যক্ষিণী আসিয়া সুসিদ্ধি দান করেন। ১৮। অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি-ফল সুখে লাভ করে, এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া রাত্রিকালে নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে থাকিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিলে অভিলষিত সিদ্ধিলাভ হইবে। ১৯। এই মহাকবচের পাঠে সেই দেবী ভার্য্যা হইবে। হে দেবি! এই কবচ যোগিদুর্লভ অন্য সাধন ইহার নিকট তুচ্ছ—এই কবচ গ্রহণে সিদ্ধি হইবে এ বিষয়ে বিচার্য্য নাই। ২০। বৃহদ্ভূত সন্ধান ডামর নামক মহাতন্ত্রে এই যোগিনীনায়িকার কবচ উল্লিখিত আছে।

অনন্তর নায়িকা-স্তব যথা,—এই নায়িকার স্তব বলিব সাবধানে শ্রবণ কর। এই যোগিনী-স্তব পাঠ করিলে সাক্ষাৎ সিদ্ধিলাভ হয়। ১। উন্মত্ত ভৈরব বলিলেন;—হে

যোগিনি যোগসিদ্ধিধনদে বন্ধুকপুষ্পোজ্জ্বলে, নানালঙ্কৃতিবিগ্রহে সুরমণি শ্রীদেবকন্যে প্রিয়ে। দারিদ্র্যং হন মে সুখং প্রিয়পদং বাঞ্ছাদিসিদ্ধিপ্রদং রাজ্যং মিত্রকলত্র-পুত্রধনদে মাতঃ সমাধেহি মে ॥ ২ ॥ তবাঙ্ঘ্রিকমলদ্বয়ং তরুণি দেবতে দারুণং মহাভয়সমাকুলং হর ভজামি ভূমণ্ডলে। কৃপাং কুরু মমালয়ে সপরিবারদেবৈঃ সহ সদা ভব হি ভাগিনী ক্ষম কুলাপতাপং মুদা ॥ ৩ ॥ ত্বমেকা যোগিনী কন্যা পিঙ্গলা যুবতী রতিঃ। গৌরী বিদ্যাধরী শ্যামা প্রসন্না ভব সর্ব্বদা ॥ ৪ ॥ ত্বং সন্ধ্যা খেচরী বিদ্যা যক্ষিণী ভূতিনী প্রিয়া। ত্বমেকা পাতু মাং ধাত্রী স্বর্ণপাত্রকরাম্বুজা ॥ ৫ ॥ হিরণ্যাক্ষী বিশালাক্ষী চপলা নাগিনী জয়া। প্রসন্না ভব শব্দাখ্যা কামিনী কামদায়িনী ॥ ৬ ॥ সিদ্ধিদা কুলমন্ত্রাণাং ডাকিনী খেচরী ভব। নমামি বরদে দেবি যোগিনীগণসেবিতে ॥ ৭ ॥ তবাঙ্ঘ্রিযুগলং কান্তে চন্দ্রকান্তিসুমালিনী। অমলে কমলে দেবি দারিদ্র্যদোষভঞ্জিনী ॥ ৮ ॥ বন্দে ত্বাং মনসা বাচা প্রসন্না ভবসুন্দরী। কলিকালকৃতে দেবি খেচরীশতনায়িকে ॥ ৯ ॥ ধনসিদ্ধিং দেহি শীঘ্রং সমাগচ্ছ গৃহে মম। সিদ্ধিদা বিধুরাণাঞ্চ অকালমৃত্যুনাশিনী ॥ ১০ ॥ দশবর্ষসহস্রাণি স্থিরা ভব কুলে মম। বাক্যসিদ্ধিপ্রদা দেবী পদ্মরাগসুমালিনী ॥

যোগিনি! তুমি যোগসিদ্ধি ও ধন দিয়া থাক, বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় তোমার রক্তবর্ণ, তোমার অঙ্গে নানা আভরণ, তুমি দেবগণের প্রীতিদায়িনী মস্তকমণি দেবকন্যারূপিণী, তোমাকে বন্দনা করি। মাতঃ! তুমি মিত্র, কলত্র ও পুত্রধন দিয়া থাক, তুমি আমার দৈন্য দূর কর, সুখ প্রিয়পদ ও বাঞ্ছাদিসিদ্ধিপ্রদ রাজ্য প্রদান কর। ২। হে যৌবনবতি দেবি! আমি দারুণ মহাভয়ে আকুল আমার ভয় হরণ কর, এই ভূমণ্ডলে আমি তোমার পদকমলযুগল ভজনা করি, আমাকে কৃপা কর, পরিবার দেবতাগণের সহিত আমার গৃহে আসিয়া সর্ব্বদা অবস্থান কর, আমার সুখ দুঃখের ভাগিনী হইয়া সর্ব্বদা আমার কুলাপতাপ ক্ষমা কর। ৩। তুমি একা পিঙ্গলবর্ণা যোগিনী, তুমি যুবতি রতি, তুমি বিদ্যাধরী শ্যামা, তুমি সর্ব্বদা প্রসন্ন হও। ৪। তুমি সন্ধ্যারূপিণী খেচরী বিদ্যা, তুমি যক্ষিণী, তুমি প্রিয়া ভূতিনী, তুমি একা স্বর্ণপাত্র হস্তে আমাকে রক্ষা কর। ৫। তুমি হিরণ্যাক্ষী বিশালাক্ষী, চপলা নাগিনী জয়া, তুমি কামদায়িনী শব্দাখ্যা কামিনী, তুমি প্রসন্না হও। ৬। তুমি খেচরী ডাকিনী, তুমি কুলমন্ত্রের সিদ্ধিদাত্রী হও। দেবি! তুমি যোগিনীগণের সহিত আসিয়া বর দিয়া থাক, তোমাকে প্রণাম করি। ৭। সুমাল্য ধারণপূর্ব্বক কান্তমূর্ত্তি হইয়া থাক, তোমার পদযুগল চন্দ্রের ন্যায় শীতল। হে দেবি! তুমি নির্ম্মলা কমলারূপিণী, তুমি দারিদ্র্যদোষ দূর করিয়া থাক। ৮। তোমাকে মনে ও বাক্যে প্রণাম করি, সুন্দরি তুমি প্রসন্না হও। কলিকালকৃত কার্য্যে ফল প্রদান কর, হে দেবি! তুমি খেচরীশত নায়িকা। ৯। তুমি ধনসিদ্ধি দাও, শীঘ্র আমার গৃহে আগমন কর। তুমি সিদ্ধিদাত্রী কাতরবিপন্নদিগের অকালমৃত্যু নাশিনী। ১০।

১১ ॥ সর্ব্বালঙ্কারভূষাঙ্গী প্রসন্না ভব সর্ব্বদা। মায়াবীজাত্মিকা দেবী বধূবীজসমাকুলে ॥
১২ ॥ সিদ্ধিদ্রব্যং সদা দেহি কান্তা ভব মমালয়ে। বিচিত্রাম্বরশোভাঙ্গী নানালঙ্কার-
বেষ্টিতে ॥ ১৩ ॥ বিম্বার-(১) মণিসূর্য্যাভে চন্দ্রকান্তিপ্রভোজ্জ্বলে। স্মেরাননাব্জে
কামেশি মমাজ্ঞাপয় দুর্লভম্ ॥ ১৪ ॥ কামেশি পরমানন্দ-রাজভোগপ্রদায়িনী। সিদ্ধিদা
বরদা মাতা ভগিনী বা ভব প্রিয়া ॥ ১৫ ॥ তবাজ্ঞাকিঙ্করো দেবি পূজয়াম্যহমাদরাৎ।
মমাগ্রে সংস্থিরা ভূত্বা সিদ্ধিদা ভব সর্ব্বদা ॥ ১৬ ॥ কৌলিনী গগনস্থা ত্বং মম পার্শ্বচরী
ভব। শতবর্ষসহস্রাণি মামেকং রক্ষ সেবকম্ ॥ ১৭ ॥ হৃদয়াম্ভোরুহে ধ্যায়েৎ সুন্দরীং
নবযৌবনাম্। কিঙ্কিণীজালমালাঢ্যাং ত্রিপুরাং পদ্মলোচনাম্ ॥ ১৮ ॥ বরাভয়করাং
ধন্যাং যোগিনীং কামচারিণীম্। ত্বামেকাং জগতাং দেবি সিদ্ধবিদ্যাং নমাম্যহম্ ॥ ১৯ ॥
মমাঙ্গে চৈব পার্শ্বে ত্বং কামিনী ভব মে সদা। দশবর্ষসহস্রাণি সিদ্ধে কমললোচনাম্।
২০ ॥ বনিতা ভব মে নিত্যং নিত্যং দেহং কুরু প্রিয়ে। ওঁ। এতৎ স্তোত্রং পঠেদ্বিদ্বান্
ধ্যানাভ্যাসসমন্বিতম্ ॥ ২১ ॥ পক্বান্নং নারিকেলং বা পশুমিশ্রং নিবেদয়েৎ। সিদ্ধিং

তুমি দশহাজার বৎসর আমার বংশে স্থিরা হইয়া থাক। তুমি পদ্মমণির মাল্যধারণকারিণী, তুমি বাক্যসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাক। ১১। তুমি সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা হইয়া সর্ব্বদা আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি মায়াবীজরূপিণী দেবী, তুমি বধূবীজরূপিণী। ১২। তুমি সর্ব্বদা সিদ্ধিদ্রব্য প্রদান কর, তুমি বিচিত্র বসন ও বিবিধভূষণ পরিধান করিয়া আমার গৃহে আসিয়া কান্তা হইয়া থাক। ১৩। পক্ববিম্ব, রক্তমণি ও সূর্য্যের ন্যায় তোমার রক্তবর্ণ কান্তি, চন্দ্রকান্তির ন্যায় তোমার উজ্জ্বল প্রভা, তোমার মুখকমল সর্ব্বদা সহাস্য, হে কামেশি! তুমি দুর্লভ আজ্ঞা কর। ১৪। হে কামেশি! তুমি পরমানন্দ ও রাজ্যভোগ দিয়া থাক। তুমি সিদ্ধিদায়িনী বরদাত্রী শিবপ্রিয়া, তুমি আমার মাতা বা ভগিনী হইয়া থাক। ১৫। হে দেবি! আমি তোমার আজ্ঞার কিঙ্কর হইয়া আদরে তোমার পূজা করি। তুমি আমার অগ্রে স্থিরা থাকিয়া সর্ব্বদা সিদ্ধিদান কর। ১৬। তুমি গগনচারিণী কৌলিনী, তুমি আমার পার্শ্বচরী হও। শতসহস্র বৎসর আমি তোমার সেবক হইয়া থাকি তুমি আমাকে রক্ষা কর। ১৭। আমি হৃদয়পদ্মে সুন্দরী নবযৌবনা কিঙ্কিণীসমূহের মালা দ্বারা শোভিতা পদ্মলোচনা ত্রিপুরার ধ্যান করি। ১৮। হে দেবি! তোমার এক হস্তে বর অপর হস্তে অভয়, তুমি ধন্যা, তুমি কামচারিণী যোগিনী একা তুমিই জগতের সিদ্ধবিদ্যা, তোমাকে প্রণাম করি। ১৯। তুমি সর্ব্বদা আমার অঙ্গে, আমার পার্শ্বে কামিনী হইয়া থাক। হে সিদ্ধে! হে কমললোচনে! তুমি দশহাজার বৎসরকাল সকল সময়ে আমার বনিতা হইয়া থাক, প্রিয়ে! তুমি আমার দেহকে অক্ষয় কর। ধ্যানসংস্কারে এই স্তব পাঠ

---

(১) বিম্বোষ্ঠ ইতি (ক) পাঠঃ।

যচ্ছন্তি ভূতিন্যঃ স্তোত্রপূজাপ্রভাবতঃ ॥ ২২ ॥ ইতি বৃহদ্ভূতসন্ধানডামরে মহাতন্ত্রে ভৈরবীভৈরব-সংবাদে নায়িকা-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥ ০ ॥

অথ গুরু-কবচম্। নারদ উবাচ। ব্রহ্মন্ গুরোর্ম্মনুস্তোত্রং যথাবদধারিতম্। কবচশ্রবণে শ্রদ্ধা সাম্প্রতং কথ্যতাং মম ॥ ১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। শ্রীগুরোঃ কবচং গুহ্যং বর্ণ্যমানং নিবোধ মে। নাভক্তায় প্রদাতব্যং দেয়ং ভক্তিমতে সদা ॥ ২ ॥ শ্রীগুরোঃ কবচস্যাস্য ব্রহ্মর্ষিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ছন্দোঽনুষ্টুব্ দেবতা চ ত্রিদেবাত্মা গুরুঃ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥ ওঁ শিরো মে সর্ব্বদা পাতু গুরুঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ। উদ্যদ্ভালললাটং মে কৃপাদৃষ্টির্দৃশৌ মম ॥ ৪ ॥ মন্দস্মিতো মুখং পাতু শ্রুতী চ মধুরং বচঃ। হৃদয়ং পাতু মন্ত্রোক্তির্ব্বরাভয়ধরঃ করৌ ॥ ৫ ॥ গুরুপদ্মাসনং পাতু নাভ্যাদি-চরণান্তিকম্। গুরুপাদনখজ্যোৎস্না সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বদাবতু ॥ ৬ ॥ বাগ্বীজং মে সদা পাতু কামাদ্যন্তাংশ্চ খেচরী। আনন্দভৈরবঃ পাতু সদৈবানন্দমন্দিরম্ ॥ ৭ ॥ আনন্দভৈরবী পাতু মমানন্দং সদৈব সা। হিংস্রেভ্যঃ সর্ব্বদা পাতু শ্রীপ্রাসাদপরো মনুঃ ॥ ৮ ॥ পরা প্রাসাদমন্ত্রস্তু পাতু নিত্যং বিপদ্দশাম্। হংসঃ পীঠং পাতু চোর্দ্ধং সর্ব্বদিক্ষু সদাবতু ॥ ৯ ॥ কুলন্তু গুরবঃ পান্তু

করিতে করিতে অভ্যাস করিবে। ২০। ২১। পক্বান্ন ও গুড়মিশ্রিত নারিকেল নিবেদন করিবে। স্তব ও পূজার প্রভাবে ভূতিনীগণ সিদ্ধিপ্রদান করিবেন। ২২। বৃহদ্ভূত-সন্ধান ডামর নামক মহাতন্ত্রে ভৈরবভৈরবী-কথোপকথনে এই নায়িকাস্তব উল্লিখিত হইয়াছে।

অনন্তর গুরু-কবচ। নারদ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! গুরুমন্ত্র স্তব যথানিয়মে মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে কবচ শ্রবণে একান্ত ইচ্ছা, অতএব আমার নিকটে ঐ গুরু-কবচ বলুন। ১। ব্রহ্মা বলিলেন,—এক্ষণে গোপনীয় শ্রীগুরু-কবচ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। অভক্তকে এ কবচ দিবে না, ভক্তিমান্‌কে সর্ব্বদা দিবে। ২। ব্রহ্মা এই গুরুকবচের ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ত্রিদেবাত্মা স্বয়ং গুরু ইহার দেবতা। ৩। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গুরু সর্ব্বদা আমার মস্তক রক্ষা করুন। গুরুর কৃপাদৃষ্টি আমার ললাট ও দৃষ্টিযুগল রক্ষা করুন। ৪। গুরুর মন্দহাস্য আমার মুখ, গুরুর মধুরবাক্য আমার দুই কর্ণ, গুরুর মন্ত্রোক্তি আমার হৃদয় এবং বরাভয়ধারী গুরু আমার দুই কর রক্ষা করুন। ৫। গুরুর পদ্মাসন আমার নাভি হইতে চরণপর্য্যন্ত রক্ষা করুন, গুরুর পদনখের জ্যোৎস্না সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ৬। খেচরী বাগ্বীজ সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। আনন্দভৈরব সর্ব্বদা আমার আনন্দমন্দির রক্ষা করুন। ৭। আনন্দভৈরবী সর্ব্বদা আমার আনন্দ রক্ষা করুন। শ্রীপ্রাসাদমন্ত্র (হৌং) সর্ব্বদা হিংস্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ৮। প্রাসাদমন্ত্র সর্ব্বদা বিপদ্দশা হইতে আমাকে রক্ষা করুন। হংস আমার পীঠ, ঊর্দ্ধ ও সকলদিক্ রক্ষা করুন। ৯। গুরুগণ আমার কুল রক্ষা করুন।

পাত্বধঃ কমলাসনঃ। জ্ঞানং পাতু চ দিব্যৌঘা ইচ্ছাং সিদ্ধৌঘসংজ্ঞকঃ। মানবৌঘাঃ ক্রিয়াং পাতু শ্রীগুরুঃ সর্ব্বদাবতু ॥ ১০ ॥ ওঁ। ইতীদং কবচং নিত্যং প্রাতঃকৃত্যাবসানকে। যঃ পঠেন্মানবো ভক্ত্যা ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ। মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য দেবতা চ প্রসীদতি। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১১ ॥ গুর্ব্বভিধানং কবচমজ্ঞাত্বা ক্রিয়তে জপঃ। বৃথাশ্রমো ভবেত্তস্য ন সিদ্ধির্মন্ত্রপূজনে ॥ ১২ ॥ গুরুপাদং পুরস্কৃত্য কবচং পঠ্যতে শুভম্। তদা মন্ত্রস্য যন্ত্রস্য সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা ॥ ১৩ ॥ গুরু-গোপ্যঞ্চ কর্ত্তব্যং ন বক্তব্যং কদাচন ॥ ১৪ ॥ যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন। দাতব্যং ভক্তিযুক্তায় কুলীনায় বিশেষতঃ ॥ ১৫ ॥ ত্রৈলোক্যদুর্লভঞ্চৈতদ্ ভুক্তিমুক্তি-ফলপ্রদম্। সর্ব্বতীর্থফলং যেন পঠ্যতে কবচং গুরোঃ। ইতি তে কথিতং পুত্র সাবধানোঽবধারয় ॥ ১৬ ॥ ইতি ব্রহ্মজামলে শ্রীমদ্‌গুরুকবচং সমাপ্তম্ ॥ ০ ॥

অথ যোষিদ্‌গুরু-ধ্যানম্। যথা ওঁ প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাম্। প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুম্ ॥ ১ ॥ পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্র-সুশোভনাম্। রত্নকঙ্কণপাণিঞ্চ রত্ননূপুরশোভিতাম্ ॥ ২ ॥ স্থলপদ্মপ্রতীকাশপাদপদ্মসুশোভিতাম্। শরদিন্দুপ্রতীকাশবক্ত্রোদ্‌ভাসিতবিগ্রহাম্ ॥ ৩ ॥ স্বনাথ-বামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাম্। এবং ধ্যাত্বা পূজয়েৎ ॥ ০ ॥

কমলাসন আমার অধোদেশ রক্ষা করুন। দিব্যৌঘ আমার জ্ঞান এবং সিদ্ধৌঘ আমার ইচ্ছা র া করুন। মানবৌঘ আমার ক্রিয়া রক্ষা করুন, শ্রীগুরু আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১০। যে মানব প্রাতঃকৃত্য করিয়া নিত্য এই কবচ পাঠ করিবে সে ত্রৈলোক্য-বিজয়ী হইবে। তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হইবে, দেবতা তাহার উপরে প্রসন্ন হইবেন। ইহা সত্য সত্য আবার সত্য, ইহাতে বিচার করিবার নাই। এই গুরু কবচ না জানিয়া জপ করিলে তাহার বৃথা শ্রম করা হইবে, মন্ত্রজপ ও পূজায় তাহার সিদ্ধি হইবে না। ১১। ১২। গুরুর চরণ সম্মুখে রাখিয়া এই শুভ কবচ পাঠ করিলে মন্ত্র ও যন্ত্র সিদ্ধ হইবে, অন্য প্রকারে নহে। গুরু যাহা গোপনীয় বলিবেন তাহা গোপনে রাখিবে কদাচ প্রকাশ করিবে না। ১৩। ১৪। যে কোন ব্যক্তিকে এ কবচ দিবে না বা প্রকাশ করিবে না, ভক্তিমান্ বিশেষতঃ কুলীনকে ইহা দিবে। ১৫। এই কবচ ত্রিলোক দুর্লভ, এই কবচ পাঠ করিলে, ভোগ মোক্ষ এবং সকল তীর্থের ফল পাওয়া যায়। বৎস! তোমাকে এই কবচ বলিলাম সাবধানে রাখিবে। ১৬।১৭। ব্রহ্মজামলে এই গুরুকবচ উল্লিখিত।

স্ত্রীগুরুধ্যান যথা,—প্রফুল্ল পদ্মপত্রের ন্যায় যাঁহার চক্ষু, ঘন পীন পয়োধর, বদন সর্ব্বদা প্রসন্ন, মধ্যভাগ ক্ষীণ, পদ্মরাগমণির ন্যায় গাত্রবর্ণ, রক্তবস্ত্রে সুশোভিত, হস্তে রক্তবর্ণ কঙ্কণ, পদে রত্ননূপুর, স্থলপদ্মের ন্যায় পাদপদ্ম, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর বদন,

অথ স্ত্রীগুরু-কবচম্। অস্য স্ত্রীগুরুকবচস্য স্ত্রীগুরুর্দেবতা চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিব-ঋষয়ে নমঃ। হৃদি স্ত্রীগুরুদেবতায়ৈ নমঃ। ঈশ্বর উবাচ। স্ত্রীগুরোঃ কবচস্যাস্য সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ। তদাখ্যা (১) দেবতা প্রোক্তা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ॥১॥ ওঁ ক্লীং বীজং মে শিরঃ পাতু তদাখ্যা চ ললাটকম্। ক্লীং বীজং চক্ষুষোঃ পাতু সর্ব্বাঙ্গং মে সদাশিবঃ ॥ ২ ॥ ঐং বীজং মে মুখং পাতু হ্রীং জিহ্বাং পরিরক্ষতু। শ্রীং বীজং স্কন্ধদেশং মে হসখফ্রেং ভুজদ্বয়ম্ ॥ ৩ ॥ হকারঃ কণ্ঠদেশং মে সকারঃ ষোড়শং দলম্। ক্ষবর্ণস্তদধঃ পাতু লকারো হৃদয়ং মম ॥ ৪ ॥ বকারঃ পৃষ্ঠদেশঞ্চ বকারো দক্ষপার্শ্বকম্। হুঙ্কারো (২) বামপার্শ্বঞ্চ সকারো মেরুমেব চ ॥ ৫ ॥ হকারো মে দক্ষভুজং ক্ষকারো বামহস্তকম্। মকারশ্চাঙ্গুলিং পাতু লকারঃ পাতু মে নখম্ ॥ ৬ ॥ বকারো মে নিতম্বঞ্চ রকারো জঠরং মম। যীঙ্কারঃ পাদযুগলং হসৌঃ সর্ব্বাঙ্গকেঽবতু ॥ ৭ ॥ হসৌঃ লিঙ্গঞ্চ লোমানি কেশঞ্চ পরিরক্ষতু। ঐং বীজং পাতু পূর্ব্বে মে হ্রীং বীজং দক্ষিণেঽবতু ॥ ৮ ॥ শ্রীং বীজং পশ্চিমে পাতু উত্তরে ভূতসম্ভবম্। ঐং পাতু চাগ্নিকোণে চ বেদাদ্যা নৈর্ঋতেঽবতু ॥ ৯ ॥ দেব্যম্বা পাতু বায়ব্যাং শম্ভোঃ শ্রীপাদুকাস্তথা। পূজয়ামি তথা চোর্দ্ধং নমশ্চাধঃ সদাঽবতু ॥ ১০ ॥ ওঁ। ইতি তে কথিতং কান্তে কবচং

নিজনাথের বামভাগে আসীনা, হস্তপদ্মে বরাভয়, এইরূপ শিবারূপিণী স্ত্রীগুরুকে চিন্তা করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ১—৩।

অনন্তর স্ত্রীগুরুর কবচ,—ঈশ্বর বলিলেন,—সদাশিব এই কবচের ঋষি, স্ত্রীগুরু ইহার দেবতা, চতুর্ব্বর্গ ফললাভে ইহার নিয়োগ। ১। 'ক্লীং' বীজ আমার মুখ, স্ত্রীগুরু আমার ললাট, 'ক্লীং' বীজ আমার দুই চক্ষু এবং শিব সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ২। 'ঐং' বীজ আমার মুখ, 'হ্রীং' বীজ আমার জিহ্বা, 'শ্রীং' বীজ আমার স্কন্ধ এবং 'হসখফ্রেং' এই বীজ আমার দুই বাহু রক্ষা করুন। ৩। হকার আমার কণ্ঠ, সকার ষোড়শ দল, ক্ষকার তাহার অধোভাগ এবং লকার আমার হৃদয় রক্ষা করুন। ৪। বকার আমার পৃষ্ঠদেশ, রকার দক্ষিণপার্শ্ব, হুঙ্কার বামপার্শ্ব এবং সকার মেরুদণ্ড রক্ষা করুন। ৫। হকার আমার দক্ষিণবাহু, ক্ষকার আমার বামহস্ত, মকার অঙ্গুলি এবং লকার আমার নখ রক্ষা করুন। ৬। বকার আমার নিতম্ব, রকার আমার উদর, 'যীং'কার আমার দুইপদ এবং 'হসৌঃ' আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ৭। 'হসৌঃ' এই বীজ আমার লিঙ্গ, গাত্রলোম ও কেশ রক্ষা করুন। 'ঐং' বীজ আমার পূর্ব্বদিকে 'হ্রীং' বীজ আমার দক্ষিণ রক্ষা করুন। ৮। 'শ্রীং' বীজ আমার পশ্চিমে, পঞ্চভূতের বীজ আমার উত্তরে, 'ঐং' বীজ অগ্নিকোণে এবং প্রণব আমার নৈর্ঋতকোণে রক্ষা করুন। ৯। দেব্যম্বা এই মন্ত্রাংশ বায়ুকোণে 'শ্রীপাদুকাং' এই মন্ত্রাংশ ঈশানকোণে,

---

(১) তারাখ্যা ইতি পাঠান্তরম্। (২) ফ্লুংকার ইতি পাঠান্তরম্।

পরমাদ্ভুতম্। গুরুমন্ত্রং জপিত্বা তু কবচং প্রপঠেদ্ যদি। স সিদ্ধঃ স গণঃ সোঽপি শিবঃ সাক্ষান্ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ পূজাকালে পঠেদ্ যস্তু কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্। পূজাফলং ভবেত্তস্য সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি। ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ॥১২ ॥ ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি। তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনো নিষ্প্রভাং গতাঃ ॥ ১৩ ॥ বিবাদে জয়মাপ্নোতি রণে চ নৈর্ঋতেরিব। সভায়াং জয়মাপ্নোতি মম তুল্যো ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ সহস্রারে ভাবয়ন্ যস্ত্রিসন্ধ্যং প্রপঠেদ্ যদি। স এব সিদ্ধ লোকেশো নির্ব্বাণপদমীয়তে ॥ ১৫ ॥ সমস্তমঙ্গলং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্। যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥ ১৬ ॥ দেয়ং শিষ্যায় শান্তায় চান্যথা বিফলং ভবেৎ। অভক্তেভ্যস্তু দেবেশি পুত্রেভ্যোঽপি ন দর্শয়েৎ ॥ ১৭ ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা বিদ্যাঞ্চৈব চ যো জপেৎ। স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৮ ॥ ইতি ব্রহ্মজামলে পার্ব্বতীশ্বরসংবাদে শ্রীমৎ-স্ত্রীগুরুকবচং সমাপ্তম্।

অথ গুরু-স্তোত্রম্। জ্ঞানাত্মানং পরমাত্মানং দানং ধ্যানং যোগং জ্ঞানম্। জানন্নপি তৎ সুন্দরি মাতর্ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥ ১ ॥ প্রাণং দেহং গেহং রাজ্যং ভোগং মোক্ষং ভক্তিং পুত্রম্। মন্যে মিত্রং বিত্তকলত্রং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥ ২ ॥

'পূজয়ামি' এই অংশ ঊর্দ্ধদিকে এবং 'নমঃ' এই অংশ সর্ব্বদা অধোদিকে রক্ষা করুন। ১০। কান্তে! এই আমি তোমার নিকটে অত্যাশ্চর্য্য স্ত্রীগুরু কবচ বলিলাম; গুরু মন্ত্র জপ করিয়া কবচ পাঠ করিবে তাহা হইলে পাঠক সিদ্ধ হইবে, গণ হইবে, এমন কি সাক্ষাৎ শিব হইবে সন্দেহ নাই। ১১। পূজাকালে মন্ত্রমূর্ত্তি এই কবচ পাঠ করিলে পূজার ফল সত্য হইবে, হে সুরেশ্বরি! ইহা সত্য হইবে সন্দেহ নাই। হে দেবি! যে ব্যক্তি তিন সন্ধ্যায় এই কবচ পাঠ করিবে সে সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। ১২। ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া স্বর্ণাধারে ধারণ করিলে তাহার দর্শনমাত্রে বাদিগণ নিষ্প্রভ হয়, সে বিবাদে জয়লাভ করে, আমার ন্যায় সভাজয়ী হয় সন্দেহ নাই। সহস্রারে ভাবনা করত যে ত্রিসন্ধ্যায় এই কবচ পাঠ করে, সে সিদ্ধলোকেশ্বর হইয়া নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হয়। ১৩—১৫। এই অত্যাশ্চর্য্য কবচ সমস্ত মঙ্গলস্বরূপ, যে কোন ব্যক্তিকে এই কবচ দিবে না, যে কোন ব্যক্তির নিকটে কখনও প্রকাশ করিবে না। ১৬। শান্ত শিষ্যকে দিবে, নতুবা ইহা বিফল হইবে। হে দেবেশি! পুত্র হইলেও যদি অভক্ত হয় তাহাকে দেখাইবে না। ১৭। এই কবচ না জানিয়া যে বিদ্যাজপ করিবে সে জপের ফল পাইবে না পরন্তু নরকগামী হইবে। ১৮। স্ত্রীগুরু-কবচ সমাপ্ত।

অনন্তর গুরু-স্তব,—হে মাতঃ সুন্দরি! দান, ধ্যান, যোগ, জ্ঞান, জ্ঞানাত্মা, পরমাত্মা, —এ সকল বুঝিয়াছি, ইহারা কেহ গুরু অপেক্ষা অধিক নহে, গুরু অপেক্ষা অধিক

অথ স্ত্রীগুরু-কবচম্। অস্য স্ত্রীগুরুকবচস্য স্ত্রীগুরুর্দেবতা চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিব-ঋষয়ে নমঃ। হৃদি স্ত্রীগুরুদেবতায়ৈ নমঃ। ঈশ্বর উবাচ। স্ত্রীগুরোঃ কবচস্যাস্য সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ। তদাখ্যা (১) দেবতা প্রোক্তা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ॥ ১ ॥ ওঁ ক্লীং বীজং মে শিরঃ পাতু তদাখ্যা চ ললাটকম্। ক্লীং বীজং চক্ষুষোঃ পাতু সর্ব্বাঙ্গং মে সদাশিবঃ ॥ ২ ॥ ঐং বীজং মে মুখং পাতু হ্রীং জিহ্বাং পরিরক্ষতু। শ্রীং বীজং স্কন্ধদেশং মে হসখফ্রেং ভুজদ্বয়ম্ ॥ ৩ ॥ হকারঃ কণ্ঠদেশং মে সকারঃ ষোড়শং দলম্। ক্ষবর্ণস্তদধঃ পাতু লকারো হৃদয়ং মম ॥ ৪ ॥ বকারঃ পৃষ্ঠদেশঞ্চ বকারো দক্ষপার্শ্বকম্। হূঙ্কারো (২) বামপার্শ্বঞ্চ সকারো মেরুমেব চ ॥ ৫ ॥ হকারো মে দক্ষভুজং ক্ষকারো বামহস্তকম্। মকারশ্চাঙ্গুলিং পাতু লকারঃ পাতু মে নখম্ ॥ ৬ ॥ বকারো মে নিতম্বঞ্চ রকারো জঠরং মম। যীঙ্কারঃ পাদযুগলং হসৌঃ সর্ব্বাঙ্গকেঽবতু ॥ ৭ ॥ হসৌঃ লিঙ্গঞ্চ লোমানি কেশঞ্চ পরিরক্ষতু। ঐং বীজং পাতু পূর্ব্বে মে হ্রীং বীজং দক্ষিণেঽবতু ॥ ৮ ॥ শ্রীং বীজং পশ্চিমে পাতু উত্তরে ভূতসম্ভবম্। ঐং পাতু চাগ্নিকোণে চ বেদাদ্যা নৈর্ঋতেঽবতু ॥ ৯ ॥ দেব্যম্বা পাতু বায়ব্যাং শম্ভোঃ শ্রীপাদুকাস্তথা। পূজয়ামি তথা চোর্দ্ধং নমশ্চাধঃ সদাঽবতু ॥ ১০ ॥ ওঁ। ইতি তে কথিতং কান্তে কবচং

নিজনাথের বামভাগে আসীনা, হস্তপদ্মে বরাভয়, এইরূপ শিবারূপিণী স্ত্রীগুরুকে চিন্তা করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ১—৩।

অনন্তর স্ত্রীগুরুর কবচ,—ঈশ্বর বলিলেন,—সদাশিব এই কবচের ঋষি, স্ত্রীগুরু ইহার দেবতা, চতুর্ব্বর্গ ফললাভে ইহার নিয়োগ। ১। 'ক্লীং' বীজ আমার মুখ, স্ত্রীগুরু আমার ললাট, 'ক্লীং' বীজ আমার দুই চক্ষু এবং শিব সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ২। 'ঐং' বীজ আমার মুখ, 'হ্রীং' বীজ আমার জিহ্বা, 'শ্রীং' বীজ আমার স্কন্ধ এবং 'হসখফ্রেং' এই বীজ আমার দুই বাহু রক্ষা করুন। ৩। হকার আমার কণ্ঠ, সকার ষোড়শ দল, ক্ষকার তাহার অধোভাগ এবং লকার আমার হৃদয় রক্ষা করুন। ৪। বকার আমার পৃষ্ঠদেশ, রকার দক্ষিণপার্শ্ব, হূঙ্কার বামপার্শ্ব এবং সকার মেরুদণ্ড রক্ষা করুন। ৫। হকার আমার দক্ষিণবাহু, ক্ষকার আমার বামহস্ত, মকার অঙ্গুলি এবং লকার আমার নখ রক্ষা করুন। ৬। বকার আমার নিতম্ব, রকার আমার উদর, 'যীং'কার আমার দুইপদ এবং 'হসৌঃ' আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ৭। 'হসৌঃ' এই বীজ আমার লিঙ্গ, গাত্রলোম ও কেশ রক্ষা করুন। 'ঐং' বীজ আমার পূর্ব্বদিকে 'হ্রীং' বীজ আমার দক্ষিণ রক্ষা করুন। ৮। 'শ্রীং' বীজ আমার পশ্চিমে, পঞ্চভূতের বীজ আমার উত্তরে, 'ঐং' বীজ অগ্নিকোণে এবং প্রণব আমার নৈর্ঋতকোণে রক্ষা করুন। ৯। দেব্যম্বা এই মন্ত্রাংশ বায়ুকোণে 'শ্রীপাদুকাং' এই মন্ত্রাংশ ঈশানকোণে,

---

(১) তারাখ্যা ইতি পাঠান্তরম্। (২) ফ্লুংকার ইতি পাঠান্তরম্।

পরমাদ্ভূতম্। গুরুমন্ত্রং জপিত্বা তু কবচং প্রপঠেদ্ যদি। স সিদ্ধঃ স গণঃ সোঽপি শিবঃ সাক্ষান্ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ পূজাকালে পঠেদ্ যস্তু কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্। পূজাফলং ভবেত্তস্য সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি। ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ॥১২ ॥ ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি। তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনো নিষ্প্রভাং গতাঃ ॥ ১৩ ॥ বিবাদে জয়মাপ্নোতি রণে চ নৈর্ঋতেরিব। সভায়াং জয়মাপ্নোতি মম তুল্যো ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ সহস্রারে ভাবয়ন্ যস্ত্রিসন্ধ্যং প্রপঠেদ্ যদি। স এব সিদ্ধ লোকেশো নির্ব্বাণপদমীয়তে ॥ ১৫ ॥ সমস্তমঙ্গলং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্। যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥ ১৬ ॥ দেয়ং শিষ্যায় শান্তায় চান্যথা বিফলং ভবেৎ। অভক্তেভ্যস্তু দেবেশি পুত্রেভ্যোঽপি ন দর্শয়েৎ ॥ ১৭ ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা বিদ্যাঞ্চৈব চ যো জপেৎ। স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৮ ॥ ইতি ব্রহ্মজামলে পার্ব্বতীশ্বরসংবাদে শ্রীমৎ-স্ত্রীগুরুকবচং সমাপ্তম্।

অথ গুরু-স্তোত্রম্। জ্ঞানাত্মানং পরমাত্মানং দানং ধ্যানং যোগং জ্ঞানম্। জানন্নপি তৎ সুন্দরি মাতর্ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥ ১ ॥ প্রাণং দেহং গেহং রাজ্যং ভোগং মোক্ষং ভক্তিং পুত্রম্। মন্যে মিত্রং বিত্তকলত্রং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥ ২ ॥

'পূজয়ামি' এই অংশ উর্দ্ধদিকে এবং 'নমঃ' এই অংশ সর্ব্বদা অধোদিকে রক্ষা করুন। ১০। কান্তে! এই আমি তোমার নিকটে অত্যাশ্চর্য্য স্ত্রীগুরু কবচ বলিলাম; গুরু মন্ত্র জপ করিয়া কবচ পাঠ করিবে তাহা হইলে পাঠক সিদ্ধ হইবে, গণ হইবে, এমন কি সাক্ষাৎ শিব হইবে সন্দেহ নাই। ১১। পূজাকালে মন্ত্রমূর্ত্তি এই কবচ পাঠ করিলে পূজার ফল সত্য হইবে, হে সুরেশ্বরি! ইহা সত্য হইবে সন্দেহ নাই। হে দেবি! যে ব্যক্তি তিন সন্ধ্যায় এই কবচ পাঠ করিবে সে সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। ১২। ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া স্বর্ণাধারে ধারণ করিলে তাহার দর্শনমাত্রে বাদিগণ নিষ্প্রভ হয়, সে বিবাদে জয়লাভ করে, আমার ন্যায় সভাজয়ী হয় সন্দেহ নাই। সহস্রারে ভাবনা করত যে ত্রিসন্ধ্যায় এই কবচ পাঠ করে. সে সিদ্ধলোকেশ্বর হইয়া নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হয়। ১৩—১৫। এই অত্যাশ্চর্য্য কবচ সমস্ত মঙ্গলস্বরূপ, যে কোন ব্যক্তিকে এই কবচ দিবে না, যে কোন ব্যক্তির নিকটে কখনও প্রকাশ করিবে না। ১৬। শান্ত শিষ্যকে দিবে, নতুবা ইহা বিফল হইবে। হে দেবেশি! পুত্র হইলেও যদি অভক্ত হয় তাহাকে দেখাইবে না। ১৭। এই কবচ না জানিয়া যে বিদ্যাজপ করিবে সে জপের ফল পাইবে না পরন্তু নরকগামী হইবে। ১৮। স্ত্রীগুরু-কবচ সমাপ্ত।

অনন্তর গুরু-স্তব,—হে মাতঃ সুন্দরি! দান, ধ্যান, যোগ, জ্ঞান, জ্ঞানাত্মা, পরমাত্মা, —এ সকল বুঝিয়াছি, ইহারা কেহ গুরু অপেক্ষা অধিক নহে, গুরু অপেক্ষা অধিক

বানপ্রস্থং যতিবিধধর্ম্মং পারমহংস্যং ভিক্ষুকচরিতম্। সাধোঃ সেবা বহুসুরভক্তির্ন গুরো-
রধিকং ন গুরোরধিকম্ ৩॥ বিষ্ণোর্ভক্তিঃ পূজনচরিতং বৈষ্ণবসেবা মাতরি ভক্তিঃ।
বিষ্ণোরিব পিতৃসেবনযোগঃ ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্॥ ৪॥ প্রত্যাহারং
চেন্দ্রিয়জয়তা প্রাণায়ামং ন্যাসবিধানম্। ইষ্টেঃ পূজা জপতপভক্তির্ন গুরোরধিকং ন
গুরোরধিকম্॥ ৫॥ কালী দুর্গা কমলা ভুবনা ত্রিপুরা ভীমা বগলা পূর্ণা। শ্রীমাতঙ্গী
ধূমা তারা এতা বিদ্যা ত্রিভুবনসারা ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্॥ ৬॥ (১) মাৎস্যং
কৌর্ম্মং শ্রীবারাহং নরহরিরূপং বামনচরিতম্। অবতারাদিকমন্যৎ সর্ব্বং ন গুরোরধিকং
ন গুরোরধিকম্॥ ৭॥ শ্রীরঘুনাথং শ্রীযদুনাথং শ্রীভৃগুদেবং বৌদ্ধং কল্কিম্। অবতারা-
নিতি দশকং মন্যে ন গুরোরধিকম্ ন গুরোরধিকম্॥ ৮॥ গঙ্গা কাশী কাঞ্চী দ্বারা
মায়াযোধ্যাবন্তী মথুরা। যমুনা রেবা পরতরতীর্থং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্॥ ৯॥
গোকুলগমনং গোপুররমণং শ্রীবৃন্দাবনমধুপুরমটনম্। এতৎ সর্ব্বং সুন্দরি মাতর্ন গুরো-
রধিকং ন গুরোরধিকম্॥ ১০॥ তুলসীসেবা হরিহরভক্তির্গঙ্গাসাগরসঙ্গমমুক্তিঃ। কিমপর-
মধিকং কৃষ্ণে ভক্তিরেতৎ সর্ব্বং সুন্দরি মাতর্ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্॥১১॥ এতৎ

নহে। ১। প্রাণ, দেহ, গৃহ, রাজ্য, ভোগ, মোক্ষ, ভক্তি, পুত্র, মিত্র, কলত্র ও বিত্ত এ সকলের কাহাকেও গুরু অপেক্ষা অধিক মনে করি না, গুরু অপেক্ষা অধিক মনে করি না। ২। বানপ্রস্থ ধর্ম্ম, যতির ধর্ম্ম, পরমহংসের ধর্ম্ম, ভিক্ষুর চরিত্র, সাধুসেবা, বহুদেবভক্তি—এ সকল কিছুই গুরু অপেক্ষা অধিক নহে গুরু অপেক্ষা অধিক নহে। ৩। বিষ্ণুভক্তি, বিষ্ণুপূজা, বৈষ্ণবসেবা, মাতৃভক্তি, বিষ্ণুজ্ঞানে পিতৃসেবা, এ সকল কিছুই গুরু অপেক্ষা অধিক নহে, গুরু অপেক্ষা অধিক নহে। ৪। প্রত্যাহার, ইন্দ্রিয়জয়, প্রাণায়াম, ন্যাস, ইষ্টপূজা, জপ, তপ, ভক্তি—এ সকল গুরু অপেক্ষা অধিক নহে গুরু অপেক্ষা অধিক নহে। ৫। কালী, দুর্গা, কমলা, ভুবনেশ্বরী, ত্রিপুরা, ভৈরবী, বগলা, মাতঙ্গী, ধূমাবতী ও তারা এই দশ মহাবিদ্যা ত্রিভুবনের সার হইলেও গুরু অপেক্ষা অধিক নহেন গুরু অপেক্ষা অধিক নহেন। ৬। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, এই সকল অবতার এবং অন্য সকলও গুরু অপেক্ষা অধিক নহেন গুরু অপেক্ষা অধিক নহেন। ৭। রঘুনাথ, যদুনাথ (কৃষ্ণ), পরশুরাম, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতি দশ অবতারকে গুরু অপেক্ষা অধিক মনে করি না গুরু অপেক্ষা অধিক মনে করি না। ৮। গঙ্গা, কাশী, কাঞ্চী, দ্বারকা, মায়া, অযোধ্যা, অবন্তী, মথুরা, যমুনা, রেবা প্রভৃতি কোন উত্তম তীর্থই গুরু অপেক্ষা অধিক নহে, গুরু অপেক্ষা অধিক নহে। ৯। হে মাতঃ সুন্দরি! গোকুলে গমন, গোপুরে বিহার, শ্রীবৃন্দাবন ও মধুপুরে যাত্রা,—এ সমস্তই গুরু অপেক্ষা অধিক নহে গুরু অপেক্ষা অধিক নহে। ১০। হে সুন্দরি! মাতঃ!

---

(১) পঙ্কপাদিদং পদ্যম্।

স্তোত্রং পঠতি চ নিত্যং মোক্ষজ্ঞানী সোঽপ্যতিধন্যঃ। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যদ্ যদ্ জ্ঞেয়ং তত্তৎ সর্ব্বং ন গুরোরধিকম্॥ ১২॥ ইতি বৃহৎপারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীশিবপার্ব্বতী-সংবাদে শ্রীগুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্॥ ০॥

অথ শ্রীহনূমৎস্তোত্রম্। ঈশ্বর উবাচ। অত্যুৎকটপ্রকটিতাতুলধৈর্য্যবর্য্যঃ শ্রীরাম-কার্য্যকরণে প্রথিতৈকবীরঃ। গত্বা বিলঙ্ঘ্য গতবারিধিবারিতীরঃ শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনূমান্॥ ১॥ যো জাতমাত্রসময়ে বলবান্ গভস্তের্ব্বিম্বং নিরীক্ষ্য ফলমিত্য-বিচার্য্য সম্যক্। জগ্রাহ পাণিযুগলে সহসা মুমোচ শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনূমান্॥ ২॥ বিভ্রৎ সদা বপুষি বজ্রচয়ে বলীয়ান্ তেজঃ সহায়সময়ঃ প্রকটীচকার। লঙ্কাং দদাহ দশবক্ত্রসভাসমক্ষং শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনূমান্॥ ৩॥ রামানুজে মহতি যো জগতীতলেঽস্মিন্ শক্ত্যা হতে রণমুখে দশকন্ধরেণ। আনীয় ভেষজমজীবয়দেবমাশু শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনূমান্॥ ৮॥ মুদ্রাং সমর্প্য রঘুনন্দনামচিহ্নাং চূড়ামণিং জনকরাজসুতাগতং তম্। আনীয় রামমভিবেদয়তি স্ম বীরঃ শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনূমান্॥ ৫॥ নিঘ্নন্নশোকবনভূরুহরক্ষপালান্ ভঞ্জন্ মহাবহুপশূংশ্চ শতং সহস্রান্।

তুলসীসেবা, হরিহরে ভক্তি, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে মুক্তি, অধিক কি কৃষ্ণভক্তি এ সকল গুরু অপেক্ষা অধিক নহে, গুরু অপেক্ষা অধিক নহে। ১১। মোক্ষজ্ঞানীও নিত্য এই স্তব পাঠ করিবেন, তাহা হইলে তিনি আরও ধন্য হইবেন। ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যত কিছু বস্তু আছে সমস্তই গুরু অপেক্ষা অধিক জানিবে। ১২। বৃহৎ পারমহংসী সংহিতায় শিবপার্ব্বতী-সংবাদে এই গুরুস্তব কথিত।

অতঃপর হনুমৎস্তব,—ঈশ্বর বলিলেন—শ্রীরামের কার্য্যসাধনে যিনি অতুলনীয় ধৈর্য্য অত্যুৎকটভাবে প্রকটিত করিয়াছেন, অদ্বিতীয় বীর বলিয়া যিনি বিখ্যাত, গতি-শক্তি দ্বারা যিনি অসীম সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক বারিরাশি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই বায়ুপুত্র শ্রীমান্ হনুমানের জয়। ১। যিনি জন্মিবামাত্র এত বলবান্ হইয়াছিলেন যে, আকাশে সূর্য্যমণ্ডল দেখিয়া ফল মনে করিয়া ভালরূপ বিচার না করিয়াই হাতে ধরিয়া উৎকট তাপে হঠাৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই বায়ুপুত্র শ্রীমান্ হনুমানের জয়। ২২। অতি বলশালী যে হনুমান্ বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় শরীরে সর্ব্বদা সাতিশয় তেজঃ প্রকাশ করিতেন, রাবণের সভার সমক্ষে লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বায়ুপুত্র শ্রীমান্ হনুমানের জয়।৩। রামানুজ লক্ষ্মণ সম্মুখ সংগ্রামে রাবণের শক্তিশেলে হত হইলে যিনি ঔষধ আনয়ন করিয়া তাঁহাকে জীবিত করিয়াছিলেন সেই বায়ুপুত্র শ্রীমান্ হনুমানের জয়। ৪। যিনি জনকনন্দিনীকে রাম-নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া জনকনন্দিনীর নিকট হইতে চূড়ামণি আনয়ন করিয়া রামকে দিয়াছিলেন, সেই বায়ুপুত্র শ্রীমান্ হনুমানের জয়। ৫। যিনি অশোককাননে সীতাকে দর্শন করিয়া অশোক বনরক্ষীদিগকে নিপাত এবং

ভুঞ্জন্ ফলানি বিবিধানি হি বীক্ষ্য সীতাং, শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনূমান্ ॥ ৬ ॥ কারাগৃহে মনসি চিন্তিত এব যস্মিন্ বদ্ধো জনো হি লভতে তত আশু মোক্ষম্ । ক্রব্যাদযক্ষপবনাদিভয়াপহারী শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনূমান্ ॥ ৭ ॥ তুভ্যং নমঃ সকলমঙ্গলদায়কায় তুভ্যং নমোহস্তু পবনানলসম্ভবায় । তুভ্যং নমোহস্তু জগতাং পরমোপকর্ত্রে সর্ব্বার্ত্তদুঃখহরণায় নমো নমস্তে ॥ ৮ ॥ ইদং হনূমতঃ স্তোত্রং মহাপাতকনাশনম্ । সংগ্রামজয়দং পুণ্যং দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৯ ॥ যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স্নানে বা শয়নেহথবা । বিষং ন বাধতে তস্য ন তং হিংসন্তি হিংসকাঃ ॥ ১০ ॥ বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম্ । পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নোতি নারী পত্যুঃ প্রিয়া ভবেৎ ॥ ১১ ॥ রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ । দুর্ব্বলো বলমাপ্নোতি ভবেৎ বায়ুসুতোপমঃ ॥ ১২ ॥ বিঘ্নাঃ সর্ব্বে পলায়ন্তে তং দৃষ্ট্বা নাত্র সংশয়ঃ । সংগ্রামে ব্যবহারে চ বিজয়স্তস্য জায়তে । বন্ধনান্মুক্তিমাপ্নোতি যাত্রায়াং সিদ্ধিরেব চ ॥ ১৩ ॥ ইতি শ্রীগরুড়তন্ত্রে হনূমৎকল্পে হনূমৎস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ মাতঙ্গীস্তবঃ । ঈশ্বর উবাচ । ওঁ আরাধ্য মাতশ্চরণাম্বুজে তে ব্রহ্মাদয়ো বিশ্রুতকীর্ত্তিমাপুঃ । অন্যে পরং বা বিভবং মুনীন্দ্রাঃ পরাং শ্রিয়ং ভক্তিভরেণ চান্যে ॥

বিশালকায় শতসহস্র পশুহত্যা এবং বিবিধ ফলভোজন করিয়াছিলেন,—সেই বায়ুনন্দন শ্রীমান্ হনুমানের জয় । ৬ । কারাগারে আবদ্ধ ব্যক্তি যে হনুমানকে মনে মনে চিন্তা করিলে সত্বর মোক্ষলাভ করে, সেই রাক্ষস যক্ষ প্রভৃতির ভয়হর্ত্তা পবননন্দন শ্রীমান্ হনুমানের জয় । ৭ । তুমি সকল মঙ্গলদাতা তোমাকে প্রণাম, তুমি পবনবীর্য্যসম্ভূত, তোমাকে প্রণাম, তুমি জগতের পরমোপকর্ত্তা, তুমি নিখিল আর্ত্তের দুঃখহর্ত্তা, তোমাকে বারবার প্রণাম করি । ৮ । হনুমানের এই স্তব মহাপাতক নাশ করে, সংগ্রামে জয়প্রদান করে, ইহা পুণ্যপ্রদ ও দেবগণেরও দুর্লভ । ৯ । যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নানকালে অথবা শয়নকালে এই স্তব পাঠ করে, তাহার বিষজনিত পীড়া হয় না, হিংস্র জন্তুরা তাহাকে হিংসা করে না । ১০ । বিদ্যার্থী বিদ্যা, ধনার্থী ধন এবং পুত্রার্থী পুত্রলাভ করে; নারী পতির প্রিয়া হয় । ১১ । রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, বন্ধ ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হয়, দুর্ব্বল ব্যক্তি হনুমানের ন্যায় বলবান্ হয় । ১২ । বিঘ্নসকল তাহাকে দেখিয়া পলায়ন করে সন্দেহ নাই । সংগ্রামে বা ব্যবহারে তাহার জয়লাভ হয় । সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি ও যাত্রায় সিদ্ধিলাভ হয় । ১৩ । গরুড়তন্ত্রে হনুমৎকল্পে এই হনুমৎস্তোত্র উল্লিখিত হইয়াছে ।

অনন্তর মাতঙ্গী-স্তব । ঈশ্বর বলিলেন,—মাতঃ ! ব্রহ্মাদিদেবগণ তোমার চরণকমল আরাধনা করিয়া বিখ্যাত কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন, অন্য মুনীন্দ্রগণ পরমা মন্ত্রশক্তি

১ ॥ নমামি দেবীং নবচন্দ্রমৌলের্মাতঙ্গিনীং চন্দ্রকলাবতংসাম্। আম্নায়বাগ্ভিঃ প্রতিপাদিতার্থং প্রবোধয়ন্তীং শুশু (?) মাদরেণ (১) ॥ ২ ॥ বিনম্রদেবাসুরমৌলিরত্নৈর্ব্বিরাজিতং তে চরণারবিন্দম্। ভজন্তি যে দেবি মহীপতীনাং ব্রজন্তি তে সম্পদমাদরেণ ॥ ৩ ॥ মাতঙ্গিনীনাং (২) গমনে ভবত্যাঃ শিঞ্জানমঞ্জীরমিদং ভজে তে। মাতস্তদীয়ং চরণারবিন্দমকৃত্রিমাণাং বচনং বিশুদ্ধম্ ॥ ৪ ॥ পদাৎ পদং শিঞ্জিতনূপুরাভ্যাং কৃতার্থয়ন্তীং পদবীং পদাভ্যাম্। আস্ফালয়ন্তীং কলবল্লকীং তাম্ মাতঙ্গিনীং সদ্ধৃদয়াং ধিনোমি ॥ ৫ ॥ লীলাংশুকাবদ্ধনিতম্ববিম্বাং তালীদলেনার্পিতকর্ণভূষাম্। মাধ্বীমদাঘূর্ণিতনেত্রপদ্মাং ঘনস্তনীং শম্ভুবধূং নমামি ॥ ৬ ॥ তড়িল্লতাকান্তমলক্ষ্যভূষং চিরেণ লক্ষ্যং নবলোমরাজ্যা। স্মরামি ভক্ত্যা জগতামধীশে বলিত্রয়াঙ্কং তব মধ্যমম্ব ॥ ৭ ॥ নীলোৎপলানাং শ্রিয়মাবহন্তীং কান্ত্যা কটাক্ষৈঃ কমলাকরাণাম্। কদম্বমালাঞ্চিতকেশপাশাং মতঙ্গকন্যাং হৃদি ভাবয়ামি ॥ ৮ ॥ ধ্যায়েয়মারক্তকপোলবিম্বং বিম্বাধরন্যস্তললামরম্যম্।

এবং অপরে ভক্তিবলে পরম ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছেন। ১। যিনি বেদবাক্য প্রতিপাদিত অর্থ পরমাদরে ভক্তগণকে বুঝাইয়া থাকেন। যাঁহার শিরোদেশে চন্দ্রকলা বিশোভিত, সেই চন্দ্রচূড়-কামিনী মাতঙ্গিনী দেবীকে প্রণাম করি। ২। হে দেবি! তোমার পাদপদ্ম প্রণতদেবগণের মৌলিরত্নে সদা বিশোভিত থাকে; তোমার এই পাদপদ্ম যাহারা ভক্তিভাবে ভজনা করে, তাহারা রাজসম্পদ প্রাপ্ত হয়। ৩। মাতঙ্গীর ন্যায় (হস্তিনীবৎ) মন্দ গমনকালে আপনার চরণে নূপুর বাজিতে থাকে, সেই চরণপাতে পন্থা কৃতার্থ হয়। মাতঃ! আপনার এই পাদপদ্ম মুখের ভাষায় বর্ণনীয় নহে। ৪। পদন্যাসকালে নূপুরধ্বনি করিতে করিতে আপনি যখন পথকে কৃতার্থ করেন এবং প্রসন্ন মনে মধুরনাদিনী বীণাবাদন করিতে থাকেন তখন মনে হয় আপনাকে পূজা করিয়া পরিতৃপ্ত করি। ৫। যাঁহার নিতম্বে বিলাসবস্ত্র, কর্ণে তালীপত্রের ভূষণ, মাধ্বীমদে নেত্রপদ্ম বিঘূর্ণিত, সেই ঘনস্তনী শম্ভুবধূকে প্রণাম করি। ৬। হে জগদীশ্বরি! তোমার মধ্যভাগ বিদ্যুতের ন্যায় কমনীয় এত সূক্ষ্ম যে ভূষণ পর্য্যন্ত লক্ষ্য হয় না, কৃষ্ণবর্ণ লোমরাজি থাকায় অনেক কষ্টে লক্ষ্য হয়। হে মাতঃ! ত্রিবলিচিহ্নিত তোমার ঐ মধ্যভাগ ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করি। ৭। কমলাকরের কান্তিতুল্য কটাক্ষপাতে যিনি নীলোৎপলের সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহার কেশপাশে কদম্বপুষ্পমালা শোভিত, সেই মতঙ্গ-কন্যাকে হৃদয়ে ভাবনা করি। ৮। হে মহেশ্বরি! আরক্ত গণ্ডস্থল, বিম্বাধরে রম্য রত্ন বিন্যস্ত, সুন্দর অলকরাজি ইতস্ততঃ চঞ্চল হইতেছে

---

(১) শুকুমাদরেণ ইতি (ক) পুস্তক পাঠান্তরম্। দুর্ব্বোধা এষা পাঠত্রয়ী। হৃদি সাদরেণ ইতি মুদ্রিত-পুস্তকান্তরপাঠঃ ন সঙ্গচ্ছতে কোহপ্যেষ পাঠঃ, বিশুদ্ধাদর্শাভাবাদশক্যশোধনঃ। সুনমাদরেণ ইতি পাঠকল্পনে তু অর্থসঙ্গতিঃ স্যাৎ। (২) মাতঙ্গিনীবদিতি পাঠকল্পনেঽর্থসঙ্গতিঃ স্যাৎ।

আলোলনীলালকমায়তাক্ষং মন্দস্মিতং তে বদনং মহেশি ॥ ৯ ॥ স্তুত্যানয়া শঙ্করধর্ম্ম-পত্নীং মাতঙ্গিনীং বাগধিদেবতাং তাম্। স্তুবন্তি যে ভক্তিযুতা মনুষ্যাঃ পরাং শ্রিয়ং নিত্যমুপাশ্রয়ন্তি ॥ ১০ ॥ ওঁ ॥ ইতি রুদ্রযামলে শ্রীমাতঙ্গীস্তোত্রম্ ॥

অথ ধূমাবতীস্তোত্রম্। ঈশ্বর উবাচ। ওঁ প্রাতর্যা স্যাৎ কুমারী কুসুমকলিকয়া জাপমালাং জপন্তী, মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়রূপা বিকসিতবদনা চারুনেত্রা নিশায়াম্। সন্ধ্যায়াং বৃদ্ধরূপা গলিতকুচযুগা মুণ্ডমালাং বহন্তী সা দেবী দেবদেবী ত্রিভুবনজননী চণ্ডিকা পাতু যুষ্মান্ ॥ ১ ॥ বদ্ধা খট্বাঙ্গকোটৌ কপিলবরজটামণ্ডলং পদ্মযোনেঃ কৃত্বা দৈত্যোত্তমাঙ্গৈঃ স্রজমুরসি শিরঃশেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ। পূর্ণং রক্তৈঃ সুরাণাং যমমহিষমহাশৃঙ্গমাদায় পাণৌ পায়াদ্বো বন্দ্যমানঃ প্রলয়মুদিতয়া ভৈরবঃ কালরাত্র্যা ॥ ২ ॥ চর্ব্বন্তী গ্রন্থিখণ্ডং প্রকটকটকটাশব্দসংঘাতমুগ্রং কুর্ব্বাণা প্রেতমধ্যে ককহ-কহ-কহা-হাস্যমুগ্রং কৃশাঙ্গী। নিত্যং নৃত্যপ্রমত্তা ডমরুডিমডিমান্ স্ফারয়ন্তী মুখাব্জং পায়ান্নশ্চণ্ডিকেয়ং ঝঝম-ঝম-ঝমা জল্পমানা ভ্রমন্তী ॥ ৩ ॥ টণ্টট্ট-টণ্টট্ট-টটণ্টা প্রকট-মটমানাদঘণ্টাং বহন্তী স্ফেং স্ফেং স্ফেং-কারকারা টকটকিতহসা দন্তসংঘট্টভীমা। লোলং মুণ্ডাগ্রমালা ললহলহলহা-লোল-লোলোগ্ররাবং, চর্ব্বন্তী চণ্ডমুণ্ডং মটমটমটিতং চর্ব্বয়ন্তী পুনাতু ॥ ৪ ॥ বামে কর্ণে

সুদীর্ঘ নেত্র, মুখে সর্ব্বদা মন্দহাস্য তোমার এরূপ মুখমণ্ডল সর্ব্বদা ধ্যান করি। ৯। যে মানবগণ, বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শিবধর্ম্মপত্নী মাতঙ্গিনী দেবীকে এই স্তব দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করে, তাহারা নিত্য পরমা শ্রী প্রাপ্ত হয়। ১০। রুদ্রযামলে এই মাতঙ্গীস্তব উল্লিখিত।

অনন্তর ধূমাবতী-স্তব,—ঈশ্বর বলিলেন,—যিনি প্রাতঃকালে কুমারীমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক পুষ্পকলিকারচিত জপমালা জপ করেন, মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়মূর্ত্তিতে প্রফুল্লবদনে বিরাজ করেন, নিশাকালে সুনেত্রা হইয়া থাকেন, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধারূপিণী, কুচযুগল লম্বিত, গলে মুণ্ডমালা, সেই ত্রিভুবনজননী দেবদেবী চণ্ডিকা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ১। যিনি প্রলয়কালে খট্বাঙ্গের অগ্রভাগে পিঙ্গলবর্ণ পদ্মযোনির জটামণ্ডল বন্ধনপূর্ব্বক মস্তকে দৈত্যগণের মুণ্ডাবলী দ্বারা মালা রচনা করিয়া গরুড়পক্ষ দ্বারা শিরঃশেখর করিয়া থাকেন এবং যমের মহিষের শৃঙ্গে দেবগণের রক্তে পূর্ণ করিয়া সেই শৃঙ্গ হস্তে ধারণ করেন কালরাত্রি ঐ প্রলয়কালে আহ্লাদিতা হইয়া যাঁহাকে বন্দনা করেন, সেই ভৈরব তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ২। তীব্র কটকট শব্দে নরাস্থি চর্ব্বণ করত প্রেতগণ মধ্যে যিনি উগ্র শব্দ করেন, কহ কহ কহ শব্দে উগ্রহাস্য করেন, ডমরুর ডিম ডিম নিনাদ করত সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকেন, ইতস্ততঃ ধাবমানা ঝঝম ঝম ঝম শব্দে জল্পমনা সেই কৃশাঙ্গ চণ্ডিকা আমাদের মুখাব্জ রক্ষা করুন। ৩। যিনি টণ্টট্ট টণ্টট্ট টটণ্টা এইরূপ উগ্রঘণ্টানাদ করত স্ফেং স্ফেং স্ফেং রব করিতে থাকেন, দন্তে দন্ত ঘর্ষণপূর্ব্বক

মৃগাঙ্কং প্রলয়পরিগতং দক্ষিণে সূর্য্যবিম্বং, কণ্ঠে নক্ষত্রহারং বরবিকটজটাজূটকে মুণ্ডমালম্। স্কন্ধে কৃষ্ণোরগেন্দ্রধ্বজনিকরযুতং ব্রহ্মকঙ্কালভারং, সংহারে ধারয়ন্তী মম হরতু ভয়ং ভদ্রদা ভদ্রকালী ॥ ৫ ॥ তৈলাভ্যক্তৈকবেণী ত্রপুময়বিলসৎ (১) কর্ণিকাক্রান্তকর্ণা, লোহেনৈকেন কৃত্বা চরণনলিনকামাত্মনঃ পাদশোভাম্। দিগ্বাসা রাসভেন গ্রসতি জগদিদং যা জবাকর্ণপূরাবর্ষিণ্যূর্দ্ধপ্রবৃদ্ধা ধ্বজবিততভুজা সাসি দেবী ত্বমেব ॥ ৬ ॥ সংগ্রামে হেতিকৃত্তৈঃ সরুধিরদশনৈর্যদ্ভটানাং শিরোভির্মালামাবধ্য মূর্দ্ধ্নি ধ্বজবিততভুজা ত্বং শ্মশানে প্রবিষ্টা। দৃষ্টা ভূতৈঃ প্রভূতৈঃ পৃথুজঘনঘনা বদ্ধনাগেন্দ্রকাঞ্চীশূলাগ্রব্যগ্রহস্তা মধুরুধিরমদা তাম্রনেত্রা নিশায়াম্ ॥ ৭ ॥ দংষ্ট্রা-রৌদ্রে মুখেঽস্মিংস্তব বিশতি জগদ্দেবি সর্ব্বং ক্ষণার্দ্ধাৎ সংসারস্যান্তকালে নররুধিরবসাসংপ্লবে ধূমধূম্রে। কালী কাপালিকী ত্বং শবশয়নরতা যোগিনী যোগমুদ্রা রক্তা ঋদ্ধী কুমারী মরণভয়হরা ত্বং শিবা চণ্ডঘণ্টা ॥ ৮ ॥ ওঁ ॥ ধূমাবত্যষ্টকং পুণ্যং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্। যঃ পঠেৎ সাধকো ভক্ত্যা সিদ্ধিং বিন্দতি বাঞ্ছিতাম্ ॥ ৯ ॥ মহাপদি মহাঘোরে মহারোগে মহারণে। শত্রুচ্চাটে মারণাদৌ

ভীমমূর্ত্তিতে টটটক শব্দে হাস্য করেন,—ললহলহলহ শব্দে উগ্ররব করত সতৃষ্ণভাবে মুণ্ডমালা চর্ব্বণ করেন, এবং মটমটশব্দে প্রচণ্ড-মুণ্ড চর্ব্বণ করেন, সেই দেবী আমাদিগকে পবিত্র করুন। ৪। যিনি প্রলয়কালে বামকর্ণে চন্দ্র, দক্ষিণ কর্ণে সূর্য্যমণ্ডল, কণ্ঠে নক্ষত্র হার, প্রকাণ্ড বিকট জটাজূটে মুণ্ডমালা এবং স্কন্ধে সর্পরাজধ্বজসমূহ ও ব্রহ্মকঙ্কালভার ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ভদ্রদাত্রী ভদ্রকালী আমার ভয় হরণ করুন। ৫। যাঁহার মস্তকে একবেণী সর্ব্বদা তৈলাক্ত, কর্ণে সীসক নির্ম্মিত কর্ণিকা, একগাছি লৌহ দ্বারা পদবেষ্টনপূর্ব্বক নিজপদের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন, নগ্নমূর্ত্তি হইয়া রাসভারোহণপূর্ব্বক এই জগৎকে গ্রাস করিতেছেন, যিনি জবাপুষ্পের কর্ণপূর ইতস্ততঃ বর্ষণ করিতেছেন, যিনি দীর্ঘাঙ্গী, ধ্বজের ন্যায় যাঁহার বিস্তৃত বাহু, তুমিই সেই দেবী। ৬। সংগ্রামে তোমার সহিত যাহারা যুদ্ধ করিতে আগমন করে, তুমি হেতিচ্ছিন্ন রুধিরাক্তদন্ত তদীয় মস্তক সমূহদ্বারা মস্তকে মাল্য রচনা করিয়া ধ্বজের ন্যায় বাহু বিস্তার করিয়া শ্মশানে প্রবেশ কর, তোমার স্থূলজঘন, কটিতটে সর্পকাঞ্চী, হস্তশূলধারণে ব্যগ্র মধুরুধিরপানে মত্তা আরক্তনেত্রা হইয়া নিশাকালে প্রভূতভূতগণের সহিত বিচরণ করিয়া থাক। ৭। হে দেবি! প্রলয়কালে দংষ্ট্রাভীষণ ত্বদীয় এই মুখমণ্ডলে অর্দ্ধক্ষণ মধ্যে এই সমগ্র জগৎ প্রবেশ করিয়া থাকে, তোমার ঐ বদনমণ্ডল নররক্ত-বসা-পরিব্যাপ্ত ও ধূমধূম্র, তুমি শবশয্যায় শয়ানা কাপালিকী কালী, তুমি যোগমুদ্রা যোগিনী, তুমি রক্তা ঋদ্ধি, তুমি কুমারী, তুমি মরণভয়হারিণী, তুমি শিবা চণ্ডঘণ্টা। ৮। এই ধূমাবতীর অষ্টক নিখিলবিপদবারণ, ও পবিত্র। সাধক ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করিলে বাঞ্ছিত

---

(১) কনকময়লসৎ ইতি পাঠান্তরম্।

জন্তূনাং মোহনে তথা ॥ ১০ ॥ পঠেৎ স্তোত্রমিদং দেবি সর্ব্বত্র সিদ্ধিভাগ্‌ভবেৎ। দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ॥ ১১ ॥ সিংহব্যাঘ্রাদিকাঃ সর্ব্বে স্তোত্রস্মরণমাত্রতঃ। দূরাদ্দূরতরং যান্তি কিং পুনর্ম্মানুষাদয়ঃ ॥ ১২ ॥ স্তোত্রেণানেন দেবেশি কিং ন সিধ্যন্তি ভূতলে। সর্ব্বশান্তির্ভবেদ্দেবি প্রান্তে নির্ব্বাণতাং ব্রজেৎ ॥ ১৩ ॥ ইত্যূর্দ্ধাম্নায়ে ধূমাবতীকল্পে ধূমাবত্যষ্টকং স্তোত্রসারং সমাপ্তম্ ॥

ঘটস্থাপনম্।—আগমতত্ত্ববিলাসে যথা,—রাজরাজেশ্বরীতন্ত্রে শাক্তাভিষেকপ্রকরণে ঘটমিত্যনুবৃত্তৌ—"নাতিহ্রস্বং নাতিদীর্ঘং মৃত্তাম্রস্বর্ণনির্ম্মিতম্। কামবীজেন সম্প্রোক্ষ্য বাগ্‌ভবেনৈব তাড়য়েৎ। শক্ত্যা কলসমারোপ্য মায়য়া পূরয়েজ্জলৈঃ। মন্ত্রেণানেন তীর্থানি দেশিকস্তত্র বিন্যসেৎ। "গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ। হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গপাতালভূগতাঃ (১)॥ সর্ব্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিম্।" রমাবীজেন জপ্তেন পল্লবং প্রতিপাদয়েৎ। কূর্চ্চেন ফলদানং স্যাৎ স্ত্রীবীজেন স্থিরীকৃতিঃ। সিন্দূরং বহ্নিবীজেন পুষ্পং দদ্যা-

সিদ্ধিলাভ করে। ৯। হে দেবি! মহাবিপদে অতিভীষণ মহারণে, মহারোগে, শত্রুবর্গের উচ্চাটন ও মরণাদিব্যাপারে এবং জন্তুবর্গের মোহনকার্য্যে এই স্তব পাঠ করিলে সর্ব্বত্র সিদ্ধিভাজন হইবে। এই স্তবের স্মরণমাত্রেই দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি সকলেই অতিদূরে পলায়ন করে, মনুষ্যদিগের ত কথাই নাই। ১০—১২। হে দেবেশি! এই স্তবে কিনা সিদ্ধ হয়, হে দেবি! ইহাতে সর্ব্বশান্তি হইবে অন্তে নির্ব্বাণ পদলাভ হইবে। ১৩। উর্দ্ধাম্নায়ে ধূমাবতীকল্পে এই ধূমাবতীর অষ্টক নামক স্তোত্রসার উল্লিখিত।

তান্ত্রিক ঘটস্থাপন। আগমতত্ত্ববিলাস হইতে উদ্ধৃত,—রাজরাজেশ্বরীতন্ত্রে শাক্তাভিষেক-প্রকরণে ঘটের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—অতিক্ষুদ্র নহে এবং অতিবৃহৎ নহে এরূপ মৃত্তিকা, তাম্র অথবা স্বর্ণনির্ম্মিত ঘট লইয়া 'ক্লীং' এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে, 'ঐং' মন্ত্রে তাড়ন করিবে, 'সৌঃ' মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিবে, 'হ্রীং' মন্ত্রে জলদ্বারা পূর্ণ করিবে। ঘটের উপরে "ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ' ইত্যাদি উপরিলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। 'শ্রীং' মন্ত্রে ঘটে পল্লব দিবে। 'হূং' মন্ত্রে ফলদান করিবে। 'স্ত্রীং' মন্ত্রে স্থিরীকরণ করিবে। 'রং' মন্ত্রে সিন্দূর

---

(১) স্বঃ-পাতাল-মহীগতাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

-চ্ছবানুনা (১)। মূলেন দূর্ব্বাং প্রণবৈঃ কুর্য্যাদভ্যুক্ষণং ততঃ। হুং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ কুর্য্যাদ্দর্ভেণ তাড়নম্। বিচিন্ত্য দেবীপীঠন্তু তত্রাবাহ্য প্রপূজয়েৎ। শক্ত্যা সৌরিতি বীজেন। শবানুনা ইত্যত্র শরানুনা ইতি আগমতত্ত্বধৃতঃ পাঠঃ। শরানুনা অস্ত্রমন্ত্রেণ ইতি তদর্থঃ।

কবচসংস্কারঃ।—দীপিকাধৃততন্ত্রান্তরে। বিলিখ্য কবচং দেবি রক্তসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। বেষ্টয়িত্বা ততো দেবি স্বর্ণাদৌ স্থাপয়েত্ততঃ। পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়িত্বা শুভেঽহনি। সম্পূজ্য দেবতারূপাং গুলিকাং সর্ব্বকামদাম্। প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণাংস্তত্র নিযোজয়েৎ। অন্তর্যোনিং ততো ধ্যাত্বা তত্র সংস্থাপয়েদ্বুধঃ। এষা তু গুলিকা দেবি কণ্ঠলগ্না সুখপ্রদা।

দিবে। 'হসৌঃ' মন্ত্রে ঘটে পুষ্প দিবে। ("পুষ্পং দদ্যাচ্চ বায়ু·।" এইরূপ পাঠ স্থলে 'যং' মন্ত্রে পুষ্প দিবে, 'পুষ্পং দদ্যাচ্ছরানুনা' এইরূপ পাঠস্থলে 'ফট্' মন্ত্রে পুষ্প দিবে) পূজ্যমান দেবতার মূলমন্ত্রে দূর্ব্বা দিবে। 'ওঁ' এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে। "হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে দর্ভদ্বারা তাড়ন করিবে। ঘটকে দেবীপীঠ মনে করিয়া তথায় দেবতার আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে।

কবচসংস্কার। দীপিকাধৃত তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন, কবচ লিখিয়া বেশ করিয়া মুড়িয়া উহা রক্তসূত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। হে দেবি! তাহার পরে স্বর্ণাদি যে ধাতুর মাদুলিতে ইহা ধারণ করিতে হইবে, সেই ধাতুর মাদুলিতে পূরিয়া পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে। (তান্ত্রিক কবচস্থলে তান্ত্রিক মূলমন্ত্রে স্নান, পৌরাণিক কবচস্থলে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা তত্তদ্ দ্রব্যশোধক বৈদিকমন্ত্রে স্নান করাইবে) তাহার পরে "ওঁ দেবতারূপায়ৈ কবচগুলিকায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রে কবচের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। তাহার পরে তন্ত্রোক্ত মানসিক "যোনিমুদ্রা" ক্রমে মাতৃকাবর্ণের আদিস্বরূপ কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান করিয়া কবচে উহাকে স্থাপনপূর্ব্বক কবচে দেবতার পূজা করিবে। এইরূপে শোধিত কবচ কণ্ঠে ধারণ করিলে সুখদায়ক হয়।

---

(১) পুষ্পং দদ্যাচ্চ বায়ুনা ইত্যপি পাঠঃ বহুলপ্রচারঃ। পরন্তু প্রাণতোষিণীধৃতাভিষেকপ্রকরণোক্ত-নিরুত্তরতন্ত্রাষ্টমপটলোক্তবচনে "সিন্দূরং বহ্নিবীজেন পুষ্পং প্রেতেন বিন্যসেৎ, ইতি 'হসৌঃ' ইতি স্পষ্টপ্রেতবীজোল্লেখদর্শনাৎ ভট্টপল্ল্যাদিষু প্রসিদ্ধস্থানেষু তথা ব্যবহারাচ্চ "পুষ্পং দদ্যাচ্ছবানুনা" ইতি পাঠো মূলে সন্নিবেশিতঃ। স্বসম্প্রদায়মনুসরন্তু শিষ্টাঃ।

অথ মন্ত্রাণাং শ্রোত্রাদিনিরূপণম্। যথা যক্ষডামরে,—মর্ত্ত্যানামুপকারায় ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্। ভগবান্ পুনরাচক্ষে শ্রোত্রাদীনাং নিরূপণম্॥ ১॥ হৃদয়ং মূর্ত্তিমাস্থায় দৃঢ়চিত্তঃ সমাহিতঃ। সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্। মনো হৃদ্বেন্দ্রিয়াদ্যৈশ্চ সর্ব্বভাবেন সাধকঃ। পশ্যতীতি লগ্নং শ্রোত্রং নান্যথা শৃণুয়াদ্বচঃ। সৌরে তথা গাণপত্যে দৌর্গে শৈবে তথৈব চ। ভৌতিকে চ মনাবাস্যে হৃন্নেত্রং দ্যোততে যথা। মূলাক্ষরে বিচারোঽয়ং মূলানাং বীজমুচ্যতে। মনোর্বিচারঃ কর্ত্তব্যো বীজে সতি বিষান্বিতে। বীজত্বেন গতা রুদ্রহংসী ডিণ্ডিমবিক্রমা। পুরী সেন্দুক্রমাদত্র কুর্য্যাদাস্যাদিচিন্তনম্। যমস্ত্যাগী শুকো দণ্ডী মণিভদ্রো ঘটৎকচঃ। ভৃঙ্গিপ্রভৃতিবীজানাং প্রাগ্বৎ কুর্য্যাদ্বিচারণম্। যত্র যক্ষেশ্বরো মন্ত্রে তত্রৈবাস্যং প্রধানতঃ। চণ্ডিকায়া অভাবেঽত্র বিদ্যান্নেত্রহৃদাসবঃ। জ্যোতিঃকপর্দ্দী খদ্যোতো গ্রাসিনী চ স্মরান্তকঃ। বৈবস্বতঃ কেতুনাম শিখী প্রাণপ্রহারিণী। কশ্মিন্নুল্কামুখী জালন্ধরী চণ্ডযুগান্তকৌ। কিঙ্করী পিশিতাক্ষী সুকিন্নরশ্চ মনোহরী। ধ্বাঙ্ক্ষ্যং বৈতানিকং ফেৎকারিণী শূলপয়োধরৌ। চতুর্ব্বিংশতিবীজানি মন্ত্রে স্যুর্যক্ষডামরে। এভিরশেষমন্ত্রাণাং হৃন্নেত্রবদনানি চ। অনবোঽস্য পরিজ্ঞেয়াঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতাঃ॥

তথা মূলার্ণং মুখমাদিষ্টং হৃদয়ং স্বরসংজ্ঞকম্। মূলার্ণং প্রণবং মন্ত্রস্য মুখমিত্যর্থঃ। হৃদয়ং স্বরশক্তয়ঃ ইতি ষোড়শাক্ষরাত্মিকাঃ শক্তয়ো মন্ত্রস্য হৃদয়মিত্যর্থঃ। তথাচ মূলার্ণমাস্যমাখ্যাতং হৃদয়ং স্বরশক্তয়ঃ। স্বরশক্তয়ো বক্তব্যাঃ। অথ প্রণবাভাবে তৎস্বরূপবীজানাং বিশেষমাহ তত্রৈব ;—আদিমধ্যাবসানেষু পূর্ব্বাভাবে তথোত্তরম্। কীর্ত্ত্যাখ্যা কালবক্ত্রেণ মহাকালেন সাধিতম্। তদনাদি পঞ্চরশ্মি সৃষ্টিস্থিত্যব্যয়ং বিষম্। শূলিন্যা সহিতো গুহ্যশ্চণ্ডীশোঽগ্নীন্দুবিন্দুমান্। এতদ্বিষ্ণুপ্রিয়াবীজং জগন্মান্যং জগৎপ্রিয়ম্। আদিমধ্যাবসানেষু ইতি মন্ত্রস্যাদৌ মধ্যে চান্তে বা প্রণবস্থিতিশ্চেৎ তদা তদেব তন্মুখমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বাভাবে যথোত্তরমিতি প্রণবাভাবে তৎপরং বিধানং যথেতি কীর্ত্ত্যাখ্যা কালবক্ত্রেণেতি অকার-উকারেণ, মহাকালেনেতি মকারেণ সাধিতন্তদনাদিং পঞ্চরশ্মিমিতি তদেব প্রণবম্। এতদ্বিষ্ণুপ্রিয়াবীজং শ্রীবীজমিতি সার্দ্ধদ্বয়শ্লোকেনান্বয়ঃ। তথাচ যস্মিন্ মন্ত্রে শ্রীবীজাদিকমস্তি তত্র তদেব মুখমিতি প্রণবস্বরূপত্বাৎ, অতঃ ক্রমেণ মন্ত্রমুখাত্মকবীজান্যাহ তত্রৈব শ্রীবীজমুক্তম্। তৎপরং যথা,—ক্ষতজং ব্যোমবক্ত্রঞ্চ চণ্ডোগ্রেন্দ্বাদিভূষিতম্। আর্দ্রং রৌদ্রঞ্চ ভূতঞ্চ বীজং প্রাথমিকং স্মৃতম্। ক্ষতজং রেফঃ, ব্যোমবক্ত্রং হকারঃ, চণ্ডোগ্রা ঈকারঃ, ইন্দ্বাদিভূষিতমিতি ইন্দুনাদাভ্যাং ভূষিতং মায়াবীজম্। "ক্রোধীশং রক্তগং ধূম্র-ভৈরবোন্দ্বাদ্যলঙ্কৃতম্। পিতৃভূবাসিনীবীজং কালেয়ং পলভোজনম্।" ক্রোধীশং ককারং রক্তগং রেফগং ধূম্রভৈরবী ঈকারঃ, বিন্দুনাদযোগেন কালীবীজম্। "নাদবিন্দুসমাযুক্তাং সমাদায়োগ্রভৈরবীম্। ভৌতিকং বাগ্ভবং বীজম্ ঋদ্ধিবুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্।" উগ্রভৈরবী ঐকারঃ, তেন বাগ্ভববীজম্ ইত্যর্থঃ।

“ক্ষড়ন্ত্রঞ্চ প্রসিদ্ধং স্যাৎ কালাগ্নিব্যাপকাঙ্কুশঃ। শিরঃ স্বাহা দ্বিঠো বহ্নিজায়া জ্বলনবল্লভা।” ইন্দ্রাসনগতো ব্রহ্মা স ত্রিমূর্ত্তিস্তু মন্মথঃ। ব্যোমাস্যঃ কালবক্ত্র্যাঢ্যো বর্ম্মবিন্দ্বিন্দুসংযুতঃ। এতেন কামবীজং কূর্চ্চবীজঞ্চ। “শূন্যং ক্ষতজমারূঢ়ং চণ্ডভৈরব্যলঙ্কৃতম্। বিন্দ্বিন্দুভূষিতং মূর্দ্ধ্নি জ্যোতির্মন্ত্রমুদীরিতম্। শূন্যং হকারঃ ক্ষতজং রেফঃ চণ্ডভৈরবী ঐকারঃ। আদিদেবেন নির্দ্দিষ্টং মন্ত্রকোষমনুত্তমম্। যদাস্যেভ্যঃ পরং গোপ্যং তন্ময়াত্র প্রকীর্ত্তিতম্। যক্ষডামরমন্ত্রস্য মনুকোষবিবেচনম্। ক্রোধাধিপেন যৎ প্রোক্তং ভৈরবায় মহাত্মনে। ইতি। অতএব প্রণব-শ্রীবীজ-মায়াকালীবাগ্‌ভব-অস্ত্রবহ্নিজায়াকামকূর্চ্চজ্যোতির্মন্ত্রাণাং যত্র যত্র মন্ত্রে যস্য স্থিতিস্তত্র তস্য আস্যত্বমুক্তম্। এতেষাং দ্বয়ং বা ত্রয়ং বা বীজং যত্র তিষ্ঠতি তত্র তু উক্তক্রমেণ তৎপূর্ব্ববীজস্য গ্রহণম্॥

অথ নেত্রনির্ণয়ঃ। তদুক্তং তত্রৈব,—বীজে রক্তমুখাঃ সর্ব্বে মূলার্ণা হৃদয়ং স্বরাঃ। দক্ষবামদৃশৌ চণ্ডী বিকলে মধ্যমেন চেৎ। বীজাভাবে মনোর্ব্বিদ্যুন্নেত্রমাস্যং মনোহরী। মূলার্ণং হৃদয়ং দণ্ডী প্রাণোঽপি স্বরশক্তয়ঃ। বীজে রক্তমুখা ইতি সর্ব্বে মূলার্ণাঃ শ্রীবীজাদয়ঃ বীজে সতি ইতি স্বয়ং মন্ত্রে সতি রক্তমুখা ভবন্তীতি। চণ্ডী বিকলে বিসর্গবিন্দুমধ্যমে ন চেদিতি মন্ত্রস্য মধ্যস্থৌ ন চেত্তদা তস্য দক্ষবামদৃশাবিত্যর্থঃ। বীজাভাবে ইতি মুখনেত্রাত্মকবীজানামভাবে মনোর্ব্বিদ্যুন্নেত্রমিতি মন্ত্রস্য নেত্রম্। বিদ্যুদিতি অকারঃ। আস্যং মনোহরীতি বহ্নিজায়া মূলার্ণমিত্যুক্তেঃ, হৃদয়ং দণ্ডীতি অনুস্বারঃ প্রাণোঽপি স্বরশক্তয় ইতি দণ্ডিনঃ স্বরশক্তীনাঞ্চ হৃৎপ্রাণত্বমিতি রহস্যার্থঃ। অত্র চিন্তামণিনৃসিংহয়োর্ব্বিচারো নস্যাৎ। তথাচ চিন্তামণিনৃসিংহাখ্যৌ শ্রোত্রাস্যনেত্রহৃদৃতৌ। যত্র বীজাক্ষরং মন্ত্রং তত্র সর্ব্বশ এব হি। প্রধানপূর্ব্বাপরগা বিকলা যত্র দৃশ্যতে। তত্র নেত্রং বিজানীয়ান্মুখঞ্চ ক্ষতজোজ্ঝিতম্। যত্র বীজাক্ষরং মন্ত্রমিতি কেবলশ্রীবীজাদিকং মন্ত্রং যত্র ভবতি প্রধানপূর্ব্বাপরগেতি চণ্ডী পূর্ব্বা বিকলা স্বয়ং পরগা যত্র দৃশ্যতে চ তত্রৈব নেত্রং বিজানীয়াৎ ইতি মুখঞ্চ ক্ষতজোজ্ঝিতরেফ ইত্যর্থঃ। রেফহীনে মনৌ তু তন্মূলবর্ণং মুখমিত্যাহ তত্রৈব,—রক্তবর্জ্জমনৌ মূলবর্ণমাস্যং প্রকীর্ত্তিতম্। বিদ্যান্নেত্রং বিনির্দ্দিষ্টং চণ্ডী বিকলাবর্জ্জিতে। অন্যচ্চ। গর্জ্জিনীধূম্রভৈরব্যাবভাবে চ দৃশৌ স্মৃতৌ। গর্জ্জিনী তৃতীয়স্বরঃ ধূম্রভৈরবী চতুর্থস্বরঃ। এতাবপি বিন্দুবিসর্গয়োরভাবে দৃশাবিত্যর্থঃ। যত্র যক্ষেশ্বরো মন্ত্রে তত্রৈবাস্যং প্রধানতঃ। চণ্ডিকায়া অভাবেঽত্র বিদ্যুন্নেত্রং হৃদাসবঃ। তত্রৈবাহ,—সুগ্রীবঃ স্যাদ্ দ্বয়ং শ্রোত্রং হৃৎ শূন্যং বিকলা দৃশঃ। বিকলায়া অভাবে চ স্যাতাং গৌরী চ পার্ব্বতী। যক্ষেশ্বরো হকারঃ চণ্ডিকা বিসর্গঃ বিদ্যুৎ অকারঃ সুগ্রীবো রেফঃ শূন্যং হকারঃ বিকলা দ্বিবিন্দুঃ গৌরী তৃতীয়স্বরঃ পার্ব্বতী চতুর্থস্বরঃ। সর্ব্বাভাবে তু অকার এব তত্তদ্রূপত্বেন জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। তথাচ বিদ্যাদেবাহং হৃন্নেত্রং হৃদ্বক্ত্রপ্রাণবর্জ্জিতে। এতেন হৃন্নেত্রপ্রাণান্ বিদ্যাদেবেতি প্রাণোঽপি স্বরশক্তয় ইতি বচনাৎ। ইতি শ্রোত্রাদিজ্ঞানম্॥ • ॥

এতজ্‌জ্ঞানস্য নিত্যত্বমাহ,—তত্রৈব. যজ্‌জ্ঞানেন বিনা নালং জপহোমপ্রয়োগনিদানমিতি। তথা। শ্রবণাস্যহৃদয়নেত্রজ্ঞানান্মোক্ষো মনোঃ সদ্যঃ। সিদ্ধিঃ সর্ব্ববিধা স্যাৎ স শিব এব স সাধকঃ। শ্রোত্রাদীনাং জ্ঞানাভাবে মন্ত্রস্য গ্রহণমাত্রাৎ। দারিদ্র্যঞ্চ বিপত্তির্নরকপ্রাপ্তির্যশোভ্রংশঃ। দীনোঽতিদুঃখী পরাজিতঃ শত্রুপীড়িতঃ শোকা। কুর্য্যাদেব হি তচ্চিত্তো মন্ত্রী শ্রোত্রাদিবিজ্ঞানম্। ইত্যাদি জ্ঞেয়ম্ ॥ ০ ॥

অথ স্বরশক্তয়ঃ। তত্রৈব,—অকারে ভীষণা কীর্ত্তির্বিদ্যুজ্জিহ্বেতি কীর্ত্তিতা। অ। আকারে তামসী কালরাত্র্যুগ্রা কালভৈরবী। আ। ইকারে গর্জ্জিনী চণ্ডা জ্ঞেয়া রুদ্রভয়ঙ্করী। ই। ঈকারে শূলিনী খ্যাতা চণ্ডোগ্রা ধূম্রভৈরবী। ঈ। উকারে কালবক্ত্রাখ্যা প্রচণ্ডা চণ্ডবল্লভা। উ। বিদার্য্যূকারগা জ্ঞেয়া তালজঙ্ঘা কপালিনী। ঊ। ঋকারে স্যান্মহারৌদ্রী জ্বালিনী যোগিনীত্যপি। ঋ। ৠকারে কালিকাদেবী পিতৃকালী ভয়ঙ্করী। ৠ। সংহারিণী ঌকারে স্যান্মেঘনাদোগ্রহাসিনী। ঌ। রুদ্রচণ্ডা কালজিহ্বা ৡকারে চ করালিনী। ৡ। ঊর্দ্ধকেশী চ চামুণ্ডা নাদিন্যেকারগা স্মৃতা। এ। ঐকারে কোটরাক্ষী চ মানিন্যুন্মত্তভৈরবী। ঐ। জ্বালাস্যোকারগা জ্ঞেয়া ভীমাক্ষী মুণ্ডমালিনী। ও। ঔকারে ডাকিনী সিংহনাদিনী চণ্ডভৈরবী। ঔ। অক্রূরাখ্যা বিকারী চ অংকারে রুদ্রডাকিনী। অং। শেষে কপালিনী যাম্যাচ্চণ্ডিকা কুণ্ডলদ্বয়ম্। বিসর্গ আদরঃ সেনঃ কলাশ্চ স্বরশক্তয়ঃ। অঃ। ইত্যেতাসাং যা যা যস্মিন্মন্ত্রে যোজিতাস্তাস্তা এব তস্য হৃদয়স্থেন ভাব্যা ইতি রহস্যার্থঃ। এবং ক্রমেণ মন্ত্রস্য শ্রোত্রাদিকং বিজ্ঞায় পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ। তথাচ—মন্ত্রং নীত্বা গুরোঃ পার্শ্বে গুরুভক্তিপরায়ণঃ। মন্ত্রশ্রোত্রাস্যহৃন্নেত্রপ্রাণান্ বিজ্ঞায় যত্নতঃ। মন্ত্রঞ্চ কীলকং জ্ঞাত্বা কুর্য্যান্মন্ত্রপুরস্ক্রিয়াম্। পুরশ্চরণসম্পন্নো বীরসিদ্ধিং সমাচরেৎ। ইতি মন্ত্রস্য শ্রোত্রাদিপরিজ্ঞানম্ ॥ ০ ॥

অথ মন্ত্রাঙ্গসঙ্কেতঃ। জ্ঞানতন্ত্রে,—কৈলাসশিখরে রম্যে গন্ধর্ব্বগণসেবিতে। স্থানোপক্ষঃস্থিতা দেবং পৃচ্ছতি স্ম নগাত্মজা। পার্ব্বত্যুবাচ। গণেশনন্দিচন্দ্রেশ ভূতনাথ সদীশ্বর। অনেকতন্ত্রমন্ত্রাণাং প্রকাশোঽন্তরগাণি চ। ভেদশ্চ কীলকশ্চৈব শাপোদ্ধারণমেব চ। ত্বৎপ্রসাদান্ময়া নাথ জ্ঞাতং তত্ত্বং ন সংশয়ঃ। নানাতন্ত্রেষু দেবেশ বিদ্যা বর্ণময়ী স্মৃতা। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি মন্ত্রাঙ্গং নামনির্ণয়ম্। মন্ত্রসঙ্কেতকং নাম বহুধা ময়ি সূচিতম্। অস্মিংস্তু নির্জ্জনে দেশে যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি। তদ্বদস্ব মহাদেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা। নো চেৎ সত্যং বদাম্যদ্য পুরস্কৃত্য তবাগ্রতঃ। প্রাণত্যাগং করিষ্যামি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। ঈশ্বর উবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ভদ্রে যদ্‌যন্মে মনসি স্থিতম্। দেবি যোষিচ্চপলত্বাৎ পুরা নোক্তং ত্বয়ি প্রিয়ে। ইদানীং স্থিরতাং জ্ঞাত্বা কথয়ামি ভবানঘে। ন প্রকাশ্যং মহাদেবি কদাচিদপি পার্ব্বতি। প্রকাশিতে মহাতন্ত্রে নশ্যন্তি সিদ্ধয়স্তব। পুনরুক্তং মহাদেবি ন বক্তব্যং সুনিশ্চিতম্। বিনা জপেন হোমেন পূজয়া বা দয়ান্বিতে। যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।

মন্ত্রসঙ্কেতমজ্ঞাত্বা যো জপেন্মন্ত্ররাজকম্। শতলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ন জায়তে। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞাতব্যাঙ্গবিভাবনা। তবাতিগৌরবাৎ সাধ্বি জগতাং হিতকাম্যয়া। বক্ষ্যামি শৃণু দেবেশি সারাৎ সারতরং মহৎ। একাক্ষরে মহামন্ত্রে সম্পূর্ণং দেহরূপকম্। বিভাবয়েন্মহেশানি নান্যচ্চ পরিচিন্তয়েৎ। প্রথমং বাহুমূলান্তং কট্যন্তং দ্বিতীয়ং ভবেৎ। তৃতীয়ং পাদমূলান্তং ক্রমেণ পরিচিন্তয়েৎ। চতুর্বর্ণকমন্ত্রেষু গণান্তং প্রথমং ভবেৎ। বাহ্বন্তং দ্বিতীয়ঞ্চৈব নাভ্যন্তং তৃতীয়ং ভবেৎ। চতুর্থঞ্চ ততো দেবি পাদান্তং পরিচিন্তয়েৎ। পঞ্চাক্ষরে তু মন্ত্রে তু পঞ্চধা পরিকল্পয়েৎ। গ্রীবান্তং প্রথমং দেবি বাহ্বন্তং দ্বিতীয়ং ভবেৎ। তৃতীয়ং কুক্ষিপর্য্যন্তম্ ঊর্ব্বন্তং চতুর্থং ভবেৎ। পাদান্তং পঞ্চমং দেবি ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। ষড়ক্ষরে তু মন্ত্রে তু মুখান্তং প্রথমং ভবেৎ। দ্বিতীয়ং গলপর্য্যন্তং বাহ্বন্তং তৃতীয়ং ভবেৎ। চতুর্থং হৃদয়ান্তঞ্চ ঊর্ব্বন্তং পঞ্চমং ভবেৎ। পদঞ্চ ষষ্ঠবর্ণঞ্চ ক্রমেণ পরিচিন্তয়েৎ। সপ্তাক্ষরে তু মন্ত্রে তু মুখান্তং প্রথমং ভবেৎ। দ্বিতীয়ং গলপর্য্যন্তং বাহ্বন্তঞ্চ তৃতীয়কম্। চতুর্থং পৃষ্ঠপর্য্যন্তং কুক্ষ্যন্তং পঞ্চমং ভবেৎ। ষড়্বর্ণমূরুপর্য্যন্তং পাদান্তং সপ্তমং ভবেৎ। অষ্টাক্ষরে মহামন্ত্রে মুখান্তং প্রথমং ভবেৎ। চিবুকান্তং দ্বিতীয়ঞ্চ গলান্তং তৃতীয়ং ভবেৎ। চতুর্থং বাহুপর্য্যন্তং পৃষ্ঠান্তং পঞ্চমং ভবেৎ। ষড়্বর্ণমুদরান্তঞ্চ জান্বন্তং সপ্তমং ভবেৎ। পাদান্তমষ্টমঞ্চৈব ভাবাঙ্গেঽপি ন সংশয়ঃ। নবাক্ষরে তু মন্ত্রে তু নাসান্তং প্রথমং ভবেৎ। মুখান্তঞ্চ দ্বিতীয়ং স্যাদ্ গ্রীবান্তং তৃতীয়ং ভবেৎ। চতুর্থং বাহুপর্য্যন্তং কুক্ষ্যন্তং পঞ্চমং ভবেৎ। ষষ্ঠঞ্চ মস্তকং জ্ঞেয়ং স্তনান্তং সপ্তমং ভবেৎ। ঊর্ব্বন্তমষ্টমঞ্চৈব পাদান্তং নবমং ভবেৎ। দশাক্ষরে তু মন্ত্রে তু শিরোঽন্তং প্রথমং ভবেৎ। চিবুকান্তং দ্বিতীয়ং স্যাৎ তৃতীয়ং কর্ণযুগ্মকম্। চতুর্থঞ্চ ভবেদ্ গ্রীবা পঞ্চমং বাহুযুগ্মকম্। ষষ্ঠং পৃষ্ঠঞ্চ জানীয়াৎ সপ্তমং স্তনমণ্ডলম্। উদরান্তমষ্টমঞ্চ ঊর্ব্বন্তং নবমং ভবেৎ। পাদান্তং দশমং জ্ঞেয়মিতি মন্ত্রাঙ্গভাবনা। এবং ক্রমেণ একাদশাক্ষরাদীনাং মন্ত্রাণাং বাহ্যাঙ্গবিভাবনাং কৃত্বা মন্ত্রজপাদিকং কুর্য্যাৎ গ্রন্থগৌরবভয়াদন্যন্নোক্তম্ ইতি দেবতায়া বাহ্যাঙ্গসঙ্কেতঃ।

পরিশিষ্টং সম্পূর্ণম্।

বায়ু	অগ্নি	ভূ	জল	আকাশ
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ
এ	ঐ	ও	ঔ	অং
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	ক্ষ	ল	স	হ

তন্ত্রসার ২৫ পৃষ্ঠা।

রাশিচক্রং।

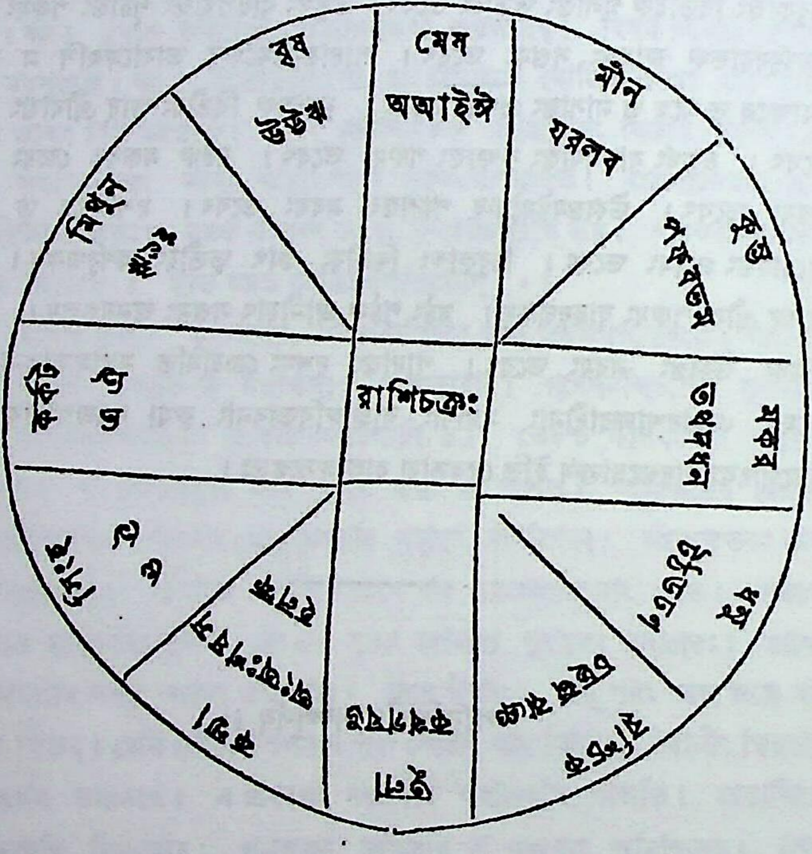
মেষ
অআইঈ
বৃষ
উঊঋ
মিথুন
ৠঌৡ
কর্কট
এঐ
রাশিচক্রং
সিংহ
ওঔ
কন্যা
তুলা
বৃশ্চিক
ধনু
মকর
তথদধন
কুম্ভ
পফবভম
মীন
যরলব

তন্ত্রসার ২৭ পৃষ্ঠা।

নক্ষত্রচক্রং।

অশ্বিনী অ আ দেবঃ	ভরণী ই মানুষঃ	কৃত্তিকা ঈ উ ঊ রাক্ষসঃ	রোহিণী ঋ ৠ ঌ ৡ মানুষঃ	মৃগশিরা এ দেবঃ	আর্দ্রা ঐ মানুষঃ	পুনর্ব্বসু ও ঔ দেবঃ	পুষ্যা ক দেবঃ	অশ্লেষা খ গ রাক্ষসঃ
মঘা ঘ ঙ রাক্ষসঃ	পূর্ব্বফল্গুনী চ মানুষঃ	উত্তরফল্গুনী ছ জ মানুষঃ	হস্তা ঝ ঞ দেবঃ	চিত্রা ট ঠ রাক্ষসঃ	স্বাতী ড দেবঃ	বিশাখা ঢ ণ রাক্ষসঃ	অনুরাধা ত থ দ দেবঃ	জ্যেষ্ঠা ধ রাক্ষসঃ
মূলা ন প ফ রাক্ষসঃ	পূর্ব্বাষাঢ়া ব মানুষঃ	উত্তরাষাঢ়া ভ মানুষঃ	শ্রবণা ম দেবঃ	ধনিষ্ঠা য র রাক্ষসঃ	শতভিষা ল রাক্ষসঃ	পূর্ব্বভাদ্র ব শ মানুষঃ	উত্তরভাদ্র ষ স হ মানুষঃ	রেবতী লক্ষঅংঅঃ দেবঃ

তন্ত্রসার ৩১ পৃষ্ঠা।

অকথহচক্রং।

অকথহ	উঙপ	আখঝ	ঊচফ
ওডব	ঌবম	ঔটশ	ৡঞয
ঈঘন	ৠজভ	ইগধ	ঋছব
অঃতস	ঐঠল	অংণষ	এটর

তন্ত্রসার ৩৪ পৃষ্ঠা।

অকডমচক্রং। তন্ত্রসার ৩৭ পৃষ্ঠা।

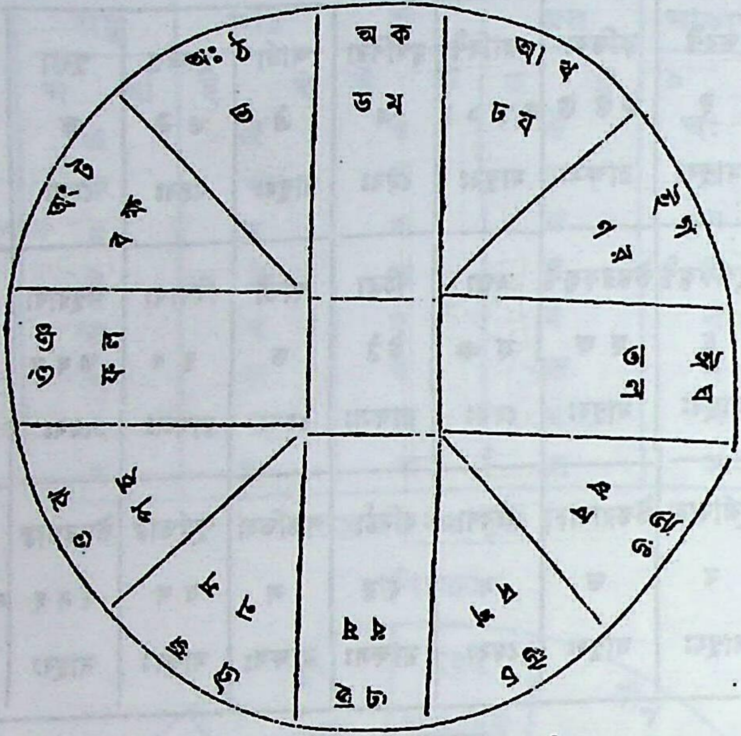

ঋণীধনীচক্রং। তন্ত্রসার ৩৯ পৃষ্ঠা।

৬	৬	৬	০	৩	৪	৪	০	০	০	৩
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ
ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ
২	২	৫	০	০	২	১	০	৪	৪	১

মাতৃকাযন্ত্রং ।

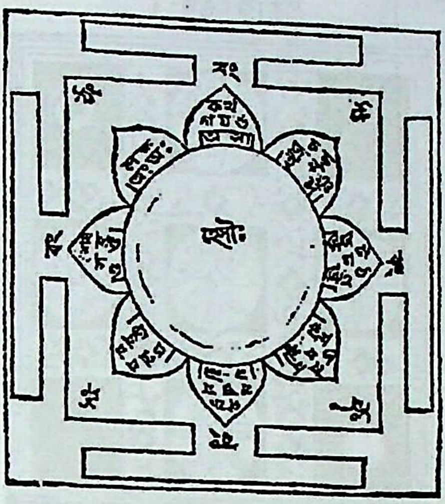

তন্ত্রসার ৯০ পৃষ্ঠা ।

স্বল্পসর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলং ।

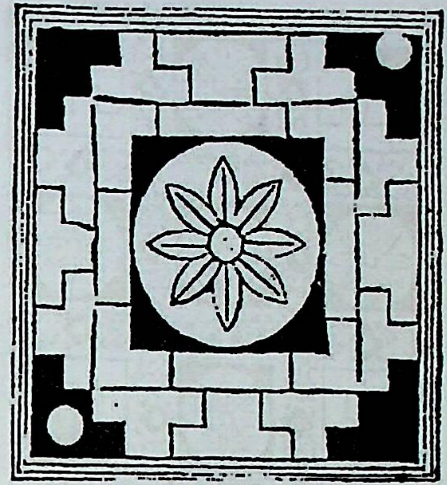

তন্ত্রসার ১২৭ পৃষ্ঠা ।

কূর্ম্মচক্রং ।

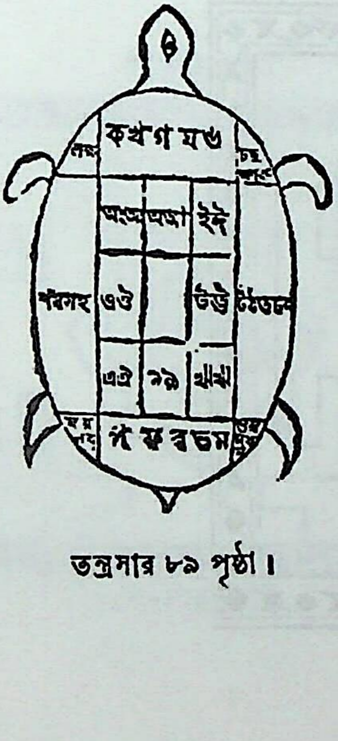
কখগ ঘঙ
ইঈ
ওঔ
উঊ
এঐ

তন্ত্রসার ৮৯ পৃষ্ঠা ।

সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলং ।

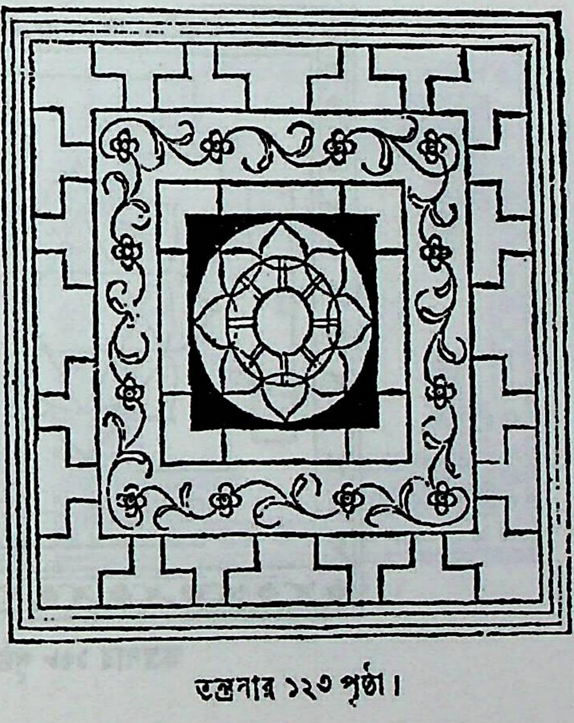

তন্ত্রসার ১২৩ পৃষ্ঠা ।

নবনাভমণ্ডলং ।

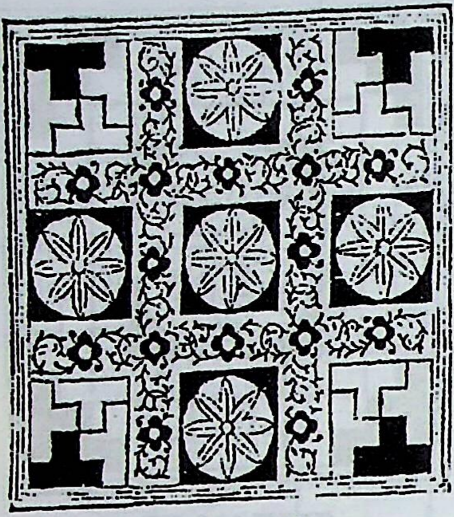

তন্ত্রসার ১২৮ পৃষ্ঠা ।

পঞ্চাব্জমণ্ডলং ।

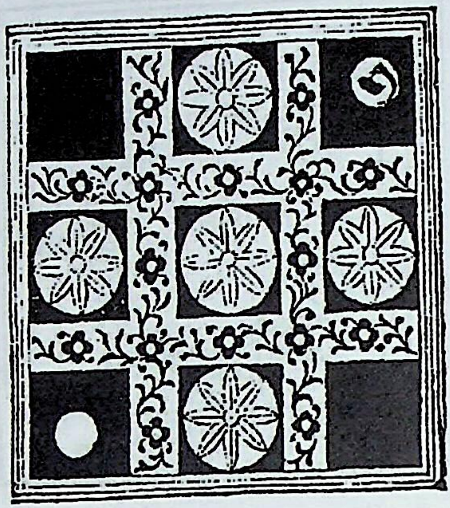

তন্ত্রসার ১২৯ পৃষ্ঠা ।

সামান্যপূজাযন্ত্রং

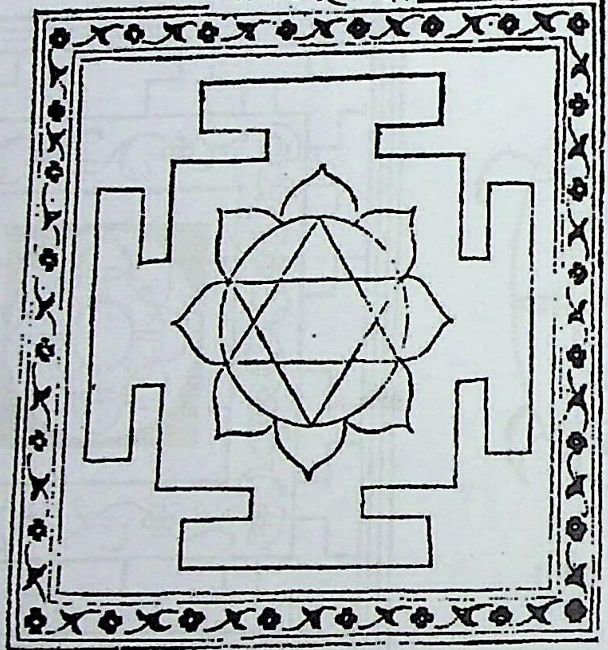

তন্ত্রসার ১৬৮ পৃষ্ঠা ।

ভুবনেশ্বরীযন্ত্রং

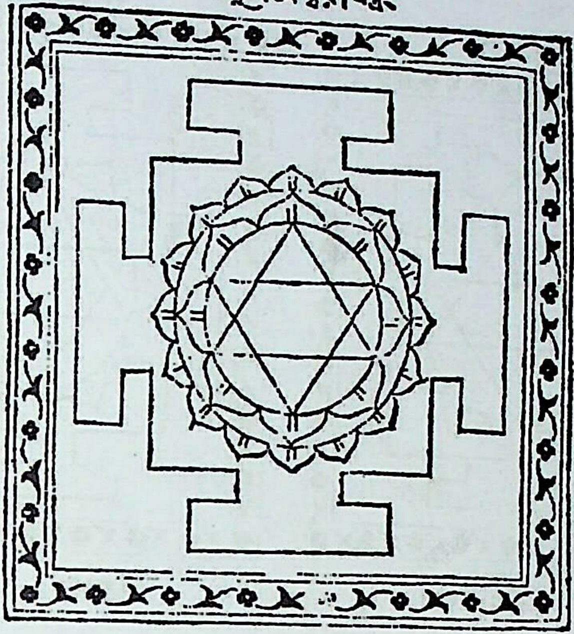

তন্ত্রসার ১৭৩ পৃষ্ঠা।

ত্রিপুটা যন্ত্রং।

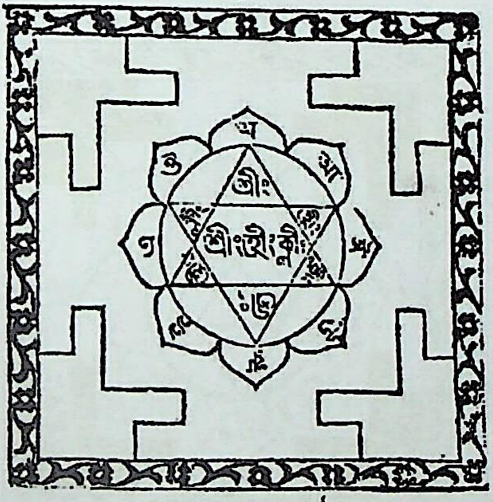
শ্রীং
শ্রীংহ্রীংক্লীং
অ
আ

তন্ত্রসার ১৮০ পৃষ্ঠা।

ত্বরিতা যন্ত্রং

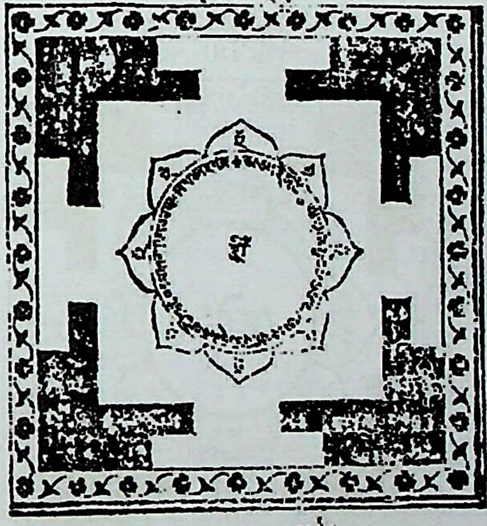

তন্ত্রসার ১৮২ পৃষ্ঠা।

নিত্যাযন্ত্রং

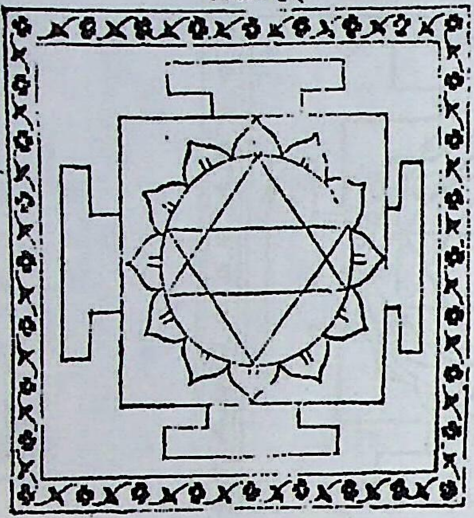

তন্ত্রসার ১৮৫ পৃষ্ঠা।

বজ্রপ্রস্তারিণী যন্ত্রং

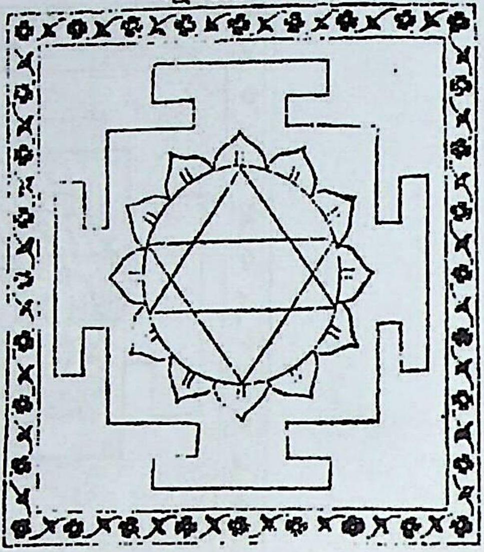

তন্ত্রসার ১৮৬ পৃষ্ঠা।

বাগীশ্বরী যন্ত্রং

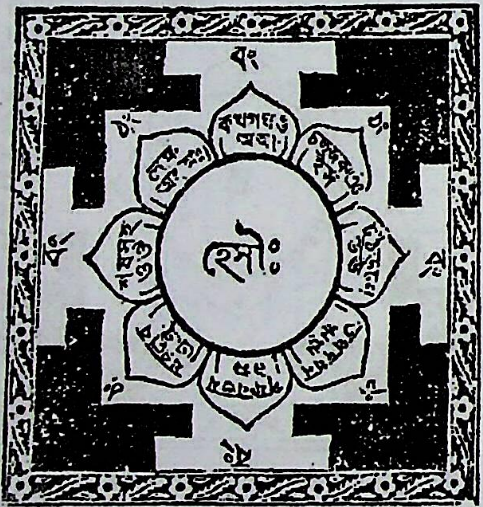

তন্ত্রসার ১৯৭ পৃষ্ঠা।

গণেশ যন্ত্রং।

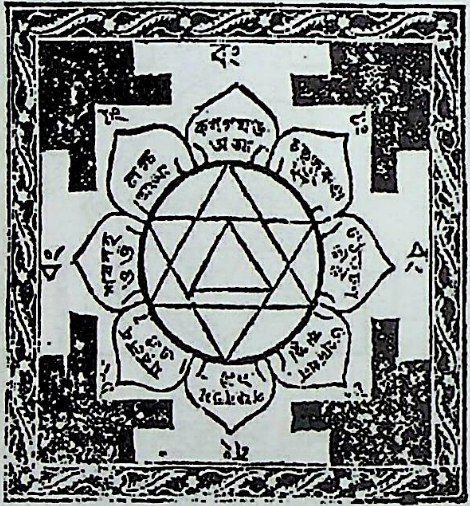

তন্ত্রসার ২০৩ পৃষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণস্য যন্ত্রং।

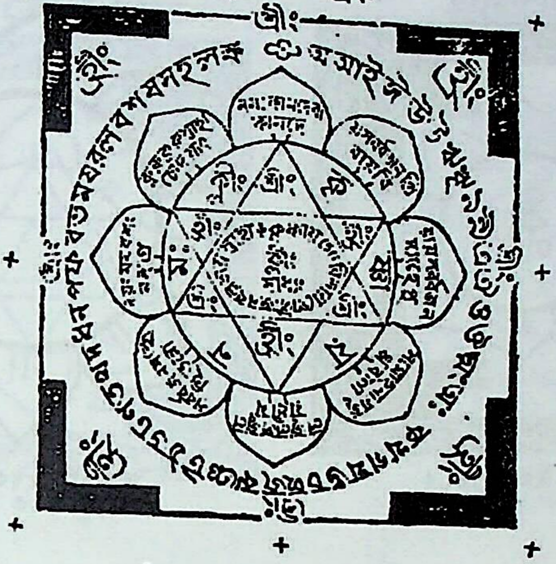

তন্ত্রসার ২৩৭ পৃষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণস্য।

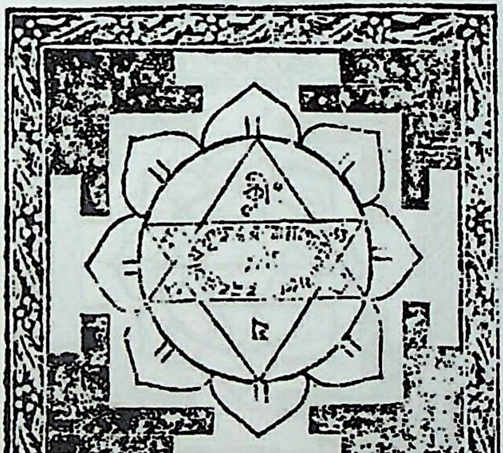

তন্ত্রসার ২৫১ পৃষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণস্য।

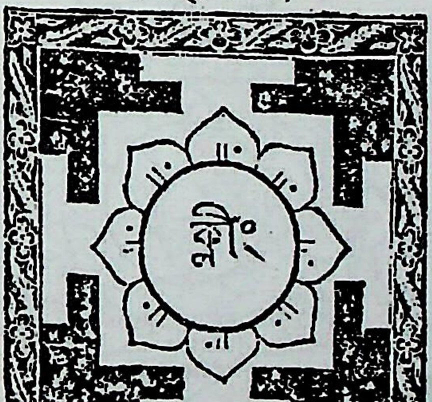

তন্ত্রসার ২৫২ পৃষ্ঠা।

গোপালস্য

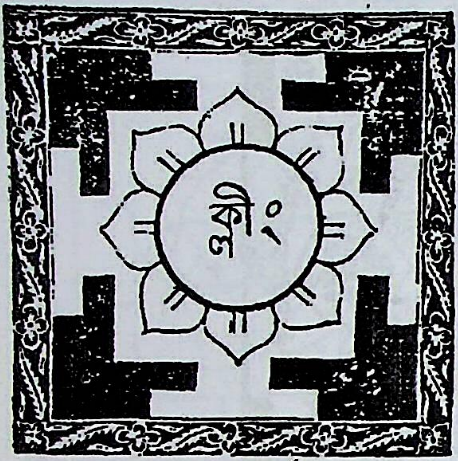

তন্ত্রসার ২৫৯ পৃষ্ঠা।

বরাহ যন্ত্রং।

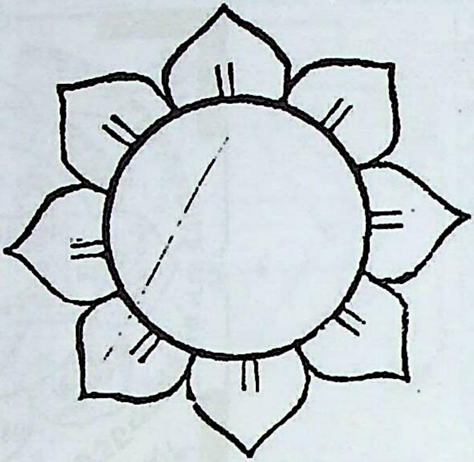

তন্ত্রসার ২৭৩ পৃষ্ঠা।

বটুক যন্ত্রং।

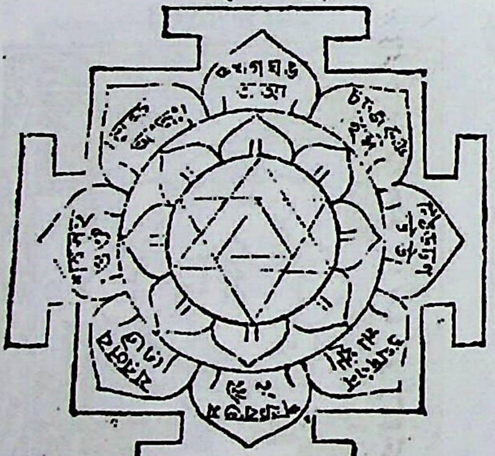

তন্ত্রসার ২৯১ পৃষ্ঠা।

ত্রিপুরা ভৈরবী।

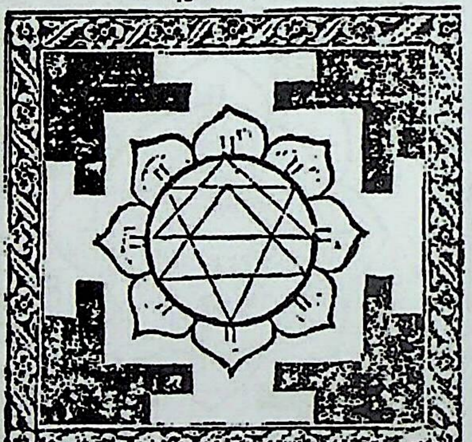

তন্ত্রসার ২৯৫ পৃষ্ঠা।

চৈতন্য ভৈরবী যন্ত্রং।

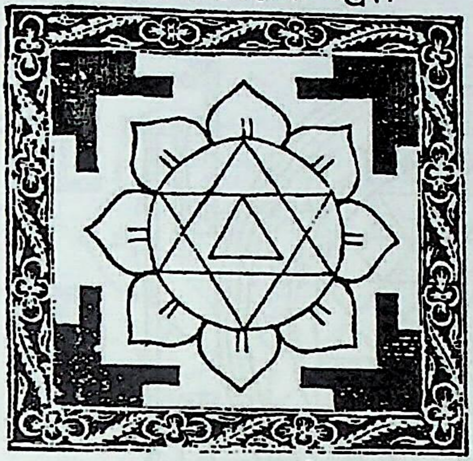

তন্ত্রসার ৩০৪ পৃষ্ঠা।

ষটকূটাভৈরবীযন্ত্রং।

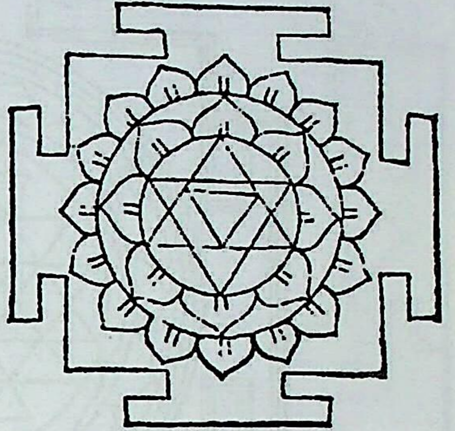

তন্ত্রসার ৩০৬ পৃষ্ঠা।

রুদ্রভৈরবী যন্ত্রং।

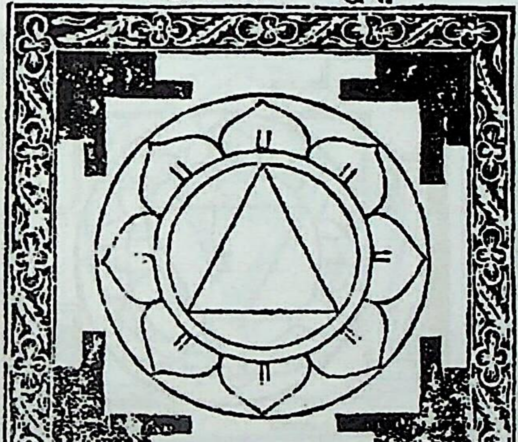

তন্ত্রসার ৩০৭ পৃষ্ঠা।

অন্নপূর্ণাভৈরবী যন্ত্রং।

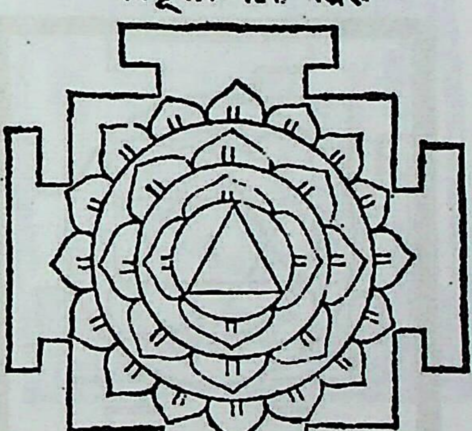

তন্ত্রসার ৩১৩ পৃষ্ঠা।

শ্রীবিদ্যা যন্ত্রং।

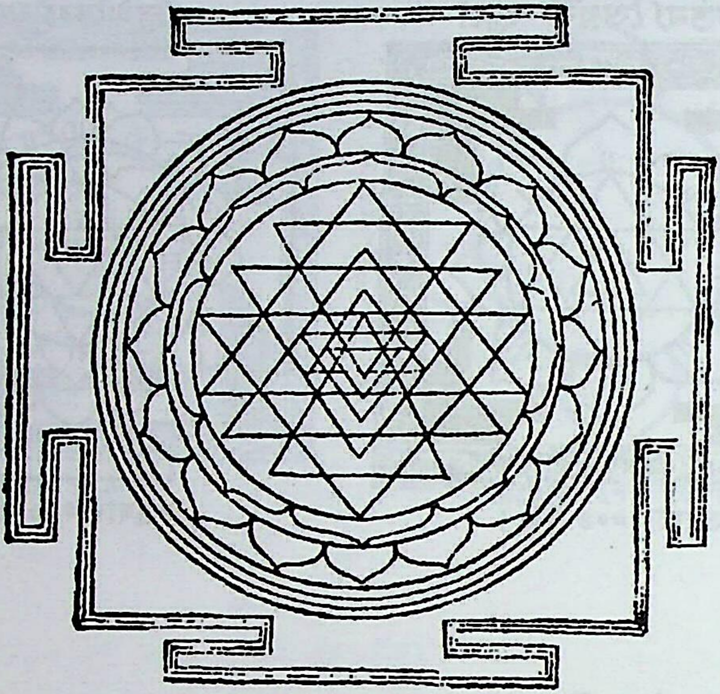

তন্ত্রসার ৫৩১ পৃষ্ঠা।

তারাযন্ত্রং।

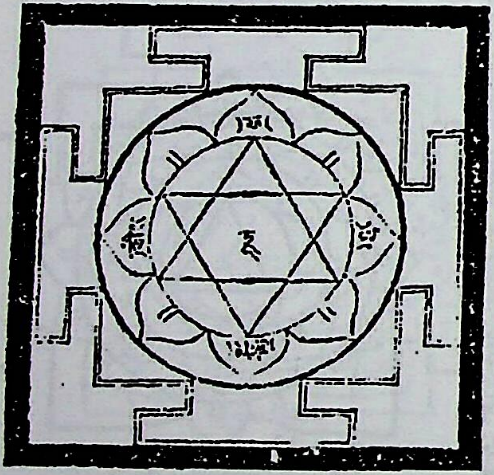

তন্ত্রসার ৪১৩ পৃষ্ঠা।

তারাযন্ত্রং।

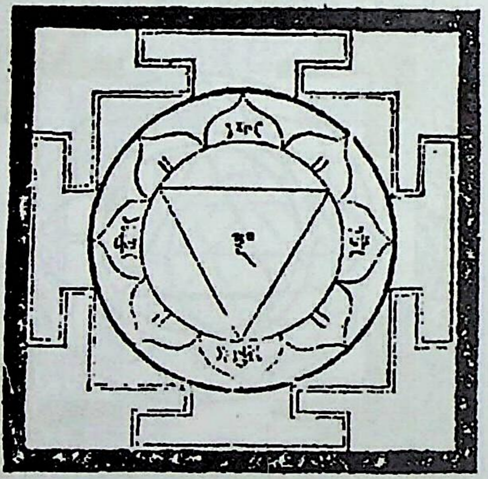

তন্ত্রসার ৪১৩ পৃষ্ঠা।

প্রচণ্ডচণ্ডিকা যন্ত্রং।

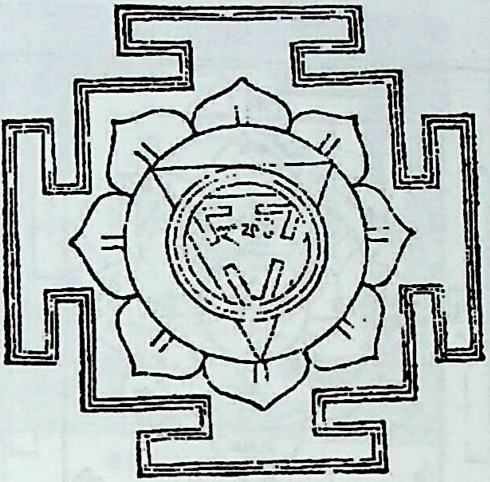

তন্ত্রসার ৩৭৬ পৃষ্ঠা।

শ্যামা যন্ত্রং।

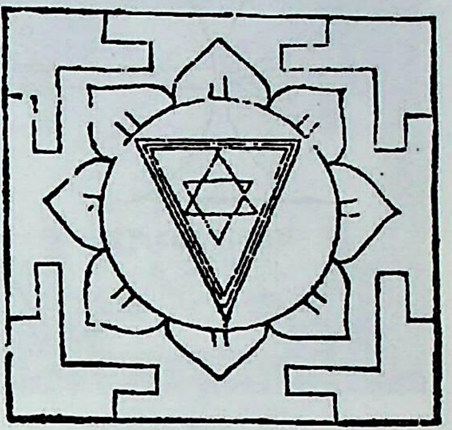

তন্ত্রসার ৩৯০ পৃষ্ঠা।

শ্যামা যন্ত্রং।

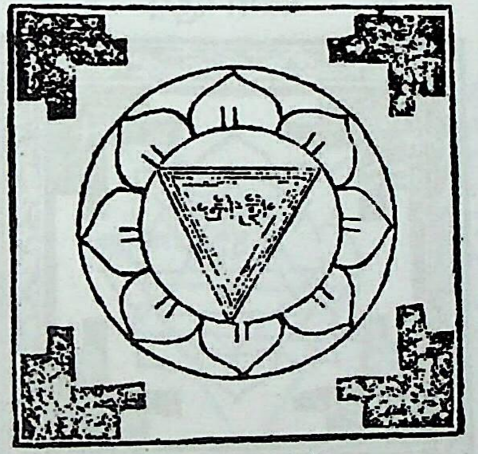

তন্ত্রসার ৩৯০ পৃষ্ঠা।

গুহ্যকালী শ্মশানকালী ভদ্রকালী মহাকালীনাং যন্ত্রমিদং

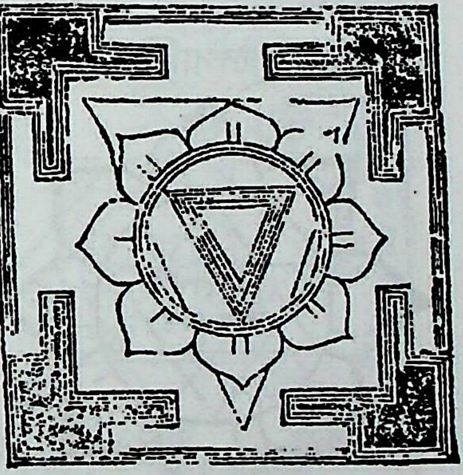

তন্ত্রসার ৪০৬ পৃষ্ঠা।

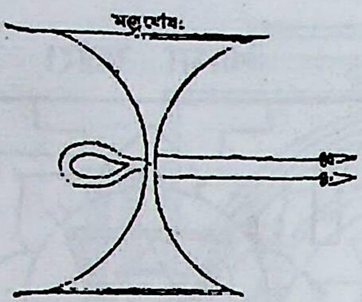

তন্ত্রসার ৪৬৯ পৃষ্ঠা।

নীলসরস্বতী যন্ত্রং।

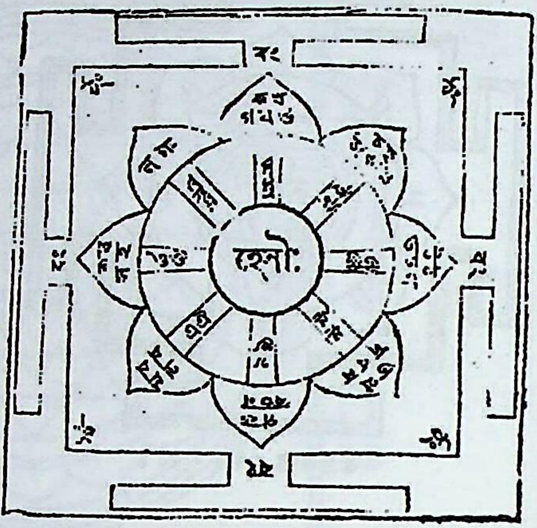

তন্ত্রসার ৪১৩ পৃষ্ঠা।

চণ্ডোগ্রশূলপাণি যন্ত্রং।

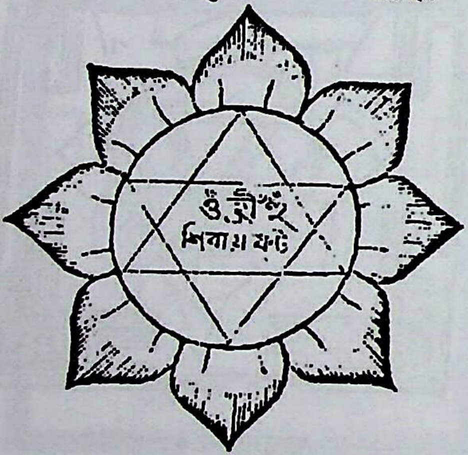

তন্ত্রসার ৪৪৬ পৃষ্ঠা।

ধনদা যন্ত্রং।

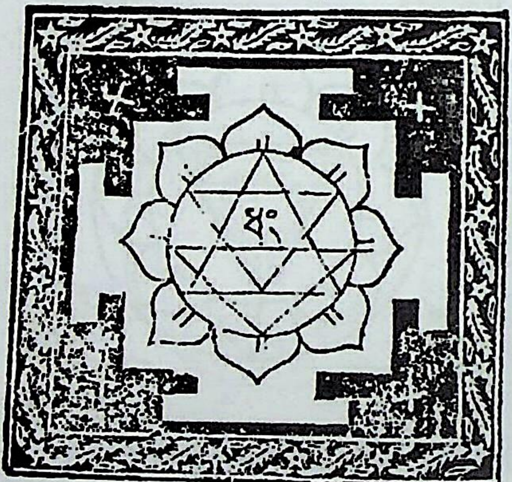

তন্ত্রসার ৪৫৮ পৃষ্ঠা।

শ্মশানকালী যন্ত্রং।

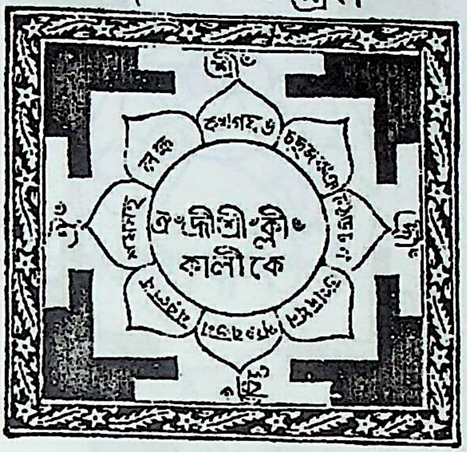

তন্ত্রসার ৪৬০ পৃষ্ঠা।

বগলামুখী যন্ত্রং।

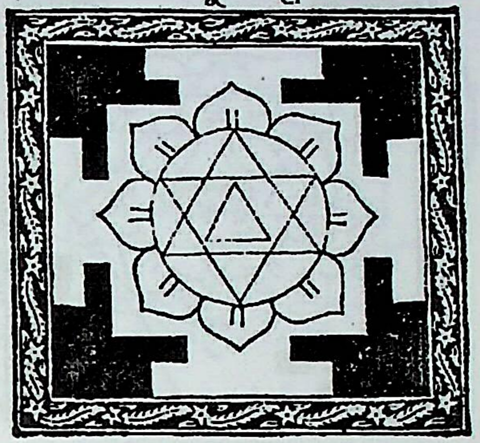

তন্ত্রসার ৪৬৪ পৃষ্ঠা।

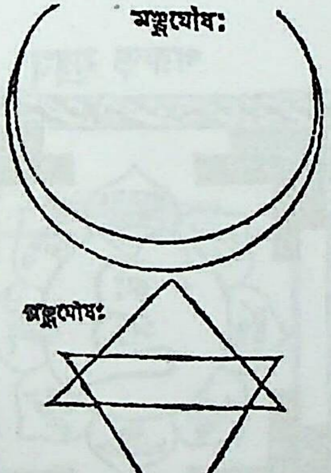
মঞ্জুঘোষঃ
মঞ্জুঘোষঃ

তন্ত্রসার ৪৭৩ পৃষ্ঠা।

বগলামুখীধারণ-যন্ত্রম্।

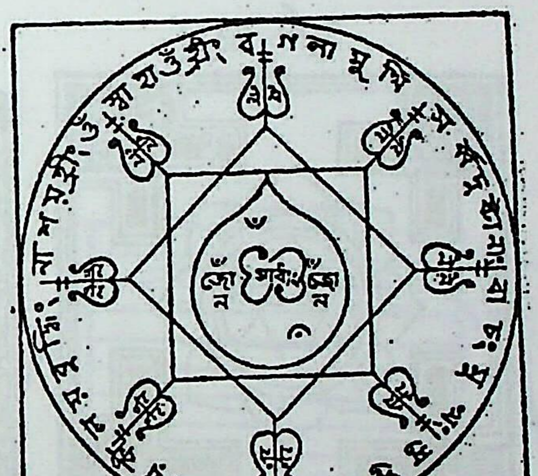

তন্ত্রসার ৪৬৬ পৃষ্ঠা।

তারিণী যন্ত্রং।

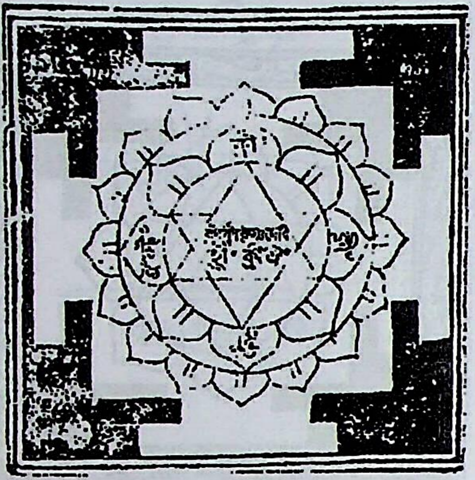

তন্ত্রসার ৪৭৬ পৃষ্ঠা।

বিশালাক্ষী যন্ত্রং।

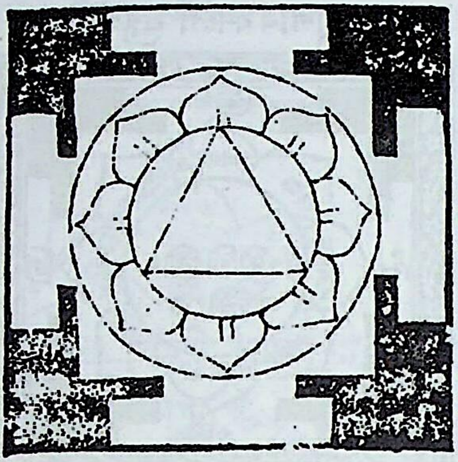

তন্ত্রসার ৪৮৯ পৃষ্ঠা।

দুর্গা যন্ত্রং।

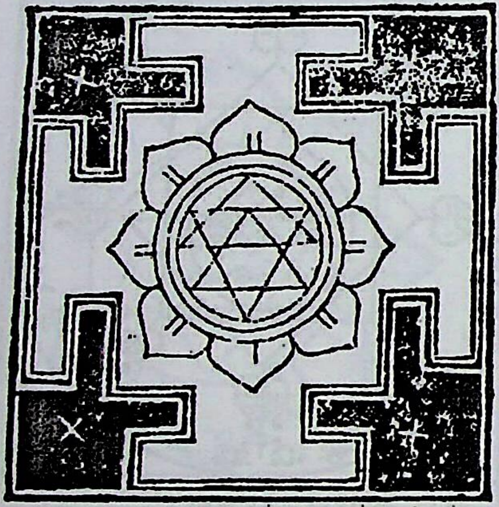

তন্ত্রসার ৪৮৭ পৃষ্ঠা।

গরুড় যন্ত্রং।

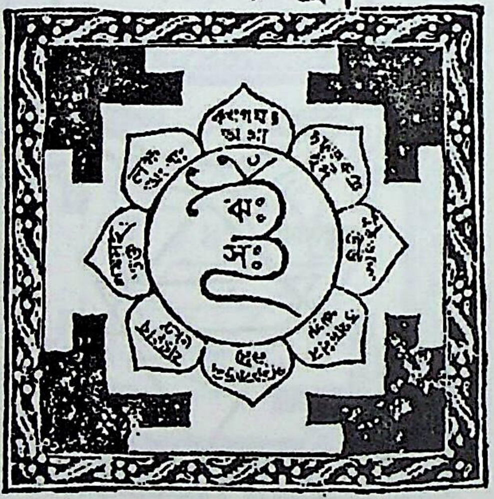

তন্ত্রসার ৪৯৩ পৃষ্ঠা।

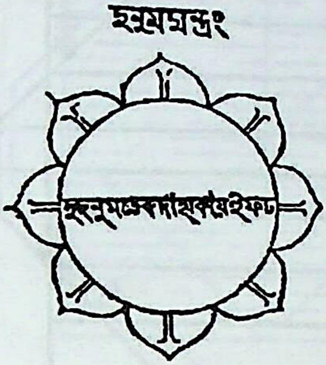
হনুমযন্ত্রং
হনুমদ্বদায়কর্মেইফট

তন্ত্রসার ৪৯৬ পৃষ্ঠা।

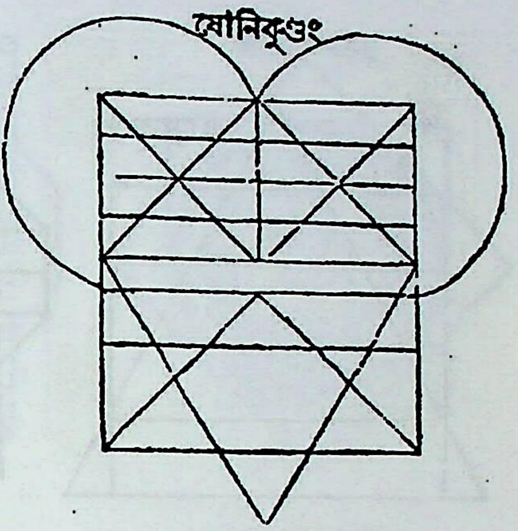

তন্ত্রসার ৫৩৬ পৃষ্ঠা।

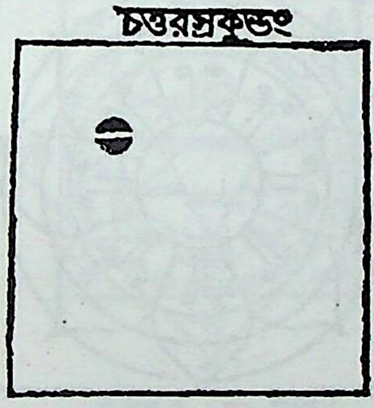

তন্ত্রসার ৫৩৬ পৃষ্ঠা।

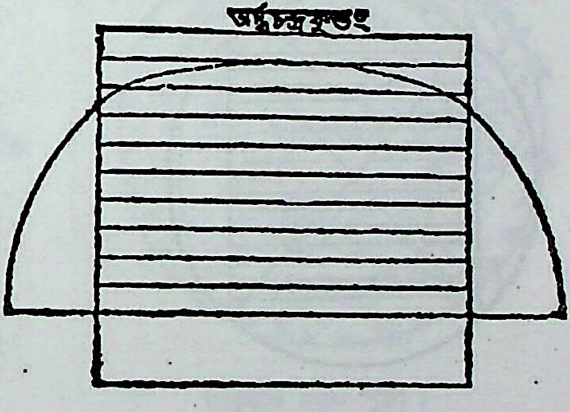
অর্দ্ধচন্দ্রকুণ্ডং

তন্ত্রসার ৫৩৫পৃষ্ঠা।

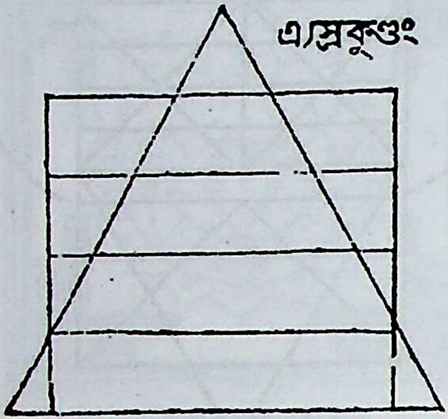

তন্ত্রসার ৫৩৬ পৃষ্ঠা।

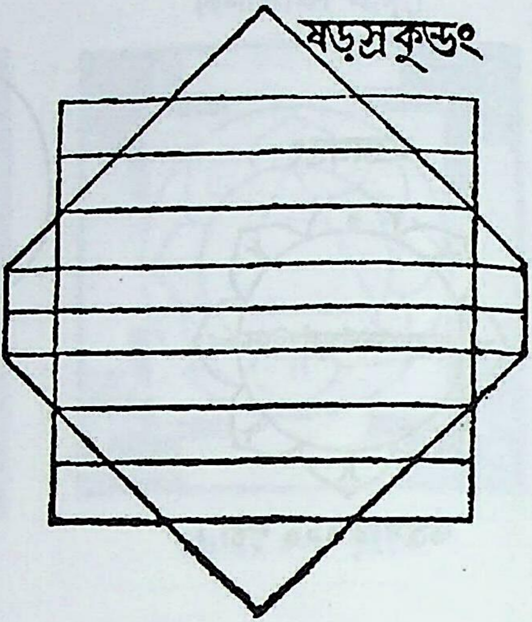

তন্ত্রসার ৫৩৮ পৃষ্ঠা।

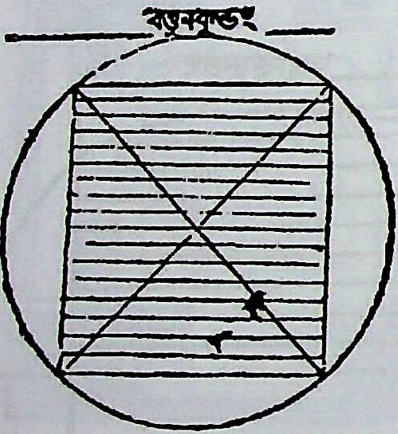

তন্ত্রসার ৫৩৮ পৃষ্ঠা।

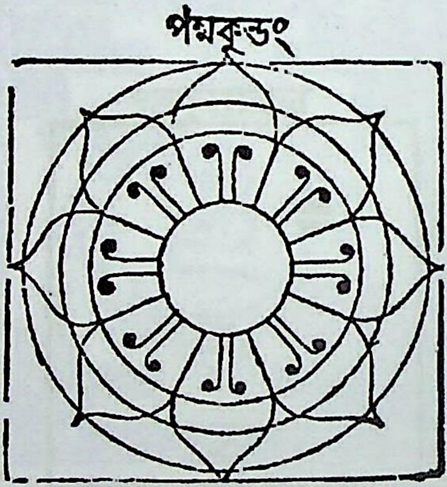

তন্ত্রসার ৫৩৯ পৃষ্ঠা।

অষ্টাস্রকুণ্ডং

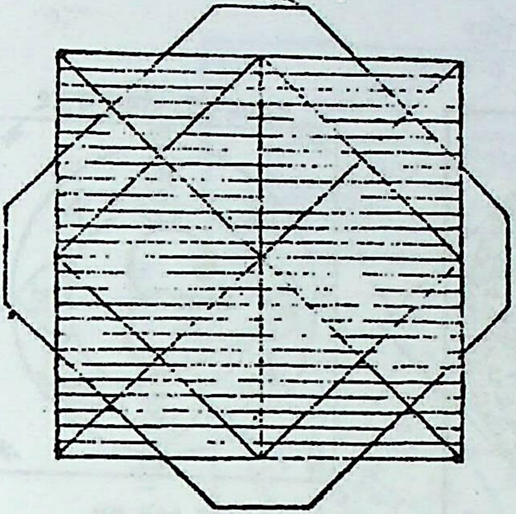

তন্ত্রসার ৫৩৯ পৃষ্ঠা।

নবদুর্গা যন্ত্রং

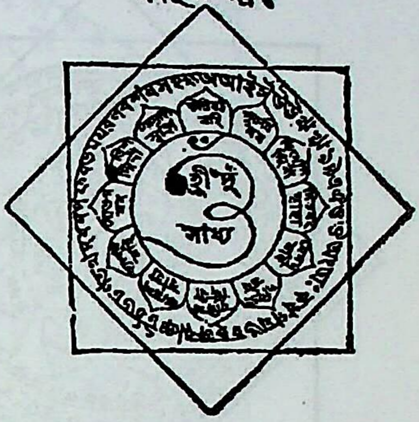

তন্ত্রসার ৬৪৩ পৃষ্ঠা।

ত্রিপুর ভৈরবী ধারণ যন্ত্রং

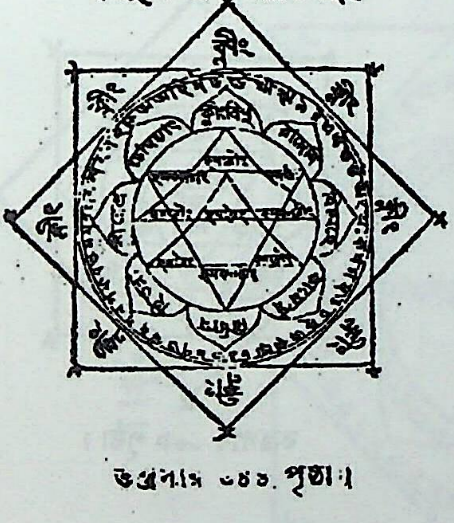

তন্ত্রসার ৬৪১. পৃষ্ঠা।

শিবস্য ধারণ যন্ত্রং

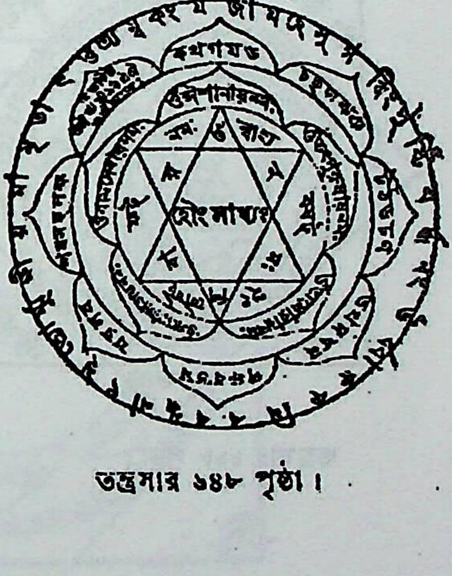

তন্ত্রসার ৯৪৮ পৃষ্ঠা।

গণেশস্য ধারণ যন্ত্রং

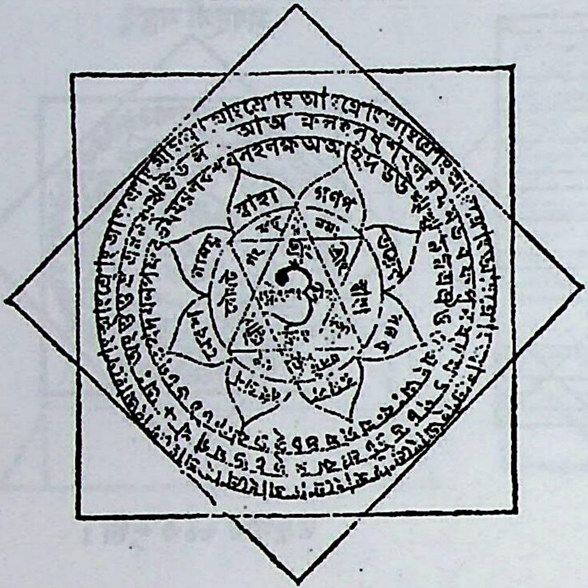

তন্ত্রসার ৬৪০ পৃঃ।

মৃত্যুঞ্জয়স্য ধারণ যন্ত্রং

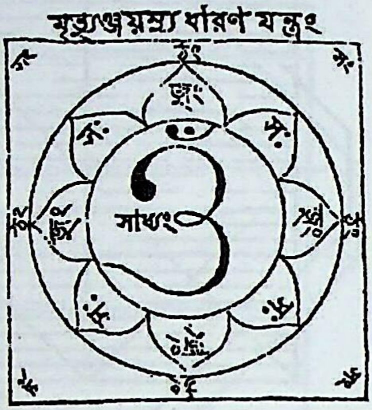

তন্ত্রসার ৬৩৮ পৃষ্ঠা।

কাল্যা ধারণ যন্ত্রং

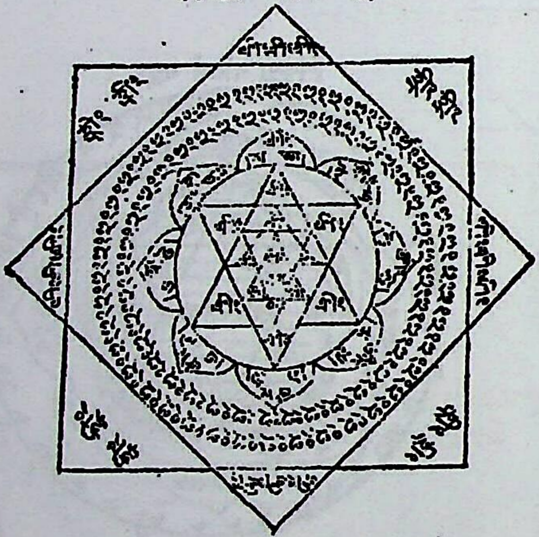

তন্ত্রসার ৬১৮ পৃষ্ঠা।

তারাধারণ যন্ত্রং

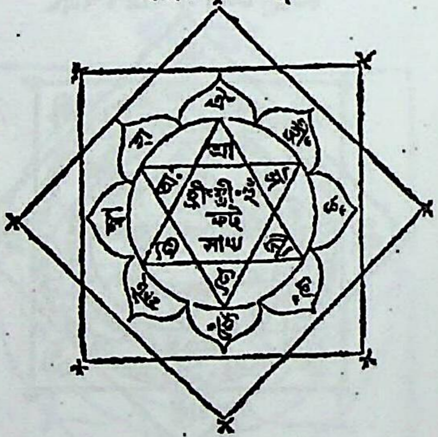

তন্ত্রসার ৮০৯ পৃষ্ঠা।

শ্রীরামস্য ধারণ যন্ত্রং

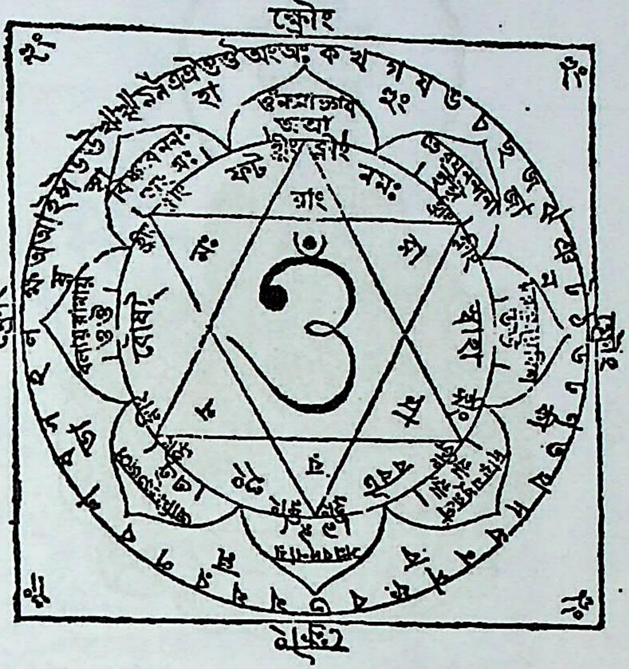
ক্রৌং
ক্রৌং
ক্রৌং
ক্রৌং
ওঁ
ফট্
নমঃ
স্বাহা

তন্ত্রসার ৬৪৭ পৃষ্ঠা।

নৃসিংহস্য ধারণযন্ত্রং

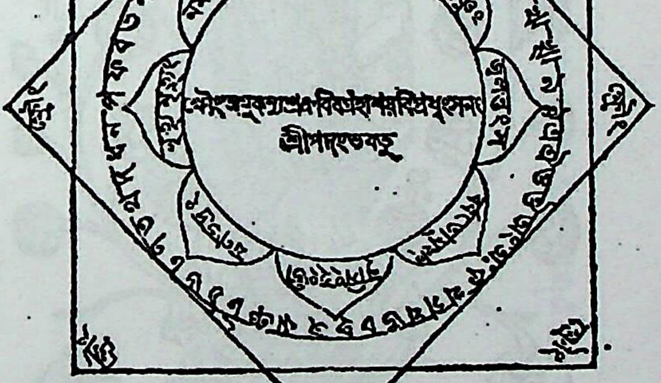
ক্রৌং
ক্রৌং
ক্রৌং
ক্রৌং
উগ্রং বীরং
মহাবিষ্ণুং
জ্বলন্তং
নমাম্যহং
শ্রীপাদং ভবতু

তন্ত্রসার ৬৪৭ পৃষ্ঠা।

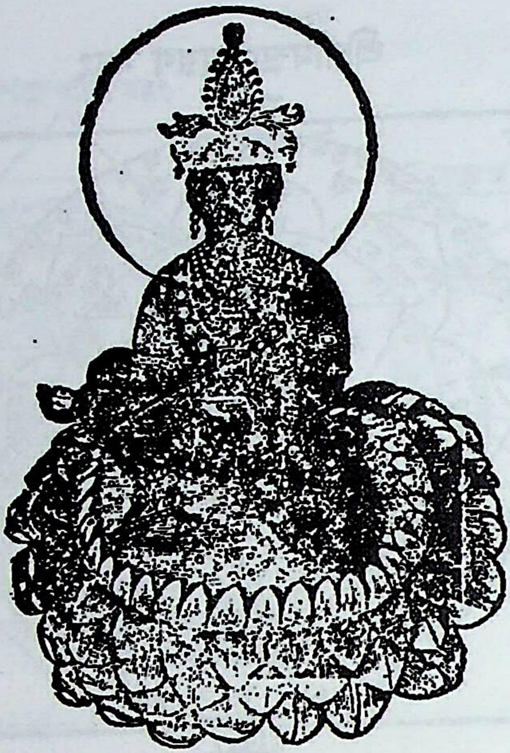

শ্রীবালগোপালঃ। তন্ত্রসার ২৫৯ পৃষ্ঠা।

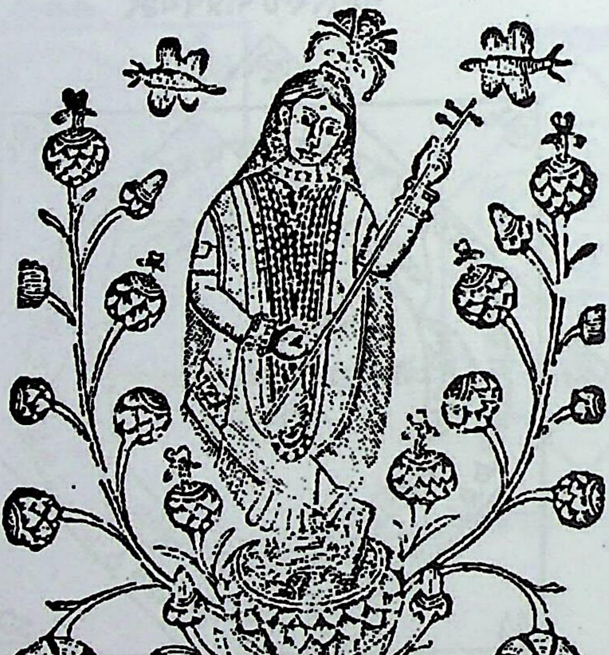

শ্রীবাগীশ্বরী। তন্ত্রসার ১৯৭ পৃষ্ঠা।

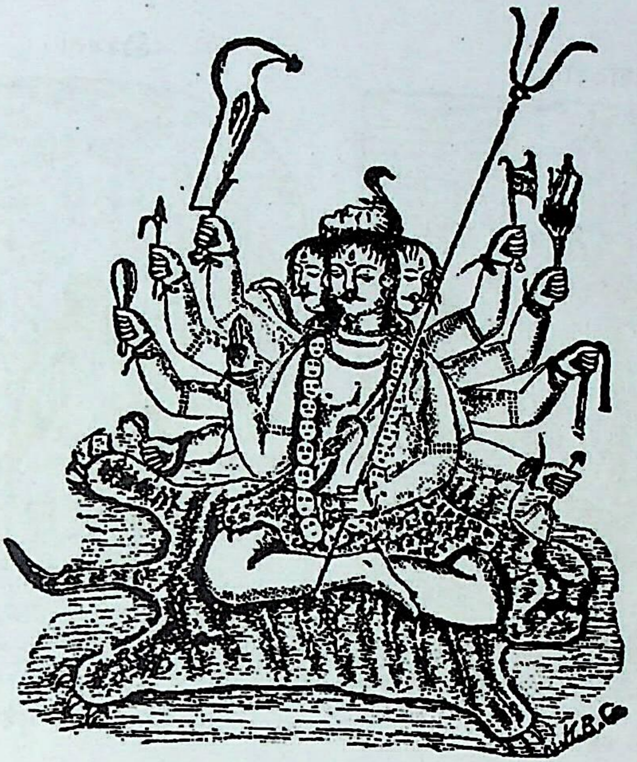

শ্রীশিবঃ। তন্ত্রসার ২৭৫ পৃষ্ঠা।

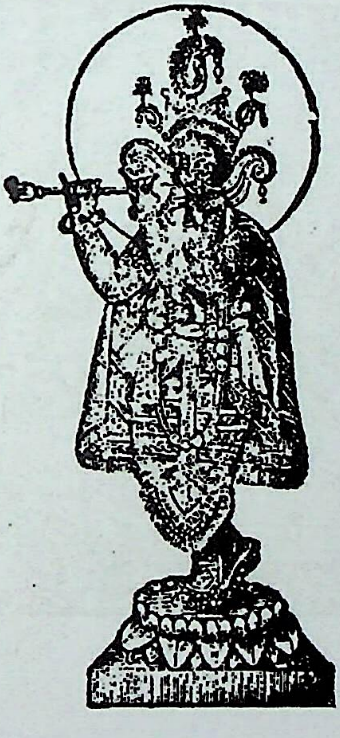

শ্রীকৃষ্ণঃ। তন্ত্রসার ২৭৭ পৃষ্ঠা।

শ্রীমাতঙ্গী।

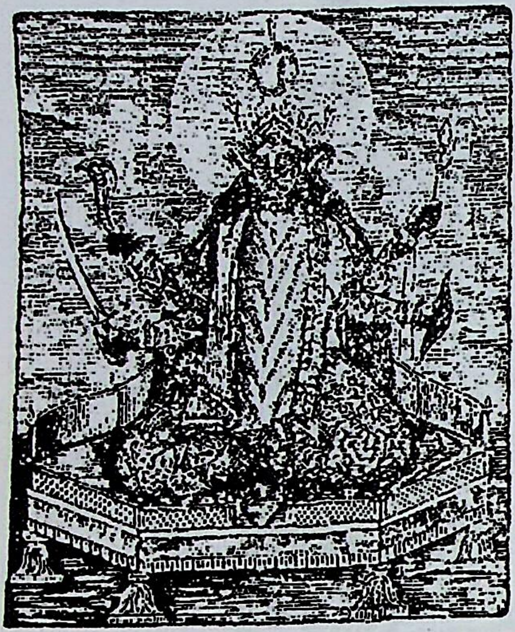

তন্ত্রসার ৪৪৬ পৃষ্ঠা।

শ্রীকমলা।

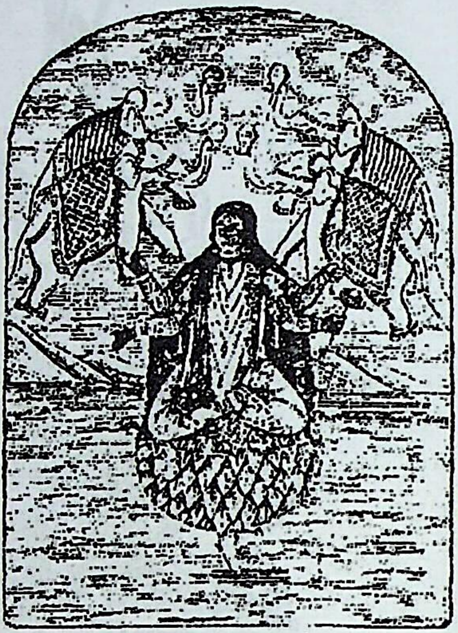

তন্ত্রসার ২১২ পৃষ্ঠা।

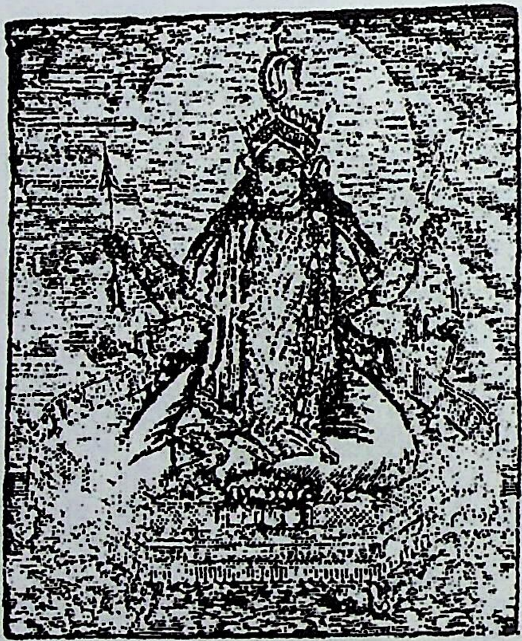

শ্রীভুবনেশ্বরী। তন্ত্রসার ১৬৯ পৃষ্ঠা।

শ্রীভৈরবী।

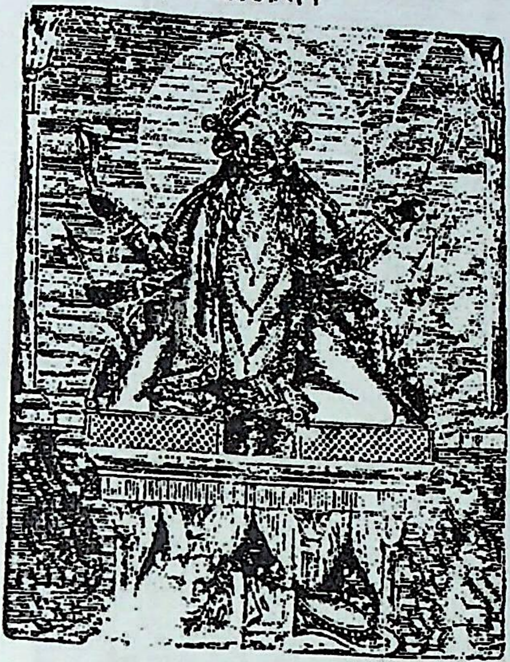

তন্ত্রসার ২৯৫ পৃষ্ঠা।

শ্রীকালী।

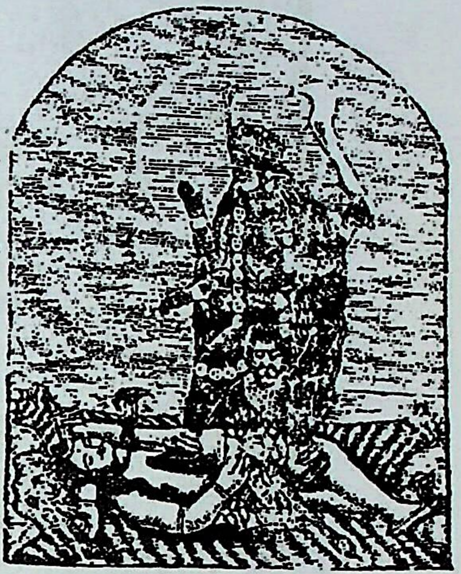

তন্ত্রসার ৩৮২ পৃষ্ঠা।

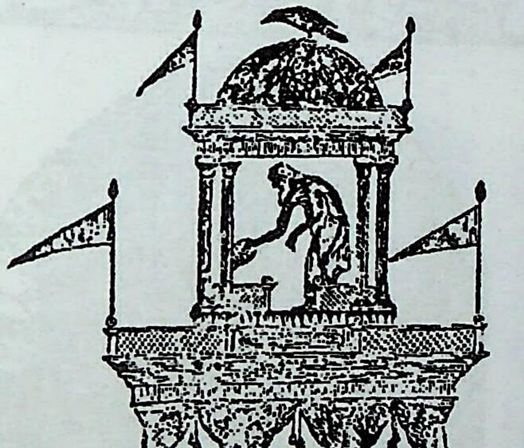

শ্রীধূমাবতী। তন্ত্রসার ৪৫০ পৃষ্ঠা।

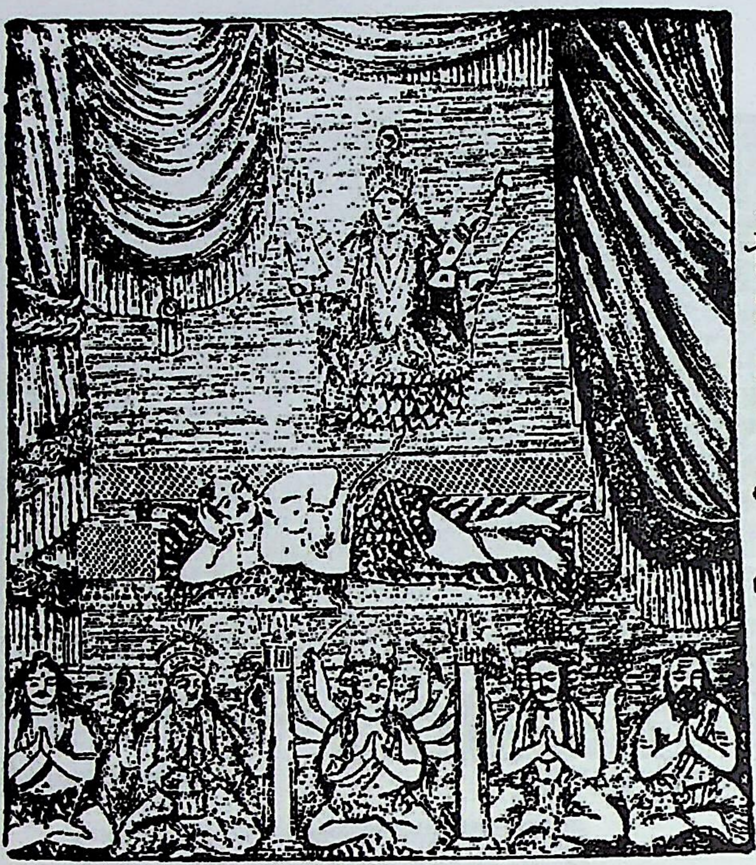

শ্রীষোড়শী। তন্ত্রসার ৩১৭ পৃষ্ঠা।

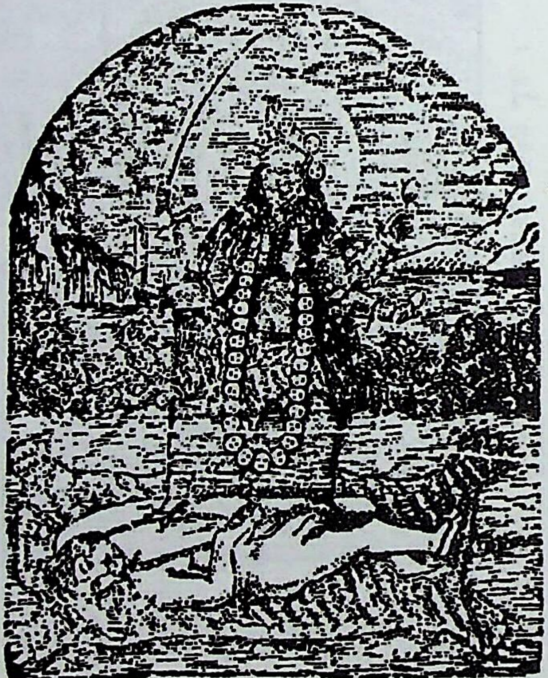

শ্রীতারা। তন্ত্রসার ৪০৭ পৃষ্ঠা।

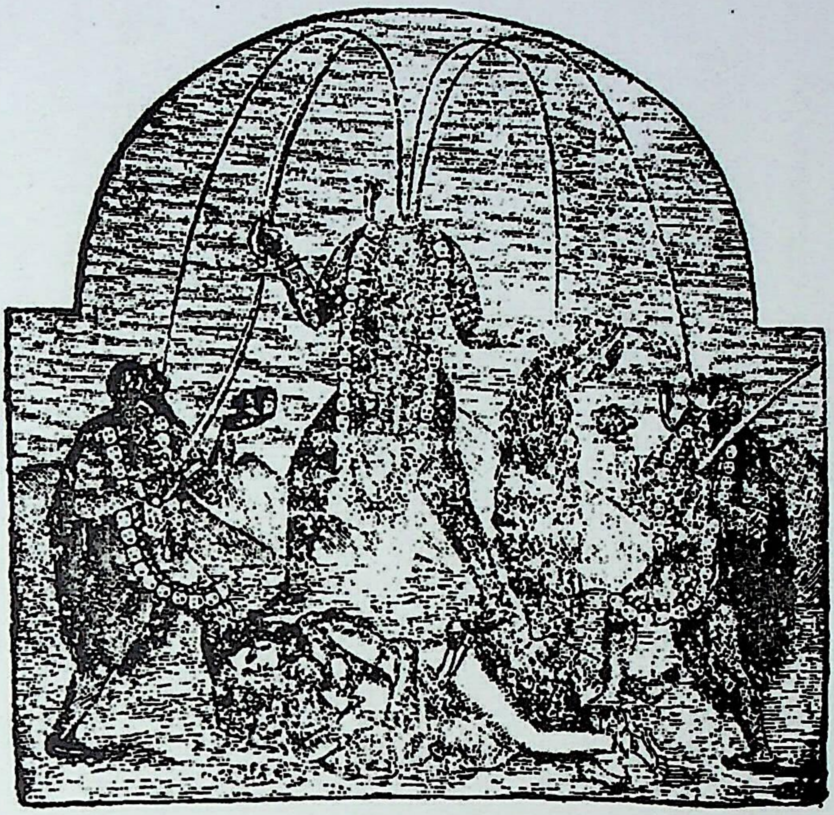

শ্রীছিন্নমস্তা। তন্ত্রসার ৩৭১ পৃষ্ঠা।

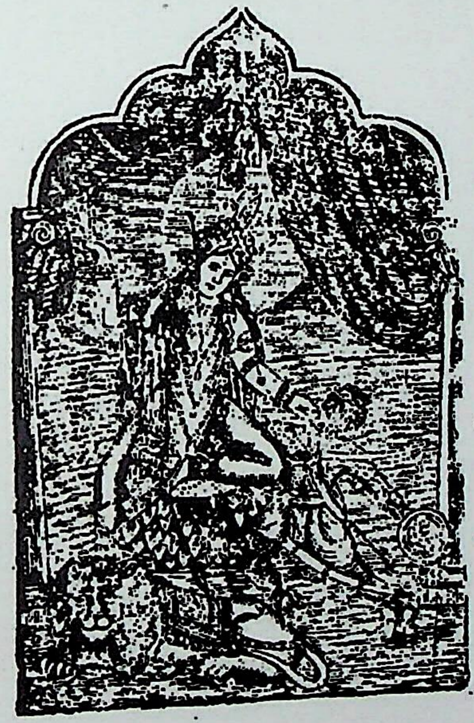

শ্রীবগলামুখী। তন্ত্রসার ৪৬১ পৃষ্ঠা।

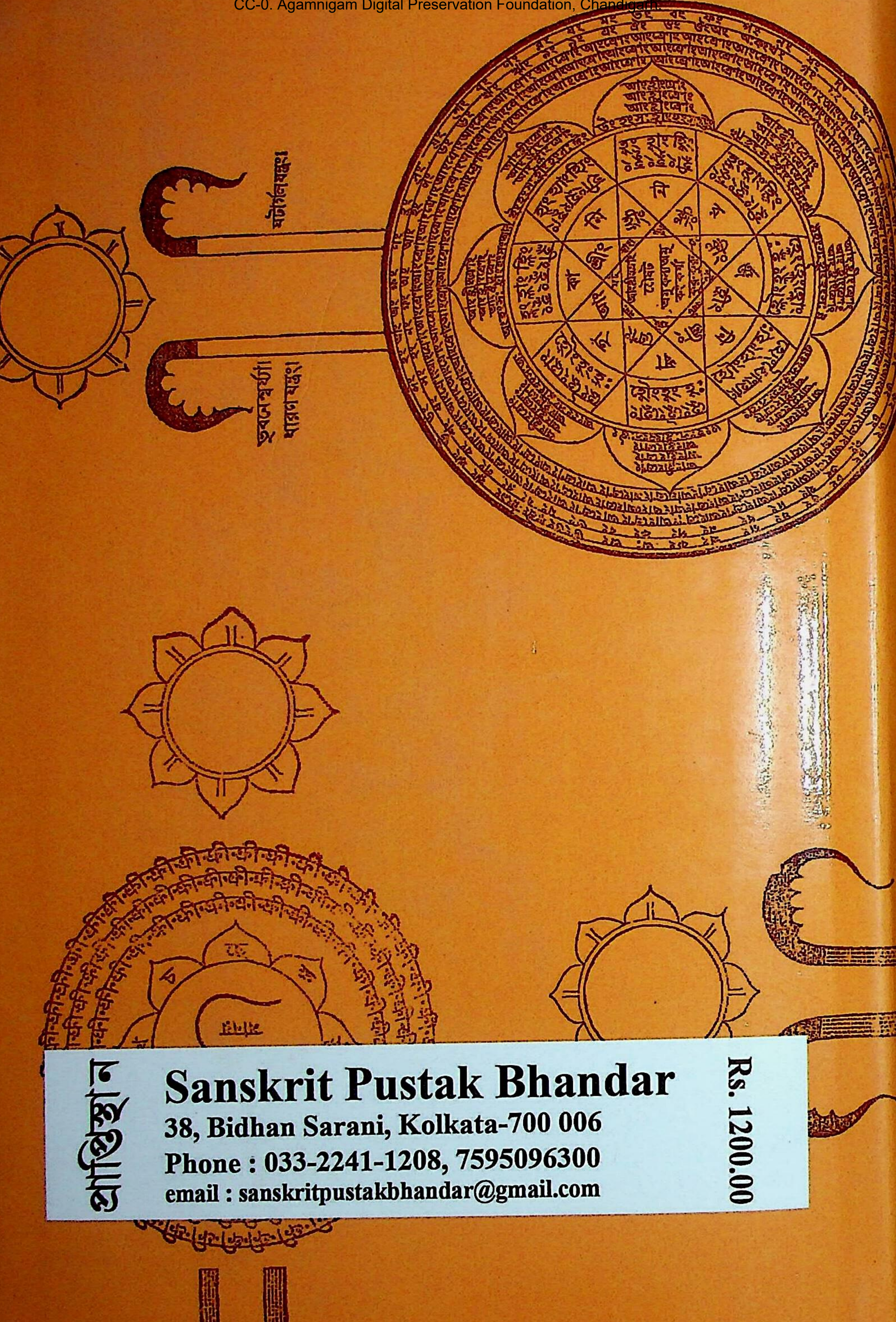

প্রাপ্তিস্থান

Sanskrit Pustak Bhandar
38, Bidhan Sarani, Kolkata-700 006
Phone : 033-2241-1208, 7595096300
email : sanskritpustakbhandar@gmail.com

Rs. 1200.00